

ব্রহ্মপুরাণম্ ।

মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-

বিরচিতম্ ।

মূল-সংস্কৃতম্ বঙ্গানুবাদ-সমেতক

ভট্টপল্লী-নিবাসি-

পণ্ডিতশ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য-
প্রণীতম্ ।

কলিকাতা,

১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত, "বঙ্গবাসী-ইন্সটিটিউট-মেসিন-যন্ত্রে"

প্রিন্টেড চন্দ্রশেখর দত্ত দ্বারা।

মূল্য ৩০ প্রকাশিত ।

ভূমিকা

ব্রহ্মপুরাণ—সুপ্রসিদ্ধ—মহাপুরাণ; ইহাতে বহুবিষয় সন্নিবেশিত। পণ্ডিত
শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ এই মহাপুরাণের অনুবাদক। অনুবাদের গুণ-
দাম্বে তিনিই সুখ্যাতি-নিদার অপিকারী। আমি অশুস্থ; সুতরাং অনুবাদে
কছুমাত্র হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। আমি নামতঃ সম্পাদক। সুতরাং
মামাকে এই ভূমিকা লিখিতে হইল। ইতি

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

ভাটপাড়া।

সূচিপত্রঃ

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ অঃ।	নৈমিষারণ্যে সূতাগমন, তৎ- প্রতি যুনিগণের পুরাণশ্রবণ-বিষয়ক প্রশ্ন এবং সৃষ্টি-কথার স্ত	১	১১ অঃ।	রজি-চরিত্র বর্ণন, ধনত্বরির উৎপত্তি ও ভরদ্বাজ সকাশে তাহার আয়ুষেদপ্রাপ্তি	৫৮
২ অঃ।	স্বায়ম্ভুব মনুর সহিত শতরূপার বিবাহ, উত্তানপাদের বংশকথন, পৃথুর জন্মবৃত্তান্ত, প্রচেতাগণের সহিত কৃষ্ণকন্তার পরিণয়, এবং তাহাতে দক্ষের উৎপত্তি	৫	১২ অঃ।	নহুব হইতে যযাতি প্রভৃতির উৎপত্তি, ও তাহার জরা গ্রহণে অনিচ্ছুক তৎপুত্র যত্রপ্রতি যযাতির শাপ প্রদান	৬২
৩ অঃ।	দেবতাদিগের উৎপত্তি,	১০	১৩ অঃ।	পুরুবংশ বর্ণন, কাণ্ডবীথ্যা- জ্ঞানের বৃত্তান্ত ও তাহার প্রতি আপবমুনির শাপ	৬৬
৪ অঃ।	ব্রহ্মা কর্তৃক দেবতাদিগের রাজ্যাভিষেক ও পৃথচরিতার স্ত	১২	১৪ অঃ।	বশুদেবের জন্ম বিবরণ ও তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণোৎপত্তি প্রভৃতি বর্ণন	৮০
৫ অঃ।	মহাস্তরকথা আরম্ভ ও মহা- শ্রলয়াদি কথন	২৭	১৫ অঃ।	জ্যামঘচরিত্র বর্ণন ও কংসোৎপত্তি	৮৪
৬ অঃ।	স্বর্ঘ্যবংশ বর্ণন, ছায়াধার বড়বা- রূপ ধারণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উৎ- পত্তি ও যমুনা, শনৈশ্চর প্রভৃতি স্বর্ঘ্যতনয়গণের বিবরণ	৩১	১৬ অঃ।	শ্রমন্তকোপাখ্যান, কৃষ্ণের জাম্ববতীর বিবাহ ও কৃষ্ণ-সত্যবতী- পরিণয় কথন	৮৯
৭ অঃ।	বৈবস্বত মনুর বংশে ইলার উৎপত্তি, বুধের সহিত তাহার সঙ্গম, সুহ্যাদির উৎপত্তি ও কুবলয়াশ্চ- চরিতাদির বর্ণন আরম্ভ	৩৬	১৭ অঃ।	শতধবা কর্তৃক সত্রাজিৎ-বধ ও অকুরসন্নিধানে শ্রমন্তক ভ্রাস	৯৩
৮ অঃ।	সত্যব্রতের ত্রিশঙ্কু নামপ্রাপ্তির কাণ্ড, সশরীরে তাহার স্বর্গগম- নাদি, সগরের জন্মবৃত্তান্ত, সগর- পুত্রদিগের প্রতি কপিলের শাপ ও ভগীরথোৎপত্তি বর্ণনাদি	৪৩	১৮ অঃ।	ভূগোল ও সমুদ্রদ্বীপাদি কথন	৯৬
৯ অঃ।	সোমোৎপত্তি, তৎকর্তৃক বৃহ- স্পতির ভাষ্যাহরণ ও বুধোৎপত্তি	৫০	১৯ অঃ।	ভারতবর্ষ বর্ণন প্রসঙ্গে তদ- ন্তর্গত নব ভেদ, নদী ও উপনদীর কথা এবং জম্বুদ্বীপপ্রশংসা	১০০
১০ অঃ।	পুরুববার জন্ম, গাধিরাজোৎ- পত্তি, জমদগ্নির জন্ম কথন ও রেণুকার সহিত জমদগ্নির বিবাহাদি	৫৩	২০ অঃ।	প্লক্ষদ্বীপ ও তদ্বাসীলোক- দিগের পরমাণু পরিমাণ এবং অশ্বাশ্বদ্বীপপুঞ্জবর্ণন	১০৩
			২১ অঃ।	পাতালাদি সমুদ্রলোক ও অনন্তবীর্ঘ্য বর্ণন	১০৯
			২২ অঃ।	পাপ, নরক, পাপবিশেষে নরকবিশেষ, শ্রীহরিশ্রবণের পাপ-	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	নাশকত্ব ও স্বর্গ-মরকের স্বরূপ ব্যাখ্যা	১১১		অঙ্কে শিশুরূপে শিবের শয়ন ও শিব-পার্বতীর বিবাহ	১৭৪
২৩ অঃ।	আকাশ ও পৃথিবীর পরিমাণ বর্ণনাদি	১১৪	৩৭ অঃ।	দেবগণ কর্তৃক মহেশ্বরের জ্ঞতি ও মহেশ্বরের নিজ স্থানে প্রস্থান	১৮৬
২৪ অঃ।	শিশুমারচক্রে বর্ণন ও ঐব- সংস্থিতি নিরূপণ	১১৭	৩৮ অঃ।	মদন-দাহ, মেনকা কর্তৃক পার্বতীর উপহাস ও মহেশ্বরের পার্বতী প্রতি প্রবোধ দান	১৮৭
২৫ অঃ।	শারীর তীর্থবর্ণন ও তীর্থ- মাহাত্ম্য পাঠের ফল কীর্তন	১১৯	৩৯ অঃ।	দক্ষ সহ দেবগণের কথোপ- কথন, বীরভদ্রোৎপত্তি বর্ণন, দক্ষ- যজ্ঞ ধ্বংস ও শিবসমীপে দক্ষের বরপ্রাপ্তি, দক্ষ কর্তৃক শিবের অষ্টোত্তর সহস্র স্তোত্র	১৯১
২৬ অঃ।	ব্রহ্মার প্রতি মুনিদিগের মোক্ষ বিষয়ক প্রশ্ন	১২৪	৪০ অঃ।	শিব কর্তৃক সক্ষ বস্তুতে বিভাগানুসারে জ্বর স্থাপন	১৯৮
২৭ অঃ।	ভরত খণ্ড ও তত্রস্থ গিরিনদী প্রভৃতির বর্ণন	১২৭	৪১ অঃ।	একাত্ম ক্ষেত্র বর্ণন	২০৬
২৮ অঃ।	ওড়্রদেশস্থ ব্রাহ্মণপ্রশংসা ও সূর্য্যপূজাদি কথন	১৩২	৪২ অঃ।	বিরজা তীর্থ বিরজা দেবী, বৈতরণী নদী, উৎকলতীর্থ ও পুরুষোত্তম বর্ণন	২১২
২৯ অঃ।	সূর্য্যপূজার মাহাত্ম্য ও শুক্ল- পক্ষীয় অর্কসংমীতে সূর্য্যারাদনার বৈশিষ্ট্য কীর্তন	১৩৬	৪৩ অঃ।	অবন্তীনগর, মহাকাল শিব, ক্ষিপ্রা নদী ও বিন্দুসমী নামক বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণন	২১৫
৩০ অঃ।	ভাস্কর ইহিতে সক্ষ জগদ্বৎ- পত্ন্যাদি কথন	১৪১	৪৪ অঃ।	ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপ বিবরণ, ইন্দ্রদ্যুম্নের দক্ষিণ সাগরতে গমন	২২১
৩১ অঃ।	আদিত্যের গুণাবলী ও নাম- ভেদ কীর্তন	১৪৭	৪৫ অঃ।	বিষ্ণু কর্তৃক পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বর্ণন	২২৫
৩২ অঃ।	দৈত্যপীড়িত দেবগণের অদিতিকৃত সূর্য্যস্তব পাঠ, দেবাসুর- যুদ্ধ ও যুদ্ধে অসুরদিগের পরাজব	১৫০	৪৬ অঃ।	ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরুষোত্তমক্ষেত্র দর্শনাদি	২৩১
৩৩ অঃ।	অঙ্ককারকৃষ্টি ব্রহ্মাদি কর্তৃক সূর্য্যস্তব, তাঁহাদিগের প্রতি সূর্য্যের বরপ্রদান ও সূর্য্যের অষ্টোত্তর শত নাম কীর্তন	১৫৮	৪৭ অঃ।	ইন্দ্রদ্যুম্নের যজ্ঞবিবরণ	২৩২
৩৪ অঃ।	রুদ্রমাহিমা বর্ণন, দক্ষ ও সতীর কথোপকথন, সতীর স্বদেহ- ত্যাগ ও পার্বতী-আখ্যান আরম্ভ	১৬২	৪৮ অঃ।	প্রতিমা লাভার্থ ইন্দ্রদ্যুম্নের ভোগত্যাগ	২৪৬
৩৫ অঃ।	উমা সহ দেবগণের কথোপ- কথন, শিব-পার্বতী সংবাদ, গ্রাহ সহ পার্বতীর আলাপ ও পার্বতীর প্রতি শিবের বরদান	১৬৯	৪৯ অঃ।	ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক ভগবানের স্তব	২৪১
৩৬ অঃ।	পার্বতীর স্বয়ম্বর, পার্বতীর		৫০ অঃ।	ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বপ্নে ভগবদর্শন লাভ, বিশ্বকর্মা কর্তৃক ভগবানের মূর্ত্তিত্রয় নিৰ্ম্মাণ	২৪৬

অধ্যায়	বিবরণ	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	বিবরণ	পৃষ্ঠা
৫১ অঃ।	পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মুক্তিপ্রাপ্তির স্থাপন, ইন্দ্রহাস্যের বিষ্ণুপদে গমন ও পঞ্চতীর্থ বর্ণন	২৫০	৭৪ অঃ।	গঙ্গার রূপদ্বয় কখন, গৌতম মুনির কৈলাসে গমন	৩৩১
৫২ অঃ।	মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান, ও মার্কণ্ডেয়ের বটবৃক্ষ দর্শনাদি	২৫৫	৭৫ অঃ।	গৌতমের গঙ্গা আনয়ন	৩৩৮
৫৩ অঃ।	মার্কণ্ডেয়ের ভগবদ্দর্শনাদি	২৫৬	৭৬ অঃ।	পঞ্চদশরূপে বিভক্ত হইয়া গঙ্গার স্বর্গাদিলোকে গমন গোদা- বরীমান বিধি	৩৪৩
৫৪ অঃ।	মার্কণ্ডেয়ের ভগবৎ-উদরে প্রবেশাদি	২৬০	৭৭ অঃ।	গৌতমীর শ্রেষ্ঠতা	৩৪৫
৫৫ অঃ।	মার্কণ্ডেয়ের বহির্গমন ও বালমুকুন্দ স্তব	২৬১	৭৮ অঃ।	সগরবংশ বৃত্তান্ত, গঙ্গা লইয়া ভগীরথের পাতালে গমন	৩৪৬
৫৬ অঃ।	বিষ্ণু-মার্কণ্ডেয় সংবাদ	২৬৪	৭৯ অঃ।	বরাহতীর্থ বর্ণন	৩৫২
৫৭ অঃ।	পঞ্চতীর্থবিধি বর্ণনাদি	২৬৯	৮০ অঃ।	লুক্কচরিত বর্ণন	৩৫৩
৫৮ অঃ।	নরসিংহপূজা বিধানাদি	২৭২	৮১ অঃ।	স্কন্দচরিত বর্ণন, কুমার তীর্থেৎপত্তি	৩৬০
৫৯ অঃ।	কপালগৌতম ঋষির মৃত পুত্রের জীবনার্থ ষেত নৃপতির প্রতিজ্ঞা ও বিষ্ণুসমীপে বর- প্রাপ্তি	২৭৮	৮২ অঃ।	কৃত্তিকা তীর্থেপাখ্যান	৩৬২
৬০ অঃ।	নারায়ণের অষ্টাক্ষর মন্ত্র প্রশংসা, নারায়ণ-কবচ ও সমুদ্র- স্নানবিধি	২৮৪	৮৩ অঃ।	দশাশ্বমেধ তীর্থবিবরণ	৩৬৩
৬১ অঃ।	কায়শোধন বিধি ও আবা- হনাদি মন্ত্রবৃত্ত পূজাবিধি	২৮৮	৮৪ অঃ।	পৈশাচ তীর্থেৎপত্তি	৩৬৬
৬২ অঃ।	সমুদ্রস্নান-মাহাত্ম্য	২৯১	৮৫ অঃ।	ক্ষুধা তীর্থ বিবরণ	৩৬৭
৬৩ অঃ।	পঞ্চতীর্থ-মাহাত্ম্য	২৯৪	৮৬ অঃ।	চক্ৰতীর্থ ও বিশ্বধর বৈষ্ণব বিবরণ	৩৬৯
৬৪ অঃ।	মহাজ্যোষ্ঠী-প্রশংসা	২৯৬	৮৭ অঃ।	ইন্দ্রতীর্থ বর্ণন	৩৭৫
৬৫ অঃ।	শ্রীকৃষ্ণের স্নানবিধানাদি	২৯৭	৮৮ অঃ।	জনস্থানতীর্থ বিবরণ	৩৭৯
৬৬ অঃ।	গুণ্ডিবাযাত্রা-মাহাত্ম্য	৩০৩	৮৯ অঃ।	ভানুতীর্থ ও শ্বেদপুত্র যনি- নাগকৃত শিবস্তুতি	৩৮১
৬৭ অঃ।	প্রতিষাট্রা ফল ও যাত্রাস্ত পূজাবিধানাদি	৩০৫	৯০ অঃ।	গারুড় তীর্থ এবং নন্দী ও বিষ্ণুর সংবাদ গরুড়ের প্রতি বিষ্ণুর গর্বোক্তি ও বিষ্ণু কর্তৃক গরুড়ের দর্শাপহরণ এবং গৌতমী স্নান মাত্রে গরুড়ের বজ্রদেহস্থ প্রাপ্তি	৩৮৫
৭৮ অঃ।	বিষ্ণুলোক বর্ণনাদি	৩১০	৯১ অঃ।	গোবর্দ্ধন তীর্থেপাখ্যান	৩৮৮
৭৯ অঃ।	পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য	৩১৫	৯২ অঃ।	ধৌতপাপতীর্থ বর্ণন প্রসঙ্গে মহী নান্নী ব্রাহ্মণপত্নীর উপা- খ্যান	৩৮৯
৮০ অঃ।	ব্রহ্মসংবাদ সংবাদ, চতুর্বিধ তীর্থ লক্ষণাদি, গৌতমীমাহাত্ম্য	৩১৭	৯৩ অঃ।	বিশ্বমিত্র তীর্থ বিবরণ	৩৯২
৮১ অঃ।	আরম্ভ	৩১৭	৯৪ অঃ।	শ্বেততীর্থ ও শ্বেতরাজাসহ যমের যুদ্ধাদি বিবরণ	৩৯৫
৯১ অঃ।	গঙ্গাৎপত্তি কথারম্ভ	৩২০	৯৫ অঃ।	শুক্ৰতীর্থ ও শুক্রচার্যের সঙ্গীতনৌ বিদ্যাভাষ্য	৩৯৯
৯২ অঃ।	শিব-বিবাহাদি	৩২৩			
৯৩ অঃ।	বলি-বামন চরিত	৩২৬			

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৬ অঃ।	ইন্দ্রতীর্থ ও ব্রহ্মহত্যাভয়ে ‘ইন্দ্রের পলায়নাদি, মালব দেশের নাম নিকৃষ্টি	৪০১
২৭ অঃ।	পৌলস্ত্যতীর্থ ও রাবণাদির তপস্শ্রাচরণ কুবেরের সহ যুদ্ধ ও কুবেরের তপস্শ্রাদি	৪০৩
২৮ অঃ।	অগ্নিতীর্থ বিবরণ	৪০৬
২৯ অঃ।	ঋণমোচনতীর্থ ও কক্ষী- বানের পুত্রদ্বয়ের প্রতি পিতৃগণের দার পরিত্রাহার্থে আদেশাদি	৪০৮
১০০ অঃ।	সুপর্ণাসঙ্গমাদিতীর্থ, কক্ষ- ও সুপর্ণার বিবরণ	৪০৯
১০১ অঃ।	পুরুষবার উর্কশী লাভ বিব- রণাদি	৪১১
১০২ অঃ।	মৃগব্যোধোপাখ্যান	৪১৩
১০৩ অঃ।	শম্যাদি তীর্থবিবরণ	৪১৪
১০৪ অঃ।	হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান	৪১৫
১০৫ অঃ।	দেবগণের সোমপ্রাপ্তি ও গঙ্গাসহ মিলিত নদ নদীর বিবরণ	৪২২
১০৬ অঃ।	অমৃতোৎপত্তি বিবরণ	৪২৪
১০৭ অঃ।	বুদ্ধগৌতম বিবরণ	৪২৯
১০৮ অঃ।	ইলা তীর্থবিবরণ	৪৩৪
১০৯ অঃ।	চক্রতীর্থ বর্ণন প্রসঙ্গে দক্ষযজ্ঞ বিবরণ	৪৪৪
১১০ অঃ।	পিপ্পলেশ্বর তীর্থ বিবরণ	৪৪৮
১১১ অঃ।	নাগতীর্থ বিবরণ	৪৬৮
১১২ অঃ।	মাতৃতীর্থ বিবরণ	৪৭৫
১১৩ অঃ।	ব্রহ্মতীর্থ বিবরণ	৪৭৭
১১৪ অঃ।	অবিন্ম তীর্থ বিবরণ	৪৭৯
১১৫ অঃ।	শেষ তীর্থ বিবরণ	৪৮১
১১৬ অঃ।	বড়বাদি তীর্থ বিবরণ	৪৮৩
১১৭ অঃ।	আশ্বতীর্থ বিবরণ	৪৮৫
১১৮ অঃ।	অশ্বখাদি তীর্থ বিবরণ	৪৮৭
১১৯ অঃ।	সোমতীর্থ বিবরণ	৪৯০
১২০ অঃ।	খাচ্চ তীর্থ বিবরণ	৪৯১
১২১ অঃ।	বিদর্ভা ও রেবতীর গঙ্গাসহ মিলনাদি	৪৯৩

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২২ অঃ।	পূর্ণ তীর্থ বিবরণাদি	৪৯৫
১২৩ অঃ।	রামতীর্থ বিবরণ	৫০৩
১২৪ অঃ।	পুত্র তীর্থ বিবরণ	৫১৯
১২৫ অঃ।	যমতীর্থ বিবরণ	৫৩০
১২৬ অঃ।	তপস্তুতীর্থ বিবরণ	৫৩৫
১২৭ অঃ।	দেবতীর্থ বিবরণ	৫৩৮
১২৮ অঃ।	তপোবনাদি তীর্থ বিবরণ ও কার্তিকেয় উপাখ্যান	৫৪৪
১২৯ অঃ।	গঙ্গা ফোয়ার সঙ্গম বিবরণ ও মহাশনি দৈত্যচরিত	৫৫০
১৩০ অঃ।	আপস্তুতীর্থ বিবরণ	৫৬১
১৩১ অঃ।	যমতীর্থ বিবরণ প্রসঙ্গে সরমা উপাখ্যান	৫৬৪
১৩২ অঃ।	যক্ষীসঙ্গম মাহাত্ম্য	৫৬৯
১৩৩ অঃ।	শুক্রতীর্থ উপাখ্যান	৫৭০
১৩৪ অঃ।	চক্রতীর্থ উপাখ্যান	৫৭২
১৩৫ অঃ।	বাণীসঙ্গম উপাখ্যান	৫৭৩
১৩৬ অঃ।	বিষ্ণুতীর্থ বিবরণ ও মৌদাল্য উপাখ্যান	৫৭৫
১৩৭ অঃ।	লক্ষ্মী তীর্থাদি বিবরণ	৫৭৯
১৩৮ অঃ।	ভানুতীর্থ বিবরণ	৫৮২
১৩৯ অঃ।	খল্লা তীর্থ বিবরণ	৫৮৫
১৪০ অঃ।	আত্রেয় তীর্থ বিবরণ	৫৮৭
১৪১ অঃ।	কপিলাসঙ্গম তীর্থ বিবরণ	৫৯১
১৪২ অঃ।	দেবস্থান তীর্থ বিবরণ	৫৯৪
১৪৩ অঃ।	সিদ্ধ তীর্থ বিবরণ	৫৯৫
১৪৪ অঃ।	পরুক্ষীসঙ্গম তীর্থ বিবরণ	৫৯৭
১৪৫ অঃ।	মার্কণ্ডেয় তীর্থ বিবরণ	৫৯৯
১৪৬ অঃ।	যাযাত ও কালঞ্জর তীর্থ বিবরণ	৬০০
১৪৭ অঃ।	এপ্সরোয়ুগ সঙ্গম তীর্থ বিবরণ	৬০৩
১৪৮ অঃ।	কোটীতীর্থ বিবরণ	৬০৬
১৪৯ অঃ।	নারসিংহতীর্থ বিবরণ	৬০৮
১৫০ অঃ।	পৈশাচ তীর্থ বিবরণ প্রসঙ্গে অজীগর্ভ উপাখ্যান	৬০৯
১৫১ অঃ।	নিম্বডেনাদি তীর্থ বিবরণ	৬১২

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫২ অঃ।	নন্দিতীর্থ ও চন্দ্রকৃত তারাহরণ বৃত্তান্ত	৬১৪
১৫৩ অঃ।	ভাব তীর্থাদি বিবরণ	৬১৭
১৫৪ অঃ।	সহস্রকুণ্ডাদি তীর্থ বিবরণ	৬১৮
১৫৫ অঃ।	কপিলাসজন্মাদিতীর্থ বিবরণ	৬২১
১৫৬ অঃ।	শঙ্খ তীর্থাদি বিবরণ	৬২২
১৫৭ অঃ।	কিঙ্কর্য তীর্থোপাখ্যান	৬২৩
১৫৮ অঃ।	ব্যাস তীর্থোপাখ্যান	৬২৬
১৫৯ অঃ।	বজ্ররাসজন্মাদি তীর্থ বিবরণ	৬২৯
১৬০ অঃ।	দেবাগম তীর্থ বিবরণ	৬৩৩
১৬১ অঃ।	কুশতর্পণ প্রসঙ্গে প্রণীত-সঙ্গমাদি তীর্থ বিবরণ	৬৩৫
১৬২ অঃ।	মল্লা তীর্থ উপাখ্যান	৬৪০
১৬৩ অঃ।	পরশু রাবসোপাখ্যান	৬৪৩
১৬৪ অঃ।	পবমান নৃপতিসহ চিক্কিক পক্ষীর কথোপকথন বৃত্তান্ত	৬৪৭
১৬৫ অঃ।	ভদ্রতীর্থ বিবরণ	৬৫১
১৬৬ অঃ।	পুত্রজিতীর্থ বিবরণ	৬৫৪
১৬৭ অঃ।	বিপ্র নারায়ণ তীর্থাদি বিবরণ	৬৫৫
১৬৮ অঃ।	ভানু প্রভৃতি তীর্থ বিবরণ	৬৫৮
১৬৯ অঃ।	ভিন্ন তীর্থ ও বেদ দ্বিজের উপাখ্যান	৬৬১
১৭০ অঃ।	চক্ষু তীর্থ বর্ণন	৬৬৪
১৭১ অঃ।	উর্ধ্বশী তীর্থ বিবরণ	৬৭২
১৭২ অঃ।	সামুদ্র তীর্থ বিবরণ	৬৭৬
১৭৩ অঃ।	ভীমেশ্বর তীর্থবিবরণ	৬৭৭
১৭৪ অঃ।	সোমতীর্থ এবং বার্হস্পত্যাদি তীর্থ বিবরণ	৬৮০
১৭৫ অঃ।	তীর্থাদির চতুর্বিধ নিরুপাধি ও গোতমীমাহাত্ম্য এবং ও পঠন মাহাত্ম্যাদি	৬৮৩
১৭৬ অঃ।	অনন্ত বাসুদেব মাহাত্ম্য নিরুপণ প্রসঙ্গে রামচরিত বর্ণন	৬৯০
১৭৭ অঃ।	পুরুষোত্তম ক্ষেত্র মাহাত্ম্য	৬৯৪
১৭৮ অঃ।	কণ্ডচরিত	৬৯৬

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭৯ অঃ।	ব্যাসের প্রতি মুনীগণের ত্রিক্ষণাবতার বিষয়ক প্রশ্ন	৭১০
১৮০ অঃ।	বিবিধ অবতার ও চতুর্ক্লুহ বর্ণন	৭১৫
১৮১ অঃ।	অবতারপ্রয়োজন বর্ণন ও ভারসিদ্ধিতা পৃথিবীর প্রাথমিক-সারে ভগবানের অবতারোদ্‌যোগ	৭১৮
১৮২ অঃ।	ভগবানের বলরাম ও কৃষ্ণ রূপে অবতার গ্রহণাদি	৭২২
১৮৩ অঃ।	বালক বিনাশার্থ কংসের দৈত্য নিরোগাদি	৭২৪
১৮৪ অঃ।	ত্রিক্ষণ কর্তৃক পুতনা বধ, শকট পরিবর্তন, যমলার্জুন পাতন ও বৃন্দাবনে বাসস্থাপনাদি	৭২৫
১৮৫ অঃ।	কালিয় দমন	৭২৯
১৮৬ অঃ।	ধেনুক বধ বৃত্তান্ত	৭৩৪
১৮৭ অঃ।	প্রলম্বাসুর বধ ও গোবর্দ্ধন উপাখ্যান	৭৩৫
১৮৮ অঃ।	গোবর্দ্ধন ধারণাদি	৭৩৯
১৮৯ অঃ।	রাসকীড়া উপাখ্যান ও অরিস্তবধ বর্ণন	৭৪৩
১৯০ অঃ।	কেশিবধ বর্ণন	৭৪৭
১৯১ অঃ।	নন্দগোকুলে অকুরের আগমন	৭৫০
১৯২ অঃ।	কৃষ্ণবলরামের মথুরা গমন	৭৫৩
১৯৩ অঃ।	কুজ-সন্তাষণ, কুবলয়াপীড়-সংহার, চাপুর মুষ্টিক বিনাশ এবং কংস ও তদীয় ভ্রাতা সুনামার বধ বর্ণন	৭৫৯
১৯৪ অঃ।	ত্রিক্ষণ কর্তৃক উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক ও সান্দীপনৌ মূনির মৃত পুত্র আনয়ন	৭৬৫
১৯৫ অঃ।	অরাসন্ধের মথুরা আক্রমণ	৭৬৮
১৯৬ অঃ।	কালযবন উপাখ্যান, ত্রিক্ষণের দ্বারকা নির্মাণ, মূচুক্শের দৃষ্টিতে কালযবনের বিনাশাদি	৭৬৯
১৯৭ অঃ।	ত্রিক্ষণ কর্তৃক মূচুক্শকে বধ	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রদান, বলরামের গোকুলে প্রত্য- গমন	৭৭২	২১২ অঃ।	কৃষ্ণাঙ্গাদির প্রাণ পরি- ত্যাগ, আত্মরগণ কর্তৃক অর্জুনের পরাজয়, অষ্টাবক্র উপাখ্যান, পরি- কিতে রাজ্য বিস্তারপূর্বক যুধি- ষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থান	৮০৯
১৯৮ অঃ।	বলদেবের যমুনাকর্ষণাদি	৭৭৪	২১৩ অঃ।	দশাবতার বর্ণন	৮১৬
১৯৯ অঃ।	শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণাঙ্গী হরণাদি ও প্রহ্লাদোৎপত্তি বিবরণ	৭৭৫	২১৪ অঃ।	মরণান্তর যমলোক-পথাদি বিবরণ	৮২৭
২০০ অঃ।	শব্দ কর্তৃক প্রহ্লাদের হরণ, প্রহ্লাদ কর্তৃক শব্দের বধ ও দ্বার- কায়া প্রত্যাগমনাদি	৭৭৬	২১৫ অঃ।	যমের দক্ষিণ দ্বারের বিশেষ বিবরণ	৮৩৫
২০১ অঃ।	কৃষ্ণাঙ্গপুত্রদিগের নাম ও শ্রীকৃষ্ণপুত্রদিগের নাম কীর্তন, অনি- কৃষ্ণের বিবাহ, বলদেবকৃত কৃষ্ণ- বধ	৭৭৯	২১৬ অঃ।	সুগতিপ্রাপ্তি হেতু কখন	৮৪৪
২০২ অঃ।	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মুর ও নরকা- সুরের বধ, অদিতিকে কুণ্ডল প্রদান ও স্বর্গগমনাদি	৭৮১	২১৭ অঃ।	ধর্মের প্রাধান্য, শত্রুরোৎ- পত্তি এবং পুণ্য-পাপাহুসারে বিবিধ যোনিতে জন্মপ্রাপ্তি বিবরণ	৮৫০
২০৩ অঃ।	পারিজাত-হরণ বিবরণ	৭৮৩	২১৮ অঃ।	অন্নদান-মহিমা	৮৫৮
২০৪ অঃ।	পারিজাত লইয়া শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন, বোড়শসহস্র দারা পরিণয়	৭৮৯	২১৯ অঃ।	শ্রাদ্ধবিধান	৮৬০
২০৫ অঃ।	শ্রীকৃষ্ণের পুত্রপৌত্রাদির নামকীর্তন ও উদাহরণ বৃত্তান্ত	৭৯০	২২০ অঃ।	শ্রাদ্ধকল্প বর্ণন, তিথিভেদে শ্রাদ্ধের ফল, অযনাদি-শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণবিচারাদি	৮৬৮
২০৬ অঃ।	চিত্রলেখা কর্তৃক কস্তান্ত- পুত্রে অনিরুদ্ধের আনয়ন, শব্দ সহ শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ ও বাণপরা- জয়াদি	৭৯২	২২১ অঃ।	বিবিধ সদাচারাদি কখন অশৌচ বিচার	৮৮২
২০৭ অঃ।	পৌণ্ড্রক বাসুদেব উপাখ্যান, পৌণ্ড্রক ও কাশিরাজ বধ, পৌণ্ড্রক- পুত্রপ্রেরিত কৃত্য নিবারণাদি	৭৯৫	২২২ অঃ।	বর্ণধর্ম বর্ণন	৮৯৩
২০৮ অঃ।	বলদেবপরাট্রম বর্ণন প্রসঙ্গে শাশ্বকৃত হর্ষোৎসবের কস্তা- হরণাদি	৭৯৯	২২৩ অঃ।	সত্ত্বরজাতি বিবরণ	৮৯৭
২০৯ অঃ।	বলদেব কর্তৃক দ্বিবিদ বানর বধ	৮০২	২২৪ অঃ।	ধর্মনিরূপণ	৯০১
২১০ অঃ।	ভূমিভারাবতরণ প্রসঙ্গে যাদবগণের বিনাশ বর্ণন	৮০৪	২২৫ অঃ।	পুণ্যাত্মা ও পাপীদিগের উত্তমাদম গতি বর্ণন	৯০৫
২১১ অঃ।	ভগবদ্রূপে ব্যাধের স্বর্ণ- গতি	৮০৮	২২৬ অঃ।	বাসুদেবমাধাত্ম্য বর্ণনাদি	৯০৯
			২২৭ অঃ।	বিষ্ণুপূজা কখন প্রসঙ্গে বৈষ্ণবগতিবর্ণন	৯১৪
			২২৮ অঃ।	হরিবাসরে জাগরণগীতি- কার প্রশংসা প্রস্তাবে চণ্ডাল রাক্ষ- সোপাখ্যান	৯১৭
			২২৯ অঃ।	বিষ্ণুভক্তি হেতু কখন প্রসঙ্গে কামদমন-উপাখ্যান ও কপালমোচন তীর্থোৎপত্তি বিবরণ	৯২৮
			২৩০ অঃ।	মহাপ্রলয়, কলির স্বরূপ, ও ভবিষ্যকাল বিবরণ	৯৩৬

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৩১ অঃ।	দ্বাপর যুগান্ত ও ভবিষ্য বৃত্তান্ত	৯৪২	২৩৯ অঃ।	যোগবিধান বর্ণন	৯৭৮
২৩২ অঃ।	প্রাকৃত নৈমিত্তিক প্রলয়াদি ও কল্মাশ বিবরণ	৯৪৮	২৪০ অঃ।	সাংখ্যবিধান বর্ণন	৯৮২
২৩৩ অঃ।	প্রাকৃত প্রলয়স্বরূপ বর্ণন	৯৫১	২৪১ অঃ।	করাকর বিবরণ	৯৮৯
২৩৪ অঃ।	আত্যন্তিক লয়, আধ্যাত্মি- কাদি তাপত্রয় ও জীবের বিবিধা- বস্থাগত ক্লেশ বর্ণনাদি	৯৫৪	২৪২ অঃ।	করাকরজ্ঞানভাবে সংসার- প্রাপ্তি বিবরণ	৯৯২
২৩৫ অঃ।	যোগতত্ত্ব বর্ণন	৯৬০	২৪৩ অঃ।	গ্রন্থার্থ জ্ঞান ব্যতীত গ্রন্থা- ভ্যাসের বৈকল্য, করাকর লক্ষণ, যোগলক্ষণ, সাংখ্যজ্ঞান এবং ক্লেত্র- ক্লেত্রজ লক্ষণ বর্ণন	৯৯৬
২৩৬ অঃ।	বিস্তাররূপে যোগনিরূপণ ও সাংখ্য বর্ণন	৯৬২	২৪৪ অঃ।	অবিদ্যা ও বিদ্যার স্বরূপ বর্ণনাদি	১০০২
২৩৭ অঃ।	জ্ঞানিগণের মোক্ষ, কর্ম্ম- গণের স্বর্গাদিপ্রাপ্তি, ও আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের গুণ বিবরণ	৯৬৭	২৪৫ অঃ।	একত্ব ও নানাত্বের লক্ষণ, জ্ঞানবিজ্ঞান-সংক্রমণ মোক্ষবর্ণন, এই জ্ঞান শাস্ত্রের অধিকারী নির্ণয়াদি	১০০৫
২৩৮ অঃ।	জ্ঞানী ও অজ্ঞানের তায়- তম্য, কর্ম্মাদি দ্বারা ক্রোধাদি বিনা- শের উপায়	৯৭৩	২৪৬ অঃ।	এই পুরাণ শ্রবণ ও পাঠের ফল কীর্তন	১০০৯

সৃষ্টিপত্র সমাপ্ত।

ব্রহ্মপুরাণম্

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরো মর ।
দেবীং সরস্বতীং তথা জমুদীরয়েৎ

যস্মাং সৰ্বমিদং প্রপঞ্চরচিতং
মায়াজগজ্জায়তে,
যস্মিন্ স্থিতিৰ্হিতি য়াতি চান্তসময়ে
কল্পানুকল্পে পুনঃ ।
যং ধ্যানত্মা মুনয়ঃ প্রপঞ্চরহিতঃ
বিন্দন্তি মোক্ষং ধ্রুবং,
তং বন্দে পুরুষোত্তমাখ্যমমলং
নিত্যং বিভূং নিশ্চলম্ ॥১
যং ধ্যায়ন্তি বুধাঃ সমাধিসময়ে
শুদ্ধং বিয়ংসম্ভিতং,
নিত্যানন্দময়ং প্রসন্নমমলং
সৰ্বেশ্বরং নির্গুণম্ ।

প্রথম অধ্যায় ।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী এবং
সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া পরে জয় উচ্চারণ
করিবে ।

এই প্রপঞ্চময় নিখিল মায়াজগৎ ঐহা
হইতে জন্মিয়াছে, ঐহাতে অবস্থান করি-
তেছে এবং প্রলয়ে ঐহাতেই আবার
বিলয় পাইতেছে, এবং যে প্রপঞ্চবিরহিত
পরম তত্ত্বকে ধ্যান করিয়া মুনিগণ মোক্ষপদ
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই পুরুষোত্তম
নারায়ক নিত্য নিখিল নিশ্চল বিভূকে আমি

ব্যক্তাব্যক্তপরং প্রপঞ্চরহিতং
ধ্যানৈকগম্যং বিভূং,
তং সংসারবিনাশহেতুমজরং
বন্দে हरिं মুক্তিদম্ ॥ ২
সুপুণ্যে নৈমিষারণ্যে পবিত্রে স্মনোহরে ।
নানামুনিজনা কীর্ণে নানাপুষ্পোপশোভিতে ॥৩
সরলৈঃ কর্ণকটৈশ্চ পনসৈর্ধ্বখাদিরৈঃ ।
আম্রজম্বুকপিথৈশ্চ ত্র্যগ্ৰোধৈর্দেবদারুভিঃ ॥ ৪
অশ্বথৈঃ পারিজাতৈশ্চ চন্দনাঙ্কুপাটলৈঃ ।
বকুলৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ পুন্নাগৈর্নাগকেশরৈঃ ॥ ৫

নমস্কার করি । ঐহা হার আকৃতি নিখুল
নভোনিভ, যিনি শুদ্ধস্বরূপ, নিত্যানন্দময়,
নিখুল, নির্গুণ, পরমেশ, প্রপঞ্চরহিত,
ব্যক্তাব্যক্ত ও পরম বিভূ, একমাত্র ধ্যান
দ্বারাই ঐহাকে অবগত হওয়া যায় সেহু
সংসার-নাশহেতু, অজর, অমর, মুক্তিপ্রদ
হরিকে আমি বন্দনা করি । নৈমিষারণ্য
অতি পুণ্যময় মনোহর স্থান; সে স্থান
সতত নানা মুনিজনে সমাকীর্ণ ও নানা-
জাতীয় কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত; শাল,
কর্ণিকার, পনস, খদির, আম্র, জম্বু, কপিথ,
ত্র্যগ্ৰোধ, দেবদারু, অশ্বথ, পারিজাত, চন্দন,
অঙ্কু, পাটল, বকুল, সপ্তপর্ণ, পুন্নাগ,

শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ নারিকেলৈস্তথার্জুনৈঃ ।
 অশৈশ্চ বহতিৰ্বৃক্ষৈশ্চম্পকাদৈশ্চ শোভিতে ॥ ৬
 নানাপক্ষিগণাকীর্ণে নানামৃগগণৈরুত ।
 নানাজলাশয়ে পুণ্যৈর্দীর্ঘিকাদৈরলঙ্কৃতে ॥ ৭
 জাহ্নবে কলিযৈর্বৈশ্বে শৃঙ্গৈশ্চাত্মৈশ্চ জাতিভিঃ
 বানপ্রস্থৈর্গৃহস্থৈশ্চ যতিভিঃ স্নাত্তাচারিভিঃ ॥ ৮
 সম্পন্নৈর্গোকুলৈশ্চৈব সর্বত্র সমলঙ্কৃতে ।
 যবগোধূমচণকৈর্বাষ্মদগতিলেহুভিঃ ॥ ৯
 চীনকাভৈস্তথা মেধ্যৈঃ শস্ত্রৈশ্চাত্মৈশ্চ শোভিতে
 তত্র লীলৈ হৃতবহে হুয়মানে মহামথৈ ॥ ১০
 যজ্ঞত্যা নৈমিষেয়াণাং সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ।
 আজগুস্তত্র মুনয়স্তথাহুপি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১১
 জানাগতান্ দ্বিজাংস্তে তু পূজাং চকুর্যথোচিতাম্
 তেষু তত্রোপবিষ্টেযু ঋত্বিগৃভিঃ সহিতেষু চ ॥ ১২
 তত্রাজগাম সূতস্তমতির্মল্লোমহর্ষণঃ ।

নাগকেশর, শাল, তাল, তমাল, নারিকেল ও
 অর্জুন, এই সকল এবং চম্পকাদি অপরাপর
 বহুতর বৃক্ষ তথায় বিরাজিত। নানা-
 জাতীয় মৃগ পক্ষিগণে সে পুণ্যস্থান
 সমারুল; কত পুত জলাশয় ও কত কত
 দীর্ঘিকায় সেস্থান সতত সমলঙ্কৃত; ব্রাহ্মণ,
 কলিয, বৈশ্ব ও শূদ্র এবং অস্তান্ত বহু
 জাতির তথায় বসতি। কত বানপ্রস্থ,
 গৃহস্থ, কত যতি, কত ব্রহ্মচারী, সেখানে
 বিরাজমান; তথাকার সর্বত্র সুসমৃদ্ধ
 গোকুল শোভমান; সর্বত্র যব, গোধূম,
 চণক, মাষ, মুদগ, তিল, ইক্ষু, চীনক ও
 অস্তান্ত প্রচুর পবিত্র শস্ত্রাশি তথায়
 সুশোভিত; এ হেন পুণ্যময় নৈমিষারণ্যে
 তত্রত্য মহর্বিগণ একদা দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের
 অমুষ্ঠান করেন। সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ
 হইলে, প্রদীপ্ত হতাশনে আহুতি প্রদত্ত
 হইতে লাগিল। বহু মুনি ও বহু বিপ্র সেই
 যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করিলেন। তাঁহার।
 আসিবা মাত্র যথাবিধি অভ্যর্থিত ও সং-
 কৃত হইতে লাগিলেন। ঋত্বিগুণের
 সকলেই যথাযথ স্থানে উপবেশন করিলেন।

তং দৃষ্ট্বা তে মুনিবরাঃ পূজাং চকুর্মুদাবিতাঃ ॥ ১৩
 সৌহৃদি তান্ প্রতিপূজ্যেব সংবিশেষ বরাসনে
 কথাং চকুস্তদাস্তোস্তং সূতেন সহিতা দ্বিজাঃ
 কথাস্তে ব্যাসশিষ্যং তে পপ্রচ্ছুঃ সংশয়ং মুদা
 ঋত্বিগৃভিঃ সহিতাঃ সর্বৈ সদৈশ্চঃ সহ দীক্ষিতাঃ
 মুনয় উচুঃ ।

পুরাণাগমশাস্ত্রাণি সেতিহাসানি সন্তম ।
 জানাসি দেবদৈত্যানাং চরিতং জন্ম কৰ্ম্ম চ ॥ ১৬
 ন তেহন্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদেদে শাস্ত্রে চ ভারতে
 পুরাণে মোক্ষশাস্ত্রে চ সর্বজ্ঞোহসি মহামতে ॥
 যথাপূর্বমিদং সর্বমুৎপন্নং সচরাচরম্ ।
 সসুরাসুরগন্ধর্বং সযক্ষোরগরাক্ষসম্ ॥ ১৮
 শ্রোতুমিচ্ছামহে সূত ক্রহি সর্বং যথা জগৎ ।
 বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি ॥ ১৯

এই সময় ধীমান্ সূত লোমহর্ষণ তথায়
 আগমন করিলেন। মুনিগণ তাঁহাকে
 সমাগত দেখিয়া আনন্দের সহিত তাঁহার
 অভ্যর্থনা করিলেন। তিনিও মুনিগণকে
 প্রত্যভিবাদনা দি দ্বারা সম্মানিত করিয়া
 পরমাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন দ্বিজগণ
 সেই সূতের সহিত পরস্পর বিবিধ কথার
 প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। অনন্তর কথা-
 বসানে যজ্ঞদীক্ষিত মুনিগণ, সমস্তঋত্বক ও
 সদন্তগণের সহিত সেই ব্যাস-শিষ্য সূতকে
 তাঁহাদের সংশয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা
 করিলেন। ১—১৫। মুনিগণ কহিলেন,—
 হে সাধুবর! পুরাণ, আগম, ইতিহাস,
 দেব-দৈত্যগণের চরিত, জন্ম ও কৰ্ম্ম
 প্রভৃতি সকলই তোমার বিদিত। বেদ,
 শাস্ত্র ও ভারতীয় কথা সহজে তুমি না জান,
 এমন কিছুই নাই। হে মহামতে! পুরাণে
 এবং মোক্ষশাস্ত্রে তুমি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ।
 অতএব এই সুর, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ,
 উরগ ও রাক্ষস-সমবিত চরাচর নিখিল
 জগৎ যেরূপে উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে, যেরূপে
 আবির্ভূত হইয়াছিল, যেরূপে আবার
 আবির্ভূত হইবে এবং বাহা হইতে উহা

যতশ্চৈব জগৎ সূত যতশ্চৈব চরাচরম্ ।
লীনমাসীত্থা যত্র লয়মেষ্যতি যত্র চ ॥ ২০

লোমহর্ষণ উবাচ ।

অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাশ্রমে ।
সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্বজিহবে ॥ ২১
নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ ।
বাসুদেবায় তারায় স্বর্গস্থিত্যন্তকর্মণে ॥ ২২
একানেকস্বরূপায় স্থূলসূক্ষ্মাশ্রমে নমঃ ।
অব্যক্তব্যক্তভূতায় বিষ্ণবে মুক্তিহেতবে ॥ ২৩
স্বর্গস্থিতিবিমাশায় জগতো যোহজরামরঃ ।
মূলভূতো নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পরমাশ্রমে ॥ ২৪
আধারভূতং বিশ্বস্তাপ্যগীয়াঃসমগীয়সাম্ ।
প্রণম্য সর্বভূতস্বমূচ্যুতং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৫
জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তং নিখলং পরমার্থতঃ ।
তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্ ॥ ২৬
বিষ্ণুং প্রসিদ্ধং বিশ্বস্ত স্থিতৌ স্বর্গে তথা প্রভুম্ ।
সর্বজ্ঞং জগতামীশমজমক্ষয়মব্যয়ম্ ॥ ২৭

উৎপন্ন, ষাঁহাতে স্থিত, ও ষাঁহাতে যেরূপে
ইহা বিলয় পাইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে
বিলীন হইবে, 'হে মহাভাগ! আমরা তৎ-
সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি সে সকল
যথাযথরূপে প্রকাশ করিয়া বল। ১৬—২০।
লোমহর্ষণ কহিলেন,—যিনি বিকার-বিহীন,
নিত্য, শুদ্ধ, পরমাশ্রা, ষাঁহার রূপ সর্বদাই
একরূপ, সেই সর্বজিহু বিষ্ণুকে আমি নমস্কার
করি। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর ভগবান
হিরণ্যগর্ভ, বাসুদেব ও শঙ্করকে আমার
নমস্কার। যিনি এক অথচ অনেকস্বরূপ,
স্থূল অথচ সূক্ষ্মাকৃতি এবং অব্যক্ত অথচ
ব্যক্তরূপী, আমি সেই মুক্তিহেতু বিষ্ণুকে
নমস্কার করি। যিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি
ও বিনাশের মূলভূত, সেই জগন্নাথ পরমাশ্রা
বিষ্ণুকে আমার নমস্কার। যিনি মহান ও সূক্ষ্ম
স্বরূপ বিশ্বের আধারভূত, সেই সর্বভূত-
বিরাজিত, জ্ঞানময়, নিতান্ত নিখল, অচ্যুত
পুরুষোত্তম, পরমার্থস্বরূপ, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি
ও গ্রাসকর্তা, সর্বজ্ঞ, জগদীশ, অজ, অক্ষয়,

আদ্যঃ সূক্ষ্মঃ বিশেষঃ ব্রহ্মাদীন প্রণিপত্য চ
ইতিহাসপূরণজ্ঞঃ বেদবেদাঙ্গপারগম্ ॥ ২৮
সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ পরাশরস্মৃতঃ প্রভুম্ ।
শুরুং প্রণম্য বক্ষ্যামি পুরাণং বেদসম্বিতম্ ॥ ২৯
কথ্যামি যথাপূর্বং দক্ষ্যাদ্যৈষু নিসন্তমৈঃ ।
পৃষ্ঠঃ প্রোবাচ ভগবানজযোনিঃ পিতামহঃ ॥ ৩০
শৃণুধ্বং সম্প্রবক্ষ্যামি কথং পাপপ্রণাশিনীম্ ।
কথ্যমানাং ময়া চিত্রাং বহুর্থাং ক্রতিবিস্তরাম্
যন্তিমাং ধারয়েন্মিত্যং শৃণুয়াদ্যাপ্যভীক্ষুশঃ ।
স্ববংশধারণং কৃত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩১
অব্যক্তং কারণং যত্তন্মিত্যং সদসদাশ্রকম্ ।
প্রধানং পুরুষস্তস্মান্নিশ্চয়ে বিশ্বমীশ্বরঃ ॥ ৩২
তং বুধ্যধ্বং মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্ ।
অষ্টারং সর্বভূতানাং নারায়ণপরায়ণম্ ॥ ৩৩
অহঙ্কারস্ত মহতস্তস্মাদ্ভূতানি জজিরে ।

অব্যয়, আশ্র, সূক্ষ্ম বিশ্বপতি বিষ্ণুকে, ব্রহ্মাদি
স্মরণদকে এবং নিখিল ইতিহাস-পুরাণ-
পরিণীলনকর্তা বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী, সমস্ত
শাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ পরাশরনন্দন মদীয় শুরু
শ্রীমান্ বেদবাসকে প্রণিপাতপুরঃসর
আমি আধুনা বেদসম্বিত পুরাণবার্তা বিবৃত
করিতেছি। পুরা কালে দক্ষ প্রভৃতি মুনি-
সন্তমগণের প্রশ্ন শুনিয়া ভগবান্ পদ্মযোনি
যাহা বলিয়াছিলেন, আমি সেই সকল
হরিতহারিণী পবিত্র কথারই অবতারণা
করিব। আমি এক্ষণে এই যে বিচিত্র
বহু অর্থযুক্ত বেদ-বিখ্যাত কথা কহিব, যে
জন উহা নিত্য নিত্য ধারণা করিবে, বা
প্রতিনিয়ত শুনিবে, তাহার বংশবিলোপ
ঘটিবে না, সে ইহলোকে স্বীয় বংশ বিস্তার
করিয়া অস্তে স্বর্গলোকে বাস করিবে ॥
২১-৩২ ॥ যাহা অব্যক্ত কারণ, নিত্য সদসদা-
শ্রক, প্রধান পুরুষ, তাঁহা হইতেই এই বিশ্ব
বিনির্মিত হয়। ঈশ্বরই এই বিশ্ব বিধানের
কর্তা। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা অমি-
তৌজা নারায়ণ-পরায়ণ ব্রহ্মাকেই সর্বভূতের

ভূতভেদাশ্চ ভূতেভ্য ইতি সর্গঃ সনাতনঃ ॥৩৫॥
 বিস্তরাবয়বং চৈব যথাপ্রজ্ঞং যথাক্রতি।
 কীর্ত্যমানং শৃণুধ্বং বঃ সর্বেষাং কীর্তিবর্দ্ধনম্ ॥
 কীর্তিভ্যং স্থিরকীর্ত্তীনাং সর্বেষাং পুণ্যবর্দ্ধনম্।
 ততঃ স্বয়ম্ভূতগবান্ সিন্ধুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥৩৭॥
 অগ্নিঃ সপ্তর্ষীনাং তানু বীৰ্য্যমথাস্থজং।
 আপো নারী ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরস্বনবঃ
 অয়নং তন্তু তাঃ পূৰ্ব্বং ভেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
 হিরণ্যবর্ণমন্ডবস্তদগমুদকেশধম্ ॥ ৩৯
 তদ্রূপে জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূরিতি নঃ শ্রুতম্।
 হিরণ্যবর্ণো ভগবান্নৃষিভ্যাং পরিবৎসরম্ ॥ ৪০
 তদগমকরোদ্ধ্বং দিব্যং ভূয়মথাপি চ।
 তয়োঃ শকসরোদ্ধ্বাং আকাশমকরোৎপ্রভুঃ ॥৪১॥

সৃষ্টিকর্তা বলিয়া জানিবেন। মহান্ হইতে
 মহাকারের উদ্ভব, সেই অহঙ্কার হইতেই
 ভূতসমূহের আবির্ভাব। সেই সকল ভূত-
 বর্গ হইতে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ভূতজাতির
 উৎপত্তি। এইরূপেই সনাতন সৃষ্টিপ্রবাহ
 চলিয়া আসিতেছে। আমি আমার প্রজা
 ও শাস্ত্রজ্ঞান অনুসারে সেই সকল সৃষ্টি-
 বার্তা এবং অক্ষয় কীর্তিশালী পুণ্যকর্মা
 ব্যক্তিবর্গের পুণ্যকথা বিস্তৃতরূপে বর্ণন
 করিব। আপনারা অবাহত হইয়া শ্রবণ
 করুন। ইহা শ্রবণে আপনাদিগেরও পুণ্য-
 কীর্তি বর্দ্ধিত হইবে। অনন্তর ভগবান্
 স্বয়ম্ভূ বিবিধ প্রজা সৃষ্টির অভিলাষে সর্বাগ্রে
 জল সৃষ্টি করিলেন। পরে সেই জলে তিনি
 বীৰ্য্য মিক্ষেপ করিলেন। জলই নারা নামে
 অর্থাহত, সেই জল পূর্বে ভাঁহার অয়ন
 হইয়াছিল বলিয়া তিনি নারায়ণ নামে খ্যাত।
 অনন্তর সেই জল-নির্মিত বীৰ্য্য হিরণ্যবর্ণ
 অণুকারে পরিণত হয়। তাহাতে স্বয়ং
 ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। আমরা শুনিয়াছি,
 সেই ব্রহ্মাই স্বয়ম্ভূ আখ্যায় অর্থাহত। ভগ-
 বান্ হিরণ্যবর্ণ হিরণ্যগর্ভ সেই অণু বৎসরা-
 বধি বাস করিয়া তাহাকে দ্বিধা বিভক্ত
 করেন। পরে সেই ভাগদ্বয়ে স্বর্গলোক ও

অপ্প পারিল্লাব্যাং পৃথ্বীং দিশশ্চ দশধা দধে।
 তত্র কালং মনো বাচং কামং ক্রোধমধো রতিম্
 সসর্জ সৃষ্টিং তদ্রূপাং স্রষ্টুমিচ্ছনপ্রজাপতীন।
 মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং ॥৪৩
 বসিষ্ঠং চ মহাতেজাঃ সোহস্বজংসপ্ত মানসান্।
 সপ্ত ব্রাহ্মণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ ॥
 নারায়ণাশ্বকানীনাং তু সপ্তানাং ব্রহ্মজন্মানাম্।
 ততোহস্বজং পুরা ব্রহ্মা রুদ্রং রোষাশ্বসম্ভবম্ ॥
 সনৎকুমারং চ বিভূং পূর্বেষামপি পূর্বজম্।
 সপ্তম্ভো অজায়ন্ত প্রজা রুদ্রাশ্চ ভো দ্বিজাঃ ॥
 স্বন্দঃ সনৎকুমারশ্চ তেজঃ সংক্ষিপ্য তিষ্ঠতঃ।
 তেষাং সপ্ত মহাবংশা দিব্যা দেবগণাষিতাঃ ॥৪৭
 ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তো মহর্ষিভিরলঙ্কৃতাঃ।
 বিহ্যতোহর্শনিমেঘাশ্চ রোহিতেল্লধনুযি চ ॥

ভূলোক নির্মিত হয়। ব্রহ্মা সেই ভাগদ্বয়ের
 মধ্যে আকাশ সৃষ্টি করিলেন। ক্রমে দশ দিক্,
 পৃথ্বী, কাল, মন, বাচ্য, কাম, ক্রোধ ও
 রতি প্রভৃতি তৎকর্তৃক সৃষ্টি হইল। অম-
 ন্তর তিনি প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি করিতে
 অভিলাষী হইয়া তদনুরূপ সৃষ্টি বিস্তার
 করিলেন। তাহাতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা,
 পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বসিষ্ঠ এই সপ্ত
 মানস পুত্র সেই মহাতেজা ব্রহ্মা হইতে
 আবির্ভূত হইলেন। এই সপ্ত ব্রহ্মপুত্র
 পুরাণে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহারা নারা-
 যণাশ্বক। ইহাদের আবির্ভাবের পর ব্রহ্মা
 রোষাশ্বক রুদ্রকে এবং বিভূ সনৎকুমারকে
 সৃষ্টি করেন। এই সনৎকুমার অতি পূর্ব-
 তনদিগেরও পূর্বজাত। হে দ্বিজগণ!
 পুরোক্তাধিত সপ্ত ব্রহ্মপুত্র হইতে প্রজাগণ ও
 রুদ্রগণ জন্মগ্রহণ করে। ৩৩—৪৬। স্বন্দ এবং
 সনৎকুমার ইহারা উভয়েই শুষ্ক তেজঃ স্ব-
 রণ করিয়া অক্কাশ করেন। ব্রহ্মার মরীচি
 প্রভৃতি সপ্ত মানস পুত্রের দিব্য মহাবংশ
 সকল দেবগণে অধিত, ক্রিয়াসম্পন্ন, প্রজা-
 পরিপূর্ণ এবং মহর্ষিগণে সমলঙ্কৃত। প্রথমে

বয়াংসি চ সসর্জানো পর্জন্তঞ্চ সসর্জ হ ।
 ঋচো যজুংষি সামানি নির্ঘমে যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥ ৪৯
 সাধ্যানজ্ঞনয়দেবানিত্যেবমমুসঙ্গুণ্ডঃ ।
 উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্ত জজ্ঞিরে ॥ ৫০
 আপবন্ত প্রজাসর্গং সৃজতো হি প্রজাপতেঃ ।
 সৃজ্যমানাঃ প্রজা নৈব বিবর্দ্ধন্তে যদা তদা ॥ ৫১
 দ্বিধা কৃদ্বাশ্বনো দেহমর্কেন পুরুষোহভবৎ ।
 অর্কেন নারী তস্তাং তু সোহসৃজদ্বিধাঃ প্রজাঃ
 দিবঞ্চ পৃথিবীং চৈব মহিমা ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ।
 বিরাজমসৃজদ্বিধুঃ সোহসৃজৎ পুরুষং বিরাট্ ॥
 পুরুষং তং মমুং বিজ্ঞাস্তস্ত মমন্তরং স্মৃতম্ ।
 দ্বিতীয়ঃ মানসৈস্তত্তম্নোরন্তরমুচ্যতে ॥ ৫৪
 স বৈরাজঃ প্রজাসর্গং সসর্জ পুরুষঃ প্রভুঃ ।
 নারায়ণবিসর্গস্ত প্রজাস্তস্তাপ্যযোনিজাঃ ॥ ৫৫

ভগবান্ ব্রহ্মা বিহ্যৎ, অশনি, মেঘ, ইন্দ্র-
 ধনু, পক্ষিগণ ও পর্জন্ত, যজ্ঞকার্য্য সমাধা
 করিবার জন্য ঋক্, যজু ও সামবেদসমূহ
 এবং সাধ্য দেবগণ ও অত্যান্ত দেবগণকে
 সৃষ্টি করিলেন। এতদ্ভিন্ন অত্যান্ত উত্তমা-
 ধম ভূতবৃন্দ তদীয় গাত্র হইতে উৎপন্ন
 হইয়াছিল। প্রজাপতি আপব যখন দেখি-
 লেন, তদীয় প্রজাসৃষ্টি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে
 না, তখন তিনি আশ্বদেহ দ্বিধা বিভক্ত
 করেন। সেই দেহের একাধিকে পুরুষ এবং
 অপরাধিকে নারী উৎপন্ন হয়। তিনি সেই
 নারীতে নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করেন এবং
 স্বীয় মহিমায় স্বর্গলোক ও ভূলোক ব্যাপিয়া
 বিরাজ করিতে থাকেন। বিষ্ণু বিরাট্
 পুরুষজ্ঞক সৃজন করেন। বিরাট্ পুরুষ
 হইতে আর এক পুরুষ উৎপন্ন হয়েন।
 এই পুরুষ মমু বলিয়া বিদিত। মমু হই-
 তেই মমন্তর নাম প্রথিত। এই যে মম-
 ন্তর চলিতেছে, ইহা দ্বিতীয় মামস মমন্তর
 বলিয়া কথিত। অনন্তর প্রভু বৈরাজ পুরুষ
 মমু প্রজাসৃষ্টি ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেন।
 তিনি নারায়ণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তদীয়
 প্রজাপতিও অযোমিজাত হয়। এই আদি

আয়ুমান্ কীর্ত্তিমান্ পুণপ্রজাবাংস্ত ভবেন্নরঃ ।
 আদিসর্গং বিদিত্তেমং যথেষ্টাং চাপ্ত যাদগতিম্ ॥
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে আদিসর্গবর্ণনঃ
 প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

স সৃষ্টা তু প্রজাস্তেবমাপবো বৈ প্রজাপতিঃ ।
 লেভে বৈ পুরুষঃ পত্নীঃ শতরূপামযোনিজাম্ ॥
 আপবন্ত মহিমা তু দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতঃ ।
 ধর্ম্মেণৈব মুনিশ্রেষ্ঠঃ শতরূপা ব্যজায়ত ॥ ২
 সা তু বর্ধায়ুতঃ তপ্তা তপঃ পরমহুচ্চরম্ ।
 ভর্ত্তারং দীপ্ততপসং পুরুষং প্রতাপজত ॥ ৩
 স বৈ স্বায়ম্ভুবো বিপ্রাঃ পুরুষো মমুকচ্যতে ।
 তশ্চৈকসপ্ততিগুণং মমন্তরমিহোচ্যতে ॥ ৪
 বৈরাজাৎ পুরুষাধীরং শতরূপা ব্যজায়ত ।
 শ্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ বীর্য্যং কাম্যা ব্যজায়ত ॥

সৃষ্টিবৃন্তান্ত বিদিত হইয়া লোক আয়ুমান্,
 কীর্ত্তিমান্, ধন্য ও প্রজাবান্ হইয়া থাকে,
 এবং অস্তে বাঞ্ছিত গতি প্রাপ্ত হইতে
 পারে ॥ ৪৭—৫৬ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—প্রজাপতি আপব
 এইরূপ প্রজাসৃষ্টি করিলেন। পুরোক্ত
 পুরুষ শতরূপা নারী এক অযোনি-
 সন্তবা পত্নী প্রাপ্ত হইলেন। আপব স্বীয়
 মহিমায় স্বর্গভূমি ব্যাপিয়া বিরাজ করিতে
 লাগিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শতরূপা
 ধর্ম্ম দ্বারা জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অযুত
 বর্ষ পর্য্যন্ত কঠোর তপস্তা করিয়া সেই দীপ্ত-
 তেজা পুরুষকে ভর্ত্তৃপদে বরণ করিলেন।
 ঐ পুরুষই স্বায়ম্ভুব মমু নামে অভিহিত।
 তাঁহার যে একসপ্ততি গুণ কাল, তাহাই
 মমন্তর বলিয়া কথিত। স্বায়ম্ভুব মমু হইতে
 শতরূপার গর্ভে বীর্য্য, শ্রিয়ব্রত ও উত্তান-

ব্রহ্মপুরাণম্

কাম্য নাম সূতা শ্রেষ্ঠা কর্দ্দমস্ত প্রজাপতেঃ ।
 কাম্যাপুত্রোচ্চ চম্বারঃ সম্রাট্ কৃষ্ণবিরাইপ্রভুঃ ॥
 উত্তানপাদঃ জগ্রাহ পুত্রমত্রিঃ প্রজাপতিঃ ।
 উত্তানপাদাক্তুরঃ স্ননুতা সুষুবে সূতান্ ॥ ৭
 ধর্ম্মস্ত কস্তা সূশ্রোগী স্ননুতা নাম বিষ্ণুতা ।
 উৎপন্ন বাজিমেধেন ঋবস্ত জননী শুভা ॥ ৮
 ঋবঞ্চ কীর্তিমন্তুঞ্চ আয়ুস্তুঞ্চ বস্তু তথা ।
 উত্তানপাদোহজনয়ৎ স্ননুতায়াং প্রজাপতিঃ ॥ ৯
 ঋবো বর্ষসহস্রাণি ত্রীণি দিব্যানি ভো দ্বিজাঃ ।
 তপস্তপে মহাভাগঃ প্রার্থয়ন্ স্নমহদ্যশঃ ॥ ১০
 তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ ত্রীতঃ স্থানমাত্মসমং প্রভুঃ ।
 অচলৈকৈব পুরতঃ সপ্তযীণাঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১১
 তস্তাভিমানয়দ্বিক্ঞ্চ মহিমানং নিরীক্ষ্য চ ।
 দেবাসুরাণামাচার্য্যঃ শ্লোকং প্রাশুশনা জগৌ ॥
 অহোহস্ত তপসো বীধ্যমহো ক্ষতমহোহদ্ধুতম্ ।

যমস্ত পুরতঃ কৃত্বা ঋবঃ সপ্তযীণঃ স্থিতাঃ ॥ ১৩
 তস্মাচ্ছিষ্টিং চ ভবাং চ ঋবাচ্ছভূর্ব্যজায়ত ।
 শ্লিষ্টৈরাধত্ত সূচ্ছায়া পঞ্চ পুত্রানকণ্ঠযান্ ॥ ১৪
 রিপুং রিপুঞ্জয়ং বীরং বৃকলং বৃকতেজসম্ ।
 রিপোরাধত্ত বৃহতী চক্ষুষং সর্কতেজসম্ ॥ ১৫
 অজীজনৎ পুষ্করিণ্যাং বৈরিণ্যাং চাক্ষুষং মূল্লম্ ।
 প্রজাপতেরাশ্রজায়াং বীরগন্ত মহাশ্বনঃ ॥ ১৬
 মনোরজায়ন্ত দশ নল্ললায়াং মহৌজসঃ ।
 কস্তায়াং মুনিশাঙ্গীনাং বৈরাজস্ত প্রজাপতেঃ ॥ ১৭
 কুৎসঃ পুরুঃ শতহ্রায়ন্তপস্বী সত্যবাক্বিঃ ।
 অগ্নিষ্টৈর্দতিরাত্রস্ত সূহ্রায়শ্চেতি তে নব ॥ ১৮
 অতিমহ্যস্ত দশমো নল্ললায়াং মহৌজসঃ ।
 পুরোরজনয়ৎ পুত্রান্ যজ্ঞায়ৈয়ী মহাপ্রভান্ ॥ ১৯
 অঙ্গঃ সূমনসঃ স্বাতিঃ ক্রতুমঙ্গিরসং গয়ম্ ।
 অঙ্গাং সুনীথাপত্যং বৈ বেণমেকং ব্যজায়ত ॥
 অপচারণে বেণস্ত প্রকোপঃ সূমহানভুৎ ।

পাদ জন্ম গ্রহণ করেন। কর্দ্দম প্রজাপতির জ্যেষ্ঠা কস্তা কাম্যার গর্ভে বীর হইতে চারি পুত্র জন্ম লাভ করে। সেই পুত্রচতুষ্টয়ের নাম—সম্রাট্, কৃষ্ণ, বিরাই ও প্রভু। প্রজাপতি অত্রি উত্তানপাদকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। উত্তানপাদ হইতে স্ননুতা নামী পত্নীর গর্ভে চারি পুত্র উৎপন্ন হয়। সূশ্রোগী স্ননুতা ধর্ম্মের কস্তা। অশ্বমেধ যজ্ঞে ধর্ম্ম হইতে তাঁহার জন্ম হয়। সেই শুভা স্ননুতা প্রখ্যাতকীর্্তি ঋবের জননী। প্রজাপতি উত্তানপাদ স্ননুতার গর্ভে ঋব, কীর্্তিমান, আয়ুস্তু ও বস্তু নামে চারি পুত্র উৎপাদন করেন। হে দ্বিজগণ! মহাভাগ ঋব দিব্য তিনসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সুবিপুল যশঃপ্রার্থনায় তপস্তা করিয়াছিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার তপস্তায় ত্রীত হইয়া তাঁহাকে সপ্তযীণের সম্মুখে আশ্বতুল্য অচল স্থান প্রদান করেন। তদীয় সম্মাননা, সমৃদ্ধি ও মহিমা দর্শনে সুরাসুরগণের আচার্য্য উশনা পূর্বকালে এইরূপ শ্লোক গান করিয়াছিলেন যে, অহো! এই ঋবের

কি অপূর্ব তপোবল! আজ কি না এই ঋবকে অগ্রবস্তী করিয়া সপ্তযীণ অবস্থান করিতেছেন! ১—১৩। ঋব হইতে শ্লিষ্টি, ভবা ও শভু নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। শ্লিষ্টির সূচ্ছায়া নামী পত্নীর গর্ভে পাঁচটা পবিত্র-স্বভাব পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। সেই পঞ্চ পুত্রের নাম যথা—রিপু, রিপুঞ্জয়, বীর, বৃকল ও বৃকতেজো। রিপু হইতে বৃহতীর গর্ভে সর্কতেজা চক্ষুষের জন্ম হয়। মহাত্মা প্রজাপতি বীরণের তনয়া পুষ্করিণীর গর্ভে তাঁহা হইতে চাক্ষুষ মল্ল জন্ম গ্রহণ করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বৈরাজ প্রজাপতির দুহিতা নল্ল-লার গর্ভে সেই মহাত্মা মল্ল হইতে দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই পুত্রগণের নাম—কুৎস, পুরু, শতহ্রায়, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্ট, অতিরাত্র, সূহ্রায় ও অতিমহ্য। পুরু হইতে আয়েয়ীর গর্ভে ছয়টা মহাতেজা পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের নাম—অঙ্গ, সূমনস, স্বাতি, ক্রতু, আঙ্গিরস ও গয়। অঙ্গ হইতে সুনীথার গর্ভে বেণ নামক এক মাত্র পুত্র উৎপন্ন হয়। বেণরাজ্য

বিভাগীয়ধ্যায়ঃ ।

প্রজার্বম্বয়ো যন্ত মমহুর্দক্ষিণং করম্ ॥ ২১
 বেণশ্চ মথিতে পার্ণো সৰ্বভূব মহাভূপঃ ।
 তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ প্রাহরেষ বৈ মুদিতাঃ প্রজাঃ ॥
 করিয়াতি মহাতেজা যশশ্চ প্রাপ্যতে মহৎ ।
 স ধৰী কবচী জাতো জলজ্জলনসন্নিভঃ ॥ ২৩
 পৃথুর্বেণ্যস্তথা চেমাং ররক্ষ কত্রপূর্বজঃ ।
 রাজস্থ্যাতিযিক্তানামাভঃ স বসুধাধিপঃ ॥ ২৪
 তস্মাচ্চৈব সমুৎপন্নো নিপুণো স্ততমাগধৌ ।
 তেনেয়ং গোমুনিশ্ৰেষ্ঠা দুক্ষা শস্ত্রানি ভূভূতা ॥ ২৫
 প্রজানাং বৃত্তিকামেন দেবৈঃ সৰ্বিগণৈঃ সহ ।
 পিতৃভির্দানবৈশ্চৈব গন্ধর্বৈরম্পরোগণৈঃ ॥ ২৬
 সর্পৈঃ পুণ্ড্রজুনৈশ্চৈব বীৰুন্তিঃ পৰ্বতেস্তথা ।
 তেষু তেষু চ পাত্রেষু হুহমানা বসুন্ধরা ॥ ২৭

অত্যাচারী ছিলেন; তাই তাহার উপর
 মহর্ষিগণ প্রবল কোপ প্রকাশ করেন। পরে
 তাঁহার প্রজার্থে তদীয় দক্ষিণ কর মস্থন
 করিয়াছিলেন। বেণের মথিত কর হইতে
 এক প্রখ্যাত নরপতির জন্ম হয়। তাহাকে
 দেখিয়া মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন, হাঁ এই মহা-
 তেজী রাজাই প্রজারঞ্জন করিবেন। ইনি
 ভূমণ্ডলে মহাকীৰ্ত্তি অর্জন করিবেন। সেই
 বেণনন্দন নরপতি পৃথু আখ্যায় অভিহিত
 হইয়াছিলেন। তিনি ধনুর্দ্ধারী ও কবচী
 হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আকৃতি
 প্রজলিত পাবকবৎ প্রতিভাত হইত।
 তাঁহার দ্বারাই এই পৃথিবী সুরক্ষিত হইয়া-
 ছিল। রাজস্থ্যাতিযিক্ত বসুধাধিপতি-
 গণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ছিলেন।
 তাঁহারই স্রাজহ কালে স্তূত ও মাগধ জাতি
 উৎপন্ন হয়। হে মুনিবরগণ! তিনিই এই
 গোরুপিণী পৃথিবীকে প্রজাগণের বৃত্তি
 বিধানের জন্ত দেব ও ঋষিগণ সহ দোহন
 করিয়া শস্ত্রাশি উৎপাদন করেন। তাঁহার
 পর পিতৃগণ, দানবগণ, গন্ধর্বগণ, অম্পরো-
 গণ, সর্পগণ, নরগণ, বীৰুধাবলী ও পর্বত-
 গণ ক্রমাগ্রে স্ব স্ব বিভিন্ন পাত্রে এই বসু-
 ংধাকে দোহন করিয়াছিলেন। বসুন্ধরাও

প্রাদাদ্যধেপিতঃ কীরং তেন প্রাণামধারয়ন্ ।
 পৃথোক্ত পুত্রো ধর্ম্যক্তো জজ্ঞাতেহস্তর্ষিপাতিনৌ
 শিখণ্ডিনী হবির্দানমস্তর্ষিনাভ্যজায়ত ।
 হবির্দানায় যদায়েয়ী ধিষণাজময়ং সূতান্ ॥ ২৯
 প্রাচীনবর্হিঃ শুক্রং গয়ং কৃষ্ণং ব্রজাজিনো ।
 প্রাচীনবর্হিঃগবান্হানাসীৎপ্রজাপতিঃ ॥ ৩০
 হবির্দানানুনিশ্ৰেষ্ঠা যেন সংবর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ ।
 প্রাচীনাগ্রাঃ কুশাস্ত্রা পৃথিব্যাং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩১
 প্রাচীনবর্হিঃগবান্ পৃথিবীতলচারিণীঃ ॥ ৩২
 সমুদ্রতনয়ায়াং তু কৃতদারোহভবৎ প্রভুঃ ।
 মহতস্তপসঃ পারে সর্বাণাং প্রজাপতিঃ ॥ ৩৩
 সর্বাণাং সাত্মদ্রী দশ প্রাচীনবর্হিঃ ।
 সর্বান্ প্রাচেতসো নাম ধনুর্দেদস্ত পারগান্ ॥

যথেষ্ট ক্ষীর অর্পণ করেন! তাহাতেই
 প্রজাগণ প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। নরপতি
 পৃথুর অন্তর্দ্ধি ও পাতী নামে দুই ধর্ম্যজ
 পুত্র উৎপন্ন হয়। অন্তর্দ্ধির শিখণ্ডিনী নামী
 পত্নীর গর্ভে হবির্দান নামে এক পুত্র জন্মে।
 অগ্নিনন্দিনী ধিষণার গর্ভে হবির্দানের
 প্রাচীনবর্হিঃ, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও
 অজিন নামে ছয় পুত্র উৎপন্ন হয়। ভগ-
 বান্ প্রাচীনবর্হিঃ একজন প্রধান প্রজাপতি
 ছিলেন। ইনি যজ্ঞকার্য্যে এত অধিক
 প্রাচীনাগ্র কুশ বিস্তার করিয়াছিলেন যে,
 তাহা হইতেই ইহার এই নাম প্রথিত হয়।
 হে মুনিশ্ৰেষ্ঠগণ! হবির্দান হইতে ভগবান্
 প্রাচীনবর্হির জন্ম হয়। তাঁহার রাজ্য-
 শাসন-কালে এই পৃথিবীস্থ প্রজামণ্ডলী
 সর্বশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি
 সমুদ্রতনয়া সর্বাণার পাণিগ্রহণ করেন। বহু
 তপস্যার পর সেই সমুদ্রনন্দিনী সর্বাণার
 গর্ভে মহীপতি প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র
 উৎপন্ন হয়। প্রাচীন বর্হির সেই দশ
 পুত্রই প্রচেতা নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন।

অপৃথক্ স্বচরণান্তেহতপ্যন্ত মহতপঃ ।
 দশ বর্ষসহস্রাণি সমুদ্ভাসলিলেশয়াঃ ॥ ৩৪
 তপশ্চরৎসু পৃথিবীং প্রচেতঃসু মহীকৃৎ ।
 অরক্ষ্যমাণামাবক্রব্ধুবাথ প্রজাক্ষয়ঃ ॥ ৩৫
 নাশকন্মাকতো বাতুং বৃতং খমভবদ্রুমৈঃ ।
 দশ বর্ষসহস্রাণি ন শেকুশ্চেষ্টিতুং প্রজাঃ ॥ ৩৬
 তদুপজ্জাত্য তপসা যুতাঃ সর্বে প্রচেতসঃ ।
 মুখেভ্যো বায়ুমগ্নিঃ চ সমুজ্জাতমশ্রবঃ ॥ ৩৭
 উন্মূলানথ বৃক্ষাংশু কৃত্বা বায়ুরশোষয়ৎ ।
 তানগ্নিরদহঘোর এবমাসীদ্রুমক্ষয়ঃ ॥ ৩৮
 দ্রুমক্ষয়মথো বুদ্ধ্বা কিঞ্চিচ্ছষ্টেষু শাখিষু ।
 উপগম্যাত্রবৌদেতাংস্তদা সৌমঃ প্রজাপতীন ॥
 কোপং যচ্ছত রাজানঃ সর্বে প্রাচীনবহিঃ ॥

তাহারা সকলেই ধনুর্কোদে পারদর্শী ও
 অপৃথক্ ধর্ম্মাচারে নিরত হইয়া কঠোর
 তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রচেতাগণ তপ-
 স্তার্থ দশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সাগর-সলিলে
 শয়ন করিয়াছিলেন। তাহারা ঐরূপ ভাবে
 তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে পূর্বের জ্ঞায়
 পৃথিবীরক্ষার সুব্যবস্থা রহিল না, পৃথিবী
 মহীকৃৎগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমে
 প্রজাসকল ক্ষয় পাইতে লাগিল। পৃথিবী
 ক্রমসমূহে এরূপ নিবিড়ভাবে আবৃত হইল
 যে, তখন বায়ুর গতি পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া গেল।
 প্রজা সকল দশ সহস্র বর্ষ যাবৎ কোনরূপ
 ক্রিয়াকলাপ করিতে সমর্থ হইল না।
 তপোনিরত প্রচেতাগণ প্রজাগণের তাদৃশ
 অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া সক্রোধে মুখ
 হইতে বায়ু ও অগ্নিকে সৃষ্টি করিলেন।
 তখন বায়ু সেই সকল বৃক্ষদিগকে উন্মূলিত
 করিয়া বিশোধিত করিতে লাগিলেন।
 তীক্ষ্ণ অগ্নি তাহাদিগকে দহ করিতে প্রবৃত্ত
 হইলেন। ১৪—৩৮। ক্রমে বায়ু ও অগ্নির
 প্রভাবে বৃক্ষসকল প্রায় দহ হইয়া গেল।
 বহু বৃক্ষ দহ হইয়াছে এবং অল্পসংখ্যক মাত্র
 অবশিষ্ট আছে বুঝিতে পারিয়া ভগবান
 সৌম সেই সকল প্রজাপতিদিগের সমীপে

বৃক্ষশূন্তা কৃত্য পৃথী শাম্যোভামগ্নিমাকতো ॥৪০
 রত্নভূতা চ কন্তেষং বৃক্ষাণাং বরবর্ণিনী ।
 ভবিষ্যং জানতা তাত ধৃতা গর্ভেণ বৈ ময়া ॥৪১
 মারিষা নাম নারৈষা বৃক্ষাণমিতি নিশ্চিতা ।
 ভাষ্যা বোহন্ত মহাভাগাঃ সৌমবংশবিবর্দ্ধিনী ॥
 যুগ্মকং তেজসোহর্দেন মম চার্কেন তেজসঃ ।
 অন্তানুৎপৎস্বতে বিদ্বান দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ
 স ইমাং দধুভূমিষ্ঠাং যুগ্মন্তেজোময়েন বৈ ।
 অগ্নিনাগ্নিসমো ভূয়ঃ প্রজাঃ সংবর্দ্ধয়িষ্যতি ॥৪৪
 ততঃ সৌমন্ত বচনাজ্জগৃহস্তে প্রচেতসঃ ।
 সংহত্যা কোপং বৃক্ষেভ্যঃ পত্নীং ধর্ম্মেণ মারিষাম্
 দশভ্যস্ত প্রচেতোভ্যো মারিষায়াঃ প্রজাপতিঃ
 দক্ষো যজ্ঞে মহাতেজাঃ সৌমস্তাংশেন ভে'
 দ্বিজাঃ ॥ ৪৬

গমনপূর্বক কহিলেন, হে প্রচেতাগণ!
 আপনারা সকলেই নরপতি প্রাচীনবর্হির
 পুত্র ও প্রজারঞ্জে নিরত। আমি আপনা-
 দিগকে অহুরোধ করি, আপনারা কোপ সম্ব-
 রণ করুন। এই পৃথিবীকে একরূপ বৃক্ষশূন্তা
 করিয়াছেন। এক্ষণে অগ্নি ও বায়ু প্রশরিত
 হইয়া যাউক। এই রত্ন-স্বরূপিনী বরবর্ণিনী
 বৃক্ষদিগের কন্তা। আমি ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত
 বিদিত হইয়া এই কন্তাকে গর্ভে ধারণ
 করিয়াছিলাম। এই কন্তার নাম মারিষা।
 হে মহাভাগগণ! এই কন্তা এক্ষণে আপনা-
 দিগের বংশবর্দ্ধিনী ভাষ্যা হউক। আপনা-
 দিগের অর্দ্ধতেজে এবং আমার অর্দ্ধ
 তেজে এই কন্তার গর্ভে বিদ্বান দক্ষ
 প্রজাপতি উৎপন্ন হইবেন। তিনি আপনা-
 দিগের তেজোময় অগ্নি দ্বারা অগ্নির
 জ্ঞায় তেজস্বী হইয়া পুনরায় এই
 দধুভূমিষ্ঠ পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ প্রজাদিগকে
 সম্বর্দ্ধিত করিবেন। অনন্তর ভগবান
 সৌমের অহুরোধক্রমে সেই তপোধনগণ
 বৃক্ষ হইতে কোপ সংহত করিয়া ধর্ম্মানুসারে
 সেই বৃক্ষনন্দিনী মারিষাকে পত্নীরূপে
 পরিগ্রহ করিলেন। ৩৯—৪৫। হে দ্বিজগণ!

অচরাংশ চরাংশেব দ্বিপদোহথ চতুষ্পদঃ ।
স স্তৃষ্টা মনসা দক্ষঃ পশ্চাদহজত ত্রিযঃ ॥ ৪৭
দদৌ দশ স ধর্মায় কণ্ঠায় জয়োদশ ।
শিষ্টাঃ সোমায় রাজ্ঞে চ নক্ষত্রাখ্যা দদৌ প্রভুঃ
তানু দেবাঃ খগা গাবো নাগা দিতিজদানবাঃ ।
গন্ধর্বাঋশসশ্চৈব জাজ্ঞরেহতাশ্চ জাতয়ঃ ॥ ৪৯
ততঃ প্রভূতি বিপ্রেন্দ্রাঃ প্রজা মৈথুনসন্তবাঃ ।
সকলাদর্শনাৎস্পর্শাৎপূর্বেষাং প্রোচ্যতে প্রজা ॥

মুনয় উচুঃ ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বোন্নগরক্ষসাম্ ।
সম্ভবন্ত ক্রতোহস্মাভির্দক্ষশ্চ চ মহাত্মনঃ ॥ ৫১
অস্তুষ্ঠাদ্রক্ষাণো জজ্ঞে দক্ষঃ কিল শুভব্রতঃ ।
বামাস্তুষ্ঠাতথা চৈব তস্ম পত্নী ব্যাজয়ত ॥ ৫২

সেই দশ প্রচেতা হইতে মারিয়ার গর্ভে
ভগবান্ সোমের অংশে মহাতেজা দক্ষ
প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন। প্রজাপতি
দক্ষ মনোহারা স্বাবর, জঙ্গম, ঈশ্বর ও
চতুষ্পদ প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়া পরে
পঞ্চাশৎ কণ্ঠা সন্তান সৃষ্টি করিলেন। তিনি
সেই কণ্ঠাগণের মধ্যে দশটী ধর্মকে,
জয়োদশটী কণ্ঠপকে এবং অবশিষ্ট সপ্ত-
বিংশতিটী নক্ষত্রানামী কণ্ঠা দ্বিজরাজ সোমকে
সমর্পণ করিলেন। সেই সকল দক্ষকণ্ঠার
গর্ভে ক্রমে দেব, দানব, দৈত্য, গো, খগ,
নাগ, গন্ধর্ব্ব, ঋশরা এবং অন্তান্ত বিবিধ
জন্মতির উৎপত্তি হইয়াছিল। হে বিপ্রেন্দ্র-
গণ! সেই হইতে প্রজাগণ মৈথুন ধর্ম্মে
সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। তৎপূর্বে প্রজা
সকল স্কন্ধে, দর্শনে ও স্পর্শনাদি ক্রিয়ায়
জন্মলাভ করিত। মুনীগণ কহিলেন,—
হে স্ত্রুত! আমরা দেবদানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ
ও রাক্ষস প্রভৃতির উৎপত্তিবর্ত্তা অবগ
করিয়াছি এবং মহাত্মা দক্ষ প্রজাপতিরও
জন্মবিবরণ আমাদের কর্ণগোচর
হইয়াছে। • আমরা শুনিয়াছি, শুভব্রত
দক্ষব্রাহ্মণ অস্তুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং
ভদ্রীর পত্নী ব্রাহ্মণ বামাস্তুষ্ঠ হইতে জন্ম

কথং প্রাচেতসহং স পুনর্লভে মহাতপাঃ ।
এতং নঃ সংশয়ং স্তূত ব্যাখ্যাতুং স্বমিহাংসি ॥
দৌহিত্রশ্চৈব সোমশ্চ কথং স্বশুরতাং গতঃ ॥ ৫৩
লোমহর্ষণ উবাচ ।
উৎপত্তিশ্চ নিরোধশ্চ নিত্যং ভূতেষু ভো দ্বিজাঃ
ঋষয়োহত্র ন মুহন্তি বিদ্যাবন্তশ্চ যে জনাঃ ॥ ৫৪
যুগে যুগে ভবন্ত্যেতে পুনর্দক্ষাদয়ো নৃপাঃ ।
পুনশ্চৈব নিরুধ্যন্তে বিদ্যাংস্তত্র ন মুহতি ॥ ৫৫
জ্যৈষ্ঠাঃ কানিষ্ঠামপ্যেযাঃপূর্ব্বানাসীদ্বিজোত্তমাঃ
তপ এব গরীয়োহভুৎপ্রভাবশ্চৈব কারণম্ ॥ ৫৬
ইমাং বিস্ময়িঃ দক্ষশ্চ যো বিদ্যাং সচরাচরাম্ ।
প্রজাবানায়ুরুত্তীর্ণঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৫৭
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিকথনং নাম
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই মহাতপা দক্ষ
কিরূপে যে প্রাচেতসহ প্রাপ্ত হইলেন,
এবং কিরূপেই বা তিনি সোমের দৌহিত্র
হইয়া পুনরায় তদীয় স্বশুরত্ব লাভ করিলেন,
এই সমস্তই এক্ষণে আমাদের সংশয়ের
বিষয় হইয়াছে। অতএব হে স্ত্রুত! তুমি
অধুনা প্রকৃত তত্ত্ব বিবৃত করিয়া আমাদের
এই সংশয়রাশি অপনোদন কর। লোম-
হর্ষণ কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! উৎপত্তি
এবং বিনাশ এই দুইটি ভূতগণের নিত্য
ঘটনা। ঋষিগণ ইহাতে মুগ্ধ হইলেন না;
আর যাঁহারা বেদিতবেত্তা লোক, তাঁহাদেরও
উহা মোহের বিষয় নয়। যুগে যুগে এ
জগতে দক্ষপ্রভৃতি নৃপতিগণের আবির্ভাব
হইতেছে; আবার তাঁহাদের তিরোধান
ঘটিতেছে; স্ত্রুতরাং বিদ্বান্ ব্যক্তি এ বিষয়ে
কিছু মাত্রই মোহগ্রস্ত হইলেন না। হে দ্বিজ-
বরগণ! পূর্ব্বতন সৃষ্টি ব্যাপারে জ্যেষ্ঠ বা
কনিষ্ঠ ভাব ছিল না; একমাত্র তপস্যা ও
প্রভাবই তখন গৌরবের কারণ বলিয়া
গণ্য হইত। দক্ষ প্রজাপতির এই চরা-
চরাক্রম সৃষ্টিবিবরণ যিনি বিদিত হইলেন,

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

দেবানাং দানবানাং চ গন্ধৰ্বোরগরক্ষসাম্ ।

উৎপত্তিঃ বিস্তরেনৈব লোমহর্ষণ কীর্তয় ॥ ১

।লোমহর্ষণ উবাচ ।

প্রজাঃ সৃজ্যেতি ব্যাদিষ্টঃ পূৰ্ব্বং দক্ষঃ স্বয়মুবা ।

যথা সসর্জ ভূতানি তথা শৃণুত ভো দ্বিজাঃ ॥ ২

মানসাস্তেব ভূতানি পূৰ্বমেবাসৃজৎ প্রভুঃ ।

ঋষীন্দেবান্সগন্ধৰ্বানসুরান্যক্ষরাক্ষসান্ ॥ ৩

যদাস্ত মানসী বিপ্রা ন ব্যবৰ্জিত বৈ প্রজা ।

তদা সঞ্চিন্ত্য ধৰ্ম্মাশ্চা প্রজাহতোঃ প্রজাপতিঃ

স মৈথুনেন ধৰ্ম্মেণ সিস্কৃবিবিধাঃ প্রজাঃ ।

অসিক্রীমাবহৎ পত্নীং বীরণশ্চ প্রজাপতেঃ ॥ ৫

সুতাং সুতপসা যুক্তাং মহতীং লোকধারিণীম্ ।

তিনি প্রজাবান, আয়ুস্থান ও স্বর্গে গিয়া
বিবিধ সুখ-ভোগবান হইয়া থাকেন ॥৪৬—৫৭॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ কহিলেন,—লোমহর্ষণ ! তুমি
দেব, দানব, গন্ধৰ্ব, উরগ ও রাক্ষসদিগের
উৎপত্তি-বার্তা বিস্তররূপে কীর্তন কর ।
লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে দ্বিজগণ ! ভগবান
স্বয়মু পুরাকালে দক্ষকে প্রজা সৃষ্টি করিতে
আদেশ করেন । তিনি তখন যেরূপে
ভূতগণকে সৃজন করিয়াছিলেন, তাহা কহি-
তেছি, শ্রবণ করুন । তৎকালে দক্ষ প্রজা-
পতি দেব, ঋষি, গন্ধৰ্ব, অসুর, যক্ষ ও
রাক্ষসাদি বিবিধ মানস ভূত সৃষ্টি করিলেন ।
কিন্তু যখন দেখিলেন, ঠাঁহার সেই মানসী
প্রজাসৃষ্টি আর বৃদ্ধি পাইল না, তখন সেই
ধৰ্ম্মাশ্চা প্রজাপতি মনে মনে প্রজাবৃদ্ধির
উপায় স্থির করিয়া মৈথুন ধৰ্ম্মে বিবিধ প্রজা
সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলেন । তিনি
প্রজাপতি বীরণের হুহিচা অসিক্রীর পাণি-

অথ পুত্রসহস্রাণি বৈরণ্যাং পঞ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৬

অসিক্র্যাং জনয়ামাস দক্ষ এব প্রজাপতিঃ ।

তাংসু দৃষ্ট্বা মহাভাগান্সংবির্জয়িষুন্ প্রজাঃ ॥ ৭

দেবর্ষিঃ প্রিয়সংবাদো নারদঃ প্রাব্রবীদদম্ ।

নাশায় বচনং তেষাং শাপায়ৈবাত্মনস্তথা ॥ ৮

যং কণ্ঠপঃ সুতবয়ং পরমেষ্ঠী ব্যজীজনৎ ।

দক্ষশ্চ বৈ হুহিতরি দক্ষশাপভয়াশ্রুনিঃ ॥ ৯

পূৰ্ব্বং স হি সমুৎপন্নো নারদঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।

অসিক্র্যামথ বৈরণ্যাং ভূয়ো দেবর্ষিসত্তমঃ ॥ ১০

তং ভূয়ো জনয়ামাস পিতৈব মুনিপুঞ্জবন্ ।

তেন দক্ষশ্চ বৈ পুত্রা হর্য্যশা ইতি বিস্কতাঃ ॥ ১১

নির্মুখ্য নাশিতাঃ সর্কে বিধিনা চ ন সংশয়ঃ ।

তশ্চোচ্ছতস্তদা দক্ষো নাশায়ামিতবিক্রমঃ ॥ ১২

ব্রহ্মর্ষীন্ পুরতঃ কুশা যাচিতঃ পরমেষ্ঠিনা ।

গ্রহণ করিলেন । অসিক্রী তপস্বিনী, মহতী
ও লোকধারিণী ছিলেন । বীৰ্য্যবান্ দক্ষ
প্রজাপতি সেই অসিক্রীর গর্ভে পঞ্চ সহস্র
পুত্র উৎপাদন করেন । এই পুত্রগণ হর্য্যশ
নামে বিখ্যাত ছিলেন । দেবর্ষি নারদ
সেই মহাভাগ দক্ষতয়নগণকে প্রজাবিস্তারে
সমুৎসুক দেখিয়া তাহাদিগের বিনাশার্থ এবং
নিজে অভিশপ্ত হইবার জন্ত অনেক কথা
কহিয়াছিলেন । এই নারদ পূর্বে পরমেষ্ঠী
হইতে জন্মগ্রহণ করেন । পরে প্রজাপতি
কণ্ঠপ এই সুতশ্রেষ্ঠ, পারমেষ্ঠ্য, দক্ষশাপ-
ভয়ে ভীত নারদকে তদীয় হুহিতার গর্ভে
উৎপাদন করেন । দেবর্ষিপ্রবর নারদের
কূট বাক্য ব্যবহারে মৰ্ম্মাহত হইয়া দক্ষপুত্র
হর্য্যশগণ সকলেই অদৃশ হইয়াছিলেন ।
এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হইয়া অমিতবিক্রম দক্ষ
নারদকে নাশ করিতে উচ্ছত হইলেন । তখন
ভগবান্ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত দক্ষ-
সমীপে আসিয়া তাহাকে ক্রোধে সঙ্করণ
করিতে অল্পরোধ করেন । অনন্তর দক্ষ
তাহার নিকট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ
করিলেন যে, মদীয় কোন এক হুহিতার গর্ভে
নারদকে ভবনীয় পুত্র হইয়া অবশ্যই জন্ম

ততোহভিসন্ধিচ্চক্রে বৈ দক্ষস্ত পরমেষ্ঠিনা ॥১৩
কন্তায়াং নারদো মহং তব পুত্রো ভবেদिति ।
ততো দক্ষঃ সূতাং প্রাদাৎ প্রিয়াং বৈ পরমেষ্ঠিনে
স তস্তাং নারদো যজ্ঞে ভূয়ঃ শাপভয়াদৃষিঃ ॥১৪
মুনয় উচুঃ ।

কথং প্রণাশিতাঃ পুত্রা নারদেন মহর্ষিণা ।
প্রজাপতেঃ সূতবর্ষ্য শ্রোতুমিচ্ছাম তত্ত্বতঃ ॥১৫
লোমহর্ষণ উবাচ ।

দক্ষস্ত পুত্রা হর্ষাশা বিবর্দ্ধয়িস্ববঃ প্রজাঃ ।
সমাগতা মহাবীৰ্যা নারদস্তান্নবাচ হ ॥ ১৬
নারদ উবাচ ।

বালিশা বত যুয়ং বৈ নাস্তা জানোত বৈ ভুবঃ ।
প্রমাণং শষ্টকামা বৈ প্রজাঃ প্রোচেতসাম্বজাঃ ॥
অস্তরুর্দ্ধমধশ্চৈব কথং সৃজ্যথ বৈ প্রজাঃ ।
তে তু তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রয়াতাঃ সর্বতো দিশঃ ॥
অতাপি ন নিবর্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাংগাঃ ।

লইতে হইবে। এই বলিয়া তিনি তাঁহার
একটি প্রিয়া নারী হুহিতাকে ভগবান পর-
মেষ্ঠীর করে সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর
দেবর্ষি নারদ দক্ষের অভিশাপভয়ে তদীয়
হুহিতার গর্ভে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। ১—১৪। মুনিগণ কহিলেন,—হে
ভগবন! মহর্ষি নারদের কিরূপ বাক্য-
ব্যবহারে দক্ষ প্রজাপতির সেই সকল
পুত্রেরা অদৃশ হইয়াছিলেন? আমরা ইহা
যথার্থ শুনিতে ইচ্ছা করি। লোমহর্ষণ
কহিলেন,—দ্বিজগণ! সেই দক্ষপুত্র মহা-
বীৰ্য হর্ষাশগণ প্রজারুদ্ধি করিবার কামনায়
সমবেত হইলে, নারদ তাঁহাদিগকে বলিয়া-
ছিলেন, ওহে মূর্খগণ! তোমরা এই পৃথি-
বীর পরিমাণ বিষয়ে কিছুই জান না!
অথচ প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিতে অভিপ্রায়
করিয়াছ। বিশেষতঃ এই ভূমির উর্দ্ধ, মধ্য
ও অধঃপ্রভৃতি বিষয়েও তোমাদের কিছু
মাত্র জ্ঞান নাই। কি করিয়া তোমরা প্রজা
সৃষ্টি করিবে? নারদের এই সকল কথা
শুনিয়া সেই দক্ষতনয়েরা পৃথিবীর নানা

হর্ষাশেবধ নষ্টেষু দক্ষঃ প্রোচেতসঃ পুনঃ ॥ ১৯
বৈরণ্যামথ পুত্রাণাং সহস্রমসৃজৎপ্রভুঃ ।
বিবর্দ্ধয়িস্ববন্তে তু শবলাশান্তথা প্রজাঃ ॥ ২০
পূর্কোক্তং বচনং তে তু নারদেন প্রোচোক্তিতাঃ ।
অন্তোত্তমুচুস্তে সর্বে সম্যাগাহ মহানৃষিঃ ॥ ২১
ভাতৃণাং পদবীং জাতুং গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ ।
জাহ্না প্রমাণং পৃথ্ব্যাশ্চ সূখং অক্ষ্যামহে প্রজাঃ
তেহপি তেনৈব মার্গেণ প্রয়াতাঃ সর্বতো দিশম্
অতাপি ন নিবর্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাংগাঃ ॥ ২২
তদা প্রভৃতি বৈ ভাতা ভাতুরবেষণে দ্বিজাঃ ।
প্রয়াতো নশ্রুতি ক্ষিপ্রং তন্ন কার্যং বিপশ্চিতাঃ ॥
তাংশ্চৈব নষ্টান বিজ্ঞায় পুত্রান দক্ষঃ প্রজাপতিঃ
সৃষ্টিং ততোহসৃজৎ কন্তা বৈরণ্যামিতি নঃ শ্রুতম্

দিকে প্রধাবিত হইল। সাগর হইতে
সিরংসমূহের স্থায় অতাপি তাহার প্রাতি-
নিবৃত্ত হয় নাই। হর্ষাশগণের অদর্শনে দক্ষ
প্রজাপতি পত্নী অসিক্রীর গর্ভে পুনরায়
সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই সকল
পুত্র শবলাশ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।
যখন তাইরাও প্রজারুদ্ধি করিতে মনস্থ
করিলেন, তখন নারদ পুনর্বার পূর্বের স্থায়
তাইদিগকেও সেই সেই কথা বলিলেন;
তাহাতে তাঁহার সকলেই পরস্পর পরামর্শ
করিয়া কহিলেন, মহর্ষি নারদ যথার্থ কথাই
কহিয়াছেন; অতএব আমরাও অদ্য
হইতে ভাতৃগণের পদবী বিদিত হই-
বার জন্য নিশ্চয়ই গমন করিব। এবং
পৃথিবীর পরিমাণকল জানিয়া আসিয়া
অন্যাসে প্রজাগণকে সৃজন করিতে
থাকিব। এই কথা কহিয়া তাঁহারও পূর্ব-
ভাতৃগণের পথানুসরণে পৃথিবীর নানা
দিকে প্রস্থান করিলেন। অদ্যপি তাই-
দের প্রত্যাগমন হয় নাই। হে দ্বিজগণ!
সেই হইতে ভাতা ভাতার অবেষণে গমন
করিলে, সেও আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না, অতএব
বিজ্ঞ লোকের পক্ষে সেরূপ করা কর্তব্য
নহে। ১৫—২৪। অন্তর দক্ষ প্রজাপতি

তাস্তদা প্রতিজ্ঞগ্রাহ ভাৰ্য্যার্থঃ কণ্ঠপঃ প্রভুঃ ।
 সোমো ধর্মশ্চ ভো বিপ্রান্তধৈবান্তে মর্হরয়ঃ ॥২৬
 দদৌ স দশ ধর্মায় কণ্ঠপায় ত্রয়োদশ ।
 সপ্তবিংশতি সোমায় চতস্রোহরিষ্টনেমিনে ॥২৭
 ধে চৈব বহুপুত্রায় ধে চৈবান্দিরসে তথা ।
 ধে কুশাশ্বায় বিহুযে তাসাং নামানি মে শৃণু ॥২৮
 অরুদ্ধতী বসুধামী লম্বা ভানুর্মরুতী ।
 সঙ্করা চ মুহূর্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ ভো দ্বিজাঃ ॥
 ধর্মপুত্রো দশ ত্রেতাস্তান্বপত্যানি বোধত ।
 বিধেদেবাস্ত বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যজায়ত ॥
 মরুতত্যাং মরুতস্তো বসোস্ত বসবঃ সূতাঃ ।
 ভানোস্ত ভানবঃ পুত্রা মুহূর্তাঃ মুহূর্তজাঃ ॥৩১
 লম্বায়াশ্চৈব ঘোষোহথ নাগবীথী চ যামিজা ।
 পৃথিবীবিষয়ঃ সর্কমরুদ্ধত্যাং ব্যজায়ত ॥৩২
 সঙ্করায়াস্ত বিশ্বাস্তা যজ্ঞে সঙ্কর এব হি ।

ঠাঁহার সেই সকল পুত্রকে না দেখিয়া পত্নী
 বৈরগীর গর্ভে ষষ্টিসংখ্যক কন্তা সন্তান
 উৎপাদন করিলেন । হে দ্বিজগণ ! ভগবান্
 কণ্ঠপ, সোম, ধর্ম এবং অন্তান্ত ঋষিগণ
 তৎকালে সেই দক্ষকন্যাগণের পাণিগ্রহণ
 করেন । দক্ষ প্রজাপতি ধর্মকে দশটি,
 কণ্ঠপকে ত্রয়োদশটি, সোমকে সপ্তবিংশতিটি,
 অরিষ্টনেমিকে চারিটি, বহুপুত্রকে ও আঙ্কি-
 রসকে দুই দুইটি এবং বিদ্বান্ কুশাশ্বকে দুইটি
 কন্তা সম্প্রদান করিলেন । এক্ষণে ঐ সকল
 কন্তার নামসমূহ শ্রবণ করুন । অরুদ্ধতী,
 বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুততী, সঙ্করা,
 মুহূর্তা, সাধ্যা এবং বিশ্বা এই দশ দক্ষকন্যা
 ধর্মের পত্নী হইয়াছিলেন । ইহাদিগের
 সন্তান-সন্ততির বিবরণ শ্রবণ করুন । বিশ্বার
 বিধেদেবগণ, সাধ্যার সাধ্যদেবগণ, মরুত-
 তীর মরুতান্গণ, বসুর বসুগণ, যামীর
 নাগবীথী, লম্বার ঘোষ, ভানুর ভানুসকল,
 এবং মুহূর্তার মুহূর্ত নামে সন্তান-সন্ততি
 সকল উৎপন্ন হয় । অরুদ্ধতীর গর্ভে পৃথি-
 বীর যাবতীয় বিষয় জন্ম গ্রহণ করে এবং
 সঙ্করার গর্ভে সর্কাস্তা সঙ্করের উৎপত্তি হয় ।

নাগবীথ্যাঞ্চ যামিত্যাং বৃষলশ্চ ব্যজায়ত ॥ ৩৩
 পরা যাঃ সোমপত্নীশ্চ দক্ষঃ প্রোচেতসো দদৌ ।
 সর্কো নক্ষত্রনাম্যস্তা জ্যোতিষে পরিকীৰ্তিতাঃ ॥
 যে তুন্তে খ্যাতিমন্তো বৈ দেবা
 জ্যোতিষ্পুরোগমাঃ ।
 বসবোহষ্টৌ সমাখ্যাতান্তেষাং বক্ষ্যামি বিস্তরম্
 আপো ঋবশ্চ সোমশ্চ ধবশ্চৈবানিলোহনলঃ ।
 প্রত্ন্যশ্চ প্রভাসশ্চ বসবো নামভিঃ স্মৃতাঃ ॥৩৬
 আপস্ত পুত্রো বৈতণ্ড্যঃ ঋমঃ শ্রাস্তো মুনিস্থথা ।
 ঋবস্ত পুত্রো ভগবান্ কালো লোকপ্রকালনঃ ॥
 সোমস্ত ভগবান্ বর্চা বর্চস্বী যেন জায়তে ।
 ধবস্ত পুত্রো দ্রবিণো হতহব্যবহস্তথা ॥ ৩৮
 মনোহরায়াঃ শিশিরঃ প্রাণোহথ রমণস্তথা ।
 অনিলস্ত শিবা ভাৰ্য্যা তস্তাঃ পুত্রো মনোজবঃ ।
 অবিজাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্রাবনিলস্ত চ ॥ ৩৯
 অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্ত শরস্তদ্বৈ ত্রিযা বৃতঃ ।
 তস্ত শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজঃ ॥৪০

যামী-সন্ততি নাগবীথীর গর্ভে বৃষল নামে
 এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে । দক্ষ প্রজাপতি
 ভগবান্ সোমের করে যে সকল কন্তা দান
 করিয়াছিলেন, ঠাঁহার সকলেই নক্ষত্র নামে
 পরিচিত । জ্যোতিঃশাস্ত্রে ঠাঁহাদের বিষয়
 বর্ণিত হইয়াছে । জ্যোতিঃপ্রমুখ যে সকল
 দেবতার। সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন,
 ঠাঁহার। অষ্টবসু নামে পরিচিত । ঠাঁহাদের
 নাম বলিতেছি ;—আপ, ঋব, সোম, ধর্ম,
 সলিল, অনল, প্রত্ন্যশ ও প্রভাস । ইহারা
 অষ্ট বসু । ২৫—৩৬ । আপের পুত্র বৈতণ্ড্য,
 ঋম ও শ্রাস্ত । ঋবের পুত্র নিখিল লোকা-
 ন্তক ভগবান্ কাল । সোমের পুত্র ভগবান্
 বর্চা । এই বর্চা হইতে বর্চস্বীর জন্ম
 হইয়াছিল । ধবের পুত্র দ্রবিণ । অনলের
 মনোহরা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র শিশির, দ্রাণ
 ও রমণ । অনিলের শিবা নামী ভাৰ্য্যার
 গর্ভজাত পুত্র মনোজব ও অবিজাতগতি ।
 অনলের কুমার নামে আর এক পুত্র শর-
 স্তদ্বৈ জন্মিয়াছিল । শাখ, বিশাখ ও নৈগ-

অপত্যং কৃত্তিকানাং তু কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ।
 প্রত্যাষশ্চ বিতুঃপুত্রয়ুযিঃ নান্নাথ দেবলম্ ॥ ৪১
 ঘৌ পুত্রৌ দেবলশ্চাপি ক্ষমাবন্তৌ মনৌষিণৌ।
 বৃহস্পতেষু ভগিনী বরহ্মী ব্রহ্মবাদিনী ॥ ৪২
 যোগসিদ্ধা জগৎ কুৎসমসক্তা বিচচার হ।
 প্রভাসস্ত তু সা ভাৰ্যা বসু নামষ্টমস্ত তু ॥ ৪৩
 বিশ্বকৰ্ম্মা মহাভাগো যশ্চাং জজ্ঞে প্রজাপতিঃ।
 কৰ্ত্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বৰ্দ্ধকিঃ ॥ ৪৪
 ভূষণানাঞ্চ সৰ্বেষাং কৰ্ত্তা শিল্পবতা স্বয়ং।
 যঃ সৰ্বেষাং বিমানানি দৈবতানাং চকার হ ॥ ৪৫
 মাল্লবাস্চোপজীবন্তি যশ্চ শিল্পং মহাশ্বনঃ।
 সুরভী কশ্চপাঃ ক্রদ্রাদানেকাদশ বিনিৰ্ম্মমে ॥ ৪৬
 মহাদেবপ্রসাদেন তপসা ভাবিতা সতী।
 অজৈকপাদহিত্রদ্বাস্তপী ক্রদ্রশ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৪৭
 হরশ্চ বহুরুপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ।

বৃষাকপিশ্চ শঙ্কুশ্চ কপদৌ বৈবতস্তথা ॥ ৪৮
 যুগব্যাসশ্চ শৰ্ষশ্চ কপালী চ দ্বিজোত্তমাঃ।
 একাদশৈতে বিখ্যাতা ক্রদ্রাশ্চিব্রুবনেশ্বরাঃ ॥ ৪৯
 শতং হেবং সমাখ্যাতং ক্রদ্রাণামমিতৌজসাম্।
 পুরাণে মুনিশার্দ্দলা যৈৰ্য্যাপ্তং সচরাচরম্ ॥ ৫০
 দারান্ শৃগুধ্বং বিপ্রেশ্বাঃ কশ্চপস্ত প্রজাপতেঃ।
 অদিতির্দিতিদমুশ্চৈব অরিষ্টা সুরসা থসা ॥
 সুরভির্বিনতা চৈব তাত্রা ক্রোধবশা ইরা।
 কদ্রুমুনিশ্চ ভো বিপ্রান্তাশ্চপত্যানি বোধত ॥ ৫২
 পূৰ্বমম্বস্তরে শ্রেষ্ঠা দ্বাদশাসন সুরোত্তমাঃ।
 তুযিতা নাম তেহস্তোমুচুৰ্বেবম্বতেহস্তরে ॥ ৫৩
 উপস্থিতেহতিযশস্চাস্থবস্তান্তরে মনোঃ।
 হিতার্থং সৰ্বলোকানাং সমাগম্য পরম্পরম্ ॥ ৫৪
 আগচ্ছত দ্রুতং দেবা অদিতিং সম্প্রবিশ্ব বৈ।
 মম্বস্তরে প্রস্থ্যামস্তন্নঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৫৫

মেয় নামে তাঁহার তিন সহচর ছিল। তিনি
 কৃত্তিকাগণের অপত্য বলিয়া কার্ত্তিকেয় নামে
 পরিচিত ছিলেন। প্রত্যাষের পুত্র দেবল।
 ইমি একজন ঋষি। এই দেবলের ক্ষমা-
 বান্ ও মনৌষী নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়।
 অষ্টম বসু প্রভাস বৃহস্পতিভগিনীর পুণি-
 গ্রহণ করেন। এই বৃহস্পতিভগিনী বর-
 বর্ণিনী ব্রহ্মবাদিনী ও যোগসিদ্ধা ছিলেন।
 তিনি যোগবলে সৰ্ব জগৎ পরিভ্রমণ করি-
 তেন। তাঁহার গর্ভে প্রভাসের বিশ্বকৰ্ম্মা
 নামে এক মহাভাগ পুত্র উৎপন্ন হয়। এই
 বিশ্বকৰ্ম্মা সহস্র সহস্র শিল্পের প্রণয়নকৰ্ত্তা
 এবং বিবিধ ভূষণসমূহের নিৰ্ম্মাতা ছিলেন।
 তিনি শিল্পীদিগের মধ্যে সৰ্বশ্রেষ্ঠ এবং
 সমগ্র সুরসমাজের বৰ্দ্ধকি। দেবগণের
 বিমান সকল তৎকৰ্ত্তৃকই নিৰ্ম্মিত হয়। সেই
 মহাত্মার শিল্প-কার্য্যের অল্পসরণ করিয়াই
 মল্লযোরা জীবিকা নির্বাহ করিয়া
 থাকে। সুরভী তপস্তা করিয়া মহাদেবের
 প্রসন্নতা লাভ করেন। কশ্চপ হইতে ভদ্রীয
 গর্ভে একাদশ ক্রদ্রের উৎপত্তি হয়। হে

দ্বিজবরগণ! অজৈকপাদহিত্র তপ্তা, হর,
 বহুরুপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শঙ্কু কপদৌ,
 বৈরত, যুগব্যাস, শৰ্ষ ও কপালী, ইহারা
 একাদশ ক্রদ্র নামে বিখ্যাত। এই ক্রদ্রগণ
 ত্রিভুবনের আধিপত্যে অধিষ্ঠিত। হে
 মুনিবরগণ! পুরাণে এইরূপ শত শত ক্রদ্রের
 উল্লেখ আছে। সেই অমিততেজা ক্রদ্রগণ
 কৰ্ত্তৃক এই চরাচর নিখিল বিষ পরিপূর্ণ
 রহিয়াছে। হে বিপ্রবরগণ! প্রজাপতি
 কশ্চপের পত্নীদিগের বিবরণ এক্ষণে শ্রবণ
 করুন। অদিতি, দিতি, দমু, অরিষ্টা, সুরসা,
 থসা, সুরভি, বিনতা, তাত্রা, ক্রোধবশা,
 ইরা, কদ্র ও মুনি। এই সকল কশ্চপত্নীর
 গর্ভে যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মিয়াছিল,
 শ্রবণ করুন। পূৰ্বতন চাক্ষুষ মন্তরে
 তুযিত নামে দ্বাদশ জন দেবপ্রধান ছিলেন।
 তাঁহারা সৰ্বলোকের হিতসাধনার্থ পরস্পর
 সম্মিলিত হইয়া এই কথা কহিয়াছিলেন যে,
 হে দেবগণ! শীঘ্র আসুন, আমরা সকলে
 বৈবস্বত মম্বস্তরে অদিতির গর্ভে প্রবেশ-
 পূৰ্বক জন্ম গ্রহণ করি; তাহাতে আমাদের

লোমহর্ষণ উবাচ ।

এবমুক্তা তু তে সর্বে চাক্ষুষস্তান্তরে মনোঃ ।
মারীচাৎ কণ্ঠপাজ্জাতান্ অদিত্যা দক্ষকণ্ঠয়া ॥৫০
তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনর্যেব হি ।
অৰ্ঘ্যমা চৈব ধাতা চ স্বষ্টী পৃষা তথৈব চ ॥ ৫১
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ ।
অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ
চাক্ষুষস্তান্তরে পূৰ্ব্বমাসংস্তে তুযিতাঃ সুরাঃ ।
বৈবস্বতেহস্তরে তে বা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ*
সপ্তবিংশতি য়াঃ প্রোক্তাঃ সোমপত্ন্যো মহাব্রতাঃ
তাসামপত্যাত্মভবন্ দীপ্তাত্মমিততেজসঃ ॥৫২
অরিষ্টনেমিপত্নীনাং পত্যানীহ ষোড়শ ।
বহুপুত্রস্ত বিতুষশ্চ তপ্তো বিদ্যাতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৩
চাক্ষুষস্তান্তরে পূৰ্বে ঋচো ব্রহ্মর্ষিসংকৃতাঃ ।
কৃশাশ্বস্ত চ দেবর্ষেদেবপ্রহরণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৪

মঙ্গল সাধিত হইবে । ৩৭—৫৫ । লোমহর্ষণ
কহিলেন, তাঁহারা সকলে, চাক্ষুষ মনস্তরে
এই কথা কহিয়া অনন্তর দক্ষকণ্ঠা অদিতির
গর্ভে কণ্ঠপ হইতে জন্ম গ্রহণ করেন ।
বিষ্ণু, শক্র, অৰ্ঘ্যমা, ধাতা, বিধাতা স্বষ্টী,
পৃষা, বিবস্বান, সবিতা, মিত্রাবরুণ, অংশ
ও ভগ এই দ্বাদশ জন দেব অদিতির গর্ভে
উৎপন্ন হইয়া আদিত্যনামে বিখ্যাত হইয়া-
ছিলেন । পূৰ্ব্বতন চাক্ষুষ মনস্তরে ইহারা
তুযিত নামে দেবতা ছিলেন । পরে বৈব-
স্বত মনস্তরে দ্বাদশ আদিত্য নামে বিখ্যাত
হন । ভগবান্ সোমের যে সপ্তবিংশতি
মহাব্রতচারিণী ধর্মপত্নীর কথা উল্লেখ
করিয়াছি, তাঁহাদের যে সকল অপত্য
জন্মিয়াছিল, তাঁহারা সকলেই অতি তেজস্বী
ছিলেন । অরিষ্টনেমির পত্নীগণ ষোড়শ
পুত্র প্রসব করেন । বহুপুত্রের চারিটি
সন্তান উৎপন্ন হয় । তাঁহারা বিদ্যাৎআখ্যায়
অভিহিত । ঋক্ সকল অঙ্গিরার অপত্য ।
ইহারা ঋগ্ ও ব্রহ্মর্ষিগণ কর্তৃক সমাদৃত ।
দেবর্ষি কৃশাশ্বের পুত্রগণ দেবপ্রহরণ নামে

* কচিদয়ং শ্লোকো নাস্তি

এতে যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে পুনর্যেব হি ।

সর্বে দেবগণাশ্চাত্র ত্রয়স্বিশংস্তু কামজাঃ ॥ ৬২
তেষামপি চ ভো বিপ্রা নিরোধোৎপত্তিরুচ্যতে
যথা সূর্য্যস্ত গগন উদয়াস্তময়াবিহ ॥ ৬৩
এবং দেবনিকায়ান্তে সন্তবন্তি যুগে যুগে ।
দিত্যাঃ পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে কণ্ঠপাদিত্তি নঃ শ্রুতম্ ॥
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
সিংহিকা চাভবৎ কণ্ঠা বিপ্রচিন্তেঃ পরিগ্রহঃ ॥ ৬৫
সৈংহিকেয়া ইতি খ্যাতা যন্তাঃ পুত্রা মহাবলাঃ ।
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চাহারঃ প্রথিতোজসঃ ॥ ৬৬
হ্রাদশ্চ অমুহ্রাদশ্চ প্রহ্লাদশ্চৈব বীৰ্য্যবান্ ।
সংহ্রাদশ্চ চতুর্থোহভুদ্রাদপুত্রো হ্রদস্তথা ॥ ৬৭
হ্রদস্ত পুত্রো হৌ বীরৌ শিবঃ কালস্তথৈব চ ।
বিরোচনস্ত প্রাহ্লাদির্বলির্জজ্ঞে বিরোচনাৎ ॥ ৬৮
বলেঃ পুত্রশতং হাসীদ্বাগজ্যেষ্ঠঃ তপোধনাঃ ।
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চল্যতাপনঃ ॥ ৬৯

বিখ্যাত । এই দেব সকল যুগসহস্র অতীত
হইলে পুনরায় জন্ম লইয়া থাকেন । ইহাদের
মধ্যে ত্রয়স্বিশংসৎ দেব কামজ । হে বিপ্রগণ !
ঐ দেবগণেরও উৎপত্তি ও বিনাশ নির্দিষ্ট
হইয়াছে । গগনে যেমন দিনমণির উদয়াস্ত,
যুগে যুগে দেবগণের তেমনি আবির্ভাব ও
তিরোভাব । ৬৬-৬৮ । আমরা শুনিয়াছি, কণ্ঠপ
হইতে দিতির গর্ভে দুই পুত্র উৎপন্ন হয় ।
একের নাম হিরণ্যকশিপু, অপর হিরণ্যাক্ষ ।
উভয় ভ্রাতাই অতি বীৰ্য্যবান্ । দিতির
সিংহিকা নামে এক কণ্ঠা ছিল । বিপ্রচিন্তি
তাহার পাণিগ্রহণ করেন । তদীয় মহাবল
পুত্র সকল সৈংহিকেয় নামে বিখ্যাত হইয়া-
ছিল । হিরণ্য-কশিপুর চারিটি পুত্র হয় ।
উহারা সকলেই প্রখ্যাতপ্রভাব ছিল । উহা-
দের নাম—হ্রাদ, অমুহ্রাদ, প্রহ্লাদ ও
সংহ্রাদ । হ্রাদের হ্রদ, হ্রদের পুত্র মায়াবী
শিব ও কাল । প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ;
বিরোচন হইতে বলির জন্ম হয় । বলির শত
পুত্র ; তন্মধ্যে বাণানুর জ্যেষ্ঠ । হে তপো-
ধনগণ ! বাণের কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ—ধৃতরাষ্ট্র,

কুন্তনাতো গর্দভাক্ষঃ কুংকিরিত্যেবমাদয়ঃ ।
 বাণস্তেষামতিবলো জ্যেষ্ঠঃ পশুপতেঃ প্রিয়ঃ ॥
 পুরা কল্পে তু বাণেন প্রসাত্যোমাপতিং প্রভুম্
 পার্শ্বতো বিহরিষ্যামি ইত্যেবং যাচিতো বরঃ ॥
 হিরণ্যাক্ষসুতান্শ্চৈব বিদ্বাংসশ্চ মহাবলঃ ।
 উর্জ্জয়ঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসস্তাপনস্তথা ॥ ৭২
 মহানাভশ্চ বিক্রান্তঃ কালনাভস্তথৈব চ ।
 অভবন দম্বপুত্রাশ্চ শতং তীব্রপরাক্রমাঃ ॥ ৭৩
 তপস্বিনো মহাবীৰ্যাঃ প্রাধানেন ত্রবীমি তান্
 দ্বিমূৰ্দ্ধা শঙ্কুকর্ণশ্চ তথা হয়শিরা বিভূঃ ॥ ৭৪
 অয়ৌমুখঃ শম্বরশ্চ কপিলো বামনস্তথা ।
 মারীচির্ঘৃষবাশ্চৈব ইন্ডলঃ খম্ভমস্তথা ॥ ৭৫
 বিকোভগশ্চ কেতুশ্চ কেতুবীৰ্য্যশতহৃদৌ ।
 ইন্দ্রজিৎসর্ষজিৎচৈব বজ্রনাভস্তথৈব চ ॥ ৭৬
 একচক্রো মহাবাহুস্তারকশ্চ মহাবলঃ ।
 বৈশ্বানরঃ পুলোমা চ বিদ্রাবগমহাশিরাঃ ॥ ৭৭
 স্বৰ্ভানুর্ঘৃষপর্ষা চ বিপ্রচিহ্নিষ বীৰ্য্যবান্ ।

সূর্য্য, চন্দ্রমা, চন্দ্রতাপন, কুন্তনাত গর্দভাক্ষ
 ও 'কুংকি' নামে অভিহিত হইত। বাণ
 তাহাদের সর্ষজ্যেষ্ঠ ও অতি বলিষ্ঠ। ভগ-
 বান্ পশুপতের প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি-
 নিষ্ঠা ছিল। বাণাসুর পুরাকল্পে ভগবান্
 উমাপতিকে প্রসাদিত করিয়া তদীয় পার্শ্বচরহ
 প্রার্থনা করিয়াছিল। হিরণ্যাক্ষের পাঁচ পুত্র
 হয়; সকলেই বিদ্বান্ এবং মহাবল। তাহা-
 দের নাম,—উর্জ্জয়, শকুনি, ভূতসস্তাপন,
 মংগনাভ ও কালনাভ। দম্বর একশত তীব্র-
 পরাক্রম পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহারা সকলেই
 তপস্বী, এবং সকলেই মহাবীৰ্য্যশালী। তাহা-
 দের মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির
 নাম উল্লেখ করিতেছি। দ্বিমূৰ্দ্ধা, শঙ্কুকর্ণ,
 হয়শিরা, অয়ৌমুখ, শম্বর, কপিল, বামন,
 মারীচি, মেঘবান্, ইন্ডল, খম্ভ, বিকোভগ,
 কেতু, কেতুবীৰ্য্য, শতহৃদ, ইন্দ্রজিৎ, সর্ষজিৎ
 বজ্রনাভ, একচক্র, তারক, বৈশ্বানর, পুলোমা,
 বিদ্রাবণ, মহাসুর স্বৰ্ভানু, ঘৃষপর্ষা, ও বিপ্র-

সর্ষ এতে দনোঃ পুত্রাঃ কণ্ঠপাদভিজক্রিয়ে ॥
 বিপ্রচিহ্নিপ্রধানান্তে দানবাঃ সুমহাবলঃ ।
 এতেষাং পুত্রপৌত্রস্ত ন তচ্ছক্যঃ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 প্রসংখ্যাতুঃ বহুহাচ্চ পুত্রপৌত্রমনন্তকম্ ।
 স্বৰ্ভানোহ্চ প্রভা কণ্ঠা পুলোমশ্চ শচী সূতা ॥ ৮০
 উপদানবী হয়শিরাঃ শশ্বিষ্ঠা বার্ষপর্ষণী ।
 পুলোমা কালিকা চৈব বৈশ্বানরসুতে উভে ।
 বহুপত্যে মহাপত্যে মারীচেহ্চ পরিগ্রহঃ ॥ ৮১
 তয়োঃ পুত্রসহস্রাণি ষষ্টিদানবনন্দনাঃ
 চতুর্দশশতানন্তান্ হিরণ্যপুয়বাসিনঃ ।
 মারীচির্জনয়ামাস মহতা তপসাবিভূঃ ॥ ৮২
 পৌলোমাঃ কালকেয়শ্চ দানবান্তে মহাবলঃ ।
 অবধ্যা দেবতানাং হি হিরণ্যপুয়বাসিনঃ ॥ ৮৩
 পিতামহপ্রসাদেন যে হতাঃ সব্যাসাচিনা ।
 ততোহপরে মহাবীৰ্যা দানবাস্ততিদারুণাঃ ॥ ৮৪

চিহ্নি। ইহারা সকলেই কণ্ঠপের ঔরসে
 দম্বর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। এই দানবেরা
 সকলেই মহাবলসম্পন্ন। তন্মধ্যে বীৰ্য্যবান্
 বিপ্রচিহ্নিই সর্ষপ্রধান। হে দ্বিজোত্তমগণ!
 বহুই প্রযুক্ত উহাদের অপত্যাদির সংখ্যা
 করিবার শক্তি আমার নাই। বলতঃ ঐ
 দানবদিগের পুত্র পৌত্রাদি এত জন্মিয়াছিল
 যে, তাহাদের ইয়ত্তা করা অসাধ্য। স্বৰ্ভানু
 কণ্ঠা প্রভা, পুলোমার শচী, হয়শিরার উপ-
 দানবী, ঘৃষপর্ষার শশ্বিষ্ঠা, এবং বৈশ্বানরের
 কণ্ঠা পুলোমা ও কালিকা। এই শেষোক্ত
 দানব কণ্ঠাঘর বহু পুত্রবতী ও মহাসম-
 শালিনী। দানব মারীচি ইহাদিগকে বিবাহ
 করিয়াছিল। তাহার ঔরসে ঐ কণ্ঠাঘরের
 গর্ভে ষষ্টিসহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। এতগুলি
 মারীচি বহু তপস্তা করিয়া আরও চতুর্দশ শত
 পুত্র উৎপাদন করে। ঐ পুত্রগণ সকলেই
 হিরণ্যপুরের অধিবাসী ছিল। এইরূপে
 মারীচির পুত্রের স্ব স্ব মাতার নামানুসারে
 পৌলোম ও কালকেয় অখ্যা লাভ করে।
 পিতামহ-প্রসাদে উহারা দেবতাদিগের
 অবধ্য হয়। পরে সব্যাসাচী উহাদিগকে

সিংহিকায়ামথোৎপন্ন্য বিপ্রচিন্তে: সূতাস্তথা ।
 দৈত্যদানবসংযোগাজ্জাতাস্তীত্রপরাক্রমা: ॥ ৮৫
 সৈহিকেন্ন ইতি খ্যাতাস্ত্রয়োদশ মহাবলা: ।
 বংশ: শল্যশ্চ বলিনো নলশ্চৈব তথা বল: ॥ ৮৬
 বাতাপিন্মুচিশ্চৈব ইন্ডল: খন্ডমস্তথা ।
 অঞ্জিকো নরকশ্চৈব কালনাভস্তথৈব চ ॥ ৮৭
 সরমাণস্তথা চৈব স্বরকল্পশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৮৮
 মুকশ্চৈব তুহুগুশ্চ হৃদপুত্রো বভূবতু: ।
 মারীচ: সূন্দপুত্রশ্চ প্রস্ততায়্য:

ব্যজায়ত ॥ ৮৯ (১)

এতে বৈ দানবা: শ্রেষ্ঠা দনোৰ্ষঃশবিবৰ্দ্ধনা: ।
 তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোহথ সহস্রশ: ॥
 সংহাদস্ত তু দৈত্যাস্ত নিবাতকবচা: কূলে ।
 সমুৎপন্ন্য: সূমহতা তপসা ভাবিতাশ্চন: ।
 তিস্র: কোট্য: সূতাস্তেষাংমণিবত্যাং নিবাসিন:

নিহত করেন। এই সকল দানবেরা অতি দারুণপ্রকৃতির ছিল। বিপ্রচিন্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে বহু দানব উৎপন্ন হয়। এই দানবেরা সৈহিকের নামে বিখ্যাত। দৈত্য-দানবের সংযোগে ইহাদের জন্ম হয় বলিয়া ইহারা অতীব তীত্রপরাক্রম ছিল। ইহাদের মধ্যে বংশ, শল্য, নল, বল, বাতাপি, নমুচি, ইন্ডল, খন্ডম, অঞ্জিক, নরক, কালনাভ, সরমান, ও সুরকল্প নামক ত্রয়োদশ জন দানব অতি-শয় বলবীৰ্য্যশালী। হৃদের মুক ও তুহুগু নামে দুই পুত্র হয়। তাড়কার গর্ভে সূন্দ হইতে মারীচ জন্মগ্রহণ করে। এই সকল প্রধান প্রধান দানব হইতেই দহবংশ বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহাদিগেরও আবার শত শত সহস্র সহস্র পুত্র পৌত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। দৈত্যবর সংহাদের বংশে নিবাত-কবচ নামে বহুসংখ্যক দানব উৎপন্ন হয়। এই দানবেরা সকলেই সুবিপুল তপস্যাচরণ করিয়াছিল। কথিত আছে, উহাদের সংখ্যা

অবধ্যাস্তেহপি দেবানামৰ্জ্জুনেম নিপাতিতা: ।
 ষট্ সূতা: সূমহাভাগাস্তাত্ৰায়া: পরিকীর্তিতা: ॥
 ক্রৌঞ্চী শ্চেন্নী চ ভাসী চ সূগ্রীবী শুচিগৃধ্রিকা
 ক্রৌঞ্চী তু জনয়ামাস উলুকপ্রত্যলুককান্ ॥ ৯৩
 শ্চেন্নী শ্চেন্নাস্তথা ভাসী ভাসানগৃধ্রাংশ্চ গৃধ্যপি
 শুচিরোদকানপক্ষিগণান্সুগ্রীবী তু দ্বিজোত্তমা:
 অশ্বারুষ্টান্ গর্দভাংশ্চ তাত্ৰাবংশ: প্রকীর্তিত: ।
 বিনতায়্যাস্ত দ্বৌ পুত্রৌ বিখ্যাতৌ গরুড়াকৃণৌ
 গরুড়: পততাং শ্রেষ্ঠৌ দারুণ: স্তেন কর্মণা ।
 সুরসায়্য: সহস্র: তু সর্পাণামমিতৌজসাম্ ॥ ৯৬
 অনেকশিরসাং বিপ্রা: খচরাণাং মহাশ্বনাম্ ।
 কাহ্নবেয়াস্ত বলিন: সহস্রমমিতৌজস: ॥ ৯৭
 সূপর্ণবিশগা নাগা জজিরে নৈকমস্তকা: ।
 যেষাং প্রধানা: সততং শেষবাসুকিতক্ষকা: ॥
 ঐরাবতো মহাপদ্য: কন্দলাশ্বতরাবৃত্তৌ ।

তিন কোটি। উহারা সকলেই মণিমতী পুরীর অধিবাসী ছিল। ৬৫—৯১। দেবগণ ইহাদিগকে বধ করিতে পারেন নাই। অবশেষে অৰ্জ্জুনহস্তে ইহারা নিহত হইয়াছিল। তাত্ৰার ক্রৌঞ্চী, শ্চেন্নী, ভাসী, সূগ্রীবী শুচি ও গৃধ্রী নামে ছয়টা কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চীর সন্তান উলুক ও প্রত্যলুকগণ, শ্চেন্নীর শ্চেন্নগণ, ভাসীর ভাসগণ, গৃধ্রীর গৃধ্রগণ, শুচির জল-পক্ষিগণ এবং সূগ্রীবীর সন্তান অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দভগণ! হে দ্বিজগণ! ইহারা কণ্ঠপপত্নী তাত্ৰার বংশধর বলিয়া বিখ্যাত। বিনতার দুই পুত্র—অরুণ ও গরুড়। গরুড় স্বীয় দারুণ কৰ্ম্ম দ্বারা পক্ষিগণের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল। সুরসার সন্তান সহস্র সহস্র সর্প। হে বিপ্রগণ! ঐ সর্প সকল অমিতৌজা, অনেকশিরা ও আকাশচর। কণ্ঠপকাস্তা কজুর সন্তান নাগগণ। ইহারাও সংখ্যায় সহস্র সহস্র। ইহাদিগেরও তেজো-বল অপরিণীম। ইহারও অনেক মস্তক বিশিষ্ট ও গরুড়ের বশীভূত। ইহাদিগের মধ্যে—অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, ঐরাবত,

এলাপত্রশ শঙ্খশ কর্কোটকধনঞ্জয়ো ॥ ১০২
মহানীলমহাকর্ণো ধৃতরাষ্ট্রবলাহকৌ ।
কুহরঃ পুষ্পদংষ্ট্রশ দুর্মুখঃ সুমুখস্তথা ॥ ১০৩
শঙ্খশ শঙ্খপালশ কপিলো বামনস্তথা ।
নহষঃ শঙ্খরোমা চ মণিরিত্যেবমাদয়ঃ ॥ ১০৪
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোহথ সহস্রশঃ ।
চতুর্দশসহস্রাণি কুরাণামনিলাশিণীম্ ॥ ১০৫
গণং ক্রোধবংশ বিপ্রান্তস্ত সর্বে চ দংষ্ট্রিণঃ
স্তলজাঃ পক্ষিণোহজ্ঞাশ্চ ধরায়াঃ প্রসবাঃ স্মৃতাঃ
গাশ্চ বৈ জনয়ামাস সুরভিমহিষীস্তথা ।
ইরা বৃক্ষলতা বল্লীস্তৃণজাতীশ্চ নারদাঃ ॥ ১০৬
ঋশা তু যক্ষরক্ষাসি মূনিরপ্সরসস্তথা ।
অরিষ্টা তু মহাসিদ্ধা গন্ধর্ভানমিতোজসঃ ॥ ১০৭
এতে কণ্ঠপদায়াদাঃ কীর্তিতাঃ স্বাগুজঙ্গমাঃ ।
যেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥
এষ মনস্তরে বিপ্রাঃ সর্গাঃ স্বারোচিষে স্মৃতাঃ ।

মহাপঘ, কদল, অশ্বতর, এলাপত্র, শঙ্খ, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, মহানীল, মহাকর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, কুহর, পুষ্পদংষ্ট্র, দুর্মুখ, সুমুখ, শঙ্খ, শঙ্খপাল, কপিল, বামন, নহষ, শঙ্খ-রোমা এবং মণি এই সকল নাগ প্রধান। ইহাদিগের পুত্র পৌত্রাদির সংখ্যা শত শত সহস্র সহস্র। হে বিপ্রগণ! ক্রোধবংশার বংশধর চতুর্দশ সহস্র কুর প্রকৃতি বায়ু-ভোজী নাগ। ঐ নাগগণ সকলেই দংষ্ট্রা-শালী। ধরার সন্তান অসংখ্য অনন্ত জল পক্ষিগণ। সুরভির সন্তান—গো ও মহিষী সকল। ঐলার সন্তান—বিবিধ বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও তৃণজাত। ঋশার সন্তান—যক্ষ ও রক্ষোগণ; মূনির অপরোগণ এবং অরিষ্টার সন্তান—মহাসর্বসম্পন্ন অমিততেজা গন্ধর্ব-গণ। উল্লিখিত স্বাবর-জঙ্গমায়ক সন্তান সম্ভূতি সকল কণ্ঠপের বংশধর বলিয়া কীর্তিত। উহাদিগেরও আবার শত শত সহস্র সহস্র পুত্র পৌত্র উৎপন্ন হয়। ১০২—১০৬। হে বিপ্রগণ! এই সৃষ্টিবিস্তার স্বারোচিষ

বৈবস্বতেহতিমহতি বাক্রণে বিততে ক্রভৌ ॥
জুহ্বানশ্চ ব্রহ্মণো বৈ প্রজাসর্গ ইহোচ্যতে ।
পূর্বে যত্র সমুৎপন্নব্রহ্মস্বীয়সপ্ত মানসান্ ॥
পুত্রেষু কল্পয়ামাস স্বয়মেব পিতামহঃ ।
ততো বিরোধে দেবানাং দানবানাং চ ভো
দ্বিজাঃ ॥ ১০৮
দিতির্বিনষ্টপুত্রো বৈ ক্রোধয়ামাস কণ্ঠপম্ ।
কণ্ঠপস্ত প্রসন্নাত্মা সমাগারাদিতস্তয়া ॥ ১০৯
বরেণ চন্দয়ামাস সা চ বত্রে বরং তদা ।
পুত্রমিস্রবধার্থায় সমর্থমমিতোজসম্ ॥ ১১০
স চ তস্মৈ বরং প্রাদাৎ প্রার্থিতঃ সুমহতপাঃ ।
দদা চ বরমত্যাগো মারীচঃ সমভাষত ॥ ১১১
ইন্দ্রঃ পুত্রো নিহন্তা তে গর্ভং বৈ শরদাং শতম্
যদি ধারয়সে শৌচতৎপরো ব্রতমাশ্রিত্য ॥ ১১২
তথৈত্যভিহিতো ভর্তা তয়া দেবো মহাতপাঃ ।
ধারয়ামাস গর্ভং তু শুচিঃ সা মুনিসত্তমাঃ ॥ ১১৩

মনস্তরে হইয়াছিল। বৈবস্বত মনস্তরে সুপ্রসিদ্ধ বাক্রণ যজ্ঞ আরম্ভ হয়। সেই যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা হোতৃকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তৎকালে যে প্রজা সৃষ্টি হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাই কহিতেছি। পূর্বে যে সপ্ত ব্রহ্মর্ষি মানস পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, বর্তমান মনস্তরেও স্বয়ং পিতামহ তাঁহাদিগকে পুত্ররূপে কল্পনা করিলেন। হে দ্বিজগণ! দেব ও দানবগণের বিষম সজ্জর্বে দিতির সমস্ত পুত্র বিনষ্ট হইলে, তিনি কণ্ঠপের আরাধনা করেন। তাহার আরাধনায় কণ্ঠপ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর দানে উদ্যত হইলেন। দিতি তাহার নিকট ইন্দ্রবধার্থ এক সমুর্ধ তেজস্বী পুত্র প্রার্থনা করিলেন। কণ্ঠপও দিতিকে তদীয় প্রার্থনানুযায়ী বর প্রদান করিলেন এবং বর-দানান্তে বলিলেন, যদি তুমি শুচিতাবে ব্রতচারিণী হইয়া শত বৎসর গর্ভ ধারণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার সেই গর্ভজাত পুত্র ইন্দ্রকে নিহত করিতে পারিবে। মহাতপা কণ্ঠপ এই কথা কহিলে দেবী দিতি অক্লান্তে সন্মত হইয়া

ততোহস্ত্যাপাগমদিত্যাং গৰ্ভমাধায় কণ্ঠপঃ ।
 রোধয়ন্ বৈ গণং শ্রেষ্ঠং দেবানামমিতৌজসম্ ॥
 তেজঃ সংহত্য দুৰ্ধৰ্মবধ্যমমরৈরপি ।
 জগন্ম পৰ্বতায়ৈব তপসে সংশিতব্রতা ॥ ১১৬
 তস্মাশ্চৈবাস্তরপ্রেপ্সু রভবৎ পাকশাসনঃ ।
 জাতে বৰ্ষশতে চাস্মা দদর্শাস্তরমচ্যুতঃ ॥ ১১৭
 অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং দিতিঃ শয়নমাবিশৎ ।
 নিদ্রাং চাহারয়ামাস তস্মাৎ কৃষ্ণিং প্রবিষ্টা সঃ
 বজ্রপাণিস্ততো গৰ্ভং সপ্তধা তং স্কন্ধস্তয়ৎ ।
 স পাটমানো গৰ্ভোহথ বজ্রেণ প্রকুরোদ হ ॥
 মা রোদৌরিতি তং শক্রঃ পুনঃপুনরথারবীৎ ।
 সোহভবৎ সপ্তধা গৰ্ভস্তমিত্রো ক্রমিতঃ পুনঃ ॥
 একৈকং সপ্তধা চক্রে বজ্রেণৈবায়িকর্ষণঃ ।
 মরুতো নাম তে দেবা বভূবুর্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১২১

ভক্তিপূৰ্বক স্মৃতিভাবে গৰ্ভ ধারণ করিলেন।
 হে মুনিসত্তমগণ! অনন্তর শংসিতব্রত কণ্ঠপ
 দিতির গৰ্ভাধান করিয়া অমিততেজা দেব-
 গণ অপেক্ষা এক শ্রেষ্ঠ সন্তান উৎপাদন
 করিবার অভিপ্রায়ে সেই গৰ্ভে অমরগণের
 অজেয় স্বীয় দুৰ্ধৰ্ম তেজ নিহিত করত তপ-
 স্তার্থ পৰ্বতপ্রদেশে প্রস্থান করিলেন।
 এই ঘটনায় ইন্দ্র চিন্তিত হইলেন। তিনি সেই
 হইতে দিতির পবিত্র ব্রত-ভঙ্গের ছিদ্রাঘেষণ
 করিতে লাগিলেন। এই ভাবে শত বর্ষ
 অতীত হইল। একদা দিতি পাদশৌচ না
 করিয়া শয্যা আশ্রয় করিলেন এবং অবিলম্বে
 নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্র শত বর্ষ পরে
 দিতির এই এক ছিদ্র দেখিতে পাইলেন
 এবং তিনি তখন হস্তে বজ্র লইয়া নিদ্রাবস্থায়
 দিতির কৃষ্ণমধ্যে প্রবেশপূৰ্বক তদীয়
 গৰ্ভ সপ্তধা ছেদন করিলেন। সেই গৰ্ভস্থ
 বালক বজ্রপ্রহারে বিদীর্ণ হইয়া রোদন
 করিতে লাগিল। ইন্দ্র তাহাকে আশ্বাস
 দিয়া রোদন করিতে নিষেধ করিলেন।
 বালক রোদনে ক্ষান্ত হইল না; তখন ইন্দ্র
 ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সপ্তধা ভিন্ন গৰ্ভকে পুনরায়
 বজ্রপ্রহারে প্রত্যেকতঃ সপ্ত সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত

যথোক্তং বৈ মঘবতা তথৈব মরুতোহভবন্ ।
 দেবান্ চকোনপঞ্চাশৎসহায়্য বজ্রপাণিনঃ ॥ ১২২
 তেষামেবং প্রবৃত্তানাং ভূতানাং দ্বিজসত্তমাঃ ।
 রোচয়ন্ বৈ গণশ্রেষ্ঠান্ দেবানামমিতৌজসাম্ ॥
 নিকায়েষু নিকায়েষু হরিঃ প্রাদাৎ প্রজাপতীন ।
 ক্রমশস্তানি রাজ্যানি পৃথুপূৰ্বাণি ভো দ্বিজাঃ ॥
 স হরিঃ পুরুষো বীরঃ কৃষ্ণে জিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ
 পর্জন্তস্তপনোহনন্তস্তস্ত সর্কমিদং জগৎ ॥
 ভূতসর্গমিমং সমাগুজানতো দ্বিজসত্তমাঃ ।
 নারুন্তিভয়মন্তীহ পরলোকভয়ং কুতঃ ॥ ১২৬
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে দেবাসুরাণামুৎ-
 পত্তিকথনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

করিলেন। সেই ভিবক্ত গৰ্ভ শেষে মরুৎ
 নামক দেবগণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।
 হে দ্বিজবরগণ! ইন্দ্র যেরূপ বলিলেন,
 সেই মরুৎগণ সেইরূপভাবেই রহিলেন।
 তাঁহার একোনপঞ্চাশৎ সংখ্যায় বিভক্ত
 হইয়া সেই বজ্রপাণি ইন্দেরই অধ্বিতীয়
 সহায়রূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।
 হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপে ভূতজাতি প্রবৃত্ত
 হইলে অমিতৌজা দেবগণের গরিষ্ঠ ভগবান
 হরি প্রত্যেক রাজ্যভাগের সুব্যবস্থা করি-
 বার অভিপ্রায়ে এক এক জন প্রজাপতি
 নিয়োগ করিলেন। ক্রমে সেই সকল রাজ্য
 প্রথমতঃ পৃথুরাজেরই আধিপত্যকাল হইতে
 প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হে দ্বিজগণ! সেই
 হরিই পুরুষপ্রবর, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, প্রজাপতি,
 পর্জন্ত ও তপনরূপধর। তিনিই এই
 নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান। হে দ্বিজ-
 সত্তমগণ! এই যে ভূতসৃষ্টি ব্যাপার বর্ণন
 করিলাম, ইহা যিনি সম্যকরূপে বিদিত করেন,
 তাঁহার আর সংসারে পুনর্জন্ম গ্রহণের ভয়
 নাই; পরলোকের ভয় তাঁহার থাকে
 না ॥ ১০৭—১২৬ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

অভিষিচ্যাদিরাজেন্দ্রং পৃথুং বৈণ্যং পিতামহঃ ।
ততঃ ক্রমেণ রাজ্যানি ব্যাদেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ১
দ্বিজানাং বীৰুধাং চৈব নক্ষত্রগ্রহযোস্তথা ।
যজ্ঞানাং তপসাং চৈব সোমং রাজ্যোহত্যবেচয়ৎ
অপাং তু বরুণং রাজ্যে রাজ্ঞাং বৈশ্রবণং পতিম্
আদিত্যানাং তথা বিষ্ণুং বসুনাং পাবকম্ ॥ ৩
প্রজাপতীনাং দক্ষং তু মরুতামথ বাসবম্ ।
দৈত্যানাং দানবানাং বৈ প্রহ্লাদমমিতৌজসম্
বৈবস্বতং পিতৃগণঞ্চ যমং রাজ্যোহত্যবেচয়ৎ ।
যক্ষাণাং রাক্ষসাণাঞ্চ পার্থিবানাং তথৈব চ ॥ ৫
সর্বভূতপিশাচানাং গিরীশং শূলপাণিনম্ ।
শৈলানাং হিমবন্তঞ্চ নদীনাং সাগরম্ ॥ ৬
গন্ধর্বাণামধিপতিং চক্রে চিত্ররথং প্রভূম্ ।
নাগানাং বাসুকিং চক্রে সর্পাণামথ তক্ষকম্ ॥ ৭
বারণানাং তু রাজানমৈরাবতমথা দিশং ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

• লোমহর্ষণ কহিলেন,—দ্বিজগণ! ভগবান পিতামহ বেণনন্দন পৃথুকে রাজাধিরাজরূপে অভিষিক্ত করিয়া অনন্তর ক্রমে ক্রমে রাজ্য সকল বিভক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দ্বিজ, বীৰুধ, নক্ষত্র, গ্রহ, যজ্ঞ এবং তপস্কার আধিপত্যে সোমকে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপে বরুণ জলরাশির, কুবের * রাজাগণের, বিষ্ণু আদিত্যগণের, পাবক বসুগণের, দক্ষ প্রজাপতিগণের, বাসব মরুদগণের, অমিত-তেজা প্রহ্লাদ দৈত্য ও দানবগণের, বৈবস্বত যম পিতৃগণের, শূলপাণি শঙ্কু যক্ষ, রাক্ষস, পার্থিব, সর্বভূত ও সর্ব পিশাচগণের এবং হিমবান শৈলগণের আধিপত্যে নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা সাগরকে নদী-নিচয়ের, চিত্ররথকে গন্ধর্বগণের, বাসুকিকে নাগগণের, তক্ষককে সর্পগণের, ঐরাবতকে গজগণের, উচ্চৈশ্রবাকে অশ্বগণের,

উচ্চৈশ্রবসমস্থানাং গরুড়কেব পক্ষিণাব্ ॥ ৮
মৃগাণামথ শার্দূলং গোবৃষন্ত গবাং পতিম্ ।
বনস্পতীনাং রাজানাং প্রক্ষমেবাভ্যবেচয়ৎ ॥ ৯
এবং বিভজ্য রাজ্যানি ক্রমেণৈব পিতামহঃ ।
দিশাং পালানথ ততঃ স্থাপয়ামাস স প্রভুঃ ॥ ১০
পূর্বশ্চাং দিশি পুত্রং তু বৈরাজশ্চ প্রজাপতেঃ ।
দিশঃ পালং সুধন্বানং রাজানং সোহত্যবেচয়ৎ
দক্ষিণশ্চাং দিশি তথা কর্দমশ্চ প্রজাপতেঃ ।
পুত্রং শঙ্খপদং নাম রাজানং সোহত্যবেচয়ৎ ॥
পশ্চিমশ্চাং দিশি তথা রজসং পুত্রমচ্যুতম্ ।
কেতুমন্তং মহাশ্বানং রাজানং সোহত্যবেচয়ৎ ॥
তথা হিরণ্যরোমাঞ্চ পর্জন্তশ্চ প্রজাপতেঃ ।
উদীচ্যাং দিশি হৃদ্বং রাজানং সোহত্যবেচয়ৎ
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্বা সপ্তদ্বীপা সপস্তুনা ।
যথা প্রদেশমত্থাপি ধর্ম্মেণ প্রতিপাল্যতে ॥ ১৫
রাজস্বয়াভিষিক্তশ্চ পৃথুরেতৈর্নরাদিধিপৈঃ ।
বেদদৃষ্টেন বিধিনা রাজা রাজ্যে নরাধিপঃ ॥ ১৬
ততো মনস্তরেহতীতে চানুসেহমিততেজসি ।

গরুড়কে পক্ষিগণের, শার্দূলকে মৃগগণের, গোবৃষকে গোগণের এবং প্রক্ষকে বনস্পতি-গণের আধিপত্যে নিযুক্ত করিলেন। পিতা-মহ ব্রহ্মা এইরূপে রাজ্য সকল বিভাগ করিয়া ক্রমে দিক্‌পালদিগকে স্থাপন করিলেন। তিনি প্রথমে পূর্বদিকে প্রজাপতি বৈরাজের পুত্র রাজা সুধন্বাকে, পরে দক্ষিণ-দিকে কর্দম প্রজাপতির পুত্র রাজা শঙ্খ-পদকে, পশ্চিম দিকে রজের পুত্র রাজা কেতুমানকে এবং উত্তরদিকে প্রজাপতি পর্জন্তের পুত্র রাজা হিরণ্যরোমাকে দিক্‌পালহে অভিষিক্ত করিলেন। ঐ অভিষিক্ত দিক্‌পালগণ সকলেই মহাশ্বা ও হৃদ্ব ছিলেন। তাঁহারা এই সমস্ত সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে ধর্ম্মানুসারে স্ব স্ব বিভাগক্রমে অত্থাপি প্রতিপালন করিতেছেন। ১—১৫। উল্লিখিত সমস্ত নরপতি সম্মিলিত হইয়া বেদ-বোধিত বিধি অনুসারে রাজাধিরাজ-চক্রবর্তী পৃথুকে রাজনুরূপে অভিষিক্ত করেন। অনন্তর

বৈবস্বতায় মনবে পৃথিব্যাং রাজ্যমাদিশৎ ॥১৭

তস্ম বিস্তরমাখ্যাস্তে মনোর্বৈবস্বতস্ম হ ।

তবতাং চানুকূল্যায় যদি শ্রোতুমিহেচ্ছথ ।

মহদেতদধিষ্ঠানং পুরাণে তদধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮

মুনয় উচুঃ ।

বিস্তরেণ পৃথোজ্জন্ম লোমহর্ষণ কীর্তয় ।

যথা মত্যাশ্বনা তেন হৃদ্ধাংবেয়ং বসুন্ধরা ॥ ১৯

যথা বাপি নৃভির্হৃদ্ধা যথা দেবৈর্বর্ষধিভিঃ ।

যথা দৈত্যৈশ্চ নাগৈশ্চ যথা যক্ষৈযথা জ্রমৈঃ ॥

যথা শৈলৈঃ পিশাটৈশ্চ গন্ধর্বৈশ্চ দ্বিজোত্তমৈঃ

রাক্ষসৈশ্চ মহাসত্ত্বৈযথা হৃদ্ধা বসুন্ধরা ॥ ২১

তেষাং পাত্রবিশেষাশ্চ বস্তু মর্হসি সুব্রত ।

বৎসকীরবিশেষাশ্চ দোদ্ধারং চানুপূর্ষশঃ ॥ ২২

যস্মাচ্চ কারণাং পাণির্বেণশ্চ মথিতঃ পুরা ।

জুদ্বৈর্মহবিভিস্তাত কারণং তচ্চ কীর্তয় ॥ ২৩

চানুস মনস্তর অতীত হইলে বৈবস্বত মনুর হস্তে পৃথিবীরক্ষার ভার সমর্পিত হয়। হে দ্বিজগণ! আপনারা যদি শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনাদিগের তৃপ্তির জন্ত আমি সেই বৈবস্বত মনুর বিস্তৃত বিবরণ ব্যক্ত করিতে পারি। পুরাণ প্রস্তাবে এইমনুর অধিষ্ঠান বৃত্তান্ত সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ১—১৮। মুনিগণ কহিলেন,—হে লোমহর্ষণ! তুমি পৃথুর জন্ম-বিবরণ বিস্তৃতরূপে কীর্তন কর। সেই মহাত্মা পৃথু যেরূপে এই বসুন্ধরাকে দোহন করিয়াছিলেন, এবং যেরূপে পিতৃগণ, ঋষিগণ, দৈত্যগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, জ্রমগণ, শৈলগণ, পিশাচগণ, গন্ধর্বগণ, দ্বিজোত্তমগণ, এবং মহাসত্ত্বসম্পন্ন রাক্ষসগণ কর্তৃক এই বসুন্ধার দোহন ক্রিয়া সমাহিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে যে যে, যেরূপ পাত্র-বিশেষ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কে কে বৎস, কে কে দোদ্ধা ও কি কি কীরবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছিল এবং কি কারণে কিরূপেই বা পুরাকালে জুদ্ব মহর্ষিগণ কর্তৃক বেণ-রাজের পাণি মথিত হইয়াছিল? হে সুব্রত! এই সকল বিবরণ তুমি আমাদের

লোমহর্ষণ উবাচ ।

শৃণুধ্বং কীর্তয়িষ্যামি পৃথোর্বৈণ্যশ্চ বিস্তরম্ ।

একাগ্রাঃ প্রযতাস্চৈব পুণ্যার্থং বৈ দ্বিজর্ষভাঃ ॥

নাশুচেঃ ক্ষুদ্রমনসো নাশিষ্যন্তাত্রতস্ম চ ।

কীর্তয়েয়মিদং বিপ্রাঃ কৃতস্মায়াহিতায় চ ॥ ২৫

অগ্ন্যাং যশস্মায়াযুযাং ধন্যং বেদৈশ্চ সন্মিতম্ ।

রহস্তমৃষিভিঃ প্রোক্তং শৃণুধ্বং বৈ যথাতথম্ ॥ ২৬

যশ্চেমং কীর্তয়েরিত্যং পৃথোর্বৈণ্যশ্চ বিস্তরম্ ।

ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ন স শোচেৎ কৃতাকৃতম্

আসীদ্ধস্ম্যস্ত সংগোপ্তা পূর্বমত্রিসমঃ প্রভুঃ ।

অত্রিবংশে সমুৎপন্নস্তজ্জো নাম প্রজাপতিঃ ॥ ২৯

তস্ম পুত্রোহভবদ্বষণো নাত্যর্থং ধর্মকোবিদঃ ।

জাতো মৃত্যুসুতায়াং বৈ সুনীধায়াং প্রজাপতিঃ

সুমাভামহদোষেণ তেন কালাত্মজাত্মজঃ ।

নিকট আনুপূর্বিক ব্যক্ত কর। লোমহর্ষণ কহি-

লেন, হে দ্বিজবরগণ! আপনারা একাগ্রতা সহ-

কারে বেণনন্দন পৃথুর বিস্তৃত বার্তা শ্রবণ

করুন, আমি তাহা কীর্তন করিতেছি। হে

বিপ্রগণ! এই পবিত্র বৃত্তান্ত অশুচি, ক্ষুদ্র-

চেতা, অব্রতচারী বা অশিষ্য জনের নিকট

কীর্তন করিতে নাই। যাহা হউক, আপনা-

দের স্মার্য গুণবান্ শ্রোতার নিকট ইহা

বলিব। এই বৃত্তান্ত অগ্ন্য, যশস্ম, আয়ুয্য ও

ধন্য। পূর্বতন ঋষিগণ পূর্বে এই রহস্ত

ব্যক্ত করিয়াছেন। আপনারা ইহা যথাযথ

শ্রবণ করুন। বেণনন্দন পৃথুরাজের এই

বিস্তৃতবার্তা—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার

করিয়া কীর্তন করেন, তাঁহাকে আর কৃতাকৃত

কর্মের জন্ত শোক করিতে হয় না। ১৬—২৭।

পুরাকালে অত্রিবংশে অত্রিতুল্য প্রভাবশালী

অঙ্গনামে এক প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ধর্মের রক্ষক ছিলেন; বেণ নামে

তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। বেণের ধর্ম-

জ্ঞান কিছুই ছিল না। মৃত্যুতনয়া সুনীধার

গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি কালা-

ত্মজার আত্মজ ছিলেন; সুতরাং মাতামহ-

দোষে তাঁহাকে ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত হইতে

স্বধর্ম্যং পৃষ্ঠতঃ কুত্বা কামলোভেষবর্তত ॥ ৩০
মর্যাদাং ভেদয়ামাস ধর্মোপেতাং স পার্থিবঃ ।
বেদধর্ম্মানতিক্রম্য সৌহর্দ্যনিরতোহভবৎ ॥ ৩১
নিঃস্বাধ্যায়বঘট্কারাঃ প্রজাস্তম্ভিন্ প্রজাপতো
প্রবৃত্তং ন পপুঃ সোমং হৃতং যজ্ঞেযু দেবতাঃ ॥
ন যষ্টব্যং ন হোতব্যমিতি তস্মৈ প্রজাপতে ।
আসীৎ প্রতিজ্ঞা ক্রুরেয়ং বিনাশে প্রতাপস্থিতে
অহমিজ্যাস্ত যষ্টা চ যজ্ঞশ্চেতি ভৃগুদ্বহ ।
ময়ি যজ্ঞো বিধাতব্যো ময়ি হোতব্যমিত্যপি ॥
তমতিক্রান্তমর্যাদমাদদানমসাম্প্রতম্ ।
উচুর্মহর্ষয়ঃ সর্ষে মরীচিপ্রমুখাস্তদা ॥ ৩৫
বয়ং দীক্ষাং প্রবেক্ষ্যামঃ সংবৎসরগণান্ বহুন্ ।
অধর্ম্মং কুরু মা বেণ এষ ধর্ম্ম্যঃ সনাতনঃ ॥ ৩৬
নিধনেহজ্ঞেঃ প্রস্তুতস্থং প্রজাপতিরসংশয়ম্ ।
প্রজাস্ত পালয়িষ্যেহহমিতীহ সময়ঃ কৃতঃ ॥ ৩৭

হয়। তিনি স্বধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া লোভ ও কামচর্চায় নিরত হইলেন। বেণ, রাজা হইয়া ধার্ম্মিকদিগের মর্যাদা নষ্ট করিতে লাগিলেন। বেদচিহ্নিত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তিনি অধর্ম্মসেবায় নিরত হইলেন। তাঁহার রাজ্য-শাসনকালে প্রজাসাধারণ মধ্যে স্বাধ্যায় এবং বঘট্কার একেবারেই লোপ পাইল। দেবগণ আর যজ্ঞীয় হবি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অধর্ম্ম-চর্চায় বেণের কাল, ক্রমেই আসন্ন হইয়া আসিল। ক্রমে বেণ এইরূপ এক ক্রুরতর ঘোষণা দ্বারা প্রজাসাধারণকে জানাইলেন যে, আমার রাজ্যে কেহই যজ্ঞ হোমাদি করিতে পারিবে না। আমিই একমাত্র যজ্ঞ, যষ্টা ও ইজ্য। হোম যজ্ঞাদি যে কিছু ব্যাপার, তাহা আমাতেই করিতে হইবে। তখন মরীচিপ্রভৃতি মহর্ষিগণ আসিয়া সেই অধর্ম্মসেবী সাধুজনগর্হিত-কর্ম্মকারী বেণকে বলিলেন,—রাজন্! আমরা বহু সংবৎসরের জন্ত যজ্ঞদীক্ষিত হইব; অতএব তোমাকে বলিতেছি, তুমি আর অধর্ম্মাচরণ করিও না। সনাতন ধর্ম্মের অনুবর্তী হও। তুমি মহর্ষি অজিৎ বংশধর। তোমাকে স্মরণ

তাংস্তথা ক্রুবতঃ সর্বাগ্নহবীনব্রবীত্তদা ।
বেণঃ প্রহস্তু দুর্কৃদ্ধির্মমর্থমনর্থবিৎ ॥ ৩৮
বেণ উবাচ ।
শষ্টা ধর্ম্মস্য কশ্চাচ্ছ্রোতব্যং কস্য বা মম্মা ।
ঋতবীর্য্যতপঃসত্যৈর্ময়া বা কঃ সমো ভুবি ॥ ৩৯
প্রভবঃ সর্বভূতানাং ধর্ম্মাণাং চ বিশেষতঃ ।
সম্মুঢ়া ন বিভূর্ননং তবস্তো মাং বিচেতসঃ ॥ ৪০
ইচ্ছন দহেয়ঃ পৃথিবীং প্লাবয়েয়ং জলৈস্তথা ।
দ্যাং বৈ ভুবং চ কুরুয়েয়ং নাত্র কার্য্যা বিচারণা
যদা ন শক্যতে মোহাদবলেপাচ্চ পার্থিবঃ ।
অপনেতুং তদা বেণস্ততঃ ক্রুদ্ধা মহর্ষয়ঃ ॥ ৪২
তং নিগৃহ্য মহাত্মানো বিস্কুরন্তঃ মহাবলম্ ।
ততোহস্তু সব্যমুরুং তে মমস্তু জাতমন্তবঃ ॥ ৪৩
তস্মিন্মির্নখ্যামানে বৈ রাজ্ঞ উরৌ তু জজিবাৎ

করাইয়া দিতেছি, তুমি প্রজাপতিপদে বরিত হইবার কালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, প্রজাদিগকে সম্যক্রূপে পালন করিবে। মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে অনর্থক দুর্কৃদ্ধি বেণরাজ হাস্ত করিয়া নিম্নোক্ত অনর্থ-কর বাক্য বলিতে লাগিল। ২৮-৩৮। বেণ বলিল, ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা কে আর আছে? আমি আবার কাহার কথা শুনিব? ঋত, বীর্য্য, তপস্যা ও সত্য বলে ভূমণ্ডলে আমার সমান কে আছে? আমি সর্বভূতের—বিশেষতঃ ধর্ম্মের প্রভবভূমি; তোমরা একান্তই মূঢ়, তাই আমার তত্ত্ব জানিতে পারিতেছ না। আমি ইচ্ছা করিলে এই পৃথিবীকে দক্ষ অথবা জলপ্লাবিত করিতে পারি। এমন কি সমগ্র জ্বাপৃথিবী এইক্ষণেই আমি অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ; এ বিষয়ে তোমরা কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না। বেণরাজ এইরূপ কহিলে, মহর্ষিগণ যখন কিছুতেই তাহাকে গর্ষ ও মোহ হইতে বিমুক্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই বলগর্ভিত বেণকে নিগৃহীত করিয়া তদীয় দক্ষিণ উরু মন্বন করিতে লাগিলেন। তখন সেই

হ্রস্বোহতিমাত্রঃ পুরুষঃ কৃষ্ণশ্চেতি বভূব হ ॥৪৪
 স ভীতঃ প্রাজ্ঞলির্ভূতা তস্থিবান্ দ্বিজসন্তমাঃ ।
 ভুমত্রিবিহ্বলঃ দৃষ্ট্বা নিষীদেত্যত্রবীতদা ॥ ৪৫
 নিষাদবংশকর্তাসৌ বভূব বদতাং বরাঃ ।
 ধীবরানমৃজ্ঞচাপি বেণকন্মষসন্তবান্ ॥ ৪৬
 যে চাত্তে বিদ্ব্যানিলয়াস্তথা পৰ্বতসংশ্রয়াঃ ।
 অধর্ম্মকৃৎসো বিপ্রাস্তে তু বৈ বেণকন্মষাঃ ॥৪৭
 ততঃ পুনর্মহাত্মানঃ পাণিং বেণশ্চ দক্ষিণম্ ।
 অরণীমিব সংরক্তা মমশু জ্ঞাতমশ্রবঃ ॥ ৪৮
 পৃথুস্তম্মাং সমুৎপন্নঃ করাজ্জলনসম্নিভঃ ।
 দীপ্যমানঃ স্ববপুষা সাক্ষাদগ্নিরিব জলন্ ॥ ৪৯
 অথ সোহজগবৎ নাম ধর্ম্মগৃহ মহারবম্ ।
 শরাংশ্চ দিব্যান্ রক্ষার্থং কবচং চ মহাপ্রভম্ ॥
 তস্মিন্ জাতেহৎ ভূতানি সম্প্রহৃষ্টানি সর্বশঃ ।
 সমাপেতুর্মহাভাগা বেণশ্চ ত্রিদিবং যযৌ ॥ ৫১

মধ্যম্যান উরু হইতে এক পুরুষ প্রাহর্ভূত
 হইল। ঐ পুরুষের আকৃতি অতি হ্রস্ব এবং
 বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। ৩৯—৪৪। হে দ্বিজবরগণ!
 সেই পুরুষ ভীতভাবে করযোড়ে অবস্থান
 করিল। মহর্ষি অত্রি তাহাকে বিহ্বল দেখিয়া
 বলিলেন,—নিষীদ অর্থাৎ উপবেশন কর।
 ঐ পুরুষই পশ্চাৎ নিষাদবংশের সৃষ্টিকর্তা
 হইয়াছিল। বেণের পাপ হইতে ক্রমে
 ধীবরগণের উৎপত্তি হয়। হে বিপ্রগণ!
 এতদ্ভিন্ন বিদ্ব্যাচলের অধিবাসী তুষার ও
 তুন্দুর প্রভৃতি অধর্ম্মসেবী অসভ্য জাতিরাও
 বেণরাজেরই কন্মষ হইতে উৎপন্ন হইয়া-
 ছিল। অনন্তর মহর্ষিরা ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায়
 বেণরাজের দক্ষিণ বাহু অরণীর স্রায় মস্থন
 করেন। সেই মথিত বাহু হইতেই পাবক
 প্রতিম পৃথু নরপতির জন্ম হইল! পৃথু
 জন্মিবামাত্র স্বীয় দেহপ্রকর্ষে সাক্ষাৎ পাব-
 কের স্রায় প্রজ্জলিত হইতে লাগিলেন।
 তাঁহার হস্তে আদি আজগব ধনু, দিব্য দিব্য
 শর এবং দেহে তাঁহার দেহরক্ষী মহোজল
 কবচ। তিনি জন্মিবামাত্র ভূতবৃন্দ সর্বরূপে
 আনন্দিত হইয়া উপস্থিত হইল। বেণ স্বর্গ-

সমুৎপন্নেন ভো বিপ্রাঃ সৎপুত্রৈঃ মহাত্মনা ।
 ত্রাতঃ স পুরুষব্যাত্তঃ পুন্নাশো নরকান্তদা ॥৫২
 তং সমুদ্রাশ্চ নদ্যাশ্চ রত্নাশ্চাদায় সর্বশঃ ।
 তোয়ানি চাভিষেকার্থং সন্ধ এবোপতস্থিরে ॥
 পিতামহশ্চ ভগবান্ দেবৈরাঙ্গিরসৈঃ সহ ।
 স্বাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি চ সর্বশঃ ॥ ৫৪
 সমাগম্য তদা বৈণ্যমভ্যষিঞ্চন্নরাধিপম্ ।
 মহতা রাজরাজেন প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ ॥ ৫৫
 সোহভিষিক্তো মহাতেজা বিধিবদ্ধর্ম্মকোবিদৈঃ
 আধিরাজ্যে তদা রাজ্যং পৃথুবৈণ্যঃ প্রতাপবান্
 পিত্রাপরঞ্জিতান্তশ্চ প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ ।
 অনুরাগান্ততস্তশ্চ নাম রাজাভ্যাজায়ত ॥৫৭
 আপস্তস্তস্তিরে তশ্চ সমুদ্রমভিযাস্ততঃ ।
 পর্বতাশ্চ দহর্ম্মার্গং ধ্বজভঙ্গশ্চ নাভবৎ ॥ ৫৮

ধামে গমন করিলেন। হে বিপ্রগণ! পৃথু।
 স্রায় মহাত্মা সৎপুত্রের উৎপত্তিতে সেই
 পুরুষশ্রেষ্ঠ বেণ পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ
 পাইলেন। ৪৫—৫২। তখন সমুদ্রগণ ও নদী-
 গণ সকলেই বিবিধ রত্ন ও জল আনয়ন
 করিয়া সেই পৃথুকে অভিষেক করিবার জন্ত
 আগমন করিলেন। সমস্ত সুর ও অঙ্গিরা
 প্রভৃতি মহর্ষিগণের সহিত স্বয়ং ভগবান্
 পিতামহ চরাচর নিখিল ভূতজাতি সম-
 ভিব্যাহারে তথায় আগমন করিয়া বেণ-
 নন্দন পৃথুকে অভিষেক করিলেন। সেই
 রাজাধিরাজ মহাতেজা পৃথু অভিষিক্ত হইয়া
 ধর্ম্মজ্ঞ মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক সুশা-
 সনে প্রজারঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।
 প্রতাপবান্ পৃথু—তদীয় পিতার ক্ষমাসনে যে
 সকল প্রজা বিরক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে
 অল্পকাল মধ্যেই সুশাসনে অনুরক্ত
 করিয়া তুলিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জের অনুরঞ্জে
 তাঁহার ‘রাজা’ নাম সার্থক হইল। তিনি
 সমুদ্রপথে যাত্রা করিলে, জলরাশি আপনা
 হইতে স্তম্ভিত হইত এবং ‘পর্বতপথে
 প্রস্থান করিলে পর্বতগণ তাঁহাকে সুগম
 পথ প্রদান করিত। তাঁহার ধ্বজভঙ্গ কখন

অকুষ্ঠপচ্যা পৃথিবী সিধ্যন্ত্যন্নানি চিন্তনাৎ ।
 সৰ্বকামতৃষা গাবঃ পুটকে পুটকে মধু ॥ ৫৯
 এতন্মিল্নেব কালে তু যজ্ঞে পৈতামহে শুভে ।
 সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেহহনি মহামতিঃ
 তন্মিল্নেব মহাযজ্ঞে যজ্ঞে প্রাজ্ঞোহথ মাগধঃ ।
 পৃথোঃ স্তবার্থঃ তৌ তত্র সমাহুতৌ মহর্ষিভিঃ ॥
 তাবুচুৰ্ঋষয়ঃ সৰ্কে স্তূয়তামেষ পার্শ্বিণঃ ।
 কৰ্ম্মৈতদনুরূপং বাং পাত্রং চাযং নরাধিপঃ ॥ ৬২
 তাবুচুস্তদা সৰ্বাঃস্তানুযীন সূতমাগধৌ ।
 আবাং দেবানুযীংশ্চৈব শ্রীণয়াবঃ স্বকৰ্ম্মভিঃ ॥
 ন চাস্ত বিদ্বো বৈ কৰ্ম্ম নাম বা লক্ষণং যশঃ ।
 স্তোত্রং যেনাস্ত কুৰ্য্যাব রাজস্তুজস্বিনো দ্বিজাঃ
 ঋষিভিস্তৌ নিযুক্তৌ তু ভাবৈযোঃ স্তূয়তামিতি
 যানি কৰ্ম্মাণি কৃতবান্ পৃথুঃ পশ্চান্নহাবলঃ ॥ ৬৫

হইত না ; পৃথিবী অকুষ্ঠপচ্যা ছিল ; তাহাতে
 চিন্তামাত্রেই প্রচুর শস্ত্র উৎপন্ন হইত ।
 গো সকল সৰ্বকাম দোহন করিত, প্রত্যেক
 পত্রপুটেই মধু পাওয়া যাইত । ৫৩—৫৯ । এই
 সময় শুভ পৈতামহ যজ্ঞ প্রারম্ভ হইলে মহা-
 মতি সূতের জন্ম হয় । সূতজন্মের পর
 সেই মহাযজ্ঞেই মাগধ-জাতি জন্মগ্রহণ
 করে । পৃথুরাজের স্তুতি কার্য্য সমাধার
 জন্ত মহর্ষিগণ তখন ঐ দুই সূত ও মাগধ-
 জাতিকেই আহ্বান করেন । মহর্ষিরা তাহা-
 দিগকে বলেন, তোমরা সকলে এই পার্শ্ব-
 বন্ধে স্তব করিবে ; তোমাদের অনুরূপ
 এই কৰ্ম্মই নির্দিষ্ট রহিল । আর এই নরা-
 ধিপই তোমাদের স্তবের যোগ্যপাত্র রহি-
 লেন । সূত ও মাগধেরা প্রত্যুত্তরে জানা-
 ইল,—আমরা স্ব স্ব কৰ্ম্ম দ্বারা দেব ও ঋষি-
 গণকেই পদ্মভূষণ করিব ; কেননা, আমরা
 এখনও এই নরপতির এমন কোন কৰ্ম্ম,
 লক্ষণ বা কীর্ত্তিকথা জানিতে পারি নাই,
 যাহাতে এই ভেজস্বী রাজার স্তব করিতে
 পারি । হে দ্বিজগণ ! ঋষিগণ তখন তাহা-
 দিগকে পৃথুরাজের ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলীর
 উল্লেখে স্তব করিতে আদেশ করিলেন ;

ততঃ প্রভৃতি বে লোকে স্তবেষু মুনিসন্তমাঃ ।
 আশীর্বাদাঃ প্রযুক্ত্যস্তে সূতমাগধবন্দিভিঃ ॥ ৬৬
 তয়োঃ স্তবাস্তে সূতীতঃ পৃথুঃ প্রাদাৎপ্রজেক্ষরঃ
 অনুপদেশং সূতায় মগধং মাগধায় চ ॥ ৬৭
 তং দৃষ্ট্বা পরমশ্রীতাঃ প্রজাঃ প্রোচুৰ্ননীষিণঃ ।
 বৃন্তীনামেষ বো দাতা ভবিষ্যতি নরাধিপঃ ॥ ৬৮
 ততো বৈণ্যং মহাশ্রাণং প্রজাঃ সমভিহুস্তবুঃ ।
 তং নো বৃত্তিং বিধৎস্বেতি মহর্ষিবচনান্তিদা ॥ ৬৯
 সৌভিজ্যতঃ প্রজাভিস্ত প্রজাহিতচিকীৰ্ষা ।
 ধনুর্গৃহ পৃষৎকাংশ্চ পৃথিবীমাদ্রবন্তলৌ ॥ ৭০
 ততো বৈণ্যভয়ত্রস্তা গোভূত্বা প্রাদ্রবন্তলৌ ।
 তাং পৃথুর্ধনুর্দাদায় দ্রবন্তীমধাবত ॥ ৭১
 সা লোকান্ ব্রহ্মলোকাদীন গতা বৈণ্যভয়ত্রস্তা
 প্রদদর্শাগ্রতো বৈণ্যং প্রগৃহীতশরাসনম্ ॥ ৭২

সূতরাং মহাবল পৃথুরাজ পশ্চাৎ যে সকল
 কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, সূত ও মাগধগণের স্তবে
 তখন হইতেই সে সকল কৰ্ম্ম-কথা ত্রৈলোক্য-
 মধ্যে ব্যক্ত হইয়া পড়ে । তৎকালে সূত ও
 মাগধ প্রভৃতি বন্দিগণ রাজার প্রতি বিবিধ
 আশীর্বাদ বাক্য প্রয়োগ করিল । প্রজানাথ
 পৃথুরাজ তাহাতে অতি শ্রীত হইয়া সূতকে
 অনুপদেশ এবং মগধকে মগধ দেশ প্রদান
 করিলেন । ৫৩—৬৭ । তৎকালে সেই সূত
 ও মাগধদিগকে দেখিয়া পরম পুলকিত প্রজা-
 গণ পরস্পর বলিতে লাগিল ; আর চিন্তা
 নাই, এই নরপতি আমাদের বৃত্তি-বিধাতা
 হইবেন । এই বলিয়া তাহারা তখন মহাশ্রা-
 পৃথুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং
 বলিল,—আপনি আমাদের বৃত্তি বিধান
 করুন । পৃথুরাজ মহর্ষিগণের বচনানুসারে
 এইরূপে তখন প্রজাগণ কর্ত্তক আহুত হইয়া
 তাহাদের হিতসাধনেচ্ছায় ধনু ও শর গ্রহণ-
 পূর্বক পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হই-
 লেন । পৃথিবী তখন ত্রস্ত হইয়া গোৰূপ
 ধারণ করত পলায়ন করিলেন । পৃথু ধনুঃ-
 শর লইয়া সেই পলায়নপরায়ণা পৃথিবীর
 পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন । পৃথুর ভয়ে পৃথিবী

অলঙ্ঘনিনিশিতৈৰ্ধাপৈদৌগ্ধতেজসমন্ততঃ ।
 মহাযোগং মহাত্মানং দুর্দ্ধর্মমরৈরপি ॥ ৭৩
 অলভন্তী তু সা ত্রাণং বৈণ্যমেবাবপত্তত ।
 কৃতং গ্লিপিটো ভূত্বা পূজ্যা লোকৈস্তিত্তদা ॥
 উবাচ বৈণ্যং নাধর্ম্যং স্ত্রীবধে পরিপশুসি ।
 কথং ধারয়িতা চারি প্রজা রাজন্ বিনা ময়া ॥ ৭৫
 ময়ি লোকাঃ স্থিতা রাজময়েদং ধার্যতে জগৎ
 মদ্বিনাশে বিনশ্বেযুঃ প্রজাঃ পার্থিব বিদ্ধি তৎ ॥
 ন মামহঁসি হস্তং বৈ শ্রেয়শ্চেষ্টং চিকীর্ষসি ।
 প্রজানাং পৃথিবীপাল শৃণু চেদং বচো মম ॥ ৭৭
 উপায়তঃ সমারদ্ধাঃ সর্বে সিধ্যন্ত্যপক্রমাঃ ।
 উপায়ঃ পশু যেন ত্বং ধারয়েথাঃ প্রজামিমাম্ ॥
 হত্বাপি মাং ন শক্তস্বং প্রজানাং পোষণে নৃপ ।

ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোকে গমন করিয়াও
 সম্মুখে সশর-শরাসন-হস্তে সেই পৃথুকেই
 অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, পৃথুরাজ
 প্রজলিত নিশিত বাণসমূহে সমুদৌগ্ধ হইতে-
 ছেন। অমরগণও তাঁহাকে পরাজয় করিতে
 অক্ষম। পৃথিবী তখন পরিত্রাণের আর
 উপায় না দেখিয়া সেই মহাত্মা মহারাজেরই
 শরণাপন্ন হইলেন। সেই ত্রিলোকপূজ্যা
 পৃথ্বী তৎকালে কৃতাজলিপুটে বেগনন্দন
 পৃথুকে বলিলেন, রাজন্! স্ত্রীলোক বধে যে
 অধর্ম্য হইবে, তাহা কি আপনি দেখিতেছেন
 না? আমি ব্যতীত রাজা আপনি—কিরাপে
 প্রজা ধারণ করিবেন? রাজন্! লোক সকল
 আমাতেই স্থিত এবং আমিই এই জগৎ
 ধারণ করিয়া রহিয়াছি। আমাকে বিনাশ
 করিলে, হে পার্থিব! জানিবেন—আপনার
 প্রজাপুঞ্জও বিনষ্ট হইবে। তাই বলি,
 আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন; যদি প্রজা-
 গণের মঙ্গল চাহেন, তাহা হইলে, আমাকে
 আপনি বিনাশ করিবেন না। উৎকৃষ্ট উপায়
 ক্রমে যদি কার্য্যারম্ভ করা যায়, তাহা হইলে
 কার্য্যসিদ্ধি অবশ্যই হয়; সুতরাং আপনি
 এমন উপায় উদ্ভাবন করুন, যাহাতে আপ-
 নার এই প্রজাপুঞ্জ প্রতিপালিত হইতে

অনুকূল ভবিষ্যামি যচ্ছ কোপং মহামতে ॥ ৭৯
 অবধ্যং চ স্ত্রিয়ং প্রাহস্তির্ধ্যগৃমোনিগতেষপি ।
 যদ্যেবং পৃথিবীপাল ন ধর্ম্যং ত্যক্তুমহঁসি ॥ ৮০
 এবং বহুবিধং বাক্যং শ্রুত্বা রাজা মহামনাঃ ।
 কোপং নিগৃহ্য ধর্ম্মাত্মা বসুধামিদমব্রবীৎ ॥ ৮১
 পৃথুর্কবাচ ।
 একস্তার্থে তু যো হত্বাদাত্মনো বা পরস্ত বা ।
 বহুন্ বা প্রাণিনোহনন্তং ভবেত্তস্তেহ পাতকম্ ॥
 সূখমেধস্তি বহবো যস্মিন্ স্ত নিহতেহ শুভে ।
 তস্মিন্ হতে নাস্তি ভদ্রে পাতকং চোপপাতকম্
 সোহহং প্রজানিমিত্তং ত্বাং হনিষ্যামি বসুন্ধরে
 যদি মে বচনান্নাদ্য করিষ্যসি জগদ্ধিতম্ ॥ ৮৪
 ত্বাং নিহত্যা দ্য বাণেন মচ্ছাসনপরাস্থধীম্ ।

পারে। বলা বাহুল্য, আমাকে বিনাশ
 করিয়া, কিছুতেই আপনি প্রজা পোষণ
 করিতে পারিবেন না। হে মহীপতে!
 আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন। আমিই আপ-
 নার অনুকূলচারিণী হইব। সাধুগণ বলিয়া-
 ছেন, স্ত্রীজাতি কদাচ বধ্য নহে। অধিক
 কি, ত্রিধ্যগুজাতিরাও এই 'নিয়ম' মানিয়া
 চলে। অতএব হে পৃথিবীপাল! আপনি
 ইহা জানিয়া শুনিয়া এই অধর্ম্ম কার্য্য পরি-
 ত্যাগ করুন। ৬০—৮১। উদারচেতা ধর্ম্মাত্মা
 রাজা, পৃথিবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
 কোপ সম্বরণ করত তাহাকে বলিলেন,—
 শুন, পৃথ্বি! যদি কেহ নিজের বা পরের—
 এক জনের জন্ত বহু ব্যক্তির জীবন বিনাশ
 করে, তাহা হইলে তাহার পাতক হইয়া
 থাকে; পরন্তু হে শুভে! যেখানে এক
 জনকে বিনষ্ট করিলে বহু ব্যক্তির জীবন-
 যাত্রা সুখে স্বচ্ছন্দে নির্বাহ হইতে পারে,
 সে ক্ষেত্রে তাহাকে বিনাশ করিলে পাতক
 বা উপপাতক কিছুই হয় না; সুতরাং
 হে বসুন্ধরে! আমি তোমাকে প্রজা
 নিমিত্ত নিহত করিব। আমার কথা মত
 যদি তুমি জগতের হিত-সাধন না কর,
 তাহা হইলে, মদীয় শাসনোপায়িনী তোমাকে

আত্মানং প্রথয়িত্বাহং প্রজা ধারয়িতা স্বয়ম্ ॥
সাহং শাসনমাহায় মম ধর্মভূতাং বরে ।
সঞ্জীবয় প্রজাঃ সর্বাঃ সমর্থ্য হসি ধারণে ॥ ৮৬
হুহিত্বাহং চ মে গচ্ছ তত এনমহং শরম্ ।
নিযচ্ছেয়ং ত্বদধর্মমুদ্যস্তং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৮৭
বসুধোবাচ ।

সর্বমেতদহং বীর বিধান্তামি ন সংশয়ঃ ।
বৎসং তু মম সম্প্রাপ্ত করেয়ং যেন বৎসলা ॥ ৮৮
সমাক্ষ কুরু সর্বত্র মাং হং ধর্মভূতাং বর ।
যথা বিস্তন্দমানং মে কীরঃ সর্বত্র ভাবয়েৎ ॥ ৮৯
লোমহর্ষণ উবাচ ।

তত উৎসারয়ামাস শৈলান্ শতসহস্রশঃ ।
ধনুকোট্যা তদা বৈণ্যন্তেন শৈলা বিবদ্ধিতাঃ ॥
ন হি পূর্ববিষমর্গে বৈ বিষমে পৃথিবীতলে ।

শরপ্রহারে বিনষ্ট করিয়া আমার এই
আত্মদেহ বিস্তার করত নিজেই আমি সমস্ত
প্রজা ধারণ করিব। তাই তোমায় এখনও
বলিতেছি, অগ্নি ধার্মিকবরে! তুমি আমার
শাসনাতিপাতিনী হইও না; মদীয় শাসন
মান্ত করিয়া তুমি এই নিখিল প্রজাপুঞ্জকে
সঞ্জীবিত কর। কেন না, তুমিই প্রজাধারণে
সমর্থ। তুমি আমার কথারূপে অবস্থান
কর। তাহা হইলেই আমি তোমার বধার্থ
বহিরানীত এই ঘোরদর্শন মহা শর
সংহত করিয়া লইব। বসুধা কহিলেন,
হে বীর! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সমস্তই
করিব। আপনি আমাকে একটা বৎস
সংগ্রহ করিয়া দিউন। আমি সেই বৎস
সহযোগে কীর করণ করিব। আর এক
কথা, আমাকে আপনি এরূপভাবে সর্বত্র
সমীকৃত করিয়া দিউন, যাহাতে মদীয় স্রুত
কীর সর্বত্র সম্যকরূপে প্রবাহিত হইতে
পারে। ৮২—৮৯। লোমহর্ষণ কহিলেন,—
অনন্তর বেণনন্দন পৃথিবীর কথায় ধনুকোটি
দ্বারা শত সহস্র শৈলদিগকে উৎসারিত
করিয়া স্থানে স্থানে স্তম্ভীকৃত করায় এই সকল
পর্বত সমধিক ঔন্নত্য লাভ করিল। পূর্ব

সংবিভাগঃ পুরাণাং বা গ্রামাণাং বাতবর্তনদা ॥
ন শস্তানি ন গোরক্ষ্যং ন কৃষির্ন বণিকৃপথঃ ।
নৈব সত্যানৃতং চাসীর লোভো ন চ মৎসরঃ
বৈবস্বতেহস্তরে তস্মিন্ সাংপ্রত্যং সমুপস্থিতে ।
বৈণ্যং প্রভৃতি বৈ বিপ্রাঃ সর্বশ্চৈতস্ত সন্তবঃ ॥
যত্র যত্র সমং ত্বস্তা ভূমেরাসীতদা দ্বিজাঃ ।
তত্র তত্র প্রজাঃ সর্বা নিবাসং সমরোচয়ন্ ॥ ৯৪
আহারঃ কলমূলানি প্রজানামভবন্তদা ।
কৃচ্ছ্রণ মহতা যুক্ত ইত্যেবমমুত্তম ॥ ৯৫
স কল্পয়িত্বা বৎসং তু মনুং স্বয়ম্ভুবং প্রভূম্ ।
স্বপাণৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ হৃহোহ পৃথিবীং ততঃ ॥ ৯৬
শস্ত্রজাতানি সর্বাণি পৃথুর্কৈগণঃ প্রতাপবান্ ।
তেনান্নেন প্রজাঃ সর্বা বর্তন্তেহদ্যাপি সর্বশঃ ॥
ঋষয়শ্চ তদা দেবাঃ পিতরোহথ সরীসৃপাঃ ।
দৈত্য যক্ষাঃ পুণ্ড্রজনা গন্ধর্বাঃ পর্বতা নগাঃ

সৃষ্টিতে পৃথিবীর সমতা কৃত্রাপি ছিল না;
পৃথিবী সর্বত্রই বিষম বা নতোল্লত ছিল;
সুতরাং পুর ও গ্রামসমূহের সম্ভিভাগ তখন
কিছুই ছিল না এবং শস্তোৎপত্তি, গোরক্ষা,
কৃষি, বণিকৃপথ, সত্যানৃত, লোভ ও
মৎসর, এ সমুদায়েরও কোন কিছুই
ছিল না। সম্প্রতি এই বৈবস্বত মন্বন্তর
উপস্থিত হইয়াছে। হে দ্বিজগণ! এই
মন্বন্তরে পৃথুর রাজ্যকাল হইতেই পুরোক্ত
ঐ সমস্তের প্রাদুর্ভাব হয়। হে বিপ্রগণ!
তৎকালে এই ভূমি যে যেখানে সমতল
হইয়াছিল, সেই সেইখানে প্রজাগণ বাস-
ভূমি মনোনীত করিয়াছিল। আমরা
ওনিয়াছি, প্রথমে-প্রজাগণের আহার ছিল—
কলমূলাদি; সে আহারও অতি কষ্টে সংগ্রহ
করিতে হইত। যখন পুরুষশ্রেষ্ঠ পৃথুরাজ
স্বয়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বীয়
হস্তে পৃথিবী হইতে বিবিধ শস্ত দোহন
করিয়া লইলেন, তখন হইতে অস্ত্র পর্য্যন্ত
সেই শস্ত্রাদ্বারাই প্রজাগণের বৃত্তিবিধান
হইতেছে। পৃথু ব্যতীত তখন ঋষিগণ, দেব-
গণ, পিতৃগণ, সরীসৃপগণ দৈত্যগণ, যক্ষ-

এতে পুরা বিজ্ঞেষ্ঠা বৃহত্ধরীণীঃ কিল ।

ক্ষীরং বৎসং পাত্ৰং চ তেবাং দোক্ষা পৃথক্ পৃথক্
ঋষীণামভবৎসোমো বৎসো দোক্ষা বৃহস্পতিঃ ।
ক্ষীরং তেবাং তপো ব্রহ্ম পাত্ৰং ছন্দাংসি

তো দ্বিজাঃ ॥ ১০০

দেবানাং কাঞ্চনং পাত্ৰং বৃৎসন্তেবাং শতক্রতুঃ
ক্ষীরমোজ্জ্বলং চৈব দোক্ষা চ ভগবান্ রবিঃ ॥

পিতৃণাং রাজতং পাত্ৰং যমো বৎসঃ প্রতাপবান্
অন্তকশ্চাভবদোক্ষা ক্ষীরং তেবাং সুধা স্মৃতা ।
নাগানাং তক্ষকো বৎসঃ পাত্ৰং চালাবুসংক্রম
দোক্ষা হৈরাবতো নাগন্তেবাং ক্ষীরং বিষঃ

স্মৃতম্ ॥ ১০৩

অশুরাণাং মধুর্দোক্ষা ক্ষীরং মায়াময়ং স্মৃতম্ ।
বিরোচনস্ত বৎসোহভূদায়সং পাত্ৰমেব চ ॥ ১০৪
যক্ষাণামাপাত্ৰং তু বৎসো বৈশ্রবণঃ প্রভুঃ ।

দোক্ষা রজতনাভস্ত ক্ষীরাস্তর্ধনিমেব চ ॥ ১০৫
সুমালী রাক্ষসেন্দ্রাণাং বৎসঃ ক্ষীরঞ্চ শোণিতম্

গণ, গন্ধর্বগণ, কিন্নরগণ, ও বৃক্ষগণও পর
পর পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। ইহাঁ-
দিগের বৎস, পাত্ৰ, ক্ষীর এবং দোক্ষা পৃথক্
পৃথক্ কল্পিত হইয়াছিল। হে দ্বিজগণ! ঋষিগণ
যখন পৃথিবী দোহন করেন, তখন সোম
বৎস, বৃহস্পতি দোক্ষা, তপস্যা ও ব্রহ্ম ক্ষীর
এবং ছন্দ সকল পাত্ৰ হইয়াছিল। দেবগণের
দোহনকালে পাত্ৰ কাঞ্চন, শতক্রতু বৎস,
ক্ষীর উজ্জ্বল এবং ভগবান্ রবি দোক্ষা
হইয়াছিলেন। পিতৃগণের দোহনকালে
পাত্ৰ রাজত, যম বৎস, দোক্ষা অন্তক এবং
ক্ষীর সুধা; নাগগণের দোহনকালে তক্ষক
বৎস, অলাবু পাত্ৰ, ঐরাবত নাগ দোক্ষা
এবং ক্ষীর বিষ; অশুরগণের দোহন
কালে মধুর্দৈত্য দোক্ষা, ক্ষীর মায়াময়,
বিরোচন বৎস এবং পাত্ৰ অয়োনির্দ্ভিত;
যক্ষগণের সময়ে আম পাত্ৰ, বৈশ্রবণ বৎস,
দোক্ষা রজতনাভ এবং ক্ষীর অন্তর্ধান;
রাক্ষসদিগের দোহন কালে সুমালী বৎস,

দোক্ষা রজতনাভস্ত কপালং পাত্ৰমেব চ ॥ ১০৬

গন্ধর্বগাং চিত্ররথো বৎসঃ পাত্ৰং চ পঞ্চজম্ ।

দোক্ষা চ সুকৃচিঃ ক্ষীরং তেবাং গন্ধঃ শুচিঃ স্মৃতঃ

শৈলং পাত্ৰং পর্বতানাং ক্ষীরং রত্নৌষধীস্থথা ।

বৎসস্ত হিমবানাসীদোক্ষা মেরুর্মহাগিরিঃ ॥ ১০৮

প্লক্ষো বৎসস্ত বৃক্ষাণাং দোক্ষা শালস্ত পুষ্পতঃ

পালাশপাত্ৰং ক্ষীরঞ্চ চ্ছিন্নদন্তপ্ররোহণম্ ॥

সেয়ং ধাত্রী বিধাত্রী চ পাবনৌ চ বসুন্ধরা ।

চরাচরস্ত সর্বস্ত প্রতিষ্ঠা যোনিরেব চ ॥ ১১০

সর্বকামদুধা দোক্ষী সর্বশস্ত্রপ্ররোহণী ।

আসৌদিয়ং সমুদ্রাস্তা মেদিনী পরিবিস্তৃতা ॥

মধুকৈটভয়োঃ কুৎস্তা মেদসা সমভিপ্লুতা ।

তেনেয়ং মেদিনী দেবী উচ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥

ততোহভ্যুপগমাদ্রাজঃ পৃথোর্বৈগ্যস্ত তো দ্বিজা

বৃহিতৃহমল্পপ্রাপ্তা দেবী পৃথ্বীতি চোচ্যতে ॥

পৃথুনা প্রবিভক্তা চ শোধিতা চ বসুন্ধরা ।

ক্ষীর প্রভূত রক্ত, দোক্ষা রজতনাভ এবং
কপাল পাত্ৰ; গন্ধর্বগণের দোহন ব্যাপারে
চিত্ররথ বৎস, পঞ্চজ পাত্ৰ, বসুকৃচিঃ দোক্ষা
এবং ক্ষীর পবিত্র গন্ধ; পর্বতদিগের দোহন
কালে শৈল পাত্ৰ, রত্নৌষধি ক্ষীর, হিমবান্
বৎস ও মহাগিরি মেরু দোক্ষা এবং বৃক্ষদিগের
পৃথ্বী দোহনকালে প্লক্ষ বৃক্ষ বৎস, শালবৃক্ষ
দোক্ষা, পালাশপাত্ৰ পাত্ৰ এবং চ্ছিন্ন ও দন্ত
বৃক্ষের পুনঃপ্ররোহণই ক্ষীর হইয়াছিল।
সেই এই বসুন্ধরা ধাত্রী, বিধাত্রী এবং
পাবয়িত্রী। ইনি সমস্ত চরাচরের প্রতিষ্ঠা
ও যোনি। ৮২—১১০। এই পৃথ্বী সর্বকামনা
দোহন করেন। ইনিই সর্ববিধ শস্ত্র-
সম্ভারের জননী। পুরাকালে এই সাগরাস্তা
পৃথিবী নিহত মধুকৈটভদৈত্যের মেদো-
দ্বারা পরিপ্লুত বা পরিপুষ্ট হইয়া মেদিনী
নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবাদীরা
সেই হইতেই ইহাঁকে মেদিনী নামে অভিহিত
করেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর এই মেদিনী
পৃথুরাজের শাসনাধীন হইয়া তদীয় বৃহিতৃহ
প্রাপ্ত হইলেন। পৃথুরাজ ইহাঁকে শোধিত ও

শস্ত্রকরবতী ক্ষীভা পুরপত্তনশালিনী ॥১১৪
 এবম্ভাবো বৈণ্যঃ স রাজাসীদ্রাজসত্তমঃ ।
 নমস্তশ্চৈব পূজ্যশ্চ ভূতগ্রামৈর্ন সংশয়ঃ ॥১১৫
 ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাভাগৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ ।
 পৃথুরেব নমস্কার্যো ব্রহ্মযোনিঃ সনাতনঃ ॥১১৬
 পার্থিবৈশ্চ মহাভাগৈঃ পার্থিবভূমিহেচ্ছৃতিঃ ।
 আদিরাজো নমস্কার্যঃ পৃথুর্কৈণ্যঃ প্রীতাপবান্
 ষোড়ৈরপি চ বিক্রান্তৈঃ প্রাপ্তকামৈর্জয়ঃ যুধি ।
 আদিরাজো নমস্কার্যো যোধানাং প্রথমো নৃপঃ
 যো হি যোদ্ধা রণং যাতি কীর্তয়িষ্য পৃথুং নৃপম্
 স যোররূপাৎসংগ্রামাৎক্ষেমী ভবতি কীর্তিমান্
 বৈশ্ণোরপি চ বিস্তাট্যৈবৈশ্বর্যবৃন্তিবিধায়িত্বিঃ ।
 পৃথুরেব নমস্কার্যো বৃন্তিদাতা মহাযশাঃ ॥১২০
 তথৈব শূদ্রেঃ শুচিভিত্তিবর্ণপরিচারিত্বিঃ ।
 পৃথুরেব নমস্কার্যঃ শ্রেয়ঃ পরমিহৈম্পুতিঃ ॥১২১

প্রতিভক্ত করেন, সেই জন্ত ইনি পৃথ্বী দেবী
 নামে নিরূপিত হন। সেই হইতেই পৃথ্বী
 শস্ত্রবতী ও সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া বিবিধ পুর-
 পত্তন প্রভৃতিতে পরিশোভিত হইতেছেন।
 সেই বৈণনন্দন পৃথু ঈদৃশ প্রভাবসম্পন্ন
 রাজা ছিলেন। রাজা বলিয়া রাজা!—
 তিনি সমস্ত শ্রেষ্ঠ রাজগণেরও শীর্ষস্থানীয়
 ছিলেন। পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভূতবৃন্দের
 তিনি নমস্ত্র এবং পূজ্য। এমন কি, বেদ-
 বেদাঙ্গ-পারগ মহাভাগ ব্রাহ্মণগণেরও তিনি
 নমস্কার্য। কেননা, তিনি সাক্ষাৎ সনাতন
 ব্রহ্মযোনি। মহাভাগ্যশালী রাজভূগণ
 পার্থিবব্রহ্মপ্রাপ্তি কামনায় সেই আদিরাজ
 পৃথুকে নমস্কার করিবেন। জিগীষু যোধ-
 গণেরও সেই বৃন্তিদাতা মহাযশা আদিরাজ
 পৃথুকে নমস্কার করা কর্তব্য। যে যোদ্ধা
 ব্যক্তি পৃথুরাজের নাম কীর্তন করিয়া যুদ্ধ-
 ক্ষেত্রে যাত্রা করেন, তিনি যোর সংগ্রাম
 হইতে অখ্যাতির সহিত সমুত্তীর্ণ হইয়া
 থাকেন। পৃথুরাজ বৈশ্বদিগের ও শূদ্রদিগের
 বৃন্তিবিধান করিয়াছিলেন; সুতরাং বিস্তাটী
 বৈশ্ব ও পরম মঙ্গলাভিলাষী শূদ্রগণেরও

এতে বৎসবিশেষাঙ্গ দোদ্ধারঃ ক্ষীরমেব চ ।
 পাত্ৰাণি চ ময়োক্তানি কিং ভূয়ো বর্ণয়ামি বঃ ॥
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে পৃথোজ্জন্মমাহাত্ম্য-
 কথনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

মমন্তরাণি সর্বাণি বিস্তরেণ মহামতে ।
 তেষাং পূর্ববিসৃষ্টিং চ লোমহর্ষণ কীর্তয় ॥ ১
 যাবন্তো মনবশ্চৈব যাবন্তং কালমেব চ ।
 মমন্তরাণি ভোঃ সূত শ্রোতুমিচ্ছাম তত্ততঃ ॥ ২
 লোমহর্ষণ উবাচ ।
 ন শক্যো বিস্তরো বিপ্রা বক্তুঃ বর্ষশতৈরপি ।
 মমন্তরাণাং সর্বেষাং সংক্ষেপাচ্ছ্রুত দ্বিজাঃ ॥
 স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্বং মনুঃ স্বারোচিষস্তথা ।

শুচিভাবে পৃথুরাজকে নমস্কার করা কর্তব্য।
 দ্বিজগণ! পৃথিবীর দোহন ব্যাপারে পূর্ব
 যাহারা যাহারা বৎস, পাত্র, দোদ্ধা ও ক্ষীর
 হইয়াছিল, এই আমি তাহাদের সকলেরই
 নাম কীর্তন করিলাম। অধুনা পুনরায়
 আর কি বর্ণন করিব। ১১১—১২২ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহামতে! সমস্ত
 মমন্তর, সেই সেই মমন্তরের পূর্ব সৃষ্টি এবং
 সমগ্র মনু ও মনুগণের নির্দিষ্টকাল, এই
 সকল তুমি এক্ষণে কীর্তন কর। হে সূত!
 মমন্তরগুলি শুনিবার জন্ত আমরা বিশেষ-
 রূপেই সমুৎসুক হইয়াছি। লোমহর্ষণ কহি-
 লেন,—বিপ্রগণ! সমস্ত মমন্তরের বৃত্তান্ত
 বর্ণন করিতে শত বর্ষও পারা যায় না।
 যাহা হউক, আমি সে বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলি-
 তেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ববর্তী মনুগণের

উত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা ॥ ৪
 বৈবস্বতশ্চ ভো বিপ্রাঃ সাম্প্রতং মনুজ্যতে ।
 সাবর্ণিশ্চ মনুস্তদ্বৈভ্যো রৌচ্যস্তথৈব চ ॥ ৫
 তথৈব মেরুসাবর্ণিশ্চ স্বারো মনবঃ স্মৃতাঃ ।
 অতীতা বর্তমানশ্চ তথৈবানাগতা দ্বিজাঃ ॥ ৬
 কীৰ্ত্তিতা মনবস্তস্য ময়ৈবৈতে যথাক্রতাঃ ।
 ঋষীংশ্বেমাং প্রবক্ষ্যামি ধৃত্বান্দেবগণাংস্তথা ॥
 মরীচিরত্রিভূগবানঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
 পুলস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ সপ্তৈতে ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮
 উত্তরস্তাং দিশি তথা দ্বিজাঃ সপ্তর্ষয়স্তথা ।
 অগ্নিধ্বং চাগ্নিবাহুশ্চ মেধো মেধাতিথিবিস্মুঃ ॥ ৯
 জ্যোতিষ্মানহ্যতিমানহবাঃ সবলঃ পুত্রসংজ্ঞকঃ
 মনোঃ স্বায়ত্ত্ববশ্চৈতে দশ পুত্রা মহোজসঃ ॥ ১০
 এতদ্বৈ প্রথমং বিপ্রা মনুস্তরমুদাহৃতম্ ।
 ঔর্যো বসিষ্ঠপুত্রশ্চ স্তম্বঃ কণ্ডপ এব চ ॥ ১১
 প্রাণো বৃহস্পতিশ্চৈব দত্তোহত্রিশ্চ্যবনস্তথা ।
 এতে মহর্ষয়ো বিপ্রা বায়ুপ্রোক্তা মহাব্রতাঃ ॥ ১২

নাম স্বায়ত্ত্বব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ । বর্তমানে যে মনুর অধিকার কাল চলিতেছে, ইনি বৈবস্বত মনু নামে কথিত । এতদ্ভিন্ন বৈবস্বত, সাবর্ণি, রৈভ্য, রৌচ্য, ও চারিজন মেরুসাবর্ণি মনুর উল্লেখ আছে । হে দ্বিজগণ ! এক্ষণে অতীত, বর্তমান ও ভাবী মনুগণের বিষয় আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা আপনাদিগের নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম । এতদ্ভিন্ন পরে দেব ও ঋষিগণেরও বংশ বিবরণ বলিব । মরীচি, অত্রি, জঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, বসিষ্ঠ, এই সপ্ত ঋষি ব্রহ্মার তনয় । ইহারা উত্তর দিকে অবস্থিত । অগ্নিধ্ব, অগ্নিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বস্মু, জ্যোতিষ্মান, হ্যতিমান ও হব্য প্রভৃতি স্বায়ত্ত্বব মনুর দশ পুত্র উৎপন্ন হয় । হে বিপ্রগণ ! ইহাই প্রথম মনুস্তর বলিয়া কথিত । বায়ু বলিয়াছেন,—ঔর্য, বসিষ্ঠপুত্র, স্তম্ব, কণ্ডপ, প্রাণ, বৃহস্পতি, দত্ত, অত্রি ও চ্যবন এই সকল মহর্ষি মহাব্রত

দেবশ্চ তুযিতা নাম স্মৃতাঃ স্বারোচিষেহস্তরে ॥
 হবিষঃ স্মৃতিজ্যোতিরাপোমুর্তিরপি স্মৃতাঃ ॥
 প্রতীতশ্চ নভস্তশ্চ নভ উর্জস্তথৈব চ ।
 স্বারোচিষস্ত পুত্রান্তে মনোবিপ্রা মহাঋনঃ ॥ ১৪
 কীৰ্ত্তিতাঃ পৃথিবীপালা মহাবীৰ্য্যপরাক্রমাঃ ।
 দ্বিতীয়মেতৎকথিতং বিপ্রা মনুস্তরং ময়া ॥ ১৫
 ইদং তৃতীয়ং বক্ষ্যামি তদ্ব ধ্যক্ষ্যং দ্বিজোত্তমাঃ
 বসিষ্ঠপুত্রাঃ সপ্তাসন্ বসিষ্ঠা ইতি বিজ্ঞতাঃ ॥ ১৬
 হিরণ্যগর্ভস্ত স্মৃতা উর্জা জাতাঃ স্মৃতেজসঃ ।
 ঋষয়োহত্র ময়া প্রোক্তাঃ কীৰ্ত্ত্যমানানিবোধত ॥
 ঔত্তমোয়ানুনিশ্রেষ্ঠা দশ পুত্রান্মনোরিমান্ ।
 ইষ উর্জস্তনূর্জস্ত মধুর্মাধব এব চ ॥ ১৮
 শুচিঃ শুক্রঃ সহশ্চৈব নভস্তো নভ এব চ ।
 ভানবস্তত্র দেবশ্চ মনুস্তরমুদাহৃতম্ ॥ ১৯
 মনুস্তরং চতুর্থং বঃ কথয়িষ্যামি সাম্প্রতম্ ।
 কাব্যঃ পৃথুস্তথৈবাগ্নির্জহুর্ধ্বাতি দ্বিজোত্তমাঃ ॥

বলিয়া নির্দিষ্ট । স্বারোচিষ মনুস্তরে তুযিত নামে দেবগণ হয়েন । হে বিপ্রগণ ! হবিষ, স্মৃতি, জ্যোতি, আপোমুর্তি, প্রতীত, নভস্ত, নভ ও উর্জ, ইহারা মহাত্মা স্বারোচিষ মনুর পুত্র । এই পুত্রগণ সকলেই মহাবীৰ্য্য ও মহাপরাক্রম-সম্পন্ন পৃথিবীপাল ছিলেন । ইহাই আমি দ্বিতীয় মনুস্তররূপে বর্ণন করিলাম । ১২—১৫ হে দ্বিজগণ ! এক্ষণে তৃতীয় মনুস্তর কহিতেছি, আপনারা হৃদয়ঙ্গম করুন । বসিষ্ঠের সপ্ত পুত্র হয় । এই পুত্রগণ সকলেই বসিষ্ঠ নামে বিখ্যাত ছিল । উর্জা নামে হিরণ্যগর্ভেরও কতিপয় মহাতেজস্বী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । তাঁহারা সকলেই ঋষি ছিলেন । অধুনা উত্তম মনুর পুত্রের বখা বলিতেছি, শ্রবণ করুন । ইষ, উর্জ, তনূর্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্ত ও নভ, ইহারা উত্তম মনুর পুত্র । এই মনুস্তরে ভানুগণ দেবতা ছিলেন । এই তৃতীয় মনুস্তর কথিত হইল । সাম্প্রতি চতুর্থ মনুস্তরের কথা কহিতেছি ; এই মনুস্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহু, ধাতা,

কপীবানকপীবাঃশ্চ তত্র সপ্তর্ষয়ো দ্বিজাঃ ।
 পুরাণে কীর্তিতাবিপ্ৰাঃপুত্রাঃপৌত্রাঃশ্চোদ্বিজাঃ
 তথা দেবগণাশ্চৈব তামসস্মাস্তরে মনোঃ ।
 দ্যুতিস্তপস্ত্রঃ সূতপাস্তপোভূতঃ সনাতনঃ ॥ ২২
 তপোরতিরকন্মাষস্তর্ষী ধর্মী পরস্তপঃ ।
 তামসস্ম মনোরেতে দশ পুত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥
 বায়ুপ্রোক্তা মুনিশ্রেষ্ঠাশ্চতুর্থং চৈতদন্তরম্ ।
 দেববাহুর্যজ্ঞশ্চ মুনির্কৈদশিরাস্থা ॥ ২৪
 হিরণ্যরোমা পর্জন্ত উর্ধ্ববাহুশ্চ সোমজঃ ।
 সত্যানেত্রস্তথায়েম এতে সপ্তর্ষয়োহপরে ॥ ২৫
 দেবাশ্চাত্তরজসস্তথা প্রকৃতয়ঃ স্মৃতাঃ ।
 বারিপ্রবশ্চ রৈভ্যশ্চ মনোরন্তরমুচ্যতে ॥ ২৬
 অথ পুত্র নিমাংস্তস্ত বুধ্যধ্বং গদতো মম ।
 ধৃতিমান্যয়ো যুক্তস্তদ্বদশী নিরুৎসুকঃ ॥ ২৭
 আরণ্যশ্চ প্রকাশশ্চ নির্মোহঃ সত্যবাকৃ ভী ।
 রৈবতস্ত মনোঃ পুত্রাঃ পঞ্চমং চৈতদন্তরম্ ॥ ২৮ ॥
 যষ্ঠং তু সম্প্রবক্ষ্যামি তদ্বুধ্যধ্বং দ্বিজোক্তমাঃ ।

কপীবান ও অকপীবান, ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। হে দ্বিজবরগণ! পুরাণ গ্রন্থে এই সকল সপ্তর্ষির পুত্র ও পৌত্রগণের বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। এই উল্লিখিত তামস মনস্তরে সত্য নামে দেবগণ ছিলেন। তামস মনুর দ্যুতি, তপস্ত্র, সূতপা, তপোমূল, সনাতন, তপোরতি, কন্মাষ, তর্ষী, ধর্মী ও পরস্তপ নামে দশ পুত্র ছিলেন। হে বিপ্রগণ! এই চতুর্থ মনস্তর বায়ু কর্তৃক কথিত হইয়াছে। পরবর্তী মনস্তরে দেববাহু, যজ্ঞ, দেবশিরা, হিরণ্য-রোমা, পর্জন্ত, উর্ধ্ববাহু ও সত্যানেত্র, ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। এই মনস্তরে দেবগণ ও প্রকৃতিপুত্র অত্মতরজা নামে কথিত। ইহাই রৈবত মনস্তর নামে নির্দিষ্ট। অনন্তর এই মনুর পুত্রগণের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ধৃতিমান, অব্যয়, যুক্ত, স্তব্দদশী, নিরুৎসুক, আরণ্য, প্রকাশ, নির্মোহ, সত্যবাকৃ, ও রুতী নামে রৈবত মনুর দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহাই

ভৃগুর্নভো-বিবস্বাঃশ্চ সূধ্যমা বিরজাস্থা ॥ ২৯
 অতিনামা সহিষ্ণুশ্চ সপ্তৈতে চ মন্বর্ষয়ঃ ।
 চাক্ষুষস্তান্তরে বিপ্রা মনোর্দেবান্বিমে স্মৃতাঃ ॥
 অপ্রসূতাশ্চ ঋষয়ঃ * পৃথক্হেন দিবৌকসঃ ॥
 লেখাশ্চ নামতো বিপ্রাঃ পঞ্চ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ
 ঋষেরঙ্গিরসঃ পুত্রা মহাস্থানো মহোজসঃ ।
 নাদ্রলেয়া মুনিশ্রেষ্ঠা দশ পুত্রাশ্চ বিজ্ঞাতাঃ ॥ ৩২
 কুরু প্রভৃতয়ো বিপ্রাশ্চাক্ষুষস্তান্তরে মনোঃ ।
 যষ্ঠং মন্বন্তরং প্রোক্তং সপ্তমং তু নিবোধত ॥ ৩৩
 অত্রির্বসিষ্ঠো ভগবান্ কণ্ডপশ্চ মহানৃষিঃ ।
 গৌতমোহথ ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ ॥ ৩৪
 তথৈব পুত্রো ভগবান্চীকশ্চ মহান্ননঃ ।
 সপ্তমো জমদগ্নিশ্চ ঋষয়ঃ সাম্প্রতং দিবি ॥ ৩৫
 সাধ্যা রুদ্রাশ্চ বিধে চ বসবো মরুতস্তথা ।
 আদিত্যাশ্চাশ্বিনৌ চাপি দেবো বৈবস্বতোস্মৃতে

পঞ্চম মনস্তর বলিয়া বিদিত। এক্ষণে যষ্ঠ মনস্তরের কথা আপনাদিগকে বলিতেছি। আপনারা ইহা অবধারণ করুন। এই মনস্তর চাক্ষুষ নামে নিরূপিত। চাক্ষুষ মনুর অধিকারকালে ভৃগু, নভ, বিবস্বান, সূধ্যমা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু নামে সপ্তর্ষি ছিলেন। হে বিপ্রগণ! এই মনস্তরের ঋষিগণ অপ্রসূত ও দেবগণ লেখ নামে অভিহিত। ঐ দেবগণ পঞ্চগণে বিখ্যাত। ১৬—৩১। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই মনস্তরে মন্বর্ষি অঙ্গিরার নন্দ্রা নান্দী পত্নীর গর্ভে কুরু প্রভৃতি দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রগণ সকলেই মহাত্মা ও মহাতেজস্বী ছিলেন। এই যষ্ঠ মনস্তর কথিত হইল। এক্ষণে সপ্তম বৈবস্বত মনস্তর শ্রবণ করুন। এই মনস্তরে অত্রি, বশিষ্ঠ, কণ্ডপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র এবং মহাত্মা ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি, এই সপ্তর্ষি। ইহারা সাম্প্রতি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন। এই বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বিধেদেবগণ,

* 'আবালজ্ঞপিতাস্তে বৈ' কল্পিদেবং পাঠঃ।

মনোরৈববস্ত্রৈস্তে বর্তন্তে সাম্প্রতেহস্তরে,।
 ইক্ষাকুপ্রমুখাশ্চৈব দশ পুত্রা মহান্বনঃ ॥ ৩৭
 এতথাঃ কীর্তিতানাস্ত মহর্ষীণাং মহোজসাম্ ।
 তেষাংপুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ দিক্ষু সৰ্বাসুভো দ্বিজাঃ
 মনস্তরেষু সৰ্বেষু প্রাগাসন্ সপ্ত সপ্তকাঃ ।
 লোকে ধৰ্ম্মব্যবহার্থং লোকসংরক্ষণায় চ ॥ ৩৯
 মনস্তরে ব্যতিক্রান্তে চত্বারঃ সপ্তকা গণাঃ ।
 কৃত্বা কৰ্ম্ম দিব্য যাস্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥ ৪০
 ততোহস্তে তপসা যুক্তাঃ স্থানং তৎপূরয়ন্ত্যত ।
 অতীতা বর্তমানাস্চ ক্রমেণৈতেন ভো দ্বিজাঃ ॥
 অনাগতাশ্চ সপ্তেতে স্মৃতা দিবি মহর্ষয়ঃ ।
 মনোরন্তরমাস্তা সাবর্ণস্তেহ ভো দ্বিজাঃ ॥ ৪২
 রামো ব্যাসস্তথাভ্রয়ো দীপ্তিমন্তো বহুশ্রুতাঃ ।
 ভারদ্বাজস্তথা দ্রোণিরথখামা মহাত্ম্যতিঃ ॥ ৪৩
 গৌতমশ্চাজরশ্চৈব শরদ্বান্নাম গৌতমঃ ।
 কৌশিকো গালবশ্চৈব ওর্কঃ কাশ্চপ এব চ ॥ ৪৪
 এতে সপ্ত মহাত্মানো ভবিষ্যা মুনিসন্তমাঃ ।

বশুগণ, মরুগণ, আদিত্যগণ ও বৈবস্বত
 অশ্বিনীকুমার দেবদ্বয় বিরাজ করিতেছেন।
 বৈবস্বত মনুর ইক্ষাকু প্রভৃতি দশ পুত্র
 উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রগণ সকলেই কীর্তিমান
 ও মহাতেজস্বী ছিলেন। ইহাদিগের পুত্র
 ও পৌত্রগণে সৰ্বদিক্ পরিপূর্ণ হইয়াছে।
 সমস্ত মনস্তরেই লোক ধর্ম্মের সুব্যবস্থা ও
 লোকরক্ষার জন্ত সপ্ত সপ্ত ঋষি প্রসিদ্ধি
 লাভ করেন। অনন্তর মনস্তর অতীত
 হইলে ঐ সপ্তগণের মধ্য হইতে চারি চারি-
 জন সংকল্পের অনুষ্ঠান করিয়া অনাময় ব্রহ্ম-
 লোকে গমন করিয়া থাকেন। অন্ত সকলে
 তপোব্রুষ্ঠান করিয়া ঔহাদেয় স্থান পূরণ
 করেন। হে দ্বিজগণ! অতীত ও বর্তমান
 ঋষিগণ সম্বন্ধে ঐরূপ ক্রমই কথিত। ভবি-
 শ্যৎ মনস্তরের ভবিষ্যৎ সপ্তঋষিরা এক্ষণে
 স্বর্গে বিরাজিত। পরশুরাম, ব্যাস, আত্রেয়,
 দ্রোণি, অথখামা, গৌতমাস্তজ, শরদ্বান,
 কৌশিক পালব, ধ্রুব্য কশ্চপ, এই সপ্ত
 মহাত্মা ভবিষ্যতে মুনিশ্রেষ্ঠ হইবেন। বৈরী,
 অধরীবাণ, শমন ধৃতিমান বশু অরিশ্ঠ,

বৈরী চৈবাধরীবাংশ শমনো ধৃতিমান বশুঃ ॥
 অরিশ্ঠাশ্চাপ্যরিশ্ঠাশ্চ বাজী স্মমতিরৈব চ ।
 সাবর্ণশ্চ মনোঃ পুত্রা ভবিষ্যা মুনিসন্তমাঃ ॥ ৪৬
 এতেষাং কল্যামুখায় কীর্তনাং সুখমেধতে ।
 যশশ্চাপ্নোতি স্মমহদাযুধ্যাংশ ভবেররঃ ॥ ৪৭
 এতান্ন্যক্তানি ভো বিপ্রাঃ সপ্তসপ্ত চ তদ্রতঃ ।
 মনস্তরাণি সংক্ষেপাঙ্কুণ্ডতানাগতান্তপি ॥ ৪৮
 সাবর্ণা মনবো বিপ্রাঃ পঞ্চ তাংশ নিবোধত ।
 একো বৈবস্বতস্তেষাং চত্বরস্ত প্রজাপতেঃ ॥ ৪৯
 পরমেষ্ঠীস্মৃতা বিপ্রা মেরুসাবর্ণ্যতাং গতাঃ ।
 দক্ষস্তেতে হি দৌহিত্রাঃ প্রিয়ায়াস্তময়া নৃপাঃ ॥
 মহত্ তপসা যুক্তা মেরুপৃষ্ঠে মহোজসঃ
 কৃচেঃ প্রজাপতেঃপুত্রো রৌচ্যো নাম মনুঃস্মৃতঃ
 ভূত্যাং চোৎপাদিতো দেব্যাং ভৌত্যো নাম
 কৃচেঃ স্মৃতঃ ।
 অনাগতাশ্চ সপ্তেতে কল্পেহস্মিন্মনবঃ স্মৃতাঃ ॥
 জৈরয়ঃ পৃথিবী সৰ্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা ।
 পূর্ণঃ যুগসহস্রস্ত পরিপাল্যা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫০

অধুষ্ঠ বাসজী ও স্মমতি ইহারা সাবর্ণ মনুর
 পুত্ররূপে উৎপন্ন হইবেন। প্রভাতে
 এই সকল অতীত ও অনাগত মহর্ষি-
 গণের নাম কীর্তন করিয়া গাভ্রোথন করিলে,
 মনুষ্যের সুখ সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ৩২
 —৪৭। হে বিপ্রগণ! সংক্ষেপতঃ এই সকল
 মনস্তর বিবরণ কথিত হইল। এক্ষণে
 অনাগত মনস্তর-বার্তা শ্রবণ করুন। সাবর্ণ
 মনু পাঁচ জন। তন্মধ্যে চারিজন পরমেষ্ঠীর
 পুত্র। ইহারা মেরুসাবর্ণি নামে বিখ্যাত।
 দক্ষ কন্তা প্রিয়ায় গর্ভে ইহাদের জন্ম হয়।
 স্মৃতরাঃ ইহারাদক্ষ প্রজাপতির দৌহিত্র।
 এই দক্ষ দৌহিত্রগণ সকলেই মহাত্মা, রাজা,
 মহোজা ও মেরুপৃষ্ঠে থাকিয়া মহাতপস্শায়
 নিরত। প্রজাপতি কৃচির পুত্র রৌচ্য মনু
 নামে বিখ্যাত। কৃচির ভূতিদেবীর গর্ভে
 উৎপাদিত পুত্র ভৌত্য মনু নামে নির্দিষ্ট।
 এই কল্পের ভবিষ্যতে উল্লিখিত সপ্ত মনু
 হইবেন। তাহাদের দ্বারা ই এই দ্বীপপত্তন-

প্রজাপতি(তে)শ তপসা সংহারং তেবু নিত্যশঃ
 যুগানি সপ্ততিস্তানি সাগ্রাণি কথিতানি চ ॥ ৫৪
 কৃতদ্রেতাদিযুক্তানি মনোরন্তরমুচ্যতে ।
 চতুর্দশৈতে মনবঃ কথিতাঃ কীর্তিবর্দ্ধনাঃ ॥ ৫৫
 বেদেষু সপুরাণেষু সর্বেষু প্রভবিকবঃ ।
 প্রজানাং পতয়ো বিপ্রা ধত্তমেযাঃ প্রকীর্তনম্
 মনস্তরেষু সংহারাঃ সংহারান্তেষু সন্তবাঃ ।
 ন শক্যতেহন্তস্তেষাং বৈ বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥
 বিসর্গস্ত প্রজানাং বৈ সংহারস্ত চ ভো দ্বিজাঃ ।
 মনস্তরেষু সংহারাঃ শ্রয়ন্তে দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৫৮
 শশেষান্তত্র তিষ্ঠন্তি দেবাঃ সপ্তর্ষিভিঃ সহ ।
 তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রুতেন চ সমর্ষিতাঃ ॥ ৫৯
 পূর্ণে যুগসহস্রে তু কল্লো নিঃশেষ উচ্যতে ।
 তত্র ভূতানি সর্বাণি দক্ষাত্মাদিত্যরশ্মিভিঃ ॥ ৬০

ময়ী সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইবে। হে
 দ্বিজগণ! ঐ মনুগণ সহস্র সহস্র যুগ পর্য্যন্ত
 পৃথিবী পালন করিবেন। প্রতি যুগান্তেই
 প্রজাপতি তপস্শাচরণ করেন। সত্য ত্রেতা
 প্রভৃতি যুগ-যুগান্তরের বার্তা কথিত হইল।
 এই যুগসপ্ততিব্যাপী কালই এক এক মন-
 তর বলিয়া নির্দিষ্ট। অগ্রে যে চতুর্দশ মনুর
 কথা কহিলাম, ইহারা সকলেই সমগ্র বেদ ও
 পুরাণ গ্রন্থে কীর্তিশালী বলিয়া উল্লিখিত এবং
 ইহারা সকলেই প্রভু ও প্রজাপতি পদ-বাচ্য।
 হে বিপ্রগণ! ইহাদের নাম কীর্তনও ধত্ত
 হওয়া যায়। মনস্তরের পর সংহার হয় এবং
 সংহারের পর পুনরায় সৃষ্টি হয়; এইরূপে
 পুনঃপুনঃ চলিয়া আসিতেছে। এই সৃষ্টি ও
 সংহার ব্যাপকরের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া বলা
 শত বর্ষেরও কম নয়। শুনিতে পাই, মন-
 তরের অবসানে যখন সংহার-ব্যাপার আরম্ভ
 হয়, তখন তপস্শা, ব্রহ্মচর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান-
 বলে একমাত্র দেব ও সপ্ত ঋষিগণই অবস্থান
 করেন; অস্ত্র সকলই বিলয় পাইয়া যায়।
 যখন যুগসহস্র-পূর্ণ হয়, তখন এক কল্ল
 নিঃশেষ হইয়া থাকে। এই কল্লাস্ত কালে
 সমগ্র কৃতপরা রবি-রশ্মিতে দগ্ধ হইয়া

ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃতা সহাদিত্যগণের্বিজাঃ ।
 প্রবিশন্তি সুরশ্রেষ্ঠং হরিনারায়ণং প্রভুং ॥ ৬১
 স্রষ্টারং সর্বভূতানাং কল্লাস্তেষু পুনঃপুনঃ ।
 অব্যক্তঃ শাস্বতো দেবস্তস্ত সর্বমিদং জগৎ ॥
 অত্র বঃ কীর্তয়িষ্যামি মনোর্বৈবম্বতস্ত বৈ ।
 বিসর্গং মুনিশার্দ্দলাঃ সাম্প্রতস্ত মহাদ্ব্যভূতঃ ॥ ৬৩
 অত্র বংশপ্রসঙ্গেন কথ্যমানং পুরাতনম্ ।
 যত্রোৎপন্নো মহাত্মা স হরির্হৃক্কুলে প্রভুঃ ॥ ৬৪
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে মনস্তরকীর্তনঃ
 নাম পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঃ ধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

বিবস্থান কণ্ডপাজ্জন্তে দাক্ষায়ণ্যাং দ্বিজোত্তমাঃ
 তস্ত ভার্য্যাভবৎসংজ্ঞা স্বামী দেবী বিবম্বতঃ ॥ ১
 সুরেণুরিতি বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু ভাবিনী ।

ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করত আদিত্যগণ সহ
 সর্বভূতস্রষ্টা সুরশ্রেষ্ঠ প্রভু হরি নারায়ণের
 শরীরে প্রবেশ করে। প্রত্যেক কল্লাবসানে
 বারম্বার এইরূপই ঘটনা হইয়া থাকে।
 যিনি অব্যক্ত, শাস্বত, দেবদেব, তাঁহারই
 লীলায় এ জগতের আবির্ভাব হয়। যাহা
 হউক, হে মুনিবরগণ! যে বংশে হৃক্কুল-
 বতঃস মহাত্মা হরি আবির্ভূত হইয়াছিলেন,
 অধুনা আমি এই বংশবর্ণন প্রসঙ্গে আপনা-
 দিগের নিকট সেই বৈবম্বত মনুর সৃষ্টি-
 কৃতান্ত বর্ণন করিতেছি। ৪৮—৬৪ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ!
 কণ্ডপ হইতে দাক্ষায়ণীর গর্ভে বিবস্থান জন্ম-
 গ্রহণ করেন। বিবস্থানের ভার্য্যার নাম
 সংজ্ঞা। সংজ্ঞা বিশ্বকর্মা হইত। ভাবিনী

সা বৈ ভার্য্যা ভগবতো মার্ত্তণ্ড মহাশ্বনঃ ॥ ২
 ভৰ্ত্তৃরূপেণ নাতুম্যজ্ঞপর্যোবনশালিনী ।
 সংজ্ঞা নাম সূতপসা সূদীপ্তেন সমধিতা ॥ ৩
 আদিত্যস্ত হি তজ্জপং মণ্ডলস্ত সূতেজসা ।
 গাত্রেষু পরিদগ্ধং বৈ নাতিকান্তমিবাভবৎ ॥ ৪
 ন খণ্ডয়ং যুতোহগুস্ত ইতি স্নেহাদভাষত ।
 অজানন্ কণ্ঠপল্লস্যার্মার্ত্তণ্ড ইতি চোচ্যতে ॥ ৫
 তেজস্বভ্যাধিকং তস্ত নিত্যমেব বিবস্বতঃ ।
 যেনাতিতাপয়ামাস ত্রীংলোকান কণ্ঠপায়জঃ ॥ ৬
 ত্রীণ্যপত্যানি ভো বিপ্রাঃ সংজ্ঞায়াং তপতাং বরঃ
 আদিত্যো জনয়ামাস কণ্ঠাং ধৌ চ প্রজাপতী
 মনুর্বৈবস্বতঃ পূৰ্ণঃ শ্রাদ্ধদেবঃ প্রজাপতিঃ ।
 যমশ্চ যমুনা চৈব যমজৌ সন্থভূবতুঃ ॥ ৮
 শ্রামবর্ণস্ত তজ্জপং সংজ্ঞা দৃষ্টৌ বিবস্বতঃ ।
 অসহন্তী তু স্বাং ছায়াং সবর্ণাং নিশ্বাসে ততঃ ॥

সংজ্ঞা ত্রিভুবনে সুরেণু নামেও বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ভগবান্ মার্ত্তণ্ডের ভার্য্যা হইবার পর হইতে ভৰ্ত্তার প্রথর রূপে কিছুতেই পরিভৃষ্ট হইতে পারেন নাই। সূর্য্যভার্য্যা সংজ্ঞা রূপে যৌবনে পরিপূর্ণা ও সূদীপ্ত তপস্যায় সমধিতা ছিলেন। প্রচণ্ড-তেজা মার্ত্তণ্ডের সেই স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ রূপের জ্যোতি গাত্রে লাগিলে গাত্র দগ্ধ হইয়া যাইত; সূতরাং সংজ্ঞার নিকট তাহা একান্তই অপ্রিয় ছিল। পুরাকালে কণ্ঠপ না জানিয়া স্নেহভরে বলিয়াছিলেন, এ অণু মরে নাই; তাঁহার ঐ কথা হইতেই সূর্য্যের নাম মৰ্ত্তণ্ড হইয়াছিল। বস্বতঃ বিবস্বানের তেজ তখন অত্যন্ত অধিক ছিল, তিনি সেই তেজে ত্রিভুবন তাপিত করিতেছিলেন। ১—৬। সংজ্ঞার গর্ভে বিবস্বানের তিনটি অপত্য উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে একটি কণ্ঠা এবং দুইটি পুত্র। তাঁহার দুই পুত্রই প্রজাপতি ছিলেন। তাঁহাদের একের নাম বৈবস্বত মনু এবং অপর শ্রাদ্ধদেব। কণ্ঠার নাম যমুনা। যমুনা ও যম যজ্ঞ হইয়াছিলেন। সংজ্ঞা

মায়াময়ী তু সা সংজ্ঞা তস্তাং ছায়াসমুদ্ভিতাম্ ।
 প্রাজ্জলিঃ প্রণতা ভূত্বা ছায়া সংজ্ঞাং বিজোন্তমা
 উবাচ কিং ময়া কার্য্যং কথয়স্ব শুচিস্মিতে ।
 স্থিতাম্মি তব নির্দেশে শাধি মাং বরবর্ণিনি ॥ ১১
 সংজ্ঞোবাচ ।
 অহং যাস্তামি ভদ্রং তে স্বমেব ভবনং পিতৃঃ ।
 ত্বয়ৈব ভবনে মহং বস্তুব্যং নির্বিশঙ্কয়া ॥ ১২
 ইমৌ চ বালকৌ মহং কণ্ঠা চেযং সুমধ্যমা ।
 সম্ভাব্যাস্তে ন চাত্যেয়মিদং ভগবতে কচিৎ ॥
 সবর্ণোবাচ ।
 আ কচগ্রহণাদেবি আ শাপান্নৈব কহিচিৎ ।
 আখ্যাস্তামি নমস্তুভ্যং গচ্ছ দেবি যথাসুখম্ ॥
 লোমহর্ষণ উবাচ ।
 সমাদিশ্ব সবর্ণাস্ত তথৈতু্যক্তা তয়া চ সা ।

দেখিলেন, বিবস্বানের শ্রামবর্ণ রূপ কিছুতেই আর সহ করা যায় না; তখন তিনি নিজের এক সমানবর্ণা ছায়া নির্মাণ করিলেন। সংজ্ঞা মায়াময়ী ছিলেন; তাই মায়াবশে তাঁহা হইতে মায়ার উৎপত্তি হইল। হে দ্বিজগণ! ছায়া প্রাজ্জলি হইয়া প্রণতভাবে সংজ্ঞাকে কহিল,—হে শুচিস্মিতে! আমাকে দিয়া আপনার কোন কার্য্য সাধিত হইবে, আজ্ঞা করুন। হে বরবর্ণিনি! আমি আপনার আদেশ প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছি, আপনি আমায় আদেশ করুন। সংজ্ঞা কহিলেন,—আমি আমার পিতৃভবনে যাইব, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমার এই ভবনে নিঃশঙ্কচিত্তে বাস করিতে থাক। আমার এই দুইটি বালক, এবং এই একটি সুন্দরী কণ্ঠা; তুমি ইহাদিগকে লালন পালন করিবে। আমি যে চলিয়া গেলাম, এ কথা তুমি ভাস্করকে বলিও না। সবর্ণা বলিল, যে পর্য্যন্ত আমার কেশ-গ্রহণ না হইবে এবং কোনরূপ অভিষাপ ব্যাপার না ঘটিবে, তত কাল আমি তোমার অভিপ্রায় কাহারও কাছে ব্যক্ত করিব না। তুমি যথাসুখে গমন কর ৷ ১—১৪। লোমহর্ষণ

হইঃ সমীপগমনব্রীড়িতেন তপস্বিনী ॥ ১৫
 পিতুঃ সমীপগা সা তু পিত্রা নির্ভৎসিতা শুভা
 ভর্তৃঃ সমীপং গচ্ছেতি নিযুক্তা চ পুনঃপুনঃ ॥
 আগচ্ছত্বা ভৃহাচ্ছাত্ত রূপমনিন্দিতা ।
 কুরুনখোত্তরান গহ্বা তৃণান্তথ চচার হ ॥ ১৭
 দ্বিতীয়ায়ান্ত সংজ্ঞায়াং সংজ্ঞেয়মিতি চিস্তয়ন ।
 আদিত্যো জনয়ামাস পুত্রমাস্ত্রসমং তদা ॥ ১৮
 পূর্বজন্ত মনোবিপ্রাঃ সদৃশোহয়মিতি প্রভুঃ ।
 মনুরেবাভবন্নাস্তা সাবর্ণ ইতি চোচ্যতে ॥ ১৯
 দ্বিতীয়ে যঃ সূতস্তম্ভাঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শনৈশ্চরঃ ।
 সংজ্ঞা তু পার্থিবী বিপ্রাঃ স্তস্ত পুত্রস্ত বৈ তদা
 চকারাভ্যধিকং স্নেহং ন তথা পূর্বজেষু বৈ ।
 মনুস্তস্তা অক্ষম যমস্তস্তা ন চক্ষমে ॥ ২১
 স বৈ রোষাক্ত বাল্যাক্ত ভাবিনোহর্থস্ত বানঘ

কহিলেন,—তপস্বিনী সংজ্ঞা সবার্ণকে রাখিয়া
 তাহার সম্মতি ক্রমে পিতা বিশ্বকর্ম্মার সমীপে
 কিঞ্চিৎ লজ্জিতার স্তায় সমাগতা হইলেন ।
 পিতার নিকট উপস্থিত হইলে পিতা বিশ্ব-
 কর্ম্মা তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন ।
 তিনি বারম্বার সংজ্ঞাকে ভর্তৃসমীপে যাইতে
 আদেশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি
 ভর্তৃপার্শ্বে গেলেন না । তিনি এক বড়বা-
 রূপে স্থায় বপুঃ আচ্ছাদিত করিয়া উত্তর
 কুরুদেশে গমনপূর্বক তৃণসমূহোপরি বিচরণ
 করিতে লাগিলেন । এদিকে আদিত্য সেই
 দ্বিতীয় ছায়া-সংজ্ঞাকেই প্রকৃত সংজ্ঞাজ্ঞানে
 তাহার সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।
 ছায়ার গর্ভে আদিত্যের আত্মতুল্য এক পুত্র
 উৎপন্ন হইল । এই পুত্র সর্বরূপে পূর্বজাত
 বৈবস্বত মনুর অনুরূপ হইলেন । ইনি
 পশ্চাৎ সাবর্ণ মনু নামে বিখ্যাত হইয়া-
 ছিলেন । অনন্তর ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের
 আর এক পুত্র হয় । এই পুত্র শনৈশ্চর
 নামে অভিহিত হইয়াছিলেন । অনন্তর
 ছায়াসংজ্ঞা নিজের পুত্রকে যেরূপ অধিক
 স্নেহ করিতে লাগিলেন, তাঁহার সপত্নী-
 সন্তানদিগকে আর সেরূপ করিলেন না ।

পদা সমুজ্জয়ামাস সংজ্ঞাং বৈবস্বতো যমঃ ॥ ২২
 তং শশাপ ততঃ ক্রোধাৎ সাবর্ণজননী তদা ।
 চরণঃ পততামেষ তবেতি ভৃশতঃখিতা ॥ ২৩
 যমস্ত তৎ পিতুঃ সর্বং প্রাঞ্চলিঃ প্রত্যবেদয়ৎ ।
 ভৃশং শাপভয়োদ্বিগঃ সংজ্ঞাবাক্যেবিশঙ্কিতঃ ॥
 শাপোহয়ং বিনিবর্ত্তেত প্রোবাচ পিতরং বিজাঃ
 মাত্রা স্নেহেন সর্বেষু শর্ত্তিতব্যং সূতেষু বৈ ॥ ২৫
 সেয়মস্মানপাস্তেহ বিবস্বন সমুভৃষতি ।
 তস্তাং ময়োত্ততঃ পাদো ন তু নেহে নিপাতিতঃ
 বাল্যাদ্বা যদি বা লৌল্যায়োহাস্তৎক্ষমহঁসি ।
 শপ্তোহহম্যাম্ম লোকেশ জনস্তা তপতাংবর ।
 তব প্রসাদাচ্চরণো ন পতেন্নম গোপতে ॥ ২৭

ছায়ায় এরূপ পক্ষপাত ব্যবহারে মনু ক্রমা
 করিলেন, কিন্তু রোষ, বালম্ভাব, ও ভাবী
 বিষয়ের অবগুষ্ঠাবিতা, এই সকল কারণে
 যম তাহা সহ করিতে পারিলেন না । তিনি
 সেই ছায়া-সংজ্ঞাকে ভৎসনা করিয়া তৎপ্রতি
 পাদ উত্তোলন করিলেন । সাবর্ণ-জননী
 ছায়া তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া যমকে অভিশাপ
 দিলেন । বলিলেন, তোমার ঐ চরণ
 পতিত হউক । যম তাহাতে বিশেষ হুঃখিত
 হইয়া কৃতান্তলিকরে পিতার নিকট গিয়া
 সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন । ছায়া-
 সংজ্ঞার শাপে সমধিক সমুদ্বিগ্ন যম পিতাকে
 বলিলেন,—পিতঃ ! জননী আমার প্রতি
 শাপ দিয়াছেন; সেই শাপ নিবর্ত্তিত হউক ।
 মাতার নিকট সকল সন্তানই সমান স্নেহের
 ভাজন । তুল্যভাবে সকলের প্রতি স্নেহ
 প্রকাশ করাই জননীর কর্তব্য । কিন্তু
 তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ-
 দিগের প্রতি সমধিক বাৎসল্য প্রকাশ
 করেন; এইজন্য আমি তাঁহার প্রতি চরণ
 উত্তোলন করিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার নেহে
 পাতিত করি নাই । আমার এই কর্তব্য বাল্য-
 প্রযুক্তই হউক অথবা মোহ বশতই হউক,
 আপনি কমা করুন । হে লোকেশ ! আমি
 জননী কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি । আপনার

বিবস্বাহুবাচ ।

অসংশয়ং পুত্র মহন্তবিষ্যতাত্র কারণম্ ।
 যেন আমাশিশং ক্রোধো ধর্মজঃ সত্যবাদিনম্
 ন শক্যমেতন্নিখ্যা তু কর্তুং মাতৃবচস্তব ।
 কুমারো মাংসমাধায় যাস্তস্যবনিমেব চ ॥ ২৯
 কৃতমেবং বচস্তথ্যং মাতৃস্তব ভবিষ্যতি ।
 শাপস্ত পরিহারেণ ত্বং চ জাতো ভবিষ্যসি ॥ ৩০
 আদিত্যশ্চাত্রবীং সংজ্ঞাঃ কিমর্থং তনয়েষু বৈ
 তুল্যেষভ্যধিকঃ স্নেহ একস্মিন ক্রিয়তে অয়া ॥
 সা তং পরিহরন্তী তু নাচচক্ষে বিবস্বতে ।
 স চাস্তানং সমাধায় যোগান্ত্যথ্যমপশুত ॥ ৩১
 তাং শপ্তকামো ভগবান্নাশপন্মুনিসন্তমাঃ ।
 মূর্খেষু নিজগ্রাহে স তু তাং মুনিসন্তমাঃ ॥ ৩২

প্রসাদে আমার চরণ যেন ভূপতিত না হয় । ২৭। বিবস্বান্ কহিলেন,—হে পুত্র! নিশ্চয়ই এ বিষয়ে একটা নিগূঢ় কারণ আছে। সেইজন্য তোমার স্থায় ধর্মজ ও সত্যবাদী পুত্রকেও তোমার মাতা ক্রোধে শাপ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তোমার মাতার এই বাক্য ব্যর্থ করিবার শক্তি আমার নাই; সুতরাং আমি তোমার এই শাপ-প্রশমনের পক্ষে এই মাত্র বলিতে পারি যে, কুমিগণ তোমার চরণমাংস লইয়া ভূতলে গমন করিবে। এইরূপ হইলে, তোমার মাতার প্রদত্ত শাপও ব্যর্থ হইবে না; এদিকে চরণ হইতে মাংসনিকাশনে তুমিও শাপ হইতে মুক্ত হইবে। আদিত্য তখন ছায়া-সংজ্ঞাকে কহিলেন,—সন্তান সকল তুল্য হইলেও কিজন্য তুমি একের প্রতি অধিক স্নেহ করিতেছ? আদিত্যের এই কথায় ছায়া-সংজ্ঞা কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর দানে অক্ষম হইয়া তুষ্ণীভাবে রহিলেন; আদিত্যকে কোনই উত্তর দিলেন না। হে মুনিবরগণ! আদিত্য তখন যোগাবলম্বনে সমস্ত তথ্যই অবগত হইলেন। তিনি ছায়া-সংজ্ঞাকে অভিশাপ দিবার ইচ্ছা করিলেন।

ভূতঃ সর্বং যথাবৃন্তমাচচক্ষে বিবস্বতে ।

বিবস্বানথ তচ্ছ্রুত্বা ক্রুদ্ধস্তষ্টারমভ্যাগাৎ ॥ ৩৪
 দৃষ্ট্বা তু তং যথাশ্রায়মর্চয়িত্বা বিভাবশুম্ ।
 নির্দম্বু কামং রোষেণ সান্ত্বয়ামাস বৈ তদা ॥ ৩৫
 তুষ্টোবাচ ।

তবাতিতেজসাবিষ্টমিদং রূপং ন শোভতে ।
 অসহন্তী চ সংজ্ঞা সা বনে চরতি শাস্বলে ॥ ৩৬
 দ্রষ্টা হি তাং ভবানদ্য স্থাং ভাধ্যাং শুভচারিণীম্
 শ্লাঘ্যাং যোগবলোপেতাং যোগমাস্থায় গোপতে
 অল্পকূলং তু তে দেব যদি শ্রান্নম সন্মতম্ ।
 রূপং নির্বর্তয়াম্যচ্চ তব কাস্তমরিন্দম ॥ ৩৮
 ততোহভ্যাপগমাবৃষ্টা মার্ত্তণ্ডস্ত বিবস্বতঃ ।
 ভ্রমিমারোপ্য ততেজঃ শাতয়ামাস ভো দ্বিজাঃ
 ততো নির্ভাসিতং রূপং তেজসা সংহতেন বৈ ।
 কাস্তাং কাস্ততরং দ্রষ্টুমধিকং শুশুভে তদা ॥ ৪০
 দদর্শ যোগমাস্থায় স্থাং ভাধ্যাং বড়বাং ততঃ ।

এবং তাহার কেশ গ্রহণ করিলেন। তাহাতে ছায়াসংজ্ঞা তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্তই ব্যক্ত করিলেন। বিবস্বান্ তৎপ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বকর্মার গৃহে গমন করিলেন। বিশ্বকর্মা তাঁহাকে যথাবিধি অর্চনা করিলেন; এবং পরে সেই রোষভরে দহনোজ্জ্বল দিবাকরকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—হে দেব! আপনার এইরূপের তেজ অতীব প্রখর। এই অতি তেজস্বী রূপ আপনার শোভা পায় না; অতএব আপনার যদি মত হয়, তাহা হইলে আমি আপনার যথাযোগ্য রূপ করিয়া দিতে পারি। হে অরিন্দম! আমি এই তীক্ষ্ণ রূপের পরিবর্তে আপনার কমনীয় রূপ করিয়া দিব। অনন্তর মার্ত্তণ্ড বিশ্বকর্মার প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। বিশ্বকর্মা সূর্য্যকে ভ্রমি যন্ত্রে অর্থাৎ কুঁদে চড়াইয়া তদীয় তেজ শাতিত করিলেন। অনন্তর সূর্য্যের সংহত তেজে রূপ অতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে রূপ কাস্ত হইতেও কাস্ততর হইয়া সমধিক সুশোভিত হইল। তখন সূর্য্যদেব যোগাবলম্বনে দেখিলেন, তদীয় ভাধ্যা সংজ্ঞা

অধুয্যাং সৰ্বভূতানাং তেজসা নিয়মেন চ ॥৪১
বড়বাবপুষা বিপ্রাশ্চরন্তীমকুতোভয়াম্ ।
সৌহৰ্গরূপেণ ভগবাংস্তাং মুখে সমভাবয়ৎ ॥৪২
মৈথুনায় বিচেষ্টন্তীং পরপুংসৌহবশঙ্কয়া ।
সা তন্নরবমচ্ছুক্রং নাসিকাভ্যাং বিবস্বতঃ ॥৪৩
দেবৌ তন্ত্ৰামজায়েতামধিনৌ ভিষজাং বরৌ ।
নাসত্যৈশ্চৈব দশশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবধিনাবিতি ॥ ৪৪
মার্ত্তগুণ্ডাস্বজাবেতাবষ্টমস্ত প্রজাপতেঃ ।
তাং তু রূপেণ কাস্তেন দৰ্শয়ামাস ভাস্করঃ ॥ ৪৫
সা তু দৃষ্টেব ভৰ্ত্তারং তুতোষ মুনিসত্তমাঃ ।
যমস্ত কৰ্ম্মণা তেন ভূশং পীড়িতমানসঃ ॥ ৪৬
ধৰ্ম্মেণ রঞ্জয়ামাস ধৰ্ম্মরাজ ইমাং প্রজাঃ ।
স লেভে কৰ্ম্মণা তেন শুভেন পরমহুতিঃ ॥৪৭
পিতৃণামাধিপত্যং চ লোকপালত্বমেব চ ।
মহুঃ প্রজাপতিত্বসীৎসাবৰ্ণিঃ স তপোধনাঃ ॥৪৮

তেজ ও নিয়মবলে সৰ্বপ্রাণীর অধুয্য হইয়া
বড়বারূপে বিরাজ করিতেছেন। হে বিপ্র-
গণ! সংজ্ঞা বড়বা দেহধারণ করিয়া অকুতো-
ভয়ে বিচরণ করিতেছিলেন। ভগবান বিব-
স্বানু অশ্রুপে ধারণ করিয়া মৈথুন্য তদীয়
মুখে মুখ দিয়া শুক্রপাত করিলেন। বড়বা
পর-পুরুষশঙ্কায় সূর্যের সেই শুক্র নাসিকা-
রজ্জ দিয়া তৎক্ষণাৎ উদ্বিগ্ন করিয়া কেলি-
লেন। সেই শুক্র হইতে দুই অধিনীকুমার
জন্মিলেন। তাঁহারা দেব ও দেবভিষক
হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম নাসত্য ও
দশ। অষ্টম প্রজাপতি মার্ত্তগু হইতে এই-
রূপে অধিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন।
অনন্তর, ভাস্কর, ভাৰ্য্যাকে আপনার কমনীয়
রূপ প্রদর্শন করিলেন। হে মুনিস্রেষ্ঠগণ!
সংজ্ঞা ভৰ্ত্তার তাৎকালিক সেই রূপ দেখিয়া
... হইলেন। যম আশ্চর্য্যত কৰ্ম্মে
অত্যধিক পীড়িতাচ্যুত হইয়া ধৰ্ম্মানুসারে ধৰ্ম্ম-
রাজরূপে প্রজীরঞ্জন করিতে লাগিলেন।
তিনি সেই মজ্জলময় কৰ্ম্ম দ্বারা পরম দীপ্তি
প্রাপ্ত হইয়া পিতৃগণের আধিপত্য ও লোক-
পালত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে তপোধনগণ!

ভাব্যঃ সমাগতে তন্নিম্নভুঃ সাবর্ণিকেহস্তরে ।
মেকপৃষ্ঠে তপো নিত্যমজাপি স চরত্যাভ ॥ ৪৯
ভ্রাতা শনৈশ্চরন্তস্ত গ্রহত্বং স তু লক্খবান্ ।
অষ্টা তু তেজসা তেন বিকোশ্চক্রমকরয়ৎ ॥ ৫০
তদপ্রতিহতং যুদ্ধে দানবাস্তচিকীৰ্ষয়া ।
যবীয়সী তু সাপ্যাসৌদ্যমৌ কস্তা যশস্বিনী ॥৫১
অভবচ্চ সরিছেষ্টা যমুনা লোকপাবনী ।
মহুরত্যাচ্যতে লোকে সাবর্ণ ইতি গোচ্যতে ॥
দ্বিতীয়ে যঃ স্মৃতস্তস্ত মনোভ্রাতা শনৈশ্চরঃ ।
গ্রহত্বং স চ লেভে বৈ সৰ্বলোকাভিপূজিতঃ ॥
য ইদং জন্ম দেবানাং শৃণুয়ান্নরসত্তমঃ ।
আপদং প্রাপ্য মুচ্যেত প্রাপ্তুয়াচ্চ মহমদৃশঃ ॥৫৪
ইতি ত্রীত্রাঙ্কে মহাপুরাণে আদিত্যোৎপত্তি-
কথনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

যমের সেই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সাবর্ণিও একজন্ম
প্রজাপতি মহু হইয়াছিলেন। অদূরভাবে
সাবর্ণিক মনস্তরে তিনিই মহুপদে অধিষ্ঠিত
হইবেন। সেই সাবর্ণ অজাপি মেকপৃষ্ঠে
থাকিয়া তপস্তা করিতেছেন। তাঁহার ভ্রাতা
শনৈশ্চর গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু-
কৰ্ম্মা শান্তিত সূর্য্যতেজ দ্বারা দানব-দলনের
অভিপ্রায়ে যুদ্ধে অপ্রতিহত বিষ্ণুচক্র নির্মাণ
করেন। সূর্য্যের যমী নামে যে এক যশ-
স্বিনী যবীয়সী কস্তা ছিলেন, তিনি লোক-
পাবনী যমুনা নদী সরিষয়া হইয়াছিলেন।
বৈবস্বত ও সাবর্ণ মহুর উৎপত্তি জগতে এই-
রূপই কীর্তিত। সূর্য্যের ছায়াদ্বারা পত্নীর
গর্ভজাত সাবর্ণ-মহুর ভ্রাতা শনৈশ্চর সৰ্ব-
লোকপূজ্য গ্রহত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যে
ব্যক্তি দেবগণের এই উৎপত্তিবার্ত্তা শ্রবণ
বা ইহা ধারণা করিবে, সে নিরাপদ হইয়া
মহৎ যশ প্রাপ্ত হইবে। ২৮—৫৪।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

মনোর্বৈবশ্বতস্তাসন্ পুত্রা বৈ নব তৎসমাঃ ।
ইক্ষাকুশ্চৈব নাভাগো ধুষ্টঃ শর্ষাতিরেব চ ॥ ১
নরিষ্যন্তশ্চ যষ্ঠো বৈ প্রাংশু রিষ্টশ্চ সপ্তমঃ ।
করুষশ্চ পৃষঙ্গশ্চ নবৈতে মুনিসত্তমাঃ ॥ ২
অকরোৎ পুত্রকামন্ত মনুরিষ্টিং প্রজাপতিঃ ।
মিত্রাবরুণয়োর্বিশ্রাঃ পূর্ষমেব মহামতিঃ ॥ ৩
অনুৎপন্নেষু বহুশু পুত্রেষু তেষু তো দ্বিজাঃ ।
তস্তাং চ বর্তমানান্যামিষ্ট্যাং চ দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪
মিত্রাবরুণয়োঃশে মনুরাহতিমাবহৎ ।
তজ্জ দিব্যাস্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা ॥ ৫
দিব্যসংহননা চৈব ইলা জজ্ঞ ইতি শ্রুতিঃ ।
তামিলেত্যেব হোবাচ মনুর্দণ্ডধরস্তদা ॥ ৬
অনুগচ্ছস্ব মাং তদ্রে তমিলা প্রত্যুবাচ হ ।
ধর্মযুক্তমিদং বাক্যং পুত্রকামং প্রজাপতিম্ ॥ ৭
ইলোবাচ ।
মিত্রাবরুণয়োঃশে জাতাম্মি বদতাং বর ।

সপ্তম অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে মুনিবরগণ !
বৈবশ্বত মনুর আশ্বসম নয়টী পুত্র উৎপন্ন
হয় । তাহাদের নাম—ইক্ষাকু, নাভাগ,
ধুষ্ট, শর্ষাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, রিষ্ট, করুষ,
ও পৃষঙ্গ । মহামতি প্রজাপতি মনু, পুত্র-
কামনার পূর্বে এক যজ্ঞ করেন । সেই
যজ্ঞের ফলে তাঁহার ঐ সকল পুত্র উৎপন্ন
হয় । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! ঐ যজ্ঞক্রিয়া
যখন অল্পাধিক হইতেছিল, প্রজাপতি মনু
যখন মিত্রাবরুণের অংশে সেই যজ্ঞ
একটী আহুতি প্রদান করেন । তাহাতে
দিব্যাস্বরধারিণী দিব্যাভরণশালিনী ইলা
মায়ী এক রমণী উৎপন্ন হন । মনুই
তাহাকে ইলা নামে অভিহিত করেন এবং
বলেন,—হে ভদ্রে ! তুমি আমার অনু-
গামিনী হও । ইলা পুত্রোবী প্রজাপতিকে
প্রত্যুত্তরে ধর্মময় বাক্যে বলিতে লাগি-

তয়োঃ সকাশং যাস্তামি ন মাং ধর্মহতাং কুরু ॥
সৈবমুক্তা মনুং দেং মিত্রাবরুণয়োঃরিতা ।
গতাস্তিকং বরারোহা প্রাঞ্জলির্বা ক্যমত্রকীং ॥ ৯
ইলোবাচ ।
অংশেহস্মি যুবয়োজাতা দেবৌ কিং করবাণি
বাম ।
মনুনা চাহমুক্তা বা অনুগচ্ছস্ব মামিতি ॥ ১০
তো তথাবাদিনৌ সাধবীমিলাং ধর্মপরায়ণাম্ ।
মিত্রশ্চ বরুণশ্চোভাবুচতুস্তাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১১
মিত্রাবরুণাবুচতুঃ ।
অনেন তব ধর্মেণ প্রশ্রয়েণ দমেন চ ।
সত্যেন চৈব সুশ্রেণি প্রীতো স্থো বরবর্গিনি ॥
আব্রোহুঃ মহাভাগে খ্যাতিং কথ্যেতি যাস্তাসি
মনোর্বৈবশ্বকরঃ পুত্রশ্চমেব চ ভবিষ্যসি ।
সুহৃদ্য ইতি বিখ্যাতস্তিষ্ লোকেষু শোভনে ॥
জগৎপ্রিয়ো ধর্মশীলো মনোর্বৈবশ্ববিবর্দ্ধনঃ ।
নিবৃত্তা সা তু তচ্ছ্রুত্বা গচ্ছন্তী পিতুরন্তিকাং ॥
বুধেনাস্তরমাসাগ মৈথুনাশ্লোপমস্তিতা ।

লেন । ইলা বলিলেন,—হে বাগ্মবর ! আমি
মিত্রাবরুণের অংশে জন্মিয়াছি । অধুনা অগ্রে
আমি তাঁহাদের নিকটই যাই । আমাকে
অধর্ম-নিরতা করিবে না । ইলা মনুকে
এইরূপ বলিয়া মিত্রাবরুণের নিকট গমন-
পূর্বক তাঁহাদিগকে কৃতাজলিপুটে বলিলেন,
হে দেবদ্বয় ! আমি আপনাদিগের উভয়ের
অংশে উৎপন্ন হইয়াছি ; আমি এক্ষণে
আপনাদের কি কার্য্য করিব, বলুন । প্রজা-
পতি মনু আমাকে তাঁহারই অনুগামিনী
হইতে বলিতেছেন । ১—১০ । সেই ধর্ম-
পরায়ণা সাধবী ইলা এই কথা কহিলে, মিত্র ও
বরুণদেব তাঁহাকে বলিলেন,—হে বরবর্গিনি !
তোমার এই ধর্ম, বিনয়, সত্য ও দম দ্বারা
আমরা প্রীত হইয়াছি । হে মহাভাগে !
তুমি আমাদিগের কস্তা নামে প্রখ্যাত
হইবে এবং তুমিই মনুর বংশধর বিশ্বজন-
প্রিয় ধর্মশীল তনয় হইবে । ত্রিজগতে তুমি
সুহৃদ্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে । ইলা

সোমপুত্রাদিবুধাধিপ্ৰাস্তাঃ জজ্ঞে পুরুষবাঃ ॥১৬
জনমিত্তা ততঃ সা ভমিলা সুহৃদ্যতাং গতা ।
সুহৃদ্যস্ত তু দায়াদাক্ষয়ঃ পরমধার্মিকাঃ ॥ ১৭
উৎকলশ্চ গয়শ্চৈব বিনতাশ্চ ভো দ্বিজাঃ ।
উৎকলশ্চোৎকলা বিপ্রা বিনতাশ্চ পশ্চিমা ॥১৮
দিক্ পূর্বা মুনিশার্দ্দুলা গয়স্ত তু গয়া স্মৃতা ।
প্রবিষ্টেষু তু মনো বিপ্রা দিবাকরমারিন্দমম্ ॥১৯
দশধা তৎপুনঃ ক্রত্বমকরোৎপৃথিবীমিমাম্ ।
ইক্ষাকুর্জ্যেষ্ঠদায়াদো মধ্যদেশমবাপ্তবান্ ॥২০
কণ্ঠাভাবাত্তু সুহৃদ্যো নৈতদ্রাজ্যমবাপ্তবান্ ।
বশিষ্ঠবচনান্বাসীং প্রতিষ্ঠানে মহাত্মনঃ ॥ ২১
প্রতিষ্ঠা ধর্মরাজস্ত সুহৃদ্যস্ত দ্বিজোত্তমাঃ ।
তৎপুরুষবসে প্রাদাদ্রাজ্যং প্রাপ্য মহাযশাঃ ॥
মানবেষো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ স্ত্রীপুংসোল্লংঘ্যতঃ ।
ধৃতবাংস্তামিলেত্যেবং সুহৃদ্যেতি চ বিশ্রুতঃ ॥

নারিষ্যন্তাঃ শকাঃ পুত্রা নাভাগস্ত তু ভো দ্বিজাঃ
অশ্বরীযোহভবৎ পুত্রঃ পার্শ্বিবর্ষভসন্তমঃ ॥ ২৪
ধৃষ্টস্ত ধাষ্টকঃ ক্রত্বঃ রণদৃপ্তঃ বভূব হ ।
করুযস্ত চ কারুবাঃ কত্রিয়া যুদ্ধদৃশ্যদাঃ ॥ ২৫
নাভাগধৃষ্টপুত্রাশ্চ কত্রিয়া বৈশ্রুতাঃ গতাঃ ।
প্রাংশোরেকোহভবৎপুত্রঃ প্রজাপতিরিতি স্মৃতঃ
নারিষ্যন্তস্ত দায়াদো রীজা দণ্ডধরো যমঃ
শর্বাভেষ্টিধুনং ত্বাসীদানর্ভো নাম বিজ্ঞাতঃ ॥২৭
পুত্রঃ কণ্ঠা সূকণ্ঠা চ যা পত্নী চ্যবনস্ত হ ।
আনর্ভস্ত তু দায়াদো রৈবো নাম মহাত্মাতিঃ ॥
আনর্ভবিষয়শ্চৈব পুরী চান্ত কুশস্থলী ।
রৈবস্ত রৈবতঃ পুত্রঃ ককুদ্রী নাম ধার্মিকঃ ॥ ২৯
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রঃ স তস্মাসীদ্রাজ্যং প্রাপ্য কুশস্থলীম্
স কণ্ঠাসহিতঃ ক্রত্বা গান্ধর্বং বন্ধণোহন্তিকে ॥

তৎপ্রবণে সে স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া
পিতার নিকটে যাইতে লাগিলেন। পথি-
মধ্যে সোমনন্দন বুধ তাঁহাকে মৈথুনার্ধ
আহ্বান করিলেন। তাহাতে রাজা পুরু-
ষবা উৎপন্ন হইলেন। ইলা পুত্র প্রসব
করিবার পর সুহৃদ্যস্ত লাভ করিলেন।
সুহৃদ্যের তিন পুত্র হইল। হে দ্বিজ-
গণ! সেই পুত্রত্রয়ের নাম—উৎকল, গয়
ও বিনতাশ। উৎকলের উৎকল দেশ,
বিনতাশের পশ্চিম দেশ এবং গয়ের
পূর্বাদিকৃষ্ণিত গয়া প্রদেশ অধিকৃত হয়।
মহু সুরপুরে উপনীত হইলে, এই পৃথিবী
দশভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে
জ্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষাকু মধ্য দেশ লাভ করি-
লেন। কণ্ঠাভাব নিবন্ধন সুহৃদ্য রাজ্য-
ভাগ প্রাপ্ত হইলেন না। বশিষ্ঠের বচনানু-
সারে তিনি প্রতিষ্ঠান নগরে বাস করিলেন।
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সুহৃদ্য ধার্মিক ও মহাত্মা
ছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠান রাজ্য লাভ
করিয়া তাহা পুরুষবাকে দান করিলেন।
মহুপুত্র মহাযশা সুহৃদ্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয়
লক্ষণেই আক্রান্ত ছিলেন। তিনি ইলা ও

সুহৃদ্য উভয় নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।
হে দ্বিজগণ! নারিষ্যন্তের পুত্র শক এবং
নাভাগের অশ্বরীষ নামে এক প্রখ্যাত পুত্র
হয়। ধৃষ্টির পুত্র ক্রত্ব। ক্রত্ব ধার্মিক ও রণ-
দৃশ্যদ ছিলেন। করুষের পুত্র কারুযনামক
কত্রিয়গণ অত্যন্ত যুদ্ধদৃশ্যদ হয়। ১১—২৫।
নাভাগ ও ধৃষ্টের বংশধর কত্রিয় সন্তানেরা
বৈশ্রুত প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রাংশুর একমাত্র
পুত্র, ইনি প্রজাপতি নামে খ্যাতি লাভ
করেন। নারিষ্যন্তের বংশধর দণ্ডধর যম
রাজা হইয়াছিলেন। শর্বাতির এক পুত্র
ও এক কণ্ঠা উৎপন্ন হয়। পুত্রের নাম
আনর্ভ এবং কণ্ঠার নাম সূকণ্ঠা। সূকণ্ঠা
চ্যবন ঋষির ভাৰ্য্যা ছিলেন। রৈব নামে
আনর্ভের এক মহাপ্রভাব পুত্র হয়। আন-
র্ভের রাজধানী প্রসিদ্ধ কুশস্থলী পুরীতেই
ইনি বাস করেন। রৈবের রৈবত নামে
এক ধার্মিক পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহার অপন্ন
নাম ককুদ্রী। রৈবের শত পুত্রের মধ্যে
এই পুত্রই জ্যেষ্ঠ এবং ইনিই কুশস্থলী
রাজ্য লাভ করেন। রাজা রৈবত ঋষি
কণ্ঠা রৈবতীর সহিত ব্রহ্মলোকে গিয়া সঙ্গী-

মুহূর্তকৃতঃ দেবস্ত তসৌ বহুযুগং দ্বিজাঃ ।
 আজগাম স চৈবাত স্বাং পুরীং যাদবৈর্বর্তাম ॥
 ৩ কৃত্যং দ্বারবতীং নাম বহুদ্বারাং মনোরমাম্ ।
 জেজুবৃক্ষককৈর্গুণ্ডাং বসুদেবপুরোগমৈঃ ॥ ৩২
 তত্রৈব রৈবতো জাতা যথাতত্ত্বং দ্বিজোত্তমাঃ ।
 কৃত্যং তাং বলদেবায় সুভদ্রাং নাম রেবতীম্ ॥
 দ্বা জগাম শিখরং মেরোস্তপসি সংস্থিতঃ ।
 রেমে রামোহপি ধর্ম্মাত্মা রেবত্যা সহিতঃ সুখী
 মুনয় উচুঃ ।
 কথং বহুযুগে কালে সমতীতে মহামতে ।
 ন জরা রেবতীং প্রাপ্তা রৈবতং চ ককুদ্দিনম্ ॥
 মেরুং গতস্ত বা তস্ত শর্ষাতে: সন্ততি: কথম্ ।
 হিতা পৃথিব্যামজাপি শ্রোতুমিচ্ছাম তত্ত্বত: ॥ ৩৬

তাদি শ্রবণ করেন। হে দ্বিজগণ! তিনি তথায় ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত স্বরূপ মালুযমানের বহু যুগ অবস্থান করিলেন। অনন্তর সে স্থান হইতে যাদবগণ-পরিবৃত বহু দ্বার-শালিনী দ্বারাবতী পুরীতে আগমন করেন। ঐ পুরী বসুদেবপ্রমুখ ভোজ, রুঞ্চ ও অঙ্কগণ কর্তৃক সুরক্ষিত এবং উহা দেখিতে অতি মনোরম। হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর রাজা রৈবত তদীয় জাতব্য সমস্ত বিষয় যথাযথরূপে বিদিত হইয়া স্বীয় কন্যা সুভ্রত-চারিণী রেবতীকে বলদেবের হস্তে সমর্পণ করেন। কন্যাদানের পর তিনি তপস্তার্থ মেরুশিখরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে ধর্ম্মরত বলরাম বেরতী সহ মহাসুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ২৬—৩৪। মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামতে সূত! রাজা রৈবত এবং তৎকন্যা রেবতী বহু কাল ব্রহ্মলোকে ছিলেন। সেই অতি দীর্ঘ কাল পরেও তাঁহারা জরাগ্রস্ত হইলেন না কেন? আর এক কথা, বৈরতই শর্ষাতির বংশধর ছিলেন। তিনি তপস্তার্থ মেরুশিখরে গমন করিলেন অথচ রাজা শর্ষাতির বংশ-ধরেরা অজাপি ভূমণ্ডলে অবস্থান করিতে-ছেন, ইহাই বা কিরূপ? আমরা এ

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ন জরা ক্ষুৎপিপাসা বা ন মৃত্যুর্মুনিসত্তমাঃ ।
 ঋতুচক্রং প্রভবতি ব্রহ্মলোকে সন্ধানঘাঃ ।
 ককুদ্দিনঃ স্বর্লোকং তু রৈবতস্ত গতস্ত হ ॥ ৩৭
 কৃত্য পুণ্যজনৈর্বিপ্রা রাক্ষসৈ: সা কুশস্থলী ।
 তস্ত ভ্রাতৃশতং দাসীদ্ধাশ্বিকস্ত মহাশ্বনঃ ॥ ৩৮
 তদ্বধ্যমানং রক্ষোভির্দিশ: প্রাক্রামদচ্যুতাঃ ।
 বিজ্রতস্ত চ বিপ্রেন্দ্রাস্তস্ত ভ্রাতৃশতস্ত বৈ ॥ ৩৯
 অধ্বায়ন্ত সুমহাস্তত্র তত্র দ্বিজোত্তমাঃ ।
 তেষাং হেতে মুনিশ্রেষ্ঠা: শর্ষাতা ইতি বিজ্ঞতাঃ
 ক্ষত্রিয়া গুণসম্পন্ন দিগু সর্বাশু বিজ্ঞতাঃ ।
 সর্বশ: সর্বগহনং প্রবিষ্টান্তে মহৌজস: ॥ ৪১
 নাভাগরিষ্টপুত্রো হৌ বৈশ্ণো ব্রাহ্মণতাং গতো
 ককৃষস্ত তু কারুঘা: ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদৃশ্যদা: ॥ ৪২
 পৃষঙ্গো হিংসায়িত্বা তু গুরোগাং দ্বিজসত্তমাঃ ।

সকল যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা করি। লোম-হর্ষণ কহিলেন,—হে মুনিবরগণ! ব্রহ্মলোকে জরা নাই, মৃত্যু নাই, বা ক্ষুৎপিপাসাদি কোনই ক্রেশ নাই। ঋতুগণ সেখানে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। রাজা রৈবত ব্রহ্মলোকে গমন করিলে দুষ্কৃতি-পরায়ণ বহু রাক্ষস কর্তৃক তদীয় কুশস্থলীপুরী বিধ্বস্ত হয়। মহাত্মা রৈবতের শত ভ্রাতা সবেও রাক্ষসেরা সেই পুরী নষ্ট করে। ভ্রাতৃগণ নিরুপায় হইয়া নানা দিকে পলায়ন করেন। হে বিপ্রগণ! তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে যেখানে পলাইয়া গিয়া বাস স্থাপন করিলেন, সেই সেই খানেই তাঁহার বংশবিস্তার হইতে লাগিল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সেই মহা-প্রভাবসম্পন্ন সন্তান-সন্ততিগণ সকলেই অরণ্যভূমি আজর করিয়াছিলেন। তাঁহারাই শর্ষাতির বংশ-ধর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নাভাগ এবং ধৃষ্টের দুই পুত্র প্রথমে বৈশ্ণ হইয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি। কারুষের পুত্র ক্ষত্রিয়গণ রণ-দৃশ্য ছিলেন। পৃষঙ্গ, গুরুর গাভী হিংসা

শাপাঙ্ককৃত্যমাপন্নো নবৈতে পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥৪৩॥
বৈবস্বতস্ত তনয়া মুনেৰ্কে মুনিসত্তমাঃ ।
কুবতস্ত মনোবিপ্রা ইক্ষাকুরভবৎ সূতঃ ॥ ৪৪ ॥
তস্ত পুত্রশতং হ্যসীদিক্সাকোৰ্ভূরিদক্ষিণম্ ।
তেষাং বিকুক্তিক্যেষ্ঠস্ত বিকুক্তিহাদযোধতাং ॥৪৫॥
প্রাপ্তঃ পরমধর্মজ্ঞ সোহযোধ্যাধিপতিঃ প্রভুঃ ।
শকুনিপ্রমুখাস্তস্ত পুত্রাঃ পঞ্চশতং সূতাঃ ॥ ৪৬ ॥
উত্তরাপথদেশস্ত রক্ষিতারো মহাবলাঃ ।
চহারিং শদশাষ্টৌ চ দক্ষিণস্তাং তথা দিশি ॥৪৭॥
বশাতিপ্রমুখাচ্চান্তে রক্ষিতারো দ্বিজোত্তমাঃ ।
ইক্ষাকুস্ত বিকুক্তিং বা অষ্টকায়ামথা দিশং ॥৪৮॥
মাংসমানয় শ্রাদ্ধার্থং যুগান্ হত্বা মহাবল ।
শ্রাদ্ধকর্মণি চোদ্দিষ্টে অকৃতে শ্রাদ্ধকর্মণি ॥ ৪৯ ॥

করিয়া তদীয় শাপে শৃঙ্গ প্রাপ্ত হন । হে
মুনিবরগণ ! বৈবস্বত মন্থর নয়টি পুত্রের কথা
ব্যক্ত করিলাম । হে বিপ্রগণ ! মন্থর যখন
কুবণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ইক্ষাকু-
নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয় । ইক্ষাকুর এক
শত পুত্র হইয়াছিল । তাঁহার সকলেই
প্রচুর দক্ষিণা দানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন ।
তাঁহাদের মধ্যে বিকুক্তি সর্বজ্যেষ্ঠ ও
বিক্রান্ত ছিলেন । সেই ধর্মজ্ঞ বিকুক্তি
অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয়
আধিপত্য বিস্তার করেন । তাঁহার
শকুনি প্রমুখ পঞ্চ শত পুত্র উৎপন্ন
হয় । সেই পুত্রগণ সকলেই মহাবল-
পরাক্রান্ত ছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে
অষ্টপঞ্চাশৎ জন উত্তরাপথের রক্ষা কার্যে
নিযুক্ত হইলেন । শশাদ প্রমুখ অপরাপর
ভ্রাতৃগণ দক্ষিণদিক্ রক্ষার ভার গ্রহণ
করেন । হে দ্বিজগণ ! একদা ইক্ষাকু
অষ্টকশ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুত্র বিকুক্তিকে বলি-
লেন,—হে মহাবল ! আমি শ্রাদ্ধ করিব,
তুমি শশদিগকে নিহত করিয়া শ্রাদ্ধার্থ মাংস
আনয়ন কর । পুত্র বিকুক্তি উদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ-
কার্য সম্পন্ন না হইতেই শশমাংস ভক্ষণ
করিয়া যুগয়ার গমন করেন তখন হইতে

ভক্ষয়িত্বা শশং বিপ্রা শশাদো যুগয়াঃ গতাঃ ।
ইক্ষাকুণা পরিত্যক্তো বসিষ্ঠবচনাৎ প্রভুঃ ॥৫০॥
ইক্ষাকো সংস্থিতে বিপ্রাঃ শশাদস্ত নৃপোহতুঃ
শশাদস্ত তু দায়াদঃ ককুৎস্থো নাম বীৰ্য্যবান্ ॥
অনেনাস্ত ককুৎস্থস্ত পৃথুশ্চানেনসঃ সূতঃ ।
বিস্তরাশ্বঃ পৃথোঃ পুত্রস্তশ্রাদ্ধার্জজায়ত ॥ ৫১ ॥
আর্জস্ত যুবনাশ্বস্ত শ্রাবস্তস্তৎসূতো দ্বিজাঃ ।
জজ্ঞে শ্রাবস্তকো রাজা শ্রাবস্তী যেন নির্মিতা ।
শ্রাবস্তস্ত তু দায়াদো বৃহদশ্বো মহীপতিঃ ।
কুবলাশ্বঃ সূতস্তস্ত রাজা পরমধার্মিকঃ ॥ ৫২ ॥
যঃ স ধুকুবধাজাজা ধুকুমারত্বমাগতঃ ।
মুন্স উচুঃ ।
ধুকোর্বধং মহাপ্রাপ্ত শ্রোতুমিচ্ছাম তত্ততঃ ।
যদ্বধাৎকুবলাশ্বোহসৌ ধুকুমারত্বমাগতঃ ॥ ৫৩ ॥
লোমহর্ষণ উবাচ ।

কুবলাশ্বস্ত পুত্রাণাং শতমুত্তমধর্মিনীম্ ।
সর্কে বিদ্যাসু নিবাতা বলবন্তো হ্রাসদাঃ ॥৫৪॥

তাঁহার নাম হয় শশাদ । শশাদের ব্যব-
হারে ইক্ষাকু বিরক্ত হইয়া বশিষ্ঠের আদেশ
মত তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন । হে বিপ্র-
গণ ! ইক্ষাকুর পরলোক গমনের পর পুন-
রায় শশাদ আসিয়া অযোধ্যায় বাস করেন ।
শশাদের পুত্র বীৰ্য্যবান্ ককুৎস্থ । ককুৎ-
স্থের পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু,
পৃথুর পুত্র বিস্তরাশ্ব, তৎপুত্র আর্জ, আর্জের
যুবনাশ্ব এবং যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত । এই
শ্রাবস্ত হইতেই শ্রাবস্তি পুরী নির্মিত হইয়া-
ছিল । রাজা শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব, তৎপুত্র
কুবলাশ্ব, এই কুবলাশ্ব পরম ধার্মিক
ছিলেন । ইনি ধুকুনামক দৈত্যকে বিনাশ
করিয়া ধুকুমার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন ।
৩৫—৫৬ । মুনিগণ কহিলেন,—হে সূত !
আমরা ধুকুর বধ এবং কুবলাশ্বের ধুকুমার
নামপ্রাপ্তির বিবরণ যথার্থ শুনিতে ইচ্ছা
করি । লোমহর্ষণ কহিলেন,—কুবলাশ্বের
এক শত পুত্র ছিল । ঐ পুত্রগণ সকলেই

বহুবুধার্শ্বিকাঃ সর্কে যজ্ঞানো ভূরিদক্ষিণাঃ ।
 কুবলাং পিতা রাজ্যো বৃহদধো স্তম্বোজয়ৎ ॥
 পুত্রসংক্রামিতশ্চীভ বনং রাজা বিবেশ হ ।
 তমুত্তমোহং বিপ্রাধিঃ প্রয়াস্তং প্রত্যবারয়ৎ ॥
 উত্তম উবাচ ।

ভবতা রক্ষণং কাৰ্য্যং তচ্চ কৰ্ত্তুং ত্বমৰ্হসি ।
 নিরুদ্ভিগন্তপশ্চৰ্ভুঃ ন হি শক্ৰোমি পার্শ্বিবি ॥ ৬০
 মমাত্মসমীপে বৈ সমেষু মরুধবসু ।
 সমুদ্রো বালুকাপুণ উদালক ইতি স্মৃতঃ ॥ ৬১
 দেবতানামবধ্যাশ্চ মহাকাশো মহাবলঃ ।
 অস্তুভূমিগতস্তত্র বালুকান্তর্হিতো মহান ॥ ৬২
 রাক্ষসস্ত মধোঃ পুত্রো ধুকুর্নাম মহাসুরঃ ।
 শেতে লোকবিনাশায় তপ আস্থায় দারুণম্ ॥ ৬৩
 সংবৎসরস্ত পর্য্যস্তে স নিশাসং বিমুঞ্চতি ।
 যদা তদা মহী তত্র চলতি স্ম নরাধিপ ॥ ৬৪
 তস্ত নিঃশ্বাসবাতেন রজ উক্ল্যতে মহৎ ॥

বিশিষ্ট ধর্মী, বিদ্বান, বলবান, হর্ষ, ধার্মিক, যজ্ঞ ও ভূরিদক্ষিণ ছিলেন। বৃহদশ পুত্র কুবলাংকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। পুত্র রাজশ্রী লাভ করিলে তিনি বনগমনে উত্তম হয়েন। বিপ্রাধি উত্তম তাঁহাকে বনগমনে নিষেধ করিয়া বলেন, হে পার্শ্বিবি! তুমি নিজ হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার গ্রহণ কর, নতুবা আমি নিরুদ্ভেগে তপস্শাচরণ করিতে পারিতেছি না। আমার আশ্রমের নিকটবর্তী সমতল প্রদেশে সমুদ্র-বালুকাময় এক ভূমিভাগ আছে। মধু নামক রাক্ষসের পুত্র ধুকু নামে এক মহাসুর সেই ভূমির অভ্যন্তরে বালুকাস্তূপে অস্তর্হিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ মহাকায় মহাসুর অত্যন্ত বলবান। দেবগণও তাহাকে বধ করিতে অক্ষম। সে দারুণ তপস্শা অবলম্বনপূর্বক লোক-বিনাশের জন্তই তথায় শয়ান রহিয়াছে। ঐ মহাসুর সৎসর পরে এক একটা নিশাস পরিত্যাগ করে। বলিতে কি, হে রাজন! তাহার সেই এক একটা নিশাসেই সমস্ত পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠে।

আদিত্যপথমাবৃত্য সপ্তাহঃ ভূমিকম্পনম্ ॥ ৬৫
 সবিন্দুলিঙ্গং সাক্ষারং সধুমতিদারুণম্ ।
 তেন তাত ন শক্ৰোমি তস্মিন্ হাতুঃ
 স্ব আশ্রমে ॥ ৬৬ ॥
 তং মারয় মহাকায়ং লোকানাং হিতকাম্যমা ।
 লোকাঃ স্বস্তা ভবন্ত্যস্ত তস্মিন্ বিনিহতে যয়া ॥
 ত্বং হি তন্ত বধ্যায়ৈকঃ সমর্থঃ পৃথিবীপতে ।
 বিমুনা চ বরো দন্তো মহঃ পূর্বযুগে নৃপ ॥ ৬৭
 যন্তং মহাসুরং রোজং হনিষ্যতি মহাবলম্ ।
 তস্ত ত্বং বরদানেন তেজশ্চাখ্যাপয়িষ্যসি ॥ ৬৯
 ন হি ধুকুর্মহাতেজাস্তেজসান্নেন শক্যতে ।
 নির্দম্বুঃ পৃথিবীপাল চিরং যুগশ্চৈতরিপি ॥ ৭০
 বীর্য্যঞ্চ সুমহন্তস্ত দেবৈরপি হ্রাসদম্ ।
 স এবমুক্তো রাজর্ষিকৃতঙ্কেন মহাত্মনা ।
 কুবলাং স্মৃতং প্রাদান্ত্যৈ ধুকুনিবর্হণে ॥ ৭১

তাহার নিশাস-বায়ুতে প্রবল ধূলিরাশি সমুথিত হইয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত আদিত্য-পথ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; সপ্তাহ যাবৎ ভূমিকম্প হইতে থাকে। তখন সধুম জলিত অঙ্গারসকল অতি দারুণাকারে নিপতিত হয়। হে তাত! সেই কারণে আমি আমার আশ্রমে তিষ্ঠিতে পারি না। অতএব জগতের হিতের জন্ত তুমি সেই মহাকায় মহাসুরকে বিনাশ কর। সেই অসুর তোমার হস্তে নিহত হইলে, সমস্ত লোক স্বাস্থ্য লাভ করুক। হে পৃথ্বীপতে! ত্রাহাকে বধ করিতে তুমিই একমাত্র সমর্থ। পুরাকালে বিষ্ণু আমাকে বরদান প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি সেই প্রচণ্ডমহাসুরকে বধ করিবে, তুমি বর প্রদান করিয়া তাহার তেজ বর্ধিত করিয়া দিবে। হে নৃপ! সেই মহাতেজা ধুকু প্রকৃতই হর্ষ; অল্প তেজ দ্বারা শতযুগেও তাহাকে দম্ব করা যাইবে না। ৫৭—৭০। তাহার বিপুল বীর্য্য; দেবগণও তাহার সে বীর্য্য দমন করিতে অক্ষম। মহাত্মা উত্তম এই কথা কহিলে সেই রাজর্ষি স্বীয় পুত্র কুবলাংকে সেই ধুকুবধের জন্ত

বৃহদংশ উবাচ ।

ভগবন্ত্যস্তশস্ত্রোহময়ং তু তনয়ো মম ।
ভবিষ্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধুকুমারো ন সংশয়ঃ ॥ ৭২

লোমহর্ষণ উবাচ ।

স তং ব্যাদিশু তনয়ং রাজর্ষিধুকুমারণে ।
জগাম পূর্বতায়ৈব নৃপতিঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ৭৩
কুবলাশ্ব পুত্রাণাং শতেন সহ ভো দ্বিজাঃ ।
প্রায়াদ্বন্দ্বসহিতো ধুক্কোস্ত্যস্ত নিবর্হণে ॥ ৭৪
তমাবিশন্তদা বিষ্ণুস্তেজসা ভগবান্ প্রভুঃ ।
উত্তক্শ নিয়োগাচ্ছৈ লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥
তস্মিন্ প্রয়াতে তুর্কর্ষে দিবি শব্দো মহানভুৎ ।
এষ স্রীমানবধ্যোহস্ত ধুকুমারো ভবিষ্যতি ॥ ৭৬
দিব্যৈর্গন্ধৈশ্চ মাল্যৈশ্চ তং দেবাঃ সমবাকিরন
দেবহুস্তভয়শ্চৈব প্রণেহুদ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৭৭
স গহ্বা জয়তাং শ্রেষ্ঠস্তনয়ৈঃ সহ বীৰ্য্যবান্ ।

প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন, হে ভগবান্ !
আমি শস্ত্র ত্যাগ করিয়াছি। এই আমার
পুত্র কুবলাশ্বকে প্রেরণ করিলাম। ইহারই
হস্তে ধুকু বিনষ্ট হইবে। লোমহর্ষণ কহিলেন,
—নরপতি বৃহদংশ এই বলিয়া স্বীয় তনয়কে
ধুকু-বধে আদেশপূর্বক ব্রতাবলম্বন করত
পূর্বতায়িমুখে প্রস্থান করিলেন। কুবলাশ্ব-
পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া স্বীয়
শতপুত্র সমভিযাহারে সেই উত্তকের সহিত
ধুকু-বধের জন্ত যাত্রা করিলেন। উত্তক ঋষির
অনুজ্ঞাধে এবং লোকসমূহের হিতৈষণায়
ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং তেজ দ্বারা কুবলাশ্ব
দেহে আবিষ্ট হইলেন। মহর্ষি উত্তকের
নিয়োগে লোক-হিত-কামনায় কুবলাশ্ব যখন
অসুর-বিনাশনার্থ যাত্রা করিলেন; তখন
আকাশে একটা মহাশব্দ আবির্ভূত হইল।
সেই শব্দের মর্শ্ব এই যে, এই স্রীমান
কুবলাশ্ব অদ্য অকৃতদেহে ধুকু অসুরকে
বিনাশ করিবেন। এই বলিয়া বিমানচারি-
গণ কুবলাশ্বের চারিদিকে দিব্য দিব্য গন্ধ
ও মাল্যাদি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।
তখন হিতপ্রদ দেবহুস্ত সকল নিনাদিত

সমুদ্রে খানমামাস বালুকাস্তরমব্যয়ম্ ॥ ৭৮
তস্ত পুত্রৈঃ খনন্তিশ্চ বালুকাস্তহিতস্তদা ।
ধুকুরাসাদিতো বিপ্রা দিশমাবৃত্য পশ্চিমাম্ ॥ ৭৯
মুখজেনায়িনা ক্রোধাল্লোকান্নদ্বর্জয়ন্নিব ।
বারি স্ত্রাস্রাব বেগেন মহোদধিরিবোদয়ে ॥ ৮০
সোমশ্চ মুনিশাদীলা বরোষ্মিকলিলো মহান্ ।
তস্ত পুত্রশতং দক্ষঃ ত্রিভিন্ননস্ত রক্ষসা ॥ ৮১
ততঃ স রাজা দ্যুতিমান্ রাক্ষসং তং মহাবলম্
আসসাদ মহাতেজা ধুকুং ধুকুবিনাশনঃ ॥ ৮২
তস্ত বারিময়ং বেগমাপীয় স নরাধিপঃ ।
যোগী যোগেন বহ্নিক শময়ামাস বারিণা ॥ ৮৩
নিহত্য তং মহাকায়ং ব্রলেনোদকরাক্ষসম্ ।
উত্তকঃ দর্শয়ামাস কৃতকর্ত্তা নরাধিপঃ ॥ ৮৪
উত্তকস্ত বরং প্রাদান্তস্মৈ রাজ্ঞে মহাস্বনে ।

হইতে লাগিল। বিজয়প্রবর বীৰ্য্যবান্
কুবলাশ্ব ধুকু-বধার্থ যাত্রা করিয়া সর্বাশ্রে
বালুকাপূর্ণ সমুদ্র-খননে প্রবৃত্ত হইলেন।
কুবলাশ্বের পুত্রগণ সমুদ্র খনন করিতে
করিতে সেই বালুকাস্তপের মধ্যগত ধুকু
অসুরকে প্রাপ্ত হইলেন। হে বিপ্রগণ !
সেই অসুর ক্রোধভরে তদীয় মুখজাত অগ্নি
দ্বারা সমস্ত পশ্চিম দিক্ আপুরিত করিয়া
লোক সকল উৎক্লিষ্ট করিতেছিল।
চন্দ্রোদয়ে মহোষ্মি-কল্লোলময় মহাসাগরের
বারি যেমন সবেগে প্রবাহিত হয়, সেই
অসুর তখন সেইরূপ বেগে জলাকারে
আপতিত হইল। অবিলম্বে সেই ধুকু
রাক্ষসের হস্তে কুবলাশ্বের শত পুত্রের মধ্যে
তিনটা ব্যতীত আর সমস্তই নিহত হইল। ৭১-
৮১। অনন্তর সেই প্রভাবশালী রাজা কুবলাশ্ব
মহাবল ধুকু অসুরের নিকটবর্তী হইলেন।
তিনি ধুকুর জলময় বেগ পান করিয়া তদীয়
মুখজাত অগ্নি যোগময় বারিদ্বারা প্রশমিত
করিয়া ফেলিলেন। পরে তাহাকে বলপূর্বক
নিহত করিয়া নরপতি কৃতকর্ত্তা হইলেন।
এবং সেই মহাসুরের বিপুল শব্দেহ
মহর্ষি উত্তককে দেখাইলেন। মহর্ষি উত্তকও

দর্শো তস্তাক্ষয়ং বিত্তং শত্রুভিষ্ঠাপরাজিতম্ ॥
 ধর্ম্মে রতিঞ্চ সততং স্বর্গে বাসং তথাক্ষয়ম্ ।
 পুত্রাণাং চাক্ষয়াজ্ঞোঁকান্ স্বর্গে যে রক্ষস ইতাঃ
 ত্রুস্ত পুত্রাঙ্কয়ঃ শিষ্টা দৃঢ়াশো জ্যেষ্ঠ উচ্যতে ।
 চন্দ্রাশকপিলাশো তু কনৌয়াংসৌ কুমারকৌ ॥৮৭
 ধৌকুমারেদৃঢ়াশস্ত হর্য্যশচান্নজঃ স্মৃতঃ ।
 হর্য্যশস্ত নিকুন্তোহভূৎ কল্লধর্ম্মরতঃ সদা ॥ ৮৮
 সংহতাশৌ নিকুন্তস্ত স্মৃতো রণবিশারদঃ ।
 অরুশাশকুশাশৌ তু সংহতাশস্মৃতো দ্বিজাঃ ॥৮৯
 তস্ত হৈমবতী কস্তা সতাং মতা দৃষতী ।
 বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু পুত্রচাশ্চাঃ প্রসেনজিৎ
 লেভে প্রসেনজিভ্যাং গোত্রীঃ নাম
 পতিব্রতাম্ ।
 অভিষক্তা তু সা ভদ্রা নদী বৈ বাহদাভবৎ ॥
 তস্ত পুত্রো মহানাসীদযুবনাশো নরাধিপঃ ।
 মাঙ্কাতা যুবনাশস্ত ত্রিলোকবিজয়ী স্মৃতঃ ॥৯২

তখন সেই মহাত্মা রাজাকে অনেকরূপ বর
 প্রদান করিলেন । ঋষির বরে রাজার
 অক্ষয় বিত্ত, শত্রু কর্তৃক অপরাজয়, সতত
 ধর্ম্মে রতি, অক্ষয় স্বর্গবাস এবং রাক্ষস
 কর্তৃক নিহত পুত্রগণের স্বর্গপ্রাপ্তি
 ঘটিল । কুবলাশের যে তিন পুত্র ছিল,
 তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দৃঢ়াশ এবং কনিষ্ঠ
 চন্দ্রাশ ও কপিলাশ । কুবলাশের জ্যেষ্ঠপুত্র
 দৃঢ়াশের হর্য্যশ নামে এক পুত্র হয় । হর্য্য-
 শের পুত্র ক্ষাত্রধর্ম্ম-রত নিকুন্ত । নিকুন্তের
 পুত্র রণদক্ষ সংহতাশ । সংহতাশের দুই
 পুত্র উৎপন্ন হয় । তাহাদের নাম অরু-
 শাশ ও কুশাশ । তাহাঁর একটি কস্তা
 ছিল ; সেই কস্তার নাম হৈমবতী । হৈমবতী
 ত্রিলোকমধ্যে দৃষতী নামেও বিখ্যাতা
 ছিলেন । হৈমবতীর প্রসেনজিৎ নামে এক
 পুত্র উৎপন্ন হয় । প্রসেনজিৎ গোত্রী নামে
 এক ভাৰ্য্যা লাভ করেন । গোত্রী স্বামি-
 কর্তৃক অভিষক্ত হইয়া বাহদা নামী নদী
 হইয়াছিলেন । রাজাধিরাজ যুবনাশ প্রসেন-
 জিৎের পুত্র ছিলেন । যুবনাশের মাঙ্কাতা

তস্ত চৈত্ররথী ভাৰ্য্যা শশবিন্দোঃ স্মৃতাভবৎ
 সাধ্বী বিন্দুমতী নাম রূপেণাসদৃশী ভূবি ॥ ৯৩
 পতিব্রতা চ জ্যেষ্ঠা চ ভাতৃণামমৃতস্ত বৈ ।
 তস্তামুৎপাদয়ামাস মাঙ্কাতা ধৌ স্মৃতো দ্বিজাঃ
 পুরুকুৎসঞ্চ ধর্ম্মজঃ মুচুকুন্দঞ্চ পার্শ্ববিন্দুম্ ।
 পুরুকুৎসস্ত তস্তাসৌ ভ্রসদস্ম্যুর্মহীপতিঃ ॥ ৯৫
 নর্ম্মদায়ামথোৎপন্নঃ সম্ভূতস্তস্ত চান্নজঃ ।
 সম্ভূতস্ত তু দায়াদস্বিধবা রিপুমর্দনঃ ॥ ৯৬
 রাজাস্বধ্বনস্তাসৌ দ্বিধ্বাংস্ত্রয্যাকরণঃ প্রভুঃ ।
 তস্ত সত্যব্রতো নাম কুমারোহভূন্নৃহাবলঃ ॥৯৭
 পরিগ্রহণমজ্ঞাণাং বিদ্বৎ চক্রে স্মৃৎস্মৃতিঃ
 যেন ভাৰ্য্যা কুতোদ্বাহা হতা চৈব পরস্ত হ ॥ ৯৮
 বাল্যাং কামাচ্চ মোহাচ্চ সাহসান্ধ্যাপলেন চ ।
 জহার কস্তাং কামার্ভঃ কস্তাচিৎ পুরবাসিনঃ ॥৯৯
 অধম্মশঙ্কুনা তেন তং স ত্রয্যাকরণোহত্যজৎ ।

নামে এক ত্রিলোকবিজয়ী পুত্র হয় । ৮২-৯৩ ।
 মাঙ্কাতা শশবিন্দু-স্মৃতা চৈত্ররথীর পাণিগ্রহণ
 করেন । চৈত্ররথীর অপর নাম বিন্দুমতী ।
 বিন্দুমতী সাধ্বী এবং অলোকসামান্য
 রূপ-লাবণ্যবতী ছিলেন । তাঁহার, দশ
 সহস্র ভাতা ছিল । তিনি তাহাদের
 জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন । হে দ্বিজগণ !
 মাঙ্কাতা বিন্দুমতীর গর্ভে দুই পুত্র
 উৎপাদন করেন । সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে
 একজনের নাম পুরুকুৎস এবং অপ-
 রের নাম মুচুকুন্দ । উক্ত দুই পুত্রই ধর্ম্মজ
 রাজা ছিলেন । পুরুকুৎসের পুত্র মহীপতি
 ভ্রসদস্ম্যু । ভ্রসদস্ম্যুর নর্ম্মদা নামী পত্নীর
 গর্ভে সম্ভূত নামে এক পুত্র হয় । সম্ভূতের
 পুত্র রিপুমর্দন ত্রিধ্বা । তাঁহার পুত্র বিদ্বা
 ও প্রভাব-সম্পন্ন ত্রয্যাকরণ । ত্রয্যাকরণির
 সত্যব্রত নামে এক পুত্র হয় । সত্যব্রত
 কৌমারকাল হইতেই মহাবলসম্পন্ন । তিনি
 ত্রুন্ধি বশতঃ স্বীয় বিবাহ-ব্যাপারে মন্ত্রপাঠে
 বিদ্ব উৎপাদন করেন, এবং তৎপূর্বে তৎ-
 কর্তৃক এক পরস্ট্রী অপহৃত হইয়াছিল ।
 পরে তিনি বাল্যচাপল্য, কাম, মোহ ও

‘অপধ্বংসেতি বহুশো বদন্ ক্রোধসমধিতঃ ॥
সোহব্রবীৎ পিতরং ত্যক্তঃ ক গচ্ছামীতি বৈ
মুহুঃ ।
পিতা চ তমধোবাচ স্বপাঠকৈঃ সহ বর্ভয় ॥ ১০১
নাহং পুত্রেণ পুত্রার্থী ত্র্যাদ্য কুলপাংসন ।
ইত্যুক্তঃ স নিরাক্রামন্নগরাদ্ভ্যচনাৎ পিতুঃ ॥
ন চ তং বারয়ামাস বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ।
স তু সত্যব্রতো বিপ্রাঃ স্বপাকাবসথাস্থিকে ॥
পিত্রা ত্যক্তোহবসদ্বীরঃ পিতাপ্যস্ত বনং যযৌ
ভতস্তশ্মিংস্ত বিষয়ে নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥ ১০৪
সমা দ্বাদশ ভো বিপ্রাঃ স্তেনাধর্ষণেণ বৈ তদা ।
দারাস্ত তস্ত বিষয়ে বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥
সংস্তস্ত সাগরাস্তে তু চকার বিপুলং তপঃ ।
তস্ত পত্নী গলে বদ্ধা মধ্যমং পুত্রমৌরসম্ ॥

সাহস বশতঃ জনৈক পুরবাসীর কন্তা অপ-
হরণ করেন। এই অপরাধে রাজা ত্র্যদ্য-
কৃণি অধর্ম্ম-শঙ্কায় সেই পুত্রকে পরিত্যাগ
করিয়াছিলেন। পরিত্যাগকালে ক্রোধের
সহিত বারবার ‘অপধ্বংস অপধ্বংস’ এইরূপ
বাক্য প্রয়োগ করেন। পুত্র ত্যক্ত হইয়া
তখন পিতাকে বলিল,—আমি কোথায়
যাইব? পিতা তাহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন,
—তুই চণ্ডালগণের সহিত বাস কর। রে
কুলপাংসন! আমি তোমার ছায় পুত্র দ্বারা
পুত্রবান হইতে চাই না। পিতা এই কথা
কহিলে, সত্যব্রত নগর হইতে নির্গত হই-
লেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষিও তাহাকে বারণ
করিলেন না। হে বিপ্রগণ! সত্যব্রত
পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চণ্ডালদিগের
আবাসপ্রাপ্তে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।
সত্যব্রতের পিতা ত্র্যদ্যকৃণও বনে গমন
করিলেন। হে বিপ্রগণ! অনন্তর অধ-
র্ম্মের প্রকোপে ঈশ্র দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত সেই
রাজ্যে বর্ষণ করিলেন না; মহাতপা বিশ্বা-
মিত্র সেই রাজ্যেরই কোন এক আশ্রমে
নিজের পত্নী ও পুত্রাদি রাখিয়া সাগরতীরে
গমনপূর্ব্বক বিপুল তপস্বা করিতেছিলেন।

শেষস্ত ভরণার্থায় ব্যক্ৰীণাদগোশতেন বৈ ।
তং চ বন্ধং গলে দৃষ্টা বিক্রয়ার্থং নৃপাঙ্কজঃ ॥
মহর্ষিপুত্রং ধর্ম্মাচ্চা মোক্ষয়ামাস ভো বিজাঃ ।
সত্যব্রতো মহাবাহুর্ভরণং তস্ত চাকরোৎ ॥ ১০৮
বিশ্বামিত্রস্ত তুষ্ট্যর্থমমুক্ক্ষপার্থমেব চ ।
সোহবদগালবো নাম গলে বন্ধান্নহাতপাঃ ॥
মহর্ষিঃ কৌশিকো ধীমান্স্তেন বীরেণ মোক্ষিতঃ
ইতি জীবাক্ষে মহাপুরাণে স্বর্ঘ্যবংশনিরূপণং
নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

সত্যব্রতস্ত ভক্ত্যা চ রূপয়া চ প্রতিজ্ঞয়া ।
বিশ্বামিকলত্রং তু বভার বিনয়ে স্থিতঃ ॥ ১
হত্বা যুগান্ বরাহাংশ্চ মহিষাংশ্চ বনেচরান্ ।

রাজ্যমধ্যে দারুণ অনাভাব উপস্থিত হওয়ায়
বিশ্বামিত্রের পত্নী তাঁহার মধ্যম পুত্রটীর
গলে রজ্জু বাঁধিয়া, অস্ত্রান্ত সন্তানদিগকে
বাঁচাইবার জন্ত তাহাকে গোশত-বিনিময়ে
বিক্রয় করিলেন। ধর্ম্মাচ্চা নৃপনন্দন সত্য-
ব্রত সেই মহর্ষিপুত্রের গলদেশ রজ্জু দ্বারা
আবদ্ধ দেখিয়া বিশ্বামিত্রের তুষ্টির জন্ত
তাহাকে মোচন করেন। গলদেশ বন্ধন-
গ্রস্ত হইয়াছিল বলিয়া সেই মহাতপা গালব
নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। বীর্ঘ্য-
শালী রাজপুত্র সত্যব্রত উক্ত কার্য
দ্বারা মহর্ষি কৌশককে মোচন করিয়া-
ছিলেন। ৯৩—১০৮ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭

অষ্টম অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন, মহাত্মা সত্যব্রত
দ্বীয় স্বাভাবিক রূপা, ভক্তি ও প্রতিজ্ঞা
বশে বিনীতভাবে বিশ্বামিত্রের পরিবারবর্গ

বিধিমিত্রাশ্রমভ্যাসে মাংসং বৃক্ষে বৃক্ষ চ ॥২
 উপাংগুত্রতমাস্তায় দীক্ষাং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ।
 পিতৃনিয়োগাদবসন্তস্মিন্ বনগতে নৃপে ॥ ৩
 অযোধ্যাং চৈব রাজ্যং চ তথৈবাস্তঃপুরং মুনিঃ
 যাজ্ঞোপাধ্যায়সংযোগাঙ্গসিষ্ঠঃ পর্য্যরক্ষত ॥ ৪
 সত্যব্রতস্ত বাল্যাক্ত ভাবিনোহর্থস্ত বৈ বলাৎ
 বসিষ্ঠেহভ্যধিকং মন্যুঃ ধারয়ামাস নিত্যশঃ ॥৫
 পিত্রা হি তং তদা রাষ্ট্রাত্যজ্যমানং প্রিয়ং
 সূতম্ ।

নিবারয়ামাস মুনির্বহনা কারণেন ন ॥ ৬
 পাণিগ্রহণমজ্ঞাণাং নিষ্ঠা স্তাৎ সপ্তমে পদে ।
 ন চ সত্যব্রতস্তস্মাদ্ভবান্ সপ্তমে পদে ॥ ৭
 জানন ধর্ম্মংবসিষ্ঠস্ত ন মাং ত্রাতীতি ভো দ্বিজাঃ
 সত্যব্রতস্তদা রোষং বসিষ্ঠে মনসাকরোৎ ॥ ৮

প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি বনেচর যুগ, বরাহ ও মহিষ প্রভৃতি নিহত করিয়া বিধিমিত্রের আশ্রমসমীপস্থ এক মহীকূহে বসন করিয়া রাখিয়া দিতেন। পিতার নিয়োগক্রমে তিনি বনে আসিয়া দীক্ষাগ্রহণান্তে উপাংগুত্রত অবলম্বন করেন। দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত সেই নিয়মে তাঁহাকে অবস্থান করিতে হয়। সত্যব্রতের পিতা বনগমন করিলে, পৌরোহিত্য ও অধ্যাপকতা সম্পর্কে মুনিবর বশিষ্ঠই অযোধ্যাপুরী, রাজকীয় অন্তঃপুর ও সমস্ত রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। সত্যব্রত বাল্যকাল হইতেই ভবিষ্যতা-বশে বশিষ্ঠের প্রতি অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্রোধ হইবার প্রবল কারণ এই যে, তাঁহার পিতা যখন তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করেন, তাহাতে বশিষ্ঠ তখন কোন বাধা প্রদান করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ সপ্তপদ গমন হইলেই বিবাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। সত্যব্রত তাহা করেন নাই; কিন্তু বশিষ্ঠ ঋক্ষ হইয়াও তাঁহাকে সেই অধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করেন নাই। এই দুই কারণেই বশিষ্ঠের প্রতি সত্যব্রত মনে

গুণবুদ্ধ্যা তু ভগবান্ বসিষ্ঠঃ কৃতবীঃস্বধা ।
 ন চ সত্যব্রতস্তস্ত তমুপাংগুমমুখ্যত ॥ ২
 তস্মিন্নপারিতোষশ্চ পিতুরাসীন্মহাত্মনঃ ।
 তেন দ্বাদশ বর্ষাণি নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥ ১০
 তেন দ্বিদানীং বিহিতাং দীক্ষাং তাং দুর্ব্বহাঃ
 ভুবি ।
 কুলস্ত নিকৃতিবিপ্রাঃ কৃতা সা বৈ ভবেদিত ॥১১
 ন তং বসিষ্ঠো ভগবান্ পিত্রা ত্যক্তঃ স্তবারয়ৎ
 অভিষেক্যাম্যহং পুত্রমশ্বেতোব্যংমতিশুনিঃ ॥
 স তু দ্বাদশ বর্ষাণি তাং দাক্ষ্যামবহনৌ ।
 অবিক্রমানে মাংসে তু বসিষ্ঠস্ত মহাত্মনঃ ॥ ১৩
 সর্ব্বকামভৃগাঃ দোগ্ধ্রীং স দদর্শ নৃপাত্মজঃ ।
 তাং বৈ ক্রোধাক্ত মোহাক্ত শ্রমাক্তৈব ক্ষুধাধিতঃ
 দেশধর্ম্মগতো রাজা জঘান মুনিসত্তমাঃ ।

মানে জাত-ক্রোধ হইয়াছিলেন। এদিকে ভগবান্ বশিষ্ঠ কিন্তু মঙ্গলবুদ্ধিতেই তৎসমস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু সত্যব্রত সে রহস্ত বুঝিতে পারেন নাই, না বুঝিয়াই বশিষ্ঠের প্রতি তাঁহার কোপ হয়। ১—২। এদিকে সত্যব্রতের প্রতি তৎপিতা মহাত্মা জ্যোত্স্নাক্রণির দাক্ষণ ক্রোধ জন্মে। এই সকল কারণে পাকশাসন রাজ্যমধ্যে দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ বর্ষণ করেন না। এই দৈব কোপ প্রশমিত করিয়া নিজ কুলের নিকৃতি করিবার জন্তই সত্যব্রত কঠোর দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত দীক্ষিতভাবে অবস্থান করিতেছেন; একদা তাঁহার মাংস-ভাব হইল। তিনি তখন বশিষ্ঠমুনির একটা সর্ব্বকামপ্রদা দুগ্ধবতী গাভী দেখিতে পাইলেন। তদর্শনে ভাবিলেন, বশিষ্ঠ আমার অনিষ্ট করিয়াছেন, আমার বন-নির্বাসন-ব্যাপারে তিনি কোন আপত্তি করেন নাই অথবা আমাকে যে আর কখন আমার পৈতৃকরাজ্যে অভিষেক করিবেন, সে বিষয়েও কোন মত প্রকাশ করিতেছেন না। হে মুনিবরগণ! সেই রাজপুত্র সত্যব্রত এই সকল ভাবিয়া ক্ষুব্ধভাবে ক্রোধে,

তন্মাংসং স স্বয়ং চৈব বিশ্বামিত্রস্ত চান্ধজান্ ॥১৫
ভোজয়ামাস তক্ষুহা বসিষ্ঠোহপ্যস্ত চূড়ুধে ॥১৬
বসিষ্ঠ উবাচ ।

পাতয়েমহং ত্বয় তব শঙ্কুমসংশয়ম্ ।
যদি তে দ্বাবিমৌ শঙ্কু ন স্মাতাং বৈ কৃতৌ পুনঃ
পিতৃশ্চাপরিতোষণে গুরুদোষদ্বীবধেন চ ।
অপ্রোক্ষিতোপযোগাচ্চ ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রমঃ
এবং ত্রীণ্যস্ত শঙ্কুনি তানি দৃষ্ট্বা মহাতপাঃ ।
ত্রিশঙ্কুরিত্যহোবাচ ত্রিশঙ্কুস্তেন স স্মৃতঃ ॥১৯
বিশ্বামিত্রস্ত দারাগামনেন ভরণং কৃতম্ ।
তেন তস্মৈ বরং প্রাদান্যুনিঃ প্রীতস্ত্রিশঙ্কবে ।
ছন্দ্যমানো বরেণাথ বরং বত্রে নৃপাশ্বজঃ ।
সশরীরো ব্রজে স্বর্গমিত্যেবং যাচিতো বরঃ ॥
অনারুষ্টিভয়ে তস্মিন্ গতে দ্বাদশবার্ষিকে ।
পিত্রো রাজোহভিষিচ্যাথ যাজয়ামাস পার্থিবম্

মোহে, ও শ্রমে অভিভূত হইয়া বশিষ্ঠ
মুনির সেই দুগ্ধবতী গাভীকে হত্যা করি-
লেন। পরে নিজে তাহার মাংস খাইলেন
এবং বিশ্বামিত্রের পুত্রগণকেও সেই মাংস
খাওয়াইলেন। মুনিবর বশিষ্ঠ এই গোহত্যা
ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ
হইলেন। তিনি বলিলেন,—রে ত্বয়! আমার
শাপে অবশ্যই তুই অধঃপতিত হইবি।
পিতার অপরিতোষ আর এই গুরুর গো-
হত্যা, তোর যে কেবল এই দ্বিবিধ শঙ্কু
হইয়াছে, তাহা নয়, অপ্রোক্ষিতের উপযোগ
হেতু তোর এক্ষণে এই ত্রিবিধ শঙ্কু উপ-
স্থিত। মহাতপা বশিষ্ঠ এইরূপে তাহার
ত্রিবিধ শঙ্কু দেখিয়া তাহাকে ত্রিশঙ্কুর নামে
অভিহিত করিলেন। সেই হইতে সত্যব্রত
ত্রিশঙ্কু আখ্যায় বিখ্যাত হইলেন। তিনি
বিশ্বামিত্রের পরিবারবর্গ পালন করিয়া-
ছিলেন। তখন বিশ্বামিত্র আগমনপূর্বক
প্রীত হইয়া ত্রিশঙ্কুকে বর প্রদান করেন।
ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গগমন প্রার্থনা করিয়া-
ছিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে সেই বরই
দান করিলেন। অনন্তর দ্বাদশবর্ষব্যাপী

মিষতাং দেবতানাং চ বসিষ্ঠস্ত চ কৌশিকঃ ।
দিবমারোপয়ামাস সশরীরঃ মহাতপাঃ ॥২৩
তস্ত সত্যরথা নাম পত্নী কৈকেয়বংশজা ।
কুমারং জনয়ামাস হরিশ্চন্দ্রমকশ্যবম্ ॥২৪
স বৈ রাজা হরিশ্চন্দ্রস্ত্রৈশঙ্কব ইতি স্মৃতঃ ।
আহর্তা রাজস্বয়স্ত সন্মাদিতি হ বিজ্ঞতঃ ॥২৫
হরিশ্চন্দ্রস্ত পুত্রোহভূদ্রোহিহিতো নাম পার্থিবঃ ।
হরিতো রোহিতস্তাথ চক্ষুর্হারিত উচ্যতে ॥২৬
বিজয়শ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাশ্চক্ষুপুত্রো বভূব হ ।
জেতা স সর্বপৃথিবীং বিজয়স্তেন স স্মৃতঃ ॥৩৭
কুরুকন্তনয়স্তস্ত রাজা ধর্ম্মার্থকৌবিদঃ ।
কুরুকস্ত বৃকঃ পুত্রোবৃকাদাহস্ত জজিবাণ ॥২৮
হৈহয়স্তালজজ্ঞাশ্চ নিরস্তান্তি স্ম তং নৃপম্ ।
তৎপত্নী গর্ভমাদায় ঔরশ্চাত্মমমাবিশৎ ॥২৯

অনারুষ্টিভয় অপগত হইলে বিশ্বামিত্র মুনি
ত্রিশঙ্কুকে পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া
স্বয়ং তাঁহার পৌরোহিত্য গ্রহণ করেন।
পরে দেবগণ ও মহর্ষি বশিষ্ঠকে অবজ্ঞা
করিয়া ত্রিশঙ্কু রাজাকে মহাতপা বিশ্বামিত্র
সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন। কৈকয়-
রাজ-নন্দিনী সত্যরথা নামী পত্নীর গর্ভে
ত্রিশঙ্কুর হরিশ্চন্দ্র নামে এক নিম্পাপ পুত্র
জন্মিয়াছিল। সেই হরিশ্চন্দ্রই পরে রাজ-
পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি
রাজস্বয় যজ্ঞের অহুষ্ঠান করিয়া সুপ্রসিদ্ধ
সন্মাদ উপাধি লাভ করেন। ১০—২৫।
হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামে এক পুত্র হয়।
রোহিতের হরিত, চক্ষু ও হারীত নামে তিন
পুত্র জন্মে। তাহাদের মধ্যে চক্ষুর এক পুত্র
হয়। সেই পুত্রের নাম বিজয়। ইনি
সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন বলিয়া
বিজয় নাম প্রাপ্ত হন। বিজয়ের পুত্র
কুরুক। কুরুক নিখিল রাজধর্মে বিচক্ষণ
ছিলেন। কুরুকের পুত্র বৃক। বৃকের পুত্র
বাহু। হৈহয় ও তালজজ্ঞ রাজগণ দুহে
বাহুকে বিনাশ করেন। বাহুর গর্ভবতী
পত্নী পলায়নপূর্বক, ঔরশ্চাত্মম নামে গিয়া

নাভ্যেৰ্ধঃ ধাৰ্মিকৈশ্চৈব স হ ধৰ্ম্মযুগেহভবৎ ।
 সগরস্ত স্তুতো বাহোৰ্যজ্ঞে সহ গরোণ বৈ ॥ ৩০
 ঔৰ্ব্বস্তাভ্রমমাসান্ত ভার্গবোণাভিরকিতঃ ।
 আয়েয়মস্তঃ লক্সা চ ভার্গবাং সগরো নৃপঃ ॥ ৩১
 জিগায় পৃথিবীং হস্তা তালজজ্ঞান স হৈহয়ান্ ।
 শকানাং পহ্লবানাং চ ধৰ্ম্মং নিরসদচ্যুতঃ ।
 কজ্জিয়াণাং মুনিশ্ৰেষ্ঠাঃ পায়দনাং চ ধৰ্ম্মবিৎ ॥ ৩২
 মুনয় উচুঃ ।

কথং স সগরো জাতো গরোণৈব সহ্যচ্যুতঃ ।
 কিমর্থঃ চ শকাদীনাং কজ্জিয়াণাং মহোজসাম্ ॥
 ধৰ্ম্মানুকুলোচিতান্ রাজা ক্রুদ্ধো নিরসদচ্যুতঃ ।
 এতন্নঃ সৰ্ব্বমাতঙ্ক বিস্তরেণ মহামতে ॥ ৩৪
 লোমহৰ্ষণ উবাচ ।

বাহোৰ্যাসনিনঃ পূৰ্ণং হৃতং রাজ্যমভূৎ কিল ।
 হৈহয়েস্তালজজ্ঞৈশ্চ শকৈঃ সার্কৈঃ দ্বিজোত্তমাঃ

আশ্চর্য্যকরেন । বাহরাজ সেই ধৰ্ম্মযুগে
 তদীয় পূৰ্ণপুরুষগণের স্তায় অত্যধিক ধৰ্ম্ম-
 পায়রণ ছিলেন না । গরের সহিত সগর
 নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হয় । এই
 পুত্র ঔৰ্ব্ব মুনির আশ্রমে জন্ম গ্রহণ করে ।
 বহুবিধ ভার্গব ঔৰ্ব্ব তাঁহাকে রক্ষা করেন ।
 সগর ভার্গবের নিকট হইতে আগ্নেয়াস্ত্র লাভ
 করিয়া তৎপ্রভাবে হৈহয়গণ সহ সমস্ত
 তালজজ্ঞদিগকে নিহত করেন । হে মুনি-
 শ্ৰেষ্ঠগণ ! এইরূপে সমস্ত পৃথিবী সগরের
 বশীভূত হয় । তিনি শক, পহ্লব ও পারদ
 কজ্জিয়দিগকে ধৰ্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া
 দেন । ২৬—৩২ । মুনিগণ কহিলেন,—কিৰূপে
 সগর রাজা বনমধ্যে গর সহ উৎপন্ন
 হইলেন ? এবং কি জন্তই বা তিনি ক্রুদ্ধ
 হইয়া মহাপ্রভাব-সম্পন্ন শক প্রভৃতি
 কজ্জিয়রাজগণের স্ব স্ব কুলোচিত ধৰ্ম্ম
 দূরীকৃত করিলেন ? হে মহামতে ! এই
 সকল আমাদিগের নিকট বিস্তৃতরূপে
 ব্যক্ত করুন । লোমহৰ্ষণ কহিলেন,—
 বাহরাজ অত্যন্ত ব্যসনাসক্ত হইয়া
 পড়িলে, তদীয় সমস্ত রাষ্ট্র বিপক্ষগণ-

যবনাঃ পারদাশ্চৈব কাছোজাঃ পহ্লবাস্তথা ।
 এতে হৃপি গণাঃ পঞ্চ হৈহয়ার্থে পরাক্রমন্ ॥ ৩৬
 হৃতরাজ্যস্তদা রাজা স বৈ বাহুবনং যযৌ ।
 পত্ন্যা চানুগতো দুঃখী তত্র প্রাণানবাস্তজৎ ॥
 পত্নী তু যাদবী তস্ত সগৰ্ভা পৃষ্ঠতোহবগাৎ ।
 সপত্ন্যা চ গরস্তশ্চৈ দন্তঃ পূৰ্ণঃ কিলানঘাঃ ॥ ৩৮
 সা তু ভৰ্জুশ্চিতাঃ কৃতা বনে তামভ্যরোহত ।
 ঔৰ্ব্বস্তাঃ ভার্গবো বিপ্রাঃ কাক্ৰণ্যাং সমবারয়ৎ
 তস্তাশ্রমে চ গৰ্ভঃ স গরোণৈব সহ্যচ্যুতঃ ।
 ব্যজায়ত মহাবাহুঃ সগরো নাম পার্থিবঃ ॥ ৪০
 ঔৰ্ব্বস্ত জাতকৰ্ম্মাদীংস্তস্ত কৃতা মহাশ্বনঃ ।
 অধ্যাপ্য বেদশাস্ত্রাণি ততোহস্তঃ প্রত্যাগাদয়ৎ
 আয়েয়ং তু মহাভাগা অমরৈরপি দুঃসহম্ ।
 স তেনাস্তবলেনাজৌ বলেন চ সমবিতঃ ॥ ৪২
 হৈহয়ান্ বিজঘানাশু ক্রুদ্ধো রুদ্রঃ পশুনিব ।

কৰ্ত্তক অপহৃত হয় । হৈহয় ও তালজজ্ঞগণ
 এই রাজ্যহরণ ব্যাপারে প্রধানতঃ লিপ্ত
 হইয়াছিল । শক, যবন, পারদ, কাছোজ,
 ও পহ্লবগণ এই কার্য্যে হৈহয়গণের সহায়তা
 করিয়াছিল । বাহরাজের রাজ্য অপহৃত
 হইলে তিনি পত্নীর সহিত দুঃখিতভাবে বন-
 গমন করেন এবং সেইখানেই তাঁহার
 প্রাণবিশোগ হয় । তৎপত্নী যাদবী গৰ্ভবতী
 ছিলেন । তিনি সেই অস্থাতেই পতির
 অনুগমন করেন । তাঁহার সপত্নী পূৰ্ণে
 তাঁহাকে গর অর্থাৎ বিষ প্রদান করিয়াছিল ।
 তিনি পতির চিতাসজ্জা করিয়া নিজেও
 তাহাতে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন ।
 কিন্তু ভার্গব ঔৰ্ব্ব কাক্ৰণ্যবশতঃ তাঁহাকে সে
 কার্য্য হইতে বিরত করেন । পরে তিনি সেই
 ঔৰ্ব্বাশ্রমেই গরসহ এক পুত্র প্রসব করেন ।
 এই পুত্র শেষে সগর নামে বিখ্যাত রাজা
 হন । ঔৰ্ব্ব সেই মহাত্মার জাত-কৰ্ম্মাদি সম্পা-
 দন করিয়া তাঁহাকে যথারীতি বেদাদি শাস্ত্র
 অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন । অনন্তর সগরকে
 তিনি আগ্নেয়াদি অস্ত্রে শিক্ষিত করেন ।
 ৩৩—৪১ । হে মহাভাগগণ ! এই আগ্নেয়া-

আজহার চ লোকেষু কীর্তিঃ কীর্তিমতাং বরঃ ।
 ততঃ শকাংশ্চ যবনান্ কাছোজান্ পারদাংস্তথা
 পহুবান্শ্চৈব নিঃশেযান্ কর্তুং ব্যবসিতো নৃপঃ
 তে বধ্যমানা বীরেণ সগরেণ মহাত্মনা ।
 বসিষ্ঠঃ শরণং গহা প্রণিপেতুর্মনীষিণম্ ॥ ৪৫
 বসিষ্ঠস্তথ তান দৃষ্ট্বা সময়েন মহাত্ম্যতিঃ ।
 সগরঃ পারদামাস তেষাং দম্বাতয়ং তদা ॥ ৪৬
 সগরঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাং তু গুরোর্বাক্যং নিশম্য চ
 ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশানস্তাংশ্চকার হ ॥
 অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জয়ৎ ।
 যবনানাং শিরঃ সর্বং কাছোজানাং তথৈব চ ॥
 পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহুবাঃ শাশ্বধারিণঃ ।
 নিঃশাধ্যাববষ্টকারাঃ কৃতান্তেন মহাত্মনা ॥ ৪৭
 শকা যবনকাছোজাঃ পারদাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।

স্তের প্রতাপ অমরগণেরও দুঃসহ । বলবান
 সগর জুড়ক হইয়া সেই প্রধান অস্ত্রের
 প্রভাবে সংগ্রামে হৈহয়গণকে সংহার করেন ।
 তাঁহার সেই সংহারকাণ্ড জুড়ক রুদ্ররূত
 পশুগণের সংহারের জায় হইয়াছিল । সেই
 কীর্তিশালীদিগের অগ্রণী সগর ত্রিলোক-
 মধ্যে অতুল কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন ।
 হৈহয়গণের নিধন সাধনের পর তিনি শক,
 যবন, কাছোজ, পারদ ও পহুবদিগকে
 নির্মূল করিতে উদ্যত হইলেন । মহাত্মা
 সগর কর্তৃক তাহারা হস্তমান হইয়া মনীবী
 বসিষ্ঠের শরণ লইল এবং তাঁহাকে প্রণিপাত
 করিল । মহাত্ম্যতি বসিষ্ঠ তাহাদিগকে
 শরণাগত দেখিয়া অভয় দানপূর্বক সগরকে
 তাহাদিগের নিধন ব্যাপার হইতে নিবারিত
 করিলেন । সগর গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া
 তাহাদিগের ধর্ম্মনাশ ও বেশবিন্যাস-ব্যত্যয়
 করিয়া দিলেন । তিনি শকদিগের মস্তকার্দ্ধ
 এবং কাছোজ ও যবনদিগের সমস্ত মস্তক
 মুণ্ডন করিয়া বিতাড়িত করিলেন । তাঁহার
 প্রভাবে পারদগণ মুক্তকেশ ও পহুবগণ
 শাশ্বধারী হইল । শক, যবন, কাছোজ
 • ৩ পারদগণের শাধ্যায় ও ববষ্টকার প্রভৃতি

কোণিসর্পা মাহিষকা দক্ষাশোলাঃ সকেরলাঃ ।
 সর্ষে তে ক্ষত্রিয়া বিপ্রা ধর্ম্মভেদাঃ নিরাঙ্কতঃ
 বসিষ্ঠবচনাড্রাজ্জা সগরেণ মহাত্মনা ॥ ৪৮
 স ধর্ম্মবিজয়ী রাজা বিজিত্যেমাং বহুতরাম্ ।
 অশ্বং প্রচারয়ামাস বাজিমেধায় দৌকিতঃ ॥ ৪৯
 তস্ত চারয়তঃ সোহশ্বঃ সমুদ্রে পূর্বদক্ষিণে ।
 বেলাসমীপেহপহন্তো ভূমিং চৈব প্রবেশিতঃ ॥
 স তং দেশং তদা পুত্রৈঃ খানয়ামাস পার্শ্ববঃ ।
 আসেহুস্তে তদা তত্র খন্ত্যমানে মহাগর্বে ॥ ৫০
 তমাদিপুরুষং দেবঃ হরিং কৃকং প্রজাপতিম্ ।
 বিষ্ণুং কপিলরূপেণ স্বপন্তং পুরুষং তদা ॥ ৫১
 তস্ত চক্ষুঃসমুথেন তেজসা প্রতিবুধ্যতঃ ।
 দম্বাঃ সর্ষে মুনিশ্রেষ্ঠাশ্চত্বারস্ববশেষিতাঃ ॥ ৫২
 বর্হিকৈতুঃ স্নুকেতুশ্চ তথা ধর্ম্মরথো নৃপঃ ।
 শূরঃ পঞ্চনদশ্চৈব তস্ত বংশকর্য্য নৃপাঃ ॥ ৫৩

কিছুই রহিল না । সগর সে সকল রহিত
 করিয়া দিলেন । এতদ্ভিন্ন বসিষ্ঠের আদেশ
 অনুসারে কোণসর্প, মাহিষক, দক্ষ, শোলা ও
 কেরল প্রভৃতি আরও কতিপয় ক্ষত্রিয়বংশ
 তৎকালে অস্ত্রধারী মহাত্মা সাগর কর্তৃক
 স্বধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল । সেই
 ধর্ম্মবিজয়ী রাজা সগর এইরূপে সমস্ত
 পৃথিবী জয় করিয়া অবশেষে দৌকিত হই-
 লেন, তৎক্ষণাৎ যজ্ঞীয় অশ্ব নির্মূল হইল ।
 অশ্ব ষাইতে ষাইতে পূর্বদক্ষিণ দিকে সমুদ্র-
 বেলার সমীপে উপস্থিত হইলে, সেখানে
 হইতে সে অপহৃত ও ভূগর্ভে প্রবেশিত
 হইল । তখন সগরের পুত্রগণ পিতার
 আদেশে সেই দেশ খনন করিলেন । মহা-
 সাগর খনিত হইলে তাঁহার সেখানে আর্দ্র-
 দেব কৃক বিষ্ণু প্রজাপতি কপিলরূপী স্বয়ং
 ধ্যাননিষ্ঠ পুরুষ হরিকে প্রাপ্ত হইলেন । সেই
 পরম পুরুষের ধ্যান ভঙ্গ হইল । তিনি নেত্র-
 তেজে সগরসন্তানদিগকে দম্ব করিয়া কেদ-
 লেন । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! সগরের সন্তানগণের
 মধ্যে চারিজন মাত্র দম্বাবশিষ্ট ছিলেন ।
 ৪২—৫৬ । সেই চারিজনকে নাম,—বর্হি-

প্রাদাক্ষ তন্মৈ ভগবান্ হরিনারায়ণো বরম্ ।
 অক্ষয়ং বংশমিচ্ছাকোঃ কীর্ত্তিং চাপ্যনিবর্ত্তিনীম্
 পুত্রং সমুদ্রং চ বিভূঃ স্বর্গে বাসং তথাক্ষয়ম্ ।
 সমুদ্রচাৰ্য্যমাদায় ববন্দে তং মহীপতিম্ ॥ ৫৯
 সাগরস্বং চ লেভে স কৰ্ম্মণা তেন তস্মৈ হ ।
 ত্বৎকামমৈধিকং সোহস্বং সমুদ্রোহপলকবান্ ॥ ৬০
 আজহারাম্মেধানাং শতং স স্মমহাতপাঃ ।
 পুত্রাণাং চ সহস্রাণি যষ্টিস্তুশ্চেতি নঃ শ্রুতম্ ॥

মুনয়ঃ উচুঃ ।

সগরাস্ত্রাজা বীরাঃ কথং জাতা মহাবলাঃ ।
 বিক্রান্তাঃ যষ্টিসাহস্রা বিধিনা কেন সন্তম ॥ ৬২
 লোমহর্ষণ উবাচ ।

হে ভার্য্যে সগরাস্ত্রাজাঃ তপসা দম্বকিৰ্ম্মষে ।
 জ্যেষ্ঠা বিদৰ্ভহুহিতা কেশিনী নাম নামতঃ ॥

কেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরথ ও পঞ্চজন। এই
 চারি পুত্র হইতে সগরবংশ বিস্তৃত হইয়া-
 ছিল। ভগবান্ নারায়ণ সগরকে বর দিয়া
 বলিয়াছিলেন, ইচ্ছাকুবংশ অক্ষয় হইবে।
 তাঁহার কীর্ত্তি কখন বিলুপ্ত হইবে না।
 তুমি সমুদ্রকে পুত্ররূপে লাভ করিবে এবং
 অস্ত্রে তোমার অক্ষয় স্বর্গবাস হইবে।
 নারায়ণের বর প্রদানের পর সমুদ্র অর্ঘ্য
 লইয়া সেই মহীপতি সগরকে বন্দনা করেন।
 এই কৰ্ম্মহেতু তিনি সাগরস্ব প্রাপ্ত হইলেন।
 সগর সেই আশ্বমেধিক অশ্ব সমুদ্রের নিকট
 হইতেই লাভ করেন। পরে সেই মহাযশা
 এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া-
 ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, সগররাজের
 যষ্টিসহস্র পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ৫৭—৬১।
 মুনীগণ কহিলেন,—হে স্মতনন্দন! আপনি
 বলুন, সগররাজের পুত্রগণ এরূপ বীরাশালী,
 বলবান্ ও বিক্রান্ত হইয়াছিলেন কিরূপে?
 এবং সগররাজই বা কোন্ বিধিবলে যষ্টি
 সহস্র পুত্র লাভ করেন? লোমহর্ষণ কহি-
 লেন,—সগররাজের দুই ভার্য্যা। উভয়েই
 তপঃপুত্র। ভগ্নাধ্যো জ্যেষ্ঠা বিদৰ্ভরাজের

কনীয়সী ঔ মহতী পত্নী পরমধর্ম্মিণী ।
 অরিষ্টেনেমিহুহিতা রূপেণাপ্রতিমা ভূবি ॥ ৬৪
 ঔর্য্যস্তাত্যাং বরং প্রাদান্তদবুধ্যধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ
 যষ্টিং পুত্রসহস্রাণি গৃহ্নাত্ত্বেকা নিতম্বিনী ॥ ৬৫
 একং বংশধরং হ্রেকা যথেষ্টং বরয়তিতি ।
 তত্রৈকা জগৃহে পুত্রান্ যষ্টিসাহস্রসম্মিতান্ ॥ ৬৬
 একং বংশধরং হ্রেকা তথেষ্টাহ ততো মুনিঃ
 রাজা পঞ্চজনো নাম বভূব স মহাত্ম্যতিঃ ॥ ৬৭
 ইতরা স্মৃষুবে তুহীং বীজপূর্ণামিতি শ্রুতিঃ ।
 তত্র যষ্টিসহস্রাণি গর্ভাস্তে তিলসাম্বিতাঃ ॥ ৬৮
 সন্দভূবুর্যথাকালং ববৃধুশ্চ যথা স্মৃথম্ ।
 স্বতপূর্ণেষু কুন্তেষু তান্ গর্ভান্নিদধে ততঃ ॥ ৬৯
 ধাত্রীশৈচৈকশঃ প্রাদান্তাবতীঃ পোষণে নৃপঃ ॥

দুহিতা। তাঁহার নাম কৌশিকী। কনিষ্ঠা
 ভার্য্যা অরিষ্টেনেমির কন্যা। তিনি পরম
 ধর্ম্মচারিণী ছিলেন। রূপে গুণে তাঁহার
 স্ত্রায় রমণী ভূতলে প্রায় ছিল না। হে দ্বিজ-
 গণ! মহর্ষি ঔর্য্য সগরের সেই দুই পত্নীকে
 বরদানে উত্তম হইয়া বলেন, তোমাদের
 উভয়ের মধ্যে একজনে যষ্টিসহস্র পুত্র
 এবং অপর জন একটা মাত্র বংশধর পুত্র
 লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে তোমাদের
 যাহার যেরূপ অভিলাষ, প্রার্থনা কর। তখন
 মুনির আদেশ অনুসারে একজনে যষ্টিসহস্র
 পুত্র ও অস্ত্র জনে একটা মাত্র পুত্র প্রাপ্তির
 প্রার্থনা জানাইলেন। ঔর্য্য ঋষি বলিলেন—
 ‘তথাস্ত’। অনন্তর কেশিনী সগর হইতে
 পঞ্চজন নামে এক পুত্র প্রসব করেন।
 সগরের অপর পত্নী এক তুহী প্রসব
 করেন। শুনিয়াছি, সেই তুহী বীজে
 পরিপূর্ণ ছিল। তাহাতে তিলের আকারে
 যষ্টি সহস্র গর্ভ অবস্থিত ছিল। ঐ
 সকল গর্ভ যথাকালে উৎপন্ন এবং বর্দ্ধিত
 হয়। স্বত-পরিপূর্ণ কুন্তসমূহে ঐ গর্ভ সকল
 রক্ষিত হইয়াছিল। অনন্তর যথাকালে
 যথাক্রমে এক একটা কুমার আবির্ভূত হইতে

‘ততো দশসু মাসেষু সমুত্ত্বুর্ধ্বধাক্রমম্ ॥ ৭০
কুমারান্তে যথাকালং সগরপ্ৰীতিবৰ্দ্ধনাঃ ।
যষ্টিপুত্রসহস্রাণি তন্ত্ৰৈবমভবন্ দ্বিজাঃ ॥ ৭১
গর্ভাদলাবুমধ্যাঘৈ জাতানি পৃথিবীপতেঃ ।
তেষাং নারায়ণং তেজঃ প্রবিষ্টানাং মহাশ্বনাম
একঃ পঞ্চজনো নাম পুত্রো রাজা বভূব হ ।
শূরঃ পঞ্চজনস্তাসীদংশুমান্নাম বীৰ্য্যবান ॥ ৭৩
দিলীপস্তস্ত তনয়ঃ খট্ৱাঙ্গ ইতি বিশ্বতঃ ।
যেন স্বর্গাদিহাগত্য মুহূর্তং প্রাপ্য জীবিতম্ ॥
ত্রয়োহতিসঙ্কিতা লোকা বুদ্ধা সত্যেন চানঘাঃ
দিলীপস্ত তু দায়াদো মহারাজো ভগীরথঃ ॥ ৭৫
যঃ স গঙ্গাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠামবাতারয়ত প্রভুঃ ।
সমুদ্গমানয়চ্চৈনাং হৃহিতুত্বেহপ্যকল্পয়ৎ ॥ ৭৬
তস্মাস্তাগীরথী গঙ্গা কথ্যতে বংশচিহ্নকৈঃ ।
ভগীরথস্মতো রাজা ঋত ইত্যভিবিশ্বতঃ ॥ ৭৭

লাগিল। তাহাদের প্রত্যেকের রক্ষণা-
বেক্ষণের জন্য এক একটা ধাত্রী নিযুক্ত
হইল। সেই সকল পুত্র দর্শনে সগরের
আর আনন্দের অবধি রহিল না। হে
দ্বিজগণ! অলাবুমধ্যস্থ গর্ভ হইতে এই-
রূপে সগররাজের যষ্টি সহস্র পুত্র উৎপন্ন
হইয়াছিল। কপিলরূপী নারায়ণের তেজে
সেই সকল মহাত্মা সগর-সন্তান বিলীন
হইলে, কেশিনীর একমাত্র পুত্র পঞ্চজনই
রাজা হইয়াছিলেন। পঞ্চজনের পুত্র বীৰ্য্য-
বান্ অংশুমান্। তৎপুত্র দিলীপ। ইনি
খট্ৱাঙ্গ নামে বিশ্বত ছিলেন। এই খট্ৱাঙ্গই
স্বর্গ হইতে ভূতলে আগমনপূর্বক মুহূর্তমাত্র
জীবন পাঠিয়া সত্যবলে লোকত্রয় অভি-
সঙ্কিত করিয়াছিলেন। দিলীপ হইতে মহা-
রাজ ভগীরথ জন্মগ্রহণ করেন। এই ভগী-
রথই সরিষরা গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে ভূপৃষ্ঠে
অবতারিত করেন এবং সমুদ্রের সহিত
সম্মিলিত করিয়া তাঁহাকে হৃহিতুত্বে কল্পনা
করিয়া লয়েন। এই কারণে গঙ্গা ভাগীরথী
নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ভগীরথের
পুত্র ঋত। ইনি একজন বিখ্যাত রাজা

নাভাগস্ত ঋতস্তাসীৎ পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ।
অদ্বরীষস্ত নাভাগিঃ সিদ্ধুদীপপিতাভবৎ ॥ ৭৮
অযুতাজিত দার্যাদঃ সিদ্ধুদীপস্ত বীৰ্য্যবান্ ।
অযুতাজিৎসুতস্তাসীদতুপর্ণো মহাযশাঃ ॥ ৭৯
দিব্যাক্ষহৃদয়জো বৈ রাজা নলসখো বলী ।
ঋতুপর্ণসুতস্তাসীদার্তপর্ণির্বিহাযশাঃ ॥ ৮০
সুদাসস্তস্ত তনয়ো রাজা ইন্দ্রসখোহভবৎ ।
সুদাসস্ত সূতঃ প্রোক্তঃ সৌদাসো নাম পার্থিবঃ
খাতঃ কন্যাযপাদো বৈ রাজা মিত্রসহোহভবৎ
কন্যাযপাদস্ত সূতঃ সর্বকর্ষোতি বিশ্বতঃ ॥ ৮২
অনরণ্যস্ত পুত্রোহভূদ্বিশ্বতঃ সর্বকর্ষণঃ ।
অনরণ্যস্মতো নিম্নো নিম্নোতো দ্বৌ বভূবতুঃ
অনমিত্রো রঘুশ্চৈব পার্থিববর্ষভসন্তমৌ ।
অনমিত্রস্মতো রাজা বিদ্বান্ হ্রলিহুহোহভবৎ ॥
দিলীপস্তনয়স্তস্ত রামস্ত প্রপিতামহঃ ।
দীর্ঘবাহুর্দিলীপস্ত রঘুর্নাম স্মতোহভবৎ ॥ ৮৫
অযোধ্যায়াং মহারাজো যঃ পুরাসীন্মহাবলঃ ।
অজস্র রাঘবো জজ্ঞে তথা দশরথোহপ্যজাৎ ॥
রামো দশরথাজ্জজ্ঞে ধন্বাত্মা সুমহাযশাঃ ।

ছিলেন। ঋতের পুত্র পরম ধার্মিক
নাভাগ। নাভাগের পুত্র অদ্বরীষ।
অদ্বরীষের পুত্র সিদ্ধুদীপ। তৎপুত্র বীৰ্য্য-
বান্ অযুতাজিৎ। তৎপুত্র মহাযশা ঋতু-
পর্ণ। ঋতুপর্ণ দিব্য অক্ষহৃদয়জ ও নল-
রাজের সখা ছিলেন। ঋতুপর্ণের পুত্র
যশস্বী আর্তিপর্ণ। তৎপুত্র সুদাস। ইনি
ইন্দ্রের সখা ছিলেন। সুদাসের পুত্র রাজা
সৌদাস। ইনি কন্যাযপাদ নামে বিখ্যাত
হইয়াছিলেন। কন্যাযপাদের পুত্র সর্বকর্ষা।
তৎপুত্র বিখ্যাত অনরণ্য। তৎপুত্র নিম্ন
নিম্নের দুই পুত্র অনমিত্র ও রঘু। ইহারা
দুইজনেই মহীপতিদিগের অগ্রণী ছিলেন।
অনমিত্রের পুত্র বিদ্বান্ হ্রলিহুহ। ৬২—৮৪।
তৎপুত্র দিলীপ। ইনি রামচন্দ্রের প্রপিতামহ
ছিলেন। দিলীপের পুত্র মহাবাহু রঘু।
মহাবল রঘু অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন।
তাঁহার পুত্র অজ। অজের পুত্র দশরথ।

রামস্ত তনয়ে জজ্ঞে কুশ ইত্যভিসংজ্ঞিতঃ ॥
 অতিথিস্ত কুশাজ্জজ্ঞে ধর্ম্মাত্মা সুমহার্ষশাঃ ।
 অতিথেষ্টভবৎপুত্রো নিষধো নাম বীর্ষ্যবান্ ॥
 নিষধস্ত নলঃ পুত্রো নভঃ পুত্রো নলস্ত তু ।
 নভস্ত পুণ্ডরীকস্ত ক্ষেমধবা ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৯
 ক্ষেমধবস্তুতহাসীদেবানীকঃ প্রতাপবান্ ।
 আসীদহীনশূন্যম দেবানীকায়জঃ প্রভুঃ ॥ ৯০
 অহীনগেষ্ট দায়াদঃ সুধবা নাম পার্থিবঃ ।
 সুধবনঃ সূতশ্চাপি ততো জজ্ঞে শলো নৃপঃ ॥
 উক্যো নাম স ধর্ম্মাত্মা শলপুত্রো বভূব হ ।
 বজ্রনাভঃ সূতস্তস্ত নলস্তস্ত মহান্বনঃ ॥ ৯২
 নগৌ হাব্যেব বিখ্যাতৌ পুরাণে যুনিসন্তমাঃ ।
 বীরসেনাযজ্ঞৈশ্চ বশ্চৈকাকুকুলৌদ্বহঃ ॥ ৯৩
 ইক্ষাকুবংশপ্রভবাঃ প্রাধাত্তেন প্রকীর্তিতাঃ ।
 এতে বিবস্বতো বংশে রাজানো ভূরিভেজসঃ
 পঠন সম্যগিমাং সৃষ্টিমাদিত্যস্ত বিবস্বতঃ ।
 শ্রীক্ষদেবস্ত দেবস্ত প্রজানাং পৃষ্টিদস্ত চ ।
 প্রজাবানেতি সাযুজ্যমাদিত্যস্ত বিবস্বতঃ ॥ ৯৫
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে আদিত্যবংশ-
 কীর্তনং নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

তৎপুত্র ধর্ম্মাত্মা কীর্তিমান্ রাম । রামের
 পুত্র বিখ্যাত কুশ । তৎপুত্র অতিথি ।
 অতিথির পুত্র নিষধ । তৎপুত্র নল ।
 তৎপুত্র নভ । নভের পুত্র পুণ্ডরীক ।
 পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধবা । তৎপুত্র দেবা-
 নীক । তৎপুত্র অহীনশূ । তৎপুত্র রাজা
 সুধবা । তৎপুত্র নরপতি শল । শলপুত্র
 ধর্ম্মাত্মা উক্য । তৎপুত্র বজ্রনাভ । মহাত্মা
 বজ্রনাভের পুত্র নল । পুরাণপ্রস্তাবে নল
 নামে দুইজন রাজা বিখ্যাত ছিলেন ।
 যিনি এক্ষণে ইক্ষাকুকুলের বংশধর, তিনি
 এবং অপর জন বীরসেনের পুত্র । এই
 আমি প্রধানতঃ ইক্ষাকুবংশীয়দিগের বিবরণ
 ব্যক্ত করিয়ায় । এই সকল ভূরিভেজা
 রাজ্য স্বর্ঘ্যবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।
 যে ব্যক্তি বিবস্বান আদিত্য ও প্রজাপতি
 শ্রীক্ষদেব প্রভৃতির এই সৃষ্টিবার্ত্তা পাঠ

নবমোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

পিতা সোমস্ত ভো বিপ্রা জজ্ঞেহত্ৰির্ভগবানৃষিঃ
 ব্রহ্মণো মানসাৎপূর্বে প্রজাসর্গং বিধিৎসতঃ ॥
 অনুত্তরং নাম তপো যেন তপ্তং হি তৎপুরা ।
 ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি দিব্যানীতি হি নঃ শ্রুতম্ ॥ ২
 উর্দ্ধমাচক্রমে তস্ত রেতঃ সোমস্বমীষিবৎ ।
 নেত্রাভ্যাং বারি সূশ্রাব দশধা জ্যোতয়ন্ দিশঃ
 তং গর্ভং বিধিনাদিষ্টা দশ দেবো দধুস্ততঃ ।
 সমেত্য ধারয়ামাসুর্ন চ তাঃ সমশরু বন ॥ ৪
 যদা ন ধারণে শক্তাস্তস্ত গর্ভস্ত তা দিশঃ ।
 ততস্তাভিঃ স ত্যক্তস্ত নিপপাত বসুন্ধরাম্ ॥ ৫
 পতিতং সোমমালোক্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 রথমারোপয়ামাস লোকানাং হিতকাম্যস্মা ॥ ৬

করে, সে প্রজাবান হয় এবং স্বর্ঘ্যালোক
 লাভ করিয়া থাকে । ৮৫—৯৫ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে বিপ্রগণ!
 ভগবান্ অত্রি ঋষি সোমের পিতা ছিলেন ।
 পূর্বে ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিতে সমুৎসুক হইলে
 তদীয় মানস হইতে অত্রির উৎপত্তি হয় ।
 পুরাকালে অত্রি অতি মহৎ তপস্তা করেন ।
 তদীয় রেতঃ উর্দ্ধ প্রসর্গিত হয়; সেই
 রেতই সোমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল । অত্রির
 নেত্রযুগল হইতে দশদিক্ বিদ্যোতিত
 করিয়া তেজ বিনির্গত হয় । বিধিবিহিত দশ
 দিক্ দেবতা সেই তেজ গর্ভে ধারণ
 করেন । তাঁহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া
 ধরিলেন, তথাচ সে তেজ অধিক কাল ধারণ
 করিয়া রাখিতে সক্ষম হইলেন না । দশ
 দিক্ যখন একান্তই গর্ভ ধারণে অক্ষম হইয়া
 পড়িলেন, তখন তাহারা সেই গর্ভ পরিত্যাগ
 করিলে তাহা ভূপতিত হইল । এই গর্ভ ভয়ঃ

তস্মিন্নিতিপতিতে দেবাঃ পুত্রেহজ্রেঃ পরমান্বনি ।
 তুষ্টবুত্ৰক্ষণঃ পুত্রাস্তধাত্তে মুনিসন্তমাঃ ॥ ৭
 তস্মা সংস্কৃয়মানস্ত তেজঃ সোমস্ত ভাস্বতঃ ।
 আপ্যায়নায় লোকানাং ভাবয়ামাস সৰ্ব্বতঃ ॥ ৮
 স তেন রথমুথেন সাগরাস্তাং বসুন্ধরাম্ ।
 ত্রিঃসপ্তকুহৌহতিযশাশ্চকারাতিপ্রদক্ষিণাম্ ॥
 তস্মা যচ্চরিতং তেজঃ পৃথিবীমবপদ্যত ।
 ওষধ্যস্তাঃ সমুদ্ভূতা যান্তিঃ সন্ধার্ষতে জগৎ ॥
 স লক্কতেজা ভগবান্ সংস্তুবৈশ্চ স্বকর্ষভিঃ ॥
 তপস্তেপে মহাভাগঃ পদ্মানাং দর্শনায় সঃ ॥ ১১
 ততস্তস্মৈ দর্শো রাজ্যং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ ।
 বীজৌষধীনাং বিপ্রাণামপাং চ মুনিসন্তমাঃ ॥ ১২
 স তৎপ্রাপ্য মহারাজ্যং সোমঃ সৌম্যবতাংবরঃ

সোমরূপে আবির্ভূত; তদর্শনে লোকপিতামহ
 ব্রহ্মা জগতের হিতকামনায় স্বীয় রথে সোমকে
 আরোপিত করিলেন। অতিনন্দন সোম-
 দেব ভূপতিত হইলে সুমহাত্মা দেবগণ,
 ব্রহ্মপুত্রগণ এবং মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাকে স্তব
 করিতে প্ররুত হইলেন। দীপ্তিশালী
 সোমদেব সংস্কৃত হইতে লাগিলে লোক-
 সকলের আপ্যায়নের জন্ত তদীয় তেজ
 সৰ্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সোমদেব যশস্বী
 ব্রহ্মার রথে আরোহণ করিয়া সাগরাবধি
 বসুন্ধাকে ত্রিঃসপ্তবার প্রদক্ষিণ করিলেন।
 তাঁহার যে সকল তেজঃ করিত হইয়া
 পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল, তৎসমস্ত
 ওষধিরূপে সমুদ্ভূত হইল। সেই ওষধি-
 সমূহ দ্বারা এই জগৎস্থিতি সমাহিত
 হইতেছে। হে মহাভাগগণ! ভগবান্
 সোম, দেব ও ঋষিবর্গের স্তবে ও স্বীয় লোক-
 হিতকর কর্মে ভেজোলাভ করিয়া শত পদ্ম
 বৎসর যাবৎ তপস্তা করেন। অনন্তর
 ব্রহ্মজবর ব্রহ্মা তাঁহাকে রাজ্য দান করেন।
 তখন হইতে তিনি যাবতীয় বীজ, ওষধি,
 বিপ্র ও জঁলরাশির আধিপত্যে অধিষ্ঠিত
 হইলেন। হে মুনিবরগণ! সৰ্ব্বাপেক্ষা
 সুন্দরাকৃতি সোম, সেই মহারাজ্য প্রাপ্ত

সমাজহ্নে রাজস্বয়ং সহস্রশতদক্ষিণম্ ॥ ১৩
 দক্ষিণামদদাৎ সোমস্বীর্নো কানিতি নঃ ক্রতম্ ।
 তেভ্যো ব্রহ্মর্ষিমুখ্যেভ্যঃ সদস্তোভ্যশ্চ ভো
 দ্বিজাঃ ॥ ২৪
 হিরণ্যগর্ভে। ব্রহ্মাত্রিভূতশ্চ ঋত্বিজোহভবৎ ।
 সদস্তোহভূদ্রকরিত্তত্র মুনিভির্বহতিবৃতঃ ॥ ২৫
 তং সিনীশ্চ কুহুশ্চৈবশ্রুতিঃ পুষ্টিঃ প্রভা বসুঃ ।
 কীর্তিশ্চ তিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ নব দেব্যাঃ সিবৈবিরে ॥ ১৬
 প্রাপ্যাবতুথমপ্যাগ্ৰ্যঃ সৰ্বদেবর্ষিপূজিতঃ ।
 বিররাজাধিরাজেন্দ্রো দশধা ভাসয়ন্ দিশঃ ॥ ১৭
 তস্মা তৎপ্রাপ্য হুস্ত্রাপ্যামৈশ্বর্যমুধিসংকৃতম্ ।
 বিব্রাম মতিস্তাতাবিনয়াদনয়াকৃত ॥ ১৮
 বৃহস্পতেঃ স বৈ ভার্য্যামৈশ্বর্যমদমোহিতঃ ।
 জহার তরসা সোমো বিমত্যান্ধিরসঃ সূতম্ ॥

হইয়া শত সহস্র দক্ষিণাঘিত রাজস্বয় যজ্ঞের
 অনুষ্ঠান করেন। শুনিয়াছি, সেই যজ্ঞে
 বহু ব্রহ্মর্ষি সদস্ত ছিলেন। সোমদেব
 তাঁহাদিগকে এই ত্রিভুবনই দক্ষিণারূপে দান
 করিয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! স্বয়ং হিরণ্য-
 গর্ভ ব্রহ্মা, অত্রি ও ভৃগু ইহারা সেই যজ্ঞে
 ঋত্বিকু ছিলেন এবং সাক্ষাৎ হরি উহার
 সদস্তকর্মে ব্রতী হইয়াছিলেন। সোম-
 দেব বহু মুনিগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থিত
 ছিলেন। সিনী, কুহু, দ্রুতি, পুষ্টি, প্রভা,
 বসু, কীর্তি, ধৃতি ও লক্ষ্মী এই নব
 দেবী তাঁহাকে সেবা করিতেছিলেন।
 যজ্ঞ সুসম্পূর্ণ হইলে, তিনি নিখিল
 দেবর্ষিগণকর্তৃক সম্মানিত হইয়া দশ দিকে
 স্বীয় প্রভাব বিস্তারিত করত রাজাধিরাজ-
 রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ১১-১৭। তিনি
 অসাধারণ ঐশ্বর্যের অধিপতি হইলেন।
 ঋষিসমাজ তাঁহাকে সমাদর করিতে লাগি-
 লেন। কাজেই অতি ঐশ্বর্যে তাঁহার মতি-
 ভ্রম ঘটিল। তিনি বিনয়-ব্যবহার হইতে
 বিচ্যুত হইলেন। ঐশ্বর্যমদে বিমোহিত
 হইয়া সোম তখন বৃহস্পতি-মুনিভা তাহাকে
 হরণ করিলেন। সোমের এই কার্যে বৃহ-

স যাচ্যমানো দেবৈশ্চ তথা দেবর্ষিভির্মুহঃ ।
 নৈব ব্যসর্জয়ন্তারাং তস্মা আঞ্জিরসে তদা ॥২০॥
 উশনা তস্ত জগ্রাহ পার্শ্বিমাঞ্জিরসস্তথা ।
 রুদ্রশ্চ পাৰ্শ্বঃ জগ্রাহ গৃহীতাজগবঃ ধনুঃ ॥ ২১ ॥
 তেন ব্রহ্মশিরো নাম পরমাস্ত্রং মহাস্থনা ।
 উদ্ভিশ্চ দেবানুৎসৃষ্টং যেনৈষাং নাশিতং যশঃ ॥
 তত্র তদ্যুদ্ধমভবৎ প্রখ্যাতিং তারকাময়ম্ ।
 দেবানাং দানবানাঞ্চ লোকক্ষয়করং মহৎ ॥ ৩১ ॥
 তত্র শিষ্টাশ্চ যে দেবাস্ত্রযিতাশ্চৈব যে দ্বিজাঃ ।
 ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মু রাতিদেবং সনাতনম্ ॥ ২৪ ॥
 তদা নিবার্যোশনসং তং বৈ রুদ্রঞ্চ শঙ্করম্ ।
 দদাবাঞ্জিরসে তারাং স্বয়মেব পিতামহঃ ॥ ২৫ ॥
 তামস্তঃপ্রসবাং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধঃ প্রাহ বৃহস্পতিঃ ।
 মদীয়ান্নাং ন তে যোনৌ গর্ভো ধার্য্যঃ কথঞ্চন ॥
 ইষীকাস্তদ্বমাসাত্ত গর্ভং সা চোৎসসর্জ হ ।

স্পতি অবমানিত হইলেন। দেব ও ঋষি-
 সমাজ তারাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্ত
 গোমদেবকে যথেষ্ট অনুরোধ করিলেন।
 কিন্তু বৃহস্পতির হস্তে তখন তারাকে আর
 তিনি কিছুতেই প্রত্যর্পণ করিলেন না।
 তখন উশনা বৃহস্পতির পক্ষ গ্রহণ করিলেন
 এবং স্বয়ং রুদ্রদেবও আজগব ধনু গ্রহণ
 করিয়া বৃহস্পতির সাহায্য করিতে সমাগত
 হইলেন। তখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাত্মা
 শুক্র, দেবগণের প্রতি ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ
 করিলেন। সেই অস্ত্রের তাপে দেবগণের
 যশোরশি বিলুপ্ত হইল। সেই দেব-দানব-
 গণের লোকক্ষয়-কর ভীষণ যুদ্ধ তারকাময়
 নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। তখন বিশিষ্ট
 দেব ও ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন।
 ব্রহ্মা আসিয়া উশনা ও শঙ্কর রুদ্রকে নিবা-
 রিত করিয়া নিজেই চন্দ্রের নিকট হইতে
 তারাকে আনয়নপূর্বক বৃহস্পতিহস্তে সমর্পণ
 করিলেন। ১৮—২৫। বৃহস্পতি তারাকে অস্ত্র-
 সত্ত্বা দেখিয়া সক্রোধে বলিলেন, মদীয়
 জ্ঞানার যোনিতে অস্ত্রের বীৰ্য্য কিছুতেই ধার্য্য
 হইতে পারে না। তৎপ্রবণে তারা এক

জাতমাত্রঃ স ভগবান্ দেবানামাক্ষিপদ্বপুঃ ॥২৭॥
 ততঃ সংশয়মাপন্নাস্তারামুচুঃ সুরোত্তমাঃ ।
 সত্যং ক্রহি সূতঃ কস্ত সোমস্তাধ বৃহস্পতেঃ ॥
 পৃচ্ছ্যমানা যদা দেবৈর্নর্হ সা বিবুধান্ কিল ।
 তদা তাং শপ্তুমারব্ধঃ কুমারো দম্ব্যহস্তমঃ ॥২৯॥
 তং নিবার্য্য ততো ব্রহ্মা তারাং পপ্রচ্ছ সংশয়ম্
 যদত্র তথাং তদক্রহি তারে কস্ত সূতস্তয়ম্ ॥৩০॥
 উবাচ প্রাজ্ঞলিঃ সা তংসোমশ্চেতি পিতামহম্ ।
 তদা তং মুর্দ্ধিচ্চাত্রায় সোমো রাজা সূতংপ্রতি ॥
 বুধ ইত্যকরোন্নাম তস্ত বালস্ত ধীমতঃ ।
 প্রতিকূলঞ্চ গগনে সমভ্যুত্থিষ্ঠতে বুধঃ ॥ ৩২ ॥
 উৎপাবয়্যামাস তদা পুত্রং বৈ রাজপুত্রিকম্ ।
 তস্তাপত্যং মহাতেজা বভূবেলঃ পুরুষবাঃ ॥৩৩॥
 উর্ব্বশ্চাঃ জজিরে যস্ত পুত্রাঃ সপ্ত মহাস্থনাঃ ।

ইষীকাস্তদ্বসমীপে গমন করিয়া তদুপরি
 স্বীয় গর্ভ মোচন করিলেন। তাহাতে এক
 মহাপ্রভাব-সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই
 পুত্র জন্মিবা মাত্র স্বীয় রূপে দেবগণের রূপ-
 রাশি তিরস্কৃত করিল। তখন সুরশ্রেষ্ঠগণ
 সংশয়াপন্ন হইয়া তারাকে কহিলেন,—তারা !
 সত্য বল, এই পুত্র সোমের না—বৃহস্পতির ?
 বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেও তারা যখন
 কোনই উত্তর দিলেন না, তখন সেই নব-
 জাত পুত্র নিজেই তাঁহাকে অভিসম্পাত
 করিতে উদ্যত হইল। ব্রহ্মা কুমারকে
 নিবৃত্ত করিয়া নিজেই একবার তারাকে
 জিজ্ঞাসিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, বল তারা !
 সত্য করিয়া বল—এই পুত্র কাহার ? তারা
 তখন ক্রতাঞ্জলি হইয়া পিতামহকে বলিলেন,—
 ‘এই পুত্র সোমের।’ তৎপ্রবণে প্রজাপতি
 সোম সেই বালকের মস্তক আত্মাণ করিয়া
 তাহাকে বুধ নামে অভিহিত করিলেন।
 সেই বুধই প্রতিকূলভাবে গগনে সমুদ্ভিত
 হইয়া থাকেন। রাজপুত্রী ইলা সেই বুধের
 গুণসে এক পুত্র প্রসব করেন। সেই
 পুত্র মহাপ্রভাবশালী পুরুষবা নামে
 বিখ্যাত। পুরুষবা উর্ব্বশীর গর্ভে সপ্ত পুত্র

এতৎ সোমস্ত বো জন্ম কীর্তিতং কীর্তিবর্ধনম্ ॥
বংশমস্ত মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কীর্ত্যমানং নিবোধত ।
যন্তমায়ুষ্যমারোগ্যং পুণ্যং সঙ্কল্পসাধনম্ ॥ ৩৫
সোমস্ত জন্ম ঋত্বৈব পাপেভ্যো বিপ্রমুচ্যতে ॥
ইতি ত্রিত্রাঙ্কে মহাপুরাণে সোমোৎপত্তিকথনং
• নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

বুধস্ত তু মুনিশ্রেষ্ঠা বিদ্বান্ পুত্রঃ পুরুষবাঃ ।
তেজস্বী দানশীলশ্চ যজ্ঞা বিপুলদক্ষিণাঃ ॥ ১
ব্রহ্মবাদী পরাক্রান্তঃ শত্রুভিযুঁধি হৃদমঃ ।
আহর্তা চাগ্নিহোত্রস্ত যজ্ঞানাঞ্চ মহীপতিঃ ॥ ২
সত্যবাদী পুণ্যমতিঃ সম্যক্ সংবৃতমৈথুনঃ ।
অতীব ত্রিষু লোকেষু যশসাপ্রতিমঃ সদা ॥ ৩
তং ব্রহ্মবাদিনং শান্তং ধর্ম্মজ্ঞং সত্যবাদিনম্ ।

উৎপাদন করেন। সেই পুত্রগণ সকলেই
মহাত্মা ছিলেন। এই আমি আপনাদিগের
নিকট কীর্তিবর্ধন সোমজন্ম কীর্তন করিলাম।
হে মুনিবরগণ! অধুনা সোমের বংশ পর-
ম্পরা বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই
সোমজন্ম বিবরণ শ্রবণ করিলে, ধন,
আরোগ্য, আয়ু, পুণ্য ও সঙ্কল্পসিদ্ধি হয়,
এবং সর্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ২৬-৩৬।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ।

দশম অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!
বুধের পুত্র বিদ্বান্ পুরুষবা তেজস্বী, দানশীল,
ব্রহ্মবাদী, যজ্ঞ ও প্রচুর দক্ষিণাদাতা ছিলেন।
ঠাহার এত পরাক্রম ছিল যে, শত্রুগণ যুদ্ধে
ঠাহাকে কিছুতেই পরাভূত করিতে পারিত
না। তিনি অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞসমূহের আহর্তা,
সত্যবাদী, পুণ্যচেতা ও গৃহ মৈথুনাচারী
ছিলেন। ত্রিভুবনে ঠাহার জায় যশস্বী

উর্বশী বরয়ামাস হিতা মানং যশস্বিনী ॥ ৪
তয়া সহাবসদ্রাজা দশ বর্ষাণি পঞ্চ চ ।
ষট্‌পঞ্চ সপ্ত চাষ্টৌ চ দশ চাষ্টৌ চ ভো দ্বিজাঃ
বনে চৈত্ররথে রম্যে তথা মন্দাকিনীতটে ।
অলকায়াং বিশালায়াং নন্দনে চ বনোন্তমে ॥ ৬
উত্তরান্ স কুরুন্ প্রাপ্য মনোরমকলজ্জমান।
গন্ধমাদনপাদেষু মেরুশৃঙ্গে তথোন্তরে ॥ ৭
এতেষু বনমুখ্যেষু সুরৈরচরিতেষু চ ।
উর্বশ্যা সহিতো রাজা রেমে পরময়া মুদা ॥ ৮
দেশে পুণ্যতমে চৈব মহর্ষিভিরভিষ্টে তে ।
রাজ্যং স কারয়ামাস প্রয়াগে পৃথিবীপতিঃ ॥ ৯
এবম্প্রভাবো রাজাসীদৈলম্ভ নরসত্তমঃ ১০ ॥*

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ঐলপুত্রা বভূবুস্তে সপ্ত দেবশুতোত্তমাঃ ।
গন্ধর্ব্বলোকে বিদিতা আয়ুধীমানমাবশুঃ ॥ ১১

ব্যক্তি কেহই ছিলনা। যশস্বিনী আপনার
স্বর্গীয় সম্মান বিসর্জন দিয়া সেই সত্যবাদী
শান্ত ধর্ম্মজ্ঞ রাজাকে বরণ করিয়াছিল।
রাজা পুরুষবা উর্বশীর সহিত ক্রমাগত
পঞ্চদশ পঞ্চষট্ ও সপ্তাষ্টবর্ষ বাস
করেন। হে দ্বিজগণ! কখন চৈত্ররথ
বনে, কখন মন্দাকিনীতটে, কখন অল-
কায়, কখন বিশালায়, কখন বনশ্রেষ্ঠ
নন্দনে, কখন উত্তর কুরুদেশে, কখন
কলজ্জমতলে, কখন গন্ধমাদন শৈলের পাদ-
মূলে এবং কখন বা উত্তর মেরুপৃষ্ঠে গমন
পূর্বক পরম প্রীতিসহকারে রাজা উর্বশীর
সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ-
প্রশংসিত পুণ্যতম প্রয়াগ-ভূমি ঠাহার
রাজধানী ছিল। সেই পৃথিবীপতি পুরুষবা
সেইখানে থাকিয়া রাজ্য শাসন করি-
তেন। ১-১১। লোমহর্ষণ কহিলেন, হে বিপ্রগণ!
ইলানন্দন রাজা পুরুষবার প্রভাব প্রতিপত্তি
এইরূপই ছিল। উর্বশীর গর্ভে ঠাহার

* অপরঃ ‘উত্তরে জাহ্নবীতীরে প্রাতি-
ষ্ঠানে মহাবশাঃ ॥’ ইতি পঞ্চাঙ্কঃ কচিদধিকং
লক্ষ্যতে ।

বিশ্বায়ুশ্চৈব ধর্ম্মাত্মা ঋতায়ুশ্চ তথাপরঃ ।
 দৃঢ়ায়ুশ্চ বনায়ুশ্চ বহ্নায়ুশ্চৈবর্ষনীমুতাঃ ॥ ১২
 অমাবসৌস্ত দায়াদৌ ভীমৌ রাজাথ রাজরাট্
 ক্রীমান্ ভীমশ্চ দায়াদৌ রাজাসীৎকাঞ্চনপ্রভঃ ॥
 বিদ্বাংস্ত কাঞ্চনস্তাপি সুহোত্রোহভূন্নহাবলঃ ।
 সুহোত্রস্তাভবজ্জহুঃ কেশিন্তা গর্ভসম্ভবঃ ॥ ১৪
 আজহুঃ যৌ মহৎ সত্রং সর্পমেধং মহামথম্ ।
 পতিলোভেন যং গঙ্গা পতিহেন সসার হ ॥ ২৫
 নেচ্ছতঃ প্রাবয়ামাস তস্তা গঙ্গা তদা সদঃ ।
 স তন্না প্রাবিতং দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং সমস্ততঃ ॥ ১৬
 সৌহোত্রিরশপদাঙ্গাং ক্রুদ্ধো রাজা দ্বিজোত্তমঃ
 এষ তে বিকলং যত্নং পিবরন্তুঃ করোম্যহম্ ॥ ১৭
 অস্ত গঙ্গেহবলেপশ্চ সত্য়ঃ ফলমবাপু হি ।
 জহু রাজর্ষিণা পীতাং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৮
 উপনিষ্ম্যর্ম্মহাভাগাং হুহিতুত্বেন জাহুবীম্ ।
 যুবনাশ্চ পুত্রীং তু কাবেরীং জহু রাবহৎ ॥ ১৯

দেবকুমার তুল্য সাতটা পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই পুত্রগণের নাম যথাক্রমে, আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, ঋতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু, ও বহ্নায়ু। তন্মধ্যে অমাবসুর পুত্র ভীম। ইনি রাজাধিরাজ ছিলেন। ভীমের পুত্র রাজা ক্রীমান্ কাঞ্চনপ্রভ। তৎপুত্র মহাবলশালী বিদ্বান্ সুহোত্র। সুহোত্রের কেশিনী নামী পত্নীর গর্ভে জহু নামে একপুত্র হয়। জহু সর্পমেধ নামে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। গঙ্গাদেবী তাঁহাকে পতিহে বরণ করিবার জন্ত আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু জহু তাহাতে অসম্মত হইলে, তিনি তদীয় যজ্ঞ-ছদ্মি জল দ্বারা প্রাবিত করেন। হে দ্বিজগণ! জহু যজ্ঞভূমি জলপ্রাবিত দেখিয়া ক্রোধের সহিত বলিলেন, গঙ্গে! আমি সমস্ত জল পান করিয়া, তোমার সর্ব চেষ্টা বিফল করিব। অতঃপর তোমার এই উদ্ধৃত স্বভাবের কল ভূমি প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া সেই রাজর্ষি গঙ্গাকে পার্শ্ব করিলেন। তদর্শনে মহর্ষিগণ গঙ্গাকে জহুর হুহিতারূপে উপনীত করিলেন। তখন হইতে গঙ্গার নাম হইল

যুবনাশ্চ শাপেন গঙ্গার্কেন বিনির্গতা ।
 কাবেরীঃ সরিতাঃ শ্রেষ্ঠাঃ জহোভাধ্যামনিন্দিতাম্ ॥ ২০
 জহুস্ত দয়িতং পুত্রং সুনগং নাম ধার্ম্মিকম্ ।
 কাবের্যাং জনয়ামাস অজকস্তস্ত চাত্বজঃ ॥ ২১
 অজকস্ত তু দায়াদৌ বলাকাশ্চ মহৌপতিঃ ।
 বভূব যুগয়াশীলঃ কুশস্তস্তাত্মজোহভবৎ ॥ ২২
 কুশপুত্রো বভূবুর্হি চহাৰো দেববর্চসঃ ।
 কুশিকঃ কুশনাভশ্চ কুশাঘো মুর্তিমাংস্তথা ॥ ২৩
 বল্লবৈঃ সহ সংবুদ্ধো রাজা বনচরঃ সদা ।
 কুশিকস্ত তপস্তপে পুত্রমিল্লসমং প্রভুঃ ॥ ২৪
 লভেয়মিতি তং শক্রস্তাসাদভ্যোত্য জজিগ্ৰবান্ ।
 পূর্ণে বর্ষসহস্রে বৈ ততঃ শক্ৰো হ্যপশ্যত ॥ ২৫
 অত্যাগতপসং দৃষ্ট্বা সহস্রাঙ্কঃ পুরন্দরঃ ।

জাহুবী। জহু, যুবনাশ্চনন্দিনী কাবেরীর পাণিগ্রহণ করেন। এই কাবেরী যুবনাশের শাপে গঙ্গার অর্দ্ধভাগ দ্বারা নিষ্প্রিত হয়। এই অনিন্দিতা জহুভার্যা কাবেরী সরিৎ-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। কাবেরীর গর্ভে জহুরাজা সুনন্দ নামে এক প্রিয়তম ধার্ম্মিক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সুনন্দের পুত্র অজক; তৎপুত্র মহৌপতি বলাকাশ; ইনি যুগয়া ব্যাপারে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কুশনামে ইহার এক পুত্র হয়। ১০—২২। কুশের দেবপ্রতিম চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম—কুশিক, কুশনাভ, কুশাঘ ও মুর্তিমান্। কুশিক রাজা হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সর্বদা বনবাসী হইয়া বল্লবগণ সহ বুদ্ধি প্রাপ্ত এবং একটা ইন্দ্রতুল্য অমিতপ্রভাবশালী পুত্রলাভ করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তপস্তা করিতে থাকেন। তাঁহার তপস্তায় ইন্দ্রের ত্রাস জন্মিল। অনন্তর কুশিকের তপস্তা কাল সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে ইন্দ্র দেখিলেন, কুশিক অতি তীব্র তপস্তায় নিমগ্ন এবং তাঁহার সঙ্কল্পানুরূপ পুত্র উৎপাদনেও তিনি বিলক্ষণ সমর্থ। তদর্শনে সহস্রাঙ্ক পুরন্দর

সমর্থঃ পুত্রজননে স্বয়মেবাস্ত শাশ্বতঃ ॥ ২৬
পুত্রার্থঃ কল্পয়ামাস দেবেন্দ্রঃ সুরসন্তমঃ ।
স গাধিরভবদ্রাজা মঘবান্ কৌশিকঃ স্বয়ম্ ॥ ২৭
পৌরকুৎসাতবস্তাধ্যা গাধিস্তস্তামজায়ত ।
গাধেঃ কস্তা মহাভাগা নান্না সত্যবতী শুভা ।
তাং গাধিঃ কাব্যপুত্রায় ঋচীকায় দদৌ প্রভুঃ ।
তস্তাঃ প্রীতঃ স বৈ ভর্তা ভার্গবো ভৃগুনন্দনঃ
পুত্রার্থঃ সাধয়ামাস চক্রং গাধেস্তথৈব চ ।
উবাচাহুয় তাং ভাৰ্য্যামৃচীকো ভার্গবস্তদা ॥ ৩০
উপযোজ্যচক্ররয়ং তয়া মাত্ৰা স্বয়ং শুভে ।
তস্তাং জনিষ্যতে পুত্রো দীপ্তিমান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ॥
অজ্যেয়ঃ ক্ষত্রিয়েলৌকে ক্ষত্রিয়র্ষভস্বদনঃ ।
তবাপি পুত্রঃ কল্যাণি ধৃতিমন্তঃ তপোধনম্ ॥
শমশ্রুত্বকঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ চক্ররেষ বিধাশ্রুতি ।
এবমুক্তা তু তাং ভাৰ্য্যামৃচীকো ভৃগুনন্দনঃ ॥ ৩৩

নিজেই আসিয়া তাঁহার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেন। স্বয়ং কৌশিক কুশিকরাজের পুত্র হইয়া গাধি নামে রাজা হইয়াছিলেন। কুশিকের ভাৰ্য্যার নাম পৌরকুৎসা। সেই পৌরকুৎসার গর্ভেই গাধি জন্মগ্রহণ করেন। গাধির কস্তার নাম সত্যবতী। তিনি মহাভাগ্যবতী ছিলেন। গাধিরাজ সত্যবতীকে কাব্য-নন্দন ঋচীকের করে সম্প্রদান করেন। ভৃগুনন্দন পত্নী সত্যবতীর প্রতি অতি প্রীতিমান ছিলেন। তিনি আপনার এবং শ্বশুর গাধির পুত্রোৎপত্তির জন্ত চক্র প্রস্তুত করেন। অনন্তর ভার্গব ঋচীক তাঁহার পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—তুমি এবং তোমার মাতা, তোমরা এই চক্র ভক্ষণ কর। এই চক্র ভক্ষণে তোমার মাতার গর্ভে এক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ দীপ্তিমান পুত্র উৎপন্ন হইবে। ঐ পুত্র বিপক্ষ ক্ষত্রিয় রাজজগৎকে নিহত করিতে পারিবে এবং জগতে অজ্যেয় হইবে। আর, হে কল্যাণি! তুমি যে চক্র খাইবে, উহার প্রভাবে তোমার এক ধৃতিমান তপোধন শমশ্রুপ্রধান পুত্র উৎপন্ন হইবে। ঐ পুত্র দ্বিজগণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবে।

তপশ্চাভিরতো নিত্যমরণ্যং প্রবিবেশ হ ।
গাধিঃ সন্দারস্ত তদা ঋচীকাত্মমভ্যাগাৎ ॥ ৩৪
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন সূতাং দ্রষ্টুং নরেশ্বরঃ ।
চক্রদ্বয়ং গৃহীত্বা সা ঋষেঃ সত্যবতী তদা ।
চক্রমাদায় যত্নেন সা তু মাত্রে শুবেদয়ৎ ।
মাতা তু তস্তা দৈবেন দ্রষ্ট্রে স্বং চক্রং দদৌ
তস্তাচক্রমখাজানাদ্যুতসংস্থং চকার হ ॥
অথ সত্যবতী স ধং ক্ষত্রিয়ান্তকরং তদা ॥ ৩৭
ধারয়ামাস দীপ্তেন বপুষা ঘোরদর্শনাম্ ।
তামৃচীকস্ততো দৃষ্ট্বা যোগেনাভ্যাপন্যত চ ॥ ৩৮
ততোহব্রবীদ্বিজশ্রেষ্ঠঃ স্বাং ভাৰ্য্যাম্ বরবর্ণিনীম্
মাত্রাসি বঞ্চিতা ভদ্রে চক্রব্যত্যাসহেতুনা ॥ ৩৯
জনিষ্যতি হি পুত্রস্তে ত্রুরকর্মাতিদারুণঃ ।
ভাতা জনিষ্যতে চাপি ব্রহ্মভূতস্তপোধনঃ ॥ ৪০
বিশ্বং হি ব্রহ্ম তপসা ময়া তস্মিন্ সমর্পিতম্ ।

ভৃগুনন্দন ঋচীক ভাৰ্য্যাকে এই বলিয়া তপশ্চরণার্থ অরণ্য আশ্রয় করিলেন। কিয়দিন পরে গাধিরাজ সত্বীক তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কস্তাকে দেখিবার জন্ত ঋচীকাত্মমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ঋষি-প্রদত্ত চক্র গ্রহণ করিয়া গাধিনন্দনৌ সত্যবতী সযত্নে মাতাকে সমর্পণ করিলেন। ঘটনাক্রমে মাতা সেই চক্রদ্বয় অভিন্ন বোধে স্বীয় চক্র কস্তাকে দিলেন এবং না জানিয়া কস্তার চক্রভাগ নিজে উদরস্থ করিলেন। কালক্রমে সত্যবতী ক্ষত্রিয়ান্তক গর্ভ ধারণ করিলেন। তাঁহার দেহপ্রভা প্রদীপ্ত হইল। তিনি ভীষণ আকারে পরিণত হইলেন। অনন্তর ঋচীক তাঁহাকে দেখিয়া যোগবলে সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিলেন। তখন দ্বিজবর তাঁহার বরবর্ণিনী ভাৰ্য্যাকে বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি তোমার মাতা কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছ। চক্রব্যত্যয় ঘটিয়াছে। এই চক্রবিনিময়ের ফলে তোমার এক ত্রুরকর্মা অতি ভয়ঙ্কর পুত্র উৎপন্ন হইবে। আর যিনি তোমার ভাতা জন্মিবেন, তিনি এক তপোধন ব্রাহ্মণ

এবমুক্তা মহাভাগা ভর্তা সত্যবতী তদা ॥ ৪১
প্রসাদয়ামাস পতিং পুত্রো মে নেদৃশো ভবেৎ
ব্রাহ্মণপদম্ভুত ইত্যুক্তো মুনিরব্রবীৎ ॥ ৪২
ঋচীক উবাচ ।

নৈব সঙ্কলিতঃ কামো ময়া ভদ্রে তথাস্থিতি ।
উগ্রকর্মা ভবেৎ পুত্রঃ পিতৃশ্মাতুশ্চ করণাৎ ॥
পুনঃ সত্যবতী বাক্যমেবমুক্তাবীদিদম্ ।
ইচ্ছন্তোঁকানপি মূনে সৃজেষাঃ কিং পুনঃ সূতম্
শমাস্তকমুজুং তুং মে পুত্রং দাতুমিহাইসি ।
কামমেবংবিধঃ পৌত্রো মম স্মাতব চ প্রভো ॥
যত্তন্তথা ন শক্যং বৈ কর্তুমেতদ্বিজোত্তম ।
ততঃ প্রসাদমকরোৎ স তন্তাস্তপসো বলাৎ ॥
পুত্রে নাস্তি বিশেষো মে পৌত্রে বা বরবর্ণিনি
স্বয়া যথোক্তং বচনং তথা ভদ্রে ভবিষ্যতি ॥ ৪৭

হইবেন । তাঁহার তপস্যায় বিশ্বের হিতসাধন
হইবে । আমি তাঁহাতেই ব্রহ্মার্ণণ করিয়াছি ।
ভর্তা এই কথা কহিলে, মহা ভাগ্যবতী
সত্যবতী স্বামীকে প্রসাদিত করিয়া কহি-
লেন,—প্রভো ! ব্রাহ্মণ আপনি; আপনা
হইতে আমার যেন ঈদৃশ ব্রাহ্মণাধম দারুণ
পুত্র উৎপন্ন হয় না । তৎশ্রবণে ভর্তা ঋচীক
বলিলেন,—ভদ্রে ! উক্ত সঙ্কলিত বিষয়
আমি অন্তথা করিতে পারি না ; অতএব উহা
ঐরূপই হইবে । দেখ, পিতামাতার কারণেই
সন্তান ক্রুরকর্মা হয় । ভর্তার কথায় সত্য-
বতী পুনরায় কহিলেন—হে মূনে ! আপনি
ইচ্ছা করিলে, এই সমস্ত জগৎ সৃজন করিতে
পারেন ; এ অবস্থায় কি একটি পুত্র সন্তান
সৃষ্টি করা আপনার পক্ষে অসম্ভব হইবে ?
অতএব আপনি আমাকে একটি সরলস্বভাব
শমশ্রুণাবলম্বী পুত্র প্রদান করুন । যদি
দারুণপ্রকৃতির পুত্র হওয়া একান্তই অনিবার্য
হয়, তাহা হইলে হে প্রভো ! আমার প্রার্থনা,
সেই পুত্র যেন আমাদের পৌত্র হইয়াই জন্ম
গ্রহণ করে । অনন্তর ঋষি প্রসন্ন হইলেন
এবং তপোবলে পত্নীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন
বলিলেন—ভদ্রে ! যদিও পুত্রে আর পৌত্রে

ততঃ সত্যবতী পুত্রং জনয়ামাস ভার্গবম্ ।
তপস্যভিরতঃ দান্তঃ জমদগ্নিঃ শমাস্তকম্ ॥ ৪৮
ভৃগোর্জগত্যাং বংশেহস্মিঞ্জমদগ্নিরজায়ত ।
সাহি সত্যবতী পুণ্য সত্যধর্মপরায়ণা ॥ ৪৯
কৌশিকীতি সমাখ্যাতা প্রবৃত্তেয়ঃ মহানদী ।
ইক্ষাকুবংশপ্রভবো রেণুর্নাম নরাধিপঃ ॥ ৫০
তস্ত কস্তা মহাভাগা কামলী নাম রেণুকা ।
রেণুকায়াং তু কামল্যাং তপোবিদ্যাসমম্বিতঃ ॥
আচীকো জনয়ামাস জামদগ্ন্যং সূদারুণম্ ।
সর্ববিজ্ঞাস্তগং শ্রেষ্ঠং ধনুর্বেদস্ত পারদর্শী ॥ ৫২
রামঃ ক্ষত্রিয়হস্তারং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ।
ঔর্বশ্চৈবমুচীকস্ত সত্যবত্যাং মহাযশাঃ ॥ ৫৩
জমদগ্নিস্তপোবীৰ্য্যাজ্জগ্রে ব্রহ্মবিদ্যাং বরঃ ।
মধ্যমশ্চ শুনঃশেফঃ শুনঃপুচ্ছঃ কনিষ্ঠকঃ ॥ ৫৪
বিশ্বামিত্রং তু দায়াদং গাধিঃ কুশিকনন্দনঃ ।
জনয়ামাস পুত্রং তু তপোবিজ্ঞাশমাস্তকম্ ॥ ৫৫

পার্থক্য কিছুই নাই ; তথাপি প্রিয়ে ! তুমি
যাহা কহিলে, তাহাই হইবে । ১২৩—৪৭। অন-
ন্তর সত্যবতী পুত্র প্রসব করিলেন । এই পুত্র
শমদমশ্রুণাবলম্বী তপস্বী হইলেন । ইহার
নাম হইল ভার্গব জমদগ্নি । সেই সত্যবতী
অতি পুণ্যবতী ও সত্যধর্মে নিরতা ছিলেন ।
তিনি মহানদী কৌশিকী নামে বিখ্যাত হইয়া
একণে প্রবাহিত হইতেছেন । রেণু নামে
ইক্ষাকুবংশীয় এক নরপতি ছিলেন । রেণুকা
নামে তাঁহার এক মহাভাগ্যবতী কস্তা ছিল ।
তপোবিজ্ঞাসম্পন্ন ঋচীকনন্দন জমদগ্নি তাহার
পাণিগ্রহণ করেন । সেই পত্নীর গর্ভে জম-
দগ্নির এক দারুণ পুত্র উৎপন্ন হয় । এই
পুত্র সর্ববিজ্ঞা ও ধনুর্বেদে পারদর্শী ছিলেন ।
ইনি নিখিল ক্ষত্রিয়কুলের সংহারক । ইহার
নাম পরশুরাম । ইনি প্রদীপ্ত পাবকবৎ
দেদীপ্যমান ছিলেন । ঔর্বশ্চৈবশধর ঋচীকের
পত্নী সত্যবতীর গর্ভে মহাযশা জমদগ্নি জন্ম
গ্রহণ করেন । তিনি তপোবীৰ্য্যে ব্রহ্মবিদ-
গণের বরেণ্য হইয়াছিলেন । তাঁহার মধ্যম
শুনঃশেফ ও কনিষ্ঠ শুনঃপুচ্ছ । কুশিক-

প্রাপ্য ব্রহ্মর্ষিসমতাং যোহয়ং ব্রহ্মর্ষিতাং গতঃ ।
 বিশ্বামিত্রস্ত ধর্ম্মাচ্চা নাম্না বিশ্বরথঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৬
 জজ্ঞে ভৃগুপ্রসাদেন কৌশিকাস্তবর্দ্ধনঃ ।
 বিশ্বামিত্রস্ত চ স্মৃতা দেবরাতাদয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৭
 প্রখ্যাতান্ধিষু লোকেষু তেবাং নামাত্ততঃ পরম্
 দেবরাতঃ কতিশ্চৈব যস্মাৎ কাত্যায়নাঃ স্মৃতাঃ
 শালবত্যাং হিরণ্যাক্ষো রেণুর্জজ্ঞেহথ রেণুকঃ
 সন্ধৃতির্গালবশ্চৈব মুদগলশ্চৈব বিজ্ঞতঃ ॥ ৫৯
 মধুচ্ছন্দো জয়শ্চৈব দেবলশ্চ তথাষ্টকঃ ।
 কচ্ছপো হারিতশ্চৈব বিশ্বামিত্রস্ত তে স্মৃতাঃ ॥
 তেবাং খ্যাতানি গোত্রাণি কৌশিকানাং
 মহান্বনাম্ ।

পাণিনো বভ্রবশ্চৈব ধ্যানজপ্যাস্তথৈব চ ॥ ৬১
 পার্ধিবা দেবরাতাশ্চ শালঙ্কায়নবান্ধলাঃ ।
 লোহিতা যমদূতাশ্চ তথা কারুষকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬২
 পৌরবস্ত মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মর্ষেঃ কৌশিকস্ত চ ।*

নন্দন গাধি বিশ্বামিত্র নামে এক পুত্র
 উৎপাদন করেন। এই পুত্র তপস্বী
 বিদ্যা ও শান্তির আধার ছিলেন। ইনি
 ব্রহ্মর্ষিগণের তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়া পরে
 ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ধর্ম্মাচ্চা বিশ্বামিত্র
 বিশ্বরথ নামেও বিখ্যাত ছিলেন। ভৃগুর
 প্রসাদে তিনি কুশিকনন্দন গাধির বংশধর
 রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্রের
 দেবরাত প্রমুখ কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হয়।
 ঐ পুত্রগণ সকলেই ত্রিভুবনে প্রখ্যাতকীর্তি
 ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম প্রথমতঃ দেব-
 জ্ঞা, ও কতি, এই কতি হইতেই কাত্যায়ন-
 গণের* উৎপত্তি। এতদ্ভিন্ন বিশ্বামিত্রের
 শালবতী পত্নীর গর্ভজাত অন্যান্য পুত্রের
 নাম হিরণ্যাক্ষ, রেণু, রেণুক, সন্ধৃতি, গালব,
 মুদগল, মধুচ্ছন্দ, জয়, অষ্টক, কচ্ছপ, দেবল
 ও হারিত। মহাত্মা কৌশিকের অপত্যবর্গের
 মধ্যে পাণি, বভ্র, ধ্যানজপ্য, পার্ধিব, দেব-
 রাত, শালঙ্কায়ন, বান্ধল, লোহিত, যমদূত, ও
 কারুষক, প্রভৃতি সবিশেষ প্রখ্যাত হইয়া-
 ছিলেন; হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই বংশে পৌরব

সহস্রোহপ্যস্ত বংশেহস্মিন্ ব্রহ্মক্ষত্রস্ত বিজ্ঞত
 বিশ্বামিত্রাভ্যজানাং তু শুনঃশেকোহগ্রজঃ
 স্মৃতঃ ।

ভার্গবঃ কৌশিকস্ত হি প্রাপ্তঃ স মুনিসত্তমঃ ॥
 বিশ্বামিত্রস্ত পুত্রস্ত শুনঃশেকোহভবৎ কিল ।
 হরিদশ্বস্ত যজ্ঞে তু পশুহু বিনিয়োজিতঃ ॥ ৬৫
 দেবৈর্দত্তঃ শুনঃশেকো বিশ্বামিত্রায় বৈ পুনঃ ।
 দেবৈর্দত্তঃ স বৈ যস্মাদেবরাতস্ততোহভবৎ ॥
 দেবরাতাদয়ঃ সপ্ত বিশ্বামিত্রস্ত বৈ স্মৃতাঃ ।
 দৃষদ্বতীসুতশ্চাপি বৈশ্বামিত্রাস্তথাষ্টকঃ ॥ ৬৭
 অষ্টকস্ত স্মৃতো লৌহিঃ প্রোক্তো জহুগণো
 ময়া ।

অত উল্লং প্রবক্ষ্যামি বংশমায়োর্মহান্বনঃ ॥৩৮
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে সোমবংশো-
 হমাবসুবংশান্নকীর্তনং নাম
 দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ও ব্রহ্মর্ষি কৌশিকের ঘনিষ্ঠ সহস্র ছিল; তাই
 উহা ব্রহ্মক্ষত্র নামে বিখ্যাত। বিশ্বামিত্রের
 সন্তানসমূহের মধ্যে শুনঃশেকই জ্যেষ্ঠ।
 হে মুনিগণ! শুনঃশেক ভৃগু ও কৌশিক
 এই উভয়ের ধর্ম্মই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
 সেই বিশ্বামিত্র-পুত্র শুনঃশেকই হরিচন্দ্রের
 যজ্ঞে পশুহুে কল্পিত হন। পরে দেবগণ
 তাঁহাকে পুনরায় বিশ্বামিত্রসমীপে প্রেরণ
 করেন। দেবতারা দিয়াছিলেন এইজন্ত
 শুনঃশেক দেবরাত নামে অভিহিত হন।
 বিশ্বামিত্রের দেবরাতপ্রমুখ সপ্ত পুত্র ও
 দৃষদ্বতী নাম্নী আর এক পত্নী ছিলেন। এই
 পত্নীর গর্ভে বিশ্বামিত্রের অষ্টক নামে যে পুত্র
 ছিলেন তাঁহার লৌহি নামে এক পুত্র হয়।
 এই আমি জহুবংশ বিবৃত করিলাম।
 অতঃপর মহাত্মা আয়ুর বংশ বর্ণন
 করিব। ৪৮—৬৮।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

আরোঃ পুত্রাশ্চ তে পঞ্চ সর্বৈ বীরা মহারথাঃ
স্বর্ভানুতনয়ায়াং চ প্রভায়াং জজিরে নৃপাঃ ॥১
নহবঃ প্রথমং জজ্ঞে বৃদ্ধশর্ম্মা ততঃ পরম্ ।
রস্তো রজিরনেনাশ্চ ত্রিষূলোকেষু বিপ্রতাঃ ।
রজিঃ পুত্রশতানীহ জনয়ামাস পঞ্চ বৈ ।
রাজৈর্মিতা বিখ্যাতং ক্ষত্রমিন্দ্রভয়াবহম্ ॥৩
যত্র দৈবাসুরে যুদ্ধে সমুৎপন্নৈ সুদাক্ষণৈ ।
দেবাস্চৈবাসুরাস্চৈব পিতামহমথাক্র ন ॥ ৪

দেবাসুরা উচুঃ ।

আবয়োর্ভগবন্ যুদ্ধে কো বিজেতা ভবিষ্যতি ।
ক্রাহি নঃ সর্বভূতেশ শ্রোতুমিচ্ছাম তত্ত্বতঃ ॥৫
ব্রহ্মোবাচ ।

ষেষামর্থায় সংগ্রামে রজিরাতাযুধঃ প্রভুঃ ।

যোৎস্রতে তে বিজেয্যন্তি ত্রীর্লোকানরাত্র
সংশয়ঃ ॥ ৬

একাদশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—আয়ুর পাঁচ পুত্র ।
পাঁচ জনই মহারথ, বীর নরপতি ছিলেন ।
স্বর্ভানুন্দিনী প্রভার গর্ভে তাঁহারা জন্ম
গ্রহণ করেন । তন্মধ্যে সর্বাগ্রে নহবের,
পরে বৃদ্ধশর্ম্মার, অনন্তর রস্ত, রজি ও
অনেনার জন্ম হয় । ইঁহারা সকলেই
ত্রিলোক-বিখ্যাত ছিলেন । রাজা রজির
একশত পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হয় । এই বিশাল
ক্ষত্রিয়বংশ রাজ্যের নামে প্রসিদ্ধ হইয়া-
ছিল । অন্তের কথা কি, স্বয়ং ইন্দ্রও ইহা-
দিগকে ভয় করিতেন । পুরাকালে দাক্ষণ
দেবাসুরসংগ্রাম উপস্থিত হইলে, দেব ও
অসুর উভয় পক্ষই পিতামহের নিকটে গিয়া
জিজ্ঞাসা করেন যে, হে ভগবন্! আমাদের
উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ বিজয়ী হইবে,
আপনি তাহা আমাদের দিগকে বলুন । হে
ভূতপতে! আমরা আপনার নিকট তাহা
যথাযথরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি । ব্রহ্মা বলি-

যতো রজির্ধৃতিস্তত্র শ্রীশ্চ তত্র যতো ধৃতিঃ ।

যতো ধৃতিশ্চ শ্রীশ্চৈব ধর্ম্মস্তত্র জয় স্তথা ॥ ৭

তে দেবা দানবাঃ শ্রীতা দেবেনোক্তা রজিঃতদ
অভ্যায়ুর্জয়মিচ্ছন্তো বৃথানাস্তং নরবভম্ ॥ ৮

স হি স্বর্ভানুদৌহিত্রঃ প্রভায়াং সমপত্তত ।

রাজা পরমতেজস্বী সোমবংশবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৯

তে হৃষ্টমনসঃ সর্বৈ রজিঃ বৈ দেবদানবাঃ ।

উচুরস্মজ্জয়ায় হং গৃহাণ বরকার্ষুকম্ ॥ ১০

অথোবাচ রজিস্তত্র তয়োর্বৈ দেবদৈত্যয়োঃ ।

অর্থজ্ঞঃ স্বার্থমুদ্दिষ্টা যশঃ স্বং চ প্রকাশয়ন্ ॥ ১১

রজিক্রবাচ ।

যদি দৈত্যগণান্ সর্বান্ জিত্বা বীৰ্য্যেণ বাসবঃ ।

ইন্দ্রো ভবামি ধর্ম্মেণ ততো যোৎস্রামি সংযুগে

দেবাঃ প্রথমতো বিপ্রাঃ প্রতীয়ুহৃষ্টমানসাঃ ।

লেন,—যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা রজি যাহাদিগের
পক্ষে থাকিয়া ধর্ম্মদ্বারপূর্বক যুদ্ধ করিবেন,
তাহারাই নিশ্চয় ত্রিলোকবিজয়ী হইবে ।
যেখানে রাজা রজি, সেইখানে ধৃতি, এবং
যেখানে ধৃতি, সেইখানে লক্ষ্মী । এইরূপে
ধৃতি ও লক্ষ্মী যেখানে বিরাজমানা, সেইখানে
ধর্ম্ম এবং সেইখানেই জয় । ব্রহ্মা এই
কথা কহিলে, সেই দেব ও অসুরগণ সক-
লেই জয়াভিলাষে রজিকে বরণ করিবার
জন্ত গমন করিলেন । রজি স্বর্ভানুর
দৌহিত্র; প্রভার গর্ভে তাঁহার জন্ম । তিনি
একজন সুধাংশুবংশের ধূরন্ধর নরপতি
ছিলেন । দেব ও দৈত্যপক্ষ হৃষ্টমনে রজির
নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—রাজন্!
আমাদের জয়ের নিমিত্ত আপনি আমাদের
পক্ষে অস্ত্রধারণ করুন । ১—১০ । রাজা
রজি উভয়পক্ষের কথা শুনিয়া স্বার্থ সাধনের
উদ্দেশে এবং আপনার যশঃপ্রকাশের অভি-
প্রায়ে প্রথমে দেবপক্ষকে কহিলেন,— হে
বাসব! আমি যদি বীৰ্য্যবলে দৈত্যগণকে
পরাস্ত করিয়া ধর্ম্মানুসারে ঋগ্বেদ ইন্দ্র
হইতে পারি, তাহা হইলেই আমি যুদ্ধ করিব ।
রাজা রজি এই কথা কহিবামাত্র দেবগণ

এবং যথেষ্টঃ নৃপতে কামঃ সম্পত্ততাং তব ॥ ১৩
 অসুরগণানাং বাক্যং রাজা রজিস্তদা ।
 পপ্রচ্ছাসুরমুখ্যাং যথা দেবানপৃচ্ছত ॥ ১৪
 দানবা দর্পসম্পূর্ণাঃ স্বার্থমেবাবগম্য হ ।
 প্রত্যাচুস্তঃ নৃপবরং সাত্তিমানমিদং বচঃ ॥ ২৫
 দানবা উচুঃ ।
 অস্মাকমিস্তঃ প্রহ্লাদো যন্তার্থে বিজয়ামহে ।
 অস্মিংশ্চ সমরে রাজ্যস্তিষ্ঠ ত্বং রাজসন্তম ॥ ১৬
 স তথেষতি ক্রবন্নেব দেবৈরপ্যতিচোদিতঃ ।
 ভবিষ্যসীম্ভো জিহ্নেহ্নং দেবৈরুক্রান্ত পার্থিবঃ ॥
 জঘান দানবান্ সর্বান যেষবধ্যা বজ্রপাণিনঃ ।
 স বিপ্রনষ্টাং দেবানাং পরমশ্রীঃ শ্রিয়ঃ বশী ॥ ১৮
 নিহত্য দানবান্ সর্বানাজহার রজিঃ প্রভুঃ ।
 ততো রজিঃ মহাবীৰ্য্যঃ দেবৈঃ সহ শতক্রতুঃ ॥
 রজিপুত্রোহহমিত্যুক্তা পুনরেবাববীৰ্য্যচঃ ।

হৃষ্টচিত্তে সন্মত হইলেন;—বলিলেন,—নর-
 নাথ! আপনি যাহা কামনা করিয়াছেন,
 তাহা যথেষ্ট সম্পাদিত হইবে, আমাদের
 ভাহাতে কোন আপত্তি নাই। রাজা রজি
 দেবপক্ষের উত্তর শুনিয়া দেবগণকে যাহা
 জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, অসুরদিগকেও পরে
 তাহাই জিজ্ঞাসিলেন। কিন্তু দর্পিত দান-
 বেরা তাঁহার স্বার্থনাথনের অভিপ্রায় বুঝিয়া
 প্রত্যন্তরে সাত্তিমান বাক্যে তাঁহাকে এই
 কথা বলিল যে, আপনার প্রস্তাব আমরা
 গ্রাহ্য করি না; আমাদের ইন্দ্র প্রহ্লাদ;
 আমরা তাঁহারই জন্ত বিজয় বাসনা করি।
 হে রাজন! যদি ইচ্ছা হয়, আপনি এই
 সময়ে আমাদের প্রতিকূলেই অবস্থান
 করুন। রাজা বলিলেন,—তাহাই হউক।
 এই কথা বলিতে বলিতে যুদ্ধ জয়ের পর
 দেবগণের নিকট হইতে ভাবী ইন্দ্র হইবার
 আদেশ পাইবামাত্র রাজা রজি ইন্দ্রের
 অবধ্য সেই দানবদিগকে নিহত করিতে
 লাগিলেন। তিনি দানবদিগকে সমলে
 নিপুল করিয়া দেবগণের প্রনষ্ট জয়শ্রীকে
 পুনরায় উজ্জ্বল করিলেন। অনন্তর অসুর-

ইন্দ্রোহসি তাত দেবানাং সর্বেষাং নাত্র সংশয়
 যন্তাহমিস্তঃ পুত্রস্তে খ্যাতিং যান্তামি কশ্যভিঃ ।
 স তু শক্রবচঃ শ্রদ্ধা বক্তিতস্তেন যারয়া ॥ ২১
 তথৈবেত্যববীড়াজা প্রিয়মাণঃ শতক্রতুশ্চ ।
 তস্মিংশ্চ দেবৈঃ সদৃশে দিবঃ প্রাপ্তে মহীপতো
 দায়াগ্নমিস্ত্রোদাজহু, রাজ্যং তন্তনয়া রজৈঃ ।
 পঞ্চ পুত্রশতাশ্চ তদৈ স্থানং শতক্রতোঃ ॥ ২৩
 সমাক্রামন্ত বহুধা স্বর্গলোকং ত্রিবিষ্টপম্ ।
 তে যদা তু স্বসমুদ্রা রাগোন্নতা বিধাশ্রণঃ ॥ ২৪
 ব্রহ্মদ্বিষশ্চ সংবৃত্তা হতবীৰ্য্যপরাক্রমাঃ ।
 ততো লেভে স্বমৈশ্বর্য্যমিস্তঃ স্থানং তথোত্তমম্
 হবা রজিসুতান্ সর্বান কামক্রোধপরায়ণান্ ।

গণসমভিব্যাহারী স্বয়ং, শতক্রতু বলি-
 লেন,—আমি রজির পুত্র হইলাম। এই
 কথা কহিয়া পুনরায় রজিকে বলিলেন,—
 হে তাত! আপনি এক্ষণে নিঃসন্দেহ দেব-
 গণের ইন্দ্র হইলেন। আমি দেবেন্দ্র
 ছিলাম। আমি আপনার পুত্র হইলাম।
 আপন কশ্য দ্বারা আমি খ্যাতি লাভ করিব।
 দেবমায়ায় বঞ্চিত হইয়া রাজা রজি প্রীত-
 চিত্তে; ইন্দ্রের কথায় সন্মত হইলেন।
 অনন্তর কিয়ৎকাল পরে রাজর্ষি রজি দেহ-
 ত্যাগান্তে স্বর্গগতি লাভ করিলেন। ১১-২২।
 তখন রজি-রাজার পুত্রগণ ইন্দ্র পদ অধিকার
 করিতে উত্তত হইলেন। রজির পঞ্চশত পুত্র
 এক যোগে ইন্দ্রাধিকৃত স্বর্গ স্থান আক্রমণ
 করিলেন। কেবল স্বর্গ নয়—তাঁহার স্বর্গ
 ও মর্ত্য এই উভয় ভূমিই অধিকার করিয়া
 রাখিলেন। ক্রমে রজি-রাজার তনয়গণ
 মোহাচ্ছন্ন ও বিষয়সেবায় উন্নত হইয়া
 উঠিলেন। তাঁহাদের ধর্মজ্ঞান বিলুপ্ত
 হইল। তাঁহারা দেব-ব্রাহ্মণে ঘেঁষ করিতে
 লাগিলেন। এই সকল দৃশ্যে তাঁহাদের
 বীৰ্য্য ও পরাক্রম একেবারেই নষ্ট হইল।
 তাঁহাদের রাজ্যার্থ্য কিছুই রহিল না।
 ইন্দ্র পুনরায় নিজ স্বর্গ স্থান ও অসুরগণের
 আধিপত্য লাভ করিলেন। কাম-ক্রোধ-

য ইদং চ্যাবনঃ স্থানাৎপ্রতিষ্ঠানঃ শতক্রতোঃ
 শৃণুয়াক্ষারম্বেদ্যপি ন স দৌর্গত্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬
 লোমহর্ষণ উবাচ ।
 রস্তোহনপত্যস্তাসীচ্চ বংশং বক্ষ্যাম্যনেনসঃ ।
 অনেনসঃ সূতো রাজা প্রতিক্রতো মহাযশাঃ ॥
 প্রতিক্রতসুতশাসীৎ সঞ্জয়ো নাম বিক্রতঃ ।
 সঞ্জয়স্ত জয়ঃ পুত্রো বিজয়স্তস্ত চাত্মজঃ ॥ ২৮
 বিজয়স্ত কৃতিঃ পুত্রস্তস্ত হর্যাত্ততঃ সূতঃ ।
 হর্যাত্ততসূতো রাজা সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৯
 সহদেবস্ত ধর্ম্মাত্মা নদীন ইতি বিক্রতঃ ।
 নদীনস্ত জয়ৎসেনো জয়ৎসেনস্ত সঙ্কতিঃ ॥ ৩০
 সঙ্কতেরপি ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রবৃদ্ধো মহাযশাঃ ।
 অনেনসঃ সমাগ্যাতাঃ ক্ষত্রবৃদ্ধস্ত চাপরঃ ॥ ৩১
 ক্ষত্রবৃদ্ধাত্মজস্তত্র সুনহোত্রো মহাযশাঃ ।
 সুনহোত্রস্ত দায়াদাস্তয়ঃ পরধার্ম্মিকঃ ॥ ৩২
 কাশঃ শলর্শঃ দ্বাবেতো তথা গৃৎসমদঃ প্রভুঃ ।
 পুত্রো গৃৎসমদস্তাপি শুনকো যস্ত শৌনকঃ ॥ ৩৩

পরায়ণ রজি-নন্দনগণ সকলেই ইন্দ্রের
 হস্তে নিহত হইল। শতক্রতুর এই রাজ্য-
 চ্যুতি ও পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রতিষ্ঠা-বিবরণ যে
 ব্যক্তি শ্রবণ ও ধারণা করে, তাহার কখনও
 দুর্গতিপ্রাপ্তি হয় না ॥ ২৩—২৬। লোমহর্ষণ কহি-
 লেন,—রস্ত অনপত্য ছিলেন; সূতরাং
 এক্ষণে অনেনার বংশবৃত্তান্ত বলিতেছি। অনে-
 নার পুত্র প্রতিক্রত রাজা হইয়াছিলেন। তিনি
 মহাযশস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্র
 বিক্রত সঞ্জয়। সঞ্জয়ের পুত্র জয়, তৎপুত্র
 বিজয়; তৎপুত্র কৃতি; তৎপুত্র রাজা
 হর্যাত্তত; তাঁহার পুত্র প্রতাপবান্ সহদেব;
 তৎপুত্র নদীন। ইনি অতি ধার্ম্মিক রাজা
 ছিলেন। ইহার পুত্র জয়ৎসেন; তৎপুত্র
 সঙ্কতি; তৎপুত্র ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রবৃদ্ধ। ইনি
 ইহার উর্দ্ধতন পুরুষ অনেনার স্থায় ধ্যাতি-
 সম্পন্ন ছিলেন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র মহাযশা
 সুনহোত্র। সুনহোত্রের তিন জন পরম
 ধার্ম্মিক পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের নাম—
 কাশ, শল ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়ান্শিব বৈশ্ণাঃ শূদ্রান্তধেব চ ।
 শলাত্মজ আষ্টিসেনস্তনয়স্তস্ত কাশ্চপঃ ॥ ৩৪
 কাশস্ত কাশিপো রাজা পুত্রো দীর্ঘতপান্তথা ।
 ধনুস্ত দীর্ঘতপসো বিদ্বান্ ধনুস্তরিস্ততঃ ॥ ৩৫
 তপসোহস্তে সুনহতো জাতো বৃদ্ধস্ত ধীমতঃ ।
 পুনর্ধনুস্তরির্দেবো মানুষেষ্ছিহ জন্মনি ॥ ৩৬
 তস্ত গোহে সমুৎপন্নো দেবো ধনুস্তরিস্তদা ।
 কাশিরাজো মহারাজঃ সর্বরোগপ্রণাশনঃ ॥ ৩৭
 আয়ুর্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহ স ভিষক্ক্রিয়ঃ
 তমষ্টধা পুনর্ব্ব্যস্ত শিষ্যোভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥
 ধনুস্তরেষ্ট তনয়ঃ কেতুমানিতি বিক্রতঃ ।
 অথ কেতুমতঃ পুত্রো বীরো ভীমরথঃ স্মৃতঃ ॥
 পুত্রো ভীমরথস্তাপি দিবোদাসঃ প্রজেশ্বরঃ ।
 দিবোদাসস্ত ধর্ম্মাত্মা বারাগস্তধিপোহভবৎ ॥ ৪০
 এতস্মিনেব কালে তু পুরীং বারাগসীং দ্বিজাঃ
 শৃতাং নিবেশয়ামাস ক্ষেমকো নাম রাক্ষসঃ ॥

শুনক। শুনকের পুত্র শৌনক। শুনক
 হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি
 বর্ণের পুত্রই উৎপন্ন হইয়াছিল। শলের
 পুত্র আষ্টিবৈণ, তৎপুত্র কাশ্চপ; কাশের পুত্র
 রাজা কাশিপ; তৎপুত্র দীর্ঘতপা; তৎপুত্র
 ধনু; ইনি ধনুস্তরি নামে বিখ্যাত হন। দীর্ঘ-
 তপা বিপুল তপস্তা করিয়াছিলেন। সেই
 তপস্তার ফলেই তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে ধনুস্তরি
 দেব মনুষ্যলোকে আসিয়া তদীয় পুত্ররূপে
 জন্ম গ্রহণ করেন। সর্বরোগনাশক
 ধনুস্তরি মহারাজ কাশিরাজ নামে বিখ্যাত
 হইয়াছিলেন। তিনি ভরদ্বাজের নিকট
 হইতে আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসাপ্রণালী শিক্ষা
 করিয়া পরে তাহা অষ্টধা বিভাগপূর্ব্বক
 শিষ্যসম্প্রদায় মধ্যে প্রচার করেন।
 ধনুস্তরির পুত্র কেতুমান্ নামে বিখ্যাত।
 তৎপুত্র বীর্ঘশালী ভীমরথ। তৎপুত্র
 দিবোদাস; ইনি একজন বিশিষ্ট প্রজা-
 পালক রাজা ছিলেন। পবিত্র বারাগসীপুরী
 ইহার রাজধানী ছিল। হে দ্বিজগণ! একদা ক্ষেমক নামক একটা রাক্ষস আসিয়া

শস্তা হি সা মতিমতা নিকৃষ্টেন মহান্মন।
 শূন্তা বর্ষসহস্রং বৈ ভবিজী তু ন সংশয়ঃ ॥ ৪২
 তস্তাং হি শপ্তমাত্রায়াং দিবোদাসঃ প্রজেশ্বরঃ
 বিষয়াস্তে পুরীং রম্যাং গোমত্যাং সংস্রবেষয়ৎ
 ভদ্রশ্রেণ্যস্ত পূর্কঃ তু পুরী বারাগসী অভূৎ ।
 ভদ্রশ্রেণ্যস্ত পুত্রাণাং শতমুত্তমধিনিম্ ॥ ৪৪
 হস্তা নিবেশয়ামাস দিবোদাসো নরাধিপঃ ।
 ভদ্রশ্রেণ্যস্ত তদ্রাজ্যং হৃতং যেন বলীয়স। ॥ ৪৫
 ভদ্রশ্রেণ্যস্ত পুত্রস্ত দুর্দমো নাম বিক্রতঃ ।
 দিবোদাসেন বালেতি স্বগয়া স বিসর্জিতঃ ॥ ৪৬
 হৈহয়স্ত তু দায়াত্মং হৃতবান্ বৈ মহীপতিঃ ।
 আজহে পিতৃদায়াত্মং দিবোদাসহৃতং বলাৎ ॥
 ভদ্রশ্রেণ্যস্ত পুত্রেন দুর্দমেন মহান্মন।

সমগ্র বারাগসীপুরী জনশূন্য করিয়া ফেলে ।
 মহান্মা মতিমান্ নিকৃষ্ট এক সময় বারাগসী
 পুরীর প্রতি এইরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন
 যে, এই পুরী সহস্র বর্ষ পর্যন্ত জনশূন্য
 হইয়া থাকিবে। বারাগসীর প্রতি ঐরূপ
 অভিশাপ প্রদত্ত হইবামাত্র প্রজাপালক
 দিবোদাস অবিলম্বে তাঁহার রাজধানী
 স্থানান্তরিত করেন। গোমতী নদীর
 তীরবর্তী প্রদেশে দিবোদাস রাজার নব-
 নির্মিত রম্য রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল।
 রাজা দিবোদাস পূর্বে বারাগসীধামে যে
 রাজধানী নির্মাণ করেন, ঐ প্রদেশ ভদ্রশ্রেণ্য
 নামক জনৈক রাজার অধিকারভুক্ত ছিল।
 দিবোদাস নরপতি ভদ্রশ্রেণ্য রাজার এক
 শত প্রকৃষ্ট ধনুর্দ্ধারী যোদ্ধা পুত্র নিহত করিয়া
 তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। ভদ্রশ্রেণ্য
 রাজার সমস্ত রাজ্যই প্রবল দিবোদাস নৃপতি
 অধিকার করিয়া লয়েন। দুর্দম নামে ভদ্র-
 ভদ্রশ্রেণ্যরাজের অপর এক বিখ্যাত পুত্র
 ছিল। দিবোদাস রাজা তাহাকে বালক
 জ্ঞানে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করেন।
 কালক্রমে সেই দুর্দম হৈহয়রাজ্য অধিকার
 করিয়া রাজা হইলেন এবং দিবোদাস
 নরপতির নিকট হইতে বলপূর্বক স্বীয় পৈতৃক

বৈরশাস্ত্রো মহাভাগাঃ কৃতশাশ্বতীযতেজসা ৪৮
 দিবোদাসাদৃষদত্যাং বীরো জজ্ঞে প্রতর্দনঃ ।
 তেন বালেন পুত্রেন প্রকৃতং তু পুনর্বলম্ ॥ ৪৯
 প্রতর্দনস্ত পুত্রো হো বৎসভর্গে সুবিশ্রুতো ।
 বৎসপুত্রো হলর্কস্ত সন্নতিস্তস্ত চান্বজঃ ॥ ৫০
 অলর্কস্তস্ত পুত্রস্ত ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ।
 অলর্কং প্রতি রাজর্ষিঃ শ্লোকো গীতঃ পুরাতনৈঃ
 ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ ।
 ধূম্য রূপেণ সম্পন্নঃ প্রাগাসীচ্চ কুলোদহঃ ॥ ৫২
 লোপয়ুদ্রাপ্রসাদেন পরমায়ুরবাণ্ডবান্ ।
 তস্তাসীৎ সুমহদ্রাজ্যং রূপযৌবনশালিনঃ ॥ ৫৩
 শাপশাস্ত্রে মহাবাহুহস্তা ক্ষেমকরাক্ষসম্ ।
 রম্যাং নিবেশয়ামাস পুরীং বারাগসীং পুনঃ ॥ ৫৪
 সন্নতেরপি দায়াদঃ সুনীধো নাম ধার্মিকঃ ।

রাজা উদ্ধার করিলেন। হে মুনিবরগণ!
 ভদ্রশ্রেণ্য-তনয় মহান্মা দুর্দম আপনার
 অসাধারণ প্রভাবে এইরূপে বৈর নির্ঘাতন
 করিয়াছিলেন! ২৭—৪৮। দিবোদাসরাজের
 দৃষদতী নাম্নী পত্নীর গর্ভে প্রতর্দন নামে
 এক বীর পুত্র উৎপন্ন হয়। প্রতর্দন বালক
 বয়সেই পিতার নষ্ট রাজ্য্যাংশ পুনরুদ্ধার
 করেন। প্রতর্দনের বৎস ও ভর্গ নামে দুই
 বিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হয়। বৎস হইতে
 অলর্ক ; তৎপুত্র সন্নতি ; তৎপুত্র অলর্ক
 সত্যবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন।
 প্রাচীনগণ রাজর্ষি অলর্কের উদ্দেশে এইরূপ
 একটা শ্লোক গান করিয়া থাকেন যে, রাজা
 অলর্ক যৌবন অবস্থাতেই ষষ্টি সহস্র ষষ্টি
 শত বর্ষ পর্যন্ত কাশিপকুলের ধুরন্ধর রূপে
 বিরাজ করিয়াছিলেন। তিনি লোপায়ুদ্রার
 অনুগ্রহে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করেন। অলর্ক
 অতিবড় রূপ-যৌবনশালী ছিলেন। তাঁহার
 রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল। বারাগসী
 নগরীর অভিশাপ কালের অবসান হইলে
 তিনি ক্ষেমকরাক্ষসকে নিহত করিয়া পুনরায়
 বারাগসী পুরীতে স্বীয় রাজধানী স্থাপন
 করেন। ৪৯—৫৪। ভূপতি সন্নতির আর এক

সুনীথস্ত তু দায়াদঃ কেমো নাম মহাযশাঃ ॥৫৫
 কেমস্ত কেতুমান পুত্রঃ সূকেতুস্ত চান্দ্রজঃ ।
 সূকেতোস্তনয়শ্চাপি ধর্ম্মকেতুরিতি স্মৃতঃ ॥৫৬
 ধর্ম্মকেতোস্ত দায়াদঃ সত্যকেতুর্নহারথঃ ।
 সত্যকেতুসুতশ্চাপি বিভূর্নাম প্রজেশ্বরঃ ॥৫৭
 আনর্ভস্ত বিভোঃ পুত্রঃ সূকুমারশ্চ তৎসুতঃ ।
 সূকুমারস্ত পুত্রস্ত ধৃষ্টকেতুঃ সূধার্ম্মিকঃ ॥ ৫৮
 ধৃষ্টকেতোস্ত দায়াদো বেণুহোত্রঃ প্রজেশ্বরঃ ।
 বেণুহোত্রসুতশ্চাপি ভার্গো নাম প্রজেশ্বরঃ ॥৫৯
 বৎসস্ত বৎসভূমিস্ত ভার্গভূমিস্ত ভার্গজঃ ।
 এতে অঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেহথ ভার্গব ॥
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্বাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ সহস্রশঃ ।
 ইত্যেতে কাশ্ণপাঃ প্রোক্তা নহস্তু নিবোধত ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে সোমবংশে
 বৃদ্ধকৃতপ্রস্থতিনিরূপণং নামৈকম্
 দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

উৎপন্নঃ পিতৃকন্তায়াং বিরজায়াং মহোজসঃ ।
 নহস্তু তু দায়াদাঃ যড়িত্রোপমতেজসঃ ॥ ১
 যতির্যযাতিঃ সংযাতিরাযাতির্যাতিরেব চ ।
 সূযাতিঃ যষ্টস্তেযাং বৈ যযাতিঃ পার্শ্বিবোহভবৎ
 ককুৎস্থকন্তাং গাং নাম লেভে পরমধার্ম্মিকঃ ।
 যতিস্ত মোক্ষমাস্থায় ব্রহ্মভূতোহভবনমুনিঃ ॥ ৩
 তেযাং যযাতিঃ পঞ্চানাং বিজিত্য বনুধামিমাম্
 দেবযানীমুশনসঃ সূতাং ভাধ্যামবাপ সঃ ॥ ৪
 শশ্বিষ্ঠামাসুরীং চেব তনয়াং বৃষপর্কণঃ ।
 যদুঞ্চ তুর্কসুষ্ঠেব দেবযানী ব্যজায়ত ॥ ৫
 জহং চানুং চ পুরুং চ শশ্বিষ্ঠা বার্ষপর্কণী ।
 তস্মৈ শক্রো দদৌ জীতো রথং পরমভাস্বরম্
 অঙ্গদং কাঞ্চনং দিব্যং দিব্যৈঃ পরমবাজিভিঃ
 যুক্তং মনোজবৈঃ শুভ্রৈর্ধেন কাধ্যং সমুদ্রহন ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

পুত্র সুনীথ; তৎপুত্র কেম; তৎপুত্র
 কেতুমান; তৎপুত্র সূকেতু; তৎপুত্র
 ধর্ম্মকেতু; তৎপুত্র মহারথ সত্যকেতু;
 তৎপুত্র বিভূ; তৎপুত্র আনর্ভ; তৎপুত্র
 সূকুমার; তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু; তৎপুত্র
 বেণুহোত্র; তৎপুত্র ভার্গ; ইহারা সকলেই
 ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রজাপালক রাজা ছিলেন। বৎসের
 বৎসভূমি এবং ভার্গ ইহাতে ভার্গভূমির উৎ-
 পত্তি হইয়াছিল। এই আমি অঙ্গিরা, ভার্গব
 ও কাশ্ণপবংশীয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও
 বৈশ্বাণের বহু বিস্তৃত বংশবিবরণ ব্যক্ত
 করিলাম; অতঃপর নাহস বংশ বৃত্তান্ত
 শ্রবণ করুন। ৫৫—৬১।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—পিতৃনন্দিনী বির-
 জার গর্ভে মহাপ্রভাব নহষের ইন্দ্র ও
 উপেন্দ্র তুল্য তেজস্বী ছয় পুত্র উৎপন্ন হয়,
 তাহাদিগের নাম,—যতি, যযাতি, সেযাতি,
 অযাতি, যাতি ও সূযাতি এই ছয় পুত্রের
 মধ্যে যতি জ্যেষ্ঠ হইলেও তৎকনিষ্ঠ যযাতিই
 রাজা হইয়াছিলেন! পরধার্ম্মিক যযাতি
 ককুৎস্থকন্তার পাণিগ্রহণ করেন। যতি
 মোক্ষধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক মুনি হইয়া ব্রহ্ম-স্বরূপে
 অবস্থান করিলেন। অশ্বাশ্ব পঞ্চভাতার
 মধ্যে যযাতিই এই বনুধামগুল জয় করিয়া
 লইলেন। তিনি শুক্রচার্য্য-নন্দিনী দেব-
 যানীকে এবং বৃষপর্ক-নন্দিনী শশ্বিষ্ঠাকে
 পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যযাতি
 দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্কসু নামক দুই
 পুত্র উৎপাদন করেন এবং শশ্বিষ্ঠার গর্ভে
 তাঁহার জহু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র
 জন্ম গ্রহণ করে। শুক্রচার্য্য জীত হইয়া
 যযাতিকে এক পক্ষ্য দীপ্তিশালী কাঞ্চনময়

স তেন রথমুখেন বড়াঙ্গোজয়মহীম্ ।
 যযাতিঃ পুত্রৈর্দুর্ভবস্তথা দেবান্ সদানবান্ ॥ ৮
 স রথঃ কোরবাণাং তু সর্বেষামভবস্তদা ।
 সংবর্তবসুনায়ন্ত কোরবাজ্জনমেজয়াৎ ॥ ৯
 কুরোঃ পুত্রস্ত রাজেন্দ্ররাজ্যঃ পারীক্ষিতস্ত হ ॥
 জগাম স রথো নাশং শাপাদগর্গস্ত ধীমতঃ ॥
 গর্গস্ত হি স্মৃতং বালং স রাজা জনমেজয়ঃ ।
 কালেন হিংসয়ামাস ব্রহ্মহত্যামবাপ সঃ ॥ ১১
 স লোহগঙ্গো রাজর্ষিঃ পরিধাবরিতস্ততঃ ।
 পৌরজানপদৈস্ত্যক্তো ন লেভে শশ্ব কহিচিৎ
 ততঃ স দুঃখসন্তপ্তো নালভৎসংবিদং কচিৎ ।
 বিপ্রেস্তুঃ শৌনকং রাজা শরণং প্রতাপদ্যত ॥
 যাজ্ঞ্যমাস চ জ্ঞানী শৌনকো জনমেজয়ম্ ।
 অশ্বমেধেন রাজানং পাবনার্থং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৪

দিব্য রথ প্রদান করেন। ঐ রথে মনো-
 বেগগামী শুভ্রবর্ণ স্বর্গীয় উত্তম অশ্ব সকল
 যোজিত ছিল; সেই রথ দ্বারা সহজেই
 কার্য্য সিদ্ধ হইত। যযাতি সেই রথবরে
 আরোহণ করিয়া ছয় রাত্র মধ্যে এই মহী-
 মণ্ডল জয় করিয়াছিলেন এবং বহু বর্ষ যাবৎ
 দেব ও দানবগণের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে
 নিরত ছিলেন। ক্রমে সেই রথ পুরু-
 বংশীয় সমস্ত রাজারই ব্যবহার্য্য হইয়াছিল।
 কুরুবংশধর পরীক্ষিত-নন্দন জনমেজয়ের
 পরবর্তী কালেই সেই রথ ধীমান্ গর্গের
 শাপে বিনষ্ট হইয়া যায়। একদা রাজা
 জনমেজয় গর্গের একটা শিশু পুত্রকে
 হিংসা করেন। তাহাতে তিনি ব্রহ্ম-
 হত্যা পাপে লিপ্ত হইলেন। সেই রাজর্ষির
 সর্বগাত্ত্ব হইতে লোহগঙ্গ নির্গত হইতে
 থাকে। তিনি ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়াও
 কোথাও শান্তিলাভ করিতে পারেন
 না। পুরবাসী এবং জনপদবাসীরাও
 তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তখন তিনি
 দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া কোথাও শান্তি লাভে সমর্থ
 হইলেন না। অনন্তর তিনি শৌনকের
 শরণাপন্ন হইলেন। হে দ্বিজগণ! জ্ঞানী শৌনক,

স লোহগঙ্গো বানশস্ত্রাবত্বমেভ্য হ ।
 স চ দিব্যরথো রাজ্ঞো বশশ্চেদিপতেস্তদা ॥ ১৫
 দত্তঃ শক্রেণ তুষ্টেন লেভে তন্মাদবৃহদ্রথঃ ।
 বৃহদ্রথাৎক্রমেণৈব গতৌ বার্হদ্রথঃ নৃপম্ ॥ ১৬
 ততো হহা জরাসন্ধঃ ভীমন্তঃ রথমুত্তমম্ ।
 প্রদদৌ বাসুদেবায় ত্রীত্যা কোরবনন্দনঃ ॥ ১৭
 সপ্তদ্বীপাং যযাতিস্ত জিত্বা পৃথ্বীং সসামরাম্ ।
 বিভজ্য পঞ্চধা রাজ্যং পুত্রাণাং নাহবস্তদা ॥ ১৮
 যযাতির্দিশি পূর্বস্তাং যতঃ জ্যেষ্ঠঃ স্তবোজয়ৎ ।
 মধ্যে পূরুং চ রাজানমভ্যবিশৎ স নাহয়ঃ ॥ ১৯
 দিশি দক্ষিণপূর্বস্তাং তুর্ব্বসুং মতিমান্নৃপঃ ।
 তৈরিয়ং পৃথিবী সর্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা ॥ ২০
 যথাপ্রদেশমদ্যাপি ধর্ষণে প্রতিপাল্যতে ।
 প্রজাস্তেবাং পুরস্তাত্ত বক্ষ্যামি মুনিসত্তমাঃ ॥

রাজার পবিত্রতার জন্ত তাঁহা দ্বারা এক
 অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই
 যজ্ঞান্তে রাজার গাত্র হইতে লোহগঙ্গ
 অপনীত হয়। সেই পূর্বোন্নিখিত দিব্য
 রথ পরবর্তী কালে চেদিপতির বশীভূত
 হইয়াছিল। ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া সেই রথ
 দান করেন। ভূপতি বৃহদ্রথ ইন্দের নিকট
 হইতে তাহা প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে বৃহদ্রথ
 হইতে বার্হদ্রথ জরাসন্ধ রাজার আয়ত্ত হয়।
 কোরবনন্দন ভীমসেন জরাসন্ধকে নিহত
 করিয়া সেই উত্তম রথ বাসুদেবকে ত্রীতি-
 উপহার প্রদান করেন। ১-১৭। ধীমান্ রাজা
 যযাতি সসামরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে জয়
 করিয়া পরে স্বীয় রাজ্য পুত্রগণকে পঞ্চধা
 বিভাগ করিয়া দিলেন। তন্মধ্যে দক্ষিণ
 ও পূর্বদিক্ জ্যেষ্ঠ যত্নকে, মধ্য ভাগ পূরুকে,
 দক্ষিণ ও পূর্বদিক্ তুর্ব্বসুকে এবং
 উত্তর ও পশ্চিম দিক্ জহ্য ও অহুকে
 অর্পণ করিলেন। তাঁহারা অদ্যাপি
 সেই বিভাগ ক্রমে দ্বীপ-পত্তন-শালিনী
 সমগ্র মেদিনী ধর্ম্মানুসারে পালন করিতে-
 ছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ঐ সকল ভূপতির
 প্রজাদিগের কৃত্যাদি আমি পরে বর্ণন

ধনুর্নাস্ত পৃথংকাঃশ পঞ্চভিঃ পুরুষবর্ষভৈঃ ।

জরানভবজাজ্ঞা ভারমাবেশ্চ বহুযু ॥ ২২

নিকৃশশব্দঃ পৃথিবীং চচার পৃথিবীপতিঃ ।

ঐতিমানভবজাজ্ঞা যযাতিরপরাজিতঃ ॥ ২৩

এবং বিভজ্য পৃথিবীং যযাতির্ধনুর্মবীৎ ।

জরাং মে প্রতিগৃহীষ পুত্র কৃত্যাস্তরেণ বৈ ॥

তরুণস্তব রূপেণ চরেয়ঃ পৃথিবীমিমানম্ ।

জরাং হস্মি সমাধায় তং যত্নঃ প্রত্যাচ হ ॥ ২৫

যত্নকবাচ ।

অনির্দিষ্টা ময়া ভিক্ষা ব্রাহ্মণস্ত প্রতিজ্ঞতা ।

অনপাকৃত্য তাং রাজস্ব গ্রহীষ্যামি তে জরাম্

জরায়াঃ বহবো দোষাঃ পানভোজনকারিতাঃ ।

তস্মাজ্জরাং ন তে রাজস্ব গ্রহীতুমহমুৎসহে ॥ ২৭

করিব। কালক্রমে যযাতি জরাগ্রস্ত হইলেন। 'তিনি আপনার ধনুর্বাণাদি পরিত্যাগ করিলেন। পাঁচটা পুরুষপ্রবর পুত্র তাঁহার যোগ্য হইয়া উঠিল। তিনি তাহা-দিগের উপর রাজ্যভার স্তম্ভ করিলেন। তিনি সমুদায় শস্ত্রব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া ঐতিমান হইলেন; পৃথিবীর সর্বত্র তিনি বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি জরাগ্রস্ত হইয়া। শস্ত্র পরিত্যাগ করিলেও তাঁহাকে পরাজয় করিবার অবকাশ কাহারও রহিল না। এইরূপে যযাতি রাজা সমস্ত পুত্রকে পৃথিবী ভাগ করিয়া দিয়া একদা জ্যেষ্ঠ পুত্র যত্নকে বলিলেন,—পুত্র! তুমি আমার এই জরাগ্রহণ কর; আমি কোন বিশেষ কার্যের জন্ত তোমাকে আমার জরা অর্পণ করিয়া তোমার এই যৌবন দ্বারা যুবক হইয়া এই পৃথিবী ভ্রমণ করিব। তৎশ্রবণে যত্ন বলিলেন,—হে রাজন্! আমি কোন ব্রাহ্মণকে কোন একটা অনির্দিষ্ট ভিক্ষা দানে প্রতিজ্ঞত হইয়াছি, এই যৌবন দ্বারা আমি সে কাৰ্য্য সম্পাদন না করিয়া আপনার জরা গ্রহণ করিতে পারি না। জরায় বহু দোষ আছে। পান-ভোজনাদি ব্যাপার জরাব-

সত্তি তে বহবঃ পুত্রা মন্তঃ প্রিয়তরা নৃপ ।

প্রতিগ্রহীতুঃ ধর্মজ্ঞ পুত্রমন্তঃ কুণীষ বৈ ॥ ২৮

স এবমুক্তো যত্না রাজা কোপসমধিতঃ ।

উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো যযাতির্গর্হয়ন্ সূতম্ ॥ ২৯

যযাতিকবাচ ।

ক আশ্রমস্তবাত্মোহস্তুি কো বা ধর্মো বিধীয়তে মামনাদৃত্য ত্বর্কুন্ধে যদহং তব দেশিকঃ ॥ ৩০

এবমুক্তা যত্নঃ বিপ্রাঃ শশাপৈনং স মনুষ্যমান্ ।

অরাজ্যা তে প্রজা মুচ ভবিত্বীতি ন সংশয়ঃ ॥

জহং চ তুর্কসুং চৈবাপ্যনুং চ দ্বিজসন্তমাঃ ।

এবমেবাববীড়াজ্ঞা প্রত্যাখ্যাতশ্চ তৈরপি ॥ ৩২

শশাপ তানতিক্রুদ্ধো যযাতিরপরাজিতঃ ।

যথাবৎ কথিতং সর্বং ময়াস্তু দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৩৩

স্থায় সূচাকরূপে হয় না। অতএব হে রাজন্! আপনার জরা গ্রহণে আমার প্রবৃত্তি হই-তেছে না। হে নৃপ! আমি অপেক্ষা আপনার আরও অনেক প্রিয় পুত্র আছে; হে ধর্মজ্ঞ! তাহাদিগের মধ্যে কোন এক জনকে আপনি এই জরাগ্রহণে নিয়োগ করুন। যত্ন এই কথা কহিলে, যযাতি ক্রুদ্ধ হইলেন। 'তিনি তখন পুত্র যত্নকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, ওরে ত্বর্কুন্ধে! আমি তোমার গুরু, তুমি আমায় যখন অবজ্ঞাত করিলে, তখন তোমার আশ্রমই বা কি আর ধর্মই বা কি? এই বলিয়া যযাতি সক্রোধে সূতের প্রতি এই রূপে অভিশাপ দিলেন যে, রে মুঢ়! তোমার সন্তান-সন্ততিগণ কখন রাজ্যলাভ করিতে পারিবে না। যত্নকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া রাজা যযাতি অতঃপর জহ্য, তুর্কসু ও অনুকে যথাক্রমে তদীয় জরাগ্রহণ করিতে বলিলেন; কিন্তু তাঁহারও ঐরূপ কথা কহিয়া পিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন যযাতি ক্রোধ করিয়া তাঁহাদিগকেও পুত্রের স্তায় অভিসম্পাত করেন। হে দ্বিজগণ! এই আমি যযাতি-প্রদত্ত শাপ-বিবরণ যথাযথ বলিলাম। যযাতি এইরূপে পুত্রর অগ্রজাত সমস্ত পুত্রকেই শাপ-

এবং শত্ৰু। অতান্ সৰ্বাঃশত্ৰুঃ পুরুপূৰ্জান
তদেব বচনং রাজা পুরুমপ্যাহ ভো দ্বিজাঃ ॥
তরুণস্তব রূপেণ চরয়ঃ পৃথিবীমিয়াম্ ।
জরাঃ যয়ি সমাধায় স্বং পুরো যদি মন্তসে ॥৩৫
স জরাঃ প্রতিজগ্ৰাহ পিতুঃ পুরুঃ প্রতাপবান্ ।
যযাতিরূপি রূপেণ পুরোঃ পর্য্যচরন্ মহীম্ ॥৩৬
স মার্গমাণঃ কামানামন্তঃ নৃপতিসন্তমঃ ।
বিখ্যাগ্য সহিতো রেমে বনে চৈত্রয়খে প্রভুঃ ॥
যদা স তপ্তঃ কামেষু ভোগেষু চ নরাধিপঃ ।
তদা পুরোঃ সকাশাশ্চৈ স্বাং জরাঃ প্রতাপদ্যত
যত্র গাথা মুনিশ্রেষ্ঠা গীতাঃ কিল যযাতিনা ।
যাভঃ প্রত্যাহরেৎ কামান্ সৰ্বাঃ হিঙ্গানি
কৃৎবৎ ॥ ৩৯
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।
হবিষা কৃষ্ণবস্ত্রে ব ভূয় এবাভিবর্জতে ॥ ৪০

গ্রন্থ করিয়া অবশেষে পুরুকে তাঁহার
জরাগ্রহণ করিতে বলিলেন। তিনি পুরুকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুরো!
তোমার যদি অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে
তোমাতে আমার জরা স্তম্ভ করিয়া
তোমার তরুণ রূপে আমি তরুণ হইয়া
এই সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করি। পিতার
কথার প্রতাপবান পুরু যযাতির জরা গ্রহণ
করিলেন। তখন যযাতি পুরুর তরুণ রূপ
গ্রহণ করিয়া কামোপভোগের চরম সীমা
পাইবার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র পর্য্যটন করিতে
লাগিলেন। তিনি বিশ্বাচীর সহিত বহুকাল
চৈত্রয়খ বনে বিহার করিলেন। কিন্তু যখন
কামোপভোগে কিছুতেই তৃপ্তি শেষ হইল
না, তখন তিনি পুরুর নিকট আসিয়া স্বীয়
জরা গ্রহণ করিলেন। হে মুনিগণ! যিনি
কুর্য্যাজের দ্বায় সর্বপ্রকারে সকল কামনা
প্রত্যাশ্রিত করিয়াছিলেন সেই রাজা যযাতি
কর্তৃক তৎকালে এইরূপ গাথা গীত হইয়াছিল
যে, কাম্য বিষয়ের উপভোগ দ্বারা কাম
কখন উপশম প্রাপ্ত হয় না; বস্তুতঃ যুতা-
হতি দ্বারা অগ্নির দ্বায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত

যৎপৃথিব্যাং ব্রীহিযবঃ হিরণ্যঃ পশবঃ স্ত্রিয়ঃ ।
নালমেকস্ত তৎসৰ্বমিতি কুশা ন বুভুতি ॥ ৪১
যদা ভাবঃ ন কুরুতে সৰ্বভূতেশু পাপকম্ ।
কৰ্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৪২
যদা তেভ্যো ন বিভেতি যদা চান্ময় বিভ্রাতি
যদা নেচ্ছতি ন ষেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৪৩
যা দৃশ্যজা দৃশ্যভির্ভাষ্য জীর্ঘ্যতি জীর্ঘ্যতঃ ।
যোহসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃণাং
ত্যজতঃ সুখম্ ॥ ৪৪
জীর্ঘ্যন্তি জীর্ঘ্যতঃ কেশা দন্তা জীর্ঘ্যন্তি জীর্ঘ্যতঃ
ধনাশা জীবিতাশা চ জীর্ঘ্যতোহপি ন জীর্ঘ্যন্তি
যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎসুখম্ ।
তৃণাক্ষয়সুখেন্তেতে নারীন্ত যোড়নীঃ কলাম্ ।
এবমুক্তা স রাজর্ষিঃ সদারঃ প্রাবিশন্নম্ ।

হইয়া থাকে। ১৮—৪০। পৃথিবীতে যত কিছু
ব্রীহি, যব, হিরণ্য, ও স্ত্রী আছে সে সকল
একজনেরও পর্য্যাপ্ত হয় বলিয়া মনে হয় না।
এইরূপ মনে করিয়া সে সকলের জন্য
মোহিত হওয়া উচিত নহে। যখন কৰ্ম্ম,
মন ও বাক্য দ্বারাও সর্বভূতের প্রতি
কোনরূপ পাপজ ভাব পোষণ করা হয় না,
তখনই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি
অন্তের নিকট হইতে ভীত হয়েন না;
অন্তেও যখন তাঁহার নিকট হইতে ভীত হয়
না, যখন ইচ্ছা বা ঘেব কিছুই থাকে না,
তখনই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। দৃশ্যভিগণ
যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না, স্বীয়
আধার জীর্ণ হইলেও যাহা যখন জীর্ণ হয়
না, যাহা মাহুষের প্রাণান্তিক রোগস্বরূপ,
সেই তৃণা যিনি ত্যাগ করিতে পারেন;
প্রকৃত সুখ তাঁহারই হইয়া থাকে। জরাগ্রস্ত
ব্যক্তির কেশরাশি জীর্ণ হয়, দন্ত জীর্ণ হয়,
কিন্তু ধনাশা আর যে জীবিতাশা, এ দুইটি
কিছুতেই জীর্ণ হইবার নয়। জগতে যাহা
কিছু কামসুখ আর যাহা কিছু স্বর্গীয়সুখ,
তাহা একমাত্র তৃণাক্ষয়রূপ সুখের বোড়শ
ভাগের একভাগেরও সমান নয়। সেই

কালেন মহতা চায়ং চচার বিপুলং তপঃ ॥ ৪৭
 ভৃগুতুঙ্গে গতিং প্রাপ তপসোহস্তে মহাবিশাঃ ।
 অনশ্নং দেহমুৎসজ্য সদারঃ স্বর্গমাশুবান ॥ ৪৮
 তন্ত বংশে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পঞ্চ রাজর্ষিসন্তমাঃ ।
 বৈব্যাগ্ণ্য পৃথিবী সর্বা সূর্যাস্তেব গভস্তিভিঃ ॥
 যজ্ঞোক্ত বংশং বক্ষ্যামি শৃগ্ধ্বং রাজসংকৃতম্ ।
 যজ্ঞ নারায়ণো জজ্ঞে হরিবৃক্ষিকুলোদ্ধতঃ ॥ ৫০
 সূহঃ প্রজাবানায়ুমান্ কীর্তিমাংশ্চ ভবেন্নরঃ ।
 যযাতিচরিতং নিত্যমিদং শৃণ্বন দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে সোমবংশ
 যযাতিচরিতনিরূপণং নাম
 দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

রাজর্ষি যযাতি এই কথা বলিতে বলিতে
 সন্ত্রীক বনে গমন করেন। তিনি বহুকাল
 বনে থাকিয়া বিপুল তপস্বী করিয়াছিলেন।
 পরে ভৃগুতুঙ্গে তপস্বী করিয়া সেই
 তপস্বীর পর অনশনে দেহ পরিত্যাগ-
 পূর্বক সন্ত্রীক স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার
 বংশধর পাঁচ রাজর্ষি ছিলেন। সূর্যের
 কিরণপটলের আয় তাঁহাদের দ্বারাই এই
 সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। হে
 মুনিগণ! যে বংশে বৃক্ষিকুলধুরন্ধর স্বয়ং
 হরি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অতঃপর সেই
 যজ্ঞবংশবিবরণ ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ
 করুন। যে নর নিত্য এই যযাতি-চরিত
 শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তিনি আয়ুমান্ ও
 কীর্তিমান্ হইয়া থাকেন। ৪১—৫১।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

পুরোবংশং বয়ং সূত শ্রোতুমিচ্ছাম তবতঃ ।
 জহ্মস্তানোর্যদোষ্টৈশ্চ ত্বর্বসোশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১
 লোমহর্ষণ উবাচ ।
 শৃগ্ধ্বং মুনিশাঙ্গীলাঃ পুরোবংশং মহাশ্বনঃ ।
 বিস্তরেণানুপূর্য্যা চ প্রথমং বদতো মম ॥ ২
 পুরোঃ পুত্রঃ সুবীরোহভূন্ননস্ম্যন্তস্ত চান্নজঃ ।
 রাজা চাভয়দো নাম মনস্তোরভবৎ সূতঃ ॥ ৩
 তথৈবাভয়দস্তাসীৎ সুধবা নাম পার্শ্বিণিঃ ।
 সুধবনঃ সুবাহুশ্চ রৌদ্রাশ্বস্তস্ত চান্নজঃ ॥ ৪
 রৌদ্রাশ্বস্ত দশার্ণেয়ুঃ কুকণেয়ুস্তথৈব চ ।
 কক্ষেয়ুশ্চিলেয়ুশ্চ সন্নতেয়ুস্তথৈব চ ॥ ৫
 ঋচেয়ুশ্চ জলেয়ুশ্চ স্থলেয়ুশ্চ মহাবলঃ ।
 ধনেয়ুশ্চ বনেয়ুশ্চ পুত্রকাশ্চ দশ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৬
 ভদ্রা শূদ্রা চ মদ্রা চ শলদা মলদা তথা ।
 খলদা চ ততো বিপ্রা নলদা সুরসাপি চ ॥ ৭
 তথা গোচপলা চ স্ত্রীরত্নকূটা চ তা দশ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—হে সূত! আমরা
 পুরু, জহ্ম, অনু, যহ ও তুর্কসুর বংশ-
 বিবরণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শুনিতে ইচ্ছা
 করি। লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!
 আমি প্রথমে মহাশ্বা পুরুর বংশ বিস্তররূপে
 আনুপূর্বিক কীর্তন করিতেছি, আপনারা
 শ্রবণ করুন। পুরুর পুত্র সুবীর; তৎপুত্র
 মনস্ম্য; মনস্ম্যর পুত্র রাজা অভয়দ। তাঁহার
 পুত্র মহীপতি সুধবা; তৎপুত্র সুবাহু;
 তৎপুত্র রৌদ্রাশ্ব; এই রৌদ্রাশ্ব রাজার
 দশজন পুত্র ও দশ কন্যা সন্তান উৎপন্ন
 হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রগণের নাম যথা—
 দশার্ণেয়ু, কুকণেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থিলেয়ু,
 সন্নতেয়ু, ঋচেয়ু, স্থলেয়ু, জলেয়ু, ধনেয়ু, ও
 বনেয়ু। তদীয় কন্যাগণের নাম যথা—ভদ্রা,
 শূদ্রা, মদ্রা, শলদা, মলদা, খলদা, নলদা,
 সুরসা, গোচপলা ও রত্নকূটা। অত্রিবংশে

ঋষির্জাতোহজ্রিবংশে চ তাঙ্গাং ভর্তা প্রভাকরঃ
ভদ্রায়াং জনয়ামাস সূতং সোমং যশস্বিনম্ ।
স্বর্তান্ননা হতে সূর্যো পতমানে দিবো মহীম্ ॥১০
তমোভিত্ততে লোকে চ প্রভা যেন প্রবর্তিতা ।
স্তুতি তেহস্তুতি চোক্তা বৈ পতমানো দিবাকরঃ
বচনান্তস্ত বিপ্রর্ষেণ পপাত দিবো মহীম্ ।
অত্রিশ্রেষ্ঠানি-গোত্রাণি যশ্চকার মহাতপাঃ ॥১১
যজ্ঞেষু যজ্ঞৈর্লকৈব দেবৈর্যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
স তান্ন জনয়ামাস পুত্রিকাস্থাঙ্কাকামজান্ ॥ ১২
দশ পুত্রান্ মহাসঙ্ঘাস্তপস্ব্যাগ্রে রতাঃস্তথা ।
তে তু গোত্রকরা বিপ্রা ঋষয়ো বেদপারগাঃ ॥
সন্ত্যাদ্রেয়া ইতি খ্যাতাঃ কিঞ্চ ত্রিধনবজ্জিতাঃ
কঙ্কেয়োস্তনয়ান্ভাসংস্থ্য এব মহারথাঃ ॥ ১৪
সভানরশ্চাক্ষুষ্চ পরমহু্যস্তথৈব চ ।
সভানরশ্চ পুত্রশ্চ বিদ্বান্ কালানলো নৃপঃ ॥১৫

প্রভাকর নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি
ঐ ভদ্রা প্রভৃতি দশ কন্যার পাণি গ্রহণ
করেন। তন্মধ্যে ভদ্রা নামী স্ত্রীর গর্ভে
যশস্বী সোম তাঁহার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন।
রাহু কর্তৃক আহত হইয়া সূর্য্য স্বর্গ হইতে
মহীপৃষ্ঠে পতনোন্মুখ হইলে, অন্ধকারে
সমস্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে, তখন ঐ প্রভাকর
ঋষি কর্তৃক প্রভা প্রবর্তিত হয়। দিবাকর
পতিত হইতে থাকিলে তিনিই তাঁহাকে
'তোমার স্তুতি হউক' বলিয়া সমাখ্যস্ত করিয়া-
ছিলেন; তখন সেই বিপ্রর্ষির কথানুসারেই
দিবাকরকে আর মহীপৃষ্ঠে পতিত হইতে
হয় নাই। তাঁহা হইতেই অত্রিশ্রেষ্ঠ গোত্র
সকল প্রবর্তিত হইয়াছিল। যজ্ঞসমূহে দেব-
গণকর্তৃক অত্রির বল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি
তাঁহার দশ স্ত্রীর গর্ভেই ক্রমান্বয়ে দশপুত্র
উৎপাদন করেন। ঐ পুত্রগণ সকলেই
মহাসঙ্ঘ-সম্পন্ন ও উগ্র তপস্যায় নিরত
ছিলেন। সেই সকল পুত্রই গোত্রকর,
ঋষি, বেদপারগ ও আত্রেয়, আখ্যায় অভি-
হিত। কঙ্কেয়ুর তিন পুত্র সভানর, চাক্ষুষ
ও পরমহু্য। হে মুনিপ্রবরগণ! সভানরের

কালানলশ্চ ধর্ম্মজঃ সৃঙ্খলো নাম বৈ সূতঃ ।
সৃঙ্খলশ্চাভবৎ পুত্রো বীরো রাজা পুরঞ্জয়ঃ ॥১৬
জনমেজয়ো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পুরঞ্জয়সুতোহভবৎ ।
জনমেজয়শ্চ রাজর্ষেমহাশালোহভবৎ সূতঃ ॥
দেবেষু স পরিজাতঃ প্রতিষ্ঠিত্যশা ভুবি ।
মহামনা নাম সূতো মহাশালশ্চ বিজ্ঞতঃ ॥ ১৮
জজ্ঞে বীরঃ সুরগণৈঃ পুজিতঃ স্তমহামনাঃ ।
মহামনাস্ত পুত্রো যৌ জনয়ামাস ভো দ্বিজাঃ ॥১৯
উশীনরঞ্চ ধর্ম্মজঃ তিতিক্ষুঞ্চ মহাবলম্ ।
উশীনরশ্চ পত্ন্যশ্চ পঞ্চ রাজর্ষিবংশজাঃ ॥ ২০
নৃগা কুমিন্বা দর্কা পঞ্চমী চ দৃষতী ।
উশীনরশ্চ পুত্রশ্চ পঞ্চ তাং কুলোদ্ভবাঃ ॥ ২১
তপসা চৈব মহতা জাতা বৃদ্ধস্ত চান্নজাঃ ।
নৃগায়াশ্চ নৃগঃ পুত্রঃ কুম্যঃ কুমিরজায়ত ॥ ২২
নবায়াশ্চ নবঃ পুত্রো দর্কায়াঃ সূত্রতোহভবৎ ।
দৃষত্যাশ্চ সঙ্কজ্ঞে শিবিরৌশীনরো নৃপঃ ॥২৩
শিবেষ্চ শিবয়ো বিপ্রা যৌধেয়াশ্চ নৃগশ্চ হ ।
নবশ্চ নবরাষ্ট্রশ্চ ক্রমেণ কুমিলা পুরী ॥ ২৪

পুত্র বিদ্বান্ কালানল। তৎপুত্র ধর্ম্মজ সৃঙ্খল;
তৎপুত্র রাজা পুরঞ্জয়; তৎপুত্র জনমেজয়।
রাজর্ষি জনমেজয়ের পুত্র মহাশাল। ইনি
দেব সমাজে সর্বিশেষ পরিচিত ও প্রথিত-
যশা ছিলেন। ইঁহার পুত্র ধার্ম্মিক মহামনা।
ইনিও সুরসমাজে বিলক্ষণ সম্মানিত
ছিলেন। হে দ্বিজগণ! মহামনার ধর্ম্মজ
উশীনর ও মহাবল তিতিক্ষু নামে দুই পুত্র
জন্ম গ্রহণ করে। উশীনরের রাজর্ষিবংশ-
সম্ভূত পাঁচটা পত্নী ছিল। তাহাদের নাম—
নৃগা, কুমি, নরা, দর্কা ও দৃষতী। উশীনর
বহু তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ
বয়সে ঐ পাঁচটা পত্নীর গর্ভে পাঁচটা সন্তান
জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে নৃগার পুত্র নৃগ, কুমির
পুত্র কুমি, নবার পুত্র নব এবং দর্কার পুত্র
সুত্রত। পঞ্চমী পত্নী দৃষতীর গর্ভে উশীনর
শিবি রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। ১—২৩।
হে বিপ্রগণ! শিবির শিবিগণ, নৃগের,
যৌধেয়গণ, নবের নবরাষ্ট্র, সুত্রতের অন্তর্গত

সুত্ৰতঃ তথাবৰ্ণ্যঃ শিবপুজারিবোধত ।
 শিবেষু শিবরঃ পুজাশ্চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ ॥২৫
 বৃষদৰ্ভঃ সুবীরশ্চ কৈকেয় মদ্রকস্তথা ।
 তেষাং জনপদাঃ স্বীতা কৈকেয় মদ্রকাস্তথা ॥২৬
 বৃষদৰ্ভাঃ সুবীরশ্চ তিতিকোশ্চ প্রজাশ্চিমাঃ ।
 তিতিকুরভবজাজা পূৰ্ব্বেষ্ঠাং দিশি ভো দ্বিজাঃ ॥
 উষদ্রথো মহাবীৰ্য্যঃ কেনস্তস্মা স্মতোহভবৎ ।
 কেন—সুতপা যজ্ঞে তৰ্ভঃ সুতপসো বলিঃ ॥২৮
 জাতো মাহুযধোন্মো তু স রাজা কাঞ্চনেষুধিঃ ।
 মহাযোগী স তু বলিবৰ্ভু বৃপতিঃ পুরা ॥ ২৯
 পুজাশ্চত্বারোদয়ামাস পঞ্চ বংশকরান্ ভুবি ।
 অঙ্গঃ প্রথমতো যজ্ঞে বঙ্গঃ স্তম্ভস্থৈব চ ॥ ৩০
 পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গশ্চ তথা বালৈয়ঃ ক্ষত্রমুচ্যতে ।
 বালৈয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তস্মা বংশকরা ভুবি ॥৩১
 বলৈশ্চ ব্রাহ্মণা দন্তো বরঃ প্রীতেন ভো দ্বিজাঃ ।

এবং কৃষির কুমিলা পুরী প্রসিদ্ধ। এক্ষণে
 শিবির পুত্রগণের কথা শ্রবণ করুন।
 শিবির লোক-বিশ্রুত চারি পুত্র ছিল।
 সেই পুত্রচতুষ্টয়ের নাম—বৃষদৰ্ভ, সুবীর,
 কৈকেয় ও মদ্রক। এই চারি পুত্রেরই
 কৈকেয়, মদ্রক বৃষদৰ্ভ ও সুবীর নামে
 চারিটা সুসমৃদ্ধ জনপদ ছিল। হে দ্বিজ-
 গণ! এক্ষণে তিতিকুর সন্তান সন্ততিগণের
 কথা শ্রবণ করুন। তিতিকুর পূৰ্বদিকে রাজত্ব
 করিতেন। তিতিকুর পুত্র মহাবীৰ্য্য উষদ্রথ;
 ইহার কেন নামে এক পুত্র হয়। তাঁহার
 পুত্র সুতপা; তৎপুত্র বলি; বলিরাজা
 মাহুয যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, মহাযোগী
 পুরুষ হয়েন। ইনি পাঁচটা বংশকর পুত্র
 উৎপাদন করেন। তাহাদের মধ্যে অঙ্গ জ্যেষ্ঠ
 পুত্র ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ বঙ্গ; এইরূপে
 স্তম্ভ, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ নামে বলির পঞ্চ
 পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। বলির এই পঞ্চ
 পুত্রই বালৈয় নামে বিখ্যাত ছিলেন। বালৈয়
 নামক ব্রাহ্মণগণও বলিরাজের বংশধর বলিয়া
 ভূতলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পুরাকালে
 ব্রাহ্মা বলির প্রতি প্রীত হইয়া এইরূপ বর

মহাযোগিহমায়ুশ্চ কল্পস্ত পরিমাণতঃ ॥ ৩২
 বলে চাপ্রতিমহং বৈ ধৰ্ম্মতত্ত্বার্থদর্শনম্ ।
 সংগ্রামে চাপ্যজৈয়হং ধৰ্ম্মে চৈব প্রধানতাম্ ॥
 ত্রৈলোক্যদর্শনঞ্চাপি প্রাধান্যং প্রসবে তথা ।
 চতুরো নিয়তান্ বর্ণাংস্বঞ্চ স্থাপয়িতেন চ ॥৩৪
 ইত্যুক্তো বিভূনা রাজা বলিঃ শান্তিং পরাং
 যযৌ ।
 কালেন মহতা বিপ্রাঃ স্বঞ্চ স্থানমুপাগমৎ ॥ ৩৫
 তেষাং জনপদাঃ পঞ্চ অঙ্গা বঙ্গাঃ সস্তুম্ভকাঃ ।
 কলিঙ্গাঃ পুণ্ড্রকাশ্চৈব প্রজাশ্চক্ৰস্ত সাম্প্রতম্ ॥
 অঙ্গপুত্রো মহানাসীদ্রাজেন্দ্রো দধিবাহনঃ ।
 দধিবাহনপুত্রস্ত রাজা দিবিরথোহভবৎ ॥ ৩৭
 পুত্রো দিবিরথস্তাসীচ্ছত্রতুল্যপরাক্রমঃ ।
 বিদ্বান্ ধৰ্ম্মরথো নাম তস্মা চিত্তরথঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮
 তেন ধৰ্ম্মরথেনাধ তদা কালঞ্জরে গিরৌ ।
 যজতা সহ শক্রেণ সোমঃ পীতো মহাম্বনা ॥৩৯

প্রদান করিয়াছিলেন যে, হে বলে!
 তুমি মহাযোগী হইবে, কল্প কাল পর্যন্ত
 তোমার পরমায়ু, ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে অসাধারণ
 তত্ত্বার্থ দৃষ্টি, সংগ্রামে অজৈয়ত্ব, ধৰ্ম্মে প্রাধান্য,
 ত্রৈলোক্য দর্শনের ক্ষমতা এবং পুত্র জননে
 প্রাধান্য হইবে। তুমি চতুর্বিধবর্ণাশ্রমধর্ম্মের
 প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রভু ব্রহ্মা এইরূপ বর
 দান করিলে, বলিরাজা সংসারে শান্তিলাভ
 করিলেন। হে বিপ্রগণ! অনন্তর বহুকাল
 অতীত হইলে, তিনি স্বর্গস্থানে উপনীত
 হইলেন। তদীয় পঞ্চপুত্রের পাঁচটা জনগদই
 অঙ্গ, বঙ্গ, স্তম্ভ, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্র নামে
 প্রসিদ্ধি লাভ করে। সম্প্রতি অঙ্গরাজের
 বংশবিবরণ বলিতেছি। দধিবাহন নামে
 অঙ্গরাজের এক প্রধান পুত্র ছিলেন। ইনি
 রাজেন্দ্র বিশেষণে অভিহিত হইতেন। ইহার
 পুত্র রাজা দিবিরথ; তৎপুত্র ধৰ্ম্মরথ।
 ইনি ইন্দ্রপ্রতিম পরাক্রমশালী ছিলেন।
 ইহার পুত্রের নাম চিত্তরথ। ২৪—৩৮। ইনি
 ধর্ম্মানুষ্ঠানকামনায় কালঞ্জরগিরিতে এক
 যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। মহাম্বনা ইন্দ্র সেই যজ্ঞে

অথ চিত্ররথস্তাপি পুত্রো দশরথোহভবৎ ।
 লোমপাদ ইতি খ্যাতো যন্ত শাস্তা সূতাভবৎ
 তন্ত দাশবিবীরচতুরজো মহাযশাঃ ।
 ঋষ্যশৃঙ্গ প্রসাদেন জজ্ঞে বংশবিবর্ধনঃ ॥ ৪১
 চতুরঙ্গ পুত্রস্ত পৃথুলাক ইতি স্মৃতঃ ।
 পৃথুলাকসুতো রাজা চম্পা নাম মহাযশাঃ ॥ ৪২
 চম্পস্ত তু পুরী চম্পা যা মালিন্দভবৎ পুত্রী ।
 পূর্ণভদ্র প্রসাদেন হর্ষাক্রোহন্ত সূতোহভবৎ ॥ ৪৩
 ততো বৈভাণ্ডিকস্ত বারণং শক্রবারণম্ ।
 অবতারনামাস মহীঃ মর্দেবাহনমুত্তমম্ ॥ ৪৪
 হর্ষাক্রন্ত সূতস্তত্র রাজা ভদ্ররথঃ স্মৃতঃ ।
 পুত্রো ভদ্ররথস্তাসীদবৃহৎকর্মা প্রজেশ্বরঃ ॥ ৪৫
 বৃহদর্ভঃ সূতস্তত্র যশ্রাজ্ঞে বৃহন্ননাঃ ।
 বৃহন্ননাস্ত রাজেন্দ্রো জননামাস বৈ সূতম্ ॥ ৪৬
 নাস্তা জয়জয়ং নাম যশ্রাকৃচ্চরথো নৃপঃ ।
 আসীদকৃচ্চরথস্তাপি বিশ্বজিজনমেজয়ী ॥ ৪৭

সোমপান করিয়াছিলেন। রাজা চিত্ররথের
 পুত্র দশরথ। ইনি লোমপাদ নামে অভিহিত
 হইতেন। শাস্তা নামে ইহার একটি কন্যা
 সন্তান ছিল। দশরথের পুত্র মহাযশা
 চতুরঙ্গ। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির অনুগ্রহে এই
 পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এই চতুরঙ্গরাজের
 পুত্র পৃথুলাক নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইহার
 পুত্র মহাযশা চম্প। ইনিও একজন রাজা
 হইয়াছিলেন। চম্পরাজের চম্পা নামে
 রাজধানী ছিল, এই রাজপুরীর পূর্ব-নাম
 ছিল মালিনী। পূর্ণভদ্রের প্রসাদে চম্প-
 রাজের হর্ষাক্র নামে এক পুত্র হয়। ইনি
 মন্ত্রবলে ঐরাবতপ্রতিম বৈভাণ্ডিক নামক এক
 হস্তীকে মহীপৃষ্ঠে অবতারিত করেন। এই
 হস্তী তাঁহার ঞ্চেষ্ঠ বাহন ছিল। ভদ্ররথ
 বিখ্যাত রাজা হর্ষাক্রের পুত্র। ভদ্ররথের
 পুত্র প্রজানাত বৃহৎকর্মা। তৎপুত্র বৃহদর্ভ,
 রাজাধিরাজ তৎপুত্র বৃহন্ননা; ইনি এক পুত্র
 উৎপাদন করেন। তাহার নাম জয়জয়।
 জয়জয়ের পুত্র কৃচ্চরথ; তৎপুত্র বিশ্বজিৎ

দায়াদক্সন্ত বৈকর্ণো বিকর্ণস্ত চাশ্বজঃ ।
 তন্ত পুত্রশতং স্বাসীদজানঃ কুলবর্ধনম্ ॥ ৪৮
 এতেহঙ্গবংশজাঃ সর্বে রাজানঃ কীর্তিতা মহা ।
 সত্যব্রতা মহাত্মানঃ প্রজাবন্তো মহারথাঃ ॥ ৪৯
 ঋচেয়োস্ত মুনিশ্রেষ্ঠা রোজাবতনয়ন্ত বৈ ।
 শৃগুধ্বং সম্প্রবক্ষ্যামি বংশং রাজন্ত ভো বিজাঃ
 ঋচেয়োস্তুনয়ো রাজা মতিনারো মহীপতিঃ ।
 মতিনারসুতাস্বাস্ত্রয়ঃ পরমধার্মিক্যঃ ॥ ৫১
 বসুরোধঃ প্রতিরথঃ সুবাহুশ্চৈব ধার্মিকঃ ।
 সর্বে বেদবিদশ্চৈব ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ৫২
 ইলা নাম তু যশ্রাসীৎ কস্তা বৈ মুনিসন্তমাঃ ।
 ব্রহ্মবাদিত্তিধিহী সা তং সূতামভ্যাগচ্ছত ॥ ৫৩
 তংসোঃ সূতোহথ রাজর্ষিধর্ম্মনেজঃ প্রতাপবান্
 ব্রহ্মবাদী পরাক্রান্তস্তস্ত ভার্য্যোপদানবী ॥ ৫৪
 উপদানবী ততঃ পুত্রোঃচতুরোহজনমক্সুতান্ ।
 হুমন্তমথ সূমন্তং প্রবীরমনঘং তথা ॥ ৫৫

জনমেজয়; তৎপুত্র বৈকর্ণ; তৎপুত্র বিকর্ণ।
 বিকর্ণের একশত বংশধর পুত্র উৎপন্ন হয়।
 এই আমি অঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের বিবরণ
 কীর্তন করিলাম, ইহার সকলেই সত্যব্রত,
 মহাত্মা, পুত্রশালী ও মহারথ ছিলেন। হে
 মুনিবরগণ! এক্ষণে রোজাবতনন্দন ঋচেয়
 রাজার বংশাবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন।
 ঋচেয় রাজার পুত্র মহীপতি মতিনার।
 মতিনার নরপতির তিনটি ধার্মিক পুত্র উৎ-
 পন্ন হয়। তাহাদের নাম যথাক্রমে বসুরোধ
 প্রতিরথ ও সুবাহ। এই পুত্রগণ সকলেই
 সত্যবাদী, ধর্ম্মজ্ঞ, বেদবিৎ ও ব্রহ্ম-
 পরায়ণ ছিলেন। ৪৯—৫২। হে মুনিগণ!
 পূর্বে যে ইলা নামী কস্তার উৎপত্তি-
 কথা কহিয়াছি, তিনি ব্রহ্মবাদী ছিলেন।
 রাজা তংসু তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন।
 তংসুর তনয় প্রতাপবান্ রাজর্ষি ধর্ম্মনেজ।
 ইনি ব্রহ্মবাদী ও পরাক্রমশালী ছিলেন।
 ইহার ভাষ্যার নাম ছিল উপদানবী।
 উপদানবীর গর্ভে ধর্ম্মনেজের দুমন্ত, সূমন্ত,
 প্রবীর ও অনঘ নামে চারিটি পুত্র উৎপন্ন

দুহন্ত তু দায়াদো ভরতো নাম বীৰ্য্যবান ।
 স সৰ্ব্বদমনো নাম নাগায়ুতবলো মহান ॥ ৫৬
 চক্রবর্তী স্মৃতো জজ্ঞে দুহন্তস্ত মহাত্মনঃ ।
 শকুন্তলায়াং ভরতো যন্ত নাম্না তু ভারতাঃ ॥
 ভরতস্ত বিনষ্টেষু তনয়েষু মহীপতেঃ ।
 মাতৃগাং তু প্রকোপেণ ময়া তৎকথিতং পুরা ॥
 বৃহস্পতেরঙ্গিরসঃ পুত্রো বিপ্রো মহামুনিঃ ।
 অযাজয়ন্তরদ্বাজো মহন্তিঃ ক্রতুভিবিভূঃ ॥ ৫৯
 পূৰ্ব্বং তু বিতথে তন্ত কৃতে বৈ পুত্রজন্মনি ।
 ততোহথ বিতথে নাম ভরদ্বাজাংস্মৃতোহভবৎ
 ততোহথ বিতথে জাতে ভরতস্ত দিবঃ যযৌ ॥
 বিতথঃ চাভিষিচ্যাথ ভরদ্বাজো বনঃ যযৌ ॥ ৬১
 স চাপি বিতথঃ পুত্রান্ জনয়ামাস পঞ্চ বৈ ।
 সুহোত্রঞ্চ সুহোতারং গয়ং গৰ্গং তথৈব চ ॥ ৬২
 কপিলঞ্চ মহাত্মানঃ সুহোত্রস্ত স্ততঃষয়ম্ ।
 কাশিকঞ্চ মহাসত্যং তথা গৃৎসমতিং নৃপম্ ॥ ৬৩
 তথা গৃৎসমতেঃ পুত্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ ।

হয়। দুহন্তের ভরত নামে এক বীৰ্য্যবান
 পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই ভরত অযুত
 নাগ তুল্য বলশালী ছিলেন; ইহঁর অপর
 নাম সৰ্ব্বদমন। ইনি মহাত্মা দুহন্তের পুত্ররূপে
 উৎপন্ন হইয়া চক্রবর্তিত্ব প্রাপ্ত হন। শকুন্তলা
 ভরতের জননী ছিলেন। ভরতের নামানু-
 সারেই ভারত নাম প্রসিদ্ধ। মাতৃগণের
 প্রকোপে ভরতনন্দনগণ প্রনষ্ট হইয়াছিল।
 একথা পূর্বেই আমি বলিয়াছি। হে বিপ্রগণ!
 বর্ষস্পত্য আঙ্গিরস ভরদ্বাজ ভরত দ্বারা
 এক পুত্রোষ্ট্র যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। পূর্বে
 পুত্র জন্ম বিতথ অর্থাৎ বিফল হয়; সেই জন্য
 ভরদ্বাজ বিতথ নামে এক পুত্র উৎপাদন
 করেন, বিতথ জন্মবার পর ভরত স্বর্গ-
 গমন করেন। এ দিকে বিতথের রাজ্যাভি-
 ষেক হইবার পর ভরদ্বাজও বনে প্রস্থান
 করেন। যথাকালে বিতথের সুহোত্র,
 সুহোতা, গয়, গৰ্গ ও মহাত্মা কপিল নামে
 পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে সুহোত্রের
 মহাস্ব কাশিক ও গৃৎসমতি নামে দুইপুত্র

কাশিকস্ত তু কাশেয়ঃ পুত্রো দীর্ঘতপাস্থথা ॥ ৬৪
 বভূব দীর্ঘতপসো বিদ্বান ধনন্তরিঃ স্মৃতঃ ।
 ধনন্তরেষু তনয়ঃ কেতুমানিতি বিজ্ঞতঃ ॥ ৬৫
 তথা কেতুমতঃ পুত্রো বিদ্বান ভীমরথঃ স্মৃতঃ ।
 পুত্রো ভীমরথস্তাপি বারাগস্তধিপোহভবৎ ॥ ৬৬
 দিবোদাস ইতি খ্যাতঃ সৰ্ব্বকল্পপ্রণাশনঃ ।
 দিবোদাসস্ত পুত্রস্ত বীরো রাজা প্রতর্দনঃ ॥ ৬৭
 প্রতর্দনস্ত পুত্রো দ্বৌ বৎসো ভার্গব এব চ ।
 অলকো রাজপুত্রস্ত রাজা সন্মতিমান্ ভূবি ॥ ৬৮
 হৈহয়স্ত তু দায়াত্তং হতবান্ বৈ মহীপতিঃ ।
 আজহ্রে পিতৃদায়াত্তং দিবোদাসহতং বলাৎ ॥
 ভদ্রশ্রেণ্যস্ত পুত্রোহুর্দমেন মহাত্মনঃ ।
 দিবোদাসেন বালেতি স্বর্ণযাসৌ বিসর্জিতঃ ॥
 অষ্টারণো নাম নৃপঃ স্মৃতো ভীমরথস্ত বৈ ।
 তেন পুত্রোহুর্দমেন প্রহতঃ তস্ত ভো দ্বিজাঃ ॥
 বৈরস্তান্তঃ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ ক্ষত্রিয়েণ বিধিৎসতা ।
 অলকঃ কাশিরাজস্ত ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥ ৭২

জন্মগ্রহণ করে। গৃৎসমতির যে সকল পুত্র
 উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ" কেহ
 ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ ক্ষত্রিয় এবং কেহ কেহ
 বৈশ্য হইয়াছিল। কাশিকের পুত্র কাশেয়
 দীর্ঘতপা। তৎপুত্র বিদ্বান্ ধনন্তরি, তৎপুত্র
 বিজ্ঞাত কেতুমান্। তৎপুত্র বিজ্ঞ ভীমরথ,
 তৎপুত্র বারাগসীপতি সৰ্ব্বকল্পজয়ী দিবো-
 দাস। তৎপুত্র রাজা প্রতর্দন। তাহার
 ৎস ও ভার্গব নামে দুই পুত্র হয়। রাজপুত্র
 অলক এবং রাজা সন্মতিমান্, ইহারা হৈহয়
 নরপতির রাজ্য হরণ করেন। ভদ্রশ্রেণ্যের
 পুত্র মহাত্মা দুহন্ত, রাজা দিবোদাস কর্তৃক
 হত তদীয় পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।
 এই দুহন্ত রাজাকে পূর্বে দিবোদাস বালক
 জ্ঞানে স্বর্ণায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ৫৩-৭০।
 ভীমরথের অষ্টারথ নামে আর এক পুত্র
 ছিল। এই পুত্র বৈর-প্রতিযাতৃনার্থ পুৰোক্ত
 বালকের রাজ্য অপহরণ করে। কাশিরাজ
 অলক ব্রাহ্মণ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন।

যষ্টিঃ বর্ষসহস্রাণি যষ্টিঃ বর্ষশতানি চ ।
 যুবা রূপেণ সম্পন্ন আসীৎকাশিকুলোদ্ভবঃ ॥৭৩
 গোপায়ুজ্ঞাপ্রসাদেন পরমায়ুরবাপ সঃ ।
 বয়সোহন্তে মুনিশ্রেষ্ঠা হহা কেমকরাক্ষসম্ ॥ ৭৪
 রম্যাং নিবেশয়ামাস পুরীং বারাগসীং নৃপঃ ।
 অলকস্তু তু দায়াদঃ কেমকো নাম পার্শ্বিবঃ ॥৭৫
 কেমকস্ত তু পুত্রো বৈ বর্ষকেতুস্ততোহভবৎ ।
 বর্ষকেতোশ্চ দায়াদো বিভূর্নাম প্রজেশ্বরঃ ॥৭৬
 আনর্ভস্ত বিতোঃ পুত্রঃ সূকুমারস্ততোহভবৎ ।
 সূকুমারস্ত পুত্রস্ত সত্যকেতুর্মহারথঃ ॥ ৭৭
 স্ততোহভবন্নহাতেজা রাজা পরমধার্মিকঃ ।
 বৎসস্ত বৎসভূমিস্ত ভর্গভূমিস্ত ভার্গবাৎ ॥ ৭৮
 এতে হস্তিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেহথ ভার্গবে ।
 ত্রাক্ষণাঃ ক্রত্ৰিয়া বৈশ্ণাঃ শূদ্রাশ্চ মুনিসন্তমাঃ ॥৭৯
 আজমীঢ়োহপরো বংশঃ শ্রয়তাং দ্বিজসন্তমাঃ
 স্নহোত্রস্ত বৃহৎপুত্রো বৃহতস্তনয়াস্থয়ঃ ॥ ৮০
 অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ়শ্চ বীর্ঘাবান্ ।
 অজমীঢ়স্ত পত্ন্যস্ত তিস্রো বৈ যশসাম্বিতাঃ ॥৮১
 নীলী চ কেশিনী চৈব ধূমিনী চ বরাক্ষনাঃ ।

ইনি ষষ্টিসহস্র বর্ষ ও ষষ্টি শত বর্ষ যাবৎ
 যুবকরূপেই কাশিকুলের ধ্রুৱস্তর ছিলেন ।
 গোপায়ুজ্ঞাপ্রসাদে ইহার দীর্ঘায়ু লাভ হয় ;
 অনেক বয়সে ইনি কেমক রাক্ষসীকে নিহত
 করিয়া রম্যা বারাগসী পুরীর পুনঃ স্থাপন
 করেন । ইহার পুত্র কেমক, তৎপুত্র বর্ষ-
 কেতু, বর্ষকেতুর পুত্র প্রজাপতি বিভু, তৎ-
 পুত্র আনর্ভ, তৎপুত্র সূকুমার, তৎপুত্র সত্য-
 কেতু, তৎপুত্র মহারথ । ইনি মহাতেজা
 রাজা ছিলেন । বৎস হইতে বৎসভূমি ও
 ভর্গ হইতে ভর্গভূমির উৎপত্তি । হে মুনি-
 গণ ! এই সকল পুত্র অস্তিরার বংশে
 উৎপন্ন । ইহারা ত্রাক্ষণ, ক্রত্ৰিয়, বৈশ্ণ ও
 শূদ্র হইয়াছিলেন । এক্ষণে অপর আজমীঢ়
 বংশ প্রবণ করুন । স্নহোত্র হইতে বৃহৎ
 নামে পুত্র হয় । তাহার তিন পুত্র—অজমীঢ়
 দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় ; অজমীঢ়ের তিন
 স্ত্রী—নীলী, কেশিনী ও ধূমিনী । কেশি-

অজমীঢ়স্ত কেশিনীঃ জজ্ঞে জহুঃ প্রতাপবান্
 আজহে যো মহাসত্ত্বঃ সর্বমেধমৎ বিভূম্ ।
 পতিলোভেন যং গন্ধা বিনীতেব সসার হ ॥৮৩
 নেচ্ছতঃ প্রাবয়ামাস তস্ত গন্ধা চ তৎসদঃ ।
 তন্তয়া প্রাবিতং দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং সমন্ততঃ ॥ ৮৪
 জহুঃরপ্যত্রবীণাঙ্গাং ক্রুদ্ধো বিপ্রান্তলা নৃপঃ ।
 এষ তে ত্রিষু লোকেষু সংক্ষিপ্যাপঃ পিত্রাঘাতম্ ॥
 অস্ত গন্ধেহবলেপশ্য সদাঃ কলমবাধু হি ॥ ৮৫
 ততঃ পীতাং মহাত্মানো দৃষ্ট্বা গন্ধাং মহর্ষয়ঃ ।
 উপনিষ্যর্মহাভাঙ্গা হৃহিত্বেন জাহবীম্ ॥ ৮৬
 যুবনাশস্ত পুত্রীং তু কাবেরীং জহুঃরাবহৎ ।
 গন্ধাশাপেন দেহার্দ্ধং যন্তাঃ পশ্চ্যন্নদীকৃতম্ ॥
 জহোস্ত দয়িতঃ পুত্রো অজকো নাম বীর্ঘাবান্
 অজকস্ত তু দায়াদো বলাকাশো মহীপতিঃ ॥৮৭
 বভূব যুগয়াশীলঃ কৃশিকস্তস্ত চাত্মজঃ ।
 পত্ন্যৈবৈঃ সহ সংবুদ্ধো রাজা বনচরৈঃ সহ ॥ ৮৯
 কৃশিকস্ত তপস্তপে পুত্রমিন্দ্রসমং বিভূম্ ।
 লভেয়ামিতি তং শত্রুস্ত্রাসাদভ্যেত্য জজ্ঞিবান্ ॥

নীর গর্ভে জহুর জন্ম হয় । ইনি সর্ব-
 মেধ নামে এক মহাযজ্ঞ আহরণ করেন ।
 গন্ধাদেবী ইহাকে পতিভে বরণ করিবার
 জন্ত বিনীতভাবে আগমন করেন । জহু
 অসম্মত হয়েন । তখন গন্ধা তাঁহার যজ্ঞ-
 ভূমি প্রাবিত করিয়া দেন । হে বিপ্রগণ !
 জহু তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধাকে বলেন,
 আমি ত্রিলোকমধ্যে তোমার প্রসার সঙ্কোচ
 করিবার জন্ত তোমার জলরাশি পান করিব ।
 হে গন্ধে ! তোমার এই দুর্জয়বহারের কল
 সত্তাই পাইবে । তখন মহর্ষিগণ গন্ধাকে
 পীত হইতে দেখিয়া তাহাকে জহুর হৃহিত্ব-
 রূপে উপনীত করিলেন । জহু যুবনাশের
 কাবেরী নামী কস্তার পাণিগ্রহণ করেন ।
 জহুর প্রিয়পুত্র অজক, তৎপুত্র বলাকাশ,
 তৎপুত্র কৃশিক ; ইনি যুগয়াশীল ছিলেন ।
 বনচর পত্ন্যবগণের সহিত ইনি সযজ্ঞিত
 হয়েন । পরে ইনি ইন্দ্রভূত্যা পুত্র কামদে-
 ব করিয়া তপস্তা করেন, ইন্দ্র স্বয়ং তাঁহার

স গাধিরভবজাজ্ঞা মহাবা কৌশিকঃ স্বয়ম্ ।
 বিধামিজ্ঞা গাধেয়ো বিধামিজ্ঞাতধাষ্টকঃ ॥ ১১
 অষ্টকস্ত সূতো লৌহিঃপ্রোক্তোজহুগণো ময়া
 আজমীঢ়োহপরো বংশঃ জয়তাং যুনিসন্তমাঃ ।
 অজমীঢ়াসু নীল্যাং বৈ সুশান্তিরূপদাত ।
 পুরুজাতিঃ সুশান্তেশ্চ বাহ্যঃ পুরুজাতিতঃ ।
 বাহ্যব্রতনয়াঃ পঞ্চ ক্ষীতা জনপদাবুতাঃ ।
 মুদগলঃ স্বজয়শ্চৈব রাজা বৃহদিবুস্তথা ॥ ১৪
 যবীনরশ্চ বিক্রান্তঃ কুমিলারশ্চ পঞ্চমঃ ।
 পঞ্চৈতে রক্ষণায়ালং দেশানামিতি বিক্রতাঃ ।
 পঞ্চানাং তে তু পঞ্চালাঃ ক্ষীতা জনপদাবুতাঃ
 জলং সংরক্ষণে তেষাং পঞ্চালা ইতি বিক্রতাঃ
 মুদগলস্ত তু দায়াদো মৌদগল্যঃ সুমহাযশাঃ ।
 ইন্দ্রসেনা যতো গর্ভঃ ব্রহ্মণঃ চ প্রতাপতত ॥ ১৭
 আসীৎ পঞ্চজনঃ পুত্রঃ স্বজয়স্ত মহাস্বনঃ ।
 সূতঃ পঞ্চজনস্তাপি সোমদত্তো মহীপতিঃ ॥ ২৮

পুত্র হইয়া জন্ম লয়েন । এই কৌশিক পুত্র
 গাধি নামে রাজা হইয়াছিলেন । গাধির
 পুত্র বিধামিজ্ঞ । বধাষিত্রের পুত্র অষ্টক,
 তৎপুত্র লৌহি । এই জহুবংশ আমি পূর্বেই
 বলিয়াছি । যুনিসন্তমগণ ! অধুনা আজমীঢ়
 বংশের বিবরণ শ্রবণ করুন । আজমীঢ়
 হইতে নীলার গর্ভে সুশান্তি, সুশান্তি
 হইতে পুরুজাতি এবং পুরুজাতি হইতে
 বাহ্যব্রতনয় জন্ম হয় । বাহ্যব্রতের পাঁচ
 পুত্র । পাঁচ জনই পাঁচটি দেবকুমারের
 স্তায় ছিলেন । তাঁহাদের নাম মুদগল,
 স্বজয়, বৃহদিবু, যবীনর ও কুমিলার । দেশ
 ব্রহ্মণ বিষয়ে ইহারা পাঁচজন বিলক্ষণ
 বিখ্যাত হইয়াছিলেন । এই পঞ্চ রাজ-
 কুমারের অধিকৃত জনপদ পঞ্চালাখ্যায়
 অতিষ্ঠিত, এই জনপদ অতি সুসমৃদ্ধ
 ছিল । ৭১—১৬ । মুদগলের মৌদগল্য নামে
 এক মহাযশা পুত্র উৎপন্ন হয় । মৌদগল্য
 ইন্দ্রসেনা নামী পত্নীর গর্ভে ব্রহ্মণ নামে এক
 পুত্র উৎপাদন করেন । মহাস্বা স্বজয়ের
 পুত্র পঞ্চজন । তৎপুত্র মহীপতি সোমদত্ত ।

সোমদত্তস্ত দায়াদঃ সহদেবো মহাযশাঃ ।
 সহদেবস্তুতস্তাপি সোমকো নাম বিক্রতঃ ॥ ২৯
 অজমীঢ়সূতো জাতঃ কীণে বংশে তু সোমকঃ
 সোমকস্ত সূতো জম্ববন্ত পুত্রশতং বভৌ ॥
 তেষাং যবীয়ান্ পৃষতো ক্রপদস্ত পিতা প্রভুঃ ।
 আজমীঢ়াঃ স্মৃত্যশ্চৈতে মহাস্বানস্ত সোমকাঃ ।
 মহিবী অজমীঢ়স্ত ধূমিনী পুত্রগন্ধিনী ।
 পতিবতা মহাভাগা কুলজা যুনিসন্তমাঃ ॥ ১০২
 সা চ পুত্রাধিনী দেবী ব্রতচর্যাসমর্থিতা ।
 ততো বর্ষাবুতং তপ্তা তপঃ পরমহুচরম্ ॥ ১০৩
 হুহাণিঃ বিধিবৎ সা তু পবিজ্ঞা মিতভোজনা ।
 অগ্নিহোত্রকুশেধেব সুবাপ যুনিসন্তমাঃ ॥ ১০৪
 ধূমিত্তা স তয়া দেব্যা অজমীঢ়ঃ সমীযিবান্ ।
 স্বাক্ষং সঙ্জনয়ামাস ধূমবর্ণং সুদর্শনম্ ॥ ১০৫
 স্বাক্ষাৎ সঙ্ঘরণো জজ্ঞে কুরুঃ সঙ্ঘরণান্তথা ।
 যঃ প্রয়াগাদতিক্রম্য কুরুক্ষেত্রং চকার হ ॥ ১০৬

তৎপুত্র মহাযশা সহদেব । সোমক নামে
 সহদেবের এক বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ
 করেন । অজমীঢ় বংশ বিলুপ্ত হইবার
 উপক্রম হইলে তখন তদীয় বংশে সোমকের
 জন্ম হয় । সোমকের পুত্রের নাম জম্ব ।
 জম্বর একশত পুত্র । তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পৃষত ।
 পৃষত ক্রপদের পিতা । এই আজমীঢ় বংশ-
 ধর রাজগণ সকলেই মহাস্বা ছিলেন ।
 রাজা অজমীঢ়ের ধূমিনী নামী এক মহিবী
 পুত্রাধিনী হইয়া অযুত বর্ষ যাবৎ কঠোর
 তপস্তা করেন । ধূমিনী সাধ্বী, সৌভাগ্য-
 বতী ও সংকুলসম্বা ছিলেন । পুত্রকামনার
 ইনি অনেক ব্রতচর্যা করেন । যে যুনিগণ !
 ধূমিনী একদা বিধিমত অগ্নিতে আহুতি দিয়া
 অগ্নিহোত্রশালায় কুশশয্যায় শয়ন করিয়া
 আছেন, এই সময় অজমীঢ় আসিয়া তাঁহার
 সহিত সঙ্গত হয়েন । এই সঙ্গতের ফলে
 ধূমিনীর গর্ভে স্বাক্ষ নামে এক ধূমবর্ণ সুন্দর
 পুত্র জন্ম গ্রহণ করে । স্বাক্ষের পুত্র সঙ্ঘরণ,
 তৎপুত্র কুরু । এই কুরু রাজা প্রয়াগ

পুণ্যং চ রমণীয়ং চ পুণ্যকৃতির্নিবেদিতম্ ।
ভক্তাধ্বায়ঃ সুমহান বশ্ত নারায়ণ কৌরবাঃ ॥১০৭॥
কুর্যোশ্চ পুজ্যোচ্চহারঃ সুধবা সুধহৃতথা ॥
পরীক্ষিত মহাবাহুঃ প্রবরচারিমেজয়ঃ ॥ ১০৮॥
পরীক্ষিতস্ত দায়াদো ধার্ম্মিকো জনমেজয়ঃ । *

অতিক্রম করিয়া কুরুক্ষেত্র নামে এক পুণ্য স্থান আবিষ্কার করেন । কুরুক্ষেত্র পবিত্র, পুণ্যকারীদিগের সেব্য এবং দেখিতে অতি রমণীয় । কুরুর বিশাল বংশ তাঁহারই নামানুসারে কৌরব আখ্যায় অভিহিত । কুরুর চারি পুত্র, সুধবা, সুধহু, পরীক্ষিত ও অরিমেজয় ।

* অতঃপরমেতে কচিদধিকাঃ শ্লোকা
বৃদ্ধস্তে ন চৈতে বহুপুস্তকসম্মতা ইতি নিম্নে
সন্নিবেশিতাঃ ।

“সুধবনস্ত দায়াদঃ সুহোত্রো মতিমান্ স্মৃতঃ,
চ্যবনস্তস্ত পুত্রস্ত রাজা ধর্ম্মার্থকোবিদঃ ॥
চ্যবনাং কৃতযজ্ঞস্ত ইষ্টুবা যজ্ঞেস্ত ধর্ম্মবিৎ ।
বিক্রতঃ জনয়ামাস পুত্রমিস্ত্রসখং নৃপম্ ॥
চৈত্রোপরিচরঃ বীরঃ বসুং নারায়ন্তরিকগম্ ।
চৈত্রোপরিচরাজ্ঞে গিরিকা সপ্ত মানবান্ ॥
মহারথো মগধ ইতি বিক্রতো যো বৃহদ্রথঃ ।
প্রত্যাগ্রথঃ ক্রথশ্চৈব যমার্জুনগিবাছনম্ ॥
সাকলশ্চ চতুশ্চৈব মৎস্য কালী চ সপ্তমঃ ।
বৃহদ্রথস্ত দায়াদঃ কৃশাগ্রো নাম বিক্রতঃ ॥
কৃশাগ্রস্তান্নজো বিদ্বানুঘভোনাং বোধীবান্ ।
জহোস্ত কথরিয়্যামি বংশঃ সর্বগণাধিতম্ ॥
জহুঃ স্বজনয়ং পুত্রং সুরধো নাম ভূমিপম্ ।

এই অংশের অনুবাদ যথা—

সুধবার পুত্র মতিমান্ সুহোত্র ।
তৎপুত্র ধর্ম্মার্থকোবিদ চ্যবন । চ্যবনের
পুত্র ধার্ম্মিক কৃতযজ্ঞ । ইনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ
করিয়া উপরিচরবসু নামে এক আকাশ-
চর পুত্র লাভ করেন । এই পুত্র ইন্দ্রের
সখা হইয়াছিলেন । এই উপরিচর হইতে
গিরিকার গর্ভে সপ্ত মানব পুত্র উপস-
ন্ন হয় । ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহারথ বৃহদ্রথ ।
ইনি বিখ্যাত মগধাধিপতি ছিলেন । ইহার

জ্ঞাতসেনোহগ্রসেনশ্চ ভীমসেনশ্চ নামতঃ ॥১০৯॥

এতে সর্বে মহাভাগা বিক্রান্তা বলশালিনাঃ ।
জনমেজয়স্ত পুত্রস্ত সুরধো মতিমান্ ॥১১০॥
সুরধস্ত তু বিক্রান্তঃ পুত্রো জ্ঞেয়ে বিদূরথঃ ।
বিদূরথস্ত দায়াদ ঋক্ষ এব মহারথঃ ॥ ১১১॥
দ্বিতীয়স্ত ভরষাজান্নান্ন তেনৈব বিক্রতঃ ।
দায়াকো সোমবংশেহজিন্ দাবেব চ পরী-
ক্ষিতৌ ।

ভীমসেনান্নয়ো বিপ্রা যৌ চাপি জনমেজয়ো ।
ঋক্ষস্ত তু দ্বিতীয়স্ত ভীমসেনোহভবৎসুতঃ ॥
প্রতীপো ভীমসেনাতু প্রতীপস্ত তু শান্তনুঃ ।
দেবাপির্বাঙ্লিকশ্চৈব ত্রয় এব মহারথাঃ ॥১১৪॥
শান্তনোহভবন্তীমস্তস্মিন বংশে দ্বিজোত্তমাঃ ।
বাল্লিকস্ত তু রাজর্ষের্বংশঃ শৃণুত ভো দ্বিজাঃ

পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, জ্ঞাতসেন, উগ্র-
সেন ও ভীমসেন । ইহারা সকলেই মহা-
ভাগ্যধর এবং বিক্রম ও বলশালী ছিলেন ।
জনমেজয়ের দুই পুত্র সুরধ ও মতিমান্ ।
সুরথের পুত্র বিক্রান্ত বিদূরথ । তৎপুত্র
মহাবল ঋক্ষ । সোমবংশে ঋক্ষ ও পরীক্ষিত
নামে দুই দুইজন রাজা হইয়াছিলেন,
এতদ্বির ভীমসেন নামে তিনজন, এবং
জনমেজয় নামে দুইজন রাজা ছিলেন ।
দ্বিতীয় ঋক্ষরাজের ভীমসেন নামে এক
পুত্র হয় । ভীমসেনের পুত্র প্রতীপ, তৎপুত্র
শান্তনু, দেবাপি ও বাল্লিক । এই তিন পুত্রই
মহারথ ছিলেন । ১০৭—১১৪ । ইহাদিগের
মধ্যে শান্তনুই জ্যেষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠ । তাঁহার
পুত্র বিখ্যাত ভীম । বাল্লিকের পুত্রের নাম

জন্মের পর প্রত্যাগ্রথ, ক্রথ বা মণিবাছন,
শাকল, যদু, মৎস্য ও কালী নামে গিরিকার
আরও ছয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করে । বৃহ-
দ্রথের পুত্র বিখ্যাত কৃশাগ্র এবং তৎপুত্র
ঋষভ । এক্ষণে রাজা জহুঃ সর্বগণাধিত
বংশ বৃত্তান্ত বলিতেছি, জহুঃ রা পুত্র কৃশাধি
সুরথ ।

বালিকস্ত স্নতশ্চৈব সোমদত্তো মহাযশাঃ ।
জতিরে সোমদত্তাত্তু ভূরিভূরিজবাঃ শলঃ ॥
উপাধ্যায়স্ত দেবানাং দেবাণিরভবমুনিঃ ।
চ্যবনপুত্রঃ কৃতক ইষ্ট আসীন্নহাস্মিনঃ ॥ ১১৭
শান্তনুঃ শব্দবজ্রাজা কোরবাণাং ধুরন্ধরঃ ।
শান্তনোঃ সম্প্রবক্ষ্যামি বংশং ত্রৈলোক্য-

বিশ্বতম ॥ ১১৮

গঙ্গাং দেবব্রতং নাম পুত্রং সোহজনয়ৎ প্রভুঃ
স তু ভীষ্ম ইতি খ্যাতঃ পাণ্ডবানাং পিতামহঃ
কালী বিচিত্রবীৰ্য্যং তু জনয়ামাস ভো দ্বিজাঃ ।
শান্তনোর্দয়িতঃ পুত্রং ধৰ্ম্মাত্মানমকল্মষম্ ॥ ১২০
কৃষ্ণবৈপায়নাক্ষৈব ক্ষেত্রে বৈচিত্রবীৰ্য্যকে ।
যুতরাষ্ট্রঃ চ পাণ্ডুঃ চ বিহরঃ চাপ্যজাজনৎ ॥ ১২১
যুতরাষ্ট্রঃ গান্ধার্যাং পুত্রোহুৎপাদয়চ্ছতম্ ।
তেষাং হৃষ্যোধনঃ শ্রেষ্ঠঃ সৰ্ব্বেষামপি স প্রভুঃ ॥
পাণ্ডোৰ্ধনঞ্জয়ঃ পুত্রঃ সৌভদ্রস্তস্ত চাত্বজঃ ।

মহাযশা সোমদত্ত । সোমদত্ত হইতে ভূরি, ভূরিজবা ও শল নামে তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করে । দেবাণি দেবগণের উপাধ্যায় ছিলেন । মহাত্মা চ্যবনের কৃতক নামে এক পুত্র হয় । এই পুত্রই তাঁহার একান্ত প্রিয় ছিল । কোরব-ধুরন্ধর শান্তনু রাজা হইয়াছিলেন । এক্ষণে তাঁহার ত্রিলোক-বিস্তৃত বংশবার্তা বর্ণন করিতেছি । গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর দেবলত নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয় । দেবব্রত পাণ্ডবদিগের পিতামহ এবং ভীষ্ম আখ্যায় অভিহিত । কালী নামী পত্নীর গর্ভে শান্তনুর আর এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তাহার নাম বিচিত্র-বীৰ্য্য । এই ধৰ্ম্মাত্মা নিম্পাপ পুত্র বিচিত্রবীৰ্য্য, শান্তনুর অতি প্রিয়তম ছিলেন । মহর্ষি কৃষ্ণবৈপায়ন বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রে যুতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিহর নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন । যুতরাষ্ট্র হইতে গান্ধারীর গর্ভে শত পুত্র উৎপন্ন হয় । সেই পুত্রগণের মধ্যে হৃষ্যোধন জ্যেষ্ঠ ও সৰ্ব্বপ্রভু । পাণ্ডুর পুত্র ধনঞ্জয় । তৎপুত্র সৌভদ্র অভিমহুয়া ।

অভিমহুয়াঃ পরীক্ষিতু পিতা পারীক্ষিতস্ত হ ॥
পারীক্ষিতস্ত কাণ্ডায়াঃ ধৌ পুত্রৌ সম্ভবতুঃ ।
চন্দ্রাপীড়স্ত নৃপতিঃ স্বৰ্ঘ্যাপীড়স্ত মোক্ষবিৎ ॥
চন্দ্রাপীড়স্ত পুত্রাণাং শতযুত্তমধৰ্ম্মিনাম্ ।
জানমেজয়মিত্যেবং ক্ষাত্ৰং ভূবি পরিক্রতম্ ॥
তেষাং জ্যেষ্ঠস্ত তত্রাসীৎ পুরে বারণসাহবয়ে ।
সত্যকর্ণো মহাবাহুর্ষজা বিপুলদক্ষিণঃ ॥ ১২৬
সত্যকর্ণস্ত দায়াদঃ শ্বেতকর্ণঃ প্রতাপবান্ ।
অপুত্রঃ স তু ধৰ্ম্মাত্মা প্রবিশেষ তপোবনম্ ॥
তস্মাদ্বনগতা গৰ্ভং যাদবী প্রত্যপণত ।
সুচারোহুহিতা সুকৰ্ম্মাণী গ্রাহমালিনী ॥ ১২৮
সমুত্তে স চ গৰ্ভে চ শ্বেতকর্ণঃ প্রজেশ্বরঃ ।
অম্বগচ্ছৎ কৃতঃ পূৰ্ব্বঃ মহাপ্রহ্মানমচ্যুতম্ ॥ ১২৯
স তু দৃষ্টা প্রিয়ং তং চ মালিনী পৃষ্ঠতোহম্বগাৎ
সুচারোহুহিতা সাক্ষী বনে রাজীবলোচনা ॥
পাথি সা সুমুবে বালা সুকুমারং কুমারকম্ ।
তমপাস্থাথ তত্রৈব রাজানং সারগচ্ছত ॥ ১৩১
পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদীব পুরা সতী ।

তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, কাণ্ডানারী পত্নীর গর্ভে পরীক্ষিতের চন্দ্রাপীড় ও স্বৰ্ঘ্যাপীড় নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে । তন্মধ্যে চন্দ্র-পীড়ের একশত ধনুর্ধর পুত্র উৎপন্ন হয় । পরীক্ষিৎ-নন্দন জনমেজয়ের বংশ ভূতলে প্রখ্যাত ! চন্দ্রাপীড়ের শতপুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ সত্যকর্ণ, ইনি হস্তিনাপুরে এক বহু-দক্ষিণাধিত যজ্ঞ করেন । তৎ-পুত্র প্রতাপবান্ শ্বেতকর্ণ । ইনি অতি ধার্মিক রাজা ছিলেন ; পরন্তু ইহঁার পুত্র সন্তান কিছুই ছিল না । ইনি রাজ্য ছাড়িয়া বনে গমন করেন । ইহঁার পত্নী সাক্ষী সুবাহনন্দিনী যাদবী মালিনী স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন । বনবাস-যাত্রায় পথে তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হয় । পাথি মধ্যে তিনি এক সুকুমারকৃতি কুমার প্রসব করেন এবং এই নবজাত কুমারকে পরি-ত্যাগ করিয়াই রাজার পশ্চাদ্ধসরণ করেন । মহিষী দ্রৌপদীর স্বায় পতিব্রতা ও মহা-

কুমারঃ স্নুকুমারোহসৌ গিরিপৃষ্ঠে কুরোদ হ ॥
 দয়ার্থঃ তস্মৈ মেঘাশ্চ প্রাহুঃসন্নহাস্মনঃ ।
 অবিষ্ঠায়াম পুত্রো হৌ পৈঙ্গলাদিশ্চ কৌশিকঃ ॥
 দৃষ্ট্বা রূপাধিতৌ গৃহ্য তো প্রাকালয়তাং জলে ।
 নিম্বদৌ তস্মৈ পাথৌ তু শিলায়াং কধিরপ্নতো
 অজগ্ৰামঃ স পার্শ্বাভ্যাং স্তুষ্টাভ্যাং স্নসমাহিতঃ
 অজগ্ৰামো তু তৎপার্শ্বৌ দেবেন সদভূবতুঃ ॥
 অথাঙ্গপাৰ্শ্ব ইতি বৈ চক্রাতে নাম তস্মৈ তো ।
 স তু রেমকশালায়াং দ্বিজাভ্যামভিবর্দ্ধিতঃ ॥
 রেমকস্ম তু ভার্গ্যা তমুদ্বহৎ পুত্রকারণাৎ ।
 রেমত্যাঃ স তুপুত্রোহতুদ্বাঙ্গণৌসচিবৌতুতো
 তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ যুগপত্তুল্যজীবিনঃ ।
 স এষ পৌরবো বংশঃ পাণ্ডবানাং মহাস্বনাম ॥

ভাগ্যবতী ছিলেন। স্নুকুমারাকৃতি কুমার
 জন্মিবা মাত্র গিরিকুঞ্জমধ্যে রোদন করিতে
 লাগিল। তখন তৎপ্রতি দয়া প্রকাশে মেঘ
 সকল প্রাহুর্ভূত হইল। পৈঙ্গলাদি ও কৌশিক
 নামক অবিষ্ঠার পুত্রদ্বয় সেই বালকের প্রতি
 দয়া-পন্নবশ হইলেন। তাঁহারা রূপাকুল-
 চিত্তে বালকটিকে গ্রহণ করিয়া অগ্রে জলে
 প্রক্ষালন করিলেন এবং পরে উহার পার্শ্ব-
 ভাগ শিলাতলে পেষণ করিতে লাগিলেন।
 শিলাতল কধিরাপ্নত হইয়া গেল। পার্শ্বদ্বয়
 স্বর্ণে বালকের আকৃতি অজার স্তায় স্ত্রীমবর্ণ
 হইল। দৈবক্রমে তাহার পার্শ্বদ্বয় পূর্ব
 হইতেই অজার স্তায় স্ত্রীমবর্ণ হয়। এই
 কারণে ঐ বালককে তাঁহারা অঙ্গপাৰ্শ্ব
 নামে অভিহিত করেন। ঘটনাক্রমে তিনি
 রেমকগৃহে দ্বিজদ্বয় কর্তৃক প্রতিপালিত
 হইতে থাকেন। রেমক-পত্নী তাঁহাকে
 আপনার পুত্র করিবার জন্তই লালন পালন
 করেন। তিনিও রেমকীর পুত্ররূপেই
 কালাতিপাত করেন। কালক্রমে প্রতিপালক
 সেই হই ব্রাহ্মণ তদীয় সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত
 হন। তাহাদের পুত্র ও পৌত্রগণে পুরু-
 বংশ ক্রমে বিস্তৃত হইতে থাকে। পাণ্ডব-
 গণই এই গৌরববংশের প্রতিষ্ঠা। নহব-

শ্লোকোহপি চাত্ত গীতোহয়ং নাহবেণ যযাতিনা
 জরাসংক্রমণে পূর্বে তদা প্রীতেন ধীমতা ॥১৩৯
 অচন্দ্রার্কগ্রহা ভূমির্ভবেদিয়মসংশয়ম্ ।
 অপৌরবা মহী নৈব ভবিষ্যতি কদাচন ॥১৪০
 এষ বঃ পৌরবো বংশো বিখ্যাতঃ কথিতো ময়া
 তুর্ক্সসোহ প্রবক্ষ্যামি ক্রহোশ্চানোহ্যদ্যোস্তথা ॥
 তুর্ক্সসোহ সূতো বহির্গোভাহুস্তস্ম চাত্তজঃ ।
 গোভানোহ সূতো রাজা ঐশাহুরপরাজিতঃ
 করত্মমস্ত ঐশানৈর্মকস্তস্তস্ম চাত্তজঃ ।
 অত্স্তাবিক্রিতো রাজা মকস্তঃ কথিতো ময়া ॥
 অনপত্যোহভবজাজ যজ্ঞা বিপুলদক্ষিণঃ ।
 হুহিতা সন্মতা নাম তস্মাসীৎ পৃথিবীপতেঃ ॥
 দক্ষিণার্থং তু সা দত্তা সংবর্তায় মহাস্বনে ।
 হুস্মন্তঃ পৌরবং চাপি লেভে পুত্রমকশ্ববম্ ॥
 এবং যযাতিশাপেন জরাসংক্রমণে তদা ।
 পৌরবঃ তুর্ক্সসোর্বংশঃ প্রবিবেশদ্বিজোক্তমাঃ ॥
 হুস্মন্তস্ত তু দায়াদঃ করুরোমঃ প্রজেষ্যরঃ ।

নন্দন ধীমান্ যযাতি পূর্বে জরাক্রান্ত ও
 প্রীত হইয়া এ সম্বন্ধে একটা শ্লোক গান
 করিয়াছিলেন, যে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, ও ভূমি
 যতদিন থাকিবে, এ মহীমণ্ডল ততকালের
 মধ্যে কদাচ পৌরবস্তু হইবে না। ১১৫-১৪০।
 এই আমি আপনাদিগের নিকট বিখ্যাত
 পৌরব বংশের বিবরণ कहিলাম, এক্ষণে
 তুর্ক্সসু, অম্ব ও যতুর বংশ কীৰ্ত্তন করিতেছি।
 তুর্ক্সসুর পুত্র বহি, তৎপুত্র গোভাহু, তৎ-
 পুত্র অপরাজিত ঐশাহু, তৎপুত্র করত্মম,
 তৎপুত্র মকস্ত। এই মকস্তের অপর নাম
 অবিক্রিত। ইহার পুত্র সন্তান কিছুই
 ছিল না। ইনি যজ্ঞা বিপুলদক্ষিণাধিত
 যজ্ঞার্ভা ছিলেন। মহীপতি মকস্তের
 সংমতা নামী এক হুহিতা ছিল। তিনি
 মহায়া সংবর্তকে যজ্ঞের দক্ষিণাধরূপ সেই
 কন্তা সম্প্রদান করেন এবং পৌরব
 হুস্মন্তকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। এইরূপে
 যযাতিকর্তৃক শাপদানপূর্ব্বক জরাসংক্রমিত
 হইবার পর নৃপশ্রেষ্ঠ পৌরব হুস্মন্ত তুর্ক্সসুর

কররোমাদখাদীদশহারস্তা চাৰ্জাঃ ॥ ১৪৭
 পাণ্ড্যচ কেরলশ্চৈব কোলশ্চোলশ্চ পার্ধিবঃ ॥
 হইহাশ্চ তনয়ো রাজন বক্রসেতুশ্চ পার্ধিবঃ ॥
 অঙ্গারসেতুস্তংপুত্রো মক্ৰতাং পতিকচ্যতে ।
 যৌবনাশেন সময়ে কুচ্ছেণ নিহতো বলী ॥ ১৪৯
 যুদ্ধঃ স্তুমহদপ্যাসীন্নাসান্ পরি চতুর্দশ ।
 অঙ্গারসেতোদায়াদো গাঙ্কারো নাম পার্ধিবঃ ।
 ধ্যায়তে যন্ত নামা বৈ গাঙ্কারবিষয়ো মহান্ ।
 গাঙ্কারদেশজাশ্চৈব তুরগা বাজিনাং বরাঃ ॥
 অনোন্তপুত্রো ধর্মোহভূদ্যতস্তস্তাঙ্গজোহভবৎ
 দ্যুতাদনহুহো জজ্ঞে প্রচেতাশ্চ স্তাঙ্গজঃ ॥
 প্রচেতসঃ সূচেতাশ্চ কীর্ত্তিতাম্বনবো ময়া ।
 বহুবুধ যদোঃ পুত্রাঃ পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ ॥
 সহস্রাদঃ পয়োধশ্চ ক্রোষ্ঠী নীলোহঙ্গিকস্তথা ।
 সহস্রাদশ্চ দায়াদাহ্রমঃ পরমধার্মিক্যকঃ ॥ ১৫৪
 হৈহয়শ্চ হয়শ্চৈব রাজা বেণুহয়স্তথা ।
 হৈহয়স্তাভবৎ পুত্রো ধর্ম্মনেত্র ইতি ঋতঃ ॥

বংশে প্রবেশ করেন। হুমন্তের পুত্র কর-
 রোম। কররোমের পুত্র অহুদ; তাহা
 হইতে পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল নামে
 চারি পুত্র উৎপন্ন হয়। হে বিপ্রগণ!
 ঐক্যর তনয় বক্র ও সেতু। সেতুর পুত্র
 অঙ্গার-সেতু। ইনি মক্ৰপতি নামে
 অভিহিত ছিলেন। রাজা যৌবনাশ চতুর্দশ
 বর্ষ ও চতুর্দশ মাস পর্য্যন্ত ঘোর যুদ্ধ
 করিয়া অবশেষে বহুকষ্টে অঙ্গারসেতুকে
 নিহত করেন। ঐ অঙ্গারসেতুর গাঙ্কার নামে
 এক পুত্র ছিল। এই পুত্রের নামানুসারে
 গাঙ্কাররাজ্যের নামকরণ হয়। এই গাঙ্কার-
 দেশজাত অশ্ব অতি প্রসিদ্ধ। অহুর পুত্র
 ধর্ম্ম, তৎপুত্র দ্যুত, তৎপুত্র অনহুহ তৎপুত্র
 প্রচেতা এবং তৎপুত্র সূচেতা। এই
 অহুবংশ কীর্ত্তিত হইল। যত্নর সহস্রদ, পয়োধ,
 ক্রোষ্ঠী, অনিল ও অঙ্গিক নামে পাঁচ দেব-
 কুমার ভূলা পুত্র হয়। তন্মধ্যে সহস্রদের
 মৈত্রী হয় ও বেণুহয় নামে তিনটি পরম
 ধার্মিক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। হৈহয়ের

ধর্ম্মনেত্রশ্চ কার্ভক সাহঙ্গস্তা চাৰ্জাঃ ।
 সাহঙ্গনৌ নাম পুরী তেন রাজা নিবেশিতা ॥
 আসীন্নহিমতঃ পুত্রো ভদ্রশ্ৰেণ্যঃ প্রতাপবান্ ।
 ভদ্রশ্ৰেণ্যস্ত দায়াদো হৃদমো নাম বিজ্ঞতঃ ॥
 হৃদমস্ত সূতো ধীমান্ কনকো মাম নামভঃ ।
 কনকস্ত তু দায়াদাশ্চত্বারো লোকবিজ্ঞতাঃ ॥
 কৃতবীৰ্য্যঃ কৃতোজাশ্চ কৃতধৰ্ম্মা তথৈব চ ।
 কৃত্যগ্নিঃ চতুর্থোহহুঃ কৃতবীৰ্য্যাদখার্জুনঃ ॥
 যোহসৌ বাহুসহশ্ৰেণ সপ্তদ্বীপেশরোহভবৎ ।
 জিগায় পৃথিবীমেকো রথেনাদিত্যবর্চসা ॥ ১৬০
 স হি বর্ষায়ুতং তপ্তা তপঃ পরমহুচরম্ ।
 দত্তমারাধয়ামাস কার্ভবীৰ্য্যোহজিসত্তবম্ ॥ ১৬১
 তন্মৈ দত্তো বরান্ প্রাদাচ্চতুরো কুরিতেজসঃ
 পূর্ব্বং বাহুসহশ্ৰং তু প্রার্থিতং স্তুমহহরম্ ॥ ১৬২
 অধর্মেহধীয়মানস্ত সন্তিস্তত্র নিবারণম্ ।

ধর্ম্মনেত্র নামে একটি বিখ্যাত পুত্র
 হয়। ১৪১—১৫৫। ধর্ম্মনেত্রের তনয়
 কার্ভ, তৎপুত্র সাহঙ্গ। এই সাহঙ্গ
 রাজার নামানুসারে সাহঙ্গনৌপুরী প্রতিষ্ঠিত
 হয়। পূর্বে যে ভদ্রশ্ৰেণ্য রাজার নামোচ্চৈখ
 করিয়াছি, তিনি মহিমান্ব রাজ্যের পুত্র
 ছিলেন। হৃদম নামে তাহার এক বিখ্যাত
 পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। হৃদমের কনক
 নামে ধীমান পুত্র উৎপন্ন হয়। কনক হইতে
 কৃতবীৰ্য্য, কৃতোজা, কৃতধর্ম্মা ও কৃত্যগ্নি
 নামে চারি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে
 কৃতবীৰ্য্যের এক পুত্র হয়, ঐ পুত্র সহস্রবাহু
 অর্জুন নামে খ্যাতি লাভ করেন। সমগ্র
 সপ্ত দ্বীপে তাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
 তিনি একাকীই এক সূর্য্যকরবৎ প্রতাপালী
 রথে আরোহণ করিয়া এই সপ্ত দ্বীপা পৃথিবী
 জয় করেন। কার্ভবীৰ্য্য অগুত বর্ষ পর্য্যন্ত অতি
 হুচর তপস্তা করিয়া দত্তাত্রেয়ের আরাধনা
 করিয়াছিলেন। তাহাতে দত্তাত্রেয় তৎপ্রতি
 তুষ্ট হইয়া চারিটি বর প্রদান করেন। যথা—
 রাজ্য মধ্যে কেহ অধর্ম্ম বিষয় চিন্তা করিলে
 কার্ভবীৰ্য্য হুশতির নামে সন্মুখই তাহার

উগ্ৰেণ পৃথিবীঃ জিহ্বা ধর্ম্মেণৈবাহুরঙ্গনম্ ॥১৬৩
 সংগ্রামান্ সুবহ্নু জিহ্বা হস্তা চারীন সহস্রশঃ ।
 সংগ্রামে বর্ত্তমানস্ত বধং চাত্যধিকাজ্ঞে ॥ ১৬৪
 তস্ত বাহুসহস্রং তু যুধ্যতঃ কিল ভো দ্বিজাঃ ।
 যোগাদযোগীশ্বরশ্চেব প্রাহুর্ভবতি মায়য়া ॥ ১৬৫
 তেনৈষঃ পৃথিবী সর্কী সপ্তদ্বীপা সপত্তনা ।
 সমুদ্রা সনগরা উগ্ৰেণ বিধিনা জিতা ॥ ১৬৬
 তেন সপ্তসু দ্বীপেষু সপ্ত যজ্ঞশতানি বৈ ।
 প্রাপ্তানি বিধিনা রাজা ক্রয়ন্তে মুনিসত্তমাঃ ।
 সর্কৈ যজ্ঞা মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সহস্রশতদক্ষিণাঃ ।
 সর্কৈ কাঞ্চনযুপাশ্চ সর্কৈ কাঞ্চনবেদয়ঃ ॥ ১৬৮
 সর্কৈ দেবৈর্মুনিশ্রেষ্ঠা বিমানৈঃ স্বরলঙ্কতেঃ ।
 গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিচ নিত্যমেবোপশোভিতাঃ ॥
 যন্ত যজ্ঞে জগৌ গাথাং গন্ধর্ব্বৌ নারদস্তথা ।
 বরীদাসাঙ্ঘ্রজো বিদ্বান্মহিমা তস্ত বিস্মিতঃ ॥১৭০

অধর্ম্ম কার্য্য হইতে নিবৃত্তি ঘটিবে । দ্বিতীয়তঃ
 অত্যধিক ধর্ম্মবলে পৃথিবী জয় করিয়া পরে
 প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জে তিনি সমর্থ হইবেন ।
 তৃতীয়তঃ সংগ্রাম স্থলে সহস্র সহস্র শত্রু
 সৈন্ত তৎকর্ত্তক নিপাতিত হইবে । চতুর্থতঃ
 অর্জ্জুন যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তখনই
 তাঁহার সহস্র বাহু উৎপন্ন হইবে । যোগেশ্বর
 দস্তাজেয় যে যে বর দান করিয়াছিলেন, যেন
 যোগের প্রভাবেই অর্জ্জুনের পক্ষে তৎসমস্ত
 প্রাপ্ত হইয়াছিল । ১৫৬—১৬৫ । বর
 প্রাপ্তির পরই অর্জ্জুন এই সপ্তদ্বীপবতী
 পৃথিবী জয় করেন । সরিৎ, সমুদ্র, শৈল
 ও নগর প্রভৃতির কিছুই তাঁহার অজেয়
 হয় নাই । সমস্তই তিনি দণ্ড প্রভাবে
 জয় করিয়াছিলেন । হে মুনিবরগণ ! শুনি-
 য়াহি, কার্ত্তবীর্য়্যার্জ্জুন বিধিপূর্ব্বক সপ্তদ্বীপে
 শত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন । এই যজ্ঞে
 ব্রাহ্মণগণকে শত-সহস্রসংখ্যক দক্ষিণা দান
 করিয়াছিলেন । ঐ সকল যজ্ঞের যুগ ও
 • বেদিসমূহ কাঞ্চনময় হইয়াছিল । বিমানস্ব
 দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ কর্ত্তক ঐ

নারদ উবাচ ।
 ন নুনং কার্ত্তবীর্য়্যাস্ত গতিং যান্তস্তি পার্থিবঃ ।
 যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভিচ বিক্রমেণ ক্রতেন চ ॥১৭১
 সহি সপ্তসু দ্বীপেষু চম্পা খড়্গী শরাসনী ।
 রথী দ্বীপানহুচরন যোগী সন্দৃষ্টতে নৃভিঃ ॥
 অনষ্টদ্রব্যাতা চৈব ন শোকো ন চ বিভ্রমঃ ।
 প্রভাবেণ মহারাজঃ প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ততঃ ॥১৭৩
 স সর্করত্নভাকু সম্মাহুচক্রবর্তী বভূব হ ।
 স এব পশুপালোৎকৃৎ ক্ষেত্রপালঃ স এব চ ॥
 স এব বুষ্টা পর্জতো যোগিহ্বাদর্জ্জুনোহভবৎ ।
 স বৈ বাহুসহস্রেণ জ্যাঘাতকঠিনহুচা ॥১৭৫
 ভাতি রশ্মিসহস্রেণ শরদৌ চ ভাস্করঃ ।
 স হি নাগান্নহুয্যেযু মাহিম্যত্যাঃ মহাহৃতিঃ ॥

সকল যজ্ঞবেদি অলঙ্কৃত হইয়াছিল । কার্ত্ত-
 বীর্য়্যার্জ্জুনের মাহাত্ম্যে বিস্ময়াপন্ন হইয়া
 বিদ্বান্ নারদ তদীয় যজ্ঞস্থলে এইরূপ এক
 গাথা গান করিয়াছিলেন যে, যজ্ঞে, দীনে,
 তপস্যায়, বিক্রমে বা শাস্ত্রজ্ঞানে কার্ত্তবীর্য়্য-
 ঙ্গুনের তুল্য পদবী কোন রাজাই প্রাপ্ত
 হইবেন না । বস্তুতঃ সপ্তদ্বীপের সর্কর্জ্জই
 লোকে তাঁহাকে বাগ্মী, খড়্গী, শরাসনধারী,
 রথী এবং কখন বা যোগী বেশে অবলোকন
 করিত । সেই মহামহিমাযুক্ত রাজার
 প্রভাবে কাহারও দ্রব্য নষ্ট হইত না, এবং
 শোক বা বিভ্রম কাহারও কিছুই ছিল না ;
 তিনি প্রজাগণকে ধর্ম্মানুসারে রক্ষা করি-
 তেন । তাঁহার কোন প্রকার ধনরত্নের
 অভাব ছিল না ; তিনি সর্ক-সুখভোগে
 সমর্থিত চক্রবর্তী রাজা হইয়াছিলেন ।
 নিজেই তিনি পশুপাল, ক্ষেত্রপাল ও বর্ষবার্ষ
 পর্য্যন্তরূপে বিরাজ করিতেন । তদীয়
 বাহুসহস্রের চর্ম্ম জ্যাঘাতে কঠিন হইয়া-
 ছিল । তিনি যখন সেই সহস্র বাহু ধারণ-
 পূর্ব্বক বিরাজ করিতেন, তখন শত্রুসৈন্য
 সহস্ররাশিশালী ভাস্করের স্যায় প্রতীয়মান
 হইতেন । সেই মহাপ্রভাব বহীপতি কঠিন-
 চক্রবর্ত্তন নাগদিগকে জয় করিয়া মাহিম্যতী-

ককোটকনুতান্ জিহ্বা পূর্যাং তস্তাং শ্রবেষয়ৎ
 স বৈ বেগঃ সমুদ্ভূত প্রাবৃত্তকালেহম্বুজৈকগণঃ ॥
 ক্রৌড়গ্নিব ভূজোদ্ভিন্নঃ প্রতিশ্রোতশ্চকার হ ।
 লুপ্তিতা ক্রৌড়তা তেন নদী তদগ্রামমালিনী ॥
 চলদৃশ্বিসহশ্রেণ শঙ্কিতাভ্যোতি নর্মদা ।
 তস্ত বাহুসহশ্রেণ ক্ষিপ্যমাণে মহোদধৌ ॥১৭৯
 ভয়ানিলীনা নিশ্চেষ্টাঃ পাতালস্থা মহাসুরাঃ ।
 চূর্ণীকৃতমহাবীচিং চলয়ানমহাতিমিম্ ॥ ১৮০
 মাক্তাবিক্রকেনোঘমাবর্তকোভসঙ্কুলম্ ॥
 প্রাবর্তয়ন্তদা রাজা সহশ্রেণ চ বাহনা ॥ ১৮১
 দেবাসুরসমাক্ষিপ্তঃ কীরোদমিব মন্দরঃ ।
 মন্দরকোভচকিতা অমৃতোৎপাদশঙ্কিতাঃ ॥
 সহসোৎপতিতা ভীতা ভীমং দৃষ্ট্বা নৃপৌত্তমম্
 নতা নিশ্চলযুজ্ঞানো বভূবুস্তে মহোরগাঃ ॥১৮৩

পুরীতে সন্নিবেশিত করেন । তিনি বর্ষাকালে সমুদ্রের স্রোতবেগ নিরোধ করিয়া যেন ক্রৌড়া সহকারেই হস্ত দ্বারা কিরাইয়া দিতেন, রাজা কার্ত্তবীৰ্য্য যখন জলকেলি করিবার জন্য নর্মদায় অবতীর্ণ হইতেন, তখন সহস্র সহস্র চঞ্চলোশ্বিশালিনী নর্মদা নদী বিবিধ মালাদ্যমে বিভূষিত হইয়া যেন শঙ্কিতভাবে প্রবাহিত হইত । তদীয় বাহুসহশ্রেণ আঘাতে মহোদধি ক্ষিপ্ত হইলে পাতালস্থ মহাসুরগণ ভয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া লুপ্তায়িত হইত । তিনি যখন বাহুসহস্র দ্বারা সমুদ্র-জল আলোড়ন করিতেন, তখন সমুদ্রের মহোশ্বিসকল চূর্ণীকৃত হইত, তিনি প্রভৃতি মহামীনগণ আকুল হইয়া পড়িত, বায়ু কর্তৃক কেনরাজি পুঞ্জীভূত হইত এবং আবর্ত-কোভে সলিলরাশি সঙ্কুল হইয়া উঠিত । মনে হইত, দেব ও অসুরগণ কর্তৃক কীরোদ সাগরে বুঝি মন্দরাচল নিক্ষিপ্ত হইয়াছে । সমুদ্রস্থ মহোরগগণ সেই জল-কোভে চকিত হইত, এবং মন্দর-কোভে আবার বুঝি সুধার জন্য সমুদ্রমহন হয়, এইরূপ আশঙ্কায় সহসা ভীতচিত্তে উৎপতিত হইয়া যেমন ভীতি-জনক রাজাকে দেখিত, অমনি নত ও

সায়াহ্নে কদলীখণ্ডাঃ কম্পিতা ইব বায়না ।
 স বৈ বজ্রা ধনুর্জ্যাভিক্রুৎসিক্তাঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ
 লঙ্কেশং মোহয়িত্বা তু সবলং রাবণং বলাৎ ।
 নির্জিত্য বশমানীয় মাহিষ্যত্যাং ববন্ধ তম্ ॥
 শ্রদ্ধা তু বন্ধং পৌলস্ত্যং রাবণং তুর্জ্জুনেন চ ।
 ততো গত্বা পুলস্ত্যস্তমর্জ্জুনং দদৃশে স্বয়ম্ ॥
 মুমোচ রক্ষঃ পৌলস্ত্যং পুলস্ত্যেনাভিযাচিতঃ ।
 যস্ত বাহুসহস্রস্ত বভূব জ্যা তলশ্বনঃ ॥ ১৮৭
 যুগান্তে তোয়দশ্বেব স্কুটতো হৃশনেরিব ।
 অহো বত মুখে বীৰ্যাং ভার্গবস্ত যদচ্ছিনৎ ॥
 রাজো বাহুসহস্রস্ত হৈমং তালবনং যথা ।
 তৃষিতেন কদাচিৎ স ভিক্ষিতশ্চিত্ততানুনা ॥১৮৯
 স ভিক্ষামদদাদ্বীরঃ সপ্ত দ্বীপান্ বিভাবসোঃ ।
 পুরাণি গ্রামঘোষাংশ্চ বিষয়াংশ্চৈব সর্বশঃ ॥

নিশ্চলশিরে অবস্থান করিত । তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইত, যেন বায়ুভরে সাংকালে কদলীখণ্ড সকল কম্পিত হইতেছে । তিনি ধনুর্দ্ধারণপূর্বক জ্যাকর্ষণে পাঁচটা মাত্র শর লঙ্কাপতি রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া-ছিলেন, রাবণ তাহাতেই নিগৃহীত ও বশীভূত হইয়া সসৈন্তে মাহিষ্যতী পুরীতে বন্দী হইয়া-ছিল । ১৬৫—১৮৫ । মহর্ষি পুলস্ত্য যখন শুনিলেন, স্বীয় পৌত্র রাবণ অর্জুনের শরে বন্ধনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখনই তিনি অর্জুনের সহিত আসিয়া সাঙ্কাৎ করেন, এবং তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া রাবণকে বন্ধন হইতে মুক্ত করাইয়া দেন । সেই সহস্রবাহু অর্জুনের জ্যানির্যোষ যুগান্তকালীন জলদ-নাদ বা বিস্ফারিত বজ্রধ্বনির শ্রায় প্রতীত হইত । কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ভার্গব ঋষির বীৰ্য্য এমনই অসাধারণ যে, সেই অর্জুন রাজার বাহুসহস্র তিনি হেমময় তালবনের শ্রায় ছেদন করিয়া ছিলেন । একদা অগ্নিদেব তৃষিত হইয়া রাজা অর্জুনের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন । তাহাতে সেই বীমবর অর্জুন তাঁহাকে এইসপ্তদ্বীপা পৃথিবীই ভিক্ষাস্বরূপ দান করিলেন । তখন অগ্নি সমস্ত নগর, গ্রাম

জজ্ঞাল তস্ত সর্বাণি চিত্তভানুর্দিদৃক্ষয়।
 স তস্ত পুরুষেন্দ্রস্ত প্রভাবেণ মহাশ্বনঃ ॥ ১১১
 দদাহ কার্তবীৰ্য্যস্ত শৈলাংশৈশ্চ বনানি চ।
 সশূন্তমাশ্রমং রম্যং বরুণস্তান্নজস্ত বৈ ॥ ১১২
 দদাহ বলবন্তীতশ্চিত্তভানুঃ সৈহয়ঃ।
 যং লেভে বরুণঃ পুত্রং পুরা ভাস্করমুত্তমম ॥
 বসিষ্ঠং নাম স মুনিঃ খ্যাত আপব ইতু্যত।
 তত্রাপবন্ত তং ক্রোধাচ্ছপ্তবানর্জুনং বিভুঃ ॥
 যস্মান্ন বর্জিতমিদং বনং তে মম হৈহয়।
 তস্মান্তে হৃদরং কণ্ঠ্য কৃতমন্তো হনিষ্যতি ॥ ১১৫
 রামো নাম মহাবাহুজামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান।
 ছিদ্ভা বাহুসহস্রস্তে প্রমথ্য তরসা বলী ॥ ১১৬
 তপস্বী ব্রাহ্মণস্তাং তু হনিষ্যতি স ভার্গবঃ।

এমন কি সমস্ত রাজ্যই দক্ষ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অগ্নির প্রভাবে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনের যাবতীয় রাজ্যই প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। অগ্নিদেব কার্তবীৰ্য্যের ক্রীড়া-শৈল ও ক্রীড়া কানন প্রভৃতি সকলই দক্ষ করিলেন। বরুণনন্দন বশিষ্ঠের এক রমণীয় শূন্ত আশ্রম ছিল, চিত্তভানু হৈহয়-গণের সহিত ভীতভীতভাবে সেই আশ্রমও দক্ষ করিয়া ফেলিলেন। যে মহাপ্রভাব মুনির আশ্রম দক্ষ হইল, বরুণদেব পুরাকালে সেই তেজস্বী মুনিকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই পুত্র বশিষ্ঠ ও আপব নামে বিখ্যাতি লাভ করেন। আশ্রম দক্ষ হইলে আপব মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তখন অর্জুনকে এই-রূপ অভিসম্পাত করেন যে, হে হৈহয়! যেহেতু তুমি আমার এই আশ্রম পরিত্যাগ করিলে না, ইহাকে অগ্নি দ্বারা দক্ষ করাইলে, এই যে তোমার দুর্কার্য্য অল্পশ্রিত হইল, ইহার জন্ত মদীয় শাপে তুমি জমদগ্নিনন্দন মহাবাহু পরশুরামের হস্তে নিহত হইবে। সেই ভৃগুবংশীয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ তোমার বাহুসহস্র ছেদন করিবে, তোমাকে সবলে মথিত করিবে এবং অবশেষে তোমার বধ সাধন করিবে। হে

অনষ্ট্রজব্যক্তা যস্ত বভূবামিজকর্ষণঃ ॥ ১১৭
 প্রতাপেন নরেন্দ্রস্ত প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষতঃ।
 প্রাপ্তস্ততোহস্ত যতু্যবৈ তস্ত শাপায়মহামুনে ॥
 বরস্তথৈব ভো বিপ্রাঃ স্বয়মেব বৃতঃ পুরা।
 তস্ত পুত্রশতং ত্রাসীৎ পঞ্চ শেষা মহাশ্বনঃ ॥ ১১৯
 কৃতান্না বলিনঃ শূরা ধর্ম্মান্নানো যশস্বিনঃ।
 শূরসেনশ্চ শূরশ্চ বৃষণৌ মধুপঞ্চজঃ ॥ ১২০
 জয়ধ্বজশ্চ নান্নাসীদাবন্তো নৃপতির্মহান।
 কার্তবীৰ্য্যস্ত তনয়া বীৰ্য্যবন্তো মহাবলাঃ ॥ ১২১
 জয়ধ্বজস্ত পুত্রস্ত তালজজ্যো মহাবলঃ।
 তস্ত পুত্রশতং খ্যাতাস্তালজজ্যো ইতি স্মৃতাঃ ॥
 তেষাং কুলে মুনিশ্রেষ্ঠা হৈহয়ানাং মহাশ্বনাম্।
 বীতিহোত্রাঃ সূত্রতাশ্চ ভোজাশ্চাবন্তয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
 তৌণ্ডিকেবাশ্চ বিখ্যাতাস্তালজজ্যাস্তথৈব চ।
 ভরতাশ্চ সুজাতাশ্চ বহুবান্নানুর্কীর্তিতাঃ ॥ ১২৪
 বৃষপ্রভৃতয়ো বিপ্রা যাদবাঃ পুণ্ড্রকর্ষণঃ।

দ্বিজগণ! ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনকর্তা সেই অরিন্দমা রাজেন্দ্রের রাজ্য শাসন কালে কাহারও কোন দ্রব্য নষ্ট হইত না। তাঁহার প্রতাপে হৃদ্বস্ত দল দমিত থাকিত। কালক্রমে এ হেন রাজাও মহামুনি বশিষ্ঠের শাপে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সেই রাজা পূর্বে একটা বর লাভ করিয়াছিলেন। সেই বরের প্রভাবে তাঁহার শত পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই শত পুত্র মধ্যে শূরসেন, শূর, বৃষণ, মধুপঞ্চজ ও জয়ধ্বজ নামে পঞ্চ পুত্র জীবিত ছিল। ঐ পুত্রগণ সকলেই মহাত্মা, কৃতান্ন, বলবান ও যশস্বী ছিলেন। মহাপতি জয়ধ্বজ অবন্তীদেশে রাজত্ব করেন। তালজজ্য নামে তাঁহার এক মহাবলসম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হয়। তালজজ্যের শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তাঁহারাও তালজজ্য নামে বিখ্যাত। মহাত্মা হৈহয়-নিগের মহাবীৰ্য্যশালী বংশধরগণই ক্রমে বীতিহোত্র, সূত্রতা, ভোজ, অবন্তি, তৌণ্ডিকের, তালজজ্য, ভারত ও সুজাত প্রভৃতি বহু বংশে বিভক্ত ও বিখ্যাত হইলেন। বহু

কুষো বংশধরস্তত্র তন্ত পুত্রোহভবন্নমঃ ॥ ২০৫
 বধোঃ পুত্রশতং ভাসীদ্রুষণস্তন্ত বংশকৃৎ ।
 কুষোদ্রুষণঃ সর্ষে মধোজ মাধবাঃ স্মৃতাঃ ॥
 যাদবা যদুনাক্ষা তে নিরুচাস্তে চ হৈহয়াঃ ।
 ন তন্ত বিস্তুনাশঃ স্মারষ্টং প্রতিলভেচ্চ সঃ ॥
 কার্তবীৰ্য্যাস্ত যো জন্ম কথয়েদিহ নিত্যশঃ ।
 এতে যযাতিপুত্রাণাং পঞ্চ বংশা দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 কীৰ্ত্তিতা লোকবীরাণাং যে লোকান ধারয়ন্তি বৈ
 ভূতানীব মুনিস্থৈষ্ঠাঃ পঞ্চ স্বাবরজজমান ॥ ২০৬
 ঋত্বা পঞ্চ বিসর্গাংস্ত রাজা ধর্ম্মার্থকোবিদঃ ।
 বশী ভবতি পঞ্চানামাশ্রয়ানাং তথেশ্বরঃ ॥ ২১০
 লভেৎ পঞ্চ বরাংশৈশ্চ বর্লভানিহ লৌকিকান্ ।
 আয়ুঃ কীৰ্ত্তিঃ তথা পুত্রানৈশ্বৰ্য্যং ভূতিমেব চ ॥
 ধারণাচ্ছ বর্ণাচ্চৈব পঞ্চবর্গস্ত ভো দ্বিজাঃ ।

প্রযুক্ত তাঁহাদের যথাযথ বংশবিবরণ কীর্ত্তিত
 হইল না। হে বিপ্রগণ! রুষ প্রভৃতি যদু-
 বংশীয় রাজগণ সকলেই পুণ্যকর্ম্মা ছিলেন।
 যুবই একমাত্র বংশধর পুত্র হইলেন। তৎ-
 পুত্র মধু, মধুর শ্রুত পুত্র; তন্মধ্যে রুষণ নামক
 পুত্র বংশধর ছিলেন। রুষণ হইতে রুকি,
 মধু হইতে মাধব এবং যদু হইতে যাদব-
 গণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বলা বাহুল্য,
 ইহারা সকলেই হৈহয় বংশের শাখা বলিয়া
 নির্দিষ্ট। রাজা কার্তবীৰ্য্যের জন্মবিবরণ
 যে ব্যক্তি নিত্য নিত্য কীর্ত্তন করে, তাহার
 বিস্তুনাশ হয় না; সে নষ্ট দ্রব্য পুনরায়
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজবরগণ!
 ঋত্বাদের বীরত্ব লোক-বিখ্যাত, ঋত্বারা
 স্বাবর-জজমানক সমস্ত লোক ধারণ করেন,
 এই আমি সেই যযাতিপুত্রগণের পঞ্চ বংশ-
 বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। এই পঞ্চ জন্ম
 বার্ত্তাদি শ্রবণ করিলে ভূপতিগণ অর্থ ও
 ধর্ম্মবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন।
 এমন কি উহা শ্রবণ ও ধারণা করিলে দৈবরও
 বস্ত হইয়া থাকেন এবং তাঁহার নিকট
 হইতে পাঁচটা দ্রুত বর প্রাপ্ত হওয়া যায়।
 তন্মধ্যে আয়ু, কীর্ত্তি, পুত্র, বিবিধ ধন ও

ক্রোড়োর্বংশঃ মুনিস্থৈষ্ঠাঃ শৃণুধ্বং গদতো ময় ॥
 যদোর্বংশধরস্তাধ যজিনঃ পুণ্যকর্ম্মিণঃ ।
 ক্রোড়োর্বংশঃ হি ঋত্বৈব সর্গপাটৈঃ প্রযচ্যতে
 যস্তাধবায়জো বিষ্ণুর্হরির্বিষ্ণুকুলোদ্ধতঃ ॥ ২১৩
 ইতি ত্রীত্রাঙ্কে মহাপুরাণে যযাতিবংশাঙ্ক
 কীর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায় ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

গান্ধারী চৈব মাদ্রী চ ক্রোড়োভাণ্ডে বভূবতুঃ ।
 গান্ধারী জনয়ামাস অনমিত্রং মহাবলম্ ॥ ১
 মাদ্রী যুধাজিতং পুত্রং ততোহস্তং দেবমীচ যম্
 তেষাং বংশস্থিধা ভূতো রুকীনাঃ কুলবর্ধনঃ ॥ ২
 মাদ্র্যাঃ পুত্রো তু জজ্ঞাতে ঋতোবৃক্ষাঙ্কবৃতে

ঐশ্বৰ্য্য লাভ ঘটে। হে মুনিস্থৈষ্ঠগণ!
 এক্ষণে আমি ক্রোড়ের বংশ বর্ণন করিতেছি,
 ইনি যদুর বংশধর, যজ্ঞা ও পুণ্যকর্ম্মা
 ছিলেন, ইহার বংশবৃদ্ধান্ত শ্রবণ করুন।
 এই ক্রোড়বংশ শ্রবণ করিলে, সর্গপাট হইতে
 মুক্ত হওয়া যায়। এই ক্রোড়রাজেরই অশ্বয়ে
 রুকিকুল-ধুরন্ধর ভগবান বিষ্ণু আবির্ভূত
 হইয়াছিলেন। ১৮৬—২১৩।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩

চতুর্দশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—ক্রোড়ের গান্ধারী
 ও মাদ্রী নামে দুই ভাৰ্য্যা ছিলেন। তন্মধ্যে
 গান্ধারীর গর্ভে মহাবল অনমিত্র নামে এক
 পুত্র এবং মাদ্রীর গর্ভে যুধাজিৎ ও দেব-
 মীচ নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন।
 এই পুত্রদ্বয়ের বংশ দ্বারাই রুকিগণের
 কুলোদ্ভব হইয়াছিল। রুকি ও অঙ্ক
 নামে মাদ্রীর গর্ভে আরও দুইটা সুলক্ষণ-
 সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে রুকির

জজ্ঞাতে তনয়ৌ বৃক্ষেঃ শকঙ্কচ্চিত্রকস্তথা ॥ ৩
 শকঙ্কস্ত মুনিশ্রেষ্ঠা ধর্ম্মাশ্চা যত্র বর্ষতে ।
 নাস্তি ব্যাধিতয়ং তত্র নাবর্ষস্তাপমেব চ ॥ ৪
 কদাচিত্ কাশিরাজস্ত বিষয়ে মুনিসন্তমাঃ ।
 জীর্ণি বর্ষাণি পূর্ণানি নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥ ৫
 স তত্র চানয়ামাস শকঙ্কং পরমার্চিতম্ ।
 শকঙ্কপরিবর্তেন ববর্ষ হরিবাহনঃ ॥ ৬
 শকঙ্কঃ কাশিরাজস্ত সূতাং ভার্য্যামবিন্দত ।
 গান্ধিনীং নার গাং সা চ দদৌ বিপ্রায় নিত্যশঃ
 দাতা যজ্ঞা চ বীরশ্চ ঋতবানতিথিপ্রিয়ঃ ।
 অক্রুরঃ সুযুবে তস্মাভ্যুজ্জ্বলদ্বিরদক্ষিণঃ ॥ ৮
 উপমদগু স্তথা মদগুর্মেহুরংচারিমেজয়ঃ ।
 অবিকিতস্তথাক্ষেপঃ শক্রয়ংচারির্মর্দনঃ ॥ ৯
 ধর্ম্মধুগ যতিধর্ম্মা চ ধর্ম্মোক্ষাক্ককরস্তথা ।
 আবাহপ্রতিবাহৌ চ সূন্দরৌ চ বরাজনা ॥ ১০

অক্রুরেণোগ্রসেনায়াঃ সূগাভ্যাং বিজ্ঞসন্তমাঃ ।
 প্রসেনশ্চোপদেবশ্চ জজ্ঞাতে দেববর্ষকৌ ॥ ১১
 চিত্রকস্তাভবন পুত্রাঃ পৃথুর্বিপৃথুরেব চ ।
 অশ্বগ্রীবোহববাহশ্চ স্বপার্বকগবেষণৌ ॥ ১২
 অরিষ্টেনেমিরশ্চ সুধর্ম্মা ধর্ম্মভূতথা ।
 সুবাহর্ষহবাহশ্চ শ্রবীষ্ঠাশ্রবণে স্থিয়ৌ ॥ ১৩
 অসিক্র্যাং জনয়ামাস শূরং বৈ দেবমীঢ়ম্ ।
 মহিষ্যাং জজ্ঞিরে শূরা ভোজ্যায়াং পুর্ন্থা দশ ॥
 বসুদেবো মহাবাহুঃ পূর্বমানকহৃদ্বৃতিঃ ।
 জজ্ঞে যস্ত প্রভূতস্ত হৃদ্বৃতাঃ প্রাণদন দিবি ॥
 আনকানাং চ সংহাদঃ সূমহানভবদ্বিবি ।
 পপাত পুশ্পবর্ষশ্চ শূরস্ত জননে মহান ॥ ১৬
 মহুষ্যালোকে কুৎস্নেহপি রূপে নাস্তি সমো ভূবি
 যস্তাসৌৎপুরুষাগ্র্যস্ত কাস্তিচক্রমসৌ যথা ।
 দেবভাগন্ততো জজ্ঞে তথা দেবশ্রবাঃ পুনঃ ।
 অনাধুষ্টিঃ কনবকো বৎসবানথ গৃজমঃ ॥ ১৮

শকঙ্ক ও চিত্রক নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ধর্ম্মাশ্চা শকঙ্ক যেখানে অবস্থান করিতেন, সেখানে ব্যাধি বা অনারুষ্টি-ভয় থাকিত না। একদা কাশিরাজের রাজ্যমধ্যে—তিন বর্ষ পর্যন্ত অনারুষ্টি হইল। পাকশাসন সে রাজ্যে বর্ষণ করিলেন না। এই জন্ত কাশিরাজ শকঙ্ককে সম্মানে স্বীয় রাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন। শকঙ্কের অবস্থান হেতু ইন্দ্র-কাশিরাজের রাজ্যমধ্যে বারি বর্ষণ করেন। শকঙ্ক কাশিরাজনন্দিনী গান্ধিনীর পাণিগ্রহণ করেন। গান্ধিনী নিত্য নিত্য বিপ্রগণকে এক একটা গোদান করিতেন। শকঙ্ক হইতে গান্ধিনীর গর্ভে অক্রুর নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অক্রুর দাতা, যজ্ঞা, বীর, ঋতবান, অতিথিপ্রিয় ও ত্বরিদক্ষিণ ছিলেন। অক্রুরের উপমদগু, মদগু, মেহুর অরিমেজয়, অবিকিত, আক্ষেপ, শক্রয়, অরির্মর্দন, ধর্ম্মধুগ, যতিধর্ম্মা, ধর্ম্মোক্ষা, অক্ষকর, আবহ ও প্রতিবাহ প্রভৃতি পুত্র ও সূন্দরী নামে একটা কন্যা উৎপন্ন হয়।

অক্রুর হইতে উগ্রসেনা নামী শোভনাদী ভার্য্যার গর্ভে প্রসেন ও উপদেব নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অববাহ, স্বপার্বক, গবেষণ, অরিষ্টেনেমি, অশ্ব, সুধর্ম্মা, ধর্ম্মভূত, সুবাহ ও বহবাহ প্রভৃতি পুত্রগণ এবং শ্রবীষ্ঠা ও শ্রবণা নামী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। দেবমীঢ় অসিক্রী নামী ভার্য্যার গর্ভে শূর নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। শূর হইতে তদীয় মহিষী ভোজননন্দিনীর গর্ভে দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বসুদেব নামে এক মহাবাহু পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার অপর নাম আনকহৃদ্বৃতি। তিনি ভূমি হইবামাত্র দেবহৃদ্বৃতি সকল নিনাদিত হইল। আনকাদি বাস্ত বস্ত্র হইতে স্বর্ণে সূমহান ধনি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শূরভবনে অজস্র পুস্পাটী সকল নিপতিত হইল। ১—১৬। সমগ্র মহুষ্যালোকেও তৎসদৃশ রূপবান কেহই রহিল না। সেই পুরুষ প্রবরের কাস্তি চক্রতুল্য আকারকর হইয়া উঠিল। অনন্তর দেবভাগ, দেবশ্রবাঃ নামে

শ্রামঃ শমীকো গণ্ডুঃ পঞ্চ চান্দ্র বরাজনাঃ ।
 পৃথুকীৰ্ত্তিঃ পৃথা চৈব ঋতদেবা ঋতশ্রবাঃ ॥ ১১
 রাক্ষাধিদেবী চ তথা পঞ্চৈতা বীরমাতরঃ ।
 ঋতশ্রবায়াং চৈতত্ত্ব শিশুপালোহভবমুপাঃ ॥ ১২
 হিরণ্যকশিপুর্ধোহসৌ দৈত্যরাজোহভবৎপুত্রা ।
 পৃথুকীৰ্ত্ত্যাং তু সঞ্জয়ে তনয়ো বৃদ্ধশর্মণঃ ॥ ১৩
 করুবাধিপতিবীরো দম্ভবক্রো মহাবলঃ ।
 পৃথাঃ দুহিতরঃ চক্রে কুন্তীস্তাং পাণ্ডুরাবহৎ ॥ ১৪
 যন্তাঃ স ধর্মবিদ্রাজা ধর্মো জয়ে যুধিষ্ঠিরঃ ।
 ভীমসেনস্তথা বাতাদিস্রাচৈব ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৫
 লোকেহপ্রতিরথো বীরঃ শক্রতুলাপরাক্রমঃ ।
 অনমিত্রাচ্ছিনির্জয়ে কনিষ্ঠাবৃক্কিনন্দনাৎ ॥ ১৬
 শৈনেয়ঃ সত্যকন্তস্মাদযুধানশ্চ সাত্যকিঃ ।
 উদ্ধবো দেবভাগশ্চ মহাভাগঃ সূতোহভবৎ ॥ ১৭
 পণ্ডিতানাং পরং প্রাহর্দেবশ্রবসমুত্তমম্ ।

যুষ্টি, কনবক, বৎসবান্, গৃজম, শ্রাম, শমীক,
 ও গণ্ডু নামে নয় পুত্র এবং পৃথুকীৰ্ত্তি, পৃথা,
 ঋতদেবা, ঋতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নামে
 পঞ্চ বীরজননী কন্তা উৎপন্ন হইলেন। ঋত-
 শ্রবার গর্ভে চৈদিরাজ শিশুপাল জন্ম
 গ্রহণ করে। পুরাকালে হিরণ্যকশিপু নামে
 যে দৈত্যরাজের প্রাহর্ভাব হইয়াছিল, তিনি
 বৃদ্ধশর্মার ঔরসে পৃথুকীৰ্ত্তির গর্ভে জন্ম
 লাভ করেন। করুবাধিপতি মহাবল দম্ভ-
 বক্রের পৃথা ও কুন্তী এই উভয় নামে এক
 দুহিতা ছিল; রাজা পাণ্ডু তাহার পাণি গ্রহণ
 করেন। সেই পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম
 হইতে ধর্মজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে
 ভীমসেন এবং ইন্দ্র হইতে ধনঞ্জয় জন্ম গ্রহণ
 করেন। জগতে ধনঞ্জয়ের ত্রায় বীর যোদ্ধা
 কেহই ছিল না। তিনি ইন্দ্রতুলা পরাক্রম-
 শালী ছিলেন। কনিষ্ঠ বৃক্কিনন্দন অনমিত্র
 হইতে শিনির জন্ম হয়। শিনি হইতে
 সত্যক এবং ভীমা হইতে সাত্যকি যুযুধান
 জন্ম গ্রহণ করেন। দেবভাগ হইতে মহা-
 ভাগ্যশালী উদ্ধব উৎপন্ন হইলেন। এই উদ্ধব
 একজন পরম পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

অশ্বক্যং প্রাপ্তবান্ পুত্রমনাধুষ্টিধর্মশ্রিনম্ ॥ ২৫
 নিবৃত্তশক্রঃ শক্রয়ঃ ঋতদেবা স্বজায়ত ।
 ঋতদেবায়জাস্তে তু নৈষাদিধঃ পরিশ্রুতঃ ॥ ২৬
 একলব্যো মুনিশ্রেষ্ঠা নিষাদৈঃ পরিবর্দ্ধিতঃ ।
 বৎসবতে তুপুত্রায় বান্দুদেবঃ প্রতাপবান্ ।
 অস্তির্দদৌ সূতং বীরং শৌরিঃকৌশিকমোরমম্
 গণ্ডুযায় হপুত্রায় বিষক্সেনো দদৌ সূতান্ ।
 চাক্রদেবঃ সূদেবঃ পঞ্চালং কৃতলক্ষণম্ ॥ ২৭
 অসংগ্রামেণ যো বীরো নাবর্তত কদাচন ।
 রৌদ্ধিণেযো মহাবাহুঃ কনীয়ান্ দ্বিজসন্তমাঃ ॥
 বায়সানাং সহস্রাণি যং যান্তং পৃষ্ঠতোহবধুঃ ।
 চাক্রনগোপভোক্ষ্যামচাক্রদেবহতানিতি ॥ ২৮
 তদ্বিজস্তদ্বিপালশ্চ সূতো কনবকশ্চ তো ।
 বীরুশ্চাশ্বহনুশ্চৈব বীরো তাবথ গৃজমো ॥ ২৯
 শ্রামপুত্রঃ শমীকস্ত শমীকো রাজ্যমাবহৎ ।
 জুগুপমানো ভোজহাদ্রাজস্যমবাপ সঃ ॥ ৩০
 অজাতশত্রুঃ শক্রাণাং জয়ে তন্তু বিনাশনঃ ।

অনাধুষ্টির অশ্বক্য নামে এক যশস্বী পুত্র
 উৎপন্ন হয়। ঋতদেবা শক্রয় নামে এক শত্রু
 জয়ী পুত্র প্রসব করেন। ঐ পুত্র নৈষাদি
 একলব্য আখ্যায় অভিহিত। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!
 ঐ একলব্য নিষাদগণ কর্তৃক প্রতিপালিত ও
 পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। প্রতাপবান্ বাসুদেব
 অপুত্রক বৎসবৎ রাজাকে কৌশিক নামক
 স্ত্রী ঔরসজাত পুত্র জল প্রোক্ষণপূর্বক
 সমর্পণ করেন। বিষক্সেন, অপুত্রক গণ্ডুকে
 চাক্রদেব, সূদেব, ও পঞ্চাল প্রদত্ত পুত্র
 দান করেন। হে দ্বিজগণ! যিনি কখন যুদ্ধ
 না করিয়া সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইতেন না,
 যিনি গমন করিতে থাকিলে সহস্র সহস্র বায়স
 ভাঁহার অমুগমন করিত, সেই মহাবাহু
 রৌদ্ধিণেয় সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। কনবকের
 দুই পুত্রের নাম তদ্বিজিৎ ও তদ্বিপাল।
 শ্রামের পুত্র শমীক; শমীক রাজা হইয়া-
 ছিলেন। তিনি ভোজবংশীয় বলিয়া নির্দিষ্ট
 ছিলেন, তাই গৌরবার্হ রাজস্বয় যজ্ঞের অমু-
 ঠান করেন। ১৭-৩০। ভাঁহার এক শত্রুহন

বসুদেবসুতান বীরান কীৰ্ত্তয়িষ্যাম্যতঃপরম্ ॥
 বৃক্কেত্রিবিধমেবন্ত বহুশাখং মহোজসম্ ।
 ধারয়ন্ বিপুলং বংশং নানর্থৈরিহ যুজ্যতে ॥৩৫
 যাঃ পত্ন্যা বসুদেবস্ত চতুর্দশ বরাদ্ভনাঃ ।
 পৌরবী রোহিণী নাম মত্তিরাদিস্তথাপরী ॥৩৬
 বৈশাখী চ তথা ভদ্রা সুনামী চৈব পঞ্চমী ।
 সহদেবা শান্তিদেবা স্রীদেবী দেবরক্ষিতা ॥৩৭
 বৃকদেব্যুপদেবী চ দেবকী চৈব সপ্তমী
 সূতসুর্ভবা চৈব হে এতে পরিচারিকৈঃ ॥ ৩৮
 পৌরবী রোহিণী নাম বাহ্লিকস্তান্ধজাভবৎ ।
 জ্যেষ্ঠা পত্নী মুনিশ্রেষ্ঠা দয়িতানকহৃদ্ভেঃ ॥৩৯
 লেভে জ্যেষ্ঠং সূতং রামং শরণ্যং শঠমেব চ ।
 তুর্দমং দমনং শুভ্রং পিণ্ডারকমুশীনরম্ ॥ ৪০
 পিত্রা নাম কুমারী চ রোহিণীতনয়া নব ।
 চিত্রা সূভদ্রেতি পুনর্বিখ্যাতা মুনিসত্তমাঃ ॥৪১
 বসুদেবাচ্চ দেবক্যাং জজ্ঞে শৌরির্মহাযশাঃ ।
 রামাচ্চ নিশঠো জজ্ঞে রেবত্যাং দয়িতঃ সূতঃ

পুত্র উৎপন্ন হয়, এই পুত্রের নাম অজাত-
 শত্রু । অতঃপর আমি বসুদেবের সূতগণের
 বিবরণ কীৰ্ত্তন করিতেছি । বৃক্কির তিনটি
 বংশেরই শাখা প্রাচীনা বহু বিস্তৃত । ঐ
 ত্রিবিধ বংশই মহাপরাক্রান্ত ছিল ; কদাচ
 উহার অনর্থ লিপ্ত হয় নাই । বসুদেবের
 পৌরবী, রোহিণী, মদিরা, বৈশাখী, ভদ্রা,
 সহদেবা, শান্তিদেবা, স্রীদেবী, দেবরক্ষিতা,
 বৃকদেবী, উপদেবী ও দেবকী প্রভৃতি চতু-
 র্দশটি প্রধান পত্নী ছিলেন । সূতসু ও বড়বা
 নামে ইহাদের দুই পরিচারিকা ছিল । বসু-
 দেবের পত্নীগণের মধ্যে দেবকী সপ্তম-
 স্থানীয়া এবং বাহ্লিকনন্দিনী রোহিণী জ্যেষ্ঠা
 পত্নী ছিলেন । রোহিণীর গর্ভে বসুদেবের
 রাম, শরণ্য, শঠ, তুর্দম, দমন, শুভ্র, পিণ্ডা-
 রক ও উশীনর প্রভৃতি পুত্র ও চিত্রা নামে
 এক কন্যা উৎপন্ন হয় । হে মুনিবরগণ !
 এই চিত্রা নামী কন্যা পশ্চাৎ সূভদ্রা নামে
 বিখ্যাত হয় । বসুদেব হইতে দেবকীর গর্ভে
 মহাযশা শৌরি জন্মগ্রহণ করেন । রাম

সুভদ্রায়াঃ রথী পার্শ্বাদভিমুখ্যায়জারত ।
 অক্রুরাৎকাশিকস্তায়াঃ সত্যকেতুরজারত ॥৪২
 বসুদেবস্ত ভাৰ্য্যাসু মহাভাগাসু সপ্তসু ।
 যে পুত্রো জজ্ঞিরে শূরাঃ সমস্তাঃস্তান্ধিবোধতঃ ॥
 ভোজ্যে বিজয়শ্চৈব শান্তিদেবাসুতাবুভৌ ।
 বৃকদেবঃ সুনামায়াং গদচ্চাস্তাং সূতাবুভৌ ॥
 অগাবহং মহাত্মানং বৃকদেবী ব্যাজারত ।
 কন্যা ত্রিগৰ্ভরাজস্ত ভাৰ্য্যা বৈ শিশিরায়ণেঃ ॥
 জিজ্ঞাসাং পৌকুষে চক্রে ন চক্ষুদে চ পৌকুষম্
 কৃকায়সসমপ্রথ্যা বর্ষে দ্বাদশমে তথা ॥ ৪৭
 মিথ্যাভিশস্তো গার্গ্যস্ত মনুনাতিসমীরিতঃ ।
 ঘোষকস্তামুপাদায় মৈথুনায়োপচক্রমে ॥ ৪৮
 গোপালী চাম্পরাস্তস্ত গোপহীবেশধারিণী ।

হইতে রেবতীর গর্ভে নিশঠ নামে এক প্রিয়
 পুত্র উৎপন্ন হয় । পার্শ্ব হইতে সুভদ্রার
 গর্ভে মহারথ অভিমুখ্য জন্ম গ্রহণ করেন ।
 অক্রুর হইতে কাশিকস্তার গর্ভে সত্যকেতুর
 জন্ম হয় । বসুদেবের সপ্ত পত্নী মহাভাগ্য-
 বতী ছিলেন । তাঁহাদের গর্ভে যে সকল
 শৌর্যশালী পুত্র উৎপন্ন হইলেন, তাঁহাদের
 সমস্তেরই বিবরণ ব্যক্ত করিতেছি, এবং
 করুন । ৩৪—৪৪ । বসুদেবের শান্তিদেবী
 নামী পত্নীর গর্ভে ভোজ ও বিজয় নামে
 দুই পুত্র ; সুনামার গর্ভে বৃকদেব ও গদ
 নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে । বৃকদেবীর
 গর্ভে মহাত্মা অবগাহ উৎপন্ন হইলেন ।
 ত্রিগৰ্ভরাজের কন্যা জিজ্ঞাসা, রাজা শিশি-
 রায়ণির ভাৰ্য্যা ছিলেন । রাজার পুত্র
 সন্তান ছিল না, তিনি তাঁহার পত্নীর গর্ভে
 সন্তান উৎপাদনার্থ গর্গমুনিকে নিযুক্ত করেন ।
 কৃকায়সপ্রতিম গার্গ্য দ্বাদশবর্ষ পর্যন্ত
 তাহাতে সজ্ঞত ছিলেন ; কিন্তু দীর্ঘকালেও
 বীৰ্য্যপাত হইল না । তিনি মিথ্যাপৌকুষ
 হইয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত হইলেন এবং তখন এক
 ঘোষককে গ্রহণ করিয়া মৈথুন আরম্ভ
 করিলেন । ঐ গোপকন্যা গোপবেশধারিণী
 কোন এক অপরাধ ছিল । ভগবান্ সূত-

ধারয়ামাস গার্গ্যস্ত গৰ্ভঃ দুৰ্দ্ধরমচ্যুতম্ ॥ ৪৯
 মাহুয়াঃ গৰ্গভাধ্যায়াঃ নিয়োগাঙ্কুলপাণিনঃ ।
 স কালযবনো নাম যজ্ঞে রাজা মহাবলঃ ॥ ৫০
 বৃদ্ধপূৰ্ব্বাৰ্দ্ধিকায়ন্ত সিংহসংহননো যুবা ।
 অপুত্রস্ত স রাজন্ত ববুধেহন্তঃপুৰে শিশুঃ ॥ ৫১
 যবনস্ত মুনিশ্ৰেষ্ঠাঃ স কালযবনোহভবৎ ।
 আযুধ্যামানো নৃপতিঃ পৰ্যাপৃচ্ছদ্বিজোত্তমম্ ॥ ৫২
 বৃক্যঙ্কককুলং তন্ত নারদোহকথয়দ্বিতুঃ ।
 অকৌহিণ্যা তু সৈন্তস্ত মথুরামভয়াস্তদা ॥ ৫৩
 দূতং সস্ত্রেষয়ামাস বৃক্যঙ্ককনিবেশনম্ ।
 ততো বৃক্যঙ্ককাঃ কৃকঃ পুরকৃত্য মহামতিম্ ॥
 সমেতা মন্ত্রয়ামানুর্ধ্ববনস্ত ভয়াস্তদা ।
 কৃত্বা বিনিচয়ং সর্ষে পলায়নমরোচয়ন ॥ ৫৫
 বিহায় মথুরাং রম্যাং মানয়ন্তঃ পিনাকিনম্ ।

পাণির নিয়োগে ঐ অপ্সরা মাহুদী-বেশে
 গর্গ মুনির ভাৰ্য্যা হয় এবং সেই অবস্থায়
 গর্গমুনির সংসর্গে এক দুৰ্দ্ধর গর্ভ ধারণ করে ।
 সেই গর্ভ হইতেই মহাবল কালযবন রাজা
 জন্মগ্রহণ করেন । ইহার দেহের পূৰ্ব্বাৰ্দ্ধ
 সুবৃত্ত ছিল । ইনি সিংহ-সদৃশ পরাক্রান্ত
 যুবাশ্রয় ছিলেন । হে মুনিবরগণ ! কাল-
 যবন জন্মগ্রহণান্তে শিশুরূপে সেই অপুত্রক
 রাজার অন্তঃপুরে পরিবর্দ্ধিত হইলেন । কাল
 ক্রমে তিনি কালযবন নামে রাজা হইলেন
 এবং বুদ্ধোক্ত হইয়া দ্বিজবর নারদকে প্রতি-
 যোদ্ধাদিগের বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন ।
 নারদ তাঁহাকে বৃকি ও অঙ্ককবংশীয়দিগের
 বৃত্তান্ত বলিয়া দিলেন । তখন কালযবন
 অকৌহিনী-সেনা-পরিবৃত্ত হইয়া মথুরাভিমুখে
 যাত্রা করিলেন এবং বৃকি ও অঙ্ককদিগের
 আবাসে এক দূত প্রেরণ করিলেন । তখন
 বৃকি ও অঙ্ককগণ একযোগে মহামতি
 কৃককে অগ্রবর্তী করিয়া কালযবন-ভয়ে
 যত্নপা করিতে লাগিলেন । তাঁহারা মন্ত্রণা
 করিয়া স্থির করিলেন, একপে আমাদিগের
 সঙ্কলনই পলায়ন করা কর্তব্য । কার্য্যেও
 তাহাই হইল, তাঁহারা কালযবনভয়ে সুরমা

কুশস্থলীঃ দ্বারবতীঃ নিবেশয়িতুমাপ্সবঃ ॥ ৫৬
 ইতি কৃকস্ত জন্মেদং যঃ শুচিনিয়তেশ্রিয়ঃ ।
 পৰ্ব্বন্তু শ্রাবয়েদ্বিহাননৃণঃ স সুখী ভবেৎ ॥ ৫৭
 ইতি ত্রীত্রাঙ্কে মহাপুরাণে কৃকজন্মাকীৰ্ত্তনং
 নাম চতুর্দশোধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ক্ৰোষ্টোরথাভবৎ পুত্রো বৃজিনীবানমহাযশাঃ ।
 বার্জিনীবতমিচ্ছন্তি স্বাহিঃ স্বাহারুতাঃ বরম্ ॥
 স্বাহিপুত্রোহভবজাজা উষদগুর্দতাঃ বরঃ ।
 মহাক্রতুভিরীজে যো বিবিধৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥২
 ততঃ প্রসূতিমিচ্ছন বৈ উষদগুঃসোহগ্র্যমাস্তজম্
 জজ্ঞে চিত্ররথস্তস্ত পুত্রঃ কশ্মভিরবিতঃ ৩

মথুরানগরী পরিত্যাগ করিয়া পিনাকপাণি
 মহাদেবের অর্চনাপুরঃসর কুশস্থলী দ্বার-
 বতী পুরীতে গিয়া উপনিবেশ স্থাপনে মনস্থ
 করিলেন । যিনি পবিত্র ও সংযতৌজস্ব
 হইয়া এই কৃকজন্ম-বিবরণ প্রতি পর্বে
 শ্রবণ করিবেন বা করাইবেন, তিনি বিহান
 ও অখণী হইয়া সুখী হইবেন । ৪৫—৫৭ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—বৃজিনীবান নামে
 ক্ৰোষ্টুর অপর এক মহাযশা পুত্র ছিলেন ।
 তাঁহার পুত্র যজ্ঞাহুতাদিগের অগ্রণী
 বার্জিনীবান স্বাহি । স্বাহির পুত্র বাহিবর
 উষদগু ; ইনি রাজা হইয়া পুত্রকামনার
 ভূরি-দক্ষিণাবিত্ত বিবিধ যজ্ঞের অহুতান
 করেন । চিত্ররথ নামে তাঁহার এক শ্রেষ্ঠ
 পুত্র উৎপন্ন হয় । এই পুত্র দ্বারা নানাবিধ
 সংকল্প অহুতিত হইয়াছিল । চিত্ররথের
 শশবিন্দু নামে এক পুত্র হয় । ইনি স্বাহি-

আসীচ্ছৈত্রধিবীরো যজ্ঞা বিপুলদক্ষিণঃ ।
 শশবিন্দুঃ পরং বৃন্তং রাজর্ষীগামমুত্তিতঃ ॥ ৪
 পৃথুশ্রবাঃ পৃথুশশ । রাজাসীচ্ছাশবিন্দবঃ ।
 শংসন্তি চ পুরাণজ্ঞাঃ পার্থশ্রবসমন্তরম্ ॥ ৫
 অন্তরম্ সুযজ্ঞম্ সুযজ্ঞতনয়োহভবৎ ।
 উষতো যজ্ঞমধিনঃ স্বধর্ম্মে চ কৃতাদরঃ ॥ ৬
 শিনেয়ুরভবৎ পুত্র উষতঃ শক্রতাপনঃ ।
 মরুতস্তম্ তনয়ো রাজর্ষিরভবমুপঃ ॥ ৭
 মরুতোহলভত জ্যেষ্ঠং সূতং কশলবর্হিষম্ ।
 চচার বিপুলঃ ধর্ম্মমমর্ষাৎ প্রেত্যভাগপি ॥ ৮
 স সং প্রসূতিমিচ্ছন্ বৈ সূতং কশলবর্হিষঃ ।
 বভূব কল্পকবচঃ শতপ্রসবতঃ সূতঃ ॥ ৯
 নিহত্য কল্পকবচঃ শতং কবচিনাং রণে ।
 ধ্বিনাং নিশিতৈর্বাণৈরবাপ শ্রিয়মুত্তমাম্ ॥ ১০
 জজ্ঞে চ রত্নকবচাৎ পরাজিৎপরবীরহা ।
 জজ্ঞিরে পঞ্চ পুত্রাশ্চ মহাবীৰ্যাঃ পরাজিতঃ ॥
 কল্পেযুঃ পৃথুকল্প চ জ্যামঘঃ পালিতো হরিঃ ।

গণের পদানুবর্তী, বিপুলদক্ষিণাধিত যজ্ঞা-
 মুঠাতা ছিলেন। ইহার পুত্র পৃথুকীর্তি-
 শালী পৃথুশ্রবাঃ। পুরাণজ্ঞগণ বলিয়াছেন,
 ঐ পৃথুশ্রবা হইতে অন্তর নামে এক পুত্র
 জন্মগ্রহণ করে। অন্তরের পুত্র সুযজ্ঞ, তৎ-
 পুত্র উষত। ইনি সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা
 ও স্বধর্ম্মে সমধিক শ্রদ্ধাবান ছিলেন। উষত
 হইতে শিনেয়ু নামে এক অরিন্দম পুত্র উৎ-
 পন্ন হয়। তাঁহার পুত্র মরুত। ইনি
 রাজর্ষি ছিলেন। রাজর্ষি মরুত কশল-
 বর্হিষ নামে এক শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করেন।
 রাজা কশলবর্হিষ একটা সংপুত্র-কামনায়
 প্রসূত ধর্ম্মাচরণ করেন। তাহার কলে
 তাঁহার কল্পকবচ নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ
 করে। এই পুত্র সমরক্ষেত্রে নিশিত শর-
 নিকর বর্ষণে শত শত কবচী ও ধনুর্দ্ধারী
 যোদ্ধাদিগকে নিহত করিয়া উত্তম জয়লাভ
 লাভ করিয়াছিলেন। কল্পকবচের পুত্র
 শক্রজয়ী পরজিৎ। পরজিতের পাঁচ পুত্র—
 কল্পেযু, পৃথুকল্প, জ্যামঘ, পালিত ও হরি।

পালিতঃ চ হরিঃ চৈব বিদেহেভ্যঃ পিতা দনৌ
 কল্পেযুরভবজাজা পৃথুকল্পস্ত সংগ্রহাৎ ।
 তাভ্যাং প্রব্রাজিতো রাজাজ্যামঘোহবসদশ্রমে
 প্রশান্তঃ তদা রাজা ব্রাহ্মণৈশ্চাববোধিতঃ ।
 জগাম ধনুরাদায় দেশমন্তঃ ধ্বজী রথী ॥ ১৪
 নর্ম্মদাকুলমেকাকী মেকলাং যুক্তিকাবতীম্ ।
 ঋক্ষবন্তঃ গিরিঃ জিহ্বা শুভ্রিমত্যাযুবা সঃ ॥
 জ্যামঘস্তাভবস্তাধ্যা শৈব্যা বলবতী সতী ।
 অপুত্রোহপি স রাজা বৈ নান্তাং ভার্য্যামবিন্দত
 তস্তাসীদ্বিজয়ো যুদ্ধে তজ্জ কস্তামবাপ সঃ ।
 ভার্য্যামুবাচ সন্তস্তঃ সুষেতি স জনেযরঃ ॥ ১৭
 এতচ্ছুহাব্রবীদেবৌ কস্ত দেব সুষেতি বৈ ।
 অব্রবীত্তত্পশ্যত্য জ্যামঘো রাজসন্তমঃ ॥ ১৮

এইপুত্রগণ সকলেই মহাবীৰ্য্যশালী ছিলেন।
 ইহাদিগের মধ্যে পালিত ও হরিকে বিদেহ
 দেশের আধিপত্য প্রদত্ত হয়। কল্পেযু, ভ্রাতা
 পৃথুকল্পের সাহিত স্বরাজ্যে আধিপত্য করেন।
 এই ভ্রাতৃত্বয় একযোগে অপর ভ্রাতা
 জ্যামঘকে নির্বাণিত করিলে, তিনি এক
 আশ্রমে গিয়া বাস করেন। ১—১৩।
 প্রশান্ত-চিত্ত জ্যামঘ তত্ৰত্য ব্রাহ্মণগণ
 কর্তৃক অববোধিত হইয়া ধনুর্ধারণ গ্রহণ-
 পূর্বক রথ ধ্বজাদি সমভিযাহারে দেশান্তরে
 প্রয়াণ করিলেন। তিনি একাকীই নর্ম্মদা-
 কুলবতী মেকলা ও যুক্তিকাবতী পুরী এবং
 ঋক্ষবান গিরি জয় করিয়া শুভ্রিমতী নগ-
 রীতে রাজধানী স্থাপনপূর্বক বাস করিতে
 থাকেন। তাঁহার ভার্য্যার নাম ছিল শৈব্যা।
 শৈব্যা বলিষ্ঠা ও পরিত্রতা ছিলেন। সেই
 পত্নীর গর্ভে রাজার কোনই পুত্র সন্তান জন্মে
 না; তথাপি রাজা জ্যামঘ দারান্তর পরি-
 গ্রহ করেন নাই। তিনি একদা কোন যুদ্ধে
 বিজয়লাভ করিয়া একটা কস্তা লাভ করেন।
 নরপতি সেই কস্তা —
 পত্নীকে বলেন যে,
 বধু হইবে। রা
 রাজাকে কহিবে

রাজোবাচ ।

যন্তে জনিয়াতে পুত্রস্তস্ত ভাৰ্য্যোপপাদিতা ॥১৯

লোমহর্ষণ উবাচ ।

উগ্ৰেণ তপসা তস্তাঃ কন্তায়াঃ সা ব্যজায়ত ।

পুত্রং বিদৰ্ভং সূভগা শৈব্যা পরিণতা সতী ॥২০

রাজপুত্র্যাং তু বিদ্বাংসৌ স্নুয়ায়াং ক্রথকৈশিকৌ

পশ্চাদ্বিদভৌহজনয়চ্ছুরৌ রণবিশারদৌ ॥ ২১

ভীমো বিদৰ্ভস্ত সূতঃ কুন্তিস্তস্তাজোহভবৎ

কুন্তেধৃষ্টঃ সূতো জজ্ঞে রণধৃষ্টঃ প্রতাপবান ॥২২

ধৃষ্টস্ত জজ্ঞিরে শূরাস্তয়ঃ পরমধার্মিকাঃ ।

আবস্তচ দশার্শচ বলী বিষহরশ্চ সং ॥ ২৩

দশার্শস্ত সূতো ব্যোমা ব্যোমো জীমূত উচ্যতে

জীমূতপুত্রো বিকৃতিস্তস্ত ভীমরথঃ সূতঃ । ২৪

অথ ভীমরথস্তাসীৎ পুত্রো নবরথস্তথা ।

তস্ত চাসীদশরথঃ শকুনিস্তস্ত চাব্জয়ঃ ॥ ২৫

তস্মাৎকরন্তঃ কারন্তির্দেবরাতেহভবন্নপঃ ।

পুত্রবধু হইবে? পত্নীর কথায় রাজশ্রেষ্ঠ জ্যামঘ উত্তর করিলেন,—তোমার যে পুত্র হইবে, এই কথা তাহারই ভাৰ্য্যা হইবে । ১৪—১৯ । লোমহর্ষণ কহিলেন,—রাজা জ্যামঘ যুদ্ধ জয় করিয়া যে কন্তাটিকে আনিয়াছিলেন, সেই কন্তা উগ্র তপস্তা আচরণ করেন; সেই তপস্তার ফলে শৈব্যা বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্র প্রসব করিলেন । এই পুত্র বিদৰ্ভ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । বিদৰ্ভ হইতে সেই বিজয়-লক্ক কন্তার গর্ভে ক্রথ ও কৌশিক নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে । এই পুত্রদ্বয় বিদ্বান, শূর ও রণবিশারদ ছিলেন । বিদ-
ভের ভীম নামে অপর এক পুত্র হয় ।

ভীমের কুন্তি নামে এক পুত্র জন্মে । কুন্তির নাম ধৃষ্ট । ধৃষ্ট রণধৃষ্ট ও প্রতাপ-বৃদ্ধি ছিলেন । ধৃষ্টের পরম ধার্মিক তিন কন্যার পুত্র হয় । তাহাদের নাম,—আবস্ত, ময়না, বিষহর; তন্মধ্যে দশার্হের ব্যোমা, করিষা, জীমূতের বিকৃতি, বিকৃতির নবরথ, নবরথের দশ-
বাহাই হইল, তাহ

দেবক্ষত্রোহভবন্তস্ত বৃদ্ধক্ষত্রো মহাযশাঃ ॥২৬

দেবগর্ভসমো জজ্ঞে দেবক্ষত্রস্ত নন্দনঃ ।

মধুনাং বংশকুড্রাজা মধূর্নধুরবাগপি ॥ ২৭

মধোজজ্ঞেহথ বৈদৰ্ভ্যাং পুরুদ্বানপুরুষোত্তমঃ

ঐক্ষাকী চাভবন্তাৰ্য্যা মধোস্তস্তাঃ ব্যজায়ত ॥২৮

সদ্বান সৰ্ব্বগুণোপেতঃ সাব্বতাং কীৰ্ত্তিবৰ্দ্ধনঃ ।

ইমাং বিশৃষ্টিং বিজ্ঞায় জ্যামঘস্ত মহান্মনঃ ॥

বুজ্যতে পরমশ্রীত্যা প্রজাবাংশ ভবেৎ সদা ॥

লোমহর্ষণ উবাচ ।

সব্বতঃ সব্বসম্পন্নান্ কোশল্যা সূষুবে সূতান্ ।

ভাগিনং ভজমানং চ দিব্যং দেবারুধং নৃপম্ ॥

অক্ষকং চ মহাবাহুং বৃষ্টিং চ যহনন্দনম্ ।

তেষাং বিসর্গাশ্চ হারো বিস্তরেণেহ কীৰ্ত্তিতাঃ ॥

ভজমানস্ত স্ফুয়ো বাহুকাথোপবাহুকা ।

আস্তাং ভাৰ্য্যে তয়োস্তস্মাজ্জজ্ঞিরেবহবঃসুতাঃ

রথ, দশরথের শকুনি, শকুনির করন্ত, কর-
ন্তের দেবরাত, দেবরাতের দেবক্ষত্র, এবং দেবক্ষত্রের বৃদ্ধক্ষত্র নামে পুত্র হইয়া-
ছিল । বৃদ্ধক্ষত্র রাজার দেবকুমারপ্রতিম একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে । এই পুত্রের নাম মধু; মধু অতি মিষ্টভাষী ছিলেন । এই মধু রাজাই মধুদিগের বংশধর । মধু হইতে বৈদৰ্ভীর গর্ভে পুরুষবর পুরুদ্বান জন্মগ্রহণ করেন । মধুর অপর ভাৰ্য্যার নাম ঐক্ষাকী । ঐক্ষাকীর গর্ভে সদ্বান নামে এক সৰ্ব্বগুণ-সম্পন্ন পুত্র উৎ-
পন্ন হয় । এই সদ্বান হইতেই কীৰ্ত্তিবৰ্দ্ধন সাব্বতগণের আবির্ভাব হইয়াছিল । মহাত্মা জ্যামঘ রাজার এই বংশবিস্তৃতির বিবরণ বিদিত হইলে মানব মাত্রেই পরম শ্রীতিমান ও প্রজাবান হইতে পারে । ২০—২৯ । লোম-
হর্ষণ কহিলেন,—মধুনন্দন সদ্বান হইতে কোশল্যা নামী পত্নীর গর্ভে কতিপয় সন্ত-
সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হয় । এই পুত্রগণের নাম—ভাগিন, ভজমান, দিব্য, দেবারুধ, অক্ষক ও বৃষ্টি । ইহাদিগের মধ্যে চারিজনই বংশবিবরণ এই পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে ।

ক্রিমিঞ্চ ক্রমণশ্চৈব ধৃষ্টঃ শূরঃ পুরঞ্জয়ঃ ।
 এতে বাহুকস্বঞ্জয়াং ভজমানাধিজজিত্রে ॥ ৩৩
 অঘুতাজিৎ সহস্রাজিচ্ছতাজিৎ দাসকঃ ।
 উপবাহুকস্বঞ্জয়াং ভজমানাধিজজিত্রে ॥ ৩৪
 যজ্ঞা দেবাবুধো রাজা চচার বিপুলং তপঃ ।
 পুত্রঃ সৰ্ব্বগুণোপেতো মম স্মাদিতি নিশ্চিতঃ ॥
 সংযুক্ত্যমানস্তপসা পর্ণাশায়া জলং স্পৃশন্ ।
 সদোপস্পৃশতস্তস্ত চকার প্রিয়মাণগা ॥ ৩৬
 চিন্তয়াতিপরীতা সা ন জগামৈব নিশ্চয়ম্ ।
 কল্যাণস্থানরপতেস্তস্ত সা নিয়গোন্তমা ॥ ৩৭
 নাধ্যগচ্ছতু তাং নারী যন্তামেবং বিধঃ সূতঃ ।
 ভবেত্তস্যাং স্বয়ং গহা ভবাম্যন্ত সহানুগা ॥ ৩৮
 অথ ভূত্বা কুমারী সা বিভ্রতী পরমং বপুঃ ।
 বরয়ামাস নৃপতিং তামিয়েষ চ স প্রভুঃ ॥ ৩৯
 তস্তামাধন্ত গৰ্ভং স তেজস্বিনমুদারধীঃ ।

ভজমানের দুই ভাৰ্য্যা ছিলেন । তাঁহাদের
 একের নাম স্বঞ্জয়ী বাহকা ও অপরের নাম
 স্বঞ্জয়ী উপবাহকা । এই দুই ভাৰ্য্যার গৰ্ভে
 ভজমানের বহু পুত্র জন্ম গ্রহণ করে ।
 তন্মধ্যে ভজমান হইতে স্বঞ্জয়ী বাহকার
 গৰ্ভে ক্রিমি, ক্রমণ, ধৃষ্ট, শূর ও পুরঞ্জয় এবং
 স্বঞ্জয়ী উপবাহকার গৰ্ভে অঘুতাজিৎ, সহস্র-
 জিৎ, শতাজিৎ ও দাসক নামে পুত্র উৎপন্ন
 হয় । রাজা দেবাবুধ একটা সৰ্ব্বগুণযুক্ত
 পুত্র-লাভ-কামনায় বিপুল যাগ যজ্ঞ ও
 তপস্চর্যা করেন । তিনি পর্ণাশা নদীর
 জল স্পর্শ করিয়া তপস্শা করিতেন । সেই
 নদীও সৰ্ব্বদা উপস্পৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয়ানু-
 ষ্ঠান করিত । একদা সরিষরা পর্ণাশা
 নরপতির কল্যাণার্থ অনেক চিন্তা করিয়া
 কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না এবং যে
 নারীর গৰ্ভে নরপতির সৰ্ব্বগুণ-ভূষিত পুত্র-
 রত্ন উৎপন্ন হইবে, এমন নারী কে আছে ?
 তাহাও ভাবিয়া পাইলেন না ; তখন তিনি
 স্থির করিলেন, আমি নিজেই গিয়া নরপতির
 ভাৰ্য্যা হই । এইরূপ স্থির করিয়া সেই সরিষরা
 এক শরয় স্নান করিয়া কুমারীরূপ ধারণপূর্বক সেই

অথ সা দক্ষামে মাসি সুবুবে সরিতাং বরা ॥৪০
 পুত্রঃ সৰ্ব্বগুণোপেতঃ বক্রঃ দেবাবুধঃ স্থিতিঃ ।
 অত্র বংশে পুরাণজা গায়ন্তীতি পরিব্রতম্ ॥৪১
 গুণান্ দেবাবুধস্তাপি কীর্তয়ন্তো মহাত্মনঃ ।
 যথৈবাগ্রে তথা দূরাৎপশ্চামস্তাবদন্তিকাং ॥৪২
 বক্রঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবুধঃ সমঃ ।
 যষ্টিশ্চ যট্ চ পুরুষাঃ সহস্রাণি চ সপ্ত চ ॥৪৩
 এতেহমৃতং প্রাপ্তা বৈ বভোর্দেবাবুধাদপি ।
 যজ্ঞা দানপতিবীমান্ ব্রহ্মণ্যঃ সুদৃঢ়াঘ্রঃ ॥ ৪৪
 তস্তাব্যায়ঃ সুমহানভোজা যে মার্জিকাবতাঃ
 অন্ধকাংকাশতুহিতা চতুরোহলভতাত্মজান্ ॥
 কুকুরঃ ভজমানঃ চ সসকঃ বলবহিষম্ ।
 কুকুরস্ত সূতো বৃষ্টিবৃষ্টিস্ত তনয়স্তথা ॥ ৪৬
 কপোতরোমা তস্তাথ তিলিরিস্তনয়োহভবৎ ।
 জজ্ঞে পুনর্নৃপুস্ত স্মাদভিজিচ্ছ পুনর্নৃপোঃ ॥৪৭
 তথা বৈ পুত্রমিথুনং বভূবাভিজিতঃ কিল ।

নরপতিকে পতিত্বে বরণ করিলেন । উদার-
 চেতা রাজা দেবাবুধও তাঁহাকে পত্নীরূপে
 গ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভাধান করিলেন ।
 হে দ্বিজগণ ! সেই সরিষরা দশম মাসে এক
 সৰ্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিলেন । সেই
 পুত্র বক্র নামে বিখ্যাত হইল । পুরাণজ-
 গণ এই বক্রবংশের ও মহাত্মা দেবাবুধের
 গুণগাথা গান করিয়া থাকেন । তাঁহার
 বলেন, নরশ্রেষ্ঠ দেবাবুধ ও তৎপুত্র বক্র
 গুণকীর্ত্তি আমরা দূর হইতেও যেমন শুনিয়া
 থাকি, নিকটে আসিয়াও সেইরূপ পরিচয়ই
 পাই । ইহাদের বংশ যটসপ্তযষ্টি সহস্র
 পুরুষ পর্য্যন্ত অমৃত প্রাপ্ত হইয়াছিল । এই
 বংশীয় নৃপগণ ই বুদ্ধিতে ধনুর্বিজ্ঞায়
 দানে যজ্ঞে ও প্রধান স্থান অধি-
 কার করেন । অন্ধকাংকাশে কাশতুহিতা
 চারিপুত্র লাভ করেন । এই পুত্রগণের
 নাম—কুকুর, ভজমান, সসক ও বলবহিষ ।
 কুকুরের পুত্র বৃষ্টি, তৎপুত্র কপোতরোমা,
 তৎপুত্র তিলিরি, তৎপুত্র পুনর্নৃপ, তৎপুত্র
 অভিজিৎ, আভিজিতের দুইটা সন্তান পুত্র

আহকঃ আহকৈশ্বৰ্য্যং ধ্যাতৌ ধ্যাতিমতাং বরো
ইমাং চোদাহরন্ত্যত্র গাথাং প্রতি তমাহকম্ ।
যেভেন পরিবারেণ কিশোরপ্রতিমো মহান্ ।
অশীতিবর্ষা যুক্ত আহকঃ প্রথমঃ ব্রজেৎ ।
নাপুত্রবারাশতদো নাসহস্রশতাযুঃ ॥ ৫০ ॥
নাশুদ্ধকর্মা নাযজ্ঞা যো ভোজ্যমভিতো ব্রজেৎ ।
পূর্বস্তাং দিশি নাগানাং ভোজ্যস্ত প্রযযুঃ কিল
সোমাংসপ্লাবুকধাণাং ধ্বজানাং সবরখিনাম্ ।
রথানাং মেঘঘোষাণাং সহস্রাণি দর্শৈব তু ॥ ৫২ ॥
রৌপ্যাকাঞ্চনকঙ্কাণাং সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ।
তাবতোব সহস্রাণি উত্তরস্তাং তথা দিশি ॥ ৫৩ ॥
আত্মমিপালা ভোজ্যস্ত সন্তি জ্যাকিকিণীকিনঃ ।
আহঃ কিং চাপ্যবস্তিত্যঃ স্বসারঃ দহরন্ধকাঃ ॥
আহকস্ত তু কাষ্ঠায়াং দ্বৌ পুত্রৌ সম্ভবতুঃ ।
দেবকচোগ্রসেনশ্চ দেবগর্ভসমাবুভৌ ॥ ৫৫ ॥
দেবকস্তাতবন পুত্রাশ্চ হারদ্বিশদশোপমাঃ ।

হয়; তাহার আহক ও আহক নামে বিখ্যাত ।
অভিজগণ আহকের প্রতি এইরূপ গাথা
কৌন্তন করিয়া থাকেন যে, এই আহক
অশীতিবর্ষে সমাবৃত হইয়া যুদ্ধাভিযান করি-
বেন। ইহার কংশে এমন কেহই জন্মিবে না,
যিনি ভুরিদাতা না হইবেন, শত সহস্র বর্ষ
পরমায়ু লাভ না করিবেন, শুদ্ধকর্মা বা যজ্ঞ
না হইবেন এবং ভোজ্যভিযানে না প্রয়াণ
করিবেন; বস্তুতঃ সকলেই পূর্বদিকস্থিত
ভোজ্যরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন।
অনেকে দশ সহস্র ধ্বজাধারী রথী ও
পদাতি সৈন্য লইয়া রৌপ্য-কাঞ্চন-কঙ্কময়
একাবংশতি সহস্র মেঘনির্ঘোষী রথ সমভি-
বাহারে উত্তর দিকে অভিযান করিয়া
ছিলেন। আহকবংশীয়দিগের আক্রমণে
ভোজগণ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন।
কথিত আছে, অন্ধকগণ স্বীয় ভগিনীকে
অস্তীরাজের করে সমর্পণ করেন। কাষ্ঠা
নারী পুত্রীর গর্ভে আহকের দেবতুল্য দুই
পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তাহাদের নাম—
দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের দেবপ্রতিম

দেববাহুশদেবশ্চ সন্দেবো দেবরক্ষিতঃ ॥ ৫৬ ॥
কুমার্যঃ সপ্ত চাশ্বাথ বসুদেবায় তা দদৌ ।
দেবকী শান্তিদেবা চ সূদেবা দেবরক্ষিতা ।
বৃকদেবাপদেবৌ চ সুনায়ী চৈব সপ্তমী ।
নবোগ্রসেনশ্চ সূতান্তেষাং কংসস্ত পূর্বজঃ ॥ ৫৮ ॥
অগ্রোধশ্চ সুনামা চ তথা ককঃ সূভূষণঃ ।
রাষ্ট্রপালোহথ সূতহুরনারুষ্টিশ্চ পুষ্টিমান্ ॥ ৫৯ ॥
তেষাং স্বসারঃ পঞ্চাসন কংসা কংসবতী তথা ।
সুতন্ রাষ্ট্রপালী চ ককঃ চৈব বরাজনা ॥ ৬০ ॥
উগ্রসেনঃ সহাপত্যো ব্যাধ্যাতঃ কুকুরোত্তবঃ ।
কুকুরাণামিমং বংশঃ ধারয়ন্নমিতৌজসাম্ ॥ ৬১ ॥
আত্মনো বিপুলং বংশঃ প্রজাবানাপুত্রায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীভাষ্ক্রে মহাপুরাণে বৃকিবংশ-
নিরূপণং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

চারি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহদের নাম দেববান,
উপদেব সংদেব ও দেবরক্ষিত। এতদ্বিত্ত
তাহার সাতটি কন্তা সন্তানও জন্মিয়াছিল;
ঐ সপ্ত কন্তাই বসুদেব-করে সমর্পিত হয়।
সেই কন্তাগণের নাম—দেবকী, শান্তিদেবা,
সূদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও
সুনায়ী। উগ্রসেনের নয় পুত্র; তন্মধ্যে
কংস জ্যেষ্ঠ। অপরাপর পুত্রগণের নাম—
অগ্রোধ, সুনামা, কক, সূভূষণ, রাষ্ট্রপাল,
সুতনু, অনারুষ্টি ও পুষ্টিমান্। এই সকল
পুত্র বাতীত উগ্রসেনের পাঁচ কন্তা ছিল।
তাহাদিগের নাম—কংসা, কংসবতী, সুতনু,
রাষ্ট্রপালী ও বরাজনা কক। সন্তান সন্ততি
গণের সহিত উগ্রসেন কুকুরবংশীয় বলিয়া
বিখ্যাত ছিলেন। অমিতভোজ্য কুকুরগণের
এইবংশ বৃদ্ধান্ত স্মরণ করিলে লোক প্রজা-
বান হইয়া বিপুল বংশ বিস্তার করিতে
পারে। ৩০.—৬২॥

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

বোড়শোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ভজমানস্ত পুত্রোহথ রথযুথো বিদূরথঃ ।
রাজাধিদেবঃ শূরস্ত বিদূরথস্মতোহভবৎ ॥ ১
রাজাধিদেবস্ত সূতা জজিরে বীৰ্য্যবত্তরাঃ ।
দত্তাতিদত্তৌ বলিনৌ শোণাথঃ শ্বেতবাহনঃ ॥ ২
শমী চ দণ্ডশৰ্ম্মা চ দন্তশক্ৰঃ শক্ৰজিৎ ।
ব্রবণা চ ব্রবিষ্ঠা চ অসারৌ সম্ভূবতুঃ ॥ ৩
শমিপুত্রঃ প্রতিক্রতঃ প্রতিক্রতস্ত চাক্ৰজঃ ।
স্বয়ন্তোজঃ স্বয়ন্তোজাদ্ভূদিকঃ সম্ভূব হ ॥ ৪
তস্ত পুত্রা বভূবুর্হি সর্ষে ভীমপরাক্রমাঃ ।
কৃতবৰ্ম্মাগ্রজস্তেযাং শতধ্বা তু মধ্যমঃ ॥ ৫
দেবাস্তস্ত নরাস্তস্ত ভিষধৈতরগ্ণচ যঃ ।
সুদাস্তচাতিদাস্তস্ত নিকাশ্তঃ কামদন্তকঃ ॥ ৬
দেবাস্তস্তাভবৎ পুত্রৌ বিদ্বান্ কঞ্চলবর্হিষঃ ।
অসমৌজাঃ সূতস্তস্ত নাসমৌজাশ্চ তাবুভৌ ॥
অজাতপুত্রায় সূতান প্রদদাবসমৌজসে ।
সুদংষ্ট্রশ্চ সুচাক্ৰশ্চ কৃষ্ণ ইত্যাক্ৰকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮

বোড়শ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—ভজমানের এক-
পুত্র রথশ্রেষ্ঠ বিদূরথ, তৎপুত্র বলবান রাজা-
ধিদেব; তাঁহার অনেকগুলি বীৰ্য্যশালী পুত্র
সন্তান ও দুইটা কন্যা ছিল। পুত্রগণের
নাম—দন্ত, অতিদন্ত, শোণাথ, শ্বেতবাহন,
শমী, দণ্ডশৰ্ম্মা, দন্তশক্ৰ ও শক্ৰজিৎ।
কন্যাঘরের নাম—ব্রবণা ও ব্রবিষ্ঠা। শমীর
পুত্র প্রতিক্রত, তৎপুত্র স্বয়ন্তোজ, তৎ-
পুত্র ভদিক; ভদিকের বহুপুত্র ছিল।
সেই পুত্রেরা সকলেই বিপুল পরাক্রম-
লম্পর। তাহাদের নাম—কৃতবৰ্ম্মা, শত-
ধ্বা, দেবাস্ত, নরাস্ত, ভিষক, বৈতরণ,
সুদাস্ত, অতিদাস্ত, নিকাশ্ত ও কামদন্ত।
তদ্ব্যভ্যে দেবাস্তের পুত্র বিদ্বান্ কঞ্চলবর্হিষ।
তৎপুত্র অসমৌজা ও তামসৌজাঃ। অস-
মৌজা অপুত্রক ছিলেন। সুদংষ্ট্র, সুচাক্র
ও কৃষ্ণ নামে তিন পুত্র তাঁহাকে প্রবত

গাঙ্কারী চৈব মাজী চ ক্রোড়ীভাৰ্যে বভূবতুঃ ।
গাঙ্কারী জনয়ামাস অনমিত্রং মহাবলম্ ॥ ১
মাজী যুধাজিতং পুত্রং ততো বৈ দেবমীঢ় যুযু ।
অনমিত্রমমিত্রাণাং জেতারমপরাজিতম্ ॥ ১০
অনমিত্রস্মতো নিয়্যে নিয়্যতো হৌ বভূবতুঃ ।
প্রসেনশচাথ সত্ৰাজিচ্ছক্ৰসেনাজিতাবুভৌ ॥ ১১
প্রসেনো দ্বারবত্যাং তু নিবসন্ য়ে মুহামগিষ্ম ।
দিব্যাং স্তমস্তকং নাম স সূৰ্য্যাত্মপলকবান্ ॥ ১২
তস্ত সত্ৰাজিতঃ সূৰ্য্যঃ সখা প্রাণসমোহভবৎ ।
স কদাচিগ্নিশাপায়ে রথেন রথিনাং বরঃ ॥ ১৩
ভোমকূলমপঃপ্রাঙ্কিমুপস্নাতুঃ ষষ্ঠৌ রবিষ্ম ।
তন্তোপতিষ্ঠতঃ সূৰ্য্যঃ বিবস্বানত্রতঃ স্থিতঃ ॥ ১৪
বিশ্পষ্টমুত্তিষ্ঠগবাংস্তেজোমণ্ডলবান বিভূঃ ।
অথ রাজা বিবস্বন্তমুবাচ স্থিতমগ্রতঃ ॥ ১৫
যথৈব ব্যোমি পশ্যামি সদা ত্বাং জ্যোতিষাং
পতে ।

তেজোমণ্ডলিনঃ দেবং তথৈব পুরতঃ স্থিতম্ ॥
কো বিশেষোহস্তি মে দ্বন্তঃ সখ্যেনোপগতস্ত
বৈ ।

হয়। এই সমস্তই অন্ধক-বলীর বলিয়া
বিখ্যাত। ১—৮। পূর্বেই বলিয়াছি, ক্রোড়ী
হুই ভাৰ্য্যা গাঙ্কারী ও মাজী। তদ্ব্যভ্যে
গাঙ্কারীর গর্ভে অনমিত্র নামে এক মহাবল
পুত্র উৎপন্ন হয়। মাজী যুধাজিৎ নামে এক
পুত্র প্রসব করেন। যুধাজিতের পুত্র দেব-
মীঢ় য। অনমিত্র অমিত্রজয়ী ছিলেন।
তাঁহার পুত্র নিয়্য; নিয়্যের দুই পুত্র,
প্রসেন ও সত্ৰাজিৎ। তাঁহারা উভয়েই
শক্ৰজয়ী ছিলেন। প্রসেন দ্বারকাপুরে
বাস করিতেন। তিনি সূৰ্য্যের নিকট
হইতে স্তমস্তক নামে এক দিব্যমণি
লাভ করেন। সূৰ্য্যদেব সত্ৰাজিতের প্রাণ-
সম সখা ছিলেন। রথশ্রেষ্ঠ সত্ৰাজিৎ
একদা নিশাবসানে রথারোহণপূর্বক ভোম-
কূল নদীর জল স্পর্শ করত সূৰ্য্যোপাসনা
করিতে গমন করেন। তিনি সূৰ্য্যোপাসনা
করিতে প্রবৃত্ত হইলে তগবান্, তেজোমণ্ডলিন-

এতদ্ভূত্বা তু ভগবান্নগিরত্বং শ্রমন্তকম্ ॥ ১৭
 স্বকর্ষাদবমুচ্যাত্ একান্তে শ্রমন্তবান্ বিভূঃ ।
 ততো বিগ্রহবস্তঃ তং দদর্শ নৃপতিস্তদা ॥ ১৮
 ক্রীতিমানথ তং দৃষ্ট্বা মুহূর্ত্তং কৃতবান্ কথাম্ ।
 তমভিপ্রস্থিতং ভূয়ো বিবস্বন্তঃ স সত্রজিৎ ॥ ১৯
 লোকান ভাসয়সে সর্বান যেন ত্বং সততং প্রভো
 তদেতন্নগিরত্বং মে ভগবন্ দাতুমর্হসি ॥ ২০
 ততঃ শ্রমন্তকমণিঃ দন্তবান্ ভাস্করস্তদা ।
 স তমাবধ্য নগরীং প্রবিবেশ মহীপতিঃ ॥ ২১
 তং জনাঃ পর্য্যধাবস্ত স্বর্ঘ্যোহয়ং গচ্ছতীতি হ
 স্বাং পুরীং স বিসম্রায় রাজা দ্বন্তঃপুরং তথা ।
 তং প্রসেনজিতং দিব্যং মণিরত্নং শ্রমন্তকম্ ।

বান্ বিবস্বান্ স্বীয় মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া
 তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন ।
 অনন্তর রাজা সম্মুখবর্তী স্বর্ঘ্যাকে সম্বোধন
 করিয়া কহিলেন,—হে জ্যোতিঃপতে ! আমি
 গগনমণ্ডলে আপনাকে যেমন তেজোমণ্ডল-
 শালী অবলোকন করি, এই আমার
 সম্মুখেও ত আপনাকে সেইরূপই দেখি-
 তেছি । আপনি সখিভাবে আমার নিকট
 আসিলেন অথচ আপনার মূর্ত্তির বিশেষত্ব
 কৈ কিছুই ত নাই ? ভগবান্ স্বর্ঘ্যদেব
 তৎক্ষণে নিজের কণ্ঠ হইতে শ্রমন্তক নামক
 মণিরত্ন উন্মোচন করিয়া একান্তে রাখিয়া-
 দিলেন ; তখন নৃপতি তাঁহাকে সৌম্যমূর্ত্তি-
 সম্পন্ন অবলোকন করিয়া ক্রীত হইলেন
 এবং মুহূর্ত্ত মাত্র তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
 রহিলেন । অনন্তর স্বর্ঘ্য গমনোদ্যত
 হইলে রাজা সত্রাজিৎ উঁহাকে কহিলেন,—
 হে প্রভো ! আপনি যাহার প্রভাবে সর্বদা
 সমস্ত লোক সমুদ্ভাসিত করিয়া থাকেন,
 হে ভগবন্ ! এই সেই মণিরত্নটী আমাকে
 সমর্পণ করিয়া যাউন । সত্রাজিতের প্রার্থনায়
 ভাস্কর তাঁহাকে সেই স্যমন্তক মণি দান করি-
 লেন । সত্রাজিৎ মণি লইয়া স্বনগরে
 আগমন করিলেন । তাঁহার নগর প্রবেশ-
 কর্ত্তে লোক সকল ‘এই স্বর্ঘ্য যাইতেছেন,

দদৌ ভ্রাত্রে নরপতিঃ প্রেমাণা সত্রাজিৎসমম্ ॥
 স মণিঃ শ্রুদতে কৃষ্ণঃ বৃক্ষাক্কনিবেশনে ।
 কালবয়ী চ পর্জন্তো ন চ ব্যাধিতয়ঃ হৃভুং ॥ ২৪
 লিপ্সাং চক্রে প্রসেনস্তা মণিরত্নে শ্রমন্তকে ।
 গোবিন্দো ন চ তং লোভে শক্তোহপি ন
 জহার সঃ ॥ ২৫
 কদাচিন্মগয়াঃ যাতঃ প্রসেনস্তেন ভূষিতঃ ।
 শ্রমন্তকরূতে সিংহাধ্বং প্রাপ বনেচরাৎ ॥ ২৬
 অথ সিংহং প্রধাবন্তমুক্ষরাজো মহাবলঃ ।
 নিহত্যা মণিরত্নং তদাদায় প্রাবিশদণ্ডহাম্ ॥ ২৭
 ততো বৃক্ষাক্কাঃ কৃষ্ণং প্রসেনবধকারণাৎ ।
 প্রার্থনাং তাং মণেৰ্বুজ্জা সর্ব এব শশঙ্কিরে ॥ ২৮

এই স্বর্ঘ্য যাইতেছেন’ বলিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ
 ধাবিত হইল । বস্ত্রতঃ সেই মণির প্রভাবে
 সত্রাজিৎ সমস্ত রাজপুরী এবং স্বীয় অন্তঃপুর
 সর্বত্রই বিস্ময় উৎপাদন করিলেন । কিয়দিন
 পরে নরপতি সত্রাজিৎ সেই দিব্য শ্রমন্তক
 মণিরত্নটী স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনকে প্রেমভরে
 সমর্পণ করেন । সেই মণি বৃক্ষ ও অক্ষক-
 দিগের আবাসে শ্রুদিত হইতে লাগিল ।
 তাহার প্রভাবে পর্জন্ত দেব যথাকালে বর্ষণ
 করিতে লাগিলেন ; কোথাও কোন ব্যাধি-
 ভয় রহিল না সর্বত্র সুখ শান্তি বিরাজ
 করিল । ক্রমে সেই মণির প্রতি গোবিন্দের
 লালসা জন্মিল; কিন্তু তিনি তাহা লাভ করিতে
 পারিলেন না, অথচ ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা
 কাড়িয়া লইলেন না । ২—২৫ । একদা প্রসেন
 সেই মণি দ্বারা মণ্ডিত হইয়া মগয়া করিতে
 গমন করিলেন । এক বনেচর সিংহ সেই
 শ্রমন্তক মণির লোভে তাঁহাকে বধ করিল ।
 সিংহ মণি লইয়া যাইতেছিল, মহাবল ঋক্ষ-
 রাজ তাহাকে হত্যা করিয়া সেই মণিরত্ন
 গ্রহণপূর্ব্বক গিরিগুহামধ্যে প্রবেশ করিল ।
 অনন্তর প্রসেনের বধবর্তী প্রচারিত হইলে,
 বৃক্ষ এবং অক্ষকগণ সকলেই সেই মণির
 প্রতি কৃষ্ণের পূর্ব্ব লালসার বিষয় মনে করিয়া
 তাঁহাকে প্রসেনের হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ

স শঙ্ক্যমানো ধর্মাত্মা অকারী তস্ত কশ্মলঃ ।
 আহরিষ্যে মণিমিতি প্রতিজ্ঞায় বনং যযৌ ॥২১
 বত্র প্রসেনো মৃগয়াং বাচরত্ত্ব চাপ্যথ ।
 প্রসেনস্ত পদং গৃহ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ ॥ ৩০
 ঋক্ষবন্তঃ গিরিবরঃ বিদ্যাং চ গিরিমুস্তমম্ ।
 অবেষয়ন্ পরিশ্রান্তঃ স দদর্শ মহামনাঃ ॥ ৩১
 সাংসং হতং প্রসেনং তু নাবিন্দত চ তন্মণিম্ ।
 অথ সিংহঃ প্রসেনস্ত শরীরস্থাবিদুরতঃ ॥ ৩২
 ঋক্ষেণ নিহতো দৃষ্টঃ পদৈর্ঋক্ষস্ত সূচিতঃ ।
 পদৈস্তৈরবিয়ায়াথ শুভায়ুক্ষস্ত মাধবঃ ॥ ৩৩
 স হি ঋক্ষবিলে বাণীং শুশ্রাব প্রমদেরিতাম্ ।
 ধাত্ৰ্যা কুমারমাদায় স্মৃতং জাহ্নবতো দ্বিজাঃ ॥
 ক্রীড়য়ন্ত্য চ মণিনা মা রোদারত)থেরিতাম্

করিতে লাগিল; বস্ততঃ ধর্মাত্মা কৃষ্ণ এই
 হত্যাব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন না, তথাপি জন-
 সাধারণ তাঁহার প্রতি এইরূপ অমূলক সন্দেহ
 করিতে লাগিলে, তিনি মণি আহরণার্থ
 প্রতিজ্ঞা করিয়া বনগমন করিলেন। প্রসেন
 যেখানে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, তাহার
 পদানুসরণ করিয়া বিংশস্ত অনুচরগণ সমভি-
 ব্যাহারে মহামনা কৃষ্ণ সেইদিকে চলিলেন।
 ক্রমে গিরিবর ঋক্ষবান্ ও বিদ্যাচলের
 নানা স্থান অবেষণ করত পরিশ্রান্ত
 হইয়া পড়িলেন এবং দেখিলেন, এক
 স্থানে অশ্বসহ প্রসেন নিহত অবস্থায় পাড়িয়া
 আছেন। কিন্তু তাঁহার সেই মণি তথায়
 দেখিতে পাইলেন না। একটু পরেই দেখি-
 লেন—প্রসেনের হৃত দেহের অদূরে ঋক্ষ-
 নিহত এক সিংহ সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে।
 পদচিহ্নে সিংহহস্তাকে ত্রীকৃষ্ণ ঋক্ষ বলিয়া
 বুঝিতে পারিলেন। মাধব সেই সকল পদ-
 চিহ্নের অনুসরণ করিয়াই ঋক্ষরাজের গুহার
 পার্শ্বে গিয়া উপনীত হইলেন। তিনি সেই
 ঋক্ষনিবাস গহ্বরের মধ্য হইতে বামা-
 কণ্ঠোখিত শব্দ শুনিতে পাইলেন। হে
 দ্বিজগণ! জাহ্নবানের পুত্রকে লইয়া তদীয়
 ধাত্রী সেই মণি দ্বারা ক্রীড়া করিতে করিতে

ধাক্কাবাচ ।

সিংহঃ প্রসেনমবধীং সিংহো জাহ্নবতা হতঃ ।
 সূকুমারক মা রোদীস্তব হ্রেষ সামন্তকঃ ॥ ৩৬
 ব্যক্তিতস্তস্ত শব্দস্ত তূর্ণমেব বিলং যযৌ ।
 প্রবিষ্ট তত্র ভগবাংস্তদৃক্ষবিলম্ভসা ॥ ৩৭
 স্থাপয়িত্বা বিলদ্বারে যদুর্ল্লাঙ্গলিনা সহ ।
 শার্ঙ্গধরা বিলস্থং তু জাহ্নবন্তঃ দদর্শ সং ॥ ৩৮
 যুগ্মে বাসুদেবস্ত বিলে জাহ্নবতা সহ ।
 বাহুভ্যামেব গোবিন্দো দিবসানেকবিংশতিম্
 প্রবিষ্টেহথ বিলে কৃষ্ণে বলদেবপুংসরাঃ ।
 পুরীং দ্বারবতীমেতা হতং কৃষ্ণং শ্রবেদয়ন্ ॥
 বাসুদেবোহপি নির্জিত্য জাহ্নবন্তং মহাবলম্ ।
 লেভে জাহ্নবতীং কস্তায়ুক্ষরাজস্ত সম্বতাম্ ॥৪১
 মণিঃ স্তমন্তকং চৈব জগ্ৰাহ দ্বাবিশুদ্ধয়ে ।

বলিতেছিল, “বৎস! তুমি রোদন করও না।”
 ধাত্রী আরও বলিতেছিল, “হে সূকুমারক!
 সিংহ প্রসনকে বধ করিয়াছিল; তোমার
 পিতা জাহ্নবান্ সেই সিংহকে নিহত করিয়া
 এই মণি আনিয়াছেন, অতএব তুমি
 রোদন করও না; এই স্তমন্তক মণি
 তোমারই।” ২৬-৩৬। তখন ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণ
 এইরূপ উক্তি শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই
 ঋক্ষগহ্বরে প্রবেশ করিলেন। গহ্বর-
 দ্বারে বলরামসহ কতিপয় যত্নন্দনকে রাখিয়া
 গেলেন। শার্ঙ্গপাণ বিলমধ্যে প্রবেশ
 করিয়াই তথায় জাহ্নবান্কে দেখিতে পাই-
 লেন। তখন জাহ্নবানের সহিত বাসু-
 দেবের ঘোর বাহ্যুদ্ধ বাধিল। ক্রমাগত
 একুশ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ হইল। এদিকে
 বলদেব প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি বিলদ্বা-
 রক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা ত্রীকৃষ্ণের
 বিলপ্রবেশের পরই দ্বারকায় আসিয়া তদীয়
 নিধনবার্তা প্রচার করিলেন। অনন্তর
 কয়েকদিন পরেই ত্রীকৃষ্ণ জাহ্নবান্কে পরা-
 জিত করিয়া তদীয় সুন্দরী কস্তা জাহ্নবতীকে
 গ্রহণ করিলেন এবং আত্মবিশ্বাসের জন্ত
 স্তমন্তক মণি গ্রহণপূর্বক ঋক্ষরাজকে অজ্ঞান

অল্পনীষক রাজঃ তু নির্ঘযৌ চ ততো বিলাং ।
 উপাধাঙ্গারকাঃ কৃষ্ণঃ স বিনীতৈঃ পুরঃসরৈঃ ।
 এবং স মণিমাংসত্য বিশোধ্যাঙ্গানমচ্যুতঃ ॥ ৪৩
 দদৌ সত্রাজিতে তং বৈ, সর্বসাম্বতসংগদি ।
 এবং মিথ্যাভিশস্তেন কৃষ্ণেনামিত্রঘাতিনা ॥ ৪৪
 আত্মা বিশোধিতঃ পাপার্ঘনিজিত্য শ্রমস্তকম্ ।
 সত্রাজিতে দশ ধাসন্ ভাধ্যান্তাসাং

শতঃ সূতাঃ ॥ ৪৫

খ্যাতিমন্তস্যস্তেবাঃ ভঙ্গকারস্ত পূর্বজঃ ।
 বীরো বাতপাতৈশ্চৈব বসুমেষস্তথৈব চ ॥ ৪৬
 কুমার্যাচাপি তিশ্রো বৈ দিশু খ্যাতা

দ্বিজোত্তমাঃ ।

সত্যভামোত্তমা তাসাং ত্রিভী চ দৃঢ়ব্রতা ॥ ৪৭
 তথা প্রতাপিনী চৈব ভাধ্যাঃ কৃষ্ণায় তা দদৌ
 সভার্কো ভঙ্গকারিস্ত নাবেয়চ নরোত্তমো ॥ ৪৮
 জজ্ঞাতে গুণসম্পন্নৌ বিজ্ঞতো রূপসম্পদা ।
 মাত্র্যাঃ পুত্রোহিহ জজ্ঞেহথ বৃক্ষপুত্রো যুধাজিতঃ

করত বিল হইতে বিনির্গত হইলেন। পরে
 কৃষ্ণ বিনীত সহচরগণসহ দ্বারকায় আসি-
 লেন। এইরূপে অচ্যুত মণি আহরণ-
 পূর্বক আত্মশোধন করিলেন এবং সমস্ত
 সাম্বতগণের সম্মুখে সেই মণি সত্রাজিতকে
 সমর্পণ করিলেন। অরিন্দম ত্রীকৃষ্ণ এই-
 রূপে মিথ্যাপ্রবাদ-গ্রস্ত হইয়া শ্রমস্তক মণির
 আহরণে আত্মাকে পাপ প্রবাদ হইতে মুক্ত
 করিয়াছিলেন। সত্রাজিতের দশটি ভাধ্যা
 এবং একশত পুত্র ছিল। শত পুত্রের
 মধ্যে তিন জন সবশেষ খ্যাতিসম্পন্ন।
 তাঁহাদের নাম—ভঙ্গকার, বাতপাত ও বসু-
 মেধ। হে দ্বিজগণ! সত্রাজিতের ঐ সকল
 পুত্র ব্যতীত তিনটি দিগন্তবিখ্যাত কন্তা
 ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সত্যভামাই
 ঐকান্ত, ব্রতধারিণী ও দৃঢ়ব্রতা। সত্রাজিতের
 সেই তিন কন্তাই কৃষ্ণের করে সমর্পিত হয়।
 সত্রাজিত নন্দন ভঙ্গকারের দুই পুত্র সভাক,
 নাবেয়; এই পুত্রদ্বয় রূপে গুণে জনসমাজে
 ঐকান্ত বিখ্যাত। মাত্র্যার গর্ভে যুধা-

জজ্ঞাতে তনয়ৌ বৃষ্ণেঃ স্বকক্শিচক্রকন্তথা ।
 স্বককঃ কাশিরাজস্ত সূতাঃ ভাধ্যামবিন্দত ॥ ৫০
 গান্ধিনীঃ নাম তস্তাশ্চ গাঃ সদা প্রদদৌ পিতা
 তস্তাঃ জজ্ঞে মহাবাহুঃ ক্রতবানতির্ধিপ্রিয়ঃ ॥ ৫১
 অক্রুরোহথ মহাভাগো জজ্ঞে বিপুলদাক্ষণঃ ।
 উপমদুস্তথা মদুস্তুদরশ্চারিমর্দনঃ ॥ ৫২
 আরিক্ষপস্তথোপেক্ষঃ শক্রহা চারিমেজয়ঃ ।
 ধর্ম্মভূচ্চাপি ধর্ম্মা চ গৃধ্রভোজাঙ্ককন্তথা ॥ ৫৩
 আবাহপ্রতিবাহৌ চ সুন্দরৌ চ বরাজনা ।
 বিজ্ঞতাশ্চ মহিষী কন্তা চাস্ত বসুন্ধরা ॥ ৫৪
 রূপযৌবনসম্পন্না সর্বসম্মনোহরা ।
 অক্রুরেণোগ্রসেনায়াঃ সূতো বৈ কুলনন্দনৌ ॥
 বসুদেবশ্চোপদেবশ্চ জজ্ঞাতে দেববর্তনৌ ।
 চিত্রকস্তাভবন্ পুত্রাঃ পৃথুর্দ্বিপৃথুরেব চ ॥ ৫৬
 অশ্বগ্রীবোহশ্ববাহুস্ত সুপার্ষকগবেষণৌ ।
 অরিষ্টনেমিচ সূতা ধর্ম্মো ধর্ম্মভূদেব চ ॥ ৫৭

জিতের বৃষ্ণ নামে এক পুত্র জন্মে। স্বকক
 ও চিত্রক নামে বৃষ্ণের দুই পুত্র হয়। স্বকক
 কাশিরাজ-হুহিতা গান্ধিনীর পাণি গ্রহণ
 করেন। গান্ধিনী-পিতা সর্বদা গোদান করি-
 তেন। গান্ধিনীর গর্ভে শাস্ত্রজ্য অতির্ধি-প্রিয়,
 ভূরিদাতা, মহাবাহু মহাভাগ্যধর অক্রুর
 জন্ম গ্রহণ করেন। এতান্ত্র গান্ধিনীর
 গর্ভে উপমদুস্ত, মদুস্ত, অরিমর্দন, অরিক্ষপ,
 উপেক্ষ, শক্রহা, অরিমেজয়, ধর্ম্মভূৎ, ধর্ম্মা,
 গৃধ্রভোজাঙ্কক, আবাহ ও প্রতিবাহ নামে
 কাতপয় পুত্র ও সুন্দরী নারী এক ঐকান্ত কন্তা
 জন্মগ্রহণ করে। কন্তা সুন্দরী বিজ্ঞতাশের
 মাহিষী ছিলেন। ইহার গর্ভে বিজ্ঞতাশের
 বসুন্ধরা নামে এক কন্তা উৎপন্ন হয়। এই
 কন্তা রূপে, যৌবনে ও সর্ববিধ দৈহিক ও
 মানসিক বলে সকলেরই মনোহারিণী
 ছিলেন। উগ্রসেনা নারী পত্নীর গর্ভে
 অক্রুরের বসুদেব ও উপদেব নামে দুইটি
 দেবতুল্য তেজস্বী কুলনন্দন পুত্র উৎপন্ন হয়।
 চিত্রকের দুই ছাত্র—অবিষ্ঠা ও অবিণা। তাহা-
 দেয় গর্ভে চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব,

সুবাহুবহবাহুচ অবিষ্ঠাঅবণে স্ত্রিয়ৌ ।
ইমাং মিথ্যাভিশক্তিং যঃ কুরুস্ত সমুদাহৃতম্ ॥
বেদ মিথ্যাভিশাপান্তঃ ন স্পৃশন্তি কদাচন ॥৫১

ইতি স্তমন্তকপ্রত্যানয়ননিরূপণং নাম
শোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

যত্ন সত্রাজিতে কৃষ্ণে মণিরত্নং স্তমন্তকম্ ।
দদাবহারয়দ্বজ্রভৌজেন শতধ্বনা ॥ ১
সদা হি প্রার্থয়ামাস সত্যভামামনিদিতাম্ ।
অক্রুরোহস্তরমধিব্যস্মিণং চৈব স্তমন্তকম্ ॥ ২
সত্রাজিতং ততো হুহা শতধ্বা মহাবলঃ ।
রাজৌ তং মণিমালায় ততোহক্রুরায় দত্তবান্ ॥

অম্ববাহু, সুপার্ক, গবেষণ, অরিষ্টনেমি ;
ধর্ম, ধর্মভূৎ, সুবাহ ও বহুবাহ নামে একা-
দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি
শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত মিথ্যা প্রবাদ অবগত হয়,
মিথ্যাভিশাপ কদাচ তাহাকে স্পর্শ করিতে
কোনরূপ পারে না । ৩৭—৫১ ।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬

সপ্তদশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—অক্রুর সত্রাজিৎ-
নন্দিনী সত্যভামাকে বহুদিন হইতে প্রার্থনা
করিয়াছিলেন। তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ হয়
নাই। পরে শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে যে স্তমন্তক
মণি আনিয়া দিয়াছিলেন, ভোজবংশীয় শত-
ধ্বার সাহায্যে সেই মণি তিনি অপহরণ
করিয়া লয়েন। অক্রুর সত্রাজিৎকে নিকট
হইতে মণি লইবার জন্ত পূর্ব হইতেই
ছিদ্রাঙ্গসন্ধানে তৎপর ছিলেন। মহাবল
শতধ্বা একদা নিশাকালে সত্রাজিৎকে হত্যা
করিয়া সেই মণি আনিয়া অক্রুরকে অর্পণ

অক্রুরস্ত তদা বিপ্রা রত্নমালায় চৌস্তম্ ।
সময়ঃ কারদ্বাংক্রে নাবেজোহহং কুরেজ্যত ॥
বয়মভ্যুৎপ্রপৎস্রামঃ কৃষ্ণেন হুং প্রধরিতম্ ।
মমাত্ত দ্বারকা সর্বা বসে তিষ্ঠত্যঙ্গশয়ম্ ॥ ৩
হতে পিতরি হুঃখার্ভা সত্যভামা মনস্বিনী ।
প্রযযৌ রথমাক্রুহ নগরং বারণাবতম্ ॥ ৬
সত্যভামা তু তদবৃত্তং ভোজস্ত শতধ্বনঃ ।
ভর্তুর্নিবেদ্য হুঃখার্ভা পার্শ্বহাঙ্গ্যবর্তয়ৎ ॥ ৭
পাণ্ডবানাং চ দৃষ্টানাং হরিঃ কুরোধকক্রিয়াম্ ।
কুল্যার্থে চাপি পাণ্ডুনাং স্তম্বোজয়ত সাত্যকিম্ ॥
ততস্ত্বরিতমাগম্য দ্বারকাং মধুসূদনঃ ।
পূর্বজং হলিনং শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

হতঃ প্রসেনঃ সিংহেন সত্রাজিচ্ছতধ্বনা ।

করে। হে বিপ্রগণ! অক্রুর সেই মণিরত্ন
গ্রহণ করিয়া শতধ্বাকে শপথ করাইয়া লই-
লেন যে, তিনি যেন এই ঘটনা আর কাহারও
নিকট প্রকাশ না করেন। আর এক কথা,
এই মণির প্রভাবে অজ্ঞ হইতে দ্বারকাপুরী
আমারই বশীভূত হইবে। সুতরাং কৃষ্ণ
যদি তোমাকে নিগ্রহ করিতে উদ্ভত
হয়েন, তাহা হইলে আমরা তোমার পক্ষ
অবলম্বন করিব। ১—৫। এদিকে মনস্বিনী
সত্যভামা পিতার মৃত্যুতে হুঃখিত হইয়া
রথারোহণে বারণাবত নগরে প্রস্থান
করিলেন। কৃষ্ণ বারণাবতে ছিলেন।
সত্যভামা ভর্তার নিকট গিয়া শতধ্বা
কর্তৃক পিতার বধবার্তা বিজ্ঞাপন করিলেন
এবং তদীয় পার্শ্বভাগে থাকিয়া হুঃখার্ভ
ভাবে অশ্রুবর্ণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমান-
হরি তখন তৎপ্রবণে নিহত পাণ্ডব-
নন্দনগণের উদকক্রিয়া সমাধা করিয়া
পাণ্ডবগণের অস্তাত্ত কার্য্য নিকাহার জন্ত
সাত্যকিকে নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে
সদয় দ্বারকা পুরীতে আগমন করিয়া
জ্যেষ্ঠ হলধরকে এই কথা কহিলেন।
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে বিপ্রো! সিংহ প্রসেনকে

শ্রমস্তকম্ মদগামী তস্ত প্রভুরহং বিতো ॥ ১০
তদারোহ রথং শীঘ্রং ভোজং হস্তা মর্হারথম্ ।
শ্রমস্তকো মহাবাহো অশ্বাকং স ভবিষ্যতি ॥

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ততঃ প্রব্রুতে যুদ্ধং তুমুলং ভোজকৃষ্ণয়োঃ ।
শতধ্বা ততোহকুরং সর্বতোদিশমৈকুত ॥ ১২
সংরকৌ তাবুভৌ তত্র দৃষ্টৌ ভোজজনাদিনৌ ।
শক্ভোহপি শাপান্নাদিক্যমক্রুরৌ নাবপত্তত ॥
অপযানে ততো বুদ্ধিং ভোজশক্রে ভয়াদিতঃ ।
যোজনানাং শতং সাগ্রং হৃদয়া প্রত্যপত্তত ॥ ১৪
বিখ্যাতা হৃদয়া নাম শতযোজনগামিনী ॥
ভোজশ্চ বড়বা বিপ্রা যয়া কৃষ্ণমযোধয়ৎ ॥ ১৫
কীণাং জবেন হৃদয়ামধ্বনঃ শতযোজনে ।
দৃষ্টৌ রথস্ত স্বাং বুদ্ধিং শতধ্বানমর্দয়ৎ ॥ ১৬

এবং শতধ্বা সত্রাজিংকে নিহত করিয়াছে ।
শ্রমস্তক এখন আমারই প্রাপ্য, আমিই
উহার প্রভু । অতএব শীঘ্র রথারোহণ
করুন । হে মহাবাহো ! মহারথ ভোজ-
নন্দনকে নিহত করিয়া আমরাই এক্ষণে
শ্রমস্তক মণির অধিকারী হইব । লোমহর্ষণ
কহিলেন, তখন ভোজ ও কৃষ্ণ উভয়ে ঘোর
যুদ্ধ আরম্ভ হইল । শতধ্বা অক্রুরের
সহায়া লাভার্থ চারি দিকে দৃষ্টিপাত করি-
লেন । অক্রুর ভোজ ও জনার্দন উভয়কেই
অত্যন্ত সংরক্ত দেখিয়া সামর্থ্য সত্ত্বেও শত-
ধ্বার পক্ষাবলম্বন করিতে পারিলেন না ।
অক্রুরের অপযানে ভোজ শতধ্বা ভয়ান্ত
হইয়া এক বুদ্ধি করিলেন । তাঁহার শত-
যোজনগামিনী হৃদয়া নামী এক বিখ্যাত বড়বা
ছিল । হে বিপ্রগণ ! তিনি সেই বড়বার
সাহায্যে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগি-
লেন । যুদ্ধ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ দেখি-
লেন, শত্রুর বড়বা হৃদয়া বেগে শত যোজন
পথ অতিক্রম করিয়া কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে
এবং আত্মপক্ষীয় রথাদি বিলক্ষণ অসুদৃ-
শ হইয়াছে । উদ্ধার্শনে শতধ্বাকে তিনি তখন
মর্দিত করিতে লাগিলেন । হে বিজগণ !

ততস্তত্র হতায়ান্ধ শ্রমাৎ খেদাচ্চ ভৌ বিজাঃ
ধমুৎপেতুরথ প্রাণাঃ কৃকো রামমথাব্রবীৎ ॥ ১
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

তিষ্ঠেহ স্বং মহাবাহো দৃষ্টদোষা হয়া ময়া ।
পদ্ভ্যাং গতা হরিষ্যামি মণিরত্নং শ্রমস্তকম্ ॥ ১৮
পদ্ভ্যামেব ততো গতা শতধ্বানমচ্যুতঃ ।
মিথিলামভিতো বিপ্রা জঘান পরমাস্ত্রবিৎ ॥ ১৯
শ্রমস্তকং চ নাপশুদ্বতা ভোজং মহাবলম্ ।
নিব্রুতং চাব্রবীৎ কৃষ্ণং মণিং দেহীতি লাম্বলৌ
নাস্তীতি কৃষ্ণশোবাচ ততো রামো কৃষারিতঃ
ধিকৃশকপূর্বমসকুৎ প্রত্যাচ জনার্দনম্ ॥ ২১
বলরাম উবাচ ।

ভ্রাতৃহান্যম্বয়াম্যেষ স্বস্তি তেহস্ত ব্রজাম্যহম্ ।
কৃত্যং ন মে দ্বারকায়্য ন ত্বয়া ন চ বৃকিভঃ ॥
প্রবিশেষ ততো রামো মিথিলামরিমর্দনঃ ।
সর্বকামৈরুপহৃতৈর্মিথিলেনাভিপূজিতঃ ॥ ২৩

ইতিমধ্যে অত্যধিক শ্রমে ও খেদে বড়বা
হৃদয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইল । তাহার প্রাণবায়
আকাশে উড়িয়া গেল । তখন শ্রীকৃষ্ণ
বলরামকে বলিলেন,—হে মহাবাহো !
আপনি এইখানে অবস্থান করুন । আমি
দেখিতেছি, আমাদের অশ্বদল হর্ষিত
হইয়া পড়িয়াছে । অতএব আমি পদ
দ্বারাই গমন করিয়া মণি-রত্ন শ্রমস্তক হরণ
করিয়া আনি । এই বলিয়া পরমাস্ত্রজ্ঞ
অচ্যুত পদব্রজেই মিথিলাভিমুখে গমন
করিয়া শতধ্বাকে নিহত করিলেন ।
মহাবল ভোজরাজকে নিহত করিলেন বটে,
কিন্তু শ্রমস্তক মণি প্রাপ্ত হইলেন না । শ্রীকৃষ্ণ
কিরিয়া আসিলেন । হলধর তাঁহার নিকট
মণি চাহিলেন । কৃষ্ণ কহিলেন—মণি নাই ।
তখন বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে পুনঃপুনঃ
ধিকার দিলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—
তুমি ভ্রাতা বলিয়া তোমায় আমি কমা
করিলাম । তোমার মঙ্গল হউক ; আমি
চলিলাম । তুমি, বৃকিগণ কিম্বা দ্বারকা নগরী
কাহারও দ্বারা আমার প্রয়োজন নাই ।

এতন্নিবের কালে তু বক্রমতিমতাং বরঃ ।
 নানারূপান্ ক্রতুন্ সৰ্ব্বানাজহার নিরর্গলান্ ॥২৪
 দীক্ষাময়ং স কবচং রক্ষার্থং প্রবিবেশ হ ।
 স্তম্ভককুতে প্রাজ্ঞো গান্ধীপুত্রো মহাযশাঃ ॥
 অথ রত্নানি চাত্তানি ধনানি বিবিধানি চ ।
 যষ্টিং বর্ষণি ধর্ম্মাশ্চা যজ্ঞেষেব শুভযোজয়ৎ ॥ ২৫
 অক্রুরযজ্ঞা ইতি ত্তে খ্যাতাস্তস্ম মহাত্মনঃ ।
 বহ্নয়দক্ষিণাঃ সর্বৈ সর্বকামপ্রদায়িনঃ ॥ ২৬
 অথ হৃষ্যোধনো রাজা গতা স মিথিলাং প্রভূঃ ।
 গদাশিক্ষাং ততো দিব্যাং বলদেবাদবাপ্তবান
 সপ্তসাত্ত ততো রামো বৃক্ষাক্ষকমহারথৈঃ ।
 আনীতো দ্বারকামেব কৃষ্ণেন চ মহাত্মনা ॥ ২৭
 অক্রুরশাক্ষকৈঃ সার্কমায়াতঃ পুরুষবর্ভতঃ ।
 হুহা সত্রাজিতং সুপুং সহবন্ধুং মহাবলঃ ॥ ৩০

এই কথা কহিয়া অরিন্দম বলরাম মিথিলা-
 পুরে প্রবেশ করিলেন । মিথিলেশ্বর বিবিধ
 উপহার দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া
 হইলেন । ৬—২৩ । এদিকে এই সময় মহাবুদ্ধি
 অক্রুর নিরন্তর নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে
 লাগিলেন । মশস্বী গান্ধীনন্দন বিজ্ঞ
 অক্রুর স্তম্ভক মণির জন্ত পাছে জীবন
 হারাইতে হয়, এই ভয়ে আশ্ব-রক্ষার্থ
 দীক্ষাময় দিব্য কবচ ধারণ করিয়া
 যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করিলেন । ধর্ম্মাশ্চা
 অক্রুর ক্রমাগত যষ্টি বর্ষ পর্য্যন্ত প্রভূত ধন
 রত্ন যজ্ঞকার্য্যে নিয়োগ করিলেন । সেই
 মহাত্মার অনুষ্ঠিত সেই সকল যজ্ঞ তখন
 হইতে ‘অক্রুরযজ্ঞ’ নামে বিখ্যাত হয় । ঐ
 সকল যজ্ঞে প্রচুর অন্ন ও প্রভূত দক্ষিণা
 প্রদত্ত হইয়াছিল এবং অর্থীদিগের কোন
 কামনাই অপূর্ণ ছিল না । ২৪—২৭ । রাজা
 হৃষ্যোধন ঐ সময় মিথিলায় গিয়া বলদেবের
 নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন । অনন্তর
 মহাত্মা কৃষ্ণ এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় প্রধান
 প্রধান ব্যক্তিগণ বলরামকে প্রসাদিত করিয়া
 মিথিলা হইতে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন ।
 দিকে প্রসুপ্ত সত্রাজিতের হত্যা সাধনকারী

জাতিভেদভয়াংকুক্ষস্তরুপেক্ষিতবাংস্তদা ।
 অপযাতে তদাক্রুরে নাবর্ষংপাকশাসনঃ ॥ ৩১
 অনাবৃষ্ট্যা তদা রাষ্ট্রমভবহুত্বা কুশম্ ।
 ততঃ প্রসাদয়ামাসুরক্রুরং কুকুরাক্ষকাঃ ॥ ৩২
 পুনর্দ্বারবতীং প্রাপ্তে তস্মিন দানপতো ততঃ
 প্রবর্ষ সহস্রাক্ষঃ কক্ষে জলনিধেষ্তদা ॥ ৩৩
 কত্যাং চ বাসুদেব্যায় স্বসারং শীলসম্মতাম্ ।
 অক্রুরঃ প্রদদৌ ধীমান্ প্রীত্যর্থং মুনিসন্তমঃ ॥
 অথ বিজ্ঞায় যোগেন কৃষ্ণো বক্রগতং মণিম্ ।
 সভামধ্যগতঃ প্রাহ তমক্রুরং জনার্দিনঃ ॥ ৩৫
 শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
 যজ্ঞভুং মণিবরং তব হস্তগতং বিভো ।
 তৎপ্রযচ্ছ চ মানার্ব ময়ি মানার্থকং কৃথাঃ ॥ ৩৬
 যষ্টিবর্ষগতে কালে যো রোষোহভূন্মানমঘ ।

মহাবল অক্রুরও অন্ধকগণের সহিত দ্বারকা-
 পুরী পরিত্যাগ করিলেন । কৃষ্ণ এই ঘটনা
 দেখিলেন, কিন্তু দেখিয়াও জাতিভেদ-
 ভয়ে তাঁহাকে তখন উপেক্ষা করিলেন ।
 অক্রুর চলিয়া গেলে ইন্দ্র আর বর্ষণ
 করিলেন না ; অনাবৃষ্টিনিবন্ধন রাজ্যের
 নানাপ্রকার ক্ষতি উপস্থিত হইল ।
 তখন কুকুর ও অন্ধকগণ অক্রুরকে
 প্রসাদিত করিয়া দ্বারকায় আনিলেন । দান-
 পতি অক্রুরের পুনরাগমনে দ্বারবতী নগরী
 আবার পূর্বসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল । সহস্রাক্ষ
 বার বর্ষণ করিলেন । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
 ধীমান্ অক্রুর কিয়দিন পরে বাসুদেবের
 প্রীতির মিমিত্ত স্বীয় শীলসম্মতা কত্যা ও
 ভগিনীকে তদীয় করে সমর্পণ করিলেন ।
 অনন্তর কৃষ্ণ যোগবলে জানিলেন ;—স্তম্ভক
 মণি অক্রুরের হস্তগত হইয়াছে । ইহা
 জানিয়া একদা সভামধ্যে জনার্দন অক্রুরকে
 কহিলেন—হে বিভো ! আমি জানিতে
 পারিয়াছি, সেই মণিপ্রবর স্তম্ভক আপ-
 নারই হস্তগত হইয়াছে ; অতএব হে মানার্ব !
 আপনি আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করিবেন
 না ; মণি আমাকে অর্পণ করুন । হে অনমঘ

স সংকটোহসকলং প্রাপ্তততঃ কালাত্যয়ো মহান
 স ততঃ কৃষ্ণবচনাং সর্বসাহিত্যসংসদী ।
 প্রদদৌ তং মণিঃ বজ্ররক্তেশেন মহামতিঃ ॥৩৮
 ততস্তমার্জবাং প্রাপ্তং বভৌহস্তাদরিন্দমঃ ।
 দদৌ হৃষ্টমনাঃ কৃষ্ণস্তং মণিঃ বভবে পুনঃ ॥৩৯
 স কৃষ্ণহস্তাং সস্ত্রাপ্তং মণিরত্নং স্তমস্তকম্ ।
 আবধ্য গান্ধিনীপুত্রো বিররাজাঃ স্তমানিব ॥৪০
 ইতি শ্রীভাষ্যে মহাপুরাণে সোমবংশধনঃ
 নাম সপ্তদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

অহো সুমহদাখ্যানং ভবতা পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।
 ভারতানাং চ সৰ্ব্বেষাং পার্শ্ববানাং তথৈব চ ॥

এই মণির জন্ত গত ষষ্টিবর্ষ পর্যন্ত আমার
 যে ক্রোধোজ্জ্বলিত হয়, তাহা এক্ষণে
 অত্যন্ত বুদ্ধি পাইয়া নানাকারে ব্যক্ত
 হইবার উপক্রম করিতেছে। অনেক
 কাল গিয়াছে আর অপেকার সময় নাই।
 কৃষ্ণ এই পর্যন্ত বলিবার পরই মহামতি
 অজুর সমস্ত সাহিত্যদিগের সমক্ষে সেই
 মণি অনায়াসে সমর্পণ করিলেন। অরিন্দম
 সহজেই সেই মণি প্রাপ্ত হইয়া
 হইলেন এবং পুনরায় অজুরকেই
 তাহা কিরাইয়া দিলেন। সেই মণিপ্রাপ্ত
 স্তমস্তক শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে পুনঃ প্রাপ্ত
 হইয়া গান্ধিনীনন্দন অজুর তৎপ্রভাবে
 অংশুমালীর স্তায় বিরাজ করিতে লাগি-
 লেন ॥ ২৮—৪০ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—অহো! তুমি অত
 সুমহৎ আখ্যান কীর্ত্তন করিলে। হে মহা-

দেবানাং দানবানাং চ গচ্ছকৌরবগরাক্ষসাম্ ।
 দৈত্যানামথ সিদ্ধানাং শুঙ্কানাং তথৈব চ ॥২
 অত্যন্তুতানি কৰ্ম্মাণি বিক্রমা ধৰ্ম্মনিষ্ঠয়াঃ ।
 বিবিধাশ্চ কথা দিব্যা জন্ম চাপ্র্যমমৃতমম্ ॥৩
 সৃষ্টিঃ প্রজাপতেঃ সম্যাক্ষয়া প্রোক্তা মহামতে ।
 প্রজাপতীনাং সৰ্ব্বেষাং শুঙ্কোপসরসাং তথা ॥
 স্বাবরঃ জন্মমঃ সৰ্ব্বমুৎপন্নঃ বিবিধং জগৎ ।
 ত্বয়া প্রোক্তঃ মহাভাগ ক্রতঃ চৈতন্ননোহরম্ ॥৫
 কথিতং পুণ্যকলদং পুরাণং শ্রুত্বা গিরা ।
 মনঃকর্ণশ্রুতং সম্যক্ শ্রীণাত্যমৃতসাম্মিতম্ ॥৬
 ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামঃ সকলং মণ্ডলং ভুবঃ ।
 বক্তুর্মহর্ষি সৰ্ব্বজ্ঞ পরং কোতুহলং হি নঃ ॥৭
 যাবন্তঃ সাগরা দ্বীপাস্তথা বর্ষাণি পরতাঃ ।
 বনানি সরিতঃ পুণ্যদেবাদীনাং মহামতে ॥৮

মতে! ভরতবংশীয় সমস্ত রাজা, দেব, দানব,
 গচ্ছক, উরগ, রাক্ষস, দৈত্য, সিদ্ধ ও শুঙ্ক
 ইহাদিগের অত্যন্তুত কৰ্ম্ম সকল, বিক্রম,
 ধৰ্ম্মনিষ্ঠ্য, বিবিধ দিব্য দিব্য কথা ও অপূৰ্ণ
 জন্মবৃত্তান্ত, এবং প্রজাপতির সৃষ্টিবার্ত্তা,
 এ সকলই তুমি যথাযথ বর্ণন করিয়াছ।
 হে মহাভাগ! এতদন্তর অন্তান্ত প্রজা-
 পতিগণ এবং শুঙ্ক ও অপ্সরাদিগের
 সৃষ্টিবৃত্তান্ত এবং স্বাবর-জন্মমাদি
 বিবিধ জগতের উৎপত্তিাবরণ তুমি
 ব্যক্ত করিয়াছ। আমরা ভবদ্বর্ষিত এই
 সকল মনোহর কথা শ্রবণ করিয়াছি।
 তুমি অতি প্রাজ্ঞলভাষায় পুণ্যকলপ্রদ
 পৌরাণিক কথা বিবৃত করিয়াছ; মন ও শ্রবণ-
 সুখদ পুরাণ-কথা সুধার স্তায় সম্যক্ৰূপে
 আমাদের শ্রীতি বিধান করিতেছে। হে
 সৰ্ব্বজ্ঞ! এক্ষণে আমরা সমগ্র ভূমণ্ডলের
 বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছি,
 তুমি তাহা বর্ণন কর। উহা শুনিবার জন্ত
 আমাদের একান্তই কোতুহল হইয়াছে। হে
 মহামতে! এই ভূমণ্ডলে যে সকল সাগর,
 দ্বীপ, বর্ষ, পর্বত, বন, উপবন ও পুতচরিত্র
 দেবতাদিগের সন্মোহন আছে এবং এই

যৎপ্রমাণমিদং সর্বং যদাধারং যদাভবকম্ ।

সংস্থানমন্ত জগতো যথাবদন্ত মর্হসি ॥ ১

লোমহর্ষণ উবাচ ।

মুনয়ঃ শ্রয়তামেতৎ সংক্ষেপাঙ্কদত্তো মম ।

নাস্ত বর্ষশতেনাপি বক্তুং শক্যোহতিবিস্তরঃ

জম্বুদ্বীপস্যো দ্বীপো শাল্ললচাপরো দ্বিজাঃ ।

কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুরুষশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ ১১

এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রেস্ত সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ ।

লবণেশ্বরাসর্পিদধিভৃজ্জলৈঃ সমম্ ॥ ১২

জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানামেতেষাং মধ্যসংস্থিতঃ ।

তস্তাপি মধ্যে বিপ্রেস্তা মেরুঃ কনকপর্বতঃ ॥

চতুরশীতিসাহস্রৈষৌজনৈস্তস্ত চোচ্ছ্রয়ঃ ।

প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্বাত্রিংশমুষ্ণি বিস্তৃতঃ ॥ ১৪

মূলে ষোড়শসাহস্রৈবিস্তারস্তস্ত সর্বতঃ ।

ভূপদ্মস্তান্ত শৈলোহসৌ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥

হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধস্তস্ত দক্ষিণে ।

জগতের সংস্থান যত-পরিমাণ, যদাধার ও
যদাভবক, এ সকল যথাযথ কীর্তন কর । ১—২ ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে মুনীগণ! শ্রবণ
করুন; আমি ইহা সংক্ষেপেই বর্ণন করি-
তেছি। কেননা, এই সকল বিস্তৃতরূপে

বলিতে হইলে শতবর্ষেও বলিয়া শেষ করা
যায় না। হে দ্বিজগণ! এই ভূমণ্ডলে

সাতটি দ্বীপ আছে, তাহাদের নাম—জম্বু,
গন্ধ, শাল্লল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শুক ও পুরুষ ।

এই সপ্ত দ্বীপ—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি,
ভৃক্ষ ও জলাভিধেয় সপ্ত সাগরে পরিবৃত ।

জম্বুদ্বীপ সমস্ত দ্বীপের মধ্যভাগে বিরাজিত ।
হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! ঐ জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে

কনকচল মেরু বিরাজমান । উহার উচ্ছ্রায়
চতুরশীতি সহস্র যোজন । উহা অধোদিকে

ষোড়শ যোজন প্রবিষ্ট এবং উহার শিরো-
ভাগ ষাট্রিংশ যোজন বিস্তৃত । মেরুর

মূলভাগের বিস্তার চারিদিকে ষোড়শ সহস্র
যোজন । মেরুপর্বত ভূ-পদ্মের কর্ণিকা-

কারে বিরাজ করিতেছে । উহার দক্ষিণ
দিকে হিমবান্, হেমকূট ও নিষধ এবং উত্তর

নীলঃ খেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্বতাঃ ॥ ১৬

লক্ষপ্রমাণৌ যৌ মধ্যে দশহীনাত্তথাপরে ।

সহস্রবিস্তরয়োচ্ছ্রায়ান্তাবিস্তারিণশ্চ তে ॥ ১৭

ভারতঃ প্রথমঃ বর্ষঃ ততঃ কিংপুরুষঃ স্মৃতম্ ।

হরিবর্ষঃ তথৈবান্তমেরোর্দক্ষিণতো দ্বিজাঃ ॥ ১৮

রম্যকং চোত্তরঃ বর্ষঃ তন্ত্বেব তু হিরণ্যম্ ।

উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব যথা বৈ ভারতঃ তথা ॥ ১৯

নবসাহস্রমেকৈকমেতেষাং দ্বিজসন্তমাঃ ।

ইলাবৃতং চ তন্মধ্যে সৌবর্ণো মেরুর্ভূতঃ ॥ ২০

মেরোশ্চতুর্দিশং তত্র নবসাহস্রবিস্তৃতম্ ।

ইলাবৃতং মহাভাগাশ্চহারশ্চাত্র পর্বতাঃ ॥ ২১

বিস্তৃতা বিততা মেরোর্ধৌজনায়ুতবিস্তৃতাঃ ।

পূর্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ ॥ ২২

বিপুলঃ পশ্চিমে পাশ্বে সুপার্শ্বশ্চোত্তরে স্থিতঃ ।

কদম্বস্তেষু জম্বুশ্চ পিল্ললো বট এব চ ॥ ২৩

দিকে নীল, খেত ও শৃঙ্গী নামক বর্ষ পর্বত

সকল বিরাজমান । ঐ সকল পর্বতের মধ্য-
বর্তী দুইটি পর্বতের প্রমাণ লক্ষ যোজন ;

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পর্বত সকলের প্রমাণ উহা
অপেক্ষা দশ যোজন হীন । ঐ সমস্ত বর্ষ

পর্বতেরই উচ্ছ্রায় দুই সহস্র যোজন এবং
বিস্তারও তৎপরিমাণ । বর্ষসমূহের মধ্যে

প্রথম বর্ষ ভারত, দ্বিতীয় কিম্পুরুষ ও তৃতীয়
হরিবর্ষ । হে দ্বিজগণ! হরিবর্ষ মেরুর দক্ষিণ-

দিকে অবস্থিত । রম্যকবর্ষ মেরুর উত্তর-
দিকে । তৎপরে হিরণ্যম্ ; তদনন্তর উত্তর

কুরু । এই উত্তর কুরু ভারতবর্ষের স্থায়
বিরাজমান । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! উল্লিখিত সমস্ত

বর্ষই প্রত্যেকে নব সহস্র যোজন বিস্তৃত ।
ইহার পর ইলাবৃত বর্ষ । এই বর্ষমধ্যে

কনকচল মেরু সমুন্নত । ১০—২০ । এই মেরু-
পর্বতের চারিদিক নব সহস্র যোজন বিস্তৃত ।

হে মহাভাগগণ! ইলাবৃত বর্ষে চারিটি
পর্বত আছে । মেরু-গিরির বিস্তৃত বিস্তৃতের

পরিমাণ—অবৃত-যোজন । ইলাবৃতের
পূর্বে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে

বিপুল এবং উত্তরদিকে সুপার্শ্ব পর্বত

একাদশশতায়ামাঃ পাদপা গিরিকেতবঃ ।
 জম্বুদ্বীপস্ত সা জম্বুর্নামহেতুর্দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ২৪
 মহাগজপ্রমাণানি জম্বাস্তস্তাঃ ফলানি বৈ ।
 পতন্তি ভূততঃ পৃষ্ঠে শীর্ষমাণানি সর্বতঃ ॥ ২৫
 রসেন তেষাং বিখ্যাতা তত্র জম্বুনদীতি বৈ ।
 সরিৎ প্রবর্ততে সা চ পীয়তে তন্নিবাসিভিঃ ॥
 ন খেদো ন চ দৌর্গন্ধ্যং ন জরা নেন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ ।
 তৎপানস্বস্থমনসাং জনানাং তত্র জায়তে ॥ ২৭
 তীরমুত্তমসং প্রাপ্য সুখবায়ু বিশোষিতা ।
 জাম্বুনদাখ্যং ভবতি সুবর্ণং সিদ্ধভূষণম্ ॥ ২৮
 ভদ্রাং পূর্বতো মেরোঃ কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে
 বর্ষে দ্বৈতু মূনিশ্রেষ্ঠাস্তয়োর্ধ্বো ত্রিলারুতম্ ॥

বিরাজমান। এই চারি পর্বতে কদম্ব, জম্বু, পিপ্পল ও বট নামে চারিটা বিশিষ্ট বৃক্ষ আছে। এই সকল বৃক্ষের আয়াম একাদশ শত যোজন। ইহারা যেন উক্ত গিরিচতুষ্টয়ের কেতনরূপে বিদ্যমান। হে দ্বিজগণ! জম্বুবৃক্ষের নামানুসারেই জম্বুদ্বীপ বিখ্যাত। এই জম্বুবৃক্ষের এক একটা ফলের প্রমাণ এক একটা মহাগজের অনুরূপ। এই ফল সকল পর্বত পৃষ্ঠে পড়িয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়; উহাদের রস প্রবাহে জম্বুনদী নামে এক নদীর উৎপত্তি হয়। তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ সেই নদীর জল পান করে। জল-পানে তথাকার লোকদিগের মন প্রফুল্ল ও স্বাস্থ্য উত্তম হয় এবং জলপান-নিবন্ধন কদাচ তাহাদিগের খেদ, দৌর্গন্ধ্য, জরা বা ইন্দ্রিয়-বৈকল্য ঘটে না। ঐ নদীতীরের যুতিকান্তি সেই রস-সংসর্গ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ সুখ-সমীরণে বিশোষিত হয়, তাহাতে জাম্বুনদ নামে এক প্রকার বিশুদ্ধ সুবর্ণ উৎপন্ন হয়। সিদ্ধ-সম্প্রদায় সেই সুবর্ণ ভূষণার্থ ব্যবহার করেন। মেরুর পূর্বদিগ্-বর্তী বর্ষের নাম—ভদ্রা এবং পশ্চিমদিগ্-বর্তী বর্ষ কেতুমান আখ্যায় অভিহিত। হে মূনিবৃন্দ! ঐ দুই বর্ষের মধ্যবর্তী স্থান

বনং চৈত্ররথং পূর্বে দক্ষিণে গন্ধমাদনম্ ।
 বৈভ্রাজঃ পশ্চিমে তদ্বহুস্তরে নন্দনং স্মৃতম্ ॥ ৩০
 অরুণোদং মহাভদ্রমসিতোদং সমানসম্ ।
 সরাস্তোতানি চত্বারি দেবভোগ্যানি সর্বদা ॥ ৩১
 শান্তবাঃ চক্রকুঞ্জশ্চ কুররী মাণ্যবাঃ স্তথা ।
 বৈকঙ্কপ্রমুখা মেরোঃ পূর্বতঃ কেসরাচলাঃ ॥ ৩২
 ত্রিকূটঃ শিশিরশৈব পতঙ্গো রুচকস্তথা ।
 নিষধাদয়ো দক্ষিণতন্তস্ত কেসরপর্বতাঃ ॥ ৩৩
 শিথিবাসঃ সর্বদূর্য্যঃ কপিলো গন্ধমাদনঃ ।
 জারুধিপ্রমুখাস্তদ্বং পশ্চিমে কেসরাচলাঃ ॥ ৩৪
 মেরোরনন্তরাস্তে চ জঠরাদিষবস্থিতাঃ ।
 শঙ্খকূটোহথ ঋষভো হংসো নাগস্তথাপরাঃ ॥
 কালঞ্জরাগ্গাশ্চ তথা উত্তরে কেসরাচলাঃ ।
 চতুর্দশ সহস্রাণি যোজনানাং মহাপুরী ॥ ৩৬
 মেরোরুপরি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মণঃ কথিতা দিবি ।
 তন্ত্ৰাং সমস্ততচ্চাষ্টৌ দিশাসু বিদিশাসু চ ॥ ৩৭
 ইন্দ্রাদিলোকপালানাং প্রখ্যাতাঃ প্রবরাঃ পুরঃ

ইলারুত বর্ষ নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বদিকে চৈত্র-রথ, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ এবং উত্তরে নন্দনবন বিখ্যাত। ২১—৩০। সরোবর চারিটা প্রসিদ্ধ; তাহাদের নাম—অরুণোদ, মহাভদ্র, অসিতোদ, ও মানস। এই সকল সরোবর সর্বদাই সুরজন-ভোগ্য। শান্ত-বান, চক্রকুঞ্জ, কুররী, রুচক ও বৈকঙ্ক প্রমুখ পর্বত মেরুর পূর্বদিকের কেসরাচল; ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক ও নিষধ প্রভৃতি মেরুর দক্ষিণদিকের; শিথিবাস, বৈদূর্য্য, কপিল, গন্ধমাদন ও জারুধি প্রভৃতি পশ্চিম-দিকের এবং শঙ্খকূট, ঋষভ, হংস, নাগ ও কালঞ্জর, প্রভৃতি মেরুর উত্তরদিকের কেসরাচলরূপে বিরাজিত। হে বিপ্রেন্দ্র-গণ! মেরুর উপরি স্বর্গভূমে ব্রহ্মার এক মহা-পুরী বিদ্যমান। ঐ মহাপুরী চতুর্দশ সহস্র যোজন বিস্তৃত। সেই ব্রহ্মপুরীর চতুর্দিক্ দিক্ ও বিদিক্ ব্যাপিয়া ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্-পালের আটটা প্রখ্যাত পুরী বিরাজমান।

বিষ্ণুপাদবিনিজ্জাতা প্রাবয়ন্তীন্মুখশূলম্ ॥ ৩৮
সমস্তাদ্রক্ষণঃ পূর্বাং গঙ্গা পতিত বৈ দিবি ।
স। তত্র পতিতা দিক্ চতুর্থা প্রতাপজাত ॥ ৩৯
সীতা চালকনন্দা চ চক্ষুর্ভদ্রা চ ১৫ ক্রমাৎ ।
পূর্বেণ সীতা শৈলাচ্চ শৈলং যান্তান্তরিক্ষণা ॥
ততশ্চ পূর্ববর্ষেণ ভদ্রাশ্বেনৈতি সার্ববম্ ।
তথৈবালকনন্দা চ দক্ষিণেনৈত্য ভারতম্ ॥ ৪১
প্রযাতি সাগরং ভূহা সপ্তভেদা দ্বিজোত্তমাঃ ।
চক্ষুশ্চ পশ্চিমগিরীনভীত্য সকলাস্ততঃ ॥ ৪২
পশ্চিমং কেতুমালাখ্যং বর্ষমষেতি সার্ববম্ ।
ভদ্রা তথোত্তরগিরীহস্তরাশ্চ তথা কুরুন ॥ ৪৩
অতীত্যোত্তরমন্তোধিং সমভ্যোতি দ্বিজোত্তমাঃ
আনীলনিষধায়ামৌ মাল্যবদগন্ধমাদনৌ ॥ ৪৪
তয়োর্ধ্যাগতো মেকরঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ।
ভারতাঃ কেতুমালাশ্চ ভদ্রাশ্বাঃ কুরবস্তথা ॥ ৪৫

বিষ্ণু-পাদ-বিনিজ্জাতা ভগবতী গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডল
প্রাবিত করত ব্রহ্মপুরীর চারিদিক্ দিয়া স্বর্গ-
ভূমে পতিত হইয়াছেন । তিনি তথায় পতিত
হইয়া চারিদিকে চতুর্দা প্রবিভক্ত হইতেছেন ।
গঙ্গার সেই চারিধারার নাম—যথাক্রমে
সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা । প্রথম ধারা
সীতা পূর্বদিক্ দিয়া শৈল হইতে শৈলাস্তরে
উপনীত হইয়া অন্তরীক্ষ-পথে পতিত ও
ভদ্রাশ্বনামক পূর্ব বর্ষের মধ্য দিয়া সাগরে
মিলিত হইতেছে ! হে দ্বিজগণ ! অলক-
নন্দা দক্ষিণদিক্ দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া
সপ্ত ধারায় সাগরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে ।
চক্ষু নাম্বী তৃতীয় ধারা পশ্চিম দিগ্‌বর্তী সমস্ত
পর্বত অতিক্রম করত কেতুমালা নামক পশ্চিম
বর্ষের মধ্য দিয়া সাগরে গিয়া মিলিত হই-
তেছে । ভদ্রা নাম্বী চতুর্থ ধারা উত্তরদিগ্‌-
বর্তী পর্বত সকল ও উত্তর কুরুবর্ষ অতিক্রম
করত সাগরে আসিয়া মিলিত হইতেছে ।
মাল্যবান্ এবং গন্ধমাদন এই দুই পর্বত
ও নিষধাচলের স্তায় আয়ত । এই
উত্তর পর্বতের মধ্যভাগে মেকরপর্বত কর্ণিকা-
কারে বিরাজিত । ভারত, কেতুমালা,

পত্রাণি লোকশৈলাখ্য-মর্যাদাপর্বতানবাহতঃ ।
জঠরো দেবকূটশ্চ মর্যাদাপর্বতাবুভো ॥ ৪৬
তো দক্ষিণোত্তরায়ামাবানীলনিষধায়তো ।
গন্ধমাদনকৈলাসৌ পূর্বপশ্চাত্ত্বাবুভো ॥ ৪৭
অশীতিযোজনায়ামাবর্ণবাস্তব্যবস্থিতো ।
নিষধঃ পারিষাত্রশ্চ মর্যাদাপর্বতাবুভো ॥ ৪৮
তো দক্ষিণোত্তরায়ামাবানীলনিষধায়তো ।
মেরোঃ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে যথাপূর্বোক্তা স্থিতো
ত্রিশৃঙ্গো জাকধিশ্চৈব উত্তরো বর্ষপর্বতো ।
পূর্বপশ্চাত্ত্বাবেতাবর্ণবাস্তব্যবস্থিতো ॥ ৫০
ইত্যেতে হি ময়া প্রোক্তা মর্যাদাপর্বতাদ্বিজাঃ
জঠরাবস্থিতা মেরোর্যেষাং দ্বৌ দ্বৌ চতুর্দিশম্
মেরোশ্চতুর্দিশং যে তু প্রোক্তাঃ কেসরপর্বতাঃ
শীতান্তাছা দ্বিজান্তেষামতীব হি মনোহরাঃ ॥ ৫২

ভদ্রাশ্ব ও কুরুবর্ষ লোকশৈলনামক
মর্যাদা শৈলের বহির্দিকে পত্রস্বরূপে
শোভমান । জঠর ও দেবকূট এই
দুইটা পর্বতও মর্যাদা পর্বত । উহার
দক্ষিণোত্তর দিকে আয়ত এবং উহাদিগের
আয়ম পরিমাণ নীল ও নিষধাচলের
আয় । গন্ধমাদন ও কৈলাস শৈল মেকর
পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত । উহাদের
প্রত্যেকের পরিমাণ অশীতি যোজন ।
উহার সাগরাস্ত পর্যন্ত বিস্তৃত । নিষধ ও
পরিষাত্র মর্যাদা পর্বত । নীল ও নিষধা-
চলের আয়াম-পরিমাণে উহার দক্ষিণ ও
উত্তর দিকে আয়ত এবং পূর্বোক্ত পর্বত-
দ্বয়ের স্তায় পশ্চিমদিগ্‌ভাবে অবস্থিত ।
ত্রিশৃঙ্গ এবং জাকধি উত্তর বর্ষপর্বত নামে
অভিহিত । উহার পূর্ব ও পশ্চিম দিকে
আয়ত এবং সাগরাস্ত পর্যন্ত ব্যবস্থিত । ৩১—
৫০ । হে দ্বিজগণ ! এই আমি মর্যাদা পর্বত-
গুলির উল্লেখ করিলাম । উহাদের মধ্যে
দুই দুইটা করিয়া মেকর চারিদিকে বিরা-
জিত । মেকর চতুর্দিক্‌বর্তী অস্ত্রাক্ষ বে
সকল কেসরচলের উল্লেখ করিয়াছি । হে
দ্বিজগণ ! সেই সকল শৈলের লোক-চারণ

শৈলানামন্তরদ্রোণ্যঃ সিদ্ধচারণস্বেষিতাঃ ।
 সুরমাণি তথা তানু কাননানি পুরাণি চ ॥৫৩
 লক্ষ্মীবিষ্ণুশিব্ব্যোমদেবানাং মুনিসন্তমাঃ ।
 তান্ময়তনবর্বাণি কৃষ্টানি নরকিন্নরৈঃ ॥ ৫৪
 গন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষাংসি তথাঃ দৈত্যেয়দানবাঃ ।
 ক্রীড়ন্তি তানু রম্যানু শৈলদ্রোণীস্বহর্নিশম্ ॥
 ভোমা হেতে স্মৃতাঃ স্বর্গা ধর্ম্মিণ্যমালয়া দ্বিজাঃ
 নৈতেষু পাপকর্ত্তারো যান্তি জন্মশর্ত্তৈরপি ॥৫৬
 ভদ্রাশ্বে ভগবান্ বিষ্ণুরাস্তে হয়শিরা দ্বিজাঃ ।
 বারাহঃ কেতুমালে তু ভারতে কূর্ম্মরূপধৃক্ ॥৫৭
 মৎস্বরূপশ্চ গোবিন্দঃ কুরুষাস্তে সনাতনঃ ।
 বিশ্বরূপেণ সর্ব্বত্র সর্ব্বঃ সর্ব্বেষ্বরো হরিঃ ॥ ৫৮
 সর্ব্বস্তাধারভূতোহসৌদ্বিজাজাস্তেহখিলাত্মকঃ
 যানি কিম্পুরুষাণ্যানি বর্বাণ্যষ্টৌ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 ন তেষু শোকোনাযাসোনোদ্বেষঃকুণ্ডয়াদিকম্ ।

সেবিত শীতান্তপ্রমুখ অন্তরদ্রোণী সকল
 অতীব মনোহর। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ঐ
 সকল অন্তরদ্রোণী মধ্যে লক্ষ্মী, বিষ্ণু, অগ্নি,
 সূর্য ও ইন্দ্রাদি দেবগণের রম্য রম্য পুর
 ও কানন বিরাজমান। ঐ সকল দ্রোণী-
 স্থিত অনেক উত্তম উত্তম আয়তন নর ও
 কিন্নরগণের অধিকৃত। ঐ সকল রম্য
 রম্য দ্রোণী-সমূহের অভ্যন্তরে কত যক্ষ,
 কত গন্ধর্ব্ব, কত রাক্ষস, কত দৈত্য-
 দানব ক্রীড়া করিতেছে। হে দ্বিজগণ!
 ঐ সকল শৈল-দ্রোণীই ধার্ম্মিকদিগের ভোম
 স্বর্গ-নিবাস। পাপকারীরা শত শত জন্মেও
 ঐ সকল স্থানে যাইতে পারে না। হে
 দ্বিজগণ! ভদ্রাশ্ব বর্ষে ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং
 হুয়গ্রীবরূপে বিরাজমান। তিনি কেতুমাল
 বর্ষে বরাহ, ভারতবর্ষে কূর্ম্ম, কুরুবর্ষে মৎস্র
 এবং অন্তান্ত সর্ব্বস্থানে বিশ্বরূপে বিরাজ
 করিতেছেন। সেই সনাতন গোবিন্দ হরিই
 সকলের অধীশ্বর এবং তিনিই সর্ব্বরূপে
 সর্ব্বত্র সকলের আধার হইয়া অধিষ্ঠিত।
 হে দ্বিজোত্তমগণ! কিম্পুরুষাদি অষ্টবর্ষে
 শোক, ক্লেশ, উদ্বেষ, সূধা বা ভয়াদির লেশ

সুস্থ্যঃ প্রজা নিরাতঙ্কাঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জিতাঃ ॥৬৮
 দশদ্বাদশবর্বাণাং সহস্রাণি স্থিরাযুযঃ ।
 নৈতেষু ভোমাত্মস্থানি কুংপিপাসাদিনি দ্বিজাঃ ॥
 কৃতত্রেতাদিকা নৈব তেষু স্থানেষু কল্পনা ।
 সর্ব্বেষ্মেতেষু বর্ষেষু সপ্ত সপ্ত কুলাচলাঃ ॥
 নগশ্চ শতশস্তেভ্যঃ প্রসূতা যা দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে ভুবনকোশদ্বীপ-
 বর্ণনং নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

উত্তরেণ সমুদ্রস্ত হিমাশ্চৈব দক্ষিণে ।
 বর্ষং তস্তারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥ ১
 নবযোজনসাহস্রো বিস্তারশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।

মাত্র নাই। সেখানকার সমস্ত প্রজা সুস্থ,
 নিরাতঙ্ক ও সর্ব্বদুঃখ হইতে পরিমুক্ত।
 তত্রত্য প্রজাগণের আয়ুঃপরিমাণ কথ্যাত্ত-
 সারে দশ ও দ্বাদশ সহস্র বর্ষ নিশ্চিত। হে
 দ্বিজগণ! ঐ সকল প্রজা কুংপিপাসাদি
 ভোম দুঃখ বা অন্য কোনও রূপ দুঃখে লিপ্ত
 হয় না। সত্য ত্রেতা প্রভৃতি কোন যুগ-
 কল্পনা ঐ ঐ সকল বর্ষে নাই। উল্লিখিত
 সপ্ত বর্ষেই সপ্ত সপ্ত কুলাচল বিরাজমান।
 হে দ্বিজোত্তমগণ! ঐ সকল কুলাচল হইতে
 শত শত নদী প্রাণ্ডভূত হইয়াছে ॥ ৫১—৬২ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—সমুদ্রের উত্তরে
 এবং হিমাচলের দক্ষিণে যে বর্ষ বিরাজমান,
 তাহার নাম ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষই
 ভারতী প্রজার বাসভূমি। হে দ্বিজগণ!
 এই ভারতবর্ষের বিস্তার পরিমাণ নবসহস্র

কর্ষভূমিরিয়ং স্বর্গমপবর্গক ইচ্ছতাম ॥ ২
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহঃ শুভিমান্ধপর্বতঃ ।
বিদ্যাক্ষ পারিষাত্ত সপ্তাঙ্গ কুলপর্বতঃ ॥ ৩
অতঃ সম্প্রাপ্যতে স্বর্গো মুক্তিমন্মাং প্রয়াতি বৈ
তিথ্যকৃৎ মরকং চাপি যান্ত্যতঃ পুরুষা দ্বিজাঃ
ইতঃ স্বর্গচ্চ মোক্ষচ্চ মধ্যং চান্তে চ গচ্ছতি ।
ন খলু স্তত্র মর্ত্যানাং কর্ণভূমৌ বিধীয়তে ॥ ৫
ভারতস্তান্ত বর্ষস্ত নব ভেদাশিশাময় ।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুমান্তাত্রপর্ণো গভস্তিমান ॥ ৬
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গঙ্ঘর্ষস্থ বারুণঃ ।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ॥ ৭
যোজনানাং সহস্রং চ দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাং
পূর্বে কিরাভান্তিষ্ঠন্তি পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যো শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ ।
ইজ্যায়ুধবগিজ্যাত্ত্বত্তিমস্তো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৯

যোজন । ষাঁহারা স্বর্গ এবং অপবর্গ ইচ্ছা করেন, এই ভারতবর্ষই তাঁহাদের কর্ণভূমি । এখানে মহেন্দ্র, মলয়, সহ, শুভিমান, ঋক্ষ, বিদ্য এবং পারিষাত্ত নামে সাতটি কুলাচল বিজ্ঞমান । এখান হইতেই স্বর্গ এবং এখান হইতেই মুক্তি প্রাপ্তি হয় । আবার এইখান হইতেই পুরুষেরা কর্ণভূমিসারে তিথ্যগ যোনি অথবা নিরয়গতি লাভ করিয়া থাকে ! মর্ত্য-বাসীদিগের স্বর্গ, মোক্ষ কিম্বা মধ্যম ও অন্ত্যগতি এই ভারতবর্ষ হইতেই হয় ; অতএব কোন্ কর্ণভূমিতে ঐ সকল ইহঁদের সম্ভাবনা নাই । এই ভারতবর্ষে নয়টি বিভিন্ন দ্বীপ বিজ্ঞমান ; তাহাদের নাম সকল শ্রবণ করুন । ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরুমান, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গঙ্ঘর্ষ ও বারুণ ; এতদ্ভিন্ন নবম দ্বীপ সাগর-সংবৃত । এই দ্বীপের পরিমাণ দক্ষিণ ও উত্তরদিক ক্রমে সহস্র যোজন । ভারতবর্ষের পূর্বদিকে কিরাত এবং পশ্চিমে যবনগণের বাস ; এই বর্ষ মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ যথাযথ ভাগক্রমে অবস্থিত । ইজ্য, যুধ ও ইজ্য প্রভৃতি—উক্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতু-

শতক্রচন্দ্রভাগগতা হিমবৎপাদনিঃসৃত্যঃ ।
বেদস্মৃতিমুখাশান্তাঃ পারিষাত্তোক্তবা বুনৈ ॥ ১০
নন্দাদানুরমাদ্যাশ্চ নদ্যো বিদ্যাবিনিঃসৃত্যঃ ।
তাপীপায়াকীর্নিক্ষিপ্যাকাবেরীপ্রমুখা নদীঃ ।
ঋক্ষপাদোক্তবা হেতাঃ ক্রতাঃ পাপং হরন্তি যাঃ
গোদাবরীভীমরথীকৃষ্ণবেণ্যাদিকাস্তথা ॥ ১২
সহপাদোক্তবা নন্তঃ স্মৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ ।
কৃতমালাতাম্রপর্ণীপ্রমুখা মলয়োক্তবাঃ ॥ ১৩
ত্রিসাক্ষ্যঋষিকুল্যাদ্যা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ।
ঋষিকুল্যাকুমারাদ্যাঃ শুভিমৎপাদসম্ভবাঃ ॥ ১৪
আসাং নদ্রাপনদ্যাশ্চ সন্ত্যক্তাঃ সহস্রশঃ ।
তাস্মিমে কুরুপঞ্চালমধ্যদেশাদয়ো জনাঃ ॥ ১৫
পূর্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনাঃ ।
পৌণ্ড্রাঃ কলিঙ্গা মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্বশঃ ॥
তথাপরাস্ত্যাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শূদ্রাভীরাস্তথাহর্ষদাঃ

ষ্টয়ের বৃতি ১১-২১ শতক্র ও চন্দ্রভাগা প্রভৃতি নদী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে, বেদস্মৃতি প্রভৃতি নদীনিচয় পারিষাত্ত হইতে, নন্দাদা ও অনুরমাপ্রমুখ সরিঙ্গণ বিদ্যাচল হইতে এবং তাপী, পয়োকী, নিক্ষিপ্য ও কাবেরী প্রভৃতি নদীগণ ঋক্ষপর্বতের পাদদেশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে । এই সকল নদীর নাম শ্রবণেও পাপ নষ্ট হয় । এতদ্ভিন্ন গোদাবরী, ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণ্যা প্রভৃতি যে সকল নদী সহ্যাদির পাদদেশ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাহারাও পাপ-ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে । মলয়াদি হইতে কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী প্রভৃতি, মহেন্দ্রচল হইতে ত্রিসাক্ষ্য নদ ও ঋষিকুল্যাদ নদী এবং শুভিমান শৈলের পাদদেশ হইতে ঋষিকুল্যা ও কুমারাদি নানা নদ নদী বিনির্গত হইয়াছে । ইহা ভিন্ন আরও সহস্র সহস্র নদী এবং উপনদী আছে । সেই সকল নদীর তীরভাগে কুরু, পাঞ্চাল ও মধ্য দেশাদি জনপদ বিরাজমান । কামরূপনিবাসী পূর্বদেশেরগণ পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ, দাক্ষিণাত্য, অপরাধ্য,

মারুকা মালবাস্বেব পারিষাত্নিবাসিনঃ ॥ ১৭
 সৌবীরাঃ সৈন্ধবাপন্নাঃ শাশ্বাঃ শাকলবাসিনঃ ।
 মজ্জারামান্তথাহুতাঃ পারসীকাদয়ন্তথা ॥ ১৮
 আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা ।
 সমোপেতা মহাভাগা হৃষ্টপুষ্টজনাকূলাঃ ॥ ১৯
 বসন্তি ভারতে বর্ষে যুগান্তত্র মহামুনে ।
 কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিচর্চপাত্র ন কচিৎ ॥
 তপস্তপ্যন্তি যতয়ে জুহুতে চাত্র যজ্ঞিনঃ ।
 দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ ॥ ২১
 পুরুষৈর্ধন্যপুরুষো জম্বুদ্বীপে সদেজ্যতে ।
 যজ্ঞৈর্ধন্যময়ো বিষ্ণুরত্নদ্বীপেষু চাত্মথা ॥ ২৩
 অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে ।
 যতো হি কশ্মভূরেষা যতোহন্তা ভোগভূময়ঃ ॥
 অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম ।

সৌরাষ্ট্র, শূদ্র, আভীর, অর্কবুদ, মারুক ও
 পারিষাত্নিবাসী মালবগণ, এতদ্ভিন্ন সৌবীর,
 সৈন্ধব, শাশ্ব, শাকলবাসী মদ্র, আরাম,
 অম্বষ্ঠ ও পারসীকাদি নানাদেশবাসী নানা
 জাতীয় জনগণ উল্লিখিত নদীনিচয়ের জল
 পান করে এবং ঐ সকল নদীতীরে বসবাস
 করিয়া থাকে। হে মহাভাগগণ! ভারত-
 বর্ষের অধিবাসীরা শান্তিপ্রিয় এবং এখান-
 কার জনপদসকল হৃষ্টপুষ্ট জনে পরিবৃত।
 হে মহামুনিগণ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং
 কলি এই চারিযুগ এখানে বিদ্যমান। অস্ত
 কোথাও এই যুগচতুষ্টয়ের অস্তিত্ব নাই।
 এই ভারতবর্ষেই তাপসেরা তপশ্চর্যা এবং
 যজ্ঞা সকল আত্মত্যাগ করেন। পার-
 লৌকিক মঙ্গলের জন্ত পুরুষেরা এখানে
 ঋদ্ধার সহিত ধনদান করে। জম্বুদ্বীপান্তর্গত
 ভারতে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু সর্বদাই পূজিত
 হইয়া থাকেন এবং অস্তান্ত দ্বীপেও যজ্ঞাহ-
 ঠানপূর্বক বিষ্ণুর অর্চনা করা হয়। হে
 দ্বিজগণ! জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই
 শ্রেষ্ঠ। কেননা, ইহাই হইল কশ্মভূমি।
 অস্ত সকল বর্ষ ভোগভূমি নামে অভি-
 হিত। এখানে সহস্র সহস্র জন্মের পর কদাচিৎ

কদাচিৎভতে জম্বুদ্বীপমুখ্যঃ পুণ্যসংকরাৎ ॥ ২৪

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
 ধাতান্ত যে ভারতভূমিভাগে ।
 স্বর্গাপবর্গাস্পদহেতুভূতে
 ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষা মনুষ্যাঃ ॥ ২৫
 কশ্মাণাসংকল্পিততৎকালানি
 সংশ্রুস্ত বিকৌ পরমাত্মরূপে ।
 অবাপ্য তাং কশ্মমহীমনন্তে
 তন্মিল্লয়ং যে হমলাঃ প্রয়ান্তি ॥ ২৬
 জানীম নো তত্তুবয়ং বিলীনে
 স্বর্গপ্রদে কশ্মণি দেহবন্ধম্ ।
 প্রাপ্যন্তি ধাতাঃ খলু তে মনুষ্যা
 যে ভারতেনেন্দ্রিয়বিপ্রীনাঃ ॥ ২৭
 বিপ্রা জম্বুদ্বীপমিদং ময়া ।
 লক্ষ্যো জনবস্তারং সংক্ষেপাৎ কথিতং দ্বিজাঃ
 জম্বুদ্বীপং সমাবৃত্য লক্ষ্যোজনবিস্তরঃ ।
 তো দ্বিজা বলঘাকারঃ স্থিতঃ ক্ষীরোদধিবর্হিঃ ॥
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে জম্বুদ্বীপনিরূপণং
 নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯

কোন জীব পুণ্যার্জনকলে মানুষ হইয়া জন্ম-
 গ্রহণ করে। দেবগণ এইরূপ গান করিয়া
 থাকেন যে, যাহাঁরা স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের
 হেতুভূত ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করেন,
 জগতে সেই সকল মনুষ্যই ধন্য। যাহাঁরা
 কশ্ম সকল ও সংকল্পিত কশ্মের ফলসমূহ
 পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুকে সমর্পণ করেন, তাঁহা-
 রাই কশ্মভূমি ভারতে আসিয়া পুনরায়
 ভাষাতে বিলীন হইয়া থাকেন। যে সকল
 ইন্দ্রিয়জয়ী লোক স্বর্গপ্রদ কশ্মসমূহ
 বিষ্ণুতে বিলীন হইলে পুনরায় ভারতে
 আসিয়া দেহবন্ধ প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারাও ধন্য
 পুরুষ। আমরা তাঁহাদের তত্ত্ব জানি না।
 হে বিপ্রগণ! এই জম্বুদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত
 এবং ইহা লক্ষ যোজন বিস্তৃত। আমি
 এই দ্বীপের বিবরণ সংক্ষেপতঃ কীৰ্ত্তন

বিংশোধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

কারোদেন যথা দীপো জম্বুসংজ্ঞোহভিবেষ্টিতঃ
সংবেষ্ট্য কারমুদধিঃ প্রক্ষদীপস্তথা স্থিতঃ ॥ ১
জম্বুদীপস্ত বিস্তারঃ শতসাহস্রসম্বিতঃ ।
স এব দ্বিগুণো বিপ্রাঃ প্রক্ষদীপেহপ্যদাহতঃ ॥
সপ্ত মেধাতিথেঃ পুত্রাঃ প্রক্ষদীপেশ্বরস্ত বৈ ।
শ্রেষ্ঠঃ শান্তময়ো নাম শিশিরস্তদনন্তরম্ ॥ ৩
সুখোদয়স্তথানন্দঃ শিবঃ ক্ষেমক এব চ ।
ঋবশ্চ সপ্তমস্তেবাং প্রক্ষদীপেশ্বর্য হি তে ॥ ৪
পূর্বঃ শান্তময়ঃ বর্ষঃ শিশিরঃ সুখদং তথা ।
আনন্দঞ্চ শিবঞ্চৈব ক্ষেমকং ঋবমেব চ ।
মর্যাদাকারকাস্তেবাং তথাত্তে বর্ষপর্বতাঃ ।
সপ্তৈব তেবাং নামানি শৃণুধ্বং মুনিসত্তমাঃ ॥ ৬
গোমেদশ্চৈব চন্দ্রশ্চ নারদো হৃন্দুতিস্তথা ।

করিলাম । ইহার বহির্ভাগে লবণাক্তি বল-
য়াকারে বিজ্ঞমান ॥ ২০—২৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন, লবণাক্তি যেমন
জম্বুদীপকে বেষ্টিত করিয়া আছে, প্রক্ষ দীপ
তেমনি ঐ লবণাক্তিকে বেষ্টিতপূর্বক অবস্থান
করিতেছে । জম্বুদীপের বিস্তার এক লক্ষ
যাজন । প্রক্ষদীপের বিস্তার তদপেক্ষা
দ্বিগুণ । প্রক্ষদীপের অধিপতি মেধাতিথি ।
ইহার সাত পুত্র—শান্তভয়, শিশির, সুখো-
দয়, অনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ঋব । পিতা
মেধাতিথির অবসানে ইহারাই প্রক্ষদীপের
শাসক হইয়াছিলেন । প্রক্ষ দীপে মেধা-
তিথির উল্লিখিত সপ্ত পুত্রের নামানুসারেই
সাতটি বর্ষ বিজ্ঞমান । ঐ সপ্ত বর্ষের সীমা-
সাতটি বর্ষ পর্ত্ত অবস্থিত । তাহা-
র নাম—গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, হৃন্দুতি,

সোমক, সুমনা, শৈলো বৈভাজশ্চৈব সপ্তমঃ ।
বর্ষাচলেষু রম্যেষু বর্ষোদ্যেতেষু চানঘাঃ ।
বসন্তি দেবগন্ধর্বসহিতাঃ সহিতং প্রজাঃ ॥ ৮
তেষু পুণ্যা জনপদা বীরা ন দ্রিয়তে জনঃ ।
নাথয়ো ব্যাধয়ো বাপি সর্বকালসুখং হি তৎ ॥ ৯
তেবাং নদ্যশ্চ সপ্তৈব বর্ষাণাম্ সমুদ্রগাঃ ।
নামতস্তাঃ প্রবক্ষ্যামি ঋতাঃ পাপং হরন্তি যাঃ
অনুতপ্তা শিখা চৈব বিপ্রাশা ত্রিদিবা ক্রমুঃ ।
অনুতা সুকৃতা চৈব সপ্তৈতাস্তত্ত্ব নিম্নগাঃ ॥ ১১
এতে শৈলান্তথা নদ্যাঃ প্রধানাঃ কথিতা দ্বিজাঃ
সুদ্রনদ্যস্তথা শৈলস্তত্র সন্তি সহস্রশঃ ॥ ১২
তাঃ পিবন্তি সদা স্তপ্তা নদীর্জনপদান্ত তে ।
অবসর্গিণী নদী তেবাং ন চৈবোৎসর্গিণী দ্বিজাঃ
ন তেষন্তি যুগাবস্থা তেষ্ স্থানেষু সপ্তসু ।
ত্রেতাযুগসমঃ কালঃ সর্ঘদেব দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ১৪

সোমক, সুমনা, শৈল ও বৈভাজ । এই
সকল বর্ষ ও বর্ষপর্বতে প্রজাগণ—দেব ও
গন্ধর্বগণ সহ মহাসুখে বাস করিতেছে ।
অত্ৰতা জনপদগুলি পুণ্যময় ও বীরজনের
আশ্রয় । এখানে লোকের মৃত্যু নাই ; এবং
আধি ব্যাধি প্রভৃতি কোন উপদ্রব নাই ।
এখানকার লোকের সর্বদাই সুখ । ১—৯ ।
উক্ত সপ্তবর্ষে সাতটি সমুদ্রগামিনী নদী
আছে । তাহাদের নাম সকল বলিতেছি,
বিপ্রাশা, অবগে পাপক্ষয় হইবে । অনুতপ্তা,
শিখা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অনুতা ও সুকৃতা ; এই
সপ্ত নদী উক্ত সপ্ত বর্ষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত
হইতেছে । হে দ্বিজগণ ! প্রক্ষদীপস্থ
প্রধান প্রধান গিরি ও নদী সকলের কথা
কহিলাম, এতদ্বিত্ত সেখানে আরও বহু সহস্র
সুদ্র ক্ষুদ্র অচল ও নদ নদী বিদ্যমান ।
তত্ৰতা জনপদবাসীরা সর্বদা হৃষ্টচিত্তে ঐ
সকল নদীর জল পান করে । সমস্ত নদীই
অবসর্গিণী ; কোন নদীই উৎসর্গিণী নহে ।
সেই সপ্ত বর্ষের কুড়াপি যুগাবস্থা নাই ।
হে দ্বিজোক্তমগণ ! সেখানে ত্রেতাযুগের
স্বায় কাল সর্বদাই বিরাজমান । প্রক্ষদীপ ও

প্রক্ষদীপাদিকে বিপ্রাঃ শাকদ্বীপান্তিকেষু বৈ ।
 পঞ্চবর্ষসহস্রাণি জনা জীবন্ত্যনাময়াঃ ॥ ১৫
 ধ্বংসতুর্কিধন্তেষু বর্ণাশ্রমবিভাগজঃ ।
 বর্ণাশ্চ তত্র চত্বারস্তান বুধাঃ প্রবদামি বঃ ॥ ১৬
 আর্ধ্যকাঃ কুরবশ্চৈব বিবিধা ভাবিনশ্চ য়ে ।
 বিপ্রকজ্রিয়বৈশ্রান্তে শূদ্রাশ্চ মুনিসন্তমাঃ ॥ ১৭
 জম্বুবৃক্ষপ্রমাণস্ত তন্মধ্যে স্মমর্হাতকঃ ।
 প্রক্ষন্তম্মাসংজ্ঞোহয়ং প্রক্ষদ্বীপো দ্বিজোক্তমাঃ ॥
 ইজ্যতে তত্র ভগবাংস্তৈর্কর্ষেরাধ্যাকাদিভিঃ ।
 সোমরূপী জগৎশ্রষ্টা সর্কঃ সর্কেষ্বরো हरिः ॥ ১৯
 প্রক্ষদ্বীপপ্রমাণেন প্রক্ষদ্বীপঃ সমাবৃতঃ ।
 তথৈবেক্ষুরসোদেন পরিবেষানুকারিণা ॥ ২০
 ইত্যেতদ্ বো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রক্ষদ্বীপ উদাহতঃ ।
 সংক্ষেপেণ ময়া ভূয়ঃ শাস্ত্রাণ্যং তং নিবোধত ॥ ২১
 শাস্ত্রাণ্যন্তেষ্বরো বীরো বপুশ্চাংস্তৎসুতা দ্বিজাঃ
 তেষাঙ্ক নাম সংজ্ঞানি সপ্ত বর্ষাণি তানি বৈ ॥

শাকদ্বীপের অধিবাসী জনগণ পঞ্চ সহস্র
 বর্ষ পর্যন্ত নিরাময় হইয়া জীবন ধারণ করে ।
 তাহাদের মধ্যে বর্ণাশ্রমের বিভাগক্রমে
 চতুর্বিধ ধর্ম্মই বিরাজিত । সেখানে চারি
 বর্ণেরই বাস আছে । হে বুধগণ! আপনা-
 দের নিকট অধুনা তাহাদের বিবরণ
 ব্যক্ত করিতেছি । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ঐ
 প্রক্ষদ্বীপে আর্ধ্যক, কুরু, বিবিধ ও ভাবী
 এই চারি প্রকার নামে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ,
 ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়
 বাস করিতেছে । পূর্বোক্ত জম্বুবৃক্ষ
 জম্বুবৃক্ষের পরিমাণে ঐ দ্বীপ মধ্যে এক
 প্রক্ষ বৃক্ষ আছে । সেই বৃক্ষের নামানু-
 সারেই এই দ্বীপ প্রক্ষদ্বীপ হইয়াছে ।
 এখানে উক্ত আর্ধ্যকাদি বর্ণচতুষ্টয় কর্তৃক
 ভগবান্ সোমরূপী সর্কেষ্বর हरि পূজিত
 হইয়া থাকেন । এই প্রক্ষদ্বীপ তৎপ্রমাণ-
 পরিধি ইক্ষুসাগরজলে পরিবেষ্টিত । হে
 মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই ত সংক্ষেপতঃ প্রক্ষ-
 দ্বীপের কথা কহিলাম ; এক্ষণে শাস্ত্রাণ্যদ্বীপের
 বিবরণ প্রদান করুন । ১০—২১ । শাস্ত্রাণ্য

বেতোহথ हरिষ্ঠশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা ।
 বৈহ্যতো মানসশ্চৈব সুপ্রভশ্চ দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ২৩
 শাস্ত্রাণ্যশ্চ সমুজ্রোহসৌ দ্বীপেনেক্ষুরসোদকঃ ।
 বিস্তারাদ্বিগুণেনাধ সর্কতঃ সংবৃতঃ স্থিতঃ ॥ ২৪
 তত্রাপি পর্কতাঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়া রত্নধোনিয়ঃ ।
 বর্ষাভিব্যঞ্জকান্তে তু তথা সপ্তৈব নিম্নগাঃ ॥ ২৫
 কুমুদশ্চোন্নতশ্চৈব ভূতীয়ন্ত বলাহকঃ ।
 দ্রোণো যত্র মহৌষধ্যঃ স চতুর্থো মহৌষয়ঃ ॥ ২৬
 কঙ্কন্ত পঞ্চমঃ যষ্ঠো মহিষঃ সপ্তমস্তথা ।
 ককুদ্যান্ পর্কতবরঃ সরিষামাশ্রতো দ্বিজাঃ ॥ ২৭
 শ্রোণী তোয়া বিতৃক্ণা চ চন্দ্রা শুক্রা বিমোচনী ।
 নিবৃজিঃ সপ্তমী তাসাং স্মৃতাশ্চাঃ পাপশাস্তিদাঃ
 শ্বেতঞ্চ লোহিতশ্চৈব জীমূতঃ हरितঃ তথা ।
 বৈহ্যতঃ মানসশ্চৈব সুপ্রভঃ নাম সপ্তমম্ ॥ ২৮
 সপ্তৈতানি তু বর্ষানি চাতুর্কর্গ্যযুতানি চ ।
 বর্ণাশ্চ শাস্ত্রাণ্যে য়ে চ বসন্তেষু দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ৩০
 কপিলাচ্চাকুণাঃ পীতাঃ কৃষ্ণাশ্চৈব পৃথক্ পৃথক্
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব যজ্ঞান্তি তম্
 ভগবন্তঃ সমস্তস্ত বিষ্ণুমান্তানমব্যয়ম্ ।

দ্বীপের অধিপতির নাম বপুমান্ । তাহার
 সাত পুত্র ; তাহাদের নাম—শ্বেত, हरित ,
 জীমূত, রোহিত, বৈহ্যত, মানস ও সুপ্রভ ।
 এই সাত পুত্রের নামানুসারেই তথায়
 সপ্তবর্ষ বিভক্ত । দ্বিগুণ-বিস্তার ইক্ষুরসোদ
 সাগরে এই শাস্ত্রাণ্য দ্বীপ সর্কতঃ সংবৃত ।
 এই দ্বীপেও সাতটা রত্নাকর বর্ষপর্কত
 আছে এবং পূর্বের স্তায় এখান হইতেও
 সাতটা নদী প্রবাহিত হইতেছে । সপ্ত বর্ষ-
 পর্কতের নাম—কুমুদ, উন্নত, বলাহক, মহৌ-
 ষধিময় দ্রোণ, কঙ্ক, মহিষ ও ককুদ্যান্ । সপ্ত
 নদী যথা—শ্রোণী, তোয়া, বিতৃক্ণা, চন্দ্রা,
 শুক্রা, বিমোচনী ও নিবৃজা । এই সপ্ত
 নদীর নাম স্মরণে পাপ শাস্তি হয় ।
 পূর্বোক্ত শ্বেত हरित প্রভৃতি সপ্ত বর্ষে চারি
 বর্ণেরই বসবাস আছে । শাস্ত্রাণ্যদ্বীপের
 অধিবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই
 চারি জাতি—কপিল, অকুণ, পীত ও কৃষ্ণ এই

বায়ুভূতং মথশ্রেষ্ঠৈর্জানো যজ্ঞসংস্থিতম্ ॥ ৩২
 দেবানামত্র সান্নিধ্যমতীব স্মনোহরে ।
 শান্মলিষ্ঠ মহাবৃক্ষো নামনিবৃত্তিকারকঃ ॥ ৩৩
 ঐষ দ্বীপঃ সমুদ্রেণ সুরোদেন সমাবৃতঃ ।
 বিস্তারাদ্ভাগলৈশ্চৈব সমেন তু সমস্ততঃ ॥ ৩৪
 সুরোদকঃ পরিবৃতঃ কুশদ্বীপেন সর্বতঃ ।
 শান্মলস্ত তু বিস্তারাদ্ভাগলৈশ্চৈব সমস্ততঃ ॥ ৩৫
 জ্যোতিষতঃ কুশদ্বীপে শৃগুধ্বঃ তস্ত পুত্রকান্ ।
 উত্তিদো বেণুমান্শ্চৈব স্বৈরথো রত্ননো ধৃতিঃ ॥
 প্রভাকরোহথ কপিলস্তন্ময়া বর্ষপদ্ধতিঃ ।
 তস্তাঃ বসন্তি মনুজৈঃ সহ দৈতেয়দানবাঃ ॥ ৩৬
 তথৈব দেবগন্ধর্বা যক্ষকিম্পুরুষাদয়ঃ ।
 বর্ণান্ত্যাপি চহারাে নিজানুষ্ঠানতৎপরঃ ॥ ৩৭
 দমিনঃ শুশ্রিণঃ স্নেহা মান্দ্যহাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্ণাঃ শূদ্রাচ্ছাত্রকুমোদিতাঃ ॥
 যথোক্তকর্ম্মকর্তৃহাং স্বাধিকারক্ষয়ায় তে ।

চতুর্বিধ বর্ণ-বিশিষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপে
 বিরাজমান। তাঁহারা সকলেই সর্বেশ্বর,
 সর্বাঙ্গী, বায়ুভূত, যজ্ঞপতি ভগবান্ বিষ্ণুকে
 মহাযজ্ঞে অর্চনা করিয়া থাকেন। এই
 মনোহর দ্বীপে দেবগণ সর্বদাই সন্নিহিত।
 এখানে শান্মলি নামে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ
 বিদ্যমান। সেই বৃক্ষের নামানুসারেই
 এই শান্মলদ্বীপের নাম। এই দ্বীপ সুরোদ
 সমুদ্রে বেষ্টিত। এই সমুদ্রের বিস্তার চারি
 দিকে শান্মলদ্বীপের সমান। কুশদ্বীপের
 অধিপতি জ্যোতিষ্মান। তাঁহার পুত্রগণের
 নাম শ্রবণ করুন; উত্তিদ, বেণুমান, স্বৈরথ,
 রত্নন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল। এই সপ্ত
 পুত্রের নামানুসারেই তথায় সপ্ত বর্ষ ও বর্ষ-
 পর্বত বিরাজিত। মানবগণের সহিত দৈত্য
 ও দানবগণ তথায় বাস করিতেছে। এত-
 দ্বিগ দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিম্পুরুষাদিও
 সেখানে বাস করিয়া থাকেন। এখানেও
 ঐষ বর্ণ স্ব-কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত। এখান-
 ের ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা
 প্রকৃষ্টে দমী, শুশ্রী, স্নেহ ও মন্দ্যহ নামে

তত্র তে তু কুশদ্বীপে ব্রহ্মরূপং জনাৰ্দ্দিনম্ ॥ ৪০
 যজন্তঃ ক্ষপয়ন্ত্যগ্রমধিকারকলপ্রদম্ ।
 বিক্রমো হেমশৈলশ্চ দ্যুতিমান্ পুষ্টিমান্শ্চ ॥
 কুশেশয়ো হরিশ্চৈব সপ্তমো মন্দরাচলঃ ।
 বর্ষাচলাস্ত সপ্তোত্তে দ্বীপে তত্র দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 নগশ্চ সপ্ত তাঙ্গাঃ তু বক্ষ্যে নামান্ত্রনুক্রমাৎ ।
 ধূতপাপা শিবা চৈব পবিত্রা সম্মতিস্তথা ॥ ৪৩
 বিহ্বাদস্তো মহী চান্ধা সর্বপাপহরাস্তিমাঃ ।
 অস্তাঃ সহস্রশস্তত্র ক্ষুদ্রনদ্যন্তথাচলাঃ ॥ ৪৪
 কুশদ্বীপে কুশস্তম্বঃ সংজয়া তস্ত তৎস্মৃতম্ ।
 তৎপ্রমাণেন স দ্বীপো যুতোদেন সমাবৃতঃ ॥ ৪৫
 যুতোদশ্চ সমুদ্রো বৈ ক্রৌঞ্চদ্বীপেন সংবৃতঃ ।
 ক্রৌঞ্চদ্বীপো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শ্রয়তাং চাপরো মহান্
 কুশদ্বীপস্ত বিস্তারাদ্ভাগলৈশ্চৈব বিস্তরঃ ।
 ক্রৌঞ্চদ্বীপে দ্যুতিমতঃ পুত্রাঃ সপ্ত মহাশ্বনঃ ॥
 তন্মামানি চ বর্ষাণি তেষাং চক্রে মহামনাঃ ।

পরিচিত। কুশদ্বীপস্থ সকলেই স্ব স্ব কর্তব্য
 কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত ও আপন আপন
 অধিকার ক্ষয়ের নিমিত্ত অধিকার-কলদাতা
 ব্রহ্মরূপী ভগবান্ জনাৰ্দ্দিনের অর্চনাপূরঃসর
 কঠোর কাল কর্তন করিতেছেন। হে দ্বিজ-
 গণ! এই কুশদ্বীপে বিক্রম, হেম, দ্যুতি-
 মান, পুষ্টিমান, কুশেশয়, হরি ও মন্দরাচল
 নামে সাতটি প্রধান পর্বত বিরাজিত। এত-
 দ্বিগ তত্রত্য সপ্ত নদীর সপ্ত নাম বলিতেছি,
 —ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মতি, বিহ্বাৎ,
 অস্তাঃ ও মহী, এইসকল নদী সর্বপাপহারিণী।
 ইহা ভিন্ন আরও সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও
 নগ বিদ্যমান। কুশদ্বীপে কুশস্তম্ব আছে;
 তাহারই নামানুসারে এই দ্বীপ কুশদ্বীপ
 হইয়াছে। এই দ্বীপ তৎপরিমাণ যুতোদ
 সাগরে বেষ্টিত। এই যুতোদ সাগর আবার
 ক্রৌঞ্চদ্বীপে পরিবৃত। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!
 এই ক্রৌঞ্চদ্বীপ অস্তময় মহাদ্বীপ। ইহার
 বিবরণ শ্রবণ করুন। ২২—৪৬। এই দ্বীপের
 বিস্তার পূর্বোক্ত কুশদ্বীপ অপেক্ষা বিস্তার।
 ইহার অধিপতি রাজা দ্যুতিমান। তাঁহার সপ্ত

কুশগো মন্দগশ্চৈকঃ পীবরোহৃদ্যাক্কারকঃ ॥
 মুনিশ্চ হৃদুভিশ্চৈব সপ্তৈতে তৎসুতা দ্বিজাঃ ।
 তত্রাপি দেবগন্ধৰ্বসেবিতাঃ স্তম্ভনোরমাঃ ॥ ৪৯
 বর্ষাচলা মুনিশ্রেষ্ঠাস্তেষাং নামানি ভো দ্বিজাঃ ।
 ক্রৌঞ্চশ্চ বামনশ্চৈব তৃতীয়শ্চাক্কারকঃ ॥ ৫০
 দেবব্রতো ধমশ্চৈব তথাত্মাঃ পুণ্ডরীকবান্ ।
 হৃদুভিশ্চ মহাশৈলো দ্বিগুণান্তে পরস্পরম্ ॥
 দ্বীপাদ্বীপেষু যে শৈলাস্তথা দ্বীপানি তে তথা
 বর্ষেষু তেষু রম্যে বর্ষশৈলবরেষু চ ॥ ৫২
 নিবসন্তি নিরাতঙ্কাঃ সহ দেবগণৈঃ প্রজাঃ ।
 পুঙ্কলা পুঙ্করা ধন্যাস্তে খ্যাতাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চানুক্রমোদিতাঃ
 তত্র নদ্যা মুনিশ্রেষ্ঠা যাঃ পিবন্তি তু তে সদা ॥
 সপ্ত প্রধানাঃ শতশস্তথাত্মাঃ ক্ষুদ্রনিয়গাঃ ।
 গৌরী কুমুদভী চৈব সক্ষ্যা রাত্রির্মনোজবা ৫৫

পুত্র। সেই পুত্রগণের নামানুসারেই এই
 দ্বীপ সপ্তবর্ষে বিভক্ত। মহামনা হুতিমান
 স্বীয় পুত্রগণকে কুশগ, মন্দগ, উক, পীবর,
 অন্ধকারক, মুনি ও হৃদুভিনামে অভিহিত
 করিয়াছিলেন। এই দ্বীপেও দেবগন্ধৰ্ব-
 সেবিত সাতটি সুরমা বর্ষ পর্ত বিজমান।
 হে মুনিগণ! তাহাদিগের নাম যথা—
 ক্রৌঞ্চ, বামন, অন্ধকারক, দেবব্রত, ধর্ম,
 পুণ্ডরীকবান্ ও মহাশৈল হৃদুভি। এই সকল
 পর্ত পরস্পর অপেক্ষা পরস্পর দ্বিগুণ।
 দ্বীপ দ্বীপান্তরে যে সকল শৈল ও দ্বীপ
 আছে, তৎসমস্ত উল্লিখিত রমা রমা বর্ষ ও
 বর্ষশৈলের অন্তর্ভূত। হে দ্বিজগণ! ঐ
 সকল বর্ষে প্রজাগণ ও দেবগণ সদা নিরাতঙ্ক
 হইয়া বাস করেন। এই দ্বীপনিবাসী
 সমস্ত প্রজাই হৃষ্টপুষ্টি, ধন্য ও খ্যাতিমন্ত।
 এখানকার বর্ণগণ পুঙ্করাখ্যায় অভিহিত।
 ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় এখানে যথাক্রমে বাস
 করিয়া থাকে। মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই দ্বীপে
 পরিধি ইকুসাগর, হ, প্রজাগণ সর্বদা তৎ
 মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই করে। ঐ সকল নদীর
 দ্বীপের কথা কহিলাম। তত্ত্বের অপরাপর
 বিবরণ শ্রবণ কর

খ্যাতিশ্চ পুণ্ডরীকা চ সপ্তৈতা বর্ষনিয়গাঃ ।
 তত্রাপি বর্ণৈর্ভগবান্ পুঙ্করাট্যেজ্জনাধিনঃ ॥ ৫৬
 ধ্যানযোগৈ রুদ্ররূপ ইজ্যতে যজ্ঞসন্নিধৌ ।
 ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ সমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকেন তু ॥ ৫৭
 আবৃতঃ সর্বতঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপতুল্যেন মানতঃ ।
 দধিমণ্ডোদকশ্চাপি শাকদ্বীপেন সংবৃতঃ ॥ ৫৮
 ক্রৌঞ্চদ্বীপস্ত বিস্তার-দ্বিগুণেন দ্বিজোত্তমাঃ ।
 শাকদ্বীপেশ্বরস্তাপি ভব্যস্ত স্তম্ভহাখনঃ ॥ ৫৯
 সপ্তৈব তনয়াস্তেষাং দদৌ বর্ষাণি সপ্ত সঃ ।
 জলদশ্চ কুমারশ্চ স্কুমারো মনীরকঃ ॥ ৬০
 কুসমোদশ্চ মোদাকিঃ সপ্তমশ্চ মহাক্রমঃ ।
 তৎসংজ্ঞান্তেব তত্রাপি সপ্ত বর্ষাণ্যনুক্রমাৎ ॥
 তত্রাপি পর্তাঃ সপ্ত বর্ষবিচ্ছেদকারকাঃ ।
 পূর্বস্তত্রোদয়গিরির্জলধারস্তথাপরঃ ॥ ৬২
 তথা রৈবতকঃ শ্রামস্তথৈবান্তোগিরির্দ্বিজাঃ ।
 আন্তিকেষুস্তথা রমাঃ কেশরী পর্তোত্তমঃ ॥ ৬৫

নদীগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। গৌরী, কুমুদভী সক্ষ্যা,
 রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি, ও পুণ্ডরীকা, এই
 সাতটি প্রধান নদী পূর্বোক্ত সপ্তবর্ষের মধ্য
 দিয়া প্রবাহিত। বর্ণগণ এখানে ধ্যানযোগে
 যজ্ঞ করিয়া পুঙ্করাদি দ্বারা রুদ্ররূপী ভগবান্
 জনাধিনের অর্চনা করিয়া থাকে। এই
 ক্রৌঞ্চ দ্বীপ তৎপরিমাণ দধিমণ্ডোদ-সাগরে
 চারিদিকে পরিবৃত। ঐ দধিমণ্ডোদ-সাগর
 আবার পরবর্তী শাক দ্বীপে সমাবৃত।
 হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই শাকদ্বীপ ক্রৌঞ্চ
 দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তার। শাক দ্বীপের
 অধীশ্বর স্তম্ভহাখন। ভব্য। তাঁহার সপ্ত
 পুত্র। সেই সপ্ত পুত্রকে তিনি সপ্তবর্ষের
 আধিপত্যে নিযুক্ত করেন। সেই পুত্রগণের
 নাম—জলদ, কুমার, স্কুমার, মনীরক,
 কুসমোদ, মোদাকি ও মহাক্রম। ইহা-
 দিগের অধিকৃত সপ্ত বর্ষ ইহাদিগেরই নামে
 প্রসিদ্ধ। ৪৭—৬১। ঐ সপ্তবর্ষের সীমা নিরূপণে
 সাতটি বর্ষ পর্ত বিরাজমান। তাহাদিগের
 নাম যথাক্রমে উদয়াচল, জলধর, রৈবতক,
 শ্রাম, অস্তোগিরি, আন্তিকেষ ও পর্তোত্তম

শাকশাভ মহাবৃক্ষঃ সিদ্ধগন্ধর্বসেবিতঃ ।
 যৎপত্রবাতসংস্পর্শাদাহলাদো জায়তে পরঃ ॥৬৪
 তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চাতুর্বার্যসমধিতাঃ ।
 নিবসন্তি মহান্নানো নিরাতঙ্ক নিরাময়াঃ ॥ ৬৫
 নদ্যাশ্চাত্র মহাপুণ্যাঃ সর্ষপাপভয়াপহাঃ ।
 সুকুমারী কুমারী চ নলিনী রেণুকা চ য়া ॥ ৬৬
 ইক্ষুশ্চ ধেনুকা চৈব গভস্তী সপ্তমী তথা ।
 অস্ত্রাস্ত্রযুতশস্ত্র ক্ষুদ্রনদ্যো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬৭
 মহাধরাস্থা সন্তি শতশোহথ সহস্রশঃ ।
 তাঃ পিবন্তি মুদা যুক্তা জলদাদিষু যে স্থিতাঃ ॥
 বর্ষেষু যে জনপদাশ্চতুর্গাথসমধিতাঃ ।
 নদ্যাশ্চাত্র মহাপুণ্যাঃ স্বর্গাদভ্যেতা মেদিনীম্ ॥
 ধন্যহানির্ন তেষু ন সংহর্গো ন শুক্ তথা ।
 মর্যাদাব্যাংক্রমশ্চাপি তেষু দেশেষু সপ্তমু ॥

রমণীয় কেশরী । এই দ্বীপে শাক নামে
 এক সিদ্ধ গন্ধর্বসেবিত মহাবৃক্ষ বিজ্ঞমান ।
 ঐ মহাবৃক্ষের পত্রবায়ুর সংস্পর্শে এক অপূর্ব
 আমোদ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এখানে
 চতুর্বার্যবিশিষ্ট পুণ্য জনপদ সকল রহিয়াছে ।
 সেই সেই জনপদবাসী প্রজাগণের চিত্ত
 মহাভাবে অল্পপ্রাণিত ; তাহারা সর্ষদা
 নিরাতঙ্ক ও নিরাময় । এই দ্বীপে নিখিল
 ছরিত-ভয়-দারিণী মহাপুণ্যজননী সপ্ত নদী
 প্রবাহিত হইতেছে । তাহাদিগের নাম
 সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, রেণুকা, ইক্ষু,
 ধেনুকাও গভস্তী । হে দ্বিজগণ ! ইহা
 ভিন্ন আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অযুত অযুত নদী
 শাকদ্বীপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত । পুরোক্ত
 সপ্ত বর্ষাচল ব্যতীত আরও শত শত সহস্র
 সহস্র ভূধর এই দ্বীপে বিরাজমান ।
 শাকদ্বীপস্থ বর্ষসমূহের অধিবাসীরা
 পুরোক্ত নদীনিচয়ের জলপান করিয়া থাকে ।
 এখানকার নদী সকল মহাপুণ্যজনক । উহারা
 গর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইতেছে ।
 শাকদ্বীপবাসীদিগের অধর্ম নাই, সজ্ঞান নাই
 কোন শোক নাই । তাহারা পরস্পর
 হই স্ব স্ব মর্যাদা অতিক্রম করে না ।

মগাশ্চ মাগধাশ্চৈব মানসা মন্দগান্তথা ।
 মগা ব্রাহ্মণভূমিষ্ঠা মাগধাঃ কত্রিয়াস্ত তে ॥ ৭১
 বৈশ্বাস্ত মানসাস্তেষাং শূদ্রা জ্যেষ্ঠা মন্দগা ।
 শাকদ্বীপে স্থিতৈবিকুঃ সূর্য্যরূপধরো হরিঃ ॥
 যথোৎকরিজ্যতে সম্যকশ্রুতিনিয়তান্নতিঃ ।
 শাকদ্বীপস্ততো বিপ্রাঃ ক্ষীরোদেন সমন্ততঃ ॥
 শাকদ্বীপপ্রমাণেন বলয়েনৈব বেষ্টিতঃ ।
 ক্ষীরাকিঃ সর্বতো বিপ্রাঃ পুষ্করাথেন বেষ্টিতঃ
 দ্বীপেন শাকদ্বীপাত্তু দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ।
 পুষ্করে সর্বন্যাপি মহাবীতোহভবৎ সূতঃ ॥৭৫
 ধাতকিঃ তয়োস্তদ্বদে বর্ষে নামসংজ্ঞিতে ।
 মহাবীতঃ তথৈবান্তদ্ধাতকীথংসংজ্ঞিতম্ ॥ ৭৬
 একশ্চাত্র মহাভাগাঃ প্রগ্যাতো বর্ষপর্বতঃ ।
 মানসোত্তরসংজ্ঞো বৈ মধ্যতো বলয়াকৃতিঃ ॥ ৭৭
 যোজনানাঃ সহস্রাণি উর্দ্ধং পঞ্চাশতচ্ছিতঃ ।
 তাবদেব চ বিস্তীর্ণঃ সর্বতঃ পরিমণ্ডলঃ ॥ ৭৮

এই দ্বীপবাসী ব্রাহ্মণাদি চতুর্ধর্ণ যথাক্রমে
 মগ, মাগধ, মানস ও মন্দগ নামে অভিহিত ।
 ভগবান বিষ্ণু সূর্য্যরূপ ধারণ করিয়া শাক-
 দ্বীপে বিরাজমান । উল্লিখিত বর্ণচতুষ্টয়
 নিয়ত-চিত্তে সর্ষদাই তাঁহার পূজা-পরায়ণ ।
 হে বিপ্রগণ ! এই শাকদ্বীপের চারিদিক
 তৎপরিমাণ ক্ষীরোদ সাগর দ্বারা বলয়-
 কারে বেষ্টিত । এই ক্ষীরাকি আবার
 চতুর্দিকস্থ পুষ্করদ্বীপে পরিবৃত । এই পুষ্কর-
 দ্বীপ পুরোক্ত শাকদ্বীপ অপেক্ষা পরিমাণে
 দ্বিগুণ । এই দ্বীপের অধিপতি সর্বনের
 দুই পুত্র মহাবীত ও ধাতকি । উক্ত পুত্র-
 দ্বয়ের নামানুসারে এখানে দুইটা বর্ষ বিদ্যা-
 মান । ঐ বর্ষ দ্বয়ের নাম মহাবীত ও
 ধাতকীথ । হে মহাভাগগণ ! এই
 দ্বীপে একটা মাত্র বর্ষ পর্বত বিরাজমান,
 তাহার নাম মানসোত্তর । এই বর্ষগিরি
 দ্বীপ মধ্যে বলয়াকারে বিরাজিত । ইহা
 সহস্র যোজন বিস্তৃত এক উর্দ্ধে পঞ্চাশ
 যোজন উচ্ছিত । উহার পরিমণ্ডল সর্ব-
 দিকে ঐ পরিমাণ বিস্তীর্ণ ; এই বর্ষগিরি

পুষ্করদ্বীপবলয়ঃ মধ্যেন বিভজ্জস্বিব ।
 হিতোহসৌ তেন বিচ্ছিন্নঃ জাতং বর্ষদ্বয়ং হিতং
 বলয়াকারমেকৈকং তয়োর্মধ্যে মহাগিরিঃ ।
 দশবর্ষসহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ ॥ ৮০
 নিরাময়া বিশোকাশ্চ রাগদ্বেষবিবর্জিতাঃ ।
 অধমোক্তমো ন তেষাস্তাং ন বধ্যবধকৌ দ্বিজাঃ
 নের্যাস্থয়া ভয়ং রোষোদোকোলোভাদিকং ন চ
 মহাবীতং বহির্বিষং ধাতকীখণ্ডমন্ততঃ ॥ ৮২
 মানসোত্তরশৈলস্ত দেবদৈত্যাদিসেবিতম্ ।
 সত্যানুভূত ন তত্রাস্তাং দ্বীপে পুষ্করসংজ্ঞিতে ॥
 ন তত্র নদ্যাঃ শৈলা বা দ্বীপে বর্ষদ্বয়াবধিতে ।
 তুল্যবেশান্ত মনুজা দেবৈস্তত্রৈকরূপিণঃ ॥ ৮৪
 বর্ণাশ্রমাচারহীনঃ ধর্ম্মাহরণবর্জিতম্ ।
 জয়ীবর্ত্তাদগুণীতিশুশ্রযারহিতং চ তৎ ॥ ৮৫
 বর্ষদ্বয়ং ততো বিপ্রা ভোমস্বর্গোহয়মুত্তমঃ ।

পুষ্করদ্বীপকে যেন মধ্যভাগে বিভাগ করিয়াই
 বিরাজমান। উহা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া
 পুষ্কর দ্বীপ দুইটি বর্ষে বিভক্ত হইয়াছে।
 উহার এক একটা বর্ষ বলয়াকারে বিরাজিত।
 সেই বর্ষদ্বয়ের মধ্যভাগে মহাগিরি দণ্ডায়-
 মান। ঐ দ্বীপবাসী মানবগণ দশ সহস্র
 বর্ষ জীবন ধারণ করে। তাহারা নিরাময়,
 শোকশূন্য ও রাগ-দ্বেষাদি হইতে পরিমুক্ত।
 হে দ্বিজগণ! তাহাদিগের মধ্যে অধ-
 মোত্তম বা বধ্য-বধক নাই। ঈর্ষ্যা,
 অস্থয়া, রোষ, ভয়, বা লোভাদি দোষও
 তাহাদের নাই। অত্রত্য মানসোত্তর
 শৈলের অন্ত ও বহিঃস্থ বর্ষদ্বয় মহাবীত ও
 ধাতকীখণ্ড। এই দুই বর্ষই দেব ও দৈত্য-
 গণে অধ্যুষিত। এই দ্বীপের কুত্রাপি সত্য-
 অনুভূত নাই। এখানকার দুই বর্ষেরই অভ্য-
 স্তরে কোথাও অস্ত কোন নদী বা শৈলাদির
 সংস্থান নাই। এই দ্বীপে দেব ও মানুষ
 উভয়ই তুল্যাকার ও তুল্যবেশ। এখানে
 বর্ণাশ্রমোচিত আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম সঙ্গত
 সঙ্গস্থান এবং জয়ীবর্ত্তা, দণ্ডনীতি বা শাস্তি-
 কল্পনাবি কিছুই নাই; তথাপি এই বর্ষ-

সর্বশু সুখদঃ কালো জ্বরারোগবিবর্জিতঃ ॥ ৮৬
 পুষ্করে ধাতকীখণ্ডে মহাবীতে চ বৈ দ্বিজাঃ ।
 ন্যাগ্রোধঃ পুষ্করদ্বীপে ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমম্ ॥ ৮৭
 তন্নিম্নিবসতি ব্রহ্মা পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ।
 স্বাদুদকেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৮৮
 সমেন পুষ্করশ্চৈব বিস্তারান্ধলাস্তথা ।
 এবং দ্বীপাঃ সমুদ্রেচ্ছ সপ্ত সপ্তভিরারূতাঃ ॥ ৮৯
 দ্বীপশ্চৈব সমুদ্রেচ্ছ সমানো দ্বিগুণৌ পরৌ ।
 পয়াংসি সর্বদা সর্বসমুদ্রেয়ু সমানি বৈ ॥ ৯০
 ন্যূনাতিরিক্ততা তেষাং কদাচিৎসেব জায়তে ।
 স্থালীস্থময়িসংযোগাদুদ্রেকি সলিলং যথা ॥ ৯১
 তথেন্দুরুদ্ধৌ সলিলমম্ভোদৌ মুনিসত্তমাঃ ।
 অন্যান্যনাতিরিক্তাশ্চ বর্জস্ত্যাগো হসন্তি চ ॥ ৯২
 উদয়াস্তমনে হিন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্রকৃক্সয়োঃ ।
 দশোত্তরাণি পট্টৈব অঙ্গুলানাং শতানি চ ॥ ৯৩
 অগাং বুদ্ধিক্সয়ো দৃষ্টৌ সামুদ্রীণাং দ্বিজোত্তমাঃ

দ্বয় উত্তম ভোম স্বর্গ নামে পরিচিত।
 এখানকার কাল সর্বসুখপ্রদ এবং জ্বরারোগ-
 বিবর্জিত। ৬২—৬৬। হে দ্বিজগণ! ধাতকী-
 খণ্ড ও মহাবীত নামক বর্ষদ্বয়-বিশিষ্ট উক্ত
 পুষ্করদ্বীপে এক ত্র্যগ্রোধ বৃক্ষ বিস্তারমান। এই
 বৃক্ষ ব্রহ্মার অত্যাংকুষ্ঠ নিবাসস্থান।
 ব্রহ্মা সুরাসুরগণ কর্তৃক পরিপূজিত হইয়া
 ঐ বৃক্ষে বাস করিয়া থাকেন। পুষ্করদ্বীপ
 স্বসম-পরিমাণ স্বাদুদক সাগরে পরিবৃত।
 এইরূপে সপ্তদ্বীপই পর পর সপ্ত সাগরে
 পরিবেষ্টিত। দ্বীপ এবং সাগর পরস্পরা-
 পেক্ষা পরস্পর দ্বিগুণ। ঐ সপ্তসাগরের
 জলরাশি সর্বদাই সমান। উহাদিগের
 ন্যূনাতিরিক্ততা কদাচ হয় না। অগ্নিতাপে
 স্থালীস্থ সমুদ্রিক সলিলের জ্বায় চন্দ্রকলার
 উপচয়ে সেই সকল সাগরজল উৎফুল্লিত
 হয় বটে; কিন্তু ত্রাস বৃদ্ধি নাই। জলরাশি
 উপচিত হইয়া সদাই হান্ত করিতে থাকে।
 হে দ্বিজোত্তমগণ! শুক্র কৃক্স উভয় পক্ষে
 চন্দ্রের উদয় ও অস্তমনে সমুদ্রের একশত
 পঞ্চদশ অঙ্গুলি পরিমাণ জলের বৃদ্ধি ও

ভোজনঃ পুষ্করদ্বীপে তত্র স্বয়মুপস্থিতম্ ॥ ১৪
 ভুক্তান্তি যদ্রুসং বিপ্রাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ সর্দৈব হি ।
 স্বাদুদকস্ত পরিতো দৃষ্টতে লোকসংস্থিতিঃ ॥ ১৫
 দ্বিগুণা কাঞ্চনী ভূমিঃ সর্বজন্তুবিবার্জিতা ।
 লোকালোকস্ততঃ শৈলো যোজনায়ুতবিস্তৃতঃ ॥
 উচ্ছ্রয়েণাপি তাবন্তি সহস্রাণ্যাবলোহি সঃ ।
 ততস্তমঃ সমাবৃত্য তং শৈলং সর্বতঃ স্থিতম্ ॥
 তমশ্চাণ্ডকটাহেন সমস্তাং পরিবেষ্টিতম্ ।
 পঞ্চাশৎকোটিবিস্তার্য সেয়মুবৌ দ্বিজোন্তমাঃ ॥
 সর্দৈবাণ্ডকটাহেন সর্দীপা সমহীধরা ।
 সেয়ং ধাত্রী বিধাত্রী চ সর্বভূতগুণাধিকা ।
 আধারভূতা জগতাং সর্বেষাং সা দ্বিজোন্তমাঃ ॥
 ইতি ত্রীত্রাঙ্কে মহাপুরাণে সমুদ্রদ্বীপপরিমাণ-
 বর্ণনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

ক্ষয় দৃষ্ট হয়। পুষ্কর দ্বীপে ভোজ্য বস্তু
 নিজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। হে বিপ্রগণ!
 এই দ্বীপের সকল প্রজাই সর্বদা যদ্রুসময়
 পার্শ্ব ভোজন করে। স্বাদুদকের পরপারেও
 লোকসংস্থান দৃষ্ট হয়। সেখানকার ভূমি
 কাঞ্চনময়ী। উহার বিস্তার পুষ্কর অপেক্ষা
 দ্বিগুণ। সেখানে কোন জীবজন্তুর বস-
 বাস নাই। অনন্তর অযুত যোজন-
 বিস্তৃত লোকালোক পর্বত বিরাজমান।
 এই পর্বতের উচ্ছ্রায় উহার বিস্তার-
 পরিমাণের সমান। ঘোর তমস্তোম ঐ
 পর্বতকে আবৃত করিয়া সর্বদিকে অব-
 স্থিত। ঐ তমস্তোম চারিদিকের অণ্ড-
 কটাহে পরিবৃত। হে দ্বিজোন্তম সকল!
 এইরূপে সেই এই পৃথিবী—দ্বীপ, মহীধর
 ও অণ্ডকটাহাঙ্কি সহ পঞ্চাশৎ কোটিযোজন
 বিস্তৃত। ইনিই ধাত্রী, বিধাত্রী; সর্বভূত-গুণা-
 ধিকা ও সর্বজগতের আধারভূতা ॥ ১৭—২০ ॥

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

বিস্তারঃ এষ কথিতঃ পৃথিব্যা মুনিসন্তমাঃ^১ ।
 সপ্ততিস্ব সহস্রাণি তদুচ্ছ্রায়োহপি কথ্যতে ॥ ১
 দশসাহস্রমেকৈকং পাতালং মুনিসন্তমাঃ ॥
 অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলং সূতলং তথা ॥ ২
 তলাতলং রসাতলং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্ ।
 কৃষ্ণা শুক্রাণী পীতা শর্করা শৈলকাঞ্চনী ॥ ৩
 ভূময়ো যত্র বিপ্রেন্দ্রা বরপ্রাসাদশোভিতাঃ ।
 তেযু দানবদৈতেয়-জাতয়ঃ শতশঃ স্থিতাঃ ॥ ৪
 নাগানাঞ্চ মহাক্রানাং জাতয়শ্চ দ্বিজোন্তমাঃ ।
 স্বর্লোকাদপি রম্যাণি পাতালানীতি নারদঃ ॥ ৫
 প্রাহ স্বর্গসদোমধ্যে পাতালেভ্যো গতৌ দিবম্
 আহ্লাদকারিণঃ শুভ্রা মণয়ো যত্র সুপ্রভাঃ ॥ ৬
 নাগাভরণভূষাশ্চ পাতালং কেনু তৎসমম্ ।
 দৈত্যদানবকন্যাভিরিতশ্চেতশ্চ শোভিতে ॥ ৭

একবিংশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!
 এই আমি পৃথিবীর বিস্তার-পরিমাণ বলি-
 লাম। উহার উচ্ছ্রায়—সপ্ততি সহস্র-যোজন
 বলিয়া অভিহিত। হে মুনিবরগণ! অতল
 বিতল, নিতল, সূতল, তলাতল, রসাতল
 ও পাতাল নামে পঞ্চ পাতাল বিদ্যমান।
 এই সকল পাতালে কৃষ্ণা, শুক্রা, অরুণা,
 পীতা, শর্করা ও শৈলকাঞ্চনী ভূমি বিরাজিত।
 এই সমস্ত ভূমিই উচ্চ উচ্চ প্রাসাদে পরি-
 শোভিত। এই প্রাসাদসমূহে শত শত
 দৈত্য, দানব ও বিপুলাক্ষ নাগপরিবার
 অবস্থিত। হে দ্বিজবরগণ! একদা য
 নারদ পাতাল পরিভ্রমণান্তে স্বর্গের সভা
 গিয়া বলিলেন, আমি পাতাল দেখিয়া আশ্চ-
 র্য্যাহি, তাহা স্বর্গ লোক হইতেও রমণীয়।
 সেখানে চিত্তাক্ষাদকর শুভ্র সুপ্রভ মণি
 মণি বিরাজমান। ঐ সকল মণি নাগগণের
 দেহভূষণ; সুতরাং পাতাল কাহার দ্বারা
 ভূষিত? তাহার নানাভাবে দৈত্য ও দানব-

পাতালে কন্ত ন জীতিবিমুক্তস্তাপি জায়তে ।
 দিবাকরশ্ময়ো যত্র প্রভাস্তবন্তি নাতপম্ ॥ ৮
 শ্বশিনশ্চ ন শীতায় নিশি জ্যোতায় কেবলম্ ।
 তক্ষ্যভোজামহাপানমদমত্তৈশ্চ ভোগিভিঃ ॥ ৯
 যত্র ন জায়তে কালো গতোহপি দম্বজাদিভিঃ
 বনানি নজ্যো রম্যাণি সরাংসি কমলাকরাঃ ॥ ১০
 পুংস্কোকিলাদিলাপাশ্চ মনোজ্ঞান্ধরাণি চ ।
 ভূষণান্ত্রিরম্যাণি গন্ধাঙ্কুশুলেপনম্ ॥ ১১
 বীণাবেণুদক্ষানাং নিঃস্নানশ্চ সদা দ্বিজাঃ ।
 এতান্ত্র্যনি রম্যাণি ভাগ্যভোগ্যানি দানবৈঃ
 দৈত্যৈরগৈশ্চ ভূজান্তে পাতালান্তরগোচরৈঃ
 পাতালানামধশাস্ত্রে বিকোথা তামসী তনুঃ ॥
 শেষাখ্যা যদৃগুণাবতুঃ শক্তা দৈত্যদানবাঃ

কন্তাগণ বিচরণ করিতেছে, নাদশ পাতালে
 কোন মুক্ত শ্রুকের ও না জীতি হইয়া থাকে ?
 যেখানে দৈনন্দিন সূর্য্যরশ্মি সকল প্রকাশিত
 হয়; কিন্তু স্নাতপতাপ বিতরণ করে না,
 যথায় প্রতিরাত্র শশধর কেবল শোভার
 জন্তই সমুদিত হয়েন; পরন্তু সমধিক শৈত্য
 বিস্তার করেন না, যেখানে সুখভোগ-পর-
 য়ন দহনন্দনগণ তক্ষ্য, ভোজ্য ও উত্তম
 উত্তম পানীয় পান নিবন্ধন মদমত্ত হইয়া
 কালের গতি কিছুই অনুভব করিতে পারে
 না, যেখানে রমা রমা বন, রমা রমা নদী
 ও কমলকুল সমুদ্রাসিত সরোবর সকল
 বিরাজমান, যেখানে পুংস্কোকিলাদি বিহঙ্গম-
 গণের কলকলাপ পরিষ্কৃত হইতেছে,
 বেধানকার অদর-তল মনোজ্ঞ, ভূষণ সকল
 রয়ণীয় এবং অলুপন সকল সৌরভময়,
 যথায় বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গাদি বিবিধ বাদ্যধ্বনি
 সদা সমুদিত, সেই পাতালতল কাহার না
 প্রিয়তম? হে দ্বিজগণ! পাতাল-তলাধি-
 বাসী দানব, দৈত্য ও উরগগণ এই সকল
 এবং এতদ্ব্যতীত অন্তান্ত রম্যতম ভাগ্যোপ-
 চিত্ত ভোগ্য সকল সর্বদা ভোগ করিতেছে ।
 পাতালে অধোদেশে বিকুর যে শেষেন্দ্রী
 তামসী তনু আছে, দৈত্যদানবেরা যাহার

যোহনন্তঃ পঠ্যতে সিদ্ধৈর্দেবদেবর্ষিপুঞ্জিতঃ ॥ ১৪
 সহস্রশিরসা ব্যাক্তঃ স্তম্বিকামলভূষণঃ ।
 কণামণিসহশ্রেণ যঃ স বিদ্যোত্যয়ন দিশঃ ॥ ১৫
 সর্বান করোতি নিবীড়্যান হিতায়জগতোহসুরান
 মদাঘর্ণিতনেত্রোহসৌ যঃ সর্দৈবৈককুণ্ডলঃ ॥ ১৬
 কিরীটী শ্রদ্ধরো ভাতি সায়িষেত ইবাচলঃ ।
 নীলবাসা মদোৎসিক্তঃ শ্বেতহারোপশোভিতঃ
 সান্নগঙ্গাপ্রপাতোহসৌ কৈলাসাদ্রিরিবোত্তমঃ ।
 লাক্সলাসক্তহস্তাগ্রো বিভ্রমুঘলমুত্তমম্ ॥ ১৮
 উপাস্তে স্বয়ং কান্তা যো বাকুণ্য চ মূর্তয়া ।
 কল্লাণ্ডে যন্ত বক্ত্রেভ্যো বিষানলশিখোজ্জলঃ ॥
 সংকর্ষণাঙ্কুরো রুদ্রো নিষ্কম্যাস্তি জগন্ময়ম্ ।
 স বিভ্রচ্ছরীভূতমশেষঃ ক্ষিতিমণ্ডলম্ ॥ ২০
 আস্তে পাতালমূলস্থঃ শেবোহশেষসুরার্চিতঃ
 তন্ত বীর্ধ্যং প্রভাবশ্চ স্বরূপং রূপমেব চ ॥ ২১

গুণরাশি বর্ণন করিতে সক্ষম নহে, যিনি
 অনন্ত আখ্যায় অভিহিত, ষাঁহাকে সিদ্ধ,
 দেব ও দেবর্ষিসম্প্রদায় পূজা করিয়া থাকেন,
 যিনি সহস্রশিরা, ব্যাক্তমূর্তি, নানা মাঙ্গলা
 ভূষণে ভূষিত হইয়া সহস্র কণামণি দ্বারা
 দিম্বগুল সমুদ্রাসিত করিতেছেন, জগতের
 হিতের নিমিত্ত যিনি অসুরদিগকে বীর্ধ্য-
 বিহীন করিতেছেন, ষাঁহার নেত্র মদাবেশে
 ঘর্ণিত, যিনি সর্বদা এককুণ্ডলে অবস্থিত,
 যিনি শ্রদ্ধারীও কিরীটী হইয়া বহিষ্ঠুত শ্বেতা-
 চলের আয় প্রাতিভাত, ষাঁহার পরিধান নীল
 বসন, - যিনি মদভরে গর্জিত, শ্বেতহারে
 শোভিত ও সুর-শৈবলিনীর প্রপাতযুত
 কৈলাসশৈলের আয় বিরাজিত, ষাঁহার
 হস্তাগ্র লাক্সলে সমাসক্ত, যিনি ভীষণ মুসল
 ধারণ করিতেছেন, মুর্তিমতী কাস্তি ও বাকুণী
 ষাঁহাকে উপাসনা করিতেছেন, কল্লাবসানে
 যদীয় বক্ত্রসমূহ হইতে বিষানল-সমুজল
 সংকর্ষণাঙ্কুরুদ্রদেব নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্বিজগণ
 গ্রাস করিয়া থাকেন, সেই অশেষ সুরসমূহ-
 পূজিত শেষদেব শিখরীভূত অশেষ
 ভূমণ্ডল ধারণ করত পাতালমূলে অবস্থান

ন হি বর্ণস্থিতং শক্যং জ্ঞাতুং বা ত্রিদশৈরপি ।
 যস্যৈষা সকলা পৃথ্বী কণামণিশিখারুণা ॥ ২২
 আন্তে কুসুমমালেব কন্তদ্বীর্ঘাঃ বদিস্যাতি ।
 যদা বিজৃম্বতেহনন্তো মদাবর্ণিতলোচনঃ ॥ ২৩
 তদা চণ্ডতি ভূরেষা সাদ্রিতোয়াধিকাননা ।
 গন্ধকীম্পরসঃ সিদ্ধাঃ কিন্নরোরগবারুণাঃ ॥ ২৪
 নাস্তং গুণানাং গচ্ছন্তি ততোহনন্তোহয়মব্যয়ঃ ।
 যন্ত নাগবধূহস্তৈর্লাপিতং হরিচন্দনম্ ॥ ২৫
 মূহঃ স্বাসানিলায়ন্তং যাতি দিকৃপটবাসতাম্ ।
 যমারাদ্য পুরাণাবির্গর্গো জ্যোতীঃষি তত্ত্বতঃ ॥
 জ্ঞাতবান্ সকলং চৈব নিমিত্তপটীতং ফলম্ ।
 তেনেয়ং নাগবধোণ শিরসা বিধূতা মহী ।
 বিভর্তি সকলান্নৌকান্ স দেবাসুরমামুমান্ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে পাতালপ্রমাণ-
 কৌর্টনং নামৈকবিংশোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

করিতেছেন । ১—২১। তাঁহার বীর্ঘা, প্রভাব,
 স্বরূপ বা রূপ বিদিত হইতে বা বর্ণন করিতে
 ত্রিদশগণও অক্ষম । এই সমগ্র পৃথ্বী
 তাঁহারই কণামণি-শিখায় অরুণিত কুসুম-
 মালার আয়। বিরাজিত, কে তাঁহার
 বীর্ঘাবস্তা বর্ণন করিতে সমর্থ? সেই অনন্ত
 যখন মদাবর্ণিতনেত্রে বিজৃম্বণ করেন,
 তখনই এই সটেশ-জল-কাননা বরিত্রী
 বিচলিত হইয়া থাকেন । গন্ধক, সিদ্ধ, অম্পর
 কিন্নর ও উরগগণ তাঁহার গুণগণের অন্ত
 করিতে পারেন না, তাই সেই অব্যয় পুরুষ
 অনন্ত আখ্যায় অভিহিত । নাগবধুগণ
 ঝাঁহার গাত্রে হস্তে করিয়া হরি চন্দন লেপিয়া
 দিলে স্বাসানিলে বারবার তাহা দূর-নীত
 হইয়া দিকৃপট-বাসতা প্রাপ্ত হয়, পুরাণ ঋষি
 গর্গ ঝাঁহাকে আরাধনা করিয়া জ্যোতিস্তত্ত্ব
 সকল জ্ঞাত হইয়াছিলেন, সেই নাগশ্রেষ্ঠ
 মন্তক দ্বারা এই মহী ধারণ করিতেছেন
 এবং তিনিই এই সুরাসুরনর-পরিবৃত লোক-
 সকল পালন করিতেছেন ॥ ২২—২৭ ॥

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঃ অধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ততশ্চানন্তরং বিপ্রা নরকা রোরবাদয়ঃ ।
 পাপিনো যেষু পাতান্তে তাঙ্কুধ্বংষিজ্যোন্তমাঃ ॥
 রোরবঃ শৌকরো রোধস্তালো বিশসনস্তথা ।
 মহাজালস্তপ্তকুড়ো মহালোভো বিমোহনঃ ॥
 রুধিরাক্ষো বসাতপ্তঃ কুমৌশঃ কুমিভোজনঃ ।
 অসিপত্রবনঃ কৃষ্ণো লালাতক্ষশ্চ দারুণঃ ॥ ৩
 তথা যূষবহঃ পাপো বহিজ্জালো অধঃশিরাঃ ।
 সন্দংশঃ কৃষ্ণহুত্রশ্চ তমশ্চাবৌচিরেব চ ॥ ৪
 শ্বভোজনোহথা প্রতিষ্ঠোমাবৌচিচ তথাপরঃ ।
 ইত্যেবমাদ্যশ্চান্তে নরকা ভূশদারুণাঃ ॥ ৫
 যমস্ত বিষয়ে ঘোরাঃ শস্ত্রাণিবিষদর্শিনঃ ।
 পতন্তি যেষু পুরুষাঃ পাপকর্ম্মরতাশ্চ যে ॥ ৬
 কুটসাক্ষী তথা সম্যক্ পক্ষপাতেন যো বদেৎ ।
 যশ্চাত্তদনৃতং বক্তি স নরো যার্তি রোরবম্ ॥ ৭
 জগৎ পুরহস্তা চ গোয়শ্চ মুনিসন্তমাঃ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে বিপ্রগণ !
 পাপিগণ যে সকল নরকে নিপতিত হইয়া
 থাকে, অতঃপর আমি সেই রোরবাদি
 নরক-বিবরণ বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ
 করুন । রোরব, শৌকর, রোধ, তাল,
 বিশসন, মহাজাল, তপ্তকুড়া, মহালোভ,
 বিমোহন, রুধিরাক্ষ, বসাতপ্ত, কুমৌশ, কুমি-
 ভোজন, অসিপত্রবন, কৃষ্ণ, লালাতক্ষ,
 দারুণ, যূষবহ, পাপ, বহিজ্জাল, অধঃশিরাঃ,
 সন্দংশ, কৃষ্ণহুত্র, তম, অবৌচি, শ্বভোজন,
 অপ্রতিষ্ঠ ও মারৌচি এই সকল এবং অন্তান্ত
 আরও অতি দারুণ নরক-নিকর যমরাজের
 অধিকারে বর্তমান রহিয়াছে । ঐ সকল
 ঘোর নরক শস্ত্র, অগ্নি ও বিষময়াকারে
 লঙ্কিত । পাপরত পুরুষেরা উল্লিখিত নরক-
 নিচয়ে নিপতিত হইয়া থাকে । ১—৬। ঝাঁহার
 কুট সাক্ষ্যদাতা,কোন পক্ষাশ্রয় করিয়া অসত্য
 বক্তা, সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী, জগৎত্যাগী,

যান্তি তে যোরবং ঘোরঃ যশোজ্ঞানিরোধক
 সুরাপো ব্রহ্মহা হর্ষা সুবর্ণস্ত চ শূকরে ।
 প্রযান্তি নরকে যশ্চ তৈঃ সংসর্গমুপৈতি বৈ ॥ ১
 রাজ্ঞস্তবৈশ্বহা চৈব তর্ধেব গুরুতল্লগঃ ।
 তপ্তকুন্তে স্বয়ংগামী হস্তি রাজভটক যঃ ॥ ১০
 মাধ্বীবিক্রয়কৃৎপালঃ কেসরবিক্রয়ী ।
 তপ্তলোহে পতন্ত্যেতে যশ্চ ভক্তঃ পরিত্যজেৎ
 সূতাং স্নানীকপি গয়া মহাজালে নিপাত্যেত
 অবমন্তা গুরুণাং যো যশ্চাক্রোষ্ঠী নরাধমঃ ॥ ১২
 বেদদূষয়িতা যশ্চ বেদবিক্রয়কৃৎ যঃ ।
 অগম্যগামী যশ্চ স্ত্রাৎ তেযান্তি শবলং দ্বিজাঃ
 চৌরো বিমোহে পততি মর্যাদাদূষকস্তথা ।
 দেবদ্বিজপিতৃদেষ্টা রত্নদূষয়িতা চ যঃ ॥ ১৪
 স যান্তি কুমিভক্ষ্যে বৈ কুমীশে তু হ্রিষ্টিকৃৎ ।
 পিতৃদেবাতিথীন যশ্চ পর্যাশ্রান্তি নরাধমঃ ॥ ১৫
 লালভক্ষ্যে স যাত্যুগ্রে শরকর্তা চ বেধকে ।
 করোতি কর্ণিনো যশ্চ যশ্চ খণ্ডাদিকুমরঃ ॥ ১৬
 প্রযাস্ত্যেতে বিশসনে নরকে ভৃশদারুণে ।

পুর-বিধ্বংসী অথবা গোবধকারী, হে দ্বিজ-
 গণ! তাহারাই ঘোর রোরব নরকে
 নিপতিত হইয়া থাকে। যাহারা সুরাপায়ী,
 ব্রহ্মহত্যাকারী, সুবর্ণস্তুয়ী, অথবা ঐ
 সকল পানীয় সংসর্গকারী, তাহার শূকর
 নরকে; যাহারা রাজ্ঞ বা বৈশ্ব-হত্য-
 কারী, গুরুতল্লগামী, স্বয়ং-গামী অথবা রাজ-
 সৈন্তঘাতী, তাহার তপ্ত কুন্তে; যাহারা
 মধুবিক্রয়ী, বধ্য পশু-পরিপালক, কেসর-
 বিক্রয়ী অথবা ভক্ত জন-পরিত্যাগী, তাহার
 তপ্তলোহে; যাহারা সূতা বা পুত্রবধূগামী,
 তাহার মহাজালে; গুরুজনের অবমাননা
 বা আক্রোশকারী, বেদদূষক, বেদবিক্রয়ী বা
 অগম্যগামী বিবিধ মিশ্রনরকে; চোর বা
 মর্যাদা-লঙ্ঘনকারী বিমোহে; দেব, দ্বিজ ও
 পিতৃদেষ্টা, রত্নদূষক ব্যক্তি কুমিভক্ষ্যে;
 কুযজ্জকারী কুমীশে; পিতৃদেব-অতিথি-পরি-
 ভাবক ব্যক্তি লালভক্ষ্যে; শর-নির্মাণ কর্তা
 উৎকট বেধকে; খণ্ডাদি অশ্লবর্ত্ত প্রভৃতি

অসংপ্রতিগ্রহীতা চ নরকে যাত্যধোমুখে ॥ ১৭
 অযাজ্যযাজকস্তত্র তথা নক্ষত্রসূচকঃ ।
 কুমিপূয়ে নরশ্চৈকো যান্তি মিষ্টান্নভুকৃ সপা ॥ ১৮
 লাক্ষ্যমাংসরসানাক্ষ তিলানাং লবণস্ত চ ।
 বিক্রেতা ব্রাহ্মণো যান্তি তমেব নরকং দ্বিজাঃ ॥
 মার্জ্জারকুকুটচ্ছাগশবরাহবিহঙ্গমান ।
 পোষয়ন্নরকং যান্তি তমেব দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ২০
 রক্তোপজীবী কৈবর্ত্তঃ কুণ্ডলী গরদস্তথা ।
 সূচী মাহিষিকশ্চৈব পর্ষগামী চ যো দ্বিজঃ ॥ ২২
 অগারদাহী মিত্রয়ঃ শকুনিগ্রামযাজকঃ ।
 কধিরাক্ষে পতন্ত্যেতে সোমং বিক্রৌণ্ডে চ যে
 মধুহা গ্রামহন্তা চ যান্তি বৈতরণীং নরঃ ।
 রেতঃপানাদিকর্ত্তারো মর্যাদাভেদিনশ্চ যে ॥ ২৪
 তে কুন্তে যাস্ত্যশৌচাশ্চ কূহকাজীবিনশ্চ যে ।
 অসিপত্রবনং যান্তি বনচ্ছেদী বৃথৈব যঃ ॥ ২৪
 ঔরভ্রিক মৃগব্যাধা বহ্নিজালে পতন্তি বৈ ।
 যান্তি তর্ধেব তে বিপ্রা যশ্চাপাকেষু বহ্নিদঃ ॥
 ব্রতোপলোপকো যশ্চ স্বাশ্রমাধিচ্যুতশ্চ যঃ ।
 সন্দংশয়াতনামধো পততস্তাবুভাবপি ॥ ২৬
 দিবা স্বপ্নেযু শৃন্দন্তে যে নরা ব্রহ্মচারিণঃ ।

অতিভীষণ বিশসনে; অসং-প্রতিগ্রহকর্ত্তা
 অধোমুখে; আযাজ্য-যাজক নক্ষত্রবক্তা
 বা একাকী মিষ্টান্নভোক্তা, ইহার কুমিপূয়ে;
 লাক্ষ্য, মাংস, রস, তিল বা লবণ-বিক্রেতা
 এবং মার্জ্জার, কুকুট, ছাগ, কুকুর, বরাহ বা
 বিহঙ্গ-পোষনকর্ত্তা ব্রাহ্মণ ও পুরোক্ত নরকে;
 রক্তোপজীবী, কৈবর্ত্ত-ব্যবসায়ী, কুণ্ডলী, বিষ-
 প্রায়োক্তা, সূচক, মাহিষক, পর্ষদিনে স্ত্রী-
 সঙ্গমকারী, গৃহদাহী, মিত্রঘাতী, গ্রামযাজী
 বা সোমবিক্রয়ী ব্রাহ্মণ কধিরাক্ষ নরকে;
 মধুহা বা গ্রামহন্তা ব্যক্তি বৈতরণী নদীতে;
 রেতঃপানকর্ত্তা, মর্যাদাভেত্তা বা অশুচি,
 কূহক জীবগণ কুন্তু নরকে, বৃথা বনচ্ছেদী
 অসি-পত্র বনে; ঔরভ্রিক বা মৃগব্যাধগণ
 বহ্নিজালে; অপাকে বহ্নিদানকর্ত্তা ব্রাহ্মণ ও
 পুরোক্ত নরকে; ব্রতলোপী বা স্বীয় আশ্রম-
 ভ্রষ্ট ব্যক্তি সন্দংশয়াতনায় এবং দিবা স্বপ্নে

পুত্রের ধ্যাপিতা যে তু তে পতন্তি ষ্ঠোজনে ।
 এতে চাণ্ডে চ নরকাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ।
 যেষু দ্রুতকর্ম্মাণঃ পচ্যন্তে যাতনাগতাঃ ॥ ২৮
 তথৈব পাপান্তেতানি তথাস্তানি সহস্রশঃ ।
 ভূজ্যন্তে জাতিপুরুষৈর্নরকান্তরগোচরৈঃ ॥ ২৯
 বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধকর্ম্ম কুর্নস্তি যে নরাঃ ।
 কর্ম্মণা মনসা বাচা নিরয়েষু পতন্তি তে ॥ ৩০
 অধঃশিরোভির্দৃষ্টান্তে নারকৈর্দেবি দেবতাঃ ।
 দেবাস্থচোধোমুখান্ সর্বানধঃ পশ্যন্তি নারকান্ ॥
 স্বাবরাঃ কুমরোহজাশ্চ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ
 ধার্ম্মিকান্দিদশান্তদ্ব্যোক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৩২
 সহস্রভাগঃ প্রথমাদ্বিতীয়েহনুক্রমাতুধা ।
 সর্বে হেতে মহাভাগা যাবন্মুক্তিসমাপ্তয়াঃ ॥ ৩৩
 যাবন্তো জন্তবঃ স্বর্গে তাবন্তো নরকে কিসঃ ।
 পাপকুদ্যাতি নরকং প্রায়শ্চিত্তপরাভুখঃ ॥ ৩৪
 পাপানামনুরূপাণি প্রায়শ্চিত্তানি যদ্যথা ।

রেতঃপাতয়িতা ব্রহ্মচারী ও পুত্রের নিকট
 অধ্যয়নকারী পিতা, এই উভয়েই ষ্ঠোজনে
 নরকে; নিপাতিত হইয়া থাকে। ১—২৭।
 এইরূপে এবং অস্তরূপ আরও অনেক ভীষণ
 নরক আছে; দ্রুতকারীরা সেই সকল
 নরকে গিয়া বিষম যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
 পূর্বে যত প্রকার পাপ উক্ত হইল, ঐরূপ
 আরও সহস্র সহস্র পাপ আছে। নরক-নিমগ্ন
 স্ত্রী-পুরুষেরা সেই সকল পাপের ফলভোগ
 করিয়া থাকে। যাহারা কর্ম্ম মন ও বাক্য
 দ্বারা বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই
 সকল লোক নিরয়-নিমগ্ন হয়। নারকী
 লোকেরা অধঃশিরা হইয়া স্বর্গীয় পুণ্যাত্মা
 দেবতাদিগকে অবলোকন করে এবং স্বর্গ-
 বাসীরা নারকীদিগকে অধোমুখস্থিত অব-
 লোকন করেন। হে মহাভাগগণ! স্বাবর,
 জন্ম, কৃমি, জলজ, স্থলজ, পশু, পক্ষী, মনুষ্য,
 ইহারা সকলেই কর্ম্মানুসারে ধার্ম্মিক হইতে
 পারে, এমন কি, দেবত্বও মুক্তি পর্য্যন্তও উদা-
 দেব কর্ম্মানুসৃত হইয়া থাকে। যত জীব
 স্বর্গে আছে, নরকেও তত সংখ্যক জীব

তথা তথৈব সংসৃত্য প্রোক্তানি পরমর্ষিতাঃ ।
 পাপে গুরুণি গুরুণি স্বান্নান্তয়ে চ তদ্বিধাঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তানি বিপ্রেন্দ্রা জ্ঞাতঃ স্বায়ত্ত্ববাদয়ঃ ॥ ৩৬
 প্রায়শ্চিত্তান্তশেষাণি তপঃকর্ম্মান্তুকানি বৈ ।
 যানি তেষামশেষাণাং কৃৎস্নান্নস্মরণঃ পরম্ ॥ ৩৭
 কৃতে পাপেহনুতাপো বৈ যন্ত পুংসঃ প্রজায়তে
 প্রায়শ্চিত্তন্ত তস্মৈকং হরিসংস্মরণং পরম্ ॥ ৩৮
 প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যামধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন ।
 নারায়ণমবাপ্নোতি সত্তাঃ পাপক্ষয়ান্নরঃ ॥ ৩৯
 বিষ্ণুসংস্মরণাৎ ক্রীণসমস্তক্লেশসংকয়ঃ ।
 মুক্তিং প্রয়াতি ভো বিপ্রা
 বিষ্ণোস্তান্নানুকীর্তনাং ॥ ৪০

বানুদেবে মনো যন্ত জপহোমার্চনাদিষু ।
 তস্মান্তরাযো বিপ্রেন্দ্রা দেবেন্দ্রাদিকং কলম্

বিদ্যমান রহিয়াছে। যে সকল পাপকর্ত্তা
 প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে পরাভুখ, তাহারাই নরক
 ভোগ করে। পরমর্ষিগণ অনেক চিন্তা
 করিয়া পাপের অনুরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যব-
 স্থাও করিয়াছেন। গুরুতর পাপে গুরুতর
 এবং স্বল্প পাপে স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত বিহিত
 হইয়াছে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! স্বায়ত্ত্ব
 প্রভৃতির তপস্বী ও কর্ম্মান্বক অশেষ প্রকার
 প্রায়শ্চিত্ত বিধি নির্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু ঐ
 সকল প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে কৃৎস্নান্নস্মরণই
 প্রধান প্রায়শ্চিত্ত। পাপ করিয়া যে ব্যক্তির
 অন্তঃপাণ্ড জন্মে, প্রায়শ্চিত্তও তাহারই
 পক্ষে বিহিত। সেই প্রায়শ্চিত্ত এক মাত্র
 হরিস্মরণই শ্রেষ্ঠ। পাপী নর প্রাতে,
 মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও নিশাযোগে নারায়ণ
 নাম স্মরণ করিলে সদ্য সত্তা তাঁহাকেই প্রাপ্ত
 হইয়া থাকে। এমন কি, বিষ্ণুস্মরণে
 তাহার সর্বপাপ ও পাপজনিত ক্লেশরাশি
 ক্ষয় হইয়া গেলে বিষ্ণুনাম-কীর্তনে সে
 মুক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে, হে
 বিপ্রেন্দ্রগণ! জপ, হোম ও অর্চনাদি
 ব্যাপারে বানুদেবে যাহাঁর মন, মুক্তিলাভের
 প্রতি দেবেন্দ্রাদি ফল লাভ তাঁহার বির

ক নাকপৃষ্ঠগমনং পুনরায়ত্তিলক্ষণম্ ।

ক জপো বাসুদেবেতি মুক্তিবীজমমৃতমম্ ॥ ৪২

তস্মাদহনিশং বিষ্ণুং সংস্মরন পুরুষো দ্বিজঃ ।

ন য়াতি নরকং শুদ্ধঃ সংস্কীর্ণাখিলপাতকঃ ॥ ৪৩

মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্ধ্যয়ঃ ।

নরকস্বর্গসংক্ষেপে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৪

বদ্যেকমেব দুঃখায় সুখায়ৈর্ব্যোদয়ায় চ ।

কোপায় চ যতস্তস্মাদ্বদ্য দুঃখাত্মকং কৃতঃ ॥ ৪৫

তদেব প্রীত্যে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে ।

তদেব কোপায় যতঃ প্রসাদায় চ জায়তে ॥ ৪৬

তস্মাদুখাত্মকঃ নাস্তি ন চ কিঞ্চিদুখাত্মকম্ ।

মনসঃ পরিণামোহয়ং সুখদুঃখাদিলক্ষণঃ ॥ ৪৭

জ্ঞানমেব পরং ব্রহ্মজ্ঞানং বন্ধায় চেয্যতে ।

জ্ঞানাত্মকমিদং বিষ্ণুং ন জ্ঞানদ্বিজগতে পরম্ ॥

বিদ্যাবিদ্যে হি ভো বিপ্রা জ্ঞানমেবাবধারণাত্মা

এবমেতন্ময়াধ্যাতঃ ভবতাং মণ্ডলঃ ভুবঃ ॥ ৪৮

পাতালানি চ সর্বাণি তথৈব নরকা দ্বিজাঃ ।

সমুদ্রাঃ পর্বতাশ্চৈব দ্বীপা বর্ষাণি নিরুগাঃ ॥

সংক্ষেপাৎ সর্বমাধ্যাতঃ কিং ভূমঃ শ্রোতুমিচ্ছথ

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে পাতালনরককীর্তনঃ

নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

কথিতং ভবতা সৰ্বমস্মাকং সকলং তথা ।

ভুবলোকাদিকাল্লোকান শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্

তথৈব গ্রহসংস্থানং প্রমাণানি যথা তথা ।

সমাচক্ষু মহাভাগ যথাবল্লোমহর্ষণ ॥ ২

লোমহর্ষণ উবাচ ।

রবিচন্দ্রমসোধাবনুযুখৈরবতাস্ততে ।

সসমুদ্রসরিচ্ছেল। তাবতী পৃথিবী স্মৃতা ॥ ৩

যাবৎপ্রমাণা পৃথিবী বিস্তারপরিমণ্ডলা ।

নভস্তাবৎপ্রমাণং হি বিস্তারপরিমণ্ডলম্ ॥ ৪

স্বরূপে উপস্থিত হবয়। থাকে ১২৮-৪১। কেথায়

পুনরায় সংসার-পতন-লক্ষণ নাক-পৃষ্ঠগমন

আর কোথায়ই বা মুক্তিনিদান বাসুদেব-মন্ত্র

জপ ? ফলতঃ ঐ উভয়ের পার্থক্য বিস্তার ।

অতএব ব্রাহ্মণ রাত্রিদিন বিষ্ণুস্মরণ করিবে,

বিষ্ণুস্মরণে বিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ হইলে কাহারও

নরক প্রাপ্তি ঘটে না। হে দ্বিজগণ! স্বর্গ

মাত্ত্বয়ের মনঃপ্রীতিকর, নরক তাহার

বিপরীত, পাপ ও পুণ্য এই দুইটাকেই নরক

ও স্বর্গ আখ্যায় অভিহিত করা হয়। একই

বস্তু একবার সুখ, একবার দুঃখ, এইরূপে

কোপ, দীর্ঘা, দয়া, প্রীতি ও প্রসন্নতার নিমিত্ত

হইয়া থাকে; সুতরাং কিছুই দুঃখাত্মক বা

কিছুই সুখাত্মক নয়। সুখ-দুঃখ প্রভৃতি

কেবল মনেরই পরিণতি মাত্র। জ্ঞানই পরম

ব্রহ্ম, আর অজ্ঞানই বন্ধের কারণ। এই

বিষয় জ্ঞানাত্মক, জ্ঞান হইতে পরম বন্ধু আর

কিছুই নাই। হে বিপ্রগণ! জ্ঞানকেই

বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিয়া অবধারণিত করুন।

হে দ্বিজগণ! এই আমি আপনাদের নিকট

সমস্ত পাতাল ভূমণ্ডল, সমস্ত নরক,

যাবতীয় সাগর, শৈল, দ্বীপ, বর্ষ ও সরিৎ

প্রভৃতির বিষয় বর্ণন করিলাম; এই সকলই

সংক্ষেপে কথিত হইল; আর কি আপনারা

শুনিতে ইচ্ছা করেন ? ৪২-৫০।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ, লোম-

হর্ষণ! আপনি আমাদের নিকট সকলই

কহিয়াছেন; এক্ষণে ভুবলোকাদি লোকসমু-

হের বিবরণ, গ্রহ-সংস্থান ও প্রমাণাদি যথাযথ

বলুন, শুনিতে ইচ্ছা করি। লোমহর্ষণ

কহিলেন,—রবি ও চন্দ্রের মধ্যমালায় যাবৎ

পর্যন্ত অবভাসিত হয়, এই সরিৎ-সমুদ্র-

শৈল-সমবৃত্তা পৃথিবী তাবৎ পর্য্যন্তই নির্ণীত।

পৃথিবীর বিস্তার প্রমাণ বস্তু, ঐ আকাশও

তত্ত পরিমাণই বিস্তৃত। হে বিপ্রগণ!

ভূমেধোজনলক্ষে তু সৌরং বিপ্রাশ্চ মণ্ডলম্ ।
লক্ষে দিবাকরাচ্চাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্থিতম্ ॥
পূর্বে শতসহস্রে তু যোজনানাং নিশাকরাৎ ।
নক্ষত্রমণ্ডলং রুৎস্মণুরিষ্টাৎ প্রকাশতে ॥ ৬
দিলক্ষে চোত্তরে বিপ্রা বুধো নক্ষত্রমণ্ডলাৎ ।
তাবৎ প্রমাণভাগে তু বুধস্তাপ্যুশনা স্থিতঃ ॥ ৭
অক্ষারকোহপি শুক্রস্য তৎপ্রমাণে ব্যবস্থিতঃ
লক্ষদ্বয়েন ভৌমস্য স্থিতো দেবপুরোহিতঃ ॥ ৮
সৌরিরহস্পতেরুর্দ্বং দিলক্ষে সমবস্থিতঃ ।
সপ্তর্ষিমণ্ডলং তস্মাৎলক্ষমেকং দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ৯
ঋষিভ্যস্ত সহস্রাণাং শতাদুর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ ।
মেটীভূতঃ সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রস্য বৈ ধ্রুবঃ ॥
ত্রৈলোক্যমেতৎ কথিতং সংক্ষেপেণ দ্বিজোক্তমাঃ
ইজ্যাকলস্য ভূরেষা ইজ্যা চাত্র প্রতিষ্ঠিতা ॥ ১১
ঋবদুর্দ্ধং মহলোকো যত্র তে কল্পবাসিনঃ ।
একযোজনকোটি তু মহলোকো বিধীয়ন্তে ॥ ১২

যে কোট্যো তু জনো লোকো যত্র তে ব্রহ্মণঃ
সনন্দনাভ্যাঃ কথিতা বিপ্রাশ্চামলচেতসঃ ॥ ১৩
চতুর্গোত্তরং চোর্দ্বং জনলোকোত্তমঃ স্মৃতম্ ।
বৈরাজ্য যত্র তে দেবাঃ স্থিতাঃ দেহবিবর্জিতাঃ ॥
ষড়্গুণেন তপোলোকো সত্যলোকো বিরাজতে
অপূর্নমারকং যত্র সিদ্ধাদিমুনির্সেবিতম্ ॥ ১৫
পাদগম্য তু যৎ কিঞ্চিৎকল্পস্তি পৃথিবীময়ম্ ।
স ভূলোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোহস্ত মর্যাদিত
ভূমিস্থ্যাস্তরং যন্তু সিদ্ধাদিমুনির্সেবিতম্ ।
ভুবলোকস্ত সোহপ্যুক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তমাঃ
ঋবস্থ্যাস্তরং যন্তু নিযুতানি চতুর্দশ ।
স্বর্লোকঃ সোহপি কথিতো লোকসংস্থানচিন্তকৈঃ
ত্রৈলোক্যমেতৎ কৃতকং বিপ্রৈশ্চ পরিপঠাতে
জনস্তপস্তথা সত্যমিতি চাকৃতকং ত্রয়ম্ ॥ ১৯
কৃতকারুতকো মধ্যে মহলোক ইতি স্মৃতঃ ।
শূন্যো ভবতি কল্পান্তে যোহন্তঃ ন চ বিনশতি

পৃথিবীর লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সৌরমণ্ডল অধি-
ষ্ঠিত। চন্দ্রমণ্ডল দিবাকর হইতেও লক্ষ
যোজন অন্তরে বিরাজিত। নিশাকর হইতে
পূর্ণ শত সহস্র যোজন উপরিভাগে সমগ্র
নক্ষত্র মণ্ডল প্রকাশিত। নক্ষত্র মণ্ডলের
দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে বুধগ্রহ বিরাজিত ;
আবার বুধ গ্রহ হইতেও তত পরিমাণ উর্দ্ধে
শুক্র, শুক্রের তত প্রমাণে মঙ্গল, মঙ্গলের
দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে বৃহস্পতি এবং বৃহ-
স্পতির দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে শনৈশ্চর। হে
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ শনৈশ্চরের এক লক্ষ
যোজন উর্দ্ধে সপ্তর্ষিমণ্ডল বিরাজমান। সপ্তর্ষি
মণ্ডল হইতে শত সহস্র যোজন উর্দ্ধে সমস্ত
জ্যোতিশ্চক্রের কেন্দ্রীভূত ঋব মণ্ডল অব-
স্থিত। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই আমি
সংক্ষেপতঃ ত্রৈলোক্যবর্ণনা বিবৃত করিলাম।
এই ভূমি ইজ্যাকলের আধার, ইজ্যা
এখানে অধিষ্ঠিত। ঋবস্থানের উর্দ্ধে মহলোক,
এই লোকে কল্পবাসিগণের বাস। ঐ মহ-
লোকের পরিমাণ এক কোটি যোজন। ১—১২।

জনলোক দুই কোটি যোজন; এই লোক
সনন্দনাদি বিমলচিত্ত ব্রহ্মনন্দনগণের বাস
ভূমি বলিয়া নিগীত। জনলোক হইতে
চারিগুণ উর্দ্ধে তপোলোক অবস্থিত। এই
লোকে বৈরাজ্য নামক দেহ-বিহীন দেবগণ
বিরাজমান। তপোলোক হইতে ছয়গুণ
উর্দ্ধে সত্যলোক বিরাজিত। এই লোকে
সিদ্ধ মুনিগণের বাস। এখানে আসিলে
পুনরায় আর মৃত্যুযজ্ঞণা ভোগ করিতে
হয় না। যে কিছু পাদগম্য পার্শ্বব বস্তু
আছে, তাহা ভূলোক আখ্যায় অভিহিত।
এই ভূলোকের বিস্তার আমি পূর্বেই
বলিয়াছি। হে দ্বিজগণ! ভূমি ও স্বর্ঘ্যের
মধ্যভাগে যে সিদ্ধ মুনি-সেবিত স্থান, তাহার
নাম ভুবলোক; ঋব ও স্বর্ঘ্যের অন্তরালে
যে চতুর্দশ নিযুত-যোজন স্থান, লোকবিস্তার
ব্যক্তিগণের মতে তাহার নাম স্বর্লোক।
বিপ্রগণ এই ত্রৈলোক্যকে কৃতক এবং জন,
তপ ও সত্য এই লোকত্রয়কে অকৃতক
আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন। ঐ ত্রৈলোক্য

এতে সপ্ত মহালোক ময়া বঃ কথিতা দ্বিজাঃ ।
 পাতালানি চ সপ্তৈব ব্রহ্মাণ্ডৈশ্চ বিস্তরঃ ॥২১
 এতদণ্ডকটাহেন তির্ধ্যাণ্ডীমধস্তথা ।
 কপিথস্ত যথা বীজং সর্বতো বৈ সমাবৃতম্ ॥২২
 দশোত্তরেণ পয়সা দ্বিজাশ্চাণ্ডঞ্চ তদবৃতম্ ।
 স চানুপরিবারোহসৌ বহিনা বেষ্টিতো বহিঃ ॥
 যহিষ্য বায়ুনা বায়ুবিপ্রাশ্চ নভসাবৃতঃ ।
 আকাশোহপি মুনিশ্রেষ্ঠা মহতা পরিবেষ্টিতঃ ॥২৪
 দশোত্তরাণ্যশেষাণি বিপ্রাশ্চৈতানি সপ্ত বৈ ।
 মহান্তঞ্চ সমাবৃত্য প্রধানং সমবস্তুতম্ ॥ ২৫
 অনন্তস্ত ন তস্তান্তঃ সংখ্যানং চাপি বিদ্যাতে ।
 তদনন্তমসংখ্যাং প্রমাণেনাপি বৈ যতঃ ॥ ২৭
 হেতুভূতমশেষস্ত প্রকৃতিঃ সা পরা দ্বিজাঃ ।
 অগ্নানাঙ্ক সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানি চ ॥ ২৭
 ঈদৃশানাং তথা তত্র কোটিকোটিশতানি চ ।
 দাক্ষণ্যদ্বিগুণং তৈলং তিলে তদ্বৎ পুমানিহ ॥২৮

ও জন-তপঃপ্রভৃতি লোকত্রয়, ইহার মধ্য-
 ভাগে মহালোক কৃতকাকৃতক নামে কথিত ।
 এই লোক শূন্যময়, কিন্তু কল্পান্তে ইহার নাশ
 নাই । হে দ্বিজগণ ! এই সপ্ত মহালোক, সপ্ত
 পাতাল ও ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার আপনাদের নিকট
 কীর্ত্তন করিলাম । এই ব্রহ্মাণ্ড তির্ধ্যাক্ ও
 অধোভাবে কপিথবীজের আয় অণ্ডকটাহ
 দ্বারা সর্বতঃ সমাবৃত । ১৩—২২। এই অণ্ড-
 কটাহ আবার দশ গুণাধিক জল দ্বারা, সেই
 জলবেষ্টন আবার তদপেক্ষা দশগুণাধিক বহি
 দ্বারা, সেই বহি আবার তদপেক্ষা দশগুণা-
 ধিক বায়ু দ্বারা, সেই বায়ু আবার তদপেক্ষা
 দশগুণাধিক আকাশ দ্বারা এবং সেই
 আকাশ আবার তদপেক্ষা দশগুণাধিক মহ-
 ত্ত্ব দ্বারা আবৃত । এই মহত্ত্ব বেষ্টনপূর্বক
 প্রধান বা প্রকৃতি অবস্থিত । এই প্রকৃতি
 অনন্ত; ইহার অন্ত কিনা সংখ্যা হয় না ।
 কেন না প্রমাণ দ্বারা উহা অসংখ্য । হে
 দ্বিজগণ ! ঐ পরম প্রকৃতি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের
 হেতুভূত । ঐ উল্লিখিত রূপ সহস্র সহস্র শত
 শত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঐ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত ।

প্রধানেহবস্থিতো ব্যাপী চেতনান্নমিবেন্দনঃ ।
 প্রধানঞ্চ পুমাংশ্চৈব সর্বভূতানুভূতয়া ॥ ২৯
 বিষ্ণুশক্ত্যা দ্বিজশ্রেষ্ঠা যুতো সংশ্রয়ধর্ম্মিণৌ ।
 তয়োঃ সৈব পৃথগ্ভাবে কারণং সংশ্রয়স্ত চ ॥ ৩০
 ক্ষোভকারণভূতা চ সর্গকালে দ্বিজোত্তমাঃ ।
 যথা শৈত্যং জলে বাতো বিভর্তি কণিকাগতম্
 জগচ্ছক্তিস্তথা বিক্ষোঃ প্রধানপুরুষাশ্চকম্ ।
 যথা চ পাদপো মূলক্কশাখাদিসংযুতঃ ॥ ৩২
 আত্মবীজাং প্রভবতি বীজান্তস্থানি বৈ ততঃ ।
 প্রভবন্তি ততস্তেভ্যো ভবন্ত্যন্তে পরে জন্মাঃ
 তেহপি তল্লক্ষণদ্রব্যাকারণানুগতা দ্বিজাঃ ।
 এবমব্যাকৃতাং পূর্বং জায়ন্তে মহাদাদয়ঃ ॥ ৩৪
 বিশেষান্তান্ততস্তেভ্যঃ সন্তবন্তি সুরাদয়ঃ ।
 তেভ্যশ্চ পুত্রান্তেভ্যঃ তু পুত্রাণাং পরমে সূতা

দাক্রতে অগ্নির আয় এবং তিলে তৈলের
 আয় চৈতন্যাত্মা সর্বব্যাপী পুরুষ এই প্রকৃ-
 তিতে সন্মিলিতভাবে অবস্থিত । এইরূপে
 পরস্পর সংশ্রয়ধর্ম্মী প্রধান এবং পুরুষ সর্ব-
 ভূতানুভূত বিষ্ণুশক্তি দ্বারা বিধৃত । উক্ত
 প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে প্রকৃতি
 পুরুষ হইতে পৃথক্ ভাবে সকলের কারণ
 হইয়া থাকে । হে দ্বিজোত্তমগণ ! সৃষ্টির
 প্রারম্ভে ঐ প্রকৃতিই ক্ষোভ-কারণভূত হয় ।
 বায়ু যেমন জল কণিকাগত শৈত্যগুণ ধারণ
 করে, উল্লিখিত বিষ্ণুশক্তি তেমনি প্রকৃতি
 পুরুষাত্মক জগৎকে ধারণ করিয়া থাকেন ।
 যেমন মূল, স্কন্ধ ও শাখাদিসমবিত্ত পাদপ
 আত্ম বীজ হইতে প্রাভূত হয়, ঐ পাদপ
 হইতে অন্তান্ত বীজসমষ্টি উৎপন্ন হইয়া
 থাকে, সেই সকল বীজ হইতে আবার
 অন্তান্ত জন্মরাজি প্রাভূত হয়, এবং এই
 জন্মরাজি আবার তত্তৎ লক্ষণসম্পন্ন দ্রব্য ও
 কারণের অনুগত হইয়া থাকে; এইরূপে
 অবিকৃত মূলপ্রকৃতি হইতেই মহাদাদি বিশে-
 যান্ত প্রাভূত হয় এবং সেই সকল হইতেই
 সুরাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকেন । সেই
 সুরাদি হইতেই পরস্পর কাহাদের পুত্র-

বীজাঙ্কুরপ্ররোহেণ যথা নাপচয়াস্তরোঃ ।
 কুতানাং ভুতসর্গেণ নৈবাস্ত্যাপচয়স্তথা ॥ ৩৬
 সন্নিধানাদ্যধাকাশকালাদ্যাঃ কারণং তরোঃ ।
 তর্ধেবাপরিণামেন বিশ্বস্ত ভগবান্ হরিঃ ॥ ৩৭
 ব্রীহিবীজে যথা মূলং নালং পত্রাঙ্কুরো তথা ।
 কাণ্ডকোষান্তথা পুষ্পং ক্ষীরং তদ্বচ তণুলঃ ॥
 তুঘাঃ কণাশ্চ সন্তো বৈ যান্ত্যাবির্ভাবমান্বনঃ ।
 প্ররোহহেতুসামগ্র্যামাসাদ্য মুনিসত্তমাঃ ॥ ৩৮
 তথা কৰ্ম্মশ্বনেকেষু দেবাদ্যাস্তনবঃ স্থিতাঃ ।
 বিষ্ণুশক্তিং সমাসাদ্য প্ররোহমুপযাস্তি বৈ ॥ ৪০
 স চ বিষ্ণুঃ পরমং ব্রহ্ম যতঃ সৰ্ব্বমিদং জগৎ ।
 জগচ্চ যো যত্র চেষৎ যস্মিন্ বিলয়মেয্যতি ॥ ৪১
 তদব্রহ্ম পরমং ধাম সদস্যং পরমং পদম্ ।
 যন্ত সৰ্ব্বমভেদেন জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৪২
 স এব মূলপ্রকৃতিব্যাক্তরূপী জগচ্চ সঃ ।

পৌজাদি জন্মগ্রহণ করে। বৃক্ষের বীজ
 হইতে বৃক্ষপ্ররোহ প্রাপ্তভূত হইলে যেমন
 ঐ বীজজনক বৃক্ষের বিনাশ হয় না, তেমনি
 ভূত হইতে ভুতস্থিতিতে ভূতাপচয় ঘটে না।
 যেমন সন্নিধানবশতঃ আকাশ ও কালাদি
 তরুর কারণ হয়, তেমনি ভগবান্ হরিই
 অপরিণামক্রমে এই দৃশ্য বিশ্বের কারণ।
 যেমন একমাত্র ব্রীহিবীজ হইতে মূল, নাল,
 পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, কোশ, পুষ্প, ক্ষীর, তণুল,
 তুঘ ও কণা সকল সমুৎপন্ন, তেমনি আত্মা
 হইতেই এই সমস্ত দৃশ্য বিশ্ব আবির্ভূত।
 হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! প্ররোহহেতু সমষ্টি প্রাপ্ত
 হইয়া দেবাদি দেহ সকল বিবিধ কৰ্ম্ম-
 পরম্পরাতেই বিরাজিত। উহার বিষ্ণু-
 শক্তি প্রাপ্ত হইয়াই প্ররোহ প্রাপ্ত হয়। সেই
 বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম। তাঁহা হইতেই সৰ্ব্ব-
 জগৎ সমুদ্ভূত। তিনিই জগন্ময়, তাঁহাতেই
 জগৎ অবস্থিত এবং তাঁহাতেই আবার লয়
 প্রাপ্ত হয়। সেই ব্রহ্মই সৎ ও অসৎস্বরূপ
 পরম বস্তু। এই চরাচর সমগ্র জগৎ
 তাঁহা হইতে অভিন্নাকারে বিরাজমান।
 তিনিই মূল প্রকৃতি, এই জগৎ তাঁহারই

তস্মিন্নেব লক্ষ্য সৰ্ব্বং যাতি তত্র চ ভিত্তিঃ ॥ ৪৩
 কর্তা ক্রিয়াণাং স চ ইজ্যতে ক্রতুঃ
 স এব তৎ কৰ্ম্মকলঞ্চ তন্ত যৎ ।
 যুগাদি যস্মাচ্চ ভবেদশেষযতো
 হরেন্ কিঞ্চিদ্যতিরিক্তমস্তি তৎ ॥ ৪৪
 ইতি শ্রীভাস্ক্রে মহাপুরাণে ভূর্ভুবঃস্বরাদি-
 কীর্তনং নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ॥

তারাময়ং ভগবতঃ শিশুমারাকৃতি প্রভোঃ ।
 দিবী রূপং হরৈর্যন্তু তন্ত পুচ্ছে স্থিতো ঋবঃ ॥
 তৈস ভ্রমন্ ভ্রাময়তি চন্দ্রাদিত্যাদিকান্ গ্রহান্ ।
 ভ্রমন্তমহু তং যাস্তি নক্ষত্রাণি চ চক্রবৎ ॥
 সূর্যাচন্দ্রমসৌ তান্ন নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ ।
 বাতানীকময়ৈর্বৈজ্ঞৈর্ঋবে বন্ধানি তানি বৈ ॥ ৩

ব্যাক্তাকৃতি। তাঁহাতে সমস্ত লয় পায় এবং
 তাঁহাতেই সকল অবস্থান করে। তিনি
 সৰ্ব্বক্রিয়ায় কর্তা; তিনিই ক্রতুরূপে পূজ্য,
 ক্রতুর যাহা কৰ্ম্মকল, তাহাও তিনিই, যুগাদি
 যাহা কিছু, সকলই সেই অনন্ত হরি হইতে
 আবির্ভূত। তাঁহা হইতে কিছুই ব্যতিরিক্ত
 নয়। ২৩—৪৪।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্বিংশ অধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু
 হরির যে তারাময় স্বর্গীয় শিশুমারাকৃতি
 রূপ, তাহার পুচ্ছেদে ঋব অবস্থিত। তিনি
 ভ্রমণ করিতে থাকিলে রবি চন্দ্র প্রভৃতি
 গ্রহগণও ভ্রমিত হইয়া থাকে। তদীয় ভ্রমণ-
 কালীন নক্ষত্রপুঞ্জ চক্রের স্তায় তাহার অঙ্ক-
 সরণ করে। সূর্য, চন্দ্র, তান্ন ও নক্ষত্র-
 নিকর, অস্ত্রাঙ্ক গ্রহগণ সহ বাতানীকময়

শিশুমাররূতি প্রোক্তং ব্রজপং জ্যোতিষাঃ
দিবি ।

নারায়ণঃ পরম ধাম তত্ত্বাধারঃ স্বয়ং হৃদি ॥ ৪

উত্তানপাদনয়ন্তমারাব্য প্রজাপতিম্ ।

স তারাশিশুমারস্তা ঋবেঃ পুচ্ছে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫

আধারঃ শিশুমারস্তা সর্বাধ্যক্ষো জনাধিনঃ ।

ঋবস্তা শিশুমারস্তা ঋবে ভাবির্ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬

তদাধারং জগচ্চেদং সদেবানুরমাত্মবম্ ।

যেন বিপ্রা বিধানেন তন্মৈ শব্দত সাম্প্রতম ॥ ৭

বিবস্থানন্তেভির্হাসৈগ্রসত্যপো রসায়িকাঃ ।

বর্ষতাস্থ ততশ্চান্নমন্নাদমখলং জগৎ ॥ ৮

বিবস্থানং শুভিত্তৌকৈরাদায় জগতো জলম্ ।

সোমং পুষ্যাত্যেদুশ্চ বায়ুনাভীমবৈদিব ॥ ৯

জলৈর্বিষ্কিপ্যতেহভ্রেব ধুমায়ানিলমর্জিব ।

ন ভ্রষ্টান্তি যতস্তেভ্যো জলান্তভ্রাণি তান নতঃ

অভ্রহ্মাঃ প্রপতন্ত্যাপো বায়ুনা সমুদীরিতাঃ ।

পাশ বন্ধনে ঋবের সহিত আবদ্ধ । সূর্গে
যে শিশুমাররূতি জ্যোতিষ্ক রূপ বর্ণিত
আছে, পরম ধাম স্বয়ং নারায়ণই তাহার
আধার । উত্তানপাদ-নন্দন ঋব সেই প্রজা-
পতিকে আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহারই
কলে তিনি সেই তারাময় শিশুমারের পুচ্ছ-
দেশে স্থান প্রাপ্ত হইলেন । সর্বাধ্যক্ষ জনাধিন
শিশুমারের আধার । ঋবের আধার শিশুমার
এবং ভানুর আধার ঋব । ঋবেই ভানুর
অবস্থান । হে বিপ্রগণ ! যেকণ ক্রমে এই
সুরাসুর-নর-পরিবৃত জগৎ ঐ ভানুতে
বিরাজমান, তাহা এক্ষণে আমার নিকট
হইতে শ্রবণ করুন । বিবস্থান ক্রমাগত
আটমাস ধাবৎ রস গ্রহণপূর্বক অনন্তর সেই
রসায়ক জল বর্ষণ করেন । সেই জল
হইতে স্নান হয় এবং সেই স্নান দ্বারাই নিখিল
জগৎ পরিপালিত হইয়া থাকে । বিবস্থান
আপনার তীক্ষ্ণ করনিকর দ্বারা জগৎ হইতে
জল গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা চন্দ্রকে পরি-
পুষ্ট করেন । সেই চন্দ্র, বায়ুনাভীমর জল
দ্বারা ধূম, জ্যোতি ও বায়ুমুক্তিময় অভ্রবন্ধে

সংস্কারং কালজমিতং বিপ্রাশ্চাসক্তা নিশ্চলাঃ ॥

সরিৎসমুদ্রা ভৌমাস্ত তথাপঃ প্রাণিসম্ভবাঃ ।

চতুষ্প্রকারা ভগবানাদন্তে সবিতা দ্বিজাঃ ॥ ১২

আকাশগঙ্গাসলিলং তথাহত্য গভস্তিমান্ ।

অনভ্রগতমেবোর্য্যঃ সঙ্গাঃ ক্ষিপতি রশ্মিভিঃ ॥

ভস্তা সংস্পর্শনিধিতপাপপঙ্কো দ্বিজোত্তমাঃ ।

ন যাতি নরকং মর্ত্যো দিব্যং জ্ঞানং হি

তৎস্মৃতম্ ॥ ১৪

দৃষ্টস্বর্ঘ্যং হি তদ্বারি পতত্যভ্রৈবিনা দিবঃ ।

আকাশগঙ্গাসলিলং তদোভিঃ ক্ষিপ্যতে রবেঃ

কৃন্তিকাদিষ পাশ্বেব বিষমেষু যদিবঃ ।

দৃষ্ট্যর্কং পতিতং জেয়ং তদগাঙ্গং

দিগ্গুগ্জোদ্ধৃতম্ ॥ ১৬

বগাঙ্কেয তু যন্তোব পতত্যর্কোদ্ধৃতং দিবঃ ।

নিষ্কিপ্ত হইয়া থাকেন । ঐ অভ্রবৃন্দ হইতে
জলরাশি ভ্রষ্ট হয় না বলিয়া তাহার নাম
অভ্র । অভ্রবৃন্দে যে সকল জল অবস্থিত,
উহারা কালজমিত সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া
নির্মূল হয় এবং বায়ুকর্তৃক পরিচালিত হইয়া
পতিত হইয়া থাকে । হে দ্বিজগণ ! জল
চতুর্দিকঃ সরিৎসংগত, সামুদ্রিক, ভৌম ও
প্রাণিসম্ভব । ভগবান সবিতা এই চারি
প্রকার জলই গ্রহণ করিয়া থাকেন । ১—১২ ।
এতদ্ভিন্ন দিনকর আকাশগঙ্গার জল আহরণ
করত স্বীয় রশ্মি সহযোগে সদ্যই ভূতলে
নিষ্কেপ করেন । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! সেই
জল সংস্পর্শে কোন কোন মানবের পাপপঙ্ক
প্রক্ষালিত হইয়া যায় এবং তাহাতেই তাহা-
দের স্বর্গীয় জ্ঞান সম্পন্ন হয় ; এইজন্য তাহা-
দিগকে আর নরকনিমগ্ন হইতে হয় না ।
ঐ আকাশগঙ্গার জল স্বর্ঘ্যসংস্পৃষ্ট হইয়া
বিনা মেঘেই স্বর্গ হইতে পতিত হয় ।
কলতঃ সৌরকর সাহায্যেই ভূতলে উহা
নিষ্কিপ্ত হইয়া থাকে । কৃন্তিকাদি বিষম নক্ষত্রে
আকাশ হইতে যে জল পতিত হয়, তাহা
দিগ্গুগ্জোদ্ধৃতি স্বর্ঘ্যসংস্পৃষ্ট স্বর্গগঙ্গার জল
বলিয়াই জানিবেন । যুগ্ম নক্ষত্রে আকাশ

তৎস্ব্যরশ্মিভিঃ সদ্যঃ সমাধায় নিরন্তরে ॥ ১৭
উভয়ং পুণ্যমত্যর্থং নৃণাং পাপহরং দ্বিজাঃ ।
আকাশগঙ্গাসলিলং দিব্যং স্নানং দ্বিজোত্তমাঃ
যন্তু মেঘৈঃ সমুৎসৃষ্টং বারি তৎ প্রাণিনাং
দ্বিজাঃ ।

পুণ্যতোষধয়ঃ সৰ্বা জীবনায়ামৃতং হি তৎ ॥
তেন বুদ্ধিঃ পরাং নীতঃ সকলশোষধীগণঃ ।
সাধকঃ কলপাকান্তঃ প্রজ্ঞানান্ত প্রজায়তে ॥ ২০
তেন যজ্ঞান্ যথাপ্রোক্তান্মানবাঃ শাস্ত্রচক্ষুযঃ ।
কুর্ষতেহহরহঃশ্চ বেদবানাপ্যায়য়ন্তি তে ॥ ২১
এবং যজ্ঞাশ্চ বেদাশ্চ বর্ণাশ্চ দ্বিজপূৰ্ব্বকাঃ ।
সৰ্বদেবনিকায়াস্চ পশুভূতগণাশ্চ যে ॥ ২২
বৃষ্ট্যা ধৃতমিদং সৰ্বং জগৎস্বাবরজঙ্গমম্ ।
সাপি নিস্পাদ্যতে বৃষ্টিঃ সবিদ্রা মুনিসত্তমাঃ ॥ ২৩
আধারভূতঃ সবিভূক্ষবো মুনিবরোত্তমাঃ ।

হইতে যে স্বর্ঘ্যোদ্ধত জল পতিত হয়,
জানিতে হইবে, তাহা স্ব্যারশ্মি দ্বারা সজাই
নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। হে দ্বিজবরগণ!
আকাশগঙ্গার উল্লিখিত উভয়বিধ জলই
অতীব পবিত্র ও পাপহর এবং ঐ জল
স্পর্শই দিব্য স্নান। এতদ্ভিন্ন যে জল মেঘ
দ্বারা সমুৎসৃষ্ট হয়, তাহাতে ওষধি সকল
পরিপুষ্ট হইয়া থাকে এবং প্রাণীদিগের
জীবনধারণ বিষয়ে তাহা অমৃতস্বরূপ হয়।
সমস্ত ওষধিই তাহা দ্বারা সবিশেষ বুদ্ধি
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কলপাকালেই ওষ-
ধির অবসান হয়; ওষধিই প্রজাগণের
জীবনধারণের প্রধান উপায়। শাস্ত্রদর্শী
মানবগণ ওষধি দ্বারাই যথাবিধি যজ্ঞ-কার্য্য
নিৰ্ব্বাহ করিয়া থাকেন এবং অহরহ দেব-
গণের তৃপ্তিবিধান করেন। এইরূপ কি
যজ্ঞ, কি বেদ, কি দ্বিজাদি বর্ণচতুষ্টয়, কি
দেবগণ, কি পশু ও ভূত প্রভৃতি সকলেই
সেই ওষধি দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন।
অন্তএব এই চরাচর সমগ্র জগৎ একমাত্র
বৃষ্টি দ্বারাই ধৃত এবং সেই বৃষ্টি স্বর্ঘ্য হই-
তেই নিস্পন্ন। হে মুনিবরগণ! সেই স্বর্ঘ্য

ঋবন্ত শিশুমারোহসৌ সোহপি নারায়ণাশ্রয়ঃ
হৃদি নারায়ণস্তস্য শিশুমারস্ত সংস্থিতঃ ।
বিভর্তা সৰ্বভূতানামাদিত্বতঃ সনাতনঃ ॥ ২৫
এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাণ্ডং সমুদাহৃতম্ ।
ভূসমুদাদিত্বযুক্তং কিমন্তচ্ছোভুমিচ্ছধ ॥ ২৬
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে ঋবসংস্থিতি-
নিরূপণং নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যান্তায়তনানি চ ।
বজ্রমহসি ধর্ম্মজ্ঞ শ্রোতুং নো বর্ত্ততে মনঃ ॥ ১
লোমহর্ষণ উবাচ ।
যন্ত হস্তো চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্ ।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থকলমগ্নুতে ॥ ২

ঋবাধারে অধিষ্ঠিত। ঋবের আধার শিশু-
মার এবং তাহার আধার নারায়ণ। নারা-
য়ণ শিশুমারের হৃদয়ে অবস্থান করিতে-
ছেন। তিনিই সৰ্বভূতের বিধাতা, এবং
তিনিই আদিভূত সনাতন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ-
গণ! এই আমি ভূ-সাগরাদি-সমষ্টি ব্রহ্মা-
ণ্ডের বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম; বলুন,—
আপনারা আর কি শুনিতে ইচ্ছা করিতে-
ছেন? ১৩—২৬।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! পৃথি-
বীতে যে সকল তীর্থ ও পুণ্য আয়তন আছে,
তাহা শুনিবার জন্য আমাদের মন ব্যগ্র হই-
য়াছে, তুমি এক্ষণে সে সমস্ত প্রকাশ করিয়া
বল। লোমহর্ষণ কহিলেন,—বাহার বিদ্যা,
কীর্ত্তি ও তপশ্চর্যা আছে; এবং বাহার ব্রহ্ম,
পদ ও মন সুসংযত হইয়া রহিয়াছে, তিনিই

মনো বিমুক্তং পুরুষস্ত তীর্থং
 বাচ্যং তথা চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্ত ।
 এতানি তীর্থানি শরীরজানি
 স্বর্গস্ত মার্গং প্রতিবোধয়ন্তি ॥ ৩
 চিত্তমন্তর্গতং হৃষ্টং তীর্থস্থানৈর্ন শুধ্যতি ।
 শতশোহপি জলৈর্ধৌতং সুরাভাণ্ডমিবাশুচি ॥
 ন তীর্থানি ন দানানি ন ব্রতানি ন চাশ্রমাঃ ।
 হৃষ্টাশয়ং দম্ভকাচং পুনস্তি ব্যুখিতেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৫
 ইন্দ্রিয়াণি বশে কৃত্বা যত্র যত্র বসেন্নরঃ ।
 তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করং তথা ॥ ৬
 তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বক্ষ্যামি তীর্থান্ভায়তনানি চ ।
 সংক্ষেপেণ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পৃথিব্যাং যানিকানি বৈ
 বিস্তরেণ ন শক্যন্তে বক্তুং বর্ষশতৈরপি ।
 প্রথমং পুষ্করং তীর্থং নৈমিষারণ্যমেব চ ।
 প্রয়াগঞ্চ প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মারণ্যং দ্বিজোত্তমাঃ ।
 ধেম্বকং চম্পকারণ্যং সৈন্ধবারণ্যমেব চ ॥ ৯

তীর্থকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । বিমুক্ত মন,
 বাক্যসংযম এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এই কয়টাই
 পুরুষের শরীর-সম্ভূত তীর্থ; এই সকল
 তীর্থই স্বর্গমার্গ নির্দেশ করিয়া থাকে ।
 যাহার চিত্ত অবিমুক্ত বা হৃষ্ট, জল দ্বারা শত
 ধৌত শুদ্ধি সুরাভাণ্ডের স্থায় তীর্থস্থানে
 তাহার শুদ্ধিলাভ কখনই হয় না । তীর্থ,
 দান, ব্রত বা আশ্রম, ইহার কিছু দ্বারাই
 ইন্দ্রিয়সম্ভূত দান্তিক লোকের বিমুক্তি ঘটে
 না । ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত করিয়া নর যেথা-
 নেই কেন বাস করুক না, সেই সেই স্থানই
 তাঁহার পক্ষে কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও পুষ্কর
 তীর্থস্বরূপ হয় । যাহা হউক, হে মুনিশ্রেষ্ঠ-
 গণ! অতঃপর আপনারা পৃথিবীতে যে
 সকল তীর্থ ও পুণ্য আয়তন আছে, তৎসম-
 স্তের নাম প্রবণ করুন । পৃথিবীস্থ সমস্ত
 তীর্থের বিবরণ বিস্তৃতরূপে বলা, শতবর্ষেরও
 কর্ম্ম নয়; অতএব সংক্ষেপতঃই ব্যক্ত করি-
 তেছি । প্রথম পুষ্কর তীর্থ, অনন্তর নৈমিষা-
 রণ্য; এইরূপে প্রয়াগ, ধর্ম্মারণ্য, ধেম্বক,

পুণ্যঞ্চ মগধারণ্যং দণ্ডকারণ্যমেব চ ।
 গয়া প্রভাসং ত্রীতীর্থং দিব্যাং কনখলং তথা ॥
 ভৃগুভৃঙ্গং হিরণ্যাকং ভীমারণ্যং কুশস্থলীম্ ।
 লোহাকুলং সকেদারং মন্দরারণ্যমেব চ ॥ ১১
 মহাবলং কোটিতীর্থং সর্ষপাপহরং তথা ।
 রূপতীর্থং শূকরবং চক্রতীর্থং মহাকলম্ ॥ ১২
 যোগতীর্থং সোমতীর্থং তীর্থং সাহোটকং তথা ।
 তীর্থং কোকামুখং পুণ্যং বদরীশৈলমেব চ ॥
 সোমতীর্থং তুঙ্গকূটং তীর্থং স্বন্দাশ্রমং তথা ।
 কোটিতীর্থকাগ্নিপদং তীর্থং পঞ্চশিখং তথা ॥ ১৪
 ধর্ম্মোদ্ভবং কোটিতীর্থং তীর্থং বাধপ্রমোচনম্ ।
 গঙ্গাদ্বারং পঞ্চকূটং মধ্যাকেশরমেব চ ॥ ১৫
 চক্রপ্রভং মতঙ্গঞ্চ ক্রুশদণ্ডঞ্চ বিষ্ণুতম্ ।
 দংষ্ট্রাকুণ্ডং বিষ্ণুতীর্থং সার্বকামিকমেব চ ॥ ১৬
 তীর্থং মৎস্ততিলকৈব বদরী সূপ্রভং তথা ।
 ব্রহ্মকুণ্ডং বহুকুণ্ডং তীর্থং সত্যপদং তথা ॥ ১৭
 চতুঃশ্রোতচতুঃশৃঙ্গং শৈলং দ্বাদশধারকম্ ।
 মানসং স্থলশৃঙ্গঞ্চ স্থলদণ্ডং তথোর্ব্বশী ॥ ১৮
 লোকপালং মনুবরং সোমাহরশৈলমেব চ ।
 সদাপ্রভং মেরুকুণ্ডং তীর্থং সোমাহরশৈলম্ ॥

চম্পকারণ্য, সৈন্ধবারণ্য, পবিত্র মগধারণ্য,
 দণ্ডকারণ্য, গয়া, প্রভাস, ত্রীতীর্থ, দিব্যা
 কনখল, ভৃগুভৃঙ্গ, হিরণ্যাক, ভীমারণ্য,
 কুশস্থলী, লোহাকুল, কেদার, মন্দরা-
 রণ্য, মহাবল, সর্ষপাপহর, কোটিতীর্থ, রূপ-
 তীর্থ, শূকরব, মহাকল চক্রতীর্থ, যোগতীর্থ,
 সোমতীর্থ, সাহোটক, কোকামুখ, পবিত্র
 বদরীশৈল, সোমতীর্থ, তুঙ্গকূট, স্বন্দাশ্রম,
 কোটিতীর্থ কাগ্নিপদ, পঞ্চশিখ তীর্থ, কোটিতীর্থ
 ধর্ম্মোদ্ভব, বাধপ্রমোচন, গঙ্গাদ্বার, পঞ্চকূট,
 পঞ্চশিখ, মধ্যাকেশর । ১—১৫ । চক্রপ্রভ,
 মতঙ্গ, ক্রুশদণ্ড, দংষ্ট্রাকুণ্ড, সার্বকামপ্রভ
 বিষ্ণুতীর্থ, মৎস্ততিল, সূপ্রভ, ব্রহ্মকুণ্ড,
 বহুকুণ্ড, সত্যপদ, চতুঃশ্রোতঃ, চতুঃশৃঙ্গ,
 দ্বাদশধারক, মানস, স্থলশৃঙ্গ, স্থলদণ্ড, উর্ব্বশী
 তীর্থ, লোকপাল, মনুবর, সোমাহর শৈল,

মহাশ্রোতঃ কোটরকঃ পঞ্চধারঃ ত্রিধারকম্ ।
 সপ্তধারৈকধারঞ্চ তীর্থং চামরকণ্টকম্ ॥ ২০
 শালগ্রামং চক্রতীর্থং কোটিক্রমমন্তমম্ ।
 বিশ্বপ্রভঃ দেবহৃদং তীর্থং বিষ্ণুহৃদং তথা ॥ ২১
 শঙ্খপ্রভঃ দেবকুণ্ডং তীর্থং বজ্রায়ুধং তথা ।
 অগ্নিপ্রভঞ্চ পুন্নাগং দেবপ্রভমন্তমম্ ॥ ২২
 বিজ্ঞাধরং সগাঙ্ঘর্যং জীতীর্থং ব্রহ্মণো হৃদম্ ।
 সাতীর্থং লোকপালাখ্যং মণিপূরগিরিং তথা ॥
 তীর্থং পঞ্চহৃদকৈব পুণ্যং পিণ্ডারকং তথা ।
 মলব্যং গোপ্রভাবঞ্চ গোবরং বটমূলকম্ ॥ ২৪
 স্নানদণ্ডং প্রয়াগঞ্চ শুভ্রং বিষ্ণুপদং তথা ।
 কস্তাশ্রমং বায়ুকুণ্ডং জম্বুদ্বীপং তথোত্তমম্ ॥ ২৫
 গভস্তিতীর্থঞ্চ তথা যযাতিপতনং শুচি ।
 কোটীতীর্থং ভদ্রবটং মহাকালবনং তথা ॥ ২৬
 নর্মদাতীর্থমপরং তীর্থবজ্রং তথার্কং দম্ ।
 পিজ্জুতীর্থং সবাসিষ্ঠং তীর্থঞ্চ পৃথুসঙ্গমম্ ॥ ২৭
 তীর্থং দৌর্দাসিকং নাম তথা পিঞ্জরকং শুভম্ ।
 ঋষিতীর্থং ব্রহ্মতৃক্ষং বসুতীর্থং কুমারিকম্ ॥ ২৮
 শক্রতীর্থং পঞ্চনদং রেণুকাতীর্থমেব চ ।
 পৈতা মহাঞ্চ বিমলং ক্রদ্রপাদং তথোত্তমম্ ॥ ২৯
 মণিমন্তঞ্চ কামাখ্যং কৃষ্ণতীর্থং কুশাবিলম্ ।

সদাপ্রভ মেককুণ্ড, সোমাভিষেক, মহাশ্রোত, কোটরক, পঞ্চধার, ত্রিধারক, সপ্তধার, একধার, অমরকণ্টক, শালগ্রাম চক্রতীর্থ, কোটিক্রম, বিশ্বপ্রভ, দেবহৃদ, বিষ্ণুহৃদ, শঙ্খপ্রভ, দেবকুণ্ড, বজ্রায়ুধ, অগ্নিপ্রভ, পুন্নাগ, দেবপ্রভ, বিজ্ঞাধর, গাঙ্ঘর্য, জীতীর্থ, ব্রহ্মহৃদ, লোকপাল তীর্থ, মণিপূরগিরি, পঞ্চহৃদ, পবিত্র পিণ্ডারক, মালব্য, গোপ্রভাব, গোবর, বটমূলক, স্নানদণ্ড, প্রয়াগ, শুভ্র বিষ্ণুপদ, কস্তাশ্রম, বায়ুকুণ্ড, জম্বুদ্বীপ, গভস্তি তীর্থ, যযাতি-পতন, কোটিতীর্থ ভদ্রবট, মহাকালবন, নর্মদাতীর্থ, বজ্রতীর্থ, অর্কহৃদ, পিজ্জু, বাসিষ্ঠ, পৃথু সঙ্গম, দৌর্দাসিক, পিঞ্জরক, ঋষিতীর্থ, ব্রহ্মতৃক্ষ, বসুতীর্থ, কুমারিক, শক্রতীর্থ, পঞ্চনদ, রেণুকাতীর্থ, বিমল পৈতা মহা, উত্তম ক্রদ্রপাদ, মণিমন্ত, কামাখ্য

যজনং যাজনকৈব তথৈব ব্রহ্মবালুকম্ ॥ ৩০
 পুষ্পস্তাসং পুণ্ডরীকং মণিপূরং তথোত্তমম্ ।
 দীর্ঘসত্রং হয়পদং তীর্থং চানশনং তথা ॥ ৩১
 গঙ্গোদ্ভেদং শিবোদ্ভেদং নর্মদোদ্ভেদমেব চ ।
 বস্ত্রাপদং দারুবলং ছায়াবোহণমেব চ ॥ ৩২
 সিদ্ধেশ্বরং মিত্রবলং কালিকাশ্রমমেব চ ।
 বটাবটং ভদ্রবটং কোশাঘী চ দিবাকরম্ ॥ ৩৩
 দ্বীপং সারস্বতকৈব বিজয়ং কামদং তথা ।
 ক্রদ্রকোটিং সূমনসং তীর্থং সজীবনামিতম্ ॥ ৩৪
 স্তমন্তপঞ্চকং তীর্থং ব্রহ্মতীর্থং সুদর্শনম্ ।
 সততং পৃথিবীসর্গং পারিপ্রবপৃথুদকৌ ॥ ৩৫
 দশাশ্বমেধিকং তীর্থং সর্পিজং বিষয়াস্তিকম্ ।
 কোটিতীর্থং পঞ্চনদং বরাহং যক্ষীগীহ্রদম্ ॥ ৩৬
 পুণ্ডরীকং সোমতীর্থং মুক্তবটং তথোত্তমম্ ।
 বদরীবনমাসীনং রত্নমূলকমেব চ ॥ ৩৭
 লোকদ্বারং পঞ্চতীর্থং কপিলাতীর্থমেব চ ।
 সূর্য্যতীর্থং শঙ্খিনী চ গবাং ভবনমেব চ ॥ ৩৮
 তীর্থঞ্চ যক্ষরাজস্তু ব্রহ্মাবর্তং সূতীর্থকম্ ।
 কামেশ্বরং মাতৃতীর্থং তীর্থং শীতবনং তথা ॥ ৩৯
 স্নানলোমাপহকৈব মাসসংসরকং তথা ।
 দশাশ্বমেধং কেন্দারং ব্রহ্মোদ্বহরমেব চ ॥ ৪০

কৃষ্ণতীর্থ, কুশাবিল, যজন, যাজন, ব্রহ্মবালুক । পুষ্পস্তাস, পুণ্ডরীক, মণিপূর, উত্তর দীর্ঘসত্র, হয়পদ, অনশন, গঙ্গোদ্ভব, শিবোদ্ভেদ, নর্মদোদ্ভেদ, বস্ত্রাপদ, দারুবল, ছায়াবোহণ, সিদ্ধেশ্বর, মিত্রবল, কালিকাশ্রম, বটাবট, ভদ্রবট, কোশাঘী, দিবাকর, সারস্বত দ্বীপ, বিজয়, কামদ, ক্রদ্রকোটি, সূমনস, সজীবনামিত, স্তমন্তপঞ্চক, ব্রহ্মতীর্থ, সুদর্শন, পৃথিবীসর্গ, পারিপ্রব, পৃথুদক, দশাশ্বমেধিক, সর্পিজ, বিষয়াস্তিক, কোটিতীর্থ পঞ্চনদ, বরাহ, যক্ষীগীহ্রদ, পুণ্ডরীক, সোমতীর্থ মুক্তবট, বদরীবন, রত্নমূলক, লোকদ্বার, পঞ্চতীর্থ, কপিলাতীর্থ, সূর্য্যতীর্থ, শঙ্খিনীতীর্থ, গোভবনতীর্থ, যক্ষরাজ তীর্থ, সূতীর্থ, ব্রহ্মাবর্ত, কামেশ্বর মাতৃতীর্থ, শীতবন, স্নানলোমাপহ, মাসসংসরক, দশাশ্বমেধ, কেন্দার,

সপ্তবিধুৎ তথা তীর্থং দেব্যাঃ সূজসুকম্ ।
 ঈশান্পদং কোটিকূটং কিন্দানং কিঞ্চপং তথা ॥ ৪১ ॥
 কারুণ্ডং চাবেধ্যাং ত্রিবিষ্টপমথাপরম ।
 পাণিখাতং মিশ্রকঞ্চ মধুবটমনোজবো ॥ ৪২ ॥
 কোশিকী দেবতীর্থঞ্চ তীর্থঞ্চ ঋণমোচনম্ ।
 দিব্যঞ্চ নৃগধূমাং তীর্থং বিষ্ণুপদং তথা ॥ ৪৩ ॥
 অমরাণাং হৃদং পুণ্যং কোটিতীর্থং তথাপরম্ ।
 ত্রীকুঞ্জং শালিতীর্থঞ্চ নৈমিষেয়ঞ্চ বিশ্রুতম্ ॥ ৪৪ ॥
 ব্রহ্মস্থানং সোমতীর্থং কল্যাণতীর্থং তথৈব চ ।
 ব্রহ্মতীর্থং মনস্তীর্থং তীর্থং বৈ কারুণ্যপানম্ ॥ ৪৫ ॥
 সৌগন্ধিকবনঞ্চৈব মণিতীর্থং সবস্তুতা ।
 ঈশানতীর্থং প্রবরং পানং পাক্ষ্যাজ্ঞকম্ ॥ ৪৬ ॥
 ত্রিশূলধারং মাহেন্দ্রং দেবস্থানং কৃতালয়ম্ ।
 শাকন্তরী দেবতীর্থং সুবর্ণাঙ্কং কলিং হৃদম্ ॥ ৪৭ ॥
 ক্ষীরত্বং বিরূপাঙ্কং ভৃগুতীর্থং কুশোদ্ভবম্ ।
 ব্রহ্মতীর্থং ব্রহ্মযোনিং নীলপঙ্কজতমেব চ ॥ ৪৮ ॥
 কুজাম্রকং ভদ্রবটং বসিষ্ঠপদমেব চ ।
 স্বর্গদ্বারং প্রজাদ্বারং কালিকাশ্রমমেব চ ॥ ৪৯ ॥
 কদ্রাবর্তং সুগন্ধাং কপিলাবনমেব চ ।
 ভদ্রকর্ণহৃদঞ্চৈব শঙ্কুকর্ণহৃদং তথা ॥ ৫০ ॥
 সপ্তসারস্বতঞ্চৈব তীর্থমোশনসং তথা ।

ব্রহ্মোদ্ভব, সপ্তবিধুৎ, দেবীতীর্থ, সূজসুক, ঈশান্পদ, কোটিকূট, কিন্দান, কিঞ্চপ, কারুণ্ড, অবৈধ্য, ত্রিবিষ্টপ, পাণিখাত, মিশ্রক, মধুবট, মনোজব, কোশিকী, দেব-
 তীর্থ, ঋণমোচন, মৃগধূম, বিষ্ণুপদ, কোটি-
 তীর্থ অমরহৃদ, ত্রীকুঞ্জ, শালিতীর্থ, নৈমিষেয়, ব্রহ্মস্থান, সোমতীর্থ, কল্যাণতীর্থ, ব্রহ্মতীর্থ, মনস্তীর্থ, কুরুপান, সৌগন্ধিকবন, মণি-
 তীর্থ, সরস্বতীতীর্থ, ঈশানতীর্থ, পাক্ষ্যাজ্ঞক, ত্রিশূলধার, মাহেন্দ্র, দেবস্থান, কৃতালয়, দেবতীর্থ, শাকন্তরী, সুবর্ণতীর্থ, কালীহৃদ, ক্ষীরত্ব, বিরূপাঙ্ক, ভৃগুতীর্থ, কুশোদ্ভব, ব্রহ্মতীর্থ, ব্রহ্মযোনি, নীলাচল, কুজাম্রক, ভদ্রবট, বসিষ্ঠপদ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, কালিকাশ্রম, কদ্রাবর্ত, সুগন্ধা, কপিলাবন, ভদ্রকর্ণহৃদ, শঙ্কুকর্ণহৃদ ১৬-৫০। সপ্তসারস্বত,

কপালমোচনঞ্চৈব অবকীর্ণঞ্চ কাম্যকম্ ॥ ৫১ ॥
 চতুঃসামুদ্রিকঞ্চৈব শতিকঞ্চ সহস্রিকম্ ।
 রেণুকং পঞ্চবটকং বিমোচনমধোজসম্ ॥ ৫২ ॥
 স্বাগুতীর্থং কুরোস্তীর্থং স্বর্গদ্বারং কুশধ্বজম্ ।
 বিশেষ্বরং মানবকং কুপং নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৫৩ ॥
 গঙ্গাহৃদং বটঞ্চৈব বদরীপাটনং তথা ।
 ইন্দ্রমার্গমেকরাত্রং ক্ষীরকাবাসমেব চ ॥ ৫৪ ॥
 সোমতীর্থং দধীচঞ্চ শ্রুততীর্থঞ্চ ভো দ্বিজাঃ ।
 কোটিতীর্থস্থলীঞ্চৈব ভদ্রকালীহৃদং তথা ॥ ৫৫ ॥
 অরুন্ধতীবনঞ্চৈব ব্রহ্মাবর্তং তথোত্তমম্ ।
 অশ্ববেদী কুজাবনং যমুনাপ্রভবং তথা ॥ ৫৬ ॥
 বীরং প্রমোক্ষং সিদ্ধার্থমসিকুল্যা সর্কান্তিকম্ ।
 উর্ব্বাসংক্রমণঞ্চৈব মায়াবিদ্যোদ্ভবং তথা ॥ ৫৭ ॥
 মহাশ্রমো বৈতসিকারূপং সুন্দরিকাশ্রমম্ ।
 বাহুতীর্থং চাক্রনদীং বিমলাশোকমেব চ ॥ ৫৮ ॥
 তীর্থং পঞ্চনদঞ্চৈব মার্কণ্ডেয়শ্রমম্ ।
 সোমতীর্থং সিতোদঞ্চ তীর্থং মৎস্তোদরী তথা
 সুধাপ্রভং সুধাতীর্থমশোকবনমেব চ ।
 অরুণাশ্রমং কামদঞ্চ শুক্রতীর্থং সবাণুকম্ ॥ ৬০ ॥
 পিশাচমোচনঞ্চৈব সুভদ্রাহৃদমেব চ ।
 কুণ্ডং বিমলদণ্ডশ্রম তীর্থং চণ্ডেশ্বরশ্রম চ ॥ ৬১ ॥

ঐশানস, কপালমোচন, অবকীর্ণ, কাম্যক, চতুঃসামুদ্রিক, শতিক, সহস্রিক, রেণুক, পঞ্চ-
 বটক, বিমোচন, ওজস, স্বাগুতীর্থ, কুরুতীর্থ, স্বর্গদ্বার, কুশধ্বজ, বিশেষ্বর, মানবক, কুপ, নারায়ণাশ্রম, গঙ্গাহৃদ, বট, বদরীপাটন, ইন্দ্রমার্গ, একরাত্র, ক্ষীরকাবাস, সোমতীর্থ, দধীচতীর্থ, শ্রুততীর্থ, কোটিতীর্থস্থলী, ভদ্র-
 কালীহৃদ, অরুন্ধতীবন, ব্রহ্মাবর্ত, অশ্ববেদী, কুজাবন, যমুনাপ্রভব, বীরপ্রমোক্ষ, সিদ্ধার্থ, অসিকুল্যা, সর্কান্তিকা, উর্ব্বাসংক্রমণ, মায়-
 বিদ্যোদ্ভব, মহাশ্রম বৈতসিকারূপ, সুন্দরিকা-
 শ্রম, বাহুতীর্থ, চাক্রনদী, বিমলাশোক, পঞ্চ-
 নদ, ধীমান মার্কণ্ডেয়ের সোমতীর্থ, সিতোদ, মৎস্তোদরী, সুধাপ্রভ, সুধাতীর্থ, অশোক-
 বন, অরুণাশ্রম, কামদ, শুক্রতীর্থ, বাণুক, পিশাচমোচন, সুভদ্রাহৃদ, বিমলদণ্ড-কুণ্ড,

জ্যেষ্ঠস্থানহৃদকৈব পুণ্যং ব্রহ্মসরং তথা ।
 জৈগীষবাণ্ডহা চৈব হরিকেশবনং তথা ॥ ৬২
 অজামুখসরকৈব ঘণ্টাকর্ণহৃদং তথা ।
 পুণ্ডরীকহৃদকৈব বাপী কর্কোটকন্ঠ ৮ ॥ ৬৩
 সুবর্ণাশ্রোদপানকং শ্বেততীর্থহৃদং তথা ।
 কুণ্ডং ঘর্ষরিকায়াক্ষ শ্রামাকূপকং চন্দ্রিকা ॥ ৬৪
 শ্মশানস্তম্ভকূপকং বিনায়কহৃদং তথা ।
 কূপং সিন্ধুভবকৈব পুণ্যং ব্রহ্মসরং তথা ॥ ৪৫
 ক্রদ্রাবাসং তথা তীর্থং নাগতীর্থং পুলোমকম্ ।
 ভক্তহৃদং ক্ষীরসরং প্রেতাধারং কুমারকম্ ॥ ৬৬
 ব্রহ্মাবর্তং কুশাবর্তং দধিকর্ণোদপানকম্ ।
 শৃঙ্গতীর্থং মহাতীর্থং তীর্থশ্রেষ্ঠা মহানদী ॥ ৬৭
 দিব্যাং ব্রহ্মসরং পুণ্যং গয়াশীর্ষাক্ষয়ং বটম্ ।
 দক্ষিণং চোত্তরকৈব গোময়ং রূপশীতিকম্ ॥ ৬৮
 কপিলাহৃদং গৃধ্রবটং সাবিত্রীহৃদমেব চ ।
 প্রভাসনং সীতবনং যোনিদ্বারকং ধেনুকম্ ॥ ৬৯
 ধন্তকং কোকিলাগাঞ্চ মতঙ্গহৃদমেব চ ।
 পতুকূপং ক্রদ্রতীর্থং শক্রতীর্থং সুমালিনম্ ॥ ৭০
 ব্রহ্মস্থানং সপ্তকুণ্ডং মণিরত্নহৃদং তথা ॥
 কোশিক্যাং ভরতকৈব তীর্থং জ্যেষ্ঠালিকা তথা
 বিবেকসরং কল্পসরং কন্তাসংবেদ্যমেব চ ।

১৫শ্রুততীর্থ, জ্যেষ্ঠস্থানহৃদ, পুণ্য ব্রহ্মসর,
 জগীষবাণ্ডহা, ঘণ্টাকর্ণহৃদ, পুণ্ডরীকহৃদ,
 কর্কোটকবাপী, সুবর্ণোদপান, শ্বেততীর্থহৃদ,
 ঘর্ষরিকাকুণ্ড, শ্রামাকূপ, চন্দ্রিকাতীর্থ, শ্মশান-
 স্তম্ভকূপ, বিনায়ক হৃদ, সিন্ধুভব কুল,
 ক্রদ্রবাস, নাগতীর্থ, পুলোমক, ভক্তহৃদ,
 ক্ষীরসরং, প্রেতাধার, কুমারক, ব্রহ্মাবর্ত,
 কুশাবর্ত, দধিকর্ণোদপানক, শৃঙ্গতীর্থ,
 মহাতীর্থ, তীর্থশ্রেষ্ঠ মহানদী, দিব্যপুণ্য
 ব্রহ্মসরং, গয়াশীর্ষ, অক্ষয়বট, দক্ষিণ ও
 উত্তরগোময়, রূপশীতিক, কপিলাহৃদ, গৃধ্রবট,
 সাবিত্রীহৃদ, প্রভাসন, সীতবন, যোনিদ্বার,
 ধেনুক, ধন্তক, কোকিলা, মতঙ্গহৃদ, পিত্ত-
 কূপ, ক্রদ্রতীর্থ, শক্রতীর্থ, সুমালী, ব্রহ্ম-
 স্থান, সপ্তকুণ্ড, মণিরত্নহৃদ, কোশিকা,
 জ্যেষ্ঠালিকা, বিবেকসর, কল্পসরং, কন্তাসংবেদ,

নিশ্চীবাশ্রভবকৈব বসিষ্ঠাশ্রমমেব চ ॥ ৭২
 দেবকূটকং কূপকং বসিষ্ঠাশ্রমমেব চ ।
 বীরাশ্রমং ব্রহ্মসরো ব্রহ্মবীরাবকাপিলী ॥ ৭৩
 কুমারধারা ত্রীধারা গোরীশিখরমেব চ ।
 শুনঃ কুণ্ডোহথ তীর্থকং নন্দিতীর্থং তথৈব চ ॥ ৭৪
 কুমারবাসং ত্রীবাসমোবীণীতীর্থমেব চ ।
 কুন্তকর্ণহৃদকৈব কোশিকীহৃদমেব চ ॥ ৭৫
 ধর্ম্যতীর্থং কামতীর্থং তীর্থমুদালকং তথা ।
 সঙ্ঘাতীর্থং কারতোয়ং কপিলং লোহিতার্ণবম্
 শোণোদ্ভবং বংশগুণ্ময়মভং কলতীর্থকম্ ।
 পুণ্যাবতীহৃদং তীর্থং তীর্থং বদরিকাশ্রমম্ ॥ ৭৭
 রামতীর্থং পিতৃবনং বিরজাতীর্থমেব চ ।
 মার্কণ্ডেয়বনকৈব কৃষ্ণতীর্থং তথা বটম্ ॥ ৭৮
 রোহিণীকূপপ্রবরমিশ্রহ্রাসরকং যৎ ।
 সান্নগর্তং সমাহেল্লং ত্রীতীর্থং ত্রীনদং তথা ॥ ৭৯
 ইবৃতীর্থং বার্ষভকং কাবেরীহৃদমেব চ ।
 কন্তাতীর্থকং গোকর্ণং গায়ত্রীস্থানমেব চ ॥ ৮০
 বদরীহৃদমন্ত্রচ্চ মধ্যস্থানং বিকর্ণকম্ ।
 জাতীহৃদং দেবকূপং কুশপ্রবণমেব চ ॥ ৮১
 সর্ষদেবব্রতকৈব কন্তাশ্রমহৃদং তথা ।
 তথাত্মদালখিল্যানাং সম্পূর্ণাণাং তথাপরম্ ॥ ৮২
 তথাত্মচ্চ মহাবীণামথগিতহৃদং তথা ।

নিশ্চীবাশ্রভব, বসিষ্ঠাশ্রম, দেবকূট, বসিষ্ঠা-
 শ্রমকূপ, বীরাশ্রম, ব্রহ্মবীরাবকাপিলী, কুমার-
 ধারা, ত্রীধারা, গোরীশিখর, শকুণ্ড, নন্দি-
 তীর্থ, কুমারবাস, ত্রীবাস, কুন্তকর্ণহৃদ,
 কোশিকীহৃদ, ধর্ম্যতীর্থ, কামতীর্থ, উদালক
 তীর্থ, সঙ্ঘাতীর্থ, কারতোয়, কপিল, লোহিতা-
 র্ণব, শোণোদ্ভব, বংশগুণ্ম, ঋষভ, কলতীর্থ,
 পুণ্যাবতীহৃদ, বদরিকাশ্রম, রামতীর্থ,
 পিতৃবন, বিরজাতীর্থ, মার্কণ্ডেয় বন, কৃষ্ণতীর্থ,
 রোহিণীকূপ প্রবর, ইন্দ্রহ্রাসর, সান্নগর্ত,
 মাহেল্ল, ত্রীতীর্থ, ত্রীনদ, ইবৃতীর্থ, ঋষভতীর্থ,
 কাবেরীহৃদ, কন্তাতীর্থ, গোকর্ণ, গায়ত্রীস্থান,
 বদরীহৃদ, মধ্যস্থান, বিকর্ণ, জাতীহৃদ,
 দেবকূপ, কুশপ্রবণ, সর্ষদেবব্রত, কন্তাশ্রম-
 হৃদ, বালখিল্যহৃদ, মহাবীণাহৃদ ও অর্থগিতহৃদ ।

তীর্থেষুভেদেহু বিবিধং সম্যক্ শ্রদ্ধাসম্বিতঃ ॥৮৩
নানং করোতি যো মর্ত্যঃ সোপবাসো

জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

দেবানুযায়ীহুয্যাংশ্চ পিতৃন সন্তপ্য চ ক্রমাৎ ॥
অভ্যর্চ্য দেবতাস্তত্র স্থিত্বা চ রজনীত্রয়ম্ ।
পৃথক্ পৃথক্ কলং তেষু প্রতিতীর্থেষু ভো

• দ্বিজাঃ ॥৮৫

প্রাপ্নোতি হয়মেধস্ত নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।
যজ্ঞিদং শৃণুয়ামিত্যং তীর্থমাহাধ্যমুত্তমম্ ॥
পঠেচ্চ শ্রাবয়েদ্যপি সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৮৬
ইতি শ্রীভাষ্ক্রে মহাপুরাণে তীর্থমাহাধ্যাবর্ণনং
নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্ বিংশোহধ্যায়ঃ ।

• মুনয় উচুঃ ।

পৃথিব্যামুত্তমাং ভূমিঃ ধর্ম্যকামার্থমোক্ষদাম্ ।
তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ত্রিহি নো বদতাং বর ॥১

যে সকল জিতেন্দ্রিয় মানব উপবাস করিয়া
শ্রদ্ধাসহকারে ঐ সকল তীর্থে স্নান, দেব, ঋষি
ও পিতৃগণকে ক্রমশঃ তর্পণ ও দেবতাদিগকে
অর্চনা করিয়া প্রতি তীর্থে তিন তিন রাত্রি
অতিবাহিত করে, হে দ্বিজগণ! সেই তীর্থ-
সেবী ব্যক্তিগণের প্রতিতীর্থে পৃথক্ পৃথক্
অধমেধ যজ্ঞের কল লাভ হয়। যে ব্যক্তি
এই উত্তম তীর্থ মহাধ্যা শ্রবণ করে, পাঠ করে
কিছা শ্রবণ করায়, তাহার সর্বপাপ হইতে
মুক্তি ঘটে। ৭১—৮৬।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষড়্ বিংশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে বাগ্ধিবর!
পৃথিবী মধ্যে যাহা ধর্ম, কাম ও মোক্ষপ্রদ
উত্তম ভূমি এবং যাহা তীর্থস্থান সমূহের মধ্যে
শ্রেষ্ঠ স্থান, ভূমি এক্ষণে তাহাই আমাদের

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ইমং প্রথং মম গুরুং পপ্রচ্ছূনয়ঃ পুরা ।

তমহং সম্প্রক্ষ্যামি যৎপৃচ্ছধ্বং বিজোক্তমাঃ ॥১
স্বাশ্রমে স্মমহাপুণ্যে নানাপুষ্পোপশোভিতে ।
নানাজ্বলতাকীর্ণে নানামৃগগণৈর্ঘূতে ॥ ৩
পুন্নাগৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ সরলৈর্দেবদারুভিঃ ।
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ পনসৈর্ধবখাদিরৈঃ ॥ ৪
পাটলাশোকবকুলৈঃ করবীরৈঃ চম্পকৈঃ ।
অশ্লৈশ্চ বিবিধৈর্দৃষ্টৈর্কর্ণানাপুষ্পোপশোভিতৈঃ
কুরুক্ষেত্রে সমাসীনং বাসং মতিমতাং বরম্ ।
মহাভারতকর্তারং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্ ॥ ৬
অধ্যাত্মনিষ্ঠং সর্বজ্ঞং সর্বভূতহিতে রতম্ ।
পুরাণগমবক্তারং বেদবেদাঙ্গপারগম্ ॥ ৭
পরশরস্মৃতং শাস্ত্রং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ।
দ্রষ্টুমভ্যাযযুঃ শ্রীত্যা মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৮

নিকট প্রকাশ করিয়া বল। লোমহর্ষণ
কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা
যে প্রশ্ন করিলেন, অতি পূর্বকালে মুনিগণ
মিলিত হইয়া মদীয় গুরুদেবের নিকট
এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। 'যাহা হউক,
আমি ইহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন।
একদা মহর্ষি বেদব্যাস কুরুক্ষেত্রে স্থায়
আশ্রমে সমাসীন ছিলেন। তদীয় মহা-
পুণ্যজনক আশ্রম নানা তরুলতায় সমা-
কীর্ণ ও নানা জাতীয় কুশুমসমূহে সমৃদ্ধা-
সিত; নানা জাতীয় মৃগ তথায় বিচরণশীল
এবং পুন্নাগ, কর্ণিকার, সরল, দেবদারু,
শাল, তাল, তামাল, পনস, ধব, খদির,
পাটল, অশোক, বকুল, করবীর, চম্পক ও
অস্তান্ত বিবিধ বৃক্ষে সে আশ্রম পরিশোভিত
ছিল। মদীয় গুরু বেদব্যাস মতিমান্গণের
বরণ্য, মহাভারতের প্রণেতা, সর্বশাস্ত্রে
বিশারদ, অধ্যাত্মজ্ঞানে তৎপর, সর্ববিষয়ে
অভিজ্ঞ, সর্বভূত-হিতেনিরত, পুরাণ ও
আগমের প্রবক্তা এবং বেদ ও বেদাঙ্গে
পারদর্শী ছিলেন। সেই সমস্তশাস্ত্রবিশারদী
পদ্মপলাশ-লোচন পরাশরনন্দনকে শ্রীতি

কল্পপো জমদগ্নিঃ ভরদ্বাজোহথ গৌতমঃ ।

বসিষ্ঠো জৈমিনির্ধোম্যো মার্কণ্ডেয়োহথ

বাশ্বিকিঃ ॥ ৯

বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দো বাৎস্ত্যো গার্গ্যোহথ

আশ্বরিঃ ।

সুমন্তর্ভার্গবো নাম কথো মেধাতিথির্ভৃকঃ ॥ ১০

মাণ্ডব্যশ্চ্যবনো ধূম্রো হসিতো দেবলস্তথা ।

মৌদগল্যস্তৃণযজ্ঞশ্চ পিঙ্গলাদোহকৃতত্বণঃ ॥ ১১

সম্বর্ভঃ কৌশিকো রৈভ্যো মৈত্রেয়ো হরিতস্তথা

শাণ্ডিল্যশ্চ বিভাণ্ডশ্চ ত্বর্কাসা লোমশস্তথা ॥ ১২

নারদঃ পর্বতশ্চৈব বৈশম্পায়নগালবো ।

ভাষ্করিঃ পুরণঃ সূতঃ পুলস্ত্যঃ কপিলস্তথা ॥ ১৩

উলুকঃ পুলহো বায়ুর্দেবস্থানশ্চতুর্ভুজঃ ।

সনৎকুমারঃ পৈলশ্চ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণানুভৌতিকঃ ॥ ১৪

এতৈশ্বিনিবরৈশ্চাত্তৈশ্বর্যুতঃ সত্যবতীসুতঃ ।

ররাজ স মুনিঃ শ্রীমান্ নক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ ॥ ১৫

তানাগতানুন্নীন্ সর্বান পূজয়ামাস বেদবিৎ ।

তেহপি তং প্রতিপূজ্যেব কথাং চক্লুঃ পরস্পরম্

সহকারে দেখিবার জন্ত একদা সংশিত-

ব্রত মুনিগণ আগমন করেন । সেই সমাগত

মুনিগণের মধ্যে কল্পপ, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ,

গৌতম, বশিষ্ঠ, জৈমিনি, ধোম্য, মার্কণ্ডেয়,

বাশ্বিকি, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, বাৎস্ত্য, গার্গ্য,

আশ্বরি, সুমন্ত, ভার্গব, কথ, মেধাতিথি,

মাণ্ডব্য, চ্যবন, ধূম্র, অসিত, দেবল,

মৌদগল্য, তৃণযজ্ঞ, পিঙ্গলাদ, অকৃতত্বণ,

সম্বর্ভ, কৌশিক, রৈভ্য, মৈত্রেয়, হরিত,

শাণ্ডিল্য, বিভাণ্ড, ত্বর্কাসা, লোমশ, নারদ,

পর্বত, বৈশম্পায়ন, গালব, ভাষ্করি, পুরণ,

সূত, পুলস্ত্য, কপিল, উলুক, পুলহ, বায়ু,

দেবস্থান, চতুর্ভুজ, সনৎকুমার, পৈল, কৃষ্ণ

ও কৃষ্ণানুভৌতিক এই সকল মুনির নাম

সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই সমস্ত এবং

অজ্ঞাত মুনিশ্রেষ্ঠগণে পরিবৃত্ত হইয়া পরা-

শর-সুত ব্যাসদেব নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রমার

স্তায় বিব্রাজ করিতে লাগিলেন । ১-১৫ ।

বেদক ব্যাসদেব সেই সমাগত মুনিগণকে

কথান্তে তে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কৃষ্ণঃ সত্যবতীসুতম্ ।

পপ্রচ্ছুঃ সংশয়ং সর্বৈ তপোবননিবাসিনঃ ॥ ১৬

মুনয় উচুঃ ।

মুনে বেদাংশ্চ শাস্ত্রাণি পুরাণাগমভায়তম্ । ১৭

ভূতং তব্যাং ভবিষ্যৎ সর্বং জানাসি বায়রম্ ॥

কষ্টেহস্মিন্ হৃৎখবহুলে নিঃসারে ভবসাগরে ।

রাগগ্রাহকুলে রোদ্রে বিষমোদকসংগ্ৰবে ॥ ১৯

ইন্দ্রিযাবর্তকলিলে দৃষ্টোর্মিশতসঙ্কুলে ।

মোহপঙ্কাবেলে হর্গে লোভগন্তীরহস্তরে ॥ ২০

নিমজ্জজ্জগললোক্য নিরালম্বমচেতনম্ ।

পৃচ্ছামহ্যং মহান্তাগং ক্রহি নো মুনিসত্তম ॥ ২১

শ্রেয়ঃ কিমত্র সংসারে ভৈরবে লোমহর্ষণে ।

উপদেশপ্রদানেন লোকান্নকর্তুমহঁসি ॥ ২২

দুর্লভং পরমং ক্ষেত্রং কর্তুমহঁসি মোক্ষদম্ ।

পৃথিব্যাং কস্মভূমিকং শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ২৩

যথাযোগ্য সংকার করিলেন এবং মুনি-

গণও তাঁহাকে প্রতিপূজিত করিয়া পরস্পর

কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন । কথাবসানে

সেই সকল তপোবনবাসী মুনিশ্রেষ্ঠগণ

সত্যবতীনন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে আপনাদের

সংশয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ।

মুনিগণ কহিলেন, হে মুনে! আপনি

নিখিল বেদশাস্ত্র, পুরাণ, আগম ও

যাবতীয় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান

বিষয়ে অভিজ্ঞ । এই সংসার হৃৎখময় ।

এ ভব-সাগরে সার কিছুই নাই । ইহা

বিষয়সলিলে পরিপূর্ণ, রাগরূপ গ্রাহগণে

সমাকুল, ইহাতে ইন্দ্রিয়রূপ আবর্ত, যাবতীয়

দৃশ্য প্রপঞ্চ ইহার উর্দ্ধিমালা, মোহরূপ পঙ্কে

ইহা কলুষিত এবং লোভরূপ গাভীর্ঘ্য বশতঃ

হরবগাহ । আমরা এ হেন ভীষণ ভব-

সাগরে এই নিরাশ্রয় জড় জগৎকে নিম্ন

দেখিয়া, হে মুনিসত্তম! ভবাদৃশ মহা-

পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এই ভীষণ

লোমহর্ষণ সংসারে প্রকৃত মঙ্গল কি ? আপনি

সে বিষয়ে উপদেশ দিয়া লোকদিগকে

উদ্ধার করুন । পৃথিবী মধ্যে মোক্ষপ্রদ অর্থঃ

কৃতা কিল নরঃ সম্যক্ কৰ্ম্ম ভূমৌ ধ্বংসিতম্ ।
প্রাপ্তোতি পরমাঃ সিদ্ধিঃ নরকঞ্চ বিকৰ্ম্মতঃ ॥
মোক্ষক্ষেত্রে তথা মোক্ষঃ প্রাপ্তোতি

পুরুষঃ সুধীঃ ।

তস্মাদ্ভূতমহাপ্রাজ্ঞং যৎপৃষ্ঠোহসি বিজ্ঞোত্তম
ঋত্বা তু বচনং তেবাং মুনীনাং ভাবিতাশ্চনাম্
ব্যাসঃ প্রোবাচ ভগবান্ভূতভূতব্যভবিষ্যবিৎ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সৰ্বে বক্ষ্যামি যদি পৃচ্ছথ ।
যঃ সংবাদোহভবৎ পূৰ্ব্বমুখীণাং ব্রহ্মণা সহ ॥২৭
মেকপৃষ্ঠে তু বিস্তীর্ণে নানারত্নবিভূষিতে ।
নানাক্রমলতাকীর্ণে নানাপুষ্পোপশোভিতে ॥
নানাপক্ষিকতে রম্যে নানাপ্রসবনাকুলে ।
নানাসমুদয়সমাকীর্ণে নানান্দ্যাসমষ্টিতে ॥ ২৯
নানাবর্ণশিলাকীর্ণে নানাধাতুবিভূষিতে ।
নানামুনিজনাকীর্ণে নানাশ্রমসমষ্টিতে ॥ ৩০

কৰ্ম্মভূমি ঈদৃশ হ্রলভ ক্ষেত্র কি, তাহা
আপনি ব্যক্ত করুন। আমরা শুনিবার
জন্ত সমুৎসুক হইয়াছি। হে মহাপ্রাজ্ঞ!
লোক সকল যে ক্ষেত্রে বিহিত কৰ্ম্মের অনু-
ষ্ঠান করিয়া পরম সিদ্ধি ও অনুষ্ঠান না করিয়া
নরকপ্রাপ্ত হয় এবং সুধী পুরুষেরা যাদৃশ
মোক্ষক্ষেত্রে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন,
আপনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। হে
বিজ্ঞোত্তম! আপনাকে আমরা সেই সম্বন্ধেই
প্রশ্ন করিয়াছি। ১৬—২৫। ভূত, ভব্য ও
ভবিষ্যবিৎ ভগবান্ বেদব্যাস সেই সকল
ভাবিতাশ্চা মুনিদিগের কথা শ্রবণ করিয়া
কহিলেন,—হে মুনিগণ! আপনারা যাহা
জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সে বিষয়ে আপনা-
দের নিকট ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণের যে
কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই কহিতেছি
শ্রবণ করুন। যে স্থান নানারত্নে ভূষিত,
নানা ক্রমলতায় সমাকীর্ণ, নানা পুষ্পে উপ-
শোভিত, বিবিধ বিহঙ্গগণে অলুনাদিত,
অসংখ্য সমুদয় সমষ্টিতে পরিব্যাপ্ত, নানা আন্দ্য
ব্যাপারে পরিপূর্ণ, নানাবিধ শিলাখণ্ডে সম-

তত্রাসীনঃ জগন্নাথঃ জগদ্যোনিং চতুর্ধ্বম্ ।
জগৎপতিং জগদ্বন্দ্যং জগদাধারমৌশর্যম্ ॥ ৩১
দেবদানবগন্ধর্বৈর্যক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ ।
মুনিসিদ্ধাপ্সরোভিশ্চ বৃতমন্ত্ৰৈদিবালয়ৈঃ ॥ ৩২
কেচিৎ স্তবন্তি তং দেবং কেচিৎপায়ন্তি চাগ্রতঃ
কেচিৎ দ্যানি বাতন্তে কেচিৎপ্রত্যস্তিচাপরে ॥৩৩
এবং প্রমুদিত কালে সৰ্বভূতসমাগমে ।
নানাকুসুমগন্ধাঢ্যো দক্ষিণানিলসেবিতঃ ॥ ৩৪
ভূখাত্তান্তং তদা দেবং প্রণিপত্য পিতামহম্ ।
ইমমর্থমুদ্বিষবরাঃ পপ্রজুঃ পিতরং দ্বিজাঃ ॥ ৩৫
ঋষয় উচুঃ ।
ভগবনশ্রোতুমিচ্ছামঃ কৰ্ম্মভূমিং মহাবলে ।
বক্তুমর্হসি দেবেশ মোক্ষক্ষেত্রঞ্চ হ্রলভম্ ॥ ৩৬
ব্যাস উবাচ ।
তেবাং বচনমাকর্ণ্য প্রাহ ব্রহ্মা সুরেশ্বরঃ ।

লঙ্কত ও নানা মুনি ও নানা আশ্রমে পরি-
বৃত, তথাবিধ সুবিস্তীর্ণ রমণীয় মেকপৃষ্ঠে
জগন্নাথ জগদ্যোনি চতুর্ধ্ব ব্রহ্মা একদা
সমাসীন ছিলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব,
যক্ষ, বিজ্ঞাধর, উরুগ, মুনি, সিদ্ধ ও অপর
এবং অন্তান্ত স্বর্গবাসীরা সেই জগৎপতি
জগদ্বন্দ্য জগদাধার প্রভুর চতুর্দিকে
দণ্ডায়মান থাকিয়া কেহ কেহ স্তব ও কেহ
হে তাঁহার গুণগান করিতেছিলেন। কেহ
কেহ বা ভাবভরে বিবিধ বাজ বাজাইতে-
ছিলেন এবং কেহ কেহ বা নৃত্য করিতে-
ছিলেন। এইরূপে সেই রমণীয় সময়ে সে
স্থানে সর্বপ্রাণীর সমাগম ঘটিলে এবং বিবিধ
কুসুম গন্ধ লইয়া দক্ষিণানিল প্রবাহিত হইতে
থাকিলে, ভূগু প্রভৃতি মহাবীরা সেই পিতামহ
দেবকে প্রণামপুরঃসর এই বিষয় জিজ্ঞাসা
করিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে ভগ-
বন, হে দেবেশ! মহীতল মধ্যে যাহা
কৰ্ম্মভূমি অথচ হ্রলভ মোক্ষক্ষেত্র বলিয়া
বিখ্যাত, আমরা তাহা শুনিবার জন্ত সমুৎ-
সুক হইয়াছি। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনি-
শ্রেষ্ঠগণ! সুরেশ্বর ব্রহ্মা তাঁহাদের সেই

প্রজ্জ্বলন্তে যথা প্রস্নং তৎসর্বং মুনিসত্তমাঃ ॥৩৭॥
ইতি ত্রীত্রাঙ্কে মহাপুরাণে স্বয়ম্ভুত্রক্ষর্ষিসংবাদে
প্রশ্ননিরূপণং নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্বৈ যদ্বো বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্ ।
পুরাণং বেদসম্বন্ধং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভম্ ॥১॥
পৃথিব্যাং ভারতং বর্ষং কৰ্ম্মভূমিকদাহতা ।
কৰ্ম্মণঃ ফলভূমিশ্চ স্বৰ্গঞ্চ নরকং তথা ॥ ২ ॥
তস্মিন্ বর্ষে নরঃ পাপং কৃতা ধৰ্ম্মঞ্চ ভো দ্বিজাঃ
অবশ্যং ফলমাপ্নোতি অশুভশ্চ শুভশ্চ চ ॥ ৩ ॥
ব্রাহ্মণাদ্যাঃ স্বকং কৰ্ম্ম কৃতা সম্যক্সুসংযতাঃ ।
পাপুংস্তি পরাং সিদ্ধিং তস্মিন্ বর্ষে ন সংশয়ঃ ॥৪॥
ধৰ্ম্মার্থাঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ দ্বিজসত্তমাঃ ।
প্রাপ্নোতি পুরুষঃ সর্বং তস্মিন্ বর্ষে সুসংযতঃ

কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা যেরূপ প্রশ্ন
করিলছিলেন, . তৎসমস্তের সমুচিত উত্তর
প্রদান করিলেন । ২৬—৩৭ ।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—মুনিগণ! শ্রবণ করুন,
আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি
অধুনা সেই ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ বেদমতানুগত
মঙ্গলাবহ পুরাণপ্রস্তাব কীর্তন করিতেছি ।
পৃথিবী মধ্যে ভারতবর্ষই কৰ্ম্মভূমি বলিয়া
বিখ্যাত । কেবল কৰ্ম্মভূমি নয়, ভারতে
কৰ্ম্মজন্ত স্বৰ্গ নরকাদি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়
বলিয়া উহা কৰ্ম্মফলভূমি নামেও কীর্তিত ।
হে দ্বিজগণ! ঐ বর্ষে নরগণ পাপ বা পুণ্য
করিয়া অবশ্যই তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ
করে । ভারতবর্ষে যে সকল ব্রাহ্মণ
আছেন, তাঁহারা সুসংযত হইয়া স্ব স্ব বিধিত

ইন্দ্রাদ্যশ্চ সুরাঃ সর্বৈ তস্মিন্ বর্ষে দ্বিজো-
ত্তমাঃ ।

কৃতা সুশোভনং কৰ্ম্ম দেবদ্ব্যঃ প্রতিপেদিরে ॥৬॥
অন্তেহপি লেভিরে মোক্ষং পুরুষাঃ

সংযতেশ্রিয়াঃ ।

তস্মিন্ বর্ষে বুধাঃ শান্তা বীতরাগা বিমৎসরাঃ
যে চাপি স্বর্গে তিষ্ঠন্তি বিমানেন গতজরাঃ ।

তেহপি কৃতা শতং কৰ্ম্ম তস্মিন্ বর্ষে দিবং

গতাঃ ॥ ৮

নিবাসং ভারতে বর্ষে আকাঙ্ক্ষন্তি সদা সুরাঃ ।

স্বর্গাপবর্গফলদে তৎপশ্চামঃ কদা বয়ম্ ॥ ৯

মুনয় উচুঃ ।

যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং কৰ্ম্ম নাত্তত্র পুণ্যদম্ ।

পাপায় বা সুরশ্রেষ্ঠ বর্জয়িত্বা চ ভারতম্ ॥ ১০

ততঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যমঃ তচ্চ গম্যতে ।

ন খলু তত্র মর্ত্যানাং ভূমৌ কৰ্ম্ম বিদ্রীযতে ॥১১॥

কৰ্ম্মের অহুষ্ঠানপূর্বক নিশ্চয়ই পরম সিদ্ধি
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ!
ঐ বর্ষবাসী সুসংযত পুরুষ ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও
মোক্ষ এই চতুর্বিধ ফল লাভ করেন,
অধিক কি, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণও ঐ ভারত-
বর্ষেই শুভকৰ্ম্মের অহুষ্ঠান করিয়া দেবদ্ব্য
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এতদ্বিন্ন অস্ত আরও
কত যে জিতেশ্রিয়, শান্ত, বীতরাগ, বিমৎ-
সর বুধজন ঐ ভারতবর্ষে মোক্ষলাভ করিয়া-
ছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই । স্বর্গভূমে যে
সকল বিগতজর বিমানচারী বিহার করেন ।
তাঁহারাও ভারতবর্ষে শুভকৰ্ম্ম করিয়াই স্বর্গগত
হইয়াছেন । সুরগণ সর্বদাই স্বর্গ ও অপবর্গ-
ফল-জনক ভারতবর্ষে বাস করিবার
আকাঙ্ক্ষা করেন এবং তাঁহারা মনে মনে
এইরূপ কামনা করিয়া থাকেন যে, কবে
আমরা ভারতবর্ষ অবলোকন করিব?
মুনিগণ কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি যে
বলিলেন, ভারতবর্ষ ব্যতীত অস্ত কোথাও
পাপ বা পুণ্যকৰ্ম্মের অহুষ্ঠান নাই, এবং
ভারতেই স্বর্গ, মোক্ষ ও মধ্যগতি প্রাপ্ত

তদ্ব্যবস্থারতো ব্রহ্মস্বাকং ভারতং বদ ।
 যদি তেহতি দয়ামানু যথাবস্থিতিয়েব চ ॥ ১২
 তদ্ব্যবস্থামিদং নাথ যে বাসিন্ বর্ষপর্বতাঃ ।
 ভেদাশ্চ তন্ত বর্ষন্ত ক্রহি সর্বানশেষতঃ ॥ ১৩
 ব্রহ্মোবাচ ।
 শৃণুধ্বং ভারতং বর্ষং নবভেদেন ভো দ্বিজাঃ ।
 সমুদ্রান্তুরিতা জেয়াস্তে সমাশ্চ পরস্পরম্ ॥ ১৪
 ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেকশ্চ তাত্রপর্ণো গভস্তিমান্ ।
 নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্বো বাকুণ্ডস্তথা ॥
 অযন্ত নবমস্তেযাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ।
 যোজনানানং সহস্রং বৈদ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরঃ
 পূর্বে কিরাতা যন্তাসন্ পশ্চিমে যবনাস্তথা ।
 ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্ণাঃ শূদ্রাশ্চান্তে স্থিতা
 দ্বিজাঃ ॥ ১৭
 ইজ্যাপুংগবানিজ্যাদ্যৈঃ কৰ্ম্মভিঃ কৃতপাবনাঃ ।

হওয়া যায় ; অত্ৰ কোন ভূমিতে মর্ত্যবাসী-
 দিগের শুভাশুভ কৰ্ম্ম বিহিত বলিয়া নির্ণীত
 হয় নাই । ১—১১ । অতএব ব্রহ্মন ! আপনি
 আমাদের নিকট বিস্তৃতরূপে ভারত-কথাই
 কীৰ্ত্তন করুন । যদি আমাদের প্রতি
 আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে, হে
 নাথ ! ভারতবর্ষের অবস্থান, তদ্রূপ বর্ষ
 পর্বত সকল এবং ঐ বর্ষের যত প্রকার
 ভেদ, তৎসমস্ত নিঃশেষরূপে কীৰ্ত্তন
 করুন । ১—১৩ । ব্রহ্মা কহিলেন,—হে
 দ্বিজগণ ! নবদ্বীপ ভারতবর্ষের বিবরণ
 শ্রবণ করুন । ভারতবর্ষে নয়টি দ্বীপ আছে ।
 ঐ সকল দ্বীপ সাগরে সমাবৃত ও পরস্পর
 সমভাবে বিরাজিত । ঐ দ্বীপগুলির নাম—
 ইন্দ্রদ্বীপ, কশেক, তাত্রপর্ণ, গভস্তিমান,
 নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব, বাকুণ ও সাগর-
 সংবৃত । এই শেষোক্ত দ্বীপ দক্ষিণোত্তর
 দিকে অবস্থিত এবং সহস্র যোজন বিস্তৃত ।
 ভারতবর্ষের পূর্বদিকে কিরাত ও পশ্চিমে
 যবনগণের বাস । উহার মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ,
 কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ভেদে অবস্থান ।
 ইজ্যাপুংগ ও বাণিজ্যাদি কৰ্ম্ম দ্বারা সর্বদাই

তেযাং সংব্যবহারশ্চ এতি কৰ্ম্মভিরিহ্যতে ॥
 স্বর্গাপবর্গহেতুশ্চ পুণ্যং পাপকং বৈ তথা ।
 মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহঃ শুক্তিমানুকপর্বতঃ ॥ ১৯
 বিদ্যাস্চ পারিষাত্শ্চ সন্তৈবাজ্জ কুলাচলাঃ ।
 তেযাং সহস্রশ্চান্তে ভূধরা যে সমীপগাঃ ॥ ২০
 বিস্তারোচ্ছ্রয়িণো রম্যা বিপুলান্চিহ্নসানবঃ ।
 কোলাহলঃ স বৈভাজো মন্দরো দর্দ রাচলঃ ॥ ২১
 বাতঙ্কয়ো বৈহ্যতশ্চ মৈনাকঃ সুরসন্তথা ।
 তুঙ্গপ্রস্থে নাগগিরিগৌধনঃ পাণ্ডুরাচলঃ ॥ ২২
 পুষ্পগিরির্বৈজয়ন্তী রৈবতোহর্কুদ এব চ ।
 ঋষ্যমুকঃ স গোমহঃ কুতশৈলঃ কুতাচলঃ ॥ ২৩
 শ্রীপার্বত্যশ্চকোরশ্চ শতশোহন্তে চ পর্বতাঃ ।
 তৈর্বিমিশ্রা জনপদা শ্লেচ্ছাদ্যাশ্চৈব ভাগশঃ ॥ ২৪
 তৈঃ পীয়ন্তে সরিচ্ছ্রোতা বৃথাধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ
 গঙ্গা সরস্বতী সিদ্ধুশ্চলভাগা তথাপরা ॥ ২৫

ঐ বর্ষচতুষ্টয় পবিত্র এবং ঐ সকল কৰ্ম্মেই
 তাহাদিগের ব্যবহার-পরস্পরা বিহিত ।
 ভারতবর্ষ স্বর্গ ও অপবর্গের হেতু এবং পুণ্য
 অথবা পাপ ফলের উৎপত্তি স্থান । মহেন্দ্র,
 মলয়, সহ, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিদ্যা ও
 পারিষাত্ এই সকল ভারতবর্ষীয় কুলাচল ।
 এই কুলাচলগণের সমীপে অস্তান্ত আরও
 সহস্র সহস্র ভূধর বিদ্যমান । সেই সকল
 ভূধরও বিস্তৃত, উচ্ছ্রিত, রম্য, বিপুল ও
 বিচিত্র সাহস্রসমূহে সমন্বিত । কোলাহল,
 মন্দর, দর্দর, বাতঙ্কয়, বৈহ্যত, মৈনাক,
 সুরস, তুঙ্গপ্রস্থ, নাগগিরি, গোবর্ধন, পাণ্ডর,
 পুষ্পগিরি, বৈজয়ন্ত, রৈবত, অর্কুদ, ঋষ্যমুক,
 গোমহ, কুতশৈল, কুতাচল, শ্রীপর্বত, চকোর,
 ইত্যাদি শত শত পর্বত ভারতবর্ষে বিরাজ-
 মান । এই সকল পর্বতের পার্শ্বে, অন্তে
 এবং কোথাও বা মধ্য মধ্যে অসংখ্য জন-
 পদ অবস্থিত । এই সমস্ত জনপদে শ্লেচ্ছাদি
 জাতি পৃথক্ পৃথক্ রূপে বাস করিয়া
 থাকে । ১২—২৪ । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! ঐ সকল
 জনপদবাসীরা যে সমস্ত নদীর জল পান
 করে, তাহাদের নাম শ্রবণ করুন । গঙ্গা,

ধূনা শতকর্ষিশাশ বিতস্তৈরাবতী কুহুঃ ।
 গোমতী ধূতপাপা চ বাহুনা চ দূষতী ॥ ২৬
 বিশাশা দেবিকা চক্ষুর্নিষ্ঠীবা গণ্ডকী তথা ।
 কৌশিকী চাপগা চৈব হিমবৎপাদনিঃসৃত্যঃ ॥ ২৭
 দেবশ্রুতির্দেববতী বাতরী সিদ্ধুরেব চ ।
 বেণ্যা তু চন্দনা চৈব সদানৌরা মহী তথা ॥ ২৮
 চর্ম্মধতী বুধী চৈব বিদিশা বেদবত্যপি ।
 সিপ্রা হবন্তী চ তথা পারিষাজ্জাহ্নগাঃ স্মৃতাঃ ॥
 শোণা মহানদী চৈব নর্ম্মদা সুরথা ক্রিয়া ।
 মন্দাকিনী দশার্ণা চ চিত্রকূটা তথাপর্য্য ॥ ৩০
 চিত্রোৎপলা বেত্রবতী করমোদা পিশাটিকা ।
 তথাস্তাতিলঘুশ্রোণী বিপাপ্যা শৈবলা নদী ॥ ৩১
 সধেৰুজা শুক্রমতী শকুনী জিদিবা ক্রমুঃ ।
 ঋকপাদপ্রসূতা বৈ তথাস্তা বেগবাহিনী ॥ ৩২
 সিপ্রা পর্য্যাকী নির্ধিঙ্ঘ্যা তাপী চৈব সরিষরা ।
 বেণা বেতরগী চৈব সিনীবালী কুমুদতী ॥ ৩৩
 তোয়া চৈব মহাগৌরী হুর্গা চান্তঃশিলা তথা ।
 বিদ্যাপাদপ্রসূতাস্তা নদ্যাঃ পুণ্যজনাঃ শুভাঃ ॥

সরস্বতী, সিদ্ধু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, শতজ, বিশাশী, বিতস্তা, ইরাবতী, কুহু, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুনা, দূষতী, দেবিকা, চক্ষু, নিষ্ঠীবা, গণ্ডকী ও কৌশিকী, এই সকল নদী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে নিঃসৃত । দেবশ্রুতি, দেববতী, বাতরী, সিদ্ধু, বেণ্যা, চন্দনা, সদানৌরা, মহী, চর্ম্মধতী, বুধী, বিদিশা, বেদবতী, সিপ্রা ও অবন্তী এই সকল নদী পারিষাজ পর্বত হইতে উৎপন্ন । শোণা, মহানদী নর্ম্মদা, সুরথা, ক্রিয়া, মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, চিত্রোৎপলা, বেত্রবতী, করমোদা, পিশাটিকা, অতিলঘুশ্রোণী, বিপাপ্যা, শৈবলা, সধেৰুজা, শুক্রমতী, শকুনী, জিদিবা, ক্রমু ও বেগবাহিনী এই সমস্ত নদী ঋকপাদ হইতে উদ্ভূত । সিপ্রা, পর্য্যাকী, নির্ধিঙ্ঘ্যা, তাপী, বেণা, বৈতরগী, সিনীবালী, কুমুদতী, তোয়া, মহাগৌরী, হুর্গা, অন্তঃশিলা এই সকল নদী বিদ্যাজির পাদদেশ হইতে নিঃসৃত ।

গোদাবরী ভীমরথী কৃকবেণা তথাপগা
 তুলজয়া সুপ্রয়োগা তথাতা পাপনাশিনী ॥ ৩৪
 সহস্রাবিনিজ্জাতা ইত্যেতাঃ সরিতাঃ ধরাঃ ।
 কৃতমালা তাম্রপনী পুষ্যজা প্রত্যলাবতী ॥ ৩৫
 মলয়াজিসমুদ্ভূতাঃ পুণ্যাঃ শীতজলাধিমাঃ ।
 পিতৃসোমযিকুল্যা চ বঙ্কলা জিদিবা চ য়া ॥ ৩৬
 লাক্সলিনী বংশকরা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ।
 সুবিকলা কুমারী চ মনুগা মন্দগামিনী ॥ ৩৭
 কয়াপলাসিনী চৈব শুক্রমৎপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ।
 সর্বাঃ পুণ্যাঃ সরস্বত্যাঃ সর্বা গঙ্গাঃ সমুদ্রজাঃ ॥
 বিশ্বস্ত্র মাতরঃ সর্বাঃ সর্বাঃ পাপহরাঃ স্মৃতাঃ ।
 অস্তাঃ সহস্রশঃ প্রোক্তাঃ ক্ষুদ্রনগো বিজোক্তমাঃ
 প্রাগৃষ্টকালবহাঃ সন্তি সদাকালবহাশ্চ য়াঃ ।
 মৎস্তা মুকুটকুল্যাশ্চ কুন্তলা কাশিকোশলাঃ ॥ ৪১
 অজ্জকাশ্চ কলিঙ্কাশ্চ শমকাশ্চ বৃকৈঃ সহ ।

এই নদীনিচয়ের জল হিত ও পুণ্যপ্রদ । গোদাবরী, ভীমরথী, কৃকবেণা, তুলজয়া, সুপ্রয়োগা ও পাপনাশিনী, এই সকল ঋষ্ট নদী সহ্যাজির পাদদেশ হইতে নিজ্জাত । কৃতমালা, তাম্রপনী, পুষ্যজা ও প্রত্যলাবতী, এই নদীগুলি পবিত্র ও শীতল জলে পরিপূর্ণ । ইহার মলয়াজি হইতে উদ্ভূত । পিতৃকুল্যা, সোমকুল্যা, যিকুল্যা, বঙ্কলা, জিদিবা, লাক্সলিনী ও বংশকরী, এই সকল নদী মহেন্দ্রাচল হইতে নির্গত । সুবিকলা, কুমারী, মনুগা, মন্দগামিনী ও কয়াপলাসিনী এইসকল নদী শুক্রমান শৈল হইতে স্ফূট । উল্লিখিত সমস্ত নদীই পুণ্যজনক, সকলেই সরস্বতী ও গঙ্গার সমকক্ষ এবং সকলেই সমুদ্রগামিনী । ২৫—৩৮ । ঐ সকল নদীই জগতের মাতৃরূপিনী, এবং সকলেই পাপহারিণী । যে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ ঐ সকল নদী ব্যতীত আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র সহস্র নদী বিজ্ঞমান । এই নদীনিচয়ের মধ্যে কতকগুলি নদী বর্ষাকালে প্রবাহিত হয় এবং কতকগুলি সর্বদাই প্রবাহিত হয় থাকে । মৎস্ত, মুকুটকুল্যা, কুন্তলা, কাশী, ধাকৈ । মৎস্ত, মুকুটকুল্যা, কুন্তলা, কাশী,

মধ্যদেশা জনপদাঃ প্রায়শোহমী প্রকীৰ্তিতাঃ
 সহস্র চোত্তরে যন্ত যন্ত গোদাবরী নদী ।
 পৃথিব্যামপি কুৎসার্যাঃ স প্রদেশো মনোরমঃ ॥
 গোবর্দ্ধনপুরং রম্যং ভার্গবন্ত মহাশ্বনঃ ।
 বাহীকা বাটধানাশ্চ সূতীরাঃ কালতোয়দাঃ ॥৪৪
 অপরাস্তাশ্চ শূদ্রাশ্চ বাহ্লিকাশ্চ সকেরলাঃ ।
 গান্ধারা যবনাশ্চৈব সিদ্ধুসৌবীর্যমজ্রকাঃ ॥ ৪৫
 শতজ্জা কলিজাশ্চ পারদা হারমূষকাঃ ।
 মাঠরাশ্চৈব কনকাঃ কৈকেয়া দম্ভমালিকাঃ ॥৪৬
 কজিরোপমদেশাশ্চ বৈশ্ণবজ্জলানি চ ।
 কাষোজাশ্চৈব বিপ্রেত্ৰা বর্ষরাশ্চ সর্লৌকিকাঃ
 বীরাশ্চৈব তুবারাশ্চ পল্লাবাধায়তা নরাঃ ।
 আজ্জেরাশ্চ ভরষাজাঃ পুঙ্কলাশ্চ দশেরকাঃ ॥ ৪৮
 লম্পকাঃ শুনশোকাশ্চ কুলিকা জাগ্রলৈঃ সহ ।
 ঔষধ্যচলচন্দ্ৰা চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ ॥ ৪৯
 তোমরা হংসমার্গাশ্চ কাশ্মীরাঃ করুণাস্তথা ।
 শূলিকাঃ কুহকাশ্চৈব মাগধাশ্চ তথৈব চ ॥ ৫০
 এতে দেশা উদীচাশ্চ প্রাচ্যান্ দেশানিবোধত
 অহা বামজুরীকাশ্চ বল্লকাশ্চ মথাস্তকাঃ ॥ ৫১

কোশল, অজ্ঞক, কলিজ, শমক ও বৃক
 প্রভৃতি ভারতবর্ষের মধ্যদেশীয় জনপদ
 বলিয়া কীৰ্তিত। সহ্যাদ্রির উত্তরদিকে
 যে দেশ আছে, যথায় গোদাবরী নদী
 প্রবাহিত হইতেছে; সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে
 সেই প্রদেশ অতি মনোরম। ঐ স্থানে
 মহাত্মা ভার্গবের রমণীয় গোবর্দ্ধনপুর
 বিরাজমান। বাহীকর, বাটধান, সূতীর,
 কালতোয়দ, অপরাস্ত, শূদ্র, বাহ্লিক, কেয়ল,
 গান্ধার, যবন, সিদ্ধ, সৌবীর, মজ্রক, শতজ্জ,
 কলিজ, পারদ, হারমূষিক, মাঠর, কনক,
 কৈকেয়, দম্ভমালিক, কজিরোপম দেশ, বৈশ্ণ
 ও শূদ্রকুল, কাষোজ, বর্ষর, লৌকিক, বীর,
 তুবার, পল্লাব, আজ্জের, ভরষাজ, পুঙ্কল,
 দশেরক, লম্পক, শুনশোক, কুলিক, জাগ্রল,
 ঔষধ্য, চলচন্দ্ৰ, কিরাতজাতি, তোমর,
 হংসমার্গ, কাশ্মীর, করুণ, শূলিক, কুহক, ও
 নাগধ, এই সকল উদীচ্য দেশ। এক্ষণে

তথাপরেহহা বল্লাশ্চ মলদা মালবর্তিকাঃ ।
 ভদ্রতুঙ্গাঃ প্রতিজয়া ভাৰ্য্যাক্ষাচাপমর্দকাঃ ॥৫২
 প্রাগ্জ্যোতিষাশ্চ মজ্রাশ্চ বিদেহান্তানলিগুকাঃ
 মল্লা মগধকা নন্দাঃ প্রাচ্যা জনপদাস্তথা ॥ ৫৩
 তথাপরে জনপদা দক্ষিণাপথবাসিনঃ ।
 পূর্ণাশ্চ কেয়লাশ্চৈব গোলাঙ্গলাস্তথৈব চ ॥ ৫৪
 ঋষিকা মুষিকাশ্চৈব কুমারা রামঠাঃ শকাঃ ।
 মহারাষ্ট্রা মাহিষকাঃ কলিজাশ্চৈব সর্ষশঃ ॥৫৫
 আভীরাঃ সহ বৈশিক্যা অটব্যাঃ সরবাশ্চ যে
 পুলিন্দাশ্চৈব মৌলেয়া বৈদৰ্ভা দণ্ডকৈঃ সহ ॥৫৬
 পৌলিকা মৌলিকাশ্চৈব অশ্বকা ভোজবর্দ্ধনাঃ
 কোলিকাঃ কুস্তলাশ্চৈব দম্ভকা নীলকালকাঃ ॥
 দাক্ষিণাত্যাস্থৌ দেশা অপরাস্তানিবোধত ।
 শূর্ণীরকাঃ কালিধনা লোলান্তালকট্টৈঃ সহ ॥৫৮
 ইত্যেতে হপরাস্তাশ্চ শৃংখাঃ বিদ্যাবাসিনঃ ।
 মলজাঃ কর্কশাশ্চৈব মেলকাস্চোলকৈঃ সহ ॥৫৯
 উত্তমার্গা দশার্গাশ্চ ভোজাঃ কিঙ্কিঙ্ক্যকৈঃ সহ ।
 তোষলাঃ কোশলাশ্চৈব ত্রৈপুরা বৈদিশাস্তথা

প্রাচ্য দেশের নাম শ্রবণ করুন। অহ, বামজুরীক, বল্লক, মথাস্তক, অহ, বজ, মলদ, মালবর্তিক, ভদ্রতুঙ্গ, প্রতিজয়, ভাৰ্য্যাক্ষ, চাপমর্দক, প্রাগ্জ্যোতিষ, মজ্র, বিদেহ, তাম্র-
 লিগুক, মল্লা, মগধক, ও নন্দ, এই সকল প্রাচ্য
 জনপদ। ৩৯—৫৩। এতস্তিন্ন দক্ষিণাপথবাসী
 অনেক জনপদ আছে। তাহাদের নাম—
 পূর্ণ, কেয়ল, গোলাঙ্গল, ঋষিক, মুষিক,
 কুমার, রামঠ, শক, মহারাষ্ট্র মাহিষক, কলিজ,
 আভীর, বৈশিক্য, অটব্য, সরব, পুলিন্দ,
 মৌলেয়, বৈদৰ্ভ, দণ্ডক, পৌলিক, মৌলিক,
 অশ্বক, ভোজবর্দ্ধন, কোলিক, কুস্তল, দণ্ডক,
 নীলকালক, এই সকল দাক্ষিণাত্য দেশ।
 অপরাস্ত দেশ সকল শ্রবণ কর। শূর্ণীরক,
 কালিধন, লোল ও তালকট্ট এই সমস্ত
 অপরাস্ত দেশ। এক্ষণে বিদ্যাচলস্থ দেশ-
 সমূহের নাম শ্রবণ কর। মলজ, কর্কশ,
 মেলক, চোলক, উত্তমার্গ, দশার্গ, ভোজ,
 কিঙ্কিঙ্ক্য, তোষল, কোশল, ত্রৈপুর,

তুহুরাশ্চ চরাশ্চৈব যবনাঃ পবনৈঃ সহ ।
অভয়া কৃণ্ডিকেরাশ্চ চৰ্চরা হোত্রধৰ্ত্তয়ঃ ॥ ৬১
এতে জনপদাঃ সৰ্বে তত্র বিদ্যানিবাসিনঃ ।
অতো দেশান্ প্রবক্ষ্যামি পৰ্বতাশ্ৰয়িণশ্চ যে ॥
নীহারান্ত্রমার্গাশ্চ কুরবস্তঙ্গাঃ খসাঃ ।
কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব উর্ণা দৰ্ঘাঃ স্কুলকাঃ ॥ ৬৩
চিদ্ৰমার্গা মালবাশ্চ কিরাতাস্তোমরৈঃ সহ ।
কৃতত্রেতাঙ্গিকাশ্চ চতুৰ্ভুগকৃতো বিধিঃ ॥ ৬৪
এবং তু ভারতং বৰ্ষং নবসংস্থানসংস্থিতম্ ।
দক্ষিণে পরতো যন্ত পূৰ্বে চৈব মহোদধিঃ ॥ ৬৫
হিমবানুত্তরেণাস্ত কাৰ্ব্বুকশ্চ যথা গুণঃ ।
তদেতদ্ভারতং বৰ্ষং সৰ্ববীজং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬৬
ব্রহ্মহ্মমরেশং দেবং মরুতাং তথা ।
মৃগযক্ষাপ্সরোযোনিঃ তদ্বৎ সৰ্গসরীম্বপাঃ ॥ ৬৭
স্বাবরণাঞ্চ সৰ্বেষামিতো বিপ্রাঃ শুভাশুভৈঃ
প্রযান্তি কৰ্ম্মভূবিপ্রা নাত্মা লোকেষু বিজ্ঞতে ॥
দেবানামপি তো বিপ্রাঃ সदैবৈষ মনোরথঃ ।

বৈদিশ, তুহুর, চর, যবন, পবন, অভয়, কৃণ্ডিকের, চৰ্চর, হোত্রধৰ্ত্তি, এই সকল বিদ্যুৎচলিত জনপদ। অনন্তর পৰ্বতাস্থিত দেশগুলির কথা কহিতেছি; নীহার, ত্রুমার্গ, কুরব, তঙ্গ, খস, কর্ণপ্রাবরণ, উর্ণ, দৰ্ঘ, স্কুলক, চিদ্ৰমার্গ, মালব, কিরাত ও তোমর, এইগুলি পৰ্বতাস্থিত দেশ। এই ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগের বিধিব্যবস্থা প্রচলিত। এইরূপে এই ভারতবর্ষ নবসংস্থানে সংস্থিত। ইহার দক্ষিণ ও পূর্বদিকে মহোদধি বিরাজিত এবং উত্তরদিকে ধনুর্ভূতাকায়ে হিমবানু বিস্তারিত। হে দ্বিজোত্তমগণ! সর্বোচ্চ-পদের নিদানভূত এই সেই ভারতবর্ষ। ব্রহ্ম, অমরেশ্বর ও দেব প্রভৃতি এই ভারতবর্ষেই বাস করে। এইখানেই শুভাশুভ কৰ্ম্মানুসারে জীবদিগের মৃগ, যক্ষ, অগ্নি, সরীসৃপ ও স্বাবর প্রভৃতি যোনি-প্রাপ্তি হয়। হে বিপ্রবর্গ! জগতে ইহা ভিন্ন অন্য কোন কৰ্ম্মভূমিই নাই। হে

অপি মাহুয়ামাপ্যামো দেবহাং প্রচ্যুতাঃ
কিতো ॥ ৬৯
মহুয়াঃ কুরুতে যত্নে তন্ন শকাং সুরাসুরকৈঃ ।
তৎকৰ্ম্মনিগড়প্রস্তৈস্তৎকৰ্ম্মকপণোদয়ৈঃ ॥ ৭০
ন ভারতসমং বৰ্ষং পৃথিব্যামস্ত ভো দ্বিজাঃ ।
যত্র বিপ্রাদয়ো বর্ণাঃ প্রাপ্ত বস্ত্যভিবাঙ্কিতম্ ॥ ৭১
যজ্ঞান্তে ভারতে বর্ষে জায়ন্তে যে নরাস্তম্বাঃ ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাপ্ত বস্তি মহাকলম্ ॥ ৭২
প্রাপ্যতে যত্র তপসঃ ফলং পরমতুলাভম্ ।
সর্বদানফলকৈব সর্বযজ্ঞফলং তথা ॥ ৭৩
তীর্থযাত্রাফলকৈব গুরুসেবাফলং তথা ।
দেবতারাদানফলং স্বাধ্যায়শ্চ ফলং দ্বিজাঃ ॥ ৭৪
যত্র দেবাঃ সদা হৃষ্টা জন্ম বাঙ্কন্তি শোভনম্ ।
নানাত্রতকলকৈব নানাশাস্ত্রফলং তথা ॥ ৭৫
অহিংসাদিকলং সম্যকফলং সর্বাভিবাঙ্কিতম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যফলকৈব গাইহৈর্য্য চ যৎফলম্ ॥ ৭৬
যৎ ফলং বনবাসেন সন্ন্যাসেন চ যৎফলম্ ।
ইষ্টাপূর্ত্তফলকৈব তথাস্তচ্ছূভকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৭৭

বিপ্রগণ! দেবগণও চিরকাল এইরূপ অভিশ-
লাষ করিয়া থাকেন যে, আমরা যখন দেব
হইতে প্রচ্যুত হইব, তখন ভারতভূমিতে
গিয়াই মহুয়া লাভ করিব। ভারতীয়
মহুয়গণ যাহা করিতে পারে, কৰ্ম্মশূন্যতা-
বদ্ধ ও কৰ্ম্মকয়ে পতনোন্মুখ সুরাসুরগণ
তাহা করিতে পারেন না। হে দ্বিজগণ!
পৃথিবীতে যত বর্ষ আছে, তন্মধ্যে ভার-
তের জায় কোন বর্ষই নয়। এই ভারত-
বর্ষেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত
হইয়া থাকেন। যে সকল নরশ্রেষ্ঠ ভারত-
বর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই ধন এবং
তাঁহারাই ধর্ম্ম, কাম ও মোক্ষের চরম উৎকর্ষ
লাভ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষেই পরম
তুলা তপস্শ্রা, সর্বদান, সর্বযজ্ঞ, তীর্থযাত্রা,
গুরুসেবা, দেবতারাদান ও স্বাধ্যায়ফল প্রাপ্ত
হওয়া যায়, দেবগণ হৃষ্ট হইয়া সর্বদা ভারত-
বর্ষেই শুভ জন্ম কামনা করেন। হে দ্বিজো-
ত্তমগণ! বিবিধ ব্রত, নানা শাস্ত্রাধ্যয়ন,

প্রাপ্যতে ভারতে বর্ষে ন চাত্ত্বজ-দ্বিজোক্তমাঃ
কঃ শকোতি ভগ্নান্ বন্ধুঃ ভারতস্তাখিলান্ দ্বিজাঃ
এবং সম্যক্ৰূপে প্রোক্তঃ ভারতঃ বর্ষমুত্তমম্ ।
সর্বশাপহরঃ পুণ্যঃ ধন্তঃ বুদ্ধিবিবর্জনম্ ॥ ১২
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পঠেৎ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
সর্বশাপৈবিনির্মুক্তো বিহুলোকঃ স গচ্ছতি ॥ ৮
ইতি শ্রীভাষ্ক মহাপুরাণে ভারতবর্ষাঙ্ককীর্তনঃ
নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ভাষ্কোবাচ ।

তদ্রাজে ভারতে বর্ষে দক্ষিণোদধিসংস্থিতঃ ।
ওড়দেশ ইতি খ্যাতঃ স্বর্গমোক্শপ্রদায়কঃ ॥ ১
সমুদ্রোত্তমঃ ভাবদ্যাবাধিরজমণ্ডলম্ ।

আহিনা, সর্কাতীষ্ট, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্যসেবা,
বনবাস, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত ও অস্তান্ত শুভকর্ম্ম
সবস্তেই এইখানে ফললাভ করা যায় ।
ভারতের অন্তর্জ কোন বর্ষে এ সকল ফল
প্রাপ্ত হওয়া যায় না । হে দ্বিজগণ ! ভারত-
বর্ষের যত গুণ তাহা বর্ণন করিবার ক্ষমতা
কাহারও নাই । আমি সম্যক্ৰূপে ভারত-
বর্ষের বিষয় বর্ণন করিলাম । এই ভারত-
খ্যান সর্বশাপহর, পবিত্র, ধন্ত ও বুদ্ধি-
বিবর্জন । যে ব্যক্তি নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া
নিত্য ইহা শ্রবণ করে, সে সর্বশাপ হইতে
মুক্ত হইয়া বিহুলোকে উপনীত হইয়া
থাকে ॥ ৪৪—৮০ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

ভাষ্ক কহিলেন,—সেই ভারতবর্ষে
দক্ষিণাঙ্কীয় সমীপে ওড় নামে এক প্রসিদ্ধ
দেশ আছে । এই দেশ স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদ ।
সমুদ্রের উত্তর ভাগে বিরজমণ্ডল পর্য্যন্ত

দেশোহসৌ পুণ্যশীলানাং গুণৈঃ সর্বৈরলঙ্কৃতঃ
তত্র দেশপ্রসূতা যে ব্রাহ্মণাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ।
তপঃস্বাধ্যায়নিরতা বন্দ্যঃ পূজ্যাস্ত তে সদা ॥
ভ্রাত্রে দানে বিবাহে চ যজ্ঞে বাচাধ্যকর্ম্মণি ।
প্রশস্তাঃ সর্বকাৰ্য্যেষু তত্রদেশোক্তবা দ্বিজাঃ ॥ ৪
যট্কার্মনিরতাস্তত্র ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
ইতিহাসবিদশ্চৈব পুরাণার্থবিশারদাঃ ॥ ৫
সর্বশাস্ত্রার্থকুশলা যজ্ঞানো বীতমৎসরাঃ ।
অগ্নিহোত্ররতাঃ কেচিৎ কেচিৎ স্মার্ত্তাগ্নিতৎপরঃ
পুত্রদারধনৈর্যুক্তা দাতারঃ সত্যবাদিনঃ ।
নিবসন্ত্যংকলে পুণ্যে যজ্ঞোৎসববিভূষিতে ॥ ৭
ইতরেহপি ত্রয়ো বর্ণাঃ ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ সুসংযতাঃ
স্বকর্ম্মনিরতাঃ শান্তাস্তত্র তিষ্ঠন্তি ধার্ম্মিকাঃ ॥ ৮
কোণাদিত্য ইতি খ্যাতস্তন্মিন্ দেশে ব্যবস্থিত
যং দৃষ্ট্বা ভাস্করঃ মর্ত্ত্যঃ সর্বশাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯
মুনয় উচুঃ ।

শ্রোতুমিচ্ছাম তদ্রূপি কেত্রং সূর্য্যস্ত সাস্ত্রতম্

যে ভূভাগ বিস্তৃত, তাহা পুণ্যচারী জনগণের
অধ্যুষিত সর্বগুণালঙ্কৃত দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ
সেই দেশে যে সকল জিতেন্দ্রিয় ও তপঃ-
স্বাধ্যায়-নিরত ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করেন,
তাঁহারা সর্বদাই সর্বসাধারণের বন্দ্য ও
পূজ্য এবং ভ্রাত্রে, দানে, বিবাহ, যজ্ঞ ও
আচার্য্যকাৰ্য্যে তাঁহারা সবিশেষ প্রশস্ত ।
তদ্রত্য ব্রাহ্মণগণ যট্কার্মে নিরত, বেদজ্ঞ,
ইতিহাসবেত্তা, পুরাণমন্ত্রাভিজ্ঞ, সর্বশাস্ত্রার্থ-
পারদর্শী, যাগশীল ও মাৎস্যবিহীন । তাঁহা-
দের মধ্যে অনেকে অগ্নিহোত্র-রত এবং
অনেকে স্মার্ত্তাগ্নি-তৎপর । ব্রাহ্মণগণ দাতা,
সত্যবাদী ও হ্রী-পুত্র-বিস্ত-সম্পন্ন হইয়া
যজ্ঞোৎসবময় উৎকল দেশে বাস করেন ।
ব্রাহ্মণ ব্যতীত অস্তান্ত বর্ণজরও স্বকর্ম্ম ও
ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়া তথায় বাস করিয়া
থাকেন । সেই দেশে কোণাদিত্য নামে এক
ভাস্করমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । সূর্য্যবাসীরা
তদর্শনে সর্বশাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ।
১—৯ । মুনীগণ কহিলেন, হে সূর্য্যোত্তম ! সেই

ভবিন দেশে সুর্য্যেষ্ঠ যজ্ঞান্তে স দিবাকরঃ ।

অম্বোবাচ ।

লবণতোদধেস্তীয়ে পবিত্রে সুর্য্যনোহরে ।
সৰ্ব্বত্র বালুকাকীর্ণে দেশে সৰ্ব্বগুণাৰিভে ॥ ১১
চম্পকশোকবকুলৈঃ করবীটৈঃ সপাটলৈঃ ।
পুন্নাগৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ বকুলৈর্নাগকেশরৈঃ ॥ ১২
তগরৈর্ধববাণৈশ্চ অতিমুক্তৈঃ সজ্জকৈঃ ।
মালতীকুন্দপুষ্পৈশ্চ তথাশ্চৈবল্লিকাদিভিঃ ॥ ১৩
কেতকীবনখণ্ডৈশ্চ সৰ্ব্বকুন্তুমোজ্জলৈঃ ।
কদম্বৈর্লব্ধকুচৈঃ শালৈঃ পনসৈর্দেবদারুভিঃ ॥ ১৪
সরলৈর্মুচুক্শৈশ্চ চন্দনৈশ্চ সিতেতরৈঃ ।
অৰ্বাখৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ আত্মৈরাজাতকৈস্তথা ॥ ১৫
তালৈঃ পুণ্ডলৈশ্চৈব নারিকেরৈঃ কপিথকৈঃ
অস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈর্ধূকৈঃ সৰ্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ১৬
ক্ষেত্রঃ তত্র রবেঃ পুণ্যমাস্তে জগতি বিশ্বতম্
সমস্তাদ্বোজনঃ সাগ্রঃ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥ ১৭

দেশের যেখানে ভাস্করদেব অবস্থান করিতে-
ছেন, সে কোন ক্ষেত্র? তাহা আমরা
গুনিতে ইচ্ছা করি, বলুন। ব্রহ্মা কহি-
লেন,—লবণোদধির পবিত্র তীরদেশে দিবা-
করের সুর্য্যনোহর ক্ষেত্র বিরাজিত। ঐ ক্ষেত্রের
সৰ্ব্বদিক্ সৈকতস্থাপে সমাকীর্ণ, ও সৰ্ব্বগুণে
অৰিভ। চম্পক, অশোক, বকুল, করবীর,
পাটল, পুন্নাগ, কর্ণিকার, বকুল, নাগকেশর,
তগর, ধববাণ, অতিমুক্ত, কুজক, মালতী,
কুন্দ ও মল্লিকা প্রভৃতি এবং সৰ্ব্বঋতু-সমুৎপন্ন
কুন্তুমসমূহে সমুজ্জল; কেতকীবনখণ্ড, কদম্ব,
লব্ধকুচ, শাল, পনস, দেবদারু, সরল, মুচুকুন্দ,
চন্দন, অৰ্বাখ, সপ্তপর্ণ, আত্ম, আত্মাতক,
তাল, পুণ্ডল, নারিকেল, কপিথক ও
অস্ত্রাঙ্ক [নানাজাতীয় বৃক্ষসমূহে উহার
সৰ্ব্বদিক্ সমলঙ্কৃত। দিবাকরের তত্ত্বাত্য
পুণ্য ক্ষেত্র সৰ্ব্বজগতে প্রসিদ্ধ। উহার
চতুর্দিকের বিস্তৃতি-পরিমাণ এক বোজম।
উহা ভোগ ও মোক্ষের প্রদায়ক। স্বয়ং
সমস্তরাজ্য দিবাকর ঐ ক্ষেত্রে কোণাধিত্য
নামে বিখ্যাত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

আন্তে তত্র স্বয়ং দেবঃ সহস্রাং তদ্বিবাকরঃ ।
কোণাধিত্য ইতি খ্যাতো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥
মাঘে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাং সংঘতেজস্রঃ
কৃতোপবাসো যত্রৈত্যা ন্নাহা তু মকরান্নরে ॥ ১৯
কৃতশৌচো বিশুদ্ধাশ্বা অন্নং দেবঃ দিবাকরম্
সাগরে বিধিবৎ ন্নাহা শৰ্কর্য্যন্তে সমাহিতঃ ॥ ২০
দেবানুযায়ীমুখ্যাংশ্চ পিতৃন্ সন্তপ্য চ দ্বিজাঃ ।
উত্তীৰ্য্য বাসসী যৌতে পরিধায় স্নানির্মলে ॥ ২১
আচম্য প্রযতো ভূত্বা তীরে তন্ত মহোদধেঃ ।
উপবিষ্টোদয়ে কালে প্রাযুখঃ সবিতুস্তথা ॥ ২২
বিলিখ্য পশ্যৎ মেধাবী রক্তচন্দনবারিণা ।
অষ্টপত্রং কেশরাঢ্যং বর্জুলং চোঙ্ককর্ণিকম্ ॥ ২৩
তিলতণ্ডুলতোয়কং রক্তচন্দনসংযুতম্ ।
রক্তপুষ্পং সদর্ভকং প্রক্ষিপেত্তাত্ত্রভাজনে ॥ ২৪
তাত্ত্রাভাবেহর্কপত্রস্ত পুটে কৃষ্টা তিলাদিকম্ ।
পিধায় তন্মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পাত্রং পাত্রেণ বিস্তসেৎ ॥

তিনি সাধকদিগকে ভোগ ও মোক্ষফল প্রদান
করিয়া থাকেন। ১০—১৮। মাঘ মাসের শুক্ল
সপ্তমীতে উপবাসী থাকিয়া যথাবিধি সমুদ্রে
স্নানপূর্ব্বক শৌচাগারে বিশুদ্ধ হইয়া সেই
দিন দিবাকরকে অন্ন করিতে হয়। পর
দিন রাত্রিপ্রভাতে সমাহিত হইয়া পুনরায়
সাগরজলে বিধিমত স্নান এবং দেব, পিতৃ,
ঋষি ও মনুষ্যদিগকে তর্পণান্তে জল হইতে
তীরে উঠিত হইয়া বিশুদ্ধ নির্মল বস্ত্রায়
পরিধানপূর্ব্বক কৃতোপবাস ও প্রযত হইয়া সেই
মহোদধিতীরে উপবেশন করিবে এবং
স্বর্ঘ্যোদয়কালে প্রাযুখ হইয়া রক্তচন্দন-
দ্রব দ্বারা এক সৌর পশু লিখিবে। ঐ পশু
অষ্ট পত্র ও কেশর-সমাবৃত হইবে। উহার
কর্ণিকাগুলি উজ্জ্বলিত থাকিবে। ঐ পশু-
পরি একটি তাত্ত্রপাত্র রাখিয়া তাহাতে
তিল, তণ্ডুল, জল, রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প ও
কুশ প্রক্ষেপ করিবে। যে মুনিশ্রেষ্ঠগণ।
তাত্ত্রপাত্রের অভাব হইলে অর্কপত্রপুটে
তিলাদি রাখিয়া পাত্রান্তর দ্বারা আচ্ছাদন

কল্পভাসাদিবিভাসঃ কৃষ্ণানৈবদ্যাদিভিঃ ।
 আত্মানং ভাস্করং ধ্যান্য সত্যক্ অজ্ঞাসমবিতঃ
 মধ্যে চাশ্বিন্দলে ধীমান্নৈখ তে হাসনে দলে ।
 কীমারিগোচরে চৈব পুনর্নৈখ্যে চ পূজয়েৎ ॥২৭
 প্রকৃতং বিমলং সারমারাধ্যং পরমং সুখম্ ।
 সম্পূজ্য পদ্মাবাহু গগনাস্তত্র ভাস্করম্ ॥ ২৮
 কর্ণিকোপরি সংস্থাপ্য তত্বে মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ।
 কৃষ্ণা নানাদিকঃ সর্বং ধ্যান্য তং সুসমাহিতঃ ॥
 সিতপদ্মোপরি রবিং তেজোবিশ্বে ব্যবস্থিতম্ ।
 পিকাকং দ্বিভুজং রক্তং পদ্মপত্রাকৃণাঘরম্ ॥৩০
 সর্বলক্ষণসংযুক্তং সর্বাভরণভূষিতম্ ।
 সুরূপং বরদং শান্তং প্রভামণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৩১
 উদ্যন্তং ভাস্করং দৃষ্ট্বা সান্ত্রসিন্দূরসন্নিভম্ ।
 ততস্তৎপাত্রমালায় জামুভ্যাং ধরনীং গতঃ ॥৩২
 কৃষ্ণা শিরসি তৎপাত্রমেকচিত্তস্ত বাগ্‌যতঃ ।
 ত্র্যক্ষরেণ তু মন্ত্রেণ সূর্য্যার্থ্যার্থ্যং নিবেদয়েৎ ॥

পূর্বক এক স্থানে রাখিয়া দিবে। অন-
 স্তর বিশেষ অজ্ঞার সহিত অজ্ঞাস ও
 কল্পভাসাদি করিয়া পরে আত্মাকে ভাস্কর-
 মুষ্টিরূপে ধ্যানপূর্বক ধীমান্ সাধক অগ্নি,
 নৈখ্যত, বায়ু ও ঈশানকোণে এবং মধ্য-
 ভাগে ভাস্করকে পূজা করিবেন। পরম
 সুখরূপ পরমারাধ্য বিমল ভাস্করকে
 গগন হইতে পদ্মোপরি আবাহনপূর্বক
 পূজা করিয়া পরে কর্ণিকার উপর স্থাপ-
 নাতে মুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। অনস্তর
 নানাদি সর্বকার্য্য সমাধানান্তে সমাহিত
 হইয়া রবিকে এইরূপে ধ্যান করিবে;
 যথা—তেজোবিশ্বরূপ গুরুপদ্মোপরি রবি
 অবস্থিত আছেন। তিনি পিকাক, দ্বিভুজ,
 রক্তবর্ণ; পদ্মপত্রের স্তায়, অরুণবর্ণ অশ্বর
 গীহার পরিধান। তিনি সর্বলক্ষণে সমবিত,
 সর্বাভরণে ভূষিত, সুরূপ, বরদ, শান্ত
 ও প্রভামণ্ডলে মণ্ডিত। অনস্তর সান্ত্র-
 সিন্দূর-সদৃশ ভাস্করকে সমুত্তম দেখিয়া
 সেই পূর্বকল্পিত অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণপূর্বক
 নীচাকা হইয়া আপন হস্তকোপরি ঐ পাত্র

অদৌকিতস্ত তন্তৈব নারৈবার্ধ্যং প্রযচ্ছতি ।
 অজ্ঞয়া ভাবযুক্তেন ভক্তিগ্রাহো রবির্ঘতঃ ॥ ৩৪
 অগ্নিনিখ্যতিবায়ুশমধ্যপূর্বাদিদিদৃক্ চ ।
 হৃচ্ছিরশ্চ শিখাবর্ষনেত্রাণ্যস্তক পূজয়েৎ ॥৩৫
 দত্তার্থ্যং গন্ধধূপঞ্চ দীপং নৈবেদ্যমেব চ ।
 জপ্ত্বা স্তব্ধা নমস্কাহা মুদ্রাং বদ্ধা বিসর্জয়েৎ ॥৩৬
 যে বার্থ্যং সম্প্রযচ্ছতি সূর্য্যায় নিয়তেশ্রিয়াঃ ।
 ত্র্যক্ষণাঃ কত্রিয়া বৈশ্ণাঃ ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চ সংবতাঃ
 ভক্তিভাবেন সততং বিত্তকেন্দ্রান্তরাশ্রনা ।
 তে ভুক্তাভিমতান্ কামান্ প্রাপ্ত বন্তি পরাং
 গতিম্ ॥ ৩৮
 ত্রৈলোক্যদীপকং দেবং ভাস্করং গগনেচরম্ ।
 যে সংশ্রয়ন্তি মনুজান্তে সূর্য্যঃ সুখস্ত ভাজনম্ ॥
 যাবন্ন দীযতে চার্য্যং ভাস্করায় যথোদিতম্ ।
 তাবন্ন পূজয়েদ্বিকুং শকরং বা সুরেশ্বরম্ ॥৪০

ধারণান্তে একচিতে মৌনভাবে ত্র্যক্ষর মন্ত্রে
 সূর্য্যার্থ্য প্রদান করিবে। অর্ঘ্যদাতা যদি
 অদৌকিত থাকেন, তাহা হইলে অজ্ঞাপূর্বক
 ভাবযুক্ত হইয়া মাত্র সূর্য্যদেবের নামোচ্চারণ
 করিয়াই অর্ঘ্যদান করিবেন; তাহাতেই
 অর্চনা সুসম্পন্ন হইবে। কেননা, সূর্য্যদেব
 ভক্তিযোগেই লভ্য হইয়া থাকেন। তৎপরে
 অগ্নি, নৈখ্যতি, বায়ু ও ঈশানকোণে এবং
 মধ্য ও পূর্বাদিদিগ্‌ললে তন্তুংদিগধিপতি-
 দিগকে এবং হৃদয়, শির, শিখা, বর্ষ ও
 নেত্রাদি অঙ্গের পূজা করিবে। পরে গন্ধ,
 ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য নিবেদনান্তে জপ,
 স্তব, নমস্কার ও মুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক বিসর্জন
 করিতে হইবে। ১২—৩৬। এইরূপে ত্র্যক্ষণ,
 কত্রিয়, বৈশ্ণ, শূদ্র, বা স্ত্রী যেই কেন হউক
 না, যদি ভক্তিভাবে বিত্তকচিত্তে নিয়তে-
 শ্রিয় হইয়া সূর্য্যার্থ্য প্রদান করে, তাহা
 হইলে ইহলোকে পরম সুখভোগ করিয়া
 অস্ত্রে পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি
 ত্রৈলোক্যের প্রদীপস্বরূপ গগনচরী ভাস্কর,
 যে সকল মানুষেরা তাহাকে আশ্রয় করে,
 তাহারা পরম সুখের ভাজন হইয়া থাকে।

তস্মাৎ প্রযত্নমাহার দধ্যাদধ্যং দিনে দিনে ।
আদিত্যায় শুচির্ভূবা পুষ্পৈর্গন্ধৈর্বনোরমৈঃ ॥৪১
এবং দধ্যতি যশার্ধ্যং সপ্তম্যাং সুসমাহিতঃ ।
আদিত্যায় শুচিঃ স্নাতঃ স লভেদীপ্সিতং ফলম্ ।
রোগাঙ্ঘ্রিচ্যুতে রোগী বিস্তারী লভতে ধনম্ ।
বিদ্যাং প্রাপ্নোতি বিদ্যার্থী স্নাতার্থী পুত্রবান্
ভবেৎ ॥ ৪২

যঃ যঃ কামমতিধ্যায়নং স্বর্ধ্যার্থ্যং প্রযচ্ছতি ।
তস্ত তস্ত ফলং সম্যক্ প্রাপ্নোতি পুরুষঃ সুধীঃ
স্নাত্বা বৈ সাগরে দ্বা স্বর্ধ্যার্থ্যং প্রণম্য চ ।
নরো বা যদি বা নারী সর্বকামফলং লভেৎ ॥
ততঃ স্বর্ধ্যালয়ং গচ্ছেৎ পুশ্পমাদায় বাগ্‌যতঃ ।
প্রবিশ্ত পূজয়েত্তাম্ কুহা তু ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্ ॥
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা কোণার্কং মুনিসত্তম্যঃ ।
গঠৈঃ পুষ্পৈস্তথা দৌপৈশ্চৈবৈবেদ্যকৈরপি ॥

যাবৎ না তাস্করকে যথাবিধি অর্ঘ্যদান করা হয়, তাবৎকালেক্স মধ্যে বিষ্ণু, শঙ্কর বা সুরেশ্বর কাহারই পূজা করা বিধেয় নহে । অতএব প্রযত্ন পূর্বক প্রতিদিন পবিত্র হইয়া মনোহর পুষ্প ও গন্ধ দ্বারা আদিত্যকে অর্ঘ্য দান করিবে । যে ব্যক্তি সপ্তমীতিথিতে সুসমাহিত হইয়া এইরূপে স্নানান্তে শুচিভাবে আদিত্যকে অর্ঘ্যদান করে, তাহার অতীষ্ট ফল লাভ হয় । এই স্বর্ধ্যার্ঘ্যদানের ফলে রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়, বিস্তারী বিস্ত লাভ করে, বিস্তারী বিদ্যা প্রাপ্ত হয়, এবং পুত্রার্থী পুত্র লাভ করে । সুধী পুরুষ যে যে কামনা করিয়া স্বর্ধ্যার্ঘ্য দান করেন, তিনি সেই সেই কাম্য ফল সম্যকরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । নর কিবা নারী সাগরে স্নান করিয়া স্বর্ধ্যার্ঘ্য প্রদানপূর্বক প্রণাম করিলে সর্বকাম-ফল প্রাপ্ত হয় ৩৭—৪৪। হে মুনিসত্তমগণ ! স্নাত্বান নর বাক্যলংঘ্যপূর্বক হস্তে পুষ্প লইয়া স্বর্ধ্যালয়ে গমন করিবেন এবং তথায় প্রবেশপূর্বক ত্রিবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাদ্রদেবকে অর্চনা করিবেন । গন্ধ,

দগ্ধবৎ প্রণিপাতৈশ্চ জয়শব্দৈস্তথা ভবেৎ ।
এবং সম্পূজ্য তং দেবং সহস্রাণ্ডং জনংপতিব্
দশানামধমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।
সর্বপাপবিনিষ্টুক্তো যুবা দিব্যবপুর্নরঃ ॥ ৪১
সপ্তাবরান সপ্ত পরান বংশাঙ্ঘ্রিত্য তো বিজাঃ
বিমানেনার্কবর্ণেন কামগেন সুবর্চসা ॥ ৪২
উপগীয়মানো গন্ধর্কৈঃ স্বর্ধ্যালোকং স গচ্ছতি
ভূক্তা তত্র বরান ভোগান যাবদাকৃতসংগ্রবম্ ।
পুণ্যক্ষ্যাদিহায়াতঃ প্রবরে যোগিনাং কূলে ।
চতুর্দেহো ভবেদ্বিপ্রঃ স্বধর্ম্মনিরতঃ শুচিঃ ॥ ৪৩
যোগং বিবস্বতঃ প্রাপ্য ততো মোক্ষমবাপুয়াৎ
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে যাত্রাঃ দমনভক্তিকাম্ ॥
যঃ কয়োতি নরস্তত্র পূর্বোক্তং স ফলং লভেৎ
শয়নোথাপনে ভানোঃ সংক্রান্ত্যঃ বিষুবায়নে ॥
বারে রবেস্তিথৌ চৈব পরকালেহথবা বিজাঃ ।

পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দিয়া দগ্ধবৎ প্রণিপাত, জয়শব্দ উচ্চারণ ও স্তব দ্বারা জগৎপতি সহস্ররশ্মিকে অর্চনা করিলে মানব সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য যুব-দেহ ধারণ করে এবং দশাধমেধ-জনিত ফললাভ করিয়া থাকে । হে বিজগণ ! মানব কোণাদিত্যের অর্চনার ফলে উর্দ্ধ ও অধঃ সপ্ত পুরুষ উদ্ধার করিয়া অর্কপ্রতিম কামগামী উচ্ছল বিমানারোহণে গন্ধর্বগণ কর্তৃক স্তম্ভমান হইয়া স্বর্ধ্যালোকে উপনীত হইয়া থাকেন এবং সেখানে গিয়া প্রলয়কাল পর্যন্ত বিবিধ দিব্য ভোগ্য বস্তু উপভোগ করেন এবং পশ্চাৎ পুণ্যক্ষর হইলে মর্ত্যে আসিয়া যোগীদিগের উত্তম কূলে জন্মগ্রহণ-পূর্বক চতুর্দেহবিৎ, স্বধর্ম্মনিরত, পবিত্র ভ্রাক্ষণ হইয়া থাকেন ; পরে স্বর্ধ্য সহ মিলিত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন । চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে যে দমনভক্তিকা নামে যাত্রা আছে । যে নর ঐ যাত্রার অঙ্কণ করে, পূর্বোক্ত সকল ফলই তাহার হস্তগত হইয়া থাকে । তদ্ব্যতীত শয়ন, উখান, বিষুব সংক্রান্তি, রবিবার সপ্তমী তিথিতে অথবা কোন পূর্ণিমায় যে সকল

যে তত্র যাত্রাং কুর্জতি ব্রজরা সংবর্তিত্রিয়াঃ ।
 বিমানেনার্কবর্ণেন সূর্যালোকঃ ব্রজস্তি তে ।
 আন্তে তত্র মহাদেবভীরে নন্দনদীপতেঃ ॥৫৬
 রামেশ্বর ইতি খ্যাতঃ সৰ্বকামফলপ্রদঃ ।
 যে তঃ পশুস্তি কামারিং দ্বারা সম্যগ্বেদধৌ
 গঠৈঃ পুষ্পৈস্তথা ধূপৈর্দীপৈর্নৈবেদ্যকৈর্করৈঃ ।
 প্রণিপাতৈস্তথা স্তোত্রৈর্গীতৈর্বাঈশ্বরনোহরৈঃ ॥
 রাজস্বয়ং সমাধাজিমেধকলং তথা ।
 প্রাপ্নুবতি মহান্নানঃ সসিদ্ধিঃ পরমাং তথা ॥৫৭
 কামগেন বিমানেন কিত্তিলীজালমালিনা ।
 উপসীয়মানা গচ্ছকৈঃ শিবলোকঃ ব্রজস্তি তে ॥
 আহুতসংগ্রহং যাবদ্ধুকা ভোগান্নমোরমান্ ।
 পুণ্যকর্মাদিহাগত্য চাতুর্ষেদা ভবন্তি তে ॥৬১
 শাকরং যোগমায়া ততো মোক্ষং ব্রজস্তি তে
 যন্তজ সবিভূঃ কেত্রে প্রাণাস্ত্যজতি মানবঃ ॥

লোক জিতেপ্রিয় হইয়া ব্রহ্মসহকারে ঐ
 যাত্রাহুতান করে, তাহার আর্কবর্ণ বিমানে
 আরোহণ করিয়া সূর্যালোকে উপনীত হয় ।
 সেই সমুদ্রতীরে মহাদেব আছেন, ইনি
 সৰ্বকামপ্রদ রামেশ্বর শিব নামে বিখ্যাত ।
 যে সকল লোক যথাবিধি মহোদধিতে স্নান
 করিয়া সেই কামারিকে দর্শন করেন এবং
 গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, প্রণিপাত,
 স্তোত্র, গীত ও মনোহর বাদ্য দ্বারা তাঁহার
 অর্চনা করিয়া থাকেন, সেই সকল মহা-
 দ্বারা বাজিমেধ ও রাজস্বয় যজ্ঞের ফল-
 লাভ করেন ; এমন কি, তাঁহার পরম
 সিদ্ধি পর্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারেন । তাঁহার
 কিত্তিলীজাল-মালিত কামগামী বিমানে
 আরোহণপূর্বক গচ্ছকগণ কর্তৃক সূর্যমান
 হইয়া শিবলোকে উপনীত হইয়া থাকেন
 এবং প্রলয়কাল পর্যন্ত মনোরম ভোগ্য
 বস্তু সকল উপভোগ করিয়া পশ্চাৎ পুণ্য-
 কমে মর্ত্যধামে আগমনপূর্বক চতুর্ষেদাভিভ
 পতিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন । পরে
 শৈব যোগ অবলম্বনে তাঁহার মোক্ষ প্রাপ্তি
 হয় ।

স সূর্যালোকমাহার দেববন্দোদতে দিবি ।
 পুনরীহবতাং প্রাপ্য রাজা ভবন্তি ধার্মিকঃ ॥৬৩
 যোগঃ রবেঃ সমাসাদ্য ততো মোক্ষমবাপুয়াৎ
 এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শ্রোতঃ কেত্রে সূর্যলভ্য
 কোণার্কস্তোদধেভীরে ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদম্ ॥
 ইতি ত্রীত্রাকে মহাপুরাণে স্বরত্ন-খবিসংবাদে
 কোণাদিত্যমাহাত্ম্যাকীর্তনং নামাষ্টা-
 বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূর্য উচুঃ ।

অতোহস্মাভিঃ সুরশ্রেষ্ঠ ভবত। যদ্বদাততম্ ।
 ভাস্করস্ত পরং কেত্রে ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদম্ ॥১
 ন তুষ্টিমধিগচ্ছামঃ শৃঙ্খলঃ সুখদাঃ কথাম্ ।
 তব বক্তোক্তবাং পুণ্যামাদিত্যাস্থাঘনাশিনীম্ ॥২
 অতঃ পরং সুরশ্রেষ্ঠ ক্রহি নো বহতাং বর ।
 দেবপূজাকলং যচ্চ যচ্চ দানকলং প্রভো ॥ ৩

পরিভ্যাগ করে, সে সূর্যালোক প্রাপ্ত হইয়া
 স্বর্গ-ভূমিতে দেববৎ বিহার করিতে থাকে ;
 অনন্তর মন্ত্রব্যত্ন লাভ করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা
 হয় এবং অস্ত্রে রবির সহিত মিলিত হইয়া
 মোক্ষ লাভ করে । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! এই
 আমি উদধিতীরস্থিত ভুক্তি-মুক্তি-কল-
 প্রদাতা কোণার্কের সূর্যলভ্য কেত্রের বিবরণ
 করিলাম ॥৫৫-৬৫ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৮॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ !
 আপনি যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ভাস্কর-কেত্রের
 কথা কহিলেন, সেই সুখদায়িনী পাপনাশিনী
 ভবমুখ নিঃকৃত পবিত্র কথা সত্যই
 তনি, কিছুতেই আবাদের আর ভক্তি
 প্রেরণ হই না ; যে সুরস্রোতঃ প্রসঙ্গ

প্রতিপাত্তে নমস্কারে তথা চৈব প্রদক্ষিণে ।
দীপ্যপ্ৰদানে চ সম্যজ্ঞানবিধৌ চ যৎ ॥ ৪
উপবাসে চ যৎ পুণ্যং যৎ পুণ্যং নক্তভোজনে
অর্ঘ্যশ্চ কীদৃশঃ প্রোক্তঃ কৃত্ব বা সংপ্রদীয়তে ॥
কথঞ্চ ক্রিয়তে ভক্তিঃ কথং দেবঃ প্রসীদতি ।
এতৎ সৰ্বং সুরশ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ৬
ব্রহ্মোবাচ ।

অর্ঘ্যং পূজাদিকং সৰ্বং ভাস্করস্ত দ্বিজোত্তমাঃ ।
ভক্তিঃ শ্রদ্ধাঃ সমাধিক্ কথ্যমানঃ নিবোধত ॥ ৭
মনসা ভাবনা ভক্তিরিষ্টা শ্রদ্ধা চ কীর্ত্যতে ।
ধ্যানং সমাধিরিত্যুক্তং শৃণুস্ব নু সমাহিতাঃ ॥ ৮
তৎকথাং শ্রাবয়েদ্যন্ত তত্তজ্ঞানং পূজয়ীত বা ।
অগ্নিশ্রবণকশ্চৈব স বৈ ভক্তঃ সনাতনঃ ॥ ৯
ভক্তিস্তত্ত্বম্ননাশ্চৈব দেবপূজারতঃ সদা ।
তৎকৰ্ম্মকৃত্তবেদ্যন্ত স বৈ ভক্তঃ সনাতনঃ ॥ ১০

পূজাকল, দানকল, এবং প্রতিপাত, নম-
স্কার, প্রদক্ষিণ, ধূপ-দীপ-প্রদান, সম্যজ্ঞান-
প্রণালী, উপবাস ও নক্ত ভোজন, এই
সকল ব্যাপারে যে যে রূপে পুণ্য, এতন্নির
কিরূপে অর্ঘ্য-কোথায় কিরূপে দিতে হয়;
কিরূপে ভক্তি করা হয় এবং কিরূপে ভাস্করদেব
প্রসন্ন হইবেন? আমরা এই সকল বিষয়
শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি প্রকাশ করিয়া
বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম-
গণ! ভগবান্ ভাস্করের অর্ঘ্য ও পূজাদি
বিধি এবং ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সমাধির বিষয় বলি-
তোঁছি, শ্রবণ করুন। মন দ্বারা ভগব-
দ্বিষয়ে যে ভাবনা, তাহা ভক্তি এবং তদ্বিষয়ে
যে মানসিক ইচ্ছা, তাহা শ্রদ্ধা আখ্যায়
অভিহিত! এতন্নির যাহা ধ্যান, তাহার
নাম সমাধি। হে মুনিগণ! আপনারা সমা-
হিত হইয়া ভক্তিবিশয়ের বিস্তৃত বিবরণ
শ্রবণ করুন। যিনি ভগবৎকথা শ্রবণ
করেন ও করান, ভগবদ্ভক্তিদিগকে পূজা
করেন, অথবা অগ্নি পরিচর্যা করেন, তিনিই
প্রকৃত ভক্ত নর। যাহার চিত্ত ও মন
ভগবানে নিবিষ্ট, এবং যিনি সৰ্বদা দেব-

দেবার্থে ক্রিয়মাণানি যঃ কৰ্ম্মাণ্যবুযততে ।
কীর্ত্তনাচ্চ পরো বিপ্রাঃ স বৈ ভক্ততরো নরঃ ॥
নাভ্যাহুয়েত তত্তজ্ঞানং নিন্দ্যাচ্চান্দেবতাদ্ ।
আদিত্যততচারী চ স বৈ ভক্ততরো নরঃ ॥ ১২
গচ্ছ্যন্তিষ্ঠন স্বপঞ্জিষন্নু যিষরিমিষয়পি ।
যঃ যত্নেভাস্করং নিত্যং স বৈ ভক্ততরো নরঃ ॥
এবংবিধা হিয়ঃ ভক্তিঃ সদা কাৰ্ঘ্যা বিজানতা ।
ভক্ত্যা সমাধিনা চৈব স্তবেন মনসা-তথা ॥ ১৪
ক্রিয়তে নিয়মো যন্ত দানং বিপ্রায় দীয়তে ।
প্রতিগৃহস্তি তং দেবা মনুষ্যাঃ পিতরন্তথা ॥ ১৫
পত্রং পুষ্পং কলং তোরং যন্তভ্য সন্মুদাহতম্ ।
প্রতিগৃহস্তি তদেবা নাস্তিকান্ বর্জয়ন্তি চ ॥ ১৬
ভাবভক্তিঃ প্রয়োক্তব্য নিয়মাচারসংযুতা ।
ভাবগুহ্যা ক্রিয়তে যন্তৎ সৰ্বং সকলং ভবেৎ ॥

পূজা ও দেবকর্মে নিরত, তিনিই প্রকৃত
ভক্ত। যিনি দেবোদ্দেশে অমুষ্ঠিত কৰ্ম্ম-
সমূহের অমুমোদন করে—কিহা সত্ত
ভগবৎনাম কীর্ত্তন করেইবে, ই নরই
ভক্ততর। যিনি ভগবদ্ভক্তি। প্রতি
অমুহা প্রকাশ করেন যাহা ধাক্ষা অস্ত
দেবতার নিন্দা না করেন, এবং যিনি
আদিত্যততের অমুষ্ঠান করেন, তিনিই
প্রকৃত ভক্ত নর। যিনি গমন, অবস্থান,
নিদ্রা, ভ্রাণ, উদ্যেগ ও নিমেগ এই সকল
ব্যাপারে সৰ্বদাই ভাস্করকে শ্রবণ করেন,
তিনিই প্রকৃত ভক্ততর। ১—১৩। অভিজ্ঞ
ব্যক্তি ভগবানে এইরূপ ভক্তিই প্রকাশ করি-
বেন। ভক্তি, ধ্যান ও স্তব দ্বারা নিয়মানুষ্ঠান-
পূর্বক দেব ও পিতৃ প্রীতির জন্ত যাহারা
ব্রাহ্মণদিগকে দান করে, দেব ও পিতৃগণ
তাহা প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন। ভক্তির সহিত
পত্র, পুষ্প, কল বা জল, বা কিছু দেবো-
দ্দেশে উপহার দেওয়া যায়, দেবগণ তাহা
প্রতিগ্রহ করেন; পরন্তু নাস্তিকগণের দেয়
কিছুই তাঁহারা গ্রহণ করেন না। নিরম
ও আচার সহকারে ভাবভক্তি প্রয়োগ করা
কর্তব্য; যাহা ভাবভক্তি দ্বারা করা হয়,

ভক্তিঅপোপহারেণ পূজয়্যাপি রিবন্ততঃ ।

উপবাসেন ভক্ত্যা বৈ সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৮

প্রতিধায় শিরো ভূম্যাং নমস্কারঃ করোতি যঃ ।

তৎকণাৎ সৰ্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥

ভক্তিযুক্তো নরো যোহসৌ রবেঃ

কুৰ্ঘ্যাৎ প্রদক্ষিণাম্ ।

প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ২০

স্বৰ্ঘ্যঃ মনসি যঃ কৃত্বা কুৰ্ঘ্যাদ্যোমপ্রদক্ষিণাম্ ।

প্রদক্ষিণীকৃত্যন্তেন সৰ্বৈ দেবা ভবন্তি হি ॥ ২১

একাহারো নরো ভূহা ষষ্ঠ্যাং যোহর্চয়তে

রবিম্ ।

নিয়মত্রতচারী চ ভাবেভক্তিসমবিতঃ ॥ ২২

সপ্তম্যাং বা মহাভাগাঃ সোহবমেধকলং লভেৎ

অহোরাত্রোপবাসেন পূজয়েদ্যন্ত ভাস্করম্ ॥২৩

সপ্তম্যামধবা ষষ্ঠ্যাং স যাতি পরমাং গতিম্ ।

কৃষ্ণপক্ষ সপ্তম্যাং সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

তাহাই করে হইয়া থাকে। ভক্তিপূর্বক উপবাস করিয়া ভক্তি, জপ ও পূজোপহার দ্বারা ভক্তিতে আরাধনা করিলে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, যে ব্যক্তি ভূতলে যন্তক নত করিয়া স্বৰ্য্যোদ্দেশে নমস্কার করে, সে তৎকণাৎ সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। যে নর ভক্তিযুক্ত হইয়া রবিকে প্রদক্ষিণ করে, এই সপ্তদ্বীপা বসুধাই তাহার প্রদক্ষিণীকৃত হয়। মনে মনে স্বৰ্ঘ্যকে ধ্যান করিয়া যে নর ব্যোমমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, তৎকর্তৃক সৰ্বদেবতাই প্রদক্ষিণীকৃত হয়েন। যে নর ভক্তিসহকারে একাহারী হইয়া ষষ্ঠী তিথিতে স্বৰ্ঘ্যকে অর্চনা করে ও নিয়ত ব্রতানুষ্ঠানে তৎপর হয়, অথবা যে ব্যক্তি অষ্টমীতিথিতে অহোরাত্র উপবাস করিয়া ভাস্করকে পূজা করে, যে মহাভাগগণ! তাহারা সকলেই অবমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে। সপ্তমীতে হটক, কিংবা ষষ্ঠীতেই হটক, স্বৰ্ঘ্যের অর্চনায় পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমীতিথিতে উপবাসী

সৰ্বরত্নোপহারেণ পূজয়েদ্যন্ত ভাস্করম্ ।

পদ্মপ্রভেণ যানেন স্বৰ্ঘ্যালোকং স গচ্ছতি ॥ ২৫

গুরুপক্ষ সপ্তম্যামুপবাসপারো নরঃ ।

সৰ্বক্লোপহারেণ পূজয়েদ্যন্ত ভাস্করম্ ॥ ২৬

সৰ্বপাপবিনিষ্টকৃতঃ স্বৰ্ঘ্যালোকং স গচ্ছতি ।

অর্কসম্পূটসংযুক্তমুদকং প্রসূতং পিবেৎ ॥ ২৭

ক্রমবৃত্ত্যা চতুর্দশঃশমৈকৈকঃ ক্ষপয়েৎ পুনঃ ।

ষাভ্যাং সংবৎসরাভ্যাং সমাপ্তনিয়মো ভবেৎ

সৰ্বকামপ্রদা হোবা প্রশস্তা হর্কসপ্তমী ।

গুরুপক্ষ সপ্তম্যাং যদাদিত্যদিনং ভবেৎ ॥

সপ্তমী বিজয়া নাম তত্র দন্তঃ মহৎ ফলম্ ।

জ্ঞানং দানং তপো হোম উপবাসস্তথৈব চ ॥

সৰ্বাঃ বিজয়সপ্তম্যাং মহাপাতকনাশনম্ ।

যে চাদিত্যদিনে প্রাপ্তে জ্ঞানং কুর্বাতি মানবাঃ

যজন্তি চ মহাবেতঃ তে লভন্তে যথেষ্পিতম্ ।

বেদাঃ ধর্ম্মাঃ ক্রিয়াঃ সৰ্বাঃ সর্দৈবোদ্ভিত্তা

ভাস্করম্ ॥ ৩২

হইয়া সর্ববিধ রত্নোপহার দ্বারা ভাস্করকে পূজা করেন, তিনি পদ্মপত্রপ্রভ যানারোহণে স্বৰ্ঘ্যালোকে উপনীত হইয়া থাকেন ॥২৪--২৫॥ যে ব্যক্তি গুরুপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে উপবাস তৎপর হইয়া সর্ববিধ গুরু উপহার দ্বারা ভাস্করকে অর্চনা করেন, তিনি সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বৰ্ঘ্যালোকে প্রস্থান করিয়া থাকেন। অর্ক-পত্রের সম্পূটকে করিয়া প্রতি সপ্তমী তিথিতে ক্রমশঃ একেককাজি ক্রমে চতুর্দশঃ প্রসূত উদকপানে দুই বৎসর যাবৎ নিয়ম পালন করিতে হয়, ইহার নাম অর্কসপ্তমী ব্রত ; এই সপ্তমী প্রশস্ত ও সর্বকামপ্রদ। রবিবার যদি গুরু সপ্তমী হয়, তাহা হইলে সেই সপ্তমী বিজয়া নামে খ্যাত। এই বিজয়া সপ্তমীতে জ্ঞান, দান, তপ, হোম ও উপবাসাদি যাহা কিছু করা যায়, তাহাতে মহাফল উৎপন্ন হয়। এমন কি, মহাপাতক পর্যন্ত বিধূরিত হইয়া যায়। যে সকল মানব রবিবারে জ্ঞানানুষ্ঠান বা দেবার্চন্য করে, তাহারা যজ্ঞেই ফল প্রাপ্ত

ন কুলে জায়তে ভেষ্যঃ দরিদ্রো

ব্যাবিতোহপি বা ।

বেতয়া রক্তয়া বাপি পীতযুক্তিকয়াপি বা ॥ ৩৩

উপলেপনকর্তা তু চিহ্নিতঃ লভতে ফলম্ ।

চিত্রভাঙ্গঃ বিচিত্রৈশ্চ কুসুমৈশ্চ স্নুগাঙ্কিভিঃ ॥ ৩৪

পূজয়েৎ সোপবাসো যঃ স কামানীপিতার্নভেৎ

যুতেন দীপং প্রজ্জ্বাল্য তিলতৈলেন বা পুনঃ ॥

আদিত্যঃ পূজয়েদ্বষট্ চক্ষুৰ্বা ন স হীয়তে ।

দীপদাতা নরো নিত্যং জ্ঞানদীপেন দীপ্যতে

তিনাঃ পবিত্রাঃ তৈলঃ বা তিলগোদানমুক্তমম্ ।

অগ্নিকার্যে চ দীপে চ মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৩৭

দীপং দদাতি যো নিত্যং দেবতায়তনেষু চ ।

চতুশ্চৈব রথ্যাসু রূপবান্ সুভগো ভবেৎ ॥

হবির্ভিঃ প্রথমঃ কল্পো দ্বিতীয়শ্চোষধীরসৈঃ ।

বসামেদোহ্নির্নখ্যাসৈর্ন তু দেয়ং কথঞ্চন ॥ ৩৯

হয় । যাহাদের যে কিছু ধর্ম কর্ম, সকলই আদিত্যোদ্দেশে অমুষ্ঠিত হয়, তাহাদের কুলে কেহই দরিদ্র বা ব্যাবিত না । বেত, রক্ত বা পীত যুক্তিকা দ্বারা যাহার। সূর্য্যস্থান উপলেপন করে, তাহার।ও অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি উপবাসী থাকিয়া বিচিত্র পুষ্প ও গন্ধ দ্বারা চিত্রভাঙ্গকে পূজা করে, সে স্প্রীত কামনা লাভ করিয়া থাকে । যে জন যুত কিম্বা তিলতৈল দ্বারা প্রদীপ জালিয়া আদিত্যকে অর্চনা করে, তাহার কখনও চক্ষু নষ্ট হয় না । দীপদাতা নর সর্বদাই জ্ঞান-দীপে উদ্ভাসিত হইবেন । তিলরাশি, পবিত্র তৈল এবং তিলধেনু এই তিনটি দান প্রশস্ত ; তিলদ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিলে এবং তিল তৈলে দীপ জালিয়া দেবগৃহে অর্পণ করিলে, মহাপাতকও বিনষ্ট হয় । মানব চতুশ্চ ও দেবায়তন প্রভৃতিতে নিত্য দীপ দান করিলে রূপবান্ ও সুভগ হইয়া থাকে । যুত দ্বারা দীপদানই প্রথম কর; ওষধি-রসে দীপদান দ্বিতীয় কর; পরন্তু বসামেদোহ্নির্নখ্যাসৈর্ন তু দেয়ং কথঞ্চন

ভবেদুর্দ্ধগতিদীপো ন কদাচিদধোগতিঃ ।

দাতা দীপ্যতি চাপ্যেবঃ ন তির্ধ্যাক্গতিমাশ্রয়াৎ

জলমানং সদা দীপং ন হরেরাপি নাশয়েৎ ।

দীপহর্তা নরো বন্ধঃ নাশং ক্রোধঃ তমো ব্রজ্যেৎ

দীপদাতা স্বর্গলোকে দীপমালেব রাজতে ।

যঃ সমালভতে নিত্যং কুঙ্কমাঙ্কচন্দনৈঃ ॥ ৪১

সম্পদ্যতে নরঃ প্রৈত্য ধনেন বশসা শ্রিয়া ।

রক্তচন্দনসংমিশ্রে রক্তপুষ্পৈঃ শুচির্নরঃ ॥ ৪৩

উদয়েদধ্যঃ সদা দধা সিদ্ধিঃ সংবৎসরান্তেষু ।

উদয়াৎ পরিবর্তেত যাবদন্তমনে স্থিতঃ ॥ ৪৫

জপন্নভিমুখঃ কিঞ্চিদ্ব্যংস্তোত্রমথাপি বা ।

আদিত্যব্রতমেতন্তু মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৪৭

অর্ঘ্যেণ সহিতঞ্চৈব সর্বং সাক্ষং প্রদাপয়েৎ ।

উদয়ে শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৯

সুবর্ণধেনুদং হবসুধাবসুসংযুতম্ ।

অর্ঘ্যপ্রদাতা লভতে সপ্তজন্মাহুগং ফলম্ ॥ ৫১

বিধেয় নহে । দীপ উর্দ্ধগতি হইবে, কদাচিৎ উহা অধোগতি হওয়া উচিত নহে । দীপদাতা দীপের জ্বায় দীপ্তি পাইয়া থাকেন; কদাচিৎ তিনি তির্ধ্যাক্গতি প্রাপ্ত হইবেন না । দীপ জ্বলিতে থাকিলে, কখন তাহা হরণ বা নাশন করিবে না । দীপহর্তা ব্যক্তি বধ, বন্ধন, ক্রোধ ও তমোভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ২৬—৪০ । দীপদাতা নর স্বর্গে গিয়া দীপমালার জ্বায় বিরাজ করেন । যে ব্যক্তি নিয়ত কুঙ্কম ও অঙ্কুর চন্দন লেপন করে, তাদৃশ নর পরজন্মে যশস্বী ও ধনী হইয়া থাকে । যে নর শুচি হইয়া সূর্য্যোদয় কালে রক্ত চন্দন-মিশ্রিত রক্ত পুষ্প দ্বারা সর্বদা অর্ঘ্য দান করে, সে সম্বৎসরান্তে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে । সূর্য্যের উদয় হইতে অন্তকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যোভিমুখে থাকিয়া যে কোন মন্ত্র জপ বা স্তোত্র পাঠ করা কর্তব্য । এইরূপ অমুষ্ঠানের নাম আদিত্যব্রত, এই ব্রতচরণে মহাপাতকরাশি বিনষ্ট হয় । সূর্য্যের উদয়কালে স্তোত্র সহিত অর্ঘ্যদান করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় । সূর্য্যো

অগ্নৌ ভোয়েৎসরিকে চ ততো কুম্ভাঃ

তথৈব চ

প্রতিমায়াঃ তথা পিতৃণাং দেয়মর্ঘ্যঃ প্রযত্নতঃ ॥

নাপসব্যঃ ন সব্যঞ্চ দদ্যাৎ দত্তিমুখঃ সদা ।

সম্বৃতঃ গুণ্ডলঃ বাপি রবের্ভক্তিসমধিতঃ ॥ ৪৯

তৎকর্ণাৎ সর্কপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ

জীবাসঃ চতুরম্বুখঃ দেবদারুঃ তথৈব চ ॥ ৫০

কপূরাঙ্কুধুপানি দধা বৈ স্বর্গগামিনঃ ।

অয়নে তুত্তরে স্বর্ঘ্যমথবা দক্ষিণায়নে ॥ ৫১

পূজয়িত্বা বিশেষেণ সর্কপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।

বিষুবেষুপরাগেষু ষড়্ভীতিমুখে চ ॥ ৫২

পূজয়িত্বা বিশেষেণ সর্কপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।

এবং বেলাসু সর্কাসু সর্ককালঞ্চ মানবঃ ॥ ৫৩

তক্ত্যা পূজয়তে ষোহর্কঃ সোহর্কলোকে

মহীয়তে ।

কুম্ভৈঃ পায়সৈঃ পুপৈঃ কলমূলস্বতোদনৈঃ ॥ ৫৪

বলিঃ কুহা তু স্বর্ঘ্যায় সর্কান কামানবাগ্নুয়াৎ ।

দানকর্ত্তা সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত সুবর্ণ, ধেনু, বলদ, বসুধা ও বিবিধ বস্তু লাভ করিয়া থাকেন। অগ্নি, জল, অন্তরীক্ষ, পৃথ্বীভূমি ও প্রতিমা প্রভৃতিতে যত্নের সহিত স্বর্ঘ্যার্ঘ্য দান করা কর্ত্তব্য। সব্য বা অপসব্য ক্রমে না দিয়া ভক্তির সহিত ঠিক স্বর্ঘ্যাভিমুখেই স্তুত গুণ্ডলাদি সহ স্বর্ঘ্যার্ঘ্য দান করিবে। এই-রূপ অর্ঘ্য দানে তৎকর্ণাৎ সর্কপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। স্বর্ঘ্যকে জীবাস, দেবদারু, কপূর, অঙ্কুর ও ধূপ প্রভৃতি দান করিলে স্বর্গলাভ হয়। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অয়নেই স্বর্ঘ্য পূজা করিলে সর্কপাপ প্রনষ্ট হইয়া যায়। বিষুব সংক্রান্তি ও উপরাগাদি উপলক্ষে বিশিষ্টরূপে স্বর্ঘ্য পূজা দ্বারা সর্কপাপ হইতে মুক্তি ঘটে। যে মানব সর্কবেলায় সর্ককালে ভক্তিপূর্ব্বক অর্ক পূজা করে, তাহার অর্কলোকে গতি হয়। কুম্ভ, পায়স, পুপ, কল, মূল ও স্বতোদন দ্বারা স্বর্ঘ্যকে উপহার প্রদানে সর্ককাম

স্বতেন তর্পণঃ কুহা সর্কসিদ্ধৌ ভবেন্নরঃ ॥ ৫৫

কীরেণ তর্পণঃ কুহা মনস্তাপৈর্ন মুচ্যতে ।

দধা তু তর্পণঃ কুহা কার্য্যসিদ্ধিঃ লভেন্নরঃ ॥ ৫৬

স্নানার্ঘ্যমাহরেদ্যন্ত জনঃ তানোঃ সমাহিতঃ ।

তীর্থেষু শুচিতাপন্নঃ স যাতি পরমাং গাতিম্ ॥ ৫৭

ছত্রং ধ্বজং বিতানং বা পতাকাং চামরাণি চ ।

অঙ্করা ভানবে দধা গতিমিষ্টামবাগ্নুয়াৎ ॥ ৫৮

যদ্যদ্রব্যং নরো তক্ত্যা আদিত্যায় প্রযচ্ছতি

তদ্রত্ন শতসাহস্রমুৎপাদয়তি ভাস্করঃ ॥ ৫৯

মানসং বাচিকং বাপি কায়জং বচ্ত হৃদ্ধতম্ ।

সর্কং স্বর্ঘ্যপ্রসাদেন তদশেষং ব্যপোহতি ॥ ৬০

একাহেনাপি যন্তানোঃ পূজায়াঃ প্রাপ্যতে কলম্

যথোক্তদক্ষিণৈর্বিপ্রৈর্ন তৎ ক্রতুশতৈরপি ॥ ৬১

ইতি জীবাস্কে স্বর্ঘ্যপূজাদি নার্মেকোন-

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বর্ঘ্যকে স্তুত দ্বারা তর্পণ করিয়া মানব সর্কসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। কীর দ্বারা তর্পণ করিলে কদাচ মনস্তাপ ভোগ করে না। দধি দ্বারা তর্পণে কার্য্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া স্বর্ঘ্যকে স্নান করাইবার জন্য জল অহরণ করে, সে সর্ক-তীর্থে শুচি হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ছত্র, ধ্বজ, বিতান, পতাকা বা চামর এই সকল বস্তু অঙ্কর সহিত স্বর্ঘ্যকে সমর্পণ করিলে ইষ্ট-গতি লাভ করা যায়। মনুষ্য ভক্তির সহিত ভাস্করকে যে যে দ্রব্য দান করে, ভাস্কর তাহার সেই সেই দ্রব্য শত সহস্র গুণে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। মানসিক, বাচিক, বা কায়িক যে কোন হৃদ্ধতাই হউক, স্বর্ঘ্যের প্রসাদে তৎসমস্ত আমূলতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়। একটি মাত্র দিনে ভাস্কর পূজা করিলে যে কললাভ করা যায়, যথাযোগ্য দক্ষিণাসম্পন্ন শত শত ক্রতু দ্বারাও সে কল সমধিগত হওয়া যায় না। ৪১—৬১।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

ত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

অহো দেবস্ত মাহাভ্যাং ক্রতমেবং জগৎপতে ।
ভাস্করস্ত সুরশ্রেষ্ঠ বদন্তেষু হর্লভম্ ॥ ১
কৃত্যঃ প্রকৃতি দেবেশ যৎ পৃচ্ছামো জগৎপতে
শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন পরং কোতুহলং হি নঃ
গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ ।
য ইচ্ছোন্মোক্শমাংসাতুং দেবতাংকাং যজ্ঞেত সঃ
কৃতো হস্তাক্ষয়ঃ স্বর্গঃ কৃতো নিঃশ্রেয়সং পরম্ ।
স্বর্গতশ্চৈব কিং কুর্যাদ্যেন ন চ্যবতে পুনঃ ॥ ৪
দেবানাং চাত্র কো দেবঃ পিতৃণাংৈব কঃ পিতা
যস্মাৎ পরতরং নাস্তি তয়ো ক্রহি সুরেশ্বর ॥ ৫
কৃতঃ সৃষ্টমিদং বিশ্বং সর্বং স্বাবরজজন্মম্ ।
প্রলয়ে চ কমভ্যোতি তত্ত্বান্ বক্তুমর্হতি ॥ ৬

ত্রিংশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে জগৎপতে ! হে
সুরশ্রেষ্ঠ ! আপনি ভাস্করদেবের হর্লভ
মাহাভ্যা কীর্তন করিলেন, আপনার মুখে
আমরা তাহা শ্রবণ করিলাম ; কিন্তু হে
ব্রহ্মন ! আমাদের প্রবল শ্রবণ-কৌতুহল
এখনও নিবৃত্ত হয় নাই ; অতএব আমরা
যাহা জিজ্ঞাসা করি, আপনি পুনরায় তাহা
প্রকাশ করিয়া বলুন । আমাদের জিজ্ঞাস্ত
এই যে, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ অথবা ভিক্ষু,
ইহাদের মধ্যে কেহ যদি মোক্ষ ইচ্ছা করেন,
তবে তিনি কোন্ দেবতার আরাধনা করি-
বেন ? কিরূপে তাহার অক্ষয় স্বর্গ হয়, কি
করিলেই বা সে পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইতে
পারে এবং স্বর্গগত ব্যক্তিই বা এমন কি কার্য্য
করিবেন, যাহাতে পুনরায় আর তাঁহাকে
তথা হইতে ভ্রষ্ট হইতে না হয় ? যিনি দেব-
গণের দেব ও পিতৃগণের পিতা, যাহা হইতে
পরতর আর কেহই নাই, হে সুরেশ্বর !
তিনি কে ? তাহা আমাদের কাছে বলুন । অপিচ,
এই স্বাবরজজন্মাক বিশ্ব যাহা হইতে
সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রলয়কালেও আবার

ব্রহ্মোবাচ ।

উদ্যমৈবৈষ কুরুতে জগদ্বিত্তিমিরং কষ্টেঃ ।
নাতঃ পরতরো দেবঃ কশ্চিদন্তো বিজোক্তাঃ
অনাদিনিধনো হ্যেব পুরুষঃ শাবতোঽব্যয়ঃ ।
তাপয়তোয ত্রীর্ণোকান্ ভবনুশ্মিতিকৃৎসনঃ ॥
সর্বদেবময়ো হ্যেব তপতাং তপনো বরঃ ।
সর্বস্ত জগতো নাথঃ সর্বসাকী জগৎপতিঃ ॥ ১
সংক্ষিপতোয ভূতানি তথা বিশ্বজতে পুনঃ ।
এষ ভাতি তপতোয বর্ষতোয গতন্তিভিঃ ॥
এষ ধাতা বিধাতা চ ভূতাদিভূতভাবনঃ ।
ন হ্যেব ক্ষয়মায়াতি নিত্যমক্ষয়মণ্ডলঃ ॥ ১১
পিতৃণাং চ পিতা হ্যেব দেবতানাং হি দেবতা ।
ঐবং স্থানং স্মৃতং হেতদ্যস্মায় চ্যবতে পুনঃ ॥
সর্গকালে জগৎ কৃৎসনাদিত্যাং সন্ধ্যমুয়তে ।
প্রলয়ে চ তমভ্যোতি ভাস্করং দীপ্ততেজসম্ ॥

যাহাকে আশ্রয় করিবে, ইহাও আপনি কীর্তন
করুন । ১—৬ । ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিজ-
গণ ! এই যে দেব উদ্ভিত হইয়া শ্রীয কুর-
নিকরে জগদন্ধকার অপনীত করেন, ইহা
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেব অস্ত কেহই নাই । কারণ
ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, ইনিই শাশ্বত
অব্যয় পুরুষ । ইনিই প্রথর রূপ ধারণ করিয়া
রশ্মিনিচয় দ্বারা এই ত্রিভুবন তাপিত করি-
তেছেন । ইনি সর্বদেবময়, সর্বশ্রেষ্ঠ তাপ-
দাতা, সর্ব জগতের নাথ, সর্বলোকের সাকী
এবং সর্ব জগতের পতি । ইনিই ভূতবর্গ
সৃজন করেন এবং পুনরায় সংহার করিয়া
ধাকেন । ইনি কিরণরাজি বিস্তার করিয়া
প্রতিভাত হন এবং তাপন ও বর্ষণ করিয়া
ধাকেন । ইনি ধাতা, বিধাতা ভূতাদি ও
ভূতভাবন । ইনি কখন ক্ষয়প্রাপ্ত করেন
না ; ইহার মণ্ডল নিয়তই অক্ষয় । ইনিই
পিতৃগণের পিতা এবং ইনিই দেব-
গণের দেবতা । ইনিই সেই প্রসিদ্ধ
ঐবস্থান । ইহা হইতে আর বিচ্যুত হইতে
হয় না । সৃষ্টিকালে সমস্ত জগৎ আদিত্য
হইতে প্রস্তুত হয় এবং প্রলয়ে আবার

যোগিনশ্যাপ্যসংখ্যাতাত্ত্বিক্য গৃহকলেবরম্ ।
 বায়ুর্ভূবা বিশত্যাশ্চিংস্তেজোরার্শৌ দিবাকরে
 অস্তরশ্চিসহস্রাণি শাখা ইব বিহঙ্গমাঃ ।
 বসন্ত্যজিত্য মুনয়ঃ সংসিদ্ধা দৈবতৈঃ সহ ॥১৫
 গৃহস্থা জনকাদ্যাশ্চ রাজানো যোগধর্ম্মিণঃ ।
 বালখিল্যাদয়শ্চৈব ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৬
 বানপ্রস্থাস্থ্যে চোচ্চৈ ব্যাসাদ্য ভিক্ষবস্তথা ।
 যোগমাহার্য সর্কে তে প্রবিষ্টাঃ সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥
 ততো ব্যাসমুতঃ শ্রীমানযোগধর্ম্মমবাপ্য সং ।
 আদিত্যকিরণান গহ্বা হপুনর্ভাবমান্বিতঃ ॥১৮
 শঙ্কমাঙ্কজতিমুখা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।
 প্রত্যকোহয়ং পরো দেবঃ সূর্য্যাস্তিমিরনাশনঃ
 তন্মাদিত্য ভক্তির্হি ন কার্য্য্য শুভমিচ্ছতা ।
 যস্মাদ্ভূষ্টৈরগম্যাত্তে দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ ॥ ২০
 অতো ভবন্তিঃ সততমভ্যর্চ্যো ভগবান্ রবিঃ

দীপ্ততেজা ভাস্করেই উহা বিলীন হইয়া
 যায় । অসংখ্য যোগী পুরুষ, স্ব স্ব দেহ
 পরিত্যাগপূর্ব্বক বায়ু হইয়া এই তেজোরশি
 দিবাকরেই প্রবেশ করিয়াছেন । আকাশ-
 প্রসারিত তরুশাখার স্থায় ইহারই সহস্র
 সহস্র রশ্মি আশ্রয় করিয়া দেবগণ সহ সিদ্ধ-
 মুনিগণ বাস করিতেছেন । গৃহস্থ অথচ
 যোগমার্গাবলম্বী জনকাদি রাজগণ, বাল-
 খিল্যাদি ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ, অন্তান্ত বান-
 প্রস্থাবলম্বী মুনিগণ, এবং ব্যাসপ্রমুখ সর্ক-
 ত্যাদি সাধুপুরুষগণ, ইহার সকলেই যোগ-
 পথ অবলম্বন করিয়া সৌর মণ্ডলে প্রবেশ
 করিয়াছেন । ব্যাসনন্দন শ্রীমান্ শুকও
 যোগধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আদিত্য কিরণ লাভ
 করত পুনর্জন্ম জয় করিয়াছেন । ১—১৮ ।
 বৈষ্ণব, ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ
 সকলেই এই প্রত্যক পরম দেব তিমিরধ্বংসী
 সূর্য্য বৈ আর কেহই নহেন । অতএব
 তত্কালাবধি ব্যক্তির অন্তত্ভক্তি করা বিধেয়
 নহে ; কেননা, বিষ্ণু প্রভৃতি অন্তত্ভ যে
 সকল দেব, তাঁহারা কেহই দৃষ্টিগম্য নহেন ;
 এই কারণে আপনারা সর্বদা ভগবান্

স হি মাতা পিতা চৈব কৃৎস্ন জগতো শুরুঃ
 অনাদ্যো লোকনাথোহসৌ রশ্মিমালী
 জগৎপতিঃ ।
 মিত্রত্বে চ স্থিতো যস্মাত্তপস্তপে দ্বিজোক্তমাঃ
 অনাদিনিধনো ব্রহ্মা নিত্যশাক্ষয় এব চ ।
 সৃষ্টা সসাগরান্ দ্বীপান ভুবনানি চতুর্দশ ॥২৩
 লোকানাং স হিতার্থায় স্থিতশ্চন্দ্রসরিত্তটে ।
 সৃষ্টা প্রজাপতীন সর্কান্ সৃষ্টা চ বিবিধাঃ প্রজাঃ
 ততঃ শতসহস্রাং গুরব্যাক্তশ্চ পুনঃ স্বয়ম্ ।
 কৃষ্টা দ্বাদশধা স্তানমাদিত্যমুপদ্যতে ॥ ২৫
 ইন্দ্রো ধাতাথ পর্জন্তুঃ সৃষ্টা পৃথার্য্যমা ভগাঃ ।
 বিবস্তান বিষ্ণুরংশশ্চ বরুণো মিত্র এব চ ॥২৬
 আভির্ষাদশভিত্তেন সূর্য্যেণ পরমাত্মনাম্ ।
 কৃৎস্নঃ জগদিদং ব্যাপ্তঃ সৃষ্টিভিঃ দ্বিজোক্তমাঃ
 তন্ত্ৰ যা প্রথমা সৃষ্টিরাদিত্যশ্চন্দ্রসংজিতা ।
 স্থিতা সা দেবরাজত্বে দেবানাং রিপুনাশিনী ॥

ভাস্করকেই অর্চনা করিবেন ! সেই ভাস্করই
 মাতা, পিতা এবং কৃৎস্ন জগতের শুরু ।
 তিনিই অনাদি, লোকনাথ, রশ্মিমালী ও
 জগৎপতি । তিনিই সকলের মিত্ররূপে
 বিরাজিত । যিনি অনাদি-নিধন, নিত্য
 অব্যয় ব্রহ্মা, তিনিও সেই সূর্য্য বৈ আর
 কেহই নহেন । সূর্য্যদেবই সাগর ও দ্বীপাদি
 সহ চতুর্দশ ভুবন সৃষ্টি করিয়া লোকনিবহের
 হিতের নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন এবং
 সেই অব্যক্তমূর্ত্তি ভগবান্ সহস্ররশ্মিই
 পুনরায় সমস্ত প্রজাপতি ও বিবিধ প্রজা-
 মণ্ডলীকে সৃষ্টি করিয়া আত্মাকে দ্বাদশধা
 বিভক্ত করত আদিত্যরূপে প্রতিভাত
 হইতেছেন । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! ইন্দ্র, ধাতা,
 পর্জন্তু, ভৃষ্টা, পৃথ, অর্য্যমা, ভগ, বিবস্তান,
 বিষ্ণু, অংশ, বরুণ ও মিত্র, এই দ্বাদশ মূর্ত্তি
 দ্বারা পরমাত্মা, সূর্য্যদেবই এই কৃৎস্ন জগৎ
 ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন । সেই
 আদিত্যের যে ইন্দ্রনামক প্রথম মূর্ত্তি, তিনিই
 দেবগণের শঙ্ক-সংহার করত দেবরাজত্বে

দ্বিতীয়া তন্ত্রা বা মূর্তিনায়া ধাতোতি কীৰ্ত্তিতা ।
 হিতা প্রজাপতিদেহে বিবিধাঃ সৃজতে প্রজাঃ
 তৃতীয়ার্কন্ত যা মূর্তিঃ পৰ্জন্ত ইতি বিজ্ঞতা ।
 মেঘেষেব হিতা সা তু বর্ষতে চ গভস্থিভিঃ ॥
 চতুর্থী তন্ত্রা বা মূর্তিনায়া বৃষ্টেতি বিজ্ঞতা ।
 হিতা বনস্পত্যৌ সা তু ওষধীষু চ সর্বতঃ ॥৩১
 পঞ্চমী তন্ত্রা বা মূর্তিনায়া পুষ্যেতি বিজ্ঞতা ।
 অগ্নে ব্যবহিতা সা তু প্রজাঃ পুষ্কতি নিত্যশঃ
 মূর্তিঃ যষ্টী রবেষা তু অর্যমা ইতি বিজ্ঞতা ।
 বায়োঃ সংসরণা সা তু দেবেষেব সমাশ্রিতা ॥৩৩
 ষাণ্মীয়া সপ্তমী মূর্তিনায়া ভগেতি বিজ্ঞতা ।
 ভূত্বিষ্যবহিতা সা তু শরীরেষু চ দেহিনাম্ ॥৩৪
 মূর্তির্থা অষ্টমী তন্ত্রা বিবস্থানিতি বিজ্ঞতা ।
 অগ্নৌ প্রতিষ্ঠিতা সা তু পচত্যগ্নঃ শরীরিণাম্ ॥
 নবমী চিত্রভানোর্থা মূর্তির্বিষ্কৃশ্চ নামতঃ ।
 প্রাক্ত্বর্ভবতি সা নিত্যং দেবানামরিসৃদনী ॥
 দশমী তন্ত্রা বা মূর্তিরংগমানিতি বিজ্ঞতা ।
 বায়ো প্রতিষ্ঠিতা সা তু প্রহ্লাদয়তি বৈ প্রজাঃ
 মূর্তিষ্ছেকাদনী ভানোর্থা বরুণসংজ্ঞিতা ।

বিরাজমান । তাঁহার দ্বিতীয় মূর্তি ধাতা
 প্রজাপতিদেহে অধিষ্ঠিত হইয়া বিবিধ প্রজা
 সৃষ্টি করিতেছেন । পৰ্জন্ত নামক প্রসিদ্ধ
 তদীয় তৃতীয় মূর্তি, মেঘরূপে অবস্থিত হইয়া
 বারিধারা বর্ষণ করিতেছেন । তাঁহার বৃষ্টে
 নামক চতুর্থী মূর্তি বনস্পতি ও ওষধি-সমূহে
 বিরাজিত রহিয়াছে । পুষ্য পঞ্চমী মূর্তি
 অগ্নে অবস্থিত হইয়া প্রতিনিয়ত প্রজাপুঞ্জকে
 পোষণ করিতেছেন । অর্যমা নামী যষ্টী মূর্তি
 বায়ুর আকারে সংসরণশীল হইয়া দেবদেহ
 আশ্রয় করিয়াছে । তাহার ভগ নামী সপ্তমী
 মূর্তি ভূতলে এবং দেহিগণের দেহ মধ্যে
 বিরাজ করিতেছে । বিবস্থান নামে অষ্টমী
 মূর্তি অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়া শরীরিগণের
 ভুজার পরিপাক করিতেছে । বিষ্কৃ নামী
 নবমী মূর্তি দেবগণের রিপু সংহারের জন্ত
 নিত্য প্রায়দূর্ত হইতেছে । তাহার অংগমান
 নামে দশমী মূর্তি বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া

জলেষবহিতা সা তু প্রজাঃ পুষ্কতি নিত্যশঃ ॥
 মূর্তির্থা ষাদনী ভানোর্থা মিজ্যেতি সংজ্ঞিতা ।
 লোকানাং সা হিতার্থায় হিতা চন্দ্রসরিত্তে ।
 বায়ুভক্ষন্তপন্তেপে হিত্বা মৈত্রেণ চক্ষুযা ।
 অম্লগৃহ্ন সদা ভক্তান বরৈর্নানাবিধৈশ্চ সঃ ॥৪০
 এবং সা জগতাঃ মূর্তিহিতায় বিহিতা পুরা ।
 তত্র মিত্রাঃ হিতৌ যস্মাতস্মায়িত্বং পরমং শৃণুয ।
 আভির্ষাদশভিস্তেন সবিজ্ঞা পরমাত্মনা ।
 কৃৎস্নং জগদিদং ব্যাপ্তং মূর্তিভিষ্চ দ্বিজোক্তমঃ
 তস্মাদ্ধ্যোয়ো নমস্কৃশ্চ ষাদশস্থানু মূর্তিষু ।
 ভক্তিমান্তর্ন রৈনিত্যং তদগতেনান্তরাত্মনা ॥৪৩
 ইত্যেবং ষাদশাদিত্যারমম্বস্তা তু মানবঃ ।
 নিত্যং জ্ঞাতা পঠিতা চ সূর্য্যালোকে মহীষতে ॥
 মুনয় উচুঃ ।

যদি তাবদগ্নঃ সূর্য্যাদিদেবঃ সনাতনঃ ।
 ততঃ কস্মাতপন্তেপে বরেপ্সুঃ প্রাকৃতো যথা

প্রজাপুঞ্জকে আক্লাদিত করিতেছে ! তাহার
 বরুণ নামী একাদশ মূর্তি জলে অবস্থান
 করিয়া নিয়ত প্রজা পোষণ করিতেছে ।
 তাহার মিত্র নামে যে ষাদশ মূর্তি, তাহা
 লোকদিগের হিতের নিমিত্ত চন্দ্রসরিত্তে
 অবস্থান করিতেছে । মিত্র বায়ু-অশ্বরে
 কালাতিপাত করত তপস্বী করিতেছেন এবং
 মৈত্র-নেত্রে অবলোকন করিয়া ভক্তবৃন্দকে
 বিবিধ বরে অম্লগৃহীত করিতেছেন ।
 ১১—৪০ । এইরূপে সেই মিত্রমূর্তি জগতের
 হিতার্থে বিহিত রহিয়াছে । তিনি মিত্র নামে
 অবস্থিত, তাই তিনিই সকলের পরম মিত্র ।
 হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! পরমাত্মা সবিজ্ঞা এই
 ষাদশবিধ মূর্তি দ্বারাই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া
 বিরাজমান । এই জন্ত নিত্যই ভক্তিমান
 নরগণ তদগতমনে তাঁহাকে ষাদশ মূর্তিরূপে
 ধ্যান ও নমস্কার করিবেন । মানব এইরূপে
 ষাদশাদিত্যকে নমস্কারপূর্বক তদীয় ষাদশ
 নাম জপণ ও পাঠ করিলে অগ্নে সূর্য্যলোকে
 পুজিত হইয়া থাকে । মুনিগণ কহিলেন
 ব্রহ্মন ! এই সূর্য্যই যদি আদিদেব সনাতন

ব্রহ্মোবাচ ।

এতৎ সংপ্রবক্ষ্যামি পরং গুহ্যং বিভাবসোঃ ।
পুষ্টিং মিত্রেণ যৎ পূৰ্বে নারদায় মহাশ্বনে ॥৪৬
প্রান্নমোক্তান্তে যুযভ্যং রবেদ্বাদিশ মূর্তয়ঃ ।
মিত্রেণ বরুণশ্চোভো তাসাং তপসি সংস্থিতৌ
অব্ভকৌ বরুণস্তাসাং তসৌ পশ্চিমসাগরে ।
মিত্রো মিত্রবনে চান্নিন্ বায়ুভকোহভবন্তদা ॥৪৭
অথ মেরুগিরেঃ শৃঙ্গাং প্রচ্যুতো গন্ধমাদনাৎ ।
নারদন্ত মহাযোগী সৰ্বলোকাংশরন্ বশী ॥৪৮
আজগামাথ তত্রৈব যত্র মিত্রোহচরন্তপঃ ।
তঃ সৃষ্টা তু তপস্তত্ত্বং তস্ত কৌতুহলং হৃদ্যৎ ॥
যৌঃকর্যচাব্যয়শ্চৈব ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ ।
বৃন্তমেকাঙ্ককঃ যেন ত্রৈলোক্যং স্মৃমহাশ্বনা ॥৪৯
যঃ পিতা সৰ্বদেবানাং পরাপামপি যঃ পরঃ ।
অবজদেবতাঃ কাঙ্ক্ষ পিতৃন্ বা কানসৌ যজ্ঞেৎ ॥

পুরুষ, তবে কি জন্ত বর-প্রার্থী হইয়া প্রকৃত-
জনের স্থায় তপস্তা করিলেন? ব্রহ্মা কহি-
লেন,—বিভাবসু সহস্রে পূৰ্বে মিত্রদেব
মহাত্মা নারদকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,
আমি এক্ষণে সেই গুঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছি ।
রবির দ্বাদশ মূর্তির কথা পূৰ্বেই আমি
উল্লেখ করিয়াছি; সেই মূর্তিসমূহের মধ্যে
মিত্র ও বরুণ এই দুই জন তপস্তায়
নিরত হইলেন। তদ্ব্যতীত বরুণ মাত্র
জলাহার করত পশ্চিম সাগরে আর
মিত্র অত্রত্য মিত্রবনে মাত্র বায়ুভক
হইয়া বিরাজ করেন। একদা মহাযোগী
নারদ মেরুগিরির শৃঙ্গ গন্ধমাদন হইতে
অবতীর্ণ হইয়া সৰ্বলোকে বিচরণ করিতে
করিতে, মিত্র যথায় তপস্তা করিতেছিলেন,
সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ
মিত্রকে তপস্তা করিতে দেখিয়া একান্ত কৌতু-
হলাক্রান্ত মনে তাবিতে লাগিলেন,
যিনি অকর, অব্যয়, ব্যক্ত, অব্যক্ত, সনাতন
পুরুষ, যে মহাত্মা একাকী এই ত্রৈলোক্য
ব্যবস্থ করিয়াছেন, যিনি সৰ্বদেবের পিতা ও
পরমেশ্বর, তিনি আমার কোন কোন

ইতি সঙ্কিত্য মনসা তং দেবং নারদোহব্রবীৎ
নারদ উবাচ ।

বেদেষু স পুরাণেষু সাক্ষোপাদেষু গীয়সে ।
তমজঃ শাশ্বতো ধাতা ত্বং নিধানমহস্তমম্ ॥৫০
ভূতং ভব্যং ভবকৈব ত্বয়ি সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
চত্বারশ্চাম্রমা দেব গৃহস্থাদ্যাস্তথৈব হি ॥৫১
যজন্তি হামহরহস্তাঃ মূর্তিত্বং সমাশ্রিতম্ ।
পিতা মাতা চ সৰ্বস্তু দৈবতং ত্বং হি শাশ্বতম্ ॥
যজসে পিতরং কং ত্বং দেবং বাপি ন বিদ্যাহে
মিত্র উবাচ ।

অবাচ্যমেতৎকৃত্যং পরং গুহ্যং সনাতনম্ ।
ত্বয়ি ভক্তিমতি ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি যথাতথম্ ॥
যন্তৎ স্মৃশ্মমবিজ্ঞেয়মব্যাক্তমচলং ক্রবম্ ।
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থৈশ্চ সৰ্বভূতৈববিজ্ঞিতম্ ॥৫২
স হস্তরাশ্মা ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চৈব কথ্যতে ।
ত্রিগুণাধ্যতিরিক্তোহসৌ পুরুষশ্চৈব করিতঃ ॥
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ সৈব বুদ্ধিরিতি স্মৃতঃ ।

দেব ও পিতৃগণকে অর্চনা করিতেছেন?
নারদ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া
ভাঁহাকে কহিলেন, হে দেব! আপনি অঙ্গো-
পাঙ্গ সহ বেদ ও পুরাণ সৰ্বশাস্ত্রেই অজ,
শাশ্বত, ধাতা ও উত্তম নিধান বলিয়া
কীৰ্ত্তিত ॥৪১—৪৩। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান,
সকলই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত। গার্হস্থাদি
চত্বারশ্রমবাসীরা আপনাকেই অহরহ অর্চনা
করিয়া থাকেন। আপনি সকলের পিতা, মাতা,
ও শাশ্বত দৈবত। জানি না, আপনি আমার
কোন দেব বা পিতৃপুরুষকে পূজা করিতে-
ছেন? মিত্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি
এরূপ কথা বলিবেন না; পরন্তু যাহা সনাতন
গুহ্য পরমপদ, তাহা আমি ভবাদৃশ ভক্ত
জনের নিকট যথাযথ বর্ণন করিতেছি।
যিনি স্মৃশ্ম, অবিজ্ঞেয়, অব্যক্ত, অচল ও ক্রব
বস্তু; ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ বা সৰ্বভূতের যিনি
অগোচর, সেই ক্ষেত্রজ পুরুষ সৰ্বভূতের
অন্তরাত্মা বলিয়া অভিহিত, তিনি ত্রিগুণাতীত
ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, তিনিই বুদ্ধি নামে

মহানিতি চ যোগেযু প্রধানমিতি কথ্যতে ॥৬০॥
সাংখ্যে চ কথ্যতে যোগে নামভিব্ধবাক্যকঃ ।
স চ ত্রিক্রপো বিশ্বাত্মা শরীরোহঙ্কর ইতি স্মৃতঃ
ধৃতমেকাঙ্ককং তেন ত্রৈলোক্যমিদমাশ্রনা ।
অশরীরঃ শরীরেষু সর্বেষু নিবসত্যসৌ ॥৬২॥
বসরপি শরীরেষু ন স লিপ্যেত কৰ্ম্মভিঃ ।
মমাস্তরাত্মা তব চ যে চান্তে দেহসংস্থিতাঃ ॥৬৩॥
সর্বেষাং সাক্ষিভূতোহসৌ ন গ্রাহঃ

কেনচিৎ কচিৎ ।

সগুণো নির্গুণো বিশেষজ্ঞানগম্যো হসৌ স্মৃতঃ
সৰ্বভূতঃ পাপিপাদান্তঃ সৰ্বভূতাহঙ্কশিরোমুখঃ ।
সৰ্বভূতঃ ক্রান্তিমাল্লোকে সৰ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥৬৫॥
বিশ্বমূৰ্দ্ধা বিশ্বভূজো বিশ্বপাদাঙ্কিনাসিকঃ ।
একচরতি বৈ ক্ষেত্রে ঈশ্বরচারী যথানুখম্ ॥৬৬॥
ক্ষেত্রাণীহ শরীরণি তেষাকৈব যথানুখম্ ।
তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে

নির্গত । তিনি মহান্ এবং তিনিই প্রধান
বলিয়া কথিত । সাংখ্যমতবাদীরা যোগ-
শাস্ত্রে তাঁহার বাহ নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন ।
তিনি ত্রিক্রপী, বিশ্বাত্মা, শরীর ও অঙ্কর নামে
নির্দিষ্ট । এই একাঙ্কক ত্রৈলোক্যকে তিনি
আত্মা দ্বারা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ।
তিনি নিজের অশরীরী হইয়াও সর্ব
শরীরে বাস করেন । শরীর মধ্যে
বাস করিয়াও কৰ্ম্মসমূহে তিনি লিপ্ত হয়েন
না । তুমি আমি ও অস্তান্ত দেহধারী
সকলেরই তিনি সাক্ষীভূত অস্তরাত্মা ।
তাঁহাকে কেহই কখন গ্রহণ করিতে পারে
না । তিনি সগুণ অথচ নিগুণ ; একমাত্র
জ্ঞান দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারা যায় ।
তাঁহার সর্বদিকে পাপি, পাদ, সর্বত্র নেত্র,
মস্তক, মুখ, এবং সর্বদিকে তিনি ক্রতিসম্পন্ন ;
জগতের সমুদায় আচ্ছাদন করিয়া তিনি
অবস্থান করিতেছেন । তিনি বিশ্বমূৰ্দ্ধা, বিশ্ব-
ভূজ, বিশ্বপাদ, বিশ্বনেত্র ও বিশ্বনাসিক ।
তিনি একাকীই বৈজ্ঞান্য এই শরীর মধ্যে
যথানুযে বিচরণ করিতেছেন । শরীরসমূহই

অব্যক্তে চ পুরে শেতে পুরুষন্তেন চোচ্যতে
বিষং বহুবিধং জ্ঞেয়ং স চ সৰ্বত্র উচ্যতে ॥৬৭॥
তস্মাৎ স বহুরূপহাষিবরূপ ইতি স্মৃতঃ ।
তন্তৈকান্ত মহত্বং হি স চৈকঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥৬৮॥
মহাপুরুষশব্দং হি বিভর্ত্ত্যেকঃ সনাতনঃ ।
স তু বিধিক্রিয়ায়ন্তঃ সৃজত্যাত্মানমাশ্রনা ॥৬৯॥
শতধা সহস্রধা চৈব তথা শতসহস্রধা ।
কোটিশচ করোত্যেব প্রত্যগাত্মানমাশ্রনা ॥৭০॥
আকাশাৎ পতিতঃ তোয়ং যাতি স্বাষন্তরং যথা
ভূমে রসবিশেষেণ তথা গুণরসাত্ম সঃ ॥৭২॥
এক এব যথা বায়ুর্দেহেষেব হি পঞ্চধা ।
একদ্বক পৃথক্ তদ্বৎ তথা তন্ত ন সংশয়ঃ ॥৭৩॥
স্থানান্তরবিশেষাচ্চ যথার্লভতে পরাম্ ।
সংজ্ঞাং তথা যুনে সৌহয়ং ব্রহ্মাদিষু তথানুযাৎ
যথা দীপসহস্রাণি দীপ একঃ প্রস্বয়তে ।

ক্ষেত্র আখ্যায় অভিহিত । ঐ যোগাত্মা
পুরুষের সেই সমস্ত শরীর বিদিত, তাই
তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত । ক্ষেত্রজ্ঞ
পুরুষ সতত অব্যক্ত পুরে শয়ান রহিয়াছেন ;
বিষ বহুবিধ বলিয়া বিদিত । সেই বিষের
সর্বত্রই তিনি বিরাজিত, এই জন্ত বহু-
রূপত্ব হেতু তিনি বিবরূপ নামে কথিত ।
তাঁহাতেই মহত্ব প্রতিষ্ঠিত, তিনিই একমাত্র
পুরুষ বিজ্ঞত । সেই একমাত্র সনাতন পুরু-
ষই মহাপুরুষ নামে অভিহিত । তিনিই
বিধাতৃকর্মে সচেষ্ট হইয়া আত্মা দ্বারা
আত্মাকে শতধা, সহস্রধা, শতসহস্রধা ও কোটি
কোটিক্রমে সৃজন করিতেছেন । ৫৪—৭১ ।
আকাশ হইতে পতিত জল যেমন যুতিকার
রস ভেদে পৃথক্ স্বাদবিশিষ্ট হয়, সেই পুরুষ
তেমনি গুণভেদে বিভিন্নাকারে প্রতীত হইয়া
থাকেন । যেমন একই বায়ু দেহসমূহে পঞ্চ
প্রকারে বিভক্ত, তেমনি একই ও পৃথক্
উভয়ই তাঁহাতে বিরাজিত । স্থানভেদে
অগ্নি যেমন নানা সংজ্ঞা লাভ করেন, হে
যুনে ! ঐ সনাতন পুরুষও তেমনি হরি
প্রভৃতি বিবিধ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন । যেমন

তদা রূপসহস্রাণি স একঃ সপ্রাহৃত্যে ॥ ১৫
 যদা স বুধ্যত্যান্মানং তদা ভবতি কেবলঃ ।
 একত্বপ্রলয়ে চান্ত বহুবক প্রবর্ততে ॥ ১৬
 নিত্যং হি নান্তি জগতি ভূতং স্বাবরজদমম্ ।
 অকরুণাপ্রমেয়শ্চ সৰ্বগশ্চ স উচ্যতে ॥ ১৭
 তদ্বাদ্যাক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসন্তমঃ ।
 অব্যক্তাব্যক্তভাবহা বা সা প্রকৃতিরূচ্যতে ॥ ১৮
 তাং যোনিং ব্রহ্মণো বিদ্ধি যোহসৌ

সদসদাশ্রয়কঃ ।

লোকে চ পূজ্যতে যোহসৌ দৈবে পিত্রে
 চ কৰ্ম্মণি ॥ ১৯

নান্তি তদ্ব্যং পরো হুত্বঃ পিতা দেবোহপি
 বা দ্বিজাঃ ।

আত্মনা স তু বিজ্ঞেয়স্ততস্তং পূজয়াম্যহম্ ॥ ২০
 স্বর্গেহপি হি যে কেচিত্তং নমস্তস্তি দেহিনঃ ।
 ভেন গচ্ছন্তি দেবর্ষে তেনোদ্দিষ্টফলাং গতিম্

একই দীপ হইতে সহস্র সহস্র দীপ প্রবর্তিত
 হয়, তেমনি সেই একই সনাতন পুরুষ
 হইতে সহস্র সহস্র সৃষ্টি বিধৃত হইতেছে ।
 তিনি যখন আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তখন
 কৈবল্যভাবে উপগত হয়েন । একত্বের
 বিলয়ে তাঁহার আবার বহুত্ব প্রবর্তিত হয় ।
 এ জগতে চরাচর কোন বস্তুই নিত্য নয়,
 সেই একমাত্র অক্ষয় অপ্রমেয় সৰ্বব্যাপী
 সনাতন পুরুষই নিত্য বলিয়া নিরূপিত ।
 হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ! তাঁহা হইতেই ব্যক্ত ও
 অব্যক্ত সমুৎপন্ন । যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত-
 জ্ঞাবে অবস্থিত, তিনিই প্রকৃতি নামে কথিত
 জানিবে, সেই প্রকৃতিই ব্রহ্মযোনি । যিনি
 সং ও অসং স্বরূপে বিজ্ঞমান; দৈব ও
 পিতৃ কৰ্ম্মে জগতে যিনি পূজ্যমান, হে
 দ্বিজগণ! তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দেব বা
 পিতা অস্ত্র কেহই নাই । মাত্র আত্মা দ্বারাই
 তিনি বিজ্ঞের; সুতরাং তাঁহাকেই আমি
 পূজা করিতেছি । হে দেবর্ষে! স্বর্গবাসী
 শরীরীগণের মধ্যেও যে কেহ তাঁহার
 অর্চনা করেন, তাঁহারাই ভূত্বিষ্ট গতি প্রাপ্ত

তঃ দেবাঃ স্বাশ্রয়স্থানং নানামূর্ত্তিসমাপ্তিতাঃ ।
 ভক্ত্যা সম্পূজয়ন্ত্যাদ্যাং গতিশ্চৈবাঃ দদাতি সঃ
 স হি সৰ্বগতশ্চৈব নির্গুণশ্চৈব কথ্যতে ।
 এবং মত্বা যথাজ্ঞানং পূজয়ামি দিবাকরম্ ॥ ২১
 যে চ ভক্তাবিতা লোক একত্বং সমাপ্তিতাঃ ।
 এতদপ্যধিকং তেষাং যদেকং প্রবিশন্ত্যতঃ ॥ ২২
 ইতি শুভ্রসমুদেপশ্চব নারদ কীর্ত্তিতঃ ।
 অশ্রুতভক্ত্যাপি দেবর্ষে ত্রয়াপি পরমং শ্রুতম্ ।
 সুরৈরেকা মুনিভির্যপি পুরাণৈরেকরদং শ্রুতম্ ।
 সৰ্ব্বৈ চ পরমান্মানং পূজয়ন্তি দিবাকরম্ ॥ ২৩
 ব্রহ্মোবাচ ।

এবমেতৎ পুরাণাতঃ নারদায় তু ভাষ্মনা ।
 ময়াপি চ সমাখ্যাতা তথা ভানোদ্বিজোত্তমাঃ ॥
 ইদমাখ্যানমাখ্যেয়ং ময়াখ্যাতং দ্বিজোত্তমাঃ ।
 ন হনাদিত্যভক্তায় ইদং দেয়ং কদাচন ॥ ২৪

হইয়া থাকেন । নানা মূর্ত্তিধারী দেবগণ
 স্ব স্ব আশ্রমে থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই আত্ম
 আদিত্য দেবের পূজা করেন, তিনিও তাহা
 দিগকে ইষ্ট গতি প্রদান করিয়া থাকেন ।
 সেই সূর্য্যদেবই সৰ্ব্বগামী ও নির্গুণ বলিয়া
 কথিত । আমি দিবাকরকে এইরূপ মনে
 করিয়া জ্ঞানতঃ তাঁহার অর্চনা করিতেছি ।
 ঐহারা ভক্তাবিতার ভাবিত হইয়া এক ত্ব
 আশ্রয় করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহাই অধিক
 যে, তাঁহারা একই পদে প্রবিষ্ট হইয়া
 থাকেন । হে নারদ! তোমার নিকট এই
 আমি গুঢ় বিষয় বর্ণন করিলাম । হে দেবর্ষে!
 আমাদিগের ভক্তি অল্পসারে আপনিও
 তাঁহাকে পরম পদ বলিয়াই বিদিত আছেন ।
 সুরগণ ও প্রাচীন মুনিগণ সকলেই তাঁহাকে
 বরপ্রদ পরম পুরুষ বলিয়া জানেন এবং
 সকলেই সেই পরমান্মদেব দিবাকরকে
 অর্চনা করিয়া থাকেন ১২—৮৮। ব্রহ্মা কহি-
 লেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পূর্ব্বোক্তাভ্যুদেব নিজেই
 নারদকে যে সকল রহস্য কথা কহিয়াছিলেন,
 আমিও আপনাদিগকে সেই সকল কথাই
 কহিলাম । যৎকথিত এই আখ্যান আদিত্য

যৈশ্চৈত্বাভ্যবৈরিত্যঃ যৈশ্চৈব শৃণুয়াত্তরঃ ।
 ন সহস্রাচিবঃ দেবঃ প্রবিশেষরাজ সংশয়ঃ ॥ ৮১
 বুচ্যোভ্যর্জিত্বা রোগাক্ষুহেয়ামাদিত্যঃ কথাম্ ।
 জিজ্ঞাসুর্গততে জ্ঞানং গতিমিষ্টাং তথৈব চ ॥
 কণেন লভতেহন্ধানামিদং যঃ পঠতে যুনে ।
 যো যং কাময়তে কামং স তং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্
 তস্মাদ্ভবতিঃ সততঃ স্মর্তব্যো ভগবান্ রবিঃ ।
 স চ ধাতা বিধাতা চ সর্বশ্চ জগতঃ প্রভুঃ ॥ ৯২
 ইতি জীৱাক্ষে মহাপুরাণে আদিত্যমাহাশ্রা-
 বর্ণনং নাম ত্রিংশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোধ্যায় ।

অন্বোবাচ ।

আদিত্যমূলমখিলং ত্রৈলোক্যং মুনিসত্তমাঃ ।
 ভবত্যস্মাজ্জগৎ সর্বং সদ্দেবাসুরমাছুষম্ ॥ ১

ভক্তি-বিহীন ব্যক্তিদিগের নিকট কদাপি
 আখ্যেয় বা প্রদেয় নহে । যে নর এই
 এই আখ্যান শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায়, সে
 নিশ্চয় ভগবান্ সহস্রশ্রিয়র দেহে বিলীন
 হইয়া থাকে । এই আদিত্য কথা আশ্রয়
 শ্রবণ করিয়া আর্জ ব্যক্তি রোগ হইতে
 মুক্ত হয় এবং জিজ্ঞাসু জন জ্ঞান ও ইষ্ট-
 গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হে যুনে !
 যে ব্যক্তি এই আদিত্যাখ্যান পাঠ করে,
 অল্পকাল মধ্যেই তাহার সদৃগতি লাভ হয় ।
 অধিক কি, স্তবপাঠকর্তা যে ব্যক্তিই যাহা
 প্রার্থনা করুক, তাহার সে কামনা নিশ্চয়ই
 পূর্ণ হয় । অতএব আপনারা সর্বদা
 ভগবান্ রবিকে স্মরণ করিবেন । সেই
 রবিই সর্ব জগতের ধাতা, বিধাতা ও
 প্রভু । ৩০—৯২ ।

ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০ ।

একত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! আদি-
 ত্যই নিখিল ত্রৈলোক্যের মূল । সুরাসুর-

কজ্যোপেত্ৰমহেন্দ্রাণাং বিপ্রেন্দ্র জিদিবৌকসাম্
 মহাত্ম্যতিমতাকৈব তেজোহং সার্বলৌকিকম্
 সৰ্ব্বাশ্রা সৰ্ব্বলোকেশো দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ
 সূর্য্য এব ত্রিলোকশ্চ মূলঃ পরমদৈবতম্ ॥ ১
 অগ্নৌ প্রাপ্তাহতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে ।
 আদিত্যাজ্জায়তে বুষ্টির্বৃষ্টিরয়ঃ ততঃ প্রজাঃ ॥ ২
 সূর্য্যাং প্রসূর্যতে সর্বং তত্র চৈব প্রলীয়তে ।
 ভাবাভাবৌ হি লোকানামাদিত্যারিঃস্বর্তৌ পুরা
 এতন্তু ধ্যানিনাং ধ্যানং মোক্ষচাপোষ
 মোক্ষিণাম্ ।

তত্র গচ্ছন্তি নির্ঝাণং জায়ন্তেহস্মাৎ পুনঃ পুনঃ
 কণা মুহূর্ত্তা দিবসা নিশা পক্ষাশ্চ নিত্যশঃ ।
 মাসাঃ সঙ্ঘৎসরাস্চৈব ঋতবশ্চ যুগানি চ ॥ ৭
 অখাদিত্যাদৃতে হেমাং কালসংখ্যা ন বিদ্যতে
 কালাদৃতে ন নিয়মো নাগ্নৌ বিহরণক্রিয়া ॥ ৮

নর-পরিবৃত সমস্ত জগৎ আদিত্য হইতেই
 উৎপন্ন । হে বিপ্রেন্দ্র ! এই সূর্য্যই ব্রহ্ম,
 উপেন্দ্র ও মহেন্দ্র প্রভৃতি মহাত্ম্যতিশালী
 জিদিববাসীদিগের সার্বলৌকিক তেজ ।
 সূর্য্যই সৰ্ব্বাশ্রা, সৰ্ব্বলোকেশ, দেবদেব ও
 প্রজাপতি । তিনিই একমাত্র পরম দৈবত
 ও ত্রিলোকের মূলীভূত । অগ্নিতে সম্যক
 প্রদত্ত আহুতি দ্বারা আদিত্য তৃপ্ত হইয়া ;
 আদিত্য হইতে বুষ্টি উৎপন্ন হয়, বুষ্টি হইতে
 অন্ন এবং অন্ন দ্বারা প্রজাগণ প্রতিপালিত
 হইয়া থাকে । সূর্য্য হইতেই সমস্ত প্রসূত
 এবং সূর্য্যেই সকল প্রলীন হয় । লোক-
 দিগের ভাবাভাব যে কিছু, সকলই
 পুরাকালে আদিত্য হইতে নিঃসৃত হইয়া-
 ছিল । একমাত্র সূর্য্যই ধ্যানীদিগের ধ্যান
 ও মুমুক্শুদিগের মোক্ষ । নির্ঝাণ-পদ-প্রেশন
 ব্যক্তিগণ তাঁহাতেই নির্ঝাণ প্রাপ্ত হইয়া এবং
 পুনঃপুনঃ তাঁহা হইতেই জন্ম গ্রহণ করিয়া
 থাকেন । আদিত্য ব্যতীত কণ, মুহূর্ত্ত,
 দিবস, নিশা, পক্ষ, মাস, সঙ্ঘৎসর, ঋতু ও
 যুগ, ইহাদের কালসংখ্যা নাই । কাল
 ব্যতীত নিয়ম নির্দেশ কিছুরই থাকে না ।

জ্যোতিষবিভাগঃ ততঃ পুংসকলঃ কৃতঃ ।
 কৃতো বৈ শস্ত্রনিষ্পত্তিকৃণৌষধিগণঃ কৃতঃ ॥ ১
 জ্যোতিষো ব্যবহারগণঃ জ্যোতিষঃ দিবি চেহ চ ।
 জগৎপ্রভাবাধিশতে ভাস্করাধারিতস্করাৎ ॥ ১০
 নারুট্যা তপতে সূর্যো নারুট্যা পরিণম্যতি ।
 নারুট্যা পরিধিঃ ধত্তে বারিণা দীপ্যতে রবিঃ ॥
 বসন্তে কপিলঃ সূর্যো গ্রীষ্মে কাঞ্চনসন্নিভঃ ।
 শেতো বর্ষাসু বর্ণেন পাণ্ডুঃ শরদি ভাস্করঃ ॥ ১২
 হেমন্তে তাম্রবর্ণাভঃ শিশিরে লোহিতো রবিঃ
 ইতি বর্ণাঃ সমাখ্যাতাঃ সূর্য্যস্ত ঋতুসম্ভবাঃ ॥ ১৩
 ঋতুসম্ভাববর্ণৈশ্চ সূর্য্যঃ ক্ষেমসুভিক্কৃৎ ।
 অখাদিত্যস্ত নামানি সামান্তানি দ্বিজোক্তমাঃ ॥
 দ্বাদশৈব পৃথক্ণেন তানি বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।
 আদিত্যঃ সবিতা সূর্য্যো মিহিরোহর্কঃ প্রভাকর
 মার্কণ্ডে ভাস্করো ভাহুশ্চিভ্রভাং দিবাকরঃ ।
 রবির্দ্বাদশভিস্তেষাং জ্ঞেয়ঃ সামান্তনামভিঃ ॥ ১৬

এমন কি ; অগ্নিরও বিহরণক্রিয়া লুপ্ত হয়,
 ঋতুসমূহের বিভাগক্রম থাকে না ; সূতরাং
 পুংস-কলের উৎপত্তি, শস্ত্র-সমূহের নিষ্পত্তি
 অথবা তৃণৌষধিবর্গের স্থিতি কেমন করিয়া
 হইবে? কালভাবে স্বর্গ ও মর্ত্য উভয়
 দেশস্থ দেহধারীদিগেরই ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়
 না । জগৎকারণ জলতস্কর ভাস্কর হইতেই
 তাঁহাদের সে অভাব পূরণ হয় । ১—১০ ।
 সূর্য্য বর্ণন না করিয়া উত্তাপ দান, শোষণ বা
 পরিধি ধারণ করেন না ; ফলে বারি বর্ণন
 দ্বারাই রবিদেব প্রদীপ্ত হইয়া থাকেন ।
 সূর্য্যদেব বসন্তে কপিল, গ্রীষ্মে কাঞ্চন,
 বর্ষার বেত, শরতে পাণ্ডু, হেমন্তে তাম্র এবং
 শিশিরে লোহিত-বর্ণ-প্রভা ধারণ করেন ।
 সূর্য্যের ঋতুকালজাত বিশেষ বর্ণের কথা
 উল্লিখিত হইল । সূর্য্য ঋতুসম্ভাবের অল্পরূপ
 বর্ণবিশিষ্ট হইয়া মঙ্গল ও সুভিক্ণ সম্পাদন
 করেন । যে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! সামান্ততঃ আদি-
 ত্যের দ্বাদশটী বিভিন্ন নাম আছে, তৎসমস্ত
 দ্ব্যধিক বর্ণিত হইছে ; যথা—আদিত্য, সবিতা
 সূর্য্য, মিহির, অর্ক, প্রভাকর, মার্কণ্ড, ভাস্কর,

বিষ্ণুর্ধাতা ভগঃ পুষা মিত্রেস্ত্রৌ বরুণৌর্অর্য্যমা ।
 বিব খানঃ শুমাঃ শুট্টা পর্জন্তো দ্বাদশঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭
 ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ পৃথক্ণেন ব্যবস্থিতাঃ
 উক্তিষ্ঠান্তি সদা হ্যেতে মাসৈর্দ্বাদশভিঃ ক্রমাৎ
 বিষ্ণুস্তপতি চৈত্রে তু বৈশাখে চার্য্যমা তথা ।
 বিবস্বান জ্যৈষ্ঠমাসে তু আষাঢ়ে চাংশুমান
 স্মৃতঃ ॥ ১৯
 পর্জন্তুঃ শ্রাবণে মাসি বরুণঃ প্রোষ্ঠসংজ্ঞকে ।
 ইন্দ্র আশ্বিনুজে মাসি ধাতা তপতি কার্ত্তিকে ॥ ২০
 মার্গশীর্ষে তথা মিত্রঃ পৌষে পুষা দিবাকরঃ ।
 মাঘে ভগন্তু বিজ্ঞেয়শুট্টা তপতি ফাল্গুনে ॥ ২১
 শতৈর্দ্বাদশভির্বিষ্ণু রশ্মিভির্দীপ্যতে সদা ।
 দীপ্যতে গোসহস্রেন শতৈশ্চ ত্রিভিরর্য্যমা ॥ ২২
 দ্বিঃসপ্তকৈবিবস্বাঃ শু অংশুমান পঞ্চভিঃশুভিঃ ।
 বিবস্বানি ব পর্জন্তো বরুণশ্চার্য্যমা তথা ॥ ২৩
 মিত্রবঙগবাঃ শুট্টা সহস্রেন শতেন চ ।
 ইন্দ্রশ্চ দ্বিঙগৈঃ ষড়্ভির্ধাতৈকাদশভিঃ শতৈঃ
 সহস্রেন তু মিত্রো বৈ পুষা তু নবভিঃ শতৈঃ ॥

ভাহু, চিত্রভাহু, দিবাকর ও রবি, এই দ্বাদ-
 শটী সাধারণ নামে সূর্য্য সবিশেষ পরিচিত ।
 এতদ্ভিন্ন সূর্য্যের আরও দ্বাদশটী নাম আছে
 যথা—বিষ্ণু, ধাতা, ভগ, পুষা, মিত্র, ইন্দ্র,
 বরুণ, অর্য্যমা, বিবস্বান, অংশুমান, শুট্টা ও
 পর্জন্ত । এই দ্বাদশ আদিত্য পৃথক্ পৃথক্
 রূপে অবস্থিত । দ্বাদশ মাসে ক্রমশঃ ঐ
 দ্বাদশ সূর্য্যের অভ্যুদয় ঘটে ; তন্মধ্যে
 বিষ্ণু চৈত্রে, অর্য্যমা বৈশাখে, বিবস্বান জ্যৈষ্ঠে,
 অংশুমান আষাঢ়ে, পর্জন্তু শ্রাবণে, বরুণ
 ভাদ্রে, ইন্দ্র আশ্বিনে, ধাতা কার্ত্তিকে, মিত্র
 মার্গশীর্ষে, পুষা পৌষে, ভগ মাঘে এবং শুট্টা
 ফাল্গুন মাসে তাপ দান করেন । বিষ্ণু দ্বাদশ
 শত, অর্য্যমা একসহস্র তিন শত, বিবস্বান
 দ্বিসপ্ত, অংশুমান পঞ্চদশ, পর্জন্তু দ্বিসপ্ত,
 বরুণ এক সহস্র তিন শত, শুট্টা মিত্রবৎ
 একসহস্র একশত, ইন্দ্র তাহার দ্বিঙগ, ধাতা
 একাদশ শত, মিত্র একসহস্র এবং পুষা নয়
 শত রশ্মি দ্বারা দীপ্ত পাইয়া থাকেন । সূর্য্য-

উত্তরোপক্রমেহর্কস্ত বর্জ্যন্তে রশ্ময়স্তথা ॥ ২৫
দক্ষিণোপক্রমে ভূয়ো হ্রসন্তে স্বর্ঘ্যরশ্ময়ঃ ।
এবং রশ্মিসহস্রস্ত স্বর্ঘ্যালোকাদমুগ্রহম্ ॥ ২৬
এবং নাম্নাং চতুর্বিংশদেক এষাং প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
বিস্তরেণ সহস্রস্ত পুনরন্তুৎ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২৭
মুনয় উচুঃ ।
যে তন্মাসহশ্রেণ স্তবস্ত্যকঃ প্রজাপতে ।
তেষাং ভবতি কিং পুণ্যং গতিশ্চ পরমেশ্বর ॥
ব্রহ্মোবাচ ।
শৃণুধ্বং মুনিশাৰ্দূলাঃ সারভূতং সনাতনম্ ।
অনং নামসহশ্রেণ পঠন্বৈব স্তবঃ শুভম্ ॥ ২৯
যানি নামানি শুভানি পবিত্রাণি শুভানি চ ।
তানি বঃ কীৰ্ত্তয়িষ্যামি শৃণুধ্বং ভাস্করন্ত বৈ ॥
বিকৰ্ত্তনো বিবস্বাশ্চ মার্কণ্ডে ভাস্করো রবিঃ
লোকপ্রকাশকঃ জীমাল্লোকচক্ষুর্নহেশ্বরঃ ॥ ৩১
লোকসাকী ত্রিলোকেশঃ কৰ্ত্তা হৰ্ত্তা তমিষ্রহা ।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ ॥ ৩২
গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সৰ্বদেবনমস্কৃতঃ ।

রশ্মিসমূহ সকল উত্তরায়ণে বর্জিত হয় এবং
পুনরায় দক্ষিণায়ণে হ্রাস পাইতে থাকে ।
এইরূপে স্বর্ঘ্যালোক হইতে সহস্র সহস্র রশ্মি-
পাত হয় । উল্লিখিতরূপে চতুর্বিংশতিটা নাম
কীৰ্ত্তিত হইল । এতদ্বিত্ত স্বর্ঘ্যের অন্ত এক
সহস্র নাম বিস্তৃতরূপে উল্লিখিত আছে । মুনি-
গণ কহিলেন, হে প্রজাপত ! উক্ত সহস্র
নাম দ্বারা স্বর্ঘ্যকে বাহারা স্তব করে, তাহা-
দের কি পুণ্য বা কিরূপ গতি হয়, বলুন ।
ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! এই
সারভূত সনাতন স্তব শ্রবণ করুন ; এই শুভ
স্তব শ্রবণ করিলে অন্ত নাম সহশ্রেণ আর
প্রয়োজন হয় না । ভাস্করর যে সকল নাম,
ভূ, পবিত্র ও শুভ, তৎসমস্ত কীৰ্ত্তন করি-
তেছি, আপনারা শ্রবণ করুন । বিকৰ্ত্তন,
বিবস্বান, মার্কণ্ড, ভাস্কর, রবি, লোক-
প্রকাশক, জীমান, লোকচক্ষু, গ্রহেশ্বর,
লোকসাকী, ত্রিলোকেশ, কৰ্ত্তা, হৰ্ত্তা,
তমিষ্রহা, তপন, তপন, শুচি, সপ্তাশ্ব-

একবিংশতিরিত্যেব স্তব ইষ্টঃ সদা রবে ॥ ৩৩
শরীরারোগ্যদশৈব ধনবুদ্ধিমশঙ্করঃ ।
স্তবরাজ ইতি ধ্যাতবিস্মৃ লোকেষু বিজ্ঞাতঃ ॥ ৩৪
য এতেন বিজ্ঞশ্চেষ্ঠা দ্বিসংখ্যেহস্তমনোরয়ে ।
সৌতি স্বর্ঘ্যঃ শুচির্ভূত্বা সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
মানসঃ বাচিকঃ বাপি দেহজঃ কৰ্ম্মজঃ তথা ।
একজপোন তৎসৰ্বং নশ্ত্যত্যৰ্কস্ত স্মরিতো ॥ ৩৬
একজপাশ্চ হোমশ্চ সঙ্খ্যোপাসনমেব চ ।
ধূপমজ্জার্যমজ্জশ্চ বলিমজ্জস্তথৈব চ ॥ ৩৭
অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে ।
পূজিতোহয়ং মহামন্ত্রঃ সৰ্বপাপহরঃ শুভঃ ॥ ৩৮
তস্মাদয়ম্ প্রযত্নেন স্তবেনানেন বৈ দ্বিজাঃ ।
স্ববীক্ষ্য বরদং দেবং সৰ্বকামকলপ্রদম্ ॥ ৩৯
ইতি জীবাঙ্কে মহাপুরাণে মার্কণ্ডেয়-
বিংশতিনামানুকীৰ্ত্তনং নাম এক-
ত্রিংশোহ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

বাহন, গভস্তিহস্ত, ব্রহ্মা ও সৰ্বদেবনমস্কৃত,
এই একবিংশতিনামানুক স্তব রবির সদা-
প্রিয় । এই স্তবরাজ লোকজন্মে বিজ্ঞাত ।
ইহা দৈহিক আরোগ্য, ধনবুদ্ধি ও মশঙ্কর,
যে ব্যক্তি ইহা দ্বারা ছই সঙ্খ্যা—উদয় ও
অস্তকালে শুচি হইয়া স্বর্ঘ্যকে স্তব করে,
তাহার সৰ্বপাপ হইতে মুক্তি ঘটে । এই
স্তব স্বর্ঘ্যসমীপে একবার মাত্র পাঠ করিলেই
কায়িক, বাচিক, মানসিক বা কৰ্ম্ম জন্ত যে
কিছু পাপ, তৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায় ।
এই স্তবই এক মাত্র জপ্য, হোম, সঙ্খ্যা-
পাসনা, ধূপমজ্জ, অর্যমজ্জ ও বলিমজ্জরূপ ।
অন্নদান, ধনদান, প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণ
ব্যাপারে এই সৰ্বপাপহর শুভ মহামন্ত্রই
প্রশস্ত । হে দ্বিজগণ ! এই জন্তই বলি-
তেছি, এই স্তব পাঠ করিয়া আপনারা
সৰ্বকামকলপ্রদ বরদ স্বর্ঘ্যদেবকে স্তব
করুন ॥ ১১—৩৬ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

ষাট্ৰিংশোহধ্যায়ঃ

সুনয় উচুঃ ॥

নিৰ্ভণঃ শাৰতো দেবস্বয়া প্রোক্তো দিবাকরঃ ।
পুনৰ্বাদশধা জাতঃ ক্রতোহস্মাভিস্বয়োদিতঃ
স কথং তেজসো রশ্মিঃ স্রিয়া গৰ্ভে মহাহ্রতিঃ
সমুতো ভাস্করো জাতস্তত্র নঃ সংশয়ো মহান
ব্রহ্মোবাচ ।

দক্ষস্ত হি সূতাঃ শ্রেষ্ঠা বহুবুঃ ষষ্টি শোভনাঃ ।
অদিতির্দিতির্দম্বুশ্চৈব বিনতাদ্যাস্তথৈব চ ॥ ৩
দক্ষস্তাঃ প্রদদৌ কস্তাঃ কস্তপায় ত্রয়োদশ ।
অদিতির্জনয়ামাস দেবাঃ স্রিভুবনেশ্বরান ॥ ৪
দৈত্যাদিতির্দম্বুশ্চোগ্রান্দানবান্ বলদর্পিতান্ ।
বিনতাদ্যাস্তথা চান্তাঃ সুস্ববুঃ স্বাগুজ্জন্মান ॥ ৫
তস্তাধ পুত্রদৌহিত্রৈঃ পৌত্রদৌহিত্রকাদিভিঃ ।
ব্যাণ্ডমেতজ্জগৎ সৰ্বং তেবাং তাসাং চ বৈ মুনে
তেবাং কস্তপপুত্রাণাং প্রধানা দেবতাগণাঃ ।

ষাট্ৰিংশ অধ্যায় ।

সুনিগণ করিলেন,—হে ব্রহ্মন! আপনি
দিবাকরকে নির্ভণ শাৰত দেব বলিয়া উল্লেখ
করিয়াছেন। পুনরায় ভগৎকথিত তদীয়
ষাদশ মূর্তির বিষয়ও শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু
আমাদের এই এক গুরুতর সংশয় আছে
যে, সেই তেজোরশি মহাহ্রতি ভাস্কর
কিরূপে রমণীগর্ভে উৎপন্ন হইলেন? ব্রহ্মা
কহিলেন, দক্ষ প্রজাপতির অদিতি, দিতি,
দম্বু ও বিনতা প্রভৃতি ষষ্টিসংখ্যক শ্রেষ্ঠ কস্তা
জন্মগ্রহণ করেন। ঐ কস্তাগণ সকলেই
সুন্দরী ছিলেন। দক্ষ তন্মধ্যে ত্রয়োদশটি
কস্তা কস্তপকে দান করেন। অদিতি
কস্তপের ঔরসে স্বীয় গর্ভে তিনটী ত্রিভু-
বনেশ্বর পুত্র প্রসব করেন। এইরূপে কস্তপ
হইতে দিতি দৈত্যগণ, দম্বু বলদর্পিত
দানবগণ এবং বিনতাদি অস্তান্ত পত্নীগণ
স্বাবর জন্মাদি বিবিধ পুত্র প্রসব করেন।
সেই কস্তপেরই পুত্র দৌহিত্র প্রভৃতি দ্বারা
এই সৰ্ব্বলোক পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কস্তা

সাহিকা রাজসাম্রাজ্যে তাম্রসাম্রাজ্য গণাঃ সূতাঃ
দেবান্যজ্ঞভুজ্জশ্চক্রে তথা ত্রিভুবনেশ্বরান্ ।
ঐষ্টা ব্রহ্মবিদ্যাং শ্রেষ্ঠাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ ॥ ৮
তানবাধস্ত সহিতাঃ সাপত্ন্যাদৈত্যদানবাঃ ।
ততো নিরাকৃতান্ পুত্রাদৈতেষৈর্দানবৈস্তথা ॥
হতং ত্রিভুবনং দৃষ্ট্বা অদিতির্মুনিসন্তমাঃ ।
আচ্ছিন্দ্যজ্ঞভাগাংচ কুধাসম্পীড়িতান্ ভূশ্ব
আরাধনায় সবিভূঃ পরং যত্নং প্রচক্রমে ।
একাগ্রা নিয়তাহারা পরং নিয়মমাস্থিতা ॥ ১১
তুষ্টাব তেজসাং রাশিং গগনস্থং দিবাকরম্ ॥
অদিতিক্রবাচ ।

নমস্তভ্যঃ পরং স্তম্ভং স্পৃগ্যং বিভ্রতেহতুল্যম্
ধাম ধামবতামৌশং ধামাধারং চ শাৰতম্ ॥ ১২
জগতামুপকারায় তামহং স্তোমি গোপতে ।

পুত্রগণের মধ্যে সৰ্বগুণবহুল দেবগণই
প্রধান। এতদ্ভিন্ন তদীয় রজঃ ও তমোগুণ-
বহুল আরও অনেক পুত্র হয়। দেবগণ
যজ্ঞভাগী ও ত্রিভুবনের প্রভুত্বপদে উন্নীত
হয়েন, তন্মধ্যে প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মবিদ-
গণের শ্রেষ্ঠ ও সৰ্বভূতের ঐষ্টা ॥ ১—৮ ॥
দৈত্য ও দানবগণ শক্রতাবশতঃ দেবগণকে
সৰ্বদাই উৎপীড়িত করিত। অদিতি দেখিলেন,
দৈত্য ও দানবেরা তাঁহার পুত্রাদিগকে সৰ্ব-
স্থান হইতে বিতাড়িত করিতেছে। সমস্ত
ত্রিভুবনই দৈত্যগণের অধিকৃত হইয়াছে।
নিজের পুত্র দেবগণ কুধায় আকুল হইয়া
উঠিয়াছে, তদর্শনে তিনি স্বীয় পুত্রগণের
জ্ঞাত যজ্ঞভাগ আহরণ করিলেন এবং
সবিভূ দেবের আরাধনার্থ সবিশেষ যত্ন
করিতে লাগিলেন। অদিতি একাগ্রমনে
সংযতাহারে পরম নিয়ম অবলম্বন করিয়া
গগনস্থ তেজোরশি দিবাকরকে স্তব
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অদিতি বলি-
লেন,—হে গোপতে! তুমি পরম স্তম্ভ
পদার্থ হইয়াও পবিত্র অতুল তেজধারণ
করিতেছ। তুমি তেজস্বীগণের ঈশ্বর ও
সৰ্বভূতের আধার নিত্য পুরুষ, তোমাকে

আদর্শানন্ত যজ্ঞং তীত্রং তর্পিত্ব নমাম্যহম্ ॥১০
 ঐহীতুমষ্টমাসেন কালেনাশ্রময়ং রসম্ ।
 বিভ্রতস্তব যজ্ঞপমতিতীত্রং নতাম্মি তৎ ॥ ১৪
 সমেতমগ্নিবোমাত্যাং নমস্তস্মৈ গুণাত্মনে ।
 যজ্ঞপমগ্ভজুঃ সান্নামৈক্যেন তপতে তব ॥১৫
 বিশ্বমেতদ্র্যসংজ্ঞাং নমস্তস্মৈবিভাবসো ।
 যত্ন তস্মাৎপরং রূপমোমিত্যুক্ত্যভিসংহিতম্ ॥
 অস্থূলং স্থূলমমলং নমস্তস্মৈ সনাতন ॥ ১৬
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এবং সা নিয়তা দেী চক্রে স্তোত্রমহনিশম্ ।
 নিরাহার্য বিবসন্তমারিরাধয়িষুর্বিজ্ঞাঃ ॥ ১৩
 ততঃ কালেন মমতা ভগবাৎসুপনো বিজ্ঞাঃ ।
 প্রত্যক্ষতামগান্তস্তা দাক্ষয়ণ্যা দ্বিজোত্তমাঃ ॥১৮
 সা দদর্শ মহাকূটং তেজসোহম্বরসংবৃতম্ ।

নমস্কার । আমি জগতের উপকারের জন্ত তোমার স্তব করিতেছি । তুমি তীত্ররূপ ধারী, আমি তোমার সেই রূপ উদ্দেশেই নমস্কার করিতেছি । অষ্টমাসকাল অশ্রময় রসগ্রহণকালে তোমার যে অতি তীত্ররূপ হয়, আমি সেই রূপের সমীপে প্রণত হইতেছি ; তোমার যে অগ্নিবোম-সমভিবাহারী গুণাত্মক রূপ, যাহা ঋক্ যজু ও সামসংহের একত্রে প্রতিভাত, তাহাকে আমার নমস্কার । হে বিভাবসো । তোমার যে এই ত্র্যসংজ্ঞক বিশ্বরূপ, তাহাকে আমার নমস্কার । তোমার যে তৎপরবস্ত্রী ঔকার সংজ্ঞক রূপ, তাহাকেও আমার নমস্কার । হে সনাতন ! তোমার যে রূপ অস্থূল, স্থূল ও অমল, তাহাকে আমি নমস্কার করি ৷—১৬ ব্রহ্মা কহিলেন, এইরূপে সেই অদिति দেবী বিবস্বানকে আরাধনা করিবার জন্ত নিয়ত ও নিরাহার হইয়া অহনিশ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে ভগবান্ তপনদেব সেই দক্ষ-গ্রহিতা অদিতির দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলেন । অদिति দেখিলেন, তাঁহার সমুদ্ববস্ত্রী কূটগে

ভূমো চ সংস্থিতঃ ভাষ্যজ্জালাতিরতিদ্রবঃ ।
 তং দৃষ্ট্বা চ ততো দেবী সাক্ষসং পরমং গতা ॥
 অদিতিক্রবাচ ।
 জগদাদ্য প্রসীদেতি ন ত্বাং পশ্যামি গোপজ্যে ।
 প্রসাদং কুরু পশ্চৈয়ং যজ্ঞপং তে দিবাকর ॥২১
 ভক্তান্নকম্পক বৃভো হস্ততান্ পাহি মে সূতান্
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ততঃ স তেজসন্তস্মাদাবির্ভূতো বিভাবনুঃ ।
 অদৃশ্যত তদাদিত্যস্তপ্ততাম্রোপমঃ প্রভুঃ ॥ ২২
 ততস্তাং প্রণতাং দেবীঃ তন্তাসন্দর্শনে বিজ্ঞাঃ
 প্রাহ ভাস্বান বৃণুষ্টৈকং বরং মন্তো যমিচ্ছসি ॥২৩
 প্রণতা শিরসা সা তু জাহ্নুপীড়িতমোদনী ।
 প্রভ্যুবাচ বিবস্বন্তঃ বরদং সমুপস্থিতম্ ॥ ২৪
 অদিতিক্রবাচ ।

দেব প্রসাদ পূজাণাং হৃতং ত্রিভুবনং মম ।
 যজ্ঞভাগাশ্চ দৈতেয়ৈর্দানবৈশ্চ বজ্রাধিকৈঃ ॥২৫

অম্বর আবৃত করিয়া যেন বিপুল শৈল-শৃঙ্গাকার তেজোরাশি আবির্ভূত হইল । তাহার জালামালা এত উজ্জ্বল যে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা কষ্টকর ! দেবী অদिति সেই তেজোরাশি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্টভাবে বলিলেন, হে জগদাদি ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও । আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না । হে দিবাকর ! তুমি প্রসন্ন হও, আমি তোমার প্রকৃত রূপ অবলোকন করি । হে ভক্তান্নকম্পিন ! হে বিতো ! তোমার ভক্ত মদীয় পুত্রগণকে রক্ষা কর । ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর সেই তেজোরাশি হইতে বিভাবনু আবির্ভূত হইলেন । তখন তাঁহাকে তপ্ত তাম্রের স্তায় দেখা যাইতে লাগিল । হে দ্বিজগণ ! ঐ সময় ভাস্কর সেই প্রণত অদিতিকে বলিলেন,—দেবি ! তুমি আমার নিকট হইতে অভীষ্ট বর গ্রহণ কর । অদिति তখন নন্দ-জাহ্নু হইয়া ভূতলে মস্তক অবনত করত বরদাতা বিবস্বানকে বলিলেন,—হে দেবি !

ভয়িনিতঃ প্রসাদঃ স্বঃ কৃষ্ণ মম গোপতে ।
 অংশেন তেষাং ভ্রাতৃত্বং গতা ভ্রাতৃত্বশ্চৈব যিপুন
 বধা মে তনয়া ভূয়ো যজ্ঞভাগভূজঃ প্রভো ।
 তবৈবুধির্পাশ্চৈব ত্রৈলোক্যস্ত দিবাকর ॥ ২৭
 তথাহু কল্পঃ পুত্রাণাং সু প্রসন্নো যবে মম ।
 কৃষ্ণ প্রসন্নান্তিহর কার্য্যঃ কৰ্ত্তা ত্বমুচ্যতে ॥ ২৮
 ব্রহ্মোবাচ ।

ততস্তামাহ ভগবান্ ভাস্করো বারিতস্করঃ ।
 প্রপতামদিতিং বিপ্রাঃ প্রসাদমুখো বিভূঃ ॥ ২৯
 স্বৰ্ঘ্য উবাচ ।

সহস্রাংশেন তে গৰ্ভঃ সন্তুগ্ৰাহমশেষতঃ ।
 স্বংপুত্রজন্ম দক্ষোহহং নাশয়াম্যাস্ত নিবৃত্তঃ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাশ্বা ভগবান্ ভাস্বানন্তর্ধানমুপাগতঃ ।
 নিবৃত্তা সাপি তপসঃ সম্প্রাপ্তা গলিবাহিতা ৩১

আপনি প্রসন্ন হউন । প্রবল দৈত্যগণ
 আমার পুত্রদিগের জিভুবনরাজ্য হরণ
 করিয়াছে এবং তাহাদিগকে যজ্ঞ ভাগ হইতে
 বঞ্চিত করিয়াছে । হে গোপতি ! এই
 জন্ত আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ।
 আপনি অংশক্রমে মদীয় পুত্রগণের ভ্রাতৃত্ব
 গ্রহণপূর্বক সেই সকল যিপুকে বিনাশ
 করুন । হে প্রভো ! আমার তনয়গণ যাহাতে
 পুনর্বার যজ্ঞভাগভোজী ও ত্রৈলোক্যাধিপতি
 হন, প্রতিকল্পে আপনি তাহাদিগের প্রতি
 প্রসন্ন হইয়া—হে প্রপন্নান্তিহর দিবাকর !
 সেইরূপ কার্য্যই করুন ; কেননা, আপনিই
 ত সকলের কৰ্ত্তা বলিয়া নির্দিষ্ট । ১৭—
 ২৯ । ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রগণ ! অন-
 স্কর ভগবান্ বারিতস্কর ভাস্কর প্রসাদ-
 মুখ হইয়া সেই প্রণতা অদিতিকে কহিলেন,
 আমি সহস্রাংশে তোমার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া
 নিরাকুলচিত্তে ভবদীয় পুত্রগণের শত্রুদিগকে
 সংহার করিব । ব্রহ্মা কহিলেন, ভগবান্ ভাস্কর
 এই বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন । এদিকে
 — অদিতিও স্বৰ্ঘ্য হইতে নিখিল বাহিত
 হইয়া তপস্কা হইতে নিবৃত্ত হইলেন ।

ততো রশ্মিসহস্রাভু সুব্রাহ্মণ্যো যবেঃ কল্পঃ ।
 ততঃ সহস্রসরস্তান্তে তৎকামপুত্রগায় সাং ॥ ৩২
 নিবাসং বসিতা চক্রে দেবভাতৃত্বদোদরে ।
 কচ্ছুচান্স্রায়ণাদীংশ্চ সা চক্রে সুসমাহিতা ॥ ৩৩
 শুচিনা ধারয়াম্যেনং দিব্যং গৰ্ভমিতি বিজ্ঞাঃ ।
 ততস্তাঃ কশ্চপঃ প্রাহ কিঞ্চিংকোশলু ভাস্করম্
 কশ্চপ উবাচ ।

কিং মারয়সি গৰ্ভাণ্ডমিতি নিত্যোপবাসিনী ।
 ব্রহ্মোবাচ ।
 সা চ তং প্রাহ গৰ্ভাণ্ডমেতৎপশ্চেতি কোশল ।
 ন মারিতং বিপক্ষাণাং মৃত্যুরেব ভবিষ্যতি ॥ ৩৪
 ইত্যুক্তা তং তদা গৰ্ভমুৎসসজ্জ সুসারণিঃ ।
 জাজ্বল্যমানং তেজোভঃ পতুর্ধ্বচনকোপিতা ॥
 তং দৃষ্ট্বা কশ্চপো গৰ্ভমুদাত্তাস্করবর্চসম্ ।
 তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা বাগ্ভিরাদ্যাভিরাদ্রাৎ

অনন্তর সহস্রসর অতীত হইলে রবির
 সহস্র করের মধ্য হইতে সুব্রহ্মা নামক
 একটা কর অদিতির কামনা পূরণে প্রবৃত্ত
 হইল । স্বৰ্ঘ্য সেই কররূপে সুসমাতার গর্ভে
 বাস করিতে লাগিলেন । “তখন অদিতি
 ‘আমি শুচিভাবে গর্ভধারণ করিব’
 এই মনে করিয়া সুসমাহিতভাবে কচ্ছু
 চান্স্রায়ণাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।
 তাহাতে কশ্চপ একদা কিঞ্চিং ক্রুদ্ধস্বরে
 অদিতিকে কহিলেন,—তুমি এইরূপে নিত্য
 নিত্য উপবাস করিয়া তোমার গর্ভাণ্ড
 কি বিনাশ করিবে ? ব্রহ্মা কহিলেন,—
 তখন অদিতিও ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করি-
 লেন,—স্বামিন্ ! এই গর্ভাণ্ড অবলোকন
 করুন, আমি ইহা বিনাশ করি নাই । এই
 গর্ভাণ্ড হইতে শক্রকুলই বিনষ্ট হইবে ।
 পতিবচন-কুপিতা সুসমাতা এই বলিয়া
 তৎক্ষণাৎ তেজঃপ্রদীপ্ত স্বীয় গর্ভ যোচন
 করিলেন । কশ্চপ তখন উদীয়মান দিবা-
 করের স্থায় সেই তেজঃপুঞ্জের গর্ভ
 দেখিয়া প্রণতভাবে প্রজ্জ্বল্য সহিত উদায়
 বাক্যাবলী দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন ।

সংস্কৃত্যমানঃ স তদা গৰ্ভাণ্ডে প্রকটোহতবৎ ।
পদ্মপত্রসৰ্গাভ্যন্তরে জগৎ প্রাপ্তোদিতঃ ॥ ৩৮
অধিকারিকাদাভ্যাক্তপং মুনিসত্তমম্ ।
সত্যোন্নমেষগন্তীরা বাণবাচাশরীরী ॥ ৩৯
বাণবাচ ।

মারিতমিত্যিৎ প্রোক্তমেতদণ্ডং ত্রয়াদিতেঃ ।
তন্মানমুনে সূতন্তেহং মার্তগাণ্ডো ভবিষ্যতি
হনিষ্যত্যশুরাঃ শায়ঃ যজ্ঞভাগহরানরীন্দ্র ।
দেবা নিশম্যোতি ২চো গগনাং সমুপাগতম্ ॥
প্রহৰ্মমতুলং যাতা দানবাশ্চ হতোজসঃ ।
ততো যুদ্ধায় দৈত্যেয়ানাজুহাব শতক্রতুঃ ॥ ৪২
সহ দেবৈরুদা যুক্তো দানবাশ্চ তমত্যয়ুঃ ।
তেষাং যুদ্ধমভূদ্দেহোরং দেবানামসুরৈঃ সহ ॥ ৪৩
শত্ৰাস্ত্রবৃষ্টিসদীপ্তসমস্তভুবনাস্তরম্ ।
তন্মিন যুদ্ধে ভগবতা মার্তগেণ নিরীকৃতাঃ ॥

কল্পপ কর্তৃক সংস্কৃত্যমান হইয়া তৎকালে
সেই গৰ্ভাণ্ড হইতে এক পুত্র প্রাপ্ত হইল,
এই পুত্র পদ্মপত্রের স্তায় বর্ণসম্পন্ন
এবং উহার তেজে দিগ্ভূত পরিব্যাপ্ত ।
এ পুত্র জন্মিবার পরমুহূর্তেই মুনিবর
কল্পপকে সোধোধন করিয়া এক সজল জলদ-
গন্তীরা অশরীরিণী বাণী প্রাপ্ত হইল ।
এ বাণী বলিল,—হে মুনে! যেহেতু
আপনি কুপিতভাবে অদিতির প্রতি গৰ্ভাণ্ড
মারিবার আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সেই
হেতু আপনার এই পুত্র মার্তগু নামে
বিখ্যাত হইবেন; ইনি যজ্ঞভাগহর অসুর-
দিগকে বিনাশ করিবেন । দেবগণ এই
গগনাগত বাণী শ্রবণে অতুল আনন্দ প্রাপ্ত
হইলেন এবং অসুরগণ তেজোহীন হইয়া
পড়িল । অনন্তর দেবগণ-পরিবৃত্ত আন-
ন্দিত ইন্দ্র যুদ্ধার্থ দৈত্যদিগকে আহ্বান
করিলেন, দৈত্যগণও রণাঙ্গনে অবতীর্ণ
হইল । তখন অসুরগণসহ দেবগণের ঘোর
যুদ্ধ বাধিল । শত্ৰাস্ত্রবর্ষণে সমস্ত ভুব-
নভয়ঙ্কর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । সেই
যুদ্ধকালে বিশেষ দলের প্রতি ভগবান্

ভেজসা দক্ষমানান্তে তদীকৃত্য মহাসুরাঃ ।
ততঃ প্রহৰ্মমতুলং প্রাপ্তাঃ সৰ্বে দিবৌকসঃ ॥
তুইবুন্তেজসাঃ যোনিঃ মার্তগুর্মিতিঃ তথা ।
স্বাধিকারান্ততঃ প্রাপ্তা যজ্ঞভাগাংস পূৰ্ববৎ ॥
ভগবানপি মার্তগুঃ স্বাধিকারমথাকরোৎ ।
কদম্বপুষ্পবস্ত্রান্বনধশ্চোদীকৃত্য রশ্মিভিঃ ।
যুতোহগ্নিপিণ্ডসদৃশো দধ্রে নাতিফুটং বপুঃ ॥
মুনয় উচুঃ ।
কথং কাস্ততরং পশ্চাজপং সংলব্ধবান্ রবিঃ ।
কদম্বগোলকাকারং তয়ে ক্রহি জগৎপতে ॥ ৪৮
ব্রহ্মোবাচ ।

ত্বষ্টা তস্মৈ দদৌ কস্তাং সংজ্ঞাং নাম
বিবস্বতে ।
প্রসাত্ত প্রণতো ভূত্বা বিবকর্যা প্রজাপতিঃ ॥ ৪৯
জীণ্যপত্যান্তমৌ তস্তাং জনয়ামাস গোপতিঃ
দ্বৌ পুত্রৌ স্তুমহাভাগৌ কস্তাক্ষ যমুনাঃ তথা ॥

মার্তগু দৃষ্টিপাত করিলেন ।
তদীয় তেজে মহাসুর সকল তদীকৃত
হইল । তখন দেবগণ পরম হর্ষ প্রাপ্ত
হইলেন এবং তেজোরাশি মার্তগুও অদি-
তিকে স্তব করিতে লাগিলেন । অনন্তর
দেবগণ পূর্ববৎ স্ব স্ব অধিকৃত স্থান প্রাপ্ত
হইলেন । ভগবান্ মার্তগুও আপন অধি-
কার স্থাপন করিলেন । ভাস্কর স্বীয় রশ্মিনিচর
দ্বারা কদম্বপুষ্পের স্তায় অধ ও উর্দ্ধ দেশ
আবৃত্ত করিয়া অগ্নিপিণ্ডসদৃশ নাতিফুট
বপু ধারণ করিলেন । ৩০—৪৭ । মুনিগণ
কহিলেন, হে জগৎপতে! ভগবান্ রবির সেই
কদম্ব-গোলাকাররূপ পশ্চাৎ কিরূপে কাস্ততর
হইয়াছিল, তাহা আমরা দিগকে বলুন ।
ব্রহ্মা কহিলেন,—প্রজাপতি বিবকর্যা প্রণত
হইয়া বিবস্বানকে প্রসাদিত করত স্বীয়
সংজ্ঞানারী কস্তাকে তদীয় করে সম্মান
করেন । বিবস্বান্ সংজ্ঞার গর্ভে তিনজন
অপত্য উৎপাদন করেন; উন্মধ্যে দুইজন
পুত্র এবং একজন কস্তা । কস্তার নাম যমুনা ।

যন্তেজোহত্যধিকং তন্ত মার্তণ্ডে বিনবতঃ ।
 তেনোতি তাপয়ামাস জীর্জোঁকান সচরাচরান
 তজ্জপং গোলকাকারং দৃষ্টা সংজ্ঞাং বিবস্বতঃ ।
 অসহস্রী মহন্তেজঃ স্বাং ছায়াং বাক্যমব্রবীৎ ॥

সংজ্ঞোবাচ ।

অহং যান্তামি তদ্রং তে স্বমেব ভবনং পিতৃঃ ।
 নির্ঝিকারং তুষ্ট্রৈব স্তেয়ং মহোসনাচ্ছতে ॥৫
 ইমৌ চ বালকৌ মহৎ কন্তা চ বরবর্ণিনী ।

সন্তাব্যা নৈব চাত্যেয়মিদং ভগবতে হুয়া ॥৬

ছায়েবাচ ।

আ কচগ্রহণাদেবি আ শাপারৈব কর্হিচিৎ ।

আখ্যান্তামি মতং তুভ্যাং গম্যতাং যত্র

বাহিতম্ ॥ ৫৫

ইত্যাশ্বা ব্রীড়িতা সংজ্ঞা জগাম পিতৃমন্দিরম্ ।

বৎসরাণাং সহস্রন্ত বসমানা পিতৃগৃহে ॥ ৫৬

পং যাহীতি পিত্রোক্তা সা পুনঃ পুনঃ

মার্তণ্ডের তেজ অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তিনি সেই তেজ দ্বারা চরাচর ত্রৈলোক্য তাপিত করেন। স্বর্ঘ্যের সেই গোলাকার রূপ দর্শনে তদীয় তীব্র তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সংজ্ঞা আপনার ছায়াকে বলিলেন,— হে শুভে! তোমার মঙ্গল হউক। আমি নিজ পিতৃভবনে গমন করিব; তুমি আমার শাসন অনুসারে এইখানে নির্ঝিকারচিত্তে অবস্থান কর। আমার এই দুইটা বালক ও একটা কন্তা রহিল, ইহাদিগকে প্রতিপালন করিবে; আমার এই গমনবৃত্তান্ত ভগবান্ স্বর্ঘ্যকে কখন বলিবে না। ছায়া কহিলেন, দেবি! যতক্ষণ আমার কেশ গ্রহণ বা মৎপ্রতি অভিশাপ দেওয়া না হইবে, তাবৎ আমি এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিব না; আপনি যথেষ্ট গমন করিতে পারেন। ৩১—৫৫। ছায়া এই কথা কহিলে সংজ্ঞা ব্রীড়িত হইয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন। এক সহস্রবৎসর পিতৃগৃহে বাস করিবার পর জর্জরিত পিতৃ বারবার তাঁহাকে স্বামী গৃহে যাইবার আশ্ব বলিতে লাগিলেন। হে

আগচ্ছবত্বা ত্বা কুরুনখোস্তরাংস্ততঃ ॥ ৫৭

তত্র তেপে তপঃ সাধ্বী নিরাহারা বিজোক্তমাঃ
 পিতৃঃ সমীপং যাতায়াং সংজ্ঞায়াং বাক্যতৎপর্যা ॥

তজ্জপধারিণী ছায়া ভাস্করং সমুপস্থিতা ।

তন্তাঞ্চ ভগবান্ স্বর্ঘ্যঃ সংজ্ঞেয়মিতি চিস্তয়ন্ ।

তথৈব জনয়ামাস দ্বৌ পুত্রৌ কন্তকাং তথা ।

সংজ্ঞা তু পার্ধিবী তেযামান্বজানাং

তথাকরোৎ ॥ ৫০

স্নেহং ন পূর্জাতানাং তথা কৃতবতী তু সা ।

মহন্তংকান্তবাংস্তন্তা যমন্তন্তা ন চক্ষ্মে ॥ ৬১

বহুধা পীড়্যমানস্ত পিতৃঃ পত্যা স্নঃখিতঃ ।

স বৈ কোপাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাবিনোহর্থন্ত

বৈ বলাৎ ॥

পদা সন্তর্জয়ামাস ন তু দেহে স্তপাতয়ৎ ॥ ৬২

ছায়েবাচ ।

পদা তর্জয়সে যস্মাৎপিতৃর্ভাৰ্যাং গরীয়সীম্ ।

তস্মান্তবৈষ চরণঃ পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৩

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সাধ্বী সংজ্ঞা বড় বা হইয়া উত্তর কুরুদেশে গমনপূর্বক অনশনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সংজ্ঞা পিতৃগৃহে প্রস্থান করিবার পর বাক্যাভিজ্ঞা ছায়া সংজ্ঞার রূপ ধারণপূর্বক ভাস্করের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ স্বর্ঘ্য তাঁহাকেই সংজ্ঞা বলিয়া ভাবিলেন এবং তাঁহার গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্তা উৎপাদন করিলেন। সংজ্ঞা স্বীয় সন্তানগণের প্রতি যেরূপ স্নেহ করিতেন, ছায়া কিন্তু তাঁহাদিগকে সেরূপ স্নেহ করিতে লাগিলেন না। মহু ছায়ার এই অস্নেহ ব্যবহার সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি বহু প্রকারে ছায়া কর্তৃক পীড়িত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তখন যম বাল্য চাপল্য, ক্রোধ ও ভাবী অর্থের গৌরব বশতঃ পদ উত্তোলন করিয়া ছায়াকে তর্জিত করিলেন; পরন্তু তাহার দেহে পদাঘাত করিলেন না। যমের এই ব্যবহারে ছায়া কহিলেন, যেহেতু গরীয়সী পিতৃ-ভাৰ্য্যাকে তুমি পদ উত্তোলনপূর্বক তর্জিত

ব্রহ্মোবাচ ।

যমস্ত তেন শাপেন ভূশং পীড়িতমানসঃ ।

মমুনা সহ ধর্ম্মাশ্চা পিত্রে সর্বং স্তবেদয়ৎ ॥ ৬৪

যম উবাচ ।

স্নেহেন তুল্যমস্মানু মাতা দেব ন বর্ততে ।

বিস্মজ্য জ্যায়সং ভক্ত্যা কনীয়াঃসং বুভুষতি ॥

তস্তাং ময়োক্ততঃ পাদো ন তু দেহে নিপাতিতঃ

বাণ্যাঘা যদি বা মোহান্তস্তবান্ ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৬৬

শশ্তোহহং তাত কোপেন জনস্তা তনয়ো যতঃ

ততো মন্ত্রে ন জননীমিমাং বৈ তপতাং বর ॥

তব প্রসাদাচ্চরণো ভগবন্ ন পতেদযথা ।

মাতৃশাপাদয়ং মেহদ্য তথা চিস্তয় গোপতে ॥

রবিকুবাচ ।

অসংশয়ং মহৎপুত্র ভবিষ্যত্যত্র কারণম্ ।

যেন স্বাম্যাবিশংক্রোধো ধর্ম্মজ্ঞঃ ধর্ম্মশালিনম্ ॥

করিলে, এই অপরাধে নিশ্চয়ই তোমার চরণ পতিত হইবে। ব্রহ্মা কহিলেন, ছায়ায় শাপে যমের মন বড়ই দুঃখিত হইল, তিনি ভ্রাতা মমুর সহিত পিতার নিকট গিয়া সকল কথা প্রকাশ করিলেন। যম কহিলেন, হে দেব! মাতা আমাদের প্রতি তুল্য স্নেহ করেন না; তিনি জ্যেষ্ঠ সন্তান-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ সন্তান-দিগকেই অধিক স্নেহ করেন; এইজন্য আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পদ উত্তোলন করিয়াছি, কিন্তু তাহার দেহে পাতিত করি নাই। আমার এই ব্যবহার বাল্যে বা মোহক্রমেই হউক, আপনি ইহা ক্ষমা করিবেন। হে তাত! জননী আমায় সকোপে শাপ প্রদান করিয়াছেন, হে তপনবর! এই ঘটনায় আমার মনে হয়, তিনি আমাদের জননী নহেন। হে ভগবন্ গোপতে! মাতৃশাপে আমার চরণ বাহাতে পতিত না হয়, আপনি প্রসন্ন হইয়া অধুনা সেই বিষয়ই চিন্তা করুন। রবি কহিলেন,— হে পুত্র! তোমার স্তায় ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মশীল জনেরও যখন ক্রোধোজ্জেক হইয়াছে,

সর্বেষামেব শাপানাং প্রতিঘাতো হি বিদ্যতে

ন তু মাত্ৰাভিশপ্তানাং কচিচ্ছাপনিবর্তনম্ ॥ ৭০

ন শক্যমেতন্নিখ্যা তু কর্তুং মাতৃবচস্তব ।

কিঞ্চিতেহহং বিধাস্মামি পুত্রেন্নেহানমুগ্রহম্ ॥ ৭১

কুময়ো মাংসমাদায় প্রযান্তস্তি মহীতলম্ ।

কৃতং তস্তা বচঃ সত্যং হৃদ্য ভ্রাতা ভবিষ্যসি ॥

• ব্রহ্মোবাচ ।

আদিত্যস্তব্রবীচ্ছায়াং কিমর্থং তনয়েষু বৈ ।

তুল্যেষপ্যাধিকঃ স্নেহ একঃ প্রতি কৃতস্তয়া ॥ ৭৩

নুনং নৈয়াং ত্বং জননী সংজ্ঞা কাপি স্বমাগতা ।

নির্গুণেষপ্যপত্যেষু মাতা শাপং ন দাস্তান্তি ॥ ৭৪

সা তৎপরিহরন্তী চ শাপান্তীতা তদা রবেঃ ।

কথয়ামাস বৃহাস্তঃ স শ্রুত্বা খণ্ডরং যযৌ ॥ ৭৫

স চাপি তং যথাত্মায়মর্চয়িত্বা তদা রবিম্ ।

নির্দম্বু কামং রোষেণ সাহস্যানস্তমব্রবীৎ ॥ ৭৬

তখন নিশ্চয়ই এ বিষয়ের কোন একটা গুঢ় কারণ আছে। সমস্ত শাপেরই প্রতীকার হইতে পারে, কিন্তু মাতৃশাপের প্রত্যাহার কখনও হইবার নয়। তোমার এই মাতৃশাপ অত্থা করিবার ক্ষমতা আমার নাই; তথাপি আমি তোমার প্রতি কিঞ্চৎ অনুরোধ প্রকাশ করিব। কুমিগণ তোমার মাংস লইয়া মহীতলে যাইবে; ইহাতে তোমার মাতার কথাও সত্য হইবে এবং তুমিও পারিত্রাণ পাইবে। ব্রহ্মা কহিলেন, তখন আদিত্য ছায়ায় জিজ্ঞাসিলেন, সন্তানগণ সমস্তই তুল্য, অথচ তুমি একের প্রতি অধিক স্নেহ করিতেছ কেন? নিশ্চয়ই তুমি ইহাদিগের জননী সংজ্ঞা নহ। নিশ্চয়ই তুমি অস্ত কেহ আসিয়াছ, কেননা, মাতা কখনই অপত্য নির্গুণ হইলেও তাহাকে শাপ দিতে পারে না। ছায়া তখন স্বামী রবির নিকট অভিযোগ হইবার ভয়ে স্বীয় দোষ পরিহারপূর্বক সমস্ত আমূল বৃহাস্ত নিবেদন করিলেন। রবি তৎ-ক্রমে খণ্ডরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ৭৬-৭৫ খণ্ডর বিশ্বকর্মা তাঁহাকে যথাযোগ্য আর্চনা করিলেন; রবি কিন্তু রোষভরে তাঁহাকে

বিশ্বকর্ষোবাচ ।

ত্বাভিতেজসা ব্যাপ্তমিদং রূপং সূক্ষ্মসহস্রম্ ।
অসংখ্যং তু তৎসংজ্ঞা বনে চরতি বৈ তপঃ ॥ ৭৭ ॥
ব্রহ্মতে তং ত্বানন্দ্য স্বাঃ ভাৰ্য্যাঃ

শুভচারিণীম্ ।

রূপাৰ্হং ত্বভোহরণ্যে চরন্তীঃ সূক্ষ্মরূপাঃ ॥ ৭৮ ॥
জ্ঞাতং মে ব্রহ্মণো বাক্যং তব ত্রেজোহবরোধনৈ
রূপং নিবৰ্ত্তয়াম্য তব কান্তং দিবস্পতে ॥ ৭৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততস্তথৈতি তং প্রাহ তৃষ্টারং ভগবান্ রবিঃ ।
ততো বিবস্বতো রূপং প্রাগাসৌপরিমণ্ডলম্ ॥
বিশ্বকর্ষা ব্রহ্মজাতঃ শাক্ষীপে বিবস্বতা ।
ভ্রমিয়ারোপ্য তন্তেজঃশাতনারোপচক্রমে ॥ ৮১ ॥
ভ্রমতাশেষজগতাঃ নাভিভূতেন ভাস্বতা ।
সমুজ্জাদিবনোপেতা ত্রাকরোহ মহী নভঃ ॥ ৮২ ॥

দৃষ্ট করিতে উদ্বীত হইলেন । তখন বিশ্বকর্ষা
ঐহাকে সাধুনা দানপূর্বক কহিলেন,—দেব !
আপনার অতি তেজে এ জগৎ পরিব্যাপ্ত,
মৎকৃত্য সংজ্ঞা ভবদীয় হুঃসহ রূপ সহ
করিতে না পারিয়াই বনে গিয়া তপস্তা
করিতেছে, আপনি অজ্ঞই তাহাকে দেখিতে
পাইবেন, দেখিবেন—সেই শুভচারিণী সংজ্ঞা
আপনারই সুরূপই সাধনের জন্ত কঠোর
তপস্তায় নিরত রহিয়াছে । আপনার
তেজের তীব্রতা হ্রাস করাইবার জন্তই যে
তাহার এই তপস্তা, এ কথা আমি ব্রহ্মার
নিকট শ্রবণ করিয়াছি । হে দিবস্পতে !
আপনি বলেন ত, আমিই আপনার রূপ কম-
নীয় করিয়া দেই । ব্রহ্মা কহিলেন,—ভগবান্
রবি বিশ্বকর্ষার কথায় সম্মত হইয়া ঐহাকে
সেইরূপ করিতে অমু্যতি দিলেন । পূর্বে
সূর্যের রূপ ছিল পরিমণ্ডলাকার ; বিশ্বকর্ষা
সূর্য্য কর্তৃক অমু্যত হইয়া ঐহাকে শাক-
্ষীপে লইয়া গেলেন এবং ভ্রমিষক্রে সমারোপিত
করিয়া তদীয় তেজ ক্রীণ করিয়া দিলেন ।
অশেষ জগতের নাভিরূপ ভগবান্ ভাস্কর
ভ্রমণ করিতে থাকিলে, শৈল-সাগর-কানন-

গগনকাঞ্চিলঃ বিপ্রাঃ সচ্চত্রগ্রহভারকম্ ।

অধো গতঃ মহাতাগা বভূবাক্ষিপ্তমাকুলম্ ॥ ৮৩ ॥
বিক্ষিপ্তসলিলাঃ সর্কে বভূবুচ তথার্বাঃ ।
ব্যতিদ্যন্ত মহাশৈলাঃ শীর্ণগাহুনিবন্ধনাঃ ॥ ৮৪ ॥
ঋষাধারাগাশেবাণি বিক্যানি মুনিসন্তমাঃ ।
জট্যজ্ঞানিবন্ধানি বন্ধনানি অধো যতুঃ ॥ ৮৫ ॥
বেগভ্রমণসম্পাতবায়ুক্শিপ্তাঃ সহস্রশঃ ।
ব্যশীৰ্য্যন্ত মহামেষা ঘোরান্নাববিরাবিণঃ ॥ ৮৬ ॥
ভাস্বদ্ভ্রমণবিভ্রান্তভূম্যাকাশরসাতলম্ ।
জগদাকুলমত্যর্থং তদাসীন্মুনিসন্তমাঃ ॥ ৮৭ ॥
ত্রৈলোক্যমাকুলং বীক্য ভ্রমমাণঃ সুর্য্যয়ঃ ।
দেবাশ্চ ব্রহ্মণা সার্কং ভাস্বন্তমতিতুষ্টিবুঃ ॥ ৮৮ ॥
আদিদেবোহসি দেবানাং জাতস্বঃভূতয়ে ভুবঃ
স্বর্গস্থিত্যন্তকালেষু ত্রিধা ভেদেন তিষ্ঠসি ॥ ৮৯ ॥
স্বস্তি তেহস্তু জগন্নাথ স্বর্ষ্যবর্ষ দিবাকর ।

পরিবৃত সমগ্র মহীমণ্ডল নভঃপ্রদেশে
সমাক্রুত হইল । হে বিপ্রগণ ! চন্দ্র গ্রহ ও
তারকাস্তবক সহ নিখিল গগন তখন
অধোগত হইয়া আক্ষিপ্ত ও আকুল হইয়া
উঠিল । সাগর-সমূহের সলিলরাশি চতুর্দিকে
বিক্ষিপ্ত হইল । মহা-শৈলকুল বিভিন্ন
হইল, তাহাদের সাধুবন্ধন সকল বিলীর্ণ হইয়া
গেল । যাবতীয় ঋষাধার স্থান সকলের
রক্ষাবন্ধননিচম ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তৎ-
সমস্ত অধোদিকে নিপতিত হইল । গর্জন-
কারী সহস্র সহস্র মহামেষবৃন্দ বেগ-ভ্রমণ-
পতিত পবন সংকোভে ইতস্ততঃ চূর্ণ বিচূর্ণ
হইতে লাগিল । ভাস্করের ভ্রমণে ভূমি,
আকাশ ও রসাতল সকলই বিভ্রান্ত হইয়া
পড়িল । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! এইরূপে জগৎ
তখন একান্তই আকুল হইয়া উঠিল । সুর্য্য
ও দেবগণ ত্রৈলোক্যকে আকুল ও ভ্রমণশীল
দেখিয়া ব্রহ্মার সহিত ভাস্করকে স্তব করিতে
লাগিলেন । ঐহার্য বলিলেন,—হে দেব !
ভূমি সকলের আদিদেব, পৃথিবীর মঙ্গলের
জন্তই তোমার আবির্ভাব । সৃষ্টি, স্থিতি ও
প্রলয় এই কালত্রেয় ভূমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর

ইন্দ্রাদয়স্তদা দেবা লিখ্যমানমথাশ্ববন ॥ ১০
 জয় দেব জগৎখামিন্ জয়াশেষ জগৎপতে ।
 ঋষয়শ্চ ততঃ সপ্ত বসিষ্ঠাঙ্গিপুরোগমাঃ ॥ ১১
 তুহুবিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ স্বস্তি স্বস্তীতিবাদিনঃ ।
 বেদোক্তভিষখাগ্র্যভির্বাণখিল্যাশ্চ তুহুবিঃ ॥
 অগ্নিরাঢ্যাশ্চ ভাস্কন্তঃ লিখ্যমানঃ মৃদা যুতাঃ ।
 ঋ নাথ মোক্ষিণাং মোক্ষো ধ্যেয়ঃ ধ্যানিনাং
 পরঃ ॥ ১৩
 যঃ গতিঃ সর্বভূতানাং কর্মকাণ্ডবিবর্তিনাম্ ।
 সম্পূজ্যস্বঃ তু দেবেশ শং নোহন্ত জগতাং
 পতে ॥ ১৪
 শং নোহন্ত দ্বিপদে নিত্যং শং নশ্চান্ত চতুষ্পদে
 ততো বিদ্যাধরগণা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ॥ ১৫
 কুতাঞ্জলিপুটাঃ সর্পৈঃ শিরোভিঃ প্রণতা রবিম্
 উচুস্তে বিবিধা বাচো মনঃশ্রোত্রসুখাবহাঃ ॥ ১৬
 সহ্যং ভবতু তেজস্তু ভূতানাং ভূতভাবন ।

ততো হাহাহুহুশ্চৈব নারদস্তত্বকৃত্বা ।
 উপগায়িতুমারম্ভা গান্ধর্বকুণলা রবিম্ ।
 বড় জমধ্যমগান্ধারগান্ধারবিশারদাঃ ॥ ১৮
 মুর্ছনাভিষ্চ তালৈশ্চ সম্প্রয়োগৈঃ সুখপ্রদম্ ।
 বিষাচী চ যুতাচী চ উর্ধ্বশ্রুত তিলোত্তমাঃ ॥ ১৯
 মেনকা সহজন্তা চ রম্যা চাম্পরসাং বরা ।
 ননুতুর্জগতামীশে লিখ্যমানে বিভাবসৌ ॥ ২০
 ভাবহাববিলাসাত্মান্ কুর্ষতোহ্যভিনয়ান্ববহুন্ ।
 প্রাবান্তস্ত ততস্তত্র বীণা বেণাদিঝররাঃ ॥ ২১
 পণবাঃ পুঙ্করশ্চৈব মৃদঙ্গাঃ পটহানকাঃ ।
 দেবহৃদুভয়ঃ শঙ্খাঃ শতশৌহর্ষ সহস্রশঃ ॥ ২২
 গায়ন্তিশ্চৈব নৃত্যন্তির্গন্ধর্বৈরম্পরোগণৈঃ ।
 তুর্ধ্যবাদিত্রযোবৈশ্চ সর্পঃ কোলাহলীকৃতম্ ॥
 ততঃ কুতাঞ্জলিপুটা ভক্তিনম্রাশ্বমুত্তরঃ ।
 লিখ্যমানঃ সহস্রাংগুঃ প্রণেয়ঃ সর্বদেবতাঃ ॥
 ততঃ কোলাহলে তস্মিন্ সর্বদেবসমাগমে ।

এই ত্রিবিধরূপে বিরাজ কর। হে ধর্ম্মবর্ষ, জগন্নাথ দিবাকর! তোমার স্বস্তি হউক। ইন্দ্রাদি দেবগণও তৎকালে স্তব করিয়া বলিলেন, হে দেব, জগৎখামিন্! তোমার জয় হউক। হে অশেষ জগৎপতে! তোমার জয় হউক। বসিষ্ঠ অত্রি প্রমুখ সপ্তঋষিরাও তখন বিবিধ স্তবে 'স্বস্তি স্বস্তি' বলিয়া তাঁহার স্তব করিলেন। বাণখিল্য ঋষিগণ বিবিধ বেদোক্ত স্তবে স্তব করিতে লাগিলেন। অগ্নিপ্রমুখ দেবগণও তখন হৃষ্টচিত্তে স্বর্ঘ্য-দেবের স্তব করিলেন। তাঁহার বলিলেন, হে নাথ! তুমি মোক্ষমার্গাবলম্বীদিগের মোক্ষ ধ্যানপরায়ণ যোগীগণের পরম ধ্যেয় এবং কর্মকাণ্ড-নিরত সর্বভূতের গতি। হে দেবেশ! হে জগৎপতে! তুমি সকলেরই শূজ্য। তোমার রূপায় আমাদের মঙ্গল হউক। আমাদের দ্বিপদে তথা চতুষ্পদে নিত্যই মঙ্গল হউক। এই সময় বিদ্যাধর যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ সকলেই কুতাঞ্জলি-পুটে প্রণত-কর্মে মন ও কণ্ঠসুখাবহ বিবিধ বাক্যে বলিলেন, হে ভূতভাবন

তোমার তেজ ভূতগণের সহ্য হউক। অনন্তর বড়জ, মধ্যম ও গান্ধারাদি ত্রিবিধ গানতত্ত্বজ হাহা, হুহু, নারদ ও তত্বক প্রভৃতি গান্ধর্ববিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ মুর্ছনা, তাল ও সুন্দর স্বর-সম্প্রয়োগে মধুরভাবে রবি-কৌর্তি গান করিতে লাগিলেন। জগৎ-পতি দিবাকর শান্তিত হইবার সময় বিষাচী, যুতাচী, মেনকা, সহজন্তা ও রম্যা প্রভৃতি প্রধান প্রধান অম্পরা সকল হাব, ভাব ও বিলাসাদির সহিত বহুবিধ অভিনয় করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তখন শত শত সহস্র সহস্র বেণু, বীণা, ঝরঝর, পণব, পুঙ্কর, মৃদঙ্গ, পটহ, আনক, দেবহৃদুভ ও শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইতে লাগিল। তৎকালে নৃত্য-গীত-পরায়ণ গন্ধর্ব ও অম্পরোগণে এবং তুর্ধ্যাদি বাদিত্র-নির্বোধে সর্বস্থান কোলাহলময় হইয়া উঠিল। অনন্তর সমগ্র দেবসমাজ ভক্তিভরে নৃত হইয়া কুতাঞ্জলিপুটে সহস্রাংগুকে স্তব করিতে লাগিলেন। অর্ধখল দেবগণের সমাগম-জনিত সেই ভীষণ কোলাহলের মধ্যে বিশ্বকর্মা স্বর্ঘ্যকে

তেজঃ শাতনং চক্রে বিধকর্ণা শনৈঃ শনৈঃ
আজাহুর্লিখিতশাসৌ নিপুণঃ বিধকর্ণণা ।

নাভ্যানন্দন্তু লিখনং ততস্তেনাবতারিতঃ ॥ ১০৬

ন তু নির্ভৎসিতঃ রূপং তেজসৌ হননেন তু ।

কান্তাৎকান্ততরং রূপমধিকং শুভে ততঃ ॥ ১০৭

ইতি হিমজলঘর্ষকালহেতো-

হরকমলাসনবিকুসংস্কৃতস্তু ।

তদুপরি লিখনং নিশম্য ভানো-

ব্রজতি দিবাকরলোকমাযুষোহস্তে ॥ ১০৮

এবং জয় রবে: পূর্বঃ বভূব মুনিসত্তমঃ ।

রূপঞ্চ পরমং তন্তু ময়া সম্পরিকীর্জিতম্ ॥ ১০৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মার্কণ্ডেয়শরীরলিখনং

নাম ষাট্ৰিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ধীরে ধীরে শান্তিত করিতে লাগিলেন ।
তিনি বিশেষ নিপুণভাবে সূর্য্যের জাহ্নু
পর্য্যন্ত উল্লেখন করিলেন, কিন্তু তাহা
মনোমত হইল না, তখন তিনি সর্কাবয়বের
তেজঃ ক্ষীণ করিয়া দিলেন । তেজঃশাতনে
ঊর্ধ্বার রূপের অল্পতা কিছুই হইল না, বরং
তাঁহার রূপ কমনীয় হইতেও কমনীয়তর
হইয়া সমধিক শোভা ধারণ করিল । হরি,
হর ও বিরিকি ঊর্ধ্বার স্তব করেন, যিনি শীত,
গ্রীষ্মাদি সর্ককালের হেতু, সেই ভানুদেবের
এই তেজঃশাতনের বিষয় যিনি অবগণ
করেন, দেখান্তে ঊর্ধ্বার দিবাকর-লোকে
গতি হইয়া থাকে । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!
পূর্বে রবির জয় ও পরম রূপ প্রাপ্তি এই-
রূপই ঘটয়াছিল, আমি ইহা কীর্তন
করিলাম । ১০৯ ।

ষাট্ৰিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২ ।

ত্রয়ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

ভূয়োহপি কথয়াশ্বাকং কথ্যং সূর্য্যসমাক্রিতাম্ ।

ন তুষ্টিমধিগচ্ছামঃ শৃণুস্তস্তাং কথ্যং শুভাম্ ॥

যোহয়ং দীপ্তো মহাতেজা বহিরাশিসমপ্রভঃ ।

এতদ্বেদিভূমিচ্ছামঃ প্রভাবোহস্ত কুতঃ প্রভো

ব্রহ্মোবাচ ।

তমোভূতেষু লোকেষু নষ্টে স্বাবরজঙ্গমে ।

প্রকৃতের্গুণহেতুস্ত পূর্বং বুদ্ধিরজায়ত- ৩

অহঙ্কারস্ততো জাতো মহাভূতপ্রবর্তকঃ ।

বায়ুগ্নিরাপঃ ধং ভূমিস্ততস্তত্তমাজায়ত ॥ ৪

তন্নিরগে ত্বমে লোকাঃ সপ্ত চৈব প্রতিষ্ঠিতাঃ

পৃথিবী সপ্তভির্দ্বীপৈঃ সমুদ্রৈশ্চৈব সপ্তভিঃ ॥ ৫

তত্রৈবাবস্থিতো হাসীদহং বিদূর্মহেশ্বরঃ ।

বিমৃঢ়াস্তামসাঃ সর্ব্বে প্রধ্যায়ন্তি তমৌষরম্ ॥ ৬

ততো বৈ সুমহাতেজাঃ প্রাহুর্ভূতস্তমোহুদঃ ।

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন! আপনি
পুনরায় আমাদিগের নিকট সূর্য্যবিষয়িণী
কথা প্রকাশ করুন । আমরা ঐ শুভ
কথা শুনিয়া শুনিয়া কিছুতেই তাপ্তর শেষ
সীমা প্রাপ্ত হইতেছি না । ঐ যিনি পাবক-
পুঞ্জপ্রতিম মহাতেজা দীপ্তি পাইতেছেন,
হে প্রভো! উঁহার প্রভাব কি প্রকার, তাহা
আমরা জানিতে ইচ্ছা করি । ব্রহ্মা কহি-
লেন, যখন সমস্ত লোক তমঃপুঞ্জে পরিবৃত্ত ও
স্বাবর জঙ্গম বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তখন প্রকৃতি
হইতে সর্কাগ্রে গুণহেতু বুদ্ধি উৎপন্ন হয় । বুদ্ধি
হইতে মহাভূতপ্রবর্তক অহঙ্কার, পরে বায়ু,
অগ্নি, জল, আকাশ ও ভূমি, তৎপশ্চাৎ অণু
আবির্ভূত হয় । ঐ অণুই সপ্তলোক প্রতি-
ষ্ঠিত এবং সপ্ত দ্বীপ ও সপ্তসাগর-পরিবৃত্ত
পৃথিবী বিরাজিত । আমি বিষ্ণু এবং
মহেশ্বর, আমরা তিনজনে সেই অণুই
অবস্থিত ছিলাম । তমঃপরিবৃত্ত বিমৃঢ় লোক
সকল তখন ঈশ্বরানুধনায় নিবৃত্ত হয় ।

ধ্যানযোগেন চান্মাভিবিজ্ঞাতঃ সবিভা তদা ॥ ৭
জ্ঞান্ভা চ পরমাত্মানং সৰ্ব্ব এব পৃথক্ পৃথক্ ।
দিব্যাভিভূতিভিদেবঃ স্ততোহান্মাভিস্তদেবরঃ
আদিদেবোহসি দেবানামৈশ্বর্যাক্ত স্বমীশ্বরঃ ।
আদিকর্তাসি ভূতানাং দেবদেবো দিবাকরঃ ॥ ৯
জীবনঃ সৰ্ব্বভূতানাং দেবগন্ধৰ্বরক্ষসাম্ ।
মুনিকিন্নরসিদ্ধানাং তথৈবোরগপক্ষিণাম্ ॥ ১০
স্বং ব্রহ্মা স্বং মহাদেবস্বং বিষ্ণুস্বং প্রজাপতিঃ ।
বায়ুরিত্রশ্চ সোমশ্চ বিবস্বানবরুণশ্চত্বা ॥ ১১
জ্বং কালঃ সৃষ্টিকর্তা চ হর্তা ভর্তা তথা প্রভুঃ ।
সরিতঃ সাগরঃ শৈলা বিদ্যাদিত্রধনুষি চ ॥ ১২
প্রলয়ঃ প্রভবশ্চৈব ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ ।
ঈশরাংপরতো বিদ্যা বিদ্যায়াঃ পরতঃ শিবঃ ॥
শিবাংপরতরো দেবস্বমেব পরমেশ্বরঃ ।
সৰ্বতঃ পানিপাদান্তঃ সৰ্বতোক্ষিণিরোমুখঃ ॥ ১৪
সহস্রাংশুঃ সহস্রাংশুঃ সহস্রচরণেক্ষণঃ ।

অনন্তর মহাতেজা তিমিবারি প্রাহুর্ভূত হয়েন,
আমরা তখন ধ্যানযোগে তাঁহাকে সবিভা
বলিয়া বিদিত হইলাম এবং সকলেই তাঁহাকে
পরমাত্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া বিভিন্ন দিব্য
দিব্য স্তবে তাঁহার স্তব করিলাম। বলি-
লাম,—হে দেব! তুমি দেবগণের আদি
দেব, ঐশ্বর্য বশতঃ তুমি ঈশ্বর, তুমি ভূত-
বৃন্দের আদিকর্তা, দেবদেব ও দিবাকর,
তুমি সৰ্ব্বভূত, দেব, গন্ধৰ্ব, রাক্ষস, মুনি,
কিন্নর, সিদ্ধ, উরগ ও পক্ষীদিগের জীবন।
ব্রহ্মা, মহাদেব, প্রজাপতি, বিষ্ণু, বায়ু,
ইন্দ্র, সোম, বিবস্বান, বরুণ, কাল, সৃষ্টিকর্তা,
হর্তা, ভর্তা, প্রভু, সরিত, সাগর, শৈল,
বিদ্যা, ইন্দ্রধনু, প্রলয়, প্রভব, ব্যক্ত,
অব্যক্ত, সনাতন প্রভৃতি তোমারই নাম,
তুমিই ঐ সকল রূপে প্রতিভাত। ঈশ্বর
হইতে বিদ্যা, বিদ্যা হইতে শিব এবং শিব
হইতে পরতর পরমেশ্বর দেব তুমিই।
তোমার সৰ্ব্বদিকেই পানিপাদ এবং সৰ্ব্ব
দিকেই অক্ষিণী ও মুখ। তুমি সহস্রাংশু,
সহস্রাংশু, সহস্রচরণ ও সহস্রদর্শন। তুমি

ভূতাদির্ভূতবঃ স্বচ মহঃ সত্যঃ তপো জনঃ ॥ ১৫
প্রদীপ্তঃ দীপনঃ দিব্যঃ সৰ্বলোকপ্রকাশকম্ ।
হ্রনিরীক্যঃ সুরেন্দ্রাণাং যজ্ঞপং তস্ত তে নমঃ ॥
সুরসিদ্ধগণৈজুষ্টিং ভূষজিপুলহাদিতিঃ ।
স্বতং পরমমব্যক্তং যজ্ঞপং তস্ত তে নমঃ ॥ ১৭
বেদ্যং বেদবিদ্যাং নিত্যং সৰ্বজ্ঞানসমবিতম্ ।
সৰ্বদেবাভিদেবস্তু যজ্ঞপং তস্ত তে নমঃ ॥ ১৮
বিশ্বকৃষ্ণকৃতং চ বৈশ্বানরসুরার্চিতম্ ।
বিশ্বস্তিতমচিন্ত্যং চ যজ্ঞপং তস্ত তে নমঃ ॥ ১৯
পরং যজ্ঞাং পরং দেবাং পরং লোকাং পরং
দিবঃ ।

পরমাশ্বেত্যভিধ্যাতং যজ্ঞপং তস্ত তে নমঃ ॥
অবিজ্ঞেয়মনালক্যমধ্যানগতমব্যয়ম্ ।
অনাদিনিধনং চৈব যজ্ঞপং তস্ত তে নমঃ ॥ ২০
নমো নমঃ কারণকারণায়
নমো নমঃ পাপবিমোচনায় ।
নমো নমস্তে দিতিজার্দিনায়
নমো নমো রোগবিমোচনায় ॥ ২২
নমো নমঃ সৰ্ববরপ্রদায়
নমো নমঃ সৰ্বসুখপ্রদায় ।

ভূতের আদি এবং ভূ, ভুব, স্ব, মহ, সত্য,
তপ ও জন এ সকলও তুমি ১৫—১৫ তোমার
যে সৰ্বলোকপ্রকাশক দিব্য দীপ্ত রূপ যাহা
সুরেন্দ্রগণেরও হ্রনিরীক্য, সেই রূপকে
আমরা নমস্কার করি। সুর ও সিদ্ধগণ
যাহার সেবা করেন, এবং ভূ, অজি ও
পুলহ প্রভৃতি যাহাকে স্তব করিয়া থাকেন,
তোমার সেই অব্যক্ত রূপকে নমস্কার।
যাহা বেদ-বিদ্যগণের নিত্য বেদ্য ও সৰ্ব-
জ্ঞানময়; সেই রূপকে নমস্কার। যাহা বিশ্বকৃৎ,
বিশ্বকৃত, বৈশ্বানরার্চিত, বিশ্বস্থিত ও অচিন্ত্য,
যাহা যজ্ঞ হইতে, বেদ হইতে, লোক
হইতে ও স্বর্গ হইতেও পরাংপর, যাহা
পরমাত্মা নামে অভিহিত, অবিজ্ঞেয়
অনালক্য, অবধ্য ও অব্যয়, যাহার আদি
অন্ত নাই, ভবদীয় তথাবিধ রূপকে আমরা
নমস্কার করি। তুমি সৰ্ব কারণের কারণ,

নমো নমঃ সৰ্বধনপ্রদায়

নমো নমঃ সৰ্বমতিপ্রদায় ॥ ২৩

ভূতঃ স ভগবানেবং তৈজসং রূপমাস্থিতঃ ।

উবাচ বাচা কল্যাণ্য কো বরো বঃ প্রদীয়তাম
দেবা উচুঃ ।

তবাতিতৈজসং রূপং ন কশ্চিৎসোচ্চুংসহেৎ ।

সহনীয়ঃ তদ্বতু হিতায় জগতঃ প্রভো ॥ ২৫

এবমস্থিতি সৌহৃদ্যাকা ভগবানাদিকৃৎ প্রভুঃ ।

লোকানাং কার্যাসিদ্ধার্থং স্বর্গবর্ষহিমপ্রদঃ ॥ ২৬

ভূতঃ সাংখ্যান্ত যোগান্ত যে চাত্তে

মোক্শকাজ্জিগঃ ।

ধ্যায়ন্তি ধ্যায়িনো দেবঃ হৃদয়স্থং দিবাকরম্ ॥

সৰ্বলক্ষণহ'নোহপি যুক্তো বা সৰ্বপাতকৈঃ ।

সৰ্বধং তরতে পাপং দেবমকং সমাশ্রিতঃ ॥ ২৮

অগ্নিহোজ্ঞঃ বেদান্ত যজ্ঞান্ত বহুদক্ষিণাঃ ।

ভানোৰ্ভক্তিনমস্কারকলাং নাইন্তি যোভনীম্ ॥

সৰ্বপাপবিমোচন, 'দৈত্যনাশন, রোগ-
বিমোচন এবং সৰ্ব-বর, সৰ্বসুখ, সৰ্বধন ও
সৰ্ব-মতি-প্রদায়ক, তোমাকে আমাদের
বারম্বার নমস্কার ১৬—২৩। ভগবান এইরূপে
দেবগণ কর্তৃক ভূত হইয়া তৈজস রূপ
অবলম্বনপূর্বক কল্যাণ-কর বাক্যে বলিলেন,
তোমাদিগকে কোন্ বর প্রদান করিব?
দেবগণ কহিলেন, হে প্রভো! তোমার
অভ্যুজ্জ্বল রূপ কেহই সহ্য করিতে পারে না,
সুতরাং জগতের হিতের নিমিত্ত ভবদীয় রূপ
সকলের সহনীয় হউক। আদিকর্তা ভগবান
তখন 'তথাস্ত' বলিয়া লোকদিগের কার্য-
সিদ্ধির নিমিত্ত সে কথায় সম্মত হইলেন।
এইরূপে বাহারা সাংখ্যমতবাদী, যোগমার্গাব-
লম্বী বা ধ্যান-নিষ্ঠ, তাহারা এবং অন্যান্য
যুগ্ম ব্যক্তিরা সকলেই দিবাকর দেবকে
হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন। লোক সৰ্ব-
লক্ষণে হীন ও সৰ্বপাতকে অধিত হইলেও
দিবাকরের শরণ লইয়া সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত
হয়। অগ্নিহোজ্ঞ বল, বেদান্ত্যাস বল বা
বহুদক্ষিণাবিত যজ্ঞই বল, ভাহুভক্তি ও

তীর্থানাং পরমঃ তীর্থঃ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ।

পবিত্রঞ্চ পবিত্রাণাং প্রপদ্যন্তে দিবাকরম্ ॥ ৩০

শক্রাট্টৈঃ সংভূতং দেবং যে নমস্তুতি ভাস্করম্

সৰ্বকামিহানিষ্টকৃতাঃ সূর্য্যালোকঃ ব্রজন্তি তে ॥

মুনয় উচুঃ ।

চিরাৎপ্রভৃতি নো ব্রহ্মনশ্রোতুমিচ্ছা প্রবর্ততে

নান্যামষ্টশতং ব্রাহ্ম যদ্ব্যোক্তং পুরা রবেঃ ॥ ৩২

ব্রহ্মোবাচ ।

অষ্টোত্তরশতং নাম্নাং শৃণুধ্বং গদতো মম ।

ভাস্করস্ত পরং গুহ্যং স্বর্গমোক্শপ্রদং দ্বিজাঃ ॥ ৩৩

ওঁ সূর্য্যোহর্য্যমা ভগবন্তী পৃথাকঃ সবিতা রবিঃ

গভস্তিমানজঃ কালো মৃত্যুর্ধাতা প্রভাকরঃ ॥ ৩৪

পৃথিব্যাপশ্চ তেজশ্চ ধ্বং বায়ুশ্চ পরায়ণম্ ।

সোমো বৃহস্পতিঃ শুক্রো বুধোহঙ্কারক এব চ

ইন্দ্রো বিবস্বান্দীপ্তাঃ শুচিঃ শৌরিঃ শনৈশ্চরঃ

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ কন্দো বৈশ্রবণো যমঃ ॥ ৩৬

ভাহুকে নমস্কার করিলে যে ফল হয়, ঐ
সকল দ্বারা তাহার যোক্তাংশের একাংশ
ফলও পাওয়া যায় না। যাহারা ইন্দ্রাদি
সুরবন্দিত সূর্য্যদেবের শরণ লয় বা
তাঁহাকে নমস্কার করে, তাহাদের পরম তীর্থ
সেবা, পরম মঙ্গল সেবা ও পরম পবিত্রতা
লাভ হয় এবং তাহারা সৰ্বপাপ হইতে
মুক্ত হইয়া সৌরলোকে গমন করে। ২৪—
৩১। মূনিগণ কহিলেন, হে ব্রহ্ম! বহুদিন
হইতে আমরা 'ভূমিতে ইচ্ছা করিতেছি,
আপনি পূর্বে যে রবির অষ্টোত্তর শত
নাম বলিয়াছিলেন, তাহা আবার বলুন।
ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজগণ! আমি রবির
অষ্টোত্তর শত নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন।
এই সকল নান পরম গুহ্য এবং স্বর্গ ও মোক্শ-
প্রদ। সূর্য্য, অর্য্যমা, ভগবান, দ্বষ্টা, পৃষা,
অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান, অজঃ, কাল,
মৃত্যু, ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজ,
আকাশ, বায়ু, পরায়ণ, সোম, বৃহস্পতি,
শুক্র, বুধ, অঙ্কারক, ইন্দ্র, বিবস্বান, দীপ্তা,
শুচি, শৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র

বৈহাতো জাঠরশ্চাগ্নিরৈকনস্তেজসাং পতিঃ ।
 ধর্মধ্বজো বেদকর্তা বেদাঙ্গো বেদবাহনঃ ॥ ৩৭
 কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিঃ সর্বামরাশ্রয়ঃ ।
 কলাকাষ্ঠামুহূর্তাশ্চ ক্ষপা যামাস্থখা ক্ষণাঃ ॥ ৩৮
 সঙ্ঘৎসরকরোহংখঃ কালচক্রো বিভাবসুঃ ।
 পুরুষঃ শাখতো যোগী ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ
 কালাধ্যক্ষঃ প্রজাধ্যক্ষো বিশ্বকর্মা তমোহুদঃ ।
 বরুণঃ সাগরোহংশশ্চ জীমূতোজীবনোহারহা
 ভূতাশ্রয়ো ভূতপতিঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ ।
 অষ্টা সম্বর্তকো বাহুঃ সর্বস্বাদিরলোনুপঃ ॥ ৩৯
 অনন্তঃ কপিলো ভানুঃ কামদঃ সর্বতোমুখঃ ।
 জয়ো বিশালো বরদঃ সর্বভূতনিবেষিতঃ ॥ ৪০
 মনঃ সুপর্ণো ভূতাদিঃ শীত্ৰগঃ প্রাণধারণঃ ।
 ধ্বস্তরিধুমকেতুবাদিদেবোহদিভেঃ সূরঃ ॥ ৪১
 দ্বাদশাশ্বা রবিদক্ষঃ পিতা মাতা পিতামহঃ ।
 স্বর্গদ্বারং প্রজাদ্বারং মোক্ষদ্বারং ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৪২
 দেহকর্তা প্রশান্তাশ্বা বিশ্বাশ্বা বিশ্বতোমুখাঃ ।
 চরাচরাশ্বা স্থল্লাশ্বা মৈত্রেয়ঃ করুণাশিতঃ ॥ ৪৩

স্কন্দ, বৈশ্রবণ, যম, বৈহাত, জাঠর, ঐকন, অগ্নি, তেজঃপতি, ধর্মধ্বজ, বেদকর্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, সর্বসুরাশ্রয়, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত, ক্ষপা, যাম ও ক্ষণ, সঙ্ঘৎসর, অংখ, কালচক্র, বিভাবসু, শাখত পুরুষ ও যোগী, ব্যক্তা-ব্যক্ত, সনাতন, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্ব-কর্মা, তমোহুদ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, সর্ব-লোক-নমস্কৃত, অষ্টা, সম্বর্তক বাহু, সর্বাদি, অলোনুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, সর্বতোমুখ, জয়, বিশাল, বরদ, সর্বভূত-সেবিত, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীত্ৰগ, প্রাণ-ধারণ, ধ্বস্তরি, ধুমকেতু, আদিদেব, আদিত-নন্দন, দ্বাদশাশ্বা, রবি, দক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, দেহকর্তা, প্রশান্তাশ্বা, বিশ্বাশ্বা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাশ্বা, স্থল্লাশ্বা, মৈত্রেয়

এতদে কীর্তনায়স্মা সৃষ্টিস্মামিততেজসঃ ।
 নাম্নামষ্টশতং রমাং ময়া প্রোক্তং দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 সুরগণপিতৃযক্ষসেবিতঃ
 হসুরনিশাকরসিদ্ধবন্দিতম্ ।
 বরকনকহুতাশনপ্রভঃ
 প্রণিপতিতোহস্মি হিতায় ভাস্করম্ ॥ ৪৭
 সৃষ্টোদয়ে যঃ সুষমাচিন্তঃ পঠেৎ,
 সপুত্রদারান্ ধনরত্নসঞ্চয়ান্ ।
 লভেত জাতিস্মরতাং নরঃ স তু
 স্মৃতিঞ্চ মেধাঞ্চ স বিন্দতে পরাম্ ॥ ৪৮
 ইমং স্তবং দেববরস্ম যো নরঃ
 প্রকীর্তয়েচ্ছুদ্ধমনাঃ সমাহিতঃ ।
 বিমুচ্যতে শোকদবাগ্নিসাগরা-
 লভেত কামান্ননসা যথেষ্পিতান্ ॥ ৪৯
 ইতি ত্রীত্রাঙ্কে মহাপুরাণে সৃষ্টিনামাষ্টোত্তর-
 শতং নাম ত্রয়সিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

এবং করুণাশিত । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! অমিত-
 তেজা সৃষ্টের এই অষ্টশত রমণীয় নাম
 আমি কীর্তন করিলাম । যিনি সুর, পিতৃ
 ও যক্ষগণ কর্তৃক সেবিত, অসুর, নিশাচর
 ও সিদ্ধগণ দ্বারা বন্দনা করেন, সেই
 প্রবর কনক ও হুতাশনপ্রভ ভাস্করকে
 আমি জগতের হিতের নিমিত্ত প্রণিপাত
 করিতেছি । যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া
 সৃষ্টোদয়ে এই অষ্টশত নাম পাঠ করেন,
 তিনি পুত্র, দার, ধন, রত্ন, জাতিস্মরতা,
 স্মৃতি ও পরম মেধা লাভ করিয়া থাকেন ।
 দেববর দিবাকরের এই স্তব যে ব্যক্তি
 শুদ্ধচিত্তে সমাহিত হইয়া পাঠ করে, শোকরূপ
 দাবাগ্নিময় সাগর হইতে তাহার মুক্তি ঘটে
 এবং সে মনঃপ্রার্থিত সম্বন্ধকামনা প্রাপ্ত
 হয় ॥ ৩২—৪৯ ॥

ত্রয়সিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যোহসৌ সৰ্ব্বগতো দেবস্ত্রিপুরারিস্রিলোচনঃ ।
 উমাশ্রিয়করো রুদ্রশ্চন্দ্রাৰ্ককৃতশেখরঃ ॥ ১
 বিদ্রাব্য বিবুধান্ সৰ্বান সিদ্ধবিদ্যাধরানৃষীন ।
 গন্ধৰ্বযক্ষনাগাংশ্চ তথাত্মাংশ্চ সমাগতান্ ॥ ২
 জঘান পূৰ্বং দক্ষস্ত যজ্ঞতো ধরণীতলে ।
 যজ্ঞঃ সমৃদ্ধঃ রত্নাঢ্যঃ সৰ্বসম্ভারসংভূতম্ ॥ ৩
 যন্ত প্রতাপসম্ভ্রস্তাঃ শক্রাদ্যাপ্তিদিবৌকসঃ ।
 শান্তিঃ ন লেভিরে বিপ্রাঃ কৈলাসং শরণংগতাঃ
 স আস্তে তত্র বরদঃ শূলপাণির্ষমধ্বজঃ ।
 পিনাকপাণিৰ্ভগবান দক্ষযজ্ঞবিনাশনঃ ॥ ৫
 মহাদেবোংকলে দেশে কুন্তিবাসা বুধধ্বজঃ ।
 একাত্মকে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সৰ্বকামপ্রদো হরঃ ॥ ৬
 • মুনয় উচুঃ ।

কিমর্থং স ভবো দেবঃ সৰ্বভূতহিতে রতঃ ।
 জঘান যজ্ঞং দক্ষস্ত দেবৈঃ সৰ্বৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৭

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যিনি সৰ্বব্যাপী, দেবদেব, ত্রিপুরারি, ত্রিলোচন, উমাপতি, চন্দ্রমৌলি, রুদ্র, ঐশ্বর্য ভয়ে দক্ষ-যজ্ঞে সমাগত বিবুধ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, ঋষি, গন্ধৰ্ব, যক্ষ ও নাগ প্রভৃতি পুরাকালে পলায়ন করিয়াছিলেন, যিনি সৰ্বসম্ভার-পরিপূর্ণ সৰ্বরত্ন-সমৃদ্ধ দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন, ঐশ্বর্য প্রতাপে সমুত্তম হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ কুত্ৰাপি শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই এবং কৈলাসশৈলে গিয়া ঐশ্বর্য শরণ গ্রহণ করেন, সেই বরপ্রদাতা পিনাকপাণি, শূলপাণি, দক্ষযজ্ঞধ্বংসী ভগবান বুধধ্বজ, সেই উৎকলদেশস্থ একাত্মকাননে সৰ্বকামনা প্রদান করত অবস্থান করিতেছেন। ১—৬।
 মুনিগণ কহিলেন,—হে দেব! কি কারণে সেই সৰ্বভূতহিতৈষী ভবদেব সেই সৰ্বদেবময় সুসমৃদ্ধ দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন?

ন হৃদ্রং কারণং তত্র প্রভো মন্ত্যামহে বয়ম্ ।
 শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মি পরং কোতুহলং হি নঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

দক্ষস্তাসমৃদ্ধ কন্তা যাতৈবং পতিসদ্ধতাঃ ।

স্বৈভ্যো গৃহেভ্যশ্চানীয় তাঃ

পিতাভ্যর্চয়দগৃহে ॥ ৯

ততস্ত্যচ্চিত্তা বিপ্রা ত্ববসংস্তাঃ পিতৃগৃহে ।
 তাশাং জ্যেষ্ঠা সতী নাম পত্নী যা ত্র্যম্বকস্ত বৈ
 নাজুহাবান্নজাং তাং বৈ দক্ষো রুদ্রমভিধ্বিন্ ।
 অকরোংসন্নতিং দক্ষেন চ কাঞ্চিন্মহেশ্বরঃ ॥ ১১
 জামাতা ঋগুরে তস্মিন্ স্বভাবান্তেজসি স্থিতঃ ।
 ততো জাহ্না সতী সৰ্বাস্তান্ত প্রাপ্তাঃ

পিতৃগৃহম্ ॥ ১২

জগাম সাপ্যনাহুতা সতী তু স্থপিতৃগৃহম্ ।

তাভ্যো হীনাং পিতা চক্রে সত্যাঃ

পূজামসম্মতাম্ ॥ ১৩

হে প্রভো! আমরা মনে করি, এইরূপ কার্য কখনই অল্লকারণে হয় নাই; অতএব আমাদের শুনবার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি বিস্তৃতরূপে উহা বর্ণন করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, দক্ষ প্রজাপতির আটটি কন্তা পতির সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। একদা যজ্ঞোপলক্ষে দক্ষ সেই সকল কন্তাকে পিতৃগৃহ হইতে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়া বিশেষরূপে পান, ভোজন ও আচ্ছাদনাদি দ্বারা সম্মানিত করেন। কন্তাগণ আপ্যায়িত হইয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্তার নাম সতী; সতী ত্র্যম্বকের পত্নী। দক্ষ রুদ্রের প্রতি ঘেয করিয়া সেই জ্যেষ্ঠা কন্তাকে আত্মহান করিলেন না; কিন্তু স্বভাব-তেজস্বী জামাতা মহেশ্বরও ঋগুর দক্ষের প্রতি কোন-রূপ বিনয় প্রকাশ করেন নাই। অনন্তর সতী জানিতে পারিলেন, তাঁহার অন্তান্ত ভগ্নীগণ সকলেই পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। সতী এই সংবাদ পাইয়া বিনা আত্মহানেই পিতৃগৃহে প্রস্থান করিলেন।

তোহব্রবীংসা পিতরং দেবী ক্রোধসমাকুল।
সত্যবাচ ।

বীষসীভ্যঃ শ্রেষ্ঠাং কিং ন পূজসি মাং প্রভো
মসংকৃতামবস্থাং যঃ কৃতবানসি গর্হিতাম্ ॥১৪
অহং জ্যেষ্ঠা বরিষ্ঠা চ মাং ত্বং সংকর্তুমর্হসি ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তোহব্রবীদেনাং দক্ষঃ সংরক্তলোচনঃ ॥
দক্ষ উবাচ ।

অন্তঃ শ্রেষ্ঠা বরিষ্ঠাশ্চ পূজ্যা বালাঃ সূতা মম ।
তা সাং যে চৈব ভর্তারস্তে মে বহুমতাঃ সতি ॥
ব্রহ্মিষ্ঠাশ্চ ব্রতস্থাশ্চ মহাযোগাঃ সুধার্মিকাঃ ।
গুণৈশ্চৈবাধিকাঃ শ্লাঘ্যাঃ সর্বৈ তে
ত্র্যম্বকাং সতি ॥ ১৭

বসিষ্ঠোহত্রিঃ পুলস্ত্যশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ
ভৃগুর্মরীচিচ্চ তথা শ্রেষ্ঠা জামাতরো মম ॥ ১৮

সতী আসিলেন ; কিন্তু দক্ষ তাঁহাকে অত্যন্ত
কষ্ট। অপেক্ষা হীনভাবে অশ্রদ্ধার সহিত
সংকার করিলেন। সতী এই ব্যাপারে
ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে বলিলেন,—হে প্রভো !
আমি আমার অত্যন্ত ভগ্নীগণ অপেক্ষা
বয়োজ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, আমাকে আপনি যথা-
যোগ্য সমাদর করিতেছেন না কেন ?
প্রত্যুত আপনার নিকট অতি গর্হিতভাবে
অদ্য আমি অসংকৃত হইলাম। আমি আবার
বলি, আমি জ্যেষ্ঠা এবং বরিষ্ঠা, আমাকে
আপনি সংকার করুন। ৭—১৪। ব্রহ্মা
কহিলেন, সতী এই কথা কহিলে, ক্রোধে
দক্ষের নেত্র রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। দক্ষ
কহিলেন, আমার অত্যন্ত কষ্ট। তোমা
অপেক্ষা সকলেই শ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ এবং পূজ্য।
হে সতি ! যাহারা আমার ঐ কষ্টাগণের
পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও আমার
নিকট বহুমানস্পদ। তাঁহারা সকলেই
আমার পতি ত্র্যম্বক অপেক্ষা ব্রহ্মনিষ্ঠ,
ঐ, মহাযোগরত, ধর্মপরায়ণ, গুণশ্রেষ্ঠ, ও
বশিষ্ঠ, অত্রি, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা,
পুলহ, ক্রতু, ভৃগু ও মরীচি, ইহারা আমার

তৈশ্চাপি স্পর্ধতে শর্বঃ সর্বৈ তে চৈব তংপ্রতি
তেন ত্বাং ন বুভুযামি প্রতিকুলো হি মে ভবঃ ॥
ইত্যুক্তবাংস্তদা দক্ষঃ সশ্রমূঢ়েন চেতসা ।
শাপার্থমান্বনশ্চৈব যেনোক্তা বৈ মহর্ষয়ঃ ।
তথোক্তা পিতরং সা বৈ ক্রুদ্ধা দেবী তমব্রবীৎ
সত্যবাচ ।

বান্ধুনঃকর্ম্মভির্ষাদদৃষ্টাং মাং বিগর্হসি ।
তস্মাত্যজামাহং দেহমিমং তাত তবান্বজম্ ॥২১
ব্রহ্মোবাচ ।

ততস্তেনাপমানেন সতী দুঃখাদমর্ষিতা ।
অব্রবীদ্বচনং দেবী নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবে ॥ ২২
সত্যবাচ ।

যেনাহমপদেহা বৈ পুনর্দেহেন ভাস্বতা ।
তত্রাপাহমসম্মুচ্য সন্তুতা ধার্মিকী পুনঃ ।
গচ্ছেয়ং ধর্মপত্নীত্বং ত্র্যম্বকশ্চৈব ধীমতঃ ॥ ২৩
ব্রহ্মোবাচ ।

তত্রৈবাত্ম সমাসীনা রুপ্তান্বানং সমাদদেহ ।

জামাতা। তোমার পতি শর্ব সর্বদা তাঁহা-
দের সহিত স্পর্ধা করে এবং তাঁহারা শর্বের
সহিত স্পর্ধা করিয়া থাকেন। সেইজন্য
তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি না, আর তোমার
পতি ভব,—সে ত আমার শত্রু। দক্ষ
এইরূপে মুচিচিতে আত্মাকে অভিশপ্ত করি-
বার জন্যই। তৎকালে সতীর প্রতি ঐ
সকল কথা কহিলেন। সতী দেবী পিতার
কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে
তাত ! আমি বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা অদৃষ্ট
হইলেও তুমি আমাকে এইরূপ কটুক্তি
করিলে ; অতএব আমি তোমাকে হইতে
উৎপন্ন মদীয় এই দেহ পরিত্যাগ করিব।
ব্রহ্মা কহিলেন, সতী তখন পিতৃ-কৃত অপ-
মানে দুঃখভরে অমর্ষিত হইয়া স্বয়ম্ভুকে
নমস্কারপূর্বক বলিলেন, আমি এই দেহ
পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার উজ্জল দেহ
ধারণপূর্বক ধার্মিক ও অসম্মুচ হইয়া জন্ম
গ্রহণ করিব এবং আবার আমি ধীমান
ত্র্যম্বকের ধর্মপত্নী প্রাপ্ত হইব। ব্রহ্মা

ধারয়ামাস চায়েয়ী ধারণামান্বনাশ্বনি । ২৪

ততঃ স্বান্মানমুখাপ্য বায়ুনা সমুদীরিতঃ ।

সর্বাঙ্গেভ্যো বিনিঃসৃত্য বহির্ভস্ম চকার তাম্

উৎপশ্চাত্য নিধনং সত্য্য দেব্যাঃ স শূলধৃক্ ॥

সংবাদঞ্চ তয়োবুদ্ধা যথাতথোন শঙ্করঃ ।

দক্ষশ্চ চ বিনাশায় চুকোপ ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ২৬

শ্রীশঙ্কর উবাচ ।

যস্মাদবমতা দক্ষ সহসৈবাগতা সতী ।

প্রশস্তাশ্চেতরাঃ সর্বাশ্বংসুতা ভর্তৃভিঃ সহ ॥ ২৭

তস্মাদৈবস্বতে প্রাপ্তে পুনরেতে মহর্ষয়ঃ ।

উৎপৎস্তু দ্বিতীয়ে বৈ তবযজ্ঞে হযোনিজাঃ

হুতে বৈ ব্রহ্মণঃ সত্রে চাক্ষুষশাস্তরে মনোঃ ।

অভিব্যাহত্যা সপ্তর্ষীন দক্ষং সোহভ্যশপৎ

পুনঃ ॥ ২৯

ভবিতা মান্বযো রাজা চাক্ষুষশাস্তরে মনোঃ ।

বলিলেন, সতী এই কথার পর রোষভরে
সেইখানে সমাসীন হইয়া আত্মাকে সমাধি-
করিলেন এবং আত্মা দ্বারা আত্মাতে

আয়েয়ী ধারণা অবলম্বন করিলেন ।
অনন্তর বায়ু-সমুদীপ্ত বহি সর্বাঙ্গ হইতে
বিনিঃসৃত হইয়া আত্ম প্রকাশ করত
সেই সতীকে ভস্মাভূত করিয়া ফেলিলেন ।
এদিকে শূলপাণি সতীর এই নিদারুণ নিধন-
বার্তা শ্রবণ করিলেন । পিতা ও কন্যার
সমস্ত সংবাদই যথাযথ তাঁহার কর্ণগোচর
হইল । তখন ভগবান্ শঙ্কর দক্ষবিনাশার্থ
কুপিত হইলেন । ১৫—২৬। শঙ্কর কহিলেন,
হে দক্ষ ! সতী আপনা হইতে এখানে আসিয়া
তোমাকর্তৃক অবমানিত হইলেন ; আর
তোমার অন্তান্ত কন্যারা স্ব স্ব ভর্তার সহিত
এখানে সম্মানিত হইলেন । এই কার্যের
জন্ত তোমার এই জামাতা মহর্ষিগণ চাক্ষুষ
মন্ত্র অস্তরে বৈবস্বত মন্ত্র অধিকারকালে
উৎপন্ন হইলেন । শঙ্কর সপ্তর্ষিদিগকে
এইরূপ বলিয়া পুনরায় দক্ষকে অভিশাপ
দিয়া কহিলেন, চাক্ষুষ মন্ত্র অধিকার কালে

প্রাচীনবর্ষিষ্যঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চাপি প্রচেতসঃ ॥ ৩০

দক্ষ ইত্যেব নাম্না ত্বং মারিষায়াং জনিষ্যসি ।

কন্যায়াং শাখিনাকৈব প্রাপ্তে বৈ চাক্ষুষান্তরে ॥

অহং তত্রাপি তে বিদ্বমাচরিষ্যামি ত্ব্মতে ।

ধর্ম্যকামার্থযুক্তেষু কর্ম্মস্বিহ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩২

ততো বৈ ব্যাহতো দক্ষো রুদ্রঃ সোহভ্যশপৎ

পুনঃ ॥ ৩৩

দক্ষ উবাচ ।

যস্মাৎ মৎকৃতে ক্রুর ঋষীন্ ব্যাহতবানসি ।

তস্মাৎ সাক্ষং সুরৈর্যজ্ঞে ন ত্বাং যক্ষ্যন্তি বৈ

দ্বিজাঃ ॥ ৩৪

কন্যাহতিং তব ক্রুর অপঃ স্পৃশন্তি কর্ম্মসু ।

ইহৈব বৎস্রসে লোকে দিবং হিহা যুগক্ষয়াৎ ॥

ততো দেবৈস্ত তে সাক্ষং ন তু পূজা ভবিষ্যতি

রুদ্র উবাচ ।

চাতুর্ধর্ষণ্য দেবানাং তে চাপ্যেকত্র ভুঞ্জতে ।

ন ভোক্ষ্যে সাহিত্যৈস্তে ততো ভোক্ষ্যাম্যহং

পৃথক্ ৩৬

তুমি মনুষ্যরাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে
এবং প্রাগৈন বর্ষীর পৌত্র এবং প্রচেতার
পুত্র হইয়া বৃক্ষনন্দিনী মারিষার গর্ভে
উৎপন্ন হইবে । তখনও তুমি দক্ষ নাম
ধারণ করিবে । হে ত্ব্মতে ! তখনও তুমি
ধর্ম্য-কামার্থ যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান
করিবে, আমি সেই সমুদায়ে পুনঃ পুনঃ
তোমার বিদ্ব উৎপাদন করিব । অনন্তর দক্ষ
প্রজাপতিও রুদ্রকে অভিশাপ দিলেন । দক্ষ
বলিলেন,—হে ক্রুর ! যে হেতু তুমি আমার
কৃত কর্ম্মের জন্ত ঋষিদিগকে ঐ কথা কহিলে,
এই কারণে দ্বিজগণ সুরগণের সহিত যজ্ঞে
তোমার অর্চনা করিবেন না । হে ক্রুর !
যজ্ঞ কর্ম্মে তোমায় আহতি দিয়া হোতৃগণ
জল স্পর্শ করিবেন । যুগক্ষয়ে স্বর্গ-ভাগ
করিয়া তুমি এই লোকেই বাস করিবে ।
দেবগণের সহিত কখনই তোমার পূজা
হইবে না । রুদ্র কহিলেন,—দেবগণের
মধ্যে চতুর্ধর্ষণ সংস্থান আছে, তাঁহার এক

সর্বেষাংগৈব লোকানামাদিভূলোক উচ্যতে ।

তমহঃ ধারয়াম্যেকঃ স্বেচ্ছয়া ন তবান্ধয়া ॥৩৭

तन्मिन् धृते सर्वलोकाः सर्वे तिष्ठन्ति शाश्वताः

तस्मादहं वसामिह सततं न तवाङ्गया ॥ ७८

ବ୍ରହ୍ମୋବାଚ ।

ততোহিভিব্যাহতো দক্ষো রুদ্রোণামিততেজস।

স্বায়ত্ত্ববীঃ তনুঃ ত্যক্তা উৎপন্নো মানুষেষিহ ॥

यदा गृहपतिर्दक्षे यज्जानामीश्वरः प्रभूः ।

समस्तैर्नेह यज्ञेन सोऽयजद्देवतैः सह ॥ ४०

অথ দেবী সত্যী জন্মে প্রাপ্তে বৈবস্মতেহস্তরে

মেনায়াং তামুমাং দেবীং জনয়ামাস শৈলরাট্ ॥

সা তু দেবী সতী পূৰ্ণমাসীং পশ্চাত্মভবৎ ।

গহব্রতা ভবশ্চেষ্টা নৈতয়া মুচ্যতে ভবঃ ॥ ৪২

যাবদিচ্ছতি সংস্থানং প্রভূর্নবন্তরেষিহ ।

ভোজন করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগের
সহিত ভোজন করিব না, পৃথকভাবেই
করিব। সৰ্বলোকের মধ্যে ভুলোকই
অদ্ভি লোক। আমি একাকীই স্বেচ্ছা-
ক্রমে সেই লোক ধারণ করিতেছি;
তোমার আজ্ঞায় নহে। আমি এই লোক
ধারণ করিলে, সৰ্বলোকই ইহাতে অবস্থান
করে; সুতরাং আমি সৰ্বদা এই লোকেই
বাস করি; তোমার আজ্ঞায় করি না। ব্রহ্মা
কহিলেন,—অনন্তর অমৃততেজা রুদ্রের
কথানুসারে দক্ষ স্বায়ম্ভুব দেহ পরিত্যাগ
করিয়া মানুষ্য-যোনিতে উৎপন্ন হইলেন।
গৃহপতি দক্ষ যখন সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিয়া দেবগণ সহ যজ্ঞেতর প্রভুকে অর্চনা
করেন, সেই সময় বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত
হইলে সতী দেবী শৈলরাজ হিমালয় হইতে
মেনকার গর্ভে উৎপন্ন হয়েন। পুৰ্বে ভূমি
সতী নামে বিখ্যাতা ছিলেন, এই পতিত
তিনি উমানামে পরিচিতা হইলেহু করিয়া
ভবের সহিত সদাই সন্নিহিত, তাহা
সতী হইতে চির অবিযুক্ত মুক্ত হইতে
কাল ইচ্ছা, সৰ্বমবশ্য হইলে, অস্ত কোন

মারীচঃ কশ্যপঃ দেবী যথা দিত্তিরনু ব্রত। ৪৩

नार्दकः नारायणः श्रीः मधवतुः शची यथा ।

विष्णुः कौर्तिक्रमा श्रुत्याः वसिष्ठः चाप्यक्रुद्धतः ॥

ନୈତାଂଶ୍ଟ ବିଜ୍ରହତ୍ୟୋତ୍ତା ଭର୍ତ୍ତୁନ୍ ଦେବ୍ୟଃ କଥଞ୍ଚନ ।

এবং প্রাচ্যেতসো দক্ষো জজ্ঞে বৈ চানুসেহস্তরে

প্রাচীনবর্হিষঃ পোক্তঃ পুত্রশ্চাপি প্রচেতসাম্ ।

দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াঃ পুননৃপ ॥

জন্মে বুদ্ধাভিশাপেন দ্বিতীয়মিতি নঃ শ্রুতম্ ।

ভূবান্ধবস্ত তে সৰ্বৈ জজ্ঞিরে বৈ মহৰ্যয়ঃ ॥ ৪৭

আছে ত্রেতাযুগে পূৰ্ব্বঃ মনোবৈবস্বতস্ত হ ।

দেবশ্চ মহতো যজ্ঞে বারুণীং বিভ্রতস্তনুম্ ।৪৮

ইত্যেযোহনুশয়ো হাসীত্তয়োৰ্জাত্যন্তরে গতঃ

প্রজাপতেশ্চ দক্ষশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ চ ধীমতঃ ॥ ৪৯

তন্মান্নান্নশয়ঃ কার্যো বরেন্দিহ কদাচন ।

জাত্যন্তরগতস্ত্যপি ভাবিতস্ত শুভাশুভৈঃ ।

জন্তোৰ্ণ ভূতয়ে খ্যাতিস্তন্ন কাৰ্য্যং বিজানতা ॥

বিরাজিত। পতিব্রতা অদिति দেবী পতি
 কণ্ঠপকে, ত্রীদেবী নারায়ণকে, শচী দেবী
 মঘবাকে, কীর্ত্তি বিষ্ণুকে, উষা দেবী সূর্য্যকে
 এবং দেবী অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠকে কদাচ
 পরিত্যাগ করেন না, সতী দেবী তেমন
 কাম্বিন্ধুকালেও শিবের সঙ্গ হইতে বিযুক্ত
 নহেন। আমরা শুনিয়াছি, রুদ্রের অভি-
 শাপে এইরূপে দক্ষ প্রজাপতি চাক্ষুষ
 মন্বন্তরে প্রাচীন রথীর পৌত্র ও দশ প্রচেত-
 গণের পুত্র হইয়া মারিষ্যার গর্ভে দ্বিতীয়
 বার জন্ম গ্রহণ করেন এবং ভৃগু প্রভৃতি
 মহর্ষিরাও সেইরূপে উৎপন্ন হইলেন। এ
 দিকে বৈবস্বত মন্বন্তরের পূর্বে ত্রেতাযুগের
 আদিতে যজ্ঞস্থলে মহাদেব বাক্ষণী তনু
 ধারণ করেন। এইরূপে প্রজাপতি দক্ষ ও
 ধীমান্ ত্র্যম্বক উভয়েই বিভিন্ন জাতিতে
 হেতু অল্পতপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব
 যাহি; আশ্রয় ও ওভাশুভে ভাবিত হইয়া
 বল, তোমার ও অল্পতাপ করা কর্তব্য নহে।
 লেন,—ভগবন্! অভিজ্ঞ জন কখন সেরূপ

মুনয় উচুঃ ।

কথং রোষণে সা পূৰ্বে দক্ষত্বং হিহিতা সতী ।
ত্যাগ্য দেহং পুনর্জাতা গিরিরাজগৃহে প্রভো ॥
দেহান্তরে কথং তন্তাঃ পূৰ্বেদেহো বভূব হ ।
ভবেন সহ সংযোগঃ সংবাদশ্চ তয়োঃ কথম্ ॥
স্বয়ম্বরঃ কথং বৃত্তান্তম্বিন্ মহতি জন্মনি ।
বিবাহশ্চ জগন্নাথ সৰ্ব্বাশ্চর্য্যসমধিতঃ ॥ ৫৩
তৎসৰ্গঃ বিস্তরাদব্রহ্মন বক্তুমহঁসি সাম্প্রতম্ ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে পুণ্যাং কথং চাতিমমোহরাম্
ব্রহ্মোবাচ ।
শৃণুধ্বং মুনিশার্দীলাঃ কথং পাপপ্রণাশিনীম্ ।
উমাশঙ্করয়োঃ পুণ্যাং সৰ্ব্বকামকলপ্রদাম্ ॥ ৫৫
কদাচিৎ স্বগৃহাৎ প্রাপ্তং কণ্ঠপং দ্বিপদাং বরম্
অপৃচ্ছন্ধিমবান্ বৃত্তং লোকে খ্যাতিকরং হিতম্
কেনাঙ্কয়াশ্চ লোকাঃ স্মৃতাঃ খ্যাতিশ্চ পরমা
মুনৈ ।

করিবেন না । ২৭—৫০ । মুনিগণ কহিলেন,
—হে প্রভো ! পূৰ্বকালে দক্ষত্বং হিহিতা সতী
কিরূপে রোষভরে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ
করিয়া পুনরায় গিরিরাজ-গৃহে জন্ম গ্রহণ
করেন ? কিরূপে দেহান্তরেও তাঁহার
পূৰ্বদেহ উপস্থিত হইয়াছিল ? ভবের সহিত
কিরূপে তাঁহার সংযোগ ঘটে ? তাঁহাদের
পরস্পরের সংবাদ কিরূপ ? কিরূপে সেই
মহাজন্মে তাঁহাদের স্বয়ম্বর সংঘটিত হয় এবং
কি প্রকারেই বা তাঁহাদের সেই আশ্চর্য্য-
জনক বিবাহ ব্যাপার নির্বাহ হয় ? হে জগ-
ন্নাথ ! হে ব্রহ্মন ! সম্প্রতি সে সকল বিস্তৃত-
রূপে প্রকাশ করিয়া বলুন, আমরা সেই
মনোহারিণী পুণ্য কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা
করিতেছি । ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ-
গণ ! আপনারা উমা-শঙ্করের সেই সৰ্ব্ব-
কাম-কলদায়িনী পাপনাশিনী পাবনী কথা
শ্রবণ করুন । একদা সৰ্ব্ব-জন-শ্রেষ্ঠ কণ্ঠপ-
স্বীয় গৃহ হইতে হিমালয়ে আগমন করি হইয়া
হিমবান্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তদ্বিদিগকে
জগতে হিত ও খ্যাতিকর কাকে অভিলাষ
অধিকার কালে

তথৈব চার্চনীয়ত্বং সংস্পৃ তৎকথয়স্ব মে ॥ ৫৭
কণ্ঠপ উবাচ ।

অপত্যেন মহাবাহো সৰ্বমেতদবাধ্যতে ।
ময়াখ্যাতিরপত্যেন ব্রহ্মণা ঋষিভিঃ সহ ॥ ৫৮
কিং ন পশ্যসি শৈলেন্দ্র যতো মাং পরিপৃচ্ছসি
বর্তয়িম্যামি যচ্চাপি যথাদৃষ্টং পুরাচল ॥ ৫৯
বারাণসীমহং গচ্ছন্নপশুং সংস্থিতং দিবি ।
বিমানং সুনবং দিব্যমনোপম্যঃ মহর্দ্ধিমং ॥ ৬০
তস্তাদ্বস্তাদার্তনাদং গর্তস্থানে শৃণোম্যহম্ ।
তমহং তপসা জ্ঞাহ্বা তত্রৈবাস্তহিতঃ স্থিতঃ ॥ ৬১
অথাগাতত্ত্ব শৈলেন্দ্র বিপ্রো নিয়মবান্ শুচিঃ ।
তীর্থাভিষেকপূতাত্মা পরে তপসি সংস্থিতঃ ॥ ৬২
অথ স ব্রজমানস্ত ব্যাঘ্রোণাভীষিতো দ্বিজঃ ।

কার্য্য করিলে অক্ষয় লোক, পরম কীর্ত্তি ও
সাধুসামাজ্যে পূজ্যতা প্রাপ্ত হওয়া যায় ?
আপনি তাহা আমায় বলুন । কণ্ঠপ কহি-
লেন, হে মহাবাহো ! আপনি যে সকল
বিষয়ের উল্লেখ করিলেন, একমাত্র অপত্য
দ্বারাই তৎসমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় । হে
শৈলেন্দ্র ! আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করি-
লেন, কিন্তু আপনি কি দেখিতেছেন না যে,
আমাকে এবং অপরাপর ঋষিগণকে
অপত্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা কিরূপ খ্যাতি
প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ? হে অচল !
এ সম্বন্ধে পূৰ্বকালে আমি যাহা প্রত্যক্ষ
করিয়াছি, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করি-
তেছি । আমি এক সময় বারাণসী ধামে
গিয়াছিলাম, সেখানে দেখিলাম,—অন্তরীক্ষে
এক সুন্দর বিমান রহিয়াছে ; উহা দিব্য,
অল্পপম ও মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন । তাহার
নিম্নে এক গর্ত ছিল । সেই গর্ত মধ্যে
একটা আৰ্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম । আমি
যত্নে তাহার বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া
জল মধ্যে রহিলাম । হে শৈলেন্দ্র ! তখন
করিয়া তুমি পূত পরম তপস্বী নিয়ম-
দেবগণের সেখানে আগমন করিলেন ।
হইবে না । তখন ভীত হইয়াছিলেন
মধ্যে চতুর্দশ সং

বিবেশ তং তদা দেশং স গন্তৌ যত্র ভূধরঃ ॥

গর্তায়াং বীরণস্তম্বে লক্ষমানাস্তদা মুনীন ।

অপস্তদার্তোদ্ধঃখার্ভাস্তানপৃচ্ছত স দ্বিজঃ ॥৬৪

দ্বিজ উবাচ ।

কে হুয়ং বীরণস্তম্বে লক্ষমানা হৃদোমুখাঃ ।

দুঃখিতাঃ কেন মোক্ষশ্চ মুখ্যাকং ভবিতানঘাঃ ॥

পিতর উচুঃ ।

বয়ং তে কৃতপুণ্যস্ত পিতরঃ সপিতামহাঃ ।

প্রপিতামহাশ্চ ক্রিষ্টামস্তব তৃষ্টৈন কৰ্ম্মণা ॥৬৬

নরকোহয়ং মহাভাগ গর্তরূপেণ সংস্থিতঃ ।

স্বং চাপি বীরণস্তম্বে লক্ষমহে বয়ম্ ॥ ৬৭

যাবৎ জীবসে বিপ্র ভাবদেব বয়ং স্থিতাঃ ।

মৃত্ব ত্বয়ি গমিষ্যামো নরকং পাপচেতসঃ ॥ ৬৮

যদি ত্বং দারসংযোগং কৃত্বাপত্যং গুণোত্তরম্ ।

উৎপাদয়সি স্তেনান্মান মুচ্যেয় বয়মেনসঃ ॥৬৯

নাশ্চেন তপসা পুত্র তীর্থানাঞ্চ ফলেন চ ।

এতৎ কুরু মহাবুদ্ধে তারয়স্ব পিতৃন ভগ্নাৎ ॥ ৭০

কশ্চপ উবাচ ।

স তথৈতি প্রতিজ্ঞায় আরাধ্য বৃষভধ্বজম্ ।

পিতৃন গর্তাৎসমুদ্ধৃত্য গণপান প্রচকার হ ॥৭১

স্বয়ং রুদ্রস্ত দয়িতঃ সুবেশো নাম নামতঃ ।

সম্মতো বলব্যংশ্চৈব রুদ্রস্ত গণপোহভবৎ ॥৭২

তস্মাৎ কৃত্বা তপো ষোরমপত্যং গুণবদভূষম্

উৎপাদয়স্ব শৈলেন্দ্রে সূতাং স্বং বরবর্ণিনীম্ ॥৭৩

ব্রহ্মোবাচ ।

স এবমুক্ত ঋষিণা শৈলেন্দ্রো নিয়মস্থিতঃ ।

তপশ্চকারাপ্যতুলং যেন তুষ্টিরভূগম ॥ ৭৪

তদা তমুৎপপাতাহং বরদোহস্মীতি চাত্রবম্ ।

ক্রহি তুষ্টৌহস্মি শৈলেন্দ্রে তপসানেন সূত্রত ॥

হিমবাহুবাচ ।

ভগবন্ পুত্রমিচ্ছামি গুণৈঃ সর্বৈরলঙ্কৃতম্ ।

এবং বরং প্রযচ্ছস্ব যদি তুষ্টৌহসি মে প্রভো

বলিয়া তখন সেই গর্ত মধ্যে প্রবেশ করেন। অনন্তর সেই দ্বিজ দেখিলেন, সেই গর্তস্থিত বীরণস্তম্বে অনেক দুঃখার্ভ মুনি লক্ষমান রহিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে সেই অবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আপনারা দুঃখিত হইয়া অধোমুখে লক্ষমান রহিয়াছেন? হে অনঘগণ! কি কার্য করিলে আপনারদের দুঃখ মোচন হয়? পিতৃগণ কহিলেন, আমরা তোমার স্থায় কৃতপুণ্য ব্যক্তির পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহগণ তোমারই দুষ্ট কর্ম্মে কষ্ট পাইতেছি। হে মহাভাগ! এই গর্তরূপ নরক অবস্থিত আছে। তুমিই এই বীরণস্তম্বে; তোমাকে ধরিয়াই আমরা লক্ষমান রহিয়াছি। বিপ্র! তুমি যতদিন আছ, আমরাও ততদিনই জীবিত থাকিব। তুমি মরিলে, আমরাও পাপচিন্তে নরকে নিপতিত হইব। যদি তুমি দার সংগ্রহ করিয়া একটা গুণশালী পুত্র উৎপাদন কর, তাহা হইলে আমরা পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি। হে পুত্র! ইহা ভিন্ন, অন্য কোন

তপস্তা বা তীর্থ ফল দ্বারা আমাদের উদ্ধারের উপায় নাই। হে মহাবুদ্ধে! আমাদের আদিষ্ট কার্য কর এবং আমাদের গকে ভয় হইতে ভ্রাণ করিয়া দাও ॥৫১—৭০। কশ্চপ কহিলেন, সেই বিপ্র পিতৃপুরুষগণের কথায় সম্মত হইয়া বৃষভধ্বজের আরাধনা-পূর্বক পিতৃগণকে সেই গর্ত হইতে উদ্ধার করিলেন এবং তাঁহাদিগকে গণাধিপতি করিয়া দিলেন। নিজে সুরেশ নামে রুদ্রের প্রিয়তম গণাধিপতি হইলেন। হে শৈলেন্দ্রে! এই জন্তই বলিতেছি, তুমি ষোরতর তপস্তা করিয়া গুণবান পুত্র ও বরবর্ণিনী কন্তা উৎপাদন কর। ব্রহ্মা কহিলেন, কশ্চপ ঋষি এই কথা কহিলে শৈলরাজ নিয়ম অদলনপূর্বক অতুল তপস্তা করিলেন। তাহাতে আমি পরিতুষ্ট হইলাম। তখন তাঁহাকে গিয়া বলিলাম,— হে সূত্রত! আমি বরদান করিতে আসিয়াছি; আমি এই তপস্তায় তুষ্ট হইয়াছি, বল, তোমার প্রার্থনা কি? হিমবান কহিলেন,—ভগবন্। আমি একটা সর্বগুণালঙ্কৃত

ব্রহ্মোবাচ ।

তস্ম তদ্বচনং শ্রুত্বা গিরিরাজস্তু ভো দ্বিজাঃ ।
তদা তস্মৈ বরং চাহং দত্তবান্ননসেপ্সিতম্ ॥
কন্তা ভবিজী শৈলেন্দ্র তপসানেন সুব্রত ।
যন্তাঃ প্রভাবাৎসর্কজ কীর্তিমাংস্যসি শোভনাম্
অর্চিতঃ সর্কদেবানাং তীর্থকোটিসমাবৃতঃ ।
পাবনশ্চৈব পুণ্যেন দেবানামপি সর্কতঃ ॥ ৭৯
জ্যেষ্ঠা চ সা ভবিজী তে অস্ত্রে চাত্র ততঃ শুভে
সোহপি কালেন শৈলেন্দ্রে মেনায়ামদপাদয়ৎ
অপর্ণামেকপর্ণঞ্চ তথা চৈবৈকপাটলাম্ ॥ ৮১
অগ্রোধমেকপর্ণস্ত পাটলঞ্চৈকপাটলাম্ ।
অশিস্তা হৈকপর্ণস্ত অনিকেতস্তপোহচরৎ ॥ ৮২
শতং বর্ষসহস্রাণং হুশ্চরং দেবদানবৈঃ ।
আহারমেকপর্ণস্ত একপর্ণা সমাচরৎ ॥ ৮৩
পাটলেন তথৈকেন বিদধে চৈকপাটলা ।

পুত্র প্রার্থনা করি ; যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন,
তবে আমায় সেই বরই দান করুন। হে
দ্বিজগণ! গিরিরাজের সেই কথা শুনিয়া
আমি তাঁহাকে সেইরূপ বরই দান করি-
লাম। বলিলাম,—হে সুব্রত! শৈলেন্দ্র!
এই তপস্তার ফলে তোমার একটি কন্তা
সন্তান হইবে। সেই কন্তার প্রভাবে তুমি
সর্কজ বিমলকীর্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবে।
তুমি কোটি কোটি তীর্থে পরিব্রত হইয়া
সর্কদেবের অর্চিত ও সর্কধা সর্কপুণ্যে
পবিত্র হইবে। তোমার তিনটি শুভ কন্তা
জন্মিবে, তন্মধ্যে এই তপোলক্ক কন্তাটাই
জ্যেষ্ঠা হইবে। কালক্রমে শৈলরাজ তাঁহার
মেনা নাম্নী পত্নীর গর্ভে অপর্ণা, একপর্ণা ও
একপাটলা নামে তিনটি কন্তা উৎপাদন
করেন। তন্মধ্যে কন্তা একপর্ণা একটি
অগ্রোধপত্র ও একটি পাটলপর্ণ মাত্র আহার
করিয়া শত সহস্র বর্ষ যাবৎ যাহা দেব-
দানবেরও হুশ্চর, এরূপ তপস্তা আচরণ
করেন। কন্তা একপাটলা একটি মাত্র পাটল
পত্র আহার করিয়া পূর্ণ সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত

পূর্ণ বর্ষসহস্রং তু আহারং তে প্রচক্ৰতুঃ ॥ ৮৪
অপর্ণা তু নিরাহারা তাং মাতা প্রত্যভাষত ।
নিষেধয়ন্তী চোমেতি মাতৃস্নেহেন হুঃখিতা ॥ ৮৫
সা তথোক্তা তয়া মাত্রা দেবী হুশ্চরচারিণী ।
তেনৈব নাম্না লোকেবু বিখ্যাতা সুরপূজিতা ॥
এতত্তু ত্রিকুমারীকং জগৎস্বাবরজঙ্গমম্ ।
এতাসাং তপসাং বৃত্তং যাবদ্ধুমির্ধারিষ্যতি ॥ ৮৭
তপঃশরীরাত্মাঃ সর্কাস্তিস্রো যোগং সমাশ্রিতাঃ
সর্কশ্চৈব মহাভাগাস্থতা চ স্থিরযৌবনাঃ ॥ ৮৮
তা লোকমাতরশ্চৈব ব্রহ্মচারিণ্য এব চ ।
অনুগৃহ্ণন্তি লোকাংশ্চ তপসা স্নেন সর্কদা ॥ ৮৯
উমা তাসাং বরিষ্ঠা চ জ্যেষ্ঠা চ বরবর্ণিনী ।
মহাযোগবলোপেতা মহাদেবযুগ্মস্বিতা ॥ ৯০
দত্তকশ্চোশনা তস্ম পুত্রঃ স ভৃগুনন্দনঃ ।
আসীদুদৈকপর্ণা তু দেবলং স্মৃষুবে সূতম্ ॥ ৯১
যা তু তাসাং কুমারীণাং তৃতীয়া হৈকপাটলা ।

তপোরতা হইলেন; পরন্তু কন্তা অপর্ণা
নিরাহারে থাকিয়াই কঠোর তপস্তা করেন।
মাতা মেনা স্নেহভরে ‘উমা’ বলিয়া তাঁহাকে
তপস্তা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন;
মাতার নিষেধ সত্ত্বেও তিনি কঠোর তপস্তা
করেন; এই জন্ত উত্তরকালে তিনি উমা
নামেই প্রথিতা হইলেন। এই চরাচর জগতে
ঐ কুমারীত্রয়ের নাম বিঘোষিত হয়। উহা-
দিগের তপস্তা-বৃত্তান্ত যতদিন পৃথিবী আছে,
থাকিবে। ৭১—৮৭। সেই তিন তপস্চারিণী
হিমালয়-হুহিতা যোগাবলম্বন করেন। তাঁহারা
সকলেই মহাভাগ্যবতী ও সকলেই স্থির
যৌবনশালিনী ছিলেন। তাঁহারা সর্ক-
লোকজননী ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া স্বয়ং
তপস্তা দ্বারা সর্কদা এই সমস্ত লোকের
প্রতি অল্পগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের
মধ্যে বরবর্ণিনী উমাদেবী সর্কজ্যেষ্ঠা
ছিলেন। উমা মহাযোগপ্রভাবে মহাদেবের
আরাধনা করেন। ভৃগুনন্দন উশনা তাঁহার
দত্তক পুত্র ছিলেন। তাঁহা হইতে এক-
পর্ণা গর্ভে দেবল নামে এক পুত্র উৎপন্ন

পুত্রঃ শা তমলকশ্চ জৈগীষব্যমুপস্থিতা ॥ ৯২
তস্তাশ্চ শঙ্খলিখিতৌ স্মৃতৌ পুত্রাবযোনিজৌ
উমা তু যা ময়া তুভ্যং কৌন্তিতা বরবর্ণিনী ॥ ৯৩
অথ তস্তাস্তপোযোগাল্লৈলোক্যমখিলং তদা ।
প্রধূপিতমিহালক্ষ্য বচস্তামহমব্রবম্ ॥ ৯৪
দেবি কিং তপসা লোকাংস্তাপয়িষ্যসি শোভনে
ত্বয়া সৃষ্টমিদং সৰ্বং মা কুত্ৰা তদ্বিনাশয় ॥ ৯৫
ত্বং হি ধারয়সে লোকানিমান্ সৰ্বান্ স্বতেজসা
ব্রহ্ম কিং তে জগন্মাতঃ প্রার্থিতং সম্প্রতীহ নঃ
দেব্যাবাচ ।

যদর্থং তপসো হস্ত চরণং মে পিতামহ ।
তমেব তদ্বিজানীষে ততঃ পৃচ্ছসি কিং পুনঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

ততস্তামব্রবং চাহং যদর্থং তপাসে শুভে ।
স ত্বাং স্বয়মুপাগম্য ইহৈব বরয়িষ্যতি ॥ ৯৮

হয় । তৃতীয় এক পাটলা অলকনন্দন জৈগী-
ষব্যের নিকট উপস্থিতা হয়েন। তাঁহার
শঙ্খ ও লিখিত নামে দুইটী অযোনিজ পুত্র
জন্ম গ্রহণ করে। পূর্বে যে উমা নায়ী
জ্যেষ্ঠা কন্তার কথা কহিয়াছি, তাঁহার তপঃ-
প্রভাবে নিখিল জগৎ পরিতপ্ত হইয়াছিল;
আমি তদর্শনে তাঁহাকে গিয়া বলিলাম,—হে
দেবি! হে শোভনে! কি কারণে তুমি
লোক সকল পরিতপ্ত করিতেছ? এ জগৎ
তোমারই সৃষ্টি; তুমি ইহকে বিনাশ করিও
না। আমি জানি, তুমিই স্বীয় তেজে এই
সকল লোক ধারণ করিতেছ; হে জগন্মাতঃ!
সম্প্রতি তোমার প্রার্থনা কি, তাহা আমার
নিকট প্রকাশ কর। দেবী কহিলেন,—হে
পিতামহ! আমি যে জন্ত এই তপস্শাচরণ
করিতেছি, তাহা ত আপনার অবিদিত
নাই, তথাপি আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন
কেন? ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর আমি
কহিলাম,—হে শুভে! যাহার জন্ত তুমি
তপস্শা করিতেছ, তিনি নিজেই এখানে
আসিয়া তোমায় বরণ করবেন। হে শুভে!

শৰ্ব্ব এব পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ সৰ্বলোকেষুৱেশ্বরঃ ।
বয়ং সর্দৈব যন্তোমে বজ্রা বৈ কিস্করাঃ শুভে ॥
স দেবদেবঃ পরমেশ্বরঃ স্বয়ং
স্বয়ম্ভুরায়ান্ততি দেবি তেহস্তিকম্ ।
উদাররূপো বিরূতাদিরূপঃ
সমানরূপোহসি ন যন্ত কন্তচিৎ ॥ ১০০
মহেশ্বরঃ পূৰ্ব্বতলোকবাসী
চরাচরেশঃ প্রথমোহপ্রমেয়ঃ ।
বিনেন্দুনা হীন্দ্রসমানবর্চসা
বিভীষণং রূপমিবাস্থিতো যঃ ॥ ১০১
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে স্বয়ম্ভু-খণ্ডি-
সংবাদে চতুত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ততস্তামব্রবন্ দেবাস্তদা গতা তু স্তুন্দরীম্ ।
দেবি শীঘ্রেন কালেন ধূজ্জটিনীললোহিতঃ ॥ ১

শরই সৰ্বলোকের ঈশ্বর; তিনিই শ্রেষ্ঠ-
পতি। আমরা সৰ্বদা তাঁহারই বশীভূত
কিস্কর। হে দেবি! সেই দেবদেব পর-
মেশ্বর স্বয়ম্ভু স্বয়ংই তোমার নিকটে আগমন
করিবেন। তিনি উদারমূর্তি, বিরূপাক্ষ,
আদিদেব। তাঁহার তুল্য রূপ কাহারও
নাই। তিনি মহেশ; পূর্বতলোকে তাঁহার
বাস! তিনি চরাচরের ঈশ্বর, তিনিই আদি
ও অপ্রমেয়। ইন্দ্র-সমানজ্যতি চন্দ্র ব্যতীত
তিনিই যেন ভীষণরূপ ধারণ করিয়া
থাকেন। ৮৮—১০১।

চতুত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর সুরগণ
আসিয়া তৎকালে সেই শোভনাজ্ঞী দেবীকে
বলিলেন, দেবি! অচিরকাল মধ্যেই নীল-

স ভর্তা তব দেবেশো ভবিতা মা তপঃ কৃথাঃ
 ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য দেবা বিপ্রা গিরেঃ সূতাম্
 জম্বুশাটদর্শনং তস্তাঃ স চাপি বিররাম হ ।
 সা দেবী স্কন্ধমিত্যেবমুক্তা স্বস্তাশ্রমে শুভে ॥৩
 দ্বারি জাতমশোকঞ্চ সমুপাশ্রিত্য চান্বিতা ।
 অথাগাচ্চন্দ্রতিলকদ্বিদ্দিশার্তিহরো হরঃ ॥ ৪
 বিকৃতং রূপমাশ্রয় হ্রস্বো বাহক এব চ ।
 বিভগ্ননাসিকো ভূহা কুজঃ কেশান্তপিঙ্গলঃ ॥ ৫
 উবাচ বিকৃতান্তশ্চ দেবি ত্বাং বরয়াম্যহম্ ।
 অথোমা যোগসংসিদ্ধা জ্ঞাত্বা শঙ্করমাগতম্ ॥৬
 অন্তর্ভাববিশুদ্ধাত্মা রূপানুষ্ঠানলিপ্সয়া ।
 তম্বাচাৰ্য্যপাদ্যাভ্যাং মধুপর্কেণ চৈব হ ॥ ৭
 সম্পূজ্য স্তূমনোভিস্তং ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণপ্রিয়া ॥৮
 দেবুবাচ ।
 ভগবন্ন স্বতজ্জাহং পিতা মে ত্বগ্রীগৃহে ।
 স প্রভুর্নাম দানে বৈ কন্তাহং দ্বিজপুঙ্গব ॥ ৯

লোহিত ধূর্জুটি আপনার ভর্তা হইবেন ;
 অতএব আপনি আর তপস্বী করিবেন না ।
 হে বিপ্রগণ ! অনন্তর দেবগণ গিরিনন্দিনীকে
 প্রদক্ষিণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন । ‘দেব-
 গণ উত্তম কথা বলিলেন’ এই বলিয়া দেবী
 তখন তপস্যা হইতে বিরতা হইলেন ।
 তাঁহার আশ্রমদ্বারে একটা অশোক তরু
 ছিল ; তিনি সেই তরুর তলদেশ আশ্রয়
 করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । অন-
 ন্তর ত্রিদশগণের আর্তিহর চন্দ্রমৌলি হর
 বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া সেইখানে আসি-
 লেন । তাঁহার বাহু হ্রস্ব, নাসিকা ভগ্ন ।
 তিনি পিঙ্গলাভ কেশাঞ্জী ধারণ করত কুজ-
 ভাবে বিকৃতমুখে বলিলেন, দেবি ! তোমাকে
 আমি বরণ করিতেছি । যোগসিদ্ধা ব্রাহ্মণ-
 প্রিয়া উমা তখন শঙ্কর আসিয়াছেন, বুঝিতে
 পারিয়া, ভাববিশুদ্ধ অন্তরে তদীয় রূপা-
 লাভ-লালসায় অর্ঘ্য, পাদ্য, মধুপর্ক ও পুষ্প-
 সমূহ দ্বারা সেই সমাগত ব্রাহ্মণকে অর্চনা
 করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আমি স্বাধীন
 নহি । আমি শ্রেষ্ঠ নেতা পিতা গৃহে

গত্বা যাচাম পিতরং মম শৈলেন্দ্রমব্যয়ম্ ।
 স চেন্দদাতি মাং বিপ্র ভূভ্যঃ তদ্ব্যচিৎ মম ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ততঃ স ভগবান্ দেবস্তথৈব বিকৃতঃ প্রভুঃ ।
 উবাচ শৈলরাজানং সূতাং মে যচ্ছ শৈলরাই
 স তং বিকৃতরূপেণ জ্ঞাত্বা রুদ্রমথাব্যয়ম্ ।
 ভীতঃ শাপাচ্চ বিমনা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১২
 শৈলেন্দ্র উবাচ ।
 ভগবন্মাবমন্তেহহং ব্রাহ্মণান্ ভুবি দেবতাঃ ।
 মনৌষিতস্ত যৎ পূর্বং তচ্ছৃণুষ মহামতে ॥ ১৩
 স্বয়মরো মে হুহিতুর্ভবিতা বিপ্রপূজিতঃ ।
 বরয়েদ্যং স্বয়ং তত্র স ভর্তাশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ১৪
 তচ্ছৃদ্বা শৈলবচনং ভগবান্ বুধভধ্বজঃ ।
 দেব্যা সমীপমাগত্য ইদমাহ মহামনাঃ ॥ ১৫
 শিব উবাচ ।
 দেবি পিত্রা তন্নজাতঃ স্বয়ম্বর ইতি শ্রুতিঃ ।

আছেন । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! কন্তা আমি,
 মদীয় দান ব্যাপারের তিনিই একমাত্র
 কর্তা । হে বিপ্র ! আমার পিতা শৈলরাজ !
 তাঁহাকে গিয়া আপনি প্রার্থনা করুন ; তিনি
 যদি আপনাকে আমার দান করেন ; তাহা
 হইলে তাহাই আমার পক্ষে সঙ্গত কার্য্য
 হইবে । ১-১০ । ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর সেই
 দেবদেব ভগবান্ বিরূপাকৃতি ব্রাহ্মণবেশে
 শৈলরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলি-
 লেন, আমাকে আপনি কন্তা দান করুন ।
 শৈলরাজ তখন বিকৃতরূপে সমাগত অব্যয়
 রুদ্রকেই জানিতে পারিয়া শাপভয়ে ভীত
 হইলেন এবং বিমনা হইয়া উত্তর করিলেন,
 ভগবন্ ! ভূদেব ব্রাহ্মণদিগকে আমি অব-
 মাননা করি না ; তবে এ বিষয়ে পূর্বে
 আমি যে সঙ্কল্প করিয়াছি, হে মহামতে !
 তাহা আপনি শ্রবণ করুন । মদীয় কন্তার
 পাণিগ্রহণ ব্যাপারে এক স্বয়ম্বর সভা
 আহূত হইবে ; সে সভায় ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত
 থাকিবেন । সেই স্বয়ম্বর ক্ষেত্রে মদীয় কন্তা
 স্বয়ং স্বাধীকে বরণ করিবে, তিনিই তাহার

তত্র স্বং বরয়িত্বী যং স তে ভর্তা ভবেদিতি ।
তদাপৃচ্ছ্য গমিষ্যামি দুর্লভাং স্বাং বরাননে ।
রূপবন্তঃ সমুৎসৃজ্য বৃণোষ্যাসদৃশং কথম্ ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ ।

তেনোক্তা সা তদা তত্র ভাবয়ন্তী তদীরিতম্ ।
ভাবঞ্চ কুর্দ্ভনিহিতং প্রসাদং মনসস্তথা ॥ ১৮
সম্প্রাপ্যোবাচ দেবেশ মা তেহভূদ্বুদ্ধিরত্থা
অহং স্বাং বরয়িষ্যামি নান্দুতস্ত কথঞ্চন ॥ ১৯
অথবা তেহস্তি সন্দেহো ময়ি বিপ্র কথঞ্চন ।
ইহৈব স্বাং মহাভাগ বরয়ামি মনোগতম্ ॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ ।

গৃহীত্বা স্তবকং সা তু হস্তাভ্যাং তত্র সংস্থিতা ।
স্বস্তে শস্তোঃ সমাধায় দেবী প্রাহ বৃতোহসি মে

ভর্তা হইবেন । ভগবান্ বৃষভধ্বজ শৈল-
রাজের ঈদৃশ কথা শ্রবণপূর্বক দেবীর
নিকট আসিয়া কহিলেন,—হে দেবি ! শুনি-
লাম, পিতা তোমার স্বয়ম্বর করিতে ইচ্ছা
করিয়াছেন, সেই স্বয়ম্বর ক্ষেত্রে আসিয়া
যাইকে তুমি বরণ করিবে, তিনিই তোমার
ভর্তা হইবেন । হে বরাননে ! এই জন্ত
তোমায় আমি জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেছি,
তুমি তখন রূপবান বর পরিত্যাগ করিয়া
অযোগ্য বরকে বরণ করিবে কি ?
ব্রহ্মা কহিলেন, ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে,
তিনি তখন তদীয় কথা ভাবিতে ভাবিতে
কুর্দ্ভাপিত স্বায় মনোভাবের বিষয় আলো-
চনা করত তৎপ্রতি আপন মনঃপ্রসন্নতা
প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, হে দেবেশ ! তোমার
বুদ্ধি যেন অন্তথা না হয় ; আমি তোমাকেই
বরণ করিব । ইহার কখনই ব্যত্যয় হইবে
না । অথবা হে বিপ্র ! এ বিষয়ে তোমার
যদি কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে হে
মহাভাগ ! এখানেই আমি তোমায় বরণ করি ।
১১—২০ । ব্রহ্মা কহিলেন,—তখন উমা দেবী
হস্ত দ্বারা অশোকস্তবক গ্রহণ করিয়া শস্তুর
স্বস্তে অর্পণপূর্বক কহিলেন, আমি তোমায়
বরণ করিলাম ! এইরূপে উমা দেবী কর্তৃক

ততঃ স ভগবান্ দেবভয়া দেব্যা বৃতস্তদা ।
উবাচ তমশোকং বৈ বাচা সঞ্জীবয়স্বিহ ॥ ২২
শিব উবাচ ।

যস্মাত্তব সুপুণ্যেন স্তবকেন বৃতোহস্ম্যহম্ ।
তস্মাৎ জরয়া ত্যক্তস্বমরঃ সন্তবিষ্যসি ॥ ২৩
কামরূপী কামপুষ্পঃ কামদো দয়িতো মম ।
সর্কভরণপুষ্পাঢ্যঃ সর্কপুষ্পফলোপগঃ ॥ ২৪
সর্কান্নভক্ষকশ্চৈব অমৃতস্বাদ এব চ ।
সর্কগন্ধশ্চ দেবানাং ভবিষ্যসি দৃঢ়প্রিয়ঃ ॥ ২৫
নির্ভয়ঃ সর্কলোকেষু ভবিষ্যসি সুনির্বৃতঃ ।
আশ্রমং বেদমত্যর্থং চিত্রকূটেতি বিজ্ঞাতম্ ॥ ২৬
যো হি যাত্ততি পুণ্যার্থী সোহশ্রমেধমবাপ্যতি ।
যন্ত তত্র মৃতশ্চাপি ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৭
যশ্চাত্র নিয়মৈর্ভুক্তঃ প্রাণান্ সম্যক্ পরিত্যজেৎ
স দেব্যাস্তপসা যুক্তো মহাগণপতির্ভবেৎ ॥ ২৮
ব্রহ্মোবাচ ।
এবং ক্ত্বা তদা দেব আপৃচ্ছ্য হিমবৎসুতাম্ ।

বৃত হইলে দেবদেব ভগবান্ তখন বাক্য
দ্বারা সেই অশোকতরুকে যেন সঞ্জীবিত
করিয়াই কহিলেন, হে অশোক ! যে হেতু
তোমার সুপবিত্র স্তবক দ্বারা আমি বৃত হই-
লাম, এই জন্ত তুমি জরাবর্জিত ও অমর
হইবে । তুমি কামরূপী, কামপুষ্প, আমার
সদাপ্রিয় হইলে । দেবগণের নিকট তুমি
সর্কভরণ পুষ্প ও সর্ক পুষ্পফলে উপগত,
সর্কান্নভক্ষ, অমৃতস্বাদ এবং সর্কগন্ধবহরূপে
প্রতিভাত হইবে । দেবগণ তোমায় একা-
ন্তই শ্রদ্ধা করিবেন । তুমি সর্কলোকে নির্ভীক
ও নির্বৃত হইয়া রহিবে । এই আশ্রম চিত্র-
কূট আখ্যায় অভিহিত হইবে । যে ব্যক্তি
পুনঃসংসার এখানে আগমন করিবে, তাহার
অশ্রমে যজ্ঞের ফল লাভ হইবে এবং
এখানে মরিলে ব্রহ্মলোকে গমন করিবে ।
যে ব্যক্তি এই আশ্রমস্থানে নিয়মনিষ্ঠ হইয়া
প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে, উমাদেবীর তপ-
স্বায় অধিত হইয়া মহাগণপতি-পদে অধিকৃত
হয় । ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর জগদ্বিধাতা

অন্তর্দধে জগৎপ্রস্টা সর্বভূতপ ঈশ্বরঃ ॥ ২৯
সাপি দেবী গতে তস্মিন্ ভগবত্যা মিতাশ্বনি ।
তত এবোন্মুখী ভূত্বা শিলায়াং সমভূব হ ॥ ৩০
উন্মুখী সা ভবে তস্মিন্ মহেশে জগতাং প্রভে
নিশেব চল্লরহিতা ন বভৌ বিমনাস্তদা ॥ ৩১
অথ শুশ্রাব শব্দঞ্চ বালস্মার্ত্তস্ত শৈলজা ।
সরস্বাদকসম্পূর্ণে সমীপে চাশ্রমস্ত চ ॥ ৩২
স কুত্বা বালরূপস্ত দেবদেবঃ স্বয়ং শিবঃ ।
ক্রীড়াহেতোঃ সরোমধ্যে গ্রাহগ্রস্তোহভবস্তদা
যোগমায়াং সমাস্থায় প্রপঞ্চোত্তবকারণম্ ।
তজ্জপং সরসো মধ্যে কুর্হেবং সমভাষত ॥ ৩৪
বাল উবাচ ।

তাতু মাং কশ্চিদিত্যাহ গ্রাহেণ হতচেতসম্ ।
ধিক্শৃং বাল এবাহমপ্রাপ্তার্থমনোরথঃ ॥ ৩৫
প্রয়ামি নিধনং বক্ত্রে গ্রাহস্তাস্ত দুরায়নঃ ।
শোচামি ন স্বকং দেহং গ্রাহগ্রস্তঃ সূহৃংখিতঃ ॥
যথা শোচামি পিতরং মাতরঞ্চ তপস্বিনীম্ ।

ভূতপতি দেবদেব গিরিনন্দিনীকে সম্ভাষণ-
পূর্বক তৎক্ষণাৎ অন্তর্দধান করিলেন ।
অমিতাশ্বা দেবদেব প্রস্থান করিলে,
গিরিজা তখন সেই জগৎপতির উদ্দেশে
উন্মুখী হইয়া শিলা খণ্ডোপরি বসিয়া
রহিলেন । তিনি বিমনা হইয়া নিশাকর-
হীনা নিশার স্রায় পরিপ্লাবিত হইয়া পড়িলেন ।
এই সময় শৈলনন্দিনী আশ্রমের অদূরে
সরোবর মধ্যে একটি আর্ত বালকের ক্রন্দন-
ধ্বনি শ্রবণ করিলেন । দেবদেব শিব
নিজেই ক্রীড়াহেতু বালকরূপ ধারণ করিয়া
সরোবরমধ্যে গ্রাহগ্রস্ত হইয়াছিলেন ।
তিনি যোগমায়া অবলম্বনপূর্বক নিখিল প্রপ-
ঞ্চের উত্তবহেতু সেই বালকবপু আশ্রয়
করিয়া কহিলেন, আমি গ্রাহকর্তৃক গ্রস্ত হই-
য়াছি, আমায় কেহ পরিত্রাণ কর । অহো
কি কষ্ট! আমি বালক, এখনও কোন
মনোরথই পূর্ণ হয় নাই । আমি এই দুরাত্ম
গ্রাহের মুখে পতিত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হই-
লাম । গ্রাহ আমায় গ্রাস করিয়াছে ; আমি

গ্রাহগ্রহীতঃ মাং শ্রুত্বা প্রাপ্তঃ নিধনমুৎসুকৌ ॥
প্রিয়পুত্রাবেকপুত্রৌ প্রাণান্ ন্যানং ত্যজিষ্যতঃ
অহো বত সুকষ্টং বৈ যোহহংবালোহকৃতাত্মমঃ
অন্তগ্রাহেণ গ্রস্তস্ত যাস্মামি নিধনং কিল ॥ ৩৮
ব্রহ্মোবাচ ।

শ্রুত্বা তু দেবী তং নাদং বিপ্রস্মার্ত্তস্ত শোভনা
উথায় প্রস্থিতা তত্র যত্র তিষ্ঠত্যাসৌ দ্বিজঃ ॥ ৩৯
সাপশ্চদিন্দুবদনা বালকং চারুরূপিণম্ ।
গ্রাহস্ত মুখমাপন্নং বেপমানমবস্থিতম্ ॥ ৪০
সোহপি গ্রাহবরঃ স্রীমান্ দৃষ্ট্বা দেবীমুপাগতাম্ ,
তং গৃহীত্বা ক্রতং যাতৌ মধ্যং সরস এব হি ॥
স কুম্যমাণস্তেজস্বী নাদমার্ত্তং তদাকরোৎ ।
অথাহ দেবি দুঃখার্তা বালং দৃষ্ট্বা গ্রাহাবৃতম্ ॥ ৪২
পার্বত্যুবাচ ।
গ্রাহরাজ মহাসত্ত্ব বালকং হ্যেকপুত্রকম্ ।

একান্তই দুঃখিত হইয়াছি ; আমার দীন পিতা
ও দুঃখিনী মাতার জন্ত যতদূর শোক হই-
তেছে, আমি আমার নিজের জন্ত তত শোক
করি না । হায় ! আমার পিতামাতার আমিই
একমাত্র পুত্র ; আমার প্রতি তাঁহারা একা-
ন্তই স্নেহশীল ; মদীয় এহেন নিধনবার্ত্তা
শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই তাঁহারা মৃত্যুমুখে
পতিত হইবেন । অহো, কি দারুণ কষ্ট !
আমি বালক, কোন আশ্রমচর্যা না করিয়াই
আমি গ্রাহগ্রস্ত হইয়া মরিতে বসিলাম ।
২১—৩৮ । ব্রহ্মা কহিলেন, দেবী শৈলসুত
বিপ্রবালকের ঈদৃশ আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া
গাত্রোত্থানপূর্বক ক্রতপদে সেই বালকের
নিকট গমন করিলেন । ইন্দুবদনা গিরিজা
তথায় গিয়া দেখিলেন, বালকের আকৃতি
বড়ই সুন্দর ; বালক গ্রাহগ্রস্ত হইয়া কম্পিত
হইতেছে । তখন উমা দেবী আসিয়াছেন
দেখিয়া, স্রীমান্ গ্রাহবর সেই বালককে
লইয়া ক্রতবেগে একেবারে সরোবরের
মধ্যভাগে উপনীত হইল । বালক তেজস্বী
হইলেও প্রবল গ্রাহের আকর্ষণে আর্ত-
নাদ করিতে লাগিল । গিরিজা দেবী

বিমুক্তমং মহাদংষ্ট্র কিপ্রং ভীমপরাক্রম ॥ ৪৩

গ্রাহ উবাচ ।

যো দেবি দিবসে ষষ্ঠে প্রথমং সমুপৈতি মাম্ ।
স আহারো মম পুরা বিহিতো লোকচর্জুভিঃ ॥
সৌহৃদ্য মম মহাভাগে ষষ্ঠেহহনি গিরীশ্রজে ।
ব্রহ্মণা প্রেরিতো নুনং নৈনং মোক্ষ্যে কথঞ্চন ॥
দেবুবাচ ।

যময়া হিমবত্ৰুপে চরিতং তপ উত্তমম্ ।

তেন বালমিমং মুঞ্চ গ্রাহরাজ ননোহস্তু তে ॥ ৪৪ ॥

গ্রাহ উবাচ ।

মা ব্যয়স্তপসো দেবি তৃণং বালে শুভাননে ।
ষদ্ব্রবীমি কুরু শ্রেষ্ঠে তথা মোক্ষমবাপ্যতি ॥
দেবুবাচ ।

গ্রাহাধিপ বদম্বাশ্চ যৎ সত্যমবিগাহতম্ ।

তৎ কৃতংনাত্র সন্দেহো যতো মে ব্রাহ্মণাঃপ্রিয়া ॥

তদদর্শনে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, হে মহাসত্ত্ব
গ্রাহরাজ ! এই বালককে পরিত্যাগ কর ।
হে মহাদংষ্ট্র ! হে ভীমবিক্রম ! ইহাকে
শীঘ্র তুমি ছাড়িয়া দাও । গ্রাহ কহিল,
দেবি ! যে ষষ্ঠ বেলায় আমার নিকট
আসিলে, তাহাকেই আমি আহার করিব ।
পূর্বকালে লোককর্তারা আমার সদক্ষে এই-
রূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন । হে শৈলসুতে !
হে মহাভাগে ! এই ব্যক্তি অন্য ষষ্ঠ বেলায়
আমার নিকট আসিয়াছে, নিশ্চয়ই ব্রহ্মা
ইহাকে প্রেরণ করিয়াছেন ; অতএব ইহাকে
আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি
না । দেবী কহিলেন, হে গ্রাহরাজ ! আমি
তোমায় নমস্কার করি । আমি হিমালয়ের
শৃঙ্গে থাকিয়া যে উত্তম তপস্বী করিয়াছি,
তাহারই বলে তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর ।
গ্রাহ কহিল, হে দেবি ! হে শুভে ! তুমি
তপোব্যয় করিও না, যাহা বলি, তাহা কর,
তাহাতেই এই বালক মুক্ত হইবে । দেবী
কহিলেন, হে গ্রাহপতে ! ব্রাহ্মণগণ আমার
প্রিয় ; সুতরাং সাধুজন-সম্মত যে কার্য্যই
হউক, তুমি বল, আমি ব্রাহ্মণবালকের

গ্রাহ উবাচ ।

যৎ কৃতং বৈ তপঃ কিঞ্চিদ্ভবত্যা স্বল্পমুত্তমম্ ।
তৎ সর্বং মে প্রযচ্ছাশু ততো মোক্ষমবাপ্যতি
দেবুবাচ ।
জন্মপ্রভৃতি যৎ পুণ্যং মহাগ্রাহ কৃতং ময়া ।
তত্তে সর্বং ময়া দত্তং বালং মুঞ্চ মহাগ্রহ ॥ ৫০ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

প্রজজ্ঞান তত্তৌ গ্রাহস্তপসা তেন ভূষিতঃ ।
আদিত্য ইব মধ্যাহ্নে ত্বনিরীক্ষ্যস্তদভবৎ ॥
উবাচ চৈবং তুষ্টান্মা দেবীঃ লোকস্ত ধারিণীম্ ॥
গ্রাহ উবাচ ।

দেবি কিং কৃত্যমেততে স্তুনিশ্চিত্য মহাব্রতে ।
তপসোহপ্যর্জ্জনং দুঃখং তস্ত ত্যাগো ন শস্ততে
গৃহাণ তপ এব স্ত্বং বালকেমং স্তুমধ্যমে ।
তুষ্টোহস্মি তে বিপ্রভক্ত্যা বরং তস্মাদদামি তে
স ত্বেবমুক্তা গ্রাহেণ উবাচেনং মহাব্রতা ॥ ৫৩ ॥
দেবুবাচ ।

দেহেনাপি ময়া গ্রাহ রক্ষ্যো বিপ্রঃ প্রযত্নতঃ ।

রক্ষার নিমিত্ত নিশ্চয়ই তাহা করিব । গ্রাহ
কহিল, তুমি যে কিছু উত্তম তপস্বী করি-
য়াছ, তাহা আমার অর্পণ কর ; আমি বাল-
ককে মোচন করিতেছি । দেবী বলিলেন,
হে মহাগ্রাহ ! আমি আজন্ম যে কিছু পুণ্য-
সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা তোমায় অর্পণ করি-
লাম, তুমি বালককে ছাড়িয়া দাও । ব্রহ্মা
কহিলেন, শৈলসুতা এই কথা বলিবামাত্র
সেই গ্রাহ তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া
উঠিল । মধ্যাহ্ন-মার্গতীরে তায় তদীয়
আকৃতি একান্তই দুর্লভ্য হইল । সে, তুষ্ট
হইয়া লোকধারিত্রী শৈলপুত্রাকে কহিল,
দেবি ! তুমি ইহা কি করিলে ? ভাবিয়া
দেখ, তপস্বীসঞ্চয় বহু দুঃখে হয় ; সুতরাং
তাহা পরিত্যাগ করা কখনই সঙ্গত হয় নাই !
অতএব আমি তোমার এই বিপ্রভক্তিতে
তুষ্ট হইয়াছি, তোমায় বরদান করিতেছি,
তুমি তোমার তপস্বী এবং এই বালক
উভয়ই গ্রহণ কর । তখন মহাব্রতা উমা কহি-

তপঃ পুনর্ভয়া প্রাপ্যঃ ন প্রাপ্যো ব্রাহ্মণঃ পুনঃ ॥
 স্তুনিশ্চিত্য মহাগ্রাহ কৃতং বালস্ত্র মোক্ষণম্ ।
 ন বিপ্রৈভ্যস্তপঃ শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠা মে ব্রাহ্মণা মতাঃ
 দত্তা চাহং ন গৃহামি গ্রাহেল্ল বিহিতং হি তে ।
 ন হি কশ্চিন্নরো গ্রাহ প্রদত্তং পুনরাহরেৎ ॥৫৬
 দত্তমেতন্ময়া তুভ্যং নাদদানি হি তৎ পুনঃ ।
 ত্বযোব রমতামেতদ্বালশ্চাযং বিমুচ্যতাম্ ॥ ৫৭
 ব্রহ্মোবাচ ।

তথোক্তস্তাং প্রশস্তাথ মুক্তা বালং নমস্ত চ ।
 দেবীমাদিত্যাবভাসন্তত্রেবাস্তুরধীয়ত ॥ ৫৮
 বালোহপি সরসস্তীরে যুক্তো গ্রাহেণ বৈ তদা
 স্বপ্নলক ইবার্থে ঘস্তত্রেবাস্তুরধীয়ত ॥ ৫৯
 তপসোহপচয়ং মদ্বা দেবী হিমগিরীলজা ।
 ভূয় এব তপঃ কর্তুমারেভে নিয়মস্থিতা ॥ ৬০
 কর্তৃকামাং তপো ভূয়ো জ্ঞাত্বা তাং শঙ্করঃ স্বয়ম্

লেন,—হে গ্রাহ! দেহপাত করিয়াও ব্রাহ্মণ
 রক্ষা করা আমার কর্তব্য। যত্ন করিলে,
 তপঃসঞ্চয় আবার করা যাইবে; কিন্তু এই
 বিপ্রবালককে ত আর পাইতাম না। আমি
 এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বালকেরই যুক্তি
 করিয়াছি। কেননা, বিপ্র হইতে তপস্তা
 কখনই শ্রেষ্ঠ নয়; আমার মতে ব্রাহ্মণই
 শ্রেষ্ঠ। হে গ্রহরাজ! আমি তপস্তা দান
 করিয়াছি; দিয়া আর তাহা গ্রহণ করিব
 না। দেখ, কোন লোকই দত্ত বস্ত্র পুনরায়
 গ্রহণ করে না। আমি তোমায় ইহা দিয়াছি;
 স্মৃতরাং আর ফিরাইয়া লইব না; এই
 তপস্তা তোমাতেই প্রতিভাত হউক; আমি
 চাই,—বালককে তুমি ছাড়িয়া দাও। ব্রহ্মা
 কহিলেন, গিরিবালা এই কথা কহিলে
 আদিত্যবৎ উজ্জ্বলাভ গ্রাহ তাহাকে প্রশংসা
 করিয়া বালককে মোচনপূর্বক অন্তর্দ্বান
 করিল। গ্রাহমুক্ত বালকও সেই সরোবর-
 তীরে স্বপ্নলক ঔষধের ত্রায় অন্তর্হিত হইল।
 এদিকে শৈলশ্রুতা আপনার তপঃক্ষয় হই-
 য়াছে মনে করিয়া পুনরায় তপশ্চরণার্থ নিয়ম
 অবলম্বন করিলেন। তখন শঙ্কর তাঁহাকে

প্রোবাচ বচনং বিপ্রা মা কৃথাস্তপ ইত্যুত ॥ ৬
 মহ্যমেতত্তপো দেবি ত্বয়া দত্তং মহাব্রতে ।
 তন্তেনৈবাক্ষয়ং তুভ্যং ভবিষ্যতি সহস্রধা ॥ ৬
 ইতি লক্সা বরং দেবী তপসোহক্ষয়মুত্তমম্ ।
 স্বয়ম্বরমুদীক্ষন্তী তন্ত্রো প্রীতা মুদা যুতা ॥ ৬৩
 ইদং পঠেদৃষো হি নরঃ সর্দৈব
 বালানুভাবাচরণং হি শস্তোঃ ।
 স দেহভেদং সমবাপ্য পূতো
 ভবেদগণেশস্ত কুমারতুলাঃ ॥ ৬৪
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে স্বয়ম্বুরাষি-
 সংবাদে পার্কিত্যাঃ সম্বদর্শনং নাম
 পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বিস্তৃতে হিমবৎপৃষ্ঠে বিমানশতসঙ্কুলে ।
 অভবৎ স তু কালেন শৈলপুত্র্যাঃ স্বয়ম্বরঃ ॥১

তপশ্চরণে উদ্যতা দেখিয়া বলিলেন,—
 প্রিয়ে! তোমাকে আর তপস্তা করিতে
 হইবে না; হে মহাব্রতে! আমাকেই তুমি
 তোমার সেই তপোরশি দান করিয়াছ
 দানের ফলে সেই তপস্তা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত
 হইয়া তোমারই অক্ষয় হইয়া রহিল
 গিরিজাদেবী এইরূপে তপস্তার অক্ষয়
 লাভ করিয়া স্বীয় স্বয়ম্বর-ব্যাপার দেখিবার
 জন্য প্রীতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন
 যে ব্যক্তি শঙ্কর এই বালভাব আচরণ পা-
 কবে, দেহান্তে সে, কুমারপ্রতিম গণাধিপতি
 হয়। ৩৯—৬৪ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন, কালক্রমে শৈলশ্রুতা
 স্বয়ম্বর দিন উপস্থিত হইল। বিস্তৃত

অথ পৰ্বতরাজোহসৌ হিমবান্ ধ্যানকোবিদঃ ।
 হুহিতুর্দেবদেবেন জ্ঞাত্বা তদভিমুখিতম্ ॥ ২
 জানন্নপি মহাশৈলঃ সময়াক্ষণেপয়া ।
 স্বয়ম্বরং ততো দেব্যাঃ সৰ্বলোকেষুঘোষয়ৎ ॥
 দেবদানবসিদ্ধানাং সৰ্বলোকনিবাসিনাম্ ।
 বুণ্ড্যাং পরমেশানং সমক্ষং যদি মে স্মৃতা ॥ ৪
 তদেব স্মৃকৃতং শ্লাঘ্যং মমাত্মদয়সম্মতম্ ।
 ইতি সঞ্চিন্ত্য শৈলেন্দ্রঃ কৃৎস্না হৃদি মহেশ্বরম্ ॥ ৫
 আত্মক্ষেপে দেবেষু দেব্যাঃ শৈলেন্দ্রসত্তমঃ ।
 কৃৎস্না রত্নাকুলং দেশং স্বয়ম্বরমচীকরৎ ॥ ৬
 অর্থেবমাঘোষিতমাত্র এব
 স্বয়ম্বরে তত্র নগেন্দ্রপুত্র্যাঃ ।
 দেবাদয়ঃ সৰ্বজগন্নিবাসাঃ
 সমায়যুস্তত্র গৃহীতবেশাঃ ॥ ৭
 প্রফুল্লপদ্মাসনসন্নিবিষ্টাঃ
 সিন্ধৈর্বতো যোগিভিরপ্রমোদৈঃ ।

হিমাচল-পৃষ্ঠ শত শত বিমানে সমাকুল
 হইল। শৈলরাজ হিমাচল ধ্যান-যোগে
 দেবদেবের সহিত স্বীয় হুহিতার বিবাহ-
 ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়াছে, জানিয়াও আপন
 প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য সৰ্বলোকমধ্যে
 দেবী পার্শ্বতীর স্বয়ম্বর ঘোষণা করিলেন।
 তিনি মনে করিলেন, সৰ্বলোকনিবাসী দেব,
 দানব ও সিদ্ধগণের সমক্ষে যদি আমার
 কন্তা দেবদেব ঈশানকে বন্নিয়া লয়, তাহা
 হইলেই আমি তাহা শ্লাঘ্য স্মৃকৃত বলিয়া
 মনে করিব এবং তাহাই আমার অভ্যুদয়-
 সম্মত হইবে। শৈলেন্দ্র মনে মনে এইরূপ
 চিন্তা করিয়া হৃদয়ে মহেশ্বরকে ভাবনা করত
 স্বীয় অধিকৃত সমস্ত দেশ রত্নসম্ভারে পরি-
 পূর্ণ করিয়া ব্রহ্মাদি সমগ্র সুর-সমাজে স্বীয়
 হুহিতার স্বয়ম্বরবার্তা প্রচার করিলেন। অন-
 স্তর শৈলস্মৃতার স্বয়ম্বরসংবাদ ঘোষিত হইবা-
 মাত্র সৰ্বজগতের নিবাসভূত দেবগণ বিবিধ
 বেশভূষা ধারণপূর্বক হিমালয়গৃহে আগমন
 করিলেন। শৈলরাজের নিমন্ত্রণ পাইয়া

বিজ্ঞাপিতস্তেন মহীধরাজা-
 গতস্তদাহং ত্রিদিবৈরুপেতঃ ॥ ৮
 অক্ষাং সহস্রং সুররাট্ স বিভ্রদ্-
 দিব্যাক্ষহারশৃঙ্গদাররূপঃ ।
 ঐরাবতং সৰ্বগজেন্দ্রমুখ্যং
 শবনদাসারকৃতপ্রবাহম্ ॥ ৯
 আকৃহ সৰ্বামুররাট্ স বজ্রং
 বিভ্রৎ সমাগাৎ পুরতঃ সুরাণাম্ ।
 তেজঃপ্রভাবাধিকতুল্যরূপী
 প্রোদ্ধাসয়ন্ সৰ্বদিশৌ বিবস্বান্ ॥ ১০
 হৈমং বিমানং স বলংপতাক-
 মাক্রুচ্চ আগাধ্বরিতং জবেন ।
 মণিপ্রদীপ্তোজ্জলকুণ্ডলশ্চ
 বহ্ন্যর্কতেজঃপ্রতিমে বিমানে ॥ ১১
 সমভ্যাগাৎ কণ্ঠপহ্নুরেক
 আদিত্যমধ্যান্তগনামধারী ।
 পীনাক্ষযষ্টিঃ স্মৃকৃতাক্ষহার-
 তেজোবলাজ্ঞাসদৃশপ্রভাবঃ ॥ ১২
 দণ্ডং সমাগৃহ কৃতান্ত আগাদা-
 কৃহ ভীমং মহিবং জবেন ।

আমি আমার প্রফুল্ল পদ্মাসনে উপবেশন-
 পূর্বক সিদ্ধগণ, যোগিগণ ও দেবগণসহ
 সেইখানে আগমন করিলাম। ১—৮।
 মহনীয়মূর্তি সহস্রনেত্র ইন্দ্র অপূর্ব হার-
 মালাদি ধারণপূর্বক মদজল-ধারাবয়ী
 গজরাজ ঐরাবতে আরোহণ করত
 বজ্রহস্তে সুরগণের অগ্রে অগ্রে আগমন
 করিলেন। ইন্দের তেজঃপ্রভাব অপেক্ষা
 অধিক তেজস্বী বিবস্বান্ সৰ্বদিক্ উদ্ভাসিত
 করিয়া পতাকালম্বিত হৈমবিমানে আরোহণ-
 পূর্বক অতিবেগে আগমন করিলেন। মণি-
 ময় উজ্জল কুণ্ডলধারী ভগনামধ্যে কণ্ঠপ-
 নন্দন আদিত্য একাকী মধ্যাহ্ন মার্ভণ্ডের
 প্রভার জ্বায় প্রদীপ্ত বিমানে আরোহণ
 করিয়া স্বয়ম্বরভায়ে উপস্থিত হইলেন।
 ষাঁহার প্রভাব—তেজ, বল ও আজ্ঞার অক্স-
 রূপ, সেই পীবরদেহ দণ্ডপাণি যম ভীষণ

মহামহীধোজ্জয়পীনগাত্তঃ
 স্বর্ণাদিরত্নাঙ্কিতচাক্রবেশঃ ॥ ১৩
 সমীরণঃ সৰ্ব্বজগদ্বিভর্তা
 বিমানমাক্রহ সমভ্যাগাচ্ছ।
 সস্তাপয়ন্ সৰ্ব্বসুরাসুরেশাং-
 স্তেজোদ্ধিকস্তেজসি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ১৪
 বহ্নিঃ সমভ্যোত্য সুরেন্দ্রমধ্যে
 জলন্ প্রতস্থো বরবেশধারী।
 নানামণিপ্রজলিতাজ্জযষ্টি-
 র্জগদ্বরং দিব্যবিমানমগ্র্যাম্ ॥ ১৫
 আক্রহ সৰ্ব্বদ্রবিণাবিপেশঃ
 স রাজরাজসুরিতোহভ্যাগাচ্ছ।
 আপ্যায়য়ন্ সৰ্ব্বসুরাসুরেশান্
 কাস্ত্যা চ বেশেন চ চাক্ররূপঃ ॥ ১৬
 জলমহারত্নবিচিত্ররূপঃ
 বিমানমাক্রহ শশী সমায়াং।
 শ্রামাজ্জযষ্টিঃ সুবিচিত্রবেশঃ
 সৰ্ব্বাঙ্গ আবদ্ধসুগন্ধিমালাঃ ॥ ১৭
 তাক্ষ্যং সমাক্রহ মহীধ্রকল্পঃ
 গদাধরোহসৌ তুরিতঃ সমেতঃ।

মহিষ আরোহণে সবেগে আগমন করিলেন। মহামহীধরের ঔরতোর ছায় পীনগাত্র সৰ্ব্বজগতের বিভর্তা সমীরণ স্বর্ণাদি রত্ন দ্বারা স্বীয় সুন্দরবেশ আরও সুসজ্জিত করিয়া বিমানারোহণে উপস্থিত হইলেন। তেজঃ-প্রধান তেজঃসি বিষ্টি হতাশন সুন্দর বেশ ধারণপূৰ্ব্বক সমস্ত সুরাসুরদিগকে সস্তাপিত করত সুরেন্দ্রগণ মধ্যে সমাগত হইয়া প্রদ্যোতিত হইতে লাগিলেন। ষাঁহার অজ্জযষ্টি নানা মণি দ্বারা প্রজলিত, সেই সৰ্ব্বদনাধিপতি রাজরাজ দিব্য বিমানবরে আরোহণ করিয়া সহর সমাগত হইলেন। সুন্দরবপু শশধর স্বীয় মনোজ্ঞ কাস্তি ও বেশ দ্বারা সমস্ত সুরাসুরদিগকে আপ্যায়িত করত প্রদীপ্ত মহারত্নখচিত বিমানারোহণে আগমন করিলেন। সুবিচিত্র বেশধারী শ্রামাজ্জ গদাধর সৰ্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি

অধাষিনো চাপি ভিষগ্বরো দ্বা-
 বেকং বিমানং তুরয়াধিক্রহ ॥ ১৮
 মনোহরো প্রজলচাক্রবেশো
 আজগতুর্দে বরো সুবীরো।
 সহস্রনাগঃ সুরদগিবর্ণঃ
 বিভ্রতদানীং জলনার্কতেজাঃ ॥ ১৯
 সাক্ষিং স নাগৈরপরৈর্মহাশ্রা
 বিমানমাক্রহ সমভ্যাগাচ্ছ।
 দিতেঃ সূতানাক্ষ মহাসুরাণাং
 বহ্যর্কশক্রানিলতুল্যভাসাম্ ॥ ২০
 বরানুরূপং প্রবিধায় বেশং
 বৃন্দং সমাগাং পুরতঃ সুরাণাম্।
 গন্ধর্ষরাজঃ স চ চাক্ররূপী
 দিব্যাক্রদো দিব্যবিমানচারী ॥ ২১
 গন্ধর্ষসত্ত্বঃ সহিতোহপ্সরোভিঃ
 শক্রাজ্জয়া তত্র সমাজগাম।
 অত্রে চ দেবাপ্তিদিবাস্তদানীং
 পৃথক্ পৃথক্ চাক্রগৃহীতবেশাঃ ॥ ২২
 আজগুরাক্রহ বিমানপৃষ্ঠং
 গন্ধর্ষযক্ষোরগকিন্নরাশ্চ।

মালা ধারণ করিয়া শৈলসন্নিভ গরুড়বাহনে সহর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উজ্জল চাক্র বেশধর ভিষগ্বর দেবপ্রবর মনোহর অশ্বিনীকুমারদ্বয় একই বিমানবরে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন। অগ্নি ও অর্কের ছায় তেজঃসম্পন্ন মহাশ্রা সহস্রনাগ অপরাপর নাগগণ সমভিব্যাহারে বিমান আরোহণ করিয়া স্বয়ংদরে সমাগত হইলেন। অনন্তর বহ্নি, সূর্য্য, শক্র ও অনিলের ছায় দীপ্তিশালী দিতিনন্দন মহাসুরগণ বরানুরূপ বেশ ধারণ করিয়া সুরগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন। তখন সূচাক্র রূপধর গন্ধর্ষরাজ দিব্যাক্রদে বিভূষিত হইয়া দিব্য বিমান আরোহণপূৰ্ব্বক ইন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে অস্তান্ত গন্ধর্ষ ও অপ্সরাগণের সহিত সেইখানে আসিয়া উপনীত হইলেন। অস্তান্ত দেবগণ এবং

শচীপতিস্তত্র সুরেন্দ্রমধ্যে
ররাজ রাজাধিকলক্ষ্যমূর্তিঃ ॥ ২৩
আজ্ঞাবলৈশ্বর্যাকৃতপ্রমোদঃ
স্বয়ম্বরং তং সমলঙ্কার ।
হেতুস্থিলোকস্ত জুগৎপ্রস্থতে-
র্নাতি চ তেষাং স সুরাসুরাণাম্ ॥ ২৪
পত্নী চ শস্ত্রোঃ পুরুষস্ত ধীমতো
গীতা পুরাণে প্রকৃতিঃ পরা য়া ।
দক্ষস্ত কোপাদিমবদগৃহং সা
কার্যার্থমায়াত্রিদিবৌকসাং হি ॥ ২৫
বিমানপৃষ্ঠে মণিহেমজুষ্ঠে
স্থিতা বলচ্চামরবীজিতাক্ষী ।
সর্কর্ভুপুঙ্গাং সূক্ষ্মগন্ধমালাং
প্রগৃহ দেবী প্রসভং প্রতস্থে ॥ ২৬
ব্রহ্মোবাচ ।

মালাং প্রগৃহ দেব্যাস্ত স্থিতায়াং দেবসংসদি ।
শক্রাণ্যৈরাগতৈর্দেবৈঃ স্বয়ম্বর উপাগতে ॥ ২৭

গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, ও কিন্নরগণ বিভিন্ন মনোজ্ঞ বেশ ধারণ করত ত্রিদিব হইতে বিমানারোহণে হিমালয়ে আগমন করিলেন । সমস্ত সুরশ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে সুররাজ শচী-পতি সমধিক উজ্জলরূপে লক্ষিত হইয়া বিরাজমান হইলেন এবং আজ্ঞা, বল ও ঐশ্বর্য্যে সকলকে প্রমোদিত করিয়া সেই স্বয়ম্বরস্থল অলঙ্কৃত করিলেন । যিনি ত্রিলোকের হেতু, জগতের প্রস্থতি, সুরাসুর-গণের মাতা, পুরুষপ্রধান শম্ভুর পত্নী ও পুরাণকীর্তিত পরাপ্রকৃতি, সেই ভগবতী সতী দেবী দক্ষের কোপে ত্রিদিববাসী-দিগের কার্য্য সাধনের জন্ত হিমালয় গৃহে জন্মগ্রহণ করেন । সেই গিরিবালা তখন মণিহেমময় বিমানপৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক চামর দ্বারা বীজিত হইয়া সর্কর্ভু-সম্ভূত পুঙ্গময়ী সূক্ষ্মমালা গ্রহণ করত স্বয়ম্বর স্থানে আগমন করিলেন । ১—২৬ । ব্রহ্মা কহিলেন, দেবী গিরিবালা মালা গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ-পরিবৃত স্বয়ম্বর-

দেব্যা জিজ্ঞাসয়া শম্ভুর্ভূত্বা শকশিখঃ শিশুঃ ।
উৎসঙ্গতলসংস্পৃগো বভূব সহসা বিভুঃ ॥ ২৮
ততো দদর্শ তং দেবী শিশুং পঞ্চশিখং স্থিতম্
জ্ঞাহ্বা তং সমবধ্যানাজ্জগৃহে প্রীতিসংযুতা ॥ ২৯
অথ সা শুদ্ধসঙ্কল্পা কাক্ষিতং প্রাপ্য সংপতিম্ ।
নিবৃত্তা চ তদা তস্থৌ কৃত্বা সা হৃদি তং বিভূম্
ততো দৃষ্ট্বা শিশুং দেবা দেব্যা উৎসঙ্গবর্ত্তিনম্
কোহয়মত্রৈতি সংমদ্য চুক্রুর্ভূতশমোহিতাঃ ॥ ৩১
বজ্রমাহারয়তস্ত বাহুমুৎক্ষিপ্য বৃত্রহা ।
স বাহুরুখিতস্তস্ত তথৈব সমাতিষ্ঠত ॥ ৩২
স্তম্ভিতঃ শিশুরূপেণ দেবদেবেন শম্ভুনা ।
বজ্রং ক্ষেপ্তুং ন শশাক বৃত্রহা চলিতুং ন চ ॥ ৩৩
ভগো নাম ততো দেব আদিত্যঃ কাশ্মপো বলী
উৎক্ষিপ্য আয়ুধং দীপ্তং ছেভুমচ্ছন বিমোহিতঃ
তস্তাপি ভগবান্ বাহুং তথৈবাস্তম্ভয়তদা ।

সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, শম্ভু তাঁহার মনোভিপ্রায় বুঝিবার নিমিত্ত একটি পঞ্চ-শিখ শিশু হইয়া দেবীর ক্রোড়দেশে স্পৃগ-ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । দেবী সেই পঞ্চশিখ শিশুকে দেখিলেন এবং ধ্যান-বলে তাঁহাকে জানিতে পারিয়া প্রীতিচিন্তে গ্রহণ করিলেন । অনন্তর সেই শুদ্ধসঙ্কল্পা গিরিবালা স্বীয় কাক্ষিত পতিকের প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক তথা হইতে নিবৃত্ত হইলেন । অনন্তর দেবগণ সেই শিশুকে দেবীর ক্রোড়স্থিত দেখিয়া ‘এ কে ?’ বলিয়া মোহবশে বিষম আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । শিশুকে আহত করিবার জন্ত বজ্রপাণি হস্তে ধরিয়া তাঁহার বজ্র উত্তোলন করিলেন । তাঁহার সেই উখিত হস্ত সেই ভাবেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল । শিশুরূপী শম্ভুর প্রভাবেই ইন্দ্রের ঐরূপ হস্তস্তম্ভন ঘটিল । বৃত্রহা বজ্রক্ষেপ করিতে পারিলেন না ; অধিকন্তু তাঁহার গতিশক্তিও রোধ হইল । তখন ভগনামক বলবান্ আদিত্য দীপ্ত আয়ুধ উত্তোলন করিয়া মোহক্ৰমে সেই শিশুকে ছেদন করিতে উদ্যত

বলং তেজশ্চ যোগশ্চ তথৈবাস্তত্ত্বয়দ্বিভুঃ ॥৩৫
শিরঃ প্রকম্পয়ন্ বিষ্ণুঃ শঙ্করং সমবৈষ্কত ।
অথ তেষু স্থিতেষ্বেবং মন্থ্যমৎসু সুরেষু চ ॥৩৬
অহং পরমসংবিদ্যো ধ্যানমাস্থায় সাদরম্ ।
বুদ্ধবান্ দেবদেবেশমুদ্যোৎসঙ্গে সমাপ্তিতম্ ॥৩৭
জ্ঞাত্বাহং পরমেশানং শীঘ্রমুখায় সাদরম্ ।
ববন্দে চরণং শস্তোঃ স্তববাংস্তমহং দ্বিজাঃ ॥৩৮
পুরাণৈঃ সার্মসঙ্গীতৈঃ পুণ্যাখ্যৈর্গুহ্যনামভিঃ ।
অজস্রমজরো দেবঃ স্রষ্টা বিভুঃ পরাপরম্ ॥৩৯
প্রধানং পুরুষো যন্তুং ব্রহ্ম ধ্যেয়ং তদক্ষরম্ ।
অমৃতং পরমাত্মা চ ঈশ্বরঃ কারণং মহৎ ॥ ৭০
ব্রহ্মস্বক্ প্রকৃতেঃ স্রষ্টা সর্বকৃৎ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
ইয়ঞ্চ প্রকৃতির্দেবী সদা তে সৃষ্টিকারণম্ ॥ ৪১
পত্নীরূপং সমাস্থায় জগৎকারণমাগতা ।
নমস্তভ্যং মহাদেব দেব্য! বৈ সহিতায় চ ॥ ৪২

হইলেন। ভগবান্ শম্ভু তাঁহাকে এবং তদীয় বল, তেজ ও যোগপ্রভাবকেও স্তুতিভক্ত করিলেন। বিষ্ণু তখন শিরঃকম্পন করত শঙ্করকে দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত সুরসমাজই একরূপ ক্রুদ্ধভাবে অবস্থান করিলে, আমি পরমোদ্বিগ্ন হইয়া ধ্যানাবলম্বনে বুঝিলাম, দেবদেব শঙ্করই শৈলজার ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছেন। আমি তাঁহাকে জানিতে পারিয়া শীঘ্র গাত্ৰো-
ত্থানপূর্বক সাদরে শম্ভুর চরণ বন্দনা করিলাম। হে দ্বিজগণ! অবশেষে আমি বহু প্রাচীন সামসঙ্গীত এবং বিবিধ পুণ্যা-
খ্যান ও অতি শুভ নামসমূহ দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলাম। বলিলাম,—হে দেব! আপনি অজ, অজর, স্রষ্টা, বিভু, পরাংপর, প্রধান, পুরুষ এবং ধ্যেয় অক্ষর পরব্রহ্ম। আপনার মরণ কখন নাই। আপনি পরমাত্মা, পরম কারণ ঈশ্বর। ব্রহ্মারও আপনি সৃষ্টিকর্তা। আপনি প্রকৃতির পরবর্তী সর্বকৃৎ, সর্বস্রষ্টা। এই প্রকৃতি দেবী সৃষ্টিহেতু আপনারই পত্নী হইয়া লমগ্র জগতের কারণরূপে

প্রসাদান্তব দেবেশ নিয়োগাক্ষ ময়া প্রজাঃ ।
দেবাদ্যাঙ্ক ইমাঃ স্রষ্টা মুঢ়াস্তদযোগমায়া ॥৪৩
কুরু প্রসাদমেতেষাং যথাপূর্বং ভবন্তিমে ।
তত এবমহং বিপ্রা বিজ্ঞাপ্য পরমেশ্বরম্ ॥ ৪৪
স্তুতিতান্ সর্বদেবাংস্তান্নিদিং চাহং তদোক্তবান্
মুঢ়াশ্চ দেবতাঃ সর্বা নৈনং বুধ্যত শঙ্করম্ ॥৪৫
গচ্ছধ্বং শরণং শীঘ্রমেনমেব মহেশ্বরম্ ।
সাক্ষিং ময়েব দেবেশং পরমাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪৬
ততস্তে স্তুতিতাঃ সর্কে তথৈব ত্রিদিবৌকসঃ ।
প্রণেমূর্খনসা সর্কং ভাবশুদ্ধেন চেতসা ॥ ৪৭
অথ তেষাং প্রসন্নোইভূদেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
যথাপূর্বং চকারাশ্চ দেবতানাং তনুস্তদা ॥ ৪৮
তত এবং প্রবৃন্তে তু সর্বদেবনিবারণে ।
বপুশ্চকার দেবেশস্যাক্ষং পরমমদ্বুতম্ ॥ ৪৯

উপস্থিত হইয়াছেন। হে মহাদেব! দেবীর সহিত আপনাকে নমস্কার করি। হে দেবেশ! আপনার নিয়োগক্রমে, আপনারই অনুগ্রহে আমি এই দেবাদি নিখিল প্রজা সৃষ্টি করিয়াছি। আপনারই যোগমায়ায় এই প্রজাপুঞ্জ বিমুঢ়। অতএব হে দেব! আপনি প্রসন্ন হউন। ইহারা আবার পূর্ব-
বৎ প্রকৃতিস্থ হউন। হে বিপ্রগণ! আমি তখন মহেশ্বরসমীপে এইরূপ নিবেদন করিয়া সেই সমস্ত স্তুতিতাকৃতি দেবগণকে কহিলাম,—ওহে দেবগণ! তোমরা সকলেই মূঢ় হইয়াছ। ইহি দেবদেব শঙ্কর; ইহাকে তোমরা জানিতে পার নাই। অতএব আমার সহিত সকলে আসিয়া সত্ত্বর এই দেবদেব পরমাত্মা অব্যয় মহেশ্বরের শরণা-
পন্ন হও। অনন্তর সেই সমস্ত স্তুতিত ত্রিদিববাসী সম্মিলিত হইয়া ভাবশুদ্ধচিত্তে মনঃসংযোগের সহিত সেই ভগবান্ সর্কে প্রণাম করিলেন। তখন দেবদেব মহেশ্বর তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তিনি দেব-
গণের দেহসংস্থান পূর্বের স্থায় করিয়া দিলেন। ২৭-৪৮। এইরূপে দেবগণ মধ্যে শান্তিস্থাপিত হইলে, দেবদেব পরম অদ্বুত ত্রিলোচনরূপ

তেজসা তস্ত তে ধ্বস্তাচক্ষুঃ সর্বে স্তমীলয়ন
তেভ্যঃ স পরমং চক্ষুঃ স্ববপুর্দৃষ্টিশক্তিমং ॥ ৫০
প্রোদাৎ পরমদেবেশমপশ্যন্তে তদা বিভূম্ ।
তে দৃষ্টা পরমেশানং তৃতীয়েক্ষণধারিণম্ ॥ ৫১
শক্রাদ্যা মেনিরে দেবাঃ সর্ব এব সুরেশ্বরাঃ ।
তস্ত দেবী তদা হৃষ্টা সমক্ষং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥
পাদয়োঃ স্থাপয়ামাস শ্রদ্ধালামমিতদ্যুতিঃ ।
সাধু সাধ্বতি তে হোচুঃ সর্বে দেবাঃ পুনবিভূম্
সহ দেব্যা নমশ্চকুঃ শিরোভিভূতলাশ্রিতৈঃ ।
অথাস্মিন্নন্তরে বিপ্রাস্তমহং দৈবভেতঃ সহ ॥ ৫৪
হিমবন্তঃ মহাশৈলমুক্তবাংশচ মহাদ্রুতিম্ ।
শ্লাঘাঃ পূজ্যশ্চ বন্দ্যশ্চ সর্বেষাং ত্বং মহানসি ॥
শর্ক্বেণ সহ সম্বন্ধো যস্ত তেহভ্যুদয়ো মহান ।
ক্রিয়তাং চাকুরুদ্বাহঃ কিমর্থং স্থীয়তে পরম্ ॥
ততঃ প্রণম্য হিমবাংস্তদা মাং প্রত্যভাষত ॥ ৫৬

ধারণ করিলেন। তাঁহার তেজে সর্ব চক্ষু
প্রতিহত হইল। সকলেই চক্ষু মুদ্রিত করি-
লেন। মহেশ্বর—যাহাতে তাঁহার স্থায় বপু
প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, সেই সভাস্থ
দেবগণকে তাদৃশ পরম চক্ষু দান করিলেন।
তখন সকলেই সেই বিভূকে দেখিতে লাগি-
লেন। শক্রাদি সুরেশ্বরগণ সকলেই সেই
পরমেশ্বরকে দেখিয়া ত্রিলোচন বলিয়া মনে
করিলেন। তখন ভবপত্নী গিরিজাদেবী
দেবগণ সমক্ষে পরম হৃষ্ট হইয়া দেবদেবের
পাদপদ্মে বরমালা স্থাপন করিলে তাহাতে
সমস্ত দেবসমাজই এককালে সাধু সাধু
করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ভূতল-চূড়িত
মস্তক দ্বারা দেবীসহ সেই দেবদেবকে নম-
স্কার করিলেন। হে বিপ্রগণ! এই সময়
আমি দেবগণের সহিত সন্মিলিত হইয়া
মহাদ্রুতি মহাশৈল হিমাচলকে বলিলাম,—
শৈলরাজ! ভগবান্ শর্ক্বেয় সহিত জামাতৃ-
সম্বন্ধ স্থাপিত হইল; ইহাতে আপনার মহান
অভ্যুদয় ঘটিল। আপনি সকলেরই শ্লাঘা,
পূজ্য, ও বন্দনীয় হইলেন। আপনি প্রকৃ-
তই মহাশয় ব্যক্তি। এখন আর কালক্ষেপ

হিমবাহুবাচ ।

তুমিই কারণ দেব যস্ত সর্বোদয়ে মম ।
প্রসাদঃ সহসোৎপন্নো হেতুশ্চাপি ত্বমেব হি ॥
উদ্বাহস্ত যদা যাদৃক্ তদ্বিধং পিতামহ ॥ ৫৭
ব্রহ্মোবাচ ।
তত এবং বচঃ শ্রুত্বা গিরিরাজস্ত ভো দ্বিজাঃ
উদ্বাহঃ ক্রিয়তাং দেব ইত্যহং চোক্তবান্ বিভূম্
মামাহ শঙ্করো দেবো যথেষ্টমিতি লোকপঃ ।
তৎক্ষণাচ্চ ততো বিপ্রা অস্মাভিনির্মিতং পুরম্
উদ্বাহার্থং মহেশস্ত নানারত্নোপশোভিতম্ ।
রত্নানি মণয়শ্চিত্রা হেমমৌক্তিকমেব চ ॥ ৬০
মূর্ত্তিমস্ত উপাগম্য অলঙ্ককুঃ পুরোত্তমম্ ।
চিত্রা মারকতী ভূমিঃ সুবর্ণস্তম্ভশোভিতা ॥ ৬১
ভাস্বৎস্ফটিকভিত্তিশ্চ মুক্তাহারপ্রলম্বিতা ॥
তস্মিন্ দ্বারি পুরে রম্য উদ্বাহার্থং বিনির্মিতা ॥

করিতেছেন কেন? শুভ বিবাহ সমাধা
করুন। অনন্তর হিমবান্ আমাকে প্রণাম
করিয়া বলিলেন,—হে দেব! আপনি আমার
সমস্ত অভ্যুদয়ের কারণ। আমার এই যে
এক্ষণে আশ্ব-প্রসাদ জন্মিল, ইহার হেতু
আপনিই। অতএব যেরূপ সময়ে যে প্রকারে
উদ্বাহ বিধি সমাধা করিতে হইবে, হে পিতা-
মহ! আপনিই তাহা করুন। ব্রহ্মা কহি-
লেন, হে দ্বিজগণ! অনন্তর আমি গিরি-
রাজের ঐরূপ কথা শুনিয়া দেবদেবকে বলি-
লাম, উদ্বাহবিধি অল্পাণ করুন। লোক-
পতি দেবদেব শঙ্কর তদন্তরে আমাকে বলি-
লেন,—“যথেষ্ট।” হে বিপ্রগণ! মহেশের
বিবাহার্থ তৎক্ষণাৎ আমরা এক নানারত্নময়-
পুর নির্মাণ করিলাম। সমস্ত রত্ন, সমস্ত
বিচিত্র মণি, এবং সমস্ত হেমমুক্তা যেন মূর্ত্তি-
মস্ত হইয়া আগমন করত সেই শ্রেষ্ঠ পুরকে
অলঙ্কৃত করিল। বিচিত্র মরকতভূমি
সুবর্ণস্তম্ভে সুশোভিত হইল। সে পুরের
স্ফটিকময় উজ্জলভিত্তি সকল মুক্তাহারে
লম্বিত হইল।* দেবদেব মহাশয় মহেশের
উদ্বাহার্থ সেই পুরী নির্মিত হইয়া সমধিক

শুভতে দেবদেবন্ত মহেশন্ত মহাশ্বনঃ ।
 সোমাদিত্যৌ সমং তত্র তাপয়ন্তৌ মহামণী ॥
 সৌরভেয়ং মনোরম্যং গন্ধমাদায় মারুতঃ ।
 প্রববৌ সুখসংস্পর্শৌ ভবভক্তিং প্রদর্শয়ন্ ॥৬৪
 সমুদ্রান্তত্ৰ চত্বারঃ শক্রাদ্যাশ্চ সুরোত্তমাঃ ।
 দেবনন্দ্যৌ মহানদ্যঃ সিদ্ধা মুনয় এব চ ॥ ৬৫
 গন্ধর্বাঅপরসঃ সর্বে নাগা যক্ষাঃ সরাক্ষসাঃ ।
 ঔদকাঃ খেচরাশ্চাত্তে কিন্নরা দেবচারণাঃ ॥ ৬৬
 তুষ্ণুকর্নারদো হাহা হুহুশ্চৈব তু সামগাঃ ।
 রম্যাণ্যাদায় বাদ্যানি তত্রাজগ্মুস্তদা পুরম্ ॥৬৭
 ঋষয়স্ত কথাস্তত্র বেদগীতাস্তপোধনাঃ ।
 পুণ্যান্য বৈবাহিকান্স্রাজ্ঞেপুঃ সংহৃষ্টমানসাঃ ॥
 জগতো মাতরঃ সর্বা দেবকন্তাশ্চ কুৎস্বশাঃ ।
 গায়ন্তি হর্ষিতাঃ সর্বা উদাহে পরমেষ্ঠিনঃ ॥৬৯
 ঋতবঃ ষট্ সমং তত্র নানাগন্ধসুখাবহাঃ ।
 উদাহঃ শঙ্করশ্চেতি মুর্তিমন্ত উপস্থিতাঃ ॥ ৭০

শোভিত হইতে লাগিল। সেই রমণীয়
 পুরদ্বারে দুইটা মহামণি চন্দ্র ও সূর্য্যের
 আয় বিরাজিত হইয়া যথাক্রমে শেত ও তাপ
 বিতরণ করিতে লাগিল। তখন সুখস্পর্শ
 সমীরণ যেন ভবভক্তি প্রদর্শন করত মনো-
 মদ গন্ধ আহরণ করিয়া প্রবাহিত হইল। ৪৯
 —৬৪। সাগরচতুষ্টয়, শক্রাদি সুরশ্রেষ্ঠগণ,
 সমস্ত দেবনদী, মহানদী, সিদ্ধ ও মুনিগণ,
 গন্ধর্ব্ব, অপরী, নাগ, যক্ষ, ও রাক্ষসগণ,
 জলচর, খেচর, কিন্নর ও দেবচারণগণ, এবং
 নারদ, তুষ্ণুক, হাহা ও হু হু প্রভৃতি সামগায়ী
 গন্ধর্ব্ববিদগণ বিবিধ মধুর বাজ গ্রহণ-
 পূর্ব্বক তৎকালে সেই পুরে আগমন করি-
 লেন। তপোধন ঋষিগণ বেদ-সম্মত নানা
 কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন, এবং
 অনেক ঋষি হুষ্টিচিন্তে পবিত্র বৈবাহিক মন্ত্র
 সকল উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই
 পরমেষ্ঠীর উদাহদিনে জগন্মাতা দেবকন্তারা
 হর্ষভরে বিবিধ মাঙ্গলিক সঙ্গীত আরম্ভ
 করিলেন। শঙ্করের উদাহ হইবে বলিয়া
 একই সময়ে ছয় ঋতু মুর্তিমান হইয়া উপস্থিত

নীলজীমূতসঙ্কটৈশ্বর্ষধ্বনিপ্রহার্ঘ্যভিঃ ।
 কেকায়মানৈঃ শিখিভিনৃত্যমানৈশ্চ সর্ব্বশঃ ॥৭১
 বিলোলপিঙ্গলস্পষ্টবিদ্যুল্লেখাবিহাসিতা ।
 কুমুদাপীড়গুরুভির্বলাকাভিশ্চ শোভিতা ॥ ৭২
 প্রতাগ্নসঙ্ঘাতশিলীজ্জকন্দলী-
 লতাক্রমাহুদ্যাক্তপল্লবা শুভা ।
 শুভাষুধারা প্রণয় প্রবোধিতৈ-
 শ্বহালসৈর্ভেকগণৈশ্চ নাদিতা ॥ ৭৩
 প্রিয়েষু মানোদ্ধতমানসানাং
 মনস্বিনীনামপি কামিনীনাম্ ।
 ময়ুরকেকাভিরুতৈঃ ক্ষণেন
 মনোহরৈশ্বানবিভঙ্গহেতুভিঃ ॥ ৭৪
 তথা বিবর্ণোজ্জলচাক্ষুর্ভিনা
 শশাঙ্কলেখাকুটিলেন সর্ব্বতঃ ।
 পয়োদসজ্জাতসমীপবর্ত্তিনা
 মহেন্দ্রচাপেন ভূষণং বিরাজিতা ॥ ৭৫

হইল এবং স্ব-হ-কালোচিত বিবিধ গন্ধ-
 সুখ বহন করিতে লাগিল। তখন
 নীল-নীরদ-নিভ শিখিকুল মল্লধ্বনি শ্রবণে
 প্রবৃষ্ট হইয়া চারিদিকে কেকারব তুলিয়া
 নৃত্য করিতে লাগিল। এই সময় বর্ষা
 আসিয়া বিলোল, পিঙ্গলবর্ণ, স্পষ্ট বিদ্যু-
 ল্লেখার আয় বিভাসিত হইয়া উঠিল।
 কুমুদ-কুমুম-রচিত গুরুবর্ণ শিরোভূষণের
 আয় গুরুবর্ণ বলাকাশ্রয়ী গগনতলে ভ্রমণ
 করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে শিলিজ্জ,
 কদলী প্রভৃতি নানাজাতীয় তরু-লতাদির
 নবোদ্ভিন্ন পল্লবসকল সুশোভিত হইতে
 লাগিল। কোথাও নিতাস্ত অলস ভেকগণ,
 নবাসুধারার প্রণয়ে প্রবোধিত হইয়া নিনাদ
 করিতে লাগিল। কোথাও ময়ুরগণ, মনো-
 হর কেকারব করিতে প্রবৃত্ত হইল, তাহাতে
 প্রিয়তমের প্রতি মানময়চিত্তা মনস্বিনী কামিনী-
 গণের মান ক্ষণকাল মধ্যেই ভঙ্গ হইতে
 লাগিল। তখন শশাঙ্ক-লেখার আয় কুটিল-
 কৃতি বিবিধবর্ণোজ্জল চাক্ষুর্দর্শন ইন্দ্রধনু
 জীমূতবৃন্দের সমীপে সমধিক শোভিত হইল।

বিচিত্রপুষ্পাস্ত্রভবৈঃ সুগন্ধিভি-
 ধনাস্বসম্পর্কতয়া সুশীতলৈঃ ।
 বিকম্পয়ন্তী পবনৈর্মনোহরৈঃ
 সুরাঙ্গনানামলকাবলীঃ শুভাঃ ॥ ৭৬
 গর্জ্জৎপয়োদহগিতেন্দুবিস্বা
 নবাস্বসিত্তোদকচাক্রদূর্বা ।
 নিরীক্ষিতা সাদরমুৎসুকাভি-
 র্নিখাসধুস্তং পথিকান্ধনাভিঃ ॥ ৭৭

হংসনুপুরশকাঢ়া সমুন্নতপয়োধরা ।
 চলদ্বিহ্বলতাহারা স্পষ্টপদ্মবিলোচনা ॥ ৭৮
 অসিতজলদধীরধ্বানবিত্তস্তহংসা
 বিমলসলিলধারেৎপাতনম্রোৎপলাগ্রা ।
 সুরভিকুসুমরেণুরুপ্তসর্বাঙ্গশোভা
 গিরিহৃদিত্তবিবাহে প্রাবড়াবিষভূব ॥ ৭৯
 মেঘকঙ্কনির্গুক্তা পদ্মকোশোদ্ভবস্তনী ।

বিচিত্র পুষ্পাস্বস্তুত সুগন্ধি সমীরণ, ঘনাস্ব-
 সম্পর্কে সুশীতল হইয়া অতি মধুরভাবে
 প্রবাহিত হইল। সুরাঙ্গনাগণের সুন্দর
 অলকাবলী কম্পিত হইতে লাগিল।
 শব্দায়মান পয়োদবৃন্দে ইন্দুবিদ ঢাকিয়া
 গেল। তদ্রত্য শুভ জল ও দূর্বাদল
 সকল নবাস্বপাতে সিক্ত হইল। পথিকা-
 ঙ্গনা উৎকর্ষিত হইয়া নিখাসপাত সহকারে
 সাদরে সেই বর্ষাসমাগম নিরীক্ষণ করিতে
 লাগিল। বর্ষা যেন রমণীর আয় শোভিত
 হইল। হংসমিনাদ,—নুপুরধ্বনি, সমুন্নত
 পয়োধর—পয়োধর; চঞ্চল বিহ্বাদবলী—
 হার; এবং স্পষ্ট পদ্ম উহার লোচনের আয়
 বিরাজিত হইল। নীল নীরদবৃন্দের ধীর-
 ধ্বনি শুনিয়া হংসগণ, বিত্তস্ত হইল। নিরন্তর
 বিমল বারিধারা পতনে উৎপলের অগ্রভাগ
 সকল নম্র হইয়া পড়িল। সুরভি কুসুম-
 রেণুসমূহে সর্বাঙ্গ লিপ্ত হইয়া গেল। গিরি-
 নন্দিনীর বিবাহ দিনে এমনি ভাবে বর্ষাসমা-
 গম ঘটিল। ৬৫—৭৯। বর্ষা চলিয়া গেল, পুন-
 রায় অল্পরাগিণী মনোহারিণী কামিনীর আয়
 শরৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। মেঘ-কঙ্ক

হংসনুপুরমিনাদা সর্বশব্দদিগন্তরা ॥ ৮০
 বিস্তীর্ণপুলিনশ্রোণী কৃজৎসারসমেথলা ।
 প্রফুল্লেন্দীবরশ্রামবিলোচনমনোহরা ॥ ৮১
 পকবিদ্বাধরপুটা কুন্দদন্তপ্রহাসিনী ।
 নবশ্রামলতাশ্রাম-রোমরাজিপূরস্কৃতা ॥ ৮২
 চন্দ্রাংশুহারবর্ণেণ কঠোরস্থলগামিনা ।
 প্রফ্লাদয়ন্তী চেতঃসি সর্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্
 সমদালিকুলোদগীত-মধুরস্বরভাষিণী ।
 চলৎকুন্দসংঘাতচাক্রকুণ্ডলশোভিনী ॥ ৮৪
 রক্তাশোকপ্রশাখোথ-পল্লবাসুলিধারিণী ।
 তৎপুস্পসঞ্চয়ময়ৈর্বাশোভিঃ সমলস্কৃতা ॥ ৮৫
 রক্তোৎপলাগ্রচরণা জাতীপুস্পনথাবলী ।
 কদলীস্তম্ববামোরুঃ শশাঙ্কবদনা তথা ॥ ৮৬
 সর্বলক্ষণসম্পন্না সর্বালঙ্কারভূষিতা ।

উন্মুক্ত হইল। স্তনের আয় কমলকোষ
 ফুটিয়া উঠিল। নুপুর-ধ্বনির আয় হংসনাদ
 শ্রুত হইতে লাগিল। পুলিনরূপ শ্রোণিদেহ
 বিস্তীর্ণ হইল। শব্দায়মান সারস-মালা মেথ-
 লার আয় শোভিত হইল। প্রফুল্ল ইন্দী-
 বররূপ নীলনয়নে শরৎ-বধু মনোজ্ঞ শোভা
 ধারণ করিল। পক বিদ্বফল অধরজীর অল্প-
 করণ করিল। কুন্দবৃন্দ, দন্ত-শোভা ধারণ
 করিল। নবোদ্ভিন্ন শ্রামলতা সকল তদীয়
 শ্রামায়মান রোম-রাজির আয় প্রতিভাত
 হইল। চন্দ্রাংশু সকল, গলবিলম্বী হারশুচ্ছেদ
 অল্পকরণ করিল। শরৎবধুর সন্দর্শনে সমস্ত
 স্বর্গবাসীরই চিত্ত আফ্লাদিত হইয়া উঠিল।
 মদমত্ত অলিকুলের গীতঝঙ্কার, যেন শরৎ-
 কামিনীর সুমধুর সম্ভাষণ হইল। চঞ্চল
 কুন্দশ্রেণী যেন চাক্র কুণ্ডল, রক্তাশোকের
 শাখাসমুখিত পল্লব সকল যেন অঙ্গুলীদল,
 অশোকের সুপ্রসারিত পুষ্পপুঞ্জ যেন বসন-
 রাশি, রক্তোৎপল যেন চরণাগ্র, জাতি-
 পুষ্পশ্রেণী যেন নথাবলী, কদলীস্তম্ব যেন
 সুন্দর উরু এবং সমুদিত শশাঙ্ক যেন
 ঐ শরৎ-কামিনীর সৌম্য বদনের আয়
 সমুদ্ভাসিত হইতে লাগিল; সত্য সত্যই

প্রেম্য স্মৃশতি কাস্তেব সান্নরাগা মনোরমা ॥৮৭
নিখুন্ডাসিতমেঘকঙ্কপটা পূর্ণেন্দুবিন্দননা
নীলান্তোজবিলোচনা রবিকরপ্রোত্তিরপদ্মস্তনী
নানাপুষ্পরজঃসুগন্ধিপবনপ্রহ্লাদনী চেতসাং
তজ্জাসীৎ কলহঃসম্পূররবা দেব্যা বিবাহে

শরৎ ॥ ৮৮

অত্যাশীতলাস্তোভিঃ প্রাবয়ন্তো দিশঃ সদা ।
ঋতু হেমন্তশিশিরো আজগ্মতুরতিহৃতী ॥ ৮৯
তাভ্যামৃতভ্যাং সম্প্রাপ্তো হিমবান্ স নগোত্তমঃ
প্রালেয়চূর্ণবর্ষিত্যাং ক্ষিপ্ৰং রোপ্যহরো বভৌ ॥
তেন প্রালেয়বর্ষণে ঘনেনৈব হিমালয়ঃ ।
অগাধেন তদা রেজে ক্ষীরোদ ইব সাগরঃ ॥
ঋতুপর্যায়সম্প্রাপ্তো বভূব স মহাগিরিঃ ।
সাধুপচার্যং সহসা কৃতার্থ ইব তুর্জনঃ ॥ ৯২
প্রালেয়পটলচ্ছন্নৈঃ শৃঙ্গৈস্ত শুভতে নগঃ ।
ছত্রৈরিব মহাভাগৈঃ পাণ্ডুরৈঃ পৃথিবীপতিঃ ॥

মনোভবোদ্রেককরাঃ সুরাণাং

সুরাঙ্গনানাঞ্চ মুহঃ সমীরাঃ ।

শরৎ যেন সর্বলক্ষণমুতা সর্বভূষণ-ভূষিতা
প্রেমিকা কামিনীর স্নায় সকলের মন
আকর্ষণ করিল। দেবীর বিবাহ দিনে
মেঘাবরণহীনা পুণেন্দুবিন্দনা, নীলপদ্ম-
নয়না রবিকরোল্লিখিত কমলস্তনী, পুষ্প-
সুগন্ধিনী, চিত্তপ্রসাদনী শরৎকামিনী,
হংসনাদরূপ নৃপূররবে সর্বদিক মুখরিত
করিয়া অবতীর্ণ হইল। অনন্তর অতিপ্রথর
হেমন্ত ও শিশির ঋতু একান্ত নীতজলে দশ-
দিক্ প্রাবিত করিয়া আগমন করিল। তখন
অতি সত্ত্বর সর্বত্র তুষার চূর্ণ সকল বর্ষিত
হইতে লাগিল। সেই অতিঘন তুষার-
বর্ষণে হিমাচল, ক্ষীরসাগরের স্নায়
বিরাজিত হইল। এইরূপে সেই মহাগিরি
সাধু জনের উপচার বশত কৃতার্থস্বন্য
তুর্জনের স্নায় সহসা ঋতুবিপর্যায় প্রাপ্ত
হইল। সে গিরির শৃঙ্গশ্রেণী তুষারপটলে
আচ্ছিন্ন হইল। দেখিয়া মনে হইল,—নর-
পতি যেন পাণ্ডুরবর্ণ বিপুল ছত্রসমূহে

স্বচ্ছানুপূর্ণাশ্চ তথা নলিন্যঃ

পদ্মোৎপলানাম্ কুসুমৈরুপেতাঃ ॥ ৯৪

বিবাহে গুরুকন্তায়া বসন্তঃ সমগাদৃতুঃ ॥ ৯৫

ঈষৎসমুদ্ভিন্নপয়োধরাগ্রা

নার্যো যথা রম্যতরা বভূবুঃ ।

নাত্যুৎকৃষ্টাণি পয়ঃসরাংসি

কিঞ্চিদচূর্ণৈঃ কপিলাকৃতানি ॥

চক্রাহবুগ্মৈরুপনাদিতানি

যযুঃ প্রহৃষ্টাঃ সুরদন্তিমুখ্যাঃ ॥ ৯৬

প্রিয়ঙ্গুশ্চূততরবশ্চূতাংশ্চাপি প্রিয়ঙ্গবঃ ।

তর্জয়ন্ত ইবাত্তোত্তং মঞ্জরীভিঃশকাশিরে ॥ ৯৭

হিমশৃঙ্গেষু শুক্রেষু তিলকাঃ কুসুমোৎকরাঃ ।

শুভভুঃ কার্য্যমুদ্ভিশ্চ বুদ্ধা ইব সমাগতাঃ ॥ ৯৮

ফুল্লাশোকলতান্তত্র রেজিরে শালসংক্রিতাঃ ।

কামিন্য ইব কান্তানাং কণ্ঠালদ্বিতবাহবঃ ॥ ৯৯

সমাচ্ছাদিত হইয়া সুশোভিত হইলেন ॥ ৮০-৯৯

এই সময় সুর ও সুরকামিনীগণের মদনো-

দীপক সমীরণ ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল

এবং সরসী সকল স্বয়ং সলিলে পরিপূর্ণ,

ও পদ্মোৎপলাদি কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত

হইল। শৈলসুতার বিবাহে এবার বসন্ত

ঋতুর সমাগম হইল। তখন রমণীগণের

পয়োধরের অগ্রভাগ সকল ঈষৎ উদ্ভিন্ন

হইয়া উঠিল। সকল রমণীই রম্য শোভা

ধারণ করিল। সরোবরসমূহের সলিল-

রাশি নাতিশীতোষ্ণ হইয়া কমল-কিঞ্চকের

চূর্ণপুঞ্জে কপিলবর্ণ হইয়া উঠিল। জলাশয়

সকলে চক্রবাকদম্পতীরা নিনাদ করিতে

লাগিল। সুরগণের গজেন্দ্র সকল হৃষ্ট

হইয়া চলিতে লাগিল। প্রিয়ঙ্গু এবং চূত-

তরু সকল স্ব স্ব মঞ্জরী দ্বারা পরস্পর

পরস্পরকে তিরস্কার করিয়া বিকসিত হইল।

শুভবর্ণ হিমশৃঙ্গসমূহে কুসুমবর্ষী তিলকতরু

সকল, কার্য্যোপলক্ষে সমাগত বুদ্ধজনগণের

স্নায় শোভিত হইল। শালবৃক্ষাশ্রয়িনী

প্রহ্লাদ অশোকবল্লী সকল কাস্ত-কণ্ঠাবলম্বিনী

তন্মিষ্মতো শুভ্রকদম্বনীপা-
 স্তালাঃ স্তমালাঃ সরলাঃ কপিথাঃ ॥ ১০০
 অশোকসর্জার্জুনকোবিদারাঃ
 পুন্নাগনাগেশ্বরকর্ণিকারাঃ ।
 লবঙ্গতালগুৰুসপ্তপর্ণা
 শ্ৰগ্ৰোধশোভাজননারিকেলাঃ ॥ ১০১
 বৃক্ষান্তধান্তে ফলপুষ্পবন্তো
 দৃষ্টা বভূবুঃ সূমনোহরান্ধাঃ ।
 জলাশয়াশ্চৈব সুবর্ণতোয়া-
 শ্চক্রাক্ষকারগুবংসজুষ্টাঃ ॥ ১০২
 কোষষ্টিদাত্যাহবলাকগুস্তা
 দৃষ্টান্ত পদ্মোৎপলমীনপূর্ণাঃ ।
 খগাশ্চ নানাবিধভূষিতান্ধা
 দৃষ্টান্ত বৃক্ষেষু সূচিত্রপক্ষাঃ ॥ ১০৩
 ক্রীড়াসু যুক্তানথ তর্জ্জয়ন্তঃ
 কূর্মন্তি শব্দং মদনেরিতান্ধাঃ ।
 তন্মিন্ গিরাবদিসুতাবিবাহে
 ববুশ্চ বাতাঃ সুখলীতলান্ধাঃ ॥ ১০৪

পুষ্পাণি শুভ্রাণ্যপি পাতয়ন্তঃ
 শনৈর্নগেভ্যো মলয়াদ্রিজাতাঃ ।
 তথৈব সর্ষে ঋতবশ্চ পুণ্যা-
 শ্চকাশিরেহত্মোত্তবিমিশ্রিতান্ধাঃ ॥ ১০৫
 যেষাং সুলিঙ্গানি চ কীর্তিতানি
 তে তত্র আসন্ সূমনোজরূপাঃ ॥ ১০৬
 সমদালিকুলোপীতশিলাকুসুমসঞ্চয়ৈঃ ।
 পরস্পরং হি মালতো ভাবয়ন্ত্যো বিরোজয়ে
 নীলানি নীলাম্বুরূহৈঃ পয়াংসি
 গৌরাণি গৌরৈশ্চ মৃণালদণ্ডৈঃ ।
 রক্তৈশ্চ রক্তানি ভূষং কুতানি
 মন্তদ্বিরেকাবলিজুষ্টপত্রৈঃ ॥ ১০৮
 হৈমানি বিস্তীর্ণজলেষু কেযুচি-
 র্নিরন্তরং চাকুতরাণি কেযুচিৎ ।
 বৈদূর্য্যনালানি সরঃসু কেযুচিৎ-
 প্রজজিরে পদ্মবনানি সর্বতঃ ॥ ১০৯
 বাপ্যস্তত্রাতবনরম্যাঃ কমলোৎপলপুষ্পিতাঃ ।
 নানাবিহঙ্গসংজুষ্টা হৈমসোপানপঙ্কজয়ঃ ॥ ১১০

কামিনীগণের স্থায় বিরাজ করিতে লাগিল ।
 বসন্ত-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে কদম্ব, নীপ,
 তাল, তমাল, সরল, অশোক, সর্জ, অর্জুন,
 কোবিদার, পুন্নাগ, নাগেশ্বর, কর্ণিকার,
 লবঙ্গ, অগুরু, সপ্তপর্ণ, শ্ৰগ্ৰোধ, শোভাজন
 ও নারিকেল প্রভৃতি পাদপ সকল কলে ফুলে
 সমুজ্জাসিত হইয়া মনোজরূপে লক্ষিত হইতে
 লাগিল । জলাশয়সমূহের জলরাশি স্ফুচ্ছ
 শোভা ধারণ করিল । চক্রপাক, কারণ্ডব,
 হংস, কোষষ্টি দাত্যাহ ও বলাকশ্রেণী ঐ সকল
 জলাশয় মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ।
 সকল জলাধারই পদ্ম, উৎপল ও মীনগণে
 পরিপূর্ণ হইল । বিচিত্রপক্ষ বিহঙ্গমগণের
 অঙ্গ সকল যেন নানা ভূষণে ভূষিত বলিয়া
 লক্ষিত হইতে লাগিল । তাহারা মদনাবেশে
 ব্যাকুল হইয়া ক্রীড়াসক্ত অত্যাশ্র বিহঙ্গম-
 দিগকে যেন অসহিষ্ণুভাবে তর্জ্জন করত
 কুজন করিতে লাগিল । শৈলসুতার
 বিবাহোৎসবে সুখলীতল মলয়ানিল নগ-

নিচয় হইতে শুভ্র শুভ্র কুসুমরাশি
 পাতিত করত মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে
 লাগিল । এইরূপে সমস্ত ঋতুই পরস্পর
 সম্মিশ্রিত হইয়া অতি পবিত্রভাবে প্রবর্তিত
 হইল । পূর্বে যে সকল ঋতুর লক্ষণ
 বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই তখন
 মনোজরূপে আশ্রপ্রকাশ করিতে লাগিল ।
 তখন মালতী লতা সকল মদমন্ত অলিকুল-
 গুঞ্জরিত শিলাতলে সঞ্চিত কুসুমরাশি দ্বারা
 যেন পরস্পর পরস্পরের শোভার বিষয় চিন্তা
 করত বিরাজ করিতে লাগিল । জলাশয়ের
 জলরাশি কোথাও মন্ত মধুকর-বেষ্টিত নীল
 পদ্মে নীলবর্ণ, কোথাও গৌরবর্ণ মৃণালদণ্ডে
 গৌরবর্ণ এবং কোথাও বা রক্তোৎপলে রক্ত-
 বর্ণ হইয়া সুশোভিত হইল । প্রভূতজল
 জলাশয় মধ্যে পদ্মবনশ্রেণী কোথাও কনকবর্ণ,
 কোথাও চাকুতর এবং কোথাও বা বৈদূর্য্য
 মণিময় নালযুক্ত হইয়া সমুদ্ভূত হইল । তখন
 বাপী সকল নানাবিধ কমলোৎপলে মণ্ডিত

ত কুসুমবিচিত্রসৰ্ববৃক্ষা

বিবিধবিহঙ্গমনাদরম্যদেশাঃ ।

হিমগিরিতনয়াবিবাহভূতৈ

ষড়ুপযযুক্ততবো মুনিপ্রবীরাঃ ॥ ১২৪

তত এবং প্রবৃত্তে তু সৰ্বভূতসমাগমে ।

নানাবাদ্যসমাকীর্ণে অহং তত্র দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১২৫

শৈলপুত্রীমলকৃত্য যোগ্যাভরণসম্পদা ।

পুরং প্রবেশিতবাস্তাং স্বয়মাদায় ভো দ্বিজাঃ ॥

ততস্ত পুনরবেশমহং চৈবোক্তবান্ বিভূম্ ।

হবির্জুহোমি বহ্নৌ তে উপাধ্যায়পদে স্থিতঃ ॥

দদাসি মহ্যং যদ্যাজ্ঞাং কর্তব্যোহয়ং ক্রিয়াবিধিঃ

মামাহ শঙ্করশ্চৈবং দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥ ১২৮

শিব উবাচ ।

যদ্বিষ্ণুঃ সুরেশান তৎকুরুষ যথোপিতম্ ।

কর্তাশ্মি বচনং সৰ্বং ব্রহ্মাস্তব জগদ্বিভো ॥ ১২৯

মনোজ্ঞ কুসুমরাশি ঢালিতে লাগিল । সৰ্ব-
জাতীয় বৃক্ষ তখন কুসুমসমূহে বিচিত্র শোভা
ধারণ করিল, নানাজাতীয় বিহঙ্গমের মধুর
নাদে প্রত্যেক প্রদেশ রমণীয় হইয়া উঠিল ।
হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! এইরূপে, শ্রীকর্তার সেই
বিবাহ মহোৎসবে ছয় ঋণোদ্যম সমাবেশ
হইল । ক্রমে সৰ্ব প্রাণীর সমাগম হইল ।
নানা বাজোদ্যমে বিবাহ বাটিকা পূর্ণ হইল ।
হে দ্বিজগণ ! আমি তখন শৈলসুতাকে
যথায়োঁগ্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া নিজেই
ঐহাকে আনয়নপূর্বক সেই বিবাহ বাটিকায়
প্রবেশ করাইলাম । তৎকালে সেই বিভূকে
আমি পুনরায় বলিলাম,—হে দেব । আপ-
নার উপাধ্যায়পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনলে
আমি যুতাহুতি প্রদান করি । যদি আমায়
আদেশ করেন, তাহা হইলে আমি এই
ক্রিয়াবিধি সমস্তই নির্বাহ করিতে পারি ।
দেবদেব জগৎপতি শঙ্কর আমাকে বলি-
লেন, হে সুরেশ্বর ! আপনি যাহা যাহা উল্লেখ
করিলেন, তৎসমস্ত যথেষ্ট সমাধা করুন ।
হে ব্রহ্ম ! হে জগদ্বিধাতা ! আমি আপ-

ব্রহ্মোবাচ ।

ততশ্চাহং প্রকৃষ্টায়া কুশানাদায় সহরম্ ।

হস্তং দেবস্ত দেব্যাশ্চ যোগবন্ধেন যুক্তবান্ ॥

জলনশ্চ স্বয়ং তত্র কৃতাজ্জলিপুটঃ স্থিতঃ ।

ঋতিগীতৈর্মহামতৈর্মুত্তিমত্তিকৃপাশ্চতৈঃ ॥ ১৩১

যথোক্তবিধিনা হুত্বা সর্পিপ্তদমৃতং হবিঃ ।

ততস্ত জ্বলনং সৰ্বং কারয়িত্বা প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৩২

যুক্তা হস্তসমাযোগং সহিতঃ সৰ্বদৈবতৈঃ ।

পুত্রৈশ্চ মানসৈঃ সিতৈঃ প্রকৃষ্টেনাস্তরাশ্বনা ॥

বৃত্ত উদ্বাহকালে তু প্রণম্য চ বুধধ্বজম্ ।

যোগেনৈব তথোবিপ্রাস্তুত্বমাপরমেশয়োঃ ॥ ১৩৪

উদ্বাহঃ স পরো বৃত্তো যং দেবা ন বিদুঃ কচিৎ

ইতি বঃ সৰ্বমাখ্যাতং স্বয়ম্বরমিদং শুভম্ ॥

উদ্বাহশ্চৈব দেবস্ত শৃণুধ্বং পরমাদ্বুতম্ ॥ ১৩৫

ইতি শ্রীব্রাহ্ম উমামহেশ্বরয়োবিবাহনিক্র-

পণং নাম ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

নার কথামত সমস্ত কার্যই করিব । ব্রহ্মা
কাহিলেন,—তখন আমি হুষ্টি হইয়া সহর
কুশমুষ্টি আনয়নপূর্বক দেব ও দেবীর হস্তদ্বয়
যোগবন্ধনে আবদ্ধ করিলাম । হুতাশন
নিজেই তথায় কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থিত
ছিলেন । ঋতিগীতি ও মহামন্ত্র সকল মুত্তিমুক্ত
হইয়া উপাসনা করিতেছিল । আমি যথাবিধি
হোমকার্য্য নির্বাহ করিয়া ঐহাদিগকে সেই
বৈবাহিক বাহু প্রদক্ষিণ করাইলাম এবং
দেবগণের সহিত হুষ্টিস্তবরণে ঐহাদের
হস্তবন্ধন মোচন করিয়া দিলাম । অনন্তর
বিবাহবিধি সমাপ্ত হইলে, ভগবান্ বুধধ্বজকে
প্রণাম করিলাম । এইরূপে যোগবলেই
সেই উমা-মহেশ্বরের উদ্বাহব্যাপার সমা-
প্ত হইল ; কিন্তু দেবগণ এ তত্ত্ব বুঝিতে
পারিলেন না । এই আমি আপনাদিগের
নিকট সতীর স্বয়ম্বরবার্তা কৌতুক করিলাম ;
দেবদেবের বিবাহসম্বন্ধে আরও অতি অপূর্ব
কথা আছে, শ্রবণ করুন । — ১৩৫ ।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অথ ব্রহ্মে বিবাহে তু ভবশ্রামিতভেজসঃ ।
 প্রহর্ষমতুলং গম্মা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ॥
 তুষ্টিবুর্কীগৃভিরাদ্যাভিঃ প্রণেমুস্তে মহেশ্বরম্ ।
 দেবা উচুঃ ।

নমঃ পর্বতলিঙ্গায় পর্বতেশায় বৈ নমঃ ।
 নমঃ পবনবেগায় বিরূপায়াজিতায় চ ॥ ২
 নমঃ ক্রেশবিনাশায় দাত্রে চ শুভসম্পদায় ॥
 নমো নীলশিখণ্ডায় অধ্বিকাপতয়ে নমঃ ।
 নমঃ পবনরূপায় শতরূপায় বৈ নমঃ ॥ ৩
 নমো ভৈরবরূপায় বিরূপনয়নায় চ ।
 নমঃ সহস্রনেত্রায় সহস্রচরণায় চ ॥ ৪
 নমো দেববয়শ্রায় বেদাঙ্গায় নমো নমঃ ।
 বিষ্টম্ভনায় শক্রশ্র বাহোর্বর্ষদাক্ষরায় চ ॥ ৫
 চরাচরাধিপত্যে শমনায় নমো নমঃ ।
 সলিলাশয়লিঙ্গায় যুগান্তায় নমো নমঃ ॥ ৬
 নমঃ কপালমালায় কপালসুত্রধারিণে ।
 নমঃ কপালহস্তায় দণ্ডিনে গদ্যিনে নমঃ ॥ ৭
 নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় পশুলোকরতায় চ ।
 নমঃ খট্ভাঙ্গহস্তায় প্রমথার্জিহরায় চ ॥ ৮

সপ্তত্রিংশ সর্গ ।

ব্রহ্মা কহিলেন, এইরূপে অমিতভেজা
 ভবের বিবাহ নিকাহ হইলে, ইন্দ্রাদি
 দেববৃন্দ পরম প্রহৃষ্ট হইয়া অতি প্রাচীন
 বাগ্‌ বিস্তর দ্বারা মহেশ্বরকে স্তব ও প্রণাম
 করিলেন । দেবগণ কহিলেন, পর্বতলিঙ্গ,
 পর্বতেশ, পবনবেগ, বিরূপ, অজিত, ক্রেশ-
 নেশন, শুভসম্পত্তি-দাতা, নীলশিখণ্ড,
 অধ্বিকাপতিকৈ আমরা নমস্কার করি ।
 যিনি পবনরূপ, শতরূপ, সহস্রনেত্র, সহস্র-
 চরণ, দেববয়শ্র, ভৈরবরূপ, বিরূপনয়ন
 বেদাঙ্গ, ইন্দ্রবাহুস্তম্ভন, বেদাঙ্কুর, চরা-
 চরাধিপতি, শমন, সলিলাশয়লিঙ্গ, যুগান্ত,
 কপালমাল, কপালসুত্রধারী, কপালহস্ত,
 দণ্ডী, গদ্যী, ত্রৈলোক্যনাথ, পশুলোকরত,

নমো যজ্ঞশিরহস্তে কৃষ্ণকেশাপহারিণে ।
 ভগনেত্রনিপাতায় পুষ্ণে দম্ভহরায় চ ॥ ১
 নমঃ পিনাকশূলসিখণ্ডগম্ভারধারিণে ।
 নমোহস্ত কালকালায় তৃতীয়নয়নায় চ ॥ ১০
 অস্তকাস্তকূতে চৈব নমঃ পর্বতবাসিনে ।
 সুবর্ণরেতসে চৈব নমঃ কুণ্ডলধারিণে ॥ ১১
 দৈত্যানাং যোগনাশায় যোগিনাং শুরবে নমঃ
 শশাঙ্কাদিত্যনেত্রায় ললাটনয়নায় চ ॥ ১২
 নমঃ আশানরতয়ে আশানবরদায় চ ।
 নমো দৈবতনাথায় ত্র্যম্বকায় নমো নমঃ ॥ ১৩
 গৃহস্থসাধবে নিত্যং জটিলে ব্রহ্মচারিণে !
 নমো মুণ্ডার্কিমুণ্ডায় পশুনাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৪
 সলিলে তপ্যমানায় যোগৈশ্বর্যপ্রদায় চ ।
 নমঃ শাস্তায় দান্তায় প্রলয়োৎপত্তিকারিণে ॥ ১৫
 নমোহন্নগ্রহকর্ত্রে চ স্থিতিকর্ত্রে নমো নমঃ ।
 নমো রুদ্রায় বসব আদিত্যায়াশ্বিনে নমঃ ॥ ১৭
 নমঃ পিত্রেহথ সাঙ্খ্যায় বিশ্বদেবায় বৈ নমঃ ।
 নমঃ শর্কায় উগ্রায় শিবায় বরদায় চ ॥ ১৭
 নমো ভীমায় সেনাশ্চে পশুনাং পতয়ে নমঃ ।
 শুচয়ে বৈরিহানায় সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ ॥ ১৮
 মহাদেবায় চিত্রায় বিচিত্রায় চ বৈ নমঃ ।
 প্রধানায়া প্রমোহায় কার্যায় কারণায় চ ॥ ১৯

হলে

খট্ভাঙ্গহস্ত, 'ও প্রমথার্জিহর, তাঁহাকে
 আমাদের বারবার নমস্কার । যিনি যজ্ঞ-
 শিরোহস্তা, কৃষ্ণকেশাপহারী, ভগনেত্র-
 নিপাত, পুষার দম্ভহর, পিনাক, শূল, অসি,
 খড়্গ, ও মৃদারধারী, কালকাল, তৃতীয়নয়ন,
 অস্তকাস্তকুৎ, পর্বতবাসী, সুবর্ণরেতা,
 কুণ্ডলধারী, দৈত্যগণের যোগনাশন,
 যোগিগুরু ; শশাঙ্ক ও আদিত্যনেত্র, ললাট-
 নেত্র, গৃহস্থসাধু, আশানরত, আশানবরদ,
 দৈবতনাথ, ত্র্যম্বক, জটিল, ব্রহ্মচারী, মুণ্ডার্ক-
 মুণ্ড, পশুপতি, সলিলে তপ্যমান, যোগৈশ্বর্য-
 প্রদ, শাস্ত, দান্ত, রুদ্র, বসু, আদিত্য, পিতৃ,
 সাংখ্য, বিশ্বদেব, শর্ক, উগ্র, শিব, বরদ,
 ভীম, সেনানী, প্রধান, অপ্রমেয়, শুচি,
 বৈরিহান, সদ্যোজাত, কার্য, কারণ, মহাদেব,

পাশাং পুষ্কেষ্টপুষ্কেষ্টকরায চ ।
 নমঃ পুষ্কেষ্টসংযোগপ্রধানগুণকারিণে ॥ ২০
 প্রবর্তক্য প্রকৃতেঃ পুষ্কেষ্ট চ সর্বশঃ ।
 কৃতাকৃতস্য সংকর্ত্রে ফলসংযোগদায় চ ॥ ২১
 কালজ্ঞায় চ সর্বেষাং নমো নিয়মকারিণে ।
 নমো বৈষম্যকর্ত্রে চ গুণানাং বৃদ্ধিদায় চ ॥ ২২
 নমস্তে দেবদেবেশ নমস্তে ভূতভাবন ।
 শিব সৌম্যমুখো জ্যেষ্ঠঃ ভব সৌম্যো হি
 নঃ প্রভো ॥ ২৩

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং স ভগবান্ দেবো জগৎপতিক্রমাপতিঃ ।
 সূর্যমানঃ সুরৈঃ সর্বৈরমরানিদমব্রবাৎ ॥ ২৪
 ত্রীশঙ্কর উবাচ ।
 জ্যেষ্ঠঃ সুখশ্চ সৌম্যশ্চ দেবানামগ্নি ভোঃ সুরাঃ
 বরং বরয়ত ক্ষিপ্রং দাতাম্মি তমসংশয়ম্ ॥ ২৫
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ততস্তে প্রণতাঃ সর্বৈ সুরা উচুঃস্লোলচনম্ ॥
 দেবা উচুঃ ।
 তবৈব ভগবন্ হস্তে বর এষোহবতিষ্ঠতাম্ ।

চিত্র, বিচিত্র, পুরুষ, পুরুষেচ্ছাকর, পুরুষ-
 সংযোগ প্রধান গুণকর্তা, প্রকৃতির প্রবর্তক,
 কৃতাকৃতির সংকর্তা, ফলসংযোগদাতা,
 কালজ্ঞ, সর্বনিয়মকারী, বৈষম্যকর্তা, ও গুণ-
 বৃদ্ধিদাতা, তাঁহাকে আমরা বারম্বার নমস্কার
 করি। হে দেবেশ! হে ভূতভাবন! হে
 সৌম্যমুখ! হে প্রভো! আমাদের
 দৃষ্টিতে তুমি সৌম্যভাবে অবস্থান কর।
 ১—২৩। ব্রহ্মা কহিলেন, ভগবান্ জগৎ-
 পতি উমাপতি এইরূপে দেবগণকর্তৃক সূর্যমান
 হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে সুরগণ!
 দেবগণের দর্শনে সর্বদাই আমি সৌম্য ও
 সুখম্। তোমরা বর গ্রহণ কর; নিশ্চয়ই
 আমি তাহা দান করিব। ব্রহ্মা কহিলেন,—
 সুরগণ তখন প্রণত হইয়া ত্রিলোচনকে
 বলিলেন, হে ভগবান্! এই বর এক্ষণে
 আপনারই হস্তে থাকুক, আমাদের যখন

যদা কার্য্যং তদা নস্তং দাস্তসে বরমীপ্সিতম্ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এবমবস্থিতি তান্নস্কা বিম্ভজ্য চ সুরান্ হরঃ ।
 লোকাংশ্চ প্রমথৈঃ সার্কং বিবেশ ভবনং স্বকম্
 যন্ত হরোৎসবমদ্ভুতমেনঃ
 গায়তি দৈবতবিপ্রসমক্ষম্ ।
 সোহপ্রতিরূপগণেশসমানো
 দেহবিপর্যায়মেত্য সুখী স্তাত্য ॥ ২৯
 ব্রহ্মোবাচ ।

বিপ্রবর্য্যাঃ স্তবঃ হীমং শৃণুয়াহ্মা পঠেচ্চ যঃ ।
 স সর্বলোকগো দেবৈঃ পূজ্যতেহমরয়ার্জিব ॥
 ইতি ত্রীত্রাক্ষে মহাপুরাণে শিবস্ততিনিরূপণং
 নাম সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টাঙ্গত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

প্রবিষ্টে ভবনং দেবে স্থপবিষ্টে বরাসনে ।
 স বক্রো মন্থথঃ ক্রুরো দেবঃ বেঙ্কুমনা ভবৎ ॥

বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখনই আমরা
 ঐ ঈপ্সিত বর আপনার নিকট হইতে চাহিয়া
 লইব। ব্রহ্মা কহিলেন,—ভগবান্ হর
 তাঁহাদিগকে ‘এবমস্ত’ এই বলিয়া বিদায়
 দিলেন এবং প্রমথগণ সমভিব্যাহারে স্বীয়
 ভবনে প্রবেশ করিলেন। যে ব্যক্তি এই
 অপূর্ব হর-বিবাহোৎসব দেবগণ-সমক্ষে গান
 করে, সে দেহবিপর্য্যয়ে গণেশতুল্য হইয়া
 সুখী হয়। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ!
 যে জন এই স্তব শ্রবণ বা পাঠ করে, দেবগণ
 কর্তৃক অমরপতির স্তায় সর্বত্রই সে স্তত
 হইয়া থাকে। ২২—৩০।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭

অষ্টাঙ্গত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবদেব স্ব-ভবনে প্রবেশ-
 পূর্বক বরাসনে উপবিষ্ট হইলে, সেই ক্রুর-
 মনা মন্থথ তাঁহাকে গ্রহার করিতে মনস্থ

ভমনাচারসংযুক্তং হুয়াস্মানং কুলাধমম্ ।
 লোকান্ সৰ্বান পীড়য়ন্তঃ সৰ্বাঙ্গাবরণাঙ্ককম্ ॥২
 ঋষীণাং বিদ্বকৰ্ত্তারং নিয়মানাং ব্রতৈঃ সহ ।
 চক্রাহবয়স্য রূপেণ রত্যা সহ সমাগতম্ ॥ ৩
 অধাততায়িনং বিপ্রা বেঙ্কু কামং সুরেশ্বরঃ ।
 নয়নেন তৃতীয়েন সাবজ্ঞং সমবৈক্ষত ॥ ৪
 ততোহস্ত নেত্রজো বহ্নির্জালামালাসহস্রবান্ ।
 সহসা রতিভৰ্ত্তারমদহং সপরিচ্ছদম্ ॥ ৫
 স দহমানঃ করুণমার্জোহক্রোশত বিস্মরম্ ।
 প্রসাদয়ন্ত চ তং দেবং পপাত ধরণীতলে ॥ ৬
 অথ সোহগ্নিপরীতাক্ষো মন্থখে লোকতাপনঃ ।
 পপাত সহসা মুচ্ছাং ক্ষণেন সমপদ্যত ॥ ৭
 পত্নী তু করুণং তস্ত বিললাপ সূহৃৎখিতা ।
 দেবীং দেবঞ্চ দুঃখার্থা অযাচং করুণাবতী ॥৮
 তস্তাশ্চ করুণং জাহা দেবৌ তৌ করুণাশ্বকৌ
 াং সমালোক্য সমাশ্বাস্ত চ দুঃখিতাম্ ॥

করিল। ঐ মন্থখ হুয়াচার, হুয়াস্মা ও কুলাধম; সৰ্বলোককে পীড়ন করাই উহার স্বভাব; উহা ঋষিগণের ব্রত ও নিয়মের ঈর্ষাকর। মন্থখ তখন চক্রবাকদম্পতির রূপ ধরিয়া রতির সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হে বিপ্রগণ! সুরেশ্বর সেই আত-
 তায়ীকে প্রহার করিতে উদ্যত দেখিয়া অবজ্ঞার সহিত তৃতীয় নয়ন দ্বারা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর তাঁহার নেত্রজাত হুতাশন সহস্র সহস্র জালামালায় প্রদীপ্ত হইয়া সহসা সেই রতিপতিকে সপরি-
 ছদে ভস্মীভূত করিল। মদন তখন দহ-
 মান হইয়া করুণকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিল এবং দেবদেবকে প্রসাদিত করিতে করিতে ছুপৃষ্ঠে বিলুপ্তিত হইয়া পড়িল। অনন্তর সেই অগ্নিব্যাগুদেহ, লোকতাপন মন্থখ জ্বতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মুচ্ছিত হইল। মদনপত্নী রতি তখন অতি দুঃখে, বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং ভগবান ও ভগ-
 বতীর নিকট পতির প্রাণ ভিক্ষা করিলেন। তাঁহাকে দুঃখার্থ দেখিয়া দেব ও দেবী দয়া-

উমামহেশ্বরবুচতুঃ ।

দম্ এব এবং ভদ্রে নাস্তোৎপত্তিরিহেত্যেত ।
 অশরীরোহপি তে ভদ্রে কার্য্যং সৰ্গং করিষ্যতি
 যদা তু বিষ্ণুর্ভগবান্ বসুদেবসুতঃ শুভে ।
 তদা তস্ত সূতো যশ্চ পতিস্তে সন্তবিষ্যতি ॥১০
 ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ সা তু বরং লব্ধ্বা কামপত্নী শুভাননা ।
 জগামেষ্টং তদা দেশং প্রীতিযুক্তা গতক্রমা ॥১২
 দম্ভা কামং ততো বিপ্রাঃ স তু দেবো বৃষধ্বজঃ
 রেমে তজ্রোময়া সার্কং প্রহৃষ্টস্ত হিমাচলে ॥১৩
 কন্দরেষু চ রম্যেষু পদ্মিনীষু শুভাসু চ ।
 নিবাসেষু চ রম্যেষু কর্ণিকারবনেষু চ ॥ ১৪
 নদীতীরেষু কাশ্তেষু কিন্নরাচারিত্রেষু চ ।
 শৃঙ্গেষু শৈলরাজ্যে তড়াগেষু সরঃসু চ ॥ ১৫
 বনরাজিষু রম্যাসু নানাপক্ষিক্রতেষু চ ।
 তীর্থেষু পুণ্যতোয়েষু মুনীনামাশ্রমেষু চ ১৬
 এতেষু পুণ্যেষু মনোহরেষু
 দেশেষু বিত্যাধরভূষিতেষু ।

পরবশ হইয়া আশাসদানপূর্বক কহিলেন,—
 হে ভদ্রে! তোমার পতি দম্ভ হইয়া
 গিয়াছে। ইহার আর উৎপত্তির সম্ভাবনা
 নাই। কিন্তু শরীরবিহীন হইয়াও তোমার
 পতি সমস্ত কার্য্য করিবে। হে শুভে!
 যখন ভগবান্ বিষ্ণু বসুদেব-সুত হইয়া
 জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন তাঁহার পুত্র তোমার
 পতি হইবেন। ১—১০। ব্রহ্মা কহিলেন; অনন্তর
 শুভাননা কামপত্নী বর লাভ করিয়া মুদিত
 ও বিগতক্রম হইয়া অতীষ্ট দিকে প্রস্থান
 করিলেন। হে বিপ্রগণ! এদিকে বৃষধ্বজ
 কামকে দম্ভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে উমার সহিত
 হিমাচলে রমণ করিতে লাগিলেন। রম্য
 রম্য কন্দর, জলাশয়, শুভা, নির্বার, রমণীয়
 কর্ণিকার বন, কমণীয় নদীতীর, কিন্নরসেবিত
 রম্য দেশ, শৈলরাজ্যের শৃঙ্গসমূহ, তড়াগ,
 সরোবর সকল, রমণীয় বনরাজি, নানাপক্ষি-
 নাদিত পুণ্য জলময় তীর্থসকল ও পবিত্র
 মুনিজনাশ্রম, এই সকল পুণ্যময় মনোহর

বিস্ফট্য চ তদা মাত্ৰা গম্মা দেবমুবাচ হ ॥ ২৮
পার্কত্যাচ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ নেহ বৎস্লামি ভূধরে ।
অন্তঃ কুরু মমাবাসং ভুবনেষু মহাহ্মতে ॥ ২৯
দেব উবাচ ।

সদা হুমুচ্যমানা বৈ ময়া বাসার্থমীশ্বরি ।
অন্তঃ ন রোচিতিবতী বাসং বৈ দেবি কর্হিচিং
ইদানীং স্বয়মেব ত্বং বাসমন্ত্র্য শোভনে ।
কস্মান্মুগয়সে দেবি ক্রহি তন্মে শুচিস্মিতে ॥
দেব্যাচ ।

গৃহং গতান্মি দেবেশপিতুরদ্য মহান্ননঃ ।
দৃষ্ট্বা চ তত্র মে মাতা বিজনে লোকভাবনে ॥ ৩০
আসনাদিভিরভ্যর্চ্য সা মামেবমভাষত ।
উমে তব সদা ভর্তা দরিদ্রঃ ক্রীড়নৈঃ শুভো৩৩
ক্রীড়তে ন হি দেবানাং ক্রীড়া ভবতি তাদৃশী

কহিলে, সতী নীতিহৃষ্টমনে মহতী ক্ষমার
সহিত কোনই উত্তর করিলেন না; তিনি
মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্ব-ভবনে
গমনপূর্বক পতিদেবের সমীপে গিয়া সকল
কথা প্রকাশ করিলেন। পার্কতী কহিলেন,
হে ভগবন্ দেবদেব! আমি এ ভূধরে
আর বাস করিব না; হে মহাহ্মতে!
ভুবন মধ্যে আরও কত স্থান আছে, আমার
অমুরোধে আপনি তাহারই কোন এক স্থানে
গিয়া বাস করুন। দেবদেব বলিলেন, হে
ঈশ্বর! , অত্র্য বাস করিবার জন্ত আমি
তোমায় সর্বদাই বলিতাম; কিন্তু তোমার
তখন অমন্ত্র্য বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই।
এখন তুমি নিজেই আবার অত্র্য স্থানে
গিয়া বাস করিতে চাহিতেছ; বল দেবি!
কেন সহসা তোমার এরূপ ক্রটিপরিবর্তন
হইল? দেবী কহিলেন,—হে দেবেশ!
আমি অত্র্য মহাত্মা পিতার গৃহে গিয়াছিলাম।
মাতা আমাকে নির্জন স্থানে দেখিতে পাইয়া
আসনাদি-দ্বানে সমাদরপূর্বক কহিলেন, হে
শুভে! তোমার ভর্তা চির দরিদ্র হইয়াও
ক্রীড়া করেন, কিন্তু দেবসমাজের মধ্যে

যৎ কিল ত্বং মহাদেব গণৈশ্চ বিবিধৈস্তথা ॥
রমসে তদনিষ্টং হি মম মাতুর্বৃষধ্বজ ॥ ৩৪

ব্রহ্মোবাচ ।
ততো দেবঃ প্রহস্তাহ দেবীং হাসয়িতুং প্রভুঃ ॥
দেব উবাচ ।

এবমেব ন সন্দেহঃ কস্মান্মুখ্যরভূত্বব ।
কৃতিবাসা হবাসাশ্চ শ্মশাননিলয়শ্চ হ ॥ ৩৬
অনিকেতো হরণোষু পর্কতানাং গুহাসু চ ।
বিচরামি গণৈর্নৈর্বর্তোহন্তোজবিলোচনে ॥ ৩৭
মা ক্রোধো দেবি মাত্রে ত্বং তথ্যং মাতাবদন্তব ।
ন হি মাতৃসমো বন্ধুর্জন্তুনামস্তি ভূতলে ॥ ৩৮
দেব্যাচ ।

ন মেহস্তি বন্ধুভিঃ কিঞ্চিৎ কৃত্যং সুরবরেশ্বর ।
তথা কুরু মহাদেব যথাং সুখমাণুয়াম ॥ ৩৯
ব্রহ্মোবাচ ।

শ্রুত্বা স দেব্যা বচনং সুরেশ-
স্তস্তাঃ প্রিয়ার্থে স্বগিরিং বিহার ।

তাদৃশ ক্রীড়া কেহই করেন না। হে বৃষভ-
ধ্বজ! আপনি গণসমূহ দ্বায় যে ক্রীড়া
করিয়া থাকেন, আমার মাতার তাহা একা-
ন্তই অনভিপ্রেত। ব্রহ্মা কহিলেন, ভগ-
বান্ মহাদেব তখন হাস্য করিয়া দেবীকে
হাসাইবার নিমিত্ত বলিলেন, তোমার মাতা
যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, সন্দেহ নাই।
কিন্তু তোমার ইচ্ছাতে দৈন্ত বা ক্রোধ হয়
কেন? আমি ত চিরদিনই কৃতিবাস, দিগ্‌দ্বর
ও শ্মশানবাসী, আমার কোথাও গৃহ নাই।
আমি চিরকালই বনে বনে পর্কতের কন্দরে
কন্দরে উলঙ্গ ভূতগণ লইয়া বিচরণ করি।
অতএব হে নলিননেত্রে! তুমি মাতার উপর
ক্রোধ করিও না; তিনিও সত্য; কথাই
বলিয়াছেন। জানিবে—ভূতল মাতার সমান
বন্ধু নাই। দেবী কহিলেন, হে সুরবর-
পতে! আমার বন্ধুবান্ধবে প্রয়োজন নাই;
যাহাতে আমি সুখে বাস করিতে পারি,
হে মহাদেব! তাহাই আপনি করুন। ব্রহ্মা
কহিলেন, দেবীর কথা শুনিয়া মহাদেব তাহার

জগাম মেরুং সুরসিন্ধুসেবিতঃ

ভাৰ্যাসহায়ঃ স্বর্গশৈল্য যুক্তঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীভাষ্ক্রে উমা-মহেশ্বরয়োহিমবৎ-

পরিভ্রাত্যাগো নামাষ্টত্রিংশো-

ধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

উনচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

প্রাচেতসশ্চ দক্ষশ্চ কথং বৈবস্বতেহস্তরে ।

বিনাশমগমদ্ ব্রহ্মন হ্রয়মেধঃ প্রজাপতেঃ ॥ ১

দেব্যা মন্থকৃতং বুদ্ধা ক্রুদ্ধঃ সর্বাশ্বকঃ প্রভুঃ ।

কথং বিনাশিতো যজ্ঞো দক্ষশ্চামিততেজসঃ ॥ ২

মহাদেবেন রোষাঽদৈ তন্নঃ প্রক্ৰহি বিস্তরাৎ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বর্ণয়িষ্যামি বো বিপ্রা মহাদেবেন বৈ যথা ।

ক্রোধাদ্বিধ্বংসিতো যজ্ঞোদেব্যোঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া

পুরা মেরোর্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শৃঙ্গং ত্রৈলোক্যপূজিতম্

জ্যোতিঃস্থলং নাম চিত্রং সর্বরত্নবিভূষিতম্ ॥ ৪

প্রিয়কামনায় স্বীয় গিরি পরিভ্রাত্যাগপূর্বক প্রিয়া-

ও-প্রিয়পরিজন গণবৃন্দ সহ সুরসিন্ধু-সেবিত

সুমেরু শৈলে প্রস্থান করিলেন । ২১-৪০ ।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৮ ।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

ঋষিগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন! বৈবস্বত

মহন্তরে দক্ষপ্রজাপতির অহমেধ যজ্ঞ করুপে

বিধ্বস্ত হইয়াছিল? সর্বাশ্বা দেবদেব, দেবীর

দৈত্য ও ক্রোধের কারণ বুঝিতে পারিয়া

ক্রোধভরে করুপে অমিততেজা দক্ষের যজ্ঞ

ধ্বংস করিলেন? ভগবন! তাহা আমাদিগকে

বিস্তৃতরূপে বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন হে বিপ্র-

গণ! দেবীর প্রিয়ানুষ্ঠানের জন্ত মহাদেব

ক্রুদ্ধ হইয়া যে প্রকারে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া-

ছিলেন, তাহা বলিতেছি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ-

গণ! সুমেরুগিরির জ্যোতিঃস্থল নামে

অপ্রমেয়মনাধুষ্যঃ সর্বলোকনমস্কৃতম্ ।

তত্র দেবো গিরিতটে সর্বধাতুবিচিত্রিতে ॥ ৫

পর্যাক্ষ ইব বিস্তীর্ণ উপবিষ্টো বভূব হ ।

শৈলরাজসুতা চাস্ত্র নিত্যং পার্শ্বস্থিতাভবৎ ॥ ৬

আদিত্যাশ্চ মহাত্মানো বসবশ্চ মহোজসঃ ।

তথৈব চ মহাত্মানাবশ্বিনো ভিষজাং বরো ॥ ৭

তথা বৈশ্রবণো রাজা শুভ্রকৈঃ পরিবারিতঃ ।

যক্ষাণামীশ্বরঃ শ্রীমান্ কৈলাসনিলয়ঃ প্রভুঃ ॥ ৮

উপাসতে মহাত্মানমুশনা চ মহামুনিঃ ।

সনৎকুমারপ্রমুখাস্তথৈব পরমর্ষয়ঃ ॥ ৯

অঙ্গিরঃপ্রমুখাশ্চৈব তথা দেবর্ষয়োহপি চ ।

বিশ্বাবসুশ্চ গন্ধর্ব্বসুত্যা নারদপর্ব্বতো ॥ ১০

অপ্সরোগণসম্বাশ্চ সমাজগ্মুরনেকশঃ ।

ববৌ সুখশিবো বায়ুর্নানাগন্ধবহঃ শুচিঃ ॥ ১১

সর্ব্বর্ভুকুসুমোপেতঃ পুষ্পবন্তোহভবন জন্মাঃ ।

তথা বিদ্যাধরাঃ সাধ্যাঃ সিদ্ধাশ্চৈব তপোধনাঃ

মহাদেবঃ পশুপতিং পর্য্যুপাসত তত্র বৈ ।

ভূতানি চ তথাত্মানি নানারূপধরাণ্যথ ॥ ১৩

এক সর্ব্বরত্নমাণ্ডিত বিচিত্র শৃঙ্গ আছে। ঐ

শৃঙ্গ ত্রিলোকপূজ্য, অপ্রমেয়, অনাধুষ্য ও

সর্ব্বজনের নমস্কৃত। পুরাকালে দেবদেব

শঙ্কর ঐ সর্ব্বধাতুচিত্রিত পর্য্যাক্ষবৎ সুবিস্তীর্ণ

গিরিতটে একদা একাকী উপবিষ্ট আছেন।

নিয়তসম্মিহিতা গিরিনন্দিনীও তাঁহার

পার্শ্বভাগে অবস্থিত রহিয়াছেন। মহাত্মা

আদিত্যাগণ, মহোজা বসুগণ, ভিষগুর

অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এবং শুভ্রক-পরিবৃত যক্ষ-

পতি কৈলাসবাসী রাজা বৈশ্রবণ তাঁহা-

দিগকে উপাসনা করিতেছেন। এই সময়

মহামুনি উশনা, সনৎকুমারপ্রমুখ মহর্ষিগণ,

অঙ্গিরা প্রভৃতি দেবর্ষিগণ এবং গন্ধর্ব্ব, বিশ্বা-

বসু, নারদ, পর্ব্বত, ও অপ্সরোগণ, সেখানে

সমাগত হইলেন। নানাগন্ধবহ পবিত্র সুখ-

স্পর্শ শুভ বায়ু মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল।

জন্মরাজি সর্ব্ব ঋতুর কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত

হইয়া বিরাজ করিল। বিদ্যাধর, সিদ্ধ, সাধ্য,

তপোধন এবং নানারূপধারী অস্তান্ত ভূতগণ,

ব্রাহ্মসান্ধ মহারৌদ্রাঃ পিশাচাশ্চ মহাবলাঃ ।
 বহুরূপধরা ধৃষ্টা নানাগ্রহরণায়ুধাঃ ॥ ১৪
 দেবানুচরাস্তত্র তস্থর্কৈশানরোপমাঃ ।
 নন্দীশ্বরশ্চ ভগবান্ দেবশ্চানুমতে স্থিতঃ ॥ ১৫
 প্রগৃহ্য জলিতং শূলং দীপ্যমানং স্ততেজসা ।
 গঙ্গা চ সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্বতীর্গজলোদ্ভবা ॥ ১৬
 পর্যুপাসক্ত তং দেবং রূপিণী দ্বিজসন্তমাঃ ।
 এবং স ভগবান্ স্তত্র পূজ্যমানঃ সুরযিভিঃ ॥ ১৭
 দেবৈশ্চ সুমহাতীগৈশ্চানুদেবো ব্যতিষ্ঠত ।
 কশ্চচিৎকালস্ত দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥ ১৮
 পূর্বোক্তেন বিধানেন যজ্ঞমাণোহভ্যপদ্যত ।
 ততস্তস্মৈ মধ্বে দেবাঃ সর্বে শক্রপুরোগমাঃ ॥ ১৯
 স্বর্গস্থানাদধাগম্য দক্ষমাপেদিরে তথা ।
 তে বিমানৈর্মহাআনো জলন্তি জলনপ্রভাঃ ॥ ২০
 দেবশ্চানুমতেহগচ্ছন্ গঙ্গাদ্বারমিতি ঋতিঃ ।
 গঙ্গক্সাপসরসাকীর্ণং নানাক্রমলতাবৃতম্ ॥ ২১
 ঋষিদিগ্ধৈঃ পরিবৃতং দক্ষং ধর্মভূতাং বরম্ ।
 পৃথিব্যামস্ত রিক্ষে চ যে চ স্বলোকবাসিনঃ ॥ ২২

মহারৌদ্র ব্রাহ্মসগণ, মহাবল পিশাচগণ, নানাগ্রহরণধারী নানাকার বৈশ্বানরপ্রতিম দেবানুচরগণ, প্রজ্জলিত শূলধারী মহাদেবের আজ্ঞানুবর্তী ভগবান্ নন্দীশ্বর ও সর্বতীর্থ-জলময়ী মূর্তিমতী সরিদরা গঙ্গা, ইত্যাদি সকলেই পশুপতি মহাদেবের উপাসনা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে ভগবান্ দেবদেব সুরযি ও দেবগণ কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া অবস্থান করিতে ছিলেন। এই কালে দক্ষ প্রজাপতি পূর্বোক্ত বিধানে যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইত্যাদি সমস্ত দেবতারা স্বর্গ স্থান হইতে আগমনপূর্বক দক্ষালয়ে উপস্থিত হইলেন। অনিবার্য, সেই সকল জনোপম মহাআগণ বিমানসমূহে আরোহণ করিয়া নানা ক্রম-লতাকীর্ণ, গুহ্বর ও অপ্সরোধিষ্ঠিত গঙ্গা-দ্বারে আগমন করেন। ধার্মিকশ্রেষ্ঠ দক্ষ তখন ঋষি ও সিদ্ধগণে পরিবৃত হইলেন।

সর্বে প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা উপতস্থুঃ প্রজাপতিম্ ।
 আদিত্য্য বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাঃ সর্বে মরুদগণাঃ
 বিষ্ণুনা সহিতাঃ সর্ব আগতা যজ্ঞভাগিনাঃ ।
 উষ্মপা ধুমপাশ্চৈব আজ্যপাঃ সোমপাস্তথা ॥ ২৪
 অশ্বিনৌ মরুতশ্চৈব নানাদেবগণৈঃ সহ ।
 এতে চান্তে চ বহবো ভূতগ্রামান্তথৈব চ ॥ ২৫
 জরায়ুজাণ্ডজাশ্চৈব তথৈব য়েদজোদ্ভিদাঃ ।
 আগতাঃ সত্রিণঃ সর্বে দেবাঃ স্ত্রীভাঃ সহযিভিঃ
 বিরাজন্তে বিমানস্থা দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ ।
 তান্ দৃষ্ট্বা মন্থানাবিপ্তো দধীচিক্সাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৭
 দধীচিক্সবাচ ।
 অপূজ্যপূজনে চৈব পূজ্যানাং চাপ্যপূজনে ।
 নরঃ পাপমবাণোতি মহদৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এবমুক্ত্বা তু বিপ্রযিঃ পুনর্দক্ষমভাবত ॥ ২৯
 দধীচিক্সবাচ ।
 পূজ্যঞ্চ পশুভর্তারং কস্মান্মার্চয়সে প্রভুম্ ॥ ৩০

ভূতলে, আকাশে ও স্বর্গলোকে যে সকল লোক বাস করেন, তাঁহারা সকলেই প্রাঞ্জলি হইয়া দক্ষ প্রজাপতির উপাসনা করিতে লাগিলেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য ও মরুৎ প্রভৃতি যে সকল যজ্ঞভাগী দেবগণ, তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুর সহিত আগমন করিলেন। উষ্মপা, ধুমপা, আজ্যপা সোমপা, আশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদগণ, এবং জরায়ুজ, অণ্ডজ, য়েদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি অন্যান্য বহু ভূতগ্রাম দেবগণ সহ সমাগত হইলেন। যজ্ঞকর্তা ঋষিগণ এবং সত্বীক বহুদেবতা আসিলেন; তাঁহারা বিমানস্থ হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নির তায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই সমাগত যজ্ঞদর্শকদিগকে দেখিয়া দধীচি মুনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,— অপূজ্যের পূজা এবং পূজ্য জনের পূজা না করিলে লোকে মহাপাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ১-২৮ ব্রহ্মা কহিলেন, বিপ্রর্ষি এই কথা কহিয়া পুনরায় দক্ষকে বলিলেন,— পশুপতি সর্বপূজ্য; তাঁহার পূজা করিতেছ

দক্ষ উবাচ ।

সন্তি মে বহুবো রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দিনাঃ ।
একাদশস্থানগতা নান্দ্র্যং বিদ্যো মহেশ্বরম্ ॥ ৩১

দধীচিক্রবাচ ।

সর্বেষামেকমম্মোহয়ং মমেশো ন নিমজ্জিতঃ ।
যথাহং শঙ্করাদৃষ্টং নান্দ্র্যং পশ্যামি দৈবতম্ ।
তথা দক্ষস্ত বিপুলো যজ্ঞোহয়ং ন ভবিষ্যতি ॥

দক্ষ উবাচ ।

বিকোশ্চ ভাগা বিবিধাঃ প্রদত্তা-
স্তথা চ রুদ্রেভ্য উত প্রদত্তাঃ ।
অশ্বেহপি দেবা নিজভাগযুক্তা
দদামি ভাগং ন তু শঙ্করায় ॥ ৩৩

ব্রহ্মোবাচ ।

গতাশ্চ দেবতা জাহ্নবা শৈলরাজসুতা তদা ।
উবাচ বচনং শরীং দেবং পশুপতিং পতিম্ ॥ ৩৪

উমোবাচ ।

ভগবন্ কুত্র যান্ত্যেতে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ
ক্রহি তবেন তত্ত্বজ্ঞ সংশয়ো মে মহানয়ম্ ॥ ৩৫

না কেন? দক্ষ কহিল, আমার এখানে বহু রুদ্র আছেন, তাঁহারাও সকলেই শূল ও কপর্দী, তাঁহাদের সংখ্যা একাদশ, তাঁহা-
দিগকেই জানি, তন্নিব মহেশ্বরকে আমি জানি না। দধীচি কহিলেন, সকলেরই পরমারাধ্য মদীয় ঈশ্বর শঙ্কর নিমজ্জিত হন নাই, আমি যদি শঙ্কর ভিন্ন অন্য দেবতাকে না জানিয়া থাকি তাহা হইলে আমার সেই সত্যবলে দক্ষের এই বিপুল যজ্ঞ স্থায়ী হইবে না। দক্ষ কহিলেন, বিষ্ণুর বিবিধ ভাগ প্রদত্ত হইয়াছে এবং রুদ্রদিগকে যজ্ঞ-
ভাগ দান করিয়াছি, অত্যাশ্চ দেবগণও স্ব স্ব ভাগ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শঙ্করকে আমি তদীয় ভাগ দান করিব না। ব্রহ্মা কহিলেন,—এদিকে পিতৃযজ্ঞে সকল দেবতাই গিয়াছেন, শৈলসুতা এ কথা জানিতে পারিয়া স্বীয় পতি পশুপতিকে বলিলেন, ভগবন্! এই ইন্দ্রাদি সুরগণ কোথায় যাইতেছেন। হে তত্ত্বজ্ঞ! আপনি তাহা যথাযথ বলুন, আমার

মহেশ্বর উবাচ ।

দক্ষো নাম মহাভাগো প্রজানাং পতিকৃত্তমঃ ।
হয়মেধেন যজ্ঞতে তত্র যান্তি দিবৌকসঃ ॥ ৩৬

দেবুবাচ ।

যজ্ঞমেতং মহাভাগ কিমর্থং নানুগচ্ছসি ।
কেন বা প্রতিষেধেন গমনং তে ন বিদ্যতে ॥

মহেশ্বর উবাচ ।

সুরৈরেব মহাভাগে সর্বমেতদনুষ্ঠিতম্ ।
যজ্ঞেষু মম সর্বেষু ন ভাগ উপকল্পিতঃ ॥ ৩৮
পূর্বাগতেন গন্তব্যং মার্গেণ বরবর্গিনি ।
ন মে সুরাঃ প্রযচ্ছন্তি ভাগং যজ্ঞস্ত ধর্মতঃ ॥ ৩৯

উমোবাচ ।

ভগবন্ সর্বদেবেষু প্রভাবাত্যধিকো গুণৈঃ ।
অজেষ্টাচাপ্যধ্বশ্চ তেজসা যশসা জিয়া ॥ ৪০
অনেন তু মহাভাগ প্রতিষেধেন ভাগতঃ ।
অতীব হুঃখমাপন্না বেপথুশ্চ মহানয়ম্ ॥ ৪১
কিং নাম দানং নিয়মং তপো বা
কুর্ধ্যামহং যেন পতির্মমাতা ।

এ বিষয়ে মহাসংশয় উপস্থিত। মহেশ্বর কহিলেন, হে মহাভাগে! প্রজাপতি দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। দেবগণ সেই যজ্ঞক্ষেত্রে যাইতেছেন। দেবী কহিলেন, হে মহাভাগ! এ যজ্ঞে আপনি যাইতেছেন না কেন? আপনার গমনে কোন্ বিষয় উপস্থিত? মহেশ্বর কহিলেন, সুরগণ সকলে মিলিয়াই এই সকল অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সম্বন্ধেই আমরা ভাগ কল্পনা রহিত হইয়াছি। হে বরবর্গিনি! পূর্বাগত পথেই আমাকে চলিতে হইবে। সুরগণ আমার যজ্ঞভাগ দান করিবেন না। উমা কহিলেন, ভগবন্! গুণে এবং প্রভাবে সর্বদেব মধ্যে আপনিই প্রধান। তেজ, যশ ও জী দ্বারা সকলেরই আশ্রয়, অজেষ্ট এবং অধ্বা। হে মহাভাগ! আপনাকে এই যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত। আমি অতি হুঃখ প্রাপ্ত হইলাম এবং আমার দেহে মহাকম্প উপস্থিত হইল। আমি এমন কি দান, নিয়ম বা তপস্বী করিব

লভেত ভাগং ভগবানচিন্ত্য

যজ্ঞস্ত চেত্নাত্মমরৈবিত্তম্ ॥ ৪২

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং ক্রবাণাং ভগবান্ বিচিন্ত্য

পত্নীঃ প্রহৃষ্টঃ স্মৃতিতামুবাচ ।

মহেশ্বর উবাচ ।

ন বেৎসি মাং দেবি কৃশোদরাস্মি

কিং নাম যুক্তং বচনং তবেদম্ ॥ ৪৩

অহং বিজ্ঞানামি বিশালনেত্রে

ধ্যানেন সর্কে চ বিদস্টি সন্তঃ ।

মমাত্ম মোহেন সহেন্দ্রদেবা

লোকত্রয়ং সর্কমথো বিনষ্টম্ ॥ ৪৪

মামক্ষরেশং নিতরাং শ্ববন্তি

রথন্তরং সাম গায়ন্তি মহম্ ।

মাং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মমর্জ্যজন্তি

মমাক্ষর্যাবুঃ কল্পয়ন্তে চ ভাগম্ ॥ ৪৫

দেবুবাচ ।

বিকথসে প্রাকৃতবৎ শর্ক স্ত্রীজনসংসদি ।

স্তৌষি গর্কায়সে চাপি স্মাত্মানং ন সংশয়ঃ ॥

হা হাতে আমার অচিন্ত্যমূর্তি ভগবান্ ভূতপতি
ইন্দ্রাদি দেবগণসহ যজ্ঞভাগ লাভ করিতে
পারেন। ব্রহ্মা কহিলেন, পত্নী এইরূপ
কহিয়া স্মৃতিত-হৃদয়ে অবস্থান করিলে ভগ-
বান্ হর কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, অগি
দেবি, কৃশোদরি! তুমি আমার তব জ্ঞান
না। তোমার এরূপ কথা বলা কি যুক্তিযুক্ত
হইল? হে বিশালনয়নে! আমি বিলক্ষণ
জানি, ইন্দ্রাদি দেবগণসহ সমস্ত সাধু পুরু-
ষেরাই ধ্যান দ্বারা মদীয় তব বিদিত হইয়া
ধাকেন। আমার কোপে সমস্ত ত্রিলোকই
বিনষ্ট হয়। ব্রাহ্মণগণ আমাকেই যজ্ঞেশ্বররূপে
স্তুত করেন। আমারই উদ্দেশে রথন্তর সাম
গীত হয় এবং অধ্বর্যুগণ ব্রহ্মমর্জ্যে আমার
অর্চনা করেন ও আমার জন্ত যজ্ঞভাগ
কল্পনা করিয়া ধাকেন। দেবী কহিলেন,—
হে শর্ক! তুমি স্ত্রী-সমাজে প্রাকৃত জনের
কার্য আশ্রয় করিতেছ এবং নিজেই

ভগবান্ মুবাচ ।

নাত্মানং স্তৌমি দেবেশি যথা ভূমহুগচ্ছসি ।

সংশ্রক্যামি বরারোহে ভাগার্ণে বরবর্ণিনি ॥ ৪৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তা ভগবান্ পত্নীযুগাং প্রাণৈরপি প্রিয়াম্ ।

সোহস্বজন্তগবান্ ক্রোদ্ধুতং ক্রোধাগ্নিসম্ভবম্ ॥

তমুবাচ মথং গচ্ছ দক্ষস্ত স্বং মহেশ্বর ।

নাশয়াণ্ড ক্রতুং তস্য দক্ষস্তা মদনুজয়া ॥ ৪৯

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো রুদ্রপ্রযুক্তেন সিংহবেষণে লীলয়া ।

দেব্যা মনু্যকৃতং জাহ্না হতো দক্ষস্ত স ক্রতুঃ ॥

মনু্যনা চ মহাভীমা ভদ্রকালী মহেশ্বরী ।

আত্মনঃ কর্মসাক্ষিহে তেন সাদ্ধিং সহানুগা ॥ ৫১

স এষ ভগবান্ ক্রোধঃ প্রেতাভাসকৃতালয়ঃ ।

বীরভদ্রেতি বিখ্যাতো দেব্যা মনু্যপ্রমার্জকঃ

সোহস্বজদ্রোমকূপেভ্য আত্মনৈব গণেশ্বরান্ ।

রুদ্রানুগানগণানরোদ্রানরুদ্বীৰ্য্যপরাক্রমান ॥

রুদ্রস্তানুচরাঃ সর্কে সর্কে রুদ্রপরাক্রমাঃ ।

নিজকে স্তুত কবিতেন, ও গর্ক করিতেছ।

২৯-৪৬। ভগবান্ কহিলেন, হে দেবেশি! আমি

আত্ম-স্তুতি করিতেছি না, হে বরারোহে!

তুমি দেখ, এখনি আমি মদীয় ভাগ রক্ষার্থ

এক প্রাণী সৃষ্টি করিতেছি। ব্রহ্মা কহিলেন,

—ভগবান্ মহেশ্বর প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে এই

কথা কহিয়া বক্র হইতে স্বীয় ক্রোধাগ্নি-সমুত

এক ভূত সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাকে বলি-

লেন,—তুমি আমার আজ্ঞায় দক্ষযজ্ঞে যাও,

যাইয়া সহর সেই যজ্ঞ ধ্বংস কর। ব্রহ্মা

কহিলেন, অনন্তর রুদ্রপ্রযুক্ত সিংহবেশধারী

সেই ভূত গমনোদ্যত হইলে, মনে হইল—

দক্ষের যজ্ঞ যেন তখন বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

মহাভীমা মহেশ্বরী ভদ্রকালী স্বীয় কর্মসাক্ষি-

রূপে তাহার সহচারিণী হইলেন। সেই

শাশানবাস-নিরত মূর্তমান ভগবান্ ক্রোধ

বীরভদ্র আখ্যায় অভিহিত হইলেন। বীর-

ভদ্র, নিজেই নিজের রোমকূপ হইতে বহু

সংখ্যক রুদ্রানুচর রুদ্র প্রকৃতি রুদ্রবীৰ্য্যশালী

তে নিপেতুস্ততঃ শতশোহং সহস্রশঃ ॥৬৪
ততঃ কিলকিলাশব্দ আকাশঃ পুরয়ন্নিব ।
সমভূৎ সুমহান্ বিপ্রাঃ সর্বরুদ্রগণৈঃ কৃতঃ ॥
তেন শকেন মহতা ত্রস্তাঃ সর্বে দিবৌকসঃ ।
পৰ্বতাশ্চ বাশীৰ্য্যন্ত চকম্পে চ বনুন্ধরা ॥৬৫
যকৃতশ্চ ববুঃ কুরাশ্চ ক্ষুভে বরুণালয়ঃ ।
অগ্নয়ো বৈ ন দীপ্যন্তে ন চাদীপ্যত ভাস্করঃ ॥
গ্রহা নৈব প্রকাশন্তে নক্ষত্রাণি ন তারকাঃ ।
ঋষয়ো ন প্রভাসন্তে ন দেবা ন চ দানবাঃ ॥৬৬
এবং হি তিমিরীভূতে নির্দহন্তি গণেশ্বরঃ ।
প্রভঙ্কন্ত্যপরে যুপান্ ষোড়শুপাটয়ন্তি চ ॥৬৭
প্রণদন্তি তথা চান্তে বিকূৰ্বন্তি তথা পরে ।
হরিতং বৈ প্রধাবন্তি বায়ুবেগা মনোজবাঃ ॥৬৮
চূর্ণ্যন্তে যজ্ঞপাত্রাণি যজ্ঞস্থায়তনানি চ ।

গণেশ্বরকে সৃষ্টি করিলেন। ঐ গণেশ্বরগণ
সকলেই রুদ্রাচর, এবং সকলেই রুদ্রতুল্য
পরাক্রম-সম্পন্ন। তাহারা শত শত সহস্র
সহস্র সংখ্যায় কিলকিলা শব্দে আকাশদেশ
পূর্ণ করিয়া অতি সত্বর ধাবিত হইল। সমগ্র
রুদ্রগণের তখন এক ভীষণ অভিমান
ঘটিল। তাঁহাদিগের ভয়ঙ্কর শব্দে সমস্ত
স্বর্গবাসী বিত্রস্ত হইলেন। শৈলকুল, বিশীর্ণ
হইল। বনুন্ধরা, কাঁপিতে লাগিল। বায়ু,
কুরভাবে বহিতে লাগিল। অম্বুরাশি ক্ষুদ্র
হইয়া উঠিল। অগ্নিগণ, দীপ্তিহীন হইল।
ভাস্করের প্রভা পরিম্লান হইয়া পড়িল। গ্রহ,
নক্ষত্র কিম্বা তারকাপুঞ্জ ইহাদের কেহই
তখন প্রকাশিত হইল না এবং ঋষি, দেব বা
দানব সকলেই নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন।
এইরূপে সর্বত্র নিবিড় তিমিরে পরিবৃত্ত
হইলে, গণেশ্বরগণ যথেষ্ট অত্যাচার আরম্ভ
করিল। তাহারা যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া
যজ্ঞীয় যুপ সকল উৎপাটিত করিয়া ফেলিল।
একদল সিংহনাদ করিতে লাগিল। অপর
দল, ভীষণ অঙ্গভঙ্গী করিয়া বায়ুবেগে
প্রধাবিত হইল। তাহারা যজ্ঞপাত্র সকল
চূর্ণ করিল। যজ্ঞায়তন সকল ভাঙ্গিয়া

শীর্ণমাগান্তদৃশ্যন্ত। তারা ইব নভস্তলাং ॥ ৬১
দিব্যারপানভক্ষ্যাণাং রাশয়ঃ পৰ্বতোপমাঃ ।
ক্ষীরনদ্যন্তথা চান্তা যুতপায়সকর্দমাঃ ॥ ৬২
মধুমণ্ডোদকা দিব্যাঃ খণ্ডশর্করবালুকাঃ ।
বড় রসান্নিবহন্ত্যন্তা শুভকুল্যা মনোরমাঃ ॥৬৩
উচ্চাবচানি মাংসানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ ।
যানি কানি চ দিব্যানি লেহচোষ্যাণি যানি চ
ভুঞ্জন্তি বিবিধৈর্ধ্বৈক্রেবিলুপ্তান্তি ক্ষিপন্তি চ ।
রুদ্রকোপা মহাকোপাঃ কালাগ্নিসদৃশোপমাঃ ॥
ভক্ষয়ন্তোহথ শৈলাভা ভীষয়ন্তশ্চ সর্বতঃ ।
ক্রীড়ন্তি বিবিধাকারশিচ্ক্ষিপুঃ সুরযোষিতঃ ॥
এবং গণাশ্চ তৈরুজ্জো বীরভজ্রঃ প্রতাপবান্ ।
রুদ্রকোপপ্রযুক্তশ্চ সর্বদেবৈঃ সুরক্ষিতম্ ॥ ৬৭
তং যজ্ঞমদহচ্ছীঘ্রং ভদ্রকাল্যাঃ সমীপতঃ ।
চক্ররন্তে তথা নাদান্ সর্বভূতভয়ঙ্করান্ ॥৬৮

ফেলিল। পৰ্বতোপম দিব্য অন্ন, পান ও
ভক্ষ্যরাশি, কত ক্ষীরনদী, কত যুত পায়-
সের পঙ্করাশি, কত মধুমণ্ডোদক, কত খণ্ড
শর্করচূর্ণ, কত মনোহর শুভকুল্যা, কত বড়-
রসবাহিনী নদী, কত উচ্চাবচ মাংসকূপ,
কত দিব্য দিব্য চর্মা, চোষ্য, লেহ, পেয়,
বিবিধ ভক্ষ্য সামগ্রী, সে যজ্ঞে সংগৃহীত
ছিল, ঐ রুদ্রাচর গণেশ্বরগণ, তৎসমস্তই
ভক্ষণ করিল, অপবিত্র করিল এবং ইতঃ-
স্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিল। সেই রুদ্রকোপ-
জাত গণগণ মহাকোপশালী ও কালাগ্নির
স্তায় দেদীপ্যমান। তাহাদের মধ্যে কেহ
কেহ ভয়ঙ্কর শৈলাকর, কেহ কেহ ভক্ষণপটু,
এবং কেহ কেহ ভয়প্রদ। কেহ কেহ খাইতে
লাগিল; কেহ কেহ সকলকে ভয় দেখাইতে
লাগিল; কেহ কেহ বিবিধ ক্রীড়া করিতে
লাগিল এবং কেহ কেহ সুরমূল্যদিগকে
ধরিয়া ধরিয়া নানাধিকৈ নিক্ষেপ করিতে
লাগিল। ৪৭-৬৮ রুদ্রকোপ-প্রেরিত প্রতাপবান
বীরভজ্র, এইরূপে সেই সকল দুর্ভয় রুদ্রাচ-
রে পরিবৃত্ত হইয়া সর্বদেব-সুরক্ষিত সেই
দক্ষযজ্ঞ ভদ্রকালীর সাক্ষাতেই দহ করিয়া

হিহা শিরোহস্তে যজ্ঞস্ত ব্যানদন্ত ভয়ঙ্করম্ ।
ততঃ শক্রাদয়ো দেবা দক্ষশ্চৈব প্রজাপতিঃ ।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূহা কথ্যতাং কো ভবানিতি
বীরভদ্র উবাচ ।

নাহং দেবো ন দৈত্যো বা ন চ ভোক্তুমিহাগতঃ
নৈব জুহুং দেবেশো ন চ কোতুহলাবিতঃ ॥
দক্ষযজ্ঞবিনাশার্থং সম্প্রাপ্তোহহং সুরোত্তমাঃ ।
বীরভদ্রেতি বিখ্যাতো রুদ্রকোপাদবিনিঃসৃতঃ
ভদ্রকালী চ বিখ্যাতা দেব্যাঃ ক্রোধাদিনির্গতা
প্রেরিতা দেবদেবেন যজ্ঞান্তিকমুপাগতা ॥ ৭২
শরণং গচ্ছ রাজেন্দ্র দেবদেবমুপাতিম্ ।
বরং ক্রোধোহপি দেবশ্চ ন বরঃ পরিচারকৈঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

নিখাতোংপাটিতৈর্ঘূপৈরপবিক্লেস্ততস্ততঃ ।

কেলিলেন : রুদ্রানুচরণ সর্বভূতভয়ঙ্কর
সিংহনাদ করিয়া উঠিল । দক্ষের মুণ্ড ছিন্ন
হইল । রুদ্রানুচরেরা জয়োল্লাসে গভীর
গর্জন করিয়া উঠিল । অনন্তর শক্রাদি
দেবগণ এবং স্বয়ং দক্ষ প্রজাপতি মস্তকে
অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক বীরভদ্রকে বলিলেন,
'বলুন—আপনি কে?' বীরভদ্র বলিলেন,—
আমি দেব নহি, দৈত্য নহি, বা কোন কিছু
ভোগ করিতেও এখানে আসি নাই; আমার
কিছুই দ্রষ্টব্য নাই, আমি দেবেন্দ্র নহি,
কিহা কোন কোতুহল বশতঃ আমি এখানে
আগমন করি নাই; দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করাই
আমার উদ্দেশ্য, এবং সেই জন্তই এখানে
আমি উপস্থিত হইয়াছি । হে সুরশ্রেষ্ঠগণ!
আমার নাম বীরভদ্র; রুদ্রকোপ হইতে
আমার জন্ম, আর ইনি দেবীর ক্রোধ হইতে
নির্গত—ভদ্রকালী নামে বিখ্যাত । এই
ভদ্রকালী দেবদেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া
এক্ষণে এই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত । অতএব
হে রাজেন্দ্র! তুমি সমস্ত দেবদেব উমা-
পতির শরণাপন্ন হও । কেন না, উমাপতির
ক্রোধও বরং ভাল; পরন্তু তদীয় অনুচর-
গণের অনুগ্রহও ইষ্ট নহে । ৬৭—৭৩ । ব্রহ্মা

উৎপত্তিঃ পতন্তি চ গৃধৈরামিষগৃধুভিঃ ॥ ৭৪
পক্ষবাতবিনিধুতৈঃ শিবাকৃতবিনাদিতৈঃ ।
স তস্ম যজ্ঞো নৃপতেবাধ্যমানস্তদা গণৈঃ ॥ ৭৫
আস্থায় যুগরূপং বৈ যমেবাভাপতন্তদা ।
তন্তু যজ্ঞং তথারূপং গচ্ছন্তমুপলভ্য সঃ ॥ ৭৬
ধনুর্দাদায় বাণঞ্চ তদর্থমগমৎ প্রভুঃ ।
ততস্তস্ম গণেশশ্চ ক্রোধাদমিততেজসঃ ॥ ৭৭
ললাটায় প্রস্থতো ঘোরঃ শ্বেদবিন্দুর্বভূব হ ।
তস্মিন্ পতিতমাত্রো চ শ্বেদবিন্দো তদা ভুবি ॥
প্রাহুর্ভূতো মহানগ্নিজলংকালানলোপমঃ ।
তত্রোদপদ্যত তদা পুরুষো দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৭৯
ব্রহ্মোহতিমাত্রো রক্তাক্ষো হরিশ্চাম্রবিভীষণঃ
উর্দ্ধকেশোহতিরোমাক্ষঃ শোণকর্ণস্তথৈব চ ॥
করালকৃষ্ণবর্ণশ্চ রক্তবাসাস্তথৈব চ ।

কহিলেন,—দক্ষের যজ্ঞ তখন একেবারেই
বিধ্বস্ত হইল । যজ্ঞীয় যুগ সকল উৎপাটিত ও
ভগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল । আমিষ-
লোলুপ গৃধগণ, চতুর্দিকে উৎপতিত ও
পতিত হইতে লাগিল । শিবাগণ নানাস্থানে
অশিব রব করিতে লাগিল । দক্ষ প্রজা-
পতির যজ্ঞ এইরূপেই প্রথমগণ কর্তৃক
তৎকালে বিধ্বস্ত হইল । তখন যজ্ঞ
যুগরূপ ধরিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিলে
গণেশ্বর, তাহা বুঝিতে পারিয়া ধনুর্বাণ
ধারণপূর্বক তাহাকে অবরুদ্ধ করিতে উদ্যত
হইলেন । তখন অমিততেজা গণপতির
ক্রোধ বশতঃ ললাট হইতে এক শ্বেদবিন্দু
পতিত হইল । সেই শ্বেদবিন্দু ভূপৃষ্ঠে
পতিত হইবামাত্র প্রজ্বলিত কালানলনিভ
মহান অগ্নি প্রাহুর্ভূত হইল । হে দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠগণ! সেই অগ্নিমধ্য হইতে তখন এক
পুরুষ উৎপন্ন হইলেন । তাঁহার আকৃতি
অতিশয় ক্রুদ্ধ; অক্ষি রক্তবর্ণ, শাশুরাশি
হরিদাভ, কেশপাশ উর্দ্ধদিকে প্রসারিত,
এবং তিনি দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর ।
সেই পুরুষের সর্বাঙ্গ রোমরাজিতে পরি-
ব্যাপ্ত, কর্ণদ্বয় রক্তবর্ণ, গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণ,

উঃ যজ্ঞঃ স মহাসঙ্কোহংহৎ কক্ষমিবানলঃ ॥৮১
দেবাস্ত প্রজ্ঞতাঃ সর্বে গতা ভীতা দিশো দশ
তেন তস্মিন্ বিচরতা বিক্রমেণ তদা তু বৈ ॥
পৃথিবী ব্যচলৎ সর্বা সপ্তদ্বীপা সমস্ততঃ ।
মহাভূতে প্রযুক্তে তু দেবানাং ভয়ঙ্করে ॥ ৮৩
তদা চাহং মহাদেবমব্রবং প্রতিপূজয়ন্ ।
ভবতেহপি সুরাঃ সর্বে ভাগঃ দাস্ত্যন্তি বৈ

প্রভো ॥ ৮৪

ক্রিয়তাঃ প্রতিসংহারঃ সর্বদেবেশ্বর তুয়া ।
ইমাশ্চ দেবতাঃ সর্বা ঋষয়শ্চ সহস্রশঃ ॥ ৮৫
তব ক্রোধায়মহাদেব ন শাস্তিমুপলভিরে ।
বর্শৈশ্ব পুরুষো জাতঃ শ্বেদজন্তে সুরবর্ভ ॥৮৬
জরো নার্মৈষ ধর্ম্যজ্ঞ লোকেষু প্রচরিস্যতি ।
একীভূতস্ত ন হস্ত ধারণে তেজসঃ প্রভো ॥৮৭
সমর্থা সকলা পৃথ্বী বহুধা সৃজ্যতাময়ম্ ।
ইত্যুক্তঃ স ময়া দেবো ভাগে চাপি প্রকল্পিতে

এবং পরিধানে রক্ত বসন। সেই মহাসঙ্ক-
শালী পুরুষ, অগ্নির স্তায় ঐ পলায়মান
যজ্ঞকে দক্ষ করিলেন। তখন দেবগণ ভীত
হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।
সেই পুরুষ সেইখানে বিক্রমের সহিত
বিচরণ করিতে থাকিলে সপ্তদ্বীপবতী
পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। দেব-
লোকের ভয়াবহ মহাভূতসকল চতুর্দিকে
ছুটাছুটি করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন
আমি মহাদেবকে পূজা করিয়া বলিলাম,—
প্রভো! সমস্ত দেবই আপনাকে যজ্ঞভাগ
দান করিবেন। হে দেব দেবপতে!
আপনি ক্রোধ প্রত্যাহার করুন। এই
সকল দেব ও সহস্র সহস্র ঋষি আপনার
ক্রোধবশতঃ শাস্তিলাভ করিতে পারিতে-
ছেন না। হে সুরবর! এই যে পুরুষ
ভবদীয় শ্বেদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে,
ইহা জর নামে লোকসমাজে প্রচলিত
হইবে। আপনার এই তেজ-অংশ একী-
ভূত থাকিলে সকল পৃথ্বী একত্র হইলেও
উহা ধারণ করিতে সক্ষম হইবে না; অতএব

ভগবান্ মাং তথেষ্ট্যাহ দেবদেবঃ পিনাকধৃক্ ।
পরাক্ষ প্রীতিমগমৎ স ঋষক পিনাকধৃক্ ॥ ৮২
দক্ষোহপি মনসা দেবঃ ভবঃ শরণমবগমৎ ॥
প্রাণাপাণৌ সমাক্ষ্য চক্ষুঃস্থানে প্রযত্নতঃ ॥ ৯০
বিধার্য্য সর্বতো দৃষ্টিং বহুদৃষ্টির্মিত্রজিৎ ॥
স্মিতঃ কৃষ্ণাববীদ্যাক্যঃ ক্রহি কিং করবাণি তে
শ্রাবিতে চ মহাখ্যানে দেবানাং পিতৃভিঃ সহ ।
তমুবাচাঞ্জলিঃ কৃষ্ণা দক্ষো দেবঃ প্রজাপতিঃ ॥
ভীতঃ শঙ্কিতচিত্তস্ত সবাঙ্গদনেক্ষণঃ ॥ ৯২
দক্ষ উবাচ ।

যদি প্রসন্নো ভগবান্ যদি বাহং তব প্রিয়ঃ ।
যদি চাহমমুগ্রাহো যদি দেয়ো বরো মম ॥ ৯৩
যন্তক্ষ্যং ভঙ্কিতং পীতং ত্রাসিতং যচ্চ নাশিতম্
চূর্ণীকৃতাপবিক্ষকং যজ্ঞসম্ভারমীদৃশম্ ॥ ৯৪
দীর্ঘকালেন মহতা প্রযত্নেন চ সঙ্কিতম্ ।
ন চ মিথ্যা ভবেন্মহং ত্বৎপ্রসাদায়হেশ্বর ॥ ৯৫

উহাকে বহুধা বিভক্ত করুন। আমি এই
কথা कहিলে, দেবদেব পিনাকপাণি তখন
পরম প্রীত হইয়া আমার কথায় সম্মত হই-
লেন। সেই ক্রোধজ জর বহু ভাগে বিভক্ত
হইল। দেবদেবের যজ্ঞভাগও নির্দ্বারিত
হইল। দক্ষ মনে মনে প্রাণাপান বায়ু সকল
নিরোধ করিয়া ভগবান্ ভবের শরণাপন্ন
হইলেন। ৭৮—৯০। শত্রুজিৎ ভব সর্বতঃ
দৃষ্টিপাতপূর্বক সহস্রমুখে বলিলেন, বল,
তোমার কি কার্য্য করিব? দক্ষ প্রজাপতি
তখন অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক ভীত-ভীত-ভাবে
সবাঙ্গনেত্রে कहিলেন, হে ভগবন্! আপনি
যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আমি যদি আপ-
নার অমুগ্রহের যোগ্য পাত্র হই, তাহা
হইলে, এই যজ্ঞোপলক্ষে আমি যে দীর্ঘ-
কাল ধরিয়া অতি যত্নে রাশি রাশি অন্ন-
পানাদি ও বিবিধ ভক্ষ্য, ভোগ্য, জব্য-
সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলাম, যাহা আপনার
অমুচরেরা চূর্ণ করিয়াছে, কেলিয়া দিয়াছে,
ভক্ষণ করিয়াছে, পান করিয়াছে ও নষ্ট
করিয়াছে, তাহা যেন আমার ভবৎপ্রসাদে

ব্রহ্মোবাচ ।

তথাস্থিত্যাহ ভগবান্ ভগনেত্রহরো হরঃ ।
ধৰ্ম্মাধ্যক্ষঃ মহাদেবঃ ত্র্যম্বকঃ প্রজাপতিঃ ॥১৬
জাহ্নুভ্যামবনীঃ গাহ্না দক্ষো লক্ষ্মা ভবান্বরম্ ।
নায়াঃ চাষ্টসহস্রৈশ্চ তবান্ বুধভধ্বজম্ ॥ ১৭

ইতি ত্রীত্রাঙ্কে দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসনঃ নামৈ-
কোনচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং দৃষ্ট্বা তদা দক্ষঃ শস্ত্রোবোধ্যং দ্বিজোত্তমঃ
প্রাজ্ঞলিঃ প্রণতো ভূত্বা সংস্তোতুমুপচক্রে ॥১
দক্ষ উবাচ ।

নমস্তে দেবদেবেশ নমস্তেহক্ষকসুদন ।
দেবেন্দ্রে ত্বং বলশ্রেষ্ঠ দেবদানবপূজিত ॥ ১
সহস্রাঙ্ক বিরূপাঙ্ক ত্র্যঙ্ক যক্ষাধিপপ্রিয় ।
সর্বতঃপানিপাদস্তং সর্বতোহক্ষিশিরোমুখঃ ॥
সর্বতঃ ক্রতিমাল্লোকৈক সর্বমাবৃত্তা তিষ্ঠসি ।
শঙ্কুকর্ণো মহাকর্ণঃ কুন্তুকর্ণোহণবালয়ঃ ॥ ৪

ব্যর্থ হয় না । ব্রহ্মা কহিলেন, ভগনেত্রহর হর
তখন দক্ষের কথায় 'তথাস্থ' বলিলেন । দক্ষ
প্রজাপতি বর প্রাপ্ত হইয়া তৎকালে সেই
ত্র্যম্বক ধৰ্ম্মাধ্যক্ষ, মহাদেব বুধধ্বজকে
ভূতলে নতজাহ্নু হইয়া অষ্টোত্তর সহস্র
নামোচ্চারণে স্তব করিতে লাগিলেন ॥১-১৭॥
উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দক্ষ
প্রজাপতি শঙ্কুর ঈদৃশ বীৰ্য্য অবলোকন-
পূর্বক প্রাজ্ঞলি ও প্রণত হইয়া তাঁহাকে স্তব
করিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন, হে
সহস্রাঙ্ক, বিরূপাঙ্ক, ত্র্যঙ্ক, যক্ষাধিপপ্রিয়!
তোমার সর্বদিকে পানিপাদ, সর্বদিকে
অক্ষি, মস্তক, মুখ, এবং সর্বদিকেই তুমি
ক্রতিমান । এ জগতে তুমি সৰ্ব্ব ব্যাপিয়া

গজেন্দ্রকর্ণো গোকর্ণঃ শতকর্ণো নমোহস্ত তে
শতোদরঃ শতাবর্ভঃ শতজিহ্বাঃ সনাতনঃ ॥ ৫
গায়ন্তি ত্বাং গায়ত্রিণো অর্চ্যন্ত্যর্কমর্কিণঃ ।
দেবদানবগোপ্তা চ ব্রহ্মা চ ত্বং শতক্রতুঃ ॥ ৬
মূর্তিমাংস্ত্বং মহামূর্তিঃ সমুদ্ভঃ সরসাং নিধিঃ ।
ত্বয়ি সৰ্ব্বা দেবতা হি গাবো গোষ্ঠে ইবাসতে ॥
হন্তঃ শরীরে পশ্যামি সোমময়িজলেশ্বরম্ ।
আদিত্যমথ বিষ্ণুঞ্চ ব্রহ্মাণং সবৃহস্পতিম্ ॥ ৮
ক্রিয়া করণকার্য্যে চ কর্তা কারণমেব চ ।
অসচ্চ সদসচ্চৈব তথৈব প্রভাবাব্যয়ো ॥ ৯
নমো ভবায় শর্কায় ক্রদায় বরদায় চ ।
পশূনাং পতয়ে চৈব নমোহস্তক্ষকঘাতিনে ॥ ১০
ত্রিজটায় ত্রিশীর্ষায় ত্রিশূলবরধারিণে ।
ত্র্যম্বকায় ত্রিনেত্রায় ত্রিপূরুষায় বৈ নমঃ ॥ ১১
নমস্চণ্ডায় মুণ্ডায় বিষচণ্ডধরায় চ ।
দণ্ডিনে শঙ্কুকর্ণায় দণ্ডিদণ্ডায় বৈ নমঃ ॥ ১২
নমোহর্কদণ্ডিকেশায় শুক্লায় বিরূতায় চ ।
বিলোহিতায় ধূম্রায় নীলগ্রীবায় বৈ নমঃ ॥ ১৩
বিরাজমান । তুমি শঙ্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, কুন্তু-
কর্ণ, অণবালয়, গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ, শতকর্ণ,
তোমায় নমস্কার । তুমি শতোদর, শতা-
বর্ভ, শতজিহ্বা ও সনাতন । বেদগাতৃগণ
তোমারই গান করেন, স্থযোপাসকগণ
তোমাকেই অর্চনা করিয়া থাকেন । তুমি
দেব-দানবগণের রক্ষক, তুমি ব্রহ্মা ; তুমি
শতক্রতু । তুমি মূর্তিমান, মহামূর্তি ও জল-
নিধি । গোগণ যেমন গোষ্ঠে বাস করে,
তেমনি তোমাতেই সর্বদেব অধিষ্ঠিত ।
সোম, অগ্নি, বরুণ, আদিত্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা,
বৃহস্পতি, ক্রিয়া, করণ, কার্য্য, কর্তা, কারণ,
অসৎ, সৎ, সদসৎ, প্রভব ও অব্যয়, সকলই
আপনার দেহে অবলোকন করিতেছি । তুমি
ভব, শর্ক, ক্রদ, বরদ, পুণ্ডপতি, অন্ধকনাশন,
ত্রিজট, ত্রিশীর্ষ, ত্রিশূলী, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র,
ত্রিপূরুষ, তোমায় আমি বারবার নমস্কার
করি । ১—১১ । তুমি চণ্ড, মুণ্ড, বিষচণ্ডধর,
দণ্ডী, শঙ্কুকর্ণ, দণ্ডিদণ্ড, অর্কদণ্ডিকেশ, শুক্ল,
বিরূত, বিলোহিত, ধূম্র, নীলগ্রীব, অশ্রুতি-

নমোহৃষপ্রতিরূপায় বিরূপায় শিবায চ ।
 সূর্যায় সূর্য্যপত্যে সূর্য্যধ্বজপতাকিনে ॥ ১৪
 নমঃ প্রমথনাশায় বুধস্বকায় বৈ নমঃ ।
 নমো হিরণ্যগর্ভায় হিরণ্যকবচায় চ ॥ ১৫
 হিরণ্যকুতচূড়ায় হিরণ্যপত্যে নমঃ ।
 শক্রঘাতায় চণ্ডায় পর্ণসজ্জশয়ায চ ॥ ১৬
 নম তয়ায স্তত্যে সূর্যমানায় বৈ নমঃ ।
 সর্বায সর্বভক্ষায় সর্বভূতান্তরাহনে ॥ ১৭
 নমো হোমায় মত্নায় শুক্রধ্বজপতাকিনে ।
 নমোহনম্যায় নম্যায় নমঃ কিলকিলায় চ ॥ ১৮
 নমস্তাং শয়মানায় শয়িতায়োথিতায় চ ।
 স্থিতায় ধাবমানায় কুজায় কুটিলায় চ ॥ ১৯
 নমো নর্ভনশীলায মুখবাদিত্রকারিণে ।
 বাধাপহায় লুঙ্কায় গীতবাদিত্রকারিণে ॥ ২০
 নমো জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় বলপ্রমথনায় চ ।
 উগ্রায় চ নমো নিত্যঃ নমস্চ দশবাহবে ॥ ২১
 নমঃ কপালহস্তায় দিত্তভস্মপ্রিয়ায চ ।
 বিভীষণায় ভীমায় ভীষ্মব্রতধরায় চ ॥ ২২
 নানাবিকৃতবস্ত্রায় খড়্গাজিহ্বোদর্শক্বেপে ।
 পক্ষমাসলবার্দ্ধায় তুষ্ণীবীণাপ্রিয়ায চ ॥ ২৩
 অঘোরঘোররূপায় ঘোরাঘোরতরায় চ ।
 নমঃ শিবায শাস্ত্রায় নমঃ শাস্ত্রতমায় চ ॥ ২৪

রূপ, বিরূপ, শিব, সূর্য্য, সূর্য্যপতি, সূর্য্য-
 ধ্বজপতাকী, প্রমথনাশন, বুধস্বক, হিরণ্যগর্ভ,
 হিরণ্যকবচ, হিরণ্যকুত-চূড়, হিরণ্যপতি,
 শক্রঘাত, চণ্ড, পর্ণসজ্জশয়, স্তত্য, স্ততি, সূর্য-
 মান, সর্ব, সর্বভক্ষ, সর্বভূতান্তরাহ্না, হোম,
 মত্ন, শুক্র ধ্বজপতাকী, অনম্য, নম্য ও কিল-
 কিলা, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি ।
 তুমি শয়মান, শয়িত, উথিত, স্থিত, ধাব-
 মান, কুজ, কুটিল, নর্ভনশীল, মুখবাগ্গকারী,
 বাধাপহ, লুঙ্ক, গীতবাগ্গকারী, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ,
 বলপ্রমথন, উগ্র ও দশবাহ, তোমাকে বার-
 বার নমস্কার । তুমি কপালহস্ত, শুভ্রভস্ম-
 প্রিয়, বিভীষণ, ভীম, ভীষ্ম, ব্রতধর, নানা
 বিকৃতবস্ত্র, খড়্গাজিহ্বা, উগ্রদন্তী, পক্ষ, মাস,
 লব, তুষ্ণীবীণাপ্রিয়, অঘোর, ঘোররূপ,

নমো বুঙ্কায় শুঙ্কায় সংবিভাগপ্রিয়ায চ ।
 পবনায় পতঙ্গায় নমঃ সাংখ্যপরায চ ॥ ২৫
 নমস্চট্টৈকঘণ্টায় ঘণ্টাজল্লায় ঘণ্টিনে ।
 সহস্রশতঘণ্টায় ঘণ্টামালাপ্রিয়ায চ ॥ ২৬
 প্রাণদণ্ডায় নিত্যায় নমস্তে লোহিতায় চ ॥
 হুঙ্কারায় কুড্রায় ভগাকারপ্রিয়ায চ ॥ ২৭
 নমোহপারবতে নিত্যঃ গিরিবৃক্ষপ্রিয়ায চ ।
 নমো যজ্ঞাধিপত্যে ভূতায় প্রস্তুতায় চ ॥ ২৮
 যজ্ঞবাহায় দাস্তায় তপ্যায় চ ভগায় চ ।
 নমস্তট্টায় তট্টায় তটিনীপত্যে নমঃ ॥ ২৯
 অন্নদায়ান্নপত্যে নমস্তন্নভুজায় চ ।
 নমঃ সহস্রশীর্ষায় সহস্রচরণায় চ ॥ ৩০
 সহস্রোদ্ধতশূলায সহস্রনয়নায় চ ।
 নমো বালার্কবর্ণায় বালরূপধরায় চ ॥ ৩১
 নমো বালার্করূপায় কালক্রীড়নকায চ ।
 নমঃ শুঙ্কায় বুঙ্কায় ক্ষোভণায় ক্ষুয়ায চ ॥ ৩২
 তরঙ্গাক্তিকেশায় মুক্তকেশায় বৈ নমঃ ।
 নমঃ ঘটকর্ষ্মনিষ্ঠায় ত্রিকর্ষ্মনিয়তায় চ ॥ ৩৩
 বর্ণাশ্রমাণাং বিধিবৎ পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তিনে ।
 নমঃ শ্রেষ্ঠায় জ্যেষ্ঠায় নমঃ কলকলায চ ॥ ৩৪
 খেতপিঙ্গলনেত্রায় কুব্জরক্তেক্ষণায় চ ।
 ধর্ম্মকামার্ঘ্যমোক্ষায় ক্রথায় ক্রথনায় চ ॥ ৩৫

ঘোরাঘোরতর, শিব, শাস্ত্র, শাস্ত্রতম, বুঙ্ক,
 শুঙ্ক, সংবিভাগপ্রিয়, পবন, পতঙ্গ, সাংখ্যপয়,
 চট্টৈকঘণ্ট, ঘণ্টাজল্ল, ঘণ্টী, সহস্রশতঘণ্ট,
 ঘণ্টামালাপ্রিয়, বাণদণ্ড, নিত্য, লোহিত,
 হুঙ্কার, কুড্র, ভগাকারপ্রিয়, অপারবান,
 গিরিবৃক্ষপ্রিয়, যজ্ঞাধিপতি, ভূত, প্রস্তুত,
 যজ্ঞবাদ, দাস্ত, তপ্য, ভগ, তট, তট্টা,
 তটিনীপতি, অন্নদ, অন্নপতি, অন্নভুজ, সহস্র-
 শীর্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রোদ্ধতশূল, সহস্রনয়ন,
 বালার্কবর্ণ, বালরূপধর, বালার্করূপ, বালক্রীড়-
 নক, শুঙ্ক, বুঙ্ক, ক্ষোভণ, ক্ষয়, তরঙ্গাক্তিক-
 কেশ, মুক্তকেশ, ঘটকর্ষ্মনিষ্ঠ, ত্রিকর্ষ্মনিয়ত,
 বর্ণাশ্রমসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক,
 শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, কলকল, খেতপিঙ্গলনেত্র, কুব্জ-
 রক্তেক্ষণ, ধর্ম্ম, কাম, অর্ঘ্য ও মোক্ষ, ক্রথ,

সাম্যায় সাম্যমুখ্যায় যোগাধিপত্যে নমঃ ।
 নমো রথ্যাধিরথ্যায় চতুপ্পথপথায় চ ॥ ৩৬
 কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়ায় ব্যালয়জোপবীতিনে ।
 ঈশান ক্রদ্রসজ্জাত হরিকেশ নমোহস্ত তে ॥ ৩৭
 ত্র্যম্বকান্বিকানাথ ব্যক্তাব্যক্ত নমোহস্ত তে ।
 কাল কামদ কাময় হৃষ্টোদ্বৃষ্টনিষূদন ॥ ৩৮
 সৰ্ব্বগর্হিত সৰ্ব্বস্র সদ্যোজাত নমোহস্ত তে ।
 উন্মাদনশতাবর্ত গজাতোয়ার্দ্ধ কৃজ ॥ ৩৯
 চন্দ্রার্কসংযুগাবর্ত মেঘাবর্ত নমোহস্ত তে ।
 নমোহস্তানকর্ত্রে চ অন্নদপ্রভবে নমঃ ॥ ৪০
 অন্নভোক্ত্রে চ গোপ্ত্রে চ তুম্বেব প্রলয়ানল ।
 জরায়ুজ্ঞাণ্ডজাষ্টেচব স্বেদজোন্তিজ্জ এব চ ॥ ৪১
 তুম্বেব দেবদেবেশ ভূতগ্রামশ্চতুর্বিধঃ ।
 চরাচরশ্চ স্রষ্টা ত্বং প্রতিহর্তা তুম্বেব চ ॥ ৪২
 তুম্বেব ব্রহ্মা বিশেষ অগ্নি ব্রহ্ম বদন্তি তে ।
 সৰ্ব্বস্তু পরমায়োনিঃ সুধাংশো জ্যোতিষাং ॥
 নিধিঃ ॥ ৪৩

ঋকসামানি তথোক্তারমাহস্তাং ব্রহ্মবাদিনঃ ।
 হায়ি হায়ি হরে হায়ি হবাহাবেতি বাসকৃৎ ॥
 গায়ন্তি ত্বাং সুরশ্রেষ্ঠাঃ সামগা ব্রহ্মবাদিনঃ ।

ক্রথন, সাংখ্য, সাংখ্যমুখ্য, যোগাধিপতি,
 রথ্য, অধিরথ্য চতুপ্পথ, পথ, কৃষ্ণাজিনো-
 ত্তরীয়, ব্যালয়জোপবীতী, ঈশান, ক্রদ্র,
 সজ্জাত, হরিকেশ, ত্র্যম্বক, অম্বিকানাথ,
 ব্যক্ত, অব্যক্ত, কাল, কামদ, কাময়, হৃষ্ট-
 নিষূদন, সৰ্ব, সৰ্ব্বগর্হিতস্র, ও সদ্যোজাত,
 তোমায় বারবার নমস্কার করি। তুমি
 উপা, শতাবর্ত, গজাজলে আর্দ্ধমূর্দ্ধজ,
 চন্দ্রার্কসংযুগাবর্ত, মেঘাবর্ত, অন্নদানকর্তা,
 অন্নদানপ্রভু, অন্নভোক্তা, গোপ্তা, প্রলয়া-
 নল, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, ও উন্তিজ্জ,
 তোমায় অশেষরূপে নমস্কার করি। হে
 দেবদেবেশ! তুমিই চতুর্বিধ ভূতগ্রাম,
 চরাচরের স্রষ্টা ও প্রতিহর্তা। তুমিই ব্রহ্মা,
 বিশেষ, ব্রহ্ম, সকলের পরমায়োনি, সুধাংশ
 ও জ্যোতির্নিধি। ব্রহ্মবাদিগণ তোমাকেই ঋক
 সাং ও ওক্তারনামে অভিহিত করেন, সুর-

যজুর্ময় ঋক্ময়শ্চ সামাথর্কমুত্তমত্বা ॥ ৪৫
 পঠ্যসে ব্রহ্মবিত্তিস্ত্বং কল্লোপনিষদাং গঠৈঃ ।
 ব্রাহ্মণাঃ কল্লিয়া বৈশ্ণাঃ শূদ্রা বর্ণাশ্রমাশ্চ যে ॥
 ত্বমেবোশ্রমসজ্জাশ্চ বিদ্যুৎস্তনিতমেব চ ।
 সংবৎসরস্বয়তবো মাসা মাসার্কমেব চ ॥ ৪৭
 কলা কাষ্ঠা নিমেষাশ্চ নক্ষত্রাণি যুগানি চ ।
 বুধাণাং ককুদং ত্বং হি গিরীনাং শিখরাণি চ ॥
 সিংহো যুগাণাং পত্যয়ন্তক্ষকানন্তভোগিনাম্ ।
 ক্ষীরোদো হু দধীনাক্ষ মন্ত্রাণাং প্রণবস্তথা ॥ ৪৮
 বজ্রং প্রহরণানাক্ষ ব্রতানাং সত্যমেব চ ।
 ত্বমেবেচ্ছা চ দ্বেষশ্চ রাগো মোহঃ শমঃ ক্ষমা
 ব্যবসায়ো ধৃতির্লোভঃ কামক্ৰোধৌ জয়াজয়ো
 ত্বং গদী ত্বং শরী চাপী খট্টাঙ্গী মুদগরী তথা
 ছেত্তা ভেত্তা প্রহর্তা চ নেতা মন্তাসি নো মতঃ
 দশলক্ষসংযুক্তো ধর্মোহর্থঃ কাম এব চ ॥ ৫২
 ইন্দুঃ সমুদ্রঃ সরিতঃ পশ্বলানি সরাসি চ ।
 লতাবল্যন্তুর্গৌষধ্যঃ পশাণো যুগপাক্ষণঃ ॥ ৫৩

শ্রেষ্ঠগণ ও সামগায়ী ব্রহ্মবেদিগণ হায়ি, হায়ি,
 হরে হায়ি, হব, হাব, ইত্যাদি মন্ত্রে তোমা-
 রই নাম বারবার গান করিয়া থাকেন। তুমি
 কল্প ও উপনিষৎ তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞগণ কর্তৃক
 যজুর্ময়, ঋক্ময়, সাম ও অথর্কময় নামে
 কীর্তিত। ব্রাহ্মণ, কল্লিয়া, বৈশ্ণা ও শূদ্র
 চারি আশ্রমের তুমিই আশ্রমী। তুমি
 বিদ্যুৎ, তুমি স্তনিত, এবং তুমিই সৎসর।
 ঋতু, মাস, মাসার্ক, কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ,
 নক্ষত্র, ও যুগ তুমিই। তুমিই বুধসমূহের
 ককুদ, গিরিগণের শিখর, যুগবৃন্দের সিংহ,
 তক্ষক, ও অনন্ত প্রভূতি ভোগীদেগের পতি,
 উদধিসমূহের ক্ষীরোদ, মন্ত্রগণের প্রণব। ২২
 —৪৮। তুমি প্রহরণসমূহের বজ্র ও ব্রত-
 নিচয়ের মধ্যে সত্য। ইচ্ছা, দ্বেষ, রাগ,
 মোহ, শম, ক্ষমা, ব্যবসায়, ধৃতি, লোভ, কাম,
 ক্রোধ, জয় ও অজয় এ সকল তুমিই এবং
 তুমিই গদী, শরী, চাপী, খট্টাঙ্গী, মুদগরী,
 ছেত্তা, ভেত্তা, প্রহর্তা, নেতা ও মন্তা। তুমি
 দশ লক্ষাবিত ধর্ম, অর্থ ও কাম এবং তুমিই

দ্রব্যকর্মণ্যায়ত্ত্বঃ কালপুষ্পকলপ্রদঃ ।

আদিশাস্ত্রমধ্যম্য গায়ত্র্যোক্তায় এব চ ॥৫৪

হরিতো লোহিতঃ কৃষ্ণো নীলঃ পীতস্তম্ভকরণঃ ।

কঙ্কশ্চ কপিলো বক্রঃ কপোতো মৎস্তকস্তথা

সুবর্ণরেতা বিখ্যাতঃ সুবর্ণশ্যাপ্যথো মতঃ ।

সুবর্ণনামা চ তথা সুবর্ণপ্রিয় এব চ ॥ ৫৬

হুমিল্পশ্চ যমশ্চৈব বরুণো ধনদোহননঃ ।

উৎফুল্লশ্চিত্রভানুশ্চ স্বর্ভানুভানুরেব চ ॥ ৫৭

হোত্রঃ হোতা চ হোম্যঞ্চ হতর্কৈব তথা প্রভুঃ

ত্রিসৌপর্ণস্তথা ব্রহ্মণ্য যজুষাঃ শতরুদ্রিয়ম্ ॥ ৫৭

পবিত্রঞ্চ পবিত্রাণাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ।

প্রাণশ্চ হং রজশ্চ হং তমঃ সর্বযুতস্তথা ॥ ৫৯

প্রাণোহপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ ।

উন্মেষশ্চ নিমেষশ্চ ক্ষুর্ভূজুস্তা তথৈব চ ॥ ৬০

লোহিতাঙ্গশ্চ দংশ্ট্রী চ মহাবক্রো মহোদরঃ ।

শুচিরোমা হরিশ্চক্ষুর্দ্ব্যকেশশ্চলাচলঃ ॥ ৬১

গীতবাদিত্রনৃত্যাস্তে গীতবাদনকপ্রিয়ঃ ।

মৎস্তো জালো জলোহজযো জলব্যালঃ

কুটীচরঃ ॥ ৬২

ইন্দ্র, সমুদ্র, সরিৎ, পদ্মল, সরোবর, লতা-
বল্লী, তৃণ, ওষধি, পশু, মৃগ, পক্ষী এবং
দ্রব্য কর্ম ও গুণের আরম্ভ, এবং কালানু-
সারে কলপুষ্পপ্রদ। ভূমি আদি, অস্ত, মধ্য গায়ত্রী, ওঙ্কার, হরিত, লোহিত, কৃষ্ণ, নীল, পীত, অরুণ, কঙ্ক, কপিল, বক্র, কপোত, মৎস্তক, সুবর্ণরেতা, সুবর্ণ, সুবর্ণনামা, সুবর্ণপ্রিয়, ইন্দ্র, যম, বরুণ, ধনদ, অনল, উৎফুল্ল, চিত্রভানু, স্বর্ভানু, ভানু, হোত্র, হোতা, হোম্য, হত, প্রভু, ত্রিসৌপর্ণ, যজুর্বেদের শতরুদ্রিয়, এবং পবিত্রসমূহের পবিত্র ও মঙ্গলনিবহের মঙ্গল। ভূমি প্রাণ, রজ, তম ও সর্বযুত, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, উন্মেষ, নিমেষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও জুস্তা। ভূমি লোহিতাঙ্গ, দংশ্ট্রী, মহাবক্র, মহোদর, শুচিরোমা, হরিশ্চক্ষু, উর্দ্ধ কেশ, চলাচল, গীত-বাদিত্র-নর্তনাদি, গীতবাদনক-প্রিয়, মৎস্ত, জাল, জল, অজয, জলব্যাল,

বিকালশ্চ সুকালশ্চ হৃকালঃ কালনাশনঃ ।

মৃত্যুশ্চৈবাক্ষয়োহস্তশ্চ ক্ষমামায়াকরোৎকরঃ ॥

সদ্বর্তো বর্তকশ্চৈব সদ্বর্তকবলাহকো ।

ঘণ্টাকৌ ঘণ্টকৌ ঘণ্টী চূড়ালো লবণোদধিঃ ॥৬৪

ব্রহ্মা কালাগ্নিবক্রশ্চ দণ্ডী মুণ্ডসিদ্ধগুধুক্ ।

চতুর্গুগশ্চতুর্বেদশ্চতুর্হোত্রশ্চতুস্পথঃ ॥ ৬৫

চাতুরাশ্রম্যনেতা চ চাতুর্ক্ষণ্যকরণশ্চ হ ।

ক্ষরাক্ষরঃ প্রিয়ো ধূর্তো গণৈর্গণ্যো গণাধিপঃ ॥

রক্তমালাদ্বয়ধরো গিরীশো গিরিপ্রিয়ঃ ।

শিল্লীশঃ শিল্লিনঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্কশিল্লিপ্রবর্তকঃ ॥৬৭

ভগনেত্রাস্তকশ্চণ্ডঃ পুষ্পো দন্তবিনাশনঃ ।

স্বাহা স্বধা বযট্কারো নমস্কার নমোহস্ত তে ॥

গূঢ়ব্রতশ্চ গূঢ়শ্চ গূঢ়ব্রতনিষেবিতঃ ।

তরণস্তারণশ্চৈব সর্কভূতেষু তারণঃ ॥ ৬৮

ধাতা বিধাতা সন্ধাতা নিধাতা ধারণো ধরঃ ।

তপো ব্রহ্ম চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যং তথার্জবম্ ।

ভূতান্না ভূতকৃন্ততো ভূতভব্যভবোত্তবঃ ।

ভূর্ভুবঃ স্বরিতশ্চৈব ভূতো হুগ্নিমর্মহেশ্বরঃ ॥ ৩১

ব্রহ্মাবর্তঃ সুরাবর্তঃ কামাবর্ত নমোহস্ত তে ।

কামবিন্দবিনিহস্তা কর্ণিকারস্রজপ্রিয়ঃ ॥ ৩১

কুটীচর, বিকাল, সুকাল, হৃকাল, কালনাশন, মৃত্যু, অক্ষয়, অস্ত, ক্ষমাকর, মায়াকর, সদ্বর্ত, বর্তক, সদ্বর্তক, বলাহক, ঘণ্টাকৌ, ঘণ্টকৌ, ঘণ্টী, চূড়াল, লবণোদধি, ব্রহ্মা, কালাগ্নিবক্র, মৃণ্ড, ত্রিদিগুধুক্, চতুর্গুগ, চতুর্বেদ, চতুর্হোত্র, চতুস্পথ, চতুরাশ্রমের নেতা, চতুর্ক্ষণ্যকর, ক্ষর, অক্ষর, প্রিয়, ধূর্ত, গণ, গণ্য, গণাধিপ, রক্তমালাদ্বয়ধর, গিরীশ, গিরিজাপ্রিয়, শিল্লীশ, শিল্লিশ্রেষ্ঠ, সর্কশিল্লি-প্রবর্তক, ভগনেত্রাস্তক, চণ্ড, পুষ্পার দন্তবিনা-শন, স্বাহা, স্বধা, বযট্কার, নমস্কার, গূঢ়ব্রত, গূঢ়, গূঢ়ব্রতনিষেবিত, তরণ, তারণ। ৪২-৬৮। ভূমি ধাতা, বিধাতা, সংধাতা, নিধাতা, ধারণ, ধর, তপস্তা, ব্রহ্ম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, অকৌটিল্য, ভূতান্না, ভূতকৃৎ, ভূত, ভব্য, ভব, উত্তব, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, স্বরিত, ভূত, অগ্নি, মহেশ্বর, ব্রহ্মাবর্ত, সুরাবর্ত, কামাবর্ত, কামবিন্দ-বিনিহস্তা, কর্ণি-

গোনেতা গোপ্রচারশ্চ গৌরুবেশ্বরবাহনঃ ।

ত্রৈলোক্যাগোপ্তা গোবিন্দো গোপ্তা গোবর্গ

এব চ ॥ ৭৩

অখণ্ডচন্দ্রাভিমুখঃ সূর্যুখো তুর্মুখোহমুখঃ ।

চতুর্মুখো বহুমুখো রণেঘতিমুখঃ সদা ॥ ৭৪

হিরণ্যগর্ভঃ শকুনির্ধনদোহর্যপতিবিরাহি ।

অধর্মহা মহাদক্ষো দণ্ডধারো রণপ্রিয়ঃ ॥ ৭৫

তিষ্ঠন্ স্থিরশ্চ স্থাপুশ্চ নিকম্পশ্চ সুনিশ্চলঃ ।

তুর্ম্মারণো হবিষহো দুঃসহো তুরতিক্রমঃ ॥ ৭৬

তুর্ম্মরো তুর্ম্মশো নিত্যো তুর্ম্মর্পো বিজয়ো জয়ঃ

শশঃ শশাঙ্কনয়নঃ শীতোষ্ণঃ ক্ষুর্ভা জরা ॥ ৭৭

আধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব ব্যাধিহা ব্যাধিপশ্চ যঃ ।

সহো যজ্ঞমৃগব্যাধো ব্যাধিনামাকরোহকরঃ ॥ ৭৮

শিখণ্ডী পুণ্ডরীকশ্চ পুণ্ডরীকাবলোকনঃ ।

দণ্ডধুক চক্রদণ্ডশ্চ রোদ্রভাগবিনাশনঃ ॥ ৭৯

বিষপোহমৃতপশ্চৈব সুরাপঃ ক্ষীরসোমপঃ ।

মধুপশ্চাপপশ্চৈব সর্ষপশ্চ বলাবলঃ ॥ ৮০

বৃষাক্ষরাস্তো বৃষভস্তথা বৃষভলোচনঃ ।

বৃষভশ্চৈব বিখ্যাতো লোকানাং লোকসংস্কৃতঃ

চন্দ্রাদিত্যৌ চক্ষুষী তে হৃদয়ক পিতামহঃ ।

কারমালাপ্রিয়, গোনেতা, গোপ্রচার, গো-
বেশ্বরবাহন, ত্রৈলোক্যাগোপ্তা, গোবিন্দ,

গোপ্তা, গোবর্গ, অখণ্ডচন্দ্রাভিমুখ, সূর্যুখ,

তুর্ম্মুখ, অমুখ, চতুর্ম্মুখ, বহুমুখ, সদারণাভিমুখ,

হিরণ্যগর্ভ, শকুনি, ধনদ, অর্থপতি, বিরাহি,

অধর্ম্মহা, মহাদক্ষ, দণ্ডধর, রণপ্রিয়, স্থিত,

স্থির, স্থাপু, নিকম্প, সুনিশ্চল, তুর্ম্মারণ,

তুর্ম্মরো, দুঃসহ, তুরতিক্রম, তুর্ম্মর, তুর্ম্মশ,

নিত্য, তুর্ম্মর্প, বিজয়, জয়, শশ, শশাঙ্কনয়ন,

শীতোষ্ণ, ক্ষুর্ভা, তৃণা, জরা আধি, ব্যাধি,

ব্যাধিহা, ব্যাধিপ, সহ, যজ্ঞমৃগব্যাধ, ব্যাধি-

নাম, কারোৎকর, শিখণ্ডী, পুণ্ডরীক, পুণ্ড-

রীকাবলোকন, দণ্ডধুক, চক্রদণ্ড, রোদ্রভাগ-

বিনাশন, বিষপ, অমৃতপ, সুরাপ, ক্ষীর-

সোমপ, মধুপ, আপপ, সর্ষপ, বলাবল,

বৃষাক্ষরাস্ত, বৃষভ, বৃষভলোচন, বৃষভ, লোক-

বিখ্যাত ও লোকনমস্কৃত । চন্দ্রাদিত্য

অগ্নিষ্টোমস্তথা দেহো ধর্ম্মকর্ম্মপ্রসাধিতঃ ॥ ৮২

ন ব্রহ্মা ন চ গোবিন্দঃ পুরাণঋষয়ো ন চ ।

মাহাত্ম্যং বেদিতুং শক্তা যথাযথধেয়ং তে শিব

শিবা যা মূর্ত্তয়ঃ স্মৃশ্বান্তে মহ্যং যাস্তু দর্শনম্ ।

তাভিষ্ঠাং সর্ষতো রক্ষ পিতাপুত্রমিবৌরসম্ ॥

রক্ষ মাং রক্ষণীয়োহহং তবানঘ নমোহস্ত তে

ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভক্তাশ্চাহং সদা হুয়ি ॥ ৮৫

যঃ সহস্রাণ্যনেকানি পুংসামাহৃত্য হৃদৃশাম্ ।

তিষ্ঠত্যেকঃ সমুদ্রান্তে স মে গোপ্তাস্তু নিত্যশঃ

যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সন্তুঃ সন্মদর্শিনঃ ।

জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুগ্মানান্ত্যৈ যোগাত্মনে নমঃ

সংভক্ষ্য সর্ষভূতানি যুগান্তে সমুপস্থিতে ।

যঃ শেতে জলমধ্যস্থস্তং প্রপদ্যেহমুশ্মায়িনম্ ॥

প্রবিশ্ব বদনং রাহোঃ সোমং পিবতে নিশি ।

তোমার চক্ষুদ্বয়, পিতামহ হৃদয়, ধর্ম্মকর্ম্ম-

প্রসাধিত আগ্নেয় ষ্টোম তোমার দেহ । ব্রহ্মা,

গোবিন্দ এবং পুরাণ ঋষিগণ কেহই তোমার

মাহাত্ম্য যথাযথরূপে জানেন না । হে

শিব ! তোমার যে সকল স্মৃশ্ব শিবমূর্ত্তি,

তাহা আমার দৃষ্টিগোচর হউক । পিতা যেমন

ঔরস পুত্রকে রক্ষা করেন, তুমি তেমনি

ঐ সকল মূর্ত্তিদ্বারা আমাকে রক্ষা কর ।

হে অনঘ ! আমি তোমার রক্ষণীয় ; তুমি

রক্ষা কর ; তোমায় নমস্কার করি । তুমি

ভগবান্ ভক্তানুকম্পী, আমি সদাই তোমার

ভক্ত । যিনি অনেক সহস্র হৃদৃশ পুরুষ-

দিগকে আবৃত করিয়া একাকী সমুদ্রান্তে

অবস্থান করেন, তিনি নিত্য আমার রক্ষক

হউন । জিতনিদ্র জিতশ্বাস সমদর্শী সন্ত-

গুণাবলদ্বী সাধুগণ যোগরত হইয়া যে

জ্যোতিঃপদার্থ অবলোকন করেন, সেই

যোগাত্মাকে নমস্কার করি । যিনি যুগান্ত-

কালে সর্ষভূত ভক্ষণ করিয়া জলমধ্যে শয়ন

করেন, সেই জলশায়ী পুরুষের শরণাপন্ন

হইলাম । ৮২—৮৮ । যিনি পূর্ণিমাতিথিতে

রাহুর বদনে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রকে এবং

গ্রাসত্যর্কঃ চ স্বর্ভানুভূত্বা সোমায়িরেব চ ॥ ৮৯
অঙ্গুষ্ঠমাত্রাঃ পুরুষা দেহস্থাঃ সর্ষদেহিনাম্ ।
রক্ষন্ত তে চ মাং নিত্যং নিত্যং চাপ্যায়ন্ত মাং
যেনাপ্যুৎপাদিতা গর্ভা তপো ভাগগতাশ্চ যে
তেষাং স্বাহা স্বধা চৈব আধুবন্তি স্বদন্তি চ ॥ ৯১
যেন রোহন্তি দেহস্থাঃ প্রাণিনো রোদয়ন্তি চ ।
হর্ষয়ন্তি ন কুষ্যন্তি নমস্তেভ্যস্ত নিত্যশঃ ॥ ৯২
যে সমুদ্রে নদীহর্গে পর্ষতেষু শুহানু চ ।
রক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু কান্তারগহনেষু চ ॥ ৯৩
চতুপ্পথেষু রথ্যাসু চহরেষু সভাসু চ ।
হস্ত্যশ্বরথশালাসু জীর্ণোদ্যানালয়েষু চ ॥ ৯৪
যেষু পঞ্চসু ভূতেষু দিশাসু বিদিশাসু চ ।
ইন্দ্রার্কয়োর্মধ্যগতা যে চ চন্দ্রার্করশ্মিষু ॥ ৯৫
রসাতলগতা যে চ যে চ তস্মাৎপরাং গতাঃ ।
নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যস্ত সর্ষশঃ ॥
সর্ষস্থাঃ সর্ষগো দেবঃ সর্ষভূতপতির্ভবঃ ৭
সর্ষভূতান্তরাষ্ট্রা চ তেন হং ন নিমজ্জিতঃ ॥ ৯৭

অমাবস্তায় স্বর্ভানু হইয়া ভানুকে গ্রাস করেন, এবং যিনি সর্ষদেহীর দেহস্থ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষরূপে বিরাজমান, তাহার আমায় প্রতিনিয়ত রক্ষা করুন এবং আপ্যায়িত করুন। যৎকর্তৃক উৎপাদিত বিভিন্ন গর্ভ সকল স্বাহা ও স্বধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং প্রাণিগণ উদ্ভূত হইয়া রোদন, হর্ষ ও বিষাদ ভোগ করে, তাঁহাদিগকে নিত্য নমস্কার করি। সমুদ্র, নদীহর্গ, পর্ষত, পর্ষতশুহা, রক্ষমূল, গোষ্ঠ, গহন-কান্তার, চতুপ্পথ; রথ্যা, চহর, সভা, হস্তী, অশ্ব ও রথশালা, জীর্ণ উদ্যানালয়, পঞ্চভূত, দিক্, বিদিক্, ইন্দ্র ও অর্কমধ্য, চন্দ্র ও অর্ক-রশ্মি এবং রসাতল প্রদেশ, এই সকল স্থানে ভবদীয় যে যে অংশ বিরাজিত, এবং যে যে অংশ সেই সেই স্থানেরও উদ্ধে প্রসর্পিত, আমি সর্ষপ্রকারে বারম্বার তাহাদিগকে নমস্কার করি। হে দেব ! তুমি সর্ষ, সর্ষগ, সর্ষভূতপতি, ভব ও সর্ষভূতেরই অন্তরাষ্ট্রা; এইজন্য তোমায় আমি

হমেব চেজ্যসে দেব যজ্ঞবিবিধদক্ষিণৈঃ ।
হমেব কর্তা সর্ষস্ত তেন হং ন নিমজ্জিতঃ ॥ ৯৮
অথবা মায়য়া দেব মোহিতঃ স্তম্ভয়া তব ।
তস্মাদ্ভু কারণাষ্ট্রাপি হং ময়া ন নিমজ্জিতঃ ॥ ৯৯
প্রসীদ মম দেবেশ হমেব শরণং মম ।
হং গতিস্থং প্রতিষ্ঠা চ ন চাত্তোহন্তীতি মে
মুতিঃ ॥ ১০০

ব্রহ্মোবাচ ।

ঋত্বৈবং স মহাদেবং বিররাম প্রজাপতিঃ ।
ভগবানপি সুপ্তীতঃ পুনর্দক্ষমভাষত ॥ ১০১
শ্রীভগবানুবাচ ।
পরিতুষ্টোহস্মি তে দক্ষ স্তবেনানেন সুব্রত ।
বহ্না তু কিমুক্তেন মৎসমীপং গমিষ্যসি ॥ ১০২
ব্রহ্মোবাচ ।
তথৈবমব্রবীদ্বাক্যং ত্রৈলোক্যাধিপতির্ভবঃ ।
কুহাশাসকরং বাক্যং সর্ষজ্ঞো দ্বাক্যসংহিতম্ ॥
শ্রীশিব উবাচ ।

দক্ষ হুংখং ন কর্তব্যং যজ্ঞবিধংসনং প্রতি ।

পৃথক্ নিমজ্জন করি নাই। দেব ! তুমিই ত বিবিধ দক্ষিণাধিত যজ্ঞ দ্বারা অর্চিত হইয়া থাক। তুমিই সকলের কর্তা; সুতরাং তোমায় পৃথক্ নিমজ্জন করি নাই। অথবা হে দেব ! তোমারই স্তম্ভ মায়ায় আমি মোহিত হইয়াছিলাম, তাই তোমায় আমি নিমজ্জন করি নাই। হে দেবেশ ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; তুমিই আমার শরণ্য। তুমি গতি এবং তুমিই প্রতিষ্ঠা; আমি জানি, তুমি ব্যতীত আর কিছুই নাই। ৮৯—১০০। ব্রহ্মা কহিলেন, দক্ষ প্রজাপতি মহাদেবকে এইরূপ স্তব করিয়া বিরত হইলেন এবং ভগবান্ ভব সুপ্তীত হইয়া দক্ষকে বলিলেন, হে দক্ষ ! হে সুব্রত ! এই স্তব দ্বারা তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইলাম। অধিক আর কি বলিব, তুমি আমার সালোক্য লাভ করিবে। ব্রহ্মা কহিলেন,— ত্রৈলোক্যাধিপতি সর্ষজ্ঞ তব এইরূপ আশাসকর বাক্য বলিয়া পুনরায় কহিলেন,

অহং যজ্ঞহনন্ত্যং দৃষ্টমেতৎ পুরানম্ ॥ ১০৪
 ভূমন্তং ত্বং বরমিমং মন্তো গৃহীষ্য সুব্রত ।
 প্রসন্নমুখো ভূহা মমৈকাগ্রমনাঃ শৃণু ॥ ১০৫
 অশ্বমেধসহস্রশ্চ বাজপেয়শতশ্চ বৈ ।
 প্রজাপতে মৎপ্রসাদাৎ ফলভাগী ভবিষ্যসি ॥
 বেদান্ ষড়্জ্ঞান বুধ্যস্ব সাংখ্যযোগাংশ্চ কুৎস্রশঃ
 তপশ্চ বিপুলং তপ্ত্বা হুশ্চরং দেবদানবৈঃ ॥ ১০৬
 অকৈর্দ্বাদশভির্ভূকঃ গৃহমপ্রজ্ঞনিন্দিতম্ ।
 বর্ণাশ্রমকর্তৈর্ধর্ম্মেবিনীতঃ ন কচিৎকচিৎ ॥ ১০৮
 সমাগতং ব্যবসিতং পশুপাশবিমোক্ষণম্ ।
 সর্বেষামাশ্রমাণাং চ ময়া পাশপতং ব্রতম্ ॥ ১০৯
 উৎপাদিতং দক্ষ শুভং সর্বপাপবিমোচনম্ ।
 অস্তা চীর্ণশ্চ যৎসম্যক্ ফলং ভবতি পুঙ্কলম্ ।
 তচ্চাস্মৈ সুমহাভাগ মানসস্ত্যজাতাং জরঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তু দেবেশঃ সপত্নীকঃ সহানুগঃ ।
 অদর্শনমহু প্রাপ্তো দক্ষস্তামিততেজসঃ ॥ ১১১

দক্ষ! তোমার যজ্ঞ ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া
 তুমি হুঃখিত হইও না। হে সুব্রত! তুমি
 পুনরায় আমার নিকট হইতে এই বর
 গ্রহণ কর এবং প্রসন্নতায় প্রফুল্লমুখ হইয়া
 একাগ্রমনে শ্রবণ কর। হে প্রজাপতে!
 তুমি মৎপ্রসাদে সহস্র অশ্বমেধ ও শত
 বাজপেয় যজ্ঞের ফলভাগী হইবে। তুমি
 ষড়্জ্ঞ বেদ ও সাংখ্যযোগ অধ্যয়ন কর।
 আমি দ্বাদশ বৎসর যাবৎ দেব ও
 দানবগণের দুষ্কর বিপুল তপস্শ্রা করিয়া
 যে গৃহ অনিন্দিত বর্ণাশ্রমের অবিরোধী
 পশুপাশ-বিমোক্ষণ, সর্বাশ্রম-সম্মত, সর্ব-
 পাপহর, শুভ, পাশপত ব্রত আবিষ্কার
 করিয়াছি, এই ব্রত যথাযথ অনুষ্ঠান করিলে
 যে বিপুল ফল হয়, হে সুমহাভাগ! তোমার
 সেই ফল লাভ হউক এবং তুমি মানস জর
 পরিত্যাগ কর। ব্রহ্মা কহিলেন, দেবদেব
 এই কথা কহিয়া স্বীয় পত্নী ও অনুচরগণসহ
 অমিততেজা দক্ষের সমক্ষেই অন্তর্দ্বান
 করিলেন। হে বিজগণ! তৎকালে

অবাধ্য চ তথা ভাগঃ যথোক্তঃ চোময়া ভবঃ ।
 জরং চ সর্বধর্ম্মজ্ঞো বহুধা ব্যভজতদা ॥ ১১২
 শাস্ত্যর্থং সর্বভূতানাং শৃণুধ্বমথ বৈ দ্বিজাঃ ।
 শিখাভিতাপো নাগানাং পর্বতানাং শিলাজতু
 অপাং তু নীলিকাং বিদ্যাদিন্মোহকো ভুজগেষু চ
 থোরকঃ সৌরভেয়াণামুখরঃ পৃথিবীতলে ॥ ১১৪
 শুনামপি চ ধর্ম্মজ্ঞা দৃষ্টিপ্রত্যবরোধনম্ ।
 রজ্জাগতমথাখানাং শিখোদ্ভেদশ্চ বর্হিণাম্ ॥ ১১৫
 নেত্রাগঃ কোকিলানাং দ্বেষঃ প্রোক্তো মহান্মনাম্
 জনানাংপি ভেদশ্চ সর্বেষামিত নঃ শ্রুতম্ ।
 শুকানাংপি সর্বেষাং হিক্তিকা প্রোচ্যতে জরঃ ।
 শার্দ্দুলেষথ বৈ বিপ্রাঃ শ্রমো জর ইহোচ্যতে
 মানুষ্যেষু চ সর্বজ্ঞা জরো নামৈষ কীর্তিতঃ ।
 মরণে জন্মানি তথা মধ্যো চাপি নিবেশিতঃ ॥
 এতন্মাহেশ্বরং তেজো জরো নাম সুদারুণঃ ।
 নমস্তশ্চৈব মানুশ্চ সর্বপ্রাণিভিরীশ্বরঃ ॥ ১১৯
 ইমাং জরোৎপত্তিমদীনমানসঃ
 পঠেৎ সদা যঃ সুসমাহিতো নরঃ ।
 বিমুক্তরোগঃ স নরো মুদা যুতো
 লভেত কামাংশ্চ যথামনৌষিতান ॥ ১২০

যথায়োগ্য যজ্ঞভাগ পাইয়া সর্বধর্ম্মজ্ঞ শিব
 সর্বভূতের শাস্তির নিমিত্ত শৈব জরকে বহুধা
 বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে নাগগণের জর
 শিখাভিতাপ, পর্বতের শিলাজতু, জলের
 নীলিকা, ভুজগের নিম্মোহক, সুরভির
 থোরক, পৃথিবীতলে উখর, কুকুরের দৃষ্টি-
 প্রতিরোধ, অশ্বদিগের রজ্জাগত, বর্হিগণের
 শিখোদ্ভেদ, কোকিলগণের নেত্রাগ,
 মহান্মাদিগের দ্বেষ, শুকদিগের হিক্তিকা,
 এবং শার্দ্দুলদিগের শ্রমই জর বলিয়া
 বিখ্যাত। ১০১—১১৭। মানুষদিগের মধ্যে
 উহা জর নামেই কীর্তিত। জন্ম, স্থিতি, ও
 মরণ সর্বসময়েই ঐ জর মানুষদেহে নিবিষ্ট।
 এই সুদারুণ জরনামক মাহেশ্বর তেজ
 সর্বপ্রাণীর মানু এবং নমস্ত। যে নর
 অদীনমনে সুসমাহিত হইয়া এই জরোৎ-
 পত্তি-বার্তা সর্বদা পাঠ করে, সে বিমুক্ত-

দক্ষপ্রোক্তঃ স্তবঃ নাপি কীর্তয়েদয়ঃ
শৃণোতি বা ।
নাশুভঃ প্রাপ্তুয়াৎ কিঞ্চিদীর্ঘমায়ুরবাপ্তুয়াৎ ॥
যথা সর্কেষু দেবেষু বরিষ্ঠো ভগবান্ ভবঃ ।
তথা স্তবো বরিষ্ঠোহয়ং স্তবানাং দক্ষনির্মিতঃ ॥
যশঃ স্বর্গসু রৈশ্বর্য্যবিত্তাদিজয়কাজ্জিভিঃ ।
তথা স্তোত্রবো ভক্তিমাত্মন্য বিদ্যাকামৈশ্চ
যত্নতঃ ॥ ১২৩

ব্যাধিতো হুংখিতো দীনো নরো গ্রাস্তা
ভয়াদিভিঃ ।
রাজকার্য্যনিযুক্তো বা মুচ্যতে মহতো ভয়াৎ ॥
অনেনৈব চ দেহেন গণানাঞ্চ মহেশ্বরাৎ ।
ইহ লোকে স্মৃৎ প্রাপ্য গণরাড়পজায়তে ॥
ন যক্ষা ন পিশাচা বা ন নাগা ন বিনায়কাঃ ।
কুর্য্যাবিস্মং গৃহে তস্ম যত্র সংস্কৃত্য ভবঃ ॥ ১২৬
শৃণুয়াচ্ছ ইদং নারী ভক্ত্যাথ ভবভাবিত্য ।
পিতৃপক্ষে ভর্তৃপক্ষে পূজ্যা ভবতি চৈব হ ॥
শৃণুয়াচ্ছ ইদং সর্গঃ কীর্তয়েদ্বাপ্যভীকৃশঃ ।

রোগ হইয়া সহর্ষে সর্গকামনা লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি দক্ষ-প্রোক্ত শিবস্তব কীর্তন বা শ্রবণ করে, তাহার কিছুই অশুভ হয় না, সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু লাভ করে। যেমন সমস্ত দেবমধ্যে ভগবান্ ভবই বরিষ্ঠ, তেমনি সর্গস্তবমধ্যে এই দক্ষ-কথিত স্তোত্রই শ্রেষ্ঠ। যশঃ, স্বর্গ, দেবৈশ্বর্য্য, বিত্ত ও বিত্তাভিলাষী জন সমুদ্রে ও ভক্তির সহিত এই স্তোত্র পাঠ করিবে। ব্যাধিত, হুংখিত, ভয়াদিগ্রস্ত বা রাজকার্য্যে নিযুক্তই হউ, লোক এই স্তবপাঠে মহাভয় হইতেও মুক্ত হইয়া থাকে। এই স্তবপাঠক ব্যক্তি গণেশ্বর মহাদেব হইতে সুখলাভ করিয়া গাণপত্য লাভ করিতে পারে। যে গৃহে এই ভবস্তব পঠিত হয়, যক্ষ, পিশাচ, নাগ বা বিনায়ক সেখানে কোনই বিঘ্ন আচরণ করিতে সক্ষম হয় না। যে রমণী অপরপক্ষে ভবের প্রতি ভক্তিমতী হইয়া এই স্তব শ্রবণ করে, সে ভর্তার নিকট সমাদৃত

তস্ম সর্গাণি কার্য্যাণি সিদ্ধিঃ গচ্ছন্ত্যবিরতঃ ॥
মনসা চিন্তিতং যচ্চ যচ্চ বাচাপ্যদাক্রতম্ ।
সর্গং সম্পদ্যতে তস্ম স্তবস্তাত্মকীর্তনাৎ ॥
দেবস্ত সন্তুহস্তাথ দেব্যা নন্দীশ্বরস্ত চ ।
বলিং বিভাগতঃ কুহ দমেন নিয়মেন চ ॥
ততঃ প্রযুক্তো গৃহীয়ান্নামাত্মা যথাক্রমম্ ।
ঈপিভাল্লভতেহপার্গান্ কামান্ ভোগাংশ্চ
মানবঃ ॥ ১৩১

মৃতশ্চ স্বর্গমাপ্নোতি স্ত্রীসহস্রসমাবৃতঃ ।
সর্গকামশুযুক্তো বা যুক্তো বা সর্গপাতকৈঃ ॥
পঠন্ দক্ষকৃতং স্তোত্রং সর্গপাঠৈঃ প্রমুচ্যতে ।
মৃতশ্চ গণসায়ুজ্যং পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ১৩৩
বৃষেণ বিনিযুক্তেন বিমানেন বিরাজতে ।
আভূতসংপ্রবহস্যী রুদ্রস্তানুচরো ভবেৎ ॥ ১৩৪
ইত্যাহ ভগবান্ ব্যাসঃ পরাশরসুতঃ প্রভুঃ ।
নৈতদ্বৈদয়তে কশ্চিন্নৈতচ্ছাব্যক্ কশ্চিৎ ॥ ১৩৫

হইয়া থাকে। এই স্তব যিনি আমূলতঃ শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহার সমস্ত কার্য্যই নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয়। এই স্তবানু-কীর্তনের ফলে যিনি যাহা মনে মনে চিন্তা করেন বা বাক্য দ্বারা উচ্চারণ করেন, তাঁহার তাহা সুসম্পন্ন হয়। দাস্ত ও নিয়ম-যুক্ত হইয়া গৃহ ও নন্দীশ্বরের সহিত দেবদেব মহেশ্বরকে বলি প্রদানপূর্ব্বক পশ্চাৎ যথাক্রমে এই অষ্টোত্তর সহস্র নাম কীর্তন করিতে হয়। মানব এইরূপ করিলে সমস্ত অভীষ্ট ভোগই প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং মরণান্তে স্ত্রীসহস্রে সমাবৃত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। মানুষ সর্গবিধ পাতকগ্রস্ত হইলেও এই দক্ষ-স্তোত্র পাঠে তাহার সর্গপাপ হইতেই মুক্ত ঘটে এবং মরণের পর সুরাসুরগণে পূজ্যমান হইয়া গণসায়ুজ্য প্রাপ্ত হয়। এই স্তব-পাঠকর্তা বৃষযুক্ত বিমানে বিরাজ করত কল্পান্ত পর্য্যন্ত রুদ্রের অনুচর হইয়া থাকে। ভগবান্ পরাশরনন্দন ব্যাস মুনিদিগকে এই সকল বিষয় বলিলেন। তিনি তির্য্যক আর কেহই ইহা জানিত না এবং আর

ক্লেমঃ পরমঃ গুহ্যঃ যেহপি স্ম্যঃ পাপযোনয়ঃ
বৈজ্ঞাঃ দ্বিযশ্চ শূদ্রাশ্চ ক্রুদ্রলোকমবাণুয়ঃ ॥ ১৩৬
শ্রাবয়েদ্যশ্চ বিপ্রভ্যাঃ সদা পৰ্বনু পৰ্বনু ।
ক্রুদ্রলোকিমবাপ্নোতি দ্বিজো বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥

ইতি ত্রীত্বাক্ষে মহাপুরাণে স্বয়ম্ভুখ্য-
সংবাদে দক্ষস্তবনিরূপণং নাম
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ঋতৈবং বৈ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কথাং পাপপ্রণাশিনীম্
ক্রুদ্রকোপোদ্ভবাং পুণ্যাং ব্যাসস্ত বদতো দ্বিজাঃ
পার্কীত্যাশ্চ তথা রোষং ক্রোধং শস্তোশ্চ

হুঃসহম্ ।

উৎপত্তিঃ বীরভদ্রস্ত ভদ্রকাল্যাশ্চ সম্ভবম্ ॥ ১

দক্ষযজ্ঞবিনাশকং বীৰ্য্যং শস্তোহধাভূতম্ ।

পুনঃ প্রসাদং দেবস্ত দক্ষস্ত স্মহান্বনঃ ॥ ৩

যজ্ঞভাগঞ্চ ক্রুদ্রস্ত দক্ষস্ত চ ফলং ক্রতোঃ ।

কাহার নিকট ইহা শুনাও যায় নাই! এই
পরম গুহ্য কথা শ্রবণে বৈজ্ঞ, শূদ্র, স্ত্রী বা
অপর যে কোন পাপযোনিই হউক, ক্রুদ্রলোক
প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ প্রতিপর্কে এই স্তোত্র
অস্তান্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে শ্রবণ করান,
তাঁহার ক্রুদ্রলোক প্রাপ্তি নিশ্চিতই ঘটয়া
থাকে। ১১৮—১১৭।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ১৪০।

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—এই ব্যাসপ্রোক্ত
ক্রুদ্রকোপ-সম্ভূত পাপপ্রণাশিনী পবিত্র কথা,
পার্কীতীর রোষ, শত্রুর হুঃসহ ক্রোধ, বীর-
স্ত্রের উৎপত্তি, ভদ্রকালীর উদ্ভব, দক্ষযজ্ঞ-
বিনাশ, শত্রুর অস্ফুট বীৰ্য্যবৈভব, স্ম-
হান্ব দেবদেবের পুনঃপ্রসন্নতা, ক্রুদ্রের
যজ্ঞভাগ ও দক্ষের ক্রতুর ফল, এই সকল

হুষ্টি বহুবুঃ সম্প্রীতা বিস্মিতাশ্চ পুনঃপুনঃ ॥
পপ্রচ্ছুশ্চ পুনর্ব্যাসঃ কথ্যশেষং তথা দ্বিজাঃ ।
পৃষ্ঠঃ প্রোবাচ তান্ ব্যাসঃ ক্ষেত্রমেকাত্মকং পুনঃ
ব্যাস উবাচ ।

ব্রহ্মপ্রোক্তাং কথাং পুণ্যাং শ্রুত্বা তু ঋষিপুঙ্গবাঃ
প্রশংসাসুস্তদা হুষ্টি রোমাঞ্চিততনুর্নৃহাঃ ॥ ৬
ঋষয় উচুঃ ।

অহো দেবস্ত মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা শস্তোঃ প্রকীর্তিতম্
দক্ষস্ত চ সুরশ্রেষ্ঠ যজ্ঞবিধ্বংসনং তথা ॥ ৭

একাত্মকং ক্ষেত্রবরং বক্তুমর্হসি সাম্প্রতম্ ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্ পরং কোতুহলং হি নঃ
ব্যাস উবাচ ।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা লোকনাথচতুর্মুখঃ ।

প্রোবাচ শস্তোস্তৎ ক্ষেত্রং ভূতলে হৃক্ষ তচ্ছদম্
ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনিশাদূল্যঃ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ ।

সর্বপাপিহরং পুণ্যাং ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্ ॥ ১০

শ্রবণ করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠগণ প্রীত, প্রহুষ্টি ও
বিস্মিত হইয়া ব্যাসদেবকে পুনঃপুনঃ কথা
শেষ করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। ব্যাস
—মুনিগণ কর্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া পুনরায় একাত্ম-
ক্ষেত্রের বিবরণ বলিতে লাগিলেন। ১—৫।
ব্যাস কহিলেন, সেই ঋষিপুঙ্গবেরা ব্রহ্ম-
প্রোক্ত পুণ্য কথা শুনিয়া তৎকালে হুষ্টি ও
রোমাঞ্চিত-দেহে প্রশংসা করিতে লাগি-
লেন। ঋষিগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্।
অহো, আপনি দেবদেব শত্রুর মাহাত্ম্য
কীর্তন করিলেন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! দক্ষের
যজ্ঞ-ধ্বংসের কথাও কীর্তিত হইয়াছে।
সম্প্রতি একাত্মক্ষেত্রের বিবরণ বাক্ত করুন,
তাহা শ্রবণ করিতে আমাদের একান্তই ইচ্ছা
হইয়াছে। ব্যাস কহিলেন, লোকনাথ চতু-
র্মুখ ব্রহ্মা তাঁহাদের সেই কথা শ্রবণ করিয়া
বলিলেন, শত্রুর সেই ক্ষেত্র ভূতলে হৃক্ষি-
হর। এই বলিয়া ব্রহ্মা আবার বলিলেন,—
হে মুনিশাদূলগণ! সেই সর্বপাপিহর পরম
দুর্লভ পুণ্যক্ষেত্রের কথা সংক্ষেপতঃ

লিঙ্গকোটিসমায়ুক্তং বারাগসীসমং শুভম্ ।
 একাত্মকেতি বিখ্যাতং তীর্থষ্টিকসমম্বিতম্ ॥ ১১
 একাত্মবৃক্ষস্ত্রাসীৎ পুরা কল্পে দ্বিজোত্তমাঃ ।
 নান্য তত্শিব তৎ ক্ষেত্রমেকাত্মকমিতি শ্রুতম্ ॥
 হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণং নরনারীসমম্বিতম্ ।
 বিজ্ঞাবদগগভূষিতং ধনধাত্মাদিসংযুতম্ ॥ ১৩
 গৃহগোপুরসম্বাধং ত্রিকচাদারভূষিতম্ ।
 নানাবগিকৃসমাকীর্ণং নানারত্নোপশোভিতম্ ॥
 পুরাট্টালকসংযুক্তং রথিভিঃ সমলকৃতম্ ।
 রাজহংসনিভৈঃ শুভ্রৈঃ প্রাসাদৈরুপশোভিতম্
 মার্গগম্যারসংযুক্তং সিতপ্রাকারশোভিতম্ ।
 রক্ষিতং শস্যসজ্জৈশ্চ পরিখাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৬
 সিতরক্তৈস্তথা পীতৈঃ কৃষ্ণশ্রীমৈশ্চ বর্ণকৈঃ ।
 সমীরণোদ্ধতাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৭
 নিত্যোৎসবপ্রমুদিতং নানাবাদিত্রিনিব্বনৈঃ ।

কহিতেছি,—শ্রবণ করুন। একাত্ম নামক
 বিখ্যাত ক্ষেত্র অষ্টতীর্থে সমম্বিত।
 উহা কোটিলিঙ্গযুক্ত বারাগসীর স্তায় পবিত্র।
 হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ ক্ষেত্রে পূর্বে এক
 আত্মবৃক্ষ ছিল। সেই আত্ম বৃক্ষের নামানু-
 সারেই উহার নাম একাত্ম আখ্যায় বিখ্যাত।
 ঐ ক্ষেত্রে হৃষ্ট পুষ্ট জনে সমাকীর্ণ, নানা
 নরনারীগণে অধিষ্ঠিত, বিদ্বান জনে
 পরিপূর্ণ, ধন-ধাত্মাদিতে সমৃদ্ধ, গৃহ গোপুরে
 পরিবৃত, নানা মণিগণে সমলকৃত, নানা-
 রত্নে উপশোভিত, পুর ও অট্টালকে
 অম্বিত, রথিগণে বিভূষিত, রাজহংসনিভ
 শুভ্র প্রাসাদমালায় পরিশোভিত, বিবিধ
 পথদ্বারে পরিবৃত, শুভ্র শুভ্র প্রাকারে পরি-
 বেষ্টিত, নানা শস্যসজ্জৈশ্চ রক্ষিত এবং
 নানা পরিখায় পরিগত। সিত, রক্ত,
 পীত, ও কৃষ্ণবর্ণ পতাকা সকল পবনবেগে
 পরিচালিত হইয়া ঐ ক্ষেত্রের শোভা
 সম্পাদন করিতেছে। ঐ ক্ষেত্র সর্বদাই
 উৎসব ও আনন্দময়; উহার স্থানে স্থানে
 নানাবিধ বাত্মধনি এবং কোথায় বা বীণা-
 :বেণু ও মৃদঙ্গরব পরিচ্ছত হয়। ঐ স্থানে

বীণাবেণুমৃদঙ্গৈশ্চ কেপণীভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৮
 দেবতায়তনৈর্দিব্যৈঃ প্রাকারোদ্যানমণ্ডিতৈঃ ।
 পূজাবিচিত্ররচিতৈঃ সর্বত্র সমলকৃতম্ ॥ ১৯
 স্থিয়ঃ প্রমুদিতান্ত্রজ দৃশ্যন্তে তনুমধ্যমাঃ ।
 হারৈরলঙ্কৃতগ্রীবাঃ পদ্মপত্রায়তেজসাঃ ॥ ২০
 পীনোরতকুচাঃ শ্রীমাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ ।
 স্থিরালকাঃ সূর্যপোলাঃ কাঞ্চীনুপূরুনাদিতাঃ ।
 সুকেশশ্চাক্রজঘনাঃ কর্ণাস্তায়তলোচনাঃ ।
 সর্ষলক্ষণসম্পন্নঃ সর্ষাভরণভূষিতাঃ ॥ ২২
 দিব্যবস্ত্রধরাঃ শুভ্রাঃ কাশ্চিৎ কাঞ্চনসম্মিতাঃ ।
 হংসবারণগামিত্তাঃ কুচভারাবনামিতাঃ ॥ ২৩
 দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গাঃ কর্ণাভরণভূষিতাঃ ।
 মদালসাশ্চ সুশ্রোণ্যো নিত্যং প্রহসিতাননাঃ ॥
 ঐষদ্বিম্পষ্টদশনা বিদ্যোষ্ঠা মধুরম্বরাঃ ।
 তাম্বুলরঞ্জিতমুখা বিদম্বাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ২৫

প্রাকার ও উদ্যানে মণ্ডিত দিব্য দিব্য
 দেবভবন বিরাজমান। ৬—১৯। তথায় কীর্ণ-
 কটি তনুমধ্যা রমণীগণ প্রফুল্লচিত্তে বিচরণ
 করিতেছে; ঐ রমণীগণের গ্রীবাদেশ হার-
 গুলে অলঙ্কৃত; উহাদের নয়ন পদ্মপত্রের
 স্তায় আয়ত; উহারা পীনোরতন্তনী,
 নবযৌবনবতী, পূর্ণাচন্দ্রাননা, স্থিরালক-
 শোভিনী, সূর্যপোলা, কাঞ্চী ও নুপূর-
 ধনিকারিণী, সুকেশী, চাক্রজঘনা, কর্ণাস্ত
 পর্যন্ত বিস্তৃত নয়না, সর্ষলক্ষণা, সর্ষা-
 ভরণ-ভূষিতা, ও দিব্য বসনধারিণী।
 উহাদের মধ্যে কতিপয় রমণী গোরাঙ্গী,
 কতিপয়ের বর্ণ স্বর্ণসম্মিত, কেহ কেহ রাজ-
 হংসের স্তায় গতিশীলা ও কেহ কেহ স্তন-
 ভরে নম্রা; ঐ রমণীগণের সর্বত্র দিব্য
 গন্ধে অনুলিপ্ত; উহারা স্বর্ণাভরণে ভূষিতা,
 মদভরে অলসা, সুচাক্র জঘনে অম্বিতা
 এবং নিয়ত সহাস্তবদনা। উহাদের মধ্যে
 কাহারও কাহারও দশন ঐষৎ বিকশিত,
 কণ্ঠস্বর মধুর, ওষ্ঠ বিষসম্পূর্ণ ও স্নান
 তাম্বুলরাগে রঞ্জিত; উহারা সকলেই পতিভা,

সুভগাঃ প্রিয়বাদিন্তো নিত্যং যৌবনগৰ্জিতা
 দিব্যবদ্রধরাঃ সৰ্বাঃ সদা চারিত্রমণ্ডিতাঃ ॥ ২৬
 ক্রীড়ন্তি তাঃ সদা তত্র স্ত্রিয়শ্চাম্পরসোপমাঃ ।
 স্বে স্বে গৃহে প্রমুদিতা দিবা রাত্রৌ বরাননাঃ ॥
 পুরুষান্তত্র দৃশ্যন্তে রূপযৌবনগৰ্জিতাঃ ।
 সৰ্বলক্ষণসম্পন্নঃ স্মৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ॥ ২৮
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্বাঃ শূদ্রাশ্চ মুনিসন্তমাঃ ।
 স্বধৰ্ম্মনিরতাস্তত্র নিবসন্তি সুধাশ্রমিকাঃ ॥ ২৯
 অস্তাশ্চ তত্র তিষ্ঠন্তি বারমুখ্যাঃ সুলোচনাঃ ।
 স্নাতাচীমেনকাতুল্যাস্তথা সমতিলোভমাঃ ॥ ৩০
 উৰ্বশীসদৃশাশ্চৈব বিপ্রচিহ্নিনিভাস্তথা ।
 বিপ্রচীসহজস্রাতাঃ প্রম্লোচাসদৃশাস্তথা ॥ ৩১
 সৰ্বাস্তাঃ প্রিয়বাদন্তঃ সৰ্বা বিহসিতাননাঃ ।
 কলাকৌশলসংযুক্তাঃ সৰ্বাস্তা গুণসংযুতাঃ ॥ ৩২
 এবং পণ্যস্ত্রিয়স্তত্র নৃত্যগীতবিশারদাঃ ।
 নিবসন্তি মুনিশ্লেষ্ঠাঃ সৰ্বস্বৌগুণগৰ্জিতাঃ ॥ ৩৩
 প্রেক্ষণালাপকুশলাঃ সুন্দর্যাঃ প্রিয়দৰ্শনাঃ ।
 ন রূপহীনা দুৰ্ব্বৃত্তা ন পরদ্রোহকারিকাঃ ॥ ৩৪

সকলেই প্রিয়দৰ্শনা, সকলেই সুভগা, সকলেই
 প্রিয়বাদিনী সকলেই স্থিরযৌবনগৰ্জিতা।
 সকলেই সুচরিত্রা এবং সকলেই দিব্য দিব্য
 মাল্যদামে মণ্ডিতা। ঐ অম্পরোনিভা বর-
 বদনা, বরাঙ্গনাগণ দিবারাত্র সৰ্বদাই
 সেখানে স্ব স্ব গৃহে ক্রীড়া করিতেছে। রমণী
 ভিন্ন সেখানে রূপ-যৌবন-গৰ্জিত, সুলক্ষণ-
 বিত উজ্জল মণিকুণ্ডলধারী বহুপুরুষ দেখিতে
 পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও
 শূদ্রগণ সকলে সেখানে স্ব স্ব ধৰ্ম্মে নিরত
 হইয়া বাস করিতেছে। এতদ্ভিন্ন স্নাতাচী
 প্রম্লোচা ও মেনকাতুল্য বহু বারবনিভারাও
 তথায় বাস করে। উহারা সকলেই প্রিয়-
 বাদিনী, সহাস্ত্রমুখী, কলাকৌশলশালিনী,
 ও সৰ্বগুণবতী। হে মুনিগণ! এইরূপে
 নৃত্যগীত-নিপুণা গুণগণমণ্ডিতা পণ্যস্ত্রী
 সকল সেখানে বাস করিতেছে। ঐ সকল
 পণ্যস্ত্রী দৰ্শন ও আলাপনে কুশলা, প্রিয়-
 দৰ্শনা ও শোভনা। উহাদের মধ্যে কেহই

যাসাং কটাক্ষপাতেন মোহঃ গচ্ছন্তি মানবাঃ ।
 ন তত্র নির্জনাঃ সৃষ্টি ন মূৰ্খা ন পরদ্রোহাঃ ॥ ৩৫
 ন রোগিণো ন মলিনা ন কদর্যা ন মায়াবিনাঃ ।
 ন রূপহীনা দুৰ্ব্বৃত্তা ন পরদ্রোহকারিণঃ ॥ ৩৬
 তিষ্ঠন্তি মানবাস্তত্র ক্ষেত্রে জগতি বিস্তৃতে ।
 সৰ্বত্র সুখসঞ্চারণং সৰ্বসমুখাবহম্ ॥ ৩৭
 নানাজনসমাকীর্ণং সৰ্বশাস্ত্রসমবিতম্ ।
 কৰ্ণিকারৈশ্চ পনসৈশ্চম্পকৈর্নাগকেশরৈঃ ॥ ৩৮
 পাটলাশোকবকুলৈঃ কপিথৈর্কলৈর্ধবৈঃ ।
 চুতনিম্বকদম্বৈশ্চ তথাত্তৈঃ পুষ্পজাতিভিঃ ॥ ৩৯
 নীপকৈর্ধবখাদিরৈল্লতাভিঃ বিরাজিতম্ ।
 শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ নারিকেলৈঃ শুভাঙ্গনৈঃ
 অৰ্জুনৈঃ সমপর্ণৈশ্চ কোবিদারৈঃ সপিপ্লবৈঃ ।
 লকুচৈঃ সরলৈর্লৌহিষ্ঠালৈর্দেবদারুভিঃ ॥ ৪০
 পলাশৈর্মুচুকৈশ্চ পারিজাতৈঃ স্কুলভৈঃ ।
 কদলীবনখৈশ্চ জম্বুপুগণৈল্লতা ॥ ৪১
 কেতকীকরবীরৈশ্চ অতিমূক্তৈশ্চ কিংকরৈঃ ॥

রূপবিহীনা দুৰ্ব্বৃত্তা বা পরদ্রোহকারিণী নয়।
 মানবগণ উহাদের কটাক্ষমাত্রেই মোহ প্রাপ্ত
 হয়। সেই ক্ষেত্রে রূপবিহীন দুৰ্ব্বৃত্ত বা পর-
 দ্রোহকারিণী কোন রমণী ছিল না। তত্রত্য
 রমণীগণের কটাক্ষপাতে মানবেরা মোহ-
 প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন সেই বিস্তৃত
 ক্ষেত্রে কোন পুরুষই নির্জন, মূৰ্খ, পরদ্রোহী,
 রোগী, মলিন, মায়াবী, রূপহীন, দুৰ্ব্বৃত্ত বা
 পরদ্রোহকারী নাই। ২০—৩৬। সেখানকার
 অধিবাসীরা সৰ্বদাই সুখময়; সেখানে নানা-
 জাতীয় জনগণের বাস, এবং সৰ্বস্থান সৰ্ব
 শাস্ত্রে পরিপূর্ণ। সে ক্ষেত্রের নানা স্থানে
 কৰ্ণিকার, পনস, চম্পক, নাগকেশর, পাটল,
 অশোক, বকুল, কপিথ, বিবিধ ধব, চুত,
 নিম্ব, কদম্ব, নীপক, খদির, ও বিবিধ পুষ্প-
 ময়ী লতা বিরাজমান। এতদ্ভিন্ন শাল,
 তাল, তমাল, নারিকেল, শোভাঙ্গন, অৰ্জুন,
 সম্পর্ণ, কোবিদার, পিপ্লল, লকুচ, সরল,
 লৌহ, হিষ্টাল, দেবদারু, পলাশ, মুচুকুন্দ,
 পারিজাত, কুল্লক, কদলী, জম্বু, পুগ,

মন্দারকুন্দপুষ্পৈশ্চ তথাশৈঃ পুষ্পজাতিভিঃ ॥
নানাপক্ষিক্রতেঃ সেতৌরুদ্যানৈর্নন্দনোপমৈঃ ।
কলভারানতৈর্বৃক্ষৈঃ সর্বত্রকুসুমোৎকরৈঃ ॥৪৪
চকোরৈঃ শতপত্রৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈশ্চ কোকিলৈঃ
কলবিক্কেময়ুরৈশ্চ প্রিয়পুত্রৈঃ শুকৈস্তথা ॥ ৪৫
জীবজীবকহারীতৈশ্চাতকৈর্বনবেষ্টিতৈঃ ।
নানাপক্ষিগণৈশ্চাতৈঃ কুজস্তির্মধুরস্বরৈঃ ॥ ৪৬
দৌর্ঘিকাভিস্তড়াগৈশ্চ পুষ্করিণীভিঃ বাপিভিঃ ।
নানাজলাশয়ৈশ্চাতৈঃ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ ॥৪৭
কুমুদৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ তথা নীলোৎপলৈঃ শুভৈঃ
কাদম্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ তথৈব জলকুক্কটৈঃ ॥ ৪৮
কারণ্ডবৈঃ প্রভৈঃসৈস্তথাশৈর্জলচারিভিঃ ।
এবং নানাবিধৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পৈর্নানাবিধৈর্বরৈঃ ॥
নানাজলাশয়েঃ পুণ্যৈঃ শোভিতং তৎসমস্ততঃ
আস্তে তত্র স্বয়ং দেবঃ কৃতিবাসা বৃষধ্বজঃ ॥
হিতায় সর্বলোকেশ ভুক্তিমুক্তিপ্রদঃ শিবঃ ।

কেতকী, করবীর, অতিমুক্ত, কিংশুক, মন্দার, কুন্দ, এবং অন্যান্য পুষ্প প্রধান তরুলতায় সে ক্ষেত্র অলঙ্কৃত। সেখানে নানা পক্ষী কুজন করিতেছে, নন্দনবনের স্রায় কত উদ্যান শোভমান রহিয়াছে। বৃক্ষগণ, সম-
স্তজাত কুসুমে সুশোভিত ও ফলভরে আনত রহিয়াছে। চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গ-
রাজ, কোকিল, কলবিক্ক, ময়ূর, প্রিয়পুত্র, শুক, জীবজীবক, হারীত, চাতক, প্রভৃতি
বিবিধ পক্ষী মধুর স্বরে কুজন করিতেছে। কত দৌর্ঘিকা, কত তড়াগ, কত পুষ্করিণী
প্রভৃতি জলাশয় পদ্মিনীখণ্ডে মণ্ডিত হইয়া সুশোভিত হইতেছে। ঐ সকল জলাশয়ে
কত কুমুদ, পুণ্ডরীক ও সুন্দর সুন্দর নীলোৎ-
পল ফুটিয়া আছে এবং কাদম্ব, চক্রবাক, জল-
কুক্কট, কারণ্ডব, ও হংস প্রভৃতি নানা জল-
চর বিহঙ্গম বিচরণ করিতেছে। এইরূপে
সেই একাক্ষক্ষেত্রের সর্বস্থান নানাবিধ বৃক্ষ,
নানাবিধ সুন্দর সুন্দর পুষ্প ও নানাবিধ
পুণ্য জলাশয়ে পরিশোভিত। সেখানে স্বয়ং
ভুক্তি ও মুক্তিদাতা, কৃতিবাস বৃষধ্বজ শিব,

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতশ্চ সরাসি চ ॥
পুষ্করিণ্যস্তড়াগানি বাপ্যঃ কূপাশ্চ সাগরাঃ ।
তেভ্যঃ পূর্বং সমাহৃত্য জলবিন্দুন্ পৃথক্ পৃথক্
সর্বলোকহিতার্থায় কুজঃ সর্বসুরৈঃ সহ ।
তীর্থং বিন্দুসরো নামতস্মিন্ ক্ষেত্রেদ্বিজোত্তমাঃ
চকার ঋষিভিঃ সার্কং তেন বিন্দুসরঃ স্মৃতম্ ।
অষ্টম্যাং বহলে পক্ষে মার্গশীর্ষে দ্বিজোত্তমাঃ ॥
যন্তত্র যাত্রাঃ কুরুতে বিষুবে বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
বিধিবদ্বিন্দুসরসি স্নাত্বা শ্রদ্ধাসমর্পিতঃ ॥ ৫৫
দেবানুযীন্ মনুষ্যাংশ্চ পিতৃন্ সন্তর্প্য বাগ্ধৃতঃ
তিলোদকেন বিধিনা নামগোত্রবিধানবিৎ ॥ ৫৬
স্নাত্বৈব বিধিবন্তত্র সোহম্মমেষধ্বজলং লভেৎ ।
গ্রহোপরাগে বিষুবে সংক্রান্ত্যগময়ন তথা ॥ ৫৭
যুগাদিযু যজ্ঞনীত্যাং তথাত্তত্র শুভে তিথৌ ।
যে তত্র দানং প্রেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ধনাদিকম্ ॥
অন্ততীর্থাচ্ছতশুণং ফলং তে প্রাপ্নুবন্তি বৈ ।

সর্বলোকের হিতের জন্ত অবস্থান করিতে-
ছেন। পৃথিবীতে যে সকল পুণ্যতীর্থ আছে
এবং যত কিছু নদ, নদী, সরোবর, পুষ্করিণী,
তড়াগ, বাপী, কূপ ও সাগর আছে, কুজদেব
তৎসমুদায় হইতে পূর্বে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে
বিন্দু বিন্দু জল আহরণ করিয়া লোকসমু-
হের হিতের জন্ত সেই ক্ষেত্রে ঋষিগণের
সহিত একযোগে একটি তীর্থ নির্মাণ করি-
য়াছেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! কুজ-নির্ম্মিত
সেই তীর্থের নাম বিন্দুসর। অগ্রহায়ণ
মাসের কৃকপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে বা বিষুব
সংক্রান্তিতে যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া
যথাবিধি বিন্দুসর তীর্থে যাত্রা করে এবং
শ্রদ্ধার সহিত তথায় স্নান, এবং দেব, ঋষি,
পিতৃগণ ও মনুষ্যদিগকে তিলোদক দ্বারা
নাম, গোত্র উল্লেখ করিয়া তর্পণ করে,
তাহার অম্মমেষধ্বজ ফললাভ হয়। চন্দ্র-
সূর্যাদির গ্রহণ, যজ্ঞনীতিসংক্রান্তি, যুগাদ্যা,
কোন যাগ যজ্ঞ অথবা অন্ত কোন পুণ্যতিথি
উপলক্ষে তথায় ব্রাহ্মণদিগকে ধনাদি দান
করিলে অন্যান্য তীর্থপেছা শতশুণ অধিক

পিণ্ডং যে সম্প্রযচ্ছন্তি পিতৃভ্যঃ সরসস্তটে ॥৫১
 পিতৃণামক্ষয়াং তপ্তিং তে কুর্কন্তি ন সংশয়ঃ ।
 ততঃ শস্তোর্গৃহং গত্বা বাগ্‌যতঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ
 প্রবিণ্ড পূজয়েৎ সৰ্বং কৃত্বা তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্
 স্নতকীরাদিভিঃ স্নানং কারয়িত্বা ভবং শুচিঃ ॥
 চন্দনেন সুগন্ধেন বিলিপ্য কুঙ্কুমেণ চ ।
 ততঃ সম্পূজয়েদেবং চন্দ্রমৌলিমুমাপতিম্ ॥৫২
 পুষ্পৈর্নানাবিধৈর্দেবৈবিশ্বার্ককমলাদিভিঃ ।
 আগমোক্তেন মন্ত্রেণ বেদোক্তেন চ শঙ্করম্ ॥
 অদীকিতস্ত ন্যৈব মূলমন্ত্রেণ চার্চয়েৎ ।
 এবং সম্পূজ্য তং দেবং গন্ধপুষ্পানুরাগিভিঃ ॥
 ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈরুপহারৈস্তথা স্তবৈঃ ।
 দণ্ডবৎ প্রণিপাতিতশ্চ গীতৈর্বাদ্যৈর্দানোহরৈঃ ॥
 নৃত্যজপানমক্ষারৈর্জয়শব্দৈঃ প্রদাক্ষণৈঃ ।
 এবং সম্পূজ্য বিধিবদ্দেবদেবমুমাপতিম্ ॥ ৫৬
 সৰ্বপাপবিনির্মুক্তো রূপযৌবনগৰ্ভিতঃ ।
 কুলৈকবংশমুজ্জ্বল্য দিব্যাভরণভূষিতঃ ॥ ৫৭

কলম্ভ হইয়া। এই বিন্দুসরের তীরে
 যাহারা পিতৃলোককে পিণ্ড দান করে,
 তাহাদের পিতৃগণের অক্ষয় তপ্তি
 হয়, সংশয় নাই। অনন্তর জিতেন্দ্রিয়
 ও মৌনী হইয়া শত্ৰুমান্দরে প্রবেশ-
 পূর্বক শত্ৰুকে তিন বার প্রদক্ষিণান্তে স্নত
 ও কীরাদি দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা
 করিবে। চন্দন ও কুঙ্কুমাদি সুগন্ধ অনু-
 লেপন, বিবিধ পুষ্প, প্রচুর বিশ্ব ও অর্কপত্র ও
 আমলকফল দ্বারা আগমোক্ত মন্ত্রে চন্দ্র-
 মৌলি উমাপতির অর্চনা করিতে হয়।
 অদীকিত ব্যক্তি কেবল নাম মাত্র
 উচ্চারণপূর্বক পূজা করিবে। এইরূপে
 গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি উপহার
 দ্বারা পূজা করিয়া, পরে দণ্ডবৎ প্রণিপাত,
 গীত, বাজ, নৃত্য, নানাস্তব, জয়শব্দ
 উচ্চারণ ও প্রদক্ষিণ করিবে। এইরূপে
 দেবদেব উমাপতিকে বিবিধ পূজা করিলে
 সৰ্ব পাপ হইতে বিমুক্ত ও রূপ-যৌবনে
 গৰ্ভিত এবং সৰ্বাভরণে ভূষিত হইয়া

সৌবর্ণেন বিমানেন কিঙ্কীর্জালমালিনা ॥
 উপগীয়মানো গন্ধকৈরপ্সরোভিরলঙ্কৃতঃ ॥ ৫৮
 উদ্যোতয়ন দিশঃ সৰ্বাঃ শিবলোকং স গচ্ছতি
 ভৃক্ষা তত্র সুখং বিপ্রা মনসঃ ত্রীতদায়কম্ ॥
 তল্লোকবাসিভিঃ সার্কং যাবদাভূতসংগ্রবম্ ।
 ততস্তস্মাদিহায়াতঃ পৃথিব্যাং পুণ্যসংক্ষেপে ॥
 জায়তে যোগিনাং গেহে চতুর্দেবী দ্বিজোত্তমাঃ
 যোগাং পাশুপতং প্রাপ্য ততো মোক্ষমবাপ্নয়াৎ
 শয়নোথাপনে চৈব সংক্রান্ত্যাময়নে তথা ।
 অশোকাখ্যাং তথাষ্টম্যাং পাবত্রারোপণেতথা
 যে চ পশ্চাত্ত তং দেবং কৃতিবাসসমুত্তমম্ ।
 বিমানেনার্কবর্ণেন শিবলোকং ব্রজন্তি তে ॥৭৩
 সৰ্বকালেহপি তং দেবং যে পশ্যন্তি সুমেধসঃ ।
 তেহপি পাপবিনির্মুক্তাঃ শিবলোকং ব্রজন্তি বৈ
 দেবস্ত পশ্চিমে পূর্বে দক্ষিণে চোত্তরে তথা ।
 যোজনদ্বিতয়ং সার্কং ক্ষেত্রং তদ্ভুক্তিমুক্তিদম্ ॥
 তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে লিঙ্গং ভাস্করেশ্বরসংজ্ঞিতম্ ।

কিঙ্কীর্জালমালী সুবর্ণবিমানে আরোহণ-
 পূর্বক গন্ধক ও অপ্সরোগণ কর্তৃক উপগীয়-
 মান হইয়া দিক্ সকল বিগোতিত করত
 শিবলোকে উপনীত হইয়া থাকে। হে
 বিপ্রগণ! তথায় মনঃত্রীতিকর সুখ সকল
 উপভোগ করিয়া শিবলোকবাসীদিগের
 সহিত আকল্পকাল বাস করে। অনন্তর
 পুণ্যক্ষেপে পৃথিবীতে আসিয়া চতুর্দেবী
 যোগীদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে, তৎপরে
 পাশুপত যোগ প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।
 যাহারা শয়ন, উত্থান, সংক্রান্তি, অয়ন,
 অশোকাষ্টমী ও পাবত্রারোপণ দিনে কৃতি-
 বাসকে দর্শন করে, অর্কবর্ণ বিমান-
 রোহণে তাহারা শিবলোকে উপনীত হয়। ৩৭—৭৪।
 যে সকল সুধী ব্যক্তি সৰ্বদাই সেই দেব-
 দেবকে দর্শন করেন, তাহাদেরও শিবলোকে
 গতি হয়। দেবদেবের পশ্চিম, পূর্ব, দক্ষিণ
 ও উত্তর দিকে সার্ক দুই যোজন পরিমিত
 ক্ষেত্র ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়ক। সেই ক্ষেত্রে
 ভাস্করেশ্বর নামে এক লিঙ্গ আছে পুণ্য-

পাতি যে তু তং দেবং স্রষ্টা কুণ্ডে মহেশ্বরম্
আদিত্যোনার্চিতং পূৰ্ণং দেবদেবং ত্রিলোচনম্
সৰ্বপাপগবিনীৰূপাং বিমানবরমাস্থিতাঃ ॥ ৭৭
উপগীয়মানা গন্ধৰ্বৈঃ শিবলোকং ব্রজন্তি তে
তিষ্ঠন্তি তত্র মুদিতাঃ কল্পমেকং দ্বিজোত্তমাঃ ॥
তুচ্ছা তু বিপুলান্ ভোগান্ শিবলোকে

মনোরমান ।

পুণ্যক্ষয়াদিহায়াতা জায়ন্ত প্রবরে কুলে ॥ ৭৯
অথবা যোগিনাং গেহে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ।
উৎপদ্যন্তে দ্বিজবরাঃ সৰ্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৮০
মোক্ষশাস্ত্রার্থকুশলাঃ সৰ্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
যোগে শস্তোৰ্বরং প্রাপ্য ততো মোক্ষঃ

ব্রজন্তি তে ॥ ৮১

তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে লিঙ্গং যদৃচ্ছতে দ্বিজাঃ
পূজ্যাপূজ্যং চ সৰ্বত্র বনে রথাস্তরেহপি বা
চতুস্পথে শ্মশানে বা যত্র কুত্র চ তিষ্ঠতি ।
দৃষ্ট্বা তল্লিঙ্গমবাগ্ৰং শ্রদ্ধয়া সূসমাহিতাঃ ॥ ৮৩

কালে আদিত্যদেব উহার অর্চনা করিয়া
ছিলেন। মানবেরা তত্রতা কুণ্ডে স্নান
করিয়া দেবদেব মহেশ্বরকে দর্শন করিলে
সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং উত্তম বিমানে
আরোহণ করিয়া বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপ-
ভোগান্তে গন্ধৰ্বগণ কর্তৃক উপগীয়মান
হইয়া শিবলোকে আগমন করে ও তথায়
এক কল্পকাল যাবৎ মুদিতচিত্তে অবস্থিত
হয়। পরে শিবলোকে থাকিয়া বিবিধ
মনোরম ভোগ উপভোগ করিবার পর পুণ্য-
ক্ষেত্রে পুনরায় ইহলোকে উত্তমকূলে জন্ম
গ্রহণ করে অথবা যোগীদিগের কূলে জন্মিয়া
বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী সৰ্বভূতহিতৈষী মোক্ষ-
শাস্ত্রদর্শী সমবুদ্ধি-সম্পন্ন দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইয়া
শাস্ত্রব্যোগ লাভান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।
সেই পবিত্র ক্ষেত্রের সৰ্বত্র বনে, রথামধ্যে,
চতুস্পথে বা শ্মশানাদিতে যে কোন স্থানে
যত কিছু পূজ্য কিংবা অপূজ্য শিবলিঙ্গ
আছে, মানব তদর্শনে অব্যগ্রচিত্তে
সূসমাহিত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে তাহাকে

স্বাপয়িত্ব তু তং ভক্ত্যা গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্মনোহরৈঃ
ধূপৈর্দীপৈঃ সনৈবেদ্যৈর্নমস্কারৈরুত্তমা স্তবৈঃ ॥ ৮৪
দণ্ডবৎ প্রণিপাতৈশ্চ নৃত্যগীতাদিভিস্তথা ।
সম্পূজ্যৈবঃ বিধানেন শিবলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥
নারী বা দ্বিজশার্দ্দূলাঃ সম্পূজ্য শ্রদ্ধয়াষিতা ।
পূর্বোক্তং ফলমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা
কঃ শক্নোতি গুণধন বক্তুং সমগ্রানুনিবৃত্তমাঃ ।
তস্মা ক্ষেত্রবরস্তাথ ঋতে দেবান্নহেৰ্বরাৎ ॥ ৮৭
তস্মিন্ ক্ষেত্রোত্তমে গতা শ্রদ্ধয়াশ্রদ্ধয়াপি বা ।
মাধবাদিযু মাসেষু নরো বা যদিবাঙ্গনা ॥ ৮৮
যস্মিন্ যস্মিন্স্থিতথো বিপ্রাঃ স্নাত্বা বিন্দুসরোস্তসি
পশ্চাদ্বেবং বিরূপাক্ষং দেবীং চ বরদাং শিবাম্
গণং চণ্ডং কার্ত্তিকেশ্যং গণেশং বৃষভং তথা ।
কল্পদ্রুমং চ সাবিত্রীং শিবলোকং চ গচ্ছতি ॥
স্নাত্বা চ কাপিলং তীর্থং বিধিবৎ পাপনাশনম্ ।
প্রাপ্নোত্যাভিমতান্ কামান্ শিবলোক স গচ্ছতি
যঃ স্তম্ভং তত্র বিধিবৎ কৰোতি নিয়তেল্লিঙ্গঃ

স্নান করাইবে এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ,
নৈবেদ্য, নমস্কার, স্তব, ও দণ্ডবৎ প্রণিপাত
দ্বারা নৃত্যগীতাদি বাদ্যোদয় সহকারে
যথাবিধি তদীয় পূজা করিবে। এইরূপ
পূজা করিলেও শিবলোকপ্রাপ্তি হয়।
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! স্থীলোকেও শ্রদ্ধা-
সহকারে শিবপূজা করিলে পূর্বোক্ত
ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে
মুনিশ্রেষ্ঠগণ! একমাত্র দেব মহেশ্বর
ব্যতীত কোন ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রবরের নিখিল
গুণ বর্ণন করিতে পারে? শ্রদ্ধায় হউক,
আর অশ্রদ্ধায়ই হউক, নর কিংবা নারী যদি
বৈশাখাদি মাসে সেই উত্তমক্ষেত্রে গিয়া
যে কোন তিথিতে বিন্দুসরের জলে স্নান
করিয়া তত্রতা দেবদেব বিরূপাক্ষ, দেবী
বরদা, শিবা, চণ্ডাখ্য গণ, কার্ত্তিকেশ্য,
গণেশ, বৃষভ, কল্পদ্রুম, ও সাবিত্রীকে সন্ম-
র্শন করে, তাহার শিবলোক-প্রাপ্তি হয়।
তথাকার পাপ-হর কাপিলতীর্থে বিধিপূর্বক
স্নান করিয়া অভিমত ফললাভ করত শিব

কুলৈকবংশমুক্ত্য শিবলোকং স গচ্ছতি ॥২২
 একাত্মকে শিবক্ষেত্রে বারানসীসমে শুভে ।
 জ্ঞানং কৰোতি যন্তত্র মোক্ষং স লভতে ধ্রুবম্
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভু ঋষিসংবাদ একাত্মক্ষেত্র-
 মাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকচত্বারিংশো-
 দধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

বিচত্বারিংশোদধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বিরজে বিরজা মাতা লক্ষ্মণী সম্প্রতিষ্ঠিতা ।
 যন্তাঃ সন্দর্শনাত্মভ্যাঃ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥
 সৰুদৃষ্ট্বা তু তাং দেবীভক্ত্যা পূজ্য প্রণম্য চ
 নরঃ স্ববংশমুক্ত্য মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ২
 অত্ৰাশ্চ তত্র তিষ্ঠন্তি বিরজে লোকমাতরঃ ।
 সৰ্ষপাপহরা দেব্যা বরদা ভক্তিবৎসলাঃ ॥ ৩

লোক লাভ হয়। যে জন জিতেন্দ্রিয় ভাবে
 তথায় স্তম্ভারোপণ করে, সে একবংশতিকুল
 উদ্ধার করিয়া শিবলোকে উপনীত হইয়া
 থাকে। একাত্মক শিবক্ষেত্র বারানসীতুল্য
 পবিত্র। যে ব্যক্তি তথায় জ্ঞান করে, তাহার
 মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। ৭৫—৯৩।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪১

বিচত্বারিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন, বিরজক্ষেত্রে বিরজা
 নাম্নী জগন্মাতা ব্রহ্মাণী প্রতিষ্ঠিতা আছেন।
 তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্রই মানব স্বীয় সপ্ত
 কুল পর্যন্ত পবিত্র করিয়া থাকে। নরগণ
 একবার মাত্র তাঁহাকে দর্শন, ভক্তিপূর্বক
 পূজন ও প্রণাম করিলেও স্বীয় বংশের
 উদ্ধার সাধন করিয়া মদীয় লোকে উপনীত
 হইতে পারে। ঐ বিরজাক্ষেত্রে আরও
 অনেক লোকমাতা বিরাজ করিতেছেন।
 তাঁহারা সকলেই সৰ্ষপাপহারিণী, বর-

আন্তে বৈতরণী তত্র সৰ্ষপাপহরা নদী
 যন্তাঃ স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠঃ সৰ্ষপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
 আন্তে স্বয়ম্ভুস্তত্রৈব ক্রোড়রূপী হরিঃ স্বয়ম্ ।
 দৃষ্ট্বা প্রণম্য তং ভক্ত্যা পরং বিষ্ণুং ব্রজন্তি তে
 কাপিলে গোগ্রহে সোমে তীর্থে চালাবুসংজ্ঞিতে
 মৃত্যুঞ্জয়ে ক্রোড়তীর্থে বাসুকে সিদ্ধকেশ্বরে ॥
 তীর্থেষেতেবু মতিমান্ বিরজে সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
 গহাষ্টতীর্থে বিধিবৎস্নাত্বা দেবান্ প্রণম্য চ ॥ ৭
 সৰ্ষপাপবিনির্মুক্তো বিমানবরমাস্থিতঃ ।
 উপগীয়মানো গন্ধর্কৈর্মম লোকে মহীয়তে ॥ ৮
 বিরজে যো মম ক্ষেত্রে পিণ্ডদানং কৰোতি বৈ
 স কৰোত্যাক্ষয়ং তৃপ্তিং পিতৃণাং নাত্র সংশয়ঃ
 মম ক্ষেত্রে মুনিশ্রেষ্ঠা বিরজে যে কলেবরম্ ।
 পরিত্যজন্তি পুরুষাস্তে মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি বৈ ॥
 স্নাত্বা যঃ সাগরে মৰ্ত্ত্যো দৃষ্ট্বা চ কপিলং হরিম্

দায়িনী ও ভক্তবৎসলা। তথায় বৈতরণী
 নামে এক সৰ্ষপাপহারিণী নদী আছে, ঐ
 নদীতে স্নান করিলে মানব সৰ্ষপাপ হইতে
 মুক্ত হইয়া থাকে। সেখানে স্বয়ম্ভু বরাহ-
 মূর্তি হরি স্বয়ং বিরাজমান; ভক্তিভরে
 তাঁহাকে প্রণাম ও দর্শন করিলে বিষ্ণুর
 পরম ধামে উপনীত হওয়া যায়। বিরজা-
 ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে কাপিল, গোগ্রহ, সোম,
 অলাবু, মৃত্যুঞ্জয়, ক্রোড়, বাসুক ও সিদ্ধেশ্বর
 তীর্থ নামে আরও অষ্টতীর্থ বিদ্যমান।
 জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ঐ অষ্টতীর্থে গমন, বিধি-
 বৎ স্নান ও তত্রত্য দেবগণকে প্রণাম
 করিয়া সৰ্ষপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং অস্ত্রে
 বিমানবরে আরোহণপূর্বক গন্ধর্কগণ কর্তৃক
 উপগীয়মান হইয়া মদীয় লোকে বিহার করিয়া
 থাকে। বিরজাখ্য মদীয় ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি
 পিণ্ড দান করে, সে নিশ্চয়ই পিতৃগণের
 অক্ষয়া তৃপ্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। মদীয়
 বিরজাক্ষেত্রে যাহারা কলেবর পরিত্যাগ
 করে, নিশ্চয়ই তাহাদের মোক্ষলাভ ঘটে।
 ১—১০। যে ব্যক্তি সাগরে স্নানপূর্বক
 কপিল দেবকে সন্দর্শন করিয়া বায়াদী

পশ্চাদেবীং চ বারাহীং স যাতি ত্রিংশালয়ম্ ॥
 সন্তি চাত্তানি তীর্থানি পুণ্যাত্ময়তনানি চ ।
 তৎকালে তু মুনিশ্রেষ্ঠা বেদিতব্যানি তানি বৈ
 সমুদ্রস্তোত্তরে তীরে তস্মিন্দেবে দ্বিজোত্তমাঃ
 আস্তে গুহ্যং পরং ক্ষেত্রং মুক্তিদং পাপনাশনম্
 সৰ্বত্র বালুকাকীর্ণং পবিত্রং সৰ্বকামদম্ ।
 দশযোজনবিস্তীর্ণং ক্ষেত্রং পরমতুল্যভম্ ॥ ১৪
 অশোকার্জুনপুন্নাগৈর্গৰ্বকুলৈঃ সরলজন্মৈঃ ।
 পনসৈর্নারিকেলৈশ্চ শালৈস্তালৈঃ কপিথকৈঃ ॥
 চম্পকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ চূতবিশৈঃ সপাটলৈঃ ।
 কদম্বৈঃ কোবিদারৈশ্চ লকুচৈর্নাগকেশরৈঃ ॥ ১৬
 প্রাচীনামলকৈলৌড়ৈর্নারজৈর্ধবখাদিরৈঃ ।
 সৰ্জ্জভূজ্জাম্বকৈশ্চ তমালৈর্দেবদারুভিঃ ॥ ১৭
 মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ অগ্ৰোধাশুক্রচন্দনৈঃ ।
 খৰ্জ্জুরাত্রাতকৈঃ সিদ্ধৈর্মুচুকুন্দৈঃ সকিংকরৈঃ ॥
 অশ্বথৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ মধুধারশোভাঙ্গনৈঃ ।
 শিংশপামলকৈর্নৈপিন্দিতিস্মৃবিভীতকৈঃ ॥ ১৯

দেবীকে দর্শন করে, তাহার স্বর্গগতি হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! মদীয় ক্ষেত্রে আরও বহুতর পুণ্য তীর্থ ও পুণ্য আয়তন আছে, সে সকল সকলেরই বেদিতব্য। হে দ্বিজগণ! সমুদ্রের উত্তর তীরে এক পরম গুহ্য পাপহর মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্র আছে, তাহার সমস্ত স্থানই বালুকাময়; ঐ ক্ষেত্র পবিত্র ও সৰ্ব-কামপ্রদ। উহার বিস্তার দশ যোজন-পরিমিত; উহা মনুষ্যালোকে পরম তুল্যভ। ঐ ক্ষেত্রের চতুর্দিকে অশোক, অর্জুন, পুন্নাগ, বকুল, সরল, পনস, নারিকেল, শাল, তাল, কপিথ, চম্পক, কর্ণিকার, চূত, বিষ, পাটল, কদম্ব, কোবিদার, লকুচ, নাগকেশর, প্রাচীনা-মলাক, লোধ, নারঙ্গ, ধব, খদির, সৰ্জ্জ, ভূজ্জ, অশ্বকর্ণ, তমাল, দেবদারু, মন্দার, পারিজাত, অগ্ৰোধ, অশুক্র, চন্দন, খৰ্জ্জুর, আত্ৰাতক, সিদ্ধ, মুচুকুন্দ, কিংকর, অশ্বথ, সপ্তপর্ণ, মধুধার শোভাঙ্গন, শিংশপা, আমলক, নীপ, নিধ, তিস্রু ও বিভীতক প্রভৃতি সৰ্ব

সৰ্বভূকলগন্ধাটোঃ সৰ্বভূকুসুমোজ্জ্বলৈঃ ।
 মনোহ্লাদকরৈঃ শুভ্রৈর্নানাবিহগনাদিতৈঃ ॥ ২০
 শ্রোত্ররম্যৈঃ সমধূরৈর্বলনির্ম্মদনৈরিতৈঃ ।
 মনসঃ প্রীতিজনকৈঃ শব্দৈঃ খগমুখৈরিতৈঃ ॥ ২১
 চকোটৈঃ শতপত্রৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈস্তথা শুকৈঃ ।
 কোকিলৈঃ কলবিক্লেব হারীতৈর্জীবজীবকৈঃ ॥
 প্রিয়পুত্রৈশ্চাতকৈশ্চ তথাশৈবৈর্মধুরম্বরৈঃ ।
 শ্রোত্ররম্যৈঃ প্রিয়করৈঃ কুজস্তিষ্ঠাঋধিষ্ঠিতৈঃ ॥
 কেতকীবনখণ্ডৈশ্চ অতিমুক্তৈঃ স্কুজকৈঃ ।
 মালতীকুন্দবাণৈশ্চ করবীরৈঃ সিততরৈঃ ॥ ২৪
 জম্বীরকরণাক্ষৌলৈর্দাড়িমবীজপূরকৈঃ ।
 মাতুলুঙ্গৈঃ পুগফলৈর্হিস্তালৈঃ কদলীবনৈঃ ॥ ২৫
 অশ্লৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পৈশ্চাত্তৈর্মনোহরৈঃ
 লতাবিতানগুল্মৈশ্চ বিবিধৈশ্চ জলাশয়ৈঃ ॥ ২৬
 দীর্ঘিকাভিস্তড়াগৈশ্চ পুষ্করিণীভিশ্চ বাপিভিঃ ।
 নানাজলাশয়ৈঃ পুণ্যৈঃ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ ॥ ২৭
 সরাসি চ মনোজ্ঞানি প্রসন্নসলিলানি চ ।
 কুমুদৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ তথা নীলোৎপলৈঃ শুভৈঃ
 কলারৈঃ কমলৈশ্চাপি আচিতানি সমস্ততঃ ।

ঋতুজাত ফল-কুসুম-গন্ধাবিত, মনঃপ্রীতি-কর, নানা বিহগ-নাদিত, পাদপরাজি বিরাজমান। ঐ সকল পাদপোপরি চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, কোকিল, কলবিক্লেব, হারীত, জীব-জীবক, প্রিয়পুত্র, চাতক, ও অন্যান্য মধুরকণ্ঠ শ্রবণ-মনোহর কুজন-পরায়ণ পক্ষিকুল উপবষ্ট। সেখানে কত কেতকী বনখণ্ড, কত অতিমুক্ত, কুজক, মালতী, কুন্দ, করবীর, জম্বীর, করণ, অক্ষৌল, দাড়িম, বীজপূর, মাতুলুঙ্গ, পুগ, হিস্তাল ও কদলীবন এবং এতদ্ভিন্ন কত বিবিধ মনোজ্ঞ কুসুম-সমুদ্ভাসিত বৃক্ষ ও লতা-গুল্মাদি বিরাজমান; পদ্মিনী খণ্ডমণ্ডিত কত পুণ্য জলাশয়, কত পুষ্করিণী, কত দীর্ঘিকা ও কত তড়াগাদি বিস্তারমান। ১১—২৭। ঐ সকল জলাশয়ই মনোজ্ঞ ও প্রসন্নসলিলে পরিপূর্ণ। কুমুদ, পুণ্ডরীক, নীলোৎপল, কলার ও কমল সকল ঐ জলাশয়সমূহের

কাদশৈশ্চক্রবাকৈশ্চ তথৈব জলকুক্কুটেঃ ॥ ২৯
 কারণ্ডবৈঃ প্রবৈহংসৈঃ কূর্শ্বৈর্নৃশ্চৈশ্চ মদগুভিঃ
 দাত্যহসারসাকীর্ণৈঃ কোযষ্টিকশোভিতৈঃ ॥ ৩০
 এতৈশ্চাষ্টৈশ্চ কৃজ্জিভিঃ সমস্তাজ্জলচারিভিঃ ।
 ঋগৈর্জলচরৈশ্চাষ্টৈঃ কুমুমৈশ্চ জলোদ্ভবৈঃ ॥
 এবং নানাবিধৈর্নৃশ্চৈশ্চ পুষ্পৈঃ স্থলজলোদ্ভবৈঃ
 ব্রহ্মচারিগৃহৈশ্চৈশ্চানপ্রশৈশ্চৈশ্চ ভিক্ষুভিঃ ॥ ৩১
 স্বধর্ম্মনিরতৈর্বর্ণৈস্তথাস্তৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ।
 হৃষ্টপুষ্পজনাকীর্ণং নরনারীসমাকুলম্ ॥ ৩২
 অশেষবিদ্যানিলয়ং সর্বধর্ম্মগুণাকরম্ ।
 এবং সর্বগুণোপেতং ক্ষেত্রং পরমহর্লভম্ ॥ ৩৩
 আস্তে তত্র মুনিশ্রেষ্ঠা বিখ্যাতাঃ পুরুষোত্তমাঃ ।
 যাবৎকলমর্যাদা দিক্ক্রমেণ প্রকীর্তিতা ॥ ৩৪
 তাবৎ কৃষ্ণপ্রসাদেন দেশঃ পুণ্যতমো হি সঃ ।
 যত্র তিষ্ঠতি বিখ্যাতা দেশে স পুরুষোত্তমঃ ॥
 জগদ্ব্যাপী জগন্নাথস্তত্র সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 অহং ব্রহ্মশ্চ শক্শ্চ দেবাস্তাগ্নিপুরোগমাঃ ॥ ৩৫

সর্বত্র পরিব্যাপ্ত । কাদম্ব, চক্রবাক, জলকুক্কট, কারণ্ডব, প্রব, হংস, কূর্শ্ব, মৎস্য মদগু, দাত্যহ, সারস ও কোযষ্টিক প্রভৃতি এবং এতস্তিন্ন অত্যাশ্চ কৃজন-পরায়ণ জলচর বিহঙ্গম ও অত্যাশ্চ জলজাত কুমুমরাশি ঐ সকল জলাশয়ে বিরাজিত । ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু প্রভৃতি স্বধর্ম্ম-নিরত চতুর্বিধ আশ্রমী লোক সেই ক্ষেত্রে অবস্থিত । উহা হৃষ্টপুষ্প জনে আকীর্ণ, নরনারীগণে পরিপূর্ণ, সর্ববিধ বিজ্ঞাচর্চার আধারস্থান ও সর্ব-ধর্ম্ম ও সর্ব-গুণের আকর । এইরূপে সেই সর্বগুণগুত ক্ষেত্র জগতে পরম হর্লভ । ২৮—৩৪ । হে মুনিশ্রেষ্ঠ-গণ ! সেই ক্ষেত্রে বিখ্যাত পুরুষোত্তম বিরাজমান । দিগ্বিভাগ অনুসারে যত-দূর পর্যন্ত উৎকল দেশের সীমা নির্দিষ্ট আছে, যথায় বিখ্যাত পুরুষোত্তম বিরাজ-মান, ভগবান্ কৃষ্ণের প্রসাদে সেই দেশই পরম পুণ্যতম । জগদ্ব্যাপী জগন্নাথ সেই-দ্বীপেই অবস্থিত । আমি, ব্রহ্ম, ইন্দ্র ও অগ্নি-

নিবসামো মুনিশ্রেষ্ঠান্তম্শ্বিন্ দেশে সদা বয়ম্ ।
 গন্ধর্ব্বাপরসঃ সর্বাঃ পিতরো দেবমানুষাঃ ॥ ৩৬
 যক্ষা বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধা মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।
 ঋষয়ো বালখিল্যাশ্চ কণ্ডপাদ্যাঃ প্রজেশ্বর্য্যঃ
 সুপর্ণাঃ কিন্নরা নাগাস্তথাস্তে স্বর্গবাসিনঃ ।
 সান্দ্রাশ্চ চতুরো বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥
 ইতিহাসপুরাণানি যজ্ঞাশ্চ বরদক্ষিণাঃ ।
 নদ্যাশ্চ বিবিধাঃ পুণ্যাস্তীর্থাশ্চায়তনানি চ ॥ ৪১
 সাগরাশ্চ তথা শৈলাস্তম্শ্বিন্ দেশে ব্যবস্থিতাঃ
 এবং পুণ্যতমে দেশে দেবষিপিতৃসেবিতৈঃ ॥ ৪২
 সর্বোপভোগসহিতে বাসঃ কশ্চ ন যোচতে ।
 শ্রেষ্ঠত্বং কশ্চ দেশস্ত কিং চাত্তদধিকং ততঃ ॥ ৪৩
 আস্তে যত্র স্বয়ং দেবো মুক্তিদাঃ পুরুষোত্তমঃ ।
 যত্নাস্তে বিবুধপ্রথ্যা যে বসন্ত্যৎকলে নবাঃ ॥
 তীর্থরাজজলে স্নাত্বা পশুন্তি পুরুষোত্তমম্ ।
 স্বর্গে বসন্তি তে মর্ত্তা ন তে যান্তি যমালয়ে ॥ ৪৫
 যে বসন্ত্যৎকলে ক্ষেত্রে পুণ্যে ত্রীপুরুষোত্তমে

প্রমুখ অত্যাশ্চ দেবগণ, আমরা সকলেই তথায় সর্বদা বাস করি । গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, পিতৃ, দেব ও মানুষগণ, যক্ষগণ, বিজ্ঞাধর-গণ, সিদ্ধগণ, সংশিতব্রত মুনিগণ, বাল-খিল্যাদি ঋষিগণ, কণ্ডপাদি প্রজাপতিগণ, সুপর্ণ ও কিন্নরগণ, নাগগণ অত্যাশ্চ স্বর্গ-বাসিগণ, সান্দ্র চতুর্বেদ, বিবিধ শাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণসমূহ বহুদক্ষিণাধিত যজ্ঞসকল, বিবিধ পুণ্য নদীগণ, নানা তীর্থ ও আয়তন সকল, সাগরসমূহ এবং শৈলবৃন্দ, ইহারা সকলেই তথায় বিদ্যমান । কলতঃ দেবষি-পিতৃ-সেবিত সর্বোপভোগ-ময় পবিত্র দেশে কাহার না বাস করিতে ইচ্ছা হয়? এই দেশ হইতে অস্ত্র কোন দেশের শ্রেষ্ঠত্ব হইতে পারে? এই পুণ্য দেশে স্বয়ং মুক্তিপ্রদাতা পুরুষোত্তম দেব অবস্থিত । যে সকল নর উৎকল দেশে বাস করে, সেই বিবুধপ্রতিম নরগণই জগতে ধন্য । এখানকার প্রধান তীর্থ-জলে স্নান করিয়া যাহারা পুরুষোত্তমকে

সকলং জীবিতং ভেষামুৎকলানাং সুমেধসাম্ ॥
যে পশুস্তি সুরশ্রেষ্ঠঃ প্রসন্নায়তলোচনম্ ।
চাক্রকেশমুকুটং চাক্রকর্ণাবতংসকম্ ॥ ৪৭
চাক্রশ্মিতং চাক্রদন্তং চাক্রকুণ্ডলমণ্ডিতম্ ।
সুনাসং সুকপোলঞ্চ সুললাটং সুলক্ষণম্ ॥ ৪৮
ত্রৈলোক্যানন্দজননং কৃষ্ণশ্চ মুখপঙ্কজম্ ॥ ৪৯

ইতি ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ বর্ণনং নাম
দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পুরা কৃতযুগে বিপ্রাঃ শক্রতুলাপরাক্রমঃ ।
বভূব নৃপতিঃ স্রীমান্দ্ৰহ্মা ইতি শ্রুতঃ ॥ ১
সত্যবাদী শুচিদক্ষঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।

দর্শন করে, সেই মর্ত্যগণ কখন যমালয়ে
যায় না, তাহারা স্বর্গধামেই গমন করিয়া
থাকে। যাহারা পবিত্র উৎকল দেশস্থ
পবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করে, সেই
সকল সুমেধা উৎকলবাসীদিগের জীবনই
সফল। যাহার লোচন প্রসন্ন ও আয়ত,
যাহা চাক্র ক্র, কেশ ও মুকুটে সুশোভিত,
যাহার চাক্র হস্ত, ও চাক্র দন্ত, যাহা চাক্র
কুণ্ডলে মণ্ডিত, যাহার সুনাসা, সুকপোল
ও সুললাট, স্রীকৃষ্ণের সেই সুলক্ষণাধিত
ত্রৈলোক্যানন্দজনক মুখপঙ্কজ যাহারা অব-
লোকন করে, জগতে তাহারাই ধন্য
পুরুষ। ৩৫—৪৯।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪২ ।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রগণ! সত্যযুগে
ইন্দ্রতুলা পরাক্রমশালী ইন্দ্রদ্রহ্ম নামে এক
স্রীমান্দ্ৰহ্মা ছিলেন। তিনি সত্যবাদী,
সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, যষ্টা, শুচি, দক্ষ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্য-

রূপবান্ সুভগঃ শূরো দাতা ভোক্তা প্রিয়বদঃ
যষ্টা সমস্তযজ্ঞানাং ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ।
ধনুর্বেদে চ বেদে চ শাস্ত্রে চ নিপুণঃ কৃতী ॥ ৩.
বল্লভো নরনারীণাং পৌর্ণমাস্তাং যথা শশী ।
আদিত্য ইব হৃশ্চেক্যঃ শক্রসজ্জতয়ঙ্করঃ ॥ ৪
বৈক্যবঃ সত্ত্বসম্পন্নো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
অধ্যোতা যোগসাংখ্যানাং মুমুক্শুর্ধ্মতৎপরঃ ॥ ৫
এবং স পালয়ন্ পৃথ্বীং রাজা সর্বগুণাকরঃ ।
তস্তা বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না হরেরারাদনং প্রতি ॥ ৬
কথমায়াধিয্যামি দেবদেবং জনার্দনম্ ।
কস্মিন্ক্ষেত্রেহথবা তীর্থে নদীতীরে তথাশ্রমে
এবং চিন্তাপরঃ সোহথ নিরীক্ষ্য মনসা মহীম্
আলোক্য সর্বতীর্থানি ক্ষেত্রাণাং পুরাণ্যপি ॥
তানি সর্বাণি সন্তাজা জগামায়তনং পুনঃ ।
বিখ্যাতং পরমং ক্ষেত্রং মুক্তিদং পুরুষোত্তমম্
স গহা তৎক্ষেত্রবরং সমৃদ্ধবলবাহনং ।
অযজচ্চাশ্রমেধেন বিধিবদ্ ভূরিদক্ষিণঃ ॥ ১০

প্রতিজ্ঞ, রূপবান, সৌভাগ্যশালী, শূর,
দাতা, ভোক্তা, প্রিয়বদ, ধনুর্বেদ ও অস্ত্রাস্ত্র
সর্ববেদে পারদর্শী, পূর্ণচন্দ্রবৎ নর-নারী-
গণের বল্লভ, আদিত্যের স্থায় হৃশ্চেক্য,
শক্রসজ্জের তয়ঙ্কর, বিষ্ণু-ভক্ত, সত্ত্বসম্পন্ন,
জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়, সাংখ্যযোগের
অধ্যোতা, ধর্ম্মতৎপর, ও মুমুক্শু, বলিয়া
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেই সর্বগুণাকর
রাজা পৃথিবীপালনে নিরত হইবার পর
একদা হরির আরাধনার্থ তাঁহার বুদ্ধি-
বৃন্তি উন্মেষিত হইল। তিনি ভাবিলেন,
আমি কিরূপে কোন্ ক্ষেত্রে, তীর্থে অথবা
কোন্ নদীর তীরে বা আশ্রমে দেবদেব
জনার্দনকে আরাধনা করিব? এইরূপে
তিনি চিন্তাক্রান্ত হইয়া মনে মনে সমস্ত মহী
ও মহীস্থ সর্ব তীর্থক্ষেত্র ও পুরনগরাদি
অবলোকন করিলেন। ১—৮। পরিদর্শনান্তে
তিনি সে সকল স্থানই পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি-
প্রদ বিখ্যাত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করি-
লেন। নরপতি ইন্দ্রদ্রহ্ম বলবাহনাদি সমস্ত-

কারয়িত্বা মহোৎসেধং প্রাসাদকৈব বিষ্কৃতম্
তত্র সৰ্ব্বধ্বং কৃষ্ণং সুভদ্রাং স্থাপ্য বীৰ্য্যবান্ ॥
পঞ্চতীর্থঞ্চ বিধিবৎ কৃৎস্না তত্র মহীপতিঃ ।
জ্ঞানং দানং তপো হোমং দেবতাপ্রেক্ষণং তথা
ভক্ত্যা চারাদ্য বিধিবৎ প্রত্যাহং পুরুষোত্তমম্
প্রাসাদাদেবদেবস্ত ততো মোক্ষমবাপ্তবান্ ॥১৩
মার্কণ্ডেয়ঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ দৃষ্ট্বা রামঞ্চ তো দ্বিজাঃ ।
সাগরে চেল্লহ্মাখ্যে স্নানাহোমোক্ষং লভেদ্বৈবম্

মুনয় উচুঃ ।

কস্মাৎ স নৃপতিঃ পূৰ্ব্বমিল্লহ্মায়া জগৎপতিঃ ।
জগাম পরমং ক্ষেত্রং মুক্তিদং পুরুষোত্তমম্ ॥
গত্বা তত্র সুরশ্রেষ্ঠ কথং স নৃপসত্তমঃ ।
বাজ্রমেধেন বিধিবাদিষ্টবান্ পুরুষোত্তমম্ ॥১৬
কথং স সৰ্ব্বকলদে ক্ষেত্রে পরমহর্ষভে ।
প্রাসাদং কারয়ামাস চেষ্টং ত্রৈলোক্যবিষ্কৃতম্ ॥
কথং স কৃষ্ণং রামঞ্চ সুভদ্রাঞ্চ প্রজাপতে ।

ব্যাখ্যারে সেই প্রসিদ্ধ ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া
প্রভূত দক্ষিণা প্রদানপূর্বক যথাবিধি অশ্বমেধ
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। পরে সেখানে
এক মহোচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে
সৰ্ব্বধ্বং, কৃষ্ণ ও সুভদ্রাকে স্থাপন করত
পরে যথাবিধি পঞ্চতীর্থ প্রতিষ্ঠা করিয়া
জ্ঞান, দান, তপস্যা, হোম ও দেবদর্শনাদি
করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যাহ যথা-
বিধি পুরুষোত্তমের আরাধনা করিয়া দেব
দেবের অনুগ্রহে অস্ত্রে মোক্ষলাভ করেন।
হে দ্বিজগণ! সেখানে মার্কণ্ডেয়, কৃষ্ণ ও
বলরাম আছেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া ইন্দ্র
হ্যাহাখ্য সাগরে স্নান করিলে, নিশ্চয়ই মোক্ষ
লাভ হয়। ৯—১৪। মুনিগণ কহিলেন, পৃথিবী-
পতি ইন্দ্রহ্মায কি নিমিত্ত সেই মুক্তিপ্রদ
পরম ক্ষেত্র পুরুষোত্তমধামে গমন করিয়া-
ছিলেন? হে সুরশ্রেষ্ঠ! তিনি সেখানে
গিয়া কিরূপে বাজ্রমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান,
যথাবিধি পুরুষোত্তম দেবের অর্চনা, কিরূপে
সৰ্ব্বকলপ্রদ পুরষ হর্ষভ ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্য-
বিষ্কৃত প্রাসাদ নির্মাণ, কি প্রকারে কৃষ্ণ-

নির্মমে রাজশার্দূলঃ ক্ষেত্রং রক্ষিতবান্ কথম্
কথং তত্র মহীপালঃ প্রাসাদে ভুবনোত্তমে ।
স্থাপয়ামাস মতিমান্ কৃষ্ণাদীংস্বিদশার্চিতান্ ॥
এতৎ সৰ্বং সুরশ্রেষ্ঠ বিস্তরেণ যথা তথম্ ।
বক্তুমর্হন্তশেষেণ চরিতং তন্তু ধীমতঃ ॥ ২০
ন তুষ্টিমধিগচ্ছামস্তব বাক্যায়তেন বৈ ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মণ পরং কোতুহলং হি নঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

সাধু সাধু দ্বিজশ্রেষ্ঠা যৎপৃচ্ছধ্বং পুরাতনম্ ।
সৰ্বপাপহরং পুণ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভম্ ॥২২
বক্ষ্যামি তন্তু চরিতং যথা বৃত্তং কৃতে যুগে ।
শৃণুধ্বং মুনিশার্দূলাঃ প্রযতাঃ সংযতেন্দ্రిয়াঃ ॥
অবন্তী নাম নগরী মালবে ভূবি বিষ্কৃতা ।
বভূব তন্তু নৃপতেঃ পৃথিবী ককুদোপমা ॥ ২৪
হৃষ্টপুষ্টিজনাকীর্ণা দৃঢ়প্রাকারতোষণা ।

বলরাম ও সুভদ্রামুর্জি বিধান, কি করিয়া
ক্ষেত্র রক্ষা এবং কি প্রকারেই বা সেই
সর্বোত্তম প্রাসাদমধ্যে সুরগণ-পূজিত কৃষ্ণ
প্রভৃতিকে স্থাপন করেন? হে সুরবর!
এতৎসমস্ত এবং সেই ধীমান্ নরপতির
কার্যকলাপ যথাযথ বিস্তররূপে, কীর্তন করুন।
হে ব্রহ্মণ! আমরা আপনার বাক্যায়ত-
পানে কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছি না; আপনার
কথা শ্রবণে একান্তই কোতুহলাক্রান্ত হই-
য়াছি। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ-
গণ! আপনারা যে সৰ্বপাপহর ভোগমোক্ষ-
প্রদ পৌরাণিক পুণ্য বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা
করিয়াছেন, ইহাতে আপনাদিগকে আমি
বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করি। হে মুনিবরগণ!
আপনারা প্রযত হইয়া একাগ্রমনে শ্রবণ
করুন। আমি সেই সত্যযুগের যথাবৎ
বৃত্তান্ত বর্ণন করিতোছি। মালবদেশে অবন্তী
নামে এক ভুবনবিষ্কৃত নগরী আছে।
সেই নগরী রাজা ইন্দ্রহ্মায়ের রাজধানী ছিল।
রাজা ইন্দ্রহ্মা সমস্ত পৃথিবীরই অধীশ্বর
ছিলেন। তাঁহার রাজধানী অবন্তীনগরী
হৃষ্টপুষ্টি জনে আকীর্ণ, সুদৃঢ় প্রাকার, তোরণ,

দৃঢ়স্বার্গলক্ষ্যায় পরিখাভিরলঙ্কতা ॥ ২৫
নানাবর্ণিকসমাকীর্ণা নানাভাণ্ডসুবিজিয়া ।
রথ্যাপণবতী রম্যা সুবিভক্তচতুষ্পথা ॥ ২৬
গৃহগোপুরসম্বাধা বীথীভিঃ সমলঙ্কতা ।
রাজহংসনিভৈঃ শুভ্রৈশ্চিত্রগ্রীবৈর্বনোহরৈঃ ॥ ২৭
অনেকশতসাহস্রৈঃ প্রাসাদৈঃ সমলঙ্কতা ।
যজ্ঞোৎসব প্রমুদিতা গীতবাদিত্রনিষন ॥ ২৮
নানাবর্ণপতাকাভিধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কতা ।
হস্ত্যশ্বরথসঙ্কীর্ণা পদাতিগণসঙ্কুল ॥ ২৯
নানায়োধসমাকীর্ণা নানাজনপদৈর্যুতা ।
ব্রাহ্মণৈঃ কত্রিযৈর্বৈশ্চৈঃ শূদ্রৈশ্চৈব দ্বিজাতিভিঃ
সমৃদ্ধা সা মুনিশ্রেষ্ঠা বিদ্বন্তিঃ সমলঙ্কতা ।
ন তত্র মলিনাঃ সন্তি ন মূৰ্খা নাপি নির্দ্বনাঃ ॥ ৩১
ন রোগিণো ন হীনাঙ্গা ন দ্যুতবাসনাযিতাঃ ।
সদা হৃষ্টাঃ সুমনসো দৃশ্যন্তে পুরুষাঃ স্থিরাঃ ॥ ৩২
ক্রীড়ন্তি স্ম দিবা রাত্ৰৌ হৃষ্টান্তত্ৰ পৃথক্ পৃথক্

যজ্ঞ, অর্গল, দ্বার ও পরিখাসমূহে সুশোভিত
ও সুরক্ষিত । সেখানে নানাদেশীয় বর্ণিক-
সম্প্রদায়, নানাবিধ রাশি রাশি দ্রব্যসম্ভার,
নানা রথ্য ও নানা আপণ বিদ্যমান ।
তথায় কত চতুষ্পথ, কত গৃহ, গোপুর ও বীথী
বিরাজমান । রাজহংসের স্তায় শুভ্রবর্ণ,
চিত্র বিচিত্র মনোহর শত শত সহস্র সহস্র
প্রাসাদের দ্বারা ঐ নগরী অলঙ্কৃত ।
সেখানে যে কত হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি,
এবং নানাবর্ণ ধ্বজ, পতাকা, নানাবিধ যোদ্ধা
ও নানাদেশীয় জনতাপরিপূর্ণ, তাহার ইয়ত্তা
নাই । ঐ নগরী সর্বদাই যজ্ঞোৎসবে
আমোদিত এবং গীত ও বাদিত্ররবে
মুখরিত । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! ব্রাহ্মণ,
কত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রাদি নানাজাতির তথায়
বাস । এইজন্ত ঐ নগরী সদাই সমৃদ্ধ ।
বহু বিদ্বান্ ব্যক্তি তথায় বিরাজমান ।
সেখানে মলিন, মূৰ্খ, নির্দ্বন, রোগী, হীনাঙ্গ,
ও দ্যুতাদি ব্যাসমসম্পন্ন লোক কেহই নাই,
সেখানকার স্ত্রী পুরুষ সকলেই সর্বদা হৃষ্ট-
চিত্তে দিব্যরাজ্য ক্রীড়া-নিরত । পুরুষগণ

সুবেশাঃ পুরুষান্তত্ৰ দৃশ্যন্তে মৃষ্টকুণ্ডলাঃ ॥ ৩৩
সুরূপাঃ সুগণাশ্চৈব দিব্যালঙ্কারভূষিতাঃ ।
কামদেবপ্রতীকশাঃ সর্ষলক্ষণলঙ্কিতাঃ ॥ ৩৪
সুকেশাঃ সুকপোলাশ্চ সুমুখাঃ শৃঙ্গধারিণাঃ ।
জাতারঃ সর্ষশাস্ত্রাণাং ভোক্তারঃ শক্রবাহিনীম্
দাতারঃ সর্ষরত্নানাং ভোক্তারঃ সর্ষসম্পদাম্ ।
স্থিযস্তত্ৰ মুনিশ্রেষ্ঠা দৃশ্যন্তে সুমনোহরাঃ ॥ ৩৬
হংসবারণগামিত্তাঃ প্রফুল্লাস্তোজলোচিনাঃ ।
সুমধ্যমাঃ সুজঘনাঃ পীনোরতপয়োধরাঃ ॥ ৩৭
সুকেশাশ্চাক্রবদনাঃ সুকপোলাঃ স্থিরালকাঃ ।
হাবভাবানন্তগ্রীবাঃ কর্ণভরণভূষিতাঃ ॥ ৩৮
বিদ্বোষ্ট্যো রঞ্জিতমুখাস্থলেন বিরাজিতাঃ ।
সুবর্ণভরণোপেতাঃ সর্ষালঙ্কারভূষিতাঃ ॥ ৩৯
শ্রামাবদাতাঃ সুশ্রোণ্যঃ কাঞ্চীনুপুরনাদিতাঃ ।
দিব্যমালাস্বরধরা দিব্যগন্ধাভুলেপনাঃ ॥ ৪০
বিদ্বাঃ সুভগাঃ কান্তাশ্চার্বাধ্যাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ।
রূপলাবণ্যসংযুক্তাঃ সর্ষাঃ প্রহসিতাননাঃ ॥ ৪১
ক্রীড়ন্ত্যশ্চ মদোন্নতাঃ সভাসু চহরেষু চ ।

সকলেই সুবেশ, সুকুণ্ডলধর, সুরূপ, শোভন-
শুণ, দিব্যভরণ-ভূষিত, কন্দর্পকান্তি,
সুলক্ষণ, সুকেশ, সুকপোল, সুমুখ, শৃঙ্গ-
ধারী, সর্ষশাস্ত্র, শক্রসৈন্তভেদী, সর্ষধন-
দাতা, ও সর্ষসম্পদ-ভোক্তা । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ
তত্রত্য স্ত্রীগণ বড়ই মনোহর । ১৫—৩৬ ।
তাহারা হংস ও বারণের স্তায় গমনশীল ;
তাহাদের নয়ন প্রফুল্ল অমৃজবৎ, কটি ও
জঘন সুন্দর, পয়োধর পীনোরত ; তাহারা
সুকেশ, চাক্রবদন, সুকপোল, ও স্থিরালক ;
হাবভাব-ভরে তাহাদের গ্রীবাদেশ আনত-
ও কর্ণভরণে ভূষিত ; তাহারা বিদ্বোজী,
তাহাদের মুখ তাশুলরাগ-রঞ্জিত, সর্ষগাত্র
সর্ষবিধ সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত ; কাঞ্চী ও
নুপুররবে শঙ্কিত, দিব্য মালা ও দিব্য
অঙ্ঘরে ভূষিত, এবং দিব্য গন্ধে অমূল-
পিত, তাহারা সকলেই চতুরা, সকলেই
সুভগা, সকলেই কান্তা, সকলেই প্রিয়-
দর্শনা, সকলেই রূপলাবণ্যবতী, স্মেরাননা,

গীতবাদ্যকথালীপে রময়ন্ত্যশ্চ তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৪২
 বারমুখ্যশ্চ দৃশ্যন্তে নৃত্যগীতবিশারদাঃ ।
 প্রেক্ষণালাপকুশলাঃ সর্বযোষিদৃগাধিতাঃ ॥
 অস্ত্রাশ্চ তত্র দৃশ্যন্তে গুণাচার্যাঃ কুলস্থিয়ঃ ।
 পতিব্রতাশ্চ সুভগা গুণৈঃ সর্বৈরলঙ্কৃতাঃ ॥ ৪৪
 বনৈশ্চোপবনৈঃ পুণ্যৈরুদ্যানৈশ্চ মনোরমৈঃ ।
 দেবভায়নৈর্দিব্যানাকুসুমৈশ্চোভিতৈঃ ॥৪৫
 শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ বকুলৈর্নাগকেশরৈঃ ।
 পিঙ্গলৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ চন্দনাঙ্কুরচম্পকৈঃ ॥৪৬
 পুরাগৈর্নাগিকৈশ্চ পনসৈঃ সরলক্রমৈঃ ।
 নারঙ্গৈর্লকুচৈর্লোধৈঃ সপ্তপর্ণৈঃ শুভাঙ্কুরৈঃ ॥
 চূতবিশ্বকদম্বৈশ্চ শিশপৈর্ধবধাদিরৈঃ ।
 পাটলাশোকতগরৈঃ করবীরৈঃ সিতেতরৈঃ ॥
 পীতার্জুনকভ্রাতৈঃ সিদ্ধৈরাশ্রাতকৈস্তথা ।
 শ্রোগ্রোধাশ্বখকাম্বোধৈঃ পলাশৈর্দেবদারভিঃ ॥
 মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ তিস্তিভীকবিভীতকৈঃ

ক্রীড়ানিরতা, ও মদোন্মত্তা । তাহারা
 সভা বা প্রাঙ্গণ ক্ষেত্রে গীত, বাদ্য ও মধুর
 আলাপে সকলের প্রতি উৎপাদন করে ।
 তত্রত্য বারবিলাসিনীরা নৃত্য, গীত, ও বাদ্য
 বিদ্যায় দক্ষ, দর্শন ও সম্ভাষণে সুনিপুণ,
 ও সর্ববিধ স্ত্রীগুণে সমধিত । এতস্তিন্ন
 সর্বগুণশালিনী পতিব্রতা সুভগা অস্ত্রাশ্র
 বহু কুলকামিনী তথায় দৃশ্যমান । সেখানে
 কত যে নানা কুসুম-শোভিত দিব্য দিব্য
 দেবায়তন, পবিত্র বন ও উপবন এবং
 মনোরম উদ্যান বিদ্যমান, তাহার ইয়দা
 নাই । শাল, তাল, তমাল, বকুল,
 নাগকেশর, পিঙ্গল, কর্ণিকার, চন্দন,
 অঙ্কুর, চম্পক, পুরাগ, নাগকেশর, পনাস,
 সরলক্রম, নারঙ্গ, লকুচ, লোধ, সপ্তপর্ণ,
 শুভাঙ্কুর, চূত, বিশ্ব, কদম্ব, শিশপ, ধব,
 খদির, পাটল, অশোক, তগর, সিতেতর,
 করবীর, পীত, অর্জুন, ভ্রাতক, সিদ্ধ
 আশ্রাতক, শ্রোগ্রোধ, অশ্বখ, অম্বধ্য, পলাশ,
 দেবদারু, মন্দার, পারিজাত, তিস্তিভীক,

প্রাচীনামলকৈঃ প্রলৈকজ্জ্বলিশিরীষপাদপৈঃ ॥৫০
 কালৈয়েঃ কাঞ্চনৈরৈশ্চ মধুজহীরতিন্দুকৈঃ ।
 খঙ্কুরাগন্ত্যবকুলৈঃ শাখোটকহারীতকৈঃ ॥৫১
 কঙ্কোলৈর্মুচুকুন্দৈশ্চ হিষ্টালৈর্বীজপূরকৈঃ ।
 কেতকীবনখৈশ্চ অতিমুক্তৈঃ স্কুলকৈঃ ॥৫২
 মল্লিকাকু / বাণৈশ্চ কদলীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ ।
 মাতুলঃ প্রঃ পুগকলৈঃ করুণৈঃ সিন্ধুবারকৈঃ ॥
 বহুবাহবঃ কোবিদারৈর্বদরৈঃ সরলকৈঃ ।
 অশ্রুশ্চ বিবিধৈঃ পুষ্পবৃক্ষৈশ্চাশ্রম্নোহরৈঃ ॥
 লতাশ্রুবিভিনৈশ্চ উদ্যানৈর্নন্দনোপমৈঃ ।
 সদা কুসুমগন্ধাঢ্যৈঃ সদা ফলভরানরৈঃ ॥৫৫
 নানাপক্ষিক্রতে রম্যৈর্নানামৃগগণাবৃতৈঃ ।
 চকোরৈঃ শতপত্রৈশ্চ ভ্রঙ্গারৈঃ প্রিয়পুত্রকৈঃ ॥
 কলবিকৈর্ময়ুরৈশ্চ শুকৈঃ কোকিলকৈস্তথা ।
 কণোতৈঃ খঙ্করীটৈশ্চ শ্রেনৈঃ পারাবতৈস্তথা
 খগৈশ্চাশ্রৈর্বহুবাহবৈঃ শ্রোত্ররম্যৈর্নানোরমৈঃ ।
 সরিতঃ পুষ্করিণ্যশ্চ সরাংসি সুবহূনি চ ॥ ৫৮
 অশ্রুজলাশ্রয়ৈঃ পুণ্যৈঃ কুমুদোৎপলমণ্ডিতৈঃ
 পদ্মৈঃ সিতেতরৈঃশুভ্রৈঃ কল্লারৈশ্চ সুগন্ধিভিঃ

বিভীতক, প্রাচীন আমলক, প্রক, জম্বু,
 শিরীষ, কালৈয়, কাঞ্চনার, মধুজহীর,
 তিন্দুক, খঙ্কুর, অগন্ত্য, বকুল, শাখোটক,
 হারীতক, কঙ্কোল, মুচুকুন্দ, হিষ্টাল, বীজ-
 পূর, কেতকীবন, অতিমুক্ত, স্কুলক, মল্লিকা,
 কুন্দ, বাণ, কদলীখণ্ড, মাতুলঙ্গ, পুগকল,
 করুণ, সিন্ধুবার, বহুবাহব, কোবিদার, বদর,
 সরল, এবং অস্ত্রাশ্র বিবিধ বনজাত পুষ্প-
 বৃক্ষ ও নানা জাতীয় লতা, গুল্ম, ও নন্দন-
 বননিভ অনেক উদ্যানসমূহে সে নগরী
 সমলঙ্কৃত । পূর্ব-বর্ণিত বৃক্ষ সকল সর্বদা
 কুসুমগন্ধে অধিত ও ফলভরে আনত এবং
 চকোর, শতপত্র, ভ্রঙ্গার, প্রিয়পুত্র, কলবিক,
 ময়ুর, শুক, কোকিল, কণোত, খঙ্করীট,
 শ্রেন, ও পারাবত প্রভৃতি নানাজাতীয়
 শ্রবণ মনোরম-নিদাদী বহু বিহঙ্গমরবে
 মুখরিত ও নানা মৃগগণে পরিবৃত । এতস্তিন্ন
 কুমুদ, উৎপল, শুভ্র পদ্ম, সুগন্ধি কল্লার,

অষ্টবহবিধে: পুষ্পৈর্জলজৈ: সুমনোহরৈ: ।
 গন্ধামোদকৈর্দিবো: সৰ্ব্বভূকুম্ভোজৈ: ॥৬০॥
 হংসকারণবাকীর্গৈশ্চক্রবাকোপশোভিতৈ: ।
 সারসৈশ্চ বলাকৈশ্চ কুশ্মৈর্ষষ্ঠৈ: সনকৈ: ॥
 জালপাদৈ: কদম্বৈশ্চ প্লবৈশ্চ জলকুকুটৈ: ।
 খগৈর্জলচরৈশ্চাষ্টৈর্নানাববিভূষিতৈ: ॥ ৬২ ॥
 নানাবর্ণৈ: সদা স্তম্ভৈরক্ষিতানি সমন্তত: ।
 এবং নানাবিধৈ: পুষ্পৈর্বিবিধৈশ্চ জলাশয়ৈ: ॥
 বিবিধৈ: পাদপৈ: পুষ্পৈরুদ্যানৈর্বিবিধৈস্তথা ।
 জলস্থলচরৈশ্চৈব বিহগৈশ্চাক্ষরৈশ্চিহ্নিতৈ: ॥ ৬৪ ॥
 দেবতায়তনৈর্দিবো: শোভিতা সা মহাপুরী ।
 তজ্জ্যন্তে ভগবান্ দেবস্ত্রিপুরারিস্ত্রিলোচন: ॥৬৫॥
 মহাকালেতি বিখ্যাত: সৰ্বকামপ্রদ: শিব: ।
 শিবকুণ্ডে নর: স্নাত্বা বিধিবৎ পাপনাশনে ॥৬৬॥
 দেবান্ পিতৃনৃষীংশ্চৈব সন্তপ্য বিধিবদবুধ: ।
 গয়া শিবালয়ং পশ্চাৎকৃত্বা তং ত্রি: প্রদক্ষিণ্ণং
 প্রবিশ্ব সংযতো ভূত্বা ধৌতবাসা জিতেন্দ্রিয়: ।
 স্নানৈ: পুষ্পৈস্তথা গন্ধৈধূপৈদাপৈশ্চ ভক্তিত:

ও অন্ত্যাত্ম গন্ধামোদবয়ী জলজাত নানা
 মনোজ্ঞ পুষ্পসমূহে সমলকৃত কত শত
 পবিত্র সরিৎ, সরোবর প্রভৃতি জলাধার
 তথায় বিরাজমান। এই সকল জলাশয়ের
 সৰ্বদিক্ হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, সারস,
 বলাক, কুশ্ম, মৎস্ত, নক, জালপাদ, কাদম্ব,
 প্লব, জলকুকুট প্রভৃতি বিবিধ ধ্বনিকারী,
 বিবিধ বর্ণ-বিশিষ্ট, সদাহৃষ্ট নানা জলচর
 জীবগণে সমাকীর্ণ। এইরূপে বহুবিধ প্রিয়-
 দর্শন পাদপ, নানা পুষ্পময় জলাশয়, বিবিধ
 উদ্যান, স্থল ও জলচর বিহঙ্গম ও নানাবিধ
 দিব্য দিব্য দেবায়তনে সেই পুরী শোভ-
 মান। তথায় মহাকাল নামে ত্রিপুরারি
 ত্রিলোচন ভগবান্ সৰ্বকামপ্রদ শিব বিরাজ-
 মান। তত্ৰত্য পাপহর শিবকুণ্ডে যথাবিধি
 স্নান করিয়া বিজ্ঞ নর দেব, ঋষি ও পিতৃ-
 গণের তর্পণ করত সাক্ষাৎ শিবালয়ে গিয়া
 ভিমবার প্রদক্ষিণপূর্বক ধৌতবাসা, ও
 জিতেন্দ্রিয় হইয়া শিবমন্দিরে প্রবেশান্তে নান

নৈবেদ্যরূপহারৈশ্চ গীতবাদ্যৈ: প্রদক্ষিণৈ: ।
 দণ্ডবৎপ্রণিপাতৈশ্চ নৃত্যৈ: স্তোত্রৈশ্চ শঙ্করম্
 সম্পূজ্য বিধিবন্তক্ৰিয়া মহাকালং সঙ্কচ্ছিবম্ ।
 অশ্বমেধসহস্রশ্চ ফলং প্রাপ্নোতি মানব: ॥ ৭০ ॥
 পাটৈ: সৰ্বৈর্বিনির্মুক্তো বিমাতৈ: সার্বকামিকৈ:
 আরুহ্য ত্রিদিবং য়াতি যত্র শস্তোনি কৈতনম্ ॥
 দিব্যরূপধর: স্রীমান্ দিব্যালঙ্কারভূষিত: ।
 ভূজেক্ত তত্র বরান্ভোগান্ যাবদাভূতসংগ্ৰবম্
 শিবলোকে মুনিশ্রেষ্ঠা জরামরণবর্জিত: ।
 পুণ্যক্ষয়াদিহাত: প্রবরে ব্রাহ্মণে কুলে ॥৭৩॥
 চতুর্দেদী ভবেদ্বিপ্র: সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ: ।
 যোগং পাশুপতং প্রাপ্য ততো মোক্ষমবাগ্নুয়াৎ
 আস্তে তত্র নদী পুণ্য শিপ্রা নামেতি বিজ্ঞতা
 তস্মাৎ স্নাতস্ত বিধিবৎসন্তপ্য পিতৃদেবতা: ॥
 সৰ্বপাপবিনির্মুক্তো বিমানবরমাস্থিত: ।

জল, পুষ্পসম্ভার, গন্ধ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য,
 উপহার, গীত, বাদ্য, প্রদক্ষিণ, দণ্ডবৎ প্রণি-
 পাত, নৃত্য ও স্তব দ্বারা ভক্তিপূর্বক যথাবিধি
 মহাকালীয়া শঙ্করকে একবার মাত্র অর্চনা
 করিলেও সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ
 করিয়া থাকে। ৭৭—৭০। তাহার সৰ্বপাপ
 বিদূরিত হইয়া যায়। সে সৰ্বকামপ্রদ বিমানে
 আরোহণ করিয়া শিবালয়ে গমন করিয়া
 থাকে। সেখানে গিয়া দিব্যরূপ ধারণপূর্বক
 দিব্যালঙ্কারে ভূষিত হইয়া প্রলয়কাল পর্যন্ত
 উত্তম ভোগ সকল উপভোগ করে। হে
 মুনিবরগণ! শিবলোকে উপনীত ব্যক্তির
 জরামরণ থাকে না, পুণ্য ক্ষয় হইলে তাহাকে
 এই মর্ত্যধামে আসিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম
 লইতে হয়। তখন সে চতুর্দেববিৎ ও সৰ্ব
 শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া পাশুপত যোগ অবলম্বন
 করত মোক্ষ লাভ করে। সেই পুয়ের
 সন্নিকট দিয়া শিপ্রা নদী বিষবিজ্ঞতা পুত-
 তোয়া নদী প্রবাহিত। নরবরগণ সেই
 নদীতে স্নান করিয়া যথাবিধি পিতৃ ও দেব-
 গণকে সন্তপিত করিলে সৰ্বপাপ হইতে
 মুক্ত হইয়া বিমানারোহণে সৰ্গে গমনপূর্বক

ভুজ্জেক্ত বহুবিধানভোগান্ স্বর্গলোকে নরোত্তমঃ
 আন্তে তত্রৈব ভগবান্ দেবদেবো জনাৰ্দ্দনঃ ।
 গোবিন্দস্বামিনামাসৌ ভুক্তিমুক্তিপ্রদো हरिः ॥
 তং দৃষ্ট্বা ভুক্তিমাশ্রোতি ত্রিসপ্তখুলসংযুতঃ ।
 বিমানেনার্কবর্ণেন কিঙ্কিণীজালমালিনা ॥ ৭৮
 সৰ্বকামসমৃদ্ধেন কামগেনাস্থিরেণ চ ।
 উপগীয়মানো গন্ধৰ্বৈর্বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৭৯
 ভুজ্জেক্ত চ বিবিধানকামান্নিরাতঙ্কো গতজ্বরঃ ।
 আতৃতসংপ্লবঃ যাবৎ সুরূপঃ স্নুভগঃ স্নুখী ॥ ৮০
 কালেনাগত্য মতিমান্ ব্রাহ্মণঃ শ্রায়হীতলে ।
 প্রবরে যোগিনাং গেহে বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ॥ ৮১
 বৈষ্ণবং যোগমাস্ত্রায় ততো মোক্ষমবাশুয়াৎ ।
 বিক্রমস্বামিনামানং বিষ্ণুং তত্রৈব ভো দ্বিজাঃ ॥
 দৃষ্ট্বা নরো বা নারী বা স্কলং পূর্বোদিতং লভেৎ
 অস্ত্রেহপি তত্র তিষ্ঠন্তি দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ
 মাতরশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সৰ্বকামফলপ্রদাঃ ।
 দৃষ্ট্বা তান্ বিধিবজ্জ্যো সম্পূজ্য প্রণিপত্য চ ॥

বহুবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন ।
 তথায় গোবিন্দস্বামী নামে ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ
 দেবদেব ভগবান্ জনাৰ্দ্দন हरि विराजमान ।
 তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্রই লোক এক-
 বিংশতি পুরুষের সহিত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়
 এবং সৰ্বকাম-সমৃদ্ধ কিঙ্কিণীজাল-মণ্ডিত
 অৰ্কবর্ণ বিমানে আরোহণপূর্বক গন্ধৰ্বগণ
 কর্তৃক উপগীয়মান হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত
 হইয়া থাকে এবং তথায় গিয়া নিরাতঙ্ক, গত-
 জ্বর, স্নুভগ, সুরূপ ও স্নুখী হইয়া প্রলয়
 পর্যান্ত বিবিধ কাম ভোগ করে । অনন্তর
 কালক্রমে মহীমণ্ডলে আগমনপূর্বক উত্তম
 যোগি-গৃহে বেদশাস্ত্রতত্ত্ব ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম-
 গ্রহণ করত বৈষ্ণব যোগ অবলম্বনে মোক্ষ
 প্রাপ্ত হয় । হে দ্বিজগণ ! তথায় বিক্রম-
 স্বামী নামে বিষ্ণু বিরাজমান । মর কিম্বা
 নারী তাঁহাকে দর্শন করিলেও পূর্বোক্ত
 ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
 সেখানে ইন্দ্রপ্রমুখ অস্ত্রাশ্র দেবগণ ও সৰ্ব-
 কাম-ফলপ্রদ মাতৃগণ অবস্থিত । তাঁহা-

সৰ্বপাপবিনিমুক্তো নরো য়াতি জিবিষ্টপন্ ।
 এবং সা নগরী রম্যা রাজসিংহেন পালিতা ॥ ৮৫
 নিত্যোৎসবপ্রমুদিতা যথেন্দ্রশ্রমরাবতী ।
 পুরাষ্টাদশসংযুক্তা সুবিস্তীর্ণচতুস্পথা ॥ ৮৬
 ধনুর্জ্যাঘোষনিদা সিদ্ধসঙ্গমভূষিতা ।
 বিদ্যাবদগণভূষিতা বেদনির্ঘোষনাদিতা ॥ ৮৭
 ইতিহাসপুরাণানি শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
 কাব্যালাপকথাস্চৈব শ্রয়ন্তেহহর্নিশং দ্বিজাঃ ॥
 এবং ময়া গুণাঢ্যা সোজ্জয়িনী সুমুদাহতা ।
 যশ্চাং রাজাভবৎপূর্বমিস্ত্রহ্যম্মো মহামতিঃ ॥ ৮৯
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে শ্রয়ভূখ্যমিসংবাদেহবন্তিকা-
 বর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

দিগকে বিধিবৎ দর্শন, পূজন ও প্রাণপাত
 করিলে লোক সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া
 স্বর্গে গমন করে । এইরূপে উৎসবে প্রমু-
 দিত ও অষ্টাদশ পুরে পরিবৃত সেই রম্য
 নগরী, সেই রাজশ্রেষ্ঠ কর্তৃক পালিত হইয়া
 ইন্দ্রের অমরাবতীর স্থায় নিত্য বিরাজিত ।
 তথায় দীর্ঘ দীর্ঘ চতুস্পথ সুবিস্তীর্ণ, এবং
 ধনুঃ ও জ্যা-নিদা পরিশ্রুত । ঐ নগরী
 সিদ্ধ সম্প্রদায়ের সমাগমে সমলঙ্কৃত, বহু
 বিদ্বান্ ও গুণিগণে বিভূষিত, ও বেদধ্বনিতে
 নিনাদিত । হে দ্বিজগণ ! তথায় নিয়ত
 ইতিহাস, পুরাণ ও কাব্যালাপ কথা পরিশ্রুত
 হয় । আমি সেই উজ্জয়িনী পুরীকে এইরূপ
 গুণশালিনী বলিয়াই অভিহিত করিলাম,
 মহামতি ইন্দ্রহ্যম্ম সেই পুরেই পূর্বে রাজা
 হইয়াছিলেন । ৭১—৮৯ ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৩ ।

১. চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তস্তাং স নৃপতিঃ পূৰ্ব্বং কুৰ্বন্ রাজ্যমল্পতমম্ ।
পালয়ামাস মতিমান প্রজাঃ পুত্রানিবোরসান্ ॥ ১ ॥
সত্যবাদী মহাপ্রাজ্ঞঃ শূরঃ সৰ্বগুণাকরঃ ।
মতিমান্ ধৰ্ম্মসম্পন্নঃ সৰ্বশস্ত্রভূতাং বরঃ ॥ ২ ॥
সত্যবান্ শীলবান্ দান্তঃ শ্রীমান্ পরপূরঞ্জয়ঃ ।
আদিত্য ইব তেজোভী রূপৈরগ্নিনয়োরিব ॥
বৰ্দ্ধমানসুরাশ্চর্যাঃ শক্রতূল্যপরাক্রমঃ ।
শারদেন্দুরিবাভাতি লক্ষণৈঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ৪ ॥
আহৰ্ত্তা সৰ্বযজ্ঞানাং হয়মেবাদিকৃত্থা ।
দানৈর্ঘজ্জৈস্তপোভিচ্চ তত্তুল্যো নাস্তি ভূপতিঃ
সুবর্ণমণিমুক্তানাং গজাশ্বানাঞ্চ ভূপতিঃ ।
প্রদদৌ বিপ্রমুখ্যভ্যো যাগে যাগে মহাধনম্ ॥
হস্ত্যশ্বরথমুখ্যানাং কদল্যাজিনবাসসাম্ ।
রত্নানাং ধনধান্তানামস্তস্তস্ত ন বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, মতিমান্ নরপতি ইন্দ্রহ্যম্ব পূৰ্ব্বে সেই পুরে থাকিয়া অত্যন্তম রাজ্য-শাসন করত ঔরসপুত্রের ছায় প্রজা পালন করেন । তিনি সত্যবাদী, মহাপ্রাজ্ঞ, শূর, সৰ্বগুণাকর, ধাৰ্ম্মিক, প্রশস্তবুদ্ধি, সৰ্বশস্ত্র-ধারীদিগের শ্রেষ্ঠ, সত্য ও শীলসম্পন্ন, দান্ত, শ্রীমান্ ও পরপূরঞ্জয় ছিলেন । তিনি তেজে আদিত্য, রূপে অগ্নিনীকুমার, প্রজায় সুরাচাৰ্য্য, পরাক্রমে শক্র এবং শূললক্ষণে শারদ সুধাকরের ছায় বিরাজ করিতেন । তিনি অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞের আহরণকর্তা ছিলেন । কি দান, কি যজ্ঞ, কি তপস্তা, কোন বিষয়েই তাঁহার ছায় আর কোন ভূপতিই ছিলেন না । তিনি প্রাত ঘজ্জৈই বিপ্রবর্ষাদিগকে সুবর্ণ, মণি, মুক্তা, গজ ও অশ্ব প্রভৃতি মহাধন দান করিতেন । হস্তী, অশ্ব, রথবর, কদল, অজিন, বস্ত্র, রত্নরাশি, ধন ও ধাত্বাদি যে তাঁহার কত

এবং সৰ্বধনৈর্ভুক্তো গুণৈঃ সৰ্বৈরলঙ্কৃতঃ ।
সৰ্বকামসমৃদ্ধায়া কুৰ্বন্ রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৮ ॥
তস্তেয়ং মতিক্রংপন্ন সৰ্বযোগেশ্বরং হরিম্ ।
কথমারাদয়িষ্যামি ভুক্তিমুক্তিপ্রদং প্রভুম্ ॥ ৯ ॥
বিচাৰ্য্য সৰ্বশাস্ত্রাণি তজ্জ্ঞান্যাগমবিস্তরম্ ।
ইতিহাসপুরাণাদি বেদাঙ্গানি চ সৰ্বশঃ ॥ ১০ ॥
ধৰ্ম্মশাস্ত্রাণি সৰ্বাণি নিয়মানুষ্ঠিতাধিতান্ ।
বেদাঙ্গানি চ শাস্ত্রাণি বিদ্যাশ্রানানি যানি চ ॥
গুরুং সংসেব্য যত্নেন ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্ ।
আধায় পরমাং কাষ্ঠাং কৃতকৃত্যোহভবন্তদা ॥
সম্প্রাপ্য পরমং তত্ত্বং বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্ ।
ভ্রান্তিজ্ঞানাদতীতস্ত মুমুক্শুঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥
কথমারাদয়িষ্যামি দেবদেবং সনাতনম্ ।
পীতবস্ত্রং চতুর্ভাং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ১৪ ॥
বনমালাবৃত্তোরঙ্গং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ।
শ্রীবৎসোরঃসমায়ুক্তং মুকুটান্ধদশোভনম্ ॥ ১৫ ॥
স্বপুরাং স তু নিষ্কান্ত উজ্জয়িত্বাঃ প্রজাপতিঃ ।
বলেন মহতা যুক্তঃ সতৃত্যঃ সপুৰোহিতঃ ॥ ১৬ ॥

ছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না । এইরূপে সেই সৰ্বকামসমৃদ্ধ ভূপতি সৰ্বগুণে ও সৰ্বধনে সমৰ্ভিত হইয়া নিষ্কলঙ্কভাবে রাজ্য পালন করেন । তাঁহার একদা এই প্রকার মতি জন্মিল যে, আমি কিরূপে ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ সৰ্বযোগেশ্বর হরিকে আরাধনা করিব ? এইরূপ ভাবিয়া তিনি সৰ্বশাস্ত্র, নিখিল তত্ত্ব, সমস্ত আগম-বিস্তর, ইতিহাস, পুরাণ, বেদাঙ্গ, সমগ্র ধৰ্ম্মশাস্ত্র, ঋষি-ভাষিত নিয়ম-নিচয় ও নানা বিদ্যাশ্রান আলোচনা করত সযত্নে গুরু ও বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগকে যৎ-পরনাস্তি উপাসনা করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন । ১—১২ । তিনি বাসুদেবাখ্য পরম অব্যয় তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভ্রান্তিজ্ঞান হইতে অতীত, জিতেন্দ্রিয়, ও মুমুক্শু হইলেন এবং কিরূপে আমি পীতবাস, চতুর্ভাং, শঙ্খ-চক্র-গদাধর, বনমালা-মণ্ডিত, পদ্ম-পলাশলোচন, শ্রীবৎস-লাঙ্ঘন, মুকুটান্ধ-ভূষণ সনাতন দেবদেবকে আরাধনা করিব ? এইরূপ চিন্তা করিয়া

অনুজগ্মুস্তং সৰ্বে রথিনঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ।
 রথেবিমানসঙ্কটৈশ্চ পতাকাধ্বজসেবিতৈঃ ॥ ১৭
 সাদিনশ্চ তথা সৰ্বে প্রাসতোমরপাণয়ঃ ।
 অৰ্থৈঃ পবনসঙ্কটৈশ্চরনুজগ্মুস্তং নৃপম্ ॥ ১৮
 হিমবৎসমুদৈর্নৈর্ভৈবীরণৈঃ পৰ্বতোপমৈঃ ।
 ক্ৰীষাদন্তৈঃ সদামন্তৈঃ প্রচট্টৈঃ ষষ্টিহাননৈঃ ॥ ১৯
 হেমকঙ্কৈঃ সপতাকৈর্ঘণ্টারবাবভূষিতৈঃ ।
 অনুজগ্মুস্তং সৰ্বে গজযুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ২০
 অসংখ্যেযাশ্চ পাদাতা ধনুশ্রাসাসিপাণয়ঃ ।
 দিব্যামাল্যাস্রধরা দিব্যগন্ধানুলেপনাঃ ॥ ২১
 অনুজগ্মুস্তং সৰ্বে যুবানো যুষ্টিকুণ্ডলাঃ ।
 সর্কাস্ত্রকুশলাঃ শূরাঃ সদা সংগ্রামলালসাঃ ॥ ২২
 অন্তঃপুরনিবাসিন্তঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বা স্বলঙ্কৃতাঃ ।
 বিদ্যোষ্ঠচাক্রদশনাঃ সর্বাভরণভূষিতা ॥ ২৩
 দিব্যবস্ত্রধরাঃ সর্বা দিব্যামাল্যাবভূষিতা ।
 দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গাঃ শরচ্ছলনিভাননাঃ ॥ ২৪
 সূমধ্যামাশ্চাক্রবেশাশ্চাক্রকর্ণালকাঙ্কিতাঃ ।
 তাম্বুলরাজিতমুখা রক্ষিভিঃ সুরক্ষিতাঃ ॥ ২৫

তিনি, প্রচুর বল বাহন, 'ভূত্যা ও পুরোহিত
 সমভিব্যাহারে শ্রী পুরী উজ্জয়িনী হইতে
 বহির্গত হইলেন । শস্ত্রপাণি রথিবৃন্দ
 পতাকা ও ধ্বজ দ্বারা বিভূষিত হইয়া বিমান-
 প্রতিম রথারোহণে তাঁহার অনুগামী হইল ।
 প্রাস ও তোমর-হস্তে সাদিগণ পবনোপম
 অর্থ-সমূহে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রভাস্ব নর-
 পতির অনুগমন করিল । গজযুদ্ধনিপুণ
 যোধগণ, হিমাশ্রয়-জাত সদাপ্রমত্ত প্রচণ্ড
 ষষ্টিবর্ষীয় হেমকঙ্ক সপতাক ঘণ্টাববকারী
 পর্বত-প্রতিম বারণসমূহ সমভিব্যাহারে
 তাঁহার অনুগামী হইল । ধনু, প্রাস ও
 অসিহস্ত, দিব্য-মাল্যাস্রধারী, দিব্যগন্ধা-
 নুলেপিত অসংখ্য পদাতি সৈন্য, যুষ্টি কুণ্ডল-
 ধারী সর্কাস্ত্রনিপুণ সতত রণাভিলাষী শৌর্য-
 শালা যুবকদল, বিদ্যোষ্ঠী চাক্রদশনা সর্বাভরণ-
 ভূষিতা দিব্য বসনা, দিব্য গন্ধানুলিপ্তা,
 শরচ্ছল-নিভাননা, সূমধ্যমা, সুবেশা, চাক্র
 কর্ণালক-শোভিতা তাম্বুলরাজ-রক্ষি-বদনা

যানৈরুচ্চাবটৈঃ শুভ্রৈর্ঘণিকাক্ষনভূষিতৈঃ ।
 উপগীয়মানান্তাঃ সর্বা গায়নৈঃ স্ততিপাঠকৈঃ ॥
 বেষ্টিতাঃ শস্ত্রহস্তৈশ্চ পদ্মপত্রায়তেক্ষণাঃ ।
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা অনুজগ্মুস্তং নৃপম্ ॥
 বর্ণগগ্রামগণাঃ সৰ্বে নানাপুরানবাসিনাঃ ।
 ধনৈ রত্নৈঃ সুবর্ণৈশ্চ সদারাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ২৬
 অস্ত্রবিক্রয়কাটৈশ্চ তাম্বুলপণ্যজীবিনাঃ ।
 তৃণবিক্রয়কাটৈশ্চ কাষ্ঠবিক্রয়কারকাঃ ॥ ২৭
 রঙ্গোপজীবিনাঃ সৰ্বে মাংসবিক্রয়গন্তথা ।
 তৈলবিক্রয়কাটৈশ্চ বস্ত্রবিক্রয়কাস্থথা ॥ ২৮
 ফলবিক্রয়গণৈশ্চ পত্রবিক্রয়গন্তথা ।
 তথা যবসহারাশ্চ রজকাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ২৯
 গোপালা নাপিতাশ্চৈব তথান্তে বস্ত্রহচকা ॥
 মেঘপালাশ্চাজপালা যুগপালাশ্চ হংসকাঃ ॥ ৩০
 ধাত্তবিক্রয়গণৈশ্চ সত্ত্ববিক্রয়গণৈশ্চ যৈঃ ।
 শুভ্রবিক্রয়কাটৈশ্চ তথা লবণজীবিনাঃ ॥ ৩১
 গায়না নরকাটৈশ্চ তথা মঙ্গলপাঠকাঃ ।
 শৈলুযাঃ কথকাটৈশ্চ পুরাণার্থবিশারদাঃ ॥ ৩২
 কবয়ঃ কাব্যকর্ত্তারো নানাকাব্যবিশারদাঃ ।

রক্ষিগণ-সুরক্ষিতা, মণিকাক্ষন-ভূষিত শুভ্র
 শুভ্র উত্তম মধ্যম যানাদিগণ, স্ততিপাঠক
 গায়কগণ কর্তৃক উপগীয়মান, পদ্মপত্রাশ-
 লোচনা, বেত্রপাণি পুরুষগণে পরিবেষ্টিত
 অন্তঃপুরবাসিনী ললনাগণ এবং ব্রাহ্মণ,
 ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সেই নরপতির অনুগমন
 করিলেন । এতদ্ভিন্ন নানা নগরবাসী নানা
 ধন-রত্ন-সুবর্ণ সমভিব্যাহারী সস্ত্রীক সপরি-
 চ্ছদ বণিকসমূহ, সহস্র সহস্র অস্ত্রবিক্রয়ী,
 তাম্বুলপণ্যজীবী, তৃণবিক্রয়ী, কাষ্ঠবিক্রয়ী,
 রঙ্গোপজীবী, মাংসবিক্রয়ী, তৈল ও বস্ত্র-
 বিক্রয়ী, ফলবিক্রয়ী, পত্রবিক্রয়ী, রজক,
 গোপাল, নাপিত, বস্ত্রহচক, মেঘপাল, অজ-
 পাল, যুগপাল, হংসপাল, ধাত্তবিক্রয়ী সূক্ত-
 বিক্রয়ী, শুভ্রবিক্রয়ী, লবণজীবী, গায়ক,
 নর্তক, মঙ্গলপাঠক, শৈলুয, 'পুরাণপণ্ডিত
 কথক, কবি, কাব্যকর্ত্তা ও নানা কাব্য-

গাকুড়াশ্চৈব নানারত্নপরীক্ষকাঃ ॥ ৩৫
 বৈকারান্ত্রাকারান্ধ কাংশ্চকারান্ধ রুঠকাঃ ।
 যকারান্ধিকারঃ কুন্দকারান্ধ পাবকাঃ ॥
 ককারান্ধিকারঃ সুরাধুতোপজীবিনঃ ।
 দাদুতাশ্চ কায়হা যে চাত্তে কৰ্ম্মকারিণঃ ॥ ৩৭
 ত্তবায়্য রূপকারা বাস্তিকান্ধৈলপাঠকাঃ ।
 বব্রোবোস্ত্রিরিকা যুগপ স্যুপজীবিনঃ ॥ ৩৮
 জবৈব্যাশ্চ বৈব্যাশ্চ নরবৈব্যাশ্চ যে নরাঃ ।
 বৃক্ষবৈব্যাশ্চ গোবৈব্যা যে চাত্তে ছেদদাহকাঃ
 এতে নাগরকাঃ সর্ষে যে চাত্তে নাহুকৌষ্ঠিতাঃ
 অহুজযুস্ত রাজানাং সমস্তপুৰবাসিনঃ ॥ ৪০
 যথা ব্রজন্ত পিতরং গ্রামান্তরং সমুৎসুকাঃ ।
 অমুযান্তি যথা পুত্রান্তথা তং তেহপি নাগরাঃ ॥
 এবং স নৃপতিঃ শ্রীমান্ বৃত্তঃ সর্বৈর্বাহজনৈঃ ।
 হস্ত্যবধরথপাদাতৈর্জগাম চ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৪২
 এবং গম্বা স নৃপতির্দক্ষিণশ্চোদধ্বেস্তটম্ ।
 সর্বৈস্তৈর্দীর্ঘকালেন বলৈরভুগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪৩
 দদর্শ সাগরং রম্যং নৃত্যপ্তমিব চ স্থিতম্ ।

কোবিদগণ, গাকুড় বিষয়গণ, নানা রত্ন-
 পরীক্ষক, তাম্রকার, কাংশ্চকার, রুঠক,
 কৌমকার, চিত্রকার, কুন্দকার, দণ্ড-
 কার, অসিকার, সুরাধুতোপজীবী ও মল্ল-
 গণ, কায়স্থগণ, অস্ত্রান্ত্র কৰ্ম্মচারিগণ, তন্তু-
 বায়গণ, রূপকার, বাস্তিক, তৈলপাঠক,
 লাবজীবী, তৈত্তিরিক, যুগ ও বিহগোপজীবী,
 গজবৈজ, বৈজ, নরবৈজ, বৃক্ষবৈজ গোবৈজ
 এবং ছেদক ও দাহক এই সকল ও আরও
 অনেক অনির্দিষ্ট নাগরিকগণ রাজা ইন্দ্র-
 হ্যম্বের অনুসরণ করিল। যেমন পিতা
 গ্রামান্তর গমনে সমুদ্রত হইলে পুত্রগণ
 সমুৎসুক হইয়া তাঁহার অনুগমন করে,
 তেমনি সেই নাগরিকেরা নরপতিব অনু-
 গামী হইল। ১৩—৪১। এইরূপে সেই শ্রীমান্
 নরপতি সর্ব মহাধনে পরিবৃত্ত হইয়া হস্তী,
 অশ্ব, রথ ও পদাতি সমাভিবাগারে ধীরে
 ধীরে গমন করিলেন এবং বহু দিনের পর
 দক্ষিণাঙ্কির তীরে গিয়া সাগর সন্দর্শন

অনেকশতসাহসৈরুর্জিভিঃ সমাকুলম্ ৪৪
 নানারত্নালয়ং পুণ্যং নানাপ্রাণিসমাকুলম্ ।
 বীচীতরঙ্গবহুলং মহাশর্ধ্যসমম্বিতম্ ৪৫
 তীর্থরাজং মহাশব্দমপারং সুভয়করম্ ।
 মেঘবৃন্দপ্রতীকশমগাধং মকরালয়ম্ ॥ ৩৬
 মৎস্যৈঃ কূর্শ্মৈঃ শঙ্খৈঃ শুক্লিকানক্রশঙ্খুভিঃ
 শিশুমারৈঃ কর্কটৈঃ বৃত্তং সর্পৈর্গাহাবিধৈঃ ॥
 লবণোদং হরৈঃ স্থানং শয়নশ্চ নদীপতিম্ ।
 সর্ষপাপহরং পুণ্যং সর্ষবাঙ্কাকলপ্রদম্ ॥ ৪৮
 অনেকাবর্জগন্তারং দানবানাং সমাশ্রয়ম্ ।
 অমৃতশ্রাবণং দিব্যং দেবযোনিমপাং পতিম্ ॥
 বিশিষ্টং সর্ষভূতানাং প্রাণিনাং জীবধারণম্ ।
 সুপবিত্রং পবিত্রাণাং মঙ্গলানাং চ মঙ্গলম্ ॥ ৫০
 তীর্থানামুত্তমং তীর্থমব্যয়ং যাদসাং পতিম্ ।
 চন্দ্রবুদ্ধিক্ষয়শ্চৈব যস্য মানং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫১
 অভেদ্যং সর্ষভূতানাং দেবানামমৃতালয়ম্ ।
 উৎপত্তিস্থিতিসংহারহেতুভূতং সনাতনম্ ॥ ৫২

করিলেন। দেখিলেন সাগর স্বীয় বহু শত
 সহস্র উর্জি দ্বারা সমাকুল হইয়া যেন নৃত্য
 করিতেছে। উহা নানা রত্নের আকর,
 অগাধ জলে পরিপ্লব, নানা প্রাণিগণে সমা-
 কুল, বহুল বীচী-তরঙ্গযুক্ত, মহাশর্ধ্যময়,
 তীর্থ-প্রধান, মহাশব্দকারী, অপার, ভয়ঙ্কর,
 মেঘবৃন্দ-প্রতিম, অগাধ ও মকরাবাস।
 অসংখ্য মৎস্য, কূর্শ্ম, শঙ্খ, শুক্লিক, নক্র,
 শঙ্খ, শিশুমার, কর্কট ও মহাবিশ্ব সর্পসমূহে
 ঐ সাগর পরিবৃত্ত। ঐ নদীপতি লবণাক্ত
 হরির শয়ন-স্থান, সর্ষপাপহর, পবিত্র,
 সর্ষ বাঙ্কাকলপ্রদ, অনেকাবর্জিত, গন্তার,
 দানবনিবাস, অমৃতের অরণি, দেবযোনি,
 জলপতি, নিখিল ভূতবৃন্দের প্রাণধারণক,
 সর্ষ পবিত্রের পবিত্র, সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল,
 তীর্থসমূহের উত্তম তীর্থ, অব্যয় ও যাদ-
 পতি। চন্দ্রের বুদ্ধি ও হ্রাস অনুসারে
 উহার পরিমাণ প্রতিষ্ঠিত। সাগর সর্ষ-
 ভূতের অভেদ্য, দেবগণের অমৃতালয়,

উপজীব্যঞ্চ সর্বেষাং পুণ্যং নদনদীপতিম্ ।
 দৃষ্ট্বা তং নৃপতিশ্চেষ্টৌ বিশ্বয়ং পরমং গতঃ ॥ ৫৩
 নিবাসমকরোত্তম বেলামাসাদ্য সাগরীম্ ।
 পুণ্যে মনোহরে দেশে সর্বভূমিগুণৈর্যুতে ॥ ৫৪
 বৃতং শালৈঃ কদম্বৈশ্চ পুরাণৈঃ সরলক্রমৈঃ ।
 পনসৈর্নারিকৈলৈশ্চ বকুলৈর্নাগকেশরৈঃ ॥ ৫৫
 তালৈঃ পিঙ্গলৈঃ খর্জুরৈর্নারিকৈর্বীজপূরকৈঃ ।
 শালৈরাশ্রাতকৈলৌধৈর্বকুলৈর্বহবারকৈঃ ॥ ৫৬
 কপিথৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পাটলাশোকচম্পকৈঃ ।
 দাড়িমৈশ্চ তমালৈশ্চ পারিজাতৈস্তথাশ্চুনেঃ ॥
 প্রাচীনামলকৈবিশ্বেঃ প্রিয়ঙ্গুচাখাদিরৈঃ ।
 ইক্ষুদীপস্তপর্ণৈশ্চ অশ্বখাগস্ত্যজশ্চুকেঃ ॥ ৫৮
 মধুকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ বহবারৈঃ সতিন্দুকৈঃ ।
 পলাশবদরৈর্নীপৈঃ সিদ্ধনিম্বশুভাঙ্গনৈঃ ॥ ৫৯
 বারকৈঃ কোবিদারৈশ্চ ভল্লাতামলকৈস্তথা ।
 ইতি হিষ্টালকাঙ্কলৈঃ করঞ্জৈঃ সবিভীতকৈঃ ॥
 সসর্জমধুকাশ্বখৈঃ শাল্মলীদেবদারুভিঃ ।

সকলের উপজীব্য, উৎপত্তি, স্থিতি ও সং-
 হারের হেতুভূত, সনাতন, পবিত্র এবং
 নদ ও নদীগণের পতি । নরপতিপ্রবর
 ইন্দ্রহুম্য এবদ্বিধ লবণাক্তি দেখিয়া পরম
 বিশ্বাসাধিত হইলেন এবং তাহার বেল-
 ভূমিতে উপস্থিত হইয়া তথায় বাস স্থাপন
 করিলেন । পরে তথাকার এক সম্রাট
 ভূমি-গুণসম্পন্ন পবিত্র মনোহর দেশে একটি
 অপূর্ব ত্রিলোক-বন্দিত স্থান দেখিয়া লই-
 লেন । দেখিলেন, ঐ স্থান শাল, কদম্ব,
 পুরাণ, সরলক্রম, পনস, নারিকেল, বকুল,
 নাগকেশর, তাল, পিঙ্গল, খর্জুর, নারঙ্গ,
 বীজপূরক, শাল, আশ্রাতক, লৌধ, বকুল,
 বহবারক, কপিথ, কর্ণিকার, পাটল,
 অশোক, চম্পক, দাড়িম, তমাল, পারি-
 জাত, অর্জুন, প্রাচীনামলক, বিশ্ব, প্রিয়ঙ্গু,
 বট, খদির, ইক্ষুদী, সপ্তপর্ণ, অশ্বখ, অগস্ত্য,
 জম্বুক, মধুক, কর্ণিকার, বহবার, তিন্দুক,
 পলাশ, বদর, নীপ, সিদ্ধনিম্ব, শুভাঙ্গন,
 বারক, কোবিদার, ভল্লাতক, আমলক, হিষ্টা-

শাখোটকৈর্নিম্ববটৈঃ কুস্তীকোষ্ঠহরীতকৈঃ ॥ ৬১
 গুগ্গুলৈশ্চন্দনৈর্বৃক্ষৈস্তথৈবাশ্রুপাটলৈঃ ।
 জম্বীরককর্ণৈর্বৃক্ষৈস্তিস্তিভীরক্তচন্দনৈঃ ॥ ৬২
 এবং নানাবিধৈর্বৃক্ষৈস্তথাশ্রুপাদপৈঃ ।
 কল্পক্রমৈর্নিত্যকলৈঃ সর্বভূকুসুমোৎকরৈঃ ॥ ৬৩
 নানাপক্ষিকটৈর্দিব্যৈর্যন্তকোকিলনাদিতৈঃ ।
 ময়ূরবরসংঘটৈঃ শুকসারিকসঙ্কুলৈঃ ॥ ৬৪
 হারীতৈতৃঙ্গরাজৈশ্চ চাতকৈর্বহুপুত্রকৈঃ ।
 জীবঞ্জীবকাকোলৈঃ কলবিষ্কৈঃ কপোতকৈঃ
 খগৈর্নানাবিধৈশ্চাত্তৈঃ শ্রোত্ররম্যৈর্মনোহরৈঃ ।
 পুষ্পিতাগ্রেষু বৃক্ষেষু কুজান্ত্যচাৰ্বিধিতৈঃ ॥ ৬৬
 কেতকীবনখণ্ডৈশ্চ সদা পুষ্পধরৈঃ সিতৈঃ ।
 মল্লিকাকুন্দকুসুমৈর্যুথিকাতগরৈস্তথা ॥ ৬৭
 কুটজৈর্বাণপুষ্পৈশ্চ অতিমুক্তৈঃ স্কুজ্জকৈঃ ।
 মালতীকরবীরৈশ্চ তথা কদলকাঞ্চনৈঃ ॥ ৬৮
 অশ্রুর্নানাবিধৈঃ পুষ্পৈঃ সুগন্ধৈশ্চাক্ষরদর্শনৈঃ ।
 বনোদ্যানোপবনজৈর্নানাবর্ণৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ ৬৯

লক, অঙ্কোল, করঞ্জ, বিভীতক, সর্জ, মধুক,
 আশ্রব্য, শাল্মলী, দেবদারু, শাখোটক,
 নিম্ব, বট, কুস্তী, কোষ্ঠ, হরীতক, গুগ্গুল,
 চন্দন, অশ্রু, পাটল, জম্বীর, করুণ,
 তিস্তিভী, ও রক্তচন্দন, ইত্যাদি বহু পাদপ
 এবং সর্বঋতুজাত কুসুমাবীর্ণ সদা ফল-
 ঋষিত কল্পক্রমসমূহে পারবৃত ১৪২—৬৩। ঐ
 সকল বৃক্ষের উপর মত্ত কোকিলাদি নানা
 পক্ষী রব করিতেছে ; ময়ূরগণের কেকারব
 উথিত হইতেছে ; শুক, সারিকা, হারীত,
 তৃঙ্গরাজ, চাতক, বহুপুত্রক, জীবঞ্জীবক,
 কাকোল, কলবিষ্ক, কপোত এবং শ্রবণমনোহর
 ধ্বনিকারী অন্যান্য আরও বহু পক্ষী তত্রত্য
 পুষ্পিতাগ্র বৃক্ষসমূহে বসিয়া কুজন করি-
 তেছে ; কত সদা পুষ্পশালী শুভ্র কেতকী-
 বনখণ্ড, কত মল্লিকা ও কুন্দকুসুম এবং
 কত যুথিকা, তগর, কুটজ, বাণপুষ্প, অতি-
 মুক্ত, স্কুজ্জক, মালতী, করবীর, কদল ও
 কাঞ্চন প্রভৃতি নানা উপবনজাত নানাবর্ণ
 সুগন্ধি সুন্দরদর্শন বহুবিধ পুষ্পসমূহে

বিদ্যাধরগণাকীর্ণৈঃ সিদ্ধচারণসেবিতৈঃ ।

গন্ধসৌরগরকোভির্ভূতাপ্রসকিন্নরৈঃ ॥ ৭০

মুনিযক্ষগণাকীর্ণৈর্নানাসম্বনিয়েবিতৈঃ ।

মৃগৈঃ শাখামৃগৈঃ সিংহৈর্বরাহমহিষাকুলৈঃ ॥ ৭১

তথাস্তৈঃ কৃক্সসারাদৈর্মৃগৈঃ সর্বত্র শোভিতৈঃ

শাদ্দুলৈর্দীপ্তমাতকৈস্তথাশ্চৈবনচারিভিঃ ॥ ৭২

এবং নানাবিধৈর্বৃক্ষৈরুদ্যানৈর্নন্দনোপমৈঃ ।

লতাশুল্লবিতানৈশ্চ বিবিধৈশ্চ জলাশয়ৈঃ ॥ ৭৩

হংসকারণবাকীর্ণৈঃ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ ।

কাদম্বৈশ্চ প্লবৈহংসৈশ্চক্রগাকোপশোভিতৈঃ ॥

কমলৈঃ শতপত্রৈশ্চ কল্লারৈঃ কুমুদোৎপলৈঃ ।

খটগৈর্জলচরৈশ্চাত্তৈঃ পুষ্পৈর্জলসমুদ্ভবৈঃ ॥ ৭৫

পর্বতেদাপ্তশিখরৈশ্চাক্রকন্দরমণ্ডিতৈঃ ।

নানাবৃক্ষসমাকীর্ণৈর্নানাদাতুবিভূষিতৈঃ ॥ ৭৬

সর্কশ্চ্যাময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ সর্ষভূতালয়ৈঃ শুভৈঃ ।

সর্কৌষধিসমায়ুক্তৈবিপুলৈশ্চিত্রসামুভিঃ ॥ ৭৭

এবং সর্কৈঃ সমুদিতৈঃ শোভিতঃ সুনোহরৈঃ

দদর্শ স মহীপালঃ স্থানং ত্রৈলোক্যপূজিতম্ ॥

দশযোজনবিস্তীর্ণং পঞ্চযোজনমায়তম্ ।

সেই স্থান সমলঙ্কৃত । তথায় বিজাধর, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, ভূত, অপরী, কিন্নর, মুনি ও যক্ষগণ বিচরণ করিতেছেন ; নানাবিধ প্রাণী, মৃগ, শাখামৃগ, সিংহ, বরাহ, মহিষ, কৃক্সসার, শাদ্দুল, প্রচণ্ড মাতঙ্গ এবং অন্তান্ত বনচারী জন্তুগণে সে স্থান সমাকীর্ণ রহিয়াছে ; এইরূপ নানাবিধ বৃক্ষ, নন্দনোপম উদ্যান, নানা লতা ও শুল্লবিতান, বিবিধ হংস-কারণবাকীর্ণ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিত, কাদম্ব-প্লব-হংস ও চক্রবাক-পারিশোভিত, কমল, শতপত্র, কল্লার, কুমুদোৎপল প্রভৃতি নানা জল-জাত পুষ্প-বিরাজিত নানাবিধ জলাশয়, এবং দীপ্ত-শিখরসম্পন্ন চাক্রকন্দর-শালী নানা বৃক্ষ-সমাকীর্ণ নানা দাতু-বিভূষিত, সর্কশ্চ্যাময়, সর্ষভূতালয় সর্কৌষধিময়, চিত্র সামুভাষিষ্ট বহুতর পর্বত তথায় বিরাজমান । রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এইরূপে সর্বগুণসম্পন্ন সর্বমমো-

নানাস্ত্যাসমায়ুক্তঃ ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্ ॥ ৭৯

ইতি ত্রীত্রাং ক্ষেত্রদর্শনং নাম চতু-

শ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

তস্মিন ক্ষেত্রবরে পুণ্যে বৈকবে পুরুষোত্তমে কিং তত্র প্রতিমা পুংসং ন স্থিতা বৈকবী প্রভো যেনাসৌ নৃপতিস্তত্র গঙ্গা সবলবাহনঃ ।

স্থাপয়ামাস কৃক্সঞ্চ রামং ভদ্রাং শুভপ্রদাম্ ॥ ২

সংশয়ো গো মহানত্র বিস্ময়শ্চ জগৎপতে ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে সর্কং ক্রীড়িতং কারণঞ্চ নঃ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুধ্বং পূর্বসংবৃত্তাং কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ ।

প্রবক্ষ্যামি সমাসেন শ্রিয়া পৃষ্টঃ পুরা হরিঃ ॥ ৪

হয় দশ যোজনবিস্তীর্ণ পঞ্চ যোজন-আয়ত নানা আশ্চর্য্যময়, পরম দুর্লভ ক্ষেত্র অবলোকন করিলেন । ৬৪—৭৯ ।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে প্রভো ! নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন বল-বাহন-সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া কৃক্স, বলরাম ও শূভদ্রামুর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, সেই পবিত্র বৈকব ক্ষেত্র পুরুষোত্তমে কি কোন বৈকবী প্রতিমা ছিল না? এখন আমাদের জিজ্ঞাস্ত এই যে, হে জগৎপতে ! এ সম্বন্ধে আমাদের মহানুশংসয় ও বিস্ময় জন্মিয়াছে ; আমরা ইহার প্রকৃত তত্ত্ব শুনিতে সমুৎসুক হইয়াছি, আপনি আমাদের নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলুন । ব্রহ্ম কহিলেন, হে মুনিগণ ! আপনারা পাপপ্রণাশিনী প্রাচীন কথা শ্রবণ করুন । পুরাকালে লক্ষ্মীদেবী

সুমেরোঃ কাঞ্চনে শৃঙ্গে সৰ্বাশ্চর্য্যসমধিতে ।
 সিদ্ধবিদ্যাধরৈর্ধ্বকৈঃ কিম্নরৈরুপশোভিতে ॥৫
 দেবদানবগন্ধর্বৈর্নাগৈরপ্সরসাং গণৈঃ ।
 যুনিভির্গুহকৈঃ সিদ্ধৈঃ সোপণৈঃ সমরুদগণৈঃ ।
 অশ্বেদেবালয়ৈঃ সার্থ্যৈঃ কশ্চপাঠৈঃ প্রজেশ্বরৈঃ
 বালখিল্যাদিভিঃ শোভিতে সুমনোহরে ॥
 কর্ণিকারবনৈর্দৈব্যাঃ সর্বভুতসুমোৎকরৈঃ ।
 জাতরূপপ্রতীকশৈর্ভূষিতে স্বর্ঘ্যসন্নিভৈঃ ॥ ৮
 অশ্বেশ্চ বহুভবৃকৈঃ শালতালাদিভিরনৈঃ ।
 পুন্নাগাশোকসরলভ্রোগোদ্রাভ্যাক্ষুণৈঃ ॥ ৯
 পারিজাতাশ্বখাদিরনৌপবিত্তকদম্বকৈঃ ।
 ধবখাদিরপালাশশীর্ষামলকতিল্ককৈঃ ॥ ১০
 নারিকেলকোলবকুললোধদাড়িমদারকৈঃ ।
 সর্জ্জশ্চ কর্ণেস্তগরৈঃ শিশিভূজ্জকনিম্বকৈঃ ॥ ১১
 অশ্বেশ্চ কাঞ্চনৈশ্চ ফলভারৈশ্চ নামিতৈঃ ।
 নানাকুসুমগন্ধার্ট্যেভূষিতে পুষ্পপাদপৈঃ ॥ ১২
 মালতীযুথিকামল্লীকুন্দবাণকুরুটকৈঃ ।

ভগবান্ হরিকে যে প্রসন্ন করিয়াছিলেন,
 তাহা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি । সুমেরু-
 শৈলের সর্বেশ্বর্য্যময় কাঞ্চনশৃঙ্গে বিশ্ববিদিত
 কহু সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষ, কিন্নর, দেব, দানব,
 গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মুনি, গুহক, সিদ্ধ, সোপর্ণ
 ও মরুদগণ এবং অশ্ভাশ্চ দেবভূমিবাসী
 সাধ্যগণ কশ্চপাদি প্রজাপতিগণ ও বাল-
 খিল্যাদি যুনিগণ, সেই সুমেরু-শৃঙ্গের
 শোভা সম্পাদন করিতেছেন । সর্ব্বাশ্চ-
 জাত কুসুমসমূহবধা স্বর্ণকান্তি স্বর্ঘ্যপ্রভা,
 দিব্য কার্ণিকার বন, অশ্ভাশ্চ বহুবিধ
 বৃক্ষশ্রেণী, কত শাল ও তালবন, পুন্নাগ,
 অশোক, সরল, ভ্রোগোদ্র, অম্রাতক, অর্জুন,
 পারিজাত, আম্র, খদির, নীপ, বিষ্ণু,
 কদম্ব, ধব, খাদির, পলাশ, শীর্ষ, আমলক,
 তিল্ক, নারিকেল, বকুল, লোধ, দারুদ্র,
 সর্জ্জ, কর্ণ, টগর, শিশি, ভূজ্জ, নিম্বক,
 ও অশ্ভাশ্চ ফলভার-নত নানা কুসুমগন্ধযুক্ত
 পুষ্পপাদপ এবং মালতী, যুথিকা, মল্লী, কুল,

পাটলাগন্ত্যকুটজমন্দারকুসুমাদিভিঃ ॥ ১৩
 অশ্বেশ্চ বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্নরনসঃ প্রীতিদায়কৈঃ ।
 নানাবিহগসঙ্ঘৈশ্চ কুজস্তিষ্ণুধরশ্বরৈঃ ॥ ১৪
 পুংস্কোকিলকর্তুর্দৈব্যাশ্চত্ববিহগনাদিতৈঃ ।
 এবং নানাবিধৈর্ধ্বকৈঃ পুষ্পৈর্নানাবিধৈস্তথা ॥ ১৫
 খগৈর্নানাবিধৈশ্চৈব শোভিতে সুরসেবিতৈঃ ।
 তত্র স্থিতং জগন্নাথং জগৎশ্রষ্টারমব্যয়ম্ ॥ ১৬
 সর্বলোকবিধাতারং বাসুদেবাত্মমব্যয়ম্ ।
 প্রণম্য শিরসা দেবী লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
 পপ্রচ্ছেমং মহাপ্রসন্নং পদ্মজা তমমুত্তমম্ ॥ ১৭
 শ্রীকবাচ ।

ব্রহ্মি স্বং সর্বলোকেশ সংশয়ং মে হৃদি স্থিতম্
 মর্ত্যলোকে মহাশর্ঘ্যে কর্ম্মভূমৌ সুদুর্লভে ॥ ১৮
 লোভমোহগ্রহগ্রস্তে কামক্রোধমহার্ণবে ।
 যেন মুচ্যেত দেবেশ অস্মাং সংসারসাগরাং ॥

বাণ, কুটক, পাটল, অগস্ত্য, কুটজ, কন্দরা-
 দির কুসুমসমূহদ্বারা সেই শৃঙ্গ সমলঙ্কৃত ।
 এতদ্ভিন্ন আরও কত যে মনঃপ্রীতিকর
 কুসুমরাশি তথায় প্রস্ফুটিত, তাহার ইয়ত্তা হয়
 না । সেখানে নানা মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গমেরা
 কুজন করিতেছে । পুংস্কোকিলগণের কল-
 কলালাপে এবং মত্ত ময়ূরগণের কেকারবে
 সেইস্থান মুগ্ধরিত হইতেছে । এইরূপে
 নানাবৃক্ষ, নানা পুষ্প ও নানা বিহঙ্গবৃন্দে
 সুশোভিত । সেই সুর-সেবিত সুমেরু
 শৃঙ্গে একদা জগদ্বিধাতা জগন্নাথ অব্যয়
 পুরুষ ভগবান্ বাসুদেব অবস্থিত ছিলেন ।
 তখন ভগবতী কমলালয়া মন্তক দ্বারা
 প্রণিপাতপূর্ব্বক সর্বলোকের হিতকামনায়
 তাঁহার নিকট এই এক উত্তম মহাপ্রসন্ন
 জিজ্ঞাসা করিলেন । শ্রীদেবী কহিলেন,
 হে সর্বলোকপতি ! আমার হৃদয়ে একটী
 সংশয় আছে, আপনি তাহা অপনোদন
 করুন । এই মহাশর্ঘ্যময় সুদুর্লভ কর্ম্মভূমি
 মর্ত্যলোকে লোভ, মোহ, ও কাম, ক্রোধাদি
 জলজস্তগণে পরিপূর্ণ হইয়া মহাসাগরের
 তায় প্রাতিভাত হইতেছে । হে দেবেশ

আচক্ষু সৰ্বদেবেশ প্রপতাং যদি মন্তসে ।
তদুতে নাস্তি লোকেহস্মিন্ বক্তা সংশয়নির্ণয়ে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ঋত্বৈবং বচনং তস্তা দেবদেবো জনাৰ্দ্দনঃ ।
প্রোবাচ পরয়া প্রীত্যা পরং সারামৃতোপমম্ ॥২১॥
শ্রীভগবানুবাচ ।

অখোপান্তঃ অসাধ্যাচ্চাভিরামশ্চ অসংফলঃ ।
আন্তে তীর্থবরে দেবি বিখ্যাতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
ন তেন সদৃশঃ কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ।
কীৰ্ত্তনাদ্যন্ত দেবেশি মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥২৩॥
ন বিজ্ঞাতোহমরৈঃ সৰ্বৈর্নৈব দৈত্যৈর্ন চ দানবৈঃ
মরীচ্যাদৈর্মুনিবরৈর্গোপিতং মে বরাননে ॥২৪॥
তন্তেহং সম্প্রবক্ষ্যামি তীর্থরাজঞ্চ সাম্প্রতম্
ভাবেনৈকেন শ্রুশ্রোণি শৃণু বরবার্ণিন ॥ ২৫ ॥
আসীৎ কল্পে সমুৎপন্নে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ।

এই সংসারসাগর হইতে কিরূপে লোক
সকল মুক্ত হইবে ? হে সৰ্বদেবাধিপ !
যদি আমাকে বিনীত বলিয়া মনে করেন,
তবে উহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন ।
এ জগতে আপনি ব্যতীত সংশয় নির্ণয়ে
বক্তা কেহই নাই । ১—২০ । ব্রহ্মা
কহিলেন, দেবদেব জনাৰ্দ্দন শ্রীদেবীর তাদৃশ
বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিসহকারে
অমৃতোপম পরম সার কথা প্রকাশ
করিলেন । ভগবান কহিলেন, হে দেবি !
যত শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে, তন্মধ্যে পুরুষোত্তমই
মুখ্যোপান্ত, অসাধ্য, মনোরম ও সংফল-
জনক বলিয়া বিখ্যাত । সেই পুরুষোত্তমের
তুল্য তীর্থ ত্রিভুবনে আর নাই । হে
দেবেশি ! সেই তীর্থের নাম কীৰ্ত্তনেও সৰ্ব-
পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় । সমস্ত দেব
দৈত্য, দানব ও মরীচি প্রভৃতি মহাবীরাও
এই তীর্থের বিষয় বিদিত নহেন । হে বরা-
ননে ! ইহা আমার অতি গোপনীয় তীর্থ ।
সম্প্রতি আমি সেই তীর্থশ্রেষ্ঠের বিবরণ
তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিতেছি, হে
শ্রুশ্রোণি ! তুমি একাগ্রভার সহিত শ্রবণ

প্রলীনা দেবগন্ধৰ্বদৈত্যবিদ্যাধরোরগাঃ ॥২৬॥
তমোভূতমিদং সৰ্বং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ।
তস্মিন্ জাগৰ্ভি ভূতাত্মা পরমাত্মা জগদ্ভক্ষুঃ ॥২৭॥
শ্রীমাত্মমুক্তিরুদ্ধেবো জগৎকর্তা মহেশ্বরঃ ।
বাসুদেবো বিখ্যাতো যোগাত্মা হারয়ীশ্বরঃ
সোহস্বজদযোগানদ্রান্তে নাভ্যন্তোকহমধ্যগম্
পদ্মকেশরসঙ্কাশং ব্রহ্মাণং ভূতমব্যয়ম্ ॥ ২৯ ॥
তাদৃগ্ ভূতন্ততো ব্রহ্মা সৰ্বলোকমহেশ্বরম্ ।
পঞ্চভূতসমায়ুক্তং স্বজতে চ শতৈঃ শতৈঃ ॥৩০॥
মাত্রাযোনীন ভূতানি স্থলস্থল্লানি যানি চ ।
চতুর্বিধানি সৰ্বাণি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৩১ ॥
ততঃ প্রজাপতির্ব্রহ্মা চক্রে সৰ্বং চরাচরম্ ।
সঞ্চিন্ত্য মনসাত্মানং সমৰ্জ্য বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥ ৩২ ॥
মরীচ্যাদৌম্মনীন সৰ্বান দেবাসুরপিতৃনপি ।
যক্ষবিদ্যাধরাংচাত্মান গন্ধাদ্যাঃ সরিতন্তথা ॥
নরবানরসিংহাংশ্চ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্ ।
জরায়ুগুজান্ দেবি শ্বেদজোন্তেদজাংস্তথা ॥৩৩॥

কর । পুরাকালে কল্পকাল উপস্থিত হইলে,
চরাচর সকলই বিনষ্ট হইল । দেব, গন্ধৰ্ব,
দৈত্য, বিজ্ঞাধর ও উরগগণ সকলেই বিলীন
হইলেন । সমগ্র বিশ্ব তমোময় হইল । কিছুই
জ্ঞানগম্য হইতে লাগিল না । তখন এক-
মাত্র ভূতাত্মা পরমাত্মা জগদ্ভক্ষু, জগৎকর্তা,
ত্রিমুখধর বাসুদেবাখ্য মহেশ্বর যোগাত্মা
হরই জাগ্রত ছিলেন । তিনি যোগান্দ্রায়
অবসানে নাভিপদ্ম-মধ্যগত পদ্মকেশর-
সঙ্কাশ অব্যয় ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন । সৰ্ব-
লোকমহেশ্বর ব্রহ্মা তথাবিধ ভাবে সমুৎপন্ন
হইয়া ধীরে ধীরে পঞ্চভূতাত্মক চরাচর সমস্ত
সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । স্থল, স্থল্ল,
স্থাবর, জঙ্গম চতুর্বিধ ভূতবৃন্দ তন্মাত্র হইতে
সমুৎপন্ন হইল । ক্রমে প্রজাপতি ব্রহ্মা
সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করিয়া মনে মনে আশঙ্ক-
চিন্তা করিত বিবিধ প্রজাপুঞ্জ সৃষ্টি কারয়া
মরীচি প্রভৃতি মুনিবৃন্দ, সমস্ত দেব, অসুর,
পিতৃ, যক্ষ, বিজ্ঞাধর, গন্ধাদি সরিৎসকল,
নর, বানর, সিংহ, বিবিধ বিহঙ্গম, জরায়ুক,

ব্রহ্মজ্ঞঃ তথা বৈশ্বঃ শূদ্রঃ চৈব চতুষ্কম্ ।
 অন্ত্যজাভ্যাংচ শ্লেচ্ছাংচ সসর্জ বিবিধান্ পৃথক্
 যৎকিঞ্চিৎজীবসংস্কৃত্য তু তৃণশূলপিপীলিকম্ ।
 ব্রহ্মা হৃদ্যা জগৎ সর্কঃ নিশ্চয়ে সচরাচরম্ ॥ ৩৬
 দক্ষিণাক্ষে তথাস্থানং সঞ্চিন্ত্য পুরুষঃ স্বয়ম্ ।
 বামে চৈব তু নারীং স দ্বিধা ভূতমকল্পয়ৎ ॥ ৩৭
 ততঃ প্রভৃতি লোকেহস্মিন্ প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ
 অধমোক্তমধ্যমাংচ মম ক্ষেত্রাণি যানি চ ॥ ৩৮
 এবং সঞ্চিন্ত্য দেবোহসৌ পুরা সলিলযোনিজঃ
 জগাম ধ্যানমাস্থায় বাসুদেবাত্মিকং তনুম্ ॥ ৩৯
 ধ্যানমাত্রেণ দেবেন স্বয়মেব জনাৰ্দ্ধিনঃ ।
 তস্মিন্ কণে সমুৎপন্নঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥
 সহস্রাৰ্ধা পুরুষঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ ।
 সলিলধাস্তমেঘাভঃ শ্রীমান্ শ্রীবৎসলক্ষণঃ ॥ ৪১
 অপশুৎ সহসা তং তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 আসনৈরর্ঘ্যপাটৈশ্চ অক্ষতৈরভিনন্দ্য চ ॥ ৪২
 ভূষ্টাব পরমৈঃ স্তোত্রৈবিবিধিঃ সুসমাহিতঃ ।

ততোহহমুক্তবান্ দেবঃ ব্রহ্মাণং কমলোত্তমম্ ॥
 কারণং বদ মাং তাত মম ধ্যানস্ত সাস্প্রতম্ ।
 ব্রহ্মোবাচ ।
 জগদ্ধিতায় দেবেশ মর্ত্যালোকৈশ্চ ত্বর্ণভম্ ।
 স্বৰ্গদ্বারস্ত মার্গাণি যজ্ঞদানব্রতানি চ ॥ ৪৪
 যোগঃ সত্যং তপঃ শ্রদ্ধা তীর্থানি বিবিধানি চ ।
 বিহায় সৰ্বমেতেষাং সুখং তৎসাধনং বদ ॥ ৪৫
 স্থানং জগৎপতে মহামুৎকৃষ্টং চ যদ্ভ্যতে ।
 সৰ্বেষামুত্তমং স্থানং ক্রহি মে পুরুষোত্তম ॥ ৪৬
 বিধাতুর্বচনং শ্রদ্ধা ততোহহং প্রোক্তবান্ প্রিয়ে
 শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি নিশ্চলং ভুবি ত্বর্ণভম্ ॥ ৪৭
 উত্তমং সৰ্বক্ষেত্রাণাং ধন্তং সংসারতারণম্ ।
 গোব্রাহ্মণহিতং পুণ্যং চাতুৰ্বৰ্ণ্যসুখোদয়ম্ ॥ ৪৮
 ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং ক্ষেত্রং পরমত্বর্ণভম্ ।
 মহাপুণ্যং তু সৰ্বেষাং সিদ্ধিদং বৈ পিতামহ ॥ ৪৯
 তস্মাদাসীৎ সমুৎপন্নঃ তীর্থরাজঃ সনাতনম্ ।
 বিখ্যাতং পরমং ক্ষেত্রং চতুৰ্যুগনিষেবিতম্ ॥ ৫০

অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রাণিবৃন্দ, ব্রাহ্মণ, ক্షত্রিয়, বৈশ্ব, শূদ্র এবং শ্লেচ্ছাদি অন্ত্যস্ত বিবিধ অন্ত্যজ জাতি পৃথক্ পৃথক্ভাবে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে তৃণ ও শূল এবং পিপীলিকা পর্যন্ত যাবতীয় জীবপুঞ্জময় সমগ্র চরাচর জগৎ ব্রহ্মরূপী মহেশ্বর হইতে সৃষ্টি হইল। পরে ব্রহ্মা স্বয়ং আত্মাকে চিন্তা করিয়া দক্ষিণাক্ষে পুরুষ ও বামে নারী এই দ্বিবিধ ভূত কল্পনা করিলেন। সেই হইতে উত্তম মধ্যম ও অধমশ্রেণীর প্রজা পণ জগতে মৈথুন-সম্বৃত হইতে লাগিল। দেবদেব ব্রহ্মা পুৰাকালে এইরূপে সৃষ্টি চিন্তা কাব্যে ধ্যানাবলম্বনে বাসুদেব মূর্তির চিত্রা করিতে লাগিলেন। তান ধ্যান করিবারাত্র তৎক্ষণাৎ স্বয়ং সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ সহস্রাৰ্ধা পুণ্ডরীকাক্ষ সজল-জলদ-প্রাথম শ্রীবৎসলক্ষণ শ্রীমান্ জনাৰ্দ্ধন আবির্ভূত হইলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে কেশিবারাজপাশ, অর্ঘ্য, ও আসনাদি দানে অভিনন্দিত করিয়া সুসমাহিত-চিত্তে উত্তম

স্তব করিতে লাগিলেন। তখন আমি কমলযোনি ব্রহ্মাকে বলিলাম, হে তাত! সম্প্রতি আমাকে ধ্যান করিবার কারণ কি, তাহা আমার নিকট বলুন, ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবেশ! স্বৰ্গদ্বারের পথস্বরূপ যে সকল যজ্ঞ, দান, ব্রত, যোগ, সত্য, তপস্শ্রা, শ্রদ্ধা ও বিবিধ তীর্থ আছে, তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও যেখানে অনায়াসে ঐ সৰ্বলের ফললাভ করা যায়, এবং যাহা জগতে অত্যাৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত, হে পুরুষোত্তম! জগতের হিতের নিমিত্ত মর্ত্য-লোকত্বর্ণভ স্থান কোনটা, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন ৷৮—৪৬। বিধাতার কথা শুনিয়া—হে প্রিয়ে! আমি তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলাম, হে ব্রহ্মন! যাহা জগতে ত্বর্ণভ ও নিশ্চল, যাহা সৰ্বক্ষেত্র মধ্যে উত্তম, সংসার-তারক, ধন্ত, পুণ্য, গোব্রাহ্মণের হিতকর, চতুর্কণের সুখবর্ধক, নরগণের পরমত্বর্ণভ-ভাগ-মোক্ষপ্রদ সিদ্ধিপ্রদ ও মহাপুণ্যজনক—হে পিতামহ! সেই ক্ষেত্রের কথা কহিতেছি,

সর্বেষামেব দেবানীমুবাণাং ব্রহ্মচারিণাম্ ।
 দৈত্যদানবসিদ্ধানাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্ ॥৫১
 নাগবিদ্যাধরাণাং চ স্বাবরন্ত চরন্ত চ ।
 উত্তমঃ পুরুষো যশ্চাস্তস্ম্যাং স পুরুষোত্তমঃ ॥৫২
 দক্ষিণশ্চোদধেষ্টীরে শুগ্রোধো যত্র তিষ্ঠতি ।
 দশযোজনবিস্তীর্ণঃ ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্ ॥৫৩
 যন্ত কল্পে সমুৎপন্নে মহদুৎকানিবর্হণে ।
 বিনাশং নৈবমভ্যোতি স্বয়ং তত্রৈবমাস্থিতঃ ॥৫৪
 দৃষ্টমাত্রে বটে তস্মিংছায়ামাক্রম্য চাসকুৎ ।
 ব্রহ্মহত্যাং প্রমুচ্যেত পাপেষুস্তেষু কা কথা ॥৫৫
 প্রদক্ষিণা কৃত্বা যৈস্ত নমস্কারশ্চ জন্তুভিঃ ।
 সর্বে বিধূতপাপ্যনন্তে গতাঃ কেশবালয়ম্ ॥৫৬
 শুগ্রোধশ্চোত্তরে কিঞ্চিদক্ষিণে কেশবন্ত তু ।
 প্রাসাদস্তত্র তিষ্ঠেতু পদং ধর্মময়ং হি তৎ ॥৫৭
 প্রতিমাং তত্র বৈ দৃষ্ট্বা স্বয়ং দেবেন নিম্নিতায়

অবণ করুন । পূর্বে সর্বলোক-বিখ্যাত চতু-
 র্যুগ-নিষেবিত এক সনাতন তীর্থ-প্রধান পরম
 ক্ষেত্র আবির্ভূত হইয়াছিল । ঐ ক্ষেত্র সমস্ত
 দেব, ঋষি, ব্রহ্মচারী, দৈত্য, দানব, সিদ্ধ,
 গন্ধর্ব, উরগ, রাক্ষস, নাগ, বিজ্ঞাধর, ও
 নিখিল চরাচর মধ্যে উত্তম পুরুষবৎ প্রতি-
 ভাত ; এইজন্ত তাহা পুরুষোত্তম নামে
 প্রখ্যাত । দক্ষিণসাগরের তীরে যথায়
 নগ্ৰোধ বৃক্ষ বিরাজমান, তথায় সেই দশ
 যোজনবিস্তৃত পরম দুর্লভ পুরুষোত্তমক্ষেত্র
 অবাস্থিত । ঐ ক্ষেত্রে বৃক্ষ কল্পকালের
 মহতীউক-পাতেও বিনষ্ট হয় না ।
 আমি স্বয়ংই তথায় অবস্থান করিয়া থাকি ।
 সেই বটবৃক্ষ দর্শন ও তদীয় ছায়া অসকুৎ
 অক্রমণ করিলে অশ্রান্ত পাপের কথা কি,
 ব্রহ্মহত্যা হইতেও নিকৃতি লাভ করা
 যায় । যে সকল জীব ঐ বৃক্ষকে প্রদ-
 ক্ষিণ ও নমস্কার করে ; তাহার
 সকলেই পাপ পরিমুক্ত হইয়া কেশবালয়ে
 উপনীত হইয়া থাকে । ঐ শুগ্রোধবৃক্ষের
 উত্তরে ও কেশবালয়ের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে
 পুরুষোত্তম প্রাসাদ বিরাজমান । সেই

অনায়াসেন বৈ যান্তি ভুবনং মে ভতো নরাঃ ॥
 গচ্ছমানাংস্ত তান্ প্রেক্ষ্য একদা ধর্ম্মরাজপ্রিয়ে
 মদন্তিকমল্পপ্রাপ্য প্রণম্য শিরসাত্রবীৎ ॥৫৮
 যম উবাচ
 নমস্তে ভগবন্ দেব লোকনাথ জগৎপতে ।
 ক্ষীরোদবাসিনঃ দেবঃ শেষভোগাশুশায়িনম্ ॥
 বরং বরেণ্যং বরদং কর্তারমকৃতং প্রভুম্ ।
 বিশ্বেশ্বরমজং বিষ্ণুং সর্বজ্ঞমপরাজিতম্ ॥৫৯
 নীলোৎপলদলশ্রামং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্ ।
 সর্বজ্ঞং নির্গুণং শান্তং জগদ্বস্তারমব্যয়ম্ ॥৬০
 সর্বলোকবিধাতারং সর্বলোকসুখাবহম্ ।
 পুরাণং পুরুষং বেদ্যং ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনম্
 পরাবরাণাং অষ্টারং লোকনাথং জগদগুরুম্ ।
 শ্রীবৎসোরক্ষসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্ ॥৬১
 শীতবস্ত্রং চতুর্ভূজং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
 হারকেয়ুরসংযুক্তং মুকুটাদ্ধারিণম্ ॥৬২
 সর্বলক্ষণসম্পূর্ণং সর্বোদ্ভিষ্যবিবর্জিতম্ ।
 কূটস্থমচলং স্বস্বং জ্যোতীরূপং সনাতনম্ ॥৬৩

প্রাসাদই ধর্মময় পদ । তন্মধ্যে স্বয়ং দেব-
 নিম্নিত প্রতিমা আছে, তদর্দনে লোক সকল
 অনায়াসেই মদীয় ভবনে উপনীত হয় । হে
 প্রিয়ে ! একদা ধর্ম্মরাজ যম লোকদিগকে মদীয়
 ভবনে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া আমার নিকট
 আগমনপূর্বক মন্তকছায়া প্রণামান্তে
 আমাকে বলিলেন,—হে ভগবন, লোকনাথ,
 জগৎপতে ! আপনাকে নমস্কার করি ।
 আপনি ক্ষীরোদবাসী, শেষভোগাশায়ী,
 বর, বরেণ্য, বরদ, কর্তা অকৃত, প্রভু,
 বিশ্বেশ্বর, অজ, বিষ্ণু, সর্বজ্ঞ, অপরাজিত,
 নীলোৎপলনিভ শ্রামবর্ণ, পুণ্ডরীকাক্ষ, সর্বজ্ঞ,
 নির্গুণ, শান্ত, জগদ্ব্যবহাতা, অব্যয়, সর্বলোক-
 বিধাতা, সর্বলোক-সুখাবহ, পুরাণ পুরুষ,
 ব্যক্তাব্যক্ত, সনাতন, পরাপর অষ্টা, লোক-
 নাথ, জগদগুরু, শ্রীবৎসারক্ষিতবক্ষা, বনমালা-
 যুক্ত, শীতবস্ত্র, চতুর্ভূজ, শঙ্খ-চক্র-গদাধর,
 হারকেয়ুর, ভূষিত, মুকুটাদ্ধারিণ, সর্ব
 লক্ষণসম্পন্ন, সর্বোদ্ভিষ্য-বিরহিত, কূটস্থ;

ভাবাভাবিনির্মুক্তং ব্যাপিনং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
 মমস্ত্যামি জগন্নাথমীশ্বরং সুখদং প্রভুম্ ॥ ৬৭
 ইত্যেবং ধর্ম্মরাজস্ত পুরা শুগ্রোধসরিন্দো ।
 ব্রহ্মা নানাবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণামমকরোত্তদা ॥
 তং দৃষ্ট্বা তু মহাভাগে প্রণতং প্রাজ্ঞলিঙ্গিতম্ ।
 স্তোত্রস্ত কারণং দেবি পৃষ্টবানহমস্তকম্ ॥ ৬৯
 বৈবস্বত মহাবাহো সর্বদেবোত্তমো হ্যসি ।
 কিমর্থং ভূতবাণ্যঃ ত্বং সঙ্ক্ষেপ্নাস্তদব্রবীহি মে ॥
 ধর্ম্মরাজ উবাচ ।

অশ্বিনায়তনে পুণ্যে বিখ্যাতে পুরুষোত্তমে ।
 ইন্দ্রনীলময়ী শ্রেষ্ঠা প্রতিমা সার্বকামিকী ॥ ৭১
 তাং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক ভাবেনৈকেন শ্রদ্ধয়া ।
 যেতাথা ভবনং যাস্তি নিকামাশ্চৈব মানবাঃ ॥
 অতঃ কর্ত্বুং ন শক্যামি ব্যাপারমরিস্বদন ।
 প্রসাদ স্নুমহাদেব সংহর প্রতিমাং বিভো ॥ ৭৩

অচল, জ্যোতীরূপ, সনাতন, ভাবাভাব, পরি-
 মুক্ত, সর্বব্যাপী, প্রকৃতির পরবর্তী, সুখদ,
 জীশ্বর, জগন্নাথ ও প্রভু, আপনাকে প্রণাম করি ।
 ধর্ম্মরাজ পুরাকালে এইরূপে সেই শুগ্রোধ-
 তকুম্বীপে আমাকে নানাবিধ স্তোত্রে স্তব
 করিয়া প্রণিপাত করিলেন । হে মহাভাগে !
 আমি তখন ধর্ম্মরাজকে যুক্তকরে প্রণত
 দেখিয়া স্তব করিবার কারণ কি, তাহা
 জিজ্ঞাসা করিলাম, বলিলাম—হে মহা-
 বাহো ! সর্বোত্তম বৈবস্বত ! আপনি
 সর্বদেবের উত্তম । কি জন্তু আমাকে
 আপনি স্তব করিলেন, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ
 করিয়া বলুন । ৪৭—৭০। ধর্ম্মরাজ কহিলেন,—
 হে পুণ্ডরীকাক ! এই বিখ্যাত পবিত্র পুরু-
 ষোত্তম ক্ষেত্রে যে সর্বকামপ্রদায়িনী ইন্দ্র-
 নীলময়ী শ্রেষ্ঠপ্রতিমা আছে, ব্রহ্মা ও
 একাগ্রভাব সহিত তাঁহাকে দর্শন করিলে
 মানবগণ নিকাম হইয়া যেতাথা ভবনে
 গমন করিয়া থাকে । অতএব হে মধু-
 স্বদন ! আমি আমার পদোচ্চিত কার্য্য
 করিতে পারিতেছি না ;—হে মহাদেব, হে
 প্রভো ! আপনি প্রসন্ন হউন এবং এই

ব্রহ্মা বৈবস্বতশ্চৈতদ্বাক্যমেতদ্ববাচ হ ।
 যম তাং গোপয়িষ্যামি সিকতাভিঃ সমস্ততঃ ॥ ৭৪
 ততঃ সা প্রতিমা দেবি বল্লিভির্গোপিতা ময়া ।
 যথা তথান পশুন্তি মনুজাঃ স্বর্গকাজ্জিগঃ ॥ ৭৫
 প্রচ্ছাদ্য বল্লিকৈর্দেবি জাতরূপপরিচ্ছদৈঃ ।
 যমং প্রস্থাপয়ামাস স্বাং পুরীং দক্ষিণাং দিশম্ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

বৃণ্ডায়াঃ প্রতিমায়াং তু ইন্দ্রনীলস্ত ভো দ্বিজাঃ
 তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে বিখ্যাতে পুরুষোত্তমে
 যো ভূতস্তত্র বৃত্তান্তো দেবদেবো জনার্দনঃ ।
 তং সর্বং কথয়ামাস স তশ্চৈ ভগবান্ পুরা ॥ ৭৮
 ইন্দ্রদ্রায়স্ত গমনং ক্ষেত্রদসন্দর্শনং তথা ।
 ক্ষেত্রস্ত বর্ণনং চৈব প্রাসাদকরণং তথা ॥ ৭৯
 হয়মেধস্ত যজনং স্বপ্নদর্শনমেব চ ।
 লবণশ্চোদধেষ্টীয়ে কাষ্ঠস্ত দর্শনং তথা ॥ ৮০
 দর্শনং বাসুদেবস্ত শিল্লিরাজস্ত চ দ্বিজাঃ ।

প্রতিমাখানি এস্থান হইতে অপসারিত
 করুন । যমের এই কথা শুনিয়া আমি
 বলিলাম, হে যম ! আমি ঐ প্রতিমা
 বালুকারাশি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া
 রাখিব । হে দেবি ! অনন্তর আমি সেই
 প্রতিমাকে যাহাতে স্বর্গকাজ্জী লোকেরা
 দেখিতে না পারে, সেইরূপভাবে গোপন
 করিয়া রাখিলাম । হে দেবি ! আমি
 তখন স্বর্গকান্তি বালুকাপ্রভৃতি দ্বারা সেই
 প্রতিমা আচ্ছাদিত করিয়া যমকে তাঁহার
 দক্ষিণদিকস্থিত ০ স্থায় পুরীতে প্রেরণ
 করিলাম । ৭১—৭৬। ব্রহ্মা কহিলেন, হে
 দ্বিজগণ ! সেই ইন্দ্রনীল-প্রতিমা বিলুপ্ত
 হইলে, সেই প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্র পুরুষোত্তমে
 যে সকল ঘটনা ঘটয়াছিল, দেবদেব ভগবান্
 জনার্দন তৎসমস্ত পূর্বকালে ত্রিদেবীর নিকট
 বলিয়াছিলেন । তাঁহার বর্ণিত ঘটনাবলী
 যথা,—ইন্দ্রদ্রায়ের গমন, ক্ষেত্রদর্শন, ক্ষেত্র-
 বর্ণন, প্রাসাদ-নির্মাণ, অয়মেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান,
 স্বপ্ন সন্দর্শন, লবণসাগরতীরে কাষ্ঠদর্শন,
 শিল্লিরাজ বাসুদেবের দর্শন, প্রতিমানির্মাণ

নিষ্ঠাণঃ প্রতিমাস্ত্রাং যথাবর্ণঃ বিশেষতঃ ॥ ৮১
 স্থাপনং চৈব সর্বেষাং প্রাসাদে ভুবনোত্তমৈ ।
 যাত্রাকালে চ বিপ্রেষ্টাঃ কল্পসঙ্কীৰ্ত্তনং তথা ॥ ৮২
 মার্কণ্ডেয়স্ত চরিতং স্থাপনং শঙ্করস্ত চ !
 পঞ্চতীর্থস্ত মহাশ্রাং দর্শনং শূলপাণিনঃ ॥ ৮৩
 বটস্ত দর্শনং চৈব ব্যাষ্টিং তস্ত চ ভো দ্বিজাঃ ।
 দর্শনং বলদেবস্ত কৃষ্ণস্ত চ বিশেষতঃ ॥ ৮৪
 সূতদ্রাশ্যস্ত তত্রৈব মহাশ্রাং চৈব সর্বেষাং ।
 দর্শনং নরসিংহস্ত ব্যাষ্টিসঙ্কীৰ্ত্তনং তথা ॥ ৮৫
 অনন্তবাসুদেবস্ত দর্শনং গুণকীৰ্ত্তনম্ ।
 শ্বেতমাধবমহাশ্রাং স্বর্গদ্বারস্ত দর্শনম্ ॥ ৮৬
 উদধিদর্শনং চৈব জ্ঞানং তর্পণমেব চ ।
 সমুদ্রজ্ঞানমহাশ্রামিন্দ্রহ্ম্যস্ত চ দ্বিজাঃ ॥ ৮৭
 পঞ্চতীর্থকলং চৈব মহাজ্যোষ্ঠাং তথৈব চ ।
 জ্ঞানং কৃষ্ণস্ত হলিনঃ পর্কষাভ্রাকলং তথা ॥ ৮৮
 বর্ণনং বিষ্ণুলোকস্ত ক্ষেত্রস্ত চ পুনঃপুনঃ ।
 পূর্বং কথিতবান্ সর্বং তন্ত্ৰৈ স পুরুষোত্তমঃ ॥

ইতি শ্রীভ্রাত্তে পূর্ববৃত্তান্তবর্ণনং নাম

পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ভুবনোত্তম প্রাসাদে সমস্ত প্রতিমাস্থাপন,
 যাত্রাকালে কল্প সঙ্কীৰ্ত্তন, মার্কণ্ডেয়-চরিত,
 শঙ্করপ্রতিষ্ঠা, বলদেব ও কৃষ্ণ দর্শন,
 সূতদ্রার মহাশ্রা, নরসিংহ দর্শন, ব্যাষ্টি
 সংকীৰ্ত্তন, অনন্ত বাসুদেব দর্শন, ও
 গুণকীৰ্ত্তন, শ্বেতমাধবীয় মহাশ্রা, স্বর্গদ্বার-
 দর্শন, উদধিদর্শন, তাহাতে জ্ঞান, তর্পণ,
 সমুদ্র জ্ঞানের ও ইন্দ্রহ্ম্যের মহাশ্রা, পঞ্চ-
 তীর্থ কল, মহাজ্যোষ্ঠস্থান, কৃষ্ণ ও বলরামের
 পর্কষাভ্রাকল, বিষ্ণুলোক বর্ণন, এবং
 বারম্বার ক্ষেত্রের কথা কীৰ্ত্তন, এই সকল
 ঘটনা পূর্বে শ্রীদেবীকে স্বয়ং পুরুষোত্তম
 কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন !

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ১৪৫

ষট্ চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে দেব কথ্যশেষঃ মহীপতেঃ ।
 তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে গতা কিং চকার নরাধিপঃ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 শৃণুধ্বং মুনিশাঙ্গীলাঃ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ ।
 ক্ষেত্রসন্দর্শনং চৈব কৃত্যং তস্ত চ ভূপতেঃ ॥ ২
 গতা তত্র মহীপালঃ ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যবিশ্রুতে
 দদর্শ রমণীয়ানি স্থানানি সরিতন্তথা ॥ ৩
 নদী তত্র মহাপুণ্যা বিদ্যাপাদবিনির্গতা ।
 চিত্রোপলোতি বিখ্যাতা সর্বপাপহরা শিবা ॥ ৪
 গঙ্গাতুল্যা মহাশ্রোতা দক্ষিণাবগামিনী ।
 মহানদীতি নামা সা পুণ্যতোয়া সরিষরা ॥ ৫
 দক্ষিণশ্রোতদধেগর্ভঃ গতাবর্তীতিশোভিতা ।
 উভয়োস্তটয়োর্থস্তা গ্রামাশ্চ নগরাণি চ ॥ ৬
 দৃশুস্তে মুনিশাঙ্গীলাঃ শ্রুশ্রুতাঃ শ্রুমনোহরাঃ ।

ষট্ চত্বারিংশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে দেব ! আমরা
 মহীপতি ইন্দ্রহ্ম্যের কথা-শেষ শুনিতে
 ইচ্ছা করি। সেই নরপতি সেই উত্তম
 ক্ষেত্রে গিয়া কি করিয়াছিলেন ? ব্রহ্মা
 কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! আমি সেই
 ভূপতির ক্ষেত্রদর্শন কার্য সংক্ষেপে বর্ণন
 করিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই মহীপাল
 সেই ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত ক্ষেত্রে উপস্থিত
 হইয়া রমণীয় স্থান ও নদীনিচয় দর্শন
 করিলেন। দেখিলেন, তথায় বিদ্যাপাদ
 হইতে বিনির্গতা মহাপুণ্যা সর্বপাপহরা,
 শিবজলা গঙ্গার স্যায় মহাশ্রোতা, মহানদী
 নামী দক্ষিণ সাগরগামিনী সরিষরা
 প্রবাহিত হইতেছে। ঐ সরিষরা চিত্রো-
 পলা নামেও বিখ্যাতা। উহা দক্ষিণাঙ্ক
 গর্ভে পতিত হইয়া সাতশয় শোভিতা
 হইতেছে। হে মুনিবরগণ ! ঐ মহা-
 নদীর উত্তর তীরে কত গ্রাম ও কত নগর
 দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রাম-

হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাঃ ॥ ৭
 ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্বাঃ শূদ্রাস্তত্র পৃথক্ পৃথক্ ।
 স্বধর্ম্মনিরতাঃ শাস্তা দৃষ্টান্তে শুভলক্ষণাঃ ॥ ৮
 তাষ্মলপূর্ণবদনা মালাদ্যমবিভূষিতাঃ ।
 বেদপূর্ণমুখা বিপ্রাঃ সমুদ্ভূতপদক্রমাঃ ॥ ৯
 অগ্নিহোত্ররতাঃ কেচিৎ কেচিদোপাসনক্রিয়াঃ ।
 সর্বশাস্ত্রার্থকুশলা যজ্ঞানো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥ ১০
 চত্বরে রাজমার্গেষু বনেষুপবনেষু চ ।
 সভামণ্ডলহর্ম্ম্যেষু দেবতায়তনেষু চ ॥ ১১
 ইতিহাসপুরাণানি বেদাঃ সাক্ষাঃ সুলক্ষণাঃ ।
 কাব্যশাস্ত্রকথাস্তত্র ক্ষয়ন্তে চ মহাজনৈঃ ॥ ১২
 স্ত্রিয়স্তদেবশাসিতো রূপযৌবনগর্বিতাঃ ।
 সম্পূর্ণলক্ষণোপেতা বিস্তীর্ণশ্রোণিমণ্ডলাঃ ॥ ১৩
 সরোরুহমুখাঃ শ্রীমাঃ শরচ্চন্দ্রনিভাননাঃ ।
 পীনোরতন্তনাঃ সর্বাঃ সমুদ্রা চাক্রদর্শনাঃ ॥ ১৪
 সৌবর্ণবলয়াক্রান্তা দিব্যৈর্বস্ত্রৈরলঙ্কিতাঃ ।

নগর সুশস্ত্রে পরিপূর্ণ, মনোহর এবং হৃষ্ট-
 পুষ্ট জনে আকীর্ণ। ঐ গ্রাম ও নগর-
 সমূহে স্ব স্ব ধর্ম্মে-নিরত, শাস্ত, বস্ত্রালঙ্কার-
 ভূষিত, সুলক্ষণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, কত্রিয়,
 বৈশ্ব, ও শূদ্রগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান
 করিতেছে। তত্রত্য অধিবাসীদিগের
 বদন তাষ্মলপূর্ণ, গলদেশ মালাদ্যমে
 মণ্ডিত। ব্রাহ্মণগণের বাণী বেদময়ী।
 তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অগ্নিহোত্র-রত,
 কেহ কেহ সর্বশাস্ত্রার্থ-নিপুণ, কেহ কেহ
 ষাগশীল, ও কেহ কেহ ভূরিদক্ষিণ। ১—
 ১০। তথাকার যে সকল চত্বর, রাজপথ,
 বন, উপবন, সভামণ্ডপ, হর্ম্ম্যশ্রেণী ও
 দেবায়তন তাহার সর্বত্রই মহাজনগণ
 মিলিত হইয়া পরস্পর ইতিহাস, পুরাণ, সাক্ষ
 বেদ ও বিবিধ কাব্য-শাস্ত্রের কথা শ্রবণ
 করেন। তদেবশাসিনী রমণীগণ রূপ ও
 যৌবনে গর্বিত, সর্বসুলক্ষণে সম্পন্ন, ও
 বিশূল জঘনমণ্ডলে মণ্ডিত। তাহাদের
 বদনমণ্ডল শরচ্চন্দ্র ও সরোরুহের স্থায়
 মনোহর, স্তনমুগ্ধা পীনোরত, আকৃতি চাক্র-

কদলীগর্ভসঙ্ঘাশাঃ পদ্মকিঞ্জরসপ্রভাঃ ॥ ১৫
 বিদ্বাধরপুটাঃ কান্তাঃ কর্ণান্তায়তলোচনাঃ ।
 স্নুমুখাশ্চাকরেশাশ্চ হাবভাবাবনামিতাঃ ॥ ১৬
 কাশ্চিৎ পদ্মপলাশাক্যঃ কাশ্চিদ্দিন্দীবরেক্ষণাঃ
 বিদ্বাদ্বিম্পষ্টদর্শনাস্তবক্ষ্যশ্চ তথাপর্য্য ॥ ১৭
 কুটিলালকসংযুক্তাঃ সীমন্তেন বিরাজিতাঃ ।
 গ্রীবাভরণসংযুক্তা মালাদ্যমবিভূষিতাঃ ॥ ১৮
 কুণ্ডলৈ রত্নসংযুক্তৈঃ কর্ণপুটৈর্ম্মনোহরৈঃ ।
 দেবযোষিৎপ্রতীকাশা দৃষ্টান্তে শুভলক্ষণাঃ ॥
 দিব্যগীতবরৈর্ধনৈঃ ক্রীড়মানা বরাজ্ঞনাঃ ।
 বীণাবেণুমুদকৈশ্চ পণবৈশ্চৈব গোমুখৈঃ ॥ ২০
 শঙ্খচুন্দুভিনির্ঘোষৈর্নানাবাদ্যমনোহরৈঃ ।
 ক্রীড়ন্ত্যস্তাঃ সদা হৃষ্টা বিলাসিতাঃ পরস্পরম্ ॥
 এবমাদি তথানেকগীতবাণবিশারদাঃ ।
 দিবা রাত্রে সমাগুক্তাঃ কামোন্নতা বরাজ্ঞনাঃ ॥
 ভিক্ষুবৈখানসৈঃ সিদ্ধৈঃ স্নাতকৈর্ব্রহ্মচারিভিঃ ।
 মন্ত্রসিদ্ধৈস্তপঃসিদ্ধৈর্ষজ্জসিদ্ধৈর্নিষেবিতম্ ॥ ২৩

দর্শন, হস্ত সুবর্ণবলয়ে অলঙ্কৃত, দেহ দিব্য-
 বসনে ভূষিত, বর্ণপ্রভা পদ্ম-কিঞ্জর-ক্ৰিত,
 বিদ্বাধরপুট কমণীয়, ও লোচন কর্ণান্ত-
 বিশ্রান্ত। তাহারা সকলেই স্নুমুখী, সুকেনী,
 ও হাবভাবে বিনম্র। তাহাদের মধ্যে কেহ
 কেহ পদ্মপলাশনয়না, কেহ কেহ ইন্দীবর-
 নেত্রা, কেহ কেহ বিদ্বাতের স্থায় বিম্পষ্ট-
 দর্শনা, কেহ তবুঙ্গী, কেহ কুটিলালকধারিণী,
 এবং কেহ কেহ গ্রীবাভরণশালিনী। তাহারা
 মালাদ্যমে অলঙ্কৃত, মনোহর রত্নকুণ্ডলে মণ্ডিত,
 সর্বশুভলক্ষণে অধিত এবং সুরকামিনীবৎ
 প্রতিভাত। সেই সকল বিলাসিনী বরাজ্ঞা-
 গণ দিব্য দিবা গীতধ্বনি, এবং বেণু, বীণা,
 মুদঙ্গ, পণব, গোমুখ ও শঙ্খ প্রভৃতি নানা
 বিবিধ মনোহর বাদ্যনিবাদে সর্বদা হৃষ্ট
 হইয়া পরস্পর ক্রীড়া-নিরতা। এইরূপে
 তথায় গীতবাদ্য-নিপুণা বহু বরাজ্ঞনা কামো-
 ন্নতা হইয়া দিবারাত্র নানা সন্তোগমুখে
 নিমগ্ন। এতদ্ভিন্ন তথায় বহু ভিক্ষু, বৈখা-
 নস, সিদ্ধ, স্নাতক, ব্রহ্মচারী ও মন্ত্রসিদ্ধ,

ইত্যেবং দদৃশে রাজা ক্ষেত্রং পরমশোভনম্ ।

অত্রৈবারাধয়িষ্যামি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥

জগদ্গুরুং পরং দেবং পরং পারং পরং পদম্ ।

সর্বৈশ্বরেশ্বরং বিষ্ণুমনন্তমপরাজিতম্ ॥ ২৫

ইদং তন্মানসং তীর্থং জ্ঞাতং মে পুরুষোত্তমম্

কল্পবৃক্ষো মহাকাশো স্ত্রোগ্রোধো যত্র তিষ্ঠতি ॥

প্রতিমা চেন্দ্রনীলাখ্যা স্বয়ং দেবেন গোপিতা ।

ন চাত্ৰ দৃশ্যতে চাত্ৰা প্রতিমা বৈষ্ণবী শুভা ॥ ২৭

তথা যত্রং করিষ্যামি যথা দেবো জগৎপতিঃ ।

প্রত্যক্ষং মম চাত্যোতি বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥

যজ্ঞেদানৈস্তপোভিচ্চ হোমৈর্ধ্যানৈস্তথার্চনৈঃ

উপবাসৈশ্চ বিধিবচ্চরেয়ং ব্রতমুত্তমম্ ॥ ২৯

অনন্তমনসা চৈব তন্মনা নান্তমানসঃ ।

বিষ্ণয়তনবিস্তাসে প্রারন্তং চ করোম্যহম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভুত্ববিসংবাদে ক্ষেত্রবর্ণনং

নাম ষট্চত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

তপঃসিদ্ধ, যজ্ঞসিদ্ধ, অসংখ্য সাধুপুরুষ বিরাজ-

মান । রাজা ইন্দ্রদ্রুম্য এবস্থিধ পরমশোভন

ক্ষেত্র দেখিয়া স্থির করিলেন, এইখানেই

আমি ভগবান্, সনাতন, জগদ্গুরু, পরম-

দেব পরমপদ সর্বৈশ্বর্য অপরাজিত অনন্ত

বিষ্ণুকে আরাধনা করিব । এই সেই মানস-

তীর্থ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র আমি জানিতে পারি-

লাম । ঐ বিপুল বিশাল কল্পবৃক্ষ স্ত্রোগ্রোধ

যথায় বিরাজিত, এখানেই স্বয়ং দেবদেব

ইন্দ্রনীল-প্রতিমা গোপনে রাখিয়াছেন ।

এইস্থানে আর কোন শুভ বৈষ্ণবী প্রতিমা

পরিদৃষ্ট হয় না । অতএব আমি এরূপ

যত্ন করিব যাহাতে দেবদেব জগৎপতি

সত্যপরাক্রম বিষ্ণু আমার প্রত্যক্ষ হই-

বেন । আমি এক্ষণে যজ্ঞ, দান, তপস্কা,

হোম, অধ্যয়ন, অর্চন, উপবাস ও বিধিবৎ-

উত্তম ব্রতানুষ্ঠানাদি দ্বারা অনন্তমনে ভগবৎ

পরায়ণ হইয়া এক বিষ্ণুভবন নিৰ্ম্মাণ করিতে

প্রযত্ন প্রকাশ করিব । ১১—৩০ ।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং স পৃথিবীপালশ্চিস্তয়িত্বা দ্বিজোত্তমাঃ ।

প্রাসাদার্থং হরেন্তত্র প্রারন্তমকরোত্তমা ॥ ১

আনাঘ্য গণকান্সর্ধানাচার্য্যং শাস্ত্রপারগান্ ।

ভূমিঃ সংশোধ্য যত্নেন রাজা তু পরয়া মুদা ॥

ব্রাহ্মণৈর্জ্ঞানসম্পন্নৈর্বেদশাস্ত্রার্থপারগৈঃ ।

অমাত্যৈর্মন্ত্রিভিঃশ্চৈব বাস্তবিদ্যাবিশারদৈঃ ॥ ৩

তৈঃ সার্কং স সমালোচ্য সূমুহূর্ত্তে শুভে দিনে

সুচন্দ্রতারসংযোগে গ্রহানুকূল্যসংযুতে ॥ ৪

জয়মঙ্গলশব্দৈশ্চ নানাবাদৈর্মনোহরৈঃ ।

বেদাধ্যয়ননির্ঘোষেগীতৈঃ সূমধুরস্তরৈঃ ॥ ৫

পুষ্পলাজাক্ষতৈর্গন্ধৈঃ পূর্ণকুস্তৈঃ সদীপকৈঃ ।

দদাবধ্যং ততো রাজা শ্রদ্ধয়া স্তুসমাহিতঃ ॥ ৬

দশৈবমধ্যং বিধিবদানাঘ্য স মহীপতিঃ ।

কলিঙ্গাধিপতিং শূরমুৎকলাধিপতিং তথা ।

কোশলাধিপতিঞ্চৈব তান্নবাচ তদা নৃপঃ ॥ ৭

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ!

সেই পৃথিবীপাল ইন্দ্রদ্রুম্য এইরূপ চিন্তা

করিয়া হরির প্রাসাদ-নিৰ্ম্মাণে সমুদ্যত

হইলেন । তিনি পরম প্রীতিসহকারে বহু

শাস্ত্রজ্ঞ গণক আচার্য্যদিগকে আনয়নপূর্ব্বক

সযত্নে ভূমি শোধন করিয়া বেদজ্ঞ জ্ঞান-

সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, অমাত্য, মন্ত্রী ও বাস্তবিদ্যা-

বিশারদ অন্যান্য অভিজ্ঞ লোকের সহিত

স্থানের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করত

চন্দ্র-তার-শুদ্ধ সুগ্রহের আনুকূল্যযুত

শুভদিনে শুভ মুহূর্ত্তে জয়মঙ্গলধ্বনি, মনো-

হর বাদ্যোদ্যম, বেদনির্ঘোষ ও মধুর স্বর

সঙ্গীত সহকারে পূর্ণকুস্ত ও প্রদীপ স্থাপনান্তে

পুষ্প, লাজ, অক্ষত ও গন্ধাদি দ্বারা পরম

শ্রদ্ধার সহিত স্তুসমাহিত হইয়া অর্ঘ্য দান

করিলেন । ১—৬ । মহীপতি যথাবিধি অর্ঘ্য

দানান্তে কলিঙ্গ, উৎকল ও কোশলাধিপতিকে

রাজোবাচ ।

গচ্ছধ্বং সহিতাঃ সর্ষে শিলার্থে স্মসমাহিতাঃ
গৃহীত্বা শিল্লিমুখ্যাংশ শিলাকর্ণবিশায়দান ॥৮
বিদ্যাচলং সুবিস্তীর্ণং বহুকন্দরশোভিতম্ ।
নিরূপ্য সর্ষসান্নি ছেদয়িষ্য শিলাঃ শুভাঃ ।
সংবাহন্ত্যঞ্চ শকটৈর্নৌকাভির্ম্মা বিলম্বথ ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং গন্ত্যঃ সমাদিশু তান্ নৃপান্ স মহীপতিঃ ।
পুনরেবাববীৰ্য্যাকং সামাত্যান্ স পুরোহিতান্
রাজোবাচ ।

গচ্ছন্তু দূতাঃ সর্ষত্র মমাত্রাং প্রবদন্তু বৈ ।
যত্র তিষ্ঠন্তি রাজানঃ পৃথিবাং তান্ স্মশীত্রগাঃ
হস্ত্যশ্বরথপাদ্যৈঃ সামাট্যৈঃ সপুরোহিতৈঃ ।
গচ্ছত সহিতাঃ সর্ষ ইন্দ্রহ্যস্ত শাসনাং ॥ ১২
ব্রহ্মোবাচ ।

এবং দূতাঃ সমাজ্ঞাতা রাজ্ঞা তেন মহাত্মনা ।
গত্বা তদা নৃপানুচর্ব্বনং তন্তু ভূপতেঃ ॥ ১৩

আনয়নপূর্ব্বক বলিলেন,—রাজগণ ! আপ-
নারা তৎপরতার সহিত অনুচরগণ সহ
শীঘ্র শিলাসংগ্রহার্থ গমন করুন । শিলা-
কর্ণনিপুণ শিল্লিশ্রেষ্ঠদিগকে সঙ্গে লইয়া
বহু কন্দর-মাণ্ডিত সুবিস্তীর্ণ বিদ্যাচলে
গিয়া তদীয় সমস্ত সাহুদেশ বিশেষরূপে
দেখিয়া উত্তম উত্তম শিলা সকল ছেদনান্তে
শকট ও নৌকা যোগে প্রেরণ করিতে
থাকুন, বিলম্ব করিবেন না । ব্রহ্মা কহিলেন,
মহীপতি এইরূপে তাঁহাদিগকে প্রস্থান
করিতে আদেশ করিয়া পুনরায় অমাত্য ও
পুরোহিতদিগকে বলিলেন—পৃথিবীর যে
যেখানে রাজন্তগণ আছেন, দূতগণ সর্ষত্র
গমনপূর্ব্বক মদায় আজ্ঞা ঘোষণা করুক এবং
আপনারা সকলেই মদায় শাসন অনুসারে
হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সমভিব্যাহারে
শীঘ্র শীঘ্র তাহাদের সহিত গমন করুন ।
ব্রহ্মা কহিলেন, মহীপতি মহাত্মা ইন্দ্রহ্যস্ত
কর্ত্তব্য আদিষ্ট হইয়া দূতগণ অন্তান্ত নরপতি-
গণের নিকট, গমনপূর্ব্বক তদীয় আজ্ঞা

শ্রবণ তু তে তথা সর্ষে দূতানাং বচনং নৃপাঃ ।
আজ্ঞানুস্মৃতিতঃ সর্ষে স্বসৈন্তৈঃ পরিবারিতাঃ
যে নৃপাঃ সর্ষদিগুভাগে যে চ দক্ষিণতঃ স্থিতাঃ
পশ্চিমায়াং স্থিতা যে চ উত্তরাপথসংস্থিতাঃ ॥
প্রত্যন্তবাসিনো যেহপি যে চ সন্নিধিবাসিনঃ ।
পার্ব্বতীয়াশ্চ যে কেচিৎ তথা দ্বীপনিবাসিনঃ ॥
রথৈর্নগৈঃ পদাতিশ্চ বাজিভর্ধনবিস্তরৈঃ ।
সম্প্রাপ্তা বহুশো বিপ্রাঃ ক্ষেত্রেন্দ্রহ্যস্তশাসনম্ ॥
তানাগতান্ নৃপান্ দৃষ্ট্বা সামাত্যান্ সপুরোহিতান্
প্রোবাচ রাজা হৃষ্টাশ্চ কার্য্যমুদ্दिষ্ট সাধরম্ ॥
রাজোবাচ ।

শৃণুধ্বং নৃপশাদৃলা যথা কিঞ্চিদ্রবীম্যহম্ ।
অস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদে শিবে
হয়মেধং মহায়জ্ঞং প্রাসাদক্ষেত্রং বৈকবম্ ।
কথং শক্ৰোম্যহং কর্ত্তুমিতি চিন্তাকুলং মনঃ ॥২০
ভবন্তিঃ স্মসহায়ৈস্ত সর্ষমেতৎ করোম্যহম্ ।
যদি যুয়ং সহায়্য মে ভবধ্বং নৃপসত্তমাঃ ॥ ২১

বিজ্ঞাপিত করিল । রাজন্তগণ সকলেই
দূতমুখে ইন্দ্রহ্যস্ত-ভূপতির আদেশ শ্রবণ
করিয়া স্ব স্ব সেনাদল সমভিব্যাহারে সত্ত্বর
আগমন করিলেন । পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর
ও দক্ষিণ দিগ-নিবাসী নরপতিগণ, প্রত্যন্ত-
বাসী রাজগণ, নিকটবর্ত্তী নৃপগণ এবং
পর্ব্বত ও দ্বীপাধিপতি ভূপতিগণ সকলেই
রথ, অশ্ব, গজ, পদাতি ও অন্তান্ত বহু ধন-
রত্ন লইয়া মহীপতি ইন্দ্রহ্যস্তের আদেশ
শ্রবণ মাত্র আঁসিয়া উপস্থিত হইলেন ।
তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পুরোহিত ও অমাত্যাদিসহ
সমাগত দেখিয়া রাজা ইন্দ্রহ্যস্ত হৃষ্টচিত্তে
স্বীয় কার্য্যের উদ্দেশে সাদরে বলিলেন,
হে নৃপশ্রেষ্ঠগণ ! আমি যাহা বলি, শ্রবণ
করুন, আমি এই ভোগ-মোক্ষ-প্রদ মঙ্গলময়
ক্ষেত্রে অর্থমেধাখ্য মহায়জ্ঞ ও এক বৈকব
প্রাসাদ কিরূপে নির্মাণ করিতে সক্ষম হইব,
এই ভাবিয়া আমার চিন্তা চিন্তাকুল হইয়াছে ।
হে নৃপশ্রেষ্ঠগণ ! আমি আশা করি,
আপনারা যদি আমার সাহায্য করেন, তাহা

ব্রজোবাচ ।

ইতোবাং বদমানস্ত রাজরাজস্ত ধীমতঃ ।
সর্বে প্রমুদিতা হৃষ্টা ভূপাস্তে তস্ত শাসনাৎ ॥
বরুর্ধনরত্নৈশ্চ সুবর্ণমণিমৌক্তিকৈঃ ।
কমলাজিনরত্নৈশ্চ রাক্ষবাস্তরণৈঃ শুভৈঃ ॥ ২৩
বজ্রবৈদূর্যমাণিক্যৈঃ পদ্মরাগেন্দ্রনীলকৈঃ ।
গজৈরশ্বৈর্ধনৈশ্চাত্তৈ রথৈশ্চৈব করেণুভিঃ ॥ ২৪
অসংখ্যৈর্বর্জবৈর্ধ্বজৈর্ব্যেক্ষাবচৈস্তথা ।
শালিব্রীহিষট্শৈব মায়মুদ্রাতিলাস্তথা ॥ ২৫
সিদ্ধার্থচণকৈশ্চৈব গোধূমৈর্মসুরাদিভিঃ ।
শ্রামাকৈর্মধুকৈশ্চৈব নীবারৈঃ সকুলখকৈঃ ॥ ২৬
অন্তৈশ্চ বিবিধৈর্ধাত্তৈর্গ্রাম্যারণ্যৈঃ সহস্রশঃ ।
বহুধাত্তসহস্রাণাং তণ্ডুলানাঞ্চ রাশিভিঃ ॥ ২৭
গব্যস্ত হবিষঃ কৃত্তৈঃ শতশোহং সহস্রশঃ ।
তথাত্তৈর্বিবিধৈর্জ্যৈর্ব্যক্ত্যভোজ্যান্নলেপনৈঃ
রাজানঃ পুরয়ামাসুর্ধং কিঞ্চিদ্রব্যসম্ভবৈঃ ।
তান দৃষ্ট্বা যজ্ঞসম্ভারান সর্কসম্পৎসমম্বিতান ॥

হইলে নিশ্চয়ই আমি আপনাদের সুসহায়-
তায় এ সকল কার্য সমাধা করিতে
পারিব। ৭—২১। ব্রহ্মা কহিলেন, রাজাধি-
রাজ ধীমান্ ইন্দ্রিয় এই কথা কহিলে সকল
নরপতিই প্রমুদিত ও হৃষ্ট হইলেন এবং
অসংখ্য ধন রত্ন, সুবর্ণ ও মণি-মুক্তা সকল
কুষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উত্তম
উত্তম কমল, অজিন, রত্ন, রাক্ষব অন্তরঙ্গ,
হীরক, বৈদূর্য, মাণিক্য, পদ্মরাগ ও ইন্দ্র-
নীলমণি এবং গজ, অশ্ব, ধন, ধাত্ত, রথ,
করেণু, অস্ত্রাস্ত্র বহু বিধ উত্তম উত্তম দ্রব্য-
সম্ভার, শালি, ব্রীহি, যব, মাষ, মুদ্রা, তিল,
সিদ্ধার্থ, চণক, গোধূম, মসুর, শ্রামাক, মধুক,
নীবার, কুলখ, অপরাপর গ্রাম্যারণ্য সহস্র
সহস্র বিবিধ খাত্ত সামগ্রী, সহস্র সহস্র রাশি
রাশি তণ্ডুলতৃপ, শত শত সহস্র সহস্র
মহিষ ও গব্য হস্ত, এবং অস্ত্রাস্ত্র বহুবিধ
শত শত সপ্তস্র সহস্র ভক্ষ্য, ভোজ্য ও
অন্নলেপন দ্বারা সম্বর সেই যজ্ঞস্থান পূর্ণ
করিলেন। তখন জীমান নরপতি সেই

যজ্ঞকর্ম্মবিদো বিপ্রান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্ ।
শাস্ত্রেষু নিপুণান্ দক্ষান্ কুশলান্ সর্ককর্ম্মসু ॥ ২৩
ঋষীংশ্চৈব মহর্ষীংশ্চ দেবর্ষীংশ্চৈব তাপসান্ ।
ব্রহ্মচারিগৃহস্থংশ্চ বাণপ্রস্থান্ যতীংশ্চ ॥ ২৪
স্নাতকান্ ব্রাহ্মণাংশ্চাত্তানগ্নিহোত্রে সদা স্থিতান্
আচার্যোপাধ্যায়বরান্ স্বাধ্যায়তপসাম্বিতান্ ॥
সদস্তান্ শাস্ত্রকুশলাংশ্চাত্তান্ পাবকান্ বহুন্ ।
দৃষ্ট্বা তান নৃপতিঃ জীমান্ববাচ স্বং পুরোহিতম্ ॥

রাজোবাচ ।

ততঃ প্রযাত্ত বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
বাজিমৈধার্থসিদ্ধার্থং দেশং পশ্যন্ত যজ্ঞিয়ম্ ॥ ২৪
ব্রজোবাচ ।

ইত্যুক্তঃ স তথা চক্রে বচনং তস্ত ভূপতেঃ ।
হৃষ্টঃ স মন্ত্রিভিঃ সার্কং তদা রাজপুরোহিতঃ ॥
ভতো যযৌ পুরোধাস্চ প্রাজঃ স্থপতিভিঃ সহ
ব্রাহ্মণানগ্রতঃ কৃত্বা কুশলান্ যজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ২৬
তং দেশং ধীবরগ্রামং সপ্রতোলিবিটক্কিনম্ ।
কারয়ামাস বিপ্রোহসৌ যজ্ঞবাটং যথাবিধি ॥

সকল সর্কসমৃদ্ধিসম্পন্ন যজ্ঞসম্ভার এবং যজ্ঞ
কর্ম্মজ্ঞ বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ, শাস্ত্রসেবী,
সর্ককর্ম্মক্ষম বিপ্র, ঋষি, মহর্ষি, তাপস,
ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ, যতি, স্নাতক,
দ্বিজ, অস্ত্রাস্ত্র অগ্নিহোত্রী, তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন
আচার্য, উপাধ্যায়, শাস্ত্রজ্ঞ, সদস্ত ও
বহুবিধ পাবকগণকে অবলোকন করিয়া
ঋষি পুরোহিতকে কহিলেন, িদ্বান্
বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা
করিবার জন্য গমন করুন এবং যজ্ঞীয়
দেশ পরিদর্শন করিয়া লউন। ২২—৩৪।
ব্রহ্মা কহিলেন, নরপতি এই কথা কহিলে,
রাজ-পুরোহিত হৃষ্ট হইয়া মন্ত্রিগণ সহ তদীয়
আদেশ পালন করিলেন। প্রাজ পুরোধা
যজ্ঞকর্ম্মদক্ষ ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রবর্তী করিয়া
মহীপতিগণসহ যজ্ঞস্থানে গিয়া উপনীত হই-
লেন এবং তথায় প্রতোলী ও বিটক্কাদি নিশ্চা-
পূর্বক যথাবিধি যজ্ঞবাট প্রস্তুত করিলেন।
সেখানে ইন্দ্রমন্দির-প্রতিম নানা হেমরত্ন ও

প্রাসাদশতসংখ্যং মণিপ্রবরশোভিতম্ ।
 ইন্দ্রসদ্বনিতং রম্যং হেমরত্নবিভূষিতম্ ॥ ৩৮
 স্তম্ভান্ কনকচিত্রাংশ্চ তোরণানি বৃহস্তি চ ।
 যজ্ঞায়তনদেশেষু দ্বাৰা শুদ্ধঞ্চ কাঞ্চনম্ ॥ ৩৯
 অন্তঃপুরাণি রাজ্যঞ্চ নানাদেশনিবাসিনাম্ ।
 কারয়ামাস ধৰ্ম্মায়া তত্র তত্র যথাবিধি ॥ ৪০
 ব্রাহ্মণানঞ্চ বৈশ্যানাং নানাদেশসমীযুষাম্ ।
 কারয়ামাস বিধিবচ্ছালাস্তত্রাপ্যনেকশঃ ॥ ৪১
 প্রিয়ার্থং তস্মৈ নৃপতেরায়নুপসন্তমাঃ ।
 রত্নাঙ্কনেকাত্মদায় দ্বিযশ্চাযুৰ্দ্ধংসবে ॥ ৪২
 তেবাং নির্বিশতাং শ্বেষু শিবিরেব মহান্মনাম্
 নদতঃ সাগরশ্চেব দিবিস্পৃগভবদধ্বনিঃ ॥ ৪৩
 তেষামভাগতানাঞ্চ স রাজা মুনিসন্তমাঃ ।
 ব্যাদিদেশায়তনানি শয্যাশ্চাপুপচারতঃ ॥ ৪৪
 ভোজনানি বিচিত্রাণি শালীক্ষ্যবগোরসৈঃ ।
 উপেত্য নৃপতিশ্রেষ্ঠো ব্যাদিদেশ স্বয়ং তদা ॥ ৪৫
 তথা তস্মিন মহাযজ্ঞে বহবো ব্রহ্মবাদিনঃ ।

মণিপ্রবরশোভিত শত শত প্রাসাদ, কনক-
 চিত্রিত অসংখ্য স্তম্ভ ও বৃহৎ বৃহৎ তোরণ
 সকল নির্মিত হইল। ধৰ্ম্মায়া পুরোহিত
 সমস্ত যজ্ঞায়তন বিশুদ্ধ কাঞ্চন দ্বারা প্রস্তুত
 করিয়া নানা দেশীয় রাজভগণের অন্তঃপুর
 সকল ও নানা দেশাসী ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য-
 দিগের বহুসংখ্যক নিকেতন সেই সেই
 স্থানে যথাবিধি নির্মাণ করাইলেন। ৩৫—৪১।
 নরপতি ইন্দ্রজ্যেষ্ঠের প্রিয়সাধনার্থ দেশ
 বিদেশ হইতে কত প্রধান প্রধান রাজা ও
 রমণীগণ বিবিধ রত্ন লইয়া সেই উৎসবে
 আসিয়া যোগদান করিলেন। সেই মহান্ম-
 গণ স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিতে থাকিলে,
 গর্জনশীল সাগরের ত্রায় এক ব্যোমস্পর্শী
 ধ্বনি উথিত হইল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!
 রাজা ইন্দ্রজ্যেষ্ঠ স্বয়ংই অভাগতদিগকে
 যথাযোগ্য স্থান, আসন ও শয্যা এবং শালি,
 ইক্ষু, যব ও গোরস-প্রস্তুত উত্তম উত্তম পান
 ভোজন প্রদান করিবার আদেশ করিলেন।

যে চ দ্বিজাতিপ্রবরাস্তজাসন্ দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৪৬
 সমাজগ্নুঃ সশিয্যাস্তান্ প্রতিজগ্রাহ পার্ধিবঃ ।
 সৰ্ব্বাংশ্চ তাননুযযৌ যাবদাবস্থানিতি ॥ ৪৭
 স্বয়মেব মহাতেজো দত্তং ত্যক্তা নৃপোত্তমঃ ।
 ততঃ কুহা স্বশিল্পঞ্চ শিল্লিনোহস্তে চ যে তদা ॥
 কৃৎস্নং যজ্ঞবিধিং রাজ্ঞে তদা তস্মৈ স্তবেদয়ন্ ।
 ততঃ শ্রুত্বা নৃপশ্রেষ্ঠঃ কৃতং সৰ্বমতস্মিতঃ ।
 হৃষ্টরোমাভবজাজা সহ মস্তিভিরচ্যুতঃ ॥ ৪৮

ব্রহ্মোবাচ ।

তস্মিন যজ্ঞে প্রবৃত্তে তু বাগ্মিনো হেতুবাদিভিঃ
 হেতুবাদান্ বহ্ননাহঃ পরম্পরজিগীষবঃ ॥ ৫০
 দেবেশ্চৈব বিহিতং রাজসিংহেন ভো দ্বিজাঃ
 দদৃশুস্তোরণাত্মত্র শাতকুস্তময়ানি চ ॥ ৫১
 শয্যাসন্ কাঁকারাংশ্চ সুবহ্নন রত্নসঞ্চয়ান্ ।
 ঘটপাত্রীকটাহানি কলশান বর্দ্ধমানকান্ ॥ ৫২
 ন হি কশ্চিদসৌবর্ণমপাংষ্ট্রসুখাধিপঃ ।

সেই মহাযজ্ঞে বহু ব্রহ্মবাদী দ্বিজাতিপ্রবরগণ
 স্ব স্ব শিষ্যসম্প্রদায় সহ সমাগত হইলেন।
 মহাতেজা মহীপতি ঐগাংগাদিগকে সসম্মানে
 গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের আবাস
 স্থান পর্য্যন্ত দত্ত পরিহার করিয়া নিজেই
 অনুগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর
 শিল্পিগণ তৎকালে স্ব স্ব শিল্পকার্য্য সমাধা
 করিয়া রাজাকে যাবতীয় যজ্ঞবিধি বিজ্ঞাপন
 করিল। ভূপতিশ্রেষ্ঠ কার্য্যসকল সম্পা-
 দিত তহইয়াছে শ্রবণ করিয়া মস্তিগণসহ
 নিশ্চিন্ত ও হৃষ্ট হইলেন। ৪২—৪৯। ব্রহ্মা
 কহিলেন, সেই যজ্ঞ কার্য্য আরম্ভ হইলে,
 হেতুবাদী বাগ্মিগণ পরস্পর জিগীষাপরতন্ত্র
 হইয়া বিবিধ হেতুবাদ উত্থাপন করত বিচার
 কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। হে দ্বিজগণ!
 সেই রাজসিংহের কার্য্যকলাপ সমস্তই তখন
 দেবেশ্বের ত্রায় লক্ষিত হইতে লাগিল।
 নরপতিগণ তথায় শাতকুস্তময় তোরণশ্রেণী,
 প্রচুর শয্যা, আসন, কঙ্কল, পুরাণি রাশি রত্ন-
 ঘট, পাত্রী, কটাহ ও বর্দ্ধমান্যক মঙ্গল-
 কলস সকলই সুকৰ্ম্মময় অবলোকন করিতে

যুপাংশ শাস্ত্রপঠিতান দারবান হেমভূষিতান ॥
উপক্ৰিষ্টান যথাকালং বিধিবদ্ভূরিবর্চসঃ ।
শ্বলজা জলজা যে চ পশবঃ কেচন দ্বিজাঃ ॥৫৪
সর্বানৈব সমানীতানপশুংস্তত্র তে নৃপাঃ ।
গাশ্চৈব মহিষীশ্চৈব তথা বৃদ্ধস্ত্রিয়োহপি চ ॥৫৫
ঔদকানি চ সন্ধানি ঋপদানি বয়াংসি চ ।
জরায়ুজাণ্ডজাতানি শ্বেদজান্ভাদানি চ ॥ ৫৬
পর্বতানুপদাত্তানি ভূতানি দদৃশুঃ তে ।
এবং প্রমুদিতং সর্বং পশুতো ধনধান্যতঃ ॥ ৫৭
যজ্ঞবাটং নৃপা দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং গতাঃ ।
ব্রাহ্মণানাং বিশাঙ্কৈব বহুমিষ্টান্নমুদ্রিমং ॥ ৫৮
পূর্ণেশতসহস্রে তু বিপ্রাণাং তত্র ভুঞ্জতাং ।
হৃন্দুতির্দেঘনির্দোষান মুহূর্মুহুরথাকরোং ॥৫৯
বিননাদাসকচ্চাপি দিবসে দিবসে গতে ।
এবং সবধুযে যজ্ঞস্তস্মৈ রাজস্তে ধীমতঃ ॥ ৬০
অন্নস্ত সুবহুং বিপ্রা উৎসর্গারির্গতোপমান্ ।

লাগিলেন । সেই যজ্ঞের কোন বস্তুই কোন রাজা সুবর্ণহীন দেখিতে পাইলেন না দেখা গেল, তথায় হেমভূষিত যজ্ঞীয় যুপসকল মন্ত্রপাঠপূর্বক প্রোথিত হইতেছে । শ্বল ও জলজাত যাবতীয় পশুপাল তথায় সমানীত হইয়াছে । তাঁহারা দেখিলেন, গো, মহিষ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, জল ও শ্বল-জাত প্রাণিপুঞ্জ, নানা ঋপদ, বিহঙ্গম, জরায়ুজ, অণ্ডজ, শ্বেদজ ও উভিজ্জ, প্রভৃতি অবস্থিত রহিয়াছে । রাজগণ এইরূপে সমস্ত যজ্ঞ-শ্বল পশু, ও ধন-ধান্যাদির দ্বারা সুসমৃদ্ধ দেখিয়া পঞ্চম বিস্ময়াপন্ন হইলেন । ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ বহুমূল্য প্রচুর মিষ্টান্ন ভোজন করিতে লাগিলেন । এক এক লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজন-ব্যাপার সমাধা হইবামাত্র মুহূর্মুহু মেঘবৎ গভীর হৃন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল । প্রত্যেক দিবসই হৃন্দুভ বারম্বার নিমাদ করিতে লাগিল । এইরূপে সেই ধীমান্ নরপতির যজ্ঞ কার্য্য সুসম্পাদিত হইল । ৫০-৬০ । হে বিপ্রগণ! সেই যজ্ঞে সমাগত রাজগণ পর্বতপ্রমাণ প্রচুর অন্ন

দধিকূল্যাশ্চ দদৃশুঃ পয়সশ্চ হৃদাংস্তথা ॥ ৬১
জম্বুদ্বীপো হি সকলো নানাজনপদৈর্দ্রুতঃ ।
দ্বিজাশ্চ তত্র দৃশুস্তে রাজস্তস্মৈ মহামথৈ ॥ ৬২
তত্র যানি সহস্রাণি পুরুষাণাং ততস্ততঃ ।
গৃহীত্বা ভাজনং জম্বুদ্বীপে দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৬৩
ব্রাবিণশ্চাপি তে সর্বে স্মৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ।
পর্যবেষয়ন দ্বিজীতীন শতশোহথ সহস্রশঃ ॥
বিবিধান্নুপানানি পুরুষা যেন্নুপায়িনঃ ।
তে বৈ নৃপোপভোজ্যানি ব্রাহ্মণেভ্যো দদুঃ
সহ ॥ ৬৫

সমাগতান্ বেদবিদো রাজশ্চ পৃথিবীশ্চরান্ ।
পূজাঙ্কুরে তদা তেষাং বিধিবদ্ভূরিদক্ষিণঃ ॥৬৬
দিগ্দেশাদাগতান্ রাজো মহাসংগ্রামশালিনঃ ।
নটনর্তককাদীংশ্চ গীতস্ততিবিশারদান্ ॥ ৬৭
পত্ন্যো মনোরমান্তস্মৈ পীনোরতপয়োধরাঃ ।
ইন্দীবরপলাশাক্যঃ শরচ্চন্দ্রনিতাননাঃ ॥ ৬৮

এবং বহুসংখ্যক দধিকূল্যা ও হৃদ্ধকূল্যা প্রভৃতি দেখিতে পাইলেন । সমগ্র জম্বুদ্বীপ নানা জনপদে পরিবৃত্ত; দেখা গেল, সেই সকল জনপদের সমস্ত ব্রাহ্মণই সেই রাজকীয় মহাযজ্ঞে আগমন করিয়াছেন । সেখানে ইতস্ততঃ সহস্র সহস্র পুরুষ পরিদৃষ্ট হইল । দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! বহু ভাজন গ্রহণ করিয়া যজ্ঞশ্বল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । স্মার্কজিত মণিকুণ্ডলধারী শত শত সহস্র সহস্র পরিবেশক পুরুষ দ্বিজাতিদিগকে ভোজ্যসামগ্রী পরিবেশন করিতে লাগিল । তাহারা ব্রাহ্মণদিগের অনুগমনপূর্বক রাজ-ভোগ্য বহুবিধ অন্নপান তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতে লাগিল । যথাবিধি ভূরিদক্ষিণাধিত রাজা অত্যাগত বেদবিদ ব্রাহ্মণদিগকে এবং নানাদিগ্দেশাগত মহাযুদ্ধনিপুণ সমস্ত পৃথিবীপতি ও গীতস্ততি-বিশারদ নট নর্তক প্রভৃতিকে যথাযোগ্য সংকার করিলেন । সেই নরপতির এক সহস্র এক শত পত্নী ছিলেন । তাঁহাদের পয়োধর পীনোরত, নয়ন ইন্দীবর-পলাশোপম, ও

কুলশীলগোপেতাঃ সহস্রৈকং শতাধিকম্ ।
 এবং তদুপপন্নমপত্নীগণসমবিতম্ ॥ ৬৯
 রত্নমালাকুলং দিবাং পতাকাধ্বজসেবিতম্ ।
 রত্নহারযুতং রম্যং চন্দ্রকান্তিসমপ্রভম্ ॥ ৭০
 কারিণঃ পৰ্বতাকারান্ মদসিক্তান্ মহাবলান্ ।
 শতশঃ কোটিসংঘাটৈর্দন্তিভির্দন্তভূষণৈঃ ॥ ৭১
 বাতবেগজবৈরৈঃ সিন্ধুজাটৈঃ সুশোভনৈঃ ।
 শ্বেতাশ্চৈঃ শ্চামকর্ণৈঃ কোট্যনৈকৈর্জবাঘিতৈঃ
 সন্নকবন্ধকৈঃ নানা প্রহরণোজ্জ্বলিতৈঃ ।
 অসংখ্যৈঃ পদাতিশ্চ দেবপুত্রোপমৈস্তথা ॥ ৭৩
 ইত্যেবং দদৃশে রাজা যজ্ঞসম্ভারবিস্তরম্ ।
 মুদং লেভে তদা রাজা সংক্ৰোধো বাক্যমব্রবীৎ ॥

রাজোবাচ ।

আনয়ধ্বং হযশ্রেষ্ঠঃ সর্বলক্ষণলক্ষিতম্ ।
 চারয়ধ্বং পৃথিব্যাং বৈ রাজপুত্রাঃ সুসংযতাঃ ॥

বদনমণ্ডল শরচ্চন্দ্রসদৃশ । তাঁহার সকলেই
 মনোরম এবং সকলেই কুলশীল ও
 গুণশালিনী । রাজা ইন্দ্রদ্যুয় তখন তাঁহার
 সেই সমস্ত পত্নীগণে পরিবৃত্ত ; তাঁহার কণ্ঠে
 রত্নমালা ও রত্নহার দোহলায়মান । তিনি
 স্বর্গীয় বেশে শোভমান হইয়া চন্দ্র-সমান
 কাঙ্ক্ষমান ; তাঁহার বাস-নিকেতনের চতুর্দিকে
 ধ্বজপতাকা সমৃদ্ধিত । তিনি দেখিলেন,
 মদস্রাবী মহাবল শৈলাকার শত শত গজ
 দণ্ডায়মান । তাহাদিগের দীর্ঘ দীর্ঘ দন্তগুলি
 ভূষণবৎ লক্ষ্যমান । কত শত শত বাত-
 বেগগামী সিন্ধুদেশীয় সুন্দর সুন্দর অশ্ব ;
 তাহাদের মধ্যে কেহ শ্বেত ও কেহ কেহ
 শ্চামকর্ণ, মহাবেগশালী । কত অসংখ্য
 দেবকুমার শতম পদাতিসৈন্য সন্নক ও
 বন্ধক হইয়া নানা প্রহরণ ধারণপূর্বক
 বিরাজমান । নরপতি এইরূপে অস্ত্রাস্ত্র
 বিস্তর যজ্ঞ সম্ভার দেখিয়া পরম প্রীত হই-
 লেন এবং হৃষ্টচিত্তে কর্মচারীদিগকে
 বলিলেন, তোমরা শীঘ্র সর্ব লক্ষণাদিত
 উত্তম অশ্ব অর্পণ কর এবং তাহাকে
 পর্যটনাপ্য ছাড়িয়া দাও । তাহার রক্ষার্থ

বিদ্বদ্ভিক্ষুর্বিভিঃ অত্র গোমো বিধীয়তাম্ ।

কৃষ্ণচ্ছাগঞ্চ মহিষং কৃষ্ণসারমৃগং দ্বিজান্ ॥ ৭৬
 অনড়াহঞ্চ গাশ্চৈব সর্বাংশচ পশুপালকান্ ।
 ইষ্টয়শ্চ প্রবর্ত্ততাং প্রাসাদং বৈষ্ণবং ততঃ ॥ ৭৭
 সর্বমেতচ্চ বিপ্রেভ্যো দীয়তাং মনসেপ্সিতম্ ।
 স্ত্রিয়শ্চ রত্নকোট্যাশ্চ গ্রামাশ্চ নগরাণি চ ॥ ৭৮
 সম্যক্ সমৃদ্ধভূম্যাশ্চ বিষয়াশ্চৈবমর্থিনাম্ ।
 অস্থানি দ্রব্যজাতানি মনোজ্ঞানি বহুনি চ ॥ ৭৯
 সর্বেষাং যাচমানানাং নাস্তি হেতুঃ ভাষয়েৎ ।
 তাবৎ প্রবর্ত্ততাং যজ্ঞো যাবদেবঃ পুরা স্তিহ ॥
 প্রত্যক্ষং মম চাত্যেতি যজ্ঞস্তাস্ত্র সমীপতঃ ॥ ৮০
 ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তদা বিপ্রা রাজসিংহো মহাভূজঃ ।
 দদৌ সুবর্ণসজ্জাতং কোটীনাক্ষব ভূষণম্ ॥ ৮১
 করেণ শতসাহস্রং বাজিনো নিযুতানি চ ।
 অর্কবৃন্দাক্ষব বৃষভং স্বর্ণশৃঙ্গীশ্চ ধেনুকাঃ ॥ ৮২
 সুরূপাঃ সুরভীশ্চৈব কাংস্তদোহাঃ পয়স্বিনীঃ ।

জিতেন্দ্রিয় রাজপুত্রগণ গমন করুন । বিদ্বান
 ধর্মজগণ এক্ষণে হোমকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন ।
 দ্বিজগণ, কৃষ্ণচ্ছাগ, মহিষ, কৃষ্ণসার, এবং
 বলদ, গাভী ও আর আর সমস্ত পশু সং-
 হীত হউক । যজ্ঞকার্য্য প্রবর্ত্তিত ও বৈষ্ণব
 প্রাসাদ সুনির্মিত হউক । স্ত্রী, রত্ন, গ্রাম,
 নগর, ও অস্থাত্র অভীষ্ট দ্রব্য সকল
 ব্রাহ্মণদিগকে দান কর । এতদ্ভিন্ন অস্থাত্র
 অর্থাদিগের মধ্যে যে, যে কোন অভীষ্ট প্রচুর
 দ্রব্য প্রার্থনা করুক, তাহাদের কাহাকেও
 ‘নাই’ এ কথা বলিবে না । যতক্ষণ না
 দেবতা আমার প্রত্যক্ষ হইতেছেন বা এই
 যজ্ঞসমীপে উপস্থিত হইতেছেন, তাবৎকাল
 যজ্ঞ কার্য্য চলিতে থাকুক । ৬১—৮৬ ।
 ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রগণ ! মহাবাহু রাজ-
 সিংহ এই কথা কহিয়া তৎকালে কোটি কোটি
 সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন । তিনি বেদ-
 বিদ ব্রাহ্মণদিগকে শত সহস্র করেণ, নিযুত-
 সংখ্যক বাজী, অর্কবৃন্দ বৃষভ ও বহু সহস্র
 স্বর্ণশৃঙ্গী ধেনু, সুরূপা সুরভি প্রচুর

প্রায়চ্ছংস তু বিপ্রভ্যো বেদবিভ্যো মুদা যুতঃ
বাসাংসি চ মহাহীণি রাক্ষবাস্তরণানি চ ।
সুশ্রুতানি চ শুভ্রাণি প্রবালমণিযুক্তমম ॥ ৮৪
অদদাৎ স মহাযজ্ঞে রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৮৫
বজ্রবৈদূর্যমাণিক্যমুক্তিকাক্তানি যানি চ ।
অলঙ্কারবতীঃ শুভ্রাঃ কক্কা রাজীবলোচনাঃ ॥
শতানি পঞ্চ বিপ্রভ্যো রা ॥ ৮৬ হৃষ্টঃ প্রদত্তবান্
দ্বিগ্নঃ পীনপয়োভারঃ কঙ্ককৈঃ স্বস্তনারুতাঃ ॥
মধ্যহীনান্চ সুশ্রোণ্যঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণাঃ ।
হাবভাবাধিতগ্রীবাহবহ্যো বলয়ভূষিতাঃ ॥ ৮৮
পাদনূপুরসংযুক্তাঃ পট্টকুলবাসসঃ ।
একৈকশোহদদাত্তস্মিন্ কাম্যাশ্চ কামিনীর্বহুঃ ॥
অর্থিতো ব্রাহ্মণাদিভ্যো হয়মেধে দ্বিজোত্তমাঃ
ভক্ষ্যঃ ভোজ্যঞ্চ সম্পূর্ণঃ নানাসস্তারসংযুতম্ ॥
খণ্ডকাক্তান্তনেকানি শ্রিয়পক্ল্যাংশ্চ পিষ্টকান ।
অন্নাত্ততানি মেধ্যাংশ্চ স্নতপূরাংশ্চ খাণ্ডবান্ ॥
মধুরাংস্তজিতান্ পৃপানন্নং মৃষ্টং সুপাকিকম্ ।
শ্রীত্যর্থঃ সর্বসত্ত্বানাং দীয়তেহন্নং পুনঃপুনঃ ॥

পয়স্বিনী দান করিলেন। এতদ্ভিন্ন বহুমূল্য বসন সকল, শুভ্র শুভ্র রাক্ষবাস্তরণ, উত্তম উত্তম প্রবাল মণি, নানাবিধ রত্নরাজ, হীরক, বৈদূর্য, মাণিক্য ও অলঙ্কৃত পদ্মপলাশ-নয়না পঞ্চ শত কক্কা, ব্রাহ্মণদিগকে প্রহৃষ্ট-চিত্তে প্রদান করিলেন। সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ প্রত্যেকে যে সকল কামিনীকে প্রাপ্ত হইলেন, ঐ কামিনীগণ সকলেই পীনপয়োধর-ভারে অবনত, উহাদের স্তনমণ্ডল কঙ্ককে আবৃত, মধ্যভাগ ক্ষীণ ও সুন্দর, নয়ন পদ্ম-পলাশবৎ আয়ত, পাদদ্বয় নূপুরে রণিত ও সর্কাক্ষ পট্টবস্ত্রে সংযুক্ত; উহারা হাব-ভাব-বিলাসে অধিত ও বলয়াদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। হে বিপ্রগণ! রাজা সেই হয়মেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণাদি যাবতীয় অর্থবৃন্দকেই নানা রসযুত বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য, খণ্ডকাদি বহুবিধ প্রচুর মিষ্ট দ্রব্য, শ্রিয়পক প্রচুর পিষ্টক, বহু অন্ন, স্নতপক নানাবিধ পবিত্র খাণ্ডব ও মধুররসময় পিষ্টকপ্রায় অস্তান্ত

দত্তান্ত দীয়মানস্ত ধনস্বাস্তো ন বিদ্যাতে
এবং দৃষ্টা মহাযজ্ঞঃ দেবদৈত্য্যঃ সচারণাঃ ॥ ৯৩
গন্ধর্বাঙ্গরসঃ সিদ্ধা ঋষয়শ্চ প্রজেশ্বরঃ ।
বিস্ময়ঃ পরমং যাতা দৃষ্টা ক্রতুবরং শুভম্ ॥ ৯৪
পুরোধা মাত্মণো রাজা হৃষ্টান্তঃ প্রব সঞ্চরঃ ।
ন তত্র মণিনঃ কশ্চিন্ন দীনো ন ক্ষুধাধিতঃ ॥ ৯৫
ন বোপসর্গো ন স্তান্নির্নাধয়ো ব্যাধয়স্তথা ।
নাকালমরণং তত্র ন দংশো ন গ্রহা বিষম্ ॥ ৯৬
হৃষ্টপুষ্টজনাঃ সর্ষে তস্মিন্ রাজ্ঞো মহোৎসবে ।
যে চ তত্র তপঃসিদ্ধা মুনয়শ্চিরজীবিনঃ ॥ ৯৭
ন জাতং তাদৃশং যজ্ঞঃ ধনধান্তসমর্ষিতম্ ।
এবং স রাজা বিধিবদ্ব্যজিমেধং দ্বিজোত্তমাঃ ॥
ক্রতুং সমাপয়ামাস প্রাসাদং বৈষ্ণবং তথা ॥ ৯৮
ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভুখ্যবিসংবাদে প্রাসাদ-
করণং সপ্তচহারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

দ্রব্য দান করিলেন। সর্বপ্রাণীর প্রীতির জন্য বারম্বার প্রচুর সুপক মিষ্টঅন্ন প্রদত্ত হইতে লাগিল। যত ধন প্রদত্ত হইল ও যত অর্থ দীয়মান হইতে লাগিল, তাহার আর সীমা রহিল না। দেব, দৈত্য, চারণ, গন্ধর্ব, অঙ্গর, সিদ্ধ, ঋষি ও প্রজাপতিগণ তাদৃশ মহাযজ্ঞ দেখিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন, সেই ক্রতুশ্রেষ্ঠ সুগম্পন্ন হইতেছে দেখিয়া পুরোহিত, মন্ত্রী এবং স্বয়ং রাজাও সর্কাক্ষবরণে হৃষ্ট হইলেন সেখানে, কাহাকেও মণিন দীন বা ক্ষুধাধিত দৃষ্ট হইল না; কোন উপসর্গ, ানি, আধি ব্যাধি, অকালমৃত্যু, দংশ, গ্রহ অথবা বিমের প্রবোপ রহিল না। রাজা ইন্দ্রভ্যবের সেই যজ্ঞ-মহোৎসবে যে সীল তপঃসিদ্ধ মুন বা অন্ত লোক ছিলেন তাঁহারা সকলেই হৃষ্টপুষ্ট দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাদৃশ ধনধান্ত সমর্ষিত যজ্ঞ আর কখন হয় নাই। হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে সেই রাজা বিধিপূর্বক ব্যজি-

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

ক্রহি নো দেবদেবেশ যৎপৃচ্ছামঃ পুরাতনম্ ।
যথা ভাঃ প্রতিমাঃ পূৰ্বমিস্ত্রহ্মেন নিৰ্মিতাঃ ॥ ১
কেন চৈব প্রকারেণ তুষ্টিস্তুস্মৈ স মাধবঃ ।
তৎ সৰ্বং বদ চান্মাকং পরং কৌতূহলং হি নঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুধ্বং মনিশাদ্দুলাঃ পুরাণং দেবসম্মিতম্ ।
কথয়ামি পুরা বৃত্তং প্রতিমানাঞ্চ সম্ভবম্ ॥ ৩
প্রবৃন্তে চ মহাযজ্ঞে প্রাসাদে চৈব নিৰ্মিতে ।
চিন্তা তস্মৈ বভূবাত প্রতিমার্থমহর্নিশম্ ॥ ৪
ন বোদ্য কেন দেবেশং সৰ্বেশং লোকপাবনম্ ।
সর্গস্থিত্যন্তকর্তারং পশ্যামি পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫
চিন্তাবিষ্টভূদ্ভাজা শেতে রাত্রে দিবাপি ন ।

মেধ যজ্ঞ ও বৈকব প্রাসাদ নিৰ্মাণ সমা-
পন করেন । ৮৭—৯৮ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে দেবদেবেশ !
মহারাজ ইন্দ্রহাস্য যেরূপে সেই সকল
প্রতিমা পূর্বে নিৰ্মাণ করিয়াছিলেন, আমরা
জানিতে ইচ্ছা করিতেছি । আপনি সেই
পুরাতনবার্তা আমাদিগের নিকট প্রকাশ
করিয়া বলুন । ব্রহ্মা কহিলেন, হে মুনি-
শ্রেষ্ঠগণ ! যেরূপে সেই পূর্বতন প্রতিমা
নিৰ্মাণ হইয়াছিল, আমি সেই প্রাচীন
ঘটনা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন ।
যখন সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইল এবং
বিষ্ণুর সেই প্রাসাদ-নিৰ্মাণ-কার্য শেষ
হইয়া গেল, তখন মহীপতি দিবারাত্র
প্রতিমা নিৰ্মাণার্থ এইরূপ চিন্তা করিতে
লাগিলেন,—আমি জানি না, কিরূপে সেই
দেবেশ সৰ্বেশ লোকপাবন সৃষ্টি-স্থিতি-
সংহার-কারণ পুরুষোত্তমকে অবলোকন

ন ভুঙ্কে বিবিধানভোগান চ ন্নানং প্রসাধনম্
নৈব বাদ্যোন গঞ্জন গায়নৈবর্ণকৈরপি ।

ন গজৈর্মদযুক্তৈশ্চ ন চানৈকৈর্হয়াধিতে ॥ ৭
নেন্দ্রনীলৈর্মহানীলৈঃ পদ্মরাগময়ৈর্ন চ ।
সুবর্ণরজতাদৈশ্চ বজ্রক্ষটিকসংযুতৈঃ ॥ ৮
বহুরাগার্থকামৈর্বা ন বস্তৈরন্তরিক্ষগৈঃ ।
বভূব তস্মৈ নৃপতেষ্মনসম্ভষ্টিবর্দ্ধনম্ ॥ ৯
শৈলমৃদারুজাতেষু প্রশস্তং কিং মহীতলে ।
বিষ্ণুপ্রতিমাযোগ্যঞ্চ সৰ্বলক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ১০
এতৈরেব ত্রয়াণাস্ত দয়িতং স্থাৎ সুরার্চিতম্
স্থাপিতে ত্রীতিমভ্যতি ইতি চিন্তাপরোহতবৎ
পঞ্চরাত্রবিধানেন সম্পূজ্য পুরুষোত্তমম্ ।
চিন্তাবিষ্টো মহীপালঃ সংস্তোতুমুপচক্রমে ॥ ১১

ইতি ত্রীত্রাঙ্কে প্রতিমানিৰ্মাণবিধানঃ
নামাষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

করিব ? রাজা এইরূপে চিন্তাবিষ্ট হইয়া
দিবারাত্রি মধ্যে এক সময়েও নিদ্রা যাইতে
পারিলেন না ; ভাঁহার আহার পরিত্যক্ত
হইল ; কোনরূপ ভোগ্য বস্তু তিনি ভোগ
করিতে লাগিলেন না, এমন কি ন্নান ভূষণা-
দিও তিনি পরিত্যাগ করিলেন । বাজ,
গান, গন্ধদ্রব্য, বর্ণক, মদাশ্বিত মাতঙ্গ, বহু
অশ্ব, পদ্মরাগময়, মহানীল, ইন্দ্রনীলমণি,
সুবর্ণ, রজতাদি বা হীরক ক্ষটিক প্রভৃতি
কোন দ্রব্য কিছা স্তরীক্ষণামৌ বা বন-
চারৌ কোন বিহঙ্গমাদি দ্বারাও ভাঁহার
মনের তৃষ্টি হইতে লাগিল না । তিনি
কেবল এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন
যে, শৈল, মৃত্তিকা ও দারুময় প্রতিমার
মধ্যে কোনটী প্রশস্ত এবং কোনটীই বা
সৰ্বলক্ষণাশ্বিত বিষ্ণুর প্রতিমাযোগ্য ?
উক্ত ত্রিবিধ প্রতিমার মধ্যে কোন প্রতিমা
সুরার্চিত ও দয়িত এবং কাহার স্থাপনা
করিলেই বা ভগবান্ বিষ্ণু ত্রীত হইবেন ?
এইরূপ চিন্তা করিয়া পঞ্চরাত্র-বিধানে
বিষ্ণুর অর্চনাতে মহীপাল কিছু কাল

একোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

বাসুদেব নমস্তেহস্ত নমস্তে মোক্ষকারণ ।
 ত্রাহি মাং সৰ্বলোকেশ জগৎসংসারসাগরাৎ ॥১
 নিৰ্মলাবরসঙ্কাশ নমস্তে পুরুষোত্তম ।
 সৰ্ব্বগ নমস্তেহস্ত ত্রাহি মাং ধরণীধর ॥ ২
 নমস্তে হেমগর্ভাত নমস্তে মকরধ্বজ ।
 রতিকান্ত নমস্তেহস্ত ত্রাহি মাং সমরাস্তক ॥ ৩
 নমস্তেহঙ্গনসঙ্কাশ নমস্তে ভক্তবৎসল ।
 অনিরুদ্ধ নমস্তেহস্ত ত্রাহি মাং বরদো ভব ॥৪
 নমস্তে বিবুধাবাস নমস্তে বিবুধপ্রিয় ।
 নারায়ণ নমস্তেহস্ত ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৫
 নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে লাক্ষ্মণায়ুধ ।
 চতুর্মুখ জগদ্ধাম ত্রাহি মাং প্রপিতামহ ॥ ৬
 নমস্তে নীলমেঘায় নমস্তে ত্রিদশার্চিত ।

চিন্তার পর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হই-
 লেন। ১—১২ ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ইন্দ্রহ্য কহিলেন,—হে বাসুদেব! হে
 মোক্ষকারণ! তোমাকে নমস্কার করি। হে
 সৰ্বলোকেশ! তুমি ভবসংসার-সাগর
 হইতে আমায় পরিজ্ঞান কর। হে নিৰ্মল
 নভোনিভ, পুরুষোত্তম, সৰ্ব্বগ, ধরণীধর!
 তোমায় নমস্কার, আমায় পরিজ্ঞান কর।
 হে হেমগর্ভাত, মকরধ্বজ, রতিকান্ত, সমর-
 স্তক! তোমাকে বারম্বার নমস্কার;
 আমায় তুমি পরিজ্ঞান কর। হে অঙ্গন-
 সঙ্কাশ, ভক্তবৎসল, অনিরুদ্ধ! তোমায়
 নমস্কার, আমায় জ্ঞান কর, আমার প্রতি
 বরদ হও। হে বিবুধাবাস, বিবুধপ্রিয়,
 নারায়ণ! তোমায় বারম্বার নমস্কার; আমি
 শরণাগত—আমায় জ্ঞান কর। হে বলি-
 শ্রেষ্ঠ, লাক্ষ্মণায়ুধ, চতুর্মুখ, জগদ্ধাম,
 প্রপিতামহ! তোমায় নমস্কার; আমায় জ্ঞান

ত্রাহি বিষ্ণে জগন্নাথ ময়ং মাং ভবসাগরে ॥ ৭
 প্রলয়ানলসঙ্কাশ নমস্তে দিতিজাস্তক ।
 নরসিংহ মহাবীৰ্য্য ত্রাহি মাং দীপ্তলোচন ॥ ৮
 যথা রসাতলাত্মকৌ তুয়া দংষ্ট্রোদ্ধতা পুরা ।
 তথা মহাবরাহস্য ত্রাহি মাং দুঃখসাগরাৎ ॥ ৯
 তবৈতা মূর্তয়ঃ কৃষ্ণ বরদাঃ সংস্রুতা ময়া ।
 তবমে বলদেবাত্মাঃ পৃথগ্গোপেণ সংস্থিতাঃ ॥১০
 অঙ্গানি তব দেবেশ গক্ৰাত্মাস্থতা প্রভো ।
 দিকৃপালাঃ সায়ুধাশ্চৈব কেশবাভাস্থত্যাচ্যুত ॥
 যে চাস্তে তব দেবেশ ভেদাঃ প্রোক্তা
 মনীষিভিঃ ।

তেহপি সৰ্বে জগন্নাথ প্রসন্নায়তলোচন ॥ ১২
 ময়ার্চিতাঃ স্ততাঃ সৰ্বে তথা যুয়ং নমস্কৃতাঃ ।
 প্রযচ্ছত বরং মহ্যং ধৰ্ম্মকামার্থমোক্ষদম্ ॥ ১৩
 ভেদাস্তে কীৰ্ত্তিতা যে তু হরে সৰ্ব্বপাদয়ঃ ।

কর। হে নীলমেঘাত, ত্রিদশার্চিত, জগ-
 ন্নাথ, বিষ্ণে! আমি ভবসাগরে ময়;
 আমায় জ্ঞান কর। হে প্রলয়ানল-সঙ্কাশ,
 দিতিজাস্তক নরসিংহ, মহাবীৰ্য্য, দীপ্ত-
 লোচন! তোমায় নমস্কার; আমায় জ্ঞান
 কর। পুরাকালে রসাতল হইতে তুমিই
 মহাবরাহরূপে উকীকে উদ্ধার করিয়াছ;
 আমাকে দুঃখসাগর হইতে জ্ঞান কর।
 হে কৃষ্ণ! তোমার এই সকল বরপ্রদ
 মূর্তিকে আমি স্তব করিলাম। বলদেবাদি
 যে কিছু দেব, সকলই তুমি; তুমিই
 ঐ সকল রূপে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত।
 হে প্রভো, দেবেশ! গক্ৰাদি তোমার
 অঙ্গ, এবং কেশবাদি দিকৃপাল তোমার
 আয়ুধসকল। হে অচ্যুত! হে দেবেশ!
 মনীষিগণ কর্তৃক তোমার যে সকল
 বিভিন্ন মূর্তি নির্ণীত হইয়াছে, হে জগ-
 ন্নাথ! হে প্রসন্ন সৌম্যদর্শন! আমি
 তোমার সেই সমস্ত দেবমূর্তিরই অর্চনা,
 স্তব ও নমস্কার করিয়াছি। আপনি সেই
 সকল রূপে আমাকে ধর্ম্ম, কাম, ও মোক্ষ-
 প্রদ বর প্রদান করুন। হে হরে!

তব পূজার্থসমুদায়ভূতভূয় সমাশ্রিতাঃ ॥ ১৪
 ন ভেদস্তব দেবেশ বিদ্যাতে পরমার্থতঃ ।
 বিবিধঃ তব যজ্ঞপমুক্তঃ তদুপচারতঃ ॥ ১৫
 অদ্বৈতঃ তাং কথং দ্বৈতং বক্তুং শক্যোতি মানবঃ
 একম্ হি হরে ব্যাপী চিৎস্তভাবো নিরঞ্জনঃ ॥
 পরমঃ তব যজ্ঞপঃ ভাবাভাববিবর্জিতম্ ।
 নির্লেপঃ নির্গুণঃ শ্রেষ্ঠঃ কূটস্থমচলঃ ক্রবম্ ॥ ১৭
 সর্বোপাধিগিনির্মুক্তঃ সন্তানাজব্যবহিতম্ ।
 তদেবাশ্চ ন জানন্তি কথং জানামাহং প্রভো ॥
 অপরং তব যজ্ঞপঃ পীতবস্ত্রং চতুর্ভুজম্ ।
 শব্দচক্রগদাপাণিযুক্তটান্দধারিণম্ ॥ ১৯
 শ্রীবৎসোরসসংযুক্তঃ বনমালাবিভূষিতম্ ।
 তদর্চয়ন্তি বিবুধা যে চাস্তে তব সংশ্রয়াঃ ॥ ২০
 দেবদেব সুরশ্রেষ্ঠ ভক্তানাং ভয়প্রদ ।

তোমার অর্চনার নিমিত্ত ভবদীয় সঙ্কর্ষ-
 ণাদি যে সকল ভিন্ন মূর্তি কীর্তিত হই-
 য়াছে, তৎসমস্ত তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত ।
 হে দেবেশ! পরমার্থদৃষ্টিতে তোমায়
 কোন ভেদই নাই। তবে যে তোমায়
 বিবিধ রূপ—তাহা কেবল উপচারতই
 কল্পিত হইয়াছে! তুমি প্রকৃতপক্ষে
 অদ্বৈত। মানবেরা কিরূপে তোমার
 দ্বৈত বলিয়া নির্দেশ করিতে পারে? হে
 হরে! তুমি একান্ত, সর্বব্যাপী, চিৎ-
 স্তভাব, নিরঞ্জন, তোমার পরম রূপ—ভাবা-
 ভাব-বিরহিত, নির্লেপ, নির্গুণ, শ্রেষ্ঠ, কূটস্থ,
 অচল, ক্রব, সর্বোপাধি হইতে নিম্মুক্ত
 এবং সন্তানাত্রে বিরাজিত। দেবগণও
 তোমার সে রূপের তত্ত্ব জানেন না।
 আমি মানব, প্রভো! কিরূপে তাহা বিদিত
 হইব? তোমার যে আর এক রূপ, তাহা
 পীতবসনধারী, ভূজচতুষ্টয়শালী, শব্দ-
 চক্র-গদাপাণি, যুক্তটান্দধারী, শ্রীবৎস-
 বন্ধ ও বনমালা-মণ্ডিত। বিবুধগণ এবং
 তোমার আশ্রিত জনগণ তোমার সেই
 রূপেরই অর্চনা করেন। ১—২০। হে দেব-
 দেব! হে সুরশ্রেষ্ঠ! হে ভক্তজনের অভয়-

আহি মাং পদ্মপত্রাক্ষ ময়ং বিষয়াগরে ॥ ২১
 নাত্তং পশ্যামি লোকেশ যন্তাহং শরণঃ স্বজে ।
 দ্বায়তে কমলাকান্ত প্রসাদ মধুসূদন ॥ ২২
 জরাব্যাদিশতৈর্যুক্তো নানাভুগৈর্নিপীড়িতঃ ।
 হর্ষশোকাবিতো মুঢ়ঃ কল্পপাশৈঃ সুযন্ত্রিতঃ ॥ ২৩
 পতিতোহহং মহারৌদ্রে ঘোরে সংসারসাগরে
 বিষমোদকদুস্পারে রাগদ্বৈববাকুলে ॥ ২৪
 ইন্দ্রিযাবর্তগন্তীরে তৃণাশোকোর্ষিসঙ্কুলে ।
 নিরাশ্রেয় নিরালক্ষে নিঃসারেহত্যস্তচঞ্চলে ॥ ২৫
 মায়ায়া মোহিতস্তত্ত্ব ভ্রমামি সূচিরং প্রভো ।
 নানাজাতিসহস্রেষু জায়মানঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২৬
 ময়া জন্মান্তনেকানি সহস্রাণ্যুতানি চ ।
 বিবিধান্নভুতানি সংসারেহস্মিন্ জনার্দন ॥ ২৭

প্রদ! হে পদ্মপত্রাক্ষ! আমি বিষয়াগর্বে
 ময় হইয়া রহিয়াছি, আমার পরিত্রাণ কর ।
 হে লোকেশ! আমি শরণ লইতে পারি,
 তোমা ভিন্ন এমন আর কাহাকেও দেখি-
 তেছি না; অতএব হে কমলাকান্ত! হে
 মধুসূদন! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি
 শত শত আধি ব্যাধি ও জরাজালে
 জড়িত হইয়াছি, নানা দুঃখে নিপীড়িত হই-
 তেছি, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ-শোকে
 আমি বিমূঢ়; অসংখ্য কল্পপাশ আমার
 বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আমি অতি ভীষণ
 সাংসার-সাগরে পতিত হইয়াছি। এই
 সাংসারসাগর বিবিধ বিষম দুঃখজালে
 দুস্পার, রাগদ্বৈবাদি নানা মীনে সমাকুল,
 ইন্দ্রিযাবর্তে সুগন্তীর এবং তৃণ ও
 শোকরূপ শত শত উর্ষিজলে সমাকুল।
 ইহাতে কোন আশ্রয় নাই, অবলম্বন নাই,
 বা সার নাই। ইহা অত্যন্তই চঞ্চল।
 হে প্রভো! আপনার মায়ায় মোহিত হই-
 য়াই এই সাংসার-সাগরে দীর্ঘ দিন আমি
 ভ্রমণ করিতেছি; সহস্র সহস্র বিভিন্ন
 যোনিতে বারম্বার জন্মিতেছি। কত যে
 সহস্র সহস্র অযুত অযুত ভিন্ন ভিন্ন জন্ম
 আমি এ সংসারে গ্রহণ করিয়াছি, তাহার

বেদাঃ সাক্ষাৎ ময়াধীতাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
ইতিহাসপুরাণানি তথা শিল্পশাস্ত্রেনেকশঃ ॥ ২৮
অসন্তোষাশ্চ সন্তোষাঃ সঞ্চয়াপচয়া ব্যয়াঃ ।
ময়া প্রাপ্তা জগন্নাথ ক্ষয়বুদ্ধ্যক্ষয়েতরাঃ ॥ ২৯
ভাৰ্য্যারিমিত্রবন্ধুনাং বিয়োগাঃ সঙ্কমাস্তথা ।
পিতরো বিবিধা দৃষ্টা মাতরশ্চ তথা ময়া ॥ ৩০
দুঃখানি চান্নভূতানি যানি সৌখ্যাত্তনেকশঃ ।
প্রাপ্তাশ্চ বান্ধবাঃ পুত্রা ভ্রাতরো জাতয়স্তথা ।
ময়োমিতং তথা স্ত্রীণাং কোষ্ঠে বিগ্নুত্ৰপিচ্ছলে
গৰ্ভবাসে মহাদুঃখমন্নভূতং তথা প্রভো । ৩২
দুঃখানি যান্তনেকানি বাল্যযৌবনগোচরে ।
বার্ধক্যে চ হৃষীকেশ তানি প্রাপ্তানি বৈ ময়া ॥
মরণে যানি দুঃখানি যমমার্গে যমালয়ে ।
ময়া তান্তন্নভূতানি নরকে যাতনাস্তথা ॥ ৩৪

ইয়ত্তা নাই। হে জনার্দন! আমি সমস্ত
সাক্ষ্য বেদ, বিবিধ শাস্ত্র, নানা ইতিহাস,
পুরাণ এবং বহুবিধ শিল্পশাস্ত্র অধ্যয়ন
করিয়াছি। হে জগন্নাথ! কত ক্ষয়, বুদ্ধি,
ও স্থিতিশীল, সন্তোষ, অসন্তোষ, সঞ্চয়,
অপচয়, ও ব্যয় প্রাপ্ত হইয়াছি। কত
ভাৰ্য্যা, শত্রু, মিত্র ও বন্ধুবর্গের বিয়োগ-
সঙ্কম অনুভব করিয়াছি। কতবার কত
বিবিধ পিতামাতা আমার দৃষ্টিপথে পড়ি-
য়াছে। আমি দুঃখ অনেক অনুভব
করিয়াছি এবং সুখও আমি প্রচুর পাইয়াছি।
ভ্রাতা, পুত্র বান্ধব, জ্ঞাতি এ সকল আমার
অনেক লক্ষ হইয়াছে। আমি বহুবার বহু
স্ত্রীলোকের বিষ্ঠা-মূত্র-পিচ্ছল গৰ্ভকোষে
বাস করিয়াছি। হে প্রভো! সেই সেই
গৰ্ভবাস কালে আমি মহাদুঃখ ভোগ
করিয়াছি। হে প্রভো! আমি বাল্য
এবং যৌবনকালে যে যে দুঃখ ভোগ করি-
য়াছি, হে হৃষীকেশ! বার্কিকোও আমার
সেই সেই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। মরণের
পর যমালয়ে যমমার্গে যে যে দুঃখ ভোগ
হইয়া থাকে, সেই সকল দুঃখই আমার
অনুভূত হইয়াছে এবং নরকে যে কি ভীষণ

কুমিকীটজমাণাঞ্চ হস্ত্যশ্বমৃগপক্ষিণাম্ ।
মহিষোষ্ট্রগবাঈকৈব তথাস্ত্রেবাং বনৌকসাম্ ॥ ৩৫
দ্বিজাতীনাঞ্চ সর্পেষাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোনিষু ।
ধনিনাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ দরিদ্রাণাং তপস্বিনাম্ ॥ ৩৬
নৃপাণাং নৃপভৃত্যানাং তথাস্ত্রেবাঞ্চ দেহিনাম্ ।
গৃহেষু তেষাং নৃপনো দেব চাহং পুনঃপুনঃ ॥ ৩৭
গতোহস্মি দাসতাং নাথ ভৃত্যানাং বহুশো
নৃপাম্ ।
দরিদ্রত্বং চেত্বরত্নং স্বামিত্বঞ্চ তথা গতঃ ॥ ৩৮
হতো ময়া হতাশাস্ত্রে ঘাতিতো ঘাতিতাস্তথা
দন্তঃ মমাস্ত্রেবস্ত্রেভ্যো ময়া দন্তমনেকশঃ ॥ ৩৯
পিতৃমাতৃশুশ্রুদভ্রাতৃকলজাণাং কৃতেন চ ।
ধনিনাং শ্রোত্রিয়াণাঞ্চ দরিদ্রাণাং তপস্বিনাম্ ॥ ৪০
উক্তং দৈন্তঞ্চ বিবিধং তাক্ষা লজ্জাং জনার্দন ।
দেবতিৰ্য্যাস্থল্যম্যেব স্থাবরেষু চরেষু চ ॥ ৪১

যজ্ঞাণা ভোগ করিতে হয়, তাহাও আমার
অবিদিত নাই। কুমি, কীট, জন্ম, হস্তী, অশ্ব,
মৃগ, পক্ষী, মহিষ, উষ্ট্র, গো, ও অন্তান্ত বহু
জন্তুগণের যোনিতে এবং সমস্ত দ্বিজাতি,
সমস্ত শূদ্র, ধনাঢ্য, ক্ষত্রিয় ও দীন দরিদ্র
গৃহস্থ এবং বহু নৃপ, নৃপভৃত্য ও অন্তান্ত
প্রাণিগণের গৃহে আমি বারম্বার জন্ম গ্রহণ
করিয়াছি; হে দেব! আমি অনেকবার
অনেক ভৃত্যজাতীয় লোকেরও দাসত্ব
করিয়াছি। কখন দরিদ্র, কখন ঈশ্বর এবং
কখন প্রভুপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। আমি
কখনও এক ব্যক্তিকে এবং কখন বা বহু
ব্যক্তিকে নিহত করিয়াছি আবার কখন
একজনকে এবং কখন বহুজনকে মিহত
করাইয়াছি। অনেকে আমায় দান করি-
য়াছে এবং আমিও অনেককে অনেকবার
দান করিয়াছি। হে জনার্দন! আমি স্বর্ণ
লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পিতা, মাতা, শ্রুত্বং,
ভ্রাতা ও কলত্রবর্গের নিমিত্ত অনেকবার
অনেক বনৌ দরিদ্র নিৰ্ব্বিশেষে বিবিধ
কাতরোক্তি করিয়াছি। হে প্রভো! দেব,
তিৰ্য্যক্, মনুষ্য ও চরাচরমধ্যে এমন স্থান নাই,

ন বিজ্ঞতে তথা স্থানং যত্রাহং ন গতঃ প্রভো
কদা মে নরকে বাসঃ কদা স্বর্গে জগৎপতে ॥৪২
কদা মনুষ্যালোকেষু কদা তিৰ্য্যগ্গতেষু চ ।
জলযন্ত্রে যথা চক্রে ঘটা রজ্জ্বনিবন্ধনা ॥ ৪৩
যাতি চোদ্ধমধশ্চৈব কদা মধ্যে চ তিষ্ঠতি ।
তথা চাহং সুরশ্রেষ্ঠ কর্মরজ্জ্বসমাবৃতঃ ॥ ৪৪
অধশ্চোদ্ধঃ তথা মধ্যে ভ্রমন্ গচ্ছামি যোগতঃ
এবং সংসারচক্রেহস্মিন তৈত্তরবে রোমহর্ষণে ॥
ভ্রামি সূচিরং কালং নাস্তং পশ্যামি কর্হিচিং ।
ন জানে কিং করোম্যগ্ন হরে ব্যাকুলিতেল্লিঘঃ
শোকতৃষ্ণাতিভূতোহহং কান্দিশীকো বিচেতনঃ
ইদানীং ত্রামহং দেব বিহ্বলঃ শরণং গতঃ ॥৪৭
ত্ৰাহি মাং হুংখিতঃ কৃষ্ণ মগ্নঃ সংসারসাগরে ।
রূপাং কুরু জগন্নাথ ভক্তং মাং যদি মন্তসে ॥
স্বদূতে নাস্তি মে বন্ধুর্যোহসৌ চিন্তাং করিষ্যতি

যেখানে আমি যাই নাই । জগৎপতে ! এই-
রূপে কখন আমি নরকে এবং কখন স্বর্গে বাস
করিয়াছি । কখন মনুষ্যালোকে, কখন
তিৰ্য্যগ্গোনিতে আমি ভ্রমণ করিয়াছি ।
জলযন্ত্রে রজ্জ্বনিবন্ধ ঘটা যেমন কখন উদ্ধে
কখন মধ্যে এবং কখন কখন নিম্নদিকে গমন
করে, হে সুরশ্রেষ্ঠ ! আমিও তেমনি কর্ম-
রজ্জ্ব দ্বারা আবদ্ধ হইয়া অধঃ উদ্ধ ও মধ্য
ভাগে ভ্রমণ করত যাতায়াত করিতেছি ।
এইরূপে আমি এই ভীষণ লোমহর্ষণ সংসার-
চক্রে সূচিরকাল ভ্রমণ করত ইহার অন্ত
কোথাও দেখিতেছি না । হে হরে ! আমি
ব্যাকুলেল্লিঘ হইয়া পড়িয়াছি, আমার এখন
কর্তব্য কি, তাহা আমি জানি না । শোকে
ও তৃষ্ণায় আমি অভিভূত ; আমার চৈতন্য
বিলুপ্ত । আমি কিংকর্তব্য-বিমুঢ় । হে
দেব ! অধুনা আমি বিহ্বল হইয়া তোমারই
শরণাপন্ন হইলাম । হে কৃষ্ণ ! আমি
হুংখিত ও সংসারসাগরে মগ্ন ; আমায় যদি
আপনি ভক্ত বলিয়া মনে করেন, তাহা
হইলে হে জগন্নাথ ! আমার প্রতি রূপা
প্রকাশ করুন ১২১—৪৮। আপনি ভিন্ন আমার

দেব ত্রাং নাথমাসাদ্য ন ভয়ং মেহস্তি কুত্রচিং
জীবিতে মরণে চৈব যোগক্ষেমেহথ বা প্রভো
যে তু ত্রাং বিধিবদেব নার্কয়ন্তি নরাধমাঃ ॥ ৫-
সুগতিস্ত কথং তেষাং ভবেৎ সংসারবন্ধনাং ।
কিং তেষাং কুলশীলেন বিদ্যায়া জীবিতেন চ ॥
যেষাং ন জায়তে ভক্তিজগদ্ধাতরি কেশবে ।
প্রকৃতিং ত্রাসুরীং প্রাপ্য যে ত্রাং নিন্দন্তি

মোহিতাঃ ।

পতন্তি নরকে ঘোরে জায়মানাঃ পুনঃপুনঃ ।
ন তেষাং নিকৃতিস্তস্মাদ্বিদ্যাতে নরকারবাৎ ॥
যে দুষ্যন্তি দুর্ধ্বভাস্ত্রাঃ দেব পুরুষাধমাঃ ।
যত্র যত্র ভবেজ্জন্ম মম কর্মনিবন্ধনাৎ ॥ ৫৪
তত্র তত্র হরে ভক্তিস্থি চাস্ত দৃঢ়া সদা ।
আরাধ্য ত্রাং সুরা দৈত্য নরাশ্চাত্তেহপি
সংযতাঃ ।

আর এমন বন্ধু নাই, যিনি আমার বিষয়
চিন্তা করিবেন । হে দেব ! আপনার স্তায়
পরিত্ৰাণকর্তাকে প্রাপ্ত হইয়াছি ; এখন
আর আমার জীবন মরণ বা যোগক্ষেম,
কোথাও কোন ভয় নাই । হে প্রভো ! হে
দেব ! যে সকল নরাধমেরা তোমার যথাবিধি
অর্চনা করে না, এই সংসারবন্ধন হইতে
তাহাদিগের মুক্তিপ্রাপ্তি কেমন করিয়া
ঘটিবে ? জগদ্ধারণকর্তা কেশবে তাহাদিগের
ভক্তি উৎপন্ন হয় না, তাহাদিগের কুল, শীল,
বিজ্ঞা ও জীবন ধারণে ফল কি ? তাহারা
আসুরী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া মুঢ়ভাবে
আপনার নিন্দাবাদ করে, তাহারা বারম্বার
জন্ম লইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হয় ।
হে দেব ! যে সকল দুর্ধ্বস্ত নরাধমেরা
আপনার প্রতি দোষারোপ করে, সেই
নরকারব হইতে তাহাদের আর নিকৃতি-
লাভ ঘটে না । হে হরে ! আমি প্রার্থনা
করি, আমার কর্মানুসারে যে যেখানেই
জন্ম লাভ হউক, আমি যেন সেই সেইখানেই
সর্বদা আপনার প্রতি সূদৃঢ় ভক্তিমান হইতে
পারি । দেব, দৈত্য ও নরগণ সকলেই

অবাণুঃ পরমাং সিদ্ধিং কস্তাং দেব ন পূজয়েৎ
ন শক্নুবন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তোতুং ত্রাং ত্রিদশা হরে
কথং মানুষবুদ্ধ্যাং স্তোমি ত্রাং প্রকৃতেঃ পরম
তথা চাক্তানভাবেন সংস্তোত্বাহসি ময়া প্রভো ॥
তৎ ক্রমস্বাপরাধং মে যদি তেহস্তুি দয়া ময়ি ।
কৃতাপরাধেহপি হরে ক্রমাং কুর্বন্তি সাধবঃ ॥
তস্মাৎ প্রসীদ দেবেশ ভক্তব্রহ্মেহং সমাশ্রিতঃ ।
স্তোত্বাহসি যম্ময়া দেব ভক্তিভাবেন চেতসা ।
সাক্ষং ভবতু তৎ সৰ্বং বাসুদেব নমোহস্ত তে
ব্রহ্মোবাচ ।

ইথাং স্ততস্তদা তেন প্রসন্নো গরুড়ধ্বজঃ ।
দদৌ তস্মৈ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সকলং মনসেপিতম্ ॥
যঃ সম্পূজ্য জগন্নাথং প্রত্যহং স্তোতি মানবঃ
স্তোত্রোণানেন মতিমান্ স মোক্ষং লভতে ঐবম্

সুসংযতভাবে আপনার আরাধনা করিয়া
পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব
দেব! কে না আপনাকে অর্চনা করিবে?
হে হরে! ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমাকে স্তব
করিতে সমর্থ নহেন। আমি মানুষ্য;
আমার বুদ্ধি দিয়া প্রকৃতির পরবর্তী তোমাকে
আমি কিরূপে স্তব করিব? হে প্রভো!
তথাপি আমি অভক্ততা সহকারে তোমার যে
স্তব করিয়াছি, তাহাতে আমার যে অপরাধ
হইয়াছে, তুমি দয়া করিয়া সে অপ-
রাধ ক্ষমা কর। হে, হরে। সাধুগণ
কৃতাপরাধ ব্যক্তির প্রতি ক্ষমাই করিয়া
থাকেন। অতএব হে দেবেশ! তুমি
ভক্তবৎসল হইয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও।
হে দেব! আমি ভক্তিযুক্ত-চিত্তে তোমার যে
স্তব করিয়াছি, ভবৎপ্রসাদে তাহা আমার
সাক্ষ হউক। হে বাসুদেব! তোমায়
আমার নমস্কার। ব্রহ্মা কহিলেন, হে
মুনিবরগণ! গরুড়ধ্বজ এইরূপে স্তব
হইয়া তৎকালে প্রসন্ন হইলেন। তিনি
রাজাকে সর্বমনোভীষ্ট প্রদান করিলেন।
৪২—৬০। ক্রম মানব প্রত্যহ জগন্নাথকে পূজা
করিয়া এই স্তব পাঠ করে, নিশ্চয়ই তাহার

ত্রিসংখ্যং যো জপেদ্বিহানিদং স্তোত্রবরং ভক্তিঃ
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষলভতে নরঃ ॥৬২॥
যঃ পঠেজ্জগুয়াদাপি শ্রাবয়েদ্বা সমাহিতঃ ।
স লোকং শাস্ত্রতং বিকোষাতি নিধূতকলমঃ
ধন্তং পাপহরকৈদং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শিবম্ ।
গুহ্যং সুত্বর্নতম্ পুণ্যং ন দেয়ং যন্ত কস্তচিৎ ॥
ন নাস্তিকায় মুখ্যায় ন কৃতদ্বায় মানিনে ।
ন দুষ্টমতয়ে দদ্যাৎপ্রভক্তায় কদাচন ॥ ৬৫
দাতব্যং ভক্তিযুক্তায় গুণশীলাধিতায় চ ।
বিষ্ণুভক্তায় শাস্ত্রায় শ্রদ্ধারূপানশালিনে ॥ ৬৬

ইদং সমস্তাঘবিনাশহেতুঃ
কারণ্যসংজ্ঞং সুখমোক্ষদঞ্চ ।
অশেষবাহ্যকলদং বরিষ্ঠং
স্তোত্রং ময়োক্তং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৬৭
যে তং সুস্বপ্নং বিমলা মুরারিঃ
ধ্যায়ন্তি নিত্যং পুরুষং পুরাণম্ ।
তে মুক্তিভাজঃ প্রবিশন্তি বিষ্ণুং
মর্ত্ত্বৈর্যথাজ্যং ততমধ্বরাগৌ ॥ ৬৮

মোক্ষ লাভ হয়। যে অভিজ্ঞ জন পবিত্র
হইয়া সঙ্ক্যাভয়ে এই স্তোত্রবর পাঠ করে,
তাহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে।
যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই স্তোত্র পাঠ
কিন্তু শ্রবণ করে অথবা করায়, সে নিম্পাপ
হইয়া বিষ্ণুর নিত্যধামে উপনীত হয়। এই
ধন্ত, পাপহর, ভক্তিমুক্তিপ্রদ, মঙ্গলময়, গোপ-
নীয়, সুত্বর্নভ, পুণ্যস্তোত্র, যাহাকে তাহাকে
অর্পণ করিতে নাই। নাস্তিক, মূর্খ,
কৃতদ্ব, অভিমানী, দুষ্টবুদ্ধি কিন্ত অভক্ত
ব্যক্তিকে এই স্তব কদাচ প্রদান করিবে না।
যে জন ভক্তিযুক্ত, গুণশীলশালী, বিষ্ণুভক্ত,
শাস্ত্র ও শ্রদ্ধারূপান-নিরত তাদৃশ ব্যক্তিকেই
এই স্তোত্র প্রদান করা কর্তব্য। ৬১—৬৬।
এই সর্বপাপহর পুরুষোত্তম স্তোত্র আমি
কীর্ত্তন করিলাম। ইহা কারণ্যার্থ, সুখ-
মোক্ষপ্রদ, অশেষ ইষ্টকলদ ও বরিষ্ঠ।
যে সকল নির্ম্মলচিত্ত মানবেরা সেই স্তোত্র-
স্বপ্ন নিত্য পুরাণ পুরুষ মুরারিকে ধ্যান

একঃ স দেবো ভবত্বঃখহন্তা
 পরঃ পরেবাং ন ততোহস্তি চান্তং ।
 দ্রষ্টা স পাতা স তু নাশকর্তা
 বিষ্ণুঃ সমস্তাখিলসারভূতঃ ॥ ৬৯
 কিং বিদ্যায়া কিং শৃঙগৈশ্চ তেবাং
 যজ্ঞৈশ্চ দানৈশ্চ তপোভিক্রুগ্রৈঃ ।
 যেবাং ন ভক্তিৰ্ভবতীহ কৃষ্ণে
 জগদ্গুরো মোক্ষমুখপ্রদে চ ॥ ৭০
 লোকে স ধন্তঃ স শুচিঃ স বিদ্বান্
 মঠৈস্তপোভিঃ স গুণৈর্বরিষ্ঠঃ ।
 জ্ঞাতা স দাতা স তু সত্যবক্তা
 যজ্ঞান্তি ভক্তিঃ পুরুষোত্তমাখ্যে ॥ ৭১

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কারুণ্যাস্তববর্ণনং নামৈকেন
 পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

করেন, তাঁহার মুক্তিভাগী হইয়া যজ্ঞায়িতে
 মজ্জাহত স্বতের ত্রায় বিষ্ণুতেই প্রবেশ
 করিয়া থাকেন। সেই একমাত্র পরাৎপর
 পরম দেবই ভবত্বঃখের হস্তা। তিনি ভিন্ন
 আর কর্তৃপুরুষ কেহই নাই। তিনিই
 স্রষ্টা, পাতা ও নাশকর্তা এবং তিনিই
 নিখিল সংসারের সারভূত বিষ্ণু। মোক্ষমুখ-
 প্রদ জগদ্গুরু কৃষ্ণে যাহাদের ভক্তি নাই,
 তাহাদের বিদ্যা, গুণ, যজ্ঞ, দান ও তীর্থ
 তপস্যায় কি কল হইবে? পরন্তু পুরুষোত্ত-
 মাখ্য পরম পুরুষে তাঁহার ভক্তি আছে,
 এ জগতে তিনিই ধন্ত, শুচি, বিদ্বান্, এবং
 যজ্ঞ, তপস্তা ও গুণগণে গরিষ্ঠ এবং তিনিই
 প্রকৃত জ্ঞাতা, দাতা ও সত্যবক্তা। ৭৭—৭১।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শ্রুত্বৈবং মনিশাদীলাঃ প্রণম্য চ সনাতনম্ ।
 বাসুদেবং জগন্নাথং সৰ্বকামকলপ্রদম্ ॥ ১
 চিন্তাবিষ্টো মহীপালঃ কুশানাস্তীৰ্য্য ভূতলে ।
 বহুঞ্চ তন্মনা ভূত্বা সুস্থাপ ধরণীতলে ॥ ২
 কথং প্রত্যক্ষমভ্যেতি দেবদেবো জনার্দনঃ ।
 মম চার্ত্তিহরো দেবস্তদাসাবিতি চিন্তয়ন্ ॥ ৩
 সুপ্তস্ত তস্ত নৃপতেৰ্বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ ।
 আত্মনং দর্শয়ামাস শঙ্খচক্রগদাভূতম্ ॥ ৪
 স দদর্শ তু সপ্রেম দেবদেবং জগদ্গুরুম্ ।
 শঙ্খচক্রধরং দেবং গদাচক্রোগ্রপাণিনম্ ॥ ৫
 শার্ঙ্গবাণধরং দেবং জলন্তেজোহতিমণ্ডলম্ ।
 যুগান্তাদিত্যবর্ণাভং নীলবৈদূর্য্যসন্নিভম্ ॥ ৬
 সুপর্ণাংসে তমাসীনং যোভিশার্ঙ্গভূজঃ শুভম্ ।
 স চান্মৈ প্রাব্রবীদ্ধীরাঃ সাধু রাজন্ মহামতে ॥

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সৰ্ব-
 কামকলপ্রদ সনাতন বাসুদেব জগন্নাথকে
 এইরূপে শ্রুতি ও প্রণতি করিয়া চিন্তাবিষ্ট
 মহীপতি ইন্দ্রহুম ভূতলে কুশ ও বসন আস্ত-
 রণপূর্ব্বক তন্মনা হইয়া শয়ন করিলেন।
 তিনি ভাবিতে লাগিলেন—কিরূপে সেই
 দেবদেব জনার্দন আমার প্রত্যক্ষ হইবেন?
 তিনি ব্যতীত আমার ত আর আর্ত্তিহর দেব
 কেহই নাই। নৃপতি সুপ্ত হইয়া এইরূপে চিন্তা
 করিতেছেন; ঐ সময় জগদ্গুরু বাসুদেব
 শঙ্খ-চক্র-গদাধররূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার
 প্রত্যক্ষ হইলেন। নরপতি প্রেমভরে
 সেই শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্ম-ধর জগদ্গুরু দেব-
 দেবকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন, তিনি
 গরুড়পৃষ্ঠে সমাসীন; তাঁহার বর্ণপ্রভা যুগান্ত-
 কালীন আদিভ্যের ত্রায় প্রতিভাত; তিনি
 নীলবর্ণ বৈদূর্য্যমণির সমান কান্তি ধারণ
 করিতেছেন। তিনি অষ্টভূজ ও শার্ঙ্গবাণ-
 ধর; তাঁহার আকৃতি যেন প্রদীপ্ত কোমলি-

কৃতনানেন দিব্যেন তথা ভক্ত্যা চ শ্রদ্ধয়া ।
 তুষ্টৌহস্মি তে মহীপাল বুধা কিমমুশোচসি ॥৮
 যদজ্জ প্রতিমা রাজন্ জগৎপূজ্যা সনাতনৌ ।
 যথা সা প্রাপ্যতে ভূপ তত্পায়ঃ ত্রবীমি তে ॥৯
 গতায়ামস্ত শৰ্কৰ্যাং নিশ্বলে ভাস্করোদি তে ।
 সাগরস্ত জলস্থান্তে নানাক্রমবিভূষিতে ॥ ১০
 জলং তথৈব বেলায়াং দৃশ্যতে তত্র বৈ মহৎ ।
 লবণশ্চোদধে রাজঃস্তরঙ্গৈঃ সমভিপ্লুতম্ ॥ ১১
 কূলান্তে হি মহাবৃক্ষঃ স্থিতঃ স্থলজলেষু চ ।
 বেলাভির্হস্তমানশ্চ ন চাসৌ কম্পতে ক্রমঃ ॥১২
 পরশুমদায় হস্তেন উশ্ণেরস্তস্ততো ব্রজ ।
 একাকী বিহরন্ রাজন্ স ত্বং পশুসি পাদপম্
 ঈদৃক্ চিহ্নঃ সমালোক্য ছেদয় ভ্রমশঙ্কিতঃ ।
 ছেদ্যমানস্ত ত্বং বৃক্ষং প্রাতরভুতদর্শনম্ ॥ ১৪
 দৃষ্ট্বা তেনৈব সঞ্চিন্ত্য ততো ভূপাল দর্শনাৎ ।

শ্মশল! হে বীরগণ! সেই বাসুদেব
 রাজাকে বলিলেন,—হে মহামতে রাজন্!
 তোমায় ধন্যবাদ। তোমার এই দিব্য
 যজ্ঞ এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া আমি তুষ্ট
 হইয়াছি। হে মহীপাল! তুমি বুধা কেন
 অমুশোচনা করিতেছ। হে রাজন্! এই
 স্থানে যে জগৎপূজ্যা সনাতনৌ প্রতিমা
 আছে, তাহা তুমি যে উপায়ে প্রাপ্ত হইবে,
 বলিতেছি। হে ভূপ! অদ্য নিশাবসানে
 নিশ্বল রবিমণ্ডল সমুদিত হইলে লবণাক্তির
 তটসন্নিহিতে নানাক্রম-বিভূষিত জলপ্রান্তে
 এক তরঙ্গ-পরিপ্লুত মহাজলরাশি দৃষ্ট
 হইবে। সেই জলের কূলসমীপে কিয়দংশ
 স্থলে ও কিয়দংশ জলে এক মহাপাদপ
 অবস্থান করিতেছে। ঐ পাদপ সাগর-
 তরঙ্গে আহত হইয়াও কম্পিত হয় না।
 তুমি কুঠারহস্তে একাকী সেই তরঙ্গমধ্যে
 গমন কর, তাহা হইলেই সেই বৃক্ষ তোমার
 প্রত্যক্ষ হইবে। পূর্বোক্ত লক্ষণ দ্বারা
 সেই বৃক্ষকে তুমি চিনিয়া লইয়া নিঃশঙ্ক-
 চিত্তে তাহাকে ছেদন করিবে; দেখিবে,
 প্রভাত হইবামাত্র সেই ছিন্ন বৃক্ষ এক

কৃকৃতাঃ প্রতিমাং দিব্যাং জহি চিন্তাঃ
 বিমোহিনীম্ ॥ ১৫
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এবমুক্তা মহাভাগো জগামাদর্শনঃ হরিঃ ।
 স চাপি স্বপ্নমালোক্য পরং বিস্ময়মাগতঃ ॥ ১৬
 তাং নিশাং স সমুদীক্ষ্য স্থিতস্তদাতমানসঃ ।
 ব্যাহরন্ বৈষ্ণবান্ মন্ত্রান্ সূক্তকৈব তদাশ্রকম্
 প্রগতয়াং রজতীন্ত উত্থিতো নান্তমানসঃ ।
 স স্নাত্বা সাগরে সমাগূষখাদদ্বিধিনা ততঃ ॥১৮
 দত্ত্বা দানঞ্চ বিপ্রেভ্যো গ্রামাংশ্চ নগরাণি চ ।
 কৃত্বা পৌৰ্ব্বাহ্নিকং কৰ্ম্ম জগাম স নৃপোত্তমঃ ॥১৯
 ন চাশ্বো ন পদাতিশ্চ ন গজো ন চ সারথিঃ ।
 একাকী স মহাবেলাং প্রবিবেশ মহীপতিঃ ॥ ২০
 তং দদর্শ মহাবৃক্ষং তেজস্বন্তঃ মহাক্রমম্ ।
 মহাতিগমহারোহং পুণ্যং বিপুলমেব চ ॥ ২১

অদ্ভুত আকারে পরিণত হইবে। হে
 ভূপাল! তদর্শনে চিন্তাসহকারে সেই বৃক্ষ
 দ্বারা তুমি দিব্য প্রতিমা নিৰ্ম্মাণ করিবে।
 স্মৃতরাং এই বর্তমান বিমোহিনী চিন্তা
 এক্ষণে পরিত্যাগ কর। ১—১৫। ব্রহ্মা
 কহিলেন, মহাভাগ হরি রাজাকে এই কথা
 কহিয়া অন্তহিত হইলেন, এদিকে রাজাও
 স্বপ্ন দেখিয়া পরম বিস্ময় বোধ করিলেন।
 পরে তিনি তখনও নিশা শেষ হয় নাই
 দেখিয়া তদাত্মনে বৈষ্ণব মন্ত্র ও বৈষ্ণবসূক্ত
 উচ্চারণপূর্বক সে রাজি অতিপাতিত করি-
 লেন। অনন্তর যখন নিশাবসান হইল,
 তখন গাত্ৰোত্থানপূর্বক অনন্তমনে সাগর-
 সলিলে গিয়া যথাবিধি স্নান ও ব্রাহ্মদ্বিধকে
 ধন, গ্রাম ও নগরাদি দান করিয়া পৌৰ্ব্বা-
 হ্নিক কৰ্ম্ম সমাপনান্তে তথা হইতে প্রস্থান
 করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে গজ, অশ্ব,
 সারথি বা পদাতি কেহই গেল না।
 তিনি একাকীই সেই সাগরের মহাবেলায়
 প্রবেশ করিলেন। ১৬—২০। তখন সেই
 তেজস্বী মহাবৃক্ষ তাঁহার দৃষ্টিপথে
 পতিত হইল। দেখিলেন,—ঐ বৃক্ষ

মহোৎসেধঃ মহাকাযঃ প্রসু পৃথং জলাস্তিকে
 সান্ত্রমঞ্জিষ্ঠবর্ণাভঃ নামজাতিবিবর্জিতম্ ॥ ২২
 নরনাথস্তথা বিপ্রা ক্রমং দৃষ্ট্বা মুদাষিতঃ ।
 পরন্তুনা শাতয়ামাস নিশিতেন দৃঢ়েন চ ॥ ২৩
 দৈবৌকর্তৃমনাস্তত্র বভূবেন্দ্রসখঃ স চ ।
 নিরীক্ষ্যমাণে কাঠে তু বভূবাত্তুতদর্শনম্ ॥ ২৪
 বিশ্বকর্মা চ বিকৃশ্চ বিপ্ররূপধরাবুভৌ ।
 আজ্ঞাতুর্নহাতাগৌ তদা তুল্যাগ্রজন্ননৌ ॥ ২৫
 জলমানৌ স্বতেজোভিদিব্যাস্রগ্নুলেপনৌ ।
 অথ তৌ তং সমাগম্য নৃপমিল্লসখং তদা ॥ ২৬
 তাবুচতুর্নহারাজ কিমত্র স্বং করিষ্যসি ।
 কিমর্থঞ্চ মহাবাহো শান্তিতশ্চ বনম্পতিঃ ॥ ২৭
 অসহায়ো মহাহুর্গে নিরুজ্জনে গহনে বনে ।
 মহাসিদ্ধুতটে চৈব কথং বৈ শান্তিতো ক্রমঃ ॥ ২৮

মহোৎসেধ, মহারোহ, পবিত্র, সুবিশাল,
 মহাকায, নাম-জাতি-বিরহিত ও গাঢ় অঞ্জ-
 নের স্তায় কাণ্ডিবিশিষ্ট উহা যেন জল-
 মধ্যে প্রসুপ্ত হইয়াই রহিয়াছে। হে
 বিপ্রগণ! নরনাথ তৎকালে সেই ক্রম
 দেখিয়া হুঁষ্ট হইলেন এবং নিশিত পরন্তু
 দ্বারা উহাকে কর্ত্তন করিলেন। পরে
 ইন্দ্রসখা রাজা যখন ঐ বৃক্ষকে দ্বিধা করিতে
 মনস্থ করিয়া কাঠের দিকে দৃষ্টিপাত
 করিলেন, তখনকার দৃশ্য বড়ই অপূর্ব
 হইল। সহসা বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া
 মহাভাগ বিশ্বকর্মা ও বিষ্ণু সেই স্থানে
 আগমন করিলেন। তাঁহারা যেন স্ত্রীয়
 ভেজে প্রজলিত হইতেছিলেন, তাহাদের
 গলে দিব্য মালা ও গাত্রে দিব্য অন্ন-
 লেপন বিভূষিত হইতেছিল। তাঁহারা
 সেই ইন্দ্রসখা রাজার নিকট আসিয়া
 তাঁহাকে বলিলেন,—মহারাজ! আপনি
 এখানে কি করিবেন? আর হে মহাবাহো!
 কি জন্তুই বা আপনি এই বনম্পতিকে
 ছেদন করিলেন? এই মহাসিদ্ধু-তট-
 হিত মহাহুর্গম্ নিবিড় নিরুজ্জন কাননে
 এই একটা মার্জ বনম্পতি ছিল, ইহাকে

ব্রহ্মোবাচ ।

তয়োঃ শ্রদ্ধা বচো বিপ্রাঃ স তু রাজা মুদাষিতঃ
 বভাবে বচনং তাভ্যাং মূহলং মধুরং তথা ॥ ২৯
 দৃষ্ট্বা তৌ ব্রাহ্মণৌ তত্র চন্দ্রসূর্য্যাবিবাগতৌ ।
 নমস্কৃত্য জগন্নাথাববান্মুখমবস্থিতঃ ॥ ৩০

রাজোবাচ ।

দেবদেবমনাদ্যন্তমনস্তঃ জগতাং পতিম্ ।
 আরাধ্যিতুং প্রতিমাং করোমীতি মতির্মম ॥ ৩১
 অহং স দেবদেবেন পরমেণ মহাত্মনা ।
 স্বপ্নাস্তে চ সমুদ্দিষ্টৌ ভবদ্যুত্যাং শ্রাবিতং ময়া ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

রাজন্ত বচনং শ্রদ্ধা দেবেন্দ্রপ্রতিমস্ত চ ।
 প্রহস্ত তস্মৈ বিশেষশস্ত্রৌ বচনমববীৎ ॥ ৩৩
 বিষ্ণুরুবাচ ।

সাধু সাধু মহীপাল যদেতন্মতমুত্তমম্ ।
 সংসারসাগরে ঘোরে কদলীদলসন্নিভে ॥ ৩৪
 নিঃসারে হুঃখবহুলে কামক্রোধসমাকুলে ।
 ইন্দ্রিয়াবর্ত্তকলিলে হুঃখরে রোমহর্ষণে ॥ ৩৫

আপনি কি কারণে শান্তিত করিলেন? ।
 ২১—২৮। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রগণ!
 তাঁহাদের সেই কথা শ্রবণে রাজা মুদাষিত
 হইয়া সেই দুই চন্দ্র-সূর্য্য-সদৃশ সমাগত
 ব্রাহ্মণদ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করত নত-
 মস্তকে নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে মূহল
 মধুর বচনে বলিলেন, আমি দেবদেব
 অনাদি অনন্ত জগৎপতিকে আরাধনা
 করিবার জন্ত একখানি প্রতিমা নিৰ্ম্মাণ
 করিব, ইহাই আমার অভিপ্রায়। আমি
 দেবদেব পরমাত্মা কর্ত্তক স্বপ্ন সময়ে এই-
 রূপই আদিষ্ট হইয়াছি। ব্রহ্মা কহিলেন,
 সেই দেবেন্দ্রপ্রতিম রাজেন্দ্রের কথা
 শ্রবণ করিয়া সেই বিশ্ববিধাতা হস্তপূর্ব্বক
 তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহীপাল! তোমার
 যে এই মতি জন্মিয়াছে, ইহাতে তোমায়
 শত শত সাধুবাদ প্রদান করি। এই
 কদলীদল-সন্নিভ চঞ্চল সংসার-সাগর
 অতীব ভয়াবহ। ইহাতে কোনই

নানাব্যাধিশতাবর্তে জনবুধুদসাম্নতে ।
যতন্তে মতিকৃৎপন্ন বিষ্ণোরাদানায় বৈ ॥ ৩৬
ধন্তস্ব নৃপশাঙ্গীল গুণৈঃ সর্বেস্বরলক্ষ্যতঃ ।
সপ্রজা পৃথিবী ধন্তা সর্শৈলবনকাননা ॥ ৩৭
সপুত্রগ্রামনগরা চতুর্বর্ণেরলক্ষ্যতঃ ।
যজ্ঞং নৃপশাঙ্গীল প্রজাঃ পালয়িতা প্রভুঃ ॥ ৩৮
এহেহি সুমহাভাগ ক্রমেহস্মিন্ সুখশীতলে ।
আবাত্যাং সহ তিষ্ঠ ত্বং কথাভির্ধর্মসংশ্রিতঃ ॥
অয়ং মম সহায়স্ব আগতঃ শিল্পিনাং বরঃ ।
বিশ্বকর্ষ্মসমঃ সাক্ষান্নিপুণঃ সর্বকর্ষ্মসু ।
মন্মাদিষ্টান্ত প্রতিমাং করোত্যেষ তটং ত্যজ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

ঋত্বৈবং বচনং তস্মা তদা রাজা দ্বিজয়নঃ ।
সাগরস্ত তটং ত্যজ্ঞা গহ্না তস্মা সমীপতঃ ॥ ৪১
তস্মৈ স নৃপতিশ্রেষ্ঠো বৃক্ষচ্ছায়ে সুশীতলে ।

সার নাই; ইহা কাম, ক্রোধ ও দুঃখ-
পরম্পরায় সমাকুল,—ইন্দ্রিয়রূপ আবর্তে
পরিপূর্ণ, দ্বস্তর রোমহর্ষণ, জলবুধুদপ্রায়
অস্থির ও শত শত বিবিধ ব্যাধিনিচয়ে
পরিপূর্ণ। এ হেন সংসারে থাকিয়া বিষ্ণুর
আরাধনার জন্ত তোমার যে এই মতি
উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে তুমি প্রকৃতই
ধন্তবাদার্য। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি সর্ব-
গুণে অলক্ষ্যত, তোমার স্তায় প্রজাপালক
পাইয়া এই প্রজাপরিপূর্ণ সর্শৈলকাননা
সপুত্রপুত্রনা চতুর্বর্ণাধিষ্ঠিতা পৃথ্বীও ধন্ত
হইয়াছে। হে মহাভাগ! এস, এস, আমা-
দের সহিত নানা কথালোপে এই সুখ-
শীতল পাদপে তুমি উপবেশন কর। এই
যিনি আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, ইনি
সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ষ্মার স্তায় প্রধান শিল্পী
এবং সর্বকর্ষ্মে সুদক্ষ। আমার আদেশে
ইনিই প্রতিমা নির্মাণ করিবেন। অতএব
তুমি এই তট পরিত্যাগ কর। ২৯-৪০। ব্রহ্মা
কহিলেন, তৎকালে রাজা সেই দ্বিজয়ার
কথা শ্রবণ করিয়া সাগরতট পরিত্যাগ-
পূর্বক তদীয় সমীপে সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায়

ততস্ততশ্চৈব স বিখ্যাতা দদাবাজ্ঞাঃ দ্বিজাকৃতিঃ
শিল্পিযুখ্যায় বিপ্রেশ্নাঃ কুব্জব প্রতিমা ইতি ।
কুব্জরূপং পরং শাস্তং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ॥ ৪৩
ত্রীবংসকোষভধরং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
গোরাঙ্গং ক্ষীরবর্ণাভং দ্বিতীয়ং স্থস্তিকাক্ষিতম্
লাঙ্গলাধরং দেবমনস্তাখ্যং মহাবলম্ ।
দেবদানবগন্ধর্ষযক্ষাবদ্যাদিরোরগৈঃ ॥ ৪৫
ন বিজ্ঞাতো হি তস্তাস্তস্তেনানন্ত ইতি স্মৃতঃ ।
ভগিনীং বাসুদেবস্ত কুব্জবর্ণাং সুশোভনাম্ ॥
তৃতীয়াং বৈ সুভজ্ঞাঞ্চ সর্বলক্ষণলক্ষিতাম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

ঋত্বৈতদ্বচনং তস্মা বিশ্বকর্ষ্মা সুকর্ষ্মকৃৎ ।
তৎক্ষণাৎ কারয়ামান প্রাতিমাঃ শুভলক্ষণাঃ ॥ ৪৮
প্রথমং শুক্লবর্ণাভং শারদেন্দুসমপ্রভম্ ।
আরক্তাক্ষং মহাকায়ং কটাবকটমস্তকম্ ॥ ৪৯
নীলাম্বরধরং চোগ্রং বলং বলমহদাক্রমতম্ ।
কুণ্ডলৈকধরং দিব্যং গদামুঘলধারণম্ ॥ ৫০

উপস্থিত হইলেন। হে দ্বিজগণ! তখন
দ্বিজাকৃতি বিখ্যাতা সেই শিল্পিশ্রেষ্ঠকে
আদেশ করিলেন যে, তুমি প্রতিমা
নির্মাণ কর। প্রথম প্রতিমা—কুব্জ-মূর্তি,
ইহা পরম শাস্ত, পদ্মপত্রায়ত-নেত্র ও
ত্রীবংস-কোষভ-শঙ্খ-চক্র-গদাধর হইবে।
দ্বিতীয় প্রতিমা,—অনন্তমূর্তি, ইহা গোরাঙ্গ,
ক্ষীরবর্ণাভ, স্থস্তিকাক্ষিচাহিত ও লাঙ্গল-
ধর হইবে; দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ,
বিজ্ঞাধর ও উরগগণ ইহার অন্ত
অবগত হইতে পারেন না, তাই ইনি
অনন্ত আখ্যায় অভিহিত। অতঃপর
তৃতীয় প্রতিমা—সুভজ্ঞামূর্তি; ইহা কুব্জবর্ণ,
সুশোভন ও সর্বলক্ষণে লক্ষিত হইবে।
এই সুভজ্ঞা বাসুদেবের ভগিনী। ৪১—৪৭।
ব্রহ্মা কহিলেন, সুকর্ষ্ম-কর্তা বিশ্বকর্ষ্মা ঐ কথা
শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শুভলক্ষণা প্রতিমা-
সকল নির্মাণ করিলেন। প্রথমে শুক্লবর্ণ,
শরচ্ছত্র-সমহৃতি, আরক্তনেত্র, মহাকায়,
কণিকণাকুল-মস্তক, নীলাম্বর-ধর বলমদ-

দ্বিতীয়ঃ পুণ্ডরীকাকং নীলজীমূতসন্নিভম্ ।
 অতসীপ্পসঙ্কাশং পদ্মপদ্মায়তেক্ষণম্ ॥ ৫১
 পীতবাসসমভূষণং শুভং ত্রীবৎসলক্ষণম্ ।
 চক্রপূর্ণকরং দিব্যং সৰ্বপাপহরং হরিম্ ॥ ৫২
 তৃতীয়ঃ স্বর্ণবর্ণাভাং পদ্মপদ্মায়তেক্ষণম্ ।
 বিচিত্রবস্ত্রসঙ্কনাং হারকেয়ুরভূষিতাম্ ॥ ৫৩
 বিচিত্রাভরণোপেতাং রত্নহারাবলম্বিতাম্ ।
 পীনোন্নতকুচাং রম্যাং বিশ্বকর্মা বিনির্ম্মমে ॥ ৫৪
 স তু রাজাভুতং দৃষ্ট্বা ক্ৰণেনৈকেন নিশ্চিন্তাঃ ।
 দিব্যবস্ত্রযুগচ্ছিন্না নানারত্নৈলঙ্কিতাঃ ॥ ৫৫
 সৰ্বলক্ষণসম্পন্নাঃ প্রতিমাঃ সূমনোহরাঃ ।
 বিশ্বয়ঃ পরমং গঙ্গা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৬
 ইন্দ্রহাস্য উবাচ ।
 কিং দেবো সমুদ্রপ্রাপ্তৌ দ্বিজরূপধরাবুভৌ ।
 উভৌ চাভুতকর্মাণৌ দেববৃত্তাবমানুষৌ ॥ ৫৭
 দেবো বা মানুস্যৌ বাপি যক্ষবিদ্যাধরৌ যুবাং
 কিং হু ব্রহ্মহবীকেশৌ কিংবন্ কিমুতাশিনৌ ॥

গর্জিত, এককুণ্ডলধারী, গদামুঘলপাণি
 বলদেব; দ্বিতীয়—নীল-জীমূত-সন্নিভ
 পুণ্ডরীক-নয়ন, অতসীপ্পসঙ্কাশ, পদ্ম-
 পদ্মায়ত-নেত্র, পীতবাসা, ত্রীবৎসলক্ষা, সৌম্য-
 বপু, চক্রধারী, সৰ্বপাপহারী হরি; এবং
 তৃতীয়—স্বর্ণবর্ণাভ, পদ্মপলাশনেত্র, বিচিত্র-
 বস্ত্র-পরিহিত, হার-কেয়ুর-ভূষিত, বিচিত্রা-
 ভরণযুক্ত, রত্নাহারধারিণী, পীনোন্নত-স্তনৌ,
 মনোহারিণী সুভদ্রাকে বিশ্বকর্মা নিৰ্ম্মাণ
 করিলেন। রাজা দেখিলেন, দিব্য বস্ত্রযুগে
 আচ্ছন্ন, নানা রত্নে সমলঙ্কৃত, সৰ্বলক্ষণ-
 সম্পন্ন, মনোরম প্রতিমাত্রয় ক্রণকাল মধ্যেই
 নিশ্চিন্ত হইল। তিনি অভুত ব্যাপার দেখিয়া
 পরম বিশ্বাসাপন্ন হইলেন এবং বলিলেন,—
 আপনারা কি দ্বিজরূপী দেব? অথবা অভুত-
 কর্মা দেবচরিত্র মনুষ্য? কলতঃ আপনারা
 দেব, মানুষ্য, যক্ষ, বিদ্যাধর, ব্রহ্মর্ষি, কিম্বা
 অধিনীকুমার, বাহাই কেন হউন না,
 আপনারা তব্ব আমি কিছুই জানি না।

ন বেদ্য সত্যসম্ভাবো মায়াৰূপেণ সংস্থিতৌ ।
 যুবাং গতো হস্মি শরণমাশ্রা তু মে প্রকান্ততাম্
 ইতি ত্রীবাক্ষে স্বয়ম্ভু-ঋষিসংবাদে প্রতিমোৎ-
 পত্তিকথনং নাম পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোহধ্যায় ।

ত্রীভগবানুবাচ ।

নাহং দেবো ন যক্ষো বা ন দৈত্যো ন চ দেবরাজ
 ন ব্রহ্মা ন চ ক্রদ্রোহং বিদ্ধি মাং পুরুষোত্তমম্
 অর্তিহা সৰ্বলোকানামনন্তবলপৌরুষঃ ।
 আরাধনীয়ে ভূতানামস্তো যন্ত ন বিদ্যতে ॥২
 পঠ্যতে সৰ্বশাস্ত্রেষু বেদান্তেষু নিগদ্যতে ।
 যমার্জ্জুনগম্যোতি বাসুদেবেতি যোগিনঃ ॥ ৩
 অহমেব স্বয়ং ব্রহ্মা অহং বিষ্ণুঃ শিবোহপ্যহম্
 ইন্দ্রোহং দেবরাজশ্চ জগৎসংযমনো যমঃ ॥৪
 পৃথিব্যাদীনি ভূতানি ত্রেতাগ্নিহৃতভুতনৃপ ।

আপনারা মায়াৰূপে অবস্থিত; আপনা-
 দেয় আমি শরণাপন্ন হইলাম। আপনারা
 আশ্রয়প্রার্থ করুন ॥ ৪৮—৫২ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ভগবান্ কহিলেন,—আমি দেব, যক্ষ,
 দৈত্য, দেবরাজ, ব্রহ্মা বা ক্রদ্র, কেহই নহি।
 আমাকে তুমি পুরুষোত্তম বলিয়াই জানিবে।
 আমি পুরুষোত্তম,—সকলেরই আর্তিহারী;
 আমার বল ও পৌরুষ অনন্ত। আমি সৰ্ব-
 ভূতের আরাধনীয়; আমার অন্ত নাই।
 আমি সৰ্বশাস্ত্রে কীর্তিত; বেদান্ত প্রভৃতি
 গ্রন্থের আমিই প্রতিপাদ্য। যোগিগণ
 আমাকেই জ্ঞানগম্য ও বাসুদেব নামে
 নির্দেশ করেন। আমিই স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু
 ও শিব এবং আমিই দেবরাজ ইন্দ্র ও
 জগৎ-সংযময়িতা যম। হে নৃপ! পৃথিব্যাদি

বরুণোহপাং পতিশ্চাহং ধরিজী চ মহীধরঃ ॥ ৫ ॥
 যৎ কিঞ্চিদ্ভাষয়ঃ লোকে জগৎস্বাবরজজন্মম্ ।
 চরাচরঞ্চ যদ্বিষং মদন্তশ্রান্তি কিঞ্চন ॥ ৬ ॥
 প্রীতোহহং তে নৃপশ্রেষ্ঠ বরং বরয় সূত্রত ।
 যদিষ্টং তৎ প্রযচ্ছামি হৃদি যন্তে ব্যবস্রিতম্ ॥ ৭ ॥
 মন্দর্শনমপুণ্যানাং স্বপ্নাস্তেহপি ন জায়তে ।
 স্বং পুনর্দৃঢ়ভক্তিত্বাৎ প্রত্যক্ষং দৃষ্টবানসি ॥ ৮ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

ঋত্বৈবং বাসুদেবস্ত বচনং তস্মৈ ভো দ্বিজাঃ ।
 রোমাঞ্চিততনুভূত্বা ইদং স্তোত্রং জগৌ নৃপঃ ॥ ৯ ॥
 রাজোবাচ ।

ত্রিযঃ কাস্ত নমস্তেহস্ত ত্রীপতে পীতবাসসে ।
 ত্রীদ ত্রীশ ত্রীনিবাস নমস্তে ত্রীনিকেতন ॥ ১০ ॥
 আদ্যং পুরুষমীশানং সর্বেশং সর্বতোমুখম্ ।
 নিকলং পরমং দেবং প্রণতোহস্মি সনাতনম্ ॥

সর্বভূত, ত্রেতাগ্নি, হতভুক, জলপতি বরুণ, ধরিজী ও মহীধর প্রভৃতি সমস্তই আমি । ত্রিভুবনে যে কিছু বাস্তুয়, যে কিছু স্বাবর-জন্ম জগৎ এবং যে কিছু চরাচর বিষ্ণু, সে সকল আমিই ; আমি ভিন্ন অন্য কিছুই অস্তিত্ব নাই । হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! হে সূত্রত ! আমি ত্রীত হইয়াছি ; তুমি বর প্রার্থনা কর ; তোমার যাহা অভিষ্ট, তুমি যাহা হৃদয়ে ধারণা করিয়াছ, তাহা তোমায় প্রদান করিতেছি । অকৃতপুণ্য ব্যক্তির স্বপ্নাস্তেও আমার দর্শন লাভ করিতে পারে না । তুমি দৃঢ়ভক্তি-সম্পন্ন ; তাই তুমি আমার প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছ । ১—৮ । ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজগণ ! বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া নরপতি রোমাঞ্চিত-কলেবরে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন । রাজা কহিলেন, হে ত্রীকান্ত, ত্রীপতে ! তুমি পীতবাসা, তোমায় আমার নমস্কার । হে ত্রীদ, ত্রীশ, ত্রীনিবাস, ত্রীনিকেতন ! তোমাকে নমস্কার করি । তুমি আত্ম, ঈশান, পুরুষ, সর্বেশ, সর্বতোমুখ, নিকল, সনাতন, পরমদেব ; তোমায় আমি প্রণাম করি ।

শকাভীতঃ গুণাভীতঃ ভাবাভাববিবর্জিতম্ ।
 নির্লেপঃ নির্গুণঃ সূক্ষ্মঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বভাবনম্ ॥ ১ ॥
 প্রাবৃণ্ণেষপ্রতীকাশং গোব্রাহ্মণহিতে রতম্ ।
 সর্বেষামেব গোপ্তারং ব্যাপিনং সর্বভাবিনম্ ॥
 শঙ্খচক্রধরং দেবং গদামুসলধারিণম্ ।
 নমস্তে বরদং দেবং নীলোৎপলদলচ্ছবিনম্ ॥ ২ ॥
 নাগপর্ষদ্রশয়নং কীরোদাৰ্ণবশায়িনম্ ।
 নমস্তেহহং হৃষীকেশং সর্বপাপহরং হরিম্ ॥ ৩ ॥
 পুনস্ত্বাং দেবদেবেশং নমস্তে বরদং বিভূম্ ।
 সর্বলোকেশ্বরং বিষ্ণুং মোক্ষকারণমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

এবং স্তব্বা তু তৎস্বদেবং প্রণিপত্য কৃতাজলিঃ ।
 উবাচ প্রণতো ভূত্বা নিপতঃ ধরনীতলে ॥ ১ ॥
 রাজোবাচ ।

প্রীতোহসি যদি মে নাথ বৃণোমি বরমুত্তমম্ ।
 দেবাসুরাঃ সগন্ধৰ্ব্বা যক্ষরাক্ষসমহোরগাঃ ॥ ২ ॥
 সিদ্ধবিজ্ঞাধরাঃ সাধ্যাঃ কিন্নরা গুহ্যকান্তধা ।
 ঋষয়ো যে মহাতাগা নানাশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৩ ॥

তুমি শকাভীত, গুণাভীত, ভাবাভাব-বিরহিত, নির্লেপ, নির্গুণ, সূক্ষ্ম, সর্বজ্ঞ, সর্বভাবন, প্রাবৃণ্ণ-পয়োধরসঙ্কাশ, গো-ব্রাহ্মণ-হিতে রত, সর্বগোপ্তা, সর্বব্যাপী, সর্বভাবন, শঙ্খচক্র-ধর, গদামুসলধারী, নীলোৎপল-দলকান্তি, বরদ ও দেবদেব, তোমায় আমি নমস্কার করি । তুমি কীরোদাৰ্ণবে, ভুজঙ্গ-পর্ষদ-শায়ী হৃষীকেশ, সর্বপাপহর হরি, তোমায় নমস্কার করি । হে দেবদেবেশ ! তুমি বরদ, বিভূ, সর্বলোকেশ, মোক্ষকারণ, অব্যয় বিষ্ণু, তোমাকে আমার পুনঃপুনঃ নমস্কার । ১—৩ । ব্রহ্মা কহিলেন, রাজা এইরূপে স্তব করিয়া প্রণিপাতপূর্বক কৃতাজলি-করে সর্বিনয়ে ভূপতিত হইয়া বলিলেন, হে নাথ ! আমি যদি ত্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রার্থনা করি যে, দেব, অসুর, গন্ধৰ্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মহোরগ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, সাধ্য, কিন্নর, গুহ্যক, মহাতাগ ঋষি এবং নানা শাস্ত্রজ্ঞ সাধুগণ, পরিব্রাজক, যোগিগণ, ও

পরিব্রাজ্যোগযুক্তাশ্চ বেদতত্ত্বার্থচিন্তকাঃ ।
 মোক্ষমার্গবিদো যেষন্তে ধ্যায়ন্তি পরমং পদম্ ॥
 নির্ভুগঃ নির্ভুলঃ শান্তঃ যৎ পশুন্তি মনীষিণঃ ।
 তৎপদং গন্তুমিচ্ছামি ত্বৎপ্রসাদাৎ সুহৃৎভবম্ ॥
 ত্রীভগবানুবাচ ।
 সৰ্বং ভবতু তদ্রং তে যথেষ্টং সৰ্বমাপ্নুহি ।
 ভবিষ্যতি যথাকামং মৎপ্রসাদাৎ ন সংশয়ঃ ॥
 দশ বর্ষসহস্রাণি তথা নব শতানি চ ।
 অবিচ্ছিন্নং মহারাজ্যং কুরু ত্বং নৃপসত্তম ॥ ২৩
 প্রযাস্তসি পদং দিব্যং ত্বত্ত্বং যৎ সুরাসুরৈঃ ।
 পূৰ্ণমনোরথঃ শান্তঃ শুভমব্যক্তমব্যয়ম্ ॥ ২৪
 পরাৎপরতরং স্বল্পং নির্লেপং নিষ্কলং ধ্রুবম্ ।
 চিন্তাশোকবিনির্মুক্তং ক্রিয়াকারণবর্জিতম্ ॥ ২৫
 তদহং দর্শয়িষ্যামি জ্যেষ্ঠাখ্যং পরমং পদম্ ।
 যং প্রাপ্য পরমানন্দং প্রাপ্যাসে পরমাং গতিম্
 কাতিশ্চ তব রাজেন্দ্র ভবত্যত্র মহীতলে ।
 যাবদ্বনা নভোঁ যাবদ্যাবচ্ছল্লার্কিতারকম্ ॥ ২৭
 যাবৎ সমুদ্রাঃ সপ্তৈব যাবন্মেরুদ্বাদিপর্বতাঃ ।

অস্তান্ত বেদতত্ত্বার্থ-চিন্তক মোক্ষমার্গদর্শী
 মনীষিগণ যে নির্ভুগ নির্ভুল শান্ত পরমপদকে
 ধ্যান ও দর্শন করিয়া থাকেন, আমি ভবৎ-
 প্রসাদে সেই সুহৃৎভব পরমপদই প্রাপ্ত
 হইতে ইচ্ছা করিতেছি। ভগবান্ কহি-
 লেন, তোমার সকল মঙ্গল হউক। তুমি
 সকল ইষ্ট বস্তুই প্রাপ্ত হও। আমার
 প্রসাদে নিশ্চয়ই তোমার সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ
 হইবে। তুমি দশসহস্র নবশত বর্ষ পর্যন্ত
 নিরবচ্ছিন্নভাবে মহারাজ্য ভোগ কর। পরে
 তুমি সুরাসুরগণের সুহৃৎভব দিব্য পদ
 প্রাপ্ত হইবে। যাহা পূর্ণ, শান্ত, শুভ, বক্তা
 ব্যক্ত, পরাৎপর, স্বল্প, নির্লেপ, নিষ্কল, ধ্রুব,
 চিন্তাশোক-বিরহিত ও ক্রিয়া-কারণবর্জিত
 এবং যাহা পাইলে তুমি পরমানন্দময় পরম
 গতি লাভ করিতে পারিবে, সেই জ্যেষ্ঠাখ্য
 পরমপদ তোমায় প্রদর্শন করিব। ১৭—২৬।
 হে রাজেন্দ্র! যতদিন পর্যন্ত আকাশ, মেঘ,
 চন্দ্র, অর্ক, তারকা, সপ্তসমুদ্র ও মেরু প্রভৃতি

তিষ্ঠন্তি দিবি দেবাস্চ তাবৎ সর্বত্র চাব্যয়াঃ ॥ ২৮
 ইন্দ্রহ্যসরো নাম তীর্থং যজ্ঞাসম্ভবম্ ।
 যত্র স্নাত্বা সৰুল্লোকঃ শত্রুলোকমবাধুয়াৎ ॥ ২৯
 দাপয়িষ্যতি যঃ পিণ্ডাস্তটেশ্বিন্ সরসঃ শুভে
 কুলৈকবিশমুদ্রত্য শত্রুলোকং গমিষ্যতি ॥ ৩০
 পূজ্যমানোহমরোতিশ্চ গন্ধর্বৈর্গীতনিশ্বনৈঃ ।
 বিমানেন বসেত্তত্র যাবদিত্যশ্চতুর্দশ ॥ ৩১
 সরসো দক্ষিণে ভাগে নৈঋত্যাঙ্ক সমাশ্রিতে
 অগ্নৌধস্তিষ্ঠতে তত্র তৎসমীপে তু মণ্ডপঃ ॥ ৩২
 কেতকীবনসঙ্করো নানাপাদপসঙ্কুলঃ ।
 নারিকেলৈরসংযোয়েচ্চম্পকৈর্বকুলাবৃতেঃ ॥ ৩৩
 অশোকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পুরাগৈর্নাগকেশরৈঃ ।
 পাটলাম্রাতসরলৈশ্চন্দনৈর্দেবদারুভিঃ ॥ ৩৪
 অগ্নৌধাশ্বখাদিরৈঃ পারিজাতৈঃ সহার্জুনৈঃ ।
 হিষ্টালৈশ্চৈব তালৈশ্চ শিংশপৈর্বদরৈস্তথা ॥ ৩৫
 করঞ্জৈর্লকুচৈঃ প্লক্ষৈঃ পনসৈবিশ্বধাতুৈঃ ।
 অশ্বৈর্বহুবৈধৈরুক্ষৈঃ শোভিতঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ৩৬

শৈলবৃন্দ থাকিবে এবং স্বর্গে দেবগণ যতদিন
 অবস্থান করিবেন, তাবৎকাল এই মহী-
 মণ্ডলের সর্বত্র তোমার অক্ষয় কীর্তি
 ঘোষিত হইবে। ইন্দ্রহ্যসরোবর নামে
 এক যজ্ঞাস-সমুদ্র তীর্থ প্রখ্যাত হইবে,
 তাহাতে একবার মাত্র স্নান করিয়াই মানবেরা
 ইন্দ্রলোকে উপনীত হইতে পারিবে এবং
 চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল পর্যন্ত
 অপ্সরোগণ কর্তৃক পূজিত ও গন্ধর্বগণের
 গীতশ্রবণে আপ্যায়িত হইয়া বিমানবিহারে
 ঐ লোকে বাস করিবে। ঐ সরোবরের
 দক্ষিণভাগে নৈঋত কোণে যে এক অগ্নৌধ
 বৃক্ষ আছে, তাহার সমীপস্থ মণ্ডপ কেতকী-
 বনে সমাচ্ছন্ন ও নানা পাদপে সমাকুল;
 অশ্বখ নারিকেল, চম্পক, বকুল, অশোক,
 কর্ণিকার, পুরাগ, নাগকেশর, পাটল, আম্রাত,
 সরল, চন্দন, দেবদারু, অগ্নৌধ, অশ্বখ,
 খদির, পারিজাত, অর্জুন, হিষ্টাল, তাল,
 শিংশপ, বদর, করঞ্জ, লকুচ, প্লক্ষ, পনস,
 বিশ্ব, ধাতুক, এবং অস্তান্ত বহু বৃক্ষ

আষাঢ়শ্রু সিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং পিতৃদেবতে ।
 ঋক্ষে নেয্যস্তি নস্তত্র নীত্বা সপ্ত দিনানি বৈ ॥
 যগুপে স্থাপয়িষ্যস্তি সুবেদ্যোতিঃ সুশোভনৈঃ
 ক্রীড়াবিশেষবহ্নিলৈনু ত্যাগীতমনোহরৈঃ ॥৩৮
 চামরৈঃ স্বর্ণদণ্ডৈশ্চ ব্যাজনৈ রত্নভূষণৈঃ ।
 বীজযন্তস্তথাশ্রমভ্যাং স্থাপয়িষ্যস্তি মঙ্গলাঃ ॥ ৩৯
 ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব স্নাতকাস্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 বানপ্রস্থঃ গৃহস্থাস্চ সিদ্ধাস্চাত্তে চ ব্রাহ্মণাঃ ॥ ৪০
 নানাবর্ণপদৈঃ স্তোত্রৈশ্চ গৃহজুঃসামনিম্বনৈঃ ।
 করিষ্যস্তি স্ততিং রাজন্ রামকেশবয়োঃ পুনঃ ॥
 ততঃ স্তম্বা চ দৃষ্ট্বা চ সম্প্রণম্য চ ভক্তিতঃ ।
 নরো বর্ষায়ুতঃ দিব্যঃ শ্রীমদ্ধরিপুরে বসেৎ ॥
 পূজ্যমানোহপ্সরোভিষ্ণ গন্ধর্ব্বগীতনিম্বনৈঃ ।
 হরৈরম্ভচরস্তত্র ক্রীড়িতে কেশবেন বৈ ॥ ৪৩
 বিমানৈর্নাকবর্ণৈ রত্নহারেণ ভাজতা ।
 সর্ব্বকামৈর্মহাভোগৈস্তিষ্ঠতে ভুবনোত্তমে ॥৪৪

ঐ মণ্ডপ শোভিত ও সমলকৃত । আষাঢ়-
 মাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে মধ্য
 নক্ষত্রে ঐ মণ্ডপে আমাদিগকে লইয়া গিয়া
 সপ্তদিন যাবৎ তথায় স্থাপনা করিবে এবং
 মঙ্গলভাজন মনুষ্যেরা বিবিধ সুন্দর বেশ-
 ভূষায় আমাদিগকে ভূষিত, মনোহর ক্রীড়া,
 নৃত্য ও গীতবিশেষ দ্বারা আপ্যায়িত এবং
 স্বর্ণদণ্ড রত্নভূষণ চামর দ্বারা বীজিত করিয়া
 স্থাপনা করিবে । তৎকালে ব্রহ্মচারী, যতি,
 স্নাতক, দ্বিজবর, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, সিদ্ধ ও
 অন্তান্ত ব্রাহ্মণেরা নানাবর্ণ-পদময় স্তোত্রে ও
 ঋক্ যজুঃ ও সাম-নির্মোহে আমাদিগকে
 স্তব করবেন । অনন্তর হে রাজন্ ! নরগণ
 রাম ও কেশবকে দর্শন, প্রণাম ও ভক্তি-
 ভরে স্তব করলে দিব্য অযুত বর্ষ যাবৎ
 হরিপুরে বাস করিবে এবং হরির অম্ভচর-
 রূপে অপ্সরোগণ কর্তৃক পূজিত ও গন্ধর্ব্ব-
 গণের গীত-নিম্বনে আপ্যায়িত হইয়া তাহার।
 কেশব সহ সেখানে ক্রীড়া করিতে থাকিবে ।
 সেই ভুবনোত্তমে অর্কবর্ণ বিমান, উজ্জল
 রত্নহার, ও সর্ব্ববিধ ইষ্ট মহাভোগ উপ-

তপঃকরাদিহাগত্য মনুষ্যো ব্রাহ্মণো ভবেৎ ।
 কোটীধনপতিঃ শ্রীমাংশতুর্দ্বৈদী ভবেৎ কবম্ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এবং তস্মৈ বরং দত্ত্বা কৃত্বা চ সময়ং হরিঃ ।
 জগামাদর্শনং বিপ্রাঃ সহিতো বিশ্বকর্মাণা ॥ ৪৬
 স তু রাজা তদা হৃষ্টো রোমাকিততনুর্কহঃ ।
 কৃতকৃত্যমিবাশ্রানং মেনে সন্দর্শনাক্ষরেঃ ॥ ৪৭
 ততঃ কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ সুভদ্রাঞ্চ বরপ্রদাম্ ।
 রথৈর্বিমানসঙ্কাশৈশ্চ মণিকান্ধনচিহ্নিতৈঃ ॥ ৪৮
 সদ্যহ তান্তদা রাজা মহামঙ্গলনিঃস্বনৈঃ ।
 আনয়ামাস মতিমান্ সামাত্যঃ সপুত্রোহিহিতঃ ॥
 নানাবাদিত্রনির্ধোষৈর্নানাবেদস্বনৈঃ শুভৈঃ ।
 সংস্থাপ্য চ শুভে দেশে পবিত্রে সুনোহরে ॥
 ততঃ শুভতিথৌ কালে নক্ষত্রে শুভলক্ষণে ।
 প্রতিষ্ঠাং কারয়ামাস সুনুহর্ত্তে দ্বিজৈঃ স হ ॥৫১

ভোগের পর তপঃকরে মানব এই মর্ন্ত্য
 আসিয়া কোটি ধনপতি শ্রীমান চতুর্দ্বৈদবিৎ
 ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে ।২৭—৪৫। ব্রহ্মা
 কহিলেন, হে বিপ্রগণ ! ভগবান্ হরি এই-
 রূপে তাঁহাকে বর দান করিয়া বিশ্বকর্ম্মার
 সহিত অন্তর্দ্বান করিলেন । তখন রাজা
 ইন্দ্রহুম্ন হরির দর্শন-নাভে হৃষ্ট ও রোমা-
 ণ্ডিত হইয়া আত্মাকে যেন কৃতকৃত্য বলিয়া
 মনে করিলেন । অনন্তর অমাত্য ও
 পুত্রোহিত সহ মতিমান্ নরপতি কৃষ্ণ, রাম ও
 সুভদ্রাকে মণিকান্ধন-চিহ্নিত বিমানপ্রতিম
 রথসমূহে বাহিত করিয়া মহা মঙ্গলধ্বনি
 করিতে করিতে আনয়ন করিলেন । পরে
 নানাবাদিত্র নির্ধোষে ও বেদধ্বনি সহকারে
 শুভ পবিত্র দেশে স্থাপনপূর্ব্বক দ্বিজগণ সহ
 শুভ তিথি, শুভ নক্ষত্র ও শুভ মুহূর্ত্তে
 যথাবিধি সেই সকল প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করি-
 লেন । মহাপতি আগাধ্যগণের যত্নানুসারে
 সমস্ত ক... নির্বাহ করিয়া বিধিপূর্ব্বক তাহা-
 দিগকে ও আগাধ্যদিগকে দক্ষিণা দান
 করিলেন । এই প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অন্তান্ত
 বহু অর্থীকেও ধন প্রদত্ত হইল । বিধিযত

যথোক্তেন বিধানেন বিধিদৃষ্টেন কৰ্ম্মণা ।
 আচাৰ্য্যামৃতেনৈব সৰ্বং কৃৎস্না মহৌপতিঃ ॥৫২
 আচাৰ্য্যায় তদা দক্ষা দক্ষিণাঃ বিধিবৎ প্রভুঃ ।
 ঋত্বিগৃভ্যশ্চ বিধানেন তথাস্ত্রেভ্যো ধনং দদৌ
 কৃৎস্না প্রতিষ্ঠাঃ বিধিবৎ প্রাসাদে ভবনোত্তমৈ ।
 স্থাপয়ামাস তান্ সৰ্বান বিধিদৃষ্টেন কৰ্ম্মণা ॥ ৫৪
 ততঃ সম্পূজ্য বিধিনা নানাপুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ
 সুবর্ণমণিমুক্তাদৌৰ্য্যনাবস্ত্রৈঃ সুশোভনৈঃ ॥ ৫৫
 রত্নৈশ্চ বিবিধৈর্দৈব্যরাসৈর্নগ্ৰামপত্তনৈঃ ।
 দদৌ চান্তান্ স বিষয়ান্ পুরাণি নগরাণি চ ॥৫৬
 এবং বহুবিধং দক্ষা রাজ্যং কৃৎস্না যথোচিতম্ ।
 ইষ্ট্বা চ বিবিধৈর্ষজৈর্দদ্বা দানান্তনেকশঃ ॥ ৫৭
 কৃতকৃত্যন্ততো রাজা ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ ।
 জগাম পরমং স্থানং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
 এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কথিতো বো নৃপোত্তমঃ ।
 ক্ষেত্ৰস্ত চৈব মাহাত্ম্যং কিমন্তচ্ছোভুমিচ্ছথ ॥ ৫৯
 বিষ্ণুৰ্বাচ ।

ঋত্বিগৃবঃ বচনং তস্ত ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ ।
 আশ্চর্য্যং মেনিরে বিপ্রাঃ পপ্রচ্ছুচ পুনর্মুদা ॥৬০

প্রতিষ্ঠা করিয়া বিধিদৃষ্ট কৰ্ম্মানুসারে সেই
 প্রতিমা সকল উত্তম প্রাসাদে স্থাপনপূর্বক
 নানা সুগন্ধি পুষ্প, সুবর্ণ, মণি, মুক্তা, নানা
 সুশোভন বস্ত্র, নানা রত্ন, দিব্য আসন, গ্রাম
 ও পত্তন এবং অন্তান্ত নানা বিষয়, পুর ও
 নগরাদি বহুবিধ বস্তু দানান্তে রাজত্ব করিতে
 লাগিলেন । এইরূপে তিনি বিবিধ যাগ
 যজ্ঞের অনুষ্ঠানান্তে অনেক প্রকার দান
 কার্য্য করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন । অনন্তর
 তিনি কালে সৰ্বপরিগ্রহ পরিহারপূর্বক
 বিষ্ণুর পরম পদলাভ করিলেন ১৪৬—৫৮। হে
 মুনিবরগণ ! এই আমি নৃপশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রহ্যবের
 বিবরণ শু ক্ষেত্ৰমাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিলাম ।
 আপনারা আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা
 করেন ? বিষ্ণু বলিলেন, অব্যক্তজন্ম
 ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া বিপ্রগণ আশ্চর্য্য
 বোধ করিলেন এবং ঐতিহ্যের পুনরায়

মুনয় উচুঃ ।

কস্মিন্ কালে সুরশ্রেষ্ঠ গম্ভব্যঃ পুরুষোত্তমম্ ।
 বিধিনা কেন কৰ্ত্তব্যঃ পঞ্চতীর্থমিতি প্রভো ॥৬১
 ঐকৈকস্ত চ তীর্থস্ত জ্ঞানদানস্ত যৎকলম্ ।
 দেবতাপ্রেক্ষণে চৈব ক্রহি সৰ্বং পৃথক্ পৃথক্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

নিরহারঃ কুরুক্ষেত্রে পাদেনৈকেন যন্তপেৎ ।
 জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধঃ সপ্তসংবৎসরায়ুতম্ ॥
 দৃষ্ট্বা সদা জ্যেষ্ঠশুক্রদ্বাদশ্যাং পুরুষোত্তমম্ ।
 কৃতোপবাসঃ প্রাপ্নোতি ততোহধিকতরং ফলম্
 তস্মাজ্যেষ্ঠে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রযত্নেন সুসংযতৈঃ ।
 স্বৰ্গলোকৈশ্চ বিপ্রাদ্যৈর্দ্রষ্টব্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
 পঞ্চতীর্থন্ত বিধিবৎ কৃৎস্না জ্যেষ্ঠে নরোত্তমঃ ।
 শুক্রপক্ষস্ত দ্বাদশ্যাং পশ্চোত্তমং পুরুষোত্তমম্ ॥
 যে পশুস্ত্যবায়ং দেবং দ্বাদশ্যাং পুরুষোত্তমম্ ।
 তে বিষ্ণুলোকমাসাদ্য ন চ্যবন্তে কদাচন ॥৬৭

জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ ! কোন্
 কালে পুরুষোত্তমে গমন করিতে হয় এবং
 হে প্রভো ! কোন্ বিধি অনুসারেই বা
 পঞ্চতীর্থকৃত্য করিতে হয় ? উহাদের
 এক একটি তীর্থে জ্ঞান, দান ও দেবতা
 দর্শন করিলে যে যে ফল হয়, তৎ-
 সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কীৰ্ত্তন করুন ।
 ৫৯—৬২ । ব্রহ্মা কহিলেন, যে ব্যক্তি জিতে-
 ন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ হইয়া সপ্ত অযুত বৎসর
 কুরুক্ষেত্রে তপশ্চরণ এবং জ্যেষ্ঠে শুক্র-
 দ্বাদশী দিনে উপবাসী থাকিয়া পুরুষোত্তম
 দর্শন করে, তাহার সৰ্বাপেক্ষা অধিকফল
 প্রাপ্তি হয় । অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! স্বৰ্গ-
 লোকলিপ্সু ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণ যত্নপূর্বক
 সুসংযত হইয়া জ্যেষ্ঠ দ্বাদশীদিনে পুরুষো-
 ত্তম দর্শন করিবেন । তীর্থ-সেবী নরবর
 বিধিপূর্বক পঞ্চতীর্থের সেবা করিবেন ।
 এবং শুক্রদ্বাদশীতে পুরুষোত্তম দর্শন
 করিবেন । যাহারা দ্বাদশীতে অব্যয় দেব
 পুরুষোত্তমকে দর্শন করে, তাহার বিষ্ণু-
 লোকে গমন করিয়া কদাচ তথা হইতে ত্রুট

তন্মাজ্জেষ্টে প্রযত্নেন গন্তব্যং ভো দ্বিজোত্তমাঃ
কৃত্বা তস্মিন্ পঞ্চতীর্থং দ্রষ্টব্যং পুরুষোত্তমঃ ॥
সুদূরহোহপি যো ভক্ত্যা কীর্তয়েৎ পুরুষোত্তমম্
অহঙ্কহনি শুদ্ধাত্মা সোহপি বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ
যাত্রাং করোতি কৃষ্ণস্ত শ্রদ্ধয়া যঃ সমাহিতঃ ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥৭০
চক্রং দৃষ্ট্বা হরেদ্রূরাৎ প্রাসাদোপরি সংস্থিতম্ ।
সহসা মুচ্যতে পাপান্নরো ভক্ত্যা প্রণম্য তৎ ॥৭১

ইতি শ্রীরাধে পুরুষোত্তমবর্ণনং নান্মৈক-
পক্ষাশোহাধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

বিপক্ষাশোহাধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

আসীৎকালশ্চোগ্রতরঃ * সম্প্রবৃন্তে মহাক্ষয়ে ।
নষ্টেহর্কচন্দ্রে পবনে নষ্টে স্বাবরজঙ্গমে ॥ ১

হয় না। হে দ্বিজগণ! মহা জ্যোষ্ঠকালে
যত্নের সহিত পুরুষোত্তমে গমন করা কর্তব্য
এবং গিয়া পঞ্চতীর্থ-কৃত্য অহঙ্কহনের পর
পুরুষোত্তম দর্শন করা বিধেয়। যে ব্যক্তি
দূরে থাকিয়াও প্রতিদিন শুদ্ধচিত্তে ভক্তি-
ভরে পুরুষোত্তম নাম কীর্ত্তন করে, যে ব্যক্তি
শ্রদ্ধা সহকারে বিষ্ণুযাত্রা বিধান করে,
তাহারও বিষ্ণুপ্রাপ্তি হয় এবং সর্বপাপ
বিদূরিত হয়। পুরুষোত্তমের প্রাসাদোপরি
যে চক্র আছে, মানব দূর হইতে
উহা দর্শনপূর্বক ভক্তিভরে প্রণাম
করিলে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া
থাকে। ৬০—৭১।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিপক্ষাশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—পুরাকালে মহাপ্রলয়
উপস্থিত হইলে, কাল অতি ভীষণ হইয়া-

* “আসীৎ কল্পে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ” ইতি
কচিং পাঠঃ

উদিত প্রলয়াদিত্যে প্রচণ্ডে ঘনগর্জিতে ।
বিহ্বাহুংপাতসজ্জাতৈঃ সন্তপ্তৈ তরুপর্বতে ॥ ২
লোকে চ সংহতে সর্বৈ মহদ্বাক্তানিবহঁণে ।
শুষ্কেষু সর্বতোয়েষু সরঃসু চ সরিৎসু চ ॥৩
ততঃ সংবর্তকো বহির্কায়ুনা সহ ভো দ্বিজাঃ ।
লোকং তু প্রাবিশৎ সর্বমাদিত্যৈরুপদেশাভিতম্
পশ্চাৎ স পৃথিবীং ভিষা প্রবিষ্ট চ রসাতলম্ ।
দেবদানবযক্ষাণাং ভয়ং জনয়তে মহৎ ॥ ৫
নির্দহন্যগালোকং যচ্চ কিঞ্চিৎকিতাবিহ ।
অধঃস্তানুনিশাদ্দীনাঃ সর্বং নাশয়তে কণাৎ ॥
ততো যোজনবিংশানাং সহস্রাণি শতানি চ ।
নির্দহন্যগালো বায়ুঃ স চ সংবর্তকোহনলঃ ।
সদেবাসুরগন্ধর্বঃ সম্যকোরগরাক্ষসম্ ।
ততো দহতি সন্দীপ্তঃ সর্বমেব জগৎপ্রভুঃ ॥৮

ছিল। চন্দ্র, সূর্য, স্বাবর-জঙ্গম কিছুই
ছিল না; তখন প্রলয়াদিত্য সমুদিত হইল।
প্রচণ্ড ঘন-গর্জন শ্রুত হইতে লাগিল।
বৈহ্বাহুপাতে তরু-পর্বত সকলই চূর্ণ
বিচূর্ণ হইল। লোক সকল বিনষ্ট হইয়া
গেল। বৃহৎ বৃহৎ উচ্চপাত হইতে লাগিল।
সরিৎসরোবরাদি সমস্ত জলাশয় শুষ্ক
হইয়া গেল। হে দ্বিজগণ! ঐ সময় পবন
ও প্রভাকর-সহযোগে ভীষণ সম্বর্তক বহিঃ
সর্বত্র আবির্ভূত হইল। ঐ বহিঃ পরে
পৃথিবী ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশ-
পূর্বক দেব, দানব ও যক্ষদিগের মহা ভয়
উৎপাদন করিল। তাহার প্রভাবে নাগ-
লোক দহ্য হইল এবং এই ক্ষিতিতলে যাহা
কিছু ছিল, তৎসমস্তও ভস্মীভূত হইয়া
গেল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! অধঃ উর্দ্ধ যেখানে
যাহা ছিল, সকলই সেই বহিঃর প্রকোপে
ক্ষণমধ্যে নষ্ট হইয়া গেল। তখন কিপ্র-
গামী বায়ু ও সেই সম্বর্তক অনল, অল্পকাল
মধ্যেই শত শত সহস্র সহস্র যোজন স্থান
দহ্য করিয়া কোলিল। দেব, অসুর, গন্ধর্ব,
যক্ষ, রাক্ষস, উরগ, সমস্ত জগৎপ্রাণীই সেই
প্রদীপ্ত সম্বর্তক-পাবকে দহ্য হইয়া গেল।

প্রদীপ্তোহসৌ মনুরৌদ্রঃ কল্মাশিরিতিসংক্রতঃ
 মহাজালো মহার্চিমান সম্প্রদীপ্তমহান্বনঃ ॥ ৯
 সূর্য্যকোটীপ্রতীকশো জলনিব স তেজসা ।
 ত্রৈলোক্যং চাদহর্জুং সসুরাসুরমাহুযম্ ॥ ১০
 এবংবিধে মহাঘোরে মহাপ্রলয়দাক্ষণে ।
 ঋষিঃ পরমধর্ম্মাশ্চা ধ্যানযোগপরোহভবৎ ॥
 একঃ সন্তীর্ণতে বিপ্রা মার্কণ্ডেয়েতি বিক্রতঃ ।
 মোহরাশৈর্নিবন্ধোহসৌ ক্ষুৎতৃষ্ণাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ
 স দুষ্টা তং মহাবহ্নিঃ শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতানুকঃ ।
 তৃষ্ণার্জঃ প্রখলন্ বিপ্রাস্তদাসৌ ভয়বিহ্বলঃ ॥ ১৩
 বভ্রাম পৃথিবীং সর্বাং কান্দিশীকো বিচেতনঃ ।
 জাতারং নাধিগচ্ছন্ বৈ ইতশ্চৈতশ্চ ধাবতি ॥ ১৪
 ন লেভে চ তদা শর্ম্ম যত্র বিশ্রাম্যতা দ্বিজাঃ ।
 করোমি কিং ন জানামি যস্তাহং শরণং ব্রজে

আমরা শুনিয়াছি, ঐ কল্মাশি অতি রৌদ্র-
 কারে প্রদীপ্ত হইতেছিল। উহা মহাজাল,
 মহার্চিমান প্রদীপ্ত, ঘোরনিদ্রা, কোটি সূর্য্য-
 সকাশ, ও তেজঃপ্রদীপ্ত হইয়া সুরাসুর-নর-
 পরিবৃত্ত সম গ্রৈল্লোক্য সহসা দগ্ধ করিয়া
 কলিল। হে বিপ্রগণ! আমরা শুনিয়াছি, ঈদৃশ
 মহাঘোর মহা-প্রলয়-সঙ্কটে এক মাত্র
 পরমধর্ম্মা মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া
 অবস্থিত ছিলেন। কিন্তু তখন
 মোহশাশে আবদ্ধ ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আকু-
 লেন্দ্রিয় হইয়া পড়িলেন। সেই মহাবহ্নি
 দর্শনে তাঁহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক
 হইয়া গেল। তিনি তৃষ্ণার্জ ও ভয়বিহ্বল
 হইয়া তপস্তা হইতে বিচ্যুত হইলেন
 এবং বিচেতনপ্রায় ও কিংকর্তব্য-বিমুঢ়
 হইয়া সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে
 লাগিলেন। তখন তিনি কোথাও কোন
 আশ্রয় প্রাপ্ত না হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত
 হইতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! তৎ-
 কালে মার্কণ্ডেয় ঋষি যেখানেই বিশ্রাম
 করেন, কোথাও সুখ শান্তি প্রাপ্ত হয়েন
 না; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এখন
 আমি কি করিব? কোথায় গিয়া কাহার

কথং পশ্যামি তং দেবং পুরুষেশং সনাতনম্ ॥
 ইতি সঙ্কিতয়ন্ দেবমেকাগ্রেণ সনাতনম্ ॥ ১৬
 প্রাপ্তবাস্তুৎপদং দিব্যং মহাপ্রলয়কারণম্ ।
 পুরুষেশমিতি খ্যাতং বটরাজং সনাতনম্ ॥
 ত্বরাযুক্তো মুনিশ্চাসৌ ত্ত্রোগ্রোধস্তান্তিকঃ যযৌ ।
 আসাদ্য তং মুনিশ্চেষ্টান্তস্ত মূলে সমাবিশৎ ॥
 ন কালাগ্নিভয়ং তত্র ন চাক্ষারপ্রবর্ষণম্ ।
 ন সংবর্তাগমস্তত্র ন চ বজ্রাশনিস্তথা ॥ ১৯
 ইতি ক্রীত্বাক্ষে স্বয়ম্ভুঋষিসংবাদে মার্কণ্ডেয়েন
 বটদর্শনং নাম দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো গজকুলপ্রখ্যাস্তভিগ্নালাবিভূষিতাঃ ।
 সমুত্তম্বর্ষহামেষা নভস্তম্ভতদর্শনাঃ ॥ ১

শরণাপন্ন হইব? কিছুই জানিতে পারি-
 তেছি না; কিরূপেই বা সেই সনাতন
 পুরুষোত্তম দেবকে অবলোকন করিব?
 এইরূপে একাগ্রতার সহিত মহাপ্রলয়-
 কারণ সনাতন পরম পদ চিন্তা করত
 সন্দেরে পুরুষেশনামক এক শ্রেষ্ঠ বটবৃক্ষ
 দোখতে পাইলেন। তদদর্শনে তিনি ত্বরা-
 দ্বিত হইয়া সেই ত্ত্রোগ্রোধ তরুর
 সমীপে গমন করিলেন এবং তাহাকে
 প্রাপ্ত হইয়া তদীয় মূল দেশে উপবিষ্ট
 হইলেন। দেখিলেন, সেখানে কালাগ্নি-
 ভয়, অক্ষার বর্ষণ, সম্বর্তসমাগম বা বজ্রা-
 শনিপাত কিছুই নাই। ১—১৯।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর ভিগ্নালা-
 মণ্ডিত গজেন্দ্রপ্রাথম অঙ্কুরাকার মহা-
 মেঘ সকল আকাশে সমুদ্ভূত হইল।

কেচিন্নোলোৎপলশ্রুমাঃ কেচিং কুমুদসন্নিভাঃ ।
 কেচিংকিঞ্জলসঙ্কশাঃ কেচিং পীতাঃ পরোধরাঃ
 কেচিন্ধরিতসঙ্কশাঃ কাকাণ্ডসন্নিভান্তথা ।
 কেচিং কমলপত্রাভাঃ কেচিন্ধিসুলসন্নিভাঃ ॥ ৩
 কেচিংপুরবরাকারাঃ কেচিঙ্গিরিবরোপমাঃ ।
 কেচিঙ্গনসঙ্কশাঃ কেচিমরকতপ্রভাঃ ॥ ৪
 বিদ্যুন্মাল্যাপিনদ্ধাঙ্গাঃ সমুত্তম্বুর্জহাখনাঃ ।
 ঘোররূপা মহাভাগা ঘোরস্বননিদাদিতাঃ ॥ ৫
 ততো জলধরাঃ সর্ষে সমাবধূতভস্মলম্ ।
 তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ষা স্পর্কতবনাকরা ॥ ৬
 আপুরিতা দিশঃ সর্ষাঃ সলিলৌঘপরিপ্লুতাঃ ।
 ততস্তে জলদা ঘোরা বারিণা মুনিসন্তমাঃ ॥ ৭
 সর্ষতঃ প্রাবয়ামাসুশোদিতাঃ পরমেষ্ঠিনা ।
 বর্ষমাণা মহাতোয়ং পুরয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ৮
 সুঘোরমশিবং রৌদ্রং নাশয়ন্তি স্ম পাবকম্ ॥
 ততো দ্বাদশ বর্ষাণি পয়োদাঃ সমুপপ্লবে ॥ ৯
 ধারাভঃ পুরয়ন্তো বৈ চোদামান্য মহাত্মনা ।

ঐ সকল মেঘের মধ্যে কতকগুলি নীলোৎপলবৎ শ্রামবর্ণ, কতকগুলি কুমুদপ্রতিম, কতকগুলি কিঞ্জলতুল্য, কতকগুলি পীতবর্ণ, কতকগুলি হরিতাকার, কতকগুলি কাকাণ্ডনিভ, কতকগুলি পদ্মপলাশ-সঙ্কশ, কতকগুলি হিঙ্গুলকান্তি, কতকগুলি পুরবরাকৃতি, কতকগুলি গিরিকল্প, কতকগুলি মরকতপ্রভ এবং কতকগুলির অঙ্গ বিদ্যুন্মাল্যমণ্ডিত । হে মহাভাগগণ ! ঐ সকল মহামেঘ গভীর গর্জন করিতে করিতে ঘোরাকারে সমুথিত হইল । তখন জলধরবৃন্দ একযোগে নভস্তল আনুত করিল । এই সশৈল-কাননা সমস্ত ধরা ঐ সকল জলদজালে আপুরিত হইল । জলপ্রবাহে সর্ষদিক্ পরিপ্লুত হইয়া গেল । হে মুনিবরগণ ! ঐ ঘোরাকৃতি জলদজাল বারিবধণে সর্বস্থান প্রাবিত করিয়া ফেলিল । পরমেষ্ঠী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহার মহাজলবর্ষণে বসুন্ধরাকে পরিপূরিত করত অশিবজনক ভীষণ পাবক প্রশমিত করিয়া দিল । ঐ জলদবৃন্দ দ্বাদশবর্ষ যাবৎ

ততঃ সমুদ্রাঃ স্বাং বেলামতিক্রমন্তি ভো দ্বিজাঃ
 পর্বতাশ্চ ব্যাধীয্যন্ত মহী চাপর্শ্ব নিমজ্জতি ।
 সর্বতঃ সুমহাত্রাত্তান্তে পয়োদা নভস্তলম্ ॥ ১১
 সংবেষ্টয়িত্বা নশ্বান্তি বায়ুবেগসমাহতাঃ ।
 ততস্তং মারুতং ঘোরং স বিষ্ণুর্মুনিসন্তমাঃ ॥ ১২
 আদিপদ্মালয়ো দেবঃ পীতা স্বপিত্তি ভো দ্বিজাঃ
 হিম্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্বাবরজঙ্গমে ॥ ১৩
 নষ্টে দেবাসুরনরে যক্ষরাক্ষসবর্জিতে ।
 ততো মুনিঃ স বিশ্রান্তো ধাত্বা চ পুরুষোত্তমম্
 দদর্শ চক্ষুঃশীল্য জলপূর্ণং বসুন্ধরাম্ ।
 নাপশ্বন্তং বটং নোবীং ন দিগাদি ন ভাস্করম্
 ন চন্দ্রাক্ষিপবনং ন দেবাসুরপন্নগম্ ।
 তস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে তমোভূতে নিরাশ্রয়ে ॥
 নিমজ্জন স তদা বিপ্রাঃ সন্তর্ভুমুপচক্রমে ।

বারিবধণ করত অজস্র ধারাপাতনে মহীমণ্ডল প্রাবিত করিল । হে দ্বিজগণ ! অনন্তর সমুদ্র সকল স্বীয় বেলা অতিক্রম করিল । পর্বত সকল বিশীর্ণ হইল । মহী মহাজলরাশিমধ্যে মগ্ন হইয়া গেল । পয়োদমণ্ডল নভস্তলের সর্বস্থান পরিবেষ্টনপূর্বক মুহূর্ত্ত ভ্রমণ করিতে লাগিল । অবশেষে প্রঘল বাগবগে সমাহত হইয়া তাহার বিন্দু হইয়া গেল । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! আদি পদ্মালয় দেবদেব বিষ্ণু তখন ঐ সকল ভীষণ মারুত পান করিয়া সেই তয়াবহ একার্ণবে শয়ন করিলেন । স্বাবর জঙ্গম তখন নষ্ট হইয়া গেল । দেব-অসুর, যক্ষ-রাক্ষস, কাহারই আশ্রয় রহিল না । তৎকালে সেই মার্কণ্ডেয় মুনি বিশ্রামলাভান্তে পুরুষোত্তমকে ধ্যান করিয়া নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্বক দেখিলেন, বসুন্ধরা জলে জলাকার হইয়া গিয়াছে । তিনি তাহার সেই আশ্রিত বটবৃক্ষ, উল্লী, দিক্ প্রভৃতি, ভাস্কর, চন্দ্র, অগ্নি, পবনদেব, অসুর কিম্বা পন্নগ কাহাকেই দেখিতে পাইলেন না । সেই ঘোর একার্ণবে কোনই আশ্রয় নাই ; সর্বত্রই তমোরাশি পরিব্যাপ্ত । বিপ্রগণ ! তৎকালে

বভ্রামাসৌ মুনিশ্চাৰ্ভ ইতশ্চেতশ্চ সংপ্রবন ॥১৭

নিমমজ্জ তদা বিপ্রাস্থাতারং নাধিগচ্ছতি ।

এবং তং বিহ্বলং দৃষ্টা কৃপয়া পুরুষোত্তমঃ ।

প্রোবাচ মুনিশাৰ্দ্দুলাস্তদা ধ্যানেন তোষিতঃ ॥১৮

শ্রীভগবানুবাচ ।

বৎস শ্রান্তোহসি বালন্তং ভক্তন্তং মম স্মৃতত ।

আগচ্ছাগচ্ছ শীঘ্রং ত্বং মার্কণ্ডেয় মমাস্তিকম্ ॥

মা ত্বয়ৈব চ ভেতব্যং সম্প্রাপ্তোহসি মমাগ্রতঃ

মার্কণ্ডেয় মুনে ধীর বালন্তং শ্রমপীড়িতঃ ॥২০

ব্রহ্মোবাচ ।

তস্ত তদ্বচনং শ্রদ্ধা মুনিঃ পরমকোপিতঃ ।

উবাচ স তদা বিপ্রা বিস্মিতশ্চাভবনমুহঃ ॥ ২১

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

কোহয়ং নাম্না কৌৰ্ভয়তি তপঃ পরিভবরিব ।

বহুবর্ষসহস্রাখ্যং ধর্ময়নিব মে বপুঃ ॥ ২২

সেই মুনিশ্রেষ্ঠ একাধ্বজলে মগ্ন হইয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। তিনি আর্ন্তভাবে জলোপরি ভাসিতে ভাসিতে বহুকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলেন। তখন তিনি কোন ভ্রাণকর্ত্তাকেই প্রাপ্ত না হইয়া জলধিজলে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। তাঁহাকে তথাবিধ বিহ্বল দেখিয়া ধ্যানতোষিত পুরুষোত্তম রূপাপুরুষ বলিলেন, হে বৎস, স্মৃতত! বালক তুমি—শ্রান্ত হইয়াছ; তুমি আমার ভক্ত। এস—মার্কণ্ডেয়! শীঘ্র তুমি মৎসমীপে আগমন কর। হে ধীর, মার্কণ্ডেয় মুনে! বালক তুমি; শ্রম-পীড়িত হইয়াছ; তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমারই নিকটে আসিয়াছ। ১—২০। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি অত্যন্ত কোপিত হইলেন এবং বিস্ময়ের সহিত বায়ুদ্বার বলিলেন,—কে অজ্ঞ মদীয় তপোবলের প্রতি অনজ্ঞা প্রকাশ করিয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকিল? এই ব্যক্তি আমার বহুসহস্র বর্ষব্যাপী জীবিতকালের প্রতি যুগা প্রকাশ

ন হ্যেয সমুদাচারো দেবেষপি সমাহিতঃ ।

মাং ব্রহ্মা স চ দেবেশো দীর্ঘায়ুরিতি ভাষতে

কন্তপো ঘোরশিরসো মমাদ্য ত্যক্তজীবিতঃ ।

মার্কণ্ডেয়তি চোক্তা মনমুত্যাঃ গন্তমিহেচ্ছতি

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তদা বিপ্রাশ্চিন্তাবিপ্লোহভবনুনিঃ ।

কিং স্বপ্নোহয়ং ময়া দৃষ্টং কিং বা মোহোহয়ং—

মাগতঃ ॥২৫

ইথং চিন্তয়তস্তস্ত উৎপন্ন্য হুঃখহা মতিঃ ।

ব্রজামি শরণং দেবং ভক্ত্যাহং পুরুষোত্তমম্ ॥

স গত্বা শরণং দেবং মুনিস্তদগতমানসঃ ।

দদর্শ তং বটং ভূয়ো বিশালং সলিলোপরি ॥২৭

শাখায়াং তস্ত সৌবর্ণং বিস্তীর্ণায়াং মহাভূতম্ ।

কুচিরং দিব্যপর্ধ্যাক্ষং রচিতং বিশ্বকর্মাণা ॥ ২৮

বজ্রবৈদ্যরচিতং মণিবিজ্রমশোভিতম্ ।

পদ্মরাগাদিভিজু'ষ্টং রত্নৈরত্নৈরলঙ্কিতম্ ॥ ২৯

করিল। এ প্রকার নৈতিক ব্যবহার কে দেবসমাজেও ত দেখিতে পাওয়া যায় না। দেবদেব ব্রহ্মা আমাকে দীর্ঘায়ু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কোন বিগতজীবন ব্যক্তি অজ্ঞ আমার মার্কণ্ডেয় নামে ডাকিয়া নিজের মৃত্যু কামনা করিল? ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! মার্কণ্ডেয় এই কথা কহিয়া চিন্তা-বিষ্ট হইলেন, ভাবিলেন,—ইহা কি আমি স্বপ্ন দেখিলাম? কিহা আমার মোহ উপস্থিত হইল? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার তখন হুঃখধ্বংসিনী মতি প্রাপ্ত হইল। তিনি স্থির করিলেন, আমি ভক্তিপুরুষক পুরুষোত্তম দেবের শরণ গ্রহণ করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই মুনিবর তদগতমনে পুরুষোত্তম দেবের শরণ লইলেন; দেখিলেন; সেই বটবৃক্ষ পুনর্বার সলিলোপরি ভাসমান রহিয়াছে। তাহার বিশাল শাখায় পরমভূত দিব্য সৌবর্ণ পর্য্যাক্ষ বিশ্বকর্মা কর্তৃক রচিত আছে। ঐ পর্য্যাক্ষ হীরক, প্রবাল, মণি, মুক্তা, পদ্মরাগ ও অন্যান্য বিবিধ রত্নে সন্মলঙ্কৃত, নানা

নানাস্তরণসংবীতঃ নানারত্নোপশোভিতম্ ।
 নানার্চ্যসমায়ুক্তঃ প্রভামণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৩০
 তন্ত্রোপরি স্থিতঃ দেবঃ কৃষ্ণঃ বালবপুর্জরম্ ।
 সূর্য্যকোটীপ্রভীকাশঃ দীপ্যমানঃ সুবর্চসম্ ॥
 চতুর্ভুজঃ সুন্দরাক্ষঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ।
 শ্রীবৎসবক্ষসঃ দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৩১
 বনমালাবৃত্তোরঙ্গঃ দিব্যকুণ্ডলধারণম্ ।
 হারভারাপিতগ্রীবঃ দিব্যরত্নবিভূষিতম্ ॥ ৩২
 দৃষ্ট্বা তদা মুনির্দেবঃ বিশ্বয়োৎফুল্ললোচনঃ ।
 রোমাঞ্চিততনুর্দেবঃ প্রণিপত্যোদমব্রবীৎ ॥ ৩৩
 মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
 অহো চৈকাগ্ণবে ঘোরে বিনষ্টে সচরাচরে ।
 কথমেকো হয়ঃ বালস্তিষ্ঠত্যত্র সুনির্ভয়ঃ ॥ ৩৪
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ভূতঃ ভব্যঃ ভবিষ্যৎ জানন্নপি মহামুনিঃ ।
 ন বুবোধ তদা দৈবঃ মায়ায়া তস্মা মোহিতঃ ।

আন্তর্য্যে আচ্ছন্ন, নানা আশ্চর্য্য দৃশ্যে
 পরিপূর্ণ ও প্রভামণ্ডলে মণ্ডিত । সেই
 পর্য্যকোপরি বালকবপুঃ শ্রীকৃষ্ণ দেব
 অবস্থান করিতেছেন । তদীয় দেহপ্রভা
 কোটি সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল : তিনি সুবর্চস,
 চতুর্ভুজ, সুন্দরাক্ষ, পদ্মপত্রবৎ আয়ত-
 নেত্র ও শঙ্খ-চক্র-গদা-ধর ; তাঁহার বক্ষ
 শ্রীবৎস ও বনমালায় মণ্ডিত ; তিনি
 দিব্য কুণ্ডলধারী ; তদীয় গ্রীবাদেশে
 হারোজ্জ্বল ; তিনি নানাবিধ দিব্য রত্নে
 রাজিত । মুনিবর মার্কণ্ডেয় সেই দেব-
 দেবকে দেখিয়া বিশ্বয়োৎফুল্লনেত্রে রোমা-
 ঞ্চিতগাত্রে প্রণিপাতপুরঃসর বলিলেন,
 অহো ! এই ঘোর একাগ্ণবজলে চরাচর
 সমস্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । এই বালক
 একাকী এখানে কিরূপে নির্ভয়ে রহিল ?
 ব্রহ্মা করিলেন, মহামুনি মার্কণ্ডেয় ভূত,
 ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ব্যাপারে অভিজ্ঞ
 হইয়াও দৈবী মায়ায় মোহিত হইয়া কিছুই
 তখন বুঝিতে পারিলেন না । যখন তিনি
 একান্তই সে তত্ত্ব বুঝিয়া উঠিলেন না,

যদা ন বুবুধে চৈনং তদা খেদাহ্বাচ হ ॥ ৩৬
 মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
 বৃথা মে তপসো বীৰ্য্যঃ বৃথা জ্ঞানঃ বৃথা ক্রিয়া ।
 বৃথা মে জীবিতঃ দীর্ঘঃ বৃথা মামুষ্যমেব চ ॥ ৩৭
 যোহহং সুপ্তঃ ন জানামি পর্য্যঙ্কে দিব্যবালকম্
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এবং সঞ্চিস্তয়ন্ বিপ্রঃ প্রবমানো বিচেতনঃ ।
 ত্রাণার্থং বিহ্বলশচাসৌ নির্বেদঃ গতবাস্তদা ॥
 ততো বালার্কসঙ্কাশং স্বমহিষা ব্যবাহিতম্ ।
 সর্ব্বতেজোময়ং বিপ্রা ন শশাকাভিবীক্ষিতম্ ॥
 দৃষ্ট্বা তং মুনিমায়ান্তঃ স বালঃ প্রহসন্নিব ।
 প্রোবাচ মুনিশাঙ্গীলাস্তদা মেঘোঘনিবনঃ ॥ ৪১
 শ্রীভগবানুবাচ ।
 বৎস জানামি ত্রাস্তং ত্বাং ত্রাণার্থং মামুপহিতম্
 শরীরং বিশ মে ক্ষিপ্ৰং বিশ্রামন্তে ময়োদিতঃ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ত্রাস্তা স বচনং তস্মা কিঞ্চিন্নোবাচ মোহিতঃ ।

তখন খেদের সহিত বলিতে লাগিলেন,
 আমার তপোবল, জ্ঞান, ক্রিয়া, দীর্ঘ জীবন
 ও মামুষ্যত্ব সকলই বৃথা । কেননা, আমার
 ঐ সকল সত্ত্বেও আমি অজ্ঞ এই পর্য্যঙ্ক-
 শায়ী দিব্য বালককে বিদিত হইতে
 পারিলাম না । ১২১—৩৮ । ব্রহ্মা করিলেন, মুনি
 মার্কণ্ডেয় অচেতনপ্রায় হইয়া ঐরূপ চিন্তা
 করিতে করিতে সেই মহাগ্ণবজলে ভাসিতে
 লাগিলেন । তিনি ত্রাণলাভের জন্ত
 ব্যাকুল হইলেন । তাঁহার তখন নির্বেদ উপ-
 স্থিত হইল । হে বিপ্রগণ ! সেই বালক
 স্বীয় মহিষায় অধিষ্ঠিত, বালার্কপ্রতিম ও সর্ব্ব-
 তেজোময় । মুনিবর মার্কণ্ডেয় তাঁহার প্রতি
 দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হইলেন না । তখন
 সেই বালক মুনিকে ভাসিয়া আসিতে দেখিয়া
 সহাস্ত-আশ্চে মেঘগভীরস্থরে বলিলেন,
 বৎস ! আমি জানিতে পারিয়াছি, তুমি ত্রাস্ত
 হইয়া পরিত্রাণ পাইবার জন্ত আমার
 শরণাগত হইয়াছ ; শীঘ্র মদীয় শরীরে
 প্রবেশ কর ; তাহাতে তোমার বিশ্বাস লাভ

বিবেশ বদনং তন্তু বিবৃতং চাবশো মুনিঃ ॥৪৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে মার্কণ্ডেয়প্রলয়-
দর্শনং নাম ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

স প্রবিষ্টোদরে তন্তু বালন্ত মুনিসত্তমঃ ।
দদর্শ পৃথিবীং কুৎস্নাং নানাজনপদৈবৃতাম্ ॥১
লবণেশ্বরাসর্পির্দধিহুঙ্কজলোদধীন ।
দদর্শ তান্ সমুদ্রাংশ্চ জম্বুং প্লক্ষঞ্চ শাল্মলম্ ॥২
কুশং ক্রৌঞ্চঞ্চ শাকঞ্চ পুষ্করঞ্চ দদর্শ সং ।
ভারতাদীনি বধাণি তথা সর্বাংশ্চ পৰ্বতান্ ॥৩
মেরুঞ্চ সৰ্ব্বরত্নাঢ্যমপশ্যৎ কনকচলম্ ।
নানারত্নাধিতেঃ শৃঙ্গৈর্ভূষিতং বলকন্দরম্ ॥ ৪
নানামুনিজনা কীর্ণং নানারক্ষবনাকুলম্ ।
মানাসম্বসমাযুক্তং নানাশর্চ্যাসমধিতম্ ॥ ৫
ব্যাজ্রৈঃ সিংহৈর্বরাহৈশ্চ চামরৈর্বাহিষৈর্গজৈঃ ।

ঘটিবে । ব্রহ্মা কহিলেন, মুনিবর তাঁহার কথা
শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, মোহবশে
বিবশ হইয়া তদীয় বিবৃত বদনে প্রবেশ
করিলেন ॥ ৩৯—৪৩ ॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৩ ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—মুনিসত্তম মার্কণ্ডেয়
সেই বালকের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে
নানা জনপদ-পরিবৃত্তা সমগ্র মেদিনী, লবণ-
ইন্দু-সুরা-সর্পি-দাঘ ও হুঙ্ক প্রভৃতি সপ্ত
জলাধি, জম্বু-প্লক্ষ-শাল্মল-কুশ ক্রৌঞ্চ-শাক
ও পুষ্কর প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ, ভারতাদি
নানা বর্ষ, নিখিল পর্বত এবং যাহা—সর্বরত্ন-
ময় কনকমণ্ডিত, বহু কন্দরযুত, নানা
মুনিজনা কীর্ণ, নানা তরুপরিপূর্ণ, নানা
সম্বসঙ্গ, নানাশর্চ্যাময়, ব্যাজ্র-সিংহ-

মৃগৈঃ শাখামৃগৈশ্চাত্তৈর্ভূষিতং সূমনোহরম্ ॥৬
শক্রাদ্যৈর্বিবিধৈর্দেবৈঃ সিদ্ধচারণপন্নগৈঃ ।
মুনিযক্ষাপরোভিশ্চ বৃতৈশ্চাত্তৈঃ সুরালয়েঃ ॥৭
এবং সূমেরুং শ্রীমন্তমপশ্যন্মুনিসত্তমঃ ।

পর্যটনং স তদা বিপ্রস্তন্তু বালন্ত চোদরে ॥ ৮
হিমবন্তং হেমকূটং নিষধং গন্ধমাদনম্ ।
শ্বেতঞ্চ দুর্ধরং নীলং কৈলাসং মন্দরং গিরিম্ ॥
মহেন্দ্রং মলয়ং বিষ্ণ্যং পারিষাত্রং তথার্বুদম্ ।
সহস্রং শুক্রিমন্তঞ্চ মৈনাকং বক্রপর্বতম্ ॥ ১০
এতাশ্চাত্তাশ্চ বহবো যাবন্তঃ পৃথিবীধরাঃ ।
ততস্তাংস্ত মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সোহপশ্যন্তুভূষিতান্ ॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ পাঞ্চালান্ মৎস্তান্ মদ্রান্ স
কেকয়ান্ ।

বাহ্লীকান্ শূরসেনাংশ্চ কাশ্মীরাস্তজ্ঞানং খসান্
পার্বতীয়ান্ কিরাতাংশ্চ কর্ণপ্রাবরণান্ মরুন্ ।
অন্ত্যজানন্ত্যজাতীংশ্চ সোহপশ্যন্তু চোদরে ॥
মৃগান্ শাখামৃগান্ সিংহান্ বরাহান্
স্মরান্ শশান্ ।

গজাংশ্চাত্তাশ্চাত্তা সন্তান্ সোহপশ্যন্তু চোদরে
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি গ্রামাশ্চ নগরাণি চ ।

বরাহ-মহিষ-গজ ও শাখামৃগগণে পরিবৃত্ত,
শক্রাদি সুরবৃন্দ ও সিদ্ধ চারণ-পন্নগ-
মুনি-যক্ষ ও অপ্সরাগণে অধিষ্ঠিত,
এবং অত্যাশ্চ সুরালয়ে সমলঙ্কৃত, তথা-
বিধ সূমনোহর সূমেরুগিরি সন্দর্শন
করিলেন । এইরূপে সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বালকের
উদরে বিচরণ করিতে করিতে সূমেরু,
হিমবান্, হেমকূট, গন্ধমাদন, শ্বেত, দুর্ধর,
নীল, কৈলাস, মন্দর, মহেন্দ্র, মলয়, বিষ্ণ্য,
পারিষাত্র অর্বুদ, শুক্রিমান্, মৈনাক ও
বক্র প্রভৃতি পর্বত এবং অত্যাশ্চ যাবতীয়
মহীধর দর্শন করিলেন । হে মুনিবরগণ !
এতদ্ভিন্ন কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল, মৎস্ত, মদ্র,
কেকয়, বাহ্লীক, শূরসেন, কাশ্মীর, তজ্ঞান,
খস, পার্বত্য, কিরাত, কর্ণপ্রাবরণ ও মরু-
দেশ এবং অন্ত্যজ, অনন্ত্যজ, প্রভৃতি জাতি,
মৃগ, শাখামৃগ, সিংহ, স্মর, শশ, গজ ও

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়ং তথা ॥ ১৫
 শক্রাদীন বিবুধান্ শ্রেষ্ঠাস্তথাশ্রাংশ্চ দিবোকসঃ
 গন্ধর্বাঋষসো যক্ষানৃষীশ্চৈব সনাতনান্ ॥ ১৬
 দৈত্যদানবসজ্জাশ্চ নাগাশ্চ মুনিসন্তমাঃ ।
 সিংহিকাতনয়াশ্চৈব যে চাত্রে সুরশক্রবঃ ॥ ১৭
 যৎকিঞ্চিতেন লোকেহাস্মিন্ দৃষ্টপূর্বং চরাচরম্
 অপশ্যৎ স তদা সর্বং তস্ম কুক্ষৌ দ্বিজোত্তমাঃ
 অথবা কিং বহুজেন কীৰ্ত্তিতেন পুনঃপুনঃ ।
 ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্যন্তং যৎকিঞ্চিৎ স চরাচরম্ ॥ ১৯
 ভূলোকঞ্চ ভুবলোকং স্বলোকঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 মহর্জনস্তপঃ সত্যমতলং বিতলং তথা ॥ ২০
 পাতালং সূতলঞ্চৈব তলাতলং রসাতলম্ ।
 মহাতলঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডমপশ্যন্তস্ত চোদরে ॥ ২১
 অব্যাহতা গতিস্তস্ত তদাভূদ্বিজসন্তমাঃ ।
 প্রসাদান্তস্ত দেবস্ত স্মৃতিলোপশ্চ নাভবৎ ॥ ২২
 ভ্রমমাণস্তদা কুক্ষৌ কুৎস্নং জগদিদং দ্বিজাঃ ।

অন্তান্ত সব, এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থ, গ্রাম, নগর, কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, ক্রয়, বিক্রয়, ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠদেব, অন্তান্ত দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, যক্ষ, ঋষি, দৈত্য, দানব, নাগ, এবং সিংহিকানন্দনগণ, ও অন্তান্ত সুরশক্রগণ সমস্তই সেই বালকের উদরে তিনি দেখিতে পাইলেন। অধিক কি, জগতে যে কিছু চরাচর পদার্থ পূর্বে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, সে সকলই তিনি সেই বালকের কুক্ষিমধ্যে দেখিলেন। ১—১৮। অথবা পুনঃ পুনঃ অধিক বলিয়া কি হইবে? ব্রহ্মাদি ভূপর্য্যন্ত যে কিছু চরাচর, সকলই সে উদরে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। ভূলোক, ভুবলোক, মহলোক, জন তপ ও সত্যলোক, অতল, বিতল, পাতাল, সূতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল এবং ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই তদীয় উদরে তিনি দেখিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তৎকালে তাঁহার গতি অব্যাহত হইল এবং সেই দেবদেবের প্রসাদে সুরগ শক্তি লোপ পাইল না। হে দ্বিজগণ! মুনিবর তদীয় উদরস্থ

নাস্তং জগাম দেহস্ত তস্ত বিষ্ণোঃ কদাচন ॥ ২৩
 যদাসৌ নাগতশাস্তং তস্ত দেহস্ত ভো দ্বিজাঃ
 তদা তং বরদং দেবং শরণং গতবান্ মুনিঃ ॥ ২৪
 ততোহসৌ সহসা বিপ্রা বায়বেগেন নিঃসৃতঃ
 মহান্মনো মুখান্তস্ত বিবৃতাৎ পুরুষস্ত সঃ ॥ ২৫
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে মার্কণ্ডেয়স্ত তপ-
 বৎকৃষ্ণপরিবর্তনং নাম চতুঃপঞ্চা-
 শোধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

স নিষ্ক্রম্যোদরান্তস্ত বালস্ত মুনিসন্তমাঃ ।
 পুনশ্চৈকার্ণবামূর্কীয়মপশ্যজ্ঞনবর্জিতাম্ ॥ ১
 পূর্বদৃষ্টঞ্চ তং দেবং দদর্শ শিশুরূপিণম্ ।
 শাখায়্য বটবৃক্ষস্ত পর্য্যঙ্কোপরি সংস্থিতম্ ॥ ২
 শ্রীবৎসবক্ষসং দেবং পীতবস্ত্রং চতুর্ভুজম্ ।

সকল জগতে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু সেই বিষ্ণুদেহের অন্ত তিনি কোন কালেই পাইলেন না। হে দ্বিজগণ! যখন তিনি কোনরূপেই তাহার অন্ত পাইতে পারিলেন না, তখন সেই বরদ দেবদেবের শরণাপন্ন হইলেন। শরণ লইবার পর-মুহূর্ত্তেই সেই মহাপুরুষের বিবৃত মুখবিবর হইতে সহসা মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডের বহির্গত হইয়া পড়িলেন। ১৯—২৫।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ

ব্রহ্মা করিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! মুনিপ্রবর মার্কণ্ডেয় সেই বালকের উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় জনপ্রাণি-হীন একাণবীকৃত উরুকে অবলোকন করিলেন এবং সেই বটবৃক্ষ শাখায় পর্য্যঙ্কোপরি সেই পূর্বদৃষ্ট শিশুরূপী দেবদেবকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—সেই

জগদাদায় তিষ্ঠন্তং পদ্মপদ্মায় তেজসম ॥ ৩
সোহপি তং মুনিমায়ান্তং প্রবমানমচেতনম্ ।
দৃষ্ট্বা মুখাধিনিজান্তং প্রোবাচ প্রহসন্নিব ॥ ৪
শ্রীভগবানুবাচ ।

কচ্চিষ্মোষিতং বৎস বিশ্রান্তক মমোদরে ।
ভ্রমমাণশ্চ কিং তত্র আশ্চর্য্যং দৃষ্টবানসি ॥ ৫
ভক্তোহসি মে মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রান্তোহসি চ মমাশ্রিতঃ
তেন ত্বামুপকারায় সম্ভাষে পশু মামিহ ॥ ৬
ব্রহ্মোবাচ ।

ঈশ্বর্য্যং স বচনং তস্য সম্প্রহৃষ্টতনুহঃ ।
দদর্শ তং সুহৃৎপ্রেক্ষ্যং রত্নৈর্দ্বিবিবোরলকৃতম্ ॥ ৭
প্রসন্নো নির্য্যলা দৃষ্টির্মুহূর্ত্তান্ত্র ভো দ্বিজাঃ ।
প্রসাদান্তস্য দেবস্য প্রাহুর্ভূতা পুনর্নবা ॥ ৮
রক্তাজ্জলিতলো পাদৌ ততস্তস্য সুরার্চিতৌ ।
প্রণম্য শিরসা বিপ্রো হর্ষগদগদয়া গিরা ॥ ৯

পুণ্ডরীকাক্ষ, শ্রী বৎসবক, পীতবাসা, চতুর্ভুজ
দেব, জগৎ কবলিত করিয়া অবস্থান
করিতেছেন। এ দিকে সেই বালকবপু
শ্রীকৃষ্ণও মুনিকে স্বীয় মুখবিবর হইতে
নিজান্ত হইয়া ভাসিয়া আসিতে দেখিলেন,
দেখিয়া হস্ত সহকারে বলিলেন, বৎস!
তুমি আমার উদরে বাস করিয়া বিশ্রাম
লাভ করিয়াছ কি? এবং তথায় ভ্রমণ
করিতে করিতে কোন আশ্চর্য্য তোমার
দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে কি? হে মুনি-
শ্রেষ্ঠ! তুমি আমার ভক্ত; শ্রান্ত হইয়া
আমায় তুমি আশ্রয় করিয়াছ; তাই
তোমার উপকারে; নিমিত্ত তোমায় বলি,
তুমি এখন আমার অবলোকন কর। ব্রহ্মা
কহিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া
মুনিবর প্রহর্ষে পুলকিত হইলেন এবং সেই
রক্তাজ্জল-মণ্ডিত হৃৎকায় পুরুষকে
দৃষ্টিগোচর করিলেন। হে দ্বিজগণ! মুহূর্ত্ত
মধ্যে তদীয় দৃষ্টি বিমল ও ঐশ্বর্য্য হইল।
সেই দেবদেবের প্রসাদে তাহার দৃষ্টি যেন
পুনরায় নবীকৃত হইয়া প্রকাশ পাইল।
হে বিপ্রগণ! মুনিবর মার্কণ্ডেয় ভগবানের

কৃতাজ্জলিন্দ্রদা হৃষ্টো বিস্মিতশ্চ পুনঃপুনঃ ।
দৃষ্ট্বা তং পরমাত্মানং সংস্তোত্বমুপচক্রমে ॥ ১০
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
দেবদেব জগন্নাথ মায়াবালবপুর্ধ্বর ।
ত্ৰাহি মাং চাক্রপদ্মাক্ষ হৃৎখিতং শরণাগতম্ ॥ ১১
সন্তপ্তোহস্মি সুরশ্রেষ্ঠ সংবর্ত্তাখ্যেন বহিনা ।
অঙ্গারবর্ষভীতক ত্ৰাহি মাং পুরুষোত্তম ॥ ১২
শোষিতশ্চ প্রচণ্ডেন বায়ুনা জগদায়ুনা ।
বিহ্বলোহহং তথা শ্রান্তস্ত্ৰাহি মাং পুরুষোত্তম ॥
তাপিতশ্চ তথা দিত্যৈঃ প্রলয়াবর্ত্তকাদিভিঃ ।
ন শান্তিমধিগচ্ছামি ত্ৰাহি মাং পুরুষোত্তম ॥ ১৩
তুষিতশ্চ ক্ষুধাবিষ্টো হৃৎখিতশ্চ জগৎপতে ।
ত্ৰাতারং নাত্র পশ্যামি ত্ৰাহি মাং পুরুষোত্তম ॥
অস্মিন্নেকারণবে ঘোরে বিনষ্টে সচরাচরে ।
ন চান্তমধিগচ্ছামি ত্ৰাহি মাং পুরুষোত্তম ॥ ১৪
তবোদরে চ দেবেশ ময়া দৃষ্টং চরাচরম্ ।
বিস্মিতোহহং বিষণ্ণশ্চ ত্ৰাহি মাং পুরুষোত্তম ॥

রক্তাজ্জলিন্দ্র-মণ্ডিত সুরসেবিত পাদদ্বয়ে
প্রণিপাতপূর্ব্বক যুক্তকরে বারম্বার বিস্ময়-
সহকারে হর্ষগদগদ-বাক্যে স্তব করিতে
লাগিলেন। ১—১০। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,
হে জগন্নাথ, মায়া-বালকবপুঃ, চাক্রপদ্মাক্ষ,
দেবদেব! আমি শরণাগত, হৃৎখিত, আমার
তুমি জ্ঞান কর। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি সম্বর্ত্ত-
নামক বহির প্রভাবে সন্তপ্ত হইয়াছি।
অঙ্গারবর্ষণে ভীত হইয়াছি, হে পুরুষোত্তম!
আমায় তুমি পরিজ্ঞান কর। আমি অতি
প্রচণ্ড জগদায়ু বায়ু কর্তৃক শোষিত হইয়া
বিহ্বল ও শ্রান্ত হইয়াছি, প্রলয়ের আদিত্য
ও আবর্ত্তকাদি দ্বারা তাপিত হইয়া কোথাও
কিঞ্চিৎ শান্তি পাইতেছি না, হে পুরুষোত্তম!
আমায় জ্ঞান কর। হে জগৎপতে! আমি
তুষিত, ক্ষুধাবিষ্ট ও হৃৎখিত হইয়া কাহাকেও
আর জ্ঞানকর্ত্তা দেখিতেছি না; পুরুষোত্তম!
তুমি আমার জ্ঞান কর। হে দেবেশ! তোমার
উদরে এই চরাচর সমস্ত বস্তু আমি দেখি-
য়াছি, দেখিয়া বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইয়াছি;

সংসারেহ্মিষ্মিরালদে প্রসীদ পুরুষোত্তম ।
 প্রসীদ বিবুধশ্রেষ্ঠ প্রসীদ বিবুধপ্রিয় ॥ ১৮
 প্রসীদ বিবুধাং নাথ প্রসীদ বিবুধানয় ।
 প্রসীদ সৰ্বলোকেশ জগৎকারণকারণ ॥ ১৯
 প্রসীদ সৰ্বকৃদেব প্রসীদ মম ভূধর ।
 প্রসীদ সলিলাবাস প্রসীদ মধুসূদন ॥ ২০
 প্রসীদ কমলাকান্ত প্রসীদ ত্রিদশেশ্বর ।
 প্রসীদ কংসকেশিয় প্রসীদারিষ্টনাশন ॥ ২১
 প্রসীদ কৃষ্ণ দৈত্যয় প্রসীদ দম্বজান্তক ।
 প্রসীদ মথুরাবাস প্রসীদ যত্ননন্দন ॥ ২২
 প্রসীদ শক্রাবরজ প্রসীদ বরদাবায় ।
 ত্বং মহী ত্বং জলং দেব ত্বমগ্নিস্ত্বং সমীরণঃ ॥ ২৩
 ত্বং নভস্ত্বং মনশ্চৈব ত্বমহঙ্কার এব চ ।
 ত্বং বুদ্ধিঃ প্রকৃতিশ্চৈব সৰ্বাভ্যাস্ত্বং জগৎপতে ॥
 পুরুষস্ত্বং জগদ্ব্যাপী পুরুষাদপি চোত্তমঃ ।
 ত্বমিচ্ছিয়াপি সৰ্বাণি শব্দাভ্যাবিষয়া প্রভো ॥ ২৫
 ত্বং দিকৃপালাশ্চ ধৰ্ম্মাশ্চ বেদা যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ
 ত্বমিচ্ছস্ত্বং শিবো দেবস্ত্বং হবিস্ত্বং হতাশনঃ ॥
 ত্বং যমঃ পিতৃরাড়দেব ত্বং রক্ষোহধিপতিঃ স্বয়ম্
 কুরুণস্বমপাং নাথ ত্বং বায়ুস্ত্বং ধনেশ্বরঃ ॥ ২৭

হে পুরুষোত্তম! আমার তুমি ত্রাণ কর ।
 এই আশ্রয়বিহীন সংসারে আমার প্রতি
 তুমি প্রসন্ন হও । হে বিবুধশ্রেষ্ঠ, বিবুধপ্রিয়,
 বিবুধনাথ, বিবুধানয়, সৰ্বলোকেশ, জগৎ-
 কারণ কারণ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও
 হে সৰ্বকৃৎ, ভূধর, সলিলাবাস, মধুসূদন, কমলা-
 কান্ত, ত্রিদশেশ্বর, কংসকেশিয়, অরিষ্টনাশন,
 দৈত্যয়, দম্বজান্তক, কৃষ্ণ! তুমি প্রসন্ন হও ।
 হে মথুরাবাস, যত্ননন্দন, ইন্দ্রাবরজ, বরদ,
 অবায়! প্রসন্ন হও । হে দেব! তুমি মহী,
 জল, অগ্নি, সমীরণ, আকাশ ও নভস্তল এবং
 মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, সৰ্বাভিগুণ,
 জগদ্ব্যাপী পুরুষ, পুরুষ হইতে উত্তম
 পুরুষ, সমস্ত ইচ্ছিয়, শব্দাদি বিষয়, দিকৃ,
 কাল, ধৰ্ম্ম, বেদ, সদক্ষিণ যজ্ঞ, ইন্দ্র, শিব,
 হবি, হতাশন, পিতৃরাই, যম, রাক্ষসাদি-

ত্বমীশানস্বমনস্ত্বং গণেশশ্চ যগ্নুধঃ ।
 বসবস্ত্বং তথা রুদ্রাস্ত্বাদিত্যাশ্চ খেচরাঃ ॥ ২৮
 দানবাস্ত্বং তথা যক্ষাস্ত্বং দৈত্য্যঃ সমরুদগাণাঃ ।
 সিদ্ধাস্ত্বাশ্চাপ্সরসো নাগা গন্ধৰ্ব্বাস্ত্বং সচারাণাঃ ॥
 পিতরো বালখিল্যাশ্চ প্রজানাং পতয়োহচ্যুত
 মুনয়স্ত্বমুযিগণাস্ত্বমিষিনো নিশাচরাঃ ॥ ৩০
 অত্যাশ্চ জাতয়স্ত্বং হি যৎকিঞ্চিজীবসংজ্ঞিতম্ ।
 কিঞ্চাত্ৰ বহনোক্তেন ব্রহ্মাদিস্ত্বংগোচরম্ ॥ ৩১
 ভূতঃ ভব্যঃ ভবিষ্যৎ ত্বং জগৎ সচরাচরম্ ।
 যন্তে রূপং পরং দেব কূটস্থমচলং ক্রবম্ ॥ ৩২
 ব্রহ্মাভ্যাস্তন্ন জানন্তি কথমন্তেহল্লমেধসঃ ।
 দেব শুদ্ধস্তভাবোহসি নিত্যস্ত্বং প্রকৃতেঃ পরঃ
 অব্যক্তঃ শাস্তোহনন্তঃ সৰ্বব্যাপী মহেশ্বরঃ ।
 ত্বমাকাশঃ পরঃ শান্তো অজন্তঃ বিভূরব্যয়ঃ ॥ ৩৪
 এবং ত্বাং নির্গুণং স্তোতুং কঃ শক্নোতি
 . নিরঞ্জনম্ ।

পতি, জনপতি বরুণ, বায়ু, ধনেশ্বর, ঈশান,
 অনন্ত, গণেশ, যগ্নুধ, বসু, রুদ্র, আদিত্য,
 খেচর, দানব, যক্ষ, দৈত্য, মরুদগণ, সিদ্ধ,
 অপ্সরা, নাগ, গন্ধৰ্ব্ব, চারুণ, পিতৃগণ,
 বালখিল্যগণ, প্রজাপতিগণ, মুনিগণ, ঋষি-
 গণ, আশ্বিনীকুমারদ্বয়, নিশাচরগণ, এবং
 অত্যা যে কিছু জাতি ও জীবসংজ্ঞক
 সকলই তুমি। অধিক কি ব্রহ্মাদি তুণ
 পর্যন্ত যে কিছু আছে, সকলই তুমি ভিন্ন
 আর কিছুই নহে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও
 বর্তমান, সমস্ত কাল ও কালিক ব্যবহার
 সকলই তুমি। হে দেব! তোমার যে
 কূটস্থ অচল ক্রব পরম রূপ, ব্রহ্মাদি দেব-
 গণই তাহা জানেন না; স্মৃতরাং মাদৃশ
 অল্লমেধা জন, কি করিয়া তাহ বিদিত
 হইবে? হে দেব! তুমি শুদ্ধস্তাব নিত্য,
 প্রকৃতির অতীত, অব্যক্ত, শাস্ত, অনন্ত,
 সৰ্বব্যাপী, মহেশ্বর, পরম শান্ত, আকাশ,
 অজ, অবায়, বিভূ; তুমি নির্গুণ ও নিরঞ্জন
 পুরুষ; কে তোমার স্তব করিতে সমর্থ? হে

। যময়া দেব বিকলেনাগ্নচেতসা
তৎ সৰ্বং দেবদেবেশ। ক্ষন্তুমর্হসি চাব্যয় ॥ ৩৫
ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভুবাধিসংবাদে ভগবৎস্তব-
নিরূপণং নাম পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইখং স্ততস্তদা তেন মার্কণ্ডেয়েন ভো দ্বিজাঃ ।
শ্রীতঃ প্রোবাচ ভগবান্নেঘগন্তীরয়া গিরা ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ ।

ক্রহি কামং মুনিশ্রেষ্ঠ যন্তে মনসি বর্ততে ।
হৃদামি সৰ্বং বিপ্রর্ষে মন্তো যদভিবাঙ্কসি ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ ।

ক্ষত্বা স বচনং বিপ্রাঃ শিশৌস্তস্ত মহাত্মনঃ ।
উবাচ পরমশ্রীতো মুনিস্তদগতমানসঃ ॥ ৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

জাতুমিচ্ছামি দেব ত্বাং মায়াং বৈ তব চোত্তমাম্

দেব ! আমি অল্পচেতা হইয়া তোমার এই যে
কিঞ্চিং স্তব করিলাম, ইহার যে কিছু ক্রটি-
বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তৎসমস্ত—হে দেব-
দেবেশ ! তুমি ক্ষমা কর । ১১—৩৫ ।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৫।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজগণ ! তৎকালে
মার্কণ্ডেয় মুনি কর্তৃক এইরূপে স্তব হইয়া
ভগবান্ শ্রীত হইলেন এবং মেঘ-গন্তীর-
নগ্নে তাঁহাকে বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ !
তোমার মনোভীষ্ট কি, তাহা প্রকাশ কর,
আমি তোমার সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব ।
ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রগণ ! সেই মহাত্মা
শিশুর কথা শ্রবণ করিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি
পরম শ্রীত হইয়া তদগতমনে বলিলেন,
হে দেব ! ভবদীয় উত্তম মায়া আমি

অংপ্রসাদাচ্চ দেবেশ স্মৃতির্ন পরিহীয়তে ॥ ৪
ক্রতমন্তঃ শরীরেণ সততং পর্য্যবর্তিতম্ ।

ইচ্ছামি পুণ্ডরীকাক্ষ জাতুং ত্বামহমব্যয়ম্ ॥ ৫

ইহ ভূত্বা শিশুঃ সাক্ষাৎ কিং ভবানবতিষ্ঠতে ।

পীত্বা জগদিদং সৰ্বমেতদাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬

কিমর্থকং জগৎ সৰ্বং শরীরস্থং তবানঘ ।

কিয়ন্তকং ত্বয়া কালমিহ স্তেয়মরিন্দম ॥ ৭

জাতুমিচ্ছামি দেবেশ ক্রহি সৰ্বমশেষতঃ ।

ত্বদ্বতঃ কমলপত্রাক্ষ বিস্তরেণ যথাতথম্ ।

মহদেতদচিন্ত্যকং যদহং দৃষ্টবান্ প্রভো ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তঃ স তদা তেন দেবদেবো মহাত্ম্যতিঃ ।

সান্ত্বয়ন্ স তদা বাক্যমুবাচ বদতাং বরঃ ॥ ৯

শ্রীভগবানুবাচ ।

কামং দেবাশ্চ মাং বিপ্র নহি জানন্তি তত্ত্বতঃ ।

তব শ্রীত্যা প্রবক্ষ্যামি যথৈদং বিশ্জাম্যাহম্ ॥

জানিতে ইচ্ছা করি । হে দেব ! তোমার
প্রসাদে আমার স্মৃতিশক্তি যেন বিলুপ্ত
হয় না । আমি তোমার অন্তরে অতি
ক্রত ভ্রমণ করিয়াছি । হে পুণ্ডরী-
কাক্ষ ! তুমি কে ? তাহা জানিতে ইচ্ছা
করি ! তুমি এখানে শিশুরূপে এই সকল
জগৎ পান করিয়া কেন অবস্থান করিতেছ,
তাহা আমায় বল । হে অনঘ ! এই নিখিল
জগৎ ভবদীয় দেহে কেন রহিয়াছে, আর
কত কালই বা তুমি এখানে এইরূপে
অবস্থান করিবে ? হে অরিন্দম, দেবদেব !
এ সকল আমি তোমার নিকট হইতে
বিস্তৃতরূপে জানিতে ইচ্ছা করি । হে কমল-
পত্রাক্ষ ! আমি যাহা দেখিলাম, তাহা মহৎ
এবং অচিন্তনীয় । ১—৮ । ব্রহ্মা কহিলেন,
মার্কণ্ডেয় এই কথা কহিলে, মহাবক্তা মহা-
ত্ম্যতি দেবদেব তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দান-
পূর্বক বলিলেন, হে বিপ্র ! দেবগণও আমায়
সম্যকরূপে জানেন না ; আমি তোমার
প্রতি শ্রীত হইয়া—যেভাবে আমি এ সকলের
সৃষ্টিকর্তা, তাহা তোমায় বলিতেছি । হে

পিতৃভক্তোহসি বিপ্রর্থে মামেব শরণং গতঃ ।

ততো দৃষ্টোহস্মি তে সাক্ষাদ্ ব্রহ্মচর্যঞ্চ তে
মহৎ ॥ ১১

আপো নারা ইতি পুরা সংজ্ঞাকর্ম্য কৃতং ময়া ।

তেন নারায়ণোহস্ম্যুক্তো মম তাস্ত্বয়নং সদা ॥

অহং নারায়ণো নাম প্রভবঃ শাস্ততোহব্যয়ঃ ।

বিধাতা সর্বভূতানাং সংহর্তা চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৩

অহং বিষ্ণুরহং ব্রহ্মা শক্রচাপি সুরাধিপঃ ।

অহং বৈশ্রবণো রাজা যমঃ প্রেতাধিপস্তথা ॥ ১৪

অহং শিবশ্চ সোমশ্চ কশ্চপশ্চ প্রজাপতিঃ ।

অহং ধাতা বিধাতা চ যজ্ঞশ্চাহং দ্বিজোত্তমঃ ॥

অগ্নিরাশ্চ ক্রিতিঃপাদো চন্দ্রাদিতৌ চ লোচনে

দ্যৌর্মূর্ধ্বা খং দিশঃ শ্রোত্রে তথাপঃ শ্বেদসম্ভবাঃ

সদিশঞ্চ নভঃ কায়ো বায়ুর্মনসি মে স্থিতঃ ।

ময়া ক্রতুশ্চৈরিষ্টং বহুভিষ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥ ১৭

যজ্ঞস্তে বেদবিদুষো মাং দেবযজনে স্তুতম্ ।

পৃথিব্যাং ক্ষত্রিয়েন্দ্রাশ্চ পার্থিবাঃ স্বর্গকারিষ্কণঃ

যজন্তে মাং তথা বৈশ্ণাঃ স্বর্গলোকজিগীষবঃ ।

বিপ্রর্থে ! তুমি পিতৃভক্ত, বিশেষতঃ আমার

শরণাগত ; তাই তোমার প্রতি আমি

তুষ্ট । তোমার যে অসাধারণ ব্রহ্মচর্য্য,

তাহাও আমার বিদিত । পুরাকালে আমি

জলের 'নার' এই সংজ্ঞা নির্দেশ করি ;

সেই জন্ত আমার নাম নারায়ণ । সেই

নারসকল সদাই আমার অয়ন ; আমি

নারায়ণ নামে সকলেরই প্রভব । আমি

অব্যয় শাস্ত, সর্বভূতের বিধাতা ও সৃষ্টি-

কর্তা । আমিই বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বৈশ্রবণ,

প্রেতপতি যমরাজ, শিব, সোম, প্রজাপতি

কশ্চপ, ধাতা, বিধাতা, ও যজ্ঞ । অগ্নি

আমার মুখ ; ক্রিতি আমার পাদদ্বয় ;

চন্দ্রার্ক লোচন ; উর্দ্ধভূমি মস্তক ; আকাশ

ও দিক্ শ্রোত্র ; জলরাশি শ্বেদসঞ্চয় ;

দিক্ ও নভঃ কায় ; বায়ু আমার চিত্তস্থ ;

আমি শত শত দক্ষিণারিত ক্রতুসমূহ দ্বারা

অর্চনা করিয়াছি, বেদবিদগণ আমাকেই

অর্চনা করেন ; ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজগণ স্বর্গ-

চতুঃসমুদ্রপর্ধ্যন্তাং মেকমন্দরভূষণাম্ ॥ ২০

শেযো ভূত্বাহমেকো হি ধারয়ামি বনুন্ধরাম্

বারাহং রূপমাস্থায় মমেয়ং জগতী পুরা ॥ ২০

মজ্জমানা জলে বিপ্র বীৰ্য্যোণাম্মি সমুদ্রত ।

অগ্নিশ্চ বাড়বো বিপ্র ভূত্বাহং দ্বিজসত্তম ॥ ২১

পিবাম্যপঃ সমাবিষ্টস্তাশ্চৈব বিস্বজাম্যহম্ ।

ব্রহ্ম বক্ত্রং ভূজো ক্ষত্রমুরু মে সংশ্রিতা বিশঃ ॥

পাদো শূদ্রা ভবন্তীমে বিক্রমেণ ক্রমেণ চ ।

ঋগ্বেদং সামবেদশ্চ যজুর্বেদস্তথর্কণঃ ॥ ২৩

মত্তঃ প্রাহুর্ভবন্ত্যেতে মামেব প্রবিশন্তি চ ।

যতয়ঃ শাস্তিপরমা যতান্মানো বুভুৎসবঃ ॥ ২৪

কামক্ৰোধদ্বেষমুক্তা নিঃসঙ্গা বীতকল্মষাঃ ।

সত্ত্বস্থা নিরহঙ্কারা নিত্যমধ্যাত্মকোবিদাঃ ॥ ২৫

মামেব সততং বিপ্রাশ্চিস্তয়ন্ত উপাসতে ।

অহং সংবর্তকো জ্যোতিরহং সংবর্তকোহনলঃ

অহং সংবর্তকঃ সূর্য্যাস্তহং সংবর্তকোহনিলঃ ।

কামনায় এবং জিগীষু বৈশ্বগণ স্বর্গলোক-

জিগীষায় আমাকে পূজা করিয়া থাকেন ।

এই মেকমন্দরভূষণা চতুর্দধি-পর্ধ্যন্তা

বনুন্ধরাকে আমিই শেষমূর্তি হইয়া ধারণ

করি ; পুরাকালে এই জলমগ্না বনুধাকে

আমিই বরাহরূপ ধরিয়া বীৰ্য্যবলে উদ্ধার

করিয়াছিলাম । হে বিপ্র ! বাড়বাখা অগ্নি

হইয়া আমি জলরাশি পান করি, আবার

তাহাতে সমাবিষ্ট হইয়া তৎসমস্ত সৃষ্টি করিয়া

থাকি । ব্রাহ্মণ আমার সুখ, ক্ষত্রিয় ও

বৈশ্ব আমার ভূজ ও উরু এবং শূদ্র আমার

পদ । ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, ও

অথর্কবেদ এই চতুর্বেদ আমা হইতেই প্রাহু-

র্ভূত হইয়া আমাতেই প্রবিষ্ট হয় । ঋহায়া

সমগ্ণাবলম্বী, যতান্মান, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, কাম-

ক্ৰোধ-দ্বেষ-বিরহিত, সঙ্গহীন, নিষ্পাপ, সত্ব-

স্থিত, নিরহঙ্কার, ও নিয়ত অধ্যাত্ম-কোবিদ,

তথাবিধ বিপ্রবর্গ তন্ময় ভাবনায় আমারই

উপাসনা করেন । আমিই সম্বর্তকাত্ম্য

জ্যোতি, আমিই সম্বর্তকনামক অনল ॥—২৬

আমিই সম্বর্তক সূর্য্য এবং সম্বর্তক অনিল ।

তারাকুপাণি দৃষ্টান্তে যান্ত্রোতানি নভস্তলে ॥ ২৭
 মম বৈ রোমকুপাণি বিদ্ধি ত্বং দ্বিজসন্তম ।
 রত্নাকরাঃ সমুদ্রাশ্চ সৰ্ব্ব এব চতুর্দিশঃ ॥ ২৮
 বসনঃ শয়নৈকৈব নিলয়ৈকৈব বিদ্ধি মে ।
 কামঃ ক্রোধশ্চ হর্ষশ্চ ভয়ং মোহস্তথৈব চ ॥ ২৯
 মমৈষ বিদ্ধি রূপাণি সর্বাণ্যেতানি সন্তম ।
 প্রাপ্তবন্তি নরা বিপ্র যৎকৃত্বা কৰ্ম্ম শোভনম্ ॥
 সত্যং দানং তপশ্চোগ্রমহিংসাং সৰ্ব্বজন্তুযু ।
 মদ্বিধানেন বিহিতা মম দেহবিচারিণঃ ॥ ৩১
 মর্ষাভিত্ততবিজ্ঞানাস্চেষ্টয়ন্তি ন কামতঃ ।
 সম্যগ্বেদমবীযান্য যজন্তো বিবিধৈর্মধৈঃ ॥ ৩২
 শাস্ত্রান্মানো জিতক্রোধাঃ প্রাপ্তবন্তি দ্বিজাতয়ঃ
 প্রাপ্তুং শক্যো ন চৈবাহং নৈরহৃৎকৃতকৰ্ম্মভিম্ ॥
 লোভাভিত্ততৈঃ কৃপণৈরন্যথৈরকৃতান্নভিঃ ।
 তন্মাং মহাকলং বিদ্ধি নরাণাং ভাবিতান্নানাম্
 স্নত্পাপং বিমূঢ়ানাং মাং কৃষোগনিষেবিণাম্ ।
 যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্ত গ্লানির্ভবতি সন্তম ॥ ৩৫

ঐ যে নভস্তলে তারকা সকল দৃষ্ট হইতেছে,
 হে দ্বিজসন্তম! উহাদিগকে মদীয় রোমকুপ
 বলিয়াই জানিবে। রত্নাকর সাগর, দিক্-
 চতুষ্টয়, বসন; শয়ন, নিলয়, কাম, ক্রোধ, হর্ষ,
 ভয়, ও মোহ—হে সন্তম! এ সকল
 আমারই রূপ বলিয়া জানিবে। নরগণ যে
 সত্য, দান, উগ্র তপস্বী ও সর্বভূতে অহিংসা
 প্রভৃতি কৰ্ম্মাচরণে মঙ্গল লাভ করে, আমিই
 তাহার মূল। দেহধারী সকল আমারই
 বিধানে বিহিত; আমারই মাধ্যম তাহাদের
 তত্ত্ববিজ্ঞান তিরোহিত এবং আমারই ইচ্ছায়
 তাহার চালিত। ঐহারা সম্যগ্রূপে বেদা-
 ধ্যান, ও বিবিধ যজ্ঞের অর্চনা করেন, সেই
 সকল শাস্ত্রচিহ্ন জিতক্রোধ দ্বিজাতিগণ
 আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হৃৎকৃতকারী
 নরগণ আমায় কদাচ লাভ করিতে পারে না
 এবং যাহারা লোভাভিত্তত, কৃপণ, অনাৰ্য্য ও
 অকৃতাত্মা, তাহারাও আমায় পায় না। ভাবি-
 তান্না নরগণের যে মহাকল প্রাপ্য হইয়া
 থাকে, তাহা আমিই। পরন্তু কৃষোগি-সেবী

অভ্যুত্থানমধৰ্ম্মস্ত তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।
 দৈত্য্য হিংসামুরজাশ্চ অবধ্যাঃ সুরসন্তমৈঃ ॥
 রাক্ষসাশ্চাপি লোকেহস্মিন্ যদোৎপৎসন্তি
 দাক্ষণাঃ ।
 তদাহং সম্প্রস্থ্যামি গৃহেষু পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৩৭
 প্রবিষ্টো মানুষং দেহং সৰ্ব্বং প্রশময়াম্যহম্ ।
 সৃষ্ট্বা দেবমমুখ্যাংশ্চ গন্ধর্ব্বৌরগরাক্ষসান্ ॥ ৩৮
 স্থাবরাণি চ ভূতানি সংহরাম্যাত্মমায়য়া ।
 কৰ্ম্মকালে পুনর্দেহমুচ্চিন্ত্য সৃজাম্যহম্ ॥ ৩৯
 আবিষ্ট মানুষং দেহং মৰ্য্যাদাবন্ধকারণাৎ ।
 শ্বेतঃ কৃতযুগে ধৰ্ম্মঃ শ্রামস্নেতায়ুগে মম ॥ ৪০
 রক্তো দ্বাপরমাসাদ্য কৃষ্ণঃ কলিযুগে তথা ।
 ত্রয়ো ভাগা হধৰ্ম্মস্ত তস্মিন্ কালে ভবন্তি চ ॥
 অন্তকালে চ সম্প্রাপ্তে কালো ভূতাতি-
 দাক্ষণাঃ ।
 ত্রৈলোক্যং নাশয়াম্যেকঃ সৰ্ব্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥

বিমূঢ়গণের আমি হুপ্পাপ। হে সন্তম!
 যে যে কালে ধৰ্ম্মের গ্রানি ও অধৰ্ম্মের অভ্যু-
 ত্থান হইবে, সেই সেই সময়েই আমি আবি-
 ভূত হইব। যৎকালে দৈত্যগণ হিংসা-
 পরায়ণ হইয়া দেবগণের অবধ্য হইয়া
 উঠিবে এবং দাক্ষণপ্রকৃতি রাক্ষসেরা
 উৎপন্ন হইবে, তখন আমি পুণ্যকৰ্ম্মা-
 দিগের গৃহে মানুষী তনু আশ্রয় করিয়া
 জন্মগ্রহণ করিব এবং সর্ববাধা প্রশমিত
 করিয়া দিব। আমি দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব,
 উরগ, রাক্ষস, ও চরাচর নিখিল বস্তু সৃষ্টি
 করিয়া পুনরায় আত্মমায়ায় তৎতাবৎ সংহার
 করিয়া থাকি। কৰ্ম্মকালে আবার দেহানু-
 চিন্তায় ঐ সকল সৃষ্টি করি। ধৰ্ম্মমৰ্য্যাদা
 স্থাপনের জন্য আমিই মানুষদেহ পরিগ্রহ
 করিয়া থাকি। সত্যযুগে মদীয় ধৰ্ম্মমূর্তি
 শ্বेत, ত্রেতাযুগে শ্রাম, দ্বাপরে রক্ত
 এবং কলিযুগে কৃষ্ণ। এই শেষোক্ত যুগে
 তিন ভাগই অধৰ্ম্ম। প্রলয়কাল উপ-
 স্থিত হইলে আমিই অতি দাক্ষণ কাল হইয়া
 একাকী সমস্ত চরাচর ত্রৈলোক্য সংহার

অহং ত্রিধন্যা বিশ্বাত্মা সৰ্বলোকসুখাবহঃ ।
 অভিন্নঃ সৰ্বগোহনন্তো হৃষীকেশ উৰুক্রমঃ ॥
 কালচক্রং ন্যায়ম্যেকো ব্রহ্মরূপঃ মমৈব তৎ ।
 শমনঃ সৰ্বভূতানাং সৰ্বভূতকৃতোদ্যমঃ ॥ ৪
 এবং প্রণিহিতঃ সম্যগ্ৰামাত্মা মুনিসত্তম ।
 সৰ্বভূতেষু বিপ্রেন্দ্র ন চ মাং বেত্তি কশ্চন ॥ ৪৫
 সৰ্বলোকে চ মাং ভক্তাঃ পূজয়ন্তি চ সৰ্বশঃ ।
 যচ্চ কিকিৰুয়া প্রাপ্তং ময়ি ক্ৰেশান্তকং দ্বিজঃ ॥
 সুখোদয়ায় তৎসৰ্বং শ্রেয়সে চ তবানঘ ।
 যচ্চ কিকিৰুয়া লোকে দৃষ্টং স্বাবরজঙ্গমম্ ॥ ৪৭
 বিহিতঃ সৰ্ব এবাসৌ ময়াত্মা ভূতভাবনঃ ।
 অহং নারায়ণো নাম শাস্ত্রচক্রগদাধরঃ ॥ ৪৮
 যাবদযুগানাম্ বিপ্রর্ষে সহস্রং পরিবর্ততে ।
 তাবৎস্বপ্নমি বিশ্বাত্মা সৰ্ববিশ্বানি মোহয়ন ॥ ৪৯
 এবং সৰ্বমহং কালমিহাসে মুনিসত্তম ।
 অশিশুঃ শিশুকপেণ যাবদব্রহ্ম ন বুধ্যতে ॥ ৫০

করি। আমিই ত্রিধন্যা, বিশ্বাত্মা, সৰ্বলোক-
 সুখাবহ, অভিন্ন, সৰ্বগ, অনন্ত, হৃষীকেশ ও
 উৰুক্রম । ১৭—৪৩। আমিই কালচক্র প্রবর্তিত
 করিয়া থাকি : আমিই ব্রহ্মরূপ । আমিই
 সৰ্বভূতের শমন্যিতা। হে মুনিসত্তম !
 মদীয় আত্মা সৰ্বভূতে এইরূপেই প্রণিহিত ।
 অথচ হে বিপ্রেন্দ্র ! আমায় কেহ জানিতে
 পারে না। ভক্তগণ সৰ্বপ্রকারে আমার
 পূজা করে। হে দ্বিজ ! তুমি আমাতে
 যে কিছু ক্রেশ পাইয়াছ, হে অনঘ ! সে
 সকলই তোমার সুখোদয় ও মঙ্গলের নিমিত্ত
 হইয়াছে। জগতে স্বাবর-জঙ্গম যাহা
 কিছু তুমি দেখিয়াছ, ভূতভাবন আমি—
 তাহার সৰ্বত্রই বিরাজিত এবং সে সকল
 আমারই বিহিত। হে বিপ্রর্ষে ! আমিই
 শাস্ত্র-চক্র-গদাধর নারায়ণ। যাবৎ না যুগ-
 সহস্রের পরিবর্তন হয়, তাবৎকাল বিশ্বাত্মা
 আমিই সমস্ত বিশ্ব বিমোহিত করিয়া শয়ন
 করিয়া থাকি। হে মুনিসত্তম ! যাবৎ
 ব্রহ্ম, না বিবোধিত হইবে, তাবৎ আমি
 অশিশু হইয়াও শিশুরূপে এইভাবে

ময়। চ দত্তো বিপ্রেন্দ্র বরন্তে ব্রহ্মরূপিণা ।
 অসকৃৎ পরিতুষ্টে 'বিপ্রর্ষিগণপূজিত ॥ ৫১
 সৰ্বমেকার্ণবং কৃত্বা ন ষ্টে স্বাবরজঙ্গমে ।
 নির্গতোহসি ময়াজাতঃ সতন্তে দর্শিতং জগৎ ॥
 অভ্যন্তরং শরীরন্ত প্রবিষ্টোহসি যদা মম ।
 দৃষ্টৌ লোকং সমস্তং হি বিদ্বি 'তো নাববুধ্যসে ॥
 ততোহসি বক্তাদ্বিপ্রর্ষে দ্রুতং নিঃসারিতো ময়া ।
 আখ্যাতন্তে ময়া চাত্মা হৃজ্ঞেয়ো 'হি সুরাসুরৈঃ
 যাবৎ স ভগবান্ ব্রহ্মা ন বুধ্যত মং 'তিপাঃ ।
 তাবদমিহ বিপ্রর্ষে বিশ্বকশ্চর বৈ সুখম্ ॥ ৫৫
 ততো বিদুদ্ধে তশ্মিন্ সৰ্বলোকপিতামহে ।
 একো ভূতানি স্রক্ষ্যামি শরীরানি ত্রিজোত্তম ॥
 আকাশং পৃথিবীং জ্যোতির্বায়ুং সলিলমেব চ ।
 লোকে যচ্চ ভবেৎ কিকিদিহ স্বাবরজঙ্গমম্ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এবমুক্তা তদা বিপ্রাঃ পুনস্তঃ প্রাহ মাধবঃ ।

সকাল অবস্থান করি। হে বিপ্রর্ষিগণের
 পূজিত ! ব্রহ্মরূপী আমি—তোমার প্রতি
 পরিতুষ্ট হইয়া তোমায় বরদান করিতেছি।
 একাৰ্ণবজলে স্বাবর জঙ্গম সমস্ত নষ্ট হইলে,
 মদীয় প্রেরণায় তুমি নির্গত হইয়া সমস্ত জগৎ
 দেখিয়াছ, পরে যখন তুমি মদীয় উদ্ভবে
 প্রবেশ করিলে, তখন সমস্ত জগৎ
 প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলে;
 কিন্তু প্রকৃত তব তখনও তোমার
 অবিদিত ছিল। এইজন্য হে বিপ্রর্ষে !
 আমি সত্তর তোমায় আমার মুখবিবর দ্বারা
 নিঃসারিত করিয়া দেই। আমার এই
 আত্মতত্ত্ব সুরাসুরগণের হৃজ্ঞেয় হইলেও
 তোমার নিকট আমি প্রকাশ করিলাম।
 সেই মহাতপা ব্রহ্মা যাবৎ না প্রবুদ্ধ হইবে,
 তাবৎ তুমি এখানে বিস্মৃতভাবে সুখে
 বিচরণ কর। তারপর যখন সেই লোক-
 পিতামহ প্রবুদ্ধ হইবেন, তখন আমি
 একাকীই সৰ্বভূতের এবং আকাশ, পৃথ্বী,
 জ্যোতি, বায়ু ও সলিল, ইত্যাদি যে
 কিছু স্বাবর জঙ্গম বস্তু, সকলেরই পুনরায়

পূর্ণে যুগসহস্রে তু মেঘগম্ভীরনিবনঃ ॥ ৫৮

শ্রীভগবানুবাচ ।

মুনে ক্রহি যদর্থং মাং স্তবান্ পরমার্থতঃ ।

বয়ং বৃগীষ যচ্ছ্রেষ্ঠং দদামি নচিরাদহম্ ॥ ৫৯

আয়ুস্মানসি দেবানাং মন্ত্রকোহসি দৃঢ়ব্রতঃ ।

তেন ভুমসি বিপ্রেন্দ্র পুনর্দীর্ঘায়ুপ্রাপ্নুহি ॥ ৬০

ব্রহ্মোবাচ । •

ঋষা বণীঃ শুভাং তস্তা বিলোক্য স তদা পুনঃ

মুক্তা নিপত্য সহসা প্রণম্য পুনরববীৎ ॥ ৬১

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

দৃষ্টং পরং হি দেবেশ তব রূপং দ্বিজোত্তম ।

মোহোহয়ং বিগতঃ সত্যং স্বয়ি দৃষ্টে তু মে হরে

এবমেবমহং নাথ ইচ্ছয়ং ত্বং প্রসাদতঃ ।

লোকানাঞ্চ হিতার্থীয় নানাভাবপ্রশান্তয়ে ॥ ৬৩

শৈবভাগবতানাঞ্চ বাদার্থপ্রতিষেধকম্ ।

অস্মিনক্ষেত্রবরে পুণো নিম্নলে পুরুষোত্তমে ॥

শিবস্তায়ত্তনং দেব করোমি পরমং মহৎ ।

সৃষ্টি বিস্তার করিব। ৪৪—৫৭। ব্রহ্ম

কহিলেন, হে বিপ্রগণ! ভগবান্ মাধব

এই কথা কহিয়া যুগসহস্র পূর্ণ হইলে

পুনরায় মেঘ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—হে

মুনে! তুমি যে জন্তু আমায় স্তব

করিয়াছ, এবং যাহা তোমার প্রধান

অভীপ্সিত, তাহা তুমি প্রকাশ কর, আমি

সব্বর তোমায় সেই বর প্রদান করিতেছি।

তুমি আয়ুস্মান্ এবং মর্দীয় ভক্ত, তাই

তোমায় পুনরায় বলি, তুমি আরও দীর্ঘায়ু

প্রাপ্ত হও। ব্রহ্মা কহিলেন, মার্কণ্ডেয়

ভগবানের সেই শুভবাণী শ্রবণ করিয়া

তৎকালে তাঁহাকে মন্তক দ্বারা প্রণতিপাত-

পুরঃসর পুনরায় বলিলেন,—হে দেবেশ!

তোমার পরম রূপ আমি প্রত্যক্ষ করিলাম।

হে হরে! তোমার দর্শনে আমার মোহ

বিগত হইল। হে নাথ! তোমার প্রসাদে

লোকের হিত ও নানাভাব প্রশমনের

জন্তু এই পুণ্য নিম্নলি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে

শৈব ও ভাগবতাদিগের বিবাদপ্রতিষেধক

প্রতিষ্ঠেয় তথা তত্র তব স্থানে চ শঙ্করম্ ॥ ৬৫

ততো জ্ঞানান্তি লোকেহস্মিন্নেকমুত্তী হরীশরো

প্রত্যুবাচ জগন্নাথঃ স পুনস্তং মহায়ুনিম্ ॥ ৬৬

শ্রীভগবানুবাচ ।

যদেতৎপরমং দেবং কারণং ভুবনেশ্বরম্ ।

লিঙ্গমারাদনার্থীয় নানাভাবপ্রশান্তয়ে ॥ ৬৭

মমাদিষ্টেন বিপ্রেন্দ্র কুরু শীঘ্রং শিবালয়ম্ ।

তৎপ্রভাবাচ্ছিবলোকে তিষ্ঠ ত্বঞ্চ তথাক্ষয়ম্ ॥

শিবে সংস্থাপিতে বিপ্র মম সংস্থাপনং ভবেৎ

নাবয়োৱন্তরং কিঞ্চিদেকভাবৌ দ্বিধা কৃতৌ ॥

যো রুদ্রঃ স স্বয়ং বিষ্ণুর্যো বিষ্ণু স মহেশ্বরঃ ।

উভয়োৱন্তরং নাস্তি পরনাকাশয়োৱিব ॥ ৭০

মোহিতো নাভিজানাতি য এব গরুড়ধ্বজঃ ।

বৃষধ্বজঃ স এবতি ত্রিপুরস্বত্র ত্রিলোচনম্ ॥ ৭১

তব নামাঙ্কিতং তস্মাৎকুরু বিপ্র শিবালয়ম্ ।

উত্তরে দেবদেবস্ত কুরু তীর্থং সুশোভনম্ ॥

একটি শিবায়তন নির্মাণ করিতে ইচ্ছা

করিয়াছি। এই ভবদীয় ক্ষেত্রে শঙ্কর-

মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলে, লোক সকল তখন

জানিতে পারিবে যে, হরিহর ভিন্ন নহেন,

উহার উভয়েই একমূর্তি। তখন জগন্নাথ

মুনি মার্কণ্ডেয়কে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, হে

বিপ্রেন্দ্র! আমার আদেশক্রমে নানাভাব

প্রশমন ও আরাধনার জন্তু পরম কারণ

ভুবনেশ্বর দেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া

সব্বর শিবালয় নির্মাণ কর। হে বিপ্র!

শিবকে সংস্থাপন করিলে আমাকেও

স্থাপন করা হইবে। হরি ও হর উভ-

য়ের কোনই পার্থক্য নাই। আমরা একই

মূর্তি দ্বিধাকৃত হইয়াছি। যিনি রুদ্র, তিনিই

স্বয়ং বিষ্ণু; আর যিনি বিষ্ণু, তিনিই মহে-

শ্বর। পবন ও আকাশের স্তায় উভ-

য়ের কোনই ভেদ নাই। যুগ ব্যক্তি

জানে না যে, যিনি গরুড়ধ্বজ, তিনিই

বৃষধ্বজ এবং তিনিই ত্রিপুরহস্তা ত্রিলোচন।

অতএব হে বিপ্র! তোমারই নামাঙ্কিত

এক শিবালয় নির্মাণপূর্বক দেবদেবের

মার্কণ্ডেয়হৃদে নাম নরলোকেষু বিজ্ঞতঃ ।
তবিষ্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ সৰ্বপাপপ্রণাশনঃ ॥ ৭৩
ব্রহ্মোবাচ ।
ইতু্যুকা স তদা দেবন্তুস্টৈবান্তরবীযত ।
মার্কণ্ডেয়ঃ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সৰ্বব্যাপী জনান্দনঃ ॥ ৭৪
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মার্কণ্ডেয়স্মৈ শ্রীভগবদ্বাক্যং
নাম সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি পঞ্চতীর্থবিধিং দ্বিজাঃ ।
যৎফলং স্নানদানেন দেবতাপ্রেক্ষণেন চ ॥ ১
মার্কণ্ডেয়হৃদং গত্বা নরশোভনমুখং শুচিঃ ।
নিমজ্জেত্তত্র বারান্দ্রানিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২
সংসারসাগরে মগ্নঃ পাপগ্রস্তমচেতনম্ ।
ত্রাহি মাং ভগনেত্রয় ত্রিপুরারে নমোহস্ত তে ॥
নমঃ শিবায় শাস্ত্রায় সৰ্বপাপহরাদ চ ।

উত্তর দিকে মার্কণ্ডেয় হৃদ নামে এক তীর্থ
স্থাপন কর। এই তীর্থ নরলোকে
প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ঐ
তীর্থসেবায় সৰ্বপাপ প্রণষ্ট হইয়া যাইবে।
ব্রহ্মা কহিলেন, হে মুনিগণ! সেই ভগবান্
সৰ্বব্যাপী জনান্দন মার্কণ্ডেয় মুনিকে এই
কথা কহিয়া তখনই অন্তর্দান করি-
লেন । ৫৮—৭৫ ।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৬ ।

সপ্তপঞ্চাশ ৩ধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! অতঃপর
পঞ্চতীর্থবিধি এবং ঐ সকল তীর্থে গিয়া
স্নান দান ও দেবতা দর্শনে যে ফল হয়,
তাহা বলিতেছি। তীর্থসেবী নর প্রথ-
মতঃ মার্কণ্ডেয়হৃদে গমনপূর্বক উদমুখ ও
শুচিভাবে তিন বার তাহাতে নিমগ্ন হইবে
এবং “সংসারসাগরে মগ্নঃ” ইত্যাদি

স্নানং করোমি দেবেশ মম নশ্তুত পাতকম্ ॥ ৪
নাভিমায়ে জলে স্নাত্বা বিধিবদেবতা ঋষীন ।
তিলোদকেন মতিমান্ পিতৃশ্চাত্মাশ্চ তর্পয়েৎ
স্নাত্বা তথৈব চাচম্য ততো গচ্ছেচ্ছিবালয়ম্ ।
প্রবিশ্ব দেবতাগারং কৃত্বা তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্ ॥
মূলমন্ত্রেণ সম্পূজ্য মার্কণ্ডেয়স্মৈ চেষরম্ ।
অধোরণ চ ভো বিপ্রাঃ প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ
ত্রিলোচন নমস্তেহস্ত নমস্তে শশিভূষণ ।
ত্রাহি মাং ত্বাং বিকপাক্ষ মহাদেব নমোহস্ত তে
মার্কণ্ডেয়হৃদে দেব স্নাত্বা দৃষ্ট্বা চ শঙ্করম্ ।
দশানামশমেধানা ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৯
পাঠেপঃ সর্কৈবিনির্মুক্তঃ শিবলোকং স গচ্ছতি ।
তত্র ভূক্কা বরান্ ভোগান্ যাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥
ইহলোকং সমাসাশ্ব ভবেদ্বিপ্রো বহুশ্চতঃ ।
শাকরং যোগমাসাদ্য ততো মোক্ষমবাগুয়াৎ ॥
কল্পবক্ষং ততো গত্বা কৃত্বা তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্

(মূলোক্ত) মন্ত্র পাঠ করিবে। স্নানান্তে
স্নানাভি জলে মগ্ন হইয়া বিধিপূর্বক
দেবতা ও ঋষিদিগের তর্পণ এবং তিলো-
দক দ্বারা পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিয়া
পুনঃস্নানান্তে আচমনপূর্বক সে স্নান
হইতে শিবালয় যাত্রা করিবে। সেখানে
গিয়া দেবমন্দিরে প্রবেশ ও তিনবার
প্রদক্ষিণপূর্বক মূলমন্ত্রে মার্কণ্ডেয়েশ্বরকে
পূজা করিয়া প্রণিপাত করত “ত্রিলোচন
নমস্তেহস্ত” ইত্যাদি (মূলোক্ত) মন্ত্রে তাঁহাকে
প্রসাদিত করিবে। এইরূপে মার্কণ্ডেয়হৃদে
স্নান করিয়া শঙ্করকে দর্শন করিলে মানব
দশটী অশমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া
ধাকে এবং সৰ্ব পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া
শিবলোকে উপনীত হয়: সেখানে আপ্রলয়
কাল, বিবিধ উৎকৃষ্ট ভোগ সকল উপ-
ভোগের পর ইহলোকে আসিয়া বহুশ্চত
ব্রাহ্মণরূপে জন্ম লাভ করত শৈব যোগ
অবলম্বনে মোক্ষ লাভ করে। ১—১১।
অনন্তর কল্পতরুসমীপে উপনীত হইয়া

পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মন্ত্রেণানেন তং বটম্ ॥
 ওঁ নমো ব্যক্তরূপায় মহাপ্রলয়কারিণে ।
 মহাজ্ঞানোপবিষ্টায় স্ত্রোগ্রোধায় নমোহস্ত তে ॥ ১৩
 অমরত্বং সদা কল্পে হরেশ্চায়তনং বট ।
 স্ত্রোগ্রোধ হর মে পাপং কল্পবৃক্ষ নমোহস্ত তে ॥
 ভক্ত্যা প্রদক্ষিণং কৃৎস্না নহা কল্পবটং নরঃ ।
 সহসা মূঢ়াতে পাপাজ্জীর্ণত্ব ইবোরগঃ ॥ ১৫
 ছায়াং তস্ত সমাক্রম্য কল্পবৃক্ষস্ত ভো দ্বিজাঃ ।
 ব্রহ্মহত্য্যাং নরো জহ্যৎ পাপেষুশ্চেষু কা কথা
 নৃষ্টা কৃৎস্নাসমুতঃ ব্রহ্মতেজোময়ং পরম্ ।
 স্ত্রোগ্রোধাকৃতিকং বিষ্ণুং প্রণিপত্য চ ভো দ্বিজাঃ
 রাজস্বয়্যশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি চাধিকম্
 তথা স্ববংশমুক্ততা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৮
 বৈনতেয়ং নমস্কৃত্য কৃৎস্ন পুরতঃ স্থিতম্ ।
 সৰ্বপাপবিনিৰ্মুক্তস্ততো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ ॥ ১৯
 নৃষ্টা বটং বৈনতেয়ং যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্ ।
 সৰ্বধনং সুভদ্রাঞ্চ স যতি পরমাং গতিম্ ॥ ২০

তাহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করত পরম ভক্তি
 সহকারে 'ওঁ নমো ব্যক্তরূপায় মহাপ্রলয়-
 কারিণে' ইত্যাদি (মূলোক্ত) মন্ত্রে পূজ
 করিবে। নর, কল্পবট-বৃক্ষকে ভক্তির সহিত
 প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিলেই জীর্ণত্বকু
 হইতে উরগের ন্যায় সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত
 হইতে পারে। হে দ্বিজগণ! নর, কল্পবৃক্ষের
 ছায়া সংশ্রয় করিলেও ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে
 নিষ্কৃতি পাইতে পারে, তাহাতে অশু
 পাপের কথা আর কি বলিব? দ্বিজগণ!
 কৃৎস্ন হইতে সমুত, ব্রহ্মতেজোময়,
 স্ত্রোগ্রোধাকৃতি বিষ্ণুকে প্রণিপাত করিলে,
 মানব রাজস্বয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষাও
 অধিক ফল প্রাপ্ত হয় এবং নিজের বংশ
 উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোক লাভ করে।
 শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্তী বৈনতেয়কে নমস্কার
 করিলে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-
 পুরে প্রস্থান করে। বটবৃক্ষ ও বৈনতেয়কে
 দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি পুরুষোত্তম, বলরাম
 ও সুভদ্রাকে দর্শন করে, তাহার পরম

প্রবিজ্ঞায়তনঃ বিকোঃ কৃৎস্না তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্
 সৰ্বধনং স্বমন্ত্রেণ ভক্ত্যাপূজ্য প্রসাদয়েৎ ॥ ২১
 নমস্তে হলধরায় নমস্তে মুখলায়ুধ ।
 নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল ॥ ২২
 নবস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরনীধর ।
 প্রলম্বারে নমস্তেহস্ত জাহি মাং কৃৎস্নপূৰ্ণজ ॥ ২৩
 এবং প্রসাদ্য চানন্তমজ্যেয়ং ত্রিদশার্চিতম্ ।
 কৈলাশশিখরাকারং চক্ৰাং কান্ততরাননম্ ॥ ২৪
 নীলবস্ত্রধরং দেবং ফণাবিকটমস্তকম্ ।
 মহাবলং হলধরং কুণ্ডলৈকবিন্দুযুগলম্ ॥ ২৫
 রৌহিণেয়ং নরো ভক্ত্যা লভেদভিমতং কলম্
 সৰ্বপাপৈবিনিৰ্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৬
 আভূতসংপ্রবং যাবদ্ ভুক্তা তত্র সুখং নরঃ ।
 পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য প্রবরে যোগিনাং কূলে ॥ ২৭
 ব্রাহ্মণপ্রবরো ভূত্বা সৰ্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ।
 জ্ঞানং তত্র সমাসাদ্য মুক্তিং প্রাপ্নোতি স্পর্শতাম্
 এবমভ্যর্চ্য হলিনং ততঃ কৃৎস্নং বিচক্ষণঃ ।
 দ্বাদশাঙ্করমন্ত্রেণ পূজয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥ ২৯

গতি লাভ হইয়া থাকে। বিষ্ণুমন্দিরে
 প্রবেশপূর্বক তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া
 যথোক্ত মন্ত্রে ভক্তির সহিত হলধরের পূজা
 করিয়া 'নমস্তে হলধরায়' ইত্যাদি
 মন্ত্রে প্রসাদিত করিবে। এইরূপে, অনন্ত,
 অজ্যেয়, সুরার্চিত, কৈলাশশিখরাকার, চক্ৰ
 হইতেও মনোজন্মযুগ, নীলবস্ত্রধারী, ফণাচ্ছন্ন-
 শিরা, কুণ্ডল-মণ্ডিত মহাবল, রৌহিণেয়
 হলধরকে ভক্তিভরে প্রসন্ন করিয়া মানব
 অভিমত ফল লাভ করে এবং সৰ্বপাপ
 হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে উপনীত
 হইয়া থাকে। অনন্তর আপ্রলয় যাবৎ
 তথায় সুখভোগ করিয়া নর পুণ্যক্ষয়ে
 পুনরায় ইহলোকে আগমনপূর্বক যোগী-
 দিগের উত্তম কূলে সৰ্বশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ
 হইয়া জন্ম লাভ করত জ্ঞান লাভান্তে
 সুস্পর্শভূমুক্তি প্রাপ্ত হয়। ১২—২৮। এইরূপে
 হলধরকে অর্চনা করিবার পর বিচক্ষণতায়
 সুসমাহিত হইয়া দ্বাদশাঙ্কর মন্ত্রে পুরুষোত্তম

দ্বিষট্ঠকবর্ণমন্ত্ৰেণ ভক্ত্যা যে পুরুষোত্তমঃ ।
 পূজয়ন্তি সদা ধীরাস্তে মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি বৈ ॥
 ন তাং গতিং সুরা যান্তি যোগিনো নৈব
 সোমপাঃ ।
 যাং গতিং যান্তি তো বিপ্রাঃ দশাশ্রয়তৎপরঃ
 তন্মাং তেনৈব মন্ত্ৰেণ ভক্ত্যা কৃষ্ণং জগদ্ভুজম্
 সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাদৈঃ প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ ॥
 জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্বাঘনাশন ।
 জয় চাগুরকেশিয় জয় কঃ সনিযুদন ॥ ৩৩
 জয় পদ্মপলাশাক জয় চক্র গদাধর ।
 জয় নীলাম্বুদন্তাম জয় সর্বসুখপ্রদ ॥ ৩৪
 জয় দেব জগৎপূজ্য জয় সংসারনাশন ।
 জয় লোকপতে নাথ জয় বাহুকলপ্রদ ॥ ৩৫
 সংসারসাগরে ঘোরে নিঃসারে হুংধ্বকেনিলে ।
 ক্রোধগ্রাহকুলে রৌদ্রে বিষয়োদকসংপ্রবে ॥ ৩৬
 নানারোগোন্মীকলিলে মোহাবর্তমুহুস্তরে ।
 নিমগ্নোহহং সুরশ্রেষ্ঠ জাহ্নবি বাং পুরুষোত্তম ॥
 এবং প্রসাদ্য দেবেশং বরদং ভক্তবৎসলম্ ।
 সর্বপাপহরং দেবং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৩৮
 পীনাংসং দ্বিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেজসম্ ।
 মহোরস্কং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্ ॥ ৩৯
 শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটান্ধদভূষণম্ ।

দেবকে অর্চনা করিবে। যে সকল ধীর
 ব্যক্তি ভক্তিভরে উক্ত মন্ত্ৰে পুরুষোত্তমকে
 অর্চনা করেন, তাঁহারা মোক্ষলাভ করিয়া
 থাকেন। তাঁহারা যে গতি লাভ করেন, সুর-
 গণ, যোগীগণ, বা সোমপাণীগণ সে গতি
 কখন লাভ করিতে পারেন না। অতএব
 ঈশ্বরের দ্বাদশাশ্রয় মন্ত্ৰে ভক্তির সহিত
 গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা ও প্রণিপাত করিয়া
 ‘জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ’ ‘জয় সর্বাঘনাশন’ ইত্যাদি
 (মূলোক্ত) মন্ত্ৰে তাঁহাকে প্রসাদিত করিবে।
 এইরূপে প্রসাদিত করিয়া সেই দেবেশ, বরদ,
 ভক্তবৎসল, সর্বপাপহর, সর্বকামফলপ্রদ,
 পীনাক্ষ দ্বিভুজ, পদ্মপলাশনয়ন, মহোরস্ক,
 মহাবাহু, পীতবস্ত্র, শুভানন, শঙ্খ-চক্র-গদা-

সর্বলক্ষণসংযুক্তঃ বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৪০
 দৃষ্ট্বা নরোহঞ্জলিং কৃত্বা দণ্ডবৎপ্রণিপত্য চ ।
 অশ্বমেধসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি বৈ দ্বিজাঃ
 যৎফলং সর্বভীর্থেষু স্নানে দানে প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৪২
 যৎফলং সর্বরত্নাদ্যরিষ্টে বহুসুবর্ণকে ।
 নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৪৩
 যৎফলং সর্ববেদেষু সর্বযজ্ঞেষু যৎফলম্ ।
 তৎফলং সমবাপ্নোতি নরঃ কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৪৪
 যৎফলং সর্বদানেন ব্রতেন নিয়মেন চ ।
 নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৪৫
 তপোভিবিবিধৈরুগ্রৈর্ঘৎফলং সমুদাহৃতম্ ।
 নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৪৬
 যৎফলং ব্রহ্মচর্যেণ সম্যকৃচীর্ণেন তৎকৃতম্ ।
 নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৪৭
 যৎফলঞ্চ গৃহস্থস্ত যথোক্তাচারবর্তিনঃ ।
 নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৪৮
 যৎফলং বনবাসেন বানপ্রস্থস্ত কীৰ্ত্তিতম্ ।
 নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৪৯
 সন্ন্যাসেন যথোক্তেন যৎফলং সমুদাহৃতম্ ।
 নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৫০

ধর, মুকুটান্ধ-মণ্ডিত, সর্বমূললক্ষণ, বনমালা
 শ্রীকৃষ্ণকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক দর্শন ও দণ্ড-
 বৎ প্রণিপাত করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের
 ফললাভ করা যায়। হে দ্বিজগণ! সর্বভীর্থে
 স্নান ও সর্ব দ্রব্য দান করিলে, যে ফল লাভ
 করা যায়, এক মাত্র কৃষ্ণকে দর্শন ও প্রণাম
 করিলেই নর সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
 ২২—৪২। বিবিধ রত্ন ও বহু সুবর্ণ দক্ষিণা
 দিয়া যজ্ঞ করিলে, সর্ব-বেদ অধ্যয়নে ও সর্ব
 যজ্ঞের অনুষ্ঠানে, সর্বপ্রকার দান, ব্রত ও
 নিয়মাচরণে বিবিধ কঠোর তপস্যার অনু-
 ঠানে, সম্যক্ অনুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যে, গৃহস্থ-শাস্ত্র-
 নির্দিষ্ট আচার অনুশীলনে, যথাবিধি বাণ-
 প্রস্থ ধর্ম-প্রতিপালনে, এবং যথাবিধি সন্ন্যাস
 ধর্ম অবলম্বনে, যে যে ফল হইয়া থাকে,
 তৎসমস্ত ফলই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন ও প্রণাম

কিঞ্চাত্র বহুনোক্তেন মাহাত্ম্যে তস্ত ভো দ্বিজ
দৃষ্টা কৃষ্ণং নরো ভক্ত্যা মোক্ষং প্রাপ্নোতি
দুর্লভম্ ॥ ৫১

পাটপবিমুক্তঃ শুদ্ধাত্মা কল্পকোটিসমুদ্ভবঃ ।

ত্রিষা পরময়া যুক্তঃ সৰ্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ ॥ ৫২

সৰ্বকামসমৃদ্ধেন বিমানেন সুবৰ্চসা ।

ত্রিসপ্তকুলমুদ্রিত্য নরো বিষ্ণুপুংস্র ব্রজেৎ ॥ ৫৩

তত্র কল্পশতং যাবদ্ ভুক্তা ভোগান্ মনোরমান্

গন্ধৰ্ব্বাপরসৈঃ সার্ব্ধিঃ যথা বিষ্ণুচতুর্ভুজঃ ॥ ৫৪

চ্যুতস্তম্বাদিহাযাতো বিপ্রাণাং প্রবরে কুলে ।

সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববেদী চ জায়তে গতমৎসরঃ ॥ ৫৫

স্বধৰ্ম্মনিরতঃ শান্তো দাতা ভূতহিতে রতঃ ।

আসাদ্য বৈষ্ণবং জ্ঞানং ততো মুক্তিমবাগ্নুয়াৎ

ততঃ সম্পূজ্য মন্ত্রেণ সুভদ্রাং ভক্তবৎসলাম্ ।

প্রসাদয়েন্ততো বিপ্রাঃ প্রণিপত্য কৃতাজলিঃ ॥

নমস্তে সৰ্বগে দেবি নমস্তে শুভসৌখ্যদে ।

করিয়া মানবেরা প্রাপ্ত হয় । হে দ্বিজগণ !

মহত্ত্ববিষয়ে অধিক বলিয়া কি

হইবে ? ভক্তিভরে তাঁহার দর্শন করিলেই

মানবের সুদুর্লভ মোক্ষলাভও সুনিশ্চিত ।

শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মাത്രেই মানব কল্পকোটি-

সমুদিত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবং

শুদ্ধচিত্তে পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সৰ্বগুণে

বিভূষিত হইয়া স্বীয় ত্রিসপ্ত কুল উদ্ধারপূর্বক

সৰ্বকামসমৃদ্ধ উজ্জ্বল বিমান আরোহণে

বিষ্ণুপুরে উপনীত হইয়া থাকে । সেখানে

গিয়া গন্ধৰ্ব ও অপ্সরোগণসহ চতুর্ভুজ বিষ্ণু-

রূপে শতকল্পকাল পয্যন্ত মনোরম ভোগ

সকল উপভোগ করিবার পর পুণ্যক্ষয়ে সে

স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া উত্তম বিপ্রকুলে

সৰ্বজ্ঞ, সৰ্ববেদী, স্বধৰ্ম্মনিরত, মাৎসর্যাহীন,

শান্ত, সৰ্বভূতহিতৈষী, ভূরিদাতা ব্রাহ্মণ

হইয়া জয়গ্রহণপূর্বক পশ্চাৎ বৈষ্ণব

জ্ঞান লাভ করত মুক্তি প্রাপ্ত হয় ।

অনন্তর যথোক্ত মন্ত্রে ভক্তবৎসলা সুভদ্রা

দেবীকে পূজা করিয়া প্রণিপাতপুরঃসর

কৃতাজলিক্রমে “নমস্তে সৰ্বগে দেবি”

ত্রাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি কাত্যায়নি নমোহস্ত তে

এবং প্রসাদ্য তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং জগদ্ধিতাম্

বলদেবস্ত ভগিনীং সুভদ্রাং বরদাং শিবাম্ ॥

কামগেন বিমানেন নরো বিষ্ণুপুংস্র ব্রজেৎ ।

আভূতসংপ্রবং যাবৎ ক্রৌড়িহা তত্র দেববৎ ॥

ইহ মানবতাং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণো বেদবিস্তবেৎ ।

প্রাপ্য যোগং হরেন্তত্র মোক্ষঞ্চ লভতে ধ্রুবম্

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কৃষ্ণদর্শনমাহাত্ম্যং নাম সপ্ত-

পঞ্চাংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এব দৃষ্ট্বা বলঃ কৃষ্ণঃ সুভদ্রাং প্রণিপত্য চ ।

ধৰ্ম্মং চার্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ লভতে ধ্রুবম্ ॥ ১

নিষ্কম্য দেবতাগারাং কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ।

প্রণম্যায়তনং পশ্চাদ্ ব্রজেৎ তত্র সমাহিতঃ ॥ ২

ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে তাঁহাকে প্রসাদিত

করিবে । এইরূপে সেই বলদেবভগ্নী

জগদ্ধাত্রী, ভদ্ৰদায়িনী সুভদ্রা দেবীকে

প্রসাদিত করিলে, মানব কামগামী বিমানে

আরোহণ করিয়া অস্ত্রে বিষ্ণুপুরে উপনীত

হয় এবং সেখানে গিয়া আশ্রয়কাল দেব-

বৎ ক্রৌড়ী করত পশ্চাৎ মর্ত্যালোকে বেদবিৎ

ব্রাহ্মণ হইয়া জয়গ্রহণপূর্বক বৈষ্ণবযোগ আশ্রয়

করিয়া নিশ্চয়ই মোক্ষপ্রাপ্ত হয় । ৪৩—৫১ ।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৭ !

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—এইরূপে বলরাম, কৃষ্ণ

ও সুভদ্রাকে দর্শন ও প্রণিপাত করিয়া

লোক, ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্কর্গ ফল

প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অনন্তর দেব-মন্দির

হইতে নিষ্কাশিত হইয়া কৃতকৃত্য নর পুনর্বার

মন্দিরে নমস্কারপূর্বক সুসমাহিত হইয়া

ইন্দ্রনীলময়ো বিষ্ণুর্জ্ঞাত্তে বাণুকাবৃতঃ ।

নানগতং নহ্মা ততো বিষ্ণুপুংস্রং ব্রজেৎ ॥

সর্বদেবময়ো যোহসৌ হতবানসুরোত্তমম্ ।

স আস্তে তত্র তো বিপ্রাঃ সিংহার্করুতবিগ্রহঃ

ভক্ত্যা দৃষ্ট্বা তু তং দেবং প্রণম্য নরকেশরীম্

মুচ্যতে পাতকৈর্মর্ত্যঃ সমন্তৈর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

নরসিংহস্ত যো ভক্তা ভবন্তি ভুবি মানবাঃ ।

ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ কলং শ্রাদ্ধ

দীপ্তিতম্ ॥ ৬

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন নরসিংহং সমাশ্রয়েৎ ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং কলং যস্মাৎ প্রযচ্ছতি ॥ ৭

মুনয় উচুঃ ।

মাহাত্ম্যং নরসিংহস্ত সুখদং ভুবি দুর্লভম্ ।

যথা কথয়সে দেব তেন নো বিস্ময়ো মহান ॥ ৮

প্রভাবঃ তস্ত দেবস্ত বিস্তরেণ জগৎপতে ।

গমন করিবে। যেখানে ইন্দ্রনীলময় বিষ্ণু বাণুকাস্ত্রপে আচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছেন, তথায় নমস্কার করিলে, নর বিষ্ণুপুরে উপনীত হয়। যিনি অশুরপ্রবর হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই সর্বদেবময় নরসিংহমূর্তি ভগবান তথায় অবস্থান করিতেছেন। হে বিপ্রগণ! সেই নরকেশরী দেবদেবকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিলে, মর্ত্যবাসী মানব, সর্বপাপ হইতে নিশ্চয় মুক্ত হয়। তুলে যে সকল মানব, নরসিংহদেবের প্রতি ভক্তিমান হয়, তাহাদের কোনই দুষ্কৃতি থাকে না; পরন্তু তাহারা যে যে কামনা করে, তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সর্বযত্নে নরসিংহ দেবের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য। কেন না, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষফলের তিনিই একমাত্র প্রদাতা। মুনীগণ কহিলেন,— ভগবন্! নরসিংহ দেবের মর্ত্য-দুর্লভ সুখদ মাহাত্ম্য কথা এই যাহা আপনি কহিলেন; ইহা শুনিয়াই আমার অত্যধিক বিস্ময় জন্মিয়াছে; অতএব হে জগৎপতে! আমরা সেই দেবপ্রবরের মাহাত্ম্য এক্ষণে বিস্তৃতরূপে

শ্রোতুমিচ্ছামহে ক্রহি পরং কোতুহলং হি নঃ ।

যথা প্রসীদেদেবোহসৌ নরসিংহো মহাবলঃ ।

ভক্তানাং উপকারায় ক্রহি দেব নমোহস্ত তে ॥

প্রসাদান্নরসিংহস্ত যা ভবন্ত্যত্র সিদ্ধয়ঃ ।

ক্রহি তাঃ কুরু চান্মাকং প্রসাদং প্রপিতামহ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুধ্বং তস্ত তো বিপ্রাঃ প্রভাবঃ গদতো মম ।

অজিতস্তাপ্রমেয়স্ত ভুক্তিমুক্তিপ্রদস্ত চ ॥ ১২

কঃ শক্নোতি গুণান্ বক্তুং সমস্তাংস্তস্ত তো

দ্বিজাঃ ।

সিংহার্করুতদেহস্ত প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ ॥ ১৩

যাঃ কাস্তিৎ সিদ্ধয়শ্চাত্র শ্রয়ন্তে দৈবমাহুযাঃ ।

প্রসাদাৎ তস্ত তাঃ সর্বাঃ সিদ্ধান্তি নাত্র সংশয়ঃ

স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে দিক্ষু তোয়ে পুরে নগে

প্রসাদাৎ তস্ত দেবস্ত ভবত্যব্যাহতা গতিঃ ॥

অসাধ্যং তস্ত দেবস্ত নাম্যত্র সদৃশ্যচরে ।

শুনিতে ইচ্ছা করি। আমাদের একান্ত কোতুহল হইয়াছে, আপনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। হে প্রপিতামহ! সেই মহাবল নৃসিংহ দেব যে প্রকারে প্রসন্ন হইয়া ভক্তজনের উপকার করেন এবং তাঁহার প্রসাদে যেক্ষণে সিদ্ধি সকল ঘটিয়া থাকে, আপনি আমাদের প্রতি অনুরাগ করিয়া তৎসমস্ত ব্যক্ত করুন। হে দেব! আপনাকে আমরা নমস্কার করি। ১—১১। ব্রহ্মা কহিলেন,—বিপ্রগণ! আমার নিকট সেই দেবদেবের মাহাত্ম্য-কথা শ্রবণ করুন। তিনি অজিত, অপ্রমেয়, ও ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ; তাঁহার সমস্ত গুণ বর্ণন করিতে পারে, এমন ক্ষমতা কাহার আছে? তথাপি হে দ্বিজগণ! সেই নরসিংহমূর্তি ভগবানের মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। যে কিছু দৈবী ও মানুষ্যী সিদ্ধির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই নরসিংহদেবের প্রসাদে সেই সকল নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে। সেই দেবদেবের প্রসাদেই স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে, দিক্‌সকলে, জলে, পুরে ও পর্বতে অব্যাহত

নরসিংহস্ত ভো বিপ্রাঃ সদা ভক্তানুকম্পিনঃ ॥
 বিধানং তস্মৈ বক্ষ্যামি ভক্তানামুপকারকম্ ।
 যেন প্রসীদেচ্চৈবাসৌ সিংহাঙ্কিতবিগ্রহঃ ॥১৭
 শৃগুধ্বং মুনিশার্দ্দুলাঃ কল্পরাজং সনাতনম্ ।
 নরসিংহস্ত তত্ত্বঞ্চ যন্ন জাতং সুরাসুরৈঃ ॥ ১৮
 শাকবাবকমূলৈশ্চ কলপিণ্যাকশতুর্ভুজৈঃ ।
 পরোভক্ষ্যেণ বিপ্রেস্তা বর্তয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥
 কোশকোপীনবাসাশ্চ ধ্যানযুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ
 অরণ্যে বিজনে দেশে পর্বতে সিন্ধুসঙ্গমে ॥
 উষরে সিদ্ধক্ষেত্রে চ নরসিংহাশ্রমে তথা ।
 প্রতিষ্ঠাপ্য হৃদয়ং বাপি পূজাং কৃৎবা বিধানতঃ ॥
 দ্বাদশাং গুরুপক্ষস্ত উপোষ্য মুনিপূজবাঃ ।
 জপেন্নক্ষত্রাণি বৈ বিংশয়নসা সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥২২
 উপপাতকযুক্তশ্চ মহাপাতকসংযুতঃ ।

যুক্তো ভবেত্ততো বিপ্রাঃ সাধকো নাত্র স'শয়
 কৃৎবা প্রদক্ষিণং তত্র নরসিংহং প্রপূজয়েৎ ।
 পুণ্যগঙ্গাদিভির্ধূপৈঃ প্রণম্য শিরসা শ্রদ্ধাম্ ॥২৪

গতি হইয়া থাকে । এই চরাচরে সেই সতত-
 ভক্তানুকম্পী নরসিংহ দেবের কিছুই অসাধ্য
 নাই। সেই সিংহাঙ্কিতবপুঃ দেব যেরূপে
 ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, সেই
 মঙ্গলকর বিধান বলিতেছি, হে মুনিশ্রেষ্ঠ-
 গণ! সুরাসুরগণ যাহা জানেন না, নর-
 সিংহদেবের তথাবিধ সনাতন তত্ত্বকথা
 আপনারা শ্রবণ করুন। হে বিপ্রবরগণ!
 সাধকবর কোপীনধারী, ধ্যাননিষ্ঠ ও জিতেন-
 দ্রিয় হইয়া জনমাত্র আহার করিয়া শাক,
 জীবক, মূল, ফল, পিণ্যাক ও শতু
 দ্বারা অরণ্যে, বিজন দেশে, পর্বতে সিন্ধু-
 সঙ্গমে উষরে, সিদ্ধক্ষেত্রে কিবা প্রসিদ্ধ
 নরসিংহাশ্রমে সেই দেবদেবের মূর্তি
 প্রতিষ্ঠাপূর্বক যথাবিধি পূজা করিয়া
 গুরু পক্ষের দ্বাদশীতিথিতে উপবাস করত
 যতচিত্তে এক লক্ষ নৃসিংহমন্ত্র জপ করিবে।
 এইরূপ করিলে, সেই সাধক উপপাতক বা
 মহাপাতকযুক্তই হউক, নিশ্চয় সে পাপ
 হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। তৎকালে

কপূরচন্দনাক্তানি জাতীপুষ্পাণি মস্তকে ।
 প্রদদ্যন্নরসিংহস্ত ততঃ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥২৫
 ভগবান্ সর্বকাঙ্ক্ষেষু ন কচিৎ প্রতিহন্ততে ।
 তেজঃ সোঢ়ং ন শক্তাঃ সূর্য্যক্ষরজাদয়ঃ সুরাঃ
 কিং পুনর্দানবা লোকে সিদ্ধগন্ধর্ব্বমামুঘাঃ ।
 বিদ্যাধরা যক্ষগণাঃ স কিন্নরমহোরগাঃ ॥ ২৭
 মন্ত্রং যানাসুরান্ হন্তঃ জপন্ত্যেকেকান্তসাধকাঃ
 তে সর্বৈ প্রলয়ং যাতি দৃষ্টাদিত্যগ্নিবর্জসঃ ॥২৮
 সুরুজ্জপ্তং তু কবচং রক্ষেৎ সর্বমুপদ্রবম্ ।
 দ্বিজপ্তং কবচং দিব্যং রক্ততে দেবদানবাৎ ॥
 গন্ধর্বাঃ কিন্নরা যক্ষা বিদ্যাধরমহোরগাঃ ।
 ভূতাঃ পিশাচা রক্ষাংসি যে চান্তে পরিপন্থিনঃ ॥
 ত্রিজপ্তং কবচং দিব্যমভেদ্যঞ্চ সুরাসুরৈঃ ।

নরসিংহকে প্রদক্ষিণ, পুণ্য গন্ধ ও ধূপ
 দীপাদি দ্বারা পূজা এবং মস্তক দ্বারা
 প্রণাম করিবে। সাধক ব্যক্তি নরসিংহ
 দেবের মস্তকে কপূর ও চন্দনাক্ত জাতী
 পুষ্প প্রদান করিলে, সিদ্ধি লাভ করিতে
 পারেন। ভগবান নরসিংহ সর্বকাম্য সুসাধনে
 সুদক্ষ, তিনি কোথাও প্রতিহত হইয়েন
 না। ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি সুরগণ তদীয় তেজ
 সহ্য করিতে সক্ষম নহেন; সূতরাং দানব,
 সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, বিজ্ঞাধর, যক্ষ, কিন্নর বা
 মহোরগণ যে একেবারেই তাহাতে অক্ষম,
 তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। ১২—২৭। অসুর-
 দিগের উপদ্রব নিবারণের জন্ত যে সকল
 সাধকেরা এই নৃসিংহমন্ত্র জপ করেন,
 আদিত্য ও অগ্নির দ্বারা প্রভাবশালী সেই
 সাধকদিগকে দর্শনমাত্রেই অসুরদল বিনষ্ট
 হইয়া যায়। একবার মাত্র নৃসিংহকবচ
 জপ করিলেই সর্ব উপদ্রব প্রশমিত হয়।
 দুইবার জপে দেব ও দানবের উপদ্রব
 নিবারিত হইয়া থাকে। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
 যক্ষ, বিজ্ঞাধর, মহারোগ, ভূত, পিশাচ ও
 রাক্ষস, এবং অন্যান্য যে কেহই পরিপন্থী
 হউক, তিনবার নৃসিংহকবচ জপ করিলে
 ঐ সকল হইতে অনিষ্টাশঙ্কা, বিদূরিত হইয়া

ষাদশাভ্যন্তরে চৈব যোজনানাং বিজোস্তুমাঃ ॥
রক্ষতে ভগবান্ দেবো নরসিংহো মহাবলঃ ।
ততো গন্ধা বিলদ্বারমুপোষ্য রজনীত্ৰয়ম্ ॥ ৩২
পলাশকাঠৈঃ প্রজ্জাল্য ভগবন্তং হতাশনম্ ।
পলাশসমিধস্তত্র ছুহ্ময়াল্লিমধুপ্নুতাঃ ॥ ৩৩
হে শতে দ্বিজশার্দ্দূলা বযট্কারেণ সাধকঃ ।
ততো বিবরদ্বারং তু প্রকটং জায়তে ক্ষণাৎ
ততো বিশেষতু নিঃশব্দং কবচী বিবরং বুধঃ ।
গচ্ছতঃ সঙ্কটং তস্মৈ তমোমোহশ্চ নশ্রুতি ॥ ৩৪
রাজমার্গঃ সুবিস্তীর্ণো দৃশ্যতে ভ্রমরাঞ্চিতঃ ।
নরসিংহঃ স্মরণস্তত্র পাতালং বিশতে দ্বিজাঃ ॥
গন্ধা তত্র জপেত্তত্ত্বং নরসিংহাখ্যমব্যয়ম্ ।
ততঃ স্ত্রীণাং সহস্রাণি বীণাবাদনকর্ণপুংগাম্ ॥ ৩৭
নির্গচ্ছন্তি পুরো বিপ্রাঃ স্বাগতং তা বদন্তি চ ।
প্রবেশয়ন্তি তা হস্তে গৃহীত্বা সাধকেষ্বরম্ ॥ ৩৮

যায়। এমম কি দ্বাদশ যোজনের অভ্যন্ত-
রেও সুর বা অসুরগণের কোনই উপদ্রব
থাকিতে পারে না। মহাবল ভগবান নরসিংহ
দেব স্বয়ং সে সকল স্থান রক্ষা করিয়া
...থাকেন। অনন্তর নর বিলদ্বারে যাইবে,
সেখানে গিয়া তিন রাত্র উপবাস করিয়া
পলাশ কাঠ দ্বারা ভগবান্ হতাশনকে
প্রজ্জলিত করত ত্রিমধু দ্বারা পরিপ্লুত দুইশত
পলাশ সমিধ্ বযট্কার মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক
প্রজ্জলিত হতাশনে আলতি দিবে। এইরূপ
করিলে তৎক্ষণাৎ বিলদ্বার বিবৃত হইবে;
অনন্তর কবচধারী বিচক্ষণ সাধক নিঃশব্দচিত্তে
ভ্রম্মধ্যে প্রবেশ করিবে। প্রবেশপথে
তাঁহার কোন বাধা বিঘ্ন থাকিবে না; তদীয়
ভ্রমোমোহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তখন
এক সুবিস্তীর্ণ রাজপথ দৃষ্ট হইবে। হে
দ্বিজগণ! তৎকালে নরসিংহদেবকে স্মরণ
করিয়া সেই পথে পাতালে প্রবেশ
করিবে এবং সেখানে গিয়া অবায় নরসিংহ-
মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর বীণাবাদিনী
সহস্র সহস্র রমণী সেই সাধকের সম্মুখে
নির্গত হইয়া তাঁহাকে স্বাগত সন্মোদন করিবে

ততো রসায়নং দিব্যং পায়য়ন্তি দ্বিজোস্তুমাঃ ॥
পীতমাংসে দিব্যদেহো জায়তে সুমহাবলঃ ॥ ৩৯
ক্রৌড়তে সহ কন্তাভির্ধাবদাভূতসংগ্রবম্ ।
ভিরদেহো বাসুদেবে লীয়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
যদান রোচতে বাসন্ত্যঙ্গির্গচ্ছতে পুনঃ ।
পটুং শূলঞ্চ খড়্গঞ্চ রোচনাঞ্চ মণিঃ তথা ॥ ৪১
রসং রসায়নং চৈব পাতুকাঙ্জনমেব চ ।
কৃষ্ণাজিনং মুনিশ্রেষ্ঠা গুটিকাং চ মনোহরাম্ ॥
কমণ্ডলুং চাক্ষুশ্বত্রং যষ্টিং সঞ্জীবনীং তথা ।
সিন্ধুবিদ্যাঞ্চ শাস্ত্রাণি গৃহীত্বা সাধকেষ্বরঃ ॥ ৪৩
জলদ্বহিস্কুলিঙ্গোষ্মিবেষ্টিতং ত্রিশিখং হৃদি ।
সকলান্তং দহেৎ সর্বং বৃজিনঃ জন্মকোটিকম্ ॥
বিষে স্তম্ভং বিষং হস্তাং কুষ্ঠং হস্তান্তনৌহিতম্
স্বদেহে ক্রণহত্যাদি কৃৎস্না দিব্যেন শুধ্যতি ॥ ৪৫
মহাগ্রহগৃহীতেষু জলমানং বিচিস্তয়েৎ ।
হৃদস্তে বৈ ততঃ শীঘ্রং নশ্রেয়সদীর্ণা গ্রহাঃ ॥ ৪৬

এবং তদীয় হস্ত ধারণপূর্বক প্রবেশ
করাইবে। পরে তাহার দিব্য রসায়ন পান
করাইলে সাধকবর সেইক্ষণে মহাবলশালী
ও দিব্যদেহধারী হইয়া আপ্রাণ কাল রমণী-
জন সহ ক্রৌড়া করিবেন এবং পরে দেহান্তে
বাসুদেবে বিলীন হইবেন। ২৮—৪০।
যখন সেই সাধকের তথায় বাস করিবার
অভিরাট হয় না, তখন তিনি তথা হইতে
পুনরায় নির্গত হইবেন এবং পটু, শূল, খড়্গ,
রোচনা, মণি, রস, রসায়ন, পাতুকা, অঙ্জন,
কৃষ্ণাজিন, মনোহর গুটিকা, কমণ্ডলু, অক্ষ-
শ্বত্র, সঞ্জীবনী যষ্টি, সিন্ধুবিজ্ঞা ও শাস্ত্র
সকল গ্রহণ করিয়া স্কুরদগ্নিস্কুলিঙ্গ-বেষ্টিত
ত্রিশূলাকার নুসিংহমন্ত্র একবার মাত্র
হৃদয়ে স্তম্ভ করিলেই শতকোটি জন্ম-
জ্জিত সমস্ত পাপ দগ্ধ করিতে পারিবেন।
উহা বিষে স্তম্ভ করিলে বিষ বিনষ্ট এবং
দেহে স্তম্ভ করিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়। স্বীয়
শরীরে ঐ মন্ত্র স্তম্ভ করিলে ক্রণহত্যাদি
পাপ করিয়াও বিপত্তি লাভ করা যায়।
মহাগ্রহ কর্তৃক গৃহীত হইলে ঐ মন্ত্র জলদ্ব-

বালানাং কণ্ঠকে বন্ধং রক্ষা ভবতি নিত্যশঃ ।
 গণ্ডপগুণলুতানাং নাশনং কুরুতে ঋবম্ ॥ ৪
 ব্যাধিজাতে সমিষ্টিশ্চ স্তুতকীরেণ হোময়েৎ ।
 ত্রিসম্ব্যং মাসমেকং তু সৰ্বরোগান্ বিনাশয়েৎ
 অসাধ্যং তু ন পশ্যামি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ।
 যাং যাং কাময়তে সিদ্ধিং তাং তাং প্রাপ্নোতি
 • স ঋবম্ ॥ ৪৯
 অষ্টোত্তরশতং হেঁকে পূজয়িত্বা মৃগাধিপম্ ।
 মৃত্তিকাঃ সপ্ত বগ্নীকে আশানে চ চতুস্পথে ॥ ৫০
 রক্তচন্দনসমিষ্টিয়া গবাং কীরেণ লোড়য়েৎ ।
 সিংহস্ত প্রতিমাং কৃৎ প্রমাণেন যড়ঙ্গলাম্ ॥ ৫১
 লিম্পেস্তথা ভূৰ্জপত্রে রোচনয়া সমালিখেৎ ।
 নরসিংহস্ত কণ্ঠে তু বন্ধা চৈব হি মন্তবিৎ ॥ ৫২
 জপেৎ সংখ্যাবিহীনস্ত পূজয়িত্বা জলাশয়ে ।
 যাবৎ সপ্তাহমাত্রং তু জপেৎ সংযমিতেন্দ্রিয়ঃ ।

মধ্যে উজ্জ্বলাকার চিত্তা করিবে। এইরূপ
 করিলে শীঘ্রই সেই দাক্ষণ গ্রহ বিনষ্ট
 হইয়া যাইবে। বালকদিগের কণ্ঠে উহা
 বন্ধন করিলে তাহাদের রক্ষা বিধান হয়
 এবং গণ্ডপগুণ প্রভৃতি যাবতীয় শিশু-
 রোগ সত্ত্বর বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্যাধি
 উৎপন্ন হইলে একমাস যাবৎ ত্রিসম্ব্য স্তুত
 ও কীর সহযোগে সমিৎসমুহ দ্বারা হোম
 করিবে। ইহাতেই সৰ্বরোগ বিনষ্ট
 হইবে। এই মন্ত্রের প্রভাবে সচরাচর
 ত্রৈলোক্যে অসাধ্য কিছুই দেগি না।
 কলে সাধক যে যে সিদ্ধি কামনা করেন,
 নিশ্চয়ই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাধক
 ব্যক্তি বগ্নীক, আশান এবং চতুস্পথে সপ্ত
 মুষ্টি মৃত্তিকা গ্রহণপূর্বক উহা রক্তচন্দনে
 সংমিশ্রিত করত গো-কীর দ্বারা মর্দিত
 করিয়া নরসিংহ দেবের যড়ঙ্গল প্রমাণ
 প্রতিমা নির্মাণপূর্বক অষ্টোত্তর শতবার
 সেই দেবদেবকে পূজা করিবেন এবং ভূৰ্জ-
 পত্রে রোচনা দ্বারা নরসিংহমন্ত্র লিখিয়া
 কবচাকারে কণ্ঠে ধারণপূর্বক মন্ত্রস্ত সাধক
 জলাশয়মধ্যে নরসিংহের পূজা করিয়া

জলাকীর্ণা মুহূর্ত্তেন জায়তে সৰ্বমেদিনী ।
 অথবা শুক বৃক্ষাগ্রে নরসিংহস্ত পূজয়েৎ ॥ ৫৪
 জপ্তা চাষ্টশতং তব্ধং বর্ধস্তং বিনিবারয়েৎ ।
 তমেবং পিঙ্গকে বন্ধা ভ্রাময়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৫৫
 মহাবাতো মুহূর্ত্তেন আগচ্ছন্নাত্ৰ সংশয়ঃ ।
 পুনশ্চ ধারয়েৎ ক্ষিপ্ৰং সপ্তসপ্তেন বারিণা ॥ ৫৬
 অথ তাং প্রতিমাং দ্বারি নিখনেদ্যস্ত সাধকঃ ।
 গোত্রোৎসাদো ভবেত্তস্ত উদ্ধতে চৈব শাস্তিনঃ
 তস্মাত্তঃ মুনিশাঙ্গীলা তক্ত্যা সম্পূজয়েৎ সদা ।
 মৃগরাজং মহাবীৰ্য্যং সৰ্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৫৮
 বিমুক্তঃ সৰ্বপাপেভ্যো বিম্বলোকং স গচ্ছতি ।
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্বাঃ স্থিয়াঃ শূদ্রাস্ত্যজাতয়ঃ
 সম্পূজ্য তং সুরশ্রেষ্ঠং তক্ত্যা সিংহবপুর্ধরম্ ।
 মুচ্যন্তে চাশুভৈর্ভুক্তৈর্জন্মকোটিসমুদ্ভবৈঃ ॥ ৬০

সপ্তাহ যাবৎ জিতেন্দ্রিয়ভাবে বিনা সং-
 খ্যায় তদীয় মন্ত্র জপ করিবেন। এইরূপ
 করিলে, মুহূর্ত্তমধ্যে সমগ্র মেদিনী জল-
 প্রাবিত হইতে পারে। অথবা শুক বৃক্ষের
 অগ্রভাগে যদি নরসিংহ দেবকে পূজা এবং
 অষ্টোত্তরশত বার তদীয় মন্ত্র জপ করা
 যায়, তাহা হইলে সাধক বারিবর্ষণ নিবা-
 রিত করিতে পায়েন। সাধকশ্রেষ্ঠ ঐ মন্ত্র
 পিঙ্গকে আবদ্ধ করিয়া ভ্রমণ করাইলে
 মুহূর্ত্তমধ্যে নিশ্চয় প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়।
 পুনর্বার ঐ মন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া কণ্ঠে
 ধারণপূর্বক সাধক ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রতিমা
 বারিসহযোগে যাহার গৃহদ্বারে নিগাত করি-
 বেন, অচিরে তাহার বংশ বিলোপ হইবে।
 এবং পুনরুৎথাপিত হইলে শাস্তি স্থাপন
 হইবে। ৪১—৫৭। অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!
 ঈদৃশ প্রভাবসম্পন্ন, মহাবীৰ্য্য, সৰ্বকামফল-
 দাতা, নরসিংহ দেবকে ভক্তিভরে সৰ্বদাই
 পূজা করা কর্তব্য। তাঁহাকে পূজা করিলে
 লোক সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিম্ব-
 লোকে উপনীত হয়। কি ব্রাহ্মণ, কি
 ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্ব, কি স্থী, কি শূদ্রাদি অস্ত্য
 জাতি, ভক্তিপূর্বক সেই সুরশ্রেষ্ঠ নরসিংহ

সম্পূজ্য তং সুরশ্রেষ্ঠং প্রাপ্তবন্ত্যভিবাঙ্কিতম্ ।
 দেবত্বমরেশ্বরং গন্ধৰ্ব্বং চ ভো দ্বিজাঃ ॥ ৬১
 যক্ষবিজ্ঞাধরং চ তথাস্ত্রজাভিবাঙ্কিতম্ ।
 দৃষ্ট্বা স্তম্ভা নমস্কৃত্বা সম্পূজ্য নরকেশরীম্ ॥ ৬২
 প্রাপ্তবন্তি নরা রাজ্যং স্বৰ্গং মোক্ষং চ ত্বৰ্জিতম্
 নরসিংহং নরো দৃষ্ট্বা লভেদভিমতং কলম্ ॥ ৬৩
 নির্যুক্তঃ সৰ্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি
 সৰ্বদৃষ্ট্বা তু তং দেবং ভক্ত্যা সিংহবপুর্ধরম্ ॥ ৬৪
 মুচ্যতে চান্তেভিঃ খৈজ্ঞমকোটিসমুত্তমৈঃ ।
 সংগ্রামে সন্ধটে হুর্গে চোরব্যাজাদিপীড়িতে ॥ ৬৫
 কান্তারে প্রাণসন্দেহে বিষবহ্নিজলেষু চ ।
 রাজাদিত্যঃ সমুদ্রেভ্যো গ্রহরোগাদিপীড়িতে
 শ্মশ্বা তং পুরুষং সৰ্বৈ রাজপ্রাণৈর্মিচ্যতে ।
 সূর্যোদয়ে যথা নাশং তমোহভ্যুতি মহন্তরম্
 তথা সন্দর্শনে তস্তা বিনাশং যাস্ত্যপদবাঃ ।

দেবকে পূজা করিলে, সকলেই কোটি-
 জন্মার্জিত দুঃখ-দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া
 থাকে। হে দ্বিজগণ! সেই সুরশ্রেষ্ঠকে
 পূজা করিলে অতীষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া
 যায়; এমন কি, গন্ধৰ্ব্ব, দেবত্ব বা দেবে-
 শ্বর লাভও তখন ত্বৰ্জিত হয় না। নর-
 কেশরীকে দর্শন, স্তবন, পূজন, এবং প্রণি-
 পাত করিলে যক্ষ, বিদ্যাধরাদি অস্ত্রাস্ত্র
 বাহিত পদও প্রাপ্ত হওয়া যায়। নরগণ,
 নরসিংহার্চনে রাজ্য, স্বৰ্গ এবং মোক্ষ
 পর্যন্তও প্রাপ্ত হইতে পারে। একবারমাত্র
 তাঁহাকে দর্শন করিলেই নর সৰ্বপাপ হইতে
 মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়।
 নরসিংহ দর্শনে নরগণের জন্মকোটী-
 সমুদ্ভূত অন্তরাশি বিদূরিত হইয়া যায়।
 সংগ্রাম, সন্ধট, হুর্গম প্রদেশ, চোর ও
 ব্যাজাদির উৎপীড়ন, প্রাণসংশয়, বিষ,
 বহ্নি, জল, রাজাদি ও সমুদ্র হইতে ভয়
 সঙ্ঘটন, গ্রহ রোগাদির পীড়া ইত্যাদি
 সৰ্বত্র সৰ্ববিধ সন্ধটেই নরসিংহ দেবকে
 স্মরণ করিলে লোক মুক্ত হইয়া থাকে।
 সূর্য্যোদয়ে যেমন তমোরাশি নষ্ট হয়, তেমনি

শটিকাঞ্জনপাতালপাতকে চ রসায়নম্ ॥ ৬৮
 নরসিংহে প্রসঙ্গে তু প্রাপ্তপ্রাত্যস্তাং চ বাহিতান
 যান্ যান্ কামানভিধ্যায়ন ভজতে নরকেশরীম্
 তাংস্তান্ কামানবাপ্নোতি নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
 দৃষ্ট্বা তং দেবদেবেশং ভক্ত্যাপূজ্য প্রণম্য চ ॥
 দশানামধমেধানাং কলং দশগুণং লভেৎ ।
 পাপৈঃ সৰ্বৈবিনির্মুক্তো গুণৈঃ সৰ্বৈরলঙ্কৃতঃ ॥
 সৰ্বকামসমৃদ্ধা জরামরণবর্জিতঃ ।
 সৌবর্ণেন বিমানেন কিঙ্কণীজালমালিনা ॥ ৭২
 সৰ্বকামসমৃদ্ধেন কামগেন সুবর্চসা ।
 তরুণাদিত্যবর্ণেন মুক্তাহারাবলম্বিনা ॥ ৭৩
 দিব্যস্বীশতযুক্তেন দিব্যগন্ধৰ্ব্বনাদিনা ।
 কুলৈকবিশমুদ্ভূত্যা দেববন্দিতঃ সুখী ॥ ৭৪
 সূর্যমানোহপ্যরোভিশ বিষ্ণুলোকং ব্রজেরনঃ ।
 ভূক্তা তত্র বরান ভোগান্ বিষ্ণুলোকে

দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭৫

গন্ধৰ্বৈরপসরৈর্যুক্তঃ কৃত্বা রূপং চতুর্ভুজম্ ।

নরসিংহ দর্শনে সমস্ত উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া
 যায়। শটিকা, অঞ্জন, পাতাল ও রসায়ন
 প্রভৃতি যাবতীয় বাহিত বস্তু নরসিংহ-
 দেবের প্রসাদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নর,
 নরকেশরীকে ভজনা করিলে অস্ত্রাস্ত্র
 যাবতীয় কাম্য বস্তুই প্রাপ্ত হইয়া থাকে,
 সন্দেহ নাই। সেই দেবদেবকে দেখিয়া
 ভক্তিভরে পূজা ও প্রণাম করিলে শতাব-
 মেধের ফললাভ করিতে পারে। তাঁহার
 সৰ্বপাপবিনষ্ট হয়। সে সৰ্ব গুণের আধার
 হইয়া থাকে। ৫৮—৭১। তাহার জরামরণ
 কিছুই থাকে না। সে সৰ্বকামসমৃদ্ধ হয়
 এবং অস্ত্রে কিঙ্কণীজাল-মণ্ডিত সৰ্বকাম-
 সমৃদ্ধ তরুণাদিত্য-সঙ্কাশ মুক্তাহার-মণ্ডিত
 কামগামী সমুজ্জল শত সুর-সুন্দরীযুত
 দিব্যগন্ধৰ্ব্বনাদিত সুবর্ণবিমানে আরোহণ
 করিয়া একবিশতিকুলের উদ্ধারসাধনপূর্ব্বক
 অমরবৎ যুদিতচিত্তে অপ্যরোগণ কর্তৃক
 সূর্যমান হইয়া বিষ্ণুলোকে উপনীত হইয়া
 থাকে। সেখানে গিয়া গন্ধৰ্ব্ব-অপ্সরোগণের

মনোহ্লাদকরং সৌখ্যং যাবদাকৃতসংগ্রবম্ ॥ ৭৬
 পুণ্যকর্যদিহায়াতঃ প্রবরে যোগিনাং কুলে ।
 চতুর্বেদী ভবেদ্বিপ্রো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৭৭
 বৈষ্ণবঃ যোগমার্গায় ততো মোক্ষমাবাপুয়াৎ ॥
 ইতি ব্রাহ্মে নরসিংহমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট-
 পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অনন্তাখ্যং বাসুদেবং দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা প্রণম্য চ ।
 সৰ্বপাপবিনির্মুক্তো নরো ষাতি পরং পদম্ ॥ ১
 ময়া চারাধিতশাসৌ শক্রেণ তদনন্তরম্ ।
 বিভীষণেন রামেণ কন্তং নারাদয়েৎপুমান্ ॥ ২
 বেতগঙ্গাং নরঃ স্নাত্বা যঃ পশ্যেৎ বেতমাধবম্ ।
 মৎস্তাখ্যং মাধবং চৈব বেতদ্বীপং স গচ্ছতি ॥ ৩

সহিত চতুর্ভুজরূপে উত্তম উত্তম ভোগ
 সকল উপভোগ করত আপ্রাণ্য কাল
 মনঃপ্রীতিকর পরম সৌখ্য প্রাপ্ত হয় ।
 অনন্তর পুণ্যকর হইলে এই মর্ত্যালোকে
 আসিয়া বোগীদিগের উত্তম কুলে বেদ-
 বেদাঙ্গ-পারগ চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ হইয়া
 জন্মলাভ করত বৈষ্ণব যোগ অবলম্বনে
 পরে মোক্ষলাভ করে ॥ ৭২—৭৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৮ ।

উনষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন, মানবমাত্রেই অনন্তাখ্য
 বাসুদেবকে দর্শন ও ভক্তিভরে প্রণাম
 করিলে, সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম-
 পদ প্রাপ্ত হয় । প্রথমে আমি উঁহাকে
 আরাধনা করি ; পশ্চাৎ ইন্দ্র, তদনন্তর
 বিভীষণ ও পরে রামচন্দ্র উঁহার আরাধনা
 করেন । যে নর বেতগঙ্গায় স্নান করিয়া
 পশ্চাৎ বেতমাধব ও মৎস্তাখ্য মাধবকে

মুদয় উচুঃ ।

বেতমাধবমাহাত্ম্যং বক্তুমর্হন্ত্যশেষতঃ ।

বিস্তরেন জগদ্রাথ প্রতিমাং তন্তু বৈ হরেঃ ॥ ৪

তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে বিখ্যাতে জগতীতলে

বেতখ্যং মাধবং দেবং কন্তং স্থাপিতবান্ পুরা

ব্রহ্মোবাচ ।

অকুৎ কৃতগুণে বিপ্রাঃ বেতো নাম নৃণো বলী

মতিমান্ ধর্ম্মবিচ্ছুরঃ সত্যসঙ্কো দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ৬

যন্ত রাজ্যে তু বর্ধাণাং সহস্রং দশ মানবাঃ ।

ভবন্ত্যয়ুমন্তো লোকা বালস্তস্মিন্ন সাদতি ॥ ৭

বর্তমানে তদা রাজ্যে কিঞ্চিৎকালেগতেদ্বিজাঃ

কপালগৌতমো নাম ঋষিঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৮

সুতোহস্তাজাতদন্তশ্চ মৃতঃ কালবশাদ্বিজাঃ ।

তমাদায় ঋষিধীমান্ নৃপস্তুান্তিকমানয়ৎ ॥ ৯

দৃষ্ট্বৈবং নৃপতিঃ স্পৃষ্টঃ কুমারং গতচেতসম্ ।

প্রতিজ্ঞামকরোদ্বিপ্রা জীবনার্থং শিশোস্তদা ॥ ১০

দর্শন করে, তাহার খেতদ্বীপে গতি হইয়া
 থাকে । মুনিগণ কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি
 বেতমাধবের মাহাত্ম্য ও তদীয় প্রতিমা-
 বিবরণ বিস্তৃতরূপে কীর্তন করুন । আমরা
 আরও জানিতে ইচ্ছা করি যে, সেই
 জগদ্বিখ্যাত পবিত্র ক্ষেত্রে বেতমাধব-
 দেবকে কে পুরাকালে স্থাপন করিয়া-
 ছিলেন ? ব্রহ্মা কহিলেন, পূর্বে সত্যযুগে
 বেত নামে এক প্রবল রাজা ছিলেন ।
 তিনি বুদ্ধিমান, ধর্ম্মজ্ঞ, শূর, সত্যপ্রতিজ্ঞ
 ও দৃঢ়ব্রত ছিলেন । তাঁহার রাজত্বকালে
 মানবগণের দশসহস্র বৎসর পরমায়ু ছিল ।
 বাল্যকালে কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হইত
 না । এইরূপে তাঁহার রাজত্বকাল চলিতে
 লাগিল । হে দ্বিজগণ ! কিয়ৎকাল অতীত
 হইলে কপালগৌতম নামক জনৈক পরম
 ধার্ম্মিক ঋষির একটি পুত্র দস্তোদ্রগমেয়
 পূর্বেই কালবশে মৃত্যুমুখে পতিত হইল ।
 ধীমান ঋষি তখন সেই মৃত পুত্র লইয়া
 বেত নরপতির নিকটে গমন করিলেন ।
 নরপতি সেই স্পৃষ্ট ঋষিনন্দনকে চৈতন্তহীন

রাজোবাচ ।

যাবদাশমহং ত্বেনং যমস্ত সদনে গতম্ ।
নানয়ে সপ্তরাত্রেণ চিতাং দীপ্তাং সমাক্ৰহে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্ষান্তিভৈঃ পঠৈঃ শতৈর্দশশতাদিকৈঃ ।
সম্পূজ্য চ মহাদেবং রাজা বিজ্ঞাং পুনর্জপেৎ ॥
অতিভক্তিং তু সঞ্চিন্ত্য নৃপস্ত জগদীশ্বরঃ ।
সান্নিধ্যমগমন্তুষ্ণোহস্মীত্যুবাচ সহোময়া ॥ ১৩ ॥
ঋত্বৈবং গিরমীশস্ত বিলোব্য সহসা হরম্ ।
ভস্মদিদং বিরূপাক্ষঃ শরৎকুন্দেন্দুবর্চসম্ ॥ ১৪ ॥
শার্দূলচর্মবসনং শশাঙ্কাক্তিতমূর্দ্ধজম্ ।
মহীং নিপত্য সহসা প্রণম্য স তদাববীৎ ॥ ১৫ ॥

শ্বেত উবাচ ।

কারুণ্যং যদি মে দৃষ্টা প্রসন্নোহসি প্রভো যদি
কালস্ত বশমাপনো বালকো দ্বিজপুত্রকঃ ॥ ১৬ ॥

দেখিয়া তাহার জীবন রক্ষার্থ প্রতিজ্ঞা
করিলেন । ১—১০ । রাজা কহিলেন,—
এই শমনসদনগত বালককে আমি যদি সপ্ত-
রাত্র মধ্যে আমনয়ন করিতে না পারি, তাহা
হইলে নিশ্চয়ই তখন দীপ্ত চিতায় আরোহণ
করিব । ব্রহ্মা কহিলেন, রাজা এই কথা
কহিয়া একসহস্র একশত নীলপদ্ম দ্বারা
মহাদেবের অর্চনা করিয়া তদীয় মন্ত্র জপ
করিতে লাগিলেন । জগদীশ্বর শম্ভু রাজার
অতিভক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া ‘আমি তুষ্ট
হইয়াছি’ এই বলিয়া উমা সহ তদীয়
সমীপে আগমন করিলেন । রাজা এই
আশাসবাক্য শুনিয়া সহসা দৃষ্টিপাতপূর্বক
দেখিলেন, বিভূতিভূষিত, বিরূপাক্ষ, শারদ-
কুন্দেন্দু-কান্তি, শার্দূলচর্মধারী, শশাঙ্কাক্তি-
শিরা ভগবান্ হর সাক্ষাৎ সমুপস্থিত ।
তাঁহাকে দেখিয়া রাজা সহসা ভুলুপ্তিত ভাবে
প্রণিপাতপুরঃসর বলিলেন,—হে প্রভো!
আমাকে দেখিয়া আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া
থাকেন, আপনার যদি করুণার উদ্রেক
থাকে, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা—এই
যে, দ্বিজবালক কালক্রমে পতিত হইয়াছে,

জীবত্বেষ পুনর্ব্যল ইত্যেবং ব্রতমাহিতম্ ।

অকস্মাচ্চ মৃতং বালং নিয়ম্য ভগবনুদয়ম্ ।

যথোক্তায়ুস্যসংযুক্তং ক্ষেমং কুরু মহেশ্বর ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

শ্বেতশ্চেতদ্বচঃ শ্রদ্ধা মুদং প্রাপ হরস্তদা ।

কালমাজ্ঞাপয়ামাস সর্বভূতভয়ঙ্করম্ ॥ ১৮ ॥

নিয়ম্য কালং তুর্দ্ধম্ যমস্তাজাকরং দ্বিজাঃ ।

বালং সঞ্জীবয়ামাস মৃত্যোর্মুখগতং পুনঃ ॥ ১৯ ॥

কুহ্মা ক্ষেমং জগৎসর্বঃ মূনেঃ পুত্রং স তং দ্বিজাঃ

দেব্য সহোময়া দেবস্তত্রৈবাস্থরধীযত ॥ ২০ ॥

এবং সঞ্জীবয়ামাস মূনেঃ পুত্রং নৃপোত্তমঃ ॥ ২১ ॥

মুনয় উচুঃ ।

দেবদেব জগন্নাথ ত্রৈলোক্যপ্রভাব্যয় ।

ত্রাহি নঃ পরমং তথ্যং শ্বেতাধ্যস্ত চ সাম্প্রতম্

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃগুধ্বং মুনির্শির্দীনাঃ সর্বসহিতারহম্ ।

প্রবক্ষ্যামি যথা তথ্যং যৎপৃচ্ছথ মমানবাঃ ॥ ২৩ ॥

এই বালক পুনরায় জীবিত হউক । হে
মহেশ্বর । বালক সহসা মৃত্যুমুখে পতিত
হইয়াছে, ইহাকে আপনি জীবিত ও
যথাযোগ্য আয়ুষ্কালে যোজিত করিয়া ইহার
মঙ্গল বিধান করুন । ব্রহ্মা কহিলেন,—শ্বেত
নরপতির তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্
হর হর্ষবিষ্ট হইলেন । তখন সর্বভূত-
ক্ষয়ঙ্কর যমকঙ্কর তুর্দ্ধম কালকে তিনি আজ্ঞা
করিলেন এবং মৃত্যুমুখ-গত সেই শিশুকে
পুনরুজ্জীবিত করিয়া দিলেন । হে দ্বিজ-
গণ! তৎকালে হরের প্রসাদে সর্ব জগৎ
মঙ্গলময় হইল, ব্রাহ্মণের পুত্র জীবন
পাইল । অনন্তর উমা সহ তিনি তথা হইতে
অন্তহিত হইলেন । শ্বেত রাজা এইরূপে
মুনিকুমারকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন ।
১১—২১ । মুনিগণ কহিলেন, হে ত্রিভুবনের
ভাবাভাবনিধান দেবদেব জগন্নাথ!
আপনি সাম্প্রতি শ্বেতমাধবের পরম তথ্য
প্রকাশ করিয়া বলুন । ব্রহ্মা কহিলেন,
হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা শ্রবণ করুন;

মাধবস্ত চ মহাশ্যঃ সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 বহুত্বাভিমতানকামান্ধবঃ প্রাপ্নোতি মানবঃ
 কৃতবানুভিতিঃ পূৰ্ণঃ মাধবাখ্যস্ত ভো দ্বিজাঃ ।
 শৃণুধ্বং তাং কথাং দিব্যাং ভয়শোকাক্তিনাশিনাম্
 স কৃত্বা রাজ্যমেকাগ্র্যং বর্ষণাং স সহস্রশঃ ।
 বিচার্য লৌকিকান্ধর্মান্বেদিকান্নিয়মাংস্তথা ॥
 কেশবারণ্যধনে বিপ্রাঃ নিশ্চিতং ব্রতমাস্থিতঃ ।
 স গংগা পরমং ক্ষেত্রং সাগরং দক্ষিণাশ্রয়ম্ ॥ ২৭
 তটে তস্মিন্ শুভে রম্যে দেশে কৃষ্ণস্ত চান্তিকে
 যেতোহথ কারয়ামাস প্রাসাদং শুভলক্ষণম্ ॥
 ধ্বন্তরশতং চৈকং দেবদেবস্ত দক্ষিণে ।
 ততঃ শ্বেতেন বিপ্রেক্ষাঃ শ্বেতশৈলময়েন চ ॥
 কৃতঃ স ভগবান্ শ্বেতো মাধবচন্দ্রসন্নিভঃ ।
 প্রতিষ্ঠাং বিধিবচ্চক্রে যথোদ্বিষ্টাং স্বয়ং তু সঃ
 দত্তা দানং দ্বিজাতিভ্যো দীনানাথতপস্বিনাম্ ।

হে নিম্পাপগণ! আমি আপনাদের প্রশান্ত-
 সারে সর্বভূতহিতজনক মাধব-মহাশ্য
 বর্ণন করিতেছি। এই মহাশ্য-কথা সর্ব
 পাপের প্রণাশক; ইহা শ্রবণে মানবেরা
 অভিমত কামনা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
 দ্বিজগণ! পূর্বে ঋষিগণ শ্বেতমাধবের যে
 মহাশ্য কথা শ্রবণ করিয়াছেন, আপনারা
 সেই ভয়-শোকাক্তি-হারিণী দিব্য কথা শ্রবণ
 করুন। সেই শ্বেত রাজা সহস্র বৎসর
 রাজত্ব করিয়া বিবিধ লৌকিক ও বৈদিক
 ধর্ম এবং নানা নিয়মাদি আলোচনা
 করত কেশবের আরাধনায় ব্রতাবলম্বনে
 অবস্থান করিলেন এবং দক্ষিণ সাগরের
 তীরস্থ পরমক্ষেত্র পুরুষোত্তমে আসিয়া
 উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় শুভ
 রম্যদেশে কৃষ্ণসমীপে এক শুভলক্ষণাধিত
 শতধ্বন্ত-বিস্তৃত প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন।
 দেবদেবের দক্ষিণদিকে এ প্রাসাদ
 শ্বেতশৈলে নিশ্চিত হইল। রাজা শ্বেত
 চন্দ্রপ্রতিম শুভ মাধবমূর্তি প্রস্তুত করাইয়া
 সেই প্রাসাদ-মধ্যে যথাবিধি তাহার
 প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ও

অধানস্তরতো রাজা মাধবস্ত চ সন্নিধৌ ॥ ৩১
 মহীং নিপত্য সহসা ওজারং দ্বাদশাক্ষরম্ ।
 জপন স মৌনমাত্মায় মাসমেকং সমাধিনা ॥ ৩২
 নিরাহারো মহাভাগঃ সম্যগ্বিকৃপদে স্থিতঃ ।
 জপান্তে স তু দেবেশং সংস্তোতুমুপচক্রমে ॥
 শ্বেত উবাচ ।

ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।
 প্রহুয়ায়ানিরুদ্ধায় নমো নারায়ণায় চ ॥ ৩৪
 নমোহস্ত বহুরূপায় বিষ্ণুরূপায় বেধসে ।
 নির্ভুগায়াপ্রতর্ক্যায় শুচয়ে শুক্লকর্ম্মণে ॥ ৩৫
 ওঁ নমঃ পদ্মনাভায় পদ্মগর্ভোদ্ভবায় চ ।
 নমোহস্ত পদ্মবর্ণায় পদ্মহস্তায় তে নমঃ ॥ ৩৬
 ওঁ নমঃ পুঙ্করাক্ষায় সহস্রাক্ষায় মীঢ়ুষে ।
 নমঃ সহস্রপাদায় সহস্রভুজমস্তবে ॥ ৩৭
 ওঁ নমোহস্ত বরাহায় বরদায় স্নুমেধসে ।
 বরিষ্ঠায় বরেণ্যায় শরণ্যাচ্যুতায় চ ॥ ৩৮
 ওঁ নমো বালরূপায় বালপদ্মপ্রভায় চ ।
 বালার্কসোমনেক্যায় মুক্তকেশায় ধীমতে ॥ ৩৯

অস্তান্ত তপস্বীদিগকে বহু ধন দান করি-
 লেন। অনন্তর রাজা শ্বেত মাধবসন্নিহিত
 মহীতলে প্রণিপাতপূর্বক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র
 জপ করিতে লাগিলেন এবং সমাধিযোগে
 মৌনী হইয়া একমাস যাবৎ অমাহারে বিষ্ণু-
 পদ-ধ্যানে অবস্থান করিলেন। অনন্তর
 জপাবসানে তিনি সেই দেবদেবকে স্তব
 করিতে লাগিলেন। ২২—৩৩। শ্বেত কহিলেন,
 —বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহুয়, অনিরুদ্ধ ও
 নারায়ণকে আমি প্রত্যেকতঃ নমস্কার করি।
 যিনি বহুরূপ, বিষ্ণুরূপ, বেধা নির্ভুগ, অপ্র-
 তর্ক্য, শুচি ও শুক্লকর্ম্মা, তাঁহাকে নমস্কার।
 যিনি পদ্মনাভ, পদ্মগর্ভোদ্ভব, পদ্মবর্ণ, ও
 পদ্মহস্ত, তাঁহাকে আমার বারম্বার নমস্কার।
 পুঙ্করাক্ষ, সহস্রাক্ষ, মীঢ়ুষ, সহস্রপাদ, সহস্র-
 ভুজ, ও মন্যুকে আমি পুনঃপুনঃ নমস্কার
 করি। বরাহ, বরদ, স্নুমেধা, বরিষ্ঠ,
 বরেণ্য, শরণা, অচ্যুত, বালরূপ, বালপদ্ম-
 প্রভ, বালমুখ্য-সৌ ত্রৈলোক্যেশ, ধীমান্

কেশবায় নমো নিত্যং নমো নারায়ণায় চ ।
 মাধবায় বরিত্যৈ গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৪০
 ওঁ নমো বিষ্ণবে নিত্যং দেবায় বসুরেতসে ।
 মধুসূদনায় নমঃ শুদ্ধায়াঃ শুধরায় চ ॥ ৪১
 নমোহনন্তায় সূক্ষ্মায় নমঃ শ্রীবৎসধারিণে ।
 ত্রিবিক্রমায় চ নমো দিব্যপীতাহরায় চ ॥ ৪২
 সৃষ্টিকর্ত্রে নমস্তভ্যং গোত্রে ধাত্রে নমো নমঃ ।
 নমোহন্ত গুণভূতায় নির্গুণায় নমো নমঃ ॥ ৪৩
 নমো বামনরূপায় নমো বামনকর্ণণে ।
 নমো বামননেত্রায় নমো বামনবাহিনে ॥ ৪৪
 নমো রম্যায় পূজ্যায় নমোহস্তবাক্তরূপিণে ।
 অপ্রতর্ক্যায় শুদ্ধায় নমো ভয়হরায় চ ॥ ৪৫
 সংসারার্ণবপোতায় প্রশান্তায় স্বরূপিণে ।
 শিবায় সৌম্যরূপায় কুড্রায়োত্তরায় চ ॥ ৪৬
 ভবভঙ্গকৃতে চৈব ভবভোগপ্রদায় চ ।
 ভবসজ্জাতরূপায় ভবসৃষ্টিকৃতে নমঃ ॥ ৪৭
 ওঁ নমো দিব্যরূপায় সোমাগ্নিস্থিতায় চ ।
 সোমসূর্য্যাংকেশায় গোত্রাঙ্গণহিতায় চ ॥ ৪৮
 ওঁ নম ঋকৃশ্রুপায় পদক্রমশ্রুপিণে ।
 ঋকৃশ্রুতায় নমস্তভ্যং নম ঋকৃসাধনায় চ ॥ ৪৯
 ওঁ নমো যজুর্বাং ধাত্রে যজুরূপধরায় চ ।
 যজুর্ধাজ্যায় জুষ্টায় যজুর্বাং পতয়ে নমঃ ॥ ৫০
 ওঁ নমঃ শ্রীপতে দেব শ্রীধরায় বরায় চ ।

কেশব, নারায়ণ, মাধব, বরিত্য ও গোবিন্দকে
 আমি ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি। যিনি
 বিষ্ণু, বসুরেতাঃ, মধুসূদন, শুদ্ধ, অংশুধর,
 অনন্ত, সূক্ষ্ম, শ্রীবৎসধারী, ত্রিবিক্রম, দিব্য-
 পীতাহরধর, সৃষ্টিকর্তা, গোত্রা, ধাতা, গুণ-
 ভূত, নির্গুণ, বামনরূপ, বামনকর্ণা, বামন-
 নেত্র, বামনবাহী, রম্য, পূজ্য, অব্যাক্তরূপী,
 অপ্রতর্ক্য, শুদ্ধ, ভয়হর, সংসার-সাগর-পোত,
 প্রশান্ত, স্বরূপী, শিব, সৌম্যরূপ, কুড্র, উত্তা-
 রণ, ভবভঙ্গকর্তা, ভবভোগপ্রদ, ভবসজ্জাত-
 রূপ, ভবসৃষ্টিকর্তা, দিব্যরূপ, সোমাগ্নিস্থিত,
 সোমসূর্য্যাংকেশ, গোত্রাঙ্গণহিত, ঋকৃশ্রুপ,
 পদক্রমশ্রুপী, ঋকৃশ্রুত, ঋকৃসাধন, যজুর্ধাজ্য-
 কর্তা, যজুঃশ্রুপধর, যজুর্ধাজ্য, জুষ্ট, যজুঃ-

শ্রিয়ঃ কান্তায় দান্তায় যোগিচিন্ত্যায় যোগিনে ॥
 ওঁ নমঃ সামরূপায় সামধ্বনিবরায় চ ।
 ওঁ নমঃ সামসৌম্যায় সামযোগবিদে নমঃ ॥ ৫২
 সায়ৈ চ সামগীতায় ওঁ নমঃ সামধারিণে ।
 সামযজ্ঞবিদে চৈব নমঃ সামকরায় চ ॥ ৫৩
 নমহস্তথ ঋশিরসে নমোহথর্কশ্রুপিণে ।
 নমোহথর্কশ্রুপাদায় নমোহথর্ককরায় চ ॥ ৫৪
 ওঁ নমো বজ্রশীর্ষায় মধুকৈটভঘাতিনে ।
 মহোদধিঙ্গলশায় বেদাহরণকারিণে ॥ ৫৫
 নমো দৌণ্ডশ্রুপায় হৃষীকেশায় বৈ নমঃ ।
 নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় তে নমঃ ॥
 নারায়ণ নমস্তভ্যং নমো লোকহিতায় চ ।
 ওঁ নমো মোহনাশায় ভবভঙ্গকরায় চ ॥ ৫৭
 গতিপ্রদায় চ নমো নমো বন্ধহরায় চ ।
 ত্রৈলোক্যতেজসাং কত্রে নমস্তেজঃশ্রুপিণে ॥
 যোগীশ্বরায় শুদ্ধায় রামায়োত্তরায় চ ।
 সুখায় সুখনেত্রায় নমঃ সুকৃতধারিণে ॥ ৫৯
 বাসুদেবায় বন্দ্যায় বামদেবায় বৈ নমঃ ।
 দেহিনাং দেহকত্রে চ ভেদভঙ্গকরায় চ ॥ ৬০
 দেবৈবন্দিতদেহায় নমস্তে দিব্যমৌলিনে ।
 নমো বাসনিবাসায় বাসব্যবহরায় চ ॥ ৬১
 ওঁ নমো বসুকত্রে চ বসুবাসপ্রদায় চ ।

পতি, শ্রীপতি, শ্রীধর, বরেণ্য, শ্রীকান্ত, দান্ত,
 যোগিজন-চিন্ত্য, যোগী, সামরূপ, সামধ্বনি-
 বর, সামসৌম্য, সামযোগ-বিৎ, সাম, সাম-
 গীত, সামধারী, সামযজ্ঞ-বজ্র, সামকর, অথর্ক-
 শিরা, অথর্ক-শ্রুপ, অথর্কপাদ, অথর্ককর,
 বজ্রশীর্ষ, মধুকৈটভঘাতী, মহোদধিঙ্গলশায়ী,
 বেদাহরণকারী, দৌণ্ডশ্রুপ, ওঁ হৃষীকেশকে
 আমি বারবার নমস্কার করি। হে নারায়ণ!
 তুমি বাসুদেব, লোকহিতৈষী, মোহহর, ভব-
 ভঙ্গকর, গতিপ্রদ, বন্ধহর, ত্রৈলোক্য-তেজঃ-
 কর্তা, তেজঃশ্রুপী, যোগীশ্বর, শুদ্ধ, রাম, উত্তা-
 রণ, সুখ, সুখনেত্র, সুকৃতধারী, বাসুদেব,
 বন্দ্য, বামদেব, দেহীদিগের দেহকর্তা, ও
 ভেদভঙ্গকারী, তোমায় আমি নমস্কার করি।
 ৩৩—৬১। তুমি দেবগণ কর্তৃক বন্দিত, দিব্য-

নমো যজ্ঞস্বরূপায় যজ্ঞেশায় চ যোগিনে ॥ ৬২
 যতিযোগকরেশায় নমো যজ্ঞাঙ্গধারিণে ।
 সঙ্কর্ষণায় চ নমঃ প্রলম্বমথনায় চ ॥ ৬৩
 মেঘঘোষম্নোত্তীর্ণবেগলাঙ্গলধারিণে ।
 নমোহস্ত জ্ঞানিনাং জ্ঞান নারায়ণপরায়ণ ॥ ৬৪
 ন মেহন্তি ত্বামৃতে বন্ধূর্নরকোত্তর্যণ প্রভো ।
 অতস্ত্বাং সর্বভাবেন প্রণতো নতবৎসল ॥
 মলং যৎকায়জং বাপি মানসকৈব কেশব ।
 ন তস্তাত্তোহস্তি দেবেশ কালকস্বামৃতেহচ্যুত
 সংসর্গাণি সমস্তানি বিহায় ত্বামুপস্থিতঃ ।
 সঙ্গো মেহস্ত ত্বয়া সার্ক্সমাঙ্গলাভায় কেশব ॥ ৬৭
 কষ্টমাপৎ সুদৃশ্যং সংসারং বেদ্যি কেশব ।
 তাপজয়পরিক্রিষ্টস্তেন ত্বাং শরণং গতঃ ॥ ৬৮

মৌলী, বাসনিবাস, বাসব্যবহার, বসুকর্তা, বসুবাশপ্রদ, যজ্ঞস্বরূপ, যজ্ঞেশ, যোগী, যতি, যোগকরেশ, যজ্ঞাঙ্গধারী, সঙ্কর্ষণ, প্রলম্বমথন, মেঘগন্তীয়-নিবাদ, বেগে লাঙ্গলধারী ও জ্ঞানীদিগের জ্ঞান; তোমায় আমি ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি। হে প্রভো! তুমি ব্যতীত নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারে, এমন বন্ধু কেহই নাই। অতএব হে প্রণত-বৎসল! তোমার চরণে আমি সর্বভাবে প্রণত হইলাম। হে কেশব! অচ্যুত! দেবেশ! তুমি ভিন্ন কায়িক ও মানসিক পাপ কালন করিবার আর কেহই নাই। আমি সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তোমারই আশ্রয় লইয়াছি। হে কেশব! আঙ্গলাভের জন্য তোমারই সহিত আমার সঙ্গ হউক। হে কেশব! এই সুদৃশ্য সংসারকে আমি আপদ ও দুঃখবহুল বলিয়াই মনে করি। সংসারে থাকিয়া জীবিত তাপে সর্বদাই আমি পরিক্রিষ্ট হইতেছি; তাই তোমার শরণ লইয়াছি। তোমারই মায়ায় এই সকল জগৎ বিমোহিত রহিয়াছে। লোভপ্রভৃতির সদাই ইহাকে আকর্ষণ করিতেছে, তাই আমি তোমার শরণ লইয়াছি। হে বিবেক! সংসারী লোকের কোনই সুখ

এষণাভিজগৎ সর্বং মোহিতং মায়ায়া তব ।
 আকর্ষিতঞ্চ লোভাদৈর্যতস্তামহমাস্থিতঃ ॥ ৬৯
 নাস্তি কিঞ্চিৎ সুখং বিবেক সংসারস্থস্ত দেহিনঃ
 যথা যথা হি যজ্ঞেশ ত্বয়ি চেতঃ প্রবর্ততে ॥ ৭০
 তথা কলবিহীনং তু সুখমাত্যস্তিকং লভেৎ ।
 নষ্টো বিবেকশূন্যোহস্মি দৃষ্টান্তে জগদাতুরম্ ॥
 গোবিন্দ ত্রাহি সংসারাম্মাকুর্ভুঃ সম্বর্হসি ।
 ময়ম্ভ মোহসলিলে নিরুত্তারে ভবাবর্ণবে ।
 উদ্ধর্তা পুণ্ডরীকাক্ষ ত্বামৃতেহস্তো ন বিদ্যতে ॥
 ত্র্যম্বোবাচ ।

ইথাঃ স্ততস্ততস্তেন রাজ্ঞা খেতেন ভো দ্বিজাঃ
 তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে দিব্যে বিখ্যাতে পুরুষোত্তমে
 ভক্তিং তস্ম তু সঙ্কিত্য দেবদেবো জগদগুরুঃ
 আজগাম নৃপস্থাপ্ত্রে সর্ক্সদেবৈর্বৃতো हरिः ॥
 নীলজীমূতসন্ধাশঃ পদ্মপত্রায়ভেদকঃ ।
 দধঃ সুদর্শনং ধীমান্ করাগ্রে দীপ্তমণ্ডলম্ ॥ ৭৫
 কীরোদজলসন্ধাশো বিমলশ্চন্দ্রসন্নিভঃ ।

নাই, হে যজ্ঞেশ! যেক্রপ যেক্রপ করিলে তোমাতে চিত্ত নিবিষ্ট হয় এবং কলহীন আত্যস্তিক সুখলাভ করা যায়, আমার এখন তাহাই অভিলাষ। আমার বিবেক নষ্ট হইয়াছে; আমি নিজেও নষ্ট হইয়াছি; এই সকল জগৎই আমি অবসাদ-গ্রস্ত দেখিতেছি। হে গোবিন্দ! আমায় সংসার হইতে জ্ঞাণ কর; আমাকে উদ্ধার কর। 'আমি দুশ্চার ভবাবর্ণবের মোহজলে মগ্ন রহিয়াছি,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি ব্যতীত আমার আর উদ্ধারকর্তা কেহই নাই। ৬২—৭২। ত্র্যম্বো বলিলেন, হে দ্বিজগণ! খেত নরপতি এইরূপে সেই বিখ্যাত ক্ষেত্র পুরুষোত্তমে গিয়া স্তব করিলে জগদগুরু দেবদেব তদীয় ভক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া সমস্ত দেবগণ সহ সেই স্তবগোধতকর সমীপে আগমন করিলেন! তাঁহার তাৎকালিক আকৃতি নীল জীমূত-নিভ স্তাম; নয়ন পদ্মপত্রবৎ আয়ত; হস্তে সুদর্শনচক্র সুশোভিত; অথচ তাহাকে

রাজ্য বামহস্তেহস্ত পাঞ্চজন্তো মহাহুতিঃ ॥ ৭৬
পক্ষিরাজধ্বজঃ শ্রীমান্ গদাশাঙ্গাসিধুক্ প্রভুঃ ।
উবাচ সাধু ভো রাজন্ যন্ত তে মতিক্রম্য ।
যদিষ্টং বর ভদ্রস্তে প্রসন্নোহস্মি তদানঘ ॥ ৭৭
ব্রহ্মোবাচ ।
ঈদেবং দেবদেবন্ত বাক্যং তৎপরমামৃতম্ ।
প্রণম্য শিরসোবাচ শ্বেতস্তদুগতমানসঃ ॥ ৭৮
শ্বেত উবাচ ।

যদ্যহং ভগবন্ ভক্তঃ প্রযচ্ছ বরমুত্তমম্ ।
আব্রহ্মভবনাদুর্দ্ধং বৈকবং পদমব্যয়ম্ ॥ ৭৯
বিমলং বিরজং শুদ্ধং সংসারসঙ্গবর্জিতম্ ।
তৎপদং গম্বমিচ্ছামি তৎপ্রসাদাজ্জগৎপতে ॥
শ্রীভগবানুবাচ ।
যৎপদং বিবুধাঃ সর্বে মুনয়ঃ সিন্ধযোগিনঃ ।
নাভিগচ্ছন্তি যদ্রম্যং পরং পদমনাময়ম্ ॥ ৮১
বাস্তুসি পরমং স্থানং রাজ্যামৃতমুপাস্ত ৮ ।

দেখিতে কীরোদজলের স্রায় শুভ্র ; চন্দ্রের
স্রায় বিমল এবং তদীয় বামহস্তে পাঞ্চজন্তু ;
তিনি মহাহুতিশালী গরুড়ধ্বজ, শ্রীমান্ ও
শাঙ্গ-গদা এবং অসিধারী । তিনি উপ-
স্থিত হইয়া বলিলেন, সাধু রাজন্ ! তোমার
উত্তম মতি জন্মিয়াছে । আমি প্রসন্ন
হইয়াছি ; তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা
কর । ব্রহ্মা কহিলেন, শ্বেত নরপতি
দেবদেবের সেই অমৃতায়মান বাণী শুনিয়া
মন্তক দ্বারা প্রণিপাতপূরঃসর তদুগত মনে
বলিলেন—ভগবন্ ! আমি যদি ভবদীয়
ভক্তমধ্যে গণ্য হইয়া থাকি, তাহা হইলে
আমায় উত্তম বর দান করন । হে জগৎ-
পতে ! যে বৈকবপদ ব্রহ্মভবনের উর্দ্ধে
বিরাজিত, যাহা অব্যয়, বিরজ, শুদ্ধ ও
সংসারসঙ্গ-বর্জিত ; আপনায় প্রসাদে আমি
সেই পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ।
ভগবান্ কহিলেন, বিবুধগণ, মুনিগণ ও
সিন্ধ যোগিগণ যে পদলাভে সমর্থ নহেন,
সেই অনাময় পরম মনোরম পদ তুমি প্রাপ্ত
হইবে । এক্ষণে তুমি রাজ্যানুখ ভোগ

সর্বলোকে কানতিক্রম্য মম লোকং গমিষ্যসি ॥ ৮২
কীর্তিস্তবাক্য রাজেন্দ্র ত্রীলোকে গমিষ্যতি
সান্নিধ্যং মম চৈবাং সর্বদেব ভবিষ্যতি ॥ ৮৩
শ্বেতগন্ধেতি গান্ধস্তি সর্বে তে দেবদানবঃ ।
কুশাগ্রোণাপি রাজেন্দ্র শ্বেতগান্ধেয়মধু চ ॥ ৮৪
স্পৃষ্টা স্বর্গং গমিষ্যন্তি মন্তক্য যে সমাহিতাঃ ।
যান্ত্রিমাং প্রতিমাং গচ্ছেন্মাধবাখ্যাং শশিপ্রভাহ
শঙ্খগোক্ষীরসঙ্ক্যামশেষাবিনাশিনীম্ ।
তাং প্রণম্য সন্মুদ ভক্ত্যা পুণ্ডরীকনিভেক্ষণাম্
বিহায় সর্বলোকান বৈ মম লোকে মহীয়তে ।
মহন্তরাণি তত্রৈব দেবকন্তান্তিরাতুতঃ ॥ ৮৭
গীয়মানশ্চ মধুরং সিদ্ধগন্ধর্বসেবিতঃ ।
ভুনক্তি বিপুলান্ ভোগান্ যথেষ্টং মাম্যকৈঃ সম্
চ্যুতস্তন্মাদিহাগত্য মনুষ্যো ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥
বেদবেদাঙ্গবিদ্ধোমান্ ভোগবাঞ্ছিরজীবিতঃ ॥
গজাশ্বরথযানাটো ধনধান্তাতুতঃ শুচিঃ ।

কর ; পরে সর্বলোক অতিক্রম করিয়া
মদীয় লোকে গমন করিবে । ৭৩—৮২ ।
হে রাজেন্দ্র ! ত্রিলোকে তোমার কীর্তি
বিস্তৃত হইবে এবং এখানে আমি সর্বদাই
সান্নিহিত থাকিব । দেব ও দানবগণ শ্বেত-
গন্ধার নাম গান করিবেন । হে রাজেন্দ্র !
এই শ্বেতগন্ধার কুশাগ্রীয় জলও যে সকল
ব্যক্তি স্পর্শ করিবে, তাহারা আমার ভক্ত ;
চাঁহাদের স্বর্গলাভ সুনিশ্চিত । যে ব্যক্তি
এই শশি-সমান-কান্তি অশেষ ছুরিতহারিণী
পুণ্ডরীকনয়না মাধবাখ্যা প্রতিমাকে এক
বারও ভক্তিতরে প্রণাম করিবে, তাহারা
সর্বলোক পরিভাগপূর্বক আমারই লোকে
পূজিত হইবে । সেখানে মহন্তর কাল বাবৎ
দেবকন্তগণে পরিবৃত ও সিদ্ধগন্ধর্বগণে
সেবিত হইয়া মদীয় পার্বচরগণ সহ বিপুল
ভোগ সকল উপভোগ করিবে । অনন্তর
সে স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া মর্ত্যালোকে
আগমনপূর্বক বেদবেদাঙ্গবিৎ
ভগবান্ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে ।
এই জন্মে তাহার গৃহ—গজাশ্বাদি বিবিধ

রূপবান্ বহভাগ্যশ্চ পুত্রপৌত্রসমৰিতঃ ॥ ১০ ॥
 পুরুষোত্তমং পুনঃ প্রাপ্য বটমূলেহথ সাগরে ।
 ত্যক্তা দেহং হরিঃ স্মৃত্বা ততঃ শান্তপদং ব্রজেৎ
 ইতি শ্রীভাক্ষে শ্বেতমাধবমাহাশ্রয়বর্ণনং নামৈ-
 কোনষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শ্বেতমাধবমালোক্য সমীপে মৎস্রমাধবম্ ।
 একাৰ্ণবজলে পূৰ্ণং রোহিতঃ রূপমাস্থিতম্ ॥ ১ ॥
 বোদানাং হরণার্থায় রসাতলতলে স্থিতম্ ।
 চিন্তয়িত্বা ক্রিতিং সম্যক্ তস্মিন্স্থানে প্রতিষ্ঠিতম্
 আদ্যাবতরণং রূপং মাধবং মৎস্যরূপিণম্ ।
 প্রণম্য প্রণতো ভূত্বা সৰ্ব্বহুঃখাদিমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
 প্রযাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো হরিঃ স্ময়ম্ ।

বাহন ও অগণিত ধনধাত্তে পরিপূর্ণ হইবে ।
 তিনি রূপবান্, ভাগ্যবান্ ও পুত্রপৌত্রাদি-
 পরিবেষ্টিত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করি-
 যেন । পরে পুরুষোত্তমে আসিয়া বটমূলে
 বা সাগরসলিলে হরিধ্যানে দেহ পরিত্যাগ,
 পূৰ্ণক শান্ত পদ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৮৩—৯১ ॥

উনষষ্ঠিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্ঠিতম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন, পূৰ্বে একাৰ্ণবজলে
 যিনি রোহিতমৎস্রের রূপ ধারণ করিয়া-
 ছিলেন, এবং বেদ উদ্ধারের জন্ত যিনি
 রসাতলে বাস করেন, সেই আত্মাবতার
 মৎস্ররূপী মাধব ঐ শ্বেতমাধবের সমীপস্থ
 স্থানবিশেষে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন । শ্বেত
 মাধবকে সন্দর্শন করিয়া তদীয় প্রতিষ্ঠা-
 স্থান সম্যক্রূপে চিন্তা করত তাঁহাকে
 প্রণিপাত করিলে মানব সৰ্ব্ব হুঃখ হইতে
 মুক্ত হয় এবং যেখানে স্ময়ং হরি বিরাজমান,

কালে পুনরিহায়াতো রাজা স্মাৎ পৃথিবীতলে
 বৎসমাধবমাসাদ্য হুঃখার্ধো ভবেন্নরঃ ।

দাতা ভোক্তা ভবেদ্যজ্ঞা বৈষ্ণবঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥
 যোগং প্রাপ্য হরেঃ পশ্চাৎ ততো মোক্ষ-

মবাপ্নুয়াৎ ।

মৎস্রমাধবমাহাশ্রয়ং ময়া সম্প্রিকীর্তিতম্ ॥

যং দৃষ্ট্বা মুনিশীর্দূলাঃ সৰ্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬
 মুনয় উচুঃ ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামো মার্জ্জনং বক্রগালয়ে ।

ক্রিয়তে স্নানদানাদি তস্তাশেষকলং বদ ॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনিশীর্দূলা মার্জ্জনস্ত যথাবিধি ।

ভক্ত্যা তু তয়না ভূত্বা সম্প্রাপ্য পুণ্যমুত্তমম্ ॥

মার্কণ্ডেয়ভূদে স্নানং পূৰ্ব্বকালে প্রশস্ততে ।

চতুর্দশ্যাং বিশেষেণ সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৯

তদ্বৎ স্নানং সমুদ্রস্ত সৰ্বকালং প্রশস্ততে ।

অস্তে তথায় উপনীত হইয়া থাকে ; পশ্চাৎ
 এখানে আসিয়া ঐ মানব পৃথিবীরাজ্য
 লাভ করে । ঐ মৎস্র-মাধবকে প্রাপ্ত হইয়া
 লোক হুঃখার্ধ হয় এবং দাতা, ভোক্তা,
 যজ্ঞা, বৈষ্ণব ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাকে ;
 পরে বৈষ্ণব যোগ অবলম্বনপূৰ্ব্বক মোক্ষ-
 লাভ করে । এই আমি মৎস্র-মাধবমাহাশ্রয়
 কীর্তন করিলাম ; হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! এই
 মৎস্র-মাধবকে দর্শন মাঝেই মানব সৰ্ব
 কামনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১—৬ । মুনি-
 গণ কহিলেন, হে ভগবান্ ! এক্ষণে মার্জ্জন-
 বিধি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ; সাগর-
 সলিলে স্নান করিয়া দানাদি করিলে যে
 অশেষ কল হয়, তাহা প্রকাশ করিয়া
 বলুন । ব্রহ্মা কহিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
 শ্রবণ করুন, যথাশাস্ত্র মার্জ্জনবিধি বলি-
 তেছি । পুণ্যাশালী মানবের পক্ষে সৰ্ব
 প্রথম ভক্তিভাবে তয়না হইয়া মার্কণ্ডেয়ভূদে
 স্নান করা কর্তব্য । বিশেষতঃ চতুর্দশীতে
 ঐ ভূদে স্নান করিলে সৰ্ব পাপ প্রনষ্ট
 হইয়া যায় । সমুদ্রস্নান সৰ্বকালেই প্রশস্ত ।

পৌর্ণমাস্তাং বিশেষণে হরমেধকলং লভেৎ ॥১০॥
মার্কণ্ডেয়ং বটং কৃষ্ণং রৌহিণেয়ং মহোদধি।
ইন্দ্রহায়সরশ্চৈব পঞ্চতীর্থবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১১॥
পূর্ণিমা জ্যেষ্ঠমাসস্ত জ্যেষ্ঠা ঋক্ষঃ যদা ভবেৎ।
তদা গচ্ছেদ্বিশেষণে তীর্থরাজং পরং শুভম্ ॥
কায়বান্ধানসৈঃ শুদ্ধস্তম্ভাবো নান্দমানসঃ।
সর্বদ্বন্দ্বিনির্মুক্তো বীতরাগো বিমৎসরঃ ॥ ১২॥
কল্পবৃক্ষবটঃ রম্যং তত্র স্নাত্বা জনাৰ্দ্দনম্।
প্রদক্ষিণং প্রকুব্বীত ত্রিবারং সূসমাহিতঃ ॥ ১৪॥
যং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে পাপাৎ সপ্তজন্মসমুত্তবাৎ।
পুণ্যং চাপ্নোতি বিপুলং গতিমিষ্টাঞ্চ ভো দ্বিজাঃ।
তস্ম নামানি বক্ষ্যামি প্রমাণঞ্চ যুগে যুগে।
যথাসংখ্যঞ্চ ভো বিপ্রাঃ কৃতাদিষু যথাক্রমম্ ॥
বটং বটেশ্বরং কৃষ্ণং পুরাণপুরুষং দ্বিজাঃ।
বটেশ্বতানি নামানি কীর্তিতানি কৃতাদিষু ॥১৭॥
যোজনং পাদহীনঞ্চ যোজনান্নিঃ তদন্ধকম্।

বিশেষতঃ পৌর্ণমাসী তিথিতে সমুদ্রে স্নান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়। মার্কণ্ডেয়হরদ, অক্ষয়বট, কৃষ্ণ-বলরাম, মহোদধি, ও ইন্দ্রহায়-সরোবর, এই পাঁচটির নাম পঞ্চতীর্থ। জ্যেষ্ঠ মাসের জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযোগে পূর্ণিমা তিথিতে তীর্থ-শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমে গমন করিবে। এই সময়ে তীর্থযাত্রায় বাক্য, মন ও কায় শুদ্ধ হয়, মনের একাগ্রতা হয় এবং তীর্থসেবী নর সর্বদ্বন্দ্ব-নির্মুক্ত, বীরাগ ও বিমৎসর হইবেন। রমণীয় কল্পবৃক্ষসমীপে গমন করিয়া স্নানান্তে বট-রূপী জনাৰ্দ্দনকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। এই কল্পবটবৃক্ষ দর্শনে সপ্ত জন্মার্জিত পাপ হইতে মুক্ত এবং বিপুল পুণ্য ও ইষ্ট গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে দ্বিজগণ! সেই কল্পবটের প্রতিষূণীয় নাম, প্রমাণ ও সংখ্যা যথাক্রমে বলিতেছি। বট, বটেশ্বর, কৃষ্ণ ও পুরাণ পুরুষ,—কৃতাদি চারিযুগে ষটির এই চারিটি নাম কীর্তিত হয়। কৃতাদি যুগচতুষ্টয়ে কল্পবৃক্ষের প্রমাণ সংখ্যাক্রমে এক যোজন, পাদদ্বয় যোজন,

প্রমাণং কল্পবৃক্ষস্ত কৃতাদৌ পরিকীর্তিতম্ ॥১৮॥
যথোক্তেন তু মন্ত্রেণ নমস্কৃত্য তু তং বটম্।
দক্ষিণাভিমুখে গচ্ছেদ্বস্তরশতত্রয়ম্ ॥ ১৯॥
যত্রাসৌ দৃষ্টতে বিষ্ণুঃ স্বর্গদ্বারং মনোরমম্।
সাগরান্তঃ সমাকৃষ্টং কাষ্ঠং সর্বগুণাবিতম্ ॥ ২০॥
প্রণিপত্য ততস্তং ভোঃ পরিপূজ্য ততঃ পুনঃ।
মুচ্যতে সর্বরোগাদৈদ্যস্তথা পাপৈর্গ্ৰহাদিভিঃ ॥
উগ্রসেনং পুত্রা দৃষ্ট্বা স্বর্গদ্বারেণ সাগরম্।
গত্বাচম্য শুচিত্ত্বং ধ্যাত্বা নারায়ণং পরম্ ॥ ২২॥
ত্বসেদষ্টাক্ষরং মন্ত্রং পশ্চাদ্ধস্তশরীরয়োঃ।
ওঁ নমো নারায়ণায়ৈতি যং বদন্তি মনীষিণঃ ॥২৩॥
কিং কার্য্যং বহুভির্নৈর্দৈর্ঘ্যেনোবিভ্রমকারকৈঃ।
ওঁ নমো নারায়ণায়ৈতি মন্ত্রঃ সর্বার্থসাধকঃ ॥ ২৪॥
আপো নরস্ত স্নহ্নহ্নারায় ইতীহ কীর্তিতাঃ
বিশেষস্তাস্ত্রয়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥

যোজনান্নি ও যোজনান্ধেয় অর্দ্ধ বলিয়া নির্দিষ্ট। যথাবিহিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সেই কল্পবটকে নমস্কার করিয়া দক্ষিণাভিমুখে তিনশত ধনু ব্যবধানে গমন করিতে হয়। সেখানে ভগবান্ বিষ্ণু, মনোরম স্বর্গদ্বার ও সাগরজল-সমাকৃষ্ট সেই সর্বগুণাবিত কাষ্ঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! অনন্তর বিষ্ণুকে পূজা ও প্রদক্ষিণ করিলে সর্বপাপ ও সর্বশাপ গ্রহের দৃষ্ট হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ১—২১। পরে উগ্রসেনকে দর্শন করিয়া স্বর্গদ্বারপথে সাগরে গিয়া আচমনপূর্বক শুচিতাবে পরম পুরুষ নারায়ণকে ধ্যানান্তে তদীয় অষ্টাক্ষর মন্ত্র হস্ত ও সমস্ত শরীরে স্ত্রাস করিবে। মনীষিগণের মতে নারায়ণের ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্র—“ওঁ নমো নারায়ণায়।” মনোভাষিত কর অস্তান্ত বহুতর মন্ত্র আছে, তাহা দ্বারা কি হইবে? একমাত্র “ওঁ নমো নারায়ণায়” এই মন্ত্রই সর্বার্থসাধক। আপ সকল নরের স্নহ্ন বলিয়া নারা নামে কীর্তিত। পূর্বে বিষ্ণুর সে সকল অঙ্গন ছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে—

নারায়ণপর্য বেদা নারায়ণপর্য দ্বিজাঃ ।
 নারায়ণপর্য যজ্ঞা নারায়ণপর্য ক্রিয়াঃ ॥ ২৬
 নারায়ণপর্য পৃথ্বী নারায়ণপর্য জলম্ ।
 নারায়ণপর্য বহ্নিনারায়ণপর্য নভঃ ॥ ২৭
 নারায়ণপর্য বায়ুনারায়ণপর্য মনঃ ।
 অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ উভে নারায়ণাত্মকে ॥ ২৮
 ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ যৎকিঞ্চিজীবসংজ্ঞিতম্
 স্থূলং সূক্ষ্মং পরং চৈব সর্বং নারায়ণাত্মকম্ ॥ ২৯
 শব্দাদ্য বিষয়াঃ সৰ্বে শ্রোত্রাদীনীল্দিয়ানি চ ।
 প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব সৰ্বে নারায়ণাত্মকাঃ ॥ ৩০
 জলে স্থলে চ পাতালে স্বৰ্গলোকেহুহরে নগে ।
 অবষ্টভ্য ইদং সৰ্বমাস্তে নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৩১
 কিং চাত্ত বহুনোক্তেন জগদেতচ্চরাচরম্ ।
 ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপ্যন্তং সৰ্বং নারায়ণাত্মকম্ ॥ ৩২
 নারায়ণাৎপরং কিঞ্চিন্নৈহ পশ্যামি তো দ্বিজাঃ
 তেন ব্যাণ্ডমিদং সৰ্বং দৃষ্টাদৃষ্টাং চরাচরম্ ॥ ৩৩
 আপো হায়তনং বিকোঃ স চ এবাস্তসাং পতিঃ
 স্তম্বাদপ্সু অরেন্নিতাং নারায়ণমমাপহম্ ॥ ৩৪
 স্নানকালে বিশেষেণ চোপস্থায় জলে শুচিঃ ।

নারায়ণ। বেদগণ, দ্বিজগণ, যজ্ঞসকল, ক্রিয়াসমূহ, পৃথিবী, জল, অগ্নি, আকাশ, অনিল ও মন, সকলই নারায়ণ-পরায়ণ। অহঙ্কার ও বুদ্ধি এ উভয়ও নারায়ণাত্মক; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যে কিছু জীব-সংজ্ঞিত স্থূল সূক্ষ্ম ও পরম বস্তু সমস্তই নারায়ণাত্মক; জল, স্থল, পাতাল, স্বৰ্গ-লোক, অহর ও পৰ্বত—সমস্ত ব্যাপিয়াই নারায়ণ বিরাজমান। এ সম্বন্ধে আর অধিক কি কহিব? ব্রহ্মাদি তূণ পর্যন্ত এই চরাচর সমুদায় জগৎই নারায়ণাত্মক। হে দ্বিজগণ! নারায়ণ হইতে এ জগতে শ্রেষ্ঠ কিছুই দেখি না। এই দৃষ্টাদৃষ্ট চরাচর সমস্তই তিনি ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। জল এবং জলপতি উভয়ই সেই নারায়ণের আয়তন। অতএব পাণহর নারায়ণকে জলমধ্যে নিযত অরণ করিবে। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ নয় স্নানকালে নারায়ণকে পূজা করিয়া

অরেন্নারায়ণং ধ্যায়েক্ষন্তে কায়ে চ বিস্তসেৎ ॥
 ওঙ্কারঞ্চ নকারঞ্চ অঙ্গুষ্ঠে হস্তয়োৰ্যসেৎ ।
 শেথৈর্হস্ততলং যাবত্তর্জ্ঞাদিমু বিস্তসেৎ ॥ ৩৬
 ওঙ্কারং বামপাদে তু নকারং দক্ষিণে স্তসেৎ ।
 মোকারং বামকট্যাস্ত নাকারং দক্ষিণে স্তসেৎ
 বাকারং নাভিদেশে তু যকারং বামবাহুকে ।
 ণাকারং দক্ষিণে স্তস্তু যকারং মূর্ধ্নি বিস্তসেৎ ॥
 অধশ্চোঙ্কারঞ্চ হৃদয়ে পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতোহগ্রতঃ ।
 ধ্যানা নারায়ণং পশ্চাদারভেৎ কবচং বৃধঃ ॥ ৩৭
 পূর্বে মাং পাতু গোবিন্দো দক্ষিণে মধুসূদনঃ ।
 পশ্চিমে শ্রীধরো দেবঃ কেশবস্ত তথোত্তরে ॥
 পাতু বিষ্ণুস্তথাগ্রেয়ে নৈশ্চ তে মাধবোহব্যয়ঃ ।
 বায়ব্যে তু হৃষীকেশস্তথেশানে চ বামনঃ ॥ ৪১
 ভূতলে পাতু বরাহস্তথোঙ্কারঞ্চ ত্রিবিক্রমঃ ।
 কৃত্তিবৎ কবচং পশ্চাদাত্মানং চিন্তয়েত্ততঃ ॥ ৪২
 অহং নারায়ণো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
 এবং ধ্যানা তদাত্মানমিমাংসমুদীরয়েৎ ॥ ৪৩
 ত্রয়মগ্নিষিপদাং নাথ রেতোধাঃ কামদীপনঃ ।

অরণ ও ধ্যানপূর্বক হস্তে ও কায়ে বিস্তাস করিবে। যথা—অঙ্গুষ্ঠে, হস্তদ্বয়ে, ওঙ্কার ও নকার, এবং তর্জ্ঞনী হইতে অপরাশর অঙ্গুলিদলে অষ্টাষ্ট বর্ণ বিস্তাস করিতে হইবে। বামপদে ওঙ্কার, দক্ষিণপদে নকার, বামকটিতে মোকার, দক্ষিণ কটিতে নাকার, নাভিদেশে বাকার, বামবাহুতে যকার, দক্ষিণ বাহুতে ণাকার এবং মস্তকে যকার বিস্তাস করিবে। অনন্তর অধঃ, উর্দ্ধ, হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও অগ্রভাগে নারায়ণকে ধ্যান-পূর্বক অভিজ্ঞ ব্যক্তি কবচ পাঠ করিবেন। যথা—গোবিন্দ আমার পূর্বদিকে, মধুসূদন দক্ষিণে, শ্রীধর পশ্চিমে, কেশব উত্তরে, বিষ্ণু অগ্রিকোণে, মাধব বায়বীয়, হৃষীকেশ বায়ব্যে, বামন ঈশানকোণে, বরাহ ভূতলে, এবং ত্রিবিক্রম উর্দ্ধদিকে রক্ষা করুন। এইরূপে কবচ পাঠ করিয়া পরে ‘আমিই শঙ্খ-চক্র-গদাধর নারায়ণ দেব’ এইরূপে আপনাকে চিন্তা করিবে। এই প্রকার

প্রধানঃ সৰ্বভূতানাং জীবানাং প্রভুরব্যয়ঃ ॥৪৪॥
 অমৃতস্তারণিষং হি দেবযোনিরপাং পতে ।
 বৃজিনং হর মে সৰ্বং তীর্থরাজ নমোহস্ত তে ॥
 এবমুচ্চাৰ্য্য বিধিবত্ততঃ স্নানং সমাচরেৎ ।
 অস্তথা ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ স্নানং তত্র ন শস্ততে
 কৃতা তু বৈদিকৈৰ্বৈষ্ণৈরভিষেকঞ্চ মার্জনম্ ।
 অন্তর্জলে জপেৎপশ্চাত্তিরাবৃত্ত্যঘমৰ্ষণম্ ॥ ৪৭
 হয়মেষো যথা বিপ্রাঃ সৰ্বপাপহরঃ ক্রতুঃ ।
 তথাঘমৰ্ষণঞ্চাত্ৰ সূক্তং সৰ্বাঘনাশনম্ ॥ ৪৮
 উত্তীৰ্য্য বাসসী ধোতে নিম্নাং পরিধায় বৈ ।
 প্রাণানায়ম্য চাচম্য সক্ষ্যাং চোপাশ্ত ভাস্করম্ ॥
 উপতিষ্ঠেত্ততশ্চোদ্ধঃ ক্ৰিপ্ত্বা পুষ্পজলাঞ্জলিম্ ।
 উপস্থায়োদ্ধ্বাভ্যুচ্চ তল্লিঙ্গৈর্ভাস্করং ততঃ ॥ ৫০
 গায়ত্রীঃ পাবনীঃ দেবীঃ জপেদষ্টোত্তরং শতম্
 অস্তাংশ্চ সৌরমস্তাংশ্চ জপ্ত্বা তিষ্ঠন সমাহিতঃ ॥
 কৃতা প্রদক্ষিণং সূর্য্যং নমস্কৃত্যোপবিজ্ঞ চ ।

ধ্যানানন্তর এইমন্ত্র উচ্চারণ করিবে ।২২—৪৩।
 যথা,—হে নাথ ! তুমি দ্বিপদগণের অগ্নি,
 রেতোধাঃ, কামদীপন, সৰ্বভূতের প্রধান ও
 জীবগণের অব্যয় প্রভু । তুমিই অমৃতের
 স্রবণি, দেবযোনি ও জলপতি, হে তীর্থ-
 রাজ ! আমার পাপ হরণ কর ; আমি
 তোমায় নমস্কার করি । এই মন্ত্র উচ্চা-
 রণান্তে বিধিমত স্নানচরণ করিবে । হে
 দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! সাগরে অস্ত্র প্রকার স্নান
 করা প্রশস্ত নহে । বৈদিক মন্ত্রে অভিষেক
 ও মার্জন করিয়া জলমধ্যে থাকিয়া তিনবার
 অঘমৰ্ষণ মন্ত্র জপ করিবে । হে বিপ্রগণ !
 অধমেষ যজ্ঞ যেমন সৰ্বপাপহর, অঘমৰ্ষণ-
 সূক্ত তেমনি সৰ্বাঘনাশন । অনন্তর জল
 হইতে তীরে উঠিয়া বিশুদ্ধ বস্ত্রদ্বয় পরিধান-
 পূর্ব্বক প্রাণায়াম, আচমন, ও সক্ষ্যা-উপাসনা
 সমাপনান্তে, ভাস্করের আরাধনা করিবে ।
 পরে উর্দ্ধদিকে ভাস্কর উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি
 নিক্ষেপ করিয়া উর্দ্ধবাহু হইয়া ভাস্করের
 আরাধনার্থ অষ্টোত্তর শতবার পবিজ গায়ত্রী
 ও অস্তাং শৌর মন্ত্র জপান্তে স্নসমাহিত

স্বাধ্যায়ঃ প্রাশুখঃ কৃতা তর্পয়েদেবতান্ ঋষীন
 মনুষ্যাংশ্চ পিতৃশ্চাস্তান্নামগোজ্ঞেণ মন্ত্রবিৎ ।
 ভোয়েন তিলমিশ্রৈণ বিধিবৎ স্নসমাহিতঃ ॥৫৩
 তর্পণং দেবতানাক্ষ পূর্ব্বং কৃতা সমাহিতঃ ।
 অধিকারী ভবেৎ পশ্চাৎপিতৃণাং তর্পণে দ্বিজঃ
 শ্রাদ্ধে হবনকালে চ পাণিনৈকেন নির্বপেৎ ।
 তর্পণে ভূভয়ং কুর্যাদেষ এব বিধিঃ সদা ॥ ৫৫
 অধারকেন সর্বোদ পাণিনা দক্ষিণেন তু ।
 তৃপাতামিতি সিক্বেতু নামগোজ্ঞেণ বাগ্‌যতঃ ॥
 কায়স্থৈর্হস্তিনৈর্হোহাৎ কয়োতি পিতৃতর্পণম্ ।
 তর্পিতাস্তেন পিতরস্তদ্ব্যাসকধিরাস্থিতিঃ ॥ ৫৭
 অঙ্গস্থৈর্ন তিলৈঃ কুর্যাদেবতাপিতৃতর্পণম্ ।
 কধিরঃ তন্তবেতোয়ং প্রদাতা কিম্বী ভবেৎ
 ভূম্যাঃ যদীয়তে তোয়ং দাতা চৈব জলে স্থিতঃ
 বৃথা তন্মনিশাদ্‌ল্লা নোপতিষ্ঠতি কস্তচিৎ ॥ ৫৯

হইয়া অবস্থান করিবে । সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ
 ও নমস্কারপূর্ব্বক উপবেশনান্তে প্রাশুখ
 হইয়া স্বাধ্যায় পাঠ এবং দেব, মনুষ্য, পিতৃ
 ও অস্ত্রাত্ত প্রাণীদিগকে নাম-গোজ্ঞ উল্লেখ
 করিয়া তিলমিশ্র তোয় দ্বারা যথাবিধি তর্পণ
 করিবে । ব্রাহ্মণ, প্রথমে স্নসমাহিতভাবে
 দেবতর্পণ করিলে, পশ্চাৎ পিতৃতর্পণে অধি-
 কারী হইয়া থাকে । শ্রাদ্ধ এবং হোমাদি
 ব্যাপার একহস্তেই নিকাহ করিবে । কিন্তু
 তর্পণ ব্যাপার উভয় হস্তেই করিতে হইবে ।
 ইহাই সৰ্বকালিক বিধি । নাম-গোজ্ঞ
 উল্লেখ করিয়া বাগ্‌যতভাবে বাম ও দক্ষিণ
 পাণি দ্বারা “তৃপাতাম্” এই মন্ত্রে জলসিক্তন
 করিবে । যে ব্যক্তি মোহক্রমে স্বীয় অঙ্গ-
 বিশেষে তিল বাখিয়া পিতৃতর্পণ করে,
 তাহার পিতৃগণ তৃক্, মাংস, কধির ও
 অস্থি দ্বারাই তর্পিত হইয়া থাকে ; অত-
 এব অঙ্গস্থিত তিলদ্বারা কদাপি দেব ও
 পিতৃতর্পণ করিবে না । কেননা, তাদৃশ
 তিলমিশ্র জল কধিরবৎ হয় এবং তর্পণ-
 কর্ত্তাও পাপী হইয়া থাকে । হে মুনি-
 শ্রেষ্ঠগণ ! দাতা ব্যক্তি জলে থাকিয়া

স্থলে হিষ্টা জলে যন্ত প্রযচ্ছেহৃদকং নরঃ ।
 পিতৃণাং নোপতিষ্ঠেত সলিলং তন্নিরর্থকম্ ॥৬০॥
 উদকে নোদকং কুৰ্ঘ্যাৎ পিতৃভ্যাশ্চ কদাচন ।
 উত্তীৰ্য্য তু শুচৌ দেশে কুৰ্ঘ্যাৎহৃদকতর্পণম্ ॥৬১॥
 নোদকেষু ন পাশ্বেষু ন ক্রুদ্ধো নৈকপাণিনা ।
 নোপতিষ্ঠতি তন্তোয়ং যতুম্যাং ন প্রদীয়তে ॥
 পিতৃণামক্ষয়ং স্থানং মহী দত্তা ময়া দ্বিজাঃ ।
 তন্মাত্ত্রৈব দাতব্যং পিতৃণাং শ্রীতিমিচ্ছতা ॥
 ভূমিপৃষ্ঠে সমুৎপন্ন ভূম্যাঐব চ সংস্থিতাঃ ।
 ভূম্যাঐব লয়ং যাতা ভূমৌ দত্তান্ততো জলম্
 আতীৰ্য্য চ কুশান্ সাগ্রাংস্তানাবাহ্য স্বমস্ততঃ ।
 প্রাচীনাগ্রেষু বৈ দেবান্ যাম্যাগ্রেষু তথা পিতৃন
 ইতি শ্রীভ্রাক্ষে মহাপুরাণে সমুদ্রস্নানবিধি-
 নিক্রপণং নাম ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬০॥

ভূতলে যে জলদান করেন, তাহা বুঝা
 হইয়া যায়; তাহাতে কাহারও তৃপ্তি হয়
 না। যে নর স্থলে থাকিয়া জলে জল-
 দান করে, সে জলও নিরর্থক হইয়া যায়;
 তাহা দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি হয় না।
 জলে থাকিয়া পিতৃগণকে কখন জলদান
 করিবে না; পরন্তু পবিত্র তীর দেশে উপস্থিত
 হইয়া জলতর্পণ করিবে। জলে, পাশ্বে
 এবং ভূতলে তর্পণ করা নিষিদ্ধ। এবং
 ক্রুদ্ধ হইয়া অথবা এক হস্ত দ্বারা তর্পণ
 করাও অবৈধ। এরূপ তর্পণে পিতৃগণ
 পরিতুষ্ট হন না। হে দ্বিজগণ! মহীকেই
 আমি পিতৃগণের অক্ষয় স্থানরূপে দান
 করিয়াছি। অতএব পিতৃগণের শ্রীতি-
 কামনায় সেইখানেই তর্পণজল দান করিবে।
 ভূমিপৃষ্ঠে জন্ম হইয়াছে, ভূমিতেই অব-
 স্থান করিতে হয়, ভূমিতেই লয়-পাইতে
 হয়, অতএব ভূমিতেই জলদান করা কর্তব্য।
 তর্পণকালে সাগ্র কুশসমষ্টি আকৃত করিয়া
 ঐ ঐ মন্ত্রে দেব ও পিতৃগণকে আবাহনপূর্ব্বক

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবান্ পিতৃস্তথা চাত্তান্ সন্তপ্যাচম্য বাগ্‌যতঃ
 হস্তমাত্রং চতুর্কোণং চতুর্দারং সুশোভনম্ ॥ ১
 পুরং বিলিখ্য ভো বিপ্রাস্তীরে তন্ত মহোদধেঃ
 মধ্যে তত্র লিখেৎ পদ্মমষ্টপত্রং সর্গণিকম্ ॥ ২
 এবং মণ্ডলমালিখ্য পূজয়েত্তত্র ভো দ্বিজাঃ ।
 অষ্টাক্ষরবিধানেন নারায়ণমজং বিভূম্ ॥ ৩
 অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি কায়শোধনমুত্তমম্ ।
 অকারং হৃদয়ে ধ্যাস্বা চক্ররেখাসমবৃত্তম্ ॥ ৪
 জলন্তং ত্রিংশং চৈব দহন্তং পাপনাশনম্ ।
 চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থং রাকারং মূর্ধ্নি চিত্তয়েৎ ॥ ৫
 শুক্রবর্ণং প্রবর্ষন্তমমৃতং প্লাবয়ন মহীম্ ।
 এবং নিধুতিপাপস্ত দিব্যাদেহস্ততো ভবেৎ ॥ ৬

প্রাচীনাগ্র কুশে দেবগণকে ও যাম্যাগ্র কুশে
 পিতৃগণকে তর্পণ করিবে। ৪৪—৬৫।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! দেব,
 পিতৃ, ও অত্যাচ্ছ প্রাণীদিগকে তর্পণ
 করিয়া আচমনান্তে বাগ্‌যতভাবে মহোদধির
 তীরে একটি মণ্ডল অঙ্কন করিবে। এই
 মণ্ডল হস্তমাত্র, চতুর্কোণ, চতুর্দার ও
 সুশোভন হইবে। তন্মধ্যে একটি সর্গণিক
 অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। এইরূপে
 মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া অষ্টাক্ষর মন্ত্রে অজ,
 বিভূ, নারায়ণকে তাহাতে পূজা করিবে। হে
 দ্বিজগণ! অতঃপর উত্তম কায়শুদ্ধি-বিধি
 বলিতেছি। হৃদয়ে চক্ররেখাবৃত ওকার
 ধ্যান করিয়া উজ্জল ত্রিংশাবৃত দাহকারী
 পাপহর চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যস্থিত রাকার মন্ত্রকে
 চিন্তা করিবে এবং আরও ভাবিবে যে,
 উহা যেন শুক্রবর্ণ সুধাবর্ষণে মহীমণ্ডল
 প্লাবিত করিতেছে। এইরূপে নিষ্পাপ

অষ্টাক্ষরং ততো মন্ত্রং স্তম্বেদেবান্নানো বুধঃ ।
বামপাদং সমারভ্য ক্রমশঃ চৈব বিস্ত্রসেৎ ॥ ৭
পঞ্চাঙ্গং বৈষ্ণবং চৈব চতুর্বুৎহং তথৈব চ ।
করশুদ্ধিঃ প্রকুর্ন্বীত মূলমস্ত্রেণ সাধকঃ ॥ ৮
একৈকং চৈব বর্ণং তু অঙ্গুনীষু পৃথক্ পৃথক্ ।
ঔকারং পৃথিবীং শুক্রাং বামপাদে তু বিস্ত্রসেৎ
নকারঃ শান্তবঃ শ্রামো দক্ষিণে তু ব্যবস্থিতঃ ।
মোকারং কালমেবাহুর্নামকট্যাং নিধাপয়েৎ ॥
নাকারঃ সর্ববীজং তু দক্ষিণস্তাং ব্যবস্থিতঃ ।
রাকারস্তেজ ইত্যাহুর্নাভিদেশে ব্যবস্থিতঃ ।
বায়ব্যাং যকারস্ত বামস্তক্ষে সমাশ্রিতঃ ।
গাকারঃ সর্বগো জ্যেয়ো দক্ষিণাস্তে ব্যবস্থিতঃ
যকারোহ্যং শিরশ্চ যজ লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

ঔ বিষ্ণবে নমঃ শিরঃ ।

ঔ জলনায় নমঃ শিখা ।

ঔ বিষ্ণবে নমঃ কবচম্ ।

ঔ বিষ্ণবে নমঃ ক্ষুরণঃ দিশো বক্ষ্যাম্ ।

ঔ ইকড়ন্যম্ ।

ঔ শিরসি শুক্রে বাসুদেব ইতি ।

ঔ আং ললাটে রক্তঃ সঙ্কর্ণণে

গুরুত্বান বহ্নিস্তেজ আদিত্য ইতি ।

হইয়া দিব্য দেহ ধারণ করিবে । অনন্তর
সাধক বামপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া
ক্রমশঃ সর্বাঙ্গে অষ্টাক্ষর মন্ত্র স্তম্বেদেব
পঞ্চাঙ্গ বৈষ্ণব চতুর্বুৎহ সমাধানান্তে মূল মন্ত্র
ছায়া করশুদ্ধি করিবে । প্রত্যেক অঙ্গুলি-
দলে ওঙ্কারের এক একটা বর্ণ বিস্তার
করত শুক্রবর্ণ পৃথিবীজ বামপাদে বিস্তার
করিতে হইবে । শ্রামবর্ণ শান্তব বীজ নকার
দক্ষিণে, কালবীজ মোকার বামকটিতে, সর্ব
বীজ নাকার দক্ষিণদিকে, তৈজসাখ্য রাকার
নাভিদেশে, বায়ব্যবীজ থকার বামস্তক্ষে,
সর্বগ গাকার দক্ষিণ স্তক্ষে এবং সর্বলোক-
প্রতিষ্ঠ রাকার শিরোদেশে বিস্তার
করিবে । ১—১২ । অনন্তর “ঔ বিষ্ণবে
নমঃ শিরঃ” ইত্যাদি মন্ত্র সকল যথার্থ

ঔ আং প্রীবায়াং নীতঃ

প্রহয়ো বায়ুমেঘ ইতি ।

ঔ আং হৃদয়ে কৃষ্ণোহনিকঙ্কঃ

সর্বশক্তিসমধিত ইতি ।

এবং চতুর্বুৎহমান্নানং কৃত্বা

ততঃ কৰ্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ১৩

গমাগ্রেহবস্ত্রিতো বিষ্ণুঃ পৃষ্ঠতশ্চাপি কেশবঃ ।

গোবিন্দো দক্ষিণে পাখে বামে তু মধুসূদনঃ ॥

উপরিষ্ঠাত্তু বৈকুণ্ঠে বারাহঃ পৃথিবীতলে ।

অবাস্তরদিশো যান্ত তান্ন সর্ভান্ন মাধবঃ ॥ ১৫

গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোহপি বা ।

নরসিংহকৃতা শুণ্ডিবাসুদেবময়ো হৃদম্ ॥ ১৬

এবং বিষ্ণুময়ো কৃত্বা ততঃ কৰ্ম্ম সমাচরেৎ ।

যথা দেহে তথা দেবে সর্বতত্ত্বানি যোজয়েৎ ॥

ততঃ চৈব প্রকুর্ন্বীত প্রোক্ষণং প্রণবেন তু ।

ফট্কারান্তং সমুদিশ্চ সর্ববিঘ্নহরং শুভম্ ॥ ১৮

তত্রার্চচন্দ্রবহ্নীনাং মণ্ডলানি বিচিন্তয়েৎ ।

পদ্মমধ্যে স্তম্বেদ্বিষ্ণুং পবনস্তাদ্রস্তু চ ॥ ১৯

ততো বিচিন্ত্য হৃদয়ে ঔকারং জ্যোতীরূপিনম্ ।

স্থলে বিস্তার করত আমার অগ্রে
বিষ্ণু, পৃষ্ঠে কেশব, দক্ষিণপাখে গোবিন্দ,
বামে মধুসূদন, উপরিভাগে বৈকুণ্ঠ,
পৃথীবীতলে বারাহ, এবং অবাস্তর
দিশে অবাস্তর দিকে মাধব অব-
স্থিত । আমার গমন, অবস্থান, জাগ্রৎ,
স্বপ্ন অবস্থায় নৃসিংহ আমার রক্ষক ।
আমি বাসুদেবময় । এই প্রকারে বিষ্ণুময়
হইয়া কৰ্ম্ম আরম্ভ করিবে । যেমন নিজ
দেহে, তেমন দেবদেহে সর্বতত্ত্ব যোজনা
করা কর্তব্য । অনন্তর প্রণব মন্ত্রে প্রোক্ষণ
করিয়া সর্ববিঘ্নহর শুভ ফট্কারান্ত মন্ত্র
উচ্চারণান্তে তৎকালে সূর্য্য, চন্দ্র, ও ব্রহ্ম-
মণ্ডল চিন্তা করিবে । পদ্মমধ্যে বিষ্ণুকে
স্তম্বেদ্বিষ্ণু পবন হৃদয়ে জ্যোতীরূপ ওঙ্কার
চিন্তা করত কর্ণিকাস্থ সনাতন জ্যোতীরূপ
অষ্টাক্ষর মন্ত্র যথাক্রমে বিস্তার করিবে ।
পরে ঐ মন্ত্র ছায়া ব্যস্তমন্ত্র তাহে

কৰ্ণিকায়াঃ সমাসীনঃ জ্যোতীরূপঃ সনাতনম্ ॥

অষ্টাক্ষরং ততো মন্ত্ৰং বিস্তসেচ্চ যথাক্রমম্ ।

তেন ব্যস্তসমন্তেন পূজনং পরমং স্মৃতম্ ॥ ২১

দ্বাদশাক্ষরমন্ত্ৰেণ যজ্ঞেদেবং সনাতনম্ ।

ততোহবধাৰ্য্য হৃদয়ে কৰ্ণিকায়াঃ বহির্ন্যসেৎ ॥

চতুৰ্ভুজঃ মহাসৰ্বঃ সূৰ্য্যকোটিসমপ্রভম্ ।

চিন্তরিহা মহাযোগং জ্যোতীরূপঃ সনাতনম্ ॥

ততশ্চাবাহয়েন্নমন্ত্ৰং ক্রমেণাচিন্ত্য মানসে ॥ ২৩

আবাহনমন্ত্ৰঃ —

মীনরূপো বরাহশ্চ নরসিংহোহথ বামনঃ ।

আয়াতু দেবো বরদো মম নারায়ণোহগ্রতঃ ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ২৪

স্থাপনমন্ত্ৰঃ—

কৰ্ণিকায়াঃ সুপীঠেহত্র পদ্মকল্লিতমাসনম্ ।

সৰ্বস্বহিতার্থায় তিষ্ঠ ত্বং মধুসূদন ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ২৫

অৰ্ঘ্যমন্ত্ৰঃ—

ওঁ ত্রৈলোক্যপতীনাং পতয়ে

দেবদেবায় হৃষীকেশায় বিষ্ণবে নমঃ ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ২৬

পাণ্ডমন্ত্ৰঃ—

ওঁ পাদ্যং পাদয়োর্দেব পদ্মনাত সনাতন ।

বিষ্ণো কমলপত্রাক্ষ গৃহাণ মধুসূদন ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ২৭

বিশেষ পূজা কর্তব্য এবং দ্বাদশাক্ষর

মন্ত্ৰ দ্বারা সনাতন দেবের পূজা করিবে।

অনন্তর হৃদয়ে তাঁহাকে অবধারণান্তে কৰ্ণিকা

কায় বহির্ভাগে বিস্তাস করিবে। তৎপরে

চতুৰ্ভুজ মহাসৰ্ব কোটিসূৰ্য্য-সমপ্রভ

জ্যোতীরূপ সনাতন দেবকে চিন্তা করিয়া

আবাহন করিবে। আবাহনমন্ত্ৰ যথা,—

“মীনরূপো বরাহশ্চ” ইত্যাদি। তৎপরে

স্থাপনমন্ত্ৰ যথা,—“কৰ্ণিকায়াঃ সুপীঠেহত্র”

ইত্যাদি। অনন্তর অৰ্ঘ্যদানমন্ত্ৰ যথা—

“ওঁ ত্রৈলোক্যপতীনাং পতয়ে” ইত্যাদি।

পরে পাণ্ডদান-মন্ত্ৰ যথা—“ওঁ পাদ্যং

মধুপৰ্কমন্ত্ৰঃ—

মধুপৰ্কঃ মহাদেব ব্রহ্মাণ্যৈঃ কল্লিতঃ তব ।

ময়া নিবেদিতঃ ভক্ত্যা গৃহাণ পুণ্যমোক্ষম্ ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ২৮

আচমনীয়মন্ত্ৰঃ—

মন্দাকিন্ধ্যাঃ সিতঃ বারি সৰূপাপহরঃ শিবম্ ।

গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্ ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ২৯

জ্ঞানমন্ত্ৰঃ—

ভূমাপঃ পৃথিবী চৈব জ্যোতিষ্কঃ বায়ুরেব চ ।

লোকেশ বৃত্তিমাভ্রোণ বারিণা ন্নাপয়াম্যহম্ ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩০

বস্ত্রমন্ত্ৰঃ—

দেব তব্বসমাযুক্ত যজ্ঞবর্ণসমৰ্ভিত ।

স্বর্ণবর্ণপ্রভে দেব বাসসী তব কেশব ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩১

বিলেপনমন্ত্ৰঃ—

শরীরং তে ন জানামি চেষ্টাং চৈব চ কেশব ।

ময়া নিবেদিতো গন্ধঃ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্ ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩২

উপবীতমন্ত্ৰঃ—

ঋগ্যজুঃসামমন্ত্ৰেণ ত্রিবৃতং পদ্মযোনিম্ ।

সাবিত্রীগ্রহিসংযুক্তমুপবীতং তবার্পয়ে ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩৩

অলঙ্কারমন্ত্ৰঃ—

দিব্যরত্নসমাযুক্ত বহিভানুসমপ্রভ ।

গাজ্জাগি তব শোভন্ত সালঙ্কারাগি মাধব ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩৪

পাদয়োর্দেব” ইত্যাদি। তৎপরে মধুপৰ্ক ;

মন্ত্ৰ যথা—“মধুপৰ্কঃ মহাদেব” ইত্যাদি।

অনন্তর আচমনীয়মন্ত্ৰ যথা—“মন্দাকিন্ধ্যাঃ

সিতঃ বারি” ইত্যাদি। তদনন্তর জ্ঞান ;

মন্ত্ৰ যথা—“ভূমাপঃ পৃথিবী চৈব” ইত্যাদি।

অনন্তর বস্ত্রদান ; মন্ত্ৰ যথা—“দেবতব্বসমা-

যুক্ত” ইত্যাদি। পরে বিলেপন ; মন্ত্ৰ

যথা—“শরীরং তে ন জানামি” ইত্যাদি।

তৎপরে উপবীতদান ; মন্ত্ৰ যথা—“ঋগ্য-

ও নম ইতি প্রত্যাকরং সমন্তেন ধূলমস্ত্রেণ
বা পূজয়েৎ ।

ধূপমন্ত্রঃ—

বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুরভিষ্ঠ তে ।
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্
ও নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩৬

দীপমন্ত্রঃ—

সূর্য্যচন্দ্রময়ো জ্যোতির্বিদ্যাদগ্ন্যেস্তথৈব চ ।
অম্বেব জ্যোতিষাঃ দেব দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্
ও নমো নারায়ণায় নমঃ ।

নৈবেদ্যমন্ত্রঃ—

অন্নং চতুর্বিধংৈব রসৈঃ স্বভূতিঃ সমন্বিতম্ ।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা নৈবেদ্যং তব কেশব ।
ও নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩৮

পূর্বে দলে বাসুদেবঃ যাম্যো সঙ্কর্ষণঃ স্তসেৎ ।
প্রহ্মায়ঃ পশ্চিমে কুর্ধ্যাদনিকঙ্কঃ তথোত্তরে ॥ ৩৯
বারাহক্য তথাগ্নয়ে নরসিংহক্য নৈঋতে ।

বায়ব্যে মাধবক্যেব তথৈশানে ত্রিবিক্রমম্ ॥
তথাষ্টাকরদেবস্ত গরুড়ঃ পুরতো স্তসেৎ ।
বামপার্শ্বে তথা চক্রঃ শঙ্খঃ দক্ষিণতো স্তসেৎ

স্তথা মহাগদাধৈব স্তসেদেবস্ত দক্ষিণে ।
ভক্তঃ শার্ঙ্গঃ ধনুর্বিদ্যাস্তসেদেবস্ত বামতঃ ॥ ৪২
দক্ষিণেনেযুধী দিব্যো খড়্গো বামে চ বিস্তসেৎ

বহুঃ সামমস্ত্রেণ” ইত্যাদি । অতঃপর
অলঙ্কারমন্ত্র যথা—“দিব্যরত্নসমায়ুক্ত
ইত্যাদি । তদনন্তর ধূপদানঃ, মন্ত্র যথা—
“বনস্পতিরসো দিব্য” ইত্যাদি । তৎপশ্চাৎ
দীপদানঃ, মন্ত্র যথা—“সূর্য্যচন্দ্রমসো-
জ্যোতিঃ” ইত্যাদি । সর্ব্বশেষে নৈবেদ্য-
নিবেদনঃ, মন্ত্র যথা—“অন্নং চতুর্বিধং”
ইত্যাদি ॥ ৩৮ । অনন্তর পূর্বদলে বাসুদেব,
দক্ষিণে সঙ্কর্ষণ, পশ্চিমে প্রহ্মায়, উত্তরে
অনিকঙ্ক, অগ্নিকোণে বরাহ, নৈঋতে
নরসিংহ, বায়ব্যে মাধব, এবং ঈশানে
ত্রিবিক্রমকে বিস্তাস করিবে । এইরূপে
বাসুদেবের সম্মুখে গরুড়, বামপার্শ্বে চক্র,
দক্ষিণে শঙ্খ, ও, মহাগদা, বামে শার্ঙ্গ

ত্রিয়ং দক্ষিণতঃ স্থাপ্য পুষ্টিমুত্তরভো স্তসেৎ ॥ ৪৬
বনমালাঞ্চ পুরতন্ততঃ স্ত্রীবৎসকোম্বভো ।

বিস্তসেদ্রুদয়াদীনি পূর্বাদিষু চতুর্দিশম্ ॥ ৪৪
ততোহস্তং দেবদেবস্ত কোণে চৈব তু বিস্তসেৎ ॥
ইন্দ্রমগ্নিঃ যমকৈব নৈঋতং বরুণং তথা ॥ ৪৫

বায়ুং ধনদমাশানমনন্তং ব্রহ্মণা সহ ।
পূজয়েস্তাত্তিকৈর্মজ্জৈরধশোচাঙ্কঃ তথৈব চ ॥ ৪৬
এবং সম্পূজ্য দেবেশং মণ্ডলস্থং জনার্দনম্ ।

লভেদতিমতান্ কামারবো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৭
অনেনৈব বিধানেন মণ্ডলস্থং জনার্দনম্ ।
পূজিতং যঃ সম্প্রাপ্তো স বিশেষবিকৃমব্যয়ম্ ॥ ৪৮

সকৃদপ্যর্চিতে যেন বিধিনানেন কেশবঃ ।
জন্মমৃত্যুজরাং তীৰ্ণা স বিকোণঃ পদমাশ্রুয়াৎ ॥
যঃ স্মরেৎ সততং ভক্ত্যা নারায়ণমভ্যজিতঃ ।

অবহং তস্ত বাসায় শ্বেতদ্বীপঃ প্রকল্পিতঃ ॥ ৫০
ওঙ্কারাদিসমায়ুক্তং নমঃকারাস্তদীপিতম্ ।
তন্মায় সর্ব্বতত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যতিবীৰ্য্যতে ॥ ৫১

ধনু, দক্ষিণ পার্শ্বে দিব্য ইষুধীষয়, বামে
খড়্গ, দক্ষিণে স্ত্রী, এবং উত্তরে পুষ্টিকে
বিস্তাস করিবে । এতদ্বিত্ত সম্মুখে বনমালা,
স্ত্রীবৎস, কোম্বভ, এবং পূর্বাদি চতুর্দিকে
ও কোণে দেবদেবের অস্ত্র বিস্তাস
করিবে । অনন্তর উর্দ্ধ ও অধোদিকে
তাত্তিক মস্ত্রে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, নৈঋত, বরুণ,
বায়ু, ‘ধনদ, ঈশান ও অনন্তকে পূজা
করিবে । এইরূপে মণ্ডলস্থ দেবদেব জনা-
র্দনকে পূজা করিয়া নিশ্চয়ই অভিমত
কাম্য বস্তু সকল পাওয়া যায় । যিনি
এইরূপ বিধানক্রমে মণ্ডলস্থ জনার্দনকে
পূজিত হইতে দেখেন, তিনি অব্যয় বিষ্ণু-
দেহে বিলীন হইয়া থাকেন । যিনি এইরূপ
বিধি অনুসারে একবারমাত্র কেশবের
অর্চনা করেন, তিনি জয়, জরা, মৃত্যু জয়
করিয়া বিষ্ণুপদে উপনীত হইয়া থাকেন ।
যে ব্যক্তি ভক্তিভরে নিরলসভাবে প্রতি-
দিন নারায়ণ স্মরণ করে, শ্বেতদ্বীপে
তাহার বসতি হইয়া থাকে । প্রণবাদি

অনেনৈব বিধানেন গন্ধপুষ্পং নিবেদয়েৎ ।
 একৈকস্মৈ প্রকুর্বাণীত যথোদ্দিষ্টং ক্রমেণ তু ॥৫২
 মুদ্রান্ততো নিবেদ্যাদ্যথোক্তক্রমচোদিতাঃ ।
 জপকৈব প্রকুর্বাণীত মূলমস্ত্রেন মন্ত্রবিৎ ॥ ৫৩
 অষ্টাবংশতিমষ্টৌ বা শতমষ্টোত্তরং তথা ।
 কামেষু চ যথাপ্রোক্তং যথাশক্তি সমাহিতঃ ॥
 পদ্মং শঙ্খাশ্চ জীবৎসো গদা গরুড় এব চ ।
 চক্রং ধ্বজাশ্চ শাঙ্গঞ্চ অষ্টৌ মুদ্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ
 বিসর্জনমন্ত্রঃ—

গচ্ছ গচ্ছ পরংস্থানং পুরাণ পুরুষোত্তম ।
 যত্র ব্রহ্মাণয়ো দেবা বিন্দন্তি পরমং
 পদম্ ॥ ৫৬
 অর্চনং যেন জানন্তি হরেনৈত্বের্ধ্বোদিতম্ ।
 তে তত্র মূলমস্ত্রেন পূজয়ন্ত্যুতং সদা ॥ ৫৭
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভুত্বমিসংবাদে পূজাবিধি-
 কথনং নামৈকযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

মমোহন্ত সর্বতত্ত্বময় বাসুদেব নামই তদীয়
 মন্ত্র বলিয়া নির্দিষ্ট। উল্লিখিত মন্ত্র দ্বারাই
 যথাক্রমে গন্ধ-পুষ্পাদি নিবেদন করিবে।
 অনন্তর যথাবাহিত ক্রমানুসারে নির্দিষ্ট
 মুদ্রা সকল প্রদর্শনপূর্বক মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি
 অষ্ট, অষ্টাবংশতি, অষ্টোত্তরশত অথবা
 যথাশক্তি মূল মন্ত্র জপ করিবে। পদ্ম, শঙ্খ,
 জীবৎস, গদা, গরুড়, চক্র, শাঙ্গ এই
 আটটা মুদ্রা কীর্তিত হইয়াছে। এই সকল
 মুদ্রাই প্রদর্শন করিতে হয়। তৎপরে
 বিসর্জন; তন্মন্ত্র যথা—“গচ্ছ গচ্ছ পরং
 স্থানং “ইত্যাদি।” যাহারা যথায়থ হরির
 অর্চনা জানে না, তাহাদের পক্ষে মাত্র
 মূল মন্ত্র দ্বারা অর্চনা করাই সর্বথা
 কর্তব্য ॥ ৩৯—৫৭ ॥

কষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং সম্পূজ্য বিধিবন্তজ্ঞা তং পুরুষোত্তমম্ ।
 প্রণম্য শিরসা পশ্চাৎ সাগরঞ্চ প্রসাদয়েৎ ॥ ১
 প্রাণস্থং সর্বভূতানাং যোনিশ্চ সরিতাং পতে
 তীর্থরাজ নমস্তেহং জাহি মামচ্যুতপ্রিয় ॥ ২
 স্নাত্ত্বং সাগরে সম্যক্ তস্মিন্ক্ষেত্রবরে দ্বিজাঃ
 তীরে চাভ্যর্চ্য বিধিবল্লারায়ণমনাময়ম্ ॥ ৩
 রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ প্রণিপত্য চ সাগরম্ ।
 শতানামমধোনাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৪
 সর্বপাপবিনিশ্চুক্তঃ সর্বদুঃখবিবর্জিতঃ ।
 বৃন্দারক ইব জীমান্ রূপর্যোবনগর্ভিতঃ ॥ ৫
 বিমানেনার্কবর্ণেন দিব্যগন্ধর্বনাদিনা ।
 কুলৈকবিশ্বমুদ্রত্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৬
 ভূত্বা তত্র বরান ভোগান্ ক্রীড়িত্ব চাপ্পরৈঃ
 সহ ।
 মনস্তরশতং সাগ্রং জরামৃত্যুবিবর্জিতঃ ॥ ৭

দ্বিযষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—এইরূপে ভক্তিভাবে
 পুরুষোত্তম দেবকে বিধিমত পূজা করিয়া
 মন্তক দ্বারা প্রণিপাতপুরঃসর পশ্চাৎ
 জলধিকে প্রসন্ন করিবে; বলিবে,—হে
 সরিৎপতে! তুমি সর্বভূতের প্রাণ ও
 যোনি। হে তীর্থরাজ! হে অচ্যুতপ্রিয়!
 তোমায় নমস্কার করি; আমার পরিজ্ঞান
 কর। হে দ্বিজগণ! এই বলিয়া সাগরে
 স্নান করত তীরদেশে যথাবিধি অনাময়
 নারায়ণ, বলরাম, সুভদ্রা ও সাগরকে অর্চ-
 নাস্তে প্রণিপাত করিলে, মানব শতাবধের
 কল লাভ করিয়া থাকে। তাহার সর্ব পাপ ও
 সর্ব দুঃখ বিদূরিত হয়। সে দেববৎ জীমান্ ও
 র্যোবনগর্ভিত হইয়া গন্ধর্বগণের দিব্য
 সঙ্গীত-নাদিত অর্কবর্ণ বিমানারোহণে এক-
 বিংশতি কুলের উদ্ধার সাধনপূর্বক বিষ্ণু-
 লোকে উপনীত হয়। সেখানে গিয়া শত
 মনস্তর পর্যন্ত জরামৃত্যু হইতে অব্যাহতি

পুণ্যক্ষয়াদিহায়াতঃ কুলে সর্বগুণাবিতে ।
 রূপবান্ সুভগঃ স্ত্রীমান্ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ
 দেবশাস্ত্রার্থবিদ্বিশ্রো ভবেদযজ্ঞা তু বৈকবঃ ।
 যোগক বৈকবঃ প্রাপ্য ততো মোক্ষমবাধুয়াং
 গ্রহোপরাগে সংক্রান্ত্যাময়নে বিষুবে তথা ।
 যুগাদিসু ষড়্ভীত্যং ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে ॥ ১০
 আষাঢ়াট্যৈব কার্ত্তিক্যাং মাঘ্যাং বাস্তে
 শুভে তিথৌ ।
 যে তত্র দানং বিপ্রেভ্যাঃ প্রযচ্ছন্তি সুমেধসঃ
 কলং সহস্রগুণতমস্তীর্থালভন্তি তে ।
 পিতৃণাং যে প্রযচ্ছন্তি পিণ্ডং তত্র বিধানতঃ ॥
 অক্ষয়াঃ পিতরস্তেষাং তৃপ্তিং সম্প্রাপ্নুবন্তি বৈ
 এবং স্নানকলং সম্যক্ সাগরস্ত যয়োদিতম্ ॥
 দানস্ত চ কলং বিপ্রাঃ পিণ্ডদানস্ত চৈব হি ।
 ধর্ম্মার্থমোক্ষকলদমাযুকীর্তিযশস্করম্ ॥ ১৪

লাভ করিয়া বিবিধ দিবা ভোগ উপভোগ,
 ও অপসরোগণ সহ ক্রীড়া করিয়া পশ্চাৎ
 পুণ্যক্ষেয়ে মর্ত্যে আসিয়া কোন এক সর্ব-
 গুণাবিত কুলে রূপবান্, সৌভাগ্যশালী,
 স্ত্রীমান্, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বেদ-
 শাস্ত্রার্থজ্ঞ, যাগশীল, বৈকব ব্রাহ্মণ হইয়া
 জন্মগ্রহণ করিবেন এবং বৈকব যোগ
 অবলম্বনপূর্বক অস্ত্রে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন ।
 গ্রহণ, সংক্রান্তি, অয়ন, বিষুব, যুগাদ্যা,
 ষড়্ভীতি, ব্যতীপাত এবং আষাঢ়, কার্ত্তিক,
 ও মাঘ মাসের শুভ দিন ও শুভ তিথিতে
 যে সকল সুধী ব্যক্তি পুরুষোত্তম ক্বেত্রে
 ব্রাহ্মণদিগকে ধনাদি দান করেন, তাঁহারা
 অস্ত্র তীর্থ অপেক্ষা সহস্র গুণ কল প্রাপ্ত
 হইয়া থাকেন । তাঁহারা বিধিপূর্বক তথায়
 পিতৃপিতৃ দান করেন, তাঁহাদের পিতৃগণ
 অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন । হে
 বিপ্রগণ! এইরূপে যথাবিধি সাগরস্নানে,
 ধনদানে ও পিণ্ডদানে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া
 যায়, তাহা আমি আপনাদিগকে যথাযথ
 বলিলাম । এই পৌরাণিক প্রস্তাব ধর্ম্ম,
 অর্থ ও মোক্ষকলপ্রদ; আয়, কীর্তি ও

ভুক্তিমুক্তিফলঃ নৃণাং ধন্যঃ হৃঃস্বপ্ননাশনম্ ।
 সর্বপাপহরঃ পুণ্যং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৫
 নাস্তিকায় ন বক্তব্যং পুরাণক দ্বিজোত্তমাঃ ।
 তাবদগজ্ঞস্তি তীর্থানিমাহাষ্টম্যৈঃ স্নৈঃ পৃথক্ পৃথক্
 যাবন্ন তীর্থরাজস্ত মাহাষ্ট্র্যং বর্ণ্যতে দ্বিজাঃ ।
 পুঙ্করাদীনি তীর্থানি প্রযচ্ছন্তি স্বকং কলম্ ॥ ১৭
 তীর্থরাজস্ত স পুনঃ সর্বতীর্থফলপ্রদঃ ।
 ভূতলে যানি তীর্থানি সরিতশ্চ সরাংসি চ ॥ ১৮
 বিশন্তি সাগরে তানি তেনাসৌ শ্রেষ্ঠতাং গতাঃ
 রাজা সমস্ততীর্থানাং সাগরঃ সরিতাং পতিঃ ॥
 তস্মাৎ সমস্ততীর্থৈভ্যাঃ শ্রেষ্ঠোহসৌ সর্বকামদঃ
 তমো নাশং যথাভ্যতি ভাস্করেহভ্যাদিতে
 দ্বিজাঃ ॥ ২০
 স্নানেন তীর্থরাজস্ত তথা পাপস্ত সঙ্করম্ ।
 তীর্থরাজসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ২১

যশস্কর এবং ভুক্তি ও মুক্তি-ফলজনক । ইহা
 ধন্য, পুণ্য সর্বকামফলপ্রদ, সর্বপাপহর,
 ও হৃঃস্বপ্ননাশন । ১—১৫। হে দ্বিজোত্তমগণ!
 এই পুণ্য প্রস্তাব নাস্তিকের নিকট কদাচ
 বক্তব্য নহে । হে দ্বিজগণ! যাবৎ না এই
 তীর্থরাজের মাহাষ্ট্র্য প্রচারিত হয়, অস্ত্রান্ত
 তীর্থ সকল তত কালই স্ব স্ব মাহাষ্ট্র্যে স্ব স্ব
 প্রতিপত্তি ঘোষণা করিয়া থাকেন । পুঙ্করাদি
 অস্ত্রান্ত যে সকল তীর্থ আছে, তাহারা
 নিজ নিজ তীর্থসেবা জন্ত ফলই বিতরণ
 করে, কিন্তু এই তীর্থরাজ পুরুষোত্তম
 একাধারে সর্বতীর্থের ফল প্রদান করিয়া
 থাকেন । ভূতলে যত কিছু সরিৎ সরো-
 বরাদি তীর্থ আছে, তাহারা সকলেই সাগরে
 প্রবেশ করে; তাই সরিৎপতি সাগর,
 সর্বতীর্থের শ্রেষ্ঠ রাজা । অতএব সর্বকাম-
 প্রদ সাগরই সমস্ত তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ!
 হে দ্বিজগণ! যেমন ভাস্করের অভ্যুদয়ে
 তমোরাশি বিনষ্ট হয়, তেমনি এই তীর্থ-
 রাজের স্নানে সর্বপাপ ক্ষয় হয় । এই
 তীর্থরাজের সমান তীর্থ কখন ছিল না

অধিষ্ঠানং যদা যত্র প্রভোর্নারায়ণস্ত বৈ ।
কঃ শক্নোতিগুণান্ বক্তুং তীর্থরাজস্ততো দ্বিজাঃ
কোটো নবনবত্যস্ত যত্র তীর্থানি সন্তি বৈ ।
তস্মাৎ স্নানঞ্চ দানঞ্চ হোমং জপ্যং সুরার্চনম্
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তত্র চাক্ষয়ং ক্রিয়তে দ্বিজাঃ
ইতি ত্রিভাঙ্কে সমুদ্ভূতানমাহাশ্রয়বর্ণনং নাম
দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো গচ্ছেদ্বিজশ্রেষ্ঠাতীর্থং যজ্ঞাঙ্গসম্ভবম্ ।
ইন্দ্রত্বয়সরো নাম যত্রান্তে পাবনং শুভম্ ॥ ১
গত্বা তত্র শুচির্ধীমানাচম্য মনসা হরিসম্ ।
ধ্যাষোপস্থায় চ জলমিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২
অশ্বমেধাঙ্গসমুত্ত তীর্থং সর্বাঘনাশন ।
স্নানং ত্বয়ি করোম্যদ্য পাপং হর নমোহস্ত তে

এবং কখন হইবেও না । যেখানে সর্বাদা
প্রভু নারায়ণের অধিষ্ঠান, হে দ্বিজগণ !
সেই তীর্থরাজের গুণ বর্ণন করিতে কে
সক্ষম ? এই তীর্থশ্রেষ্ঠ সাগরে নবনবতি
কোটি তীর্থ বিরাজমান ; সুতরাং হে
দ্বিজগণ ! এখানে স্নান, দান, হোম, জপ,
ও দেবার্চনাদি যাহা কিছু করা যায়, সমস্তই
অক্ষয় হয় ॥ ১৬—২৩ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ অন-
ন্তর যজ্ঞাঙ্গসম্ভব তীর্থে গমন করিবে ।
ঐ তীর্থে পরমপাবন ইন্দ্রত্বয় সরোবর
বিরাজিত । সেখানে গিয়া ধীমান্ মানব,
শুচিভাবে আচমনপূর্বক মনে মনে হরিকে
ধ্যান ও জলম্পর্শ করত এই মন্ত্র উচ্চারণ
করিবে ; যথা—“অশ্বমেধাঙ্গসমুত্ত” ইত্যাদি ।

এবমুচ্চাৰ্য্য বিধিবৎ স্নাত্বা দেবানুধীন্ পিতৃন ।
তিলোদকেন চাষ্টাংষ্ট সন্তর্প্যাচম্য বাগ্ধৃযতঃ ॥
দত্বা পিতৃণাং পিণ্ডাংষ্ট সম্পূজ্য পুরুষোত্তমম্
দশাধমৈধিকং সম্যক্ কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ
সপ্তাবরান্ সপ্ত পরান্ বংশাহুভূত্য দেববৎ ।
কামগেন বিমানেন বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৬
ভুক্ত্বা তত্র সুখান্ ভোগান্ যাবচ্চন্দ্রার্কিতারকম্
চ্যুতস্তত্শ্রাদ্ধাহারাতো মোক্ষঞ্চ লভতে ক্রবম্ ॥
এবং কৃত্বা পঞ্চতীর্থীমেকাদশ্রামুপোষিতঃ ।
জ্যৈষ্ঠশুক্লপঞ্চদশ্যাং যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্ ॥
স পূর্বোক্তং কলং প্রাপ্য ক্রীড়িত্বা বাচ্যতালয়ে
প্রয়াতি পরমং স্থানং যস্মান্নাবর্ততে পুনঃ ॥ ৯
মুনয় উচুঃ ।

মাসানস্তান্ পরিত্যজ্য মাঘাদীন্ প্রপিতামহ ।
প্রশংসসি কথং জ্যৈষ্ঠং ক্রহি তৎকারণং প্রভো

ঐ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বিধিমত স্নান করিয়া
দেব, ঋষি ও পিতৃপুরুষগণকে তিলোদকে
তর্পণ করিবে । পিতৃগণকে পিণ্ডদান, ও
পুরুষোত্তমকে পূজা করিয়া মানব, শতাধ-
মেধজনিত কললাভ করিয়া থাকে এবং
উর্দ্ধ ও অধস্তন সপ্ত সপ্ত পুরুষ উদ্ধার করিয়া
দেবতার স্থায় কামগামী বিমানারোহণে
বিষ্ণুলোকে উপনীত হয় । সেখানে গিয়া
যাবচ্চন্দ্রদিবাকর সুখভোগ করত পুণ্য-
ক্ষেত্রে তথা হইতে বিচ্যুত হইয়া এই মর্ত্য-
ধামে আগমনপূর্বক নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ
করে । এইরূপে একাদশীদিনে উপবাসী
থাকিয়া যে নর পঞ্চতীর্থকৃত্য সম্পাদনাতে
জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পুরুষোত্তম
দর্শন করে, পূর্বোক্ত সমস্ত কল সে
প্রাপ্ত হয় এবং অচ্যুতালয়ে বিহার
করিয়া এমন এক পরম স্থানে উপনীত হয়
যে, সে স্থান হইতে আর পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত
হয় না । মুনীগণ কহিলেন,—হে প্রপিতামহ !
মাঘাদি অন্ত্যস্ত সমস্ত মাস পরিত্যাগ
করিয়া একমাত্র জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রশংসা
করিলেন কেন ? হে প্রভো ! ইহার

ব্রহ্মোবাচ ।

শুশ্রূষঃ শুনিসাদৃলাঃ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ ।
জ্যৈষ্ঠঃ মাসঃ যথা তেভ্যঃ প্রশংসামি পুনঃপুনঃ
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতত্চ সরাসি চ ।
পুষ্করিণ্যন্তড়াগানি বাপাঃ কৃপান্তথা হ্রদাঃ ॥ ১২
নানানদ্যাঃ সমুদ্রাশ্চ সপ্তাহং পুরুষোত্তমৈ ।
জ্যৈষ্ঠশুক্রদশম্যাদি প্রত্যক্ষং যাস্তি সৰ্বদা ॥ ১৩
নানানাদিকং তন্মাদেবতাপ্রেক্ষণং দ্বিজাঃ ।
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তত্র তস্মিন্ কালেহক্ষয়ঃ
ভবেৎ ॥ ১৪
শুক্রপক্ষস্ত দশমী জ্যৈষ্ঠে মাসি দ্বিজোত্তমাঃ ।
হরতে দশ পাপানি তন্মাদশহরা স্মৃতা ॥ ১৫
যন্তস্তাং হনিনং কৃষ্ণং পশ্চেষ্টদ্রাঃ সূসংযতঃ ।
সৰ্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥ ১৬
উত্তরে দক্ষিণে বিপ্রাশ্রয়নে পুরুষোত্তমম্ ।

কারণ কি ? তাহা বলুন । ১—১০ । ব্রহ্মা
বলিলেন,—শুনিস্বেষ্টগণ ! শ্রবণ করুন ;
আমি এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিতেছি ;
অন্তান্ত মাস অপেক্ষা জ্যৈষ্ঠ মাসেরই আমি
পুনঃপুনঃ প্রশংসা করিলাম কেন ? তাহার
কারণ এই যে, পৃথিবীতে যত কিছু
সরিৎ সরোবর, পুষ্করিণী, তড়াগ, বাপী,
কূপ, হ্রদ, নানা নদী ও সমুদ্রাদি তীর্থ
আছে, তাহার জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্র-
পক্ষীয় দশমী হইতে আরম্ভ করিয়া এক
সপ্তাহ পর্যন্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সৰ্বদাই
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । এই জন্ত হে
দ্বিজগণ ! জ্ঞান দান ও দেবতা-দর্শনাদি
যে কিছু পুণ্যকার্য তৎকালে করা যায়,
সকলই তখন তথায় অক্ষয় হইয়া থাকে ।
জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্রপক্ষীয় দশমী দশসংখ্যক
পাপ হরণ করে ; এইজন্ত উহা দশহরা
আখ্যায় অভিহিত । যে ব্যক্তি সূসংযত
হইয়া সেই দশমী তিথিতে বলরাম, কৃষ্ণ
ও শ্রুতজাকে দর্শন করে তাহার সৰ্বপাপ
বিহীন হইয় ; সে বিষ্ণুলোকে গমন করে ।
হে বিপ্রগণ ! উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে

দৃষ্ট্বা রামঃ শ্রুতজাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥
নরো দোলাগতঃ দৃষ্ট্বা গোবিন্দং পুরুষোত্তমম্
ফান্তস্তাং প্রযতো কৃতা গোবিন্দস্ত পুরং ব্রজেৎ
বিষুবদিবসে প্রাপ্তে পঞ্চতীর্থাঃ বিধানতঃ ।
কৃতা সঙ্কর্ষণঃ কৃষ্ণঃ দৃষ্ট্বা ভদ্রাঞ্চ ভো দ্বিজাঃ ॥
নরঃ সমস্তযজ্ঞানাং কলং প্রাপ্নোতি দুর্গভম্ ।
বিমুক্তঃ সৰ্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥
যঃ পশ্চতি তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণং চন্দনচর্চিতম্ ।
বৈশাখস্থাসিতে পক্ষে স যাত্যচ্যুতমন্দিরম্ ॥ ২১
জ্যৈষ্ঠ্যাং জ্যৈষ্ঠকর্মযুক্তায়াং যঃ পশ্চোৎ
পুরুষোত্তমম্ ।
কুলৈকবিশ্বমুদ্রত্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ২২
ইতি শ্রীভ্রাত্রে পঞ্চতীর্থমাহাত্ম্যানিরূপণং নাম
ত্রিষষ্টিতমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

পুরুষোত্তম, রাম ও শ্রুতজা দর্শনে বিষ্ণু-
লোক প্রাপ্তি ঘটে । যে ব্যক্তি কান্তন
মাসে প্রযত হইয়া পুরুষোত্তম গোবিন্দকে
দোলারূঢ় দর্শন করে, তাহার গোবিন্দ-
পুরে গতি হয় । হে দ্বিজগণ বিষুব-
দিনে যথাবিধি পঞ্চতীর্থকৃত্য অনুষ্ঠান
করিয়া সঙ্কর্ষণ, কৃষ্ণ ও শ্রুতজা দর্শন করিলে
সমস্ত যজ্ঞের সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়
এবং সৰ্ব পাপ হইতে মুক্তি ও অন্তে
বিষ্ণুলোকে গতি হয় । যে ব্যক্তি বৈশাখ
মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে কৃষ্ণকে
চন্দনচর্চিত অবলোকন করে, সে অচ্যুত-
মন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকে । জ্যৈষ্ঠমাসের
জ্যৈষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত দিবসে যে ব্যক্তি পুরুষো-
ত্তম দর্শন করে, তাহার একবিশতি কুলের
সদগতি হয় ; সে স্বয়ং বিষ্ণুলোকে গমন
করে । ১১—২২ ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

ব্রজোবাচ ।

যদা ভবেন্মহাজ্যোষ্ঠী রাশিনক্ষত্রযোগতঃ ।
 প্রযত্নেন তদা মৰ্ত্ত্যোগন্তব্যং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১
 কৃষ্ণঃ দৃষ্টা মহাজ্যোষ্ঠ্যাং রামঃ ভদ্রাঞ্চ
 ভো দ্বিজাঃ ।
 নরো দ্বাদশযাত্রায়াঃ ফলং প্রাপ্নোতি চাধিকম্
 প্রয়াগে চ কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে পুন্ডর্যে গয়ে ।
 গঙ্গাধারে কুশাবর্তে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ৩
 কোকামুখে শূক্রে চ মথুরায়াঃ মরুস্থলে ।
 শালগ্রামে বায়ুতীর্থে মন্দরে সিন্ধুসাগরে ॥ ৪
 পিণ্ডারকে চিত্রকূটে প্রভাসে কনথলে দ্বিজাঃ
 শম্বোদ্ধারে দ্বারকায়াং তথা বদরিকাশ্রমে ॥ ৫
 লোহকুণ্ডে চাষতীর্থে সৰ্পপাপপ্রমোচনে ।
 কামালয়ে ষেষ্টীতীর্থে তথা চামরকণ্টকে ॥ ৬
 লোহার্গলে জম্বুমাৰ্গে সোমতীর্থে পৃথুদকে ।
 উৎপলাবর্তকে চৈব পৃথুতুঙ্গে সূকুজকে ॥ ৭
 একাত্মকে চ কেশবো কান্তাঞ্চ বিরজে দ্বিজাঃ

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রজা কহিলেন,—যৎকালে রাশি-নক্ষ-
 ত্রের যোগানুসারে মহাজ্যোষ্ঠী হইবে,
 তখন সমস্ত মর্ত্ত্যাবাসীরই যত্নের সহিত
 পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করা কর্তব্য ।
 হে দ্বিজগণ! মহাজ্যোষ্ঠী দিনে যে নর-রাম,
 কৃষ্ণ ও ভদ্রাকে দর্শন করে, তাহার
 দ্বাদশ যাত্রা অপেক্ষা অধিক ফল লাভ
 ঘটে । প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য,
 পুন্ডর্য, গয়া, গঙ্গাধার, কুশাবর্ত, গঙ্গাসাগর-
 সঙ্গম, কোকামুখ, শূকর, মথুরা, মরুস্থান,
 শালগ্রাম, বায়ুতীর্থ, মন্দর, সিন্ধুসাগর,
 পিণ্ডারক, চিত্রকূট, প্রভাস, কনথল,
 শম্বোদ্ধার, দ্বারকা, বদরিকাশ্রম, লোহকুণ্ড,
 অষতীর্থ, সৰ্পপাপপ্রমোচন, কমলালয়,
 কোটীতীর্থ, অমরকণ্টক, লোহার্গল, জম্বুমাৰ্গ,
 সোমতীর্থ, পৃথুদক, উৎপলাবর্তক, পৃথুতুঙ্গ,

কালঙ্করে চ গোকর্ণে ত্রীশৈলে গঙ্গমাদনে ॥ ৮
 মহেন্দ্রে মলয়ে বিজয়ে পারিষাত্রে হিমালয়ে ।
 সহ্যে চ শুক্তিমন্ত্রে চ গোমন্ত্রে চার্কুদে তথা ॥ ৯
 গঙ্গায়াং সৰ্বতীর্থেষু যামুনেষু চ ভো দ্বিজাঃ ।
 সারস্বতেষু গোমত্যাং চৈব সপ্তসু ॥ ১০
 গোদাবরী ভীমরথী তুঙ্গভদ্রা চ নৰ্ম্মদা ।
 তাপী পয়োকী কাবেরী শিপ্রা চর্ণবতী দ্বিজাঃ
 বিতস্তা চন্দ্রভাগা চ শতদ্রুকাহদা তথা ।
 ঋষিকুল্যা কুমারী চ বিপাশা চ দৃষদ্বতী ॥ ১২
 সরযূর্নাকগঙ্গা চ গণ্ডকী চ মহানদী ।
 কোশিকী করতোয়া চ ত্রিশ্রোতা মধুবাহিনী ॥
 মহানদী বৈতরণী যাম্বোতী নার্ম্মকীর্তিতাঃ ।
 অথবা কিং বহুস্তেন ভাষিতেন দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 পৃথিব্যাং সৰ্বতীর্থেষু সৰ্বেষামায়তনেষু চ ।
 সাগরেষু চ শৈলেষু নদীষু চ সরঃসু চ ॥ ১৫
 যৎ ফলং স্নানদানেন রাহগ্রস্তে দিবাকরে ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মহাজ্যোষ্ঠ্যাং লভেন্নরঃ
 তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন গন্তব্যং পুরুষোত্তমে ।
 মহাজ্যোষ্ঠ্যাং মুনিশ্রেষ্ঠা সৰ্বকামকলেপ্সুভিঃ ॥

কুজক, একাত্মক, কেশব, কানী, বিরজ,
 কালঙ্কর, গোকর্ণ, ত্রীশৈল, গঙ্গমাদন,
 মহেন্দ্র, মলয়, বিজয়, পারিষাত্র, হিমালয়,
 সহ্য, শুক্তিমান, গোমান, অৰ্কুদ, গঙ্গা,
 যমুনা, সরস্বতী, গোমতী, ব্রহ্মপুত্র,
 গোদাবরী, ভীমরথী, তুঙ্গভদ্রা, নৰ্ম্মদা,
 তাপী, পয়োকী, কাবেরী, শিপ্রা, চর্ণবতী,
 বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, ব্যুহা, ঋষিকুল্যা,
 কুমারী, বিপাশা, দৃষদ্বতী, সরযু, নাকগঙ্গা,
 গণ্ডকী, মহানদী, কোশিকী, করতোয়া,
 ত্রিশ্রোতা, মধুবাহিনী এবং মহানদী বৈতরণী,
 এই সকল এবং অন্যান্য যে সমস্ত তীর্থ
 আছে,—অথবা আর অধিক বলিয়া কি
 হইবে, পৃথিবীস্থ সৰ্বতীর্থ, সৰ্ব আয়তন, সৰ্ব
 সাগর, সৰ্ব শৈল, সৰ্ব নদী ও সৰ্ব সরো-
 বরে এবং সূর্যগ্রহণে স্নান দানাদি করিলে
 যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, মহাজ্যোষ্ঠীতে
 কৃষ্ণ স্নান করিলে সেই ফললাভ হয় । ১—১৭ ।

দৃষ্টা রামঃ মহাজ্যে ২ কৃষ্ণঃ সুভদ্রা সহ ।
বিস্কুলোকঃ নরো যাতি সমুদ্ভূত সমং কুলম্ ।
ভূক্তা তত্র বরান্ ভোগান্ যাবদাত্মতসংপ্রবন্
পুণ্যকরাদিলাগত্য চতুর্বেদী দ্বিজো ভবেৎ ॥
স্বধর্মনিরতঃ শান্তঃ কৃষ্ণভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
বৈকবং যোগমায়ায় ততো মোক্ষমবাগুয়াৎ ॥

ইতি শ্রীভ্রাম্মে মহাজ্যেষ্ঠীপ্রশংসাবর্ণনঃ নাম
চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

কস্মিন্ কালে ভবেৎ স্নানং কৃষ্ণস্ত কমলোদ্ভব
বিধিনা কেন তদ্ব্রহ্মি ততো বিধিবিদাং বর ॥ ১
ব্রহ্মোবাচ ।

শৃগুধ্বং মুনয়ঃ স্নানং কৃষ্ণস্ত বদতো মম ।
রামস্ত চ সুভদ্রায়াঃ পুণ্যং সর্বাঘনাশনম্ ॥ ২

এই জন্মই হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! মহাজ্যেষ্ঠী
দিনে সর্ব প্রযত্নে পুরুষোত্তমে গমন করা
কর্তব্য। ঐ দিনে রাম, কৃষ্ণ ও সুভদ্রা
সন্দর্শনে মানব, বিষ্ণুলোকে যায় এবং
তাহার কুলের সঙ্গতি হয়। তথায় গিয়া
আপ্রলয়কাল বিবিধ উত্তম উত্তম ভোগ
উপভোগান্তে পশ্চাৎ পুণ্যক্ষেয়ে মর্ত্যে
আসিয়া চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ
করে; এই জন্মে সে স্বধর্মনিরত, শান্ত,
কৃষ্ণভক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হয়। অস্তে বৈকব-
যোগে অবলম্বনে তাহার মোক্ষলাভ
ঘটে ॥ ১৮—২০ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে কমলযোনে!
হে বিধিজগণের অগ্রণী! আপনি বলুন,
কোন বিধি অনুসারে কোন কালে কৃষ্ণের
স্নান প্রশস্ত? ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনি-

মাসি জ্যেষ্ঠে চ সম্প্রাপ্তে নক্ষত্রে চন্দ্রদৈবতে
পৌর্ণমাস্তাং তদা স্নানং সর্বকালং হরেদ্বিজাঃ ॥
সর্বতীর্থময়ঃ কুপস্তজাস্তে নিশ্চলঃ শুচিঃ ।
তদা ভোগবতী তত্র প্রত্যক্ষা ভবতি দ্বিজাঃ ॥ ৪
তস্মাজ্যেষ্ঠ্যাং সমুদ্ভূত্যা হৈমাট্যোঃ কলসৈর্জলম্
কৃষ্ণরামাভিষেকার্থং সুভদ্রায়া চ ভো দ্বিজাঃ ॥ ৫
কৃষ্ণা সুশোভনঃ মঞ্চঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ।
সুদৃঢ়ঃ সুখম্ভকারঃ বস্ত্রৈঃ পুষ্পৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৬
বিস্তীর্ণঃ ধূপিতঃ ধূপৈঃ স্নানার্থং রামকৃষ্ণয়োঃ ।
সিতবস্ত্রপরিচ্ছন্নঃ মুক্তাহারাবলম্বিতম্ ॥ ৭
তত্র নানাবিধৈর্ঝাড়ৈঃ কৃষ্ণঃ নীলাদ্বয়ঃ দ্বিজাঃ
মধ্যে সুভদ্রাঃ চাশ্বাপ্য জয়মঙ্গলনিশ্চনৈঃ ॥ ৮
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্কৈশ্চৈঃ শূদ্রৈশ্চাশ্রিতৈঃ
জাতিভিঃ ।

অনেক শতসাহস্রৈর্বৃতঃ স্ত্রীপুরুষৈর্দ্বিজাঃ ॥ ৯
গৃহস্থাঃ স্নাতকশ্চৈব যতনো ব্রহ্মচারিণঃ ।
প্রাপয়ন্তি তদা কৃষ্ণং মঞ্চস্থং সইলায়ুধম্ ॥ ১০

গণ শ্রবণ করুন। আমি কৃষ্ণ, বলরাম ও
সুভদ্রার সর্বপাপহর পুণ্য স্নানবৃত্তান্ত বলি-
তেছি! হে দ্বিজগণ। জ্যেষ্ঠমাসের পূর্ণি-
মায় চন্দ্রদৈবত নক্ষত্রে হরির স্নান প্রশস্ত।
তৎকালে তত্রত্য কৃপ, সর্বতীর্থময়, নিশ্চল ও
শুচি হয়। সেখানে ভোগবতী তখন প্রত্যক্ষ
হইয়া থাকেন। অতএব রাম-কৃষ্ণ ও সুভ-
দ্রার স্নানের নিমিত্ত হেমকলসে করিয়া সেই
কৃপ হইতে জল তুলিয়া লইবে; পরে কৃষ্ণ-
দির স্নানার্থ এক মঞ্চ প্রস্তুত করিবে। ঐ
মঞ্চ পতাকারাজিত, সুশোভিত, সুদৃঢ়,
সুখ-সম্ভার, বস্ত্র ও পুষ্পালঙ্কৃত, বিস্তীর্ণ,
ধূপ-ধূপিত-সিত-বসনপরিবৃত ও মুক্তাহারে
মণ্ডিত হইবে। অনন্তর সেই মঞ্চোপরি
রাম, কৃষ্ণ ও তত্ত্বয়ের মধ্যে সুভদ্রাকে
সংস্থাপনপূর্বক বিবিধ জয়মঙ্গল-ধ্বনি ও
নানা বাজ্যোগম সহকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য, শূদ্রাদি শত শত সহস্র সহস্র গৃহস্থ
স্নাতক, যতি ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সর্ব সাস্ত্রা-
দায়িক নয়নারী মিলিত হইয়া মঞ্চস্থ কৃষ্ণ ও

তথা সমস্ততীর্থানি পূৰ্ণোক্তানি দ্বিজোক্তমাঃ ।
 সোদকৈঃ পুষ্পমিশ্রৈশ্চ আপয়ন্তি পৃথক্ পৃথক্ ॥
 পশ্চাৎ পটহশঙ্খাঠৈর্ভেরীমুরজনিশ্বনৈঃ ।
 কাহলৈস্তালশব্দৈশ্চ মৃদঙ্গৈর্ঝৰ্ঝরৈস্তথা ॥ ১২
 অস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈর্ঝাঠৈর্ঘণ্টাশ্বনবিভূষিতৈঃ ।
 স্ত্রীণাং মঙ্গলশব্দৈশ্চ স্ততিশব্দৈর্মনোহরৈঃ ॥ ১৩
 জয়শব্দৈস্তথা স্তোত্রৈর্বীণাবেণুনিদাদিতৈঃ ।
 শ্রুতৈঃ স্মৃদহান্ শব্দঃ সাগরশ্বেব গর্জতঃ ॥ ১৪
 মুনীনাং বেদশব্দেন মন্ত্রশব্দৈস্তথাপরৈঃ ।
 নানাস্তোত্ররবৈঃ পুণ্যৈঃ সামশব্দোপবৃণ্বিতৈঃ
 যতিভিঃ স্নাতকৈশ্চৈব গৃহস্থৈর্ভক্ষচারিভিঃ ।
 স্নানকালে সুরশ্রেষ্ঠৈস্তবন্তি পতয়া মুদা ॥ ১৬
 স্ত্রীমৈবৈশ্চাজনৈশ্চৈব কুচভারাবনামিভিঃ ।
 পিতরক্তাঙ্গরাভিঃ মাল্যদামাবনামিভিঃ ॥ ১৭
 সরস্বতীকুলৈর্দৈবৈঃ সুবর্ণস্তবকাষিতৈঃ ।
 চামরৈঃ রত্নদণ্ডৈশ্চ বীজ্যেতে রামকেশবৌ ॥
 যক্ষবিজ্ঞাধরৈঃ সিদ্ধৈঃ কিম্বরৈশ্চাম্পরোগণৈঃ ।

বলরামকে স্নান করাইবে। এই সময় সমস্ত তীর্থই হ হ পুষ্পময় পবিত্র উদক দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাদিগকে স্নান করাইয়া থাকেন। অনন্তর পটহ, শঙ্খ, ভেরী, মুরজ, কাহল, করতাল, মৃদঙ্গ, ঝৰ্ঝর অস্ত্রাস্ত্র বিবিধ বাদ্য, ও ঘণ্টা প্রভৃতির মনোহরধ্বনি এবং স্ত্রী-কঠোখিত মঙ্গলশব্দ, স্ততিগীতি, জয়শব্দ, স্তোত্র এবং বেণুবীণার নিদাদ, গর্জনলীল সাগরের গভীর নির্যো-
 য়ের স্রাব্য পরিষ্কৃত হয়। মুনিগণের উচ্চ-
 রিত বেদধ্বনি, মন্ত্রশব্দ, নানাবিধ স্তোত্র, ও পবিত্র সামগানে সেস্থান মুখারিত হইয়া উঠে। কত যতি, স্নাতক, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী সেই রামকৃষ্ণাদির স্নানকালে স্তব পাঠ করিতে থাকেন। কুচভারনাত্রা নবযৌবন-
 বতী বারবনিভাগণ পীত ও রক্তবর্ণ অঙ্গর, নানাবিধ মাল্যদামে ও সুবর্ণ স্তবকযুক্ত দিব্য দিব্য কুণ্ডলদলে সমলঙ্কৃত হইয়া রত্ন-
 দণ্ডযুক্ত চামর দ্বারা রাম ও কেশবকে বীজ্ঞন করে। তৎকালে যক্ষ, বিজ্ঞাধর, সিদ্ধ,

পরিবার্যাদ্বরগতৈর্দেবগন্ধর্বচারিণৈঃ ॥ ১৯
 আদিত্যা বসবো ব্রজাঃ সাধ্যা বিধে মরুদগণাঃ
 লোকপালাস্তথা চাত্তে স্তবন্তি পুরুষোত্তম ॥
 নমস্তে দেবদেবেশ পুরাণ পুরুষোত্তম ।
 সর্গস্থিত্যন্তরুদেব লোকনাথ জগৎপতে ॥ ২১
 ত্রৈলোক্যধারণং দেবং ব্রহ্মণ্যং মোক্ষকারণম্
 তং নমস্তামহে ভক্ত্যা সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ২২
 স্তৈত্বেবং বিবুধাঃ কৃষ্ণং রামকৈব মহাবলম্ ।
 সুভদ্রাঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাস্তদাকাশে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৩
 গায়ন্ত দেবগন্ধর্বা নৃত্যন্ত্যঙ্গরসস্তথা ।
 দেবতুর্ধ্যান্যবাগন্ত বাতা বাস্তি সুশীতলাঃ ॥ ২৪
 পুষ্পমিশ্রং তদা মেঘা বর্ষন্ত্যাকাশগোচরাঃ ।
 জয়শব্দঞ্চ কুর্বান্তি মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ ॥ ২৫
 শক্রাদ্যা বিবুধাঃ সর্ব ঋষয়ঃ পিতরস্তথা ।
 প্রজানাং পতয়ো নাগা য়ে চাত্তে স্বর্গবাসিনঃ ।
 ততো মঙ্গলসম্ভারৈবিধিমন্ত্রপুরঙ্কৃতম্ ।
 আভিষেচনিকং দ্রব্যং গৃহীত্ব দেবভাগণাঃ ॥ ২৭

কিম্বর, অম্বর, দেব, গন্ধর্ব, চারণ, আদিত্য, বসু, ব্রজ, সাধ্য, বিধেদেবগণ, মরুদগণ ও লোকপাল সকল অঙ্গরে থাকিয়া পুরুষোত্তম দেবকে স্তব করিতে থাকেন। তাঁহারা বলেন, হে পুরাণপুরুষ, দেবদেব! তোমায় নমস্কার; তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্তা; হে লোকনাথ, জগৎপতে! তুমি ত্রৈলোক্য-
 ধারী, সর্বকামপ্রদ, মোক্ষনিদান, ব্রহ্মণ্যদেব, তোমাকে ভক্তিভরে নমস্কার করি। বিবুধগণ কৃষ্ণ, রাম ও সুভদ্রাকে এইরূপে স্তব করিয়া অকাশে অবস্থান করেন। ১—২৭। তখন দেব ও গন্ধর্বগণ গান করিতে থাকেন। অম্বররা সকল নৃত্য করে, দেবতুন্দুভি সকল বাদিত হয় এবং সুশীতল বায়ু বহিতে থাকে। তৎকালে মেঘগণ আকাশে থাকিয়া পুষ্পময় জল বর্ষণ করে এবং মুনি ও সিদ্ধচারণ জয়শব্দ উচ্চারণ করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ, সমস্ত ঋষিগণ, পিতৃগণ, প্রজাপতিগণ, নাগগণ, ও অস্ত্রাস্ত্র স্বর্গবাসী দেবগণ সক-
 লেই মঙ্গলসম্ভার সহযোগে বিধিমন্ত্র পুর-

ইন্দ্রো বিষ্ণুর্হাবীর্ঘ্যঃ সূর্য্যচন্দ্রমসৌ তথা ।
 ধাতা চৈব বিধাতা চ তথা চৈবানিলানলৌ ॥
 পুষা ভগেহর্ঘ্যমা তৃষ্টা অংশুনৈব বিবস্বতা ।
 পত্নীভ্যাং সহিতৌ ধীমান্ মিত্রেণ বরুণেন চ ॥
 কর্দেবশুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাঞ্চ বৃতঃ প্রভুঃ ।
 বিধৈর্দেবৈর্নরকৃষ্ণিচ সাধৈশ্চ পিতৃভিঃ সহ ॥৩০॥
 গন্ধর্বৈরপ্সরোভিচ যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ ।
 দেবর্ষিভিরসম্ব্যৈশ্চৈব ব্রহ্মর্ষিভির্বৈরৈঃ ॥ ৩১ ॥
 বৈধানসৈর্বালখিলৈর্বায়াহাঠৈর্নরীচিপৈঃ ।
 ভৃগুভির্শাক্ষিরোভিচ সর্ষবিদ্যাশুনীশ্ঠিতৈঃ ॥৩২॥
 সর্ষবিদ্যাধরৈঃ পুণ্যৈর্যোগসিদ্ধিভিরাবৃতঃ ।
 পিতামহঃ পুলস্ত্যশ্চ পুলহশ্চ মহাতপাঃ ॥ ৩৩ ॥
 অজিরাঃ কশ্যপোহত্রিশ্চ মরীচিভৃগুরেব চ ।
 ক্রতুর্হরঃ প্রচেতাশ্চ মনুর্দক্ষশ্চৈব চ ॥ ৩৪ ॥
 ঋতবশ্চ গ্রহাশ্চৈব জ্যোতীংশি চ দ্বিজোক্তমাঃ
 মুর্ত্তিমতাশ্চ সরিতৌ দেবাত্মৈব সনাতন্যোঃ ॥ ৩৫ ॥
 সমুদ্রাশ্চ হৃদাশ্চৈব তীর্ণানি বিবিধানি চ ।
 পৃথিবী দ্যৌর্দিশশ্চৈব পাদপাশ্চ দ্বিজোক্তমাঃ
 অদিতির্দেবনাতা চ হ্রীঃ শ্রীঃ স্বাহা সরস্বতী ।

উমা শচী সিনীবালী তথা চানুমতিঃ কুহুঃ ॥ ৩৭ ॥
 রাকা চ ধিষণা চৈব পত্ন্যাশ্চাত্তা দিবৌকসাম্ ।
 হিমবান্শ্চৈব বিদ্ব্যশ্চ মেরুশ্চানেকশৃঙ্গবান্ ॥ ৩৮ ॥
 ঐরাবতঃ সানুচরঃ কলাকাষ্ঠান্তথৈব চ ।
 মাসার্ধঃ মাসখতবস্তুখা রাজ্যাহনী সমাঃ ॥ ৩৯ ॥
 উচ্চৈঃশ্রবা হয়শ্চেষ্টো নাগরাজশ্চ বামনঃ ।
 অকর্ণো গরুড়শ্চৈব বৃক্ষাশ্চৌষধিভিঃ সহ ॥ ৪০ ॥
 ধর্ম্মশ্চ ভগবান্ দেবঃ সমাজগৃহি সঙ্গতাঃ ।
 কালো যমশ্চ মৃত্যুশ্চ যমশ্চানুচরশ্চ যে ॥ ৪১ ॥
 বহুলহাচ্চ নোক্তা যে বিবিধা দেবতাগণাঃ ।
 তে দেবশ্চাভিষেকার্থঃ সমায়াস্তি ততস্ততঃ ॥ ৪২ ॥
 গৃহীত্বা তে তদা বিপ্রাঃ সর্ব্বৈ দেবা দিবৌকসঃ
 আভিষেচনিকং দ্রব্যং মঙ্গলানি চ সর্ব্বশঃ ॥ ৪৩ ॥
 দিব্যসম্ভারসংযুক্তৈঃ কলশৈঃ কাঞ্চনৈর্দ্বিজাঃ ।
 সারস্বতীভিঃ পুণ্যাভির্দিব্যতোয়াভিরেব চ ॥ ৪৪ ॥
 তে'য়েনাকাশগঙ্গায়াঃ কৃষ্ণং রামেণ সঙ্গতম্ ।
 সপুংস্পঃ কাঞ্চনৈঃ কুন্তৈঃ স্নাপয়ন্ত্যবনিস্থিতাঃ ॥
 সঞ্চরন্তি বিমানানি দেবানামদরে তথা ।

দ্বত আভিষেচনিক দ্রব্য সকল লইয়া উপ-
 স্থিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য্য,
 চন্দ্র, ধাতা, বিধাতা, অনল, অনিল, পুষা, ভগ,
 অর্ঘ্যমা, তৃষ্টা, অংশু, বিবস্বান, সপত্নীক
 ধীমান্ মিত্রাবরুণ, ও ক্রতুগণ, বসুগণ,
 আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং বিষ্ণু-
 দেবগণ, মরুৎগণ, সাধ্যগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব-
 গণ, অপ্সরোগণ, যক্ষ, রাক্ষস, ও পন্নগগণ,
 দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ, বৈধানস বালখিলাগণ,
 বায়াহারী ও মরীচিপ তাপসগণ, ভৃগু ও
 অজিরা প্রভৃতি সর্ষবিদ্যাবিৎ মহর্ষিগণ,
 পবিত্র বিদ্যাধরগণ ও যোগসিদ্ধিসমূহে
 সমাবৃত পিতামহ ব্রহ্মা, পুলস্ত্য, পুলহ,
 অজিরা, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু,
 হর, প্রচেতা, মনু, দক্ষ, ঋতু, গ্রহ, জ্যোতিষ্ক-
 গণ, মুর্ত্তিমতী সরিৎগণ, সনাতন সুরগণ,
 সমুদ্র, হৃদ, ও সর্ব্বভাষণগণ, পৃথিবী, দিক্ ও
 তরুগণ, দেবমাতা অদিতি, হ্রী, শ্রী, স্বাহা,

সরস্বতী, উমা, শচী, সিনীবালী, অনুমতি,
 কুহু, রাকা, ধিষণা প্রভৃতি দেবপত্নীগণ,
 হিমবান, বিদ্ব্য, মেরু, সানুচর ঐরাবত,
 কলা, কাষ্ঠা, মাস, পক্ষ, ঋতু, রাজি, দিন,
 সন্ধ্যা, হর, হয়শ্চেষ্টা উচ্চৈঃশ্রবা, নাগরাজ,
 বামন, অকর্ণ, গরুড়, বৃক্ষ, ওষধি, ভগবান্
 ধর্ম্মদেব এবং কাল, যম, মৃত্যু ও যমের
 অন্তান্ত অনুচরগণ সকলেই তৎকালে
 পুরুষোত্তম দেবের আভিষেকার্থ আগমন
 করিয়া থাকেন। ঐহাদের নাম সকল
 বলিলাম, এতদ্ভিন্ন আরও যে কত বিবিধ
 দেব, সেই দেবতাভিষেকে চতুর্দিক্ হইতে
 আগমন করেন, বহুইপ্রযুক্ত ঐহাদের নাম-
 নিক্রান্তি করা হইল না। ঐ সকল সমাগত
 দেব ব্রাহ্মণগণ মাজলিক আভিষেচনিক দ্রব্য
 সকল গ্রহণ করিয়া অবস্থান করেন, ঐহারা
 সকলেই ভূতলস্থ হইয়া সপুংস্প কাঞ্চনকলসে
 পবিত্র সরস্বতীজল ও আকাশগঙ্গার
 দিব্য জল লইয়া রাম-কৃষ্ণকে আভিষেক

উচ্চাবচানি দিব্যানি কামগানি স্থিরাণি চ ॥ ৪৬
দিব্যরত্নবিচিত্রাণি সেবিতান্ত্রাপ্সরোগণৈঃ ।

গীতৈর্বাট্টৈঃ পতাকাভিঃ শোভিতানি সমন্ততঃ
এবং তদা মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কৃষ্ণং রামেণ সঙ্গতম্ ।

স্নাপয়িত্বা সূভদ্রাঞ্চ সংস্কাবন্তি মুদাবিভাঃ ॥ ৪৮

জয় জয় লোকপাল ভক্তরক্ষক জয় জয়
প্রণতবৎসল জয় জয় ভূতচরণ জয় জয়াদি-
দেব বহুকারণ জয় জয় বাসুদেব জয়
জয়ানুরসংহরণ জয় জয় দিব্যমীন জয় জয়
ত্রিাদশবর জয় জয় জলবিশয়ন জয় জয়
যোগিবর জয় জয় সূর্য্যানেত্র জয় জয় দেব-
রাজ জয় জয় কৈটভারে জয় জয় বেদবর
জয় জয় কুর্ম্মরূপ জয় জয় যজ্ঞবর জয় জয়
কমলনভ জয় জয় শৈলচর জয় জয় যোগ-
শায়িন্ জয় জয় দেগধর জয় জয় বিশ্বমূর্ত্তে
জয় জয় চক্রধর জয় জয় ভূতনাথ জয় জয়
ধরনীধর জয় জয় শেষশায়িন্ জয় জয় পীত-
বাসো জয় জয় সোমকান্ত জয় জয় যোগবাস
জয় জয় দহনবক্ত্র জয় জয় ধর্ম্মবাস জয় জয়
গুণনিধান জয় জয় শ্রীনিবাস জয় জয় গুরুভূ-
গমন জয় জয় সুখনিবাস জয় জয় ধর্ম্মকেতো
জয় জয় মহীনিবাস জয় জয় গহনচরিত্র জয়
জয় যোগিগম্য জয় জয় মথনিবাস জয় জয়

করিয়া থাকেন । তৎকালে উক্তম, মধ্যম,
নানাবিধ দিব্য দিব্য দেববিমানশ্রেণী
আকাশপথে সঞ্চরণ করিতে থাকে । ঐ সকল
বিমানে থাকিয়া অপরোগণ গীত ও বাদ্য-
ধ্বনি করে এবং উহার দিব্য রত্নখচিত
বিচিত্র পতাকাশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত হইতে
থাকে । ২৪—৪৭ । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! এইরূপে
তখন কৃষ্ণ, রাম ও সূভদ্রাকে স্নান করাইয়া
স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদি দেব ও সিদ্ধসম্প্রদায়
প্রহর্যভরে পুরুষোত্তমের স্তব করেন ।
যথা—জয় জয় লোকপাল ! ইত্যাদি । *

* মূলান্ধ অতি স্পষ্ট ; অল্পবাদ অপ্রয়োজন ।

বেদবেত্তা জয় জয় শাস্তিকর জয় জয় যোগি-
চিন্ত্য জয় জয় পুষ্টিকর জয় জয় জ্ঞানমূর্ত্তে
জয় জয় কমলাকর জয় জয় ভববেদ্য জয়
জয় মুক্তিকর জয় জয় বিমলদেহ জয় জয়
সবনিলয় জয় জয় গুণসমৃদ্ধ জয় জয় যজ্ঞকর
জয় জয় গুণবিহীন জয় জয় মোক্ষকর জয়
জয় ভূশরণ্য জয় জয় কাস্তিযুত জয় জয়
লোকশরণ জয় জয় লক্ষ্মীযুত জয় জয়
পঙ্কজাঙ্ক জয় জয় সৃষ্টিকর জয় জয় যোগযুত
জয় জয়তসীকুসুমজ্যামদেহ জয় জয় সমুদ্ভ-
বিষ্টদেহ জয় জয় লক্ষ্মীপঙ্কজযট্চরণ জয় জয়
ভক্তবশ জয় জয় লোককান্ত জয় জয় পরম-
শান্ত জয় জয় পরমসার জয় জয় চক্রধর জয়
জয় ভোগিযুত জয় জয় নীলাদর জয় জয়
শাস্তিকর জয় জয় মোক্ষকর জয় জয় কলুষ-
হর ॥ ৪৯

জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সঙ্কর্ষণাহুজ ।

জয় পদ্মপলাশাঙ্ক জয় বাহ্মাকলপ্রদ ॥ ৫০

জয় মালাবুতোরক জয় চক্রগাধর ।

জয় পদ্মালয়াকান্ত জয় বিষ্ণো নমোহস্ত তে ॥ ৫১

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং স্তব তদা দেবাঃ শক্রাদ্যা হুষ্টমানসাঃ ।

সিদ্ধচারণসজ্জাশ্চ যে চাত্তে স্বর্গবাসিনঃ ॥ ৫২

মুনয়ো বালখিল্যাশ্চ কৃষ্ণং রামেণ সঙ্গতম্ ।

সূভদ্রাঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রণিপত্যাশ্বরে স্থিতাঃ ॥

দৃষ্ট্বা স্তব্ধা নমস্কৃৎ তদা তে ত্রিদিবৌকসঃ ।

কৃষ্ণং রামং সূভদ্রাঞ্চ যান্তি স্বং স্বং নিবেশনম্

সঞ্চরন্তি বিমানানি দেবানামহরে তদা ।

উচ্চাবচানি দিব্যানি কামগানি স্থিরাণি চ ॥ ৫৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !

তৎকালে শক্রাদি সুরগণ, সিদ্ধ, ও

চারণগণ, অস্ত্রান্ত স্বর্গবাসিগণ এবং বাল-

খিল্যাদি মুনিগণ এই প্রকারে প্রফুল-

মনে কৃষ্ণ, বলরাম ও সূভদ্রাকে স্তব ও

প্রণিপাত করিয়া অশ্বরে অবস্থান করেন ।

অনন্তর দেবগণ, কৃষ্ণ, রাম ও সূভদ্রাকে

দর্শন, স্তবন ও নমস্কার করিয়া স্ব স্ব স্থানে

দ্বিযন্ত্রবিচিঞ্জাণি সেবিতান্ত্রপ্সরোগণৈঃ ।
 গীতবাহুদৈঃ পতাকাভিঃ শোভিতানি সমস্ততঃ
 তস্মিন কালে তু যে মর্ত্যাস্তাঃ পশ্যন্তি পুরুষোত্তমম্
 বলভদ্রঃ সুভদ্রাঞ্চ তে যান্তি পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৭
 সুভদ্রারামসহিতঃ মঞ্চস্থঃ পুরুষোত্তমম্ ।
 দৃষ্ট্বা নিরাময়ঃ স্থানং যান্তি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥
 কল্লাশতদানেন যৎ ফলং পুঙ্করে স্মৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ সহলায়ুধম্ ॥ ৫৯
 সুভদ্রাঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রাপ্নোতি শুভক্লমরঃ ।
 কল্লাশতপ্রদানেন যৎ ফলং সমুদাহৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥
 সুবর্ণশতনিকাণাং দানেন যৎ ফলং স্মৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥
 গোসহস্রপ্রদানেন যৎ ফলং পরিকীর্তিতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ
 ভূমিদানেন বিধিবৎ যৎ ফলং সমুদাহৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥
 যৎ ফলং চান্দ্রদানেন অর্ঘ্যাতিথোন কীর্তিতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥ ৬৪

প্রস্থান করেন। দেবগণের প্রস্থানকালেও
 অচরে নানাবিধ কামগামী দ্বিযন্ত্র রত্নখচিত
 পতাকাভূষিত সুরসুন্দরীগণের গীতবাদ্য-
 মুখরিত বিমানশ্রেণী চতুর্দিকে সঞ্চরণ করে ।
 ঐ সময় যে সকল মর্ত্যবাসী, পুরুষোত্তম,
 বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করে, তাহারা
 অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয় । রাম ও সুভদ্রাসহ
 মঞ্চস্থ পুরুষোত্তমকে দর্শন করিলে মানবগণ
 নিরাময় স্থান প্রাপ্ত হয়; এ বিষয়ে সন্দেহ
 মাত্র নাই । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! পুঙ্কর-
 ক্ষেত্রে শত শত কপিলা ধেনু দান করিলে
 যে ফল হয়, পুণ্যকারী মানব, সুভদ্রা ও
 বলদেবসহ কৃষ্ণ সন্দর্শনে সেই ফল প্রাপ্ত
 হইয়া থাকে । শত কল্লাসপ্রদানে যেরূপ
 ফলের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, মঞ্চস্থ কৃষ্ণ
 দর্শনে মানব, সেই ফল লাভ করে । শত
 নিকপরিমিত সুবর্ণ দানে, সহস্র গো প্রদানে
 বিধিমত ভূমি দান করিলে, অতিথিদিগকে

বৃষোৎসর্গেণ বিধিবৎ যৎ ফলং সমুদাহৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥ ৬৫
 যৎ ফলং ভোয়দানেন গ্রীষ্মে বাস্ত্রজ কীর্তিতম্
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥ ৬৬
 তিলাধেনুপ্রদানেন যৎ ফলং সম্প্রকীর্তিতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥
 গজাশ্বরথদানেন যৎ ফলং সমুদাহৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥ ৬৮
 সুবর্ণশতদানেন যৎ ফলং সমুদাহৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥ ৬৯
 জলধেনুপ্রদানেন যৎ ফলং সমুদাহৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥ ৭০
 দানেন স্নতধেবাশ্চ ফলং যৎ সমুদাহৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥ ৭১
 চান্দ্রায়ণেন চীর্ণেন যৎ ফলং সমুদাহৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥
 মাসোপবাসৈঃ বিধিবৎ যৎ ফলং সমুদাহৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥ ৭৩
 অথ কিং বহনোক্তেন ভাষিতেন পুনঃপুনঃ ।
 তস্মৈ দেবস্ত্র্য মহাশ্র্যাঃ মঞ্চস্থস্ত দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 যৎ ফলং সঞ্চরতীর্থেষু ব্রতৈর্দানৈশ্চ কীর্তিতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ সহলায়ুধম্ ।
 সুভদ্রাঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রাপ্নোতি শুভক্লমরঃ ।
 তস্মান্নরোহংখবা নারী পশ্চেষ্টঃ পুরুষোত্তমম্ ॥

অর্ঘ্য ও অন্নদানে, বৃষোৎসর্গ করিলে,
 গ্রীষ্মকালে জলদান করিলে, তিলাধেনু দানে,
 গজাশ্বরথ-দানে, জলধেনু দানে, চান্দ্রায়ণ
 ব্রতের অন্নদানে, এবং বিধিমত একমাস
 উপবাসে যেরূপ যেরূপ ফল প্রাপ্তির কথা
 উল্লিখিত হইয়াছে, মানব একমাত্র মঞ্চস্থ
 কৃষ্ণ সন্দর্শনেই সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে । হে দ্বিজোত্তমগণ ! সেই মঞ্চস্থ
 পুরুষোত্তম দেবের মহাশ্রয়া বিষয়ে বারংবার
 অধিক কি আর বলিব, সমস্ত তীর্থ, সমস্ত
 ব্রত, ও সমস্ত দান কার্যে যে ফল হয়,
 মঞ্চস্থ রাম, কৃষ্ণ, ও সুভদ্রা সন্দর্শনে
 পুণ্যবান লোক তাহাই পাইয়া থাকে।

ততঃ সমস্তভীথানাং লভেৎ স্নানাদিকং কলম্
স্নানশেষেণ কৃষ্ণস্তা তোয়েনান্ধাভিষেচ্যতে ॥৭৭
বক্ষ্য্য মৃতপ্রজা যা তু দুর্ভগা গ্রহস্পীড়িতা ।
রাক্ষসাত্মৈর্গৃহীতা বা তথা রোগৈশ্চ সংহতাঃ ॥
সন্তস্তাঃ স্নানশেষেণ উদকেনাভিষেচিতাঃ ।
প্রাপ্নুবন্তীপিতান্ কামান্ যান্ যান্ বাঞ্ছন্তি

• চেপ্তিতান্ ॥৭৯

পুত্রার্থিনী লভেৎ পুত্রান্ সৌভাগ্যঞ্চ সুখার্থিনী
রোগার্ভা মৃত্যুতে রোগাঙ্কনঞ্চ ধনকার্ষিকী ॥৮০
পুণ্যানি যানি ভোগ্যানি তিষ্ঠন্তি ধরণীতলে ।
তানি স্নানাবশেষস্ত কলাঃ নার্ষন্তি যোড়নীম্ ॥
তস্মাৎ স্নানাবশেষঃ যৎকৃৎ কৃষ্ণস্ত সলিলঃ দ্বিজঃ
তেনাভিষিদ্ধেদগাত্ৰাণি সর্বকামপ্রদং হি তৎ ॥
স্নাতং পশন্তি যে কৃষ্ণং ব্রজন্তঃ দক্ষিণামুগম্ ।
ব্রহ্মহত্যাগ্নিভিঃ পাপৈর্মুচ্যন্তে তে ন সংশয়ঃ ॥৮৩
শাস্ত্রেষু যৎকলং প্রোক্তং পৃথিব্যাপ্তিপ্ৰদক্ষিণৈঃ
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং ব্রজন্তঃ দক্ষিণামুগম্ ॥

সুতরাং নর কিংবা নারী তখন পুরুষোত্তমকে
সন্দর্শন করিবে। এই দর্শনে তাহাদিগের
সমস্ত ভীতের ফল লাভ হইবে। কৃষ্ণের
স্নান হইবার পর সেই জলে দেহ অভি-
ষিক্ত করিবে। বক্ষ্য্য, মৃতবৎসা,
দুর্ভগা, গ্রহস্পীড়িতা, রাক্ষসাবিষ্টা, অথবা
রোগাক্রান্তা রমণীরা সেই স্নানশেষ জলে
অভিষিক্ত হইয়া সদা সদাই বাঞ্ছিত ফল
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে পুত্রার্থিনী
পুত্র, সুখার্থিনী সৌভাগ্য, রোগার্ভা রোগ-
মুক্তি এবং ধনাগ্নিনী ধন প্রাপ্ত হয়।
অধিক কি, ধরণীতলে যে সকল পুণ্যজল
আছে, তাহারা ঐ স্নানশেষ জলের যোড়-
শাংশের একাংশেরও তুল্য নহে। অতএব
হে দ্বিজগণ! ত্রীকৃষ্ণের স্নানাবশিষ্ট জল
দ্বারা সর্বদাই অভিষিক্ত করিবে; কেননা
উহা সর্বকামপ্রদ। স্নানের পর কৃষ্ণকে
বাহায়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে দেখে,
ব্রহ্মহত্যাগ্নি সর্ব পাপ হইতে তাহাদের নিশ্চয়
মুক্তি ঘটে। পৃথিবীকে তিনবার প্রদক্ষিণ

ভীর্থযাত্রাকলং যত্ন পৃথিব্যাং সমুদাহৃতম্ ।
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণামুগম্ ॥
বদর্যাং যৎকলং প্রোক্তং দৃষ্ট্বা নারায়ণঃ নরম্
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণাভিমুগম্
গঙ্গাদ্বারে কুরুক্ষেত্রে স্নানদানেন যৎকলম্ ।
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণামুগম্
প্রয়াগে চ মহামাঘ্যাং যৎকলং সমুদাহৃতম্ ।
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণামুগম্
শালগ্রামে মহাচৈত্র্যাং স্নানদানেন যৎকলম্ ।
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণামুগম্
মহাভিধানকার্ত্তিক্যাং পুঙ্করে যৎকলং স্মৃতম্ ।
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণামুগম্
যৎকলং স্নানদানেন গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ।
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণামুগম্
গ্রস্তে হৃষ্যে কুরুক্ষেত্রে স্নানদানেন যৎকলম্
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণামুগম্
গঙ্গায়াং সর্বভীর্থেষু যামুনেষু চ ভো দ্বিজাঃ ।
সারস্বতেষু ভীর্থেষু তথাশ্বেষু সরঃসু চ ॥ ৯৩
যৎকলং স্নানদানেন বিধিবৎ সমুদাহৃতম্ ।
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণামুগম্
পুঙ্করে চাথ ভীর্থেষু গয়ে চামরকণ্টকে ।
নৈমিষাদিষু ভীর্থেষু ক্ষেত্রেষ্বায়তনেষু চ ॥ ৯৫
যৎকলং স্নানদানেন ব্রাহ্মগ্রস্তে দিবাকরে ।
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণামুগম্

করিলে শাস্ত্রে যে ফল উল্লিখিত হইয়াছে,
মানব, ত্রীকৃষ্ণকে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে
দেখিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
পৃথিবীস্থ সমস্ত ভীর্থ পর্যটনে, বদরিকাশ্রমে
গিয়া নারায়ণ সন্দর্শনে, কুরুক্ষেত্রে ও গঙ্গা-
দ্বারে স্নান দান করিলে, মহাভিধান কার্ত্তিকে
পুঙ্করগমনে, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নান-দান
করিলে, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ও অন্যান্য
পুণ্য সরোবরে স্নান-দান করিলে, এবং
পুঙ্কর, গয়া, অমরকণ্টক, নৈমিষাদি ভীর্থ-
ক্ষেত্রাদিতে যথাবিধি স্নান দানে যে যে ফল
সমুদ্রিষ্ট হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মগ্রস্ত দিবাকরে
স্নান-দান করিলে, যে ফল প্রাপ্ত হওয়া

অথ কিং পুনরুজ্জেন ভাবিতেন পুনঃপুনঃ ।
যকিঞ্চিৎ কথিতং চাত্ত কলং পুণ্যস্ত কৰ্ম্মণঃ ।
বেদশাস্ত্রে পুরাণে চ ভারতে চ দ্বিজোক্তমাঃ ।
ধৰ্ম্মশাস্ত্রে সৰ্ব্বেষু তথাত্ত মনীষিভিঃ ॥ ১৮
ইদী নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং সহস্রাযুধম্ ।
সকলং ভদ্রয়া সার্কং ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্ ॥ ১৯
ইতি শ্রীভাস্মে মহাপুরাণে কৃষ্ণনামাষ্টমোহধ্যায়ঃ
নাম পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শুণ্ডি*বামগুপং যান্তঃ যে পশুন্তি রথে স্থিতম্
কৃষ্ণং বলং সুভদ্রাঞ্চ তে যান্তি ভবনং হরেঃ ॥ ১
যে পশুন্তি তদা কৃষ্ণং সপ্তাহং মণ্ডপে স্থিতম্ ।
হলিনঞ্চ সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্র জন্তি*তে ॥ ২

যায়, কৃষ্ণকে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিতে
দেখিলে মানব, সেই সেই কল লাভ করে ।
অথবা এ সম্বন্ধে বারংবার আর অধিক
বলিয়া কি হইবে, বেদ-শাস্ত্রে, পুরাণে, ভারতে
এবং অন্তান্ত ধৰ্ম্মশাস্ত্রে মনীষিগণ পুণ্যকৰ্ম্মা-
নুষ্ঠানের যে কিছু কল নির্দিষ্ট করিয়াছেন,
মানব—বলরাম ও সুভদ্রা সহ শ্রীকৃষ্ণকে
দক্ষিণাভিমুখে যাইতে দেখিলে, সেই
সকল কলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৪৮-১৯ ।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৬০ ।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—শুণ্ডিবামণ্ডপে কৃষ্ণ,
বলরাম ও সুভদ্রাকে রথারোহণে যাহারা
বাইতে দেখে, তাহারা বিষ্ণুলোকে গমন
করে । যাহারা সেই মণ্ডপস্থ কৃষ্ণ, বলরাম
ও সুভদ্রাকে তখন সপ্তাহ পর্য্যন্ত সন্দর্শন
করে, তাহারা বিষ্ণুলোকে উপনীত হয় ।

* শুণ্ডিচেতি উৎকলখণ্ডসম্মতঃ পাঠঃ

মুনয় উচুঃ ।

কেন সা নির্মিতা যাত্রা দক্ষিণন্তাঃ জগৎপতে
যাত্রাফলঞ্চ কিং তত্র প্রাপ্যতে ক্রহি মানবৈঃ ॥
কিমর্থং সরসন্তীরে রাজন্তস্ত জগৎপতে ।
পবিত্রে বিজনে দেশে গতা তত্র চ মণ্ডপে ॥ ৪
কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণশ্চৈব সুভদ্রা চ রথেন তে ।
স্বস্থানং সম্প্রিত্যজ্য সপ্তরাত্রং বসন্তি বৈ ॥ ৫
ব্রহ্মোবাচ ।
ইন্দ্রহ্যয়েন ভো বিপ্রাঃ পুরা বৈ প্রার্থিতো হরিঃ
সপ্তাহং সরসন্তীরে মম যাত্রা ভবতি ॥ ৬
শুণ্ডিবা নাম দেবেশ ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদা ।
তস্মৈ কিল বরঞ্চাসৌ দদৌ স পুরুষোত্তমঃ ॥
শ্রীভগবানুবাচ ।

সপ্তাহং সরসন্তীরে তব রাজন্ ভবিষ্যতি ।
শুণ্ডিবা নাম যাত্রা মে সৰ্বকামফলপ্রদা ॥ ৮
যে মাং তত্রার্চয়িষ্যন্তি শ্রদ্ধয়া মণ্ডপে স্থিতম্
সঙ্কর্ষণঃ সুভদ্রাঞ্চ বিধিবৎ সুসমাহিতাঃ ॥ ৯
ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্থিয়ঃ শূদ্রাশ্চ বৈ নৃপ

মুনিগণ কহিলেন,—হে জগৎপতে ! কে
সেই দক্ষিণ দিকের যাত্রা নির্মাণ করিয়া
ছেন ? সেখানে গিয়া মানবেরা কিরূপ যাত্রা-
ফলই বা প্রাপ্ত হয় ? কি জন্য সেই রাজকীয়
সরোবরতীরে পবিত্র বিজন দেশস্থ মণ্ডপে
গিয়া কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা স্বস্থান পরি-
ত্যাগপূর্বক সপ্তরাত্র রথোপরি বাস
করেন, তাহা আমাদের কাছে বলুন । ব্রহ্মা
কহিলেন,—হে বিপ্রগণ ! পুরাকালে ইন্দ্র-
হ্যয় হরির নিকট এরূপ প্রার্থনা জানাইয়া-
ছিলেন যে, হে দেবেশ ! মদীয় সরো-
বরতীরে সপ্তাহ পর্য্যন্ত ভবদীয় যাত্রা
হউক, ঐ যাত্রা ভুক্তিমুক্তিকল প্রদানপূর্বক
শুণ্ডিনামে বিখ্যাত হউক । তৎপ্রবণে
পুরুষোত্তম তাঁহাকে সেইরূপ বর প্রদান
ব্রিয়া বলিলেন,—রাজন্ ! তোমার সরো-
বরতীরে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত আমার শুণ্ডি-
নামী সৰ্বকামফলদায়িনী যাত্রা হইবে । ১-৬
তথায় মণ্ডপস্থিত আমাকে, বলরামকে এবং

পুণৈর্গন্ধৈস্তথা ধূপৈর্দীপৈর্নৈবেদ্যৈকৈর্বৈরৈঃ ॥১০॥
উপহারৈর্বৈবিধৈঃ প্রণিপাতৈঃ প্রদক্ষিণৈঃ ।

জয়শব্দৈস্তথা স্তোত্রৈর্গীতৈর্বাদ্যৈশ্চনোহরৈঃ ॥

ন তেবাং হ্রলভঃ কিঞ্চৎকলং যন্ত যদৌপসিতম্
তবিষ্যতি নৃপশ্রেষ্ঠ মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তু তং দেবস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত ।

স তু রাজবরঃ শ্রীমান্ কৃতকৃত্যোহভবত্তদা ॥১৩॥

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন শুণ্ডিবাযাং দ্বিজোত্তমাঃ ।

সর্বকামপ্রদং দেবং পশ্চেক্তং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৪ ॥

অপুত্রো লভতে পুত্রান্নির্ধনো লভতে ধনম্ ।

রোগাচ্চ মুচ্যতে রোগী কন্তা প্রাপ্নোতি

সৎপতিম্ ॥ ১৫ ॥

আয়ুঃ কীর্তিঃ যশো মেধাঃ বলং বিদ্যাঃ

ধৃতিং পশুন ।

নরঃ সন্ততির্মাপ্নোতি রূপযৌবনসম্পদম্ ॥ ১৬ ॥

যান্ যান্ সমীহতে ভোগান্দৃষ্টাতং পুরুষোত্তমম্

নরো বাপ্যাথবা নারী ভাস্তান্ প্রাপ্নোত্য-
সংশয়ম্ ॥ ১৭ ॥

যাত্রাঃ কৃত্বা শুণ্ডিবাযাং বিধিবৎ সুসমাহিতাঃ ।

আষাঢ়শ্চ সিতে পক্ষে নরো যোষিদধাপি বা ॥

দৃষ্ট্বা কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ সুভদ্রাঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।

দশপঞ্চাশমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি চাধিকম্ ॥

সপ্তাবরান্ সপ্ত পরান্বংশান্নকৃত্য চান্বনঃ ।

কামগেন বিমানেন সর্বরত্নৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ২০ ॥

গন্ধর্বৈরপ্সরোভিষ্ণ সেব্যমানো যথোত্তরৈঃ ।

রূপবান্ সুভগঃ শূরো নরো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ

তত্র ভূক্তা বরান্ ভোগান্ যাবদাভূতসংগ্রহম্

সর্বকামসমৃদ্ধা জরামরণবর্জিতাঃ ॥ ২২ ॥

পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য চতুর্দেদী দ্বিজো ভবেৎ ।

বৈষ্ণবঃ যোগমায়ায় ততো মোক্ষমবাশুয়াৎ ॥

ইতি শ্রীভাস্ক্রে শুণ্ডিবাযাত্রামাহাত্ম্যকথনং নাম

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সুভদ্রাকে ঐহারা সুসমাহিত হইয়া গন্ধ,
পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নানাবিধ উপহার,
প্রণিপাত, প্রদক্ষিণ, জয়শব্দ, স্তোত্র, গীত,
ও মনোহর বাদ্যোদ্যম সহকারে যথাবিধি
পূজা করিবেন, তাঁহার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,
শ্রী কিম্বা শূদ্র যে জাতিই হউন, তাঁহাদের
পক্ষে কোন কলপ্রাপ্তি হ্রলভ হইবে না।

তাঁহার স্ব স্ব অভীষ্ট প্রাপ্ত হইবেন।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! মৎপ্রসাদে নিশ্চয়ই তাঁহা-

দের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইবে। ব্রহ্মা কহি-

লেন,—হরি এই কথা কহিয়া তখনই অন্ত-

র্ধান করিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ ইন্দ্র-

হ্যম্বও তৎকালে বর পাইয়া কৃতকৃত্য হই-

লেন। অতএব সর্বরত্নের সহিত শুণ্ডি-

বায গিয়া সর্বকামদাতা পুরুষোত্তমকে দর্শন

করিবে। হে দ্বিজগণ! তৎকালে পুরুষো-

ত্তম দর্শনে অপুত্রক পুত্র, নির্ধন ধন, রোগী

আরোগ্য, এবং কুমারী সৎপতি প্রাপ্ত হয়।

এতদ্বির আয়, কীর্তি, যশ, মেধা, বল, বিদ্যা,

ধৃতি, পশু, রূপ, যৌবন, সম্পদ, ও অন্যান্য

যে কিছু অভীষ্ট ভোগ্য বস্তু, সকলই পুরুষো-
ত্তম দর্শনে নর ও নারীগণ নিশ্চয়ই লাভ
করিয়া থাকে। আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষে
নর কিম্বা নারী সুসমাহিত ভাবে যথাবিধি
শুণ্ডিবাযা যাত্রা করিয়া কৃষ্ণ, রাম ও সুভ-
দ্রাকে সন্দর্শন করিলে পঞ্চদশ অশমেধ
যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। ঐ
সময় বিষ্ণুদর্শনকারী উর্দ্ধ, অধ, সপ্ত সপ্ত-
লোক উদ্ধার করিয়া কামগামী বিমানা-
রোহণে সর্বরত্নে বিভূষিত এবং গন্ধর্ব্ব-
অপ্সরোগণে সেব্যমান হইয়া অন্তে বিষ্ণুপুরে
গমন করে। সেখানে গিয়া অ-প্রলয়কাল
উত্তম উত্তম ভোগ সকল উপভোগ করত
সর্বকামসমৃদ্ধ ও জরামরণবর্জিত হইয়া
পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্যে আসিয়া চতুর্দেদী ব্রাহ্মণ
হয় এবং বৈষ্ণব যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক অস্তে
মোক্ষলাভ করে। ১৯—২৩।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৬।

সপ্তমষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

একৈকস্তাং যাত্ৰায়াঃ কলং ক্রহি পৃথক্ পৃথক্ ।
যৎ প্রাপ্নোতি নরঃ কৃতা নারী বা তত্র সংযতা
ব্রহ্মোবাচ ।

প্রতিযাত্ৰাকলং বিপ্রাঃ শৃগুধ্বং গদতো মম ।

যৎ প্রাপ্নোতি নরঃ কৃতা তস্মিন্ ক্ষেত্রে

সুসংযতঃ ॥ ২

ঔগুণ্যঃ তথোথানে ফাল্গুণ্যঃ বিষ্ণুবে তথা

যাত্ৰাং কৃতা বিধানেন দৃষ্টী কৃকং প্রণম্য চ ॥ ৩

সৰ্ব্বং সুভদ্রাক লভেৎ সৰ্বত্র বৈ কলম্ ।

নরো গচ্ছেদ্বিষ্ণুলোকে যাবদিত্যশ্চতুর্দশ ॥ ৪

যাবদযাত্ৰাং জ্যৈষ্ঠমাসে করোতি বিধিবন্নরঃ ।

তাবৎ কল্পং বিষ্ণুলোকে সুখং ভুঙ্ক্তে ন সংশয়ঃ

তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে রম্যে ত্রীপুরুষোত্তমে

ভুক্তিমুক্তিপ্রদে নৃণাং সৰ্বস্বসুখাবহে ॥ ৬

জ্যৈষ্ঠে যাত্ৰাং নরঃ কৃতা নারী বা সংযতেল্লিয়ঃ

যথোক্তেন বিধানেন দশ হে চ সমাহিতঃ ॥ ৭

সপ্তমষ্টিতম অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন! নর
কিহা নারী সুসংযত হইয়া যাত্ৰা অনুষ্ঠান
করিলে যে কল প্রাপ্ত হয়, আপনি সেই
এক একটা যাত্ৰার পৃথক্ পৃথক্ কল বর্ণন
করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—মানবগণ সেই
ক্ষেত্রে সুসংযতভাবে যাত্ৰানুষ্ঠানে যে কল
প্রাপ্ত হয়, আমি সেই প্রত্যেক যাত্ৰাফলই
বলিতেছি, শ্রবণ করুন। উত্থানে, ফাল্গুনে,
ও বিষ্ণুবে ঔগুণ্য যাত্ৰা করিয়া বিধিমত
কৃক, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন ও প্রণাম
করিলে নরগণ সৰ্ব্বফল লাভ করে এবং
চতুর্দশ ইন্দ্রের অবস্থিতি পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে
বাস করিয়া থাকে। মানব যতকাল যাবৎ
জ্যৈষ্ঠমাসে যথাবিধি যাত্ৰা করে, তত কল্প-
কাল বিষ্ণুলোকে তাহার সুখভোগ হয়।
সেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ, সৰ্ব্বজনসুখাবহ, পবিত্র
পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যে নারী বা নর,

প্রতিষ্ঠাং কুরুতে যন্ত শাঠ্যদম্ভবিবর্জিতঃ ।

স ভূকা বিবিধান্ ভোগায়োক্ষ্যং চান্তে

লভেৎকলম্ ॥ ৮

মুনয় উচুঃ ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে দেব প্রাতিষ্ঠাং বদতন্তব ।

বিধানং চার্চনং দানং কলং তত্র জগৎপতেঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃগুধ্বং মুনিশার্দুলাঃ প্রতিষ্ঠাং বিধিচৌদিতাম্

যাং কৃতা তু নরোভক্ত্যা নারী বা লভতে কলম্

যাত্ৰা দ্বাদশ সম্পূর্ণা যদা স্তাত্ত্ব দ্বিজোত্তমাঃ ।

তদা কুসীত বিধিবৎ প্রাতিষ্ঠাং পাপনাশিনীম্

জ্যৈষ্ঠে মাসিসিতেপক্ষে হেবাদম্ভাঃ সমাহিতঃ

গহ্বা জলাশয়ং পুণ্যমাচম্য প্রযতঃ শুচিঃ ॥ ১২

আবাহ সৰ্ব্বতীর্থান ধ্যাত্বা নারায়ণং তথা ।

ততঃ স্নানং প্রকুবীত বিধিবৎ সুসমাহিতঃ ॥ ১৩

যন্ত যো বিধিকৃদ্বিষ্ট ঋষিভিঃ স্নানকর্ম্মণি ।

তেনৈব তু বিধানেন স্নানং তন্তু বিধীয়তে ॥ ১৪

স্নাত্বা সম্যবিধানেন ততঃ দেবানুযীন পিতৃন

জ্যৈষ্ঠমাসে যথাবিধি যাত্ৰা করে এবং শাঠ্য

ও দম্ভ-বর্জিত হইয়া প্রতিষ্ঠা করে বিবিধ

ভোগ উপভোগের পর নিশ্চয়ই তাহার

মোক্ষ লাভ হয়। মুনিগণ কহিলেন,—হে

দেব! জগৎপতির প্রতিষ্ঠা, পূজাবিধি ও তৎ-

স্প্রীতিকর দানকল শুনিতে ইচ্ছা করি,

বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!

মানবগণ যাহার অনুষ্ঠান করিলে বিশিষ্ট

ফল প্রাপ্ত হয়, সেই বিধি-নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠার

কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে দ্বিজগণ!

যখন দ্বাদশ যাত্ৰা সম্পূর্ণ হইবে, তখন বিধি-

পূর্বক পাপনাশিনী প্রতিষ্ঠা করিবে। জ্যৈষ্ঠ

মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশীর দিন সুসমাহিত

হইয়া পবিত্র জলাশয়ে গমন ও শুচিতাবে

আচমনপূর্বক সৰ্ব্বতীর্থ আবাহন করিয়া

নারায়ণকে ধ্যান করত বিধিমত স্নান করিবে।

ঋষিগণ স্নানসম্বন্ধে যাহার যেমন বিধি নির্দেশ

করিয়াছেন, সেই বিধি অনুসারেই তাহার

স্নান করা কর্তব্য। ১—১৪। সম্যকবিধি

সন্তর্পয়েন্তুখাতাংচ নামগোত্রবিধানবিৎ ॥ ১৫
 উত্তোষ্য বাসনী ধৌতে নিম্নলে পরিধায় বৈ ।
 উপম্পৃষ্ট বিধানেন ভাকর্য্যভিমুখস্ততঃ ॥ ২৬
 গায়ত্রীং পাবনীং দেবীং মনসা বেদমাতরম্ ।
 সর্গপাণহর্য্যঃ পুণ্যং জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥
 পুণ্যংচ সৌরমজ্ঞাংচ শ্রবয়্য সুসমাহিতঃ ।
 ত্রিঃপ্রক্ষিপ্যমাতৃভ্য ভাকর্য্যঃ প্রণমেস্ততঃ ॥ ১৮
 বেদোক্তং ত্রিষু বর্ণেষু ন্নানং জাপ্যমুদাহৃতম্ ॥
 ত্রীশূজয়োঃ ন্নানজপ্যং বেদোক্তবিধিবর্জিতম্ ॥
 ততো গচ্ছেদগৃহঃ মোনী পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্
 প্রকাল্য হস্তৌ পাদৌ চ উপম্পৃষ্ট যথাবিধি ॥
 স্তুতেন ন্নাপয়েদেবং কীরেণ তদনন্তরম্ ।
 মধুগন্ধোদকেনৈব তীর্থচন্দনবারিণা ॥ ২১
 ততো বহুযুগং ত্রৈষ্ঠং ভক্ত্যা তং পরিধাপয়েৎ
 চন্দনাশুককপূরৈঃ কুন্তুমেণ বিলেপয়েৎ ॥ ২২
 পূজয়েৎপরয়া ভক্ত্যা পট্টোশ্চ পুরুষোত্তমম্ ।

অষ্টৈশ্চ বৈকর্ণৈঃ পুটৈশ্চরুয়েন্নলিকাদিভিঃ ॥
 সম্পূজ্যেবং জগন্নাথং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং হারম্ ।
 ধূপকাণ্ডকসংযুক্তং দহেদেবস্ত চাপ্রভতঃ ॥ ২৪
 শুগ্গুণ্ডলঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠা দহেদগন্ধসমযুক্তম্
 দীপং প্রজালয়েন্তুভ্য যথাশক্ত্যা স্তুতেন বৈ ॥
 অস্ত্রাংচ দীপকান্ দদ্যাদ্দাদৈশ্চ সমাহিতঃ ।
 স্তুতেন চ মুনিশ্রেষ্ঠাস্তিলতৈলেন বা পুনঃ ॥ ২৬
 নৈবেদ্যে পায়সাপুপশক লীবটকং তথা ।
 মোদকং কাণিতং বাল্যং ফলানি চ নিবেদয়েৎ
 এবং পঞ্চোপচারেণ সম্পূজ্য পুরুষোত্তমম্ ।
 নমঃ পুরুষোত্তমায়ৈতি জপেদষ্টোত্তরং শতম্
 ততঃ প্রসাদয়েদেবং ভক্ত্যা তং পুরুষোত্তমম্
 নমস্তে সর্বলোকেশ ভক্তানাংভয়প্রদ ॥ ২৯
 সংসারসাগরে মগ্নং ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম ।
 যাস্তে ময়া কৃতা যাত্রা দ্বাদশৈব জগৎপতে ॥
 প্রসাদান্তব গোবিন্দ সম্পূর্ণান্তা ভবন্তু মে ।

অনুসারে ন্নান করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃ-
 গণকে, এবং নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া
 অস্ত্রান্ত প্রাণীদিগকে তর্পণ করিবে। পরে
 তথা হইতে উখিত হইয়া ধৌত বসন পরি-
 ধানান্তে সূর্য্যভিমুখে অবস্থানপূর্ব্বক মনে
 মনে নিখিল পাপহারিণী পাবনী বেদমাতা
 গায়ত্রী দেবীকে অষ্টোত্তর শতবার জপ
 করিবে। অনন্তর সুসমাহিত হইয়া শ্রদ্ধার
 সহিত পুণ্য সৌর মন্ত্র সকল জপ ও ভাক-
 রকে তিনবার প্রদক্ষিপপূর্ব্বক নমস্কার
 করিবে। ত্রাঙ্কণাদি বর্ণত্রয়ের ন্নান ও জপ-
 ক্রম বেদে নির্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ত্রী-শূজা-
 দির ন্নান-জপাদি বেদোক্ত বিধির বহির্ভূত।
 যাহা হউক অতঃপর মোনী হইয়া পুরুষোত্তম-
 ভবনে গমনপূর্ব্বক হস্তপাদ প্রকালন ও
 আচমনান্তে যথাবিধি স্তুত, কীর, মধু,
 গন্ধোদক, ও পবিত্র চন্দনবারি দ্বারা সেই
 পুরুষোত্তম দেবকে ন্নান ও ভক্তিভরে
 উত্তম বহুযুগ পরিধান এবং চন্দন, অশ্রু,
 কপূর, ও কুন্তু দ্বারা তদীয় গাত্রে লেপন

করাইবে। এইরূপে ভক্তিভরে কমল ও
 মল্লিকাদি অস্ত্রান্ত বিকৃতপ্রায় পুষ্প দ্বারা
 পুরুষোত্তমকে অর্চনা করিবে। এইরূপ
 অর্চনার পর সেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ জগদীশ
 হরিকে অশ্রুযুক্ত ধূপ ও শুগ্গুণ্ডল এবং
 সুপ্রদীপ্ত স্তুতপ্রদীপ নিবেদন করিবে।
 স্তুত ভিন্ন তিলতৈলাদি অস্ত্রান্ত স্নেহ পদার্থ
 দ্বারাও দ্বাদশটি দীপদান কর্তব্য। অন-
 ত্তর নৈবেদ্য, পায়স, অপুপ, শকলী, মোদক
 কাণিত প্রভৃতি এবং উত্তম ফল সকল
 দেবদেবকে নিবেদন করিবে। এইরূপে
 পঞ্চোপচারে পুরুষোত্তমকে পূজা করিয়া
 “নমঃ পুরুষোত্তমায়” এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শত
 বার জপ করিতে হইবে। অনন্তর ভক্তিভরে
 সেই পুরুষোত্তম দেবকে এই বলিয়া
 প্রসাদিত করিবে যে, হে সর্বলোকেশ ! হে
 ভক্তজনের অভয়প্রদ ! তোমায় আমার
 নমস্কার। হে পুরুষোত্তম ! আমি সংসার-
 সাগরে মগ্ন হইয়াছি, আমাকে পরিজ্ঞান
 করুন। হে জগৎপতে ! আমি যে আপনার
 দ্বাদশ যাত্রার অনুষ্ঠান করিয়াছি, হে

এবং প্রসাদ্য তং দেবং দণ্ডবৎপ্রণিপত্য চ ॥৩১
ততোহর্চয়েৎশুকং তক্ত্যা পুষ্পবস্ত্রানুলেপনৈঃ
নানদোরস্তরং যন্তাদিহ্যতে মুনিসত্তমাঃ ॥ ৩২
দেবত্বোপরি কুবীত শ্রদ্ধয়া স্নসমাহিতঃ ।
নানাপুষ্পৈর্মুনিশ্চেষ্ঠা বিচিত্রং পুষ্পমণ্ডপম্ ॥৩৩
কৃষ্ণাবধারণং পশ্যাজাগরং কারয়েন্নিশি ।
কথাঞ্চ বাসুদেবস্ত গীতিকাং চাপি কারয়েৎ ॥
ধ্যায়ন পঠন শ্রবন দেবং প্রণয়েজজনীনঃ বুধঃ ।
ততঃ প্রভাতে বিমলে দ্বাদশ্যাং দ্বাদশৈব তু ॥
নিমজ্জয়েদব্রতস্নাতান্ ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্ ।
ইতিহাসপুরাণজ্ঞান শ্রোত্রিয়ান্ সংযতেশ্রিয়ান্ ॥
স্বা সমাধিধানেন ধৌতবাসা জিতেশ্রিয়ঃ ।
স্নাপয়েৎ পূর্ববস্ত্র পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥৩৭
গচ্ছঃ পুষ্পৈরুপহারৈর্নৈবেদ্যৈর্দীপকৈস্তথা ।
উপচারৈর্বহুবিধৈঃ প্রণিপাতৈঃ প্রদক্ষিণৈঃ ॥৩৮
জাপৈঃ শতিনমস্কারৈর্গৌতবার্জুননোহরৈঃ ।
সম্পূজ্যৈবং জগন্নাথং ব্রাহ্মণান পূজয়েত্ততঃ ॥

গোবিন্দ ! ভবৎপ্রসাদে তাহা আমার সম্পূর্ণ
হোক । হে মুনীগণ ! এইরূপে দেবদেবকে
প্রসাদিত করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিবে ।
অনন্তর পুষ্প, বস্ত্র, ও অনুলেপন দ্বারা
শুককে অর্চনা করিবে । কেননা শুক ও
পুরুষোত্তম এ উভয়ের ভেদ কিছুই নাই ।
১৫—৩২ । তারপর শ্রদ্ধার সহিত স্নসমাহিত-
ভাবে সেই দেবদেবের উপরিভাগে বিবিধ
পুষ্প দ্বারা এক বিচিত্র পুষ্পমণ্ডপ প্রস্তুত
করিবে । পশ্চাৎ বাসুদেবসম্বন্ধিনী নানা
কথা ও গীতিকা দ্বারা রাত্রি জাগরণ, দেব-
দেবের ধ্যান ও শ্রব পাঠে সমস্ত রাত্রি
যাপন করিবে । অনন্তর নির্মল প্রভাতে
দ্বাদশ দিনে দ্বাদশটি বেদপারগ, ব্রত-
স্নাত, ইতিহাস-পুরাণজ্ঞ, সংযতেশ্রিয়-
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে নিমজ্জন করিবে এবং
পূর্ব দিনের স্নান সম্যক্ বিধানে স্নান
করিয়া শুদ্ধবসনে শুদ্ধমনে পুরুষোত্তমদেবকে
স্নান করাইয়া পূজা করিবে । গচ্ছ, পুষ্প,
নৈবেদ্য, দীপ ও নানাবিধ উপচার, উপহার,

দ্বাদশৈব তু গান্তেভ্যো দদ্বা কনকমেব চ ।
ছত্রোপানদমুগাঞ্চৈব অক্ষাত্তিসমবিতঃ ॥৩৯
তক্ত্যা তু সধনং তেভ্যো দদ্যাৎস্বাদিকং
দ্বিজাঃ ।
সভাবেন তু গোবিন্দস্তোত্রাতে পুজিতো যতঃ
আচার্য্যায় ততো দত্তাঙ্গোবস্ত্রং কনকং তথা ।
ছত্রোপানদমুগং চীত্ৰং কাংস্তপাত্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥
ততস্তান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান ভোজ্যঃ পায়স-
পূর্বকম্ ।
পকান্নং তক্ত্যাভোজ্যঞ্চ শুভসর্পিঃসমবিতম্ ॥
ততস্তানন্নতৃপ্তাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ স্বহ্মানসান্ ।
দ্বাদশৈবোদকুস্তাংশ্চ দদ্যাতেভ্যঃ সমোদকান্
দক্ষিণাঞ্চ যথাশক্ত্যা দদ্যাতেভ্যো বিমৎসরঃ
কুস্তঞ্চ দক্ষিণাঞ্চৈব আচার্য্যায় নিবেদয়েৎ ॥৪৫
এবং সম্পূজ্য তান্ বিপ্রান শুকং জ্ঞান-
প্রদায়কম্ ।
পূজয়েৎ পরয়া তক্ত্যা বিকৃতুলাং দ্বিজোত্তমাঃ

প্রণিপাত, প্রদক্ষিণ, জপ, শ্রুতি, গীতি এবং
মনোজ্ঞ বাদ্যোদম সহকারে জগন্নাথ দেবের
পূজা করাইয়া পরে ব্রাহ্মণদিগকে পূজা
করিবে । অক্ষা ও ভক্তির সহিত দ্বাদশটি
গাতী, স্রবণ, ছত্র, চর্মপাত্রকা প্রভৃতি ধন ও
বস্ত্র ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে । হে দ্বিজগণ !
ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণদিগকে ধন ও বস্ত্র
দান করিবে, ব্রাহ্মণগণের সন্তোষে গোবিন্দ-
দেব তুষ্ট হইয়া থাকেন । অনন্তর আচার্য্যকে
ভক্তিপূর্বক গো, বস্ত্র, স্রবণ, ছত্র, চর্মপাত্রকা,
ও কাংস্তপাত্র অর্পণ করা কর্তব্য । তৎপরে
নিমজ্জিত ব্রাহ্মণদিগকে পায়স, পকান্ন, শুভ,
ও যুতমিশ্রিত বিবিধ তক্ত্যা ভোজ্য ও
অন্নাদি ভোজনার্থ প্রদান করিবে । তাঁহা-
দের ভোজनावশেষে তাঁহারা তৃপ্ত ও সুস্থ-
চিত্ত হইলে, তাঁহাদিগকে দ্বাদশটি জনপূর্ণ
কুস্ত ও যথাশক্তি দক্ষিণাদানপূর্বক আচার্য্য-
কেও জনকুস্ত ও দক্ষিণাদান করিবে ।
এইরূপে বিপ্রবর্গকে পূজা করিয়া বিকৃতুলা

সুবর্ণবস্ত্রগোষ্ঠাঈশ্বৰ্য্যচাৰ্য্যৈৰ্যবুধঃ ।
 সম্পূৰ্ণ্য তং নমস্কৃত্য ইমং মন্ত্ৰমুদীরয়েৎ ॥ ৪৭
 সৰ্বব্যাপী জগন্নাথঃ শঙ্খচক্ৰগদাধরঃ ।
 অনন্যনিধিনো দেবঃ প্রীয়তাং পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৮
 ইত্যুচ্চাৰ্য্য ততো বিপ্রাঃপ্রিঃ কৃষ্ণা চ প্রদক্ষিণাম্
 প্রণম্য শিরসা ভক্ত্যা আচাৰ্য্যং তু বিসৰ্জয়েৎ
 ততস্তান ব্রাহ্মণান ভক্ত্যা সীমান্তমন্ত্ৰব্রজেৎ
 অমন্ত্ৰজ্য তু তান সৰ্বান্নমস্কৃত্য নিবৰ্ত্তয়েৎ ॥ ৫০
 বাহুবৈঃ স্বৰ্গনৈৰ্যুক্তস্ততো ভূমীত বাগ্‌যতঃ ।
 অষ্টৈশ্চোপাসকৈর্দানৈর্ভিক্ষুকৈশ্চাৱকাঙ্কিভিঃ ॥
 এবং কৃষ্ণা নরঃ সম্যক্ত নারী বা লভতে ফলম্
 অৰ্থমেধসহস্রাণাং রাজস্বয়শতশ্চ ৫ ॥ ৫২
 অতীতঃ শতমাদায় পুরুষাণাং নরোত্তমাঃ ।
 ভবিষ্যৎ শতং বিপ্রাঃ স্বৰ্গত্যা দিব্যরূপধৃক্ ॥
 সৰ্বলক্ষণসম্পন্নঃ সৰ্বলঙ্কারভূষিতঃ ।
 সৰ্বকামসমৃদ্ধায়া দেববদ্বিগতজ্বরঃ ॥ ৫৪
 রূপযৌবনসম্পন্নো গুণৈঃ সৰ্বৈরলঙ্কৃতঃ ।

জ্ঞানপ্রদ গুরুকে সুবর্ণ, বস্ত্র, গো, ধাতু ও
 অস্ত্রাস্ত্র দ্রব্য দ্বারা অর্চনাপূর্বক এই মন্ত্ৰ
 উচ্চারণ করিবে; যথা—“সর্বব্যাপী শঙ্খচক্ৰ-
 গদাধর অনাদি অনন্ত পুরুষোত্তম জগন্নাথ
 দেব প্রীত হউন।” এই বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে
 তিনবার প্রদক্ষিণ ও মন্ত্ৰক দ্বারা প্রণাম
 করিবে; পরে ভক্তিভরে আচার্য্য ও সেই
 সেই ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় দিবে। তাঁহাদের
 গমনকালীন সীমান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে
 সঙ্গে যাইবে এবং তাঁহাদিগকে নমস্কার
 করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।
 অনন্তর বন্ধু, স্বজন, অস্ত্রাস্ত্র সাধক, দীন,
 ভিক্ষুক ও অন্নপ্রার্থীদিগকে ভোজন করাইয়া
 স্বয়ং ভোজন করিবে। নর কিম্বা নারী
 এইরূপ অর্চনাদি করিয়া সহস্র অৰ্থমেধ ও
 শত রাজস্বয় যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে
 এবং তাহাদের অতীত ও অনাগত শতপুরুষ
 উচ্চাৱ পাইয়া স্বর্গ গমন করে। ঐরূপে
 অর্চনাকারী নর সৰ্বলক্ষণ, সৰ্বভূষণ ও
 সৰ্বকামে সমৃদ্ধক এবং দেববৎ দিব্য দেহ, রূপ-

সুয়মানোহপ্সরোডিগ্‌ গচ্ছকৈঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ৫৫
 বিমানেনার্কবর্ণেন কামগেন স্থিরেণ চ ।
 পতাকাধ্বজযুক্তেন সৰ্বৈর্যতৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ৫৬
 উত্তোতয়ন্ দিশঃ সৰ্বা আকাশে বিগতক্রমঃ ।
 যুবা মহাবলো ধীমান্ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥
 তত্র কল্পশতং যাবদুত্তে ত্তে ভোগানবধেপিতান্
 সিদ্ধাপ্সরোভিগচ্ছকৈঃ সুরবিদ্যাধরোরগৈঃ ॥
 সুয়মানো মুনিবরৈস্তিষ্ঠতে বিগতজ্বরঃ ।
 যথা দেবো জগন্নাথঃ শঙ্খচক্ৰগদাধরঃ ॥ ৫৯
 তথাসৌ মুদিতো বিপ্রাঃ কৃষ্ণা রূপং চতুর্ভুজম্ ।
 ভূক্তা তত্র বরান্ ভোগান্ ক্রীড়াং কৃষ্ণা
 সুরৈঃ সহ ॥ ৬০
 তদন্তে ব্রহ্মসদনমায়াতি সৰ্বকামদম্ ।
 সিদ্ধবিদ্যাধরৈশ্চাপি শোভিতঃ সুরকিরণৈঃ ॥
 কালং নবতিকল্পস্ত তত্র ভূক্তা সুখং নরঃ ।
 তন্মাদায়াতি বিপ্রেস্তাঃ সৰ্বকামফলপ্রদম্ ৬২
 ক্রদ্রলোকং সুরগণৈঃ সেবিতং সুখমোক্ষদম্ ।
 অনেকশতসাহস্রৈর্বিমানৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ৬৩

যৌবন ও নানা সদৃশে সমলঙ্কৃত ও গচ্ছক
 ও অপ্সরোগণে সুয়মান হইয়া পতাকা-
 যুক্ত অর্কবর্ণ কামগবিমানে আরোহণপূর্বক
 সৰ্বদিক্ উদ্ভাসিত করত বিনাক্রেশে যুবক-
 বেশে আকাশপথে যাইতে যাইতে বিষ্ণু-
 লোকে উপনীত হয়; সেখানে গিয়া শত কল্প-
 কাল যাবৎ বিবিধ ঈশ্পিত ভোগ উপভোগ
 করত সিদ্ধ, গচ্ছক, অপ্সরা, সুর, উরগ
 ও মুনিগণ কর্তৃক নিত্য নিত্য সুয়মান হইয়া
 পরমসুখে বাস করিতে থাকে। ঐ ব্যক্তি
 তথায় বিষ্ণু ত্রায় শঙ্খ-চক্ৰ-গদাধর চতু-
 র্ভুজ মূর্তি ধারণ করিয়া প্রমুদিতমনে সুরগণ
 সহ বহু ভোগ উপভোগ ও নানা ক্রীড়া
 করিবার পর অবশেষে সিদ্ধ-বিদ্যাধর-সুর-
 কির-শোভিত সৰ্বকামপ্রদ ব্রহ্মসদনে গমন
 করে। সেখানে নবতিকল্পকাল বিবিধ
 ভোগসুখ করিবার পর সৰ্বকামফলপ্রদ,
 সুখমোক্ষদায়ী শত শত সহস্র সহস্র বিমান-

সিদ্ধবিদ্যাধরৈর্ধৈর্ভূবিতং দৈত্যদানবৈঃ ।
 অশীতিকল্পকালন্ত তত্র ভূক্কা সুখং নরঃ ॥ ৬৪
 তদন্তে যাতি গোলোকঃ সর্বভোগসমবিতম্ ।
 সুরসিদ্ধাপরোভিষ্ত শোভিতঃ সূমনোহরম্ ॥
 তত্র সপ্ততিকল্পাঃস্ত ভূক্কা ভোগমমুত্তমম্ ।
 হর্লভঃ ত্রিষু লোকেষু স্বস্থচিত্তো যথামরঃ ॥ ৬৬
 তন্মাদাগচ্ছতে লোকঃ প্রাজাপত্যমমুত্তমম্ ।
 গন্ধর্বাপর্যসৈঃ সিদ্ধৈর্মুনিবিদ্যাধরৈর্বৃতঃ ॥ ৬৭
 ষষ্টিকল্পান্ সুখং তত্র ভূক্কা নানাবিধং মুদা ।
 তদন্তে শক্রভবনং নানার্চ্যসমবিতম্ ॥ ৬৮
 গন্ধর্বেঃ কিন্নরৈঃ সিদ্ধৈঃ সুরবিদ্যাধরোরগৈঃ
 গুহ্যকাপর্যসৈঃ সার্বৈর্দ্যুতৈশ্চাষ্টৈঃ সুরোত্তমৈঃ
 আগত্য তত্র পঞ্চাশৎকল্পান্ ভূক্কা সুখং নরঃ ।
 সুরলোকং ততো গতা বিমানৈঃ সমলকৃতঃ ॥ ৭০
 চত্বারিংশন্তু কল্পাঃস্ত ভূক্কা ভোগান্ সুহর্লভান্
 আগচ্ছতে ততো লোকং নক্ষত্রাণ্যঃ সুহর্লভম্
 ততো ভোগান্ বরান ভুঙ্ক্তে ত্রিংশৎ কল্পান্
 যথেষ্পিতান্ ।

সঙ্কুল, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষ, দৈত্য ও দানব-
 গণের অধুষিত, সুরজন-সেবিত রুদ্রলোকে
 উপনীত হয়। সেখানে অশীতিকল্পকাল
 নানাবিধ সুখভোগের পর সর্বভোগসমবিত
 সুরসিদ্ধ-শোভিত সূমনোহর গোলোকে
 গমন করে। সেখানে সপ্ততি কল্পকাল
 ত্রিলোক-হর্লভ উত্তম ভোগ্য-ভোগের পর
 সুস্থচিত্ত হইয়া গন্ধর্ব-সিদ্ধ-সুর-মুনি-বিদ্যা-
 ধর-সেবিত প্রাজাপত্য লোকে উপনীত হয়।
 সেখানে ষষ্টিকল্পকাল বিবিধ ভোগসুখের
 পর নানার্চ্যময় ইন্দ্রভবনে গমন করে ;
 সেই ইন্দ্রপুরে কত কত গন্ধর্ব, কিন্নর, সিদ্ধ,
 বিদ্যাধর, উরগ, গুহ্যক, অপ্সরা, সাধ্য ও
 সুরশ্রেষ্ঠগণ বিচরণ করেন। সেখানে
 আসিয়া পঞ্চাশৎ কল্পকাল নানা সুখভোগের
 পর বিমানসঙ্কুল সুরলোকে গমন করে।
 সেখানে গিয়া চত্বারিংশৎ কল্পকাল নানা
 সুহর্লভ ভোগ-সুখ অমুভব করিবার পর
 নক্ষত্রলোকে উপনীত হয়। সেখানে

তন্মাদাগচ্ছতে লোকঃ শশাঙ্কস্ত দ্বিজোত্তমঃ ।
 যত্রাসৌ ভিষ্ঠতে সোমঃ সর্কৈর্দেবৈরলকৃতঃ ॥
 তত্র বিংশতিকল্পাঃস্ত ভূক্কা ভোগঃ সুহর্লভম্
 আদিত্যস্ত ততো লোকমায়াতি সুরপুঞ্জিতম্ ।
 নানার্চ্যময়ং পুণ্যং গন্ধর্বাপর্যসেবিতম্ ॥ ৭৪
 তত্র ভূক্কা শুভান্ ভোগান্দশকল্পান্ দ্বিজোত্তমা
 তন্মাদায়াতি ভুবনং গন্ধর্বাণাঃ সুহর্লভম্ ॥ ৭৫
 তত্র ভোগান্ সমস্তাঃস্ত কল্পমেকং যথাসুখম্ ।
 ভূক্কা চায়াতি মেদিন্যাং রাজা ভবতি ধার্মিকঃ
 চক্রবর্তী মহাবীৰ্য্যো গুণৈঃ সর্কৈরলকৃতঃ ।
 কুহা রাজ্যং স্বধর্ম্মেণ যজ্ঞৈরিষ্টা সুদক্ষিণৈঃ ॥ ৭৭
 তদন্তে যোগিনাং লোকংগতা মোক্ষপ্রদংশিবম্
 তত্র ভূক্কা বরান্ ভোগান্ যাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥
 তন্মাদাগচ্ছতে চাত্র জায়তে যোগিনাং কুলে
 প্রবরে বৈকবে বিপ্রা হর্লভে সাধুসম্মতে ॥ ৭৯
 চতুর্কৈদী বিপ্রবরো যজ্ঞৈরিষ্টা গুদক্ষিণৈঃ ।

ত্রিংশৎকল্পকাল নানা ইষ্ট ভোগ্য বস্তু উপ-
 ভোগ করিবার পর শশাঙ্কলোকে গমন করে।
 ৩৩-৭২। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐলোকে সর্কদেব-
 সমলকৃত সোমদেব বিরাজ করেন। সেখানে
 গিয়া বিংশতি কল্পকাল সুহর্লভ ভোগ-সুখ
 অমুভব করিবার পর সুরপুঞ্জিত আদিত্য-
 লোকে উপনীত হয়। ঐ লোক নানার্চ্যময়
 এবং গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণে সেবিত।
 সেখানে দশ কল্পকাল বিবিধ সুখভোগ
 করিবার পর সেখান হইতে হর্লভ গন্ধর্ব-
 পুরে গমন করে এবং তথায় এককল্প কাল
 যথাসুখে নানা ভোগ উপভোগ করিবার
 পর ধরণীতলে ধার্মিক, চক্রবর্তী, মহাবীৰ্য্য
 ও সর্বগুণালকৃত রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে।
 এই জন্মে ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিয়া
 বহুদক্ষিণাধিত বিপুল যজ্ঞ অমুষ্ঠান করেন।
 তৎপশ্চাৎ মোক্ষপ্রদ শিবময় যোগিলোকে
 গমন করিয়া আশ্রয়কাল তথায় নানা উত্তম
 ভোগ উপভোগ করিবার পর বৈকব
 যোগীদিগের সাধুসম্মত উত্তম গৃহে আসিয়া
 জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে চতুর্কৈদী

বৈকবঃ যোগমায়ায় ততো মোক্ষমবাণুয়াৎ ॥

এবং যাত্ৰাকলং বিপ্রা ময়া সম্যঙদাহৃতম্ ।

ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং কিমন্তল্লোভুমিচ্ছথ ॥৮১

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ষাদশযাত্ৰাকলমাহাশ্রয়কথনং
নাম সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

স্রোতুমিচ্ছামহে দেব বিষ্ণুলোকমনাময়ম্ ।

লোকানন্দকরং কান্তং সৰ্বাশ্রম্যসমবিতম্ ॥ ১

প্রমাণং তন্ত্র লোকস্ত ভোগং কান্তিং বলং
প্রভো ।

কর্মণা কেন গচ্ছন্তি তত্র ধর্মপরাযণাঃ ॥ ২

দর্শনাং স্পর্শনাষাপি তীর্থস্থানাদিনাপি বা ।

বিস্তরাদ্ভ্রাহ্মি তব্বেন পরং কোতুহলং হি নঃ ॥৩

বিপ্রশ্রেষ্ঠ হইয়া বহুদক্ষিণাধিত প্রচুর যজ্ঞের
অহুষ্ঠানপূর্বক অস্ত্রে বৈকব যোগ অবলম্বনে
মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন । হে বিপ্রগণ! এই
আমি সম্যকরূপে যাত্ৰাকল কীর্তন করিলাম ।
ইহা নরগণের ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ । আপনারা
আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? ৭৩—৮১

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে দেব! সৰ্বাশ্রম্য-
ময় লোকানন্দজনক কমনীয় অনাময় বিষ্ণু-
লোক কি প্রকার, তাহা এক্ষণে শুনিতে
ইচ্ছা করি । হে প্রভো! ঐ লোকের প্রমাণ
কত? সেখানকার ভোগ, কান্তি ও প্রভাবই
বা কিরূপ? কিরূপ কর্ম করিলে ধার্মিক নর-
গণ তথায় গমন করেন, কোনরূপ তীর্থ
দর্শন স্পর্শ ও স্থানাদি দ্বারা তথায় গমন
করা যায়? আপনি তাহা বিস্তৃতরূপে বলুন,
শুনিতে আমাদের একান্তই কোতুহল হই-

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্বৈ যৎপরং পরমং পদম্ ।

ভক্তানামীহিতং ধন্তং পুণ্যং সংসারনাশনম্ ॥৪

প্রবরং সর্বলোকানাং বিদ্যাখ্যং বদতো মম ।

সৰ্বাশ্রম্যময়ং পুণ্যং স্থানং ত্রৈলোক্যপুজিতম্

অশোকৈঃ পারিজাতৈশ্চ মন্দারৈশ্চম্পকক্রমৈঃ

মালতীমল্লিকাকুলৈর্বকুলৈর্নাগকেশরৈঃ ॥ ৬

পুরাগৈরতিমুক্তৈশ্চ প্রিয়ঙ্গুতগরার্জুনৈঃ ।

পাটলাচুতখদিরৈঃ কর্ণিকারবনোজ্জলৈঃ ॥ ৭

নারঙ্গৈঃ পনসৈর্লোধৈর্নিষদাডিমসর্জকৈঃ ।

দ্রাক্ষালকুচখর্জুরৈর্বধুকেশকলৈর্জমৈঃ ॥ ৮

কপিথৈর্নাগিকৈলৈশ্চ তালৈঃ শ্রীকলসস্তবৈঃ ।

কল্পবৃক্ষৈরসংখ্যৈশ্চ বন্তৈরন্তৈঃ সুশোভনৈঃ ॥

সরলৈশ্চন্দনৈর্নীপৈর্দেবদারুণ্ডভাঙ্গনৈঃ ।

জাতীলবঙ্গকঙ্কোলৈঃ কর্পূরামোদবাসিভিঃ ॥১০

তাম্বুলপত্রনিচয়ৈস্তথা পৃগীফলক্রমৈঃ ।

অন্তৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ সর্বভূকলশোভিতৈঃ

পুষ্পৈর্নানাবিবিধৈশ্চ লতাশ্চ ৬সমুদ্ভবৈঃ ।

নানাজলাশয়ৈঃ পুণ্যৈর্নানাপাক্ষিকৃতৈর্বৈরৈঃ ॥১২

যাছে । ব্রহ্মা বলিলেন, মুনিগণ! যাহা
ভক্তগণের অভীষিত, ধন্ত, পুণ্য ও সংসার-
হর, সেই পরাৎপর পরমপদ কি, তাহা
আপনারা শ্রবণ করুন । ঐ বিষ্ণুলোক সর্ব-
লোকমধ্যে শ্রেষ্ঠ, সৰ্বাশ্রম্যময়, ত্রৈলোক্য-
পুজিত, পুণ্য স্থান । সেখানে সর্বদা অশোক,
পারিজাত, মন্দার, চম্পক, মালতী, মল্লিকা,
কুল্ল, বকুল, নাগকেশর, পুরাগ, অতিমুক্ত,
প্রিয়ঙ্গু, তগর, অর্জুন, পাটল, চুত, খদির,
কর্ণিকার, নারঙ্গ, পনস, লোধ, নিষ,
দাড়িম, সর্জ, দ্রাক্ষা, লকুচ, খর্জুর মধুক,
ইন্দ্রফল, কপিথ, নারিকেল, তাল, শ্রীফল,
কল্পবৃক্ষ, সরল, চন্দন, নীপ, দেবদারু,
শুভাঙ্গন, জাতী, লবঙ্গ, কঙ্কোল, কর্পূর-
মোদসুগন্ধী তাম্বুলপত্রসমূহ, পৃগীফল
ক্রম এবং অন্যান্য সর্বভূকল-শোভিত
বিবিধ বৃক্ষ ও বন্যী বিরাজমান । এতদ্বিধ
লতাশৃঙ্গ-সমুদ্ভূত নানাবিধ পুষ্প, নানা জলা-

দীর্ঘিকাশতসজ্জাতৈস্তায়পূর্ণৈর্মনোহরৈঃ ।
 কুমুদৈঃ শতপত্রৈশ্চ পুষ্পৈঃ কোকনদৈর্বরৈঃ ॥
 রক্তনালোৎপলৈঃ কাষ্ঠৈঃ কহ্লাটৈশ্চ
 সুগন্ধিভিঃ ।
 অষ্টৈশ্চ জলজৈঃ পুষ্পৈর্নানাবর্ণৈঃ সুশোভনৈঃ
 হংসকারণবাকীর্ণৈশ্চক্রবাকোপশোভিতৈঃ ।
 কোষট্টিকৈশ্চ দাত্যাহৈঃ কারণুবরবাকুলৈঃ ॥১৫
 চাতকৈঃ প্রিয়পুত্রৈশ্চ জীবঞ্জীবকজাতিভিঃ ।
 অষ্টাদিদৈব্যার্জলচরৈর্বিহারমধুরম্রনৈঃ ॥১৬
 এবং নানাবিধৈর্দৈব্যানানাস্থ্যাসমযুতৈঃ ।
 বৃক্ষৈর্জলাশয়ৈঃ পুণ্যার্ভুষিতঃ সূমনোহরৈঃ ॥১৭
 তত্র দিব্যবিমানৈশ্চ নানারত্নবিভূষিতৈঃ ।
 কামরৈঃ কাঞ্চনৈঃ শুভ্রৈর্দিব্যগন্ধর্বনাদিতৈঃ ॥
 তরুণাদিত্যসঙ্কটেশ্বরপারোভিরলঙ্কৃতৈঃ ।
 হেমশয্যাসনযুতৈর্নানাভোগসমযুতৈঃ ॥১৮
 খেচরৈঃ সপতাকৈশ্চ মুক্তাহারাবলম্বিতৈঃ ।
 নানাবর্ণৈরসংখ্যাতৈর্জাতরূপপরিচ্ছদৈঃ ॥২০
 নানাকুসুমগন্ধাট্যোচ্চন্দনাঙ্কুভূষিতৈঃ ।
 সুখপ্রচারবহ্নৈর্নানাবাদিত্রিনিঃস্রনৈঃ ॥২১

শয়, নানাবিধ পবিত্র পক্ষিরব, শত শত
 জলপুণ মনোজ্ঞ দীর্ঘিকা, কুমুদ, শতপত্র,
 কোকনদ, রক্ত ও নীলোৎপল, কমলীয়
 সুগন্ধ কহ্লার, অস্তান্ত জলজাত নানাবর্ণ
 পুষ্প, হংস, কারণুব, চক্রবাক, কোষট্টিক,
 দাত্যাহ, চাতক, প্রিয়পুত্র, জীবঞ্জীবক, এবং
 অস্তান্ত দিব্য দিব্য বিহার-মধুরম্র জলচর
 তথায় সুশোভিত। এইরূপে নানাবিধ দিব্য
 দিব্য আশ্রয়ময় কত মনোহর বৃক্ষ ও কত
 পুণ্য ললাশয় তথায় বিরাজমান। ইহা
 ভিন্ন কাঞ্চনময় দিব্য বিমানশ্রেণী তথায়
 বিদ্যমান। ঐ সকল বিমান গন্ধর্বগণে
 ন্যাসিত, নানারত্নে ভূষিত, অপ্সরোগণে
 অলঙ্কৃত, তরুণাদিত্যবৎ শোভিত, হেমময়
 শয্যা ও আসনে সমযুত ও নানাভোগে
 মগ্নিত। ঐ বিমানসমূহে পতাকাসকল
 সমুজ্জ্বলিত ও মুক্তাহারশ্রেণী লম্বিত। উহার
 বিবিধ সুবর্ণ পরিচ্ছদে পরিভূষিত, নানা-

মনোমাকুততুল্যৈশ্চ কিঞ্চিগীন্তবকাকুলৈঃ ।
 বিহরন্তি পুরে তস্মিন বৈকবে লোকপুঞ্জিতে ।
 নানান্ধনাভিঃ সততঃ গন্ধর্বাপ্সরাদিভিঃ ।
 চন্দ্রাননাভিঃ কাস্তাভির্ঘোষিভিঃ সূমনোহরৈঃ
 পীনোন্নতকুচাশ্রাভিঃ সূমধ্যাভিঃ সমন্ততঃ ।
 শ্রামাবদাতবর্ণাভির্ভর্যামাতঙ্গগামিভিঃ ॥ ২৪
 পরিবাধ্য নরশ্রেষ্ঠং বীজয়ন্তি স্য তাঃ স্রিয়ঃ ।
 চামরৈ রুদ্রদৈগুশ্চ নানারত্নবিভূষিতৈঃ ॥ ২৫
 গীতনৃত্যোন্তথা বাট্যৈর্নোদম্যনৈর্দালনৈঃ ।
 যক্ষবিদ্যাধরৈঃ সিদ্ধৈর্গন্ধর্বৈরপ্সরোগণৈঃ ।
 সুরসজ্জৈশ্চ ঋষিভিঃ শুশুভে ভুবনোত্তমম্ ।
 তত্র প্রাপ্য মহাভোগান্ প্রাপ্নুবন্তি মনীষিণঃ ।
 বটরাজসমীপে তু দক্ষিণশ্চোদধেশ্বরে ।
 দৃষ্টো যৈর্ভগবান্ রুদ্রঃ পুরুষাক্ষো জগৎপতিঃ
 ক্রীড়ন্ত্যপ্সরসৈঃ সার্কং যাবদ্যোশ্চন্দ্রতারকম্
 প্রতপ্তহেমসঙ্কশা জরামরণবর্জিতাঃ ॥ ২৯

কসুমগন্ধে আমোদিত, চন্দন ও অঙ্কু-
 সমূহে উদ্ভাসিত, নানা বাদ্যজরবে মুগ্ধরিত,
 বেগে মন ও মাকুত তুল্য এবং কিঞ্চিগীজালে
 মালিত। ঐ বিমানশ্রেণীতে আরোহণ
 করিয়া লোকপুঞ্জিত বিষ্ণুলোকে সতত সুর ও
 সুরসুন্দরীগণ বিহার করিয়া থাকেন। ১—২২।
 গন্ধর্ব, কামিনী ও অপ্সরা প্রভৃতি নানাবিধ
 অঙ্গনা এবং অস্তান্ত পীনোন্নতস্তনৌ সূমধ্যা,
 চন্দ্রবদনা, মন্তমাতঙ্গগামিনী কামিনীরা সেই
 পুরে পুরুষোত্তমকে বেষ্টন করিয়া, নানা
 রত্নমণ্ডিত রুদ্রদগু চামর দ্বারা বীজন করি-
 তেছে। যক্ষ, বিজ্ঞাধর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, অপ্সরা,
 সুরসজ্জ, ও মহর্ষিগণের মনোহর গীত, নৃত্য,
 বাজোত্তম ও সদালাপে সেই ভুবনোত্তম
 সতত সুশোভিত হইতেছে। মনীষিগণ
 তথায় উপনীত হইয়া মহাভোগ সকল প্রাপ্ত
 হইয়া থাকেন। দক্ষিণোদধির তটে বটরু-
 নিকটে যাহারা ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণু-
 বিধাতা রুদ্রকে দর্শন করেন, চন্দ্রসুহৃদ
 অবস্থিতি কাল পর্যন্ত তাঁহারা অপ্সরোগণ সহ
 ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দেহসজ্জা

সৰ্বদুঃখবিহীনাং তৃষ্ণানিবিবৰ্জিতাঃ ।
 চতুৰ্ভুজা মহাবীৰ্যা বনমালাবিকৃষিতাঃ ॥ ৩০
 শ্রীবৎসলাহনৈর্ঘুজাঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ ।
 কেচিন্নীলোৎপলজামাঃ কেচিৎ কাঞ্চনসন্নিভাঃ
 কেচিন্মরকতপ্রধাঃ কেচিদ্বেদ্যাসন্নিভাঃ ।
 শ্যামবর্ণাঃ কুণ্ডলিনস্তথাত্মে বজ্রসন্নিভাঃ ॥ ৩১
 ন তাদৃক্ সৰ্বদেবানাং ভাস্তি লোকা দ্বিজোত্তম
 যাদৃগুভাতি হরেলোকঃ সৰ্বাশ্চর্য্যসম্বিতঃ ॥ ৩২
 ন তত্র পুনরাবুত্তিৰ্গমনাজ্জায়তে দ্বিজাঃ ।
 প্রভাবান্তস্ত দেবস্ত যাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥ ৩৩
 বিচরন্তি পুরে দিব্যে রূপযৌবনগম্বিতাঃ ।
 কৃষ্ণঃ রামঃ সুভদ্রাঞ্চ পশ্যন্তি পুরুষোত্তমে ॥ ৩৪
 প্রতপ্তহেমসঙ্কাশঃ তরুণাদিত্যসন্নিভম্ ।
 পুরমধ্যে হরেৰ্ভাতি মন্দিরং রত্নভূষিতম্ ॥ ৩৫
 অনেকশতসাহস্রৈঃ পতাকৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ।
 যোজনায়ুতবিস্তীর্ণং হেমপ্রাকারবেষ্টিতম্ ॥ ৩৬

প্রতপ্ত হেমসন্নিভ হয়। তাঁহার জয়া-মরণ
 হইতে নিৰ্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের
 সৰ্বদুঃখ ও সমস্ত তৃষ্ণা-গ্নানি বিদূরিত হইয়া
 যায়। তাঁহার চতুৰ্ভুজধারী, মহাবীৰ্য্যশালী,
 বনমালী, শ্রীবৎসলাহিত, ও শঙ্খচক্র গদাধর
 হইয়া বিচরণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ
 কেহ নীলোৎপলবৎ শ্যামবর্ণ, কেহ কেহ
 কাঞ্চনকান্তি, কেহ কেহ মৰ্কটাত, কেহ কেহ
 বৈদ্যাসন্নিভ, কেহ কেহ কুণ্ডলী, এবং কেহ
 কেহ বজ্রাকৃতি। হে দ্বিজগণ! সেই সৰ্বাশ্চর্য্য-
 ময় বিম্বলোক যাদৃশরূপে প্রতিভাত, মনে
 হয়—সমস্ত দেবলোকও তাহার সমকক্ষ
 নহে। সে পুরে গেলে পুনরাবুত্তি হয় না;
 সেই দেবদেবের প্রভাবে লোকসকল তদীয়
 দিব্য পুরে রূপযৌবনে গম্বিত হইয়া আ-
 শ্রয়কাল বিচরণ করে এবং কৃষ্ণ, রাম ও
 সুভদ্রাকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সন্দর্শন করিতে
 পারে। পুরমধ্যে হরির এক রত্নমণ্ডিত
 মন্দির আছে, উহা প্রতপ্ত হেম ও তরুণ
 প্রভাকরসন্নিভ, অনেক শতসহস্র পতাকার
 সমলঙ্কৃত, অযুত যোজন বিস্তীর্ণ, এবং

নানাবর্ণৈশ্চৈজ্জিষ্ঠৈঃ কল্পিতৈঃ স্তম্ভনোহরৈঃ
 বিভাতি শারদো যদ্বয়কক্ষে: সহ চন্দ্রমা: ॥ ৩৭
 চতুর্দারঃ সুবিস্তীর্ণঃ কঙ্কুকীভিঃ সুরক্ষিতম্ ।
 পুরসপ্তকসংযুক্তঃ মহোৎসেকঃ মনোহরম্ ॥ ৩৮
 প্রথমঃ কাঞ্চনঃ তত্র দ্বিতীয়ঃ মরকতৈর্ঘূতম্ ।
 ইন্দ্রনীলঃ তৃতীয়ঃ তু মহানীলঃ ততঃ পরম্ ॥
 পুরং তু পঞ্চমং দৌশ্চ পদ্মরাগময়ঃ পুরম্ ।
 ষষ্ঠং বজ্রময়ঃ বিপ্রা বৈদ্যাসং সপ্তমং পুরম্ ॥ ৪১
 নানারত্নময়ৈহেমপ্রবালাঙ্কুরভূষিতৈঃ ।
 স্তম্ভৈরভুতসঙ্কাশৈর্ভাতি তদ্ভবনঃ মহৎ ॥ ৪২
 দৃশুস্তে তত্র সিদ্ধাশ্চ ভাসয়ন্তি দিশো দশ ।
 পৌর্ণমাস্তাঃ সনক্ষত্রো যথা ভাতি নিশাকরঃ ॥
 স্মারুচস্তত্র ভগবান্ সলক্ষ্মীকো জনাৰ্দ্দনঃ ।
 পীতাস্বরধরঃ শ্যামঃ শ্রীবৎসলসংযুতঃ ॥ ৪৪
 জলৎসুদর্শনঃ চক্রঃ ঘোরঃ সৰ্বাস্ত্রনাশকম্ ।
 দধার দক্ষিণে হস্তে সৰ্বতেজোময়ঃ হরিঃ ॥ ৪৫

হেমপ্রাকারে বেষ্টিত। ঐ মন্দির নানা
 বর্ণ মনোজ্ঞ বিচিত্র ধ্বজপতাকায় মণ্ডিত
 হইয়া নক্ষত্রপরিবৃত শারদ সুধাকরের স্থায়
 প্রতিভাত হইতেছে। উহার চতুর্দার,—
 সুবিস্তীর্ণ, কঙ্কুকিগণে সুরক্ষিত, সপ্তপুরে
 সমায়ুক্ত, মহোচ্চ ও মনোহর। তন্মধ্যে
 প্রথমদ্বার কাঞ্চনময়, দ্বিতীয় মরকতময়,
 তৃতীয় ইন্দ্রনীলময়, এবং চতুর্থ মহানীলময়।
 দ্বারসংলগ্ন সপ্তপুরের পঞ্চম পুর দৌশ্চ পদ্ম-
 রাগময়, ষষ্ঠ ত্রিয়ময় এবং সপ্তম পুর বৈদ্য-
 ময়। ২৩—৪১। বিম্বভবনের উচ্চ উচ্চ
 স্তম্ভগুলি নানা রত্নময় এবং হেমপ্রবালাঙ্কুরে,
 বিভূষিত হইয়া অভুতাকারে সুশোভন।
 সেই সকল স্তম্ভ দ্বারা বিম্বর সেই মহাভবন
 সমধিক সুশোভিত। সেখানে সিদ্ধগণকে
 দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বিচরণ করিতে
 দেখা যায়, পুর্ণিমাদিনে সনক্ষত্র নিশাকর
 যেমন সুশোভিত হইয়া থাকেন, সেই ভবন-
 মধ্যস্থ ভগবান্ জনাৰ্দ্দন তেমনি লক্ষ্মীসহ
 শোভা ধারণ করেন। তিনি পীতাস্বর, শ্যাম,
 শ্রীবৎসলাহন ও সৰ্বাস্ত্রনেতা ঘোর সুদর্শন

কুন্দেন্দুরজতপ্রথ্যঃ হারগোক্ষীরসম্ভিতম্ ।
 আদায় তং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সব্যহস্তেন কেশবঃ ॥৪৬
 যন্ত শব্দেন সকলং সংজ্ঞাভং জায়তে জগৎ ।
 বিজ্ঞাতং পাকজজ্ঞোতি সহস্রাবর্জভূষিতম্ ॥৪৭
 হুঙ্কৃতান্তকরো রোদ্রাঃ দৈত্যদানবনাশিনৌম্ ।
 জলহৃদিশিখাকারাং তুঃসহাং ত্রিদশৈরপি ॥৪৮
 কোমোদকীঃ গদাং চাসৌ ধৃতবান্ দক্ষিণে করে
 বামে বিষ্কুরতি হস্ত শার্ঙ্গং সূর্য্যসমপ্রভম্ ॥৪৯
 শরৈরাদিত্যসঙ্কটৈজ্জালামালাকুলৈর্বৈরৈঃ ।
 যোহসৌ সংহরতে দেবৈস্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্
 সর্বানন্দকরঃ ক্রীমান্ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।
 সর্বলোকগুরুদেবঃ সর্বদৈবৈবর্মমন্তুতঃ ॥৫১
 সহস্রমূর্ত্তা দেবেশঃ সহস্রচরণেষ্কণঃ ।
 সহস্রাধ্যঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রভূজবান্ প্রভুঃ ॥৫২
 সিংহাসনগতো দেবঃ পদ্মপত্রায়তেষ্কণঃ ।
 বিদ্যাদ্বিস্টমষ্টসঙ্কাশো জগন্নাথো জগদগুরুঃ ॥৫৩
 পরীতঃ সুরসিদ্ধৈশ্চ গন্ধবাপ্সরসাং গণৈঃ ।
 যক্ষবিদ্যাধরৈর্নৈগৈর্মুনির্নৈগৈঃ সচরাচরৈঃ ॥৫৪

চক্রধারী। তিনি সর্বতোজোময়, কুন্দেন্দু-
 রজতভ, হারগোক্ষীরসদৃশ উজ্জ্বল অন্ত
 দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিতেছেন। হে মুনি-
 গণ! যাহার শব্দে সমস্ত জগৎ সংস্কৃত হইয়া
 উঠে, সেই সহস্রাবর্জময় বিখ্যাত পাকজজ্ঞ
 শব্দ তাঁহার সব্য হস্তে শোভমান। যাহা
 হুঙ্কৃতরাশির বিনাশক ও যাহার প্রভাবে
 দৈত্য দানব বিনষ্ট হয়, সেই জলদায়-শখা-
 রুপিণী দেবতুঃসহ কোমোদকী গদা এবং সূর্য্য-
 সঙ্কাস শার্ঙ্গবহু তদীয় দক্ষিণ ও বাম করে
 বিরাজিত। যিনি সূর্য্যসদৃশ জালামালাকুল
 শরনিকর ধারা সচরাচর ত্রৈলোক্যের সংহার
 সাধন করেন, যিনি সর্বানন্দকর, ক্রীমান্,
 সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব জগদগুরু, সর্বদেবমন্তু,
 সহস্রমূর্ত্তা, সহস্রাক্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রাভিধান,
 সহস্রাক্ষ, সহস্রবাহু, সিংহাসনগত, পদ্মপত্রায়ত-
 নয়ন, এবং বিদ্যাতের স্তায় বিষ্ণু
 সেই সুরসিদ্ধ-সেবিত, চরাচরগুরু জগন্নাথ,-

সুপর্ণদানবৈর্দৈত্যৈঃ রাকসৈর্ভূতকিরৈঃ
 অস্ত্রদেবগণৈর্দৈব্যৈঃ স্তুষ্যমানো বিরাজতে ॥
 তদ্রূপা সততং কীর্ত্তিঃ প্রজ্ঞা মেঘা সরস্বতী ।
 বুদ্ধির্মতিস্তথা কান্তিঃ সিদ্ধির্মুক্তিস্তথা দ্যুতিঃ ॥৫৭
 গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী মঙ্গলা সর্বমঙ্গলা ।
 প্রভা মতিস্তথা বাস্তিস্তজ্জ নারায়ণী হিতা ॥৫৭
 শ্রদ্ধা চ কৌশিকী দেবী বিদ্যাং সৌদামিনী তথ
 নিজা রাত্রিস্তথা মায়া তথাত্মা মরষোবিতঃ ।
 বাসুদেবস্ত সর্বাস্তা ভবনে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
 অথ কিং বহুনোক্তেন সর্বং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৫৯
 স্বতাচী মেনকা রম্ভা সহজম্ভা তিলোত্তমা ।
 উর্ধ্বশী চৈব নিম্নোচা তথাত্মা বামনা পরা ॥৬০
 মন্দোদরী চ সুভগা বিখাচী বিপুলাননা ।
 ভদ্রাক্ষী চিত্রসেনা চ প্রয়োচা সূমনোহরা ॥৬১
 মুনিম্মোহনী রামা চন্দ্রমধ্যা শুভাননা ।
 সুকেশী নীলকেশা চ তথা মন্মথদীপিনী ॥৬২
 অলম্বুবা মিশ্রকেশী তথাত্মা মুক্তিকম্বলা ।
 ক্রতুহলা বরাক্ষী চ পূর্ব্বচিস্তিস্তথা পরা ॥৬৩
 পরাবতী মহারূপা শশিলেখা শুভাননা ।

যক্ষ, বিদ্যাধর, নাগ, মুনি, সিদ্ধ, চারণ, সুপর্ণ,
 দৈত্য, দানব, রাকস, গুহক, কিরুর ও অন্যান্য
 দেবগণ কর্তৃক দিব্য স্তবে স্তুষ্যমান হইয়া
 তথায় বিরাজমান। কীর্ত্তি, প্রজ্ঞা, মেঘা,
 সরস্বতী, মতি, বুদ্ধি, সিদ্ধি, কান্তি, মুক্তি, দ্যুতি,
 গায়ত্রী, সাবিত্রী, মঙ্গলা, সর্বমঙ্গলা, প্রভা,
 কান্ত, নারায়ণী, শ্রদ্ধা, কৌশিকী, বিদ্যাং,
 সৌদামিনী, নিজা, রাত্রি, মায়া, এবং অন্যান্য
 অমরকামিনীরা সেই বাসুদেবভবনে প্রতি-
 ঠিত। অথবা আর অধিক বলিব কি? সকলই
 সেখানে বিরাজিত। স্বতাচী, মেনকা, রম্ভা,
 সহজম্ভা, তিলোত্তমা, নিম্নোচা, বামনা, মন্দো-
 দরী, সুভগা, বিখাচী, বিপুলাননা, ভদ্রাক্ষী,
 চিত্রসেনা, প্রয়োচা, মনোহরা, মুনিম্মোহনী,
 রামা, চন্দ্রমধ্যা, শুভাননা, সুকেশী, নীলকেশা,
 মন্মোখোদীপিনী, অলম্বুবা, মিশ্রকেশী, মুক্তি-
 কম্বলা, ক্রতুহলা, বরাক্ষী, পূর্ব্বচিস্তি, পরা-
 বতী, মহারূপা ও শশিলেখা এই সকল

হংসলীলানুগামিনী মন্তবারণগামিনী ॥ ৬৪
 বিদ্যোজী নবগৰ্ভা চ বিখ্যাতাঃ সুরযোষিতঃ ।
 এতান্চাত্মা অপ্সরসো রূপর্যোবনগৰ্ভিতাঃ ॥ ৬৫
 সুমধ্যাচারবদনাঃ সৰ্বলক্ষ্যসংযুতাঃ ।
 গীতমাধুর্যসংযুতাঃ সৰ্বলক্ষ্যসংযুতাঃ ॥ ৬৬
 গীতবাদ্যে চ কুশলাঃ সুরগন্ধৰ্বযোষিতঃ ।
 নৃত্যশাস্ত্রমুদিতাঃ তত্র যত্রাসৌ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৬৭
 ন তত্র রোগো নো গ্রানির্ন মৃত্যুর্ন হিমাতপো ।
 ন ক্ষুৎপিপাসা ন জরা ন বৈরূপ্যং ন চানুখম্ ॥
 পরমানন্দজননং সৰ্বকামফলপ্রদম্ ।
 বিষ্ণুলোকাৎ পরং লোকং নাত্র পশ্যামি ভো
 দ্বিজাঃ ॥ ৬৯

যে লোকাঃ স্বর্গলোকে তু জয়ন্তে পুণ্যকর্ণণাম্
 বিষ্ণুলোকস্ত তে বিপ্রাঃ কলাঃ নার্ষন্তি বোভনীয়
 এবং হরেঃ পুরস্বানং সৰ্বভোগগুণাবিতম্ ।
 সৰ্বসৌখ্যকরং পুণ্যং সৰ্বাশ্চর্যময়ং দ্বিজাঃ ॥ ৭২
 ন তত্র নাস্তিকা যাস্তি পুরুষা বিষয়ান্ধকাঃ ।
 ন কৃতঘ্না ন পিণ্ডনা নো স্তেনা নাজিভেল্লিয়াঃ ॥

হংসলীলানুগামিনী, মন্তবারণগতি বিদ্যোজী
 বিখ্যাত সুরকামিনীরা এবং রূপ-র্যোবন-
 গৰ্ভিত অপ্সরারা সৰ্বলক্ষ্যারে বিভূষিত হইয়া
 সেই পুরুষোত্তমাধিষ্ঠিত স্থানে প্রত্যহ নৃত্য-
 গীত ও মধুর বাদ্যধ্বনি করে। ঐ
 সকল চাকুবদনা সুমধ্যমা, সুলক্ষণা
 সুর ও গন্ধৰ্ব সুন্দরীরা প্রত্যেকেই গীত
 বদ্যে সুন্দর। সেই পুরুষোত্তমের বাস
 স্থানে রোগ, গ্রানি, মৃত্যু, হিম, আতপ, ক্ষুধা,
 পিপাসা, জরা, বৈরূপ্য বা অন্য কোনরূপ
 অশান্তি ও উপদ্রব নাই। বস্তুতঃ সেই
 লোক পরমানন্দজনক ও সৰ্ববিধ কাম্যফলের
 প্রদায়ক। হে দ্বিজগণ! আমি বিষ্ণুলোক
 হইতে আর কোন লোকই শ্রেষ্ঠ দেখি নাই।
 স্বর্গলোকে পুণ্যকর্মাঙ্গিগের যে সকল
 লোকের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহারা
 বিষ্ণুলোকের বোলভাগের এক ভাগের
 ক্ষুণ্ণ নহ। হে দ্বিজগণ! সেই সৰ্ব-গুণাবিত,
 সৰ্বসৌখ্যজনক, পবিত্র, সৰ্বাশ্চর্যময়, হরি-

যেহর্ষয়ন্তি সদা ভক্ত্যা বাসুদেবং জগদুৎকম্-
 তে তত্র বৈকুণ্ঠা যাস্তি বিষ্ণুলোকং ন সংশয়ঃ ॥
 দক্ষিণশ্চোদধেন্তীরে ক্ষেত্রে পরমহর্ষভে ।
 দৃষ্টা কৃষ্ণক রামক সুভদ্রাক বিজোত্তমাঃ ॥ ৭৪
 কল্পবৃক্ষসমীপে তু যে ত্যজন্তি কলেবরম্ ।
 তে তত্র মনুজা যাস্তি মৃতা যে পুরুষোত্তমৈঃ ॥
 বটসাগরয়োর্মধ্যে যঃ স্মরেৎ পুরুষোত্তমম্ ।
 তেহপি তত্র নরা যাস্তি যে মৃতাঃ পুরুষোত্তমৈঃ
 তেহপি তত্র পরং স্থানং যাস্তি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
 এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠা বিষ্ণুলোকঃ সনাতনঃ ।
 সৰ্বানন্দকরঃ প্রোক্তো ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদঃ ॥ ৭৭
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে বিষ্ণুলোকানুকীৰ্তনং নামাষ্ট্র-
 যষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

পুর এইরূপই। নাস্তিক, বৈষয়িক, কৃতঘ্ন,
 পিণ্ডন, চোর, বা ইল্লিয়াসক্ত ব্যক্তির
 তথায় গমন করিতে পারে না। যাহারা
 সতত ভক্তিভরে চরাচরজগৎ বাসু-
 দেবকে অর্চনা করে, সেই বৈকুণ্ঠগণই
 নিশ্চয় বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়। হে দ্বিজ-
 গণ! দক্ষিণাঙ্কির তীরে পরম হর্ষভ
 পুরুষোত্তমক্ষেত্রে কৃষ্ণ, রাম ও সুভদ্রাকে
 সন্দর্শন করিয়া কল্পবৃক্ষনিকটে যাহারা
 কলেবর পরিহার করে, সেই পুরুষোত্তম
 ত্যক্ত-জীবন পুরুষগণ বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ
 করিয়া থাকে। বটবৃক্ষ ও সমুদ্রের মধ্য-
 বর্তী স্থানে থাকিয়া যে ব্যক্তি পুরুষোত্তমকে
 স্মরণ করে এবং যাহারা পুরুষোত্তমক্ষেত্রে
 মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহারা সকলেই বিষ্ণুলোকে
 উপনীত হয়। তাহাদের যে তখন পরম
 স্থানপ্রাপ্তি ঘটে, এ বিষয়ে কোনই সংশয়
 নাই। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই আমি সনা-
 তন বিষ্ণুলোকের কথা কহিলাম; ঐ লোক
 সৰ্বানন্দজনক এবং সৰ্ববিধ ভোগ ও মোক্ষ
 ফলের প্রদায়ক।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

একোদশস্কন্ধে তিতমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

বহুশার্চ্যম্ভয়া প্রোক্তো বিষ্ণুলোকো জগৎপতে
নিত্যানন্দকরঃ শ্রীমান্ ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদঃ ॥ ১
ক্ষেত্রঞ্চ দুর্গতঃ লোকে কীর্তিতঃ পুরুষোত্তমম্
ত্যাগ্য যত্র নরো দেহং যাতি সালোক্যতাংহরেঃ
সম্যক্ ক্ষেত্রস্ত মাহাশ্যং ত্বয়া সম্যক্ প্রকীর্তিতম্
যত্র দেহসন্ত্যাগা বিষ্ণুলোকঃ ব্রজেরয়ঃ ॥ ৩
অহো মোক্ষস্ত মার্গোহয়ং দেহত্যাগস্বয়োদিতঃ

নরগণামুপকারায় পুরুষাণ্যে ন সংশয়ঃ ॥ ৪

অনায়াসেন দেবেশ দেহং ত্যক্তা নরোত্তমাঃ ।

ভস্মিন্ ক্ষেত্রে শশং বিকোঃ পদং যাস্তি

নিরাময়ম্ ॥ ৫

ঈশ্বা ক্ষেত্রস্ত মাহাশ্যং বিস্ময়ো নো মহানভূৎ

প্রয়াগপুষ্করাদীনি ক্ষেত্রাণ্যায়তনানি চ ॥ ৬

পৃথিব্যাং সর্বতীর্থানি সরিতশ্চ সরাসি চ ।

ন তথা তানি সর্বাণি প্রশংসসি সুরোত্তম ॥ ৭

উনসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

• মুনিগণ কহিলেন,—হে জগৎপতে !
আপনি বহু আশ্চর্যময় নিত্যানন্দজনক,
ভুক্তি-মুক্তিকলপ্রদায়ক, শ্রীমান্, বিষ্ণু-
লোকের বিষয় বর্ণন করিলেন এবং যথায়
দেহত্যাগ করিয়া লোক হরিসালোক্য প্রাপ্ত
হয়, সেই দুর্গত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বিষয়ও
কীর্তন করিলেন, এতদ্ভিন্ন ঐ ক্ষেত্রের
মাহাশ্য যে কি অপূর্ব, তাহাও আপনি
কীর্তন করিয়াছেন ; এ ক্ষেত্রে দেহত্যাগ
করিলে নরগণ বিষ্ণুলোকে উপমীত হয় ।
অহো ! নিশ্চয়ই আপনি নরগণের উপ-
কারের জন্য পুরুষোত্তম তীর্থে দেহ-
ত্যাগরূপ মোক্ষমার্গ নির্দেশ করিলেন ।
হে দেবেশ ! সে ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলে
নরগণ অনায়াসেই নিরাময় বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত
হয় । আমরা এই ক্ষেত্রমাহাশ্য শুনিয়া
বিশেষ বিস্ময়াগম হইয়াছি । হে সুরোত্তম !
প্রয়াগ, পুষ্কর প্রভৃতি কত পুণ্য আয়তন

যথা প্রশংসসি ক্ষেত্রং পুরুষাণ্যং পুনঃপুনঃ ।

জাতোহস্মাভিরতিপ্রায়স্তবেদানীঃ পিতামহ ।

যেন প্রশংসসি ক্ষেত্রং মুক্তিদং পুরুষোত্তমম্ ।

পুরুষাণ্যসমং নুনং ক্ষেত্রং নাস্তি যদীভলে ।

তেন ত্বং বিবুধশ্চেষ্ঠ প্রশংসসি পুনঃপুনঃ ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ ।

সত্যং সত্যং মুনিশ্চেষ্ঠা ভবন্তিঃ সমুদাহৃতম্ ।

পুরুষাণ্যসমং ক্ষেত্রং নাস্ত্যত্র পৃথিবীভলে ॥ ১০

সন্তি যানি তু তীর্থানি পুণ্যাত্মায়তনানি চ ।

তানি শ্রীপুরুষাণ্যস্ত কলাঃ নাইস্তি বোড়নীম্ ।

যথা সর্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্বলোকোত্তমোত্তমঃ ।

তথা সমস্ততীর্থানাং বরিতঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১২

আদিত্যানাং যথা বিষ্ণুঃ শ্বেতঃ সমুদাহৃতঃ ।

তথা সমস্ততীর্থানাং বরিতঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৩

নক্ষত্রাণাং যথা সোমঃ সরসাং সাগরো যথা ।

তীর্থক্ষেত্র পৃথীতলে বর্তমান রহিয়াছে,

এতদ্ভিন্ন কত পুণ্যস রিং সুরোবর রহি-

য়াছে, আপনি বারংবার এই পুরুষোত্তম

ক্ষেত্রের যেরূপ প্রশংসা করিলেন, কৈ ঐ

সকল পুণ্য তীর্থের ত সেরূপ প্রশংসা এক-

বারও করিলেন না । হে পিতামহ ! আপনি

যে জন্ত মুক্তিপ্রদ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের

প্রশংসা করিয়াছেন, আমরা এক্ষণে আপ-

নার সে অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি ।

প্রকৃতই পুরুষোত্তমের স্থায় ক্ষেত্র পৃথীতলে

নাই । সেই জন্তই হে বিবুধশ্চেষ্ঠ ! আপনি

বারংবার তাহার প্রশংসা করিতেছেন ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনিগণ ! আপনারা সত্য

কথাই কহিয়াছেন, পুরুষোত্তমের স্থায়

তীর্থ পৃথীতলে নাই । পৃথিবীতে যে কিছু

পুণ্যায়তন তাঁর্ধ আছে, তাহার পুরুষোত্তম

ক্ষেত্রের বোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য

নয় । ১—১১ । সর্বেশ্বর বিষ্ণু যেমন সর্ব-

লোকে পরম শ্রেষ্ঠ, তেমনি এই পুরুষোত্তম

সর্বতীর্থের বরিত । আদিত্যাগণের বিষ্ণু,

নক্ষত্রগণের চন্দ্রমা, অমুরাশির সাগর, বহু-

সমূহের পাবক, কজগণের শঙ্কর, বর্ণসমূহের

তথা সমস্ততীর্থানাং বরিতং পুরুষোত্তমম্ ॥৪০
অৰ্থমেধং যজ্ঞানাং যথা শ্রেষ্ঠঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
তথা সমস্ততীর্থানাং ক্ষেত্রঞ্চ তদ্বিজোত্তমাঃ ॥
ওষধীনাং যথা ধাতুং তৃণেষু তৃণরাজ্যং যথা ।
তথা সমস্ততীর্থানামুত্তমং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪২
যথা সমস্ততীর্থানাং ধৰ্ম্মঃ সংসারতারকঃ ।
তথা সমস্ততীর্থানাং শ্রেষ্ঠং তৎ পুরুষোত্তমম্ ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যকীর্তনঃ
নামৈকোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সৰ্ব্বৈষাঋষ তীর্থানাং ক্ষেত্রাণাঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ
জপহোমব্রতানাঞ্চ তপোদানকলানি চ ॥ ১
ন তৎ পশ্যামি ভো বিপ্রা যন্তেন সদৃশং শ্রুবি ।
কিঞ্চাত্ৰ বহুনোক্তেন ভাষিতেন পুনঃপুনঃ ॥ ২
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ক্ষেত্রং তৎ পরমং মহৎ

সমুদ্রের প্রণব, যজ্ঞসমুদ্রের অৰ্থমেধ, ওষধি-
গণের ধাতু, তৃণপুঞ্জের তৃণরাজ, এবং যেমন
সমস্ত তীর্থমধ্যে সংসারহর ধৰ্ম্মই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ,
তেমনি ত্রিভুবনে যতকিছু তীর্থ আছে, তৎ-
সমস্তের মধ্যে পুরুষোত্তমই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ও
সৰ্ব্ব বরিত। ১২—৪০ ।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৯ ।

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! সমস্ত
তীর্থে ও সমস্ত পুণ্যক্ষেত্রে জপ, হোম, ব্রত,
ও দান করিলে যাদৃশ ফল হয়, পুরুষোত্তম
ক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষা অধিক ফল হইয়া
থাকে। হে বিপ্রগণ! পুরুষোত্তমের জ্ঞায়
পুণ্যফলজনক হইয়া আমি ভূতলে কুত্রাপি
দেখি নাই। এ সম্বন্ধে বারংবার অধিক
বলিয়া আর কি হইবে? সেই পুরুষোত্তম

পুরুষাধ্যঃ সত্বদৃষ্টা সাগরান্তঃসমামুত্তম ॥ ৩
ব্রহ্মবিদ্যাঃ সত্বজ্জাতা গৰ্ভবাসো ন বিদ্যতে
হরঃ সন্নিহিতে স্থান উত্তমং পুরুষোত্তমং ॥ ৪
সংবৎসরমুপাসীত মাসমাত্রমথাপি বা ।
তেন জপ্তং হতং তেন তেন তপ্তং তপো মহৎ
স যাতি পরমং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ ।
ভুক্তা ভোগান্নিচিহ্নাতঃ দেবযোষিৎসমবিতঃ
কল্পান্তে পুনরাগত্য মৰ্ত্যালোকে নরোত্তমঃ ।
জায়তে যোগিনাং বিপ্রা জ্ঞানজ্যোদ্যোত্যন্তো গৃহে
সম্ভ্রাপ্য বৈষ্ণবং যোগং হরঃ স্বচ্ছন্দতাং ব্রজেৎ
কল্পবৃক্ষস্ত রামস্ত কৃষ্ণস্ত ভদ্রস্য সহ ॥ ৮
মার্কণ্ডেয়শ্ৰুত্ব্যস্ত মাহাত্ম্যং মাধবস্ত চ ।
স্বর্গদ্বারস্ত মাহাত্ম্যং সাগরস্ত বিধিঃ ক্রমাৎ ॥৯
মার্কনস্ত যথাকালে ভাগীরথ্যাঃ সমাগমম্ ।
সৰ্বমেতন্মহাত্ম্যাতঃ যৎপরং শ্রোতুমিচ্ছথ ॥ ১০
ইশ্রুত্ব্যস্ত মাহাত্ম্যমেতচ্চ কথিতং ময়া ।

ক্ষেত্র যে মহৎ, একথা সত্য, সত্য, সত্য ।
সাগরজলপ্লাবিত পুরুষোত্তমকে একবার
দর্শন করিলে এবং একবার ব্রহ্মবিদ্যা বিদিত
হইলে, মাহুয়ের আর গৰ্ভবাস হয় না ।
হরির সন্নিহিত উত্তম পুরুষোত্তম স্থানে
থাকিয়া সৎবৎসর অথবা একমাস মাত্র উপা-
সনা করিলে, তাদৃশ উপাসক জন স্থান-
মাহাত্ম্যে জপ, হোম, ও তপস্তার মহৎফল
প্রাপ্ত হইবে। যথায় যোগেশ্বর হরি বিরাজ
করেন, তাহার সেই পরম স্থানে গতি হয় ।
সেখানে গিয়া সে বিচিত্র ভোগরাশি উপ-
ভোগ ও দেবাক্লাসসহ বিহার করত কল্পান্তে
মৰ্ত্যে আসিয়া পুনরায় যোগজনের জ্ঞানো-
জ্জল গৃহে জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর বৈষ্ণব
যোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই নরমোষ্ঠ হরির ভায়
যুক্ত পুরুষ হয়। কল্পবৃক্ষ, বলরাম, কৃষ্ণ,
শুভদ্রা, মার্কণ্ডেয়, ইশ্রুত্ব্য, মাধব, ও ব্রহ্ম-
দ্বারের মাহাত্ম্য এবং সাগরান্ত ও মার্ক-
বিধি এবং যথাকালে ভাগীরথীর সমাগম এ
সকলই আমি তোমাদের নিকট কীর্তন করি-
লাম; তোমরা আর কি কীর্তন হইয়া

সর্গাচর্য্যং সমাধ্যাতুং রহস্তং পুরুষোত্তমম্ ॥

পুরাণং পরমং গুহ্যং ধন্তং সংসারমোচনম্ ॥১১

মুনয় উচুঃ ।

নহি নৃশৃঙ্গিরস্তীহ শৃঙতাং তীর্থবিস্তরম্ ।

পুনর্যেব পরং গুহ্যং বক্তুমহঁস্তশেষতঃ ।

পরং তীর্থন্তু মাহাত্ম্যং সর্বতীর্থোত্তমোত্তমম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইমমেব পুরা প্রথং পৃষ্টোহস্মি দ্বিজসন্তমাঃ ।

মারদেন প্রথমে তদা তং প্রোক্তবানহম্ ॥১৩

নারদ উবাচ ।

তপসো যজ্ঞদানানাং তীর্থানাং পবনং স্মৃতম্ ।

সর্গং ক্রতুঃ ময়া তস্তো জগদ্যোনে জগৎপতে

কিয়ন্তি সন্তি তীর্থানি স্বর্গমর্ত্যরসাতলে ।

সর্বেষামেব তীর্থানাং সর্বদা কিং বিশিষ্যতে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

চতুর্বিধানি তীর্থানি স্বর্গে মর্ত্যে রসাতলে ।

দৈবানি মুনীশার্দ্দূল আশ্রয়ণ্যর্যাণি চ ॥ ১৬

কর ? আমি ইন্দ্রহুয়ের মাহাত্ম্যকথা বিস্তৃত-
রূপেই বলিয়াছি । এই প্রসিদ্ধ পুরুষোত্তম
কৈতের সর্গাচর্য্যময় রহস্ত-কথাও ব্যক্ত
করিয়াছি ; ইহা—ধন্ত, পরম গুহ্য, পুরাণ, ও
সংসারমোচন । ১—১১ । মুনীগণ কহি-
লেন,—এই তীর্থবিবরণ শ্রবণে এখন আমা-
দের তৃপ্তি মাই, পুনর্বার পরম গুহ্যতীর্থ-
মাহাত্ম্য অশেষরূপে বর্ণন করুন । ব্রহ্মা
বলিলেন,—হে দ্বিজগণ ! পুরাকালে নারদ
আমাকে এই প্রথমই করিয়াছিলেন ; তাঁহাকে
আমি যত্নের সহিত তখন ইহার উত্তর দিয়া-
ছিলাম । নারদ বলিলেন,—হে জগৎকারণ !
জগৎপতে ! তপস্তা, যজ্ঞ, দান এবং তীর্থ-
সমূহের মধ্যে যাহা পবিত্র তীর্থ, সে বিষয়
সকলই আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি ;
কিন্তু সমস্ত স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতলে কতগুলি
তীর্থ আছে, এবং সেই সকল তীর্থের মধ্যে
কোন তীর্থই বা সর্বদা বিশিষ্ট, তাহা
এখনে বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—স্বর্গে,
মর্ত্যে, রসাতলে, চতুর্বিধ তীর্থ বিদ্যমান ;

মাহুবাণি ত্রিলোকেষু বিখ্যাতানি স্মৃতিসিদ্ধিঃ ।

মাহুবেভ্যশ্চ তীর্থেভ্য আশ্রয়ঃ বহুপুণ্যদম্ ।

আশ্রয়েভ্যস্তথা পুণ্যং দৈবং তৎসাক্ষিকামিকম্

ব্রহ্মবিশ্বশিবৈশ্চৈব নিশ্চিতং দৈবমুচ্যতে ।

ত্রিভো্য যদেকং জায়েত তস্মান্নাতঃ পরং বিদ্বঃ

ত্রয়াণামপি লোকানাং তীর্থং মেধ্যমুদাহৃতম্ ।

তত্রাপি জাহবৎ স্বীপং তীর্থং বহুগুণোদয়ম্ ॥২০

জাহবে ভারতং বর্ষং তীর্থং ত্রৈলোক্যবিস্তৃতম্

কর্মভূমির্ষতঃ পুত্র তস্মান্নাতীর্থং তদুচ্যতে ॥ ২১

তত্রৈব যানি তীর্থানি মাহুজ্ঞানি ময়া তব ।

হিমবদ্বিক্কাশ্যোর্মধ্যে ষষ্টিশ্চ দেবসন্তবাঃ ॥২২

তথৈব দেবজা ব্রহ্মন দক্ষিণার্ণববিক্কাশ্যোঃ ।

এতা দ্বাদশ নগ্ধস্ত প্রাধান্তেন প্রকীর্তিতাঃ ॥২৩

অভিসম্পূজিতং যস্মান্নাতরতং বহুপুণ্যদম্ ।

কর্মভূমিরতো দেবৈর্বর্ষং তস্মাৎ প্রকীর্তিতম্ ॥

আর্ধাণি চৈব তীর্থানি দেবজানি কচিৎ কচিৎ ।

যথা,—দৈব, আশ্রয়, আর্ধ, এবং মাহুয ।
তন্মধ্যে মাহুয তীর্থ হইতে আর্ধতীর্থ
শ্রেষ্ঠ, আর্ধ হইতে আশ্রয় বহু পুণ্যপ্রদ
এবং আশ্রয় হইতে দৈব তীর্থ সাক্ষি-
কামিক ও পবিত্র । ব্রহ্মা বিশ্ব ও শিব
কর্তৃক দৈব তীর্থ নিশ্চিত হইয়াছে । সুতরাং
সেই দেবত্রয় হইতে যাহার জন্ম, তাহা
অপেক্ষা অল্প কিছু প্রধান বলিয়া অভিহিত
হইতে পারে না । সেই দেবত্রয়-নিশ্চিত
তীর্থই ত্রৈলোক্যে পবিত্রতীর্থ বলিয়া নির্দিষ্ট ।
ঐ তীর্থ অপেক্ষা সমগ্র জম্বুদ্বীপ বহুগুণবর্দ্ধক
শ্রেষ্ঠ তীর্থ । জম্বুদ্বীপে যে ভারতবর্ষ, তাহা
ত্রৈলোক্য-বিস্তৃত প্রধান তীর্থ ; কেননা,
হে পুত্র ! ভারতবর্ষ কর্মভূমি বলিয়া উহাকে
তীর্থ আখ্যায় অভিহিত করা হয় । ভারত-
বর্ষই যে সকল তীর্থের কথা আমি বলিয়াছি,
তন্মধ্যে হিমবান ও বিক্কাচলের মধ্যবর্তী
হুয়ট দেবনদী এবং দক্ষিণার্ণব ও বিক্কাচলের
মধ্যস্থ অপর হুয়টি দেবসন্তবা নদী, সমষ্টিতে
এই দ্বাদশটী নদীই প্রধান বলিয়া প্রকীর্তিত ।

আনুরেয়াবৃত্তাসংস্কৃতদেবানুরমুচ্যতে ॥ ২৫
 দৈবেদেব প্রদেশেষু তপস্তত্ত্বা মহর্ষয়ঃ ।
 দৈবপ্রভাবান্তপস আৰ্ণাণ্যপি চ তান্তপি ॥ ২৬
 আশ্বনঃ শ্রেয়সে মূর্ত্যে পূজ্যৈ ভূতয়েহথবা ।
 আশ্বনঃ কলভূতার্থঃ যশসোহবাণ্ডয়ে পুনঃ ॥ ২৭
 মাহুযৈঃ কারিতান্তাহর্বাষাণীতি নারদ ।
 এবং চতুর্বিধো ভেদস্তীর্থানাং মুনিসন্তম ॥ ২৮
 ভেদঃ ন কশ্চিচ্ছানাতি শ্রোতুং যুক্তোহসি নারদ
 বহবঃ পণ্ডিতশ্রুতাঃ শৃণুস্তি কথয়ন্তি চ ।
 স্মৃতা কৌহপি জানাতি বক্তুং শ্রোতুং
 নির্জৈর্জ্ঞৈঃ ॥ ২৯
 নারদ উবাচ ।

তেষাং স্বরূপং ভেদঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি তবতঃ ।
 যুক্ত্বাহ্বা সর্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

দেবগণ বহু পুণ্যপ্রদ ভারতবর্ষকে যে হেতু
 বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন ;
 একান্ত উহা দেবতীর্থ আখ্যায় অভিহিত ।
 কোথাও কোথাও আৰ্ঘ ও দৈবতীর্থগুলি
 আনুরতীর্থে আবৃত হইয়াছিল ; এই জন্য সে
 সকল আনুর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ।
 মহর্ষিগণ অনেক দৈবপ্রদেশে তপস্থা করিয়া
 দৈববলে ও তপঃসাহায্যে আৰ্ঘ্য তীর্থ সকল
 নির্মাণ করেন । হে নারদ ! আশ্বার
 যজ্ঞল, মুক্তি, ও ভূতি অথবা দেবার্চনা
 এবং কল কামনা ও স্বীয় যশোলিপ্যায়
 মাহুযেয়া যে সকল তীর্থ নির্মাণ
 করিয়াছে, ঐ সকল তীর্থই মাহুয
 তীর্থ নামে নিরূপিত । হে মুনিবর ! এই ত
 তীর্থসমূহের চতুর্ভা ভেদ ব্যাখ্যা করিলাম ;
 এই ভেদবার্তা অপর কেহই জানে না ।
 তুমিই ইহা ওনিবার যোগ্য পাত্র । নারদ !
 বহু পণ্ডিতশ্রুত লোকই শ্রবণ করে এবং
 বলিয়া থাকে, কিন্তু নিজগুণে বলিতে এবং
 গুণিতে জানে এমন স্মৃতা লোকের সংখ্যা
 অতি অল্পই আছে । নারদ বলিলেন,—
 আমি তীর্থসমূহের স্বরূপ ও ভেদ যথাযথ
 গুণিতে ইচ্ছা করি ; আমার বিশ্বাস—

ব্রহ্মন্ কৃতযুগাদো তু উপায়োহস্তো ন বিভক্তে
 তীর্থসেবাঃ বিনা শ্রদ্ধায়াসেনাতীষ্টদায়িনী ॥ ৩০
 ন হুয়া সদৃশো ধাতবক্তা জাতাথবা কচিৎ ।
 ত্বং নাভিকমলে বিকোঃ সজ্ঞাতোহখিলপূর্বজঃ
 ব্রহ্মোবাচ ।
 গোদাবরী ভীমরথী তুঙ্গভদ্রা চ বেণিকা ।
 তাপী পয়োকী বিদ্যাস্ত দক্ষিণে তু প্রকীর্তিতা
 ভাগীরথী নর্মদা তু যমুনা চ সরস্বতী ।
 বিশোকা চ বিতস্তা চ হিমবৎপর্বতাস্রিতাঃ ॥ ৩৪
 এতা নগাঃ পুণ্যতমা দেবতীর্থানুদাহৃত্যঃ ।
 গয়ঃ কোলানুরো বৃজ্রিপুরো হৃদকস্তথা । ৩৫
 হয়মূর্ধ্বা চ লবণো নমুচিঃ শৃঙ্গকস্তথা ।
 যমঃ পাতালকেতুশ্চ ময়ঃ পুষ্কর এব চ ॥ ৩৬
 এতৈরাবৃত্ততীর্থানি আনুরাণি গুণতানি চ ।
 প্রভাসো ভার্গবোহগস্তির্নরনারায়ণৌ তথা ॥
 বসিষ্ঠশ্চ ভরদ্বাজৌ গৌতমঃ কশ্যপো মহুঃ ।
 ইত্যাদিমহুজুষ্ঠানি ঋষিতীর্থানি নারদ ॥ ৩৮

ইহা অবশ্যে সর্ব পাপ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত
 হওয়া যায় । ১২—৩০ । হে ব্রহ্মন্ ! সত্য-
 যুগাদিতে অল্পায়াসে অভীষ্টদায়িনী তীর্থ-
 সেবা ব্যতীত অন্য উপায় নাই । হে
 বিধাতা ! আপনার তুল্য বক্তা এবং
 জাতা কুত্রাপি নাই । আপনি বিষ্ণুর নাভি-
 কমলে জন্মিয়াছেন এবং আপনি সকলেরই
 পূর্বজাত । ব্রহ্মা বলিলেন,—গোদাবরী,
 ভীমরথী, তুঙ্গভদ্রা, বেণিকা, তাপী ও
 পয়োকী এই নদীগুলি বিদ্যাস্তলের দক্ষিণ-
 দিক্ দিয়া প্রবাহিত । ভাগীরথী, নর্মদা, যমুনা,
 সরস্বতী, বিশোকা ও বিতস্তা এই নদীগুলি
 হিমালয় হইতে নির্গত । এই সকল নদী
 পুণ্যতম । ইহার দেবতীর্থ নামে নিরূপিত ।
 গয়, কোলানুর, বৃজ, ত্রিপুর, হৃদক, হয়মূর্ধ্ব,
 লবণ, নমুচি, শৃঙ্গক, যম, পাতালকেতু, ময়,
 ও পুষ্কর এই সকল আনুরগণ কতক বে সকল
 তীর্থ আবৃত হইয়াছিল, তাহার গুণ আনুর
 তীর্থ । প্রভাস, ভার্গব, অগস্তি, নর ও
 নারায়ণ, বসিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, কশ্যপ,

অদ্বরীষো হরিশ্চন্দ্রো মাঙ্কাতা মনুরেব চ ।
কুরুঃ কনখলশ্চৈব ভদ্রাধঃ সগরস্তথা ॥ ৩৯
অশ্বঘূপো নাটিকেতা বুধাকপিরিন্দমঃ ।
ইত্যাদিমানুষৈবিপ্র নিশ্চিতানি শুভানি চ ॥ ৪০
যশসঃ কলভূতার্থঃ নিশ্চিতানীহ নারদ ।
যতোভূতানি দৈবানি যত্র কাপি জগন্তয়ে ।
পুণ্যতীর্থানি তান্তাহস্তীর্থভেদো ময়োদিতঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীভ্রাক্ষে তীর্থভেদ-বর্ণনং নাম
সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ত্রিদৈবতাং তু যতীর্থং সর্কেষভো হ্যন্তমুখমম
তন্ত স্বরূপভেদক বিস্তরেণ ব্রবীতু মে ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ ।

ভাবদন্তানি তীর্থানি ভাবন্তাঃ পুণ্যভূময়ঃ ।

ও মনু প্রভৃতি মুনিগণের সেবিত স্থানগুলি
ঋষিতীর্থ বা আর্ষ তীর্থ নামে নির্দিষ্ট । অদ্ব-
রীষ, হরিশ্চন্দ্র, মাঙ্কাতা, মনু, কুরু, কনখল,
ভদ্রাধ, সগর, অশ্বঘূপ, নাটিকেতা, ও বুধাকপি
প্রভৃতি মানুষ রাজগণ যে সকল তীর্থ নির্মাণ
করিয়াছেন, তৎসমস্ত শুভ মানুষ নীর্ণ
হে নারদ ! মানুষগণ যশোলাভের ভাৱে
তীর্থনির্মাণ করেন ; কিন্তু ত্রিজগতে দৈব-
তীর্থগুলি আপনা হইতেই উদ্ভূত । ঐ সকল
তীর্থ পুণ্যজনক বলিয়া নির্দিষ্ট ; এই আমি
তীর্থ ভেদ বলিলাম । ৩১—৪১ ।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭০ ।

একসপ্ততিতম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—ব্রহ্মন ! আপনি যে
ত্রিদৈব-নির্দিষ্ট তীর্থকে সর্কাপেক্ষা উত্তম
বলিলেন । অধুনা ভাবার স্বরূপভেদ বিস্ত-
করণ করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—অস্তান্ত তীর্থ,

ভাবদ্যজ্ঞাদয়ো যাবন্ত্রিদৈবতাং ন দৃষ্টতে ॥ ২
গজেষু সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্কাকামপ্রদায়িনী ।
ত্রিদৈবতা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্ত্বপত্তিমতঃ শৃণু ॥ ৩
বর্ধাণামযুতাং পূর্বং দেবকার্য উপস্থিতে ।
তারকো বলবানাসীমদ্বাদতিগর্কিতঃ ॥ ৪
দেবানাং পরমৈশ্বর্যং হুতং তেন বলীযসা ।
ততস্তে শরণং জম্বুদেবাঃ সেন্সপুরোগমাঃ ॥ ৫
ক্ষীরোদশায়িনং দেবং জগতাং প্রপিতামহম্ ।
কৃতাজ্জলিপূটা দেবা বিষ্ণুমুচুরনন্তগাঃ ॥ ৬
দেবা উচুঃ ।

ত্বং ত্রাতা জগতাং নাথ দেবানাং কীর্তিবর্দ্ধন ॥
সর্কেষ্বর জগদ্ব্যোনে ত্রয়ীমূর্ত্তে নমোহস্ত তে ॥
লোকশ্রষ্টানুরান হস্তা হমেব জগতাং পতিঃ ।
স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশানাং কারণং ত্বং জগন্ময় ॥ ৮
ত্রাতা ন কোহপ্যস্তি জগন্তয়েহপি
শরীরিণাং সর্কাবিপদাতানাম্ ।

অস্তান্ত পুণ্যভূমি ও যজ্ঞপ্রভৃতি ভাবৎকালেই
প্রশস্ত, যাবৎ না ত্রিদৈবতা তীর্থ দৃষ্টিগোচর
হয় । এই যে নিখিল কামপ্রদায়িনী সরিষয়া
গজা দেবী, ইনি ত্রিদৈবতা নামে নিকৃপিতা ।
হে মুনিবর ! অধুনা ইহার উৎপত্তি-বার্ত্তা
শ্রবণ করুন । অযুত বর্ষ পূর্বে একদা
দেবকার্য উপস্থিত হইয়াছিল ; তখন
তারক নামে এক বলবান অশুর আমার
বরে দর্পিত হইয়া দেবগণের সমস্ত ঐশ্বর্য
লুণ্ঠন করে । ইন্দ্রাদি দেবগণ নিকৃপার
হইয়া ক্ষীরোদশায়ী জগৎপ্রপিতামহ বিষ্ণুর
শরণ গ্রহণ করেন এবং কৃতাজ্জলিকরে
অনন্তমনে আমাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত
হন । দেবগণ বলেন,—হে দেবগণের
নাথ, কীর্তিবর্দ্ধন, জগৎকারণ, বেদযুক্তি,
দেব ! আপনি জগতের পরিজ্ঞানকর্ত্তা ।
আপনাকে আমরা নমস্কার করি । হে
জগন্ময় ! আপনি লোকশ্রষ্টা, অনুরহস্তা,
জগৎপাতা, এবং স্থিতি, উৎপত্তি, ও
বিনাশকর্ত্তা । এই ত্রিভুবনে আপনি

স্বা বিনা বারিজপদ্মেন
তাপজয়াণাং শরণং ন চান্তং ॥ ১
পিতা চ মাতা জগতোহখিলস্ত
স্বমেব সেবানুলভোহসি বিষ্ণো ।
প্রসীদ পাহীশ মহাভয়েভ্যো-
হৃদ্যার্তিহস্তা বদ কণ্ঠদন্তঃ ॥ ১০

আদিকর্তা বরাহঃ মন্ত্রঃ কৃষ্ণতর্ধেব চ ।
ইত্যাদিরূপভেদৈর্নো রক্ষসে ভয় আগতে ॥ ৩১
হৃতস্বাম্যান পুরগণান হৃতদারান্ গতাপদঃ ।
কস্মার রক্ষসে দেব অনন্তশরণান হরে ॥ ১২
ব্রহ্মোবাচ ।
ভতঃ প্রোবাচ ভগবান্ শেষশায়ী জগৎপতিঃ
কস্মাক ভয়মাপন্নঃ তদ্রূপস্ত গতজরাঃ ।
ভতঃ ত্রিঃ পতিঃ প্রাহস্তঃ তারকবধঃ প্রতি ॥ ১৩
দেবা উচুঃ ।
তারকাস্তমাপন্নঃ ভীষণঃ রোমহর্ষণম্ ।

ব্যতীত বিপন্ন জনগণের জ্ঞানকর্তা আর
কেহই নাই। হে পুণ্ডরীকাক ! তাপজয়ের
সুমিহী প্রশমনকর্তা; তুমি ব্যতীত রক্ষাকর্তা
আর কেহই নাই। হে কৃষ্ণ ! তুমি অখিল
জগতের পিতা মাতা; একমাত্র সেবা দ্বারা
তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে ঈশ !
প্রসন্ন হও, আমাদের মহাভয় হইতে
রক্ষা কর। তুমি ব্যতীত কে আর
আর্তিহারী আছে বল? তুমি আদিকর্তা;
বরাহ, মন্ত্র, ও কৃষ্ণ প্রভৃতি বিভিন্নরূপে
তুমি আমাদের ভয়কালে রক্ষা করিয়া
থাক। এক্ষণে সুরগণের প্রভু, এমন কি
ত্রীপুত্রাদিও অপহৃত হইয়াছে। তোমার
সেই দেবগণ অধুনা সম্পূর্ণরূপে বিপন্ন।
হে হরে! সেই অনন্তাশ্রয় দেবগণকে কেন
তুমি রক্ষা করিতেছ না? ব্রহ্মা বলিলেন,
—শেষশায়ী ভগবান্ জগৎপতি তদন্তরে
বলিলেন, ভয় কাহা হইতে তোমাদের
উৎপন্ন হইয়াছে? হিরণ্যে তাহা প্রকাশ
কর। তখন দেবগণ ত্রীপতিকৈ তারক-
বধের জন্ত সজ্জারোধ করিলেন। তাহার

ন যুঁহৈকন্তপসা শাপৈর্হন্তঃ নৈব কমা বহু ॥ ১৪
অকীর্ণশাহাদ্যো বালস্তাননমৃত্যুমবাপ্যতি ।
তস্মাদেব ন চান্তেভ্যস্তত্র নীতির্বিবীরতা ॥ ১৫
ব্রহ্মোবাচ ।
পুনর্নারায়ণঃ প্রাহ নাহঃ বলোৎকটঃ সুরাঃ ।
ন মন্তো মদপত্যাচ্চ ন দেবেভ্যো বধো ভবেৎ
ঈশ্বরাদ্যদি জারৈত অপত্যঃ বহুশক্তিময়ঃ ।
তস্মাদবধমবাপ্যোতি তারকো লোকদাক্ষ ॥ ১৬
তদগচ্ছামঃ সুরাঃ সন্ধে যতিতুম্বাতিঃ সহ ।
ভাধ্যার্থঃ প্রথমো যত্নঃ কর্তব্যঃ প্রতর্জিতঃ ।
তথেষ্টুত্বা সুরগণা জম্বুস্তে চ নগোত্তমম্ ।
হিমবন্তঃ রত্নময়ঃ মেনাং চ হিমবৎপ্রধাম্ ॥ ১৭
ইদমুচুঃ সর্ব এব সভাধ্যাং তুহিনঃ গিরি ॥ ১৮
দেবা উচুঃ ।
দাক্ষায়ণী লোকমাতা যা শক্তিঃ সংহিতা গিরে

বলিলেন, তারকাসুর হইতে আমরা
ভীষণ লোমহর্ষণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে।
তাহাকে যুদ্ধ, তপোবল, বা অতিশাপ প্রদান
দ্বারা বিনাশ করিতে আমরা সমর্থ নহি।
দশ দিবসের ন্যূনবয়স্ক বালক হইতেই
তাহার মৃত্যু হইবে। অতএব দেব! অস্ত
কিছু হইতেই তাহার মৃত্যুসম্ভাবনা নাই।
এ সম্বন্ধে যেরূপ নীতি প্রয়োগ কর্তব্য
করুন। ১—১৫। ব্রহ্মা বলিলেন,—
দেবগণের কথায় নারায়ণ উত্তর করিলেন,
হে সুরগণ! আমি বলোৎকট নহি।
আমি, আমার সন্তান বা অস্ত কোন দেব
হইতেই সেই অসুরের বধ সাধন হইবে
না। যদি ঈশ্বর হইতে প্রভূত শক্তিক্রম
অপত্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই
অপত্য হইতেই লোকভরতর তারক নিধন
প্রাপ্ত হইবে। অতএব হে সুরগণ! চম
—আমরা ঋষিগণ সহ মিলিত হইয়া তদীয়
ভাধ্যাপরিগ্রহার্থ যত্ন প্রকাশ করি। সুরগণ
‘তথাত্ত’ বলিয়া রত্নময় হিমালয়ে গমন
করিলেন এবং হিমালয়প্রিয়া মেনাকে
তৎপতি হিমগিরিবরকে সকলেই একসঙ্গে

বুদ্ধি প্রজ্ঞা প্রতিবেদ্য লজ্জা পুষ্টিঃ সরস্বতী ॥ ২১ ॥
এবং যেনেকথা লোকে যা হিতা লোকপাবনী
সেবার্থে কার্যসিদ্ধার্থে যুবযোগ্যকর্তব্যবিশেষ ॥ ২২ ॥
সমুৎপন্ন জগদ্ব্যক্তা শক্তোঃ পত্নী ভবিষ্যতি ।
অস্বাকং ভবতাং চাপি পালনী চ ভবিষ্যতি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

হিমবানপি তথাক্যং সুরাণামভিনন্দ্য চ ।
যেনো চাপি মহোৎসাহা অস্তিত্যেবং বচোহব্রবীৎ
তদোৎপন্ন জগদ্ব্যক্তী গোঁরী হিমবতো গৃহে ।
শিবদ্যানরতা নিত্যং তরিতা তন্ননোগতা ॥ ২৫ ॥
তাং বৈ প্রোচুঃ সুরগণা ঈশার্থে তপ আবিশ
তথা হিমবতঃ পৃষ্ঠে গোঁরী তেপে তপো মহৎ
পুনঃ সমুৎপন্নানুরীশো ধ্যায়তি তাং শিবাম্ ।
আত্মানং বা তথাস্তথা ন জানীমঃ কথং ভবঃ ॥

বলিলেন, যে দুক্কনন্দিনী জগজ্জননী শক্তি
শম্বর প্রণয়িনী ছিলেন, এবং যিনি বুদ্ধি, প্রজ্ঞা,
বৃত্তি, মেধা, লজ্জা, পুষ্টি, ও সরস্বতী ইত্যাদি
বহুধাক্রমে জগৎ পবিত্র করিয়া অবস্থান
করিতেছেন, তিনি দেবগণের কার্যাদির জন্য
আপনাদের অপত্যরূপে উৎপন্ন হইবেন ।
সেই জগদ্ব্যক্তা উৎপন্ন হইয়া পুনর্বার শম্বর
প্রণয়িনী হইবেন এবং আপনাদিগের
ও আমাদিগের পালনকর্ত্রী হইবেন । ব্রহ্মা
বলিলেন,—হিমবান্ সুরগণের সেই বাক্য
অভিনন্দিত করিলেন এবং তদীয় পত্নী
যেনোও মহোৎসাহে ‘অস্ত’ এই বাক্য উচ্চারণ
করিলেন । অনন্তর জগদ্ব্যক্তী গোঁরী
হিমালয়গৃহে জন্ম লইলেন । তিনি শিব-
দ্যানের নিরতা, নিয়ত তদেকান্তপরায়ণা ও
তদ্বন্দ্বী হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন ।
সুরগণ তাঁহাকে ঈশার্থে তপস্তাচরণে
অবরোধ করিলেন । গোঁরী তদনুসারে
হিমালয়পৃষ্ঠে গিয়া মহাতপস্তায় নিযুক্ত
হইলেন । এদিকে দেবগণ আবার এইরূপ
মন্তব্য করিলেন যে, গোঁরী ত শিব-
লাভার্থে তপস্বিনী হইলেন, কিন্তু সেই শিব
লাভের পিছাকে ধ্যান করেন, তাহার

মেনকায়াঃ সূতায়ান্ত চিত্তং দধ্যাৎ সুরেশ্বরঃ ।
তত্র নীতিবিধাভব্য ততঃ ঐষ্ট্যমবাপ্যত্বাৎ ।
ততঃ প্রাহ মহাবুদ্ধির্বাচস্পতিকদারবীঃ ॥ ২৮ ॥
বৃহস্পতিক্রবাচ ।

যত্নয়ং মদনো ধীমান্ কন্দর্পঃ পুষ্পচাপধরুঃ ।
স বিধ্যতু শিবং শাস্ত্রং বাটং পুষ্পময়ৈঃ শুভৈ
তেন বিদ্ধহিনেত্রোহপি কেশায়াঃ বুদ্ধিমানধেয়
পরিণেঘাত্যাসৌ নুনং তদা তাং গিরিজাং হরঃ
জয়িনঃ পঞ্চবাণস্ত ন বাণাঃ কাপি কুর্ ষ্ঠতাঃ ।
তথোচ্যাতাং জগদ্ব্যক্ত্যাং শক্তোঃ পুত্রোভবিষ্যতি
জাতঃ পুত্রহিনেত্রস্ত তারকং স হনিষ্যতি ।
বসন্তকং সহায়ার্থং শোভিতং কুসুমাকরম্ ॥ ৩২ ॥
আহ্লাদনঞ্চ মনসা কামায়ৈনং প্রবচ্ছৎ ॥ ৩৩ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্ট্যুক্তা সুরগণা মদনং কুসুমাকরম্ ।
প্রেময়ামানুরব্যাগ্ৰাঃ শিবাস্তিকমরিনন্দমাঃ ॥ ৩৪ ॥

উপায় কি? আমরা তাহা জানিতেছি না ।
সেই ভগবান্ ভব ক্রমে মেনকানন্দিনী
গোঁরীতে চিত্ত-সমাবেশ করিবেন । অত-
এব সে পক্ষে আমাদিগের নীতিপ্রয়োগ
কর্তব্য এবং তাহা হইলেই আমাদের
মঙ্গল লাভ নিশ্চিত । তখন মহাবুদ্ধি,
উদারচেতা বৃহস্পতি প্রস্তাব করিলেন,
এই যে পুষ্পচাপধারী, ধীশক্তিশালী,
মন্থক কন্দর্প, ইনি পুষ্পময় বাণ দ্বারা সেই
শাস্ত শিবকে বিদ্ধ করুন । মদনবাণে বিদ্ধ
হইয়া জিলোচন নিশ্চিতই কেশানীর প্রতি
মনঃসংযোগ করিবেন এবং তখন গিরি-
বালার পাণিগ্রহণও কারবেন । বিজয়ী
পঞ্চবাণের বাণ কুত্রাপি কুণ্ঠিত হয় না ।
শম্বর জগদ্ব্যক্তীর পাণিগ্রহণ করিলে তদীয়
গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে; সেই ত্রিনেত্র-
পুত্রই তারকাসুরের নিধনসাধন করিবে ।
অতএব এই মদনের সাহায্যার্থে কুসুমাকর
বসন্তকে প্রেরণ কর । ১৭—৩৩ । ব্রহ্মা বলি-
লেন,—সুরগণ সেই প্রস্তাবের সম্মত হইয়া

স জগৎ স্বয়ং কামো বৃষ্ঠটাপো সমাধবঃ ।

রত্যা চ সহিতঃ কামঃ কর্তুঃ কর্ম সুহৃৎকরম্ ॥ ৩৫

পৃথীক্কা সশরং চাপমিদং তন্ত মনোহভবৎ ।

ময়া বেধ্যস্ববেধ্যো বৈ শত্ৰুলোকগুরুঃ প্রভুঃ ॥ ৩৬

ত্রৈলোক্যজয়িনো বাণাঃ শস্ত্রো মে কিং

দৃঢ়া ন বা ।

ভেন্নাসো চাগ্নিনেত্রো ভস্মশেষস্তদ্বা কৃতঃ ॥ ৩৭

তদেব কর্ম সুদৃঢ়মীকিতং সুরসন্তমাঃ ।

আজমুজ্ঞয়দবৃত্তং শৃণু বিন্ময়কারকম্ ॥ ৩৮

শত্ৰুঃ দৃষ্টা সুরগণা যাবৎ পশন্তি মন্থধম্ ।

ভাবচ্ ভস্মসাত্ত্বতঃ কামঃ দৃষ্টা ভয়াতুরাঃ ॥

তুহুর্হুদিশেশানং কৃতাজলিপুটাঃ সুরাঃ ॥ ৩৯

দেবা উচুঃ ।

ভারকান্তয়মাপন্নং কুক পত্নীঃ গিরেঃ সূতাম্ ॥

মদন ও বসন্তকে শিবাঙ্গিকে প্রেরণ করিলেন। মদন তখন রতি ও মাধবসহ ধনুর্কীর্ণহস্তে অরিতপদে দ্রুত কর্ম সাধনার্থ যাত্রা করিলেন। মদন সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,— চরাচরগুরু শত্ৰু অবেধ্য হইলেও আমি তাঁহাকে নিশ্চয়ই বিদ্ধ করিব। আমার জিলোকবিজয়ী বাণ সকল কি শত্ৰুর দেহে স্বীয় কাঠিন্ত প্রকাশ কারবে না? মদন এইরূপ স্থির করিলেন, বটে, কিন্তু শত্ৰুর ভীষণ নৈজানলে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া গেলেন। সেই কঠোর কর্ম দেখিবার জন্য সুরজ্যেষ্ঠগণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তখন যে বিন্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা অবগত কর। সুরগণ শত্ৰুকে দেখিয়া যেমন মন্থধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; অমনি দেখিলেন কাম ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণে দেবগণ ভয়াতুর হইয়া কৃতাজলিপুটে জিদশপতিকে স্তব করিলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে দেব! ভারকান্তুর হইতে আমাদের ভয় উপস্থিত হইয়াছে; আমরা গিরিসুতার পাশীভূত করুন।

ব্রহ্মোবাচ ।

বিদ্ধচিত্তো হরোহপ্যাণ্ড যেনে বাক্যঃ

সুরোদিতম্ ।

অরুহতীঃ বসিষ্ঠক মাং তু চক্রধরং তথা ॥ ৪১

প্রেময়ামাসুরমরা বিবাহায় পরম্পরম্ ।

সহকোহপি তথাপ্যাসীক্ষিমবলোকনাধরোঃ ॥ ৪২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শত্ৰুবিবাহসম্ভবো নামৈক-

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

বিস্তৃতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

হিমবৎপর্বতে শ্রেষ্ঠে নানারত্নবিচित्रিতে ।

নানারত্নলতাকীর্ণে নানাধিজনিবেষিতে ॥ ২

নদীনদসরঃকুপতভাগাদিভিন্নাবৃত্তে ।

দেবগন্ধর্বষক্ষাদিসিদ্ধচারণসেবিতৈঃ ॥ ২

ব্রহ্মা বলিলেন—হয় মদনবাণে বিদ্ধ হইয়া ছিলেন; সূতরাং তৎক্ষণাৎ সুরগণের বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন দেবগণ অরুহতী, বসিষ্ঠ, আমি এবং চক্রপাণি বিষ্ণু, আমাদের এই কয়েকজনকে শিবের বিবাহ সম্পাদনার্থ প্রেরণ করিলেন। অবিলম্বে শৈলপতি হিমবান ও লোকপতি ঈশান এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর সহকৃত সংস্থাপিত হইল ॥ ৩৬—৪২ ॥

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হিমালয় পর্বতগণের শ্রেষ্ঠ; উহা নানারত্নে চিত্রিত, নানা রত্নলতায় আকীর্ণ, ও নানা ধিজগনে নিবেষিত। উহার নানা স্থান কত নদী, নদ, সরোবর, কুপ ও ভাগাদি দ্বারা পরিবৃত্ত। উহার দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, সিদ্ধ, ও চারণগণ বিচরিত

শুভমাকরতসম্পন্ন হর্ষোৎকর্ষকারণে ।
 মেকমন্দরকৈলাসমৈনাকাদিনগৈরুতে ॥ ৩
 বগিষ্ঠাগন্ত্যপৌলস্ত্যলোমশাদিভিরারুতে ।
 মহোৎসবে বর্তমানে বিবাহঃ সমজায়ত ॥ ৪
 তত্র বেদী রতুময়ী শোভিতা স্বর্ণভূষিতা ।
 বজ্রমাণিক্যবৈদূষ্যতদ্রয়স্তস্তশোভিতা ॥ ৫
 জয়ালম্বীভক্তাকান্তিকীর্তিপুষ্ট্যাদিসংবৃত্তা ।
 মেকমন্দরকৈলাসসৈরবতৈঃ পরিশোভিতৈঃ ॥ ৬
 পুজিতো লোকনাথেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।
 মৈনাকঃ পর্বতশ্রেষ্ঠো রেজেহতীব হিরণ্যয়ঃ ॥ ৭
 কুমরো লোকপালাশ্চ আদিত্যঃ সমরুদগণাঃ ।
 বিবাহে বেদিকাঃ চক্রদেবদেবস্ত শূলিনঃ ॥ ৮
 বিষ্ণুর্মা স্বয়ং সৃষ্টা বেদী চক্রে সত্যোরণাম্ ।
 সুরভী নন্দিনী নন্দা সুনন্দা কামদোহিনী ॥ ৯
 আভিভূতশোভিতেশান্তা বিবাহঃ সমজায়ত ।

করিতে লাগিল। হর্ষোৎকর্ষের প্রধান
 কারণ সুখসমোরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল।
 মেক, মন্দর কৈলাশ, মৈনাকাদি নগনিচয়ে
 হিরণ্য পূরিষত হইল। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য,
 পৌলস্ত্য ও লোমশাদি ঋষিবর্গ সমাগত
 হইলেন। এইরূপে তখন হিমালয়ে হর-
 পার্বতীর বিবাহ-মহোৎসব আরম্ভ হইল।
 সেখানে এক রতুময়ী বিবাহবেদী নিশ্চিত
 হইল। ঐ বেদীর স্তম্ভগুলি হীরক, মাণিক্য
 ও বৈদূষ্যাদি মণি-রত্নে খচিত হইল। জয়া,
 লম্বী, ভক্তা, কান্তি, কীর্তি ও ভূষ্টি প্রভৃতি
 দেবীগণ সেই বেদীতে বিরাজ করিতে
 লাগিলেন। মেক, মন্দর, কৈলাস, ও
 রৈবত প্রভৃতি পর্বত ও স্বয়ং লোকপতি প্রভ-
 বিষ্ণু বিষ্ণু কর্তৃক সম্মানিত হইয়া পর্বতরাজ
 কুমার মৈনাক সান্তিপর্য শোভা ধারণ
 করিলেন। ঋষিগণ, লোকপালগণ, আদিত্য-
 গণ ও মরুতগণ দেবদেব শূলপাণির
 বিবাহ-বেদিকা প্রভৃতি করিলেন। নিজে
 বিষ্ণুর্মা এক ভোরণময়ী বেদী নির্মাণ
 করিলেন। ইশানীর বিবাহোৎসবে সুরভি,
 নন্দিনী, নন্দা, সুনন্দা, কামদোহিনী,

সমুদ্রাঃ সরিতো নাগা ওষধ্যা লোকমাতৃগণ ॥
 সবনস্পতিবীজাশ্চ সর্বো তত্র সমাযুতঃ ।
 ভুবঃ কশ্ম ইলা চক্রে ওষধ্যস্তরকশ্ম চ ॥ ১১
 বরুণঃ পানকশ্মাণি দানকশ্ম ধনাধিপঃ ।
 অগ্নিশ্চকার তত্রায়ং যচ্চেষ্টঃ লোকনাথস্যোঃ ॥
 তত্র তত্র পৃথক্ পূজাঃ চক্রে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ।
 বেদাশ্চ সরহস্তা বৈ গায়ন্তি চ হসন্তি চ ॥ ১৩
 নৃত্যস্ত্যাপুরসঃ সর্বা ভগ্নগর্ভকিরিরাঃ ।
 লাজাধুকৃচাপি মৈনাকো বভূব মুনিসত্তমঃ ॥ ১৪
 পুণ্যাহবাচনঃ বৃন্তমস্তর্বেশ্বনি নারদ ।
 বেদিকায়ুপাবিষ্টো দম্পতী সুরসত্তমো ॥ ১৫
 প্রতিষ্ঠাপ্যায়িঃ বিধিবদশানক্যাপি পুজক ।
 হত্বা লাজাশ্চ বিধিবৎ প্রদক্ষিণমথাকরোৎ ॥ ১৬
 অশ্বানঃ স্পর্শহেতোশ্চ দেব্যজুষ্ঠং করেহম্মশ্বশং
 বিষ্ণুনা প্রেরিতঃ শীঘ্রদক্ষিণস্ত পদস্ত চ ॥ ১৭
 তামদর্শমহং তত্র হোমঃ কুর্বন্ হরাস্তিকে ।

সমুদ্র, সরিৎ, নগ, ওষধি ও লোকমাতৃগণ
 বনস্পতি ও বীজাদিসহ সকলেই আসিয়া
 যোগদান করিলেন। ইলা ভূমিকর্ষ,
 ওষধিগণ অন্নক্রিয়া, বরুণ পানকর্ষ, ও
 ধনাধিপ, দানকর্ষ করিবার ভার লইলেন।
 অগ্নি স্বয়ং সেই লোকনাথস্বয়ের অতীষ্ট
 অন্ন প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। সনাতন
 বিষ্ণু পৃথক্ পৃথক্ পূজার্থে নিযুক্ত
 হইলেন। সরহস্ত বেদগণ গান আরম্ভ
 করিল। অশ্বিনী, গর্ভক, ও কিরিরেয়াও
 হস্ত, নৃত্য, ও সঙ্গীতধ্বনি করিতে
 লাগিল। মৈনাক লাজবর্ষণে নিযুক্ত
 হইলেন। হে নারদ! তখন গৃহাভ্যন্তরে
 পুণ্যাহবাচন হইতে লাগিল। সুরদম্পতি
 বিবাহবেদিকায় উপবেশন করিলেন।
 হে পুজক! তৎকালে যথাবিধি অগ্নি ও
 প্রস্তর প্রতিষ্ঠা করিয়া লাজহোম সমা-
 পনান্তে বিধিমত অগ্নি প্রদক্ষিণ
 করিলেন। ১—১৬। তৎপরে বিষ্ণু প্রেরণায়
 শব্দ প্রদত্তপর্ণ সমাধাভ্যন্তরে করিয়া
 দেবীর অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিলেন। অগ্নি

দৃষ্টেহৃষ্টে হৃষ্টবুদ্ধা বীৰ্য্যং জ্ঞানং মে তদা ।
লজ্জয়া কলুবীভূতঃ স্বয়ং বীৰ্য্যমচূর্ণয়ম্ ।
মবীৰ্য্যাকুর্ণিতাং হৃদ্ধাখানখিল্যাত জজিরে ।
ততো মহানকুন্তজ হাহাকার সুরোদিতঃ ।
লজ্জয়া পরিতুতোহহং নির্গতস্ত তদাসনাৎ ॥২০॥
পশুৎসু দেবসম্যেযু তুক্ষীভূতেষু নারদ ।
গচ্ছন্তঃ মাং মহাদেবো দৃষ্টৌ নন্দিনমব্রবীৎ ॥২১॥
শিব উবাচ ।

ব্রহ্মাণমাহ্ময়ম্বেহ গতপাপং করোম্যহম্ ।
কৃতাপরাধেহপি জনে সন্তঃ পুরুষমানসাঃ ।
মৌহরন্ত্যপি বিধাঃসং বিষরণামিযং স্থিতিঃ ॥২২॥
ব্রহ্মোবাচ ।
এবমুক্তা স ভগবান্ উময়া সহিতঃ শিবঃ ।
মমাহুকম্পয়া চৈব লোকানাং হিতকামায়া ॥২৩॥
এতচ্চকার লোকেশঃ শৃণু নারদ যত্নতঃ ।

তখন হোম করিতে করিতে হরাস্তিকে
ঠাঁহাকে দর্শন করিলাম । হৃষ্ট বুদ্ধিক্রমে
ভনীয় অজ দৃষ্ট হইবামাত্র আমার বীৰ্য্য
ক্ষয়িত হইল । আমি লজ্জায় কলুবীভূত
হইয়া আমার সেই ক্ষয়িত বীৰ্য্য নিক্ষেপ
করিলাম ; সেই নিক্ষিপ্ত হৃদ্ধ হৃদ্ধ বীৰ্য্য
হইতে বালখিল্য মুনিগণ উৎপন্ন হইলেন;
তৎকালে সুরগণমধ্যে একটা মহা হাহাকার
পড়িয়া গেল । আমি লজ্জায় আক্রান্ত
হইলাম এবং সেই আসন হইতে সত্বর
নির্গত হইলাম । দেবসমাজ অবাচ্ হইয়া
আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ।
হে নারদ! মহাদেব আমাকে যাইতে
দেখিয়া নন্দীকে বলিলেন,—নন্দিন! তুমি
ব্রহ্মাকে ভাক; আমি উইাকে নিষ্পাপ
করিয়া দিই । লোকে অপরাধ করিলেও
সাদৃশ্য কৃপাপ্রবণ হইয়া থাকেন । বিষয়
সকল বিষঙ্গণেরও মোহ উৎপাদন করে;
ইহাই তাহাদিগের স্বভাব । ব্রহ্মা কহিলেন,
ভগবান্ উমাপতি শিব আমার প্রতি অহু-
কম্পা বশতঃ এই কথা কহিয়া লোকনিচয়ের
হিতজনকীয় যে ব্যবস্থা করিলেন, হে

পাপিণাং পাপমোক্ষায় ভূমিরাসৌ ভবিষ্যতি ।
তয়োচ্চ সারসর্গস্বাহারিয্যামি পাবনম্ ।
এবং নিশ্চিত্য ভগবান্ভয়োঃ সারং সমাহরিত্ব
ভূমি কুমণ্ডলুং কৃৎস্না ভজ্যাপঃ সন্নিবেদ্য চ ।
পাবমাত্মাদিতিঃ হৃষ্টৈরভিমন্ত্য চ বহুতঃ ॥২৪॥
ত্রিজগৎপাবনী শক্তিঃ তত্র স্তুয়ার পাপক ।
মানুবাচ স লোকেশো গৃহাণেমঃ কমণ্ডলু ॥২৫॥
আপো বৈ মাতরো দেব্যো ভূমির্বীজ্য তবাপরা
স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশানাং হেতুত্বমুতয়োঃ স্থিতম্
অত্র প্রতিষ্ঠিতো ধর্ম্মো হ্যত্র যজ্ঞঃ সনাতনঃ ।
অত্র ভুক্তিশ্চ মূক্তিশ্চ স্বাবরং জজন্ম তথা ॥২৬॥
স্বরগান্নানসঃ পাপং বচনাচ্যচিকং তথা ।
জ্ঞানপান্যভিষেকাচ্চ প্রণতত্যাপি কামিকম্ ॥২৭॥
এতদেবায়ুতঃ লোকে নৈতন্মাৎ পাবনং পশু
মহাভিমন্তিতঃ ব্রহ্মন্ গৃহাণেমঃ কমণ্ডলু ॥২৮॥

নারদ! তাহা যত্নপূর্বক শ্রবণ কর । তিনি
বলিলেন,—ভূমি ও জল পাপিগণের পাপ-
মোচনকর হইবে । আমি তাহাদিগের
পবিত্র সারসর্গস্ব আহরণ করিতেছি । ভগ-
বান্ ভব মৎসম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া
জল ও মৃত্তিকার সার আহরণ করিলেন ।
তৎপরে ভূমিকে কমণ্ডলু করিয়া তাহাতে
জল স্থাপনান্তে পাবমানী স্তূক্ত দ্বারা সমস্ত
অভিমন্তিত করত তাহাতে ত্রিলোকপাবনী
শক্তি ধ্যান করিয়া সেই লোকপতি আমাকে
বলিলেন,—ভূমি এই কমণ্ডলু গ্রহণ কর ।
আপদেবো এবং ভূমি দেবী ইহারা উভয়েই
জগন্মাতা; স্থিতি, উৎপত্তি ও বিনাশের
হেতু ঐ উভয়েই প্রতিষ্ঠিত । এই আশ
ও ভূমিময় কমণ্ডলু মধ্যে সনাতন ধর্ম্ম, যজ্ঞ,
ভুক্তি, মূক্তি, স্বাবর ও জজন্ম অবস্থিত । এই
কমণ্ডলুজল স্রবণে মানস পাপ, কাম
বাচিক পাপ এবং জ্ঞান পান ও আভি-
ষেকে কামিক পাপ প্রনষ্ট হয় । সনাতন
এই জলই পরম পাবন অমৃতরূপ; হে
ব্রহ্মন্! আমি ইহা অভিমন্তিত কর-
বাহি, ভূমি এই কমণ্ডলু গ্রহণ কর ।

অজ্ঞান্য বাসি যঃ কচ্চিৎস্বরেনাপি পঠেদপি ।

স সৰ্বকামানাপ্নোতি গৃহাণেমঃ কমণ্ডলুয় ॥ ৩২ ॥

তুভ্যেভ্যশ্চাপি পঞ্চত্যা আপো তুভ্যং মহোদিতম
ভাসানুৎকৃষ্টমেতন্মাদ্ গৃহাণেমঃ কমণ্ডলুয় ॥ ৩৩ ॥

অজ্ঞান্য বাসি শোভিষ্ঠঃ পুণ্যং পাবনমেব চ ।

শ্রুত্বা শ্রুত্বা চ শ্রুত্বা চ ব্রহ্মন্ পাপাঘিমোক্যসে ॥

এবমুক্তা মহাদেবঃ প্রাদানমম কমণ্ডলুয় ।

ততঃ সুরগণাঃ সৰ্বে ভক্ত্যা প্রোচুঃ সুরেশ্বরম্

আহ্বানচ্চ মহান্তজ্ঞ জয়শকো ব্যবৰ্ত্তত ॥ ৩৫ ॥

দেবোৎসবে মাতুরজঃ পদাগ্রং

সযীক্য পাপাং পতিতভূমাপ ।

প্রাণাং কৃপালুঃ সুরগাং পবিত্রাঃ

গজাং পিতা পুণ্যকমণ্ডলুহাম ॥ ৩৬ ॥

ইতি ত্রিষপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ব্রহ্মকমণ্ডলুদানঃ

নাম ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

এই কমণ্ডলুস্থিত সলিলের সুরণ ও নাম
কীৰ্ত্তন করিলেও নর সৰ্বকাম প্রাপ্ত হইয়া
থাকে। অতএব ইহা তুমি গ্রহণ কর।

পঞ্চভূতমধ্যে জলই মহোদয়শালী ও জন-
রাশি মধ্যে এই কমণ্ডলুর জলই উৎকৃষ্ট।

অতএব এই কমণ্ডলু গ্রহণ কর। হে ব্রহ্মন্ !

এই কমণ্ডলু মধ্যে যে শুভ পুণ্য বাসি আছে,

তাহা স্পর্শন, সুরণ ও দর্শন করিলেই পাপ

হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। মহাদেব

এই কথা কহিয়া আমার হস্তে কমণ্ডলু অর্পণ

করিলেন। তখন সুরগণের মহা আহ্বান

হইল। তাঁহারা জয়শব্দ উচ্চারণ করিতে

লাগিলেন এবং ভক্তিভরে সেই সুরেশ্বরকে

উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,—দেবদেবের বিবা-

হোৎসবে পদ্মযোনি জগন্মাতার পাদাগ্র

স্পর্শিয়া পাপাশয়ে পতিত প্রাপ্ত হইয়া-

ছিলেন, জগৎপিতা কৃপা করিয়া তাঁহার

পবিত্রতা জন্ত সুরগণও পুণ্যজননী পুণ্য-

কমণ্ডলুবাসিনী গজাকে প্রদান করি-

লেন । ৩৭-৩৬ ।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭২ ।

ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

কমণ্ডলুস্থিতা দেবী ভব পুণ্যবিবর্দ্ধিনী ।

যথা মর্ত্যঃ গতা নাথ তন্মে বিস্তরতো বদ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

বলিনাম মহাদৈত্যো দেবারিরপরাভিভঃ ।

ধর্ম্মেণ যশসা চৈব প্রজাসংরক্ষণেন চ ॥ ২ ॥

শুরুভক্ত্যা চ সত্যেন বীৰ্য্যেণ চ বলেন চ ।

ত্যাগেন কময়া চৈব ত্রৈলোক্যে নোপমীয়তে ॥

তত্ত্বাক্ষিযুরতাঃ দৃষ্ট্বা দেবাশ্চিন্তাপরাধনাঃ ।

মিথঃ সমুচুরমরা জেয্যামো বৈ কথং বলিন ॥ ৪ ॥

তস্মিন্ শাসতি রাজ্যন্ত ত্রৈলোক্যঃ হতকণ্টক

নারয়ো ব্যাধয়ো বাপি নাধয়ো বা কথঞ্চন ॥ ৬ ॥

অনাযুষ্টিরধর্ম্মো বা নাস্তিশকো ন দুর্জনঃ ।

স্বপ্নেহপি নৈব দৃষ্টেত বলো রাজ্যঃ প্রশাসতি

তস্তোরতিশরৈর্ভগ্নাঃ কীৰ্ত্তিভগ্নাধিধাকৃতাঃ ।

তত্তাজ্ঞাশক্তিভিন্নাঙ্গা দেবাঃ শর্ম্ম ন লোভয়ে

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

নারদ বলিলেন,—গজাদেবী কমণ্ডলু-

মধ্যে থাকিয়া আপনার পুণ্যবির্দ্ধিনী হইয়া-

ছেন। তিনি যেভাবে মর্ত্যধামে উপনীত

হইলেন; তাহা আমার নিকট বিস্তররূপে

বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বলি নামে এক

দেবশত্রু মহাদৈত্য ছিল; কুজাপি তাহার

পরাজয় ঘটিত না। ধর্ম্ম, যশ, প্রজাপালন,

শুরুভক্তি, সত্য, বীৰ্য্য, বল, ত্যাগ, ও কম্যা

গুণে ত্রৈলোক্যে কেহই তাহার উপমান

ছিল না। দেবগণ তাহার সমুদ্রত সমুদ্র

দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং পরস্পর সম্বি-

লিত হইয়া কিরূপে বলিকে জয় করিলেন,

সে সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে

বলির রাজ্যশাসন কালে ত্রৈলোক্য নিক-

টক হইল। আধি, ব্যাধি, শত্রুত্ব, অনা-

যুষ্টি, অধর্ম্ম, অতাবজ্ঞিত আত্মনাদি বা দুর্জ-

নের উপজব, স্বপ্নেও তাহার কল্পিত

হইল না। দেবগণ বলির সমুদ্রত সমুদ্র

ভক্তঃ সন্ন্যাসানুঃ কৃষ্ণা মাৎস্যধর্মগ্রন্থঃ ।

ভবশোহর্ষিপ্রদীপ্তাং বিষ্ণুঃ অমুঃ সুবিস্মলঃ
দেবা উচুঃ ।

আর্তাঃ স্ব গতস্বাঃ স্ব শঙ্খচক্রগদাধর ।

অশ্বদর্শে ভবান্ নিত্যমাযুধানি বিভক্তি চ ॥ ১০ ॥

কুরি নাথে জগন্নাথ অশ্বাকং হুঃখমীদৃশম্ ।

স্বাং তু প্রশমতী বাণী কথং দৈত্যং নমস্ততি ॥

মনসা কর্ণণা বাচা স্বামেব শরণং গতাঃ ।

স্বদাসি শরণং সন্তঃ কথং দৈত্যং নমেমহি ॥ ১১ ॥

বজ্রাম্বুজা মহামৈজৈর্বদামো বাগ্ ভিরচ্যুত ।

স্বদেকশরণাঃ সন্তঃ কথং দৈত্যং নমেমহি ॥ ১২ ॥

স্ববীর্ঘ্যাম্রিতা নিত্যং দেবাঃ সেস্তপুরোগমাঃ ।

স্বয়া দন্তঃ পদং প্রাপ্য কথং দৈত্যং নমেমহি ॥ ১৩ ॥

অষ্টা কং ব্রহ্মমূর্ত্যা তু বিষ্ণুর্ভূত্যা তু রক্ষসি ।

চিত্ত, কীর্তি-ধ্বজে বিধারিত, ও আজ্ঞা-

প্রভাবে ভিন্নগাত্র হইয়া কুত্রাপি শান্তিলাভ

করিতে পারিলেন না । তখন তদীয় শশঃ-

পাবকে প্রদীপ্তগাত্র ও বিস্মল হইয়া মাৎ-

স্যধর্মশে পরম্পর মন্ত্রণাপূর্বক বিষ্ণুর শরণা-

গম্ন হইলেন । দেবগণ বলিলেন, হে শঙ্খ-

চক্র-গদাধর ! আমরা আর্ত ও গতস্ব হই-

য়াছি ; আমাদের রক্ষার নিমিত্তই আপনি

আয়ুধ সকল ধারণ করেন । আপনার জ্ঞায়

রক্ষক সবেও—হে জগন্নাথ ! আমাদের ঈদৃশ

হুঃখ উপস্থিত হইয়াছে । আমাদের যে বাণী

আপনার প্রণামকারী, সে অধুনা দৈত্যকে

নমস্কার করিবে কেমন করিয়া ? আমরা

কাহ্ন-মনোবাক্যে আপনাকেই শরণ লই-

য়াছি ; আপনার চরণাশ্রিত আমরা দৈত্যকে

নমস্কার করিব কেমন করিয়া ? হে অচ্যুত !

আমরা মহাবজ্র করিয়া আপনাকেই অর্চনা

করি এবং উদার-বাক্যে আপনাকেই স্তুত

করি ; সেই ভবদাশ্রিত আমরা কি করিয়া

দৈত্যকে নমস্কার করিব ? ইতুপ্রমুখ দেবগণ

নিত্য তোমারই বীর্ঘ্যের আশ্রিত । আমরা

তোমার নত উচ্চপদ পাইয়া এক্ষণে দৈত্যকে

নমস্কার করিব কিরূপে ? তুমি ব্রহ্মরূপে জটী,

সংহর্তা কল্পশক্ত্যা কং কথং দৈত্যং নমেমহি ॥ ১৪ ॥

ঐর্ঘ্য কারণে লোকে বিনৈর্ঘ্যত্ব কিং কলম্

হতৈর্ঘ্যাঃ সুরেশান কথং দৈত্যং নমেমহি ॥ ১৫ ॥

অনাদিদ্বঃ জগদ্ধাতরনন্তদ্বঃ জগদ্বক্তৃকঃ ।

অন্তবস্তমুঃ শক্রঃ কথং দৈত্যং নমেমহি ॥ ১৬ ॥

ভবৈর্ঘ্যেণ পুষ্টাঙ্গা জিহ্বা জৈলোক্যমোজসা ।

হিরাঃ স্তামঃ সুরেশান কথং দৈত্যং নমেমহি

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যেতদেব বচনং জহ্মা দৈতেরনুদনঃ ।

উবাচ সর্দানমরান্ দেবানাং কার্যগিহ্ময়ে ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

মন্তকোহসৌ বলিদৈত্যো হবধ্যোহসৌ

সুরাসুরৈঃ ।

যথা ভবন্তো মৎপোষ্যাস্থথা পোষ্যো বলির্বম

বিনা তু সঙ্গরং দেবা হত্বা রাজ্যং ত্রিবিষ্টপে ।

বলিং নিবধ্য মন্ত্রোক্ত্যা রাজ্যং বঃ প্রদদাম্যহম্

বিষ্ণুরূপে রক্ষাকর্তা, এবং কল্পরূপে সংহার-

কর্তা । আমরা তোমাকে ভিন্ন দৈত্যকে

নমস্কার করি কিরূপে ? জগতে ঐর্ঘ্য-

লাভই প্রয়োজন ; বিনা ঐর্ঘ্যে কল কি ?

হে সুরেশ ! আমরা হতৈর্ঘ্য হইয়া

কিরূপে দৈত্যকে নমস্কার করি ? হে জগদ্বি-

ধাতঃ ! তুমি অনাদি, অনন্ত, চরাচরভক্ত ;

তুমি থাকিতে এই বিনশ্বর শক্র দৈত্যকে

আমরা কিরূপে নমস্কার করিব ? আমরা

তোমার ঐর্ঘ্যে পুষ্টাঙ্গ হইয়া সবলে

জৈলোক্য জয় করিয়া ভবিষ্যতে স্বাধীনতা

করিব । সুতরাং হে সুরেশান ! কেমনে

দৈত্যকে নমস্কার করি ? ১—১৭ । ব্রহ্মা

বলিলেন,—দৈত্যানুদন ভগবান্ দেবগণের ঐ

কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের কার্যগিহ্ম

নিমিত্ত বলিলেন,—দেবগণ । বলি আমরা

ভক্ত ; সুতরাং সুরাসুরগণের অবধ্য । বলি

যেমন আমার প্রতিপাল্য, আপনারও

তেমনি আমার পরিপোষ্য ; সুতরাং ব্রহ্ম-

ব্যতীত বলির রাজ্য লইয়া মহাশয়

হাকে বন্দন করত জৈলোক্যকে রাজ্য

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্টাংক্য সুরগণাঃ সজ্জয়ন্তি বমেব হি ।
 ভগবানপি দেবেশো হৃদিত্যা গৰ্ভমাবিশৎ ॥
 তন্নিয়ন্তু পত্মমানে তু উৎসবাচ্চ বভুবিরে ।
 জাতোহসৌ বামনো ব্রহ্মন্ যজ্ঞেশো যজ্ঞপুরুষঃ
 এতান্ময় স্তরে ব্রহ্মন্ হযমেধায় দীক্ষিতঃ ।
 বলির্বলবতাং শ্রেষ্ঠ ঋষিমুখ্যৈঃ সমাহিতঃ ॥ ২৩
 পুরোধসা চ শুক্রেণ বেদবেদাঙ্গবেদিনা ।
 যথৈ তন্নিয়ন্তু বৰ্ত্তমানে যজ্ঞমানে বলৌ তথা ॥
 অধ্বিজ্য ঋষিমুখ্যে তু শুক্রে তত্র পুরোধসি ।
 হবির্ভাগার্থমাসন্নদেবগন্ধর্ব্বপন্নগে ॥ ২৪
 দীপতাং ভূজ্যতাং পূজা ক্রিয়তাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্
 পরিপূর্ণঃ পুনঃ পূর্ণমেবং বাক্যে প্রবর্ত্ততি ॥ ২৬
 শনৈস্তদেবশমভ্যাগাধামনঃ সামগায়নঃ ।
 যজ্ঞবাটমুদ্রাপ্রাপ্তো বামনশ্চিত্রকুণ্ডলঃ ॥ ২৭
 প্রাশংসমানস্তঃ স্তজঃ বামনঃ প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ ।

অর্পণ করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—সুরগণ
 ‘তথা’ বলিয়া স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান করি-
 লেন। এদিকে ভগবান্ দেবেশও অদিতির
 গর্ভে প্রবেশ করিলেন। পরে যখন তিনি
 উৎপন্ন হইলেন, তখন সুরসমাজে একটা
 মহোৎসব পড়িয়া গেল। হে ব্রহ্মন্! ভগ-
 বান্ তখন যজ্ঞেশ, যজ্ঞপুরুষ, বামন হইয়া
 জন্মগ্রহণ করিলেন। এদিকে ঐ সময় বলি-
 শ্রেষ্ঠ বলি অশমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইল।
 বহু ঋষি আগমন করিলেন। বেদবেদাঙ্গ-
 বেদী শুক্রাচার্য্য পুরোহিত হইলেন।
 এইরূপে সেই বলির যজ্ঞ আরম্ভ হইল।
 ঋষিশ্রেষ্ঠ পুরোহিত শুক্রাচার্য্য অধ্বিকূর্কশে
 নিয়ত হইলে, হবির্ভাগ গ্রহণ করিবার জন্ত
 দেব, গন্ধর্ব্ব ও পশুগানচয় উপস্থিত হইলেন।
 তখন দীপতাং, ভূজ্যতাং প্রভৃতি বিভিন্ন ধনি
 উদ্ভূত হইল। যজ্ঞক্রিয়া প্রায় সমাপ্ত হইল।
 যজ্ঞে ‘পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ’ এই বাক্য কেবল
 উচ্চারিত হইতেছিল। এই সময় বামনদেব
 চিত্রকুণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া সামগান করিতে
 ক্রমিত সেই যজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত

ব্রহ্মরূপধরঃ দেবঃ বামনঃ দৈত্যান্ হননব্ ॥ ২৮
 দাতারং যজ্ঞতপসাং কলং হস্তারং ব্রহ্মসাম্ ।
 জাত্য ত্বরন্থোবাচ রাজানং ভূরিতেজসন্ ॥
 জেতারং ক্রত্বধর্ম্মেণ দাতারং ভক্তিতো ধনম্ ।
 বলিং বলবতাং শ্রেষ্ঠঃ সত্যার্থ্যঃ দীক্ষিতঃ যথৈ
 ধ্যায়ন্তঃ যজ্ঞপুরুষমুৎসজন্তঃ হবিঃ পৃথক্ ।
 তমাহ ভৃগুশাঙ্গুলঃ শুক্রেঃ পরমবুদ্ধিমান্ ॥ ৩১
 শুক্রে উবাচ ।

যোহসৌ তব মখংপ্রাপ্তো ব্রাহ্মণো বামনাকৃতিঃ
 নাসৌ বিপ্রো বলে সত্যং যজ্ঞেশো যজ্ঞবাহনঃ
 শিশুস্ত্যং যাচিছুঃ প্রাপ্তো নুনং দেবহিতায় হি
 ময়া চ সহ সম্ভ্রাত্য পশ্চাদেদ্যং কুয়া প্রতো ॥ ৩৩
 ব্রহ্মোবাচ ।
 বলিঃ ভার্গবঃ প্রাহ পুরোধসময়িন্দমঃ ॥ ৩৪
 বলিব্রবাচ ।

যন্তোহহং মম যজ্ঞেশো গৃহমায়াতি মুর্ত্তিমান্ ।
 আগত্য যাচতে কিঞ্চিৎ কিং মম্যমবশিষ্যতে

হইলেন। তিনি যজ্ঞের যথেষ্ট প্রাশংসা
 করিলেন। ভৃগুনন্দন শুক্রে সেই দৈত্য-
 নিষূদন ব্রহ্মরূপধর বামনদেবকে দেখিয়া
 তাঁহাকেই যজ্ঞ ও তপস্কার কলদাতা ও ব্রহ্মস
 কুলের নিহন্তা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।
 অনন্তর ত্বরান্বিত হইয়া বিজয়ী, বলিশ্রেষ্ঠ,
 দানশীল, সত্বীক, যজ্ঞদীক্ষিত, ভূরিতেজা
 রাজাকে বলিলেন, হে বলে! এই যে
 বামনাকৃতি বিপ্র তোমার যজ্ঞে আসিয়াছেন,
 ইনি বিপ্র নহেন। নিশ্চয়ই ইনি যজ্ঞবাহন
 যজ্ঞেশ্বর শিশুরূপে দেবগণের হিতার্থ তোমার
 নিকট যাজ্ঞা করিতে আসিয়াছেন; অতএব
 হে প্রতো! আমার সহিত মন্ত্রণা করিয়া
 পরে ইহাকে যথা দিতে হয় দান করিবেন।
 ব্রহ্মা কহিলেন, অয়িন্দম বলিরাজ তৎপ্রবণে
 পুরোহিত ভার্গবকে বলিলেন, মুর্ত্তিমান্
 যজ্ঞেশ্বর আমার গৃহে আসিয়াছেন, ইহাতে
 আমি ধন্ত হইলাম। ইনি কিহু প্রার্থনা
 করিবেন, ইহাতে আমি আনন্দিত হই

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্ষা সভার্যোহসৌ শুক্রেণ চ পুরোধসা ।
জগাম যত্র বিশ্রেস্তো বামনোহদিতি নন্দনঃ ॥
কৃতাজলিপুটো ভূত্বা কেনাৰ্হিঃ তদুচ্যতাম্ ।
বামনোহপি তদা প্রাহ পদত্রয়মিতাং ভুবম্ ।
দেহি রাজেন্দ্র নাশ্তেন কার্য্যমাস্ত ধনেন কিম্ ।
তথেষ্ট্যক্ষা তু কলশান্নানারত্ববিভূষিতাং ॥২৮
বারিধারাঃ পুরস্কৃত্য বামনায় ভুবং দদৌ ।
পশ্চৎসু ঋষিযুধ্যেষু শুক্রে চৈব পুরোধসি ॥ ৩১
পশ্চৎসু লোকনাথেষু বামনায় ভুবং দদৌ ।
পশ্চৎসু দৈত্যসজ্জেষু জয়শব্দে প্রবৰ্ত্ততি ॥ ৪০
শনৈস্ত বামনঃ প্রাহ শস্তি রাজন্ সুখী ভব ।
দেহি মে সম্বিতাং ভূমিং ত্রিপদামাশু গম্যতে ॥
তথেষ্ট্যবাচ দৈত্যেশো যাবৎ পশ্চতি বামনম্
যজ্ঞেশো যজ্ঞপুরুষশ্চন্দ্রাদিত্যৌ স্তনাস্তরে ॥

ময়্যা অবশিষ্ট আছে? ব্রহ্মা কহিলেন, বলি ঐ কথা কহিয়া যেখানে অদিতিনন্দন বামন অবস্থান করিতেছিলেন, তথ্যা ও পুরোধিতের সহিত তথায় গিয়া কৃতাজলি হইয়া কহিলেন,—আপনার প্রার্থনা কি? তৎপ্রবণে বামন কহিলেন,—রাজেন্দ্র! পদ-ত্রয়-পরিমিত ভূমি আমায় দান করুন; এত-তির অস্তধনে আমার প্রয়োজন নাই। বলি “তথাস্ত” বলিয়া নানারত্বখচিত কলস হইতে বারিধারা অভ্যুক্ষণ করত বামনদেবকে ভূমি দান করিলেন। সমস্ত ঋষি ঋয়ঃ পুরো-হিত, প্রধান প্রধান দৈত্য ও লোকপ্রবর-দিগের সমক্ষেই বলি কর্তৃক বামনকে ভূমি পদস্ত হইল। বামন তখন অমুচ্চ স্বরে ‘শস্তি’ বাক্য উচ্চারণ করিলেন এবং বলিলেন, রাজন্! আপনি সুখী হউন। আমাকে ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি দান করুন; আমি এখনই যাইব। দৈত্যপতি ‘তথাস্ত’ বলিয়া যেমন তাঁহার দিকে তাকাই-লেন, অর্মান দেখিলেন,—সেই বামন দেব বিরাট মূর্ধি ধারণ করিয়াছেন; চন্দ্র ও সূর্য্যাদি তাঁহার স্তনের অন্তরালে এবং

যথা স্তাতাং সুরা মূর্ধি বসুধে বিক্রমাকৃতিঃ ।
অনন্তচাচ্যতো দেবো বিক্রান্তে বিক্রমাকৃতিঃ
তঃ দৃষ্টা দৈত্যরাষ্ট্র প্রাহ সভার্যো বিনরাখিতঃ
বলিকবাচ ।

ক্রমশ বিক্ষেপ লোকেশ যাবচ্ছত্যা জগন্ময় ।
জিতং ময়া সুরেশান সর্বভাবেষ বিস্কৃতং ॥৪৪

• ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্বাক্যসমকালন্ত বিষ্ণুঃ প্রাহ মহাক্রতুঃ ॥ ৪৫
বিষ্ণুকবাচ ।

দৈত্যেশ্বর মহাবাহো ক্রমিষ্যে পশ্চ দৈত্যরাষ্ট্র
ব্রহ্মোবাচ ।

এবং বদন্তং স প্রাহ ক্রম বিক্ষেপ পুনঃপুনঃ ॥৪৭
ব্রহ্মোবাচ ।

কুর্ষপৃষ্ঠে পদং স্তস্ত বলিযজ্ঞে পদং স্তসন্ ।
দ্বিতীয়স্ত পদং প্রাপ ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ।
তৃতীয়স্ত পদস্তাত্ত স্থানং নাস্ত্যসুরেশ্বর ।
ক ক্রমিষ্যে ভুবং দেহি বলিঃ তঃ হরিরব্রবীৎ

সুরগণ তাঁহার মস্তকে অবস্থিত; তিনি এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছেন যে, তাঁহার আকৃতির অন্ত হয় না; তিনি বিক্রান্ত, অচ্যুত, যজ্ঞপুরুষ ও বিক্রমাকৃতি। দৈত্য-রাজ তাঁহাকে দেখিয়া স্ত্রী সমভিব্যাহারে সবিনয়ে বলিলেন, হে জগন্ময়! বিক্ষেপ। আপনি শক্তি অনুসারে যতদূর ইচ্ছা পাক দ্বারা আক্রমণ করুন। হে সুরেশ্বর! আমি সর্বভাবেই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছি। ১৮—৪৪ ব্রহ্মা কহিলেন, বলি সেই বাক্য বলিবামাত্র মহাক্রতু বিষ্ণু বিলেন—হে দৈত্যেশ্বর! ভূমি দেখ, আমি আক্রমণ করিতেছি। ব্রহ্মা বলিলেন, বিষ্ণু এই কথা কহিলে, বলি পুনঃপুনঃ বলিলেন,—হে বিক্ষেপ! আপনি আক্রমণ করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, বিষ্ণু কুর্ষপৃষ্ঠে পদস্তাসপূর্বক বলিযজ্ঞে পদস্তাস করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পদ সনাতন ব্রহ্মলোকে উপনীত হইল। তিনি হরি কহিলেন,—হে অসুরেশ্বর! আপনি তৃতীয় পদস্তাসের স্থান কৈ? স্থান নাই,

বিহত বলিরপ্যাহ সত্য্যঃ স কৃতাজলিঃ ॥৪১

বলিকবাচ ।

ত্বয়া সৃষ্টঃ জগৎ সৰ্ব্বঃ ন স্রষ্টাহঃ সুরেশ্বর ।

স্বদোষাদন্নমতবৎ কিং কেরামি জগন্ময় ॥ ৫০

তথাপি নানৃতঃ পূৰ্ব্বঃ কদাচিচ্চমি কেশব ।

সত্যবাক্যঞ্চ মাং কুৰ্ব্বন্ মৎপৃষ্ঠে হি পদং ত্বস

ব্রহ্মোবাচ ।

তত্তঃ প্রসন্নো ভগবান্ স্রষ্টামৃতিঃ সুরার্চিতঃ ॥

ভগবান্নবাচ ।

বরং বৃণীষ ভক্তং তে ভক্ত্যা প্রীতোহস্মি

দৈত্যরাট্ ॥ ৫৩

ব্রহ্মোবাচ ।

স তু প্রাহ জগন্নাথঃ ন যাচে ত্বাং ত্রিবিক্রময় ।

স তু প্রাদাৎ স্বয়ং বিষ্ণুঃ প্রীতঃ সন্ননসেপিতম্

রসাতলপতিত্বঞ্চ ভাবি চেন্দ্রপদং পুনঃ ।

আত্মাধিপত্যঞ্চ হরিরবিনাশি যশো বিভুঃ ॥৫৫

হে ব্রহ্মন্! আমি কোথায় ইহা রক্ষা করিব? তুমি ইহার স্থান দান কর। বলি তখন সত্ৰীক কৃতাজলিকরে হস্তপূৰ্ব্বক বলিল— হে সুরেশ্বর! আমি এ জগতের স্রষ্টা নহি। আপনিই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; আপনার দৃষ্টিদোষেই ইহা ক্ষুদ্র হইয়াছে। হে জগন্ময়! আমার উহাতে করিবার কি আছে? হে কেশব! তথাপি আমি অসত্য বাক্য কদাচ কহি না। আমার প্রতিজ্ঞাবাক্য সত্য হউক। আপনি আমার পৃষ্ঠে পদস্তম্ভ করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—বেদমুৰ্ত্তি ভগবান্ তখন প্রসন্ন হইয়া বলিকে বলিলেন,—দৈত্যরাজ! আমি তোমার ভক্তিতে প্রীত হইয়াছি; আমার নিকট বর গ্রহণ কর। ব্রহ্মা বলিলেন,— বলি বলিল,—আমি ত্রিবিক্রম জগন্নাথের নিকট কিছুই প্রার্থনা করি না। তখন বিষ্ণু স্তম্ভিত হইয়া নিজেই তদীয় মনোভীষ্ট দান করিলেন। তিনি বলিকে রসাতলের আধিপত্য, তদ্বী কালে ইন্দ্রপদ, আত্মার উপর আধিপত্য এবং অধিনায়ক যশ অৰ্পণ

এবং দম্বা বলে: সৰ্ব্বঃ সমুত্তঃ ভাৰ্য্যাবিভম্ ।

রসাতলে হরিঃ স্থাপ্য বলিঃ স্বমরবৈরিপম্ ॥৫৬

শতক্রতোত্তম্য প্রাদাৎ সুররাজ্যঃ যথাভবম্

এতন্নিরন্তরে তত্র পদং প্রাপাৎ সুরার্চিতম্ ॥

দ্বিতীয়ঃ তৎ পদং বিকোঃ পিতৃৰ্মম মহামতে ।

যৎ পদং সমন্ন প্রাপ্তং গৃহঃ দৃষ্টোপ্যচিহ্নম্ ॥৫৮

কিং কৃত্যং যচ্ছুভং মে স্তাৎ পদে বিকোঃ

সমাগতে ।

সৰ্ব্বমঞ্চ সমালোকা শ্রেষ্ঠো মে স্তাৎ কমণ্ডলুঃ ॥

তদ্বারি যৎ পুণ্যতমং দত্তঞ্চ ত্রিপুরারিণা ।

বরং বরেন্যং বরদং বরং শাস্তিকরং পরম্ ॥

শুভঞ্চ শুভদং নিত্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ।

মাতৃস্বরূপং লোকানামমৃতং ভেষজং শুচি ॥ ৬১

পবিজ্ঞং পাবনং পূজ্যং জ্যোষ্ঠং শ্রেষ্ঠং গুণাধিতম্

স্বরূপাদেব লোকানাং পাবনং কিং হু দৰ্শনাৎ

তাদৃশ্বারি শুচিভূহা কল্পয়েৎ স্বীয় মে পিতুঃ ।

করিলেন। এইরূপে সত্ৰীক বলিকে বর দিয়া “তাহাকে রসাতলে স্থাপনপূৰ্ব্বক ইন্দ্রকে যথাপূৰ্ব্ব সুররাজ্য অৰ্পণ করিলেন। ইত্যবসরে মদীয় কারণ বিষ্ণুর সেই সুরা-র্চিত দ্বিতীয় পদ আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। হে মহামতে! তদদর্শনে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম,—বিষ্ণুপদ উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে আমার কিরূপ সংকার করা কর্তব্য?” এই ভা বয়া আমি আমার যথাসম্মুখের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম, মদীয় কমণ্ডলুই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বস্তু; তাহার জল পবিজ্ঞতম; স্বয়ং ত্রিপুরারি তাহাতে বারি অৰ্পণ করিয়া-ছেন। সুতরাং আমি তখন সেই বর, বরণীয়, বরদ, শাস্তিকর, পরম শুভ, শুভম, নিত্য, ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ, মাতৃস্বরূপ, লোক-সমূহের ভবব্যাদির অমৃতৌষধি, পবিজ্ঞ, পাবন, পূজ্য, জ্যোষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, গুণাধিত, এবং স্বরূপমাত্রেরই পবিজ্ঞ কমণ্ডলুজল দ্বারা নিজে আমি পবিজ্ঞ হইয়া সেই মদীয় কারণ বিষ্ণুর অর্ঘ্য কল্পনা করিলাম।

ইতি সন্ধিত্য তথারি গৃহীত্বাধ্যায় করিতম্ ।

বিকোঃ পাদে তু পতিতমর্থবারি স্মৃজিতম্ ।

তথারি পতিতঃ মেরৌ চতুর্দ্বা ব্যগমকুবম্ ॥ ৬৪

পূর্বে তু দক্ষিণে চৈব পশ্চিমে চোত্তরে তথা ।

দক্ষিণে যতু পতিতঃ জটীতিঃ শঙ্করো মুনৈ ॥

জগ্রাহ পশ্চিমে যতু পুনঃ প্রায়ংকমণ্ডলম্ ।

উত্তরে পতিতঃ যতু বিষ্ণুর্জগ্রাহ তজ্জলম্ ॥ ৬৬

পূর্বাশ্বিন ঋষয়ো দেবা পিতরো লোকপালকাঃ

জগৃহঃ শুভদঃ বারি তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠং তত্চ্যতে ॥ ৬৭

যা দক্ষিণাঃ দিশঃ প্রাপ্তা আপো বৈ

লোকমাতরঃ ।

বিষ্ণুপাদপ্রস্থতান্তা ব্রহ্মণ্যা লোকমাতরঃ ॥ ৬৮

মহেশ্বরজটাসংস্থাঃ পরজাতশুভোদয়াঃ ।

তাসাং প্রভাবশ্রবণাৎসর্ষকামানবাণুয়াৎ ॥ ৬৯

ইতি ত্রীব্রাহ্মে গঙ্গায় মহেশ্বরজটীগমননিরূ-

পণং নাম ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

আমি কমণ্ডলুজলের পবিত্রতার বিষয় চিন্তা করিয়া অর্ধ্যাকল্পনা করিলে সেই স্মৃজিত অর্ধ্য-বারি বিষ্ণুপদে পতিত হইল এবং তাহা পাদ-বিচ্যুত হইয়া মেরুপর্বতোপরি পতিত ও চতুর্দ্বা বিভক্ত হইয়া ভূতলে গমন করিল। সেই জল পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর, পশ্চিম, সকল দিকেই পতিত হইল। হে মুনৈ! দক্ষিণে যাশা পড়িল, শঙ্কর তাহা জটা দ্বারা ধারণ করিলেন। পশ্চিম দিকের জল পুনরায় কমণ্ডলুতে আসিল। উত্তরে যাশা পড়িয়াছিল, বিষ্ণু তাহা গ্রহণ করিলেন এবং পূর্বদিকের জল দেব, ঋষি, পিতৃ ও লোকপালেরা সুখপ্রদ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন; সুতরাং সেই বারিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত। বিষ্ণুপদ হইতে বিগলিত হইয়া যে সকল জল দক্ষিণদিকে পতিত হইয়াছিল, তাহারা জগতের মাতৃরূপ। এবং যাহারা মহেশ্বর-জটায় সঞ্চিত, তাহাদিগের প্রভাবশ্রবণে সর্ষকায় বহুই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪৫—৬৯।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৩।

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

কমণ্ডলুস্থিতা দেবী মহেশ্বরজটীগতা ।

জ্ঞাতা দেব যথা মর্ত্যমাগতা তদববীতু মে ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ ।

মহেশ্বরজটাস্থা যা আপো দেব্যো মহামতে ।

তাসাঞ্চ দ্বিবিধো ভেদ আহর্জুর্দ্বয়কারণাৎ ॥ ২

একাংশো ব্রাহ্মণেনাত্র ব্রতদানসমাধিনা ।

গৌতমেন শিবঃ পূজ্য আহুতো লোকবিক্রমঃ

অপরম্ মহাপ্রাজ্ঞ কল্লিয়েণ বলীয়সা ।

আরাধ্য শঙ্করং দেবং তপোভিনিয়মৈস্তথা ॥ ৪

ভগীরথেন ভূপেন আশুতোহংশোহপরম্ভয়া ।

এবং দৈরুপ্যমভবদগঙ্গায়া মুনিসত্তম ॥ ৫

নারদ উবাচ ।

মহেশ্বরজটাস্থা যা হেতুনা কেন গৌতমঃ ।

আহর্তা কল্লিয়েণাপি আহুতা কেন তব ॥ ৬

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—হে দেব! শুনিয়াছি,

ভবদীয় কমণ্ডলু ও মহেশ্বরের জটামধ্যে গঙ্গা দেবী অবস্থিত। কিন্তু তিনি মর্ত্যে আসিলেন কিরূপে? তদ্বিষয় বর্ণন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহামতে! যে সকল পুত্র গঙ্গাজল মহেশ্বরজটায় অবস্থিত ছিল, হইজন আহরণকর্তার জন্ত তাহাদেরও ভাগদ্বয় হয়। উহার একভাগ গৌতম-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ব্রত, দান ও সমাধি অবলম্বনে শিবারাধনা করিয়া ভূতলে আনয়ন করেন। উহা লোকমধ্যে সর্বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! অপর ভাগ প্রবল ক্রিয় রাজা ভগীরথ তপস্বী ও নিয়ম দ্বারা শঙ্করের আরাধনাপূর্বক ভূতলে আহরণ করেন। হে মুনিস্রেষ্ঠ! এইরূপে গঙ্গার দ্বিবিধরূপ কল্পিত হইয়াছিল। নারদ বলিলেন,—দেব! গঙ্গাদেবী মহেশ্বরজটায় অবস্থিত ছিলেন, গৌতম তাহাকে কি নিমিত্ত ভূতলে আনিলেন? এবং কজিয় দ্বারা

অমরেশ্বরী।

বধানীতা পুরা বৎস ব্রাহ্মণেনেতরেণ বা ।
তৎসৰ্গং বিস্তরেণাহং বদিয়ে প্রীত্যে তব ॥৭
যশ্নিকালে পুরেশস্ত উমা পত্ন্যভবৎ প্রিয়া ।
তন্নিবেদ্যভবদগ্ধা প্রিয়া শস্তোৰ্হামতে ॥৮
মম দোষাপনোদায় চিন্তয়ানঃ শিবস্তদা ।
উময়া সহিতঃ স্রীমান্ দেবীং প্রেক্ষ্য বিশেষতঃ
রসমুত্তো হিতো যস্মাঙ্গিরসমে রসমুত্তমম্ ।
রসিকত্বাৎপ্রিয়ত্বাচ্চ স্নেহত্বাৎপাবনত্বতঃ ॥১০
সৰ্ব্বাভ্যো অধিকপ্রীতিগন্ধাভূদ্ভিজসন্তম ।
তাংমেব চিন্তয়ানোহসৌ সৰ্বদাস্তে মহেশ্বরঃ ॥
সৈবোদ্ভূতা জটামার্গাৎকশ্মিৎশ্চিৎকারণাস্তরে ।
স তু সন্দেশয়ামাস গন্ধাং শব্দজটাগতাম্ ॥১৩
শিরসা চ ধৃত্য জাহা ন শশাক উমা তদা ।
সোঢ়ং ব্রহ্মনজটাজুটে স্থিতাং দৃষ্ট্বা পুনঃপুনঃ ॥

তঙ্গীরধেই বা গন্ধা আনিবার কারণ কি ?
তাহা বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৎস !
পুরাকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কর্তৃক গন্ধাদেবী
যে জন্ত ভূতলে আনীত হইয়াছিলেন,
তোমার প্রীতির নিমিত্ত তাহা বিস্তররূপে
বলিতেছি। হে মহামতে ! যে কালে উমা
দেবী মহেশ্বরের প্রণয়িনী হইয়াছিলেন ;
গন্ধাদেবীও সেই সময় তাঁহার প্রণয় লাভ
করেন। স্রীমান্ শিব যখন উমার সহিত
মদীয় দোষাপনোদনের জন্ত চিন্তা করিতে-
ছিলেন, তখন দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত
করিয়া বিশেষরূপে রসবৃত্তি অবলম্বন
করেন। সেই অবস্থায় তৎকর্তৃক উত্তম
রস নির্মিত হয়। হে হিজবর ! রসিকত্ব,
প্রিয়ত্ব, স্নেহত্ব, ও পাবনত্ব হেতুক সেট
রসরূপিনী গন্ধাদেবীই তাঁহার সৰ্ব্বাপেক্ষা
অধিক প্রণয়পাত্রী হয়েন। মহেশ্বর
তাঁহাকে চিন্তা করিয়াই সৰ্বদা অবস্থান
করেন। তিনি তাঁহার জটাপথ হইতে
কোন এক কারণে উৎপন্ন হয়েন। শব্দ
তাঁহাকে জটামধ্যে গোপন করেন।
হে ব্রহ্মন ! উমাদেবী তখন সেই গন্ধাকে

অমরেশ্বরী ভবং গোয়ী প্রেরয়ন্তেত্যাকারতঃ ।
নৈবাসৌ প্রেরয়চ্ছবুং রসিকো রসমুত্তমম্ ॥
জটাস্থেব তদা দেবীং গোপায়ন্তঃ বিমুক্তা সা ।
বিনায়কং জয়াং কলং রহো বচনমব্রবীৎ ॥১৫
নৈবায়ং ত্রিদশেশানো গন্ধাং ত্যজতি কায়ুকঃ
সাপি প্রিয়া শিবস্তাত্ত কথং ত্যজতি তাং প্রিয়াম্
এবং বিমুক্তা বহুশো গোয়ী চাহ বিনায়কম্ ॥

পার্কত্বাচ ।

ন দেবৈবানুপ্রেরয়ত্কৈন সিদ্ধৈর্ভবতাপি চ ।
ন রাজভিরথাস্তৈর্বা ন গন্ধাং ত্যজতি প্রভুঃ ॥
পুনস্তপ্তাস্মি বা গন্ধা হিমবন্তং নগোত্তমম্ ।
অথবা ব্রাহ্মণৈঃ পুণ্যৈস্তপোভিতকমরৈঃ ॥১২
তৈর্বা জটাস্থিতা গন্ধা প্রার্থিতা ভুবমাপ্নুয়াৎ ।

শব্দর মন্তকেই জটাজুটে সৰ্বদা অবস্থান
করিতে দেখিয়া কিছুতেই সহ্য করিতে
পারিলেন না। গোয়ী অমরেশ্বরভ্যঃ
শব্দরকে বারম্বার গন্ধা-পরিত্যাগে অহু-
রোধ করিলেন। কিন্তু রসিকবর শব্দ
কিছুতেই সে রস পরিত্যাগ করিলেন
না। তিনি তাঁহাকে জটামধ্যেই গোপন
করিয়া রাখিলেন। তবানী তাহার সন্ধান
পাইয়া একদা নির্জনে গজানন, কন্দ ও
জয়াকে বলিলেন,—দেখ, এই কায়ুক
ত্রিদশপতি কিছুতেই গন্ধাকে পরিত্যাগ
করিবেন না। গন্ধা শিবের একান্তই
প্রিয়া। স্মৃত্যাহ কি করিয়াই বা তাহাকে
পরিত্যাগ করিবেন ? এইরূপ বহু অলো-
চনার পর গোয়ী বিনায়ককে সোধন
করিয়া বলিলেন,—বিনায়ক ! আমি আমার
কিছুতেই গন্ধাকে পরিত্যাগ করিলেন
না। দেব, অশুর, যক্ষ, সিদ্ধ, অস্ত্রাঙ্ক
রাজগণ, এমন কি তুমি পর্যন্ত অহুরোধ
করিলেও তিনি তাহাকে ত্যাগ করেন
বলিয়া বোধ হয় না। অতএব আমি পুন-
রায় হিমালয়ে গিয়া তপস্তা করিব। অতঃপর
যদি কোন পুণ্যবান ব্রাহ্মণ কর্ত্তার উপাস্তা
করিয়া শব্দরের জটাজুটগত গন্ধাকে প্রার্থনা

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রদ্ধা মাতৃবাক্যং মাতরং প্রাহ বিস্ময়াহি ।
 ভ্রাতৃজ্ঞানেন জয়য়া সম্বৃত্যেহ চ মুক্ত্যতে ॥ ২১
 তৎকুর্যো মন্তকাদিগাং যথা ত্যজতি মে পিতা
 এতন্নিরন্তরে ব্রহ্মন্নানাদৃষ্টিরজায়ত ॥ ২২
 বিদ্বান্শশমো মর্ত্যে সর্বপ্রাণিতয়াবহা ।
 ভতো বিনষ্টমভবজ্জগৎ স্বাবরজ্জন্মম ॥ ২৩
 বিনা তু গোতমং পুণ্যমাশ্রমং সর্বকামদম্ ।
 শ্রষ্টুকামঃ পুত্রা পুত্র স্বাবরং জন্মমং তথা ॥ ২৪
 কৃতো যন্তো ময়া পূৰ্ণঃ স দেবযজনো গিরিঃ ।
 মন্নামা তত্র বিখ্যাতস্ততো ব্রহ্মগিরিঃ সদা ॥ ২৫
 তমাশ্রিত্য নগশ্চেষ্টে সর্বদাস্তে স গোতমঃ ।
 তস্তাপ্রমে মহাপুণ্যে শ্ৰেষ্ঠে ব্রহ্মগিরৌ শুভে ॥
 আধয়ো ব্যাধয়ো বাপি হৃভিক্ষং বাপ্যবৰ্ণম্ ।
 তদ্বশোকৌ চ দারিদ্র্যং ন জ্ঞয়ন্তে কদাচন ॥ ২৬

করিয়া ভূতলে অবতারিত করেন, তবেই
 আমার শাস্তি । ১—২০ । ব্রহ্মা কহিলেন,—
 বিস্ময়াজ মাতার ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন,
 —এ সম্বন্ধে ভ্রাতা ব্রহ্ম, ও জয়ার
 সহিত মন্ত্রণা করিয়া যেরূপ সঙ্গত হয় এবং
 পিতা বাহাতে মন্তক হইতে গজাকে পরি-
 ত্যাগ করেন, তাহা আমরা করিব । হে
 ব্রহ্মন্ ! এই সময় চতুর্দশবর্ষব্যাপিনী
 ঘোর অনাদৃষ্টি মর্ত্যে উপস্থিত হইল ।
 তাহাতে স্বাবর, জন্ম সমস্ত জগৎ বিনষ্ট
 হইয়া গেল । কিন্তু সেই বিপৎপাতেও
 গোতমের সর্বকামপ্রদ পুণ্যশ্রম এবং
 গোতম নিজে বিনষ্ট হইলেন না । তখন
 সেই প্রাচীন কালে পুনরায় আমি স্বাবর,
 জন্ম সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে দেবগিরিতে
 এক যজ্ঞস্থান করিলাম । সেই হেতু ঐ
 গিরি আমার নামানুসারে তৎকাল হইতে
 ব্রহ্মগিরি নামে বিখ্যাত হইল । গোতম
 সেই গিরিশ্রেষ্ঠ আশ্রয় করিয়া সর্বদা বাস
 করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মগিরিস্থিত তদীয়
 সর্বলব্ধ মহাপুণ্য আশ্রমবরে আধি, ব্যাধি,
 মর্জিত, অনাদৃষ্টি, ভয়, শোক বা দারিদ্র্য

তদাশ্রমং বিনাশ্রয়ং হব্যং বা কব্যমেব বা ।

নাস্তি পুত্র তথা দাতা হোতা যষ্টা তদৈব
 যদৈব গোতমো বিপ্রো দদাতি চ ভূহোতি চ ।
 তদৈবাপ্যায়নং স্বর্গে সুরাণামপি নাস্ততঃ ॥ ২৭
 দেবলোকেহপি মর্ত্যে বা জ্ঞয়তে

গোতমো মুনিঃ ।

হোতা দাতা চ ভোক্তা চ স এবৈতি জনা বিজ্ঞ
 তচ্ছ্রদ্ধা মুনয়ঃ সর্বে নানাশ্রমনিবাসিনঃ ।
 গোতমাশ্রমাপৃচ্ছন্নাগচ্ছন্তস্তপোধনাঃ ॥ ৩১
 তেষাং মুনীনাং সর্বেষামাগতানাং স গোতমঃ
 শিষ্যবৎ পুত্রবদ্ভক্ত্য পিতৃবৎ পোষকোহতবৎ ।
 যন্ত যথেষ্পিতঃ কাম্যং যথাযোগ্যং যথাক্রমম্ ।
 যথানুরূপং সর্বেষাং শুশ্রুযামকরোমুনিঃ ॥ ৩৩
 আজয়া গোতমস্তাসন্নোষধ্যে লোকমাতরঃ ।

প্রভৃতির অস্তিত্ববার্তা কদাপি শ্রুত হয়
 নাই । তাঁহার আশ্রম ব্যতীত অন্তরূপ হব্য
 কব্য ছিল না ; গোতম ব্রাহ্মণ যেমন দাতা,
 হোতা ও যষ্টা ছিলেন, সেরূপ আর কেহই
 কোথাও তখন ছিল না । তৎকালে গোতমের
 কার্যে স্বর্গীয় সুরগণের যেরূপ আশ্রয়
 হইত, অন্তরূপ কুত্রাপি সেরূপ হইত না ।
 কি দেবলোক, কি মর্ত্যালোক, সর্বত্রই গোতম
 মুনির নাম পরিজ্ঞাত হইত । তৎকালিক
 জনসাধারণ তাঁহাকেই হোতা, দাতা ও
 ভোক্তা বলিয়া জানিত । ক্রমে নানা আশ্রম-
 বাসী মুনিগণ গোতমের প্রভাবকথা শুনিতে
 পাইলেন । তাঁহারা তৎপ্রবণে গোতমের
 কোথায়, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার আশ্রম
 উদ্দেশে যাত্রা করিলেন । অনন্তর সেই
 সকল মুনি গোতমাশ্রমে উপস্থিত হইলে,
 গোতম কাহাকে শিষ্যবৎ, কাহাকে পুত্রবৎ
 এবং কাহাকে বা পিতৃবৎ পরিপোষণ করি-
 লেন । বাহার বাহা অভীষ্ট, বাহার বাহা
 যোগ এবং বাহার বাহা অনুরূপ, গোতম
 তাহাকে তদনুরূপ ভোগ্য বস্তু দানে পরি-
 চর্যা করিতে লাগিলেন । গোতমের আশ্রম

আরাধিতাঃ পুনশ্চেন ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ
 জায়ন্তে চ তদৌষধ্যো লুপন্তে চ তদৈব হি ।
 নক্ষত্রস্তন্তে তদৌষ্যন্তে গোতমস্ত তপোবলাৎ
 সর্বাঃ সমুজ্জ্বলন্ত সংসিধ্যন্তে মনোগতাঃ ।
 প্রত্যহং বক্তি বিনয়াদ্যৌতমঙ্গাগতানুনীন্ ॥
 পুজবচ্ছিষ্যবচ্চৈব প্রেষ্যবৎ করবাণি কিম্ ।
 শিক্তবৎ পোষয়ামাস সংবৎসুরগণান্ বহুন্ ॥৩৭
 এবং বসৎসু মুনিষু ত্রৈলোক্যে খ্যাতিরাজ্রয়াৎ
 ভূতো বিনায়কঃ প্রাহ মাতরং ভ্রাতরং জয়াম্ ॥
 বিনায়ক উবাচ ।

দেবানাং সদনে মাতর্গৌতমে গোতমো দ্বিজঃ ।
 যন্ন সাধ্যং সুরগণৈর্গৌতমঃ কৃতবানিতি ॥ ৩৮
 এবং ক্রতঃ ময়া দেবি ব্রাহ্মণস্ত তপোবলম্ ।
 স বিপ্রচালয়েদেনাং মাতর্গন্ধাং জটীগতাম্ ॥
 তপসা বাস্তুতো বাপি পূজয়িত্বা ত্রিলোচনম্ ।

ওষধি সকল জননীর স্থায় জনগণের হিতৈ-
 ষ্মিনী হইল। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর
 এই দেবতায়কে আরাধিত করিয়াছিলেন।
 গোতমের তপঃপ্রভাবে ওষধি সকল এক
 কালেই জন্মিত, ছিন্ন হইত, এবং ভাবী
 কলের জন্ত রোপিত হইত। তদীয় মনো-
 ভীষ্ট সমস্ত সমৃদ্ধি সিদ্ধ হইত। গোতম সেই
 সমাগত মুনিগণকে প্রত্যহই বিনয়ের সহিত
 পুজবৎ, শিষ্যবৎ ও প্রেষ্যবৎ জিজ্ঞাসা
 করিতেন, আমি আপনাদের কি করিব?
 এইরূপে গোতম তাঁহাদিগকে বহু বৎসর
 পালন করিলেন, মুনিগণ তাঁহার আশ্রমে যে
 সময়ে বাস করিতে থাকেন, তখন গোতম-
 খ্যাতি ত্রৈলোক্যের সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়ে।
 ঐ সময় বিনায়ক তাঁহার মাতা, ভ্রাতা ও
 জয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বিনায়ক
 বলিলেন, মাতঃ! দেবতাবনে সর্বদা গোতম-
 আশ্রমের মাহাত্ম্য গীত হইতেছে, আমি
 জানিয়াছি, সুরগণও বাহা করিতে পারেন
 না, গোতম তাহাও করিতে সক্ষম। হে
 দেবি! আমি ব্রাহ্মণের তপোবলের কথা
 জ্ঞাত এইরূপ জানিয়াছি যে, তিনি

স এব চ্যাবয়েদেনাং জটীকাং মে শিক্তুঃপ্রিয়া
 তত্র নীতিবিধাতব্যা তাং বিশ্রো যাচয়েৎস্বখা ।
 তৎপ্রভাবাৎসরিক্কেঠা শিরসোহবতরতাপি ।
 ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্ষা মাতরং ভ্রাত্রা জয়য়া সহ বিদ্যরাই ।
 জগাম গোতমো যত্র ব্রহ্মহৃদধরঃ কৃশঃ ॥ ৪৩
 বসন্ কতিপয়াহঃসু গোতমাজ্রমণ্ডলে ।
 উবাচ ব্রাহ্মণান সর্বাঃস্তত্র তত্র চ বিদ্যরাট ॥৪৪
 গচ্ছামঃ স্বমধিষ্ঠানমাজ্রমাণি শুচীন চ ।
 পুষ্টাঃ স্ম গোতমাজ্রেন পৃচ্ছামো গোতমং মুনিম্
 ইতি সম্ভ্রাতৃ পৃচ্ছন্তি মুনয়ো মুনিসন্তমাঃ ।
 স তান্ নিবারয়ামাস স্নেহবুদ্ধ্যা মুনীন পৃথক্

তপস্তা বা অস্ত কোনরূপ অর্চনা দ্বারা
 ত্রিলোচনকে তুষ্ট করিয়া তদীয় জটাজুট-
 বিহারিণী গন্ধাকে তৃতলে অবতারণিত
 করিবেন। আমার বিশ্বাস, গোতম হই-
 তেই নিশ্চয় আমার পিতৃপ্রয়া গন্ধা তৃতল-
 গামিনী হইবেন। অতএব তিনি যাহাতে
 গন্ধাকে প্রার্থনা করেন, সেক্ষণে নীতি অব-
 লম্বন করা আমাদের এক্ষণে কর্তব্য। সেই
 গোতমমুনির প্রভাবে গন্ধাকে তৃতলে
 অবতরণ করিতেই হইবে। ২১—৪২। ব্রহ্মা
 কহিলেন, বিদ্যরাজ জয়ার সহিত মাতাকে
 এই কথা কহিয়া যথায় ব্রহ্মহৃদধারী কৃশকায়
 গোতম মুনি অবস্থান করিতেছিলেন, সেই-
 খানে যাত্রা করিলেন। বিদ্যরাজ সেই
 গোতমাজ্রমে গিয়া কতিপয় দিবস বাস
 করিলেন এবং তত্রত্য ব্রাহ্মণমণ্ডলকে
 বলিলেন,—আমরা এক্ষণে স্ব স্ব স্থানে
 প্রস্থান করিব। আমাদের গমনকাল
 উপস্থিত হইয়াছে; অতএব গোতমাজ্রে
 যখন আমরা পরিপুষ্ট হইয়াছি, তখন
 তাঁহাকে জানাইয়া যাওয়াই কর্তব্য। মুনি-
 গণ এইরূপ মঙ্গলা করিয়া গোতমকে
 জানাইলেন; কিন্তু গোতম স্নেহ সঙ্কারে
 তাঁহাদিগকে বাইতে নিষেধ করিলেন।

গৌতম উবাচ ।

কৃতান্তালিঃ সবিনয়মাসধমিহ চৈব হি ।
 চরণশ্রবণং কৰোমি মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৪৭
 শুশ্রূষো পুত্রব্রিত্যং যমি তিষ্ঠতি নোচিতম্ ।
 ভবতাং ভূমিদেবানামাশ্রমাস্তরসেবনম্ ॥ ৪৮
 ইদমেবাশ্রমং পুণ্যং সৰ্ব্বেষামিতি মে মতিঃ ।
 অলমন্তেন মুনয় আশ্রমেণ গতেন বা ॥ ৪৯
 ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি ব্রহ্মা মুনেৰ্বাক্যঃ বিস্কৃত্যমমুশ্রবন্ ।
 উবাচ প্রাজ্ঞলিভূত্বা ব্রাহ্মণান্ স গণাধিপঃ ॥ ৫০
 গণাধিপ উবাচ ।

অন্নক্রীতা বয়ং কিং নো নিবারণত গোতমঃ ।
 শাস্ত্রা নৈব বয়ং শক্তা গন্তুঃ স্বং স্বং নিবেশনম্ ॥
 নাযমর্থতি দণ্ডং বা উপকারী দ্বিজোত্তমঃ ।
 তস্মাদবুজ্ঞা ব্যবস্থামি তৎসৰ্ব্বৈরনুমত্ততাম্ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ সৰ্ব্বে দ্বিজদ্রোষ্টাঃ ক্রিয়তামিত্যুমমুশ্রবন্ ।

তিনি বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি
 কৃতান্তালিকরে বিনীতভাবে আপনাদের
 চরণশ্রবণ করিব; আমার শ্রায় পুত্রতুল্য
 শুশ্রূষাকারী বর্তমান থাকিতে ভবাদৃশ
 ভূমিদেবগণের আশ্রমাস্তরে গমন করা উচিত
 হয় না। আমার এই যে পুণ্যাশ্রম—
 ইহা ত আপনাদেরই বলিয়া আমি মনে
 করি। অতএব হে মুনিগণ! আশ্রমাস্তরে
 যাইবার আর প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মা
 কহিলেন, গণাধিপ গৌতমের সেই কথা
 শুনিয়া খ্যায় ইষ্ট কাষ্যের বিদ্র বটিল বলিয়া
 মনে করিলেন এবং প্রাজ্ঞলি হইয়া ব্রাহ্মণ-
 দিগকে বলিলেন, আমরা অন্নদাস হইয়া
 রহিয়াছি; গৌতম কেন আমাদিগকে
 নিবারণ করিতেছেন? আমরা সামপূৰ্ব্বক
 কেহই স্ব স্ব বাসস্থানে যাইতে পারিব না।
 এদিকে দ্বিজশ্রেষ্ঠ গৌতম আমাদিগের উপ-
 কারী, ইনি দণ্ডাও নহেন। অতএব
 এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, আমি করি;
 আপনারা আমারা কার্যে অনুমোদন করুন।

এতস্ত তুপকারায় লোকানাং হিতকাৰ্য্যায় ॥ ৫০

ব্রাহ্মণানাঞ্চ সৰ্ব্বেষাং শ্রেয়ো যৎ স্তাশ্চা কুরু
 ব্রাহ্মণানাং বচঃ ব্রহ্মা মেনে বাক্যং গণাধিপঃ ॥
 বিনায়ক উবাচ ।

ক্রিয়তে গুণরূপং যদগৌতমস্ত বিশেষতঃ ॥ ৫১
 ব্রহ্মোবাচ ।

অনুমাত্ত দ্বিজান্ সৰ্ব্বান পুনঃপুনরুদারবীঃ ।
 স্বয়ঞ্চ ব্রাহ্মণো ভূত্বা প্রণম্য ব্রাহ্মণান্ পুনঃ ।
 মাতৃবর্ততে হিতো বিদ্বান্ জয়াঃ প্রাহ গণেশ্বরঃ ॥
 বিনায়ক উবাচ ।

যথা নাত্তো বিজানীতে তথা কুরু শুভাননে ।
 গোব্রূপধারিণী গচ্ছ গৌতমো যত্র তিষ্ঠতি ॥ ৫২
 শালীন খাদ বিনাশ্রাধ বিকারং কুরু ভাষিনি ।
 কৃতে প্রহারে হস্তারে প্রেক্ষিতে চাপি কিঞ্চন ।
 পত দীনং শ্বনং কৃহা ন ত্রিয়শ্ব ন জীব চ ॥ ৫৩

ব্রহ্মা বলিলেন, তখন সমস্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠই এক
 বাক্যে তাঁহার কার্যে সম্মতি জ্ঞাপন করি-
 লেন। অধিকন্তু বলিয়া দিলেন, যাহাতে
 মহাত্মা গৌতমের এবং সমস্ত লোকের উপ-
 কার হয় এবং সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী যাহা ছাড়া
 শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন, সেইরূপ কাৰ্য্যই
 যেন তোমা ছাড়া অমুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণগণের
 কথা শুনিয়া গণাধিপ বলিলেন, যাহাতে
 গৌতমের বিশেষরূপ উপকার হয়, তাহা আমি
 অবশ্যই করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—উদারবী
 গণাধিপ ব্রাহ্মণদিগের নিকট বারম্বার অনু-
 মতি লইলেন। নিজে ব্রাহ্মণ হইলেন এবং
 ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া মাতার অভি-
 প্রায়মত কাৰ্য্য করিতে স্থির নিশ্চয়পূৰ্ব্বক
 জয়াকে বলিলেন,—হে শুভাননে! যাহাতে
 অস্ত্র কেহ জানিতে না পারে, এমন একটী
 কাৰ্য্য তোমায় করিতে হইবে। তুমি গো-রূপ
 ধারণ করিয়া গৌতমের নিকট গমন কর;
 সেখানে গিয়া বিকৃতরূপে তত্ত্বত্যা শালি-
 ক্ষেত্রের শালি ভক্ষণ ও শালিফলস্বাদ করিতে
 থাকে। সেই সময় তোমার যদি কেহ বিদ্রি-
 য়াজ্ঞ ও প্রহার বা হস্তার ছাড়া ভাঙনা করে,

ব্রহ্মোবাচ ।

তথা চকার বিজয়া বিদ্যেধরমতে হিতা ।
বজ্রালীঙ্গোত্তমো বিপ্রো জয়া গোকর্ণধারিণী ॥
জগাম শালীন ধান্বন্তী তাং দদর্শ স গৌতমঃ ।
গাং দৃষ্টা বিরুতাং বিপ্রস্তাং তুণেন শ্রবায়ৎ ॥
নিবোধমাণা সা তেন স্বনং কৃতা পপাত গোঃ ।
তস্তান্ত পতিতায়াক হাহাকারো মহানভূৎ ॥৬১
স্বনং শ্রুত্বা চ দৃষ্টা চ গৌতমস্ত বিচেষ্টিতম্ ।
ব্যথিতা ব্রাহ্মণাঃ প্রাহবিষ্মরাজপুরুষতাঃ ॥ ৬২
ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

ইতো গচ্ছামহে সর্কে ন স্বাতব্যং তবাত্মমে ।
পুত্রবৎ পোষিতাঃ সর্কে পৃষ্ঠোহসি মুনিপুঙ্গব ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা মুনিবাক্যং বিপ্রাণাং গচ্ছতাং তদা ।

তাহা হইলে, তুমি তখন এক আর্দ্রশ্বরে
চীৎকার করিয়া না-মৃত ও না-জীবিত-
ভাবে পড়িয়া রহিবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—
বিদ্যেধরের মতালুবন্তী হইয়া জয়া তাহাই
করিলেন। যেখানে ব্রাহ্মণ গৌতম অব-
স্থান করিতেছিলেন, গো-রূপ ধরিয়া জয়া
তাহারই নিকটস্থ শালিক্ষেত্রের শালি
সকল ভক্ষণ করত বিচরণ করিতে লাগি-
লেন। বিপ্রবর গৌতম সেই বিরুতাকার
গাভী দেখিয়া তাহাকে তৃণ দ্বারা তাড়িত
করিলেন। সেই গাভী তখন গৌতম
কর্তৃক নিবারিত হইয়া চীৎকার করত
ভূপতিত হইল। গাভী পতিত হইবা মাত্র
ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একটা মহা হাহাকার
পড়িয়া গেল। গণেশ-পুরুষত ব্রাহ্মণগণ
গৌতমের চেষ্টা দেখিয়া এবং গাভীর
চীৎকার শুনিয়া ব্যথিতভাবে বলি-
লেন,—হে মুনিপুঙ্গব! আমরা আর আপ-
নার আশ্রমে থাকিব না। এ স্থান
হইতে প্রস্থান করিব। আপনি আমাদের
পুত্রের মত পালন করিয়াছেন, তাই
আপনাকে ভিজাসিয়া চলিলাম। ৪৩—৬৩।
ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌতম মুনি গমনোদ্যুত

বজ্রাহত ইবাসীং স বিপ্রাণাং পুরতোহপতৎ ॥

তমুচুর্ব্রহ্মণাঃ সর্কে পশ্চৈমাং পতিতাং ভূবি ।
কুজাণাং মাতরং দেবীং জগতাং শাবরীং শ্রিয়াম্
তীর্থদেবশ্রুপণ্যামস্তাং গবি বিধের্বলাৎ ।
পতিতায়াম্ মুনিশ্রেষ্ঠ গন্তব্যমবশিষ্যতে ॥ ৬৬
চীর্ণং ব্রতং ক্ষয়ং যাতি যথা বাসন্তদাশ্রমে ।
বয়ং নান্তধনা ব্রহ্মন কেবলন্ত তপোধনাঃ ॥ ৬৭
ব্রহ্মোবাচ ।

বিপ্রাণাং পুরতঃ স্থিরা বিনীতঃ প্রাহ গৌতমঃ
গৌতম উবাচ

ভবন্ত এব শরণং পুতং মাং বৎ ॥ ৬৯
ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ বিষ্মরাজব্রাহ্মণৈর্বৃতঃ ।
বিষ্মরাজ উবাচ

নৈবেয়ং শ্রিয়তে তত্র নৈব জীবতি তত্র কিস্বা-
বদামোহস্মিন্ অসন্দিক্ষে নিরুতিং গতিমেব বা

ব্রাহ্মণদিগের ঐ কথা শুনিয়া বজ্রাহত
বৃক্ষের স্তায় তাঁহাদের সম্মুখে পতিত
হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ গৌতম
মুনিকে বলিলেন, এই দেখুন—কুজজননী
জগৎপাবনী গো-দেবী ভূপতিত হইয়া-
ছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! দৈববলে এই দেব
ও তীর্থরূপিণী গো-মাতা পতিত হওয়ায়
আমাদের এখন গমন করাই কর্তব্য।
কেননা, আপনার এ আশ্রমে থাকিলে,
আমাদের অল্পপিত ব্রত ক্ষয় হইয়া যাইবে।
হে ব্রহ্মন! আমরা অন্তধনে ধনবান নহি;
আমরা কেবল তপোধন—তপস্তাই আমা-
দের ধন। ব্রহ্মা বলিলেন, গৌতম তখন বিপ্র-
বর্গের অগ্রে থাকিয়া বিনীতভাবে বলিলেন,
এক্ষণে আপনারাই আমার সহায় হইয়া
আমাকে পবিত্র করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,
তখন ব্রাহ্মণপরিবৃত ভগবান্ বিষ্মরাজ
বলিলেন, এই গাভী মৃত বা জীবিত, তাহা
কিছুই বুঝা যাইতেছে না; সুতরাং একশ
সন্দিক্ষে স্থলে নিরুতি বা গতির বিষয় কিরূপে
আমরা বলিতে পারি? গৌতম কহিলেন,

চতুঃসপ্ততিকাঃখ্যানঃ ।

গৌতম উবাচ ।

কথংখ্যাত্তীয়ং গৌরথ চাখ্যংচ নিকৃতিম্ ।
বজ্রমর্হং তৎসকং করিয়েহমসংশয়ম্ ॥ ৭২
ব্রাহ্মণা উচুঃ ।
সর্কেষাঞ্চ মতেনায়ং বদিস্যতি চ বুদ্ধিমান্ ।
এতৎকামখ্যান্মাকং প্রমাণং তব গৌতম ॥ ৭৩
ব্রহ্মোবাচ ।

ব্রাহ্মণৈঃ প্রেথ্যমাণোহসৌ গৌতমেন বলীয়সা
বিষ্মক্শব্রহ্মবপুষা প্রাহ সর্কানিদং বচঃ ॥ ৭৪
বিষ্মরাজ উবাচ ।

সর্কেষাঞ্চ মতেনাহং বদিস্যামি যথার্থবৎ ।
অহুমন্তস্ত মুনয়ো মম্বাক্যং গৌতমোহপি চ ॥ ৭৫
মহেশ্বরজটাকূটে ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ ।
কমণ্ডলুস্থিতং বারি তিষ্ঠতীতি হি শুক্রম্ ॥ ৭৬
তদানয়ন্ত তরসা তপসা নিয়মেন চ ।
তেনাতিথিঞ্চ গামেতাং ভগবান্ ভুবমাজিতাম্

এই গাভী কিরূপে উখিত বা কিরূপে
নিকৃতি পাইতে পারে, এ কথা অবশ্য
আপনারা বলিতে সক্ষম! এবং আমিও
আপনাদের নির্দিষ্ট সমস্ত কার্য করিতে
প্রস্তুত। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, আমাদের
সকলের মতামুসারে এই বুদ্ধিমান ব্যক্তিই
যে রূপ বলিতে হয় বলিবেন; ইহার কথাই
আমাদের প্রমাণ। ব্রহ্মা কহিলেন, তৎ-
কালে ব্রাহ্মণগণ ও প্রভাবশালী গৌতম
কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রাহ্মণরূপী বিষ্মরাজ
তখন বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,
সকলের মতামুসারে আমি এ সম্বন্ধে বলিব,
সুতরাং সমস্ত মুনি এবং স্বয়ং গৌতম
আমার কথার অহুমোদন করুন। আমার
কথা এই আমরা শুনিয়াছি, অব্যক্তজন্ম
ব্রহ্মার কমণ্ডলু-মধ্যস্থ পবিত্র জল মহেশ্বরের
জটাকূটে অবস্থান করিতেছে। মুনিবর
গৌতম তপস্শ্রা ও নিয়মাবলম্বনে সেই জল
এখানে আনিয়ন করুন এবং তদ্বারা এই
গোষ্ঠীতাকে অভিষিক্ত করুন।

ততো বৎস্রাত্মহে সর্কে পূর্ববস্তব বৈশ্বনি ॥ ৭৭
ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাভবতি বিপ্রশ্রে ব্রাহ্মণানাঞ্চ সংসর্গি
তজাপতং পুষ্পবৃষ্টিজয়শকৌ ব্যবর্জিত ।
ততঃ কৃতাজলিন্রমো গৌতমো বাক্যমব্রবীৎ ॥
গৌতম উবাচ ।

তপস্যাগ্নিপ্রসাদেন দেবব্রহ্মপ্রসাদতঃ ।
ভবতাঞ্চ প্রসাদেন মৎসক্লরোহমুসিধ্যাতাম্ ॥ ৭৮
ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুখিতি তং বিপ্রা আপৃচ্ছন মুনিপুত্রবৎ ।
স্থানি স্থানানি তে জঘুঃ সমুজ্জাতরবারিভিঃ ॥ ৭৯
যাতেষু তেষু বিপ্রেষু ভ্রাতা সহ গণেশ্বরঃ ।
জয়য়া সহ সুপ্রীতঃ কৃতকৃত্যো ন্তবর্তত ॥ ৮০
গতেষু ব্রহ্মবৃন্দেষু গণেশে চ গতে তথা ।
গৌতমোহপি মুনিশ্রেষ্ঠস্তপসা হতকণ্ঠবঃ ॥ ৮১
ধ্যায়ঃস্তদধঃ স মুনিঃ কিমিদং মম সংহিতম্ ।
ইত্যেবং বহুশো ধ্যাননুজ্ঞানেনৈজাতবান্ বিজ্ঞঃ

এইরূপ করিলে, হে ভগবন্ গৌতম!
আমরা পূর্ববৎ আপনার আশ্রমে বাস
করিব। ৬৪—৭৭। ব্রহ্মা বলিলেন, সেই
বিপ্রশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসমাজে এইরূপ মত ব্যক্ত
করিলে, তখন স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত
হইল এবং জয় শব্দ উখিত হইতে
লাগিল। তখন গৌতম কৃতাজলিকরে
কহিলেন, মদীয় তপোবলে, অগ্নির অহু-
গ্রাহে, ব্রহ্মণ্য দেবের রূপায় এবং আপনা-
দের প্রসাদে আমার এ সঙ্কল্প অবশ্যই সিদ্ধ
হইবে! ব্রহ্মা বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ সকলেই
'তথাশ্চ' বলিয়া গৌতমের সম্মতি লইয়া
অন্নজল-সমৃদ্ধ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।
ব্রাহ্মণগণ প্রস্থান করিলে গণপতি ঐক-
চিত্তে স্বীয় ভ্রাতা ও জন্মার সহিত কৃতকৃত্য
হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণ
ও গণপতি প্রস্থান করিলে, মুনিশ্রেষ্ঠ
গৌতমও তপোবলে নিষ্পাপ হইয়া মনে
মনে সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া 'আমরা
এ কি হইল?' এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন।

নিশ্চিত্য দেবকার্যার্থমাশ্রয়ঃ কিম্বিবাং গতিম্ ।

লাকানানুপকারঞ্চ শতোঃ শ্রীণনমেষ চ ॥৮৪

টমারঃ শ্রীণনকাপি গজানয়নমেষ চ ।

কিং শ্রেয়স্করং মন্ত্রে ময়ি নৈব চ কিম্বিষম্ ॥৮৫

ইত্যেবং মনসা ধ্যানম্ সুশ্রীতোহুদ্ভিজ্যোক্তমঃ

দ্বারাধ্য জগতামীশং ত্রিনেত্রঃ সুবভবজম্ ॥৮৬

আনয়িষ্যে সরিছেষ্ঠাঃ শ্রীতাম্ গিরিজা মম ।

সপত্নী জগদদ্বারা মহেশ্বরজটাস্থিতা ॥ ৮৭

এবং হি সঙ্কল্প্য মুনীশ্বরঃ

স গোতমো ব্রহ্মগিরের্জগাম ।

• কৈলাসমাধিষ্ঠিতমুগ্ৰেধ্বনা

সুস্মার্কিতং প্রিয়য়া ব্রহ্মবৃন্দৈঃ ॥ ৮৮

ইতি শ্রীভাস্মে মহাপুরাণে বিনায়কগোতম-

ব্যাপারনিকপণং নাম চতুঃসপ্ততি-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে জ্ঞানদ্বারা সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। তখন নিজের পাপগতির প্রতি দেবকার্য্য, মহেশ্বর ও উমার শ্রীতি এবং সর্বসাধারণের উপকার সম্ভাবনা মনে করিয়া গজানয়নই শ্রেয়স্কর বলিয়া ধারণা কবিলেন এবং ভাবিলেন, আমি প্রকৃতই পাপকার্য্য করি নাই। হিজশ্রেষ্ঠ গোতম মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শ্রীত হইলেন এবং আমি জগৎপতি ত্রিলোচন সুমবাহনকে আরাধনা করিয়া সরিষরা গজাকে আনয়ন করি।; গিরিজাও ইহাতে আমার প্রতি শ্রীত হইবেন। কেন না, সেই হরজটাবিহ-রিণী গঙ্গা সেই জগদদ্বিকার সপত্নী। এই-রূপ সঙ্কল্প করিয়া মুনীশ্বর গোতম তখন ব্রহ্মগিরি হইতে সেই ব্রহ্মবৃন্দপরিপূজিত উমামহেশ্বর-শোভিত কৈলাসশৈলে প্রয়াণ করিলেন। ৭৮—৮৮।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

কৈলাসশিখরঃ গঙ্গা গোতমো ভগবান্ ঋষিঃ ।

কিং চকার তপো বাপি কাং চক্রে ভক্তিমুত্তমান্ ব্রহ্মোবাচ ।

গিরিং গঙ্গা ততো বৎস বাচং সংযম্য গোতমঃ

আত্মীয়া স কুশান্ প্রাপ্তঃ কৈলাসে

পর্বতোত্তমৈঃ ॥ ২

উপবিশ্চ শুচিভূম্য স্তোত্রধ্বজং ততো জগৌ ।

অপতৎপুস্পবৃষ্টিশ্চ সূর্য্যমানে মহেশ্বরে ॥ ৩

গোতম উবাচ ।

ভোগার্ধিনাং ভোগমভীপ্সিতঞ্চ

দাতুং মহাস্বাষ্ট্যবপুঃ ঋষি ধন্তে ।

সোমো জনানাং গুণবন্তি নিত্যং

দেবঃ মহাদেবমিতি ভবন্তি ॥ ৪

কর্ত্তুং স্বকীয়ৈবিষয়েঃ সুখানি

ভর্ত্তুং সমন্তং সচরাচরঞ্চ ।

সম্পদয়ে হস্ত বিবৃদ্ধয়ে চ

মহীময়ঃ রূপমিতীশ্বরস্ত ॥ ৫

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন, ভগবান্ গোতম ঋষি কৈলাসশিখরে গমন করিয়া কিরূপ তপস্তা বা কিরূপ উত্তম স্তব করিয়াছিলেন? ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বৎস! প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্ গোতম কৈলাসশৈলে গমন করিয়া বাক্ সংযমপূর্ব্বক কুশরাশি আকৃত করত শুচিভাবে উপবেশন করিলেন এবং তিনি এই বক্ষ্যমাণ স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। তদীয় স্তব পাঠকালে পুস্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। স্তব যথা—গোতম বলিলেন,—হে ঈশ! আপনি ভোগাৰ্থী জনগণকে অতীষ্ট ভোগ দান করিবার জন্ত গুণশালিনী মহতী অষ্টমূর্ত্তি ধারণ করেন। আপনি সৌময়ুষ্টি, আপনাকে সকলে সর্বদা মহাদেব নামে স্তব করিয়া থাকে। স্বীয় বিষয়ে সকলের সুখ সাধ-

পঞ্চসংহিতানোংখ্যায়ঃ ।

সৃষ্টেঃ স্থিতিঃ সংহারায় ভূমে-
 রাধারমাধাতুমপাং স্বরূপম্ ।
 ভেজে শিবঃ শাস্ততমুর্জনানাং
 সুখায় ধর্মায় জগৎপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৬
 কালব্যবস্থামমৃতপ্রবঞ্চ
 জীবস্থিতিঃ সৃষ্টিমথো বিনাশনম্ ।
 মৃদং প্রজানাং সুখমুন্নতিঞ্চ
 চক্রেহর্কচন্দ্রাগ্নিময়ঃ শরীরম্ ॥ ৭
 বুদ্ধিঃ গতিঃ শক্তিমথঃকরাণি
 জীবব্যবস্থাঃ মৃদমপ্যনেকাম্ ।
 স্রষ্টুঃ কৃতং বায়ুরিতীশরূপং
 হং বেৎসি নুনং ভগবন্ ভবন্তম্ ॥ ৮
 ভেদৈর্দৈবিনা নৈব কৃতির্ন ধর্মো
 নাশ্চায়মন্তর দিশোহন্তরিকম্ ।
 জ্ঞাপৃথিব্যো ন চ ভুক্তিমুক্তী
 তন্মাদিদং ব্যোমবপুস্তবেশ ॥ ৯
 ধর্ম্যং ব্যবস্থাপয়িতুং ব্যবস্ত
 ঋকৃসামশাস্ত্রাণি যজুশ্চ শাখাঃ ।

ধান, সমস্ত চরাচর ভরণ এবং তাহার
 সমৃদ্ধি ও বৃদ্ধির জন্য ঈশ্বর তুমি—তোমার
 এই মহীময় রূপ বিরাজিত। তুমি সৃষ্টি
 স্থিতি ও সংহারের নিমিত্ত এবং ভূমির
 আধার আধানার্থ জলস্বরূপ ভজনা কর।
 নিজে তুমি শিব ও শাস্তস্বরূপ। জনগণের
 শর্য ও ধর্ম নিমিত্তই তোমা কর্তৃক এই
 জগৎ প্রতিষ্ঠিত। তোমারই চন্দ্রার্কময়
 বপুঃ কালব্যবস্থা, অমৃতবর্ষণ, জীবগণের
 সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ এবং প্রজাগণের
 প্রহর, সোখ ও উন্নতি বিধান করে।
 হে ভগবন্! তুমি বুদ্ধি, গতি, শক্তি,
 জীবব্যবস্থা ও প্রচুর প্রমোদ বিতরণের
 নিমিত্ত বায়ুদেহ ধারণ কর; বস্ততঃ
 তুমি নিজেই নিজেকে জান। তোমার
 তব আর কেহই জানে না। ভেদ
 ব্যতীত কোন কৃতি, ধর্ম, দিক, অন্তরীক,
 জ্ঞাপৃথিবী, ভুক্তি-মুক্তি ও আশ্রয় অন্ত
 কিছুই হয় না; তাই তোমার এই ব্যোম-

লোকে ৫ গাথাঃ স্মৃতয়ঃ পুরাণ-
 মিত্যাদিশকাঙ্কভানুপৈতি ॥ ১০
 যষ্টা ক্রতুর্গাভাণি সাধনানি
 ঋত্বিকুপ্রদেশং ফলদেশকালঃ ।
 অমেব শস্তো পরমার্থবহঃ
 বদন্তি যজ্ঞাঙ্গময়ং বপুস্তে ॥ ১১
 কর্তা প্রদাতা প্রতিভূঃ প্রদানঃ
 সর্বজ্ঞসাক্ষী পুরুষঃ পরম্ ।
 প্রত্যাস্বভূতঃ পরমার্থরূপ-
 স্বমেবসর্বঃ কিমু বাধিলাসৈঃ ॥ ১২
 ন বেদশাস্ত্রৈর্গুরুভিঃ প্রদীষ্টো
 ন নাসি বুদ্ধ্যাদিভিরপ্রযাঃ ।
 অজোহপ্রমেয়ঃ শিবশব্দবাচ্য-
 স্বমাস্ত সত্যং ভগবন্নমস্তে ॥ ১৩
 আত্মৈক্যতাঃ স্বপ্রকৃতিঃ কদাচি-
 দৈকচ্ছিবঃ সম্পদিয়ং মমেতি ।

ময় বপুঃ বিরাজিত। তুমিই ধর্মব্যবহার
 জন্য ঋকৃ, সাম, যজুঃ, ও অস্তান্ত্র নানা
 বেদশাখা, বিবিধ লৌকিক গাথা এবং
 স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্র বিভাগ
 করিয়া সেই সেই শব্দ-স্বরূপতা প্রাপ্ত
 হইয়াছ। হে শস্তো! যষ্টা, ক্রতু, বিবিধ
 সাধন, ঋত্বিকু, যজ্ঞীয় প্রদেশ, যজ্ঞের
 ফল, ও যজ্ঞীয় দেশ-কাল, এ সকল
 তুমিই। তোমারই যজ্ঞাঙ্গময় বপু পর-
 মার্থ তব বলিয়া নির্দিষ্ট। তুমিই এ
 জগতে কর্তা, প্রতিভূ, প্রদাতা, প্রদান,
 সর্বজ্ঞ, সর্বসাক্ষী, পরম পুরুষ, প্রত্য-
 গাত্মা ও পরমান্বস্বরূপ। অধিক আর কি
 বলিব? সমস্তই তুমি। বেদশাস্ত্র ওরূপ-
 দেশ কিবা বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুই তুমি
 গোচর নহ। তুমি অজ, অপ্রমেয়, শিব ও
 সত্য; হে ভগবন্! তোমার নমস্কার ॥ ১০—১৩
 প্রকৃতির অপ্রকটাবস্থায় সমস্তই তুমি আত্মা—
 ভিন্নরূপে অবলোকন কর, আবার কখন
 স্বীয় প্রকৃতিকে 'ইহা আমারই সম্পদ' এই-
 রূপে দর্শন কর। একরূপ অহঙ্কারবান্যেই

পৃথকদৈবাতবদপ্রতর্ক্য-

চিত্ত্যপ্রভাবো বহুবিশমূর্তিঃ ॥ ১৪

ভাবেহভিন্নত্বা চ ভবে ভবে চ

স্বকারণং কারণমাহিতা চ ।

নিত্যা শিবা সর্বস্বলক্ষণা বা

বিলক্ষণা বিশ্বকরন্ত শক্তিঃ ॥ ১৫

উৎপাদনং সংস্থিতিরন্নরুন্ধি-

লয়াঃ সত্যং যজ্ঞ সনাতনাস্তে ।

একৈব মূর্তির্ন সমস্তি কিঞ্চি-

দসাধ্যমস্তা দয়িতা হরন্ত ॥ ১৬

যদধর্মময়ানি ধনানি জীবা

যচ্ছন্তি কুর্নস্তি তপাঃসি ধর্ম্মান্ ।

সান্নীয়মস্থা জগতো জনিত্বৌ

প্রিয়া তু সোমস্ত মহানুকীর্তিঃ ॥ ১৭

যদীকিতং কাক্কতি বাসবোহপি

যন্নামতো মঙ্গলমাপ্ন যাচ্চ ।

বা ব্যাপ্য বিশ্বং বিমলৌকগোতি

সোমো সদা সোমসমানরূপা ॥ ১৮

ব্রহ্মাদিজীবন্ত চরাচরন্ত

বুদ্ধ্যাকিচৈতন্তমনঃস্থানি ।

যন্তাঃ প্রসাদাৎ ফলবন্তি নিত্যঃ

বাগীশ্বরী লোকগুরোঃ সুরম্যা ॥ ১৯

চতুর্গুণস্তাপি মনো মলীনঃ

কিমন্তজন্তোরিতি চিন্ত্য যাতা ।

গন্ধাবতারং বিবিধৈরুপায়ৈঃ

সর্বং জগৎ পাবয়িতুং চকার ॥ ২০

ক্রতৌঃ সমালক্য হরপ্রভুত্বং

বিশন্ত লোকঃ সকলৈঃ প্রমাণৈঃ ।

কৃত্বা চ ধর্ম্মান্ বুভুজে চ ভোগান্

বিভূতিরেবা তু সদাশিবন্ত ॥ ২১

কার্যাক্রিয়াকারকসাধনানাং

বেদোদিতানামথ লৌকিকানাং

যৎ সাধ্যমুৎকৃষ্টতমং প্রিয়ঞ্চ

প্রোক্তা চ সিদ্ধিরনাদিকর্তুঃ ॥ ২২

ধ্যাত্বা বরং চ পূজয়ঃ প্রধানং

যৎসারভূতং যঃ পুসিতব্যম্ ।

তুমি পৃথকরূপে প্রতিভাত হইয়া থাক ; কেন না, তুমি বহু বিশ্বমূর্তি, তোমার প্রভাব অচিন্ত্য ও অপ্রতর্ক্য। যিনি সংসারের উৎপত্তি ব্যাপারে উপচিত এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রাধুর্ভাবে যিনি কারণ পরম্পরা আহিত, সেই নিত্যা সর্বস্বলক্ষণা। অথচ বিলক্ষণা শিবাই বিশ্ববিধাতার শক্তি। অনাদি কাল হইতে অনবরত যাহাতে উভব, স্থিতি, বৃদ্ধি ও লয় হয়, তাহা তোমারই অভিন্ন মূর্তি ; তোমার ঐ মূর্তির অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি হর, তোমারই উচ্চাধিকার। জীবগণ যাহার প্রীতির উদ্দেশে অন্ন ও ধনরাশি দান, ধর্ম্ম-চরণ ও তপস্কার্য্যকর করে, ইনিই সেই জগদ্বজনমিত্রী, মহাযশস্বিনী, সোমপ্রিয়া অম্বা। দেবেশ্রও যাহার রূপাকটাকপাত কামনা করেন, এবং যাহার নামোচ্চারণে সকলেরই মঙ্গল হয়, যিনি জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজমান, সেই সোমসমান-কাক্কি উমাদেবী সর্বদাই

বিশ্বমণ্ডল বিমলীকৃত কা করেন। ব্রহ্মাদি স্তব পর্য্যন্ত নিখিল চরাচর জীবের বুদ্ধি, নেত্র, চৈতন্ত, ও মনঃপ্রভৃতি বাহ্যর প্রসাদে নিত্যা সফল হইয়া থাকে, জগদ্ব-গুরুর সেই মূর্তিই যথার্থ সুন্দরী ও বাগীশ্বরী। “অন্ত প্রাণীর কথা কি, স্বয়ং চতুর্গুণেরও মন মালিন্যসম্পন্ন”—জগন্নাথ এইরূপ চিন্তা করিয়াই বিবিধ উপায়ে সর্ব বিশ্ব পবিত্র করিবার জন্ত গন্ধাবতার স্বীকার করিয়াছেন। বিশ্ববানী লোকসকল সমস্ত ক্রতিবাক্য ও হরের প্রভুত্ব পর্য্য-লোচনা করিয়া বিবিধ প্রমাণ সহকারে ধর্ম্ম সকল অচ্ছতানপূর্বক যে নানা ভোগ উপ-ভোগ করিয়া থাকে, ইহা সদাশিবেরই বিবৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ১৪—২১। সমস্ত বৈদিক এবং লৌকিক কার্য্য, ক্রিয়া, কার্য্য, ও করণের যাহা উৎকৃষ্টতর সাধ্য, তাহা সেই অনাদি কর্তারই লিঙ্গ বলিয়া গণ্য-হিত। যাহা সারভূত এবং যাহা অনাদি

যৎ প্রাপ্য মুক্তা ন পুনর্ভবতি
সদযোগিনো মুক্তিক্রমাপতিঃ সঃ ॥ ২৩
যথা যথা শম্ভুরমেয়মায়া-
রূপাণি ধন্তে জগতো হিতায় ।
তদ্বোগবোগ্যাণি তথৈব ধংসে
পতিব্রতাত্মং ত্বয়ি মাতরেবম্ ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যেবং শ্রবতস্তস্মৈ পুরস্তাদ্রবতত্বজঃ ।
উময়া সহিতঃ ক্রীমান গণেশাদিগণৈরূতঃ ॥ ২৫
সাক্ষাদাগত্য তং শম্ভুঃ প্রসন্নো বাক্যমব্রবীৎ
শিব উবাচ ।

কিং তে গোতম দাস্তামি তক্তিস্তোত্রব্রতৈঃ
শুভৈঃ ।
পরিতুষ্টোহস্মি বাচস্ব দেবানামপি দুষ্করম্ ॥ ২৬
ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি ব্রহ্মা জগন্মুর্খেবাক্যং বাক্যবিশারদঃ ।
হর্ষবাল্পপরীতাক্রো গোতমঃ পর্য্যচিস্তয়ৎ ॥ ২৮

উপাসিতব্য, সেই পরম ব্রহ্মবাক্যকে ধ্যান
করিয়া ও প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণ মুক্তিলাভ
করেন। তাঁহাদের আর পুনরাবৃতি ঘটে
না। যোগিগণের এই মুক্তিই সাক্ষাৎ
সেই উমাপতি। ভগবান্ শম্ভু জগতের
হিতের নিমিত্ত যে যে অমেয় মায়া-রূপ
ধারণ করেন, হে মাতঃ! সেই সেই যোগ-
যোগ্য রূপ আপনিও তেমনি ধারণ করিয়া
থাকেন। আপনাতেই প্রকৃত পতিব্রতাত্ম
প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মা বলিলেন,—গোতম এই
প্রকার স্তব করিতেছেন, এই
গণেশাদি-পরবৃত্ত উমা সহ উমাপতি বৃষধ্বজ
ঈশ্বর সম্মুখে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া
প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন,—হে গোতম!
তোমার আমি কি দান করিব? তোমার
উত্তম তক্তি, স্তোত্র ও ব্রতচরণে আমি
পরিতুষ্ট হইয়াছি। প্রার্থনা কর, যাঁহা
কেশবগণেরও দুষ্কর, তাহা দান করিতে প্রস্তুত
হইয়াছি। ব্রহ্মা কহিলেন,—বাক্যবিশারদ
গোতম বিশ্ববিধাতার এবিধ বাক্য শ্রবণ

অহো দৈবমহো ধর্ম্মো হুহো বৈ বিপ্রপুংজনম্ ।
অহো লোকগতিচ্ছিত্রা অহো ধাতবর্ম্মোহুহু তে
গোতম উবাচ ।

জটাস্থিতাঃ শুভাঃ গঙ্গাঃ দেহি মে ত্রিদশার্চিত
যদি তুষ্টোহসি দেবেশ ত্রয়ীধাম নমোহুহু তে
ঈশ্বর উবাচ ।

ত্রয়াণামুপকারার্থং লোকানাং যাচিতং ত্বয়া ।
স্বাশ্বানন্তুপকারায় তদ্ব্যচিন্বাকুতোত্তমঃ ॥ ৩১
গোতম উবাচ ।

স্তোত্রগোনেন যে ভক্তাস্বাক্ষ দেবীঃ শ্রবন্তি বৈ
সর্বকামসমৃদ্ধাঃ সূর্য্যরেতন্ধি বরয়াম্যহম্ ॥ ৩২
ব্রহ্মোবাচ ।

এবমস্থিতি দেবেশঃ পরিতুষ্টোহব্রবীদচঃ ।
অন্তানপি বরান্ মন্তো যাচস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩৩
এবমুক্তস্ত হর্ষণে গোতমঃ প্রাহ শম্ভরম্ ॥ ৩৪
গোতম উবাচ ।

ইমাং দেবীঃ জটাসংস্থাঃ পাবনীঃ লোকপাবনীশ্চ

করিয়া হর্ষ-জনিত বাষ্পধারায় ব্যাণ্ডগ্যাজ
হইয়া চিন্তা করিলেন,—অহো! দৈব, ধর্ম্ম,
বিপ্রার্চনা, লোকগতি। সকলই বিচ্ছিন্ন,
অহো বিধাতঃ! তোমাকে আমার নমস্কার।
গোতম আরও বলিলেন,—হে সুরপুত্র্য!
যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, ভবদীয় জটাস্থি-
স্থিত শুভ গঙ্গাকে আমার হস্তে সমর্পণ
করুন। হে দেবেশ! হে ত্রয়ীধাম! তোমার
আমার নমস্কার। ঈশ্বর কহিলেন,—এই
ত্রিলোকের এবং তোমার নিজের উপ-
কারের জন্য তুমি গঙ্গাকে প্রার্থনা করিয়াছ,
অতএব তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে প্রার্থনা করিতে
পার। গোতম কহিলেন,—আমার শিশুর
প্রার্থনা এই—মৎকৃত এই স্তব দ্বারা যে
ভক্তগণ আপনাকে এবং দেবীকে স্তব
করবে, তাহারা যেন সর্বকামে সুসমৃদ্ধ
হয়। ২২—৩২। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবদেব
তখন পরিতুষ্ট হইয়া ‘ত্বাক্ষ’ বলিলেন—এবং
পুনরাপি কহিলেন,—তুমি বিগতজ্বর হইয়া
অস্বাস্ত বর প্রার্থনা কর। গোতম এই

তব শ্রিয়াং জগন্নাথ উৎসৃজ ব্রহ্মণো গিরো ।
 সর্বাণাং তীর্থভূতা তু যাবদগচ্ছতি সাগরম্ ।
 ব্রহ্মহত্যাং পাপানি মনোবাক্কায়িকানি চ ॥ ৩৬
 স্নানমাত্রেন সর্বাণি বিলয়ং যান্ত শঙ্কর ।
 চন্দ্রসুৰ্য্যোপরাগে চ অয়নে বিম্ববে তথা ॥ ৩৭
 সংক্রান্তৌ বৈধৃতৌ পুণ্যতীর্থেষু যত্র ফলম্
 অস্তান্ত স্মরণাদেব তৎপুণ্যং জায়তাং হর ॥ ৩৮
 স্নাধ্যাং কৃতে তপঃ প্রোক্তং ত্রেতায়াং যজ্ঞকর্ম্ম চ
 ষাপরে যজ্ঞদানে চ দানমেব কলৌ যুগে ॥ ৩৯
 যুগধর্ম্মাচ্চ যে সর্বে দেশধর্ম্মাস্তথৈব চ ।
 দেশকালাদিসংযোগে যো ধর্ম্মো যত্র শান্ততে ॥
 যদন্তত্র কৃতং পুণ্যং স্নানদানাদি সংযমৈঃ ।
 অস্তান্ত স্মরণাদেব তৎ পুণ্যং জায়তাং হর ॥
 যত্র যত্র হ্রিয়ং যাতি যাবৎ সাগরগামিনী ।
 তত্র তত্র ত্রয়া ভাব্যমেব চান্ত বরো বরঃ ॥ ৪২

কথায় হুট্ট হইয়া শঙ্করকে কহিলেন,—হে
 জগন্নাথ! আপনার এই জটাবস্থিতা লোক-
 পাবনৌ প্রেয়সী গঙ্গাদেবীকে ব্রহ্মগিরিতে
 পরিত্যাগ করুন। ইনি সমস্ত নদী মধ্যে
 তীর্থভূত হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করি-
 বেন। ইহার জলে স্নানমাত্র মানসিক,
 বাচিক ও কায়িক—ব্রহ্মহত্যাং যে কিছু
 পাপ, সমস্তই বিলয় পাইয়া যাউক। হে
 শঙ্কর! চন্দ্র-সুৰ্য্য-গ্রহণ, অয়ন, বিম্বব ও
 বৈধৃতি প্রভৃতি যোগ উপলক্ষে অস্তান্ত
 পুণ্য তীর্থে স্নান করিলে, যে ফল প্রাপ্ত
 হওয়া যায়, ইহার স্মরণমাত্রেই সেই ফল
 হউক। হে হর! সত্যযুগে তপস্রা, ত্রেতায়
 যজ্ঞকর্ম্ম, ষাপরে যজ্ঞ ও দান এবং কলিযুগে
 একমাত্র দানই স্নাধ্য। এই সকল যুগধর্ম্ম,
 সমস্ত দেশধর্ম্ম এবং দেশকালাদির যোগে
 যে ধর্ম্ম যথায় প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত এবং
 অস্তান্ত তীর্থে স্নান, দান ও সংযমাদি দ্বারা
 যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, এই গঙ্গা নদীর স্মরণ
 মাত্রেই সেই সেই পুণ্য উৎপন্ন হউক।
 হে হর! এই সাগরগামিনী স্মরণতরঙ্গিনী
 যে যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইবেন, তথায়

যোজনানাম্ তুপরি তু দশ যাবচ্চ সংখ্যয়া ।
 তদন্তরপ্রবিষ্টানাং মহাপাতকিনামপি ॥ ৪৩
 তৎ পিতৃণাঞ্চ তেষাঞ্চ স্নানায়াজ্ঞতাং শিব ।
 স্নানে চাপ্যন্তরে যুতোর্মুক্তিভাজনো ভবন্ত বৈ
 একতঃ সর্বতীর্থানি স্বর্গমর্হ্যায়সাতলে ।
 এষা তেভ্যো বিশিষ্টা তু অলং শস্তো

নমোহস্ত তে ৪৪

ব্রহ্মোবাচ ।

তদগৌতমবচঃ শ্রুত্বা তথাস্থিত্যববীচ্ছিবঃ ।
 অস্তাঃ পরতরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।
 সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বেদে চ পরিনিষ্ঠিতম্
 সর্বেষাং গৌতমীপুণ্যা ইত্যুক্তান্তরধীয়ত ॥ ৪৭
 ততো গতে ভগবতি লোকপূজিতে
 তদাজ্ঞয়া পূর্ণবলঃ স গৌতমঃ ।

তথায় আপনারও অধিষ্ঠান প্রার্থনীয়; ইহাই
 আমার বর হউক। এই স্মরনদীর তীর-
 ভূমি হইতে দশযোজন-পরিমিত ভূভাগ
 মধ্যে যাহারা বাস করে, তাহারা মহাপাতকী
 হইলেও তাহাদের ও তাহাদের পিতৃপুরুষ-
 গণের এবং স্নানোদ্দেশ্যে গমনোদ্দ্যত ব্যক্তি-
 গণের যদি স্নান করিবার পূর্বে যত্ন করি,
 তবে তাহারাও মুক্তিভাজন হউক। হে শিব!
 স্বর্গ, মর্হ্য ও রসাতলমধ্যে সমস্ত তীর্থ
 একদিকে, আর সেই সকল তীর্থ হইতে
 বিশিষ্ট তীর্থ স্মরনদী অস্তাদিকে হউন;
 অর্থাৎ সমস্ত তীর্থস্নানে যে ফল হইবে,
 একমাত্র এই গঙ্গাস্নানেই সেই ফল হউক।
 ইহাই আমার প্রার্থনা। হে শস্তো! আমার
 আর অধিক বক্তব্য নাই; তোমায় আমার
 নমস্কার। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবান্ শিব
 গৌতমের সেই কথা শুনিয়া বলিলেন,—
 ‘তথাস্থ’। ইহা অপেক্ষা প্রধান তীর্থ হয়
 নাই এবং হইবেও না। আমি ত্রিসত্য
 করিয়া বলিতেছি,—‘সমস্ত নদী অপেক্ষা
 এই গৌতমী নদী পুণ্যতম।’ এই বলিয়া
 শঙ্কর অস্তাহিত হইলেন। লোকপূজ্য
 ভগবান্ অস্তহীন করিলে, পূর্ণবল গৌতম

জটাং সমাদায় সরিষয়া তাত
সুরৈর্বৃত্তো ব্রহ্মগিরিং বিবেশ ॥ ৪৮
ততস্ত গোতমে প্রাপ্তে জটামাদায় নারদ ।
পুষ্পবৃষ্টিরত্নত্বজ সমাজ্ঞায়ঃ সুরৈষরাঃ ॥ ৪৯
ঋষয়শ্চ মহাভাগা ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়ান্তথা ।
জয়শব্দেন তং বিপ্রং পূজয়ন্তো মুদারিতাঃ ॥ ৫০
ইতি ত্রিরাশ্বে স্বয়ম্ভু-ঋষিসংবাদে তীর্থমাহাশ্বে
গৌতম্যানয়নং নাম পঞ্চসপ্ততিতমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

মহেশ্বরজটাজুটাদিঙ্গামাদায় গোতমঃ ।
আগত্য ব্রহ্মণঃ পুণ্যে ততঃ কিমকরোদগিরৌ
ব্রহ্মোবাচ ।
আদায় গোতমো গঙ্গাং শুচিঃ প্রযতমানসঃ ।
পূজিতো দেবগন্ধর্বৈরন্তথা গিরিনিবাসিভিঃ ॥ ১

সুরগণে পরিবৃত্ত হইয়া সেই জটাস্থিত
সরিষ্যাকে লইয়া ব্রহ্মগিরিতে প্রবেশ
করিলেন । হে নারদ ! গোতম সেই
হরজটা লইয়া আগমন করিলে তাঁহার
উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল । তখন
সুরগণ সকলেই এবং দেবগণ, ঋষিগণ, মহা-
ভাগ ব্রাহ্মণগণ ও কত্রিয়গণ সম্মিলিত হইয়া
হৃষ্টচিত্তে জয় শব্দ উচ্চারণপূর্বক সেই
বিপ্রবর গোতমকে অর্চনা করিতে
লাগিলেন । ৩৩—৫০ ।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৫ ।

ষ সপ্ততিতম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—গৌতম মহেশ্বরের
জটাজুট হইতে গঙ্গাকে লইয়া পুণ্য ব্রহ্ম-
গিরিতে আনয়নপূর্বক কি করিয়াছিলেন ?
ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌতম শুচি হইয়া প্রযত-

গিরৈর্মুক্তি জটাং স্থাপ্য স্মরন্ দেবং ত্রিলোচনম্
উবাচ প্রাজ্ঞলিভূতা গঙ্গাং স বিজসন্তমঃ ॥ ৩
গৌতম উবাচ ।

ত্রিলোচনজটোদ্ধুতে সর্বকামপ্রদায়িনি ।
কমস্য মাতঃ শান্তাসি সুখং যাহি হিতং কুৰু ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

এবযুক্তা গোতমেন গঙ্গা প্রোবাচ গোতমম্ ।
দিব্যরূপধরা দেবী দিব্যশ্রগল্লেপনা ॥ ৫
গঙ্গোবাচ ।

গচ্ছেয়ং দেবসদনমথবাপি কমণ্ডলুম্ ।
রসাতলং বা গচ্ছেয়ং জাতম্ভঃ সত্যবাগসি ॥ ৬
গৌতম উবাচ ।

ত্ৰয়াণামুপকারার্থং লোকানাং যাচিতা ময়া ।
শম্ভুনা চ তথা দত্তা দেবি তন্নাস্তথা ভবেৎ ॥ ৭
ব্রহ্মোবাচ ।

তদগৌতমবচঃ শ্রুত্বা গঙ্গা মেনে দ্বিজৈরিতম্ ।
ত্রেধান্ধানং বিতজ্যাধ স্বর্গমর্ত্যরসাতলে ॥ ৮

মনে গঙ্গাকে আনিয়া দেব, গন্ধর্ব ও পক্ষ-
বাসিগণ কর্তৃক পূজিত হইলেন । তিনি
সেই হর-জটা গিরিনিধরে স্থাপন করিয়া
ত্রিলোচন দেবকে স্মরণ করত কৃতাজলি-
বরে গঙ্গাকে কহিলেন; হে হরজটাপ্রভবে,
সর্ব-কাম-দায়িনি মাতঃ! আপনি কমা করুন,
শান্ত হউন, সুখে গমন করুন এবং সকলের
হিতসাধন করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—গঙ্গা
গৌতম কর্তৃক এইরূপ অমূল্য হইয়া দিব্য
রূপ ধারণপূর্বক দিব্য মাল্য ও অল্লেপনে
ভূষিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস!
তুমি সত্যবাক্ হইলে; আমি এক্ষণে দেব-
ভবনে অথবা ব্রহ্মার কমণ্ডলুমধ্যে কিম্বা
রসাতলে গমন করিব । গৌতম বলিলেন,
—ত্রিলোকের উপকারের জন্ত আমি আপ-
নাকে প্রার্থনা করিয়াছিলাম । হে দেবি!
শম্ভু আপনাকে দান করিয়াছেন; অন্তঃকরণ
আমার প্রার্থিত বিষয়ের যেন অভূত হয়
না । ১-৭ । ব্রহ্মা বলিলেন,—গঙ্গা গৌতমের
বাক্য শুনিয়া চিন্তা করিলেন এবং আশ্চর্য

স্বর্গে চতুর্দ্ধা ব্যগমং সপ্তধা মর্ত্যমণ্ডলে ।
 রসাতলে চতুর্দ্ধৈব সৈব পঞ্চদশাকৃতিঃ ॥ ১০
 সর্বত্র সর্বভূতৈব সর্বপাপবিনাশিনী ।
 সর্বকামপ্রদা নিত্যং সৈব বেদে প্রণীয়তে ॥ ১১
 মর্ত্য্য মর্ত্যগতামেব পশুন্তি ন তলং গতাম্ ।
 নৈব স্বর্গগতাঃ মর্ত্যাঃ পশুন্ত্যজ্ঞানবুদ্ধয়ঃ ॥ ১২
 বাবৎসাগরগা দেবী ভাবদেবময়ী স্মৃতা ।
 উৎসৃষ্টা গোতমে নৈব প্রায়াৎ পূর্বার্ণবঃ প্রতি
 ততো দেবযিভির্ভূষ্টাঃ মাতরং জগতঃ শুভাম্
 গোতমো যুনিশাৰ্দ্ধলঃ প্রদক্ষিণমথাকরোৎ ॥ ১৩
 জিলোচনং সুরেশানঃ প্রথমং পূজ্য গোতমঃ
 উভয়োস্তীরয়োঃ স্নানং করোমৌতি দধে মতিম্
 স্মৃতমাত্রস্তদা তত্রাবিরাসীৎ করুণার্ণবঃ ।
 তত্র স্নানং কথং সিধ্যেদিত্যেবং শরীরমব্রবীৎ ॥

জিহ্বা বিভক্ত করত স্বর্গ, মর্ত্য ও রসাতলে
 গমন করিলেন। তাঁহার ত্রিলোকগামিনী
 ধারা স্বর্গে চতুর্দ্ধা, মর্ত্যমণ্ডলে সপ্তধা এবং
 রসাতলে চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইল। এইরূপে
 সর্বসমেত তিনি পঞ্চদশ ধারায় বিভক্ত
 হইলেন। গঙ্গা সর্বত্র সর্বভূত-স্বরূপিনী,
 সর্বপাপ-প্রণাশিনী এবং নিত্য নিখিল-কাম-
 দায়িনী বলিয়া বেদে গৌতম হইয়াছেন।
 মর্ত্য্য লোকেরা তাঁহার রসাতলগত মূর্ত্তি
 দেখিতে পায় না। তাঁহার মর্ত্য্যপ্রবাহিত
 রূপই তাহারা দর্শন করে। এইরূপে জ্ঞান-
 বুদ্ধি-বিহীন মর্ত্য্যবাসীরা তাঁহার স্বর্গস্থ মূর্ত্তিও
 দর্শন করিতে পারে না। গোতম কর্ত্তক
 অবতারিত হইয়া সাগরগামিনী গঙ্গাদেবী
 দেবময়ী বলিয়া বিখ্যাত হইলেন এবং তিনি
 পূর্বার্ণবে প্রয়াণ করিলেন। অনন্তর
 যুনিশাৰ্দ্ধল গোতম দেবযিগণ-সেবিত পাবনী
 জগন্নাথাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে
 তিনি ভাবিলেন,—আমি সুরেশ্বর জিলো-
 চনকে অর্চনা করিয়া উভয় তীরে স্নান
 করিব। গোতম স্মরণ করিবামাত্র সেই
 মুহূর্ত্তেই ককশাসাগর শিব তথায় আবির্ভূত
 হইলেন। গোতম তাঁহাকে কিরূপে স্নান-

কৃত্তবলিগুণা চুখা ভক্তিনম্রভিলোচনং ॥ ১৬
 গোতম উবাচ ।

দেবদেব মহেশান তীর্থস্নানবিধিং মম ।
 জাহি সম্যগ্ মহেশান লোকানাম্ হিতকাম্যয়া ॥ ১৭

শিব উবাচ ।

মহর্ষে শৃণু সর্বঞ্চ বিধিং গোদাবরীতবম্ ।
 পূর্বং নান্দীমুখং কৃৎস্না দেহশুদ্ধিং বিধায় চ ।
 ত্রাঙ্কণান্ ভোজয়িত্বা চ তেযামাজ্জাঃ প্রগৃহ্ণ চ ।
 ত্রক্ষচর্য্যেণ গচ্ছন্তি পতিভালাপবর্জিতাঃ ॥ ১৮
 যন্ত হস্তো চ পাদো চ মনশ্চৈব সূসংযতম্ ।
 বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ স তীর্থকলমব্রুতে ॥ ১৯
 ভাবহৃষ্টিং পরিত্যজ্য স্বধর্ম্মপরিমিষ্টিতাঃ ।
 শ্রান্তসংবাহনং কূর্বন দদ্যাৎস্বয়ং যথোচিতম্ ॥ ২০
 অকিঞ্চনেভ্যঃ সাধুভ্যো দদ্যাৎস্বয়ং কলান্
 শৃণু হরিকথাং দিব্যাং তথা গঙ্গাসমুদ্রবাম্ ।
 অগ্নেন বিধিনা গচ্ছনসম্যক্ তীর্থকলং লভেৎ ॥
 ইতি শ্রীত্রাঙ্কে মহাপুরাণে তীর্থমাहाভ্যো
 যটসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধি হইবে, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।
 গোতম কৃত্তবলি হইয়া ভক্তিনম্রভাবে
 ত্রিলোচনকে বলিলেন,—হে মহেশ্বর দেব-
 দেব! জগতের হিতের নিমিত্ত তীর্থ-স্নান-
 বিধি সম্যকরূপে কীর্ত্তন করুন। শিব বলি-
 লেন,—হে মহর্ষে! গোদাবরী নদীর স্নান-
 সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ শ্রবণ কর। প্রথমতঃ
 নান্দীমুখ করিয়া দেহশুদ্ধি করিবে। তৎ-
 পরে ত্রাঙ্কণদিগকে ভোজন করাইয়া তাঁহা-
 দেব আদেশ অনুসারে ত্রক্ষচর্য্য গ্রহণপূর্বক
 পতিত জনের সহিত বাক্যালাপ না করিয়া
 লোক সকল তীর্থস্নানে গমন করিবে।
 যাহার হস্তদ্বয়, পাদদ্বয় ও মন সূসংযত
 হইয়াছে এবং যাহার বিজ্ঞা আছে, তপস্বী
 আছে, কীর্ত্তি আছে, তিনিই তীর্থকল প্রাপ্ত
 হন। স্বধর্ম্মে একনিষ্ঠ হইয়া ভাবহৃষ্টি পরি-
 ত্যাগপূর্বক তীর্থসেবী নয় অকিঞ্চন সাধু-
 দিগকে অন্ন, বস্ত্র ও কল দান করিবেন
 এবং গঙ্গার উৎপত্তিবিষয়ক দিব্য হরিকথা

সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ত্ৰ্যম্বক ইতি প্রাহ গোতমঃ মুনিভির্ভূতম্ ।

শিব উবাচ ।

দ্বিহস্তমাত্রে তীর্থানি সত্ত্ববিবাস্তি গোতম ।

সৰ্বজ্ঞাং সন্নিহিতঃ সৰ্বকামপ্রদস্তথা ॥ ২

গঙ্গাধারে প্রয়াগে চ তথা সাগরসঙ্গমে ।

এতেষু পুণ্যদা পুংসাং মুক্তিদা সা ভগীরথী ॥ ৩

নৰ্ম্মদা তু সরিচ্ছ্রেষ্ঠা পৰ্বতেহমরকণ্টকে ।

যমুনা সঙ্গতা তত্র প্রভাসে তু সরস্বতী ॥ ৪

কৃষ্ণা ভীমরথী চৈব তুঙ্গভদ্রা তু নারদ ।

ভিন্মুণাং সঙ্গমো যত্র তত্তীর্থং মুক্তিদং নৃণাম্ ॥

পয়োকী সঙ্গতা যত্র তত্রত্যা তচ্চ মুক্তিদম্ ।

ইয়ং তু গোতমী বৎস যত্র কাপি সমাজ্ঞয়া ॥ ৬

অবণ করিবেন। এইরূপ বিধি অনুসারে
যে ব্যক্তি তীর্থে যায়, তাহার বিশিষ্ট তীর্থ-
ফল লাভ হয়। ৮—২২।

বৃহসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবান ত্ৰ্যম্বক মুনি-
গণ-পরিবৃত গোতমকে বলিলেন,—হে
গোতম! গঙ্গার দ্বিহস্ত-পরিমিত স্থানে
সমস্ত তীর্থই বিরাজ করিবেন। সৰ্ব-
কামপ্রদ আমিও সৰ্বত্রই সন্নিহিত থাকিব।
গঙ্গাধার, প্রয়াগ এবং সাগরসঙ্গম এই
স্থানত্রয়ে ভাগীরথী দেবী নরগণের পক্ষে
পুণ্যদাত্রী ও মুক্তিদাত্রী হইয়া থাকেন।
অমরকণ্টক পৰ্বতে সরিষরা নৰ্ম্মদা প্রবা-
হিতা। যমুনা ভাঁহার সহিত মিলিতা।
প্রভাসতীর্থে সরস্বতী প্রবাহিতা। হে
নারদ! কৃষ্ণা, ভীমরথী ও তুঙ্গভদ্রা
নদীর সঙ্গমতীর্থ নরগণের মুক্তিপ্রদ।
যথোকী নদী স্বাধা সম্মিলিত হইয়াছে,
সেই স্থানও মুক্তিপ্রদ। কিন্তু হে বৎস!

সৰ্বেষাং সৰ্বদা নৃণাং শ্রানামুক্তিঃ প্রদাত্তি ।

কিঞ্চিংকালে পুণ্যতমঃ কিঞ্চিত্তীর্থঃ সুরাগমঃ ।

সৰ্বেষাং সৰ্বদা তীর্থং গোতমী নাত্র সংশয়ঃ ।

তিস্রঃ কোট্যোহৰ্দ্ধকোটি চ যোজনানান্ শতদ্বয়ে

তীর্থানি মুনিশাঙ্গল সত্ত্ববিবাস্তি গোতম ।

ইয়ং মাহেশ্বরী গঙ্গা গোতমী বৈষ্ণবীতি চ ॥ ১০

ব্রাহ্মী গোদাবরী নন্দা সুনন্দা কামদায়িনী ।

ব্রহ্মতেজঃসমানীতা সৰ্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ১০

স্মরণাদেব পাপোষহজী মম সদা প্রিয়া ।

পঞ্চানামপি ভূতানামাপঃ শ্রেষ্ঠত্বমাগতাঃ ॥ ১১

তত্রাপি তীর্থভূতান্ত তন্মাদাপঃ পরাঃ স্মৃতাঃ ।

তাসাং ভাগীরথীশ্রেষ্ঠা তাত্যোহপি গোতমীতথা

আনীতা সঙ্গতা গঙ্গা অস্তা নাত্র ক্ষুভাবহম্ ।

স্বর্গে ভুবি তলে বাপি তীর্থং সৰ্বার্থদং মূনে ।

আমার আদেশে এই গোতমী নদী যে যে
স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সেই সেই
স্থানেই স্নানমাত্রে ইহা সমস্ত মানবের সৰ্ব-
কামফল ও মুক্তিপ্রদ। কোন কোন তীর্থ
কালবিশেষে এবং কোন কোন তীর্থ দেব-
সমাগমে পুণ্যতম হয়; কিন্তু ঐ গোতমী নদী
সৰ্বকালেই সকলের নিকট পুণ্যতম; ইহাতে
সংশয় নাই। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, গোতম!
এই গোতমী নদীর দুইশত যোজনের মধ্যে
সাক্ষিক্রিকোটি তীর্থ বিরাজ করিবে। এই
গোতমী গঙ্গা মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মী,
গোদাবরী, নন্দা, ও সুনন্দা নামে অভি-
হিতা। ইহা ব্রহ্মতেজে আনীতা; স্মৃতরাঃ
কামদায়িনী ও সৰ্বপাপনাশিনী ১০—১০। এই
নদী সদাই আমার প্রিয়া; ইহা স্মরণ মাত্রেই
পাপরাশি-নাশিনী। কিত্যাদি পঞ্চভূতের
মধ্যে জলই শ্রেষ্ঠ; তদুপরি তাহা আবার
তীর্থভূত। স্মৃতরাঃ জল সৰ্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
বলিয়া বিখ্যাত। এই জলের মধ্যে ভাগীরথী
শ্রেষ্ঠ এবং ভাগীরথী অপেক্ষা গোতমী
আরও শ্রেষ্ঠ। হে মূনে! এই গঙ্গা সহ-
স্রকোটি সহিত আনীতা, স্মৃতরাঃ ইহা
অপেক্ষা আর শুভাবহ তীর্থ নাই।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যেতৎ কথিতং পুত্র গোতমায় মহাত্মন ।
সাক্ষাৎকরেণ তুষ্টেন ময়া তব নিবেদিতম্ ॥ ১৪
এবংস গোতমৌ গঙ্গা সর্বেভ্যোহপ্যধিকা মতা
তৎস্বরূপক কথিতং কুতোহস্তা শ্রবণস্পৃহা ॥ ১৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে তীর্থমাহাত্ম্যে
সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ষিবিধা সৈব গদিতা একাপি সুরসত্তম ।
একো ভেদস্ত কথিতো ব্রাহ্মণে নান্বতো যতঃ ॥
কজ্রিণোপারোহপ্যাংশো জটাস্বেব ব্যবস্থিতঃ
তবস্ত দেবদেবস্ত আজ্ঞতস্তদ্বদম্ মে ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ ।

বৈবস্বতাষয়ে জাত ইক্ষাকুলসম্ভবঃ ।

শ্রুণু, কি মর্ন্ত্যে, সর্বত্রই এই গোতমী-
তীর্থ সর্বার্থদায়ক । ব্রহ্মা বলিলেন,—হে
পুত্র! সাক্ষাৎ হর মহাত্মা গোতমের
নিকট এই সকল কথা কহিয়াছিলেন ।
আমি তুষ্ট হইয়া তোমার নিকট বলি-
লাম । এইরূপে সেই গোতমী গঙ্গা
সর্বার্থদায়ক প্রধান বলিয়া বিদিত । আমি
উহার স্বরূপ বর্ণন করিলাম । তুমি আর
কি ভনিতো ইচ্ছা কর ? ১১—১৫ ।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৭ ।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—হে সুরসত্তম! গঙ্গা
এক হইয়াও যে বিধাভিন্ন হইয়াছেন,
তাহা আপনি বর্ণন করিলেন এবং ব্রাহ্মণ
কর্তৃক আনীত তদীয় এক শাখার বিষয়ও
আপনি উল্লেখ করিয়াছেন; পরন্তু দেবদেব
ভবের জটাবস্থিত গঙ্গার একাংশ কজ্রি
কর্তৃক ধেরূপে আনীত হইয়াছিল,—তাহা

পুরা বৈ সগরো নাম রাজানীদতিধারিকঃ ॥ ৩

যজ্ঞ দানপরো নিত্যং ধর্ম্মাচারবিচারবান্ ।

তস্ত ভাধ্যাদয়ঃ চাসীৎ পতিভক্তিপরায়ণম্ ॥ ৪

তস্ত বৈ সন্ততির্নাভুদ্বিতি চিন্তাপরোহভবৎ ।

বসিষ্ঠং গৃহমাহুয় সম্পূজ্য বিধিবস্ততঃ ॥ ৫

উবাচ বচনং রাজা সন্ততে: কারণং প্রতি ।

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা ধ্যাত্বা রাজানমবীৎ ॥ ৬

বসিষ্ঠ উবাচ ।

সপত্নীকঃ সদা রাজনৃষিপূজাপরো ভব ॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতুক্ষা স মুনিবিপ্র যথাস্থানং জগাম হ ।

একদা তস্ত রাজর্ষেগৃহমাগাস্তপোনিধিঃ ॥ ৮

তস্তর্ষে: পূজনং চক্রে স সন্তষ্টোহব্রবীষচঃ ।

বরং ক্রহি মহাভাগেত্যুক্তে পুত্রান্ স চাবুণোৎ

স মুনিঃ প্রাহ রাজানমেকস্তাং বংশধারকঃ ।

আপনি আমার নিকট বর্ণন করুন । ব্রহ্মা
বলিলেন,—পুরা কালে বৈবস্বত মহুর
অবশ্যে ইক্ষাকু-কুলে সগর নামে এক
অতি ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন । তিনি
নিয়ত যজ্ঞ, দানশীল এবং ধর্ম্মসম্পন্ন
আচার ও বিচারবান ছিলেন । তাঁহার
তুইটা ভাধ্যা; তাহার ত

ছিল । রাজা সগরের সন্তান সন্ততি কিছুই
ছিল না । সেইজন্য তিনি চিন্তাকুল হইয়া
পড়েন । একদা রাজা স্বীয় গৃহে বসিষ্ঠকে
আহ্বান করিয়া বিধিযত পূজাপূর্ব্বক স্বীয়
সন্ততি-সন্তাবনার কারণ কি ? তাহা জিজ্ঞাসা
করিলেন । বসিষ্ঠ তৎপ্রবণে কিঞ্চিৎ ধ্যান
করিয়া রাজাকে বলিলেন,—রাজন !
আপনি সতীক হইয়া সর্বদা ঋষিগণের পূজা-
পরায়ণ হউন । ১—৬ । ব্রহ্মা বলিলেন,—
হে বিপ্র ! বসিষ্ঠ মুনি এই কথা কহিয়া
স্বহৃদ্যে প্রস্থান করিলেন । একদা রাজর্ষি
সগরের গৃহে জনৈক তপোনিধি আগমন
করিলেন । রাজা যথাবিধি তাঁহার পূজা
করিলেন । তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

পুত্রো ভূমাত্তাত্তাঃ ষষ্টিসহস্রকঃ সূতাঃ ॥ ১০ ॥
বরং নবা মুনৌ যাতে পুত্রা জাতাঃ সহস্রশঃ ।
স যজ্ঞান্ অুবহুঃশক্রে হয়মেধান্ সুদক্ষিণান্ ॥
একস্মিন্ হয়মেধে বৈ দীক্ষিতো বিধিবদ্ভূপঃ ।
পুত্রোহ্যবোজয়জ্ঞাজা সসৈন্তান্ হয়রক্ষণে ॥ ১২ ॥
কচিদন্তরমাসাদ্য হয়ং জহ্রে শতক্রতুঃ ।
মার্গমাশাস্ত তে পুত্রা নৈবাপশ্বন্তু হয়ং তদা ॥ ১৩ ॥
সহস্রাণাং তথা ষষ্টির্নান্যযুদ্ধবিশারদাঃ ।
তেষু পশ্চৎসু রক্ষাসি পুত্রেষু সগরস্ত হি ॥ ১৪ ॥
প্রোক্ষিতং তদ্বয়ং নীহা তে রসাতলমাগমন ।
রাক্ষসান্মায়স্বা যুক্তান্নৈবাপশ্বন্তু সাগরাঃ ॥ ১৫ ॥
ন দৃষ্ট্বা তে হয়ং পুত্রাঃ সগরস্ত বলীযসঃ ।
ইতচ্চেতশ্চরন্তস্তে নৈবাপশ্বন্তু হয়ং তদা ॥ ১৬ ॥

হে মহাভাগ ! বর গ্রহণ করুন । রাজা
জাঁহার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলেন ।
তখন মুনি রাজাকে কহিলেন,—আপনার
এক স্বীয় গর্ভে একটি বংশধর পুত্র উৎপন্ন
হইবে এবং অপর স্বীয় গর্ভে ষষ্টিসহস্র পুত্র
জন্মিবে । মুনি বর দিয়া চলিয়া গেলেন ।
মুনির কথা অনুসারে রাজারও সহস্র সহস্র
পুত্র জন্মগ্রহণ করিল । অনন্তর রাজা
সগর সুদক্ষিণাধিত বহুসংখ্যক অশ্বমেধ
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন । তন্মধ্যে কোন
এক অশ্বমেধ যজ্ঞে বিধিযুক্ত দীক্ষিত হইয়া
রাজা সগর পুত্রদিগকে অশ্বরক্ষার জন্ত
সৈনিককার্যে নিযুক্ত করিলেন । ইতিমধ্যে
শতক্রতু কোন এক স্থান হইতে সেই যজ্ঞীয়
অশ্ব অপহরণ করিয়া লইলেন । সগরসুত-
গণ অশ্বের জন্ত অনেক অনুসন্ধান করিল,
কিন্তু তখন সেই অশ্ব কোথাও দেখিতে
পাইল না । তাহার সাংখ্যায় ষষ্টিসহস্র;
তদুপরি নানা যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ । এ
ধেন সগরসন্তানেরা অশ্বাবেষণে নিরত
হইলে, কতকগুলি রাক্ষস সেই অশ্ব লইয়া
রসাতলে গমন করিল । সগর-নন্দনেরা
সেই দৈববাণী রাক্ষসদিগকে দেখিতে পাইল
না । সগরের সেই বলশালী পুত্রগণ অশ্ব

দেবলোকঃ তদা জঘুঃ পর্বতাংশ সরাংশি চ ।
বনানি চ বিচিষন্তো নৈবাপশ্বন্তু হয়ং তদা ॥ ১৭ ॥
কৃতশ্রুতায়নো রাজা ঋত্বিগুভিঃ কৃতমঙ্গলঃ ।
ঋদ্বী তু পশুঃ রম্যঃ রাজা চিত্তামুপেষিবান্ ॥
অটন্তঃ সাগরাঃ সর্কেষ দেবলোকমুপাগমন্ ।
হয়ং তমুচ্চিবন্তস্তত্রাপি ন হয়োহভবৎ ।
ততো মহৌ সমাজঘুঃ পর্বতাংশ বনানি চ ।
তত্রাপি চ হয়ং নৈব দৃষ্টবন্তো নৃপাশ্চজাঃ ॥ ২০ ॥
এতান্নরন্তরে তত্র দৈবৌ বাগতবন্তদা ।
রসাতলে হয়ো বদ্ধ আস্তে নান্তত্র সাগরাঃ ॥
ইতি শ্রুত্বা ততো বাক্যং গন্তকামা রসাতলম্ ।
অধননৃপৃথিবীঃ সর্ক্যঃ পরিতঃ সাগরাস্ততঃ ॥
তে কুধার্তা মৃদং শুকাঃ ভক্ষয়ন্তুঃপৃথিবীম্ ।
স্তখনংশাপি জগ্মুশ্চ সছরাস্তে রসাতলম্ ॥ ২৩ ॥

অদর্শনে বহুত্র বহু অনুসন্ধান করিল ।
কোথাও অশ্বের সন্ধান মিলিল না । তখন
তাহারা দেবলোকে গমন করিল । সেখানে
হইতে ক্রমে পর্বত, সরোবর ও বনসমূহে
বিচরণ করিয়াও কুত্রাপি অশ্বানুসন্ধান
পাইল না । এদিকে রাজা ঋত্বিগুগণ কর্তৃক
কৃতশ্রুতায়ন ও কৃতমঙ্গল হইয়া অশ্ব
অদর্শনে চিন্তিত হইলেন । সগর-নন্দনেরা
সকলেই তখন দেবলোকে উপস্থিত হইল ।
সেখানেও অনুসন্ধান করিয়া অশ্বদর্শন
ঘটিল না । তখন তাহারা মহীমণ্ডলে
আসিয়া সমস্ত পর্বত ও বন-বিভাগে বহু
অনুসন্ধান করিল; কিন্তু সেই রাজ-
কুমারেরা কোথাও অশ্ব দেখিতে পাইল
না । ইত্যবসরে এইরূপ এক দৈববাণী
হইল যে, হে সগরনন্দনগণ ! তোমাদের
যজ্ঞীয় অশ্ব রসাতলে আবদ্ধ রহিয়াছে ।
এই দৈববাণী শুনিয়া তৎকালে সেই রাজ-
পুত্রেরা রসাতলগমনে সমুদ্যত হইল ।
এবং পৃথিবীকে সর্বতোভাবে খনন করিয়া
লাগিল । ১—২২ । তাহার কুধার্ত হইয়া
শুক যুক্তিকা ভক্ষণ ও রাত্রিদিন খুঁজি
খনন করত সছর রসাতলে উপস্থিত

তানাগতান্ হৃৎসুতান্ সাগরানবলিনঃ কৃতীন্
 রক্ষাসি সন্ততা ব্যগমন কপিলান্তিকম্ ।
 কপিলোহপি মহাপ্রাজ্ঞস্তত্র শেতে রসাতলে ।
 পুরা চ সাধিতং তেন দেবানাং কার্যমুত্তমম্ ॥২৫
 বিনিব্ৰেণ ততঃ শ্রান্তঃ সিদ্ধে কার্যে সুরান্ প্রতি
 অত্রবীৎ কপিলঃ শ্রীমাদ্রিদ্রাস্তানঃ প্রযচ্ছৎ ॥২৬
 রসাতলং দদৃশুস্তৈ পুনরাহ সুরান্ মুনিঃ ।
 যো মাথুখাপয়েন্নন্দো ভাস্মীভূত্যাচ্চ সত্ত্বরম্ ॥২৭
 ততঃ শয়ে তলগতো নো চেষ্ট স্তম্ভ এব হি ।
 তথেষ্ট্যক্তঃ সুরগণৈস্তত্র শেতে রসাতলে ॥২৮
 তস্ত প্রভাবঃ তে জ্ঞাত্বা রাক্ষসা মায়া যুতাঃ ।
 সাগরাণাং চ সর্কেষাং বধোপায়ং প্রচক্রিরে ॥২৯
 বিনা যুদ্ধেন তে ভীতা রাক্ষসাঃ সত্ত্বরাস্তদা ।
 আগত্য যত্র স মুনিঃ কপিলঃ কোপনো মহান্

হইল। সেই সকল বলবান্ কৃতিমান্
 সাগরনন্দনগণের আগমনবার্তা শুনিয়া
 রাক্ষস সকল জ্ঞাসাবিত ভাবে কপিল-
 সমীপে গমন করিল। মহাপ্রাজ্ঞ কপিলও
 সেই রসাতলে শয়ান ছিলেন। পুরা-
 কালে তিনি বিনিব্র হইয়া দেবগণের
 বিশিষ্ট কার্য সাধন করেন। কার্য-
 সাধনান্তে শ্রীমান্ কপিল শ্রান্ত হইয়া সুর-
 গণকে বলেন যে, আমায় নিদ্রাস্থান অর্পণ
 করুন। তাহার এই কথায় দেবগণ তাঁহাকে
 রসাতল দান করেন। পরে কপিল মুনি
 সুরগণকে আবার বলেন, আপনারা
 জানিয়া রাখুন, যে ব্যক্তি আমার নিদ্রা
 ভঙ্গ করিবে, সে সত্ত্বরই ভাস্মীভূত হইবে।
 যদি এই ব্যবস্থায় আপনারা সম্মত থাকেন,
 তবে আমি নিদ্রা যাই, নচেৎ আমার
 শরনে প্রয়োজন নাই। সুরগণ তাহাতেই
 সম্মত হইলেন। তখন কপিলও রসাতলে
 শয়ন করিলেন। মায়াবী রাক্ষসেরা
 কপিলের প্রভাব জানিত, তাই তাহার
 সর্কেষাং বধোপায় করিয়া বিনা যুদ্ধে তাহার
 সত্ত্বরাস্তদা বিনা যুদ্ধে তাহার
 সত্ত্বরাস্তদা বিনা যুদ্ধে তাহার

শিরোদেশে হয়ঃ তে বৈ বন্ধাঃ স্বররাধিতাঃ ।
 দূরে স্থিতা মৌনিনশ্চ প্রেক্ষন্তঃ কিং ভবেদ্বিভি
 ততস্ত সাগরাঃ সর্কেষাং নির্বিশস্তো রসাতলম্ ।
 দদৃশুস্তে হয়ঃ বন্ধাঃ শয়ানঃ পুরুষঃ তথা ॥ ৩২
 তং মেনিরে চ হর্ভারঃ ক্রতুহস্তারমেব চ ।
 এনং হস্তা মহাপাপং নয়ামোহবঃ নৃপান্তিকম্ ॥
 কেচিদ্রুচুঃ পশুঃ বন্ধাঃ নয়ামোহনেন কিং কলম্
 তদাহরপরে শুরা রাজানঃ শাসকা বয়ম্ ॥ ৩৪
 উখাপ্যৈনং মহাপাপং হয়ঃ ক্রাভ্রেশ বর্চসা ।
 তে তং জয়মুনিং পাদৈরুপবন্তো নির্মুখাণি চ ॥
 ততঃ কোপেন মহতা কপিলো মুনিসন্তমঃ ।
 সাগরানীক্ষ্যামাস তান্ কোপান্তম্মসাৎ কয়োৎ
 জজলুস্তে ততস্তত্র সাগরাঃ সর্কেষাং এব হি ।
 তত্ত্ব সর্কেষাং ন জানাতি দীক্ষিতঃ সগরো নৃপঃ ॥

কপিলের শিরোদেশে সেই অষ্টা বন্ধন
 করিয়া রাখিল। পরে তাহার মৌনভাবে
 দূরে থাকিয়া ‘কি হয়’ তাহা দেখিতে লাগিল।
 ২৩—৩১। অনন্তর সগরপুত্রেরা রসাতলে
 প্রবেশ করিল এবং সেই অশ্ব ও তৎসমীপে
 শয়ান এক পুরুষকে দেখিতে পাইল। তাহার
 স্থির করিল, এই ব্যক্তিই আমাদের অশ্বহর্ভা
 ও যজ্ঞহস্তা, অতএব ইহাকে বধ করিয়া
 নৃপসমীপে অশ্ব লইয়া যাই। তখন
 কেহ কেহ বলিল, আমরা মাত্র পশুকেই
 লইয়া যাই, এই ব্যক্তিকে লইয়া আমাদের
 কি হইবে? সে কথার প্রতিবাদ করিয়া
 অপর কেহ কেহ বলিল—সে কি কথা।
 আমরা হইলাম—শূর, শাসনকর্তা ও রাজা।
 সুতরাং এই দুর্বৃত্তকে উঠাইয়া আমাদের
 কজিগোচিত স্বাভাবিক প্রভাবে ইহার
 বিনাশ বিধান করি। তাহার সম্মুখেই
 তখন একমত হইয়া পুরুষ বাক্যে ভীত
 করত মুনিকে পাদদ্বারা প্রহার করিতে
 লাগিল। তখন কপিল কোপতরে সেই
 সাগরনন্দনগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
 তাহাদিগকে ভাস্মীভূত করিলেন। কপি-
 লের সন্মুখদেশে পুরুষের কপিত

নারদঃ কথমাংস সগরায় মহাশ্বনে ।
কপিলস্ত তু সংস্থানং হনুস্তাপি তু সংস্থিতম্ ।
রাক্ষসানাস্ত বিকৃতিং সাগরাণাঞ্চ নাশনম্ ।
ততশ্চিন্ত্যাপরো রাজা কর্তব্যং নাববুধ্যত ॥৩১
অপরোহপি শূভচান্দীদসমঞ্জা ইতি শ্রুতঃ ।
স তু বালান্স্থথা পৌরায়োধীং ক্রিপতি

চান্তসি ॥ ৪০

সগরোহপ্যথ বিজ্ঞপ্তঃ পৌরৈঃ সম্মিলিতৈস্তদা
হুর্মবঃ তস্ত তং জ্ঞাত্বা ততঃ ক্রুদ্ধোহব্রবীদ্বৃণঃ
তানমাত্যাংস্তদ রাজা দেশভ্যাগং করোত্বয়ম্
অসমঞ্জাঃ ক্রোধধ্বংস্যাগী বৈ বালঘাতকঃ ॥ ৪২
সগরস্ত তু তথাক্যঃ শ্রদ্ধামাত্যাংস্বরাধিতাঃ ।
ভত্যজুর্নৃপতেঃ পুত্রমসমঞ্জা গতৌ বনম্ ॥ ৪৩
সাগরা ব্রহ্মশাপেন নষ্টাঃ সর্বৈ রসাতলে ।
একোহপি চ বনং প্রাপ্ত ইদানীং কা গতির্বম

লাগিল। এদিকে যজ্ঞদৌকিত সগর
রাজা এ ঘটনার কিছুই জানিতে পারিলেন
না। তখন নারদ মহাত্মা সাগরের নিকট
কপিলের সংস্থান, অপরকণ, রাক্ষসগণের
চেষ্টা ও সগরশূভগণের বিনাশ ইত্যাদি
সবস্তু ঘটনাই ব্যক্ত করিলেন। তখন
সগর রাজা চিন্তিত হইয়া স্বীয় কর্তব্য অব-
ধারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার
অসমঞ্জা নামে অপর এক পুত্র ছিল, সেই
পুত্র মূর্খতা বশতঃ পুরবাসীদিগের শিশু-
সন্তানগুলিকে ধরিয়া সলিলে নিক্ষেপ
করিত। তখন পুরবাসীরা সম্মিলিত হইয়া
একযোগে রাজার নিকট এই অত্যাচার-
কাহিনী নিবেদন করিল। রাজা পুত্রের
এই হুম্মর ব্যবহার জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ
হইলেন এবং স্বীয় অমাত্যদিগকে বলিলেন,
অতিরে পুত্র অসমঞ্জা এই রাজ্য পরিত্যাগ
করিয়া চলিয়া যাউক। অসমঞ্জা বালঘাতক;
শূভরাসে সে ক্রোধধ্বংস পরিত্যাগ করিয়াছে।
রাজ্যদেশে অমাত্যবর্গ রাজপুত্র অসমঞ্জাকে
রাজ্যভ্যাগে বাধ্য করিলেন। অসমঞ্জা
কালক্রমে গমর করিলেন। অসমঞ্জা সগর-

অংশমানিতি বিখ্যাতঃ পুত্রস্তাসমঞ্জসঃ ।
আনাথ্য বালকঃ রাজা কার্য্যং তস্মৈ শ্রবণম্
কপিলঞ্চ সমারাধ্য অংশমানি বালকঃ ।
সগরায় হনুং প্রাদাক্ততঃ পূর্ণোহভবৎ ক্রমঃ ॥৪৩
তস্তাপি পুত্রস্তেজস্বী দিলীপ ইতি ধার্মিকঃ ।
তস্তাপি পুত্রো মতিমান্ ভগীরথ ইতি শ্রুতঃ ॥
পিতামহানাং সর্বেষাং গতিং শ্রদ্ধা সুকৃষিতঃ
সগরঃ নৃপশার্দ্দুলঃ পপ্রচ্ছ বিনয়াধিতঃ ॥ ৪৪
সাগরাণাস্ত সর্বেষাং নিকৃতিস্ত কথং ভবেৎ ।
ভগীরথঃ নৃপঃ প্রাহ কপিলো বেত্তি পুত্রক ॥ ৪৫
তস্ত তদ্বচনং শ্রদ্ধা বালঃ প্রায়াজসাতলম্ ।
কপিলঞ্চ নমস্কৃত্বা সর্বং তস্মৈ শ্রবণম্ ॥৪৬
স মুনিম্ চিরং ধ্যাওয়া তপসারাদ্য শকরম্ ।

সন্তানেরা রসাতলে ব্রহ্মশাপে মগ্ন হইল।
অপর পুত্র অসমঞ্জা বনে গেল। রাজা
সগর ভাবিলেন, এক্ষণে আমার গতি কি
হইবে? এইরূপ ভাবিয়া অসমঞ্জার বালক
পুত্র অংশমানকে আনয়ন করিয়া তাহাকেই
সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করিলেম। অংশমান
বয়সে বালক হইলেও তিনি কপিলকে
আরাধনা করিয়া অন্ন আনিয়া পিতামহ
সগরকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর তাঁহার
আরও যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল। অংশমানের
পুত্র তেজস্বী ও ধার্মিক দিলীপ; তৎ-
পুত্র মতিমান্ ভগীরথ। ভগীরথ বয়ঃ-
প্রাপ্ত হইয়া পিতামহগণের হৃগতির কথা
শুনিলেন, শুনিয়া অত্যন্ত হৃদযত হই-
লেন। তখন তিনি বিনীতভাবে বৃদ্ধ
রাজা সগরকে পিতামহগণের নিকৃতির
উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সগর প্রত্যু-
ত্তরে বলিলেম,—পুত্রক! এ সবস্তু কি
উপায় অবলম্বনীয়, তাহা রসাতলস্থ
কপিলদেব বিদিত আছেন। তাঁহার কথা
শুনিয়া বালক রসাতলে গেলেন। সেখানে
গিয়া কপিলকে নমস্কারপূর্বক সবস্তু ক্রমশঃ
নিবেদন করিলেন। কপিলমুনি বিস্মিত
হইয়া কহিলেন, কহিলেন, কহিলেন, কহিলেন

জটাজলেন ঝপিত্তনাশ্যায় নৃপসন্তম ॥ ৫১

ততঃ কৃত্যার্থো ভবিতা স্বক তে পিতরন্তথা ।

তথা করোমীতি মুনিং প্রণম্য পুনরববীৎ ॥ ৫২

ক গচ্ছেৎসং মুনিস্তেষ্ঠ কর্তব্যাকাপি তদ্বদ ॥ ৫৩

কপিল উবাচ ।

কৈলাসঃ তং নরস্তেষ্ঠ গচ্ছা ত্বহি মহেশ্বরম্ ।

তপঃ কুরু যথাসক্তি ততশ্চেন্দ্রিয়তমাপ্যসি ॥ ৫৪

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা স মুনের্যক্যং মুনিং নত্বা স্বগায়গম্ ।

কৈলাসঃ স শুচিভূত্বা বালো বালকিয়াম্বিতঃ ॥

তপসে নিশ্চয়ঃ কৃত্বা উবাচ স ভগীরথঃ ॥ ৫৫

ভগীরথ উবাচ ।

বালোহঃ বালবৃদ্ধিচ্চ বালচন্দ্রধর প্রভো ।

নাহং কিমপি জ্ঞানামি ততঃ স্ত্রীতো ভব প্রভো

বাগ্মির্বনোভঃ কৃতিভিঃ কদাচি-

য়মোপকূর্ষন্তি হিতে ব্রতা যে ।

উপজ্ঞা করিয়া শঙ্করের আরাধনাপূর্বক
তদীয় জটাজলে স্বীয় পিতামহদিগকে
আশ্রাবিত কর; তাহা হইলেই তোমার
পিতৃপুরুষেরা উদ্ধার পাইবেন। তুমি
কৃত্যার্থ হইবে। ভগীরথ মুনিকে প্রণাম
করিয়া বলিলেন, আমি তাহাই করিব; কিন্তু
হে মুনিবর! আমি কোথায় গিয়া কি
করিব? তাহা আমায় বলিয়া দিউন।
কপিল কহিলেন,—নরবর! তুমি কৈলাসে
যাও, সেখানে গিয়া মহেশ্বরকে স্তব কর
এবং যথাসক্তি তপস্শাচরণ কর; তাহা হইলে
অতীষ্ট লাভ করিতে পারিবে। ৩২—৫৪।
ব্রহ্মা বলিলেন, ভগীরথ,—মুনির উপদেশ
পাইয়া তাঁহাকে নমস্কারপূরঃসর কৈলাস
শৈলে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় গিয়া
শুচিভাবে সেই বালকবয়সেই তপস্শায় কৃত-
মিচ্ছ হইয়া বলিলেন,—হে বালচন্দ্রধর
প্রভো! আমি বালক; বালকের জ্ঞান
আমার বুদ্ধি। আমি তোমার তত্ত্ব কিছুই
জানি না,—হে প্রভো! দয়া করিয়া আমার
জ্ঞান হুমি স্ত্রীত হও। বাক্য, মন ও ক্রিয়া

তেভ্যো হিতার্থং স্থির চামরেশ

সোমং নমস্তামি সুরাদিপূজ্যম্ ॥ ৫৭

উৎপাদিতো যৈরতিবর্দ্ধিতশ্চ

সমানগোত্রশ্চ সমানধর্ম্মা ।

তেষামতীষ্টানি শিবঃ করোতু

বালেন্দুমৌলিং প্রণতোহস্মি নিত্যম্ ॥ ৫৮

ব্রহ্মোবাচ ।

এবম্ ক্রবতস্তস্ত পুরস্তাদভবচ্ছিবঃ ।

বরেন্দ্র চন্দ্রদ্যানো বৈ ভগীরথমুবাচ হ ॥ ৫৯

শিব উবাচ ।

যম সাধ্যঃ সুরগণৈর্দেয়ঃ তন্ত্বে যথা ক্রবৎ ।

বদন্ত নির্ভয়ো ভূত্বা ভগীরথ মহামতে ॥ ৬০

ব্রহ্মোবাচ ।

ভগীরথঃ প্রণমোশং হৃষ্টঃ প্রোবাচ শঙ্করম্ ॥ ৬১

ভগীরথ উবাচ ।

জটাহিতাং পিতৃণাং মে পাবনায় সরিষয়াম্ ।

তামেব দেহি দেবেশ সর্বমাশুং ততো ভবেৎ

দ্বারাও যাহারা কোন না কোন সময়ে আমার
উপকার করিয়াছিলেন, আমার হিতে
নিরত হইয়াছিলেন, হে অমরেশ! আমি
তাঁহাদের হিতের নিমিত্ত সুরাসুর-পূজ্য
সোমকে নমস্কার করি। ঐহারা সমান-
গোত্র ও সমানধর্ম্মা আমাকে উৎপাদিত ও
পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, ভগবান্ শিব
তাঁহাদিগের অতীষ্ট সাধন করুন; আমি
বালেন্দুমৌলির চরণে নিরতই প্রণত আছি।
ব্রহ্মা বলিলেন, ভগীরথ এইরূপে শিবের
স্তব করিতেছেন, ইত্যবসরে শিব তাঁহার
সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি তাঁহাকে
বরদান-প্রস্তাবে আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন,
হে মহামতে, ভগীরথ! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে
অতীষ্ট বর প্রার্থনা কর, যাহা সুরগণেরও
সাধ্যায়ত্ত নহে, আমি তোমার তাহা নিশ্চয়
অর্পণ করিব। ব্রহ্মা বলিলেন, ভগীরথ
প্রণামপূর্বক হৃষ্ট হইয়া শঙ্করকে কহিলেন,—
হে দেবেশ! মদীয় পিতৃপুরুষগণের পবিত্র-
তার জন্য আপনি আপনার জটাহুটদ্বিধা

ব্রহ্মোবাচ ।

মহেশোহপি বিহত্যাং ভগীরথমুবাচ হ ॥ ৬৩

শিব উবাচ ।

দত্তা ময়েয়ং তে পুত্র পুনস্তাং হুহি সূত্রত ॥ ৬৪

ব্রহ্মোবাচ ।

তদেববচনং শ্রুত্বা তদর্থন্তু তপো মহৎ ।

ভক্তিং চকার গঙ্গায়্য ভক্ত্যা প্রদত্তমানসঃ ॥ ৬৫

তস্তা অপি প্রসাদক প্রাপ্য বালোহপ্যাবালবৎ

গঙ্গাং মহেশ্বর্যং প্রাপ্তামাদায়াগাদ্রসাতলম্ ॥

স্তবেদয়ং স মুনয়ে কপিলায় মহামুনে ।

যথোদিতপ্রকারেণ গঙ্গাং সংস্থাপ্য যত্নতঃ ॥ ৬৬

প্রদক্ষিণমথাবর্ত্য কৃতান্তলিপুটোহব্রবীৎ ॥ ৬৮

ভগীরথ উবাচ ।

দেবি মে পিতরঃ শাপাৎ কপিলস্ত মহামুনেঃ ।

প্রাপ্তান্তে বিগতিং মাতস্তস্মাত্তান্ পাতুমর্হসি

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্ট্যক্তা সুরনদী সর্বেষামুপকারিকা ।

সরিষ্যাকে দান করুন, তাহা হইলেই আমার সমস্ত প্রাপ্তি হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন, মহেশ্বর তৎশ্রবণে হস্তপূর্বক বলিলেন, —বৎস! আমি তোমায় সেই সুর-তরঙ্গিনীকে দান করিলাম; পরন্তু তুমি তাঁহাকে স্তব কর। ব্রহ্মা বলিলেন, ভগীরথ দেবদেবের সেই কথা শ্রবণ করিয়া প্রথমমানে ভক্তিভরে গঙ্গাদেবীর ঐতিহ্য নিমিত্ত কঠোর তপস্তা ও স্তব করিলেন। তিনি বালক হইয়াও অবলোচিত অধ্যবসায়ে সেই গঙ্গাদেবীর প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইলেন এবং মহেশ্বর হইতে প্রাপ্ত সেই গঙ্গাকে লইয়া রসাতলে আগমন করিলেন। সেখানে আসিয়া মহামুনি কপিলের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন এবং যথাবিধি যত্নের সহিত গঙ্গাকে সংস্থাপনপূর্বক কৃতান্তলিকরে প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, হে দেবি! মদীয় পিতৃপুরুষেরা মহামুনি কপিলের শাপে দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন,—হে মাতঃ! আপনি তাঁহাদিগকে উদ্ধার করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,

লোকানামুপকারার্থং পিতৃণাং পাবনার চ ॥ ৭০

অগস্ত্যপীতস্তাত্তোষে: পুরণায় বিশেষতঃ ।

সুরণাদেব পাপানাং নাশায় সুরনিষ্গা ॥ ৭১

ভগীরথোদিতং চক্রে রসাতলতলে স্থিতান্ ।

ভস্মীভূতান্শূতান্ সাগরান্চ বিশেষতঃ ॥ ৭২

বিনির্দগ্ধানথাপ্রাব্য খাতপূরমথাকরোৎ ।

ততো মেকং সমাপ্রাব্য স্থিতাং বালোহব্রবীদুপঃ

কর্মভূমৌ হুয়া ভাব্যং তথেষ্ট্যাগাক্ষিমালয়ম্

হিমবৎপর্বতাংপুণ্যান্তারতঃ বর্ষমভ্যাগাৎ ॥ ৭৪

তদুদ্যতঃ পুণ্যানদী প্রায়াৎ পূর্বদ্বারং প্রতি ।

এবমেবাপি তে প্রোক্তা গঙ্গা কাক্সা মহামুনে

মাহেশ্বরী বৈকবী চ সৈব ব্রাহ্মী চ পাবনী ।

ভাগীরথী দেবনদী হিমবচ্ছিন্নরাশ্রয়া ॥ ৭৫

মহেশ্বরজটাবারি এবং বৈবিধ্যমাগতম্ ।

তখন সকল-লোকহিতৈষিনী সুরতরঙ্গিনী ভগীরথের প্রার্থনা পূরণে সম্মত হইয়া তদীয় পিতৃগণের পবিত্রতা, অগস্ত্যপীত পয়ো-নিধির পরিপূরণ এবং সুরণমাজেই সর্বজননের পাপনাশনের জন্য সুরলোক হইতে ভুলোকে অবতরণ করিলেন এবং ভগীরথের কথা-মুসারে রসাতলগত কপিল-ক্ৰোধে নির্দগ্ধ সগরসুতগণকে বিশেষরূপে প্রাবিত করিয়া সাগরখাত পূরণ করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি শ্রুমেয়কে প্রাবিত করিয়া অবস্থান করিলে, বালকরূপিত ভগীরথ তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কর্মভূমিতে অবস্থান করুন। পুণ্যানদী গঙ্গা তাহাতে সম্মত হইয়া হিমালয়ে উপনীত হইলেন, পরে হিমালয় হইতে ভারতবর্ষে অবতরণ করিলেন এবং ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া পূর্বসাগরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। হে মহামুনে! এই আমি তোমার নিকট কত্রিয়জন কর্তৃক অবতারিত গঙ্গার বার্তা ব্যক্ত করিলাম। এই গঙ্গাদেবীই মাহেশ্বরী, বৈকবী, ব্রাহ্মী, পাবনী, হিমালয়-শিখরাশ্রিতা, ভাগীরথী এইরূপে মহেশ্বরের জটায় জলে বিধা বিভক্ত

বিদ্যাত্মক দক্ষিণে গঙ্গা গোতমী সা নিগদ্যতে ।
উত্তরে সাপি বিদ্যাত্মক ভাগীরথ্যভীরয়তে ॥৭৭
ইতি ত্রিভাক্ষে মহাপুরাণে ভাগীরথ্যবতরণঃ
নামাষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ন বনভূমিমাধন্তে কথাঃ শৃণ্বয়ৈরিতাঃ ।
পৃথক্‌তীর্থকলং শ্রোতুং প্রবৃত্তং যম মানসম্ ॥
ক্রমশো ব্রাহ্মণানীতাঃ গঙ্গাং মে প্রথমং বদ ।
পৃথক্‌তীর্থকলং পুণ্যং সেতিহাসং যথাক্রমম্ ॥২
ব্রহ্মোবাচ ।

তীর্থানাঞ্চ পৃথগ্‌ভাবঃ কলং মাহাত্ম্যমেব চ ।
সৰ্ব্বঃ কর্ত্ত্বঃ ন শক্লোমি ন চ ত্বং অবণে ক্রমঃ ॥
তথাপি কিঞ্চিৎকাম্যামি শৃণু নারদ যত্নতঃ ।

হইয়া একভাগ বিদ্যাজির দক্ষিণ দিক্ দিয়া
প্রবাহিত গোতমীগঙ্গা এবং অপরভাগ
বিদ্যাচলের উত্তর দিক্ দিয়া প্রবাহিত
ভাগীরথী গঙ্গা নামে অভিহিত হই-
য়াছে । ৫৫—৭৭ ।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৮ ।

উনাশীতিতম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—ভগবন ! ভবনুধ-
নিঃসৃত পুণ্যকথা সকল শুনিয়া শুনিয়া মদীয়
মন কিছুতেই পূর্ণ ভূষি লাভ করিতেছে না ;
মানস আমার বিভিন্ন তীর্থকলপ্রবণে সমুৎ-
স্কৃত হইয়াছে । আপনি প্রথমতঃ ব্রাহ্মণানীত
গঙ্গার কথা ব্যক্ত করুন, এবং ইতিহাস উল্লেখ
করিয়া যথাক্রমে তদীয় বিভিন্ন তীর্থ ও তীর্থ-
কল বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন, তীর্থসমূহের
পার্শ্বকা, কল ও মাহাত্ম্য সমস্ত আমি বলিতে
পারি, একরূপ শক্তি আমার নাই এবং
কোমল ও শুনিবার ক্ষমতা নাই; তথাপি

মাহাত্ম্যানি চ তীর্থানি ঋতিবাক্যানি যানি চ ॥
তানি বক্ষ্যামি সংক্ষেপায়মক্ষত্বা ত্রিলোচনম্ ।
যত্রাসৌ ভগবানাসীৎ প্রত্যক্ষদ্রাঘকো যুনে ॥
দ্রাঘকং নাম ততীর্থং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ।
বারাহমপরং তীর্থং ত্রিযু লোকেষু বিষ্ণুতম্ ॥৬
তন্ত রূপং প্রবক্ষ্যামি নাম বিষ্ণোর্ব্রহ্মান্তবৎ ॥
পুরা দেবান্ পরাত্তয় যজ্ঞমাদায় রাক্ষসঃ ॥ ৭
রসাতলমহু প্রাপ্তঃ সিদ্ধুসেন ইতি ঋতঃ ।
যজ্ঞে তলমহু প্রাপ্তে নির্ধজ্ঞা হতবয়সী ॥ ৮
নায়ং লোকোহস্তি ন পরো যজ্ঞে নষ্ট ইতীশ্বর্যঃ
সুরাস্তমেব বিবিশু রসাতলমহুদ্বিষম্ ॥ ৯
নাশকু বংশ তং জেতুং দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ।
বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং গঙ্গা তন্মৈ স্তবেদয়ন ॥১০
রাক্ষসস্ত তু তৎ কর্ষ্য যজ্ঞভ্রংশমশেষতঃ ।
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ বারাহঃ বপুরাষিতঃ ॥
শঙ্খচক্রগদাপাণির্গঙ্গা চৈব রসাতলম্ ।

তোমার নিকট কিঞ্চিৎ বলিতেছি, হে নারদ !
যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর । ঋতিবাক্যে যে সকল
তীর্থের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, আমি
ত্রিলোচনকে নমস্কার করিয়া তৎসমস্ত
সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি । হে যুনে !
যেখানে ভগবান্ দ্রাঘক প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন,
তাহার নাম ভুক্তিমুক্তিপ্রদ দ্রাঘকতীর্থ ।
অপর ত্রিলোক-বিষ্ণুত বরাহতীর্থ । এই
তীর্থ যেরূপে বিষ্ণুর নাম প্রাপ্ত হইল,
বলিতেছি । পুরাকালে সিদ্ধুসেন নামে একটা
রাক্ষস দেবগণকে পরাস্ত করিয়া যজ্ঞ
লইয়া রসাতলে গমন করে । যজ্ঞ
রসাতলে নীত হইলে মহী একেবারে
নির্ধজ্ঞ হইল । যজ্ঞ নষ্ট হইলে ইন্দ্র-পর-
কালও নষ্ট হইল ভাবিয়া সুরগণ ব্যগ্রভাবে
সেই শত্রুর উদ্দেশে রসাতলে প্রবেশ করি-
লেন । কিন্তু ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সেই
রাক্ষসকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না,
তাহারা তখন পুরাণ-পুরুষ বিষ্ণুর নিকট
গিয়া রাক্ষস-কৃত যজ্ঞভ্রংশ-স্বতান্ত নিবেদন
করিলেন । তখন শঙ্খচক্রগদাধার ভগবান্

আনয়িত্বো মথং পুণ্যং হৃদা রাক্ষসপুঙ্গবান ॥১১॥
 যঃ প্রযান্ত সুরাঃ সর্কে ব্যোত্ব বো মানসো জরঃ
 যেন গঙ্গা তলং প্রাপ্তা পথা তেনৈব চক্রধৃক্ ॥
 জগাম তরসা পুত্র ভুবং ভিষ্মা রসাতলম্ ।
 স বরাহবপুঃ জীমান্ রসাতলনিবাসিনঃ ॥ ১৪
 রাক্ষসান্ দানবান্ হত্বা মুখে ধুত্বা মহাধ্বজম্ ।
 বারাহরূপী ভগবান্ মথমাদায় যজ্ঞভুক্ ॥ ১৫
 যেন প্রাপ তলং বিষ্ণুঃ পথা তেনৈব শক্রজিৎ
 মুখে স্তম্ভ মহাযজ্ঞঃ নিশ্চক্রাম রসাতলাৎ ॥১৬
 তত্র ব্রহ্মগিরৌ দেবাঃ প্রতীক্কাঃ চক্রিরে হরৈঃ
 পথস্তম্বাধিনিঃসৃত্য গঙ্গাঋবণমভ্যাগাৎ ॥ ১৭
 প্রাক্কালয়চ্চ ব্রাহ্মানি অশ্লিষ্টানি নারদ ।
 গঙ্গাস্তসা তত্র কুণ্ডং বারাহমভবন্ততঃ ॥ ১৮
 মুখে স্তম্ভঃ মহাযজ্ঞঃ দেবানাং পুরতো হরিঃ ।
 দন্তবাংস্তদশস্ত্রেষ্ঠো মুখাদ্যজ্ঞোহভ্যজায়ত ॥১৯

ততঃ প্রভৃতি যজ্ঞাঙ্গং প্রধানং ভ্রুব উচ্যতে ।
 বারাহরূপমভবদেবং বৈ কারণান্তরাৎ ॥ ২০
 তস্মাৎ পুণ্যতমং তীর্থং বারাহং সর্বকামদম্ ।
 তত্র জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ সর্বকৃতকুলপ্রদম্ ॥ ২১
 তত্র স্থিতোহপি যঃ কশ্চিৎপি তুন্মরতি পুণ্যকৃৎ
 বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ পিতরঃ স্বর্গমাণুয ॥ ২২
 ইতি জীবাঞ্জে মহাপুরাণে বরাহতীর্থবর্ণনং
 নমোনীশীততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

কুশাবর্তস্ত মহাশাস্ত্রমহং বক্তুং ন তে ক্ষমঃ ।
 তস্মৈ স্মরণমাশ্রয়েণ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ১
 কুশাবর্তমিতি খ্যাতং নরাণাং সর্বকামদম্ ।
 কুশেনাবর্তিতং যত্র গৌতমেন মহাশ্বনা ॥ ২

বরাহ-বপু আশ্রয় করিয়া বলিলেন, আমি
 রসাতলে গিয়া সেই রাক্ষসবরের নিধন
 সাধনান্তে পবিত্র যজ্ঞ পুনরাহরণ করিব ।
 • অতএব স্মরণ সকলেই স্বর্গে যাউন,
 আপনাদের মানসজ্বর অপনীত হউক । হে
 পুত্র! চক্রধারী এই বলিয়া যে পথে গঙ্গা-
 দেবী রসাতলে গিয়াছিলেন, সেই পথে
 ছুতল ভেদ করিয়া রসাতলে গমন করিলেন ।
 জীমান্ বরাহ-বপুঃ ভগবান্ রসাতলস্থ দানব
 ও রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া বদনদ্বারা
 মহাযজ্ঞ ধারণপূর্বক যে পথে গিয়াছিলেন,
 সেই পথেই রসাতল হইতে নির্গত হইলেন । ১
 —১৬। এদিকে পূর্বোক্ত ব্রহ্মগিরিতে দেবগণ
 হরির জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । হরি
 সেই পথ হইতে নির্গত হইয়া গঙ্গার স্রোতঃ-
 প্রান্তে গমন করিলেন এবং তথায় স্বীয়
 ক্রধিরলিপ্ত সর্কাক্ষ গঙ্গাজলে প্রক্ষালিত
 করিয়া লইলেন । তখন হইতে সেই স্থানের
 নাম হইল—বারাহকুণ্ড । স্মরণ হরি স্বীয়
 মুখস্তম্ভ মহাযজ্ঞ দেবগণের অগ্রে স্থাপন
 করিলেন । তখন তদীয় মুখ হইতেই বজ্র

উৎপন্ন হইল । সেই হইতে ভ্রুব যজ্ঞের
 একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ।
 এইরূপ কারণবিশেষেই বরাহরূপ কল্পিত হয় ।
 বরাহতীর্থ অতীব পুণ্যজনক ও সর্ব-কামনা-
 সাধক । তথায় জ্ঞান দান করিলে, সর্ব
 যজ্ঞের ফল উৎপন্ন হয় । সেখানে থাকিয়া
 যে কোন পুণ্যবান্ লোক পিতৃপুত্রবর্দিগকে
 স্মরণ করে, তাহার পিতৃগণ সর্বপাপ হইতে
 মুক্ত হইয়া স্বর্গধামে উপনীত হয় । ১৭—২২ ।
 উনানীততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩ ।

অশীতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ! কুশাবর্ত
 তীর্থের মহাশাস্ত্র যে কি পরিমাণ, তাহা
 তোমার নিকট বলিতে আমি সক্ষম নহি ।
 সেই তীর্থের স্মরণ মাছেই মানব কৃতকৃত্য
 হইয়া থাকে । কুশাবর্ত তীর্থ মানবের
 সর্বকামপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত । মহাশ্বা-গৌতম
 গঙ্গাকে তথায় কুশদ্বারা আবর্তিত করিয়া-

কুশেনাবর্তায়িত্বা তু আনয়ামাস তান্ মুনিঃ ।
 তত্র নানঞ্চ দানঞ্চ পিতৃণাং তৃপ্তিদায়কম্ ॥ ৩
 নীলগঙ্গা সরিচ্ছ্ৰেষ্ঠা নিঃসৃত্তা নীলপর্বতান্ ।
 তত্র নানাদি যৎকিঞ্চিৎ করোতি প্রযতো নরঃ
 সৰ্ব্বং তদক্ষয়ং বিদ্যাৎ পিতৃণাং তৃপ্তিদায়কম্ ।
 বিস্কৃতং ত্রিষু লোকেষু কপোতঃ তীর্থমুত্তমম্ ॥
 তস্ত রূপঞ্চ বক্ষ্যামি মুনে শৃণু মহাফলম্ ।
 তত্র ব্রহ্মগিরৌ কচ্চিদ্ভাষঃ পরমকারুণঃ ॥ ৬
 হিনস্তি ব্রাহ্মণান্ সাধূন যতীনগোপক্শিণো মৃগান
 এবমুতঃ স পাপাত্মা ক্রোধনোহনৃতভাষণঃ ॥ ৭
 ভীষণাকৃতিরভ্যাগ্রো নীলাক্ষে হৃষ্ববাহকঃ ।
 দম্বরো নষ্টনাসাক্ষো হৃষ্মপাৎ পৃথুকৃকিকঃ ॥ ৮
 হৃষ্মদরো হৃষ্মচুজো বিকৃতো গর্দভশ্বনঃ ।
 পাশহস্তঃ পাপচিহ্নঃ পাপিষ্ঠঃ সধনুঃ সদা ॥ ৯
 তস্ত ভাৰ্য্যা তথাভূতা অপত্যান্তপি নারদ ।
 তয়া তু প্রেৰ্যমাণোহসৌ বিবেশ গহনং বনম্
 স জঘান মৃগান্ পাপঃ পক্ষিণো বহরূপিণঃ ।

ছিলেন। মুনিবর কুশদ্বারা আবর্তন করিয়াই
 গঙ্গাকে তথায় আনয়ন করেন। সেখানে নান-
 দান করিলে পিতৃগণের তৃপ্তি হয়। সরিদ্ধরা
 নীলগঙ্গা নীলাচল হইতে নিঃসৃত হইয়াছেন।
 নরগণ শ্রযত হইয়া তথায় নানাদি যে কিছু
 কর্ষ করে, তৎসমস্তই পিতৃগণের অক্ষয়
 তৃপ্তিজনক হয়। উত্তম কপোততীর্থ
 ত্রিলোক-বিখ্যাত। হে মুনে! সেই মহা-
 কলজনক তীর্থস্বরূপ বর্ণন করিতেছি;
 শ্রবণ কর। পুরাকালে ব্রহ্মগিরিতে এক
 দাক্ষপ্রকৃতির ব্যাধ কি বিপ্র, কি সাধু, কি
 পক্ষী, কি মৃগ, সমস্ত প্রাণীরই হত্যা সাধন
 করিত। সেই পাপাত্মা ব্যাধ অতি কোপন,
 অসত্যভাষী, ভীষণাকার, অতি উগ্র,
 বিকৃতাকার, হৃষ্ববাহ, নীলনেত্র, উন্নতদম্ব,
 হৃষ্মচরণ, হৃষ্মদর, গর্দভনাদী, পাশহস্ত,
 পাপচিহ্ন, পাপিষ্ঠ ও সতত ধনুর্ধারধারী
 ছিল। তাহার ভাৰ্য্যা এবং পুত্রকন্যাদিও
 তাহারই অম্বরূপ ছিল। একদা সেই ব্যাধ
 ভাৰ্য্যা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিবিড় বনে

পঙ্করে প্রাক্ষিপৎ কাংশ্চিৎজীবমানাংস্তথৈতরান্
 ক্ষুধয়া পরিতপ্তান্। বিহ্বলস্তময়া তথা ।
 ভ্রাস্তদেশো বহতরঃ স্তবর্তত গৃহং প্রতি ॥ ১২
 ততোহপরাক্তে সস্ত্রাপ্তে নিবৃন্তে মধুমধবে ।
 কণাত্তিড়িগার্জিতঞ্চ সাত্ত্বৈবাতবন্তদা ॥ ১৩
 ববৌ বায়ুঃ সান্ধবর্ষো বারিধারাতিভীষণঃ ।
 স গচ্ছন্নু ককঃ শ্রান্তঃ পশ্বানঃ নাববুধব্যত ॥ ১৪
 জলং স্থলং গর্ভমথো পশ্বানমথবা দিশঃ ।
 ন বুবোধ তদা পাপঃ শ্রান্তঃ শরণমপাথ ॥ ১৫
 ক গচ্ছামি ক তিষ্ঠেয়ং কিং করোমীত্যচিস্তয়ৎ
 সর্কেষাং প্রাণিনাং প্রাণানাহর্তীহং যথাস্তকঃ ॥
 মমাপ্যস্তকরং ভূতং সস্ত্রাপ্তং চান্ধবর্ষণম্ ।

প্রবেশ করিল। সেখানে সে বহু বিচিত্র
 মৃগ পক্ষী হনন করিয়া এবং অস্ত্র কতক-
 গুলিকে জীবিতাবস্থাতেই ধরিয়া, পিঙ্কর-
 মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া লইল। তখন বেলা
 অধিক হইয়াছিল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাহার
 দেহবৈকল্য ঘটিয়াছিল। সে বহুদেশ
 পর্যটন করিয়া অবশেষে গৃহাভিমুখে ধাবিত
 হইল। তখন বৈশাখ মাসের শেষ অপ-
 রাহুকাল উপস্থিত। দেখিতে দেখিতে ঋণ-
 মধ্যেই মেঘে আকাশ ঢাকিয়া কোলিল। বিদ্যু-
 দ্বিকাক্ষের পরক্ষণেই মেঘের গভীর গর্জন
 শ্রুত হইতে লাগিল। বেগে বায়ু বহিতে
 লাগিল। করকাপাতের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ
 বারিপাত আরম্ভ হইল। সেই লুক্ক এ হেন
 হৃঃসময়েও পথ চলিতোছিল; কিন্তু কিছুক্ষণ
 পরেই সে পথ ভুলিয়া গেল। কোথায়
 গল, কোথায় স্থল, কোথায় গর্ভ, কোথায়
 পথ, তখন সেই পাপাত্মা তাহার কিছুই স্থির
 করিতে পারিল না এবং কোথাও
 কোন আশ্রয়ও পাইল না। সে ভাবিল,
 আমি এখন কি করি, কোথায় যাই?
 অন্তকের ভ্রায় আমি সকল প্রাণীর প্রাণ-
 হর্তা; আজ আমারও অন্তকসদৃশ এই
 শিলাদর্ষণ উপস্থিত হইল। আমি অদ্য
 নিবৃটে কোণে প্রাণত্যাগ করিবে দেখিতে

তাতারং নৈব পশ্যামি শিলাং বা বৃক্ষমন্তিকে ॥
এবং বহুবিধং ব্যাধৌ বিচিন্ত্যাপহৃদন্তিকে ।
বনে বনম্পতিমিব নক্ষত্রাণাং যথাক্রিজম্ ॥ ১৮
মৃগাণাঞ্চ যথা সিংহমাত্রমাণাং গৃহাধিপম্ ।
ইন্দ্রিয়াণাং মন ইব তাতারং প্রাণিনাং নগম্ ॥
শ্রেষ্ঠং বিটপিনং শুভ্রং শাখাপল্লবমণ্ডিতম্ ।
তমাত্রিত্যোপবিষ্টোভূৎ ক্লিন্নবাসা স লুক্ককঃ ॥
স্মরন্ ভার্য্যামপত্যানি জীবৈয়ুরথবা ন বা ।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র চাস্তব্ধং প্রাপ্তো দিবাকরঃ ॥ ২১
তমেব নগমাত্রিত্য কপোতো ভার্য্যয়া সহ ।
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃত্তো হাস্তে তত্র নগোত্তমে
সুখেন নির্ভয়ো ভূত্বা সুতপ্তঃ ক্রীত এব চ ।
বহুবো বৎসরা যাতা বসতন্তু পক্ষিণঃ ॥ ২৩
পতিব্রতা তস্য ভার্য্যা সুকীৰ্ত্তা ভেব চৈব হি ।
কোটরে তন্নগে শ্রেষ্ঠে জলবায়ুনিবজ্জিতে ॥ ২৫
ভাৰ্য্যাপুত্রৈঃ পরিবৃত্তঃ সৰ্বদাস্তে কপোতরুঃ ।

পাইতেছি না; একটা শিলা বা একটা বৃক্ষও
আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ব্যাধ
এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করিয়া সম্মুখেই এক
শাখাপল্লবমণ্ডিত অতি প্রবীণ বৃক্ষ দেখিতে
পাইল। ঐ বৃক্ষ—বনে বনম্পতি, নক্ষত্র-
গণের চন্দ্রমা, মৃগগণের সিংহ, আশ্রম-
সমূহের মৃগাধিপ, ইন্দ্রিয়গণের মন এবং
প্রাণিগণের আশ্রয়প্রদ পৰ্ব্বতের স্তায়
প্রতিভাত। লুক্কক তখন সেই বৃক্ষে
আশ্রয় লইল। বধীর জলে তাহার বসন
ক্লিন্ন হইয়াছিল। সে সেই বৃক্ষে বসিয়া
তাহার স্ত্রী পুত্রদিগের বিষয় ভাবিতে
লাগিল। ভাবিল—আমার সন্তানগুলি
জীবিত আছে, কিম্বা নাই? ব্যাধ এইরূপ
ভাবিতেছে, ইত্যবসরে স্বর্গা অস্থগিত
হইলেন। ঐ বৃক্ষে স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্রে
পরিবৃত্ত হইয়া এক কপোত সূতপ্ত, ক্রীত,
ও নিঃশঙ্কভাবে বহুবৎসর যাবৎ মহাসুখে
বাস করিতেছিল। তদীয় পতিব্রতা ভার্য্যা
কপোতী জল, বায়ু, ও বহিঃ-ভয়বজ্জিত
তরুবরের কোটরে পতির সহিত ক্রীতচিতে

তস্মিন্ দিনে দৈববশাৎ কপোতঃ কপোতকী
ভক্ষ্যার্থং তু উভৌ যাতৌ কপোতো নগমভ্যাগাৎ
সাপি দৈববশাৎ পুত্র পঞ্জরেষু বর্ততে ॥ ২৬
গৃহীতা লুক্ককেনাথ জীবমানেব বর্ততে ।
কপোতকোহপ্যপত্যানি মাতৃহীনান্ধ্যদৌক্যচ ॥
বধঞ্চ ভীষণং প্রাপ্তমন্তং যাতৌ দিবাকরঃ ।
স্বকোটরং তয়া হীনমালোক্য বিলাপ সঃ ॥ ২৮
তাং বন্ধাং পঞ্জরস্থাং বা ন বুবোধ কপোতরাই
অধারেতে কপোতো বৈ প্রিয়ায়া গুণকীৰ্ত্তনম্
নাদ্যাপ্যাদ্যাত কল্যাণী মম হর্ষবিবর্দ্ধিনী ।
মম ধর্ম্মশ্রু জননী মম দেহস্ত চেষ্টরী ॥ ৩০
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সৈব নিত্যং সঙ্গায়িনী ।
তুষ্টে হসন্তী কষ্টে চ মম হৃৎপ্রমোদকিনী ॥ ৩১
সগী মধ্বেষু সা নিত্যং মম বাক্যরতা সদা ।

কাল কাটাইতেছিল; কপোত স্ত্রী-পুত্রাদি
লইয়া সৰ্ব্বদাই সেখানে বাস করিত। ঘটনা-
ক্রমে ঐ দিন কপোত এবং কপোতী উভয়েই
ভক্ষ্য-সংগ্রহার্থে বর্ণিগত হইয়াছিল। যথা-
কালে কপোত সেই বাসবৃক্ষে কিরিয়া
আসিল; কিন্তু কপোতী দৈবক্রমে ঐ ব্যাধের
পঞ্জরমধ্যে স্থান পাইল। লুক্কক তাহাকে
জীবিতাবস্থাতেই লইয়া আসিয়াছিল।
কপোত তখন তাহার সন্তানগুলিকে মাতৃ-
হীন দেখিয়া এবং ভীষণ বধাপাত উপস্থিত,
দিবাকর অন্তর্মিত, ও স্বীয় কোটর ভার্য্যা-
বিরহিত দর্শন করিয়া বিলাপ করিতে
লাগিল। তাহার ভার্য্যা যে সেই ব্যাধের
পঞ্জর মধ্যে আবদ্ধ আছে; কপোত তাহা
জানিতে পারিল না। সে তখন মুক্তকণ্ঠে তাহার
প্রেমসীর গুণকীৰ্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল।
কপোত কহিল,—আমার হর্ষবর্দ্ধিনী কল্যাণী
এখন পথ্যস্ত আসিল না। আহা! সেই
প্রিয়া আমার ধর্ম্মজননী, প্রাণেশ্বরী, এবং
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের নিত্য সঙ্গরী।
প্রিয়া আমার আমি তুষ্ট হইলে হাসিত এবং
আমি কষ্ট হইলে আমার হৃৎ প্রমোদ করিত।
সে নিত্য আমার সঙ্গার সখা ছিল এবং

নাভ্যাপ্যায়তি কল্যাণী সস্ত্রযাত্তেহপি ভাস্করে
ন জানাতি ব্রতং যজ্ঞং দৈবং ধর্মার্থমেব চ ।
পতিব্রতা পতিপ্রাণা পতিমজ্জা পতিপ্রিয়া ॥ ৩৩
নাভ্যাপ্যায়তি কল্যাণী কিং করোমি ক যামি বা
কিং মে গৃহং কাননঞ্চ তয়া হীনং হি দৃশ্যতে ॥
তয়া যুক্তং শ্রিয়া যুক্তং ভীষণং বাপি শোভনম্
নাভ্যাপ্যায়তি মে কান্তা যয়া গৃহমদৌরিতম্ ॥
বিনানয়া ন জীবিস্যে তাজে বাপি প্রিয়াং তচ্ছয়
কিং কুর্ষস্তু হপত্যানি লুপ্তধর্মস্বহং পুনঃ ॥ ৩৬
এবং বিলপতন্তুস্ত ভর্তৃবাক্যং নিশম্য সা ।

পঙ্করহৈব সা বাক্যং ভর্তারমিদমববীৎ ॥ ৩৭

কপোতক্যাবাচ ।

অত্ৰাহমস্মি বর্দ্ধৈব বিবশাম্মি খগোস্তুম ।

আনীতাহং লুককেন বন্ধা পাঠৈর্দহামতে ॥ ৩৮

সর্বদা আমার কথাগুলো চলিত । ঐ ত
ভাস্কর অন্তর্মিত হইলেন ; আহা ! এখনও
সেই কল্যাণী আমার আসিল না । প্রেমসী
আমার জন্ত কোন ব্রত, যজ্ঞ, দৈবক্রিয়া বা
ধর্ম ও অর্থ কিছুই জানিত না । সে সতত
পতিপ্রাণা, পতিব্রতা, পতিমজ্জা ও পতিপ্রিয়া
ছিল । সেই কল্যাণী আমার এখনও আসিল
না ! আমি কি করিব কোথায় যাইব ?
এই ভাষ্যাহীন গৃহ কাননবৎ দেখা
যাইতেছে । এ গৃহ আমার প্রিয়ার বাসেই
লক্ষ্মীযুক্ত এবং ইহা ভীষণ হইলেও সুশো-
ভন । গৃহিণীই গৃহ বলিয়া বিখ্যাত । আহা !
আমার সেই কল্যাণী কামিনী গৃহিণী এখনও
আগমন করিল না ; আমি ভাষ্য বিনা জীবন
ধারণ করিব না, আমার এই প্রিয় প্রাণ পরি-
ত্যাগ করিব । আহা ! আমি মরিলে আমার
এই সম্ভানভূলই বা কি করিবে ? কপোত
এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলে, তদীয় ভাষ্য
কপোতী ব্যাধের পিঞ্জরে থাকিয়াই ভর্তার
বিলাপ শ্রবণে উত্তর করিল । ১—২৩। কপোতী
কহিল,—খগরাজ ! আমি এই পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া
বিবশভাবে পড়িয়া আছি । হে মহামতে !
এক ব্যাধ আমাকে পাশ দ্বারা বন্ধন

ধস্তান্মানুগৃহীতাম্মি পতির্বক্তি গুণানমম ।

সতো বাপ্যসতো বাপি কৃতার্থহং ন সংশয়ঃ ॥

তুষ্টে ভর্তারি নারীগাং তুষ্টাঃ স্ত্র্যাঃ সর্বদেবতাঃ

বিপর্ধায়ে তু নারীগামবস্ত্রাং নাশমাশ্রুয়াৎ ॥ ৪০

স্বং দৈবং স্বং প্রভুর্মহং স্বং সুহৃৎ পরারণম্ ।

স্বং ব্রতং স্বং পরং ব্রহ্ম স্বর্গো মোক্ষস্তমেব চ ॥

মা চিন্তাং কুরু কল্যাণ ধর্ম্মে বুদ্ধিঃ স্থিরাং কুরু ।

স্বং প্রসাদাচ্ছ তুচ্ছা হি ভোগাশ্চ বিবিধা ময়া

অলং খেদেন মজ্জেন ধর্ম্মে বুদ্ধিঃ কুরু স্থিরাং

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি শ্রদ্ধা প্রিয়াবাক্যমুত্তর নগোস্তুমাৎ ।

যত্র সা পঙ্করহা তু কপোতী বর্ততে ত্বরন ॥

তামাগত্য প্রিয়াং দৃষ্ট্বা মৃতবজ্রাপি লুককম্ ।

মোচয়ামৌতি তামাহ নিশ্চেষ্টো লুককোহুনা

করিয়া আনিয়াছে । যাহা হউক, আমি
ধস্তা এবং অনুগৃহীতা হইলাম, কেন না,
পতি আমার গুণ বর্ণন করিতেছেন ।
আমার গুণ থাকুক আর নাই থাকুক,
আমি কৃতার্থ হইলাম, সন্দেহ নাই । কেননা
ভর্তা তুষ্ট হইলে, নারীগণের প্রতি সর্ব
দেবতাই তুষ্ট হইয়া থাকেন । আর ভর্তার
অসন্তোষে নারীগণের নাশ নিশ্চিতই
ঘটে । তুমি স্বামী, তুমিই আমার দেবতা;
তুমিই আমার প্রভু, তুমিই আমার সুহৃৎ,
তুমিই আমার পরম আশ্রয়, তুমিই আমার
ব্রত, তুমিই আমার পরম ব্রহ্ম, তুমিই
আমার স্বর্গ, এবং তুমিই আমার মোক্ষ ।
হে কল্যাণ ! তুমি চিন্তা করও না, ধর্ম্মে
তোমার মতি স্থির কর । তোমার প্রসাদে
আমি বিবিধ সুখ ভোগ করিয়াছি । আমার
জন্ত খেদ করিবার প্রয়োজন নাই । এক্ষণে
ধর্ম্মে মতি স্থির রাখ । ২৪—৪৩ । ব্রহ্মা
বলিলেন, কপোত তখন প্রিয়ার বাক্য শুনিয়া
সেই বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্বক পিঞ্জর-
মধ্যবর্তিনী প্রিয়ার মিকট আগমন করিল
এবং প্রিয়াকে তদবস্থ ও ব্যাধকে মৃতপ্রায়
দেখিয়া বলিল,—প্রিয়ে ! লুকক এক্ষণে

না মুকুট মহাভাগ জাহ্নবা সখরস্বহিরম্ ।
 লুকানাং খেচরা হরঃ জীবো জীবন্ত চাশনম্ ॥
 নাপরাধঃ স্মরাম্যন্ত ধর্মবুদ্ধিঃ স্থিরাং কুরু ।
 গুরুরিষিবিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥
 পতিরেব গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্বস্তান্ত্র্যাগতো গুরুঃ
 অভ্যাগতমহুপ্রাপ্তং বচনৈস্তোষয়ন্তি যে ॥ ৪৮
 তেবাং বাগীশ্বরী দেবী তৃপ্তা ভবতি নিশ্চিতম্
 তন্ত্রায়ন্ত ৫ দানেন শত্রুভূপ্তিমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৪৯
 পিতরঃ পাদশোচেন অন্নাজেন প্রজাপতিঃ ।
 তন্ত্রোপচারাদি লক্ষ্মীবিষ্ণুমা স্ত্রীতিমাগ্নুয়াৎ ॥
 শয়নে সর্বদেবান্ত তস্মাৎ পূজ্যভ্রমোহতিথিঃ ।
 অভ্যাগতমহুপ্রাপ্তং সূর্য্যোচ্চং গৃহমাগতম্ ।
 তং বিদ্যাং দেবরূপেণ সর্বত্র তু কলো হসৌ ॥
 অভ্যাগতঃ শ্রান্তমহু ব্রজন্তি
 দেবাশ্চ সর্বের পিতরোহয়ং ৮ :

অচেতনপ্রায় রহিয়াছে, অতএব আমি
 তোমায় মোচন করিব। কপোতী কহিল,—
 মহাভাগ! তুমি আমায় মোচন করিবার
 প্রয়াস পাইও না; জান ত—প্রাণিগণের
 সহস্র চিরস্থায়ী নহে। খেচরগণ ব্যাধ-
 দিগের খাদ্যরূপে নিদ্রিষ্ট। বস্তুতঃ জীবই
 জীবের ভক্ষ্য। আমি ব্যাধের কোনই
 দোষ দেখিতেছি না, অতএব তুমি ধর্ম্মে মতি
 স্থির রাখ। দেখ, হিজাতিগণের অগ্নি, বর্ণ-
 সমূহের ব্রাহ্মণ, স্ত্রীগণের পতি, এবং সর্ব-
 জনেরই অভ্যাগত ব্যক্তি গুরু। যাহারা
 অভ্যাগত ব্যক্তিকে স্বেচনে তুষ্ট করে,
 বাগীশ্বরী দেবী তাহাদিগের প্রতি নিশ্চিতই
 পরিতুষ্ট থাকেন। অভ্যাগতকে অন্ন দান
 করিলে ইন্দ্র তৃপ্ত হইয়া থাকেন। পাদ-
 প্রক্ষালনার্থ জল দান করিলে পিতৃপুরুষগণ,
 অন্নাদি দানে প্রজাপতি, এবং উপচারাদি
 দানে বিষ্ণুসহ লক্ষ্মী স্ত্রীত হইয়া থাকেন।
 অভ্যাগতকে শয়নীয় দানে সঙ্গদেবতারই
 পরিতোষ হয়; অতএব অতিথি ব্যক্তি
 সর্বদাই পূজ্য। সূর্য্যোচ্চ শ্রান্ত অতিথি গৃহাগত
 হইলে তাহাকে দেবতা বলিয়াই জানিতে

তস্মিন্ হি তৃপ্তে মুদমাগ্নুবন্তি
 গতে নিরাশেহপি চ তে নিরাশাঃ ॥ ৫২
 তস্মাৎ সর্বাদান্য কান্ত হুঃখং ত্যক্তা শর্ম্মং ব্রজ
 কুহা তিষ্ঠ শুভাঃ বুদ্ধিঃ ধর্ম্মকৃত্যঃ সমাচর ॥ ৫৩
 উপকার্যোপকারী চ প্রবরাবিত্তি সম্বতো ।
 উপকারিষু সর্বোহপি করোতু্যপকৃতিং পুনঃ ॥
 অপকারিষু যঃ সাধুঃ পুণ্যভাক্ স উদাহতঃ ॥
 কপোত উবাচ ।
 আবয়োরনুরূপঞ্চ অব্যক্তং সাধু মন্তসে ।
 কিন্তু বক্তব্যমপ্যস্তি তঙ্কুণ্ড বরাননে ॥ ৫৬
 সহস্রং ভরতে কশিচ্ছতমন্তো দশাপরং ।
 আত্মানঞ্চ স্মৃথেনাত্তো বয়ঃ কষ্টোদরন্তরাঃ ॥ ৫৭
 গর্ভধাত্তধনাঃ কেচিৎ কুশলধনিনোহপরে ।

হইবে। ঐ অতিথির পরিচর্যাতেই সর্বঘঞ্জে
 কল লাভ হয়। সমস্ত দেব, সমস্ত পিতৃপুরুষ
 এবং সমস্ত অগ্নিগণ শ্রান্ত অভ্যাগত অতি-
 থির অনুগমন করেন। ঐ অভ্যাগত অতি-
 থির তৃপ্তিতেই তাহাদের তৃপ্তি এবং তাহার
 নৈরাশ্যে তাহারাও নিরাশ হইয়া থাকেন।
 তাই বলিতেছি, হে কান্ত! তুমি সর্বদা হুঃখ
 পরিহার করিয়া শান্তি অবলম্বন কর। তোমার
 মতি কল্যাণকরী হউক। তুমি ধর্ম্ম কার্য্য
 পালন কর। উপকারী এবং অপকারী
 উভয়কে আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। উপ-
 কারী জনের উপকার সকলেই করিয়া থাকে;
 কিন্তু যে পুরুষ অপকারী জনে সাধু ব্যবহার
 করেন, তিনিই প্রকৃত পুণ্যভাজন বলিয়া
 অভিহিত। ৪৪—৫৪। কপোত কহিল,—প্রিয়ে!
 তুমি আমাদের পতি পত্নীর অনুরূপ কথাই
 কহিয়াছ; তোমার মন্তব্য সাধু, সে পক্ষে
 সন্দেহ নাই; কিন্তু আমারও কিঞ্চৎ বক্তব্য
 আছে, শ্রবণ কর। কেহ সহস্র, কেহ শত
 এবং কেহ বা দশ জনের ভরণপোষণ করে,
 তাপর কেহ স্মৃথে আত্মপোষণ করিয়া থাকে।
 আমরা কষ্টে সৃষ্টে উদরপূরণ করি। কেহ
 কেহ গর্ভধাত্তে ধনী, কেহ কেহ কুশল-
 ধাত্তে ধনী, এবং কেহ কেহ ঘটরক্ষিত

বটকিপুধনাঃ কেচিচ্চক্ষুঃকিপুধনা বয়ম্ ॥ ৫৮
পূজয়ামি কথং শ্রান্তমভ্যাগতমিমং শুভে ॥ ৫৯
কপোতুবাচ ।

অগ্নিরাপঃ শুভা বালী তুণকাষ্ঠাদিকঞ্চ যৎ ।
এতদপ্যর্ঘ্যিনে দেয়ং শীতার্ভো লুক্ককস্যম্ ॥ ৬০
ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রদ্ধা প্রিয়াবাক্যং বৃক্ষমাকুত্ম পক্ষিরাট্ ।
আলোকয়ামাস তদা বহিঃ দূরং দদর্শ হ ॥ ৬১
স তু গন্তা বহিঃদেশং চক্ষুনোগ্র কুমাহরৎ ।
পুরোহয়িং আলয়ামাস লুক্ককস্ত কপোতকঃ ॥
শুষ্ককাষ্ঠানি পর্ণানি তুণানি চ পুনঃপুনঃ ।
অগ্নৌ নিক্ষেপয়ামাস নিশীথে স কপোতরাট্ ॥
তদগ্নিং জ্বলিতং দৃষ্ট্বা লুক্ককঃ শীতহৃৎখিতঃ ।
অবশানি স্বকাকানি প্রতাপ্য সুখমাপ্তবান্ ॥ ৬৪
ক্ষুধায়িত্বা দহমানং ব্যাধং দৃষ্ট্বা কপোতকী ।
মা মুক্শ্ব মহাভাগ ইতি ভর্তারমব্রবীৎ ॥ ৬৫

অশরীরেণ হুংখার্তঃ লুক্ককঃ প্রাণয়ামি তম্ ।
ইষ্টাতিথীনাম্ যে লোকান্তান্তঃ প্রাপ্তুহি স্মরত
কপোত উবাচ ।
যয়ি তিষ্ঠতি নৈবায়ং তব ধর্মো বিধীয়তে ।
ইষ্টাতিথির্ভবামৌহ অমুজানীহি মাং শুভে ॥ ৬৭
ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাঙ্কায়ি ত্রিরাবর্ত্য স্মরন্ দেবং চতুর্ভুজম্ ।
বিশ্বাত্মকং মহাবিকুঃ শরণাং ভক্তবৎসলম্ ॥ ৬৮
যথাসুখং জুষস্বেতি বদন্নগ্নিং তথাবিশৎ ।
তং দৃষ্ট্বাগ্নৌ ক্ষিপ্তজীবং লুক্ককো বাক্যমব্রবীৎ
লুক্কক উবাচ ।
অহো মানুষদেহস্য ধিগুজীবিতমিদং মম ।
যদিদং পক্ষিরাভ্যেন মদর্থে সাহসং কৃতম্ ॥ ৭০
ব্রহ্মোবাচ ।
এতং ক্রীতং তং লুক্কঃ পক্ষিণী বাক্যমব্রবীৎ ॥
কপোতকুবাচ ।
মাং ত্বং মুক্শ্ব মহাভাগ দূরং যাতে্যম মে পতিঃ

ধাত্তে ধনৌ হয়; আমাদের কিন্তু চক্ষুঃকিপু
বস্তুই ধন। অতএব হে শুভে! কিরূপে
আমি এই শ্রান্ত অতিথিকে অর্চনা করিব?
কপোতী কহিল,—এই লুক্কক অতি শীতার্ভ
হইয়াছে, অতএব অগ্নি, জল, শুভবাণী এবং
তুণ কাষ্ঠাদি যে কিছু বস্তু আছে, এই
সকল অতিথিকে দান করিতে পার।
ব্রহ্মা বলিলেন, পক্ষিরাজ প্রিয়ার বাক্য
শুনিয়া তৎকালে বৃক্ষারোহণপূর্বক দৃষ্টিপাত
করিল; দেখিল—দূরদেশে বহি আছে।
তদর্শনে সে তখন সেই বহিহ্মানে উড়িয়া
গিয়া চক্ষুদ্বারা একটি জলন্ত উগ্ন লইয়া
আসিল এবং আসিয়া ব্যাধের সম্মুখে অগ্নি
জালিল। শুষ্ক কাষ্ঠ ও শুষ্ক তুণ-পর্ণ
আনিয়া বারম্বার সে সেই অগ্নিতে নিক্ষেপ
করিতে লাগিল। শীতপীড়িত লুক্কক সেই
জলদগ্নি দর্শনে স্বীয় অবশ অঙ্গ প্রতা-
পিত করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হইল। তখন
কপোতী ব্যাধকে ক্ষুধানলে দহমান দেখিয়া
ভর্তাকে বলিল,—মহাভাগ! আমায় মোচন

করিয়া দাও। আমি স্বদেশ দ্বারা ক্ষুধার্ত
ব্যাধের তৃপ্তি বিধান করি। হে স্মরত!
এইরূপ করিলে তুমি অতিথিসেবী জন-
গণের প্রাপ্তলোক সকল প্রাপ্ত হইতে
পারিবে। কপোত কহিল,—হে শুভে!
আমি বর্তমান থাকিতে তোমার পক্ষে
এরূপ ধর্ম্মাচরণ সম্ভব নহে। আমাকে
অমুমতি দাও, আমিই অতিথির প্রিয়ানুষ্ঠান
করি। ব্রহ্মা বলিলেন, কপোত এই বলিয়া
তিনবার অগ্নি প্রদাক্ষণপূর্বক চতুর্ভুজ,
বিশ্বাত্মক, শরণা, ভক্তবৎসল মহাবিকুকে
স্মরণ করিতে করিতে ‘আমায় গ্রহণ কর,’
এই বলিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল। লুক্কক
তাহাকে অগ্নিমধ্যে প্রাণহীন অবস্থায় অব-
লোকন করিয়া বলিল, আহা! মানুষদেহধারী
আমার জীবনে ধিক্! আমার এই দেহের
জন্তই পক্ষিরাজ আজ জীবন বিসর্জন
করিল। ব্রহ্মা বলিলেন,—লুক্কক এই কথা
কহিলে, কপোতী কহিল,—হে মহাভাগ!
তুমি আমায় মোচন করিয়া দাও। আমার

ব্রহ্মোবাচ ।

তত্ত্বান্তবচনং ব্রহ্মা পঙ্করহাং কপোতকীম ।
লুঙ্ককো মৌচয়ামাস তরসা ভীতবস্তদা ॥ ৭২
সাপি প্রদক্ষিণং কৃত্বা পতিমগ্নিঃ তদা জগৌ ॥

কপোতুবাচ ।

ত্ৰীণাময়ং পরো ধর্মো যন্তর্জুরহুবেশনম্ ।
বেদে চ বিহিতো মার্গঃ সর্বলোকেষু পূজিতঃ ॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালঃ বিলাত্কুরতে বলাৎ ।
এবং বহুগতা নারী সহ ভর্তা দিবঃ ব্রজেৎ ॥
তিস্রঃ কোট্যোহর্ককোটি চ যানি রোমাণি

মানুষে ।

তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্তারঃ যাজুগচ্ছতি ।
নমস্কৃত্বা ভুবং দেবান্ গজাঞ্চাপি বনস্পতীন ।
আশ্বাস্ত তান্তপত্যানি লুঙ্ককঃ বাক্যমব্রবীৎ ॥

কপোতুবাচ ।

ত্বৎপ্রসাদান্নমহাভাগ উপপন্নঃ মমেন্দ্রশম । •

পতি দূর গমন করিলেন । ব্রহ্মা কহিলেন, লুঙ্কক তৎকালে কপোতীর সেই কথা শুনিয়া যেন কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াই সসম্মে তাহাকে মৌচন করিয়া দিল । কপোতীও তখন পতির দক্ষ দেহ প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিল । কপোতী কহিল, ভর্তার অহু বেশন করাই ত্রী জাতির পরম ধর্ম । বেদবাক্যে ত্রীলোকের ইহাই সৎপথ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং লোকসমাজেও এই পথ প্রশস্ত বলিয়া সমাদৃত । ব্যালগ্রাহী জন্ত যেমন সবলে বিল হইতে ব্যালকে উদ্ধার করে, তেমনি পতিব্রতানারী ভর্তার সাহায্যে স্বর্গগমন করিয়া থাকে । যে নারী পতির অহুগামিনী হয়, মানুষের দেহে যে সার্ব্ব ত্রি-কোটি রোম আছে, সেই রোমসংখ্যার অহুপাতে সে ততকাল যাবৎ স্বর্গধামে বাস করে । এই বলিয়া কপোতী ভূমি ও গজা-দেবী এবং স্বীয় অধিষ্ঠান বনস্পতিকে নমস্কার করিয়া আপনার সন্তানগুলিকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক লুঙ্কককে বলিল—হে মহাভাগ ! তোমার প্রসাদে আমার অহু দৈদৃশ অবস্থা

অপত্যানাং কমস্বেহ ভর্তা যামি ত্রিবিষ্টপম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাশ্বা পক্ষিণী সাক্ষী প্রবিবেশ হতাশনম্ ।
প্রবিষ্টায়াং হতবহে জয়শব্দো শ্রবর্তত ॥ ৮০
গগনে স্বর্ধ্যাসঙ্কাসং বিমানমতিশোভনম্ ।
তদারূঢ়ো সুরনিভো দম্পতী দদৃশে ততঃ ॥ ৮১
হর্ষণে প্রোচতুর্ভৌ লুঙ্ককঃ বিস্ময়াধিতম্ ॥ ৮২
দম্পতী উচতুঃ ।

গচ্ছা বস্তুদশস্থানমাণুষ্টোহসি মহামতে ।
আবযোঃ স্বর্গসোপানমতিথিঙ্কং নমোহস্ত তে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

বিমানবরমারূঢ়ো ভৌ দৃষ্টৌ লুঙ্ককৌহপি সঃ ।
সধনুঃ পঙ্করং ত্যাগ্য কৃতাজলিরতাযত ॥ ৮৪
লুঙ্কক উবাচ ।

ন ত্যক্তব্যো মহাভাগো দেয়ঃ কিঞ্চিদজানতে
অহমত্রাতিথিমর্শস্তো নিরুতিং বক্তুমর্হথঃ ॥ ৮৫

ঘটিল । তুমি আমার সন্তানগুলিকে কমা করিও ; আমি স্বামী সহ স্বর্গে চলিলাম । ৫৫—৭২ । ব্রহ্মা বলিলেন,—পতিব্রতা পক্ষিণী এই বলিয়া হতাশনে প্রবেশ করিল । সেই হতাশনে প্রবিষ্ট হইবামাত্র 'ব্যোম-মণ্ডলে জয়-ধ্বনি উচ্চারিত হইল । তখন সেই সুর-দম্পতি-সদৃশ পক্ষিদম্পতি স্বর্ধ্যাসন্নিত অতি সুল্লর বিমানে আরূঢ় হইল । অনন্তর তাহার হর্ষাবিষ্ট হইয়া বিস্ময়বিহ্বল ব্যাধকে বলিল,—হে মহামতে ! আমরা দেবস্থানে চলি-লাম ; এক্ষণে তোমার সম্মতি ; লই-তেছি । অতিথি তুমি—আমাদের স্বর্গগমনের সোপানস্বরূপ ; তোমাকে আমরা নমস্কার করি । ব্রহ্মা বলিলেন,—তৎকালে সেই বিমানারূঢ় পক্ষিদম্পতিকে দেখিয়া সেই ব্যাধও স্বীয় ধন ও পঙ্কর দূরে নিক্ষেপ-পূর্বক কৃতাজলি হইয়া বলিল,—হে মহাভাগ-দয় ! আমাকে তোমরা ত্যাগ করিও না । অজ্ঞান জনকেও কিঞ্চিৎ দান করা কর্তব্য । আমি এখানে তোমাদের মাত্ত অতিথি ; আমার যাহাতে নিরুতি হইতে পারে, তাহা

দম্পতী উচুতঃ ।

গৌতমীঃ গচ্ছ ভদ্রং তে তস্থাঃ পাপং নিবেদয়
তজ্জৈবাপ্রবনাং পক্ষঃ সৰ্বপাপৈবিমোক্ষ্যসে ॥৮৬
মুক্তপাপঃ পুনস্তত্র গঙ্গায়ামবগাহনে ।
অশ্বমেধফলং পুণ্যং প্রাপ্য পুণ্যো ভবিষ্যসি ॥
সরিষরায়াঃ গৌতম্যাঃ ব্রহ্মবিষ্ণীশসম্ভুবি ।
পুনরাপ্রবনাদেব ত্যক্তা দেহঃ মলীমসম্ ॥৮৮
বিমানবরমাক্রুতঃ স্বৰ্গং গন্তাস্তসংশয়ম্ ॥৮৯

ব্রহ্মোবাচ ।

তক্ষুহা বচনং তাভ্যাং তথা চক্রে স লুক্কঃ ।
বিমানবরমাক্রুতৌ দিব্যরূপধরৌভবৎ ॥ ৯০
দিব্যমাণ্যাদয়ধরঃ পূজ্যমাণৌহমরোগণৈঃ ।
কপোতশ্চ কপোতী চ তৃতীয়ো লুক্ককস্তথা ।
গঙ্গায়াম্ প্রভাবেণ সৰ্বৈ বৈ দিবমাক্রমন্ ॥ ৯১
ততঃ প্রভৃতি তত্তীৰ্গং কাপোতমিতি বিষ্ণুতম্ ।

তোমরা বলিয়া যাও । পক্ষিদম্পতি কহিল,
—তুমি গৌতমী নদীতে গমন কর । তোমার
মঙ্গল হউক । তোমার যে কিছু পাপ আছে,
তাহা ঐ নদীর নিকট নিবেদন কর । তুমি
সেখানে পক্ষাবধি কাল জলাবগাহন করিলে
সৰ্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে । তাহার
পর পুনরায় সেই গঙ্গাবগাহনে মুক্তপাপ
হইয়া পবিত্র অশ্বমেধফল লাভ করত একে-
বারে পুণ্যাশ্রা হইতে পারিবে । সরিষরা
গৌতমী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশান হইতে সমুৎ-
পন্ন । তুমি তাহাতে তৎপষ্ঠাৎ একবার
অবগাহন করিলেই, তোমার কলুষিত দেহ
ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণপূৰ্ব্বক
নিশ্চয়ই স্বৰ্গগমন করিবে । ব্রহ্মা বলিলেন,—
সেই লুক্ক পক্ষিদম্পতির কথা শুনিয়া তাহাই
করিল । পরে দিব্য বিমানে আরুঢ়, দিব্য
রূপধর, দিব্য মাণ্যধরে ভূষিত ও অপ্সরো-
গণ কর্তৃক সেবিত হইয়া পূৰ্ব্বগত কপোত-
কপোতীর আয় লুক্কও গঙ্গার প্রভাবে
স্বৰ্গে গমন করিল । সেই হইতে তত্রতা
তীৰ্থ “কপোত” নামে প্রসিদ্ধ হইল । ঐ

তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ পিতৃপূজনমেব চ ॥ ৯২
জপযজ্ঞাদিকং কৰ্ম্ম তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৯৩

ইতি ত্রীত্রাশ্চে কপোততীৰ্থবর্ণনং নাম
অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮০

একশীতিতমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

কার্ত্তিকৈয়ং পরং তীৰ্থং কোমারমিতি বিষ্ণুতম্ ।
যন্নামশ্রবণাদেব কুলবান পুত্রবান ভবেৎ ॥ ১
নিহতে তারকে দৈত্যে স্বস্থে জাতে ত্রিবিষ্টপে
কার্ত্তিকৈয়ং স্মৃতং জ্যেষ্ঠং প্রীত্য প্রোবাচ
পার্বতী ॥ ২
যথাস্থখং ভূক্ষ্য ভোগ্যৈরলোক্যে মনসঃ
প্রিয়ান্ ।

মমাজ্ঞয়া শ্রীতমনাঃ পিতৃশ্চৈব প্রসাদতঃ ॥ ৩
এবমুক্তঃ স বৈ মাতা বিশাখো দেবতাস্থিয়ঃ ।
যথাস্থখং বলাদেমে দেবপদ্মোহপি রেমিরে ॥

তীৰ্থে স্নান, দান, পিতৃ-পূজন ও জপ-যজ্ঞাদি
যে কিছু কৰ্ম্ম করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয়
হইয়া থাকে ॥ ৮০—৯৩ ॥

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৮০ ॥

একশীতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কার্ত্তিকৈয় বা কোমার
নামে এক প্রসিদ্ধ তীৰ্থ আছে । ঐ তীৰ্থের
নাম শ্রবণেও নর কুলবান ও রূপবান হইতে
পারে । পুরাকালে তারক দৈত্য নিহত
এবং দেবগণ সুস্থ হইলে, পার্বতী শ্রীতি-
তরে জ্যেষ্ঠপুত্র কার্ত্তিকৈয়কে কহিলেন,—
পুত্র! ত্রিলোকমধ্যে তোমার যে কিছু মনঃ-
প্রিয় ভোগ্য বস্তু আছে, তৎসমস্ত তুমি
আমার আজ্ঞায় ও তোমার পিতার প্রসাদে
শ্রীতমনে যথাস্থখে ভোগ কর । মাতা
এই কথা কহিলে, কার্ত্তিকৈয় বলপূৰ্ব্বক মনের

ততঃ সমুজ্জ্যমানান্সু দেবপত্নীষু নারদ ।
নাশরুবন বারয়িতুঃ কাক্তিকেষু দিবৌকসঃ ॥ ৫
ততো নিবেদয়ামান্সু পার্শ্বতৌ পুত্রকন্ম তৎ ।
অসকৃদ্বাধ্যমাণোহপি মাত্ৰা দেবৈঃ স শক্তিযুক্ত
নৈবাসাবকরোদ্ধাক্যঃ স্ত্রীধাসকৃৎ যশুঃ ।
অভিশাপভয়াভীতা পার্শ্বনৌ পর্যটিতয়ৎ ॥ ৭
পুত্রস্নেহান্তর্থেবেশা দেবানাং কার্যাসিদ্ধয়ে ।
দেবপত্ন্যশ্চিরং রক্ষ্যা ইতি যদ্বা পুনঃপুনঃ ॥ ৮
যশান্ত রমতে স্বন্দঃ পার্শ্বতী অপি তাদৃশী ।
তদ্রূপমান্ননঃ কুহা বর্তয়ামাস পার্শ্বতী ॥ ৯
ইন্দ্রশ্চ বরুণশ্চাপি ভাৰ্য্যামাহুয় যশুঃ ।
যাবৎ পশ্যতি তন্তাঃ তু মাতৃরূপমপশ্যত ॥ ১০

তামপান্ত্র নমস্তাধ পুনরস্ত্রামখাহ্বয়ৎ ।
তন্তাঃ তু মাতৃরূপং স প্রেক্ষ্য লজ্জায়ুপেয়িবান্ ॥
এবং বহুবীষু তদ্রূপং দৃষ্ট্বা মাতৃময়ং জগৎ ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য গাঙ্গেয়ৌ বৈরাগ্যামগমন্তদা ॥ ১২
স তু মাতৃরূপং জ্ঞাত্বা প্রবৃত্তস্ত নিবর্তনম্ ।
নিবার্য্যশ্চৈদহং ভোগাৎ কিম্ পূৰ্ণং প্রবর্তিতঃ
তস্মান্নাতৃরূপং সৰ্বং মম হস্তাশ্চাদৃষ্যতি ।
লজ্জয়া পরয়া যুক্তো গোতমীমগমন্তদা ॥ ১৪
ইয়ঞ্চ মাতৃরূপা মে শৃণোতু মম ভাষিতম্ ।
ইতঃ স্ত্রীনাশধেয়ং যন্নম মাতৃসমং মতম্ ॥ ১৫
এবং জ্ঞাত্বা লোকনাথঃ পার্শ্বত্যা সহ শঙ্করঃ ।
পুত্রং নিবারয়ামাস বৃত্তমিত্যত্রবীদগুরুঃ ॥ ১৬

সুখে দেবপত্নীগণকে রমণ করিতে লাগিলেন এবং দেবপত্নীরাও তাঁহার সহিত রতি-
ক্রীড়ায় সমাসক্ত হইলেন । হে নারদ ! তখন
হইতে সমস্ত দেবপত্নীই কাক্তিকেষু কর্তৃক
উপভুক্ত হইতে লাগিল । দেবগণ কাক্তি-
কেষুকে কিছুতেই সে কার্য্য হইতে নিবারিত
করিতে পারিলেন না । তখন দেবগণ পার্শ্ব-
তীর নিকট গিয়া তদীয় পুত্ররূপে অপকর্ম্মের
কথা নিবেদন করিলেন । কিন্তু শক্তিধর
যড়ানন রমণীরমণে এতদূর আসক্ত হইয়া-
ছিলেন যে, তাঁহার মাতা স্বয়ং পার্শ্বতীদেবী
এবং অন্তান্ত দেবগণ সকলেই তাঁহাকে
পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও তিনি কোন-
ক্রমেই তাঁহাদের বাক্য রক্ষা করিতে পারি-
লেন না । তখন পার্শ্বতী অভিশাপভয়ে
ও পুত্রস্নেহে আকুল হইয়া চিন্তাগ্রস্ত হইলেন;
ভাবিলেন,—দেবগণের কার্য্যাসিদ্ধির নিমিত্ত
দেবপত্নীগণকে রক্ষা করিতেই হইবে । এই
ভাবিয়া নিজে তিনি বহুরূপে বিভক্ত হই-
লেন । স্বন্দ যে যে রমণীতে আসক্ত
ছিলেন, পার্শ্বতী নিজেই সেই সেই রমণীর
স্থানে অবস্থান করিলেন । এদিকে
যড়ানন—ইন্দ্র বা বরুণ, যে কোন দেবের
ভাৰ্য্যাতে রমণ করিতে উদ্যত হইয়া দৃষ্টি-
পাত করেন, দেখেন—সেই সেই রমণীই

তাঁহার মাতা পার্শ্বতীর রূপে বিরাজমান ।
কাক্তিকেষু যে রমণীর দিকেই দৃষ্টিপাত করেন,
অমনি তাঁহার মাতাকে দেখিয়া নমস্কারান্তে
তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অস্ত্র কোন রমণীকে
আহ্বান করেন । সেই রমণীতেও তিনি
তাঁহার মাতার মূর্ত্তিই দেখেন, অমনি লজ্জায়
অবনত হইয়েন । এইরূপে বহু স্ত্রীতেই তাঁহার
মাতার মূর্ত্তি দেখিয়া এই জগৎসংসারই যড়া-
ননের মাতৃময় বলিয়া বোধ হইল । তখন
তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিল । ১—১২ । তিনি তখন
ভোগপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি মাতারই রূপে
বলিয়া বুঝিলেন : আবার ভাবিলেন, যদি
মাতারই ইহা অভিপ্রেত, তাহা হইলে কি
নিমিত্ত পূর্বে তিনি আমায় ভোগপ্রবৃত্ত করিয়া-
ছিলেন । অতএব মাতৃরূপে সমস্তই আমার
পক্ষে হস্তাশ্চাদ হইয়াছে । এই ভাবিয়া
যড়ানন তখন অতি লজ্জিতভাবে গোতমী
নদীতে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন,
ইনি মাতৃরূপিণী, আমার কথা শ্রবণ করুন,
এখন হইতে স্ত্রী-নামধেয় যে কিছু, সকলই
আমার মাতৃসম । লোকনাথ শঙ্কর পুত্রের
এইরূপ অভিপ্রায় জানিয়া পার্শ্বতী সহ
আগমনপূর্ব্বক তাহাকে নিবারিত করিলেন ।
এবং বলিলেন,—“আর না যথেষ্ট হইয়াছে ।”

ততঃ সুরপতিঃ প্রীতঃ কিং দদামীতি চিন্তয়ন্ ।
কৃতাজ্জলিপুটে স্বন্দঃ পিতরং পুনরব্রবীৎ ॥ ১৭

স্বন্দ উবাচ ।

সেনাপতিঃ সুরপতিস্তব পুত্রোহহমিত্যপি ।
অলমেতেন দেবেশ কিং বরৈঃ সুরপুজিত ॥ ১৮
অথবা দাতুকামোহসি লোকানাং হিতকামায়া
যাচেহহং নান্নান দেব তদমুজাতুমহসি ॥ ১৯
মহাপাতকিনঃ কেচিদ্ গুরুদারাভিগামিনঃ ।
অত্রাপ্রবনমাশ্রয়ে ধৌতপাপা ভবন্ত তে ॥ ২০
আপ্নবন্তুস্তমাং জাতিং তির্ধকোহপি সুরেশ্বরঃ
কুরুণো রূপসম্পত্তিমত্র স্নানাদবাণুযুগং ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমব্ধিতি তং শব্দুঃ প্রত্যনন্দং সূতেরিতম্ ।
ততঃ প্রভৃতি তন্তীর্থং কার্ত্তিকৈয়মিতি শ্রুতম্ ॥
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্বকৃতুফলপ্রদম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কুমারতীর্থবর্ণনঃ নামৈকাদশী-
তিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

এই বলিয়া পিতা দেবদেব প্রীত হইয়া
পুত্রকে কোন্ বর প্রদান করিবেন, এ
বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন
স্বন্দ কৃতাজ্জলিপুটে পিতাকে কহিলেন,—
হে সুরপুজিত! আমি সেনাপতি হইয়া
সুরপতিরূপে বিরাজিত—বিশেষতঃ আপ-
নার আমি পুত্র, ইহাই আমার পক্ষে
যথেষ্ট। হে দেবেশ! আমার আর অন্য
বরে প্রয়োজন কি? অথবা আপনি যদি
একান্তই বরদান করিতে ইচ্ছা করিয়া
থাকেন; তাহা হইলে হে দেব! আমি
নিজের জন্ত নহে—জগতের হিতকামনায়
যাহা প্রার্থনা করি, আপনি তাহাতে অনু-
মোদন করুন। আমার প্রার্থনা এই যে,—
যাহারা গুরুপত্নী-গামী, মহাপাতকী, তাহারা
এই গোতমীজলে স্নানমায়েই ধৌতপাপ
হউক। হে সুরেশ্বর! এখানে স্নান
করিয়া তির্ধক্ জাতিরাও উচ্চজাতি প্রাপ্ত
হউক এবং অতি রূপসম্পত্তি লাভ করুক।
ব্রহ্মা বলিলেন,—শব্দু পুত্রের কথায় অনু-

দ্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যৎ খ্যাতিং কৃত্তিকাতীর্থং কার্ত্তিকৈয়ানন্তরম্ ।
তন্ত শ্রবণমাত্রেন সোমপানফলং লভেৎ ॥ ১
পুরা তারকনাশায় ভবরেতোহপি বৎ কবিঃ ।
রেতোহপি কবিঃ দৃষ্ট্বা ঋষিপত্ন্যোহম্পৃহন মূনে
সপ্তযৌগামতুস্মাতাঃ বর্জয়িত্বা ব্রহ্মকর্ত্তীম্ ।
তাসু গর্ভঃ সমভবৎ ঘটসু স্ত্রীসু তদায়তঃ ॥
তপ্যমানান্ত শোভিতা ঋতুস্মাতা তা মূনে ।
কিং কুর্য্যঃ ক মুগচ্ছামঃ কিং কুৰ্ব্বা সুরতং ভবেৎ
ইত্যুক্তা তা মিথো গঙ্গাং বাত্রা গঙ্গা ব্যাপীড়য়ন
তাভ্যন্তে নিঃসৃতা গর্ভাঃ ফেনরূপান্তদাস্তপি ॥

মোদনপূর্বক বলিলেন, “এবমন্ত।” তখন
হইতে সেই তীর্থ কার্ত্তিকৈয় নামে বিখ্যাত
হইল। তথায় স্নান ও দান করিলে সমস্ত
যজ্ঞফল লাভ করা যায়। ১৩-২২।

একাদশীতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮১।

দ্বাদশীতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কার্ত্তিকৈয় তীর্থের অন-
ন্তর কৃত্তিকাতীর্থ বিখ্যাত। ঐ তীর্থে স্নান-
মাত্রেই সোমপানফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।
হে মূনে! পুরাকালে তারকনিষদনের জন্ত
হতাশন ভগবান্ ভবের শুক্ৰ পান করেন।
অগ্নিকে তদবস্থ দেখিয়া ঋষিপত্নীরা তৎপ্রতি
স্পৃহাবতী হন। ঋতুস্মাতা অরুণতী ব্যতীত
অন্য সমস্ত ঋষিপত্নীরই তাহাতে স্পৃহা
হইয়াছিল। তখন ছয়টা ঋষিপত্নী অগ্নি
হইতে গর্ভধারণ করেন। হে মূনে!
ঋতুস্মাতা ঋষি-পত্নীরা সকলেই তপোনিষ্ঠা ও
বরিষ্ঠা ছিলেন। তাঁহারা গর্ভবতী হইয়া
ভাবিলেন,—আমরা কি করিব? কোথায়
যাইব? কি করিলে, আমাদের মঙ্গল
হইবে?” তাঁহারা পরস্পর এই বলিয়া
সকলেই বাগ্ৰভাবে গঙ্গাজলে প্রবিষ্ট হই-

অন্তসাং শ্বেকতাং প্রাপ্তা বায়না সৰ্ব্ব এব হি ।
 একরূপস্তদা তাভ্যঃ সগুণঃ সমজায়ত ॥ ৬
 অবশিষ্টা তু তান গৰ্ভানুষিপত্তো গৃহান যযুঃ
 তাসাং বিরূতরূপাণি দৃষ্ট্বা তে ঋষয়োহক্রবন ॥
 গম্যতাং গম্যতাং শীঘ্রং শ্বৈরী বৃন্তিন যুজ্যতে ।
 স্ত্রীণামিতি ততো বৎস নিরস্তাঃ পতিভিষ্চ তাঃ
 ততো হুঃখং সমাবিষ্টাস্ত্যক্তাঃ স্বপতিভিষ্চ যট্ ।
 তা দৃষ্ট্বা নারদঃ প্রাহ কার্তিকৈয়ো হরোত্তমবঃ ॥
 গাঙ্গেয়োহগ্নিভবশ্চৈতি বিখ্যাতস্তারকান্তকঃ ।
 তং যাস্ত নচিরাদেব জীতো ভোগঃ প্রদাস্ততি ॥
 দেবর্ষেবচনাদেব সমভ্যোত্যা চ সগুণম্ ।
 কৃত্তিকাঃ স্ময়মৈবৈতদ্যথাবৃন্তং শ্রবেদয়ন ॥ ১১
 নাভো বাক্যঃ কৃত্তিকাভাঃ কার্তিকৈয়োহনু-
 মন্ত চ ।

লেন। তখন তাঁহাদের সমস্তেরই গুৰ্ভ
 নির্গত হইয়া কোনরূপে জলোপরি ভাসিতে
 লাগিল। বায়বশে সেই ফেনপুঞ্জ একীভূত
 হইলে তখন তাহা হইতে একরূপধর ষড়ানন
 জন্মগ্রহণ করিলেন। ঋষিপত্নীরা গৰ্ভ ত্যাগ
 করিয়াই গৃহে গেলেন। তাঁহাদের বিরূত
 রূপ দেখিয়া ঋষিগণ বলিলেন,—“দূর্ব
 দূর্ব, শীঘ্র তোরা চলিয়া যা; স্ত্রীলোকের
 শ্বেচ্ছাচারিতা কখনই সমর্থন করা যায়
 না।” হে বৎস নারদ! এইরূপে তখন
 সেই ঋষি-পত্নীরা তাঁহাদের স্ব স্ব পতি
 কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলেন। তখন সেই
 ছয় ঋষি-পত্নী একান্ত হুঃখাভিভূত হইলে,
 নারদ তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন,—
 হরাস্তজ, কার্তিকৈয়, তারকান্তক নামে
 বিখ্যাত। তিনি গাঙ্গেয় এবং আয়েষ
 বলিয়াও অভিহিত। আপনারা গিয়া তাঁহা-
 রই শরণাপন্ন হউন! তিনি তুষ্ট হইয়া ইষ্ট
 ফল প্রদান করিবেন। দেবর্ষি নারদের কথায়
 তাঁহারা ষড়াননসমীপে সমাগত হইয়া
 ঋষাযথ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কার্তি-
 কৈয় কৃত্তিকাদিগের মুখে সেই সকল কথা
 শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—আপনারা সকলে

গৌতমীং যাস্ত সৰ্ব্বাশ্চ শাস্তা পূজ্য মহেশ্বরম্ ॥
 এয্যামি চাহং তত্রৈব যান্তামি সুরমন্দিরম্ ।
 তথৈভ্যাক্ষা কৃত্তিকাশ্চ শাস্তা গঙ্গাঞ্চ গৌতমীম্
 দেবেশ্বরঞ্চ সম্পূজ্য কার্তিকৈয়ানুশাসনাং ।
 দেবেশ্বরপ্রসাদেন প্রযযুঃ সুরমন্দিরম্ ॥ ১৪
 ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং কৃত্তিকাভীর্থমুচ্যতে ।
 কার্তিক্যং কৃত্তিক্যযোগে তত্র যঃ স্নানমাচর্যেৎ
 সধিক্রতুফলং প্রাপ্য রাজা ভবতি ধার্মিকঃ ।
 ততীর্থস্মরণং বাপি যঃ কৰোতি শৃণোতি চ ॥
 সৰ্বপাপবিনিষ্টো দীর্ঘমায়ুঃপ্রাপ্য য়াং ॥ ১৬
 ইতি জীৱান্মো কৃত্তিকাভীর্থবর্ণনং নাম
 দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতমোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

দশাশ্বমেধিকং তীর্থং তচ্ছৃণুষ মহাযুনে ।
 যন্ত শ্রবণমাত্রেণ হয়মেধফলং লভেৎ ॥ ১

গৌতমীতে গমন করুন এবং তথায় গিয়া
 স্নানপূর্বক মহেশ্বরের অর্চনায় নিরত হউন।
 আমি সেইস্থানেই আসিব; পরে সুরমন্দিরে
 গমন করিব। কৃত্তিকাগণ, কার্তিকৈয়ের
 কথানুসারে গৌতমী গঙ্গায় গিয়া স্নান ও
 মহেশ্বরের পূজা করিলেন। অনন্তর দেব-
 দেবের প্রসাদে সুরমন্দিরে উপনীত হই-
 লেন। তখন হইতে সেই তীর্থ কৃত্তিকাভীর্থ
 নামে বিখ্যাত। কার্তিক মাসে কৃত্তিকা-
 নক্ষত্রযোগে যে জন তথায় স্নান করে,
 তাহার সমস্ত যজ্ঞ-ফল লাভ হয় এবং সে
 ধার্মিক রাজা হইয়া থাকে। যে জন সেই
 তীর্থের স্মরণ কিংবা নাম শ্রবণ করে, তাহারও
 সৰ্বপাপ হইতে মুক্তি ও দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্তি
 হয়। ৫—১৬।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮২ ।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে মহাযুনে! এক্ষণে
 দশাশ্বমেধিক তীর্থের কথা শ্রবণ কর। ইহার

বিশ্বকর্ষ্মভূতঃ স্রীমান্ বিশ্বরূপো মহাবলঃ ।
 তত্ৰাপি প্রথমঃ পুত্রস্তৎপুত্রো ভৌবনো বিহুঃ ॥
 পুরোধাঃ কশ্চপস্তস্ত সৰ্বজ্ঞানবিশারদঃ ।
 তমপৃচ্ছন মহাবাহুভৌবনঃ সার্সভৌবনঃ ॥ ৩
 যক্ষ্যেহং হযমেধৈশ্চ যুগপদশতির্মুনে ।
 ইত্যপৃচ্ছন্ গুরুং বিপ্রং ক যক্ষ্যামি সুরানিতি
 সৌহবদদেবযজ্ঞনং তত্র তত্র নৃপোত্তম ।
 যত্র যত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাবর্তন্ত মহাক্রতুন্ ॥ ৫
 তত্রাতবহুমিগণা আদ্বিজ্যৈ মথমণ্ডলে ।
 যুগপদশ মেধানি প্রবৃত্তানি পুরোধসা ॥ ৬
 পূর্ণতাং নাগযুস্তানি দৃষ্ট্বা চিন্তাপরো নৃপঃ ।
 বিহায় দেবযজ্ঞনং পুনরন্তত্র তান ক্রতুন্ ॥ ৭
 উপক্রামস্তথা তত্র বিশ্বদোষান্তমায়যুঃ ।
 দৃষ্ট্বাপূর্ণান্ততো যজ্ঞান্ রাজা গুরুমভাষত ॥ ৮
 রাজোবাচ ।
 দেশদোষাং কালদোষান্মম দোষান্তবাপি বা ।

শ্রবণ মাতেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় ।
 বিশ্বকর্ষ্মার পুত্র স্রীমান্ বিশ্বরূপ, তৎপুত্র—
 প্রথম, এবং তৎপুত্র—ভৌবন । সৰ্বশাস্ত্রজ্ঞ
 কশ্চপ ঐ ভৌবনের পুরোহিত ছিলেন ।
 ভৌবন সার্সভৌম হইয়া কশ্চপকে জিজ্ঞা-
 সিলেন,—হে মুনে! আমি যুগপৎ দশটি
 অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব; কিন্তু ঐ সকল যজ্ঞ আমি
 কোথায় করিব?—আপনি যজ্ঞস্থান নির্দেশ
 করুন । কশ্চপ বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ
 পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব কালে যে যে স্থানে মহাক্রতু সকল
 করিয়া গিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই দেব-
 যজ্ঞ বিধেয় । তখন তাঁহারই নির্দিষ্ট স্থানে
 যজ্ঞারম্ভ হইল । বহু ঋষি, ঋষিকু-কর্ণে
 নিযুক্ত হইলেন । পুরোহিতের প্রেরণায়
 যুগপৎ দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞই প্রবৃত্ত হইল ।
 কিন্তু ঐ সকল যজ্ঞ কিছুতেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত
 হইল না । তদর্শনে রাজা চিন্তিত হইয়া
 সেস্থান পরিত্যাগপূৰ্ব্বক অন্তত্র মহাযজ্ঞ সকল
 আরম্ভ করিলেন । কিন্তু সেখানেও বহু বিষ
 উপস্থিত হইল । তখন রাজা তাঁহার অনু-
 ষ্ঠিত যজ্ঞগুলি অপূর্ণ দেখিয়া পুরোহিতকে

পূর্ণতাং নাপ্নু বন্তি অ দশ মেধানি বাজিনঃ ॥ ৯
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ততশ্চ হুঃখিতো রাজা কশ্চপেন পুরোধসা ।
 গীম্পতেভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং গম্বা সংবর্তয়চ্চতুঃ ॥ ১০
 কশ্চপভৌবনাবচতুঃ ।
 ভগবন্ যুগপৎকাষ্যাণ্যশ্বমেধানি মানদ ।
 দশ সম্পূর্ণতাং যান্তি তং দেশং তং গুরুং বদ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ততো ধ্যাত্বা ঋষিশ্রেষ্ঠঃ সংবর্তো ভৌবনঃ তদা
 অববীদগচ্ছ ব্রহ্মাণং গুরুং দেশং বদিস্যতি ॥
 ভৌবনোহপি মহাপ্রাজ্ঞঃ কশ্চপেন মহাক্ষমা ।
 আগত্য মামববীচ্ছ গুরুং দেশাদিকঞ্চ যৎ ॥ ১১
 ততোহহমব্রবং পুত্র ভৌবনঃ কশ্চপং তথা ।
 গৌতমীং গচ্ছ রাজেন্দ্র স দেশঃ ক্রতুপুণ্যবান্
 অয়মেব গুরুঃ শ্রেষ্ঠঃ কশ্চপো বেদপারগঃ ।

বলিলেন,—আমার এই দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ
 —দেশ, কাল, কিছা আপনার বা আমার
 দোষেই পূর্ণ হইতেছে না । ব্রহ্মা বলিলেন,
 তখন রাজা ও পুরোহিত হুঃখিত হইয়া
 বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ জাতা সন্বর্তের নিকট
 গমনপূৰ্ব্বক বলিলেন,—ভগবন্! আমরা
 যুগপৎ দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব ।
 ঐ সকল যজ্ঞ যথায় অনুষ্ঠিত হইলে
 সুসম্পূর্ণ হয়, আপনি সেই দেশ ও
 তাহার যোগ্য গুরু নির্দেশ করিয়া
 দিউন । ১—১১ । ব্রহ্মা বলিলেন,—ঋষিশ্রেষ্ঠ
 সন্বর্তক তখন ধ্যান করিয়া ভৌবনকে
 বলিলেন,—যাও গুরু ব্রহ্মার নিকটে
 যাও; তিনি তোমাদের যজ্ঞীয় দেশ নির্দেশ
 করিয়া দিবেন । তখন মহাপ্রাজ্ঞ ভৌবন
 মহাক্ষা কশ্চপের সহিত আগমনপূৰ্ব্বক
 আমার নিকট গুরু ও যজ্ঞীয় দেশের
 বিষয় জিজ্ঞাসিলেন । অনন্তর হে পুত্র!
 আমি সেই ভৌবন ও কশ্চপকে বলি-
 লাম;—হে রাজেন্দ্র, ও হে মুনীন্দ্ৰ!
 তোমরা গৌতমীতে গমন কর । সেই
 স্থানই যজ্ঞপুণ্যে পরিপূর্ণ । আর পৃথক্

গুরোরস্ত প্রদাদে ন গোতম্যাস্ত প্রসাদতঃ ॥
 একেন হয়মেধেন তত্র স্নানেন বা পুনঃ ।
 সেৎস্তত্তি তত্র যজ্ঞাস্ত দশ মেধানি বাজিনঃ ॥
 তক্ষুহা ভৌবনো রাজা গোতমীতীরমভ্যাগাৎ
 কণ্ডপেন সহায়েন হয়মেধায় দৌকিতঃ ॥ ১৭
 ততঃ প্রবৃত্তে যজ্ঞেশে হয়মেধে মহাক্রতো ।
 সম্পূর্ণে তু তদা রাজা পৃথিবীং দাতুমুদ্যতঃ ॥ ১৮
 ততোহন্তরিক্ষে বাওষ্ঠৈরুবাচ নৃপসন্তমম্ ।
 পূজয়িত্বা স্থিতং বিপ্রানুহিজোহথ সদম্পভীন ॥
 আকাশবাণুবাচ ।
 পুরোধসে কণ্ডপায় সশৈলবনকাননাম্ ।
 পৃথিবীং দাতুকামেন দত্তং সৰ্বং ত্বয়া নৃপঃ ॥ ২০
 ভূমিদানম্পৃহাং ত্যক্তা অন্নং দেহি মহাকলম্ ।
 নারদানসমং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥
 বিশেষতঃ গঙ্গায়াঃ শ্রদ্ধয়া পুলিনে যুনে ।

ত্বয়া তু হয়মেধোহয়ং কৃতং সবহদক্ষিণঃ ॥
 কৃতকৃত্যোহসি ভদ্রস্তে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 তথাপি দাতুকামঃ তং মহী প্রোবাচ ভৌবনম্
 পৃথিব্যুবাচ ।
 বিশ্বকর্ষজ সার্কভোম মা মাং দেহি পুনঃপুনঃ ।
 নিমজ্জেহহং সলিলস্ত্র মধ্যো তস্মিন্ন দীপ্যতাম্ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ততশ্চ ভৌবনো ভীতঃ কিং দেশমিতি চাত্রবীৎ
 পুনশ্চোবাচ সা পৃথ্বী ভৌবনং ব্রাহ্মণৈর্নৃতম্ ॥
 ভূম্যুবাচ ।
 তিলা গাবো ধনং ধাত্মং যৎকিঞ্চিদগোতমীতটে
 সৰ্বং তদক্ষয়ং দানং কিং মাং ভৌবন দাস্তসি
 গঙ্গাতীরং সমাশ্রিত্য গ্রাসমেকং দদাতি যঃ ।
 তেনাহং সকলা দত্তা কিং মাং ভৌবন দাস্তসি

গুরুর আবশ্যক নাই। এই বেদপারগ
 কণ্ডপই তোমার শ্রেষ্ঠ গুরু। এই গুরুর
 অমুগ্রাহে এবং গোতমী গঙ্গার প্রসাদে
 তথায় তোমার একটি অশ্বমেধ অমুষ্ঠিত
 হইলেই দশাশ্বমেধ পরিপূর্ণ হইবে। রাজা
 ভৌবন তৎপ্রবণে কণ্ডপসহ গোতমীতীরে
 গমন করিলেন এবং তথায় গিয়া অশ্ব-
 মেধে দৌকিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞ-
 রাজ হয়মেধ আরম্ভ হইল এবং যথাকালে
 পূর্ণ হইল। তখন রাজা পৃথিবীদানে
 সমুদ্যত হইলেন। এই সময় এক আকাশ-
 বাণী সমুখিত হইয়া রাজাকে এবং ঋত্বিক
 ব্রাহ্মণ ও অন্ত্যাত্ম সভাসদদিগকে সম্বাদিত
 করিয়া সমস্তমে বলিল,—হে নৃপ! আপনি
 যে আপনার পুরোহিত কণ্ডপকে এই
 সশৈল-বন-কাননা পৃথিবী দানে ইচ্ছা
 করিয়াছেন, ইহাতেই আপনার সমস্ত
 প্রদত্ত হইয়াছে। পরন্তু আপনি ভূমিদান-
 ম্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া মহাকলজনক
 অন্ন দান করুন। ত্রিলোকমধ্যে—বিশে-
 ষতঃ এই গঙ্গা-পুলিনে অন্নদান সমান
 পুণ্য নাই। শ্রদ্ধার সহিত অন্নদানে যে

কি অসীম পুণ্য হয়, তাহা বলিই বাহুল্য।
 আপনি এই ~~ব্রহ্ম~~ দক্ষিণাধিত অশ্বমেধ
 যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিয়াছেন—করিয়া কৃত-
 রুতা হইয়াছেন। আপনার মঙ্গললাভ
 নিশ্চিতই। ব্রহ্মা বলিলেন,—এরূপ
 আকাশবাণীর পরও রাজা মহীদানে
 প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহী স্বয়ং তাঁহাকে
 বলিলেন,—হে বিশ্বকর্ষমুত সার্কভোম!
 আমায় আপনি দান করিবেন না। আমি
 সলিলাভ্যন্তরে নিমগ্ন হইব, সুতরাং
 আপনি এই দানকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত
 হউন। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভৌবন তখন
 ভীত হইয়া “কি দিব” এই কথা বলি-
 লেন। তখন পৃথ্বী তাঁহাকে পুনরাধ
 ব্রাহ্মণগণসমক্ষে বলিলেন,—হে ভৌবন!
 এই গোতমীতটে তিল, গো, ধন, ধাত্ম,
 বা অন্ত যে কিছু বস্তু প্রদত্ত হউক,
 সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে; সুতরাং
 কেন তুমি আমায় দান করিতেছ? এই
 গঙ্গাতীরে আসিয়া যে জন একটি মাত্র
 গ্রাস দান করে, তৎকর্তৃক আমি সম্পূর্ণ-
 রূপেই প্রদত্ত হই। অতএব আমাকে

ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্ববো বচনং ব্রহ্মা ভৌবনঃ সার্কভৌবনঃ ।
তথৈতি যদ্বা বিপ্রৈভ্যো হরঃ প্রাদাৎসুবিস্তরম্ ।
ততঃ প্রভৃতি তত্কার্ণঃ দশাশ্বমেধিকং বিহুঃ ।
দশানামশ্বমেধানাং ফলং জানাদবাপ্যতে ॥ ২৯

ইতি ব্রাহ্মক্বে দশাশ্বমেধতীর্থবর্ণনং নাম
ত্ৰ্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

—

চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পৈশাচং তীর্থমপরং পুজিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
তন্ত স্বরূপং বক্ষ্যামি গৌতম্যা দক্ষিণে তটে ॥
গিরির্ব্রহ্মগিরেঃ পার্শ্বে অঙ্গনো নাম নারদ ।
তস্মিন্ শৈলে মুনিবর শাপভ্রষ্টা বরাপ্সরা ॥ ২
অঙ্গনা নাম তত্রাসীদুত্তমাজ্জেন বানরী !
কেসরী নাম তদুর্ভা অজিহন্তে তথাপরা ॥ ৩

আর কেন দান করিবেন? ব্রহ্মা বলিলেন, সার্কভৌম ভৌবন পৃথিবীর সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন এবং ব্রাহ্মদিগকে প্রচুর অন্ন দান করিলেন। তখন হইতে সেই তীর্থে দশাশ্বমেধিক নামে নিরূপিত। সেই তীর্থে জান করিলে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞেব ফল লাভ করা যায়। ১১—২৯।

ত্ৰ্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৩ ।

চতুরশীতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অপর তীর্থ পৈশাচ; ইহা ব্রহ্মবাদিগণ কর্তৃক পুজিত। গৌতমীর দক্ষিণতট-স্থিত ঐ তীর্থের স্বরূপ বর্ণন করিতেছি। হে নারদ! ব্রহ্মগিরির পার্শ্বে অঙ্গন নামে এক গিরি আছে। অঙ্গনা নামে এক প্রধান অপ্সরা শাপভ্রষ্টা হইয়া ঐ অঙ্গন-শৈলে বাস করিত। উহার উত্তমাজ্জেন বলিলে

সাপি কেসরীগো ভাৰ্গ্যা শাপভ্রষ্টা বরাপ্সরা ।
উত্তমাজ্জেন-মার্জারী সাপ্যাস্তেহঙ্গনপৰ্বতে ॥
দক্ষিণাৰ্ণবমভাগাৎ কেসরী লোকবিস্তৃতঃ ।
এতস্মিন্শত্রেহগন্ত্যাহঙ্গনঃ পৰ্বতমভাগাৎ ॥
অঙ্গনা চাঙ্গিকা চৈব অগন্ত্যমুশিসন্তমম্ ।
পূজয়ামাসতুরুভে যথাস্তায়ং যথাসুখম্ ॥ ৫
ততঃ প্রসন্নো ভগবানাহোভে ত্রিয়তাং বরঃ ।
তে আহতুরুচ্ছগন্ত্যঃ পূজৌ দেহি মুনীশ্বর ॥
সৰ্কেভ্যো বলিনো ঞ্চেষ্ঠৌ সৰ্বলোকোপকরকৌ
তথৈতু্যক্সা মুনিঞেষ্ঠৌ জগামাশাং স দক্ষিণাম্
ততঃ কদাচিত্তে কালে অঙ্গনা চাঙ্গিকা তথা ।
গীতং নৃত্যঞ্চ হান্তঞ্চ কুৰ্বতো গিরিমূৰ্দ্ধনি ॥ ৮
বায়ুশ্চ নিষ্কৃতিশ্চাপি তে দৃষ্টা সন্নিভৌ সুরৌ
কামাক্রান্তধিৰ্যৌ চোভৌ তদা সত্তরমীয়তুঃ ॥ ১০
ভাৰ্য্যো ভবেতামুভয়োরাবাঃ দেবৌ বরপ্রদৌ

উহাকে বানরী বলিয়া বোধ হইত, উহার তর্ভার নাম কেশরী। ঐ কেশরীর অপর ভাৰ্গ্যার নাম অঙ্গিকা। অঙ্গিকা শাপভ্রষ্টা বরাপ্সরা; উহার উত্তমাজ্জ মার্জারীর স্তায় ছিল। কেশরীর এই ভাৰ্গ্যাও সেই অঙ্গন শৈলে বাস করিত। একদা প্রথাত-নামা কেশরী দক্ষিণাৰ্ণবে গমন করে। ঐ সময় অগস্ত্য অঙ্গন পৰ্বতে আগমন করেন। তখন অঙ্গনা ও অঙ্গিকা ঋষি-সন্তম অগস্ত্যকে যথাবিধি পূজা করিল। ঋষি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—তোমরা বর গ্রহণ কর। তাহারা বলিল,—হে মুনীশ্বর! সৰ্বাপেক্ষা প্রবল ও সৰ্বলোকের হিতৈষী হইয়া পুত্র আমাদিগকে দান করুন। মুনি-ঞেষ্ঠ অগস্ত্য তাহাদের প্রার্থনায় 'তথাস্ত' বলিয়া দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন। ১—৮। অনন্তর কোন এক সময় অঙ্গনা ও অঙ্গিকা পৰ্বতোপরি নৃত্য গীত ও হান্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন বায়ু এবং নিষ্কৃতি তাহাদিগকে 'দেখিয়া সহাস্ত-আস্তে কামা-ক্রান্তমনে সত্তর তাহাদের সমীপে আগমন করেন এবং বলেন,—আমরা বরপ্রদ

তে অপূচতুরেষু তেদ্রেমাতে গিরিমূর্ধনি ॥ ১১
অঙ্কনায়াং তথা বায়োহনুমান সমজায়ত ।
অদ্রিকায়াক নিখাতৈরজিনাম পিশাচরাট্ ॥ ১২
পুনস্তে আহতুরুভে পুত্রৌ জাতৌ মূনের্বরাং
আবয়ৌবিকৃতং রূপমুত্তমাক্ষেন দৃষিতম্ ॥ ১৩
শাপাচ্ছচীপতেস্তত্র দুবামাক্রাতুমর্থঃ ।
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ বায়ুশ্চ নিখতিস্থখা ॥ ১৪
গৌতম্যাঃ শ্রানদানাভ্যাং শাপমোক্কে

ভবিষ্যতি ।

ইতুক্ষা ভাবুভৌ প্রীভৌ তজ্জৈবাস্তরধীরতাম্
ততোহধ্বনাং সমাদায় অদ্রিঃ পৈশাচমূর্তিমান্ ।
ভ্রাতৃহনুমতঃ প্রীত্যৈ শাপয়ামাস মাতরম্ ॥ ১৬
তথৈব হনুমান্ গঙ্গামাদায়ার্জিমতিদ্বরন ।
মার্জাররূপিণীং নীদ্রা গৌতম্যাস্তীরমাশ্রুবান্ ॥

দেবতা, তোমরা উভয়ে আমাদিগের ভাষা
হও। তাহারা বলিল,—‘তথাস্ত’ এই
বলিয়া তাহারা উভয়ে তখন উভয়ের সহিত
রতিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর অঙ্কনার
গর্ভে বায়ু হইতে হনুমান্ উৎপন্ন হইল
এবং নিখতি-হইতে অদ্রিকার গর্ভে অদ্রি
নামে এক পিশাচপ্রবর জন্মিল। অনন্তর
তাহারা উভয়ে পুনরায় বলিল,—মুনির
বরপ্রভাবে আপনাদের উভয় হইতে
আমাদের দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল। পরন্তু
শচীপতির শাপে আমাদের রূপ মস্তকাব-
চ্ছেদে বিকৃত ও দৃষিত হইয়াছে। আপনারা
আমাদের সেই দোষ-ক্ষালন বিষয়ে আজ্ঞা
প্রদান করুন। তখন বায়ু এবং নিখতি
প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—তোমরা গৌতমী-
তীরে গমন কর। সেখানে শ্রান দান
করিলেই শাপ হইতে মুক্ত হইবে। এই
কথা কহিয়া তাহারা প্রীতচিত্তে অন্তর্হিত
হইলেন। অনন্তর পৈশাচমূর্তি অদ্রি, ভ্রাতা
হনুমানের প্রীতির জন্ত বিমাতা অঙ্কনাকে
লইয়া গিয়া গৌতমীজলে শ্রান করাইল।
এইরূপ হনুমানও স্বীয় বিমাতা মার্জাররূপিণী
অদ্রিকাকে লইয়া গৌতমী-তীরে উপনীত

ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং পৈশাচং চাঙ্কনং তথা ।
ব্রহ্মণো গিরিমাশ্রজ্য সর্বকামপ্রদং শুভম্ ॥ ১৮
যোজনানাং ত্রিপঞ্চাশমার্জারং পূর্বতো ভবেৎ
মার্জারসংজ্ঞিতাত্তম্মানুমন্তঃ বৃষাকপিম্ ॥ ১৯
কেনাসঙ্গমমাখ্যাতং সর্বকামপ্রদং শুভম্ ।
তস্ত শরূপং ব্যুষ্টিশ্চ তজ্জৈব প্রোচ্যতে শুভা ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে পৈশাচতীর্থবর্ণনঃ
নাম চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ক্ষুধাতীর্থমিতি খ্যাতং শৃণু নারদ তনুনাঃ ।
কথ্যমানং মহাপুণ্যং সর্বকামপ্রদং নৃণাম্ ॥ ১
ঋষিরাসীৎ পুরা কথস্তপস্বী বেদবিস্তমঃ ।
পরিভ্রমন্নাত্মমাণি ক্ষুধয়া পরিপীড়িতঃ ॥ ২

হইল। তখন হইতে সেই তীর্থ পৈশাচ
এবং আঙ্কন এই উভয় নামেই পরিচিত।
সর্ব-কাম-প্রদ ব্রহ্মগিরি হইতে আরম্ভ
করিয়া পূর্বদিকে ত্রিপঞ্চাশৎ যোজন যাবৎ
স্থান মার্জার এবং তৎপরবর্তী স্থান হনুমান
সংজ্ঞায় অভিহিত। গৌতমী নদীর ঐ
উভয় স্থানের কেনা-সঙ্গম স্থান সর্ব-কাম-
প্রদ এবং মঙ্গলাবহ। এই স্থানের প্রকৃত
রূপ ও বিবরণ তখন হইতেই শুভ নামে
নিরূপিত ॥ ১—২০ ॥

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৪ ।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে নারদ! বিখ্যাত
ক্ষুধাতীর্থের কথা শ্রবণ কর। এই তীর্থ
নরগণের পক্ষে মহাপুণ্য ও সর্বকামপ্রদ।
পুরাকালে কখনো বেদবিদ্বদ্র তপস্বী ঋষি
ছিলেন। তিনি ক্ষুধাতুর হইয়া বহু আশ্রম
পরিভ্রমণ করত অন্নপানীয় দ্বারা অসমর্থ

গৌতমশ্রামং পুণ্যং সমৃদ্ধং চান্নবারিণা ।
 আত্মানঞ্চ ক্ষুধাযুক্তং সমৃদ্ধং চাপি গৌতমম্ ॥৩
 বৌদ্ধ্য কথোহথ বৈষম্যং বৈরাগ্যমগমত্তদা ।
 গৌতমোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হ্রহং তপসি নিষ্টিতঃ
 সমে ন যাক্কা যুক্তা স্নাত্তস্নাদগৌতমবেশনি ।
 ন ভোক্ত্যেহহং ক্ষুধার্ভোহপি পৌড়িতেহপি

কলেবরে ॥ ৫

গচ্ছয়ং গোতমীং গঙ্গামৰ্জ্জয়েরঞ্চ সম্পদম্ ।
 ইতি নিশ্চিত্য মেধাবী গঙ্গা গঙ্গাঞ্চ পাবনীম্ ॥
 স্নাত্বা শুচির্ঘতমনা উপবিশ্চ কুশাসনে ।
 তুষ্টাব গোতমীং গঙ্গাং ক্ষুধাঞ্চ পরমাপদম্ ॥৭
 কথ উবাচ ।

নমোহস্ত গঙ্গে পরমার্তিহারিণি
 নমঃ ক্ষুধে সৰ্বজনান্তিকারিণি ।
 নমো মহেশানজটৌদ্ভবে শুভে
 নমো মহামৃত্যুমুখাধিনিঃসৃতে ॥ ৮

পবিত্র গৌতমশ্রমে উপনীত হইলেন। কথ
 ঋষি নিজেকে ক্ষুধার্ত এবং গৌতমকে সুস-
 মুক্ত দেখিয়া তৎকালে বিষম বৈরাগ্য আশ্রয়
 করিলেন। ভাবিলেন, গৌতমও দ্বিজশ্রেষ্ঠ
 এবং আমিও তপোনিষ্ঠ; সুতরাং সমধর্ম্মার
 নিকট যাক্কা করা কোনক্রমেই সম্ভব নহয়;
 অতএব আমার দেহের যদি অবসানও
 ঘটে, তর্থাপি ক্ষুধার্ত আমি কিছুতেই গৌত-
 মশ্রমে যাক্কা দ্বারা উদর পূরণ করিব
 না। আমি গৌতমী গঙ্গায় গমন করি;
 সেখানে গিয়া যেরূপেই হউক, অর্থ অর্জন
 করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই মেধাবী
 ঋষি তখন গৌতমী গঙ্গায় গমনপূর্ব্বক
 স্নানান্তে শুচি হইয়া প্রযত্নমনে কুশাসনে
 উপবেশন করন গৌতমী গঙ্গাকে ও পরমা-
 পদ ক্ষুধাকে স্তব করিলেন। কথ কহিলেন,
 —হে পরমার্তিহারিণি,—গঙ্গে! তোমায়
 নমস্কার,—হে সর্ব-জনক্লেশদায়িনি ক্ষুধে!
 তোমাকেও আমার নমস্কার! হে মহেশ-
 জটীসম্ভবে শিবে! তোমায় নমস্কার;—
 হে মহামৃত্যুর মুখকূহর হইতে বিনির্গতে,

পুণ্যাত্মনাং শাস্তরূপে ক্রোধরূপে হ্রাস্ত্রনাশ ।
 সরিজপেণ সর্বেষাং তাপপাপাপহারিণি ॥ ৯
 ক্ষুধারূপেণ সর্বেষাং তাপপাপপ্রদে নমঃ
 নমঃ শ্রেয়স্করী দেবি নমঃ পাপপ্রতর্দ্দিনি ।
 নমঃ শাস্তিকরী দেবি নমো দারিদ্র্যানাশিনি ॥১০
 ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যেবং স্তবতস্তস্ত পুরস্তাদভবদ্বয়ম্ ।
 একং গাঙ্গং মনোহারি হপরং ভীষণাকৃতি ।
 পুনঃ কুতাজলির্ভুত্বা নমস্কৃৎ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১১
 কথ উবাচ ।

সর্বমঙ্গলমাক্রল্যে ত্রাক্ষি মাহেশ্বরি শুভে ।
 বৈষ্ণবি ত্র্যম্বকে দেবি গোদাবরি নমোহস্ত তে
 ত্র্যম্বকস্ত জটৌদ্ভুতে গৌতমশ্রামাশিনি ।
 সপ্তধা সাগরং যাস্তী গোদাবরি নমোহস্ত তে
 সর্বপাপকৃতাং পাপে ধর্ম্মকামার্থনাশিনি ।

ক্ষুধে! তোমায়ও আমার নমস্কার। হে
 পুণ্যাত্মাদিগের শাস্তিরূপিণি গঙ্গে! এবং
 হে হ্রাস্ত্রাদিগের ক্রোধরূপিণি ক্ষুধে!
 তোমাদের একজন সরিদাকারে সকলের
 পাপতাপহারিণী এবং অপরজন ক্ষুধারূপে
 সকলেরই পাপ-তাপপ্রদায়িনী। তোমাদের
 উভয়কেই আমার নমস্কার। হে শ্রেয়স্করি!
 পাপনাশিনি! শাস্তিকরি! দারিদ্র্যহারিণি!
 গঙ্গে দেবি! তোমাকে আমার বারম্বার
 নমস্কার। ১—১০। ব্রহ্মা বলিলেন, কথ
 মুনি এইরূপ স্তব করিলে, উভয়েই তখন
 তাঁহার সন্মুখে আবির্ভূত হইলেন। উহাদের
 একজন মনোহারিণী গঙ্গা, অপরজন ভীষণা-
 কৃতি ক্ষুধা। তৎকালে সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ
 কুতাজলি হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, হে
 সকল মঙ্গলমাক্রল্যে! ত্রাক্ষি! মাহেশ্বর!
 বৈষ্ণবি! ত্র্যম্বকে! দেবি,—গোদাবরি!
 তোমায় নমস্কার করি। তুমি ত্র্যম্বকের জটী-
 জট হইতে জন্মিয়া গৌতমের পাপ হরণ
 করিয়াছ, এবং সপ্তধারায় বিভক্ত হইয়া
 সাগরাভিমুখে চলিয়াছ, হে গোদাবরি!
 তোমায় আমার নমস্কার। অপিচ সমস্ত

দুঃখলোভময়ী দেবি ক্ষুধে তুভ্যং নমো নমঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তৎকথবচনং ব্রহ্মা স্ত্রীতে আহতুর্বিজম্ ॥ ১৫

গঙ্গাক্ষুধে উচতুঃ ।

অভীষ্টং বদ কল্যাণ বরান্ বরয় সুব্রত ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

প্রোবাচ প্রণতো গঙ্গাঃ কথং ক্ষুধাঃ যথাক্রমম্

কথ উবাচ ।

দেহি দেবি মনোজ্ঞানি কামানি বিভবং মম ।

আয়ুর্দ্বিত্বঞ্চ ভুক্তিঞ্চ মুক্তিঞ্চ গঙ্গে প্রযচ্ছ মে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতু্যক্তা গৌতমীঃ গঙ্গাঃ ক্ষুধাঃ চাহ দ্বিজোক্তমঃ

কথ উবাচ ।

ময়ি মহাশজ্ঞে চাপি ক্ষুধে তুভ্যে দরিদ্রিণি ।

যাহি পাপতরে রুক্ষে ন ভূয়াস্তং কদাচন ॥ ২০

স্তবেনানেন যে বৈ হাঃ স্তবন্তি ক্ষুধ্যাতুরাঃ ।

তেবাং দারিদ্ৰ্যাত্মনাং ন ভবেৎসর্বরোহপরঃ ॥

অশ্বিন্ধীতীর্থে মহাপুণ্যে প্ৰানদানজপাদিকম্ ।

যে কুর্নস্তি নরা ভক্ত্যা লক্ষ্মীভাজো ভবন্ত তে

যত্দিদং পঠতে স্তোত্রং তীর্থে বা যদি বা গৃহে ।

তন্ত দারিদ্ৰ্যাত্মঃখেভ্যো ন ভয়ঃ স্তাবরোহপরঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমস্থিতি চোক্তা তে কথং যাতে স্বমালয়ম্ ।

ততঃ প্রভৃতি তন্তীর্থং কাথং গাঙ্গং ক্ষুধাভিধম্

সর্বপাপহরঃ বৎস পিতৃণাং প্রীতিবর্জনম্ ॥ ২৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে ক্ষুধাতীর্থবর্ণনঃ

নাম পঞ্চাশীতিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অস্তি ব্রহ্মন মহাতীর্থং চক্রতীর্থমিতি শ্রুতম্ ।

তত্র নানাররো ভক্ত্যা হরেলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥

একাদশান্ত শুক্লায়ামুপোষা পৃথিবীপতে ।

পান্ধিদিগের পাপরূপিণি ! ধর্ম, কাম ও

অর্থধ্বংসনি, দুঃখ ও লোভময়ি ! ক্ষুধে,

দেবি ! তোমাকেও আমি নমস্কার করি ।

ব্রহ্মা বলিলেন, দ্বিজবর কথের কথা শুনিয়া

গঙ্গা ও ক্ষুধা উভয়েই তখন প্রীত হইয়া

উভাকে বলিলেন,—হে সুব্রত, কল্যাণ !

তোমার অভীষ্ট কি, তাহা বল । ব্রহ্মা

কহিলেন, কথ প্রণত হইয়া তখন গঙ্গা ও

ক্ষুধাকে যথাক্রমে বলিলেন, হে দেবি গঙ্গে !

আপনি আমাকে মনোজ্ঞ কাম্য বস্তু, অপার

বৈভব, আয়ু, বিত্ত ও ভুক্তি-মুক্তি দান করুন ।

ব্রহ্মা কহিলেন, দ্বিজোক্তম কথ গৌতমী

গঙ্গার নিকট এই প্রাথন করিয়া পরে ক্ষুধাকে

বলিলেন,—হে পাপতরে ! রুক্ষরূপিণি !

দারিদ্ৰ্যাদায়নি ! তৃকাজননি ! ক্ষুধে ! তুমি

আমাতে কিছা মদীয় বংশধরগণে কদাচ

অবস্থান করিও না এবং মংকৃত এই স্তব

ছায়া যে সকল ক্ষুধাতুর ব্যক্তি তোমার স্তব

করিবে, তাহাদের যেন দারিদ্ৰ্যাত্ম হয় না ।

আর এক কথা—যাহারা এই মহাপুণ্য তীর্থে

ভক্তিভরে প্ৰান, দান, কিছা জপাদি করিবে,

তাহারাও লক্ষ্মীভাগী হইবে । যদি কোন

ব্যক্তি তীর্থে কিছা গৃহে বাসিয়া এই স্তোত্র

পাঠ করে, দারিদ্ৰ্য এবং দুঃখরাশি হইতে

তাহার কোনই ভয় হইবে না ; ইহাই আমার

অন্ততম বরপ্রার্থনা । ব্রহ্মা বলিলেন,—গঙ্গা

এবং ক্ষুধা কথের প্রার্থনায় স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান

করিলেন । তখন হইতে সেই তীর্থ কাথ,

গাঙ্গা অথবা ক্ষুধা নামে অভিহিত । হে

বৎস ! এই সকল পাপহর তীর্থ পিতৃগণের

একান্তই প্রীতিপ্রদ । ১১—২৫ ।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ! ৮৫ ।

ষড়শীতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন ! চক্রতীর্থ

নামে এক বিখ্যাত মহাতীর্থ আছে, তথায়

ভক্তিপূর্বক প্ৰান করিলে নর বিকুলোক

গণিকাসঙ্গমে স্নাত্বা প্রাপ্ন যাদক্ষয়ং পদম্ ॥২
 পুরা তত্র যথা বৃত্তং তন্মৈ নিগদতঃ শৃণু ।
 আসীদ্বিশ্বধরো নাম বৈশ্ণো বহুধনাবিতঃ ॥ ৩
 উত্তরে বয়সি শ্রেষ্ঠস্তস্মৈ পুত্রোহভবদৃষে ।
 গুণবান্ রূপসম্পন্নো বিলাসী শুভদর্শনঃ ॥ ৪
 প্রাণেভ্যোহপি প্রিয়ঃ পুত্রঃ কালে পঞ্চম্যাগতঃ
 তথা দৃষ্ট্বা তু তং পুত্রং দম্পতী হুঃখপীড়িতো ॥৫
 কুর্ক্বাতে স্ম তদা তেন সর্হেব মরণে মতিম্ ।
 হা পুত্র হস্ত কালেন পাপেন সুহরায়না ॥ ৬
 যৌবনে বর্তমানোহপি নীতোহসি গুণসাগর ।
 অবিরোচ্য তথৈব হং প্রাণেভ্যোহপি সুহর্ভতঃ
 ইখন্তু কদিতং হুয়া দম্পত্যোঃ করুণং যমঃ ।
 ত্যক্তা নিজপুত্রং তুণং রূপয়াবষ্টমানসঃ ॥ ৮
 গোদাবর্যাঃ শুভে তীরে স্থিতো ধ্যানজনাদিনম্
 অপি স্থলেন কালেন প্রজা বৃদ্ধাঃ সমস্ততঃ ॥ ৯

প্রাপ্ত হয়। 'শুক্লা একাদশীতে উপবাস
 করিয়া নর গণিকাসঙ্গমে স্নান করিলে অক্ষয়
 পদ লাভ করিতে পারে। পুরাকালে এই
 তীর্থ সম্বন্ধে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা
 কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাচীনকালে বিশ্ব-
 ধর নামে এক বহুধনসম্পন্ন বৈশ্ণ ছিল।
 তাহার বৃদ্ধ-বয়সে এক পুত্রসন্তান উৎপন্ন
 হয়। ঐ পুত্র রূপবান্, গুণবান্, বিলাসবান্
 ও প্রিয়দর্শন ছিল। কালক্রমে বিশ্বধরের
 সেই প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়পুত্র মৃত্যুমুখে
 পতিত হইল। উদর্শনে বৈশ্ণদম্পতি হুঃখ-
 পীড়িত হইয়া সেই পুত্রের সহিতই মরণে
 কৃতনিশ্চয় হইল। তাহার আর্তস্বরে
 বলিতে লাগিল,—হা পুত্র! হা গুণসাগর!
 তুমি আমাদের প্রাণাপেক্ষাও হৃদয় ভর
 ছিলে, হুয়ায় পাগচিত কাল তোমায়
 যৌবনকালেই অপহরণ করিল! যমরাজ
 দম্পতির তথাবিশ্ব করুণ রোদন শ্রবণ করিয়া
 রূপাকুলমনে সেই মৃতপুত্র পরিত্যাগপূর্বক
 নিজ মিকেতনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর
 তিনি গোদাবরীর রম্য তীরে বসিয়া জনা-
 দ্বিনকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন

ইয়তা ইতি মে পৃথী কথ্যতাং কেন পুরিতা ।
 ন কশ্চিনত্রিয়তে জন্তুভারাক্রান্তা বনুধরা ॥১০
 ততো দেবী গতা তুণং বনুধা মুনিসত্তম ।
 যত্রাস্তি সুরসংযুক্তঃ শক্রঃ পরপুত্রপ্লয়ঃ ।
 দৃষ্ট্বা বনুধরামিল্লঃ প্রণিপত্যোদমববীৎ ॥ ১১
 ইল্ল উবাচ ।
 কিমাগমনকাষ্যং ত ইতি মে পৃথি কথ্যতান্
 ধরোবাচ ।
 ভায়েণ গুরুণা শক্র পীড়িতাহং বিনা বধম্ ।
 কারণং প্রষ্টুমায়াতা কিমিদং কথ্যতাং মম ॥১৩
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ইতি হুয়া মহোবাক্যামিল্লো বচনমববীৎ ॥ ১৪
 ইল্ল উবাচ ।
 কারণং যদি নাম স্ম্যন্তদানীং জ্ঞাতো মম ।
 সুরাণাং হি পতিষ্মাদহঃ সর্কাসু মেদিনি ॥১৫
 ব্রহ্মোবাচ ।

অথ পৃথী তদা বাক্যং হুয়া চাহ শচীপতিম্ ।

অতি অল্পকাল মধ্যেই পৃথিবীস্থ প্রজাসকল
 বুদ্ধি পাইতে লাগিল। পৃথী ভাবিলেন,—
 তাই ত, কে আমায় এত প্রজা দিয়া পূরণ
 করিল? প্রকৃতই তখন কোন জীব মৃত্যু-
 গ্রস্ত হইল না। বনুধা ভারাক্রান্ত হইয়া
 পড়িলেন। হে মুনিবর! তৎকালে অরি-
 ন্দম ইল্ল যথায় সুরগণসহ বিরাজ করিতে-
 ছেন, ভারাক্রান্ত বনুধা দেবী সত্তর তথায় গমন
 করিলেন। ইল্ল বনুধাকে দেখিয়া প্রণিপাত-
 পূর্বক বলিলেন,—হে পৃথী দেবি! বলুন—
 আপনার আগমনকারণ কি? বনুধা
 বলিলেন,—হে ইল্ল! প্রজার মৃত্যু নাই,
 কাজেই আমি গুরুভার পীড়িত হইয়াছি।
 কেন এমন হইল তাহার কারণ জানিবার
 জন্য আমি আসিয়াছি; ইহা কি আমায় বল।
 ১-১৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইল্ল বনুধার ঈদৃশ
 কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন;—এ বিষয়ে
 যে কারণ ঘটিয়াছে, তাহা আমি পূর্বেই পরি-
 জ্ঞাত হইয়াছি। হে মেদিনি! আমি সুর-
 গণের পতি, সুরাণাং কোন বিক্ষয়ই আমার

যম আদিশু তাং তর্হি যথা সংহরতে প্রজাঃ ॥১৬

ইতি ঋত্বা বচো মহা আদিষ্টাঃ সিদ্ধকিন্নরাঃ ।

যমস্তানয়নে শীঘ্রং অহেল্লেন মহামুনে ॥ ১৭

ততস্তে সত্বরং যাতাঃ সর্গে বৈবস্বতং পুরম্ ।

নৈবাপশ্বন যমং তত্র তে সিদ্ধাঃ সহ কিন্নরৈঃ ॥

তথাগতা পুনর্বগাধার্তা শক্রে নিবেদিতা ॥১৮

সিদ্ধকিন্নরা উচুঃ ॥

যমো যমপুরে নাথ অস্মাভির্নাবলোকিতঃ ।

মহতাপি সুযত্নেন বীক্ষ্যমাণঃ সমস্তঃ ॥ ১৯

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি ঋত্বা বচস্তেষাং পৃষ্টঃ শক্রেণ বৈ তদা ।

সবিতা স পিতা তস্মা যমঃ কুতাস্ত ইত্যথ ॥ ২০

সূর্য্য উবাচ ।

শক গোদাবরীতীরে কুতাস্তো বর্ততেহধুনা ।

চরংস্তত্র তপস্বীত্রং ন জানে কিং হু কারণম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি ঋত্বা বচো ভানোঃ শক্রে শঙ্কামুপাविश

শক্রে উবাচ ।

অহো কষ্টং মহাকষ্টং নষ্টা মে সুরনাথতা ।

গোদাবর্যাং তপঃ কুর্য়াদ্ধমো বৈ দৃষ্টচেষ্টিতঃ ॥

জিহ্বকুর্মৎপদং নুনং দেবা ইতি মতির্মম ॥ ২৩

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুকা সহসেন্দ্রেন আহুতশ্চাপ্সরোগণঃ ॥২৪

ইন্দ্র উবাচ ।

ক। ভবতীষু কালস্তা শ্বিতস্তা তপসি দ্বিযঃ ।

তপঃপ্রণাশনে শক্রে ইতি মে নীচমুচ্যতাম্ ॥২৫

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি শক্রেবচঃ ঋত্বা নোচে কাপি মহামুনে ।

অগ শক্রে প্রকোপেণ প্রত্নাবাচাপ্সরোগণম্ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

উত্তরং নান্নবীৎ কিঞ্চিদ্যামস্তর্হি বয়ং স্বয়ম্ ।

সজ্জা ভবন্তু বিবৃধাঃ সৈন্তৈরায়ান্ত মা চিরম্ ॥

ঘাতয়ামো বয়ং শক্রে তপসা স্বর্গকামুকম্ ॥ ২৭

কথা শুনিয়া শক্রে শঙ্কিত হইলেন এবং

বলিলেন,—অহো কি কষ্ট । কি দারুণ দুঃখ !

বুঝি আমার সুরাধিপত্য নষ্ট হইল ! যম

নিশ্চয়ই আমার পদ গ্রহণ করিবার বাসনায়

হরভিসন্ধি লইয়া গোদাবরী তীরে তপস্তা

করিতেছে । হে দেবগণ ! তাহার সহজে

ইহাই আমার ধারণা । ব্রহ্মা বলিলেন,—

ইন্দ্র এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অপরা-

দিগকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন—

আমার শক্রে কুতাস্ত তপস্তার নিরত হইয়াছে,

তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে তাহার

তপঃকয়ে সক্ষম হইতে পার ? শীঘ্র আমায়

উত্তর প্রদান কর । হে মুনিবর ! ইন্দ্রের

এই কথায় কোন অপ্সরাই কোন উত্তর

করিল না । তখন শক্রে জুড় হইয়া তাহা-

দিগকে বলিলেন,—তোমরা কেহই আমার

কথার উত্তর করিলে না ? আচ্ছা, চল

দেবগণ । সকলেই সজ্জিত হও । সত্বর সঙ্ক-

লেই সৈন্তে আগমন কর । আমরা নিজেরাই

তথায় গমন করিব এবং সেই তপোবলে

স্বর্গলিপ্স শক্রেকে বিনাশ করিব । ১৮—২৭ ।

অগোচর নহে । ব্রহ্মা বলিলেন,—পৃথ্বী

ইন্দ্রের কথা শুনিয়া তখন তাহাকে বলিলেন,

তাহা হইলে যম যাহাতে প্রজা-সংহার করেন,

তাপনি একরূপ আদেশ প্রচার করুন ! হে

মুনিবর ! বসুধার অহরোধবাক্য শ্রবণ

কারিয়া সুরপতি তখন সহর যমকে আনিবার

জন্ত সিদ্ধ ও কিন্নরদিগকে আদেশ করি-

লেন । অনন্তর তাহার অতি শীঘ্র যম-পুরে

উপস্থিত হইল ; কিন্তু যমকে দেখিতে

পাইল না । তখন সিদ্ধ কিন্নরেরা ফিরিয়া

আসিয়া ইন্দ্রকে নিবেদন করিল, হে সুরনাথ !

আমরা যম-পুরে গিয়া বিশেষ অনুসন্ধান

করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু যমকে দেখিতে পাই-

লাম না । ব্রহ্মা বলিলেন,—ইন্দ্র তাহাদের কথা

শুনিয়া যমপিতা সবিতার নিকট ‘যম কোথায়

আছেন ?’ জিজ্ঞাসা করিলেন । সবিতা

বলিলেন,—হে শক্রে ! কুতাস্ত অধুনা গোদা-

বরীতীরে গিয়া তীব্র তপস্তা করিতেছে,

তাহার এই তপস্তার কারণ কি, তাহা আমি

জানি না । ব্রহ্মা বলিলেন,—ভাস্কর এই

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তে সতি দেবানাং সেনা প্রাহুর্বভূব হ ।
 ইতীশ্বরদ্বয়ং জ্ঞাত্বা হরিণা লোকধারিণা ॥ ২৮
 প্রেবিতং চক্রিণা চক্রং রক্ষণায় যমস্ত হি ।
 চক্রং যত্রাভবত্তত্র চক্রতীর্থমমৃতমম্ ॥ ২৯
 অধেষ্রং মেনকা প্রাহ শঙ্কিতেতি বচস্তদা ॥ ৩০
 মেনকোবাচ ।

কালাবলোকনে নালং কাচিদন্তি সুরেশ্বর ।
 মরণঞ্চ বরং দেব ভবতো ন যমাং পুনঃ ॥ ৩১
 রূপযৌবনমন্তেষং গণিকাযাচনং প্রভো ।
 প্রেবণং তৎ প্রযচ্ছেষা স্বামিত্বং মন্ততে ত্বয়া ॥ ৩২
 ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্তাঃ শক্রঃ সুরবরেশ্বরঃ ।
 আদিশে শাবলাং কামাং সংকৃত্য গণিকাং
 তথা ॥ ৩৩
 শক্র উবাচ ।

গণিকে গচ্ছ মে কাৰ্য্যং কুরু সুল্লরি মা চিরম্

ব্রহ্মা বলিলেন,—ইন্দ্র এই কথা বলিবামাত্র
 দেব-সেনা সূর্য্যাজিত হইল । এদিকে
 লোকরক্ষী হরি ইন্দের অভিপ্রায় জানিয়া
 যমকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় চক্র
 প্রেরণ করিলেন । অনন্তর যথায় চক্র গিয়া
 উপস্থিত হইল, তাহা উত্তম চক্রতীর্থ নামে
 বিখ্যাত হইল । অতঃপর মেনকা শঙ্কিত
 হইয়া ইন্দ্রকে বলিল,—হে সুরেশ্বর!
 কালের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে কোন
 কামিনীই সক্ষম নহে । হে দেব! তোমার
 হস্তে মরণ বরং ভাল, তথাপি যেন যমের
 করে মৃত্যু হয় না । হে প্রভো! এই এক
 রূপ-যৌবন-গর্ভিতা গণিকা আছে, ইহার
 উপর আপনার প্রভুত্ব আছে । এ গণিকা
 যম-সমীপে যাইবার প্রার্থনা জানাইতেছে ।
 অতএব ইহাকেই প্রেরণ করুন । ব্রহ্মা
 বলিলেন,—সুরেশ্বর শক্র মেনকার সেই
 কথা শুনিয়া ঐ কীর্ণাঙ্গী, অবলা, গণিকাকেই
 সংকারপূর্ব্বক যাইবার জন্ত আদেশ
 করিলেন । বলিলেন,—হে সুল্লরি! গণিকে!

কৃতকৃত্যগতা ভূয়ো বহুভা মে যথা শচী ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাकर्ण্য বচঃ শক্রাহুংপত্য গণিকা দিশঃ ।
 ক্ষণেন যমসান্নিধ্যমায়াতা চাকুরূপিনী ॥ ৩৫
 যমাস্তিকমমুপ্রাপ্তা ত্রোতয়ন্তী দিশো দশ ।
 সলীলং ললিতং বালা জর্গো হিন্দোলচঞ্চলা ॥
 ততশ্চচাল কালস্ত মনো লোলং চলাচলম্ ।
 অখোন্নীল্য যমো নেত্রে কামপাবকপূরিতে ॥
 তস্তাং ব্যাপারয়ামাস শ্রেয়ঃশত্রৌ মহামুনে ।
 ততো বিলীয় সা সদ্যঃ সরিস্বমগমত্তদা ॥ ৩৮
 গৌতম্যাস্ত সমাগম্য গণিকাগণকিব্রতৈঃ ।
 গীয়মানা গতা স্বর্গে তস্ত তীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ৩৯
 গচ্ছন্তীঃ গণিকাং দৃষ্ট্বা বিমানস্থাং দিবং প্রতি
 বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তাঃ কালস্তরললোচনৈঃ ।
 অথাদিত্যেন চাগতা এবমুক্তো যমস্তদা ॥ ৪০

যাও—তুমি শীঘ্র আমার কার্য্যসাধন কর ।
 তুমি কৃতকৃত্য হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলে
 শচীর স্থায় আমার প্রণয়িনী হইবে । ব্রহ্মা
 বলিলেন,—গণিকা ইন্দের মুখে তাদৃশ
 আদেশ-বাণী শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ
 আকাশ-পথে উৎপতিত হইয়া অচিরে
 যম-সান্নিধ্যানে উপনীত হইল । সেই
 চাকুরূপী গণিকা যখন যম-সমীপে চলিতে
 লাগিল, তখন তাহার দেহের প্রভাষ দর্শনিক
 দ্যোতিত হইয়া উঠিল । যেই চটুল-চঞ্চলা
 বালা হেলিয়া জলিয়া ললিতলীলায় কালের
 কাছে আসিতে লাগিল, তখন কালের
 মনও চঞ্চল হইয়া পড়িল । কালও তখন
 কামাগ্নি-পূরিত নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া
 সেই সাধনার শক্র গণিকার প্রতি পাতিত
 করিলেন । তখন সেই গণিকা বিলয় পাইয়া
 সজ্জাই সরিদাকার প্রাপ্ত হইল এবং
 গৌতমী-জলে সঙ্গত হইয়া তীর্থমাহাত্ম্যে
 অস্তান্ত গণিকা ও কিল্লরগণে গীয়মান হইয়া
 স্বর্গধামে প্রস্থান করিল । তখন বিমানা-
 রোহণে গণিকাকে স্বর্গ-গমনে সমুদ্যত
 দেখিয়া কাল চঞ্চলনেত্রে নিরীক্ষণ করত

স্বর্ধ্য উবাচ ।

বুধ পুত্র নিজঃ কৰ্ম্য প্রজানাং ত্বং পরিক্রম্য ।
পশু বাতং সদা বাস্তং স্বজন্তং বেধসং প্রজাঃ ॥
পর্যটন্তং ত্রিলোকীং মাং বহন্তীংবসুধাং প্রজাঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা যমো বাক্যং পিতৃর্বচনমব্রবীৎ ॥৪৩
যম উবাচ ।

এতন্ন গর্হিতং কৰ্ম্য কুর্ধ্যামহমিদং প্রবম্ ।
কৰ্ম্যগ্যান্নিন্ মহাকুরে সমাদেষ্টুং ন বার্ষসি ॥৪৩
ইতি শ্রুত্বা চ তদ্বাক্যং ভানুর্বচনমব্রবীৎ ।
কিং নাম গর্হিতং কৰ্ম্য তত্র কর্তুমলং যম ॥ ৪৪
কিং ন দৃষ্টা ত্বয়া যাস্তী গণিকা গণকিঙ্করেঃ ।
গীযমানা দিবঃ সজো গোতমীতোয়মাপ্নুতা ॥ ৪৫
ত্বয়া চাত্র তপস্বীত্রঃ কৃতং পুত্র সুহৃদরম্ ।
নৈবাস্তং তস্ত পশ্যামি তস্মাপ্যচ্ছ নিজঃ পুরম্ ॥
ইত্যুक्তা তগবান্ ভানুস্তত্র দ্বায়া গতো দিবম্

অত্যন্ত বিষয়াপন্ন হইলেন । অনন্তর তদীয়
পিতা আদিত্য আসিয়া যমকে বলিলেন,—
পুত্র ! প্রজাক্ষয় করাই তোমার কর্তব্য কৰ্ম্য ;
তুমি সেই নিজ কৰ্ম্যে নিরত হও । এই
দেখ—বায়ু সর্বদাই বহিতেছে, বেধা সদা
প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন । আমি সতত ত্রিলোক
পর্যটন করিতেছি এবং এই বসুধা সদাই
প্রজা ধারণ করিতেছেন । অর্থাৎ সকলেরই
স্ব স্ব কৰ্ম্যে নিরত হওয়াই কর্তব্য । ব্রহ্মা
বলিলেন,—যম পিতার • এই কথা শুনিয়া
কহিলেন,—তপস্বী কবা গর্হিত কৰ্ম্য নয় ;
সুতরাং ইহা আমি নিশ্চয়ই নিত্যকাল অনু-
ষ্ঠান করিব । প্রজাক্ষয়-রূপ মহাকুর কৰ্ম্যে
আপনি আমায় আর নিয়োগ করিবেন না ।
ভানু স্বীয় সূত যমের সেই কথা শুনিয়া বলি-
লেন,—হে যম ! কি কাম গর্হিত আছে ?
আর কোন্ কৰ্ম্যই বা তুমি করিতে অক্ষম ?
তুমি কি দেখ নাই—কিছু পূর্বেই কোন গণিকা
গোতমী-জলে আপ্ত হইবার পরই কিম্বর-
গণে গীযমান হইয়া স্বর্গ গমন করিল ? ওহে
পুত্র ! তুমি এখানে তীব্র তপস্বী করিয়াছ,

যমোহপি সঙ্গমে প্রাপ্তা ভতে । নিজপুরঃ যমো ॥
ভূতহাপি ততঃ শঙ্কাং তত্যাঙ্ক চ মহামুনে ।
তথা দৃষ্ট্বা যমং যাস্তং চক্রে চক্রেঃ প্রমাণকম্ ॥
ভগবান যত্র গোবিন্দো বনমালাবিভূষিতঃ ।
ইতি যঃ শৃণুয়াম্যর্ত্যঃ পরেহ্যপি সমাহিতঃ ॥৪২
আপদস্তস্ত নশ্রুস্তি দীর্ঘমায়ুরবাণ য়াৎ ॥ ৫০
ইতি শ্রীরাঙ্গো মহাপুরাণে চক্রতীর্থগণিকা
সঙ্গমবর্ণনং নাম ষড়শীতিতমোহ্যায়ঃ ॥ ৮৬

সপ্তাশীতিতমোহ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অহল্যাসঙ্গমক্ষেত্রে তীর্থং ত্রৈলোক্যপাবনম্ ।
শৃণু সমাশ্রুনিশ্রেষ্ঠ তত্র ব্রতমিদং যথা ॥ ১
কৌতুকেনাতিমহতা মদা পূর্য্য মুনীশ্বর ।
স্বপ্তা কস্তা বহুবিধা রূপবত্যো গুণাধিতাঃ ॥ ২
তাসামেকাং শ্রেষ্ঠতমাং নিশ্চমে শুভলক্ষণাম্ ।

জানমাহারো তোমার সে তপস্বী অক্ষয় হই-
য়াছে । আমি তাহার অস্ত্র দেখিতে পাইতেছি
না ; অতএব তুমি নিজপুরে গমন কর ।
মুনিবর ! অনন্তর কৃতান্ত স্বীয় শঙ্কা পরি-
ত্যাগ করিলেন । যমকে যাইতে দেখিয়া
বিষ্ণু-চক্র—ভগবান বনমালী গোবিন্দ যথায়
অবস্থিত, সেই স্থানে প্রস্থান করিল । যে
মর্ত্যবাসী সমাহিত হইয়া এই ব্রতান্ত শ্রবণ বা
পাঠ করিবে, তাহার সমস্ত আপদ নষ্ট
হইবে । সে দীর্ঘায়ু লাভ করিবে । ২৮—৫০ ।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৬ ।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অহল্যাসঙ্গম নামে
এখানে এক ত্রৈলোক্যপাবন তীর্থ আছে ।
হে মুনিবর ! সেই তীর্থ-বিবরণ শ্রবণ কর ।
হে মুনীশ্বর ! পুরাকালে আমি একান্ত
কৌতুহলাকান্ত হইয়া রূপ-গুণ-যুতা বহুবিধ

তাং বালাং চাক্রসর্বাঙ্গীং দৃষ্ট্বা রূপগুণাং তাম্ ॥
 কো বাস্তাঃ পোষণে শক্তি ইতি মে বুদ্ধিরাবিশৎ
 ন দৈত্যানাং সুরাণাঞ্চ ন মনুনাং তথৈব চ ॥ ৪
 নাস্ত্যন্তাঃ পোষণে শক্তিরিতি মে বুদ্ধিরবভূৎ
 গুণজ্যোষ্ঠায় বিপ্রায় তপোযুক্তায় ধীমতে ॥ ৫
 সর্গলক্ষণবুক্রায় বেদবেদাঙ্গবেদিনে ।
 গৌতমায় মহাপ্রাজ্ঞামদদাং পোষণায় তাম্ ॥ ৬
 পালয়ন্ত মুনিশ্রেষ্ঠ যাবদাপ্যতি যৌবনম্ ।
 যৌবনস্তাং পুনঃ সাধ্বীমানয়েথা মমাস্তিকম্ ॥ ৭
 এবমুক্তা গৌতমায় প্রাদাং কস্তাং স্মমধ্যামা ।
 তামাদায় মুনিশ্রেষ্ঠ তপসা হতকন্ধ্যাঃ ॥ ৮
 তাং পোষয়িত্বা বিধিবদলঙ্কৃত্য মমাস্তিকম্ ।
 নির্বিকারো মুনিশ্রেষ্ঠো হৃদল্যামানয়ত্তদা ॥ ৯
 তাং দৃষ্ট্বা বিবুধাঃ সর্বে শক্রাণিবক্রণাদয়ঃ ।

কস্তা সৃষ্টি করিয়াছিলাম ; তাহাদের মধ্যে
 একটি কস্তা সর্বাঙ্গপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।
 সেই রূপগুণবতী মনোহরাস্ত্রী কস্তাটিকে
 দেখিয়া ভাবিলাম,—কে ইহাকে ভরণ-
 পোষণে সক্ষম হইবে? কি দৈত্য, কি সুর,
 কি মুনি, কোথাও কেহই ত ইহার ভরণ-
 পোষণে সক্ষম বলিয়া আমার মনে হয়
 না। অবশেষে আমি আমার সেই মহা-
 প্রজ্ঞা কস্তাটিকে তপোনিষ্ঠ, সর্গ-সুলক্ষণযুক্ত,
 বেদ-বেদাঙ্গ-বেদী, গুণজ্যোষ্ঠ, ধীমান
 গৌতমের নিকট পোষণার্থ সমর্পণ করি-
 লাম; বলিলাম,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাবৎ না
 ইহার যৌবনাগম হয়, তাবৎ আপনি
 ইহাকে পালন করুন। পরন্তু যখন যুবতী
 হইবে, তখন এই সাধ্বীকে লইয়া আমার
 নিকট আগমন করিবেন। এই বলিয়া
 সেই স্মমধ্যমা কস্তাকে গৌতমহস্তে দান
 করিলাম। হে মুনিবর! তপস্তায় পুত-
 চেতা মুনিশ্রেষ্ঠ গৌতম নির্দিষ্ট কাল
 কস্তাকে পোষণ করিয়া পরে তাহাকে বিধি-
 বৎ অলঙ্কৃত করত নির্বিকারচিত্তে মমা-
 স্তিকে লইয়া আসিলেন। সেই কস্তার
 নাম ছিল—অহল্যা। অহল্যাকে দেখিয়া

মম দেয়া সুরেশান ইত্যাচুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১০
 তথৈব মুনয়ঃ সাধ্যা দানবা যক্ষরাক্ষসঃ ।
 তান্ সর্কানাগতান্ দৃষ্ট্বা কস্তাধর্মমথ সঙ্গতান্ ॥
 ইন্দ্রস্ত তু বিশেষণে মহাশ্চাত্তুতদা গ্রহঃ ।
 গৌতমস্ত তু মাহাভ্যাং গান্ধার্যাং ধৈর্য্যমেব চ ॥
 স্মৃতা সুবিস্মিতো ভূত্বা মমৈবমভবৎ সুধীঃ ।
 দেয়েয়ং গৌতমায়ৈব নাস্তযোগ্যা শুভাননা ॥
 তস্মা এব তু তাং দাস্তো তথাপোষমচিস্তয়ম্ ।
 সর্কেষাঞ্চ মতির্ধৈর্য্যঃ মথিতং বালয়ানয়া ॥ ১৪
 অহলোতি সুরৈঃ প্রোক্তং ময়া চ ঋষিতিস্তদা
 দেবানুধীংস্তদা বীক্ষ্য ময়া ততোক্তমুক্তকৈঃ ॥ ১৫
 তস্মৈ সা দীযতে সূর্য্যঃ পৃথিব্যা প্রদক্ষিণাম্
 ক্রদ্রোপক্টিতে পূর্য্যঃ ন চাত্ত্যে পুনঃপুনঃ ॥ ১৬

ইন্দ্র, অগ্নি ও বক্রণপ্রমুখ দেবগণ সকলেই
 আসিয়া আমায় বলিলেন,—হে সুরেশান!
 আমাদের অহল্যা দান করুন। এইরূপে
 সকলেই নিজের নিজের জন্ত পৃথক্ পৃথক্
 প্রার্থনা করিলেন। তখন মুনিগণ, সাধ্য-
 গণ, দানবগণ এবং যক্ষ ও রাক্ষসগণও
 আমার সেই কস্তাকে প্রার্থনা করিলেন।
 আমি সেই সমস্ত কস্তাপ্রার্থীকে সাম্বলিত
 দেখিয়া—বিশেষতঃ ইন্দ্রের অত্যধিক আগ্রহ
 দর্শনেও তাহাদের কাহাকেই কস্তাদানে
 সম্মত হইলাম না। পরন্তু গৌতমের
 মাহাভ্যা, গান্ধার্যা ও ধৈর্য্য স্মরণপূর্ব্বক
 সুবিস্মিত হইয়া মনে করিলাম, এই
 শুভাননা মম কস্তা অস্ত্রের যোগ্যা নহেন;
 ইহাকে আমি গৌতমকরেই সমর্পণ করিব।
 ১—১৩। এইরূপ মনে করিয়া আবার চিন্তা
 করিতে লাগিলাম যে,—সুরগণ, ঋষিগণ
 সকলেই বলিয়াছেন যে, আপনার এই
 কস্তা অহল্যা আমাদের সকলেরই মন
 এবং ধৈর্য্য মথিত করিয়াছে। আমি
 তাহাদের এই উক্তির বিষয় ভাবিয়া দেব
 ও ঋষিসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক
 উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম,—যিনি এই পৃথিবী
 প্রদক্ষিণ করিয়া সর্বাঙ্গে কিরিয় আসিতে

ততঃ সৰ্বে সুরগণাঃ অহা বাক্যং ময়েতিতম্ ।
 অহল্যার্থঃ সুরা জম্বুঃ পৃথিব্যাশ্চ প্রদক্ষিণে ॥
 গতেষু সুরসজ্জেষু গোতমোহপি মুনিশ্বরঃ ।
 প্রযত্নমকরোৎকিঞ্চিদহল্যার্থমিমং তথা ॥ ১৮
 এতশ্চিরন্তরে ব্রহ্মন্ সুরভিঃ সৰ্বকামধুক্ ।
 অৰ্দ্ধপ্রস্থতা হ্রতবস্ত্রাঃ দদর্শ স গোতমঃ ॥ ১৯
 তস্তাঃ প্রদক্ষিণকক্রে ইয়মুবাতি সংস্মরন্ ।
 লিঙ্গশ্চ চ সুরেশশ্চ প্রদক্ষিণমথাকরোৎ ॥ ২০
 তয়োঃ প্রদক্ষিণং কৃৎস্বা গোতমো মুনিসন্তমঃ ।
 সঙ্ক্লেষাঈক্যং দেবানামেকঞ্চাপি প্রদক্ষিণম্ ॥ ২১
 নৈবাত্তবদ্বদ্বো গন্তুঃ সজ্জাতং হিতয়ং মম ।
 এবং নিশ্চিন্তা স মুনিমাস্তিকমথাত্যাগাৎ ॥ ২২
 নমস্কৃত্বা ব্রবীদ্বাক্যং গোতমো মাং মহামতিঃ ।
 কমলাসনং বিখ্যায়নমন্তেহস্ত পুনঃপুনঃ ।
 প্রদক্ষিণীকৃত্য ব্রহ্মন্ ময়েয়ং বসুধাধিলা ।

যদত্র গুরুং দেবেশ জানীতে তত্ত্বান্ স্বয়ম্ ॥
 ময়া তু ধ্যানযোগেন জ্ঞাতা গোতমমব্রবম্ ।
 তদৈব দীয়তে সুভাঃ প্রদক্ষিণমিদং কৃতম্ ॥ ২৫
 ধর্ম্যং জানীহি বিপ্রর্ষে দুর্জয়েঃ নিগমৈরপি ।
 অৰ্দ্ধপ্রস্থতা সুরভিঃ সপ্তদ্বীপবতী মহী ॥ ২৬
 কৃত্য প্রদক্ষিণং তস্তাঃ পৃথিব্যাঃ সা কৃত্য ভবেৎ
 লিঙ্গং প্রদক্ষিণীকৃত্য তদেব ফলমাপুয়াৎ ॥ ২৭
 তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন মুনে গোতম সূত্রত ।
 তুষ্টোহহং তব ধৈর্যেণ জ্ঞানেন তপসা তথা ॥
 দত্তেয়ম্বিশিষ্টল কন্তা লোকবরা ময়া ।
 ইত্যুক্তাহং গোতমায় অহলামদদাং মুনে ॥ ৩০
 জাতে বিবাহে তে দেবাঃ কুহেলায়াঃ প্রদক্ষিণম্
 শনৈঃ শনৈরধাগত্য দদন্তুঃ সৰ্বা এব তে ॥ ৩০
 তং গোতমমহল্যাক্ষ দাম্পত্যং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ।
 তে চাগত্যাপ পশুস্তো বিস্মিতাশ্চাতবন সুরাঃ

পারিবেশন, মম নন্দিনী সুন্দরী অহল্যাকে
 আমি তাঁহারই করে সমর্পণ করিব।
 পরন্তু এই কাণ্ডে যিনি অক্ষম, তাঁহাকে
 অহল্যা দেওয়া হইবে না। আমার এই
 কথা শ্রবণে সুরগণ সকলেই অহল্যা-
 লাত-লালসায় পৃথিবীপ্রদক্ষিণার্থ নির্গত
 হইলেন। সুরগণ প্রস্থান করিলে, হে
 মুনিবর! গোতমও অহল্যালাতার্থ সচেষ্ট
 হইলেন। এই সময় সর্ব-কাম-দায়িনী
 অৰ্দ্ধপ্রস্থতা সুরভি তথায় উপস্থিত
 হইলে, গোতম তাঁহাকে দেখিয়া পৃথ্বী-
 জ্ঞানে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তত্রত্য
 দেবদেবের লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিলেন।
 মুনিসন্তম গোতম তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ
 করিয়া ভাবিলেন,—সমস্ত দেবগণের
 একবার মাত্র সমস্ত পৃথিবী প্রদ-
 ক্ষিণ না হইতেই দুইবার আমার প্রদক্ষিণ
 করা হইল। গোতম মুনি এইরূপ নিশ্চয়
 করিয়া আমার নিকট আগমন করিলেন
 এবং আমাকে নমস্কারপূর্বক সেই মহা-
 মতি গোতম আমায় বলিলেন,—হে
 কমলাসন! হে বিখ্যাতন। তোমায় বারম্বার

নমস্কার। হে ব্রহ্মন্! আমি এই নিখিল
 বসুধা প্রদক্ষিণ করিয়াছি। হে দেবেশ!
 এখন এ বিষয়ে যাহা যোগ্য হয়, আপনি
 নিজেই তাহা জ্ঞানেন। আমি ধ্যানযোগে
 জানিয়া গোতমকে বলিলাম, আপনি
 প্রকৃতই প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। অতএব
 মম নন্দিনীকে আপনারই করে সম্ভ্রাদান
 করিব। হে বিপ্রর্ষে! যে ধর্ম্য নিগমেরও
 দুর্জয়ে, আপনি তাহাতে অভিজ্ঞ। অৰ্দ্ধ
 প্রস্থতা সুরভি প্রকৃতই সাক্ষাৎ সপ্তদ্বীপ-
 বতী পৃথিবী। তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলে
 পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করা হয়; অপিত
 দেবদেবের লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিলেও সেই
 ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব হে সূত্রত!
 মুনে! গোতম! আপনার ধৈর্য, জ্ঞান,
 ও তপঃপ্রভাবে আমি সর্বাস্তঃকরণে প্রীত
 হইয়াছি! হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! এই লোক-
 ললামভূতা মদীয় কন্তা আপনাকেই আমি
 দান করিলাম। এই বলিয়া আমি গোতম-
 করে অহল্যা দান করিলাম। তাঁহাদের
 উভয়ের বিবাহ যখন নির্বাহ হইয়া গেল,

অতিক্রান্তে বিবাহে তু সুরাঃ সর্ষে দিবঃ যযুঃ
সমৎসরঃ শচীভর্তা তামীক্ষ্য চ দিবঃ যযৌ ॥৩২
ততঃ প্রীতমনাস্তস্মৈ গোতমায় মহাশ্বনে ।
প্রাদাৎ ব্রহ্মগিরিং পুণ্যং সৰ্বকামপ্রদং শুভম্ ॥
অহল্যায়াং মুনিশ্রেষ্ঠো রেমে তত্র স গোতমঃ ।
গৌতমস্ত কথং পুণ্যং ব্রহ্মা শক্রস্থিবিষ্টপে ॥৩৪
তদাশ্রমং তঞ্চ মুনিং তস্ত ভাৰ্য্যামনিদিতাম্ ।
ভূত্বা ব্রাহ্মণবেশেণ দ্রষ্টৃমাগচ্ছতক্রতুঃ ॥ ৩৫
স দৃষ্ট্বা ভবনং তস্ত ভাৰ্য্যাক বিভবং তথা ।
পাশীযসৌ মতিং কৃত্বা অহল্যাং সমুদৈক্ষত ॥৩৬
‘নাশ্বানং ন পরং দেশং কালং শাপাদৃষেৰ্ভয়ম্ ।
ন বুবোধ তদা বৎস কামাকৃষ্টে শতক্রতুঃ ॥৩৭
তদ্ব্যানপরমো নিত্যঃ সুররাজেন গৰ্জিতঃ ।

তখন সুরগণ একেকক্রমে পৃথী প্রদক্ষিণ
করিয়া আগমনপূর্বক সেই বিবাহব্যাপার
প্রত্যক্ষ করিলেন। অনন্তর সেই গোতম
ও অহল্যার প্রীতিপ্রদ দাম্পত্য দর্শনে দেব-
গণ সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং বিবাহ-
ব্যাপার সমাহিত হইলে তাঁহার। সকলেই
স্বর্গীয় ধামে প্রস্থান করিলেন। শচীপতি
অহল্যাকে দেখিয়া মাৎসর্য্য সহকারে স্বীয় পুরে
উপনীত হইলেন। অনন্তর আমি প্রীত-
চিত্তে সৰ্ব্ব-কাম-সুখাবহ মদীয় সুপবিত্র
ব্রহ্মগিরি মহাশ্বা গোতমকে সমর্পণ করি-
লাম। মুনিবর গোতম অহল্যার সহিত
সেই সুরম্য গিরিশিখরোপরি বিহার করিতে
লাগিলেন। একদা ইন্দ্র স্বর্গধামে গোতমের
পবিত্র কীর্ত্তি কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার আশ্রম,
সেই আশ্রমস্থামী মুনি ও তদীয় অনি-
দিত ভাৰ্য্যা অহল্যাকে দেখিবার জন্ত
আগমন করিলেন। শতক্রতু গোতমের
আশ্রম, তদীয় ভাৰ্য্যা ও বৈভবদর্শনে
বিহ্বল হইয়া পাপাক্রান্ত-মনে অহল্যাকে
দেখিলেন। ‘হে বৎস! দৃষ্টমাত্র শতক্রতু
কামাকৃষ্ট হইলেন। তখন আশ্র, পর,
দেশ, কাল বা ঋষির শাপভয়, কিছুই
তাঁহার অন্তরে উদ্ভিত হইল না। তিনি

সন্তপ্তাঙ্গঃ কথং কুৰ্য্যাৎ প্রবেশো মে কথং ভবেৎ
এবং বসন বিপ্ররূপো নাস্তরং ত্র্যধাগচ্ছত ।
স কদাচিৎসহাপ্রাজঃ কৃত্বা পৌরীহিত্যকী ক্রিয়াম্
সহিতো গোতমঃ শিষ্যোনির্গতশ্চাশ্রমাহুহিঃ ।
আশ্রমং গোতমীং বিপ্রান্ ধাত্তান বিবিধানি চ
দ্রষ্টুং গতৌ মুনিবর ইন্দ্রস্তং সমুদৈক্ষত ।
ইদমন্তরমিত্যুক্ষা চক্রে কার্য্যঃ মনঃপ্রিয়ম্ ॥৪১
রূপং কৃত্বা গোতমস্ত প্রিয়েপুঃ স শতক্রতুঃ ।
তাঃ দৃষ্ট্বা চাক্রসর্ষাজীমহল্যাং বাক্যমববীৎ ॥
ইন্দ্র উবাচ ।

আকৃষ্টোহহং তব গুণে রূপং স্মৃত্বা শ্বলৎপদঃ ।
ইতি ব্রুবন হসন হস্তমাদায়ান্তঃ সমাবিশৎ ॥ ৪৩
ন বুবোধ অহল্যা তং জারং মেনে তু গোতমম্

সুরাধিপত্যে গৰ্জিত হইয়া নিত্যই
অহল্যাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার
সর্ষাঙ্গ সন্তপ্ত হইতে লাগিল। তিনি
ভাবিলেন,—কি করিব, কি করিলে আমি
সেই ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিব ?
১৪—৩৮ । ইন্দ্র এইরূপে গোতমের শিষ্য-
সম্প্রদায়মধ্যে ব্রাহ্মণবেশে বাস করিয়াও
অভীষ্টসাধনের অবকাশ পাইলেন না।
একদা মহাপ্রাজ গোতম পুরীহিত্যকী ক্রিয়া
সম্পাদন করিয়া শিষ্যসমভিব্যাহারে আশ্রমের
বহির্ভাগে গমন করিলেন। আশ্রমপ্রান্ত,
গোতমী গঙ্গা, গচ্ছান্ত বিপ্রবর্গ, ও ঐবিধ
আশ্রমধাত্তাদি পরিদর্শনার্থই মুনিবর সেদিন
গমন করেন। দেবেন্দ্র তদর্শনে ‘ইহাই
আমার অবসর’ এই বলিয়া মনোভীষ্ট
সাধনে সমুগত হইলেন। শতক্রতু অবিকল
গোতমরূপ ধারণ করিলেন এবং সেই চাক্র-
গাত্রী অহল্যাকে দেখিয়া বলিলেন,—প্রিয়ে!
তোমার গুণে আমি আকৃষ্ট হইয়াছি;
তোমার রূপস্বরূপে আমার পদে পদে পদ-
শ্বলন হইতেছে। এই বলিয়া হাসিতে
হাসিতে অহল্যার হস্ত ধরিয়া শতক্রতু
গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অহল্যা
বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সেই জারকেই

ব্রহ্মমাণা যথাসৌখ্যং প্রাগাচ্ছিত্যৈঃ স গৌতমঃ
আগচ্ছন্তঃ নিত্যমেব অহল্যা প্রিয়বাসিনী ।
প্রতিযাতি প্রিয়ং বন্ধু তোষয়ন্তী চ তং গুণৈঃ
তামদৃষ্ট্বা মহাপ্রাজ্ঞো মেনে তন্নহদভ্যুতম্ ।
স্মারস্থিতং মুনিশ্রেষ্ঠং সৰ্ব্বৈ পশুন্তি নারদ ॥ ৪৬
অগ্নিহোত্রস্ত শালায়া রক্ষিণো গৃহকর্ণিণিঃ ।
উচুৰ্মুনিবরং ভীতা গৌতমং বিশ্বয়াগিতাঃ ॥ ৪৭
রক্ষিণ উচুঃ ।

ভগবন কিমিদং চিত্রং বহিরন্তশ্চ দৃশ্যসে ।
প্রিয়য়াস্তঃ প্রবিষ্টোহসি তথৈব চ বহির্ভবান ।
অহো তপঃপ্রভাবোহয়ং নানাকপধরো ভবান
ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা বিশ্বিতস্তস্তঃ প্রবিষ্টঃ কো হু তিষ্ঠতি ।
প্রিয়ে অহল্যো ভবতি কিং মাং ন প্রতিভাষসে

গৌতম জ্ঞান করিয়া তাহার সহিত রমণ
করিলেন । এই সময় মহর্ষি গৌতম শিষ্য-
গণ সহ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন ।
অস্তান্ত দিন গৌতম গৃহে আসিলে প্রিয়-
বাসিনী অহল্যা প্রত্যাদ্গমন করেন এবং
স্বীয় গুণপ্রকার্যে গৌতমকে পরিতুষ্ট করিয়া
প্রিয় সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন । কিন্তু অদ্য
মহাপ্রাজ্ঞ গৌতম আশ্রমে আসিয়া প্রিয়া
অহল্যাকে প্রত্যাদ্গমন করিতে দেখিলেন
না ; তিনি সে ব্যাপারে বিশেষ বিশ্বয়াপন্ন
হইলেন । হে নারদ ! আশ্রমবাসীরা
সকলেই দেখিল, মুনিশ্রেষ্ঠ গৌতম দ্বারদেশে
দণ্ডায়মান । তখন অগ্নিহোত্রশালার রক্ষিণ
ভীত অথচ বিশ্বিত হইয়া মুনিবরকে
বলিল,—ভগবন ! এ কি এ বিচিত্র ব্যাপার !
আপনি আশ্রম-কূটারের বাহিরে এবং অন্তরে
উভয়ত্রই দৃষ্ট হইতেছেন । ভিতরে প্রবিষ্ট
হইয়া প্রিয়ার সহিত মিলিত আছেন, আবার
বাহিরেও আপনি অবস্থান করিতেছেন !
অহো ! তপস্তার এ কি প্রভাব !—
যেজ্ঞ আপনি নানারূপধর । ব্রহ্মা
বলিলেন,—মুনিবর গৌতম তৎক্ষণে গৃহ-
মধ্যে কে আছে ভাবিয়া বিশ্বয়ের সহিত

ইতামেবৈবনং ব্রহ্মা অহল্যা জারমব্রবীৎ ॥ ৫০
অহল্যোবাচ ।

কো ভবান্ মুনিরূপেণ পাপং স্বং কৃতবানসি ।
ইতি ব্রুবন্তী শয়নাভুখিতা সত্বরং ভয়াৎ ॥ ৫১
স চাপি পাপকৃচ্ছকো বিভালোহভ্যুনেৰ্ভয়াৎ ।
ব্রহ্মাণ বিকৃত্যং দৃষ্ট্বা অপ্ৰিয়াং দৃষিতাং তদা ॥
উবাচ স মুনিঃ কোপাৎ কিমিদং সাহসং কৃতম্
ইতি ব্রুবন্তঃ ভর্তারং সাপি নোবাচ লজ্জিতা ॥
অশেষসংস্কৃতং জারং বিভালং দদৃশে মুনিঃ ।
কো ভবানিতি তং প্রাহ ভস্মীকুর্য্যাম্ যথাবদম্ ॥
ইন্দ্র উবাচ ।

কৃতাজলিপুটো ভূয়া চৈবমাহ শচীপতিঃ ।
শচীভর্তা পুরাং ভেত্তঃ তপোধন পুরুষতঃ ॥ ৫৫
মমেদং পাপমাপন্নং সত্যমুক্তং ময়ানঘ ।
মহদ্বিগর্হিতং কৰ্ম্ম কৃতবানস্মাহং মুনে ॥ ৫৬

তথায় প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন,—
অদি প্রিয়ে ! অহল্যো ! কেন তুমি আমায়
সন্তুষ্ট করিতেছ না ? অহল্যা ঋষির
এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃত্রিম গৌতমকে
বলিলেন,—কে তুমি মুনিরূপ ধরিয়া পাপা-
চরণ করিলে ? এই বলিয়া সত্বর সতয়ে
শয়ন হইতে উত্থিত হইলেন । এদিকে সেই
পাপকারী সুরেন্দ্রও মুনির ভয়ে মার্জার-
রূপ ধারণ করিলেন । তখন মুনিবর স্বীয়
প্রিয়াকে ত্রাসাধিতা বিকৃত্য, ও দৃষিতাদর্শনে
ক্রোধভরে বলিলেন,—তুমি এ কি সাহস
করিয়াছ ? ভর্তার এই কথায় অহল্যা
লজ্জিতা হইয়া কোন উত্তরই করিতে পারি-
লেন না । মুনি তখন তদীয় জারের অধে-
ষণ করত সম্মুখে এক বিভাল দেখিলেন ।
দেখিয়া বলিলেন,—কে তুমি, সত্য বল ?
মিথ্যা বলিলে ভস্ম করিয়া ফেলিব । ৫১—
৫৪ । ইন্দ্র তখন কৃতাজলি-করে সবিনয়ে
বলিলেন,—হে তপোধন ! আমি শচীপতি,
সুরপতি, পুরুষত । হে অনঘ ! সত্য
বলিতেছি এই পাপকার্য্য আমিই করি-
য়াছি । হে মুনে ! নিশ্চয়ই আমি সত্যি বক

শ্রুতসায়কনির্ভরহৃদয়াঃ কিং ন কুর্ষতে ।
 ব্রহ্মন্যমি মহাপাপে ক্ষম্য কৰুণানিধে ॥ ৫৭
 সন্তঃ কৃতাপরাধেহপি ন রৌক্ষ্যং জাতু কুর্ষতে
 নিশম্য ত্বচো বিপ্রো হরিমাহ কথাস্বিতঃ ॥ ৫৮
 গোতম উবাচ ।
 ভগভক্ত্যা কৃতং পাপং সহস্রভগবান্ ভব ।
 তামপ্যাহ মুনিঃ কোপাঙ্কু শুকনদী ভগ ॥ ৫৯
 ততঃ প্রসাদয়ামাস কথয়ন্তী তদাকৃতিম্ ॥ ৬০
 অহল্যোবাচ ।

মনসাপ্যন্তপুরুষং পাপিষ্ঠাঃ কাময়ন্তি যাঃ ।
 অক্ষয়ান্ যাতি নরকাস্তাসাং সার্কহপি পূর্বজাঃ
 ভূত্বা প্রসন্নো ভগবন্তবধারয় মহচঃ ।
 তং রূপেণ চাগত্য মামগাং সাক্ষিণশ্চিমে ॥ ৬২
 তথৈতি রক্ষিণঃ প্রোচুরহল্যা সত্যবাদিনী ।

গর্হিত কৰ্ম করিয়াছি। ফলতঃ শ্রুত-শরে
 যাভাদের হৃদয় নিভিন্ন হয়, তাহারা
 কি না করিয়া থাকে? হে ব্রহ্মন! হে
 কৰুণানিধে! আমি মহাপাপী, আমার ক্ষমা
 করুন। দেখুন, সাধুগণ কৃতাপরাধ জনেও
 কদাচ রূঢ় ব্যবহার করেন না। ইন্দ্রের
 দয়া-ভিক্ষায় ঋষির কোণ প্রশমিত হইল
 না। তিনি তাহার সে কথা শুনিয়া রোষ-
 ভরে বলিলেন,—ভগান্নুরক্তির ফলেই
 তুমি এই পাপানুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব
 তুমি সহস্রভগবান্ হও। মুনিবর অব-
 শেষে সকোপে অহল্যাকেও বলিলেন,—
 তুমি এক শুক নদী হইয়া অবস্থান কর।
 অহল্যা তখন মুনিবরকে প্রসন্ন করিবার
 জন্ত বলিলেন,—ভগবন! যে কামিনীরা
 মনে মনেও তন্ত পুরুষের কামনা করে,
 তাহারাও অক্ষয় নরকে যায় এবং তাহা-
 দেয় পূর্বপুরুষগণেরও সেই গতি হয়।
 পরন্তু আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার বাক্যে
 প্রণিধান করুন। এই ব্যক্তি আপনারই
 রূপ ধরিয়া আমার সহিত সঙ্গত হইয়াছিল।
 এই অগ্নি-শালার রক্ষিণগণ সকলেই ইহার
 সাক্ষী আছে। রক্ষিণগণও অহল্যাকে সত্য-

ধ্যানেনাপি মুনিজ্ঞান্ধা শাস্তঃ প্রাহ পতিব্রতান
 গোতম উবাচ ।

যদা তু সঙ্গতা ভদ্রে গোতম্যা সরিদীশয়া ।
 নদী ভূত্বা পুন্য রূপং প্রাপ্যাসে প্রিয়কুমম ॥ ৬৪
 ইত্যর্ষেবচনং শ্রুত্বা তথা চক্রে পতিব্রতা ॥ ৬৩
 তয়া তু সঙ্গতা দেব্যা অহল্যা গোতমপ্রিয়া ॥
 পুনস্তজপমভবদ্বয়য়া নিশ্চিতং পুয়া ।
 ততঃ কৃতাজলিপুটঃ সুররাজ প্রাহ গোতমম্ ॥
 ইন্দ্র উবাচ ।

মাং পাহি মুনিশাদূল পাপিষ্ঠং গৃহমাগতম্ ।
 পাদয়োঃ পতিতঃ দৃষ্ট্বা রূপয়া প্রাহ গোতমঃ ॥
 গোতম উবাচ ।

গোতমীঃ গচ্ছ ভদ্রং তে স্নানং কুরু পুরন্দর ।
 ক্ষণান্নিধৃতপাপকঃ সহস্রাক্ষো ভবিষ্যসি ॥ ৬৮
 উভয়ঃ বিস্ময়করং দৃষ্টবানস্মি নারদ ।

বাদিনী বলিয়া সাক্ষ্য দিল। তখন মুনিবর
 ধ্যান দ্বারা অহল্যার সত্যবাদিত্ব বুঝিলেন।
 বুঝিয়া শাস্ত হইয়া পতিব্রতাকে বলিলেন,—
 হে ভদ্রে! যখন তুমি নদী হইয়া ভগবতী
 গোতমীর সহিত সম্মিলিতা হইবে, তখন
 পুনরায় তুমি আমার প্রিয়কুমার রূপ প্রাপ্ত
 হইবে। পতিব্রতা অহল্যা ঋষির সেই
 কথা শুনিয়া নদী-রূপে গোতমীর সহিত
 সঙ্গত হইলেন। তখন পূর্বে আমি
 তাঁহাকে যেমন নির্দোষ করিয়াছিলাম,
 পুনরায় তিনি তাদৃশ রূপ ধারণ করি-
 লেন। অনন্তর কৃতাজলিপুটে সুররাজ
 গোতমকে বলিলেন,—হে মুনিপ্রবর!
 আমি গৃহাগত, পাপিষ্ঠ, আমার আগনি
 পরিভ্রাণ করুন। এই বলিয়া ইন্দ্র তখন
 মহর্ষির পদতলে পতিত হইলেন। তদ-
 শনে গোতম রূপা করিয়া বলিলেন,—
 পুরন্দর! তুমি গিয়া গোতমী-জলে স্নান
 কর, তোমার পুণ্য হইবে। তুমি ক্ষণ-
 মধ্যেই পাপনিম্মুক্ত হইয়া সহস্রাক্ষ হইবে।
 হে নারদ! অহল্যার পুনরাবির্ভাব ও
 শচীভর্তার সহস্রাক্ষ লাভ, এই উভয়

অহল্যায়ঃ পুনর্ভাবঃ শচীতর্ভা সহস্রদৃক্ ॥ ৬৯

ততঃ প্রভৃতি ততীর্থমহল্যাসঙ্গমঃ শুভম্ ।

ইন্দ্রতীর্থমিতি খাতঃ সর্বকামপ্রদঃ নৃণাম্ ॥ ৭০

ইতি শ্রীভাষ্কে মহাপুরাণে অহল্যাসঙ্গমেন্দ্র-

তীর্থবর্ণনঃ সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তস্মাদপ্যপরং তীর্থং জনস্থানমিতি শ্রুতম্ ।

চতুর্ধোজনবিস্তীর্ণং স্মরণমুক্তিদং নৃণাম্ ॥ ১

বৈবস্বতাবয়ু জাতো রাজাভূজ্জনকঃ পুরা ।

সোহপাংপতেন্ত তনুজামুপযমে গুণার্ণবাম্ ॥ ২

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং জনকাং জনকো নৃপঃ ।

অম্বরূপগুণস্বচ্ছ তনু ভাষ্যা গুণার্ণব ॥ ৩

যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বিপ্রেন্দ্রস্তনু রাজঃ পুরোহিতঃ ।

তমপৃচ্ছননৃপশ্রেষ্ঠো যাজ্ঞবল্ক্য পুরোহিতম্ ॥

ব্যাপারই আমি বিশ্বয়ের সহিত দর্শন করিয়াছি । সেই দিন হইতে অহল্যাসঙ্গম একটা পবিত্র তীর্থমধ্যে পরিগণিত । উহা ইন্দ্রতীর্থনামেও বিখ্যাত । এ তীর্থ জনগণের সর্বকাম-প্রদ । ৬৫—৭০ ।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৭

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

এক্ষা বলিলেন,—তৎপরবর্তী তীর্থ জনস্থান আখ্যায় অভিহিত । এই তীর্থ চতুর্ধোজন বিস্তীর্ণ এবং স্মরণ যাত্রাই যাহুয়ের মুক্তিপ্রদ । পুরাকালে বৈবস্বত-বংশে জনক নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের জন-যিত্রী, বরুণনন্দিনী গুণার্ণবের পাণি গ্রহণ করেন । গুণার্ণব অম্বরূপ রূপগুণবর্তী ছিলেন বলিয়াই জনকের ভাষ্যা হইয়াছিল । বিশ্ববর যাজ্ঞবল্ক্য রাজার

জনক উবাচ ।

ভুক্তিমুক্তী উভে শ্রেষ্ঠে নিণীতে মুনিসন্তমৈঃ ।

দাসীদাসেভতুরগরখাদৌভুক্তিকৃতমা ॥ ৫

কিং হস্তবিরসা ভুক্তির্ভুক্তিরেকা নিরতয়া ।

ভুক্তৈর্মুক্তিঃ শ্রেষ্ঠতমা ভুক্ত্যা মুক্তিঃ কথং ব্রজেৎ সর্বসঙ্গপরিভ্যাগান্নমুক্তিপ্ৰাপ্তিঃ সুহৃৎখতঃ ।

তদ্রুচি হিজ্ঞান্দূল সুখান্নমুক্তিঃ কথং ভবেৎ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।

অপাং পতিস্তব গুরুঃ শতরঃ প্রিয়কৃতথা ।

তং গতা পৃচ্ছ নৃপতে উপদেক্ষ্যতি তে হিতম্

যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ জনকো রাজানঃ বরুণঃ তদা ।

গত্বা চোচতুরবাগ্নৌ মুক্তিয়ার্গং যথাক্রমম্ ॥ ৯

বরুণ উবাচ ।

দ্বিধা তু সংস্থিতা মুক্তিঃ কন্ধ্যাহরেহপাকর্ষ্যণি ।

বেদে চ নির্ধা কন্ধ্য জ্যায়ে হকন্ধ্যঃ

পুরোহিত ছিলেন । নৃপবর পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্ ! মুনিসন্তমেরা ভুক্তি এবং মুক্তি উভয়কেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে দাসী, দাস, গজ, তুরগ ও রথাদি যান-বাহনে পার-বৃত্ত হইয়া সুখানুভবই উত্তম ভুক্তি । কিন্তু এ ভুক্তি পরিণাম-বিরস । পরন্তু একমাত্র মুক্তিই নিরতয়া; সুতরাং ভুক্তি হইতে মুক্তিই শ্রেষ্ঠতমা । এখন জিজ্ঞাস্য, ভুক্তি দ্বারা মুক্তি লাভ হয় কেমন করিয়া ? সর্ব-সঙ্গ পরিভ্যাগে ও অতি কঠোর হৃৎখ-ভোগেই মুক্তিপ্রাপ্তি হয় । অতএব হে হিজ্ঞশ্রেষ্ঠ ! বলুন, সুখ হইতে মুক্তি কিরূপে হয় ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—জলপাত আপনার প্রিয়কর্ত্তা শতর;—সুতরাং তিনি আপনার গুরু । হে নৃপতে ! আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন ; তিনি আপনাকে হিতোপদেশ দিবেন । তখন যাজ্ঞবল্ক্য এবং জনক উভয়েই বরুণরাজের নিকট গিয়া যথাক্রমে ধীরভাবে মুক্তিয়ার্গের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । ১—৯ বরুণ বলিলেন, মুক্তি ত্রিবিধ, এক—কন্ধ্যপথে, অপর—

সর্বক কৰ্ম্মণা বন্ধঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্ ।

অকৰ্ম্মণৈবাপাত ইতি মুক্তিমাৰ্গো যথোচ্যতে
কৰ্ম্মণা সৰ্বধাত্তানি সেৎশুস্তি নৃপসত্তমঃ ।

তস্মাৎ সৰ্বাঙ্গানা কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যঃ বৈদিকঃ নৃভিঃ ॥

তেন ভুক্তিঞ্চ মুক্তিঞ্চ প্রাপ্ত বন্তাহ মানবাঃ ।

অকৰ্ম্মণঃ কৰ্ম্ম পুণ্যং কৰ্ম্ম চাপ্যাশ্রমেষু চ ॥ ১২

জাত্যাশ্রিতঞ্চ রাজেন্দ্র তজ্জাপি শৃণু ধৰ্ম্মবিৎ ।

আশ্রমাণি চ চত্বারি কৰ্ম্মদ্বারাণি মানদ ॥ ১৪

চতুৰ্গমাশ্রমাণাঞ্চ গাইহ্যং পুণ্যদং স্মৃতম্ ।

তস্মাদ্ভুক্তিঞ্চ মুক্তিঞ্চ ভবতীতি মতির্মম ॥ ১৫

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু জনকো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বুদ্ধিমান ।

বরুণং পূজয়িত্ব তু পুনর্বচনমুচতঃ ॥ ১৬

কো দেশঃ কিঞ্চ তীর্থং স্মাদ্ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্

তদ্বদন্য সুরশ্রেষ্ঠ সনজ্জোহসি নমোহস্ত তে ॥ ১৭

অকৰ্ম্ম-মাৰ্গে অবস্থিত । অকৰ্ম্ম হইতে কৰ্ম্মই
শ্রেষ্ঠ পথ ; ইহা বেদবাক্যেও নির্ণীত ।
পুরুষার্থচতুষ্টয় কৰ্ম্ম দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ;
সুতরাং অকৰ্ম্ম দ্বারা যে মুক্তিপথ প্রাপ্ত
হওয়া যায়, ইহা মিথ্যা বলিয়াই নির্দিষ্ট । হে
নৃপবর ! কৰ্ম্ম দ্বারাই সৰ্বধৰ্ম্ম সিদ্ধ হয় ।

অতএব সৰ্বপ্রযত্নে নরগণের বৈদিক কৰ্ম্ম
করাই কৰ্ত্তব্য । মানবগণ কৰ্ম্মানুষ্ঠানেই
ভুক্তি-ভুক্তি প্রাপ্ত হয় । হে রাজেন্দ্র ! অকৰ্ম্ম
হইতে কৰ্ম্মই শুভাবহ । সেই কৰ্ম্ম আশ্রম-
ভেদে জ্ঞাতিবিশেষে প্রতিষ্ঠিত । হে ধৰ্ম্ম-
বিৎ ! তৎসদ্বন্ধেও বলিতেছি,—শ্রবণ
করুন । হে মানদ ! কৰ্ম্মের স্বায়ত্তরূপ
চারটি অগ্রম আছে, সেই চতুরাশ্রমের
মধ্যে গাইহ্যটি পুণ্যপ্রদ । তাহা হইতেই
ভুক্তি-মুক্তি ষটিয়া থাকে । ইহাই আমার
ধারণা । ব্রহ্মা বলিলেন,—বুদ্ধিমান জনক
এবং যাজ্ঞবল্ক্য তাহা শুনিয়া বরুণকে
পূজাপূৰ্ব্বক পুনঃপুনঃ বলিলেন,—হে সুর-
বর ! কোন্ দেশ বা কোন্ তীর্থ ভুক্তি-
মুক্তিপ্রদ ? আপান সৰ্বজ্ঞ, আপনাকে

বরুণ উবাচ ।

পৃথিব্যাঃ ভারতং বৰ্ষং দণ্ডকং তত্র পুণ্যদম্ ।

তস্মিন্ ক্ষেত্রে কৃতং কৰ্ম্ম ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাম্

তীর্থানাং গোতমী গঙ্গা শ্রেষ্ঠা মুক্তিপ্রদা নৃণাম্

তত্র যজ্ঞেন দানেন ভোগান্ মুক্তিমবাপ্ন্যতি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ জনকো বাচঃ ব্রহ্মা হৃদাঃপতেঃ ।

বরুণেন হৃদজ্ঞাতো স্বপুৰীং জগদুত্তমা ॥ ২০

অশ্বমেধাদিকং কৰ্ম্ম চকার জনকো নৃপঃ ।

যাজ্ঞামাস বিপ্রেন্দ্রো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ তং নৃপম্ ॥

গঙ্গাতীরং সমাশ্রিত্য যজ্ঞান্ মুক্তিমবাপ রাট্ ।

তথা জনকরাজানো বহুবন্তত্র কৰ্ম্মণা ॥ ২২

মুক্তিঃ প্রাপূৰ্ণভাগা গোতমাশ্চ প্রসাদতঃ ।

ততঃ প্রভৃতি তন্তীর্থং জনস্থানেতি বিজ্ঞতম্ ॥

জনকামাঃ যজ্ঞসদো জনস্থানং প্রকীর্তিতম্ ।

চতুর্থোজনবিস্তীর্ণং স্মরণাৎ সৰ্বপাপহুৎ ॥ ২৪

নমস্কার ; আপনি তাহা বলুন । বরুণ বলি-
লেন,—পৃথিবীমধ্যে ভারতবর্ষ পুণ্যজনক ;
তন্মধ্যে দণ্ডকারণ্য আরও পুণ্যপ্রদ । সেই
ক্ষেত্রে নরগণের কৃত কৰ্ম্মই ভুক্তি ও মুক্তি-
কলের প্রদায়ক । তীর্থ-সমূহের মধ্যে
গোতমী গঙ্গা, নরগণের পক্ষে প্রধানন্তঃ
মুক্তিদায়িনী । তথায় দান-দানে ভুক্তি-মুক্তি
প্রাপ্ত হওয়া যায় । ব্রহ্মা বলিলেন,—যাজ্ঞ-
বল্ক্য ও জনক জলপতির সেই কথা শুনিয়া
তাঁহার অনুজ্ঞা ভইয়া তৎকালে স্বায় পুরে
প্রত্যাগমন করিলেন । গৃহে আসিয়া জনক-
রাজ অশ্বমেধাদি নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করেন । বিপ্রেন্দ্র যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে যাজ্ঞ-
করান । ঐ সকল যজ্ঞ গোতমী গঙ্গার
তীরে অনুষ্ঠিত হয় । তাহার ফলে রাজার
মুক্তিপ্রাপ্তি ঘটে । জনক রাজার সেই
কৰ্ম্মের প্রভাবে এবং গোতমীর প্রসাদে
আরও অনেক ভাগ্যবান পুরুষ মুক্তি লাভ
করেন । সেই দিন হইতে এই তীর্থ স্থান জন-
স্থান নামে বিজ্ঞত । ঐ জনস্থান জনক বংশীয়-
দিগের যজ্ঞীয় সভাক্ষেত্র বলিয়া কীর্তিত

তত্র স্নানেন দানেন পিতৃণাং তর্পণেন তু ।
তীর্থস্ত স্মরণায়াপি গমনাভ্যক্তিসেবনাং ॥ ২৫
সর্বান কামানবাপ্নোতি মুক্তিক সমবাপ্নয়াৎ ॥
ইতি শ্রীরাঙ্গো মহাপুরাণে জনস্বানতীর্থবর্ণনঃ
নামাষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

একোনবতীতমোহখ্যা : ।

ত্রয়োবাচ ।

অরুণা বরুণা চৈব নদৌ পুণ্যতরে শুভে ।
তয়োশ্চ সঙ্গমঃ পুণ্যো গঙ্গায়াং মুনিসত্তম ॥ ১
তদ্বৎপত্তিঃ শৃণুহে সর্বপাপবিনাশিনীম্ ।
কঙ্কপশু স্নাতো জ্যেষ্ঠ আদিত্যো লোকবিজ্ঞতঃ
ত্রৈলোক্যচমুস্তীক্কাণ্ডঃ সপ্তাষো লোকপূজিতঃ
তস্ত পত্নী উষা খ্যাতা ঐষ্টী ত্রৈলোক্যসুন্দরী
ভর্তুঃ প্রতাপতীত্রহমদহস্তৌ সুমধামা ।
চিন্তয়ামাস কিং কৃতাং মম স্নাদিত্তি ভামিনী ॥

উষা চতুষোজ্জন বিস্তীর্ণ এবং স্মরণমাত্রেই
পাপহর। তথায় স্নান, দান ও পিতৃতর্পণে
এবং সেই তীর্থ স্মরণ, তথায় গমন ও ভক্তি-
পূর্বক তাহার নিষেবণ করিলে মানব সর্বকাম
প্রাপ্ত হয় এবং অস্তে মুক্তি পায়। ১০—২৬।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৮।

উননবতীতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অরুণা ও বরুণা নামে
দুইটা পুণ্যতরা শুভাবহা নদী ছিল। হে
মুনিবর! তাহাদের গঙ্গাসহ সঙ্গমস্থান
একান্ত পুণ্যজনক। এক্ষণে সর্বপাপহারিণী
তদ্বৎপত্তি শ্রবণ করুন। কঙ্কপের জ্যেষ্ঠ
পুত্র আদিত্য লোকবিজ্ঞত। তিনি ত্রৈলোক্য-
চন্দ্র, তীক্ষ্ণাণ্ড, সপ্তাষ ও লোকপূজ্য। তাঁহার
পত্নী ত্রৈলোক্য-সুন্দরী উষা ঐষ্টীর নন্দিনী।
উষা ভর্তার তীত্র প্রতাপ সহ্য করিতে না
পারিয়া চিন্তা করিলেন,—“আমার এখন

ভক্তাঃ পুত্রো মহাপ্রাজ্ঞো মনুর্বেবম্বভতো যমঃ ।
যমুনা চ নদী পুণ্যা শৃণু বিশ্বকরারণম্ ॥ ৫
সাকরোদাকানশ্চায়ামান্দ্রুপেণ যত্নতঃ ।
তামববীততশ্চোষা ভৃক মৎসদৃশী ভব ॥ ৬
ভর্তারং ভ্রমপত্যানি পালয়স্ব মমাজ্ঞয়া ।
যাবদাগমনং মে স্নাত্যপত্ন্যস্তাবৎ প্রিয়া ভব ॥ ৭
নাখ্যাতব্যঃ স্নাত্যাপি অপত্যানাং তথা প্রিয়ে
তথেষ্ট্যাহ চ সা ছায়া নির্জগাম গৃহাহুবা ॥
ইতু্যক্তা সা কগামান্ত শাস্তং রূপমভীপসীতী ।
সা গজোষা গৃহং স্নষ্টুঃ পিত্রে সর্বঃ স্তবেদয়ৎ ॥
ঐষ্টাপি চকিতঃ প্রাহ তাত্ স্নাতা স্নাতবৎসলঃ
ঐষ্টোবাচ ।

নেতদ্ব্যক্তং ভর্তৃমত্যা যৎ স্মৈরেণ প্রবর্তনম্ ।
অপত্যানাং কথং বৃন্তির্ভর্তৃবা সবিত্তস্তব ।
বিভেমি ভদ্রে শিষ্টোহহং ভর্তৃগেহং পুনরঙ্গ ॥

কর্তব্য কি?” নারদ এই বিশ্বকর
ঘটনা শ্রবণ কর। বিশ্বকর্ম্ম-নন্দিনীর
বৈবস্বত মনু ও যম নামে দুই মহাপ্রাজ্ঞ
পুত্র এবং যমুনানদী এক পুণ্যনদী কন্তা
ছিল। তিনি যজ্ঞের সহিত আস্ততুল্য
স্বীয় ছায়াকে সৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—তুমি
আমার সদৃশী হইয়া থাক। আমার আদেশে
মদীয় ভর্তার অপত্যসকল তুমি পালন কর।
যতদিনে আমি ন কিরিয়া আসি, ততকাল
তুমি আমার পতির প্রিয়া হইয়া থাক।
তুমি আমার ভর্তা বা অপত্য, কাহারও নিকট
এ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিও না। ছায়া সমতা
হইল। উষা গৃহ হইতে নির্গতা হইলেন।
তিনি পতির সৌম্যরূপ কামনা করিয়া পিতৃ-
গৃহে গমনপূর্বক সর্ব বৃত্তান্ত বিবৃত করি-
লেন। তৎশ্রবণে পিতা ঐষ্টা চকিত হইয়া
বলিলেন,—হে ভদ্রে! ভর্তৃমতী রমণী-
দিগের এ প্রকার স্বেচ্ছাচার সঙ্গত নহে।
বল দেখি, তোমার ভর্তা বা অপত্যদিগের
বৃন্তিনির্ব্বাহ কিরূপে হইবে? বস্তুতঃ আমি
ইহা ভাবিয়া ভীত হইতেছি। আমার
উপদেশ শুন, তুমি পুনরায় ভর্তার গৃহে

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তু পিতা সা নেতুক্ষা বৈ পুনঃপুনঃ ।
 উত্তরঞ্চ কুরোদেশং জগাম তপসে হুয়া ॥ ১১
 তত্র তেপে তপস্ভীত্রং বড়বারুপধারিণী ।
 হৃষ্টপ্রেক্ষং তং স্বকং কান্তং ধ্যায়ন্তী নিশ্চলা উবা
 এতন্নিব্রতন্তরে তাত ছায়া চোষাস্বরূপিণী ।
 পত্যৌ সা বর্তমানাস অপত্য্যাপ্তথ জজিরে ॥ ১৩
 সার্বাণ্শ শনিশ্চৈব বিষ্টিং হৃষ্টকম্ভকা ।
 সা ছায়া বর্তমানাস বৈষম্যো নৈব নিত্যশঃ ॥ ১৪
 বৈষম্যোপাত্য চোষায়া যমস্তত্র চূকোপ হ ।
 বৈষম্যোপাত্য বর্তন্তৌ ছায়াং তাং মাতরং তদা
 তাভয়ামাস পাদেন দক্ষিণাশাপতির্থমঃ ।
 পুত্রদৌর্জন্তসংকোভাচ্ছায়া বৈবস্বতং যমম্ ॥ ১৬
 শশাপ পাপ তে পাদৌ বিশীর্ণাতু মমাজয়া ।
 বিশীর্ণচরণৌ হুংখাৎ ক্রদন্ পিতরমভ্যাগাৎ ।

যাও । ব্রহ্মা বলিলেন,—পিতা এই কথা
 কহিলে, উষা বারংবার ‘না-না’ বলিয়া অস-
 ম্মতি জানাইলেন এবং সত্বর উত্তর কুরু-
 দেশে তপস্তার্থ গমন করিলেন । সেখানে
 গিয়া বড়বারুপ ধারণ করিয়া তীব্র তপস্তা
 করিলেন, এবং নিশ্চলভাবে হৃদয়ে সেই
 স্বীয় হান্নরীক্ষ্য পতিদেবকে ধ্যান করিতে
 লাগিলেন । এই সময়ের মধ্যে উষারূপিণী
 ছায়া পতিপরিচর্যায় নিরতা থাকিয়া কতি-
 পয় সন্তান প্রসব করিলেন । তাঁহার
 সন্তানগণের নাম—সার্বর্গি, শনি, ও বিষ্টি ।
 ছায়া নিজ সন্তান এবং উষার সন্তান ইতর-
 বিশেষভাবে দেখিয়া পালন করিতে লাগি-
 লেন । অর্থাৎ নিজের সন্তান কয়টির প্রতিই
 অধিক স্নেহ দেখাইতে লাগিলেন । উষার
 সন্তান তাঁহার সেরূপ স্নেহের পাত্র হইল
 না । এই বৈষম্য দর্শনে যম ছায়া জননীর
 প্রতি কুপিত হইলেন এবং পদ দ্বারা তাঁহাকে
 তাড়না করিলেন । পুত্রের হর্জনভায়
 সংকুচ হইয়া ছায়া যমকে অভিশাপ দিলেন
 যে, রে পাপ! আমার বচনে তোমার চরণ
 বিশীর্ণ হইবে । যম তখন বিশীর্ণচরণে

সবিত্রে তন্তু বৃত্তান্তং শ্রুবেদয়দশেষতঃ ॥ ১৭

যম উবাচ ।

নেয়ং মাতা সুরশ্রেষ্ঠ যয়া শস্তোহহমীদৃশঃ ।
 অপত্যৌ বুরুক্ষেষু জননী নৈব কুপ্যতে ॥ ১৮
 যদাল্যাদব্রবং কিঞ্চিদথবা হৃষ্টতং কৃতম্ ।
 নৈব কুপ্যতি সা মাতা তন্মারয়েয়ং মমাস্বিকা ॥
 যদপত্যকৃতং কিঞ্চিং সাধবসাধু যথা তথা ।
 মাতাস্তাং সর্বমপোতন্তম্মান্নাতোতি গীয়তে ॥
 প্রধক্ষ্যন্তীব মাং তাত নিত্যং পশুতি চক্ষুষা ।
 বক্তাগ্নিকালসদৃশা বাচা নেয়ং মদদ্বিকা ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

তৎ পুত্রবচনং শ্রুত্বা সবিতাচিন্তয়ন্ততঃ ।
 ইয়ং ছায়া নাস্তু মাতা উষা মাতা তু সান্ততঃ ॥
 মম শাস্তিমভীপ্সন্তী দেশেহহুস্মিন্শ্রুতশোবন-

হুংখের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার
 নিকট গেলেন, যাইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত
 ঘটনা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন । ১—১৭।
 যম বলিলেন,—হে সুরবর ! ইনি আমাদের
 মাতা নহেন; কেননা, তাল-হইলে আমি
 একপভাবে অভিশপ্ত হইতাম না । বিশেষতঃ
 সন্তান বিরুদ্ধাচারী হইলেও জননী কখন
 কুপিত হন না । আমি বাল্যে কত কটু কথা
 কহিয়াছি, কত হৃদ্যায় করিয়াছি, কৈ আমার
 জননী ত কখন একরূপ কুপিত হন না ?
 সূতরাং ইহাকে মাতা বলিয়া কখন ধারণা
 হইতেছে না । অপত্যজন সাধু কিংবা
 অসাধু যাহা কিছু করে, মাতৃজনে সে সমস্তই
 সহনীয় হয় বলিয়া তিনি মাতা নামে অভি-
 হিত । হে তাত ! এখন যিনি আমাদের
 মাতা, ইনি যেন নিতাই আমায় নয়নানলে
 দৃষ্টি করেন এবং সর্বদাই বাকু-বহি-
 প্রয়োগ করেন । সূতরাং ইনি আমাদের
 মাতা কিছুতেই নন । ব্রহ্মা বলিলেন,—
 পুত্রের কথা শুনিয়া সবিতা চিন্তিত হইলেন ।
 ভাবিলেন—এ নিশ্চয়ই উষার ছায়া । যমের
 মাতা উষা এ প্রকার নহে । তাঁহার প্রকৃতি

উত্তরে চ কুরৌ আষ্টী বড়রূপধারিণী ॥ ২৩
তত্রাস্তে সা ইতি ত্র্যাহা অগামেশো দিবাকরঃ ।
যজ সা বর্ততে কান্তা অশ্বরূপঃ স্বয়ং তদা ॥ ২৪
তাং দৃষ্ট্বা বড়রূপাং পর্য্যধাবন্ধয়াক্রুতিঃ ।
কামাতুরঃ স্বয়ং দৃষ্ট্বা ক্রম্বা বৈ হ্রেষিতশ্বনম্ ॥ ২৫
উষা পতিব্রতোপেতা পতিধ্যানপরায়ণা ।
হৃদযবর্ণসম্ভীতা কো স্বয়ং চেত্যজানতী ॥ ২৬
অপলায়ৎপতো প্রাপ্তে দক্ষিণাভিমুখী হুৱা ।
কো হু মে রক্ষকোহত্র স্তাদৃশ্যো বাধবা সুরাঃ
ধাবন্তীঃ তাং প্রিয়ামখামশ্বরূপধরঃ স্বয়ম্ ।
পর্য্যধাবদ্যতো য়াতি উষা ভান্নস্তুতস্ততঃ ॥ ২৮
স্বরগ্রহবশে জাতঃ কো দুশ্চেষ্ঠং ন চেষ্ঠতে ।
ভাগীরথীঃ নদীশাস্ত্রা বনান্ধাপবনানি চ ॥ ২৯
নগ্নদাঞ্চাধ বিজ্ঞাঞ্চ দক্ষিণাভিমুখাবুভো ।

অশ্বরূপ । আমার তীব্রতর তাপের শাস্তি-
কামনায় সে দেশান্তরে গিয়া তপস্বিনী হইয়া
কাল কাটাইতেছে । দিবাকর এইরূপ চিন্তা
করিয়া বুঝিলেন,—বিশ্বকর্ষ-নন্দিনী উষা
বড়বা-রূপ ধারণ করিয়া উত্তর কুরুদেশে
গমন করিতেছে । দিবাকর এই ঘটনা
বুঝিতে পারিয়া নিজেই অশ্বরূপ ধারণ-
পূর্ব্বক স্বীয় কান্তার বিচরণ-স্থলে প্রস্থান
করিলেন । তথায় গিয়া তিনি সেই বড়বা
দেখিয়া হরুরূপে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হই-
লেন । অর্ধেক কামাতুর দেখিয়া এবং
তাহার হ্রেষাবর শ্রবণ করিয়া পতিব্রতা পতি-
ধ্যান রতা উষা অশ্ব-ধবনায় ভীতা হইয়া—‘ঐ
অশ্ব কে ?’ তহা জানিতে না পারিয়া, সম্বর
দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করিলেন এবং
ভাবিতে লাগিলেন,—কে এমন অশ্ব বা
দেবতা আছেন, যিনি আমাকে স্নান্য এ
সম্বন্ধে পরিজ্ঞান করেন । এই ভাবিয়া
উষা অশ্বরূপ ধরিয়া যতই ধাবিত হইতে
লাগিলেন; ভান্নদেবও অশ্বরূপ ধরিয়া
তেমনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ।
বস্তুতঃ মদনাবেশে বিষণ্ণ হইয়া কে না দুশ্চে-
ষ্ঠায় চেষ্টিত হইয়া থাকে ? তখন সেই

অতিক্রমা ভয়োদ্বিগ্না স্তাষ্ট্রাভ্যাগাচ্চ গোমতীম্
জাতারঃ সন্তি মুনয়ো জনহান ইতি শ্রুতম্ ।
ঋষীণামাশ্রমঃ সান্না প্রবিষ্টা গোতমীঃ তথা ॥
অন্নপ্রাপ্তস্তথা চাশো ভান্নস্তুজপবাংস্ততঃ ।
অশ্বং নিবারয়ামা সূৰ্জনস্বা মুনিদারকাঃ ।
ততঃ কোপাদৃষীঃস্তাঃশশাপোষাপতিঃ প্রভুঃ
ভান্নকবাচ ।
নিবারয়থ মাং যস্মাচ্চা সূয়ং ভবিষ্যথ ॥ ৩০
ব্রহ্মোবাচ ।
জ্ঞানদৃষ্ট্যা হু মুনয়ো মেনিরেহমুদাপতিম্ ।
শ্রবন্তো দেবদেবশঃ ভান্নঃ তং মুনয়ো মুদা ॥
ত্বয়মানো মুনিগণৈরশ্বাং ভান্নরখাগমং ।
বড়বায়া মুখে লগ্নঃ মুখং চাশ্বকশিগম্ ॥ ৩১
ক্রাবাঃ স্তাষ্ট্রী চ তর্জারঃ মুখাধীযাং প্রসুপ্তবো

বড়বা এবং অশ্ব দক্ষিণাভিমুখে যাইতে
যাইতে ভাগীরথী, নর্ম্মদা, বিজ্যাচল এবং
অস্তান্ত বন, উপবন ও নদী অতিক্রম
করিল । বিশ্বকর্ষ-নন্দিনী বড়বা ভয়োদ্বিগ্না
হইয়া তৎকালে, গোতমীজলে পতিত
হইল । বড়বা শুনিয়াছিল,—জনহানে ঋষি
গণের আশ্রম আছে এবং তজ্জাতা মুনিগণ
সকলেই বিপন্ন জনকে পরিজ্ঞান করিয়া
থাকেন । এইরূপ জ্ঞান ছিল বলিয়া সে
তখন গোতমী-জলে প্রবেশ করিল । তখন
অশ্বরূপধারী সূর্য্যও তথায় উপস্থিত হইলেন ।
কিন্তু জনহানস্থ মুনিবালকেরা অর্ধেক নিবারণ
করিল । তখন উষাপতি কুপিত হইয়া সেই
সকল মুনিবালককে অভিশাপ দিলেন ।
ভান্ন বলিলেন,—তোমরা আমাকে যে হেতু
নিবারণ করিলে, এইজন্ত তোমাদিগকে
বটগুচ্ছ হইতে হইবে । ১৮—৩০ । ব্রহ্মা বলি-
লেন,—মুনিগণ জ্ঞানেন্দ্রে সেই অর্ধেক
উষাপতি বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং
প্রহর্ষভরে দেবদেব ভান্নকে তখন স্তব করিতে
লাগিলেন । ভান্ন মুনিগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া
অশ্বার সহিত সন্মিলিত হইলেন এবং
তাঁহাদের মুখে স্বীয় দুখ স্বাপন করিলেন ।

তয়োবীযোণ গঙ্গায়াম্বিনৌ সমজায়তাম্ ॥৩৬
 তজাগচ্ছন সুরগণাঃ সিদ্ধাশ্চ মুনয়স্তথা ।
 নদ্যো গাবস্তথৌষধ্যো দেবা জ্যোতির্গণাস্তথা
 সপ্তাশ্চ রথঃ পুণ্যো হরুণো ভানুসারধিঃ ।
 যমো মনুষ্য বরুণঃ শনির্বৈবস্বতস্তথা ॥ ৩৮
 যমুনা চ নদী পুণ্য তাপী চৈব মহানদী ।
 তত্তজ্রপং সমাস্তায় নদ্যস্তা বিশ্বায়ানুনে ॥ ৩৯
 দ্রষ্টুং তে বিশ্বয়াষিষ্টা আজয়ুঃ স্বপ্নরস্তথা ।
 অভিপ্রায়ঃ বিদিত্বা তু স্বপ্নং ভানুরত্রবীৎ ॥
 ভানুরবচ ।

উষায়াঃ প্রীতয়ে স্বপ্নঃ কুর্কত্যান্তপ উত্তমম্ ।
 যজ্ঞাক্রুৎ মাং কৃৎস্বা হিহি তেজাঃ স্তনেকশঃ ।
 যাবৎ সৌখ্যং ভবেদস্তাস্তাবচ্ছিহি প্রজাপতে
 ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্তা ততশ্চষ্টা সোমনাথস্ত সন্নিধৌ ।
 তেজসাং ছেদনং চক্রে প্রভাসস্ত ততো বিতঃ

বড়বা তাঁহাকে আপনার ভর্তা বলিয়া
 বুঝিতে পারিল এবং মুখ হইতে বীৰ্য্যক্ষরণ
 করিল। তাঁহাদের উভয়ের বীৰ্য্যে সেই
 গঙ্গা মধ্যেই অশ্বিনী-কুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ
 করিলেন। তৎকালে তথায় সুরগণ, সিদ্ধ-
 গণ, মুনীগণ, নদীগণ, গো-গণ, ওষধিগণ,
 জ্যোতিষ্কগণ, সপ্তাশ্ব-বাহিত পুণ্য রথ, ভানু-
 সারথি অরুণ, যম, মনুষ্য, বরুণ, শনি, সাবর্ণ,
 যমুনা, তাপী, ও পুণ্যতোয়া মহানদী প্রভৃতি
 সকলেই স্ব স্ব রূপ ধারণপূর্বক বিশ্বয়ের সহিত
 তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিলেন। তখন
 স্বর্ঘ্য-স্বপ্নর বিশ্বকর্মাও আগমন করিলেন।
 স্বপ্নরের অভিপ্রায় বুঝিয়া ভানু বলিলেন,—
 হে স্বপ্নঃ! অশ্বিনী উষার প্রীতির নিমিত্ত
 আমাকে যজ্ঞাক্রুৎ করিয়া মদীয় তেজোরশি
 অনেকাংশে শাতিত করিয়া দি। হে
 প্রজাপতে! আমার যে পরিমাণ তেজ
 থাকিলে উষার সুখ হইতে পারে, আপনি
 আমায় সেই পরিমাণে শাতিত করুন।
 ব্রহ্মা বলিলেন,—বিশ্বকর্মা ‘তথাস্ত’ বলিয়া
 সোমনাথের সমীপে স্বর্ঘ্যের তেজোরশি

ভর্তা চ সঙ্গতা যত্র গৌতম্যাম্বশ্রুপিণী ।
 অশ্বিনৌষত্র চোৎপত্তিরশ্বতীর্থং তদুচ্যতে ॥ ৪৩
 ভানুতীর্থং তদাখ্যাতং তথা পঞ্চবটীশ্রমঃ ।
 তাপী চ যমুনা চৈব পিতরং দ্রষ্টুমাগতে ॥ ৪৪
 অরুণাবরুণানজোর্গঙ্গায়াঃ সঙ্গমঃ শুভঃ ।
 দেবানাং তত্র তীর্থানামাগতানাং পৃথক্ পৃথক্
 নব জীণি সহস্রাণি তীর্থানি গুণবন্তি চ ।
 তত্র জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ সর্বমক্ষয়পুণ্যদম্ ॥ ৪৬
 স্মরণাৎ পঠনাষাপি শ্রবণাদপি নারদ ।
 সর্বপাপবিনির্মুক্তো ধর্ম্মবান্ স সুখী ভবেৎ ॥
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে ভানুতীর্থবর্ণনং নাম
 একোনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৯

ছেদন করিলেন। তাহাতেই প্রভাসতীর্থের
 উৎপত্তি কীৰ্ত্তিত হইল। গৌতমী নদীর
 যে অংশে অশ্বিনীকুপিণী উষা ভর্তার সহিত
 মিলিত হইয়াছিল, এবং যেখানে অশ্বিনী-
 কুমারদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই স্থান
 অশ্বতীর্থ নামে বিখ্যাত হইল। তথায় ভানু-
 তীর্থ, পঞ্চবটীশ্রম, পিতৃদর্শনার্থ নবাগত তাপী
 ও যমুনা তীর্থ এবং অরুণা ও বরুণা নদীর
 গঙ্গাসহ সঙ্গমতীর্থ ও সমাগত দেবগণের
 বিভিন্ন তীর্থ বিখ্যাত। এইরূপে তথায়
 সপ্তবিংশতি সহস্র বিশিষ্ট তীর্থ প্রতিষ্ঠিত
 হইয়াছিল। তথায় জ্ঞানদানাদি যাহা কিছু
 পুণ্য কাণ্ডের অনুষ্ঠান করা হয়, সমস্তই
 অক্ষয় হইয়া থাকে। হে নারদ! এই
 তীর্থের কথা শ্রবণ, পঠন ও স্মরণ করিলেও
 মানব সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধার্ম্মিক ও
 সুখসম্পন্ন হয়। ৩৪—৪৭।

উননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৯ ।

নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

গাকুড়ঃ নাম যন্তীর্থং সৰ্ববিঘ্নপ্রশান্তিদম্ ।
তন্ত প্রভাবং বক্ষ্যামি শৃণু নারদ যত্নতঃ ॥ ১
মণিনাগ ইতি দ্বাসীক্ষেষপুত্রো মহাবলঃ ।
গকুড়ন্ত ভয়াস্তক্য্য তোযয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ২
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ পরমেষ্ঠী মহেশ্বরঃ ।
তমুবাচ মহানাগং বরং বরয় পন্নগ ॥ ৩
নাগঃ প্রাহ প্রভো মথঃ দেহি মে গকুড়াভয়ম্
তথৈত্যাহ চ তং শঙ্কুর্গকুড়াভয়ং ভবেৎ ॥ ৪
নির্গতো নির্ভয়ো নাগো গকুড়াধকুণাহুজাৎ ।
কীরোদশায়ী দ্বাস্তে কীরণবসমৌপতঃ ॥ ৫
ইতশ্চৈতশ্চ চরতি নাগোহসৌ সুখীতলে ।
গকুড়োহপি চ যত্রাস্তে তং দেশমপি যাত্যসৌ
গকুড়ঃ পন্নগঃ দৃষ্ট্বা চরন্তং নির্ভয়েন তু ।

নবতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—গকুড় নামে এক তীর্থ
আছে । উহা সৰ্ববিঘ্নের শান্তিকর । হে
নারদ ! উহার, মাহাত্ম্য বলিলেছি, যত্ন-
পূৰ্ব্বক শ্রবণ কর । অনন্ত নাগের পুত্র,
মণিনাগ নামে এক মহাবল নাগ ছিল । ঐ
নাগ গকুড়ের ভয়ে ভীত হইয়া ভক্তিপূৰ্ব্বক
শঙ্করের আরাধনা করে । অনন্তর 'ভগবান্'
মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া সেই মহানাগকে বলি-
লেন,—পন্নগ ! তুমি বর, প্রার্থনা কর ।
নাগ বলিল,—প্রভো ! আমার গকুড়
হইতে অভয় দান করুন । শঙ্কু সম্বত
হইয়া তাহাকে গকুড় হইতে অভয় দান
করিলেন । অকুণাহুজ গকুড় হইতে নির্ভয়
হইয়া ঐ নাগ নির্গত হইল এবং যথায়
কীরোদশায়ী বিষ্ণু বিরাজ করিতেছিলেন,
সেখানে কীরাক্ষির নিকটে ইতস্ততঃ বিচরণ
করিতে লাগিল । অধিক কি, যে প্রদেশে
স্বয়ং গকুড় বাস করিত, সেখানেও সে গমন
করিল । গকুড় সেই পন্নগকে নির্ভয়ে
বিচরণ করিতে দেখিয়া তাহাকে গ্রহণপূৰ্ব্বক

তং গৃহীত্বা মহানাগং প্রাক্ষিপৎ স্বস্ত বেষ্মনি ।
তং বন্ধা গাকুড়ৈঃ পার্শ্বগকুড়ো নাগসত্তমম্ ।
এতন্নিম্নস্তরে নন্দী প্রোবাচেশং জগৎপ্রভুম্
নন্দিকেশ্বর উবাচ ।
নুনং নাগো ন চায়াতি ভক্তিতো বন্ধ এব বা ।
গকুড়েন সুরেশান জীবন্যাগো ন সংব্রজেৎ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।
নন্দিনো বচনং শ্রুত্বা ব্র. ২। শঙ্কুরধারবীৎ ॥ ১০
শিব উবাচ ।
গকুড়ন্ত গৃহে নাগো বহুস্তিষ্ঠতি সহরম্ ।
গত্বা তং জগতামীশং বিষ্ণুং ত্বহি জনাৰ্দ্ধনম্ ॥ ১১
বন্ধং নাগং কাশ্চাপেন মহাক্যাদানয় স্বয়ম্ ।
তৎপ্রভোবচনং শ্রুত্বা নন্দী গত্বা ত্রিঃ পতিম্
বাক্যপয়ং স্বয়ং বাক্যং বিষ্ণুং লোকপরায়ণম্ ।
নারায়ণঃ শ্রীতমনা গকুড়ং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩
বিষ্ণুকুবাচ ।

বিনতাস্তজ মে বাক্যান্নন্দিনে দেহি পন্নগম্ ।

কম্পমানস্তলাকর্ণা নেত্ৰ্যুবাচ বিহঙ্গমঃ ॥ ১৪

নিজালয়ে নিক্ষেপ করিল । এই সময় নন্দী
জগৎপ্রভু শঙ্কুকে বলিলেন,—মণিনাগ আর
প্রত্যাগমন করিল না ; নিশ্চয়ই গকুড়
তাহাকে খাইয়াছে, অথবা বাঁধিয়া রাখিয়াছে ।
হে সুরেশ ! যদি সে নাগ জীবিত থাকিত,
তাহা হইত না । ব্রহ্মা বলিলেন,—নন্দীর কথা শুনিয়া শঙ্কু
সেই ঘটনা জানিয়া বলিলেন,—মণিনাগ
গকুড়ের গৃহে আবদ্ধ আছে; তুমি যাও,—
গিয়া সত্ত্বর জগদীশ জনাৰ্দ্ধনের স্তব কর
এবং গকুড় কর্তৃক আবদ্ধ মণিনাগকে শীঘ্র
লইয়া আইস । নন্দী প্রভুর কথায়
শ্রীপতির প্রান্তে গমন করিয়া তাঁহার নিকট
সেই কথা নিবেদন করিল । নারায়ণ তখন
শ্রীতাচ্যে গকুড়কে বলিলেন,—হে বিনতা-
নন্দন ! আমার কথাহুসারে নন্দীর নিকট
তুমি মণিনাগকে সমর্পণ কর । বিহঙ্গম
গকুড় সেই কথা শুনিয়া শিরঃকম্পন
করত বলিল,—না—দিব না । এই বলিয়া

বিষ্ণুমপ্যব্রবীৎ কোপাৎ সুপর্ণো

নন্দিনোহস্তিকে ॥১৪

গরুড় উবাচ ।

বদ্যৎ প্রিয়ভমঃ কিঞ্চিদ্ধৃত্যোভ্যঃ প্রভবিকবঃ ।

দাস্তন্ত্যস্তে ভবান্নৈব ময়ানীতং হরিষ্যাতি ॥১৫

পশু দেবঃ ত্রিনয়নঃ নাগঃ মোক্ষ্যতি নন্দিনা ।

ময়োপপাদিতং নাগঃ হং তু দাস্ত্যসি নন্দিনে ॥

হ্মাং বহামি সদা স্বামিন্যম দেয়ঃ সদা ত্বয়া ।

ময়োপপাদিতং নাগঃ বজ্রং দেহীতি নোচিতম্ ॥

সূতাং প্রভুগাং নেয়ং স্তাদ্ভক্তিঃ সদ্ভক্তিকারিণাম্

সন্তো দাস্তন্তি ভৃত্যোভ্যো মহাপাত্তহরে। ভবান্

দৈত্যান্ জয়সি সংগ্রামে মম্বলেনৈব কেশব ।

অহং মহাবলীত্যেবঃ মূধৈব শ্লাঘতে ভবান্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

গরুড়শ্চেতি তথাক্যং শ্রুত্বা চক্রগদাধরঃ ।

বিহস্ত নন্দিনঃ পাশে পশুভিলোকপালকৈঃ ॥ ২০

ইদমাহ মহাবুদ্ধিমাং সমুদ্র কুশো ভবান্ ।

তদ্বলাদসুরান্ সর্বান্ জেযোহহং খগসত্তম ॥২১

ইত্যাশ্রা ত্রীপতিব্রহ্মন্ শাস্তকোপোহব্রবীদিতম্

বহাস্থলিঃ করস্তাশ্চ কনিষ্ঠাং নন্দিনোহস্তিকে ॥

গরুড়স্ত ততো মূর্ধ্নি তশ্চেদং পুনরব্রবীৎ ।

সত্যং মাং বহসে নিত্যং পশু ধর্ম্মং বিহঙ্গম ॥

তস্তায়াঞ্চ ততোহস্থল্যাং শিরঃ কৃক্কে

সমাবিশৎ ।

কৃক্কিচ্চ চরণস্তান্তঃ প্রাবিশচ্চূর্ণিতোহভবৎ ॥

ততঃ কৃতাঞ্জলিদীনো ব্যাধিতো লজ্জয়াবিতঃ ॥

গরুড় উবাচ ।

ব্রাহ্মি ব্রাহ্মি জগন্নাথ ভূত্যং মামপরাধিনম্ ।

হং প্রভুঃ সর্বলোকানাং ধর্তা ধার্য্যস্বমেব চ ॥

নন্দীর সাক্ষাতে বিষ্ণুকে সে কোপের সহিত আরও বলিল যে, অস্তান্ত প্রভুগণ ভৃত্য-দিগকে যে সকল প্রিয়তম বস্তু দান করিয়া থাকেন, আপনি তাহার কিছুই দেন না । অধিকন্তু আমি যদি কিছু লইয়া আসি, আপনি তাহা হরণ করেন । দেখুন দেখি, ত্রিলোচন দেব কেমন তক্তপ্রিয় । তিনি নন্দীকে প্রেরণ করিয়া এই নাগকে মোচন করিতে সমুৎসুক । আর আমি আপনার ভৃত্য, এই নাগটাকে আনিয়াছি, আপনি তাহা নন্দীকে দান করিতেছেন ! আমি নিত্য আপনাকে বহন করি, আপনারই সর্বদা আমাকে দেওয়া উচিত ; তাহাতে আমি একটা নাগ ধরিলাম, আপনি তাহা ছাড়িয়া দিতে বলেন । ইহা আপনার একান্তই অমুচিত । সদ্ভক্তি-সম্পন্ন সচ্চরিত্র প্রভুদিগের এরূপ ব্যবহার সঙ্গত নহে । সজ্জনেরা ভৃত্যদিগকে দান করেন ; কিন্তু আপনি আমার প্রাপ্য বস্তু হরণ করেন । হে কেশব ! মনে রাখিবেন, আমার বলেই সংগ্রামে আপনি দৈত্যদিগকে জয় করিয়া থাকেন । আমিই প্রকৃত মহাবলশালী ।

আপনার শ্লাঘা বুঝা ১১-১৯ ব্রহ্মা বলিলেন,— চক্র-গদাধর বিষ্ণু গরুড়ের এই কথা শুনিয়া লোকপালগণ ও শিবানুচর নন্দীর সমক্ষে হাস্ত করিয়া বলিলেন,—ওহে খগবর ! তুমি আমাকে বহন করিয়া কুশ হইয়াছ, তোমার বলেই আমি অসুরদিগকে জয় করি—উত্তম কথা । এই বলিয়া ত্রীপতি ক্রুদ্ধ না হইয়া গরুড়কে আবার বলিলেন,— স্বীকার করি, তোমার বিলক্ষণ শক্তি ; কিন্তু তুমি আমার এই কনিষ্ঠ অস্থলিটা বহন কর । এই বলিয়া নন্দীর সমক্ষেই গরুড়ের মস্তকে স্থায় অস্থলি সংস্থাপন করিয়া আবার বলিলেন,—বিহঙ্গম ! সত্যই তুমি আমাকে নিত্য বহন কর । এক্ষণে ধর্ম্মের গতি অবলোকন কর । এই বলিয়া বিষ্ণু অস্থলি মস্তকে স্থাপন করিবামাত্র গরুড়ের মস্তক কৃক্কিমধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই কৃক্কি আবার চরণপ্রান্তে প্রবিষ্ট হইয়া চূর্ণ হইল । তখন গরুড় ব্যাধিত ও দীনভাবে লজ্জিত হইয়া কৃতাঞ্জলিকরে বলিল,—হে জগন্নাথ ! আমি অপরাধী ভৃত্য, আমার পরিজ্ঞান করুন । তুমিই সকলের প্রভু, এবং ধর্তা,

অপরাধসহস্রাণি কমস্তে প্রভবিষ্ণবঃ ।

কৃতাপরাধেহপি জনে মহতী যন্ত বৈ কৃপা ॥২৬

বদন্তি মুনয়ঃ সৰ্বে ত্র্যমেব করুণাকরম্ ।

রক্ষস্বার্থঃ জগন্মাতৃশ্রামমুজনিবাসিনি

কমলে বালকং দীনমার্ত্তং তনয়বৎসলে ॥ ২৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ কৃপাযিতা দেবী শ্রীরপ্যাহ জনার্দিনম্ ॥২৮

কমলোবাচ ।

রক্ষ নাথ স্বকং তৃত্যং গরুড়ং বিপদং গতম্ ।

জনার্দিন উবাচেদং নন্দিনঃ শম্ভুবাহনম্ ॥ ২৯

বিষ্ণুরবাচ ।

নয় নাগং সগরুড়ং শম্ভোরস্তিকমেব চ ।

তৎপ্রসাদাচ্চ গরুড়ো মহেশ্বরনিরীক্ষিতঃ ।

আত্মীয়ঞ্চ পুন্য রূপং গরুড়ঃ সমবাপ্যতি ॥৩০

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈত্যাশ্রু চ বুধভো নাগেন গরুড়েন চণ

শনৈঃ স শঙ্করং গহা সৰ্বং তস্মৈ স্তবেদয়ৎ ।

শঙ্করোহপি গরুড়ন্তঃ প্রোবাচ শশিগেখরঃ ॥

এবং তুমিই সৰ্কলের ধাৰ্য্য । প্রভুগণ ভূতা-
বর্গের সহস্র সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়া
ধাকেন । লোকে অপরাধ কারলেও
বাহার মহতী করুণার কথা শ্রুত হয়, মূনি-
গণ তোমাকেই সেই করুণাকর বাণী
কীর্ত্তন করেন । অপিচ হে কমলবিলাসিনি
জগদধিকে কমলে ! তুমিও এই আৰ্ত্ত
দীন বালককে রক্ষা কর । ব্রহ্মা বলি-
লেন,—তখন শ্রীদেবী কৃপাকুল হইয়া
জনার্দিনকে বলিলেন,—হে নাথ ! বিপন্ন
ভূত্য গরুড়কে রক্ষা বরুন । তখন জনার্দিন
শিবাম্বুচর নন্দীকে বলিলেন,—তুমি গরু-
ড়ের সহিত এই মণিনাগকে শিব সন্নিধানে
লইয়া যাও । মহেশ্বরের প্রসন্ন দৃষ্টিতে
গরুড় পুনরায় স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইবে ।
ব্রহ্মা বাললেন,—নন্দী 'তথাহ' বলিয়া
নাগের সহিত গরুড়কে শঙ্করসমীপে লইয়া
গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল । চন্দ্র-

শিব উবাচ ।

যাহি গঙ্গাং মহাবাহো গৌতমীং লোকপাবনীম্

সৰ্বকামপ্রদাং শান্তাং তামাপ্নুত্যা পুনর্বপুঃ ॥৩১

প্রাপ্যাসে সৰ্বকামাংশ্চ শতধাত্ব সহস্রধা ।

সৰ্বপাপোপতপ্তা যে হৃদৈবোমূলিতোজমাঃ ।

প্রাণিনোহভীষ্টদা তেবাং শরণং ধগ গৌতমী

ব্রহ্মোবাচ ।

তথাক্যং প্রণতো ভূত্বা শ্রুত্বা তু গরুড়োহভ্যাগাৎ

গঙ্গামাপ্নুত্যা গরুড়ঃ শিবঃ বিষ্ণুং ননাম সঃ ॥

ততঃ স্বর্ণময়ঃ পক্ষী বজ্রদেহো মহাবলঃ ।

বেগী ভবমুনিশ্ৰেষ্ঠ পুনবিষ্ণুমিয়াং স্মৃধীঃ ॥ ৩২

ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং গারুড়ঃ সৰ্বকামদম্ ।

তত্র স্নানাদি যৎকিঞ্চিৎকরোতি প্রযতো নরঃ ।

সৰ্বং তদক্ষয়ং বৎস শিববিষ্ণুপ্রিয়াবহম্ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীব্রহ্মে মহাপুরাণে গরুড়তীর্থবর্ণনঃ

নাম নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

মৌলি শঙ্কর তখন গরুড়কে বলিলেন,—
হে মহাভূজ ! তুমি লোকপাবনী গৌতমী
গঙ্গায় গমন কর । সেই সৰ্ব-কামদায়িনী
শান্তিকরী গঙ্গায় স্নান করিলে, পুনরায় তুমি
স্বীয় বপু প্রাপ্ত হইবে । দেখ, যাহারা শত
শত ও সহস্র সহস্র প্রকারে নানা পাপে
পরিতপ্ত হয় এবং দারুণ দেবপ্রভাবে যাহা-
দের সমস্ত উজ্জ্বল নষ্ট হইয়া যায়, তথাবিধ
প্রাণিগণও গঙ্গাস্নান করিয়া অভীষ্টলাভ
করে । হে ঋগ ! তাদৃশ লোকদিগের গৌতমীই
একমাত্র আশ্রয় । ৫০—৩৩ । ব্রহ্মা বলি-
লেন,—গরুড় প্রণতভাবে শঙ্করবাণী শ্রবণ
করিয়া গৌতমী গঙ্গায় গমন করিল । এবং
তথায় স্নান করিয়া শিব ও বিষ্ণুকে নমস্কার
করিল । হে মূনিবর ! গরুড় তখন স্বর্ণময়
মহাবল বজ্র-দেহ-বিশিষ্ট ও বেগবান হইল ।
সে তখন পুনরায় বিষ্ণুসমীপে আগমন
করিল । সেই দিন হইতে ঐ তীর্থ সৰ্বকামদ
গরুড় নামে বিখ্যাত হইল । নর প্রযত
হইয়া তথায় যে কিছু স্নান-স্নানাদি রেক,

একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ভতো গোবর্ধনং তীর্থং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 পতুণাং পুণ্যজননং স্মরণাদপি পাপহরং ॥ ১
 ভক্ত প্রভাব এষ স্মারয়া দৃষ্টে নারদ ।
 ব্রাহ্মণঃ কৰ্ব্বকঃ কশিচ্ছাবালিরিতি বিষ্ণুতঃ ॥ ২
 ন বিমুক্তত্যান্ভ্রাহ্মে মধ্যং যাতেহপি ভাস্করে ।
 প্রত্যোদনে প্রভুদতি পৃষ্ঠতোহপি চ পার্শ্বয়োঃ ॥
 তৌ গাবাবক্ষপুর্ণাক্ষৌ দৃষ্ট্বা গোঃ কামদোহিনী
 স্মরতিৰ্জগতাং যাতা নন্দিনে সৰ্বমব্রবীৎ ॥ ৪
 স চাপি ব্যথিতো ভূহা শস্তবে তন্ন্যবেদয়ৎ ।
 শস্তুশ্চ বুধভঃ প্রাহ সৰ্বং সিধ্যতু তে বচঃ ॥ ৫
 শিবাজ্ঞাসহিতো নন্দী গোজাতং সৰ্বমাহরৎ ।
 নষ্টেষু গোষু সৰ্বেষু স্বর্গে মর্ত্যে ততস্তরা ॥ ৬

তৎসমস্তই অক্ষয় হয় এবং তৎপ্রতি শিব ও
 বিষ্ণু প্রীত হইয়া থাকেন ॥ ৩৪—৩৬ ॥

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একনবতিতম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অতঃপর পিতৃগণের
 পুণ্যজনক সৰ্বপাপ-হর গোবর্ধন তীর্থ ।
 ইহা স্মরণেও পাপহর । হে নারদ! আমি
 ইহার প্রভাব এইরূপ দেখিয়াছি ; জাবালি
 নামে কোন এক বিখ্যাত কৃষক ব্রাহ্মণ
 প্রথম মধ্যাহ্ন কালেও ক্ষেত্র হইতে বুধভ-
 ঙ্গল পরিত্যাগ করিতেন না । পরন্তু
 ভাহাদের পৃষ্ঠে এবং পার্শ্বে প্রত্যোদ দ্বারা
 প্রহার করতেন । কামদোহিনী স্মরতিযাতা
 সেই গো-ষয়ের নয়ন অক্ষজলে আশ্রুত
 দেখিয়া নন্দীকে সে বিষয় বলিলেন,—নন্দী
 তৎপ্রবণে ব্যথিত হইয়া শস্তুর নিকট
 নিবেদন করিলেন । শস্তু তৎপ্রবণে নন্দীকে
 বলিলেন,—তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হউক ।
 নন্দী তখন শিবাজ্ঞায় সমস্ত গোজাতিকে একত্র
 সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন,—তখন স্বর্গ, মর্ত্য,

মামবোচন স্মরণা বিনা গোভির্ন জীব্যতে ।
 তানবোচন স্মরানুসর্কানুশঙ্করং যাত যাচত ॥ ৭
 তথৈবেশং তু তে সৰ্বকৈ হা কার্য্যং ত্ববেদয়ন
 ঈশোহপি বিবুধানাহ জানাতি বুধভো মম ॥ ৮
 তে বুধং প্রোচুরমরা দেহি গা উপকারিণঃ ।
 বুধোহপি বিবুধানাহ গোসবঃ ক্রিয়তাং ক্রতুঃ
 ততঃ প্রাপ্যথ গাঃ সৰ্বা যা দিব্যা যাশ্চ মানুষাঃ
 ততঃ প্রবর্ততে যজ্ঞো গোসবো দেবনির্শ্রিতঃ ॥
 গৌতম্যাশ্চ শুভে পার্শ্বে গাবো বরুধিরে ততঃ
 গোবর্ধনং তু তন্তীর্থং দেবানাং প্রীতিবর্ধনম্ ॥
 তত্র স্নানং মুনিশ্রেষ্ঠ গোসহস্রফলপ্রদম্ ।
 কিঞ্চিদানাদিনা যৎস্রাংকলং তত্তু ন বিদ্যহে ॥
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে গোবর্ধনতীর্থবর্ণনং
 নামৈকনবতিতমোহধ্যায়ঃ । ৯১ ॥

রসাতল, কূত্রাপি আর গো দৃষ্ট হইল না ।
 তখন স্মরণ আসিয়া আমার নিকট বলি-
 লেন,—গাভী বিনা আর ত জীবন ধারণ
 করা যায় না । আমি স্মরণকে বলিলাম,—
 তোমরা শস্তুর নিকট যাও, যাওয়া প্রার্থনা
 কর । অনন্তর দেবগণ শস্তুকে স্তব করিয়া
 স্বীয় কার্য্য নিবেদন করিলেন । শস্তুও
 দেবগণকে বলিলেন,—আমি কিছু জানি না ।
 আমার বুধভ এ বিষয় জানে । ১—৮ । অস্ম-
 রণ তখন বুধভকে বলিলেন,—উপকারী
 গোদিগকে প্রদান কর । বুধ বিবুধগণকে
 বলিল,—আপনার গো-সব নামে এক যজ্ঞ
 অনুষ্ঠান করুন ; তাহা হইলেই সমস্ত দৈবী
 ও মানুষী গোজাতি প্রাপ্ত হইতে পারি-
 বেন । অনন্তর দেব-নির্শ্রিত গো-সব যজ্ঞ
 আরম্ভ হইল । তখন গৌতমী নদীর পবিত্র
 তীরে গোজাতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল ।
 এই জন্ত তথায় দেবগণের প্রীতিবর্ধন
 গোবর্ধন তীর্থের প্রতিষ্ঠা হইল । হে
 মুনিশ্রেষ্ঠ ! এই তীর্থে স্নান করিলে, গো-
 সহস্র দামের ফল হয় ; পরন্তু তথায়

দিনবর্তিতমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্মোবাচ ।

পাপপ্রণাশনং নাম তীর্থং পাপভয়াপহম্ ।
নামধেয়ং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ যত্নতঃ ॥ ১
ধৃতব্রত ইতি খ্যাতো ব্রাহ্মণো লোকবিশ্রুতঃ ।
তস্ম ভার্ঘ্যা মহী নাম তরুণী লোকসুন্দরী ॥ ২
তস্ম পুত্রঃ স্থাননিভঃ সনাজ্জাত ইতি শ্রুতঃ ।
ধৃতব্রতং তথাকৰ্ণমুত্থ্য কালৈরিতো যুনে ॥ ৩
ততঃ সা বালবিধবা বালপুত্রা সুরূপিনী ।
জাতারং নৈব পশুন্তী গালবান্শ্রমভাগাৎ ॥ ৪
তস্মৈ পুত্রং নিবেদ্যাত্মৈ স্বৈরিনী পাপমোহিতা ।
সা বলান্ বহু দেশান্ পুংস্কামা কামচারিণী ॥ ৫
তৎপুত্রো গালবগৃহে বেদবেদাঙ্গপারগঃ ।

কিকিৎ দান করিলে, যে কি অপূৰ্ণ কল
পাওয়া যায়, তাহা আমাদের অজ্ঞাত ॥ ১০—১১

একনবর্তিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দিনবর্তিতম অধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্মা বলিলেন,—অতঃপর পাপ-ভয়-
হারী পাপ-প্রশমন তীর্থ । হে নারদ ! যত্ন-
পূৰ্ব্বক শ্রবণ কর, ইহার নামনিরুক্তির
বিষয় বলিতেছি । পূৰ্বে ধৃতব্রত নামে
এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহার
ভার্ঘ্যার নাম মহী । মহী তরুণী এবং
সুন্দরী । তাঁহার একটি স্থানসন্নিভ পুত্র
হয় । পুত্র জন্মবার পর ধৃতব্রত কাল-
কবলে পতিত হয় । তখন সেই সুন্দরী
বাল-বিধবা নিজের বালক পুত্রটিকে লইয়া
আর কোন আশ্রয় নাই দেখিয়া গালবা-
শ্রমে গমন করিল । সেখানে গিয়া সেই
পুত্রটিকে তাঁহার নিকট রাখিয়া সেই
সুন্দরী স্বেচ্ছাচারে প্রযুক্ত হইল । সেই
স্বৈরিনী পাপমোহিত হইয়া পুরুষপ্রার্থনায়
বহুদেশ পরিভ্রমণ করিল । এদিকে তাহার
পুত্র গালব-গৃহে থাকিয়া বেদ-বেদাঙ্গপারগ

জাতোহপি মাতৃদোষেণ বেশ্যৈরিতমভিহৃতঃ ॥
জনস্থানমিতি খ্যাতঃ নানাজাতিসমাবৃতম্ ।
তত্রাসৌ পণ্যবেষণে অধ্যাস্তে চ মহী তথা ॥
তৎসুতোহপি বহু দেশান্ পরিব্রাজ্য কামুকঃ
সৌহপি কালবশাত্তত্র জনস্থানেহবসন্তদা ॥ ৬
স্থিয়মাকাঙ্ক্ষতে বেশ্যং ধৃতব্রতসুতো দ্বিজঃ ।
মহী চাপি ধনং দাতুন্ পুরুষান্ সমপেক্ষতে ॥ ৭
মেনে ন পুত্রমাক্ষীযং স চাপি ন তু মাতরম্ ।
তয়োঃ সমাগমশ্চানৌ দ্বিধা মাতৃপুত্রয়োঃ ॥ ১০
এবং বহুতিথে কালে পুত্রে মাতরি গচ্ছতি ।
তয়োঃ পরস্পরং জ্ঞানং নৈবাসীন্মাতৃপুত্রয়োঃ ॥
এবং প্রবর্তমানস্ত পিতৃধর্মেণ স্মৃতিঃ ।
অসীক্তস্থাপাসদৃশস্তে শৃণু নারদ চিত্রবৎ ॥ ১২
শ্বেরাশ্চিত্র্য বর্তমানো মেদং স পরিহাতবান্ ।
ব্রাহ্মা সঙ্ক্যামহুদায় তদুদ্বিধং ধনাজ্জদম্ ॥ ১৩
বিদ্যাবলেন বিভ্রামি বহুজাজ্ঞ্য দৃঢ়াত্যাসৌ ।

হইলেও মাতৃদোষে তদীয় চিত্র বেশ্যা
সক্ত হইল । অনন্তর নানা জাতি সমাবৃত
জনস্থানে আসিয়া তাহার মাতা মহী বাস
করিতে লাগিল । মহী সেই পুত্রও বহু-
দেশ পর্য্যটন করিয়া কালক্রমে জনস্থানে
আসিয়া বাস করিল । তথায় গিয়া দ্বিজ-
পুত্র বেশ্যাসঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল ;
এদিকে মহীও বেশ্যা হইয়া ধনী পুরুষদিগের
আগমন অপেক্ষা করিতেছিল । মহী
নিজের পুত্রকে চিনিতে পারিল না, এবং
তাহার পুত্রও মাতাকে চিনিল না । তখন
দৈবক্রমে মাতা ও পুত্রের সঙ্গম ঘটিল ।
এইরূপে হৃদয় যাবৎ মাতা ও পুত্রের
সঙ্গম-ব্যাপার চলিতে লাগিল ; কিন্তু তাহারা
পরস্পর কেহই কাহাকে চিনিতে পারিল না ।
এইরূপে কদম্বা ক্রিয়ায় আসক্ত থাকিলেও
পিতার ধার্মিকতাগুণে সেই দ্বিজপুত্রের ধর্ম-
কার্য্য করবার প্রবৃত্তি তখনও হ্রাস হয় নাই ।
হে নারদ ! সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ কর ।
—১২ । দ্বিজসঙ্গ এইরূপে বেশ্যাসক্ত হইয়াও
প্রত্যহ বক্ষ্যমাণরূপে ধর্ম্মাচরণ করিত ।

তথা স প্রাতঃকথায় গঙ্গাং গঙ্গা যথাবিধি ॥ ১৪

শৌচাদি স্নানসঙ্ক্যাদি সৰ্ব্বং কার্য্যং যথাক্রমম্ ।

কৃৎস্না তু ব্রাহ্মণান্নত্ৰ ততোহভ্যোতি স্বকৰ্ম্মসু ॥

প্রাতঃকালে গোতমীন্ত যদা যাতি বিরূপবান্ ।

কুষ্ঠসৰ্ব্বাঙ্গশিখিলঃ পুষ্পশোণিতনিঃস্রবঃ ॥ ১৫

নাত্ৰা তু গোতমীং গঙ্গাং যদা যাতি সুরূপধ্বক্

শান্তঃ সূর্য্যগ্নিসদৃশো মুৰ্ত্তিমানিব ভাস্করঃ ॥ ১৭

এতজ্জপদ্বয়ং স্তম্ভ নৈব পশ্চাতি স দ্বিজঃ ।

গালবো যত্র ভগবাংস্তপোজ্ঞানপরায়ণঃ ॥ ১৮

জ্ঞানিত্য গোতমীং দেবীং আন্তে চ মুনিভির্বৃতঃ

ব্রাহ্মণোহপি চ তত্রৈব নিত্যং তীর্থং সমেত্য চ

গালবঞ্চ নমস্তাথ ততো যাতি স্বমন্দিরম্ ।

গঙ্গায়াঃ সেবনাং পূৰ্ব্বং সনাজ্জাতস্তা যদপুঃ ॥

স্নানসঙ্ক্যান্তরে কালে পুনৰ্যদপি তদ্ভিজে ।

১ উভয়ং তস্ত তজ্জপং গালবো নিত্যমেব চ ॥ ২১

দৃষ্ট্বা সবিস্ময়ো মেনে কিঞ্চিদস্ত্যত্র কারণম্ ।

এবং সবিস্ময়ো ভূহা গালবঃ প্রাহ তং দ্বিজম্

সে প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া গোতমী গঙ্গায়

গমন করিত, তথায় গিয়া যথাবিধি শৌচা

চার ও স্নান সঙ্ক্যাদি সমস্ত কার্য্য করিয়া

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া

স্নানগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইত। সে যখন গোতমী

গঙ্গায় স্নান করিতে যাইত, তখন তাহার

সৰ্ব্বাঙ্গ কুষ্ঠ-ব্যাধিতে শিখিল থাকিত এবং

তাহা হইতে পুষ্প-শোণিত ক্ষরিত হইত,

আর যখন সে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিত,

তখন দেহ সুরূপ, সূর্য্যগ্নিসদৃশ—যেন তাহাকে

সান্ধাৎ ভাস্কর বলিয়াই বোধ হইত।

নিজের যে এইরূপ হই কালে হই প্রাকার

রূপ হইত, দ্বিজপুত্র তাহা দেখিতে পাইত

না। তপোজ্ঞানবান্ ভগবান্ গালব গোতমী-

গঙ্গায় তীর দেশ আশ্রয় করিয়া মুনিগণসহ

অবস্থান করিতেন, দ্বিজপুত্রও নিত্য গঙ্গায়

স্নান করিয়া গালবকে নমস্কারপূৰ্ব্বক নিজ

গৃহে যাইতেন। গঙ্গাস্নানের পূৰ্বে এবং

পরে ঐ দ্বিজপুত্রের যেরূপ রূপ-পরিবর্ত্তন

ঘটিত, গালব সেই উত্তরবিধ রূপই প্রত্যহ

গচ্ছন্তস্ত নমস্তাথ সনাজ্জাতঃ গুরুগৃহম্ ।

আহুয় যত্নতো ধীমান্ রূপয়া বিস্ময়েন চ ॥ ২৩

গালব উবাচ ।

কো ভবান্ কচ গস্তাসি কিং করোষি ক

ভোক্ত্যসি ।

কিংনামা ত্বং ক শয্যা তে কা তে ভাৰ্য্যা

বদস্ব মে ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ ।

গালবস্ত বচঃ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণোহপ্যাহ তং মুনিম্ ।

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

খঃ কথ্যতে ময়া সৰ্ব্বং জ্ঞান্য কার্য্যাবিনির্গমম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা গালবঃ তং সনাজ্জাতো গৃহং যযৌ ।

ভুক্ত্বা রাত্ৰৌ তয়া সম্যক্ শয্যামাসাদ্য

বন্ধকীম্ ॥

উবাচ চকিতঃ স্মৃত্বা গালবস্ত তু যদ্বচঃ ॥ ২৭

প্রত্যক্ষ করিতেন। তিনি তদর্শনে বিস্ম-

য়ের সহিত মনে করিলেন, নিশ্চয়ই ইহার

কোন গুঢ় কারণ আছে। এইরূপে গালব

বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই স্বপ্নদর্শনকে জিজ্ঞাসা

করিলেন। ধৃতব্রত-পুত্র ঐদিন গঙ্গাস্নান

করিয়া গালবকে নমস্কারপূৰ্ব্বক প্রতিগমন

করিতোছিলেন। ধীমান্ গুরু গালব তাহাকে

ডাকিয়া বিষয় ও রূপা সহকারে বলিলেন,

কে তুমি, কোথায় যাও, কোথায় থাক, কি

কর এবং কি বস্তু ভোজন কর? তোমার

নাম কি? শয়নস্থান কোথায় এবং তোমার

ভাৰ্য্যা কে? এসকল আমার নিকট ব্যক্ত

কর। ১৩—২৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—গালব

মুনির প্রশ্ন শুনিয়া সেই দ্বিজপুত্র তাহাকে

বলিল,—আমি সমস্ত কার্য্য-কারণ জানিয়া

আসিয়া আগামী কল্য আপনার নিকট

প্রকাশ করিয়া বলিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—

গালবকে এই কথা কহিয়া ধৃতব্রতপুত্র

গৃহে গেলেন এবং রাজিযোগে ভোজনান্তে

শয়ন করিয়া গালবের বাক্য শ্রবণপূৰ্ব্বক

চকিতভাবে তাহার সেই শয্যা-সহচরী

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

দ্বন্দ্ব সৰ্বগুণোপেতা বহুক্যপি পতিব্রতা ।
আবয়োঃ সদৃশী প্রীতিধাবজ্জীবঃ প্রবর্ততাম্ ॥
তথাপি কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামি কিমায়ী তং ক বা কুলম্
কিম্বা স্থানং ক বা বহুস্মৈ সৰ্বং নিবেদ্যতাম্ ।

বহুব্রবাচ ।

যুতব্রত ইতি খ্যাতো ব্রাহ্মণো দীক্ষিতঃ শুচিঃ
তস্ত ভাৰ্য্যা মহী চাহং মৎপুত্রো গালবাশ্রমে ॥
উৎসৃষ্টো মতিমান্ বালঃ সনাজ্জাত ইতি ঞ্জতঃ
অহস্ত পূৰ্ণদোষণে ত্যক্তা ধৰ্ম্ম কুলাগতম্ ॥
শ্বৈরিনী দ্বিহ বর্হেহং বিদ্ধি মাং ব্রাহ্মণীং দ্বিজ
ব্রহ্মোবাচ ।

তস্তান্তদ্বচনং ঞ্জত্বা মম্ব বহু ইবাভবৎ ।

পপাত সহসা ভূমো বেজ্ঞা তং বাক্যমব্রবীৎ ॥
বেজ্ঞোবাচ ।

কিম্বা জাতং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ক চ প্রীতির্গতা তব ।

কিং তু বাক্যং ময়া ঞ্জত্বা তব চিত্তবিরোধকং

বেজ্ঞাকে বলিলেন,—তুমি সৰ্বগুণবতী এবং
বেজ্ঞা হইয়াও পতিব্রতা । আমাদের উভ-
য়ের তুল্য প্রীতি আজীবন বর্তমান থাকুক ।
পরন্তু আমি কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিব । তোমার
কি নাম ? কোন্ কুল ? পূৰ্ণ বাসস্থান কোথায় ?
এবং কেই বা তোমার বহু ? এই সকল
আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল । বেজ্ঞা
বলিল,—যুতব্রত নামে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ
ছিলেন, আমি তাঁহার মহীনায়েী ভাৰ্য্যা ।
আমার পুত্র গালবাশ্রমে রক্ষিত । সেই পুত্র
আমার বালক হইলেও মতিমান্ এবং সন-
জ্জাত নামে বিখ্যাত । আমি প্রাক্তন-কৰ্ম্ম-
দোষে কুলগত ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধুনা
শ্বৈরিনী হইয়া কাল কাটাইতেছি । হে দ্বিজ !
আমাকে ব্রাহ্মণী বলিয়াই জানিবে । ব্রহ্মা
বলিলেন,—দ্বিজপুত্র সেই বেজ্ঞার বাণী শ্রবণ
করিয়া যেন মৰ্ম্মবিদ্ধ হইয়া সহসা ভূপতিত
হইলেন । বেজ্ঞা তদদর্শনে বলিল, দ্বিজবর !
একি হইল,—একি হইল, তোমার সেই ভাল-
বাসা কোথায় গেল ! আমি কি তোমার মনঃ-

আস্থানমাশ্রনাশাস্ত ব্রাহ্মণো বাক্যমব্রবীৎ ॥৩৪

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

যুতব্রতঃ পিতা বিপ্রস্তংপুত্রোহহং সনাত্যতঃ ।
মাতা মহী মম ইয়ং মম দৈবাহুপাগতা ॥ ৩৫

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা তস্ত বাক্যং সাপ্যভূদতিদুঃখিতা ।
তয়োস্ত শোচতোঃপশ্যাৎ প্রভাতে বিমলে রবে
গালবঃ শ্বনিশাদূলং গতা বিপ্রো ভবেদয়ং ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

যুতব্রতস্মৃতো ব্রহ্মঃশ্রুয়া পূৰ্ণস্ত পালিতঃ ।
উপনীতশ্রুয়া চৈব মহী মাতা মম প্রভো ॥ ৩৭
কিং করোমি চ কিং কৃত্বা নিষ্কৃতিৰ্মম বৈ ভবেৎ
ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্বিপ্রবচনং ঞ্জত্বা গালবঃ প্রাহ মা শুচঃ ।

তবেদং দ্বিবিধং রূপং নিত্যং পশ্যাম্যপূৰ্ব্ববৎ ॥

পীড়া-কর কোন কথা বলিয়া ফেলিলাম ?

তখন ব্রাহ্মণকুমার আত্মা দ্বারা আত্মাকে
আশ্রিত করিয়া বর্ণিলেন,—বিপ্র যুতব্রত
আমার পিতা ছিলেন ; আমি তাঁহার পুত্র ।
এই তুমি আমারই মাতা মহী । দৈবক্রমে এই-
রূপ সংযোগ ঘটিয়াছে । বারবিলাসিনী মহী
এইকথা শুনিয়া অতীব দুঃখিত হইল । তাহার
উভয়েই তখন পরস্পর শোকপ্রকাশ করিতে
লাগিল । অনন্তর নিশাবসান হইল, বিমল
প্রভাতকাল আসিল । রবি-রশ্মি বিকশিত
হইল । দ্বিজপুত্র তখন শ্বনিবর গালবের
নিকট গিয়া সমস্ত বার্তা নিবেদন করিলেন ।

২৫-৩৪ । ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন ! আমি
যুতব্রতের পুত্র ; পূর্বে আপনি আমাকে পালন
করিয়াছেন এবং আপনারই নিকট আমি
উপনীত হইয়াছিলাম । হে প্রভো ! মহী
আমার মাতা । এখন আমি কি করি ?
কি করিলে, এ হেন দুঃখিত হইতে নিষ্কৃতি
ঘটে ? ব্রহ্মা বলিলেন,—দ্বিজপুত্রের কথা
শুনিয়া গালব তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি
শোক করিও না । আমি নিত্যই তোমার
দ্বিবিধ অপূৰ্ণ রূপ অবলোকন করি, এবং সেই

ততঃ পৃষ্ঠোহসি বৃত্তান্তঃ ক্রতঃ জ্ঞাতঃ যথা যথা
যৎকৃত্যং তব তৎসৰ্বং গঙ্গায়্যাং প্রত্যগাৎক্ষয়ম্
অন্ত তীৰ্থন্ত মহাশ্রাদ্ধাত্মা দেব্যোঃ প্রসাদতঃ ।
পুতোহসি প্রত্যহং বৎস নাত্ৰ কার্য্য বিচারণা ॥
প্রভাতে তব রূপাণি সপাপানি ত্বহনিশম্ ।
পশ্চেহং পুনরপ্যেব রূপং তব গুণোত্তমম্ ॥
আগচ্ছন্তঃ স্বাগোযুক্তং গচ্ছন্তঃ স্বামনাগসম্ ।
পশ্যামি নিত্যং তস্মাৎ পুতো দেব্য

কৃতোহধুনা ॥ ৪৩

উন্মান কার্য্যং তে কিঞ্চিদবশিষ্টং ভবিষ্যতি ।
ইয়ঞ্চ মাতা তে বিপ্র জ্ঞাতা যা চৈব বন্ধকী ॥৪৪
পশ্চাত্তাপং গতাত্যন্তং নিবৃত্তা ত্বং পাতকাৎ ।
ভূতানাং বিষয়ে ত্রীতিবৎস স্নাতাবিকী যতঃ ॥
সৎসঙ্গতো মহাপুণ্যার্নবরুতিদৈবতো ভবেৎ ।
অত্যৰ্থমহুতশ্চেয়ং প্রাগাচরিতপুণ্যতঃ ॥ ৪৬

জন্মই তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলাম। এক্ষণে সমস্তই শুনিলাম এবং
বুঝিলাম। তোমার যে কিছু দ্রুতি সকলই
গঙ্গাস্নানে ক্ষয় পাইয়াছে; এই তীর্থের
মাহাত্ম্যে এবং গোতমীর প্রসাদে—বৎস!
তুমি পুত হইয়াছ, এ বিষয়ে সন্দেহ কিছুই
নাই। আমি প্রত্যহ প্রভাতে তোমার পাপা-
ক্রান্ত রূপ দেখিয়া থাকি। পরে পুনরায়
তোমার এই গুণাঢ্য রূপ আমার প্রত্যক্ষ
হয়। গঙ্গাতীরে যাইবার কালে তোমাকে
সাপরাধ এবং স্নানের পর গমনকালে
তোমাকে নিত্যই নিরপরাধ দেখিয়া থাকি।
অতএব গঙ্গাদেবী কর্তৃক তুমি অধুনা পুত
হইয়াছ। এই জন্ম তোমার কোন কর্তব্যই
অবাশিষ্ট নাই। হে বিপ্র! এই বেষ্ঠাকে
তোমার মাতা বলিয়া বিদিত হইয়াছ; ইনি
অধুনা অত্যন্ত পশ্চাত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া পাপ
হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন। বৎস! প্রাণী-
দিগের যে বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে, সে প্রবৃত্তি
স্নাতাবিকী হয়। পরন্তু যদি কখন বিশেষ
পুণ্যবলে দৈবক্রমে সৎ-সঙ্গ ঘটে, তবে
কখনই তাহা হইতে নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে।

স্নানং কৃত্বা চাত্ত তীৰ্থে ততঃ পুতা ভবিষ্যতি ।
তথা তৌ চক্ৰতুরুভৌ মাতাপুত্রৌ চ নারদ ॥৪৭
স্নানাদ্ভূততুরুভৌ গতপাপাবসংশয়ম্ ।
ততঃ প্রভৃতি তন্তীর্থং ধৌতপাপং প্রচক্ষতে ॥
পাপপ্রণাশনং নাম গালবক্ষেতি বিজ্ঞতম্ ।
মহাপাতকমল্লং বা তথা যচ্চোপপাতকম্ ॥
তৎ সৰ্বং নাশয়েদেতদ্বৌতপাপং সুপুণ্যদম্ ॥
ইতি ত্রীব্রাহ্মে ধৌতপাপমাহাত্ম্যানিরূপণং নাম
দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ।

যত্র দাশরথী রামঃ সীতয়া সহিতো দ্বিজ ।
পিতৃন্ সন্তর্পয়ামাস পিতৃতীর্থং ততো বিদ্বঃ ॥১

তোমার মাতা পুত্র পুণ্যবলে অধুনা একান্ত
অনুতপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে মাত্র এই
তীর্থস্নান করিলেই পুত হইবেন। হে
নারদ! গালবের উপদেশে সেই মাতা-পুত্র
তখন তাহাই করিলেন। তাঁহারা স্নান
করিয়া মাত্র একেবারেই পাপ-মুক্ত হই-
লেন। সেই দিন হইতে এই তীর্থ ধৌত-
পাপ নামে প্রকীর্ণিত হইল এবং ইহা
পাপপ্রণাশন ও গালব নামেও খ্যাতি লাভ
করিল। এই ধৌতপাপ তীর্থ যে কিছু
মহাপাতক ও উপপাতক সমস্তই প্রশমন
করিয়া দেয়। বস্তুতঃ এই তীর্থ একান্তই
পুণ্যপ্রদ। ৩৫—৫০।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—যথায় সীতার সহিত
দাশরথি রাম পিতৃপুরুষদিগকে তর্পণ করিয়া-
ছিলেন, তাহাই পিতৃতীর্থ নামে নির্দিষ্ট।

তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ পিতৃণাং তর্পণং তথা ।
সর্বমক্ষয়তামেতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২
যত্র দাশরথী রামো বিশ্বামিত্রঃ মহামুনিম্ ।
পূজয়ামাস রাজেন্দ্রো মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিতঃ ॥ ৩
বিশ্বামিত্রস্ত তত্তীর্ণয়িষ্যচ্ছুঃ সুপুণ্যদম্ ।
তৎস্বরূপঞ্চ বক্ষ্যামি পঠিতং বেদবাদিতঃ ॥ ৪
অনাবৃষ্টিরভূৎ পূর্ষং প্রজানামতিভীষণা ।
বিশ্বামিত্রো মহাপ্রাজ্ঞঃ সশিষ্যো গোতমীমগাৎ
শিষ্যান্ পুত্রাংশ্চ জায়াঞ্চ কুশান্ দৃষ্ট্বা
ক্ষুধাতুরান্ ।

ব্যথিতঃ কৌশিকঃ স্রীমান শিষ্যানিদমুবাচ হ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

যথা কথং ধৃদ যৎকিঞ্চিদ যত্র কাপি যথা তথা ।

আনীয়ত কিঞ্চিভক্ষ্যং ভোজ্যং বা

মা বিলম্ব্যতাম্ ।

ইদানীমেব গত্ব্যামানেতব্যং ক্ষণেন তু ॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ঋষেস্তদ্বচনাচ্ছিয়াঃ ক্ষুধিতাস্তরয়া যতুঃ ।

তথায় স্নান, দান ও পিতৃতর্পণ সমস্তই
নিঃসন্দেহে অক্ষয় হইয়া থাকে। দশরথ-
সুত রাজেন্দ্র রাম যেখানে তত্ত্বদর্শী মুনিগণ-
পরিবৃত্ত মহামুনি বিশ্বামিত্রকে পূজা করিয়া-
ছিলেন, সেই মহাপুণ্যভূমক তীর্থ বিশ্বামিত্র
তীর্থ নামে নির্দিষ্ট। বেদবাদিগণ সেই তীর্থের
স্বরূপ যেরূপ নিকূপণ করিয়াছেন, আমি
তাহা বলিতেছি। পুরীকালে প্রজা-
গণের ভয়াবহ এক অনাবৃষ্টি হইয়াছিল;
ঐ সময়ে সশিষ্য বিশ্বামিত্র গোতমীতীরে
গমন করেন। স্ত্রী, পুত্র ও শিষ্যবর্গকে
ক্ষুধাতুর ও ক্ষীণাঙ্গ দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে
স্রীমান বিশ্বামিত্র তখন শিষ্যবর্গকে বলি-
লেন,—তোমরা যে কোন স্থান হইতে
যথাকথঞ্চিং যেকোনরূপ ভক্ষ্য ভোজ্য
আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না। এখন
যাও, ক্ষণমধ্যেই লইয়া আইস। ব্রহ্মা
বলিলেন,—ক্ষুধার্ত শিষ্যগণ ঋষির কথায়
সত্বর ভক্ষ্য সংগ্রহার্থ যাত্রা করিলেন।

অটমানা ইতচ্চেতো মৃতং দদৃশিরে শুনম্ ॥ ৮

তমাদায় স্বরাবুক্তা আচাৰ্য্যায় শ্বেবেদয়ন্ ।

সোহপি তং ভদ্রমিত্যুত্থা প্রতিজ্ঞগ্রাহ পাণিনা

বিশসম্ভবং স্বমাংসঞ্চ ক্ষালয়ধ্বঞ্চ বারিণা ।

পচধ্বং মদ্ববচ্চাপি হৃদ্বাগ্নৌ তু যথাবিধি ॥ ১০

দেবানুবীণ পিতৃনত্যাংস্তর্পায়হাতিধীন শুক্লম্ ।

সর্ষে ভোক্ষ্যামহে শেষমিত্যুবাচ স কৌশিকঃ

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা শিষ্যাশ্চক্লুস্তথৈব তৎ ।

পচ্যমানে স্বমাংসে তু দেবদূতোহগ্নিরভ্যাগাৎ ॥

দেবানাং সদনে সর্ষং দেবেভ্যস্তম্ন্যবেদয়ৎ ॥

অগ্নিকবাচ ।

দেবৈঃ স্বমাংসং ভোক্তব্যমাপন্নমুখিকল্পিতম্ ॥ ১৩

ব্রহ্মোবাচ ।

অগ্নেস্তদ্বচনাদিনঃ শ্রোনো ভূত্বা বিহায়সি ।

স্থালীমথাহরৎ পূর্ণাং মাংসেন পিহিতাং তদা ॥

তৎকর্ম্ম দৃষ্ট্বা শিষ্যাশ্চৈ ঋষেঃ শ্রোণং শ্বেবেদয়ন্

হতা স্থালী মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রোণেনারুত্বুদ্ভিনা ॥ ১৫

অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে একটা
মৃত কুকুর দেখিতে পাইলেন। তাঁহার
তাহাই আনিয়া সত্বর আচার্য্যকে নিবেদন
করিলেন। বিশ্বামিত্র তাহাই যথেষ্ট বলিয়া
হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর
শিষ্যদিগকে বলিলেন,—তোমরা ইহার
মাংস কাট, কাটিয়া জল দ্বারা ধৌত কর
এবং সমস্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়া যথা-
বিধি পাক কর। অনন্তর আমরা দেব,
ঋষি, পিতৃ, অতিথি ও শুক্লদিগকে তর্পিত
করিয়া সকলেই অবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ
করিব। বিশ্বামিত্রের কথানুসারে শিষ্যগণ
তাহাই করিলেন। অনন্তর যখন কুকুর-
মাংস পাক হইতে লাগিল, তখন অগ্নি,
দেবদূতরূপে দেবগণের সভায় আসিয়া বলি-
লেন,—অগ্ন দেবগণকে ঋষি-কল্পিত কুকুর-
মাংস ভক্ষণ করিতে হইবে। ১—১৩। অগ্নির
কথা শ্রবণে ইন্দ্র শ্রোণরূপে আকাশ-পথে
গমন করিয়া সেই মাংসপূর্ণ স্থালী তখন
লইয়া আসিলেন। শিষ্যগণ তদর্শনে

ততশ্চকোপ ভগবান্ শঙ্কুকামস্তদা হরিম্ ।
 ততো জ্ঞানী সুরপতিঃ স্থালীং চক্রে মধুপ্ততাম্
 পুনর্নিবেশয়ামাস উক্সেব খগো হরিঃ ।
 মধুনা তু সমামুক্তাঃ বিশ্বামিত্রশ্চকোপ হ ।
 স্থালীং বীক্ষ্য ততঃ কোপাদিদমাহ স কৌশিকঃ
 বিশ্বামিত্র উবাচ ।
 ঋমাংসমেব নো দেহি ত্বং হরামৃতমুস্তমম্ ।
 নো চেষাং তন্মস্যাংকুর্ধ্যামিস্তো ভীতস্তদাত্রবীৎ
 ইন্দ্র উবাচ ।
 মধু হুয়া যথান্ধায়াং পিব পুত্রৈঃ সমবিতঃ ।
 কিমনেন ঋমাংসেন অমেধ্যেন মহামুনে ॥ ১৯
 ত্রকোবাচ ।
 বিশ্বামিত্রোহপি নেত্যাং ভুক্তেনৈকেন কিং
 কলম্ ।
 প্রজাঃ সর্বাশ্চ সীদন্তি কিং তেন মধুনা হরে ॥

ঋষির নিকট গিয়া শ্রেন-বিবরণ নিবেদন
 করিলেন। বলিলেন,—হে মুনিবর! একটা
 অকৃতবুদ্ধি শ্রেন আসিয়া মাংসস্থালী লইয়া
 গিয়াছে; তৎপ্রবণে ভগবান্ বিশ্বামিত্র
 জুহু হইলেন এবং ইন্দ্রকে অভিশাপ দানে
 সক্ষম করিলেন। সুরপতি তাহা জানিতে
 পারিয়া সেই স্থালীকে মধুপূর্ণ করিয়া দিলেন;
 এবং পুনরায় খগরূপে আসিয়া তিনি সেই
 মধুপূর্ণ স্থালী অগ্নির উপর রাখিলেন। বিশ্ব-
 মিত্র সেই মধুপূর্ণ স্থালী দর্শনে কুপিত হই-
 লেন এবং বলিলেন,—ইন্দ্র! তুমি এই
 অমৃত লইয়া যাও, আমার সেই কুকুরমাংসই
 দান কর। অন্তথা তোমায় তন্মস্যাং
 করিব। ইন্দ্র তখন ভীত হইয়া বলিলেন,—
 হে মহামুনে! মধুদ্বারা হোম করিয়া পুত্রগণ-
 সহ যথাবিধি পান করুন; এই অমেধ্য
 কুকুরমাংস দিয়া কি হইবে? বিশ্বামিত্র
 উত্তর করিলেন,—না, এই মধু ভোজন
 করিয়া কি কল হইবে? হে হরে! প্রজা
 সকল ক্ষুধার জ্বালায় অবসন্ন হইতেছে;
 সুতরাং একাকী আমি মধু খাইলে কি

সর্বেষামমৃতং চেৎস্তাক্ষোক্ষ্যেহমমৃতং ওচি ।
 অথবা দেবপিতরো ভোক্ষ্যন্তীদং ঋমাংসকম্ ॥
 পশ্চাদহং তচ্চ মাংসং ভোক্ষ্যে নানৃতমন্তি মে
 ততো ভীতঃ সহস্রাক্ষো মেঘানাহুয় তৎক্ষণাৎ ।
 ববর্ষ চামৃতং বারি হমুতেনার্পিতাঃ প্রজাঃ ।
 পশ্চাত্তদমৃতং পুণ্যং হরিদন্তঃ যথাবিধি ॥ ২০
 তর্পয়িত্বা সুরানাদৌ তর্পয়িত্বা জগন্ময়ম্ ।
 বিপ্রঃ সমুজ্জ্বলান্ শিষ্যোবিশ্বামিত্রঃ স্বভাষ্যমা ॥
 ততঃ প্রভৃতি ততীর্থমাখ্যাতে চাতিপুণ্যদম্ ।
 যত্রাগতঃ সুরপতির্লোকানামমৃতার্ণবম্ ॥ ২৫
 স প্রাতঃ মাংসবজ্জন্তু ততীর্থং পুণ্যদং নৃণাম্ ।
 তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্বকৃত্তুকলপ্রদম্ ॥ ২৬
 ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং বিশ্বামিত্রমিতি শ্রুতম্ ।
 মধুতীর্থমথৈল্লক শ্রোতং পঙ্কজমেব ॥ ২৭
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে বিশ্বামিত্রতীর্থবর্ণনং নাম
 ত্রিণবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

হইবে? সকলেই যদি অমৃতলাভ করে,
 তাহা হইলেই আমি পবিত্র অমৃত ভক্ষণ
 করিতে পারি। আর তাহা যদি না হয়,
 তবে দেব ও পিতৃগণ এই কুকুরমাংস
 ভোজন করিবেন; পরে আমি ঐ মাংস ভক্ষণ
 করিব। ইহাতে আমার কোনই পাপ হইবে
 না। তখন সহস্রাক্ষ ভীত হইয়া অচিরে
 মেঘবৃন্দকে আহ্বান করিলেন। মেঘবৃন্দ
 অমৃত বারি বর্ষণ করিল; তাহাতে প্রজা-
 গণ তর্পিত হইল। অনন্তর বিশ্বামিত্র সেই
 ইন্দ্রপ্রদত্ত অমৃত দ্বারা দেব, পিতৃ ও জগ-
 ন্নয়কে তর্পণ করিয়া স্বী-পুত্র ও শিষ্যবর্গসহ
 তাহা ভক্ষণ করিলেন। তখন হইতে সেই
 তীর্থ অতি পুণ্যপ্রদ বিশ্বামিত্র তীর্থ নামে
 বিখ্যাত হইল। স্বয়ং সুরপতি সেই তীর্থে
 আসিয়া অমৃত বর্ষণ করেন। সেখানে বিশ্ব-
 মিত্র কর্তৃক মাংস ভক্ষণ বর্জিত হয়; সুতরাং
 সে তীর্থ নরগণের পক্ষে নিতান্তই পুণ্য-
 প্রদ। সেখানে স্নান কিম্বা দান করিলে
 সমস্ত যজ্ঞকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ বিখ্যাত

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শ্বেততীর্থমিতি খ্যাতং ত্রৈলোক্যে বিষ্ণুতং শুভম্
তস্ত্র ব্রবণমাত্রেণ সর্বপাঠৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১
শ্বেতো নাম পুরা বিপ্রো গোতমস্ত্র প্রিয়ঃ সখা
আতিথ্যপূজানিরতো গোতমীতীরমাত্রিতঃ ॥ ২
মনসা কৰ্ম্মণা বাচা শিবভক্তিপরায়ণঃ ।
ধ্যায়ন্তং তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং পূজয়ন্তঃ সদাশিবম্ ॥ ৩
পূর্ণায়ুষাং দ্বিজবরং শিবভক্তিপরায়ণম্ ।
নেতুং দূতাঃ সমাজগুর্দক্ষিণাশাপতেস্তদা ॥ ৪
নাশকু বন গৃহং তস্ত্র প্রবেষ্টুমপি নারদ ।
তদা কালে ব্যতিক্রান্তে চিত্রকো মৃত্যুমববীৎ ।
চিত্রক উবাচ ।

কিং নায়াতি ক্ষীণজীবো মৃত্যো শ্বেতঃ
কথাস্মৃতি ।

তীর্থ—বিশ্বামিত্র, মধু, ঐন্দ্র ও শ্বেততীর্থ
নামেও পরিচিত । ১৪—২৭ ।

ত্রিন তিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর ত্রৈলোক্য-
বিখ্যাত শুভ শ্বেততীর্থ। এই তীর্থের
নাম ব্রবণেই সর্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া
যায়। পূর্বে শ্বেত নামে এক ব্রাহ্মণ গোতমের
সখা ছিলেন। গোতমীতীরে তাঁহার আশ্রম
ছিল। তিনি নিয়ত অতিথিসংকারে নিরত
থাকিতেন। মন, কৰ্ম্ম ও বাক্যে শ্বেত
দ্বিজ সর্বদা শিবভক্ত ছিলেন। সতত
সদা-শিবকে ধ্যান ও পূজা করিতে করিতে
সেই দ্বিজবরের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল। তখন
সেই শিবভক্তকে লইয়া যাইবার জন্য যম-
দূতগণ আসিল; কিন্তু হে নারদ! সেই
যমদূতেরা তাঁহার গৃহাভ্যন্তরেই প্রবেশ
করিতে পারিল না। তখন চিত্রক মৃত্যুর
নিকট জিজ্ঞাসিল,—ওহে মৃত্যো! সেই
ক্ষীণজীব শ্বেত ব্রাহ্মণ অত্মাপি আসিল না

নাশ্চাপ্যায়ান্তি দূতান্তে মৃত্যোর্নৈবোচিতং তু তে
ব্রহ্মোবাচ ।

ততশ্চ কুপিতো মৃত্যুঃ প্রায়াঙ্কোত্তমগৃহং স্বয়ম্ ।
বহিঃস্থিতাংস্তদা পশ্চান্ন মৃত্যুর্দূতান্ ভয়ান্বিতান্
প্রোবাচ কিমিদং দূতা মৃত্যুমুচুশ্চ দূতকাঃ ॥ ৭
দূতা উচুঃ ।

শিবেন রক্ষিতং শ্বেতং বয়ং নো বীক্ষিতুং কমাঃ
যেষাং প্রসন্নো গিরিশস্তেযাং কা নাম ভীতয়ঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

পাশপাণিস্তদা মৃত্যুঃ প্রাবিশদ্যত্র স দ্বিজঃ ।
নাসৌ বিপ্রো বিজানাতি মৃত্যুঃ বা যমকিকরান্
শিবং পূজয়তে ভক্ত্যা শ্বেতস্ত্র তু সমীপতঃ ।
মৃত্যুঃ পাশধরং দৃষ্ট্বা দণ্ডী প্রোবাচ বিস্মিতঃ ॥

দণ্ড্যবাচ ।

কিমত্র বীক্ষসে মৃত্যো দণ্ডিনঃ মৃত্যুরববীৎ ॥

কেন? এবং যমদূতেরাও অত্মাপি প্রত্যাগমন
করিল না, ইহারই বা কারণ কি? বস্তুতঃ
তুমি মৃত্যু, তোমার পক্ষে এরূপ অনিয়ম
সম্ভব হইতেছে না। ব্রহ্মা বলিলেন,—
মৃত্যু তখন কুপিত হইয়া নিজেই সেই শ্বেত-
দ্বিজের গৃহে গমন করিলেন। যাইয়া দেখি-
লেন—যম-দূতগণ ভীতিবিহ্বল হইয়া
গৃহ-বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তখন
তিনি দূতগণকে বলিলেন,—এ কি? দূত-
গণ উত্তর করিল—সাক্ষাৎ। শিব শ্বেত
দ্বিজকে রক্ষা করিতেছেন; কাজেই আমরা
তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সক্ষম
হইতেছি না। বস্তুতঃ স্বয়ং গিরিশ যাহা-
দের প্রতি প্রসন্ন, তাহাদের আবার ভয়
কি আছে? ১—৮। ব্রহ্মা বলিলেন, পাশপাণি
মৃত্যু তখন ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিলেন,
কিন্তু কে মৃত্যু, আর কাহারাই বা তাহার
কিকর, এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ কিছুই জানেন না;
তাঁহার তাহাতে ক্রক্ষেপমাত্রও নাই। তিনি
ভক্তিপূর্বক শিবপূজাই করিতে লাগিলেন।
তখন মৃত্যুকে পাশহস্ত দেখিয়া শিবাবুচর
দণ্ডী জিজ্ঞাসা করিল, ওহে মৃত্যো! তুমি

মৃত্যুকাণ্ড ।

শ্বেতং নেতুমিহায়াতন্তস্মাদীক্ষে দ্বিজোত্তমম্ ॥

ব্রহ্মকাণ্ড ।

অং গচ্ছেত্যবদীদগৌ মৃত্যুপাশানপাক্ষিপৎ ।

শ্বেতায় মুনিশাঙ্গল ততো দগৌ চূকোপ হ ॥১৩

শিবদন্তেন দণ্ডেন দগৌ মৃত্যুমতাড়য়ৎ ।

ততঃ পাশধরো মৃত্যুঃ পপাত ধরণীতলে ॥১৪

ততস্তে সত্বরং দূতা হতং মৃত্যুমবেক্ষ্য চ ।

যমায় সৰ্বমবদন বধং মৃত্যোস্ত দণ্ডিনা ॥ ১৫

তৃতশ্চ কুপিতো ধৰ্ম্মো যমো মহিষবাহনঃ ।

চিত্রগুপ্তঃ বহুবলঃ যমদগুঞ্চ রক্ষকম্ ॥ ১৬

মহিষঃ ভূতবেতালানাধিব্যাধীঃস্তথৈব চ ।

অক্ষিরোগান কৃষ্ণিরোগান কৰ্ণশূলং তথৈব চ

জ্বরঞ্চ ত্রিবিধং পাপং নরকাগি পৃথক্ পৃথক্ ।

স্বরস্তামিতি তানুজ্ঞা জগাম স্বরিতো যমঃ ॥১৮

এতৈরন্তৈঃ পুরিষূতো যত্র শ্বেতো দ্বিজোত্তমঃ

তমায়ান্তং যমং দৃষ্ট্বা নন্দী প্রোবাচ সাযধঃ ॥১৯

বিনায়কঃ তথা স্কন্দঃ ভূতনাথস্ত দণ্ডিনম্ ।

এখানে কি দেখিতেছ ? মৃত্যু বলিল, আমি এখানে এখন শ্বেত দ্বিজকে লইতে আসি-
য়াছি; তাই তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি-
তেছি । ব্রহ্মা বলিলেন, দগৌ তখন
মৃত্যুকে বলিল, তুমি এখান হইতে চলিয়া
যাও । মৃত্যু তখন শ্বেতের প্রতি পাশ
নিক্ষেপ করিল । তখন দগৌ কুপিত হইল ।
সে শিবদন্ত দণ্ডদ্বারা মৃত্যুকে প্রহার
করিল । তখন পাশধর মৃত্যু ধরাপৃষ্ঠে
পতিত হইল । দূতগণ মৃত্যুকে নিহত
দেখিয়া সত্বর যমসমীপে গমনপূর্বক দগৌ
কর্তৃক মৃত্যুর বধবার্তা বিজ্ঞাপন করিল ।
তৎশ্রবণে মহিষবাহন যম কুপিত হইলেন ।
তিনি চিত্রগুপ্ত, বহুবলশালী যমদগু, মহিষ,
ভূত, বেহাল, আধি, ব্যাধি, অক্ষিরোগ,
কৃষ্ণিরোগ, কৰ্ণমূল, ত্রিবিধ জ্বর এবং সমস্ত
নরককে ত্বরান্বিত হইতে আদেশ করিয়া
স্বয়ং ত্বরিতগমনে সেই স্থানে প্রস্থান করি-
লেন । যমকে সবল-বাহনে আসিতে দেখিয়া

তত্র তদগুজমভবৎ সৰ্বলোকভয়াবহম্ ॥ ২০

কার্ত্তিকৈঃ স্বয়ং শক্ত্যা বিভেদ যমকিঙ্করান্ ।

দক্ষিণাশাপতিঞ্চাপি নিজঘান বলাঘিতম্ ॥ ২১

হতাবশিষ্ঠা যাম্যাস্তে আদিত্যায় স্তবেদয়ন্ ।

আদিত্যোহপি সুরৈঃ সার্কং শ্রদ্ধা তন্নহদভুতম্
লোকপালৈরনুরতো মমাস্তিকমুপাগমৎ ।

অহং বিষ্ণুশ্চ ভগবানিন্দ্রোহগ্নিবরুণস্তথা ॥ ২৩

চন্দ্রাদিত্যাবশ্বিনো চ লোকপালা মরুদগাণাঃ ।

এতে চান্তে চ বহবো বয়ং যাতা যমাস্তিকম্ ॥

মৃত আস্তে দক্ষিণেশো গঙ্গাতীরে বলাঘিতাঃ ।

নমুদ্রাশ্চ নদা নাগা নানাভূতান্তনেকশঃ ।

তত্রাজগ্মুঃ সুরেশানং দ্রষ্টুং বৈবস্বতং যমম্ ॥২৫

তং দৃষ্ট্বা হতসৈন্তঞ্চ যমং দেবা ভয়াদ্বিতাঃ ॥

কৃতাজলিপুটাঃ শঙ্কুঘৃচ্চ সৰ্ষে পুনঃপুনঃ ॥ ২৬

দেবা উচুঃ ।

ভক্তপ্রিয়ং তে নিত্যং দৃষ্টবন্তু যমেব চ ।

নন্দী,—বিনায়ক, স্কন্দ, ভূতপতি ও দগৌকে
সে কথা জানাইলেন । তখন সেখানে এক
সৰ্বলোক-ভয়ঙ্কর ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ।
কার্ত্তিকের স্বীয় শক্তি দ্বারা যমকিঙ্কর-
দিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন এবং
স্বয়ং যমরাজকেও তিনি সবল বাহনে
আহত করিলেন । তখন হতাবশিষ্ঠ যম-
পক্ষীয়েরা আদিত্যের নিকট সমস্ত ঘটনা
বিবৃত করিল । আদিত্য সেই অদ্ভুত ঘটনা
শ্রবণ করিয়া লোকিপাল ও অন্তান্ত সুরগণ-
সহ আমার নিকট আসিলেন । তখন
আমি, ভগবান্ বিষ্ণু, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ,
চন্দ্র, আদিত্য, মরুদগণ ও অন্তান্ত
লোকপালগণ, আমরা সকলে মিলিয়া যমের
নিকট গমন করিলাম । যাইয়া দেখিলাম,—
বলবান যম গঙ্গাতীরে মৃতাবস্থায় পড়িয়া
আছেন । তখন সেখানে সমুদ্র, নদ, নদী, নগ
ও নানাবিধ ভূতযোনি বৈবস্বত যমকে দেখি-
বার নিমিত্ত আগমন করিল ২—২৫। দেবগণ
যমকে হতবল দেখিয়া ভয়ানক হইলেন এবং
কৃতাজলিকরে পুনঃপুনঃ শঙ্কুকে বলিলেন,—

আদিকর্ভনমভ্যাত্য নীলকণ্ঠ নমোহস্ত তে ।

ব্রহ্মপ্রিয় নমস্তেহস্ত দেবপ্রিয় নমোহস্ত তে ॥২৭

শ্বেতঃ দ্বিজঃ ভক্তমনায়ুধং তে

নেতুং যমাদিঃ সকলোহসমর্থঃ ।

সন্তোষমাশ্রুতাঃ পরমং সমীক্ষ্য

ভক্তপ্রিয়ং হৃদি নাথ সত্যম্ ॥ ২৮

যে হ্যং প্রপন্নাঃ শরণং কৃপালুঃ

নাথঃ কৃতান্তোহপ্যনুবৌদ্ধিতুং তান ।

এবং বিদিত্বা শিব এব সর্বে

ভ্রামেব ভক্ত্যা পরয়া ভজন্তে ॥ ২৯

তমেব জগতাং নাথ কিং ন স্মরসি শঙ্কর ।

হ্যং বিনা কঃ সমর্থোহস্ত বাবহ্যঃ কর্তুমৌষধঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং তু ভবতাং তেষাং পুরস্তাদভবচ্ছিবঃ ।

কিং দদামীতি তানাহ ইদমুচুঃ সুরা অপি ॥৩১

হে আদিকর্ভঃ ! হে নীলকণ্ঠ ! ভক্তজনে অমুরাগ ও তুষ্টদমনের ক্ষমতা নিতাই তোমাতে বিরাজমান। তোমায় আমাদের নমস্কার। হে ব্রহ্মপ্রিয় ! তোমায় নমস্কার। হে দেবপ্রিয় ! তোমায় আমাদের নমস্কার। শ্বেত দ্বিজ তোমার ভক্ত; তাহার আয়ুক্ষাল নাই; তথাপি সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়াও তাহাকে লইয়া যাইতে সক্ষম নহেন। হে নাথ ! প্রকৃতই তোমাতে ভক্তপ্রিয় বিद्यমান; ইহা দেখিয়া আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম। যাহারা ভবাদৃশ কৃপালু দেবের শরণ গ্রহণ করে, কৃতান্ত তাহাদিগকে দর্শন করিতেও অক্ষম। এইরূপ জানিয়া শিবস্বরূপ তোমাকেই সকলে পরম ভক্তির সহিত আশ্রয় করিয়া থাকে। হে শঙ্কর ! তুমিই জগতের নাথ। ইহা তোমার স্মরণ হইতেছে না কেন? হে ঈশ্বর ! তোমা ব্যতীত কে বল, এই বিশ্বের ব্যবস্থা-বিধানের সমর্থ? ব্রহ্মা বলিলেন, দেবগণ এইরূপ স্থব করিতে লাগিলে, শিব তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, তোমাদিগকে কোন বর প্রদান করিব?

দেবা উচুঃ ।

অয়ং বৈবস্বতো ধর্মো নিয়ন্তা সর্বদেহিনাম্ ।

ধর্মাদধর্মব্যবস্থায়ঃ স্থাপিতো লোকপালকঃ ॥৩২

নায়াং বধমবাপ্নোতি নাপরাধী ন পাপকৃৎ ।

বিনা তেন জগদ্ধাতুর্নৈব কিস্কিন্তবিষ্যতি ॥ ৩৩

তস্মাগ্জীবয় দেবেশ যমং সবলবাহনম্ ।

প্রার্থনা সফলা নাথ মহৎসু ন বৃথা ভবেৎ ॥ ৩৪

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ জীবয়েয়মসংশয়ম্ ।

যমং যদি বচো মেহদ্য অহুমন্ততি দেবতাঃ ।

ততঃ প্রোচুঃ সুরাঃ সর্বে কুর্শ্মো বাক্যং

স্বয়োদিতম্ ।

হরিব্রহ্মাদিসহিতঃ বশে যন্তাখিলঃ জগৎ ॥ ৩৬

সুরগণ কহিলেন,—এই বৈবস্বত যম সর্বদেহীর নিয়ামক। এই লোকপাল ধর্ম ও অধর্ম-ব্যবস্থার নিয়ন্তা স্থাপিত হইয়াছেন। ইনি কোন অপরাধী বা পাপকারী নহেন; সুতরাং ইনি বধার্থ হইতে পারেন না। এই যম ব্যতীত জগদ্বিধাতার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার নহে। হে দেবেশ ! অতএব আপনি সবল-বাহন যমকে জীবিত করুন। হে নাথ ! মহদগুণের নিকট প্রার্থনা করিলে সফলই হইয়া থাকে, কদাচ বিফল হয় না। ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন ভগবান্ শিব কহিলেন,—সুরগণ অত যদি আমার কথায় অহুমোদন করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই যমকে জীবিত করিব। তৎপ্রবণে সুরগণ বলিলেন,—হী নিশ্চয়ই আপনায় বাক্যানুসারে আমরা সকলেই কাৰ্য্য করিব। এই হরি-বিরিকি প্রভৃতি নিখিল জগৎই আপনার বশে অবস্থিত। অনন্তর ভগবান্ ভবানীপতি সমাগত দেবগণকে বলিলেন,—তবে এইরূপ হউক যে, মহাভক্ত ব্যক্তি কদাচ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না। দেবগণ বলিলেন,—না, এরূপ বলিবেন না। কেন না, তাহা হইলে চরাচর সমস্ত লোকই অমর হইয়া যাইবে। হে জগন্নাথ !

ততঃ শ্রোবাচ ভগবানমরান্ সমুপাগতান্ ।
 মন্ত্ৰজ্ঞো ন যুতিং যাতু নেতৃত্বচরমরাঃ পুনঃ ॥
 অমরাঃ স্মৃন্ততো দেব সৰ্বলোকশচরাচরাঃ ।
 অমৰ্ভ্যমৰ্ভ্যভেদোহয়ং ন স্তাদেব জগন্ময় ॥ ৩৮
 পুনরপ্যাহ তান্ শঙ্কুঃ শৃঙ্খল মম ভাষিতম্ ।
 মন্ত্ৰজ্ঞানাং বৈষ্ণবানাং গোতমীমন্ত্ৰসেবতাম্ ॥
 বয়ং তু স্বামিনো নিত্যং ন মৃত্যুঃ স্বাম্যমৰ্হতি ।
 বার্তাপ্যেবাং ন কৰ্ত্তব্য্য যমেন তু কদাচন ॥ ৩৯
 আধিব্যাধ্যাদিভিজাতু কার্যো নাতিভবঃ কচিৎ
 যে শিবঃ শরণঃ যাতান্তে মুক্তান্তংক্ষণাদপি ॥
 • সান্নিগন্ত যমস্তাতো নমস্তাঃ সৰ্ব এব তে ।
 তথৈতুচুঃ সুরগণা দেবদেবঃ শিবং প্রতি ॥ ৪০
 উতশ্চ ভগবান্নাথো নন্দিনং প্রাহ বাহনম্ ॥

শিব উবাচ ।

গোতম্যা উদকেন ত্মতিষিক্ষ মৃতং যমম্ ॥ ৪১

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো যমাদয়ঃ সৰ্বো অভিষিক্তাস্ত নন্দিনা ।
 উখিতাশ্চ সজীবাস্তে দক্ষিণাশাং ততো গতাঃ

তখন আর অমৰ্ভ্য ও মৰ্ত্ত্যে ভেদ
 রহিবে না। শঙ্কু পুনরায় বলিলেন,—
 তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর। মদন্ত্ৰ,
 বিষ্ণুভক্ত ও গোতমীসেবায় নিরত ব্যক্তি-
 বর্গের উপর নিয়ত আমাদেরই প্রভুত্ব
 রহিবে। যম উদাদের উপর কদাচ কৰ্ত্তব্য
 করিতে পারিবে না। এমন কি, উদাদের
 কথাও মুখে আনিতে পারিবে না এবং
 আধি, ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা উদাদিগের কদাচ
 কোনরূপ ক্লেশ উৎপাদন করিতেও যম সক্ষম
 হইবে না। যাহারা শিবের শরণাপন্ন হইবে,
 তাহাদের মুক্তি অবিলম্বে ঘটিবে। অতএব
 সান্নিচর যমের সৰ্বদাই তাহারা নমস্তা ।
 সুরগণ দেবদেব শিবের প্রতি বলিলেন,—
 ‘তথাহ’। তখন ভগবান্ শঙ্কু নন্দীকে বলি-
 লেন,—তুমি গোতমী নদীর জল দ্বারা মৃত
 যমকে অভিষিক্ত কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—
 অনন্তর যম প্রভৃতি সকলেই নন্দী কর্ত্তক
 অভিষিক্ত হইয়া উখিত ও সজীবিত হইল

উত্তরে গোতমীতীরে বিষ্ণাদ্যাঃ সৰ্বদেবতাঃ ।
 স্থিতা আসন্ পূজয়ন্তো দেবদেবঃ মহেশ্বরম্ ॥
 তত্রাসন্নযুতান্তষ্ট সহস্রাণি চতুর্দশ ।
 তথা যষ্টচ সহস্রাণি পুনঃ যষ্টচ তথৈব চ ॥ ৪৭
 যত্নদক্ষিণে তথা তীরে তীর্থানামযুতত্রয়ম্ ।
 পুণ্যমাধ্যানমেতন্ধি শ্বেততীর্থস্ত নারদ ॥ ৪৮
 যত্রাসৌ পতিতো মৃত্যুমৃত্যুতীর্থং তত্চ্যতে ।
 তস্মৈ শ্রবণমাত্রেণ সহস্রং জীযতে সমাঃ ॥ ৪৯
 তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 শ্রবণং পঠনং চাপি স্মরণঞ্চ মলক্ষয়ম্ ।
 করোতি সৰ্বলোকানাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥

ইতি জীত্রাক্ষে তীর্থবর্ণনং নাম চতু-
 র্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

এবং দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিল। গোতমী
 নদীর উত্তর তীরে থাকিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি
 সমস্ত দেবতারা দেবদেব মহেশ্বরকে পূজা
 করিলেন। তথায় আট অযুত চতুর্দশ সহস্র
 তীর্থ এবং উহার দক্ষিণতীরে যষ্ট সহস্র তিন
 অযুত তীর্থ বিরাজিত হইল হে নারদ!
 ইহাই শ্বেতকতীর্থের পুণ্যাখ্যান। এইখানেই
 মৃত্যুর পতন হয়; সেইজন্য উহা মৃত্যুতীর্থ
 নামে অভিহিত। এই তীর্থ-বিবরণ শ্রবণমাত্রে
 সহস্র বৎসর পরমায়ু হয় এবং তথায় স্নান-
 দানে সৰ্বপাপ নষ্ট হয়। ঐ সকল ভুক্তি-
 মুক্তিপ্রদায়ক তীর্থের বিবরণ শ্রবণ, পঠন
 ও স্মরণে সকলেরই পাপ ক্ষয় হইয়া
 থাকে। ২৬—৫০।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯৪ ।

পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শুক্ৰতীৰ্থমিতি খ্যাতং সৰ্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্ ।
সৰ্বপাপপ্রশমনং সৰ্বব্যাদি-বিনাশনম্ ॥ ১ ॥
অঙ্গিরাশ্চ ভৃগুশ্চৈব ঋষী পরমধাৰ্ম্মিকৌ ।
তয়োঃ পুত্রৌ মহাপ্রাজ্ঞৌ রূপবুদ্ধিবিলাসিনৌ ॥
জীবঃ কবিরিতি খ্যাতৌ মাতাপিত্রোর্বশে রতৌ
উপনীতৌ স্মৃতৌ দৃষ্টৌ পিতরাণ্ডচতুর্বিধঃ ॥ ৩ ॥
ঋষী উচুতুঃ ।

আবদ্যোরেক এবাং শাস্তা নিত্যঞ্চ পুত্রয়োঃ ।
তস্মাদেকঃ শাসিতা স্তাতিষ্ঠৈবেকো যথাসুখম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা ততঃ শীঘ্রমঙ্গিরাঃ প্রাহ ভার্গবম্ ।
অধ্যাপয়িষ্যে সদৃশং সুখং তিষ্ঠতু ভার্গবঃ ॥ ৫ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা চাঙ্গিরসো বাক্যং ভৃগুলোল্লসহঃ ।
তথৈতি মত্যাঙ্গিরসে শুক্ৰং তস্মৈ স্তবেদয়ৎ ॥

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত শুক্ৰতীৰ্থ মানু-
ষের পক্ষে সৰ্বসিদ্ধিজনক, সৰ্বপাপপ্রশমন
ও সৰ্বব্যাদি-বিনাশন । অঙ্গিরা ও ভৃগু নামে
দুই জন পরম ধাৰ্ম্মিক ঋষি ছিলেন । তাঁহা-
দের রূপ ও বুদ্ধিসম্পন্ন দুইটা মহাপ্রাজ্ঞ পুত্র
উৎপন্ন হয় । তাঁহাদের এক জনের নাম,
জীব ও অপরের নাম কবি । উক্ত উভয়
পুত্রই মাতা-পিতার নিষ্ঠা বশীভূত ছিলেন ।
অনন্তর পুত্রদ্বয় উপনীত হইলে, তাহাদিগকে
দেখিয়া পিতৃগণ পরস্পর পরস্পরকে বলি-
লেন,—আমাদের উভয়ের মধ্যে একজন
নিয়তই পুত্রদ্বয়ের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হই;
একজন নিকটেগে অবস্থান করি । ব্রহ্মা
বলিলেন,—তৎপ্রবণে অঙ্গিরা ব্যস্ত হইয়া
ভার্গবকে বলিলেন,—আমি পুত্রদ্বয়কে অধ্যা-
পনা করাই, ভার্গব সুখে অবস্থান করুন ।
ভৃগুর অঙ্গিরার এই কথা শুনিয়া তাহাই
সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন এবং শুক্ৰের
শিকার ভার তাঁহার হস্তে স্থগত করিলেন ।

উভাবপি স্মৃতৌ নিত্যমধ্যাপয়তি বৈ পৃথক্ ।
বৈষম্যবুদ্ধ্যৌ তৌ বালৌ চিরাচ্ছ্রুত্বোহববীক্ষিত
শুক্ৰ উবাচ ।

বৈষম্যেণ শুরো মাং ভুমধ্যাপয়সি নিত্যশঃ ।
শুক্রাণং নেদমুচিতং বৈষম্যং পুত্রশিষ্যয়োঃ ॥ ৮ ॥
বৈষম্যেণ চ বর্ত্তন্তে যুতাঃ শিষ্যেবু দেশিকাঃ ।
নৈষা বিষমবুদ্ধীনাং সংখ্যা পাপস্ত বিদ্যাতে ॥ ৯ ॥
আচার্য্য সম্যগুজাতোহসি নমস্তেহং পুনঃপুনঃ
গচ্ছ্যং শুক্ৰমন্তং বৈ মামনুজাতুমহসি ॥ ১০ ॥
গচ্ছ্যং পিতরং ব্রহ্মন্ যদ্যসৌ বিষমো ভবেৎ
ততো বাস্তত্র গচ্ছামি শ্বামিন পৃষ্টোহসি গম্যতে
ব্রহ্মোবাচ ।

শুক্ৰং বৃহস্পতিং পৃষ্টৌ অনুজাতবৃগাস্ততঃ ।
অবাপ্তবিদ্যাং পিতরং গচ্ছ্যং চেত্যচিন্তয়ৎ ॥
তস্মাৎ কমনুপ্চ্ছ্যমুৎকৃষ্টঃ কো শুক্ৰভবেৎ ।

তখন অঙ্গিরা উভয় বালককে নিত্য অধ্যয়ন
করাইতে লাগিলেন । তাঁহার এই অধ্যা-
পনাকার্য্য সমদর্শিতার সহিত হইতে লাগিল
না । বালক শুক্ৰ তাহা বুঝিতে পারিয়া
বলিলেন,—হে শুরো! আপনি প্রত্যহ
বৈষম্যক্রমে আমায় অধ্যয়ন করাইতেছেন,
বস্ত্ততঃ পুত্রে এবং শিষ্যে শুক্ৰগণের একপ
বৈষম্য সমুচিত নহে । যে সকল যুত উপ-
দেষ্টা, তাহারাই শিষ্যসমূহে বৈষম্য ব্যবহার
করে । বিষমবুদ্ধি উপদেশকদিগের যে কত
পাপ হয়, তাহার সংখ্যা নাই । হে আচার্য্য!
আপনি সকলই সম্যক বুঝিয়াছেন, আপনাকে
পুনঃপুনঃ নমস্কার করি; আপনি আদেশ
করুন, আমি অন্ত কোন শুক্ৰর নিকট যাই ।
হে ব্রহ্মন্! আমি এখন পিতার নিকট
যাইব । তিনিও যদি বিষম বুদ্ধি আশ্রয়
করেন, তাহা হইলে, আমি অন্ত্র কোথাও
যাইব । হে শ্বামিন! আপনাকে জানাইলাম;
এখন আমি চলিলাম । ১—১১ । ব্রহ্মা
বলিলেন,—অনন্তর শুক্ৰ বৃহস্পতির আশ্রয়
লইয়া শুক্ৰ প্রস্থান করিলেন; তাহা—
আমি কৃতবিশ্ত হইলাম পিতার নিকট

ইতি অন্নমহাপ্রাজ্ঞমপূজ্যদেবগৌতমম্ ॥ ১৫

শুক্র উবাচ ।

কো গুরুঃ স্তানুনিশ্চেষ্ট মম ব্রাহ্মি গুরুভবেৎ ।

জগন্মহাপ্রাজ্ঞাং যো গুরুস্তঃ ব্রজাম্যহম্

ব্রহ্মোবাচ ।

স প্রাহ জগতামীশং শব্দুঃ দেবঃ জগদ্গুরুম্

কারাধায়ামি গিরিশমিত্যুক্তঃ প্রাঃ গৌতমঃ ॥

গৌতম উবাচ ।

গৌতম্যাস্তু শুচিভূত্বা স্তোত্রৈস্তোষয় শঙ্করম্ ।

ততঃ স্তোত্রো জগন্নাথঃ স তে বিদ্যাং প্রদাস্ততি

ব্রহ্মোবাচ ।

গৌতমস্ত তু তদাক্যাং প্রাপ্যাপগ্জাং স ভার্গবঃ

স্বাস্থ্যং ত্বাং শুচিঃ সম্যক্শ্রুতিং চক্রে স বালকঃ

শুক্র উবাচ ।

বালোহং বালবুদ্ধিশ্চ বালচন্দ্রধর প্রভো ।

উপস্থিত হইব। অতএব কে আমার গুরু হইবেন? এ কথা আমি কাহার নিকট জিজ্ঞাসা করি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি মহাপ্রাজ্ঞ বৃদ্ধ গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কে আমার গুরু হইবেন? তাহা আপনি বলিয়া দিন। এই ত্রিলোকমধ্যে আপনার নির্দেশক্রমে যিনি আমার গুরু হইবেন, আমি তাঁহার নিকটই যাইব। ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌতম জগদ্গুরু জগদীশ শব্দকে তাঁহার গুরু বলিয়া নির্দেশ করিলেন। শুক্র বলিলেন,—কোথায় গিয়া গিরিশকে আরাধনা করিব? গৌতম বলিলেন,—গৌতমীতীরে যাও, সেখানে গিয়া শুচি হইয়া শুচি হইয়া স্তব পাঠে শঙ্করকে তুষ্ট কর। সেই জগন্নাথ তুষ্ট হইয়া তোমায় বিদ্যা দান করিবেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভার্গব গৌতমের আদেশক্রমে গৌতমী গঙ্গায় গমন করিলেন এবং তথায় স্নানপূর্বক শুচি হইয়া যথাবিধি শঙ্করের স্তব করিতে লাগিলেন। শুক্র বলিলেন,—হে বালচন্দ্রধর! প্রভো, শঙ্কর!

নাহং জানামি তে কিঞ্চিৎ ভূতিং কর্তুঃ

নমোহস্ত তে ॥ ১৮

পরিত্যক্তস্ত গুরুণা ন মমাস্তি সুহৃৎ সখা ।

ত্বং প্রভুঃ সর্বভাবেণ জগন্নাথ নমোহস্ত তে ॥

গুরুকৃত্যং দেব মহতাং চ মহানসি ।

অহমল্পতরো বালো জগন্ময় নমোহস্ত তে ॥ ২০

বিদ্যার্থঃ হি সুরেশান নাহং বেদ্বি ভবগতিম্

মাং ত্বঞ্চ কৃপয়া পশু লোকসাক্ষিনমোহস্ত তে

ব্রহ্মোবাচ ।

এবম্ভুতবতস্তত্ত্ব প্রসন্নোহভূৎ সুরেশ্বরঃ ॥ ২২

শিব উবাচ ।

কামং বরয় ভদ্রং তে যচ্চাপি সুরদুর্লভম্ ॥ ২৩

ব্রহ্মোবাচ ।

কবিরপ্যাহ দেবেশং কৃতাজ্জলিকদারধীঃ ॥ ২৪

শুক্র উবাচ ।

ব্রহ্মাদিভিশ্চ ঋষিভির্থা বিদ্যা নৈব গোচরা ।

তাং বিদ্যাং নাথ যাচিষ্যে ত্বং গুরুশ্রম দৈবতম্

আমি বালক, বুদ্ধিও আমারও বালজনোচিত। আমি আপনার ভূতিগীতি কিছুই জানি না। তোমায় আমার নমস্কার। গুরু আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার আর সুহৃৎসখা কেহই নাই; এখন তুমিই আমার সর্বথা প্রভু; তোমায় আমার নমস্কার। তুমি গুরুমানদিগের গুরু এবং মহৎদিগেরও মহীয়ান। আমি ক্ষুদ্র বালক, হে জগন্ময়! তোমায় আমার নমস্কার। হে সুরেশ! আমি বিজ্ঞাপ্রার্থী, আপনার তত্ত্ব আমি কিছুই জানি না। আপনি কৃপা করিয়া আমায় অবলোকন করুন। হে লোকসাক্ষিন! তোমায় আমার নমস্কার। ১২—২১। ব্রহ্মা লেন,—শুক্র এইরূপ স্তব করিলে, মহেশ্বর প্রসন্ন হইলেন। শিব বলিলেন,—যাহা সুরগণেরও দুর্লভ, এমন বরও তুমি যথেষ্ট প্রার্থনা করিতে পার। ব্রহ্মা বলিলেন,—উদারবুদ্ধি কবি তখন কৃতাজ্জলি হইয়া কহিলেন,—ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং সমস্ত ঋষিগণও যে বিদ্যা জানেন না, হে নাথ! আমি সেই

ব্রহ্মোবাচ ।

মৃতসঞ্জীবিনীং বিদ্যামজ্ঞাতাং ত্রিদশৈরপি ।
তাং দত্তবান্ সুরশ্রেষ্ঠস্তস্মৈ শুক্রায় যাচতে ॥
ইতরা লৌকিকী বিদ্যা বৈদিকী চাত্তগোচরা ।
কিং পুনঃ শঙ্করে তুষ্টে বিচার্যমবশিষ্যতে ॥ ২৭ ॥
স তু লক্ষ্যমহাবিদ্যাং প্রাপ্যাপিতরং শুক্রম্
দৈত্যানাঞ্চ গুরুশাসৌদ্ভিদিয়া পূজিতঃ কবিঃ ।
ততঃ কদাচিত্তাং বিদ্যাং কস্মিন্শ্চ কারণাস্তরে
কচো বৃহস্পতিস্থতো বিদ্যাং প্রাপ্তঃ কবেষ
তাম্ ২৮
কচাদবৃহস্পতিশ্চাপি ততো দেবাঃ পৃথক্ পৃথক্
অবাপূৰ্ণহতীং বিদ্যাং যামাহমৃতজীবিনীম্ ॥ ৩০ ॥
যত্র সা কবিনা প্রাপ্তা বিদ্যা পূজ্য মহেশ্বরম্ ।
গৌতম্যা উত্তরে পারে শুক্রতীর্থং তদুচ্যতে ॥
মৃতসঞ্জীবিনীতীর্থমাযুরারোগ্যবর্দ্ধনম্ ।
জ্ঞানং দানং চ যৎকিঞ্চিৎ সৰ্ব্বমক্ষয়পুণ্যদম্ ॥ ৩২ ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মৃতসঞ্জীবিনীতীর্থমাহাশ্রম্য নাম
পঞ্চনবতীতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

বিদ্যা প্রার্থনা করি। আপনিই আমার
পরম গুরু। ব্রহ্মা বলিলেন,—মৃতসঞ্জীবিনী
বিদ্যা বিবুধগণেরও অপরিজ্ঞাত ছিল।
সুরশ্রেষ্ঠ শঙ্কর এই বিদ্যাই শুক্রকে দান
করিলেন। এতদ্বির অস্ত্র যে সকল লৌকিক
ও বৈদিক বিদ্যা, তৎসমস্ত অস্ত্রাশ্র জনের
জ্ঞানগোচর। বস্তুতঃ শঙ্কর তুষ্ট হইলে,
বর প্রদানে আর কিছুই খাদ্যবিচার থাকে
না। শুক্র শঙ্কর নিকট হইতে সেই মহা-
বিদ্যা লাভ করিয়া স্বীয় পিতার নিকট প্রস্থান
করিলেন। তিনি সেই বিদ্যার প্রভাবে
দৈত্যগণের পূজনীয় ও গুরু হইলেন। একদা
বৃহস্পতিপুত্র কচ কোন কারণবশতঃ কবির
নিকট হইতে সেই বিদ্যা প্রাপ্ত হই-
লেন। অনন্তর কচ হইতে বৃহস্পতি এবং
বৃহস্পতি হইতে ক্রমশঃ সমস্ত দেবগণ সেই
মৃতসঞ্জীবিনী মহাবিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন।
শুক্র যেখানে থাকিয়া মহেশ্বরের আরাধনায়
সেই বিদ্যা লাভ করেন, ঐ স্থান গৌতমীর

বঙ্গবতীতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইন্দ্রতীর্থমিতি খ্যাতিং ব্রহ্মহত্যা-বিনাশনম্ ॥ ১ ॥
অরণাদপি পার্শ্বক্রেশসজ্জবিনাশনম্ ।
পুরা বৃহবধে বৃষ্টে ব্রহ্মহত্যা তু নারদ ।
শচীপতিং চাত্তগতা তং দৃষ্ট্বা ভীতবন্ধরিঃ ॥ ২ ॥
ইন্দ্রস্ততো বৃহহস্তা ইতশ্চেতশ্চ ধাবতি ।
যত্র যত্র হ্রসৌ যতি ইত্যা সাপীল্লগামিনী ॥ ৩ ॥
স মহৎসর আবিষ্ট পদ্মনালমুপাগমৎ ।
তত্রাসৌ তন্তবদ্ভয়া বাসক্রে শচীপতিঃ ॥ ৪ ॥
সরস্তীরেহপি ইত্যাসৌদ্বিধ্যঃ বর্ষসহস্রকম্ ।
এতস্মিন্নস্তরে দেবা নিরিল্লা হতবন্মুনে ॥ ৫ ॥

উত্তর তীর। উহা শুক্রতীর্থ নামে অভিহিত।
উহার অপর নাম মৃতসঞ্জীবিনীতীর্থ। এই
তীর্থ আয়ু এবং আরোগ্যবর্দ্ধক। এখানে
জ্ঞান দান যাহা কিছু করা যায়, তৎসমস্তই
অক্ষয় পুণ্যপ্রদ হয়। ২২—৩২ ।

পঞ্চনবতীতম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫

বঙ্গবতীতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ব্রহ্মহত্যা-বিনাশন
বিখ্যাত ইন্দ্রতীর্থের অরণ করিলেও অশেষ
পাপ ও অশেষ ক্রেশ বিনষ্ট হয়। হে নারদ !
পুরাকালে ইন্দ্র কড়ক বৃত্র নিহত হইবার পর
ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রের অমুসরণ করিতে লাগিল।
ইন্দ্র তদদর্শনে ভীত হইলেন। ইন্দ্র যেথা-
নেই গমন করুন, ব্রহ্মহত্যা তাঁহার অমুসরণ
করিয়া সেই সেই স্থানেই গিয়া উপস্থিত
হইতে লাগিল। তখন তিনি এক মহাসরে-
বরে প্রবেশ করিয়া একটা পদ্মনালের অভ্য-
ন্তরে গমন করিলেন। শচীপতি সেখানে
মৃগাল-তন্তুর আকারে বাস করিতে লাগি-
লেন। সেই ব্রহ্মহত্যাও সেই সরোবর-
তীরে দিয়া সহস্র বৎসর পর্যন্ত ইন্দ্রের
প্রতীক্ষায় রহিল। হে মুনে! এই সময়

মন্ত্রয়ামাসুরব্যগ্রাঃ কথমিস্রো ভবেদিতি ।
 তত্রাহমবদং দেবান্ হত্যাংহানং প্রকল্প্য চ । ৬
 ইন্দ্রস্ত পাবনার্থায় গোতম্যামভিষিচ্যতাম্ ।
 যত্রাভিষিক্তঃ পুত্রাত্মা পুনরিস্রো ভবিষ্যতি ॥ ৭
 তথা তে নিশ্চয়ং কৃৎস্না গোতমীং শীঘ্রমাগমন্ ।
 তত্র স্নাতং সুরপতিং দেবাশ্চ ঋষয়স্তথা ॥ ৮
 অভিষেকুকামান্তে সর্ষে শচীকান্তঞ্চ তস্থিরে ।
 অভিষিচ্যমানমিস্রং তং প্রকোপাদগোতমো-
 হব্রবীৎ ॥ ৯

গোতম উবাচ ।

অভিষেক্যন্তি পাপিষ্ঠঃ মহেন্দ্রঃ গুরুতল্লগম্ ।
 তান্ সর্ষান্ ভস্মসাৎকুর্যাৎ শীঘ্রঃ যাস্তসুরারয়ঃ
 ব্রহ্মোবাচ ।

তদূষেবচনং শ্রুত্বা পরিত্র্যক্ত্য চ গোতমীম্ ।
 নর্ষদামগমন্ সর্ষ ইন্দ্রমাদায় সহস্রাঃ ॥ ১১
 উত্তরে নর্ষদাতারে অভিষেকায় তস্থিরে ।
 অভিষেক্যমাণমিস্রং তং মাণ্ডব্যো ভগবানৃষিঃ

দেবগণ ইন্দ্রবিহীন হইলেন এবং ইন্দ্রকে
 অনিবার্য জন্ত ধীরভাবে মঞ্চণা করিতে
 লাগিলেন । ঐ সময় আমি হত্যাংহান নিরূ-
 পণ করিয়া দেবগণকে বলিলাম,—ইন্দ্রের
 পরিজ্ঞতার জন্ত তাঁহাকে গোতমীজলে অভি-
 ষিক্ত করুন । তিনি সে জলে অভিষিক্ত
 হইলে, পুনরায় পবিত্রাত্মা ইন্দ্র হইতে পারি-
 বেন । দেবগণ তাহাই নিশ্চয় করিয়া সহস্র
 গোতমীতে গমন করিলেন । তখন সুরপতি
 গোতমীজলে স্নান করিলে দেব ও ঋষিগণ
 তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত হইলেন ।
 গোতম ইন্দ্রকে অভিষিক্ত হইতে দেখিয়া
 সক্রোধে বলিলেন,—কি, তোমরা গুরুতল্ল-
 গামী মহেন্দ্রকে অভিষেক করিবে? তাহা
 কিছুতেই হইবে না । দেবগণ! তোমরা শীঘ্র
 চলিয়া যাও; নতুবা অচিরে সকলকে
 ভস্মীভূত করিব । ব্রহ্মা বলিলেন,—ঋষির
 ঐ কথা শ্রবণে সুরগণ সহস্র গোতমী
 পরিভ্রমণপূর্বক ইন্দ্রকে লইয়া নর্ষদায়
 গমন করিলেন এবং নর্ষদায় উত্তর তীরে

অব্রবীভস্মসাৎ কুর্যাৎ যদি স্তাদভিষেচনম্ ।
 পূজয়ামাসুরমরা মাণ্ডব্যঃ যুক্তিভিঃ স্তবৈঃ ॥ ১৩
 দেবা উচুঃ ।

অয়মিস্রঃ সহস্রাক্ষো যস্মিন্ দেশেহভিষিচ্যতে
 তত্রাতিদাকরণং বিদ্বঃ যুনে সমুপজায়তে ॥ ১৪
 তচ্ছান্তঃ কুরু কল্যাণ প্রসাদ বরদো ভব ।
 মলনির্ধাতনং যস্মিন্ কুর্ষন্তস্মিন্ বরান্ বহুন্ ॥
 দেশে দান্তামহে সর্ষে তদব্রজাতুমহিসি ।
 যস্মিন্ দেশে সুরেন্দ্রস্ত অভিষেকো ভবিষ্যতি
 স সর্ষকামদঃ পুংসাং ধাত্তবৃক্ষকলৈর্যুতঃ ।
 নানারুষ্টির্ন হৃতিঞ্চ ভবেদত্র কদাচন ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ ।

মেনে ততো মুনিস্থেষ্টো মাণ্ডব্যো লোকপূজিতঃ
 অভিষেকঃ কৃতস্তত্র মলনির্ধাতনং তথা । ১৮
 দেবৈস্তদোকো মূনিভিঃ স দেশো মালবস্ততঃ ।

ইন্দ্রকে অভিষেক করিতে উদ্যত হইলেন ।
 তদর্শনে ভগবান্ মাণ্ডব্য ঋষি বলিলেন,—
 যদি এখানে ইন্দ্রের অভিষেক কর, তাহা
 হইলে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিব । তখন
 মাণ্ডব্য ঋষিকে স্তি-বাক্যে পূজা করিয়া
 অমরগণ বলিলেন,—এই সহস্রাক্ষ ইন্দ্র যে
 দেশে অভিষিক্ত হইবেন, হে যুনে! তথায়
 দাকরণ বিদ্ব উপস্থিত হইবে । আপনি সেই
 বিদ্ব-শাস্তি করুন । হে কল্যাণ! প্রসন্ন ও
 বরদ হউন । যে দেশে ইন্দ্রের পাপ-
 প্রক্ষালন করা যাইবে, সেই দেশের প্রতি
 আমরা বহু বর প্রদান করিব । অতএব
 আপনি অনুমতি করুন, কোথায় ইন্দ্রের
 অভিষেক হইবে? এ কার্য যে দেশে
 হইবে, আমরা বলিতেছি; সে স্থান নর-
 গণের সর্ষকামপ্রদ ও প্রচুর শস্তকলে
 পরিপূর্ণ হইবে । সেখানে অনারুষ্টি বা
 হৃতিক কদাচ হইবে না । ১—১৭ । ব্রহ্মা বলি-
 লেন—লোক-পূজ্য মুনিস্থেষ্ট মাণ্ডব্য দেব-
 গণের কথায় সম্মত হইলেন । তথায় ইন্দ্রের
 অভিষেক ও মলক্ষালন হইল । তখন হইতে
 দেবগণ ও মুনীগণ সেই দেশকে মালব

অভিষিক্তে সুরপতো জাতে চ বিমলে তদা ॥
 আনীয় গোতমীং গঙ্গাং তং পুণ্যাব্যভিষেকৈরে
 সুরাশ্চ ঋষয়শ্চৈব অহং বিষ্ণুস্তথৈব চ ॥ ২০
 বসিষ্টো গোতমশ্চাপি অগস্ত্যোহত্রিচ কণ্ডপঃ
 এতে চাত্তে চ ঋষয়ো দেবা যক্ষাঃ সপন্নগাঃ ॥
 স্নানং তৎপুণ্যতোয়েন অকুর্ষন্নভিষেচনম্ ।
 ময়া পুনঃ শচীভর্তা কমণ্ডলুভবেন চ ॥ ২৫
 বারিণাপ্যভিষিক্তশ্চ তত্র পুণ্যাতবন্নদী ।
 সিক্তা চেতি চ তত্রাসীন্তে গঙ্গায়াঞ্চ সঙ্গতে ॥
 সঙ্গমৌ তত্র বিখ্যাতৌ সর্বদা মুনিসেবিতৌ ।
 ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং পুণ্যাসঙ্গমমুচ্যতে ॥ ২৪
 সিক্তায়াঃ সঙ্গমে পুণ্যমৈল্লং তদভিধীয়তে ।
 তত্র সপ্ত সহস্রাণি তীর্থান্ভাসন্ শুভানি চ ॥ ২৫
 তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ বিশেষেণ তু সঙ্গমে ।
 সর্বং তদক্ষয়ং বিজ্ঞান্নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ২৬

নামে অভিহিত করিলেন। সুরপতির অভি-
 ষেক হইলে তিনি নিম্নলি হইলেন। তখন
 তাঁহাকে গোতমীগঙ্গায় আনিয়া আরও
 পবিত্র করিবার জন্ত অভিষেক করিলেন।
 ঐ সময় আমি, সুরগণ, ঋষিগণ, বিষ্ণু,
 বসিষ্ট, গোতম, অগস্ত্য, অত্রি, কণ্ডপ এবং
 অস্তান্ত দেব, ঋষি, যক্ষ ও পন্নগগণ আমার
 সকলে, সেই গোতমীর পুণ্য জলে ইল্লকে
 স্নান ও অভিষেক করাইলাম। আমি
 আবার আমার কমণ্ডলুজল দ্বারা শচী-
 পতিকে অভিষিক্ত করিয়া দিলাম। তখন
 আমার সেই কমণ্ডলুর জলে সিক্তা নামে
 একটি পুণ্য নদী প্রাচুর্ভূত হইল। সেই নদী
 শেষে গোতমী গঙ্গায় সঙ্গত হইল। তথাকার
 সেই বিখ্যাত নদীসঙ্গম সর্বদা মুনিজন
 কর্তৃক সেবিত হইতে লাগিল। সেই দিন
 হইতে ঐ তীর্থ পুণ্যাসঙ্গম নামে অভিহিত
 হইল। সিক্তা নদীর সঙ্গমে পবিত্র ইল্ল
 তীর্থ নিরূপিত হইয়াছে। তথায় সপ্ত সহস্র
 শুভ তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই
 সকল তীর্থে বিশেষতঃ তত্রত্য সঙ্গমে
 স্নান দান যে কিছু কর্তব্য সমস্তই অক্ষয়

যদেতৎ পুণ্যমাখ্যানং যঃ পঠেচ্চ শৃণোতি বা ।
 সর্বপাপৈঃ স মুচ্যেত মনোবাক্কায়কর্ম্মজঃ ॥ ২৭
 ইতি শ্রীরাঙ্গে ইল্লতীর্থাদিসপ্তসহস্রতীর্থবর্ণনঃ
 নাম ষষ্ণবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তনবতিতমোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পোলস্ত্যঃ তীর্থমাখ্যাতঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ।
 প্রভাবঃ তস্য বক্ষ্যামি ভ্রষ্টরাজ্যপ্রদায়কম্ ॥ ১
 উত্তরাশাপতিঃ পূর্ষমুদ্বিসিদ্ধিসমধিতঃ ।
 পুরা লঙ্কাপতিশ্চাসৌজ্যোষ্ঠৌ বিশ্ববসঃ সূতঃ ॥ ২
 তৈশ্চতে ভ্রাতরশ্চাসন্ বলবন্তোহমিতপ্রভাঃ ।
 সাপত্ন্য রাবণশ্চৈব কুন্তকর্ণৌ বিভীষণঃ ॥ ৩
 তেহপি বিশ্ববসঃ পুত্রা রাক্ষস্যাঃ রাক্ষসাস্ত তে
 মন্দন্তেন বিমানেন ধনদো ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ৪
 মমাস্তিকং ভক্তিযুক্তো নিত্যমেতি তু যাতি চ

হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই। এই পুণ্যাখ্যান
 যে ব্যক্তি শ্রবণ ও পাঠ করে, মন, বাক্য,
 কায় ও কর্ম্মজনিত সর্বপাপ হইতে তাহার
 মুক্তি ঘটে। ১৮—২৭ ।

ষষ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তনবতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত পোলস্ত্য তীর্থ
 নরগণের সর্বসিদ্ধিপ্রদ। এই তীর্থসেবার
 ভ্রষ্ট রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্বে
 উত্তরদিকের অধিপতি কুবের মহাসমৃদ্ধি ও
 সিদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বিশ্ববার জ্যেষ্ঠ
 পুত্র; প্রথম সময়ে লঙ্কায় তাঁহার অধিপত্য
 প্রতিষ্ঠিত হয়। রাবণ, কুন্তকর্ণ ও বিভীষণ
 প্রভৃতি তদীয় বিমাতা রাক্ষসীর গর্ভজাত
 মহাবলশালী ভ্রাতৃদ্বয় ছিল। ধনদ, ভ্রাতৃ-
 গণের সহিত যৎপ্রদত্ত বিমানে আরোহণ
 করিয়া ভক্তিভরে নিত্যই আবার নিকট

রাবণস্ত তু বা মাতা কুপিতা সাত্বত্ৰীং সূতান্
রাবণমাতোবাচ ।

মরিষ্যে ন চ জীবিয়ে পুত্রা বৈরূপ্যাকারণাৎ ।
দেবাশ্চ দানবাশ্চাসন্ সাপত্ত্বা ভাতরো মিথঃ ॥ ৬
অন্তোন্তবধমীপন্তে জয়ৈশ্বৰ্য্যবশান্নগাঃ ।
তন্তবন্তো ন পুরুষা ন শক্তা ন জয়ৈয়িণঃ ।
সাপত্ত্বা যোহন্নমন্তে তন্ত জীবো নিরর্থকঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

তন্মাতৃবচনং শ্রুত্বা ভাতরন্তে ত্রয়ো যুনে ।
জন্মুন্তে তপসেহরণ্যং কৃষ্ণবস্ত্রস্তপো মহৎ ॥ ৮
মন্তো বরানবাপুশ্চ ত্রয় এতে চ রাক্ষসাঃ ।
মাতুলেন মরীচেন তথা মাতামহেন তু ॥ ৯
তন্মাতৃবচনাচ্চাপি ততো লক্ষ্যমাচত ।
রক্ষোভাবানমাতৃদোষাষ্ট্রোবৈরমভূন্নহৎ ॥
ততস্তদভবদ্যুক্ষং দেবদানবয়োরিব ।
যুদ্ধে জিত্বাগ্রজং শাস্তং ধনদং ভাতরং তথা ॥ ১১

আসিতেন । রাবণের মাতা রাক্ষসী ইহাতে
কুপিত হইয়া পুত্রদিগকে বলিল,—আমার
বাঁচিয়া কাজ নাই ; আমি নিশ্চয় মরিব ।
কেন না, দেব ও দানবেরা পরস্পর পর-
স্পরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তাহারা জয় ও
ঐশ্বৰ্য্যর বশীভূত হইয়া পরস্পরের বধ-
বাসনা করে । পরন্তু তোমরা পুরুষ নহ,
তোমাদের জিগীষা বা শক্রিমত্তা কিছুই
নাই । যে ব্যক্তি শত্রুর আনুগত্য করে,
তাহার জীবন নিরর্থক । ব্রহ্মা বলিলেন,—
হে মুনে ! মাতার সেই কথা শুনিয়া ভ্রাতৃত্ব
তখন তপস্কার্য অরণ্যে গমন করিল এবং
তথায় গিয়া মহাতপস্থা করিল । অনন্তর
সেই রাক্ষসত্রয় আমার নিকট হইতে বর
প্রাপ্ত হইল । পরে মাতার কথা অনুসারে
মাতুল, মরীচ ও মাতামহ দ্বারা তাহারা
লক্ষা রাজ্য প্রার্থনা করিল । মাতার দোষে
রাক্ষসভাবে ভ্রাতা ধনপতির সহিত তাহা-
দের বিষম শক্রতা জন্মিল । তখন দেবা-
সুর-যুদ্ধের সময় তাহাদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ
বাধিল । যুদ্ধে অগ্রজ ধনদকে জয় করিয়া

পুষ্পকঞ্চ পুরীং লক্ষাং সৰ্ব্বং চৈব ব্যপাহরণং ।
রাবণো ঘোষয়ামাস ত্রৈলোক্যে সচান্নাচরে ॥
যো দত্তাদাশ্রয়ং ভ্রাতুঃ স চ বধ্যো ভবেন্নম ।
ভ্রাতা নিরন্তো বৈশ্রবণো নৈব প্রাপাশ্রয়ং কচিৎ
পিতামহং পুলস্ত্যং তং গম্বা নত্বাত্রবীষচঃ ॥ ১৩
ধনদ উবাচ ।

ভ্রাতা নিরন্তো দৃষ্টেন কিং করোমি বদন্থ মে ।
আশ্রয়ঃ শরণং যৎ স্তাদৈবং বা তীর্থমেব চ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

তৎপোত্ববচনং শ্রুত্বা পুলস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ ॥
পুলস্ত্য উবাচ ।

গৌতমীং গচ্ছ পুত্র ত্বং স্তহি দেবং মহেশ্বরম্ ।
তত্র নাস্ত প্রবেশঃ স্রাদ্ধাঙ্গায়া জলমধ্যতঃ ॥ ১৬
সিদ্ধিঃ প্রাপ্যাসি কল্যাণীং তথা কুরু ময়া সহ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্কা জগামাসৌ সভার্য্যো ধনদস্তথা ।
পিত্রা মাত্ৰা চ যুদ্ধেন পুলস্ত্যেন ধনেশ্বরঃ ॥ ১৮

তাহারা তাঁহার পুষ্পক বিমান ও লক্ষা-নগরী
অপহরণ করিল । পরে রাবণ ঘোষণা
করিল,—এই চরাচর ত্রৈলোক্যমধ্যে যে
আমার ভ্রাতাকে আশ্রয় দিবে, সে আমার
বধ্য হইবে । ধনদ এইরূপে রাবণ কর্তৃক
বিদূরিত হইয়া কৃত্রাপি আশ্রয় পাইলেন না ।
তখন পিতামহ পুলস্ত্যসমীপে গমনপূর্বক
তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন,—আমার
ওর্ব্বস্ত ভ্রাতা কর্তৃক আমি বিতাড়িত হই-
য়াছি । এক্ষণে কি করি, বলুন ; আমার
যাহা আশ্রয় হইতে পারে, এমন দৈব বা তীর্থ
কি আছে ? ১—১৪ । ব্রহ্মা বলিলেন,—
পোত্বের কথা শুনিয়া পুলস্ত্য বলিলেন,—পুত্র !
তুমি গৌতমী গঙ্গায় যাও ; সেখানে গিয়া
মহেশ্বর দেবকে স্তব কর । সেখানে গঙ্গার
জলাভ্যন্তরে তোমার ভ্রাতার গতি হইতে
পারিবে না । তুমি পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ।
আমার সহিত এক্ষণে এই কার্য্য সম্পাদন
কর । ব্রহ্মা বলিলেন,—ধনেশ্বর সেই কথা
সম্মত হইয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও যুদ্ধ পুলস্ত্যে

গঙ্গা তু গৌতমীঃ গঙ্গাং শুচিঃ স্নাত্বা যতব্রতঃ
তুষ্টাব দেবদেবেশং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শিবম্ ॥১৯
ধনন উবাচ ।

স্বামী স্বমেবাস্ত চরাচরস্ত
বিশ্বস্ত শস্তো ন পরোহস্তি কশ্চিৎ ।
ত্বামপ্যবজ্ঞায় যদিহ মোহাৎ
প্রগল্ভতে কোহপি স শোচ্য এব ॥২০
‘হমষ্টমূর্ত্যা সকলং বিভবি
ত্বদাজ্ঞয়া বর্তত এব সৰ্বম্ ।
তথাপি বেদেতি বুধো ভবন্ত’
ন জাহ্নবিদ্বান্ মহিমা পুরাতনম্ ॥ ২১
মলপ্রস্থতং যদবোচদম্
হাস্তাৎ স্মৃতোহয়ং তব দেব শুরঃ ।
ত্বৎপ্রেক্ষিতাদযঃ স চ বিদ্বরাঞ্জো
জজ্ঞে ত্বহো চেষ্টিতমীশদৃষ্টেঃ ॥ ২২
অশ্রুপ্লুতাস্তা গিরিজা সনীক্ষ্য
বিগুক্তদাম্পত্যামিতীশমুচে ।

মনোভবোহভ্যুদয়নো রতিশ্চ
সৌভাগ্যপূৰ্ব্বমবাপ সোমাৎ ॥ ২৩
ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাদি শব্দতস্তস্মৈ পুরতোহভুল্লিলোচনঃ ।
বরেণ চন্দ্রদ্যামাস হর্ষান্নোবাচ কিকন ॥ ২৪
তুয্যীভূতে তু ধনদে পুলস্ত্যে চ মহেশ্বরে ।
পুনঃপুনঃস্বর্ষতে শিবে বাদিনি হর্ষিতে ॥ ২৫
এতন্মিন্নন্তরে তত্র বাণুবাচাশরীরিণী ।
প্রাপ্তব্যং ধনপালকঃ বদন্তীদং মহেশ্বরম্ ॥ ২৬
পুলস্ত্যস্ত তু যচ্চিন্ত্যং পিতৃবৈশ্বণস্ত তু ।
বিদিত্বৈব তদা বাণী শুভমর্গমুদীরয়ৎ ॥ ২৭
ভূতবদ্ভবিতব্যং স্মাদাস্তমানং তু দত্তবৎ ।
প্রাপ্তব্যং প্রাপ্তবত্তত্র দৈবী বাগভবচ্ছূতা ॥ ২৮
প্রভুতশত্রুঃ পরিভূতদুঃখঃ
সম্পূজ্য সোমেশ্বরমাপ লিঙ্গম্ ।
দিগীধরত্বং ত্রিবিণপ্রভুত্বং
মপারদাহত্বকলত্রপুত্বান ॥ ২৯

সহিত গৌতমী গঙ্গায় গিয়া স্নানান্তে শুচি
ও যতব্রত হইয়া ভুক্তিমুক্তিপ্রদ শিবকে স্তব
করিতে লাগিলেন। কুবের বলিলেন,—
হে শস্তো! তুমি এই চরাচর বিশ্বের প্রভু;
তোমা অপেক্ষা প্রধান কেহই নাই।
তোমাকে অবজ্ঞা করিয়া যদি কোন জন
মোহক্রমে কোন বিষয়ে প্রগল্ভতা প্রকাশ
করে, তবে সে প্রকৃতই শোচনীয় হইয়া
থাকে। তুমি অষ্টমূর্তি দ্বারা সমস্ত ধারণ
করিতেছ। তোমার আরাধ্য সমস্তই নিষ্পন্ন
হয়। বেদাভিষ্ঠ বুধ ব্যক্তিই তোমার এ
তদ্ব বিদিত আছেন; পরন্তু অবিদ্বান্ জন
কখনই তোমার মাহাত্ম্য জানিতে পারে না।
হে দেব! অহা গৌরী দেবী স্বীয় গাজ-
মল দ্বারা পুত্তলি নির্মাণ করিয়া পরিহাস
চ্ছলে “এইটী পুত্র” এ কথা কহিলে সেই
পুত্তলিকাই তোমার দৃষ্টির ফলে বলবান্ বিশ্ব-
রাজ হইয়াছিলেন। আহা! দৈশদিগের
দৃষ্টির কি মহিমা! দেবী গিরিজা পূর্বে
কামদেব ভগ্ন হওয়ায় দাম্পত্যের অভাব

দেখিয়া অশ্রুপ্লুতনেত্রে ঐ বিষয়ে বলিলে,
সোম-মূর্তি আপনা হইতেই পুনরায় মনোভব,
রতি ও মদকারী বসন্ত উদ্ভূত হইয়াছিল।
ব্রহ্মা বলিলেন,—ধনদ এই প্রকার স্তব
করিলে, ত্রিলোচন তাহার সমীপে আবির্ভূত
হইলেন এবং ধনদকে বর গ্রহণে প্ররোচিত
করিলেন। কিন্তু ধনপতি প্রহর্ষভরে কিছুই
বলিতে পারিলেন না। ধনপতি মৌনাব-
লম্বন করিলে, শিব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে
পুনঃপুনঃ বর গ্রহণ করিতে বলিতে
লাগিলেন। ইত্যবসরে এক আকাশবাণী
হইল। সেই বাণী যেন পিতামহ পুলস্ত্য ও
পিতা বৈশ্বণের অভিপ্রায় অবগত-
হইয়াই মহেশ্বরের প্রতি বলিল,—এই
কুবের ধনপালক প্রাপ্ত হইবেন। ভবি-
তব্য বস্ত ভূতবৎ, দাতব্য বস্ত দত্তবৎ
এবং প্রাপ্তব্য বস্ত প্রাপ্তবৎ সেই দৈবী বাক্
তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত হইল। ১৫—২৮।
কুবেরের অসংখ্য শত্রু ছিল; তিনি ক্রোধে
পরিভূত হিঁদেন কিন্তু এক্ষণে সোমেশ্বর

তাং বাচং ধনদঃ শ্রদ্ধা দেবদেবু ত্রিশূলিনম্ ।
 এবং ভবতু নামেতি ধনদো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩০ ॥
 তথৈবাহুতি দেবেশো দৈবীং বাচমমমুত ।
 পুলস্ত্যঞ্চ বরৈঃ পুণ্যৈস্তথা বিশ্ববসং মুনিম্ ॥ ৩১ ॥
 ধনপালঞ্চ দেবেশে। হতিনন্দ্য যযৌ শিবঃ ।
 ততঃ প্রভৃতি তন্তীর্থং পৌলস্ত্যং ধনদং বিহুঃ ॥
 তথা বৈশ্রবসং পুণ্যং সৰ্বকামপ্রদং শুভম্ ।
 তেষু স্নানাদি যৎকিঞ্চিৎসংসৰ্গং বহুপুণ্যদম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে পৌলস্ত্যতীর্থবর্ণনং নাম

সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতমোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অগ্নিতীর্থমিতি খ্যাতং সৰ্বকৃতকলপ্রদম্ ।
 সৰ্ববিয়োগশমনং তন্তীর্থশ্চ ফলং শৃণু ॥ ১ ॥

লিঙ্গের অর্চনা করিয়া দিকপালত্ব, ধনপতিত্ব
 ও অপার দানশীলত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ধনদ
 ঐ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া শূলপাণিকে
 বলিলেন,—দৈববাক্য সকল হউক—ইহাই
 আমার প্রার্থনা। দেবদেব ‘তথাস্থ’ বলিয়া
 দৈববাক্যে অনুমোদন করিলেন। এইরূপে
 তখন তিনি পুলস্ত্য, বিশ্ববাসুনি ও ধন-
 পতিকে পুণ্যবরে অভিনন্দিত করিয়া স্বধামে
 প্রস্থান করিলেন। তখন হইতে ঐ তীর্থ
 পৌলস্ত্য, ধনদ, বা বৈশ্রবসতীর্থ নামে
 বিখ্যাত। এই তীর্থ সৰ্বকামপ্রদ, পবিত্র
 ও শুভাবহ। এই সকল তীর্থে স্নানাদি যে
 কিছু কার্য করা যায়, তৎসমস্তই বহু পুণ্য-
 জনক হয়। ২৯—৩৩।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯৭।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা * বলিলেন,—বিখ্যাত অগ্নিতীর্থ
 সৰ্ব যজ্ঞকলপ্রদ ও সৰ্ববিয়োগের বিনাশন।

জাতবেদা ইতি খ্যাতো অগ্নেজাতা স হব্যবাহু
 হব্যং বহন্তঃ দেবানাং গোতম্যাস্তীর এব তু ॥
 ঋষীণাং সত্ৰসদনে অগ্নেজাতরমুত্তমম্ ।
 ভ্রাতৃঃ প্রিয়ং তথা দক্ষং মধুর্দিতিসুতো বলী ॥
 জঘান ঋষিযুখ্যেযু পশুৎশু চ সুরেষপি ।
 হব্যং দেবা নৈব চাপুয় তে বৈ জাতবেদসি ॥ ৪ ॥
 যুতে ভাতরি স তুয়িঃ প্রিয়ে বৈ জাতবেদসি ।
 কোপেন মহতাবিষ্টো গাক্ষমন্তঃ সমাবিশৎ ॥ ৫ ॥
 গাক্ষাস্তসি সমাবিষ্টে হস্মো দেবাশ্চ মানুষাঃ ।
 জীবয়ুৎসর্জয়ামাসুরগিজীবা যতো মতাঃ ॥ ৬ ॥
 যজ্ঞাগ্নির্জলমাবিষ্টস্তং দেশং সৰ্ব এব তে ।
 আজম্বুর্বিবুধাঃ সৰ্ব ঋষয়ঃ পিতরস্তথা ॥ ৭ ॥
 বিনাগ্নিনান জীবামঃ শ্ববন্তোহগ্নিং বিশেষতঃ ।
 অগ্নিং জলগতং দৃষ্ট্বা প্রিয়ং চোচ্চুদিবোকসঃ ॥ ৮ ॥
 দেবা উচুঃ ।
 দেবান্ জীবয় হব্যেন কব্যেন চ পিতৃঃস্তথা ।

এই তীর্থকল শ্রবণ কর। পূর্বে জাতবেদা
 নামে অগ্নির এক বিখ্যাত ভ্রাতা ছিলেন।
 তিনি দেবগণের হব্য বহন করিতেন।
 একদা গোতমীতীরে ঋষিগণের যজ্ঞাগারে
 জাতবেদা দেবগণের হব্য বহন করিতে-
 ছেন, এই সময় মধু নামে এক বলবান
 দৈত্য, ঋষি ও দেবগণের সমক্ষেই অগ্নির
 সেই প্রিয় ভ্রাতা জাতবেদাকে নিহত
 করিল। জাতবেদা নিহত হইলে দেবগণ
 আর হব্য প্রাপ্ত হইলেন না। এদিকে
 প্রিয় ভ্রাতার মৃত্যু হইলে, অগ্নি অত্যন্ত
 ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গাক্ষাজলে প্রবেশ করি-
 লেন। অগ্নি গাক্ষাজলে নিমগ্ন হইলে,
 অগ্নিজীবী দেবগণ ও মানুষ্যগণ সকলেই
 প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। যেখানে অগ্নি
 জলাবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইখানে তখন
 সমস্ত দেব, ঋষি ও পিতৃপুরুষেরা আসিয়া
 উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—
 অগ্নি বিনা আমরা জীবন ধারণ করিব
 না। এই বলিয়া তখন সকলেই অগ্নিকে
 স্তব করিতে লাগিলেন। অগ্নিকে জল-

মাহুয়ানরূপাকেন বীজানাং ক্রেদনেন চ । ১

ব্রহ্মোবাচ ।

অগ্নিরপ্যাহ তান্ দেবান্ শক্তো যো মে

গতোহমুজঃ ।

ক্রিয়মাণে ভবৎকার্যে যা গতির্জাতবেদসঃ ॥ ১০

সা বাপি স্তান্ম সুরা নোৎসহে কার্যসাধনে

কার্যন্ত সৰ্বতন্তু ভবতাং জাতবেদসঃ ॥ ১১

ইমাং স্থিতিমহুপ্রাপ্তো ন জানে মে কথংভবেৎ

ইহ চামুত্র চ ব্যাপ্তৌ শক্তিরপ্যাহ নো ভবেৎ ॥

অথাপি ক্রিয়মাণে বৈ কার্যে সৈব গতিৰ্মম ।

দেবাস্তুমুচুৰ্ভাবেন সৰ্বেণ ঋষয়ন্তথা ॥ ১৩

আয়ুঃ কশ্মণি চ প্রীতিৰ্যাপ্তৌ শক্তিশ্চ দীপ্যতে

প্রযাজানমুযাজাংশ্চ দাস্তামো হব্যবাহন ॥ ১৪

ময় দেখিয়া দেবগণ বলিলেন,—হে অগ্নে !

তুমি হব্য ও কব্য দ্বারা দেব ও পিতৃ-

গণকে, অন্নপাকে মনুষ্যদিগকে এবং

ক্রেদন দ্বারা বীজদিগকে সঞ্জীবিত কর ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অগ্নি তখন দেবগণের

অতিবাক্যে উত্তর করিলেন,—দেবগণ !

আপনারা যাহা বলিতেছেন,—আমার যে

ভ্রাতা অতীত হইয়াছেন, তিনিই সে বিষয়ে

সক্ষম ছিলেন । আপনারদের কার্য সাধনে

নিরত থাকিয়া জাতবেদা যে গতি প্রাপ্ত

হইলেন, হয়ত আমারও সেই গতি হইবে ;

অতএব হে সুরগণ ! আমি কার্য সাধনে

উৎসাহ করিতে পারিতেছি না । কার্য সকল

ভগবান্ জাতবেদার অধীন ; সুতরাং কি

প্রকারে এ হেন অবস্থাপ্রাপ্ত আমার

ঐহিক কার্য সিদ্ধ হইবে ? ঐহিক বা পারমিতিক

কোন কশ্মেই আমার শক্তি নাই । যে কোন

কার্যই করি না কেন,—আমি মনে করি,

আমারও সেই গতিই হইবে । দেবগণ ও

ঋষিগণ তখন সেই জাতবেদাকে বলিলেন,—

হে হব্যবাহন ! তোমাকে আয়ু, কশ্মে প্রীতি

ও সর্বাধিকারে শক্তি প্রদান করিব এবং

তোমাকে প্রযাজ ও অমুযাজও সমর্পণ

দেবানাং ঋ যুধং ঋষীমাহত্যঃ প্রথমাস্তব ।

অয়া দন্তু তু যজ্ঞব্যঃ ভোক্ত্যামঃ সুরসন্তম ॥ ১৫

ব্রহ্মোবাচ ।

ততস্তষ্টৌহভবৎসহির্দেববাক্যাদযথাক্রমম্ ।

ইহ চামুত্র চ ব্যাপ্তৌ হব্যো বা লৌকিকে তথা

সৰ্বত্র বহিরভয়ঃ সমর্থোহতুং সুরাজ্ঞয়া ।

জাতবেদা বৃহত্তাহুঃ সপ্তার্চিনীললোহিতঃ ॥ ১৭

জলগৰ্ভঃ শমীগৰ্ভো যজ্ঞগৰ্ভঃ স উচ্যতে ।

জলান্দাকৃষ্য বিবুধা অভিমিচ্য বিভাবনুম্ ॥ ১৮

উভয়ত্র পদে বাসঃ সৰ্বগোহগ্নিস্ততোহভবৎ ।

যথাগতঃ সুরা জম্বুর্বাহি তীর্থং তদ্যচ্যতে ॥ ১৯

তত্র সপ্ত শতাত্মাসংস্কার্থানি গুণবন্তি চ ।

তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ যঃ করোতি জিতাস্ববান্ ॥

অশ্বমেধফলং সাগ্রাং প্রাপ্নোত্যবিকলং শুভম্ ।

দেবতীর্থঞ্চ তত্রৈব আগ্নেয়ং জাতবেদসম্ ॥ ২১

করিব । তুমি দেবতাদিগের যুধ এবং

তোমারই আহুতি প্রথম ; তোমার প্রদত্ত

সামগ্রীই আমরা ভোজন করিব । ১—১৫ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর বহি দেবতা-

দিগের ক্রমোচ্চারিত অতিবাক্যে পরিতুষ্ট

হইয়া তাঁহাদেরই আদেশে ঐহিক ও পার-

লৌকিক হব্য বিষয়ে সৰ্বত্রই নির্ভর ও

সমর্থ হইলেন । তিনি জাতবেদা, বৃহত্তাহু,

সপ্তার্চি, নীললোহিত, জলগৰ্ভ, শমীগৰ্ভ ও

যজ্ঞগৰ্ভ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইলেন ।

দেবগণ তাঁহাকে জল হইতে উত্তোলন করত

সিঞ্চন করিয়াছিলেন । অনন্তর তিনি

উভয়ত্র বাস নিবন্ধন সৰ্বগ হইলেন । জল

হইতে তাঁহার প্রথম আবির্ভাবস্থান অগ্নি-

তীর্থ নামে খ্যাত ; দেবগণ ঐ তীর্থে গমন

করিয়াছিলেন । তথায় বহল-গুণবৃত্ত

সপ্তশত তীর্থ বিরাজমান ; যে ব্যক্তি সংযত

হইয়া ঐ সকল তীর্থে স্নান ও দান করে

সে নিশ্চিতই অবিকল অশ্বমেধ যজ্ঞের শুভ

ফল প্রাপ্ত হয় । আরও সেখানে দেবতী

নামে একতীর্থ আছে । ঐ দেবতীর্থে আয়ু

অগ্নিপ্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং তজ্জালেনেকবর্ণবৎ ।
তদ্বেদদর্শনাদেব সর্বকৃতকলং লভেৎ ॥ ২২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে তীর্থমাহাত্ম্যে তীর্থবর্ণনং
নামাষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোদশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ঋণপ্রমোচনং নাম তীর্থং বেদবিদো বিদুঃ ।
তস্ত স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু নারদ তন্মনাং ॥ ১
আসীৎপৃথুশ্রবা নাম প্রিয়ঃ কক্ষীবতঃ সূতঃ ।
ন দারসংগ্রহং লেভে বৈরাগ্যান্নাগ্নিপূজনম্ ॥ ২
কনীয়াংস্ত সমর্থোহপি পরিবিস্তিভয়ানুমে ।
নাকরোদ্ধারকর্ষাদি নৈবাগ্নীনাযুপাসনম্ ॥ ৩
ততঃ প্রোচুঃ পিতৃগণাঃ পুত্রং কক্ষীবতঃ শুভম্
জ্যেষ্ঠকৈব কনিষ্ঠক পৃথক্ পৃথগিদং বচঃ ॥ ৪

পিতর উচুঃ ।

ঋণত্ৰয়াপনোদায় ক্রিয়তাং দারসংগ্রহঃ ॥ ৫

ও জাতবেদসনামক-অগ্নিপ্রতিষ্ঠিত অনেক
বর্ণবিশিষ্ট এক লিঙ্গ আছেন। তাঁহাকে
দর্শননমাত্রে সকল যজ্ঞের ফল পাওয়া
যায়। ১৬—২২।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

নবনবতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বেদবিদগণ বলেন,—
ঋণমোচন নামে এক তীর্থ আছে। হে
নারদ! আমি তাহার স্বরূপ কীৰ্ত্তন করি-
তেছি, মন দিয়া শ্রবণ কর। পূর্বে কাক্ষী-
বানের পৃথুশ্রবা নামে এক প্রিয় পুত্র ছিলেন।
তিনি বৈরাগ্য বশতঃ দার-পরিগ্রহ বা
অগ্নির উপাসনা করেন নাই। তাঁহার
কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমর্থ হইয়াও পারবিস্তিভয়ে
দারকর্ষ বা অগ্নির উপাসনা করিলেন
না। তখন পূর্বপিতৃগণ তাঁহাদের উভয়
ভ্রাতাকেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিলেন,—
তোমরা ঋণত্ৰয় অপনোদনের জন্ত দার-

ব্রহ্মোবাচ ।

নেতু্যবাচ ততো জ্যেষ্ঠঃ কিমৃণং কেন যুজ্যতে
কনীয়াংস্ত পিতৃন প্রাহ ন যোগ্যো দারসংগ্রহঃ ॥
জ্যেষ্ঠে সতি মহাপ্রাজ্ঞঃ পরিবিস্তিভয়াদিতি ।
তাবুভৌ পুনরপ্যেবমুচুস্তে বৈ পিতামহাঃ ॥ ৭
পিতর উচুঃ ।

যাতামুভৌ গোতমীন্ত পুণ্যাংকক্ষীবতঃ সূতো
কুরুতাং গোতমীজ্ঞানং সর্ষাভীষ্টপ্রদায়কম্ ॥ ৮
গচ্ছতাং গোতমীং গন্ধাং লোকত্রিতয়পাবনীম্
জ্ঞানঞ্চ তর্পণং তস্মাৎ কুরুতাং শ্রদ্ধয়াষিতৌ ॥ ৯
দৃষ্টাবনামিতা ধাতা গোতমী সর্বকামদা ।
ন দেশকালজাত্যাদিনিয়মোহত্রাবগাহনে ।
জ্যেষ্ঠোহনৃগস্ততো ভূয়াৎ পরিবিস্তির্ন চেতরঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ পৃথুশ্রবা জ্যেষ্ঠঃ কৃত্বা জ্ঞানং সতর্পণম্ ।
ত্ৰয়াণামপি লোকানাংকক্ষীবতোহনৃণোহভবৎ

পরিগ্রহ কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর
জ্যেষ্ঠ কহিলেন,—না, আমি দারপরিগ্রহ
করিব না। ঋণ কি, এবং কি প্রকারেই
বা তাহার মোচন হয়? কনিষ্ঠও পিতৃগণকে
বলিলেন,—জ্যেষ্ঠ বর্তমান থাকিতে কি
প্রকারে কনিষ্ঠের দারসংগ্রহ যুক্ত হইতে
পারে? পুত্রদ্বয়ের এই কথা শুনিয়া পিতা-
মহগণ পুনরায় বলিলেন,—হে পুত্রদ্বয়!
তোমরা পুণ্যদায়িনী ও লোকপাবনী গৌত-
মীতে গমন করিয়া শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞান ও
তর্পণ কর, তাহাতে তোমাদের সর্ষাভীষ্ট-
ফল লাভ হইবে। গৌতমী তীর্থে
নামিলে, এবং তাহাকে দর্শন ও ধ্যান
করিলেও সর্বকাম-ফল লাভ করা যায়।
গৌতমীজ্ঞানে দেশ-কাল ও জাত্যাदि
বিচার নাই। অনন্তর জ্যেষ্ঠ তদনুষ্ঠানে
ঋণযুক্ত হইলেন; কনিষ্ঠেরও পরিবিস্তি দোষ
রহিল না। ১—১০। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর
জ্যেষ্ঠ পৃথুশ্রবা গৌতমীতে জ্ঞান ও তর্পণ
করিয়া ত্রৈলোক্যের আনুগত্যভাজন হইলেন।

ততঃ প্রভৃতি ততীর্থমণমোচনমুচ্যতে ।

শ্রোতস্মার্ত্বাণেভ্যশ্চ ইত্যেভ্যশ্চ নারদ ॥

তত্র স্নানেন দানেন শ্লগী মুক্তঃ সুখী ভবেৎ ॥১৩॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ঋণমোচনতীর্থবর্ণনং নামৈম-

কোনশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

শততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সুপর্ণাসঙ্গমং নাম কাঙ্গবাসঙ্গমং তথা ।

মহেশ্বরো যত্র দেবো গঙ্গাপুলিনমাশ্রিতঃ ॥ ১

অগ্নিকুণ্ডে ভট্ট্রেব রৌদ্ৰং বৈষ্ণবমেব চ ।

সৌরং সৌম্যং তথা ব্রাহ্মণং কৌমারং

বারুণং তথা ॥ ২

অপ্সরা চ নদী যত্র সঙ্গতা গঙ্গয়া তথা ।

ততীর্থস্মরণাদেব কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৩

সৰ্বপাপপ্রশমনং শৃণু যত্নেন নারদ ।

ইল্লেক্ষ্যং হি সিতাঃ পূৰ্ণং বালখিল্য মহর্ষয় ॥

তদবধি ঐ তীর্থ ঋণমোচন নামে প্রসিদ্ধ ।

ঋণী ব্যক্তি গোতমীতে স্নানদান করিলে

শ্রোত ও স্মার্ত্ব ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া

সুখলাভ করে । ১১—১৩ ।

এবনবর্তিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৯ ।

— — —

শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—সুপর্ণাসঙ্গম ও কাঙ্গবাসঙ্গম নামে দুই তীর্থ আছে, তথায় দেব মহেশ্বর গঙ্গাপুলিন আশ্রয় করিয়া বিরাজমান । সেখানে অগ্নিকুণ্ড, রৌদ্ৰ, বৈষ্ণব, সৌর, সৌম্য, ব্রাহ্ম, কৌমার ও বারুণ নামে আরও অনেক তীর্থ আছে । ঐ স্থানেই অপ্সরা নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে । ঐ সকল তীর্থ স্মরণ করিলেও নয় কৃতকৃত্য হয় । হে নারদ ! ঐ সৰ্বপাপপ্রশমন তীর্থবিবরণ অবগণ কর ।

দত্তাৰ্দ্ধতপসঃ সৰ্ব্বৈ প্রোচুস্তে কশ্চপং মুনিম্ ॥৪॥

বালখিল্য উচুঃ ।

পুত্রমুৎপাদয়ানেন ইন্দ্রদৰ্শনঃ শুভম্ ।

তপসোহৰ্দ্ধং তু দাস্তামস্তথৈত্যাহ মুনিস্ত তান্ ॥

সুপর্ণায়াং ততো গৰ্ভমাদবে স প্রজাপতিঃ ।

কজ্রাট্টেব শনৈর্জন সৰ্পাণাং সৰ্পমাতরি ॥ ৬

তে গৰ্ভিণ্যাবুতে আহ গন্তব্যমঃ প্রজাপতিঃ ।

অপর্যাপো ন চ ক্রাপি কার্যো গমনমেব চ ॥ ৭

অন্যত্র গমনাক্রাপো ভাবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৮॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তো স যযৌ পত্ন্যৌ গতে ভর্তরি তে উভে

তদৈব জগতুঃ সত্তমযৌণাং ভাবিতান্নাম্ ॥ ৯

ব্রহ্মবৃন্দসমাকীর্ণং গঙ্গাতীরসমাশ্রিতম্ ।

উন্নতে তে উভে নিত্যং বয়ঃসম্পত্তিগর্ষিতে ॥

নিবার্যানাং বহুশো মুনিভিস্তব্দর্শিতঃ ।

বিকূপতো তত্র সত্রে সামানি চ হবীঃষি চ ॥১১॥

পূর্বে বালখিল্য মহর্ষিগণ ইন্দ্র কর্তৃক উপ-

দ্রুত হওয়ায় তাহারা স্বীয় তপস্যার অর্দ্ধাংশ

দান করত মহামুনি কশ্চপকে বলিয়া-

ছিলেন—হে মহাভাগ কশ্চপ ! আপনি এক

দেবেন্দ্রদর্শনারী পুত্র উৎপাদন করুন,

আমরা আপনাকে আমাদের তপস্যার

অর্দ্ধাংশ দিতেছি । মুনিও তাহাদের কথায়

“তথাস্তু” বলিয়া স্বীকৃত হইলেন । অন-

ন্তর সেই প্রজাপতি সুপর্ণা ও সৰ্পমাতা

কজ্রতে গৰ্ভাধান করত গমনে উদ্যত

হইয়া উভয় গৰ্ভিণীকে বলিলেন,—তোমরা

কোথাও কোন প্রকার অপরাধ কারও

না এবং কৃত্রাপি যাইও না, যাইলে

অভিশপ্ত হইবে । ১—৮ । ব্রহ্মা বলিলেন,—

সেই মুনি পত্নীদ্বয়কে এই কথা বলিয়া গমন

করিলেন । অনন্তর ভর্তা গমন করিলে

তাহারা উভয়ে তখন স্বাভাবিক বয়োধর্মে

গর্ষিত হইয়া ভাবিতান্না সপ্তর্ষিগণের গঙ্গা-

তীরশ্রিত ব্রহ্মবৃন্দ-সমাকীর্ণ মহাসত্রে গমন

করিল । তব্দশী মুনিগণ বহুবার নিবারণ

করিলেও তাহারা সেই সত্রে থাকিয়া মুনি-

ସୋରିତାଃ ହର୍ବିଲସିତଃ କଃ ସଂହରିତୁମୀଶ୍ବରଃ ।
 ତେ ନୃପ୍ତା ଚୁମ୍ବୁଭୁବିପ୍ରା ଅପମାର୍ଗରତେ ଉଭେ ॥ ୧୨
 ଅପମାର୍ଗସ୍ଥିତେ ଯନ୍ମାଦାପଗେ ହି ଭବିଷ୍ୟଥଃ ।
 ଅପର୍ଣ୍ଣା ଚୈବ କଞ୍ଚୁଚ ନନ୍ଦୋ ତେ ସହଭୁବତୁଃ ॥ ୧୩
 ସ କନାଚିଦ୍ଗୁହଃ ପ୍ରାୟାଂ କଞ୍ଚୁପୋହଥ ପ୍ରଜାପତିଃ
 ଅଧିତ୍ୟାସ୍ତତ୍ର ବୃନ୍ତାସ୍ତଃ ଶାପଂ ତାତ୍ୟାଂ ସବିସ୍ତରମ୍ ॥
 ବ୍ରହ୍ମା ତୁ ବିସ୍ମୟାବିଷ୍ଟଃ କିଂ କରୋମୌତ୍ୟଚିନ୍ତୟଂ ।
 ଅଧିତ୍ୟାଃ କଥୟାମାସ ବାଲଧିଲ୍ୟା ଇତି ବ୍ରତାଃ ॥ ୧୪
 ତ ଉଚୁଃ କଞ୍ଚୁପଂ ବିପ୍ରଂ ଗନ୍ତା ଗନ୍ତାଂ ତୁ ଗୌତମୀୟ
 ତତ୍ର ହରି ମହେଶାନଂ ପୁନର୍ଭାଷ୍ୟେ ଭବିଷ୍ୟତଃ ॥ ୧୫
 ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାଭୟାଦେବ ଯତ୍ର ଦେବୋ ମହେଶ୍ବରଃ ।
 ଗନ୍ତାୟସ୍ୟେ ସଦା ହାସ୍ତେ ମଧ୍ୟାୟାଶ୍ବରସଂଜ୍ଞୟା ॥ ୧୬
 ତଥେତ୍ୟୁକ୍ତା କଞ୍ଚୁପୋହାପି ସ୍ନାତ୍ବା ଗନ୍ତାଂ ଜିତବ୍ରତଃ
 ତୁଷ୍ଟାବ ସ୍ତବନୈଃ ପୁଣ୍ୟେର୍ଦେବଦେବଂ ମହେଶ୍ବରମ୍ ॥ ୧୮

ଦିଗେର ସାମଗାଳ ଓ ହର୍ବିଲାନ ବିକୃତ କରିତେ
 ଲାଗିଲ । କେ ବଳ, ଜ୍ଞୀଲୋକେର ହର୍ବିଲନୟ
 ସହ କରିତେ ପାରେ ? ବିପ୍ରଗଣ ତାହାଦିଗକେ
 ଉଂପାତେ ଶ୍ରବଣ ଦେଖିଲା ଏହିରୂପ ଅଭିଶାପ
 ପ୍ରଦାନ କରଲେନ ଯେ, ତୋରା ହୁଏ ନଦୀ ହୁଏ
 ଥାକ୍ । ତখন ତାହାରା ଶାପପ୍ରଭାବେ ଉଭୟେହି
 ଅପର୍ଣ୍ଣା ଓ କଞ୍ଚୁ ନାମେ ହୁଏ ନଦୀ ହୁଏ । ଅନ-
 ଶ୍ଚର ଏକଦା ପ୍ରଜାପତି କଞ୍ଚୁପ ଗୃହେ ପ୍ରତ୍ୟାବୃତ୍ତ
 ହୁଏ । ଅଧିଦିଗେର ମୁଖେ ପତ୍ନୀହସ୍ୟେର ସବିସ୍ତର
 ଶାପବୃନ୍ତାସ୍ତ ଗୁଣିଆ ସବିସ୍ମୟେ ଚିନ୍ତା କରଲେନ ;
 —ଆମି ଏখন କି କରି ? ଏହିରୂପ
 ଚିନ୍ତା କରିବାର ପର ତିନି ବାଲଧିଲ୍ୟା
 ଅଧିଗଣକେ ଏତଦ୍ବୃନ୍ତାସ୍ତ ଜ୍ଞାନାଲେନ । ବାଲ-
 ଧିଲ୍ୟାଗଣ କଲିଲେନ,—ହେ କଞ୍ଚୁପ ! ତୁମି
 ଗୌତମୀଗନ୍ତାୟ ଗମନ କରତ ତଥାୟ ମହେଶ୍ବର
 ସ୍ତବ କର ; ତାହାତେ ତୋମାର ଭାର୍ଯ୍ୟାହସ୍ୟକେ
 ପୁନରାୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏବେ । ଦେବ ମହେଶ୍ବର ବ୍ରହ୍ମ-
 ହତ୍ୟାର ଭୟେ ଭୀତ ହୁଏ । ଗୌତମୀଗନ୍ତାୟ
 ମଧ୍ୟାୟାଶ୍ବେ ମଧ୍ୟାୟାଶ୍ବର ନାମେ ଧ୍ୟାତ ହୁଏ
 ନିରନ୍ତର ବାସ କରିତେଛେନ । ଜିତବ୍ରତ କଞ୍ଚୁପ ଓ
 ‘ତାହାହି ହଡକ’ ଏହି ବଲିଆ ତଥାୟ ଗମନ କରତ
 ନାନ କରନ୍ତି । ପବିତ୍ର ମନୋହର ବାକ୍ୟେ
 ଦେବଦେବ ମହେଶ୍ବର ସ୍ତବ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ।

କଞ୍ଚୁପ ଉବାଚ ।

ଲୋକତ୍ରୟୈକାଧିପତେର୍ନ ଯନ୍ତ୍ର
 କୁତ୍ରାପି ବନ୍ଧୁତ୍ତଭିମାନଲେଶଃ ।
 ସ ସିଦ୍ଧନାଥୋହଧିଲବିଶ୍ବକର୍ତ୍ତା
 ତର୍ତ୍ତା ଶିବାୟା ଭବତୁ ପ୍ରସନ୍ନଃ ॥ ୧୯
 ତାପତ୍ରୟୋକହ୍ୟାତିତାପିତାନା-
 ମିତନ୍ତତୋ ବୈ ପରିଧାବତାକ ।
 ଶରୀରଗାଂ ହାବୟଜ୍ଜମାନାଂ
 ସ୍ବୟେବ ହଃସ୍ୟାପନୋଦନଃ ॥ ୨୦
 ବ୍ରହ୍ମାଦିଯୋଗସ୍ତ୍ରିବିଧୋହପି ଯନ୍ତ୍ର
 ଶକ୍ରାଦିତ୍ରିବିଭୁମଶକ୍ୟ ଏବ ।
 ବିଚିତ୍ରବୃନ୍ତଃ ପରିଚିନ୍ତ୍ୟ ସୋମଃ
 ଅୁଧୀ ସଦା ଦାନପରୋ ବରେଣ୍ୟଃ ॥ ୨୧

ବ୍ରହ୍ମୋବାଚ ।

ଇତ୍ୟାଦିଭୂତିଭିର୍ଦେବଃ ଗୌତମୀପତିଃ ଶିବଃ
 ପ୍ରସନ୍ନୋ ହୃଦନାଞ୍ଚୁଃ କଞ୍ଚୁପାୟ ବରାନ ବହୁନ୍ ॥ ୨୨
 ଭାର୍ଯ୍ୟାଧିନଂ ତୁ ତଂ ପ୍ରାହ ସ୍ତାତାଂ ଭାର୍ଯ୍ୟେ
 ଉଭେ ତୁ ତେ ।

ନଦୀସ୍ବରୂପେ ପତ୍ନୀ ଯେ ଗନ୍ତାଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ସରିଷୟାସ୍

କଞ୍ଚୁପ କଲିଲେନ,—ସିନି ଲୋକତ୍ରୟେର ଅଧି-
 ପତି, କୁତ୍ରାପି କୋନ ବନ୍ଧୁତେହି ବାହାର ଅଭି-
 ମାନଲେଶ ନାହି, ସେହି ନିଧିଲ ବିଶ୍ବବିଧାତା
 ଶିବାଭର୍ତ୍ତା, ସିଦ୍ଧନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ହଉନ । ଏହି
 ଚରାଚର ପ୍ରାଣିବର୍ଗ, ତାପତ୍ରୟରୂପ ଦିବାକରତାପେ
 ତାପିତ ହୁଏ । ଇତନ୍ତତଃ ପରିଧାବିତ ହୁଏ-
 ତେଛେ । ତୁମିହି ଶିବାଦିଗେର ଏକମାତ୍ର ହଃସ୍ୟ
 ଦୂରୀକରଣେ ଅୁଦକ୍ । ଯଦୌୟ ସ୍ବାଦି ଶୁଣତ୍ରୟେର
 ଯୋଗାଯୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭୃତି ଅୁରଗଣ ଓ ବ୍ୟକ୍ତ
 କରିତେ ଅକ୍ଷୟ, ତାଦୃଶ ବିଜିତବୃନ୍ତ ସୋମ-
 ମୂର୍ତ୍ତିକେ ଚିନ୍ତା କରିଆ ଲୋକ ସର୍ବଦାହି ଅୁଧୀ,
 ଦାନଶୀଳ ଓ ବରେଣ୍ୟ ହୁଏତେ ପାରେ । ୧—୨୧ ।
 ବ୍ରହ୍ମା ବଲିଲେନ,—ଗୌତମପତି ଶିବ ଏ ପ୍ରକାର
 ସ୍ତବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ । କଞ୍ଚୁପକେ ବହୁ ବର ପ୍ରଦାନ
 କରଲେନ । କଞ୍ଚୁପ ଭାର୍ଯ୍ୟାଧୀ ହିଲେନ । ଶିବ
 ବଲିଲେନ,—ତୋମାର ଉଭୟ ଭାର୍ଯ୍ୟାହି ପୁନରାୟ
 ପ୍ରାପ୍ତହୁତ ହୁଏବେ । ତୋମାର ସେ ପତ୍ନୀହସ୍ୟ ନଦୀ-
 ସ୍ବରୂପ ହୁଏତେ, ତାହାରା ସରିଷୟା ଗନ୍ତାୟ

তৎসক্ৰমমাশ্রয়েণ ভাভ্যাং ভূয়াৎ স্বকঃ বপুঃ ।
তে গৰ্ভিণ্যো পুনৰ্জাতে গন্ধার্যাস্ত প্রসাদতঃ
ততঃ প্রজাপতিঃ শ্রীতো ভার্য্যে প্রাপ্য

মহামনাঃ ।

আহ্নয়ামাস তান্বিপ্রান্গোতমীতীরমাত্রিতান্
সীমন্তোন্নয়নং চক্রে ভাভ্যাং শ্রীতঃ প্রজাপতিঃ
ব্রাহ্মণান্ পূজয়ামাস বিধিদৃষ্টেন কর্ণণা ॥ ২৬
ভুক্তবৎস্বথ বিপ্রৈষু কষ্টপস্তাথ মন্দিরে ।
ভর্তৃসমীপোপবিষ্টা কজবিপ্রান্নিরীক্ষ্য চ ॥ ২৭
ততঃ কজং বীনস্তা প্রাহসন্তে চ চুক্ষুঃ ।
যেনাক্তা হসিতা পাপে ভজ্যতাং তেহাক্ষ পাপবৎ
কাণাভবন্ততঃ কজঃ সৰ্পমাত্তেতি যোচ্যতে ।
ততঃ প্রসাদয়ামাস কষ্টপো ভগবানুবীন্ ॥ ২৯
ততঃ প্রসন্নাস্তে প্রোচুর্গোতমী সরিতাংবরা ।
অপরাধসহস্রেভ্যো রক্ষিষ্যতি চ সেবনাং ॥ ৩০
ভাৰ্য্যাবিতস্তথা চক্রে কষ্টপো মুনিসন্তমঃ ।

সম্মিলিত হইবামাত্রই পুনরায় স্ব স্ব-রূপ প্রাপ্ত
হইবে এবং গন্ধার প্রসাদে পুনরায় তাহারা
গৰ্ভিণী-অবস্থাই প্রাপ্ত হইবে । অনন্তর
মহামনাঃ প্রজাপতি শ্রীত হইয়া স্বীয় উভয়
ভাৰ্য্যাকে লাভ করত গোতমীতীরাত্রিত
সেই সেই ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিলেন
এবং পত্নীদ্বয়ের সীমন্তোন্নয়ন করিয়া তদু-
পলক্ষে বিধিপূৰ্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে সৎকার
করিলেন । ব্রাহ্মণগণ কষ্টপগৃহে ভোজন
করিতেছেন, এই সময়ে তত্তার পার্শ্ববর্তিনী
কজ ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া বক্রদৃষ্টিতে উপ-
হাস করিলেন । তদদর্শনে ব্রাহ্মণগণ ক্ষুব্ধ
হইয়া বলিলেন,—রে পাপে ! যে চক্ষুদ্বারা
আমাদিগকে উপহাস করিলি, তোর সেই
পাপচক্ষু ভগ্ন হউক । তখন সৰ্পমাতা কজ
কাণা হইলেন । অনন্তর, কষ্টপ ঋষিদিগকে
প্রসাদিত করিলেন । তাহারা প্রসন্ন হইয়া
বলিলেন,—সরিৎপ্রবরা গোতমীকে সেবা
করিলে, তিনি সহস্র সহস্র অপরাধ হইতে
রক্ষা করিতে পারেন । ব্রাহ্মণগণের এই
ইচ্ছিতক্রমে কষ্টপ ভাৰ্য্যাসহ গোতমীতে গমন

ততঃ প্রভৃতি তত্তীৰ্থবৃত্তয়োঃ সক্ৰমং বিদুঃ ।
সৰ্বপাপপ্রশমনঃ সৰ্বকৃতকলপ্রদাঃ ॥ ৩১

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কজশুপর্ণাসক্ৰমতীৰ্থবর্ণনং নাম
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০০ ॥

একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পুরুষবসমাখ্যাতঃ তীৰ্থং বেদবিশো বিদুঃ ।
শ্রয়ণাদেব পাপানাং নাশনং কিম্, দর্শনাৎ ॥ ১
পুরুষবা ব্রহ্মসদঃ প্রাপ্য তত্র সন্নবতীম্ ।
যদৃচ্ছয়া দেবনদাং হসন্তীঃ ব্রহ্মণোহস্তিকে ।
তাঃ দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নানুকূলীঃ প্রাহ ভূপতিঃ ॥ ২
রাজোবাচ ।

কেয়ং রূপবতী সাক্ষী স্থিতেয়ঃ ব্রহ্মণোহস্তিকে
সক্সাসামুত্তমা যোষদীপয়ন্তী সভামিযাম্ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ ।

উৰ্ব্বশী প্রাহ রাজানাময়ঃ দেবনদী শুভা ।

করিলেন । সেইদিন হইতে ঐ তীৰ্থ সক্রম-
তীৰ্থ নামে অভিহিত । ইহা সৰ্বপাপের প্রশ-
মনকর ও সৰ্বযজ্ঞের ফলপ্রদায়ক ২২—৩১

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০০ ।

একাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত পুরুষবা তীৰ্থ
বেদবিদগণের নিদিষ্ট । ঐ তীৰ্থের শ্রয়ণেও
পাপক্ষয় হয় । উহার দর্শনে যে কি অপূৰ্ব
ফল হয়, তাহা বলাই বাহুল্য । একদা
পুরুষবা ব্রহ্মসভায় উপস্থিত হইলে, দেব-
নদী সন্নবতী ব্রহ্মার সমীপে যদৃচ্ছাক্রমে
হাসিতে লাগিলেন । তদদর্শনে নরপতি রূপ-
বতী উৰ্ব্বশীকে বলিলেন,—এই রূপবতী
সাক্ষী রমণী কে ? ইনি ব্রহ্মার সমীপে
অবস্থান করিয়া সমস্ত সভাগৃহ উজ্জ্বলিত
করিয়াছেন । মনে হয়, ইনি রমণীসদৃশ

সরস্বতী ব্রহ্মমুত। নিত্যমেতি চ যাতি চ।
তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতো রাজা আনয়েমাং মমাস্তিকম্
ব্রহ্মোবাচ।
উর্কশী পুনরপ্যাহ রাজানং ভূরিদক্ষিণম্ ॥ ৫
উর্কশ্যুবাচ।
আনীয়তে মহারাজ তস্থাঃ সৰ্বং নিবেদ্য চ ॥
ব্রহ্মোবাচ।

ততস্তাং প্রাহিণোক্তজ রাজা প্রীত্যা
'তদোর্কশীম্।

সা গৃহ্মা রাজবচনং শ্রবেদয়দখোর্কশী ॥ ৭
সরস্বতাপি তন্মেনে উর্কশ্যা যন্নিবেদিতম্।
স। তুথেতি প্রতিজায় প্রায়াদ্যত্র পুরুরবাঃ ॥ ৮
সরস্বত্যাস্ততস্তীরে স রেমে বহলাঃ সমাঃ।
সরস্বানভবৎ পুত্রো যশ্চ পুত্রো বৃহদ্রথঃ ॥ ৯
তাং গচ্ছন্তীঃ নৃপগৃহং নিত্যমেব সরস্বতীম্।
সরস্বন্তঃ ততো লক্ষ্য জাহ্নবীশ্চৈব তথা কৃতম্ ॥

শিরোমণি। ব্রহ্মা বলিলেন,—উর্কশী রাজাকে প্রত্যুত্তরে জানাইলেন,—ইনি ব্রহ্মার কন্যা পুণ্যা দেব-নদী সরস্বতী—সর্বদাই এখানে যাতায়াত করেন। রাজা তৎশ্রবণে বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—উহাকে আমার নিকট আনয়ন কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—উর্কশী প্রত্যুত্তরে যাগশীল রাজাকে জানাইল,—মহারাজ! উহার নিকট সমস্ত বিষয় নিবেদন করিয়া তবে উহাকে আনিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজা তখন উর্কশীকে প্রেরণ করিলেন। উর্কশী সরস্বতীর নিকট গিয়া রাজার কথা জানাইল। সরস্বতী উর্কশীর বাক্যে অল্পমোদন করিলেন এবং 'তথাহ' বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক পুরুরবার প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পুরুরবা সরস্বতীর তীরে তাঁহার সহিত বহু বৎসর রমণ করিলেন। তাহাতে সরস্বান্ নামে তাঁহার এক পুত্র হইল। সরস্বানের পুত্র বৃহদ্রথ। আমি প্রত্যহ সরস্বতীকে রাজগৃহে যাইতে দেখিয়া এবং অস্ত্রোদ্ধে নিকট তাহার সরস্বান্ নামে

তন্মৈ দদাবহং শাপং ভূয়া ইতি মহানদী।
মচ্ছাপভীতা বাগীশা প্রাগাদেবীক গোতমীম্
কমণ্ডলুভবাং পূতাং মাতরং লোকপাবনীম্।
তাপত্রয়োপশমনীমৈহিকামুখিকপ্রদাম্ ॥ ১২
সা গহ্মা গোতমীং দেবীং প্রাহ মচ্ছাপমাদিতঃ
গহ্মাপি মামুবাচেদং বিশাপাং কর্তুমহঁসি।
ন যুক্তং মৎসরস্বত্যাঃ শাপং ত্বং দত্তবানসি।
স্ত্রীণামেষ স্বভাবো বৈ পুংস্কামা যোষিতো যতঃ
স্বভাবচপলা ব্রহ্মন্ যোষিতঃ সকলা অপি।
ত্বং কথং তু ন জানীবে জগৎশ্রষ্টাশুজাসন।
বিভ্রম্যতি কং বা ন কামো বাপি স্বভাবতঃ।
ততো বিশাপমবদং দৃশ্যাপি স্তাৎ সরস্বতী ॥ ১৬
তস্মাচ্ছাপান্দী মৰ্ত্যে দৃশ্যাদৃশ্যা সরস্বতী।

পুত্র উৎপত্তির কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে অভিশাপ দিলাম,—তুমি মহানদী হও। বাগীশরী মদীয় শাপে ভীত হইয়া গোতমীতে গমন করিল। ১১-১১। যিনি আমার কমণ্ডলু হইতে জন্মিয়াছেন, যিনি নিখিল জগতের পাবনী মাত্ররূপে বিরাজ করিতেছেন, ঐহিক ও পারলৌকিক শুভ ফল যিনি প্রদান করেন ও তাপত্রয় প্রশামত করিয়া গমন থাকেন, সেই পুণ্যতোয়া গোতমী গহ্মায় গমন করিয়া সরস্বতী আমার শাপবাণী আমূলত বাক্ত করল। অনন্তর সেই গোতমী গহ্মা আমায় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি সরস্বতীকে শাপ-মুক্ত করুন। সরস্বতীকে শাপ দান করা, আপনার সঙ্গত হয় না। হীলোকেরা পুরুষ কামনা করে, ইহা তাহাদের চিরস্বভাব। হে ব্রহ্মন্! সকল রমণীই স্বভাবতঃ চঞ্চল। হে অশুজাসন! আপনি জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনি কি আর স্ত্রীস্বভাব জানেন না? দেখুন—কাম স্বভাবতই কাহাকেই বা না বিভ্রান্ত করিয়া থাকে? গোতমীর অল্পরোধে তখন সরস্বতীকে আমি শাপমুক্ত করিয়া বলিলাম,—আচ্ছা, সরস্বতী সকলেরই নৃশা হইবে। আমার সেই শাপঘটনায় তখন

যজ্ঞেবা সজ্জতা দেবী গজায়াং শাপবিহ্বলা ।
তত্র প্রায়ান্বপবরো ধার্মিকঃ স পুরুষবাঃ ।
তপস্তপ্তা সমারাধ্য দেবং সিদ্ধেশ্বরং হরম্ ॥১৮
সর্বান কামানধাবাপ গজায়াশ্চ প্রসাদতঃ ।
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং পুরুষবসমুচ্যতে ॥ ১৯
সরস্বতীসঙ্গমঞ্চ ব্রহ্মতীর্থং তত্চ্যতে ।
সিদ্ধেশ্বরো যজ্ঞ দেবঃ সর্বকামপ্রদঃ তু তৎ ॥২০
ইতি ত্রীত্রাঞ্জে সরস্বতীসঙ্গমতীর্থবর্ণনং নামৈ-
কাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০১ ॥

ব্যাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সাবিত্রী চৈব গায়ত্রী ব্রহ্মা মেধা সরস্বতী ।
এতানি পঞ্চ তীর্থানি পুণ্যানি মুনয়ো বিদুঃ ॥১
তত্র স্নাত্বা তু পীত্বা তু মুচ্যতে সর্বকল্মষাৎ ।
সাবিত্রী চৈব গায়ত্রী ব্রহ্মা মেধা সরস্বতী ॥ ২

হইতে মর্ত্যমণ্ডলে সরস্বতী দৃষ্টা ও
অদৃষ্টা উভয়রূপেই বিরাজিতা । সরস্বতী
শাপাকুল হইয়া যেখানে গজাদেবীর সহিত
মিলিত হইয়াছিল, ধার্মিক পুরুষবা তথায়
গমন করেন । তথায় গিয়া তপস্তা করত
সিদ্ধেশ্বর হরের আরাধনায় ও গজার
প্রসাদে সর্বকামনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।
সেই হইতে ঐ তীর্থ পুরুষবা নামে
বিখ্যাত । সরস্বতীর সঙ্গম ব্রহ্মতীর্থ নামে
কীৰ্ত্তিত । সেখানে সিদ্ধেশ্বর দেব বিরাজমান ।
ঐ তীর্থ সর্ব কামপ্রদ । ১২—২০ ।

একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০১ ।

ব্যাদিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—সাবিত্রী, গায়ত্রী, ব্রহ্মা,
মেধা ও সরস্বতী এই পঞ্চ তীর্থ মুনীগণের
মতে অতীব পুণ্য স্থান । ঐ সকল তীর্থে স্নান
করিয়া জলপান করিলে, সর্ব পাপ হইতে
মুক্ত হওয়া যায় । সাবিত্রী, গায়ত্রী, ব্রহ্মা,

এতা মম স্মৃতা জ্যোষ্ঠা ধর্ম্মসংস্থানহেতবঃ ।
সর্বাসামুত্তমাং কাক্ষির্মিশ্রমে লোকসুন্দরীম্ ॥৩
তাং দৃষ্ট্বা বিকৃত্য বুদ্ধির্মমাসীমুনিসন্তম ।
গৃহমাণা ময়া বালা সা মাং দৃষ্ট্বা পলায়িতা ॥ ৪
মৃগীভূতা তু সা বালা মৃগোহহমভবং তদা ।
মৃগব্যাধোহভবচ্ছূর্ম্মসংরক্ষণায় চ ॥ ৫
তা মন্তীতাঃ পঞ্চ স্মৃতা গজামীঘূর্ম্মহানদীম্ ।
ততো মহেশ্বরঃ প্রায়াক্ষর্ম্মসংরক্ষণায় সঃ ॥ ৬
ধনুর্গৃহীত্বা শশরমৌশোহপি মৃগরূপিণম্ ।
মামুবাচ বধিষে ত্বাং মৃগব্যাধস্তদা হরঃ ॥ ৭
তৎকর্ম্মণো নিবৃত্তোহহং প্রাদাং কস্তাঃ বিবস্বতে
সাবিত্র্যা দ্যাঃ পঞ্চ স্মৃতা নদীরূপেণ সজ্জতাঃ ॥ ৮
তা আগতাঃ পুনশ্চাপি স্বর্গং লোকং মমাস্তিকম্
যত্র তাঃ সজ্জতা দেব্যাঃ পঞ্চ তীর্থানি নারদ ॥ ৯
সজ্জতানি চ পুণ্যানি পঞ্চ নদ্যাঃ সরস্বতী ।

মেধা ও সরস্বতী ইহারা আমারই কন্তা ।
এই কন্তাগণ ধর্ম্মসংস্থানের হেতু । ইহা-
দিগের মধ্যে জ্যোষ্ঠা কন্তা সাবিত্রীকে আমি
সর্বলোক-সুন্দরী ও সর্বশ্রেষ্ঠারূপে নিৰ্ম্মাণ
করিয়াছিলাম । মুনবর ! তাহাকে দেখিয়া
আমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছিল । আমি
তাহাকে গ্রহণ করিলাম । কিন্তু সে বালা
আমাকে দেখিয়া মৃগীরূপে পলায়ন করিল ।
আমিও মৃগ হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
চলিলাম । এই সময় ধর্ম্মরক্ষার জন্ত শস্ত্র
মৃগ-ব্যাধ বেশ ধারণ করিলেন । তখন
আমায় দেখিয়া পঞ্চ কন্তাই ভীত হইয়া মহা-
নদী গজায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল ।
মহেশ্বর ধর্ম্মরক্ষার শশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক
মৃগব্যাধরূপে মৃগরূপী আমাকে বলিলেন,—
তোমায় আমি বধ করিব । ১—৭। তখন আমি
সেই ক্রম হইতে নিবৃত্ত হইলাম এবং আমার
সেই কন্তাকে বিবস্বানের হস্তে সম্প্রদান
করিলাম । আমার সেই সাবিত্রী প্রভৃতি পঞ্চ
কন্তা নদীরূপে গজায় সজ্জত হইয়াও পুনরায়
আমার লোকে আসিয়াছিল । হে নারদ !
যেখানে তাহারা সজ্জত হইয়াছিল ; তাহারা

তেষু জ্ঞানং তথা দানং যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ
সৰ্বকামপ্রদং তৎস্মারৈককৰ্ম্মানুজ্ঞিতং স্মৃতম্ ।
তত্রাভবন্মৃগব্যাধং তীর্থং সৰ্বার্থদং নৃণাম্ ॥
স্বৰ্গমোক্শকলং চাস্তদব্রহ্মতীর্থকলং স্মৃতম্ ॥ ১১

ইতি ব্রাহ্মে পঞ্চতীর্থমাহাত্ম্যানিরূপণং নাম
ত্ৰ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০২ ॥

ত্ৰ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শমীতীর্থমিতি খ্যাতং সৰ্বপাপোপশান্তিদম্ ।
তস্তাখ্যানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু যত্নেন নারদ ॥ ১
আসীৎ প্রিয়ব্রতো নাম ক্ষত্রিয়ো জয়তাংবরঃ
গৌতম্য। দক্ষিণে তীরে দীক্ষাং চক্রেপুৰোধসা
হয়মেধ উপক্রান্তে ঋষিগুণ্ডিঞ্চ বিভিবৃতে ।
তস্ত রাজ্ঞো মহাবাহোর্বাসিষ্ঠ পুরোহিতঃ ॥ ৩

নাম পঞ্চতীর্থ । সেই পুণ্যসকল স্থানে নরগণ
জ্ঞান দান খাছা কিছু অল্পতান করুক, তৎ-
সমস্তই সৰ্বকামপ্রদ হয়। তথায় নৈককৰ্ম্ম
অবলম্বনে মুক্তি পৰ্য্যন্ত হইয়া থাকে। যথায
পশু মৃগব্যাধ হইয়াছিলেন, সে তীর্থ
নরগণের পক্ষে সৰ্বার্থপ্রদ। তত্রত্য
অপর ব্রহ্মতীর্থ স্বৰ্গ ও মোক্ষকলের উৎ-
পাদক ৮—১১।

ত্ৰ্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্ৰ্যধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত শমীতীর্থ সৰ্ব-
পাপের প্রশমন। হে নারদ! তাহার
আখ্যান বলিতেছি,—শ্রবণ কর। প্রিয়ব্রত
নামে এক বিজয়ী ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন।
তিনি গৌতমীর দক্ষিণতীরে অশ্বমেধ যজ্ঞে
দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার
পুরোহিত ছিলেন। তিনি ঋষিকু, পুরো-
হিত ও অস্তান্ত ঋষিগণে পরিবৃত্ত হইয়া

তদ্যজ্ঞব্যাটমগমদানবোহথ হিরণ্যকঃ ।
তং দানবমভিপ্রেক্ষ্য দেবাস্তিল্পপুরোগমাঃ ॥৪
ভীতাঃ কেচেদ্বিৎ জম্বুদ্বীপব্যাটশমিমাশিৎ ॥
অশ্বখং বিষ্ণুগমস্তান্নরকং বটং শিবঃ ॥ ৫
সোমঃ পলাশমগমদগন্ধাস্তো হব্যবাহনঃ ।
অশ্বিনৌ তু হবং গৃহ্য বায়সোহভূদ্যমঃ স্তম্ ॥৬
এতান্নরন্তরে তত্র বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ।
যষ্টিমাদায় দৈত্যেযান্ন স্তবায়দধাজ্ঞয়া ॥ ৭

ততঃ প্রবৃত্তঃ পুনরেব যজ্ঞো

দৈত্যো গতঃ স্তেন বলেন সূক্তঃ ।

ইমানি তীর্থানি ততঃ শুভানি

দশাশ্বমেধস্ত ফলানি দহাঃ ॥ ৮

প্রথমন্ত শমীতীর্থং দ্বিতীয়ং বৈষ্ণবং বিহঃ ।
আরুং শৈবকং সৌম্যকং বাসিষ্ঠং সৰ্বকামদম্ ॥৯
দেবাস্ত ঋষয়ঃ সৰ্বে নিবৃন্তে যথবিস্তরে ।
তুষ্ণাঃ প্রোচুবসিষ্ঠন্তঃ ষজমানঃ প্রিয়ব্রতম্ ॥ ১০
তাংস্ত বৃক্ষাংস্তাকং গন্ধাং মুদা যুক্তাঃ পুনঃপুনঃ

যখন যজ্ঞ আবস্ত করিলেন, তখন হিরণ্যক
নামে জনৈক দানব তাঁহার সেই যজ্ঞক্ষেত্রে
আসিয়া উপস্থিত হয়। 'সেই দানবকে
দেখিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি কতিপয় দেব সভয়ে
স্বৰ্গ গমন করিলেন। অগ্নি শমীবৃক্ষ, বিষ্ণু
অশ্বখ, ভানু অরু, শিব বট এবং সোম
পলাশবৃক্ষ আশ্রয় করিলেন। হব্যবাহন
গন্ধাজলে প্রাবৃত্ত হইলেন। অশ্বিনীকুমার
যজ্ঞায় অশ্ব এক যম বায়স হইলেন। ঐ
সময়ে ভগবান বশিষ্ঠ ঋষি যষ্টি লইয়া দৈত্য-
দিগকে বিতাড়িত করিলেন। তখন তাঁহার
আজ্ঞায় পুনরায় যজ্ঞ আরম্ভ হইল। দৈত্য
সসৈন্তে পলায়ন করিল। তখন হইতে
নিম্নোক্ত তীর্থ সকল শুভাব ও দশাশ্বমেধ
কল দান করিতে লাগিল। প্রথম শমীতীর্থ,
দ্বিতীয় বৈষ্ণবতীর্থ। অনন্তর আরু, শৈব,
সৌম্য ও বাসিষ্ঠ তীর্থ। এই সকল তীর্থ সৰ্ব-
কামপ্রদ। ১—১। সেই রাজকীয় যজ্ঞ নিষ্পন্ন
হইলে, সমস্ত দেব ও ঋষিগণ তুষ্ট হইয়া
পুরোহিত বসিষ্ঠ ও যজমান প্রিয়ব্রতকে সেই

হয়মেধস্ত নিষ্পত্তৌ এতে যাতা ইতস্ততঃ ॥ ১১

হয়মেধকলং দদ্যন্তীর্থানীত্যবদন সুরাঃ ।

তস্মাৎ নানেন দানেন তেবু তীর্থেষু নারদ ।

হয়মেধকলং পুণ্যং প্রাপ্নোতি ন মুখা বচঃ ॥ ১২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শম্যাদিতীর্থবর্ণনং নাম

ত্ৰ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৩ ॥

চতুর্দিকশততমোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বিশ্বামিত্রঃ হরিশ্চন্দ্রঃ শুনঃশেফঃ চ রোহিতম্ ।

বাকরণং ব্রাহ্মমাগ্নেয়মৈন্দ্রমৈন্দবমৈশ্বরম্ ॥ ১

মৈত্রঞ্চ বৈষ্ণবং চৈব যাম্যমাশ্বিনমৌশনম্ ।

এতেষাং পুণ্যতীর্থানাং নামধেয়ং শৃণুষ মে ॥ ২

হরিশ্চন্দ্র ইতি দ্বাসীদিক্কাবুপ্রভবো নৃপঃ ।

তস্ত গেহে মুনৌ প্রাপ্তৌ নারদঃ পরীতস্তথা ॥

সকল বৃক্ষ ও গজার মাংসাদি কথা পুনঃ পুনঃ বলিলেন । পরে অশ্বমেধের অবসানে তাঁহার সাহসে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । সুরগণ বলিয়া গেলেন, পুরোক্ত তীর্থ সকল অশ্বমেধযজ্ঞের ফল দান করিবে । অতএব হে নারদ ! ঐ সকল তীর্থে দান ও দান করিলে নর পবিত্র হয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় । এ কথা মিথ্যা নয় । ১০—১২ ।

ত্ৰ্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৩

চতুর্দিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ ! বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্র, শুনঃশেফ, রোহিত, বাকরণ, ব্রাহ্ম, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, ঐন্দব, ঐশ্বর, মৈত্র, বৈষ্ণব, যাম্য, আশ্বিন, ও ঔশন এই সকল পুণ্য-তীর্থের নামনিরূপিত আমার নিকট শ্রবণ কর । ইক্ষাকুকুলে হরিশ্চন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন । একদা তাঁহার গৃহে পরীত

কৃত্বাতিথ্যঃ তয়োঃ সম্যগ্ হরিশ্চন্দ্রোহিব্রবীদ্ববী
হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

পুত্রার্থং ক্লিষ্টতে লোকঃ কিং পুত্রোৎপাদিব্যাতি
জ্ঞানী বাপ্যথবাজ্ঞানী উত্তমো মধ্যমোহথবা ॥

এতং মে সংশয়ঃ নিত্যং ক্রতায়ুষিবরাবুভৌ ॥ ৪
ব্রহ্মোবাচ ।

তাবুচতুর্হরিশ্চন্দ্রঃ পরীতো নারদস্তথা ॥ ৫

নারদপরীতাবুচতুঃ ।

একদা দশধা রাজন শতধা চ সহস্রধা ।

উত্তরং বিত্ততে সম্যক্ তথাপ্যেতদুদীয্যতে ॥ ৬

নাপুত্রস্ত পরো লোকো বিদ্যতে নৃপসন্তম ।

জাতে পুত্রে পিতা ন্নানঃ যঃ করোতি জনাধিপ

দশানামশ্বমেধানামভিষেককলং লভেৎ ।

আশ্বপ্রতিষ্ঠা পুত্রাং শ্রাজ্জায়তে চামরোত্তমঃ ॥

অমৃতেনামরা দেবাঃ পুত্রো ব্রাহ্মণাদয়ঃ ।

ত্রিংশগামোচয়েৎ পুত্রঃ পিতরং চ পিতামহান্ ॥

ও নারদ মুনি উপস্থিত হইলেন । রাজা তাহাদিগের যথাযোগ্য আতিথ্য করাইয়া বলিলেন,—হে মুনিষয় ! লোকে পুত্র নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করে, কিন্তু পুত্র দ্বারা কি হইয়া থাকে ? পুত্রবান লোক জ্ঞানী কিংবা অজ্ঞানী, অথবা উত্তম বা মধ্যম হয় কি ? এই সার্বকালিক সংশয় আমার নিরাশ করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ ও পরীত রাজার প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,—রাজন ! আপনি যাহা বলিলেন, ইহার একধা, দশধা, শতধা বা সহস্রধা উত্তর আছে । যাহা হউক, তন্মধ্যে এই একটি বলিতেছি, হে জনাধিপ ! অপুত্রক ব্যক্তির পারলৌকিক গতি হয় না । পুত্র জন্মিলে যে পিতা দান করেন, তিনিই দশাশ্বমেধের অভিষেককল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । পুত্র হইতেই আশ্বপ্রতিষ্ঠা এবং পুত্র হইতেই অমরত্ব ঘটিয়া থাকে । দেব-গণ সুধাধারা এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ পুত্র দ্বারা অমর হইয়া থাকেন । ১—৮ । পুত্র পিতা ও পিতামহাদিগকে ঋণজয় হইতে মোচন করে ।

কিন্মূলং কিম্ জলং কিন্তু শ্রুশ্চাণি কিং তপঃ ।
 বিনা পুত্রেন রাজৈশ্চ স্বর্গো মুক্তিঃ সূতাং সূতা
 পুত্র এব পরো লোকো ধর্ম্যঃ কামোহর্থ এব চ
 পুত্রো মুক্তিঃ পরং জ্যোতিস্তারকঃ সর্বদেহিনাম্
 বিনা পুত্রেন রাজৈশ্চ স্বর্গমোক্শো সুদুর্লভো ।
 পুত্র এব পরো লোকে ধর্ম্যকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১২
 বিনা পুত্রেন যদন্তঃ বিনা পুত্রেন যদুতম্ ।
 বিনা পুত্রেন যজ্ঞস্য ব্যর্থং তদবভাতি মে ॥ ১৩
 তস্মাৎ পুত্রসমং কিঞ্চিৎকাম্যং নাস্তি জগদ্রয়ে ।
 তচ্ছ্রুত্বাথো বিস্ময়বাস্তাবুবাচ নৃপঃ পুনঃ ॥ ১৪
 হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

কথং মে শ্রুত্ব সূতো ক্রতাং যত্র কাপি
 যথাতথম্ ।
 যেন কেনপ্যুপায়েন কুত্বা কিঞ্চিদ্ভূ পৌরুষম্ ।
 মজ্জেন যাগদানাত্যামুৎপাদ্যোহসৌ সূতো ময়া
 ব্রহ্মোবাচ ।
 তাবচতুর্পশ্চেষ্টঃ হরিশ্চন্দ্রঃ সূতার্থিনম্ ।

হে রাজেন্দ্র ! পুত্র ব্যতীত মূল, জল, শ্রুশ্রু
 বা তপস্যা কোনই ফলোপধায়ক নয় । পুত্র
 হইতেই স্বর্গ, পুত্র হইতেই মুক্তি । পুত্র
 মানবের পরম লোক এবং পুত্রই ধর্ম্য, কাম
 ও অর্থ । পুত্র মুক্তি, পুত্র পরম জ্যোতিঃ
 এবং পুত্রই সর্বদেহীর তারণকর্তা । পুত্র
 ব্যতীত স্বর্গ মোক্ষ সুদুর্লভ । ধর্ম্য, কাম
 অর্থসিদ্ধি বিষয়ে পুত্রই একমাত্র প্রধান উপা-
 দান । অপুত্রক ব্যক্তি যাহা দান করে,
 কিছা যাহা হোম করে, তাহা ব্যর্থ । অধিক
 কি অপুত্রকের জন্মই নিরর্থক । অতএব
 দ্বিজগতে পুত্র তুল্য কার্য্য কিছুই নাই ।
 রাজা হরিশ্চন্দ্র তৎপ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইলেন
 এবং বলিলেন,—আপনারা বলুন, কোথায়
 গিয়া কি করিলে আমার পুত্র হয় ? যে কোন
 পুরুষকার, উপায়, মন্ত্র বা দান, যজ্ঞ করিলে,
 আমার পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা
 আপনারা বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই
 মুনিষয় ক্রিষ্ণিৎ ধ্যান কারিয়া সূতার্থী
 হরিশ্চন্দ্রকে তখন বলিলেন,—হে মানদ !

ধ্যাত্বা ক্রণং তথা সম্যগুগোতমীং যাহি মানদ ॥
 তত্রাপাংপতিক্রম্যকৃষ্টং দদাতি মনসীপ্সিতম্ ।
 বরুণঃ সর্বদাতা বৈ মুনিভিঃ পরিকীর্ষিতঃ ॥ ১৭
 স তু জীতঃ শনৈঃ কালে তব পুত্রঃ প্রদাস্ততি ।
 এতচ্ছ্রুত্বা নৃপশ্চেষ্টো মুনিবাক্যঃ তথাকরোৎ ॥
 তোষয়ামাস বরুণঃ গোতমীতীরমাস্রিতঃ ।
 ততশ্চ তুষ্টো বরুণো হরিশ্চন্দ্রমুবাচ হ ॥ ১৯
 বরুণ উবাচ ।
 পুত্রং দাস্তামি তে রাজন্ লোকত্রয়বিভূষণম্ ।
 যদি যক্ষ্যসি তেনৈব তব পুত্রো ভবেদ্রবম্ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

হরিশ্চন্দ্রোহপি বরুণঃ যক্ষ্যে তেনেত্যবোচত ।
 ততো গত্বা হরিশ্চন্দ্রশ্চক্ৰং কুত্বা তু বারুণম্ ॥ ২১
 ভার্য্যায়ৈ নৃপতিঃ প্রাদাস্ততো জাতঃ সূতোনৃপাৎ
 জাতে পুত্রে অপামীশঃ প্রোবাচ বদতাংবরঃ
 বরুণ উবাচ ।
 অদৈব পুত্রো যষ্টব্যঃ স্মরসে বচনং পুরা ॥ ২৩

আপনি গোতমী গঙ্গায় গমন করুন ।
 সেখানে জলপতি আপনাকে মনোহরীষ্ট
 দান করিবেন । মুনিগণ বলিয়া থাকেন,
 বরুণদেব সর্ব-কাম-প্রদায়ক । অতএব
 তিনি জীত হইলে যথাকালে আপনাকে
 পুত্র দান করিবেন । মুনিষয়ের কথা
 শ্রুতিয়া নৃপশ্চেষ্ট হরিশ্চন্দ্র তাহাই করি-
 লেন । তিনি গোতমীর তীরে গিয়া
 বরুণকে তুষ্ট করিলেন । বরুণ তুষ্ট হইয়া
 হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন,—রাজন্ ! ত্রিলোকের
 অলঙ্কারস্বরূপ একটি পুত্র আপনাকে দান
 করিব । পরন্তু এই পুত্র দ্বারা যদি আপনি
 যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তবেই আপনার পুত্র
 হইবে । ১—২০ । ব্রহ্মা বলিলেন,—হরিশ্চন্দ্র
 তখন বারুণযজ্ঞ করিতে প্রতিজ্ঞত হইলেন ।
 অনন্তর তিনি বারুণ চক্ৰ নির্মাণ করিয়া
 পত্নীকে প্রদান করিলেন । পরে যথা-
 কালে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল । পুত্র
 জন্মিলে বাগ্মী জলপতি হরিশ্চন্দ্রকে গিয়া
 বলিলেন,—রাজন্ ! আপনার স্মরণ-স্মাছে,

ব্রহ্মোবাচ ।

হরিশ্চন্দ্রোহপি বরুণঃ প্রোবাচেনং ক্রমাগতম্

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

নির্দেশো মেধ্যস্তাং যাতি পশুর্ধক্যো ততো হুহম্

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজো বরুণোহগাং স্বমালয়ম্ ।

নির্দেশে পুনরভ্যুত্যা যজ্ঞেষুতাহ তং নৃপম্ ॥

রাজাপি বরুণঃ প্রাহ নির্দ্রো নিফলঃ পশুঃ ।

পশোর্দন্তেষু জাতেষু এহি গচ্ছাধুনাস্ততে ॥

তচ্ছ্রুত্বা রাজবচনং পুনঃ প্রায়াদপাং পতিঃ ।

জাতেষু চৈব দন্তেষু সপ্তবর্ষেষু নারদ ॥ ২৮

পুনরপ্যাহ রাজানং যজ্ঞেষুতি ততোহব্রবীৎ ।

রাজাপি বরুণঃ প্রাহ পশুস্তমীমে অপাম্পতে ॥

সম্পশুস্ততি তথা চান্তে ততো যক্ষ্যে ব্রহ্মাধুনা

পুনঃ প্রায়াদং স বরুণঃ পুনর্দন্তেষু নারদ ।

এই পুত্র দ্বারাই এক্ষণে আপনাকে যজ্ঞ করিতে হইবে? ব্রহ্মা বলিলেন,—হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতিসকলে নিবেদন করিলেন, দশ দিন অতীত হইলে, পশু পবিত্র হইয়া থাকে। অতএব দশাহ পরেই আমি যজ্ঞ করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—বরুণ রাজার সেই কথা শুনিয়া স্বীয় আলয়ে প্রস্থান করিলেন। পরে যখন দশ দিন অতীত হইল, তখন তিনি পুনরায় আসিয়া রাজাকে যজ্ঞ করিতে বলিলেন। রাজা বরুণকে বলিলেন,—দন্তোদগম না হইলে, সে পশু দ্বারা কোন ফল হয় না। যখন এই শিশু-পশুর দন্তোদগম হইবে। তখন আপনি আসিবেন। জলপতে! অধুনা আপনি প্রস্থান করুন। রাজার কথা শুনিয়া বরুণ পুনরায় আলয়ে প্রেরণ করিলেন। ক্রমে রাজপুত্রের দন্ত উদগিয়া সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রম হইল; তখন বরুণ আবার আসিয়া রাজাকে যজ্ঞ করিতে বলিলেন। রাজা বলিলেন,—হে জলপতে! এই দন্তভাল যখন পড়িবে এবং অস্ত্র নূতন দন্ত কুটিবে, তখনই আমি যজ্ঞ করিব; এখন আপনি যান। বরুণ পুনরায় গেলেন।

যজ্ঞেষুতি নৃপঃ প্রাহ রাজা প্রাহ তুপাং পতিম্ ।

রাজোবাচ ।

যদা তু কত্রিয়ো যজ্ঞে পশুর্ধবতি বারিপ ।

ধনুর্ধেদং যদা বেত্তি তদা স্তাং পশুকৃতমঃ ॥৩১

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা রাজবচনং বরুণোহগাং স্বমালয়ম্ ।

যদাস্থেষু চ শস্যেষু সমর্থোহভূৎ স রোহিতঃ ॥

সর্ববেদেষু শাস্ত্রেষু বেত্তাভূৎ স অরিন্দমঃ ।

যুবরাজ্যমনুপ্রাপ্তে রোহিতে যোড়শাব্দিকে ॥

প্ৰীতিমানগমস্তত্র যত্র রাজা স রোহিতঃ ।

আগত্য বরুণঃ প্রাহ যজ্ঞস্বাত্ম সূতং নৃকম্ ॥

ওমিত্যুক্তা নৃপবর ঋত্বিজঃ প্রাহ তুপতিঃ ।

রোহিতঞ্চ সূতং জ্যেষ্ঠং শৃণুতো বরুণস্ত চ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

এহি পুত্র মহাবীর যক্ষ্যে ত্বাং বরুণায় হি ॥৩৬

ব্রহ্মোবাচ ।

কিমেতদিত্যথোবাচ রোহিতঃ পিতরং প্রতি ।

হে নারদ! রাজপুত্রের আবার দন্তোদগম হইল। বরুণ তাঁহাকে আবার যজ্ঞ করিতে বলিলেন। রাজাও তাঁহাকে প্রভৃতিসকলে বলিলেন,—হে জলপতে! কত্রিয়সন্তান যখন ধনুর্ধেদে অভিজ্ঞ হয়, তখনই যজ্ঞে তাহার উত্তম পশু হইয়া থাকে। ২১—৩১। ব্রহ্মা বলিলেন,—বরুণ আর কি করেন? তিনি রাজার কথা শুনিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন। রাজপুত্র রোহিত যখন সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রে পারগ হইল, সর্ব শাস্ত্র ও সর্ববেদে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিল এবং যখন সেই অরিন্দম যোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইল, তখন একদা বরুণ প্ৰীতি-চিন্তে রোহিত-সন্নিহিত রাজার নিকট গিয়া বলিলেন,—রাজন! এক্ষণে আপনি স্বীয় পুত্র দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। নৃপবর এইবার সম্মতিত্বচক বাক্য বলিয়া বরুণের সমক্ষে অগ্রে ঋত্বিজগকে এবং পরে জ্যেষ্ঠপুত্র রোহিতকে বলিলেন,—এস পুত্র মহাবীর! তোমা দ্বারা বরুণোদ্যেগে যজ্ঞ

পিতাপি তদ্যথাবৃত্তমাতচক্ষে সবিস্তরম্ ।

রোহিতঃ পিতরং প্রাহ শৃণতো বরুণস্ত ৮ ॥ ৩৭

রোহিত উবাচ ।

অহং পূৰ্ব্বং মহারাজ ঋত্বিগৃভিঃ সপুৰোহিতৈঃ ।

বিক্বেবে লোকনাথায় যক্ষ্যেহহং হরিতং শুচিঃ

পশুনা বরুণেনাথ তদমুজ্জাতুমহসি ॥ ৩৮

ব্রহ্মোবাচ ।

রোহিতস্ত তু তথাক্যং ব্রহ্মা বারীশ্বরস্তদা ।

কোপেন মহতাবিষ্টো জলোদরমথাকরোৎ ॥ ৩৯

হরিশ্চন্দ্রস্ত নৃপতে রোহিতঃ স বনং যযৌ ।

গৃহীত্বা স ধনুর্দিব্যং রথারূঢ়ো গতব্যথঃ ॥ ৪০

যত্র চারাদ্য বরুণং হরিশ্চন্দ্রো জনেশ্বরঃ ।

গঙ্গায়াং প্রাপ্তবান্ পুত্রং তত্রাগাৎ সোহপি

রোহিতঃ ॥ ৪১

ব্যতীতান্তথ বর্ষাণি পঞ্চষষ্ঠে প্রবর্ততি ।

তত্র স্থিত্বা নৃপশ্রুতঃ শুশ্রাব নৃপতে কুজম্ ॥ ৪২

ময়া পুত্রেন জাতেন পিতুর্কৈ ক্লেশকারিণা ।

করিব । ব্রহ্মা বলিলেন,—রোহিত তৎ-

অবশে পিতাকে বলিলেন,—এ কি বৃত্তান্ত !

তখন পিতা বিস্তৃতরূপে সমস্ত ঘটনাই পুত্রের

নিকট ব্যক্ত করিলেন । রোহিত বরুণের

সমক্ষে পিতাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—

মহারাজ ! পুরোহিত ও ঋত্বিকগণসহ

পূর্বেই আমি শুচি হইয়া লোকনাথ বিষ্ণুর

উদ্দেশে একটা যজ্ঞ করিব স্থির করিয়াছি,

আপনি বরুণসহ সেই বিষয়ে অগ্রে আমার

অনুমোদন করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—জলপতি

তখন রোহিতের সেই বাক্য অবগণ করিয়া

মহাকোপাবিষ্ট হইলেন এবং হরিশ্চন্দ্র

নৃপতির জলোদরী রোগ করিয়া দিলেন ।

রোহিত এদিকে নিরুদ্বেগে দিব্য ধনু গ্রহণ

করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন । অনন্তর

হরিশ্চন্দ্র যথায় বরুণকে আরাধনা করিয়া

পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সেই গঙ্গা-

তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন । প্রায় পাঁচ

ছয় বর্ষ অতীত হইলে পর রাজপুত্র

পিতার রোগবার্দ্ধ্য অবগণ করিলেন । শুনিয়া

কিং কলং কিম্ব কৃত্যং স্তাদিত্যেবং পর্য্যচিস্তয়

তস্তান্তরীয়ে ঋষীন পুণ্যানপন্নমুপতে: শ্রুত: ।

গঙ্গাতীরে বর্তমানমপন্নমুপসন্তমম্ ॥ ৪৪

অজীগর্ভমিতি খ্যাতমুযেষ্চ বয়সঃ শ্রুতম্ ।

ত্রিভিঃ পুত্রৈরমুদ্রুতঃ ভার্য্যয়া কৌণরুত্তিকম্ ॥

তঃ দৃষ্ট্বা নৃপতে: পুত্রো নমস্তোদঃ বচোহব্রবীৎ

রোহিত উবাচ ।

কৌণরুত্তিঃ কৃশঃ কস্মাদুর্নানা ইব লক্ষ্যসে ॥ ৪৬

ব্রহ্মোবাচ ।

অজীগর্ভোহপি চোবাচ রোহিতঃ নৃপতে:

শ্রুতম্ ॥ ৪৭

অজীগর্ভ উবাচ ।

বর্তনং নাস্তি দেহস্ত ভোক্তারো বহবশ্চ মে ।

বিনারেন মরিষ্যামো ক্রহি কিং করবামহে ॥ ৪৮

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা পুনরপ্যাহ নৃপপুত্র ঋষিঃ তদা ॥ ৪৯

রোহিত উবাচ ।

তব কিং বর্ততে চিন্তে তদুক্রহি বদতাংবর ॥ ৫০

তাবিলেন, আমি পুত্র জন্মিয়া যদি পিতার

ক্লেশকারী হইলাম, তাহা হইলে আর

আমি দ্বারা কি কল বা কি কাৰ্য্য হইবে ?

এইরূপ চিন্তা করিবার পর তিনি সেই গঙ্গা-

তীরে বহু ঋষির দর্শন লাভ করিলেন ।

তন্মধ্যে অজীগর্ভ নামক এক বিখ্যাত ঋষি

ভাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন । এই ঋষি

নিজ ভার্য্যা ও পুত্রদ্বয়ে পরিবৃত্ত হইয়া অতি

কষ্টে-স্বষ্টে জীবিকাবৃত্তি নির্বাহ করিতে

ছিলেন । ভাঁহাকে দেখিয়া রাজপুত্র নমস্কার-

পূর্বঃসম্বলিলেন,—আপনি কৃশকায়, কৌণ-

রুত্তি, ও হৃদয়নার ভ্রায় লক্ষিত হইতেছেন

কেন ? ৩২—৪৬ । ব্রহ্মা বলিলেন,—অজীগর্ভ

রাজপুত্রকে প্রত্যুত্তরে কহিলেন, আমার

দেহের রুতি কিছুই নাই, এদিকে ভোক্তাও

অনেক ; কাজেই অন্ন বিনা মৃত্যুমুখে পতিত

হইতে হইবে । নতুবা আর কি করিব বলুন ?

ব্রহ্মা বলিলেন,—তৎপ্রবণে রাজপুত্র ঋষিকে

তখন কহিলেন,—হে বাণীবর ! আপনার

অজীগৰ্ভ উবাচ ।

বিরণ্যঃ রজতঃ গাবো ধাৰ্জ্যং বস্ত্রাদিকং ন মে
বিদ্যাতে নৃপশাৰ্দূল বৰ্ত্তনঃ নাস্তি মে ততঃ ॥৫১
সুতা মে সন্তি ভাৰ্য্যা চ অহং বৈ পঞ্চমস্তথা ।
নৈভেমাঃ কতমস্তাপি ক্ৰেতারেন নৃপোত্তম ॥৫২

রোহিত উবাচ ।

কিং ক্রীণাসি মহাবুদ্ধেঃ অজীগৰ্ভ সত্যমেব মে ।
বদ নাস্তচ্চ বক্তব্যং বিপ্রা বৈ সত্যবাদিনঃ ॥

অজীগৰ্ভ উবাচ ।

দ্রয়াণামপি পুত্রাণামেকং বা মাং তথৈব চ ।
ভাৰ্য্যাং বাপি গৃহাণেমাং ক্রীত্বা জীবামহে বয়ম্
রোহিত উবাচ ।

কিং ভাৰ্য্যা মহাবুদ্ধে কিং দ্রয়া বুদ্ধরূপিণা ।
সুবানঃ দেহি পুত্রঃ মে পুত্রাণাং যঃ স্মিচ্ছসি ॥
অজীগৰ্ভ উবাচ ।

জ্যেষ্ঠপুত্রঃ শুভঃ পুচ্ছঃ নাহং ক্রীণামি রোহিত

মাতা কনীয়সং চাপি ন ক্রীণাতি ততোহনন্তঃ
মধ্যমঃ তু শুভঃ শেফঃ ক্রীণামি বদ ভক্ষনম্ ॥৫৬
রোহিত উবাচ ।

বরুণায় পশুঃ কল্যাঃ পুরুষো গুণবন্তয়ঃ ।
যদি ক্রীণাসি মূল্যং ত্বং বদ সত্যং মহামুনে ॥৫৭
ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্তা অজীগৰ্ভঃ পুত্রমূল্যমকল্পয়ৎ ।
গবাঃ সহস্রং ধাত্তানাং নিক্কাণাং চাপি বাসসাশ্চ
রাজপুত্র বয়ং দেহি দাস্তামি নমুতং তব ॥৫৮
ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্তা রোহিতোহপি প্রাদাৎ সবসনঃ
ধনম্ ।

দত্ত্বা জগাম পিতরমৃষিপুত্রেন রোহিতঃ ॥
পিছে নিবেদয়ামাস ক্রয়ক্রীতম্বেষে নুতম্ ॥৫৯
রোহিত উবাচ ।

বরুণায় যজ্ঞস্ত ত্বং পশুনা ভক্ষকগ্ভব ॥ ৬০

মনের অভিপ্রায় কি ?—তাহা বলুন ।
অজীগৰ্ভ বলিলেন,—নৃপবর ! আমার স্বর্ণ,
রজত, গো, ধাত্ত, বা বস্ত্রাদি কিছুই নাই ।
কাজেই বৰ্ত্তনও আমার নাই । আমার
ভাৰ্য্যা, পুত্র লইয়া আমরা পাঁচজন আছি,
নৃপবর ! এমন কোনও ক্রেতা নাই, যিনি
আমাদের এই পাঁচজনের একজনকেও
অন্ন দ্বারা ক্রয় করিয়া লয়েন । রোহিত
বলিলেন,—অজীগৰ্ভ ! সত্যই কি আপনি
আপনার কাহাকেও বিক্রয় করিবেন ?
ব্রাহ্মণেরা সত্যবাদী—তাই বলি, আপনি
অস্ত্রাদি বলিবেন না । অজীগৰ্ভ কহিলেন,—
আমার তিন পুত্র, আমি, অথবা আমার
ভাৰ্য্যা, ইহাদের যাহাকে ইচ্ছা ক্রয় করিয়া
লউন । অবশিষ্ট আমরা, জীবন ধারণ করি ।
রোহিত বলিলেন,—হে মহাবুদ্ধে ! আপনি
বুদ্ধ ; আপনার দ্বারা অথবা আপনার ভাৰ্য্যা
দ্বারা আমার কোনই প্রয়োজন নাই ।
আপনার পুত্রত্রয়ের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা
একটি মুক পুত্র বিক্রয় করুন । অজী-
গৰ্ভ বলিলেন,—আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শুভঃ-

পুচ্ছ ইহাকে আমি বিক্রয় করিব না ।
এবং কনিষ্ঠ পুত্রটিকে বিক্রয় করিতে তাহার
মাতা সম্মত হইবে না । অতএব মনীয়
মধ্যম পুত্র শুভঃ শেফকে আমি বিক্রয় করিব ।
কি মূল্য দিবেন বলুন ? ৪৭—৫৬ । রোহিত
বলিলেন,—বরুণের নিমিত্ত একটি গুণব্র্হ
পুরুষকেই পশুরূপে কল্পনা করিতে হইবে ।
অতএব হে মহামুনে ! যদি বিক্রয় করেন,
তবে উচিত মূল্য বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—
অজীগৰ্ভ সে কথায় অঙ্গীকার করিয়া পুত্রের
মূল্য নিরূপণ করিলেন । বলিলেন,—যদি
সহস্র গো, প্রচুর ধাত্ত, সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা
এবং সহস্র বস্ত্র দান করিতে পারেন, তাহা
হইলে আমার পুত্রকে আমি দান করিব ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—রোহিত 'তথাত্ত' বলিয়া
অজীগৰ্ভকে ধন ও বস্ত্রাদি সমর্পণপূর্বক
ঋষিপুত্রসহ পিতার নিকট গমন করিলেন
এবং ঋষিপুত্রের ক্রয়-বৃত্তান্ত পিতার নিকট
প্রকাশ করিয়া বলিলেন । রোহিত কহি-
লেন,—পিতঃ ! আপনি এই ক্রীত পশু-
দ্বারা বরুণোদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া নীলোৎপা-

ব্রহ্মোবাচ ।

ভবোবাচ হরিশ্চন্দ্রঃ পুত্রবাক্যাদনন্তরম্ ॥ ৬১

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্ণা রাজা পাল্যা ইতি ঋতিঃ
বিশেষতঃ বর্ণনাঃ শুরবো হি দ্বিজোক্তমাঃ ॥
বিকোরপি হি যে পূজ্যা মাদৃশাঃ কুত এব হি
অবজ্ঞাপি যেযাং শাস্ত্রপাণাং স্বকুলক্ষয়ঃ ॥ ৬৩
তান্ পশুন কুত্বা কুপণং কথং রক্ষিতুমুৎসহে ।
অহং ব্রাহ্মণং কুর্যাং পশুং নৈতচ্চি যুজ্যতে ॥
বনং হি জাতু মরণং ন কথঞ্চিদ্ভিজং পশুম্ ।
করোমি তস্মাৎ পুত্র ত্বং ব্রাহ্মণেন স্মৃৎ ব্রজ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

এতদ্বিস্মৃত্তরে তত্র বাণ্ডবাচশরীরিণী ॥ ৬৬

আকাশবাণ্ডবাচ ।

গৌতমীঃ গচ্ছ রাজেন্দ্র ঋত্বিগৃভিঃ সপুৰোহিতঃ
পশুনা বিপ্রপুত্রেন রোহিতেন স্মৃতেন চ ॥ ৬৭

হউন । ব্রহ্মা বলিলেন,—পুত্রের বাক্যা-
বসানে, হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—বেদ বলিয়া-
ছেন,—ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্ণ, এই বর্ণত্রয়
মরণতির প্রতিপাল্য ; বিশেষতঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠ-
গণ সর্ববর্ণের গুরু । ভগবান্ বিষ্ণুরও
ঐহ্য পূজনীয়, তাঁহারা যে মাদৃশ ব্যক্তির
সর্বধা সসন্মানে পূজাই, সে সম্বন্ধে বলাই
বাহুল্য । আরও দেখ, ঐহ্যদের প্রতি
অবজ্ঞা করিলে, নৃপতিগণের কুলক্ষয় হয়,
সেই ব্রাহ্মণদিগকে পশু করিয়া কিরূপে আমি
দীন জনের রক্ষাবিধানে সমর্থ হইব ? বস্তুতঃ
আমি ব্রাহ্মণকে কখনও পশু করিব না ।
ইহা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয় । মরণ হউক
—সেও ভাল ; তথাপি দ্বিজপুত্রকে কোন
ক্রমেই পশু করিব না । অতএব হে পুত্র !
তুমি এই ব্রাহ্মণকে লইয়া অনায়াসে গমন
কর । ব্রহ্মা বলিলেন,—এই সময়ে অশরীরিণী
বাণী প্রাদুর্ভূত হইল । ঐ আকাশবাণী
রাজাকে সন্মোদন করিয়া বলিল,—রাজেন্দ্র !
আপনি ঋত্বিক, পুরোহিত, পুত্র রোহিত ও
এই বিপ্রকন্যা পশুকে লইয়া গৌতমীতীরে

স্বয়া কার্য্যঃ ক্রতুশ্চৈব শুনঃশেকবধং বিনা ।

ক্রতুঃ পূর্ণো ভবেত্তত্র তস্মাদ্ভাবি মহামতে ॥৬৮

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা বচনং শীঘ্রং গঙ্গামগাঘ্রপোত্তমঃ ।

বিধামিত্রেন ঋষিণা বসিষ্ঠেন পুরোধসা ॥ ৬৯

বামদেবেন ঋষিণা তথানৈমুনিভিঃ সহ ।

প্রাপ্য গঙ্গাং গৌতমীং তাং নরমেধায় দীক্ষিতঃ

বেদিমণ্ডপকুণ্ডাদি যুগপদ্বাদি চাকরোৎ ।

কুত্বা সর্বং যথাস্থায়ং তস্মিন্ যজ্ঞে প্রবর্তিতে ॥

শুনঃশেকঃ পশুং যুগে নিবধ্যাথ সমস্তকম্ ।

বারিভিঃ প্রোক্ষিতং দৃষ্ট্বা বিধামিত্রোহব্রবীদনম্

দেবানৃষীন হরিশ্চন্দ্রঃ রোহিতক বিশেষতঃ ॥

বিধামিত্র উবাচ ।

অনুজানন্তিমং সর্বৈ শুনঃশেকং দ্বিজোক্তমম্ ॥

যেভ্যশ্চয়ং হবির্দেয়ো দেবেভ্যোহয়ং পৃথকৃপৃথক্

অনুজানন্ত তে সর্বৈ শুনঃশেকং বিশেষতঃ ॥

বসান্তিলোমভিষ্কগ্নির্দাসৈঃ সম্মজ্জিতৈশ্বরে ।

গমন করুন । তথায় যাইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান
করুন । সেখানে এই শুনঃশেককে বধ
না করিলেও আপনার অসুস্থিত যজ্ঞ
সুসম্পূর্ণ হইবে । অতএব হে মহামতে !
আপনি গৌতমীতেই গমন করুন । ব্রহ্মা
বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ তৎপ্রবণে সমস্ত গঙ্গা-
তীরে আসিলেন । তিনি বিধামিত্র, বসিষ্ঠ,
বামদেব, ও অন্যান্য মুনি-ঋষিগণসহ গঙ্গা-
তীরে আসিয়া 'নরমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হই-
লেন । ৫৭—৭০ । বেদী, মণ্ডপ, যুগ ও পশু
প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞোপকরণই যথাবিধি কর্তৃত
হইল । তখন যজ্ঞানুষ্ঠান হইলে শুনঃশেক পশু-
রূপে নিবদ্ধ হইয়া সমস্তক বারি দ্বারা প্রোক্ষিত
হইলেন । তদর্শনে বিধামিত্র দেব, ঋষি, রাজা
হরিশ্চন্দ্র ও তৎপুত্র রোহিতকে বিশেষ
করিয়া বলিলেন,—আপনারা সকলেই এই
দ্বিজপুত্র শুনঃশেককে অনুমোদন করুন ।
এই যজ্ঞে ঐহ্যদিগকে পৃথকৃ পৃথকৃভাবে
হবির্দান করা হইবে, সেই দেবগণও শুনঃ-
শেককে অনুমোদন করুন । বলা, লোম,

অগ্নৌ হোম্যঃ পশুচাৰ্যঃ শুনঃশেকো দ্বিজোত্তমঃ
উপাসিতাঃ স্যাবিপ্রেজ্ঞাস্তে সৰ্কে বহুমন্ত মায
গৌতমীঃ যান্ত্ৰবিপ্রেজ্ঞাঃ ন্নাত্বা দেবান্

পৃথকৃপৃথকৃ ॥ ৭৫

যত্নৈঃ স্তোত্রৈঃ ভবন্তস্তে মূদং যান্ত্ৰ শিবে রতাঃ
এনং রক্ষন্ত মুনয়ো দেবাশ্চ হবিষো ভুজঃ ॥ ৭৭
ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্ট্যচূষ মুনয়ো মেনে চ নৃপসত্তমঃ ।

ততো গন্ধা শুনঃশেকো গন্ধাং ত্রৈলোক্য-

পাবনীম্ ॥ ৭৮

ন্নাত্বা তুষ্ঠাব তান্ দেবান্ যে তত্রহবিষো ভুজঃ,
ততস্তপ্তাঃ সুরগণাঃ শুনঃশেকং চ তে মুনৈঃ ॥

অবদন্ত সুরাঃ সৰ্কে বিশ্বামিত্রস্ত পৃথবতঃ ॥ ৭৯

সুরা উচুঃ ।

ক্রতুঃ পূর্ণো তবত্বেষ শুনঃশেকবধং বিনা ॥ ৮০

ব্রহ্মোবাচ ।

বিশেষণাথ বরুণশ্চাবদন্তপসত্তমম্ ।

ততঃ পূর্ণোহভবজ্ঞাতো নৃমেধো লোকবিজ্ঞতঃ

তৃকৃ, ও মাংস দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক এ
যজ্ঞে এই বিপ্র শুনঃশেক পশুকে অগ্নিতে
হোম করা হইবে। বিপ্রবরগণ এই কার্য
আমাকে অনুমোদন করিয়া গৌতমীতে
অবতরণ করুন এবং তথায় স্নান করিয়া
দেবগণকে পৃথকৃ পৃথকৃভাবে মন্ত্র ও স্তোত্র
পাঠে স্তব করত প্রমোদ প্রাপ্ত ও স্ব স্ব
যজ্ঞে নিরত হউন। হসির্ভোজী দেবগণ
ও মুনিগণ এই পশুকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মা
বলিলেন,—মুনিগণ এবং নৃপবর, বিশ্বামিত্রের
কথায় সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর শুনঃশেক
ত্রিলোকপাবনী গন্ধায় গিয়া স্নানপূর্বক সেই
সকল হবির্ভোজী দেবতাদিগকে স্তব
করিলেন। স্তবে তুষ্ঠ হইয়া সুরগণ
বিশ্বামিত্রের সমক্ষে শুনঃশেককে বলি-
লেন,—শুনঃশেকের বধ ব্যতীত এই ক্রতু
পূর্ণ হউক। ব্রহ্মা বলিলেন,—বরুণ রাজাকে
এই কথা বিশেষ করিয়া কহিলেন। তখন
রাজার লোকবিজ্ঞত নরমেধযজ্ঞ পূর্ণ হইল।

দেবানাঞ্চ প্রসাদেন মুনীনাঞ্চ প্রসাদতঃ ।

তীর্থস্ত তু প্রসাদেন রাজাঃ পূর্ণোহভবৎক্রতুঃ ॥

বিশ্বামিত্রঃ শুনঃশেকং পূজয়ামাস সংসদি ।

অকরোদাশ্বনঃ পুত্রং পূজয়িত্বা সুরাস্তিকে ॥ ৮৩

জ্যেষ্ঠঃ চকার পুত্রাণামাশ্বনঃ স তু কৌশিকঃ ।

ন মেনিরে যে চ পুত্রা বিশ্বামিত্রস্ত ধীমতঃ ॥ ৮৪ঃ

শুনঃশেকস্ত চ জ্যেষ্ঠাঃ তান্শশাপ স কৌশিক

জ্যেষ্ঠাঃ যে মেনিরে পুত্রাঃ পূজয়ামাস

তান্ স্নতান্ ॥ ৮৫

বরেন মুনিশাঙ্গুলন্তদেতৎ কথিতং যয়া ।

এতৎ সৰ্গঃ যজ্ঞ জাতঃ গৌতম্যা দক্ষিণে তটে

তত্র তীর্থানি পুণ্যানি বিশ্বাতানি সুরাস্তিত্তিঃ ।

বহুনি তেষাং নামানি যন্তঃ শৃণু মহামতে ॥ ৮৭

হরিশ্চন্দ্রঃ শুনঃশেকং বিশ্বামিত্রঃ সরোহিতম্ ।

ইত্যাদ্যষ্ট সহস্রানি তীর্থান্তধ চতুর্দশ ॥ ৮৮

দেবগণ, মুনিগণ ও তীর্থের প্রসন্নতা হেতুই
রাজার যজ্ঞ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। তখন
বিশ্বামিত্র সেই যজ্ঞসভায় শুনঃশেককে
সমাদর করিয়া স্বীয় পুত্ররূপে কল্পনা করি-
লেন।—কৌশিক তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে
শুনঃশেককেই জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে নির্বাচন
করিলেন; কিন্তু তাঁহার অন্তান্ত পুত্রগণ
শুনঃশেককে বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র
বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন না; তাহাতে
বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সেই পুত্রদিগকে অভি-
শাপ প্রদান করেন। পরন্তু যে সকল পুত্র
তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলেন,
তাঁহার বিশ্বামিত্রের নিকট সমধিক সমাদর
পাইলেন। হে মুনিবর! তোমার নিকট
সমস্ত বৃত্তান্তই প্রকাশ করিয়া বলিলাম। এই
সকল ঘটনা গৌতমী নদীর দক্ষিণতীরে
ঘটিয়াছিল। ঐ তীরপ্রদেশে বহু বিখ্যাত
পুণ্য তীর্থ আছে। হে মহামতে! তাহাদের
নাম আমার নিকট প্রবণ করুন। হরিশ্চন্দ্র,
শুনঃশেক, বিশ্বামিত্র ও সরোহিত প্রভৃতি
নামে অষ্ট সহস্র চতুর্দশ তীর্থ তথায় বর্তমান।

ভেদু দানক দানক নরমেধকলপ্রদম্ ।
 আধ্যাত্ম চান্ত মাহাত্ম্য তীর্থস্ত মুনিসত্তম ॥ ৮৯
 যঃ পঠেৎ পাঠয়েষাপি শৃণুয্যেযাপি ভক্তিতঃ ।
 অপুত্রঃ পুত্রমাপ্নোতি যচ্চান্তমন্নসঃ প্রিয়ম্ ॥ ৯০
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে সহস্রতীর্থবর্ণনং নাম
 চতুর্দশিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সোমতীর্থমিতি খ্যাতং পিতৃণাং শ্রীতিবর্দ্ধনম্ ।
 তত্র বৃন্তং মহাপুণ্যং শৃণু যত্নেন নারদ ॥ ১
 সোমো রাজামৃতময়ো গন্ধর্বাণাং পুরাতনং ।
 ন দেবানাং তদা দেবা মামভ্যেত্যেদমব্রুবন্ ॥ ২
 দেবা উচুঃ ।
 গন্ধর্বেরাহতঃ সোমো দেবানাং প্রাণদঃ পুরা
 ভ্রমধ্যায়ন সুরগণা ঋষয়স্তিতঃখিতাঃ ॥ ৩

ঐ সকল তীর্থে জ্ঞান দান করিলে, নরমেধ-
 যজ্ঞের কল লাভ করা যায়। হে মুনিবর !
 এই তীর্থমাহাত্ম্যও তোমার নিকট কীর্ত্তিত
 হইল। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত ইহা পঠন,
 পাঠন বা শ্রবণ করে, সে অপুত্র হইলেও
 পুত্র লাভ করে এবং তাহার অন্তান্ত মনো-
 ভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ৭১—২০ ।

চতুর্দশিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৪ ।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত সোমতীর্থ
 পিতৃগণের শ্রীতিবর্দ্ধন। তথায় যে মহাপুণ্য
 ঘটনা ঘটিয়াছিল, হে নারদ! সবধে তাহা
 শ্রবণ কর। পুরাকালে অমৃতময় সোম গন্ধর্ব-
 গণের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি আর
 দেবতাদিগের মধ্যে ছিলেন না। তখন
 দেবগণ আসিয়া আমায় বলিলেন,—ব্রহ্মন !
 গন্ধর্বেরা আমাদের প্রাণপ্রদ সোমকে

যথা স্তাৎ সোমো হস্তাকং তথা নীতিবিধীয়তাম্
 ব্রহ্মোবাচ ।

তত্র বাগুবিশুদ্ধানাং গন্ধর্বাঃ শ্রীযু কাশ্বকাঃ ।
 তেভ্যো দত্ত্বা মাং দেবাঃ সোমমাহর্কুমহর্ষ ॥ ৪
 বাচং প্রত্যাচুরমরাষ্ট্রাঃ নাভুং ন ক্ষমা বরম্ ।
 বিনা তেনাপি ন হ্যভুং শক্যং নৈব স্ময়া বিনা
 পুনর্বাগব্রবীদেবান্ পুনরেষ্যাম্যহঃ কিম্ ।
 অত্র বুদ্ধিবিধাতব্যা ক্রিয়তাঃ ক্রতুক্রতমঃ ॥ ৬
 গৌতম্যা দক্ষিণে তীরে ভবেদেবাগমো যদি
 মথন্ত বিবয়ং কৃত্বা আয়ান্ত সুরসত্তমাঃ ॥ ৭
 গন্ধর্বাঃ শ্রীপ্রিয়া নিত্যং পণধঃ তং ময়া সহ ।
 তথেষ্ট্যক্তা সুরগণাঃ সরস্বত্যা বচঃখিতাঃ ॥ ৮
 দেবদুর্ভৈঃ পৃথগ্ দেবান্ যচ্চান্ গন্ধর্বগণগান্ ।

লইয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহারই জন্ত
 চিন্তিত এবং ঋষিগণও অতি দুঃখিত।
 অতএব সোম যাহাতে আবার আমাদেরই
 হইয়া থাকেন, আপনি এমন নীতি উদ্ভাবন
 করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন সরস্বতী
 দেবগণকে কহিলেন,—গন্ধর্বগণ শ্রীজাতির
 একান্ত অমুরগী; অতএব আমাকে তাহা-
 দিগের নিকট সমর্পণ করিয়া আপনারা
 সোমকে আনয়ন করুন। অমরগণ
 বাগ্‌দেবীকে বলিলেন,—তোমাকে আমরা
 দান করিতে পারি না, বরং চেষ্টা বিনা
 আমরা থাকিতে পারি, তথাপি তোমা ব্যতীত
 আমাদের তিষ্ঠিবার শক্তি নাই। বাগ্‌দেবী
 পুনরায় বলিলেন,—দেবগণ! আমি আবার
 এখানে আসিব; এ বিষয়ে আপনাদিগকে
 এক কার্য্য করিতে হইবে। গৌতমীর
 দক্ষিণতীরে আপনারা এক মহাযজ্ঞের
 আয়োজন করুন; সেই যজ্ঞোপলক্ষে দেব ও
 গন্ধর্বাদি সকলেরই সমাগম হইবে। গন্ধ-
 র্বেরা নিত্যই রমণীপ্রিয়, সুতরাং তৎকালে
 আপনারা, আমাকে লইয়া তাহাদের সহিত
 পণব্যবহার করিবেন। সুরগণ সরস্বতীর
 কথায় আহা স্থাপন করিয়া ‘তথাস্ত’ বাক্যে
 সে প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। তখন দেব-

অ। ান চক্রির তত্র পুণ্যে দেবগিরৌ তদা
ততো দেবগিরিশাং পর্বতস্তাভবনমুনে ।
তত্রাগমন সুরগণা গন্ধৰ্বা যক্ষকিন্নরাঃ ॥ ১০
দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ ঋষয়স্তথাষ্টৌ দেবযোনয়ঃ ।
ঋষিভিগৌতমীতীরে ক্রিয়মাণে মহাধ্বরে ॥ ১১
তত্র দেবৈঃ পরিবৃত্তঃ সহস্রাকোহত্যভাবত ॥ ১২
ইত্ব উবাচ ।

গন্ধৰ্বানথ সম্পূজ্য সুরস্বত্যাঃ সমীপতঃ ।
সুরস্বত্যা পণধ্বং নো মুম্বাকমমৃতাস্বনা ॥ ১৩
ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রবচনাতে বৈ গন্ধৰ্বাঃ স্ত্রীষু কামুকাঃ ।
সোমঃ দধা সুরেভ্যশ্চ জগৃহস্তাঃ সুরস্বতীম্ ॥
সোমোহতবচ্চামরগণাং গন্ধৰ্বগণাং সুরস্বতী ।
অবগন্তত্ব বাগীশা তথাপি চ সুরাস্তিকৈঃ ॥ ১৫
আয়াতি চ রহো নিত্যমুপাং ৩ ক্রিয়তামিতি ।
অতএব হি সোমশ্চ ক্রয়ো ভবতি নারদ ॥ ১৬
উপাংত্তনা বর্জিতব্যঃ সোমক্রয়ণ এব হি ।

দূতেরা দেব, যক্ষ, গন্ধৰ্ব ও পন্নগদিগকে
পৃথক পৃথকভাবে দেবগিরিতে সম্মিলিত
হইবার জন্ত আহ্বান করিল। অনন্তর সুর,
গন্ধৰ্ব, যক্ষ, কিন্নর, সিদ্ধ ও ঋষিগণ সেই
দেবগিরিতে আগমন করিলেন। গৌতমী-
তীরে ঋষিগণকর্তৃক মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইল,
তখন দেবগণ-পরিবৃত্ত সহস্রাক বলিলেন,—
দেবগণ! তোমরা গন্ধৰ্বদিগকে পূজা করিয়া
তাহাদের নিকট সুরস্বতী ও চন্দ্র দ্বারা পণ-
প্রস্তাব উত্থাপন কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—স্ত্রী-
কামুক গন্ধৰ্বেরা ইন্দ্রের কথায় সুরগণকে
সোম-সমর্পণপূর্বক সুরস্বতীকে গ্রহণ করিল।
তখন হইতে চন্দ্র অমরগণের এবং সুরস্বতী
গন্ধৰ্বগণের আপনায় হইয়া রহিলেন।
সুরস্বতী গন্ধৰ্বদিগের নিকট বাস করিতেন
বটে; কিন্তু গোপনে তিনি নিত্যই সুরগণ-
সমীপে আগমন করিতেন এবং বলিতেন,—
আপনারা এ ঘটনা গোপনে রাখিবেন।
অতএব হে নারদ! এইরূপেই সোমক্রয়
সিদ্ধ হইল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে সোম ও

ততোহতবদেবতানাং সোমশ্চাপি সুরস্বতী ।
গন্ধৰ্বগণাং নৈব সোমো নৈবাসীচ্চ সুরস্বতী ।
তত্রাগমন সর্ব এব সোমার্থং গৌতমীতটম্ ॥

গাবো দেবাঃ পর্বতা যক্ষরক্ষাঃ
সিদ্ধাঃ সাধ্যা মুনিয়ো ঋত্বকাস্চ ।
গন্ধৰ্বাস্তে মরুতঃ পন্নগাস্চ
সর্কৌষাধ্য মাतरো লোকপালাঃ ।
কুজাদিত্যা বসবশ্চাশ্বিনৌ চ
যেহস্তে দেবা যজ্ঞভাগস্ত যোগ্যাঃ ॥ ১৯

পঞ্চবিংশতিনত্ব গঙ্গায়ঃ সঙ্গতা মুনে ।
পূর্ণাহতিযত্র দত্তা পূর্ণাখ্যানঃ তদুচ্যতে ॥ ২০
গৌতম্যাঃ সঙ্গতা যান্ত সর্কাস্চাপি যথোদিতাঃ
ভ্রামাধেয়তীর্থানি সংকেপাকু নারদ ॥ ২১
সোমতীর্থঞ্চ গান্ধৰ্বঃ দেবতীর্থমতঃ পরম্ ।
পূর্ণাতীর্থং ততঃ শালং ত্রীপর্ণাসঙ্গমং তথা ॥ ২২
সাগতাসঙ্গমঃ পুণ্যঃ কুম্ভায়ান্চ সঙ্গমম্ ।
পুষ্টিসঙ্গমমাখ্যাতঃ কর্ণিকাসঙ্গমঃ শুভম্ ॥ ২৩

সুরস্বতী উভয়েই দেবগণের হইয়া
রহিলেন। গন্ধৰ্বগণের মধ্যে তখন আশ্রয়
কেহই অবস্থান করিলেন না। দেবগণ
কর্তৃক সোমসংগ্রহ-ব্যাপারে সকলেই
গৌতমীতটে সম্মিলিত হইয়াছিলেন।
গো, দেব, পর্বত, যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, সাধ্য,
মুনি, ঋত্বক, গন্ধৰ্ব, মরুৎ, পন্নগ, স্ত্রীবনী
সর্কৌষাধি, লোকপাল, কুজ, আদিত্য, অষ্ট-
বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অস্তান্ত যজ্ঞ-
ভাগযোগ্য দেবগণ সকলেই তথায়
সমবেত হইয়াছিলেন। ১—১৯। এতদ্বির তৎ-
কালে পঞ্চবিংশতি নদী গঙ্গায় আসিয়া মিলিত
হইয়াছিল। যথায় ঐ যজ্ঞে পূর্ণাহতি প্রদত্ত
হয়; সে স্থান পূর্ণাখ্যান তীর্থ নামে অভি-
হিত। গৌতমীতে যে সকল নদী সঙ্গত
হইয়াছিল, তাহাদের নামানুসারে সেখানে
এক এক তীর্থ বিখ্যাত হয়। ঐ তীর্থ-
সমূহের নাম সংকেপতঃ প্রবণ কর। হে
নারদ! সেখানে সোমতীর্থ, গান্ধৰ্ব, দেব-
তীর্থ, পূর্ণাতীর্থ, শালতীর্থ, ত্রীপর্ণসঙ্গম,

বৈষ্ণবীসঙ্গমশ্চৈব কুশরাসঙ্গমস্তথা ।

বাসবীসঙ্গমশ্চৈব শিল্যা আখ্যা তথা শিখী ॥২৪

কুসুমিকা উপারখ্যা শান্তিজা দেবজা তদা ।

অজো বুদ্ধঃ সুরো ভদ্রো গোতম্যা সহ সঙ্গতাঃ

এতে চান্তে চ বহবো নদীনদসহায়গাঃ ।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি জগমন্ দেবপৰ্বতে ॥

সোমার্থং বৈ তথা চান্তেহপ্যাগমন্ মথমগুপম্ ।

তানি তীর্থানি গঙ্গায়াং সঙ্গতানি যথাক্রমম্ ॥

নদীরূপেণ কান্তেব নদরূপেণ কানিচিৎ ।

সরোরূপেণ কান্তত্র স্তবরূপেণ কানিচিৎ ॥ ২৮

ভান্তেব সৰ্বতীর্থানি বিখ্যাতানি পৃথক্ পৃথক্ ।

তেষু জ্ঞানং জপো হোমঃ পিতৃতৰ্পণমেব চ ॥২৯

সৰ্বকামপ্রদং পুংসাং ভুক্তিদং মুক্তিভাজনম্ ।

এতেষাং পঠনঞ্চাপি স্মরণং বা কৰোতি যঃ ॥

সৰ্বপাপবিনিৰ্মুক্তো যাতি বিষ্ণুপুরং জনঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীভাস্ক্রে নদীনদসঙ্গমবর্ণনং নাম পঞ্চ-

ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৫ ॥

ভাগতাসঙ্গম, পবিত্র কুসুমাসঙ্গম, পুষ্টিসঙ্গম, শুভকৰ্ণিকাসঙ্গম, বৈষ্ণবীসঙ্গম, কুশরাসঙ্গম, বাসবীসঙ্গম এবং শিল্যা আখ্যা, শিখী, কুসুমিকা, উপারখ্যা, শান্তিজা, দেবজা, অজ, বুদ্ধ, সুর ও ভদ্র প্রভৃতি, গোতমীসহ সঙ্গত এই সকল এবং পৃথিবীস্থ অস্ফাভনদ-নদী-সঙ্গম, সকল তীর্থই দেব-পৰ্বতে আসিলেন। সোমসংগ্রহার্থ আরও অনেকে সে যজ্ঞ-মণ্ডপে আসিয়াছিলেন। উক্ত তীর্থ সকল গঙ্গায় সঙ্গত হইয়া যথাক্রমে কতিপয় নদী-রূপে, কেহ কেহ সরোবররূপে, এবং কেহ কেহ বা স্তবরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিখ্যাত হইল। ঐ সকল তীর্থে জ্ঞান, তপ, জপ, হোম ও পিতৃতৰ্পণ করিলে মানবের সৰ্ব কামনা পূর্ণ হয় এবং ভুক্তি-মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি ঐ সকল তীর্থের নামোচ্চারণ বা উহাদিগকে স্মরণ করে, সে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুপুরে উপনীত হইয়া থাকে। ২০—৩০ ।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

প্রবরাসঙ্গমো নাম শ্রেষ্ঠা চৈব মহানদী ।

যত্র সিদ্ধেশ্বরো দেবঃ সৰ্বলোকোপকারকৃৎ ॥১

দেবানাং দানবানাঞ্চ সঙ্গমোহুৎ সূদারুণঃ ।

তেষাং পরস্পরং বাপি ক্রীতিকাভূনমহামুনে

তেহপ্যেবঃ মজ্জয়ামাসুর্দেবা বৈ দানবা মিথঃ ।

মেকপৰ্বতমাসাদ্য পরস্পরহিতৈষণাঃ ॥ ৩

দেবদৈত্যা উচুঃ ।

অমৃতেনামরহঃ স্নাতুংপাদ্যায়তমুত্তমম্ ।

পিবামঃ সৰ্ব এবৈতে ভবামশ্চামরা বয়ম্ ॥ ৪

একীভূত্বা বয়ং লোকান্ পালয়ামঃ সুখানি চ ।

প্রাপ্যামঃ সঙ্গরং হিত্বা সঙ্গরো হুংধকারণম্ ॥৫

ক্রীত্যা চৈবাজিতানর্থান্ ভোক্ষ্যামো গত-

মৎসরাঃ ।

যতঃ নৈহেন বৃন্তির্থা সাম্রাজ্যং সুখদা সদা ॥ ৬

ষড়ধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—প্রবরাসঙ্গম নামে শ্রেষ্ঠ মহানদী আছে। তথায় সকল লোক-হিতৈষী সিদ্ধেশ্বর দেব বিরাজমান। পূর্বে দেব ও দানবগণের ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল। তে মহামুনে! পরে তাহাদিগের উভয় পক্ষে পরস্পর ক্রীতি স্থাপন হয়। তখন দেব ও দানবেরা পরস্পর পরস্পরের হিতৈষণায় মেকপৰ্বতে সম্মিলিত হইয়া এইরূপ মজ্জণা করিলেন যে, অমৃত ঝারাই অমরত্ব ঘটিয়া থাকে; অতএব আমরা উত্তম অমৃত উৎপাদন করিয়া সকলে পান করিব এবং অমৃতপানে আমরা অমর হইব। অনন্তর আমরা একযোগে লোক সকল পালন করিব। তাহাতে আমরা সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারিব। যুদ্ধ-বিগ্রহ আর করা হইবে না। কেন না, যুদ্ধই হুংধের মূল। আমরা য য অর্জিত অর্থ পরস্পর মাৎসর্য্যহীন হইয়া ক্রীতভরে ভোগ করিব। এইরূপ পরস্পর সনেহ ব্যবহারেই

বৈশ্বরীত্যন্ত যদ্বন্তঃ ন স্বর্গব্যঃ কদাচন ।

ন চ ত্রৈলোক্যরাজ্যেহপি কৈবল্যে বা সুখঃ
মনাক্ ।

তদ্বৎকমপি বা যত্ত্ব নিবৈবরত্নাদবাধ্যতে ॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং পরস্পরং প্রীতাঃ সন্তো দেবাশ্চ দানবাঃ ।

একীভূতাশ্চ সুপ্রীতা বিমধ্য বরুণালয়ম্ ॥ ৮

মহান মন্দরঃ কৃদ্ধা রজ্জুঃ কৃদ্ধা তু বাসুকিম্ ।

দেবাশ্চ দানবাঃ সর্বে মমস্ব বরুণালয়ম্ ॥ ৯

উৎপন্নক ততঃ পুণ্যমমৃতং সুরবলভম্ ।

নিম্পন্নৈ চামৃতে পুণ্যে তে চ প্রোচুঃ পরস্পরম্

যামঃ স্বঃ স্বমধিষ্ঠানং কৃতকার্য্যঃ ভ্রমঃ গতঃ ।

সর্বে সমক সর্বেভ্যো যথাযোগ্যং বিভজ্যতাম্

যদা সর্বাগমো যত্র যশ্চিহ্নে গুণাবহে ।

বিভজ্যতামিদং পুণ্যমমৃতং সুরসন্তমাঃ ॥ ১২

ইত্যুক্তা তে যযুঃ সর্বে দৈত্যদানবরাক্ষসঃ ।

গতেষু দৈত্যসভেষু দেবাঃ সর্বেহস্বমজ্জয়ন ॥ ১৩

দেবা উচুঃ ।

গতান্তে রিপবোহস্মাকং দৈবযোগাদরিন্দমাঃ
রিপুণামমৃতং নৈব দেয়ং ভবতি সর্বথা ॥ ১৪

ব্রহ্মোবাচ ।

বৃহস্পতিস্তথেষ্টাহ পুনরাহ সুরানিদম্ ॥ ১৫

বৃহস্পতিব্রবাচ ।

ন জানন্তি যথা পাপা পিবধ্বক তথামৃতম্ ।

অয়মেবোচিতো মন্তো যচ্ছক্রণাং পরাতবঃ ॥ ১৬

দেবাঃ সর্বাশ্বনা দেব্য ইতি নীতিবিদো বিহুঃ

ন বিশ্বাস্তা ন চাখ্যো নৈব মজ্জ্যশ্চ শত্রবঃ ।

তেভ্যো ন দেয়মমৃতং ভবেয়ুরমরাস্ততঃ ।

অমরেষু চ জাতেষু তেষু দৈতেষু শত্রবুঃ ।

তান্ জেতুং নৈব শক্যামো ন দেয়মমৃতং ততঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি সমুদ্র্য তে দেবা বাচস্পতিমথাক্রবন ॥ ১৭

দেবা উচুঃ ।

ক যামঃ কুত্র মন্তঃ স্তাৎ ক পিবামঃ ক সংহৃতিঃ

আমাদের সুখ-শান্তি সর্বদা সমুৎপন্ন হইবে ।

ইহার বিপরীত ব্যবহার আমরা কদাচ মনে

স্থান দিব না । ত্রৈলোক্যরাজ্য কিবা কৈবল্যে

অথবা তাহারও উর্দ্ধে যদি কোন সুখ

থাকে, তবে তাহা একমাত্র নিবৈবরত্ন হইতেই

প্রাপ্ত হওয়া যায় । ব্রহ্মা বলিলেন,—এই-

রূপ দেব ও দানবেরা পরস্পর প্রীতিপূর্ণমনে

বরুণালয় মন্থন করিলেন । এই মন্থনকাণ্ডে

তাঁহারা মন্দরকে মন্থন-দণ্ড এবং বাসুকিকে

রজ্জু করিলেন । তখন সুরপ্রিয় পবিত্র

অমৃত উৎপন্ন হইল । অমৃত উৎপন্ন হইলে,

দেব ও দানবেরা পরস্পর বলিলেন,—

আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি । এক্ষণে স্ব স্ব

স্থানে প্রস্থান করি । পরে যে গুণ লগ্নে

আমাদের একত্র সমাবেশ ঘটিবে, তখন

এই পুণ্য অমৃত আমরা যথাযোগ্য ভাগ

করিয়া লইব । এই কথা কহিয়া দৈত্য,

দানব, ও রাক্ষসেরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান

করিল । দৈত্যসত্ত্ব প্রস্থান করিলে, দেব-

গণ সকলে মজ্জণা করিলেন যে, দৈবক্রমে

আমাদের রিপুগণ চলিয়া গিয়াছে, ভালই

হইয়াছে । শত্রুদিগকে কোন ক্রমেই অমৃত

দেওয়া হইবে না । ১১—১৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—

বৃহস্পতি ঐ প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া বলি-

লেন,—দেবগণ ! যাহাতে সেই পাণ্ডিত্যের

জানিতে না পারে, এমন ভাবে অমৃত পান

কর । যাহাতে শত্রুর পরাতব ঘটে,

তাহাই উচিত মজ্জণা । নীতিবিদেরা

বলিয়া থাকেন, যাহারা দেব্য, তাহারা সর্ব-

প্রকারেই ঘেষের পাত্র । শত্রুকে বিশ্বাস

করিবে না । তাহার সহিত মজ্জণা করিবে

না, বা কোন গুণ কথাও তাহার নিকট

ব্যক্ত করিবে না । অতএব অনুরদিগকে

অমৃত দেওয়া হইবে না । অমৃত পান

করিলে তাহারা অমর হইবে, যদি অমর

হয়, তবে আর তাহাদিগকে পরাজয় করা

যাইবে না । অতএব তাহাদিগকে অমৃত-

দান সর্বথা অকর্তব্য । ব্রহ্মা বলিলেন,—

দেবগণ এইরূপ মজ্জণা করিয়া পরে বৃহস্পতি

হৃদয়ে প্রথম বদ বাচস্পতে তথা ॥ ২০

বৃহস্পতিব্রহ্মচাচ ।

যাত্ৰ ব্রহ্মাণমমরাঃ পৃচ্ছন্ত গতিং পরাম্ ।

স তু জ্ঞাতা চ বক্তা চ দাতা চৈব পিতামহঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

বৃহস্পতিভেদঃ ব্রহ্মা মনস্তিকমখাগমন্ ।

নমস্ত যাং সুরাঃ সর্বে যদ্বস্তং তদ্র্যবেদয়ন্ ॥

তদেববচনাৎ পুত্র তৈঃ সুরৈরগমং হরিম্ ।

বিষ্ণুবে কথিতং সৰ্বং শস্তবে বিষহারিণে ॥ ২৩

অহং বিষ্ণুশ্চ শঙ্কুশ্চ দেবগন্ধৰ্বকিয়রৈঃ ।

মেককন্দরমাগত্য ন জানন্তি যথাসুরাঃ ॥ ২৪

রক্ষকক হরিং কৃত্বা সোমপানায় তস্থিরে ।

আদিত্যস্তত্র বিজ্ঞাতা সোমভোজ্যানথৈতরান্

বলিলেন,—হে বাচস্পতে! আমরা কোথায় যাইব? কোথায় গেলে আমাদের মজ্ঞা রক্ষা হইবে এবং কোথায় থাকিয়াই বা পান করিব? আপনি নির্দেশ করিয়া দিউন, আমরা অগ্রে তাহাই করিব। বৃহস্পতি বলিলেন,—অমরগণ! আপনারা ব্রহ্মার নিকট গমন করুন। গিয়া এ বিষয়ের উত্তম উপায় কি, তাহা জিজ্ঞাসা করুন। কেন না, সেই পিতামহই সম্যক্ জ্ঞাতা, বক্তা, ও দাতা। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃহস্পতির কথা শুনিয়া সুরগণ আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকে নমস্কারান্তে সমস্ত কৃতান্ত নিবেদন করিলেন। হে পুত্র! আমি দেবগণের কথায় তাঁহাদের সহিত তখন হরির নিকট গমন করিলাম। বিষ্ণু এবং শঙ্কু উভয়ের নিকট সেই সকল ঘটনা বলিলাম। অনন্তর অনুরেরা যাহাতে জানিতে না পারে, এই ভাবে আমি, বিষ্ণু, শঙ্কু, দেব, গন্ধৰ্ব, ও কিন্নর সহ মেককন্দরে আগমন করিলাম। তখন হরিকে রক্ষাকার্যে নিযুক্ত করিয়া দেবগণ সোমপানে সমুদ্যত হইলেন। কাহারো কাহারো সোমভাগী এবং কাহারাই বা সোমযোগ্য নহে, আদিত্য তাহা জানিতেন। চক্রপাণি রক্ষক এবং সোম অমৃত

সোমো দাতামৃতং ভাগং চক্রধৃগ্ধৃক্ষকস্তথা ।

নৈব জানন্তি তদৈত্যা দম্বজা রাক্ষসাস্তথা ॥ ২৬

বিনা রাহুং মহাপ্রাজ্ঞঃ সৈংহিকেষু সোমপম্ ।

কামরূপধরো রাহুর্ভরুতাঃ মধ্যমাবিশৎ ॥ ২৭

মরুজপং সমাহার্য পানপাত্রধরস্তথা ।

জ্ঞাত্বা দিবাকরো দৈত্যং তং সোমায় স্তবেদয়ৎ

তদা তদমৃতং তস্মৈ দৈত্যায়াদৈত্যরূপিণে ।

দম্বা সোমং তদা সোমো বিষ্ণুবে তদ্র্যবেদয়ৎ

বিষ্ণুঃ পীতামৃতং দৈত্যং চক্রেণোদ্যম্য তচ্ছিরঃ

চিচ্ছেদ তরসা বৎস তচ্ছিরস্বমরং স্বভূৎ ॥ ৩০

শিরোমাত্রবিহীনং যদেহং তদপতত্ববি ।

দেহং তদমৃতম্পৃষ্টং পতিতং দক্ষিণে তটে ॥ ৩১

গৌতম্যা মুনিশার্দ্দূল কম্পদ্ববসুধাতলম্ ।

দেহং চাপ্যমরং পুত্র তদভুতমিবাভবৎ ॥ ৩২

দেহক্ শিরসোহপেক্ষি শিরো দেহমপেক্ষতে ।

পরিবেশনে নিযুক্ত হইলেন। মহাপ্রাজ্ঞ সিংহিকাসুত রাহু ব্যতীত দৈত্য দম্বজ, কিম্বা রাক্ষসেরা এই অমৃতপানব্যাপার জানিতে পারিল না। রাহু এই ঘটনা জানিতে পারিয়া ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিয়া দেবগণমধ্যে প্রবেশ করিল। সে তখন দেবরূপেই পানপাত্র ধারণ করিল। দিবাকর ইহা বুঝিতে পারিয়া সেই ঘটনা সোমকে জানাইলেন। সোম উহা বিষ্ণুকে বিজ্ঞাপন করিলেন। বৎস! বিষ্ণু এই ঘটনা জানিবামাত্র সেই পীতামৃত দৈত্যের মস্তক সহসা চক্র দ্বারা ছেদন করিয়া কেলিলেন; কিন্তু সেই মস্তক তখন হইতে অমর হইল। দৈত্যের মস্তকহীন দেহ ধরাতে লুটাইয়া পড়িল। হে মুনিবর! গৌতমীর দক্ষিণতীরে দৈত্যের সেই স্পৃধান্ধ দেহ নিপতিত হওয়ার বসুধা কম্পিত হইলেন এবং সেই দেহও অমর হইল। হে পুত্র! তখন সেই ব্যাপার প্রকৃতই এক অদ্ভুত ঘটনার পরিণত হইল। ১৫—৩২। কেননা, দেহ মস্তকের অপেক্ষা করে এবং মস্তকও দেহের অপেক্ষা করিয়া থাকে।

উত্তমঃ চামরঃ জাতঃ দৈত্যদেহঃ মহাবলঃ ॥৩৩
শিরঃ কায়ে সমাবিষ্টঃ সর্কান ভক্ষয়তে সুরান
তস্মাদ্বেহমিদং পূর্বং নাশয়ামো মহীগতম্ ॥

ততস্তে শঙ্করঃ প্রাহর্দেবাঃ সর্কে সসম্রমাঃ ॥৩৪
দেবা উচুঃ ।

মহীগতঃ দৈত্যদেহঃ নাশয়স্ব পুরোত্তম ।
ঋং দেব ককণাসিকুঃ শরণাগতরক্ষকঃ ॥ ৩৫
শিরসা নৈব যুজ্যেত দৈত্যদেহঃ তথা কুরু ॥৩৬
ব্রহ্মোবাচ ।

প্রেময়ামাস চেশোহপি ঋষ্ঠাঃ শক্তিঃ তদান্বনঃ
মাতৃভিঃ সহিতাঃ দেবীঃ মাতরঃ লোকপালিনীম্
ঈশানুধরা দেবী ঈশশক্তিসমবিতা ।
মহীগতঃ যত্র দেহঃ তত্রাগ্নীভক্ষ্যকাক্ষিকী ॥ ৩৮
শিরোমাত্রঃ সুরাঃ সর্কে মেরো তত্রৈব
সাস্বয়ন ।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজন হইল না ।
সেই মহাবল দৈত্যের দেহ এবং মস্তক উভ-
য়ই তখন পরস্পরের সাহায্য অপেক্ষা না
করিয়াও অমর হইল । দেবগণ এই ঘটনায়
শক্তিত হইলেন ; ভাবিলেন,—এই মস্তক
যদি একবার দেহে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে
এই দৈত্য সমস্ত দেবকেই ভক্ষণ করিবে ।
অতএব এই মহীতলস্থ দেহকে আমরা
অগ্রেই নাশ করি । এই ভাবিয়া সকলেই
তাহাঁরা সসম্মখে শঙ্করকে সে কথা নিবেদন
করিলেন । দেবগণ আরও বলিলেন,—হে
সুরবর ! এই মহীতলস্থ দৈত্যদেহকে
আপনিই সংহার করুন । হে দেব ! আপনি
ককণার সাগর এবং শরণাগতের রক্ষক ।
বাহ্যতে এই দৈত্যদেহ মস্তকের সহিত সম্মি-
লিত হইতে না পারে, আপনি তাহার উপায়
করিয়া দিউন । ব্রহ্মা বলিলেন,—ঈশান
তখন মাতৃগণসহিতা জগন্মাতা লোকপালিনী
ঈশ ঐশী শক্তি প্রেরণ করিলেন । ঐ
শক্তি ঐশ আনুধারিণী ও ভোজনাকাক্ষিকী
হইয়া সেই মহীতলস্থ দৈত্যদেহ-সমীপে
গমন করিলেন । সমস্ত সুরগণ একযোগে

দেহো দেব্য পুনস্তত্র যুযুধে বহবঃ সমাঃ ॥৩৯
রাহস্তত্র সুরানাহ ভিষা দেহঃ পুরা মম ।
অত্রান্তে রসমুৎকৃষ্টং তদাক্ষ্য শরীরতঃ ॥ ৪০
পৃথগ্ভূতে রসে দেহঃ প্রবরেহমুত্তমুত্তমম্ ।
ভস্মীভূয়াং কণেনৈব তস্মাৎ কুবন্ত তৎপুরা ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

এতদ্রাহবচঃ ঋত্বা প্রীতাঃ সর্কেহসুরারয়ঃ ।
অভ্যবিক্ণন গ্রহাণাং হং গ্রহো কুয়া মুদাবিতঃ ॥
তদেববচনাচ্ছক্তির্দীপয়ী য়া নিগততে ।
দেহঃ ভিষা দৈত্যপতেঃ সুরশক্তিসমবিতা ॥ ৪৩
আক্ষ্য নীভ্রমুৎকৃষ্টং প্রবরঃ চামৃতঃ বহিঃ ॥
স্থাপয়িত্ব তু তদেহঃ ভক্ষ্যামাস চামিকা ॥ ৪৪
কালরাত্রির্ভজকালী প্রোচ্যতে য়া মহাবলা ।
স্থাপিতঃ রসমুৎকৃষ্টঃ রসানাং প্রবরঃ রসম্ ॥৪৫

মেকপর্কতে দৈত্যের সেই মস্তককেই শক্তি
করিতে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন । এদিকে ঐ
শক্তি দেবীর সহিত সেই দৈত্য-দেহের
বহু বর্ষ যাবৎ ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল ।
তখন রাহ সুরগণকে বলিল, তোমরা
আমার দেহ ভেদ করিয়া ইহাতে যে
উৎকৃষ্ট রস আছে, তাহা দেহ হইতে
আকর্ষণ করিয়া লও । সেই উত্তম রস
পৃথক্ হইয়া গেলে আমার এই দেহ কণ-
মধ্যেই ভস্মীভূত হইবে । অতএব তোমরা
তাহাই অগ্রে কর ॥৩৩—৪১॥ ব্রহ্মা বলিলেন,
দেবপক্ষ এই কথা শুনিয়া প্রীত হইলেন এবং
তখন রাহকে গ্রহণমধ্যে অভিষিক্ত করি-
লেন । রাহ গ্রহণ লাভ করিয়া মুদাবিত
হইল । অনন্তর দেবগণের কথামত
পুৰোক্ত ঐশী শক্তি দৈত্যপতির দেহ ভেদ
করিয়া তাহা হইতে সমস্ত অকৃত্রিম
সুধারস আকর্ষণ করিয়া লইলেন এবং সেই
নীরস দেহ বাহিরে স্থাপন করিয়া ভক্ষণ
করিতে লাগিলেন । ঐ দেবী অধিকারী
কালরাত্রি, ভজকালী ও মহাবলা প্রভৃতি
আখ্যায় অভিহিত । তিনি দৈত্যদেহ
হইতে সুধারস আকর্ষণ করিয়া স্থাপন করি

ব্যাসবৎ স্থাপিতঃ তত্ত্ব প্রবরা সাভবন্নদী ।
 আকৃষ্টমুত্তং চৈব স্থাপিতঃ সাপ্যভক্ষয়ং ॥৪৬
 ততঃ শ্রেষ্ঠা নদী জাতা প্রবরা চাম্বতা শুভা ।
 রাহদেহসমুদ্ভূতা রুদ্রশক্তিঃ সমধিতা ॥ ৪৭
 নদীনাং প্রবরা রম্যা চাম্বতা প্রেরিতা তথা ॥
 তত্র পঞ্চ সহস্রাণি তীর্থানি গুণবন্তি চ ॥ ৪৮
 তত্র শত্ৰুঃ স্বয়ং ভবতৌ সৰ্বদা সুরপুজিতঃ ।
 তন্ত্বে তুষ্টাঃ সুরাঃ সৰ্বৈ দেবৈরনন্তে পৃথক্ পৃথক্
 বরান দহুর্দদা যুক্তা যথা পূজামবাপ্যতি ।
 শত্ৰুঃ সুরপতির্লোকে তথা পূজামবাপ্যসি ॥৫০
 নিবাসঃ কুরু দেবি ত্বং লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
 সদা তিষ্ঠ রসেশানি সৰ্বেষাং সৰ্বসিদ্ধিদা ॥ ৫১
 স্তবনাং কৌর্ভানাং সৰ্বকামপ্রদায়িনী ।
 ত্বাং নমস্কৃতি য়ে ভক্ত্যা কিঞ্চিদাপেক্ষ্য সৰ্বদা

লেন। তখন স্থাপিত রস নিঃসৃত হইয়া
 প্রবরা নামী নদী-রূপে প্রবাহিত হইল।
 অবশিষ্ট আকৃষ্ট ও স্থাপিত রস দেবী ভক্ষণ
 করিলেন। অনন্তর রাহুর দেহরস হইতে
 সমুদ্ভূত ঐ শুভাবহা অমৃত নদী প্রবরা নামী
 হইয়া রুদ্র-শক্তিতে সমধিত হইল। তখন
 হইতে প্রবরা নদী রমণীয়রূপে প্রবাহিত
 হইতে লাগিল। ঐ নদীতে পঞ্চ সহস্র
 গুণাঢ্য তীর্থ বিরাজ করিল, তথায় সুরগণ-
 পুজিত স্বয়ং শত্ৰু বাস করিতে লাগিলেন।
 সুরগণ তুষ্ট হইয়া সেই দিব্য নদীকে পৃথক্
 পৃথক্ বর দান করিলেন। দেবগণ বলিলেন,
 হে দেবি! সুরপতি শত্ৰু যেমন জগতে
 পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আপনিও
 তেমনি জগতে পূজা প্রাপ্ত হইবেন। লোক-
 কিণের হিতকামনায় আপনি হেথায় বাস
 করুন। হে রসেশ্বর! আপনি সকলের সিদ্ধি
 দায়িনী হইয়া সৰ্বদা এখানে অবস্থান করিতে
 থাকুন। আপনার নামকৌর্ভন ও আপ-
 নাকে স্তব কিম্বা ধ্যান করিলে আপনি
 সকলের অতীষ্টদায়িনী হইবেন। যাহারা
 সৰ্বদা আপনাকে ভক্তির সহিত নমস্কার
 করিবে, আপনার আদেশে তাহাদের

তেষাং সৰ্বাণি কার্য্যানি ভবেয়ুর্দেবভাজয়া ।
 শিবশক্ত্যর্থতন্ত্ৰশ্চিরিবাসোভুৎ সনাতনঃ ॥৫৩
 অতো বদন্তি মুনয়ো নিবাসপুরমিত্যদঃ ।
 প্রবরায়াঃ পুরা দেবাঃ সুপ্রীতান্তে বরানদহুঃ ॥
 গঙ্গায়াঃ সঙ্গমো যন্তে বিখ্যাতঃ সুরবলভঃ ।
 তদাপ্লুতানাং সৰ্বেষাং ভুক্তিকী মুক্তির্বেব চ ॥
 যদ্যপি মনসঃ কাম্যং দেবানামপি ত্বলভম্ ।
 স্নাত্তেযাং সৰ্বমেবেহ এবং দদ্যা সুরা যয়ুঃ ॥ ৫৬
 ততঃ প্রভৃতি ততীর্থঃ প্রবরাসঙ্গমঃ বিহুঃ ।
 প্রেরিতা দেবদেবেন শক্তির্থা প্রেরিতা তু সা
 অমৃত সৈব বিখ্যাতা প্রবরৈব মহানদী ॥ ৫৮
 ইতি শ্রীভাস্মে অমৃতাসঙ্গমাদিতীর্থবর্ণনঃ
 ষড়্বিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৬ ॥

সৰ্বকার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। যেহেতু হেথায়
 শিব ও শক্তির সনাতন নিবাস হইল,
 এইজন্ত মুনীগণ এই স্থানকে নিবাসপুর
 নামে অভিহিত করিবেন। সুরগণ শ্রীত
 হইয়া প্রবরাকে আরও বর দিলেন; বলি-
 লেন,—যদ্যপি তোমার গঙ্গার সহিত সুরপ্রিয়
 সঙ্গম ঘটিয়াছে, ঐ স্থান অতীব খ্যাতি-
 সম্পন্ন। তথায় স্নানাদি করিলে, সকলেরই
 ভুক্তি-মুক্তি করায়ত্ত্ব হইবে, যাহা দেবগণের
 পক্ষেও ত্বলভ, এ হেন মনোভীষ্টও মানবের
 পক্ষে এখানে সম্ভব হইয়া থাকে। সুরগণ
 এই সকল বর দানান্তে অন্তর্ধান করিলেন।
 সেই দিন হইতে এই তীর্থ প্রবরাসঙ্গম
 নামে বিখ্যাত হইল। দেবদেব যে শক্তি
 প্রেরণ করিয়া ছিলেন, তাহা অমৃত হইয়া
 এইরূপে সেই মহানদী প্রবরা নামে খ্যাতি
 লাভ করিল। ৪২—৫৮।

ষড়্বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বুদ্ধাসঙ্গমমাধ্যাতঃ যত্র বুদ্ধেশ্বরঃ শিবঃ ।
তস্তাধ্যানং প্রবক্ষ্যামি শূনু পাপপ্রণাশনম্ ॥১
গৌতমো বুদ্ধ ইত্যুক্তো মুনিরাসৌম্যহাতপাঃ ।
যদা পুরাতনবদ্যালো গৌতমস্ত স্মৃতো দ্বিজঃ ॥২
অনাসঃ স পুরোৎপন্নস্ত স্মাদিকৃতরূপধৃক্ ।
স বৈরাগ্যাজ্ঞগামাথ দেশং তীর্থমিতস্ততঃ ॥ ৩
উপাধ্যায়েন নৈবাসৌম্যজিতস্ত সমাগমঃ ।
শিষ্যৈরন্থৈঃ সহাধ্যায়ো লজ্জিতস্ত চ নাভবৎ ॥
উপনীতঃ কথঞ্চিচ্চ পিত্রা বৈ গৌতমেন সঃ ।
এতাবতা গৌতমোহপি ব্যাগমচ্চরিতুং বহিঃ ॥
এবং বহুতিথে কালে ব্রহ্মমাত্রা ধৃতে দ্বিজে ।
নৈব চাধ্যয়নং তস্ত সজ্ঞাতং গৌতমস্ত হি ॥ ৬
নৈব শাস্ত্রস্ত চাভ্যাসো গৌতমস্তাভবন্তদা ।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত বুদ্ধাসঙ্গম-
তীর্থে বুদ্ধেশ্বর শিব বিরাজমান । এই বুদ্ধা-
সঙ্গমতীর্থের পাঁপনাশন উপাধ্যায় বলিতেছি,
শ্রবণ কর । পুরাকালে বুদ্ধগৌতম নামে
এক মহাতপা মুনি ছিলেন । ইনি মহাবি
গৌতমের অন্ততম পুত্র । বুদ্ধগৌতম বাল্য
হইতেই নাসিকাবিহীন । স্মৃতরাঃ তিনি
বিকৃত রূপ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করেন ।
কালক্রমে বৈরাগ্যবশতঃ নানাদেশ ও তীর্থ
পর্যটনে বহির্গত হইলেন । নিজের নাসিকা
নাই, এই লজ্জায় তাঁহার কোন উপাধ্যায়
সহ সমাগম ঘটিল না । এবং অস্তান্ত
শিষ্যসম্প্রদায়ের সহিতও একত্র অধ্যয়নে
তিনি লজ্জাবোধ করিলেন । পিতা গৌতম
বয়স্কালে কোনরূপে তাঁহার উপনয়ন
দিলেন । তখন বুদ্ধ গৌতম পুনরায়
দেশ পর্যটনে বহির্গত হইলেন । এই
রূপে বহুকাল কাটিল । একমাত্র গায়ত্রীই
তাঁহার সঙ্গল হইল । এতদ্বির বেদাধ্যয়ন
বা অঙ্ক কোন শাস্ত্র-সমালোচনা ইহার কিছুই

অগ্নিকার্য্যঃ ততশচক্রে নিত্যমেব যত্নবতঃ ॥ ৭
গায়ত্র্যভ্যাসমাত্রেণ ব্রাহ্মণো নামধারকঃ ।
অগ্ন্যুপাসনমাত্রং চ গায়ত্র্যভ্যাসনং তথা ॥ ৮
এতাবতা ব্রাহ্মণস্বং গৌতমস্তাভবদ্যুনে ।
উপাসতোহগ্নিঃ বিধিবদগায়ত্রীঞ্চ মহান্ননঃ ॥ ৯
তস্তাধিববুধে পুত্র গৌতমস্ত চিরায়ুষঃ ।
ন দারসংগ্রহং লেভে নৈব দাতান্তি কন্তকাম্
তথা চরন্তৌ দেশে বনেষু বিবিধেষু চ ।
আশ্রমেষু চ পুণ্যেষু অটরাস্তে স গৌতমঃ ॥১১
এবং ভ্রমন্ শীতগিরিমাক্ষিত্যন্তে স গৌতমঃ ।
তত্রাপশ্চদগুহাং রম্যাং বল্লীবিটপমালিনীম্ ॥১২
তত্রোপবিষ্টা বিপ্রেন্দ্রো বস্তুং সমকরোন্নতিম্ ।
চিন্তয়ন্ত প্রবিষ্টোহসবেপস্তাং স্নিয়মুত্তমাম্ ।
শিখিলাঙ্গীমথ কৃশাং বুদ্ধাঞ্চ তপসি স্থিতাম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ বর্জ্যন্তৌ বিরাগাং রহসি স্থিতাম্ ॥

তাঁহার ঘটিল না । তিনি প্রতিদিনিও যত-
ব্রত হইয়া অগ্নিকার্য্য করিতে লাগিলেন ।
একমাত্র গায়ত্রীর অভ্যাসেই তিনি নামন্তঃ
ব্রাহ্মণ হইলেন । অগ্নির উপাসনা এবং
গায়ত্রীর অভ্যাস এই দুইটা দ্বারাই বস্তুতঃ
তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হইল । হে মুনে !
তিনি বিধিমত অগ্নির ও গায়ত্রীর উপাসনা
করায় তাঁহার আয়ুঃকাল বর্জিত হইল ; তিনি
চিরায়ু হইলেন । তাঁহার দারসংগ্রহ ঘটিল না ।
কেহ কস্তাদান করিতেও ইচ্ছুক ছিলেন না ।
বুদ্ধ গৌতম নানা বনে এবং নানা তীর্থে
বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং নানা পুণ্যা-
শ্রমে তাঁহার বসতি হইতে লাগিল । ১—১১ ।
এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে একদা তিনি
শীতগিরিতে গিয়া বাস করিলেন । গৌতম-
নন্দন সেখানে একটি বল্লী-বিটপ-মালিনী
রম্য গুহা দেখিতে পাইলেন এবং বিপ্রবর
সেই গুহামধ্যেই প্রবেশ করিয়া বাস করিতে
মনন করিলেন । কিঞ্চিৎকাল চিন্তার পর তিনি
সেই গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই এক উত্তমা
স্ত্রী দেখিতে পাইলেন ; দেখিলেন,—রমণী
বুদ্ধা কৃশা শিখিলাঙ্গী অথচ তপোনিরতা
তপস্বিনী । ঐ বুদ্ধা রমণী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন

স তাং দৃষ্ট্বা মুনিশ্রেষ্ঠো নমস্কারায় তস্থিবান্ ।
নমস্তস্তাং মুনিশ্রেষ্ঠঃ তং গোতমমবারয়ৎ ॥ ১৫

বুদ্ধোবাচ ।

গুরুষুঃ ভবিতা মহং ন মাং বন্দিতুমর্হসি ।
আয়ুর্বিদ্যা ধনং কীর্তিধর্ম্যঃ স্বর্গাদিকং চ যৎ ॥
তস্ত নম্রতি বৈ সর্বং যং নমস্ততি বৈ গুরুঃ ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

কৃতাজলিপুটস্তাং বৈ গোতমঃ প্রাক্ বিস্মিতঃ ॥

গোতম উবাচ ।

তপস্বিনী ত্বং বৃদ্ধা চ গুণজ্যোষ্ঠা চ ভামিনী ।

‘অল্পবিদ্যাকল্পবয়া অহং তব গুরুঃ কথম্ ॥ ১৮

বুদ্ধোবাচ ।

আষ্টি বৈশম্প্রিয়পুত্র ঋতধ্বজ ইতি শ্রুতঃ ।

গুণবান্ধতিমান্ শূরঃ ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১৯

স কদাচিৎখনং প্রায়ানমুগয়াকুণ্ঠচেতনঃ ।

বিজ্ঞানমকরোদস্তাং গুহায়াং স ঋতধ্বজঃ ॥ ২০

যুবা স মতিমান্ দক্ষো বলেন মহতা রতঃ ।

করিয়া বিষয়স্পৃহা পরিহারপূর্বক নির্জনে
বাস করিতেছে। মুনিশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ গোতম
তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিতে সমু-
জ্জত হইলেন। তখন সেই বৃদ্ধা তাঁহাকে
নিবারণ করিয়া বলিল,—ভগবন! আপনি
আমার গুরু হইবেন সুতরাং আমি
আপনার নমস্কারাই নহি। কেননা, গুরু
আহাকে নমস্কার করেন, তাহার আয়ু,
বিজ্ঞা, ধন, কীর্তি, ধর্ম্ম, এমন কি,
স্বর্গাদি ফলও নষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মা বলি-
লেন,—বৃদ্ধ গোতম এই কথা শুনিয়া কৃত-
জলিপুটে বিন্ময়ের সহিত বৃদ্ধাকে বলিলেন,
—ভগবতি! আপনি তপস্বিনী, তাহাতে
আবার গুণজ্যোষ্ঠা বৃদ্ধা; আর আমি অল্প-
বিদ্য অল্পবয়া ক্ষুদ্র জন, আমি আপনার গুরু
হইব? কিরূপ কথা! বৃদ্ধা বলিল,—
রাজা আষ্টি বৈশম্প্রিয় পুত্র ঋতধ্বজ নামে
বিখ্যাত। তিনি গুণবান্, মতিমান্, বল-
বান্, ও ক্ষত্র-ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন। একদা
তিনি মুগয়ার্শ্ব অরণ্যে প্রবেশ করিয়া
এই গুহা-মধ্যেই বিজ্ঞান-লাভ করেন।

তং বিজ্ঞানং নৃপবরমপরা দদুশে ততঃ ॥ ২১

গন্ধর্ব্বরাজস্ত স্তুতা স্তুতামা ইতি বিজ্ঞতা ।

তাং দৃষ্ট্বা চকমে রাজা রাজানং চকমে চ সা ॥

ইতি ক্রৌড়া সমভবস্তয়া রাজ্ঞো মহামতে ।

নিবৃত্তকামো রাজেন্দ্রস্তামাপূজ্যাগমদগৃহম্ ॥ ২৩

উৎপন্নাহং ততস্তস্তাং স্তুতামায়াং মহামতে ।

গচ্ছন্তী মাং তদা মাতা ইদমাহ তপোধন ॥ ২৪

স্তুতামোবাচ ।

যন্তস্তাং প্রবিশেষত্রে স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ।

ইত্যুক্তা সা জগামাথ মাতা মম মহামতে ।

তস্মাদত্র প্রবিষ্টঃ পুমান্নাত্তঃ কদাচন ॥ ২৬

সহস্রাণি তথানীতিং কৃত্বা রাজ্যং পিতা মম ।

ঋতধ্বজ যুবাণুক্রম বিচক্ষণ ও সর্বকর্মে
দক্ষ ছিলেন; তাঁহার সঙ্গে তখন প্রচুর;
বল-বাহন ছিল। গুহামধ্যে অবস্থান কালে
গন্ধর্ব্ব-রাজ-হুতি। স্তুতামা নায়ী জনৈক
অপরা তাঁহাকে দেখিতে পায়; তখন
রাজাও তাঁহাকে দেখিয়া কামাধী হন এবং
সেও রাজাকে দেখিয়া কামাকাঙ্ক্ষা করে। হে
মহামতে! অনন্তর রাজা ও অপরা রতি-
ক্রীড়া সমাধা হয়। কামাবসানে রাজেন্দ্র সেই
অপরাকে বলিয়া গৃহগমন করেন ১২—২৩।
পরে কালক্রমে সেই স্তুতামার গর্ভে আমার
জন্ম হয়। হে তপোধন! যাইবার কালে
মদীয় মাতা স্তুতামা আমায় বলিয়া-
ছিলেন,—ভদ্রে! তোমায় কোথাও যাইতে
হইবে না; এই গুহামধ্যে যে পুরুষ
প্রবেশ করিবে, সে-ই তোমার ভর্ত্তা হইবে।
হে মহামতে! আমার মাতা আমায় এই
কথা কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আমি
তদবধি নিরবধি এইখানেই রহিলাম।
সুতরাং আপনি যখন অগ্রে এখানে প্রবেশ
করিয়াছেন, আপনার পূর্বে যখন অন্য
কোন পুরুষেরই এখানে কখন সন্মোগ্য
ঘটে নাই, তখন আপনিই আমার মাতৃ-
নির্দিষ্ট ভর্ত্তা। হে ব্রহ্মন! পিতা আমার
অশীতি সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া পরে

অত্রৈব চ তপস্তপ্তা ভক্তঃ স্বর্গমুপেষিবান্ ॥ ২৭
 স্বর্গঃ যাতেহপি পিতরি সহস্রাণি তথা দশ ।
 বর্ষাণি মুনিশর্দূল রাজ্যং কৃত্বা তথা পরঃ ॥ ২৮
 স্বর্গে যাভো মম ভ্রাতা অহমত্রৈব সংস্থিতা ।
 অহং ব্রহ্মরাক্ষসবৃত্তা ন মাতা ন পিতা মম ॥ ২৯
 অহমাক্ষেখরী ব্রহ্মবিষ্টা কত্রকস্তকা ।
 তন্মাতৃজন্ম মাং ব্রহ্মন্ ব্রতস্থ্যং পুরুষার্থিনীম্ ॥
 গৌতম উবাচ ।
 সহস্রায়ুরহং ভদ্রে মন্তব্যং বয়সাধিকা ।
 অহং বালকঃ তু বৃদ্ধা নৈবাযং ঘটতে মিথঃ ॥ ৩১
 বৃদ্ধোবাচ ।
 হং ভর্তা মে পুয়। দিষ্টো নাশ্চো ভর্তা মতো মম
 ধাত্রা দন্তস্তভ্যং মাং ন নিরাকর্ষুমহসি ॥ ৩২
 অথবা নেচ্ছসি মাং হমপ্রত্য়ামব্রতাম্ ।

এইখানেই তপশ্চরণপূর্বক স্বর্গলাভ করিয়া-
 ছেন। পিতার স্বর্গগমনের পর আমার
 এক ভ্রাতা দশ সহস্র বর্ষ কাল রাজ্য শাসন
 করেন; অনন্তর তাঁহারও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়।
 আমি আমার পিতার রাজত্ব কাল হইতে
 এ যাবৎ এইখানেই অবস্থান করিতেছি।
 আমার এখনও বিবাহ হয় নাই। আমার
 মাতা বা পিতা কেহই বর্তমান নাই এখন
 হুঁ, নিজেই নিজের প্রভু; অপিচ আমি
 কাঙ্ক্ষ-নন্দিনী। অতএব হে ব্রহ্মন্! এই
 ব্রতচারিণী পুরুষার্থিনী আমাকে আপনি
 ভজন করুন। বৃদ্ধ গৌতম প্রত্যুত্তরে
 বলিলেন,—হে ভদ্রে! আমি মাত্র সহস্রায়ুঃ;
 তুমি আমা অপেক্ষাও বয়োধিক। বলিতে
 কি, আমি বালক; তুমি বৃদ্ধ। সুতরাং
 আমাদের পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ সম্ভব
 হওয়া অসম্ভব। বৃদ্ধা বলিল,—প্রথম হইতে
 আপনিই আমার ভর্তা বলিয়া নির্দিষ্ট
 আছেন; অস্ত ভর্তায় আমার মন নাই।
 আপনিই আমার বিধাতৃ-প্রদত্ত ভর্তা;
 আমার আপনি প্রত্যাখ্যান করিবেন না।
 অথবা আপনি যদি এই নিরপরাধা অল্পব্রত
 আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা না করেন,

ততন্ত্যক্ষ্যামি জীবং মে ইদানীং তব পশ্চতঃ
 অপেক্ষিতাপ্রাপ্তিতো হি দেহিনাং মরণং বরং
 অল্পরক্তজনভ্যাগে পাতকান্তো ন বিদ্যতে ॥
 বৃদ্ধোবাচ ।
 বৃদ্ধায়াস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা গৌতমো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৫
 গৌতম উবাচ ।
 অহং তপোবিগ্রহিতো বিদ্যাহীনো হৃকিকনঃ ।
 নাহং বরো হি যোগ্যস্তে কুরুপো ভোগবর্জিতঃ
 অনাসোহহং কিং করোমি অতপোহবিদ্যা এব চ
 তন্মাৎ সুরূপং সুবিদ্যামাপাদ্য প্রথমঃ শুভে ।
 পশ্চাত্তে বচনং কার্য্যং ততো বৃদ্ধাববীন্দ্বিজম্ ॥
 বৃদ্ধোবাচ ।
 ময়া সরস্বতী দেবী তোষিতা তপসা দ্বিজ ।
 তথৈবাণো রূপবত্যো রূপদাতাঘ্নিরেব চ ॥ ৩৮
 তন্মাদ্বাগীশ্বরী দেবী সা তে বিদ্যাং প্রদাত্তি
 তাহা হইলে, আপনার সমক্ষেই এইক্ষণেই
 আমি জীবন বিসর্জন করিব। বস্তুতঃ প্রত্যা-
 শিত বস্তুর অপ্রাপ্তি হইতে মরণই মানবের
 মঙ্গল। আর এ কথাও আপনি জানি-
 বেন—অল্পরক্ত জনকে প্রত্যাখ্যান করিলে
 যে কত পাতক হয়, তাহার একটা সীমা-
 সংখ্যা নাই। ২৪—৩৪। বৃদ্ধা বলিলেন,—
 বৃদ্ধার বাক্য শুনিয়া বৃদ্ধ গৌতম বলিলেন,—
 অগ্নি শুভে! আমার বিজ্ঞা নাই, তপস্তা
 নাই, আমি অতি অকিকন; বিশেষতঃ
 আমি কুরুপ। কোনরূপ ভোগসুখেরও আমি
 অধিকারী নহি; সুতরাং মাদৃশ ব্যক্তি
 তোমার যোগ্য বর হইতে পারে না।
 আরও দেখ, আমার নাসিকা নাই, তপস্তা
 নাই, বিদ্যা নাই, আমি তোমায় লইয়া কি
 করব? তবে এই মাত্র বলিতে পারি, যদি
 অগ্রে কখন সুরূপ ও সুবিদ্যা লাভ করিতে
 পারি, তাহা হইলে, পশ্চাৎ তোমার কথা-
 সারে কার্য্য করিব। তখন বৃদ্ধা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে
 বলিল,—হে দ্বিজ! আমি তপস্তা দ্বারা
 সরস্বতী দেবীকে ক্রীত করিয়াছি এবং
 রূপবান রূপ ও রূপবান অগ্নিও আমার

অগ্নিস্ত রূপবান্ দেবস্তব রূপং প্রদান্নতি ॥ ৩৯

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা গোতমঃ তঃ বুদ্ধোবাচ বিভাবসুন্ম ।

প্রার্থয়িত্বা সুবিদ্যাং তং সুরূপং চাকরোম্মুনিম্ ॥

ততঃ সুবিদ্যাঃ সুভগঃ সুকাস্তো

বুদ্ধাং স পত্নীমকবোৎপ্লীন্স্বকঃ ।

তয়া স য়েমে বহলা মনোভ্রয়া

সমাঃ সুখং প্রীতমনা শুহায়াম্ ॥ ৪১

কদাচিত্ত্ব বসতোর্দম্পত্যোর্মুদতো গিরো ।

শুহায়ঃ মুনিশাৰ্দূল আজম্মুর্নয়োহমলাঃ ॥ ৪২

বসিষ্ঠবামদেবাদ্যা য়ে চান্তে চ মহর্ষয়ঃ ।

ভ্রমন্তঃ পুণ্যতীর্থানি প্রাপ্তবাস্তস্ত তাঃ শুহায়াম্ ॥

আগতাঃস্তানুযীন জাত্বা গোতমঃ সহ ভার্যয়া ।

সংকারমকরোক্তেযাং জহ্নসুস্তঃ চ কেচন ॥ ৪৪

যে বালা যৌবনোন্নতা বয়সা য়ে চ মধ্যমাঃ ।

তপস্তায় তুষ্ট আছেন। অতএব বাগীশ্বরী দেবী তোমায় বিদ্যা এবং রূপশান্ অগ্নি তোমায় রূপ দান করিবেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বুদ্ধা বুদ্ধ গোতমকে এই কথা কহিয়া পরে বাগীশ্বরী ও বিভাবসুর নিকট প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহাকে সুবিদ্যা ও সুরূপ করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই বুদ্ধ ব্রাহ্মণ সুবিদ্যা, সুভগ ও সুকাস্ত হইয়া ত্রীতি-ভরে বুদ্ধার পাণিপীড়ন করিলেন এবং সেই শুহামধ্যে বহুবর্ষ যাবৎ মনো হারিণী পত্নীর সহিত প্রফুল্লমনে রমণ করিলেন। একদা সেই বুদ্ধ দম্পতি মুদিত-মনে সেই গিরিশুহায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বসিষ্ঠ ও আমদেব প্রভৃতি বহু বিমল-চেতা মহর্ষি পুণ্যতীর্থ সকল পর্য্যটন প্রসঙ্গে সেই গিরিশুহায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ গোতম ভার্য্যার সহিত সেই সকল মহর্ষি-দিগের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সংকার করিলেন। সমাগত মহর্ষিদিগের মধ্যে বাঁহারা বালা-ভার্য্যাপন্ন কিম্বা যৌবনোন্নত অথবা প্রৌঢ় ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সেই

বুদ্ধাঃ চ গোতমঃ প্রেক্ষ্য জহ্নসুস্তঃ কেচন ॥ ৪৫

ঋষয় উচুঃ ।

পুত্রোহয়ং তব পৌত্রো বা বুদ্ধে কো গোতমো-
হভবৎ ।

সত্যং বদস্ব কল্যাণি ইতোবঃ জহ্নসুস্থিজাঃ ॥ ৪৬

বিষঃ বুদ্ধস্ত যুবতী বুদ্ধায়া অমৃতং যুবা ।

ইষ্টানিষ্টসমাযোগো দৃষ্টোহস্মাভিরহো চিরাৎ

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যেবমুচিরে কেচিদম্পত্যোঃ শৃণতোস্তদা ।

এবমুক্তা কৃতাতিথ্যা যযুঃ সর্ষে মহর্ষয়ঃ ॥ ৪৮

ঋষীণাং বচনং শ্রুত্বা উভাবপি স্তুত্বাঃখিতৌ ।

লজ্জিতৌ চ মহাপ্রাজ্ঞৌ গোতমো ভার্য্যয়া সহ

পপ্রচ্ছ মুনিশাৰ্দূলমগস্ত্যম্বিসস্তমম্ ॥ ৪৯

গোতম উবাচ ।

কো দেশঃ কিমু তীর্থং বা যত্র শ্রেয়ঃ সমাপ্যতে
শীঘ্রমেব মহাপ্রাজ্ঞ ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ৫০

বুদ্ধাকে এবং সেই সুভগ-সুন্দর গোতমকে দেখিয়া হাস্ত করিতে লাগিলেন। তখন অন্তান্ত ঋষিগণ কহিলেন,—হে বুদ্ধে! এই গোতম তোমার কে হন, ইনি তোমার পুত্র কিম্বা পৌত্র বটেন? হে কল্যাণি! সত্য করিয়া বল; আমাদের সমভিব্যাহারী দ্বিজগণ এই জন্তই হাস্ত করিয়াছেন। বুদ্ধ জনের পক্ষে যুবতী বিষহানীয়া; পরন্তু বুদ্ধা স্ত্রীর যুবা পুরুষ অমৃতস্বরূপ। কিন্তু অহো! অত্ন বহুদিন পরে আমাদের চক্ষে ইষ্ট এবং অনিষ্টের সম্যক্ যোগ দৃষ্ট হইল! ৩৫—৪৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—সমাগত মহর্ষিদিগের মধ্যে কেহ কেহ তখন সেই দম্পতির সমক্ষেই এই সকল কথা কহিলেন। পরে সকল মহর্ষিই অতিথিসংকার প্রাপ্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সেই মহাপ্রাজ্ঞ দম্পতি ঋষিদিগের ঐ কথা শুনিয়া উভয়েই ক্লথিত এবং লজ্জিত হইলেন। তখন বুদ্ধ গোতম মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি বলুন,—এমন কোন দেশ বা কোন তীর্থ আছে, যেখানে গেলে শ্রেয়

অগস্ত্য উবাচ ।

বদন্তিৰ্মুনিভিব্রহ্মণ্যঃ ক্রতমিদং বচঃ ।
সৰ্বে কামান্তত্ৰ পূৰ্ণা গৌতম্যাং নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥
তস্মাদগচ্ছ মহাবুদ্ধে গৌতম্যোঃ পাপনাশিনীম্ ।
অহং ভ্রামহুযাস্মি যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৫২

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বাগস্ত্যবাধ্যঃ বুদ্ধয়া গৌতমোহভ্যাগাৎ
তত্র তেপে তপস্তীত্রঃ পত্ন্যা স ভগবানুযিঃ ॥ ৫৩
জতিং চকার দেবশ্চ শস্ত্রাবিকোস্তথৈব চ ।
গঙ্গাঞ্চ ত্রোষয়ামাস ভাৰ্য্যার্থং ভগবানুযিঃ ॥ ৫৪

গৌতম উবাচ ।

খিন্নান্বনামত্র ভবে ভূমেব শরণং শিব ।
মক্ৰভূমাবধবগানং বিটপীব প্রিয়াযুতঃ ॥ ৫৫
উচ্চাবচানাং ভূতানাং সৰ্ব্বথা পাপনোদনঃ ।
শস্ত্রানাং ঘনবৎ কৃষ্ণ ভ্রমবগ্রহশোষণায় ॥ ৫৬
বৈকুণ্ঠার্গনিস্ত্রেণিস্থং পৌণ্ডরিকী ।

লাভ করা যায় এবং সহস্রই ভুক্তি-মুক্তি
সম্ভটিত হয় ? অগস্ত্য কহিলেন,—হে ব্রহ্মন !
পূর্বে আমি মুনীগণের মুখে এই কথা শুনি-
য়াছি যে, গৌতমীতীরে গমন করিলে নিশ্চয়ই
সৰ্ব্ব কামনা পূর্ণ হয় । অতএব হে মহাবুদ্ধে !
আপনি পাপনাশিনী গৌতমীতেই গমন
করুন । আমি আপনার অনুগমন করিতেছি ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া
বুদ্ধা সহ গৌতম গৌতমীতে গমন করিলেন ।
তথায় গিয়া তিনি পত্নীসহ তীব্র তপস্তা করি-
লেন । তখন সেই ভগবান্ ঋষি শঙ্কু ও
বিষ্ণুকে স্তব করিয়া গঙ্গাকে প্রসন্ন করি-
লেন । তিনি বলিলেন,—হে শিব ! এ
ভাবে যাহাদের আত্মা খিন্ন হইয়াছে, মক্ৰ-
ভূমির মধ্যগায়ী জনগণের পক্ষে বিটপীর
স্তায় আপনিই প্রিয়া সহ তাহাদের একমাত্র
আশ্রয় । হে কৃষ্ণ ! অনাবৃষ্টি-দম্ব শস্ত্রশ্রেণীর
পক্ষে ঘনগমের স্তায় আপনিই একমাত্র
উত্তম, মধ্যম ও অধমশ্রেণীস্থ ভূতবৃন্দের
সৰ্ব্বথা ভাপহর্ভা । আর হে গৌতমি !
তুমি শিববতরঙ্গীরূপে বৈকুণ্ঠ-দুর্গ ভেদ

অধোগতামাং তপ্তানাং শরণং তব গৌতমি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততশ্চষ্টাবদধাক্যঃ গৌতমং বুদ্ধয়া যুতম্ ।
শরণাগতদীনার্ভ-শরণ্যা গৌতমী যুতা ॥ ৫৮
গৌতম্যুবাচ ।

অভিযিক্শ্ব ভাৰ্য্যাং স্বং মজ্জলৈর্মজ্জসংযুতৈঃ ।
কলশৈরুপচারৈশ্চ ততঃ পত্নী তব প্রিয়া ॥ ৫৯
সুরূপা চাকুসর্বাঙ্গী সুভগা চাকুলোচনা ।
সকলক্ষণসম্পূর্ণা রম্যরূপমবাপ্যতি ॥ ৬০
রূপবত্যা পুনস্তঃ বৈ ভাৰ্য্যা চাভিষেচিতিঃ ।
সকলক্ষণসম্পূর্ণা কান্তং রূপমবাপ্যসি ॥ ৬১

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতি গাঙ্গবচনাদযথোক্তং তো চ চক্রভূঃ ।
সুরূপতামুভৌ প্রাপ্তৌ গৌতম্যাস্ত প্রসাদতঃ ॥
অভিষেকোদকং যচ্চ সা নদী সমজায়ত ।
তস্মা নাস্তা তু বিখ্যাতা বুদ্ধায়া মুনিসত্তম ॥ ৬৩
বুদ্ধা নদীতিবিখ্যাতা গৌতমোহপি তথোচ্যতে

করিয়া আসিয়া অধোগত সম্ভ্রান্ত জনগণের
আশ্রয়-দায়িনী হও । ব্রহ্মা বলিলেন,—
অনন্তর শরণাগত দীনজনের আর্তিহারিণী
গৌতমী সেই কথায় ভূষ্ট হইয়া বুদ্ধা সহ
গৌতমকে বলিলেন,—তুমি কলসে করিয়া
মন্দীয় মজ্জপুত জল লইয়া ও নানা উপচার
দিয়া তোমার ভাৰ্য্যাকে অভিষেক কর ।
দেখিবে,—তোমার পত্নী তখন প্রিয়া,
সুরূপা, সুচাকুদেহা, সুভগা, সুলোচনা
ও সকল সুলক্ষণযুতা হইয়া রম্য রূপ
লাভ করিবে । অনন্তর তোমার ঐ রূপবতী
ভাৰ্য্যা তোমায় পুনরায় অভিষেক করিলে
তোমারও সৰ্ব্ব সুলক্ষণপূর্ণ কমনীয়তম রূপ
প্রাপ্তি ঘটিবে । ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন
সেই দম্পতি গঙ্গার কথানুসারে তাহাই
করিলেন । তাহারাই গৌতমীপ্রসাদে সু-
রূপিতা প্রাপ্ত হইলেন । তৎকালে তাহাদের
অভিষেকজল হইতে বুদ্ধার নামানুসারে
বুদ্ধানারী এক বিখ্যাত নদী প্রতিষ্ঠিত হইল
এবং প্রতিবেশী ঋষিগণ কর্তৃক সেই গৌতম-

বুদ্ধগোতম ইত্যুক্ত ঋষিভিঃ সমবাসিভিঃ ।

বুদ্ধা তু গোতমীং প্রাহ গন্ধাঃ প্রত্যক্ষরূপিণীম্
বুদ্ধোবাচ ।

যন্নানীদং নদী দেবি বুদ্ধা চেত্যাভিধীয়তাম্ ।

তুয়া চ সঙ্গমস্তান্তান্তান্তীর্থমবুত্তমম্ ॥ ৫৫

বুদ্ধগোতমস্যাসম্পত্তিপুত্রপৌত্রপ্রবৰ্দ্ধনম্ ।

আয়ুদ্যারোগ্যকল্যাণং জয়প্রীতিবিবৰ্দ্ধনম্ ।

জ্ঞানদানাদিহোমৈশ্চ পিতৃণাং পাবনং পরম্ ॥ ৬৬

ব্রহ্মোবাচ ।

অন্তিত্যাহ চ তাং গন্ধা সুবুদ্ধাঃ গোতমপ্রিয়াম্

গোতমস্থাপিতং লিঙ্গং বুদ্ধানায়ৈব কীর্তিতম্ ॥ ৬৭

তত্রৈব চ মূদং প্রাপ্তো বুদ্ধয়া মুনিসত্তমঃ ।

তত্র দানঞ্চ দানঞ্চ সৰ্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কম্ ॥ ৬৮

ততঃ প্রভৃতি তন্তীর্থং বুদ্ধাসঙ্গমমুচ্যতে ॥ ৬৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বুদ্ধাসঙ্গমতীর্থবর্ণনং নাম

সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৭

নন্দনও বুদ্ধ গোতম নামে অভিহিত হই-
লেন। অনন্তর প্রত্যক্ষ-রূপিণী গোতমী
গন্ধাকে উদ্দেশ করিয়া বুদ্ধা বলিলেন,—হে
দেবি! আমার নামানুসারে এই নদী বুদ্ধা
নামে অভিহিত হউক এবং আপনার সহিত
যেখানে ইহার সঙ্গম ঘটিয়াছে, সেই স্থান
সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থমধ্যে পরিগণিত হউক। এই
সঙ্গম জ্ঞান, দান ও হোমাদির অনুষ্ঠানে
পিতৃগণের পরম পবিত্রতা এবং মানবদিগের
রূপ, সৌভাগ্য, সম্পত্তি, পুত্র, পৌত্র, আয়ু,
আরোগ্য, কল্যাণ, জয় ও প্রমোদ প্রবৰ্দ্ধিত
হউক। ব্রহ্মা বলিলেন,—তৎপ্রবণে গন্ধা
গোতমপ্রিয়া বুদ্ধাকে ‘তথাস্ত’ বলিয়া সম্মতি
জানাইলেন। অত্রত্য গোতম-স্থাপিত লিঙ্গ
বুদ্ধার নামানুসারে বুদ্ধেশ্বর নামে কীর্তিত
হইল। বুদ্ধার সহিত মুনিবর এইখানেই
প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখানে দান,
দান করিলে সৰ্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। সেই
সময় হইতে এই তীর্থ বুদ্ধাসঙ্গম নামে অভি-
হিত হইতে লাগিল। ৪৮—৬৯।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৭।

অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইলাতীর্থমিতি খ্যাতং সৰ্ব্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্ ।

ব্রহ্মহত্যাাদিপাপানাং পাবনং সৰ্ব্বকামদম্ ॥ ১

বৈবস্বতাৰয়ে জাত ইলো নাম জনেশ্বরঃ ।

মহত্যা সেনয়া সার্কং জগাম যুগযাবনম্ ॥ ২

পরিব্রজ্য গহনং বহুব্যালসমাকুলম্ ।

নানাকারবিজযুতং বিটপৈঃ পরিশোভিতম্ ॥ ৩

বনেচরং নৃপশ্রেষ্ঠো যুগযাগতমানসঃ ।

তত্রৈব মতিমাধস্ত ইলোহমাত্যানথাত্রবীং ॥ ৪

ইল উবাচ ।

গচ্ছন্ত নগরং সৰ্ব্বৈ মম পুত্রেণ পালিতম্ ।

দেশং কোশং বলং রাজ্যং পালয়ন্ত পুনশ্চ তম্

বসিষ্ঠোহপি তথা যাতু আদায়ায়ীন্ পিতৈব নঃ

পত্নীভিঃ সহিতো ধীমানরণ্যেহহং বসাম্যথ ॥ ৬

অষ্টাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—বিখ্যাত ইলাতীর্থ নর-
গণের সৰ্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদ। এই তীর্থমাহাত্ম্যে
ব্রহ্মহত্যাাদি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র
হওয়া যায়। বৈবস্বত বংশে ইল নামে এক
নরপতি ছিলেন। তিনি একদা প্রচুর
সেনাবল সহ যুগযার্থ বনে গমন করিলেন।
নানাবিধ বিহঙ্গমযুত, বহু-বিটপি-মণ্ডিত, বহু-
ব্যাল-সমাকুল মিবিড় বনে ভ্রমণ করিতে
করিতে সেই নরপতির মন যুগযাতেই
আসক্ত হইল। তিনি তাহাতেই সৰ্ব্বদা
মনোনিবেশ করিলেন। এবং সমভিব্যাহারী
অমাত্যবর্গকে বলিলেন,—আপনারা সক-
লেই রাজধানীতে কিরিয়া যাউন; আমার
পুত্র এক্ষণে রাজ্য, কোষ ও বল-বাহনে
নিযুক্ত আছেন। আপনারা গিয়া পুনরায়
সেই সকলের সম্যক পালন-ভার গ্রহণ
করুন। ধীমান বশিষ্ঠ অগ্নিসমুহ লইয়া
মদীয় পত্নীগণ সহ পিতার স্তায় প্রতিগমন
করুন। আমি যুগযানীল আরণ্য-ভোগ-

অরণ্যভোগভুগুতিশ্চ বাজিবারণমাহুযৈঃ ।

মৃগয়াশীলিভিঃ কৈশ্চিদ্বাস্ত সৰ্ব ইতঃ পুরীম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্কা যযুস্তেহপি স্বয়ং প্রায়াচ্ছনৈর্গরিম্ ।

হিমবন্তঃ রত্নময়ং বসন্তত্র ইলো নৃপঃ ॥ ৮

দদর্শ কন্দরং তত্র নানারত্নবিচিহ্নিতম্ ।

তত্র যক্ষেশ্বরঃ কশিৎ সমমু্যরিত্তি বিজ্ঞতঃ ॥ ৯

তস্মা ভার্য্যা সমানায়ী তৰ্কুত্ৰতপরায়াণা ।

তাম্মিন বসত্যসৌ যক্ষো রমণীয়ে নগোন্তমে ॥

মৃগরূপেণ ব্যচরন্ত্যার্থায়া স মহামতিঃ ।

শ্বেচ্ছয়া স্ববনে যক্ষঃ ক্রোড়তে নৃত্যগীতকৈঃ ॥ ১১

ইথং স যক্ষো জানাতি মৃগরূপধরোহপি চ ।

ইলম্ তং ন জানাতি কন্দরং যক্ষপালিতম্ ॥ ১২

যক্ষস্ত গেহং বিপুলং নানারত্নবিচিহ্নিতম্ ।

তত্রোপবিষ্টৌ নৃপতির্নহত্যা সেনয়া বৃতঃ ॥ ১৩

বাসকক্ষে স তত্রৈব গেহে যক্ষস্ত ধীমতঃ ।

স যক্ষোহধর্ম্যকোপেন ভার্য্যা মৃগরূপযুক্ত ॥ ১৪

ইলং জেতুং ন শক্যমি যাচিতে ন দদাতি চ ।

হতং গেহং মমানেন কিং করোমীত্যচিন্তয়ৎ ॥

মুখি মন্তঃ কথং হস্তাঃ চেতি স্থিত্বা স যক্ষরাষ্ট্র

আত্মীয়ান্ প্রেষয়ামাস যক্ষান শূরান্ধনুর্ধরান্ ॥

যক্ষ উবাচ ।

যুদ্ধে জিত্বা চ রাজানমিলমুক্ততপস্বিনম্ ।

গুহাদযথাক্রমে যাতি মম তৎ কর্তুমর্থম্ ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ ।

যক্ষেশ্বরস্ত তদ্বাক্যাদযক্ষান্তে যুদ্ধতর্জনাঃ ।

ইলং গম্ভীরবন সর্পে নির্গচ্ছান্মাদগুহালয়াৎ ॥

ন চেদযুদ্ধাৎপরিভ্রষ্টঃ পলায্য ক গমিষ্যসি ।

তদযক্ষবচনাৎকোপাদযুদ্ধং চক্রে স রাজরাষ্ট্র ॥

জিত্বা যক্ষান বত্ৰবিধাজুলাস দশ শরীরীঃ ।

বাস করিলেন । যক্ষরাজ ঐ সময় ভার্য্যাসহ

মৃগরূপে অবস্থান করিতেছিল, সে রাজার

এই অসঙ্গত ব্যাপারে ক্রূপিত হইয়া ভাবিল,

—এই ইলরাজকে আমি বলপ্রয়োগে জয়

করিতে পারিব না এবং প্রার্থনা করিলেও

ইনি সহজে আমার গৃহ আমাকে ছাড়িয়া

দিবেন না । দেখিতেছি, ইনি আমার গৃহ

হরণ করিয়া লইলেন । কিন্তু আমি এখন

কি করি ? যুদ্ধে ইহাকে কি করিয়া বিনষ্ট

করি ? যক্ষরাজ এইরূপ চিন্তা করিয়া

তাহার আত্মীয় ধনুর্ধর শূর যক্ষদিগকে

রাজসমীপে প্রেরণ করিল এবং বলিল,—

হে আত্মীয়গণ ! তোমরা মদোক্ত ইল-

রাজকে জয় করিয়া যাহাতে সে আমার

গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্র চলিয়া যায়,

এরূপ বিধান কর । ১—১৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—

যক্ষরাজের বাক্যানুসারে যুদ্ধতর্জদ যক্ষগণ

ইলরাজের নিকট গিয়া বলিল,—ওহে তুমি

আমাদের গুহাগৃহ হইতে নির্গত হও ।

নতুবা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কোথায় পলায়ন

করিবে ? ইলরাজ যক্ষবাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া

তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন । যুদ্ধে যক্ষ-

গণ পরাজিত হইল । তিনি দশরাতি ভার্য্য

ভাগী কতিপয় বাজী, বারণ ও মনুষ্যসহ

একাকী এখানে বাস করিব । এতদ্ভিন্ন অপর

সকলেই এখানে হইতে প্রস্থান করুক । ব্রহ্মা

বলিলেন,—রাজার আদেশে সম্মত হইয়া

সকলেই রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

তখন রাজাও ধীরে ধীরে রত্নময় হিমালয়-

শৈলে প্রয়াণপূর্বক তথায় বাস করিতে

লাগিলেন । তিনি তাঁহার বাসস্থানের সম্মি-

কটে একটা নানা-রত্নে চিত্রিত সুন্দর কন্দর

দর্শন করিলেন । ঐ কন্দরে সমমু্য নামে

এক বিখ্যাত যক্ষেশ্বর বাস করিত । উহার

ভার্য্যার নাম সমা । সমা পতিব্রত-

পরায়াণা । যক্ষরাজ এই রমণীয় নগরে

বাস করত কখন মৃগরূপ ধারণপূর্বক ভার্য্যার

সহিত শ্বেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিত এবং কখন

বা নৃত্যগীতাদি দ্বারা আপন বনে ক্রীড়া

করিত । যক্ষ মৃগরূপ ধারণ করিয়াও

সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ছিল । রাজা ইল কিন্তু

সেই কন্দর যক্ষপালিত বলিয়া বুঝিতে

পারিলেন না । তিনি যক্ষের, সেই নানা-

রত্ন-চিত্ত বিপুল গৃহে প্রচুর সেনাবল সহ

যক্ষেশ্বরো মৃগো ভূত্বা ভাৰ্ঘ্যাশি বনে বসন্ ।
 হৃতগেহো বনং প্রাপ্তো হৃতভূতাঃ স যক্ষিনীম্ ।
 প্রাহ চিন্তাপরো ভূত্বা মৃগীরূপধরাং প্রিয়াম্ ॥ ২১ ॥
 যক্ষ উবাচ ।

রাজাঃ হৃষ্টনাঃ কাস্তে ব্যসনাসক্তমানসঃ ।
 কথমায়াত বিপদং তজ্জোপায়ো বিচিন্ত্যতাম্ ॥
 পার্শ্বাভ্যাসনাস্তানি রাজ্যান্তখিলভূভুজাম্ ।
 প্রাপয়োমাবনং সুক্রয়ং গী ভূত্বা মনোহর্য ॥ ২৩ ॥
 প্রবিশেত্তত্র রাজাঃ স্ত্রী ভবিষ্যত্যাসংশয়ম্ ।
 করণীয়ং ত্বয়া ভদ্রে ন চৈতদুজ্জাতে মম ।
 অহং তু পুরুষো যেন ত্বং পুনঃ স্ত্রী চ যক্ষিনী ॥
 যক্ষগৃহ্যচ ।

কথং ত্বয়া ন গন্তব্যমুদ্যাবনমহুতমম্ ।
 গতেহপি ত্বয়ি কো দোষস্তমে কথয় তত্ত্বতঃ ॥
 যক্ষ উবাচ ।

হিমবৎপৰ্বতশ্রেষ্ঠ উময়া সহিতঃ শিবঃ ।

বাস করিলেন । এদিকে যক্ষেশ্বর মৃগ হইয়া
 মৃগীভাৰ্ঘ্যার সহিত বনে বনে বাস করিতে
 লাগিল । সে হৃতগৃহ, হৃতভূতা, ও বনগত
 হইয়া চিন্তাক্রান্ত মনে মৃগরূপিনী প্রণয়িনী
 যক্ষিনীকে বলিল,—প্রিয়ে! এই মৃগয়াসক্ত-
 চিত্ত হুষ্টমনা রাজা কিরূপে এখানে আসিল ?
 কিরূপেই বা উহার বিপদ ঘটিতে পারে ?
 সে বিষয়ে একটা উপায় স্থির কর । সকল
 ভূপালেরই রাজ্য, পাপ ও ব্যসনাধিক্যে
 বিনষ্ট হইয়া থাকে । অতএব তুমি মনো-
 হারিনী মৃগী হইয়া এই রাজাকে উদ্যাবনে
 উপনীত কর । রাজা সে বনে প্রবেশমাত্রই
 নিশ্চয় স্ত্রী হইবে । হে ভদ্রে ! তোমারই
 ইহা কর্তব্য । আমার দ্বারা ইহা হইবে না ।
 তুমি এইরূপ করিবার পর পুনর্বার যক্ষিনী
 হইবে এবং আমিও যেমন ছিলাম, তেমন
 যক্ষপুরুষ হইব । যক্ষিনী বলিল,—তুমি কিজন্ত
 উদ্যাবনে যাইবে না ? তোমার গমনে দোষ
 কি ? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া
 বল । যক্ষ কহিল,—একদা উমা সহ শিব
 দেবগণে পরিবৃত্ত হইয়া হিমালয়পৃষ্ঠে

দেবৈর্গণৈরহুবৃতো বিচরণ যথাসুখম্ ।
 পার্শ্বভী শঙ্করঃ প্রাহ কদাচ্চিদ্রহসি স্থিতম্ ॥ ২৬ ॥
 পার্শ্বভূত্বাচ ।

স্ত্রীণামেব স্বভাবোহস্তি রতঃ গোপায়িতঃ ভবেৎ
 তথ্যানে নিয়তঃ দেশমাজ্ঞয়া রক্ষিতঃ ভব ॥ ২৭ ॥
 দোহ মে ত্রিদশেশান উদ্যাবনমাত ক্রতম্ ।
 বিনা ত্বয়া গণেশেন কার্ত্তিকেয়েন নন্দিনা ॥ ১৮ ॥
 বস্তুত্র প্রবিশেন্নাত্মা প্ৰাণঃ তন্ত্র ভবেদিত ॥ ২৯ ॥
 যক্ষ উবাচ ।

ইত্যাজ্যোমাবনে দত্তা প্রসন্নেনৈন্দুরৌলিনা ।
 কিং করোমি পুমান কাস্তে ত্বয়া প্রণয়নার্দ্দিতঃ ॥
 তস্মান্ময়া ন গন্তব্যমুদ্যয়া বনমুক্তমম্ ॥ ৩০ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

তত্ত্বভবচনং শ্রুত্বা যক্ষিনী কামরূপিনী ।
 মৃগী ভূত্বা বিশালাক্ষী ইলন্ত পুরতোহভবৎ ॥
 যক্ষস্ত সংস্থিতস্তত্র দদর্শেনো মৃগীং তদা ।
 মৃগয়াসক্তচিত্তো বৈ মৃগীং দৃষ্ট্বা বিশেষতঃ ॥ ৩২ ॥
 এক এব হৃদ্যাকটো নির্ঘযো তাং মৃগীমহু ।

যথাসুখে বিচরণ করিতেছিলেন । তখন
 পার্শ্বভী শঙ্করকে নির্জনে বলিলেন,—
 প্রতিব্যাপার গোপন করিতে হয়, ইহাই
 স্ত্রীজাতির স্বভাব । অতএব হে ত্রিদশ-
 পতে । তোমার আজ্ঞায় সুরক্ষিত একটা
 প্রদেশ আমায় দান করুন । ঐ প্রদেশ
 উদ্যাবন নামে বিখ্যাত হউক । তুমি, গণেশ,
 কার্ত্তিকেয় এবং নন্দী ব্যতীত সে বনে আর
 যে পুরুষ প্রবেশ করিবে, তাহার স্ত্রীও প্রাণি
 হইবে । যক্ষ কহিল,—চন্দ্রমৌলি প্রসন্ন
 হইয়া উদ্যাবন সহস্রে এইরূপই আদেশ
 প্রদান করেন । সুতরাং হে কাস্তে ! আমি
 পুরুষ হইয়া সেখানে গিয়া কি করিব ?
 আমার সে বনে গমন কোন ক্রমেই কর্তব্য
 নহে । ১৮—৩০ । ব্রহ্মা বলিলেন,—ভক্তার
 বাক্য শুনিয়া কামরূপিনী যক্ষিনী মৃগী হইয়া
 ইল-রাজের পুরোভাগে বিচরণ করিতে
 লাগিল । যক্ষ অদূরে অবস্থান করিল । রাজ
 সেই মৃগীকে দেখিলেন । তাহার চিত্ত মৃগয়া

সাকর্ষত শনৈন্তং তু রাজানং যুগ্মাঙ্কলম্ ॥৩৩
শনৈর্জগাম সা তত্র যত্নমাবনমুচ্যতে ।
অদৃষ্টা তু যুগী তর্জয় দর্শয়ন্তী কচিং কচিং ॥৩৪
তিষ্ঠন্তী চৈব গচ্ছন্তী ধাবন্তী চ বিভীতবৎ ।
হরিণী চপলাক্ষী সা তমাকর্ষত্নমাবনম্ ॥ ৩৫
অল্পপ্রাপ্তো হ্যারুঢ়স্তৎপ্রাপ স উমাবনম্ ।
উমাবনঃ প্রবিষ্টঃ তং জ্ঞাহা সা যক্ষীণী তদা ॥
যুগীরূপঃ পরিত্যজ্য যক্ষীণী কামরূপিণী ।
দিব্যরূপঃ সমাহায় চাশোকতরুসান্নিধৌ । ৩৬
তচ্ছাখালস্থিতকরা দিব্যগন্ধাভুলেপনা ।
দিব্যরূপধরা তবী রুতকার্য্য্য সমা তদা ॥ ৩৮
হসন্তী নৃপতিং প্রেক্ষ্য শ্রান্তঃ হৃদগতঃ তদা ।
যুগীমালোকয়ন্তঃ তং চপলাক্ষ্মিণং তদা ॥ ৩৯
ভর্তৃবাক্যমশেষেণ অরন্তী প্রাহ ভূমিপম্ ॥৪০
সমোবাচ ।
হ্যারুঢ়াবলা তবি ক একৈব তু গচ্ছসি ।

সক্ত ; সুতরাং যুগীকে দেখিবামাত্র একাকী
অব্যাহতগণে যুগীর পশ্চাৎ ধাবন করিলেন ।
যুগী যুগ্মাঙ্কল রাজাকে ধীরে ধীরে তৎপ্রতি
আকৃষ্ট করিয়া লইয়া চলিল । ক্রমে সেই যুগী
উমাবনে উপনীত হইল । সেখানে গিয়া সে
কখন কখন দৃষ্ট এবং কখন বা অদৃষ্ট হইতে
লাগিল । সেই চঞ্চলাক্ষী হরিণী কখন থাকে,
কখন যায়, এবং কখন বা শক্তিতার স্তায়
ধাবিত হয় । যক্ষীণী যখন বুঝিল, রাজা
উমাবনে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন সে তাহার
যুগীরূপ পরিহারপূর্ব্বক পুনরায় কামরূপিণী
যক্ষীণী হইল । যক্ষীণী দিব্যরূপ ধারণ করিয়া
একটা অশোকতরুর নিকটে থাকিয়া কর
দ্বারা তদীয় শাখাবিশেষ ধরিয়া দাঁড়াইয়া
রহিল । তাহার গাত্র দিব্য সন্ধে অল্পলিঙ্গ
এবং দেহ দিব্যরূপে উদ্ভাসিত । সেই তবী
যক্ষীণী রুতকার্য্য্য হইয়া অরুঢ়, শ্রান্ত, নর
পতিকে দেখিয়া হাসিতে লাগিল এবং সেই
চপলাক্ষ ইল ভূপালকে লক্ষ্য করিয়া ভর্তৃ-
বাক্য অরূপপূর্ব্বক বলিল,—হে তবি ! তুমি
অবলা হইয়া অব্যাহতগণে একাকিনী কোথায়

পুরুষন্ত চ বেদেণ ইলে কমলুয়াস্তসি ॥ ৪১
ব্রহ্মোবাচ ।
ইনেতি বচনং ব্রহ্মা রাজাসৌ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।
যক্ষীণীঃ ভৎসায়িত্বাসৌ তামপৃচ্ছনযুগীঃ পুনঃ ॥
তথাপি যক্ষীণী প্রাহ ইলে কিমলুবাচসে ।
ইনেতি বচনং ব্রহ্মা ধৃতচাপো হৃদস্থিতঃ ॥ ৪৩
কুপিতো দর্শয়ামাস ত্রৈলোক্যবিজয়ী ধমুঃ ।
পুনঃ সা প্রাহ নৃপতিং মহাস্থানমিলে স্বয়ম্ ॥৪৪
প্রেক্ষ্য পশ্চাত্মা ব্রহ্মি অসত্যং সত্যবাদিনীম্
তদা চালোকয়জ্ঞাজ্ঞা স্তনৌ ভূকৌ ভূজান্তরে ॥
কিমিদং মম সঞ্জাতমিত্যেবং চকিতোহতবৎ ॥
ইলোবাচ ।
কিমিদং মম সঞ্জাতং জানীতে ভবতী ক্ষুটম্ ।
বদ সর্ব্বং যথাতথ্যং ত্বং কা বা বদ সুব্রতে ॥
যক্ষীণ্যুবাচ ।
হিমবৎকন্দরশ্রেষ্ঠে সমল্যাবসতে পতিঃ ।

যাইতেছ ? হে ইলে ! তুমি পুরুষের বেশে
কাহার সন্ধানে চলিয়াছ ? ৩১—৪১ । ব্রহ্মা
বলিলেন,—ইল রাজা তৎকালে “ইলে” !
এইরূপ সম্বোধন-বাক্যে ক্রোধাক্রান্ত হইলেন
এবং যক্ষীণীকে ভৎসনা করিয়া তাহার কাছে
পুনরায় যুগীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ।
কিন্তু সেই যক্ষীণী তথাপি তাঁহাকে বলিল,—
ইলে ! তুমি কি দেখিতেছ ? রাজা আবার
‘ইলা’-সম্বোধন শুনিয়া কুপিত হইয়া ধমু-
দ্ধারণপূর্ব্বক সেই যক্ষীণীকে লক্ষ্য করিয়া
দেখাইলেন । তখন পুনরায় যক্ষীণী কহিল,
—অগ্নি ইলে ! তুমি নিজে নিজে অগ্নি
দেখ, পরে আমাকে অসত্য বা সত্যবাদিনী
বলিও । যক্ষীণীর কথায় রাজা তখন যেমন
আপন অঙ্গে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমন
দেখিলেন, ভূজান্তরে তাঁহার হৃদে তুঙ্গ স্তম
উদ্ভিন্ন হইয়াছে । রাজা তখন ‘একি হইল’
বলিয়া চকিত হইলেন ! ইলা বলিলেন,—
আমার একি হইল, তুমি অবশ্যই ইহার কারণ
বিবরণ বিদিত আছ, হে সুব্রতে ! সত্য কহিল
সকল কথা বল । আর বল—তুমি ইলা

যক্ষাণামধিপঃ স্রীমাংস্তভাধ্যাহং তু যক্ষিণী ॥৪৮
 যৎকন্দরে ভবান্ রাজা তুপবিষ্টঃ সুনীতলে ।
 যন্ত যক্ষা হতা মোহাবয়্যা হি সঙ্গরং বিনা ॥ ৪৯
 ততোহহং নির্গম্যঃ তে যুগী ভূত্বা উমাবনম্ ।
 প্রবিষ্টা ত্বং প্রবিষ্টোহসি পুরা প্রাহ মহেশ্বরঃ
 যজ্ঞত্র প্রবিশেষন্দঃ পুমান্ স্রীহুমবাপ্যতি ।
 তস্মাৎ স্রীহুমবাপ্তোহসি ন ত্বং হুংধিতুমহসি ॥
 প্রৌঢ়োহপি কোহত্র জানাতি বিচিত্র-
 ভবিভব্যাতাম্ ॥ ৫১

ব্রহ্মোবাচ ।

যক্ষিণীবচনং শ্রুত্বা হযারুতস্তদাপতৎ ।
 তমাস্মাস্ত পুনঃ সৈব যক্ষিণী বাক্যমব্রবীৎ ॥৫২
 যক্ষিণ্যুবাচ ।
 স্রীত্ব জাতং জাতমেব ন পুংস্বঃ কর্তুমহসি ।
 গৃহাণ বিজ্ঞাং স্রীযোগ্যাং নৃত্যং গীতমলঙ্কতিম্

কে ? যক্ষিণী কহিল,—হিমালয়ের সুন্দর কন্দরে মদীয় পতি যক্ষরাজ সুমহু্য বাস করেন। আমি তাঁহার পত্নী যক্ষিণী। রাজন! যে সুনীতল কন্দরে আপনি উপবিষ্ট ছিলেন এবং যথায় আপনি বিনা যুদ্ধে মেহক্রমে বহু যক্ষ বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই কন্দর আমাদেরই ছিল। আপনার আচরণে তখন আমি যুগী হইয়া উমাবনে প্রবেশ করি। আপনিও আবার অহুধাবন করিয়া এখানে প্রবেশ করেন। পুরাকালে মহেশ্বর এই বন সঙ্গন্ধে বলিয়াছিলেন,—যে কোন মন্দ পুরুষ এখানে প্রবেশ করিবে, তাহারই স্রীত্ব প্রাপ্তি ঘটবে। আপনি এই জন্তই স্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরন্তু এজন্ত হুংধ করিবেন না। কেন না, বিচিত্র ভবিভব্যাতার গতি কেহই জানিতে পারে না। ব্রহ্মা বলিলেন,—অযারুত রাজা যক্ষণীর বাক্য শুনিয়া অধ হইতে পতিত হইলেন। তখন যক্ষিণী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল,—রাজন! স্রীত্ব জন্মিয়াছে, ইহার অন্তথা হইবে না এবং কেহই আপনাকে পুরুষ করিয়া দিতেও পারিবে না। অতএব স্রীজনোচ্চিত বিজ্ঞা—

স্রীলালিত্যং স্রীবিলাসং স্রীকৃত্যং সর্বমেব তৎ
 ব্রহ্মোবাচ ।

ইলা সর্বমথাবাণ্য যক্ষিণীঃ বাক্যমব্রবীৎ ॥৫৩
 ইলোবাচ ।

কো বা ভর্তা কিং তু কৃত্যং পুনঃ পুংস্বঃ
 কথং ভবেৎ ।

এতদ্বদন্ত কল্যাণী হুংখার্তায়া বিশেষতঃ ॥
 আর্তানামার্তিশমনাস্থে যো নাভ্যধিকঃ কচিৎ ॥
 যক্ষিণ্যুবাচ ।

বুধঃ সোমসুতো নাম বনাদস্মাক্ষ পূর্বতঃ ।
 আশ্রমস্তস্ত সুভগে পিতরং নিত্যমেয্যতি ॥ ৫৪
 অনেনৈব পথা সোমং পিতরং স বুধো গ্রহঃ ।
 দ্রষ্টুং যাতি ততো নিত্যং নমস্কর্তুং ভৈব চ ॥
 যদা যাতি বুধঃ শান্তস্তদাশ্রমং চ দর্শয় ।
 তং দৃষ্ট্বা ত্বং তু সুভগে সর্বকামানবাপ্যসি ॥৫৮
 ব্রহ্মোবাচ ।

তামাস্মাস্ত ততঃ সুকর্ষক্ষিণ্যন্তরধীয়ত ।

নৃত্য, গীত, ও অলঙ্কার গ্রহণ করুন এবং স্রী-লালিতা, স্রীবিলাস ও স্রী-কর্তব্য সকলই আপনার অবলম্বিত হউক। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইলা সেই সকল প্রাপ্ত হইয়া যক্ষিণীকে কহিলেন,—কে আমার ভর্তা? কি আমার কর্তব্য? এবং কিরূপেই বা আবার আমার পুংস্ব হইবে? অগ্নি কল্যাণি! আমি হুংখার্তা, আমার নিকট এ সকল ব্যক্ত কর। বিশেষতঃ আর্তজনের আর্তি শমন করা অপেক্ষা অধিক শ্রেয়ঃ কিছুই নাই। যক্ষিণী কহিল,—অগ্নি সুভগে! এই স্থানের পূর্বদিকে সোমসুত বুধের আশ্রম বিস্তারিত। বুধ প্রত্যহই তাঁহার পিতা সোমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এই পথেই গমন করেন। পিতাকে দর্শন এবং নমস্কার করাই তাঁহার এইরূপ গমনের উদ্দেশ্য। তিনি যখন শান্ত-ভাবে এই পথে গমন করিবেন, তখন তুমি আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁহাকে দেখাইও। হে সুভগে! সেই বুধের সাক্ষাৎ পাইলে তোমার সর্বকামনা পূর্ণ হইবে। ৪২—৫৮ । ব্রহ্মা

যক্ষিণী সা তমাস্টে যক্ষোহপি স্মৃতমাপ্তবান ॥৫২

ইলসৈন্তঃ চ তত্রাসীক্তগতঃ চ যথাসুখম্ ।

উমাবনহিতা চেল। গায়ন্তী নৃত্যতী পুনঃ ॥২০

স্রীভাবমহুচেষ্ঠন্তী স্রবন্তী কৰ্ম্মণো গতিম্ ।

কদাচিৎ ক্রিয়মাণে তু ইলয়া নৃত্যকৰ্ম্মাণ ॥ ৬১

তামপশ্চাদবুধো বীমান্ পিতরং গন্তমুদ্যতঃ ।

ইলাঃ দৃষ্টা গতিং ত্যক্তা তামাগত্যাববীদবুধঃ

বুধ উবাচ ।

ভাৰ্গ্যা ভব মম স্বহা সৰ্ব্বভাৰ্গ্যং প্রিয়া ভব ॥ ৬৩

ব্রহ্মোবাচ ।

বুধবাক্যমিলা ভক্ত্যা অভিনন্দ্য তথাকরোৎ ॥

স্মৃতা চ যক্ষিণীবাক্যং ততশ্চষ্টোভবনুবে ॥ ৬৪

বুধো য়েমে তয়া স্রীত্যা নীত্বা স্বস্থানমুত্তমম্ ।

সা চাপি সৰ্ব্বভাবেন তোষয়ামাস তং পতিম্ ॥

ততো বহতিথে কালে বুধশ্চষ্টোভবদং প্রিয়াম্

বুধ উবাচ ।

কিং তে দেয়ং ময়া তদ্রে প্রিয়ং যন্ননসি স্থিতম্

ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্বাক্যসমকালং তু পুত্রং দেহীত্যভাষত ।

বলিলেন,—সুন্দরী যক্ষিণী ইলাকে আশাস
দিয়া অন্তর্দান করিল এবং নিজালয়ে উপ-
নীত হইয়া যক্ষের নিকট সকল ঘটনা ব্যক্ত
করিল। যক্ষ ইহাতে সুখানুভব করিল। ইল
ভূপালের যে সকল বলবাহন ছিল, সে সকল
যথেষ্ট প্রস্থান করিল। এদিকে ইলা উমাবনে
বস করিয়া যথাসুখে নৃত্যগীত করত ধর্ম্মের
গতি স্রবণপূর্ব্বক স্রীভাবের অম্লরূপ চেষ্টা
করিতে লাগিলেন। একদা ইলা নৃত্যকৰ্ম্মে
নিরতা হইলে পিতার প্রাস্তে গমনোদ্যত
বুধগ্রহ তাহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি
ইলাকে দেখিয়া আশনার গাতরোধ করত
তাহার নিকট গিয়া বাললেন,—তুমি সুখ
চিন্তে আমার ভাৰ্গ্যা হও। তুমি আমার সৰ্ব্বা
পেক্ষা প্রেমসী হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন, ইলা
বুধের বাক্যে ভক্তির সহিত অভিনন্দন
করিয়া তাহাই করিল এবং যক্ষিণীর বাক্য
স্রবণপূর্ব্বক মনে মনে ভুট্ট হইল। পরে

ইলা বুধং সোমসুতং স্রীতিমন্তং প্রিয়ং তথা ॥

বুধ উবাচ ।

অমোঘমেতন্নবীৰ্য্যং তথা স্রীতিসমুদ্ভবম্ ।

পুত্রশ্চে ভবিতা তস্মাৎ কত্রিয়ো লোকবিজ্ঞতঃ

সোমবংশকরঃ স্রীমানাদিত্য ইব তেজসা ।

বুদ্ধা বৃহস্পতিসমঃ কময়া পৃথিবীসমঃ ॥ ৬৯

বৌধোণাজো হরিরিব কোপেন হতভুগৃষা ॥৭০

ব্রহ্মোবাচ ।

তস্মিন্মৎপদ্যামানে তু বুধপুত্রে মহান্মনি ।

জয়শব্দশ্চ সৰ্ব্বত্র ভাসীচ্চ সুরবেশ্মনি ॥ ৭১

বুধপুত্রে সমুৎপন্নে তত্রাজঘ্নুঃ সুরেশ্বরঃ ।

অহমপ্যাগমং তত্র যুদা যুক্তো মহামতে ॥ ৭২

জাতমাত্রঃ স্রুতো রাবমকরোৎ স পৃথুস্রবম্ ।

তেন সৰ্ব্বৈহপ্যাবোচন্ বৈ সঙ্গতা ঋষয়ঃ সুরাঃ

বুধ তাহাকে স্বস্থানে লইয়া গিয়া পরম

স্রীতিভরে তাহার সহিত রমণ করিতে

লাগিলেন। সেই ইলাও সৰ্ব্ব-প্রকারে পতি

বুধকে পরিতুষ্ট করিলেন। অনন্তর বহুকাল

অতীত হইলে একদা বুধ ভুট্ট হইয়া প্রিয়-

তমাকে বলিলেন, অগ্নি ভদ্রে! তোমার

মনের বাসনা কি আছে; আমি তোমায় কি

দান করিব? ব্রহ্মা বলিলেন, বুধ ঐ কথা

বলিবা মাত্র ইলা তৎক্ষণাৎ বলিলেন,

আমার একটা স্রীতিমান প্রিয় পুত্র দান

করুন। বুধ বলিলেন, আমার বীৰ্য্য

অমোঘ, তহুপর আবার অতি স্রীতির সহিত

উদ্ভাবিত; সুতরাং ইহাতে তোমার এক

লোকবিজ্ঞত কত্রিয় পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই

স্রীমান পুত্র সোমবংশধর হইবে এবং তেজ

আদিত্য, বুদ্ধবলে বৃহস্পতি, কমাত্ম

পৃথিবী, বৌধো বিষ্ণু এবং কোধে হতবহ ভুল্য

হইবে ॥৫২—৭০॥ ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাত্মা

বুধপুত্র জন্মিবামাত্র সৰ্ব্বত্র সুরসদনে জয়ধ্বনি

উত্থত হইল। সুরেশ্বরগণ সমাগত হইলেন।

হে মহামতে! স্রীতিভরে আমিও তোমার

আসিলাম। বুধপুত্র জন্মিবামাত্র উচ্চ স্বর

করিতে লাগিল। তাহাতে তথায় যে সকল ঋষ

ধন্যৎপুরু রবোহন্তেতি উদ্ভাসে পুরুষবাঃ ।

স্বাদিত্যেবং নাম চক্ৰঃ সৰ্ব্বৈ সন্তুষ্টমানসাঃ ॥১৪॥

বুধোহপ্যধ্যাপয়ামাস কাক্রবিদ্যাঃ সূতঃ শুভাম্

ধনুর্বেদং সপ্রয়োগং বুধঃ প্রাদান্তদাস্বজে ॥১৫॥

স শীত্ৰং বুদ্ধিমগমচ্চরুপক্ষে যথা শশী ।

স মাতরং হুঃখযুতাং সমীক্ষ্যোলাং মহামতিঃ ॥

নমস্তাথ বিনীতাত্মা ইলামৈলোহব্রবীদিদম্ ॥১৬॥

ঐল উবাচ ।

বুধো মাতর্যম পিতা তব ভর্তা প্রিয়স্তথা ।

অহং চ পুত্রঃ কৰ্ম্মণ্যঃ কস্মাস্তে মানসো জ্বরঃ ॥

ইলোবাচ ।

সত্যং পুত্র বুধো ভর্তা হুং চ পুত্রো গুণাকরঃ ।

ভর্ষপুত্রকৃতা চিন্তা ন মমাস্তি কদাচন ॥ ১৮

তথাপি পূৰ্ব্বজঃ কিঞ্চিদুঃখং স্মৃতা পুনঃপুনঃ ।

চিন্তয়েয়ং মহাবুদ্ধে ততো মাতরমব্রবীৎ ॥ ১৯

ঐল উবাচ ।

নিবেদয়স্ব মে মাতস্তদেব প্রথমং মম ॥ ৮০

ব্রহ্মোবাচ ।

ইলা চৈনমুবাচেনং ব্রহ্মোবাচঃ কথং বদে ।

তথাপি পুত্র তে বচি পিত্রোঃপুত্রো যতো গতিঃ

ময়ানাং হুঃখপাথোহো পুত্রঃ প্রবহণং পরম্ ॥৮১॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তস্মাত্তবচনং শ্রুত্বা বিনীতঃ প্রাহ মাতরম্ ।

পাদয়োঃ পতিতস্তাপি বদ মাতর্যথা তথা ॥ ৮২

সা পুরুষবসং প্রাহ ইক্ষাকুণাং তথা কুলম্ ।

তত্রোৎপত্তিঃ স্বস্ত নাম রাজ্যপ্রাপ্তি প্রিয়ান্

সুতান্ ॥ ৮৩

পুরোধসং বসিষ্ঠং চ প্রিয়াং ভাৰ্য্যাং স্বকং পদম্

বননির্ধাণমেবাথ অমাত্যানাং পুরোধসঃ ॥ ৮৪

প্রেষণং চ নগৰ্যাং তাং যুগয়াসক্তিম্বেব চ ।

হিমবৎকন্দরগতিং যক্ষেশ্বরগৃহে গতিম্ ॥ ৮৫

উমাবনপ্রবেশং চ স্ত্রীষাপ্রাপ্তিমশেষতঃ ।

মহেশ্বরাজয়া তত্র চাপ্রবেশং নরস্ত তু ॥ ৮৬

ও ঋষি আসিয়াছিলেন, তাঁহার। বলিলেন,—
যেহেতু এই পুত্র পুরু অর্থাৎ বিপুল রব
করিতেছে, এইজন্য ইহার নাম পুরুষবা
হইবে। দেব-ঋষিরা সকলেই সন্তুষ্টমনে
ঐ নামধারণ করিলেন। স্বয়ং বুধ তাঁহাকে
কক্রিয়-বিদ্যা অধ্যয়ন করাইলেন এবং
সরহস্ত ধনুর্বেদ প্রদান করিলেন। পুরু-
ষবা গুরুপক্ষীর শরীর স্থায় দিন দিন বৃদ্ধি
প্রাপ্ত হইলেন। একদা মহামতি পুরুষবা
মাতা ইলাকে হুঃখিতা দেখিয়া প্রশ্নিতপূর্বক
বিনীতভাবে বলিলেন,—মাতঃ ! মদীয়
পিত্তা বুধ আপনার প্রিয়তম ভর্তা। আমি
আপনার কৰ্ম্মকম পুত্র, অতএব আপনার
আবার মনস্তাপ কি ? ইলা বলিলেন,—
পুত্র ! সত্য বটে,—বুধ আমার ভর্তা,
এবং তোমা হেন গুণাকর ব্যক্তি আমার
পুত্র। সুতরাং আমার ভর্তা ও পুত্রজনিত
কদাচ কোনই চিন্তা নাই। তথাপি আমি
কিঞ্চিৎ পূৰ্ব্বদুঃখ বারম্বার স্মরণ করিয়া
এইরূপ চিন্তামুক্ত আছি। তখন পুরুষবা

মাতাকে বলিলেন,—মাতঃ ! আপনার হুঃখ
কি, বলুন সেই হুঃখাপনোদনই আমার প্রধান
কাৰ্য্য। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইলা পুত্রকে
বলিলেন,—বৎস ! সে অতি গুপ্ত কথা,
তোমার নিকট আমি কেমন করিয়া তাহা
বলিব ? যাহা হউক, পুত্রই যখন পিতা-
মাতার গতি, তখন তোমার নিকট তাহা
আমার বলাই কর্তব্য। বস্তুতঃ হুঃখার্ণবে মগ্ন
জনকজননৌদিগের পুত্রই একমাত্র পারকর্তা।
১১—৮১। ব্রহ্মা বলিলেন,—পুরুষবা মাতার
সেই কথা শুনিয়া বিনীতভাবে তদীয় পাদ-
প্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন,—হে মাতঃ !
যথাযথ গুপ্তান্ত ব্যক্ত করুন। তখন ইলা
পুরুষবাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্তই
বলিলেন। ইক্ষাকুবংশের বিবরণ, তথায়
নিজের উৎপত্তি, রাজ্যপ্রাপ্তি, প্রিয়তম পুত্র-
লাভ, বসিষ্ঠের পৌরোহিত্য, আপনার প্রিয়-
ভাৰ্য্যা ও পদমধ্যাদা, যুগয়ার বননির্ধাণ-
অমাত্য ও পুরোহিতকে বন হইতে বীর
রাজধানীতে প্রেরণ, নিজের যুগয়াসক্তি,
হিমাগরকন্দরস্থ যক্ষগৃহে গমন, উমাবনে

যক্ষীণীবাক্যমপ্যস্ত বরদানং তথৈব চ ।

বুধপ্রাপ্তিঃ তথা স্ত্রীতিপুত্রোৎপত্তাদ্য শেবতঃ
কথ্যমাস তৎসর্বং কথ্য মাতরমব্রবীৎ ।

পুরুষবাঃ কিং করোমি কিং কৃত্বা সুরূতং ভবেৎ
এতাবতা তে তৃপ্তিশ্চেন্দ্রিয়মেতেন চাখিকে ।
যদপ্যস্তম্মনোবর্ত্তি তদপ্যাজ্ঞাপয়ন্ত মে ॥ ৮৯
ইলোবাচ ।

ইচ্ছেয়ঃ পুংস্বংকষ্টমিচ্ছেয়ঃ রাজ্যমুত্তমম্ ।
অভিষেকং চ পুত্রাণাং তব চাপি বিশেষতঃ ॥
দানং দাতুং চ যষ্টং চ মুক্তিমার্গস্ত বীক্ষণম্ ।
সর্বঞ্চ কৰ্ত্তুমিচ্ছামি তব পুত্র প্রসাদতঃ ॥ ৯১
পুত্র উবাচ ।

উপায়ঃ স্ম তু পৃচ্ছামি যেন পুংস্বমবাপ্যসি ।
তপসো বাস্ততো বাপি বদন্ত মম তত্ত্বতঃ ॥ ৯২

প্রবেশ, নিজের সর্বথা স্ত্রীপ্রাপ্তি, উমাবন-
প্রবেশ নরগণসহস্রে মহেশ্বরের নিষেধাজ্ঞা,
যক্ষীণীর বাক্য, বুধ সহ সঞ্চালন এবং
তৎপরে পুত্রোৎপত্তি, ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই
পুত্রের নিকট ব্যক্ত করিলেন। তৎশ্রবণে
পুত্র পুরুষবা জননীকে বলিলেন,—আমি
কি করিব? কি করিলে মঙ্গল হইবে? হে
অম্ব! আপনার যদি এই অবস্থাতেই
তৃপ্তি হইয়া থাকে, তবে আর ইহার
পরিবর্তন চেষ্টার-প্রয়োজন নাই। আপনার
অস্ত্র আর যে কিছু মনোভীষ্ট আছে, তাহাই
সম্পাদন করিতে আমায় আদেশ করুন।
ইলা বলিলেন,—পুত্র! আমি আবার আমার
পূৰ্ব পুংস্ব, বিপুল রাজ্য এবং পূৰ্ব-
পুত্রগণের ও বিশেষতঃ তোমার রাজ্যা-
ভিষেক কামনা করি। বৎস! তোমার
আজ্ঞাকুল্যে দান ও যজ্ঞ-সম্পাদন এমন
কি মুক্তিমার্গ পর্য্যন্ত দর্শন করিতে ইচ্ছা
করি। পুত্র বলিলেন,—যেৰূপে আপনি
আবার পুংস্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবেন,
সে উপায় আপনারই নিকট জিজ্ঞাসা
করি। তপস্তা বা অস্ত্র কোন উপায়
দ্বারা যদি উদ্ধা ঘটে, তবে তাহা

ইলোবাচ ।

বুধঃ তং পিতরং পৃচ্ছ গম্বা পুত্র যথার্থবৎ ।
স তু সর্বং তু জানাতি উপদেক্যতি তে হিতম্
ব্রহ্মোবাচ ।

তন্মাতৃবচনাদৈলো গম্বা পিতরমজ্ঞসা ।
উবাচ প্রণতো ভুগ্না মাতুঃ কৃত্যং তথাহননঃ ।
বুধ উবাচ ।

ইলং জানে মহাপ্রাজ্ঞ ইলাং জাতাং পুনস্তথা ।
উমাবনপ্রবেশং চ শস্তোরাজ্ঞাং তথৈব চ ॥ ৯৫
তন্মাচ্ছবুপ্রসাদেন উমায়াশ্চ প্রসাদতঃ ।
বিশাপো ভবিতা পুত্র তাবারাধ্য ন চান্তথা ॥
পুরুষবা উবাচ ।

পশ্চৈয়ং তং কথং দেবং কথং বা মাতরং শিবাম্
তীৰ্ণায়া তপসো বাপি তং পিতঃ প্রথমং বদ ॥
বুধ উবাচ ।

গৌতমীঃ গচ্ছ পুত্র স্তং তত্রাস্তে সর্বদা শিবঃ

আমায় প্রকাশ করিয়া বলুন। ইলা
বলিলেন,—পুত্র! তুমি গিয়া তোমার পিতার
নিকট এ সহস্রে জিজ্ঞাসা কর। তিনি
সকলই জানেন; অবশ্যই তোমায় হিতো-
পদেশ দিবেন। ৮২—৯৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—
মাতার কথাবুলসারে ইলা-নন্দন পিতার পার্শ্বে
গিয়া প্রণতভাবে মাতার এবং নিজের কর্তব্য
সহস্রে জিজ্ঞাসা করিলেন। বুধ বলিলেন,
—হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি ইল ভূপালকে
জানি এবং ইল যেৰূপে ইলা হইলেন, তাহাও
আমার অবিন্দিত নাই। উমাবনে প্রবেশ
এবং শম্বুর আজ্ঞা এ সমস্ত আমার বিদিত।
অতএব হে পুত্র! শম্বু ও উমার আরাধনায়
ভাঁহাদের প্রসাদে শাপমুক্তি হইতে পারে;
নতুবা আর কোনই উপায় নাই। পুরুষবা
কহিলেন,—আমি সেই চরাচরপিতা শিব
ও শিবাকে তথায় গমন করিয়া দেখিব। কোন
তীৰ্ণ কিবা তপস্তা হইতে যদি ভাঁহাদের
দর্শন লাভ ঘটে, তবে হে পিতঃ! তাহা
আমায় বলিয়া দিউন। বুধ বলিলেন,—
বৎস! গৌতমীতে বাও; সেখানে শিব

উময়া সহিতঃ শ্রীমান্ শাপহস্তা বরপ্রদঃ ॥১৭

ব্রহ্মোবাচ ।

পুরুষবাঃ পিতৃবাক্যং শ্রুত্বা তু মুদিতোহভবৎ ।
গৌতমীতপসেধীমান্গঙ্গাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্
পুংস্বমিচ্ছন্তথা মাতুর্জগাম তপসে ত্বরন্ ।
হিমবন্তঃ গিরিং নদ্যা মাতরং পিতরং গুরুম্ ॥
গচ্ছন্তমবগাৎ পুত্রমিলা সোমশ্রুতস্তথা ।
তে সর্বে গৌতমীঃ প্রাপ্তা হিমবৎপর্ষতোত্তমাৎ
তত্র স্নাত্বা তপঃকিঞ্চিৎকৃত্বা চক্ৰুঃ স্ততিং পরাম্
ভবন্ত দেবদেবন্ত স্ততিক্রমমিমং শৃণু ॥ ১০২
বুধস্তষ্টাব প্রথমমিলা চ তদনন্তরম্ ।
ততঃ পুরুষবাঃ পুত্রো গৌরীঃ দেবীঃ চ শঙ্করম্
বুধ উবাচ ।

যৌ কুঙ্কুমে ন স্বশরীরজেন
স্বভাবহেমপ্রতিমৌ সন্মপৌ ।
যাবচ্ছিতৌ স্বন্দগণেশ্বরভ্যাং
তৌ মে শরণ্যৌ শরণং ভবেতাম্ ॥১০৪

সততই শিবা সত বিরাজমান। তিনি
শ্রীমান্, শাপহস্তা, ও বরপ্রদাতা। ব্রহ্মা
বলিলেন,—পিতৃবাক্য শ্রবণে পুরুষবা মুদিত
হইলেন এবং মাতার পুংস্বকামনায় তপস্কার্য
অস্বাধিত হইয়া ত্রিলোকপাবনী গৌতমী-
গঙ্গায় গমন করিলেন। ধীমান পুরুষবা
গিরিবর হিমবান্কে এবং গুরুবর মাতা-
পিতাকে নমস্কার করিয়া গৌতমী-গঙ্গায়
গমন করিলেন। ইলা এবং বুধ পুত্রের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিয়ৎকাল পরে
ঊাহারা হিমালয় হইতে অবতরণপূর্বক
গৌতমীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
পরে তথায় স্নানান্তে কিকিৎ তপস্তা করিয়া
দেবদেব ভবের স্ততিবাদ করিতে লাগি-
লেন। নারদ! সেই স্ততিক্রম শ্রবণ
কর। প্রথমে বুধ পরে ইল এবং তৎপশ্চাৎ
পুত্র পুরুষবা গৌরী ও শঙ্করকে স্তব করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন। বুধ বলিলেন,—ঊাহারা
স্বয়ং শরীরজাত কুঙ্কুমে তুল্যরূপে প্রতিভাত
এবং স্বন্দ ও গণেশ্বর নিয়ত ঊাহাদের

ইলোবাচ ।

সংসারতাপজয়দাবদম্বাঃ ।
শরীরিণো যৌ পরিচিস্তয়ন্তঃ ।
সন্তঃ পরাঃ নিরুত্তিমাণুবন্তি
তৌ শঙ্করৌ মে শরণং ভবেতাম্ ॥ ১০৫
আর্জা হহং পীড়িতমানসা তে
ক্লেশাদিগোষ্ঠা ন পরোহন্তি কচ্চিৎ ।
দেব স্বদীপ্যো চরণৌ নুপুণ্যৌ
তৌ মে শরণ্যৌ শরণং ভবেতাম্ ॥ ১০৬
পুরুষবা উবাচ ।
যযোঃ সকাশাদিদমভ্যুদৈতি
প্রয়াতি চান্তে লয়মেব সর্বম্ ।
জগচ্ছরণ্যৌ জগদানুকৌ তু
গৌরীহরৌ মে শরণং ভবেতাম্ ॥ ১০৭
যৌ দেববৃন্দেষু মহোৎসবে তু
পাদৌ গৃহাণেশ গিরীশপুত্র্যাঃ ।
প্রোক্তং ধৃতৌ জীতিবশাচ্ছিবেন
তৌ মে শরণ্যৌ শরণং ভবেতাম্ ॥ ১০৮

অর্চনা করেন, সেই জগৎশরণ্য শিব-শিবা
আমার শরণ হউন। ইলা বলিলেন,—
দেহিগণ সংসারের তাপজররূপ দাবদহনে
দগ্ধ হইয়া ঊাহাদিগকে চিন্তা করিলে সন্ধ্যাই
পরম নিরুত্তি প্রাপ্ত হয়, সেই শঙ্কর-শঙ্করী
আমার শরণ্য হউন। আমি আর্জা, আমার
মন একান্তই পীড়িত। হে দেব! সংসা-
রের ক্লেশাদি হইতে রক্ষাকর্তা তোমা ভিন্ন
আর কেহই নাই। তোমার নুপুণ্য শরণ্য
পাদদ্বয় আমার শরণ হউক। ১০৫—১০৮।
পুরুষবা বলিলেন,—ঊাহাদের প্রভাবে এই
বিশ্ব-সংসার আবির্ভূত ও অস্তে সকলেই
বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই বিশ্ব-শরণ্য-
বিশ্বাস্কর হর-গৌরী আমার শরণ হউন।
পূর্বে বিবাহমহোৎসবে দেবসমাজে গিরি-
নন্দিনীর যে পাদদ্বয় গ্রহণ করিবার জন্ত
সকলে অহরোধ করিলে, শিব জীতিবশতঃ
ঊাহাদিগকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পাদ-

ঐদেবুবাচ ।

কিস্তীষ্টঃ প্রদাতামি মুখভ্যাং তদনন্ত মে ।
কৃতকৃত্যঃ হ তত্ত্বং বো দেবানামপি হৃদয়ম্ ॥
পুরুষবা উবাচ ।
ইলো রাজা তবাক্ষা হা বনঃ প্রাশিশদ্বিকৈ ।
তৎকমলমুদ্রেশানি পুংস্বঃ দাতুং ত্বমর্হসি ॥১১০

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্টুবাচ তান্ সর্গান্ ভবন্ত তু মতে হিতা
তত্ত্বঃ স ভগবানাহ দেবীবাচ্য রতঃ সদা ॥১১১
শিব উবাচ ।
অজ্ঞাতিবেকমাত্রেণ পুংস্বঃ প্রাপ্তোদ্রয়ং নৃপঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

নাতায়া বৃধভাৰ্য্যায়াঃ শরীরাস্থারি সূক্ষবে ।
নৃত্যঃ গীতক লাবণ্যঃ যক্ষিণ্যা যত্পার্জিতম্ ।
তৎসৰ্গঃ বারিধারার্ভিগ্ৰাস্তসি সমাবিশং ।
নৃত্য গীতা চ সৌভাগ্যা ইমা নক্সো বভূবিরে

হয় আমার শরণ, হউক । তখন দেবী বলিলেন,—তোমরা কৃতকৃত্য হইয়াছ । তোমাদের মঙ্গল হউক । যাহা দেবগণেরও হৃদয়, এমন কোন অতীষ্ট বর তোমাদিগকে দান করিব, তাহা তোমরা বল ? পুরুষবা বলিলেন,—হে অশ্বিকৈ ! ইল ভূপাল না জানিয়া, আপনার বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আপনি ক্ষমা করুন । হে অশ্বেশানি ! তাঁহাকে পুনরায় পুংস্ব দান করুন । তখন ভবের মতামুসারে ভবানী বলিলেন,—‘তথাস্থ’ । অনন্তর দেবীর বাক্যানুবর্তী ভগবান্ শিব বলিলেন,—এই রাজা এই গৌতমীতে নান করিষামাজ্জই পুংস্ব প্রাপ্ত হইবেন । ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃধবনিতা ইলা তৎকণাং গৌতমীজলে নান করিষামাজ্জ তদীয় অঙ্গ হইতে বারি-প্রবাহ বিনির্গত হইল । তিনি যক্ষীণী নিকট হইতে যে নৃত্য, গীত ও লাবণ্য অর্জন করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই সেই বারিপ্রবাহ সহ গঙ্গাজলে প্রবেশ করিল । তখন সেই জল হইতে নৃত্য, গীতা ও সৌভাগ্যা নামে

তান্যপি সঙ্গতা গঙ্গাঃ তে পুংস্বাঃ সঙ্গমাত্মকঃ ।
তেষু নানক দানক সুররাজ্যকলপ্রদম্ ॥ ১১৫
ইলা পুংস্বমবাপ্যাত গৌরীশক্তোঃ প্রসাদতঃ ।
মহাভূদয়সিদ্ধার্থঃ বাজিমেষমধাকরোৎ ॥ ১১৬
পুরোধসঃ বসিষ্ঠঃ চ ভাৰ্য্যাঃ পুত্রাঃস্তুত্বৈব চ ।
আমাত্যাঃচ বলঃ কোশমানীয় স নৃপোত্তমঃ ।
চতুরঙ্গঃ বলঃ রাজ্যং দত্তকেহহাপদন্তদা ।
ইলস্ত নান্য বিখ্যাতঃ তত্র তৎপুংস্বচ্যতে ॥ ১৮
পূৰ্ণজাতানথো পুত্রান্ সৃধ্যবংশক্রমাগতে ।
রাজ্যোহভিষিচ্য পশ্চাত্তমৈলঃ শ্রেহাদসিক্ষয়ং ।
সোমবংশকরঃ ক্রীমানয়ঃ রাজা ভবেদিত্তি ।
সর্বেভ্যো যতিমানৈভ্যো জ্যেষ্ঠঃ

শ্রেষ্ঠোহভবনুনে ॥ ১২০

যত্র চ ক্রতবো বৃতা ইলস্ত নৃপতেঃ শুভাঃ ।
যত্র পুংস্বমবাপ্যাত যত্র পুত্রাঃ সমাগতাঃ ॥১২১

তিনটি নদী প্রভূত হইল । সেই পুণ্য নদীত্রেয় গৌতমীগঙ্গায় মিশিল । তাহাতে তিনটি পুণ্যসঙ্গম ভীষণ প্রতিষ্ঠিত হইল । ঐ সঙ্গমত্রেয়ে নান-দান করিলে, সুররাজ্যকল প্রাপ্ত হওয়া যায় । ইলা হর-গৌরীর প্রসাদে পুংস্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় মহাভূদয় সিদ্ধির নিমিত্ত এক বাজিমেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । এই যজ্ঞোপলক্ষে পুরোহিত বশিষ্ঠ, ভাৰ্য্যা, পুত্র, আমাত্য, সেনাবল ও কোষাগার সমস্তই নৃপবর কর্তৃক সেই স্থানে আনীত হইল । তিনি দত্তকা-রণ্যে চতুরঙ্গবলযুক্ত এক রাজ্য স্থাপন করেন । এই রাজ্যের রাজধানী ইল নামে বিখ্যাত হয় । তাহার পূৰ্ণজাত পুত্রগণকে সৃধ্যবংশের নিয়মানুসারে তিনি রাজ্যাভি-ষিক্ত করিয়া পশ্চাৎ শ্রেহভারে বৃধকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন । হে যুনে ! এই বৃধই ভবিষ্যতে সোমবংশের আদি ক্রীমান্ রাজা হইয়াছিলেন । তিনি ইলের সমস্ত পুত্রাংশকা বুদ্ধিমান, জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন । ইল নরপতি যথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করেন,—স্বায়ং তাহার পুংস্বপ্রাপ্তি হয়, যথায় তদীয় পুত্রগণ

যক্ষীদন্তনৃত্যাদিনীতসৌভাগ্যমঙ্গলাঃ ।
নদ্যো ভূত্বা যত্র গঙ্গাঃ সঙ্গতান্তানি নারদ ॥
তীর্থানি শুভদাক্ষ্যাসন্ সহস্রাণ্যধ যোডশ ।
উত্তরোত্তরয়োস্তাত তত্র শত্মুরিলেখরঃ ।
তেষু নানক দানক সৰ্বকৃতকলপ্রদম্ ॥ ১২৩
ইতি ত্রিভাঙ্গে মহাপুবাণে পুরুববঃ-সংবাদে
অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৮

নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

চক্রতীর্থমিতি খ্যাতং ব্রহ্মহত্যাদিনাশনম্ ।
যত্র চক্রেখরো দেবশচক্রমাণ যতো হবিঃ ॥ ১
যত্র বিষ্ণুঃ স্বয়ং স্থিৎবা চক্রার্থ শঙ্কব প্রভুঃ ।
পূজয়াস তত্তীর্থং চক্রতীর্থমুদাহৃতম্ ॥ ২
যন্ত শ্রবণমাত্রেণ সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।

সম্মিলিত হয় এবং যক্ষীদন্ত নৃত্য, গীত ও
সৌভাগ্য যথায় নদী হইয়া গঙ্গা সহ সম্মিলিত
হয়, হে নারদ । তথায় গোতমী নদীর
উত্তরতীরে মঙ্গলপ্রদ যোডশ সহস্র তীর্থ
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ঐ স্থানে ইলেশ্বর
নামে শিবলিঙ্গ সদা বিবাজমান । ঐ সকল
তীর্থে নান-দানাদি কবিলে, সৰ্ব-যজ্ঞ-কল
প্রাপ্ত হওয়া যায় । ১০৭—১২৩ ।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৮ ।

নবাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত চক্রতীর্থ
ব্রহ্মহত্যাदि-পাপপ্রাণন । এই তীর্থে চক্রে-
খর হরি তাঁহার প্রসিদ্ধ চক্রলাভ করেন
স্বয়ং বিষ্ণু এখানে থাকিয়া চক্রলাভার্থ
শঙ্করের আরাধনা করেন, এইজন্ত ইহা
স্রুততীর্থ নামে অভিহিত । এই তীর্থের
নাম শ্রবণে পাপমুক্তি ঘটিয়া থাকে । পুরা-

দক্ষকতো প্রবৃন্তে তু দেবানাঞ্চ সমাগমে ॥ ৩
দক্ষেণ দৃষিতে দেবে শিবে শর্ক্রে মহেশ্বরে ।
অনাহ্বানে সুবেশস্ত দক্ষচিত্তে মলীমসে ॥ ৪
দাক্ষায়ণ্য ঋতে বাক্যে অনাহ্বানস্ত কারণে ।
অহন্যায়্য চোক্তবত্যাং কুপিতাভুঃসুরেশ্বরী ॥
পিতরঃ নাশয়ে পাপং কমেয়ং ন কথঞ্চন ।
শুশ্রুতো দোষবাক্যাণি পিত্রা চোক্তানি তর্জয়ি ॥
পত্ন্যাঃ শৃণুস্তি যানিন্দাং তাসাং পাপাবধিঃ কুতঃ
যাদৃশস্তাদৃশো বাপি পতিঃ স্ত্রীণাং পরা গতিঃ
কিঃ পুনঃ সকলাধীশো মহাদেবো জগদ্বশকঃ ।
ঋতং তন্নিন্দনং তর্হি ধাবয়ামি ন দেহকম্ ॥ ৮
তস্মাত্ত্যাক্য ইমং দেহমিত্যুক্তা সা মহাসতী ।
কোপেন মহতাবিষ্টা প্রজজ্ঞান সুরেশ্বরী ॥ ৯
শিবৈকচেতনো দেহঃ বলাদযোগাচ্চ ততাজ্জৈ ।
মহেশ্ববোহপি সকলং বৃত্তমাকর্ষ্য নারদাৎ ॥ ১০
দৃষ্ট্বা চুকোপ পপ্রচ্ছ জয়াঞ্চ বিজয়াং তথা ।

কালে দক্ষযজ্ঞ আবস্ত হইলে, দেবগণ সেই
যজ্ঞে সমাগত হইলেন । দক্ষ মহেশ্বর শিবকে
দোষী স্থির করিয়া যজ্ঞে আহ্বান করেন
নাই । তাঁহার চিত্ত কলুষিত হইয়াছিল ।
দাক্ষায়ণী, অহন্যাব মুখে তাহাদের আহ্বান
না হইবার কাৰণ শ্রবণে কুপিতা হইলেন ।
তিনি তর্জাব প্রতি পিতার প্রযুক্ত কটুবাক্য
শ্রবণ কবিলেন । শুনিয়া ব ললেন,—পিতাকে
আমি নাশ কবিব । পাপীকে আমি কিছু-
তেই ক্ষমা করিব না । যাহারা পতিনিন্দা
শ্রবণ করে, তাহাদের পাপের অবধি আছে
কি ? পতি যেকোনরূপই হউন, তিনিই
স্ত্রীলোকের পরম গতি । তাহাতে চরাচর-
গুরু, সকল-লোকপতি, মহাদেবের কথা
আর কি বলিব ? তাহার যখন নিন্দা শুনি-
লাম, তখন আমার এই দেহ ধারণ না করাই
উচিত । অতএব আমি আমার এই দেহ ত্যাগ
করিব । এই বলিয়া সেই মহাসতী সুরেশ্বরী
মহাকোপে আবিষ্ট হইয়া প্রজজ্ঞিত হইলেন ।
তখন শিবৈকপ্রাণা সতী যোগবলে দেহত্যাগ
করিলেন । মহেশ্বরও নারদমুখে সকল

তে উচুতুভে দেবঃ দক্ষকৃতুবিনাশনম্ ॥ ১১
দাক্ষায়ণ্য ইতি ব্রহ্মা যথঃ প্রায়ান্নহেবরঃ ।
ভৌমৈর্গণৈঃ পরিবৃত্তো ভূতনাথৈঃ সমঃ যযৌ ॥
মথন্তেবেষ্টিতঃ সর্কো দেবব্রহ্মপুরস্কৃতঃ ।
দক্ষেণ যজমানেন শুদ্ধভাবেন রক্ষিতঃ ॥ ১৩
বসিষ্ঠাদিভিরত্যাগৈর্ধুম্নিভিঃ পরিবারিতঃ ।
ইন্দ্রাদিত্যাঈদ্যবানুভিঃ সর্বতঃপরিপালিতঃ ॥ ১৪
ঋগ্ যজুঃসামবেদৈশ্চ স্বাহাশকৈরলঙ্কৃতঃ ।
ব্রহ্মা পুষ্টিস্থা তুষ্টিঃ শান্তির্লজ্জা স্বরস্বতী ॥ ১৫
ভূমির্দেগাঃ শর্করী কান্তিক্রমা আশা জয়া মতিঃ
এতাভিষ্চ তথাশ্রাভিঃ সর্বতঃসমনস্কৃতঃ ॥ ১৬
দৃষ্ট্বা মহাশ্বনা চাপি কারিতো বিশ্বকর্ম্মণা ।
সুর্ভূতিন্দিনৌ ধেনুঃ কামধুক্কামদোহিনী ॥ ১৭
এতাভিঃ কামবধাভিঃ সর্বকামসমৃদ্ধিমান্ ।

ঘটনা শ্রবণ করিয়া এবং দেখিয়া ক্রুদ্ধভাবে
জয়া ও বিজয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।
তাহারা উভয়ে দাক্ষায়ণীর দক্ষযজ্ঞে প্রাণ-
ত্যাগের কথা নিবেদন করিল । তখন
মহেশ্বর ভয়ঙ্কর ভূতগণে পরিবৃত্ত হইয়া
দক্ষযজ্ঞে গমন করিলেন । তিনি তথায়
অমুচরগণ সহ উপস্থিত হইয়া দক্ষের যজ্ঞ-
স্থান ঘিরিয়া কেলিলেন । দক্ষের যজ্ঞস্থলে
বিস্তর দেব ও ব্রাহ্মণ ছিলেন । যজমান
দক্ষ শুদ্ধভাবে ঐ যজ্ঞ রক্ষা করিতেছিলেন ।
বসিষ্ঠাদি বহু উগ্রস্বভাব ধুম্নি সেই যজ্ঞে
উপস্থিত ছিলেন । ইন্দ্রাদি দেবগণ ও
বানুগণ উহার চতুর্দিক্ রক্ষায় নিযুক্ত
ছিলেন । ঋক্, যজুঃ সাম, ও স্বাহা শব্দে
ঐ যজ্ঞভূমি মুখরিত হইতেছিল । ব্রহ্মা, তুষ্টি,
শান্তি, লজ্জা, ভূমি, অন্তরিক্, শর্করী, কান্তি,
উবা, আশা, জয়া ও মতি এই সকল দেবী
এবং অস্ত্রাশ্র আরও বহু দেবীর সমাগমে
যজ্ঞভূমি অলঙ্কৃত হইয়াছিল । মহাশ্বা
বিশ্বকর্ম্মা ঐ যজ্ঞমণ্ডপ প্রভৃত কারয়াছিলেন ।
সুর্ভূতিন্দিনী, কামদোহিনী ও কামবধিনী
প্রভৃতি ধেনুগণ দ্বারা ঐ যজ্ঞক্ষেত্র সর্বাধিক

কল্পবৃক্ষঃ পারিজাতো লতাঃ কল্ললতাদিকাঃ ॥ ১৮
যদ্যদিষ্টতমঃ কিঞ্চিন্তত্র তস্মিন্নথৈ স্থিতম্ ।
স্বয়ং মঘবতা পুংসা হরিণা পরিরক্ষিতঃ ॥ ১৯
দীপ্যতাং ভূজ্যতাং বাপি ক্রিয়তাং স্বীয়তাং শূন্য
এতৈশ্চ সর্বতো বাট্যৈর্দক্ষশ্চ পুজিতঃ মধব্ ॥
আদৌ তু বীরভদ্রোহসৌ ভদ্রকাল্যা যুতো
যযৌ ।

শোককোপপরীতাশ্চা পশ্চাচ্চুলপিনাকধৃক্ ॥
অত্যাযযৌ মহাদেবো মহাভূতৈরলঙ্কৃতঃ ।
তানি ভূতানি পরিতো মথৈ বেষ্টি মহেশ্বরম্ ॥
ক্রতুঃ বিধ্বংসনামানুস্তত্র কোতো মহানতুং ।
পলায়ন্ত ততঃ কেচিৎ কেচিৎসদা ততঃ শিবম্ ॥
কেচিৎশবন্তি দেবেশঃকেচিৎকুপ্যন্তি শঙ্করম্ ।
এবং বিধ্বংসিতঃ যজ্ঞঃ দৃষ্ট্বা পুংসা সমভ্যাগাৎ ॥
পুংসো দন্তানখোংপাট্য ইন্দ্রঃ ব্যভ্রাবয়ংকর্ণাৎ
ভগশ্চ চক্ষুযী বিপ্র বীরভদ্রো বপোটিয়ৎ ॥ ২৫

সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল । কল্প-বৃক্ষ, পারিজাত
ও কল্ললতাদি লতা এবং তন্নিহ্ন অস্ত্র যে
কিছু ইষ্টতম বস্তু সে সকলই যজ্ঞে
উপস্থিত ছিল । স্বয়ং মঘবা, পুংসা,
ও হরি উহা রক্ষা করিতেছিলেন ।
ঐ যজ্ঞে কেবল ‘দীপ্যতাং, ভূজ্যতাং,
প্রতিতি বর উপাখ্য হইতেছিল । যজ্ঞের
প্রায়শ্চেষ্টেই ভদ্রকালীর সহিত বীরভদ্র গমন
করিয়াছিলেন । পশ্চাৎ শোক ও কোপ-
ক্রান্তচিত্তে স্বয়ং পিনাকপাণ গমন করেন ।
মহাদেব মহাভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া
দক্ষযজ্ঞে উপনীত হইলেন । তাহার সমস্তি-
ব্যাহারী ভূতবৃন্দ দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিল ।
তখন একটা মহাকোভ উপস্থিত হইল ।
কেহ কেহ পলায়ন করিল । কেহ কেহ শিব-
সমীপে গিয়া স্তব করিতে লাগিল । কেহ কেহ
বা শঙ্করের প্রতি কোপ প্রকাশ করিল ।
এইরূপে যজ্ঞ বিধ্বংসিত হইল দেখিয়া পুংসা
কোপভরে শিবাভিমুখে ধাবিত হইলেন ।
১—২৫ । তাহার দন্ত উপাটিত হইল, ইন্দ্র

দিবাকরঃ পুনর্দোষ্ঠ্যাঃ পরিজাম্য সমাক্ষিপৎ ।

ততঃ সুরগণাঃ সর্কে বিকৃত্য তে শরণং যযুঃ ।

দেবা উচুঃ ।

জাহি জাহি গদাপাণে ভূতনাথকৃত্যদয়াৎ ।

মহেশ্বরগণঃ কচ্চিৎ প্রমথানাং তু নায়কঃ ॥

তেন দক্ষো মথঃ সর্কো বৈকবঃ পশ্যতো হরেঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

হরিণা চক্রযুৎসুষ্ঠঃ ভূতনাথবধঃ প্রতি ।

ভূতনাথোহপি তচ্চক্রমাপতচ্চ তদাপ্রসৎ ॥২৮

প্রভে চক্রে ততো বিকোল্লোকপালা ভয়াদ্যযুঃ

উখা স্থিতানবেক্ষ্যথ দক্ষো যজ্ঞঃ সুরানপি ।

ভূষ্টাব শঙ্করঃ দেবঃ দক্ষো ভক্ত্যা প্রজাপতিঃ ॥

দক্ষ উবাচ ।

জয় শঙ্কর সোমেশ জয় সর্বজ্ঞ শঙ্কবে ।

জয় কল্যাণভৃচ্ছভো জয় কালাস্বনে নমঃ ॥ ৩০

আদিকর্ভর্মমন্তেহন্ত নীলকণ্ঠ নমোহন্ত তে ।

বিতাড়িত হইলেন। বীরভদ্র ভগদেবের চক্ষুধ্বংস উৎপাটিত করিল এবং দিবাকরকে হস্তধ্বংস দ্বারা ধরিয়া ভ্রামিত করত দূরে নিক্ষেপ করিল। তখন সুরগণ সকলেই নিকর শরণাপন্ন হইলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে গদাপাণে! আপনি ভূতনাথকৃত ভয় হইতে আমাদের গণকে পরিজ্ঞান করুন। মহেশ্বরের জনৈক অনুচর প্রমথগণের অধিনায়ক হইয়া ইন্দের সমক্ষেই সমুদয় বৈকব যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছে। ব্রহ্মা বলিলেন,—হরি তৎপ্রবণে ভূতনাথের বধের জন্য স্বীয় চক্র নিক্ষেপ করিলেন। ভূতনাথ সেই চক্র আসিবামাত্র প্রাস করিয়া কে.লিলেন। বিকৃত্য পরাস্ত হইলে, লোকপালেরা ভয়ে পলায়ন করিলেন। দক্ষ সুরগণকে তদবস্থ দেখিয়া ভক্তিতে শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন। দক্ষ বলিলেন,—হে শঙ্কর! সোমেশ! সর্বজ্ঞ! তোমার জয় হউক। তুমি কল্যাণধারী, কালাস্বা, তোমার আমার নমস্কার। হে নীলকণ্ঠ! তুমি আদিকর্ভা, তোমার আমার নম-

ব্রহ্মপ্রিয় নমন্তেহন্ত ব্রহ্মরূপ নমোহন্ত তে ॥ ৩১

ত্রিমূর্ত্তয়ে নমো দেব ত্রিধাম পরমেশ্বর ।

সর্বমূর্ত্তে নমন্তেহন্ত ত্রৈলোক্যাধার কামদ ॥৩২

নমো বেদান্তবেদ্যায় নমন্তে পরমাত্মনে ।

যজ্ঞরূপ নমন্তেহন্ত যজ্ঞধাম নমোহন্ত তে ॥৩৩

যজ্ঞদান নমন্তেহন্ত হব্যবাহ নমোহন্ত তে ।

যজ্ঞহত্রে নমন্তেহন্ত কলদায় নমোহন্ত তে ॥

জাহি জাহি জগন্নাথ শরণাগতবৎসল ।

ভক্তানামপ্যভক্তানাং স্বমেব শরণং প্রভো ॥৩৫

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং তু শবতন্তু প্রসন্নোহভূন্নহেবরঃ ।

কিং দদামীতি তং প্রাহ ক্রতুঃ পূর্ণোহন্ত

মে প্রভো ॥

তথৈতুবাচ ভগবান্ দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।

শঙ্করঃ সর্বভূতাত্মা করুণাবরুণালয়ঃ ॥ ৩৬

ক্রতুঃ কৃত্বা ততঃ পূর্ণং তন্তু দক্ষশ্চ বৈ যুনে ।

এবমুক্তা স ভগবান্ ভূতৈরন্তরধীয়ত ॥ ৩৮

যথাগতঃ সুরা জম্বুঃ স্বমেব সদনং প্রতি ।

স্মার। হে ব্রহ্মপ্রিয়! তুমি ব্রহ্মরূপ, তোমায় আমার নমস্কার। হে ত্রিধাম! পরমেশ্বর! ত্রিমূর্ত্তে! তোমায় আমার নমস্কার। তুমি সর্বত্রৈলোক্যাধার, ও কামদ, তোমায় আমার নমস্কার। হে বেদান্তবেদ্য! তুমি পরমাত্মা, যজ্ঞরূপ, যজ্ঞধাম, যজ্ঞদান, হব্যবাহ, যজ্ঞহন্ত্রী, এবং কলদ, তোমায় আমার নমস্কার। হে শরণাগতবৎসল! জগন্নাথ পরিজ্ঞান কর। হে প্রভো! তুমি ভক্ত এবং অভক্ত জনের শরণ। ২৫—৩৫। ব্রহ্মা বলিলেন,—

তিনি এইরূপ স্তব করিলে মহেশ্বর প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—তোমায়

কি বর দিব? তিনি বলিলেন,—হে প্রভো!

আমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হউক। পরমকার্ষিক

সর্বভূতাত্মা মঙ্গলনিদান ভগবান্ দেবদেব

শঙ্কর সে প্রার্থনায় 'তথাস্ত' বলিলেন।

হে যুনে! অনন্তর দেবদেব বর-প্রদানে

সেই দক্ষের যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া ভূত-

গণের সহিত অক্লান্ত হইলেন। সুরগণও

ততঃ কদাচিদেবানাং দৈত্যানাং বিগ্রহো মহান
বহুব তত্র দৈত্যোভ্যো ভীতাদেবাঃ ত্রিযঃপতিম্
তুহীবুঃ সৰ্বভাবেন বচোভিস্তং জনাৰ্দ্দনম্ ॥ ৪০

দেবা উচুঃ ।

৬ শক্রাদয়োহপি ত্রিদেশাঃ কটাক-
মবেক্ষ্য যন্তান্তপ আচরন্তি ।
স্যা চাপি যৎপাদরতা চ লক্ষী-
স্তং ব্রহ্মভূতং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৪১
যন্তাং ত্রিলোক্যাং ন পরঃ সমানো
ন চাধিকস্তার্ক্যরথান্নসিংহাৎ ।
স দেবদেবোহবতু নঃ সমন্তান
মহাভয়েভ্যঃ রূপয়া প্রপন্নান ॥ ৪২

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রসম্মো ভগবান্ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
কিমৰ্থমাগতাঃ সৰ্কে তৎকর্তৃশ্রীত্বাবাচ তান ॥

দেবা উচুঃ ।

ভয়ঞ্চ ভীতঃ দৈত্যোভ্যো দেবানাং মধুসূদন ।
ততস্তাণায় দেবানাং মল্লিঃ কুরু জনাৰ্দ্দন ॥ ৪৪

স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন । অনন্তর একদা
দেব ও দৈত্যের মহান বিগ্রহ উপস্থিত
হওয়ায় দেবগণ ভীত হইয়া সৰ্বতোভাবে
ঈপতি জনাৰ্দ্দনের স্তব করিতে লাগিলেন ।
দেবগণ বলিলেন,—ইন্দ্রাদি দেবগণ বাঁহার
কটাক লক্ষ্য করিয়া তপস্যা আচরণ করেন,
সেই লক্ষী দেবী বাঁহার পাদপদ্মে নিরতা,
সেই ব্রহ্মভূত জনাৰ্দ্দনকে আমরা শরণ্যরূপে
প্রাৰ্থনা করি । এই ত্রৈলোক্যে যে গুরুত্ব
বাহন নৃসিংহদেব হইতে শ্রেষ্ঠ কেহই নাই,
বাঁহার সমান বা বাঁহার পরও কেহই নাই,
সেই দেবদেব রূপাপূৰ্ণক শরণাগত আমা-
দিগকে সমুদয় মহাভয় হইতে রক্ষা করুন ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর ভগবান্ শঙ্খ-চক্র-
গদাধর প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে বলিলেন,—
তোমরা কি নিমিত্ত আসিয়াছ? বল; আমি
তোমাদের তৎসমস্ত সম্পাদন করিব । দেবগণ
বলিলেন,—হে জনাৰ্দ্দন! যে মধুসূদন ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তানাগতান্ হরিঃ প্রাহ প্রস্তং চক্রং হরেশ মে ।
কিং কেরোমি গতং চক্রং ভবন্ত্যর্চিমাগতাঃ ।
যান্ত সৰ্কে দেবগণা রক্ষা বঃ ক্রিয়তে ময়া ।
ততো গতেষু দেবেষু বিকৃতক্রাৰ্থমুদ্যতঃ ।
গোদাবরীঃ ততো গয়া শস্তোঃ পূজাঃ

প্রচক্রে ॥ ৪৭

সুবর্ণকমলৈর্দিব্যৈঃ সুগন্ধৈর্দিশতিঃ শঠৈঃ ।
ভক্তিতো নিত্যবৎপূজাঃ চক্রে বিষ্ণুকমাপতেঃ
এবং সম্পূজ্যামান তু তয়োস্তবমিদং শৃণু ।
কমলানাং সহস্রে তু যদেকং নৈব পূর্য্যতে ॥ ৪৯
তদাসুরারিঃ স্বঃ নেত্রমুৎপাট্যার্যমকল্পয়ৎ ।
অৰ্ঘ্যপাত্রং করে গৃহ্য সহস্রকমলাবিতম্ ।
ধ্যান শম্ভুঃ সদামৰ্গ্যমানস্ত শরণো হরিঃ ॥ ৫০

আপনি আমাদিগকে উপস্থিত ভীত দৈত্যভয়
হইতে পরিভ্রাণ করিবার জন্য মনোযোগ
করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর হরি সমা-
গত দেবগণকে বলিলেন,—আমি কি করিব,
আমার আর চক্র নাই, মহাদেব তাহা
গ্রাস করিয়াছেন । তোমরা এমন সময়ে
দৈত্য কর্তৃক পীড়িত হইবে! আচ্ছা, এখন
তোমরা সকলে যাও, আমি তোমাদিগকে
রক্ষা করিব । পরে দেবগণ প্রত্যাশ্রিত
হইলে, ভগবান্ বিষ্ণু গোদাবরীতে গমন
করিয়া চক্রের নিমিত্ত শম্ভুকে পূজা করিতে
লাগিলেন । তিনি ভক্তিতরে দশশত
দিব্য সুগন্ধ সুবর্ণ কমল দ্বারা নিত্য-
পূজার জায় উমাপতির পূজা করিতেছেন,
এমন সময়ে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একটী
রহস্ত সংঘটিত হইল । তাহা শ্রবণ কর ।
সহস্রটী কমল ছিল, কিন্তু সে সময় একটী
কমল আর পাওয়া গেল না । তখন কম-
লাক হরি অনন্তোপায় হইয়া স্বীয় নেত্র উৎ-
পাটনপূৰ্ণক অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া সহস্র কমলা-
বিত সেই অর্ঘ্য করে গ্রহণ করত ধ্যানাভ্য-
শম্ভুকে অৰ্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—

বিষ্ণুর্ভবাচ ।

হমেব দেব জানীষে ভাবমন্তর্গতং নৃণাম ।
হমেব শরণোহধীশোহত্র কা ভবেদ্বিচারণা ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

বদন্তু দক্ষনয়নো নিলিলোহসাবিতীশ্বরে ।
ভবানীসহিতঃ শম্ভুঃ পুরস্তাদভবন্তদা ॥ ৫২
গাঢ়মালিন্য বিবিধৈর্বৈরৈরাপুরয়ঙ্করিম্ ।
তদেব চক্রমভবগ্নেজং চাপি যথা পুরা ॥ ৫৩
ততঃ সুরগণাঃ সর্কৈ তুষ্ণুবুহরিশঙ্করৌ ।
গঙ্গা চাপি সরিচ্ছ্বেতাং দেবঃ চ বুধভক্ষজম্ ॥
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং চক্রতীর্থমিতি স্মৃতম্ ।
যন্তানুশ্রবণেনৈব সূচ্যতে সর্ককিষিষৈঃ ॥ ৫৫
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ যঃ কুর্ধ্যাৎ পিতৃতর্পণম্ ।
সর্কপাপবিনিশ্চুক্তঃ পিতৃভিঃ স্বর্গভাগ্ভবেৎ ॥
তত্ত্ব চক্রাক্ষিতং তীর্থমদ্যাপি পরিদৃশ্যতে ॥ ৫৭
ইতি শ্রীব্রাহ্মে চক্রতীর্থবর্ণনং নাম নবাধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৯ ॥

হে দেব! তুমি মানবদিগের অন্তর্গত ভাব
বিদিত আছ এবং তুমিই তাহাদিগের
শরণ ও কর্তা; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।
ব্রহ্মা বলিলেন,—হরি অঙ্কপুতনয়নে ঈশ্বরে
বিলীন হইলেন। তখন শম্ভু ভবানীর
সহিত তাঁহার অগ্রে আবির্ভূত হইলেন, এবং
গাঢ়মালিনপুরঃসর বিবিধ বয়ে হরিকে তুষ্ট
করিলেন; বলিলেন,—পূর্বের জায় চক্র ও
চক্ষু তোমার হউক। অনন্তর দেবগণ, হরি-হর,
সরিষরা গঙ্গা ও বুধভক্ষের স্তব করিলেন।
অতঃপর ঐ স্থান চক্রতীর্থ নামে কীর্তিত
হইল; যাহার মাহাত্ম্য শ্রবণে সর্কপাপ নষ্ট
হয়। যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে স্নান, দান, ও পিতৃ-
তর্পণ করে, সে সর্কপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া
পিতৃগণের সহিত স্বর্গভাগী হয়। ঐ চক্রাক্ষিত
তীর্থ অদ্যাপি দেখা যায়। ৩৬—৫৭।

নবাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পিপ্ললং তীর্থমাখ্যাতং চক্রতীর্থাদনন্তরম্ ।
যত্র চক্রেখরো দেবশ্চক্রমাপ যতো হরিঃ ॥ ১
যত্র বিষ্ণুঃ স্বয়ং স্থিত্বা চক্রার্থং শঙ্করং বিভূম্ ।
পূজয়ামাস ততীর্থং চক্রতীর্থমুদাহৃতম্ ॥ ২
যত্র শ্রীতোহভবদ্বিধোঃ শম্ভুস্তং পিপ্ললং বিভুঃ
মহিমানং যন্ত বক্তুং ন ক্রমোহপ্যহিনায়কঃ ॥ ৩
চক্রেখরো পিপ্ললেশো নামধেয়স্ত কারণম্ ।
শৃণু নারদ তত্ত্বত্যা সাক্ষাৎসেদোদিতং ময়া ॥ ৪
দধীচিরিতি বিখ্যাতো মুনিরাসীদগুণাধিতঃ ।
তস্ত ভাৰ্য্যা মহাপ্রাজ্ঞা কুলোনা চ পতিব্রতা ॥ ৫
লোপামুদ্রেতি যা খ্যাতা স্বমা তস্তা গভস্তনী ।
ইতি নামা চ বিখ্যাতা বড়বেতি প্রকীর্তিতা ॥ ৬
দধীচেঃ সা প্রিয়া নিত্যং তপস্তপে তয়া মহৎ
দধীচিরগ্নিমাত্রিত্যং গৃহধর্মপরায়ণঃ ॥ ৭

দশাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, চক্রতীর্থের পর বিখ্যাত
পিপ্লল তীর্থ। চক্রেখর হরি এই তীর্থে
চক্র পাইয়াছিলেন। বিষ্ণু স্বয়ং এখানে অব-
স্থান করিয়া চক্রের নিমিত্ত বিভু শঙ্করকে
আরাধনা করেন। সেইজন্য ইহা চক্রতীর্থ
নামেও অভিহিত। শম্ভু যথায় বিষ্ণুর প্রতি
শ্রীত হইয়াছিলেন, সে স্থান পিপ্ললতীর্থ
নামে অভিহিত। স্বয়ং অনন্ত দেবও এই
তীর্থের মহিমা ব্যক্ত করিতে অক্ষম। হে
নারদ! চক্রেখর ও পিপ্ললেখর এই দুই
নামের কারণ শ্রবণ কর। পুরাকালে দধীচি
নামে এক গুণাঢ্য মুনি ছিলেন। তাঁহার
ভাৰ্য্যার নাম ছিল—লোপামুদ্রা। লোপা-
মুদ্রা মহাপ্রাজ্ঞা, কুলোনা ও পতিব্রতা ছিলেন।
লোপামুদ্রার ভগিনীর নাম গভস্তনী।
ইহার অপর নাম বড়বা। দধীচি গৃহধর্মে
নিরত থাকিয়া প্রত্যহ অগ্নি-পরিচর্যা করি-
তেন। তিনি তদীয় প্রিয়া ভাৰ্য্যার সহিত
এইরূপে নিত্য নিত্য কর্তব্য তথাকার করিতে

ভাগীরথীঃ সমাশ্রিত্য দেবাতিথিপরাধণঃ ।
 স্বকলত্ররতঃ শান্তঃ কৃত্তয়োনিরিবাপরঃ ॥ ৮
 তন্ত প্রভাবান্তঃ দেশং নারয়ো দৈত্যদানবাঃ ।
 আজঘুর্নুনিশাদীল যজ্ঞাগন্তু চাশ্রমঃ ॥ ৯
 তজ্জ দেবাঃ সমাজঘু রুদ্রাদিত্যাস্তথাধিনো ।
 ইল্লো বিকুর্ষমোহয়িচ্চ জিহ্বা দৈত্যানুপাগতান
 জয়েন জাতসংহর্ষাঃ স্ততীশ্চৈব মরুদগণৈঃ ।
 দধীচিঃ মুনিশাদীলং দৃষ্ট্বা নেমুঃ সুরেশ্বরঃ ॥ ১১
 দধীচির্জাতসংহর্ষঃ সুরান পূজ্য পৃথকৃপৃথকৃ ।
 গৃহকৃত্যং ততশ্চক্রে সুরেশো ভাৰ্য্যা সহ ॥
 পৃষ্ট্বাশ্চ কুশলং তেন কথাশ্চক্রে সুরা অপি ।
 দধীচিমব্রুবন দেবা ভাৰ্য্যা সুখিতঃ পুনঃ ॥ ১৩
 আসীনঃ কৃষ্ণমনসঃ সখিঃ নতা পুনঃপুনঃ ॥ ১৪
 দেবা উচুঃ ।

কিমদ্য তুর্লভং লোকে ঋষেহ্মাকং ভবিষ্যতি
 স্বাদৃশঃ সরূপো যেমু মুনির্ভূকল্পপাদপঃ ॥ ১৫

ছিলেন। পবিত্র ভাগীরথীতীরে তাঁহার
 আশ্রম ছিল। তিনি দেব ও অতিথিসেবায়
 নিরত ছিলেন এবং কলত্রবান ও সমগুণ-
 শালী হইয়া দ্বিতীয় কৃত্তয়োনির ন্যায়
 বিরাজ করিতেন। তাঁহার প্রভাবে বিপক্ষ
 দৈত্য-দানবেরা সেই দেশে আসিতে
 পারিত না। এতদ্বিত্ত মহর্ষি অগস্ত্যের
 আশ্রম যথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানেও
 তাহাদের আসিবার অধিকার ছিল না।
 একলা কৃত্ত, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার
 ইন্দ্র, বিষ্ণু, যম, ও অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ
 উপস্থিত সংগ্রামে দৈত্যদিগকে পরাজিত
 করিয়া প্রহর্যভয়ে পুলকিত ও মরুদগণ কর্তৃক
 স্তব হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচির সমীপে আগমন-
 পূর্বক তাঁকে প্রণাম করিলেন। দধীচি
 দৃষ্ট হইয়া ভাৰ্য্যা সহ সুরগণকে পৃথকৃ
 পৃথকৃ সংকৃত্ত করিলেন। পরে তিনি
 দেবগণকে কুশল প্রদত্ত করিলে, দেবগণ
 সেই সমাসীন ঋষিকে পুনঃপুনঃ প্রশিষ্য-
 পুংসর দৃষ্টচিন্তে বলিলেন,—হে ঋষে!
 আপনার কায় মর্ত্যকল্পকম মুনি আমাদের

এতদেব কলং পুংসাং জীবতাং মুনিসত্তম ।
 তীর্থাপ্তিভূতদয়া দর্শনঞ্চ ভবানুশান ॥ ১৬
 যৎ স্নেহাচ্চ্যতেহস্মাভিরবধারণ তন্মুনে ।
 জিহ্বা দৈত্যানিহ প্রাপ্তা হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবান্ ॥
 বয়ঞ্চ সুখিনো ব্রহ্মঃস্বয়ি দৃষ্টে বিশেষতঃ ।
 নায়ুধৈঃ কলমস্মাকং বোচুঃ নৈব কমা বয়ম্ ॥
 স্থাপ্যদেশং ন পশ্যাম আয়ুধানাং মুনীশ্বর ।
 স্বর্গে সুরদ্বিষো জাত্বা স্থাপিতান হরন্তি চ ॥ ১৯
 নয়েমুয়ায়ুধানীতি তথৈব চ রসাতলে ।
 তস্মাস্তবশ্রমে পুণ্যে স্থাপ্যন্তেহস্মাণি মানদ ॥
 নৈবাত্ত কিঞ্চিদ্ভয়মস্তি বিপ্র
 ন দানবেভ্যো রাক্ষসেভ্যশ্চ ঘোরম্ ।
 হৃদাজয়া রক্তিতপুণ্যদেশো
 ন বিদ্যাতে তপসা তে সমানঃ ॥ ২১

উপর সদয় থাকিতে এ জগতে-কোন বস্তু
 আমাদের তুর্লভ? হে মুনিবর! এ জগতে
 তীর্থপ্রাপ্ত, ভূতগণের প্রতি দয়া, ও ভবানুশ
 মহাপুরুষগণের দর্শনলাভই দেহধারীদিগের
 পরম ফল। হে মুনে! আপনি স্নেহপূর্বক
 জিজ্ঞাসিলেন, তাই বলিতেছি,—অবগ করুন।
 আমরা দৈত্যদিগকে জয় এবং রাক্ষসশ্রেষ্ঠ-
 দিগকে বধ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছি।
 ১—১৭। হে ব্রহ্মন! আপনার সাক্ষাৎলাভে
 আমরা যথেষ্ট তৃষ্টি লাভ করিয়া থাকি;
 বিশেষতঃ আমাদের আয়ুধে প্রয়োজন নাই;
 কেন না, আমরা তাহা বহন করিতে অক্ষম।
 অপিচ আয়ুধসমূহ কোথায় যে আমরা
 স্থাপন করি, এমন প্রদেশও দেখি না।
 কেন না, স্বর্গে রাখিলে, সুরশত্রুগণ তাহা
 জানিতে পারিয়া হরণ করিবে। রসাতলে
 রাখিলেও তাহারা তাহা লইয়া যাইবে।
 অতএব হে মানদ! আপনার এই পুণ্য-
 শ্রমে আমরা আমাদের অন্ত-শত্রু রাখিয়া
 যাইতেছি। হে বিপ্র! ইহাতে দানব বা
 রাক্ষস হইতে আমাদের কোন একটা বিষম
 ভয়ের আশঙ্কা নাই। কেন-না, আপনার
 প্রভাবে এই পুণ্য দেশ মর্ত্যকই সুখকর।

জিতারয়ো ব্রহ্মবিদাঃ বরিত
বয়ঞ্চ পূৰ্ব্বাঃ নিহতা দৈত্যসম্ভাঃ ।
অশ্বেয়লঃ ভারভূতৈঃ কৃতার্থৈঃ
স্থাপ্যং স্থানং তে সমীপে মুনীশ ॥ ২২
দিব্যান্ ভোগান্ কামিনীভিঃ সমেতান্
দেবোদ্যানেন নন্দনে সম্ভজামঃ ।
ততো যামঃ কৃতকার্ধ্যাঃ সহেল্লাঃ
স্বং স্বং স্থামং চায়ুধানাঞ্চ রক্ষা ॥ ২৩
স্বয়া কৃতা জায়তাং তৎ প্রশাদি
সমর্থস্বং রক্ষণে ধারণে চ ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্বাক্যমাকর্ণ্য দধীচিরেবং
বাক্যং জগৌ বিবুধানেবমম্ভ ।
নিবার্যমাণঃ প্রিয়নীলয়া স্ত্রিয়া
কিং দেবকার্যেণ বিরুদ্ধকারিণা ॥ ২৫
যে জ্ঞাতশাস্ত্রাঃ পরমার্থনিষ্ঠাঃ
সংসারচেষ্টানু গতানুরাগাঃ ।

প্রকৃতই আপনার তুল্য তপস্বী কেহই নাই ।
হে ব্রহ্মজগণের বরেণ্য ! আমরা শত্রু-
জয়ী হয়েছি, দৈত্যদিগকে বহুপূর্বেই নিহত
করিয়াছি ; সুতরাং এই সকল ভারভূত
কৃতকৃত্য অস্ত্র-সমূহ দ্বারা এখন আমাদের
প্রয়োজন নাই । হে মুনীশ ! আপনার
সমিহিত স্থানই ইহাদের উত্তম বাসস্থান ।
আমরা মনে করিয়াছি,—একণে দেবোজান
নন্দনে গিয়া কামিনীগণ সহ দিবা ভোগ-
সকল উপভোগ করিব । পশ্চাৎ কৃতকার্য
হইয়া ইন্দ্রের সহিত স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবৃত্ত
হইব । আমাদের আয়ুধগণের রক্ষার ভার
আপনার উপর রহিল । ইহাদের রক্ষণা-
বেক্ষণে আপনিই একমাত্র সমর্থ । অতএব
একণে আমরাগিকে গমনে অস্বমতি করুন ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—দধীচি দেবগণের সেই কথা
ভনিয়া বলিলেন,—“এবমম্ভ” । কিন্তু তাঁহার
প্রিয়নীলা ভাৰ্যা এবিষয়ে তাঁহাকে নিবারণ
করিলেন । তিনি বলিলেন,—এই ধর্ম-
বিশোধী দেবকার্য করিয়া আমাদের কি

তেষাং পরার্থব্যসনেন কিং মূনে
যেনাত্ত বায়ুজ সুখং ন কিঞ্চিৎ - ২৬
দেবদ্বিষো দ্বেষমহুপ্রযান্তি
দন্তে স্থানে বিপ্রবর্ষা শৃণুয ।
নষ্টে হতে চায়ুধানাঃ মুনীশ
কুপ্যন্তি দেবা রিপবন্তে ভবন্তি ॥ ২৭
তস্মাৎসেদং বেদবিদাঃ বরিত
যুক্তং দ্রব্যে পরকীয়ে মমত্বম্ ।
তাবচ্চ মৈত্রী দ্রব্যভাবচ্চ তাব-
ন্নষ্টে হতে রিপবন্তে ভবন্তি ॥ ২৮
চেষ্টন্তি শক্তির্জব্যাদানে ততস্তে
দাতব্যমেবার্থিনে কিং বিচার্যম্ ।
নো চেৎ সন্তঃ পরকার্যাণি কুৰ্যু-
র্কাগৃভির্মনোভিঃ কৃতিভিস্তথৈব ॥ ২৯

হইবে ? হে মূনে ! ষাধারা শাস্ত্রজ
পরমার্থনিষ্ঠ, ও সংসার-চেষ্টায় বীতশুভ,
তাঁহাদের পক্ষে যাহাতে ইহপরকালে কোনই
সুখ নাই, ঐদৃশ পরকীয় ব্যসন দ্বারা কোন
কল সাধিত হইবে ? হে বিপ্রবর ! শ্রবণ
করুন, আপনার এই কার্যে কি কি দোষ
ঘটিবে ? প্রথমতঃ আপনি যদি দেবগণের
আয়ুধরক্ষার্থ স্থান দান করেন, তাহা হইলে
দেবদ্বিষীরা আপনার শত্রু হইয়া উঠিবে ।
দ্বিতীয়তঃ—দেবগণের এই অস্বস্তির মধ্যে
কোনটী যদি হৃত বা নষ্ট হয়, তাহা হইলে
দেবগণ কুপিত হইবেন । অধিকন্তু তাঁহারা
বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইবেন । ১৮—২৭ ।
অতএব হে বেদবিদগণের বরেণ্য ! এই
পরকীয় দ্রব্যে মমতা করা কোনক্রমেই সঙ্গত
নয় । এই দেব-রক্ষিত দ্রব্য যতদিন থাকিবে,
তাঁহাদের সহিত ততকালই মৈত্রীবন্ধন ।
কিন্তু যেই উহা হৃত বা নষ্ট হইবে, অমনি
উহারা শত্রু হইয়া উঠিবেন । আপনার
যদি দ্রব্য দানে শক্তি থাকে, তাহা হইলে
অর্থীদিগকে আপনি দান করিবেন ।
তাহাতে বিচার্য কি ? কিন্তু সে শক্তি যদি
না থাকে, তাহা হইলে সাধুগণ নাকি,

পরশসম্ভারণমেতদেব

সভিনিরন্তঃ ত্যজ কান্ত সদ্যঃ ॥ ৩০

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং প্রিয়ায়া বচনং স বিপ্রো

নিশম্য ভাৰ্য্যামিদমাহ সুক্রম্ ॥ ৩১

দধীচিরুবাচ ।

পুরা সুরানামহুমান্ত ভদ্রে

নেতীতি বাণী ন সুখং মমৈতি ॥ ৩২

ব্রহ্মোবাচ ।

ঋষেরিতঃ পত্ন্যরিতি প্রিয়ায়াঃ

দৈবং বিনান্তর নৃণাং সমর্থম্ ।

তুষ্ণীঃ স্থিতায়াং সুরসত্তমান্তে

সংস্থাপ্য চান্ধ্রাণ্যতিদীপ্তিমন্তি ॥ ৩৩

নত্বা মুনীশ্রং যযুরেব লোকান্

দৈত্যদ্বিষো স্তম্ভশস্ত্রাঃ কৃতার্থাঃ ।

গতেষু দেবেষু মুনিপ্ৰবৰ্ণ্যো

হৃষ্টৌহবসন্তাৰ্য্যয়া ধর্মযুক্তঃ ॥ ৩৪

গতে চ কালে হতিবিপ্রযুক্তে

দৈবে বর্ষে সংখ্যয়া বৈ সহস্রে ।

ন তে সুরা আয়ুধানাঃ মুনীশ

বাচঃ মনশ্চাপি তর্ধৈব চক্রুঃ ॥ ৩৫

দধীচিরপ্যাহ গভস্তিমোজসা

দেবারম্মো মাং দ্বিমতীহ ভদ্রে ।

ন তে সুরা নেতুকামা ভবন্তি

সংস্থাপিতান্তত্র বদন্ত যুক্তম্ ॥ ৩৬

সা চাহ কান্তঃ বিনয়াদুক্তমেব

ত্বং জানীষে নাথ যদত্র যুক্তম্ ।

দৈত্য্য হরিষ্যন্তি মহাপ্রব্রুহা-

স্তপোযুক্তা বলিনঃ স্বাগৃহানি ॥ ৩৭

তদসুরকার্ণমিদং স চক্রে

মন্ত্রৈশ্চ সম্ভালা ভলৈশ্চ পুণ্যৈঃ ।

তদ্বারি সর্কাস্তময়ঃ সুপুণ্যঃ

ভোজোযুক্তঃ তচ্চ পপৌ দধীচিঃ ॥ ৩৮

নিবীৰ্য্যরূপানি তদায়ুধানি

কয়ং জয়ুঃ ক্রমশঃ কালযোগাৎ ।

মন এবং ক্রিয়া দ্বারাই পরোপকার করিয়া থাকেন। হে কান্ত! সাধুগণ কখনই এরূপ পরধনরক্ষার ভার গ্রহণ করেন না। অতএব আপনিও এই চেষ্টা পরিত্যাগ করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—দধীচি মুনীশ্রেয়সী এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভদ্রে! পূর্বে সুরগণের কথায় সম্মত হইয়া এক্ষণে আর 'না' কথা মুখে আসে না। ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনিপত্নী পতির এই কথা শুনিয়া দৈব বিনা আর উপায় নাই, এই ভাবিয়াই মৌনাবলম্বন করিলেন। এ দিকে সুরশ্রেষ্ঠগণ আপনাদের অত্যাঙ্কুল অস্ত্র-শস্ত্র স্থাপন করিয়া মুনীশ্রেকে নমস্কারপূর্বক কৃতার্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন। দেবগণ চলিয়া গেলে মুনিবর হৃষ্ট হইয়া ভাৰ্য্যা সহ ধর্ম্মাচরণে নিরত হইলেন। অনন্তর দেবদানবের সহস্র বর্ষ কাল অতীত

হইল। এই দীর্ঘ কালের মধ্যেও তাঁহাদের সেই অস্ত্র-শস্ত্র তাঁহারা লইতে আসিলেন না। হে মুনীশ! তখন দধীচি গভস্তিনীকে বলিলেন,—ভদ্রে! দেখিতেছি, দেবারিগণ আমার প্রতিষেধ প্রকাশ করিতেছে, সুরগণ এখন তাঁহাদের অস্ত্র-শস্ত্র লইতে আসিলেন না। অতএব এখন কর্তব্য কি বল? সে বিনীতভাবে উত্তর করিল,—প্রভো! এ সম্বন্ধে কি কর্তব্য—তাহা আপনিই জানেন। দৈত্যগণ তপস্বী এবং বলশালী; তাহারা মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া শীঘ্রই এই অস্ত্র-শস্ত্র হরণ করিয়া লইবে। তখন দধীচি সেই সকল অস্ত্র-রক্ষার জন্য এক প্রক্রিয়া করিলেন। তিনি মন্ত্রপুত পবিত্র জল দ্বারা সেই সমস্ত অস্ত্র ক্ষালিত করায়, তৎসমস্ত হইতে যে সর্কাস্ত্র-ময় পবিত্র ভোজোযুক্ত জল নির্গত হইল, তাহা তিনি পান করিলেন। ২৮—৩৮। তখন আয়ুধ সকল নিকীর্ঘ হইয়া কালবশে ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। এই সময় সুরগণ আসিয়া

সুখাঃ সমাগত্য দধীচিমূচু-
 বহাভয়ং হাগভং শাকবং নঃ ॥ ৩৯
 দদম্ চাত্তাণি মুনিপ্রবীর
 যানি অদন্তে নিহিতানি দেবৈঃ ।
 দধীচিরপ্যাহ সুসারিভীত্যা
 অনাগত্যা ভবতাং চাচিরেণ ॥ ৪০
 অস্ত্রাণি শীতানি শরীরসংস্থা-
 ম্যুক্তানি যুক্তং মম তদ্বদন্ত ।
 ক্রত্বা তদন্তং বচনন্ত দেবাঃ
 প্রোচুস্তমিখং বিনয়াবনম্রাঃ ॥ ৪১
 অস্ত্রাণি দেহীতি চ বক্তুমেত-
 ত্ত্বক্যং ন বাস্তবং প্রতিবক্তুং মুনীশ ।
 বিনা চ তৈঃ পরিভূয়েম নিত্যং
 পুষ্ঠায়ঃ ক প্রয়ামো মুনীশ ॥ ৪২
 ন মর্ত্যালোকে ন বলে ন নাকে
 বাসঃ সুরাণাং ভবিতাদ্য তাত ।
 ত্বং বিপ্রবর্ধ্যস্তপসা চৈব যুক্তো
 নান্তত্বজুং যুক্ত্যতে তে পুরস্তাৎ ॥ ৪৩

বিপ্রস্তদোবাচ মদবিসংস্থা-
 ত্তস্ত্রাণি গুরুন্ত ন সংশয়োহন্ত ।
 দেবাস্তমপ্যাছরনেন কিং নো
 হস্তৈর্হীনঃ ত্রীত্মাশ্চাঃ সুরেন্দ্রাঃ ॥ ৪৪
 পুনস্তদা চাহ মুনিপ্রবীর-
 স্তাক্ষ্যে জীবান্ দৈহিকান্ যোগযুক্তঃ ।
 অস্ত্রাণি কুরুন্ত মদবিস্তৃতা-
 ত্তহস্তমাত্ম্যস্তমরূপবন্তি ॥ ৪৫
 কুরুষ চেত্যাছরদীনসম্বাঃ
 দধীচিমিত্যন্তরময়িকরম্ ।
 তদা তু তস্ত প্রিয়মীরয়ন্তী
 ন সারিধ্যে প্রাতিথেয়ী মুনীশ ॥ ৪৬
 তে চাপি দেবাস্তামদৃষ্ট্বৈব শীত্ৰাঃ
 তস্তা ভীতা বিপ্রমূচুঃ কুরুষ ।
 তত্যাঙ্গ জীবান্ হস্ত্যাজান্ প্রীতিযুক্তো
 যথাস্থং দেহমিমং জুষধ্বম্ ॥ ৪৭
 মদবিস্তিঃ প্রীতিমন্তো ভবন্ত
 সুখাঃ সর্কে কিং হু দেহেন কার্যম্ ॥ ৪৮

দধীচিকে বলিলেন,—মুনিবর! শক্রগণ
 হইতে আমাদের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে ;
 অতএব আপনার নিকট যে সকল অস্ত্র
 রাখিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যর্পণ করুন।
 দধীচি বলিলেন,—আপনারা বহুকাল
 আসেন নাই বলিয়া আমি দৈত্যভয়ে সে
 সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র পান করিয়া কেলিয়াছি,
 এক্ষণে তাহারা আমার শরীরস্থ হইয়া
 আছে। অতএব কর্তব্য কি, বলুন?
 দেবগণ সেই কথা শুনিয়া বিনীতভাবে বলি-
 লেন,—মুনীশ! ‘আপনি অস্ত্র সকল দান
 করুন’ এই বাক্যব্যতীত আমরা আর কিছুই
 বলিতে পারি না। হে মুনীশ! সেই সকল
 অস্ত্রের অভাবে নিশ্চয়ই আমরা পরাজিত
 হইব। শক্রদল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে
 থাকিবে; সুতরাং তখন আমরা কোথায়
 যাইব! হে তাত! মর্ড্যে, পাতালে, কিম্বা
 স্বর্গে কোথাও সুরগণের বাস করিবার অধি-
 কার থাকিবে না। আপনি তপস্বী ব্রাহ্মণ-

প্রধান, আপনার নিকট অধিক কিছু বলা
 সম্ভব নহে। দধীচি বলিলেন,—মুদীয় অস্ত্র
 সকল মদীয় অস্থিতে সংস্থিত হইয়া আছে;
 অতএব বিনা বিচারে তাহাই গ্রহণ করুন।
 দেবগণ বলিলেন,—আপনার অস্থি দ্বারা
 আমাদের কি হইবে? সুরশ্রেষ্ঠ আমরা—
 অস্ত্র ব্যতীত যেন স্ত্রীস্ব প্রাপ্ত হইয়া আছি।
 ৩৯—৪৪। দধীচি পুনরায় বলিলেন,—আমি
 যোগবলে দেহত্যাগ করিব। আপনারা মদীয়
 উত্তম অস্থি দ্বারা অত্যাশ্রম অস্ত্র সকল নির্মাণ
 করুন। তখন দেবগণ সেই অগ্নিকল্প
 দধীচিকে বলিলেন,—আচ্ছা, তবে তাহাই
 করুন। তৎকালে দধীচির প্রিয়বাদিনী ভাৰ্যা
 প্রাতিথেয়ী নিকটে উপস্থিত ছিলেন না।
 দেবগণ প্রাতিথেয়ীকে ভয় করিতেম।
 তাঁহাকে এক্ষণে না দেখিয়া দধীচিকে কার্য
 সাধন করিতে বলিলেন। দধীচি সন্তুষ্টমনে
 হস্ত্যাজ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি
 বলিয়া গেলেন,—আমার এই দেহের সেবা

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্ত্বাসৌ বহুপদ্মাসনস্থো
নাসাগ্রদন্তাক্ষিপ্ৰকাশপ্রসন্নঃ ।
বায়ুঃ সবহিঃ মধ্যমোদধাটয়োগা-
মীহা শনৈর্দহরাকালগর্তম্ ॥ ৪১
বদপ্রমেয়ং পরমং পদং যদ-
বদব্রহ্মরূপং যদুপাসিতব্যম্ ।
তত্ত্বেব বিস্তৃত্ত্বং ধিয়ং মহাশ্বা
সায়ুজ্যভাঃ ব্রহ্মণোহসৌ জগাম ॥ ৫০
নিজীবতাঃ প্রাপ্তমভীক্য দেবাঃ
কলেবরং তন্তু সুরাশ্চ সম্যক্ ।
অষ্টায়মপ্যচূরতিত্বরন্তঃ
কুরুষ্যচাত্মাণি বহুনি সদাঃ ॥ ৫১
স চাপি তানাহ কথং হু কাশা-
কলেবরং ব্রাহ্মণস্তেহ দেবাঃ ।
বিভেতি কর্ণুঃ দারুণকাকমোহতঃ
বিদারিতাত্মাযুধাভ্যন্তমামি ॥ ৫২
তদব্ধিত্তানি করোমি সদ্য-
স্ততো দেবা গাঃ সমুচুস্বরন্তঃ ॥ ৫৩

দেবা উচুঃ ।

বহুঃ মুখং বঃ ক্রিয়তে হিতার্থঃ
গাবো দেবৈরায়ুধার্থং কপেন ।
দধীচিদেহন্ত বিদার্য্য যুধ-
মহীনি শুদ্ধানি প্রযচ্ছতান্য ॥ ৫৪
ব্রহ্মোবাচ ।
তা দেববাক্যাক্ত তথৈব চকুঃ
সংলিহ্য চাহীনি দহুঃ সুরাণাম্ ।
সুরাশ্বরা জম্বুয়দীনসবাঃ
স্বমালয়কাপি তথৈব গাবঃ ॥ ৫৫
কৃদ্বা তথাত্মাণি চ দেবতানাং
অষ্টা জগামাথ সুরাজয়া তদা ।
ততন্তিরাচ্ছীলবতী স্তভজা
ভর্তুঃ প্রিয়া বালগর্তা স্বরন্তী ॥ ৫৬
করে গৃহীত্বা কলশঃ বারিপূর্ণ-
যুমাঃ নত্বা কলপুংশৈঃ সমেত্য ।
অগ্নিক ভর্তারমথাশ্রমক
সংজুইকামা হ্রাজগামাথ নীজব ॥ ৫৭
আগচ্ছন্তীঃ তাঃ প্রাতিবেদীঃ তদানীঃ
নিবারয়ামাস তদোদ্বপাতঃ ।

কর । সুরগণ আমার অস্থি দ্বারা প্রীত
হউন । আমি আর এ দেহ দিয়া কি করিব ?
ব্রহ্মা বলিলেন,—দধীচি মূনি এই কথা কহিয়া
বহুপদ্মাসনে নাসাগ্রে দন্তদৃষ্টি হইয়া প্রসন্ন
মনে যোগবলে সবহি বায়ুকে ধীরে ধীরে
হৃদাকাশ-গর্তে নীত করিয়া, যাহা অপ্রমেয়
এবং যাহা উপাসিতব্য ব্রহ্মরূপ পরম পদ,
তাহাতে বুদ্ধি স্থাপনপূর্বক মহাশ্বা দধীচি
তখন ব্রহ্মসায়ুজ্য প্রাপ্ত হইলেন । দেবগণ
ঊঁহার কলেবর নিজীব দেখিয়া সত্ত্বর বিশ্ব-
কর্ষাকে বলিলেন,—তুমি এই অস্থি দ্বারা
প্রস্তুত অস্ত্র-নির্মাণ কর । বিশ্বকর্ষা বলিলেন,—
কি করিয়া আমি ব্রাহ্মণের কলেবর বিদারিত
করিয়া উত্তমাস্ত্র নির্মাণ করিব । এই
দারুণ কর্ণ করিতে আমি ভীত হইতেছি ।
আমায় ইহা করিবার কথ্যতা নাই । তবে
আমি ঊঁহার অস্থিসমূহ পাইলে সস্তাই অস্ত্র

প্রস্তুত করিতে পারি । তখন দেবগণ গাভী-
গণকে বলিলেন,—হে গোগণ ! আমরা
তোমাদের হিতার্থই বহু নিম্মাণ করিব,
অতএব তোমরা কণকালমধ্যে দধীচিদেহ
বিদারিত করিয়া বিস্তৃত্ত্ব অস্থিসকল দান
কর । ৪৫—৫৪ । ব্রহ্মা বলিলেন,—গোগণ
দেবগণের কথাছসারে দধীচির অস্থিপুঞ্জ লেহন
করিয়া দেবগণকে দান করিল । সুরগণ তখন
দীনভাবে সত্ত্বর স্বীয়ালয়ে গমন করিলেন
এবং গোগণও প্রস্থান করিল । অনন্তর
বিশ্বকর্ষা দেবাদেশে দধীচির অস্থি-দ্বারা
অস্ত্রনির্মাণ করিয়া তৎকালে আনয়ন করি-
লেন । এই ঘটনার পর নীলবতী বাল-
গর্তা স্তভজা দধীচিপ্রিয়া একটা বারিপূর্ণ
কলস হস্তে লইয়া কলপুশ দ্বারা ঊঁহা-
দেবীকে নমস্কার ও অর্চনাপূর্বক অস্থি
ভর্তা এবং আশ্রম দেখিবার বাসনার সত্ত্বর

সা সঙ্কমাঙ্গগতা চাশ্রমঃ ধঃ
 নৈবাপস্তত্ত্ব ভৰ্ত্তারমগ্রে ॥ ৫৮
 ক বা গতশ্চেতি সবিষ্ময়া সা
 পপ্রচ্ছ চাশ্রিঃ প্রাতিধেয়ী তদানীম্ ।
 অস্থিতদোবাচ সবিস্তরঃ তাং
 দেবাগমঃ যাচনং বৈ শরীরে ॥ ৫৯
 অস্থানুপাদানমথ প্রমাণঃ
 জ্ঞান সৰ্ব্বঃ হুংখিতা সা বভূব ।
 হুংখোহেগাং সা পপাতাধ পৃথুয়াঃ
 মন্দঃ মন্দঃ বহিনাশাসিতা চ ॥ ৬০
 প্রাতিধেয়ুবাচ ।
 শাপেহমরাগস্ত নাহং সমর্থী
 অগ্নিঃ প্রাপ্যে কিং হু কার্যং তবেয়ে ॥ ৬১
 ব্রহ্মোবাচ ।
 কোপক হুংখক নিয়ম্য সাক্ষী
 তদাবাদৌক্যমুভয়ক ভৰ্ত্তুঃ ॥ ৬২
 প্রাতিধেয়ুবাচ ।
 উৎপত্ততে যত্নু বিনাশি সৰ্ব্বঃ
 ন শোচ্য অস্তীতি মনুষ্য লোকে ।

আগমন করিলেন। তিনি আসিবার কালে
 উকাপাত তাঁহার গতিরোধ করিতে লাগিল।
 তিনি আরও সসন্ত্রমে আশ্রমের দিকে আসিয়া
 দেখিলেন,—তাঁহার ভৰ্ত্তা নাই। তখন
 প্রাতিধেয়ী সবিষ্ময়ে স্বামী কোথায় গিয়াছেন,
 ইহা অগ্নির নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। অগ্নি
 প্রত্যুত্তরে তাঁহার নিকট দেবাগম, তাঁহাদের
 প্রার্থনা, অগ্নিসংগ্রহ, ও প্রমাণ ইত্যাদি সমস্ত
 ঘটনাই ব্যক্ত করিলেন। তৎশ্রবণে
 প্রাতিধেয়ী অত্যন্ত হুংখিত হইলেন। হুংখা-
 বেগে তিনি ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। তখন
 অগ্নি তাঁহাকে ধীরে ধীরে আগ্নিসিত করিতে
 লাগিলেন। প্রাতিধেয়ী বলিলেন,—আমি
 দেবগণকে অভিশাপ দেওয়া উচিত মনে করি
 না; সুতরাং অগ্নিতে প্রবেশ করিব। ইহাভিন্ন
 আর একণ আমার কি কর্তব্য আছে? ব্রহ্মা
 বলিলেন,—সাক্ষী প্রাতিধেয়ী এই
 কথা কহিয়া অতি কষ্টে কোপ এবং হুংখ

গোবিপ্রদেবার্ধমিহ ত্যজন্তি
 প্রাণান্ প্রিয়ান্ পুণ্যভাজো মনুষ্যাঃ ॥ ৬৩
 সংসারচক্রে পরিবর্তমানে
 দেহঃ সমর্থঃ ধর্মমুক্তঃ ভূবাপ্য ।
 প্রিয়ান্ প্রাণান্ দেববিপ্রার্থহেতো-
 স্তে বৈ ধন্তাঃ প্রাণিনো যে ত্যজন্তি ॥ ৬৪
 প্রাণাঃ সঙ্কেহস্তাপি দেহাবিতস্ত
 যাতারো বৈ নাজ সন্দেহলেশঃ ।
 এবং জ্ঞান বিপ্রগোদেবদীন-
 ত্ত্বকৈনানুৎসৃজন্তীশ্বরাস্তে ॥ ৬৫
 নিবার্যমাণোহপি ময়া প্রপন্নয়া
 চকার দেবাস্তপরিগ্রহং সঃ ।
 মনোগতং বেত্ত্যথবা বিধাতুঃ
 বো মতালোকাতিগচেষ্টিতস্ত ॥ ৬৬
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ইতেবমুক্তা পুণ্য চাশ্রীন্ যথাবদ-
 ভৰ্ত্তৃভূতা লোমতিঃ সা বিবেশ ।

সম্বরণপূর্বক ভৰ্ত্তার উদ্দেশে ধর্মসম্বত
 বাক্যে বলিলেন,—জগতে উৎপন্ন বস্তুমাঝেই
 বিনশ্বর, সুতরাং কিছুই শোকের বিষয়
 নাই। ষাঁহার পুণ্যবান্ মনুষ্য, তাঁহারাই
 গো, বিপ্রও দেবার্ধ প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ
 করিয়া থাকেন। এই পরিবর্তনশীল সংসার-
 চক্রে ধর্মময় সমর্থ দেহ প্রাপ্ত হইয়া ষাঁহার
 দেব ও বিপ্রার্থ প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করেন,
 তাঁহারাই যথার্থ ধন্ত প্রাণী। দেহীদিগের
 প্রাণসকল নিশ্চয়ই একদিন না একদিন
 নির্গত হইবে, ইহা জানিয়া ষাঁহার গো, বিপ্র,
 ও দেব নিমিত্ত প্রাণ উৎসর্গ করেন, তাঁহার
 প্রকৃত ঈশ্বর। অহো! আমি নিবেদন করি-
 লাম, তথাপি আমার স্বামী দেবাস্ত পৰিগ্রহ
 করিলেন, অথবা বিধাতার মনে কি আছে,
 কে বলিতে পারে? কেননা তিনি অলৌ-
 কিক ক্রিয়ার অহুতী। ৫৫-৬৬। ব্রহ্মা বলি-
 লেন,—প্রাতিধেয়ী এই বলিয়া যথাবিধি অগ্নির
 পূজাপূর্বক ভৰ্ত্তার স্বহৃৎ ৩. লোমাদি লইয়া

গর্ভস্থিতঃ বালকঃ প্রাতিধেয়ী
কৃষ্ণিং বিদ্যার্থ্যধ করে গৃহীত্বা ॥ ৬৭

নত্বা চ গঙ্গাং ভুবমাজমঞ্চ
বনস্পতীনোষধীরাশ্রমস্থান ॥ ৬৮

প্রাতিধেয়বাচ ।

পিতা হীনো বহুভির্গোজ্জৈশ্চ

মাতা হীনো বালকঃ সর্ব এব ।

রক্ষন্ত সর্বেহপি চ ভূতসন্ত্যা-
স্তদৌষধ্যো বালকঃ লোকপালাঃ ॥ ৬৯

যে বালকঃ মাতৃপিতৃপ্রহীণঃ

স নির্বিশেষঃ স্ততঃ প্রকটৈঃ ।

পশুন্তি রক্ষন্তি ত এব নুনঃ

ব্রহ্মাদিকানামপি বন্দনীয়ঃ ॥ ৭০

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাশ্বা চাত্যজ্ঞানঃ ভর্ষ্ণচিহ্নপরায়ণা ।

পিপ্ললানাং সমীপে তু স্তস্ত বালং নমস্ত চ ॥ ৭১

অগ্নিঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য যজ্ঞপাত্রসমস্থিতা ।

বিবেশাগ্নিঃ প্রাতিধেয়ী ভল্লা স হ দিবঃ যযৌ
করুদ্রশ্চামহা যে বৃক্ষাশ্চ বনবাসিনঃ ।

পুত্রবৎ পোষিতা যেন ঋষিণা চ দধীচিনা ॥ ৭৩

অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন । অগ্নি প্রবেশের
পূর্বে তিনি গর্ভস্থিত বালককে কৃষ্ণবিদারণ-
পূর্বক নিকাসিত করত করে ধরিয়া গঙ্গা,
পৃথ্বী, আশ্রম, এবং আশ্রমস্থ বনস্পতি ও
ঔষধিদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—এই
পিতা, মাতা, জ্ঞাতি ও বহুহীন বালককে
ভূতগণ, ঔষধিগণ ও লোকপালগণ রক্ষা
করুন । হাহারা পিতৃ-মাতৃহীন বালককে
আত্মনির্বিশেষে অবলোকন করেন ও রক্ষা
করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ব্রহ্মাদি সুরেন্দ্র-
গণের বন্দনীয় । ব্রহ্মা বলিলেন,—পতিগত-
প্রাণা প্রাতিধেয়ী এই বলিয়া নিজ বালককে
পিপ্ললসমূহের সমীপে স্থাপনপূর্বক অগ্নিকে
প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া এক যজ্ঞপাত্রসহ
অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং স্বামী সহ
স্বর্গ ও উপনীত হইলেন । তখন আশ্রমস্থ
বৃক্ষ, ও ঔষধজন্তুগণ পর্যন্ত যৌন করিতে

বিনা তেন ন জীবামস্তয়া মাতা বিনা তথা ।

মৃগাশ্চ পক্ষিণঃ সর্কে বৃক্ষাঃ প্রোচুঃ পরস্পরম্ ॥

বৃক্ষা উচুঃ ।

স্বর্গমাসেন্দ্রযোঃ পিজ্জোস্তদপত্যেধকৃষ্ণিমম্ ।

যে কুর্কস্ত্যানিশং স্নেহঃ ত এব কৃতিনো নরাঃ ॥

দধীচিঃ প্রাতিধেয়ী বা বীকতেহস্থান্ যথা পুত্রা

তথা পিতা ন মাতা বা ধিগস্থান্ পাপিনো বয়ম্

অস্মাকমপি সর্কেষামতঃ প্রভৃতি নিশ্চিতম্ ।

বালো দধীচিঃ প্রাতিধেয়ী বালো ধর্মঃ সনাতনঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তদৌষধ্যো বনস্পতিসমস্থিতাঃ ।

সোমঃ রাজানমভ্যোত্যা যাচিরেহমৃতমুত্তমম্ ॥

স চাপি দত্তবাঃ স্তেভ্যঃ সোমোহমৃতমুত্তমম্ ।

দধীবালায় তে চাপি অমৃতঃ সুরবল্লভম্ ॥ ৭২

লাগিল । তাহারা বলিতে লাগিল,—দধীচি

ঋষি আমাদের পুত্রবৎ প্রতিপালন

করিতেন । তিনিই আমাদের পিতা ছিলেন ।

আমরা এক্ষণে সেই পিতৃ-মাতা ব্যতীত

কিছুতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না ।

অনন্তর মৃগ, পক্ষী ও বৃক্ষগণ পরস্পর বলিতে

লাগিল,—পিতা মাতা স্বর্গারোহণ করিলে,

তাহাদিগের অপত্যাদিগের প্রতি হাহারা

সর্বদা অকৃষ্ণিম স্নেহ প্রকাশ করে, সেই

সকল নরই সংসারে সুখী । দধীচি এবং

প্রাতিধেয়ী ইহারা উভয়ে পূর্বে পিতামাতার

শ্রায় আমাদের দেখিতেন । আহা ! আমরা

একান্তই পাপিষ্ঠ যে, তাঁহারা এখন নাই ।

যাহা হউক, অজ্ঞ হইতে আমাদেরও এইরূপ

নিশ্চয় ধারণা যে, এই বালকই সেই দধীচি

এবং এই বালকই সেই প্রাতিধেয়ী । এইরূপ

ধারণাই আমাদের সমীচীন ধর্ম্ম । ৬৭—৭৭ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বনস্পতি সহ ঔষধিগণ এই

কথা কহিয়া রাজা সোমের নিকট গমনপূর্বক

উত্তম অমৃত প্রার্থনা করিল । সোম তাহা

দিগকে তাহা দান করিলেন । তাহারা সেই

সুরপ্রিয় অমৃত আনিয়া মূনি-বালককে দান

করিল । বালক অমৃত পান করিয়া

স তেন কুণ্ডো বরুধে গুরুপক্ষে যথা শশী ।
পিন্নলৈঃ পালিতো যস্মাৎ পিন্নলাদঃ স বালকঃ
প্রবুদ্ধঃ পিন্নলানবযুবাচ হৃতিবিস্মিতঃ ॥ ৮০

পিন্নলাদ উবাচ ।

মাহুযেভ্যো মাহুযাচ্চ জায়ন্তে পক্ষিভিঃ খগাঃ
বীজেভ্যো বীক্কা লোকে বৈষম্যং নৈব দৃশ্যতে
বার্জস্বহঃ কথং জাতো হস্তপাদাদিভীববান্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

বৃক্ষান্তঘটনং ব্রহ্মা সর্বমুচুৰ্ঘথাক্রমম্ ।
দধীচের্ষরং সাধ্যান্তথা চাগ্নিপ্রবেশনম্ ॥ ৮২
অশ্বিনাং সংহরণং দেবৈরেতৎ সৰ্বং সবিস্তরম্
ব্রহ্মা হুঃখসমাবিষ্টো নিপপাত তদা ভূবি ॥ ৮৩
আখ্যাসিতঃ পুনরুজ্জ্বলৈকৈর্ধর্মার্থসংহিতৈঃ ।
আবৃত্তঃ স পুনঃ প্রাহ তদৌষধিবনম্পতীন ॥ ৮৪

পিন্নলাদ উবাচ ।

পিতৃহনত্বান্ হনিষ্যেহহং নান্তথা জীবিতুং ক্ষমঃ

গুরুপক্ষীয় শশীর স্তায় পরিবর্জিত হইতে
লাগিল। পিন্নল-পাদপেরা তাঁহাকে বৃক্ষ
করিয়াছিল বলিয়া তিনি পিন্নলাদ নামে
অভিহিত হইলেন। তিনি পরিবর্জিত হইয়া
অতি বিস্মিতভাবে পিন্নলদিগকে বলিলেন,—
মাহুয হইতে মাহুয, পক্ষী হইতে পক্ষী,
এবং বীজ হইতে বিরুধাবলী উৎপন্ন হয়।
জগতে ইহার বৈষম্য দেখা যায় না। কিন্তু
আমি হস্তপাদাদি-বিশিষ্ট জীব বৃক্ষ হইতে
জন্মিলাম; এ কেমন কথা! ব্রহ্মা বলি-
লেন,—বৃক্ষগণ সেই কথা শুনিয়া তাঁহার
নিকট সমস্ত ঘটনা যথাক্রমে ব্যক্ত করিল।
দধীচির মরণ, তদীয় পতিব্রতা পত্নীর
অগ্নিপ্রবেশ এবং দেবগণ কর্তৃক দধীচি
হুনির অস্থি সংগ্রহ প্রভৃতি সমস্ত বার্তাই
তাঁহাদের মুখে বিবৃত হইল। তৎপ্রবণে
পিন্নলাদ হুঃখাবিষ্ট হইয়া ভূপতিত হইলেন।
তখন বৃক্ষগণ তাঁহাকে ধর্মার্থময় বাক্যে
আখ্যাসিত করিলে, তিনি পুনরায় সেই
ওষধি ও বনম্পতি প্রভৃতিকে বলিলেন,—
আমি পিতৃহত্যাদিগকে বিনাশ করিব।

পিতৃমিত্রাণি শত্রুংস্ তথা পুত্রোহনুবর্ততে ।
স এব পুত্রো ঘোহন্তত পুত্ররূপো রিপুঃ স্মৃতঃ
বদন্তি পিতৃমিত্রাণি তারয়ন্ত্যহিতানপি ॥ ৮৬

ব্রহ্মোবাচ ।

বৃক্ষান্তঃ বালমাদায় সোমাস্তিকমথাষমুঃ ।
বালবাক্যন্ত তে বৃক্ষাঃ সোমায়াত্তত্তবেদয়ন্ ॥
ব্রহ্মা সোমোহপি তং বালং পিন্নলাদমভাবত
সোম উবাচ ।

গৃহাণ নিদ্যাং বিধিবৎ সমগ্রাং
তপঃসমৃদ্ধিঞ্চ শুভাঞ্চ বাচম্ ।
শৌধ্যঞ্চ রূপঞ্চ বলঞ্চ বুদ্ধিঞ্চ
সম্প্রাপ্যসে পুত্র মদাজয়াহম্ ॥ ৮৮
ব্রহ্মোবাচ ।

পিন্নলাদস্তমপ্যাহ ওষধীশং বিনীতবৎ ॥ ৮৯
পিন্নলাদ উবাচ ।

সর্বমেতদবুধা মন্তে পিতৃহন্তৃবিনিকৃতিম্ ।
ন করোম্যত্র যাবচ্চ তস্মাস্তৎ প্রথমং বদ ॥ ৯০
যস্মিন দেশে যত্র কালে যস্মিন্দেব চ মমকে

নতুবা আমার জীবন ধারণ বুধা। যে
পুত্র পিতার মিত্রদিগের অনুবর্তন ও শত্রু-
দিগের প্রতিকূলতা করে, সেই পুত্রই
পুত্র নামের যোগ্য। ইহার বৈপরীত্যকারী
পুত্ররূপ শত্রু। পণ্ডিতেরা বলেন,—পিতৃ-
বন্ধুগণ অহিতদিগেরও ত্রাণকর্তা। ব্রহ্মা
বলিলেন,—বৃক্ষগণ সেই বালককে লইয়া
সোম-সমীপে আগমন করিল এবং বালক
যাহা বলিয়াছিল, সোমকে তাহা নিবেদন
করিল। সোম তৎপ্রবণে বালক পিন্নলাদকে
বলিলেন,—পিন্নলাদ! তুমি বিধিমত বিজ্ঞা,
সমস্ত তপঃসমৃদ্ধি, কল্যাণী বাণী এবং শৌধ্য,
রূপ, বল ও বুদ্ধি গ্রহণ কর। আমার
আজায় সমস্তই তুমি প্রাপ্ত হইতে পারিবে।
৯৮—৮৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—পিন্নলাদ তখন
ওষধিপতির নিকট বিনীতভাবে নিবেদন
করিলেন;—হে সুরবর! যতদিন না আমি
পিতৃহত্যার প্রতিবিধান করিতে পারি,
ততকাল আমি এ সকল বুধা বলিয়াই

যত্র তীর্থে চ সিধ্যন্ত মৎসঙ্গঃ সুরোত্তম ॥ ১
চন্দ্রঃ প্রাহ চিরং ধ্যানা ভুক্তির্বা মুক্তির্বেব বা ।
সর্বঃ মহেশ্বরাদেবাজ্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥২
স সোমঃ পুনরপ্যাহ কথং দ্রাক্ষ্যে মহেশ্বরম্ ।
বালোহহঃ বালবুদ্ধিঃ ন সামর্থ্যঃ তপস্তথা ॥৩
চন্দ্র উবাচ ।

গৌতমীঃ গচ্ছ ভদ্র হং হুহি চক্রেশ্বরঃ হরম্ ।
প্রসংস্তু তবেশানো হুগ্নায়াসেন বৎসক ॥৪
ঐতো ভবেমহাদেবঃ সাক্ষাৎ কারুণিকঃ শিবঃ
আন্তে সাক্ষাৎকৃতঃ শত্ৰুবিহুনা প্রভবিহুনা ।
বরঞ্চ দত্তবান্ বিকোশচক্রেঞ্চ ত্রিদশার্চিতম্ ।
গচ্ছ তত্র মহাবুদ্ধে দণ্ডকে গৌতমীঃ নদীম্ ॥৬
চক্রেশ্বরঃ নাম তীর্থঃ জ্ঞানন্তোষধয়স্ত তৎ ।
তং গতা হুহি দেবেশ সর্বভাবেন শঙ্করম্ ॥

মনে করি। অতএব আপনি অগ্রে বলুন,
—কোথায়, কোন্ দেশে গিয়া, কোন্ তীর্থে
সেবিয়া, কি মন্ত্রে কোন্ দেবতার আরাধনা
করিয়া আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে পারে?
চন্দ্র কিঞ্চিৎ ধ্যান করিয়া বলিলেন,—ভুক্তি
বা মুক্তি এ সকল কেবল মহেশ্বর হইতেই
হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। পিঙ্গলাদ বলি-
লেন,—আমি বালক, আমার বালজনোচিত
বুদ্ধি, আমার সামর্থ্য নাই, তপস্তা নাই;
আমি মহেশ্বরকে দেখিব কেমন করিয়া?
চন্দ্র কহিলেন,—হে ভদ্র! গৌতমীতে যাও,
তথায় গিয়া চক্রেশ্বর হরীর স্তব কর।
হে বৎস! সেই ঈশান অগ্নায়াসেই প্রসন্ন
হইবেন। সেই পরম কারুণিক ভগবান্
মহাদেব শিব ভক্তের প্রতি ঐতিমান্ হইয়া
সদাই সেখানে অবস্থান করিতেছেন। প্রভ-
বিহু বিহু তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।
শত্ৰু বিহুকে সুরপুজ্য সুদর্শন-চক্র-দান
রূপ বর দিয়াছিলেন। হে মহাবুদ্ধে! দণ্ড-
কার্ণেয়র মধ্য দিয়া গৌতমী নদী প্রবাহিত
হইতেছে, তুমি তথায় গমন কর। সেখানে
যে চক্রেশ্বর তীর্থ আছে, ওষধিগণও তাহা
বিস্তৃত আছে। তুমি সেই তীর্থে গিয়া

স তে ঐতিমান্ভাত সর্বান কামান্ প্রদাত্তি
ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্রাজবচনাদ্ ব্রহ্মন্ পিঙ্গলাদো মহামুনিঃ ।
আজগাম জগন্নাথো যত্র ক্রতঃ স চক্রেণঃ ॥ ১৮
তঃ বালঃ কৃপয়াবিষ্টাঃ পিঙ্গলাঃ স্বাম্যমান্ যতুঃ ।
গোদাবর্যাং ততঃ স্নাত্বা নত্বা ত্রিভুবনেশ্বরম্ ।
তুষ্ঠাব সর্বভাবেন পিঙ্গলাদঃ শিবঃ শুচিঃ ॥ ১৯
পিঙ্গলাদ উবাচ ।

সর্বাপি কৰ্ম্মাণি বিহায় ধীরা-
স্ত্যাজ্ঞবর্ণা নিৰ্জিতচিত্তবাতাঃ ।
যং যাস্তি মুক্ত্যৈ শরণং প্রযত্না-
তমাদিদেদং প্রণমামি শত্ৰুম্ ॥ ১০০
যঃ সর্বসাক্ষী সকলান্তরাষ্ট্রা
সর্কেশ্বরঃ সর্বকলানিধানম্ ।
বিজ্ঞায় মচ্চিস্তগতঃ সমস্তঃ
স মে স্মরারিঃ কৰুণাং করোতু ॥ ১০১

সর্বপ্রকারে শঙ্করের আরাধনা কর, স্তব
কর। হে তাত! তিনি ঐতিমান্ হইয়া
তোমায় সর্বাভীষ্ট প্রদান করিবেন। ব্রহ্মা
বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! বনৌষধিরাজ সোমের
কথায় মহামুনি পিঙ্গলাদ যথায় জগন্নাথ ক্রত
চক্রেশ্বররূপে বিরাজিত, সেই তীর্থে আগ-
মন করিলেন। বালকের প্রতি কৃপাবিষ্ট
পিঙ্গল-বৃক্ষসকল স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান
করিল। পিঙ্গলাদ গোদাবরীজলে স্নান
করিলেন, ত্রিভুবনপতিকে নমস্কার করিলেন
এবং শুচি হইয়া একাগ্রতার সহিত শিবকে
স্তব করিতে লাগিলেন। ১৮—১৯। পিঙ্গলাদ
কহিলেন,—ধীরচেতা সাধুগণ প্রাণ-মন জয়
করিয়া এবং নিখিল বাসনা পরিহার করিয়া
সর্বকৰ্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক মুক্তিতার্থ একা-
ন্তিকভাবে ষাঠার শরণাপন্ন হইয়া থাকেন,
আমি সেই আদিদেব শত্ৰুকে প্রণাম
করি। যিনি সর্বসাক্ষী, সকলের অন্তরাষ্ট্রা,
সকলের ঈশ্বর এবং সকল কলার নিধান,
সেই স্মরহর হর আমার মনোভিপ্রায় বিধিক
হইয়া তৎপ্রতি করুণা প্রকাশ করুন। দশাধিক

দিশীশ্বরান্ জিত্য সুরার্চিতস্ত
 কৈলাসমাদোলনতঃ পুরায়েঃ ।
 অকুষ্ঠকৃত্যেব রসাতলাদধো-
 গতস্ত তন্ত্বেব দশাননস্ত ॥ ১০২
 আলুনকায়স্ত গিরং নিশম্য
 বিহস্ত দেব্য। সহ দন্তমিষ্টম্ ।
 তন্ত্বে প্রসন্নঃ কুপিতোহপি তদ্ব-
 দধুক্তলাতাসি মহেশ্বর স্বম্ ॥ ১০৩
 সৌজাতীগীমুক্টিমধঃ স চক্রে
 যোহর্চ্যাঃ হরেনিত্যমতীব কৃৎস্না ।
 বাণঃ প্রশস্তঃ কৃতবান্ধুচপুজাঃ
 রম্যাঃ মনোজ্ঞাঃ শশিখণ্ডমৌলেঃ ॥ ১০৪
 জিত্বা রিপূন দেবগণান্ প্রপূজ্য
 গুরুং নমস্কর্তুমগাদ্বিশাখঃ ।
 চূকোপ দৃষ্ট্বা গণনাথমুচ-
 যক্বে তমারোপ্য জহাস সোমঃ ॥ ১০৫
 ঈশাঙ্করুচোহপি শিশুস্বভাবা-
 রমাতুরকে প্রমুখোচ বালঃ ।

দিক্‌পালদিগকে জয় করিয়া সুরপূজ্য পুরা-
 রিয় কৈলাশপুরী আন্দোলিত করিলে যিনি
 তাহাকে অকুষ্ঠভরে রসাতল হইতেও অধো-
 দিকে নীত করিয়াছিলেন এবং দশাননের
 দেহ বিশীর্ণ হইলে তদীয় আর্ন্তস্বর শ্রবণ
 করিয়া দেবী সহ যিনি তখন হস্তপূর্বক কুপিত
 হইয়াও প্রসন্ন মনে তাহাকে ইষ্ট বর দান
 করিয়াছিলেন; হে মহেশ্বর! তুমিই সেই
 অধুক্ত-লাতা দেবদেব। যে বাণাসুর নিত্য
 হরপূজা করিয়া সমৃদ্ধিসম্পদে ইন্দ্রের
 ঐশ্বর্য অধঃকৃত করিয়াছিল, অবশেষে সেই
 অসুরই শশিখণ্ডমৌলির মনোজ্ঞ মহা-পূজা
 করিয়া সর্বত্র যশস্বী হইয়াছিল। একদা
 কাঠিকের রিপুদিগকে জয় করিয়া দেবগণকে
 আগ্রাসিত করত পিতাকে নমস্কার করিতে
 গিয়া তদীয় ক্রোড়ে গণপতিকে সমাসীন
 করিয়া কুপিত হইয়াছিলেন; শত্রু তাহাকে
 দৃষ্ট হইয়া হস্ত করিলেন। বালক
 তাহাকে শিশুস্বভাব বশত পিতা ঈশানের

কৃৎস্না হুতঃ বোধিতুমপ্যশক-
 ন্ততোহর্কনারীশ্বমবাপ সোমঃ ॥ ১০৬

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ স্বয়ম্ভুঃ সূপ্রীতঃ পিঙ্গলাদমভাষত ॥ ১০৭

শিব উবাচ ।

বরং বরয় ভদ্রং তে পিঙ্গলাদ যথেষ্পিতম্ ॥ ১০৮

পিঙ্গলাদ উবাচ ।

হতো দেবৈর্বর্ষাদেব পিতা মম মহাযশাঃ ।

অদাস্তিকঃ সত্যবাদী তথা মাতা পতিব্রতা ।

দেবেভ্যশ্চ তয়োর্শাশং শ্রদ্ধা নাথ সবিস্তরম্ ।

কুংখকোপসমাবিষ্টো নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥ ১১০

তস্মায়ে দেহি সামর্থ্যং নাশয়েয়ং সুরান্ যথা ।

অবধ্যসেব্যাক্টেলোক্যে ত্রমেব শশিশেখর ॥ ১১১

ঈশ্বর উবাচ ।

তৃতীয়ং নয়নং দ্রষ্টুং যদি শক্নোষি মেঘনঘ ।

অক্কে আরোহণ করিয়াও মাতার অঙ্ক পরি-
 ত্যাগ করিলেন না। পিতা সোম তখন
 সেই কৃৎস্ন পুত্রকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে
 পারিলেন না; তাই তিনি তখন অর্ক-নারী-
 রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ১০০—১০৬। ব্রহ্মা
 বলিলেন,—অনন্তর স্বয়ম্ভু প্রীত হইয়া পিঙ্গ-
 লাদকে কহিলেন,—হে পিঙ্গলাদ! তোমার
 মঙ্গল হউক। তুমি অতীষ্ট বর প্রার্থনা
 কর। পিঙ্গলাদ কহিলেন,—হে মহাদেব!
 দেবগণ আমার মহাযশা পিতাকে বিনষ্ট
 করিয়াছেন। পিতা আমার অদাস্তিক ও
 সত্যবাদী এবং মাতা আমার পতিব্রতা
 ছিলেন। হে নাথ! দেবগণের হস্তে তাঁহা-
 দেয় উভয়ের বিনাশ-বার্তা শ্রবণ করিয়া
 আমি কুংখে এবং ক্রোধে এত অস্তি-
 কৃত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমার আর
 জীবন ধারণে ইচ্ছা হইতেছে না। অতএব
 হে দেব! আমার আগনি এমন সামর্থ্য দান
 করুন, যাহা দ্বারা আমি সুরগণকে বিনাশ
 করিতে পারি। হে শশিশেখর! আপনি
 ত্রিলোকে অমরজনের সেব্য। ঈশ্বর বলি-
 লেন,—হে অনঘ! তুমি যদি আমার তৃতীয়

ততঃ সমর্থো ভবিতা দেবাঃ স্বেদয়িতুঃ ভবান্ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো ব্রহ্মঃ মনসক্রে তৃতীয়ং লোচনং বিভোঃ
ন শশাক তদোবাচ ন শক্নোহস্মীতি শঙ্করম্
ঈশ্বর উবাচ ।

কিঞ্চিৎ কুরু তপো বাল যদা দ্রক্ষ্যসি লোচনম্
তৃতীয়ং ত্বং তদাভীষ্টং প্রাপ্যসে নাত্র সংশয়ঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বেশানবাক্যং তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ ।

দধীচিস্থত্বর্ষস্বাচ্চ তত্রৈব বহলাঃ সমাঃ ॥ ১১৫

শিবধ্যানৈকনিরতো বালোহপি বলবানিব ।

প্রত্যহং প্রাতরুখায় স্নানান্না গুরুন ক্রমাৎ ॥

সুখানীনো মনঃ কুহা সুব্রাহ্মণ্যমনস্তধীঃ ।

হস্তযন্তিকমারোপ্য নাভৌ বিস্মৃতসংসৃতিঃ ॥

স্থানাং স্থানান্তরোৎকর্ষান বিদধৌশাস্তবঃ মহঃ

নয়ন দর্শন করিতে পার, তাহা হইলে দেব-
গণের বিনাশে তুমি সক্ষম হইবে। ব্রহ্মা
বলিলেন,—পিপ্পলাদ তখন মহাদেবের তৃতীয়
নয়ন দেখিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু দেখিতে
পারিলেন না। তখন শঙ্করকে বলিলেন,—
আমি উহা দর্শন করিতে পারিতেছি না।
ঈশ্বর কহিলেন,—বালক ! তুমি কিছুকাল
তপস্বী কর, তাহা হইলে আমার তৃতীয়
নয়ন দেখিতে পাইবে এবং তৎকালে তোমার
নিশ্চয়ই সর্বাভীষ্ট প্রাপ্তি ঘটবে। ব্রহ্মা
বলিলেন,—পিপ্পলাদ ঈশ্বরের ঈদৃশ বাণী
শ্রবণে তপস্বার্থ কৃতনিশ্চয় হইলেন। দধীচি-
সুত ধর্ম্মাচ্চ পিপ্পলাদ বালক হইয়াও
সবলের স্তায় শিবধ্যানে নিরত হইয়া অনন্ত-
ভাবে সেই স্থানে বহু বৎসর অতিবাহিত
করিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া
স্নান ও গুরুদিগকে নমস্কার করিয়া সুখা-
ননে উপবেশনপূর্বক সুব্রাহ্মণ্য নারী নাড়িকায়
মনকে স্থাপনান্তে অনন্তমনে নাভিদেশে
আপনার হস্তযন্তিক আরোপণ করিলেন
এবং সমস্ত সংসারতাব তুলিয়া গিয়া এক
মাত্র শাস্ত্রের জ্যোতিঃ ধ্যান করিতে লাগি-

দদর্শ চক্ষুর্দেবস্ত তৃতীয়ঃ পিপ্পলাশনঃ ।

কৃতাজলিপুটে ভূত্বা বিনীত ইদমব্রবীৎ ॥ ১১৮
পিপ্পলাদ উবাচ ।

শত্বনা দেবদেবেন বয়ো দন্তঃ পুরা যম ।

তাতীয়চক্ষুযো জ্যোতির্ধনা পশ্চসি তৎক্ষণাৎ ॥

সর্বং তে প্রার্থিতং সিধ্যেদিত্যাহ জিদশেষকঃ ।

তন্মাদ্রিপুবিনাশায় হেতুভূতাঃ প্রযচ্ছ মে ॥ ১২০

তদৈব পিপ্পলাঃ প্রোচুর্ক্কাভাপি মহাত্মাতে ।

মাতা তব প্রাতিধেয়ী বদতোব্যং দিবং গতা ॥

পরাজিত্রোহনিরতা বিস্মৃতাস্থহিতা নরাঃ ।

ইতস্ততো ভ্রান্তচিত্তাঃ পতন্তি নরকাবটে ॥ ১২২

তন্মাতৃবচনং শ্রুত্বা কুপিতঃ পিপ্পলাশনঃ ।

অভিমাণে জলভাস্তঃ সাধুবাদো নিরর্থকঃ ॥ ১২৩

দেহি দেহীতি তং প্রাহ কৃত্য নেত্রধিনির্গতা ।

লেন। অনন্তর স্থান-মাহাত্ম্যে দেবদেবের
তৃতীয় নয়ন তাহার নয়ন-পথে নিপতিত
হইল। তখন পিপ্পলাদ কৃতাজলিপুটে
বিনীতভাবে বলিলেন,—দেবদেব শঙ্কো!
আপনি পূর্বে আমায় এইরূপ বর দিয়া-
ছিলেন যে, আমার তৃতীয় চক্ষুর জ্যোতিঃ
যখন তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, তৎ-
ক্ষণাৎ তোমার সমস্ত প্রার্থিত সিদ্ধ হইবে।
এক্ষণে আমার তাহা হইয়াছে; অতএব রিপু
বিশানার্থ আমায় সামর্থ্য প্রদান করুন।
পিপ্পলাদ এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, এই
সময় তাঁহার আশ্রমস্থ পিপ্পল বৃক্ষগণ ও তৃতীয়
মাতৃস্বসা বড়বা তাঁহাকে বলিলেন,—হে
মহাত্মাতে! তোমার মাতা প্রাতিধেয়ী এই
রূপ বলিতে বলিতে স্বর্গারোহণ করেন যে,
যাহারা পরজ্রোহে নিরত, এবং আশ্র-হিত
বিস্মৃত হইয়াছে, তাহারা সর্বত্র ভ্রান্তচিত্ত হইয়া
নিরয়-গর্ভে নিপতিত হইয়া থাকে। ১০৭-১২২।
পিপ্পলাদ সেই মাতৃবাক্য শ্রবণে কুপিত
হইয়া অভিমাণে অন্তর্দগ্ধ হইতে লাগিলেন।
ঐ সাধুবাক্য তাঁহার নিকট ব্যর্থ বলিয়া বোধ
হইল। তিনি বারবার মহাদেবের নিকট
‘দেহি দেহি’ করিতে লাগিলেন। তখন

বড়বেতি অরন বিপ্রঃ কৃত্যপি বড়বাকৃতিঃ ।

সৰ্গসম্বিনশায় প্রভুতানলগৰ্ভিনী ।

গভস্তিনী বালগৰ্ভা য়া মাতা পিঙ্গলাশিনঃ ।

তচ্ছ্যানযোগান্তু জাতা কৃত্যা সানলগৰ্ভিনী ।

উৎপন্ন। সা মহারোজা মৃত্যুজিহ্বেব ভীষণা ॥

অবোচৎ পিঙ্গলাদং তং কিং কৃত্যং মে বদস্ব তৎ

পিঙ্গলাদোহপি তাং প্রাহ দেবান্ খাদ রিপুণ্যম্

জগ্রাহ সা তথেষ্ট্যাক্তা পিঙ্গলাদং পুরঃস্থিতম্ ।

স প্রাহ কিমিদং কৃত্যে সা চাপ্যাহ স্বয়োদিতম্

দেবৈশ্চ নিশ্চিতং দেহং ততো ভীতঃশিবঃ যযৌ

তুষ্ঠাব দেবং স মুনিঃ কৃত্যাং প্রাহ তদা শিবঃ ॥

শিব উবাচ ।

যোজনাস্তঃস্থিতান্ জীবান্ গৃহাণ মদাজয় ।

তস্মাদ্ যাহি ততো দূরং কৃত্যে কৃত্যং ততঃ কুরু

ব্রহ্মোবাচ ।

তীৰ্থান্তু পিঙ্গলাৎ পূৰ্ব্বং যাবদযোজনসংখ্যা ।

সেই তৃতীয় নেত্র হইতে বড়বা-অরনে এক

বড়বাকৃতি কৃত্যা নির্গত হইল। ঐ কৃত্যা

পিঙ্গলাদ কর্তৃক বালগৰ্ভা মাতা গভস্তিনীর

ধ্যান করায় অনল-গৰ্ভিনী হইয়া সৰ্বপ্রাণি-

বিনাশের জন্ত জন্মিয়াছিল। উহা মৃত্যু-

জিহ্বার ভ্রায় ভীষণা ও মহারোজা। সে

জন্মিয়ামাত্র পিঙ্গলাদকে কহিল,—বল, আমি

কি করিব? পিঙ্গলাদ বলিলেন,—তুমি

আমার শত্রু দেবগণকে ভক্ষণ কর।

কৃত্যা ‘তথাহ’ বলিয়া প্রথমেই সম্মুখস্থিত

পিঙ্গলাদকে গ্রহণ করিল। তিনি বলিলেন,

—হে কৃত্যে! তুমি এ কি করিতেছে?

কৃত্যা কহিল,—তোমার কথায় দেবনিশ্চিত

দেহও আমি ভক্ষণ করিব। তখন পিঙ্গলাদ

ভীত হইয়া শিব-সন্নিধানে গমন করিলেন

এবং তাঁহাকে স্তবে তুষ্ট করিলেন।

তখন শিব কৃত্যাকে কহিলেন,—হে কৃত্যে!

তুমি আমার আদেশে অজত্য এক যোজন-

মধ্যবর্তী জীবদিগকে গ্রহণ করিতে পারিবে

না। অতএব তুমি এহান হইতে দূরে

গিয়া কর্তব্য-সাধন কর। ব্রহ্মা বলি-

প্রাতিষ্ঠিতবাকুপা কৃত্যা সা ঋষিনিশ্চিতা ॥১৩১

তস্তাং জাতো মহানগ্নিলোকসংহরণক্ষমঃ ।

তং দৃষ্ট্বা বিবুধাঃ সৰ্বে জ্ঞাতাঃ শত্ৰুসুপাগমন্ ॥

চক্রেবরং পিঙ্গলেশং পিঙ্গলাদেন ভোষিতম্ ।

অবন্তো ভীতমনসঃ শত্ৰুঘূচুর্দিবৌকসঃ ॥ ১৩৩

দেবা উচুঃ ।

রক্ষস্ব শস্তো। কৃত্যা। অান বাধতে তত্তবানলঃ ।

শরণং ভব সৰ্বেশ ভীতানামভয়প্রদ ॥ ১৩৪

সৰ্বতঃ পরিত্ততানামার্ভানাং শ্রান্তচেতসাম্ ।

সৰ্বেষামেব জন্তুনাং স্বমেব শরণং শিব ॥১৩৫

ঋষিণাভ্যর্থিতা কৃত্যা ব্রহ্মসুৰ্ব্বহিনির্গতা ।

সা জিঘাংসতি লোকাংস্ত্রীংস্বঃ নস্তাতা ন চেতরঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

তানব্রবীজগম্নাথো যোজনাস্তর্নিবাসিনঃ ।

ন বাধতে হসৌ কৃত্যা তস্মাদ্ যুগ্মহর্নিশম্ ॥

লেন,—তখন ঋষিনিশ্চিত ঐ বড়বাকৃতি

কৃত্যা পিঙ্গলতীর্থের পূর্বদিকে এক যোজন

দূরে গিয়া অবস্থান করিল। তাহাতে

লোকক্ষয়-সক্ষম এক ভীষণ অগ্নি প্রাহুর্ভূত

হইল। তদদর্শনে বিবুধগণ জ্বালাতন হইয়া

শত্ৰুসমীপে গমন করিলেন এবং পিঙ্গলাদ

কর্তৃক প্রসাদিত চক্রেবর, পিঙ্গলেশ, শত্ৰুকে

শঙ্কিতমনে স্তব করত বলিলেন,—হে

শস্তো! আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনা

হইতে উৎপন্ন অনলাকার কৃত্যা আমা-

দিগকে উৎপীড়িত করিতেছে। হে ভীত

জনের অভয়প্রদ! সৰ্বেশ! আমাদিগকে

রক্ষা করুন। হে শিব! যাহারা সৰ্বজ্ঞ

পরিভূত, আর্দ্র ও শ্রান্তচিত্ত, তথাবিধ সমস্ত

জনেরই আপনি একমাত্র আশ্রয়। ঋষির

প্রার্থনামুসারে এই কৃত্যা আপনার নেত্রানল

হইতে নির্গত হইয়া এক্ষণে জিলোক দগ্ধ

করিতে উজ্জত হইয়াছে। এ বিপদে আপনিই

আমাদের পরিজাতা; অন্ত কেহই নহেন।

ব্রহ্মা বলিলেন,—জগৎপতি দেবগণকে

প্রভূত্বেরে কহিলেন,—এই কৃত্যা যোজনাস্তর-

মধ্যবর্তী প্রাণীদিগকে উৎপীড়িত করিতে

ইহৈবাস্থমমরাস্তা বো ন ভয়ঃ ভবেৎ ।

দেবা উচুঃ ।

পুনরুচুঃ সুরেশানাং ত্বয়া দত্তং ত্রিবিষ্টপম্ ।

তস্ত্যাক্যত্র কথং নাথ বৎস্তামস্মিন্দশার্চিত ।

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবানাং বচনঃ শ্রুত্বা শিবো বাক্যমথাববীৎ ।

শিব উবাচ ।

দেবোহসৌ বিশ্বতচ্চক্ষুষো দেবো বিশ্বতোমুখঃ

যো রশ্মিভিঃ ধমতে নিত্যং যো জনকো মতঃ

স সূর্য্য এক এবাত্র সাক্ষাক্রপেণ সর্বদা ।

স্থিতিং কৰোতু তন্মূর্ত্তৌভবিষ্যন্ত্যাখিলাঃ স্থিতাঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষতি শঙ্কুবচনাৎ পারিজাততরোস্তদা ।

দেবা দিবাকরং চক্ষুঃস্বষ্টা ভাস্করমববীৎ ।

অষ্টোবাচ ।

ইহৈবাস্থ জগৎস্থামিন্ রক্ষমাণ্ বিবুধান্ স্বয়ম্

স্বাংশৈশ্চ বয়মপ্যত্র তিষ্ঠামঃ শঙ্কুসরিষৌ ॥১৪

চক্রেণরস্ত পরিভো যাবদ্যোজনসংখ্যয়া ।

গঙ্গায়া উভয়ং তীরমাসাক্ষাসন্ সুরোত্তমঃ ॥

অঙ্গুল্যার্দ্ধাক্ষমাত্রস্ত গঙ্গাতীরং সমাশ্রিতাঃ ।

তিশ্রঃ কোট্যন্তথা পঞ্চ শতানি মুনিসত্তম ।

তীর্থানাং তত্র ব্যাষ্টকং কঃ শৃণোতি ব্রবীতি বা ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ সুরগণাঃ সৰ্বে বিনীতাঃ শিবমব্রুবন্ ॥

দেবা উচুঃ ।

পিপ্ললাদঃ সুরেশানাং শমং নয় জগন্ময় ॥ ১৪৮

ব্রহ্মোবাচ ।

ওমিত্যুত্বা জগন্নাথঃ পিপ্ললাদমবোচত ॥ ১৪৯

শিব উবাচ ।

নাশিতেষপি দেবেষু পিতা তে নাগমিষ্যতি ।

দত্তাঃ পিত্রা তব প্রাণা দেবানাং কার্যসিদ্ধয়ে ॥

দীনার্জককণাবকুঃ কো হি তাদৃগুত্তবে ভবেৎ ॥

না। অতএব তোমরা আসিয়া এইখানেই বসবাস কর। তাহা হইলে আর এই কৃত্য হইতে তোমাদের কোন ভয় থাকিবে না। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ এই কথায় পুনরায় কহিলেন,—হে নাথ! আমাদের বাসের নিমিত্ত আপনি স্বর্গভূমি দান করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া কিরূপে আমরা বাস করি? ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণের কথা শ্রবণে শিব কহিলেন,—এই দেব দিবাকর বিশ্বচক্ষুঃ এবং বিশ্বমুখ। ইনি রশ্মিসমূহ দ্বারা নিত্যই জগৎ উদ্ভাপিত করিতেছেন। ইনি জগতের জনয়িত্বরূপে অভিহিত। এই সাক্ষাৎ সূর্য্যই একাকী এখানে সর্বদা অবস্থান করেন। তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, অখিল দেবেয়ই প্রতিষ্ঠা হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ তৎকালে শঙ্কুর কথায় ‘তথাক্ষ’ বলিয়া দিবাকরকে তথায় স্থাপন করিলেন। তখন স্বষ্টা ভাস্করকে বলিলেন,—হে জগৎপ্রভো! আপনি এইখানেই বাস করুন এবং বিবুধগণকে রক্ষা করুন।

আমরাও সকলে স্ব স্ব অংশে এই স্থানে শঙ্কুসমীপে অবস্থান করিব। অনন্তর চক্রেণর তীর্থের যোজনব্যাপী চারিদিকে গঙ্গার উভয় তীর অবলম্বন করিয়া সুরগণ স্ব স্ব অংশে বাস করিলেন। তাঁহারা এক অঙ্গুলির অর্দ্ধাক্ষমাত্র-পরিমিত স্থান ব্যাপিয়াও গঙ্গাতীরে বিরাজ করিলেন। হে মুনিবর! তখন হইতে তথায় তিন কোটি পঞ্চ শত তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই সকল তীর্থের মহাত্ম্য কে গুনিতে পারে এবং কাহারই বা বলিবার ক্ষমতা আছে? ১২৩—১৪৮ ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর সুরগণ সকলেই বিনীত-ভাবে শিবকে বলিলেন,—হে সুরেশ! হে জগন্ময়! আপনি পিপ্ললাদকে নিরাস্ত্র করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—জগন্নাথ শঙ্কু তাহাদের কথায় ‘তথাক্ষ’ বলিয়া পিপ্ললাদকে কহিলেন,—বৎস! দেবগণকে বিনাশ করিলেও তোমার পিতা কিছু আর কিরিয়া আসিবেন না। দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্তই তোমার পিতা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাস্তবিক তোমার পিতার চার

তথা বাতা দিবং তাত তব মাতা পতিব্রতা ॥
 সমা কাপ্যত্র মত্তয়া লোপামুদ্রাপ্যকৃত্তমী ।
 যদস্থিতিঃ সুরাঃ সর্কর জয়িনঃ সুখিনঃ সদা ॥
 তেনাবাপ্তং যশঃ ক্ষীতং তব মাত্রাক্ষয়ং কৃতম্
 ত্বয়া পুত্রেন সর্কর নাতঃ পরতরং কৃতম্ ॥ ১৫৩
 তৎপ্রতাপভয়াং স্বর্গাচ্চ্যুতাংস্তং পাতুমর্হসি ।
 কান্দিশীকাস্তব ভয়াদমরাংস্তাতুমর্হসি ।
 নার্কজ্ঞাণাদভ্যধিকং স্কুরতং কাপি বিজ্ঞতে ॥
 যাবদ্বশঃ স্কুরতি চাক্র মন্থয়ালোকে
 অহানি তাবন্তি দিবং গতস্ত ॥
 দিনে দিনে বর্ষসংখ্যা পরশ্মিন
 লোকে বাসো জায়তে নির্ধিকারঃ ॥ ১৫৫
 যুতাস্ত এবাত্র যশো ন যেষা-
 মন্থাস্ত এব ঋতবর্জিতা য়ে ।

দীন ও আর্জুনের প্রতি করুণাবশী বন্ধু
 সংসারে আর কে হইবে? তোমার মাতা
 পতিব্রতা ছিলেন, তিনিও স্বর্গারোহণ
 করিয়াছেন। তাঁহার তুল্যই বা কে আছে?
 বলিতে কি অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা ও
 বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীও তোমার গুণগৌরব-
 শালিনী মাতার স্থায় যশস্বিনী নহেন।
 সুরগণ ঋহার অস্থি লইয়া জয়ী ও সুখী
 হইয়াছেন, সেই তোমার পিতা বিপুল
 যশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তোমার মাতাও
 তোমা হেন পুত্র দ্বারা সর্কর অক্ষয় যশো-
 ভাগিনী হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আর
 তোমায় অধিক কিছু বলিবার নাই। দেখ,
 তোমার প্রতাপভয়ে দেবগণ কিংকর্তব্য-
 বিমূঢ় হইয়া স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন।
 তুমি এক্ষণে তাহাদিগকে পরিত্রাণ কর।
 জানিও—আর্জুনের জ্ঞান হইতে অত্যধিক
 ধর্ম, অত্যধিক পুণ্য, আর কিছুতেই নাই।
 মন্থয়ালোকে মাহুঘের বিমল যশ যতদিন
 স্কুরিত হইতে থাকে, তৎসম-সংখ্যক বর্ষ-
 কাল যাবৎ তাহার স্বর্গবাস হয়। পরলোকে
 তিনি নির্ধিকারচিত্তে বাস করেন। যাহাদের
 যশ নাই ও যাহারা শাস্ত্রজ্ঞান বর্জিত;

যে দানশীলা ন নপুংসকাস্তে
 যে ধর্মশীলা ন ত এব শোচ্যাঃ ॥ ১৫৬
 ব্রহ্মোবাচ।
 ভাবিতং দেবদেবস্ত ঋত্বা শাস্তোহভবমুনিঃ ।
 কৃতাজ্জলিপুটো ভূত্বা নত্বা নাথমধািব্রবীৎ ॥ ১৫৭
 পিপ্ললাদ উবাচ ।
 বাগ্ভির্মনোভিঃ কৃতিভিঃ কদাচি-
 ন্মমোপকুর্ষন্তি হিতে রতা য়ে ।
 তেভ্যো হিতার্থং হিহ চাপরেষাং
 সোমং নমস্তামি সুরাদিপুঞ্জ্যম্ ॥ ১৫৮
 সংরক্ষিতো যৈরভিবর্জিতস্ত
 সমানগোত্রস্ত সমানধর্ম্মা ।
 তেষামভীষ্টানি শিবঃ করোতু
 বালেন্দুমৌলিঃ প্রণতোহস্মি নিত্যম্ ॥ ১৫৮
 যৈরহং বর্জিতো নিত্যং মাতৃবৎ পিতৃবৎ প্রভো
 তন্মাত্র জায়তাং তীর্থং দেবদেব জগন্ময়ে ॥
 যশস্ত তেষাং ভবিতা তেভ্যোহহমনূণস্ততঃ ।

তাহারা জীবন সত্ত্বেও মৃত, এবং অন্ধ।
 যাহারা দানশীল নহে, তাহারা নপুংসক
 এবং যাহারা ধর্মশীল নহে, তাহারা দয়ার
 পাত্র। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবদেবের কথা
 শুনিয়া পিপ্ললাদ মুনি শাস্ত হইলেন এবং
 কৃতাজ্জলিকরে বলিলেন,—ঋহার বাক্য,
 মন ও কর্ম দ্বারা কোন সময়ের জন্ত আমার
 হিতে নিরত হইয়াছেন, তাঁহাদের এবং
 অপরপর ব্যক্তিদেগের হিতের জন্ত আমি
 দেবাদিবর্জিত মহাদেবকে নমস্কার করি।
 যাহারা আমায় সংরক্ষিত ও সংবর্জিত
 করিয়াছেন এবং ঋহার আমার সমানোদক-
 গোত্র ও সমানধর্ম্মা, শিব তাঁহাদের অভীষ্ট-
 সিদ্ধি করুন। আমি বালেন্দুমৌলিকে নিত্য
 নমস্কার করি। ১৪৯—১৫৮। হে দেবদেব!
 যাহারা মাতা-পিতার স্থায় নিত্য আশাকে
 প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁহাদের নামাহুসারে
 এই তীর্থ প্রাখ্যাত হউক। ইহাতে তাঁহাদের
 যশোবিত্তার হউক। এইরূপ হইলোই
 আমি তাঁহাদের নিকট অধীর্ণ হইতে

যানি ক্বেজাণি দেবানাং যানি তীর্থানি ভূতলে
তেভ্যো যদিদমধিকমভুমন্তস্ত দেবতাঃ ।

ততঃ কমেহং দেবানামপরাধং নিরঞ্জনঃ ॥১৬৩

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ সমকং সুরসাকরাঃ গিরঃ

সহস্রচক্ৰঃ প্রমুখাঃ স্তথাগ্রতঃ ।

উবাচ দেবা অপি যেনিরে বচো

দধীচিপুত্রোদিতমাদরেণ ॥ ১৬৩

বালস্ত বুদ্ধিঃ বিনয়ক বিজ্ঞাঃ

শৌর্য্যঃ বলঃ সাহসঃ সত্যবাচম্ ।

পিত্রোৰ্ত্তজিঃ ভাবশুদ্ধিঃ বিদিত্বা

তদাবাদীচ্ছকরঃ পিঙ্গলাদম্ ॥ ১৬৪

শঙ্কর উবাচ ।

বৎস যদৈ প্রিয়ঃ কামঃ যচ্চাপি সুরবল্লভম্ ।

প্রাপ্যাসে বদ কল্যাণং নান্তথা হুঃ মনঃ কৃথাঃ

পিঙ্গলাদ উবাচ ।

যে গন্ধার্যামাপ্নোতা ধৰ্ম্মনিষ্ঠাঃ

সম্প্রাপ্তস্তি ত্বংপদাভঃ মহেশ ।

পারিব । ভূতলে যে সকল দেবক্ষেত্র তীর্থ
আছে, তাহা অপেক্ষা এই তীর্থ অত্যধিক
মহাশ্যশালী হউক । দেবতার আমার এই
প্রস্তাব অনুমোদন করুন । তাহা হইলেই
আমি দেবগণের অপরাধ ক্ষমা করিতে
পারি । ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর ইন্দ্রপ্রমুখ
দেবগণকে দধীচিপুত্র পিঙ্গলাদ এই মধুরা-
কর বাণী বলিলে, দেবগণ আদরের
সহিত তাহাতে অনুমোদন করিলেন ।
তখন শঙ্কর বালক পিঙ্গলাদের বুদ্ধি, বিজ্ঞা,
বিনয়, শৌর্য্য, বল, সাহস, সত্যবাক্য,
পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও ভাবশুদ্ধি বিদিত
হইয়া তাহাকে বলিলেন,—বৎস ! যাহা
সুরমূল্য প্রিয় কাম্য বস্তু, তুমি তাহা প্রাপ্ত
হইবে । অতএব যাহা কল্যাণকর, তাহা
প্রার্থনা করিয়া লও । তুমি অন্তঃ মনঃ-
সন্নিবেশ করিও না । পিঙ্গলাদ বলিলেন,—
হে মহেশ ! যে সকল ধৰ্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি গন্ধার
আপ্ত হইয়া ভবদীয় পাদপদ্ম দর্শন করি-

সর্কান্ কামানাপ্নুবন্ত প্রসহ

দেহান্তে তে পদমায়াস্ত শৈবম্ ॥ ১৬৬

তাতঃ প্রাপ্তস্ত্বংপদং চাধিকা য়ে

নাথ প্রাপ্তা পিঙ্গলাচামরাশ্চ ।

সুখং প্রাপ্তা নাথনাথঃ বিলোক্য

ত্বাং পশ্যেয়ুস্ত্বংপদং তে প্রয়াস্ত ॥১৬৭

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্কা পিঙ্গলাদঃ দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।

অভিনন্দ্য চ তং দেবৈঃ সাক্ষিঃ বাক্যমথাবৌৎ

দেবা অপি মুদা বৃক্কা নির্ভয়াস্তংকৃতান্তরাৎ ।

ইদমুচুঃ সৰ্গ এব দাধীচঃ শিবসন্নিধৌ ॥ ১৬৯

দেবা উচুঃ ।

সুরাণাং যদতীষ্টক ত্বয়া কৃতমসংশয়ম্ ।

পালিতা দেবদেবস্ত আজ্ঞা ত্রৈলোক্যমণ্ডনী ।

যাচিতঞ্চ ত্বয়া পূৰ্ণং পরার্থং নাশ্বনে দ্বিজ ।

তস্মাদন্ততমঃ ক্রহি কিঞ্চিদাস্তামহে বয়ম্ ॥১৭১

বেন, তাঁহার সৰ্গ কামনা প্রাপ্ত হইয়া
দেহান্তে শৈবপদ লাভ করুন । আমার
পিতামাতা ও পিঙ্গলাদি বহুরা আপনার পদ
প্রাপ্ত হইয়া অমর হইয়াছেন । তাঁহার
পরম প্রভু আপনাকে অবলোকন করিয়া
পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন । চিরদিন
তাঁহার এই ভাবে আপনাকে অবলোকন
করুন এবং ভবংপদ প্রাপ্ত হউন । ১৫৯—১৬৭।
ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবদেব মহেশ্বর পিঙ্গলাদকে
'তথাক্ষ' বাক্যে অভিনন্দিত করিয়া দেবগণ
সহ একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিলেন ।
দেবগণও তৎকৃত ভয় হইতে বৃক্ক হইয়া
ক্রীতিভরে শিব-সন্নিধানে দধীচিনন্দনকে
বলিলেন,—হে দ্বিজ ! তোমার দ্বারা
নিঃসন্দেহে দেবগণের অভিপ্রায় সিদ্ধ হই-
য়াছে । দেবদেবের ত্রিলোক-বন্দিত আজ্ঞা
তুমি পালন করিয়াছ ; তুমি নিজের অস্ত
কিছুই প্রার্থনা কর নাই । পদার্থেই পূৰ্ণ
তুমি বর লইয়াছ । অতএব আমরা তোমার
কিঞ্চিৎ দান করিতে ইচ্ছা করি, তুমি

ব্রহ্মোবাচ ।

পুনঃপুনঃদেবোচুঃ সুরসম্ভা বিজ্ঞোত্তমম্ ।

কৃতাজ্জলিপুটঃ পূৰ্ব্বং নম্রা শঙ্কুসুরানিদম্ ॥

উবাচ পিঙ্গলাদশচ উমাঃ নম্রা চ পিঙ্গলান্ ॥১৭২

পিঙ্গলাদ উবাচ ।

পিতরো দ্রষ্টুকামোহস্মি সদা মে শব্দগোচরৌ ।

তে ধন্থাঃ প্রাণিনো লোকে মাতাপিত্রোর্বশে

স্থিতাঃ ॥ ১৭৩

শুশ্রূষণপর্য্য নিত্যং তৎপাদাজ্ঞাপ্রতীক্ষকাঃ ।

ইন্দ্রিয়ানি শরীরঞ্চ কুলং শক্তিং ধিয়ং বপুঃ ॥

পরিণত্য তয়োঃ কৃত্যে কৃতকৃত্যো ভবেৎ স্বয়ম্

পশুনাং পক্ষিণাঞ্চাপি সুলভং মাতৃদর্শনম্ ॥১৭৫

দুর্লভং মম তচ্চাপি পৃচ্ছে পাপকলং হু কিম্ ।

দুর্লভঞ্চ তথা চেৎ স্মাৎ সৰ্বেষাং যন্ত কশ্চিৎ

নোপপদ্যেত সুলভং মন্তো নাত্তোহস্মি

পাপকৃৎ ।

বর প্রার্থনা কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—সুরগণ তাঁহাকে পুনঃপুনঃ বর লইবার জন্য অসু-
রোধ করিলে, তিনি কৃতাজ্জলিপুটে নমস্কার-
পূর্বক শঙ্কুপ্রসূৎ সুরগণ, উমাদেবী ও
পিঙ্গলাদিগকে নমস্কার করিয়া বলিলেন,—
আমার যে পিতামাতা এক্ষণে ঐতিগোচর
হইয়া আছেন, আমি সর্বদা তাঁহাদিগকে
দেখিতে ইচ্ছা করি। যে সকল লোক মাতা-
পিতার বনীভূত, নিত্য তাঁহাদের শুশ্রূষা-
পরায়ণ ও তদীয় পাদপদ্মের আজ্ঞা প্রতীক্ষক,
তাঁহারা ই জগতে ধন্থ। যে মানব, ইন্দ্রিয়-
গ্রাম, শরীর, কুল, শক্তি ও বুদ্ধিলাভ করিয়া
পিতা-পিতার কার্ণো নিযুক্ত হয়, সে কৃতকৃত্য
হইয়া থাকে। পশু-পক্ষীদিগেরও মাতৃ-
দর্শন সুলভ; কিন্তু আমার পক্ষে তাহা
দুর্লভ হইল কেন? আমার ইহা কোন
পাপের ফল, তাহা আমি জিজ্ঞাসা করি?
সকলের পক্ষেই যদি পিতা-মাতার দর্শন-
লাভ দুর্লভ হইত, তাহা হইলে আমার পক্ষে
তাঁহা দুর্লভ হইলে কোভ ছিল না; কিন্তু
সকলের পক্ষেই যখন সুলভ, তখন

তদ্যোদর্শনমাজ্ঞক যদি প্রাপ্যো সুরোত্তমাঃ ।

মনোবাক্যকর্মভ্যঃ কলং প্রাপ্তং ভবিষ্যতি ।

পিতরৌ যে ন পশ্যন্তি সমুৎপন্ন ন সংসৃতৌ ॥

তেষাং মহাপাতকানাং কঃ সংখ্যাং কর্তুমীশ্বরঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

তদৃষেবচনং শ্রুত্বা মিথঃ সমস্র্য তে সুরাঃ ।

বিমানবরমারুঢৌ পিতরৌ দম্পতী শুভৌ ॥১৭৬

তব সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষো দ্রব্যাসে বাদ্য নিশ্চিতম্ ॥

বিষাদং লোভমোহৌ চ ত্যক্ত্বা চিত্তং শমং নয়

পশু পশ্যেতি তং প্রাহৃদাদীচঃ সুরসত্তমাঃ ।

বিমানবরমারুঢৌ স্বর্গিনৌ স্বর্ণভূষণৌ ॥ ১৮১

তব সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষো পিতরৌ দম্পতী শুভৌ

বীজ্যমানৌ সুরস্বীভিঃ স্তুষ্যমানৌ চ কিরুরৈঃ ॥

দৃষ্ট্বা স মাতাপিতরৌ ননাম শিবসন্নিধৌ ।

হর্ব্বাপ্পাশ্রয়নৌ স কথঞ্চিদুবাচ তৌ ॥ ১৮৩

আমাপেক্ষা পাপিষ্ঠ আর কেহই নাই। হে
সুরগণ! আমি যদি তাঁহাদের দর্শন লাভ
করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার মন,
বাক্য, কায় ও কর্মজনিত ফলপ্রাপ্তি হইবে।
যাহারা জন্মিয়া পিতামাতাকে দর্শন করিতে
পারে না, সেই সকল মহাপাতকীদিগের
সংখ্যা কে করিতে সমর্থ? ব্রহ্মা বলিলেন,—
সুরগণ ঋষির সেই কথা শুনিয়া পরস্পর
মন্তব্যপূর্বক বলিলেন,—তোমার পিতামাতা
বিমানে আরোহণ করিয়া তোমার দর্শনা-
কাঙ্ক্ষায় অবস্থান করিতেছেন, তুমি অস্ত্রই
তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবে। লোভ, মোহ,
বা বিষাদ পরিত্যাগ কর এবং চিত্তকে শান্ত
কর। সুরগণ এইরূপ বলিয়া পরস্পরই
দয়ীচিন্তনকে বলিলেন,—ঐ দেখ, ঐ দেখ,
তোমার স্বর্ণভূষিত স্বর্গীয় বিমানারুঢ় পিতা,
মাতা তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অবস্থান করি-
তেছেন। ঐ দেখ সুরস্বীরা উইদিগকে
বীজয় করিতেছে এবং কিরুরেরা স্তব করি-
তেছে। ১৬৮—১৮২। পিঙ্গলাদ তখন মাতা-
পিতাকে দেখিয়া শিবসন্নিধানে নমস্কার
করিলেন। তাঁহাদের নয়ন হইতে হর্ষাঙ্ক

পুত্র উবাচ ।

ভারয়ন্তোব পিতরাবস্তে পুত্রাঃ কুলোদ্ভবাঃ ।

অহস্ত মাতৃকদরে কেবলং ভেদকারণম্ ॥

এবমুতোহপি তৌ মোহাৎ পশ্চৈয়মতিহৃষ্যতিঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

ভাবালোক্য ততো হুঃখাঙ্কুঃ নৈব শশাক সঃ

দেবাশ্চ মাতাপিতরৌ পিঙ্গলাদমথাক্রবন ॥ ১৮৫

দেবা উচুঃ ।

ধন্তস্বঃ পুত্র লোকেষু যন্ত কৌর্তির্গতা দিবম্ ।

সাক্ষাৎ কৃতস্তয়া ত্র্যক্ষো দেবাশ্চাশ্বাসিতাস্তয়া

ত্বয়া পুত্রেণ সন্মোকা ন কৌয়ন্তে কদাচন ॥ ১৮৬

ব্রহ্মোবাচ ।

পুশ্পবৃষ্টিস্তদা স্বর্গাৎ পপাত তন্ত মূর্দ্ধনি ।

জয়শব্দঃ সুরৈরকৃতঃ প্রাহুর্ভূতো মহায়ুনে ॥ ১৮৭

আশিষঃ তু সূতে দত্তা দধীচিঃ সহ ভাষ্যয়া ।

শব্দুঃ গঙ্গাঃ সুরারহা পুত্রঃ বাক্যমথাত্রবীৎ ॥

দধীচিক্রবাচ ।

প্রাপ্য ভাষ্যাং শিবে ভক্তিঃ কুরু গঙ্গাকসেবয়

নিপতিত হইতে জাগিল । পুত্র তাঁহাদিগকে দেখিয়া অতি কষ্টে বলিলেন,—অস্বাস্ত কুল-প্রদীপ পুত্রগণ পিতামাতাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি কেবল মাতার ক্রেশের নিমিত্ত তাঁহার উদরে অবস্থান করিয়াছি । আমি এরূপ অতি-হৃষ্যতি হইয়াও তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পাইলাম ! ব্রহ্মা বলিলেন,—পিঙ্গলাদ পিতামাতাকে দেখিয়া হুঃখভরে কোন কথাই কহিতে পারিলেন না । তখন দেব-গণ তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস ! এ জগতে তুমিই ধন্ত পুরুষ । তোমার কৌর্তি স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । তুমি ত্রিলোচনকে সাক্ষাৎ করিয়াছ এবং দেবগণকে আশ্বাস দিয়াছ । তোমা হেন পুত্র দ্বারা সং-লোকেয়া কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হন না । ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহায়ুনে ! তৎকালে পিঙ্গ-লাদের মন্তকোপরি স্বর্গ হইতে পুশ্পবৃষ্টি হইল । সুরগণ তাঁহার জয়ঘোষণা করিতে

পুত্রোহুৎপাদ্য বিধিবদ্বজ্ঞানিষ্টা সদক্ষিণান্ ॥

কৃতকৃত্যন্ততো বৎস আক্রমস্ব চিরং দিবম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

করোম্যেবমিতি প্রাহ দধীচিঃ পিঙ্গলাশনঃ ।

দধীচিঃ পুত্রমাশ্বাস্ত ভাষ্যয়া চ পুনঃপুনঃ ॥ ১৯০

অহুজাতঃ সুরগণৈঃ পুনঃ স দিবমাক্রমৎ ।

দেবা অপ্যুচিরে সর্কৈ পিঙ্গলাদঃ সসম্ভবাঃ ॥ ১৯১

দেবা উচুঃ ।

কৃত্যাঃ শময় ভদ্রঃ তে তত্বৎপন্নঃ মহানলম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

পিঙ্গলাদন্ত তানাহ ন শক্তোহহং নিবারণে ।

অসত্যং নৈব বক্তাহং যুয়ং কৃত্যাং তু ক্রত ভাষ

মাং দৃষ্ট্বা সা মহারোদ্ভা বিপরীতঃ করিষ্যতি ।

তামেব গতা বিবুধাঃ প্রোচুস্তে শাস্তিকারণম্ ॥

অনলঞ্চ যথাশ্রীতি স্তে উভে নেত্যাবোচতাম্ ।

লাগিলেন । সস্রীক দধীচি পুত্রকে আশী

র্বাদ করিয়া শব্দু, গঙ্গা ও সুরগণকে

নমস্কারপূর্বক বলিলেন,—বৎস ! তুমি

দারপরিগ্রহ করিয়া শিব ও গঙ্গাকে ভক্তি-

ভরে সেবা কর এবং পুত্র উৎপাদন করিয়া

দক্ষিণাধিত যজ্ঞ সম্পাদনপূর্বক কৃতকার্য

হইয়া চিরদিন স্বর্গভোগ কর । ব্রহ্মা বলি-

লেন,—পিঙ্গলাদ ‘করিব’ বলিয়া পিতার

বাক্যে প্রতিজ্ঞত হইলেন । দধীচি পুত্রকে

পুনঃপুনঃ আশ্বাস দিয়া ভাষ্যা সহ সুরগণের

অহুমতিক্রমে পুনরায় স্বর্গারোহণ করিলেন ।

দেবগণ তখন পিঙ্গলাদকে সসম্ভবে বলি-

লেন,—হে দ্বিজ ! তবৎকৃত কৃত্যা হইতে

মহানল প্রাহুর্ভূত হইতেছে । আপনি উহা

প্রশমিত করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—পিঙ্গলাদ

দেবগণকে কহিলেন,—আমি উহা নিবারণ

করিতে সক্ষম নহি । আমি অসত্য বলিতে

পারি না । আপনারাই কৃত্যাকে নিবৃত্ত

হইতে বলুন । আমাকে দেখিয়া ঐ রোদ্ভী

কৃত্যা হয় ত বিপরীত করিয়া বসিবে ।

তখন বিবুধগণ কৃত্যা-সমীপে গিয়া শাস্তি

নিমিত্ত তাহাকে এবং অরিকে অহুয়ো

সর্বেষাং ভক্ষণায়ৈব হৃষ্টা চাহং বিজয়না ॥১১৫
তথাচ মৎপ্রসূতোহগ্নিরস্তথা তৎকথং ভবেৎ ।
মহাত্মানি পঞ্চাশি স্বাবয়ঃ জন্মমং তথা ॥১১৬
সৰ্বমস্বমুখে বিদ্যাষভব্যং নাবশিষ্যতে ।
ময়া সমস্ত্য তে দেবাঃ পুনরুচুৰ্ত্তাবপি ॥ ১১৭
ভক্ষয়েতামুভৌ সৰ্বং যথাসুক্রমভিস্তথা ।
বড়বাশি সুরানবযুবাচ শৃণু নারদ ॥ ১১৮
বড়বোবাচ ।

ভবতামিচ্ছয়া সৰ্বং ভক্ষ্যং মে সুরসন্তমাঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

বড়বা সা নদী জাতা গন্ধয়া সঙ্গতা যুনে ।
তন্তবস্ত মহানগ্নির্ঘ আসীদতিভীষণঃ ।
তমাহরমরা বহিঃ ভূতানামাদিতো বিহুঃ ॥ ২০০
সুরা উচুঃ ।

আপো জ্যেষ্ঠতমা জ্যেষ্ঠান্তথৈব প্রথমং ভবান্ ।

করিলেন । কিন্তু তাহারা উভয়েই তাহাতে
অসম্মত হইল ; বলিল,—সকলকে ভক্ষণ
করিবার নিমিত্তই আমরা ব্রাহ্মণ কর্তৃক উৎ-
পাদিত হইয়াছি । কৃত্য কহিল,—আমা
হইতে জাত ঐ অনল সৰ্বভূতের ভক্ষণার্থ
উৎপন্ন । সুতরাং ইহার অন্তথা হইবে
কিরূপে ? পঞ্চ মহাত্ম এবং স্বাবয় জন্ম
যে কিছু সকলই আমাদের মুখে প্রবিষ্ট বলিয়া
জানিবে । সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোন
বক্তব্যই অবশিষ্ট নাই । তখন দেবগণ
আমার সহিত যত্নগা করিয়া সেই কৃত্য ও
অগ্নিকে বলিলেন,—আচ্ছা, তোমরা উভয়ে
ক্রমে ক্রমে সমস্তই ভক্ষণ করিতে পারিবে ।
কৃত্য বড়বা সুরগণকে বলিল,—হে সুর-
বরগণ ! আপনাদের ইচ্ছানুসারে সমস্তই
আমার ভক্ষ্য হইল ! ব্রহ্মা বলিলেন,—
সেই বড়বা তখন নদী হইয়া গন্ধার সহিত
মিলিত হইল । তদুৎপন্ন মহান অগ্নি অতি
ভীষণ হইয়া উঠিল । তখন সুরগণ সেই
অগ্নিকে বলিলেন,—জল জ্যেষ্ঠতম এবং
আশ্লিষ্ট আদি বলিয়া বিদিত । জলের
আবার সমুদ্রই জ্যেষ্ঠ, অতএব আপনি

তত্রাপ্যাপান্ধতিঃ জ্যেষ্ঠঃ সমুদ্রমশনঃ কুরু ।
যথৈব তু বয়ং ক্রমো গচ্ছ ভুজ্জ, যথাসুখম্ ।
ব্রহ্মোবাচ ।

অনলস্তমরানাহ আপস্তত্র কথং ব্রহ্ম ।
ব্রজেয়ং যদি মাং তত্র প্রাপয়ন্ত্যদকং মহৎ ॥
ভবন্ত এব তেহপ্যাহঃ কথং তেহয়ে গতির্ভবেৎ
অগ্নিরপ্যাহ তান্দেবানকস্তা মাং গুণশালিনী
হিরণ্যকলশে স্থাপ্য নয়েদ্যত্র গতির্মম ।
তন্ত তদ্বচনং ব্রহ্মা কস্তামুচুঃ সরস্বতীম্ ॥ ২০৪
দেবা উচুঃ ।

নয়েনমনলঃ শীঘ্রং শিরসা বরুণালয়ম্ ॥ ২০৫
ব্রহ্মোবাচ ।
সরস্বতী সুরানাহ নৈকা শক্তা চ ধারণে ।
যুক্তা চতস্তভিঃ শীঘ্রং বহেয়ং বরুণালয়ম্ ॥ ২০৬
সরস্বত্যা বচঃ ব্রহ্মা গন্ধারক যমুনাঃ তথা ।
নর্মদাং তপতীঃ চৈব সুরাঃ প্রোচুঃ পৃথক্পৃথক্

তাহাকেই ভক্ষণ করুন । আমরা যেদ্রুপ বলি-
তেছি, আপনি তথায় গিয়া তাহাকে যথাসুখে
ভোজন করুন ৷১৮৩—২০১৷ ব্রহ্মা বলিলেন,
—অগ্নি দেবগণকে কহিলেন,—যেখানে
জল আছে, সেখানে আমার অবস্থান হইবে
কিরূপে ? আমি তথায় গমন করিলে,
আপনারা হয়ত আমার মহাজলে প্লাবিত
করিবেন । দেবগণ বলিলেন,—হে অগ্নি !
তবে তথায় তোমার গতি হইবে কিরূপে ?
অগ্নি বলিলেন,—কোন গুণশালিনী কস্তা
আমায় স্বর্ণকলসে স্থাপন করিয়া যদি তথায়
লইয়া যায়, তাহা হইলে আমি যাইতে পারি ।
দেবগণ তাহার সেই কথা শুনিয়া কস্তা
সরস্বতীকে বলিলেন,—তুমি এই অগ্নিকে শীঘ্র
বরুণালয়ে লইয়া যাও । ব্রহ্মা বলিলেন,—
সরস্বতী বলিলেন,—আমি একা ইহাকে ধারণ
করিতে সক্ষম নহি । অতএব আর চারিজনে
মিলিয়া ইহাকে শীঘ্র শীঘ্র বরুণালয়ে লইয়া
যাইতে পারি । সুরগণ সরস্বতীর সেই
কথায় গন্ধা, যমুনা, নর্মদা ও তপতীকে
সমুদ্রে অগ্নি লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ

ভাতিঃ সমবিতোবাহ হিরণ্যকলশেহনলম্ ।
সংস্থাপ্য শিরসা ধার্য্য তা জঘূর্বকণালয়ম্ ॥ ২০৮
সংস্থাপ্য যত্র দেবেশঃ সোমনাথো জগৎপতিঃ
অধ্যাস্তে বিবুধৈঃ সাক্ষিঃ প্রভাসে শশিভূষণঃ ॥
প্রাপন্ন্যামানুরনলং পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতি ।
অধ্যাস্তে চ মহানগ্নিঃ পিবন বারি শনৈঃ শনৈঃ
ততঃ সুরগণাঃ সর্গে শিবমুচুঃ সুরোত্তমম্ ॥ ২১১
দেবা উচুঃ ।

অস্থাক পাবনং ব্রহ্মি অস্মাকঞ্চ গবাং তথা ।
ব্রহ্মোবাচ ।

শিবঃ প্রাহ তদা সর্কান গজায়াশ্চুতা যত্নতঃ ।
দেবাশ্চ গাবস্তং পাপান্মুচ্যস্তে নান্ন সংশয়ঃ ॥
প্রকালিতানি চান্মীন ঋষিদেহভবান্মুথ ।
তানি প্রকালনাদেব তত্র প্রাপ্তানি পুততাম্ ॥
যত্র দেবা মুক্তপাপান্ততীর্থং পাপনাশনম্ ।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ ব্রহ্মহত্যাভিনাশনম্ ॥ ২১৫

করিলেন। সরস্বতী তখন তাহাদিগের
সহিত একযোগে স্বর্ণকলসস্ব অগ্নিকে মস্তকে
রাখিয়া সমুদ্রোত্তিস্থে চলিলেন। যেখানে
জগৎপতি সোমনাথ শশিভূষণ বিবুধগণ
সহ অবস্থান করিতেছেন, সেই প্রভাস-
ক্ষেত্রে তাঁহারা তখন অগ্নিকে লইয়া
আসিলেন। সেই সরস্বতীপ্রমুখ পঞ্চনদীও
সেইখানে বিষ্ণুম করিলেন। প্রবল অগ্নি
সেইখানে থাকিয়া ধীরে ধীরে জলপান
করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ
শিবকে বলিলেন,—দেব! দধীচির অস্থি-
সমূহের, আমাদের এবং গোগণের পবিত্রতা
হইবে কিরূপে? বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—
তখন শিব তাঁহাদিগকে কহিলেন,—দেব-
গণ ও গোগণ সকলেই যত্নপূর্বক গজায়
অবগাহন করিলে, পাপ হইতে মুক্তি ঘটিবে,
ঋষিদেহের অস্থিসকল গজায় ধৌত করিলেই
পবিত্র হইবে। হে নারদ! দেবগণ
যেখানে পাপমুক্ত হইয়াছিলেন; তাহার নাম
পাপনাশন তীর্থ। তথায় স্নান ও দান
করিলে ব্রহ্মহত্যাভিনিত পাপ নষ্ট হয়।

গবাঞ্চ পাবনং যত্র গোতীর্থং তদ্বদাহতম্ ।
তত্র স্নানায়ত্নাবুদ্বিগোমেধকলমাপুয়াৎ ॥ ২১৬
যত্র তদব্রাহ্মণাশ্বীন আসন পুণ্যানি নারদ ।
পিতৃতীর্থং তু বৈ ক্ষেয়ং পিতৃণাং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥
ভস্মাঙ্ঘনধরোমাণি প্রাণিনো যস্ত কর্ত্তিৎ ॥
তত্র তীর্থে সংক্রমেয়ং যাবচ্চন্দ্রার্কভারকম্ ॥
সর্গে বাসো ভবেদ্যস্ত অপি দৃষ্টতকর্ষণঃ ।
তথা চক্রেবরাভীখাল্লীনি তীর্থানি নারদ ॥
ততঃ পুতাঃ সুরগণা গাবঃ শত্ৰুমখাক্রবন্ ॥
গোমুরা উচুঃ ।

যামঃ স্ব সমধিষ্ঠানমত্র-স্বর্ঘ্যঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
অগ্নিন স্থিতে দিনকরে সুরাঃ সর্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ
ভবেয়ুর্জগতামীশ তদব্রহ্মাত্মমর্হসি ।
স্বর্ঘ্যো হ্যাত্মান্ত জগতস্তস্মৈবশ্চ সনাতনঃ ॥
দিবাকরো দেবময়স্তাত্মাভিঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।

গোগণ যথায় পবিত্র হইয়াছিল, তাহার নাম
গোতীর্থ। এখানে স্নান করিলে, গোমেধ-
কল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে নারদ!
যেখানে দধীচির অস্থি সকল পুত হইয়াছিল,
তাহার নাম পিতৃতীর্থ। ইহা পিতৃগণের
প্রীতিবর্দ্ধন। এই তীর্থে যদি কোন মৃত
প্রাণীর ভস্ম, অস্থি, নখ, বা রোম কোনরূপে
নিপতিত হয়, তবে সে প্রাণীর যাবৎ-চন্দ্র-
দিবাকর স্বর্গে বাস হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি
অতি দৃষ্টতী হইলেও স্বর্গবাস নিশ্চিত। হে
নারদ! চক্রেবর তীর্থ হইতে আরম্ভ
করিয়া তিনটা তীর্থেই ঐ সকল কল হয়।
অনন্তর সুরগণ ও গোগণ পুত হইয়া শত্ৰুকে
বলিলেন,—এখানে স্বর্ঘ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া
রহিলেন। আমরা একপে স্ব স্ব স্থানে
প্রস্থান করি। দিনকর এইখানে অবস্থান
করিলে, সমস্ত দেবই প্রতিষ্ঠিত হইবেন।
অতএব হে ঈশ! আমাদের একপে
যাইতে অস্বয়তি করুন। স্বর্ঘ্য এই জল-
তের সনাতন আশ্রয়। দিবাকরই সর্ববৈবো-
পয়; তাঁহাকে আমরা এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত

যত্র গঙ্গা জগদ্ধাত্রী যত্র বৈ ত্র্যম্বকঃ স্বয়ম্ ।
সুৰবাসঃ প্রতিষ্ঠানং ভবেদযত্র চ ত্র্যম্বকম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

আপূচ্ছ্য পিঙ্গলাদং তং সুৱাঃ স্বং সদনং যযুঃ
পিঙ্গলাঃ কালপর্যায়ৈ স্বৰ্গং জম্বুরধাক্ষয়ম্ ॥২২
পাদপানান্ পরং বিপ্রঃ পিঙ্গলাদঃ প্রতাপবান্ ।
ক্ষেত্রাধিপত্যে সংস্থাপ্য পূজয়ামাস শঙ্করম্ ॥

দধীচিসুহৃদুর্নিক্রান্তেজা
অবাপ্য ভার্য্যাং গোতমাস্ত্রাজাঞ্চ ।

পুত্রানথাবাপ্য শ্রিয়ং যশশ্চ
সুহৃজ্জনৈঃ স্বৰ্গমবাপ ধীরঃ ॥ ২২৫

ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং পিঙ্গলেশ্বরমুচ্যতে ।
সৰ্বকৃতকলঃ পুণ্যং সুরগাদঘনাশনম্ ॥ ২২৭
কিং পুনঃ স্নানদানাত্যামাদিত্যন্ত তু দর্শনাৎ ।
চক্রেস্বরঃ পিঙ্গলেশো দেবদেবস্ত নামনী ॥ ২২৭
সরহস্তং বিদিত্বা তু সৰ্বকামানবাধুয়াৎ ।

করিলাম্ । যেখানে জগদ্ধাত্রী গঙ্গা ও স্বয়ং
জিলোচন অবস্থিত, তথায় সমস্ত দেবেরই
অধিষ্ঠান হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—পিঙ্গ-
লাদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া সুরগণ স্বধামে
প্রস্থান করিলেন। কালক্রমে সেই সকল
পিঙ্গল বৃক্ষ অক্ষয় স্বৰ্গ লাভ করিল। প্রতাপ-
বান্ পিঙ্গলাদ বিপ্র কোন পাদপপ্রধান
পিঙ্গলকে ক্ষেত্রাধিপত্যে স্থাপন করিয়া শঙ্ক-
রের পূজা করিতে লাগিলেন। মহাতেজা
দধীচিনন্দন গোতমাস্ত্রাজার পাণিপীড়ন
করিয়া পরে পুত্র, জী, ও যশোলাভ করত
অস্ত্রে সুহৃৎ জন সহ স্বৰ্গধামে উপনীত হই-
লেন। তখন হইতে সেই তীর্থ পিঙ্গলেশ্বর
নামে অভিহিত হইল। এই তীর্থের সুরগ-
মাজ্জেই সমস্ত যজ্ঞকল লাভ হয় ও নিখিল
পাপ বিদূরিত হইয়া যায়। পরন্তু এই তীর্থ-
দর্শনে এবং এখানে স্নানদান করিলে, যে
কি অধিক কল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বলাই
বাছল্য। পিঙ্গলেশ, চক্রেস, এই দুটা দেব-
দেবের নাম। যে জন সরহস্ত এই বৃক্ষান্ত
সিদ্ধি হইয়া, তাহার সৰ্বকামপ্রাপ্তি হইয়া

স্বয়ং চ প্রতিষ্ঠানাং সুৰবাসে প্রতিষ্ঠিতো ॥
প্রতিষ্ঠানং তু তৎক্ষেত্রং সুৱাণামপি ব্রহ্মতম্ ॥
ইতীদমাখ্যানমতীব পুণ্যং
পঠেত বা যঃ শৃণুয়াৎ স্মরেৎবা ।
স দীর্ঘজীবী ধনবান্ ধর্ম্মযুক্ত
শাস্ত্রে স্মরন শত্ৰুযুগৈতি নিত্যম্ ॥ ২২৯
ইতি শ্রীব্রাহ্মে চক্রেস্বরপিঙ্গল-তীর্থবর্ণনং নাম
দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

নাগতীর্থমিতি খ্যাতং সৰ্বকামপ্রদং শুভম্ ।
যত্র নাগেশ্বরো দেবঃ শৃণু তস্তাপি বিস্তরম্ ॥১
প্রতিষ্ঠানপুরে রাজা শূরসেন ইতি শ্রুতঃ ।
সোমবংশভবঃ শ্রীমানমতিমান্গুণসাগরঃ ॥ ২
পুত্রার্থং স মহাযত্নমকরোৎ প্রিয়য়া সহ ।
তস্ত পুত্রশ্চিরাদাসীৎসর্পো বৈ ভীষণাকৃতিঃ ॥৩

থাকে। স্বর্ঘ্যের প্রতিষ্ঠায় এবং সুরগণের
অধিষ্ঠানে এই ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠান নামে অভি-
হিত। ইহা সুরগণের একান্তই প্রিয়। যে
ব্যক্তি এই অতি পুণ্যতম আখ্যান পাঠ
করে, শ্রবণ করে বা স্মরণ করে, সে দীর্ঘ-
জীবী, ধনবান ও ধার্মিক হইয়া অন্তকালে
শিঃ স্মরণে নিত্যপদ প্রাপ্ত হয় ॥২০২—২২৯॥
দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশাধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত শুভ নাগ-
তীর্থ সৰ্বকামপ্রদ। এই তীর্থে স্বয়ং নাগেশ্বর
দেব বিরাজিত। হে নারদ! ইহার বিব-
রণ শ্রবণ কর। শুনিয়াছি, পুরাকালে প্রতি-
ষ্ঠানপুরে শূরসেন নামে সোমবংশীয় জনৈক
গুণাকর শ্রীমান, মতিমান রাজা ছিলেন।
তিনি পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রিয়াক্ষয় বহুব-
করিলেন। অনন্তর এক ভীষণাকার নাগ

পুত্রং তং গোপয়ামাস শূরসেনো মহীপতিঃ ।
 রাজ্ঞঃ পুত্রঃ সৰ্প ইতি ন কশ্চিদ্ভিন্দতে জনঃ ॥৪
 অন্তর্কর্ত্তী পরো বাপি মাতরং পিতরং বিনা ।
 ধাত্রেয়্যপি ন জানাতি নামাতো ন পুরোহিতঃ
 তং দৃষ্ট্বা ভীষণং সৰ্পং সভার্যো নৃপসত্তমঃ ।
 সন্তাপং নিত্যমাপ্নোতি সর্পাদ্বরমপুত্রতা ॥ ৬
 এতদন্তি মহাসর্পো বস্তি নিত্যং মনুষ্যবৎ ।
 স সৰ্পঃ পিতরং প্রাহ কুরু চূড়ামপি ক্রিয়াম্ ॥ ৭
 তথোপনয়নঞ্চাপি বেদাধ্যয়নমেব চ ।
 যাবদেদং ন চাধীতে তাবচ্ছূদ্রসমো দ্বিজঃ ॥ ৮
 ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছূদ্রা পুত্রবচঃ শূরসেনোহতিদুঃখিতঃ ।
 ব্রাহ্মণং কঞ্চনানীয সংস্কারাদি তদাকরোৎ ।
 অধীতবেদঃ সর্পোহপি পিতরং চাত্রবীদ্ধিদম্ ॥৯
 সর্প উবাচ ।

বিবাহং কুরু মে রাজন্ স্ত্রীকামোহং নৃপোত্তম

ভাঁহার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইল। মহীপতি
 শূরসেন সেই পুত্রকে গোপনে রাখিলেন।
 রাজার পুত্র একটা সর্প, ইহা পিতামাতা
 ব্যতীত কি বাহিরের, কি ভিতরের কোন
 লোকই জানিতে পারিল না। অমাত্য-
 পুরোহিত এমন কি ধাত্রীর পর্য্যন্ত এ সংবাদ
 অবিদিত রহিল। রাজা সেই ভীষণ সর্প
 দেখিয়া ভাৰ্য্যার সহিত নিতাই সন্তপ্ত হইতে
 লাগিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন,
 এই সর্প না হওয়া অপেক্ষা আমাদের
 অপুত্রতাই ভাল ছিল। এই ত মহাসর্প
 রহিয়াছে, এ আবার মনুষ্যের স্তায় কথা
 কহে। তখন সত্য সত্যই সেই সর্প পিতাকে
 কহিল,—আপনি আমার চূড়াকরণ, উপনয়ন
 ও বেদাধ্যয়নের আয়োজন করুন। কেননা,
 যতদিন না বেদাধ্যয়ন করা হয়, দ্বিজাতি
 ততদিন শূদ্রতুল্যই থাকেন। ব্রহ্মা বলি-
 লেন,—রাজা শূরসেন পুত্রের এই কথা
 শুনিয়া অতীব হৃৎখিত হইলেন এবং কোন
 এক ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাহার সংস্কারাদি
 করাইলেন। সর্প বেদাধ্যয়ন করিয়া পিতাকে

অন্তথাপি চ কৃত্যন্তে ন সিধ্যোদিত্তি মে মতিঃ ।
 জনয়িত্বান্নজান বেদবিধিনাখিলসংস্কীতঃ ।
 ন কুর্ধ্যাদযঃ পিতা তন্ত নরকানন্তি নিরুতিঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

বিস্মিতঃ স পিতা প্রাহ সূতঃ তম্বরগাকৃতিম্ ।

শূরসেন উবাচ ।

যন্ত শব্দাদপি ত্রাসং যাস্তি শূরাশ্চ পুরুষাঃ ।

তস্মৈ কন্তাং তু কো দত্তান্দদ পুত্র করোমি কিম্
 ব্রহ্মোবাচ ।

তৎপি তুর্বচনং জ্ঞাত্বা সর্পঃ প্রাহ বিচক্ষণঃ ॥ ১৪
 সর্প উবাচ ।

বিবাহা বহবো রাজন্ রাজ্ঞাঃ সন্তি জনেশ্বর ।

প্রসঙ্গাহরণঞ্চাপি শাস্ত্রৈর্বেবাহ এব চ ॥ ১৫

জাতে বিবাহে পুত্রস্ত পিতাসৌ কৃতকৃৎসবেৎ ।
 নো চেদত্রৈব গঙ্গায়ঃ মরিস্যে নাত্র সংশয়ঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তৎপুত্রনিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা অপুত্রো নৃপসত্তমঃ ।

বলিল,—রাজন্! আমি স্ত্রীকামী হইয়াছি,
 আমার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করুন।
 কেননা, বিবাহ না হইলে, পিতার কার্য্য
 সিদ্ধ হয় না; ইহাই আমার ধারণা। যে
 পিতা পুত্র উৎপাদন করিয়া বেদবিধি অনু-
 সারে তাহার সমস্ত সংস্কার সম্পাদন না
 করেন, ভাঁহার নরক হইতে নিরুতি ঘটে
 না। ১—১১। ব্রহ্মা বলিলেন,—পিতা বিস্মিত
 হইয়া সেই সর্পাকার পুত্রকে বলিলেন,—যাহার
 নাম শ্রবণে বীরপুরুষেরাও ত্রাসাধিত হইয়েন,
 কে ভাঁহার নিকট কন্তাদান করিবে? পুত্র!
 তুমিই বল না—আমি এ ক্ষেত্রে কি করিব?
 ব্রহ্মা বলিলেন,—পিতার কথা শুনিয়া
 বিচক্ষণ সর্প উত্তর করিল,—রাজন্! রাজ-
 গণের বিবাহ বহু প্রকার, তন্মধ্যে শতবলে
 বলপূর্ব্বক বস্ত্র হরণ করিয়া আনাও এক
 প্রকার বিবাহ। পুত্রের বিবাহ হইলে,
 পিতা কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। আমার
 যদি বিবাহ না হয়, তাহা হইলে, আমি
 নিশ্চয়ই গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করিব। ইহা

বিবাহার্থমাত্যাংস্তানাহুয়েদং বচোহব্রবীৎ ॥১৭॥
শূরসেন উবাচ।

নাগেশ্বরো মম সূতে। যুবরাজো গুণাকরঃ।
গুণবান্ মতিমান্ শূরো তুর্জয়ঃ শক্রতাপনঃ ॥১৮॥
রথে নাগে স ধনুযি পৃথিবাঃ নোপমীশতে।
বিবাহস্তস্ত কৰ্ত্তব্যো হৃৎ বুদ্ধস্তথৈব চ ॥ ১৯ ॥
রাজ্যভারং সূতে স্তস্ত নিশ্চিন্তোহহং ভবামাতঃ
ম দারসংগ্রহে যাবতাবৎ পুত্রো মম প্রিয়ঃ ॥২০॥
বালভাবং নো জহাতি তস্মাৎ সর্বেহল্লমস্ত চ
বিবাহায়াথ কুর্নস্ত যত্নং মম হিতে রতাঃ ॥ ২১ ॥
ন মে কাচিৎকদা চিন্তা কৃতোদ্বাহো যদাহুজঃ।
সূতে স্তস্তভরা যাস্তি কুতিনস্তপসে বনম্ ॥২২॥
ব্রহ্মোবাচ।

অমাত্য রাজবচনং শ্রুত্বা সর্বে বিনীতবৎ।
উচুঃ প্রাজ্ঞলয়ো হর্ষাজ্ঞানং ভূরিতেজসম্ ॥ ২৩ ॥
অমাত্য উচুঃ।

তব পুত্রো গুণজ্যেষ্ঠঃ সর্ক্স বিজ্ঞতঃ।

বলিলেন,—রাজা পুত্রের তাদৃশ নির্দ্বন্দ্ব
জানিয়া অমাত্যদিগকে আহ্বান করিয়া
বলিলেন,—আমার পুত্র নাগেশ্বর যৌব-
রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তিনি গুণাকর,
মতিমান্, শূর, তুর্জয় ও শক্রতাপন। রথ,
নাগ ও ধনুঃপরিচালনে তাঁহার উপমার পাত্র
পৃথিবীতে কেহই নাই। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি,
আমার সেই পুত্রের এক্ষণে বিবাহ দেওয়া
কৰ্ত্তব্য। আমি পুত্রের উপর রাজ্যভার
সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইব। যতদিনে
তাঁহার দারসংগ্রহ না হয়, তাবৎকাল আমার
প্রিয় পুত্রের বাল্য-চাপলা অপনীত হইতেছে
না। অতএব আমার হিতৈষী মন্ত্রিগণ
সকলেই মৎপুত্রের বিবাহার্থ চেষ্টা করুন।
পুত্র যখন কৃতোদ্বাহ হইবে, তখন আর
আমার কোনই চিন্তা থাকিবে না। কুতী
লোকেরা পুত্রের উপর রাজ্যভার স্তস্ত
করিয়া তপস্কার্থ বনগমন করিয়া থাকেন।
ব্রহ্ম বলিলেন,—অমাত্যগণ রাজবাচ্য শ্রবণ
করিয়া সজ্জলি বহনপূর্বক বিনীতভাবে

বিবাহে তব পুত্রস্ত কিং মন্ত্যঃ কিম্ চিন্ত্যতে
ব্রহ্মোবাচ।

অমাত্যেযু তথোক্তেযু গম্ভীরো নৃপসন্তমঃ।
পুত্রঃ সর্পঃ স্মাশ্যানাং ন চাখ্যাতি ন তে বিদ্বঃ
রাজা পুনস্তানুবাচ কা স্মাৎ কস্তা গুণাধিকা।
মহাবংশভবঃ স্রীমান কো রাজা স্তাদ্গুণাশ্রয়ঃ।
সদ্ব্যযোগ্যঃ শূরশ্চ যৎসদ্ব্যঃ প্রশস্ততে।
তদ্রাজবচনং শ্রুত্বা অমাত্যানাং মহামতিঃ ॥২৭॥
কুলীনঃ সাধুরত্যস্তঃ রাজকর্ধ্যাহিতে রতঃ।
রাজ্যো মতিং বিদিত্বা তু ইঙ্গিতজ্ঞোহব্রবীদিদম্
অমাত্য উবাচ।

পূর্বদেশে মহারাজ বিজয়ো নাম ভূপতিঃ।
বাজিবারণরত্নানাং যস্ত সংখ্যা ন বিজ্ঞতে ॥২৯॥
অষ্টৌ পুত্রো মহেধ্বাসা মহারাজস্ত ধীমতঃ।

সহর্ষে বলিলেন,—রাজন! আপনি সর্ক্স
বিজ্ঞত; আপনার যখন পুত্র, তখন নিশ্চয়ই
তিনি গুণজ্যেষ্ঠ। সূতরাং তাঁহার বিবাহের
জন্ত বিশেষ মন্ত্রণা করিবার আবশ্যক কি
আছে? ১২-২৪। ব্রহ্ম বলিলেন,—অমাত্য-
গণ এই কথা কহিলে, রাজা গম্ভীরভাবে
রহিলেন। তাঁহার পুত্র যে একটা সর্প, সে কথা
অমাত্যদিগকে বলিলেন না। অমাত্যগণও
সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। রাজা সে
বিষয় গোপন করিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায়
বলিলেন,—কোথায় একটা গুণাধিকা কস্তা
পাওয়া যাইবে? ঐহার সহিত সদ্ব্য করিলে
আমার বংশগৌরবের হানি না হয়, যিনি
মহাবংশে জন্মিয়াছেন, এবং ঐহার লক্ষ্মী,
ভাগ্য, শৌর্য ও গুণ বিস্তারিত, এ ছেন
কোন রাজা আছেন, যাহার সহিত আমি
সদ্ব্য স্থাপন করিতে পারি? রাজার সেই
কথা শুনিয়া রাজসংসারের হিতৈষী কোন
এক সাধুচরিত্র সংকুলজাত কুলীন অমাত্য
রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন,—
মহারাজ! পূর্বদেশে বিজয় নামে এক
ভূপতি আছেন। তাঁহার অর্থ, গজ ও
রত্ন যে কত আছে, তাহার ইংদা নাই।

তেষাং খসা ভোগবতী সাক্ষাৎস্মারিবাপরা ।

তব পুত্রস্ত যোগ্যা সা ভাৰ্যা রাজনয়োদিতা ॥

ব্রজোবাচ ।

বুদ্ধামাত্যবচঃ শ্রুত্বা রাজা তং প্রত্যভাষত ॥৩১

রাজোবাচ ।

সুতা তন্তু কথং মেহন্ত সুতন্তু স্তাৰদন্ত তৎ ॥

বুদ্ধামাত্য উবাচ ।

লক্ষিতোহসি মহারাজ যন্তে মনসি বৰ্ত্ততে ।

যক্ষুরসেন রুত্যাঃ স্তাদনুজানীহি মাং ততঃ ॥৩২

ব্রজোবাচ ।

বুদ্ধামাত্যবচঃ শ্রুত্বা ভূষণাচ্ছাদনোক্তিভিঃ ।

সম্পূজ্য প্রেষয়ামাস মহত্যা সেনয়া সহ ॥ ৩৪

স পূৰ্ব্বেদেশমাগত্য মহারাজং সমেত্য চ ।

সম্পূজ্য বিবিধৈবাক্যৈরুপায়ৈর্নীতিসম্ভবৈঃ ॥ ৩৫

মহারাজস্তত্যাশ্চ ভোগবত্যা মহামতিঃ ।

শূরসেনস্ত নৃপতেঃ স্থনোৰ্ণাগস্ত ধীমতঃ ॥ ৩৬

বিবাহায়াকরোৎসঙ্ঘিঃ মিথ্যামিথ্যাবচোক্তিভিঃ

সেই ধীমান্ মহারাজের আটটি পুত্র, সকলেই মহাধনুর্ধর । তাঁহাদিগের একটি ভগিনী আছে, তাহার নাম ভোগবতী । কন্তাটি যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী । রাজন্! আমি মনে করি, সেই কন্তাই আপনার পুত্রের যোগ্য ভাৰ্যা । ব্রজা বলিলেন,—বুদ্ধ অমাত্যের কথা শুনিয়া রাজা প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—সেই বিজয়-রাজের কন্তা আমার পুত্রের ভাৰ্যা হইবে কিরূপে, তাহার উপায় বলুন? বুদ্ধ অমাত্য কহিলেন,—মহারাজ! আপনি মনে মনে যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিয়াছি । এক্ষণে আমার কর্তব্যসম্পাদনে অল্প-মোদন করুন । ব্রজা বলিলেন,—বুদ্ধ অমাত্যের কথা শুনিয়া রাজা ভূষণ, আচ্ছাদন ও বচন দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া বিপুল সেনাবলসহ প্রেরণ করিলেন । অমাত্য পূৰ্ব্বে-দেশে আসিয়া বিবিধ নীতিগর্ভ বাক্য ও উপায় দ্বারা মহারাজ বিজয়ের সৰ্ব্বজন্য করত তদীয় সুতা ভোগবতীর সহিত শূরসেন-রাজের পুত্র নাগেশ্বরের বিবাহার্থ

পূজয়ামাস নৃপতিং ভূষণাচ্ছাদনাদিভিঃ ॥ ৩৭

অবাপ্য পূজাং নৃপতির্দদামৌত্যবদন্তদা ।

তত আগত্য রাজেন্দ্ৰসৌ বুদ্ধামাত্যো মহামতিঃ

শূরসেনায় তদবুত্তঃ বৈবাহিকমবেদয়ৎ ।

ততো বহুতিথে কালে বুদ্ধামাত্যো মহামতিঃ

পুনর্কলেন মহতা বহ্নালঙ্কারভূষিতঃ ।

জগাম তরসা সর্কৈর্যন্তোশ্চ সচিবৈর্বৃতঃ ॥ ৪০

বিবাহায় মহামাত্যো মহারাজায় বুদ্ধিমান্ ।

সৰ্বং প্রোবাচ বুদ্ধোহসাবমাত্যঃ সচিবৈর্বৃতঃ ॥

বুদ্ধামাত্য উবাচ ।

অজাগন্তুঃ ন চায়াতি শূরসেনস্ত ভূপতেঃ ।

পুত্রো নাগ ইতি খ্যাতো বুদ্ধিমান্ গুণসাগরঃ ॥

ক্ষত্রিয়াণাং বিবাহাশ্চ ভবেয়ূর্বহধা নৃপ ।

তন্মাচ্ছত্রৈরলঙ্কারৈর্কিবাধঃ স্তায়হামতে ॥ ৪৩

ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব সত্য্যঃ বাচঃ বদন্তি হি ।

তন্মাচ্ছত্রৈরলঙ্কারৈর্কিবাহন্তুঃ সত্যমমৃত্যাম্ ॥ ৪৪

সদৃশ স্থির করিলেন এবং ভূষণ, আচ্ছাদন ও প্রচুর মিথ্যা বাক্যে নরপতির প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন করিলেন । ২৫—৩৭ । নরপতি, রাজামাত্যের নিকট বহুল সম্মান ও সমাদর পাইয়া কন্তাদান করিতে সম্মত হইলেন । তখন মহামতি বুদ্ধামাত্য প্রত্যাবর্তন-পূৰ্ব্বক শূরসেনের নিকট সেই বৈবাহিক বৃত্তান্ত আশ্রোপাণ্ড নিবেদন করিলেন । অনন্তর বহুকাল পরে সেই বুদ্ধ অমাত্য বহ্নালঙ্কারে বিভূষিত ও অস্তান্ত সচিবগণে পরিবৃত হইয়া মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে পুনর্দ্বার বিবাহ প্রস্তাব লইয়া মহারাজ বিজয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন । বুদ্ধ অমাত্য বলিলেন,—শূরসেন, ভূপতির পুত্র বুদ্ধিমান্ গুণাকর নাগ, এখানে আসিতে আনঙ্কুহ । হে নৃপ! ক্ষত্রিয়গণের বিবাহ অনেক প্রকারে হয় । হে মহামতে! শস্ত্র এবং অলঙ্কারের সহিতও বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে । সুতরাং ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণগণ সৰ্ব্বদা সত্য-বাক্যই বলিয়া থাকেন, এই বিবাহে আসনি শস্ত্র এবং অলঙ্কারের সহিতই আসিবার

ব্রহ্মোবাচ ।

বুদ্ধামাত্যবচঃ শ্রদ্ধা বিজয়ো রাজসত্তমঃ ।
 মেনে বাক্যং তথা সত্যমমাত্যং ভূপতিং তদা ॥
 বিবাহমকরোজাজ্ঞা ভোগবত্যাঃ সবিস্তরম্ ।
 শস্ত্রেণ চ যথাশাস্ত্রং প্রেষয়ামাস তাং পুনঃ ॥৪৬
 স্বানমাত্যাংস্তথা গাশ্চ হিরণ্যতুরগাদিকম্ ।
 বহু দ্বাধা বিজয়ো হর্ষণে মহতা যুতঃ ॥ ৪৭
 তামাদায়াধ সচিবা বুদ্ধামাত্যপুৰোগমাঃ ।
 প্রতিষ্ঠানমথাভ্যেত্য শূরসেনায় তাং স্মৃষাম্ ॥
 স্তবেদয়ঃস্তথোচ্চুস্তে বিজয়স্ত বচো বহু ।
 ভূষণানি বিচিত্রাণি দাস্তো বস্ত্রাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৪৮
 নিবেন্ত শূরসেনায় কৃতকৃত্য বভূবিরে ।
 বিজয়স্ত তু যেহমাত্যা ভোগবত্যা সহাগতাঃ ॥
 তান্ পূজয়িত্বা রাজাসৌ বহুমানপুরঃসরম্ ।
 বিজয়ায় যথা প্রীতিস্তথা কৃত্বা ব্যসজ্জয়ৎ ॥ ৪৯

কস্তার বিবাহে অনুমোদন করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—বুদ্ধ আমাত্যের কথা শুনিয়া রাজা বিজয় তাঁহার কথা সত্য বলিয়া মনে করিলেন এবং অস্ত্রের সহিতই কস্তা ভোগবতীর বিবাহ দিয়া আমাত্যের সহিত তাঁহাকে স্বামিগৃহে পাঠাইলেন । কস্তার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিজয় দ্রষ্ট হইয়া স্বীয় অমাত্যদিগকে এবং গো, হিরণ্য, ও অশ্বাদি প্রচুর যৌতুক প্রেরণ করিলেন । বুদ্ধ অমাত্য প্রভৃতি বরপক্ষীয়েরা সেই নববধু লইয়া প্রতিষ্ঠান পুরে আগমনপূর্বক শূরসেনার নিকট নিবেদন করিলেন এবং বিজয়রাজ যে সকল কথা করিয়াছেন, তৎসমস্ত কহিলেন, এবং তিনি যে সকল বিচিত্র ভূষণ, দাসদাসী ও বস্ত্রাদি প্রেরণ করিয়াছেন, সে সকলও রাজসমীপে প্রদানপূর্বক কৃতকৃত্য হইলেন । কস্তা ভোগবতীর সহিত বিজয়রাজের যে সকল অমাত্য আসিয়াছিলেন, রাজা শূরসেনা তাহাদিগকে বহুমানপুরঃসর সংকৃত করিয়া বিদায় দিলেন । বিজয়রাজের যাহাতে প্রীতি হয়, তাঁহার লোকজনের সহিত শূরসেনা সেইরূপ ব্যবহারই করিলেন । অনন্তর

বিজয়স্ত স্মৃতা বালা রূপযৌবনশালিনী ।

বজ্রবত্তরয়োনিভ্যঃ শুক্রবন্তী স্মৃমধ্যমা ॥ ৫২
 ভোগবত্যাশ্চ যো ভর্তা মহাসর্পোহতিভীষণঃ ।
 একান্তদেশে বিজনে গৃহে রত্নসুশোভিতে ॥
 সুগন্ধকুসুমাকৌর্ণে তত্রাস্তে স্মৃশীতলে ।
 স সর্পো মাতরং প্রাহ পিতরঞ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৪
 মম ভার্যা রাজপুত্রী কিং মাং নৈবোপসর্গতি ।
 তৎপুত্রবচনং শ্রদ্ধা সর্পমাতেন্দমব্রবীৎ ॥ ৫৫

রাজপত্ন্যুবাচ ।

ধাত্রিকে গচ্ছ স্মভগে শীঘ্রং ভোগবতীং বদ ।
 তব ভর্তা সর্প ইতি ততঃ সা কিং বদিস্যতি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ধাত্রিকা চ তথেষ্টাক্ষা গতা ভোগবতীং তদা ।
 রহোগতা উবাচৈদং বিনীতবদপূর্ববৎ ॥ ৫৭

ধাত্রিকোবাচ ।

জানেহহং স্মভগে ভদ্রে ভর্তারং তব দৈবতম্
 ন চাখ্যেয়ং ত্বয়া কাপি সর্পো ন পুরুষো জবম্

রূপ-যৌবনশালিনী বিজয়স্মৃতা স্বামি-গৃহে থাকিয়া সর্বদাই বজ্র ও শুক্রের শুক্রবা করিতে লাগিলেন । ভোগবতীর যিনি ভর্তা, তিনি এক অতি ভীষণ সর্প । ঐ মহাসর্প গৃহের এক রত্নমণ্ডিত, সুগন্ধকুসুমময়, স্মৃশীতল নির্জল প্রদেশে অবস্থান করিত । সেই সর্প প্রত্যহই তাঁহার মাতাকে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল—মাতঃ ! আমার ভার্যা রাজপুত্রী আমার নিকট কেন আগমন করে না ? পুত্রের সেই কথা শুনিয়া তাহার মাতা তদীয় ধাত্রীকে বলিলেন,—স্মভগে ! তুমি যাও, গিয়া ভোগবতীকে বল যে, তোমার ভর্তা একটা সর্প । এই সংবাদ বলিলে, সে কি বলে, তাহা শুনা যাইবে । ৩৮—৫১ । ব্রহ্মা বলিলেন,—ধাত্রিকা সে প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া ভোগবতীর নিকট গমনপূর্বক নির্জনে বিনয়ের সহিত তাঁহার নিকট ঐ অপূর্ব কথা বলিল । ধাত্রিকা কহিল,—হে ভদ্রে ! জানি, আমি তোমার ভর্তা মাহুষ নহেন ; তিনি দেবতা ; পরন্তু তিনি সর্পাভি ; তুমি এ কথা

ব্রহ্মোবাচ ।

তস্তাস্তবচনং ব্রহ্মা ভোগবত্যা ব্রবীদম্ ॥ ৫৯

ভোগবত্যাচ ।

মানুষ্যীণাং মনুষ্যো হি ভর্তা সামান্ততো ভবেৎ
কিং পুনর্দেবজাতিস্ত ভর্তা পুণ্যেন লভ্যাতে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ভোগবত্যা তদ্বাক্যং সা চ সৰ্বং স্তবেদয়ৎ ।

সর্গায় সর্গমাত্রে চ রাজ্যে চৈব যথাক্রমম্ ॥ ৬১

করোদ রাজাতদ্বাক্যাস্মুদ্বাতাং কশ্যণোগতিম্ ।

ভোগবত্যাপি তাং প্রাহ উক্ত পূৰ্ণা পুনঃ সখীম্

ভোগবত্যাচ ।

কাস্তং দর্শয় ভদ্রে তে বৃথা যাতি বয়ো মম ॥ ৬৩

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ সা দর্শয়ামাস সর্গং তমতিভীষণম্ ।

অগন্ধকুসুমাকীর্ণে শয়নে সা রহোগতা ॥ ৬৪

তং দৃষ্ট্বা ভীষণং সর্গং ভর্তারং রত্নভূষিতম্ ।

কৃতাজলিপুটা বাব্যমবদৎ কাস্তমঞ্জসা ॥ ৬৫

ভোগবত্যাচ ।

ধস্তাস্মানুগৃহীতাস্মি যস্তা মে দৈবতং পতিঃ

কোথাও প্রকাশ করিও না ব্রহ্মা বলিলেন,—

ভোগবতী বলিলেন,—সাধারণতঃ মানুষী-

দিগের ভর্তা মনুষ্যই হয়, পরন্তু পুণ্যবশতই

দেবযোনি-ভর্তা লাভ হইয়া থাকে । ব্রহ্মা

বলিলেন,—ধাত্রিকা সর্গ, সর্গমাতা ও সর্গ-

পিতার নিকট ভোগবতীর সেই সকল কথা

ক্রমে নিবেদন করিল । কিন্তু রাজা সেই

কথায় কশ্মের গতি অরণ করিয়া রোদন

করিলেন । এদিকে ভোগবতী তাঁহার

পূর্বপরিচিতিা সখীর নিকট একদিন কহি-

লেন,—ভদ্রে ! আমার বয়স বৃথা যাইতেছে,

আমার কাস্তকে একবার দেখাও । ব্রহ্মা

বলিলেন,—অনন্তর সেই সখী তাঁহাকে

তখন সেই অতি ভীষণ সর্গ প্রদর্শন করিল ।

ভোগবতী নির্জনে থাকিয়া অগন্ধ কুসুমা-

কীর্ণ শয়নে সেই ভীষণাকার সর্গভর্তাকে

সম্বর্শন করিয়া কৃতাজলিকরে কাস্তকে বলি-

লেন,—আমি দেবপতি পাইয়াছি ; সুতরাং

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তা শয়নে স্থিতা তং সর্গং সর্গভাবনৈঃ ।

খেলয়ামাস তবঙ্গী গীতৈশ্চৈবাক্সসঙ্গমৈঃ ॥ ৬৭

অগন্ধকুসুমৈঃ পানৈস্তোষণায়ামাস তং পতিম্ ।

তস্তাশ্চৈব প্রসাদেন সর্গস্তাভূৎ স্মৃতির্নুনে ।

স্মৃদ্বাসৰ্বদৈবরুতং রাত্রৌ সর্গোহব্রবীৎ প্রিয়াম্ ॥

সর্গ উবাচ ।

রাজকস্তাপি মাং দৃষ্ট্বা ন ভীতাসি কথং প্রিয়ে ॥

সোবাচ দৈববহিতঃ কোহতিক্রমিতুমীশ্বরঃ ।

পতিরেব গতিঃ স্ত্রীণাং সৰ্বদৈব বিশেষতঃ ॥ ৬৯

ব্রহ্মোবাচ ।

অদ্বৈতি হৃষ্টস্তামাহ নাগঃ প্রহসিতাননঃ ॥ ৭০

সর্গ উবাচ ।

তুষ্টোহস্মি তব ভক্ত্যাহঃ কিং দদামি

তবেপিতিম্ ।

তব প্রসাদাচ্চার্কজি সৰ্বস্মৃতিরভুদিয়ম্ ॥ ৭১

শণ্ডোহহং দেবদেবেন কুপিতেন পিনাকিনা ।

আমি ধস্তা ও অনুগৃহীতা হইলাম । ব্রহ্মা

বলিলেন,—এই কথা কহিয়া শয়নে অবস্থান-

পূর্বক সেই সর্গকে সর্গভাবনায়ই নানা

প্রকারে সম্বষ্ট করিলেন । তিনি গীত, বাজ

ও অঙ্গসঙ্গম দ্বারা তাহার সহিত খেলা

করিতে লাগিলেন । তাহাকে অগন্ধ কুসুম

ও পানীয় দানে আপ্যায়িত করিলেন । তখন

সেই ভোগবতীর প্রসাদে সর্গের পূর্বস্মৃতি

উপস্থিত হইল । সর্গ রাত্রিকালে দৈবরুত

সমস্ত ব্যাপার অরণ করিয়া প্রিয়াকে বলিল,

—প্রিয়ে ! তুমি রাজকস্তা হইয়াও আমাকে

দেখিয়া ভীত হইতেছ না কেন ? ভোগবতী

বলিলেন,—দৈবাবহিত ঘটনা কে অতিক্রম

করিতে পারে ? বিশেষতঃ পতিই সৰ্বদা স্ত্রী-

লোকের গতি ॥ ৫৭—৭০ ॥ ব্রহ্মা কহিলেন,—

নাগ তৎপ্রবণে হৃষ্ট হইয়া সহস্র আশ্রয় বলিল,

—আমি তোমার ভক্তিতে প্রীত হইয়াছি,

তোমায় আমি কি দান করিব, বল ? হে

চার্কজি ! তোমার প্রসাদে আমার একশ্রেণী

পূর্বস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছে । পুরাকায়ন

মহেশ্বরকরে নাগঃ শেবপুত্রো মহাবলঃ ॥ ৭২
সোহং পতিষ্ণুং ভার্য্যা নাশা ভোগবতী পুরা
উমাবাক্যাজ্জহাসোচ্চৈঃ শব্দুঃ প্রীতো রহোগতঃ
মমাপি চাগতঃ ভদ্রে হস্তঃ তদেবসঙ্গিধৌ ।
ততঃ কুপিতঃ শব্দুঃ প্রাদাচ্ছাপং মমেদৃশম্ ॥ ৭৪
শিব উবাচ ।
মন্ত্রাযোনৌ হং সর্পো ভবিতা জ্ঞানবানিতি ॥
সর্প উবাচ ।

ততঃ প্রসাদিতঃ শব্দুস্তয়া ভদ্রে ময়া সহ ।
ততশ্চোক্তং তেন ভদ্রে গৌতম্যাং মম পূজনম্
কুর্কতো জ্ঞানমাধাস্তে যদা সর্পাকৃতেন্তব ।
তদা বিশাপো ভবিতা ভোগবত্যাঃ প্রসাদতঃ
তস্মাদিদং মমাপন্নং তব চাপি শুভাননে ।
তস্মান্নীহা গৌতমীং মাং পূজাং কুরু ময়া সহ ॥

দেবদেব পিনাকী কর্তৃক আমি অভিষপ্ত
হইয়াছিলাম । আমি নাগের পুত্র মহা-
বল নাগ । পূর্বে আমি মহেশ্বর-করে অবস্থান
করিতাম । অধুনা তোমার পতি হইয়াছি ।
তুমি ভোগবতী পূর্বেও আমার ভার্য্যা
ছিলে । একদা উমার বাক্য শুনিয়া শব্দু
প্রীত হইয়া অত্যাচ হস্ত করিয়াছিলেন ।
হে ভদ্রে ! আমিও তাহাতে সেই দেব-
সঙ্গিধানে থাকিয়া হস্ত করিয়াছিলাম । তখন
শব্দু কুপিত হইয়া আমাকে এইরূপ অভি-
শাপ দিয়াছিলেন যে,—তুমি মন্ত্রা-
যোনিতে সর্প হইয়া জন্মিবে । তোমার
জ্ঞান লুপ্ত হইবে না । সর্প বলিল,—হে
ভদ্রে ! তখন আমি তোমার সহিত একযোগে
তাহাকে প্রসাদিত করিলাম । তাহাতে
তিনি বলিলেন,—যখন তুমি তোমার পত্নীর
সহিত গৌতমীতে গিয়া আমার পূজা করিবে,
তখন তোমার পত্নী ভোগবতীর আনুকূল্যে
শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে । হে
শুভাননে ! সেই জন্তই আমি সর্পাকৃতি
প্রাপ্ত হইয়াছি । এখন তুমি আমাকে
গৌতমীতীরে লইয়া গিয়া আমার সহিত
মহেশ্বরের পূজা কর । এইকপ করিলেই

ততো বিশাপো ভবিতা আবাঃ যাবশিবংপুনঃ
সর্কেষাঃ সর্কদাভীনাং শিব এব পরা গতিঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা তর্জুবচনং সা ভদ্রা গৌতমীং যযৌ ।
ততঃ স্নাত্বা তু গৌতম্যাং পূজাঞ্চক্রে শিবস্ত তু
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ দিব্যরূপং দদৌ যুনে ।
আপৃচ্ছ্য পিতরৌ সর্পো ভার্য্যা গন্তুভতঃ ॥
শিবলোকং ততো জাত্বা পিতা গ্রাহ মহামতিঃ
পিতোবাচ ।

যুবরাজ্যধরো জ্যেষ্ঠঃ পুত্র একো ভবানিতি ।
তস্মাদ্রাজ্যমশেষেণ কুদ্বোৎপাদ্য সূতান্ বহুন্
যতে ময়ি পরং ধাম ততো যাহি শিবং পুরম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা পিতৃবচস্তথেষ্ট্যাহ স নাগরাট্ ।
কামকপমবাপ্যাধ ভার্য্যা সহ সূত্রতঃ ॥ ৮০
পিত্রা মাত্রা তথা পুত্রে রাজ্যং কুত্বা সুবিস্তরম্
যাতে পিতরি স্বলোকং পুত্রান স্থাপ্য স্বকে পদে

আমি শাপমুক্তা হইব ; পরে আমরা
উভয়ে শিবপদ লাভ করিব । হে প্রিয়ে !
সংসারে সর্কদা সকলের শিবই এক-
মাত্র পরম গতি । ব্রহ্মা বলিলেন,—
উভয়ের বাক্য শুনিয়া ভোগবতী তাহাকে
লইয়া গৌতমীতে গমন করিল । অনন্তর
গৌতমী-জলে স্নান করিয়া শিবপূজা সমাধা
করিল । তখন ভগবান্ শিব প্রসন্ন হইয়া
সর্পকে দিব্যরূপ দান করিলেন । সর্পও দিব্য-
রূপ ধারণপূর্বক পিতামাতার নিকট অল্পমতি
গ্রহণান্তে শিবলোক-গমনে উদ্যত হইল ।
তখন তাহার মহামতি পিতা তাহা জানিতে
পারিয়া বলিলেন,—পুত্র ! তুমিই আমার
জ্যেষ্ঠপুত্র, এ রাজ্যের তুমিই যুবরাজ ।
অতএব সর্কপ্রকারে রাজ্যভোগ করিয়া
বহু পুত্র উৎপাদনপূর্বক আমার পরলোক-
প্রাপ্তির পর তুমি শিবপুরে গমন করিও ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—নাগরাজ শিববাক্য শ্রবণ
করিয়া তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন এবং
কমনীয় রূপ ধারণ করিয়া পিতা, মাতা, পুত্র,

ভাৰ্য্যামাত্যাদিসহিতস্ততঃ শিবপুৰং যযৌ ।
ততঃ প্রভৃতি ততীৰ্থং নাগতীৰ্থমিতি শ্রুতম্ ॥৮৫
যত্র নাগেশ্বরো দেবো ভোগবত্যা প্রতিষ্ঠিতঃ ।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সৰ্বকৃতকলপ্রদম্ ॥ ৮৬
ইতি ত্রিভাঙ্কেনাগতীৰ্থবৰ্ণনং নামৈকাদশা-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

মাতৃতীৰ্থমিতি খ্যাতং সৰ্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্ ।
আৰিভিৰ্মুচ্যতে জন্তুস্তীৰ্থস্বরূপাদপি ॥ ১
দেবানামমুদ্রাণাঞ্চ সঙ্গরোহভূৎ সুদারুণঃ ।
নাশকু বস্তদা জেতুং দেবা দানবসক্ৰম্ ॥ ২
তদাহমগমং দেবৈস্তিষ্ঠন্তং শূলপাণিনম্ ।
অস্তবং বিবিধৈর্বাচ্যৈঃ কৃতাজলিপুটঃ শনৈঃ ॥

কলত্রাদির সহিত সুবিশাল রাজ্য শাসন
করত পিতার স্বর্গগমনের পর স্বীয় সিংহাসনে
পুত্রদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভাৰ্য্যা ও অমা-
ত্যাদি সমাভিবাহারে শিবপুরে প্রস্থান
করিলেন। তখন হইতে এই তীৰ্থ নাগ-
তীৰ্থ নামে বিখ্যাত হইল। এইখানেই
ভোগবতীকর্তৃক নাগেশ্বরদেব প্রতিষ্ঠিত
আছেন। এই তীৰ্থে স্নানদান করিলে,
সমস্ত যজ্ঞকল প্রাপ্ত হওয়া যায় ৭১—৮৬।

একাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১১১॥

বাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত মাতৃতীৰ্থ নর-
পতিগণের পক্ষে সৰ্ব-সিদ্ধিপ্রদ এই তীৰ্থের
স্বরূপমাজেই প্রাণিগণের মনস্তাপ বিদূরিত
হয়। পূৰ্বকালে তীৰ্থ দেবানু-যুদ্ধ
হইয়াছিল। তাহাতে দেবগণ দানবগণকে
পরাজয় করিতে পারিলেন না। তখন
আরি দেবগণ সহ শূলপাণি-সমীপে গমন
করিয়া কৃতাজলিপুটে বিবিধ বাক্যে তাঁহাকে

সম্বাদ্য দেবৈরানুরৈশ্চ সৰ্বৈ-
ৰদাহতং সম্বথিতুং সমুদ্রম্ ।
যৎ কালকূটং সমুদ্রমহেশ
তদ্বাং বিনা কো গ্রাসিতুং সমর্থঃ ॥ ৪
পুঙ্গপ্রহারেণ জগদ্রম্যঃ যঃ
স্বাধীনমাপাদয়িতুং সমর্থঃ ।
মারো হরেহপ্যস্তানুরাদিবন্দ্যো
বিভায়মানো বিলম্বং প্রবাতঃ ॥ ৫
বিমথ্য বারীশমনক্ৰশত্রো
খহন্তমঃ তদু দিবৌকসেভ্যঃ ।
দহা বিষং সংহরন্নীলকণ্ঠ
কোঁবা ধৰ্ত্তুং ভ্রাতৃতে বৈ সমর্থঃ ॥ ৬
ততশ্চ তুষ্টো ভগবানাদিকর্তা ত্রিলোচনঃ ॥ ৭
শিব উবাচ ।
দাশ্বেহং যদতীষ্টং বো ক্রবন্ত সুরসন্তমাঃ ॥
দেবা উচুঃ ।
দানবেভ্যো ভয়ং ঘোরং তত্রৈহি বুধভধ্বজ ।

স্তব করিলাম। বলিলাম,—হে দেব! সুর
ও অসুরগণ সম্মিলিত হইয়া মন্ত্রণাপূৰ্ব্বক
যখন সমুদ্রমহানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন
তাহাতে যে কালকূট উৎপন্ন হইয়াছিল,
হে মহেশ! তুমি বিনা কে তাহা গ্রাস
করিতে পারিত? মমথ তাহার ফুল-ধনুর
ফুল-শর প্রহারে এই ত্রিভুবনকেই আয়ত্ত
করিতে সক্ষম; সে যখন সুরাসুরবন্দ্য
হয় তুমি—তোমার প্রতি শর নিক্ষেপে
সমুদ্র্যত হইল, তখন তাহার বিলম্ব ঘটিল।
হে অরহর! বারিধি মন্থন করিয়া যে উত্তম
বস্ত লব্ধ হইয়াছিল, তাহা তুমি দেবগণকে
অর্পণ করিয়া তহুখিত হলাহল গলাধঃকরণ
করিয়াছিলে। হে নীলকণ্ঠ! কে বল, তোমা
বিনা সেই বিষ ধারণ করিতে সক্ষম
হইত? অনন্তর আদিকর্তা ভগবান
ত্রিলোচন তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে সুর-
বরগণ! তোমরা অতীষ্ট বস্ত প্রার্থনা কর।
আমি তাহা দান করিব। দেবগণ বলি-
লেন,—হে বুধভধ্বজ! দানবদল হইতে

জহি শঙ্কন সুরান্ পাহি নাথবজ্জয়া প্রভো ।
 নিকারণঃ স্নহচ্ছন্তো নাভবিষ্যন্তবান্ যদি ।
 তদাকরিষ্যন্ কিমিষ দুঃখার্থাঃ সর্বদেহিনঃ ॥১০

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তস্তৎক্ষণাৎপ্রায়াদৃষ্যত তে দেবশত্রবঃ ।
 তত্র তদযুদ্ধমভবচ্ছব্বরেণ সুরদ্বিষাম্ ॥ ১১
 ততঃপ্রলোচনঃ শ্রান্তস্তমোরূপধরঃ শিবঃ ।
 ললাটাদ্য্যাপত্যস্তস্ত যুধ্যতঃ শ্বেদবিন্দবঃ ॥১২
 স সংহরন্ দৈত্যগণাংস্তামসীং মূর্ত্তিমাত্রিতঃ ।
 ভাং মূর্ত্তিমসুরা দৃষ্ট্বা যেকপৃষ্ঠাধুবঃ যয়ঃ ॥ ১৩
 স সংহরন্ সর্বদৈত্যাংস্তদাগচ্ছদুবঃ হরঃ ।
 ইতশ্চেতশ্চ ভীতান্তেহধাবন্ সর্ক্সাঃ মহীমিমাম্
 তর্ধৈব কোপাজ্জ্রোহপি শঙ্কঃস্তানবুধাবতি ।
 তর্ধৈব যুধ্যতঃ শন্তোঃ পতিতাঃ শ্বেদবিন্দবঃ ॥

আমাদের বিষয় ভয় উপস্থিত হইয়াছে ।
 অতএব আপনি আসুন, আসিয়া শঙ্ক-
 দিগকে জয় ও আমাদিগকে রক্ষা করুন ।
 হে প্রভো! আপনার দ্বারাই আমরা
 নাথবান্ । হে শস্ত্রো! আপনি যদি আমা-
 দেয় অকারণ স্নহৎ না হয়েন, তখন দুঃখার্ভ
 আমরা আর কি করিতে পারিব । ব্রহ্মা
 বলিলেন,—দেবগণ এই কথা কহিলে যথায়
 দেবশত্রুদল অবস্থান করিতেছিল, শিব
 তৎক্ষণাৎ সেই প্রদেশে গমন করিলেন ।
 সেখানে সুরশত্রুগণের সহিত শঙ্করের
 ঘোর যুদ্ধ তইল । এই যুদ্ধে ত্রিলোচন শ্রান্ত
 হইয়া তমোরূপ ধারণ করিলেন । যুদ্ধকালে
 তাঁহার ললাটফলক হইতে শ্বেদবিন্দু সকল
 নিপতিত হইল । তিনি তামসী মূর্ত্তি পবি-
 গ্রহ করিয়া দৈত্যগণকে সংহার করিতে লাগি-
 লেন । অসুরেরা সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া
 যেকপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পলায়ন করিল ।
 কিন্তু তিনি দৈত্যদিগকে সংহার কবিত্তে
 করিতে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভূতলে
 আসিলেন । দৈত্যদল ভীত হইয়া মহী-
 মন্তলের সর্ক্সে ধাবিত হইতে লাগিল ।
 একিকে পৃষ্ঠ ও কোপভরে শঙ্কসমূহের পশ্চাৎ

যত্র যত্র ভুবং প্রাপ্তো বিস্মৃবাহেবরো মূনে ।
 তত্র তত্র শিবাকারা মাতরো জজিরে ততঃ ॥
 প্রোচূর্বহেবরং সর্ক্সাঃ খাদামন্তসুরানিতি ।
 ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ সর্ক্সৈঃ সুরগণৈর্হৃতঃ ।
 শিব উবাচ ।

স্বর্গাভুবমহুপ্রাপ্তা রাক্ষসান্তে রসাতলম্ ।
 অহুপ্রাপ্তান্ততঃ সর্ক্সাঃ শৃণুস্ত মম ভাবিতম্ ॥১৮
 যত্র যত্র দ্বিষো যান্তি তত্র গচ্ছন্ত মাতরঃ ।
 রসাতলমহুপ্রাপ্তা ইদানীং মন্তয়াদ্বিষঃ ।
 ভবতোহ্যপ্যহুগচ্ছন্ত রসাতলমহু দ্বিষঃ ॥ ১৯
 ব্রহ্মোবাচ ।

তাশ্চ জয়মুখং ভিষা যত্র তে দৈত্যদানবাঃ ।
 তান হত্বা মাতরঃ সর্ক্সান্ দেবারীনতিভীষণান্ ॥
 পুনদেবারপাজ্জমুঃ পথা তেনৈব মাতরঃ ।
 গতাস্চ মাতরো যাবদ্যাবচ্চ পুনরাগতাঃ ॥২১
 তাবদেবাঃ স্থিতা আসন্ গোতমৌতীরমাত্রিতাঃ

ধাবন করিতে লাগিলেন । যুদ্ধ করিতে
 করিতে শত্রুর শরীর হইতে শ্বেদবিন্দু সকল
 নিপতিত হইতে লাগিল । হে মূনে! ভূত-
 লের যে যে স্থানে শিবদেহ হইতে বিস্মৃপাত
 হইয়াছিল, সেই সেই স্থানেই শিবাকার
 মাতৃগণ প্রাভূত হইলেন । তাঁহারা মহে-
 শ্বরকে বলিলেন,—আমরা অসুরদিগকে
 ভক্ষণ করিব । তৎপ্রবণে সুরগণের সহিত
 ভগবান্ শিব বলিলেন,—রাক্ষসেরা স্বর্গ
 হইতে ভূতলে, এবং ভূতল হইতে রসাতলে
 উপনীত হইয়াছে । অতএব মাতৃগণ! আপ-
 নারা আমার কথা শ্রবণ করুন । শত্রুগণ
 যে যে স্থানে গিয়াছে, আপনারাও সেই সেই
 স্থানে গমন করুন । আমার ভয়ে অধুনা
 তাহারা রসাতলে উপস্থিত হইয়াছে ; আপ-
 নারাও সেই রসাতলে তাহাদের অহুসরণ
 করুন । ১—১৯ ব্রহ্মা বলিলেন,—যথায় দৈত্য-
 দানবেরা উপস্থিত হইয়াছিল, মাতৃগণ ভূতল
 ভেদ করিয়া সেখানে গমন করিলেন, এবং
 সেই অতি ভীষণ দেবারদিগের বধ সাধন
 করিয়া পুনরায় তাঁহারা দেবগণসমীপে প্রত্য-

প্রস্থানান্তর মাতৃগাং সুরাণাঞ্চ প্রতিষ্ঠিতেঃ ॥২
প্রতিষ্ঠানন্ত তৎক্ষেত্রং পুণ্যং বিজয়বর্ধনম্ ।
মাতৃগাং যত্র চোৎপত্তির্মাতৃতীর্থং পৃথক্ পৃথক্ ॥
তত্র তত্র বিলাস্তাসনং রসাতলগতানি চ ।
সুরাত্তাভ্যো বরান প্রোচুর্লোকৈ পূজাং যথা
শিবঃ ॥ ২৪
প্রাপ্নোতি তদ্ব্যাত্তাভ্যঃ পূজা ভবতু সর্বদা ।
ইত্যুক্তান্তর্দধুর্দেবা অসংসৃত্তেব মাতরঃ ॥২৫
যত্র যত্র স্থিতা দেব্যো মাতৃতীর্থং ততো বিদ্বঃ
সুরাণামপি সেব্যানি কিং পুনর্যাহুবাগিভিঃ ॥
তেষু নানমথো দানং পিতৃণ্যকৈব তপণম্ ।
সর্বং তদক্ষয়ং জ্ঞেয়ং শিবস্ত বচনং যথা ॥ ২৭
যত্বেদং শৃণুয়ামিভ্যঃ সুরেদপি পঠেত্তথা ।
আখ্যানং মাতৃতীর্থানামায়মানং স সূখী ভবেৎ ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে দেবতীর্থমাতৃতীর্থপ্রতিষ্ঠানবর্ণনঃ
নাম দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১২ ॥

বৃত্ত হইলেন। মাতৃগণের গমন ও আগমন
কাল পর্যন্ত সুরগণ গোতমীতীরে অবস্থান
করিয়াছিলেন। মাতৃগণের প্রস্থান ও সুর-
গণের প্রতিষ্ঠা এই দুই কারণে সেই পুণ্য-
ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠান নামে প্রখ্যাত হয়। যথায়
মাতৃগণের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই বিজয়বর্ধন
ক্ষেত্রে বিভিন্ন তীর্থ নিরূপিত হয়। উহাদের
প্রত্যেক তীর্থেই রসাতলগত বহুল গর্ত
বিরাজিত। সুরগণ তথায় মাতৃগণ হইতে
এইরূপ বর লইয়াছিলেন যে, শিব যেমন
জগতে পূজনীয়, মাতৃগণের নিকট হইতেও
তিনি সর্বদা সেইরূপ পূজা প্রাপ্ত হউন।
দেবগণ এই কথা কহিয়া অন্তর্দান করিলেন।
মাতৃগণ সেই স্থানেই বিরাজ করিতে লাগি-
লেন। সেই দেবীগণ যে যে স্থানে অবস্থান
করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানই মাতৃতীর্থ
নামে নিরূপিত। এই সকল তীর্থ সুরগণের
সেব্য; মাতৃগণের কথা আর কি বলিব? ঐ
সকল তীর্থে দান, দান কিংবা পিতৃতর্পণাদি
যে কিছু ক্রিয়া করা হয়, শিববাক্যে সেই
সকলই অক্ষয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি

ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

অম্বোবাচ ।

ইদমপ্যপয়ঃ তীর্থং দেবানামপি দুর্লভম্ ।
ব্রহ্মতীর্থমিতি খ্যাতং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাম্ ॥১
স্থিতেষু দেবসৈন্তেষু প্রবিষ্টেষু রসাতলম্ ।
দৈত্যেষু চ মুনিশ্চেষ্ট তথা মাতৃষু তানম্ ॥ ২
মদীয়ং পঞ্চমং বক্ত্ব্যং গর্দভাকৃতি ভীষণম্ ।
তদ্বক্ত্ব্যং দেবসৈন্তেষু ময়ি তিষ্ঠতুবাচ হ ॥ ৩
হে দৈত্যগাঃ কিং পলায়ন্তে ন ভয়ং বোধন্ত
সত্বরম্ ॥

আগচ্ছন্ত সুরান সর্কান ভক্ষয়িষ্যে কণাদিভি
নিবারয়ন্তঃ মামেবং ভক্ষণায়োদ্যতঃ তথা ।
তং দৃষ্ট্বা বিবুধাঃ সর্কৈ বিজন্তা বিস্ময়ক্রবন্ ॥৫

এই মাতৃতীর্থের বৃত্তান্ত শ্রবণ, শ্রবণ ও পাঠ
করে, তাহার আয়ু-বৃদ্ধি হয়। সে সূখী
হইয়া থাকে। ২০—২৮ ।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১২ ।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—এই আর একটি দেব-
দুর্লভ তীর্থ; ইহা ব্রহ্মতীর্থ নামে বিখ্যাত।
এ তীর্থ নরগণের ভোগ-মোক্ষ-প্রদ। হে
মুনিবর! পূর্ববর্ণিত দৈত্য-সৈন্তেরা রসা-
তলে প্রবিষ্ট, মাতৃগণ তাহাদের পশ্চাৎ
ধাবিত এবং দেব সৈন্তদল অবস্থিত হইলে
ও আমি দেবসৈন্তদলে দণ্ডায়মান রহিলে
মদীয় গর্দভাকৃতি ভীষণ পঞ্চম বক্তৃতাৎকালে
উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—ওহে দৈত্যগণ! ওহে
দৈত্যগণ! তোমরা পলায়ন করিতেছ কেন?
তোমাদের ভয় নাই। সত্বর কিরিয়া আইস।
আমি সমস্ত সুরগণকে কণমধ্যে ভক্ষণ
করিব। আমি দৈত্যদিগকে এইরূপে নিবা-
রন করিলে, এবং আমার সেই বক্তৃতা সুর-
গণকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, বিবুধ-
গণ তদর্শনে সকলেই বিজন্ত হইয়া বিস্ময়ে

আহি বিষ্ণো জগন্নাথ ব্রহ্মণোহস্ত মুখং লুন ।
 চক্রধ্বংসবিবুধানাহ ছেদ্য চক্রেণ বৈ শিরঃ ॥ ৬
 কিন্তু তচ্ছিরমেবেদং সংহরেৎ সচরাচরম্ ।
 যন্ত্রং জামোহত্র বিবুধাঃ জয়তাং সৰ্বমেব হি ॥ ৭
 ত্রিনেত্রঃ কশিরচ্ছেতা স চ ধন্তে ন সংশয়ঃ ।
 ময়া চ শত্ৰুঃ সর্কেষ্ট ততঃ প্রোক্তস্তথৈব চ ॥ ৮
 যাগঃ কণী দৃষ্টকলেহসমর্থঃ
 স নৈব কর্তুঃ ফলভীতি মত্৷ ।
 কলস্ত দানে প্রতিভূতীতি
 নিশ্চিত্য লোকঃ প্রতিকৰ্ম্ম জাতঃ ॥ ৯
 ততঃ সুরেশঃ সন্তুষ্টো দেবানাং কার্যসিদ্ধয়ে ।
 লোকানামুপকারার্থং তথেষ্যাহ সুরান্ প্রতি ॥
 তৎকৃত্ব পাপরূপং যন্তীষণং লোমহর্ষণম্ ।
 নিকৃত্য নখশস্ত্রেণ চ স্থাপ্যং চেতাধাত্রবীৎ ॥
 তত্রোলা বিবুধানাহ নাহং বোচ ৎ শিরঃ ক্ষম ।

বলিলেন,—হে বিষ্ণো । হে জগন্নাথ ।
 পবিজ্ঞান করুন । এই ব্রহ্মবজ্র ছেদন করুন ।
 তখন চক্রধারী দেবগণকে বলিলেন,—হাঁ,
 আমি চক্র দ্বারা ঐ বজ্র ছেদন করিতেছি ।
 কিন্তু হে বিবুধগণ । ইহাকে ছেদন কবিলেও
 এই বজ্র চবাচব সংহার করিবে । অতএব
 আমি এক যন্ত্রণা বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ
 কর । একমাত্র ত্রিনেত্রই ব্রহ্মার শিরচ্ছেতা,
 তিনিই এই বজ্র ধারণে সক্ষম । আমিও
 সুরগণ সহ তাঁহার স্তব করিয়াছি এবং
 বলিয়াছি যে, যাগ-যজ্ঞ কণস্থায়ী, উহা
 দৃষ্ট কলদানে অসমর্থ, সুররাং কর্ত্তাভে
 তাহার কল স্পর্শে না । এইরূপ মনে
 করিয়া এবং জটায়ুরই একমাত্র ফলদানে
 সমর্থ, এইরূপ স্থির করিয়া লোক তাঁহারই
 প্রতি যথোচিত কৰ্ম্ম করিবে । সুরেশ্বর
 এইরূপ স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবগণের কার্য-
 সিদ্ধি ও লোকদিগের উপকৃত্তির জগু
 সুরগণকে বলিলেন,—আমি ব্রহ্মার ঐ
 ভীষণ লোমহর্ষণ পাপরূপ বজ্র—নখ ও শস্ত্র
 দ্বারা ছেদন করিয়া কোথায় স্থাপন করিব ?
 তখন পৃথ্বী সুরগণকে বলিলেন,—আমি

রসাতলমধ্যে যান্তে উদধিস্তাপ্যধাত্রবীৎ ॥ ১২
 শোষঃ যান্তে কণাদেব পুনশ্চোহুঃ শিবঃ সুরাঃ
 ভয়ৈবৈতদব্রহ্মশিরো ধার্য্যঃ লোকানুকম্পয়া ॥
 অচ্ছেদে জগতাং নাশচ্ছেদে দোষত ভাদৃশঃ
 এবং বিযুক্ত সোমেশো দধার কশিরস্তনা ॥ ১৪
 তদৃষ্টো হুঙ্করঃ কৰ্ম্ম গৌতমীঃ প্রাপ্য পাবনীম্ ।
 অভবন্ জগতামীশঃ প্রণয়াস্তজিতঃ সুরাঃ ॥ ১৫
 দেবেষ্মমিত্রঃ কশিরোহতিভীমঃ
 তান ভক্ণায়োপগতং নিকৃত্য ।
 নখাগ্রস্থচ্যা শকলেক্ষ্মমৌলি-
 স্ত্যাগেহপি দোষাৎ কৃপয়াভুধন্তে ॥ ১৬
 তত্র তে বিবুধাঃ সর্কেষ্ট স্থিতা যে ব্রহ্মণোহস্তিকে
 তুষ্টিবুবিবুধেশানং কৰ্ম্ম দৃষ্টোতিদৈবতম্ ॥ ১৭

ঐ শির বহন করিতে সক্ষম হইব না ।
 ঐ শিরঃ পতনে আমাকে রসাতলে ঘাইতে
 হইবে । পৃথ্বীর পর উদধি বলিল,—আমি
 ঐ শিব ধারণে অক্ষম, আমাতে উহা পড়িলে
 ক্ষণমধ্যেই আমি বিযুক্ত হইয়া যাইব ।
 তখন দেবগণ শিবকে বলিলেন,—আপনিই
 লোকানুকম্পার্থ এই ব্রহ্মশির ধারণ করুন ।
 শিব দেখিলেন,—এই মস্তক ছেদন না
 করিলেও জগৎ ধ্বংস হইবে, আমার
 ছেদন কাবলেও তাদৃশ দোষ ঘটবে ।
 সোমেশ্বর এইরূপ বিবেচনা করিয়া সেই
 ব্রহ্মশির ছেদনান্তে নিজেই ধারণ করি-
 লেন । শিবের সেই হুঙ্কর কাণ্য দেখিয়া
 সুরগণ পাবনী গৌতমীতটে আসিয়া ভক্তি-
 ভবে সেই জগদীশকে স্তব করিতে লাগি-
 লেন । ১—১৫। তাঁহার বলিলেন,—যে অতি
 ভীষণ ব্রহ্মশির দেবগণের অমিত্র হইয়া
 তাহাদিগকে ভক্ণ করিতে প্রস্তুত হইয়া-
 ছিল, শিব-শশধর-দ্বারা শিব তাহাকে
 নখাগ্র-স্থচী দ্বারা ছেদনান্তে নিক্ষেপ
 করিলে দোষ হয় বলিয়া কৃপা করিয়া নিজেই
 ধারণ করিয়াছেন । বিবুধগণ এইরূপে
 সেই দেবভিশায়ী কৰ্ম্ম দর্শনে ব্রহ্মসমীপে,
 বিবুধেশ্বরকে স্তব করিয়া অবস্থান করিলেন ।

ততঃ প্রতৃতি ততীর্থং ব্রহ্মতীর্থমিতি কৃতম্ ।

অত্ৰাপি ব্রহ্মণো রূপং চতুর্মুখমবস্থিতম্ ॥ ১৮

শিরোমাত্রস্ত যঃ পশ্চেৎ স গচ্ছেদব্রহ্মণঃ পদম্
যত্র স্থিতা স্বয়ং রুদ্রো লুনবান্ ব্রহ্মণঃ শিরঃ ॥ ১৯

রুদ্রতীর্থং তদেব স্তাত্তত্র সাক্ষাদিবা কয়ঃ ।

দেবানাক্ষ স্বরূপেণ স্থিতো যশ্চাত্তদ্বস্তমম্ ॥ ২০

সৌম্যং তীর্থং তদাখ্যাতঃ সর্ষকতুল্যলপ্রদম্ ।

তত্র স্নাত্বা রবিং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥ ২১

মহাদেবেন যচ্ছিন্নং ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং শিরঃ ।

ক্ষেত্রেহবিমুক্তে সংস্থাপ্য দেবতানাং হিতং

কৃতম্ ॥ ২২

ব্রহ্মতীর্থে শিরোমাত্রঃ যো দৃষ্ট্বা গোতমীতটে ।

ক্ষেত্রেহবিমুক্তে তস্মৈব স্থাপিতঃ যোহনুপশ্রুতি

কপালং ব্রহ্মণঃ পুণ্যং ব্রহ্মহা পুততাং ব্রজেৎ ॥

ইতি ত্রীত্রাং শিবতীর্থাদিবর্ণনং নাম

ত্রয়োদশাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৩

তখন হইতে ঐ তীর্থ ব্রহ্মতীর্থ নামে বিখ্যাত
হইল। অত্ৰাপি চতুর্মুখ ব্রহ্মমূর্তি এই তীর্থে
অবস্থিত। যে ব্যক্তি ব্রহ্মার মস্তকমাত্র অব-
লম্বন করে। তাহার ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়।
রুদ্র যথায় থাকিয়া ব্রহ্মাশির ছেদন করেন,
তাহা রুদ্রতীর্থ নামে নিরূপিত। এই তীর্থেই
সর্ষকদেবরূপী সাক্ষাৎ দিবাকর বিরাজিত।
সুতরাং ঐ উভয় তীর্থ সৌম্য তীর্থ নামেও
বিখ্যাত; ইহা সর্ষকতুল্যলপ্রদ। এখানে
আসিয়া স্নানান্তে রবিদর্শন করিলে, পুনর্জন্ম
ঘটে না। মহাদেব ব্রহ্মার যে পঞ্চম শির
ছেদন করেন, তাহা অবিমুক্ত ক্ষেত্রে স্থাপন
করিয়া দেবগণের পরম হিতসাধন করিয়া-
ছিলেন। গোতমীতটে ব্রহ্মতীর্থে ব্রহ্মার
শিরোমাত্র দেখিয়া অবিমুক্ত ক্ষেত্রে শিব-
স্থাপিত ব্রহ্মকপাল যে ব্যক্তি দর্শন করে,
সে ব্রহ্মহত্যাকারী হইলেও পবিত্র হইয়া
থাকে। ১৬—২৩।

ত্রয়োদশাদিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৩।

চতুর্দশাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অবিম্বঃ তীর্থমাখ্যাতঃ সর্ষকবিম্ববিনাশনম্ ।

তত্ৰাপি বৃন্তমাখ্যাশ্চে শৃণু নারদ ভক্তিততঃ ॥ ১

দেবসত্ত্বে প্রবৃন্তে তু গোতম্যাশ্চোত্তরে তটে ।

সমাপ্তির্নৈব সত্ত্বস্ত সঙ্ঘাতা বিম্বদোষতঃ ॥ ২

ততঃ সুরগণাঃ সর্ষকে মামবোচন্ হরিঃ তদা ।

ততো ধ্যানগতোহহং তানবোচঃ বাক্য

কারণম্ ॥ ৪

বিনায়ককৃতৈর্বিরৈর্নৈতৎ সত্ত্বং সমাপ্যতে । -

তস্মাৎ স্তবস্ত তে সর্ষকে আদিদেবঃ বিনায়কম্ ॥

তথৈতু্যক্তা সুরগণাঃ স্নাত্বা তে গোতমীতটে ।

অস্তবন ক্রতো দেবা আদিদেবঃ গণেশ্বরম্

দেবা উচুঃ ।

যঃ সর্ষকাধোষু সদা সুরাণা-

মপীশবিন্ধ্যশৃঙ্গসম্ভবানাম্ ।*

পূজ্যো নমস্তঃ পরিচিন্তনীয়

স্তঃ বিম্বরাজঃ শরণং ব্রজামঃ ॥ ৬

চতুর্দশাদিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অবিম্ব নামে এক
সর্ষকবিম্বের তীর্থ আছে। এই তীর্থবৃন্তান্ত
বর্ণন করিতেছি। নারদ! ভক্তি করিয়া
শ্রবণ কর। একদা গোতমীর উত্তর তটে
এক দেবযজ্ঞ আরম্ভ হয়। বিম্বদোষে ঐ
যজ্ঞের সমাপ্তি ঘটে না। তখন সুরগণ
সকলে আসিয়া আমাকে এবং হরিকে ঐ
ঘটনা বিজ্ঞাপিত করেন। অনন্তর আমি
ধ্যানস্থ হইয়া সেই বিম্বকারণ দর্শন করত
সুরগণকে বলিলাম,—বিনায়ককৃত বিম্ববশত
এই যজ্ঞ সমাপ্ত হইতেছে না। অতএব
তোমরা সকলে মিলিয়া সেই আদিদেব
বিনায়কের স্তব কর। দেবগণ ‘তথাস্ত’
বলিয়া স্নানান্তে গোতমীতটে ভক্তির সহিত
সেই আদিদেব গণপতিকে স্তব করিতে
লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—মিনি
সমস্ত কার্যে ঈশ, বিষ্ণু, ও ব্রহ্মা প্রভৃতি

ন বিশ্বরাজেন সমোহন্তি
কশ্চিদেবো মনোবাহিতসম্প্রদাতা ।
নিশ্চিত্য চৈতল্লিপুৱাস্তকোহপি
তং পূজয়ামাস বধে পুৱাণাম্ ॥ ৭
করোতু সোহম্মাকমবিস্রমশ্চিন্
মহাক্রতৌ সত্ত্বরমাবিকেষঃ ।
ধ্যাতেন যেনাখিলদেহভাজাঃ
পূর্ণা ভবিষ্যন্তি মনোভিলাষাঃ ॥ ৮
মহোৎসবোহুদুখিলস্ত দেব্যা
জাতঃ সুনিস্ফুটিতমাত্র এব ।
অতোহবদন্ সুরসজ্জাঃ কৃতার্থাঃ
সদ্যোজাতঃ বিশ্বরাজং নমস্তঃ ॥ ৯
যো মাতুরুৎসঙ্গগতোহথ মাত্রা
নিবাধ্যমাণোহপি বলাচ্চ চন্দ্রম্ ।
সকোপয়ামাস পিতৃজটাসু
গণাধিনাথস্ত বিনোদ এষঃ ॥ ১০
পপৌ স্তনং মাতুরথাপি তৃণ্ডো
যো ভ্রাতৃমাৎসর্যকষায়বুদ্ধিঃ ।
লম্বোদরঃ স্তব বিশ্বরাজো
লম্বোদরং নাম চকার শব্দুঃ ॥ ১১

সুরগণের সর্বদা নমস্ত, পূজা ও পরি-
চিন্তনীয়, সেই বিশ্বরাজের আমরা শরণ
লইলাম। অস্ত্র কোন দেবতাই বিশ্ব-
রাজের স্থায় অতীষ্টপ্রদ নাই। এইরূপ
স্থির করিয়া ত্রিপুরবিনাশে ত্রিপুরাস্তকও
ঠাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন। সেই অধিকা-
নন্দন আমাদের এই মহাযজ্ঞে সত্ত্বর
অবিস্র বিধান করুন। ঠাঁহাকে ধ্যান করিলে,
সমস্ত প্রাণীর মনোভিলাষ পূর্ণ হয়, যিনি
দেবীর চিন্তামাত্র জগিয়াছিলেন, ঠাঁহার
জয়োপলক্ষে নিখিল-চরাচরে মহোৎসব
হইয়াছিল, সুরগণ কৃতার্থ হইয়া নমস্কারপূর্বক
যে সদ্যোজাত বালককে বিশ্বরাজ নামে
অভিহিত করিয়াছিলেন, যিনি মাতার উৎসঙ্গে
থাকিয়া ঠাঁহার নিবেদনসঙ্গেও বলপূর্বক
চন্দ্রকে বিনোদার্থ পিতৃজটামধ্যে গোপন
করিয়াছিলেন; যিনি ভ্রাতার প্রতি মাৎসর্য-

সংবেষ্টিতো দেবগণৈর্বহেশঃ
প্রবর্ততাং নৃত্যমিভীত্বাচ ।
সংবেষ্টিতো নৃপুররাবমাত্রাদ্-
গণেশ্বরভেহভিষিষেচ পুত্রম্ ॥ ১২
যো বিশ্বপাশঞ্চ করেণ বিভ্রৎ
স্বন্ধে কুঠারঞ্চ তথাপরেণ ।
অপূজিতো বিশ্বমখোহপি মাতুঃ
করোতি কো বিশ্বপতেঃ সমোহন্তঃ ॥ ১৩
ধর্ম্মার্থকামাদিষু পূর্বপূজ্যো
দেবাসুরৈঃ পূজ্যত এব নিত্যম্ ।
যস্তার্চনং নৈব বিনাশযন্তি
তং পূর্বপূজ্যং প্রথমং নমামি ॥ ১৪
যস্তার্চনাৎ প্রার্থনয়াহ্নরূপাং
দৃষ্ট্বা তু সর্বস্ত কলস্ত সিদ্ধিম্ ।
স্বতন্ত্রসামর্থ্যাক্রুতাসির্সর্বঃ
ভ্রাতৃপ্রিয়ং স্বাধুরথং তমৌড়ে ॥ ১৫
যো মাতরং সরসৈর্নৃত্যগীতৈ-
স্তথাভিলাষৈরখিলৈর্বিনোদৈঃ ।

বুদ্ধিবশে তপ্ত হইয়াও মাতার স্তম্ভ
পান করিয়াছিলেন, শব্দু ঠাঁহাকে 'তুমি
লম্বোদর হও' বলিয়া, লম্বোদর নাম প্রদান
করেন; মহেশ্বর দেবগণে বেষ্টিত হইয়া নৃত্য
করিতে বালিলে নৃপুররবে ঠাঁহাকে সন্তোষিত
করায় তিনি ঠাঁহাকে গণেশ্বরভে অতিবিস্ত
করিয়াছিলেন; যিনি করে বিশ্বপাশ এবং
অপর কর দ্বারা স্বন্ধে কুঠার ধারণ করত
অপূজিত হইলে মাতারও বিশ্বাচরণ করিয়া
থাকেন; সেই বিশ্বপতির তুল্য আর কে
আছে? ১—১৩। যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-
কর্ম্মাদিতে সর্বপূজ্য; দেবাসুরেরা নিত্য ঠাঁহার
পূজা করেন; ঠাঁহার অর্চনা কখন ব্যাহত
হইবার নহে; সেই পূর্বপূজ্য দেবকে অগ্রে
আমরা নমস্কার করি। যিনি স্বতন্ত্র সামর্থ্যে
অতি গর্ভিত এবং ভ্রাতৃপ্রিয় ও স্ববিকবাহন
এবং ঠাঁহার অর্চনা করিলে প্রার্থনায়
সর্বকলসিদ্ধি সম্ভবিত হয়, তর্কধনে অবিদ্যা
সেই তোমাকেই বন্দনা করি। যিনি সরস

সন্তোষয়ামাস তদতিতুষ্ঠং
তং ত্রীগণেশং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৬
সুরোপকারৈরনুরৈশ্চ যুদ্ধৈঃ
স্তোত্রৈর্নমস্কারপরৈশ্চ মন্ত্রৈঃ ।
পিতৃপ্রসাদেন সদা সমৃদ্ধঃ
তং ত্রীগণেশং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৭
জয়ে সুরাণামকরোং প্রতীপং
পিত্রাপি হর্বাং প্রতিপুজিতো যঃ ।
নির্কিয়তাঞ্চাপি পুনশ্চকার
তস্মৈ গণেশায় নমস্করোমি ॥ ১৮

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি স্তুতঃ সুরগণৈবিশেষঃ প্রাহ তান পুনঃ ॥

গণেশ উবাচ ।

ইতো নির্কিয়তা সত্ত্রে মন্তঃ স্তাদসুরারিণঃ ॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবসত্ত্রে নিবৃন্তে তু গণেশঃ প্রাহ তানসুরান

গণেশ উবাচ ।

স্তোত্রোপায়েন যেষক্ত্যাগাং স্তোত্রাস্তিস্থিতব্রতাঃ
তেষাং দারিদ্ৰ্যাহুঃখানি ন ভবেয়ুঃ কদাচন ॥ ২২

নৃত্য, গীত, ও বিবিধ অভীষ্ট বিনোদ-
ব্যবহারে মাতাকে মুগ্ধিত করিয়াছিলেন,
সেই অতিতুষ্ঠ ত্রীগণেশের আমরা শরণ
লইতেছি। যিনি দেবোপকার, অসুরসহ যুদ্ধ,
স্তোত্র ও নমস্কারপর মন্ত্রদ্বারা পিতৃপ্রসাদে
সদাই সমৃদ্ধ; সেই ত্রীগণেশের আমরা
শরণ লইতেছি। যিনি ত্রিপুরজয়ে প্রতি-
কুলতা করিলে পিতা কর্তৃক হর্ষভয়ে প্রপুজিত
হইয়াছিলেন এবং সেই জয়ব্যাপার নির্কিয়
করিয়াছিলেন, সেই গণেশকে আমাদের
নমস্কার। ব্রহ্মা বলিলেন,—বিশেষর সুরগণ
কর্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া বলিলেন,—
আমার প্রসাদে এখন হইতে তোমাদের
মঙ্গল নির্কিয় হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—
মনস্তর দেবযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, গণেশ
দেবগণকে বলিলেন,—আপনারা যে স্তুত
করিলেন, যে সকল যত্নব্রত ব্যক্তি ভক্তির
সহিত উচ্চা দ্বারা আমার স্তুত করিবে, কদাপি

অত্র যে ভক্তিতঃ স্তানং দানং কুর্য়্যদভিপ্রাভাঃ ।
তেষাং সর্বাণি কার্য্যাণি ভবেয়ুরিত মন্ততাম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্বাক্যসমকালন্ত তথেষ্ট্যচুঃ সুরা অপি ।
নিবৃন্তে তু মখে তস্মিন্ সুরা জঘুঃ স্বমালয়ম্ ॥
ততঃ প্রভাত ততীর্থমবিস্রামতি গদ্যতে ।
সর্বকামপ্রদং পুংসাং সর্ববিষয়বিনাশনম্ ॥ ২৫
ইতি ত্রিব্রাহ্মেহবিষয়তীর্থবর্ণনঃ নাম চতুর্দশা-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শেষতীর্থমিতি খ্যাতং সর্বকামপ্রদায়কম্ ।
তস্মৈ রূপং প্রবক্ষ্যামি যমুয়া পরিভাবিতম্ ॥ ১
শেবো নাম মহানাগো রসাতলপতিঃ প্রভুঃ ।
সর্বনাগৈঃ পরিবৃত্তো রসাতলমথাভ্যাগাৎ ॥ ২

তাহাদের দারিদ্ৰ্যাহুঃ হইবে না। এখানে
যাহারা ভক্তির সহিত নিরলসভাবে স্তান
দান করিবে, জানিবেন,—তাহাদের সমস্ত
কার্য্যই সুসিদ্ধ হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—
তাঁহার বাক্যের সমকালেই সুরগণও ‘তদ্বাক্য’
বাক্য উচ্চারণ করিলেন। পরে যজ্ঞাবসানে
তাঁহারা স্বস্থধামে গমন করিলেন। তখন
হইতে ঐ তীর্থ অবিস্র নামে কথিত। ইহা
মানবগণের সর্বকামপ্রদ ও সর্ব-বিষ-
য়কর। ১৪—২৫।

চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৪ ।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত শেষতীর্থ সর্ব-
কামদ। এই তীর্থস্বরূপ বর্ণন করিতেছি
পুরাকালে শেবাখ্য মহানাগ সমগ্র রসাতলে
অধিপতি বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেন। পরে তিনি
নাগগণ সহ রসাতল অধিকার করেন।

রাক্ষস! দৈত্যদমুজাঃ প্রবিষ্টা য়ে রসাতলম্ ।
তৈর্নিরন্তে। ভোগিপতির্নামুবাচাথ বিহ্বলঃ ॥৩
শেষ উবাচ ।

রসাতলং ত্বয়া দত্তং রাক্ষসানাং মমাপি চ ।
ভে মে স্থানং ন দাস্তন্তি তস্মাৎ শরণং গতঃ
ততোহহমব্রবঃ নাগঃ গোতমীং যাহি পরগা ।
তত্র ত্বয়া মহাদেবং লপ্যসে ত্বং মনোরথম্ ॥
নাত্তোহন্তি লোকত্রিতয়ে মনোরথসমর্পকঃ ।
মমাক্যপ্রেমিতো নাগো গঙ্গামাপ্তুত্যা যত্নতঃ ॥
কৃতাজলিপুটো ভূত্বা তুষ্টাব ত্রিদশেশ্বরম্ ॥ ৬
শেষ উবাচ ।

নমস্কৈলোকানাথায় দক্ষযজ্ঞবিভেদিনে ।
আদিকল্পে নমস্কৃত্যং নমস্কৈলোক্যরুপিণে ॥ ৭
নমঃ সহস্রশিরসে নমঃ সংহারকারিণে ।
সোমসুহৃদ্যাগ্নিরূপায় জলরূপায় তে নমঃ ॥ ৮
সর্বদা সর্বরূপায় কালরূপায় তে নমঃ ।
পাহি শঙ্কর সর্বেষ পাহি সোমেশ সর্বগ ॥

রাক্ষস ও দৈত্য দানবেরা রসাতলে প্রবেশ
করিয়া তাঁহাকে বিদূরিত করিয়া দেয়। তখন
নাগপতি বিহ্বল হইয়া আমার নিকট আসিয়া
বলেন,—দেব! আপনি আমাকে এবং
রাক্ষসদিগকে রসাতল দান করিয়াছেন;
তাহারা আমায় সেখানে স্থান দান
করিতে সম্মত নহে। অতএব আপনার
শরণাপন্ন হইলাম। আমি বলিলাম,—হে
পরগা! তুমি গোতমীতে যাও, সেখানে
গিয়া মহেশ্বরের স্তব করিলে, মনোরথ প্রাপ্ত
হইবে। তিনি ব্যতীত ত্রিলোকে আর
কেহই মনোরথপ্রদ নাই। নাগপতি আমার
বাক্যে পরিচালিত হইয়া গঙ্গানানান্তে কৃত-
জল-করে, অতি যত্নে ত্রিদশপতির স্তব
করিতে লাগিলেন। শেষ কহিলেন,—হে
দেব! তুমি ত্রিলোকের নাথ, দক্ষযজ্ঞের
উচ্ছেদক, সকলের আদিকর্তা। ত্রিলোক
জ্যেষ্ঠার মুক্তি, তুমি সহস্রশিরা, সর্বসংহারক,
সোম, সুহৃদ, অগ্নি ও জলমুষ্টি, এবং তুমি
নিকরূপ, কালরূপ ও সর্বেশ্বর; তোমাকে

জগন্নাথ নমস্কৃত্যং দেহি মে মনসেঙ্গিতম্ ॥ ৯
ব্রহ্মোবাচ ।

ততো মহেশ্বরঃ প্রীতঃ প্রাদান্নাগেঙ্গিতান
বরান ।
বিনাশায় সুরারীণাং দৈত্যদানবরাক্ষসাম্ ॥ ১০
শেষায় প্রদদৌ শূলং জহনেনারিপুঙ্গবান্ ।
ততঃ প্রোক্তঃ শিবেনাসৌ শেষঃ শূলেন
ভোগিভিঃ ॥ ১১
রসাতলমথো গতা নিজ্জঘান রিপুন রণে ।
নিহত্য নাগঃ শূলেন দৈত্যদানবরাক্ষসান্ ॥ ১২
শ্রবর্তত পুনর্দেবো যত্র শেষেশ্বরো হরঃ ।
পথা যেন সমায়াতো দেবঃ দ্রষ্টুং স নাগরাট্ ॥
রসাতলাদ্যত্র দেবো বিলং তত্র ব্যজায়ত ।
তস্মাদ্বিলতলাদ্যাভ্যং গাঙ্গং বাধ্যতিপুণ্যদম্ ॥
তদ্বারি গঙ্গামগমদগঙ্গায়াঃ সঙ্গমস্ততঃ ।
দেবস্ত পুরতশ্চাপি কুণ্ডং তত্র সুবিস্তরম্ ॥ ১৪
নাগস্তত্রাকরোদ্ধোমং যত্র চাগ্নিঃ সদা স্থিতঃ ।

বারম্বার নমস্কার করি। হে শঙ্কর! হে
সর্বেশ! আমায় রক্ষা কর; হে জগন্নাথ!
তোমায় নমস্কার। আমায় মনোভীষ্ট দান
কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—মহেশ্বর প্রীত হইয়া
নাগপতিকে সুরারি, দৈত্য, দানব, ও রাক্ষস-
দিগের বিনাশার্থ অতীষ্ট বর দান করিলেন,
এবং একটি ত্রিশূল দান করিয়া বলিলেন,—
তুমি ইহা দ্বারা তোমার অরাতিকুলকে সং-
হার করিও। শেষ নাগ শিবের নিকট বর
ও শূল প্রাপ্ত হইয়া অন্তান্ত সর্পগণসহ রসা-
তলে গমনপূর্বক সময়ে শক্রদিগকে সংহার
করিল এবং শূলপ্রহারে দৈত্য, দানব, ও
রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া পরে পুনরায়
শেষেশ্বর হরসন্নিধানে প্রত্যাবর্তন করিল।
সেই নাগরাজ রসাতল হইতে যে পথে দেব-
দেবকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল, সেখানে
একটি গর্ত উৎপন্ন হইল। সেই গর্তমধ্যস্থ
গঙ্গোদক অতি পুণ্যপ্রদ। সেই গর্তবারি
গঙ্গার সহিত মিলিয়া একটি সঙ্গমভূমি হইল।
ঐ শেষেশ্বর দেবের সম্মুখে এক সুবিস্তৃত

সোমকঃ তদভবদ্বারি গঙ্গাসমুদ্র সঙ্গমঃ ॥ ১৬
দেবদেবঃ সমারাদ্য নাগঃ প্রীতো মহাযশাঃ ।
রসাতলং ততোহভীষ্টং শিবং প্রাপ্য তলং
যযৌ ॥ ১৭

ততঃ প্রভৃতি ততীর্থঃ নাগতীর্থমুদাহৃতম্ ।
সর্বকামপ্রদঃ পুণ্যঃ রোগদারিদ্ৰ্যানাশনম্ ॥ ১৮
আমূলম্ভীকরং পুণ্যং নানদানাজ মুক্তিদম্ ।
শৃণুয়াৎ পঠেত্তজ্ঞা যো বাপি স্মরতে তু তৎ
তীর্থঃ শেষেষরো যত্র যত্র শক্তিপ্রদঃ শিবঃ ।
একবিংশতিতীর্থানামুভয়োস্তত্র তীরয়োঃ ।
শতানি মুনিশার্দ্ধল সর্বসম্পৎপ্রদায়িনাম্ ॥ ২০
ইতি শ্রীব্রাহ্মে শততীর্থবর্ণনং নাম পঞ্চদশা-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৫ ॥

কুণ্ড আছে। নাগরাজ তথায় হোম
করিল। ঐ কুণ্ডে অগ্নি সর্বদা বিরাজমান।
সেইজন্ত তথাকার গঙ্গাসঙ্গমের জল সর্বদাই
উষ্ণ। মহাযশা নাগপতি প্রীত হইয়া
দেবদেবের আরাধনান্তে তাঁহার প্রসাদে
অভীষ্ট রসাতল-রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সেইখানে
প্রস্থান করিল। তখন হইতে ঐ তীর্থ নাগ-
তীর্থ নামে কথিত হইল। ঐ তীর্থ সর্ব-
কামপ্রদ, পবিত্র, এবং রোগ ও দারিদ্ৰ্যহর।
এখানে নানদানে আয়ু, লক্ষ্মী এবং পুণ্যবৃদ্ধি
হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে এই বৃত্তান্ত
শ্রবণ, পাঠ বা স্মরণ করে, তাহার অস্তে মুক্তি
ঘটে। যেখানে শেষেষর ও যথায় শক্তি-
প্রদ শিব বিরাজমান, তন্মধ্যে এই তীর্থের
অধিষ্ঠান। তদ্রূপ গোতমী নদীর উভয়
তীরে শেষাদি একবিংশতি শত তীর্থ বিদ্যা-
মান। হে মুনিবর! ঐ সকল তীর্থ সর্ব-
কামপ্রদ। ১—২০।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৫।

ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

মহানলমিতি খ্যাতিং বড়বানলমুচ্যতে ।
মহানলো যত্র দেবো বড়বা যত্র সা নদী ॥ ১
ততীর্থং পুত্র বক্ষ্যামি মৃত্যুদোষজ্ঞরাপহম্ ।
পুরাসনৈমিষারণ্যে ঋষয়ঃ সত্রকারিণঃ ॥ ২
শমিতারঞ্চ ঋষয়ো মৃত্যুং চক্লুস্তপস্বিনঃ ।
বর্তমানে সত্রযাগে মৃত্যৌ শমিতরি স্থিতে ॥ ৩
ন মমার তদা কশ্চিৎতপঃ স্থানু জন্মম্ ।
বিনা পশুন মুনিশ্রেষ্ঠ মর্ত্যাকামর্ত্যতাং গতম্ ॥
ততঃ পিষ্টপে শস্ত্রে মর্ত্যো চৈবাসি সন্ততে ।
মৃত্যুনোপেক্ষিতে দেবা রাক্ষসানুচিরে তদা ॥ ৪
দেবা উচুঃ ।

গচ্ছধ্বমুসিত্রং তন্নাশয়ধ্বং মহাধ্বরম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি দেববচঃ শ্রুত্বা প্রোচুস্তে রাক্ষসাঃ সুরান্

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত মহানল তীর্থ
বড়বানল নামে অভিহিত। এখানে
মহানল নামে দেবদেব-বিগ্রহ এবং বড়বা
নামী নদী বিদ্যমান। হে পুত্র! এই তীর্থ
বৃত্তান্ত বলিতেছি; ইহা মৃত্যুদোষ ও জরা-
পহ। পুরাকালে নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ এক
দীর্ঘ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই যজ্ঞে ঋষি-
গণ মৃত্যুকে শমিতৃপদে বরণ করিয়াছিলেন।
যজ্ঞ আরম্ভ হইল, সত্রযাগ আরম্ভ হইল; মৃত্যু
শমিতার কাথে নিযুক্ত রহিলেন। তখন
হইতে চরাচরমধ্যে পণ্ড ব্যতীত কেহই
আর মৃত্যুকবলে পতিত হইল না। মর্ত্য-
বাসীরা ইহাতে অমর হইয়া উঠিল। অন-
ন্তর স্বর্গ, শূন্য ও মর্ত্য অতি সমৃদ্ধ হইতে
লাগিল। মৃত্যু প্রাণিহত্যার উপেক্ষা প্রদ-
র্শন করিলে দেবগণ তখন রাক্ষসদিগকে
বলিলেন,—যাও, তোমরা গিয়া ঋষিদিগের
মহাযজ্ঞ ধ্বংস কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেব-
গণের এই কথা শুনিয়া রাক্ষসেরা উত্তর

অমরা উচুঃ ।

বিশ্বংসদামন্তঃ যজ্ঞমন্ত্রাকং কিং কলং ততঃ ।

প্রবর্ততে বিনা হেতুং ন কোহপি কাপি

জাতুচিৎ ॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবা অপ্যমুরানুচূর্বজাঃ ভবতামপি ।

ভবেদেব ততো যান্ত ঋষীণাং সত্রমুত্তমম্ ॥ ৮

তে ব্রহ্মা হরিতাঃ সর্কে যত্র যজ্ঞঃ প্রবর্ততে ।

জম্বুজত্র বিনাশায় দেববাক্যাদ্বিশেষতঃ ॥ ৯

তজ্জাত্বা ঋষয়ো মৃত্যুমাহঃ কিং কুর্নহে বয়ম্

আগতা দেববচনাদ্রাক্ষস যজ্ঞনাশিনঃ ॥ ১০

মৃত্যুনা সহ সন্মত্ব্য নৈমিষারণ্যবাসিনঃ ।

সর্কে ত্যক্তা স্বাশ্রমং তং শমিত্রা সহ নারদ ॥ ১১

অগ্নিমাত্রমুপাদায় ত্যক্তা পাত্রাদিকন্ত যৎ ।

ক্রেতুনিম্পত্তয়ে জম্বুগৌতমীঃ প্রতি সত্বরঃ ॥ ১২

তত্র স্নাত্বা মৈহেশানং রক্ষণায়োপতস্থিরে ।

কৃতাজলিপুটাস্তে তু তুর্হুবুদ্রিশেষরম্ ॥ ১৬

করিল,—আমরা যজ্ঞধ্বংস করিব ; তাহাতে
আমাদের কি কল হইবে? বস্তুতঃ বিনা
কারণে কে কখন কোন্ কাধ্যে প্রযুক্ত হইয়া
থাকে? ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ তাহা-
দিগকে বলিলেন,—এই যজ্ঞাঙ্কের ভাগ
তোমরাও পাইবে। অতএব তোমরা সেই
ঋষিযজ্ঞে যাও। তাহারা তৎপ্রবণে হারত-
পদে যজ্ঞবিনাশার্থ যজ্ঞস্থানে গিয়া উপস্থিত
হইল। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া ঋষিগণ
মৃত্যুকে বলিলেন,—হে মৃত্যু! আমরা
একণে কি কার? দেবগণের কথাবসারে
রাক্ষসেরা যজ্ঞধ্বংস করিতে আসিয়াছে।
এই কথা কহিয়া নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ
শমিত্রা মৃত্যুর সহিত যজ্ঞাঙ্গপূর্বক সেই
প্রথম পরিত্যাগ করিলেন। তাহারা
মহাবার সময়ে বস্ত্রীয় অস্ত্রাস্ত্র সমস্ত পাত্র
পারিত্যাগপূর্বক যাত্র আর লইয়া যজ্ঞ-
স্থান, আশ্রম সত্বর গৌতমীতীরে গমন
করিল। তথায় গিয়া স্নানান্তে যজ্ঞরক্ষার্থ
পূজা করিলেন এবং কৃতাজলি-

ঋষয় উচুঃ ।

যো লীলয়া বিশ্বমিদং চকার

ধাতা বিধাতা ভুবনজয়ন্ত ।

যো বিশ্বরূপঃ সদসংপরো যঃ

সোমেশ্বরঃ তং শরণং ব্রজামঃ ॥ ১৪

মৃত্যুরবাচ ।

ইচ্ছামাত্রেণ যঃ সর্কঃ হস্তি পাতি করোতি চ ।

তমহং ত্রিদশেশানং শরণং যামি শঙ্করম্ ॥ ১৫

মহানলং মহাকাযং মহানাগবিভূষণম্ ।

মহামূর্ত্তিধরং দেবং শরণং যামি শঙ্করম্ ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রোবাচ ভগবান্মৃত্যো কা প্রীতিরন্ত তে

মৃত্যুরবাচ ।

রাক্ষসেভ্যো ভয়ং ঘোরমাপন্নং ত্রিদশেশ্বর ।

যজ্ঞমন্ত্রাংস্ত রক্ষস্ব যাবৎ সত্রং সমাপ্যতে ॥ ১৮

ব্রহ্মোবাচ ।

তথা চকার ভগবাংহ্রিনেত্রো দৃষতধ্বজঃ ।

শমিত্রা মৃত্যুনা সত্রমুষীণাং পূর্ণতাঃ যযৌ ॥ ১৯

করে তাহাকে স্তব করিতে লাগিলেন।
১—১৬। ঋষিগণ বলিলেন,—যিনি লীলা-
ক্রমে এই বিশ্বের কর্ত্তা এবং যিনি জিভুবনেরই
ধাতা বিধাতা। যিনি বিশ্বরূপ, সদসং, পরম
পুরুষ, সেই সোমেশ্বরের আমরা শরণ
নইতোছ। যিনি ইচ্ছামাত্রেই এই জগতের
সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন, সেই
ত্রিদশপতি শঙ্করদেবের আমি শরণ নই-
লাম। যিনি মহাকায, মহানল, মহানীল-
মাণ্ডিত ও মহামূর্ত্তিধর, সেই শঙ্করের আমি
শরণাপন্ন হইলাম। ব্রহ্মা বলিলেন,—
অনন্তর ভগবান্ মৃত্যুকে কহিলেন,—হে
মৃত্যু! কিরূপ বরদানে তোমার প্রীতি
হইবে? মৃত্যু বলিলেন,—হে ত্রিদশেশ
রাক্ষসগণ হইতে মহা ভয় উপস্থিত হই-
য়াছে। যাবৎ না এই যজ্ঞ সমাপ্তি হয়
ততকাল আপনি যজ্ঞ এবং আমাদিগকে
রক্ষা করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—মৃত্যু
জিনেত্র তাহাই করিলেন। এইরূপে যিনি

হবিষ্যঃ ভাগধেয়ায় আকরমরমঃ ক্রমাৎ ।

তানবোচন্নুনিগণাঃ সঙ্কুকা মৃত্যুনা সহ ॥ ২০

ঋষয় উচুঃ ।

অমর্যধবিনাশায় রাক্ষসাঃ প্রেষিতা যতঃ ।

তস্মাভবন্ত্যঃ পাপিষ্ঠা রাক্ষসাঃ সন্ত শত্রবঃ ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রভৃতি দেবানাং রাক্ষসা বৈরিণোহভবন্

কৃত্যাক্ষ বড়বাঃ তত্র দেবান্ ঋষয়োহমলাঃ ॥ ২২

মৃত্যোর্ভাখ্যা ভব ত্বং তামিত্যুক্ত্বা তেহভ্যষেচয়ন্

অভিষেকোদকং যত্নু সা নদী বড়বাবতৎ ॥ ২৩

মৃত্যুনা স্থাপিতং লিঙ্গং মহানলমিতি ঋতম্ ।

ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং বড়বাসঙ্গমং বিহুঃ ॥ ২৪

মহানলো যত্র দেবস্ততীর্থং ভুক্তিমুক্তিদম্ ।

সহস্রং তত্র তীর্থানাং সর্বাভীষ্টপ্রদায়িনাম্ ।

উভয়োস্তীরয়োস্তত্র স্মরণাদমঘঘাতিনাম্ ॥ ২৫

ইতি ঐত্রাক্ষে বড়বাদিসহস্রতীর্থবর্ণনং নাম

ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৬ ॥

মৃত্যুর সাহায্যে ঋষিগণের যজ্ঞ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। তখন যজ্ঞীয় হবিভাগ গ্রহণার্থ অমর্যগণ ক্রমে ক্রমে আগমন করিলেন।

মুনিগণ সংস্কৃত হইয়া মৃত্যু সহ তাহাদিগকে বলিলেন,—আমাদিগের যজ্ঞধ্বংসের জন্ত

যেহেতু তোমরা রাক্ষসদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলে; এই জন্ত আমাদের বাক্যে পাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা তোমাদের শত্রু হউক।

ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন হইতে রাক্ষসেরা দেবগণের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। দেব ও

ঋষিগণ পরে বড়বা কৃত্যাকে “তুমি মৃত্যুর ভাখ্যা হও” এই বলিয়া তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন।

সেই অভিষেকজল প্রবাহিত হইয়া বড়বা নারী নদীরূপে পরিণত হইল।

সেখানে মৃত্যু যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন, তাহা মহানল নামে বিক্রান্ত হইল।

সেই দিন হইতে এই তীর্থ বড়বাসঙ্গম নামে বিদিত হইল। যথায় মহানল দেব বিরাট, সে তীর্থ নিশ্চয়ই ভুক্তিমুক্তিদায়ক। এই

সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

আমর্যতীর্থমিতি খ্যাতং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাম্

তন্ত প্রভাবঃ বক্ষ্যামি যত্র জ্ঞানেশ্বরঃ শিবঃ ॥

দত্ত ইত্যপি বিখ্যাতঃ সোহত্রিপুত্রো হরপ্রিয়ঃ

দুর্কাসসঃ প্রিয়ো ভ্রাতা সর্কজ্ঞানবিশারদঃ ।

স গাঙ্গা পিতরং প্রাহ বিনয়েন প্রণম্য চ ॥ ২

দত্ত উবাচ ।

ব্রহ্মজ্ঞানং কথং মে শ্রাৎ কং পৃচ্ছামি ক যামি চ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বাত্রিঃ পুত্রবাক্যং ধ্যান্য বচনমববীৎ ॥ ৪

অত্রিকবাচ ।

গৌতমীঃ পুত্র গচ্ছ ত্বং তত্র স্তহি মহেশ্বরম্ ।

স তু শ্রীতো যদেব স্মাতদা জ্ঞানমবাপ্যসি ॥ ৫

খানে গৌতমীর উভয় ভীয়ে সর্বাভীষ্টপ্রদ সহস্র তীর্থ আছে, এই সকল তীর্থ স্মরণ করিলেও পাপ নাশ পায়। ১৭—২৫।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৬।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত আমর্যতীর্থ

নরগণের ভুক্তিমুক্তিপ্রদ। এখানে জ্ঞানেশ্বর

শিব বিরাজমান। এই তীর্থমাহাত্ম্য বলি-

তোর্ছি, শ্রবণ কর। অত্রিপুত্র বিখ্যাত দত্ত

হরপ্রিয় ছিলেন। তিনি দুর্কাসার ভ্রাতা

এবং সর্কজ্ঞানে সুপণ্ডিত। তিনি একদা

তদীয় পিতার নিকট গিয়া প্রণামান্তে নম্রতার

সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—হে ব্রহ্মন! আমার

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে কিরূপে? আমি কাহার

নিকট জিজ্ঞাসা করি? কোথায় বাই? ১—৫।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অত্রি, পুত্রের কথা শুনিয়া

ধ্যানান্তে বলিলেন,—পুত্র! তুমি গৌত-

মীতে গিয়া মহেশ্বরের স্তব কর। তিনি যখন

ক্রীত হইবেন, তখনই জ্ঞানলাভ করিবে

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্কা তদাত্তোয়ো গগ্গাং গগ্গা শুচিৰ্যতঃ ।
কৃত্তাঙ্গলিপুটো ভুবা ভক্ত্যা তুষ্টিব শঙ্করম্ ॥ ৬
দন্ত উবাচ ।

সংসারকুপে পতিতোহস্মি দৈবা-
ম্মোহেন শুণ্ডো ভবহুঃখপঙ্কে ।
অজ্ঞাননাথ! তমসাবৃত্তোহং
পরং ন বিন্দামি সুরাধিনাথ ॥ ৭
ভিন্নত্রিশূলে ন বলীয়সাহং
পাপেন চিন্তাকুরপাটিতশ্চ ।
তপ্তোহস্মি পঞ্চেন্দ্রিয়তীব্রতাপৈঃ
শ্রান্তোহস্মি সন্তারয় সোমনাথ ॥ ৮
বন্ধোহস্মি দারিদ্ৰ্যময়ৈশ্চ বন্ধৈ
ইতোহস্মি রোগানলতীব্রতাপৈঃ ।
ক্রান্তোহস্ম্যহং মৃত্যুভুজঙ্গমেন
ভীতো ভৃশং কিং করবাণি শস্তো ॥ ৯
ভবাতবাত্যামতিপীড়িতোহহং
তৃকাকৃধাত্যাক রজস্তমোভ্যাম্ ।
ঈদৃকয়া জরয়া চাভিভূতঃ
পত্নাবস্থং রূপয়া মেহজ নাথ ॥ ১০

পারিবে । ব্রহ্মা বলিলেন,—অতিনন্দন
তাহাতেই সম্মত হইয়া গগ্গায় গমনপূর্বক
শুচি ও কৃত্তাঙ্গলিভাবে ভক্তির সহিত
শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন । দন্ত
বলিলেন,—হে সোমনাথ ! আমি দৈবাৎ মোহ
প্রাপ্ত হইয়া ভবহুঃখপঙ্কে সংসারকুপে পতিত
হইয়াছি এবং হে সুরাধিনাথ ! অজ্ঞানরূপ
তমসাকুর হইয়া শ্রেণ্ডোলাভ করিতে পারি-
তেছি না । আমি পাপরূপ ত্রিশূল দ্বারা এবং
চিন্তারূপ কুর দ্বারা নিরন্তর পাটিত হইয়া
ভীষণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের তীব্রতাপে তপ্ত ও শ্রান্ত
হইয়াছি ; আমার পরিজ্ঞান কর । হে শস্তো !
আমি দারিদ্ৰ্যরূপ ভীষণ বন্ধনে বদ্ধ ও
রোগরূপ অনলের তীব্রতাপে পীড়িত হইয়া
পিত্তাক্রমের আক্রমণে নিতান্ত ভীত
হই ও অজ্ঞান আমার কর্তব্য কি ? হে
সোমনাথ ! পুনঃপুনঃ জনন-মরণে নিতান্ত

কামেন কোপেন চ মৎসরেন
দন্তেন দর্পাদিভিন্নপ্যনেকৈঃ ।
একৈকশঃ কষ্টগতোহস্মি বিদ্ধ-
দ্বনাথবদ্বারয় নাথ শঙ্করম্ ॥ ১১
কস্তাপি কশ্চিৎ পতিতস্ত পুংসো
হুঃখপ্রণোদী ভবতীতি সত্যম্ ।
বিনা ভবন্তঃ মম সোমনাথ
কুস্তাপি কারুণ্যবচোহপি নাস্তি ॥ ১২
তাবৎ স কোশো ভয়মোহদুঃখা-
ন্তজ্ঞানদারিদ্ৰ্যাক্রান্তধৈব ।
কামাদয়ো মৃত্যুরপীহ যাব-
ন্নমঃশিবায়েতি ন বচি বাক্যম্ ॥ ১৩
ন মেহস্তি ধর্মো ন চ মেহস্তিভক্তি-
নাহং বিবেকী ককুণা কুতো মে ।
দাতাসি তেনান্ত শরণ্যচিত্তে
নিধেহি সোমেতি পদং মদীয়ৈ ॥ ১৪
যাচে ন চাহং সুরভূপতিত্বঃ
হুংপদ্যমধ্যে মম সোমনাথ ।

নিপীড়িত ও তৃষ্ণা, কৃধা, জরা ও রজস্তমো-
গুণে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি । অন্য রূপা
করিয়া এই আমার অবস্থা পর্যবেক্ষণ
করুন । আমি কাম, কোপ, মাৎসর্য, দন্ত
ও দর্পাদি দ্বারা বহবার কষ্টগত ও মর্ষা-
হত হইয়াছি, হে নাথ ! আপনি আমার ঐ
সকল শত্রু নিবারণ করুন । কুস্তাপি কেহ
হুঃখ-পতিত হইলে তাহার কেহ না কেহ
হুঃখাপহর্তা হয়, এ কথা সত্য ; কিন্তু হে
সোমনাথ ! আমি আপনাকে ব্যতীত আমার
কাহাকেই রক্ষাকর্তা বা সদয় বাক্যের বক্তা
বলিয়া মনে করি না । ক্রোধ, ভয়, মোহ,
হুঃখ, অজ্ঞান, দারিদ্ৰ্য, ব্যাধি, কামাদি ত্রিশূ
এবং মৃত্যু তাবৎ কালই বিন্যমান—বর্তমানে
না, ‘নমঃ শিবায়ে’ এই বাক্য উচ্চারণ করি ।
আমার ধর্ম নাই, ভক্তি নাই, বিবেক নাই,
দয়া নাই, আমি সর্বথা অতি দীন ব্যক্তি,
অতএব হে শরণ্য ! আপনি আমার ভি-
পথে তবদীয় পদ অর্পণ করুন । আমি

শ্রীসোমশাস্ত্রসম্মিধানং

যাচে বিচার্যেব চ তৎ কুরুষ ॥ ১৫

যথা তবাহং বিদিতোহস্মি পাপ

তথাপি বিজ্ঞাপনমাশুগুহ ।

সংস্কৃত্যে যত্র বচঃ শিবেতি

তত্র স্থিতিঃ স্তান্ময় সোমনাথ ॥ ১৬

গৌরীপতে শঙ্কর সোমনাথ

বিশেষ কারুণ্যানিধেঃখিলাস্বন ।

সংস্কৃত্যে যত্র সদ্গতিঃ তত্র

কেমামপি স্তাৎ কৃতিনাং নিবাসঃ ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাদ্যেযুতঃ স্তাৎ ততোষ ভগবান্ হরঃ ।

বরদোহস্মিতি তং প্রাহ যোগিনঃ বিশ্বকৃষ্টবঃ ॥

আজ্ঞেয় উবাচ ।

আজ্ঞাজানঞ্চ মুক্তঞ্চ ভুক্তঞ্চ বিপুলং যয়ি ।

তীর্থস্তাপি চ মাহাত্ম্যং বরোহয়ঃ ত্রিদশার্চিত

সুরৈবধ্য চাহি না । হে সুরনাথ ! আমার

কৃৎপন্নমধ্যে ভবদীয় পদাশুজের সম্মিধানই

আমার প্রার্থনীয় । আপনি আমার এই

প্রার্থনার বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহা পূরণ

করুন । হে সোমনাথ ! আমি যদিও

আপনার নিকট পাপী বলিয়া বিদিত, তথাপি

আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন । যথায় শিবনাম

কৃত হইবে, সেইখানেই আমার অব-

স্থিতি হউক । ইহাই আমার নিবেদন ।

ততঃ সোমনাথে গৌরী-পতে ! শঙ্কর ! সোম-

নাথ ! বিশেষ ! কারুণ্যানিধে ! সন্মানস্বন !

আদি সম্বোধন শব্দে সর্বদা শিবস্তব

কৃত থাকে, তথায় অতি অল্পসংখ্যক কৃতী

কই বাস করিবার অধিকারী । ব্রহ্মা

বলিলেন,—ভগবান্ বিশ্বকৃষ্ট হর আজ্ঞেয়ের

এ প্রকার ক্রম অবশ্যে তুষ্ট হইয়া তাহাকে

বলিলেন,—আমি বর প্রদান করিতেছি,

করুন । আজ্ঞেয় বলিলেন,—হে

সম্পর্কিত ! আজ্ঞাজান, ভক্তিরম্বক ভুক্তি,

ও তীর্থমাহাত্ম্য আপনি আমার বররূপে

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমস্থিতি তং শঙ্করক্কা চান্তরধীয়ত ।

ততঃ প্রভৃতি ততীর্থমাস্তীর্থঃ বিহুর্নুধাঃ ।

তত্র স্নানেন দানেন মুক্তিঃ স্তাদিহ নারদ ॥২০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে তীর্থমাহাত্ম্যে আশ্বতীর্থবর্ণনঃ

নাম সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৭॥

অষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অশ্বতীর্থমাহাত্ম্যাতঃ পিঙ্গলঞ্চ ততঃ পরম্ ।

উত্তরে মন্দতীর্থস্ত তত্র ব্যুষ্টিমিতঃ শৃণু ॥ ১

পুরা যুগন্ত্যো ভগবান্ দক্ষিণাশাপতিঃ প্রভুঃ

দেবৈশ্চ প্রেরিতঃ পূর্বাং বিদ্যাস্ত প্রার্থনঃ প্রতি

স শনৈবিদ্যামভ্যাগাৎ সহস্রমুনিভির্ভূতঃ ।

তমাগত্য নগরেষ্টঃ বহুবৃক্ষসমাকুলম্ ॥ ৩

শর্কিনং মেকভানুভ্যাং বিদ্যাঃ শৃঙ্গশর্ভৈর্ভূতম্

প্রদান করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর শঙ্কর

তাহাকে ‘তথাস্ত’ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন ।

সেই হইতে পাণ্ডিত্য সকল ঐ তীর্থকে আশ্ব-

তীর্থ বলিয়া থাকেন । হে নারদ ! ঐ তীর্থে

স্নান দান করিলে মুক্তি হইয়া থাকে ॥২০॥

। সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১১৭॥

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অশ্বত ও পিঙ্গল নামে

দুই তীর্থ আখ্যাত হইয়াছে । উহাদের উত্তরে

মন্দনামক তীর্থ । ঐ তীর্থসহস্রীয় বিবরণ

শ্রবণ কর । পুরাকালে দক্ষিণ দিকের পতি

ভগবান্ লোপামুদ্রাভর্তা অগস্ত্যদেবগণ কর্তৃক

প্রেরিত হইয়া সহস্র মুনি সমভিব্যাহারে

বিদ্যাসমীপে উপস্থিত হন এবং তৎসমীপে

উপস্থিত হইয়া অত্যাশ্রিত, দীর্ঘ, মেক ও ভানু

সহ শর্কমান শত শৃঙ্গবিশিষ্ট ও বহু বৃক্ষ

সমাকুল নগরেষ্ট বিদ্যাকে দেবকান্তি

অত্যাশ্রিতং নগং ধীরো লোপামুদ্রাপতির্মুনিঃ ॥৪
কৃতান্তিথ্যো বিজৈঃ সার্কং প্রশস্ত চ নগং পুনঃ
ইদমাহ মুনিশ্রেষ্ঠো দেবকার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫

অগস্ত্য উবাচ ।

অহং যামি নগশ্রেষ্ঠ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিতঃ ।
তীর্থযাত্রাং করোম্যসীত দক্ষিণাশাং ব্রজাম্যহম্
দেহি মার্গং নগপতে আতিথ্যং দেহি যাচতে ।
যাবদাগমনং মে স্তাৎ স্বাতব্যং তাবদেব হি ॥৭
নাস্তথা ভবিতব্যং তে তথেষ্যাহ নগোক্তমঃ ।
আক্রামন দক্ষিণামাশাং তৈর্বৃতো মুনিভির্মুনিঃ
শনৈঃ স গোতমীমাগাং সত্ৰযাগায় দীক্ষিতঃ ।
যাবৎ সংবৎসরং সত্ৰমকরোদৃষিভির্বৃতঃ ॥ ৯
কৈটভস্ত সূতো পাপো রাক্ষসো ধর্মকণ্টকো ।
অশ্বখঃ পিঙ্গলশ্চেতি বিখ্যাতো ত্রিদশালয়ে ॥১০
অশ্বখোহশ্বখরূপেণ পিঙ্গলো ব্রহ্মরূপধক্ ।
তাবুভাবস্তরং প্রেমপুর্য়জবিধং সনায় তু ॥ ১১

জন্ত আশীর্বাদপুরঃসর বলিলেন,—হে নগ-
শ্রেষ্ঠ আমি এই সকল তত্ত্বদর্শী মুনিগণের
সহিত তীর্থ-পর্যটনপ্রসঙ্গে দক্ষিণ দিকে
প্রস্থান করিব। হে নগপতে! তুমি আমার
আতিথ্য স্বরূপ পথ প্রদান কর; এবং যে
পর্যন্ত না আমি প্রত্যাবৃত্ত হই, তাবৎকাল
তুমি ঐরূপ তাবোই থাক। ইহাই আমার
অভ্যুরোধ। নগশ্রেষ্ঠ, ‘তথাস্ত’ বলিয়া তাঁহার
বাক্যে সম্মত হইলেন। অনন্তর অগস্ত্য
মুনি স্বীয় সমভিব্যাহারী মুনিগণের সহিত
দক্ষিণদিক্ অবলম্বনে গোতমীতে আসিয়া
পৌছিলেন, এবং তথায় যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া
মুনিগণের সহিত সংবৎসরব্যাপী সত্ৰ আরম্ভ
করিলেন। এমন সময় কৈটভপুত্র অশ্বখ
ও পিঙ্গল নামে দুই পাণিষ্ঠ ধর্মকণ্টক রাক্ষস
তাঁহাদের যজ্ঞবিধংসের নিমিত্ত ছিদ্ৰ অবেষণ
করত ইচ্ছামত দ্বিবিধ রূপ ধারণ করিল।
তাঁহাদের মধ্যে অশ্বখ অশ্বখরূপ, এবং পিঙ্গল
ব্রাহ্মরূপে পরিণত হইল। হে তপোধন!
তারা ঐ দুইরূপেই প্রত্যহ ব্রাহ্মদিগকে
উৎপীড়িত করিতে লাগিল। যে ব্যক্তি

কুরুতাং কাক্ষিতং রূপং দানবৌ পাপচেতসৌ
অশ্বখো বৃকরূপেণ পিঙ্গলো ব্রাহ্মণাকৃতিঃ ॥ ১২
উভৌ তৌ ব্রাহ্মণারিতাঃ শীড়য়েতাং তপোধন
আলভন্তে চ যেষ্বশ্বখং তাস্তানস্মাত্যাসৌ তরুঃ
পিঙ্গলঃ সামগো ভূত্বা শিষ্যানস্মাতি রাক্ষসঃ ।
তস্মাদদ্যাপি বিপ্রেষু সামগোহতীবনিকূপঃ ॥
কীয়মাগান দ্বিজান দৃষ্ট্বা মুনয়ো রাক্ষসাবিমৌ
ইতি বুদ্ধা মহা প্রাজ্ঞা দক্ষিণং তীরমগ্নিতম্
সৌরিং শনৈশ্চরং মন্দং তপস্তন্তং ধৃতব্রতম্ ।
গত্বা মুনিগণাঃ সর্বে রক্ষঃকর্ম্যন্তবেদয়ন্ ॥ ১৬
সৌরির্মুনিগণানাহ পূর্ণে তপসি মে দ্বিজাঃ ।
রাক্ষসৌ হন্যাপূর্ণে তু তপস্তক্ষম এব হি ॥ ১৭
পুনঃ প্রোচুর্মুনিগণা দাস্ত্যামন্তে তপো মহৎ ।
ইত্যুকৌ ব্রাহ্মণৈঃ সৌরিঃ কৃতমিত্যাহ তানপি
সৌরিব্রাহ্মণবেষণে প্রায়াদশ্বখরূপিণম্ ।
রাক্ষসং ব্রাহ্মণো ভূত্বা প্রদক্ষিণমথাকরোৎ ॥ ১৯

অশ্বখ তরুকে স্পর্শ করে, অশ্বখ রাক্ষস
তাঁহাকেই ভক্ষণ করিয়া ফেলে। পিঙ্গল
রাক্ষস সামগায়ী ব্রাহ্মণ হইয়া শিষ্যদিগকে
উদরসাৎ করিতে লাগিল। এইজন্ত অদ্য
পর্যন্ত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সামগায়ী ব্রাহ্মণ
অত্যন্ত নির্দয় বলিয়া অভিহিত। ১—১৪। মুনি-
গণ তখন ব্রাহ্মণদিগকে কীয়মাণ দেখিয়া ঐ
উভয় রাক্ষসকে চিনিতে পারিলেন এবং
গোতমীর দক্ষিণতীরে তপস্তানিরত রবি-
নন্দন শনৈশ্চরের সমীপে গমন করিয়া
তাঁহাকেই রাক্ষস-রূত অত্যাচার-কাকিনী
নিবেদন করিলেন। সূর্য্যানন্দন বলিলেন,
—হে দ্বিজগণ! আমার তপস্তা পূর্ণ হইলে
আমি এই রাক্ষসদ্বয়কে বিনাশ করিব।
পরন্তু তপস্তার অপূর্ণতায় আমি ঐ কার্য
সাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম। তৎপ্রবণে মুনিগণ
বলিলেন,—আপনাকে আমরা বিপুল তপস্তা
দান করিতেছি। ব্রাহ্মণগণের এই কথায়
শনৈশ্চর সম্মতি জানাইলেন। অনন্তর
তিনি ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া অশ্বখ-
রূপী রাক্ষসের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ

প্রদক্ষিণং তু কুর্য্যণং মেনে ব্রাহ্মণমেব তম্ ।
 নিত্যব্রাহ্মণসঃ পাপো ভক্ষয়ামাস মায়া ॥২০॥
 ভক্ত কায়ং সমাবিশ্ত চক্ষুঃশ্রাব্যপশ্যত ।
 দৃষ্টঃ স ব্রাহ্মণঃ পাপো মন্দেন রবিস্থত্বনা ॥২১॥
 ভগ্নীভূতঃ কণেনৈব গিরির্ভ্রাজহতো যথা ।
 অশ্বখং ভগ্নসাতং কৃত্বা অশ্বখং ব্রাহ্মণরূপিণম্ ॥২২॥
 ব্রাহ্মণসঃ পাপনিলয়মেক এব তমভ্যাগাৎ ।
 অধীমানো বিপ্র ইব শিষ্যরূপো বিনীতবৎ ॥২৩॥
 পিঙ্গলঃ পূর্ববচ্চাপি ভক্ষয়ামাস ভাঙ্গজম্ ।
 স ভক্তিতঃ পূর্ববচ্চ কৃষ্ণাবজ্রাণ্যবৈকত ॥২৪॥
 তেনালোকিতমাত্রোহসৌ ব্রাহ্মসোভাসাদভূৎ
 উভৌ হৃদা ভাঙ্গশ্রুতঃ কিং কৃত্যং মে বদন্তুথ ॥
 মুনয়ো জাতসংহবাঃ সৰ্ব্ব এব তপস্বিনঃ ।
 ততঃ প্রশ্না হৃদবম্বুষমোহগন্ত্যপূর্বকাঃ ॥ ২৬ ॥
 বরান দর্শয়থাকামং সৌরয়ে মন্দগামিনে ।

করিলেন। প্রদক্ষিণ করিবার সময় পাপিষ্ঠ
 ব্রাহ্মস তাঁহাকে প্রতিদিনাগত ব্রাহ্মণগণের
 দ্বায় একজন ব্রাহ্মণ বানয়াই মনে
 ছিল এবং মায়াপূর্বক তাঁহাকে ভক্ষণ
 করিয়া ফেলিল। রবিনন্দন তাহার উদরে
 প্রবেশ করিয়া চক্ষু মেলিয়া তদীয় অস্ত্র
 সকল দেখিলেন। সেই পাপ ব্রাহ্মস রবিতনয়
 পূর্বক দৃষ্ট হইয়া কণকাল মধ্যে বজ্রাহত
 হইয়া ভগ্নীভূত হইল। রবিতনয়
 কাকী এইরূপে অশ্বখরূপী ব্রাহ্মসকে ভগ্ন-
 করিয়া পাপনিলয় ব্রাহ্মণরূপী অশ্ব
 ব্রাহ্মসের নিকট গেলেন। তথায় গিয়া তিনি
 পনাকে বিনীত, অধায়নশীল ব্রাহ্মণ-
 বোয়র স্থায় দেখাইতে লাগিলেন। পরন্তু
 পিঙ্গল ব্রাহ্মস তাঁহাকে ভক্ষণ করিল,
 তিনি পূর্ববৎ ভক্তিত হইয়া সেই ব্রাহ্ম-
 সের অস্ত্র সকল দর্শন করিলেন। দর্শন-
 ক্রমেই ঐ পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মস ভগ্নরূপে পরিণত
 হইল। ভাঙ্গশ্রুত এইরূপে উভয় ব্রাহ্মসকে
 ভক্ত করিয়া বলিলেন,—এখন আর আমার
 করিতে হইবে? অগন্ত্যপ্রমুখ মুনি-
 গণ সকলে অতীব দৃষ্ট হইয়া মন্দগামী

স প্রীভো ব্রাহ্মণানাহ শনিঃ স্বধ্যশ্রুভো বলী ।
 সৌরিপুত্রবাচ ।
 মদ্বারে নিয়তা যে চ কুর্য্যন্ত্যশ্বখলন্তনম্ ।
 তেষাং সর্বাণি কার্য্যাণি শ্রুত্যা পীড়া মন্তবান চ
 তীর্থে চাশ্বখসংক্ষেপে বৈ শ্রানং কুর্য্যন্তি যে নরাঃ
 তেষাং সর্বাণি কার্য্যাণি ভবেদ্ব্যুপপন্নো বরঃ ।
 মন্দ্বারে তু যেহশ্বখং প্রাতঃকথায় মানবাঃ ।
 আনভন্তে চ তেষাং বৈ গ্রহপীড়া ব্যাপোহতু ।
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ততঃ প্রভৃতি ততীর্থমশ্বখং পিঙ্গলং বিহুঃ ।
 তীর্থং শনৈশ্চরং তত্র তত্রাগন্ত্যক্ সাঙ্গিকম্ ॥৩১॥
 যাজ্ঞিককর্ণাপি ততীর্থং সামগং তীর্থমেব চ ।
 ইত্যাদ্যষ্টোত্তরায়ানসন্ সহস্রাণ্যথ ষোড়শ ।
 তেষু শ্রানক্ দানক্ সত্ৰযাগকলপ্রদম্ ॥ ৩২ ॥
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে ! অশ্বখাদিতীর্থবর্ণনং
 নামাষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৮ ॥

স্বধ্যপুত্রকে অভিমত বর প্রদান করিলেন।
 বলিষ্ঠ স্বধ্যশ্রুত শনিও তাঁহাদিগকে বলি-
 লেন,—যে ব্যক্তি সংযত হইয়া মদীয় বারে
 অশ্বখতীর্থে অবগাহন করিবে, তাহাদের
 সমুদয় কার্য্যসিদ্ধি হইবে ও মজ্জনিত পীড়া
 কদাচ তাহাদের হইবে না। যে মানব অশ্বখ-
 তীর্থে শ্রান করে, তাহার সকল কার্য্যই সিদ্ধ
 হয়। আরও এক কথা—যে ব্যক্তি প্রাতঃ-
 কালে গাত্রোত্থান করত শনিবারে অশ্বখ-
 তীর্থে অবগাহন করে, তাহাদের কদাচ
 গ্রহজনিত পীড়া সম্ভবে না। ব্রহ্মা
 বলিলেন,—সেই অবধি ঐ তীর্থ অশ্বখ ও
 পিঙ্গল নামে প্রসিদ্ধ হইল। ঐ তীর্থমধ্যে—
 শনৈশ্চর, আগন্ত্য, সাঙ্গিক, যাজ্ঞিক ও সামগ-
 প্রভৃতি অষ্টোত্তর ষোড়শ সহস্র তীর্থ বিরাজ-
 মান। ঐ সকল তীর্থে শ্রান দান সত্ৰযাগ-
 কলপ্রদ হইয়া থাকে। ১৪—৩২।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১১৮॥

একোনবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সোমতীর্থমিতি খ্যাতং তদপ্যুক্তং মহাশ্রুতিঃ ।
তত্র দ্বানেন দানেন সোমপানকলং লভেৎ ॥২
জগতাং মাতরঃ পূর্বমোষধ্যো জীবসম্বতাঃ ।
যমাপি মাতরো দেব্যঃ পূর্বাঙ্গাঃ পূর্ববস্তরাঃ ॥২
আত্ম প্রতিষ্ঠিতো ধর্ম্যঃ স্বাধ্যায়ো যজ্ঞকর্ম্ম চ ।
আতিরেব ধৃতং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৩
অশেষরোগোপশমে। ভবত্যাতিরসংশয়ম্ ।
অন্নমেতাভিরেব স্তাদশেষপ্রাণরক্ষণম্ ।
অত্রোষধ্যো জগদ্বন্দ্যো মামুচুনহঙ্কতাঃ ॥ ৪

ওষধ্য উচুঃ ।

অশ্মাকং ত্বং পতিং দেহি রাজানং সুরসন্তম ॥৫
ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তাঙ্গাং ময়োক্তা ওষধীরিদম্ ।
পতিং প্রাপ্যথ সর্বাশ্চ রাজানং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥

একোন বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাশ্রুগণ কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, সোমতীর্থ নামে এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে দ্বান-দান করিলে, সোমপানের কল পাওয়া যায়। পূর্বে জীব কর্ত্তক ওষধি সকল জগতের মাতা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে; সেই অতি প্রচীনা ওষধি সকল আমারও মাতা। ইহাতে ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, ও যজ্ঞকর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহাঁরাই সচরাচর নিখিল ত্রৈলোক্য ধারণ করিতেছেন। ইহাঁদের দ্বারাই অশেষ রোগ উপশমিত হয়। জগতের জীবন ধারণের এক মাত্র হেতু অন্নও ইহাঁদের কর্ত্তক হয়। এই স্থানে অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া জগদ্বন্দ্য ওষধিগণ আমাকে বলিলেন,—হে সুরসন্তম! তুমি আমাদের পতি এবং রাজা প্রদান কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর আমি তাহাদের প্রার্থনা অবগত হইয়া তাহাদিগকে বলিলাম যে, তোমরা আবল্যে প্রীতিবর্দ্ধন পতি ও রাজা প্রাপ্ত হইবে। হে

রাজানমিতি তচ্ছ্রুত্বা তা মামুচুঃ পুনর্মুনে ।
গন্তব্যং ক পুনশ্চোক্তা গোতমীঃ যান্ত মাতরঃ
তুষ্টীয়ামথ তন্তাং বো রাজা স্ত্রান্নোকপুজিতঃ ।
তাংচ গত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ তুষ্টিবুর্গোতমীং নদীম্ ॥ ৮
ওষধ্য উচুঃ ।

কিং বাকরিয়ান্ ভববর্জিনো জনা
নানামসজ্জাভিভবাচ্চ কুংখিতাঃ ।
ন চাগমিষ্যন্তবতী ভুবং চেৎ
পুণ্যোদকে গোতমি শঙ্কুকান্তে ॥ ৯
কো বেত্তি ভাগ্যং নরদেহভাজাং
মহোগতানাং সরিতামধীশে ।
এষাং মহাপাতকসম্ভবহতী
ভ্রমদ্ব গঙ্গে সুলভা সদৈব ॥ ১০
ন তে বিভূতিং নহু বেত্তি কোহপি
ত্রৈলোক্যবন্দ্যে জগদদ্ব গঙ্গে ।
গৌরীসমানিঙ্গিতবিপ্রহোহপি
ধন্তে স্মরারিঃ শিরসাপি যদ্বাম্ ॥ ১১

মুনে! এই কথা শুনিয়া তাহার পুনরায় আমাকে বলিল,—আমরা কোথায় পন্ন করিলে রাজা প্রাপ্ত হইব? আমি বলিলাম,—হে মাতৃসকল! আপনারা গোতমীতে গমন করুন। গোতমী তুষ্ট হইলে, লোকপুজিত রাজা প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাঁহার আমার কথায় গিয়া গোতমীর স্তব করিতে লাগিল। ১—৮। ওষধিগণ বলিল,—হে পুণ্যসলিলে, শঙ্কুকান্তে গোতমি! আপনি যদি পৃথিবীতলে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে সংসারের লোকেরা নানা কুংখ-পন্ন-স্পর্শায় অভিভূত হইয়া কাহার শরণ লইত? হে সরিৎপ্রবরে! হে অদ্ব গঙ্গে! দেহীদিগের অপূর্ব ভাগ্যের কথা কে জানিতে পারে, কেননা সাক্ষাৎ আপনি তাহাদিগের মহাপাতকরাশির বিনাশকর্ত্তা। হে ত্রৈলোক্যবন্দ্য! গঙ্গে! আপনার যে কি অপার বিভূতি, তাহা কেহই জানে না। সাক্ষাৎ স্মরারি গোষ্ঠী কর্ত্তক আলিঙ্গিত হইয়াও যন্তক দ্বারা আপনাকে ধারণ করিয়া

নমোহন্ত তে মাতরভীষ্টদায়িনি
নমোহন্ত তে ব্রহ্মময়ৈহঘনাশিনি ।
নমোহন্ত তে বিষ্ণুপদাজনিঃস্বতে
নমোহন্ত তে শঙ্কুজটাবিনিঃস্বতে ॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যেবং স্তবতামীশা কিং দদামীত্যবোচত ॥

ওষধ্য উচুঃ ।

পতিং দেহি জগন্মাতা রাজানমতিতেজসম্ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তদোবাচ নদী গঙ্গা ওষধীস্তা ইদং বচঃ ।

গঙ্গোবাচ ।

অহং চানুতরুপাস্মি ওষধ্যো মাতরোহমৃতাঃ ।

তাদৃশং চামৃতান্বানং পতিং সোমং দদামি বঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবাশ্চ ঋষয়ো বাক্যং যেনিরে সোম এব চ ।

ওষধ্যশ্চাপি তত্বাক্যং ততো জগ্মুঃ স্বমানয়ম্ ১৭

যত্র চাপূর্মহৌষধ্যো রাজানমমৃতান্বকম্ ।

সোমং সমস্তসন্তাপপাপসজ্জনিবারকম্ ॥ ১৮

ধাকেন । হে অভীষ্টদায়িনি মাতঃ ! তোমায়
আমাদের নমস্কার । হে অঘনাশিনি !
ব্রহ্মময়ি ! বিষ্ণুপদাজনিঃস্বতে ! শঙ্কুজটা-
বিনির্গতে ! তোমায় আমাদের নমস্কার ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—ওষধিগণ এইরূপ স্তব
করিলে, ঈশা গোতমী ওষধিদিগকে বলি-
লেন,—তোমাদিগকে কি প্রদান করিব বল ?
ওষধি সকল বলিল,—হে জগন্মাতঃ !
আমাদিগকে পতি ও তেজস্বী রাজা প্রদান
করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন নদী গঙ্গা
ওষধিদিগকে এই কথা বলিলেন,—আমি
অমৃতরূপা, এবং ওষধি মাতৃগণও অমৃতময়ী ;
অতএব আমি তোমাদিগকে অমৃতান্বা
সোমকেই পতিরূপে প্রদান করিতেছি ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ, ঋষিগণ, সোম
এবং ওষধি সকলও তত্বাক্যে অমৃতমোদন
করিলেন । অনন্তর ওষধিগণ নিজালয়ে
প্রত্যাগত হইল । প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত
সন্তাপ ও পাপসমূহের নিবারক অমৃতান্বক

সোমতীর্থন্ত তৎ ধ্যাতং সোমপানকলপ্রদম্ ।

তত্র স্নানেন দানেন পিতরঃ সর্গাপ্নুযুঃ ॥ ১৯

য ইদং শৃণুয়ামিত্যং পঠেৎ তত্ত্বিতঃ স্মরেৎ ।

দীর্ঘমায়ুরবাগ্নোতি স পুত্রৌ ধনবান্ ভবেৎ ॥ ২০

ইতি ত্রীত্রাঙ্কে সোমতীর্থবর্ণনং নামৈকোন-

বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ধাত্ততীর্থমিতি ধ্যাতং সর্গকামপ্রদং নৃণাম্ ।

সুভিক্ষং ক্ষেমদং পুংসাঃ সর্গাপহিনিবারণম্ ॥

ওষধ্যাঃ সোমরাজানং পতিং প্রাপ্য মুদাধিতাঃ

উচুঃ সর্গস্ত লোকস্ত গঙ্গায়াশ্চৈপ্সিতং বচঃ ॥ ২

ওষধ্য উচুঃ ।

বৈদিকী পুণ্যগাধাস্তি যাং বৈ বেদবিদো বিভুঃ ।

ভূমিঃ শস্তবতীঃ কশ্চিন্নাতরং মাতৃসম্বিতাম্ ॥

সোমকে রাজরূপে প্রাপ্ত হইলেন । এই-
জন্ত ঐস্থান সোমপান-কলপ্রদ সোমতীর্থ
নামে বিখ্যাত হইল । ঐ তীর্থে স্নান-দান
করিলে পিতৃলোক স্বর্গ প্রাপ্ত হন । যে
ব্যক্তি এই তীর্থমাহাত্ম্য ভক্তপূর্বক শ্রবণ বা
পাঠ করে, সে আয়ুমান, ধনবান ও পুত্রবান
হয় । ১—২০ ।

উনবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ধাত্ত তীর্থ নামে এক
তীর্থ আছে । ঐ তীর্থ মানবগণের সর্গকাম-
প্রদ ও সর্গাপদ্বিনিবারক, পরন্তু উহা সুভিক্ষ
ও ক্ষেমদায়ী । ওষধিগণ সোমরাজকে পতি-
রূপে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে গঙ্গাশোভার
বরণপত্র মনোভিমত বাক্য সকল
লোকের সাক্ষাতে প্রকাশ করিয়াছিল ।
ওষধিগণ বলিল,—বেদবিদগণকীর্তিত এই

একোনবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সামভীর্ষমিতি খ্যাতঃ তদপ্যুক্তঃ মহাত্মাভিঃ ।
 চত্ৰ দ্বানেন দানেন সোমপানকলং লভেৎ ॥২
 ব্রগতাঃ মাতরঃ পূর্বমোষধ্যে জীবসম্বতাঃ ।
 ন্যাপি মাতরো দেব্যঃ পূর্বাঙ্গাঃ পূর্ববস্তরাঃ ॥২
 দ্বানু প্রতিষ্ঠিতো ধর্ম্যঃ স্বাধ্যায়ো যজ্ঞকর্ম্ম চ ।
 আভিরেব ধৃতঃ সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৩
 অশেষরোগোপশমে ভবত্যাভিরসংশয়ম্ ।
 অন্নমেতাভিরেব শ্রাদ্ধশেষপ্রাণরক্ষণম্ ।
 অত্রোষধ্যে জগদ্বন্দ্যা মামুচুরনহকৃতাঃ ॥ ৪

ওষধ্য উচুঃ ।

অশ্বাকং ত্বং পতিং দেহি রাজানং সুরসত্তম ॥৫

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা বচনং তাসাং ময়োক্তা ওষধীরিদম্ ।
 পতিং প্রাপ্যসি সর্বাশ্চ রাজানং ক্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥

একোন বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাত্মগণ কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, সোমভীর্ষ নামে এক ভীর্ষ আছে। ঐ ভীর্ষে দান-দান করিলে, সোমপানের কল পাওয়া যায়। পূর্বে জীব কর্ত্তক ওষধি সকল জগতের মাতা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে; সেই অতি প্রচীনা ওষধি সকল আমারও মাতা। ইহাতে ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, ও যজ্ঞকর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহারাই সচরাচর নিখিল ত্রৈলোক্য ধারণ করিতেছেন। ইহাদের দ্বারাই অশেষ রোগ উপশমিত হয়। জগতের জীবন ধারণের এক মাত্র হেতু অন্নও ইহাদের কর্ত্তক হয়। এই স্থানে অহঙ্কারপরিশ্রুত হইয়া জগদ্বন্দ্যা ওষধিগণ আমাকে বলিলেন,—হে সুরসত্তম! তুমি আমাদের পতি এবং রাজা প্রদান কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর আমি ঋত্বিকের প্রার্থনা অবগত হইয়া তাহাঙ্গিকে বলিলাম যে, তোমরা আবল্যে ক্রীতিবর্দ্ধন পতি ও রাজা প্রাপ্ত হইবে। হে

রাজানমিতি তচ্ছ্রদ্ধা তা মামুচুঃ পুনর্মুনে ।
 গন্তব্যং ব্র পুনশ্চোক্তা গোতমীঃ যান্ত মাতরঃ
 তুষ্টীয়ায়থ তন্তাং বো রাজা শ্রামোকপুজিতঃ ।
 তাশ্চ গতা মুনিশ্চেষ্ঠ তুষ্টিবৃগৌতমীঃ নদীম্ ॥ ৮

ওষধ্য উচুঃ ।

কিং বাকরিষ্যন্ ভববর্জিনো জনা
 নানাঘসজ্জাতিভবাচ্চ হুংখিতাঃ ।
 ন চাগমিষ্যন্তবতী ভুবং চেৎ
 পুণ্যোদকে গোতমি শঙ্কুকান্তে ॥ ৯
 কো বেত্তি ভাগ্যং নরদেহভাজাঃ
 মহাগতানাং সরিতামবীশে ।
 এষাং মহাপাতকসজ্জহস্তী
 ত্বমহ গঞ্জে স্মলতা সদৈব ॥ ১০
 ন তে বিভূতিং নহু বেত্তি কোহপি
 ত্রৈলোক্যবন্দ্যে জগদহ গঞ্জে ।
 গৌরীসমালিঙ্গিতবিগ্রহোহপি
 ধন্তে ন্মরারিঃ শিরসাপি যযাম্ ॥ ১১

মুনে! এই কথা শুনিয়া তাহার পুনরায় আমাকে বলিল,—আমরা কোথায় গমন করিলে রাজা প্রাপ্ত হইব? আমি বলিলাম,—হে মাতৃসকল! আপনারা গোতমীতে গমন করুন। গোতমী তুষ্ট হইলে, লোকপুজিত রাজা প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মুনিশ্চেষ্ঠ! তাঁহার আমার কথায় গিয়া গোতমীর স্তব করিতে লাগিল। ১—৮। ওষধিগণ বলিল,—হে পুণ্য-সলিলে, শঙ্কুকান্তে গোতমি! আপনি যদি পৃথিবীতলে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে সংসারের লোকেরা নানা হুংখ-পর-স্পর্শায় অভিভূত হইয়া কাহার শরণ লইত? হে সরিৎপ্রবরে! হে অহ গঞ্জে! দেহী-দিগের অপূর্ব ভাগ্যের কথা কে জানিতে পারে, কেননা সাক্ষাৎ আপনি তাহাদিগের মহাপাতকরাশির বিনাশকর্ত্তা। হে ত্রৈলোক্য-বন্দ্য! গঞ্জে! আপনার যে কি অস্পার বিভূতি, তাহা কেহই জানে না। সাক্ষাৎ ন্মরারি গৌরী কর্ত্তক আলিঙ্গিত হইয়াও যন্তক দ্বারা আপনাকে ধারণ করিয়া

নমোহন্ত তে মাতরভীষ্টদায়িনি
নমোহন্ত তে ব্রহ্মময়েহঘনাশিনি ।
নমোহন্ত তে বিষ্ণুপদাভিনিঃস্বতে
নমোহন্ত তে শঙ্কুজটাবিনিঃস্বতে ॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যেবং অবতামীশা কিং দদামীত্যবোচত ।

ওষধ্য উচুঃ ।

পতিং দেহি জগন্নাভা রাজানমতিভৈজসম্ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তদোবাচ নদী গঙ্গা ওষধীস্তা ইদং বচঃ ।

গঙ্গোবাচ ।

অহং চান্নতরুপাশ্চি ওষধ্যো মাতরোহমৃত্যুতাঃ ।

তাদৃশং চান্নতান্নানং পতিং সোমং দদামি বঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবাশ্চ ওষধ্যো বাক্যং মেনিরে সোমং হুয় ।

ওষধ্যশ্চাপি তুহুং বাক্যং ততো জগ্মুঃ স্বমালয়ম্ ১৭

যত্র চাপুর্মাংসো ওষধ্যো রাজানমমৃতায়কম্ ।

সোমং পশুনাং সমস্তসন্তাপপাপসজ্জনিবারকম্ ॥ ১৮

ধাকেন । হে অভীষ্টদায়িনি মাতঃ ! তোমায়
আমাদের নমস্কার । হে অঘনাশিনি !
ব্রহ্মময়ি ! বিষ্ণুপদাভিনিঃস্বতে ! শঙ্কুজটাবিনিঃস্বতে !
তোমায় আমাদের নমস্কার ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—ওষধিগণ এইরূপ স্তব
করিলে, কৈশা গৌতমী ওষধিদিগকে বলি-
লেন,—তোমাদিগকে কি প্রদান করিব বল ?
ওষধি সকল বলিল,—হে জগন্নাভঃ !
আমাদিগকে পতি ও ভৈজস্য রাজা প্রদান
করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন নদী গঙ্গা
ওষধিদিগকে এই কথা বলিলেন,—আমি
অমৃতরূপা, এবং ওষধি মাতৃগণ ও অমৃতময়ী ;
অতএব আমি তোমাদিগকে অমৃতাত্মা
সোমকেই পতিরূপে প্রদান করিতেছি ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ, ঋষিগণ, সোম
এবং ওষধি সকলও তৎকালে অমৃতমোদন
করিলেন । অনন্তর ওষধিগণ নিজালায়ে
প্রত্যাগত হইল । প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত
সন্তাপ ও পাপসমূহের নিবারক অমৃতাত্মক

সোমতীর্থন্ত তৎ খ্যাতং সোমপানকলপ্রদম্ ।

তত্র নানেন দানেন পিতরঃ স্বর্গমাপ্নুঃ ॥ ১৯

য ইদং শৃণুয়ামিত্যং পঠেৎ তজ্জিতঃ স্মরেৎ ।

দীর্ঘমামুরবাপ্রোতি স পুত্রো ধনবান্ তবেৎ ॥ ২০

ইতি জীত্বাক্ষে সোমতীর্থবর্ণনং নামৈকোন-

বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ধাত্ততীর্থমিতি খ্যাতং সর্বকামপ্রদং নৃণাম্ ।

সুভিক্ষং ক্ষেমদং পুংসাং সর্বাধিনিবারণম্ ।

ওষধ্যাঃ সোমরাজানং পতিং প্রাপ্য মুদাধিতাঃ

উচুঃ সর্বস্ত লোকস্ত গঙ্গায়ার্শ্বেপিতং বচঃ ॥ ২

ওষধ্য উচুঃ ।

বৈদিকী পুণ্যাস্তি যাং বৈ বেদবিদো বিহুঃ ।

ভূমিং শস্তবতীশ্চিন্মাতরং মাতৃসম্বিতাম্ ॥

সোমকে রাজরূপে প্রাপ্ত হইলেন । এই-

জন্ত ঐস্থান সোমপান-প্রদ সোমতীর্থ

নামে বিখ্যাত হইল । ঐ তীর্থে নানান-

করিলে পিতৃলোক স্বর্গ প্রাপ্ত হন ।

ব্যক্তি এই তীর্থমাহাত্ম্য ভক্তিপূর্বক শ্রবণ ব

পাঠ করে, সে আয়ুমান, ধনবান্ ও পুত্রবা-

হয় ১—২০ ।

উনবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ধাত্ত তীর্থ নামে এব

তীর্থ আছে । ঐ তীর্থ মানবগণের সর্বকাম-

প্রদ ও সর্বাধিনিবারক, পরন্তু উহা সুভিক্ষ

ও ক্ষেমদায়ী । ওষধিগণ সোমরাজকে পতি-

রূপে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে গঙ্গাসেবীর

বররূপ স্ব স্ব মনোভিমত বাক্য সকল

লোকের সাক্ষাতে প্রকাশ করিয়াছিল

ওষধিগণ বলিল,—বেদবিদগণকীর্তিত

একবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বিদর্ভাসঙ্গমং পুণ্যং রেবতীসঙ্গমং তথা ।
তত্র যদব্রতমাখ্যান্তে যৎপুরাণবিদো বিদুঃ ॥ ১
ভরদ্বাজ ইতি খ্যাত ঋষিরাসীদপোহধিকঃ ।
তস্ত স্বস্যা রেবতীতি কুরুপা বিরুতশ্বর । ২
তাং দৃষ্ট্বা বিরুতাং ভ্রাতা ভরদ্বাজঃ প্রতাপবান
স্তয়া পরয়া যুক্তো গঙ্গায়া দক্ষিণে তটে ॥ ৩
কস্মৈ দদ্যামিমাং কস্তাং স্বসারং ভীষণাকৃতিম্
ন কশ্চিৎ প্রতিগৃহ্নাতি দাক্ষব্যা চ স্বস্যা তথা ॥
অহো ভূয়ার কস্তাপি কস্তা হুঃখেকারণম্ ।
মরণং জীবতোহপ্যন্ত প্রাণিনস্ত পদে পদে ॥
এবং বিমূশতস্তস্য স্ত্রাশ্রমে চাতিশোভনে ।

পিতৃতর্পণ, ও অন্নদান করিলে তৎসমস্ত
অক্ষয় হইয়া থাকে। এইখানে গৌতমীর
উত্তর ভীরে একসহস্র ছয় শত তীর্থ
বিব্রাজিত। এই তীর্থসকল সর্ব-পাপহর
ও সর্বসম্পদ-বিবর্দ্ধন। ১৫—১৮।

বিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২০।

একবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—পুরাণজগণ পবিত্র বিদর্ভা-
সঙ্গম ও রেবতীসঙ্গম নামে দুইটা তীর্থের
কথা করিয়াছেন।—তাহার বিবরণ বলি-
তেছি। পুরাকালে ভরদ্বাজ নামে এক
তপঃপ্রবর ঋষি ছিলেন তাঁহার ভগ্নীর নাম
রেবতী। রেবতী কুরুপা এবং বিরুতশ্বর
ছিল। ভরদ্বাজ তাহাকে বিরুতা দেখিয়া
গঙ্গার দক্ষিণ ভীরে উপবেশনপূর্বক পরম
চিন্তাধিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—
আমার এই ভীষণাকৃতি ভগিনীকে আমি
কাহার হস্তে সমর্পণ করি? আমি ইহাকে
দান করিতে গেলেও কেহই গ্রহণ করিবে
না। অহো! হুঃখের একমাত্র কারণ কস্তা
যেন কাহারও হয় না। প্রাণিগণ জীবিত
থাকিলেও দেখিতেছি, তাহাদের পদে পদে

ব্রহ্মঃ মুনিবরঃ প্রায়ান্তরদ্বাজঃ যতব্রতম্ । ৬
দ্যষ্টবর্ষঃ শুভবপুঃ শান্তো দান্তো শুণাকরঃ ।
নায়া কঠ ইতি খ্যাতো ভরদ্বাজঃ ননাম সখ্য
বিধিবৎ পূজ্য তং বিপ্রঃ ভরদ্বাজঃ কঠঃ শুণা ।
তস্তাগমনকার্য্যঞ্চ পপ্রচ্ছ পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ৮
কঠোহপ্যাহ ভরদ্বাজঃ বিদ্যার্থ্যহমুপাগতঃ ।
তথাচ দর্শনাকাজ্ঞী যদব্রুতং তদ্বিধীয়তাম্ ॥ ৯
ভরদ্বাজঃ কঠঃ প্রাহ অধীষ যদভীপ্সিতম্ ।
পুরাণং স্মৃতয়ো বেদা ধর্ম্মস্থানান্তনেকশঃ ॥ ১০
সর্বং বেদী মহাপ্রাজ্ঞ কচিরং বদ মা চিরম্ ।
কুলীনো ধর্ম্মনিরতো গুরুশ্রবণে রতঃ ।
অভিমানী ঋতধরঃ শিষ্যঃ পুণ্যৈরবাপ্যতে ॥ ১১
কঠ উবাচ ।

অধ্যাপয়ন্ত ভো ব্রহ্মনশিষ্যঃ মাং বীতকল্পবম্ ।
শ্রবণরতং ভক্তং কুলীনং সত্যবাদিনম্ ॥ ১২
ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈত্বাক্ষা ভরদ্বাজঃ প্রাদা বিদ্যামশেষতঃ ।

মৃত্যু মুনিশ্চিত। এইরূপে স্বীয় শুভ আশ্রমে
থাকিয়া চিন্তা করিতেছেন, এই সময় দ্বিষষ্টি-
বর্ষীয়, শুভবপুঃ, শান্ত, দান্ত, শুণাকর
মুনিবর কঠ ভরদ্বাজকে দেখিতে আসিয়া
তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ভরদ্বাজ
তাঁহাকে বিধিমত পূজা করিয়া সম্মুখে অব-
স্থানপূর্বক তদীয় আগমনকারণ জিজ্ঞাসা
করিলেন। কঠ বলিলেন,—আমি বিদ্যার্থী
ভবদীয় দর্শনাকাজ্ঞায় আগমন করিয়াছি,
যাহা যোগ্য হয় করুন। ভরদ্বাজ কঠকে
কহিলেন,—পুরাণ, স্মৃতি, বেদ, বা অন্যান্য
যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে তোমার
আভিপ্রেত যাহা হয়, অধ্যয়ন কর। হে
মহাপ্রাজ্ঞ! এ সমস্ত আমি বিদিত আছি।
যাহা তোমার মনঃপ্রিয় হয়, সমস্ত বল।
ব্রহ্মতঃ কুলীন, ধার্ম্মিক, গুরুশ্রবণরত, অভি-
মানী, ঋতধর শিষ্য, অতি পুণ্যবলেই প্রাপ্ত
হওয়া যায়। ১—১১। কঠ কহিলেন,—ব্রহ্মন!
আমি নিশাপ, শুক্রবাপরায়ণ, ভক্ত, কুলীন
ও সত্যবাদী শিষ্য; আমাকে অধ্যাপন

স ভীত ইব রাজেন্দ্রস্তাবুবাচাধ নারদ ॥ ৬৯
 উদপানঞ্চ কুকতাং তচ্ছূদ্য নৃপতাবিতম্ ।
 নায়ংবক্তানুতোহস্মাকঃ কো ভবাংস্তৎপুত্রা বদ
 পশ্চাৎপিবাবঃ পানীয়ং ততো রাজাত্রবীচ্চ তো
 রাজোবাচ ।
 তত্র তিষ্ঠতি বাৎ পুত্রো যত্র বারিসমাশ্রয়ঃ ॥ ৭২
 ব্রহ্মোবাচ ।
 তচ্ছূদ্যোচতুরাশৌ তো সত্যংক্রহি ন চাত্মথা ।
 আচচক্ষে ততো রাজা সৰ্বমেব যথাতথ্যম্ ॥ ৭৩
 ততস্ত পতিতো বৃদ্ধো তত্রাবাং নয় মা স্পৃশ ।
 ব্রহ্মস্পর্শনং পাপং ন কদাচিদ্ধিনশ্রুতি ॥ ৭৪
 নিস্ত্রে বৈ শ্রবণং বৃদ্ধং সত্যার্থং নৃপসত্তমঃ ।
 ক্ষমাসৌ পতিতঃ পুত্রস্তং স্পৃষ্ট্বা তো বিলেপতুঃ
 বৃদ্ধাবচতুঃ ।
 যথা পুত্রবিয়োগেন মৃত্যুনৌ বিহিতস্তথা ।
 ত্রুণাপি পাপ পুত্রস্ত বিয়োগান্মৃত্যুমাশ্রয়সি ॥

প্রতি রুষ্ট হইয়াছ ? ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ !
 তখন শল্যবিদ্ধবৎ দুঃখার্জু সেই রাজেন্দ্র
 নিজ হৃদয়ের অনুশোচনা করিতে করিতে
 ভীতচিত্তে তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনাদের
 পুত্র, যেখানে জলাশয়, সেইখানে রহিয়া-
 ছেন । ব্রহ্মা কহিলেন,—তাঁহা শুনিয়া আর্জু-
 ভাবে তাঁহার বলিলেন,—সত্য করিয়া বল
 কি হইয়াছে ? অত্থথা করিও না । তারপর
 রাজা যথাযথ সকল ঘটনাই ব্যক্ত করিলেন ।
 তচ্ছবণে বৃদ্ধদম্পতি দুঃখে ভূপতিত হইয়া
 কহিল—আমাদিগকে সেইখানে লইয়া
 যাও ; কিন্তু স্পর্শ করিও না । ব্রহ্মস্বাতি স্পর্শজ
 পাপ কখন বিনষ্ট হয় না । পরে রাজা সেই
 বৃদ্ধ শ্রবণকে যেখানে সেই পুত্র পতিত ছিল,
 ভর্য্যার সহিত তথায় লইয়া গেলেন ।
 পুত্রকে দেখিয়া তাঁহার বিলাপ করিতে
 লাগিলেন এবং রাজাকে বলিলেন,—যেহেতু
 তুমি আমাদের পুত্র-বিয়োগে মৃত্যু বিধান
 করিলে অতএব রে পাপ ! তুইও পুত্র
 বিয়োগেই মৃত্যু প্রাপ্ত হইবি । ৬৬—৭৬ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং তু জল্পতোর্বন্ধনু গতাঃ প্রাণান্ততো নৃপঃ
 অগ্নিনা যোজয়ামাস বৃদ্ধৌ চ ঋষিপুত্রকম্ ॥ ৭৭
 ততো জগাম নগরং দুঃখিতো নৃপতির্মুনে ।
 বসিষ্ঠায় চ তৎসৰ্বং শ্রবেদয়দশেষতঃ ॥ ৭৮
 নৃপাণাং সূর্য্যাবন্তানাং বসিষ্ঠো হি পরা গতিঃ
 বসিষ্ঠোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠৈঃ সম্মজ্যাহ চ নিষ্কতিম্ ॥
 বসিষ্ঠ উবাচ ।

গালবং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কশ্চপম্ ।
 এতানন্তান সমাহ্রয় হ্রমেধায় যত্নতঃ ॥ ৮০
 যজস্ব হ্রমেধেষ্ট বহুভবহৃদক্ষিণৈঃ ॥ ৮১
 ব্রহ্মোবাচ ।
 অকরোদ্ধ্রমেধাংশ্চ রাজা দশরথো দ্বিজৈঃ ।
 এতস্মিন্নন্তরে তত্র বাণ্ডবাচাশরীরীণী ॥ ৮২
 আকাশবাণুবাচ ।
 পূতং শরীরমভবদ্রাজো দশরথশ্চ হি ।
 ব্যবহাধ্যাশ্চ ভবিতা ভবিষ্যন্তি তথা সূতাঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ব্রহ্মন ! এই কথা বলিতে
 বলিতেই তাঁহাদিগের প্রাণ বহির্গত হইল ।
 রাজা সেই বৃদ্ধ দম্পতিকে পুত্রসহ অগ্নি-
 সংস্কার করাইলেন । হে মুনে ! তারপর নর-
 পতি দুঃখিতচিত্তে নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন
 এবং বসিষ্ঠকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন
 করিলেন । সূর্য্যাবন্তীয় নরপতিদিগের বসিষ্ঠই
 পরা গতি । বসিষ্ঠও অত্যন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ
 সহ মন্ত্রণাপূর্ব্বক সেই পাপের নিষ্কতি বিধান
 করিলেন । বসিষ্ঠ কহিলেন,—অশ্বমেধ
 যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ গালব, বামদেব, জাবালি ও
 কশ্চপ, এই সকল এবং আরও বিশিষ্ট
 বিপ্রগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বহুদক্ষিণা সহ-
 কারে উত্তম যজ্ঞ সম্পাদন কর । ব্রহ্মা
 বলিলেন,—পরে রাজা দশরথ দ্বিজগণ সহ
 অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন । সেই
 অবসরে এইরূপ আকাশবাণী হইল,—
 রাজা দশরথের শরীর পুত হইয়াছে ।
 তিনি এখন হইতে ব্যবহাধ্য হইবেন ।

জ্যেষ্ঠপুত্রপ্রসাদেন রাজাপাশো ভবিষ্যতি ॥ ৮০

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো বহুতিথে কালে ঋষ্যশৃঙ্গানুশীরাৎ ।

দেবানাং কাষ্যসিদ্ধার্থঃসুতা আসন্ সুরোপমাঃ

কৌশল্যায়া তথা রামঃ স্মিত্রাত্নায়াঞ্চ লক্ষণঃ ।

শক্রশৃঙ্গাপি কৈকেয়াঃ ভরতো মতিমন্তরঃ ॥

তে সর্বে মতিমন্তশ্চ প্রিয়া রাজো বশে স্থিতাঃ

তং রাজানমৃষিঃ প্রাপ্য বিশ্বামিত্রঃ প্রজাপতিঃ ॥

রামঞ্চ লক্ষণঞ্চাপি অঘাচত মহামতে ।

যজ্ঞসংরক্ষণার্থায় জাতস্তমহিমা মুনিঃ ॥ ৮১

চিরপ্রাপ্তসুতো বৃদ্ধো রাজা নৈবেত্যভ্যবত ॥

রাজোবাচ ।

মহতা দৈবযোগেন কথঞ্চিদ্বার্ককে মুনৈ ।

জাতাবানন্দসন্দোহদায়কৌ মম বালকৌ ॥ ৮২

শশরৌরমিদং রাজ্যং দাস্তেনৈব সুতাবিমৌ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

বসিষ্ঠেন তদা প্রোক্তো রাজা দশরথস্থিতি ॥ ৯১

তাহার পুত্র জন্মিলে । জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রসাদে

রাজা সম্পূর্ণ নিম্পাপ হইবেন । ৭৭—৮০ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—তারপর বহুকালান্তে মুনৌ-

শ্বর ঋষ্যশৃঙ্গের প্রসাদে দেবতাদিগের কাষ্য-

সিদ্ধি নিমিত্ত রাজা দশরথের দেবোপম

চারিটি পুত্র হইয়াছিল । কৌশল্যাতে রাম,

স্মিত্রাত্নাতে লক্ষণ ও শক্রশৃঙ্গ আর কৈকেয়ীতে

ভরত জন্ম গ্রহণ করেন । তাহার

সকলেই রাজার প্রিয় এবং বশীভূত ছিলেন ।

একদা বিশ্বামিত্র মুনি রাম ও লক্ষণের

মহিমা অবগত থাকায় নিজ যজ্ঞ রক্ষ-

ণার্থ তাহাদিগকে দশরথের নিকটে প্রার্থনা

করিলেন; কিন্তু রাজা বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লাভ

করিয়াছেন বলিয়া স্নেহাধিক্যেতু তাহাতে

অসম্মত হইলেন । রাজা কহিলেন,—হে মুনৈ!

মহান দৈবের যোগে বৃদ্ধ বয়সে কোন রকমে

আমার আনন্দসন্দোহদায়ক এই বালকদ্বয়

জন্মিয়াছে । আমি নিজ শরীর বা এই

রাজ্যও দিতে পারি, কিন্তু এই দুইটি

পুত্র দিতে পারি না । ব্রহ্মা কহিলেন,—

বসিষ্ঠ উবাচ ।

রথবঃ প্রার্থনাভঙ্গং ন রাজন্ কাপি শিক্খিতাঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

রামঞ্চ লক্ষণঞ্চৈব কথঞ্চিদবদমুগঃ ॥ ৯০

রাজোবাচ ।

বিশ্বামিত্রস্ত ব্রহ্মর্ষেঃ কুরুতঃ যজ্ঞরক্ষণম্ ॥ ৯৪

ব্রহ্মোবাচ ।

বদন্তিতি সুতো সোক্ষঃ নিবসন্ লপিতাধরঃ ।

পুত্রৌ সমর্পয়ামাস বিশ্বামিত্রস্ত শাস্ত্রদৃক্ ॥ ৯৪

তথৈতু্যক্তা দশরথঃ নমস্ত চ পুনঃপুনঃ ।

জগ্মতু রক্ষণার্থায় বিশ্বামিত্রেণ তৌ মুদা ॥ ৯৬

ততঃ প্রহৃষ্টঃ স মুনির্মুদা প্রাদান্তদোভয়োঃ ।

মাহেশ্বরীং মহাবিভাঃ ধনুর্বিদ্যাং পুরঃসরাং ॥ ৯৭

শাস্ত্রীমাস্ত্রীঃ লৌকিকীঞ্চ রথবিদ্যাং গজোত্তবাং

অশ্ববিদ্যাং গদাবিদ্যাং মত্তাহ্বানবিসর্জনে ॥ ৯৮

সর্ববিদ্যামথাবাপ্য উভৌ তৌ রামলক্ষণৌ ।

তখন বসিষ্ঠ রাজাকে এই 'বাক্য বলিলেন ;

—রাজন্! রথবংশীয়েরা কখনও প্রার্থনা-

ভঙ্গ শিক্ষা করেন নাই । ব্রহ্মা বলিলেন,

—তখন রাজা অতিকষ্টে রাম ও লক্ষণকে

বলিলেন,—তোমরা গিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের

যজ্ঞ রক্ষা কর । ব্রহ্মা কহিলেন,—শাস্ত্রদৃশী

সেই রাজা উক নিবাস সহকারে কম্পিতা-

ধরে এই কথা বলিয়া পুত্রদ্বয়কে বিশ্বামিত্র

করে প্রদান করিলেন । ৮৪—৯৪ । ঐরাম

ও লক্ষণ তখন দশরথকে "তাহাই করিব"

বলিয়া বারংবার নমস্কারপূর্বক বিশ্বামিত্রসহ

তদীয় যজ্ঞরক্ষার্থে প্রস্থিত হইলেন । মুনিবর

বিশ্বামিত্র তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাম লক্ষণ

উভয় ভ্রাতাকে মাহেশ্বরী মহাবিভা, ধনুর্বিদ্যা,

শস্ত্র-(হস্তচ্যুত না করিয়া বাহা দ্বারা প্রহার

করা যায়,) বিদ্যা, অস্ত্র-(হস্তচ্যুত করিয়া

বাহা দ্বারা প্রহার করা যায়) বিদ্যা, লৌকিকী

বিদ্যা, রথবিদ্যা, গজবিদ্যা, অশ্ববিদ্যা,

গদাবিদ্যা, মত্তাহ্বান-(আকর্ষণী) বিদ্যা

এবং মত্তবিসর্জনে-(উচ্চাটনী) বিদ্যা প্রদান

করিলেন । সেই রাম লক্ষণ উভয়ে এই সকল

বনৌকসাং হিতার্থায় জয়তুস্তাডকাং বনে ॥২২
অহল্যাং শাপনির্ভুতাং পাদস্পর্শাচ্চ চক্রতুঃ ।
যজ্ঞবিধ্বংসনায়াতানজয়তুস্তত্র রাক্ষসান্ ॥১০০
কৃতবিদ্যো ধনুশ্চাপী চক্রতুর্যজ্ঞরক্ষণম্ ॥১০১
ততো মহামখে বৃন্তে বিশ্বামিত্রো মুনীশ্বরঃ ।
পুত্রাভ্যাং সহিতো রাজ্ঞো জনকং দ্রুতমভ্যাগাৎ
চিত্রামদর্শয়ন্তত্র রাজমধ্যে নৃপাশ্রজঃ ।
রামঃ সৌমিত্রিসহিতো ধনুর্বিদ্যাং গুরোর্বিতাম্
তৎপ্রীতো জনকঃ প্রদাদৎ সীতাং

লক্ষ্মীযোনিজাম্ * ॥১০৪

শক্রস্তভরতাদৌনাং বসিষ্ঠাদিমতে স্থিতঃ ।
রাজা দশরথঃ শ্রীমান্ বিবাহমকরোন্মুনে ॥১০৫
তৎকালং বহুতিথে কালে রাজ্যং তস্ত প্রযচ্ছতি ।
নৃপতো সর্বলোকানামনুমত্যা গুরোর্বপি ॥১০৬
মহুরাশ্বকদুর্দৈবপ্রেরিতা মৎসরাকুলা ।

রাজ্য প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, কৈকেয়ী
বিদ্যা লাভ করিয়া বনবাসীদিগেব হিত-
বিধানার্থ বনমধ্যে তাডকা রাক্ষসীকে সংহার
করেন। তারপর পথে যাইতে যাইতে
পাহাণ-কুশিণী অহল্যাকে পাদস্পর্শে শাপমুক্ত
করিয়া যজ্ঞস্থলে গমনপূর্বক সেই কৃতবিদ্যা দুই
ভ্রাতা যজ্ঞবিদ্র করিতে সমাগত রাক্ষসদিগকে
নিহত করিয়া বিশ্বামিত্রের সেই যজ্ঞ রক্ষা
করিলেন। পরে সেই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে
মুনীশ্বর বিশ্বামিত্র রাজপুত্রদ্বয় সহ জনক
রাজাকে দর্শন করিতে প্রস্থান করিলেন।
সেখানে শত্রুমণ্ডলমধ্যে নৃপাশ্রজ রাম সৌমিত্রি
সহ বিগিতা ধনুর্বিদ্যা প্রদর্শন করিলেন।
জনক রাজা তাহাতে প্রীত হইয়া রামকে
লক্ষ্মীরূপিনী অযোনিজা সীতা নাম্নী কন্যা
সম্প্রদান করিলেন। রাজা দশরথ বসিষ্ঠাদির
মতানুসারে লক্ষণ, ভরত ও শক্রেরও বিবাহ
দিলেন। তারপর বহুকালান্তে রাজা সমস্ত
প্রজা এবং গুরু মতানুসারে রামকে

কৈকেয়ী বিয়মাতন্থে বনপ্রব্রাজনং তথা ।
ভরতস্ত চ তদ্রাজ্যং রাজা নৈব চ দত্তবান্ ॥
পিতরং সত্যবাক্যং তং কুরুন্ রামো মহাবনম্
বিবেশ সীতয়া সাক্ষং তথা সৌমিত্রিণা সহ ॥১০৮
সত্যঞ্চ মানসং শুদ্ধং স বিবেশ স্বকৈশ্চরণৈঃ ॥
তস্মিন্ বিনির্গতে রামে বনবাসায় দীক্ষিতে ।
সমং লক্ষণসীতাভ্যাং রাজ্যতৃষ্ণাবিবর্জিতে ॥
তং রামঞ্চাপি সৌমিত্রীং সীতাঞ্চ গুণশালিনীম্
দুঃখেন মহতাবিষ্টো ব্রহ্মশাপঞ্চ সংশ্রবন্ ॥১১১
তদা দশরথো বাজা প্রাণাংস্তত্যজ দুঃখিতঃ ।
কৃতকর্ম্মবিপাকেন রাজা নীতো যমাত্মগৈঃ * ॥
যমসদ্ব্যনেকানি তামিস্রাদৌনি নারদ ।
নরকাণ্যথ ঘোরানি ভীষ্মশ্চি বহুনি চ ॥ ১১৩
তত্র ক্রিপ্তস্তদা রাজা নরকেষু পৃথক্ পৃথক্ ।

মহুরাশ্বক দুর্দৈব দ্বারা চালিতা হইয়া মৎসরা-
কুলচিত্তে তাহাতে বাধা ঘটাইলেন এবং
রামের (চতুর্দশ বর্ষ) বনবাসে ভরতের
রাজ্যলাভ এই দুইটা বব প্রার্থনা করিলেন।
রাজা সে বর দিতে সম্মত হইলেন। তখন
রাম পিতাকে (কৈকেয়ীকে পূর্বে দুইটা বর
দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন বলিয়া) সত্যবাদী
করিবার জন্য সীতা ও সৌমিত্রির সহিত
মহাবনে এবং স্বকীয় শুণে সাধুদিগের শুদ্ধ
মানসমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ১০—১০২।
রাম এইরূপে রাজ্যতৃষ্ণা বিসর্জন করত
বনবাসার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া সীতা ও লক্ষণসহ
বহির্গত হইলে দশরথ তখন মহাত্ম্যে
আকৃষ্ট হইয়া সেই সৌমিত্রি, গুণশালিনী
সীতা এবং ব্রহ্মশাপেব বিষয় ভাবিতে
ভাবিতে দুঃখবেগে প্রাণত্যাগ করিলেন।
তিনি কৃতকর্ম্মের বিপাকবশে যমদূতগণ
কর্ত্তক যমভবনে নীত হইলেন। তথায়
ঘোরাকার, ভয়জনক, তামিস্রাদি অনেক
নরক আছে; হে নারদ! রাজা

* তথৈব লক্ষণশ্চাপি ভরতস্তানুজস্ত চ ।

কচিত্তদ্বয়ধিকঃ পার্থক্যম্ ।

* তস্মৈ রাজ্ঞে মহাপ্রাজ্ঞ যাবৎ স্বাবলম্বকমে

ইদমর্কশ্চাক্ত কাচদধিকম্ ।

পচ্যাতে ছিদ্যাতে রাজা পিষ্যাতে চূর্ণ্যাতে তথা
শোষ্যাতে দশ্মতে ভূয়ো দহতে চ নিমজ্জ্যাতে ।
এবমাদিষু ঘোরেষু নরকেষু স পচ্যাতে ॥ ১১৫
রামোহপি গচ্ছন্নধ্বানং চিত্রকূটমথাগমং ।
তত্রৈব জৌণি বর্ষাণি ব্যতীতানি মহামতে ॥ ১১৬
পুনঃ স দক্ষিণাশাশামাক্রামদণ্ডকং বনম্ ।
বিখ্যাভং জিষু লোকেষু দেশানাং তন্ধি পুণ্যদম্
প্রাবিশন্তন্নহারণ্যং ভীষণং দৈত্যসেবিতম্ ।
তন্মদ্যদৃষিভিস্ত্যক্তং হত্যা দৈত্যাস্ত রাক্ষসান্ ॥
বিচরন্ দণ্ডকারণ্যে ঋষিসেব্যমথাকরোং ।
তত্রৈদং বৃন্তমাখ্যাশ্চে শৃণু নারদ যত্নতঃ ॥ ১১৭
তাবচ্ছনৈস্গাঙ্গ্রামো যাবদযোজনপঞ্চকম্ ।
গৌতমীঃ সমন্তপ্রাপ্তো রাজাপি নরকে স্থিতঃ ॥
যমঃ স্বকিঙ্করানাহ রামো দশরথাস্বজঃ ।
গৌতমীমভিতো যাতি পিতরং তন্তু ধীমতঃ ।
আকর্ষন্তু রাজানং নরকারাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২১

সেই সকল পৃথক পৃথক নরকে নিক্ষিপ্ত
হইয়া বারংবার পচ্যমান, ছিদ্যমান, পিষ্যমান,
চূর্ণ্যমান, শোষ্যমান, দশ্মমান, দহ্যমান ও
নিমজ্জ্যমান হইয়া নানা নরকে পাপ-পরি-
ণাম ভোগ করিতে লাগিলেন । ১১০—১১৫ ।
রামও যাইতে যাইতে চিত্রকূটে উপস্থিত
হইলেন । হে মহামতে ! সেখানেই তাঁহার
তিনবর্ষ অতিক্রান্ত হইল । পরে তিনি লোক-
বিখ্যাত দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন । 'সকল
দেশের মধ্যে ঐ অরণ্য সম্বন্ধে পুণ্যপ্রদ ।
তিনি 'দৈত্য-রাক্ষসসেবিত' সেই মহাবনে
প্রবেশপূর্ব্বক উহাদিগকে হত্যা করত বিচরণ
করিতে থাকিলে সেই বন তখন দৈত্য রাক্ষস
ভয়ে পরিত্যক্ত স্বাবগণের পুনঃ বাসোপযোগী
হইল । নারদ ! এই তত্ত্ব একটা বৃত্তান্ত
বলিতেছি, সযত্নে শ্রবণ কর । রাম এই-
রূপে ক্রমে ক্রমে পাঁচ যোজন অতিক্রম
করিয়া গৌতমী নদী প্রাপ্ত হইলেন ।
এদিকে রাজাও নরকে রহিয়াছেন । যম
তখন নিজ কিকরগণকে কহিলেন, রাজা
দশরথের আশ্রয় রাম গৌতমীনদীর তীর্থে

উত্তীর্ণ্য গৌতমীঃ যাতি যাবদযোজনপঞ্চকম্ ।
রামস্তাবন্তস্ত পিতা নরকে নৈব পচ্যতাম্ ॥ ১২২
যদেতন্মদ্যচঃ পুণ্যং ন কুর্য়্যদি দূতকাঃ ।
ততশ্চ নরকে ঘোরে যুগং সর্ব্বে নিমজ্জথ ॥ ১২৩
যা কাপ্যুক্তা পরা শক্তিঃ শিবস্ত সমবায়িনী ।
তামেব গৌতমীঃ সন্তো বদন্ত্যন্তঃস্বরূপিনী ॥
হরিত্রক্ষমহেশানাং মাস্তা বন্দ্যা চ সৈব যৎ ।
নিস্তীর্ণ্যাতে ন কেমপি তদতিক্রমজং ভ্রমম্ ।
পাপিনোহপ্যাস্বজঃ কশ্চিদ্যশ্চ গঙ্গামন্ত্রস্বরেৎ
সোহনেকহুর্গনিরয়ান্নির্গতো মুক্ততাং ব্রজেৎ ॥
কিং পুনাস্তাদৃশঃ পুত্রো গৌতমীনিকটে স্থিতঃ
যস্তাসৌ নরকে পত্নুঃ ন কৈরপি হি শকাতে ॥
দক্ষিণাশাপতের্বাধ্যং নিশম্য যমকিঙ্করাঃ ।
নরকে পচ্যমানং তমযোধ্যাধিপতিং নৃপম্ ॥

যাইতেছেন, যাবৎ না তিনি পাঁচ যোজন
পথ অতিবাহিত করিয়া গৌতমী প্রাপ্ত
হয়েন, তন্মধ্যেই তোমরা সেই ধীমানের
পিতাকে নরক হইতে উঠাইয়া লইয়া আইস ।
আর তাঁহাকে নরকে রাখা বিধেয় নহে ।
ইহাতে কোন সংশয় করিও না । আমার
এই যে পুণ্য আদেশ, ইহা যদি তোমরা
পালন না কর, তবে তোমরাও নরকে
নিমজ্জিত হইবে । শিবস্বরূপ ঈশ্বরের
যে এক নিত্যাপরা শক্তি আছেন, সাধু
তাঁহাকেই জলাকারে পরিণত । গৌতমী-
রূপিনী বলিয়া থাকেন । সেই নদী হরি, হর
ও ব্রহ্মাদিরও মাস্তা এবং বন্দ্যা । অত-
এব 'তাঁহার অবজ্ঞাজনিত দোষ হইতে
কেহই নিস্তার পাইতে পারে না । কোনও
পাপী [যানবেরও] [যে কোমরকম পুত্রই
হউক, যদি গঙ্গাকে স্মরণ করে, তাহা হইলে
সেই পাপী অনেকানেক হুর্গম নরক হইতে
পরিজ্ঞান পায় ; বিশেষতঃ যাহার রামের মন্ত
পুত্র গৌতমীনিকটে থাকে, তাহাকে নরকে
নির্ধর্ত্ত করিবার কাহারও শক্তি নাই ।
১১৬—১২১ । দক্ষিণবিকৃতি : সমস্ত
বচন প্রকৃতি কিকরগণ নরকে পচ্যমান

উত্তার্য ঘোরনরকাচনং চেনমক্রবন্ ॥ ১২৮
যমকিকরা উচুঃ ।

ধন্তোহসি নৃপশাৰ্দূল যন্ত পুত্রঃ স তাদৃশঃ ।

ইহ চামুত্র বিশ্রান্তিঃ সুপুত্রঃ কেন লভ্যতে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

স বিশ্রান্তঃ শঠেন রাজা কিকরান্ বাক্যমব্রবীৎ
রাজোবাচ ।

নরকেষু ঘোরেষু পচ্যমানঃ পুনঃপুনঃ ।

কথং হ্যাকর্ষিতঃ শীঘ্রং তয়ে বক্রুমিহাহঁ ॥ ১৩১

ব্রহ্মোবাচ ।

তত্র কশ্চিচ্ছান্তমনা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ১৩২

যমদূত উবাচ ।

বেদশাস্ত্রপুরাণাদাবেতদগোপ্যং প্রযত্নতঃ ।

প্রকান্ততে তদপি তে সামর্থ্যং পুত্রতীর্থয়োঃ ॥

রামস্তব পুত্রঃ জীমান্ গোতমীতীরমাগতঃ ।

তস্মাৎ নরকাদ্ঘোরাদাকৃষ্টোহসি নরোত্তম ॥

যদি হ্যং তত্র গোতম্যাং স্মরেদ্রামঃ সলক্ষণঃ ।

সেই অযোধ্যাপতি রাজাকে ঘোর নরক হইতে উত্তারণ করিল এবং এই কথা কহিল,—হে নৃপশাৰ্দূল ! যাহার রাম সদৃশ গুণবান পুত্র আছে, সেই তুমি ধন্ত ! ইহ পর হই কালেই শান্তিপ্রদ সুপুত্র কে লাভ করিতে পারে ? ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই রাজা ক্রমে একটু বিশ্রাম করিয়া কিকরদিগকে এই বাক্য কহিলেন,—হে কিকরগণ ! আমি ঘোর নরকে পচ্যমান হইতেছিলাম, আমাকে এত ভাড়া-ভাড়ি করিয়া উঠাইয়া আনিলে কেন ? তোমাদের তাহা বলা বিধেয় । ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই কিকরদিগের মধ্যে শান্তচেতা এক জন দূত রাজাকে এই কথা কহিল,—বেদ শাস্ত্র (স্মৃতি) ও পুরাণাদিতে এই তত্ত্ব যদিও সমস্তে গুপ্ত রহিয়াছে, তথাপি তোমার পুত্র ও তীর্থের সামর্থ্য ব্যক্ত করিতেছি । হে নরোত্তম ! তোমার পুত্র জীমান্ রাম, গোতমীতীরে আসিয়াছেন, সেই জন্ত তুমি ঘোর নরক হইতে পরিত্রাণ

জ্ঞানং কৃদ্বাধ পিণ্ডাদি তে দদ্যাৎ স নৃপোত্তম ॥

ততঃ সৰ্বপাপেভ্যো মুক্তো যাসি ত্রিবিষ্টপম্ ।

রাজোবাচ ।

তত্র গতা ভবদ্বাক্যমাখ্যান্তে শ্রুতৌ প্রতি ।

ভবন্ত এব শরণমমুজ্ঞাং দাতুমহঁ ॥ ১৩৬

ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্রাজবচনং শ্রুত্বা কৃপয়া যমকিকরাঃ ।

আজ্ঞাঞ্চ প্রদত্ত্বস্তস্মৈ রাজা প্রাণাৎ স্মৃতৌ প্রতি

ভীষণং যাতনাদেহমাপন্নো নিঃসন্ মুহঃ ।

নিরীক্ষ্য স্বং লজ্জমানঃ কৃতং কৰ্ম্ম চ সংস্মরন্

স্বেচ্ছয়া বিহরন গঙ্গাসাগরাদ চ রাঘবঃ ॥ ১৩৮

গৌতম্যাস্তটমাশ্রিত্য রামো লক্ষণ এব চ ।

সীতয়া সহ বৈদেহ্য সর্গো চৈব যথাবিধি ॥ ১৩৯

নৈব তত্রাভবদ্বোজ্যঃ ভক্ষ্যঃ বা গোতমীতটে

তদ্দিনে তত্র বসতাঃ গোতমীতীরবাসিনাম্ ॥

তদ্বৃষ্টা হুঃখিতো ভ্রাতা লক্ষণো রামমব্রবীৎ ॥

পাইলে । হে নরোত্তম ! রাম লক্ষণের সহিত সেই গোতমীতে যদি তোমাকে স্মরণ করেন,—জ্ঞান করিয়া পিণ্ডাদি দান করেন, তাহা হইলে তুমি সৰ্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া স্বর্গে যাইবে । রাজা কহিলেন,—আমি আপনাদের শরণাগত ! আপনারা আজ্ঞাদান করুন, আমি সেখানে যাইয়া আপনাদিগের এই বাক্য আমার সেই পুত্রদ্বয়কে বলিব । ১২৮-১৩৬ । ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজার তদ্বাক্য শ্রবণে যমকিকরগণ গমনে অহুমতি করায় রাজা পুত্রদ্বয়সঙ্গিধানে তদানীন্তন স্বকীয় দীর্ঘনিশ্বাসযুক্ত ভীষণ যাতনায় দেহ দর্শনে লজ্জিত চিন্তে কৃতকর্ম্ম স্মরণ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন । এদিকে রাম ও লক্ষণ, বৈদেহী সীতার সহিত তখন বেছাক্রমে বিহার করিতে করিতে গঙ্গাসাগরে উপস্থিত হইলেন । পরে তাঁহারা গোতমীতীরে আসিয়া পূর্বক যথাবিধি স্নান করিলেন । সেই দিন গোতমীতটে তটবাসী জনগণের কোনকোণ ভক্ষ্য ভোজ্য ছিল না । ইহা দেখিয়া

লক্ষণ উবাচ ।

পুত্রো দশরথস্তাং তথাপি বলমীদৃশম্ ।
নাস্তি ভোজ্যমথাস্থ্যকং গঙ্গাতীরনিবাসিনাম্ ॥
রাম উবাচ ।
জাতর্থাবিহিতং কৰ্ম্ম নৈব তচ্চাত্তথা ভবেৎ ।
পৃথিব্যামরপূর্ণায়াং বয়মব্রাতিলাষিণঃ ॥ ১৪৪
সৌমিত্রে নুনমস্মাভির্ম ব্রাহ্মণমুখে হতম্ ॥ ১৪৫
অবজ্ঞয়া মহীদেবাংস্তপস্যন্ত্যর্চয়ন্তি ন ।
তে যে লক্ষণ জায়ন্তে সর্বদৈব বুভুক্ষিতাঃ ॥
স্নাত্বা দেবানথাভ্যর্চ্য হোতব্যং হতাশনঃ ।
ততঃ স্বসময়ে দেবো বিধাস্তাতাশনন্ত নো ॥ ১৪৭
ব্রহ্মোবাচ ।
ব্রাহ্মোঃ সঞ্জয়ন্তোরেবং পশুতোঃ কৰ্ম্মণো
গতিম্ ।
শনৈর্দশরথো রাজা তং দেশমুপজগ্মিবান ॥ ১৪৮
তং দৃষ্ট্বা লক্ষণঃ শীঘ্রং তিষ্ঠেতি চাত্রবীৎ

ব্রাতা লক্ষণ হঃখিতচিত্তে রামকে কহিলেন,—
আমরা মহারাজ দশরথের পুত্র; তথাপি
এখন আমাদের এমন সামর্থ্য নাই যে,
নিজেদের এবং গঙ্গাতীরনিবাসী জনগণের
খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করি! রাম কহিলেন,—
ভাই! বিধিবিহিত যে কৰ্ম্ম, তাহার কোন
মতেই অস্তথা হয় না। নচেৎ পৃথিবী
অরপূর্ণা সবেও আজি আমরা অন্ন
কাল! সৌমিত্রে! নিশ্চয়ই আমরা
ব্রাহ্মণমুখে হোম করি নাই। যাহারা অবজ্ঞা
বশতঃ হৃদেবগণের অর্চনও তর্পণ না
করে, লক্ষণ! তাহারা সর্বদাই বুভুক্ষিত
হইয়া থাকে। শ্রান করিয়া দেবার্চনাপূর্বক
হতাশনে হোম করা কৰ্ত্তব্য; তাহা
হইলে যোগ্য সময়ে পিতৃদেব অবজ্ঞাই
আমাদের খাদ্য বিধান করিবেন। ১৩৬—
১৪৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—ঊনাত্মা হই ভাই
এইরূপে কর্ম্মের গতি আলোচনা করিতে-
ছেন, এমন সময়ে রাজা দশরথ ক্রমে
সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। লক্ষণ
ঊনাত্মকে বিকটাকার দর্পনে ক্রোধে ধ্বংস

ধ্বংসকৃত্য কোপেন ব্রহ্মস্বং দানবোহবধা ॥
আসন্নঞ্চ পুনর্দৃষ্ট্বা যাহি যাহ্যত্র পুণ্যভাক্ ।
রামো দশরথী রাজা ধর্ম্মতাকৃ পশু বর্ত্ততে ।
শুকভক্তঃ সত্যসঙ্কো দেবব্রাহ্মণসেবকঃ ॥ ১৫০
ত্রৈলোক্যরক্ষাদক্ষোহসৌ বর্ত্ততে যত্র রাষবঃ ।
ন তত্র হাদৃশ্যমস্তি প্রবেশঃ পাপকর্ম্মণাম্ ॥ ১৫১
যদি প্রবেশে পাপ ততো বধমবাপ্যসি ॥ ১৫২
তৎপুত্রবচনং ব্রহ্মা শনৈরাহুয় বাচমা ।
উবাচাধোমুখে ভূবা ভূবাঃ পুত্রো কৃতাজলিঃ ।
মুহুরন্তর্নিবধ্যায়ন্ গতিং হৃদতকর্ম্মণঃ ॥ ১৫৩
ব্রাহ্মোবাচ ।
অহং দশরথো রাজা পুত্রো মে শৃণুতং বচঃ ।
তিস্মভির্ভ্রমহত্যাভির্বৃতোহহং ক্রোধমাগতঃ ॥
হিঙ্গং পশুত মে দেহং নরকেষু চ পাতিতম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।
ততঃ কৃতাজলী রামঃ সীতয়া লক্ষণেন চ ।
ভূমৌ প্রণয়ন্তে সর্বে বচনং চৈতদব্রুবন্ ॥ ১৫৬

আকর্ষণ করত “তুই ব্রাহ্মসই হইস্ বা
দানবই হইস্, থাক্ থাক্!” এই কথা
কহিলেন। কিন্তু তথাপি দশরথ ঊনাত্মার
নিকটবর্ত্তী হইলে শরণাগত বোধে বলিলেন
—যা, যা; এখানে দশরথাক্ত পুণ্যভাক্ত
ধার্ম্মিক রাজা রাম বিরাজ করিতেছেন;
এই দেখ। শ্রুকভক্ত, সত্যসঙ্ক, দেব-
বিপ্রসেবক, ত্রৈলোক্য-রক্ষাদক্ষ, সেই
রাষব যেখানে থাকেন, সেখানে জোড়ের
মত পাপীগের প্রবেশাধিকার নাই। রে
পাপ! যদি প্রবেশ করিস, তবে বধ প্রাপ্ত
হইবি। রাজা পুত্রের সেই বাক্য শুনিয়া
মুহূর্হুঃ অন্তরে হৃদত কর্ম্মের আলোচনা
করিতে করিতে পুত্রদয় ও ভ্রাতাকে ধীর বাক্যে
সম্বোধনপূর্বক অধোমুখে বলিলেন,—আমি
রাজা দশরথ। হে পুত্রদয়! আমার কথা
শুন। আমি তিনটি ব্রহ্মহত্যার আয়ুক্ত হইয়া
অতি ক্রোধে পতিমাছি! দেখ, আমার দেহ হিঙ্গ
হইয়াছে; আমি নরকে পতিত হইয়াছি।
১৪৭—১৫৫। ব্রহ্মা বলিলেন,—ঊনাত্ম

সীতারামলক্ষণা উচুঃ ।

কশ্চেন্দঃ কৰ্ম্মণস্তাত কলং নৃপতিসন্তম ॥ ১৫৭

ব্রহ্মোবাচ ।

স চ প্রাহ যথারূতঃ ব্রহ্মহত্যাভয়ং তথা ॥ ১৫৮

ব্রাহ্মোবাচ ।

নিষ্কৃতিৰ্ভ্রহ্মহত্যাং পুত্রো কাপি ন বিদ্যতে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো হুংথেন মহতরতাঃ সর্ষে ভুবং গতাঃ ॥

রাজানং বনবাসকৃ মাতরং পিতরং তথা ।

হুংখাগমং কৰ্ম্মগতিং নরকে পাণ্ডনং তথা ।

এবমাত্ত্বং সংসৃত্য মোহে নৃপতে: স্মৃত: ॥ ১৬১

বিসংক্রঃ নৃপতিং দৃষ্ট্বা সীতা বাক্যমথাববীৎ ॥

সীতোবাচ ।

ন শৌচস্তি মহান্নান্দ্वादৃশা ব্যসনাগমে !

চিন্তয়ন্তি প্রতীকারং দৈবামপ্যথ মানুষ্যম্ ॥ ১৬২

শৌচভির্ধুংগসাহস্রং বিপত্তির্নৈব তীৰ্য্যতে ।

ব্যামোহমাগ্নুবন্তীহ ন কদার্চিষিচক্ষণাঃ ॥ ১৬৪

রাম, লক্ষণ ও সীতা তিন জনেই ভূতলে
প্রণাম করিয়া কৃতাজ্ঞলিকরে পিতাকে বলি-
লেন,—“তাত! নৃপতিসন্তম! এ কোন
কৰ্ম্মের ফল? ব্রহ্মা বলিতেছেন,—সেই
দশরথ তখন ব্রহ্মহত্যাভয়ের কথা যথাযথ
বিবৃত করিলেন এবং কহিলেন,—হে পুত্র-
হুয়! ব্রহ্মহত্যাভয়ের কোথাও নিষ্কৃতি নাই।
ব্রহ্মা বলিতেছেন,—তারপর মহাহুংখে আরুত
হইয়া তাহারা সবলেই ভূতলে লুপ্তিত হইতে
লাগিল। রাজার সেই দশা, বনবাস, মাতা-
পিতার দুরাবস্থা, হুংখহেতু কৰ্ম্মফল, রাজার
নরকপাত, ইত্যাদি শ্রবণ করিতে করিতে
নৃপতিসন্ত রাম মোহপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাকে
বিসংক্র দেখিয়া সীতা সমাধাসিত করত এই
বাক্য কহিলেন,—ভবাদৃশ মহান্নারা ব্যসনা-
গমে লোকে করেন না। ব্যসন দৈবকৃতই
হোক; আর মানুষ্যকৃতই হোক, তাহার প্রতি-
কার চিন্তাই করিয়া থাকেন। সহস্র যুগ
শোক করিলেও বিপত্তি হইতে জ্ঞান পাওয়া
মানুষ্য না। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কখনই মোহ

কমনেনাত্ত্বং হুংথেন নিফলেন জনেশ্বর ।

দেহি হত্যাং প্রথমতো যা জাতা হৃতিভীষণা ॥

পিতৃভক্তঃ পুণ্যশীলো বৈদবেদাঙ্গপারগঃ ।

আনাগা যো হতো বিপ্রস্তংপাপস্তাত্ত্বা নিকৃতিম্

আচরামি যথাশাস্ত্রং মা শোকং কুরুতং যুবাম্ ।

দ্বিতীয়াং লক্ষণো হত্যাং গৃহ্নাতু উপরাংভবান্

ব্রহ্মোবাচ ।

এতদ্ব্যর্থযুতং বাক্যং সীতয়া ভাবিতং দৃঢ়ম্ ।

তথৈতি চাহতুরুভো ততো দশরথোহববীৎ ॥

দশরথ উবাচ ।

হুং হি ব্রহ্মবিদঃ কস্তা জনকস্ত স্বধোনিজা ।

ভাৰ্য্যা রামস্ত কিং চিত্তং যদযুক্তমবুভাষসে ॥

নকোহপি ভবতাং কিন্তু শ্রমঃ স্বল্লোহপি বিজ্ঞতে

গৌতম্যাং স্নানদানেন পিণ্ডনিৰ্গপণেন চ ।

তিস্বভির্ভ্রহ্মহত্যাভির্ভুক্তো যামি ত্রিবিষ্টপম্ ॥

হুয়া জনকসমুত্তে স্বকুলোচিতমীরিতম্ ।

প্রাপ্ত হইয়েন না। হে জনেশ্বর! এ সময়ে
নিফল হুংখে কি প্রয়োজন? আপনি ব্রহ্ম-
হত্যাগুলি আমাদিগকে সমর্পণ করুন। প্রথ-
মতঃ পিতৃভক্ত, পুণ্যশীল, বৈদবেদাঙ্গপারগ
যে ব্রাহ্মণ বিনাপরাধে হত হইয়াছে, সেই
পাপ আমাতে স্তম্ভ করুন; আমি যথাশাস্ত্র
তাহার নিষ্কৃতি আচরণ করিব। আপনারা
শোক করিবেন না। দ্বিতীয় ব্রহ্মহত্যাটী
লক্ষণ গ্রহণ করুন; অপরটী আপনি লউন।
ব্রহ্মা বলিলেন, সীতাকথিত এই ব্রহ্ম-
সমারত, দৃঢ়তায়ুক্ত বচন শ্রবণে রাম-লক্ষণ
‘তাহাই হোক’ এই প্রত্যুত্তর করিলে
দশরথ কহিলেন,—তুমি ব্রহ্মবিদ জনক
রাজার কস্তা, বিশেষতঃ অথোনসম্ভবা,
তাহাতে আবার রামের ভাৰ্য্যা; অতএব
তুমি যে, এইরূপ যুক্তযুক্ত কথা বলিবে,
তাহাতে বিচিত্র কি? তোমাদের কিন্তু
এ কার্যে স্বল্পমাত্রও শ্রম নাই। গৌতমীতে
স্নান দান ও পিণ্ড প্রদান করিলেই আমি উক্ত
ব্রহ্মহত্যাভয় হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিবিষ্টপে
গমন করিতে সমর্থ হইব। হে জনকসমুত্তে।

প্রাপয়ন্তি পরং পারং ভবাক্কে কুলঘোষিতঃ ।
গোদাবর্যাঃ প্রসাদেন কিং নামান্ত্যত্র হর্লভম্
ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষতি ক্রিয়মাণে তু পিণ্ডদানায় শত্রুহা ।
নৈবাণশ্চন্ডক্যভোজ্যঃ ততো লক্ষণমব্রবীৎ ॥
লক্ষণঃ প্রাহ বিনয়াদিহুদ্যাশ্চ কলানি চ ।
সন্তি তেষাঞ্চ পিণ্ড্যাকমানীতঃ তৎক্ষণাদিব ॥
পিণ্ড্যাকেনাথ গঙ্গায়াম্ পিণ্ডং দাতুং তথা পিতুঃ
মনঃ কুর্বাংস্ততো রামো মন্দোহভূদুঃখিতস্তদা ॥
দৈবী বাগভবস্তত্র হুংখঃ ত্যজ নৃপায়জ ।
রাজ্যভ্রষ্টো বনঃ প্রাপ্তঃ কিং বৈ নিক্ষিঞ্চনো
ভবান ॥১৭৬

অশঠো ধর্ম্মনিরতো ন শোচিতুমিহার্হসি ।
বিস্তশাঠ্যেন যো ধন্যঃ করোতি সতু পাতকী ॥
ঈযতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু যদ্রাম শৃণু যত্নতঃ ।

তুমি স্বকুলোচিত কথাই কহিয়াছ। কুল-
নারীরা তবনদীৰ পরপাব প্রাপিত কবিতে
পারে। গোদাবরীপ্রসাদে মদীয় পাবসাধন
কি আর হর্লভ হইবে? ১৫৬—১৭২। ব্রহ্মা
বলিলেন,—“তাহাই করা যাউক” বলিয়া
শত্রুহন্তা রাম পিণ্ডদানার্থ উদ্যুক্ত হইয়া ভক্য
ভোজ্য কিছুমাত্র দেখিতে পাইলেন না।
এজন্ত লক্ষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষণ
সবিনয়ে কহিলেন,—ইহুদী কল আছে, আর
উহার তৎক্ষণকৃত (টাটকা) পিণ্ড্যাকও
(খেল) আনিয়াছি। তাহা শুনিয়া রাম
সেই গঙ্গাতীরে পিতার পিণ্ডদান করা কর্তব্য
হইলেও উহা মাত্র পিণ্ড্যাক দ্বারা করিতে
হইবে ভাবিয়া হুংখে ব্লান হইলেন। তখন
দৈববাণী হইল যে,—রাজপুত্র। হুংখ পরি-
ত্যাগ করুন। আপনি অশঠ এব ধন্য-
নিরত হইলেও এখন রাজ্যভ্রষ্ট, বনবাসী ও
নিক্ষিঞ্চন, স্তূতরা এ ক্ষেত্রে শোক
করা যোগ্য নহে। বিস্তশাঠ্য করিয়া যে
ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে, সে-ই পাতকী হয়।
হে রাম। সর্ব্ব শাস্ত্রে যে বিধান শুনিতে
পাওয়া যায়, যত্র সহকারে তাহা শ্রবণ

যদ্রাম পুরুষো রাজ্যংস্তদ্রাজ্যন্ত দেবতাঃ ॥১৭৮
পিণ্ডে নিপতিতে ভূমৌ নাপশ্চৎ পিতরং তদা
শবঞ্চ পতিতং যত্র শবতীর্থমমুত্তমম্ ।
মহাপাতকসম্ভবাতবিষাতকুদমুশ্রুতিঃ ॥ ১৮১
তত্রাগচ্ছল্লোকপালা কুদ্রাদিত্যাস্থখাশ্বিনৌ ।
স্বং স্বং বিমানমাকটাস্তেষামধ্যেহতিদৌপ্তিমান্
বিমানবরমারুতঃ স্তূয়মানশ্চ কিম্বরেঃ ॥ ১৮২
আদিত্যসদৃশাকাবস্তেষাং মধ্যে বভৌ পিতা ।
তমদৃষ্ট্বা স্থপিতবং দেবান দৃষ্ট্বা বিমানিনঃ ।
কৃতাজলিপুটৌ রামঃ পিতামে কৈত্যাভাবত ॥
ততো দিব্যাভবদ্বাণী রাম সগোধ্য সীতয়া ।
তিস্রভিব্রহ্মহত্যাভির্মুকৌ দশরথো নৃপঃ ।
বৃতং পশু স্রবেস্তাত দেবা অপূর্বাচরে চ তম্ ।

করুন। রাজন। মনুষ্যেরা যখন যাহা
আহার করেন, তাহাদের দেবতারও সেই
অঙ্গেই ভুগ্ন হয়েন।’ অনন্তর তাঁহারা তথায়
শ্রাদ্ধস্থান করিলে, পিণ্ড ভূতলে পতিত
হইবামাত্র পিতাকে আর দেখিতে পাইলেন
না, পরন্তু দেখিলেন, তত্রত্য অমুত্তম শব-
তীর্থে (ঋশানে) শবদেহ পতিত রহিয়াছে।
এই স্থান দর্শনেই উহা যে মহাপাতক-
সংঘাতের বিঘাতকারী, এ কথা স্তম্ভই
মনে উদিত হয়। সেই স্থানে স্ব স্ব বিমানে
আরোহণ করত লোকপাল, কুদ্র, আদিত্য-
গণ, ও অর্ধনীকুমারদ্বয় সমাগত হইলেন। রাম
দেখিলেন,—তদীয় পিতা অতি দৌপ্তিমান্
দেহে তাহাদিগেরই মধ্যে বিমানবরারোহণে
কিম্বরগণে স্তূয়মান হইবা বিরাজমান রহি-
য়াছেন। সেই দেবগণের মধ্যে আদিত্য-
সদৃশাকারে বিদ্যমান থাকিলেও রাম স্তব
পিতাকে চিনিতে না পারিয়া বিমানারুঢ়
দেবগণ-দর্শনে কৃতাজলিপুটে আর্ম্মীর পিতা
কোথায়? এই কথা কহিলেন। ১৭৩—১৮৪।
পরে সীতা সহ রামকে সহোদন করিয়া দিবা
আকাশবাণী হইল যে,—তাত! দশরথ
নৃপতি ব্রহ্মহত্যাভ্রয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন।
এই দেখ, সুরগণ তাঁহাকে বরণ করণ

দেবা উচুঃ ।

ধন্তোহসি কৃতকৃত্যোহসি রাম স্বর্গং গত্যঃ পিতা
নানানিরয়সম্ভাভাৎ পূর্বজানুক্রয়েভু যঃ ।
স ধন্তোহলকৃত্যঃ তেন কৃতিনা ভুবনত্রয়ম্ ॥
এনং পশু মহাবাহোমুক্তপাপং রবিপ্রভম্ ॥ ১৮৮
সর্বসম্পত্তিযুক্তোহপি পাপী দম্ভক্রমোপমঃ ।
নিষ্কিঞ্চনোহপি স্নুকৃতী দৃষ্টতে চন্দ্রমৌলিবৎ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

দৃষ্টাববীৎ সূতঃ রাজা আশীর্ভিরভিনন্দ্য চ ॥
রাজোবাচ ।

কৃতকৃত্যোহসি ভদ্রস্তে তারিতোহহং ত্বয়ানঘ ।
ধন্তঃ স পুত্রো লোকেহস্মিন পিতৃণাং যন্ততারকঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

ভতঃ সুরগণাঃ প্রোচুর্দেবানাং কার্যসিদ্ধয়ে ।
রামঞ্চ পুরুষশ্রেষ্ঠঃ গচ্ছ তাত যথাসুখম্ ॥
ততস্ততঃশ্রবণাৎ রামস্তানববীৎ সুরান্ ॥ ১৯২
রাম উবাচ ।

ভরৌ পিতরি মে দেবাঃ কিংকৃত্যমবশিষ্যতে ॥

গইতেছেন! দেবতারাও তাঁহাকে কহিলেন,
—রাম! তুমি ধন্ত হইলে, 'কৃতকৃত্য' হইলে!
তোমার পিতা স্বর্গে গিয়াছেন। যে মানব
পূর্বপুরুষগণকে নানা নিরয়-সম্ভাভ হইতে
উদ্ধার করে, সে ধন্ত; সেই কৃত্ত্বী দ্বারা
ভুবনত্রয় অলকৃত হয়। এই সূর্য্যসন্নিভ
পুরুষকে দেখ; পূর্বে ইনি সর্ব সম্পত্তিযুক্ত
ধাকিয়াও পাপাঙ্গা ও দম্ভক্রমোপম ছিলেন,
একগুণে নিষ্কিঞ্চন হইয়াও স্নুকৃতী ও চন্দ্রমৌলি-
সম্য কাস্তিমান দৃষ্ট হইতেছেন। ১৮৫—১৮৯।
ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজা পুত্রকে দেখিয়া
আশীর্বাদনিচয়ে অভিনন্দনপূর্বক কহিলেন,—
তুমি কৃতকৃত্য হইয়াছ। তোমার শুভ
হোক। হে অনঘ! আমি তোমাকর্তৃক
তারিত হইয়াছি। এই লোকে সেই পুত্রই
ধন্ত; যে পিতামাতাকে জ্ঞান করে। ব্রহ্মা
বলিলেন,—ভার পর সুরগণ তাঁহাদিগের
কার্যসিদ্ধির জন্য পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে কহিলেন,
—তাত! যথাসুখে গমন কর। রাম সেই

দেবা উচুঃ ।

নদী ন গঙ্গয়া তুল্যা ন ত্বয়া সদৃশঃ সূতঃ ।
ন শিবেন সমো দেবো ন তারেণ সমো মহুঃ ॥
ত্বয়া রাম গুরুণাঞ্চ কার্য্যং সর্বমবুষ্ঠিতম্ ।
তারিতাঃ পিতরো রাম ত্বয়া পুত্রোহ মানদ ॥
গচ্ছ সর্বো স্থানঃ কৃচ্ছ গচ্ছ যথা সুখম্ ॥ ১৯১
ব্রহ্মোবাচ ।

তদেববচনানুষ্ঠিতঃ সীতয়া লক্ষণাগ্রজঃ ।
তদৃষ্টা গঙ্গামাহাত্ম্যং বিস্মিতো বাক্যমববীৎ ॥
রাম উবাচ ।

অহো গাঙ্গপ্রভাবোহয়ং ত্রৈলোক্যে
নোপমীয়তে ।

বয়ং ধন্তা যন্তো গঙ্গা দৃষ্টাশ্চাতিপ্রিযাবনী ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

হর্ষণে মহতা যুক্তো দেবং স্থাপ্য মহেশ্বরম্ ।
তং ষোড়শভিরাশানমুপচারৈ প্রযত্নতঃ ॥ ১৯২
সম্পূজ্যাবরণৈর্গুক্তং বহুত্রিংশকলমীশ্বরম্ ।

কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে দেব-
গণ! আমার গুরু পিতার সম্বন্ধে কি
কর্তব্য অবশিষ্ট রহিয়াছে? তাহা জানিতে
চাহি। দেবতারা কহিলেন,—গঙ্গাতুল্যা
নদী নাই, তোমার সদৃশ পুত্রও নাই;
শিবসম দেবতা নাই; ওঙ্কারের জ্ঞায়
মহুও নাই। রাম! তুমি গুরুগণের যাব-
তীয় কর্তব্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছ। হে
মানদ রাম! তোমাকে পুত্র পাইয়া পিতৃগণ
তারিত হইয়াছেন। এখন ইহারা সকলে
স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন। তুমিও যথা-
সুখে গমন কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—
দেবগণের তাদৃশ বচন শ্রবণে লক্ষণও
গঙ্গামাহাত্ম্য দর্শনে অগ্রজ রাম ও সীতা
সহ হৃষ্টচিত্তে বিস্মিতভাবে কহিলেন,—ওঃ!
গঙ্গার প্রভাব কি আশ্চর্য্য! ত্রৈলোক্যে
ইহার তুলনা হয় না। আমরাও ধন্ত;
যেহেতু ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গাকে আমরা
প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ব্রহ্মা বলিলেন,—
অতঃপর রাম মহাধর্ম্মযুক্তচিত্তে তথায় শিব

১ কৃতাজলিপুটে ভূম্মা রামভট্টাব শঙ্করম্ ॥ ২০০

রাম উবাচ ।

নমামি শঙ্কুঃ পুরুষঃ পুরাণঃ

নমামি সর্বজ্ঞমপারভাবম্ ।

নমামি ক্রজং প্রভুমক্ষয়ং তং

নমামি শর্কং শিরসা নমামি ॥ ১০১

নমামি দেবঃ পরমব্যয়ং ত-

মুমাপতিং লোকশুকং নমামি ।

নমামি দারিদ্র্যবিদারণং তং

নমামি রোগাপহরং নমামি ॥ ২০২

নমামি কল্যাণমচিন্ত্যরূপং

নমামি বিশেষত্বববীজরূপম্

নমামি বিশ্বস্থিতিকারণং তং

নমামি সংহারকরং নমামি ॥ ১০৩

নমামি গৌরীপ্রিয়মব্যয়ং তং

নমামি নিত্যং ক্ষরমক্ষরং তম্ ।

নমামি চিহ্নপমমেয়ভাবং

ত্রিলোচনং তং শিরসা নমামি ॥ ১০৪

নমামি কাৰ্ণাটকরং ভবন্ত

ভয়ঙ্করং বাপি সদা নমামি ।

নমামি দাতারমভীপ্সিতানাং

নমামি সোমেশমুমেশমাদৌ ॥ ২০৫

নমামি বেদত্রয়লোচনং তং

নমামি মূর্তিত্রয়বর্জিতং তম্ ।

নমামি পুণ্যং সদসদ্যতীতং

নমামি তং পাপহরং নমামি ॥ ২০৬

নমামি বিশ্বস্ত হিতে রতং তং

নমামি রূপাণি বহুনি ধন্তে ।

যো বিশ্বগোপ্তা সদসংপ্রণেতা

নমামি তং বিশ্বপতিং নমামি ॥ ২০৭

যজ্ঞেশ্বরং সম্ভ্রতি হব্যকব্যং

তথা গতিং লোকসদাশিবো যঃ ।

আরাধিতো যশ্চ দদাতি সর্বং

নমামি দানপ্রিয়মষ্টদেবম্ ॥ ২০৮

নমামি সোমেশ্বরমমৃততন্ত্র-

মুমাপতিং তং বিজয়ং নমামি ।

নমামি বিশেষরনন্দিনাথং

পুত্রপ্রিয়ং তং শিরসা নমামি ॥ ২০৯

স্থাপন করিলেন এবং ষট্‌ত্রিংশৎ কলার সহিত সেই শঙ্করকে সাবরণে পূজাপূর্বক কৃতাজলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন।— ২০০। রাম কহিলেন,—পুরাণ পুরুষ শঙ্কুকে নমস্কার। অপারভাব সেই সর্বজ্ঞকে নমস্কার করি। অক্ষয় প্রভু ক্রজকে নমস্কার। সেই সর্বকে নমস্কার করি,—মস্তকস্থার। নমস্কার করি। অব্যয় পরদেবকে নমস্কার করি; লোকশুক উমাপতিকে নমস্কার। সেই দারিদ্র্যবিদারণকে নমস্কার! রোগাপহরকে নমস্কার করি—নমস্কার করি। অচিন্ত্য কল্যাণরূপকে নমস্কার। বিশ্বরূপের বীজরূপকে নমস্কার করি। সেই বিশ্বের স্থিতি-হেতুকে নমস্কার। উহার সংহারকারণকে নমস্কার। অপক্ষয়-রহিত সেই গৌরী-প্রিয়কে নমস্কার। সেই ক্ষরক্ষরকে নমস্কার। চিহ্নপ অমেয়ভাবকে নমস্কার। সেই ত্রিলোচনকে যজ্ঞক স্থার। নমস্কার করি।

এই সংসারের কাৰ্ণাটকর অথবা ভয়ঙ্কর সেই শঙ্করকে সদা নমস্কার করি। অভীপ্সিত সমুদায়ের দাতাকে নমস্কার। সেই সোমেশ উমেশকে নমস্কার করি। সেই বেদত্রয়লোচনকে নমস্কার। সেই মূর্তিত্রয়-বর্জিতকে নমস্কার; সদসদ্যতীত পুণ্যাত্মাকে নমস্কার। সেই পাপহারীকে নমস্কার করি। বিশ্বের হিতে রত হরকে নমস্কার। যিনি বিশ্বের গোপ্তা সদা সংপ্রণেতা, যিনি বহু বহুরূপ ধারণ করেন, সেই বিশ্বপতিকে নমস্কার করি। যিনি যজ্ঞেশ্বর অথচ হব্য-কব্য-স্বরূপ; সম্ভ্রতি যিনি আমার গতি, লোকের সতত হিতকারী, সেই শিবকে নমস্কার করি। যিনি আরাধিত হইয়া সমস্ত বাঞ্ছিত প্রদান করেন, দানপ্রিয় ঈষ্টদেব সেই সর্বকে নমস্কার করি। সোমেশ্বর, অমৃততন্ত্র (সম্প্রদায়ের) স্বাধীন, বিজয়, সেই উমা-

নমামি দেবঃ ভবভুঃখশোক-
 বিনাশনঃ চন্দ্রধরঃ নমামি ।
 নমামি গঙ্গাধরমৌশমীভ্য-
 মুমাধবং দেববরং নমামি ॥ ২১০
 নমাম্যজাদীশপুরুন্দরাদি-
 সুরাসুরৈরর্চিতপাদপদ্মম্ ।
 নমামি দেবীমুখবাদনানা-
 মীকার্ধমকিত্রিতয়ং য ঐচ্ছৎ ॥ ২১১
 পঞ্চায়তৈর্গন্ধ সুধুপদীপৈ-
 বিচিত্রপুষ্পৈর্বিবিধৈশ্চ মন্ত্রৈঃ ।
 অন্নপ্রকারৈঃ সকলোপচারৈঃ
 সম্পূজিতং সোমমহং নমামি ॥ ২১২
 ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ স ভগবানাহ রামঃ শব্দুঃ সলক্ষণম্ ।
 বরান ক্লীষ ভদ্রস্তে রামঃ প্রাহবৃষধ্বজম্ ॥ ২১৩

পতিকে নমস্কার করি ; বিদ্রোহর ও নন্দীর
 নাথকে নমস্কার করি। সেই পুত্রপ্রিয়কে
 শিরোহারা নমস্কার করি। ভব-ভুঃখশোক-
 বিনাশন দেবকে নমস্কার; চন্দ্রধরকে নমস্কার;
 গঙ্গাধর, ঐশ, উমাধর দেববরকে নমস্কার
 করি। অজ (ব্রহ্মা) আদীশ (বিষ্ণু) ও
 পুরুন্দরাদি সুর এবং অসুরগণ যাহার পাদ-
 পদ্ম সমর্চন করেন, সেই পর দেবতাকে
 নমস্কার; দেবীর মুখাদিবাদনকালে তদর্শনার্থ
 যিনি চক্ষুস্বয় কামনা করিয়া ছিলেন, সেই
 ইষ্টদেবকে নমস্কার। * পঞ্চায়ত, গন্ধ,
 উক্তম, ধূপ, বিচিত্র পুষ্প, বিবিধ খাদ্য,
 ফলমুলাদি উপচার, ও নানাবিধ মন্ত্র দ্বারা
 সম্পূজিত এই সোমদেবকে নমস্কার করি।
 ২০১—২১২। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবান্ শব্দু
 আবির্ভূত হইয়া সলক্ষণ রামকে কহিলেন,—
 তোমার শুভ হউক, বর গ্রহণ কর। রাম

* কুমারী গৌরী শিবপূজান্তে যখন
 মুখ, কক্ষ, ও কব্জলীর বাদ্য করিতে-
 ছিলেন, তখনই তৃতীয়নেত্রোৎপত্তি হয়,
 দেবীভাগবতাদি পুরাণ বর্ণিত আছে।

রাম উবাচ ।

স্তোত্রোণানেন যে ভক্ত্যা ভোব্যস্তি ভাঃ
 সুরোক্তম ।

তেষাং সর্বাণি কার্য্যানি সিদ্ধিঃ যাস্তু মহেশ্বর ॥
 যেধাঞ্চ পিতরঃ শস্তো পতিতা নরকার্ণবে ।
 তেষাং পিণ্ডাদিদানেন পূতা যাস্তু ত্রিবিষ্টপম্ ॥
 জন্মপ্রভৃতি পাপানি মনোবাক্কাযিকঃ কৃষম্ ।
 অত্র তু স্নানমাত্রেণ তৎসন্তো নাশমাপ্নুয়াৎ ॥
 অত্র যে ভক্তিতঃ শস্তো দদত্যথিত্য অথপি ।
 সর্বং তদক্ষয়ং শস্তো দাতৃণাং ফলকুন্তবেৎ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

এবমস্তি তং রামঃ শব্দরো হৃষিতোহব্রবীৎ
 গতে তস্মিন্ সুরশ্রেষ্ঠে রামোহপ্যহুচরৈঃ সহ
 গৌতমী যত্র চোৎপন্ন শনৈস্তঃ দেশমভ্যাগাৎ ।
 ততঃ প্রভৃতি তন্তীর্থং রামতীর্থমুদাহৃতম্ ॥ ২২০
 দয়ালোরপতদ্যত্র লক্ষণস্ত করাচ্ছরঃ ।

সেই বৃষধ্বজকে কহিলেন,—সুরোক্তম!
 যাহারা ভক্তিসহকারে এই স্তোত্র দ্বারা
 তোমার সন্তোষ সাধন করে, হে মহেশ্বর!
 তাহাদিগের সকল কার্য যেন সিদ্ধি প্রাপ্ত
 হয়। হে শস্তো! যাহাদিগের পিতৃলোক
 নরকে পতিত রহিয়াছে, তাহারা এই স্থানে
 স্তব পাঠান্তে পিণ্ড দান করিলে পিতৃপুরুষ-
 গণ যেন পূত হইয়া ত্রিভাপবর্জিত স্বর্গধামে
 গমন করিতে পারেন। এইখানে স্নান মাত্রেই
 যেন মনোবাক্কাযজ জন্মাবধিকৃত পাপনিচয়
 সন্তঃ নাশ পায়। শস্তো! আর এখানে
 ভক্তিপূর্বক অর্থিজনে কেহ অণুপ্রমাণ
 দান করিলেও হে মঙ্গলময়! তাহা
 যেন দাতৃগণের অক্ষয়ফলজনক হয়। ব্রহ্মা
 কহিলেন,—সুরশ্রেষ্ঠ শব্দর হৃষ্টচিত্তে ‘তাহাই
 হউক’ বলিয়া প্রস্থান করিলে রামও অহুচর-
 গণ সহ যেহান হইতে গৌতমী উৎপন্ন
 হইয়াছেন, ক্রমে ক্রমে সেই দিকে গমন
 করিলেন। দেবর্ষে! তদবধি ঐ তীর্থ “রাম-
 তীর্থ” বলিয়া উল্লিখিত হইতে থাকিল। পথে
 যেখানে দয়াবশে লক্ষণের হস্ত হইতে বাণ

তদ্বাণতীর্থমভবৎ সর্কাপদ্বিনিবারণম্ ॥ ২২১
যত্র সৌমিত্রিণা ন্নানং শঙ্করস্ফাৰ্চনং কৃতম্ ।
ততীর্থং লাক্ষণং জাতং তথা সীতাসমুত্তবম্ ॥
নানাবিধাশেষপাপসম্ভবনির্মূলনক্ষমম্ ॥ ২২২
বদন্তুত্রিসঙ্গাদভবদগন্ধা ত্রৈলোক্যপাবনী ।
স যত্র ন্নানমকরোত্তরৈশিষ্ট্যং কিমুচ্যতে ॥ ২২৩
তদ্রামতীর্থসদৃশং তীর্থং কাপি ন বিদ্যতে ॥ ২২৪
ইতি শ্রীভ্রাত্মনো রামতীর্থাদিতীর্থবর্ণনং নাম
দ্রয়োবিংশতাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৩ ॥

চতুর্বিংশতাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পুত্রতীর্থমিতি খ্যাতং পুণ্যতীর্থং তদুচ্যতে ।
সর্কান কামানবাগ্নোতি যন্নহিঃ ক্ষতেরপি ॥
তন্ত শ্রুতং বক্ষ্যামি শৃণু যত্নেন নারদ ॥ ১

পতিত হইয়াছিল, তাহাই বাণতীর্থ হইল ।
ঐ তীর্থ সর্কাপদ্বিনিবারণকারী । সৌমিত্রি
সেখানে ন্নান ও শঙ্করের অর্চনা করিয়া-
ছিলেন, সেই তীর্থ লক্ষণতীর্থ এবং সীতা
ঐরূপ করায় সীতাতীর্থ উদ্ভূত হয় । এই
হই তীর্থ নানাবিধ পাপসম্ভবের সম্পূর্ণরূপে
নির্মূলনক্ষম । ঋহাষর অস্ত্র সঙ্গবশতঃ গন্ধা
ত্রৈলোক্যপাবনী হইয়াছেন, সেই রামচন্দ্র
ঐখানে ন্নান করিয়াছিলেন তাহার বৈশিষ্ট্য
আর কিপ্রকারে বর্ণন করিব ? তথাপি
বলি,—সেই রামতীর্থ সদৃশ তীর্থ কুত্রাপি
নাই । ২১৩—২২৪ ।

দ্রয়োবিংশতাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

চতুর্বিংশতাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—যাহার মাহাত্ম্য অব-
গেও সর্কাকাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই
বিখ্যাত পুণ্যতীর্থের প্রসঙ্গে এযাবৎ নানা
তীর্থের কথা কহিলাম । এক্ষণে সেই
পুণ্য তীর্থেরই বিবরণ কহিতেছি । নারদ !

দিতে: পুত্রাশ বহুজা: পরিকীণা যদাভবন্ ।
অদিতেষু সূতা জ্যেষ্ঠা: সর্কভাবেণ নারদ ॥

তদা দিতি: পুত্রবিয়োগদুঃখাৎ
সংস্পর্কমানা দম্বমাজগাম ॥ ৪

দিতিক্রবাচ ।

কীণা: সূতা আবয়োরবে ভদ্রে

কিং কুর্ন্যহে কৰ্ম্ম লোকে গরীয়: ।

পঞ্জাদিতেকঃশর্মাতন্ত্রমুত্তমং

সৌরাজ্য-যুক্তং যশসা জয়ত্রিয়া ।

জিতারিমভ্রামৃতকীর্তিধর্ম্ম:

মচ্ছিত্তসংহর্ষবিনাশদক্ষম্ ॥ ৫

সমানভর্জসমানধর্ম্মে

সমানগোত্রেষুপি সমানরূপে ।

ন জীবয়েয়ং ত্রিয়মুন্নতিঞ্চ

জীর্ণাশ্মি দৃষ্টা অদিতিপ্রসূতান ॥ ৬

কামপ্যবস্থামনুযামি হুঃস্বা

দিতেবিলোক্যাথ পরা: সমৃদ্ধিম্ ।

প্রথমতঃ তাহার স্বরূপ বর্ণন করিতেছি,
যত্নসহকারে শ্রবণ কর । পুরাকালে দেবাসুর-
যুদ্ধে দিতি ও দম্বর পুত্রগণ পরীক্ষণ
হওয়ায় অদিতিসুতেরা সর্কপ্রকারে প্রাধান্ত-
লাভ করিল । হে নারদ ! দিতি তখন
পুত্রবিয়োগদুঃখে পীড়িতা হইয়া সপত্নী অদি-
তির প্রতি ঈর্ষাবশত দম্বর নিকটে আসিলেন
এবং কহিলেন,—ভদ্রে ! আমাদিগের হই-
জনের সম্মানগুলিই বিনষ্ট হইয়াছে । কি
করিব ? লোকে কৰ্ম্মই গরীয়ান । অদিতির
বংশের দিকে চাহিয়া দেখ, তাহার সমৃদ্ধ
রাজ্য, যশ ও জয়ত্রিতে যুক্ত হইয়া সানন্দে
বিচরণ করিতেছে ! শত্রুসংহারপূর্ব্বক কীর্তি
ও ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়ায় মদীয়চিত্তের হর্ষ-
বিনাশে উহার দক্ষ হইয়াছে । আমাদিগের
সমানভর্জ এবং ধর্ম্মের ও গুণকর্ম্মের সমতা
 থাকিলেও অদিতি-সুতগণের যে এবম্বিধ
উন্নতি সমৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা দেখিয়া জীবিত
 থাকিতে পারিব না । ইহারই মধ্যে আমি
 জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি । অদিতির এই প্রকার

দাবপ্রবেশোহপি সুখায় নুনঃ
স্প্রেহ্যপ্যবেক্ষ্য ন সপত্নলক্ষ্মীঃ ॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং ক্রবাণামতিদীনবন্ধনাং
বিনিব্বসন্তীঃ পরমেষ্টিপুত্রঃ ।
কৃতান্তিপূজো বিগতশ্রমস্তাঃ
স সান্ত্বয়ন্নাহ মনোভিরামম্ ॥ ৮

পরমেষ্টিপুত্র উবাচ ।

খেদো ন কার্য্যঃ সমংগৌপিতঃ যৎ-
তৎপ্রাপ্যতে পুণ্যতঃ এব ভদ্রে ।
তৎ সাধনং বেত্তি মহানুভাবঃ
প্রজাপতিস্তে স হু বক্ষ্যতীতি ॥ * ৯

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং ক্রবাণাঞ্চ দিতিঃ দম্বঃ প্রোবাচ নারদ ।
দম্বক্ৰবাচ ।

ভর্তারঃ কণ্ডপঃ ভদ্রে তোষয়স্ব নিজৈর্জ্ঞপ্তৈঃ ।
তুষ্টৌ যদি ভবেত্ত ভর্তা ততঃ কামানবাপ্যসি ॥

পরমা সমৃদ্ধি দর্শনে এক্ষণে হুঃস্বা আমি কোন
অবস্থা প্রাপ্ত হইব? আমার পক্ষে দাবাগ্নি
প্রবেশ এতদাপেক্ষা সুখের হেতু; সন্দেহ
নাই; সপত্নলক্ষ্মী স্প্রেও দেখিতে পায়। যায়
না। ব্রহ্মা বলিলেন;—দিতি দীর্ঘ নিব্বাস
সহকারে গ্রানমুখে এইরূপ কথা কহিতে-
ছেন, এমন সময়ে পরমেষ্টিতনয় নারদ তথায়
উপস্থিত হইলেন; তিনি সেই ভ্রাতৃজায়াবদ্বয়ের
চরণবন্দনাদি পূজা সমাধানান্তে বিশ্বামপূর্বক
সাধনা করত মনোভিরাম বচনে কহিলেন,
—ভদ্রে! আপনার খেদ করা বিধেয় নহে।
প্রাণীদিগের যাহা সমভীষিত, পুণ্য দ্বারাই
তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার উপায়
মহানুভাব প্রজাপতি জ্ঞাত আছেন। তিনিই
তাহা আপনাকে বলিলেন। দম্ব কহিলেন,
—ভদ্রে! ভর্তা কণ্ডপকে নিজগুণে পরি-
ভোষিত কর; ভর্তা যদি তুষ্ট হইবেন, তবে
কামনা সকল পাইতে পারিবে। ১-১০। ব্রহ্মা

* অতঃপরময়মধিকঃ শ্লোকঃ কাটিংকঃ ।

সাক্ষ্যেভ্যং সর্বভাবেন প্রজ্ঞাধীনতা সতী ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈত্যাঙ্ক সর্বভাবৈস্তোষয়ামাস কণ্ডপম্ ।
দিতিঃ প্রোবাচ ভগবান্ কণ্ডপোহথ প্রজাপতিঃ
কণ্ডপ উবাচ ।

কিং দদামি বদাভীষ্টং দিতে বরয় সুব্রতে ।

ব্রহ্মোবাচ ।

দিতিরপ্যাহ ভর্তারঃ পুত্রঃ বহুগুণাবিতম্ ।
জেতারঃ সর্বলোকানাং সর্বলোকনমস্কৃতম্ ॥১৩
যেন জাতেন লোকেহস্মিন্ ভবেয়ঃ বীরপুত্রিণী
তং বরেয়ঃ সুরপিতরিভ্যাহ বিনয়াবিভা ॥ ১৪
কণ্ডপ উবাচ ।

উপদেক্ষ্য ব্রতং শ্রেষ্ঠং দাদশাঙ্গকলপ্রদম্ ।

তত আগত্য তে গর্তমাধাশ্চে যম্মনোগতম্ ॥
নিম্পাপতায়াঃ জাতায়াঃ সিধ্যস্তি হি মনোরথাঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

ভর্তৃবাক্যাদিতিঃ প্রীতা তং নমস্তায়তেক্ষণা ।
উপদিষ্টং ব্রতং চক্রে ভর্তাদিষ্টং যথাবিধি ॥১৭

বলিলেন;—দিতি ‘তাহাই করা যাউক’
বলিয়া সর্বপ্রকারে সেবাশুক্রযাদ্বারা কণ্ডপকে
তোষিত করিতে লাগিলেন। তখন একদা
কণ্ডপ দিতিকে কহিলেন,—সুব্রতে দিতি!
তোমাকে কোন অভীষ্ট বরদান করিব?
বল, বর গ্রহণ কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—দিতিও
তখন ভর্তাকে বিস্ময়াবিভা হইয়া কহিলেন,—
হে সুরপিতা:। যাহার জন্মদ্বারা আমি জগতে
বীরপুত্রিণী হইতে পারি, সর্বলোকের জেতা
সকল লোক-নমস্কৃত, বহুগুণাবিত এমন একটা
পুত্র বরপ্রার্থনা করি। তজ্জ্ববণে কণ্ডপ
কহিলেন,—“তথাস্তু” কিন্তু, এক্ষণে তোমাকে
একটা শ্রেষ্ঠ ব্রতের উপদেশ করিব। দাদ-
শাঙ্গ পালন করিলে এই ব্রত সম্যক্
কলপ্রদ হয়। ব্রত শেষ হইলে আমি
আসিয়া তোমার গর্তাধান করিব।
তাহাতে তোমার মনোগত অভিপ্রায় সিদ্ধ
হইবে। নিম্পাপতা, সাধিত হইলেই মনো-
রথজাতও সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মা কহিলেন,—
দিতি ভর্তৃবাক্যে প্রীতা হইয়া ভর্তাকে

তীর্থসেবাপাণ্ডদানব্রতচর্যাদিবর্জিতাঃ ।

কথ্যাসাদ্যয্যস্তি প্রাণিনোহত্র মনোরথান ॥১৮

ততশ্চীর্ণে ব্রতে তস্তাং দিত্যাং গর্ভমধারয়ৎ ।

পুনঃ কান্তামথোবাচ কণ্ঠপস্তাং দিতিং রহঃ ॥

কণ্ঠপ উবাচ ।

ন প্রাপ্ত বস্তি যৎকামানুনয়োহপি তপঃস্থিতাঃ

যথাবিহিতকর্ম্মাক্রাবজয়া তচ্ছুচিস্মিতে ॥ ২০

নিদ্রিতক ন কর্তব্যঃ সন্ধ্যায়োকভয়োরপি ।

ন শূন্তব্যঃ ন গম্ভব্যঃ মুক্তকেশী চ নো ভব ॥

ভোক্তব্যঃ সূতভগে নৈব ক্ষুতঃ মা জুস্তণঃ তথা

সন্ধ্যাকালে ন কর্তব্যঃ ভূতসম্বসমাকুলে ॥ ২২

সান্তর্জানং সদা কার্য্যং হসিতস্ত বিশেষতঃ ।

গৃহান্তদেশে সন্ধ্যাসু ন স্বাতব্যঃ কদাচন ॥২৩

মুঘলোলুখলাদীনি শূর্ণপীঠপিধানকম্ ।

নৈবাতিক্রমণীয়ানি দিবা রাত্রৌ সদা প্রিয়ে ॥২৪

উদকশীর্ষস্ত শয়নং ন সন্ধ্যাসু বিশেষতঃ ।

নমস্কারপূর্বক তদুপদিষ্ট ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া পতির আদেশানুরূপ যথাবিধি সমস্ত কর্তব্য করিতে থাকিলেন । জগতে তীর্থসেবা, সংপাণ্ডে দান ও ব্রতচরণাদি সংকর্ম্মহীন প্রাণিগণ কি প্রকারে মনোরথ লাভ করিবে ? তারপর দিতির সেই ব্রত সমাপ্ত হইলে কণ্ঠপ সেই কান্তাকে একান্তে কহিলেন,— শুচিস্মিতে ! তপস্তানিরত মুনিজনেরাও

অবহেলা বশতঃ কর্ম্মাক্রবৈকল্য হেতু বাঞ্ছিত কামনালাভে অসমর্থ হয়েম; অতএব নিদ্রনীয় কার্য্য, উভয় সন্ধ্যা সময়ে শয়ন বা কোথায়ও গমন, ভোজন, ক্ষুত ও জুস্তণ এবং মুক্তকেশে অবস্থান এই সকল তুমি পরিত্যাগ করিবে । সন্ধ্যাকালে ভূতসমুদয় ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে । সে সময়ে হস্ত করিতে হইলে মুখ আচ্ছাদনপূর্বক করা কর্তব্য । গৃহান্তদেশে সন্ধ্যাকালে কদাপি থাকিবে না । প্রিয়ে ! দিবা রাত্রি সর্ব-
(চাকুনা) দ্রব্য কাচ লঙ্ঘন করা কর্তব্য নহে । উত্তরশীর্ষে কোন সময়েই শয়ন

বক্তব্যঃ নানুতঃ কিঞ্চিন্নাস্তগেহাটনং তথা ॥২৫

কান্তাদেতো ন বীক্ষ্যন্ত প্রযত্নেন নরঃ কচিং ।

ইত্যাদিনিয়মৈর্মুক্তা যদি ত্রমম্ববর্তসে ।

ততস্তে ভবিতা পুত্রস্নৈলোকৌষধ্যভাজনম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতি প্রতিজ্ঞস্তে সা ভর্তারঃ লোকপুঞ্জিতম্

গতশ্চ কণ্ঠপো ব্রহ্মম্নিতশ্চেতঃ সুরান্ প্রতি ॥

দিতের্গর্ভোহপি বরুধে বলবান্ পুণ্যসম্ভবঃ ।

এতৎ সর্বং ময়ো দৈত্যো মায়ায়া বেত্তি তদ্বতঃ

ইন্দ্রস্ত সখ্যমভবন্ময়েন প্রীতিপূর্বকম্ ।

ময়ো গড়া রহঃ প্রাহ ইন্দ্রঃ স বিনয়াধিতঃ ॥২৯

দিতের্দনোরতিপ্রায়ঃ ব্রতং গর্ভস্ত বর্জনম্ ।

তস্ত বীর্ঘ্যঞ্চ বিবিধং প্রীত্যেন্দ্রায় স্তবেদয়ৎ ॥

বিশ্বাসৈকগৃহং মিত্রমপায়ত্রাসবর্জিতম্ ।

অর্জিতং সুরুতং নানাবিধং চেস্তদবাপ্যতে ॥৩১

করা বিধেয় নহে ; বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে মিথ্যা কথা বলা বা পরগৃহে গমন সর্বথা বর্জনীয় । নিজ কান্ত ভিন্ন পর পুরুষকে কখনই নিপুণভাবে নিরীক্ষণ করিবে না । যদি তুমি এই সকল নিয়মযুক্ত হইয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমার ত্রৈলোকৌষধ্য ভাজন পুত্র উৎপন্ন হইবে । ১১—২৬ । ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ব্রহ্ম নারদ ! দিতি লোকপুঞ্জিত ভর্তার নিকটে “তাহাই করিব” বলিয়া স্বীকার করিলেন । কণ্ঠপ তখন সে স্থান হইতে দূরে প্রস্থান করিলেন । দিতির সেই পুণ্যসম্ভব গর্ভও বলবান হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ময়দানব মায়া-প্রভাবে যথাযথ সর্বতরুই অবগত ছিল । ময়ের সহিত ইন্দ্রের প্রীত্যতিশয়যুক্ত সখ্য ছিল, সেই মধ্য যাইয়া ইন্দ্রকে সবিনয়ে গোপনে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল ।—দিতি ও দম্বর অভিপ্রায়, ব্রতচরণ, গর্ভের বৃদ্ধি এবং তাহার বিবিধ প্রভাব ইত্যাদি সংবাদ প্রীতি-বশতঃ ইন্দ্রকে নিবেদন করিল । মিত্রই বিশ্বাসের অপার ভয়রহিত একমাত্র আশ্রয়-স্বরূপ । নানাবিধ সুরুত সঞ্চয় থাকিলেই

নারদ উবাচ ।

নমুচেষ্ট প্রিয়ো ভ্রাতা ময়ো দৈত্যো মহাবলঃ ।
ভ্রাতৃহন্তা কথং মৈত্র্যং ময়স্তাসীৎ সুরেশ্বর ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

দৈত্যানামধিপশ্চাসীদনবারমুচিঃ পুরা ।
ইন্দ্রেন বৈরমভবন্তীষণঃ লোমহর্ষণম্ ॥ ৩৩.
যুদ্ধং হি হ্রী কদাচিত্তো গচ্ছন্তঃ তু শতক্রতুম্ ।
দৃষ্ট্বা দৈত্যপতিঃ শূরো নমুচিঃ পৃষ্ঠতোহম্বগাৎ
তমাস্তমভিপ্রেক্ষ্য শচীভর্তা ভয়াতুরঃ ।
ঐরাবতঃ গজং ভ্যক্ষ্য ইন্দ্রঃ ফেনমথাবিশৎ ॥
স বজ্রপাণিস্তরসা কেনেনৈনবাহনদ্রিপুম্ ।
নমুচিশীশমগমস্তস্ত ভ্রাতা ময়োহম্বজঃ ॥ ৩৬
ভ্রাতৃহন্তৃবিনাশায় তপস্তপে ময়ো মহৎ ।
মায়াক্ষং বিবিধামাপ দেবানামতিভীষণাম্ ॥ ৩৭
বরাংচ্চাবাপ্য তপসা বিষ্ণোলোকপরায়ণাৎ ।
দানশৌণ্ডঃ প্রিয়ালাপী তদাভবদসৌ ময়ঃ ॥ ৩৮

ভাদৃশ মিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় । ২৭—৩১ ।
নারদ কহিলেন,—মহাবল ময়দানব নমুচির
প্রিয় ভ্রাতা । হে সুরেশ্বর ! ভ্রাতৃহন্তা
ইন্দ্রের সহিত ময়ের মিত্রতা হইল কিরূপে ?
ব্রহ্মা কহিলেন—পূর্বে বলবান নমুচি, দৈত্য-
দিগের অধিপতি ছিল । ইন্দ্রের সহিত
তাহার লোমহর্ষণ ভীষণ বৈর হয় ।
ওহে নারদ ! একদা শতক্রতু পরাজিত
হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্বক যাইতে আরম্ভ
করিলে শূর দৈত্যেশ্বর নমুচি তাহার অল্প-
গমন করিল । শচীভর্তা তাহাকে আসিতে
দেখিয়া ভয়াতুরচিন্তে ঐরাবত হস্তী পরি-
ত্যাগপূর্বক ফেনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ।
নমুচি তথাপি আক্রমণোদ্যম করিলে ইন্দ্র
তখন উপায়াস্তর না দেখিয়া সেই কেন দ্বারাই
তাহাকে সবেগে আঘাত করিলেন । তাহা-
তেই নমুচির বিনাশ হইল । পরে তাহার
অম্বজ ভ্রাতা ময়, ভ্রাতৃহন্তার বিনাশার্থ মহৎ
তপস্তা আরম্ভ করিল । সেই ময় দানব
লোকপরায়ণ বিষ্ণুর আরাধনা প্রভাবে বিবিধ
বস্তু এবং দেবতাদিগেরও ভয়জনক বিবিধ

অগ্নীংশ্চ ব্রাহ্মণান্ পূজ্য জেতুমিচ্ছঃ কৃতকণঃ ।
দাতারঞ্চ তদার্থিত্যঃ স্তূয়মানঞ্চ বন্দিতিঃ ॥ ৩৯
বিদিত্বা মম্ববা বায়োর্মম্বঃ মায়াবিনঃ ত্রিপুম্ ।
উপক্রান্তঃ স্তূয়কায় বিপ্রো ভূত্বা তমভ্যাগাৎ ॥
শচীভর্তা ময়ঃ দৈত্যঃ প্রোবাচেদং পুনঃপুনঃ ॥
ইন্দ্র উবাচ ।

দেহি দৈত্যপতে মহমর্থিনেহপেক্ষিতং বরম্ ।
হ্রীং শ্চ ভ্রাতা দাতৃত্বলকমাগতোহহং দ্বিজোত্তমঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

ময়োহপি ব্রাহ্মণং মহাবদদন্তঃ ময়া তব ।
বিচারয়ন্তি সতি নো বহুধনং বা পুরোহর্ষিনি ॥
ইতাক্তে তু হরিঃ প্রাহ সথ্যমিচ্ছে হহং ভ্রাতা ।
ইন্দ্রঃ ময়ঃ পুনঃ প্রাহ কিমেনে দ্বিজোত্তম ॥ ৪৩
ন ভ্রাতা মম বৈরং ভোঃ সন্তীতাহ হরির্মম ।
তবঃ বদেতি স হরির্দৈত্যেনোক্তঃ স্বকঃ বপুঃ
দর্শয়ামাস দৈত্যায় সহস্রাক্ষং যতুচ্যতে ।
ততঃ সবিস্ময়ো দৈত্যো ময়ো হরিমুবাচ হ ॥ ৪৫

মায় লাভ করিয়া তখন অতি দাতা ও
সদালাপী হইল ;—অগ্নি ও ব্রাহ্মণের পূজা
করিতে থাকিল । তার পর ইন্দ্রকে জয়
করিবার জন্য অভিপ্রায় করিয়া যখন
সে যুদ্ধের সাজসজ্জা করিল,—বন্দিগণ
দ্বারা স্তূয়মান হইয়া অর্থিজনে ধন বিভরণ
করিতে লাগিল ; বায়ুর নিকট শচীপতি ইন্দ্র
তখন এই সংবাদ পাইয়া সেই মায়াবী ময়কে
ছলনা দ্বারা পরাজয়-করণ-মানসে বিপ্রবেশে
তৎসকাশে সমাগমপূর্বক পুনঃপুনঃ এই
কথা কহিতে লাগিলেন ।—“হে যাচকপালক !
আমি যাচক ; আমাকে বাঞ্ছিত বর দিউন ।
আপনাকে দাতৃজনগণের তিলকস্বরূপ শুনিয়া
আমি একটা সদব্রাহ্মণ আসিয়াছি ।” ব্রহ্মা
কহিলেন ;—তাহা শুনিয়া ময় তাঁহাকে
ব্রাহ্মণ বোধে কহিল,—আপনার যাচা
প্রার্থিত, তাহা এই আমি দিলাম । অর্ধ
ব্যক্তি পুরোভাগে বিদ্যমান থাকিলে সাধু-
জনেরা প্রার্থিত বিষয় বহু, কি অল্প, সে বিচার
করেন না । এই কথা বলিয়া মাত্র ইন্দ্র

ময় উবাচ ।

কিমিদং বজ্রপানিস্তং তবায়োগ্যা কৃতিঃ সখে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

পরিষজ্য বিহস্তাথ বৃত্তমিত্যববীকরিতঃ ।

কেনাপি সাধয়ন্ত্যত্র পণ্ডিতাশ্চ সমীহিতম্ ॥৪৭

ততঃ প্রভৃতি শক্ৰস্ত ময়েন মহতী হৃভূৎ ।

সুপ্তীতির্মুনিশাদূল ময়ো হরিহিতঃ সদা ॥ ৪৮

ইল্লন্ত ভবনং গতা তস্মৈ সর্বং স্তবেদয়ৎ ।

কিং মে কৃত্যমিতি প্রাহ ময়ঃ মায়াবিনঃ হরিঃ ॥

ঋগ্নে চ ময়ো মায়াং প্রাদাৎ স্ত্রীত্যা তথা হরিঃ

প্রাপ্তঃ সম্প্রীতিমানাহ কিং কৃত্যং ময় তদ্বদ ॥

ময় উবাচ ।

অগন্ত্যস্তাশ্রমং গচ্ছ তত্রস্তে গর্তিণী দিতিঃ ।

তস্তাঃ শুশ্রবণং কুর্ক্সাসম্ তত্র কিয়ন্তি চ ।

কহিলেন, আমি তোমার সঙ্গে সখা কামনা করি। ময় ইল্লকে কহিল,—দ্বিজোত্তম!

১২ ইহাতে কল কি? ইল্ল কহিলেন—তোমার

সঙ্গে আমার বৈর না হউক। ওহে! তোমার

স্বস্তি হউক। ময় তখন কহিল, তুমি কে?

সত্য বল। ইল্ল তখন তাহাকে স্বকীয় সহ-

স্রাক্ষ মূর্ত্তি দেখাইলেন। তদর্শনে ময় বিস্মিত

হইয়া কহিল,—এ কি! তুমি বজ্রপানি

ইল্ল; সখে! এ কার্য্য তোমার অযোগ্যা।

ব্রহ্মা বলিলেন;—ইল্ল ময়কে আলিঙ্গন-

পূর্ব্বক কহিলেন;—তাই বটে; দেখ পণ্ডিত

ব্যক্তিরাগ যেন তেন প্রকারে, কার্য্য সাধন

করিয়া থাকেন। মুনিশাদূল! তদবধি

ময়ের সহিত শক্ৰের মহতী সুপ্তীতি হইল;

ময় সতত সুরপতির হিতানরত রহিল।

৩২—৪৮। ময় দানব ইল্লভবনে গমনান্ত

তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে সেই

মায়াবী ময়কে ইল্ল ‘একণে কি কন্না কর্তব্য’?

এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ময় তাঁহাকে মায়া

প্রদান করিল। ইল্ল মায়া লাভে হৃষ্ট হইয়া

ময়কে পুনরায় “ইহা দ্বারা কি করিব?”

জিজ্ঞাসা করিলে, ময় কহিল,—তুমি অগন্ত্যর

আশ্রমে গমন কর। সেখানে গর্তিণী দিতি

অহানি মঘবন্তস্তা গর্তমাবিস্ত বজ্রধুক্ ।

বর্দ্ধমানঞ্চ তং ছিদ্ধি যাবদ্বশ্যোহথবা মৃতিম্ ॥

প্রাপ্নোতি তাবদ্বজ্রেণ ততো ন ভবিতা রিপুঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈত্যাঙ্ক ময়ঃ পূজ্য মঘবানেক এব হি ।

বিনীতবস্তদা প্রায়াদিতং মাতরমঞ্জসা ॥ ৫২

শুশ্রবমাণস্তাং দেবীং শক্ৰো দৈতেয়মাতরম্ ।

সান জানাতি তচ্চিস্তং শক্ৰস্ত দ্বিষতো দিতিঃ

গর্ভে স্থিতং তু যদ্বৃতং দেবেল্লন্ত বিচেষ্টিতম্ ।

অমোঘঃ তন্মুনেস্তেজঃ কণ্ডপস্ত দুরাসদম্ ॥ ৫৪

ততঃ প্রগৃহ্য কুলিশং সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ।

অণ্ডঃপ্রবেশকামোহসৌ বহুকালং সমাবসন্ ॥

সঙ্ঘ্যোদকশীর্ণনিজাং তামবেক্ষ্য কুলিশায়ুধঃ ।

ইদমন্তরমিত্যাঙ্ক দিত্যাঃ কুক্ষিঃ সমাবিশৎ ॥

আছেন। তাঁহার শুশ্রবা কর্ষে নিরত হইয়া

কিয়দিন তথায় অবস্থান কর। হে মঘ-

বন! বজ্রহস্তে অবকাশ মতে তদীয় গর্ভে

প্রবেশপূর্ব্বক সেই বর্দ্ধমান গর্ভকে যাবৎ সে

তোমার বশীভূত বা মৃত না হয়, তাবৎ বজ্র

প্রহারে ছেদন করিতে থাক। এইরূপ

করিলে আর তোমার রিপু জন্মিবে না।

ব্রহ্মা কহিলেন;—মঘবান ইল্ল তখন

“তাহাই করিব” এই কথা বলিয়া ময় দানবের

সংকার করত একাকৌই বিনীতবেশে বিমাতা

দিতির নিকটে উপস্থিত হইলেন। সরল

ব্যবহারে সেই দৈত্যমাতা দিতির শুশ্রবায়

নিরত হইলেন। সেই দিতি দেবী, এবং

কণ্ডপ মূনির অমোঘ দুরাসদ তেজের

পরিণাম—সেই গর্ভস্থ বালক,—কেহই

দেষকারী শক্ৰের তাদৃশ চিন্তাভিপ্রায়

কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না।—৪৯—৫৪।

সহস্রাক্ষ ইল্ল গর্ভে প্রবেশ কামনায় এই

ভাবে বজ্র লইয়া বহুকাল বাস করিলেন;

কিন্তু অবকাশ পাইলেন না। পরে একদা

দিতি দেবী সঙ্ঘ্যাসময়ে উত্তরশীর্ষে শয়ন

করিয়া নিজা ঘাইতেছেন, তদর্শনে “ইহাই

অবকাশ” এই বুঝিয়া কুলিশহস্তে দিতির

অন্তর্বার্তি চ যদুভয়মিত্যং দৃষ্ট্বা যত্নাযুধম্ ।

হস্তকামং তদৌবাচ পুনঃ পুনরভীভবৎ ॥ ৫৭

গর্ভস্থ উবাচ ।

কিং মাং ন রক্ষসে বজ্রিন্ ভ্রাতরঃ কুং জিঘাংসসি
নারণে মারণাদন্ত্যপাতকং বিদ্যতে মহৎ ॥ ৫৮

শ্রুতে যুদ্ধাগ্নহাবাহো শক্র যুধ্যস্ব নির্গতে ।

ময়ি তস্মান্নৈতদেবং তব যুক্তং ভবিষ্যতি ॥ ৫৯

শতক্রতুঃ সহস্রাক্ষঃ শচীভর্তা পুরন্দরঃ ।

বজ্রপাণিঃ সুরেন্দ্রকং তে ন যুক্তং ভবেৎ প্রভো

অথবা যুদ্ধকামস্তং মম নিজ্জমণং যথা ।

তথা কুরু মহাবাহো মারগাদম্মাদপাসর ॥ ৬১

কুমার্গে ন প্রবর্তন্তে মহাস্তোত্রহপি বিপদগতাঃ ॥

অবিদ্যাশ্যাপ্যশস্ত্রশচ নৈব চায়ুধসংগ্রহঃ ।

স্বং বিদ্যাবান বজ্রপাণে মাং নিঘ্নন কিং ন

লজ্জসে ॥ ৬৩

কুর্কিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন গর্ভ-
মধ্যবর্তী বালক, ইন্দ্রকে হননমানসে সশস্ত্র
সমুখিত দেখিয়া নির্ভয়ে বারম্বার কহিল,—
“ওহে বজ্রিন্! আমাকে রক্ষা কর না কেন?
আমি তোমার ভ্রাতা হইলেও কি নিমিস্ত
তুমি আমাকে জিঘাংসা করিতেছ? হে মহা-
বাহো! রণক্ষেত্র ব্যতীত অন্ত্রত্র যুদ্ধ বিনা
মারণাপেক্ষা মহাপাতক আর নাই। শক্র!
আমি গর্ভ হইতে নির্গত হইলে যুদ্ধ করিও।
নচেৎ এখন আমাকে সংহার করা তোমার
উপযুক্ত নহে। তুমি শতক্রতু, সহস্রাক্ষ,
শচীভর্তা, পুরন্দর, বজ্রপাণি এবং সুরেন্দ্র!
প্রভো! তোমার এ হেন কার্য্য করা যোগ্য
নহে। অথবা তুমি যদি নিতান্তই যুদ্ধকাম
হইয়া থাক, তাহা হইলে, হে মহাবাহো!
যাহাতে আমার গর্ভ হইতে নিজ্জমণ ঘটে,
তাহা কর; এ পথ হইতে সরিয়া যাও।
৫৫—৬১। মহদ ব্যক্তির বিপদগত হইয়াও
কুমার্গে প্রবৃত্ত হয়েন না। আমি অবিজ্ঞ,
অশস্ত্র; এখানে আমার আয়ুধ সংগ্রহেরও
উপায় নাই। এমত অবস্থায় ওহে বজ্রপাণি!
তুমি বিদ্যাবান হইয়া আমাকে মারিতে

কুর্কন্তি গর্হিতং কশ্ম ন কুলানাং কদাচন ॥ ৬৪

হত্যা বা কিম্ব, জায়েত যশো বা পুণ্যমেব বা

বধ্যন্তে ভ্রাতরঃ কামাদগর্ভস্থাঃ কিং হু পৌরুষম্

যদি বা যুদ্ধভক্তিস্তে ময়ি ভ্রাতরসংশয়ম্ ॥ ৬৬

ততো মুষ্টিং পুরস্কৃত্য বজ্রিণহসৌ ব্যবস্থিতঃ *

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং ব্রহ্মস্তুং তং গর্ভং চিচ্ছেদ কুলিশেন সঃ ।

ক্রোধাঙ্কানাং লোভিনাঞ্চ ন স্থগা কাপি বিদ্যাতে

ন মমার ততো দুঃখাদান্তে ভ্রাতরো বয়ম্ ।

পুনশ্চিচ্ছেদ তান্ পণ্ডান মা বধীরিতি চাক্রবন ॥

বিশস্তান্ মাতৃগর্ভস্থান নিজ্জভাতৃহৃতক্রতো ॥

দ্বেষবিক্ষতবুদ্ধীনাং ন চিচ্ছেৎ কক্ৰণাকণঃ ॥ ৭০

আসিয়াছ; তোমার কি লজ্জা হইতেছে

না? কুলীন জনগণ কখনই গর্হিত কশ্ম

করেন না! আমাকে হত্যা করিয়াই বা কি

যশ আর কি পৌরুষ হইবে! গর্ভস্থ ভ্রাতা-

দিগকে মারাই বা কেন? ইহাতে পৌরুষই

বা কি? আর হে ভ্রাতঃ! যদি নিশ্চিতই

তোমার আমাতে যুদ্ধভক্তি থাকে, তাহা

হইলে—ব্রহ্মা বলিলেন,—এই কথা

বলিতে বলিতে, সেই গর্ভস্থ বালক বজ্রধর

ইন্দ্রের প্রতি মুষ্টি উত্তোলন করত অবস্থিত

হইল। সেই ইন্দ্র তখনই তাহাকে কুলিশ

দ্বারা (সপ্তধা) ছেদন করিলেন। ক্রোধাঙ্ক

ও লোভীদিগের কুত্রাপি দয়া থাকে না।

সেই গর্ভ তাহাতে মরিল না; পরন্তু সেই

পণ্ডুলি বলিতে লাগিল যে, আমরা

তোমার ভাই। ইন্দ্র সে কথা গ্রাহ্য না

করিয়া আবার সে গুলিকে ছেদনপূর্বক

প্রত্যেকটিকে (সপ্তধা) বিভক্ত করিতে

লাগিলেন। তাহারাত “বধ করিও না। ওহে

* বালঘাতী ব্রহ্মঘাতী তথা বিশ্বাসঘাতকঃ ।

এবমুতং কলং শক্র কশ্মান্নাং হস্তমুদ্যতঃ ॥

যন্তাজ্জয়া সর্কমিদং বর্ততে সচরাচরম্ ।

স হস্তা বালকং মাং বৈ কিং বশঃ কিম্ব পৌরুষম্

শ্লোকদ্বয়মিদংমধিকং কচিং প্রক্যাদেত ।

এবং খণ্ডিতঃ খণ্ডঃ হস্তপাদাদি জীবৎ ।

নির্মিকারঃ ততো দৃষ্টা সপ্তসপ্ত সর্বিম্মতঃ ॥ ৭১

একবছরপাণি গর্ভস্থানি শুভানি চ ।

কুদন্তি বহুপাণি মা কুতেত্যবীকারিঃ ॥ ৬২

ততস্তে মাক্তা জাতা বলবন্তো মহোজসঃ ।

গর্ভস্থা এব তেহস্তোন্তমূচুঃ শক্রং গতভ্রমাঃ ॥

অগস্ত্যঃ মুনিশার্দূলং মাতা যশ্চাশ্রমে স্থিতা

অশ্রুপিতা তব ভ্রাতা সখ্যং তে বহু মন্ততে ॥

অশ্রুপরি স্নেহঃ মনস্তে বিদ্যাহে মূনে ।

• ন যৎকরোতি ঋপচঃ প্রবৃত্তস্তত্র বজ্রধৃক্ ॥ ৭৫

ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা অগস্ত্যোহগাৎ সসম্মতঃ ।

দিত্তিঃ সন্ধোদয়ামাস ব্যথিতাং গর্ভবেদনাং ॥ ৭৬

তত্রাগস্ত্যঃ শচীকান্তমশপৎ কুপিতো ভ্রশম্ ॥ ৭৭

শতক্রতো! আমরা বিশ্বস্ত, মাতৃ গর্ভস্থ, তোমার নিজ ভ্রাতা! এই কথা বারবার বলিতে লাগিল। স্বৈর-বিশ্বস্ত-বুদ্ধি জন-গণের চিন্তে কণামাত্র করুণারও স্থান হয় না। এই গর্ভ এইরূপে উনপঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াও মরিলনা, তাহার প্রত্যেক খণ্ডেই পৃথক পৃথক হস্ত-পদাদি বিশিষ্ট সজীব অক্ষত-দেহ হইল। ইহা গর্ভমধ্যে সেই উনপঞ্চাশ খণ্ডকেই একাকারে বিবিধ রূপধর এবং সৌম্যদর্শন ও রোদনপরায়ণ দর্শনে করিলেন, “মা কৃত (রোদন করিও না)” এই জন্তই তাহার মাক্ত নামে প্রসিদ্ধ হয়। উহার বলবান ও মহোজসঃ। তাহার সেই গর্ভ-মধ্যে থাকিয়াই শক্রকে ভয় না করিয়া যাহার আশ্রমে মাতা দিত্তি ছিলেন, সেই মুনিশার্দূল অগস্ত্যকে পরস্পরে মিলিত হইয়া বলিতে লাগিল,—হে মূনে! আমাদের পিতা তোমার ভ্রাতা; তোমার সহিত সখ্য, তিনি শ্রাদ্ধ বলিয়া মনে করেন। আমাদের উপরেও আপনার মন স্নেহ, ইহা জানি। চণ্ডালেও যাহা করে না, বজ্রধর ইহা তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া অগস্ত্য ঋষি সসম্মত সমাগমপূর্বক গর্ভ-বেদনা-ব্যথিতা দিত্তিকে সঙ্ঘোষিত করিলেন।

অগস্ত্য উবাচ ।

সংগ্রামে রিপবঃ পৃষ্ঠং পশ্চেষুস্তে সদা হরে ।

জীবতামেব মরণমেতদেব হি মানিনাম্ ॥ ৭৭

পৃষ্ঠং পলায়মানানাং যৎপশ্চস্ত্যাহিতা রণে ॥ ৭৮

ব্রহ্মোবাচ ।

সাপি তং গর্ভসংস্থঞ্চ শশাপেস্ত্রং কথ্য দিত্তিঃ

দিত্তিক্রবাচ ।

ন পৌরুষং কৃতং তস্মাচ্ছাপোহয়ং ভবিতা তব

স্ত্রীভিঃ পরিভবং প্রাপ্য রাজ্যাৎ প্রভন্তসে হরে

ব্রহ্মোবাচ ।

এতস্মিন্নস্তরে তত্র কন্তাপো বৈ প্রজাপতিঃ ।

প্রায়াচ্চ ব্যথিতোহগস্ত্যাক্ষুত্বা শক্রবিচেষ্টিতম্

গর্ভান্তরগতঃ শক্রঃ পিতরং প্রাহ ভীতবৎ ॥ ৮১

শক্র উবাচ ।

অগস্ত্যচ্চ দিত্তৌশ্চৈব বিভেমি ক্রমিতুং বহিঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এতস্মিন্নস্তরে প্রাপ্তঃ কন্তাপোহপি প্রজাপতিঃ ।

অগস্ত্য তখন অতি কুপিতচিন্তে শচীকান্তকে

অভিশপ্ত করিলেন; কহিলেন,—ওরে ইন্দ্র!

সকল কালেই রিপুগণ, সংগ্রামে তোমার

পৃষ্ঠ দর্শন করিবে। রণক্ষেত্রে পলায়ন-

কালে শক্ররা যে পৃষ্ঠ দর্শন করে, মানী-

দিগের পক্ষে ইহাই জীবিত থাকিয়া মরণ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—দিত্তিও তখন রোষবশে,

গর্ভসংস্থ ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন। দিত্তি

কহিলেন,—রে হরে! তুই পুরুষোচিত কর্ম

করিস্ নাই! সেই জন্ত তোর এই শাপ

কলিবে যে, তুই স্ত্রীলোক হইতে পরিত্রব

পাইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইবি। ৬২—৮০। ব্রহ্মা

বলিলেন,—ইতি মধ্যে প্রজাপতি কন্তপ

অগস্ত্যের নিকট পুত্রের আচরণ অবশে

ব্যথিতচিন্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। শক্র

তখন গর্ভান্তরে থাকিয়াই সভয়ে পিতাকে

কহিলেন,—পিতঃ! আমি অগস্ত্যের এবং

দিত্তির ভয়ে বাহিরে নিজগমণ করিতে সক্ষম

পাইতেছি। ব্রহ্মা কহিলেন;—কন্তপ প্রজা-

পতি, পুত্রের সেই কর্ম, গর্ভে যাস, দিত্তির

পুত্রকর্ম চ তদুষ্টা গর্ভাস্তঃস্থিতিমেব চ ।

দিতিশাপমগস্ত্যস্ত্র শ্রাস্তাসৌ দুঃপিতোহভবৎ
কণ্ডপ উবাচ ।

নির্গচ্ছ শক্রে পুত্রৈতৎ পাপং কিং কৃতবানসি ।

ন নির্মূলকুলোৎপন্নঃ মনঃ কুর্যন্তি পাতকে ॥ ৮৪
ব্রহ্মোবাচ ।

স নির্গতো বজ্রপাণিঃ সত্বীড়োহধোমুখো-
হব্রবীৎ ।

তন্মূর্ধিরেব বদতি সদস্কেষ্টিতং নৃণাম্ ॥ ৮৫
শক্রে উবাচ ।

যতক্ষমত্র শ্রেয়ঃ স্তাত্ত্বৎকর্তৃহমসংশয়ম্ ॥ ৮৬
ব্রহ্মোবাচ ।

ততো গম্যন্তিকং প্রায়ান্নোকপালৈঃ স কণ্ডপঃ ।

সর্বং বৃত্তমথোবাচ পুনঃ পপ্রচ্ছ মাং সুরৈঃ ॥ ৮৭

দিতিগর্ভস্ত বৈ শান্তিঃ সহস্রাঙ্কবিশাপতাম্ ।

গর্ভস্থানাঞ্চ সর্কেষামিল্পেণ সহ মিত্রতাম্ ॥ ৮৮

তেষামরোগতাঞ্চাপি শচীভর্তুরদোষতাম্ ।

অগস্ত্যদত্তশাপস্ত্র বিশাপহমপি ক্রমাৎ ॥ ৮৯

ততোহহমব্রবং বাক্যং কণ্ডপং বিনয়াদিতম্ ।

ও অগস্ত্যের অভিষাপ,—এ সকল দেগিয়া
শুনিয়া বাথিতচিন্তে কহিলেন,—পুত্র, শক্রে !
নির্গত হও ; এ অতি দুষ্কার্য্য করিয়াছ ।
নির্মূলকুলোৎপন্ন জনগণ ঐদৃশ পাতকে মন
দেন না । ব্রহ্মা কহিলেন,—বজ্রপাণি ইন্দ্র
তখন নির্গমনপূর্ব্বক লজ্জায় অধোবদনে রহি-
লেন । লোকে সৎ অসৎ যাহাই করুক, তদীয়
আকারই তাহা বলিয়া দেয় । ইন্দ্র বলি-
লেন,—এখন আপনি যাহা ভাল বলিবেন,
আমি তাহাই করিব ; সংশয় নাই । ব্রহ্মা
কহিলেন,—তার পর সেই কণ্ডপ লোকপাল
ও অস্ত্রান্ত্র সুরগণ সহ আমার নিকটে
যাইয়া আমাকে সর্ববৃত্তান্ত নিবেদনান্তে—
দিতির গর্ভের শান্তি, ইন্দ্রের শাপাপনোদন,
গর্ভস্থ বালকগণের সহিত ইন্দ্রের মিত্রতা,
সেই বালকগণের আরোগ্য, সহস্রাঙ্কের
দোষহাহিত্য ও অগস্ত্যদত্ত শাপের
পরিহার—ক্রমে ক্রমে এই সকল কথা

প্রজাপতে কণ্ডপ ত্বং বনুভিলোকপালকৈঃ ।

ইন্দ্রেণ সহিতঃ শীঘ্রং গোতমীং যাহি মানদ ॥ ৯০

তত্র স্নান্না মহেশানং স্তহি সর্কৈঃ সমৰিতঃ ।

ততঃ শিবপ্রসাদেন সর্বং শ্রেয়ো ভবেদিতি ॥ ৯১

তথৈতু্যক্তা জগামাসৌ কণ্ডপো গোতমীং তদা

স্নান্না তুষ্টাব দেবেশমেতিরেব পদক্রমৈঃ ॥ ৯২

সর্বদুঃখাপনোদায় দ্বয়মেব প্রকীর্তিতম্ ।

গোতমী বা পুণ্যনদী শিবো বা করুণাকরঃ ॥ ৯৩

কণ্ডপ উবাচ ।

পাহি শঙ্কর দেবেশ পাহি লোকনমস্কৃত ।

পাহি পাবন বাগীশ পাহি পন্নগভূষণ ॥ ৯৪

পাহি ধর্ম্ম বুধাকট পাহি বেদদ্বয়েক্ষণ ।

পাহি গোধরলক্ষ্মীশ পাহি শর্ক গজাধর ॥ ৯৫

পাহি ত্রিপুরহনাথ পাহি সোমার্দ্ধভূষণ ।

জিজ্ঞাসা করিলেন । আমি সেই বিনয়াবিত,

প্রজাপতিকে তদুত্তরে কহিয়াছিলাম,—প্রজা-

পতে কণ্ডপ । তুমি বনু ও লোকপাল

গণ সহ ইন্দ্রকে লইয়া ভরায় গোতমী

নদীতে গমন কর । হে ‘মানদ ! সেখানে

সকলে মিলিয়া স্নানান্তে মহেশ্বরকে

স্তব কর । তাহা হইলে শিবের প্রসাদে

সকল মঙ্গল লাভ হইবে । “তাহাই করিব”

বলিয়া কণ্ডপ তখনই গোতমী নদীতে গমন

করত স্নানপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ পদক্রম দ্বারা

দেবেশ শিবের স্তব করিতে লাগিলেন ।

পুণ্যনদী গোতমী অথবা করুণাকর শিব,—

এই দুইই সর্বদুঃখোপনোদনে প্রসিদ্ধ বলিয়া

কীর্জিত হয় । ৮১—৯৩ । কণ্ডপ কহিলেন,—

হে দেবেশ শঙ্কর ! রক্ষা কর । হে লোক-

নমস্কৃত ! রক্ষা কর ॥ হে পাবন ! হে বাগীশ !

রক্ষা কর । হে পন্নগভূষণ ! রক্ষা কর । হে

ধর্ম্ম ! হে বুধাকট ! রক্ষা কর । হে বেদদ্বয়ে-

ক্ষণ (ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদদ্বয়পটক্

দ্বারা যিনি দর্শন করেন) ! রক্ষা কর । হে

গোধর লক্ষ্মীশ ! রক্ষা কর । হে গজাধর,

শর্ক ! রক্ষা কর । হে ত্রিপুরহাতি, নাথ !

রক্ষা কর । হে সোমার্দ্ধভূষণ ! রক্ষা কর ।

পাহি যজ্ঞেশ সোমেশ পাহাভীষ্টপ্রদায়ক ॥ ১৬
পাহি কারুণ্যানিলয় পাহি মঙ্গলদায়ক ।
পাহি প্রভব সর্বস্ব পাহি পালক বাসব ॥ ১৭
পাহি ভাস্কর বিস্তেশ পাহি ব্রহ্মনমস্কৃত ।
পাহি বিশেষ সিদ্ধেশ পাহি পূর্ণ নমোহস্ত তে
ঘোরসংসারকান্তারসঞ্চারোদ্বিগ্ধচেতসাম্ ।
শরীরিণাং কৃপাসিদ্ধো হুমেব শরণং শিব ॥ ১৯
ব্রহ্মোবাচ ।

এবং সংস্রবতস্তস্মৈ পুরতোহভূদ্বৃষধ্বজঃ ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস কণ্ঠপং তং প্রজাপতিম্ ॥
কণ্ঠপোহপি শিবঃ প্রাহ বিনীতবাদিদং বচঃ ।
স প্রাহ বিস্তরেণাথ ইন্দ্রস্ত তু বিচেষ্টিতম্ ॥ ১০১
শাপং নাশক পুত্রাণাং পরস্পরমমিত্রতাম্ ।
পাপপ্রাপ্তস্ত শত্রুস্ত শাপ প্রাপ্তিঃ তথৈব চ ॥
ততো বুধাক্ষপঃ প্রাহ দিতং চাগস্ত্যমেব চ ॥
শিব উবাচ ।

মাক্রতা যে ভবৎপুত্রাঃ পঞ্চাশটৈকবর্জিতাঃ ।

হে যজ্ঞেশ, সোমেশ ! হে অভীষ্টপ্রদায়ক !
রক্ষা কর । হে কারুণ্যানিলয় ! রক্ষা কর ।
হে মঙ্গলদায়ক ! রক্ষা কর । হে সর্বভূতের
প্রভব (উৎপত্তিস্থান) ! রক্ষা বর । হে
বাসবরূপে ত্রিলোকপালক ! রক্ষা কর । হে
ভাস্কররূপিন ! রক্ষা কর । হে ব্রাহ্মণ-নম-
স্কৃত, বিস্তেশ্বর ! রক্ষা কর । হে বিশেষ,
সিদ্ধেশ ! রক্ষা কর । হে পূর্ণ ! হে কৃপাসিদ্ধ,
শিব ! ঘোর সংসারকান্তারে বিচরণকারী
শরীরিণের তুমিই একমাত্র সহায় ।
তোমাকে নমস্কার করি ।—১৯ । ব্রহ্মা
বলিলেন,—কণ্ঠপ এইরূপ স্তব করিতেছেন,
ইতিমধ্যে ভগবান্ বৃষধ্বজ সেই কণ্ঠপ প্রজা
পতির পুরোভাগে আবির্ভূত হইয়া বরদানে
উত্তত হইলেন । কণ্ঠপও তখন বিনীতভাবে
শিবকে ইন্দ্রের আচরণের কথা সবিস্তরে
নিবেদনপূর্বক শত্রুর শাপ, পাপ, ভাবি
রাজ্যনাশ, পুত্রদিগের পরস্পর বৈরিতা
প্রভৃতির পরিহার প্রার্থনা করিলেন । পরে
বুধাক্ষপি শিব, দিগ্ভি দেবীকে এবং অগস্ত্য

সর্বো ভবেয়ুঃ সুভগা ভবেয়ুর্ধ্বজভার্গিনঃ ॥ ১০৩
ইন্দ্রেণ সাহিত্য নিত্যং বর্ন্তয়েয়ুর্দাষিতাঃ ॥ ১০৪
ইন্দ্রস্ত তু হবির্ভাগো যত্র যত্র মথৈ ভবেৎ ।
আদ্যো তু মরুতস্তত্র ভবেয়ুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৫
মরুভিঃ সহিতং শক্রং ন জয়েয়ুঃ কদাচন ।
জেতা ভবেৎ সর্বদৈব সুখং তিষ্ঠ প্রজাপতে ॥
অদ্য প্রভাত যে কুর্য়ুরনয়াদ্ভাতৃঘাতনম্ ।
বংশচ্ছেদো বিপত্তিষ্ঠ নিত্যং তেষাং ভবিষ্যতি
ব্রহ্মোবাচ ।
অগস্ত্যমুশিশাদূলঃ শত্রুরপ্যাহ যদ্রতঃ ॥ ১০৮
শত্রুরবাচ ।
ন কুর্য়াম্শক কোপক শচীভর্তরি বৈ মুনে ।
শমং ব্রজ মহাপ্রাজ্ঞ মরুতস্তমরাভবন্ ॥ ১০৯
ব্রহ্মোবাচ ।
দিতিক্ষাপি শিবঃ প্রাহ প্রসন্নো বুধতধ্বজঃ ॥ ১১০

ঋষিকে এই কথা কহিলেন । দিতিকে
কহিলেন,—তোমার পুত্রগণ উনপঞ্চাশ-
সংখ্যক ‘মরুৎ’ নামে বিভক্ত হইবে । উহার
সকলেই সুভগ এবং সকলেই যজ্ঞভাগী
হইবে । ইন্দ্রের সহিত প্রীতিসহকারে সতত
সামোদচিত্তে কালাতিপাত করিবে । যেখানে
যেখানে যজ্ঞে, ইন্দ্রের ভাগ হইবে, সেখা-
নেই অগ্রে মরুদগণের ভাগ কল্পিত হইবে ;
ইহাতে সংশয় নাই । মরুদগণের সঙ্গে
বিরাজমান ইন্দ্রকে শত্রুরা কখনই জয়
করিতে পারিবে না ; পরন্তু ইন্দ্রই সতত জয়-
যুক্ত হইবে । হে প্রজাপতি, কণ্ঠপ ! তুমি সুস্থ-
চিত্তে অবস্থান কর । অজ হইতে যে কেহ
অন্তায়রূপে ভাতৃহত্যা করিবে, তাহাদিগের
নিয়তই বংশচ্ছেদ এবং পদে পদে বিপত্তি
ঘটিবে । ১০০—১০৭ । ব্রহ্মা কহিলেন,—শত্রু
সাগ্রহে ঋষিশাদূল অগস্ত্যকেও কহিলেন,—
মুনে ! শচীপতির প্রতি তুমিও কোপ করিও
না ; হে মহাপ্রাজ্ঞ ! শান্ত হও, মরুতেরা অমর
হইয়াছে । ব্রহ্মা কহিলেন,—বুধভাক্ষ শিব
প্রসন্নচিত্তে দিতিকে পুনরায় বলিলেন,—

শিব উবাচ ।

একো ভূয়াম্মম স্মৃতস্নৈলৌক্যার্থ্যমণ্ডিতঃ ।
ইত্যেবং চিন্তয়ন্তী ত্বং তপসে নিয়তাভবঃ ॥ ১১১
তদেতৎ সকলং তেহদ্য পুত্রা বহুগুণাঃ শুভাঃ
অভবন্ বলিনঃ শূরাস্তস্মাজ্জিহ্ন মনোরুজম্ ॥
অস্তানপি বরান্ স্ক্রুজ যাতস্ব গতসম্ভ্রমা ॥ ১১২
ব্রহ্মোবাচ ।

তদেতৎবচনং ব্রহ্মা দেবদেবস্ত সা দিতিঃ ।
কৃতাজ্জলিপূটী নত্বা শত্ৰুং বাক্যমথাত্রবীৎ ॥ ১১৩
দিতিক্রবাচ ।

লোকে যদেতৎপরমং যৎ পিত্রোঃ পুত্রদর্শনম্
বিশেষেণ তু তন্মাতুঃ প্রিয়ং স্ত্রাৎ সুরপুজিত
তত্রাপি রূপসম্পত্তিশৌর্য্যবিক্রমবান্ ভবেৎ ।
একোহপি তনয়ঃ কিন্তু বহুবশ্চেৎ কিমুচ্যতে ॥
মৎপুত্রান্তে প্রভাবাচ্ছ জেতারো বলিনো ব্রবন্
ইন্দ্রস্ত ভাতরঃ সত্যং পুত্রাশ্চৈব প্রজাপতেঃ ॥
অগস্ত্যস্ত প্রসাদাচ্ছ গঙ্গায়াশ্চ প্রসাদতঃ ।

আমার ত্রৈলোক্যার্থ্য-মণ্ডিত একটা পুত্র
হইবে” তুমি এইরূপ কামনা করত তপস্কার্থ
ব্রতগ্রহণ করিয়াছিলে, তাহা অদ্য তোমার
সকল হইল,—শুভদর্শন বলবান্ শূর বিশিষ্ট
গুণশালী বহু পুত্রই হইয়াছে। অতএব মনঃ-
শীত্বে পরিহার কর। হে স্ক্রুজ! তুমি
নিঃসঙ্কোচে আরও নানা বর আমার নিকট
যাক্রা কর। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই দিতি
দেবদেবের তাদৃশ বচন শ্রবণে কৃতাজ্জলি-
পুটে নমস্কারপূর্ব্বক শত্ৰুকে এই বাক্য
কহিলেন,—হে সুরপুজিত! লোকে পিতা-
মাতার,—বিশেষতঃ মাতার পক্ষে পুত্র
দর্শনটা পরম প্রীতিকর। তাহাতে আমার
রূপ, সম্পত্তি, শৌর্য্য, ও বিক্রমশালী
পুত্র একটা হইলেও কত যে অধিক প্রীতি,
তাহা বলা যায় না। যদি তাদৃশ বহু পুত্র হয়,
তবে সে যে কিরূপ অধিক প্রীতিজনক, তাহা
কেমনে বর্ণিব? ১০৮—১১২। তোমার রূপ-
প্রভাবে আমার পুত্রেরা অতি বলবান্ ও
যুদ্ধজয়ী হইবে, সন্দেহ নাই। অগস্ত্যের

যত্র দেব প্রসাদস্তে তচ্ছ্রুতং কোহত্র সংশয়ঃ ।
কৃতার্থাঃ তথাপি ত্রাং ভক্ত্যা বিজ্ঞাপয়াম্যহম্
শৃণু দেববচনং কুরুষ চ জগদ্ধিতম্ ॥ ১১৮
ব্রহ্মোবাচ ।
বদেতু্যক্তা জগদ্ধাতা দিতিন্ত্রাত্রবীদিদম্ ॥ ১১৯
দিতিক্রবাচ ।

সন্ততিপ্রাপণং লোকে দুর্লভং সুরবন্দিত ।
বিশেষেণ প্রিয়ং মাতুঃ পুত্রেণেৎ কিং নু বর্ণ্যতে
স চাপি গুণবান্ স্ত্রীমানায়ুমান্ যদি জায়তে ।
কিন্তু স্বর্গেণ দেবেশ পারমেষ্ট্যপদেন বা ॥ ১২১
সর্ষেয়ামপি ভূতানামিহামুত্র কলৈষণাম্ ।
গুণবৎপুত্রসম্প্রাপ্তিরভীষ্টা সর্ষদৈব হি ।
তন্মাদাপ্রবনাদত্র ক্রিয়তাং সমুগ্রহঃ ॥ ১২২
শঙ্কর উবাচ ।

মহাপাপকলঙ্কেদং যদেতদনপত্যতা ॥ ১২৩

অনুগ্রহে এবং গঙ্গার প্রসাদে আমার
এই পুত্রেরা যেন, যথার্থরূপে প্রজাপতির
বাৎসল্য ও ইন্দ্রের সৌভাত্র লাভ করে। হে
দেব! আপনার যেখানে প্রসন্নতা হয়, তাহা
যে শুভময় হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ কি?
আমি কৃতার্থ হইয়াছি; তথাপি হে দেব!
ভক্তিবশতঃ বিজ্ঞাপন করিতেছি, আমার
কথা শুনুন এবং যাহাতে জগতের মঙ্গল হয়
তাহা করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই
জগদ্ধাতা শিব কর্তৃক “বল” এইরূপ আদিষ্ট
হইয়া দিতি বলিতে লাগিলেন,—হে সুর-
বন্দিত! লোকে সন্ততিলাভটাই দুর্লভ!
বিশেষতঃ মাতার পক্ষে উহা অতিশয় প্রিয়।
তাহাতে সেই সন্ততি যদি পুত্র হয়, তবে
তাহার কথা কেমনে বর্ণন করিব? আমার
সেই পুত্র যদি গুণবান্ স্ত্রীমান্ আয়ুমান্ হয়,
তবে হে দেবেশ! স্বর্গেই বা কি আবশ্যক,
আর ব্রহ্মপদেই বা কি প্রয়োজন? ঐহিক
পারত্রিক সুখাভিলাষী সকল প্রার্থীই
গুণবান্ পুত্র সর্ষদাই অভীষিত। অতএব
হে মহেশ্বর! রূপাসহকারে লোকসকলের
কল্যাণার্থ এই বিধান করুন, যেন, এখানে

শ্রিয়া বা পুরুষতাপি বহুভুং যদি জায়তে ।
তদত্র স্নানমাত্রেন তদোষো নাশমাপ্নুয়াৎ ॥
স্নাত্বা তত্র ফলং দদ্যাৎ স্তোত্রমেতচ্চ যঃ পঠেৎ
স তু পুত্রমবাপ্নোতি ত্রিমাसস্নানদানতঃ ॥ ১২৫
অপুত্রিণী স্বত্র স্নানং কৃত্বা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ ।
ঋতুস্নাতা তু যা কাচিৎস্বত্র স্নাতা স্মৃতান্ন ভেৎ ॥
ত্রিমাसভ্যস্তরং যা তু শুক্লিণী ভক্তিতত্ত্বিহ ।
কলৈঃ স্নাত্বা তু মাং পশ্চেৎ স্তোত্রেন স্তোতি
মাং তথা ।

তস্তাঃ শক্রসমঃ পুত্রো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
পিতৃদোষৈশ্চ যে পুত্রং ন লভন্তে দিতে শৃণু ।
ঘনাপহারদোষৈশ্চ তত্রৈবা নিরুতিঃ পরা ॥ ১২৮
তত্রৈবাং পিতৃদানেন পিতৃণাং প্রীণনেন চ ।
কিঞ্চিৎসুবর্ণদানেন ততঃ পুত্রো ভবেদ্রবম্ ॥

স্নান দ্বারা গুণবান্ পুত্রপ্রাপ্তি ঘটে । শক্রর
কহিলেন,—অনপত্যতা, মহাপাপের ফল ।
এখানে স্নান মাত্রেই উহা নাশ পাইবে ।
এখানে স্নান করিয়া বিশুদ্ধ-পাত্রে ফল দান
পূর্বক যে জন এই স্তোত্র পাঠ করিবে, সে
পুত্র লাভ করিতে পারিবে ; তিনমাস যাবৎ
এইরূপ স্নান দান করিলেই তাহার বাঞ্ছিত
পুত্রপ্রাপ্তি হইবে । অপুত্রিণী রমণীও এখানে
স্নান করিলে পুত্র প্রাপ্ত হইবে ।
ঋতু-স্নানান্তে এখানে যে নারী স্নান
করিবে, সে বহুপুত্রবতী হইবে । গর্ভ-
বতী নারী যদি এখানে ভক্তিসহকারে
বহু ফল (অভাবে তিল) দ্বারা স্নান-
পূর্বক আমাকে দর্শন করত এই স্তোত্রে
আমায় স্তব করে, তবে তাহার শক্রসম
পুত্র উৎপন্ন হয়; ইহাতে সংশয় নাই । হে
দিতে ! যাহারা পিতৃদোষে কিবা পত্নীদোষে
অথবা ঘনভাবে অস্ত্রাস্ত্র আপদাদি জন্ত
পুত্রলাভে সক্ষম নহে, তাহাদের ঐ সকল
দোষ-পরিস্কারার্থ এই পরমা নিরুতি কহি-
তেছি, শুন । ঐ সকল ব্যক্তি বিধিমতে
স্নান-দানপূর্বক পিতৃগণের পিতৃ দানাদি
দ্বারা ভক্তিসাধন এবং কিঞ্চিৎ সুবর্ণ দান

যে স্নাসাত্তপহর্ভারো রত্নাপহুবকারকাঃ ।
শ্রাদ্ধকর্ম্মবিহীনান্চ তেষাং বংশো ন বর্ধতে ॥
দোষিণাস্ত পরেতানাং গতিরেষা ভবেদ্রিতি ।
সন্ততিজায়তাং শ্রাদ্ধা জীবতাং তীর্থসেবনাং ॥
সক্রেমে দিতিগঙ্গায়াঃ স্নাত্বা সিদ্ধেশ্বরং প্রভুং ।
অনাদ্যপারমজ্বরং চিংসদানন্দবিগ্রহম্ ॥ ১৩২
দেবযিসিদ্ধগঙ্ধর্ব্বযোগীশ্বরনিষেবিতম্ ।
লিঙ্গাশ্রকং মহাদেবং জ্যোতির্ম্ময়মনাময়ম্ ॥
পূজয়িত্বোপচারৈশ্চ নিত্যং ভক্ত্যা যতব্রতঃ ।
স্তোত্রেনানেন যঃ স্তোতি চতুর্দশাষ্টমীষু চ ॥
যথাশক্তি স্বর্ণদানং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্ ।
যঃ করোত্যত্র গঙ্গায়াঃ স পুত্রশতমাপ্নুয়াৎ ।
সম্প্রাপ্য সকলান্ কামানস্তে শিবপুরং
ব্রজেৎ ॥ ১৩৫
স্তোত্রেনানেন যঃ কশ্চিদ্যত্র কাপি স্তবীতি মাম্

করিলে, তার পর নিশ্চয়ই পুত্র হইবে ।
যাহারা স্নান- (গচ্ছিত) অপলাপকারী, আর
যাহারা রত্নাপহারী কিবা শ্রাদ্ধাদি পিতৃকর্ম্ম-
বিহীন, এই সকল ব্যক্তির বংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়
না ! এইরূপ দোষযুক্ত ব্যক্তির মরণান্তে পর-
জন্মে এই (বংশহীনতা) গতি হয় । তীর্থ-
সেবনে জীবগণের শ্রাদ্ধা সন্ততি জন্মে ।
১১৬—১৩১ । যতব্রত, (ব্রহ্মচারী) হইয়া
প্রতিদিন এই (স্থানের নাম হইল—
দিতিগঙ্গা ;) দিতিগঙ্গার সক্রমে স্নানপূর্বক
তীর্থভূমে অনাদি, অজর, অপার, চিং-
সদানন্দ-বিগ্রহ, দেবযি সিদ্ধ গঙ্ধর্ব্ব
যোগীশ্বরাদি-নিষেবিত, অনাময়, জ্যোতির্ম্ময়,
লিঙ্গাশ্রবে, প্রভু, সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের যথা-
শক্তি উপচার দ্বারা প্রতিদিন ভক্তি
সহকারে সংযতভাবে থাকিয়া পূজা করিলে
এবং চতুর্দশী অষ্টমী তিথিতে ব্রাহ্মণগণকে
স্বর্ণ দানপূর্বক ভোজন করাইলে সেই ব্যক্তি
শত পুত্র লাভ করিতে পারিবে, আর
সকল কাম ভোগান্তে অস্তে শিবপুরে গমন
করিবে । যে কোন ব্যক্তি যে কোনও স্থানে

যথাসাং পুত্রমাপ্নোতি অপি বক্ষ্যাহম্য-

শক্তিম্ ॥ ১৩৬

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রভৃতি তন্ত্ৰীর্থঃ পুত্রতীর্থমুদাহৃতম্
তত্র তু স্নানদানাদিঃ সৰ্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩৭
মক্ৰান্তিঃ সহ মৈত্রেণ মিত্রতীর্থং তদুচ্যতে ।
নিম্পাপঘ্নেন চেষ্টন্ত শক্রতীর্থং তদুচ্যতে ॥ ১৩৮
ঐশ্রীঃ প্রিয়ঃ যত্র লেভে তন্ত্ৰীর্থঃ কমলাভিধম্
এতানি সৰ্বতীর্থানি সৰ্বাতীষ্টপ্রদানি হি ॥ ১৩৯
সৰ্বঃ ভবিষ্যতীত্যাক্ষা শিবশাস্ত্ররধীয়ত ।
কৃতকৃত্যশ্চ তে জন্মুঃ সৰ্ব এব যথাগতম্ ।
তীর্থানাং পুণ্যদং তত্র লক্ষ্যমেকং প্রকীৰ্তিতম্ ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে পুত্রতীর্থাদিলক্ষ্যতীর্থবর্ণনং নাম
চতুর্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৪ ॥

এই স্তোত্র দ্বারা আমার স্তব করিবে, সে
বক্ষ্য হইলেও পুত্র লাভ করিবে; সন্দেহ
নাই। ১৩২—১৩৭। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই
হইতে এই তীর্থ পুণ্যতীর্থ নামে উদাহৃত
হইয়া থাকে। এখানে স্নান-দানাদি দ্বারা
সৰ্বকাম প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে মক্ৰদগণ
সহ ইন্দ্রের মিত্রতা ঘটিয়াছিল বলিয়া এই
স্থান মিত্রতীর্থ নামে উক্ত হয়। শক্র এই
স্থানেই নিম্পাপ হইয়াছিলেন, সেই জন্য
উহাকে শক্রতীর্থও বলা হয়। যেখানে
ইন্দ্রের লক্ষ্মীলাভ ঘটে, তাহাকে কমলাতীর্থ
বলা যায়। এই সকল তীর্থ সৰ্বাতীষ্ট-
প্রদ। ভগবান্ শিব দিতি প্রভৃতিকে
'সমস্তই তোমাদের প্রার্থনামুরূপ হইবে' এই
কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাহারাও
সকলেই আপনাপন স্থানে গমন করিলেন।
গোতমীতীরে ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ পুণ্য-
প্রদ তীর্থ বিরাজমান বলিয়া কীর্তিত
হয় ॥ ১৩৮—১৪০ ॥

চতুর্বিংশতি শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যমতীর্থমিতি খ্যাতঃ পিতৃণাং শ্রীতিবর্ধনম্ ।
দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টদঃ সৰ্বদেববিগণসেবিতম্ ॥ ১
তন্ত্ৰ প্রভাবঃ বক্ষ্যামি সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২
অমুহুত ইতি খ্যাতঃ কপোতো বলবানভুৎ ।
তন্ত্ৰ ভাষ্যা হেতিনায়ী পক্ষিণী কামরূপিণী ॥ ৩
মৃত্যোঃ পোত্রো হুহুহাদো দৌহিত্রৌ হেতিরেব চ
কালেনাথ তয়োঃ পুত্রাঃ পোত্রাশ্চৈব বভূবিরে ।
তন্ত্ৰ শক্রশ্চ বলবান্লুকো নাম পক্ষিরাট্ ॥ ৪
তন্ত্ৰ পুত্রশ্চ পৌত্রশ্চ আগ্নেয়াস্তে বলোৎকটাঃ
তয়োশ্চ বৈরমভবদ্বহকালঃ দ্বিজম্ননোঃ ॥ ৫
গঙ্গায়া উত্তরে তীরে কপোতশ্রমোহভবৎ
তন্ত্ৰাশ্চ দক্ষিণে কূল উলুকো নাম পক্ষিরাট্ ।
বাসঃ চক্রে তত্র পুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ দ্বিজসন্তম ॥

পঞ্চবিংশতি শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যম তীর্থ নামে বিখ্যাত
যে তীর্থ আছে, উহা পিতৃগণের সমধিক
শ্রীতিকর এবং দৃষ্টাদৃষ্ট ইষ্টসাধক, ও সৰ্ব
দেববিগণ-সেবিত। উহার সৰ্বপাপনাশক
প্রভাব বলিতেছি। অমুহুত নামে
বলবান্ এক কপোত ছিল। হেতি নায়ী
তাহার কামরূপিণী পক্ষিণী ভাষ্যা ছিল।
অমুহুত মৃত্যুর পোত্র আর হেতি মৃত্যুর
দৌহিত্র। কালক্রমে তাহাদিগের অনেক-
নেক পোত্র জন্মিল। উলুক নামে এক
পক্ষিরাজ তাহার শক্র ছিল। তাহার পুত্র-
পৌত্রগণ সকলেই আগ্নেয় বলিয়া খ্যাত এবং
অতিশয় বলবান্। সেই পক্ষিঘয়ের বহু-
কাল যাবৎ বৈর ভাব হয়। গঙ্গার উত্তর
তীরে কপোতের বাস ছিল। দক্ষিণ কূলে
পক্ষিরাজ উলুক পুত্র পৌত্র সমতিব্যাহারে
বাস করিত। হে দ্বিজসন্তম নারদ! সেই
পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন পক্ষিঘয়ের বহুকাল
ব্যাপী যুদ্ধ হয়। পুত্র-পৌত্রাদিতে পরিস্কৃত

তয়োশ্চ গৃহ্মভবদুহকালঃ বিরুদ্ধয়োঃ ।

পুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ বৃত্তয়োর্বিনোর্বলিভিঃ সহ ।

উলূকো বা কপোতো বা নৈবাপ্নোতি জয়াজয়ো
কপোতো যমমারাধা মৃত্যুং পৈতামহং তথা ।

যাম্যমস্মমবাপ্যাথ সর্কেভ্যোহপ্যমিকোহভবৎ
তথোলূকোহগ্নিমারাধা বলবানভবদুশম ।

বরৈকস্মন্তয়োর্গৃহ্মভবচ্চাতিভীষণম্ ॥ ১০

তত্রাগ্নেয়মলূকোহপি কপোতাস্মাস্মাক্ষিপৎ ।

কপেতোহপ্যাথ পাশানবৈ যাম্যানাক্ষিপ্যা শত্রবে
উলূকাস্থা দগুঞ্চ মৃত্যুপাশানবাস্থজৎ ।

পুনস্তদভবদুহুঞ্চ পুরাভীবকয়োর্থধা ॥ ১২

হেতিঃ কপোতকী দৃষ্টা জলনং প্রাপ্তমস্তিকে ।

পতিব্রতা মহাযুদ্ধে ভর্তুঃ সা হুঃখবিস্মলা ॥ ১৩

অগ্নিনা বেষ্ট্যমানাশ্চ পুত্রান দৃষ্টা বিশেষতঃ ।

সা গহা জলনং হেতিশ্চস্কাব বিবিধোক্তিভিঃ ॥

হেতিকাচ ।

রূপং ন দানং ন পরোক্ষমস্তি

যস্তাশ্চাত্তঞ্চ পদার্থজাতম্ ।

অস্তুতি হব্যানি চ যেন দেবাঃ

স্বাহাপতিঃ যজ্ঞভূজ্ঞং নমস্তে ॥ ১৫

মুখভূতঞ্চ দেবানাং দেবানাং হব্যবাহনম্ ।

হোতারঞ্চাপি দেবানাং দেবানাং দূতমেব চ ।

তং দেবং শরণং যামি আদিদেবং বিভাবস্মু

অন্তঃস্থিতঃ প্রাণরূপো বহিষ্ঠানপ্রদো হি যঃ ।

যো যজ্ঞসাধনং যামি শরণং তং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৭

অগ্নিকাচ ।

অমোঘমেতদস্মং মে স্তুতং যুদ্ধে কপোতকি ।

যত্র বিশ্রময়েদস্মং তমে ক্রুতি পতিব্রতে ॥ ১৮

কপোত্যাচ ।

মদি বিশ্বমাতামস্মং ন পুত্রেন চ ভর্তরি ।

সত্যবাগ্ভব হব্যোশ জাতবেদো নমোহস্ত তে

হইয়া সেই বলবান গাঞ্চিদয় পরস্পর দীর্ঘ-
কাল যুদ্ধ করিলেও উলূক বা কপোত কেহই
জয় পরাজয় পাইল না । ১—৮ । পরে
কপোত যমের এবং পিতামহ মৃত্যুর আরা-
ধনা করিয়া যাম্য অস্থলাভাস্তে সর্কাপেক্ষা
অধিক হইয়া উঠিল ; কিন্তু সেই উলূকও
অগ্নির উপাসনা করিয়া অতিশয় বলবান
হইল । যম ও অগ্নি হইতে বরপ্রাপ্ত হইয়া
উহার উভয়েই উন্নতভাবে অতি ভীষণ
যুদ্ধ করিতে লাগিল । উলূক কপোতের প্রতি
আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিল । কপোতও
তখন সেই শত্রুর প্রতি যাম্য পাশ নিক্ষেপ-
পূর্বক দগু প্রক্ষেপ করিয়া পুনরায় মৃত্যুপাশ
সকল নিক্ষেপ করিল । তখন সেই যুদ্ধ
পূর্বকালের আভীবক যুদ্ধের স্তায় অদ্ভুত
বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল । পতিব্রতা কপোত-
পত্নী সেই মহাযুদ্ধে ভর্তার সমীপে উলূক-
নিক্ষিপ্ত অগ্নিকে আসিতে দেখিয়া বিশেষতঃ
পুত্রগণকে অগ্নিঘারা বেষ্ট্যমান দেখিয়া
হুঃখবিস্মলাচিন্তে বিবিধ কাতরোক্তি সহ-
কারে সেই অগ্নিকে স্তব করিতে আরম্ভ

করিল । ৯—১৪ । হেতি কহিল,—স্বাহার
রূপ নাই, কিছুমাত্র পরোক্ষ বিষয় নাই,
এবং জগতের যাবতীয় পদার্থই স্বাহার
আশ্চর্য, স্বাহা দ্বারা দেবগণ হব্য ভোজন
করেন, সেই যজ্ঞভূক্ স্বাহাপতিকে নমস্কার
করি । যিনি দেবগণের মুখস্বরূপ, যিনি
দেবগণের হব্যবাহন, যিনি দেবগণের
হোতা, যিনি দেবগণের দূত, আমি সেই
বিভাবস্মুর শরণাগত হইলাম । যিনি
প্রাণিগণের অন্তরে প্রাণরূপে এবং বহির্ভাগে
অন্নপ্রদরূপে বিরাজিত, যিনি যজ্ঞের সাধন-
স্বরূপ, আমি সেই ধনঞ্জয় অগ্নিদেবের শরণ
লইলাম । তখন অগ্নিবলিলেন,—হে পতি-
ব্রতা, কপোতি ! যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত আমার এই
অস্ত্র অমোঘ ; স্মৃতরাং যেখানে এই অস্ত্রের
বিজ্ঞাম হইতে পারে, এমন উপায়
আমাকে বল । কপোতী কহিল,—হে
হব্যোশ ! আপনার অস্ত্র আমাতে বিজ্ঞাম
লাভ করুক ; আমার পুত্র বা ভর্তার
উপর যেন বিজ্ঞাস্ত না হয় । হে জাতবেদ !
আপনি সত্যবাক হউন, আপনাকে নমস্কার ।

জাতবেদা উবাচ ।

তুষ্টোহস্মি তব বাক্যেন ভর্তৃভক্ত্যা পতিব্রতে
তবাপি ভর্তৃপুত্রাণাং হেতি ক্ষেমং দদাম্যহম্ ॥
আগ্নেয়মেতদস্তুং যেন ভর্তারঃ স্মৃতানপি ।
ন হ্যাং দহেত্ততো যাহি স্মুধেন ত্বং কপোতকি
ব্রহ্মোবাচ ।

এতস্মিন্মন্তরে তত্র উলুকী দদৃশে পতিম্ ।
বেষ্ট্যমানং যাম্যপাশৈর্ষমদণ্ডেন তাড়িতম্ ।
উলুকী ক্ৰোধিতা কুত্ৰা যমঃ প্রায়াস্তয়াতুরা ॥ ২২
উলুক্যবাচ ।

যজ্ঞীতা অল্পদ্রবস্তে জনা-
যজ্ঞীতা ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি ।
যজ্ঞীতাঃ সাধু চরন্তি ধীরা-
যজ্ঞীতাঃ কৰ্ম্মনিষ্ঠা ভবন্তি ॥ ২৩
যজ্ঞীতা অনাশকমাচরন্তি
গ্রামাদরণ্যমাভি যচ্চরন্তি ।

জাতবেদা অগ্নি তখন কহিলেন,—
পতিব্রতে! আমি তোমার ভর্তৃভক্তিপূর্ণ
বাক্যে তুষ্ট হইলাম। হে হেতি!
আমি তোমাকে এবং তোমার ভর্তাকে ও
পুত্রগণকে—সকলকেই ক্ষমা প্রদান করি-
লাম। আমার এই আগ্নেয় অস্ত্র তোমার
ভর্তাকে কিম্বা পুত্রগণকে অথবা তোমাকে
দাহ করিবে না। হে কপোতকি! অতএব
তুমি স্মুধে প্রস্থান কর। ব্রহ্মা কহিলেন,—
ইত্যবসরে উলুকীও নিজপতিকে সেই রণ-
ক্ষেত্রে যাম্যপাশে বেষ্ট্যমান ও যমদণ্ডে
তাড়িত হইতে দেখিতে পাইল এবং ভয়াতুরা
হইয়া ক্ৰোধিতচিত্তে যমসমীপে গমনপূর্বক
ঊঁহাকে বলিতে লাগিল,—প্রভো যম-
রাজ! জনগণ আপনারই ভয়ে কৰ্ম্মমার্গে
অল্পজ্ঞত হয়, আপনার ভয়েই ব্রহ্মচর্য্যাস্থান
করে। ধীরগণ আপনার ভয়েই সৎকৰ্ম্মা-
চরণ করেন, আপনার ভয়েই সকলে কৰ্ম্মনিষ্ঠ
হইয়া থাকে। আপনার ভয়েই অনশন ব্রত
আচরণ করে, এবং গ্রাম হইতে অরণ্য আশ্রয়

যজ্ঞীতাঃ সৌম্যতামাশ্রয়ন্তে

যজ্ঞীতাঃ সোমপানঃ ভজন্তে ।

যজ্ঞীতাশাস্ত্রাগোদাননিষ্ঠা-

যজ্ঞীতা ব্রহ্মবাদং বদন্তি ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং স্তবত্যাং তস্তাং তামাহ দক্ষিণদিকৃপতিঃ

যম উবাচ ।

বরং বরয় ভজন্তে দাক্ষেহং মনসঃ প্রিয়ম্ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যমস্তেতি বচঃ শ্রুত্বা সা তমাহ পতিব্রতা ॥ ২৭

উলুক্যবাচ ।

ভর্তা মে বেষ্টিতঃ পাশৈর্দণ্ডেনাভিহতস্তব ।

তস্মাদ্রক্ষ সুরশ্রেষ্ঠ পুত্রান্ ভর্তারমেব চ ॥ ২৮

ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্বাক্যং কৃপয়া যুক্তো যমঃ প্রাহ পুনঃপুনঃ ॥

যম উবাচ ।

পাশানাঞ্চাপি দণ্ডস্ত স্থানং বদ শুভাননে ॥ ৩০

করে। আপনার ভয়ে ভীত হইয়াই সৌম্যতা
আশ্রয় করে। আপনার ভয়ে ভীত হই-
য়াই সোমপান করিয়া থাকে। লোকে
আপনারই ভয়ে বেদোচ্চারণ করিয়া
থাকে। ১৫—২৪। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই
উলুকপত্নী এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে
দক্ষিণদিকৃপতি যম রাজা তাহাকে কহিলেন,—
তোমার মঙ্গল হউক, তুমি মনঃস্বীতিকর
বর যাক্কা কর, আমি তাহা প্রদান করিব।
যমের এইকথা শুনিয়া সেই পতিব্রতা উলুকী
যমরাজকে কহিল,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! মদীয়
ভর্তা আপনার পাশ দ্বারা বেষ্টিত
হইয়া দণ্ডে অভিহত হইতেছেন; এই বিপদ
হইতে আমার পতিকে ও আমার পুত্রগণকে
রক্ষা করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই বাক্য
শ্রবণে যম কৃপাযুক্ত হইয়া পুনঃপুনঃ কহিলেন,
শুভাননে উলুকি! মদীয় অমোঘপাশনিচয়ের
ও দণ্ডের পতনযোগ্য স্থান নির্দেশ কর। ব্রহ্মা
কহিলেছেন,—সেই উলুকী তখন যমরাজকে
কহিল,—হে জগন্নাথ! আপনার পাশগুলি

ব্রহ্মোবাচ ।

সাপ্রোবাচ যমঃ দেবঃ ময়ি পাশাস্ত্রযেরিতাঃ ।

আবিশস্ত জগন্নাথ দণ্ডো ময্যেব সংবিশেৎ ॥

তত প্রোবাচ ভগবান্ যমস্তাং কৃপয়া পুনঃ ॥৩১

যম উবাচ ।

তব ভর্ত্তা চ পুত্রাশ্চ সৰ্ব্বৈ জীবন্ত বিজ্ঞরাঃ ॥৩২

ব্রহ্মোবাচ ।

স্তবায়দ্যমঃ পাশানাগ্নেয়াস্তস্ত হব্যবাচ ।

কপোতোলুকয়োশ্চাপি স্ত্রীতিং বৈ চক্রতুঃ

সুরৌ ।

আহতুশ্চ দ্বিজমানৌ ত্রিয়তাংবর ঈপ্সিতঃ ॥ ৩৩

পক্ষিণাবৃচতুঃ ।

ভবতোর্দর্শনং লক্শং বৈরব্যাজেন দৃক্ষরম্ ।

বয়ঞ্চ পক্ষিণঃ পাপাঃ কিং বরেণ সুরোত্তমৌ ॥

অথ দেবো বরোহস্মাকং ভবদ্য্যঃ স্ত্রীতি-

পূর্ব্বকম্ ।

নার্দ্ধার্থমুযাচাবো দীযমানং বরং শুভম্ ॥ ৩৫

আমাতেরই আবিষ্ট হউক ; এবং দণ্ডও আমা-
তেই নিপতিত হউক । ভগবান যম এই কথা
শ্রবণে কৃপায়ুক্ত-চিত্তে পুনরায় তাহাকে কহি-
লেন,—তোমার ভর্ত্তা এবং পুত্রগণ সকলেই
বিজ্ঞর হইয়া জীবিত থাকুক । ব্রহ্মা কহি-
লেন,—তারপর যম তদীয় পাশনিচয়
নিবারণ করিলেন এবং হব্যবাহ অগ্নিও
আগ্নেয়াস্ত্র সংযত করিলেন । পরে উভয়ে
মিলিয়া সেই কপোত ও উলূকের পরস্পর
মিজ্ঞতা করিয়া দিলেন, আর সেই পক্ষিদ্বয়কে
কহিলেন,—তোমরা ঈপ্সিত বর গ্রহণ কর ।
তাহা শুনিয়া পক্ষিদ্বয় কহিল,—হে সুরোত্তম-
দ্বয় ! আমরা বৈরব্যাজে সুদুর্লভ আপনা-
দিগের দর্শন পাইলাম । আমরা পাণ্ডী
পক্ষী ; আমরাদিগের আর বরে কি
প্রয়োজন ? তথাপি যদি আপনারা স্ত্রীতি-
বশতঃ আমরাগকে বর দিতে চাহেন, তবে
আমরা আদ্বার্থ সেই দীযমান শুভ বর
প্রার্থনা করিব না । হে সুরেশ্বরদ্বয় ! যে
ব্যক্তি আদ্বার্থ প্রার্থনা করে, সে নিশ্চয়ই

আদ্বার্থঃ যন্ত যাচেত স শোচ্যো হি সুরেশ্বরৌ

জীবিতঃ সকলং তন্ত যঃ পরার্থোদ্যতঃ সদা ৩৬

অগ্নিরাপো রবিঃ পৃথ্বী ধাত্তানি বিবিধানি চ ।

পরার্থং বর্জনং তেষাং সত্যাকাপি বিশেষতঃ ॥

ব্রহ্মাদগ্নোহপি হি যতো যুজ্যন্তে মৃত্যুনা সহ ।

এব জাত্বা তু দেবেশৌ বৃথা স্বার্থপরিশ্রমঃ ॥৩৮

জন্মনা সহ যৎ পুংসাং বিহিতং পরমেষ্টিনা ।

কদাচিন্নাস্তথা তর্হি বৃথা ক্রিষ্ণন্তি জন্তবঃ ॥ ৩৯

তস্মাদ্বাচাবহে কিঞ্চিদ্ধিতায় জগতাং শুভম্ ।

শুণদায়ি তু সৰ্ব্বৈবাং তদগুবামনুমন্ততাম্ ॥ ৪০

ব্রহ্মোবাচ ।

তাবাত্তুকভো দেবৌ পক্ষিণৌ লোকবিশ্বতো

ধর্ম্মস্য যশনোহবাঐশ্চ্য লোকানাং হিতকাম্যায়

পক্ষিণাবৃচতুঃ ।

আবাভ্যামাশ্রমৌ তীর্থে গঙ্গায়্য উভয়ে তটে ।

তবেতাং জগতাং নাথাবেষ এব পরো বরঃ ॥

শোচ্য ; যে সতত পরার্থে উন্নত, তাহার
জীবন সকল । অগ্নি, জল, রবি, পৃথ্বী,
বিবিধ ধাত্ত এবং বিশেষতঃ সাধু ব্যক্তি, এ
সকল পরার্থ-সাধনার্থই বর্ত্তমান থাকে ।
ব্রহ্মাদি দেবগণও মৃতুমুখে পতিত হয়েন, তখন
আর অপরের কথা কি ? ইহা বুঝিয়া দেখিলে
হে দেবেশদ্বয় ! স্বার্থে পরিশ্রম করা নিতান্তই
বৃথা বোধ হয় । পরমেষ্টি বিধাতা কর্ত্তক
জন্ম সমকালীন যাহা যাহা বিহিত
হইয়াছে, তাহার কদাচিৎও অন্তথা হয়
না । জন্তুগণ বৃথা পুরুষকার করিয়া
ক্লেশ মাত্রই ভোগ করে । অতএব জগ-
তের হিতার্থে সকলেই হিতকর কিঞ্চিৎ শুভ
বর প্রার্থনা করি ; আপনারা তাহা অহু-
মোদন করুন । ব্রহ্মা কহিলেন,—তখন
সেই লোক-বিখ্যাত দেবদ্বয়কে সেই পক্ষি-
দ্বয় ধর্ম্ম, যশ, এবং লোকসকলের হিত-
কাম্যায় এই কথা কহিল,—হে জগন্নাথদ্বয় !
গঙ্গাতীর্থের উভয় তটে আমরাদিগের হই-
জনের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত থাকুক । ইহাই
আমাদিগের পরম বর । সুকৃতী কি

গ্নানং দানং জপো হোমঃ পিতৃণাঞ্চাপি পূজনম্
সুকৃতী দুষ্কৃতী বাপি যঃ কৰোতি যথা তথা ।

সৰ্বঃ তদক্ষয়ং পুণ্যং শ্রাদ্ধিতোষ পরো বরঃ ॥

দেবাবুচতুঃ ।

এবমন্ত তথাচান্তং স্ত্রীতৌ তু ববাবহে ॥৪৪

যম উবাচ ।

উত্তরে গোতমীতীরে যমস্তোত্রং পঠন্তি যে ।

তেষাং সপ্তসু বংশেষু নাকালে মৃত্যুমাণ্ডুয়াৎ
পুরুষো ভাজনঞ্চ শ্রাদ্ধং সৰ্বদা সৰ্বসম্পদাম্ ॥৪৫

যদ্বিৎ পঠতে নিত্যং মৃত্যুস্তোত্রং জিতান্ধবান

অষ্টাশীতিসহস্রৈশ্চ ব্যাধিভির্ন স বাধ্যতে ॥৪৬

অশ্বিন্ধীতীর্থে দ্বিজশ্রেষ্ঠৌ ত্রিমাশাদ্গুর্ধ্বীণী সতী

অৰ্দ্ধান্ধ্য চ ষণ্মাসাৎ সপ্তাহং গ্নানমাচরেৎ ॥

বীরহঃ সা ভবেনারী শতায়ুঃ স সূতো ভবেৎ

লক্ষ্মীবান্ মতিমান্ শূরঃ পুত্রপৌত্রবিবৰ্দ্ধনঃ ॥৪৮

তত্র পিণ্ডাদিদানেন পিতরৌ মুক্তিমাণ্ডুয়াঃ ।

দুষ্কৃতী যে কোন মানব সেই স্থানে গ্নান,
দান, জপ, হোম ও পিতৃলোকের পূজা
ইত্যাদি কার্য্য করে, তৎসমস্তই যেন অক্ষয়
পুণ্যজনক হয়। ইহাই পরম বর । ২৫—৪৩ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—তপনুঃসেই দেবদ্বয় কহিলেন,
—এইরূপই হইবে । এবং আমরা স্ত্রীত
হইয়া আরও বর দিতেছি যম কহিলেন,—
গোতমীর উত্তর তীরে যাহারা এই যমস্তোত্র
পাঠ করিবে, তাহাদিগের বংশের সপ্ত
পুরুষের মধ্যে কেহই অকালে মৃত্যুগ্রস্ত
হইবে না । সেই পুরুষ সৰ্বদা সৰ্ব-
সম্পদের ভাজন হইবে । যে জন প্রতিদিন
সংযতচিত্তে এই মৃত্যুস্তোত্র পাঠ করিবে,
সে অষ্টাশীতিসহস্র ব্যাধি দ্বারা কখনও
আক্রান্ত হইবে না । হে পক্ষিশ্রেষ্ঠদ্বয়! এই
তীর্থে সপ্তাহ মাত্র গ্নান করিলেই সতী
নারী ত্রিমাশ মধ্যে এবং বন্ধ্যানারী ষণ্মাস
মধ্যে গৰ্ভবতী হইবে । সেই নারী বীর-
প্রসূ হইবে, আর সেই পুত্র শতায়ুঃ হইবে ।
লক্ষ্মীবান্, মতিমান্, বলবান্ ও পুত্র-
পৌত্রাদিমান্ হইবে । এখানে পিতৃদি

মনোবাক্যায়জ্ঞাপাপাং গ্নানানুজ্ঞো ভবেনরঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

যমবাক্যাদনু তথা হব্যাবাড়াহ পক্ষিণৌ ॥ ৫০

অগ্নিরুবাচ ।

মৎস্তোত্রং দক্ষিণে তীরে যে পঠন্তি যতব্রতাঃ ।

তেষামারোগ্যমৈশ্বৰ্য্যং লক্ষ্মীং রূপং দদাম্যহম্

ইদং স্তোত্রম্ যঃ কশ্চিদ্যত্র কাপি পঠেন্নরঃ ।

নৈবাগ্নিতৌ ভয়ং তস্মা লিখিতেহপি গৃহে স্থিতে

গ্নানং দানঞ্চ যঃ কুর্যাদগ্নিতীর্থে শুচির্নরঃ ।

অগ্নিশ্রোমফলং তস্মা ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রভৃতি ততীর্থ যাম্যমাগ্নেয়মেব চ ।

কপোতঞ্চ তথোলুকং হেতুলুকং বিতর্কণাঃ ॥

তত্র ত্রীণি সহস্রাণি তাবন্ত্যেব শতানি চ ।

পুনর্বতিতীর্থানি প্রত্যেকং মুক্তিভাজনম্ ॥ ৫৫

দান করিলে পিতৃগণ মুক্তিলাভ করিবেন ।
নর গ্নান মাত্রে মনোবাক্যায়জ্ঞ; পাপ হইতে
মুক্ত হইবে । ব্রহ্মা কহিলেন,—যমের
বাক্যাবসানে হব্যবাচ অগ্নি সেই পক্ষিদ্বয়কে
কহিলেন,—যাহারা যতব্রত হইয়া গোতমীর
দক্ষিণতীরে এই মদীয় স্তোত্র পাঠ করিবে,
আমি তাহাদিগকে আরোগ্য, ঐশ্বৰ্য্য, লক্ষ্মী,
এবং রূপ দান করিব । যে কোন স্থানে
যে কোন মানব এই স্তোত্র পাঠ করিবে,
তাহার অগ্নিভয় থাকিবে না । গৃহে
লিখিয়া স্থাপন করিলেও অগ্নিভয় দূর
হয় । উক্ত অগ্নিতীর্থে যে নর শুদ্ধভাবে
গ্নান দানাদি করিবে, তাহার অগ্নিশ্রোম
যজ্ঞের ফললাভ হইবে; সংশয় নাই ।
ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই হইতে এই দুই স্থান
যাম্য-তীর্থ ও অগ্নি-তীর্থ নামে বিখ্যাত হয় ।
উহার যাম্য, আগ্নেয়, কপোত, উলুক,
হেতুলুক প্রভৃতি নামে বৃক্ষগণ কর্তৃক উক্ত
হইয়া থাকে । সেখানে তিন সহস্র তিন শত
নবতিসংখ্যক তীর্থ আছে; ইহার সৰ্ব-
লেই মুক্তিপ্রদ । এই সমস্ত তীর্থে গ্নান দানাদি

তেষু স্মানেন দানেন প্রেতীভূতাশ্চ যে নরাঃ ।
পূতান্তে পুত্রবিতাত্যা আক্রমেয়ুর্দিবঃ শুভাঃ ॥
ইতি ত্রীত্রাঙ্কে যাম্যাগ্ন্যাদিতীর্থবর্ণনং নাম
পঞ্চবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৫ ॥

ষড়্বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তপস্তুীর্থমিতি খ্যাতং তপোবুদ্ধিকরং মহৎ ।
সর্বকামপ্রদং পুণ্যং পিতৃণাং ত্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥ ১ ॥
তস্মিন্তীর্থং তু যদ্রত্নং শৃণু পাপপ্রণাশনম্ ।
অপাময়েচ্চ সংবাদমুযৌগাঞ্চ পরম্পরম্ ॥ ২ ॥
অপো জ্যেষ্ঠতমাঃ কোচেন্নৈনিবেহগ্নিঃ তথাপরে
এবং ক্রবন্তো মুনয়ঃ সদ্ধাদঞ্চাগ্নিবারিণোঃ ॥ ৩ ॥
বিনাগ্নিঃ জীবনং ক স্মাজ্জীবভূতো যতোহনলঃ
আম্রভূতো হব্যভূতশ্চাগ্নিনা জায়তেহখিলম্ ॥

করিলে প্রেতত্ব প্রাপ্ত মানবগণও পূত এবং
পুত্র বিতাদি দ্বারা সমৃদ্ধ ও পুণ্যবান হইয়া
স্বর্গে গমন করিতে পারে । ৪৪—৫৬ ।

পঞ্চবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষড়্বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন.—তপস্তুীর্থ নামে খ্যাত
তীর্থ অতিশয় তপোবুদ্ধিকর । এবং সর্ব
কামপ্রদ, পুণ্যজনক ও পিতৃলোকের ত্রীতি-
বর্দ্ধক । সেই তীর্থে যে, অপ, অগ্নি ও যামি-
দিগের পরস্পর সংবাদসম্বলিত পাপনাশন
বিবরণ স্বটিয়াছিল, তাহা শুন । পূর্বে একদা
মুনিগণমধ্যে জল শ্রেষ্ঠ অথবা অগ্নি শ্রেষ্ঠ—
এ বিষয়ে আলোচনা হয়; তাহাতে কোন
কোন মুনি জলের এবং কেহ কেহ বা অগ্নি-
রই প্রধান খ্যাপন করেন । তখন তাঁহা-
দিগের বাদ প্রতিবাদ চলিতে থাকে ।
তাহাতে কোন কোন মুনি কহিতে লাগিলেন,
—অগ্নি ভিন্ন জীবনই থাকিতে পারে না;

অগ্নিনা ত্রিয়তে লোকে। হৃদ্যজ্যোতির্নয়ং জগ
তস্মাদগ্নেঃ পরং নাস্তি পাবনঃ দৈবতং মহৎ ॥৫
অন্তর্জ্যোতিঃ স এবোক্তঃ পরং জ্যোতিঃ স
এব হি ।

বিনাগ্নিনা কিঞ্চিদস্তি যন্ত ধাম জগত্ত্রয়ম্ ।
তস্মাদগ্নেঃ পরং নাস্তি ভূতানাং জ্যেষ্ঠতাজনম্
যোষিৎক্ষেত্রেহর্পিতঃ বাজঃ পুরুষেণ যথা তথা
তন্ত দেহাদিকা শক্তিঃ কুশানোর্যেব নান্তথা ॥
দেবানাং হি মুখং বহিস্তস্মাতাতঃ পরং বিহুঃ ॥
অপরে তু হৃদ্যং জ্যেষ্ঠ্যঃ মেনিরে বেদবাদিনঃ
অভিঃ সম্পৎশ্রুতে হরং শুচিরভিঃ প্রজায়তে ॥
অস্তিরেব ধৃতং সর্বমাপো বৈ মাতরঃ স্মৃতাঃ ।
ত্রৈলোক্যজীবনং বারি বদন্তীতি পুরাবিদঃ ॥১০

যে হেতু অগ্নিই জীবভূত; অগ্নিই আশ্রভূত
'ও অগ্নিই হব্যভূত । অগ্নি দ্বারাই অখিল
জগৎ উৎপাদিত হয় । অগ্নি দ্বারাই লোক
সকল ধৃত হইতেছে, অগ্নিই জ্যোতির্নয়
তৈজস জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন ।
অতএব অগ্নি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাবন মহান
দেবতা আর নাই । সেই অগ্নিই অন্ত-
জ্যোতিঃ বলিয়া উক্ত হইল, তিনিই পরম
জ্যোতিঃস্বরূপ । অগ্নি ভিন্ন কোন পদার্থেরই
সত্তা থাকে না । অগ্নির তেজেই এই
জগৎত্রয় ব্যাপ্ত; অতএব সেই অগ্নি অপেক্ষা
কৈভূতমধ্যে শ্রেষ্ঠতাজন আর কোন
পদার্থই নাই । পুরুষ কর্তৃক যোষিৎ-ক্ষেত্রে
বাজ অর্পিত হইয়া উহা যে দেহাত্মাকারে
পরিণত হয়, তাহাও কুশান্ন অগ্নিরই শক্তি;
ইহার অন্তথা হইতে পারে না । বিশেষতঃ
দেবতাগণের বহিই মুখস্বরূপ । এ নিমিত্ত
অগ্নি অপেক্ষা প্রধান পদার্থ নাই; সুধীগণ
ইহা জানেন । ১—৮ । অপর বেদবাদী
মুনিগণ জলেরই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন ।
জল দ্বারাই অন্ন সম্পন্ন হয়; জলের
দ্বারাই জনগণ শুচি হয়; জল দ্বারাই
এই চরাচর জগৎ রক্ষিত হয়; জলই
জগতের মাতা স্বরূপ । জলই ত্রৈলোক্যের

উৎপন্নমৃতং হৃদ্যস্তাভ্যশৌৰ্য্যসম্ভবঃ ।
 অগ্নিজ্যেষ্ঠ ইতি প্রাহরাণো জ্যেষ্ঠতমাঃ পরে
 এবং মীমাংসমানান্তে ঋষয়ো বেদবাদিনঃ ।
 বিরুদ্ধবাদিনো মাঞ্চ সমভ্যোভ্যোদয়ক্রবন্ ॥১২
 ঋষয় উচুঃ ।
 অগ্নেরপাং বদ জ্যেষ্ঠাং ত্রৈলোক্যস্ত ভবান্
 প্রভুঃ ॥ ১৩
 ব্রহ্মোবাচ ।
 অহমপ্যব্রবং প্রাপ্তানৃষীন্ সর্কান্ যতব্রতান্ ।
 উভো পূজ্যতমো লোক উভাভ্যাং জায়তে
 জগৎ ॥ ১৪
 উভাভ্যাং জায়তে হব্যং কব্যং চামৃতমেব চ ।
 উভাভ্যাং জীবনং লোকে শরীরস্ত চ ধারণম্
 নান্যোশ্চ বিশেষোহস্তি ততো জ্যেষ্ঠাং সমা
 মতম্ ।
 ততো মন্বচনাজ্যেষ্ঠমুভয়োর্নৈব কশ্চিৎ ॥ ১৬

জীবন ; পুরাবিদৃ পণ্ডিতগণ এই কথা বলিয়া
 থাকেন । জল হইতেই অমৃত উৎপন্ন হই-
 য়াছে ; তাহা হইতে ওষধি সম্ভূত হইয়াছে ;
 অতএব জলই সর্বভূতমধ্যে শ্রেষ্ঠ । এই
 প্রকারে কেহ কেহ অগ্নির এবং কেহ কেহ
 জলের শ্রেষ্ঠতা খ্যাপন করিতে লাগিলেন ;
 কিন্তু কোনও মীমাংসা করিতে না পারায়
 সেই সকল বেদবাদী ঋষিগণ পরস্পর-বিরুদ্ধ
 বাদী হইয়া আমার নিকটে আগমনপূর্বক
 এই কথা বলিলেন যে, ব্রহ্মন ! অগ্নি ও
 জলের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলুন । আপনিই
 ত্রৈলোক্যের প্রভু । ব্রহ্মা কহিলেন,—
 আমি তখন সমাগত সেই সকল যতব্রত
 ঋষিদিগকে বলিলাম,—জল ও অগ্নি উভয়েই
 লোকে পূজ্যতম ; উভয় দ্বারাই জগৎ
 উৎপন্ন হয় । উভয় দ্বারাই হব্য, কব্য ও
 অমৃত উদ্ভূত হয় । লোকে উভয় দ্বারাই
 জীবন ও শরীর-ধারণ হইয়া থাকে । ইহা-
 দিগের মধ্যে ইতর বিশেষ নাই ; অতএব
 উভয়েরই জ্যেষ্ঠতা তুল্য বিবেচিত হয় ।
 আমি এইরূপ কহিলে জল ও অগ্নির

জ্যেষ্ঠ্যমন্ততরশ্চেতি মেনিরে ঋষিসম্ভাঃ ।
 ন তৃপ্তা মম বাক্যেন জঙ্ঘুর্বাযুঃ তপস্বিনঃ ॥ ১৭
 মুনয় উচুঃ ।
 কশ্চ জ্যেষ্ঠাং ভবান্ প্রাণো বায়ো সত্যঃ
 দ্বয়ি স্থিতাম্ ॥ ১৮
 ব্রহ্মোবাচ ।
 বায়ুরাহানলো জ্যেষ্ঠঃ সর্বমগ্নৌ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 নেতৃকান্তোন্তমুযয়ো জঙ্ঘুস্তেহপি বশুন্ধরাম্ ।
 মুনয় উচুঃ ।
 সত্যং ভূমে বদ জ্যেষ্ঠ্যমাধারাসি চরাচরে ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ভূমিরপ্যাহ বিনয়াদাগতাংস্তানৃষীনিদম্ ॥ ২১
 ভূমিরুবাচ ।
 মমাপাধারভূতাঃ সূর্য্যাপো দেব্যাঃ সনাতনাঃ
 অদ্ব্যস্ত জায়তে সর্কঃ জ্যেষ্ঠ্যমপ্প্ৰ প্রতিষ্ঠিতম্

কাহারও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত না হওয়ায় সেই
 তপস্বী ঋষিসত্তমেরা আমার বাক্যে তৃপ্ত
 না হইয়া অন্ততরের জ্যেষ্ঠতা বোধে
 মীমাংসার্থ বায়ুসমীপে গমন করিলেন এবং
 কহিলেন,—হে বায়ো ! আপনি প্রাণরূপী ;
 অতএব জল ও অগ্নির মধ্যে কাহার শ্রেষ্ঠতা,
 তাহা বলুন ; আপনাতোই সত্য অবস্থিত
 রহিয়াছে । ১—১৮ । ব্রহ্মা বলিলেন,—
 ঋষিগণের বাক্য শ্রবণে বায়ু কহিলেন,—
 অগ্নিতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ;
 অতএব অনলই শ্রেষ্ঠ । এই কথা শুনিয়া
 ঋষিগণ পরস্পর “ইহা ঠিক নহে” এই বলিয়া
 বশুন্ধর্য্য সন্নিধানে গমন করিলেন এবং
 বলিলেন,—হে ভূমি ! তুমি চরাচরের
 আধার ; অতএব সত্য বল, জল ও অগ্নির
 মধ্যে কাহার শ্রেষ্ঠতা ? ব্রহ্মা কহিলেন,
 —ভূমি তখন সেই সমাগত ঋষিদিগকে
 সবিনয়ে এই বাক্য কহিলেন,—সর্বভূতের
 আনন্দপ্রদ সনাতন জলসকল আমারও
 আধারভূত ! জল হইতেই সর্বভূতের উৎ-
 পত্তি হয় ; এ নিমিত্ত জলেতেই শ্রেষ্ঠতা

ব্রহ্মোবাচ ।

নেতৃত্বকাত্তোত্তমমুখ্যো জন্মঃ কীরোদশায়িনম্
তুষ্টিব্রহ্মবিধিঃ স্তোত্রৈঃ শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ২৩

ঋষয় উচুঃ ।

যো বেদ সৰ্ব্বং ভুবনং ভবিষ্যদ-
যজ্ঞায়মানঞ্চ শুহানিবিষ্টম্ ।

লোকত্রয়ং চিত্রবিচিত্ররূপ-

মন্তে সমস্তঞ্চ যমাবিবেশ ॥ ২৪

যদকরং শাস্তমপ্রমেয়ং

যং বেদবেদ্যমুখ্যো বদন্তি ।

যমাস্ত্রিতাঃ স্পেন্দিতমাগ্নু বন্তি

তদ্বৎ সত্যং শরণং ব্রজামঃ ॥ ২৫

ভূতং মহাভূতজগৎপ্রধানং

ন বিন্দতে যোগিনো বিষ্ণুরূপম্ ।

তদ্বৎসুমেতে ঋষয়েহত্র যাতাঃ

সত্যং বদন্তেহ জগন্নিবাস ॥ ২৬

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্রহ্মা কহিলেন,—
ঋষিগণ ইহা শুনিয়া পরস্পরে “না” বলিয়া
কীরোদশায়ী ভগবান বিষ্ণুর সন্নিধানে গমন
করত শঙ্খচক্রগদাধর হরিকে বিবিধ স্তোত্র
দ্বারা স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।
১১—২৩। ঋষিগণ কহিলেন,—যিনি জগতের
ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই অবগত আছেন, যিনি
বুদ্ধিরূপ শুভাতে নিবিষ্ট ও চিত্র-বিচিত্র-পরিণামী
লোকত্রয় সম্যক্ জানেন; অন্তকালে যাহাতে
সর্বভূতের লয় হয়, যাহাকে ঋষিগণ শাস্ত,
অপ্রমেয়, বেদবেদ্য ও অক্ষয় বলিয়া নির্দেশ
করেন, যাহাকে আশ্রয় করিয়া স্বকীয় ঈশ্বরি-
নিচয় লাভ করা যায়, সেই সত্যবস্তুর শরণা-
পন্ন হইলাম। যিনি পঞ্চমহাভূতাত্মক জগৎ ও
তদাশ্রয় প্রকৃতিরূপে বর্তমান, যিনি বিষ্ণু
(ব্যাপক) রূপে বিরাজিত থাকিলেও যোগি-
গণও যাহাকে জানিতে পারেন না, হে
বিষ্ণো! তুমিই সেই পরম দেব। হে জগ-
ন্নিবাস! অগ্নি ও জলের মধ্যে কে ষষ্ঠ?
ইহা জিজ্ঞাসা করিতে এই ঋষিগণ এইখানে
আসিয়াছেন; আপনি স্বয়ং ইহার সত্য উত্তর

দমস্তরাষ্ট্রাখিলদেহভাজাঃ

তমেব সৰ্ব্বং অগ্নি সৰ্বমীশ ।

তথাপি জানন্তি ন কেহপি কুত্ৰা-

প্যাহো ভবন্তঃ প্রকৃতিপ্রভাবাং ।

অন্তর্কর্ষিঃ সৰ্ব্বত এব সন্তঃ

বিশ্বাত্মনা সম্প্রিয়বর্তমানম্ ॥ ২৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রাহ জগদ্ধাত্ত্রী দৈবী বাগশরীরিণী ॥ ২৮

দৈবী বাণোবাচ ।

উভাবারাদ্য তপসা ভক্ত্যা চ নিয়মেন চ ।

যন্ত স্মৃৎ প্রথমং সিদ্ধিস্তদুতং জ্যেষ্ঠমুচ্যতে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতুত্বা যযুঃ সৰ্ব্বে ঋষয়ো লোকপূজিতাঃ ।

শ্রান্তাঃ শিলাস্তরাষ্ট্রাণাং পরং বৈরাগ্যমাস্ত্রিতাঃ ॥

সৰ্বলোকৈকজননৌ ভুবনত্রয়পাবনৌ ।

গৌতমীমগমন সৰ্ব্বে তপস্তপ্তুঃ যতব্রতাঃ ॥ ২৯

অদৈবতং তথাগ্নিঞ্চ পূজনাযোদ্যতাস্তদা ।

প্রদান করুন। সমস্ত দেহধারীদিগের
তুমিই অন্তরাষ্ট্রা; হে ঈশ! তুমিই এই
জগতের সকল, তোমাতেই নমস্ত বর্তমান।
বিশ্বাত্মা আপনি কিন্তু জগতের অন্তরে
বাহিরে সর্বত্রই বিরাজমান আছেন;
এবং উহাকে নিয়ত পরিবর্তন করিতেছেন।
অহো! তথাপি প্রকৃতির প্রভাবে কেহই
কুত্ৰাপি আপনাকে জানিতে পারে না।
ব্রহ্মা কহিলেন,—ঋষিগণ এইরূপ স্তব
করিলে পরে জগদ্ধাত্ত্রী অশরীরিণী দৈবী
বাণী কহিলেন,—তপস্শ্রা, নিয়ম ও ভক্তি-
সহকারে জল, ও অগ্নি উভয়ের আরা-
ধনা করিলে পর যাহার উপাসনা প্রথম
সিদ্ধ হইবে, সেই ভূতই জ্যেষ্ঠ বলিয়া
নির্ণেয়। ২৪—২৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—
তখন শ্রান্ত, শিলাস্তরাষ্ট্রা, পরম বৈরাগ্য-
যুক্ত সেই লোকপূজিত ঋষিগণ “তাহাই বটে”
এই কথা বলিয়া প্রধানপূর্বক সৰ্বলোকের
অধিভীমা জননীশ্বরপীণী, ভুবনত্রয়পাবনী
গৌতমী নদীকে তপস্শ্রা যতব্রত হইয়া

অগ্নেচ পূজকা যে চ অপাং বৈ পূজনে স্থিতাঃ
তত্র বাগবদীন্দ্রবী বেদমাতা সরস্বতী ॥ ৩২

দৈবী বাণবাচ ।

অগ্নেরাপস্তুথা যোনিরুদ্ভিঃ শৌচমবাপ্যতে ।

অগ্নেচ পূজকা যে চ বিনাশ্চিঃ পূজনং কথম্ ॥ ৩৩

অপ্সু জাতাসু সর্বত্র কৰ্ম্মণ্যধিকৃতো ভবেৎ ।

তাবৎকৰ্ম্মণ্যনর্হোহয়মণ্ডির্শালিনো নরঃ ।

ন মগ্নঃ শ্রদ্ধয়া যাবদপ্সু শীতাসু বেদবিৎ ॥ ৩৪

তস্মাদাপো বরিষ্ঠাঃ স্মার্যাতত্বতা যতঃ স্মৃতাঃ ।

তস্মাজ্যৈষ্ঠ্যমপামেব জনন্তোহগ্নেবিশেষতঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এতদ্বচঃ শুক্রবৃন্তে ঋষয়ো বেদবাদিনঃ ।

নিশ্চয়ঞ্চ ততশ্চকুর্ভবেজ্যৈষ্ঠ্যমপামিতি ॥ ৩৬

যত্র তীর্থে বৃন্তমিদম্বিসত্রে চ নারদ ।

তপস্তীর্থন্তু তৎ প্রোক্তং সত্রতীর্থং তদুচ্যতে ॥

সকলেই গমন করিলেন । তথায় যাইয়া সকলেই জলদেবতা ও অগ্নিদেবতার পূজনার্থ উদ্ভুক্ত হইয়া জল, ও অগ্নি, উভয়েরই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন । পরে তথায় বেদমাতা সরস্বতী এইরূপ দৈববাণী করিলেন যে,—জল সকলই অগ্নির, যোনি, জল দ্বারাই শৌচ লাভ হয়, যাহারা অগ্নির পূজক, তাহারাও জল ব্যতীত অগ্নির পূজা করিতে পারেন না; সর্বত্রই জল সঞ্চার হইলেই কৰ্ম্মাধিকার জন্মে, নর বেদবিৎ হইলেও যাবৎকাল শ্রদ্ধা সহকারে শীতল জলে মগ্ন না হয়, তাবৎ ঐ ব্যক্তি মলযুক্ত ও অশুচি বলিয়া ধর্ম্মকর্ম্মাহুষ্ঠান বিষয়ে অনধিকারী থাকে । অতএব জলই গরিষ্ঠ; যেহেতু জলই জগতের মাতৃস্থানীয় বলিয়া স্মৃত হয় । বিশেষতঃ জল অগ্নিরও জননী স্বরূপ; সুতরাং জলেরই জ্যেষ্ঠতা, যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া জানিবে । ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই বেদবাদী ঋষিগণ এই বাক্য শ্রবণে জলেরই জ্যেষ্ঠতা নিশ্চয় করিলেন । হে নারদ! যে তীর্থ স্থলে ঋষিযুগে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সেই তীর্থ তপস্তীর্থ নামে বিখ্যাত হয়, এবং

অগ্নিতীর্থঞ্চ তৎ প্রোক্তং তথা সারস্বতং বিহঃ
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্বকামপ্রদং শুভম্ ॥ ৩৮

চতুর্দশ শতাব্দ্যত্র তীর্থানাং পুণ্যদায়িনাম্ ।

তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ স্বর্গমোক্ষপ্রদায়কম্ ॥ ৩৯

কৃতং সন্দেহহরণমৃষীণাং যত্র ভাষয়া ।

সরস্বত্যভবন্তত্র গঙ্গয়া সঙ্গতা নদী ।

মাহাশ্ম্যং তস্ম কো বক্তুং সঙ্গমস্ত কসো নরঃ

ইতি ত্রীত্রাক্ষে তপস্তীর্থাদিচতুর্দশশততীর্থ-

বর্ণনং যদ্বিংশতীর্থশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৬

সপ্তবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবতীর্থমিতি খ্যাতং গঙ্গয়া উত্তরে তটে ।

তস্ম প্রভাবং বক্ষ্যামি সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১

আষ্টিমেষ ইতি খ্যাতো রাজা সর্বগুণাধিতঃ ।

উহাকে শক্রতীর্থ, অগ্নিতীর্থ ও সারস্বত তীর্থ এই সকল নামেও অভিহিত করা হয় । ঐ সকল তীর্থে স্নান দানাদি করিলে সর্বকাম-ফলপ্রাপ্তি সহ শুভ লাভ ঘটে । এখানে পুণ্যদায়ী চতুর্দশ শত তীর্থ বর্তমান । ঐ সকল তীর্থে স্নান-দানাদি কৰ্ম্ম স্বর্গ-মোক্ষ-প্রদায়ক । দৈববাণী যে স্থলে ঋষিদিগের সন্দেহ হরণ করিয়াছিল, সেই স্থলে সরস্বতী নদী গঙ্গার সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন । এই সরস্বতী-গঙ্গাসঙ্গম তীর্থের মাহাশ্ম্য কোন মানব বলিতে সক্ষম ? ৩০—৪০ ।

যদ্বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—গঙ্গার উত্তর তটে দেবতীর্থ নামে বিখ্যাত যে তীর্থ আছে, তাহার সর্বপাপপ্রণাশন প্রভাব বর্ণন করিতেছি । পূর্বে আষ্টিমেন নামে এক সর্ব-

তন্তু ভাৰ্ঘ্যা জয়া নাম সাক্ষাৎস্মরিত্বাৎ ॥ ২
তন্তু পুত্রো ভরো নাম মতিমান্ পিতৃবৎসলঃ ।
ধনুর্বেদে চ বেদে চ নিষ্কাতো দক্ষ এব চ ।
তন্তু ভাৰ্ঘ্যা রূপবতী সূপ্রভেত্যভিবিজ্ঞতা ॥ ৩
আষ্টিষেণন্ততো রাজা পুত্রে রাজ্যং নিবেশ্য সঃ
পুরোধসা চ মুখ্যান দীক্ষাং চক্রে নরেশ্বরঃ ॥
সরস্বত্যাস্ততন্তীয়ে হয়মেধায় যজ্ঞবান্ ।
ঋত্বিকুণ্ডিন্ ঋষিযুধ্যৈশ্চ বেদশাস্ত্রপরায়ণৈঃ ॥ ৫
দীক্ষিতঃ তং নৃপশ্রেষ্ঠঃ ব্রাহ্মণ্যগ্নিসমীপতঃ ।
মিথুর্দানবরাটশূরঃ পাপবুদ্ধিঃ প্রতাপবান্ ॥ ৬
মথঃ বিধ্বস্ত নৃপতিং সভাৰ্ঘ্যং সপুৰোধিতম্ ।
আদায় বেগাৎ স প্রাগজসাতলতলং মূনে ॥
নৌতে তন্মিথুপবরে যজ্ঞে নষ্টে ততোহমরাঃ ।
ঋত্বিজশ্চ যযুঃ সৰ্ষে স্বঃ স্বঃ স্থানং যথাক্ততঃ ॥
পুৰোধিতসুতো রাজ্ঞো দেবাপিরিতি বিজ্ঞতঃ

গুণাধিত রাজা ছিলেন। তাহার জয়া নামে
সাক্ষাৎ অপরা লক্ষ্মীর স্তায় ভাৰ্ঘ্যা ছিল। ভর
নামে সেই রাজার এক পুত্র ছিল। সে পিতৃ-
বৎসল, মতিমান, কাৰ্য্যদক্ষ এবং ধনুর্বেদ
ও অস্ত্রাশ্রম বেদে পারিদর্শী হইয়াছিল। সেই
পুত্রের সূপ্রভা নামে রূপবতী বিখ্যাতা ভাৰ্ঘ্যা
ছিল। রাজা আষ্টিসেন পুত্রে রাজ্যভার
বিস্তৃত করিয়া অৰম্ভে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ
সরস্বতীতীরে প্রধান পুৰোধিত দ্বারা দীক্ষা
গ্রহণ করিলেন। সেই নগশ্রেষ্ঠ দীক্ষিত
হইয়া বেদশাস্ত্র-পরায়ণ, ঋত্বিকুণ্ডিন ও প্রধান
প্রধান ঋষিগণে পরিবৃত থাকিয়া—ব্রাহ্মণ ও
অগ্নিসমীপে বর্তমান আছেন; ইত্যবসরে
মিথু নামে প্রতাপবান্ শূর দানবপতি পাপ-
বুদ্ধি বশতঃ সেই যজ্ঞ ধ্বংস করত ভাৰ্ঘ্যা
ও পুৰোধিতসহ সেই নৃপতিকে গ্রহণপূর্বক হে
মুনে, নারদ! বেগে রসাতলতলে প্রস্থান
করিল। সেই দানব কর্তৃক নৃপবর নীত
ও যজ্ঞ বিধ্বস্ত হইলে অমরগণ ও ঋত্বিকু-
বর্ণ সেই যজ্ঞ স্থান হইতে স্ব স্ব স্থানে
প্রস্থান করিলেন। ১—৮। রাজার পুৰো-
হিতের দেবাগ্নি নামে এক পুত্র ছিল।

বালস্তাং মাতরং দৃষ্ট্বা আশ্রমঃ পিতরং ন চ ।
দৃষ্ট্বা সবিস্ময়ো ভূত্বা হুঃখিতোহতীব চান্তবৎ ॥
স মাতরং তু পপ্রচ্ছ পিতা মে ক গতোহন্থিকে
পিতৃহীনো ন জীবেষ্য মাতঃ সত্যং বদস্ব মে ॥
ধিগৃধিকৃপিতৃবিহীনানাং জীবিতং পাপকৰ্ম্মণাম্ ।
ন বন্ধি যদি মে মাতর্জলমগ্নমথাবিশে ॥ ১২
পুত্রং প্রোবাচ সা মাতা রাজ্ঞো ভাৰ্ঘ্যা পুরোধসঃ
দানবেন তলং নীতো রাজ্ঞা সহ পিতা তব ॥ ১৩
দেবাপিক্রবাচ ।
ক নীতঃ কেন বা নীতঃ কথং নীতঃ ক কৰ্ম্মণি
কেষ পশ্যৎসু কিং স্থানং দানবশ্চ বদস্ব মে ॥ ১৪
মাতোবাচ ।
দীক্ষিতং যজ্ঞসদসি সভাৰ্ঘ্যং সপুৰোধসম্ ।
রাজানং তং মিথুর্দৈত্যো নীতবান্ স রসাতলম্
পশ্যৎসু দেবসজ্জিব বহিঃসাক্ষণসন্নিধৌ ॥ ১৫

সেই বালক তাহার পিতাকে না দেখিতে
পাইয়া সবিস্ময়ে হুঃখিতচিত্তে নিজ জননীকে
জিজ্ঞাসিল,—মাতঃ! আমার পিতা কোথায়
গিয়াছেন? আমি পিতৃহীন হইয়া জীবন
ধারণ করিতে পারিব না। জননি! আপনি
আমাকে সত্য বলুন। পিতৃবিহীন;—সুতরাং
পাপকৰ্ম্মা জনগণের জীবনে ধিক্! ধিক্!
মাতঃ! আপনি যদি প্রকৃত কথা আমাকে না
বলেন, তবে আমি হয় জলে, নয় অগ্নিতে
প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিব। পুত্রের
এইরূপ বাক্যশ্রবণে জননী—সেই রাজপুৰো-
হিতপত্নী কহিলেন,—বৎস! তোমার
পিতা, রাজার সহিত দানব কর্তৃক রসাতলে
নীত হইয়াছেন। দেবাগ্নি কহিল,—কে,
কোথায়, কি জন্ত, কোন কাৰ্য্যে আমার
পিতাকে লইয়া গিয়াছে? কাহারো তাহা
দেখিয়াছে? দানবের বাসস্থানই বা
কোথায়? এই সকল কথা আমাকে বলুন!
মাতা কহিলেন,—রাজা যজ্ঞকৰ্ম্মে দীক্ষিত
হইলে পর মিথু নামে এক দৈত্য সেই যজ্ঞ-
স্থল হইতেই ভাৰ্ঘ্যা ও পুৰোধিতসহ সেই
রাজাকে বহিঃ ও ব্রাহ্মণগণের সন্নিধানে

ব্রহ্মোবাচ ।

ভয়াভূবচনং ব্রহ্মা দেবাণি কৃত্যমস্মরৎ ।
দেবান্শস্তোত্বহবারিঃ বা ঋত্বিজো বাসুরাংস্তথা
একেষেব পিতাহবেষ্যো নাস্তত্রৈতি মতির্মম ।
ইতি নিশ্চিত্য দেবাপিভরং প্রাহ নৃপাঋজম্ ॥

দেবাপিরুবাচ ।

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ ব্রতেন নিয়মেন চ ।
আনেতব্য ময়া সৰ্কে নীতা যে চ রসাতলম্ ॥
জাতে পরাতবে ঘোরে যো ন কুৰ্য্যৎ ।

প্রতিক্রিয়াম্ ।

নরাধমেন কিং তেন জীবতা বা মৃতেন বা ॥ ১৯
তুং প্রশাদি মহীং কৃৎস্নামাষ্টিষেণঃ পিতা যথা ।
মাতা মম ত্বয়া পাল্যা রাজন্ যাবন্মাগতিঃ ।
ভবেচ্চ কৃতকার্যাস্তু অন্বজানীহি মাং ভর ॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ ।

ভরোগোক্তঃ স দেবাণি সৰ্কে নিশ্চিত্য যত্নতঃ

দেবগণের সমক্ষেই রসাতলে লইয়া গিয়াছে ।
ব্রহ্মা কহিলেন,—দেবাণি সেই মাতৃবাক্য
শ্রবণে কর্তব্য বিষয় চিন্তা করত বুঝিলেন,
—দেবতা, অগ্নি, ঋত্বিক্, ও অসুরগণকে
দেখিতে হইবে; ইহাদিগের মধ্যেই আমার
পিতা অবশ্য আছেন, নচেৎ তিনি অতীত
আছেন বলিয়া আমার বোধ হয় না ।
অতএব এই সকলের মধ্যে পিতার অন্বেষণ
করা কর্তব্য । এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই
দেবাণি রাজপুত্র ভরকে কহিলেন, বাহারা
দৈত্য কর্তৃক রসাতলে নীত হইয়াছেন,
আমি তপস্বী, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, ও নিয়ম দ্বারা
ভাষাদিগের সকলকেই আনয়ন করিব ।
ঘোর পরাভব প্রাপ্ত হইয়া যে জন তাহার
প্রতিক্রিয়া না করে, সেই নরাধম বাঁচিয়া
থাকিলেই বা কি? আর মরিয়া গেলেই বা
কি? তোমার পিতা আষ্টিসেন যেমন রাজ্য
শাসন করিতেন, তুমিও তদ্রূপ সমগ্র মহী-
মণ্ডল শাসন কর । রাজন্! মদীয় মাতাকেও
তুমি তাবৎ পালন কর, যাবৎ আমি কৃতকার্য্য
হইয়া প্রত্যগগমন না করি । হে ভর! আমাকে

ভর উবাচ ।

সিদ্ধিঃ কুরু স্মৃৎ যাহি মা চিন্তামজিকাং ভজ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো দেবাণিরমররাজ্যজিহ্মদ্যানতৎপরঃ ।
ঋত্বিজোহবেষ্য যত্নেন নত্বা তানৃত্বিজঃ পৃথক্
কৃতাঞ্জলিপুটে বালো দেবাণিবাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৩

দেবাপিরুবাচ ।

ভবন্তিচ মথো রক্ষ্যো যজমানশ্চ দীক্ষিতঃ ।
পুরোধাশ্চ তথা রক্ষ্যঃ পত্নী বা দীক্ষিতস্ত তু
ভবৎসু তত্র পশ্যৎসু যজ্ঞঃ বিধ্বস্ত দৈত্যরাষ্ট্র
রাজাদয়ন্তেন নীতান্তর যুক্ততমং ভবেৎ ॥ ২৫
অথাপেতেদহং মন্ত্রে ভবন্তস্তানরোগিণঃ ।
দাতুমহন্তি তান সর্কানস্তথা শাপমহধ ॥ ২৬

ঋত্বিজ উচুঃ ।

মথৈহগ্নিঃ প্রথমং পূজ্যো হগ্নিরেবাত্র দৈবতম্ ।

অন্বজ্ঞা প্রদান কর । ১—২০ । ব্রহ্মা কহি-
লেন,—রাজপুত্র ভরও সযত্নে সমস্ত কার্য্য
নিশ্চয় করত সেই দেবাণিকে কহিলেন,—তুমি
সিদ্ধি লাভ কর, স্মৃতে গমন কর, অন্নমাত্র
চিন্তাও করিও না । ব্রহ্মা কহিলেন,—
তারপর সেই বালক দেবাণি অমররাজের
চরণধ্যানে তৎপর হইয়া সযত্নে ঋত্বিক্-
গণের অন্বেষণপূর্ব্বক ভাঁহাদিগকে পৃথক্
পৃথক্ নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,
—যজ্ঞ-দীক্ষিত যজমান, পুরোধিত এবং
দীক্ষিত যজমানপত্নী—এই সকল আপনা-
দিগের রক্ষণীয়; কিন্তু আপনাদিগের
সমক্ষেই দৈত্যপতি যজ্ঞ ধ্বংসপূর্ব্বক
রাজা প্রভৃতিকে লইয়া গেল, ইহা নিতান্তই
অনুচিত হইয়াছে—যুক্ততম হয় নাই । বাহা
হউক, এক্ষণে আপনারা সেই রাজা প্রভৃতি
সকলকেই নীরোগ ও সুস্থ শরীরে আনয়ন
করিয়া দিউন; আমি হইই উপযুক্ত মনে
করি । যদি আপনারা এরূপ না করেন, তবে
আমাইতে শাপ প্রাপ্ত হইবেন । ২১—২৬ ।
ঋত্বিক্গণ কহিলেন,—যজ্ঞেতে অগ্নিই প্রথমে
পূজিত হইবে, অগ্নিই যজ্ঞেতে দেবতা

তস্মাৎস্বয়ং ন জানীমো হৃদীনাং পরিচারকাঃ ॥২৭॥

স এব দাতা ভোক্তা চ হৰ্ত্তা কৰ্ত্তা চ হব্যবাহি
ব্রহ্মোবাচ ।

ঋত্বিজঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা দেবাপিজাতবেদসম্ ।

পুঞ্জসিদ্ধা যথাস্তায়মগ্নয়ে তন্ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৯

অগ্নিকবাচ ।

যথাস্তিজন্তথা চাহং দেবানাং পরিচারকঃ ।

হব্যং বহামি*দেবানাং ভোক্তারো ব্রহ্মকশ্চ তে

* দেবানাংহুয় যত্নেন হবিৰ্তাগান্ পৃথক্ পৃথক্ ।

দান্তেহহমেব দোষো মে তস্মাদ্ যাহি সুরান্
প্রতি ।

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবাণিঃ স সুরান্ প্রাপ্য নভা তেভ্যঃ

পৃথক্ পৃথক্ ।

ঋত্বিষাক্যং চাগ্নিষাক্যং শাপঞ্চাপি স্তবেদয়ৎ

এ নিমিত্ত অগ্নির পরিচারক—আমরা ইহার কিছুই জানি না । সেই হব্যবাহ অগ্নিই দাতা, ভোক্তা, হৰ্ত্তা ও কৰ্ত্তা । ব্রহ্মা বলিলেন,— এই কথা শুনিয়া সেই দেবাণি ঋত্বিকৃদিগকে পরিহার করিয়া জাতবেদা অগ্নিকে যথাস্তায়ে পুজাপূৰ্কক সেই বিষয় নিবেদন করিল । অগ্নি কহিলেন,—যেমন ঋত্বিকৃগণ, তেমন আমিও দেবতাদিগের পরিচারক মোত্র । আমি দেবতাদিগের হব্য বহন করি মোত্র ; তাঁহারাই ভোক্তা ; তাঁহারাই ব্রহ্মক । আমি দেবতাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ আহ্বান-পূৰ্কক যত্ন সহকারে হবিৰ্তাগ প্রদান করিয়া থাকি ; আমার এইমাত্র অপরাধ । অত-এব তুমি দেবগণের প্রতি প্রস্থান কর । ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই দেবাণি তখন সুরগণসন্নিধানে গমন করত তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ নমস্কারপূৰ্কক নিজের অভি-শাপ দানের কথা, ঋত্বিকৃদিগের বাক্য ও

* কচিদত্র “দেবপিকবাচে”তি পাঠস্তন্মতে
দেবানাংহুয়ে”ত্যাঙ্গি কথঞ্চিং সমাধেয়ম ।

দেবা উচুঃ ।

আহুতা বৈদিকৈর্মন্ত্রৈঃ ঋত্বিগৃভিচ যথাক্রমম্ ।

ভোক্ত্যামহে হবিৰ্তাগান্ স্বতজ্জা দ্বিজোত্তম ॥৩০

যস্মাৎসেদান্নগা নিত্যং বয়ং বেদেন চৌদিভাঃ ।

পরতজ্জাততো বিপ্র বেদেভ্যস্তগ্নিবেদয় ॥ ৩৪

ব্রহ্মোবাচ ।

স দেবাণিঃ শুচিভূজা বেদানাংহুয় যত্নতঃ ।

ধ্যানেন তপসা যুক্তো বেদাশ্চাপি পুরোহিতবন

বেদান্নবাচ দেবাপিন্মমস্ত তু পুনঃপুনঃ ।

ঋত্বিষাক্যং চাগ্নিষাক্যং দেববাক্যং স্তবেদয়ৎ ॥

বেদা উচুঃ ।

পরতজ্জা বয়ং তাত ঈশ্বরস্ত বশান্নগাঃ ।

অশেষজগদাধারো নিরাধারো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩৭

সৰ্বশক্তিকসমনঃ নিধানং সৰ্বসম্পদাম্ ।

স তু কৰ্ত্তা মহাদেবঃ সংহৰ্ত্তা স মহেশ্বরঃ ॥ ৩৮

অগ্নির উত্তর বচন নিবেদন করিল । তাহা শুনিয়া দেবগণ কহিলেন,—আমরা বৈদিক মন্ত্রে ও ঋত্বিকৃগণ কর্তৃক আহুত হইয়া হবিৰ্তাগ তক্ষণ করি ; হে দ্বিজোত্তম ! আমরা স্বাধীন নহি । আমরা নিযত বেদান্নগ ; সেই জন্ত বেদ দ্বারা প্রেরিত হইয়াই আমরাগিকে ঐ কাৰ্য্য করিতে হয় ; হে বিপ্র ! এই নিমিত্ত তুমি বেদগণ সন্নি-ধানে এ কথা নিবেদন কর । ব্রহ্মা বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া সেই দেবাণি সুখী হইয়া বেদগণের আবাহনান্তে ধ্যান ও তপশ্চায় নিযুক্ত হইল ; বেদগণ তখন তাহার পুরোবর্তী হইলেন । দেবাণি বেদগণকে পুনঃপুনঃ নমস্কারপূৰ্কক ঋত্বিকৃবাক্য, অগ্নিবাক্য ও দেববাক্য নিবেদন করিল । ২৭—৩৬ । বেদগণ কহিলেন,— তাত ! আমরাও পরতজ্জ ; স্বাধীন নহ । আমরা ঈশ্বরের বশান্নগ । অশেষ জগ-তের আধার হইয়াও নিরাধার, নিরঞ্জন, সৰ্ব সত্যের একমাত্র আশ্রয়, ও সৰ্ব সম্পদের নিধান সেই মহেশ্বর মহাদেবই (জগতের) কৰ্ত্তা, তিনিই সংহৰ্ত্তা । ব্রহ্মা !

বয়ং শক্যমা ব্রহ্মন্ বদামো বিদ্ব এব চ ।
 অস্মাকমেতৎকৃত্যঃ স্তাষদামো যত্নু পৃচ্ছসি ॥
 কেন নীতান্তস্ত নাম তৎপুরং তদ্বলং তথা ।
 ভক্তিভাঃ কিম্ নো নষ্টা এতজ্জানৌমহে বয়ম্ ॥
 যথা চ তব সামর্থ্যং যমারাদ্য চ যত্র চ ।
 স্তাদিত্যেতচ্চ জানৌমো যথা প্রাপ্যসি
 তান্ পুরঃ ॥ ৪১

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রাবদেদেদান্বিচাধ্য স্মৃতিরং হৃদি ॥ ৪২
 দেবাপিক্রবাচ ।

বেদা বদন্তেতদেব সৰ্বমেব যথার্থতঃ ।
 সৰ্বান্ প্রাপ্যো তলং নীতানলং তেভ্যো
 নমোহস্ত বঃ ॥ ৪৩

বেদা উচুঃ ।

গৌতমীঃ গচ্ছ দেবাপে তত্র স্তহি মহেশ্বরম্ ।
 স্প্রসন্নস্তবাতীষ্টং দাস্ত্যেব কৃপাকরঃ ॥ ৪৪

আমরা শক্যম; এই নিমিত্ত সকলই বলিতে পারি এবং সকলই জানি। আমাদেরিগের কৃত্য এই মাত্র। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বলিতেছি। তোমার পিতা প্রভৃতিকে কে লইয়া গিয়াছে, তাহার নাম, তদীয় পুর, তাহার বল, এবং উহার ভক্তি হইয়াছে অথবা মরিয়াছে,—এই সকল আমরা জানি। তোমার যেমন সামর্থ্য, যেখানে যাহাকে আরাধনা করিয়া যে প্রকারে, আগামী কালে তাহাদিগকে পাইতে পার, এ সকল আমরা জানি। ব্রহ্মা কহিলেন—দেবাপি এই বাক্য শ্রবণপূর্বক নিজান্তঃকরণে স্মৃতির কাল বিচার করিয়া বেদগণকে কহিল,—হে বেদগণ! পাতাল-তল-নীত সকলকে যাহাতে পাইতে পারি, যাহাতে তাহাদিগের কুশল হয়, এই সমস্তই বলুন, আপনাদিগকে নমস্কার। দেবগণ কহিলেন,—ওহে দেবাপি! তুমি গৌতমী নদীতে গমন কর; সেখানে মহেশ্বরকে স্তব কর; তাহাতে কৃপাকর মহেশ্বর স্প্রসন্ন হইয়া তোমার অতীষ্ট দান করি-

ভবেদেবঃ শিবঃ স্ত্রীতঃ স্ততঃ সত্যঃ মহামতে
 আষ্টি বৈশ্ণবঃ নৃপতিস্তস্ত জায়া জয়া সতী ।
 পিতা তবাপ্যুপমহ্যস্তলে তিষ্ঠন্ত্যরোগিণঃ ॥ ৪৫
 বরদানাম্বেশস্ত মিথুং হহা চ রাক্ষসম্ ।
 যশঃ প্রাপ্যসি ধর্ম্মঞ্চ এতচ্ছক্যঃ ন চেতরং ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

তদেদবচনাঙ্ঘ্রালো দেবাপিগৌতমীঃ গতঃ ।
 স্নান্না কৃতকর্ণো বিপ্রস্তষ্টাব চ মহেশ্বরম্ ॥ ৪৬
 দেবাপিক্রবাচ ।

বালোহং দেবদেবেশ গুরুণাং ত্বং গুরুশ্চম ।
 ন মে শক্তিঃ স্তবনে তুভ্যং শস্তো নমোহস্ততে
 ন ত্বং জানন্তি নিগমা ন দেবা মুনয়ো ন চ ।
 ন ব্রহ্মা নাপি বৈকুণ্ঠো যোহসি সোহসি
 নমোহস্ত তে ॥ ৪৭

যেহনাথা যে চ কৃপণা যে দরিদ্রাশ্চ রোগিণঃ ।

বেনই। মহামতে! দেব শিব স্তত হইলে নিশ্চিতই স্ত্রীত হইবেন। নৃপতি আষ্টি বৈশ্ণব, তদীয় জায়া সতী জয়া, আর তোমার পিতা উপমহ্য—ইহার সকলেই নীরোগ-দেহে পাতালতলে বিগ্ৰহমান আছেন। তুমি মহেশ্বর বরদানপ্রভাবে মিথু রাক্ষসকে সংহার-পূর্বক যশ এবং ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে। আমাদেরিগের এই পর্য্যন্তই শক্তি আছে; ইহাপেক্ষা আর কোন শক্তি নাই। ব্রহ্মা কহিলেন,—বিপ্র বালক দেবাপি বেদ-গণের সেই বচনানুসারে গৌতমী নদীতে গমনপূর্বক স্নানান্তে কতকর্ণ (ধ্যানানন্দিত চিত্ত) হইয়া মহেশ্বরের স্তব আরম্ভ করিল।—৪৬! দেবাপি কহিল,—হে দেব দেবেশ! আমি বালক; তুমি আমার গুরুও গুরু। তোমার স্তব করিতে পারি, আমার এমত শক্তি নাই। শস্তো! তোমাকে নমস্কার করি। তোমাকে নিগমনিচয় সম্যক্ জানে না, দেবতারাও জানেন না; মুনিগণ, ব্রহ্মা, এমন কি বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণুও জানেন না। তুমি যা হও, তাই হও, তোমাৎ নমস্কার করি। মহেশ্বর! লোকে

পাপাঙ্কানো যে চ লোকে তাংস্ত্বং পাসি মহেশ্বর
তপসা নিয়মৈর্মমৈঃ পূজিতান্নিদিবৌকসঃ ।
হুয়া দত্তং ফলং তেভ্যো দাস্ত্যন্তি জগতাং পতে
যাচিতারশ্চ দাতারস্তেভ্যো যদ্যন্যনৌষিতম্ ।
লভতীতি ন চিত্রং স্তাৎ ত্বং বিপর্যয়কারকঃ ॥
যেহজ্ঞানিনো যে চ পাপা যে মগ্না নরকার্ণবে ।
শিবেতি বচনান্নাথ তান্ পাসি ত্বং জগদ্গুরো
ব্রহ্মোবাচ ।

এবম্ স্তবতস্তস্ত পুয়ঃ প্রাহ ত্রিলোচনঃ ॥৫৪
শিব উবাচ ।

বয়ং ব্রহ্মধং দেবাপে অলং দৈন্তেন বালক ॥
দেবাপিরূবাচ ।

রাজানঃ রাজপত্নীঞ্চ পিতরঞ্চ গুরুং মম ।
প্রাপ্তুমিচ্ছে জগন্নাথ নিধনঞ্চ রিপোর্জম ॥ ৫৬
ব্রহ্মোবাচ ।

দেবাপিবচনং ব্রহ্মা তথৈত্যাহাখিলেশ্বরঃ ।

যাহারা অনাথ, যাহারা রূপণ, যাহারা দরিদ্র,
যাহারা রোগী, যাহারা পাপাঙ্কানো,—তুমি সেই
সকলকেই ত্রাণ করিয়া থাক । হে জগৎ-
পতে ! তপস্শ্রা, নিয়ম, মন্ত্র ইত্যাদি দ্বারা
পূজিত হইয়া ত্রিদিববাসীরা মানবদিগকে
তোমার প্রদত্ত ফলই প্রদান করিয়া থাকেন ।
সেই দেবতাদিগকে পূজোপচারাদি দানান্তে
প্রার্থনা করিলে মনুষ্যিত সকল যে লাভ হয়,
তাহাতে কোনও বিচিত্রতা নাই ; যেহেতু
তুমিই সূখ-দুঃখাদির বিপর্যয়কারক । হে
জগদ্গুরু নাথ ! যাহারা অজ্ঞানী, যাহারা
পাপী, যাহারা নরকার্ণবে মগ্ন হইয়াছে, তাহা-
রাও “শিব” এই বচন উচ্চারণ করিলেই তুমি
তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাক । ৪৮—৫৩।
ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই বালক এইরূপ
স্তব করিতে থাকিলে তদীয় পুরোভাগে
ত্রিলোচন আবির্ভূত হইয়া কহিলেন,—হে
দেবাপি ! বর প্রার্থনা কর ; দৈন্তে প্রয়োজন
নাই । দেবাপি কহিলেন,—হে জগন্নাথ !
রাজা, রাজপত্নী ও আমার গুরু পিতা,—
ইহাদিগকে পাইতে ইচ্ছা করি ; আর আমার

দেবাপে: সর্বমভবদাক্ষয়্য শতরশ্ম তৎ ॥ ৫৭
আহুয় স্বগণং * শম্বুর্দেবাপিকক্ৰণাকরঃ ।
নন্দিনঃ প্রেষয়ামাস ততঃ শূলেন নারদ ॥ ৫৮
রসাতলং মিথুং নন্দী হুয়া চানুরপুঙ্গবান্ ।
তৎপিত্রাদীন সমানীয় তস্মৈ তান্ স স্তবেদয়ৎ
হয়মেধশ্চ তত্রাসীদাষ্টিষেণশ্চ ধীমতঃ ।
অগ্নিশ্চ ঋষিজো দেবা বেদাশ্চ ঋষয়োহব্রুবন্ ॥
অগ্ন্যাদয় উচুঃ ।

যত্র সাক্ষাদভূচ্ছম্বুর্দেবাপে ভক্তবৎসলঃ ।
দেবদেবো জগন্নাথো দেবতীর্থমভূচ্চ তৎ ॥৬১
সর্বপাপক্ষয়করং সর্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ।
পুণ্যদং তীর্থমেতৎ স্তাস্তব কীর্তিঞ্চ শাশ্বতী ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

অশ্বমেধে নিবৃন্তে তু সুরাস্তেভ্যো ব্রহ্মান দহুঃ
স্নান্না কৃতার্থা গন্ধায়াং ততস্তে দিবমাক্রমন্ ॥

সেই রিপূর নিধন কামনা করি । ব্রহ্মা
কহিলেন,—অখিলেশ্বর ত্রিলোচন দেবাপির
বচন শ্রবণে “তাহাই হইবে ” এই কথা কহি-
লেন ; এবং হে নারদ ! দেবাপির প্রতি
কক্ৰণাকর, শম্বু স্বীয়গণপতি নন্দীকে আহ্বান-
পূর্বক শূল প্রদান করত রসাতলে প্রেরণ
করিলেন ! নন্দী তথায় গমনপূর্বক মিথুকে
অস্ত্রান্ত্র অনুরপুঙ্গবগণ সহ হননপূর্বক
সেই দেবাপির পিত্রাদি সকলকেই আনয়ন
করিয়া দেবাপিকে সমর্পণ করিল । ধীমান্
রাজা অষ্টিষেণের অশ্বমেধ যজ্ঞও সেই
স্থলেই সম্পাদিত হইল । তখন অগ্নি ঋষিহু,
দেবতা, বেদ ও ঋষগণ কহিলেন,—হে
দেবাপি ! ভক্তবৎসল দেবদেব জগন্নাথ শম্বু
যেখানে সাক্ষাৎ হইয়াছেন, তাহার নাম হইল
—দেবতীর্থ । এই তীর্থ নরগণের সর্ব পাপ-
ক্ষয়কর, সর্বসিদ্ধিপ্রদ ও পুণ্যজনক ; ইহা
তোমার শাশ্বতী কীর্তি । ব্রহ্মা কহিলেন,—
অশ্বমেধ যজ্ঞ নিবৃন্ত হইলে সুরগণ তাঁহা-
দিগকে বিবিধ বর প্রদান করিলেন । আর
পর তাঁহার কৃতার্থ হইয়া গন্ধাতে নানাদে

* পুনরপ্যাহ তমিতি চ পার্শ্বচিহ্নাঃ ।

ততঃ প্রভৃতি তজ্জাসংস্কীর্ণানি দশ পঞ্চ ৫ ।
সহস্রাণি শতান্তষ্টাবুতয়োরপি তীরয়োঃ ।
তেষু নানঞ্চ দানঞ্চ হতীব কলদং বিদুঃ ॥ ৬৪
ইতি ব্রাহ্মে আষ্টি য়েণাদিতীর্থবর্ণনং নাম
সপ্তবিংশাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তপোবনয়িত্বি ধ্যাভং নন্দিনীসঙ্গমং তথা ।
সিদ্ধেশ্বরঃ তত্র তীর্থং গোতম্যা দক্ষিণে তটে ॥
শাঙ্গুলক্বেতি বিখ্যাতং তেবাং বৃত্তমিদং শৃণু ।
যজ্ঞাকর্ণনমাত্রেন সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২
অগ্নিহোতা পুরা ত্বাসীদেবানাং হব্যবাহনঃ ।
ভাৰ্য্যা প্রাপ্তো দক্ষশুভাং স্বাহানারীঃ
সুৰূপিণীম্ ॥ ৩
সানপত্যা পুরা চাসীৎ পুত্রার্থং তপ আবিশৎ
তপশ্চরন্তীঃ বিপুলং তোষয়ন্তীঃ হতাশনম্ ।

স্বর্গধামে গমন করিলেন। সেই হইতে ঐ
স্থানে গঙ্গার দুই কূলে অষ্টশতাদিক
পঞ্চদশ সহস্র তীর্থ সমুদ্ভূত হয়। সেই সকল
তীর্থে স্নান দানাদি অতীব কলপ্রদ। সুখী-
গণ ইহা অবগত আছেন। ৫৪—৬৪ ।

সপ্তবিংশাদিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টাবিংশাদিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই গোতমীর দক্ষিণ-
তটে তপোবন, নন্দিনীসঙ্গম, সিদ্ধেশ্বর এবং
শাঙ্গুল নামে বিখ্যাত তীর্থ আছে। উহাদের
এই বক্ষ্যমাণ বৃত্তান্ত অবগণ কর।—যাহা
অবগম্যে মানব সর্ষপাণে মুক্ত হইতে
পারে। পুরাকালে অগ্নি, দেবতাদিগের
হব্যবাহক হোতা ছিলেন। তিনি স্বাহা
নারী সুৰূপিণী দক্ষশুভাকে ভাৰ্য্যা প্রাপ্ত
হয়েন। সেই স্বাহা পূর্বে সানপত্যা ধাক
হেতু পুত্র লাভার্থ তপস্তা আরম্ভ করেন।

স ভর্তা হতভূক্ প্রাহ ভাৰ্য্যাং স্বাহামনিন্দিতাম্
অগ্নিকবাচ ।

অপত্যানি ভবিষ্যন্তি মা তপঃ কুরু শোভনে ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা ভর্তৃবাক্যং নিবৃত্তা তপসোহভবৎ ।
ত্ৰীণামভীষ্টদং নান্তত্ত্বভৃবাক্যং বিনা কচিৎ ॥ ৬
ততঃ কতিপয়ে কালে তারকাস্তয় আগতে ।
অমৃতপন্নৈ কাৰ্ত্তিকেয়ে চিরকালরহোগতে ॥ ৭
মহেশ্বরে ভবান্তা চ ব্রহ্মা দেবাঃ সমাগতাঃ ।
দেবানাং কাৰ্য্যসিদ্ধার্থমগ্নিঃ প্রোচুদিবৌকসঃ ॥৮
দেবা উচুঃ ।

দেব গচ্ছ মহাভাগ শম্ভুং ত্রৈলোক্যপুজিতম্ ।
তারকাস্তয়মুৎপন্নঃ শম্ভবে ত্বং নিবেদয় ॥ ৯
অগ্নিকবাচ ।

ন গন্তব্যং তত্র দেশে দম্পত্যোঃ স্থিতয়ো ব্রহঃ
সামান্তমাত্রতো জ্ঞায়ঃ কিং পুনঃ শূলপাণিনি ॥১০

তিনি বিপুল তপশ্চারণ দ্বারা হতাশনের
সন্তোষ সাধন করিতে থাকিলে ভর্তা হতভূক্
সেই অনিন্দিতা ভাৰ্য্যাকে কলিলেন,—
শোভনে! তোমার অনেক অপত্য হইবে;
অতএব আর তপস্তা করিও না। ব্রহ্মা
কহিলেন,—স্বাহা, ভর্তার এই বাক্য অবগণে
তপস্তা হইতে নিবৃত্তা হইলেন। ভর্তৃবাক্য
ভিন্ন আর কিছুই ত্রীদিগের ত্রীতি-
সাধক নাই। তারপর কিছুকাল গত হইলে,
তারকাস্তর হইতে ভয় উপস্থিত হইল।
মহেশ্বর ও ভবানী সুচিরকাল একান্তে সঙ্গত
থাকিলেন, তথাপি কাৰ্ত্তিকেয় উৎপন্ন হইলেন
না। কাজেই স্বর্গবাসী দেবগণ ভয়ব্রত
হইয়া নিজ কাৰ্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত অগ্নিসন্নিধানে
আগমনপূর্বক তাঁহাকে এই কথা কহিলেন,
—হে দেব অগ্নে! তুমি ত্রৈলোক্যপুজিত
শম্ভুর সমীপে যাও, তারক হইতে উৎপন্ন
এই ভয়ের কথা শম্ভুসন্নিধানে নিবেদন
কর। অগ্নি কহিলেন,—সে স্থানে যাওয়া
বিধেয় নহে, দম্পতী ব্রহঃস্থানে অবস্থান
করিলেই সামান্তঃ এইরূপ নীতি আছে;

একান্তস্থিতয়োঃ বৈরং জল্পতোঃ সরাগয়োঃ
দম্পত্যোঃ শূণ্ণাধাক্যং নিরাস্ত্রস্ত নোদ্ধতিঃ ॥
স স্বাম্যখিললোকানাং মহাকালস্ত্রিশূলবান্ ।
নিরীক্ষণীয়ঃ কেন স্তাস্তবাস্তা রহসি স্থিতঃ ॥ ১২

দেবা উচুঃ ।

মহাভয়ে চানুগতে স্তায়ঃ কোহব্রজ বর্ণ্যতে ।
তারকাস্তয় আপন্নৈ গচ্ছ ভুং তারকো ভবান্ ॥
মহাভয়াকৌ সাধুনাঃ যৎপরার্থায় জীবিতম্ ।
রূপেণান্তেন বা গচ্ছ বাচং বদ যথা তথা ॥ ১৪
বিশ্রাব্য দেববচনং শঙ্কুমাগচ্ছ সত্বরঃ ।

ততো দাতামহে পূজামুত্তমোলোকয়োঃ কবে ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

ভূকো ভূত্বা জগামাণ দেববাক্যানুতাশনঃ ॥
যজ্ঞাসীজগতাং নাথো রমমাণস্তদোময়া ।
স ভীতবদধ প্রায়াজ্জুকো ভূত্বা তদাননঃ ॥

যে, তথায় গমন করিতে নাই ; তাহাতে
শূলপাণি বিষয়ে আর কথা কি ? যে ব্যক্তি
একান্তাবস্থিত সাহুমাগ নিঃসঙ্কোচে কথোপ-
কথনকারী দম্পতির বাক্য শ্রবণ করে, তাহার
নিরয় হইতে উদ্ধার নাই । ভবানীর সহিত
রহঃস্থানস্থিত ত্রিশূলবান্ অখিললোকস্বামী
সেই মহাকাল কাহার নিরীক্ষণীয় হইতে
পারেন ? ১—১২ । দেবগণ কহিলেন,—
মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে স্তায়ের
কথা বলিতেছ কি ? তারক হইতে ভয়
আপন্ন হইয়াছে, এমতাবস্থায় তুমি যাও;
আপনিই আমাদিগের তারক হও । যেহেতু
মহাভয়াক্রান্ত সাধুদিগের জীবিত, পরার্থ-
সাধকই হইয়া থাকে । তুমি এইরূপে
বা অন্তরূপে গমন কর ; যে ভাষায় ইচ্ছা,
কথা কহিও । দেবতাদিগের প্রার্থনাবাক্য
শঙ্কুকে শ্রবণ করাইয়া সত্বর প্রত্যাগমন কর ।
হে কবে ! তাহা হইলে উভয় লোকে
তোমার পূজা প্রদান করিব । ব্রহ্মা কহিলেন,
—হতাশন তাদৃশ দেববচনানুসারে, শুক
হইয়া আস্তে প্রস্থান করিলেন । সেই অনন্ত,
যেখানে উমার সঙ্গে রমমাণ জগন্নাথ

নাশকদ্বারদেশে তু প্রবেষ্টুং হব্যবাহনঃ ।

ততো গবাকদেশে তু তত্বৌ ধুবয়ধোমুখঃ ॥

তং দৃষ্ট্বা প্রহসন্ শঙ্কুমাঃ প্রাহ রহোগতঃ ॥
শঙ্কুবাচ ।

পশু দেবি শুকঃ প্রাপ্তঃ দেববাক্যানুতাশনম্
ব্রহ্মোবাচ ।

লজ্জিতা চাবদদেবমলং দেবেতি পার্শ্বতী ॥২০

পুরন্দরস্তং দেবেশো হস্মিঃ তং বিজরুণিণম্ ।

আহুয় বহুশচাপি জাতোহস্তগ্রেহ্র মা'বদ ।

বিদ্যাবয়বং স্বমুখং গৃহাণেদং নয়ন্ত তৎ ॥ ২১

ইত্যুক্তা তন্ত চান্তেহগ্রে রেতঃ স প্রাক্ষিপয়হ
য়েতোগর্ভস্তদা চার্মগন্তং নৈব চ শক্তবান্ ॥

সুরনজাতভক্তীং শ্রাস্তোহগ্নিরূপভবিবান্ ।

কৃতিকানু চ তজ্জৈতঃপ্রক্ষেপাৎ কার্ত্তিকোহস্তবৎ
অবশিষ্টঞ্চ যৎকিঞ্চিদগ্রেদেহে চ শাস্তবান্ ॥

শিব বিরাজমান, তথায় শুকাকারে ভীত-
ভাবে গমন করিলেন ; কিন্তু সেই হব্যবাহন
দ্বারদেশে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন
না । পরে তিনি গবাক-দেশে পক্ষকাম্পন
করত অধোমুখে অবস্থিত হইলেন । রহো-
গত শঙ্কু তাঁহাকে দেখিয়া সহাস্তে উমাকে
বলিলেন,—দেবি ! দেখ, দেব-বাক্যানুসারে
শুকাকারে সমাগত হতাশনকে দর্শন
কর । ১৩—১২ । ব্রহ্মা কহিলেন,—দেবী
পার্বতী তখন লজ্জিতা হইয়া 'দেব ! আর
প্রয়োজন নাই' এই কথা বলিলেন, দেবেশ
শিব সেই শুকপক্ষিক্রপী অগ্নিকে বারবার
আহ্বানপূর্বক "অগ্নে ! তুমি জাত হইয়াছ ;
আর কিছু বলিতে হইবে না ; নিজ মুখ
বিস্তার কর ; এই তাহা লও ।" এই বলিয়া
সেই অগ্নির মুখে বহল পরিমাণে রেতঃক্ষেপ
করিলেন । অগ্নি তখন রেতোগর্ভ হইয়া গমন
করিতে অসমর্থ হইলেন ॥ অতি কষ্টে যাইতে
নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া সুরনদীর তীরে অবস্থিত
হইলেন এবং তথায় সমাগত কৃত্তিকাকে
সেই রেতঃপ্রক্ষেপ করিলেন । তাহাতেই
কার্ত্তিক জন্মিলেন । শঙ্কুর সেই রেতঃ

তদেব রেতো বহিঃ স্বভাৰ্য্যায়াং দ্বিধাক্ষিপৎ
 স্বাহায়াং প্রিয়ভূত্যাং পুত্রার্থিতাং বিশেষতঃ ।
 পুত্রা সাখ্যসিতা তেন সন্ততিস্তে ভবিষ্যতি ॥২৫
 তদ্বহ্নিনাথ সংসৃত্য তৎক্ষিপ্তং শাস্তবং মহঃ ।
 তদগ্নে রেতসন্তস্তাং জজ্ঞে মিথুনমুত্তমম্ ॥ ২৬
 সুবর্ণচ সুবর্ণা চ রূপেণা প্রতিমং ভূবি ।
 অগ্নেঃ প্রীতিকরং নিত্যং লোকানাং প্রীতিবর্দ্ধনম্
 অগ্নিপ্রীত্যা সুবর্ণাং তাং প্রাদাক্ষর্যায় ধীমতে ।
 সুবর্ণগ্ৰাথ পুত্রস্ত সঙ্কল্লামকরোৎ প্রিয়াম্ ॥
 এবং পুত্রস্ত পুত্রাশ্চ বিবাহমকরোৎ কবিঃ ॥২৮
 অস্তোত্তরেতোবাতিসঙ্গদোষা-
 দগ্নেয়পত্যাভুভয়ং তথৈব ।
 পুত্রঃ সুবর্ণো বহুরূপরূপী
 রূপাণি কুত্বা সুরসত্তমানাম্ ॥ ২৯
 ইন্দ্রস্ত বায়োধনদস্তা ভাৰ্য্যাঃ
 জলেশ্বরস্তাপি মুনীশ্বরানাম্ ।

অগ্নির দেহে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র অবশিষ্ট রহিল ।
 বহির প্রিয়তমা নিজ ভাৰ্য্যা স্বাহা পুত্রার্থিনী
 ছিলেন ; বিশেষতঃ পূর্বে বহি সেই স্বাহাকে
 “তোমার সন্ততি হইবে” এইরূপ আশাসও
 দিয়াছিলেন ; এক্ষণে সেই কথা স্মরণ
 হওয়ায় বহি, শম্বুর অবশিষ্ট রেতঃ সেই
 ভাৰ্য্যাতে হুইভাগে নিক্ষেপ করিলেন ।
 অগ্নি-নিহিত সেই তেজ হইতে সেই স্বাহাতে
 একটা উত্তম অপত্য মিথুন জন্মিল । ঐ মিথু-
 নের একটা সুবর্ণ অপরটা সুবর্ণা । উভয়েই
 রূপে ভূতলে অনুপম হইল । উহার অগ্নির
 নিত্য প্রীতিকর ও লোকসকলের প্রীতিবর্দ্ধক ।
 অগ্নি সেই সুবর্ণা কস্তাকে ধীমান ধর্ম্মকে
 সন্তান করেন । আর সুবর্ণ পুত্রের সঙ্কল্ল
 নায়ী পত্নী সংগ্রহ করিয়া দিলেন । সেই
 কবি বহি এইরূপে পুত্র কস্তার বিবাহ কার্য্য
 সমাধান করিলেন । ২০—২৮ । অগ্নির সেই
 পুত্র-কস্তা, অস্তোত্তরে রেতো-মিশ্রণে জন্মিয়া-
 ছিল বলিয়া উহার দ্বন্দ্বব্রত হইল । তাঁহার
 পুত্র সুবর্ণ বহুরূপরূপী ; সে সুরসত্তমগণের
 বিভিন্ন রূপ ধারণ করত ইন্দ্র, বায়ু, ধনদ,
 জলেশ্বর, বরুণ ও অস্তান্ত মুনীশ্বরদিগের

ভাৰ্য্যা গচ্ছত্যনিশং সুবর্ণো
 যস্তাঃ প্রিয়ং যচ্চ বপুঃ স কুত্বা ॥ ৩০
 যাতি কচিচ্চাপি কবেন্তনুজ-
 স্তদভর্জরূপক পতিব্রতাসু ।
 কুত্বানিশং তাভিকদারভাবঃ
 কুর্স্বন কুতার্থং মদনং স রেমে ॥ ৩১
 কুত্বা গতা কাপি চৈবঃ সুবর্ণা
 ধর্ম্মস্তা ভাৰ্য্যাপি সুবর্ণনায়ী ।
 স্বাহাসুতা শৈরিনী সা বভূব
 যস্তাপি যস্তাপি মনোগতা যা ॥ ৩২
 ভাৰ্য্যাস্বরূপা সৈব ভূত্বা সুবর্ণা
 রেমে পত্নীমানুমানানুরাশ্চ ।
 দেবানুযায়িন পিতৃরূপাংস্তথাস্তান
 রূপোদাৰ্য্যৈশ্চৈবগাস্তীর্থযুক্তান ॥ ৩৩
 যাভিপ্রেতা যস্ত দেবস্তা ভাৰ্য্যা
 তজ্রপা সা রমতে তেন সাক্ষম্ ।
 নানাভেদৈঃ করণৈশ্চাপ্যনৈকৈ-
 রাকর্ষন্তী তন্ময়ঃ কামসিদ্ধিম্ ॥ ৩৪

ভাৰ্য্যাতে সতত সঙ্গম করিতে লাগিল ।
 যে রমণীর যে আকার প্রিয়-বলিয়া বুঝিতে
 পারিল, সেইরূপ দেহ ধারণ করিয়াই তাহাতে
 উপগত হইতে লাগিল । সেই কবিনন্দন
 এইভাবে কত পতিব্রতা নারীতে তৎপতির
 আকার ধারণপূর্বক সঙ্গত হইল । সেই
 সুবর্ণ এই প্রকারে রমণীগণে অনিশ এইরূপ
 ভাব প্রদর্শন করত মদনকে কুতার্থ করিয়া
 বিহারপরায়ণ হইল । সেই অগ্নিতনয়া
 সুবর্ণাও শৈরিনী হইয়া যাহাকে যাহাকে মনো-
 মত বোধ করিল, তাহারই ভাৰ্য্যারূপ ধরিয়া
 রমণ করিতে থাকিল । এইভাবে সেই সুবর্ণা
 মানুষ্য, অসুর, দেব, ঋষি ও পিতৃগণের
 মধ্যে রূপ, উদাৰ্য্য, শৈব্য ও গাস্তীর্থযুক্ত
 ব্যক্তিতেই রমণ করিতে লাগিল । যে
 দেবতার যে রমণী প্রিয়া ভাৰ্য্যা বলিয়া বুঝিল,
 তাহারই আকার ধারণে তদীয় পতিসহ সঙ্গত
 হইতে লাগিল । সে নানাবিধ রূপ ধারণ ও
 বিবিধ আচরণ দ্বারা সেই সেই ব্যক্তিরই মন

এবং সুবর্ণস্ত নিরীক্ষ্য চেষ্টা-

ময়েঃ হ্রনোঃ পুত্রিকাস্তদায়েঃ ।

সর্ষে চ শেপুঃ কুপিতাস্তদায়েঃ

পুত্রঞ্চ পুত্রীঞ্চ সুরাসুরাস্তে ॥ ৩৫

সুরাসুরা উচুঃ ।

কৃতং যদেতদ্ব্যভিচাররূপং

যচ্ছয়না বর্তনং পাপরূপম্ ।

তন্মাং সূতস্তে ব্যভিচারবাংশ

সর্বত্রগামী জায়তাং হব্যবাহ ॥ ৩৬

তথা সুবর্ণাণি ন চৈকনিষ্ঠা

ভূয়াদয়ে নৈকভৃগু বহুংশ ।

নানাজাতীর্নিন্দিতান্ দেহভাজো

ভজিত্বী স্তাদেষ দোষশ্চ পুত্র্যাঃ ॥ ৩৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যেতচ্ছাপবচনং ব্রহ্মায়িরতিভীতবৎ ।

মামভ্যোভ্য তদোবাচ নিকৃতিং বদ পুত্রয়োঃ ॥

তদাহমব্রবং বহু গৌতমীঃ গচ্ছ শঙ্করম্ ।

স্তহা তত্র মহাবাহো নিবেদয় জগৎপতেঃ ॥ ৩৯

মাহেশ্বরেণ বীৰ্য্যেণ তব দেহহিতেন চ ।

এবংবিধং অপত্যং তে জাতং বহু ততো

ভবান্ ॥ ৪০

নিবেদয়শ্চ দেবায় দেবানাং শাপমীদৃশম্ ।

শাপভারক্ষণায়াসৌ শমুঃ শ্রেয়ঃ করিষ্যতি ॥ ৪১

স্তহি দেবঞ্চ দেবীঞ্চ তক্ত্যা প্রীতো ভবেচ্ছিবঃ

ততস্তপত্যবিষয়ে প্রিয়ান্ কামানবাপ্যসি ॥ ৪২

ততো মদ্বচনাদগ্নির্গঙ্গাং গতা মহেশ্বরম্

তুষ্টাব নিয়তো বাট্যঃ স্ততিভিবেদসম্মি : ॥

অগ্নিরুবাচ ।

বিশস্ত জগতো ধাতা বিশ্বমুত্তির্নিরঞ্জনঃ ।

আদিকর্তা স্বয়ম্ভুশ্চ তং নমামি জগৎপতিম্ ॥ ৪৪

যোহগ্নির্ভূহা সংহরতি স্রষ্টা বৈ জলরূপতঃ ।

স্বর্ধারুরেণ যঃ পাতি তং নমামি চ ত্র্যম্বকম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রসন্নো ভগবাননন্তঃ শমুরব্যয়ঃ ।

আকর্ষণ করত স্বীয় কাম সিদ্ধি করিতে

ধাকিল। অগ্নির পুত্র সুবর্ণের ও তদীয়

পুত্রিকা সুরাণ এই প্রকার হুঁচাচার দর্শনে

সুরাসুরাদি সকলেই কুপিত হইয়া তাহা-

দিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন।

সুরাসুরগণ বলিলেন,—হে হব্যবাহ !

তোমার পুত্র কপটতা অবলম্বনপূর্বক এই

যে ব্যভিচাররূপ অতিশয় পাপাচরণ

করিয়াছে, এজন্য সে সর্বত্রগামী ও ব্যভি-

চারবান্ হউক। আর হে অগ্নে ! তোমার

কন্তা সুবর্ণাও একনিষ্ঠা নহে: এক ব্যক্তিতে

তাহার ভৃগু নাই বলিয়া দেও নানাজাতীয়

নিন্দিত বহু দেহীকে ভজনা করিবে।

তোমার পুত্রী এই দোষ হইবে। ২৯—৩৭।

ব্রহ্মা কহিলেন,—অগ্নি এই শাপবচন

শ্রবণে অতি ভীতচিত্তে আমার নিকটে

আসিয়া কহিলেন,—ব্রহ্মন্ ! মদীয় পুত্র

কন্তার শাপ-নিকৃতির উপায় বলুন। তখন

আমি কহিলাম,—হে বহু ! তুমি গৌতমী

নদীতে গমন কর, হে মহাবাহো ! তথায়

শঙ্করের স্তব করিয়া সেই জগৎপতির সন্নি-

ধানে এই বৃন্তাস্ত নিবেদন কর। হে বহু !

তোমার দেহান্ত মহেশ্বরবীৰ্য্য দ্বারা তদীয়

এবাম্বদ অপত্য জন্মিয়াছে। এই নিমিত্ত

সেই দেব-সমীপে এই দেব-শাপ-বিবরণ

নিবেদন কর; সেই শমু স্বকীয় অপত্য রক্ষ-

ণার্থ শ্রেয়ো-বিধান করিবেন। তুমি সেই

দেব ও দেবীর স্তব কর; তাহা হইলে শিব

তোমার ভক্তিতে প্রীত হইবেন। তাহাতে

অপত্য বিষয়ে প্রিয় কামনা লাভ করিতে

পারিবে। বহি মদীয় এই বাক্য শুনিয়া

গঙ্গায় গমনপূর্বক নিয়ত হইয়া বেদসম্মিত

স্ততিবচনে মহেশ্বরকে স্তব করিতে আরম্ভ

করিলেন। অগ্নি কহিলেন,—যিনি সমগ্র

জগতের ধাতা, বিশ্বমুর্তি, নিরঞ্জন, আদি-

কর্তা, স্বয়ম্ভু, সেই জগৎপতি শিবকে

নমস্কার করি। যিনি অগ্নি হইয়া সংহার

করেন, জল হইয়া সৃষ্টি করেন, স্বর্ধারুরে

যিনি পালন করেন, আমি সেই ত্র্যম্বক

শিবকে নমস্কার করি। ৩৮—৪৫। ব্রহ্মা বলি-

বরেণ চন্দ্রমাস পাবকঃ সুরপুজিতম্ ॥ ৪৫
 স বিনীতঃ শিবঃ প্রাহ তব বীৰ্য্যঃ ময়ি হিতম্
 তেন জাতঃ সূতো রম্যঃ সুবর্ণো লোকবিক্রতঃ
 তথা সুবর্ণা পুত্রী চ তস্মাদেব জগৎপ্রভো ।
 অন্তোন্তবীৰ্য্যসদ্ধাচ্চ তদোষাত্ততঃ ত্বিদম্ ॥ ৪৬
 ব্যভিচার্য্য সদোষঞ্চ অপত্যমভবচ্ছিব ।
 শাপঃ নহুঃ সুরাঃ সর্কে তয়োঃ শান্তিঃ
 কুরু প্রভো ॥ ৪৭
 তদগ্নিবচনচ্ছবুঃ প্রোবাচৈদং শুভোদয়ম্ ॥ ৫০
 শম্ভুরুবাচ ।
 মবীৰ্য্যাদভবত্বস্তঃ সুবর্ণো ভূরিবিক্রমঃ ।
 সমগ্রা ঋক্ষয়ঃ সর্বাঃ সুবর্ণেহস্মিন সমাহিতাঃ ॥
 ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহো বহুে শৃণু বচো যম ।
 জ্ঞাপ্যামি লোকানাং পাবনঃ স ভবিষ্যতি ॥ ৫২
 স এব চামৃতং লোকে স এব সুরবল্লভঃ ।

লেন,—তার পর ভগবান্ অনন্ত অব্যয়
 শম্ভু প্রসন্ন হইয়া সুরপুজিত সেই পাবককে
 বরদানে উত্তত হইলেন। সেই অগ্নিও
 তখন বিনীতভাবে শিবকে কহিলেন,—
 ভগবন্! তোমার বীৰ্য্য আমাতে যাহা
 ছিল, তাহা হইতেই এই লোকবিক্রত রম্য
 পুত্র সুবর্ণ জন্মিয়াছে। আর হে জগৎ-
 প্রভো! সুবর্ণা নারী পুত্রীও তাহা হইতেই
 জন্মলাভ করিয়াছে। অন্তান্ত বীৰ্য্যের
 মিশ্রণ জন্ত যে দোষ, তাহাতেই এই উভয়
 সন্তান ব্যভিচার্য্যক দোষযুক্ত হইয়াছে।
 হে শিব! সেই সদোষ অপত্যদ্বয়ের প্রতি
 সুরগণ সকলে মিলিয়া শাপ প্রদান করিয়া-
 ছেন। প্রভো! উহাদিগের এই শাপের
 আপনি শান্তি বিধান করুন। অগ্নির সেই
 বচনানুসারে শম্ভু এই শুভোদয় বাক্য কহি-
 লেন,—আমার বীৰ্য্য তোমাতে নিহিত
 হওয়ায় তোমা হইতে ভূরিবিক্রম সুবর্ণ জন্ম
 গ্রহণ করিয়াছে। এই সুবর্ণে সমগ্র ঋক্ষ
 সমাহিত হইবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।
 বহুে! আরও আমার বাক্য শুন; সেই
 সুবর্ণ তিন লোকেরই পাবনসাধন হইবে!

স এব ভুক্তিমুক্তী চ স এব মধদক্ষিণা ॥ ৫৩
 স এব রূপঃ সর্কস্ত গুরুণামশ্যসৌ গুরুঃ ।
 বীৰ্য্যঃ শ্রেষ্ঠতমঃ বিদ্যাবীৰ্য্যঃ মন্তো যচ্ছত্বমম্ ॥
 বিশেষতত্বয়ি কিঞ্চিৎ তন্ত কা স্তাদ্বিচারণা ।
 হীনঃ তেন বিনা সর্কঃ সম্পূর্ণাস্তেন সম্পদঃ ॥ ৫৫
 জীবন্তোহপি মৃতঃ সর্কে সুবর্ণেন বিনা নরাঃ
 নির্ভূগোহপি ধনী মাত্তঃ সন্তোহপ্যধনো নহি
 তস্মাত্তাতঃ পরং কিঞ্চিৎ সুবর্ণাদ্বি ভবিষ্যতি ॥
 তথা চৈবা সুবর্ণাপি স্তাদ্ভুক্তাপি চকলা ।
 অনয়া বীকিতঃ সর্কঃ ন্যূনঃ পূর্ণঃ ভবিষ্যতি ॥
 তপসা জপহোমৈশ্চ যেযঃ প্রাপ্যা জগত্ৰয়ে ।
 তস্তাঃ প্রভাবঃ প্রাশস্ত্যমগ্নে কিঞ্চিচ্চ কীর্ত্যতে
 সর্কত্বে যা তু সন্তিষ্ঠেদায়াতু বিচরষ্যতি ।
 সুবর্ণা কমলা সাক্ষাৎ পবিত্রা চ ভবিষ্যতি ॥ ৬০

লোকে ঐ সুবর্ণই অমৃত-স্বরূপ এবং উহাই
 সুরগণের বরভ। ঐ সুবর্ণই ভুক্তি ও মুক্তি
 এবং উহাই মধ-দক্ষিণা-স্বরূপ; সে-ই সকলের
 রূপ, ও গুরু সকলেরও গুরু। বীৰ্য্যই সর্কা-
 পেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বস্তু বলিয়া জানিবে; বিশে-
 যতঃ আমার বীৰ্য্য অতীব উত্তম। তাহা
 আবার তোমাতে কিঞ্চিৎ হইয়াছে; সূত্রাতঃ
 তাহার সম্বন্ধে আর বিচার কি? তাহা তির
 সকলেই হীন হয়, আর তাহা দ্বারা পূর্ণ
 থাকিলে সকল সম্পদই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।
 সুবর্ণ তির নরগণ সকলেই জীবিত থাকিয়াও
 মৃত। নির্ভূগ ব্যক্তিও ধনী হইলে মাত্ত হয়,
 কিন্তু সন্ত জনও অধন হইলে মাত্ত হইতে
 পারে না। অতএব এই সুবর্ণ অপেক্ষা
 উত্তম আর কিছুই হইতে পারিবে না।
 এইরূপ এই সুবর্ণাও চকলা হইলেও
 উৎকৃষ্টা বলিয়া গণ্য হইবে। যাহা ন্যূন,
 ইহা কর্তৃক বীকিত হইয়া তাহা পূর্ণ
 হইবে। হে অগ্নে! জগত্ৰয়ে ইহাকে
 তপস্তা, জপ ও হোমাদি দ্বারা লাভ করা
 যাইতে পারে, ইহার প্রভাব ও প্রশস্ততা
 কিঞ্চিৎ কীর্তন করি। ইনি সর্কত্বেই অবস্থান
 করিবেন, সর্কত্বেই যাতায়াত করিবেন ও

অন্য প্রভৃতাৱজ্ঞোত্তথা বৈয়ং বিচেষ্টতোঃ ।
তথাপি চৈতন্যোঃ পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি
ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুকা ততঃ শব্দঃ সাক্ষাত্ত্বাভবচ্ছিবঃ ।
 লিঙ্গরূপেণ সৰ্বেষাং লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥
 বদান্ প্রাপ্য সূতাভ্যাং স অগ্নিস্থষ্টোহভবন্ততঃ
 স্বতপ্রা চ সূবর্ণা সা ধৰ্ম্মেণাগ্নিসূতা মুদা ।
 বৰ্ত্তমানাস পুত্রোহপি বহুঃ সঙ্কল্পয়া মুদা ॥ ৬৪
 এতন্নিবন্তরে স্বর্ণায়গেহু হিতরং মূনে ।
 পরিত্যজ্য চ ধৰ্ম্মং তং শাস্ত্বিনো দানবেষ্বরঃ ॥ ৬৫
 অহরস্তাগ্যসোভাগ্যবিলাসবসতিং ছলাৎ ।
 নীতা রসাতলং তেন সূবর্ণা লোকবিশ্রুতা ॥ ৬৬
 জামাতায়েঃ স ধৰ্ম্মশ্চ অগ্নিশ্চৈব স ইব্যবাহি ।
 বিষ্ণবে লোকনাথায় জহ্বা চৈব পুনঃপুনঃ ॥ ৬৭
 কাৰ্য্যবিজ্ঞাপনকোভো চক্রতঃ প্রভবিষ্ণবে ॥

বিচরণশীল হইবেন। এই সুবর্ণাই সাক্ষাৎ কমলা; ইনি পবিত্র হইবেন। তোমার আশ্রয়-স্থানের তাদৃশ স্বৈরবিহার-দোষ থাকিলেও, অন্য হইতে উহাদের যেরূপ পুণ্য নির্দিষ্ট হইল, তাদৃশ পুণ্য অস্ত্র কাহারও হয় নাই, হইবেও না। ৪৬—৬১। ব্রহ্মা কহিলেন,—শম্ভু বহির্কে এই কথা কহিয়া লোকসকলের হিতকামনায় সেইখানে লিঙ্গ-রূপে প্রত্যক্ষদৃষ্ট হইয়া রহিলেন। সেই অগ্নি উক্তরূপ বরনাতে পুত্রকল্যাসহ পরি-তুষ্ট হইলেন। অগ্নিসুতা সুবর্ণাও নিজ ভর্তা ধর্ম্মের সহিত সানন্দে কানাতিপাত করিতে লাগিলেন। বহির পুত্র সুবর্ণও সঙ্কল্পার সহিত হৃষ্টচিত্তে রহিলেন। হে মুন, নারদ! ইত্যবসরে শার্দূল নামক দানবের ধর্ম্মকে পরাভব করিয়া, সেই ভাগ্য-সৌভাগ্য-নিলায়া লোকবিশ্রুতা অগ্নি-নন্দিনী সুবর্ণাকে ছলক্রমে অপহরণপূর্বক রূপান্তরে করিয়া গেল। তখন অগ্নির জামাতা ধর্ম্ম এবং সেই হব্যবাহ অগ্নি উভয়ে মিলিত হইয়া লোকনাথ প্রভবিকৃৎ বিষ্ণুকে পুনঃপুনঃ জব করিয়া এই ঘটনা বিজ্ঞাপন করিলেন।

ততঃক্ষেণ বিচ্ছেদ শাৰ্দ্ধূল্য শিরো হরিঃ ॥৬৮
 সানীতা বিষ্ণুনা দেবী সুবর্ণা লোকসুন্দরী ।
 মহেশ্বরসুতা চৈব অয়েচৈব তথা শ্রিয়া ॥৬৯
 মহেশ্বরায় তাং বিকূর্দ্দশ্যামাস নারদ ।
 প্রীতোহভববন্মহেশোহপি সম্বজে তাং
 পুনঃপুনঃ ॥ ৭০

চক্রং প্রকাশিতং যত্র শार्দूलচ্ছেদি দীপ্তিমৎ
 চক্রতীর্থন্ত বিখ্যাতং শार्দূলক্ষেতি তথিহুঃ ।
 যত্র নীতা সুবর্ণা সা বিহুনা শঙ্करास्तिकम् ॥
 ততীর্থং শঙ্करং ক্ষেয়ং বৈকবং সিদ্ধয়েব চ ॥
 যদানন্দমন্তপ্রাপ্তো হৃদিগর্भश्च शिवतः ।
 आनन्दाङ्गिणो भूपतन् यत्राग्रेर्भूनिस्तम ॥ १७
 আনন্দেতি নদী যাতা তথা বৈ নন্দিনীতি চ ।
 তস্তাশ্চ সঙ্কমঃ পুণ্যো গঙ্গায়াং তত্র বৈ শিবঃ ॥
 তত্রৈব সঙ্কমে সাঙ্ক্যাং সুবর্ণাঙ্গাপি সংস্থিতা ।

হরি তাহা শুনিয়া চক্ৰদ্বারা সেই শার্দূল-
দানবের শিরশ্ছেদ করিলেন। পরে
অগ্নির প্রিয়তমা কন্যা, মহেশ্বর-বীৰ্য্যোৎপত্তা
লোমুন্দরী দেবী সুবর্ণাকে বিষ্ণু আনন্দ-
পুরুষ মহেশ্বরকে দেখাইলেন। যে নারদ!
মহেশ্বর তাহাতে প্রীত হইলেন এবং সুবর্ণাকে
বারম্বার আলিঙ্গন করিলেন। সেই শার্দূল-
ছেদী দীপ্তিময় বিষ্ণুচক্রে যে স্থলে প্রকাশিত
হইয়াছিল, উহা চক্ৰতীর্থ ও শার্দূলতীর্থ
নামে বিখ্যাত হইল। বিষ্ণু যে স্থানে সেই
সুবর্ণাকে শঙ্করসান্নিধানে লইয়া গিয়াছিলেন,
তাহাকে শঙ্করতীর্থ জানিবে এবং উহা বৈষ্ণব-
তীর্থ বলিয়াও প্রসিদ্ধ হয়। ৬২—৭২। যুনি-
সত্তম, নারদ! যেখানে অগ্নি ও ধর্ম্ম সুবর্ণাকে
প্রাপ্ত হওয়ায় অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন,—সেখানে অগ্নির আনন্দাঙ্ক নিপ-
তিত হইয়াছিল, তথায় আনন্দা নদী নদী
উৎপত্তা হইয়াছে। এই নদীর অপর নাম
নন্দিনী। গঙ্গাসহ উহার যে সমুদ্র, সেই
স্থান অতিশয় পুণ্যজনক ও মঙ্গলদায়ক।
সেই সমুদ্রস্থলে অদ্যাপি সুবর্ণা বিরাজমান

দাক্ষ্যণী সৈব শিবা আগ্নেয়ী চেতি বিক্ৰতা ।
 অম্বিকা জগদাধারী শিবা কাত্যায়নীঈশ্বরী ।
 ভক্তাভীষ্টপ্রদা। নিত্যমলক্কৃতোভয়ঃ তটম্ ॥৭৬
 তপস্তপে যত্র চারিত্ত্যতীর্থস্ত তপোবনম্ ।
 এবমাদীনি তীর্থানি তীরয়োক্তমোহুনে ।
 তেষু নানঞ্চ দানঞ্চ সৰ্বকামপ্রদং শুভম্ ॥ ৭৭
 উত্তরে চৈব পারে চ সহস্রাণি চতুর্দশ ।
 দক্ষিণে চ তথা পারে সহস্রাণ্যথ ষোড়শ ॥৭৮
 তত্র তত্র চ তীর্থানি সাত্তিজ্ঞানানি সন্তি বৈ ।
 নামানি চ পৃথক্ সন্তি সজ্জ্ঞপান্তয়্যোচ্যতে
 এতানি ষষ্ঠ শৃণুযাদ্ ষষ্ঠ বা পঠতি স্মরেৎ ।
 সৰ্বেষু তত্র কাম্যেবু পরিপূর্ণো ভবেন্নরঃ ॥ ৮০
 এতদ্রুতস্ত যো জ্ঞাত্বা তত্র স্নানাদিকং চরেৎ ।
 লক্ষ্মীবান্ জায়তে নিত্যং ধন্যবা চ বিশেষতঃ
 অজ্ঞাৎ পশ্চিমে তীর্থে তচ্ছাদ্দুলমুদাহৃতম্ ।

রহিয়াছেন। তিনি দাক্ষ্যণী, শিবা, আগ্নেয়ী, অম্বিকা, জগদাধারী, কাত্যায়নী, ঈশ্বরী ইত্যাদি নামে বিখ্যাত, ভক্তাভীষ্টদায়িনী ও জনগণের মঙ্গলদায়িনী। তিনি গঙ্গার উভয় তট অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। অগ্নি যেখানে তপস্বী করিয়াছিলেন, সেই স্থান তপোবন নামে খ্যাত হইয়াছে। হে মুনো, নারদ! ইত্যাদি তীর্থনিচয় গঙ্গার উভয় তীরে বর্তমান। ঐ সকল তীর্থে স্নান-দান সৰ্বকামপ্রদ ও শুভকর জানিবে। ঐ স্থানে গঙ্গার উত্তরপারে চতুর্দশ সহস্র এবং দক্ষিণ পারে ষোড়শ সহস্র তীর্থ আছে। সেই সেই স্থানে তীর্থ সকল অভিজ্ঞান সহ বর্তমান আছে, তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ নামও আছে, আমি সংক্ষেপে কতিপয় তীর্থের বিবরণ বলিলাম মাত্র। এই সকল বিবরণ যে শ্রবণ করে, কিম্বা যে পাঠ করে বা স্মরণ করে, সে নর সৰ্বকাম্য বিষয়ে পূর্ণ-মনোরথ হইতে পারে। যে ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত জানিয়া তথায় স্নানাদি করে, সে নিত্য লক্ষ্মীবান্ ও বিশেষতঃ ধন্যবান্ হয়। অজ্ঞক তীর্থের পশ্চিমদিকে যে তীর্থ, উহাই শাদ্দুল

বারাণসাদিতীর্থভ্যঃ সৰ্ব্বোভ্যো হৃদিকঃ ভবেৎ
 তত্র স্নাত্বা পিতৃন দেবান্ বন্দ্যতে তপস্বতাপি ।
 সৰ্বপাপবিনির্মুক্তঃ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৮৩
 তপোবনাচ্ শাদ্দুলান্মধ্যে তীর্থান্তশেষতঃ ।
 তস্মৈকৈকশ্চ মাহাশ্ম্যঃ ন কেনাপ্যত্র বর্ণ্যতে ॥
 ইতি ত্রীত্রাক্ষে তপোবনাদিতীর্থবর্ণনং নামষ্টা-
 বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৮ ॥

একোনত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইন্দ্রতীর্থমিতি খ্যাতং তত্রৈব চ বুধাকপম্ ।
 ফেনাযাঃ সঙ্গমো যত্র হনুমতঃ তথৈব চ ॥ ১
 অভকঞ্চাপি যৎ প্রোক্তং যত্র দেবজিবিজ্ঞমঃ ।
 তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ পুনরায়ুতিহৃতম্ ॥ ২
 তত্র রক্তাশ্বখাখ্যাত্রে গঙ্গায় দক্ষিণে তটে ।

তীর্থ বলিয়া উদাহৃত হইয়া থাকে। এই তীর্থ বারাণসী প্রভৃতি তীর্থ সকল অপেক্ষাও অধিক ফলপ্রদ। তথায় স্নান করিয়া পিতৃ-গণেব ও দেবগণের তর্পণ করিলে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু লোকে সম্মানিত হইতে পারে। তপোবন তীর্থ ও শাদ্দুল তীর্থের মধ্যে শেষ তীর্থ আছে। উহা-দিগের এক একটীর মাহাশ্ম্যও কেহ বর্ণন করিতে পারে না। ৭৩—৮৪।

অষ্টাবিংশাদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৮ ॥

উনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ঐস্থানেই বিখ্যাত ইন্দ্রতীর্থ, বুধাকপতীর্থ, ফেনাসঙ্গম-তীর্থ ॥ ৩ হনুমন্ত-তীর্থ আছে। পূর্বে যে অজ্ঞক তীর্থের নাম করিলাম, ঐস্থানে দেবজিবিজ্ঞম্য বিবাজমান। তথায় স্নান-দান করিলে তাহার আর সংসারে পুনরায়ুতি হয় না। উক্ত অজ্ঞক তীর্থ গঙ্গার দক্ষিণ তটে, এবং

ইন্দ্রেশ্বরঃ চোস্তরে চ শৃণু ভক্ত্যা যতব্রতঃ ॥ ৩
নমুচির্লবানানীদিদ্রশকর্মদোৎকটঃ ।
তন্ত্বেশ্রোভবদধুঙ্কঃ কেনেনেন্দ্রোহহরচ্ছিরঃ ॥
অপাঞ্চ নমুচেঃ শত্রোন্তৎকেনং বজ্ররূপধৃক্ ।
শিরশ্চিহ্না তচ্চ কেনং গজায় দক্ষিণে তটে ।
স্তপতভূমিঃ তিস্রা তু রসাতলমথাবিশং ॥ ৫
রসাতলভবং গাক্ষং বারি যধিবপাবনম্ ।
বজ্রাদিষ্টেন মার্গেণ ব্যগমভূমিমণ্ডলম্ ॥ ৬
ভজ্জলং ফেননায়া তু নদীকেনেতি গদ্যতে ॥ ৭
তস্তাশ্চ সঙ্গমঃ পুণ্যো গজয়া লোকবিজ্ঞতঃ ।
সর্বপাপক্ষয়করো গজায়মুনয়োরিব ॥ ৮
হনুমত্পমাতা বৈ যত্রাপ্রবনগাত্রতঃ ।
মার্জ্জারদ্বাদভূমুক্তা বিষ্ণুগজাপ্রসাদতঃ ॥ ৯
মার্জ্জারধেতি তন্ত্ৰীর্থং পুরা প্রোক্তং ময়া তব
হনুমতঞ্চ তৎ প্রোক্তং তত্রাধ্যানং পুরোদিতম্ ॥

ইন্দ্রেশ্বর গজার উত্তরতটে বিজ্ঞান ।
এতৎসম্বন্ধে বৃত্তান্ত সকল ক্রমে বলিতেছি,
তুমি সংযতচিত্তে অভিনিবেশ সহকারে
শ্রবণ কর । ইন্দ্রেশ্বর শব্দ নমুচি নামে এক
বলবান্ মদোৎকট দৈত্য ছিল । ইন্দ্রেশ্বর
সহিত তাহার যুদ্ধ হয়, ইন্দ্র কেন দ্বারা তাহার
মস্তক ছেদন করেন । নমুচি-শব্দ ইন্দ্র
কর্তৃক নিকৃষ্ট সেই জল-কেন, বজ্ররূপ
ধারণ করত নমুচির শিরশ্ছেদপূর্বক গজার
দক্ষিণতটে পতিত হইয়া ভূমিভেদ করত
রসাতলে প্রবিষ্ট হয় । রসাতলে যে, বিষ্ণুপাবন
গজাজল ছিল, বজ্র-বিরচিত ছিদ্রপথে উহা
ভূমণ্ডলে উথিত হয় । সেই গজাজল উক্ত
কেনের নামানুসারে ফেনা নায়ী নদী
বলিয়া কথিত হয় । গজার সহিত উক্ত
কেনা নদীর যথায় সঙ্গম ঘটিয়াছে,
গজা-যমুনা সঙ্গমবৎ উহা সর্বপাপ-ক্ষয়কর
বলিয়া লোকে বিজ্ঞত । যথায় স্নান মাঝেই
বিষ্ণু গজার প্রসাদে হনুমানের বিমাতা
মার্জ্জারদ্ব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন ; উহা
মার্জ্জার তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ । পূর্বে একথা
তোমাকে বলিয়াছি । হে শ্রবণ ! উহাকে

বৃষাকপঞ্চাজকঞ্চ তত্ত্বেদং প্রযতঃ শৃণু ॥ ১১
হিরণ্য ইতি বিখ্যাতো দৈত্যানাং পূর্বজো বলী
তপস্তপ্তা সুরৈঃ সর্বৈরজেয়োহভূৎ সুদাক্ষণঃ
তস্তাপি বলবান্ পুত্রো দেবানাং দুর্জয়ঃ সদা ।
মহাশনিরिति খ্যাতস্তস্ত ভাষ্যাপরাজিতা ।
তেনেন্দ্রস্তাভবদধুঙ্কঃ বহুকালং নিরন্তরম্ ॥ ১৩
মহাশনির্মহাবীৰ্য্যঃ সততং রণমুর্দ্ধনি ।
জিত্বা নাগেন সহিতঃ শক্রং পিত্রে স্তবেদয়ৎ ॥
বদ্ধা হস্তিসমায়ুক্তঃ স্বসার বীক্ষ্য তাং তদা ।
বিহায় ক্রুরতাং দৈত্যো হিরণ্যায় স্তবেদয়ৎ ॥
মহাশনিপিতা দৈত্যঃ পূর্বেষাং পূর্ববত্তরঃ ।
শচীকান্তং তলে স্থাপ্য তস্তা বক্ষ্যামথাকরোৎ ॥
মহাশনির্হরিঃ জিত্বা জেতুং বরুণমভ্যাগাৎ ।
বরুণোহপি মহাবুদ্ধিঃ প্রাদাৎ কস্তাং মহাশনেঃ
উদধিং স্থানয়ং প্রাদাদ্বরুণস্ত মহাশনেঃ ॥ ১৭
তয়োশ্চ সখ্যমভবদ্বরুণস্ত মহাশনেঃ ।

হনুমন্ত তীর্থও বলে । এতদ্বিষয়ক উপাখ্যান
ইতঃপূর্বে বর্ণন করিয়াছি । ১—১০ । বৃষাকপ
ও অজক তীর্থের উপাখ্যান প্রযত হইয়া শ্রবণ
কর । দৈত্যদিগের পূর্বজ হিরণ্য নামে
এক বিখ্যাত বলবান্ দৈত্য ছিল । সে
তপস্তা করিয়া সকল সুরগণের অজেয় ও
দাক্ষণ হইয়া উঠিল । তাহার মহাশনি
নামে বলবান্ পুত্রও সতত সুরবর্গের দুর্জয়
হইয়াছিল । মহাশনির ভাষ্যের নাম—
অপরাজিতা । মহাশনির সঙ্গে ইন্দ্রের বহুকাল
অবিরাম যুদ্ধ হয়, তাহাতে মহাবীৰ্য্য মহাশনি
মহারণে শত্রুকে পরাজয় করিয়া ঐরাবত
হস্তীর সহিত বন্দী করত ভগিনী শচীর
বিষয় চিন্তা করিয়া ক্রুরতা পরিহারপূর্বক
পিতা হিরণ্যের সমীপে নিবেদন করিলেন ।
পূর্বতন দৈত্যগণের পূর্বপুরুষ মহাশনিপিতা
শচীকান্তকে পাতালতলে সুরকিতভাবে
স্থাপন করিলেন । মহাশনি এইরূপে হারি
ইন্দ্রকে পরাজয়পূর্বক বরুণকে জয় করিবার
জন্ত প্রস্থান করিল । মহাবুদ্ধি বরুণও তখন
তাহাকে নিজ কস্তাদী সম্প্রদান করিয়া নিজ

বাক্যে চাপি যা কস্তা সা প্রিয়াত্মহাশনেঃ ॥
বীৰ্য্যেণ যশসা চাপি শৌৰ্য্যেণ চ বলেন চ ।
মহাশনির্দৈত্যৈত্বৈলোক্যো নোপমীয়তে ॥ ১১
নিরিত্ত্বং গতে লোকে দেবাঃ সৰ্বে স্তম্ভয়ন্ ॥

দেবা উচুঃ ।

বিষ্ণুবেদেদ্যাতা স্তাদৈত্যহস্তা স এব চ ।
মস্তদৃশ্য স এব স্তাদিত্ত্বং চান্তঃ করিষ্যতি ॥ ২১
ব্রহ্মোবাচ ।

এবং সমস্ত্য তে দেবা বিকোর্মিত্বং স্তবেদয়ন্ ।
মমাবধ্যো মহাদৈত্যো মহাশনিরিত্তি ক্রবন্ ॥
প্রায়াছারীশ্বরঃ বিষ্ণুঃ স্বৰ্গরং বরুণঃ তদা ।
কেশবো বরুণঃ গচ্ছা প্রাহেস্তস্মা পরাভবন্ ॥ ২৩
তথা স্ময়েতৎকর্তব্যং যথায়্যতি পুরন্দরঃ ।
তদ্বিষ্ণুবচনাচ্ছীত্বং যযৌ জনপতির্মুনে ॥ ২৪
সুতাপতিঃ হিরণ্যসুতঃ বিক্রান্তঃ তং মহাশনিম্

অতিসম্মানিতস্তেন জামাতা বরুণঃ প্রভুঃ ॥ ২৫
পপ্রচ্ছাগমনং দৈত্যো বিনয়াক্ষুণ্ডরং তদা ।
বরুণঃ প্রাহ তং দৈত্যং যদাগমনকারণম্ ॥ ২৬
বরুণ উবাচ ।

ইন্দ্রং দেহি মহাবাহো যন্তয়া নির্জিতঃ পুরা ।
বন্ধঃ রসাতলস্থঃ তং দেবানামধিপং সখে ॥ ২৭
অস্মাকং সৰ্বদা মাস্ত্রং দেহি ত্বং মম শক্রহন ।
বন্ধা বিমোক্ষণং শত্রোর্মহতে যশসে সত্যম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈত্যাঙ্ক্য কথঞ্চিৎ স দৈত্যেশো বরুণায় তম্
প্রাদাদিত্ত্বং শচীকান্তঃ বারগেন সমবিতম্ ॥ ২৯
স দৈত্যমধ্যেহতিবিরাজমানো
হরিঃ তদোবাচ জলেশসন্নিধৌ ।
সম্পূজ্য চৈবাথ মহোপচারৈ-
র্মহাশনির্মঘবস্তং বভাষে ॥ ৩০

বাসভবন উদধিকেও দান করিলেন ।
তাহাতে মহাশনি সহ বরুণের সখ্য জন্মিল ।
বরুণকস্তা বাক্যেও মহাশনির প্রিয়পাত্রী
হইল । মহাদৈত্য মহাশনি বীৰ্য্য, যশ,
শৌৰ্য্য, ও বলে ত্রৈলোক্যে অল্পপম হইল ।
এদিকে লোক সকল ইন্দ্রহীন হইলে দেব-
গণ সকলে মিলিত হইয়া মস্ত্রণা করিতে
আরম্ভ করিলেন । দেবগণ কহিলেন,—
বিষ্ণুই আমাদের ইন্দ্র দান করিতে সমর্থ ;
তিনিই দৈত্যহস্তা হইতে পারেন । অথবা
তিনিই মস্ত্রণাকুশল ;—সুতরাং অন্ত কাহা-
কেও ইন্দ্র করিলেও করিতে পারেন । ব্রহ্মা
কহিলেন,—দেবগণ এইরূপ মস্ত্রণাস্তে বিষ্ণু-
সন্নিধানে সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলেন ।
কিন্তু বিষ্ণু “মহাদৈত্য মহাশনি আমার
বধ্য নহে ।” এই কথা কহিয়া মহাশনির
স্বৰ্গর বারীশ্বর বরুণের সমীপে গমন করি-
লেন, এবং তৎসমীপে ইন্দ্রের পরাভবের
কথা নিবেদন করিলেন ; আর কহিলেন যে,
আপনি এমন কর্ম করুন, যাহাতে পুরন্দরকে
প্রাপ্ত হওয়া যায় । হে মুনে, নারদ !

বিষ্ণুর বাক্য অবগে জনপতি বরুণ সমুদ্র
হিরণ্যসুত নিজ সুতাপতি বিক্রান্ত মহা-
শনির নিকট যাইলেন । প্রভু বরুণ
সেখানে জামাতা কর্তৃক অতিশয় সম্মানিত
হইলেন । পরে সেই জামাতা মহাশনি
বিনয় সহকারে স্বৰ্গরকে আগমনকারণ প্রশ্ন
করিলে বরুণ তখন আগমনকারণ কহি-
লেন । ১১—২৬ । বরুণ কহিলেন,—হে মহা-
বাহো ! তুমি যে দেবাধিপ ইন্দ্রকে পূর্বে
পরাজয় করত বন্ধ করিয়া রসাতলে রাখি-
য়াছ, তাহাকে ছাড়িয়া দাও । সখে !
তিনি আমাদের সমদা মাস্ত্র ; হে শক্রহন !
শক্রকে বন্ধ করিয়া পুনরায় যে ছাড়িয়া
দেওয়া হয়, সাধুদিগের পক্ষে ইহা মহৎ যশের
হেতু । ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাশনি তখন
“আচ্ছা” বলিয়া কোনওরূপে ইন্দ্রকে
আনয়নপূর্বক সেই শচীকান্তকে ঐরাবত
বারগ সহ বরুণ-করে প্রদান করিল । পরে
মহাশনি দৈত্যমধ্যে অতিশয় বিরাজমান
ধাকিয়া জলেশ-সন্নিধানে বর্তমান সেই
মঘবান্ হরিকে মহোপচারে পূজাপূর্বক

মহাশনিক্রবাচ ।*

কেন হুমিশ্রোহন্ত কৃতোহসি কেন
বৌধ্যং তবেদুগ্ধং ভাষসে চ ।
অং সঙ্গরে শত্রুভির্বাধ্যসে চ ।
তথাপি চেষ্টো ভবসীতি চিত্রম্ ॥ ৩১
অথাপি বদ্ধা পুরুষেণ কাচি-
ন্তস্তাঃ পতিস্তাঃ মোচয়তীতি যুক্তম্ ।
দ্বিয়োহন্ততস্তাঃ পুরুষপ্রধানা-
ন্তং বৈ পুমান্ ভবিতা শত্রু সাধো ॥ ৩২
বদ্ধো ময়া সঙ্গরে বাহনেন
ক্লাপ্যন্তঃ তে বজ্রমৃদামশক্তি ।
চিন্তায়ত্বং নন্দনং যেষিতস্তা
যশো বলং দেবরাজোপভোগ্যম্ ।
সর্বং হি ত্বং কিন্তু মূকো জলেশা-
দাকাঙ্ক্ষসে জীবিতং ধিকৃ তবেদম্ ॥ ৩৩

এই কথা বলিতে লাগিল । মহাশনি
কহিল,—ওহে ! তোমাকে অজ্ঞ কে ইন্দ্র
করিল ? কেনইবা করিল ? তোমার বৌধ্য ত
এইরূপ ; অথচ তোমার গর্ভপূর্ণ বাক্য-
বিস্তার আছে ! তুমি সমরে শত্রু কর্তৃক
এই প্রকার বধ্য হইয়া থাক ; তথাপি কিন্তু
ইন্দ্র হইতেছ ! ইহাই বিচিত্র । হে শত্রু !
কোনও রমণী বন্দিনী হইলে তদীয় পতি
যে তাহাকে মোচন করে, ইহা অসঙ্গত
নহে ; যেহেতু নারীরা অন্ততস্তা ; পুরুষা-
ধীন । হে সাধো ! তুমি কিন্তু পুরুষ হইয়া
জয়িয়াছ ! তুমি আমাকর্তৃক রণক্ষেত্রে বাহন
সহ বন্দী হইয়াছ । তোমার সেই উদ্যম-
শক্তি বজ্র কোথায় ? সেই চিন্তামণি রত্ন,
সেই নন্দন বন, সেই যৌবনসমূহ, সেই
দেবরাজোপভোগ্য অপরাপর বিষয় সকল,

* দন্তং পদং তে বদ কেন শত্রু

অং বা স্তম্ভঃ স্কেন জস্তাসুরারে ।"

কচিদয়মধাকাহতঃ পাঠঃ ।

† "যশো বলং দেবরাজোপভোগ্যং

সর্বং হি ত্বং কিন্তু মূকো জলেশাং" ।

কচিদেবঃ পাঠান্তরম্ ।

তজ্জীবনং যত্নু যশোনিধানং

স এব যত্নুর্যশসো যদ্বিরোধি ।

এবং জানন্ শত্রু কথং জলেশা-

মুক্তিং প্রাপ্তো নৈব লজ্জাঃ ভজেষাঃ ॥ ৩৪

ত্রিবিষ্টপন্থঃ পরিবেষ্টিতঃ সন্

সর্বৈঃ সুরৈঃ কাস্তয়া বীজ্যমানঃ ।

সংস্ক্রয়মানশ্চ তথাপ্সরোভি-

নূনং লজ্জা তে বিতেতীতি যন্তে ॥ ৩৫

অং বৃত্তহা নমুচেষ্যপি হস্তা

পুরাঃ ভেত্তা গোত্রভিঃ বজ্রবাহঃ ।

এবং সুরাঙ্ঘাঃ পরিপূজয়ন্তী-

তাতো জিহ্মে সর্বমেতন্ত্যজম্ ॥ ৩৬

বিকারমাপ্যাপ্যহিতোন্তবঃ যে

জীবন্তি লোকানন্তসংবিশন্তি ।

তবাদৃশাঃ হৃদ্যাবনাজ্জন্মা

কথং ন হৃদ্যেদমবাপ কর্তা ॥ ৩৭

যশ এবং বল, সে সকল এখন কোথায় ? তুমি
এখন জলেশ দ্বারা মুক্ত হইয়া জীবিতা-
কাঙ্ক্ষা করিতেছ ; তোমার জীবনে বিহ্ব !
তাহাই জীবন, যাহা যশোনিধান ; আর
তাহাই মরণ, যাহা যশের বিরোধী । হে
শত্রু ! ইহা জানিয়া জলেশরের কৃপায়
মুক্তিলাভ করত কিরূপে তুমি লজ্জিত হই-
তেছ না ? আমার বোধ হয়—তুমি ত্রিবি-
ষ্টপে থাকিয়া সুরগণে পরিবেষ্টিত ও
কাস্ত্য কর্তৃক বীজ্যমান এবং অপ্সরোবর্গে
স্ক্রয়মান হও ; নিশ্চিতই এ নিমিত্ত ভয়-
বশতই লজ্জা তোমাকে আশ্রয় করে না ।
তুমি বৃত্তহা, নমুচিরও হস্তা, পুরের
ভেত্তা, গোত্রঘাতী ও বজ্রবাহ ; সুরগণ
তোমাকে এই সকল বিশেষণে পূজা করিয়া
থাকেন ; কিন্তু হে জিহ্ম ! এক্ষণে এ
সকল তুমি পরিত্যাগ কর । অহিত-জ্ঞন-
গণকৃত বিকার প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা
জীবিত থাকিয়া লোকসমাজে প্রবিষ্ট হইতে
পারে, হে হৃদ্যাবন ! এবিধ তবাদৃশ জন্মের
নির্মাণকালে স্ফটিকর্তা অজজন্মা অজ্ঞান

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তু দৈত্যৈশো বরুণায় মহাশ্বনে ।

প্রাদাদিত্ত্বং পুনশ্চৈদং বচনং তদভ্যবত ॥ ৩৬

মহাশনিরুবাচ ।

অদ্য প্রভৃত্যসৌ শিষ্য ইন্দ্রঃ স্ত্রাহকুণো গুরুঃ

যত্তরো মম যেন ত্বং মুক্তিমাশ্বোহসি বাসব ॥

তথা ত্বং ভৃত্যভাবেন বর্ধেথা বরুণঃ প্রাতি ।

নো চেৎস্বা পুনশ্চাং বৈ ক্ষেপ্যো চৈব

রসাতলম্ ॥ ৪০

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং নির্ভৎসু তং শক্রং হসংস্চাপি পুনঃপুনঃ

অত্রবীদ্ গচ্ছ গচ্ছতি বরুণং চান্নমন্ততু ॥ ৪১

স তু প্রাপ্তঃ স্বনিলয়ং লজ্জয়া কলুষীকৃতঃ ।

পৌলোম্যঃ প্রাহ তৎসর্বং যন্তুচ্ছক্রপরাভবম্

ইন্দ্র উবাচ ।

এবমুক্তঃ কৃতশ্চৈব শক্রগাং বরাননে ।

নির্দীপয়ামি যেন স্বমাত্মানং সুভগে বদ ॥ ৪৩

হৃদয় ভিন্নঃ হয় নাই কেন? ২৭—৩৭ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—দৈত্যৈশ্বর মহাশনি এই

কথা কহিয়া মহাশ্বা বরুণকে ইন্দ্রপ্রদান-

পূর্বক পুনরায় এই কথা কহিলেন,—বাসব !

তুমি যাহাঘায়া মুক্তি প্রাপ্ত হইলে, অগ্নি

হইতে মদীয় যন্ত্রের সেই বরুণ তোমার গুরু

হইলেন, এবং তুমি তাঁহার শিষ্য হইলে

আর এখন হইতে তুমি বরুণের প্রতি

ভৃত্যভাবে ব্যবহার করবে । নচেৎ পুনরায়

তোমাকে বন্ধন করিয়া রসাতলে নিক্ষেপ

করিব । ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই মহাশনি

হাসিতে হাসিতে শক্রকে এই প্রকার

বারম্বার ভর্ৎসনাপূর্বক বরুণের সর্ধর্কনা করত

ইন্দ্রকে “যাও, যাও” বলিয়া বিদায় দিল ।

সেই ইন্দ্র লজ্জাবশে কলুষীকৃত-চিত্তে নিজ

নিলয়ে প্রত্যাগমনপূর্বক পৌলোম্যসম্মিথানে

শক্রকৃত সেই পরিভবের বিবরণ সমস্তই

বর্ণনাকরিলেন । ইন্দ্র আরও কহিলেন,—

হে ব্রহ্মাননে ! আমি শক্র কর্তৃক এইরূপ

পূর্বাকো ভর্ৎসিত ও পরিভূত হইয়াছি !

ইন্দ্রাণ্যুবাচ ।

দানবানামথোদ্ধৃতিং শক্র মায়াং পরাভবম্ ।

বরদানং তথা মৃত্যুং জানেহহং বলহৃদন ॥ ৪৪

তস্মাদ্যস্মান্তস্ত মৃত্যুরথবাপি পরাভবঃ ।

জায়েত শৃণু তৎসর্বং বক্ষ্যেহহং শ্রীতয়ে তব ॥

হিরণ্যস্ত স্মৃতো বীরঃ পিতৃব্যস্ত স্মৃতো বলী ।

তস্মান্মম স্ত্রাং স ভ্রাতা বরদানাচ্চ দর্পিতঃ ॥

ব্রহ্মাণং তোমধামাস তপসা নিয়মেন চ ।

ঐদৃশং বলমাপন্নং তপসা কিং ন সিধ্যতি ॥ ৪৭

তস্মাৎ ত্বয়া চিত্তরাগো বিস্ময়ো বা কথঞ্চন ।

ন কার্য্যঃ শৃণু * তত্ত্বেদং কার্য্যং যন্তু ক্রমাগতম্

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তু পৌলোমী প্রাহেহন্দ্রঃ বিনয়ান্বিতা ॥

সুভগে ! আমার এই হৃৎখানল কি প্রকারে

নির্দীপণ করিতে পারি, তুমি তাহা বল ।

ইন্দ্রাণী কহিলেন,—হে বলহৃদন ! আমি

দানবান্দিগের উন্নতিহেতু, মায়া, পরাভবো-

পায়, বরলাভ ও মৃত্যু—সকলই জানি ।

অতএব যাহাতে তোমার শক্র সেই মহা-

শনির মৃত্যু অথবা পরাভব ঘটিতে পারে,

আমি তাহা তোমার শ্রীতি নিমিত্ত সমস্তই

বলিতেছি, তুমি তাহা শুন । হিরণ্য-

দানবের পুত্র সেই বীর মহাশনি, আমার

পিতৃব্যপুত্র ; স্মৃতরাং সে আমার ভ্রাতা ।

সে অতীব বলবান্ । বিশেষতঃ সে তপস্তা

ও নিয়মদ্বারা ব্রহ্মাকে তোষিত করিয়া ব্রহ্মার

বরদানপ্রভাবে ঐদৃশ শক্তিশালী ও দার্পিত

হইয়াছে । তপস্তা দ্বারা কি না সিদ্ধ হয় ?

অতএব তুমি তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া

কোনমতে বিকলচিত্ত বা বিস্ময়ান্বিত হইও

না । ইহার ক্রমাগত প্রতিকারোপায় এই

শুন । ব্রহ্মা কহিলেন,—ইন্দ্রাণী এই বলিয়া

* “তস্মাদ্যস্মাং ন চিন্ত্যত কার্য্যং শক্র

কদাচন । একাগ্রঃ শৃণু” কচিদেবক পাঠোহস্মি ।

ইত্যাণ্যুবাচ ।

নাসাধ্যমস্তি তপসো নাসাধ্যঃ যজ্ঞকৰ্মণঃ ।
নাসাধ্যঃ লোকনাথস্ত বিষ্ণোর্ভক্ত্যা হরস্ত চ ॥
পুনশ্চেদং ময়া কাস্ত ক্রতমন্ত্যতিশোভনম্ ।
স্রীণাং স্বভাবঃ জানস্তি স্মিয় এব সুরাধিপ ।
তস্মাদ্ ভূমেন্তথা চাপাং নাসাধ্যঃ বিদ্যতে
প্রভো ।

তপো বা যজ্ঞকৰ্ম্মাদি তাত্যামেব যতো ভবেৎ
তত্রাপি তীর্থভূতা তু যা ভূমিস্তাঃ ব্রজেস্তবান্
তত্র বিষ্ণুঃ শিবং পূজ্য সৰ্গান্ কামানবাপ্যাসি
ক্রতমন্তি পুনশ্চেদং হ্রিয়ে যাশ্চ পতিব্রতাঃ ।
তা এব সৰ্গঃ জানস্তি ধৃতঃ তাত্তিচরাচরম্ ॥৫৪
পৃথিব্যাং সারভূতঃ স্তান্তমধ্যে দণ্ডকঃ বনম্ ॥
তত্র গঙ্গা জগদ্ধাত্রী তত্রেশঃ পূজ্য প্রভো ।
বিষ্ণুঃ বা জগতামাশঃ দীনার্জ্যার্তিহরম্ বিভূম্
অনাথানামিহ নৃণাং মজ্জতাং হৃৎসাগরে ।

পুনরায় সবিনয়ে কহিলেন,—তপস্তার অসাধ্য
কিছুই নাই, যজ্ঞানুষ্ঠানেরও অসাধ্য কোনও
কৰ্ম্ম নাই। আর লোকনাথ বিষ্ণুর ও হরের
প্রতি যে ভক্তি, তাহারও অসাধ্য কিছুই
নাই। কাস্ত! আরও আমি একটা অতি
শোভন বিষয় শুনিয়াছি; স্রীদিগের স্বভাব
স্বীরাই জানে। এজন্ত তে সুরাধিপ! ভূমি
এবং জলের অসাধ্যও কিছুই নাই।
প্রভো! যেহেতু তপস্তা বা যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম,
তাহাদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে।
ইহাদের মধ্যেও তীর্থভূতা যে ভূমি তাহা-
তেই আপনি গমন করুন, সেখানে বিষ্ণু ও
শিবের পূজা করিয়া সৰ্ব্বকাম লাভ করিতে
পারিবেন। আমার ইহাও শুনা আছে
যে, যেসকল নারী পতিব্রতা, তাঁহারা
সুখ-হৃৎসহেতু সমস্তই জানেন; তাঁহারা
এই চরাচর ধারণ করিয়া আছেন। প্রভো!
পৃথিবীর মধ্যে দণ্ডক বনই সারভূত স্থান;
তন্মধ্যে যেখানে মহানদী প্রবাহিতা, আপনি
সেখানে মহেশ্বরের পূজা করুন, কিম্বা
দীন আৰ্জ্জনের আৰ্জিহর জগদীশ্বর বিষ্ণুর

হরো হরিবা গঙ্গা বা কাপ্যন্তচ্ছরণঃ নহি ॥ ৫৭
তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন তোষয়েতান্ সমাহিতঃ ।
ভক্ত্যা স্তোত্রেণৈব তপসা কুরু চৈব ময়া সহ । -
ততঃ প্রাপ্যসি কল্যাণমীশবিষ্ণুপ্রসাদজম্ ॥৫৮
অজ্ঞানৈকগুণঃ কৰ্ম্ম ফলং দাস্ততি কৰ্ম্মিণঃ । :
জ্ঞাত্বা শতগুণং তৎস্বাত্মদার্থীয়া চ তদকৰ্ম্মম্ ॥৫৯
পুংসঃ সৰ্ব্বেষু কাৰ্য্যেষু ভার্য্যোবেহ সহায়িনী ।
স্বল্পানামপি কার্য্যাণাং নহি সিদ্ধিস্তয়া বিনা ॥৬০
একেন যৎকৃতং কৰ্ম্ম তস্মাদৰ্দ্ধকলং ভবেৎ ।
জায়য়া হু কৃতং নাথ পুঙ্কলং পুরুষো নভেৎ ॥
তস্মাদেতৎ সুবিদিতমৰ্কো জায়া ইতি ক্রতঃ ॥
ঋষতে দণ্ডকারণ্যে সরিচ্ছ্রুতাসি গৌতমী ।
অশেষাঘপ্রশমনী সৰ্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনী ॥ ৬৩
তস্মাদ্ গচ্ছ ময়া তত্র কুরু পুণ্যং মহাফলম্ ।

পূজা করুন। ইহজগতে হৃৎসাগরে ময়
অনাথ নরগণের হরি, হর বা গঙ্গা ভিন্ন
আর কিছুই অবলম্বন নাই। অতএব
আপনি আমার সহিত সমাহিত-ভাবে
ভক্তি সহকারে স্ততি ও তপস্তা দ্বারা
সৰ্বপ্রযত্নে ইহাদিগের সন্তোষ সাধন করুন।
তাহা হইলেই ঈশ ও বিষ্ণুর প্রসাদজনিত
কল্যাণলাভে সমর্থ হইবেন। ফল না
জানিয়া কৰ্ম্ম করিলে সেই কৰ্ম্ম, কৰ্ম্মকে
একগুণ ফল দান করে; ফল জানিয়া করিলে
শতগুণ ফলদ হয়; আর ভার্য্যাসহ
কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে, সেই কৰ্ম্ম অকৰ্ম্ম
ফলোৎপাদক হইয়া থাকে। ইহলোকে
ভার্য্যাই পুরুষদিগের সৰ্ব্বকৰ্ম্মে সহায়;
সেই ভার্য্যা ব্যতীত স্বল্প কাৰ্য্যেরও সিদ্ধি
হয় না। পুরুষ একাকী কৰ্ম্ম করিলে অৰ্দ্ধ
ফল প্রাপ্ত হয়; কিন্তু জায়া সহ কৰ্ম্মানু-
ষ্ঠান করিলে পুঙ্কল ফল লাভ করিতে পারে।
সেই জন্তই “জায়াই পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ” এই-
রূপ ক্রতি আছে। উহা আপনারও সুবিদিত।
শুনা যায়,—দণ্ডকারণ্যে সরিষা গৌতমী
বিভ্রমানা আছেন। সেই নদী অশেষাঘ
প্রশমনী ও সৰ্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনী। অতএব

ততঃ শঙ্কন নিহত্যাভৌ মহৎসুখমবাপ্যসি ।
ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্ট্যুক্ষা স গুরুণা ভার্যয়া চ শতক্রতুঃ ।
যযৌ গন্ধাং জগদ্ধাত্রীংগৌতমীং চেতি বিষ্ণুতাম্
দণ্ডকারণ্যমধ্যাহ্নাং দৃষ্ট্বা তাং প্রীতিমান্ হরিঃ ।
তপঃ কর্তুং মনশ্চক্রে দেবদেবায় শত্বে ॥ ৬৬
গন্ধাং নহ্মা তু প্রথমঃ স্নাত্বা চ স কৃতাজ্জলিঃ ।
শিবৈকশরণো ভূত্বা স্তোত্রাঙ্কদং ততোহব্রবীৎ
ইন্দ্র উবাচ ।

স্মায়য়া যো হখিলং চরাচরং
স্বজত্যবত্যাগ্তি ন সজ্জতেহস্মিন্ ।
একঃ স্বতন্ত্রোহদ্বয়চিৎসুখাশ্রকঃ
স নঃ প্রসন্নোহস্ত পিনাকপাণিঃ ॥ ৬৮
ন যন্ত তদ্বৎ সনকাদয়োহপি
জানন্তি বেদান্তরহস্যবিজ্ঞাঃ ।
স পার্শ্বতীশঃ সকলাভিনাষ-
দাতা প্রসন্নোহস্ত মমাস্বকারিঃ ॥ ৬৯

আমার সহিত আপনিও তথায় গমন করত
মহাকলোৎপাদক পুণ্যানুষ্ঠান করুন । তাহা
হইলেই বুদ্ধে শঙ্কনিপাত করিয়া মহৎ সুখ
লাভ করিতে পারিবেন । ৬৮—৬৯ । ব্রহ্মা
কহিলেন,—শতক্রতু “তাহাই করিব”
বলিয়া গুরু এবং ভার্য্যার সহিত সেই
বিষ্ণুতা জগদ্ধাত্রী গন্ধা গৌতমী নদীতে
গমন করিলেন । তিনি দণ্ডকারণ্য-মধ্যাহ্ন
সেই গৌতমী নদীকে দেখিয়া প্রীতিমান
হইলেন এবং দেবদেব শঙ্কর উদ্দেশে তপস্বী
করিতে মন করিলেন । তিনি প্রথমতঃ
গন্ধাকে নমস্কার করিয়া পরে তাহাতে
স্নানান্তে কৃতাজ্জলি হইয়া বিবেকগুক্ত-চিত্তে
এই স্তোত্র আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করি-
লেন । ৬৫—৬৭ । ইন্দ্র কহিলেন,—যিনি
নিজ মায়া দ্বারা অখিল চরাচরের স্বজন,
পালন, ও লয় করেন, অথচ তাহাতে আসক্ত
হয়েন না; সেই এক, স্বতন্ত্র, অধিতীয়,
চিৎস্বরূপ, সুখাশ্রয়, পিনাকপাণি আমাদিগের
প্রতি প্রসন্ন হউন । বেদান্তরহস্যবিজ্ঞ সন-

হৃষ্টা স্বয়ম্বর্ত্তগবান্ বিরিঞ্চিঃ
ভয়ঙ্করঃ চান্ত শিরোহধিপশুত্বং ।
ছিবা নখাগ্রৈর্নখসক্তমেত-
চ্চিক্বেপ তন্মাদভবল্লিবর্গঃ ॥ ৭০
পাপং দরিদ্রং তথ লোভযাক্লে-
মোহো বিপশ্চেতি ততোহপ্যনন্তম্ ।
জাতপ্রভাবঃ ভবহুঃখরূপঃ
বভূব তৈর্ব্যাগুমিদং সমস্তম্ ॥ ৭১
অবেক্ষ্য সর্বং চকিতঃ সুরেশো
দেবীমবোচজ্জগদন্তমেতি ।
ত্বং পাহি লোকেষু লোকমাত-
কমে শরণো স্তভগে স্তভজে ॥ ৭২
জগৎপ্রতিষ্ঠে বরদে জয় ত্বং
ভুক্তিঃ সমাধিঃ পরমা চ মুক্তিঃ ।
স্নাত্বা স্বধা স্বস্তিরনাদিসিদ্ধি-
গৌরুদ্বিরাসীরজরাময়ে ত্বম্ ॥ ৭৩

কাদি ব্রহ্মর্ষিগণ ও যাহার তত্ত্ব অবগত নহেন,
সেই সকলাভিনাষদাতা, পার্শ্বতীশ অস্বকারি
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । যে স্বয়ম্ব-
র্ত্তগবান্, বিরিঞ্চিকে সৃষ্টি করিয়া তদীয়
ভয়ঙ্কর শির দর্শনে পুনঃ সেই শির নখাগ্র-
নিচয়ে ছেদনপূর্ব্বক সেই নখসংলগ্ন মুণ্ডটী
পুনরায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই
ত্রিবর্গের উৎপত্তি হয় ; ও অতি ক্লেশকর
পাপ, দরিদ্রতা, লোভ, যাক্লে, মোহ, বিপৎ
ইত্যাদি অনন্ত সংসারতৃষ্ণের উদ্ভব হয় এবং
এই সকল দ্বারা এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া
পড়ে । সুরেশ শিব এই সকল দেখিয়া
তখন চকিত ভাবে দেবীকে বলিলেন,—হে
স্তভগে, স্তভজে, শরণো, লোকেষু, লোকমাতঃ
উমে! তুমি এই বিনাশোন্মুখ
জগৎকে রক্ষা কর । হে জগৎপ্রতিষ্ঠে,
অজরাময়ে, বরদে! তোমার জয় হউক ;
তুমিই সংসারে পরমা ভুক্তি, মুক্তি, সমাধি,
স্নাত্বা, স্বধা, স্বস্তি, অনাদি, সিদ্ধি, বাহু
এবং বুদ্ধিরূপিনী । তুমিই মনীর আকার-

বিদ্যাদিরূপেণ জগজ্জয়ে অঃ
রক্ষাং করোষ্যেব মদাজ্জয়া চ ।
তুযৈব সৃষ্টঃ ভুবনজয়ঃ স্তাদ্-
যতঃ প্রকৃতিব্যব তথৈব চিত্রম্ ॥ ৭৪
ইত্যবযুক্তা দয়িতা হরেণ
সংশ্লেষসংলাপপর্য্য বভূব
জ্ঞাতা ভবস্বাধীনো মূলয়া
চিক্কেপ চ শ্বেদজলং করাতৈঃ ॥ ৭৫
তস্মাদ্ভূত্ব-প্রথমং স ধর্ম্মো
লক্ষ্মীরধো দানমধো সুরূষ্টিঃ ।
সহঃ সুসম্পন্নধরঃ সরাংসি
ধাত্তানি পুষ্পাণি কলানি চৈব ॥ ৭৬
সৌভাগ্যবত্বনি বপুঃ সুবেশঃ
শৃঙ্গারভাজানি মহোষধানি ।
নৃত্যানি গীতাস্তমৃতং পুরাণং
জ্ঞতিস্মৃতি নীতিরথারূপানি ॥ ৭৭
শস্ত্রাণি শাস্ত্রাণি গৃহোপযোগ্যা-
স্তস্ত্রাণি তীর্থানি চ কাননানি ।
ইষ্টানি পূর্ত্তানি চ মঙ্গলানি
যানানি ভূভাভরণাসনানি ॥ ৭৮

সারে এই জগজ্জয়ে রক্ষা বিধান করিতেছ ।
ভুবনজয় তোমা করুকই সৃষ্ট হইয়াছে ।
তুমি স্বভাবতই বিচিত্র রূপিণী । হর এই
কথা কহিল তদীয় দয়িতা দেবী—আপনি
হরদেহে সংশ্লিষ্টা হইয়া সংলাপপরায়ণা
হইলেন, এবং শ্রাস্ত হইয়া করাগ্র দ্বারা
শ্বেদজল মার্জন করত চিক্কেপ করিলেন ।
সেই শ্বেদজল হইতে প্রথমে ধর্ম্ম, পরে
লক্ষ্মী, অনন্তর দান, তারপর সুরূষ্টি,
পঞ্চাৎ নানাশুণ্ধর বিবিধ জন্তু, শেষে
নানাবিধ সরোবর, ধাত্ত, পুষ্প, কল,
সৌভাগ্যবত্ব, সুবেশ বপু, শৃঙ্গারসাধন
মহোষধ, নৃত্য, গীত, অমৃত, পুরাণশাস্ত্র,
জ্ঞতি, স্মৃতি, নীতি, অস্ত্র, পানীয়, শস্ত্র, শাস্ত্র,
অস্ত্র, গৃহোপকরণ, তীর্থ, কানন, ইষ্টাপূর্ত্ত,
মঙ্গলকর বিষয় সকল, যান, ভূভাভরণ,

ভবান্নসংসর্গ-সুসম্প্রদান-
সুশ্বেদসংলাপরংপ্রকারৈঃ ।
তথৈব জাতঃ সচরাচরঞ্চ
অপাপকঃ দেবি ততশ্চ জাতম্ ॥ ৭৯
সুখঃ প্রভুতঞ্চ শুভঞ্চ নিত্যং
বিরাজি চৈতন্তব দেবি ভাবম্ ।
তস্মাদ্ভূ মাং রক্ষ জগজ্জনিত্রি
ভীতঃ ভয়েভ্যো জগতাঃ প্রধানৈঃ ॥ ৮০
একে তর্কৈর্বিসৃহস্তি নীয়ন্তে তত্র চাপরে ।
শিবশক্ত্যোস্তদাভৈতঃ স্তন্দরঃ নৌমি বিগ্রহম্
ব্রহ্মোবাচ ।
এবং তু ভবতস্তত্ত্ব পুরস্তাদভবজিহবঃ ॥ ৮১
শিব উবাচ ।
কিমভীষ্টং বরয়সে হরে বদ পরায়ণম্ ॥ ৮২
ইন্দ্র উবাচ ।
বলবায়ুে রিপুশাসীদর্শনৈশ্চ শনির্ঘণা ।
তেন বদ্ধস্তলং নীতঃ পরিতুত্বনেকধা ॥ ৮৩

এবং আসন এই সকল উৎপন্ন হইল ।
হে দেবি ! সেই সময়ে ভবান্ন-সঙ্ক-
জনিত পরমানন্দে ও পরম্পর শুভালাপে
আপনার সেই শ্বেদজল হইতে সচরাচর
যাবতীয় অপাপ বিষয় নিচয় জন্মিয়াছিল
এবং আপনার সেই সার্বিক ভাবহেতুই
সমুৎপন্ন প্রভুত সুখ ও শুভ সমস্ত বিরাজ-
মান দেখা যায় । হে জগৎপ্রধানে, জগৎ-
জ্জনিত্রি ! আপনিই সর্বসুখের নিদান
বলিয়া ভীত আমাকে ভয় হইতে রক্ষা করুন ।
কেহ কেহ তর্ক দ্বারা বিযুক্ত হইবেন, কেহ বা
তোমাতেই লীন হইয়া থাকেন, অতএব
আমি শিব শক্তির সেই অষ্টৈত স্তন্দর
বিগ্রহকেই নমস্কার করি ॥ ৭৮—৮১ ॥ ব্রহ্মা
কহিলেন,—ইন্দ্র এইরূপ স্তব করিতে
থাকিলে তদীয় পুরোভাগে শিব আবির্ভূত
হইয়া কহিলেন,—হে হরে ইন্দ্র ! তুমি কি
অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছ ? সেই বর্ণিত
বিষয় বল । ইন্দ্র কহিলেন,—শনি দৈত্য
দর্শন মাঝেই সকলকে পরিতুত্ব করেন,

বাক্সায়কৈন্তথা বিকৃত্ত্বধায় দ্বিঃ কৃতিঃ ॥৮৫
তদর্থঃ জগতামীশ যেন জ্যেষ্ঠো রিপুঃ প্রভো
তদেব দেহি বীৰ্য্যঃ মে যচ্চাত্তজিগুনাশনম্ ॥৮৬
জাতঃ পরাভবো যস্মাত্ত্বিনাশে কৃতে সতি ।
পুনর্জাতমহং মন্ত্রে বরং কীর্ত্তিজয়ত্রিযোঃ ॥৮৬

ব্রহ্মোবাচ ।

স শিবঃ শক্রমাহেদং ন মর্য্যেকেন তে রিপুঃ ।
বধমাপ্নোতি তস্মাত্ত্বং বিষ্ণুমপ্যব্যয়ং হরিম্ ॥৮৭
আরাধয়স্ব পৌলোম্য! সহ দেবং জনার্দনম্ ।
লোকত্রয়ৈকশরণঃ নারায়ণমনন্তধীঃ ॥৮৮
ততঃ প্রাপ্যসি তস্মাচ্চ মন্ত্রশ্চাপি প্রিয়ং হরে ।
পুনশ্চোবাচ ভগবানাদিকর্ত্তা মহেশ্বরঃ ॥৮৯
মন্ত্ৰাভ্যাসস্তপো বাপি যোগাভ্যাসনমেব চ ।

তজ্জপ মহাশনি নামে আমার এক মহাবল
শক্র আছে। আমি তৎকর্তৃক সংগ্রামে
বদ্ধ হইয়া পাতালতলে নীত এবং নানা
প্রকারে পরিভূত ও বাক্সায়কে বিদ্ধ হই-
য়াছি; তাহার বধের তত্ত্বই আমার এই
উপক্রম । হে জগদীশ! তজ্জপ বলিতেছি,
আমি যাহাতে সেই রিপুকে জয় করিতে
পারি, প্রভো! আমাকে তাদৃশ-বীৰ্য্য প্রদান
করুন এবং রিপুনাশন অস্ত্র বিধানও যাহা হয়
আদেশ করুন। আমি যাহা হইতে তাদৃশ
পর্য্যভব পাইয়াছি, সেই শক্রর বিনাশ হইলে
আমাকে পুনর্জাত বলিয়াই মনে করিব।
আপনি আমার কীর্ত্তি ও জয়ত্রীজনক বর
প্রদান করুন! ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই
শিব শক্রকে এই কথা কহিলেন যে, তোমার
সেই রিপু একাকী আমার দ্বারা বধ প্রাপ্ত
হইবে না। অতএব তুমি অনন্তচিত্তে
পৌলোমীর সহিত অব্যয় হরি জনার্দন
লোকত্রয়ৈকশরণ নারায়ণ দেব বিষ্ণুকে
আরাধনা কর, তাহা হইলে হে হরে!
সেই দেব হইতে ও আমি হইতে তোমার
প্রিয় প্রার্থিত বিষয় প্রাপ্ত হইবে। আদি-
কর্ত্তা মহেশ্বর ভগবান্ হর এই বলিয়া পুনরায়
কহিলেন,—যে কোনও নদীসঙ্গমেই মন্ত্ৰা-

সঙ্গমে যত্র কুত্রাপি সিদ্ধিদং মুনয়ো বিদুঃ ॥ ৯০
কিং পুনঃ সঙ্গমে বিপ্র গৌতমীসিন্ধুকেনয়োঃ ।
গিরীণাং গহ্বরে যদা সরিতামথ সঙ্গমে ॥ ৯১
বিপ্রো ধিযেব ভবতি মুকুন্দাভিনিবিষ্টয়া ।
গঙ্গায় দক্ষিণে তীর আপস্তম্বে মুনীশ্বরঃ ॥৯২
আন্তে তস্তাপ্যহং তোষমগমং বলসুদন ।
তেন ত্বং ভার্য্যা চৈব তোষয়স্ব গঙ্গাধরম্ ॥ ৯৩
ব্রহ্মোবাচ ।

আপস্তম্বেন সহিতো গঙ্গায় দক্ষিণে তটে ।
তুষ্টাব দেবঃ প্রয়তঃ স্নাত্বা পুণ্যেত্থ সঙ্গমে ॥
ফেনায়াশ্চৈব গঙ্গায়ান্ত্র দেবং জনার্দনম্ ।
বৈদিকৈবিবিধৈর্মন্ত্ৰৈস্তপসাতোষয়স্তদা ॥ ৯৫
ততস্তেষ্টোহভবদ্বিষ্ণুঃ কিং দেয়ং চেত্যভাষত ।
দেহি মে শক্রহস্তারমিত্যাহ ভগবান্ হরিঃ ॥
দত্তমিতোব জানীহি তমুবাচ জনার্দনঃ ॥ ৯৬

ভ্যাস তপস্তা বা যোগাভ্যাস সিদ্ধিপ্রদ হয়।
মুনিগণ ইহা জ্ঞাত আছেন। হে বিপ্র, ইন্দ্র!
গৌতমী ও সিন্ধুকেন-সঙ্গমে, গিরিগহ্বরে,
কিছা অস্ত্র সরিৎসঙ্গমে এই সকল কৰ্ম্ম
করিলে যে আন্ত সিদ্ধলাভ ঘটে, তাহা আর
কি বলিব? বিপ্র ব্যক্তি মুকুন্দাভিনিবিষ্ট
বুদ্ধি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকেন। গঙ্গার
দক্ষিণতীরে আপস্তম্বে নামে এক মুনীশ্বর
আছেন। হে বল-সুদন! আমি তাঁহার
প্রতিও তুষ্ট হইয়াছিলাম। তুমি তোমার
ভার্য্যা ও সেই মুনিস্বরসহ গঙ্গাধরের সন্তোষ
সাধন কর ॥৮৭—৯২। ব্রহ্মা কহিলেন,—
শিবের আদেশ অনুসারে ইন্দ্র তখন গঙ্গার
দক্ষিণতটে যাইয়া কেনা ও গঙ্গার সেই
পুণ্য সঙ্গমস্থলে আপস্তম্বের সহিত মিলিত
হইয়া স্নানপূর্ব্বক প্রযতভাবে বিবিধ বৈদিক
মন্ত্র, তপস্তা ও স্তব দ্বারা দেব জনার্দনকে
সন্তুষ্ট করিলেন। তাহাতে বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া
“কি বর দিব?” এই কথা কহিলে,
ভগবান্ হরি ইন্দ্র “আমাকে শক্রনাশ-
ক্ষমতা দান করুন” এই কথা কহিলেন।

তজ্জাতবহ্নিবৈশ্ণব গঙ্গাবিক্ষোঃ প্রসাদতঃ ।
অজ্ঞসাপুরুষো জাতঃ শিববিস্ময়রূপধৃক্ ॥১৭
চক্রপাণিঃ শূলধরঃ স গতা তু রসাতলম্ ।
নিজবান তদা দৈত্যমিশ্রশক্রং মহাশনিম্ ॥১৮
সখাভবৎ স চক্রেস্ত অজ্ঞকঃ স বুধাকপিঃ ।
দিবিস্থোহপি সদা চক্রেস্তমবেতি বুধাকপিম্ ॥
কুপিতা প্রণয়েনাভূদন্তাসক্তঃ বিলোকা তম্ ।
শচীঃ তাং সাত্বয়ম্বাহ শতমম্বাহসরিদম্ ॥১০০
ইন্দ্র উবাচ ।

নাহমিশ্রাণি শরণয়তে সখ্যবুধাকপেঃ ।
বারি বাপি হবিষ্যন্ত অয়েঃ প্রিয়করঃ সদা ॥
নাহমন্তত্র গন্তামি প্রিয়ে চান্দ্রেন তে শপে ।
তস্মান্নাহসি মাং বন্ধুঃ শঙ্কয়ান্ত্র ভামিনি ॥
পতিব্রতা প্রিয়া মে ত্বং ধর্ম্মে মন্ত্রে সহায়িনী ।

তদন্তরে জনার্দন তাঁহাকে “দেওয়া হই-
য়াছে বলিয়াই জান” এই কথা বলিলেন ।
পরে সেই স্থানেই শিব, বিষ্ণু ও গঙ্গার
প্রসাদে সেই জলে চক্রপাণি ও শূল-
ধারী শিব-বিষ্ণু-স্বরূপ এক পুরুষ উৎপন্ন
হইল । সেই পুরুষ তখনই রসাতলে গমন-
পূর্ব্বক ইন্দ্রশক্র সেই মহাশনি দৈত্যকে
হনন করিল । সেই পুরুষের নাম হইল—
বুধাকপি এবং অপ হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া
অজ্ঞক । সেই অজ্ঞক বুধাকপি ইন্দ্রের
সখা হইল । ইন্দ্র স্বর্গে থাকিয়াও সতত
সেই বুধাকপির অনুগমন করিতে লাগিলেন ।
ইহাতে শচী দেবী ইন্দ্রকে অত্যাসক্ত বিবে-
চনায় প্রণয়বশতঃ কুপিতা হইলেন । শত-
মম্বাহ ইন্দ্র তখন সেই শচীকে হাসিতে হাসিতে
এইরূপ সাঙ্ঘনা করিতে লাগিলেন । ১৩-১০০ ।
ইন্দ্র কহিলেন,—ইন্দ্রাণি ! আমি সখা বুধা-
কপি বাতীত তার কাহারও শরণ লই নাই ।
অগ্নির যেমন জল ও হবিঃ উভয়ই অত্যন্ত
প্রীতিকর, বুধাকপিও আমার তজ্জন । আমি
আম্ব কোথাও যাই না; তোমার অঙ্গস্পর্শ
করিয়া শপথ করিতেছি । অতএব হে
ভামিনি ! তুমি বুধা শঙ্কা বশতঃ আমাকে

সাপত্যা চ কুলীনা চ ত্বন্তোহস্তা কা প্রিয়া মম
যস্মান্তবোপদেশেন গঙ্গাঃ প্রাপ্য মহানদীম্ ।
প্রসাদাদেবদেবন্ত বিকোর্ম্মৈ চক্রপাণিনঃ ।
তথা শিবন্ত দেবন্ত প্রসাদাচ্চ বুধাকপেঃ ।
জলোত্তবাচ্চ মে মিত্রাদন্তকান্নোকবিশ্রুতাং ॥
উত্তীর্ণদ্ব্যং শূভগে ইত ইন্দ্রোহমচ্যুতঃ ।
কিং ন সাধ্যং যত্র ভাৰ্য্যা ভর্তৃচিন্তানুগামিনী ॥
দুষ্করা তত্র নো মুক্তিঃ কিস্তুর্থাদিত্রয়ং শুভে ।
জাতৈব পরমং মিত্রং লোকহৃদয়হিতৈষিনী ॥১০৭
সা চেৎ কুলীনা প্রিয়ভাষিনী চ
পতিব্রতা রূপবতী গুণাঢ্যা ।
সম্পৎসু চাপৎসু সমানরূপা
তয়া হসাধ্যং কিমিহ ত্রিলোক্যাম্ ॥১০৮
তস্মান্তব ধিয়া কাস্তে মমেদং শুভমাগতম্ ।
ইতস্তবোদিতং চৈব কর্তব্যং নান্তদন্ত মে ॥১০৯

কিছুই বলিও না । তুমি পতিব্রতা, আমার
প্রিয়া; ধর্ম্মে ও মন্ত্রণা ব্যাপারে তুমিই আমার
সহায় । তুমি সাপত্যা ও কুলীনা; তোমা
অপেক্ষা আমার আর কোন্ রমণী প্রিয়া
হইবে? যেহেতু তোমারই উপদেশে মহা-
নদী গঙ্গাতে গমনপূর্ব্বক দেবদেব চক্রপাণি
বিষ্ণুর এবং দেব শিবের ও জলোত্তব লোক-
বিশ্রুত মিত্র বুধাকপির প্রসাদে উত্তীর্ণদ্ব্যং
হইয়া এক্ষণে আমি অচ্যুত ইন্দ্র হইয়াছি ।
শুভগে! ভর্তৃচিন্তানুগামিনী ভাৰ্য্যা যেখানে
বিদ্যমান, তথায় কোন্ কাৰ্য্য অসাধ্য
থাকে? শুভে । যদিও মুক্তিনাভ আমা-
দিগের পক্ষে দুষ্কর, কিন্তু অর্থাদিত্রয় (ধর্ম্ম,
অর্থ, কাম,) শূলভই বটে । লোকহৃদয়হিতৈ-
ষিনী জায়াই পরম মিত্র । সেই ভাৰ্য্যা
যদি কুলীনা, প্রিয়ভাষিনী, পতিব্রতা, রূপ-
বতী ও সম্পদ-আপদ উভয়কালে সমান-
রূপা গুণাঢ্যা হয়, তবে সেই ভাৰ্য্যা দ্বারা
এই ত্রিলোকীমধ্যে কি অসাধ্য থাকে?
তুমি আমার উক্তরূপা ভাৰ্য্যা বলিয়াই হে
কাস্তে! তোমার বুদ্ধিবশতঃ আমার শুভ-
সমাগম ঘটিয়াছে । এখন হইতে তুমি আমার

পরলোকে চ ধর্ম্মে চ সৎপুত্রসদৃশং ন চ ।
 আর্জত পুরুষস্তেহ ভাধ্যাবস্তেবজং ন হি ॥১১০॥
 নিঃশ্রেয়সপদপ্রাপ্ত্য তথা পাপস্ত মুক্তয়ে ।
 গন্ধার্য সদৃশং নাস্তি শৃং চাত্ত্বরাননে ॥১১১॥
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাপ্তয়ে পাপমুক্তয়ে ।
 শিববিষ্ণোরনন্ততত্ত্বানান্নাস্তাত্ত মুক্তয়ে ॥১১২॥
 তন্মাস্তব ধিরা সাধিব সর্বমেতন্নানোগতম্ ।
 অবাপ্তঞ্চ শিবাবিকোণ্ঠজায়াশ্চ প্রসাদতঃ ॥
 ইন্দ্রঃ মে স্থিরঃ চেতো মন্তে মিত্রবলাং পুনঃ
 বুধাকপির্মম সখা যো জাতস্তপসু ভামিনি ।
 যুধ প্রিয়সখী নিত্যং নান্তং প্রিয়তরং মম ॥
 তীর্থানাং গোতমী গঙ্গা দেবানাং হরিশঙ্করৌ
 যশ্মাদেভ্যঃ প্রসাদেন সর্বং চেপিতমাশ্ববান্ ॥
 মম ঐতিকরং চেদং তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্

বলিবে, তাহাই করিব। অস্ত কিছুই
 কর্তব্য নাই। পরলোকে এবং ধর্ম্ম-
 সাধন বিষয়ে সৎপুত্র সদৃশ অপর কিছুই
 নাই; আর ইহলোকে আর্জত পুরুষের ভাধ্যা-
 বং অস্ত কোন ভেদ নাই। ১০১—১১০ ।
 নিঃশ্রেয়স পদপ্রাপ্তি ও পাপমুক্তি বিষয়ে গন্ধার
 সদৃশ নাই। হে বরাননে! আরও শুন।
 ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের প্রাপ্তি এবং পাপ-
 মুক্তি ও মুক্তিলাভ বিষয়ে শিব ও বিষ্ণুর
 অনন্তত্ব বোধ অপেক্ষা আর কিছুই নাই।
 এই জন্তই হে সাধিব! তোমার বুদ্ধি অনু-
 সারেই শিব, বিষ্ণু ও গঙ্গার প্রসাদে আমার
 মনোগত এই সকল প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। হে
 ভামিনি! যিনি জলে জন্মিয়াছেন সেই
 হিষ্টৈবী সখা বুধাকপির বলে, বোধ হয়—
 এখন হইতে আমার ইন্দ্র ও স্থির, থাকিবে।
 কলভঃ সেই সখা বুধাকপি এবং প্রিয় সখী
 তুমি—তোমরা দুইজন ব্যতীত আমার
 আর কিছুই প্রিয়তর নাই। আর তীর্থ-
 সমূহমধ্যে গোতমী গঙ্গা এবং দেবগণ মধ্যে
 হরি ও শঙ্করই আমার সমধিক ঐতিকর;
 যেহেতু, ইহাদিগের প্রসাদেই আমি সর্ব
 বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হইয়াছি। আর এই ত্রৈলোক্য-

তন্মাদেভ্যঃ যাচিষ্যে দেবান্ সর্বানহুত্মাং ॥
 অনুমন্তস্ত ঋষয়ো গঙ্গা চ হরিশঙ্করৌ ।
 ইন্দ্রেণরে চাক্ষকে চ উভয়োস্তৌরযোঃ সুরাঃ ॥
 একত্র শঙ্করৌ দেবো হৃপরত্র জনাঙ্গিনঃ ।
 পাবয়ন্ দণ্ডাকরণ্যঃ সাক্ষাদ্বিকৃষ্ণবিক্রমঃ ॥১১১॥
 অন্তরে যানি তীর্থানি সর্বপুণ্যপ্রদানি চ ।
 অত্র তু জ্ঞানমাত্রেণ সর্বৈ তে মুক্তিমাশুযুঃ ॥
 পাপিষ্ঠাঃ পাপতো মুক্তিমাশুযুর্থে চ ধর্ম্মিণঃ ।
 তেষাং তু পরমা মুক্তিঃ পিতৃভিঃ পঞ্চপঞ্চভিঃ ।
 অত্র কিঞ্চিৎ যে দহ্যরথিত্যস্তিলমাত্রকম্ ।
 দাতৃত্যো হৃক্ষয়ং তৎ স্ত্রাং কামদং মোক্ষদং
 তথা ॥ ১২১

ধন্তঃ যশস্তমায়ুষ্যমারোগ্যং পুণ্যবর্দ্ধনম্ ।
 আখ্যানং বিষ্ণুশস্তোশ্চ জাহ্নবী স্নানাত মুক্তিদম্

বিশ্রুত তীর্থও আমার অতীব ঐতিজনক।
 এজন্ত সমস্ত দেবগণসরিধানে যথাক্রমে
 ইহার মাহাত্ম্য বিষয়ে প্রার্থনা করিব। ঋষি-
 গণ, গঙ্গা, হরি, শঙ্কর—সকলেই আমার
 প্রার্থনা অনুমোদন করুন। ইন্দ্রেণরে ও
 অক্ষক তীর্থে—সুরগণ বাস করুন; আর
 উহাদের একত্র (ইন্দ্রেণর) দেব শঙ্কর ও
 অপরত্র (অক্ষক তীর্থে) জনাঙ্গিন ত্রিবিক্রম
 বিষ্ণু দণ্ডাকরণ্য পবিত্র করত সাক্ষাৎ
 বিরাজমান থাকুন। ইহার মধ্যে সর্বপুণ্য-
 প্রদ আর আর তীর্থ সকল অবস্থান করুক।
 ঐ সমস্ত তীর্থে জ্ঞান মাত্রেই যেন সকলে
 মুক্তিলাভ করিতে পারে। যাহারা পাপিষ্ঠ,
 তাহারা পাপ হইতে মুক্ত হইবে; আর
 যাহারা ধার্ম্মিক তাহাদিগের (পূর্ব ও
 পরবর্তী) পঞ্চ পঞ্চ পুরুষের সহিত যেন
 পরমা মুক্তি লাভ হয়। এই তীর্থক্ষেত্রে
 অর্ধিজনে কিঞ্চিয়াত্র—তিলপ্রমাণও দান
 করিলে, তাহাই দাতাদিগের পক্ষে অক্ষয়
 —কামপ্রদ ও মোক্ষসাধক হইবে। বিষ্ণু
 ও শঙ্কু বিষয়ক এই উপাখ্যান ধনপ্রদ,
 আয়ুষ্য, যশস্ত, আরোগ্যকর; ইহা জানিয়া

অন্ত তীর্থস্তাং যাহায়াং য়ে শৃংখলি পঠতি চ ।

পুণ্যভাজো ভবেয়ুস্তে তেভ্যোহুদ্রৈব

স্মৃতিৰ্তবেৎ ॥ ২২৩

শিববিষ্ণোরশেষাষসজ্জবিচ্ছেদকারিণী ।

যাঃ প্রার্থয়ন্তি মুনয়ো বিজিতেশ্রিয়মানসাঃ ॥ ১২৪

ব্রহ্মোবাচ ।

ভবিষ্যত্যেবমেবেতি তং দেবা ঋষয়োহক্ৰবন্ ।

গৌতম্য উত্তরে পারে তীর্থানাং মোক্ষদায়িনাম্ ।

দেবযিসিদ্ধসেবানাং সহস্রাণাং সপ্ত বৈ ।

তথৈব দক্ষিণে তীরে তীর্থান্তেকাদশৈব তু ॥

অজকং হৃদয়ং প্রোক্তং গোদাবর্যা মুনীশ্বরৈঃ

বিশ্রামস্থানমোশস্ত বিকোত্রক্শণ এব চ ॥ ১৩৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ইন্দ্রেশ্বরাদিতীর্থবর্ণনমেকোন-

ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৯ ॥

ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

আপস্তম্বমিতি খ্যাতঃ তীর্থং ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতম্

স্বরণাদপ্যশেষাষসজ্জবিধ্বংসনক্ষমম্ ॥ ১

আপস্তম্বো মহাপ্রাজ্ঞো মুনিসৌম্যহাযশাঃ ।

তস্তা ভাষ্যাকস্মৃজেতি পতিধর্মপরাযণা ॥ ২

তস্তা পুত্রো মহাপ্রাজ্ঞঃ কর্কিনামাধ তত্ত্ববিৎ ॥

তস্তাশ্রমমহুপ্রাপ্তো হৃগন্ত্যো মুনিসন্তমঃ ॥ ৩

তমগন্ত্যো পূজয়িত্বা আপস্তম্বো মুনীশ্বরঃ ।

শিষ্যৈরহুগতো ধীমান্তঃ প্রহুয়ুপচক্রমে ॥ ৪

আপস্তম্ব উবাচ ।

ত্রয়াণাং কো হু পূজ্যঃ স্তাদেবানাং মুনিসন্তম

ভুক্তিমুক্তিঞ্চ কস্মাদা স্তাদনাদিচ্চ কো ভবেৎ

অনন্তশ্চাপি কো বিপ্র দেবানামপি দৈবতম্ ।

যজ্ঞৈঃ ক ইজাতে দেবঃ কো বেদেষুগুণীযতে

এতং মে সংশয়ং ছেত্তুং বদাগন্ত্য মহামুনে ॥

এই তীর্থে স্নান করিলে মুক্তি প্রাপ্তি

হয় । যাহারা এই তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ বা

পাঠ করে, তাহারা অতিশয় পুণ্যভাগী হয়,

এবং ইহকালেই তাহাদিগের—যাহা বিজিতে-

শ্রিয়মানস মুনীগণ প্রার্থনা করেন, শিব বিষ্ণু

সদ্বন্দ্বীয় সেই অশেষাষসজ্জবিচ্ছেদকারিণী

স্মৃতি নিরন্তর বিজ্ঞমান থাকে । ব্রহ্মা কহি-

লেন,—ইন্দ্রের এবদ্বিধ প্রার্থনায় দেবগণ

ও ঋষিবর্গ—ঊঁহাকে “এইরূপই হইবে” এই

কথা কহিলেন । ঐ স্থানে গৌতমীর উত্তর

পারে মোক্ষদায়ী দেব-ঋষি-সিদ্ধ-সেবা সপ্ত

সহস্র তীর্থ ও দক্ষিণ তীরে একাদশটা

তীর্থ বিরাজমান আছে । ঐ সকলের

মধ্যে অজক তীর্থই গোদাবরীর হৃদয় বলিয়া

মুনীশ্বরগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । উহা

বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার বিশ্রামস্থান ॥ ১১১—১৩৭ ॥

উনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৯ ॥

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—আপস্তম্ব নামে

ত্রৈলোক্যবিজ্ঞত তীর্থ আছে, উহা স্মৃত-

মাত্রাই অশেষ অঘ-বিধ্বংসনক্ষম । আপস্তম্ব

নামে মহাযশা মহাপ্রাজ্ঞ এক মূনি ছিলেন ।

তাহার অক্ষসূত্রা নামে পতিধর্মপরাযণা ভাষ্য

ছিল এবং কর্কিনামে এক তত্ত্ববিৎ মহা-

প্রাজ্ঞ পুত্র ছিল । একদা সেই আপস্তম্বের

আশ্রমে মুনিসন্তম অগন্ত্য উপস্থিত হইলেন ।

মুনীশ্বর ধীমান আপস্তম্ব শিষ্যগণ সহ সেই

অগন্ত্যকে পূজাপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—

হে মুনিসন্তম! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই

তিন দেবতার মধ্যে কোন্ দেব সর্বশ্রেষ্ঠ-

রূপে পূজ্য? ভুক্তি ও মুক্তি কহা

হইতে লাভ হয়? আর কেইবা অনাদি?

হে বিপ্র! অনন্তই বা কে? দেবতাদিগেরও

দেবতাস্বরূপ কে? বজ্রদ্বারা কে আঘাত

হয়? বেদেই বা কে অহুগীত হইয়া

থাকেন? হে মহামুনে, অগন্ত্য! আশ্রিত

সংশয় ছেদনার্থ আপনি এই সকল প্রশ্নের

অগস্ত্য উবাচ ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রমাণং শব্দ উচ্যতে ।
তত্রাপি বৈদিকঃ শব্দঃ প্রমাণং পরমং যতঃ ॥ ৭
বেদেন গীয়তে যন্ত পুরুষঃ স পরাংপরঃ ।
মৃতোহপরঃ স বিজ্ঞেয়ো হুমৃতঃ পর উচ্যতে ॥ ৮
বোহমূর্ত্তঃ স পরো জ্ঞেয়ো হুপরো মূর্ত্ত উচ্যতে
গুণাভিব্যাপ্তিতেদেন মূর্ত্তোহসৌ ত্রিবিধো
ভবেৎ ॥ ৯

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চেতি এক এব ত্রিধোচ্যতে ।
জ্ঞাপ্যামপি দেবানাং বেদ্যমেকং পরং হি তৎ ॥
একস্ত বহুধা ব্যাপ্তির্গুণকর্ম্মবিভেদতঃ ।
লোকানামুপকারার্থমাকৃতিত্রিতয়ং ভবেৎ ॥ ১১
যন্তঃশব্দঃ বেত্তি পরমং স চ বিদ্বান্ন চেতরঃ ।
তত্র যো ভেদমাচষ্টে লিঙ্গভেদী স উচ্যতে ॥
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্মাস্তি যশ্চৈবাং ব্যাহরেত্তিদম্

উত্তর করুন। অগস্ত্য কহিলেন,—ধর্ম্ম, অর্থ
কাম ও মোক্ষ সম্বন্ধে শব্দই পরম প্রমাণ
বলিয়া উক্ত হয়। তন্মধ্যে আবার বৈদিক
শব্দই পরম প্রমাণ বলিয়া অভিমত। সেই
শব্দাত্মক বেদে যে পুরুষ গীত হয়েন, তিনি
পরাংপর; যিনি মৃত (মরণশীল), তিনি
অপর এবং যিনি অমৃত (মরণশীল নহেন),
তিনি পর শব্দে উক্ত হয়েন। যিনি অমূর্ত্ত
(মূর্ত্তিহীন), তিনি পর এবং যিনি মূর্ত্ত (মূর্ত্তি-
মান), তিনি অপর বলিয়া উক্ত হয়েন; ইহা
জানিবে। গুণত্রয়ের অভিব্যক্তিভেদে সেই
মূর্ত্তপুরুষ ত্রিবিধ হইয়া থাকেন। সেই
এক পুরুষই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন
প্রকারে উক্ত হইয়া থাকেন। এই তিন
দেবতারই সেই এক পরপুরুষ বেদ্য। গুণ
ও কর্ম্মের ভেদবশতঃ সেই এক পুরুষের
বহুধা ব্যাপ্তি দৃষ্ট হয়। লোকত্রয়ের উপ-
কারার্থই আকৃতিত্রয় হইয়া থাকে। যিনি
এই পরম ভদ্র জানেন, তিনিই বিদ্বান্,
অপরে নহে। এবিষয়ে যে ব্যক্তি ভেদ-
বাদী, সে লিঙ্গভেদী বলিয়া উক্ত হয়।
যে জন ইহাদিগের ভেদ উল্লেখ করে,

জ্ঞাপ্যামপি দেবানাং মূর্ত্তিভেদঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
বেদাঃ প্রমাণং সর্বত্র সাকারেষু পৃথক্ পৃথক্ ।
নিরাকারঞ্চ যন্তেকং তত্তেভ্যঃ পরমং যতম্ ॥

আপস্তম্ব উবাচ ।

নানেন নির্ণয়ঃ কশ্চিন্নয়াত্র বিদিতো ভবেৎ ।
তত্রাপ্যত্র রহস্যং যন্তদ্বিমুখাণ্ড কীর্ত্যতাম্ ॥
নিঃসংশয়ং নির্ঝিকল্পং তাজনং সর্বসম্পদাম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

এতদাকর্য্য ভগবান্গন্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৬

অগস্ত্য উবাচ ।

যদাপ্যেবাং ন তেদোহস্তি দেবানাস্ত পরস্পরম্
তথাপি সর্বসিদ্ধিঃ স্রাজ্ছিবাদেব সুখাস্থানঃ ॥
প্রপঞ্চস্ত নিমিত্তং যন্তজ্যোতিশ্চ পরং শিবঃ ।
তমেব সাধয় হরং ভক্ত্যা পরময়া মুনৈঃ ॥ ১৮
গৌতম্যাং সকলান্বোষসংহর্ত্তা দণ্ডকে বনে । *

তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। এই দেবত্রয়ের
মূলতঃ একত্ব হইলেও, পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তি-
ভেদ মাত্র আছে। পৃথক্ পৃথক্ সাকার
মূর্ত্তি সকলের বিষয়ে বেদ সকলই প্রমাণ।
আর যাহা এক (অখণ্ড), নিরাকার, তাহা
সর্বতত্ত্বাতীত বলিয়া নিরূপিত। ১—১৪।
আপস্তম্ব কহিলেন,—আপনার এই উপদেশে
আমার কোনও বিশেষ সিদ্ধান্ত বিদিত
হইল না। এবিষয়ে যাহা নিঃসংশয়, নির্ঝি-
কল্প ও সর্বসম্পদের পাত্রভূত, সেই রহস্য
বিষয় বিবেচনা করিয়া সত্তর কীর্তন করুন।
ব্রহ্মা কহিলেন,—ভগবান্ অগস্ত্য এই
কথা শুনিয়া বলিলেন,—যদিও এই দেব-
ত্রয়ের পরস্পর ভেদ নাই বটে, তথাপি
সুখাস্থা শিব হইতেই সর্বসিদ্ধি প্রাপ্তি হইয়া
থাকে। যাহা এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চের নিমিত্ত
কারণ, শিবই সেই পরম জ্যোতিঃস্বরূপ।
হে মুনৈ! তুমি পরম ভক্তিসহকারে সেই

* কচিদন্তঃ পরঃ—“ব্রহ্মোবাচ “এনজ্জুহু-
মুনৈর্বাক্যং পরাং প্রীতিমুপাগতঃ।” ইত্যেবাং
পাঠঃ।

ভুক্তিদো মুক্তিদঃ পুংসাং সাকারোহথ

নিরাকৃতিঃ ॥

সৃষ্টাকারন্ততঃ শক্ৰঃ পালনাকার এব চ ।

দাতা চ হস্তি সৰ্বং যো যস্মাদেতৎ সমাপ্যতে

ব্রহ্মাকৃতিঃ কর্তৃরূপা বৈষ্ণবী পালনী তথা ।

রুদ্রাকৃতির্নিহত্বী সা সৰ্ববেদেষু পঠ্যতে ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছৃণু মুনের্বাক্যং পরাং শ্রীতিমুপাগতঃ ।

আপস্তম্বস্তদা গঙ্গাং গঙ্গা ন্নাত্বা যতব্রতঃ ।

তুষ্ঠাব শক্ৰং দেবং স্তোত্রেণোনেন নারদ ॥ ২২

আপস্তম্ব উবাচ ।

কাঠেষু বহিঃ কুশুমেষু গন্ধো

বীজেষু বৃক্ষাদি দৃষৎসু হেম ।

ভূতেষু সর্পেষু তথাস্তি যো বৈ

তং সোমনাথং শরণং ব্রজামি ॥ ১৩

যো লীলয়া বিশ্বমিদঞ্চকার

ধাতা বিধাতা ভুবনজয়ন্তা ।

হরেরই সাধন কর। সকলার্ঘ্যসংহর্ত্তা সেই শিব দেওকারণ্যে গোতমী নদীতে (বিশেষভাবে) বিরাজিত আছেন। তিনিই ভুক্তিপ্রদ, তিনিই মুক্তিদ, তিনিই সাকার অথচ নিরাকার। তিনিই শক্তিমান হইয়া—সৃষ্টাকার, দাতারূপে পালনাকার ও সকলের সমাপ্তিস্থান কালরূপে সংহারাকার হইয়া থাকেন। তিনি কর্তারূপে ব্রহ্মা, পালকরূপে বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে সংহর্ত্তা। সৰ্ববেদে এইরূপ পঠিত হয়। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে নারদ! অগস্ত্যমুনির এই বাক্য শ্রবণে আপস্তম্ব পরমা শ্রীতি প্রাপ্ত হইলেন; সেই মুনি তখনই গঙ্গায় গমনপূর্বক যতব্রত হইয়া দান করত দেব শক্ৰকে স্তুব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৫—২২। আপস্তম্ব কহিলেন,—যিনি কাঠে বহি, কুশুমে গন্ধ, বীজে বৃক্ষাদি, পর্বত মধ্যে হেম ইত্যাদি নানাকারে সর্বভূতেই বর্ত্তমান আছেন, আমি সেই সোমনাথের শরণাগত হইতেছি। যিনি লীলাবশে এই বিশ্ব সৃজন

যো বিশ্বরূপঃ সদসংপরো যঃ

সোমেশ্বরং তং শরণং ব্রজামি ॥ ২৪

যং স্মৃত্য দারিদ্ৰ্যমহাভিশাপ-

রোগাদিভিন্ন স্পৃশতে শরীরী ।

যমাত্রিতাশ্চেষ্পিতমাপ্নুবন্তি

সোমেশ্বরং তং শরণং ব্রজামি ॥ ২৫

যেন ত্রয়ীধর্মমবেক্ষ্য পূর্বঃ

ব্রহ্মাদরাস্তত্র সমীহিতাশ্চ । *

এবং দ্বিধা যেন কৃতং শরীরং

সোমেশ্বরং তং শরণং ব্রজামি ॥ ২৬

যতৈশ্চ নমো গচ্ছতি মন্ত্রপুতঃ

কৃতং হবির্ধা চ কৃত্য চ পূজা ।

দন্তং হবির্ধেন সুরা ভজন্তে

সোমেশ্বরং তং শরণং ব্রজামি ॥ ২৭

যস্মাৎ পরং নাস্তদন্তি প্রশস্তং

যস্মাৎ পরং নৈব সুসুশ্রমস্ততঃ ।

করিয়াছেন, যিনি ভুবনজয়ের ধাতা ও বিধাতা যিনি বিশ্বরূপ, যিনি সং ও অসত্তের পরবর্ত্তী, সেই পরমেশ্বরের শরণাগত হইতেছি। শরীরধারী ব্যক্তি যাহাকে স্মরণ করিলে দারিদ্ৰ্য, মহাভিশাপ ও রোগাদি দ্বারা স্পৃষ্টও হয় না, এবং যাহাকে আশ্রয় করিলে ঈষ্পিত সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি সেই সোমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। যিনি পুরাকালে ত্রয়ীবিহিত ধর্ম্মাত্মক নিজ শরীর ব্রহ্মনিষ্টে নিক্ষেপ ও কর্ম্মনিষ্ট সাকামভাবে বিভাগ করিয়াছেন; আমি সেই সোমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। যত্বদেবে নমঃশব্দ যোগে সকলেই পূজা করে এবং মন্ত্রপুত হবি কৃত হয়; অগ্নিরূপী যাহা কর্তৃক প্রদত্ত হবি সুরগণ ভজনা করেন, আমি সেই সোমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। যাহা হইতে অস্ত আর কিছুই প্রশস্ত নাই, যাহা হইতে আর কিছুই সূক্ষ্ম নাই, সুল সকলের মধ্যেও যাহা

* “ব্রহ্মাদরাস্তত্র সমীহিতাশ্চ চ পাঠঃ ।

যস্মাৎ পরং নো মহতাং মহচ্চ
সোমেশ্বরঃ তং শরণং ব্রজামি ॥ ২৮
যস্তাক্ষর্য্য বিশ্বমিদং বিচিত্র-
মচিন্ত্যরূপং বিবিধং মহচ্চ ।
একক্রিয়াং যদদত্ত প্রয়াতি
সোমেশ্বরঃ তং শরণং ব্রজামি ॥ ২৯
যস্মিন্ বিভূতিঃ সকলাধিপত্যঃ
কর্তৃদাতৃদ্বয়মহমহমেব ।
ঐতিবর্ষঃ সৌধ্যমনাদিধর্ম্মঃ
সোমেশ্বরঃ তং শরণং ব্রজামি ॥ ৩০
নিত্যং শরণ্যঃ সকলস্ত পূজ্যো
নিত্যং প্রিয়ো যঃ শরণাগতস্ত ।
নিত্যং শিবো যঃ সকলস্ত রূপঃ
সোমেশ্বরঃ তং শরণং ব্রজামি ॥ ৩১
ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রসন্নো ভগবানবরং বৃধতি চাহ তম্ ।*
আত্মার্থক পরার্থক আপত্তদ্বোহব্রবৌচ্ছিবম্ ॥
সর্বান কামানাপ্ন যুস্তে যে স্নাত্বা দেবযীশ্বরম্

হইতে আর কিছুই স্থূল নাই, সেই সোমে-
শ্বরের শরণাপন্ন হইলাম । ঐহার আজ্ঞার
সারে এই বিচিত্র বিশ্ব অচিন্ত্যরূপ, বিবিধ
ও মহৎ হইলেও একক্রিয়াং পরিচালিত
হইতেছে, আমি সেই সোমেশ্বরের শরণাপন্ন
হইলাম । ঐহাতে বিভূতি, সকল আধিপত্য,
কর্তৃত্ব, দাতৃত্ব, মহত্ব, ঐতি, যশ, সৌখ্য
অনাদি ধর্ম্ম—এ সকল বর্ত্তমান ; আমি সেই
সোমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম । যিনি
নিত্যই সকলের পূজ্য আশ্রয়স্থল, যিনি
নিত্যই শরণাগতের প্রিয়, যিনি সর্বরূপী
হইয়াও নিত্যই সকলের মঙ্গলজনক ;
আমি সেই সোমেশ্বরের শরণাপন্ন
হইলাম । ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবান্ শিব
এইরূপ স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই মুনিকে “বর
গ্রহণ কর” এই কথা कहিলেন । আপত্তদ্বও
আত্মার্থ ও পরার্থ শিবকে এই কথা

* “ভগবানাহ নারদ তং মুনিস্থিতি চ পাঠঃ ।

পত্তেযুর্জগতামীশমম্বিত্যাহ শিবো মুনিস্ ॥ ৩৩
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থমাপত্তদ্বয়দাহতম্ ।
অনাদ্যবিদ্যাতিমিরতানির্মূলনক্ষমম্ ॥ ৩৪
ইতি ত্রীত্রাঙ্কে আপত্তদ্বাদিতীর্থবর্ণনং নাম
ত্রিংশদধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩০ ॥

এক ত্রিংশদধিক শততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যমতীর্থমিতি ধ্যাতঃ পিতৃণাং ঐতিবর্জনম্ ।
অশেষপাপশমনং তত্র বৃন্তমিদং শৃণু ॥ ১
তত্রাখ্যানমিদং আসীদিতিহাসং পুরাতনম্ ।
সরমেতি প্রসিদ্ধান্তে নার্য্য দেবশুনী মূনে ২
তস্তাঃ পুত্রৌ মহাশ্রেষ্ঠৌ শানৌ নিত্যং জনানহু
গামিনৌ পবনাহারৌ চতুরক্ষৌ যমপ্রিয়ৌ ॥ ৩

কহিলেন,—হে জগদীশ ! যাহারা এই স্থানে
স্নান করিয়া দেব ঈশ্বরকে দর্শন করিবে,
তাহারা যেন সর্বকাম লাভ করিতে পারে ।
শিবও তদন্তরে তাঁহাকে “তাহাই হউক”
এই কথা कहিলেন । সেই হইতে ঐ তীর্থ
“আপত্তদ্ব” নামে বিখ্যাত হইয়াছে । উহা
অনাদি অবিভ্যাকরূপ তিমিররাশির নির্মূলন
বিষয়ে অতীব দক্ষ । ২৩—৩৪ ।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩০ !

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা कहিলেন,—যমতীর্থ নামে যে
বিখ্যাত তীর্থ আছে, ঐ তীর্থ অশেষ পাপের
প্রশমনকর ও পিতৃগণের ঐতিবর্জক ।
তৎসম্বন্ধীয় এই বৃত্তান্ত শুন । এই পুরাতন
ইতিহাসই উহার উপাখ্যান । মূনে, নারদ !
দেবতাদিগের একটি কুকুরী আছে, সৈ
“সরমা”, নামে প্রসিদ্ধা । তাহার অতি
শ্রেষ্ঠ হইটী পুত্র আছে । সেই কুকুরদ্বয়
নিয়ত জনগণের অঙ্গগামী, পবনাহার ও

গা রক্ষতি স্ব দেবানাং যজ্ঞার্থং কল্পিতান্ পশূন
রক্ষতীমব্রজধ্বজে রাক্ষসা দৈত্যদানবাঃ ॥ ৪
রক্ষতীঃ তাঃ মহাপ্রাজ্ঞাঃ স্বানগোবীতরঃ শুনীম্
প্রলোভয়িত্বা বিবিধৈর্বাক্যৈর্দানৈশ্চ যত্নতঃ ॥ ৫
কৃত্বা গা রাক্ষসৈঃ পাতৈঃ পবর্থে কল্পিতাঃ শুভাঃ
তত আগত্য সা দেবানিদমাহ ক্রমাচ্ছুনী ॥ ৬

সরমোবাচ ।

মাং বন্ধা রাক্ষসৈঃ পাতৈশ্চাত্তয়িত্বা প্রহারকৈঃ
নীতা গা যজ্ঞসিদ্ধার্থং কল্পিতাঃ পশবঃ সুরাঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তস্মা বাচঃ নিশম্যাতু সুরান প্রাহ বৃহস্পতিঃ ॥
বৃহস্পতিকবাচ ।

ইয়ং বিকৃতরূপান্তে অস্তাঃ পাপক লক্ষ্যে ।
অস্তা মতেন তা গাবো নীতা নান্তেন হেতুনা ॥
পাপেয়ং স্কৃতীবেতি লক্ষ্যতে দেহচেষ্টিতৈঃ ॥

যমের প্রিয় ছিল; উহার চতুরক্ষ বলিয়া
প্রসিদ্ধ । দেবতাদিগের যজ্ঞার্থ কল্পিত গো-
পশুসকল সেই সরমা রক্ষা করিত । একদা
স্বতি চতুর কতিপয় দৈত্য, দানব, ও রাক্ষস
মিলিত হইয়া সেই গোরক্ষণ-পরায়ণা সেই
কুকুরবধের জননী দেবশুনী সরমার অনুগমন-
পূর্বক যত্নসহকারে বিবিধ বাক্য ও ভোজ্য
দ্রব্যাদি প্রদানে তাহাকে প্রলোভিত করিয়া
যজ্ঞীয়পশু নিমিত্ত কল্পিত সেই শুভ গোসকল
হুট রাক্ষসেরা অপহরণ করিল । তারপর
সেই সরমা ক্রমে আসিয়া দেবগণকে কহিল,
—হে সুরগণ ! রাক্ষসেরা আমাকে প্রহার
দ্বারা ভাঙনাপূর্বক পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া
ভোমাদিগের যজ্ঞসিদ্ধিনিমিত্ত কল্পিত সেই
গো সকল লইয়া গিয়াছে । ব্রহ্মা কহিলেন,
—সেই সরমার কথা শুনিয়া বৃহস্পতি
সুরগণকে কহিলেন,—এই কুকুরী বিকৃত-
রূপা রহিয়াছে, কিন্তু ইহার পাপও লক্ষ্য
করিতেছি, ইহার যত্নসহকারেই সেই গো-
গুলি নীত হইয়াছে; অস্ত হেতুতে নহে ।
এই পাপিতা দেহচেষ্টিত দ্বারা সাধুবৎ

ব্রহ্মোবাচ ।

তদগুরোর্বচনাচ্ছক্ৰঃ পদা তাং প্রাহরচ্ছুনীম্ ।
পদাঘাতাত্তদা তস্মা মুখাৎ কীরং প্রস্ফুটবে ॥ ১০
পুনঃ প্রাহ শচীভর্তা কীর্য পীতঃ ত্বয়া শুনি ।
রাক্ষসৈশ্চ তদা দত্তং তস্মারীতাস্ত গা মম ॥ ১১

সরমোবাচ ।

নাপরাধোহস্তি মে নাথ ন চান্তস্তাপি কন্তচিৎ
নাপরাধো ন চোপেক্ষা মমাস্তি ত্রিদশেশ্বর ।
তস্মাক্ষৌভসি কিং নাথ রিপবো বলিনস্ত তে
ব্রহ্মোবাচ ।

ততো ধ্যানী দেবগুরুজ্ঞাতা তস্মা বিচেষ্টিতম্ ।
সত্যং শক্ৰ ত্বিয়ং তুষ্টি রিপুণাং পক্ষকারিণী ॥
ততঃ শশাপ তাং শক্ৰঃ পাপিষ্ঠে ত্বং শুনী ভব
মর্ত্যালোকে পাপভূতা অজ্ঞানাং পাপকারিণী ॥
তদেন্দ্রস্ত তু শাপেন মাধুযে সা ব্যজায়ত ।

লক্ষিতা হইতেছে । ব্রহ্মা কহিলেন,—
শক্ৰ, গুরুর সেই বচন স্বরণে পদ দ্বারা
সেই শুনী সরমাকে প্রহার করিলেন । পদা-
ঘাতে তাহার মুখ হইতে কীর করিত হইতে
লাগিল । তদর্শনে শচীভর্তা কহিলেন,—
রে শুনি ! তুই হুম্ব পান করিয়াছিস; অবশ্য
রাক্ষসেরাই তোকে তাহা দিয়াছে এবং
সেই জন্তই তাহার আমার গোগুলি
অপহরণ করিতে পারিয়াছে । সরমা
কহিল,—নাথ ! আমার অপরাধ নাই ।
অপর কাহারও অপরাধ নাই । হে ত্রিদশে-
শ্বর ! আপনার সেই রিপুগণ অতীব
বলবান । এ বিষয়ে আমার অপরাধ বা
উপেক্ষা কিছুই নাই ; অতএব হে নাথ !
আপনি কষ্ট হইতেছেন কেন ? ১—১২ ।
ব্রহ্মা কহিলেন,—পরে দেবগুরু ধ্যান-
পূর্বক সেই সরমার আচরণ জানিতে
পারিয়া কহিলেন,—“শক্ৰ ! সত্যই এই
শুনী হুটী, এ রিপুপক্ষপাতিনী ।” শক্ৰ এই
কথা শুনিয়া তাহাকে শাপ দিলেন,—“রে
পাপিষ্ঠে ! তুই মর্ত্যালোকে পাপভূতা অজ্ঞান-
বশে পাপকারিণী শুনী হ ।” ইত্যেব

যথা শপ্তা মন্বতা পাপাং সা হৃতিভাষণা ॥ ১৫
 গাবো যা রাক্ষসেনীতান্তাসামানয়নায় চ ।
 যত্নঃ কুর্কন সুরপতিবিক্ৰবে তন্ন্যবেদয়ৎ ॥ ১৬
 বিষ্ণুর্দৈত্যাংশ দমুজানগোহনতৃণৈশ্চব রাক্ষসান
 হন্তঃ প্রযত্নমকরোজ্জগৃহে চ মহদ্ধনুঃ ॥ ১৩
 শার্ঙ্গং যল্লোকবিখ্যাতং দৈত্যানাশনমেব চ ।
 জিতারিঃ পূজিতো দৈবৈঃ শ্বয়ং স্থিহা জনাৰ্দ্দনঃ
 যত্র বৈ দণ্ডকারণ্যে শার্ঙ্গপাণির্জগৎপ্রভুঃ ।
 তত্রস্থান দৈত্যদমুজান রাক্ষসাংশ বলীয়সঃ ॥
 পুনর্জয়ে স বৈ বিষ্ণুর্গা যৈনীতাশ রাক্ষসৈঃ ।
 তত্র বৈ দণ্ডকারণ্যে শার্ঙ্গপাণিরিতি শ্রুতঃ ॥ ২০
 যুধ্যমানস্ততো বিষ্ণুর্দিত্তিজে রাক্ষসৈঃ সহ ।
 তে জঘ্নুর্দক্ষিণামাশাং নিকোস্তাসানমহামুনে ॥
 অবগচ্ছততো বিষ্ণুস্তানেব পরমেশ্বরঃ ।
 গরুশ্বতা নবাপাতা শার্ঙ্গমুক্তৈর্মনোজবৈঃ ॥ ২২

শাপে সেই সরমা পাপের কলে তখনই
 মানুষ-লোকে অতি ভীষণা শুনীক্ৰমে জন্ম
 লাভ করিল। এদিকে সুরপতি, রাক্ষসেরা
 যে গোগুলি লইয়া গিয়াছে, তাহা আনয়নার্থ
 যত্নপরায়ণ হইয়া বিষ্ণু-সন্নিধানে সেই বার্তা
 নিবেদন করিলেন। বিষ্ণু সেই গোহন্তা
 রাক্ষস-দৈত্য-দানবদিগকে হননার্থ যত্নবান
 হইয়া দৈত্য-দানবনাশন শার্ঙ্গ নামে লোক-
 বিখ্যাত মহৎ ধনু গ্রহণপূর্বক প্রস্থিত হইলেন।
 সেই দৈত্য-দানব-রাক্ষসেরা দণ্ডকারণ্যে
 অবস্থিত ছিল। বিষ্ণু তথায় যাইয়া শার্ঙ্গ-
 যুক্ত বাণজালে তাহাদিগকে হনন করিতে
 লাগিলেন। অরিগণ পরাজিত হইল,
 দেখিয়া দেবতারা তাহাকে পূজা করিতে
 লাগিলেন। ক্রমে সেই দৈত্য-দানব-রাক্ষ-
 সেরা পরাজিত হইয়া বিষ্ণুভয়ে দণ্ডকারণ্য
 পরিত্যাগপূর্বক দক্ষিণদিকে পলায়ন করিতে
 থাকিল। পরমেশ্বর বিষ্ণু তাহাদিগের
 অঙ্গগমন করিতে লাগিলেন। বেগবান
 গরুড়ের পৃষ্ঠারূঢ় বিষ্ণু স্বারতগতিতে গজার
 উত্তর তটে তাহাদিগকে আক্রমণপূর্বক শার্ঙ্গ-
 যুক্ত মনোজব শরনিকরে আঘাত করিয়া

বাণৈস্তান্ ব্যাহনবিষ্ণুর্গজায়া উত্তরে তটে ।
 দেবাদয়ঃ কথং নীতা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ২৩
 শার্ঙ্গমুক্তৈর্মহাবেগৈঃ সূশনৈশ্চ সুমজ্জিতৈঃ ।
 কথং প্রাপ্তা বিষ্ণুবাণৈস্ততস্তে দেবশত্রবঃ ॥ ২৪
 গাবো লক্সা যত্র দেবৈবাণতীর্থং তদ্ব্যচ্যতে ।
 বৈকবং লোকবিদিতং গোতীর্থক্ষেতি বিজ্ঞতম্ ॥
 পরার্থে কল্পিতা গাবো গজায়া দক্ষিণে তটে ।
 প্রজ্ঞতাস্তে সুরাঃ সর্বৈ গজায়াং সন্ন্যবেশয়ন ॥
 তন্মধ্যে কারয়ামাসু দ্বীপং চৈবাম্রয়ং গবাম্ ।
 তৈর্গোতিস্তত্র গজায়াং সুরযজ্ঞো ব্যাজয়ত ॥ ২৭
 যজ্ঞতীর্থস্ত তৎ প্রোক্তং গোদ্বীপং গান্ধমধ্যতঃ
 দেবানাং যজনং তচ্চ সর্বকামপ্রদং শুভম্ ॥ ২৮
 শ্বয়ং মুক্তিমতী ভূহা গঙ্গা শক্তির্মহাদ্র্যতে ।
 অসারাপারসংসারসাগরোত্তরণে তরিঃ ॥ ২৯

সেই দেবারিবর্গকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিলেন।
 প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্তৃক শার্ঙ্গধনুযুক্ত মহাবেগ-
 যুক্ত সূশনবিশিষ্ট সুমজ্জিত বাণাঘাতে সেই
 দেব-শত্রুরা কণকালমধ্যেই কথপ্রাপ্ত
 হইল। ১৩—২৪। পরে দেবগণ সেখানে
 তাঁহাদিগের সেই গোসকল পুনঃপ্রাপ্ত
 হইলেন, সেই স্থানটী বাণতীর্থ বলিয়া উক্ত
 হয়। ঐ স্থানেই লোক-বিদিত বৈকব তীর্থ
 এবং বিস্তৃত গোতীর্থ বিদ্যমান। যজ্ঞীয় পশু-
 রূপে কল্পিত গোসকল গঙ্গার দক্ষিণ তটেই
 ছিল; উহার প্রকৃত হইলে সুরগণ সকলে
 মিলিয়া গঙ্গামধ্যেই উহাদিগকে স্থাপন
 করেন। গঙ্গামধ্যে তাহার একটা দ্বীপ
 নিৰ্ম্মাণপূর্বক তাহাতে ঐ গোসকল রাখিয়া-
 ছিলেন। সেই সকল গো দ্বারা সেই
 গঙ্গাতেই সুরগণের যজ্ঞও সম্পাদিত হইয়া-
 ছিল। সেই যজ্ঞস্থলের নাম যজ্ঞতীর্থ
 এবং গঙ্গামধ্যগত উক্ত দ্বীপের নাম হইয়া-
 ছিল—গো-দ্বীপ। দেবগণের সেই সেই
 যজন হান শুভজনক ও সর্বকামপ্রদ।
 হে মহাদ্র্যতে, নারদ! ঐ স্থানে আমার
 অপার সংসার-সাগর হইতে উত্তরণ বিষয়ে
 তবনিশ্বরূপিনী ভক্তাভয়দায়িনী যোগমায়া

বিশেষরী যোগমায়া সন্তজ্ঞাভয়দায়িনী ।
গোরক্ষস্ত ততস্তীর্থং গঙ্গায় দক্ষিণে তটে ॥ ৩০
তো ষানৌ সরমাপুত্রৌ চতুরক্ষৌ যমপ্রিয়ৌ ।
মাতুঃ শাপং চাপরাধং সর্বক্কাপি সবিস্তরম্ ॥ ৩১
নিবেত্ত তু যথাস্ত্রায়ঃ কার্যক্কাপি সুখপ্রদম্ ।
বিশাপকরণক্কাপি পপ্রচ্ছতুক্রতো যমম্ ॥ ৩২
স তাভ্যাং সহিতঃ সৌরিঃ পিত্রে স্বধ্যায়
চাত্রবৌৎ ।

ঋদ্ধা স্বধ্যাঃ সূতঃ প্রাহ গঙ্গায়ঃ সুরসন্তম ॥
লোকত্রয়ৈকপাবস্তাঃ গৌতম্যাং দণ্ডকে বনে ।
অক্সয়া পরয়া বৎস সূত্রাতঃ সূসমাহিতঃ ॥ ৩৪
ব্রহ্মাণকৈব বিষ্ণুঃ মাযীশক যথাক্রমম্ ।
স্বহি হং সর্বভাবেন ভূত্যৌ প্রীতিমবাপ্নাতঃ ॥
তৎপি তুর্কচনং ঋদ্ধা যমঃ প্রীতমনাস্তদা ।
তয়োশ্চ প্রীতয়ে প্রায়াদেবতর্পণার্থমঃ ॥ ৩৬
গৌতম্যামঘহারিণ্যাং সূসমাহিতমানসঃ ।

বিশেষরী গঙ্গা শক্তি স্বয়ঃ মুক্তিমতী হইয়া
অবস্থিতা । তারপর গঙ্গার দক্ষিণ তটে
গোরক্ষ নামে তীর্থ আছে । সরমাপুত্র যম-
প্রিয়, চতুরক্ষ নামে সেই কুকুরদ্বয় মাতার
শাপ, অপরাধ ইত্যাদি বিষয় সমস্তই যথা-
স্বায়ে সবিস্তরে যমসন্নিধানে নিবেদনপূর্বক
সুখপ্রদ বিশাপ-করণ-বিষয়ক কণ্ঠের প্রশ্ন
করিল । সৌরি যম সেই কুকুরদ্বয় সহ
পিতা স্বধ্যাসমীপে যাইয়া সকল বৃত্তান্ত
বর্ণন করিলেন । স্বধ্যা তাহা শুনিয়া সূত
যমকে কহিলেন,—হে সুরসন্তম বৎস যম !
তুমি দণ্ডকারণে যাইয়া তত্রত্যা লোকত্রয়ৈক-
পাবনৌ গৌতমী নদীতে পরম অক্সয়াসহকারে
সূত্রাত ও সূসমাহিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু
শিব ও আমাকে যথাক্রমে সমস্তোভাবে
স্তব কর ; তাহা হইলে তোমার এই ভূত-
দ্বয় প্রীতিলাভ করিতে পারিবে । পিতার
এই বাক্য শুনিয়া যম তখন প্রীতমনে
দেবতাদিগের প্রীতিসাধক সেই কুকুর-
দ্বয়ের প্রীতি নিমিত্ত অঘহারিণী গৌতমীতে

তথৈব তোষয়ামাস গঙ্গায়ঃ সুরসন্তমান ॥ ৩৭
ব্রহ্মাক সন্তিঃ প্রীমান দক্ষিণাশাপতিঃ প্রভুঃ ।
ব্রহ্মাণং তোষয়ামাস ভাহুঃ বৈ দক্ষিণে তটে ॥
ঈশানমুত্তরে বিষ্ণুঃ স্বয়ঃ ধর্ম্যঃ প্রতাপবান্ ।
দত্তবস্তো বরং শ্রেষ্ঠং সরমায়্য বিশাপকম্ ।
বরানঘাচত বহন লোকানামুপকারকান্ ॥ ৩৯
যম উবাচ ।

এষু স্নানন্তু যে কুর্য্যুর্জকবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।
আত্মার্থক পরার্থক তে কামানাপ্ন যুঃ শুভান্ ॥
বাণতীর্থে তু যে স্নাত্বা শার্ঙ্গপাণিঃ স্ররন্তি বৈ ।
তেভ্যো দারিদ্ৰ্যদুঃখানি ন ভবেয়ুর্য়ুগে যুগে ॥
গৌতীর্থে ব্রহ্মতীর্থে বা যন্ত স্নাত্বা যতব্রতঃ ।
ব্রহ্মাণং তং নমস্তাং দ্বীপস্তাপি প্রদক্ষিণম্ ॥ ৪২
যঃ কুর্য্যাত্তেন পৃথিবী সন্তদ্বীপা বনুচ্ছয়া ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য তত্র কিঞ্চিদবা বনু বিজন্ম ॥ ৪৩

গমন করত সূসমাহিত মানসে গঙ্গামধ্যে
(তর্পণাদি দ্বারা) সুরসন্তমগণের সন্তোষ-
সাধন করিলেন । পরে সেই দক্ষিণা-
শাপতি প্রভু প্রীমান যম সেই কুকুরদ্বয়
সহ দক্ষিণ তটে ব্রহ্মাকে ও ভাহুকে এবং
উত্তর তটে ঈশানকে ও বিষ্ণুকে সন্তোষিত
করিলেন । প্রতাপবান্ ধর্ম্য স্বয়ঃ এই
প্রকার করিলে সেই দেবগণও সরমার
শাপাপনোদক শ্রেষ্ঠ বর দিলেন । তারপর
যম, লোকোপকারার্থ সেই দেবগণস্থানে
অন্ত বহু বর যাচ্চা করিলেন । ১—৩৯ ।
যম কহিলেন,—হে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর !
এই স্নানগুলিতে আত্মার্থই হউক, আর
পরার্থই হউক, যাহারা স্নান করিবে, তাহারা
যেন শুভ কাম সকল প্রাপ্ত হয় । যে জন
বাণতীর্থে স্নানান্তে শার্ঙ্গপাণিকে স্ররণ
করিবে, যুগে যুগে কদাপি তাহাদিগের যেন
দারিদ্ৰ্য-দুঃখ না হয় । গৌতীর্থে ও ব্রহ্ম-
তীর্থে যে ব্যক্তি যতব্রত হইয়া স্নানপূর্বক
ব্রহ্মাকে নমস্কার করত গোদ্বীপকে প্রদক্ষিণ
করিবে, সে যেন সন্তদ্বীপা বনুচ্ছয়া প্রদক্ষিণী-
কৃত্য হইলে যে ফল, সেই ফলই প্রাপ্ত

তদেবযজ্ঞনং প্রাপ্য কিঞ্চিদুহ্ম হতাশনে ।
 অশ্বমেধাদিযজ্ঞানাং ফলং প্রাপ্নোতি পুঙ্কলম্ ॥
 যঃ সঙ্কতত্র পঠতি গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ।
 অধীতান্তেন বেদা বৈ নিকামো মুক্তিভাজনম্ ॥
 স্নাত্বা তু দক্ষিণে কূলে শক্তিঃ দেবীমু ভক্তিতঃ
 পূজয়িত্বা যথাত্মায়ে সন্মান কামানবাপ্নুয়াৎ ॥৪৬
 ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং শক্তির্ভাতা ত্রয়ীময়ী ।
 স্নাত্বা পূজয়েদ্যজ্ঞাঃ * পূজবান্ ধনবান্ ভবেৎ
 আদিত্যঃ ভক্তিতো যজ্ঞ দক্ষিণে নিয়তো নরঃ
 স্নাত্বা পশ্চত তেনেষ্টা যজ্ঞা বিবিধদক্ষিণাঃ ॥
 কূলে যশ্চোত্তরে চৈব গঙ্গায় দৈত্যসুদনম্ ।
 স্নাত্বা পশ্চত তং নত্বা তস্ত বিকোঃ পরং পদম্
 যমেশ্বরং ততো যজ্ঞ যমতীর্থে তু পূজিতম্ ।
 স্নাতঃ পশ্চতি যুক্তান্না স করোত্যচিরেণ হি ।
 পিতৃণামক্ষয়ং পুণ্যং ফলদং কীর্তিবর্ধনম্ ॥ ৫০

হয়। আর সেই স্থানে ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ
 ধনদানান্তে সেই দেবযজ্ঞন স্থানে যাইয়া
 হতাশনে, কিঞ্চিৎ হোম করিলে, যেন অশ্বমেধাদি
 যজ্ঞের পুঙ্কল ফল লাভ হয়। সেইস্থানে
 যে জন নিকামভাবে বেদমাতা গায়ত্রী
 একবারও পাঠ করিবে, সে সমগ্র বেদা-
 ধ্যয়নের ফললাভান্তে মুক্তিভাজন হইবে।
 দক্ষিণকূলে স্নান করিয়া ভক্তিসহকারে
 শক্তিদেবীকে যথাত্মায়ে পূজা করিলে,
 সর্বকাম-প্রাপ্তি হয়। ত্রয়ীময়ী শক্তি দেবী,
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশেরও মাতা, যে ব্যক্তি
 এখানে স্নানপূর্বক তাঁহাকে পূজা করিবে,
 সে পূজবান্ ও ধনবান্ হইবে। যে নর,
 দক্ষিণভারে নিয়তচিত্তে ভক্তিসহকারে স্নান-
 পূর্বক আদিত্যকে দর্শন করিবে, তৎকর্তৃক
 যেন বিবিধ দক্ষিণায়ুক্ত যজ্ঞাযুক্তানের ফল
 লব্ধ হয়। যে নর গঙ্গার উত্তর কূলে
 স্নানান্তে দৈত্যসুদন বিষ্ণুকে দর্শনপূর্বক
 প্রণাম করিবে, তাহার যেন বিষ্ণুর পরম পদ-
 প্রাপ্তি ঘটে। তার পর যে নর, যমতীর্থে
 স্নান করত সংযতান্না হইয়া যমেশ্বরের দর্শন-

* “সর্বকামানবাপ্নোতী”তি চ পাঠঃ ।

তত্র স্নানেন দানেন জপেন স্তবনেন চ ।
 অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ পিতরো মোক্ষাপ্নুযুঃ ॥৫১
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ইত্যাগ্ধৃষ্ট সহস্রাণি তীর্থানি ত্রীণি নারদ ।
 তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্বমক্ষয়পুণ্যদম্ ॥ ৫২
 এতেষাং স্মরণং পুণ্যং নানাজন্মঘনাশনম্ ।
 ব্রবণাৎ পিতৃভিঃ সার্কং পঠনাৎ স্বকূলেঃ সহ ।
 তেষামপ্যতিপাপানি নাশং যান্তি যমাজ্ঞয়া ॥
 তত্র স্নানাদি যঃ কৃৎস্না কিঞ্চিদুহ্ম যতাস্বান্ ।
 পিতৃণাং পিণ্ডদানাদি কৃৎস্না নত্বা সুরানিমান্ ॥
 ধনঃ ধাত্ত্বং যশো বীৰ্য্যমায়ুরারোগ্যসম্পদঃ ।
 পুত্রান্ পৌত্রান্ প্রিয়াং ভাৰ্য্যাং লব্ধ্বা চান্ত-
 যনীর্ষিতম্ ॥ ৫৫
 অবিযুক্তঃ প্রীতমনা বহুভিচ্চাতিমানিতঃ ।
 নরকস্থানপি পিতৃস্তারয়িত্বা কুলানি চ ॥ ৫৬

পূর্বক পূজা করিবে, সে যেন অচিরকাল
 মধ্যেই পিতৃগণের অক্ষয়-ফলপ্রদ পুণ্য সঞ্চয়-
 পূর্বক কীর্তিবর্ধনে সক্ষম হয়। সেই স্থানে
 স্নান, দান, জপ, স্তব করিলে, তদীয় পিতৃ-
 পুরুষেরা দুষ্কৃতকর্ম্মা হইলেও যেন মোক্ষপ্রাপ্ত
 হয়। ৪০—৫১। ব্রহ্মা কহিলেন,—(যমের
 এই সকল প্রার্থনাতে সেই দেবগণ অল্প-
 মোদন করিলেন।) হে নারদ! এই
 স্থানে ইত্যাদি অষ্টসহস্র তিনটি তীর্থ
 আছে। এই সকল তীর্থে স্নান-দানাদি
 সকলই অক্ষয় পুণ্যজনক হয়। এই সকল
 তীর্থের স্মরণে নানাজন্মকৃত অঘনিচয়ের
 নাশক পুণ্য উৎপন্ন হয়; মাহাত্ম্য ব্রবণে
 পিতৃগণসহ, এবং পাঠ করিলে নিজ কুলসহ
 আমার আজ্ঞানুসারে পাপরাশি বিনাশপূর্বক
 পবিত্র হইতে পারে। সেইখানে যে মানব
 স্নানাদি করিয়া সংযতভাবে কিঞ্চিৎ দানপূর্বক
 পিতৃগণের পিণ্ডদানাদি করিয়া এই সকল
 দেবতাদিগকে নমস্কার করে, সে ধন, ধাত্ত্ব,
 যশ, বীৰ্য্য, আয়ু, আরোগ্য, সম্পদ, পুত্র,
 পৌত্র, প্রিয়া ভাৰ্য্যা, এবং অন্ত নানা মনীর্ষিত
 লাভান্তে বহুবাহুব দ্বারা সম্মানিত থাকিয়া

পার্বয়িত্বা প্রিয়েয়ুজো হস্তে বিষ্ণুঃ শিবঃ স্মরেৎ
ততো মুক্তিপদং গচ্ছেদেবানাং বচনং যথা ॥৫৭
ইতি শ্রীব্রাহ্মে বাণতীর্থাদিবর্ণনমেকত্রিংশদ-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩১ ॥

ছাত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যক্ষীসঙ্গমঃ নাম তীর্থং সর্বকলপ্রদম্ ।
তত্র স্নানেন দানেন সর্কান্ কামানবাধুয়াৎ ॥১
যত্র যক্ষেশ্বরো দেবো দর্শনাদুজ্জ্বলমুক্তিদঃ ।
তত্র চ স্নানমাত্রেণ সত্ত্বযোগফলং লভেৎ ॥ ২
বিধাবসোঃ স্ত্রীয়া নারী পিঙ্গলা গুরুহাসিনী ।
ঋষীণাং সত্ত্বমগমদগৌতমীতীরবর্জিতাম্ ॥৩
দৃষ্ট্বা তত্র ঋষীন কামান সা জহাসাত্তিগর্জিতা ।
যা গম্বাশ্রাবরদ্ বৌষভস্ত্র শ্রৌষভিতি স্থিরম্ ॥

ইষ্ট-বিয়োগজঃখহীন শ্রীতমনে কালতিপাত
করত নরকস্থ পিতৃগণকে পরিত্রাণ করত
নিজ কুলকেও পবিত্র করে, এবং প্রিয় বিষয়ে
যুক্ত থাকে, আর এ সম্বন্ধে দেবতাদিগের
যেমন বাক্য, তেমনই সে অস্তিমকালে
বিকুলে স্মরণ করিতে পাবে বলিয়া মুক্তিপদ
প্রাপ্ত হয় ॥৫২—৫৭ ॥

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ছাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—যক্ষী সঙ্গম নামে
যে তীর্থ আছে, উহা সর্বকলপ্রদ । উহাতে
স্নান-দানে সর্বকাম প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
দর্শন মাত্রেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ যক্ষেশ্বর দেব
যেখানে আছেন, সেখানেও স্নানমাত্রেই
সত্ত্বযোগের ফল লাভ হয় । পিঙ্গলা নামে
বিধাবসুর ভগিনী অতিশয় হস্ত করিতেন ।
তিনি একদা গৌতমীতীরবাসী ঋষিদিগেব
সত্ত্বক্ষেত্রে পয়ন করেন । সেই অতিগর্জিতা
পিঙ্গলা তখন ঋষিদিগকে অতিশয় কীপকার

বিস্ময়েণ ক্রবন্তী তাং তে শেখুঃ শ্রাবিনী ভব ।
ততো নদ্যভবত্তত্র যক্ষীগীতি সুবিশ্রুতা ॥ ৫
ততো বিধাবসুঃ পূজ্য ঋষীন দেবং ত্রিলোচনম্
সঙ্গম্য চৈব গৌতম্য তাং বিশাপামখাকরোৎ ॥
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং যক্ষীগীসঙ্গমঃ স্মৃতম্ ।
তত্র স্নানাদিদানেন সর্কান্ কামানবাধুয়াৎ ॥ ৭
বিধাবসোঃ প্রসন্নোহভূদ্যত্র শঙ্কুঃ শিবাবিভঃ ।
শৈবং তৎপরমং তীর্থং দুর্গাতীর্থকং বিশ্রুতম্ ॥৮
সর্কপাপোঘহরণং সর্কদুর্গতিনাশনম্ ।
সর্কেষাঃ তীর্থমুখ্যানাং তচ্ছি সারং মহামুনে ।
তীর্থং মুনিবরৈঃ প্যাত সর্কসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে যক্ষীসঙ্গমাদিতীর্থবর্ণনঃ
ছাত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩১ ॥

দর্শনে হস্ত করিতে করিতে ঋষিগণসম্মিধানে
যাইয়া নিঃশব্দচিত্তে তাহাদিগকে “বৌষট্
হউক, শ্রোমট্ হউক” এই কথা বারবার শুনা-
ইতে লাগিলেন । ঋষিগণ তাহাতে কুপিত
হইয়া “তুমি শ্রাবিনী হও” এই বলিয়া শাপ
প্রদান করেন । তাহাতে সেই পিঙ্গলা, তখন
নই যক্ষী নারী সুবিশ্রুতা নদী হইলেন ।
তারপর বিধাবসু গৌতমীতে সন্মাগমপূর্বক
সেই ঋষিদিগকে ও দেব ত্রিলোচনকে পূজা
করিয়া তাহাকে বিশাপা করিলেন । সেই
হইতে ঐ তীর্থ যক্ষীসঙ্গম নামে স্মৃত
হইয়া থাকে । সেখানে স্নান দানাদিতে
সর্বকাম-প্রাপ্তি হয় । শঙ্কু শিবা সহ যে
স্থলে বিধাবসুর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন,
সেই পরম স্থান শৈবতীর্থ নামে ও দুর্গা-
তীর্থ নামে বিদ্রুত হয় । উহা সর্ব পাপো-
ঘের হরণকারী ও সর্ব দুর্গতি-নাশক । হে
মহামুনি নারদ ! নরগণের সর্বসিদ্ধিপ্রদ সেই
তীর্থ, সমস্ত মুখ্য তীর্থের সার বলিয়া মুনি-
বরগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ১—৯ ।

ছাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩২ ॥

ত্রয়স্বিংশদধিকশততমোহ অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শুক্ৰতীৰ্থমিতি খ্যাতং সৰ্বসিদ্ধিকৰং নৃণাম্ ।
যন্ত অন্নপ্ৰসাদেন সৰ্বকামানবাঞ্ছনীয়ান্ ॥ ১
ভরদ্বাজ ইতি খ্যাতো মুনিঃ পরমধাৰ্ম্মিকঃ ।
তন্ত পৈঠীনসী নাম ভাৰ্য্যা সুকলভুষণা ॥ ২
গৌতমীতীরমধ্যান্তে পতিব্রতপবায়ণা ।
অগ্নীষোমীয়মৈন্দ্রায়ং পুরোডাশমকল্পয়ৎ ॥ ৩
পুরোডাশে ভ্রপ্যমাণে ধূমাৎ কশ্চিদজায়ত ।
পুরোডাশং ভক্ষয়িত্বা লোকত্রিতয়ভীষণঃ ॥ ৪
যজ্ঞং মে হত্ব কো হংসি কোপাদ্বিমিতি তং মুনিঃ
প্রোবাচ সহস্র ক্লৃদ্ধো ভবদ্বাজো দ্বিজোত্তমঃ ।
তদ্বৰ্ণেচনং ব্রহ্মা বাক্ষসং প্রভূত্বাচ তম্ ॥ ৫
বাক্ষস উবাচ ।
হব্যম্ ইতি বিখ্যাতং ভবদ্বাজ নিবোধ মাম্ ।

ত্রয়স্বিংশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যাহাব অন্নপ্ৰসাদেই
সৰ্বকাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই শুক্ৰতীৰ্ণ
নামে বিখ্যাত তীৰ্থ নবগণের সৰ্বসিদ্ধি-
প্রদায়ক। ভবদ্বাজ নামে বিখ্যাত পবন
ধাৰ্ম্মিক মুনি ছিলেন। তাঁহার পৈঠীনসী
নায়ী কলভাষণ-ভুষণা ভাৰ্য্যা ছিলেন। ভব-
দ্বাজ সেই পতিব্রত-পবায়ণা ভাৰ্য্যার সহিত
গৌতমীতীরে বাস করিতেন। একদা তিনি
অগ্নীষোমীয় (অগ্নি এবং সোম দেবতা সন্-
দ্বায়) ও ইন্দ্রায় (ইন্দ্র ও অগ্নিসম্বন্ধীয়)
পুরোডাশ (যজ্ঞীয় পিষ্টকবিশেষ) কল্পনা
করেন। সেই পুরোডাশ পাক হইতেছে,
ইত্যবসরে (তাঁহাবই) ধূম হইতে লোক-
ত্রিতয়ের ভয়জনক এক বাক্ষস সেই পুরো-
ডাশ ভক্ষণ কবত উৎপন্ন হইল। দ্বিজো-
ত্তম ভরদ্বাজ তদর্শনে ক্লৃদ্ধ হইয়া তার-
ণেরে কহিলেন,—কে তুই, এখানে আমার
যজ্ঞ নষ্ট করিতেছিস? ঋষির সেই কথা
শুনিয়া, সেই বাক্ষস তাঁহাকে প্রভূত্বেরে
বলিল,—হে ভরদ্বাজ! আমাকে হব্যম্ নামে

সক্যাসুতোহহং জ্যেষ্ঠশ্চ শূতঃ প্রাচীনবহিষঃ
ব্রহ্মণা মে ববো দন্তো যজ্ঞানু খাদ যথাসুগম্ ।
মমাবুজঃ কলিঙ্গাপি বলবানতিভীষণঃ ॥ ৭

অহং কৃষ্ণঃ পিতা কৃষ্ণে মাভা কৃষ্ণ তথাবুজঃ
অহং মথং হনিষ্যামি যপং ছেদ্যি কৃতান্তকঃ ॥ ৮
ভবদ্বাজ উবাচ ।

বক্ষ্যতাং মে ত্বয়া যজ্ঞঃ প্রিয়ো ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ ।
জানে ত্বাং যজ্ঞহন্তারং সৰ্ব্বজং বক্ষ মে ক্রতুষ্
যজ্ঞম্ উবাচ ।

ভবদ্বাজ নিবোধেদং বাক্যং মম সমাসতঃ ।
ব্রহ্মণাহং পুরা শপ্তো দেবদানবসন্নিধৌ ।
ততঃ প্রসাদিতো দেবো ময়া লোকপিতামহঃ ॥
অমৃতৈঃ প্রোক্ষয়িষ্যসি যদা ত্বাং মুনিসন্তমাঃ ।
তদা বিশাপো ভবিতা হব্যম্ ত্বং ন চান্তথা ॥ ১০
এবং কবিষ্যসি যদা ততঃ সৰ্বং ভবিষ্যতি ।

বিখ্যাত বলিয়া অবগত হও। আমি
সক্যাব শূত, এবং প্রাচীনবহিষ জ্যেষ্ঠ
পুত্র। ব্রহ্মা আমাকে বব দিয়াছেন যে,—
তুমি যথাসুগে যজ্ঞ সকল ভক্ষণ কর।
অতি ভীষণ, বলবান কলি আমার অবুজ
ভ্রাতা। আমি নিজে কৃষ্ণ, আমার পিতা
কৃষ্ণ, মাতা কৃষ্ণা এবং অবুজও কৃষ্ণ।
আমি যজ্ঞ নষ্ট করিব, ও কৃতান্তবৎ
যুগও ছিন্ন করিষ্য ফেলিব। ভরদ্বাজ
কহিলেন,—তোমা কর্তৃক আমার এই
যজ্ঞ বক্ষিত হউক। সনাতন, ধৰ্ম্ম সক-
লেবই প্রিয়। যজ্ঞহন্তা তোমাকে আমি
জনি। দ্বিজগণসহ আমার এই ক্রতু বক্ষা
কর। যজ্ঞম্ কহিল,—হে ভরদ্বাজ। সংক্ষেপে
আমার এই বাক্য শুনিয়া বিবেচনা কর।
পূর্বে দেব-দানব-সন্নিধানে আমি ব্রহ্মা কর্তৃক
শপ্ত হইয়াছিলাম। পরে সেই লোকপিতামহ
দেব ব্রহ্মা মৎকর্তৃক প্রসাদিত হইয়া আমাকে
কহিলেন,—মুনিসন্তমেরা তোমাকে যখন
অমৃত দ্বারা প্রোক্ষিত করিবেন, হে হব্যম্।
তখন তুমি শাপমুক্ত হইবে; ইহার অন্তথা
হইবে না। হে ব্রহ্মণ ভরদ্বাজ! মুনিসন্ত

যথ্যলকাঙ্ক্ষিতঃ ব্রহ্মবৈভবমিখ্যা কদাচন ॥১২

ব্রহ্মোবাচ ।

ভরদ্বাজঃ পুনঃ প্রাহ সখা মেহসি মহামতে ।

যথসংরক্ষণং যেন স্তায়ৈ বদ করোমি তৎ ॥১৩

সত্বয় দেবা দৈতেয়া মমন্তুঃ কৌরসাগরম্ ।

অলভন্তামৃতং কষ্টান্তদম্মশূলভং কথম্ ॥ ১৪

জীত্যা যাদ প্রসন্নোহসি শূলভঃ যদ্বদন্ত তৎ ।

তদ্ববেচনং ব্রহ্মা রক্ষঃ প্রাহ তদা মুদা ॥ ১৫

রক্ষ উবাচ ।

অমৃতং গৌতমীবারি অমৃতং স্বর্গমুচ্যতে ।

অমৃতং গোভবং চাজ্যমমৃতং সোম এব চ ॥১৬

এতৈর্নামভিষিক্তং অথ বৈতৈস্তথা জিভিঃ ।

গঙ্গায়া বারিণাজ্যেন হিরণ্যেন তথৈব চ ।

সর্বৈভোহাশ্যাদিকং দিব্যমমৃতং গৌতমীজলম্

ব্রহ্মোবাচ ।

এতদাকণ্য স ঋষিঃ পরং সন্তোষমাগতঃ ॥১৮

পাণাবাদায় গঙ্গায়াঃ সলিলামৃতমাদরাৎ ।

তেনাকরোদৃষী রক্ষো হভিষিক্তঃ তদা যথৈ ॥

পুনশ্চ যুপে চ পশারুহিক্তং যথমণ্ডলে ।

সর্বমেবাতবচ্চুক্রমভিষেকান্নহাশ্বনঃ ॥ ২০

তদ্রক্ষোহপি তদা শুক্লো ভূহোংপন্নো মহাবলঃ

যঃপুত্রা কৃষ্ণরূপোহভূৎ স তু শুক্লোহভবৎক্ষণাৎ

যজ্ঞঃ সর্বঃ সমাপ্যথ ভরদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।

ঋষিজ্যোহপি বিম্বজ্যাত যুগং গঙ্গোদকেহক্ষিপৎ

গঙ্গামধ্যে তন্ধি যুগমদ্যাপ্যাস্তে মহামতে ।

অভিষিক্তং চামৃতেন অভিজ্ঞানং তু তন্নহৎ ।

তত্র তীর্থে পুন্য রক্ষো ভরদ্বাজমুবাচ হ ॥ ২৩

রক্ষ উবাচ ।

অহঃ যামি ভরদ্বাজ রক্তঃ শুক্লক্ৰয়া পুনঃ ।

যখন এরূপ করিবেন, তখনই আমার যাহা

যাহা আকাঙ্ক্ষিত, সেই সমস্ত লাভ ঘটিবে ।

ইহার অন্তথা হইবে না । ১—১২ । ব্রহ্মা

কহিলেন,—হব্যস্বের এই কথা শুনিয়া

ভরদ্বাজ পুনরায় তাহাকে কহিলেন,—হে

মহামতি, হব্যস্ব ! তুমি আমার সখা হইলে ।

যাহাতে আমার সখ্য সংরক্ষিত হয়, তাহা

বল ; আমি তাহাই করিব । দেবগণ ও

দৈত্যগণ সকলে মিলিত হইয়া কৌরসাগর

মস্থন করিয়াছিলেন । তাহাতে তাহারা

অতি ক্রেশে অমৃত লাভ করেন । সেই

অমৃত আমাদিগের পক্ষে শূলভ হইবে

কিরূপে ? তুমি যদি প্রসন্ন হইয়াছ, তবে

জীতিবশতঃ যাহা শূলভ, এমন উপায় বল ।

ঋষির সেই বচন শ্রবণে সেই রাক্ষস তখন

সানন্দে কহিল,—গৌতমীর বারি অমৃত এবং

স্বর্ণও অমৃত বলিয়া উক্ত হয় । গব্য আজ্যও

অমৃত, আর (যজ্ঞীয়) সোমও অমৃত । তুমি

সকল অমৃত দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত কর ;

অথবা যদি সমস্ত কয়টি দিয়া না পার,

তবে গঙ্গাজল, হিরণ্য ও গব্যমৃত এই

তিনটি দ্বারাই আমার অভিষেক কর । এই

অমৃত সকলের মধ্যে গৌতমীবারিই দিব্য

অমৃত । ব্রহ্মা কহিলেন,—ভরদ্বাজ ঋষি

এই কথা শুনিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত

হইলেন ! তিনি তখন সাদরে পাণি-

তলে গঙ্গার সলিলামৃত গ্রহণপূর্বক উদ্ভাৱা

সেই রাক্ষসকে সেই মুখেতেই অভিষিক্ত

করিলেন । পরে পুনরায় তাহাকে যজ্ঞীয়

যুপে, পশুতে, ঋত্বিকুবর্গমধ্যে ও সেই যজ্ঞীয়

ভূমিতেও পূর্ববৎ অভিষিক্ত করিলেন ।

মহাশ্মা ভরদ্বাজ কঙ্কু তাদৃশ অভিষেকের

ফলে তত্রত্য সমস্তই শুক্লবর্ণ হইয়া গেল ।

সেই মহাবল রাক্ষসও পূর্বে কৃষ্ণবর্ণ ছিল,

কিন্তু তখন ক্ষণমাত্রেই সেও শুক্লবর্ণ হইল ।

অনন্তর প্রতাপবান্ ভরদ্বাজ সমগ্র যজ্ঞ

সমাপনপূর্বক ঋত্বিকুবর্গকে বিদায় দিয়া যুগটি

গঙ্গাজলে নিখাত করিলেন । ওহে মহামতি

নারদ ! সেই যুগটি গঙ্গামধ্যে অতাপিও

অমৃত্যভিষেকের অভিজ্ঞানস্বরূপ বর্তমান

রহিয়াছে । সেই তীর্থে সেই রাক্ষস পুনরায়

ভরদ্বাজকে কহিল,—হে ভরদ্বাজ ! আমি

এখন যাই । আমি তোমা কর্তৃক শুক্লবর্ণ

হইয়াছি ; অতএব তোমার এই তীর্থে যে

তস্মাত্ত্বাজ্ঞা তীৰ্থে যে নানদানাদিপূজনম্ ॥২৪

কুৰ্য্যন্তেবায়মীষ্টানি ভবেষুৰ্ধ্বকলঃ মথৈ ।

স্মরণাদপি পাপানি নাশঃ যান্ত সদা মূনে ॥২৫

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রভৃতি ততীর্থঃ শুক্লতীর্থমিতি শ্রুতম্ ।

গৌতম্যাঃ দণ্ডকারণ্যে স্বৰ্গদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ২৬

উত্তরোত্তরায়োঃ সপ্ত সহস্রাণ্যপরাণি চ ।

তীর্থানাং মূনিশাৰ্দূল সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়িনাম্ ॥২৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শুক্লতীর্থাদিসপ্তসহস্রতীর্থবর্ণনঃ

ব্রহ্মস্মিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৩৬

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

চক্ৰতীর্থমিতি খ্যাতঃ স্মরণাৎ পাপনাশনম্ ।

তন্ত প্রভাবং বক্ষ্যামি শৃণু যত্নেন নারদ ॥১

ঋষয়ঃ সপ্ত বিখ্যাতা বসিষ্ঠপ্রমুখা মূনে ।

গৌতম্যাস্তৌরমাশ্রিত্য সত্ৰযজ্ঞমুপাসতে ॥ ২

জন নান-দান-পূজাদি করিবে, তাহাদিগের যেন অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি ও মথানুষ্ঠানজ ফল লাভ হয় । হে মূনে ! ইহার স্মরণেও যেন সতত পাপনিচয় দূরীভূত হয় । ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই হইতে ঐ তীর্থ শুক্লতীর্থ নামে শ্রুত হইয়া থাকে । দণ্ডকারণ্যে গৌতমী নদীতে উহা অনাবৃত (মুক্ত) স্বৰ্গদ্বার স্বরূপ । মূনি শাৰ্দূল নারদ ! ঐ স্থানে উত্তর তাঁরে আরও সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়ী সপ্ত সহস্র তীর্থ বৰ্ত্তমান আছে । ১৩—২৭ ।

ব্রহ্মস্মিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩৩ ।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—নারদ ! চক্ৰতীর্থ নামে বিখ্যাত যে তীর্থ আছে, উহা স্মরণেই পাপ নষ্ট হয় । তাহার প্রভাব বলিতেছি ; যত্ন সহকারে শ্রবণ কর । মূনে ! বসিষ্ঠাদি বিখ্যাত সপ্তর্ষিরা গৌতমীর তীর্থভূমি আশ্রয়

তত্র বিদ্র উপক্রান্তে রক্ষোভিরতিতীৰ্থণে ।

মামভ্যেত্যাখ মুনয়ো রক্ষঃকৃত্যঃ স্তবেদয়ন ।

তদাহঃ প্রমদারূপঃ যদ্বয়ান্ধজ্য নারদ ।

অশ্রাণ্চ দৰ্শনাদেব নাশঃ যান্ত্যর্থ রাক্ষসাঃ ॥৪

এবমুক্তা তু তাং প্রাদায়ুৰিভ্যঃ প্রমদাং মূনে ।

মদ্বাক্যাদৃষয়ো মায়ামাদায় পুনরাগমন্ ॥ ৫

অজৈকা বা সমাখ্যাতা কৃষ্ণলোহিতরূপিণী । *

লোকত্রিতয়সম্বোহদায়িনী কামরূপিণী ॥ ৬

তদ্বলাৎ স্বহৃদমনসঃ সৰ্ব্বে চ মূনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৭

গৌতমীঃ সরিতাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পুনৰ্জজায় দীক্ষিতাঃ

পুনস্তন্মথনাশায় রাক্ষসাঃ সমুপাগমন্ ॥ ৮

যক্ষবাটান্তিকে মায়াং দৃষ্ট্বা রাক্ষসপুঙ্গবাঃ ।

ততো নৃত্যন্তি গায়ন্তি হসন্তি চ কদন্তি চ ॥ ৯

মাহেশ্বরী মহামায়া প্রভাবর্ণাতিদর্পিতা ।

পূৰ্ব্বক সত্ৰযজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন ।

তাহাতে রাক্ষসকৃত অতি ভীষণ বিদ্র উপ-

ক্রান্ত হইলে, সেই ঋষিগণ আমাকে আসিয়া

রাক্ষসকৃত উপদ্রবের বিষয় নিবেদন করি-

লেন । নারদ ! আমি তখন মায়া দ্বারা একটী

প্রমদাকৃতি সৃষ্টি করিয়া “ইহার দৰ্শন মাঝেই

রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইবে” এই কথা

বলিয়া সেই প্রমদাকে সেই ঋষিদিগকে

প্রদান করিলাম । হে মূনে ! ঋষিগণ

আমার বাক্যানুসারে সেই প্রমদাকে লইয়া

যজ্ঞস্থলে পুনরাগমন করিলেন । কৃষ্ণ-

লোহিতরূপিণী অজৈকা নাম্নী লোক-ত্রিতয়-

সম্বোহদায়িনী কামরূপিণী সেই মায়াপ্রমদার

প্রভাবে সেই মূনিপুঙ্গবগণ সকলে স্বহৃদিস্তে

পুনরায় নদীশ্রেষ্ঠা গৌতমীতে আগমনপূৰ্ব্বক

যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন । তাহা দেখিয়া

রাক্ষসেরাও পুনরায় সেই মথবিনাশার্থ

সমাগত হইল । ১—৯ । রাক্ষসপুঙ্গবেরা

যজ্ঞবাটের নিকটে সেই মায়া-প্রমদাকে

দেখিয়া নৃত্য, গান, হাস্ত ও রোদন

*মুক্তকেদীচ্যভিধয়া সান্তেহন্যাপি স্বরূপিণী ॥

কচিদেবমধিকঃ পাঠঃ ।

ভেষাং মধ্যে দৈত্যপতিঃ শবরো নাম বীৰ্যবান্
 যারারূপাঃ তু প্রমদাঃ ভক্ষয়ামাস নারদ ।
 তদদ্ভুতমতীবাসীস্তম্যাবলদর্শিনাম্ ॥ ১১
 মধ্যে বিধ্বংস্তুমানে তু তে বিষ্ণুঃ শরণং যযুঃ ।
 প্রোদাধিষ্ণুশ্চক্রমথো মুনীনাং রক্ষণায় তু ॥ ১২
 চক্রং তজ্জাকসানাজৌ দৈত্যানাং দহুজাঃস্তথা
 চিচ্ছেদ তন্তদাদেব যুতা রাক্ষসপুঙ্গবাঃ ॥ ১৩
 ঋষিভিস্তদ্বহাসত্রং সম্পূর্ণমভবত্তদা ।
 বিকোঃ প্রেক্ষালিতঃ চক্রং গজাভ্রোভিঃ

• সুদর্শনম্ ॥ ১৪

ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং চক্রতীর্থমুদাহৃতম্ ।
 তত্র স্থানেন দানেন সত্ৰয়াগকলং লভেৎ ॥ ১৫
 তত্র পঞ্চ শতাত্তাসংস্তীর্থানাং পাপহারিণাম্ ।
 তেষু স্থানং তথা দানং প্রত্যেকং মুক্তিদায়কম্
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে চক্রতীর্থাদিপঞ্চশততীর্থবর্ণনং
 চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪ ॥

করিতে লাগিল। সেই মাহেশ্বরী মহামায়া
 স্বীয় প্রভাবে অতীব দর্পিতা ছিল। কিন্তু
 রাক্ষসদিগের মধ্যে বীৰ্য্যবান্ দৈত্যপতি
 শবর সেই যারারূপা প্রমদাকে খাইয়া
 কেলিল। নারদ! মায়া-বলদর্শী দৈত্য-
 রাক্ষসদিগের সেই কাণ্ড অতীব অদ্ভুত
 হইয়াছিল। পরে তাহারা পুনরায় যজ্ঞধ্বংস
 করিতে আরম্ভ করিলে, সেই ঋষিগণ
 বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। তখন বিষ্ণু
 মুনদিগের রক্ষণার্থ তদীয় সুদর্শনচক্র
 প্রদান করিলেন। সেই চক্র সেই যজ্ঞ-
 বিধ্বকারী দৈত্য-দানব-রাক্ষসদিগকে যুদ্ধ-
 স্থলে ছেদন করিতে থাকিল। রাক্ষস-
 পুঙ্গবদিগের অনেকেই তাহার ভয়ে প্রাণ
 হারাইল। তখন ঋষিদিগের সেই মহাসত্র
 সম্পূর্ণ হইল। পরে যে স্থানে বিষ্ণুর সেই
 সুদর্শনচক্র গজাভ্রোভিঃ প্রেক্ষালিত হইয়াছিল,
 সেই হইতেই সেই স্থান চক্রতীর্থ নামে
 উল্লিখিত হয়। সেখানে স্থান দান করিলে
 সত্ৰবাগের ফল লাভ হয়। এই স্থানে

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বাকুসক্যমিতি খ্যাতঃ যজ্ঞ বাগীশ্বরো হরঃ ।
 ততীর্থং সৰ্বপাপানাং মোচনং সৰ্বকামদম্ ॥ ১
 তত্র স্থানেন দানেন ব্রহ্মহত্যাগ্নিনাশনম্ ॥ ২
 ব্রহ্মবিক্রোশং সংবাদে মহর্ষে চ পরম্পরম্ ।
 তয়োর্বধ্যে মহাদেবো জ্যোতির্মুর্তিরভূৎ কিল ॥
 তত্রৈব বাস্তবোদেদৈবী পুত্র তয়োঃ স্তভা ।
 অহমস্মি মহাস্তত্র অহমস্মিতি বৈ মিথঃ ॥ ৩
 দৈবী বাকু তাবুভৌ প্রাহ যজ্ঞস্তান্ত্র্য পশ্চতি ।
 স তু জ্যেষ্ঠো ভবেত্তম্যায়্য বাদঃ কর্তুমর্থঃ ॥ ৪
 তদ্বাক্যাদ্বিষ্ণুরগমদধোহহং চোর্দ্ধমেব চ ।
 ততো বিষ্ণুঃ শীঘ্রমেত্য জ্যোতিঃপাথ উপাविशৎ
 অপ্রাপ্যাস্তমহং প্রায়াঃ দূরাঙ্গুরতরং মুনৈ ।

পাপহারী পঞ্চশত তীর্থ আছে; এই সকল
 তীর্থে স্থান ও দান, প্রত্যেকটাই মুক্তি-
 দায়ক। ১০.—১৬।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—বাকুসক্য নামে
 বিখ্যাত তীর্থ আছে, ঐ স্থানে বাগীশ্বর হর
 বিরাজমান। ঐ তীর্থ সৰ্বপাপ-মোচন
 ও সৰ্বকামপ্রদ। সেখানে স্থান দানে
 ব্রহ্মহত্যাগ্নি পাপও বিনষ্ট হয়। একদা
 ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে মহর্ষ লইয়া পরস্পর
 বিবাদ সংঘটন হইলে, তাঁহাদিগের মধ্যভাগে
 মহাদেব জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবির্ভূত হই-
 লেন। পুত্র নারদ! তাঁহাদিগের সেই বিবাদ
 ভঞ্জনকর এই দৈববাণী হইল যে,—যে এই
 জ্যোতির্ময় শিবের অন্তদর্শন করিবে, সেই
 শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। সুতরাং
 জোমরা আর বিবাদ করিও না। সেই
 দৈববাণী শুধিবে বিষ্ণু অধোভাগে এক আঁচ
 উর্দ্ধদিকে প্রস্থান করিয়া। পরে বিষ্ণু সন্ধর

ততঃ শ্রান্তো নিবৃত্তোহহং জুহুমীশং তু তং
প্রভুम् ॥ ৬

তদেবং মম ধীরাসীদ্ধৃষ্টশ্রান্তো ময়া ভূশম্ ।
অন্ত দেবন্ত তদ্বিকোর্ভম জৈষ্ঠ্যং ক্ষুটং তবেৎ
পুনশ্চাপ মম হেবং মতিরাসীন্নহামতে ।
সত্যৈর্বাক্তৈঃ কথং বাক্যে পীড়িতোহপ্যনৃতং ।
বচঃ ॥ ৮

নানাবিধেষু পাপেষু নানুতাৎ পাতকং পরম্ ।
সত্যৈর্বাক্তৈরসত্য্যাং বা বাচং বাক্যে কথং স্থিতি
ততোহহং পঞ্চমঃ বক্ত্রং গর্দভাকৃতিভীষণম্ ।
কৃৎস্না তেনানৃতং বক্ষ্যে ইতি ধ্যাত্বা চিরং তদা ॥
অত্রবং তং হরিং তত্র আসীনং জগতাং প্রভুম্
অন্ত চান্তো ময়া দৃষ্টস্তেন জ্যৈষ্ঠ্যঃ জনার্দন ॥ ১১
মমেতি বদন্তঃ পার্শ্বে উভৌ তৌ হরিশঙ্করৌ ।
একরূপত্বমাপন্নৌ সূর্য্যচন্দ্রমসাবিব ॥ ১২

কিরিয়া আসিয়া সেই জ্যোতির্শ্বয়ের পার্শ্বে
উপবিষ্ট হইলেন। আমি কিন্তু তাঁহার অন্ত
না পাইয়া দূর-দূরান্তরে যাইলাম। হে
মুনে! তারপর আমি (উহার অন্ত না
পাইয়া) ভ্রান্ত হইয়া সেই প্রভু জ্ঞানের
দর্শনকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া আসিলাম।
তখন আমার এই দৃঢ় বুদ্ধি হইল
যে, (আমি বিষ্ণু অপেক্ষা অনেক
পরে প্রত্যাগত হইয়াছি বলিয়া) আমি এই
দেবের অন্তদর্শন করিয়াছি। সূতরাং
বিষ্ণু অপেক্ষা আমার শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই
প্রতিপালিত হইবে। কিন্তু আমার আবার
ইহাও মনে উঠিল যে, পীড়িত হইলেও
চিরসত্যবাদী মুখসমূহ দ্বারা মিথ্যা কথাই
বা কেমন করিয়া বলিব? এইরূপ
চিন্তাতে “আমি ভীষণ গর্দভাকৃতি আর
একটা পঞ্চম মুখ সৃষ্টি করিয়া সেই মুখ দ্বারা
এই মিথ্যা কথা কহিব” এইরূপ স্থির
করিয়া সেইস্থানে সমাসীন জগৎপ্রভু হরিকে
কহিলাম,—হে জনার্দন! আমি ইহার অন্ত
দর্শন করিয়াছি; অতএব আমারই শ্রেষ্ঠতা
হইল! আমি এই কথা কহিতেছি, ইতি-

তৌ দৃষ্টা বিস্মিতো ভীতশঙ্করঃ তারুভাবনি
ততঃ ক্রুদ্ধো জগন্নার্থো বাচং তামিদমুচ্যতুঃ ॥ ১৩
হরিরহরাবৃত্ততুঃ ।

হুষ্টে কং নিয়গা ভূয়া নানুতাদন্তি পাতকম্ ॥ ১৪
ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ সা বিহ্বলা ভূত্বা নদীভাবমুপাগতা ।
তদৃষ্টা বিস্মিতো ভীতস্তামত্রবমহং তদা ॥ ১৫
যস্মাদসত্যমুক্তাসি ব্রহ্মবাচি স্থিতা সতী ।
তস্মাদদৃষ্টা ত্বং ভূয়াঃ পাপরূপান্তঃশয়ম্ ॥
এতচ্ছাপং বিদিত্বা তু তৌ দেবৌ প্রণতা তদা
বিশাপহং প্রার্থয়ন্তৌ তুষ্টাব চ পুনঃপুনঃ ॥ ১৭
ততস্তষ্টৌ দেবদেবৌ প্রার্থিতৌ ত্রিদশার্চিতৌ
শ্রীত্যা হরিরহরাবেবং বাচং বাচমধোচ্যতুঃ ॥ ১৮
হরিরহরাবৃত্ততুঃ ।

গঙ্গয়া সঙ্গতা ভদ্রে যদা ত্বং লোকপাবনৌ ।

মধ্যেই পার্শ্ব হরি ও সেই শঙ্কর উভয়ে
(অমাবস্তাতে) চন্দ্রসুহোর স্থায় এক-
রূপতা প্রাপ্ত হইলেন। আমি তখন তাঁহা-
দিগকে তাদৃশ মিলিতকায় দর্শনে বিস্মিত
ও ভীত হইয়া স্তব করিলাম। পরে
সেই জগন্নাথস্বয়ং ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বালীকে
এই কথা কহিলেন,—“রে হুষ্টে! অনৃত
অপেক্ষা আর পাতক নাই। অতএব
তুই নিয়গা হইবি।” ১—১৪। ব্রহ্মা
কহিলেন,—তার পর সেই বালী বিহ্বলা
হইয়া নদীভাব লাভ করিল। আমি
তদদর্শনে তখন বিস্মিত ও ভীত হইয়া সেই
নদীকে কহিলাম,—“যেহেতু তুমি ব্রহ্মার
বাক্যশ্রেণে অবস্থান করিয়াও অসত্য উচ্চারণ
করিয়াছ, সেই জন্য পাপরূপা তুমি
অদৃষ্টা হইবে; সংশয় নাই। সেই বাক্য
তখন সেই দেবদ্বয়কে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিয়া
পুনঃপুনঃ বিশাপতা প্রার্থনা করিতে লাগিল।
তাহাতে সেই ত্রিদশার্চিত দেবদেব হরিরহর
ভূষ্ট হইয়া শ্রীতিবশতঃ সেই বালীকে
কহিলেন,—“ভদ্রে! তুমি যখন গঙ্গা
সহ সঙ্গতা হইবে, তখন আমার লোক

তদা পুনর্বপুস্তে জ্ঞাপবিত্রং হি সুশোভনে ॥১০১

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্ট্যুত্থা সাপি দেবী গঙ্গয়া সঙ্গতাভবৎ ।

ভাগীরথী গোতমী চ ততশ্চাপি স্বকং বপুঃ ।

দেবী সা বাগমদব্রহ্মন্ দেবানামপি দুর্লভম্ ॥২০

গোতম্যাং সৈব বিখ্যাতা নাম্না বাণীতি পুণ্যদা

ভাগীরথ্যাং সৈব দেবী সরস্বত্যাভিধীয়তে ॥২১

উভয়ত্রাপি বিখ্যাতঃ সঙ্গমো লোকপূজিতঃ ।

সরস্বতীসঙ্গমশ্চ বাণীসঙ্গম এব চ ॥ ২২

গোতম্যা সঙ্গতা দেবী বাণী বাচা সরস্বতী ।

সর্বত্র পূজিতঃ তীর্থং তত্র বাচা শিবং প্রভুম্ ॥

দেবেশ্বরং পূজয়িত্বা বিশাপমগমদযতঃ ।

ব্রহ্মা বিদ্যুৎ বাগ্গৌল্যৈঃ স্বকং ধামাগমৎ পুনঃ ॥২৪

তস্মাত্তত্র শুচির্ভূত্বা স্নাত্বা তত্র চ সঙ্গমে ।

বাগীশ্বরং ততো দৃষ্ট্বা তাবতা মুক্তিমাণুয়াৎ ॥২৫

পাবনী হইতে পারিবে। হে সুশোভনে।

তখনই তোমার বপু পবিত্র হইবে।” ব্রহ্মা

কহিলেন,—সেই বাকুদেবী ও “তাহাই করি”

বলিয়া যাইয়া গঙ্গা সহ সঙ্গতা হইলেন।

পরে তিনি ভাগীরথী গোতমীর সহিত

মিলিতা হইয়া স্বীয় পবিত্র দেহ পুনরায়

লাভ করিলেন। তিনি সেই দেবদুর্লভ

পবিত্র দেহ পাইয়া (স্বর্গে) গমন করিলেন।

গোতমীতে মিলিত হইয়া তিনিই বাণী

নামে পুণ্যদা বিখ্যাতা নদী হইলেন। তিনিই

আবার ভাগীরথীতে মিলিত হইয়া সরস্বতী

নামে অভিহিতা হইলেন। বিখ্যাত সরস্বতী-

সঙ্গম ও বাণীসঙ্গম এই উভয় সঙ্গমই

লোকপূজিত তীর্থ। গোতমী সহ সঙ্গতা

সেই বাকুদেবী সরস্বতী যেহেতু ঐ স্থানেই

বাক্য দ্বারা প্রভু দেবেশ্বর শিবকে পূজা

করিয়া বিশাপা হইয়াছেন, এ নিমিত্ত ঐ

তীর্থ সর্বত্র পূজিত হইয়াছে। ব্রহ্মাও

সেই স্থানে বাকুদেব পরিহারপূর্বক পুন-

রায় নিজ ধামে গমন করিলেন। এই

কারণে সেই সঙ্গমস্থানে জ্ঞানপূর্বক শুচি

হইয়া পরে বাগীশ্বরকে দর্শন মাত্র করিলে,

দানহোমাদিকং কিকিছুপবাসাদিকাং ক্রিয়াম্ ।

যঃ কুর্যাৎ সঙ্গমে পুণ্যে সংসারে ন ভবেৎ

পুনঃ ॥ ২৬

একোনবিংশতিশতং তীর্থানাং তীরয়োর্ধিষোঃ ।

নানাজমার্জিতাশেষপাপক্ষয়বিধায়াং ॥ ২৭

ইতি ত্রিংশকে বাকুসঙ্গমাদিতীর্থবর্ণনং পঞ্চ-

ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বিস্মৃতীর্থমিতি খ্যাতং তত্র বৃত্তমিদং শৃণু ॥ ১

মৌদগল্য ইতি বিখ্যাতো মুদগলস্ত্র সুতো ঋষিঃ

তস্ত ভাৰ্য্যা তু জাবালা নাম্না খ্যাতা সুপুত্রিনী

পিতা ঋষিস্তথা বৃদ্ধো মুদগলো লোকবিশ্রুতঃ ।

তস্ত ভাৰ্য্যা তথা খ্যাতা নাম্না ভাগীরথী শুভা

স মৌদগল্যঃ প্রাতরেব গঙ্গাং স্নাত্ব যতব্রতঃ

নিত্যমেব ত্রিদং কৰ্ম্ম তস্তাসীদুনিঃসঙ্গম ॥ ৪

উহার কলেই মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। যে

ব্যক্তি দান, হোম ও উপবাসাদি ক্রিয়া সকল

উক্ত পুণ্য সঙ্গমস্থলে করে, তাহার

আর এ সংসারে জন্ম হয় না। ঐ স্থানে

গোতমীর উভয় তীরে একোনবিংশতি শত

তীর্থ বর্তমান আছে। ঐ সকল তীর্থ নানা

জমার্জিত অশেষ পাপক্ষয়কর ৷১৫—২৭

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—বিস্মৃতীর্থ নামে যে

বিখ্যাত তীর্থ আছে, সে সম্বন্ধে এই বৃত্তান্ত

শ্রবণ কর। মুদগল ঋষির পুত্র মৌদগল্য

নামে এক বিখ্যাত ঋষি ছিলেন। তাঁহার এক

জাবালা নামী সুপুত্রিনী বিখ্যাতা শুভা ভাৰ্য্যা

ছিলেন। সেই মৌদগল্য যতব্রত হইয়া

প্রতিদিনই গঙ্গাস্নান করিতেন। প্রতী তাঁহার

গঙ্গাতীরে কুশৈরুদ্ভিঃ শমীপুষ্পৈরহর্নিশম্ ।
 গুরুদিভেন মার্গেণ স্বমানসসরোরুহে ।
 আবাহনং নিত্যমেব বিবেশচক্রে স মৌদগলিঃ
 ভেনাহুতম্বরম্ভেতি লক্ষ্মীভর্তা জগৎপতিঃ ।
 বৈনতেয়মধারুহ শম্ভুচক্রগদাধরঃ ॥ ৬
 পূজিতস্তেন ঋষিণা স মৌদগল্যেন যত্নতঃ ।
 প্রভাতে চ কথাস্চিচ্ছ্রা মৌদগল্যায় জগৎপ্রভুঃ
 ততোহপরারুহসময়ে বিষ্ণুঃ প্রাহ স মৌদগলিম্
 বাহি বৎস স্বভবনং শ্রান্তোহসীতি পুনঃ পুনঃ
 এবযুক্তঃ স দেবেন বিষ্ণুনা যাতি স দ্বিজঃ ।
 জগৎপ্রভুস্ততো যাতি দেবৈর্যুক্তঃ স্বমন্দিরম্ ॥
 মৌদগল্যোহপি তথাভ্যোত্য কিঞ্চিদাদায়
 নিত্যশঃ ।

স্বমেব ভবনং বিধানং ভাৰ্য্যায়ৈ স্বাক্ষিতং ধনম্
 দদাতি স মহাবিষ্ণুচরণাক্ষপরায়ণঃ ॥ ১০

নিত্যকৰ্ম ছিল। হে মুনিসত্তম নারদ !
 সেই মৌদগল্য প্রতিদিনই গঙ্গাতীরে কুশ
 মুক্তিকা ও শমীপুষ্প দ্বারা গুরুপদটি প্রণালী
 অনুসারে স্বকীয় মানসসরোরুহে বিষ্ণুর
 আবাহন করিতেন। লক্ষ্মীভর্তা জগৎপতি
 শম্ভু-চক্র-গদাধর বিষ্ণুও তৎকর্তৃক আহুত
 হইয়া বৈনতেয়ে আরোহণপূর্বক দ্বারা সহ-
 কারে আগমন করিতেন। এবং সেই
 মৌদগল্য ঋষি কর্তৃক সযত্নে পূজিত হইয়া
 সেই জগৎপ্রভু তাঁহার সহিত পরস্পর
 বিবিধ কথোপকথন করিবেন। তারপর অপরায়ণ
 সময়ে বিষ্ণু সেই মৌদগল্যকে “বৎস! তুমি
 শ্রান্ত হইয়াছ, এক্ষণে স্বভবনে গমন কর”
 পুনঃপুনঃ এইরূপ বলিলে সেই দ্বিজ দেব
 বিষ্ণু কর্তৃক অমুজাত হইয়া নিজাবাসে
 প্রভ্যাগত হইতেন। জগৎপ্রভু বিষ্ণুও দেব-
 গণসহ স্বমন্দিরে গমন করেন। সেই বিধান
 মহাবিষ্ণু-চরণাক্ষ-পরায়ণ মৌদগল্যও প্রতি-
 দিনই এইরূপ সময়ে প্রভ্যাবৃত্ত হইয়া সহপায়ে
 যৎকিঞ্চিৎ ধনাদি সংগ্রহপূর্বক তাহা আনিয়া
 ভাৰ্য্যাকে দিতেন। তদীয় পতিব্রত-
 পক্ষপাণ সত্যব্রতা ভাৰ্য্যাও ভর্তার আনীত

মৌদগল্যস্ত প্রিয়া সাপি পতিব্রতপরায়ণা ।
 শাকং মূলং কলং বাপি ভর্তানীতন্ত যত্নতঃ ॥ ১১
 সুসংস্কৃত্যপাতিথিনাং বালানাং ভর্তুরেব চ ।
 দদা তু ভোজনং তেভ্যঃ পশ্চাদুত্তেজ ব্রতব্রতা
 তুক্তবৎস্বথ সৰ্বেষু রাজৌ নিত্যং স মৌদগলিঃ
 বিবেগঃ শ্রুতাঃ কথাস্চিচ্ছ্রান্তেভ্যো বক্তব্যং

হর্ষিতঃ ॥ ১৩

এবং বহুতিথে কালে ব্যতীতে চাতিবিস্মিতা
 মৌদগল্যস্ত রহো ভাৰ্য্যা ভর্তারং বাক্যমব্রবীৎ
 জাবালোবাচ ।

যদি তে বিষ্ণুরভ্যোতি সমীপং ত্রিদশার্চিতঃ ।
 তথাপি কষ্টমস্মাকং কস্মাদিতি জগৎপ্রভুম্ ।
 তৎপৃচ্ছ ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ যদাসৌ বিষ্ণুরেতি চ ॥
 যস্মিন্শ্চ স্মৃতমাজে তু জরাজয়রুজৌ মৃতিঃ ।
 নাশং যাস্তি কুতো দৃষ্টে তস্মাৎ পৃচ্ছ
 জগৎপতিম্ ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্ট্যুক্তা প্রিয়াবাক্যামৌদগল্যোনিত্যবন্ধরিস্

শাক, মূল, কলাদি সযত্নে রন্ধনপূর্বক
 অতিথি-বর্গকে, বালকগণকে ও ভর্তাকে
 পরিবেশনান্তে পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করিতেন।
 পরে সকলের ভোজনাতে সেই মৌদগল্য
 প্রতিদিনই রাজিকালে তাহাদিগের নিকটে
 বিষ্ণু হইতে শ্রুত সেই সকল বিচিত্র কথা
 সানন্দে কৌতুহল করিতেন। এই ভাবে বহু-
 কাল অতীত হইলে মৌদগল্যের প্রিয়া
 ভাৰ্য্যা একদা ভর্তাকে এই কথা কহিলেন যে,
 ত্রিদশার্চিত বিষ্ণুই যদি তোমার সমীপে
 আগমন করেন, তাহা হইলে আমাদিগের
 এরূপ কষ্ট হয় কেন? হে মহাপ্রাজ্ঞ! বিষ্ণু
 আবার যখন তোমার নিকটে আসিবেন, তুমি
 তখন এই কথা ভাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও।
 তাঁহার দর্শনের কথা কি? বাহ্যর স্মৃতিমাত্রেই
 জরা, জয়, রোগ, ও মরণভয় নষ্ট হয়
 তুমি সেই জগৎপতিকে এ বিষয় জিজ্ঞাস
 করিও। ১—১৬। ব্রহ্মা কহিলেন,—
 মৌদগল্য সেই প্রিয়া ভাৰ্য্যাকে “তাহার

ষট্টিংশদশঃ

পূজায়া বিনীতশ্চ পঞ্চাঙ্গ স কৃত্যঙ্গিঃ ।

মৌদগল্য উবাচ ।

হৃদি স্মৃতে জগন্নাথ শোকদারিদ্ৰ্যহৃতম্ ।

নাশং যাতি বিপত্তির্বে হৃদি দৃষ্টে কথং হিতা ।

বিষ্ণুকবাচ ।

শুকতাং ভূজ্যাতে ভূতৈঃ সর্ষৈঃ সর্বত্র সর্বদা ।

ন কে হপি কন্তুচিং কিঞ্চিং করোত্যত্র

হিতাহিতে ।

যাদৃশং চোপাতে বীজং ফলং ভবতি তাদৃশম্ ।

রসালঃ স্ত্রী নিষস্ত বীজাজ্জাহপি কৃত্যচিং ।

ন কৃত্য গোতমোসেবা নাচিহিতো হরিশঙ্কঃ ।

ন দত্তং যৈশ্চ বিপ্রেভ্যস্তে কথং ভাজনং ।

ভূয়া ন দত্তং কিঞ্চিচ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো মমাপি ।

যদীয়তে তদেবেহ পরশ্মিঃশোপতিঃ ।

মুক্তিকীৰ্ত্তিঃ কুশৈর্মহৈঃ শুচিকর্ম্ম সর্গদেহয়া ।

করোতি তস্মাৎ পূতাত্মা শরীরস্ত চ্যতুঃ ।

তায়

করিব" এই বলিয়া অস্তান্ত দিঃ র বিনীত-

হরিকে পূজাপূর্ব্বক প্রিয়াবাক্যাবলী ।

ভাবে কৃত্যঙ্গি হইয়া জিজ্ঞাসা ।

হে জগন্নাথ ! তুমি দৃষ্ট হইলে শো আমাকর্ত্তক

ও দৃষ্ট সমস্ত বিনষ্ট হয়, কিন্তু কেন রহি-

তুমি দৃষ্ট হইলেও আমার বিপত্তি বিনগণ শ্রুত

যাচ্ছে ? অীবিষ্ণু কহিলেন,—প্রা ।

কর্ম্মাবলীসারেই শূন্য হুঃখ ভোগ ক

সংসারে কেহই কাহারও কিছুমাত্র

করিতে পারে না । যাদৃশ বীজ

যায়, ফলও তাদৃশই হইয়া থাকে; ন

বীজ হইতে কুত্রাপি কখন রসাল ক

না । বাহারা গোতমীর সেবা করে

ও শঙ্করের অর্চনা করে নাই, তা

বিপ্রজনে দান করে নাই, তাহা

হইবে কিরূপে ? তুমি ব্রাহ্ম

আমাকে কিছুমাত্র দান কর

কালে তাহাই

জন শরীর

উপস্থিত হইয়া থাকে ।

শোষণপূর্ব্বক মুক্তিকা, বায়ু, ক

ভূচি কর্ত্তব্য অর্চনা করে,

বিনা দানেন ন কাপি ভোগাব্যক্তির্গুণাঃ ভবেৎ

সংকর্মাচরণাক্ষুদ্রো বিরক্তঃ স্তান্ততো নয়ঃ ।

ততোহপ্রতিহতজ্ঞানো জীবমুক্তস্ততো ভবেৎ

সম্বেষাৎ শূলভা মুক্তভক্ত্যা চেহ পূর্ত্ততঃ ।

ভুক্তিদানাদিনা সর্বদুঃখনিবহণাৎ ।

অথবা লপ্যসে মুক্তিঃ ভক্ত্যা ভুক্তিং ন

লপ্যসে ॥ ২৬

মৌদগল্য উবাচ ।

ভক্ত্যা মুক্তিঃ কথং ভূয়াক্ষুভেদমুক্তিঃ সুদুর্লভা

জাতা চেদেহনাং মুক্তিঃ কিমন্তেন প্রয়োজনম্

ভক্ত্যা মুক্তিঃ সর্বপূজ্যা তামিচ্ছেষ জগন্ময় ।

বিষ্ণুকবাচ ।

এতদেবাস্তত্ত্বং ব্রহ্মন্ দীপ্তে ময়মুশ্মরন্ ।

ব্রাহ্মণায়াথবার্হিত্যন্তদেবাক্ষয়তাঃ ব্রজেৎ ॥ ২৭

পূতাত্মা হইয়া থাকে । দান ব্যতীত নর-

গণের কুত্রাপি ভোগপ্রাপ্তি হয় না ।

সংকর্ষের অন্তর্ভানে নয় শুদ্ধ হয় এবং

পরে, বৈরাগ্য লাভ করে । তারপর অপ্রতি-

হত জ্ঞান-সম্বিত হয়, তাহার কলে

জীবমুক্ত হইয়া থাকে । কি ইহ জন্মে,

কি পূর্ব্ব জন্মে, আমার প্রাতি ভক্তিদ্বারা

সকলেরই মুক্তি শূলভ হইয়া থাকে । কিন্তু

দানাদি কার্য্য ও সর্বদুঃখের হুঃখ নিবারণ,

এসকল দ্বারা ভুক্তি লাভ হয় । ভক্তি দ্বারা

তুমি মুক্তিই লাভ করিতে পার, ভুক্তি লাভ

করিতে পারিবে না ॥ ১৭—২৬ ॥ মৌদগল্য

কহিলেন,—ভক্তি দ্বারা মুক্তি হয় কিরূপে ?

মুক্তি, ভুক্তি অপেক্ষা সুদুর্লভ বলিয়াই বোধ

হয় । বিশেষতঃ দেহাদিগের যদি মুক্তিই

লাভ হয়, তবে আর অন্য বিষয়ে

প্রয়োজন কি ? হে জগন্ময় ! যদি ভক্তি

দ্বারা ই সর্বপূজ্যা মুক্তি হয়, তবে আমি সেই

মুক্তিরই আকাঙ্ক্ষা করি । বিষ্ণু কহিলেন,—

ব্রাহ্মণ, মৌদগল্য ! ভুক্তি ও মুক্তির এই-

রূপ তারতম্য অবগত হও । আমাকে স্মরণ

করত ব্রাহ্মণ জনে অথবা অন্ত যাচককে

যাহা দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হয় ।

মামধ্যাক্ষাৎ বন্দ্যাত্তত্ত্বাত্মকলপ্রদম্ ।

তৎপূনর্দত্তমেবেহ ন ভোগায়াত্র কল্পতে ॥ ৩০

তন্মাদেহি মহাবুদ্ধে ভোজ্যং কিঞ্চিদম ক্রবম্ ।

অথবা বিপ্রমুখ্যায় গোতমীতীরমাত্রিতঃ ॥ ৩১

ব্রহ্মোবাচ ।

মৌদগল্যঃ প্রাহ তং বিষ্ণুং দেয়ং মম ন বিদ্যাতে

নান্তং কিঞ্চন দেহাদি যন্তুয়ি সমর্পিতম্ ॥ ৩২

ততো বিষ্ণুর্গুরুভ্যুতঃ প্রাহ শীত্রং জগৎপতিঃ ।

ইহানয়ম্ব কণিশং মমায়ং চার্পয়িষ্যতি ॥ ৩৩

ততো যোগ্যানয়ং ভোগান্ প্রাপ্যতে মনসঃ

প্রিয়ান্ ।

আকর্ণ্য স্বামিনাদিষ্টং তথা চক্রে স পক্ষিরাট্ ॥

বিষ্ণুহস্তে কণান্ প্রাদাৎ স মৌদগল্যো

যতব্রতঃ ।

এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুর্বিষকর্মানমব্রবীৎ ॥ ৩৪

আর আমাকে ধ্যান না করিয়া যাহা

দান করা যায়, তাহা অল্পমাত্র কলজনকই

হইয়া থাকে । সেই দান কেবল ইহলোকে

দৃষ্ট হয় মাত্র, উহা ইহকালে ভোগসাধক

হয় না । অতএব হে মহাবুদ্ধে ! তুমি

আমাকে কিঞ্চিৎ ভোজ্য দান কর ; যাহা

স্বামী কলজনক হইবে । অথবা গোতমী-

তীর আশ্রয়পূর্বক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান

কর । ২৭—৩১ । ব্রহ্মা কহিলেন,—মৌদগল্য

সেই বিষ্ণুকে বলিলেন,—“আমার দেয় বস্তু

কিছুই নাই । দেহাদি যাহা আছে, তাহাও

আপনাতে সমর্পিত হইয়াছে ।” জগৎপতি

এই কথা শ্রবণে—গুরুত্বানকে কহিলেন,—

তুমি শীত্র এখানে কিঞ্চিৎ কণিশ (খুদ)

লইয়া আইস ; এ ব্যক্তি তাহাট আমাকে

অর্পণ করিবে । তাহা হইলেই ইহার মনঃ-

প্রিয় যোগ্য ভোগ্য প্রাপ্তি ঘটিবে । পক্ষিরাজ

গুরুত্ব প্রভুর আদেশ বাক্য শ্রবণে তাহাই

করিলেন । সেই যতব্রত মৌদগল্য তখন

গুরুজনীত কণা সকল বিষ্ণুর হস্তে সমর্পণ

করিলেন । বিষ্ণু ইত্যবসরে বিষকর্মানকে

বিষ্ণুর্কবাচ ।

যাক্ষাচ্ছ কুলে সপ্ত পুরুষান্তাবদেব তু ।

ভবিত্যেহ মহাবুদ্ধে তাবৎকামা মনীষিতাঃ ॥

গাবো হিরণ্যঃ ধাত্তানি বহ্ন্যাণ্যভরণানি চ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

যচ্চ কিঞ্চিৎমনঃপ্রীত্যৈ লোকে ভবতি

শোভনম্ ।

তৎ সর্বমাপ মৌদগল্যো বিষ্ণুগঙ্গাপ্রভাবতঃ ॥

গৃহংগচ্ছতি মৌদগল্যোবিষ্ণুনোক্তস্ততো যমো

অশ্রমে স্বস্ত সর্বাঙ্গিঃ দৃষ্ট্য স্বধিরভাবত ॥ ৩৮

স্বধিরুবাচ ।

অহো ! দানপ্রভাবোহয়মহো বিষ্ণোরম্বনুশ্রুতিঃ ।

অহো ! গঙ্গাপ্রভাবচ্চ কৈর্কিচাৰ্য্যো মহানয়ম্ ॥ ৩৯

ব্রহ্মোবাচ ।

মৌদগল্যঃ সার্বা ভাৰ্য্যা সার্কং পুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ

বন্ধুভিঃ ।

পিতৃ-বুভুজে ভোগানুভুক্তিং মুক্তিমবা প চ

(আহুবাচৈবিক) কহিলেন,—হে মহাবুদ্ধে !

এই কৈঙ্কর্য্য লার কুলে যাবৎ সপ্তম পুরুষ

উদ্ভূত হইবে, তাবৎ যেন ইহার বাঞ্ছিত

গো, হিরণ্য, ধাত্ত, বহ্ন, আভরণ ইত্যাদি

নিখিল কাম্যাবশ্য বিদ্যমান থাকে ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—লোকে যাহা কিছু মনঃ-

প্রীতিসাধক ভব্য আছে, বিষ্ণু

ও গঙ্গার প্রসাদে মৌদগল্য তৎসমস্তই

প্রাপ্ত হইলেন । তার পর বিষ্ণুকর্তৃক “গৃহে

গমন করুন” এইরূপ উক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যা-

গমন করিলেন । সেই স্বধি নিজ আশ্রমে

সর্ববিধ সৎসঙ্গ দর্শনে বলিলেন,—অহো !

ইহা দানের প্রভাব ! ওঃ, বিষ্ণুর অম্বনুশ্রুতি

কি চমৎকার ! আহা ! গঙ্গার প্রভাবই বা

কি ! এই মহাবিশ্বের বিষয়ের বিচার কে করিবে ?

ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই হইতে মৌদগল্য

কণি ভাৰ্য্যা, পুত্র, পৌত্র ও বন্ধুজনে পরিদ্রুত

থাকিয়াদ্রুত হইলেন । গঙ্গাপ্রভাবসহ সেই ভোগানুভব

ভোগ হইয়া লাগিলেন । কলতঃ তিনি

তাঁহায় সৎসঙ্গ মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন । সেই

ততঃ প্রতৃতি ভুক্তীৰ্ণং মৌদগল্যং বৈকবং তথা
তত্র জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ মুক্তিমুক্তিকলপ্রদম্ ॥ ৪১
তত্র জ্ঞানঃ স্মৃতিৰূপি তীর্থস্তা ত্র্যং কথঞ্চন ।
তস্ত বিকৃত্তবেৎ জ্ঞীতঃ পাপৈর্গুরুঃ স্মৃণী ভবেৎ
একাদশ সহস্রাণি তীর্থানাং তীরয়োর্ধ্বয়োঃ ।
সৰ্বার্থদায়িনাং তত্র জ্ঞানদানজপাদিতিঃ ॥ ৪৩
ইতি জ্ঞীত্বাক্ষে মৌদগল্যাদিদশসহস্রতীর্থবর্ণনঃ
ষষ্ঠিত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ৬ ॥

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

লক্ষ্মীতীর্থমিতি খ্যাতং সাক্ষাৎলক্ষ্মীবিবৰ্দ্ধনম্ ।
অলক্ষ্মীনাশনং পুণ্যমাখ্যানং শৃণু নারদ ॥ ১
সংবাদশ্চ পুরা ত্বাসীন্নক্ষ্যাঃ পুত্র দরিত্রায়া ।
পরম্পরবিরোধিস্থাবুতে বিধং সমীক্ষতুঃ ॥ ২

অবধি ঐ স্থানে মৌদগল্য তীর্থ ও বিষ্ণু-
তীর্থের উৎপত্তি হয়। সেই তীর্থে জ্ঞান ও
দান করিলে জ্ঞান ও মুক্তি-ফল প্রাপ্ত হওয়া
যায়। ঐ তীর্থের বিষয় কোনমতে শ্রবণ
ও স্মরণ করিলেও বিষ্ণু জ্ঞীত হয়েন, এবং
পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া স্মৃণী হইতে
পারা যায়। এই স্থানে উভয় তীরে
একাদশ সহস্র তীর্থ আছে, উহাতে জ্ঞান,
দান ও জপাদি করিলে জনগণের সৰ্বার্থসিদ্ধি
হয়। ৩২—৪৩।

ষষ্ঠিত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৬।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—নারদ ! লক্ষ্মীতীর্থ নামে
বিখ্যাত যে তীর্থ আছে, উহা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-
বর্দ্ধক ও অলক্ষ্মীর নাশক। তাহার উপাখ্যান
শুন। হে পুত্র ! পূর্বকালে লক্ষ্মী ও দরিত্রা
পরম্পর বিরোধিনী, এই হেতু এতহতয়ের
শ্রেষ্ঠতা লইয়া বিবাদ ঘটে। তাঁহারা উভয়ে

তাভ্যামব্যাণুতং বস্ত তন্নাস্তি ভুবনজয়ে ।
মম জ্যৈষ্ঠ্যঃ মম জ্যৈষ্ঠ্যমিত্যুচ্যুতকৃতে মিথঃ ।
অহং পূৰ্ব্বং সমুদ্ভূতা ইত্যাহ শ্রিয়মোজসা ॥ ৩
লক্ষ্মীকবাচ ।
কুলং শীলং জীবিতং বা দেহিনামহমেব তু ।
ময়া বিনা দেহভাজো জীবন্তোহপি মৃত্য ইব ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

দরিত্রা চ সা প্রোক্তা সধেভ্যো হৃদিকা হৃদম্
মুক্তির্দদাশ্রিতা নিত্যং দরিত্রৈবং বচোহববীৎ
কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মদো মাৎসর্যম্বেব চ ।
যত্রাহ মস্মি তত্রৈতে ন তিষ্ঠন্তি কদাচন ॥ ৬
ন ভয়োদ্ভূতিকৃৎসাদ ঈর্ষ্যা উদ্ধতবৃত্তিতা ।
যত্রাহমস্মি তত্রৈতে ন তিষ্ঠন্তি কদাচন ॥ ৭
দরিত্রায়া বচঃ শ্রদ্ধা লক্ষ্মীস্তাং প্রত্যভাষত ॥৮
লক্ষ্মীকবাচ ।
অনকৃত্তো ময়া জন্তুঃ সর্বো ভবতি পুঞ্জিতঃ ।

সমগ্র বিষ ব্যাপ্ত করিলেন। ভুবনজয়ে এমন
কিছুই রহিল না, যাহা ইহাঁদগের দ্বারা
ব্যাপ্ত হয় নাই। তাঁহারা “আমি শ্রেষ্ঠ,
আমি শ্রেষ্ঠ” উভয়েই পরম্পর এইরূপ বলিতে
লাগিলেন। দরিত্রা অলক্ষ্মী সগর্বে লক্ষ্মীকে
কহিলেন,—আমি তোমা অপেক্ষা পূর্বে
উদ্ভূতা হইয়াছি, অতএব আমিই শ্রেষ্ঠ।
লক্ষ্মী কহিলেন,—দেহিগণের কুল, শীল ও
জীবন এসমস্তই আমার অধীন ; আমা-
ব্যতীত দেহধারীরা জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ।
সুতরাং আমিই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা কহিলেন,—
তহত্বের দরিত্রা অলক্ষ্মীও কহিলেন,—আমিই
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু মুক্তি আমারই
আশ্রিতা। তিনি আরও কহিলেন,—কাম,
ক্রোধ, লোভ, মদ ও মাৎসর্য,—এসকল—
আমি যেখানে থাকি, কদাচ সেখানে তিষ্ঠিতে
পারে না। আমি যেখানে থাকি, তথায়
ভয়োৎপত্তি হয় না, উদ্ভূততা, ঈর্ষ্যা, উদ্ধতভাব
এসকলও কদাচ সেখানে আসিতে পারে না।
দরিত্রার এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মী তাহাকে কহি-
লেন,—আমি দার। অনকৃত্ত সকল জীব

নির্জনঃ শিবতুল্যোহপি সর্বৈরপ্যভিভূযতে ॥১০
 দেহীতি বচনদ্বারা দেহস্থাঃ পঞ্চ দেবতাঃ ।
 সদ্যো নির্গত্য গচ্ছন্তি ধীশ্রীহ্রীশান্তিকৌর্ভয়ঃ ॥
 তাবৎগুণা গুরুত্বং যাবদ্বার্থযতে পরম্ ।
 অথী চেৎপুরুষোজাতঃ ক গুণাঃ ক চ গৌরবম্
 তাবৎ সর্বোত্তমো জন্তুস্তাবৎ সর্বগুণালয়ঃ ।
 নমন্তঃ সর্বলোকানাং যাবদ্বার্থযতে পরম্ ॥ ১২
 কষ্টমেতন্মহাপাপং নির্জনভূঃ শরীরিণাম্ ।
 ন মানয়তি নো বক্তি ন স্পৃশত্যধনং জনঃ ॥১৩
 অহমেব ততঃ শ্রেষ্ঠা দরিদ্রে শৃণু মে বচঃ ॥১৪
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ভদ্রমীবচনং শ্রুত্বা দরিদ্রা বাক্যমব্রবীৎ ॥১৫
 দরিদ্রোবাচ ।
 বভূবুঃ ন লক্ষ্মীজ্যেষ্ঠাহমাতা বৈ লজ্জসে মুহুঃ ।
 পাপেষু রমসে নিত্যং বিচায় পুরুষোত্তমম্ ॥১৬
 বিশ্বস্তবঞ্চকা নিত্যং ভবতী শ্লাঘসে কথম্ ।

পূজিত হয় ; নির্জন জন শিব সদৃশ হইলেও
 সর্বলোক দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে ।
 “দাও” এই বাক্য দ্বারা দেহস্থ পঞ্চদেবতা—
 ধী, শ্রী, হ্রী, শান্তি ও কৌর্ভি সজাই, বহির্গত
 হইয়া অন্তরে গমন করেন । জনগণের গুণ
 সকল ও গুরুত্ব তাবৎ বিদ্যমান থাকে ;
 যাবৎ পরসম্মুখানে প্রার্থনা না করে । পুরুষ
 যাচক হইলে তাহার গুণই বা কোথায় ?
 আর গৌরবই কোথায় ? জীব তাবৎ
 কালই সর্বোত্তম, সর্বগুণালয় ও সর্বলোকের
 নমন্ত হইয়া থাকে, যাবৎ পর-সম্মুখে প্রার্থনা
 না করে । শরীরবর্গের যে নির্জনভূ, ইহা
 কষ্টদায়ক মহাপাপ ; কারণ, নির্জনকে জনগণ
 মান্য করে না, কথা কহে না, এমন কি স্পর্শও
 করে না । হে দরিদ্রে ! এ নিমিত্ত আমিই
 শ্রেষ্ঠ ; তুমি আমার এই কথা শুন । ১—১৪ ।
 ব্রহ্মা বলিলেন,—দরিদ্রা লক্ষ্মীর এই বাক্য
 শুনিয়া কহিলেন,—লক্ষ্মী ! তুমি মুহুর্ন্তঃ “আমি
 জ্যেষ্ঠা” এ কথা বলিতে লজ্জিত হইতেছ না
 কেন ? তুমি পুরুষোত্তমকে পরিহার করত
 পাপ জনেতেই নিত্য রমণ করিয়া থাক ।

অথঃ নতাদৃকৃতং প্রাপ্তোপচাত্তাপোযথা গুরুঃ
 ন তথা জায়তে পুংসাং সুরয়া দারুণো মদঃ ।
 তৎসমিধানমাত্রেণ যথা বৈ বিদুয়ামি ॥ ১৮
 সদৈব রমসে লক্ষ্মীঃ প্রায়স্তং পাপকারিণী ।
 অহং বসামি যোগ্যেযু ধর্ম্মশীলেযু সর্বদা ॥ ১৯
 শিববিষ্ণুহরক্লেষু কৃতক্লেষু মহৎশু চ ।
 সদাচারেযু শান্তেযু গুরুসেবোদ্যতেষু চ ॥ ২০
 সৎশু বিদ্যৎশু শূরেযু কৃতবুদ্ধিযু সাধুযু ।
 নিবসামি সদা লক্ষ্মীস্তস্মাজ্জ্যেষ্ঠ্যঃ ময়ি স্থিতম্
 ব্রাহ্মণেযু শুচিযৎশু ব্রতচারিণীযু ভিক্ষুযু ।
 নির্ভয়েষু বসিষ্যামি লক্ষ্মীস্তং শৃণু তে স্থিতিম্ ॥
 রাজবর্ত্তিণীযু পাপেষু নির্ভরেযু খলেযু চ ।
 পিশুনেযু চ লুকেষু বিকৃতেষু শঠেষু চ * ॥ ২৩
 অনাধোযু কুহরেযু ধর্ম্মহাতিযু সর্বদা ।
 মিত্রদ্রোহিষনিষ্টেষু ভয়চিন্তেযু বর্ভসে ॥ ২৪

বিশ্বস্ত জনের বঞ্চনকারিণী তুমি আবার
 শ্লাঘা কর কিরূপে ? তোমাকে প্রাপ্ত হইলে
 লোকের গুরুতর পশ্চাত্তাপ ভিন্ন অর্থ
 হয় না । তোমার সমিধান মাত্রে বিদ্বান্
 জনগণেরও যেমন দারুণ মন্ততা জন্মে,
 পুরুষের মন্তপানেও তেমন মন্ততা হয়
 না । হে লক্ষ্মী ! তুমি প্রায় সর্বদাই
 পাপকারী জনে রত হইয়া থাক ; আর
 আমি সর্বদা ধর্ম্মশীল যোগ্য ব্যক্তিতেই বাস
 করি । শিব ও বিষ্ণুতে অমুরক্ত, কৃতজ্ঞ,
 মহৎ, সদাচার, শান্ত, গুরুসেবা-নিরত,
 সাধু, বিদ্বান্, শূর, প্রশস্ত বুদ্ধিমান,
 সজ্জনেতেই আমি সদা বাস করি । হে
 লক্ষ্মী ! অতএব আমাতেই শ্রেষ্ঠতা অব-
 স্থিত । ব্রাহ্মণ, শুচি, জল, ব্রতচারী,
 ভিক্ষুক ও নির্ভয় লোকেই আমি বাস
 করি । হে লক্ষ্মী ! তুমি এক্ষণে তোমার
 স্থিতির কথা শ্রবণ কর । তুমি রাজ-কর্ম্মচারী,
 পালী, নির্ভর, খল, পিশুন, (অসাক্ষাতে পর
 নিন্দাকারী,) লুক, বিকৃত, (অযোগ্য কর্ম্ম-

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং বিবদমানে তে জগদুর্ন্যাস্তে অপি ।
তয়োৰ্বাক্যমুপশ্রুত্যা মণোভক্তে তে উভে অপি ॥
মহঃ পূৰ্ব্বতরা পৃথ্বী আপঃ পূৰ্ব্বতরাস্ততঃ ।
স্বীণাং বিবাদং তা এব হ্রিয়ো জানান্তি নেতরে
বিশেষতঃ পুনস্তাভ্যাং কমণ্ডলুভবাশ্চ যাঃ ।
তত্রাপি গোতমী দেবী নিশ্চয়ং কথ্যমাতি ।
সৈব সৰ্ব্বাৰ্হিসংহত্ৰী সৈব সন্দেহকৰ্ত্তরী ॥ ২৭
তে মৰ্ব্বাক্যানুভবং গহ্বা ভূমা চ সহিতে অপি ।
অস্তিচ সহিতাঃ সৰ্ব্বা গোতমীঃ যয়রাপগাম্ ॥
ভূমিরাপস্তয়োৰ্বাক্যং গোতম্যো ক্রমশঃ ক্ষুটম্
সৰ্ব্বং নিবেদয়ামানুর্ধ্বথারুন্তং প্রণম্য তাম্ ॥ ২৯
দরিদ্রাশ্চ লক্ষ্ম্যাশ্চ বাক্যং মধ্যস্থবন্দদা ।
শৃণু লোকপালেষ শৃণুত্যাং ভুবি নারদ ॥ ৩০

চারী,) শঠ, অনাধ্য, কৃতব্র, ধর্ম্মবাতী, মিত্র-
দ্রোহী, অনিষ্ট-পরায়ণ ও হীনচেতা জনে
অবস্থান করিয়া থাক। ১৫—১৮। ব্রহ্মা
কহিলেন,—তাহারা একপ বিবাদ করিতে
করিতে মীমাংসার্থ উভয়েই আমার নিকটে
আগিলে, আমি তাঁহাদিগের বাক্য শুনিয়া
উভয়কেই বলিলাম,—অমা অপেক্ষা পৃথ্বী
পূর্ব্বতরা, তাহা অপেক্ষাও আপ্ সকল পূর্ব্ব-
তরা। পৃথ্বী ও আপ্ স্থীলোকঃ তাঁহারা ই
ইহার মীমাংসা করিবেন। যেহেতু স্থীদিগের
বিবাদ বিষয়ে স্থীলোকেরাই অভিজ্ঞ; অপরে
নহে। তাঁহাদিগের মধ্যেও বিশেষতঃ
কমণ্ডলুভবা (গঙ্গা) আপ্ ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।
তদ্ব্যধ্যেও আবার গোতমী দেবী শ্রেষ্ঠতরা;
তিনিই এ বিষয়ের নিশ্চিত সত্ত্বর দিবেন।
তিনিই সর্ব্বাৰ্হিহারিণী, ও সর্ব্বসন্দেহ-
নাশিনী। অতঃপর, আমার বাক্যানুসারে
তাঁহারা উভয়ে ভূমি ও আপের সহিত
মিলিত হইয়া গোতমী নদীতে যাইলেন।
পরে ভূমি ও আপ্ ইহারা সেই গোতমীকে
প্রণামপূর্ব্বক যথাক্রমে স্পষ্টরূপে সেই লক্ষ্মী
ও দরিদ্রার বচনাবলী সমস্তই যথাযথ নিবে-
দন করিলেন। ২১—২৯। হে নারদ! সেই

শৃণুতীষ্প্ সা গঙ্গা দরিদ্রাং বাক্যমব্রবীৎ ।

সম্প্রশস্ত তথা লক্ষ্মীং গোতমী বাক্যমব্রবীৎ ॥

গোতম্যুবাচ ।

ব্রহ্মশ্চীচ তপঃশ্চীচ যজ্ঞশ্চীচ কৌর্হিসংজ্ঞিতা ।
ধনশ্চীচ যশঃশ্চীচ বিদ্যা প্রজ্ঞা সরস্বতী ॥ ৩১
ভুক্তিশ্চীচাথ মুক্তিশ্চ স্মৃতির্লজ্জা ধৃতিঃ কমা ।
সিদ্ধিশ্চীচাথ পুষ্টিঃ শান্তিরাপস্তথা মহী ॥ ৩৩
অহংশক্তিরথোষধ্যাঃ জ্ঞতিঃ শুদ্ধিবিভাবরী ।
দৌর্জ্যোৎস্না আশিষঃ স্বস্তির্ব্যাগ্ধিমায়া
উষা শিবা ॥ ৩৪
যংকিকিঞ্চিদ্যতে লোকে লক্ষ্ম্যা ব্যাপ্তঃ
চরাচরশ্চ ॥

ব্রাহ্মণেষথ ধীরেষু ক্রমাৎসংযথ সাধুশ্চ ॥ ৩৫
বিদ্যাযুক্তেষু চাত্তেষু ভুক্তিমুক্ত্যনুসারিণু ।
যদ্যদ্রম্যং সুন্দরং বা তত্তদলক্ষ্মীবিজুতিতব্ ।

দরিদ্রার ও লক্ষ্মীর বাক্যে মধ্যস্থ সদৃশ হইয়া
লোকপালগণ, পৃথিবী ও আপ্ ইহারা
শুনিতে থাকিলে, সেই গোতমী গঙ্গা,—
লক্ষ্মীকে প্রশংসা করত দরিদ্রাকে এই বাক্য
কহিলেন,—ব্রহ্মশ্চী, তপঃশ্চী, যজ্ঞশ্চী, কৌর্হি,
ধনশ্চী, যশঃশ্চী, বিদ্যাশ্চী, প্রজ্ঞাশ্চী, সরস্বতী,
ভুক্তিশ্চী, মুক্তি, স্মৃতি, লজ্জা, ধৃতি, কমা,
সিদ্ধি, তৃষ্টি, পুষ্টি, শান্তি, আপ্, মহী, আমি,
শক্তি, ওষধি, জ্ঞতি, শুদ্ধি, বিভাবরী, সর্গ,
জ্যোৎস্না, আশীঃ, স্বস্তি, ব্যাগ্ধি, মায়া,
উষা ও শিবা ইত্যাদি যাহা কিছু লোকে
চরাচর ভাজ বস্তু,—তৎসমস্তই লক্ষ্মী
কর্তৃক ব্যাপ্ত। ব্রাহ্মণ, ধীর, ক্রমাধান,
সাধু-বিদ্বান ও ভুক্তি-মুক্তপ্রার্থী অভ্যাস্ত
ব্রাহ্মবর্গ—সর্ব্বত্রই লক্ষ্মী বিরাজিতা। যাহা
যা। রম্য বা সুন্দর, তাহাই লক্ষ্মীযুক্ত।
এবিষয়ে বেশী বলিয়া ফল কি? সমস্ত জগৎই
লক্ষ্মীময়। যে কোনস্থলে যাহা কিছু উৎ-
কৃষ্ট দেখা যায়, সে সমস্তই লক্ষ্মীময়, লক্ষ্মী-
দীন কিছুই নাই। সুতরাং একপহলে
তুমি এই সুন্দরী লক্ষ্মী দেবী সহ সাক্ষা করিহ

কিমত্র বহুনোভেন সর্বং লক্ষ্মীময়ং জগৎ ॥
 যস্মিন্ সর্বমিচ্ছৎ যৎকিঞ্চিদুৎকৃষ্টং পরিতৃপ্ততে ।
 লক্ষ্মীময়ন্ত তৎ সর্বং তন্না হীনং ন কিঞ্চন ॥৩৭
 অজ্ঞেয়াঃ সূন্দরীং দেবীং স্পর্ধয়ন্তী ন লজ্জসে
 সচ্ছ গচ্ছেতি তাং গঙ্গা দরিদ্রাঃ বাক্যমব্রবীৎ
 ততঃ প্রভৃতি গঙ্গাত্তো দরিদ্রাবৈরকার্যভূৎ ।
 ভাবদরিদ্রাতিভবো গঙ্গা যাবন্ন সেব্যতে ॥৩৯
 ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থমলক্ষ্মীনাশনং শুভম্ ।
 তত্র স্নানেন দানেন লক্ষ্মীবান্ পুণ্যবান্ ভবেৎ
 তীর্থানাং বহুসহস্রাণি তস্মিন্তীর্থার্থে মহামতে ।
 দেববিবুমিচ্ছুষ্টানাং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনাম্ ॥ ৪১
 ইতি ত্রিংশকে লক্ষ্মী তীর্থাদিসহস্রতীর্থবর্ণনং
 সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিক শততমোহধ্যায়ঃ ।

অকোবাচ ।

ভাহুতীর্থমিতিখ্যাতং সর্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্ ।
 তজ্জেনং বৃন্তমাখ্যাস্তে মহাপাতকনাশনম ॥ ১

লজ্জিতা হইতেছে না? যাও যাও । গঙ্গা
 সেই দরিদ্রাকে এইরূপ কহিলেন । সেই
 হইতেই দরিদ্রা গঙ্গার সহিত বৈরভাবাপন্ন
 হইলেন । দরিদ্রাকৃত অভিভব তাবৎ-
 কালই থাকে, যাবৎ গঙ্গা সেবিতা না হয়েন ।
 সেই হইতেই উক্ততীর্থ অলক্ষ্মীনাশক ও
 শুভসম্পাদক হইল । সেখানে স্নান দানে
 লক্ষ্মীবান্ ও পুণ্যবান্ হওয়া যায় । হে মহা-
 ধতি নারদ ! এইখানে দেব, ঋষি ও মুনি-
 গণসেবিত সর্বসিদ্ধিপ্রদ বহু সহস্র তীর্থ
 বিস্তারিত আছে । ৩০—৪১ ।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—মহুতীর্থ নামে বিখ্যাত
 যে তীর্থ আছে, উহা নরগণের সর্বসিদ্ধিকর ।
 তৎপক্ষে এই বৃত্তান্ত বলিতেছি । এই

শ্রীতিরিতি বিখ্যাতো রাজা পরমধার্মিকঃ ।
 তস্ত ভার্যা স্ববিত্তৈঃ * রূপেণাপ্রতিমা ভূবি ॥
 মধুচ্ছন্দা ইতি খ্যাতো বৈশামিত্রো বিজ্ঞোত্তমঃ
 পুরোধান্তস্ত নৃপতেঃস্বাক্ষিঃ শমিনাং প্রভুঃ ॥ ৩
 দিশো বিজ্ঞেতুং স জগাম রাজা
 পুরোধসা তেন নৃপপ্রবীরঃ ।
 পুরোধসং প্রাহ মহানুভাবঃ
 জিত্বা দিশশাধ্বনি সর্গিবষ্টঃ ॥ ৪
 পপ্রচ্ছেদং কেন খেদং গতোহসি
 হেতুং বদস্বেতি মহানুভাব ।
 স্বমেব রাজ্যে মম সর্বমাস্তঃ
 সমস্তবিদ্যানিরবদ্যাবোধঃ ॥ ৫
 বিধূতপাপঃ পরিতাপশূন্তঃ
 কিমন্তচেতা ইব লক্ষ্যসে ত্বম্ ।
 জিতেয়মূর্খো বিজিতা নরেন্দ্রা
 হংস হেতো মহতীহ জাতে ॥ ৬

উপাখ্যান মহাপাতকনাশক । শ্রীতি নামে
 এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন । তাঁহার স্ববিত্তা
 নামে ভূতলে অপ্রতিম এক রূপবতী ভার্যা
 ছিলেন । তাঁহার শমপরায়ণ জনগণের
 প্রধান, বিজ্ঞোত্তম, মধুচ্ছন্দা নামে বিখ্যাত
 স্বাক্ষি বিশ্বামিত্রনন্দন পুরোহিত ছিলেন ।
 সেই নৃপপ্রবর উক্ত পুরোধার সহিত
 দিশ্বজয়ার্থ প্রাস্থিত হইলেন এবং নানাদিক্
 জয়পূরক বিশ্রামার্থ পথিমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া
 উক্ত মহানুভাব পুরোহিতকে এই কথা কহি-
 লেন,—হে মহানুভাব ! আপনি খেদযুক্ত
 হইতেছেন কেন? ইহার কারণ বলুন ।
 আমার রাজ্যে আপনি সর্বমাস্ত, সমস্ত
 বিদ্যা-বিশুদ্ধবুদ্ধি, বিধূতপাপ ও পরিতাপ-
 শূন্ত ব্যক্তি; এক্ষণে আপনি উদ্বিগ্নচিত্তবৎ
 লক্ষিত হইতেছেন কেন? এই উল্লীখিতা
 হইয়াছে, নরেন্দ্রগণ পরাজিত হইয়াছেন,
 সুতরাং এই মহৎ হর্ষহেতু বিত্তমানে আপনি

* “প্রতিমিতী”তি চ পাঠঃ ।

কিং স্বং কুশো মে বদ সত্যমেব
 দ্বিজাতিবর্ষাতিমহানুভাব ।
 সখোধ্য শর্বাতিমুবাচবিপ্র-
 শ্রদ্ধোমধ্যঃ প্রেমময়ীঃ প্রিয়োক্তিম্ ॥ ৭
 মধুচ্ছন্দা উবাচ ।

শুণু ভূপাল মহাকাব্যে ভার্য্যা যদৌরিতম্ ।
 তিতে যামে বরঃ যামো যামিনী চার্কগামিনী ।
 যামিনী চান্ত দেহন্ত কামিনী মাং প্রতীকতে ॥
 শ্রুত্বা তৎকামিনীবাধ্যাং শোষঃ যাতি কলেবরম্
 বিকারে শ্রবসজাতো জীবাতুর্মলিনাননা ॥ ৯
 ব্রজোবাচ ।

বিহন্ত চাত্রবীজাজা পুরোধসমরিন্দমঃ ॥ ১০
 রাজোবাচ ।

স্বঃ শুকর্মম যিত্ত্বঞ্চ কিমাত্মানঃ বিশ্বভূসে ।
 কিময়েন মহাপ্রাজ্ঞ মম বাক্যেন মানদ ।
 কণবিক্ষংসিনি স্মুখে কানামাহ মহাত্মনাম্ ॥

কুশ হইতেছেন কেন ? হে অতি মহানুভাব !
 দ্বিজাতিবর্ষা ! আপনি আমাকে তাহা
 সভ্য বলুন । বিপ্র মধুচ্ছন্দা তখন
 শর্বাতিকৈ সর্বাধনপূর্বক প্রিয়ার প্রেমময়ী
 উক্তি সকল বলিতে লাগিলেন । মধুচ্ছন্দা
 বলিলেন,—হে ভূপাল ! মদৌর ভার্য্যা যাচা
 বলিয়াছিলেন, আমি তাহা কহিতেছি,
 শুনি । তিনি যামিনী যাম মাত্রে অবশেষ
 থাকিতে করিয়া যাইতে কহিয়াছিলেন ; কিন্তু
 এক্ষণে যামিনী অর্কগামিনী হইয়াছে । এই
 দেহের যামিনী কামিনী আমার প্রতীক
 করিতেছেন, সেই কামিনী-বাধ্য শ্রবণে
 আমার কলেবর শোষ প্রাপ্ত হইতেছে ;
 উপস্থিত শ্রবসজাত বিকারে সেই মলিনা-
 ননাই জীবনোষধি । ১—৯ । ব্রজা কহি-
 লেন,—এই কথা শুনিয়া অরিন্দম রাজা হস্ত
 সহকারে সেই পুরোহিতকে বলিলেন,—
 তুমি আমার গুরু এবং মিত্র ; কেন আত্মাকে
 বিভাষিত করিতেছ ? এ সকল কথা
 আলোচনার কল কি ? ওহে মহাপ্রাজ্ঞ,
 মানদ ! মহাকাব্যগের কণবিক্ষংসী স্মুখে

ব্রজোবাচ ।

এতদাকর্ণ্য মতিমান মধুচ্ছন্দা বচোহব্রবীৎ ॥ ১২
 মধুচ্ছন্দা উবাচ ।
 যত্রানুকূল্যঃ দম্পষ্টোদ্বিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে ।
 ন চেনং দুষণং রাজান কুশলকৃতিমন্ততাম্ ॥ ১৩
 ব্রজোবাচ ।

আজগাম স্বকং দেশং মহত্যা সেনয়া কৃতঃ ।
 পরীক্ষার্থঞ্চ তৎপ্রেম পুর্বাঃ বার্তামদীদিশৎ ॥ ১৪
 দিশো বিজ্ঞেতুঃ শর্বাভৌ যাতো রাক্ষসপুত্রবঃ
 হত্বা রসাতলং যাতো রাজানঃ সপুরোধসম্ ॥
 রাজো ভার্য্যা নিশ্চয়ায় প্রকৃতা মুনিসত্তমঃ ।
 বার্তাঃ জ্ঞত্বা দূতমুখামধুচ্ছন্দপ্রিয়া পুনঃ ॥ ১৬
 তদৈবাতুল্যগতপ্রাণা তথিচিহ্নমিবাভবৎ ।
 তস্তা বৃন্তস্ত তে দৃষ্ট্বা দূত্বা রাজো ভবেদয়ম্ ॥
 যৎ কৃতং রাজপত্নীভিঃ প্রিয়য়া চ পুরোধসঃ ।
 বিস্মতো হুঃখিতো রাজা পুনর্দূতানভাবত ॥

আহাই বা কি ? ব্রজা বলিলেন,—মতিমান
 মধুচ্ছন্দা রাজার এই কথা শুনিয়া
 বলিলেন,—দম্পতীর যেখানে পরস্পর আত্ম-
 কূল্য থাকে, তথায় জিবর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম)
 বর্দ্ধিত হয় । রাজন । ইহা দুষণ নহে ;
 পরন্তু আপনি ইহাকে অতীব কুশল বলিয়া
 মনে ককন । ব্রজা বলিলেন,—অতঃপর
 রাজা মহতী সেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া স্বদেশে
 প্রত্যাগত হইলেন । তিনি মধুচ্ছন্দার প্রেম
 পরীক্ষার্থ পুরীতে এইরূপ বার্তা জানাইতে
 আদেশ করিলেন যে,—“শর্বাতি রাজা
 দ্বিজজয়ার্থ প্রস্থান করিলে, একটা বলবান
 রাক্ষস পুরোহিত সহ, তাহাকে হত্যা করিয়া
 রসাতলে চালিয়া গিয়াছে । এই বার্তা শ্রবণে
 রাজপত্নী ইহার তথ্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই-
 লেন ; কিন্তু মধুচ্ছন্দার পত্নী তৎকণাৎ গন্ত-
 প্রাণা হইলেন ; ইহা আতি বিচিত্রবৎ হইল ।
 দূতগণ রাজপত্নীদিগের কন্ম ও সেই পুরো-
 হিতপত্নীর প্রাণ-ভ্যাগ দেখিয়া সেই কৃতান্ত
 রাজসমিধানের আলিয়া নিবেদন করিল ;
 রাজা তাহাকে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া

ରାଜୋବାଚ ।

ଶିଞ୍ଜଂ ଗଞ୍ଜନ୍ତୁ ହେ ଦୂତା ବ୍ରାହ୍ମଣା । ସଂ କଲେବରମ୍ ।
ରକ୍ତବାର୍ତ୍ତାଂ କୁରୁତ ରାଜାଗଞ୍ଜା ପୁରୋଧନା ॥୧୦

ବ୍ରହ୍ମୋବାଚ ।

ଇତି ଚିନ୍ତାତୁରେ ରାଜା ବାଘବାଚାଞ୍ଚରୀରିଣୀ ॥୧୦

ଆକାଶବାଘବାଚ ।

ବିଧାନ୍ତତ୍ୟାଧିନଃ ଗଞ୍ଜା ରାଜଃସ୍ତବ ସମୌହିତମ୍ ।

ସର୍ବାଭିସଞ୍ଜନମନୀ ପାବନୀ ଭୂବି ଗୌତମୀ ॥ ୧୧

ବ୍ରହ୍ମୋବାଚ ।

ଏତଦ୍ଭୁକ୍ତା ସ ଶର୍ବାତିଗୌତମୀତଟମାଶ୍ରିତଃ ।

ବ୍ରାହ୍ମଣେଷ୍ୟେ ଧନଃ ଦତ୍ତା ତର୍ପୟିତ୍ବା ପିତୂନଃ ହିଜାନ

ପୁରୋହିତଃ ହିଜଞ୍ଚେଷ୍ଠଃ ପ୍ରେସୟିତ୍ବା ଧନାଞ୍ଚିତମ୍ ।

ଅନ୍ତତ୍ର ତୀର୍ଥେ ସାର୍ଥେଷୁ ଦାନେ ଦାନଂ ପ୍ରସବ୍ରତଃ ॥୧୨

ଏତଂ ସର୍ବଂ ନ ଜାନାତି ରାଜଃ କୃତ୍ୟଃ

ପୁରୋହିତଃ ।

ଗତେ ତନ୍ମିନ ଶୁଣେ ରାଜା ବୈଶାମିତ୍ରେ ମଣ୍ୟାନ୍ମିନି

ସର୍ବଂ ବଳଂ ପ୍ରେସୟିତ୍ବା ଗଞ୍ଜାତୀରେହଂମାବିଶଂ ।

ଦୂତଗଣକେ ପୁନରାୟ କହିଲେନ,— ଓଢେ ଦୂତଗଣ !

ତୋମରା ଶିଞ୍ଜ ଯାଓ, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀର କଲେବରଟା

ସାବଧାନେ ରକ୍ତା କର ଏବଂ “ରାଜା ପୁରୋହିତ

ସହ ଆସିତେଛେନ,” ଏହି ସଂବାଦ ଦେଓ । ବ୍ରହ୍ମା

କହିଲେନ,—ରାଜା ଏହିରୂପ ଆଦେଶ କରିଯା

ଚିନ୍ତାତୁର ହଇଲେ ତখন ଏକ ଅଶବୀବିଣୀ ବାଣୀ

ପ୍ରାକୃର୍ତ୍ତ ହଇଲ । ସେହି ଆକାଶବାଣୀ କହିଲ,—

ରାଜନ୍ । ଗଞ୍ଜା ତୋମାର ସମୌହିତ ସମସ୍ତହି

ସମ୍ପାଦନ କରିବେନ, ଭୂତଳେ ପାବନୀ ଗୌତମୀ

ସର୍ବବିଧ କ୍ଳେଶେର ପ୍ରଶମନକାରିଣୀ । ୧୦—୧୧ ।

ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେନ,—ସେହି ରାଜା ଶୟାତି ଏହି

ଆକାଶବାଣୀ ଶ୍ରବଣେ ଗୌତମୀତଟଭୂମି ଆଶ୍ରୟ

କରତ ବ୍ରାହ୍ମଣାଣେ ଧନ ଦାନ, ହିଜଗଣେର ତୃପ୍ତି-

ସାଧନ, ପିତୃଗଣେର ତର୍ପଣ ଏବଂ ବହୁ ଧନ ସହ

ହିଜଞ୍ଚେଷ୍ଠ ପୁରୋହିତକେ ନିଜ ଦେଶେ ପ୍ରେରଣ

କରିଯା ଅନ୍ତତ୍ରହ ତୀର୍ଥେଓ ଦୀନ ଜନେ ସସଦ୍ଧେ

ଧନ ଦାନ କରିଲେନ । ରାଜାର ଏହି ସକଳ

କର୍ମ ପୁରୋହିତ ମଧୁଚ୍ଛନ୍ଦା କିହୁହି ଜାନିତେ

ପାରେନ ନାହି । ବିଶାମିତ୍ରନନ୍ଦନ ରାଜଗୁରୁ

ମହାର୍ଜୀ ମଧୁଚ୍ଛନ୍ଦା ଗମନ କରିଲେ ପର ରାଜା

ବିହୃତ୍ୟା ସ ତୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରୋ ଗଞ୍ଜାଂ ତାହଂ

ସୁରାନାମି ॥ ୧୧

ଯଦି ଦନ୍ତଃ ଯଦି ହତଃ ଯଦି ଦ୍ରାତା ଶ୍ରଜ୍ଜା ମୟା ।

ତେନ ସତୋନ ସା ସାଧ୍ୟୀ ମୟାୟୋଗ ଜୀବତୁ ॥୧୨

ଇତ୍ୟୁକ୍ତାନ୍ତୋ ପ୍ରବିଷ୍ଟେ ତୁ ଶର୍ବାତୋ ନୃପସନ୍ତମେ ।

ତଦୈବ ଜୀବିତା ଭାର୍ଯ୍ୟା । ରାଜସ୍ତନ୍ତ ପୁରୋଧନଃ ॥

ଅଗ୍ନି ପ୍ରବିଷ୍ଟଃ ରାଜାନଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିନ୍ଦ୍ୟକାରଣମ୍ ।

ପତିବ୍ରତାଂ ତଥା ଭାର୍ଯ୍ୟାଂ ଯତଃଜୀବାବିତାଂ ପୁନଃ

ତଦର୍ଥକାପି ରାଜାନଂ ତାତ୍କାନ୍ତାନଂ ବିଶେଷତଃ

ଆତ୍ମନଃ ପୁନଃ କୃତ୍ୟମନ୍ତରମ୍ବ୍ରତେର୍ତ୍ତକଃ ॥ ୧୩

ଅହମପାଗ୍ନିମାବେକ୍ୟ ଉତ ଯାନ୍ତେ ପ୍ରିୟାନ୍ତିକମ୍ ।

ଅଥବେହ ତପନ୍ତପୁନ୍ତେ ତତେ । ନିଷ୍ପୟବାନ୍ ହିଜଃ ॥

ଏତଦେବାନ୍ତନଃ କୃତ୍ୟଂ ମନ୍ତେ ସୁକୃତମେବ ଚ ।

ଜୀବୟାମି ଚ ରାଜାନଂ ତତୋ ଯାମି ପ୍ରିୟାଂ ପୁନଃ

ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରାଜଧାନୀତେ ପାଠାହିୟା

ଗଞ୍ଜାତୀରେ ଯାହିୟା ଅଗ୍ନିପ୍ରବେଶେର ଉଦ୍ୟୋଗ

କରିଲେନ । ସେହି ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଗଞ୍ଜା, ତାହୁ ଓ

ସୁରଗଣେର ପ୍ରତି ଏହି ବାକ୍ୟ ବଲିଲେନ ଯେ,—

ଆମି ଯଦି ଦାନ, ହୋମ ଓ ପ୍ରଜାପାଳନ କରିଯା

ଧାକି, ତବେ ସେହି ସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟେର ଫଳେ

ସାଧ୍ୟୀ ପୁରୋହିତପତ୍ନୀ ଆମାର ଆୟୁଷ୍ୟ ବାଞ୍ଛା

ଜୀବିତା ହଉନ । ନୃପସନ୍ତମ ଶର୍ବାତି ଏହି

ବଲିୟା ଅଗ୍ନିତେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ତখনହି ସେହି

ରାଜପୁରୋହିତେର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଜୀବିତା ହଇଲେନ ।

ନୃପତିର ଶୁକ୍ର ମଧୁଚ୍ଛନ୍ଦା ରାଜାର ସେହି ବିନ୍ଦ୍ୟ-

କର ଅଗ୍ନିପ୍ରବେଶ, ଶ୍ଵକୌୟ ପତିବ୍ରତା ଭାର୍ଯ୍ୟା

ପୁନଃଜୀବନ ଲାଭ ଓ ବିଶେଷତଃ ସେହି ପତି-

ବ୍ରତାର ନିମିତ୍ତ ରାଜାର ତାଦୃଶ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ

ବୁଝାନ୍ତ ଶ୍ରବଣେ ଆପନାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା

କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ତିନି ଭାବିଲେନ—

ଏକ୍ଷଣେ ଆମିଓ କି ଅଗ୍ନିପ୍ରବେଶ କରିବ ?

କିହା ପ୍ରିୟା-ସମୀପେ ଯାହିବ ? ଅଥବା ଏଥାନେ

ଧାକିୟାହି ତପନ୍ତା କରିବ ? ସେହି ହିଜ ଏହିରୂପ

ଚିନ୍ତାନ୍ତେ ହିର କରିଲେନ ଯେ, ଅଗ୍ନେ କୋନଓ

ପ୍ରକାରେ ରାଜାକେ ଜୀବିତ କରା ବିଧେୟ ।

ଈହାହି ଆମାର ପକ୍ଷେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ବଲିୟା

ବୋଧ ହୁଅ ; ତାର ପର ରାଜା ଜୀବିତ ହଇଲେ

এতদেব শুভং মে শ্রান্ততন্তষ্টাব ভাস্করম্ ।

ন হস্তঃ কোহপি দেবোহস্তি সৰ্ব্বাভীষ্টপ্রদো

রবেঃ ॥ ৩২

মধুচ্ছন্দা উবাচ ।

নমোহস্ত তস্মৈ স্বর্ঘ্যায় যুত য়েহ্মিঃ ৫৫৫সে ।

হৃন্দোময়্যঃ দেবায় শুকারার্থায় তে নমঃ ॥ ৩৩

বিরূপায় সুরূপায় ত্রিগুণায় ত্রিমূর্তয়ে ।

স্থিত্যংপত্তিবিনাশানাং হেতবে প্রভবিকবে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রসন্নঃ সূর্যোহুচ্ছুরয়ষেহাতাষত ॥ ৩৪

মধুচ্ছন্দা উবাচ ।

রাজানং দেহি দেবেশ ভার্গ্যাক প্রিয়বাদিনৌম্

আশ্বিনশ শুভানপুত্রান রাজ্ঞশ্চৈবশুভানবরান

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রাজ্ঞগগ্নাথঃ শর্ঘ্যঃ তং বহুভূষিতম্ ।

তাঞ্চ ভার্ঘ্যাং বরানম্ভান সৰ্ব্বং কেমময় তথা

ততো যাতঃ প্রিয়াবৈষ্টে প্রীতেন চ পুরোধসা ।

প্রিয়-সংরথানে যাইব, একপ করিলেই আমার শুভ হইবে। 'কন্তু রাজার জীবন জন্ত ভাস্করের স্তব কবি, রবি অপেক্ষা সৰ্ব্বাভীষ্টপ্রদ আর কোনও দেবতা নাই। এইরূপ নিশ্চয় কবির' তিনি ভাস্করের স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। মধুচ্ছন্দা কহিলেন,—আমি সেই যুক্তি হেতু, অমিততেজা স্বর্ঘ্যকে নমস্কার করি। হে দেব! আপনি হৃন্দোময়, শুকারার্থ-স্বরূপ, এবং বিরূপ, সুরূপ, ত্রিগুণ, ত্রিমূর্তি ও উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশের হেতু, প্রভাবী আপনাকে নমস্কার। ব্রহ্মা বলিলেন,—

এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে স্বর্ঘ্য তাঁহার

প্রতি প্রসন্ন হইয়া “বব গ্রহণ কব” এই

কথা কহিলেন। মধুচ্ছন্দা কহিলেন,—হে

দেবেশ! রাজাকে ও প্রিয়বাদিনী ভার্ঘ্যাকে

প্রদান করুন, আর আমার শুভ পুত্র সকল

এবং রাজার শুভ বর সমস্তও দান করুন।

২২—৩৬। পরে জগন্নাথ স্বর্ঘ্য, রত্নভূষিত

শর্ঘ্য রাজাকে দান করিলেন, আর সেই

পুরোধিতের ভার্ঘ্য ও অম্ভাজ্ঞ কেমময়

যয়ৌ স্বর্ঘী স্বকং দেশং তদু তীর্থং শুভং যুতম্

তত্র ত্রীণি সহস্রাণি তীর্থানি গুণবন্তি চ ।

ততঃ প্রভৃতি তস্তাথঃ ভাসুতীর্থমুদাহৃতম্ ॥ ৩৭

যুতসঞ্জীবনকৈব শাধা তক্কেতি বিজ্ঞতম্ ।

মাধুচ্ছন্দসমাখ্যাতং স্মরণাৎ পাপমুখ্যুনে ॥ ৪০

তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ সৰ্ব্বকৃত্তুকল প্রদম্ ।

যুতসঞ্জীবনং তৎ স্মাদাযুয়ারোগ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ৪১

ইতি ত্রীত্রাক্ষে ভাষাদিত্রিসংহত তীর্থবর্ণনামাষ্ট-

ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

খড়্গাতীর্থমিতি খাতাং গোহম্যা উত্তরে তটে ।

তত্র স্নানেন দানেন যুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ১

তত্র বৃন্তঃ প্রবক্ষ্যামি শুন নারদ যত্নতঃ ।

বরসমূহ প্রদান করিলেন। তখন সেই

রাজা প্রিয়জনে মিলিত হইয়া সানন্দে ত্রীত-

চিহ্নে স্বদেশে গমন করিলেন। সেই

হইতে উক্ত শুভ তীর্থের উৎপত্তি হইল।

এই স্থানে গুণবান তিন সহস্র তীর্থ আছে।

সেই হইতেই উক্ত তীর্থ ভাসুতীর্থ নামে

উদাহৃত হয়। এবং উহা যুতসঞ্জীবন ও

শাধাত নামেও বিজ্ঞত হইয়া থাকে।

মাধুচ্ছন্দস নামেও উহা আখ্যাত হয়। হে

মুনে! এই তীর্থ স্মরণমাত্রেই পাপনাশক।

এই সকল তীর্থে স্নান দান সৰ্ব্বকৃত্তুকল।

উক্ত যুতসঞ্জীবন তীর্থ আর ও আরোগ্য

বর্দ্ধক। —৪১।

অষ্টত্রিংশদধিক শতত অধ্যায় সমাপ্ত ১৩৮।

উনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—গোহমীর উত্তরে তটে খড়্গা তীর্থ নামে যে বিখ্যাত তীর্থ আছে, উহাতে স্নান দান করিলে নর যুক্তিভাগী

পৈলুষ ইতি বিখ্যাতঃ কবচস্ত সূতো বিজ্ঞঃ ॥
 কুটুম্বতারাং পরিভোজ্যার্থী পরিধাবতি ।
 ন কিমপ্যাসনাদাসৌ ততো বৈরাগ্যামাহিতঃ ॥
 অত্যন্তবিমুখে দৈবে ব্যর্থীভূতে তু পৌকষে ।
 ন বৈরাগ্যাদমৃত্যুস্ত পণ্ডিতত্বাবলম্বনম্ ॥ ৪
 ইতি সঙ্কল্পয়ামাস তদাসৌ নিঃসমুদ্রঃ ।
 ক্রমাগতঃ ধনং নাস্তি পোষ্যশ্চ বহবো মম ।
 মানী চাক্ষা ন কষ্টার্হো হা ধিগুর্দৈবচেষ্টিতম্ ॥
 স কদাচিদবুস্তিযুতো বৃত্তিভিঃ পরিবর্তয়ন্ ।
 ন লেভে তদ্ধনং বৃতেবিরাগমগমস্তদা ॥ ৬
 সেবা নিষিদ্ধা যা কাচিৎসাহন্য দৃকরং তপঃ ।
 বলাদাকর্ষ্যতামং মাং তৃষ্ণা সর্বত্র দৃষ্টতে ॥ ৭
 অগাপকৃতমজ্ঞানান্তমাত্মকে নমোহস্ত তে ॥ ৮

হইতে পারে। নারদ! তৎসম্বন্ধে উপা-
 খ্যান বলিতেছি, তুমি যত্ন সহকারে শ্রবণ
 কর। কবচনন্দন পৈলুষ নামে বিখ্যাত,
 এক বিজ্ঞ ছিলেন। তিনি পরিবারবর্গের
 প্রতিপালনার্থ অর্থার্থী হইয়া ইতস্ততঃ পরিধা-
 বন করিয়াও কোথাও কিছুই পাইলেন না;
 সুতরাং তিনি অতি দুঃখে বৈরাগ্য আশ্রয়
 করিলেন। দৈব যদি অত্যন্ত বিমুখ হয়, আর
 পৌকষ যদি সর্বত্র ব্যর্থীভূত হয়, তবে পণ্ডিত
 ব্যক্তির বৈরাগ্য ব্যতীত আর আশ্রয় কি?
 তখন মুহূর্ত্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ সহকারে
 এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,—আমার
 কুলক্রমাগত কিছুমাত্র ধন নাই, অথচ বহু
 পোষ্য বিদ্যমান; আত্মাও মানী,—কষ্টার্হ
 নহে; দুর্দৈবের এই কার্য্যকে ধিক্। সেই
 পৈলুষ তার পর ধনলাভার্থ এক বৃত্তি ছাড়িয়া
 অন্তঃবৃত্তি, এইরূপে নান বৃত্তি অবলম্বন করি-
 লেন, কিন্তু কোন বৃত্তিতেই আশাহুরূপ
 পরিবার প্রতিপালনোপযোগী ধন পাই-
 লেন না। কাজেই তিনি বৈরাগ্যযুক্ত
 হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—
 আমার পক্ষে দুঃসাধ্য যে কোনরূপ সেবাই
 নির্বিক; তপস্তাও অতি দৃকর; কিন্তু
 এই বিষয়বিষয়ী তৃষ্ণা যেন বলসহকারেই

এবং বিচিন্ত্য মেধাবী তৃষ্ণাচ্ছেদায় কিংতবেৎ
 ইত্যালোচ্য স পৈলুষঃ পিতৃয়ং বাক্যমব্রবীৎ ॥

পৈলুষ উবাচ ।

জ্ঞানাসিনা ক্রোধলোলো সংস্রুতিকাতিহস্তরাম
 ছেদ্যমাং কেন হে তাত তমুপায়ং বদ প্রভো
 কবচ উবাচ ।

ঈশ্বরাজ্ঞানমবিচ্ছেদিত্যেযা বৈদিকী ক্রুতিঃ
 তস্মাদারাদ্যেশানং ততো জ্ঞানমবাপ্যসি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতৎকৃৎ স পৈলুষো জ্ঞানায়েশ্বরমার্জয়ৎ ।
 ততঃপৌ মহেশানো জ্ঞানং প্রাদাদ্বিজাতয়ে ।
 প্রাপ্তজ্ঞানো মহাবুদ্ধিগাথাঃ প্রোবাচ মুক্তিদাঃ ॥

পৈলুষ উবাচ ।

ক্রোধস্ত প্রথমং শক্রনিহলো দেহনাশনঃ ।

জ্ঞানখড়্গেন তং ছিদ্ধা পরমং মুখমাণুয়াৎ ॥ ১০

আত্মাকে দৃকতকর্ম্মে আকর্ষণ করিতেছে।
 তৃষ্ণে! আমি অজ্ঞানবশে তোমা কর্তৃক
 অপকৃত হইয়াছি। অতএব এক্ষণে
 তোমাকে নমস্কার। সেই মেধাবী পৈলুষ
 এই বলিয়া, কিসে তৃষ্ণাচ্ছেদ হইতে
 পারে, তাহাষয় আলোচনাপূর্ব্বক পিতৃসরি-
 ধানে ঘাইয়া এই কথা বলিলেন,—হে তাত!
 জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ক্রোধ, লোভ এমন কি
 অতি দুষ্টরা সংস্রুতিকেও ছেদন করিতে
 পারা যায়; কিন্তু এই তৃষ্ণাকে কিরূপে
 ছেদন করিব? প্রভো! তাহার উপায় বলুন।
 কবচ কাহিলেন,—তৃষ্ণা ছেদনাতঃ ঈশ্বর হইতে
 জ্ঞান আকাজক্ষ্য করিবে; এইরূপই বৌদ্ধিকী
 ক্রুতি আছে। অতএব ঈশ্বরের আরাধন
 কর, তাহা হইলে জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। ১০-১১
 ব্রহ্মা কাহিলেন,—সেই পৈলুষ “তাহাই
 করিব” এই বলিয়া জ্ঞানলাভার্থ ঈশ্বরের
 অর্চনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে মধেয়
 তৃষ্ণ হইয়া সেই বিজ্ঞাতিকে জ্ঞান দান করি
 লেন। সেই মহাবুদ্ধি পৈলুষ জ্ঞান ক্রোধ
 হইয়া এই মুক্তিপ্রদ গাথাগুলি উচ্চারণ করি
 য়াছিলেন; যথা,—ক্রোধই প্রথম শত্রু, ঈশ

তুষ্ণা বহুবিধা যান্না বন্ধনী পাপকারিণী ।
 ছিষ্টৈতাং জ্ঞানখণ্ডেন স্মৃৎ প্রতিষ্ঠিত মানবঃ ॥
 সঙ্গ পরমোহধর্মো দেবানীনাং মিতী ক্রতিঃ ।
 অসঙ্গস্তান্ননোহপ্যন্ত সঙ্কোহরঃ পরমো রিপুঃ
 ছিষ্টেনং সংশয়ঃ জন্তুঃ পরমেপ্সিতমাপ্নুয়াৎ ॥
 সংশয়ঃ পরমো নাশো ধর্ম্মার্থনাং বিনাশকঃ
 ছিষ্টেনং সংশয়ঃ জন্তুঃ পরমেপ্সিতমাপ্নুয়াৎ ॥
 পিশাচীব বিশভ্যাশা নির্দোষত্যাগিনং স্মৃতম্ ।
 পূর্ণহস্তাসিনা হিষ্টা জীবন্তুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো জ্ঞানমবাপ্যাসৌ গঙ্গাতীরং সমাপ্রিতঃ ।
 জ্ঞানখণ্ডেন নির্মোহস্ততো মুক্তিমবাপ সঃ ॥
 ততঃ প্রভৃতি তৃতীর্থঃ খণ্ডাতীর্থমিতি স্মৃতম্ ।
 জ্ঞানতীর্থং কবচং পৈলুষং সর্বকামদম্ ॥ ১৯

নিষ্কল ও দেহনাশক । উহাকে জ্ঞানখণ্ড
 দ্বারা ছেদন করিয়া পরম পুণ্য প্রাপ্ত হইবে ।
 যান্নাময়ী তুষ্ণা বহুবিধা, উহা পাপকারিণী
 ও সংসারে বন্ধনবিধায়িনী । ইহাকে জ্ঞান-
 খণ্ডা দ্বারা ছেদন করিলে মানব স্মৃৎ
 থাকিতে পারে । সঙ্গ পরম অধর্ম্ম; দেবতা-
 দিগের এই প্রকার ক্রতি আছে । অসঙ্গ
 আত্মার পক্ষে এই সঙ্গই পরম রিপু । জ্ঞান-
 খণ্ডা দ্বারা ইহাকে ছেদন করিলে শিব সহ
 একত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় । সংশয় পরম
 বিনাশোপায়; উহা ধর্ম্মার্থের বিনাশকারী ।
 জীব উহাকে জ্ঞানখণ্ডা দ্বারা ছেদন করিয়া
 পরম বাহিত লাভ করিতে পারে । আশা
 পিশাচীব জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া
 অখিল লুপ্ত করিয়া ফেলে; “আমি পূর্ণ”
 ইত্যাকার জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা উহাকে ছেদন
 করিয়া জীব জীবন্তুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
 ব্রহ্মা কহিলেন,—তার পর সেই পৈলুষ,
 জ্ঞান লাভান্তে গঙ্গাতীর আশ্রয়পুরুষক জ্ঞান-
 খণ্ডা দ্বারা নির্মোহ হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া-
 ছিলেন । সেই হইতে সেই তীর্থ খণ্ডাতীর্থ
 নামে স্মৃত হইয়া থাকে । উহা জ্ঞানতীর্থ,
 কবচতীর্থ ও পৈলুষতীর্থ নামেও বিখ্যাত

ইত্যাদি বহুসংখ্যানি তীর্থাভ্যাহর্ষকঃ ।

অশেষপাপতাপোহহরাশিষ্টিপ্রদানি চ ॥ ২০

ইতি শ্রীরাঙ্গে ধ্বজা তীর্থবর্ণনমেকোনচত্বা-
 রিংশদধিক শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিক শততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

আত্রেয়মিতি বিখ্যাতমধিব্রতং তীর্থমুত্তমম্ ।
 তন্তু প্রভাবঃ বক্ষ্যামি ভ্রষ্টরাজ্যপ্রদায়কম্ ॥ ১
 গোতম্যা উত্তর তীর আত্রেয়ো ভগবানুবিঃ ।
 অথারেভেহুৎ সত্রাণি ঋষিগুতির্গুনিভির্ভবতঃ ।
 তন্তু হোতাভবদ্ব্যবহ্যবাহন এব চ ২
 এবং সত্রে তু সম্পূর্ণ ইষ্টিং মাহেশ্বরীঃ পুনঃ ।
 কুটুম্ববর্গ্যমগাধিপ্রঃ সর্বত্র গতিমেব চ ॥ ৩

হয় । ঐ তীর্থ সর্বকামপ্রদ । ইত্যাদি ষট্-
 সহস্র তীর্থ ঐ স্থানে আছে; ঐ সকল তীর্থ
 অশেষ পাপ-তাপ-রাশি-হর ও অতীষ্ট
 সিদ্ধিপ্রদ । মহর্ষিগণ এইরূপ বলিয়া
 থাকেন । ১২—২০ ।

উনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—আত্রেয় নামে যে
 বিখ্যাত তীর্থ আছে; উহা অতি উত্তম তীর্থ ।
 ঐ তীর্থ অখিল নামেও পরিচিত হইয়া
 থাকে । উহা ভ্রষ্টরাজ্যপ্রদায়ক । উহার
 প্রভাব বলিতেছি । ভগবান আত্রেয় ঋষি
 গোতমীর উত্তর তীরে, মুনি-ঋষিগণে
 পরিবৃত্ত হইয়া বিবিধ সত্রে আরত করেন ।
 তাঁহার সেই সত্রে ব্যবাহন আদি তীর্থা
 হইয়াছিলেন । সেই সত্রে সম্পূর্ণ হইলে
 তিনি পুনরায় মাহেশ্বরী ইষ্টি আরত করেন;
 সেই ইষ্টি সম্পাদন করিয়া সেই বিপ্র ঐরত
 ও সর্বত্র গতি-শক্তি প্রাপ্ত হইলেন । তখন

ইন্দ্রস্ত ভবনং রম্যং বর্গলোকং রসাতলম্ ।
 যচ্ছয়া বাতি বিপ্রেশ্নঃ প্রভাবাস্তপসঃ শুভাৎ
 স কদাচিদিবং গচ্ছা ইন্দ্রলোকমগাৎ পুনঃ ।
 তত্রাপশুৎ সহস্রাঙ্কঃ সুরৈঃ পরিবৃতঃ শুভৈঃ ॥
 কুয়মানঃ সিদ্ধসাধৈঃ প্রেক্ষন্তং নৃত্যমুত্তমম্ ।
 শূধানং মধুরং গীতম্পরমোত্তমং বীজিতম্ ॥ ৬
 উপোপবিষ্টৈঃ সুরনায়কৈস্তৈঃ
 সম্পূজ্যমানং মহদাসনস্থম্ ।
 জয়ন্তমক্কে বিনিধায় সূহুঃ
 শচ্যা যুতং প্রাপ্তরতিং মহিষ্ঠম্ ॥ ৭
 সত্যং শরণ্যং বরদং মহেন্দ্রঃ
 সমীক্য বিপ্রাধিপতির্হসাত্মা ।
 বিমোহিতোহসৌ মুনিরিন্দ্রলক্ষ্ম্যা
 সমীহয়ামাস উদিল্লরাজ্যম্ ॥ ৮
 সম্পূজিতো দেবগণৈর্ষথাবৎ
 অমাত্রমং বৈ পুনরাজগাম ।
 সমীক্য তাং শক্রপুত্রী সুরমাং
 রত্নৈর্যুতাং পুণ্যশুণৈঃ সুপূর্ণাম্ ॥ ৯

সেই বিপ্রেশ্ন সেই শুভ তপঃকলে যচ্ছানু-
 সারে রম্য ইন্দ্রভবনে, স্বর্গে, রসাতলে—
 সর্বত্র গমনাগমন করতেন। তিনি একদা
 স্বর্গে যাইয়া তথা হইতে পুনরায় ইন্দ্রলোকে
 গমন করিলেন। সেখানে দেখিলেন—
 সহস্রাঙ্ক ইন্দ্র শুভ সুরগণে পরিবৃত রহিয়া-
 যাছেন; সিদ্ধ-সাধ্যগণ তাঁহার স্তব করি-
 তেছে; তিনি (অপরা সকলের) উত্তম
 নৃত্য দর্শন করিতেছেন। মধুর গীত শ্রবণ
 করিতেছেন; কতিপয় অপরা কর্তৃক বিজিত
 হইতেছেন। সমীপোপবিষ্টে সুরনায়কগণ
 কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া পুত্র জগন্তকে অক্কে
 স্বাগনপূর্বক শচীর সহিত হৃষ্টাচক্রে মহৎ
 আসনে আসীন রহিয়াছেন। বিপ্রাধিপতি
 মহাত্মা আত্রেয় সেই মহিষ্ঠা, সজ্জনশরণ্য
 মহেন্দ্রকে তাদৃশ দর্শনে ইন্দ্রলক্ষ্মী দ্বারা
 বিমোহিত হইয়া সেই ইন্দ্ররাজ্যে সমীহাবান
 হইলেন। তদায় তিনি দেবগণ কর্তৃক ষথাবৎ
 পূজিত হইয়া পুনরায় স্বীয় আশ্রমে সমাগত

অমাত্রমং নিশ্চিন্তভহেমবর্জ্যঃ
 সমীক্য বিপ্রো বিরমং জগাম ।
 সমীহমানঃ সুররাজ্যমাত
 প্রিয়াং তদোবাচ মহাত্মিপুত্রঃ ॥ ১০
 আত্রেয় উবাচ ।
 ভোক্তুং ন শক্নোহাস্মি ফলানি
 মূলান্নমুত্তমান্নপ্যতিসংস্কৃতানি ।
 স্মৃদ্বামৃতং পুণ্যতমঞ্চ তজ্জ
 ভক্ষ্যঞ্চ ভোজ্যঞ্চ বরাসনানি ।
 শুভিঞ্চ দানঞ্চ সত্যং শুভাঞ্চ
 অস্ত্রঞ্চ বাসাংসি পুরীং বনানি ॥ ১১
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ততো মহাত্মা তপসঃ প্রভাবা-
 বদ্বারমাহু্য বচো বভাষে ॥ ১২
 আত্রেয় উবাচ ।
 ইচ্ছ্যামি স্ত্রীহং মহাত্মন
 কুরুস্ব শীঘ্রং পদমল্ল-জ ।
 ক্রমেহমুপা চেম্মহাদীরিতং ত্বং
 তদ্বা করোম্যেব ন স শয়োহুত ॥ ১৩

হইলেন। সেই শক্রপুত্রী সুরমা, রত্নচয়যুক্ত
 ও পুণ্যশুণে সুপূর্ণ আর এদিকে স্বীয় আশ্রম
 নিশ্চিন্ত, হেমবাক্ত,—ইহা দেখিয়া সেই
 বিপ্র বিষয় হইলেন। সেই অত্রিপুত্র মহাবি
 আশু সুররাজ্যনাভ বিষয়ে যত্নবান হইয়া
 তখন নিজ প্রিয়কে কহিলেন,—প্রিয়ে!
 ইন্দ্রলোকের অমৃত, পুণ্য ভক্ষ্যোজ্য,
 উত্তম আসননিচয় এবং সেই শুভি,
 দান, শুভা সত্য, অস্ত্র, বস্ত্র, পুরী,
 নন্দন বন—এ সকল স্মরণে আমি, এই
 মলমূল অন্তম এবং অতি যত্নে সংস্কৃত
 হইলেও ভোজন করিতে পারিতোছ না।
 ১—১১। ব্রহ্মা কহিলেন,—তার পর সেই
 মহাত্মা আত্রেয়, তপস্বী প্রভাবে বিধ-
 কন্যাকে আশ্রানপূর্বক এই কথা কহি-
 লেন,—হে মহাত্মন! আমি ইন্দ্রর আশ্রয়
 করি; অতএব তুমি এই স্থানেই শীঘ্র ইন্দ্র
 পদ করিয়া দেও; আমি বাহা বলিলাম, তুমি

ব্রহ্মোবাচ ।

তদজিবাক্যাবরিতঃ প্রজানাঃ
অষ্টা বিভুবিশ্বকর্মা তদৈব ।
চকার মেরুঞ্চ পুরীং সুরাণাং
কল্পক্রমান্ কল্পলতাঞ্চ ধেনুশ্চ ॥ ১৪
চকার বজ্রাদিবিভূষিতানি
গৃহাণি শুভ্রাণ্যতিচিত্তিতানি ।
চকার সর্ষাবয়বানবদ্যাং
শচীং অরশ্বেব বিহারশালাম্ ॥ ১৫
সভাং সুধর্ম্মাণমহো ক্ষণেন
তথা চকারাপ্রসেসো মনোজ্ঞাঃ ।
চকার চৌকৈঃশ্রবসং গজঞ্চ
বজ্রাদি চাস্তাণি সুরানশেষান ॥ ১৬
নিবার্যমাণঃ প্রিয়য়াজিপুত্রঃ
শচীসমামান্ববধুঃ চকার ।
তদাজিপুত্রোহজিমুখৈঃ সমেতাঃ
বজ্রাদিরূপঞ্চ চকার চাস্তম্ ॥ ১৭
নৃত্যাদি গীতাাদি চ সর্ষমেব
চকার শক্রশ্চ পুরে চ দৃষ্টম্ ।

যদি ইহার অর্থথা বল, তবে তোমাকে
ভস্মীভূত করিব; ইহাতে সংশয় নাই।
ব্রহ্মা কহিলেন,—প্রজাপতি বিভু বিশ্বকর্মা
আজ্ঞেয় ঋষির সেই বাক্যানুসারে তখনই
সেই স্থানে মেরুপর্বত, সুরগণের পুরী,
কল্পক্রম, কল্পলতা ও কামুহুঘা ধেনু নির্মাণ
করিলেন। আর হীরকাদিরচিত আবরণ,
অতি বিচিত্র শুভ্র গৃহসমূহ, সর্ষাবয়বানবদ্যা
শচী, অরবিহারশালাবৎ মনোরম বিহার-
শালা, সুধর্ম্মা নামক সভা, ও মনোজ্ঞা অপ-
রাধল সৃষ্টি করিলেন। তিনি চৌকৈঃশ্রব অশ্ব,
ঐরাবত হস্তী, বজ্রাদি অস্ত্র ও অনেকানেক
সুরগণ, এ সকলই নির্মাণ করিলেন। সেই
অজিপুত্র প্রিয়পত্নী কর্তৃক নিবার্যমাণ হই-
য়াও সেই শচীসখা নারীকে নিজবধু করি-
লেন। পরে অজিপুত্রমুখ মহর্ষিগণে মিলিত
হইয়া বজ্রাদি দিব্যান্ত্র সকল, সেই স্বর্গীয় নৃত্য
গীতাাদি শক্রপুরে দৃষ্ট সমস্ত বিষয়ই নির্মাণ

তৎসর্ষমাসাদ্য তদা মুনীন্দ্রঃ
প্রদৃষ্টচেতাঃ সুররাঃ বভূব ॥ ১৮
আপাতরম্যোষপি কস্ত নাম
ভবতাপেক্ষা ন হি গোচরেষু ।
জ্ঞাতা চ দৈত্য্য দমুজ্ঞাঃ সমেতা
রক্ষাংসি কোপেন যুতানি সদ্যঃ ॥ ১৯
স্বর্গং পরিত্যজ্য কুতো হরির্ভুবং
সমাগতো ধেম মিথঃ সুখায় ।
তস্মাদ্ভয়ং যাম ইতো হু যোদ্ধুঃ
বৃক্রশ্চ হস্তারমদৌর্ঘ্যমুক্রম ॥ ২০
ততঃ সমাগত্য তদাজিপুত্রঃ
সংবেষ্টয়ামাসুরখাসুরান্তে ।
সংবেষ্টয়িহা পুরমজিপুত্র
কৃতং তথা চেন্দ্রপুরাভিধানম্ ।
তৈর্বধ্যমানঃ শস্ত্রপাতির্মহত্তি-
স্তুতো ভীতো বাক্যমিদং জগাদ ॥ ২১
আজ্ঞেয় উবাচ ।

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান
দেবো দেবান ক্রতুনা পধ্যত্বম্ ॥

করাইলেন। তখন অজিনন্দন মুনীন্দ্র সেই
সকল ঐন্দ্র ঐর্ষ্যালোভে অতীব প্রদৃষ্টচেতা
হইলেন। আপাতরম্য বিষয়সকল যদি
নয়নগোচর হয়, তবে তাহাতে কাহার না
আসক্তি জন্মে? তার পর দৈত্য-দানব-
রাক্ষসেরা “হরি, ইন্দ্র, স্বর্গ পরিহার করত
কি নিমিত্ত ভূতলে সুখভোগার্থ আসিয়া-
ছেন?” ইহা ভাবিয়া সকোপে সকলে পর-
স্পর মিলিত হইয়া স্থির করিল,—“যাহা
হউক, আমরা সেই বৃক্রশ্চা বৈরী ইন্দ্র সহ
যুদ্ধার্থ এখান হইতে যাত্রা করি।” পরে
তাহারা এইরূপ নিশ্চয়পুষ্টক আসিয়া
সেই ইন্দ্রপুর বেষ্টন করিল। তাহারা সেই
ইন্দ্রপুর সহ অজিপুত্রকে অবরুদ্ধ করিয়া
মহাস্ত্র শস্ত্র বর্ষণে আক্রমণ করিলে অজি-
নন্দন তখন ভীত হইয়া এই বাক্য কহি-
লেন,—যিনি নিম্নত আনন্দময়, মনস্বী ও

* “সজ্জমি”তি কচিৎ পাঠঃ ।

যন্ত শুভাদ্রোদসী অভ্যসেতাঃ
নৃশৃঙ্গস্ত মহা সজনা স ইন্দ্রঃ ॥ ২২

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাদিস্বজেন রিপুহুবাচ
হরিঞ্চ তুষ্টিব তদাশ্রিপুত্রঃ ॥ ২৩

আত্রেয় উবাচ ।

নাহং হরির্ভৈব শচী মদীয়
নেয়ঃ পুরী নৈব বনং তর্দৈন্দ্রম্ ।
স এব চেষ্টো বৃদ্ধহস্তা স বজ্রী
সহস্রাক্ষো গোত্রভিরজ্রবাহঃ ॥ ২৪
অহং তু বিপ্রো বেদবিদব্রহ্মবৃন্দৈঃ
সমাবিষ্টো গোতমীতীরসংস্থঃ ।
যত্রায়ত্যাঃ নাদ্য বা সৌখ্যহেতু-
স্তচ্চাকার্ষং কশ্ম হৃদৈবযোগাৎ ॥ ২৫

অশ্বরা উচুঃ ।

সংহরংস্বদমায়েয় যদিদ্ভ্রস্তা বিভূদনম্ ।

সর্বপ্রথমে উদ্ভূত হইয়াছেন, যিনি ক্রতু-
সম্পাদনের দ্বারা দেবগণের ভূষণস্বরূপ
হইয়াছেন, ঋষির প্রভাবে স্বর্লোক ভুলোক
সম্যক্ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, যিনি নিখিল ক্রেশের
নাশক ও সংসার সুখের সাধক, তিনিই ইন্দ্র ;
আমি ইন্দ্র নহি ॥ ১১-১২ ॥ ব্রহ্মা কহিলেন,—
অত্রিপুত্র তখন ইত্যাদি শ্রুত দ্বারা
সেই রিপুদিগকে কহিলেন এবং ইন্দ্রেরও
স্তব করিলেন । সেই আত্রেয় ঋষি কহি-
লেন,—আমি হরি (ইন্দ্র) নহি, আর এই যে
মদীয়া শচীরূপিনী পত্নীকে দেখিতেছ, ইনিও
প্রকৃত শচী নহেন । এ বনও সেই ইন্দ্রের
নন্দনবন নহে । সেই বৃদ্ধহস্তা, গোত্র-
ভেতা, বজ্রধর, বজ্রবাহ সহস্রাক্ষই যথার্থ
ইন্দ্র । আমি গোতমীতীরবাসী বেদবিদ
বিপ্র, ব্রাহ্মণবৃন্দে পরিবৃত্ত হইয়া রহিয়াছি ।
বর্তমান কালে বা ভাবিকালে যাহা সুখহেতু
নহে, হৃদৈবযোগে আমি সেই কশ্ম করিয়া
কেনিয়াছি । তখন অশ্বরগণ কহিল,—
অত্রেয়! তুমি যে এই ইন্দ্রের অশ্বরগণ
করিয়াছ, ইহা পরিত্যাগ কর ; তাহা

ক্ষেমস্তে ভবিতা সভাঃ নান্তথা মুনিসন্তম ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

তদায়েয়োহববীধাকাঃ যথা বক্ষ্যন্তি মামিহ ।
করোম্যেব মহাভাগাঃ সত্যোনাশ্চিৎ সমালভে
এবমুক্তা স দৈতেয়াঃস্বষ্টারং পুনরব্রবীৎ ॥ ২৮
আত্রেয় উবাচ ।

যৎকৃতং তত্র মৎপ্রীত্যা ঐন্দ্রং স্বষ্টঃ পদং ত্বয়া ।
সংহরন্ত পুনঃ শীঘ্রং বক্ষ মাং ব্রাহ্মণং মুনিস্ ॥ ২৯
পুনর্দেহি পদং মহমাত্রমং যুগপক্ষিপং ।
ব্রহ্মাংশচ বারি যত্রাসীন্ন মে দিব্যোঃ প্রয়োজনম্
সর্বমকমমাযাতং ন সুখায় মনীষিণাম্ ॥ ৩০
ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈত্বাক্ষা প্রজানাথস্বষ্টা সংহৃতবাংস্তথা ।
দৈত্যাশ্চ জঘ্মুঃ স্বস্থানং কুত্বা দেশমকটকম্ ॥ ৩১
হষ্টা চাপি যথো স্থানং স্বকং সম্প্রহসন্নিব ।

হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে ; ইহে মুনিস-
সন্তম । অন্তথা করিলে তোমার কুশল
হইবে না । সভা বলিতেছি । ব্রহ্মা বসি-
লেন,—আত্রেয় তখন কহিলেন,—হে
মহাভাগগণ ! আপনারা আমাকে যেমন
বলিতেছেন, আমি তাহাই করিব । অগ্নি
স্পর্শ সহকারে আমি সভা কহিতেছি । তিনি
দৈত্যগণকে এই কথা বলিয়া পুনরায়
স্বষ্টাকে কহিলেন,—হে স্বষ্টঃ ! তুমি মদীয়
প্রীতিসাধনোদ্দেশে এই যে, ঐন্দ্র পদের
সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা পুনরায় দ্বারায় সংহার
কর ; এই ব্রাহ্মণ মুনী—আমাকে বক্ষ কর ।
আমাকে পুনরায় সেই যুগপক্ষিসমাকুল
আশ্রম, সেই বৃক্ষনিচয়, সেই জলাশয়,—যাহা
যেমন ছিল, তাহাই করিয়া দেও । আমার
এ দিব্য ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই । বস্তৃতঃ
বিধিবিহিত নিয়মপরম্পরার ব্যত্যয় করিয়া
যাহা অধিগত হয়, মনীষিগণের তাহা সুখ-
সাধন হয় না ২৩-৩০ । ব্রহ্মা কহিলেন,—
প্রজানাথ স্বষ্টা “তাহাই করিতেছি” বলিয়া
তখনই সেই ঐন্দ্র ঐশ্বর্য্য সংহার করত পূর্ব্বাৎ
আশ্রমাদি করিয়া দিলেন । তখন দৈত্য-

আত্রেয়োহাপতদ। শিষ্যোঃ সংবৃতঃ সহভাধ্যায়।
গৌতমীতৌরমাজ্জিত্য তপোনিষ্ঠোহখিলৈর্বৃতঃ
বর্তমানে মধ্যযজ্ঞে লজ্জিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥৩৩॥
আত্রেয় উবাচ ।

অহো মোহন্ত মহিমা মমাপি ভ্রান্তচিত্ততা ।
কিং মহেন্দ্রপদং লব্ধং কিং ময়াত্র পুরা কৃতম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

এবং বদন্তমাত্রেয়ঃ লজ্জিতং প্রাক্রবন্ সুরাঃ ॥
সুরা উচুঃ ।

লজ্জাং জহি মগবাহো ভবিষ্যী ত্যাতিকৃতমা ॥
আত্রেয়তীর্থে যে জ্ঞানং প্রাপিনঃ কুর্য্যরঞ্জসা ।
ইন্দ্রাস্তে ভবিতারো বৈ অরণ্যং সুরভাগিনঃ
তত্র পঞ্চ সহস্রাণি তীর্থান্যাহর্মণীষিণঃ ।
অবিশ্রান্তেয়দৈতেয়নামভিঃ কৌত্তিভানি চ ।
তেষু জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ সর্কমক্ষয়পুণ্যদম্ ॥ ৩৮

গণ সেই প্রদেশ অকণ্টক দেখিয়া স্বস্থানে
প্রস্থান করিল। তদ্বাও হাসিতে হাসিতে
স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। সেই আত্রেয়
ঋষিও গৌতমীতৌরে বর্তমান সেই মহা-
যজ্ঞস্থলে ভাষ্যা, শিষ্য ও তপোনিষ্ঠ বিজ-
গণে পরিবৃত হইয়া লজ্জিতচিত্তে বলি-
লেন,—অহো! মোহের কি মহিমা! যাহার
প্রভাবে আমিও ভ্রান্তচিত্ত হইয়াছিলাম।
আমি ইতঃপূর্বে কিই বা করিলাম। কি
মহেন্দ্রপদই বা লাভ করিলাম! ব্রহ্মা বলি-
লেন,—আত্রেয় লজ্জিতভাবে এই কথা
কহিতেছেন,—ইত্যবসরে সুরগণ আনিয়া
তাঁহাকে কহিলেন,—হে মহাশে! লজ্জা
পরিহার কর। ইহাতে তোমার উত্তমা ত্যাতি
হইবে। এই আত্রেয়তীর্থে যে সকল প্রাণী
জ্ঞান করিবে, তাহারাই ইন্দ্র হইতে পারিবে।
ইহার বৃত্তান্ত অরণ্যে সুখভাগী হইবে।
এখানে পঞ্চ সহস্র তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইল।
ঐ সকল তীর্থ অবিশ্রান্ত, আত্রেয়, দৈতেয়
প্রজ্জিত নামে কীর্তিত হইবে। মনীষিগণ
এ সকলের বিষয় কীর্তন করিবেন। ঐ সকল
তীর্থে জ্ঞান দানাদি সকলই অক্ষয় পুণ্যপ্রদ

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুত্বা বিবুধা যাতাঃ সন্তুষ্টচাতবনুনিঃ ॥ ৩৯
ইতি ত্রীত্রাক্ষেহিষ্মাত্রেয়াদিতীর্থবর্ণনং চত্বা-
রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪০ ॥

একচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

কপিলাসঙ্গম* নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতম্ ।
তত্র নারদ বক্ষ্যামি কথাং পুণ্যামনুত্তমাম্ * ॥১॥
কপিলো নাম তত্ত্বজ্ঞো মুনিরাসৌমহাযশাঃ ।
ক্লুর্চাপি প্রসন্নচ তপোব্রতপরায়ণঃ ॥ ২
তপস্কৃত্য মুনিশ্রেষ্ঠং গৌতমীতৌরমাজ্জিতম্ ।
তমাগত্য মহাজ্ঞানং বামদেবাদয়োহক্ৰবন্ ॥ ৩
হত্বা বেণং ব্রহ্মশাপৈর্নষ্টবশ্মে স্বরাজকে ।
কপিলং সিদ্ধমাচার্য্যমুচুর্মুনিগণীকৃতদা ॥ ৪

হইবে। ব্রহ্মা কহিলেন,—বিবুধগণ এই
বলিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই মুনিও সন্তুষ্ট
হইলেন ॥৩১—৩৯॥

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—নারদ! কপিলাসঙ্গম
নামে যে ত্রৈলোক্যবিজ্ঞত তীর্থ আছে,
তৎসম্বন্ধীয় পুণ্য অনুত্তম। কথা শ্রবণ কর।
কপিল নামে এক তত্ত্বজ্ঞ মহাযশা তপোব্রত-
পরায়ণ মুনি ছিলেন। তিনি সামান্ত কারণেই
ক্লুর্চ হইতেন এবং প্রসন্নও হইতেন। বায়-
দেবাদি মুনিগণ ব্রহ্মশাপ দ্বারা বেণ রাজাকে
নিহত করলে, রাজ্য অরাজক হওয়ায় যখন

* অতঃপরঃ 'ত্রিলোক্যমাস্ত্রজৈব সঙ্গম
লোকবিজ্ঞতঃ। অরণ্যং সর্কপাপানাং নাশন
কিন্ত দর্শনাৎ' ইত্যধিকঃ শ্লোকঃ কতি
বর্ততে।

মুনিগণা উচুঃ ।

গতে বেদে গতে ধৰ্ম্মে কিং কৰ্ত্তব্যং মুনীশ্বর ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততোহব্রবীন্মুনির্ধ্যাত্বা কপিলস্তাগতান্মনীন ॥

কপিল উবাচ ।

বেণশ্চোৰ্বিমথ্যোহুতুততঃ কশ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥৭

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈব চক্ষুর্মুদয়ো বেণশ্চোৰ্বিমথ্য বৈ ।

তজ্জ্যোৎস্নায়ো মহাপাপঃ কৃষ্ণো রৌদ্রপরাক্রমঃ ॥

তং দৃষ্ট্বা মুনয়ো ভীতা নিষীদন্তেতি চাক্রবন ।

নিষাদঃ সোহভবত্তস্মিন্নিষাদাশ্চাতবঃস্ততঃ ॥৯

বেণবাহুং মমন্থন্তে দক্ষিণং ধৰ্ম্মসংহিতম্ ।

ভূতঃ পৃথুশ্চরৈশ্চৈব সৰ্বলক্ষণলক্ষিতঃ ।

রাজাভবৎ পৃথুঃ ক্রীমান ব্রহ্মসামর্থ্যসংযুতঃ ॥ ১০

তমাগত্য সুরাঃ সৰ্ব্বে অভিনন্দ্য বরান্শুভান

ধৰ্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইল, তখন একদা সেই মুনিগণ
গৌতমীতীরস্থ, তপস্তাপরায়ণ, সিদ্ধ, আচার্য্য
মহাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ সেই কপিলকে আসিয়া
বলিলেন,—হে মুনীশ্বর! বেদ বিলুপ্ত, ধৰ্ম্ম
গতপ্রায়; এক্ষণে কি কৰ্ত্তব্য? ব্রহ্মা কহি-
লেন,—কপিল মুনি তখন ধ্যানপূৰ্ণক
সেই সমাগত মুনিগণকে কহিলেন, সেই
দেগের উক্ৰ মন্থন করা কৰ্ত্তব্য। তাহা
হইতে কোন পুরুষ উদ্ধৃত হইবেন। ব্রহ্মা
কহিলেন,—মুনিগণ তাহাই করিলেন।
তাঁহারা বেগের উক্ৰ মন্থন করিলে তাহা
হইতে মহাপাপ কৃষ্ণবর্ণ রৌদ্রপরাক্রম এক
পুরুষ জন্মিল। মুনিগণ তাহাকে দেখিয়া
ভীতভাবে “নিষাদ (উপবিষ্ট হও)” এই
কথা কহিলেন। সেইজন্ত সে নিষাদ
নামে খ্যাত হয়। তাহা হইতেই নিষাদ-
দিগের উৎপত্তি। পরে সেই মুনিগণ
বেগের ধৰ্ম্মসমর্থিত দক্ষিণবাহু মন্থন করি-
লেন। তাহা হইতে সৰ্ব্বমূলকণে লক্ষিত
ক্রীমান ব্রহ্মসামর্থ্যসমর্থিত পৃথুশ্চরসম্পন্ন
এক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। মুনিগণ
তাঁহাকে ‘পৃথু’ নামে অভিহিত করিয়া রাজা

তশ্চৈব দহন্তুত্থান্নাণি মজ্জাণি গুণবন্তি চ ॥ ১১

ততোহক্রবন্মুনিগণাস্তং পৃথুং কপিলেন চ ॥১২

মুনয় উচুঃ ।

আহারং দেহি জীবোভ্যো ভুবা গ্রন্থোষধীরপি

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ স ধম্মরাদায় ভুবমাহ নৃপোত্তমঃ ॥ ১৪

পৃথুক্রবাচ ।

ওষধীর্দেহি খা গ্রন্থাঃ প্রজানাং হিতকাম্যয়া ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তমুবাচ মহী ভীতা পৃথুঃ তং পৃথুলোচনম্ ॥ ১৬

মহ্যবাচ ।

ময়ি জীর্ণা মহোষধ্যঃ কথং দাতুমহং কমা ॥১৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ভূতঃ সৰ্ব্বোপো নৃপতিস্তামাহ পৃথিবীং পুনঃ ॥১৮

পৃথুক্রবাচ ।

নো চেন্দ্রদাস্তদ্য বৈ ত্বাং হত্বা দাস্তে মহোষধীঃ

করেন। পৃথু রাজা হইলে সুরগণ সকলে
আসিয়া তাঁহাকে অভিনন্দনপূৰ্ণক বিবিধ শুভ
বস্তু, নানাবিধ অস্ত্র ও অনেকগুণযুক্ত মন্ত্র
সকল প্রদান করেন। অনন্তর মুনিগণ
কপিলের সহিত মিলিত হইয়া সেই পৃথুকে
কহিলেন,—রাজন! ক্ষুধাক্ত জীবগণকে
আহার দান করুন। পৃথিবী যে মহো-
ষধি সকল গ্রাস করিয়াছেন, তাহাও প্রদান
করুন। ১—১৩। ব্রহ্মা কহিলেন,—ঋষি-
দিগের এই কথা শুনিয়া সেই নৃপোত্তম,
ধম্ম গ্রহণপূৰ্ণক পৃথিবীকে কহিলেন,—“তুমি
যে সকল ওষধি গ্রাস করিয়াছ, সেই সকল
এক্ষণে প্রজাদিগের হিতকামনায় প্রদান
কর।” ব্রহ্মা কহিলেন,—মহী ভীতা হইয়া
সেই পৃথুলোচন পৃথুকে কহিলেন,—মহো-
ষধি সকল আমাতে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে;
অতরাং তাহা দান করিতে আমি কিরূপে
সক্ষম হইব? পৃথিবীর এই কথায়
নৃপতি ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় কহিলেন,—“তুমি
যদি না দাও, তবে তোমাকে হত্যা করিয়া

ভূমিকবাচ ।

কথং হংসি স্মিয়ং রাজন জ্ঞানী ভূত্বা নৃপোত্তম
বিনা মযা কথং চেমাঃ প্রজাঃ সন্ধারয়িষ্যসি ॥

পৃথুৰূবাচ ।

যত্রোপকারোহনেকানামেকনংশে ভবিষ্যতি ।
ন দৌষস্তত্র পৃথিবি তপসা ধারয়ে প্রজাঃ ।
ন দৌষমত্র পশ্যামি নাচক্ষেহনর্থকং বচঃ ॥ ২১
যান্মগ্নিপাতিতে শোখ্যং বহুনা মুপজায়তে ।
মুনয়ন্তবধঃ প্রাহরশমেধশতাধিকম্ ॥ ২২

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সাঙ্ঘয়িত্বা নৃপোত্তমম্ ।
মহীঞ্চ মাতরং দেবীমুচুঃ সুরগণাস্তদা ॥ ২৩
দেবা উচুঃ ।
ভূমে গোরূপিণী ভূত্বা পয়োরূপা মহৌষধীঃ ।
দেহি স্বং পৃথবে রাজ্ঞে ততঃ ক্রীতো ভবেম্মুপঃ
প্রজাসংরক্ষণঞ্চ স্তাত্ততঃ কেমং ভবিষ্যতি ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো গোরূপমাস্বায় ভূম্যানীং কপিলাস্তিকে
দৃদোহ চ মহৌষধ্যো রাজা বেণকরোত্তবঃ ॥ ২৫
যত্র দেবাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়ঃ কপিলো মুনিঃ ।
মহীঃ গোরূপমাপন্ন্য নর্মদায়াং মহামুনে ॥ ২৬
সরস্বত্যাং ভাগীরথ্যাং গোদাবর্যাং বিশেষতঃ
মহানদীষু সর্বা নু দৃষ্টহেহসৌ পয়ো মহৎ ॥ ২৭
সা দৃষ্টমানা পৃথুনা পুণ্যতোয়াভবন্নদী ।
গৌতম্যা সঙ্গতা চাত্ত্বস্তদুত্তমিবাভবৎ ॥ ২৮
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং কপিলাসঙ্গমং বিদুঃ ।
পূজ্যানি তত্রাষ্টাশীতি সহস্রাণি মহামতে ॥ ২৯
তীর্থান্ভাহ্মুনিগণাঃ সুরগণাদপি নারদ ।
পাবনানি জগত্যশ্মিন্স্থানি সর্বাণ্যমুক্রমাৎ ॥ ৩০
ইতি ক্রীত্বাক্ষে কপিলাসঙ্গমাদিতীর্থবর্ণনম্ এক-
চত্রারিঃ শদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪১ ॥

মহৌষধি দান করিব ।" ভূমি কহিলেন,—হে
নৃপোত্তম ! আপনি জ্ঞানী হইয়া স্ত্রীলোককে
হত্যা করিবেন কিরূপে ? আর আমি না
থাকিলে এই সকল প্রজাই বা ধারণ
করিবে কে ? পৃথু কহিলেন,—যে স্থলে
একের বিনাশে অনেকের উপকার হয়, হে
পৃথিবি ! তাহার বধে দৌষ নাই । আমি
তপস্তাপ্রভাবেই প্রজা ধারণ করিব ; ইহাতে
আমার কিছুমাত্র দোষ দেখি না । আমি
অনর্থক বাক্য বলি নাই । যাহাকে নিপাতিত
করিলে বহু লোকেব প্রভূত সুখসাধন হয়,
মুনিগণ, তাহার বধ, শত অবমেধ অপে-
ক্ষাও ফলপ্রদ বলিয়া থাকেন । ব্রহ্মা বলি-
লেন,—পরে দেব ও ঋষিগণ মিলিত হইয়া
সেই নৃপোত্তমকে সান্ত্বনা করিলেন । সুরগণ
মাতা মহী দেবীকে কহিলেন,—ভূমে ! তুমি
গোরূপধারিণী হইয়া পৃথু রাজাকে দৃষ্টরূপ
মহৌষধি প্রদান কর । তাহা হইলেই নৃপ
ক্রীত হইবেন এবং প্রজাসংরক্ষণও হইবে ।
এইরূপ করিলেই সকল দিকে মঙ্গল হইবে ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—এই কথায় শুনিয়া ভূমি
গোরূপ ধারণ করত কপিলের সমীপে অব-
স্থিত হইলেন । সেই বেণকর-সমুত রাজা
পৃথু তখন মহৌষধিনিচয় দোহন করিতে
লাগিলেন । হে মহামুনে ! তিনি দেব, গন্ধর্ব,
ঋষিগণ ও কপিল মুনিকে লইয়া নর্মদা,
সরস্বতী, ভাগীরথী, গোদাবরী ও অস্তান্ত
মহানদী সকলে সেই গোরূপা পৃথিবীকে
দোহন করিলেন । পৃথুকর্তৃক দৃষ্টমানা
সেই মহী পুণ্যতোয়া নদীরূপে পরিণতা
হইয়া গৌতমী সহ মিলিতা হইলেন । ইহা
অদ্রুতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল । সেই
হইতে ঐ তীর্থ কপিলাসঙ্গম নামে বিখ্যাত
হইয়াছে । সেখানে অষ্টাশীতি সহস্র পূজ্য
তীর্থ আছে । হে মহামতি নারদ ! ঐ
সকল তীর্থ এ জগতে ক্রমোচ্চসারে স্মৃত
হইলেও পবিত্র করিয়া থাকে । মুনিগণ এই-
রূপ বলিয়া থাকেন । ১৪—৩০ ।
একচত্রারিঃ শদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষিচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবস্থানমিতি খ্যাভঃ তীর্থং ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতম্
তস্ত প্রভাবঃ বক্ষ্যামি শৃণু যত্নেন নারদ ॥ ১
পুরা কৃতযুগস্তাদৌ দেবদানবসঙ্করে ।
প্রবৃন্তে বা সিংহিকেতি বিখ্যাতা দৈত্যাসুন্দরী
তস্তাঃ পুত্রো মহাদৈত্যো রাহুনাম মহাবলঃ ।
অমৃতং তু সমুৎপন্নং সৈংহিকেয়ে চ ভেদিতং ॥
তস্ত পুত্রো মহাদৈত্যো মেঘহাস ইতি শ্রুতঃ ।
পিতরঃ ঘাতিতঃ শ্রবণা তপস্তপেহতিদুঃখিতঃ
তপস্তপ্তঃ রাহুনুতঃ গৌতমীতীরমাশ্রিতম্ ॥
দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সর্বে তমূচুরতিভীতবৎ ॥ ৫
দেববর্ষ উচুঃ ।

তশো জহি মহাবাহো যন্তে মনসি সংস্থিতম্ ।
সর্বং ভবতু নামেদং শিবগঙ্গাপ্রসাদতঃ ।
শিবগঙ্গাপ্রসাদেন কিং নামান্ত্যত্র দুর্লভম্ ॥ ৬

ষিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—নারদ! দেবস্থান নামে বিখ্যাত তীর্থ ত্রৈলোক্য-বিজ্ঞত। তাহার প্রভাব বর্ণন করিতেছি। পূর্বে সত্যযুগের প্রথম ভাগে অমৃত মন্বনে পর দেব-দানবগণের এক যুদ্ধ হয়। সিংহিকা নামে বিখ্যাতা দৈত্যাসুন্দরীর পুত্র সৈংহিকেয় মহাবল দৈত্য সেই যুদ্ধে ভেদিত হইয়াছিল। (বিষ্ণু রাহুর শিরচ্ছেদ করেন, কিন্তু সে অমৃত পান করিয়াছিল বলিয়া তাহার মৃত্যু হয় না।) মেঘহাস নামে সেই রাহুর পুত্র মহাদৈত্য, পিতা নিহত শ্রবণে অতি দুঃখিত হইয়া তপস্তানিরত হয়। সেই গৌতমী-তীরমাশ্রয়ে তপস্তাপরায়ণ রাহু-নন্দনকে দেব ও ঋষিগণ সকলে মিলিত হইয়া ভয়ে ভয়ে এই কথা বলিলেন,—হে মহাবাহো! তপস্তা পরিত্যাগ কর। তোমার মনে যাছা আছে, শিবগঙ্গার প্রসাদে সে সমস্তই হউক। এখানে শিবগঙ্গার

মেঘহাস উবাচ ।

পরিত্যক্তঃ পিতা পুত্রো যুগ্মাতির্মম দৈবতম্ ।
তস্তাপি মম চাত্যন্তঃ ক্রীতশ্চ ক্রিয়তে যদি ।
ভবন্তিস্তপসোহস্মাচ্চ অহং বৈরাগ্নিবর্তয়ে ॥ ৭
বৈরনির্ঘাতনং কাৰ্য্যং পুত্রো পিতুরাদরাৎ ।
প্রার্থয়ন্তে ভবন্ত্যশ্চেৎ পূর্ণাস্তম্যে মনোরথাঃ ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ সুরগণাঃ সর্বে রাহুং চক্রুর্গ্ৰাহুগম্ ।
তথাপি মেঘহাসং তে চক্রুঃ রাক্ষসপুত্রবম্ ॥ ৯
ততোহভবদ্রাহুনুতো নৈঋতাদিগপতিঃ প্রভুঃ ।
পুনশ্চাহ সুরান্ দৈত্যো মম খ্যাতির্বিধা ভবেৎ
তীর্থস্তাস্ত প্রভাবশ্চ দাতব্য ইতি মে মতিঃ ।
তথেষ্টাস্তা দহর্দেবাঃ সর্বমেব মনোগতম্ ॥ ১১
দৈত্যেশ্বরস্ত দেবর্ষে তন্না তীর্থমুচ্যতে ।
দেবা যতোহভবন্ সর্বে তত্র স্থানে মহামতে

প্রসাদে দুর্লভ কি? মেঘহাস বলিল,—
মদীয় পূজনীয় পিতৃদেব আপনাদিগের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছেন। আপনারা যদি তাঁহার ও আমার সমধিক ক্রীতি-বিধান করেন, তবে আমিও এই বৈর হইতে নিবৃত্ত হই। পুত্রের পক্ষে পিতার বৈর-নির্ঘাতন আদর সহকারে করাই কর্তব্য। আপনারা যখন এমন প্রার্থনা করিতেছেন, তখন আমার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। ১—৮।
ব্রহ্মা বলিলেন,—পরে সুরগণ সকলে রাহুকে গ্ৰহগণের অহুগামী করিলেন এবং সেই মেঘহাসকেও রাক্ষসশ্রেষ্ঠ করিলেন। সেই হইতে প্রভাবশালী রাহুনুত নৈঋত-গণের অধিপতি হইল। হে মহামতে! সেই দৈত্য সুরগণকে পুনরায় কহিল,—
যাহাতে আমার খ্যাতি হয়, তন্নিমিত্ত এই তীর্থের প্রভাববিষয়ক আদেশও দান করুন, আমার ইহা কামনা। দেবগণ তখন “তাহাই হউক” বলিয়া তাহার মনোগত সকল বিষয়ে অহুমোদন করিলেন। হে দেবর্ষি, নারদ! সেই দৈত্যেশ্বরের নামেই উক্ত তীর্থ উক্ত হয়। দেবগণ সকলে যে স্থানে আসিয়া

দেবস্থানস্ত ততীর্থং দেবানামপি দুর্লভম্ ।
যত্র দেবেশ্বরো দেবো দেবতীর্থং ততঃ স্মৃতম্
তত্রাষ্টাদশ তীর্থানি দৈতাপূজ্যানি নারদ ।
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১৪
ইতি ত্রিচত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ
ত্রিচত্রিংশদধিকশততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১৪২ ॥

ত্রিচত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সিদ্ধতীর্থমিতি খ্যাতং যত্র সিদ্ধেশ্বরো হরঃ ।
তত্র প্রভাবঃ বক্ষ্যামি সৰ্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্ ॥ ১
পুলস্ত্যবংশসম্বন্ধে রাবণা লোকরাবণঃ ।
দিশো বিজিত্য সৰ্বাশ্চ সৌমলোকমজীগমৎ
সৌমেন সহ যোৎস্নস্তং দশাস্তমহমববম্ ।
মন্ত্রং দাস্তে নিবর্ত্তন সৌমদ্বন্দ্বদশানন ॥ ৩
ইত্যুক্তোত্তরং মন্ত্রং শতনামভিরবিতম্ ।

অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই
উক্ত তীর্থ বর্ত্তমান । ঐ তীর্থ “দেবস্থান”
নামেও কথিত হয় । উহা দেবগণেরও দুর্লভ ।
যেখানে দেব দেবাধিপতি অবস্থান করিয়া-
ছিলেন, সেই স্থান “দেবতীর্থ” নামে স্মৃত হয় ।
নারদ ! ঐ স্থানে দৈতাপূজা অষ্টাদশটি
তীর্থ আছে । ঐ সকল তীর্থে স্নান ও দান
করিলে মহাপাতক নাশ হয় ১২—১৭ ।

ত্রিচত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রিচত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—সিদ্ধেশ্বর হর যেখানে
বিরাজমান সেই তীর্থ, সিদ্ধতীর্থ নামে
বিখ্যাত । নরগণের সৰ্বসিদ্ধিকর সেই
তীর্থে প্রভাব বলিষ্ঠোহ । পুলস্ত্যবংশ-
সম্বৃত লোকরাবণ রাবণ সৰ্বদিক্ জয়পূৰ্ব্বক
সৌমলোকে গমন করিল । তথায় সৌমসহ
যুদ্ধার্থী সেই দশাননকে আমি বলিলাম,
—দশানন ! আমি তোমাকে একটা মন্ত্র

শিবস্ত রাক্ষসেন্দ্রায় প্রদাত্য নারদ শাস্তয়ে ॥৪
নিম্নীকণাং বিপন্নানাং নানাক্লেশজ্বাৎ নৃণাম্
শরণং শিব এবাত্ত সংসারেহস্তো ন কচ্চন ॥৫

ততো নিবৃত্তঃ সহ মন্ত্রিবৃত্ত-

স্তং সৌমলোকাজ্জরমাণ্য রক্ষঃ ।

স পুষ্পকারুটগতিঃ সগর্ভো

লোকান পুনঃ প্রাপ জবাদশাস্তঃ ॥ ৬

স প্রেক্ষমাণো দিবমম্বরিকং

ভুবঞ্চ নাগাংশ্চ নগাংশ্চ * বিপ্রান্ ।

আলোকয়ামাস নগং মহান্তং

কৈলাসমাবাস উমাপতের্থঃ ॥ ৭

দৃষ্ট্বা স্মরোৎফুল্লদৃগদ্রিরাজং

স মন্ত্রিণো রাবণ ইত্যাবাচ ॥ ৮

রাবণ উবাচ ।

কো বা গিরিবদ্র বসেন্নমহায়া

গিরিঃ নবামোনমথাধিতৃমেং ।

দিত্তেছি, তুমি সৌমসহ যুদ্ধাকাজ্জা পরি-
ত্যাগ কর । হে নারদ ! এই বলিয়া ধামা-
ইবার ভৃত্ত সেই রাক্ষসেন্দ্রকে শিবের অষ্টো-
ত্তর শত নাম সহ মন্ত্র প্রদান করিলাম ।
সংসারে নিম্নীক, বিপন্ন, ও নানাক্লেশ-নিমগ্ন
মানবগণের শিবই অবলম্বন, অন্য কেহই
নহেন । তারপর সেই রাবণ সৌমলোক
হইতে জয়লাভ করিয়া সগর্ভে মন্ত্রিগণ
সহ নিবৃত্ত হইল এবং পুষ্পকবিমানে আরো-
হণপূর্ব্বক নানা লোক-অতিক্রম করত সবেগে
প্রস্থান করিল । পথে যাইতে যাইতে ক্রমে ক্রমে,
অম্বরীক, স্বর্গ, পর্ব্বত, হস্তী, ব্রাহ্মণ—উমা-
পতির বাসস্থান মহান কৈলাস পর্ব্বত দেখিতে
পাইল । রাবণ সেই অদ্রিরাজ বর্শনে
হাস্তোৎফুল্ললোচন হইয়া নিজ (ওক, সারণ) মন্ত্রিগণকে কহিল,—এই গিরিতে কোন্
মহায়া বাস করেন ? ভূমিভল হইতে
ইহাকে লঙ্কায় লইয়া যাইব ; এই গিরি

* “গজাংশ্চ” শব্দ চ পাঠ্য ।

লঙ্কাগতোহয়ং গিরিরাও শোভাঃ
লঙ্কাপি সত্যং ত্রিয়মাতনোতি ॥ ৯

অক্লোবাচ ।

ইখং বচো রাক্ষসমস্ত্রিণো ভৌ
নিশম্য রক্ষোধিপতেশ্চ ভাবম্ ।

ন যুক্তমিত্যুচতুরিষ্টবুদ্ধ্যা

নিশাচরস্তম্ভচনং ন মেনে ॥ ১০

সংস্থাপ্য তৎ পুষ্পকমণ্ড রক্ষঃ

পুন্নাব কৈলাসগিরেশ্চ মূলে ।

হিন্দোলয়ামাস গিরিং দশানন্য

জাহ্নবা ভবঃ কৃত্যমিদংকার ॥ ১১

জিত্বা দিগীশাংশ্চ সুগন্ধিতস্ত

কৈলাসমান্দোলয়তঃ সুরারেঃ ।

অক্লষ্টকৃত্যেব রসাতলাদি-

লোকাংশ্চ যাতস্তা দশাননস্ত ॥ ১২

অলুনকার্যস্ত গিরং নিশম্য

বিহস্ত দেব্যা সহ দত্তমষ্টম্ ।

তস্মৈ প্রসন্নঃ কুপিতোহপি শম্বু-

রযুক্তদাত্তেতি ন সংশয়োহত্র ॥ ১৩

ততোহয়মাবাপ্য বরান্ সুবীরো

ভবপ্রসাদাৎ কুসুমং জগাম ।

গচ্ছন স লঙ্কাং ভবপূজনায়

গঙ্গায়গাচ্ছুজটা প্রস্থতাং ॥ ১৪

সম্পূজায়িত্বা বিবিধৈশ্চ মন্ত্রৈ-

গঙ্গাজলৈঃ শম্ভুমদীনসবঃ ।

অসিং স লেভে শশিখণ্ডভূষাৎ

সিদ্ধিঞ্চ সর্বাঙ্কিমভীষিতাঞ্চ ॥ ১৫

মদন্তমস্ত্রং শশিরক্ষণায়

স সাধয়ামাস ভবং প্রপূজ্য ।

সিদ্ধে তু মস্ত্রে পুনরেব লঙ্কা-

ময়াৎ স রক্ষোধিপতিঃ স তুষ্টঃ ॥ ১৬

ততঃ প্রভৃত্যোতদতিপ্রভাবঃ

তীর্থং মহাসিদ্ধিদমিষ্টদঞ্চ ।

সমস্তপাপোঘবিনাশনঞ্চ

সিদ্ধৈরশেষৈঃ পরিসেবিতঞ্চ ॥ ১৭

ইতি শ্রীভাগ্নে সিদ্ধাতীর্থাদিতীর্থবর্ণনং ত্রিচত্বা-

রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৫ ॥

লঙ্কায় থাকিলে ইহারও শোভা হইবে
এবং লঙ্কায়ও নিশ্চিতই শ্রীবুদ্ধি হইবে ।

১-৯। সেই রাক্ষস-মন্ত্রিদ্বয়, রাক্ষসপতির
এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তদীয় ভাব
দেখিয়া, হিতকামনায় “ইহা কর্তব্য নহে” এই
কহিল ; নিশাচর রাবণ সে কথা গ্রাহ্য করিল
না। রাক্ষস দশান্তু সেই স্থলে পুষ্পক-
বিমান স্থাপনপূর্ব্বক লক্ষ প্রদানে সেই
কৈলাস গিরির মূলদেশে অবতীর্ণ হইয়া সেই
গিরিকে উৎপাটনার্থ আন্দোলিত করিল ।
দেব ভব, তাহার এই কার্য জানিতে পারিয়া
পদাঙ্ক হারা সেই পরম্বতকে একটু
চাপিয়া ধরিলেন । তাহাতে দিগীশগণ-
জয়-গাঙ্কিত, কৈলাস গিরির আন্দোলন-
কারী সুরারি দশানন সেই কৈলাস গিরির
নিম্নভূমিতে ক্রমে রসাতলাদি অধোলোকে
নিমগ্ন হইতে লাগিল । তাহার কায় চূর্ণায়-
মান হইতে থাকিলে তদীয় চীৎকার শ্রবণে

ভগবান্ ভব কুপিত থাকিলেও দেবী সহ
হাস্ত করিয়া প্রসন্নমনে তাহাকে অভীষ্ট বর
প্রদান করিলেন । শম্বু যে অযোগ্যদাতা
এ বিষয়ে সংশয় নাই । সেই সুবীর দশানন
ভবপ্রসাদে বিবিধ বর লাভ করিয়া পুষ্পকে
আরোহণপূর্ব্বক লঙ্কাভূমিতে প্রস্থিত হইল ।
পথে যাইতে যাইতে ভবপূজার্থ ভবজটা-
প্রস্থতা গঙ্গাতে অবতীর্ণ হইয়া গঙ্গা-
জল ও বিবিধ মন্ত্র দ্বারা শম্বুকে পূজা
করিল । তাহার ফলে সেই শশিখণ্ড-
ভূষণ ঈশানের করুণায় অভীষিত সিদ্ধি,
সর্বাঙ্কিম, ও একখানি অসি প্রাপ্ত হইল ।
শশীর রক্ষণার্থ মন্ত্রপ্রদত্ত সেই মন্ত্র, সে ভব-
পূজান্তে সেইস্থানেই সাধন করিতে লাগিল ।
মন্ত্র সিদ্ধ হইলে সেই রক্ষোধিপতি সমস্ত-
চিত্তে পুনরায় লঙ্কায় প্রস্থান করিল । সেই
হইতে উক্ত তীর্থ অতি প্রতাপশালী, মহা-
সিদ্ধিপ্রদ, ইষ্টসাধক, সমস্ত পাপরাশির বিনা-

চতুষ্চারিংশদধিকশততমোহ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পুরুষসঙ্গমক্ষেতি তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ।
তন্ত স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু পাপবিনাশনম্ ॥ ১
অজিরাধায়ামাস ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ ।
তেষু তুষ্টিবু স প্রাহ পুত্রা যুযং ভবিষ্যথ ।
তথা চৈকা রূপবতী কন্তা মম ভবেৎ সুরাঃ ॥ ২
তথা পুত্রহমাপুস্তে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ ।
কন্তাঞ্চ জনয়ামাস তুভ্যন্ত্রেয়ীতি নামতঃ ॥ ৩
দন্তঃ সোমোহথ তৃধাসাঃ পুত্রাস্তস্ত মহাশ্বনঃ ॥
অগ্নেরাজিরসো জাতো হৃদ্যারৈরজিরা যতঃ ।
তন্মাদজিরসে প্রাদাদাত্রেয়ীমভিরোচিম্ ॥ ৫
অগ্নেঃ প্রভাবাৎ পুরুষমাত্রেয়ীঃ সর্বদাবদৎ ।

শক হইয়াছে । ঐ তীর্থ অশেষ সিদ্ধগণে
পরিসেবিত হইয়া থাকে । ১০—১৭ ।

ত্রিচচারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

চতুষ্চারিংশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—পুরুষসঙ্গম নামে
ত্রৈলোক্যবিশ্রুত এক তীর্থ আছে; তাহার
পাপবিনাশক স্বরূপ বর্ণন করিতেছি । অত্র
ঋষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আরাধনা
করেন; তাঁহার্য তুষ্ট হইয়া বরদানোদ্যত
হইলে তিনি বলিলেন,—“আমার্য আমার
পুত্র হউন, আর হে সুরগণ! যেন আমার
একটা রূপবতী কন্তা হয়।” পরে ব্রহ্মা,
বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার পুত্র্য প্রাপ্ত হই
লেন । ‘আত্রেয়া’ নামে একটা তুভ্য কন্তাও
জন্মিল । সেই মহাক্ষর উক্ত পুত্র্যগণের
নাম হইল—দন্ত, সোম ও তৃধাসা । অগ্ন
হইতে অজিরা ঋষির উৎপত্তি হয় । অগ্নার
হইতে জয় বলিয়াই তাঁহার অজিরা
নাম হইয়াছিল । অত্রী আত কান্তিযতী
আত্রেয়ী কন্তাণী অজিরাকে সম্প্রদান করেন ।
অজিরা অগ্নির প্রভাববুদ্ধতা হেতু আত্রেয়ীকে

তন্মাদজিরসা জাতা মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ৬
আত্রেয়্যাপি চ শুক্রায়াং কুক্ষতী সর্বদাতবৎ ।
অজিরাঃ পুরুষং বাদীদাত্রেয়ীং নিত্যমেব চ ।
পুত্রাশ্বাজিরসা নিত্যং পিতরং শরয়ন্ত তে ॥ ৭
স। কদাচিদ্বর্জ্বাক্যাদ্ভিগ্না পুরুষাকরাৎ ।
কুভাঙলিপুটো দীনো প্রাত্ৰবাক্তুরং শুক্রম্ ॥ ৮
আত্রেয়্যোবাচ ।

অত্রিজাহং হব্যবাহ ভাৰ্য্যা তব সূতস্ত বৈ ।
শুক্রায়ণপরা নিত্যং পুত্রাণাং ভর্তুর্য়েব চ ॥ ৯
পতির্মাং পুরুষং বক্তি বৃথৈবোদ্বীকতে কৃষা ।
প্রশাদি মাং সুরজ্যেষ্ঠ ভর্তারং মম দৈবতম্ ॥
শ্রলন উবাচ ।

অঙ্গাবেভ্যঃ সমুদ্ভূতো ভর্তা তে হজিরা ঋষিঃ
যথা শাস্তো ভবেদ্বদ্রে তথা নীতিবিধীয়তাম্ ॥
আত্রেয়্যোহগ্নিং সমায়াতে তব ভর্তা বরাননে ।

সদাই পুরুষ উক্তি করিতেন । আত্রেয়ী
কিন্তু সর্বদাই তাঁহার সেবা করিতেন ।
আত্রেয়াতে অজিরার আজিরস নামক পুত্র-
গণ জন্মে । উহার্য মহাবল-পরাক্রম-
বিশিষ্ট । অজিরা আত্রেয়ীকে নিয়তই পুরু-
ষোক্তি করিতেন । সেই পুত্র্যগণও নিয়ত
পিতাকে শাস্ত করিতেন । একদা সেই
আত্রেয়ী ভর্তার পুরুষোক্তিতে উদ্ভিগ্ন হইয়া
দীনমনে কুভাঙলিপুটে পূজনীয় স্বত্তর অগ্নিকে
কহিলেন,—হে হব্যবাহ! আমি অত্রী-সুতা,
তোমার সূতের ভাৰ্য্যা; আমি নিয়ত
পুত্র্যপাইগণের শুক্রাঃ পরায়ণা রহিয়াছি ।
তথাপি পাত ধ্বংস আমাকে সক্রোধ-দৃষ্টিতে
দেখেন এবং পুরুষ ভাষা প্রয়োগ করেন ।
সুরজ্যেষ্ঠ! আমার্য দৈবত সেই ভর্তাকে
এবং আমাকে এ সম্বন্ধে সহপদেশ প্রদান
করুন । অগ্ন কহিলেন,—ভদ্রে । তোমার
ভর্তা অজিরা ঋষি, অজিরা হই ত উদ্ভূত হই-
য়াছেন; তিনি যাগাতে শাস্ত হইবেন, সেই
নীতি বিধান কর । বরাননে । তোমার
ভর্তা আত্রেয় অজিরা ঋষি যখন অগ্নি-অধ্যায়ত

তদা ত্বং জলরূপেণ প্রাবয়েথা মদাজ্জয়া ॥ ১২

আত্রেয়্যবাচ ।

সহস্রং পুরুষং বাক্যং মা ভর্তৃগ্নিঃ সমাবিশেৎ
ভর্তৃগ্নিঃ প্রতিকূলানাং যোষিতাং জীবনেন কিম্
ইচ্ছেয়ঃ শাস্তিবাক্যানি ভর্তৃগ্নঃ লভতে তথা ॥

জলন উবাচ ।

অগ্নিস্বপ্ন শরীরেষু স্বাবরে জন্মমে তথা ।
তব ভর্তৃগ্নঃ ধাম মিত্যঞ্চ জনকো মতঃ ।
যোহহং সোহহমিতি * জ্ঞাত্বা ন চিন্তাং

কর্তুমর্হসি ॥ ১৫

কিঞ্চাপো মাতরো দেবো হুগ্নিঃ খণ্ডর ইত্যপি
ইতি বুধ্যা বিনশিতা মা বিময়া তব মূঢ় ॥ ১৬

সুযোবাচ ।

আপো জনন্ত ইতি যদ্বভাষে
অগ্নেরহং তব পুত্রস্ত ভাষা ।

হইবেন, তখন তুমি জলরূপে আমার আজ্ঞা-
নুসারে তাঁহাকে প্রাবিত করিও । ১—১২।
আত্রেয়ী কহিলেন,—আমি না হয় পুরুষবাক্য
সহ্যই করিব; কিন্তু ভর্তা যেন অগ্নিপ্রবেশ
না করেন। পতি-প্রতিকূল নারীদিগের
জীবনে কল কি? ভর্তা যাহাতে শাস্তবাক্য
বলেন, আমি তাহাই ইচ্ছা করি। রমণীরা
তাদৃশ পতিই লাভ করিয়া থাকে। জলন
কহিলেন,—অগ্নি, আপ, স্বাবর জন্ম, শরীর-
এ সকলেতেই তোমার ভর্তার আমিই ধাম-
স্বরূপ এবং আমিই জনক বলিয়া নিরূপিত।
“যে আমি, এও সেই” ইহা বুঝিয়া চিন্তা
করিও না। আরও জানিও যে—আপ দেবী
উহার মাতা এবং অগ্নি তোমার খণ্ডর।
সুবে! বুঝি দ্বারা ইহা নিশ্চয় করিয়া
বিময়া হইও না। সুযা আত্রেয়ী কহিলেন,
—আপনি অগ্নি, আপনার পুত্রের আমি
ভাষ্য, আপ জননী। আপনি ত এত
কথা কহিলেন। হে নাথ! তবে আমি
ভাষ্য হইয়া আবার জলাকারে জননীরূপ

কথং ত্বয়া জননী চাপি ভাষ্য
বিরুদ্ধমেতজ্জলরূপেণ নাথ ॥ ১৭

জলন উবাচ ।

আদৌ তু পত্নী ভরণাত্তু ভাষ্য
জনেজ্জ জায়া স্বগুণৈঃ কলত্রম্ ।
ইত্যাদিরূপাণি বিভর্ষি ভদ্রে
কুরুষ বাক্যং মহদীরতং যৎ ॥ ১৮
যোহস্থাঃ প্রজাতঃ স তু পুত্র এব
সাত্ত্ব মাতৈব ন সংশয়োহত্র ।
তস্মাদ্ভদন্তি ঋতিতত্ত্ববিজ্ঞাঃ
স নৈব যোষিতনয়েহভিজ্ঞাতে ॥ ১৯

ব্রহ্মোবাচ ।

খণ্ডরস্ত তু তদ্বাক্যং ঋত্বাত্রেয়ী তদৈব তৎ ।
আগ্নেয়ঃ রূপমাপন্নমস্তাপ্রাবয়ৎ পতিম্ ॥ ২০
উভৌ তৌ দম্পতী ব্রহ্মন্ সঙ্গতো গান্ধবারণ
শাস্তরূপধরৌ চোভৌ দম্পতী সহভূবতুঃ ॥ ২১
লক্ষ্য্য বুভো তথা বিষ্ণুকুময়া শক্তরো যথা ।

কি প্রকারে ধারণ করিব? ইহা যে অতীব
বিরুদ্ধ। জলন কহিলেন,—বিবাহিতা রমণী,
প্রথমে পত্নীই থাকেন, তার পর ভরণ
করেন বলিয়া ভাষ্য, পরে তাহাতে পুত্ররূপে
জন্ম হয় বলিয়া জায়া, অনন্তর নিজগুণে
(কল-ভাবণাদি দ্বারা শোক দুঃখাদি হইতে
দ্রাণ করেন বলিয়া), কলত্র হয়েন। তুমিও
ইত্যাদি নানারূপ ধারণ করিতেছ; সুতরাং
ভদ্রে! মহদীরত এই বাক্য প্রতিপালন
কর। এই পত্নীতে যিনি জন্মেন, তিনি
নিশ্চয়ই পুত্র; আর সেই পত্নীও নিশ্চিতই
তাহার মাতা; ইহাতে সংশয় নাই। এই
জন্তই ঋতিতত্ত্ববিদ বা ক্তবর্গ বলেন যে,—
তনয় জন্মিলে পত্নী আর পত্নী থাকে না।
১৩—১। ব্রহ্মা বলিলেন,—আত্রেয়ী খণ্ডরের
এই সকল বাক্য শুনিয়া তখনই আগ্নেয় রূপ-
প্রাপ্ত পতিকে জলরূপে প্রাবিত করিলেন।
ব্রাহ্মণ! সেই দম্পতি উভয়ে গান্ধবার দ্বারা
সঙ্গত হইয়া শাস্তরূপধর হইলেন। তখন
তাঁহারা লক্ষীযুক্ত বিষ্ণু, উমা সহ শঙ্কর ও

* সোহহমিত্যপি পাঠঃ ।

রৌহিণ্যা চ তথা চন্দ্রস্তথাভূমিধুনং তদা ॥
 ভর্তারঃ প্রাবরন্তী সা দধারামুদয়ং বপুঃ ।
 পরাক্ষৌ চেতি বিখ্যাতা গজয়া সঙ্গতা নদী ॥ ২৩
 গোশতার্ণজং পুণ্যং পরাক্ষৌন্নানতো ভবেৎ ॥
 তত্র চাক্ষরসাক্ষর্যুভ্যাং বহুদক্ষিণান্ ।
 তত্র ত্রীণি সহস্রাণি তীর্থাস্তান্নাঃ পুরাণগাঃ ॥ ২৫
 উভয়োস্তীরয়োস্তাত পৃথগ্‌যাগকলং বিহুঃ ।
 তেষু নানক দানক বাজপেয়াধিকং মতম্ ॥ ২৬
 বিশেষতঃ গজায়াঃ পরাক্ষা সহ সঙ্গমে ।
 নানদানাদিভিঃ পুণ্যং যন্তুত্বকং ন শক্যতে ॥
 ইতি ত্রীহাক্ষে পরাক্ষাসঙ্গমাদিতীর্থবর্ণনং চতু-
 শ্চছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৪ ॥

রৌহিণীমবধিত চন্দ্রের স্তায় মিথুন ভাব
 লাভ করিলেন। আরোহী, ভর্তাকে প্রাব-
 নার্ত্ত তখন যে অমুদয় দেখে ধারণ করিয়া-
 ছিলেন, উহা পরাক্ষৌ নামে বিখ্যাত নদীকূপে
 গজাসহ সঙ্গতা হয়। পরাক্ষৌতে নান
 করিলে শত-গোদান জন্য ফললাভ হয়।
 যেখানে আক্ষিরকগণ বহুদক্ষিণ নেকানেক
 যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে তিন সহস্র
 তীর্থ আছে; পুরাণজ জনগণ ইহা অবগত
 আছেন। তাত। ঐস্থানে উভয় তীরেই
 (নান দানে) পৃথক্ পৃথক্‌ যাগ ল হয়। ঐ
 সকল তর্থে নান দান করিলে বাজপেয়াধিক
 ফলপ্রাপ্তি হয়। বিশেষতঃ গজাসহ যেখানে
 পরাক্ষৌর সঙ্গম ঘটিবাহে, নান দানাদি তে
 তদ্ব্যয় যে কত পুণ্য হয়, তাহা বলিয়া শেষ
 করা যায় না। সুধী জনগণের এইরূপই
 মত ১২০--২৭।

চতুশ্চছারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চচছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

তন্মোবাচ ।

মার্কণ্ডেয়ং নাম তীর্থং সর্বপাপবিমোচনম্ ।
 সর্ধক্রেতুকলং পুণ্যমঘৌষবিনিবারণম্ ॥ ১
 তন্তু প্রভাবং বক্ষ্যামি শৃণু নারদ যত্নতঃ ॥ ২
 মার্কণ্ডেয়ো ভরতাজো বসিষ্ঠোহত্রিষ্ঠ গোতমঃ
 যাজ্ঞবল্ক্যস্ত জাবালির্গুনয়োহস্তেহপি নারদ ॥ ৩
 এতে শাস্ত্রপ্রণেতারা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ
 পুরাণস্তায়মীমাংসাকথাসু পরিনিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪
 মিথঃ সমুচুবিদ্বাংসো মুক্তিং প্রাপ্তি যথামতি ॥
 কেচিজ্জানং প্রশংসন্তি কেচিৎ কৰ্ম্ম তথোত্তমম্
 এবং বিবদমানাস্তে মামুচুক্রতয়ং মতম্ ॥ ৫
 মদীয়ন্তু মতং জাহ্নবী যযুশ্চক্রগদাধরম্ ।
 তন্তু চাপি মতং জাহ্নবী কষয়ন্তে মহোজসঃ ॥ ৬
 পুনবিবদমানাস্তে শকরঃ প্রষ্টুমুক্ততাঃ ।

পঞ্চ চছারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—মার্কণ্ডেয় নামে বিখ্যাত
 তীর্থ, সর্বপাপবিমোচক, সর্ধক্রেতুকল-
 সাধক, পাপসমূহের নিবারক ও পুণ্যজনক।
 হে নারদ! তাহার প্রভাব বলিতেছি,
 শ্রবণ কর। মার্কণ্ডেয় ভরতাজ, বশিষ্ঠ,
 অত্রি, গোতম, যাজ্ঞবল্ক্য, জাবালি, ইহার
 এবং শাস্ত্রপ্রণেতা বেদবেদাঙ্গ-পারগ, পুরাণ-
 স্তায়-মীমাংসাদির আলোচনায় পরি-
 মাঙ্কিত-মতি বিদ্বান্ আরও নানাবুনি,
 একদা মিলিত হইয়া কিসে অন্যায়সে
 মুক্তি হয়, তদ্বিসয়ক আলোচনার প্রবৃত্ত
 হইলেন। তন্মধ্যে যথামতি কেহ জানেন,
 কেহ কেহ কৰ্ম্মের এবং অপরে জান ও কৰ্ম্ম
 উভয়ের প্রশংসা করিতে থাকেন। তাঁরা
 এইরূপে বিবদমান হইয়া আমাকে আনিয়া
 তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। ১--৫। পরে
 তাঁহারা আমার মত জানিয়া চক্রগদাধর
 সমীপে গমন করেন; তাঁহার মত জানিয়া
 তাহাতে তুষ্টি না হওয়ার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ
 (কৰ্ম্মপরিচয়) কথিগণ পুনরায় বিবাদ করিতে

গঙ্গারাজ ভবঃ পূজ্য ভমেবাধ শশংসিরে ॥৭
কৰ্মণশ্চ প্রধানম্ভূবাচ ত্রিপুরাস্তকঃ ।
ক্রিয়াক্রপঞ্চ তজ্জ্ঞানঃ ক্রিয়া সৈব তদুচ্যতে ॥৮
তস্মাৎ সৰ্বাণি ভূতানি কৰ্ম্মণা সিদ্ধিমাণুযুঃ ।
কৰ্ম্মৈব বিশ্বতোব্যাপি তদুত্তে নাস্তি কিঞ্চন ॥৯
বিজ্ঞাত্যাসো যজ্ঞকৃত্যোগোভ্যাসঃ শিবার্চনম্
সৰ্বং কৰ্ম্মৈব নাকস্মী প্রাণী কাপ্যজ্ঞ বিজ্ঞতে ।
কৰ্ম্মৈব কারণঃ তস্মাদজ্ঞদ্বয়ন্তচেষ্টিতম্ ॥ ১০
ঋষীণাং যজ্ঞ সংবাদে। যত্র দেবো মনোময়ঃ ।
চকার নির্ণয়ঃ সৰ্বঃ কৰ্ম্মণাবাপ্যতে নৃত্যঃ ।
মার্কণ্ডে মূখ্যতঃ কুৰ্ব্ব। ততো মার্কণ্ডেচ্যতে ।
তীর্থযগিগণাকীর্ণঃ গঙ্গায়্য উত্তরে * তটে ॥ ১২
পিতৃণাং পাবনং পুণ্যং অরুণাদপি সৰ্বথা ।

করিতে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য
গঙ্গাতীরে তাঁহার পূজা করিয়া সেই কৰ্ম্ম-
রই প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ত্রিপুরাস্তক
হর (আবির্ভূত হইয়া) কৰ্ম্মেরই প্রাধান্ত
বলিলেন । (জ্ঞান প্রধান হইলেও) সেই
জ্ঞান যখন ক্রিয়ারই রূপান্তর, এবং সেই
ক্রিয়াকে যখন কৰ্ম্ম বলা হয়, তখন সৰ্ব্বপ্রাণীই
কৰ্ম্মদ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । কৰ্ম্মই বিশ্ব-
ব্যাপী, কৰ্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই অস্তিত্ব
দেখা যায় না । বিজ্ঞাত্যাস, যজ্ঞ-ভূতান,
যোগাচরণ, শিবার্চন—সমস্তই ত কৰ্ম্ম,
অকস্মী প্রাণী কুত্রাপি নাই । অতএব কৰ্ম্মই
প্রকৃতপক্ষে মুক্তিরও কারণ; কৰ্ম্ম বতীত
জ্ঞানের প্রধান্য বলা, উন্নত প্রলাপ-সদৃশ ।
মার্কণ্ডেয় প্রমুখ ঋষিগণ যে স্থলে কৰ্ম্ম
দ্বারাই শিবসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলেন এবং
তাঁহার নিকট “কৰ্ম্ম দ্বারা এই নরগণ সৰ্ব্বাভীষ্ট
প্রাপ্ত হয়” এই বাক্যজ্ঞানিতে পারেন, ঐ
স্থান মার্কণ্ডতীর্থ নামে উক্ত হয় । ঐ তীর্থ
ঋষিগণে অধ্যুষিত এবং গঙ্গার তীরতটে
অবাস্থত । উক্ত পুণ্য-তীর্থের অরণেও

* “দাক্ষ” ইতি চ কচিৎ পাঠঃ ।

“অযমি”তি কচিৎ পাঠশিষ্ট্যঃ ।

তত্রাষ্টৌ নবতিস্তাত তীর্থান্তাহ জগন্ময়ঃ ॥ ১৩
বেদেন চাপি তৎপ্রোক্তম্ভূময়ো যেনিরে চ ভৎ
ইতি ত্রিভাঙ্কে মার্কণ্ডেয়ান্তষ্টনবতিতীর্থবর্ণনঃ
পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৪৫

ষট্ চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যাযাতমপরং তীর্থং যত্র কালজয়ঃ শিবঃ ।
সৰ্বপাপপ্রশমনং তদব্রতমুচ্যতে ময়া ॥ ১
যযাতর্নাঙ্কষো রাজা সাক্ষাদিন্দ্র ইবাপরঃ ।
তন্তু ভাধ্যাহয়ঃ চাসীৎ কুললক্ষণভূষিতম্ ॥২
জ্যোষ্ঠা তু দেবযানীতি নাম্না শুক্রশ্রুতা শুভা ।
শর্মিষ্ঠোত দ্বিতীয়া সা শ্রুতা স্মাদব্রতপক্ষণঃ ॥ ৩
ব্রাহ্মণ্যপি মহাপ্রজ্ঞা দেবযানী সুমধ্যমা ।
যযাতেরভবভাধ্যা সা তু শুক্রপ্রসাদতঃ ।

পিতৃগণের পবিত্রতা জন্মে । তাত, নারদ ।
ঐ স্থানে অষ্টনবতিসংখ্যক তীর্থ আছে ।
জগন্ময় শিব ইহা বলিয়াছেন । বেদেও
উহা উক্ত আছে, এবং ঋষিগণও এ কথা
প্রমাণরূপে গণ্য করেন । ৬—১৪ ।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষট্ চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কালজয় শিব যেখানে
বিজ্ঞমান, সেই যাযাত তীর্থ সৰ্বপাপপ্রশমন-
কর । তাহার বৃত্তান্ত উক্ত হইতেছে ।
সেই অপর ইন্দ্রের স্তায়, নহবতনয়
যযাত নামে রাজা ছিলেন । তাঁহার কুল-
গুণে ও সাধুলক্ষণে ভূষিতা হই ভাধ্যা
ছিলেন । তন্মধ্যে জ্যোষ্ঠা ভাধ্যা,—শুভা
শুক্রশ্রুতা দেবযানী নাম্না; কনিষ্ঠা,—
ব্রহ্মপক্ষা দানবরাজের কন্যা শর্মিষ্ঠানাম্না ।
সেই মহাপ্রজ্ঞা সুমধ্যমা দেবযানী, ব্রাহ্মণী
হইলেও শুক্রের প্রসাদে যযাতের ভাধ্যা

শর্ষিষ্ঠা চাপি দাশৈব * ভাৰ্য্যা যা বৃষপৰ্বজা ॥৪
দেবযানী শুক্রনৃত্যো যৌ পুত্রৌ সমজ্ঞানং ।
যত্থং তুৰ্গমুৰ্ধৈব দেবপুত্রস্মাবুভৌ ॥ ৫
শর্ষিষ্ঠা চ নৃপাজ্ঞেভ জ্ঞান পুত্রান দেবনগ্নিতান
জহ্যং চাহুঞ্চ পুরুঞ্চ যযাতেনৃপসন্তমাং ॥ ৬
দেবযাতাঃ সূতো ব্রহ্মন সদৃশৌ শুক্ররূপতঃ ।
শর্ষিষ্ঠায়ান্ত তনয়াঃ শক্রাণিবরুণপ্রভাঃ ॥ ৭
দেবযানী কদাচিত্তু পিতরং প্রাহ হুঃখিতা ॥ ৮
দেবয স্ত্রাবাচ ।

মম অপত্যাদিতমমভাগ্যায়া ভৃগুহ ।
মম দাস্তাঃ সভাগায়া অপত্যজিতয়ং পিতঃ ॥৯
তদেতদনুমন্তাহং হুঃখমত্যস্তমাগতা ।
মরিত্যে দানবগুরো যযাতিকৃতবিপ্রিয়াং ।
মানভজাধরং তাত মরণং হি মনস্বিনাম্ ॥ ১০
ব্রহ্মোবাচ ।
তদেতৎপুত্রিকাবাক্যং ব্রহ্মা শুক্রঃ প্রতাপবান ।

হইয়াছিলেন । বৃষপর্বার কন্তা শর্ষিষ্ঠাও
দেবযানীর দাসীরূপে সেই যযাতিরই ভাৰ্য্যা
হয়েন । শুক্রতনয়া দেবযানী যত্ন ও তুৰ্গমু
নামে দেবপুত্রসম দুইটা পুত্র প্রসব করেন ।
শর্ষিষ্ঠা নৃপসন্তম যযাতি হইতে দেবসন্তিত
হুহা, অহু, ও পুরু, এই তিন পুত্র লাভ
করেন । নারদ ! দেবযানীর পুত্রদ্বয় দেখিতে
শুক্রের স্ত্রায় এবং শর্ষিষ্ঠার তনয়েরা শক্র,
অগ্নি ও বরুণের তুল্য প্রভাসম্পন্ন হয় ।
একদা দেবযানী হুঃখিতচিত্তে পিতাকে
কহিলেন,—হে ভৃগুহ ! আমি অভাগ্যা ;
আমার দুইটা মাত্র পুত্র, আর আমার দাসী
শর্ষিষ্ঠা সভাগ্যা ; তাহার তিনটি পুত্র
জন্মিয়াছে । হে পিতা ! আমি ইহা চিন্তা
করিয়া অত্যন্ত হুঃখ পাইতেছি । হে দানব-
গুরো ! যযাতিকৃত এই বিপ্রিয় কার্যের
ফলে আমি মগ্নিব । তাত ! মানভজ অপেক্ষা
মনস্বীদিগের মরণও ভাল । ১-১০ ।
ব্রহ্মা কহিলেন,— পুত্রিকার এই বাক্য

কুপিতোহভ্যায়ৌ নীত্বং যযাতিমিদমব্রবীৎ ॥১১
শুক্র উবাচ ।
যদ্বিদং বিপ্রিয়ং মে স্বং সূতয়াঃ কৃতবানসি ।
রূপোন্নতেন রাজেন্দ্র তন্মাদব্রহ্মো ভবিষ্যসি ॥
ন চ ভেৎসুঃ ন চ ভাকুঃ শত্রোতি বিবরাভুয়ঃ
সুহৃদ্যন্নসৈবাস্তে নিঃসোচ্ছাসনষ্টবীঃ ॥ ১৩
বৃদ্ধমেব মরণং জীবতামাপ দেহিনাম্ ।
তন্মাদ্ভোত্রঃ প্রযাহি স্বং জয়াং তুপাতিহৃদ্রান
ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুয়া যযাতিঃ শাপঃ শুক্রস্ত ধীমতঃ ।
কৃতাজ্জলিপুটো রাজা যযাতিঃ শুক্রমব্রবীৎ ॥১৫
যযাতিকুবাচ ।
নাপরোধো ন সঙ্কপ্যে নৈবাধর্ম্যং প্রবর্তয়ে ।
অধর্ম্মকারণঃ পাপাঃ শাস্তা এব মহাত্মনাম্ ।
ধর্ম্মমেব চরন্তুঃ বৈ কথং মাং সন্তবান স ॥ ১৬
দেবযানী দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৃথা মাং বুক্তি কিঞ্চন ।
তন্মাদ্ভ মম বিপ্রেন্দ্র শাপং দাতুং হুমর্হসি ॥১৭

ব্রবণে প্রতাপবান শুক্র কুপিত হইয়া নীত্ব
আগমনপূর্বক যযাতিকে কহিলেন,—হে
রাজেন্দ্র ! তুমি রূপোন্নত হইয়া আমার
সূতার এই যে বিপ্রিয় কাৰ্য্য করিয়াছ,
তজ্জন্ত তুমি (অকালেই) বৃদ্ধ হইবে । বিষয়া-
কুট্টচিত্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি নিঃসোচ্ছাসে নষ্টবুদ্ধি
হইয়া ভোগ করিতেও পারে না, ত্যাগ
করিতেও পারে না, কেবল মনে মনে স্মৃতি
করিয়াই কালাতিপাত করে । দেহিগণের
পক্ষে বৃদ্ধ একরূপ জীবমৃত্যু । অতএব
হে ভূপ ! তুমি হরায় হৃদ্রা জয়া প্রাপ্ত
হও । ব্রহ্মা কহিলেন,—রাজা যযাতি
ধীমান শুক্রের এই শাপবাণী ব্রবণে কৃত-
জলিপুটে শুক্রকে কহিলেন,—আমি কোন
অপরাধ করি নাই, অধর্ম্মের প্রবর্তনাও
করি নাই কিংবা কুপিতও হই নাই । অধর্ম্ম-
কারী পাপীরাই মহাত্মাদিগের শাসনাহঁ ।
আমি ধর্ম্মাচরণই করিতেছি ; অতএব
আমাকে কেন শাপ দিলেন ? হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ !
দেবযানী আমার লব্ধে বৃথা কোমল কথা

বিদ্যাংসোহপি হি নির্দোষে যদি কুপ্যন্তি

মোহিতাঃ ।

তদা ন দোষো মূৰ্খণাং হেযাগ্নিদম্ভচেতা সম্ ॥১৮

ব্রহ্মোবাচ ।

যযাতিবাক্যাক্ষুক্রোহপি সন্মার স্মৃত্য কৃতম্

অসকৃৎপ্রিয়ং তন্ত দিবা রাত্রৌ প্রচণ্ডা ॥ ১৯

গতকোপোহহমিতাক্ষা কাব্যো রাজানমব্রবীৎ

শুক্ৰ উবাচ ।

জাতং ময়ানয়াকারি বিপ্রিয়ং ন বদেহনৃতম্ ।

শাপন্তেম করিষামি শৃংখাভুগ্রহং নৃপ ॥২১

যত্নৈ পুত্রায় সন্দাতুং জয়ামিচ্ছসি মানদ ।

তন্ত সা যাদ্ভিয়ং রাজনজরা পুত্রায় মধুরাৎ ॥২২

ব্রহ্মোবাচ ।

পুনৰ্ব্যতিঃ শব্দঃ শুক্রং প্রাহ বিনীতবৎ ॥২৩

যযাতিরুবাচ ।

যো গৃহ্ণাতি ময়া দত্তাং জরাং ভক্তিসমবিতঃ ।

স রাজা স্তদৈত্যাশুরো তদেতদম্মমন্ততাম্ ॥২৪

কহিয়া থাকিবে । বিদ্বান্ জনেরাও যদি নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি কোপ করেন, তবে হেযাগ্নিদম্ভচেতা মূৰ্খেরা যে কুপিত হয়, তাহাতে আর দোষ কি ? ব্রহ্মা কহিলেন—যযাতির বাক্য শ্রবণে শুক্রও দিবা রাত্রি সৰ্ব্বদাই সেই প্রচণ্ডা নিজ স্মৃতির বহুধা কৃত বিপ্রিয় সকল স্মরণ করিলেন । তখন সেই কাব্য “আমি বিগতকোপ হইরাছি” এই বলিয়া রাজাকে কহিলেন,—আমি জানিরাছি যে, দেবযানী অপ্রিয়াচরণ করিয়াছে, কিন্তু আমি অনুত বাক্য বলি না; স্মৃতির হে নৃপ ! এই শাপের প্রতীকারার্থ এই অম্মগ্রহ করিতেছি, শ্রবণ কর;—হে মানদ, রাজন ! আমার বর অম্মসারে, তুমি, যে পুত্রকে উক্ৰ জরা দান করতে ইচ্ছা কর, সেই পুত্রেই এই জরা সক্রামিত হইবে । ১১—২২ । ব্রহ্মা কহিলেন,—যযাতি পুনরায় বিনীতভাবে শব্দ শুক্রকে বলিলেন,—দৈত্যশুরো ! আমার যে পুত্র, এই মৎপ্রদত্ত জরা ভক্তিসংকারে গ্রহণ করিবে, সেই রাজা

যো যযাক্যং নাভিনন্দেৎ স্মৃতো দৈত্যশুরো

দৃঢ়ম্ ।

তং শপেয়মম্মজাত্য দাতব্যৈব স্ময়া শুরো ॥ ২৫

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমস্থিতি রাজানমবাচ ভৃগুনন্দনঃ ।

ততো যযাতিঃ স্বং পুত্রমাহুয়েদং বচোহব্রবীৎ ॥

যযাতিরুবাচ ।

যদো গৃহাণ মে শাপাজ্জরাং জাতাং স্মৃতো

তবান্ ।

জ্যোষ্ঠঃ সৰ্ব্বার্থবিৎ প্রোঢ়ঃ পুত্রাণাং ধুরি সংস্থিতঃ

পুত্রৌ তেনৈব জনকো যন্তদাজ্যবশে স্থিতঃ ॥২৭

ব্রহ্মোবাচ ।

নেতৃবাচ যন্তস্তাতঃ যযাতিঃ কুরিৎকশিণম্ ।

যযাতিঃ যদং শপ্তা তুর্কশ্চ কামমব্রবীৎ ॥২৮

নাগুহ্মাভুগ্নশূচাপি পিতা দত্তাং জরাং তদা ।

তং শপ্তা চাত্রবীদ্ভুত্যাং গৃহাণেমাং জরাং মম

হইবে । ইহা আপনার অম্মমোদিত হউক । দৈত্যশুরো ! আমার বাক্যে যে পুত্র অতি-নন্দন না করিবে, নিশ্চয়ই আমি তাহাকে শাপ দিব । শুরো ! এ বিষয়েও আপনার অম্মজ্ঞা দান করা উচিত । ব্রহ্মা বলিলেন,—ভৃগুনন্দন শুক্র রাজাকে “তাহাই হউক” এই কথা কহিলেন । অতঃপর যযাতি শ্রীয জ্যোষ্ঠ তনয় যত্নকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন,—ওহে যত্ন ! শাপহেতু জাত, আমার এই জরা তুমি গ্রহণ কর । তুমি আমার জ্যোষ্ঠ পুত্র, সৰ্ব্বার্থবিৎ, প্রোঢ় এবং অপর পুত্রগণের ভার বহনে যোগ্য বলিয়া তাহাদিগের প্রভুত্বে অবস্থিত । দেখ, যে পুত্র জনকের আজ্ঞাধীনে অবস্থান করে, তাহা স্বারাই জনক পুত্রবান হইয়া থাকেন । ব্রহ্মা বলিলেন,—যত্ন, সেই কুরিৎকশিণ পিতা যযাতিকে বলিলেন,—“আমি পারিষ না ।” যযাতিও তখন যত্নকে শাপ দিয়া তুর্কশ্চকে ঐ কথা কহিলেন; তুর্কশ্চও পিতৃদত্ত জরা গ্রহণ করিল না । তখন যযাতি তাহাকেও শাপ দিয়া জতাকে

জহ্যশ্চ নৈচ্ছন্তাং দন্তাং জরাং শপ্ত্বা চ তং

পুনঃ ।

অনুমপাত্রবীজাজা গৃহাণেমাং জরাং মম ॥ ৩০

অনুর্ষেতি তদোবাচ শপ্ত্বা তং পুরুষবর্বাৎ ।

অভিনন্দ্য তদা পুরুষজরাং তাং জগৃহে পিতুঃ ।

সততসেকং বর্বাণাং যাবৎপ্রীতোহভবৎ পিতা ॥

যৌবনে যান ভোগ্যানি বন্তুনি বিবিধানি চ ।

পুত্রযৌবনসম্ভটৌ যযাতির্বুভুজে সুখম্ ॥ ৩২

ততঃপুত্রোহভবজাজা সর্বভোগেষু নাহবঃ ।

ততো হর্বাৎ সমাহুয় পুত্রং পুত্রমথাত্রবৌৎ ॥ ৩৩

যযাতিরুবাচ ।

তু.প্রা.হ্ম সর্বভোগেষু যৌবনেন ভবানঘ ।

গৃহাণ যৌবনং পুত্র জরাং মে দেহি কশলাম্ ॥

ত্রকোবাচ ।

নেতুশ্চাচ তদা পুরুষজরয়া কীযতে ময়া ।

বিকারান্তাত ভাবানাং গুনিবারাঃ শরীরিণাম্

কহিলেন,—আমার এই জরা গ্রহণ কর ।

জহ্যও সেই পিতৃদন্তঃ জরাকে লইতে

চাহিলেন না । রাজা তাহাকেও শাপ দিয়া

অনুকে কহিলেন,—“আমার এই জরা

গ্রহণ কর,” অনুও “আমি পারিব না” এই

কথা বলায় তাহাকেও শাপ দিয়া পুরুকে

কহিলেন; পুরু তখন অভিনন্দন সহকারে

পিতার সেই জরা গ্রহণ করিলেন । তিনি

পিতার যাবৎকালে প্রীতি জন্মে, যাবৎ

কাল—এক সহস্র বর্ষ সেই জরা ধারণ

করেন । যযাতি, পুত্রের যৌবন গ্রহণপূর্বক

শঙ্কটচিত্তে যৌবনে যে বিবিধ ভোগ্য বস্তু

সকল ভোগকরা হয়, সেই সকলই সুখে

ভোগ করিতে লাগিলেন । পরে সহস্র বর্ষান্তে

সেই নহয়নন্দন সর্বভোগে তৃপ্ত হইয়া শঙ্কট-

চিত্তে পুত্র পুরুকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন,—

হে অনঘ! তোমার যৌবন দ্বারা আমি

সর্বভোগেই তৃপ্ত হইয়াছি । পুত্র! এক্ষণে

তোমার যৌবন গ্রহণ কর; আমার সেই

জহ্যও জরা আমাকে দেও । ২৩—৩৪ । ব্রহ্মা

বলিলেন,—তখন পুরু কহিলেন,—ভাত!

বলাৎকালাগতা সহ্য জরাণ্যখিলদেহিভিঃ ।

স্মা চেদুৎকরণকারায় গৃহীতা ত্যজ্যতে কথম্ ॥

স্বীকৃতত্যাগপাপাঙ্ক দেহিনাং মরণং বরম্ ।

অথবা তু জরাং রাজন্তপসা নাশয়াম্যহম্ ॥ ৩৭

ত্রকোবাচ ।

এবমুক্তা তু পিতরং যযৌ গঙ্গামনুত্তমাম্ ।

গৌতম্যা দাক্ষণে পারে ততস্তপে তপোমহৎ

ততঃ প্রীতোহভবদেবঃ কালেন মহতী শিবঃ ।

লোকাভীতমহোদারগুণসম্মাণভূষিতম্ ।

সিঃ দদামীত তং প্রাহ পুরুঃ স সুরসত্তমঃ ॥ ৩৭

পুরুকবাচ ।

শাপপ্রাপ্তাং জরাং নাথ পিতৃর্নম সুরাধিপ ।

তাং নাশয়স্ব দেবেশ পিতৃশপ্তাংচ কোপতঃ ।

মভাতুন্ শাপতো মুক্লান্ কুরুষ সুরপূজিত ॥ ৪২

ভোগ্য বিষদ্বানচয় দ্বারা শরীরীদিগের যে

গুনিবার বিকার সকল উৎপন্ন হয়, আমি

জরা দ্বারা তৎসমস্তের ক্ষয় সাধন করি-

তেছি, অতএব আমি সেই জরা ফিরা-

ইয়া দিতে ইচ্ছা করি না । সকল দেহীই

গলবশে যখন বলপূর্বক জরা দ্বারা আক্রান্ত

হইয়া উঠাকে সহ্য করিতে বাধ্য হয়, তখন

সেই জরা দ্বারা যদি গুরু উপকার সাধন

করিতে পারা যায়, তবে তাহা কিহেতু পরি-

হার করিব? আরও দেখুন, স্বীকৃত ত্যাগ-

জনিত পাপ অপেক্ষা দোহগুণের মরণও

মঙ্গল । রাজন! অথবা জরাকে আমি

তপস্বী দ্বারা বিনাশ করিব । ব্রহ্মা বলি-

লেন,—পুরু পিতাকে এই কথা বলিয়া

অনুত্তমা গঙ্গাতে প্রস্থান করিলেন । তিনি

গৌতমীর দক্ষিণ তীরে যাইয়া মহতী তপস্বী

আরম্ভ করিলেন । পরে দীর্ঘ কালান্তে সুর-

সত্তম দেব শিব প্রীত হইয়া লোকাভীত মহো-

দার গুণরূপ শ্রেষ্ঠ মণিগুণে ভূষিত সেই পুরুকে

“কি বর দিব?” এই কথা বলিলেন । পুরু

কহিলেন,—হে সুরাধিপনাথ! আমার পিতার

শাপসম্ভূত সেই জরা বিনাশ করুন; আর

হে সুরপূজিত দেবেশ! পিতা কর্তৃক কোপ-

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্কা জগন্নাথঃ শাপজ্ঞাতাং জরাং তথা
অনাশয়জ্জগন্নাথো ভ্রাতৃশ্চক্রে বিশাপিনঃ ॥৪১॥

ততঃ প্রভৃতি তদ্বীৰ্হং জরারোগবিনাশনম্ ।

অকালজ্জরাদীনাং স্মরণাদপি নাশনম্ ॥ ৪২ ॥

তদ্বারা চাপি বিখ্যাতং কালজ্বরমুদাহৃতম্ ।

যাযাতং নাহবং পোরং শৌক্ৰং শার্শ্বিষ্ঠমেব চ ॥

এবমাদীন তীর্থানি তদ্রাষ্টোত্তরমেব চ ।

শতঃ বিভাগ্যধাবুদ্ধে সৰ্বসিদ্ধিকরং তথা ॥ ৪৪ ॥

তেষু জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ শ্রবণং পঠনমুবা ।

সৰ্বপাপপ্রশমনং ভুক্তিমুক্তি প্রদং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কালজ্বরাত্তোত্তরশত তীর্থবর্ণনং
যট্চহ্মারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৬ ॥

বশতঃ অভিযন্ত মদীয় ভ্রাতৃগণকেও শাপ-
মুক্ত করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—জগন্নাথ
শিব “তাহাই হইবে” বলিয়া সেই শাপজনিত
জ্বাকে বিনাশ করিলেন এবং তদীয় ভ্রাতৃ-
গণকেও শাপরহিত করিলেন। সেই-
হইতে ঐ তীর্থ জরা-রোগবিনাশক হই-
য়াছে। উহার স্মরণেও অকালজ্জরাদির
নাশ হয়। ঐ তীর্থ সেই জরার নামানুসারেই
কালজ্বর নামে উদাহৃত হয়। ঐ স্থানে
যাযাত, নাহব, পোর, শৌক্ৰ, শার্শ্বিষ্ঠ প্রভৃতি
অনেক তীর্থ আছে। সমষ্টিতে উহার অষ্টো-
ত্তর শত। ঐ অষ্টোত্তর শত তীর্থ সৰ্ব-
সিদ্ধিপ্রদ। ঐ সকল তীর্থে জ্ঞান দান,
শ্রবণ ও পঠন সৰ্বপাপপ্রশমন ভুক্তি ও
মুক্তিপ্রদ। ৩৫—৪৫।

যট্ চহ্মারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তচহ্মারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অপ্সরোয়ুগমাখ্যাতমপ্সরাসঙ্গমং ততঃ ।

তীরে চ দক্ষিণে পুণ্যং স্মরণাৎ স্তুভগো

ভবেৎ ॥ ১ ॥

যুক্তো ভবেত্যসন্দেহং তত্র জ্ঞানাদিনা নরঃ ।

স্বী সতী সঙ্গমে তস্মিন্মহুনাভা চ নারদ ॥ ২ ॥

বক্ষ্যাপি জনয়েৎ পুত্রং ত্রিমাसाৎ পতিভা সহ ।

জ্ঞানদানেন বৰ্জকী নাশুখা মহতো ভবেৎ ॥ ৩ ॥

অপ্সরোয়ুগমাখ্যাতং তীর্থং যেন চ চেতুনা ।

তত্রেদং কারণং বক্ষ্যে শৃণু নারদ যত্নতঃ ॥ ৪ ॥

স্পর্শাসীদহস্বী ব্রহ্মন বিশ্বামিত্রবসিষ্ঠয়োঃ ।

তপস্বন্তঃ গাধিস্তুতঃ ব্রাহ্মণ্যার্থে যত্নব্রতম্ ॥ ৫ ॥

গঙ্গাধারে সমাপীনং প্রেরিতেজ্জ্ঞেয় মেনকা ।

তং গহা তপসো ভষ্টং কুরু ভদ্রে মমাজয়া ॥৬॥

সপ্তচহ্মারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—অতঃপর অপ্সরো-
সঙ্গম নামে যে তীর্থ আছে, তাহা অপ্সরো-
য়ুগ নামে প্রসিদ্ধ। উহা গোতমীর দক্ষিণ
তীরে অবস্থিত। ঐ পুণ্য তীর্থের স্মরণ
মাত্রেই স্তুভগ হওয়া যায়। নরগণ সেখানে
জ্ঞানাদি করিলে নিঃসন্দেহে মুক্ত হয়। নারদ !
সেই সঙ্গমস্থানে যদি সতী স্বী ঋতুজ্ঞান করে,
যদি জ্ঞান দান দ্বারা তথায় কালাতপাত
করে, সে বক্ষ্য হইলেও তিন মাসে অবশ্যই
পতিসঙ্গমে পুত্র সম্ভাবনাবতী হয়। এবং
ঐ তীর্থের যে কারণে অপ্সরোয়ুগ নাম
হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, নারদ ! যত্ন-
সহকারে শ্রবণ কর। ব্রহ্মন ! বিশ্বামিত্র
ও বসিষ্ঠ পরস্পরের অত্যন্ত জিগীষা
ছিল। গাধিস্তুত ব্রাহ্মণ্যার্থে ব্রহ্মণ্যার্থে
গঙ্গাধারে থাকিয়া তপস্যা-পরায়ণ হইলে
ইন্দ্র তদীয় তপোভঞ্জনার্থ মেনকা অপ্সরাকে
কহিলেন,—ভদ্রে ! আমার আজ্ঞানুসারে

তদোক্তেন্নৈব সা মেনা বিশ্বামিত্রঃ তপশ্চাতম্
কৃত্বা কৃত্বা তথা দত্তা জগামেন্দ্রপুং পুনঃ ॥ ১৭

তত্ৰাং গভায়াঃ সন্মার গাধিপুত্রোখিলঃ কৃতম্
তং তু দেশং পরিত্যজ্য তীর্থন্তু সুরবল্লভম্ ।
জগাম দক্ষিণাং গঙ্গাং যত্র কালঞ্জরো হয়ঃ ॥ ২০
তপশ্চন্তঃ তদোবাচ পুনরিত্তঃ সহস্রদৃক্ ।
উর্ধ্বশীর্ষ ততো মেনাঃ রমাঞ্চাপি তিলোত্তমাম্
নৈবেত্বাচূর্ভয়জন্তাঃ পুনরাহ শচীপতিঃ ।
গম্ভীরাং চ্যতিগম্ভীরাণ্ডে যে গর্ভিতে তদা ॥
তে উচুতুঃ দেবঃ সহস্রাংকঃ পুরন্দরম্ ॥ ১২

গম্ভীর্যতিগম্ভীরে উচুতুঃ ।

আবাং গভা তপশ্চন্তঃ গাধিপুত্রঃ মহাত্মাতিম্ ।
চাবয়াবো নৃত্যগীতৈ রূপযৌবনসম্পদা ॥ ১৩
যাসামপাঙ্গে হসিতে বাচি বিভ্রমসম্পদ ।
নিত্যং বসতি পঞ্চমুস্তাভিঃ কোহত্র ন জীয়েত

তুমি যাইয়া সেই যতব্রত ঋষির তপস্তা
ভঙ্গ কর । সেই মেনকা “তাহাই করিব”
বলিয়া বিশ্বামিত্রসমীপে আসিয়া তাঁহাকে
প্রলোভিত করিল । পরে ওৎসংসর্গে একটি
কৃত্বা উপাদানপুঙ্খক টেটি বিশ্বামিত্রকে দিয়া
সে পুনরায় ইন্দ্রপুরে গমন করিল । মেনকা
যাইলে পর গাধিপুত্র কৃতকর্ম্ম সকল স্মরণ
করিলেন । তৎপরে সে প্রদেশ পরিত্যাগ
করিয়া যেখানে কালঞ্জর হয় বর্তমান, সেই
দক্ষিণা গঙ্গাতে যাইয়া তপস্তা আরম্ভ কর-
লেন । তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র ও পুনরায়
তদীয় তপো ভঞ্জনার্থ প্রথমতঃ উর্ধ্বশীর্ষকে পরে
মেনকা, রম্ভা ও তিলোত্তমাকে পুরোক্ত-
রূপ কহিলেন । কিন্তু তাহারা কেহই
ভয় বশতঃ সন্মত হইল না কহিল, “আমরা
পারিব না,” তখন শচীপতি গম্ভীরা
ও অতিগম্ভীরাকে কহিলে, সেই গর্ভিতা
অপ্সরাষয় সহস্রাংক পুরন্দরকে কহিল,—
আমরা যাইয়া তপস্তাসক্ত সেই মহাত্মাতি
গাধিপুত্রকে নৃত্য গীত ও রূপ-যৌবন
সম্পদে তপোবিচ্যুত করিতে পারিব । যাহা-
দিকের অপাদে, হাত্তে, বাক্যে ও বিভ্রম-

ব্রজোবাচ ।

তথেষ্ট্যক্তে সহস্রাংকে তে আগত্য মহানদীম্
দদৃশাতে তপশ্চন্তঃ বিশ্বামিত্রঃ মহামুনিম্ ।
মৃত্যোরপি হরাধর্ষঃ ভূমিস্থমিব ধূর্জটিম্ ॥ ১৫
সহস্রমেকং বর্ষণামীক্ষিতুং ন চ শরু তুঃ ।
দূরে স্থিতে নৃত্যগীতচাটুকাররতে তদা ॥ ১৬
বিলোকা মুনিশার্দ্দুলন্ততঃ কোপাকুলোহন্তবৎ
প্রতীপাচরণং দৃষ্ট্বা ক্রোধঃ কন্ত ন জায়তে ॥ ১৭
নিম্পৃহোহপি মহাবাহুস্তমিল্লঃ প্রহসারিব ।
আতাং মুক্তঃ সহস্রাংকে হৃৎসরোভ্যাং

ক্রবরিব ॥ ১৮

শশাপ তে স গাধেয়ো দ্রবরূপে ভবিষ্যথঃ ।
দ্রবিতুং মাং সমায়াতে যত্নস্বহ ততো লবু ॥ ১৯
ততঃ প্রসাদিতস্তাভ্যাং শাপমোক্ষককার সঃ
ভবেতাং দিব্যরূপে বাং গঙ্গয়া সঙ্গতে যদা ॥

সম্পদে পঞ্চমু নিত্য বাস করেন, এ জগতে
তাহাদিগের দ্বারা কে না ক্ষিত হয় ? ১—১৩ ।
ব্রজা কহিলেন,—সহস্রনেত্র ইন্দ্র তখন
“তাহাই কর” বলিয়া অনুমতি দিলে, তাহারা
মহানদীতে আগমনপুঙ্খক সেই মৃত্যু
অপেক্ষাও হরাধর্ষ, তপস্তাপরায়ণ, ভূমিস্থিত
ধূর্জটিবৎ প্রতীয়মান মহামুনি বিশ্বামিত্রকে
দর্শন করিল ; কিন্তু তদীয় তেজঃপ্রভাবে
একসহস্র বর্ষ যাবৎ তাহাকে বীক্ষণ করিতেই
সক্ষম হইল না ; সুতরাং দূরে থাকিয়াই
তখন নৃত্য গীত ও চাটুকার করিতে লাগিল ।
পরে মুনিশার্দ্দুল বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে
দেখিয়া কোপাকুল হইলেন ! প্রতীপাচরণ
দর্শনে কাহার না কোপ হয় ? সেই মহাবাহু
গাধেয় নিম্পৃহ হইলেও ইন্দ্রকে উপহাস
করিয়াই যেন মনে মনে ‘অপ্সরাষয়
সহস্রাংকে ভয়মুক্ত করিবার নিমিত্তই
আসিয়াছে’ এই বলিয়া তাহাদিগকে শাপ
দিলেন যে,—যেহেতু তোমরা আমাকে
দ্রাবণ করিতে আসিয়াছ, অতএব অবিলম্বে
দ্রবরূপ হইবে । পরে সেই অপ্সরাষয়
কর্তৃক প্রসাদিত হইয়া তাহাদিগের শাপ

তচ্ছাপান্তে নদীৰূপে স্তম্ভাং সৰ্বভূবতঃ ।
 অঙ্গরোহুগমাখ্যাতঃ নদীদ্বয়মতোহভবৎ ।
 তাভ্যাং পরস্পরকপি তাভ্যাং গঙ্গাসু সঙ্গমঃ
 সৰ্বলোকেষু বিখ্যাতো ভুক্তিমুক্তিপ্রদঃ শিবঃ ।
 তত্রান্তে দৃষ্ট এবাসৌ সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥২২
 তত্র স্নাত্বা তু তং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে সৰ্ববন্ধনাং ॥২৩
 ইতি ব্রহ্মাঙ্কে অগ্নিসরোহুগঙ্গাসঙ্গমতীর্থবর্ণনঃ সপ্ত-
 চছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৭ ॥

অষ্টচছারিংশদধিকশততমোহ'ধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

কোটিতীর্থমিতি খ্যাতং গঙ্গায় দক্ষিণে* তটে
 যজ্ঞাস্ত্রয়ণাদেব সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১
 যত্র কোটিধরো দেবঃ সৰ্বঃ কোটিগুণং ভবেৎ

মোচন করিলেন; কহিলেন,—“তোমরা
 যখন গঙ্গা সহ সঙ্গত হইবে, তখন দিব্যরূপ
 লাভ করিতে পারিবে।” তাহার তদীয় শাপে
 তৎক্ষণাৎ নদীৰূপা হইল। উক্ত নদীদ্বয়
 এই কারণেই অঙ্গরোহুগ নামে আখ্যাত
 হয়। ঐ নদীদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া
 যেখানে গঙ্গা সহ সঙ্গত হইয়াছে, সেই সঙ্গম-
 তীর্থে সৰ্বলোক-বিখ্যাত ভুক্তিমুক্তি-প্রদ
 শিব আছেন। ঐ শিব দৃষ্ট হইলেই
 সৰ্বসিদ্ধিপ্রদ হয়েন। ঐ স্থানে প্ৰানপূৰ্বক
 ভাঁহাকে দেখিলে সৰ্ববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া
 যায়। ১৪—২৩।

সপ্তচছারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টচছারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—গঙ্গার দক্ষিণ তটে
 কোটিতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে;
 উক্তর অঙ্গস্বয়ণ দ্বায়েই সৰ্বপাপ হইতে
 মুক্ত হওয়া যায়। ঐ তীর্থের যে স্থানে
 কোটিধর দেব আছেন, তথায় সকল কার্যই

*উক্তর ইতি ৮ পাঠঃ ।

কোটিধরঃ তত্র পূর্ণং তীর্থানাং শুভদায়িনাম্ ।
 তত্র ব্যাষ্টিঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ ভরুনাঃ ॥ ২
 কথন্তু তু সূতো জ্যেষ্ঠো বাহ্লীক ইতি বিজ্ঞতঃ
 কাঞ্চশ্চেতি জনৈঃ খ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ
 ইষ্টীঃ পার্শ্বায়ণানীর্থাঃ সভার্যো বেদপারগঃ ।
 কুরুয়াস্তে স গোতম্যাস্তৌরহো লোকপূজিতঃ
 প্রাতঃকালে সভার্যোহসৌ কুরুবদগৌসমাহিতঃ
 সৰ্বদাস্তে কদাচিত্তু হবনায় সমুদ্যতঃ ॥ ৫
 একাহতিং স হুত্বা তু সগিহ্নে হব্যবাহনে ।
 আহুত্যান্তরদানায় হবির্জব্যঃ করেহগ্রহীৎ ॥ ৬
 এতশ্চিন্নস্তরে বহিরূপশাস্তোহভবন্তদা ।
 ততশ্চিন্তাপরঃ কাঞ্চঃ কৰ্তব্যঃ কিং ভবেদिति ॥
 অন্তবিচারমাস বিষাদঃ পরমঃ গতঃ ।
 আহুত্যাশ্চ দ্বয়োর্নিধ্য উপশান্তো হুতশনঃ ॥৮
 অগ্ন্যস্ত্রয়ণাদেয়ং বৈদিকং লৌকিকং তথ, ।
 ক হোম্যঃ স্মাদ্বিতীয়স্ত আহুত্যান্তরমেব চ ॥ ৯

কোটিগুণ ফলপ্রদ হয়। ঐখানে পূর্ণ দুই-
 কোটি শুভদায়ী তীর্থ বিরাজমান। নারদ!
 ঐ তীর্থ সম্বন্ধে উপাখ্যান বলিতেছি, যত্ন সহ-
 কারে শুন। কথনানর জ্যেষ্ঠ পুত্র, বাহ্লীক
 নামে বিজ্ঞত ছিলেন। সেই বেদ-বেদাঙ্গ-
 পারগ ঋষি জনগণ কর্তৃক কাঞ্চ নামেও
 আখ্যাত হইতেন। গোতমীতীরে সেই
 বেদপারগ লোকপূজিত ঋষি পরসম্বন্ধিনী
 (দর্শ-পোর্ণমাসাদি) ইষ্টিসকলের অঙ্কুশান
 করত বাস করিতেন। তিনি প্রতিদিনই
 প্রাতঃকালে ভার্য্যা সহ অগ্নিতে সমাহৃত-
 ভাবে হোম করিতেন। একদা তিনি হোম
 করিতে বসিয়া সামক্স অগ্নিতে একটা মাজ
 আহুতি দিয়া অপর আহুতি দান জন্ত যেমন
 হবির্জব্য গ্রহণ করিলেন, তখনই বহি
 উপশান্ত হইলেন। কাঞ্চ তখন অতীব বিষম-
 চিন্তে চিন্তাপরায়ণ হইলেন; মনে মনে
 আলোচনা করিতে লাগিলেন যে,—একট
 কি কর্তব্য? দুইটা আহুতি দানের মধ্য
 কণে বহি উপশান্ত হইয়াছে। বৈদিক
 ও লৌকিক অগ্ন্যস্ত্রয়ের উপাদান করা

এবং মৌমাংসমাংসে তু দৈবী বাগববীজনা ।
অগ্ন্যস্তরং নৈব তেহজ উপাদেয়ং ভবিষ্যতি ॥
যানি তত্র ভবিষ্যন্তি শকলানি সমীপতঃ ।
অর্দ্ধদন্ডেবু কাঠেবু বিপ্ররাজ প্রহর্যতাম্ ॥ ১১
নৈতু্যবাচ তদা কাথঃ সৈব বাগববীৎ পুনঃ ।
অগ্নেঃ পুত্রো হিরণ্যক্স পিতা পুত্রঃ স এব তু ॥
পুত্রে দত্তং প্রিয়ারৈব পিতৃঃ প্রীতৌ ভবিষ্যতি
পিত্রে দেয়ং সূতে দদ্যাৎ কোটিপ্রীতিগুণঃ

তবেৎ ॥ ১৩

দৈবী বাগববীদেবং ততঃ সর্গে মহর্ষয়ঃ ।
নিশ্চিত্য ধর্মসর্গং তথা চক্ষুর্ধোদিতম্ ॥ ১৪
এতজ্জাহ্না জগত্যত্র পুত্রে দত্তং পিতৃভবেৎ ॥
অপত্যাদ্যপকারেণ পিত্রীঃ প্রীতির্থথা তবেৎ
তথা নাত্মেন কেনাপি জগত্যোতন্ধি বিজ্ঞতম্
সুপ্রসিদ্ধং জগত্যোতৎ সর্বলোকেষু পুজিতম্

বিধেয়। কিন্তু কোন্ অগ্নিতে হোম করা
যায়? দ্বিতীয় অগ্নিতে হোম করিলে ত
তুই অগ্নিতে তুইটী হোম করার জন্ত দোষ
ঘটে। তিনি এইরূপ মৌমাংসায় প্রবৃত্ত
হইলে তখন দৈববাণী হইল যে, “তোমার
অগ্ন্যস্তর আধান করা বধেয় নহে। হে
বিপ্ররাজ! পূর্ব অগ্নির যে সকল খণ্ড আছে
এবং অর্দ্ধদন্ড যে কাঠখণ্ড-নিচয় রহিয়াছে,
তাহাতেই হোম কর।” তাহা শুনিয়া কহি-
লেন—না। তখন আবার সেই দৈববাণী
কহিল,—হিরণ্যক্স—অগ্নির পুত্র। যিনি পিতা
তিনিই পুত্র। পুত্রেতে দত্ত হইলে, তাহা
পিতার প্রীতিসাধকই হইয়া থাকে। আবার
পিতাতে দেয় দ্রব্য পুত্রে সমর্পণ করিলে
তাহাও পিতার কোটিগুণ প্রীতি সম্পাদন
করে। দৈববাণী এইরূপ কহিলেন। তখন
সকল মহর্ষি “এ জগতে পুত্রে প্রদান করিলেই
পিতার তৃপ্তিকর হয়।” এই তত্ত্ব—এই
ধর্মসর্গ নিশ্চয় করিয়া তদনুরূপই করিলেন।
অপত্যাদির উপকার করিলে পিতা মাতার
যেমন প্রীতি হয়, জগতে যেমন আর কিছু-
তেই হয় না। একথা বিজ্ঞতই আছে।

তন্নিব দত্তে তবেৎ পুণ্যং সর্গং কোটিগুণং
মুক্ত ॥

মনোগ্রানিনিবৃত্তিচ্চ জায়তে চ মহৎ সুখম্ ॥ ১৮
পুনরপ্যাহ সা বাণী কাথেন্মহাতীর্থ উত্তমৈঃ ।
অভবন্তরহস্তীর্থং কাথপুণ্যপ্রভাবতঃ ।
লোকত্রয়াশ্রয়শেষতীর্থেষোহপি মহাকলম্ ॥
জ্ঞানদানাদিকং কিঞ্চিৎকৃত্য কুর্স্বন সমাহিত্যঃ ।
কলং প্রাপ্যাস্ত্রশেষেণ সর্গং কোটিগুণং ব্রুনে
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে চাত্ৰ জ্ঞানদানাদিকং নরৈঃ
সর্গং কোটিগুণং বিদ্যাৎ কোটিতীর্থং ততো
বিদ্যুঃ ॥ ২১

যত্রেতদব্রুতমাগ্নেয়ং কাথঃ পৌত্রঃ হিরণ্যক্সম্ ।
বাণীসঙ্গং কোটিতীর্থং কোটিতীর্থফলং যতঃ ॥ ২২
কোটিতীর্থস্ত মহাশ্রামত্র বক্তুং ন শক্যতে ।

এই সুপ্রসিদ্ধ কথা ভুবনে সর্বলোক কর্তৃক
সম্মানে গৃহীত হয়। পুত্র নারদ! পিতা
অপেক্ষা পুত্রে দান করিলে সকল দানেরই
ফল কোটিগুণ অধিক হয়। উহার ফলে
মানসিক গ্রানির নিবৃত্তি ও মহানুষ্ঠাংগপ্তি
হইয়া থাকে। ১—১৮। সেই দৈববাণী আরও
কহিলেন,—হে কাথ! তোমার পুণ্য প্রভাবে
এখানে মহাতীর্থ হইল। লোকত্রয়াশ্রয়
অষ্টাশ্রয় অশেষ তীর্থাপেক্ষা এই তীর্থ
মহাকলজনক। এই উত্তম কাথ তীর্থে
ভক্তি সহকারে সমাহিতচিত্তে জ্ঞান দানাদি
করিলে অশেষ ফলপ্রাপ্তি হয়। হে ব্রুনে!
ওখানে ঐ সকল কাথ্য কোটিগুণ ফলোপ-
ধায়ক। নরগণ এখানে জ্ঞান দানাদি বাহ্য
কিছু ধর্ম কর্ম করে, তৎসমস্তই কোটিগুণ
ফলজনক হয় বলিয়া ইহাকে কোটিতীর্থ
বলা হইয়া থাকে। যেখানে উক্ত ঘটনা
ঘটিয়াছিল, তথায় আগ্নেয়, কাথ, পৌত্র,
হিরণ্যক্স, বাণীসঙ্গ, এবং যাহা যাহা হইতে
কোটিতীর্থফল লাভ হয়, সেই কোটি
তীর্থ বর্তমান। যেখানে যথা ক্রমা অনু-
ষ্ঠিত সমস্ত কর্মই গোদাবরীর প্লাসানে
কোটি গুণ ফল প্রদান করে, সেই কোটি-

বাচস্পতিপ্রভৃতিভিরধবার্হৈঃ সুরৈরপি ॥২৩
 যজ্ঞাঙ্কীয়মানং হি সৰ্বং কৰ্ম যথা তথা ।
 গোদানবর্ধাঃ প্রসাদেন সৰ্বং কোটিগুণং ভবেৎ
 কোটিতীর্থে বিজাগ্রায় গামেকাং যঃ প্রবচ্ছতি
 তন্ত তীর্থন্ত মাহাত্ম্যাদগোকেটিফলমম্মুতে ॥২৫
 তদ্বিতীর্থে শুচির্ভূত্বা ভূমিদানং কৰোতি যঃ ।
 অক্ষাযুক্তেন মনসা স্তাস্তং কোটিগুণোত্তরম্ ॥
 সৰ্বত্র গৌতমীতীরে পিতৃণাং দানমুত্তমম্ ।
 বিশেষতঃ কোটিতীর্থে তদনন্তফলপ্রদম্ ॥ ২৭
 অত্রৈকনূনপঞ্চাশত্তীর্থানি মুনয়ো বিদুঃ ॥ ২৮
 ইতি ত্রীত্রাঙ্কে কাণ্বাদেকোনপঞ্চাশত্তীর্থবর্ণনমষ্ট-
 চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

• ত্রয়োবাচ ।

নারসিংহমিতি খ্যাতং গঙ্গায় উত্তরে তটে ।
 তস্তাত্মভাবং বক্ষ্যামি সৰ্ব্বরক্ষাবিধায়কম্ ॥ ১

তীর্থের মাহাত্ম্য এ জগতে বাচস্পতি প্রভৃতি
 বা অজ্ঞাত পুরগণও বর্ণন করিতে শক্ত
 হয়েন না। যে জন উক্ত কোটি তীর্থে
 ত্রৈলোক্যে একটা গাভী প্রদান করে, সে
 ঐ তীর্থের মহিমায় কোটি গোদানজন্ত ফল
 ভোগ করিয়া থাকে। যেজন সেই তীর্থে
 শুচি হইয়া অক্ষাযুক্ত-মনে ভূমিদান করে,
 তাহার সেই দান কোটিগুণাধিক ফলজনক
 হয়। গৌতমীতীরে সৰ্বত্রই পিতৃগণের
 উদ্দেশ্যে দান উত্তম পুণ্যপ্রদ; বিশেষতঃ
 কোটিতীর্থে তাহা অনন্ত ফলপ্রদ হয়। ঐ
 স্থানে একোনপঞ্চাশটী তীর্থ আছে। মুনি-
 গণ ইহা অবগত আছেন। ১১—২৮।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৪৮

উনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ত্রয়ো বলিলেন,—গঙ্গার উত্তর তটে
 নারসিংহ নামে বিখ্যাত তীর্থ আছে; তাহার

হিরণ্যকশিপুঃ পূৰ্ব্বমভবদ্বলিনাং বরঃ ।
 তপসা বিক্রেমেণাপি দেবানামপরাভিতঃ ।
 হরিভক্তাঙ্কজদেহমকলুষীকৃতমানসঃ ॥ ২
 আবিলুপ্ত সত্যস্তম্ভাঙ্কিষাঙ্কজং প্রদর্শয়ন ।
 তং হৃদা নরসিংহরূপে সৈন্তমদ্রাবয়ন্তদা ॥ ৩
 সৰ্গান্ হৃদা মহাদৈত্যান্ ক্রমেণাজৌ মহায়ুগঃ
 রসাতলস্থান শত্রুশ্চ জিত্বা স্বলোকমীষিবান্ ॥ ৪
 তত্র জিত্বা ভুবং গহ্বা দৈত্যান হৃদা নগস্থিতান্
 নমুদ্রস্থানদৌসস্থান গ্রামস্থান বনবাসিনঃ ॥ ৫
 নানারূপধরান দৈত্যান্নিজহান যুগাকৃতিঃ ।
 আকাশগান্ বায়ুসংস্থান জ্যোতির্লোকমুপাগতান্
 বজ্রপাতাধিকনথঃ সমুদ্রতমহাসটঃ ।
 দৈত্যগর্ভস্থাবিগর্ভৌ মিজিতাশেষরাক্ষসঃ ॥ ৭
 মহানাদৈবীকিতৈশ্চ প্রলয়ানলসান্নতৈঃ ।
 চপেটৈরঙ্গবিক্রেপৈরনুরান্ পর্যচূর্ণয়ৎ ॥ ৮

সৰ্বরক্ষাবিধায়ক প্রভাবের বিষয় কীর্তন
 করিতেছি। পূর্বে হিরণ্যকশিপু নামে
 এক দৈত্য জন্মে। সে তপস্শ্রা ও বিক্রম দ্বারা
 দেবতাদিগের অপরাড্বেয় ছিল। হরিভক্ত
 নিজ আশ্রয়ের প্রতি দেহবশতঃ তদীয়
 মানস নিতান্ত কলুষিত থাকায় হরি স্বকীয়
 বিষ্ণুরূপতা প্রদর্শন করত নরসিংহরূপে সত্য-
 ভবনস্তম্ভ হইতে আবিলুপ্ত হইয়া তাহাকে
 নিহত করেন এবং তদীয় সৈন্তগণকে
 বিজ্ঞাবিত করিয়া ক্রমে সেই যুগরাজ রণস্থলে
 মহাদৈত্যগণকেও সংহার করেন। পরে
 রসাতলস্থ শত্রুদিগকেও জয় করিয়া স্বর্গ-
 লোকে গমন করেন। সেখানে তদ্রূপ
 শত্রুদিগকে জয় করিয়া পুনরায় ভূতলে আগ-
 মন করিলেন,—তথায় পার্শ্বস্থ শত্রুদিগকে
 জয় করিয়া সমুদ্রগত, নদীমধ্যস্থ, গ্রামস্থ,
 বনবাসী, নানারূপধর দৈত্যদিগকে নিহত
 করিলেন। সিংহাকারধারী বজ্রবৎ কঠোর-
 নখশালী, মহাসটীবান সেই প্রভু দৈত্যগর্ভ-
 আবকারী মহানাদ, প্রলয়ানলসন্নিভ বীকণ,
 চপেটামাত্ত ও অঙ্গবিক্রেপাদি দ্বারা অসংখ্য

এবং হুহ। বহুবিধান গৌতমীমগমদ্ধারিঃ ।
 স্বপাদাশুজসমুতাঃ মনোনয়ননন্দিনীম্ ॥ ৯
 তজ্জার্জব * ইতি ধ্যাতো দণ্ডকাধিপতে রিপুঃ ।
 দেবানাং তুর্জয়ো যোদ্ধা বলেন মহতাবৃতঃ ॥ ১০
 তেনাভবন্নহারৌজঃ ভীষণং লোমহর্ষণম্ ।
 শস্ত্রাস্ত্রবর্ষণং যুদ্ধং হরিণা দৈত্যসুহৃদা ॥ ১১
 নিজ্ঞান হরিঃ শ্রীমাংস্তং রিপুং ক্যন্তরেতটে ।
 গঙ্গারান্নারসিংহস্ত তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্ৰুতম্
 স্নানদানাদিকং তত্র সর্কপাপগ্রহাদনম্ ।
 সর্করক্ষাকরং নিত্যং জরামরণবারণম্ ॥ ১৩
 যথা সুরাণাং সর্কেষাং ন কোহপি হরিণা সমঃ
 তীর্থানামপাশেষাণাং তথা তত্তীর্থমুত্তমম্ ॥ ১৪
 তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা কুর্খ্যাহরিপূজনম্ ।
 স্বর্গে মর্ত্যে তলে বাপি তস্তা কিঞ্চিদ্বর্ণনম্ ॥
 ইত্যাক্ষৌ মুনে তত্র মহাতীর্থানি নারদ ।

গণকে চূর্ণ করিলেন। সেই হরি এইভাবে
 বিবিধ দৈত্যগণকে সংহার করিয়া স্বপাদাশুজ-
 সমুতা মনোনয়ননন্দিনী, গৌতমীতে গমন
 করিলেন। ১-৯। সেখানে অর্জব নামে
 দণ্ডকাধিপতির 'রিপু', মহাবলসমাবৃত, এক
 দেবতুর্জয় পৈতা যোদ্ধা ছিল। সেই দৈত্য
 সহ হরির শস্ত্রাস্ত্রবর্ষণ সহকারে ভীষণ
 রোমহর্ষণ অতি ঘোর যুদ্ধ হয়। শ্রীমান
 হরি গৌতমীর উত্তর তটে তাহাকে বিনাশ
 করেন। সেই স্থানে ত্রৈলোক্যবিশ্রুত
 নারসিংহ তীর্থ হয়। ঐ স্থানে স্নানদানাদি
 কার্যে সর্কপাপগ্রহ অর্দিত হয়। উহা নিত্য
 সর্করক্ষাকর ও জরামরণহর। সুরগণ
 মধ্যে যেমন হরি সম কেহ নাই, তদ্রূপ অশেষ
 তীর্থ মধ্যেও ঐ তীর্থের তুল্য কোন উত্তম
 তীর্থ নাই। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া নর
 নৃহরির পূজা করিলে স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে—
 কুত্রাপি তাহার কিছুই তুল্য থাকে না। হে
 মুনে, নারদ! ঐখানে ঐরূপ অষ্ট মহাতীর্থ

* তজ্জার্জব ইতি চ পাঠঃ ।

* সুববদেতি কচিং পাঠঃ ।

পৃথকৃপৃথকৃতীর্থকোটিকলমাহর্ষনীষিণঃ ॥ ১৬
 অশ্রদ্ধয়াপি যস্মাৎ শ্রুতে সর্কাসংক্ষয়ঃ ॥ ১৭
 ভবেৎ সাক্ষাৎসিংহোহসৌসর্কদা যজ্ঞ সংহিতঃ
 তত্তীর্থসেবাসঞ্জাতং কলং কৈরিত্ব বর্ণ্যতে ॥ ১৮
 যথা ন দেবো নৃহরেয়ধিকঃ কাপি বর্ততে ।
 তথা নৃসিংহতীর্থে ন সমঃ তীর্থং ন কুত্রাচিৎ ॥ ১৯
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে নারসিংহাষ্টতীর্থবর্ণনমেকোন-
 পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৯ ॥

পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পৈশাচং তীর্থমাখ্যাতং গঙ্গায়া উত্তরে তটে ।
 পিশাচত্বেপুরা বিপ্রো মুক্তিমাং মহামতে ॥ ১
 সুযজ্ঞস্বাক্ষো যোকে জীগর্তি* রিতিবিশ্রুতঃ

আছে। উহার প্রত্যেকে পৃথকৃ পৃথকৃ কোটী
 তীর্থসম কল দান করে। মনীষিগণ এই-
 রূপ বলেন। নর অশ্রদ্ধাসহকারেও ঐহার নাম
 স্মরণে সর্কপাপ মুক্ত হয়, সেই নৃসিংহ
 দেব যেখানে সর্কদা সাক্ষাৎ বিরাজমান
 সেই তীর্থের সেবাজনিত কলের বর্ণন
 করিতে কাহার সক্ষম হয়? নৃহরি অপেক্ষা
 শ্রেষ্ঠ দেবতা যেমন কুত্রাপি নাই, তেমনি
 নৃসিংহ-তীর্থের-সম তীর্থ কুত্রাচিৎ বিদ্যমান
 নাই। ১০-১৯।

উনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—মহামতি নারদ! গঙ্গার
 উত্তর তটে পৈশাচিক নামে এক তীর্থ
 আছে। ঐ স্থানে পুরাকালে এক বিপ্র
 পিশাচ হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন।

* অজীগর্তেতি চ পাঠঃ কচিং । চ
 পুরাণান্তরসম্মতোহপি নৈতৎপ্রবক্তব্যং
 নীতি সুবীতিববোধেয়ম্ ।

কুটুম্বভারদুঃখার্থে দুর্ভিক্ষেণ তু পীড়িতঃ ॥ ২
 মধ্যমস্ত শুনঃশেকঃ পুত্রং ব্রহ্মবিদ্যং বরম্ ।
 বিক্রীতবান্ কত্রিযায় বধায় বহ্নৈধনৈঃ ॥ ৩
 কিং নামাপদাতঃ পাপং নাচরত্যপি পণ্ডিতঃ ।*
 স মৃতঃ কালপর্ধ্যায়ে নরকেষু পাতিতঃ ।
 ভোগাদৃতেন কয়োহস্তি প্রাক্তনানামহাংহসান্
 কিঙ্করৈর্মবাক্যেন বহ্বোহুস্তং গতঃ ।
 ততঃ পিশাগো হভবদাক্রণো দাক্রণাকৃতিঃ ॥ ৬
 ক্রকর্থেষথারণ্যে নির্জলে নির্জনে তথা ।
 গ্রীষ্মে গ্রীষ্মদব্যাধৌ ক্ষিপ্যতে যমাকঙ্করৈঃ ॥
 কস্তাপুত্রমহীবাজিগবাং বিক্রয়কারিণঃ ।
 নরকান্ নিবর্তন্তে যাবদাভূতসংগ্রবম্ ॥ ৮
 শ্রুতাবিপাকেন দাক্রণৈর্মকিঙ্করৈঃ ।

শুযজ্ঞ নামক এক দ্বিজের জীগর্ভ নামে
 এক বিজ্ঞত পুত্র ছিল। সে দুর্ভিক্ষে প্রপী-
 ডিত হইয়া পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম
 হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যর শুনঃশেক নামে স্বীয়
 মধ্যম পুত্রকে নরমেধ যজ্ঞ সম্পাদনার্থ এক
 কত্রিয়ার নিকট বহল ধনের বিনিময়ে বিক্রয়
 করিলেন। আপদগ্রস্ত হইলে অপরের
 কথা কি? পণ্ডিত জনও কোন পাপ না
 করেন? তা পর—সে কালান্তরে মৃত হইয়া
 নরকে পতিত হইল। প্রাক্তন কর্মসমূহের
 ইহলাকে ভোগ ভিন্ন ক্ষয় নাই। সে যমের
 আদেশ অনুসারে কিঙ্করগণ কর্তৃক নানা
 নরকে পাতিত হইয়া পরে দাক্রণাকৃতি ও
 দাক্রণপ্রকৃতি পিশাচ হইল। যম কিঙ্করেরা
 তাহাকে গ্রীষ্মকালে দাবানলসজ্জল শুষ্ক-
 কাষ্ঠপুঞ্জ জনশূন্য জলহীন এক অরণ্যে
 নিক্ষেপ করিল। বস্ত্রা, পুত্র, মহী, অশ্ব
 গো—এ সকলের বিক্রয়কারী নরগণ ও গণ-
 পুঞ্জের স্থিতিকাল পর্যন্ত নরক হইতে নিবৃত্ত

* “শমিত্বৈ ধনং কাপ জগৃহে বহলং মুনিঃ ।

বিদ্যার্থার্থং ধনং জগৃহে ব্রাহ্মণাধমঃ ॥

চতোহপ্রতিসমাপ্যেয়মহারোগানি পীড়িতঃ ।”

কিঙ্করৈর্মবাক্যেন বহ্বোহুস্তং গতঃ ।

সজ্জাতে পচমানোহসৌ করোমৌচৈঃ কৃতঃ
 স্মরন ॥ ৯

পাখি গচ্ছন কদাচিৎ স জীগর্ভে ন্যায়মঃ স্মৃতঃ ।

শুশ্রাব ক্রদতো বাণীং পিশাচস্ত মুহূর্মুহঃ ॥ ১০

পুত্রক্রেতুর্ভক্ষহস্তজীগর্ভে পিতৃস্তদা * ।

শুনঃশেকস্তদোবাচ কো ভবানতিদুঃখিতঃ ॥ ১১

জীগর্ভিরব্রবীহুঃখাচ্ছুনঃশেকপিতা হুহম্ ॥ ১২

পাপীয়সীং ক্রিয়াং কৃত্বা যোনিং প্রাপ্তোহস্মি

দাক্রণাম্ ।

নরকেষথপকশ্চ পুনঃ প্রাপ্তোহস্তরালকম্ ॥ ১৩

যে যে দুষ্কৃতকর্ম্মাণস্তেষাং তেষামিযং গতিঃ ॥ ১৪

জীগর্ভিপুত্রস্তম্বাচ দুঃখং

সোহহং স্মৃতস্তে মম দোষণে তাত ।

বিক্রীত্বা মাং নরকানেবমাশু-

স্মৃতঃ করিষ্যে স্বর্গতং ভূমিদানীম্ ॥ ১৫

হইতে পারে না। সেই জীগর্ভ, শ্রুত

বিপাক-বশে দাক্রণ যম-কিঙ্করবর্গ কর্তৃক

সেই অতি দুঃখদ বনে নিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে:

স্বরে নিজ দুষ্কৃত স্মরণপূর্ব্বক রোদন করিতে

লাগিল। ১—৯। জীগর্ভের সেই মধ্যম

পুত্র একদা পথে যাইতে যাইতে পুত্র-

বিক্রেতা, ব্রহ্মভাতা, পিশাচরূপী পিতা জীগ-

র্ভের বারংবার বিলাপবাণী শুনিতে পাইল।

শুনঃশেক তাহা শুনিয়া দুঃখিতচিত্তে জিজ্ঞাসা

করিল—“কে তুমি?” জীগর্ভ দুঃখিতভাবে

উত্তর করিল—আমি শুনঃশেকের পিতা।

আমি পাপীয়সী ক্রিয়া করিয়া তাহার ফলে

এই দাক্রণযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি

নরকেও নানা যাতনা ভোগ করিয়াছি,

হারপর এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি।

যাহারা দুষ্কৃতকর্ম্মা, তাহাদিগের এইরূপই

গতি হইয়া থাকে। জীগর্ভ-পুত্র শুনঃশেক

তখন দুঃখ সহকারে তাহাকে কহিলেন,—

তাত! আমিই তোমার সেই পুত্র। আমার

* পাপিনঃ পুত্রবিক্রেতুর্ভক্ষহস্তঃ পিতৃশ্চ ভূমি ।

ইমর্কশ্চ ন চিত্তবিক্রমঃ ।

এবং প্রতিজ্ঞায় স গাধিপুত্র-
পুত্রস্বমাপ্তোহথ মুনিপ্রবীরঃ ।
গন্ধামভিধ্যায় পিতৃশ্চ লোকা-
নন্তুত্তমানীহমানো জগাম ॥ ১৬
অশেষদুঃখানলধূপিতানাং
নিমজ্জতাং মোহমহাসমুদ্রে ।
শরীরিণাং নাস্তদহো ত্রিলোক্যা-
মালম্বনং বিষ্ণুপদীং বিহায় ॥ ১৭
এবং বিনিশ্চিত্য মুনির্মহাত্মা
সমুদ্ভিষীষুঃ পিতরং স দুর্গতেঃ ।
শুচিস্ততো গৌতমীমাশু গম্বা
তত্র স্নাত্বা সংস্মরজ্জুবিষ্ণু ॥ ১৮
দদৌ জলং প্রেতরূপায় পিত্রে
পিশাচরূপায় স্নুতুঃখিতায় ।
তদানমাশ্রয়ে তদৈব পুত্রে
জীগতিরাবাপ বপুঃ সুপুণ্যম্ ॥ ১৯
বিমানমুক্তঃ সুরসম্বজ্জুষ্টিং
বিক্বেপঃ পদং প্রাপ সূতপ্রভাবাৎ ।

দোষেই তোমার এ দশা ! আমাকে বিক্রয়
করিয়াই তুমি নরক প্রাপ্ত হইয়াছ ! অতএব
এক্ষণে আমি তোমাকে স্বর্গগত করিব ।
সেই শুনঃশেক এইকণ প্রতিজ্ঞা করিয়া
গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রের পুত্র হইল এবং
পিতার অন্তস্তম লোকপ্রাপ্ত কামনায় গন্ধার
অভিধান সহকারে প্রস্থান করিল । অশেষ
দুঃখানল-সন্তপ্ত মোহসাগর-ময় শরীরিগণের
ত্রিলোকী মধ্যে বিষ্ণুপদী জীগীত্বী ব্যতীত
যার কোন অবলম্বন নাই ১৬—১৭ । সেই
মহাত্মা মুনি শুনঃশেক পিতাকে সেই দুর্গতে
হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত শুচি হইয়া
দ্রবিতগতিতে গৌতমীতে ধাইয়া স্নানপূর্বক
শঙ্কু ও বিষ্ণুকে স্মরণান্তে সেই পিশাচরূপী
স্নুতুঃখিত প্রেত পিতাকে জলদান (তর্পণ)
করিল । সেই জলদান মাত্রেই জীগীত্ব
তখনই পূত হইয়া সুপুণ্য দেহ পাইল ।
সে তখন পুত্রের, গন্ধার, হরির, হরের ও

গন্ধাপ্রভাবাক্ত হরেশ শস্তো-
বিধাতুরকাযুততুল্যতেজাঃ ॥ ২০
ততঃ প্রভৃত্যেতদতিপ্রসিদ্ধাঃ
পৈশাচনাশক মহাগদধক ।
মহাস্তি পাপানি চ নাশমাশু
শ্রয়াস্তি যন্ত স্মরণেন পুংসাম্ ॥ ২১
তীর্থস্ত চেদং গদিতং তবাদ্য
মাহাত্ম্যমেতৎ ত্রিশতানি যত্র ।
তীর্থান্তথাষ্ঠানি ভবন্তি ভুক্তি-
মুক্তিপ্ৰদায়ানি কিমন্তদত্র ॥ ২২

সর্বসিদ্ধিদমাখ্যাতমিত্যাদাত্ত শতত্ৰয়ম্ ।
তীর্থানাং মুনিজুষ্টানাং স্মরণাদপ্যতীষ্টদম্ ॥ ২৩
ইতি ত্রীত্রাকে পৈশাচাদিত্রিশততীর্থবর্ণনং
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫০ ॥

বিধাতার প্রভাবে অকাযুত তুল্য তেজঃ-
শালী হইল এবং বিমানারোহণে স্মরণে
পরিবৃত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিল ।
সেই হইতে ঐ স্থানটী পৈশাচনামে ও মহাগদ
নামে খ্যাত হয় । উহা পিশাচ ও রোগ-
নাশক । উহার স্মরণে ও মনুষ্যগণের মহা-
মহা পাতকরাশি বিনষ্ট হয় । উক্ত তীর্থের
অন্ত এই মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম । ঐ
স্থানে আরও ত্রিশত তীর্থ বর্তমান আছে ।
সেই সমস্ত তীর্থই ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ । সর্ব
সিদ্ধি প্রভৃতি নামে বিখ্যাত তিন শত তীর্থ
মুনিজন জুষ্ট এবং স্মরণমাত্রেই অতীষ্টদ
জানিবে ।

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫০ ॥

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

নিবৃত্তভেদমিতি খ্যাতং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 গঙ্গায়্য উত্তরে পারে তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ।
 যন্ত সংস্রবণেনাপি সৰ্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ।
 বেদদ্বীপশ্চ তত্রৈব দৰ্শনাৎ বেদবিভবৎ ॥ ২
 উৰ্ব্বশীং চক্রে রাজা ঐলঃ পরমধাৰ্মিকঃ ।
 কো ন মোহমুপায়াতি বিলোক্য যদিরেক্ষণাম্ ।
 সা প্রায়াদ্যত্র রাজাসৌ স্তুতং স্তোকং সমশ্রুতে
 আনন্দদৰ্শনাৎ কৃত্বা তস্তাঃ কালাবধিং নৃপঃ ।
 তাং স্বীচকার ললনাং যুনাং রম্যাং নবাং নবাম্
 সুপ্তায়্য শয়নে তস্তাং সমুত্তর্যো পুরুষবাঃ ।
 বিলোক্য তং বিবসনং তদৈবাসৌ বিনির্গতা ॥
 বিদ্যাক্ষলচিহ্নানাং ক স্বৈৰ্য্যং নহু যোষিতাম্
 ঈকাক্ষক্রে স শৰ্ষধ্যাং বিবস্ত্রো বিস্মিতো
 মহান ॥ ৭

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—গঙ্গার উত্তর পারে
 সৰ্বপাপপ্রমর্শন ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত নিবৃত্তভেদ
 নামে এক তীর্থ আছে; উহার স্রবণ
 যাজ্ঞেও সৰ্বপাপ ক্ষয় হয়! সেখানে বেদ-
 দ্বীপ নামে তীর্থ আছে, উহার দৰ্শনে বেদজ্ঞ
 হওয়া যায়। পরম ধাৰ্মিক ঐলরাজ্য উৰ্ব্ব-
 শীকে কামনা করিয়াছিলেন। যদিরেক্ষণা
 রমণী দেখিয়া কেই বা না মোহপ্রাপ্ত হয়?
 রাজা যেখানে তাহাকে পাইবার নিমিত্ত
 অজ্ঞমাত্র স্তুত প্রাশনপূর্বক অবস্থিত ছিলেন,
 সেই উৰ্ব্বশী তথায় উপস্থিত হইলেন এবং যত-
 কাল যাবৎ রাজাকে নয় না দেখিবেন, তাবৎ-
 কাল থাকিবেন, এইরূপ সময় নির্ধারণ করি-
 লেন। রাজা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সেই যুব-
 জনরম্যা নিত্য নবীনা ললনাকে গ্রহণ করি-
 লেন। একদা শয্যাতে উৰ্ব্বশী শায়িতা
 রহিয়াছেন, এমন সময় ঐল পুরুষবা নগা-
 বহুয়ই উত্থান করেন; উৰ্ব্বশী তাহা দেখিয়া
 তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। বিদ্যৎতুল্য

এতদ্বিরন্তরে রাজা যুকারাগাদ্ভিগ্ন প্রতি ।
 তানুজিহবা পুনরপ্যাগাদেবলোকং সুপুজিতম্ ॥
 স চাগত্য মহারাজো বসিষ্ঠাচ্চ পুরোহিতঃ ।
 উৰ্ব্বশী গমনং জ্ঞাত্বা ততো দ্বঃখসমর্ষিতঃ ।
 ন জুহোতি ন চান্নাতি ন শৃণোতি ন পঠতি ॥৯
 এতদ্বিরন্তরে তত্র যতাবহঃ নৃপোত্তমঃ ।
 বোধয়ামাস বাক্যৈশ্চ হেতুভূতৈঃ পুরোহিতঃ ॥
 বসিষ্ঠ উবাচ ।

সা যুতাশ মহারাজ মা ব্যথাস্ব মহামতে ।
 এবং স্থিতস্ত মা হ্যং বৈ অশিবাঃ

স্পৃশ্যরাগুগাঃ ॥ ১১

ম ব স্প্রৈণানি জানীষে হৃদয়ানি মহামতে ।
 শালারূকাণাং যাংদ শি তস্মাৎ ভূপ মা শুচঃ ॥
 কো নাম লোকে রাজেন্দ্র কামিনীভিন্ন বঞ্চিতঃ
 বঞ্চকঃ নৃশংসঃ চঞ্চলঃ কুলীলতা ।

চঞ্চলচিত্ত যোষিৎগণের সৈধ্য কোথায় ?
 তিনি শৰ্ষরীতে বিবস্ত্র হইয়াছেন, দেখিয়াই
 উৰ্ব্বশী মহাবিস্মিত হইয়া চলিয়া গেলেন।
 রাজা কোনও শত্রুদল সহ যুদ্ধার্থ গমন
 করেন। তাহাদিগকে জয় করিয়া পুনরায়
 সুপুজিত দেবলোকে গমন করেন। তথা
 হইতে আসিয়া সেই মহারাজ পুরোহিত বসি-
 ঠের নিকটে উৰ্ব্বশীর গমনবৃত্তান্ত শুনিয়া
 দুঃখিত হইলেন; তজ্জন্ত স্নানও করেন না,
 ভোজন করেন না কিবা কিছু দর্শনও করেন
 না; এ সমস্তই ত্যাগ করিলেন। পুরো-
 হিত বসিষ্ঠ সেই নৃপোত্তমকে যতকল্প দর্শনে
 যুক্তিসমর্ষিত বাক্যে প্রবোধিত করিতে
 লাগিলেন। ১—১০। হে মহামতি মজা-
 রাজ! সেই উৰ্ব্বশী অন্য মরিয়াছে; আপনি
 ব্যথিত হইবেন না। আপনি এভাবে
 আছেন, আপনাকে ক্ষিপ্রগামী অশ্বত যেন
 স্পর্শ না করে। মহামতি ভূপ! আপনি
 স্বীজনের হৃদয় জাত নহেন; উহা নির্ভর
 চিত্ত শৃগালীর স্থায়। অতএব আপনি
 শোক করিবেন না। রাজেন্দ্র! লোকে
 কোন্ ব্যক্তিই বা কামিনীজন দ্বারা বঞ্চিত

ইতি স্বাভাবিকং যাপাং তাঃ কথং সুখহেতবঃ ।
কালেন কো ন নিহতঃ কোহথী গৌরবমাগতঃ
শ্রিয়া ন ভ্রামিতঃ কো বা যোষিত্তিঃ কো ন

খণ্ডিতঃ ॥১৪

স্বপ্নমায়োপমা রাজস্বদবিপ্লুতচেতসঃ ।
সুখায় যোষিতঃ কস্ত জ্ঞাত্বৈতদ্বিজরো ভব ॥
বিহায় শঙ্করং বিষ্ণুং গৌতমীং বা মহামতে ।
দুঃখিনাং শরণং স্তাস্তদ্বিন্যতে ভুবনত্রয়ে ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রদ্ধা ততো রাজা দুঃখং সংসৃত্য যত্নতঃ ।
গৌতম্যা মধ্যসংহোহসাবৈলঃ পরমধার্মিকঃ ॥
তত্র চারাময়ামাস শিবং দেবং জনার্দনম্ ।
ব্রহ্মাণং ভাস্বরং গঙ্গাং দেবানস্তাংস্চ যত্নতঃ ॥
যো বিপন্নো ন তীর্থানি দেবতাংস্চ ন সেবতে ।
স কালবশগো জন্তুঃ কাঃ দশামুখ্যশ্রুতি ॥১৯
তদীপ্তৈরেকশরণো গৌতমীসেবনোৎসুকঃ ।
পর্য্য ব্রহ্মানুপগতঃ সংসারাহাপরায়ণ্যথঃ ॥ -

না হইয়াছে? বককর, নৃশংসর ও কুশী-
লত, এ সকল যাহাদিগের স্বাভাবিক, তাহার
সুখ-হেতু হইবে কেমনে? কালের দ্বারা
কে না নিহত হয়? কোন্ অথী গৌরব
প্রাপ্ত হয়? ত্রীর দ্বারা কে না ভ্রান্ত
হয়? আর যোষিৎজন দ্বারা কে না খণ্ডিত
হয়? রাজন! অদান্তচেতা কোন্ জনের
যোষিৎগণ সুখ-হেতু হয়? ইহা বুঝিয়া বিজ্ঞর
হউন। মহামতে! শঙ্কর, বিষ্ণু বা গৌতমী,
ব্যতীত ভুবনত্রয়ে দুঃখীদিগের আব কোন
শরণ নাই। ১১—১৬। ব্রহ্মা কহিলেন,—
বশিষ্ঠের এই সকল বাক্য শুনিয়া পরম
ধার্মিক রাজা ঐল সমুদ্রে দুঃখ বিসর্জনপূর্ব্বক
গৌতমীমধ্যগত হইয়া শিব, দেব-জনার্দন,
ব্রহ্মা, ভাস্বর, গঙ্গা ও আরও অনেক
দেবতাকে যত্নসহকারে আরাধনা করিতে
লগিলেন। যে জন বিপন্ন হইয়া তীর্থ বা
সেবতাগণের সেবা না করে, সেই কালবশ-
গত জন্তু কোন পশা না প্রাপ্ত হয়? সেই
জন্তু রাজা ঐলদের শরণ লইল গৌতমীসেব-

ইজে যজ্ঞাংস্ বহলানুদ্বিগুভিক্ষসকিণাবা ॥
বেদদ্বীপোহভবন্তেন যজ্ঞদ্বীপঃ স উজ্জভে ॥
পৌর্ণমাসান্ত শরদ্যাং তত্রায়ান্তি সন্দোরিত্তি ॥২২
তত্র দ্বীপস্ত যঃ কুর্ধ্যাৎ প্রদক্ষিণমগ্নো নরঃ ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন পৃথিবী সাগরাদ্বরা ॥ ২৩
বেদানাং অরণং তত্র যজ্ঞানাং অরণং তথা ।
সুরুতী তত্র যঃ কুর্ধ্যাদ্বেদযজ্ঞকলং লভেৎ ॥
ঐলতীর্থন্ত তজ্জ্যেয়ং তদেব চ পুরবরম্ ।
বাসিষ্ঠঞ্চাপি তত্তু স্তান্নিত্তেদং তদুচ্যতে ॥২৫
ঐলে রাজি ন কিঞ্চিৎস্তান্নিত্ত্য সর্বেষু কৰ্ম্মসু
যদেতন্নিম্নমুর্ধ্বাং সৰ্ব্বভাবেন বর্তনম্ ॥ ২৬
তচ্চাপি ভেদিতং নিম্নং বসিষ্ঠেন চ গঙ্গয়া ।
নিম্নভেদমভূন্তেন দৃষ্টাদৃষ্টেইসিদ্ধিম ॥ ২৭
তত্র সপ্ত শতান্নাহস্তীর্থানি গুণবন্তি চ ।
ত্রেষু শ্রানকা দানকা সৰ্ব্বকৃতকলপ্রদম্ ॥ ২৮

নোৎসুকচিত্তে সংসারপরা বিসর্জনপূর্ব্বক
পরম শ্রদ্ধা-সহকারে ঐ স্থানে ঋষিকৃজন
দ্বারা বহু দক্ষিণায়ুক্ত বহুল যজ্ঞ সম্পাদন
করিলেন। সেই জন্ত উহার নাম হয় বেদ-
দ্বীপ। উহাকে ‘যজ্ঞদ্বীপ’ও বলিয়া থাকে।
উর্দ্ধশী সতত পৌর্ণমাসী দিবসে তথায়
আগমন করেন। যে নর, সেই দ্বীপ
প্রদক্ষিণ করে, তৎকর্তৃক সাগরাদ্বরা ধরণী
প্রদক্ষিণীকৃত হয়। ঐ স্থানে বেদ ও যজ্ঞ-
সকলের যে অরণ করে, সেই সুরুতী ব্যক্তি
বেদাধ্যায়ন ও যজ্ঞসম্পাদনের কল প্রাপ্ত
হয়। উহাই ঐল তীর্থ। ঐ তীর্থই পুরবর,
বশিষ্ঠ, ও নিম্নভেদ ইত্যাদি নামে উক্ত হয়,
জানিবে। ঐল রাজা কোন কৰ্ম্মে কৃত্যপি নিম্ন
(নীচ) হইতেন না, কেবলমাত্র উর্দ্ধশীতেই
নিম্নভাবে ব্যবহার করিতেন। তাহার ঐ
নিম্নভাবও বশিষ্ঠ ও গঙ্গার প্রসাদে এখানে
ভেদিত হয়। এ নিম্নত উহার নিম্নভেদ নাম
হইয়াছে। উহা দৃষ্টাদৃষ্ট ইষ্ট-সিদ্ধিদায়ক। ঐ
স্থানে সপ্তশত তীর্থ আছে, সেই সমস্ত
তীর্থ অতি গুণবান। ঐ সকলে হীন ও

জ্ঞানং কৃত্বা নিম্নভেদে যঃ পশুতি সুরানিমান্ ।
ইহ চামৃত্র বা নিম্নং ন কিঞ্চিস্তস্মৈ বিদ্যাতে ।
সর্বোন্নতিমবাপ্যাসৌ মোদতে দিবি শক্রবৎ
ইতি শ্রীভ্রাত্রে নিম্নভেদাদিশপ্তশততীর্থবর্ণন
মেকপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

নন্দীতটমিতি খ্যাতং তীর্থং বেদবিদো বিহুঃ ।
তস্মৈ প্রভাবং বক্ষ্যামি শৃণু যত্নেন নারদ ॥ ১
অত্রিপুত্রো মহাতেজাশ্চন্দ্রমা ইতি বিখ্যতঃ ।
সর্বান্ বেদাংশ্চ বিধিবদ্ধহুর্বেদং যথাবিধি ॥ ২
অধীতা জীবাৎ সর্বাশ্চ বিদ্যাশ্চাত্তা মহামতে
গুরুপূজাং করোম্যিতি জীবমাহ স চন্দ্রমাঃ ।
ব্রহ্মস্পতিস্তদা শ্রীহ চন্দ্রঃ শিষ্যঃ মুদারিতঃ ॥ ৩
ব্রহ্মস্পতিক্রবাচ ।

যম প্রিয়া তু জানীতে তারা রতিসমপ্রভা ॥ ৪

দান সর্বক্রতু-কলপ্রদ । যে জন নিম্ন-ভেদে
জ্ঞান করিয়া ঐ সকল সুরগণকে দর্শন করে,
ইহকালে বা পরকালে তাহার কিছুই নিম্ন
থাকে না । সে সর্বোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে
শক্রবৎ মোদমান হয় । ১৭—২৯ ।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—নন্দীতীর্থ নামে যে
খ্যাত তীর্থ আছে, বেদবিৎগণ উহা বিদিত
আছেন । নারদ ! তাহার প্রভাব বলিতেছি,
ব্রহ্মণ কর । অত্রিপুত্র মহাতেজা চন্দ্রমা
বিখ্যাত ব্যক্তি । তিনি ব্রহ্মস্পতির নিকট সমস্ত
বেদ ধর্মুর্বেদ ও অস্ত্রান্ত বিদ্যা যথাবিধি
অধ্যয়ন করিলেন । হে মহামতে ! পরে
সেই চন্দ্রমা ব্রহ্মস্পতিকে কহিলেন যে,—আমি
গুরুপূজা করিব । তখন ব্রহ্মস্পতি মুদারিত
হইয়া শিষ্য চন্দ্রকে কহিলেন,—এ বিষয়

ব্রহ্মোবাচ ।

প্রহুঃ তাক তদা প্রায়াদন্তর্কেষু স চন্দ্রমাঃ ।
তারাং তারামুখীং দৃষ্ট্বা জগৃহে তাং কয়েন সঃ
স্ববেশ্ম প্রতি তাং লোভাবলাদাকর্ষয়ন্তদা ॥ ৫
তাবন্ধৈর্যনিধির্জানৌ মতিমান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যাবন্ন কামিনীনেত্রবাগুরাভিনিবধ্যতে ॥ ৬
বিশেষতো রহঃসংস্থান্ কামিনীমায়তেক্ষণাম্ ।
বিলোক্য ন মনো যাতি কস্ম কামেষু বশ্ততাম্
অতএবাস্তপুরুষদর্শনং ন কদাচন ।
কুলবধূ রহঃ কার্য্যং ভীতয়া শীলবিপ্লুভেঃ ॥ ৮
বিজায় তৎ পরিজনানং সহসোথায় নির্গতঃ ।
দৃষ্ট্বা তদুকৃতং কস্ম ব্রহ্মস্পতিকদারবীঃ ॥ ৯
শশাপ কোপাচ্চাক্ষিপ্য বাগ্ভিবিপ্রিয়কারিভিঃ
পর্যভিভূতামালোক্য কাস্তাঃ কঃ সোচুমৌষরঃ
বুবুধে তেন জীবোহপি দেবশ্চন্দ্রমসাক্ষব ॥ ১১

আমার প্রিয়া পত্নী রতিসমপ্রভা তারা জানেন,
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর । একা কহিলেন,—
সেই চন্দ্রমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে
অন্তঃপুরে বাইলেন ; সেখানে তারামুখী
তারাকে দেখিয়া লোভবশতঃ তদায় হস্ত
ধারণ করিলেন এবং নিজ ভবনাভিমুখে বল-
পূর্বক তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ।
জনগণ তাবৎকালই ধৈর্য্যনিধি, জ্ঞানী, মতি-
মান ও বিজিতেন্দ্রিয় থাকে, যাবৎ কামিনী-
নয়নরূপ বাগুরা দ্বারা আবদ্ধ না হয়,
বিশেষতঃ রহ-স্থানস্থ আয়তেক্ষণা কামি-
নীকে দেখিলে তাহার মন না কামের বশতঃ
প্রাপ্ত হয় । এহ নিমিত্তই রহঃস্থানগতা
কুলবধূর পক্ষে, শীলবিপ্লুভি ভয়ে কদাচ
অন্তপুরুষদর্শন বিধেয় নহে । যাহা হউক,
উদারবী ব্রহ্মস্পতি পরিজনমুখে এই সংবাদ
পাইয়া সহসা নির্গত হইয়া সেই হুকৃত কস্ম
দর্শনে কোপবশে কটু কঠোর বাক্যে চন্দ্রকে
তিরস্কারপূর্বক অভিশাপ দিলেন । বস্ততঃ
কাস্তাকে পর্যভিভূতা দর্শনে কেই বা সহ
করিতে পারে ? দেব জীব রোরষশে চন্দ্রমা

ন শাপৈর্হন্ততে চন্দ্রে। নাযুধৈঃ সুরমাস্তিতৈঃ ।
বৃহস্পতিপ্রণীতৈশ্চ ন মর্জ্বৈর্হন্ততে শশী ॥ ১২
তদা চন্দ্রে তাং তারাং নীহা সংস্থাপ্য মন্দিরে
বুভুজে বহুবর্ষাণি রোহিণীং চাকুতোভয়ঃ ॥ ১৩
ন জীয়েত তদা দেবৈর্ন কোপৈঃ শাপমস্তকৈঃ ।
ন রাজাভিন্ন ঋষিভিন্ন সাস্ত্রা ভেদদণ্ডনৈঃ ॥ ১৪
যদা ভাৰ্য্যাং ন লেভেহসৌ গুরুঃ সৰ্ব প্রযত্নতঃ
সর্বোপায়কয়ে জীবন্তদা নীতিমথাস্মরৎ ॥ ১৫
অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা তু পৃষ্ঠতঃ ।
স্বার্থমুক্করহে প্রাজ্ঞঃ স্বার্থভ্রংশো হি মূৰ্খতা ॥ ১৬
সাধ্যং কেনাপ্যুপায়েন জানান্তঃ পুরুষৈঃ কলম্
বুধাভিমানিনঃ শীত্রং বিপদ্যন্তে বিমোহিতাঃ ॥
এবং নিশ্চিত্য মেধাবী শুক্রং গত্বা ত্রবেদয়ৎ ।
তমাগতং কবির্জ্ঞাহা সম্মানেনাত্যন্দয়ৎ ॥ ১৮
উপবিষ্টঃ স্রাবশ্রান্তঃ পূজতক যথাবিধি ।

সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু চন্দ্র না শাপ,
না সুরগণমাস্তিত আয়ুধ, না বৃহস্পতিপ্রণীত
মস্ত্র—কিছুতেই আহত হইলেন না।
১—১২। তখন চন্দ্র সেই তারাকে নিজ
মন্দিরে লইয়া গেলেন এবং সেখানে
রাখিয়া বহুবর্ষ রোহিণী ও তারা—উভয়কেই
নির্ভয়ে ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি
দেবগণের অস্ত্র, কোপপ্রযুক্ত শাপমস্ত্র, রাজা-
দিগের শাসনবাক্য, ঋষিদিগের আদেশ,—
সাম, ভেদ, দণ্ড—কিছুতেই অভিজুত
হইলেন না; কাজেই গুরু বৃহস্পতি যখন
সর্বপ্রযত্নেও ভাৰ্য্যা পাইলেন না, তখন
তিনি সর্বোপায়বৈফল্য দর্শনে এইরূপ নীতি
স্মরণ করিলেন যে, অপমানকে পুরস্কারপূর্বক
মানকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তি
স্বার্থ উদ্ধার করিবেন; স্বার্থ-ভ্রংশই মূৰ্খতা।
জ্ঞানবান্ জনগণ যে কোন উপায়ে কলের
সাধন করিবেন, বুধাভিমानी মুঢ়েরা বিপন্ন
হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান বৃহস্পতি ইহা নিশ্চয়
করিয়া শুক্রসমীপে গমন করিলেন। শুক্র
ঊহাকে সমাগত জানিয়া সম্মান সহ-
কারে অভিনন্দন করিলেন। পরে তিনি

পর্যাপৃচ্ছদৈত্যগুরুস্তদাগমনকারণম্ ॥ ১৯
গৃহাগতস্ত বিমুখাঃ শত্রুবোধপ্যুত্তমা ন হি ।
তস্মৈ স বিস্তরেণাহ ভাৰ্য্যাহরণমাদিতঃ ॥ ২০
বৃহস্পতেস্তদা বাক্যং শ্রুত্বা কোপাধিতঃ কবিঃ
অপরাধস্ত চন্দ্রে মেনে শিষ্যস্ত নারদ ।
অতিক্রমমিমং শ্রুত্বা কোপাৎ কাবরধাত্রবীৎ ॥
শুক্র উবাচ ।
তদা ভোক্তো তদা পাস্তো তদা স্বপ্যো তদা
বদে ।
যদানয়ে প্রিয়াং ভ্রাতৃত্বব ভাৰ্য্যাং পরাদিতাম্
তামানীয় ভবং পূজ্য চন্দ্রে শত্ৰু গুরুভ্রহব ।
পশ্চাত্তোক্তো মহাবাহো শৃণু বাচং গ্রহেশ্বর ॥ ২১
ব্রহ্মোবাচ ।
এবমুক্তা স জীবেন দৈত্যচাৰ্য্যো জগাম হ ।
শিবমারাধ্য যত্নেন পরং সামর্থ্যমাপ্তবান ॥ ২৪

সুখে উপবিষ্ট, বিশ্রান্ত ও যথাযোগ্য পূজিত
হইলে পর দৈত্যগুরু ঊহার আগমন-
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজ্ঞ শত্রুগণ
গৃহাগত জনের প্রাত বিমুখ হয়েন না।
বৃহস্পতি ঊহাকে সেই ভাৰ্য্যাহরণ-বৃত্তান্ত
আগন্ত নিবেদন করিলেন। বৃহস্পতির
বাক্য শ্রবণে কবি তখন কোপাধিত হইয়া
শিষ্য চন্দ্রের যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা
মানিয়া লইলেন এবং হেনারদ! এইরূপ
সীমা অতিক্রমের কথা শ্রবণে কুপিত কবি
বলিলেন,—হে ভ্রাতঃ! আমি তখনই
ভোজন করিব, তখনই পান করিব, তখনই
শয়ন করিব, এবং তখনই অস্ত্র বাক্যলাপ
করিব, যখন তোমার সেই পরাদিতা প্রিয়া
ভাৰ্য্যাকে আনিতে পারিব! হে মহাবাহো,
গ্রহেশ্বর! আমার এই কথা শুন;—
ঊহাকে আনয়নপূর্বক ভবের পূজাস্তে
গুরুদ্রোহী চন্দ্রকে শাপ দিয়া পশ্চাৎ আমি
ভোজন করিব। ১৩—২৩। ব্রহ্মা বলি-
ছেন,—সেই দৈত্যচাৰ্য্য এই বলিয়া জীকের
সহিত গমনপূর্বক বৃহস্পতিকে শিষ্য

জগাম শুক্রে জীবন তারয়া যত্র চন্দ্রমাঃ ।
 শিবপ্রসাদাৎ কিং নাম দেহিনামিহ দুর্লভম্ ॥২৫॥
 বরানবাণ্য বিবিধান শঙ্করাভাবপুজিতাৎ ।
 বর্ততে তং শশাপোচ্চৈঃ শৃণু স্বঃ চন্দ্র মে বচঃ
 যস্মাৎ পাপতরং কস্ম্য ত্বয়া পাপ মদাৎ কৃতম্ ।
 কুপ্তী ত্বয়ান্ততশ্চন্দ্রঃ শশাটৈবঃ কুষা কবিঃ ॥২৭॥
 কবিশাপপ্রদগ্ধোহুতদৈব মৃগলাঞ্জনঃ ।
 প্রাপুঃ ক্ষমং ন কে নাম গুরুস্বামিসমিচ্ছহঃ ॥২৮॥
 তত্য়াজ তাং স চন্দ্রোহপি তাং তারাং

জগৃহে কবিঃ ।

শুক্রেহপি দেবানাহুয় ঋষীনপিভৃগণাংস্তথা ॥
 নদীর্লদাঃশ্চ বিবিধানোষধীশ্চ পতিব্রতাঃ ।
 ততঃ সস্তম্ভুমায়েভে তারাবুত্তবিনিক্ষয়ম্ ॥ ৩০ ॥
 ততঃ ঋতিঃ সুরানাহ গোতম্যাং ভক্তিতত্ত্বিয়ম্ ।
 স্নানং করোতু জীবন তারা পূতা ভবিষ্যতি ॥

আরাধনা করিয়া পরম সামর্থ্য প্রাপ্ত হইলেন। ভক্তপুজিত শঙ্কর হইতে বিবিধ বরলাভান্তে সেই শুক্রে, জীবের সহিত, চন্দ্রমা যেখানে তারা সহ অবস্থিত ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। শিবের প্রসাদে ইহলোকে দেহিগণের কি দুর্লভ থাকে? সেই কবি তখন তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে শাপ দিলেন। তিনি কহিলেন,—চন্দ্র! তুমি আমার বাক্য শুন। রে পাপ! যেহেতু তুমি মদ গর্বে এই পাপতর কস্ম্য করিয়াছিস, এজন্ত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবি। কবি রোষ-বশে এইরূপ শাপ দিলেন। মৃগলাঞ্জন চন্দ্র তখনই কবিশাপে দগ্ধপ্রায় হইলেন। শুক্রে, স্নানী ও সখার জোহকারী কাহারাই বা ক্ষয় নী পায়? চন্দ্রও তখন তারাকে ত্যাগ করিলেন। শুক্রে, তাহাকে গ্রহণ করিয়া দেব-ঋষি-পিতৃগণকে, বিবিধ ওষধি নদ নদী ও পতিব্রতাদিগকে আহ্বানপূর্বক সকলকে সেই তারাবুত্তান্তের শোধনোপায় প্রদত্ত করিলেন। পরে ঋতি সুরগণকে কহিলেন,—ইনি ভক্তি সহকারে গোতমীতে স্নান করুন। জীবের সহিত ঐরূপ স্নান করিলেই

রহস্তমেতৎ পরমং ন কথ্যং যন্ত কস্তচিৎ ।
 সর্কাস্যপি দশাশ্বেহ শরণং গোতমী ত্বাণ ॥ ৩২ ॥
 তথাকরোচ্চৈব তারা ভত্রী স্নানং যথাবিধি' ।
 পুষ্পবৃষ্টিরুত্তত্য় জয়শব্দো ব্যববর্তত ॥৩৩॥
 পুনর্বে দেবা অদহুঃ পুনর্বহুয়া বা উত্ত ।
 রাজানঃ সত্যং কুধানা ব্রহ্মজায়াঃ পুনর্দহুঃ ॥ ৩৪ ॥
 পুনর্দহা ব্রহ্মজায়াঃ কৃতাং দেবৈরকল্মষাম্ ।
 সর্কং ক্ষেমমভুত্তত্য় তস্মাত্তীর্থং মহামুনে ॥ ৩৫ ॥
 তদভুৎ সকলাদৌষধংসনঃ সর্ককামদম্ ।
 আনন্দং ক্ষেমমভবৎ সুরাণামমুরারিণাম্ ॥৩৬॥
 বৃহস্পতেশ্চ শুক্রেস্ত তারায়াশ্চ বিশেষতঃ ।
 পরমানন্দমাপনৌ গুরুগঙ্গামভাষত ॥ ৩৭ ॥
 গুরুকবাচ ।

স্বঃ গোতমি সদা পূজ্যা সর্কেষামপি মুক্তিদা ।
 বিশেষতস্ত সিংহস্বে ময়ি ত্রৈলোক্যপাবনী ।
 ভবিষ্যসি সরিচ্ছ্রেষ্ঠে সর্কতীর্থে সমাধিতা ॥৩৮॥

তারা পবিত্রা হইবেন। এই রহস্ত বিষয় যাহাকে তাহাকে বলা বিধেয় নহে। নর-গণের সকল দশাতেই ইহলোকে গোতমী অবলম্বন স্বরূপ। পরে তারাও ভর্তা সহ তাহাই করিলেন। তিনি যথাবিধি স্নান করিলে সেখানে পুষ্পবৃষ্টি হইল; জয় শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। পরে সেই ব্রাহ্মণজায়া তারাকে দেব, মনুষ্য, রাজা সকলেই সত্য-বাক্যে নানা বর দিলেন। দেবগণ সেই ব্রাহ্মণত্বীকে ঐকল্মষা দর্শনে বৃহস্পতিকে সমর্পণ করিলেন। সুরাঃ সকলই তখন ক্ষেমময় হইল। হে মহামুনি নারদ! সেই জন্ত ঐ তীর্থ সর্কপাপনালী ও সর্ককামদারী হই-
 যাচ্ছে। অমুরারি সুরগণের, বৃহস্পতির ও শুক্রে বিশেষতঃ তারায়—সকলেরই সেখানে ক্ষেম-বিধান হেতু আনন্দ হইল। শুক্রে তখন পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গাকে বলিলেন,—হে গোতমি! তুমি মুক্তিদা বলিয়া সকলেরই সদা পূজ্যা; বিশেষতঃ আমি যখন সিংহরাশিতে থাকিব তখন তুমি সর্কতীর্থে সমাধিতা হইয়া ত্রৈলোক্য-

যানি কানি চ তীর্থানি স্বর্গমর্ত্যরসাতলে ।

আঃ স্নাতুং তানিযাত্তস্তি ময়ি সিংহস্থিতেহস্থিকে ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ধন্তং যশস্তমায়ুষ্যমারোগ্যক্রীবিবর্দ্ধনম্ ।
সৌভাগ্যৈর্ঘর্যজননং তীর্থমানন্দনামকম্ ॥ ৪০
তত্র পঞ্চ সহস্রাণি তীর্গাত্তাহ স গৌতমঃ ।
স্বরণাৎ পঠনাষ্মাপি ইষ্টৈঃ সংযুজ্যতে সদা ॥
শিবস্তাত্র নিবিষ্টস্ত নন্দী গঙ্গাতটেহনিশম্ ।
সাক্ষাচ্চরত্যসৌ ধর্মন্তুস্মানন্দীতটং স্মৃতম্ ॥
আনন্দমপি তন্তীর্থং সর্বানন্দবিবর্দ্ধনাৎ ॥ ৪২
ইতি শ্রীব্রাহ্মে আনন্দাদিপঞ্চসহস্রতীর্থবর্ণনঃ
দ্বিপকাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫২ ॥

পাবনী হইবে। স্বর্গে, মর্ত্যে, রসাতলে
যত কিছু তীর্থ আছে, হে অস্থিকে!
আমি সিংহরাশিতে থাকা কালীন সকলেই
তোমাতে স্নান করিতে আসিবে। ব্রহ্মা
বলিলেন,—উক্ত আনন্দ নামক তীর্থ ধন-
দায়ক, যশস্ত, আয়ুষ্য, আরোগ্যকর,
ক্রীবর্দ্ধক, সৌভাগ্যোৎপাদক ও ঐশ্বর্য্য-সম্পা-
দক। সেই গৌতম মুনি, ঐ স্থানে পঞ্চ
সহস্র তীর্থ আছে, এ কথা বলেন। মানব
এই বৃত্তান্তের পঠন বা স্মরণেও মহা ইষ্ট
বিষয় সহ যোজিত হইয়া থাকে। এখানে
গঙ্গাতট-নিবিষ্ট শিবের সন্নিধানে ধর্ম্মাশ্রম
নন্দী সাক্ষাৎ বিচরণ করেন। এজন্য
উহার নাম নন্দীতট বলিয়া স্মৃত হয়। আর
সর্বানন্দ-বিবর্দ্ধন-কারী বলিয়া ঐ তীর্থ আনন্দ
নামেও বিখ্যাত ॥ ২৪—৪২ ॥

দ্বিপকাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫২ ॥

ত্রিপকাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ভাবতীর্থমিতি প্রোক্তং যত্র সাক্ষাৎস্বঃ স্থিতঃ ।
অশেষজগদন্তহো ভূতাত্মা সচ্চিদাকৃতিঃ ॥ ১
তত্রৈমা শৃণু বক্ষ্যামিকথাঃ পুণ্যতমাঃ শুভান্
স্বর্গ্যবঃশকরঃ শ্রীমান্ কত্রিয়াণাং ধুরন্ধরঃ ॥ ২
প্রাচীনবহিরাখ্যাতঃ সর্বধর্ম্মেণ পারগঃ ।
তিস্রঃ কোটোহর্দ্ধকোটিন্ত বর্ধাণাং রাজ্য
আস্থিতঃ ॥ ৩
তশ্চেন্দ্রশঃ ব্রতকাগাদ্যদহং যোবনচ্যুতঃ ।
ভবেয়ং প্রিয়য়া বাপি পুত্রৈর্কো প্রিয়বন্তভিঃ ॥ ৪
বিযুক্ত্যেয়ং ততো রাজ্যং ত্যক্তেহহং নাত্র
সংশয়ঃ ।

বিবেকিনাং কুলীনানামিদমেবোচিতং নৃণাম্ ॥ ৫
স্বীয়তে বিজনে কপি বিরক্তেবিভবক্ষয়ে ।
তস্মিন্ প্রশাসতি মহীঃ ন বিয়োগঃ প্রিয়েঃ
কচিৎ ॥ ৬
নাধিবাদী ন হুভিক্ষং ন বন্ধুকলহো নৃণাম্ ।
তস্মিন্ শাসতি রাজাদ্ভ ন চ কশ্চিদ্বিযুজ্যতে ॥

ত্রিপকাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অশেষ জগৎ স্বাক্ষর
অভ্যন্তরে বর্তমান, ভূতাত্মা, সচ্চিদাকৃতি
সেই ভব যোগানে সাক্ষাৎ অবস্থিত, ঐ স্থান
ভাবতীর্থ নামে প্রোক্ত হয়। তদ্বিষয়ে এই
পুণ্যতমা শুভ কথা বলিতেছি শুন। সর্ব-
ধর্ম্ম-পারগ প্রাচীনবহি নামে এক রাজা
ছিলেন। তিনি সাক্ষি ত্রিকোটি বর্ষ কাল
রাজ্য পালন করেন। তাঁহার এইরূপ
ব্রত ছিল যে,—আমি যখন যোবনচ্যুত কিম্বা
প্রিয়া, পুত্র বা অস্ত্র কোন প্রিয় বস্তুতে বিযুক্ত
হইব, তখন নিঃসংশয় রাজ্য ত্যাগ করিব।
বিবেকী কুলীন নরগণের ইহাই উচিত যে,
বিভবক্ষয় হইলে কোথাও কোন বিজনে স্থানে
অবাস্থান করা। তিনি মহীকে শাসন করিতে
থাকিলে কাহারও বিয়োগ হইত না। ১—৬ ॥

ভভঃ পুত্রার্থমকরোদধজঃ রাজা মহামতিঃ ।
ভভঃ প্রসন্নো ভগবান্ বর প্রাদাদ্যধেপ্সিতম্
গৌতমীতীরসংস্থায় রাজ্ঞে দেবো মহেশ্বরঃ ।
পুত্রঃ দেহীতি রাজা বৈ ভবঃ প্রাহ স ভাৰ্য্যা ॥
ভবঃ প্রাহ নৃপং শ্রীত্যা পশু নেত্রঃ তৃতীয়কম্
ততঃ পশুতি রাজ্ঞেস্তু ভবস্তাকি তু মানদ ॥১০
চক্ষুর্দীপ্ত্যভবৎ পুত্রো মহিমা নাম বিজ্ঞতঃ ।
যেনাকারি জ্ঞাতঃ পুণ্য মহিম ইতি বিজ্ঞতা ॥১১
কিমলভ্যঃ ভগবতি প্রসন্নো ত্রিপুরাস্তকে ।
যং নিতামল্লবর্জস্তে হরিব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ১২
প্রাপ্তপুত্রস্ত নৃপতিস্তীর্থশ্রেষ্ঠমযাচত ।
মহাপাপমহারোগমহাব্যসনিনাং নৃণাম্ ॥ ১৩
নানাবিপদগার্ভানাং সর্বাভিমতলক্ষ্যে ।
প্রাদষ্ট্যৈজ্যৈষ্ঠ্যঃ ভবশ্চাপি ভাবতীর্থঃ তদুচ্যতে
তত্র স্নানেন দানেন সর্মান্ কামানবাণুয়াৎ ।
ভবপ্রসাদাভবৎ সূতঃ প্রচীনবর্হিষঃ ॥ ১৫

পরে সেই মহামতি রাজা পুত্রার্থ যজ্ঞ করেন,
তাহাতে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর-
দানোক্ত হইলে গৌতমীতীরস্ব সেই রাজা
ভাৰ্য্যা সহ “পুত্র দিউন” এই প্রার্থনা
করিলে দেব মহেশ্বর ভব শ্রীতিবশে তাঁহাকে
কহিলেন,—“মদীয় তৃতীয় নেত্রী দর্শন কর।”
মানদ নারদ! রাজা যেমন ভবের তৃতীয়
নেত্র দেখিতে লাগিলেন, অমনি চক্ষুর দীপ্তি
হইতে পুত্র জন্মিল। সেই পুত্র মহিমা নামে
বিজ্ঞত হয়। এই মহিমা পুত্রই মহিম নামক
বিখ্যাত স্তবের প্রণেতা। হরি ব্রহ্মাদি সুরগণ
নিত্য যাহার অলুবর্জন করেন, সেই ত্রিপুরা-
স্তক ভগবান্ প্রসন্ন হইলে কি অলভ্য থাকে?
নৃপতি ‘পুত্র প্রাপ্ত হইয়া ঐ তীর্থের শ্রেষ্ঠতা
বিষয়ক প্রার্থনা করিলেন। ভব—মহাপাপী,
মহারোগী, মহাব্যসনী, নানাবিপদাপন্ন নর-
গণের সর্বাভিমত প্রাপ্তি নিমিত্ত উক্ত তীর্থের
শ্রেষ্ঠতা দান করিলেন। এইজন্ত সেই হইতে
ঐ তীর্থ ‘ভাবতীর্থ’ নামে উক্ত হয়। ওখানে
স্নান দানে সর্ব ফল প্রাপ্ত হয়। ভবের

মহিমা গৌতমীতীরে ভাবতীর্থঃ তদুচ্যতে ।
তত্র সপ্ততিতীর্থানি পুণ্যাস্থখিলদানি চ ॥ ১৬
ইতি শ্রীব্রাহ্মে ভাবতীর্থাদিসপ্ততিতীর্থবর্ণনঃ
ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সহস্রকুণ্ডমাখ্যাতং তীর্থং বেদবিদে বিদুঃ ।
যস্ত স্মরণমাত্রেণ সুখী সম্পদ্যতে নরঃ ॥ ১
পুরা দাশরথী রামঃ সেতুং বন্ধদধ্বা মহার্ণবে ।
লঙ্কাং দধ্বা রিপুন্ হন্বা রাবণাদীনর্যে শরৈঃ ॥
বৈদেহীঞ্চ সমাসাদ্য রামো বচনমব্রবীৎ ।
পশুৎসু লোকপালেষু তস্তাচার্য্যে পুরঃ স্থিতে
অগ্নৌ শুদ্ধিগতাঃ সীতাং রামো লক্ষ্মণসন্নিধৌ
এহি বৈদেহি শুদ্ধাসি অক্সমারোঢু মর্হসি ॥ ৪

প্রসাদে গৌতমীতীরে প্রাচীনবর্হির মহিমা
নামে পুত্র হয়; এজন্তই উহা ভাব তীর্থ নামে
উক্ত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে সপ্ততিসংখ্যক
তীর্থ আছে; উহার পুণ্য ও অখিল ফল
প্রদান করে।—১৬।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যাহার স্মরণমাত্রেই
নর সুখী হইতে পারে, সেই বিখ্যাত সহস্র-
কুণ্ডের বিষয় বেদবিদগণ বিদিত আছেন।
পুরাকালে দশরথনন্দন রাম মহার্ণবে সেতু
বন্ধনপূর্বক লঙ্কাদাহ করত রণে রাবণাদি
রিপুগণকে তীক্ষ্ণ বাণাঘাতে হনন করিয়া
বৈদেহীকে লইয়া লোকপালগণের সমক্ষে
পুরোভাগে তদীয় আচার্য্য বর্তমান থাকিতে,
লক্ষ্মণসন্নিধানে, অগ্নি প্রবেশে বিগুদা সীতাকে
কহিলেন,—বৈদেহি! আইস, তুমি শুদ্ধা

নেতৃত্বাচ তদা জীমানকদো হুহুমাংস্ত বা ॥ ৫
অযোধ্যায়াজ্ঞ বৈদেহি সাক্ষং যামঃ সুহৃজ্ঞানৈঃ
তত্র শুক্লিমবাপাথ পুনত্রাত্ত্ব মাভবু ॥ ৬
লৌকিকেষপি পশুৎসু ততঃ শুক্লা নৃপায়জা
অযোধ্যায়ঃ সুপুণোহুহি অক্সমারোচ মুর্গসি ॥
অস্তা চরিত্রবিষয়ে সন্দেহঃ কস্ত জায়তে ।
লোকাপবাদস্তদপি নিরস্তঃ স্বজনেষু হি ॥ ৮
হয়োর্যাকামনাদুতা লক্ষণঃ সবিত্ত্বমণঃ ।
রামশ্চ জাহবান্শ্চৈব তামাহুয়য়নপায়জাম্ ॥ ৯
যন্তীতুজ্ঞা দেবতাভী রাজ্যোহক্কাবরোহ সা
মুদিতান্তে যয়ুঃ শীঘ্রং পুষ্পকেন বিরাজতা ॥ ১০
অযোধ্যাঃ নগরীঃ প্রাপা তথা বাজাঃ স্বকং

তৃ যৎ ।

মুদিতান্তেহভবনসর্গে সদা রামাহুবর্হিনঃ ॥ ১১
ততঃ কতিপয়াহেবু অনাগোভো বিরূপিকাম
বাচ শব্দা স ততাজ্ঞ শুশ্রীণী হামমোনিজাম

বটে; অতএব মদা! অক্সে আরোহণ কর ।
জীমান অক্সদ ও হনুমান ইহাতে আপত্তি
করিয়া কহিলেন,—“না, বৈদেহি! সুহৃজ্ঞান
সহ অযোধ্যায় যাইয়া ভাতা মাতা ও অন্তান্ত
জনগণের সাক্ষাতে পুনরায় শুক্লীভাষ্যে
শুক্লা রাজকন্তা আপনি সুপুণ্য দিনে
পতির অক্সে আরোহণ করিলেন । এক্ষণে
নহে ।” ইহার চরিত্রবিষয়ে কাহার সন্দেহ
হয়? তথাপি স্বজন-সমক্ষে লোকাপবাদ
নিরসন করা বিধেয় । লক্ষণ, বিভীষণ,
রাম ও জাহবান্ তাঁহাদিগের বাক্যে অনা-
দরপূরক সেই নৃপায়জাকে পুনরায় আহ্বান
করিতে লাগিলেন । তখন দেবতাগণ
‘সান্ত’ শব্দ উচ্চারণ করিলে তিনি রাজ্য
রামচন্দ্রের অক্সে আরোহণ করিলেন ।
সকলে তখন মুদিত হইয়া শোভমান পুষ্পক-
রথে আরোহণপূরক ত্বরায় প্রস্থিত হই-
লেন । অযোধ্যায় আসিয়া রাম নিজ রাজ্য
পাইলেন; তাহাতে রামাহুবর্তী জনগণ
সকলেই মুদিত হইলেন । ১—১১ । তার
পর কিছুদিন গত হইলে অনার্যগণের

মিথ্যাপবাদমপি হি ন সহন্তে কুলোন্নতাঃ ।
বান্দীকের্হুনিমুখ্যস্ত আশ্রমস্ত সমীপতঃ ।
ততাজ লক্ষণঃ সীতামহুগ্ধাঃ রুদতীঃ রুদন্ ॥
নোল্লজ্যাজ্ঞা গুরুণামিত্যসৌ তদকরোষিতয়া ॥
ততঃ কতিপয়াহেবু ব্যাতীতেষু নৃপায়জঃ ।
রামঃ সৌমিত্রিণা সাক্ষং হয়মেধায় দীক্ষিতঃ ॥ ১৫
তত্রৈবাজ্ঞাতকৃত্যভী রামপুত্রৌ যশস্বিনৌ ।
লবঃ কুশশ্চ বিখ্যাতৌ নারদাবিব গায়কৌ ॥ ১৬
রামায়ণং সমগ্রং তদাক্ষর্যাবব সুস্বরৌ ।
রামস্ত চরিতং সক্ষং গায়মানৌ সমীয়তুঃ ॥ ১৭
যজ্ঞবাটং রাজসুতো হেতুভীর্লক্ষিতৌ তদা ।
রামপুত্রাবুভৌ শুরৌ বৈদেহ্যস্থনয়্যাবিত ॥ ১৮
তাবানীয় ততঃ পুত্রাবাভিষিচ্য যথাক্রমম্ ।
অক্সারুটৌ ততঃ রুদ্রা সমুজ্জে হৌ পুনঃপুনঃ ॥
সংসারতুঃখিগ্নানামগতীনাং শরীরিণাম্ ।
পুত্রালিঙ্গনমেবাত্র পরং বিশ্রান্তিকারণম্ ॥ ২০

কুৎসাপুণ্য বানী শুশ্রীয়া রাম সেই অযোনিজা
সীতাকে গভিণী অবস্থায় ত্যাগ করিলেন ।
কুলোন্নত ব্যক্তির মিথ্যাপবাদ সহিতে
পারেন না । রামের আদেশে লক্ষণ যাইয়া
নিমুখ্য বান্দীকির আশ্রমসমীপে সেই অহুগ্ধা
রোদনপরায়ণা সীতাকে রোদন করিতে
করিতে তাগ করিয়া আসিলেন । গুরু-
জনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে নাই বলিয়া
তিনি ভয়বশতঃ ঐ কর্ষ করিলেন । তারপর
কিছুদিন অতীত হইলে সেই নৃপায়জা রাম
সৌমিত্রি সহ হয়মেধ যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হই-
লেন । সেই যজ্ঞস্থলে লব ও কুশ নামে
বিখ্যাত, নারদ সদৃশ গায়ক, যশস্বী রামপুত্র-
দ্বয় আগমন করিলেন । গর্ভকরবৎ সুন্দর,
শব্দ সেই বামভনয়দ্বয় সমগ্র রামচরিত্রাত্মক
রামায়ণ গান করিতে করিতে যজ্ঞবাটে প্রবিষ্ট
হইলেন নানা হেতুতে তাহাদিগকে বৈদেহী-
গর্ভজাত রামপুত্র বলিয়া চিনিতে পারায় রাম
তাহাদিগকে আনয়নপূরক অভিষেকান্তে
অক্সারুট করিয়া পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করি-
লেন । সংসারতুঃখিগ্ন, গতিহীন, শরীরি-

মুহুরালিঙ্গ। তৌ পুত্রৌ মুহুঃ স্বজতি চুঘতি ।
 কিমপ্যন্তর্ধায়তি চ নিঃশসতাপি বৈ মুহুঃ ॥২১
 এতন্নিরন্তরে প্রাপ্তা রাক্ষসা লঙ্কবাসিনঃ ।
 সুগ্রীবো হনুমান্শ্চৈব অঙ্গদে জাম্ববান্স্তথা ॥
 অন্তে চ বানরাঃ সর্বো বিভীষণপুরঃসরাঃ ।
 তে চাগত্য নৃপং প্রাপ্তাঃ সিংহাসনমুপস্থিতম্ ॥
 সীতামদৃষ্ট্বা হনুমানঙ্গদঃ কনকঙ্গদঃ ।
 ক গতাযোনিজা মাতাএকো রামোহত্র দৃশ্যতে
 রামেণ সা পরিত্যক্তা ইত্যুচুধারপালকাঃ ।
 পশুৎসু লোকপালেষু আৰ্যো তত্র প্রবাদিনি ॥
 অয়ৌ শুদ্ধিগতা সীতাং কিন্তু বাজানিরঙ্কুশঃ ।
 উৎপন্নৈলোকিকৈর্ধাকৈ রামস্তাজ্জলিতা

প্রিয়াম্ ।

মরিষাব ইতি হ্যাক। গৌতমীঃ পুনরীয়তঃ ॥২৭
 রামস্তৌ পৃষ্ঠহোহভোক্তা অযোধ্যাবাসিভিঃ সহ

গণের এজগতে পুন্ডালিঙ্গনই পথম বিশ্বাস্তি-
 কারণ। তিনি সেই পুত্রদ্বয়কে মুহুঃমুহুঃ
 আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং
 ক্রমে ক্রমে মনে মনে কি যেন ধ্যান করত
 দীর্ঘ নিশ্বাস করিতে লাগিলেন ॥২২—২১।
 ইত্যবসরে সেই স্থানে বিভীষণপুরঃসর
 লঙ্কবাসী রাক্ষসগণ, সুগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদ,
 জাম্ববান্ ও অন্তান্ত বানরগণ আসিয়া উপ-
 স্থিত হইলেন। তাহারা আসিয়া সিংহাসনে
 রামকে দেখিলেন; কিন্তু সীতাকে দেখিতে
 না পাইয়া কনকঙ্গদ অঙ্গদ ও হনুমান
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—“অযোনিজা মাতা
 নীতা কোথায়? এখানে একা রামকে
 দেখিতেছি কেন?” তৎকালে দ্বারপালগণ
 বলিল,—“আর্য লক্ষণ প্রতিবাদ করিলেও
 লোকপালগণের সাক্ষাতেই রাম তাঁগকে
 পরিত্যাগ করিয়াছেন।” “নিরঙ্কুশ রাজা
 রাম সেই অগ্নিগুপ্তা প্রিয়া সীতাকে লৌকিক
 বাক্যবশে পরিত্যাগ করিলেন। অতএব
 আমরা তবে মরিব।” এই বলিয়া তাহারা
 হইজনে গৌতমীতে গমন করিলেন। রামও
 হুংন তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থিত

আগত্য গৌতমীং তত্রাকুর্বন্তে পরমং তপঃ ॥
 স্মারং স্মারং নিঃশসন্তস্তাং সীতাং লোকমাতরম্ ৯
 সংসারান্ধাবিরহিতা গৌতমীসেবনোৎসুকাঃ ॥
 লোকত্রয়পতিঃ সাক্ষাদ্রামোহনুজসমবিতঃ ।
 প্রাপ্তঃ স্মারা চ গৌতম্যাঃ শিবারাধনতৎপরঃ
 পরিতাপং জহৌ সর্বঃ সহস্রপরিবারিতঃ ।
 যত্র চাসীৎ স বৃন্তান্তঃ সহস্রকুণ্ডমুচ্যতে ॥ ৩০
 দশাপরাণি তীর্থানি তত্র সর্বার্থদানি চ ।
 তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সহস্রফলদায়কম্ ॥ ৩১
 যত্র ত্রীগৌতমীতীরে বশিষ্ঠাদিমুনীশ্বরৈঃ ।
 সর্বাপত্তারকং হোমমকারয়দঘাস্তকম্ ॥৩২
 সহস্রসংখ্যাবৃন্তেষু কুণ্ডেষু বনুধারয়া ।
 সর্বানপেক্ষিতানকামানবাপাসৌ মহাতপাঃ ॥৩৩
 গৌতম্যাঃ সরিদ্দায়াঃ প্রসাদাদ্রাক্ষসাস্তকঃ ।
 সহস্রকুণ্ডাভিঃ তদভূতীর্ণং মহাফলম্ ॥ ৩৪
 ইতি ত্রীরাজে সহস্রকুণ্ডাদিদশতীর্থবর্ণনং চতুঃ-
 পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৪ ॥

হইলে অযোধ্যাবাসী সকলেই সঙ্গে সঙ্গে
 চলিল। তাহারা গৌতমীতে আসিয়া সেই
 লোকমাতা সীতাকে বার বার স্মরণ করত
 দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে গৌতমী-
 সেবনে উৎসুকচিত্তে তপস্বী আরম্ভ করি-
 লেন। সাক্ষাৎ লোকত্রয়পতি রামও অনুজ-
 সমবিত ও সহস্র পরিজন-পরিবৃত হইয়া
 সেই গৌতমীতে আসিয়া স্নানপূরক শিবা-
 রাধনে তৎপর হইয়া সর্ব পরিতাপ
 পরিহার করিলেন। এই ব্যাপার যেখানে
 হইয়াছিল, তাক সাহস্রকুণ্ড নামে উক্ত হয়।
 ঐ স্থানে আরও দশটি তীর্থ আছে, তাহারা
 সর্বার্থপ্রদ। সেখানে স্নানদানে সহস্রফল
 ফল হয়। সেই গৌতমীতীরে বশিষ্ঠাদি
 মুনীশ্বরগণ রামকে দিয়া অঘনিচয়ের অন্তক
 সর্বাপত্তারক নামক হোম করাইয়া-
 ছিলেন। সেই মহাতপা রাক্ষসাস্তক রাম
 তথায় সহস্র সংখ্যক কুণ্ডে বনুধারা স্থানে
 নন্দীমাতা গৌতমীর প্রসাদে সর্বকাম প্রাপ্ত

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

কপিলাতীর্থমাখ্যাং তদেবাক্ষিরসং স্মৃতম্ ।
তদেবাদিত্যমাখ্যাং সৈংহিকেষু তদ্ব্যভূতৈঃ ॥
গৌতম্যা দক্ষিণে পারে আদিত্যানুনিস্তম ।
অযাজয়ন্নক্ষিরসো দক্ষিণাং তে ভুবং দহঃ ।
অক্ষিরোভাস্তদাদিত্যাস্তপসেহক্ষিরসো যধুঃ ॥ ২ ॥
স। ভূমিঃ সৈংহিকী ভূহা জনান সর্কানভক্ষয়ৎ ।
তত্রসুস্তে জনাঃ পর্বে অক্ষিরোভ্যো স্তবেদয়ন
বিভীতা জ্ঞানতো জাহ্না ভুবং তাং
সৈংহিকীমিতি ।
আদিত্যাননুগত্বাথ বাচমক্ষিরসোহব্রুবন ॥ ৪ ॥
ভুবং গৃহুস্ত যা দত্তা নেতাদিত্যাস্তদাক্রুবন ।
নিবৃত্তাঃ দক্ষিণাং নৈব প্রতিগৃহুস্তি স্বরয়ঃ ॥ ৫ ॥

হয়েন । সেই হোমকুণ্ড “সহস্রকুণ্ড” নামে
মহা-কলজলক তীর্থ হইয়াছে । ২২—৪ ।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কপিলা তীর্থ নামে যে
বিখ্যাত তীর্থ আছে, উহাই আক্ষিরস,
আদিত্য এবং সৈংহিকেষ নামে বিখ্যাত ।
হে মুনিসত্তম । গৌতম্যাব দক্ষিণ পারে
অক্ষিরাগণ আদিত্যাদিগকে যাজন করেন ।
আদিত্যগণ তীর্হাদিগকে ভূমি দক্ষিণা প্রদান
করেন । অক্ষিরাগণ তপস্কার্য গমন করিলে
পর সেই ভূমি সিংহী হইয়া তত্রস্ত জনগণকে
ভক্ষণ করিতে লাগিল । তাহাতে জনগণ
বিব্রত হইয়া অক্ষিরাগণের নিকটে সেই
সংবাদ নিবেদন করিলে তীহার জ্ঞান-
প্রভাবে সেই সংবাদের সত্যতা ও ভূমির
সিংহিকা-ধারণ জানিয়া তীর্হাচিন্তে
আদিত্যগণের নিকটে যাইয়া এই বাক্য
কহিলেন যে, আপনারা যে ভূমি দিয়াছেন,
তাহা পুনঃ গ্রহণ করুন । আদিত্যগণ তখন

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরতি বনুক্ষরাম্ ।
যষ্টিবর্ষসংশ্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥ ৬ ॥
ভূমেঃ স্বপরদত্তায়া হরণারাদিকং কচিৎ ।
পাপমস্তি মনোরোজঃ ন স্বীকুর্ষঃ পুনস্ত ভাবঃ ॥ ৭ ॥
এবং যদা স্বদত্তায়া হরণে কিং তদা ভবেৎ ।
তথাপি ক্রয়রূপেণ গৃহীমো দক্ষিণাং ভুবম্ ॥ ৮ ॥
তথৈত্ব্যক্তে তু তে দেবাঃ কপিলাং শুভলক্ষণা
গঙ্গায়া দক্ষিণে পারে ভুবঃ স্থানে তু তাং দহঃ
ভুক্তিমুক্তিপ্রদঃ সাক্ষাদ্বিকৃন্তিষ্ঠতি মূর্তিমান ॥
কপিলাসঙ্গমঃ তচ্চ সর্কাসৌঘবিনাশনম্ ॥ ১০ ॥
তত্রাভবদানতোয়াদাপগা কপিলাভিধা ।
শস্রাবত্যা অপি ভুবো দানান্দোদানমুক্তমম্ ॥
লোকরক্ষাং চকারাসৌ কুত্বা বিনিময়ঃ মুনিঃ ।
যত্র তীর্থে চ তদ্রতং গোতীর্থং তদ্রাহতম্ ॥

কহিলেন,—না । তাহা হইতে পারে না ।
স্বরীগণ প্রদত্ত দক্ষিণা কিরাইয়া লয়েন না ।
স্বদত্তাই হউক, আর পরদত্তাই হউক যে
ব্যক্তি বনুক্ষরা হরণ করে, সে যষ্টি সহস্র
বর্ষ বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া থাকে । ১—৬ ।
স্বদত্তা বা পরদত্তা যেকপই হউক না কেন,
ভূমিহরণাপেক্ষা অধিক গুরুতর পাপ আর
নাই, সু রা পুনরায় উহা গ্রহণ করিতে
পারিব না । পরদত্তা ভূমি হরণেও যখন
গমন পাপ, তখন স্বদত্তা ভূমি হরণে কতই না
পাপ হয় । তথাপি সেই দক্ষিণা দত্তা ভূমি
কসকপে গ্রহণ করিতে পারি । অক্ষিরাগণ
এ কথায় সন্তুষ্ট হইয়া “তাহাই হউক” বলিলে
আদিত্য দেবগণ সেই গঙ্গার দক্ষিণ পারে
ভূমির বিনিময়ে একটি শুভলক্ষণা কপিলা
প্রদান করিলেন । ঐস্থানে ভুক্তিমুক্তিপ্রদ
বিষ্ণু সাক্ষাৎ মূর্তিমান আছেন । ঐ স্থান
কপিলাসঙ্গম নামে তীর্থ হইয়াছে । উহা
সর্বপাপবিনাশক । ঐ স্থানেই আদিত্য-
গণের দানাত্মক্ষণজন দ্বারা একটি কপিলা
নামে নদী জন্মিয়াছে । শস্রাবতী ভূমি
অপেক্ষাও গো দান উত্তম পুণ্যপ্রদ ।
অক্ষিরা মুনি ঐরূপ বিনিময় করায় লোক-

পুণ্যদং তত্র তীর্থানাং শতমুক্তং মনীষিভিঃ ।

তত্র স্নানেন দানেন ভূমিদানফলং লভেৎ ॥১৩

সঙ্গতা গঙ্গয়া তচ্চ কপিলাসঙ্গমং বিহুঃ ॥ ১৪

ইতি ত্রীত্রাঙ্কে কপিলাসঙ্গমাদিশততীর্থবর্ণনঃ

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শঙ্খহৃদং নাম তীর্থং যত্র শঙ্খগদাধরঃ ।

তত্র স্নাত্বা চ তৎ দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ১

তজ্জেদং বৃত্তমাখ্যাস্তে ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম ॥২

পুরা কৃতযুগস্তাদৌ ব্রহ্মণঃ সামগায়িনঃ ।

ব্রহ্মাণ্ডাগারসমুত্তা রাক্ষসা বহুরূপিণঃ ॥ ৩

ব্রহ্মাণঃ খাদিতুং প্রাপ্তা বলোন্মত্তা ধৃতাম্বধাঃ ।

রক্ষা হইল। যেখানে ঐ ব্যাপার ঘটে, তাহা গোতীর্থ নামে উদাহৃত হয়। ঐস্থানে পুণ্যদ আরও শত তীর্থ আছে। মনীষিগণ কর্তৃক এরূপ উক্ত হয়। ঐ সকল তীর্থে স্নান দানে ভূমিদানফল লাভ হয়। উক্ত কপিলানদী গঙ্গাসহ সঙ্গতা হইয়াছে বলিয়া ঐ স্থান কপিলাসঙ্গম নামে উক্ত হয়। অধীগণ ইহা জ্ঞাত আছেন।—১৫।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—শঙ্খগদাধর বিষ্ণু যে স্থানে বিজ্ঞমান, উহা শঙ্খহৃদ নামে তীর্থ। তথায় স্নানান্তে তাঁহাকে দেখিলে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তদ্বিবয়ক ভুক্তি-মুক্তি-দায়ক এই বৃত্তাস্ত কহিতেছি। পূর্ব-কালে কৃতযুগের আদিভাগে সামগান-পরায়ণ ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ডাগার হইতে কতকগুলি বহু-রূপী রাক্ষস উৎপন্ন হয়। বলোন্মত্ত ও ধৃতাম্ব-ধ বাক্ষসেরা ব্রহ্মাকে খাইতে আসিলে আমি

তদাহমব্রুবাং বিষ্ণুং রক্ষণায় জগদ্গুরুম্ ॥ ৪

স বিষ্ণুস্তানি রক্ষাংসি হস্তং চক্রেণ চোত্ততঃ ।

ছিষ্টা চক্রেণ রক্ষাংসি শঙ্খমাপুরয়ত্তদা ॥ ৫

নিষ্কটকং তলং কুহ্মা স্বর্গং নিরৈরমেষ চ ॥ ৬

ততো হর্বপ্রকর্ষণে শঙ্খমাপুরয়দ্ধরিঃ ॥ ৭

ততো রক্ষাংসি সর্বাণি হানীনস্তরশেষতঃ ॥ ৮

যত্রৈতদবৃত্তমখিলং বিষ্ণুশঙ্খ প্রভাবতঃ ।

শঙ্খতীর্থস্ত তৎপ্রোক্তং সর্গক্ষেমকরং নৃণাম্ ॥

সর্গাভীষ্টপ্রদং পুণ্যং স্মরণায়ুজলপ্রদম্ ।

আয়ুরারোগাজননং লক্ষ্মীপুত্রপ্রবর্দ্ধনম্ ॥ ৯

স্মরণাৎ পঠনাদ্যপি সর্ববামানবাপ্নুয়াৎ * ।

তীর্থান্তযুতসংখ্যানি সর্গপাপহরণি চ ॥ ১০

যেষাং প্রভাবং জানাতি বক্তুং দেবো মহেশ্বরঃ

পাপক্ষয়প্রতিনিধির্নৈতেভ্যোহস্ত্যপরঃ কচিৎ ॥

ইতি ত্রীত্রাঙ্কে তীর্থবর্ণনং নাম ষট্‌পঞ্চাশদ-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৬ ॥

তখন জগদ্গুরু কক্ষকে মদায় রক্ষার্থ প্রার্থনা করি। সেই বিষ্ণু সেই সকল রাক্ষসকে হননার্থ চক্র লইয়া আক্রমণ করেন। তিনি চক্র দ্বারা তাহাদিগকে ছেদনপূর্বক শঙ্খ পূরণ করেন। তাব কমে ভূতল নিষ্কটক এবং স্বর্গ নির্মের করিয়া হর্বপ্রকর্ষণতঃ শঙ্খ আপূরণ করেন। সেই শব্দে গ্রন্থেষ রাক্ষসগণ অদৃষ্ট হইয়া যায়।—৮। বিষ্ণুর শঙ্খপ্রভাবে এই ব্যাপার যেখানে ঘটে, তাহা নরগণের সর্গক্ষেমকর শঙ্খতীর্থ নামে প্রোক্ত হয়। উহা স্মরণমাত্রই সর্গাভীষ্ট-প্রদ, পুণ্যজনক, মঙ্গলসাধক, আয়ুষ্কর, আরোগ্য-সম্পাদক ও লক্ষ্মী-পুত্রবর্দ্ধক। এই বৃত্তান্তের স্মরণে বা পঠনে মানব সর্বকাম প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে আরও অযুত সংখ্যক তীর্থ আছে। উহার সর্গপাপহর। উহা-দিগের প্রভাব, দেব মহেশ্বরই জানেন এবং

* অতঃপরঃ—

“তীর্থনামযুতং তত্র সর্গপাপানুদং যুনে।”

ইত্যধিকঃ কচিৎ পাঠঃ ।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঃ অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

কিঞ্চিচ্ছ্যতীর্থমাখ্যাতং সৰ্বকামপ্রদং নৃণাম্ ।
সৰ্বপাপপ্রশমনং যত্র সন্নিহিতো ভবঃ ।
তস্মৈ স্বরূপং বক্ষ্যামি যত্নেন শৃণু নারদ ॥ ১
পুরা দাশরথী রামো রাবণং লোকরাবণম্ ।
কিঞ্চিচ্ছ্যাবাসিভিঃ সাক্ষং জঘান রণমূৰ্দ্ধনি ॥ ২
সপুত্রং সবলং হৃদ্য সীতামাদায় শক্রহা ।
ভাত্ৰা সৌমিত্রিণা সাক্ষং বানরৈশ্চ মহাবলৈঃ ॥
বিভীষণেন বলিনা দেবৈঃ প্রত্যাগতো নৃপঃ ।
কৃতশ্চন্ত্যয়নঃ শ্রীমান্ পুষ্পকং বিরাজিতঃ ॥ ৪
যদাসৌন্ধনরাজশ্চ কামগেনাশুগামিনা ।
অযোধ্যামগমন্ সৰ্কে গচ্ছন্ গঙ্গামপশুত ॥ ৫
রামো বিরামঃ শক্রাণাং শরণ্যঃ শরণার্থিনাম্ ।
গৌতমীশ্চ জগৎপুণ্যঃ সৰ্বকামপ্রদার্থিনীম্ ॥

বলিতে পারেন। পাপক্ষয়কর তীর্থচয়ের
মধ্যে ঐ সকল তীর্থ অপেক্ষা উত্তম তীর্থ
আর কোথাও নাই। ১—১১।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

—

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যেখানে ভব, সন্নিহিত
আছেন, নরগণের-সৰ্বপাপ-প্রশমনকর,
সৰ্বকামপ্রদ কিঞ্চিচ্ছ্যনামক, ঐ বিখ্যাত তীর্থের
স্বরূপ বলিতেছি; হে নারদ! শ্রবণ কর।
পুরাকালে শক্রহা নৃপতি দাশরথি শ্রীমান
রাম কিঞ্চিচ্ছ্য-বাসীদগের সহিত মিলিত
হইয়া লোকরাবণ রাবণকে তদীয় বল ও
পুত্রগণ সহ নিহত করিয়া সীতার উদ্ধার
করেন। পরে ভাতা সৌমিত্রি লক্ষণ, মহাবল
বানরগণ, বলী বিভীষণ ও দেবগণ সহ
কৃতশ্চন্ত্যয়ন হইয়া, যাহা পূর্বে ধনপতির
ছিল, কামগ আশুগামী সেই পুষ্পক
বিমানে আরোহণ করত সকলে অযোধ্যায়
প্রত্যাগত হন। পথিমধ্যে, শরণার্থীদিগের

মনোনয়নসম্ভাপনিবারণপরায়ণাম্ ।
তাং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ শ্রীমান্ গঙ্গাতীরমধাবিশং ॥
তাং দৃষ্ট্বা প্রাহ নৃপতির্হর্ষগদগদয়া গিরা ।
হরীন্ সৰ্বানখামহ্ম্য হনুমৎপ্রমুখান্মুনে ॥ ৮
রাম উবাচ ।

অস্তাঃ প্রভাবাক্ররয়ো যোহসৌ মম
পিতা প্রভুঃ ।
সৰ্বপাপবিনিষ্টকৃত্ততো যাতন্বিবিষ্টপম্ ॥ ৯
ইয়ং জনিত্রী সকলশ্রজস্তো-
ভুঁক্তপ্রদা মুক্তিমখাপি দদাত্যে ।
পাপানি হস্তাদপি দারুণানি
কাত্তানয়ান্ত্যত্র নদা সমান্য ॥ ১০
হতানি শব্দদুরিতানি চৈব
অস্তাঃ প্রভাবাদরয়ঃ সখাঃ ।
বিভীষণো মৈত্ৰয়ুপতি নিত্যঃ
সীতা চ লক্ষা হনুমাংশ্চ বন্ধুঃ ॥ ১১
লক্ষা চ ভগ্না সগণং হি রক্ষ্যে
হতং হি যস্তাঃ পরিসেবনেন ।

শরণা, শত্রুবর্গের বিরাম স্থান, সেই রাম
জগৎপুণ্য, সৰ্বকাম-দায়িনী ও মনো-নয়ন-
সম্ভাপ নিবারণ-পরায়ণ। সেই গৌতমী
গঙ্গাকে দেখিয়া শ্রীমান্ নৃপতি রাম তদীয়
তীরে অবতারণ হইলেন। হে মুনে! সেই
নৃপতি গঙ্গাদর্শনে হর্ষ-গদগদ-বাক্যে হনুমান্
প্রভৃতি বানরগণকে আমন্ত্রণ-পূর্বক কহিতে
লাগিলেন,—হে বানরগণ! আমার পিতা
সৰ্বপাপবিনিষ্টকৃত্ত হইয়া ত্রিবিষ্টপে গিয়া-
ছেন। সকল জন্তুর জনয়িত্রীকৃপা ভুক্তি-
প্রদা, মুক্তিদায়িনী এই নদী দারুণ পাপ-
সমূহও নাশ করেন; সুতরাং ইহার সমান
আর কোন নদী আছে? ইহারই প্রভাবে
আমার অশিষ দূরিত দূরীভূত হইয়াছে।
অরিবর্গ হত হইয়াছে, তোমরা সকলে সখা
হইয়াছ, বিভীষণ মিত্ররূপে নিত্য সন্নিহিত
রহিয়াছেন, সীতা লাভ হইয়াছে এবং
হনুমান্ বন্ধু হইয়াছেন। ষাঁহার সেবাকালে
লক্ষা ভগ্না ও রাক্ষস রাবণ বান্ধবে নিহত

যাং গৌতমো দেববরং প্রপূজ্য
শিবং শরণ্যং সজটাম্বাপ ॥ ১২
সেয়ং জনিত্রী সকলোপিতানা-
মমঙ্গলানামপি সন্নিহন্তী ।
জগৎপবিত্রীকরণৈকদক্ষা
দৃষ্টাণ্ড সাক্ষাৎ সরিতাং স বত্রী ॥ ১৩
কায়েন বাচা মনসা সদ্দেশাং
ব্রজামি গঙ্গাং শরণং শরণ্যাম্ ॥ ১৪

ব্রহ্মোবাচ ।

এতৎ সমাকর্ণ্য বচো নৃপশ্চ
তজ্ঞানবন্ হরয়ঃ সৰ্ব্ব এব ।
পূজাং চকুর্বিধিবন্তে পৃথক্ চ
পুষ্পৈরনেকৈঃ সৰ্ব্বলোকোপহাটৈঃ ॥ ১৫
তে বানরা মুদিতাঃ সৰ্ব্ব এব
নৃত্যঞ্চ গীতঞ্চ তথৈব চকুঃ ।
সম্পূজ্য শৰ্কং নৃপতিযথাবৎ
তথা বাক্যৈঃ সৰ্ব্বভাবোপবৃষ্টৈঃ ॥ ১৬
সুখোষিতস্তাং রজনীং মহাত্মা
প্রিয়ান্বযুক্তঃ সংবৃতঃ প্রেমবান্ধিঃ ।

দুঃখং জহৌ সৰ্ব্বমমিত্রসম্ভবং
কিং মায়াতে গৌতমৌদেবনেন ॥ ১৭
সবিস্ময়ঃ পশুতি তৃত্যবর্গঃ
গোদাবরীঃ স্তোতি চ সম্প্রহৃষ্টঃ ।
সম্মানয়ন্ তৃত্যগণং সমগ্র-
মবাপরামঃ কৰ্মপি প্রমোদয় ।
পুনঃ প্রভাতে বিমলে তু স্বর্ঘ্যে
বিভীষণো দাশরাথিং বভাষে ॥ ১৮
বিভীষণ উবাচ ।

নাছাপি তৃপ্তান্ত ভবাম তীর্থে
কক্ষিচ্চ কালং নিবসাম চাত্ত্র ।
বৎস্তাম চাত্ত্রৈব পরাশ্চতস্ত্রো
রাত্রীরথো যাম বৃতাস্ত্রযোধ্যাম্ ॥ ১৯
ব্রহ্মোবাচ ।

তস্ত্রাথ বাক্যং হরয়োহম্মমেনিরে
তথৈব রাত্রীরপরশ্চতস্ত্রঃ ।
সম্পূজ্য দেবং সকলেশ্বরং তঃ
ভ্রাতৃপ্রিয়ং তীর্থমথো জগাম ॥ ২০
সিন্ধেশ্বরং নাম জগৎপ্রসিদ্ধং
যশ্চ প্রভাবাৎ প্রবলো দশাশ্রুঃ ।

হইয়াছে, গৌতম মহর্ষি দেববর, শরণ্য-
। শবের পূজা করিয়া তদীয় জটা হইতে
ঋষীকে প্রাপ্ত হন, সকলোপিতের জনয়িত্রী,
সকল অমঙ্গলের নিহন্তী, জগৎ পবিত্রীকরণে
একমাত্র দক্ষা, সরিতৎসমূহের প্রসবিত্রী সেই
গঙ্গা অত্ৰ সাক্ষাৎ দৃষ্টা হইলেন। আমি
কায়-মনোবাক্যে সদা এই শরণ্যা গঙ্গার
শরণাপন্ন হইতেছি। ১—১৪। ব্রহ্মা বলি-
লেন;—নৃপতি রামচন্দ্রের এই বচন শ্রবণে
সেই হরিগণ সকলেই তথায় স্নানপূর্বক
পৃথক্ পৃথক্ বিবিধ পুষ্প ও প্রচুর উপহার
স্বাক্ষা বিধিৎ পূজা করিল। পরে সেই বানর-
গণ সকলেই মুদিতচিত্তে নৃত্য গীত করিতে
লাগিল। মহাত্মা নৃপতি রামও সেখানে
যথাবিহিত উপচারে ভক্তিভরে শৰ্ককে পূজা-
পূর্বক বিবিধ বাক্যে স্তব করিয়া প্রিয়ান্ব-
প্রেমবান্ বজ্রজনে সমাবৃত হইয়া সেই রজনী
সুখে আতিবাহিত করত অমিত্রসম্ভব সমস্ত

দুঃখ বিসর্জন করিলেন। গৌতমীসেবা
করিলে কিই-বা না পাওয়া যায়? সেই রাম
কখনও সবিস্ময়ে তৃত্য-বর্গকে দেখেন, কখন
বা সম্প্রহৃষ্টচিত্তে গোদাবরীর স্তব করেন, এবং
কখন বা সমগ্র তৃত্য জনের সম্মান করেন;
এই ভাবে তখন এক অনির্বচনীয় প্রমোদ
উপভোগ করিলেন। পরে প্রভাতকালে
বিমল স্বর্ঘ্যোদয় হইলে বিভীষণ সেই দাশ
রথিকে কহিলেন,—আমরা এ তীর্থে অত্ৰাপি
তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। এক্ষণে
আরও কিছুকাল বাস করিতে ইচ্ছা কর।
এই স্থানেই আগামী চারিটী রাত্রি বাস
করিব; পরে সকলে মিলিয়া অযোধ্যায়
যাইব। ১৬—১৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—হরিগণ
সকলেই সেই বিভীষণের বাক্যে অনুমোদন
করিলে সকলেই সেখানে আরও চারি রাত্রি
বাস করিলেন। পরে সেই সর্বাধিনাথক ভ্রাতৃ-

এবম্ পঞ্চাহমথোবিদ্রে তে
সং সং প্রতিষ্ঠাপিতলিঙ্গমৰ্চ্য ॥ ২১
শুদ্ধমণ্ড তত্র কৰোতি বায়োঃ
সুতোহরুগমো হনুমানুপম ॥
গচ্ছনুপেন্দ্রো হনুমানুপম
লিঙ্গানি সৰ্বাণি বিসৰ্জয়ন্ত ॥ ২২
মংহাপিতাথ্যন্তমমম্বি-
স্তবেতরৈঃ শঙ্করকিরৈশ্চ ।
নোদ্যন্ত পূজাং পরশঙ্করেন
বাহুঃ সমায়োজ্যমহো ভবন্ত ॥ ২৩
ত্রিষ্টম্ সুহাস্তদনাদরেন
তে খড়্গপত্রাদিষু সম্ভবন্তি ।
যেহব্রহ্মধানাঃ শিবলিঙ্গপূজাঃ
বিধায় কৃত্যং ন সমাচরন্তি ।
যথোচিতং তে যমকিরৈহি
পচাস্ত এবাখিলহর্গতৌব ॥ ২৪

রামাজ্ঞয়া বায়ুসুতো জগাম
দোৰ্ত্যো ন চোৎপাটয়িতুং শশাক ।
ততঃ স্বপুচ্ছেন গ্রহীতুকামঃ
সংবেষ্ট্য লিঙ্গং তু বিসৃষ্টকামঃ ॥ ২৫
নৈবানশকত্তন্নহদভুতং শ্রুৎ
কপীশ্বরাণাং নৃপতেস্তথৈব ।
কশ্চালয়েজ্জকমহানুভাবঃ
মহেশলিঙ্গং পুরুষো মনসী ॥ ২৬
তন্নিশ্চলং প্রেক্ষ্য মহানুভাবো
নৃপপ্রবীরঃ সহসা জগাম ।
বিপ্রানথামম্ব্য বিধায় পূজাঃ
প্রদক্ষিণীকৃত্য চ রামচন্দ্রঃ ॥ ২৭
শুদ্ধাতিশুদ্ধেন হৃদাখিলৈস্তে-
লিঙ্গানি সৰ্বাণি ননাম রামঃ ।
কিকিঙ্ক্যবাসিপ্রবরৈরশেষৈঃ
সংসেবিতঃ তীর্থমতো বভূব ॥ ২৮
অদ্রাপ্রবাদেব মহান্তি পাণা-
স্তপি ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়োহত্র ॥ ২৯

প্রিয় দেব রামচন্দ্রের পূজাপূর্বক সকলে
মিনিয়া যাহার প্রভাবে দশান্ত প্রবল-প্রতাপ
হইয়াছিল, সেই সিদ্ধেশ্বর নামক জগৎপ্রসিদ্ধ
তীর্থে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলে এই
ভাবে সেই স্থানে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠিত শিব-
লিঙ্গের অর্চনাপূর্বক পাঁচ দিন বাস করি-
লেন। সেখানে বায়ু-নন্দন হনুমান নৃপতির
অনুগামী থাকিয়া নিয়ত শুদ্ধবা করিতে ন।
যাইবার কালে সেই নৃপতি রামচন্দ্র হনু-
মানকে কহিলেন,—আমার স্থাপিত এই
সমস্ত লিঙ্গগুলি বিসর্জন কর। কি উত্তম
মন্ত্রবিশিষ্ট, কি ইতর সাধারণ, কি শঙ্করকির,
—যে কোন ব্যক্তি ভবের পূজা করিয়া যদি
তাঁহার বিসর্জন না করে, তবে সে পরম
মঙ্গলময় শঙ্করের বাহনরূপে জন্মান্তর করে,
আর যাহারা শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া বিসর্জনের
কর্তব্যতা জানিয়াও উহাতে অনাদরপূর্বক
সুহৃৎভাবে অবস্থান করে, তাহারা অসিপত্র-
বনাদি নরকে বাস করে। যাহারা শিব-
লিঙ্গপূজাতে অশ্রদ্ধাবশতঃ পরকর্তব্য বিস-
র্জনাদি কার্য্য না করে, তাহারা যমকিরগণ

কর্তৃক নিশ্চয়ই নানানরকে যথোচিত নিশ্চি-
হয়। রামের আজ্ঞানুসারে বায়ু-নন্দন
হনুমান যাইয়া বাহনদ্বারা সেই লিঙ্গ
উঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।
পরে তিনি উহাকে বিসর্জনার্থ উত্তোলন-
কামনায় নিজ পুচ্ছ দ্বারা বেষ্টন করিয়া টানা-
টানি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও
অকৃতকার্য্য হইলেন। পরে তাঁহার সহিত
কপীশ্বরদিগের নৃপতি সুগ্রীবও যোগ দিলেন,
কিন্তু কোন ফল হইল না। ইহা অতীব
অদ্ভুতবৎ বোধ হইতে লাগিল। মহা-
প্রভাব মহেশলিঙ্গ কোন মনসী পুরুষই
বা চালনা করিতে পারে? নৃপপ্রবীর মহানু-
ভাব রামচন্দ্র সেই লিঙ্গকে নিশ্চল দেখিয়া
সহসা তথায় আসিলেন এবং বিপ্রগণকে
আমন্ত্রণপূর্বক সেই লিঙ্গের পূজা করি-
প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর রাম শ্রদ্ধাতি-
শুদ্ধ হৃদয়ে সকলের সহিত সেই কিকিঙ্ক্য-
বাসিপ্রবর বানরগণের সুপুজিত লিঙ্গসকলকে

পুনঃ গঙ্গাং প্রণাম ভক্ত্যা
 প্রসাদ মাতৰ্মম গৌতমীতি ।
 জগন্মুহুৰ্বিশ্বিতচিত্তবৃত্তি-
 বিনোদকরং পণমনগৌতমীং তাম্ ॥ ৩০
 ততঃ প্রভৃত্যোতদতীব পুণ্যং
 কিকিঙ্ক্যতীর্থং বিবুধা বদন্তি ।
 পঠেৎস্মরেষাপি শৃণোতি ভক্ত্যা
 পাপাপহং কিং পুনঃ স্নানদানৈঃ ॥ ৩১
 ইতি ত্রীত্রাঙ্কে কিকিঙ্ক্যতীর্থবর্ণনং সপ্ত-
 পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ব্যাসতীর্থমিতি খ্যাতঃ প্রাচেতসমতঃ পরম্ ।
 নাতঃ পরতরং কিকিঙ্কপাবনং সৰ্বসিদ্ধিদম্ ॥ ১

নমস্কার করিলেন। সেই হইতে ঐ স্থান
 তীর্থ হইল। ঐ স্থানে স্নানমাত্রেই মহা-
 পাতক সকলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; ইহাতে
 সংশয় নাই। অতঃপর বিশ্বিত চিত্তবৃত্তি
 রামচন্দ্রে পুনরায় গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া ‘মাতঃ
 গৌতমি! প্রসন্ন হও,’ বারম্বার এই কথা
 বলিতে বলিতে সেই গৌতমীকে দর্শন ও
 প্রণাম করিতে করিতে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান
 করিলেন। সেই হইতেই উহা অতি পুণ্য-
 কর কিকিঙ্ক্য তীর্থ নামে পরিচিত হয়। ওখানে
 স্নান দানের কথা কি? ভক্তিসহকারে এই
 বৃত্তান্তের স্মরণ, পাঠ বা শ্রবণ করিলেও উহা
 পাপনাশ করিয়া থাকে। ২০—৩১।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অতঃপর বিখ্যাত ব্যাস-
 তীর্থ; উহাকে প্রাচেতস তীর্থও বলে।
 উহা অর্পেণা শ্রেষ্ঠ পাবন ও সৰ্বসিদ্ধিপ্রদ

দশ মে মানসাঃ পুত্রাঃ সৃষ্টারো জগতামপি ।
 অন্তঃ জিজ্ঞাসবন্তে বৈ পৃথিব্যা জঘুরোজসা ॥ ২
 পুনঃ সৃষ্টাঃ পুনস্তেহপি যাতান্তান্ সমবেক্ষিতুম্
 নৈব তেহপি সমায়াতা য়ে গতান্তে গতাতাঃ
 তদোৎপত্তা মহাপ্রাজ্ঞা দিব্যা আঙ্গিরসা মূনে
 বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞাঃ সৰ্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৪
 তেহমুজ্জাতা আঙ্গিরসা গুরুঃ নন্দা তপোধনাঃ
 তপসে নিশ্চিতাঃ সৰ্ষে নৈব পৃষ্ট্বা তু মাতরম্ ॥
 সৰ্ষেভ্যো হৃদিকা মাতা গুরুভ্যো গৌররেন হি
 তদা নারদ কোপেন সা শশাপ তদান্নজান্ ॥ ৬
 মাতোবাচ ।

মামনাদৃতা য়ে পুত্রাঃ প্রবৃত্তাশ্চরিতুং তপঃ ।
 সৰ্ষেরপি প্রকারৈস্তত্ত্ব তেষাং সিদ্ধিমেষ্যাত ॥ ৭
 ব্রহ্মোবাচ ।

নানাদেশাং চ চিরানন্তপঃসিদ্ধিং ন যাস্তি চ ।

তীর্থ আর নাই। আমার দশটি মানস
 পুত্র জন্মে; তাহারা জগৎ সৃষ্টিকরণার্থ
 পৃথিবীর অন্ত জানিবার জন্য সোৎসাহে
 প্রস্থিত হয়। তখন আমি পুনরায় দশ
 পুত্র সৃষ্টি করি, তাহারাও পৃথগত ভ্রাতা-
 দিগের অবেষণার্থে যায়। তাহারাও কিরিয়া
 আদিল না, তাহারা প্রথমে গিয়াছে, তাহারা
 ত গিয়াছেই। তারপর আঙ্গিরস নামে
 পুত্রগণ উৎপন্ন হয়। হে মূনে! তাহারা
 দিব্যাকৃতি, মহাপ্রাজ্ঞ, বেদ-বেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ ও
 সৰ্বশাস্ত্রে বিশারদ। সেই তপোধনগণ
 তপস্কার্য নিশ্চয় করিয়া পিতার অনুজ্ঞা গ্রহ-
 নান্তে নমস্কারপূর্বক মাতাকে জিজ্ঞাসা
 না করিয়াই প্রস্থান করেন। ইহাতে
 মাতা কুপিত হইয়া সেই আত্মজদিগকে
 অভিশাপ দিলেন। নারদ! গৌরব-বিষয়ে
 সমস্ত গুরু অপেক্ষাই মাতা অধিক। সেই
 মাতা বলিলেন,—আমাকে অনাদর-পূর্বক
 যে পুত্রেরা তপস্কাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে,
 তাহাদিগের সেই তপস্কা কোন প্রকার
 সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে না। ১—৭। ব্রহ্মা
 বলিলেন,—সেই আঙ্গিরসেরা নানা দেশে

বিষমবেতি তান সৰ্বানিতশ্চেতশ্চ ধাবতঃ ॥ ৮
 কাপি তজ্জাক্ষৈর্বিষ্মং কাপি তন্মাহুর্ধৈরভূৎ ।
 প্রমদাভিঃ কচিচ্চাপি কাপি তদেহদৌষতঃ ॥ ৯
 এবম্ভ ভ্রমমাণাস্তে যযুঃ সর্পৈঃ তপোনিধিम् ।
 অগস্ত্যঃ তপতাং শ্রেষ্ঠঃ কুন্তযোনিং জগদ্ভুক্রম
 নমস্কৃত্য হৃদ্বিরসা হৃদ্বিবংশসমুদ্ভবাঃ ।
 দক্ষিণাশাপতিঃ শাস্ত্রং বিনীতাঃ প্রহৃষ্টমুগতাঃ ॥
 অঙ্গিরসা উচুঃ ।

ভগবন কেন দোষেণ তপোহিম্মাকং ন সিধ্যতি
 নানাবিধৈরপূপাদৈঃ কুর্ষতাঞ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ১২
 কিং কুর্ষ্যঃ কঃ প্রকারোহব তপস্তেব ভবাম কিম
 উপায়ং ক্রহি বিপ্রেস্র জ্যোষ্ঠোহসি তপসা ক্রবম
 জ্ঞাতাসি জ্ঞানিনাং ব্রহ্মন ব্রহ্মাসি বদতাং বরঃ ।
 শাস্ত্রোহসি যমিনাং নিতাং দদাবান প্রিয়করুণা
 অক্ৰোধনশ্চ ন দেষ্টা তস্মাদক্রহি বিবক্ষিতম্ ॥

বিচরণ করিয়াও তপঃসিদ্ধি প্রাপ্ত হইল না।
 তাহারা ইতস্ততঃ ধাবন করিলেও সৰ্বত্রই
 তাহাদিগের বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। কোথায়ও
 বাক্স বিঘ্ন, কোথায়ও মনুষ্য বিঘ্ন, কোথায়ও
 বা দেহদৌষজ বিঘ্ন সকল ঘটিতে থাকিল।
 তাহারা এভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে জগদ-
 গুরু তপশ্বিশ্রেষ্ঠ, কুন্তযোনি, তপোনিধি
 অগস্ত্যের সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইল।
 সেই অগ্নিবংশজ আঙ্গিরসেবা বিনীতভাবে
 সেই দক্ষিণাদিকপতি অগস্ত্যকে নমস্কাব-
 পূর্বক জিজ্ঞাসার্থ প্রবৃত্ত হইয়া কহিল,—ভগ-
 বন! আমরা নানা উপায় অবলম্বনে
 তপস্তার্থ প্রবৃত্ত হইলেও কি দোষে আমা-
 দিগেব তপস্তা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না?
 ব্রহ্মন! আপনি জনগণেব মধ্যে জ্ঞাত।
 এবং বক্তাদিগের মধ্যে প্রধান বক্তা,
 সংযমীদিগের মধ্যে শাস্ত্র, অথচ নিত্য
 দয়াদান; প্রিয়কর, অক্ৰোধন ও অদেষ্টা;
 অতএব আমরাদিগের এই জিজ্ঞাসিত
 বিষয় বলুন। আমরা কি করিব? তপস্তার
 কোন প্রকারই বা অবলম্বন করিব?
 আমরাই বা কিরূপ আচারবান হইব?

সাহস্কারা দয়াহীন। গুরুসেবাবিবর্জিতাঃ ।
 অসত্যবাদিনঃ ক্রুরা ন তে তবঃ বিজ্ঞানিতে ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

অগস্ত্যঃ প্রাহ তান সৰ্বান ক্ষণং ধ্যায়
 শনৈঃ শনৈঃ ॥ ১৬
 অগস্ত্য উবাচ ।

শান্তাভ্যানো ভবন্তো বৈ শ্রদ্ধারো ব্রহ্মণা কৃতাঃ
 ন পর্যাপ্তং তপশ্চাত্ত্বক্ষুণ্ণং স্ময়কারণম্ ॥ ১৭
 ব্রহ্মণা নিশ্চিতাঃ পূৰ্ণং যে গতাঃ সুখমেধতে ।
 যে গতাঃ পুনরবেষ্টুং তে চ হৃদ্বিরসোহভবন ॥
 তে যুষ্মক পুনঃ কালো যাতা যাতাঃ শনৈঃ শনৈঃ
 প্রজাপতেরপাধিকা ভাবিতারো ন সংশয়ঃ ॥ ১৯
 ইতো যাব্দ তপস্তপুং গঙ্গাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্
 নোপাযোহন্তোহাস্ত সংসারে বিনা গঙ্গাং
 শিবপ্রিয়াম্ ॥ ২০
 তত্রাশ্রমে পুণ্যদেশে জ্ঞানদং পূজয়িষ্যথ ।

হে বিপ্রেস্র! ইহার উপায় বলুন। আপনি
 তপস্তা দ্বারা নিশ্চয়ই জ্যোষ্ঠ। যাহারা
 সাহস্কার, দয়াহীন, গুরুসেবাবর্জিত, অসত্য
 বাদী কিংবা ক্রুর, তাহারা তববিষয় জানে
 না। ৮—১৫। ব্রহ্মা বলিলেন,—অগস্ত্য
 ক্ষণকাল ধ্যানপূর্বক তাহাদিগের সকলকেই
 উদ্দেশ্য করিয়া শনৈঃ শনৈঃ কহিলেন,—
 আপনারা শান্তাভা; ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রদ্ধারূপে
 সৃষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু আপনাদিগের তপস্তা
 পর্যাপ্ত হয় নাই। তাহাতে বিষম হইয়া
 ছেন। বস্তুতঃ তাহার কারণ শ্রবণ করুন।
 ব্রহ্মা প্রথমে যাহাদিগকে সৃষ্টি করেন,
 তাহারা যাইয়া সুখেই আছে। তাহা-
 দিগকে অশেষ কবিত্তে যাহারা গিয়াছিল,
 তাহারাও ফিরিল না। তোমরা আঙ্গিরস
 হইয়া জন্মিয়াছ; শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর
 হইয়া কালবশে তোমরা প্রজাপতি অপে-
 ক্ষায়ও অধিক হইতে পারিবে, সংশয় নাই।
 এখান হইতে তপস্তার্থ ত্রৈলোক্যপাবনী
 গঙ্গাতে গমন কর; শিবপ্রিয়া গঙ্গা ব্যতীত
 সংসারে আর উপায় পাই। সেখানে পুণ্য

স ছেদয়িত্যভিলাং সংশয়ং বো মহামতিঃ ।
ন সিদ্ধিঃ কাপি কেবাঞ্চিহিনা সদৃশকণা যতঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

তে তমুচুর্মুনিবরং জ্ঞানদঃ কোহভিধীয়তে ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহেশো বা আদিত্যো বাপি চন্দ্রমাঃ
অগ্নিঃ বরুণঃ কঃ স্তাজ্ঞানদো মুনিসত্তম ।
অগস্ত্যঃ পুনরপ্যাহ জ্ঞানদঃ শ্রয়তাময়ম্ ॥ ২৩
যা আপঃ সোহগ্নিরিত্যুক্তো যোহগ্নিঃ সূর্য্যঃ
স উচ্যতে ।

যশ্চ সূর্য্যঃ স বৈ বিষ্ণুশ্চ বিষ্ণুঃ স ভাস্করঃ ॥
যশ্চ ব্রহ্মা স বৈ রুদ্রো যো রুদ্রঃ সর্বমেব তৎ
যশ্চ সর্বং তু তজ্জ্ঞানং জ্ঞানদঃ সোহত্র
কীর্ত্যতে ॥ ২৫

দেশিকপ্রেমকব্যাক্যাকৃৎপাধ্যায়দেহদাঃ ।

শ্রবণঃ সদ্ভি বহনন্দো জ্ঞানপ্রদো মহান ॥ ২৬

প্রদেশে আশ্রম করিয়া জ্ঞানপ্রদের পূজা
করিলে তিনি, তোমাদিগের অপিল
সংশয় ছেদন করিয়া দিবেন। যেহেতু
সদৃশক ব্যতীত কাহারও কোন প্রকার
সিদ্ধিলাভ হয় না। ব্রহ্মা বলিলেন,—
সেই আঞ্জিরসগণ সেই মুনিবর অগস্ত্যকে
কহিলেন,—জ্ঞানদ কাহাকে বলা যায়?
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, আদিত্য, চন্দ্রমা, অগ্নি,
বরুণ, ইষ্টাদিগের মধ্যে কে মুনিসত্তম! কে
জ্ঞানদ? অগস্ত্য পুনরায় কহিলেন,—জ্ঞানদ
কে, তাহা এই শুন। যে আপ, সে-ই অগ্নি
বলিয়া উক্ত হয়; যে অগ্নি, সে-ই সূর্য্য বলিয়া
কথিত; যে সূর্য্য, সে-ই বিষ্ণু, যে বিষ্ণু,
সে-ই ভাস্কর, যে ব্রহ্মা সে-ই রুদ্র;
যিনি রুদ্র, তিনিই সমস্ত। সমস্ত জগৎ
ঈশ্বর রূপ, জ্ঞান ঈশ্বরই। এহলে
জ্ঞানদ বলিয়া তিনিই কীর্তিত হয়েন।
দেশিক, প্রেমক, ব্যাক্যাকৃৎ, উপাধ্যায়,
দেহদ,—ইষ্টারা এবং আরও অনেক শ্রুত
আছেন; তন্মধ্যে যিনি জ্ঞানপ্রদ, তিনিই
মহান। এহলে তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়,

ভদেব জ্ঞানমজ্জোক্তং যেন ভেদো বিহন্ততে ।
এক এবাদ্বয়ঃ শব্দুরিল্লমিত্রাগ্নিনামতিঃ ।

বদন্তি বহুধা বিপ্রা ভ্রাতোপকৃতিহেতবে ॥ ২৭
ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রদ্ধা ধ্বনেৰ্বাক্যং গাথা গায়ন্ত এব তে ।
জগ্মুঃ পঞ্চোত্তরাং গঙ্গাং পঞ্চ জগ্মুশ্চ দক্ষিণাং
অগস্ত্যোনোদিতান্দেবান্ পূজয়ন্তো যথাবিধি
আসনেষু বিশেষণ হ্রাসীনাস্তরচিত্তকাঃ ॥ ২৯
তেষাং সর্বেষু সুরগণাঃ প্রীতিমন্তোহভবন্মানে ।
শ্রষ্টৃৎ তু যুগাদৌ যৎকল্লিতং বিশ্বযোনিনা ।
অধশ্মাণাং নিবৃত্তার্থং বেদানাং স্থাপনায় চ ॥ ৩০
লোকানামুপকারার্থং ধর্ম্মকামার্গসিদ্ধয়ে ।
পুরাণস্মৃতিবেদার্থধর্ম্মশাস্ত্রার্থনিশ্চয়ে ॥ ৩১
শ্রষ্টৃৎ জগতামিষ্টং তাদৃশরূপা ভবিষ্যথ ।
প্রজাপতিত্বং তেষাং বৈ ভবিষ্যতি শনৈঃ

কমাঃ ॥ ৩২

যাহা দ্বারা ভেদ বুদ্ধি বিহত হয়। শব্দ
এক এবং অদ্বিতীয়; কিন্তু ভ্রাতৃ জনগণের
উপকারার্থ তাহাকেই বিপ্রগণ ইন্দ্র, মিত্র,
অগ্নি—ইত্যাদি বহুধা নামে অভিহিত করেন।
১৬—২৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই আঞ্জি-
রনের অগস্ত্য মুনির এই বাণী শ্রবণান্তে
সেই কথায় গাথারূপে গান করিতে করিতে
পাঁচজন উত্তর গঙ্গায় এবং পাঁচজন দক্ষিণ
গঙ্গায় গমন করিলেন। তাহারাই বিশেষ
বিধানানুসারে আসনে উপবেশনপূর্ব্বক
অগস্ত্যাদিত দেবগণকে যথাবিধি পূজা
করিয়া তত্বচিন্তা-পরায়ণ হইলেন। হে মুনে!
সমস্ত সুরগণ তাহাতে তাহাদিগের প্রীতি
প্রীতিমন্ত হইলেন এবং বর দিলেন যে—
যজ্ঞাদিকালে বিশ্বযোনি তোমাদিগের শ্রষ্টৃৎ
কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তোমরা সৃষ্টি
কর নাই। তাই এক্ষণে অধর্ম্মের নিবৃত্তি,
বেদের স্থাপন, লোকের উপকার, ধর্ম্ম কাম ও
অর্থের সিদ্ধি, পুরাণ স্মৃতি, বেদান্ত, ধর্ম্মশাস্ত্র,
অর্থশাস্ত্র,—জগতের হিতকর এ সকলের
সিদ্ধান্ত বিষয়ে শ্রষ্টৃৎ আবশ্যক; তোমরা

যদা ধর্মো ভবিতি বেদানাং পরাভবঃ ।
বেদানাং ব্যসনং তেভ্যো ভাবিব্যাসান্ততত্ত্ব তে
যদা যদা তু ধর্মস্ত গ্লানির্বেদস্ত দৃষ্টতে ।
তদা তদা তু তে ব্যাসা ভবিষ্যন্ত্যপকারিণঃ ॥
ভেষাং যত্নপসং স্থানং গঙ্গারাস্তীরমুত্তমম্ ।
তত্র তত্র শিবো বিষ্ণুরহমাদিত্য এব চ ॥ ৩৫
অগ্নিরাপঃ সর্ষমিতি তত্র সন্নিহিতং সদা ।
নৈতেভ্যঃ পাবনং কিঞ্চিনৈতেভ্যস্তদধিকঃ কচিৎ
তত্ত্বদাকারতাং প্রাপ্তং পরং ব্রহ্মৈব কেবলম্ ।
সর্ষাককঃ শবো ব্যাপী সর্ষভাবশ্বরূপধৃক্ ॥ ৩৬
বিশেষতস্তত্র তীর্থে সর্ষপ্রাণ্যভূকম্পয়া ।
সর্ষৈর্দেবৈরমুত্তমতত্ত্বদুগ্রহকারকঃ ॥ ৩৮
ধর্মব্যাসান্ত তে জ্ঞেয়া বেদব্যাসান্তথেব চ ।
তেষাং তীর্থং তেন নাম্না ব্যপদিষ্টং জগদ্রয়ে ॥

তাহাই প্রাপ্ত হইবে। তিনি আরও
বলিলেন, উহাদিগের প্রজাপতিত্বও শনৈঃ
শনৈঃ হইবে। যখন অধর্মের প্রভাব
ও বেদসকলের পরাভব খটিবে, তখন
উহারা বেদসকলের বিভাগ করিবেন; এ
নিমিত্ত উহারা ভাবিকালে ব্যাস হইবেন।
যখন যখন ধর্মের ও বেদের গ্লানি দেখা
যাইবে, তখন তখনই তাহারা জগতেব
উপকারার্থ ব্যাসরূপে উৎপন্ন হইবেন।
গঙ্গাতীরে তাহাদিগের যে তপস্তাহান,
সেই সেই স্থলে শিব, বিষ্ণু, আমি,
আদিত্য, অগ্নি, আপ—সকলেই সদা
সন্নিহিত আছি। এই সকল স্থান
অপেক্ষা পাবন স্থান আর কুত্রাপি কিছুই
নাই। সর্ষাকক, সর্ষবাণী, সর্ষশ্বরূপধারী
মজলময় পরব্রহ্মই সেই সেই আকারতা
প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ তাহাদিগের
প্রতি অমুগ্রহার্থ সর্ষশ্রেণীর হিতসাধন জন্ত
সর্ষদেবগণে রূত হইয়া সেই তীর্থে পরব্রহ্ম
বর্তমান আছেন। উক্ত আদিরসগণই ধর্ম-
ব্যাস ও বেদব্যাস বলিয়া জ্ঞেয়। তাহাদিগের
সেই তীর্থ তাহাদিগের নামানুসারেই জগৎ-

পাপপঙ্ককালনান্তো মোহধ্বান্তমদাপহম্ ।
সর্ষসিদ্ধিপ্রদং পুংসাং ব্যাসতীর্থমমুত্তমম্ ॥ ৪০
ইতি শ্রীব্রাহ্মে ব্যাসতীর্থবর্ণনমাষ্টপঞ্চাশদধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৮ ॥

একোনবষ্ট্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বহুরাসঙ্গমং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশুদ্ধতম্ ।
ঋষিভিঃ সেবিতং নিত্যং সিন্ধৌ রাজর্ষিভিস্তথা
দাসহমগমং পুংসং নাগানাং গরুডঃ খগঃ ।
মাতৃদাস্তাতদা হুংখপরিসংস্তুমানসঃ ।
কদাচিচ্চিহ্নযামাস রহঃ স্থিত্য বিনিব্বসন ॥ ২
গরুড উবাচ ।

ত এব সত্তা লোকেহস্মিন কৃতপুণ্যাস্ত এব হি
নাত্মসেবা কৃত্য বৈশ্ব ন যেষাং ব্যাসনাগমঃ ॥ ৩
সুখং তিষ্ঠতি গায়ত্ৰি স্বপতি চ চসতি চ ।

দ্রয়ে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ অমুত্তম ব্যাস-
তীর্থ পুরুষগণের পাপপঙ্ক কালন বিষয়ে
জলস্বরূপ, মোহধ্বান্তরূপ মদের নাশক ও
সর্ষসিদ্ধিপ্রদ ১২৮—৪০ ।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

উনবষ্ট্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ঋষি, সিদ্ধ ও রাজর্ষি-
গণ কতৃক নিত্য সেবিত গুরাসঙ্গম নামে
এক ত্রৈলোক্যবিশুদ্ধ তীর্থ আছে।
পুরাকালে পশ্চিমের গরুড় নাগগণের
দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদীয় মাতার দাস্ত্ব
হেতু হুংখে সংস্তুমানস হইয়া সে একলা
নির্জনে দীর্ঘনিব্বাস পার ত্যাগ করিতে করিতে
চিহ্না করিল,—“লোকে তাহারাই ধর্ম;
তাহারাই কৃতপুণ্য,—যাহাদিগকে অস্ত্রের
সেবা করিতে হয় না; এবং সেই সেবাহীন
ব্যাসনাগম যাহাদের হয় না। নিম্নলিখিত

অদেহপ্রভবো ধাতা বিদ্বিগন্তবশে স্থিতান্ ॥ ৪

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি চিন্তাসমাবিষ্টো জননীয়মেতা হৃৎপিতঃ ।

পর্যাপৃচ্ছদমেয়াস্মা বৈনতেয়োহথ মাতবম্ ॥ ৫

গরুড় উবাচ ।

কস্তাপরাধান্নাতঙ্কং পিতৃর্মা মম বাস্তবতঃ ।

দাসীহমাপ্তা বদ তৎকারণং মম পৃচ্ছতঃ ॥ ৬

ব্রহ্মোবাচ ।

সাত্ত্ববীং পুত্রমাত্মীয়মরুণস্তানুজং প্রিয়ম্ ॥ ৭

বিনতোবাচ ।

নৈব কস্তাপরাধোহস্তি স্বাপরাধো ময়োদিতঃ ।

যস্তা বাক্যং বিপর্যোতি সা দাসী স্তান্নয়োদিতম্ ।

কজ্ঞশ্চাপি তথৈবাহং সা ময়া সংযুতা যযৌ ।

কদা মমাতবদ্বাদশছন্দানাং তয়া জিতা ।

বিধির্হি বলবাস্তাত কাং কাং চেষ্টাং ন চেষ্টতে

এবং দাসীহমগম্যং কদা কস্তাপনন্দন ।

যদা দাসী তু জাতাহং দাসোহভূত্বং দ্বিজমুজ ॥

যাহাদিগের প্রভূত্ব আছে, সেই ধন্য জনেরাই
সুখে থাকে, গান করে, নিজা যায় হাত্ত করে ।
অন্যবশে স্থিত ব্যক্তিদিগকে ধিক্! ধিক্!
ব্রহ্মা বলিলেন,—অমেয়াস্মা বৈনতেয় এইরূপ
চিন্তাবিষ্ট হইয়া হৃৎপিতভাবে জননীর সান্নিধ্যানে
আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—মাতঃ! আমার,
পিতার বা অস্ত্রের—কাহার অপরাধে আপনি
দাসীহ প্রাপ্ত হইয়াছেন? আমি জিজ্ঞাসা
করিতেছি, তাহা আমাকে বলুন । ব্রহ্মা
বলিলেন,—সেই বিনতা অরুণানুজ নিজ
প্রিয় আনুজকে বলিলেন,—কাহারও অপ-
রাধ নাই, আমার নিজেরই অপরাধ । কজ্ঞর
সহিত আমার একটী তর্ক উপস্থিত হয় ।
তাহাতে আমি বাল যে,—বাহার বাব্য
মিথ্যা হইবে, সে দাসী হইবে । কজ্ঞও
এ কথায় সন্মত হয় । পরে আমার সঙ্গে
সে তথ্যান্বগণার যায়, কিন্তু ছলনা দ্বারা সে
আমাকে পরাজিত করে । বলবান বিধি,
কি কি কার্য্যই না করেন? ওহে দ্বিজমুজ,
কস্তাপনন্দন । আমি এই ভাবে দাসীহ প্রাপ্ত

ব্রহ্মোবাচ ।

তুষ্ণীং তদা বভূবাসৌ গরুড়োহতীব হৃৎপিতঃ ।

ন কিঞ্চিদুচে জননীর চিন্তয়ন ভবিতব্যতাম্ ॥

কজ্ঞঃ কদাচিৎ সা প্রাহ পুত্রাণাং হিতমিচ্ছতী

আত্মনো ভূতমিচ্ছতী বিনতাং খগমাতরম্ ॥

কজ্ঞরুবাচ ।

পুত্রঃ সূর্য্যং নমস্কর্তুঃ তব ষাত্যনিবারিতঃ ।

অহো লোকত্রয়েহপ্যস্মিন ধন্তাসি বত দান্তপি

ব্রহ্মোবাচ ।

স্বহৃৎ গৃহমানা সা কজ্ঞঃ প্রাহ সুবিস্মিতা ॥ ১৪

বিনতোবাচ ।

তব পুত্রোহস্ত কিমতি রবিং জষ্টুং ন ষাস্তি চ ॥ ১৫

কজ্ঞরুবাচ ।

পুত্রান্নদীয়ান সুভগে নয় নাগালয়ং প্রতি ।

সমুদ্রস্ত সমীপে তু তদাস্তে নীতলং সরঃ ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

সুপর্ণস্তবহরাগান কজ্ঞক বিনতা তথা ।

ততঃ প্রোবাচ মুদিতা বৈনতেয়া মাতরম্ ॥ ১৭

হইয়াছি । আমি দাসী হইয়াছি বলিয়া
সুতরাং তুমিও দাস হইয়াছ । ১—১০ ।
গরুড় তখন অতীব হৃৎপিত হইয়া চুপ করিয়া
থাকিল, ভবিতব্যতা চিন্তা করিয়া জননীকে
কিছুই কহিল না । পুত্রহিতার্থিনী কজ্ঞ
একদা আত্মোৎকর্ষ সাধন-মানসে খগমাতা
বিনতাকে কহিলেন,—অহো! তোমার পুত্র
অনিবারিতভাবে সূর্য্যকে নমস্কার করিতে
যায়; তুমি দাসী হইলেও এই লোকত্রয়
মধ্যে ধন্তা । ব্রহ্মা বলিলেন,—বিনতা নিজ
হৃৎ গোপন করত বিস্মিতা হইয়া কজ্ঞকে
কহিলেন,—তোমার পুত্রেরা রবিকে দেখিতে
যায় না কেন? কজ্ঞ কহিলেন,—সুভগে ।
আমার পুত্রগণকে নাগালয়ে লইয়া চল ।
উহা সমুদ্রসমীপে অবস্থিত একটী নীতল
সরোবর । ব্রহ্মা বলিলেন,—সুপর্ণ নাগ-
গণকে এবং বিনতা কজ্ঞকে বহন করত লইয়া
চলিল । কজ্ঞ তখন মুদিতা হইয়া বৈনতেয়ের

সুরাণাং নেতু নিলয়ং গরুড়ো মংসুতানিতি ।

পুনঃ প্রাহ সৰ্পমাতা গরুড়ং বিনয়ান্তিতম্ ॥ ১৮

সৰ্পমাতোবাচ ।

পুত্রা মে ভ্রষ্টমিচ্ছন্তি হংসং ত্রিজগতাং গুরুম্ ।

নমস্কৃত্য ততঃ সূর্য্যমেষান্তি নিলয়ং মম ।

হণ্ডে ত্বং নয় পুত্রায়ে সূর্য্যমণ্ডলমবহম্ ॥ ১৯

ব্রহ্মোবাচ ।

সা বেপমানা বিনতা দীনা কজ্জমভাবত ॥ ২০

বিনতোবাচ ।

নাহং কমা সৰ্পমাতঃপুত্রো মে নেষাতে সূতান্

দৃষ্ট্বা দিনকরং দেবং পুনরেব প্রযান্ত তে ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

বিনতা স্মৃতং প্রাহ বিহগানামধীশ্বরম্ ।

নমস্কৰ্ত্তুমথেচ্ছন্তি নাগাঃ স্বামিহমাগতাঃ ॥ ২২

ভাষন্তমিত্যুবাচেযং মাং সৰ্পজননৌ হঠাৎ ।

তথৈত্যান্তা স গরুড়ো মামারোহন্ত পরগাঃ ॥

তদাক্রুৎ সৰ্পসিন্তং গরুড়ং বিহগাধিপম্ ।

মাতাকে কহিলেন,—গরুড় আমার পুত্র-

গণকে সুরগণের নিলয়ে লইয়া যাউক ।

এই বলিয়া সেই নাগমাতা আবার কহিলেন,

—আমার পুত্রের ত্রিজগতের গুরু সূর্য্যকে

দেখিতে ইচ্ছা করে । তাহার সূর্য্যকে

নমস্কার করিয়া তার পর আমার

নিলয়ে কিরিয়া আসিবে । ওগো! তুমি

প্রতিদিন আমার পুত্রগণকে সূর্য্যমণ্ডলে

লইয়া যাইও । ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই

বিনতা তখন দীনা ও বেপমানা হইয়া কজ্জকে

কহিলেন,—সৰ্পমাতঃ! আমি তাহাতে সন্মম

নাহি; আমার পুত্র তোমার পুত্রগণকে লইয়া

যাইবে; তাহার দেব দিনকরকে দেখিয়া

আবার কিরিয়া আসিবে ॥ ১১—২১ । ব্রহ্মা

বলিলেন,—বিনতা বিহগাধীশ্বর নিজ পুত্রকে

বলিলেন,—প্রভু প্রাপ্ত নাগগণ সূর্য্যকে

নমস্কার করিতে ইচ্ছা করে । এই সৰ্প-

জননৌ আমাকে সহসা এ কথা বলিলেন ।

গরুড় তৎশ্রবণে কহিল—আচ্ছা তবে

তাহাই হউক । পরগেরা আমাতে

শনৈঃ শনৈরুপগমদ্বয়ং দেবো দিবাকরঃ ।

তে দহমানান্তৌক্লেম ভাসুতাপেন বিব্যাথুঃ ॥

সৰ্পা উচুঃ ।

নিবর্ত্তয় মহাপ্রাজ পতঙ্গায় নমো নমঃ ।

অলং সূর্য্যস্ত সদনং দক্ষাঃ সূর্য্যস্ত তেজসা ।

যামন্তুয়া বা গরুড় বিহায় স্বামথাপি বা ॥ ২৫

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং নাগৈক্কচ্যমান আদিত্যং দর্শয়ামি বাঃ ।

ইত্যুক্তা গগনং শীঘ্রং ভ্রগামাদিত্যসম্মুখং ॥ ২৬

দক্ষভোগান্ততো নাগা নিপেতুর্ধরণীঃ প্রতি ।

বহবঃ শতসাহস্রাঃ পীড়িতা দক্ষবিগ্রহাঃ ॥ ২৭

পুত্রাণামার্ত্তসন্নাদং পতিতানাং মহীতলে ।

আশ্বাসিতুং সমাযাতা তান্ সা কজ্জাঃ সুবিস্ময়া

উবাচ বিনতাং কজ্জস্তত্র পুত্রোহতিহৃক্কতম্ ।

কৃতবানতিহৃষ্মেধা যেধাঃ শান্তিন্ বিত্ততে ॥ ২৯

আরোহণ করুক ।" পরে সেই সৰ্পসিন্তগণ

বিহগাধিপ গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া

শনৈঃ শনৈঃ যেখানে দিবাকর আছেন, তথায়

যাইতে লাগিল । ক্রমে তাহার ভাসুতাপে

দহমান হইয়া বাধিত হইল এবং বলিল,—

হে মহাপ্রাজ! নিবর্ত্ত হও । আমরা এখান

হইতে পতঙ্গ সূর্য্যকে নমস্কার করি । সূর্য্যের

সদন গমনে আমাদের প্রয়োজন নাই । সূর্য্য-

তেজে দক্ষ হইলাম । গরুড়! তোমার সহিতই

হউক কিম্বা, তোমাকে ছাড়িয়াই হউক আমরা

কিরিয়া যাইব । ব্রহ্মা বলিলেন,—গরুড়,

নাগগণ কর্ত্তক উক্তরূপে উচ্যমান হইয়াও

“তোমাদিগকে আদিত্য দেখাই” এই বলিয়া

শীঘ্র আদিত্যসম্মুখে যাইতে লাগিলে বহু

নাগ দক্ষগণা হইয়া ধরণীতলে নিপতিত

হইল । উহাদিগের মধ্যে শত সহস্র নাগ

দক্ষদেহ ও তিতান্ত পীড়িত হইয়াছিল ।

মহীতলে পতিত সেই পুত্রগণের আৰ্ত্তনাদ

শ্রবণে কজ্জা বিস্মলচিত্তে তাহাদিগকে

আশ্বাসদানার্থ তথায় আগমন করিলেন ।

তিনি বিনতাকে কহিলেন,—তোমার পুত্র

অতি হৃষ্মেধা, সে অতি হৃষ্ম করিয়াছে । সে

নাশ্বখা কর্তুমায়ান্তি স্বামিবাক্যং কণীশ্বরঃ ।
 স কণ্ডপো বৃহত্তেজা যদাত্ত স্তাদনাময়ম্ ॥ ৩০
 তবৈচ্চৈবং কথংশাস্তিঃ পুত্রাণাং মম ভামিনি ।
 কল্পাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বিনতা হৃতিভীতবৎ ।
 পুত্রমাহ মহাত্মানং গরুড়ং বিহঙ্গাধিপম্ ॥ ৩১
 বিনতোবাচ ।

নেদং যুক্ততরং পুত্র ভূষণং বিনতেন হি ।
 বৰ্জিতুঃ যুক্তমিত্যুক্তং বপরীত্যং ন যুক্ত্যতে ॥
 নামিত্রেষপি কর্তব্যং সন্তিজিহ্বং কদাচন ।
 শ্রোত্রিয়ে চাস্ত্যজে বাপি সমং চন্দ্রঃ প্রকাশতে ॥
 কুর্দন্ত্যনিষ্টং কপটৈস্ত এব মম পুত্রক ।
 প্রসহ কর্তুং যে সাক্ষাদশক্তাঃ পুরুষাধমাঃ ॥ ৩৫
 ব্রহ্মোবাচ ।

বিনতা চ ততঃ প্রাহ কজং তাং সর্পমাতরম্ ॥
 বিনতোবাচ ।

কিং কল্পা শাস্তিরভ্যোতি পুত্রাণাস্তেকরোমিতং

হুজ্জিয়ার আর শাস্তি নাই! স্বামি বাক্যের
 অন্তথা করা বিধেয় নহে। কণীশ্বর বৃহত্তেজা
 কণ্ডপ যদি এখন এখানে আইসেন, তবেই
 ইহাদিগের অনাময় হইতে পারে। ভামিনি!
 আমার পুত্রগণের কিরূপে শাস্ত হইবে?
 কজর সেই বাক্য শুনিয়া বিনতা অতি
 ভীতভাবে মহাত্মা, বিহঙ্গাধিপ পুত্র গরুড়কে
 কহিলেন,—পুত্র! ইহা যুক্ততর নহে, বিনয়-
 সম্বন্ধিত ব্যবহার করাই বিধেয়; এইরূপই
 শাস্ত্রবাক্য। ইহার বৈপরীত্য করা
 যোগ্য নহে। সজ্জনগণের পক্ষে অমিত্র-
 জনেও জিজ্ঞা ব্যবহার কদাচ কর্তব্য
 নহে। দেখ, কি শ্রোত্রিয়, কি অন্ত্যজ—চন্দ্র
 উভয়ত্রই সমভাবে প্রকাশিত হয়েন। হে
 পুত্র! যে পুরুষাধমেরা বলপূর্বক অপকার
 করিতে অশক্ত, তাহারাই কপটতা সহকারে
 অনিষ্টাচরণ করে। ব্রহ্মা বলিলেন,—
 পরে বিনতা সেই সর্পমাতা কজকে
 কহিলেন,—কি করিলে তোমার পুত্রগণের
 শাস্তি হইবে, তাহা বল, করিতেছি।

জরয়া তু গৃহীতাস্তে বদ শাস্তিকরোমি তৎ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

কজরপ্যাহ বিনতাং রসাতলগতং পয়ঃ ।
 তেনাভিষেচিতানাং মে পুত্রাণাং শাস্তিরেষ্যতি
 কল্পাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা রসাতলগতং পয়ঃ ।
 ক্ষণেনৈব সমানীয নাগাংস্তানভ্যবেচয়ৎ ।
 ততঃ প্রোবাচ গরুড়ো মঘবানং শতক্রতুম্ ॥ ৩৯
 গরুড় উবাচ ।

মেঘাশ্চাপ্যত্র বর্ষস্ত ত্রৈলোক্যস্থোপকারিণঃ ॥ ৪০

ব্রহ্মোবাচ ।

তথা ববর্ষ পর্জন্তো নাগানামভবচ্ছিবম্ ।
 রসাতলভবং গাঙ্গং নাগসঞ্জীবনং পয়ঃ ॥ ৪১
 জর্যশোকবিনাশার্থমানীতং গরুড়েন যৎ ।
 যত্রাভিষেচিতা নাগাস্তন্নাগালয়মুচ্যতে ॥ ৪২
 গরুড়েন যতো বারি আনীতং তদ্রসাতলাৎ ।
 তদগাঙ্গং বারি সর্বেষাং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥
 জরয়া বারণং যস্মান্নাগানামভবচ্ছিবম্ ।
 রসাতলভবং গাঙ্গং নাগসঞ্জীবনং যতঃ ॥ ৪৪
 জর্যশোকবিনাশার্থং গঙ্গায়া দক্ষিণে তটে ।

উহার। জরাক্রান্ত হইয়াছে। উহাদের
 শাস্তি বিধান করিতেছি। ১২২—৩৭। ব্রহ্মা
 বলিলেন,—কজ তখন বিনতাকে কহি-
 লেন,—রসাতলে যে জল আছে, তাহা দ্বারা
 অভিষেচিত হইলে আমার পুত্রগণের শাস্তি
 হইবে। গরুড়, কজর সেই বচন শ্রবণে
 ক্ষণমাত্রেই রসাতলগত জল আনয়নপূর্বক
 অভিষেচিত করিল। তার পরে মঘবানকে
 কহিল,—এখানে ত্রৈলোক্যের উপকারী
 মেঘেরাও বর্ষণ করুক। ব্রহ্মা বলিলেন,
 —পর্জন্ত তখন সেখানে বর্ষণ করিলেন;
 তাহাতে নাগগণের শাস্তি হইল। গরুড়
 যে নাগগণের সঞ্জীবনার্থ জর্যশোক-বিনাশক
 রসাতলভব গাঙ্গবারি আনয়ন করেন, সেই
 গঙ্গাবারি সকলেরই সর্বপাপনাশক। রস-
 তলভব যে গঙ্গাজল দ্বারা নাগগণের মঙ্গল
 সাধিত হইয়াছিল, এবং নাগগণ দ্বারা
 প্রভাবে সঞ্জীবিত হইয়াছিল, জর্যবারণ যে

সাক্ষাৎসংবাহা বজ্রা সাতবরদী ।

জয়দারিদ্র্যসস্তাপহারিণী ক্লেশবারিণী ॥ ৪৫

রসাতলভবা গঙ্গা মর্ত্যালোকভবা তু যা ।

তমোচ্চ সঙ্গমো যঃ স্রাৎ কিং পুনস্তত্র বণাতে

যস্তানুস্মরণাদেব নাশঃ যাস্ত্যঘসঞ্চয়াঃ ।

তত্র চ স্নানদানানাং ফলঃ কো বক্তুমীশ্বরঃ ॥ ৪৭

সপাদং তত্র তীর্ণানাং লক্ষমাহর্ষনৌষিণঃ ।

সর্বসম্পত্তিদাতৃণাং সর্বপাপোষহারিণাং ॥ ৪৮

বজ্রাসঙ্গমসমং তীর্থং কাপি ন বিজ্ঞতে ।

বদন্তুস্মরণেনাপি বিপত্ত্যন্তে বিপদয়ঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীভাস্ক্রে বজ্রাসঙ্গমাদিসপাদলক্ষতীর্ণ-

বর্ণনমেকোনষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

গঙ্গাজল নাগগণের জরাসোক-বিনাশার্থ
আনীত হয়, তাহাই গঙ্গার দক্ষিণ তটে
সাক্ষাৎ অমৃতসংবাহা বজ্রা নামী নদী হই-
য়াছে । ঐ নদী জরাদারিদ্র্য-সস্তাপহারিণী
ও ক্লেশবারিণী । ঐ রসাতলভবা গঙ্গা ও
মর্ত্যালোকভবা গঙ্গা,—এতদ্বয়ের যে স্থলে
সঙ্গম ঘটিয়াছে, সেই স্থানের মহিমা কি
বর্ণিব ? যাহার স্মরণমাত্রেই অঘসঞ্চয় নাশ
পায় । তথায় স্নান-দানের ফল কে বলিতে
পারে ? সেই স্থানে সপাদ (সওয়া) লক্ষ
তীর্থ আছে, মনীষিগণ এইরূপই বলেন ।
উহার সর্বসম্পত্তিদায়ক ও সর্বপাপসমূহের
নাশক । যাহার অস্মরণ মাত্রেও বিপদগণ
বিপন্ন হয়, সেই বজ্রাসঙ্গম সদৃশ তীর্থ
আর কোথাও নাই । ৩৮—৪৯ ।

উনষষ্ঠাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৯ ॥

ষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবাগমঃ নাম তীর্থং সর্বকামপ্রদং শিবম্ ।

ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং পিতৃণাং তৃপ্তিকারকম্ ॥ ১

তত্র বৃত্তং সমাধ্যাস্তে তব যত্নেন নারদ ।

দেবানাং সুরাণাঞ্চ স্পর্শাভুকনহেতবে ।

স্বর্গঃ সুরাণামভবদসুরাণামিলাভবৎ ॥ ২

কর্মভূমিমবষ্টেভ্য অসুরাঃ সর্বতোহভবন্ ।

দেবানাং যজ্ঞভাগাংশ্চ দাতুন্ সন্ত্যাসুরান্ততঃ ॥

ততঃ সুরগণাঃ সর্কে যজ্ঞভাগৈবিনা কৃতাতঃ ।

ব্যাধিতা মামুপাজমুঃ কিং কৃতামিত চাক্রবন্ ॥ ৪

মযা চোক্তাঃ সুরগণা যুদ্ধে জিহ্বাসুরান বলাৎ

ভুবং প্রাপ্যথ কর্ম্মাণি হবীংষি চ যশাংসি চ ॥ ৫

তথেষ্টাক্রা গতা দেবা ভূমিং তে সমরার্থিনঃ ॥

দৈত্য্যশ্চ দানবাস্চৈব রাক্ষসা বলদর্পিতাঃ ।

একীভূতা যযুস্তেহপি জয়িনো যুদ্ধকাজ্জিগঃ ॥ ৭

ষষ্ঠাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবাগমনামক তীর্থ,—
নরগণের সর্বকামপ্রদ, শুভসাধক, মুক্তি-
দায়ক, ও পিতৃগণের তৃপ্তিকারক । নারদ !
তদ্বিষয়ে তোমার নিকট বৃত্তান্ত বলিতেছি,
সযত্নে শুন । পূর্বে দেব ও অসুরগণের
ধনহেতু বিবাদ উপস্থিত হয় । তাহাতে
সুরগণের স্বর্গ এবং অসুরগণের পৃথিবী
অধিকৃত হয় । অসুরগণ এই কর্ম্মভূমিকে
সর্বতঃ অধিকার করিয়া পরে দেবগণের
যজ্ঞভাগদাতা জনগণকে হনন করিতে
লাগিল । তাহাতে সুরগণ যজ্ঞভাগবিহীন
হওয়ায় ব্যাধিত হইয়া আমাকে আসিয়া
কহিলেন,—“কি করা কর্তব্য ?” আমি বলি-
লাম,—“সুরগণ ! তোমরা যুদ্ধে অসুর-
গণকে বলপূর্বক জয় করিয়া ভূমি লাভ কর ;
তাহা হইলেই কর্ম্ম, হবিঃ ও যশ প্রাপ্ত
হইবে ।” দেবগণ “তাহাই করিব” বলিয়া
সমরার্থে ভূমিতে গমন করিলেন । এদিকে
দৈত্যগণ, দানবগণ ও বলদর্পিত রাক্ষসগণ

অহিরুজ্জৈ বালিস্তা ঈর্ষমুচিঃ শব্দরো ময়ঃ ।
 এতে চাস্তে চ বহবো যোদ্ধারো বলদর্পিতাঃ ॥
 অগ্নিরিশোহং বরুণস্তপ্তা পুষা তথাশ্বিনৌ ।
 মরুতো লোকপালাঃ নান্যযুদ্ধবিশারদাঃ ।
 তে দানবাঃ সর্ব এব যাম্যাং বৈ দিশি সঙ্গরে
 অকুর্বন্ত মহাযত্নং দক্ষিণার্ণবসংস্থিতাঃ ॥১০
 ত্রিকূটঃ পর্বতশ্রেষ্ঠো রাক্ষসানাং পুরাতনবৎ ।
 তদ্বনেন যযুঃ সর্বে ভৈঃ সান্নিঃ দক্ষিণার্ণবম্ ॥১১
 সর্বেষাং মেলনং যত্র পশ্যতো মলয়স্ত সঃ ।
 মলয়স্থাপি দেশোহসৌ দেবারীণামভূতদা ॥১২
 দেবানাং গোতমীতীরে তত্র সন্নিহিতঃ শিবঃ ।
 ইতি তেষাং সমাযোগো দেবানামভবৎ কিল ॥
 দেবাঃ স্বরধমারুচাস্তত্র তত্র সমাগমন্ ।
 গোতম্যাঃ সরিদম্বায়াঃ পুলিনে বিমলাশয়াঃ ।
 প্রসন্নভীষ্টদা য়া স্যাৎ পিতৃগণিলস্ত তু ॥১৪
 ততো দেবগণাঃ নরৈঃ স্তত্রা বিষ্ণুমহেশ্বরৌ ।

সকলে মিলিত হইয়া জয়াভিলাষে যুদ্ধ-
 কাঙ্ক্ষায় প্রস্থিত হইল। তন্মধ্যে আহি,
 বৃত্র, বলি, ত্বাষ্টি, নমুচি, শব্দর, ময়,—ইহার
 এবং আরও বলদর্পিত বহু যোদ্ধা ছিল।
 দেব পক্ষেও অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, ঋষি, পুষা,
 অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎসকল, এবং অজ্ঞাত
 লোকপালগণ ও নান্যযুদ্ধবিশারদ আরও
 অনেকে ছিলেন। দানবদল সবলেই
 দক্ষিণদিকে যাইয়া দক্ষিণার্ণবে থাকিয়া যুদ্ধার্থ
 মহা উদ্যোগ করিল; পূর্ব হইতেই পর্বত-
 শ্রেষ্ঠ ত্রিকূট, রাক্ষসদিগের অধিকারে ছিল;
 দানবদল সেই ত্রিকূটের বনমধ্য দিয়া সক-
 লেই যাইয়া মলয়পর্বতে মিলিত হইল।
 সেই মলয়প্রদেশও তখন দানবগণেরই
 অধিকৃত হইল। গোতমীতীরে যেখানে
 শিব সন্নিহিত আছেন, সেই স্থানেই দেব-
 গণের সন্মিলন হইল। ১—১৩। যিনি
 প্রসন্ন হইয়া অখিল পিতৃগণের অভীষ্ট দান
 করেন, বিমলাশয় দেবগণ, সেই নদীমাতা
 গোতমীর পুলিনে স্ব-স্ব রথারোহণে সেই
 সেই স্থানে সমাগত হইলেন। তারপর

অত্রসং চিত্তয়ামাস্তে সর্বেহুথ পরম্পরম্ ॥১৫
 দেবা উচুঃ ।
 অত্রাপ্যপায়ঃ কোহস্মাকংনির্জিতানাংপটৈরহীতাং
 একমেবাত্র নঃ শ্রেয়ো বিজয়ো বাথবা মৃতিঃ ।
 সপত্নৈরভিভূতানাং জীবিতং ধিমান্বিনাম্ ॥১৬
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এতস্মিন্নহরে পুত্র বাণবাচাশরীরিণী ॥ ১৭
 আকাশবাণবাচ ।
 ক্রেশেনানাং সুরগণা গোতমীমাণ্ড গচ্ছত ।
 ভক্ত্যা হরিহরৌ তত্র সমাধায়তেষরৌ ॥ ২৮
 গোদাবরীয়াস্তয়োশ্চৈব প্রসাদাৎ কিম্ হৃৎকরম্ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 প্রসন্নভাভ্যাং হরীশাভ্যাং দেবা জয়মভীষিতম্
 অবাপ্য সর্বতো জঘুঃ পালয়ন্তো দিবৌকসঃ ॥
 যত্র দেবাগমো জাতস্ততীর্থং তেন বিজ্ঞতম্ ।
 দেবাগমং প্রশংসন্তি মুনয়স্তদ্বদশিনঃ ॥ ২১
 তত্রাশীতিসহস্রাণি শিবলিঙ্গানি নারদ ।

দেবগণ সকলেই পরস্পর মিলিত হইয়া বিষ্ণু
 ও মহেশ্বরকে স্তব করিয়া অভয় কামনা
 করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—
 শত্রু কর্তৃক বলবশে নির্জিত আমাদের
 এক্ষণে উপায় কি? এ অবস্থায় আমাদের
 হয় বিজয়, নয় মরণ,—ইহার যে কোন
 একটাই শ্রেয়ঃ। সপত্নগণে আভূত মনসি-
 গণের জীবনে ধিক্! ব্রহ্মা বলিলেন,—
 পুত্র, নারদ! ইত্যবসরে অশরীরিণী বাণী
 হইল,—“সুরগণ! হুঃখ করিও না। তোমরা
 আশু গোতমীতীরে যাও। সেখানে ভক্তি
 সহকারে ঈশ্বর হরি-হরের আরাধনা কর।
 সেই হার ও হরের এবং গোদাবরীর প্রসাদে
 কিই-বা তুল্য থাকে?” ব্রহ্মা বলিলেন,—
 পরে সেই হার ও ঈশ্বরের প্রসাদে সেই যুদ্ধে
 দেবগণ অভীষিত জয় প্রাপ্ত হইয়া প্রতি-
 গমনপূর্বক সমগ্র ভুবনের পালন করিতে
 লাগিলেন। যেখানে দেবগণের সমাগম
 ঘটয়াছিল, সেই স্থান দেবাগম নামক
 বিজ্ঞত তীর্থ। তদ্বদশী মুনীগণ উহার

দেবাগমঃ পৰ্বতোহসৌ প্রিয় ইত্যপি কথ্যতে
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং দেবপ্রিয়মতো বিদুঃ ॥২২

ইতি ত্রীত্রাঙ্কে দেবাগমতীর্থবর্ণনং নাম
ষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬০ ॥

একষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োবাচ ।

কুশতৰ্ণমাখ্যাতং প্রণীতাসঙ্গমং তথা ।

তীর্থং সৰ্বৈষু লোকেষু ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম ।

তস্তা স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু পাপহরং শুভম্ ॥ ১

বিক্যস্ত দক্ষিণে পার্শ্বে সহো নাম মহাগিরিঃ ।

যদন্ত্ৰিভ্যোহভবন্নদো গোদাতীমরখীমুখাঃ ॥

যত্রাভবত্তদ্বিরজমেকবীর্য চ যত্র সা ।

ন তস্তা মহিমা কৈশ্চিদপি শাক্যোহনুবর্ণিতম্ ॥৩

তন্মি্ন গিরৌ পুণ্যদেশে শৃণু নারদ যত্নতঃ ।

প্রশংসা করিয়া থাকেন । নারদ ! ঐ স্থানে
অশীতি সহস্র শিব-লিঙ্গ বর্তমান । ঐ
পৰ্বতের নাম দেবাগম । উহা 'প্রিয়' নামেও
কথিত হয় । সেই হইতেই ঐ তীর্থ দেব-
প্রিয় হইয়াছে । সুধীগণ ইহা অবগত
আছেন ১৪—২২ ।

ষষ্ঠাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ! ১৬০ ॥

একষষ্ঠাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কুশতৰ্ণ ও প্রণীত-
সঙ্গম নামে সৰ্বলোক-বখ্যাত যে তীর্থ
আছে, তাহা ভুক্তিমুক্তিপ্রদ । উহার
শুভ পাপহর স্বরূপ বর্ণিতোঁছি, শুন । বিক্য
পৰ্বতের দক্ষিণপার্শ্বে সহ নামে এক মহাগিরি
আছে । উহারই পাদদেশ হইতে গোদাবরী,
তীমরখী, প্রভৃতি নদী সকল প্রবাহিত
হইয়াছে । ঐ স্থানেই বিজয় তীর্থ ও
একবীর্য নদী আছে । সেই মহৎ পৰ্ব-
তের মহিমা কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ নহে ।

গুহাদ্গুহতরং বক্ষ্যে সাংক্কাহেদোদিতং শুভম্
যন্ন জানন্তি মুনয়ো দেবাশ্চ পিতরোহনুমাঃ ।

তদহং প্রীতয়ে বক্ষ্যে শ্রবণাৎ সৰ্বকামদম্ ॥ ৫

পরঃ স পুরুষো জ্ঞেয়ো হব্যাক্তোহক্ষর এব তু

অপরশ্চ ক্ষরন্তস্মাৎ প্রকৃত্যবিত এব চ ॥ ৬

নিরাকার্য সাবয়বঃ পুরুষঃ সমজায়ত ।

তস্মাদাপঃ সমুদ্ভূতা অভ্যশ্চ পুরুষস্তথা ॥ ৭

তাভ্যামজং সমুদ্ভূতং তত্রাহমভবং মুনৈ ॥ ৮

পৃথিবী বায়ু আকাশ আপো জ্যোতিস্তথৈব চ ।

এতে মন্তঃ পূৰ্বতরা একদৈবাতবনুনে ॥ ৯

এতানেব প্রপশ্যামি নাস্তৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ।

নৈব বেদান্তদা চাস্মাহ দৃষ্টোহস্মি কিস্কন ॥১০

যস্মাদহং সমুদ্ভূতো ন পশ্যেয়ং তমপ্যথ ।

তুকাং হিতৈ ময়ি তদা অশ্রোয়ং বাচমুত্তমাম্ ॥

সেই গিরির কোনও পুণ্য প্রদেশে ঐ তীর্থ
দ্বয়ের উৎপত্তি হয় । নারদ ! তুমি সাবধানে
শ্রবণ কর । আমি গুহাৎ গুহতর
বেদোদিত শুভ বৃত্তান্ত বলিতেছি ।
মুনিগণ, দেবগণ, পিতৃগণ, অসুরগণ—কেহই
যাহা জানেন না, যাহা শ্রবণেই সৰ্বকামপ্রদ,
আমি সেই বৃত্তান্ত প্রীতিবশতঃ তোমাকে
বলিতেছি । সেই অব্যক্ত পুরুষকে পর ও
অক্ষয় বলিয়া জানিও । তাহা হইতে প্রকৃতি-
সম্বিত্ত অপর ক্ষর পুরুষ জন্মে । নিরাকার
অব্যক্ত হইতে সাকার পুরুষের জন্ম হয় ।
তাঁহা হইতে আপ, আপ হইতে পুরুষ
(নারায়ণ) উদ্ভূত হইলেন । সেই আপ ও
পুরুষ হইতে একটি পদ্য জন্মে । হে মুনৈ !
আমি সেই পদ্যে জন্মিয়াছি । পৃথিবী, বায়ু,
আকাশ, আপ, ও জ্যোতি,—ইহার আমি
অপেক্ষা পূরতর, কিন্তু হে মুনৈ ! একদাই
এই সমস্ত হইয়াছে । আমি জন্মিয়া এই
গুলিই দেখিতে পাই, আর স্বাবর জঙ্গম
কিছুই ছিল না । তখন বেদ ছিল না ;
এবং আমিও অপর কিছুই দেখি নাই ।
১—১১ । পরে আমি বাহা হইতে উৎপন্ন
হইয়াছি, তাঁহাকেও দেখিতে পাইলাম না !

আকাশবাণুবাচ ।

ব্রহ্মন কুরু জগৎ সৃষ্টিং স্বাবরন্ত চরন্ত চ ॥১২

ব্রহ্মোবাচ ।

ততোহহমব্রবং বাচং পুরুষাং তত্র নারদ ।

কথং ব্রহ্মে ক বা ব্রহ্মে কেন ব্রহ্ম ইদং

জগৎ ॥ ১৩

সেব বাগবদ্বৈদেবৌ প্রকৃতিষাভিধীয়তে ।

বিষ্ণুনা প্রেরিতা মাতা জগদীশা জগন্ময়ী ॥১৪

আকাশবাণুবাচ ।

যজ্ঞঃ কুরু ততঃ শক্তিস্তে ভবিত্রী ন সংশয়ঃ ।

যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতোষা ঋতব্রহ্ম সনাতনৌ ॥

কিং যজ্ঞনামসাধ্যং স্মাদিহ লোকে পরত্র চ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

পুনস্তামব্রবং দেবীঃ ক বা কেনেতি তদ্বদ ।

যজ্ঞঃ কার্ষ্যো মহাভাগে ততঃ সোবাচ মাস্প্রতি

ওঙ্কারভূতা যা দেবী মাতৃকল্পা জগন্ময়ী ॥ ১৭

আকাশবাণুবাচ ।

কর্ষভূমৌ যজ্ঞস্বেহ যজ্ঞেশং যজ্ঞপুরুষম্ ।

স এব সাধনস্তে স্তান্তেন তং যজ সুব্রত ॥ ১৮

তখন আমি চূপ করিয়া থাকিলাম । ক্রমে উত্তমাবাগী শুনিতে পাইলাম যে, ব্রহ্মন! স্বাবর ও চর এই উভয়বিধ জগতের সৃষ্টি কর । ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ! আমি তখন পুরুষ-স্বরে কহিলাম,—কেমনে সৃষ্টি করিব? কোথায় বা সৃষ্টি করিব? কিসের দ্বারা বা এ জগৎ সৃষ্টি করিব? যিনি প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত হইলেন, সেই জগদীশ, জগন্ময়ী মাতাই বিষ্ণু কর্তৃক প্রেরিতা হইয়া পুনরায় কহিলেন,—যজ্ঞ কর; তাহা হইলেই তোমার শক্তি লাভ হইবে; সংশয় নাই। “যজ্ঞই বিষ্ণু” এইরূপ ব্রহ্মসনাতনো ঋতি আছে। যজ্ঞকারী ব্যক্তির ইহ বা পরলোকে অসাধ্য কি আছে? ব্রহ্মা বলিলেন, আমি এখন পুনরায় ঠাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাভাগে! কোথায়, কিসের দ্বারা বা যজ্ঞ করিব? তাহা বল। যিনি জগন্ময়ী ও জগতের মাতৃকল্পা, সেই ওঙ্কার-দ্বারা আকাশবাণী কহিলেন,—এই কর্ষভূমিতে

যজ্ঞঃ স্বাছা স্বধা মজ্জা ব্রাহ্মণা হবিরাদিকম্ ॥১৯

হরিরেবাখিলং তেন সর্বং বিষ্ণোরবাণ্যন্তে ॥২০

ব্রহ্মোবাচ ।

পুনস্তামব্রবং দেবীঃ কর্ষভূঃ ক বিধীয়তে ॥২০

তদা নারদ নৈবাসীভাগীরথ্য নন্দদা ।

যমুনা নৈব তাসী সা সরস্বত্যাথ গোতমী ॥ ২১

সমুদ্রো বা নদঃ কশিপ্র সরঃ সরিত্তোহমলাঃ ।

সা শক্তিঃ পুনরপ্যেবং যামুবাচ পুনঃপুনঃ ॥২২

দৈবী বাণুবাচ ।

সুমেয়োদক্ষিণে পার্শ্বে তথা হিমবতো গিরেঃ ।

দক্ষিণে চাপি বিদ্যাস্ত সছাচ্চৈবাথ দক্ষিণে ।

সর্বস্তু সর্বকালে তু কর্ষভূমিঃ শুভোদয়া ॥২৩

ব্রহ্মোবাচ ।

তত্ত্ব বাক্যমথো ঋত্বা ত্যক্তা মেকং মহাগিরিম্

তং প্রদেশমথাগতা স্তাতব্যং কৈত্যচিস্তয় ।

ততো মামব্রবীৎ সেইব বিষ্ণোরবাণ্যশরীরী ॥২৪

আকাশবাণুবাচ ।

ইতো গচ্ছ ইত্যন্তষ্ঠ তথোপবিশ চাত্র হি ।

যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষকে যজ্ঞন কর, তিনিই তোমার যজ্ঞীয় সাধন হইবেন। হে সুব্রত! ঠাঁহা দ্বারাই ঠাঁহাকে যজ্ঞন কর। যজ্ঞ, স্বাছা, স্বধা, মজ্জা সকল, ব্রাহ্মণ হবিঃ প্রভৃতি—সেই সমস্ত হরিরই; সেই জম্বাই হরি হইতে সমস্ত পাওয়া যায়। ১১—১২। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি পুনরায় তাহাকে কহিলাম,—কর্ষভূমি কোথায়? নারদ! তখন ভাগীরথী, নন্দদা, যমুনা, তাসী, সরস্বতী, গোতমী, সমুদ্র, নদ, সরিৎ, সরোবর—ইত্যাদি কোনই অমল জলাশয় ছিল না। সেই শক্তি পুনর্বার আমাকে বারংবার কহিলেন—সুমেক হিমবান্ এবং সছাদ্রিও দক্ষিণে সকলেরই সর্বকালে শুভোদয়া কর্ষভূমি বিদ্যমান। ব্রহ্মা বলিলেন,—আকাশবাণীর সেই বাক্য-শ্রুতিয়া আমি মহাগিরি মেককে পরিত্যাগপূর্বক সেই প্রদেশে আসিয়া কোথায় থাকিব; তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। অমন্তর বিষ্ণু সেই অশরীরী বণীই আমাকে কহিলেন,—

সকলঃ কুরু যজ্ঞস্ত স তে যজ্ঞঃ সমাপাতে ॥২৫
কৃতে চৈবান্থ সঙ্কল্পে যজ্ঞার্থে সুরসত্তম ।
যজ্ঞদত্তাখিলা বেদা বিধে তত্ত্বং সমাচর ॥ ২৬
ব্রহ্মোবাচ ।

ইতিহাসপুরাণানি যদন্তচ্ছব্দগোচরম্ ।
যতো যুধে মম প্রায়াদভূত স্মৃতিগোচরম্ ॥২৭
বেদার্থশ্চ ময়া সর্বো জ্ঞাতোহসৌ তৎক্ষণেন চ
ততঃ পুরুষহৃত্তঃ তদন্তরং লোকবিক্রমতম্ ॥২৮
যজ্ঞোপকরণং সর্বং তদন্তরং অকল্পয়ম্ * ।
অহং হিহা যত্র দেশে শুচিভূত্বা যতাত্ত্বান্ ।
দীক্ষিতো বিপ্রদেশোহসৌ মন্নাত্ত্বপ্রকীৰ্ত্তিতঃ
মদেবযজ্ঞনং পুণ্যং নাস্য ব্রহ্মগিরিঃ স্মৃতঃ ॥৩০
চতুর্কিংশতিপর্যন্তং † যোজনানি মহামুনে ।
মদেবযজ্ঞনং পুণ্যং পূর্বতো ব্রহ্মণো গিরেঃ ॥

এখান হইতে যাও, ওখানে থাক, এখানে
উপবেশন কর ; যজ্ঞের সঙ্কল্প কর ।
সে যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে । হে সুরসত্তম
বিধে ! সঙ্কল্পান্তে যজ্ঞার্থবিদেরা যাহা যাহা
বলিবেন, তাহা তাহাই করিও । ব্রহ্মা বলি-
লেন,—তখন ইতিহাস পুরাণাদি শব্দগোচর
যাহা কিছু সমস্ত স্বতই আমার স্মৃতিগোচর
হইল, এবং যুধে ক্ষুরিত হইতে লাগিল ।
তখনই সমগ্র বেদার্থ আমার জ্ঞানবিষয়ীভূত
হইল । তারপর সেই লোকবিক্রম পুরুষ-
হৃত্তও আমার স্মরণ হইল । পরে
সেই দৈববাণীকথিত যজ্ঞোপকরণ সকলও
কল্পনা করিলাম । আমি সেখানে থাকিয়া
শুচি হইয়া সংযতচিত্তে দীক্ষিত হইয়াছিলাম ।
ব্রাহ্মণবহুল সেই প্রদেশ আমারই নামে
কীৰ্ত্তিত হয় । সেই পুণ্য দেবযজ্ঞ স্থান
ব্রহ্মগিরি নামে স্মৃত হয় । হে মহামুনে !
ব্রহ্মগিরির পূর্বদিকে চতুর্কিংশতি যোজন
যাবৎ মল্লীর উক্ত পুণ্য দেবযজ্ঞ স্থান ।

* তত্ত্বজ্ঞান প্রকারেণ যজ্ঞপাত্রাণ্যকল্পয়ম্ ।
কচিদেককথিক্য পাঠঃ ।

† চতুরশীতিভ্যাপি ঐ পাঠঃ কচিৎ ।

তত্র মধ্যে বেদিকা স্তান্গার্হপত্যোহন্ত দক্ষিণে
তত্র চাহবনীয়স্ত এবমগ্নীঃস্বকল্পয়ম্ ॥ ৩২
বিনা পত্ন্যা ন সিধ্যত যজ্ঞঃ ক্রতিনির্দর্শনাৎ ।
শরীরমান্নোহহং বৈ হেমা চাকরবৎ যুমে ॥৩৩
পূর্বার্ধেন ততঃ পত্নী মমাত্ত্বযজ্ঞসিদ্ধয়ে ।
উত্তরেণ অহং তদ্বদন্তং জায়া ইতি ক্রতৈঃ ॥৩৪
কালং বসন্তমুৎকৃষ্টমাজ্যরূপেণ নারদ ।
অকল্পয়ং তথা চেগ্নাঃ গ্রীষ্মঞ্চাপি শরদ্ধাবিঃ ॥৩৫
ঋতুঞ্চ প্রাবৃষং পুত্র তদা বহিরকল্পয়ম্ ।
ছন্দাংসি সপ্ত বৈ তত্র তদা পরিধয়োহভবন্ ॥
কলাকাষ্ঠানিমেষা হি সমিৎপাত্তকুশাঃ স্মৃতাঃ
যোহনাশ্চিচ্চ অনন্তশ্চ স্বয়ং কালোহভবত্তদা ।
যুগরূপেণ দেবর্ষে যোক্তৃক পশুবহনম্ ॥ ৩৬
সর্বাদিত্রিগুণাঃ পাশা নৈব তত্রাতবৎ পশুঃ ।
ততোহহমব্রবঃ বাচঃ বৈকবীমশরীরীগীম্ ॥৩৭
বিনৈব পশুনা নারং যজ্ঞঃ পরিসমাপ্যতে ।
ততো মামবদদেবী সৈব নিত্যাশরীরীগী ॥৪০

উহার মধ্যস্থলে বেদিকা । তাহার দক্ষিণে
গার্হপত্য স্থান ও আহবনীয় স্থান । এইরূপে
আমি তথায় অগ্নি কল্পনা করিয়াছিলাম ।
১০—৩২। ক্রতি বিধানে পত্নী ভিন্ন যজ্ঞ সিদ্ধ
হয় না বলিয়া,হে যুমে ! তখন যজ্ঞসিদ্ধি নিমিত্ত
‘অর্ধভাগই জায়া’ এই ক্রত্যমুসারে আশ্ব-
শরীরকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিলাম ।
তাহার পূর্বভাগ দ্বারা আমার পত্নী নির্মাণ
করিলাম, এবং উত্তরার্ধ দ্বারা আমি স্বয়ং
থাকিলাম । নারদ ! উৎকৃষ্ট কাল বসন্তকে
আজ্যরূপে, গ্রীষ্মকে কাষ্ঠরূপে, শরৎকে
হবিরূপে, এবং প্রাবৃট্ঋতুকে বহিরূপে কল্পনা
করিলাম । তখন সপ্ত ছন্দঃ আমার যজ্ঞীয়
পরিধি হইল । কলা কাষ্ঠা মিমেয—ইহা
দিগকে সমিৎপাত্ত ও কুশ করিয়াছিলাম ।
দেবর্ষে ! যিনি অনাদি ও অনন্ত, সেই
কালই তখন যুগরূপে করিত্ত হইলেন । সর্বাদি
গুণত্রয় পশুবহনরূপে হইয়াছিল । কিন্তু
তখন পশু না থাকায় আমি সেই অসরীরীগী
বৈকববলীকে বলিলাম,—পশু ব্যতীত এ

আকাশবাণুবাচ ।

পৌরুষেণাথ স্বজেন হৃদি তং পুরুষং পরম ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্ট্যঙ্কো জুয়মানে দেবদেবে জনাৰ্দ্দনে ।

মম চোৎপাদকে ভক্ত্যা স্বজেন পুরুষস্ত তি ।

স চ মামব্রবীদেবো * ব্রহ্মন মাং ত্বং পশুঃ

কুরু ॥৪২

তদা বিজ্ঞান পুরুষং জনকং মম চাব্যয়ম্ ।

কালযুগপ্ত পার্শ্বে তং গুণপাঠৈর্নিবেশিতম্ ॥৪৩

বহিষ্কৃতমহং প্রৌক্ষঃ পুরুষং জাতমগ্রতঃ ।

এতন্নিমন্তরে তত্র তস্মাৎ সৰ্বমভূদিদম্ ॥ ৪৪

ব্রাহ্মণাশ্চ মুখান্তস্তাতবন বাহ্যোশ্চ কক্ৰিয়াঃ ।

মুখাদিল্লুপ্তধাশ্চ স্বসনঃ প্রাণতোহভবৎ ॥ ৪৫

দিশঃ শ্রোত্রান্তথা নীৰ্বাং সৰ্বাঃ স্বর্গোহভবত্তদা ।

মনস্চক্ৰমা জাতঃ স্বর্ঘ্যোহভূচ্চক্ষুষস্তথা ॥ ৪৬

অন্তরীক্ষং তথা মাভেরুভ্যাং বিশ এব চ ।

যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইতেছে না ।" এহাতে সেই নিত্য অশরীরীণী বাণী বলিলেন,— "পুরুষ স্বজ্ঞ দ্বারা সেই পরম পুরুষের স্তব কর ।" ৩৩—৪১ । ব্রহ্মা বলিলেন,— আমি "তাহাই করি" বলিয়া মদীয় উৎপাদক দেবদেব জনাৰ্দ্দনকে ভক্তিসহকারে পুরুষ-স্বজ্ঞ দ্বারা স্তব করিতে থাকিলে সেই দেবী আমাকে কহিলেন,— "ব্রহ্মন ! তুমি আমাকেই পশু কর ।" তখন মদীয় জনক সেই অব্যয় পুরুষকে অগ্রভাগে পুরুষ পশু-রূপে কালরূপ যুগের পার্শ্বে ক্ৰশোপরিপ্তি ও ত্রিগুণাত্মক পাশ দ্বারা বন্ধ দর্শনে আমি প্রৌক্ষণ করিলাম । ইত্যবসরে সেই পুরুষ হইতে এই সমগ্র প্রপঞ্চ সৃষ্টি হইল । তাহার মুখমণ্ডল হইতে ব্রাহ্মণ, এবং বাক হইতে কক্ৰিয়গণ জন্মিল । মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু, কণ হইতে দিক্ সকল, মস্তক হইতে স্বৰ্গ, মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য, নাভি হইতে অন্তরীক্ষ,

পদ্ম্যাং শূদ্রশ সজ্জাতস্তথা ভূমিরজায়ত ॥ ৪৭

ঋষয়ো রোমকূপেভ্য ওষধ্যাঃ কেশতোহভবন গ্রাম্যারণ্যাশ্চ পশবো নখেভ্যঃ সৰ্বতোহভবন কুমিকৌটপতঙ্গাদি পায়ুপহাদজায়ত ।

স্বাবরং জঙ্গমং কিঞ্চিদৃশ্যাদৃশ্যঞ্চ কিঞ্চন ॥ ৪৯

তস্মাৎ সৰ্বমভূদেবা মন্তশ্চাপ্যভবন পুনঃ ।

এতন্নিমন্তরে সৈব বিষ্ণেবাগব্রবীচ্চ মাম্ ॥ ৫০

আকাশবাণুবাচ ।

সৰ্বাঃ সম্পূর্ণমভবৎ সৃষ্টিজাতা তথোপিতা ।

ইদানীং জুহুধি হয়ো পাত্ৰাণি চ সমানি চ ॥৫১

বিসৰ্জয় তথা যুগং প্রণীতাক্ষ কুশাংস্তথা ।

ঋষিগুরুপং যজ্ঞরূপমুদ্দেশ্যঃ ধোয়মেব চ ॥ ৫২

ঋবঞ্চ পুরুষং পাশান্ সৰ্বাঃ ব্রহ্মন বিসৰ্জয় ॥৫৩

ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্বাক্যসমকালন্ত ক্রমশো যজ্ঞযোগীশ্ব ।

গার্হপত্যো দক্ষিণায়ৌ তথা চৈব মহামুনে ॥৫৪

পূর্বম্নিষ্পি চৈবায়ৌ ক্রমশো জুহুতস্তদা ।

তত্র তত্র জগদ্যোনিমুসঙ্গাশ পুরুষম্ ॥ ৫৫

উরুদ্বয় হইতে বৈষ্ণবগণ, পদযুগল হইতে শূদ্র জাতি ও ভূমি, রোমকূপ হইতে ঋষিগণ, কেশ হইতে ওষাধি সকল, নখানচয় হইতে গ্রাম্য ও অরণ্য পশুচয়, এবং পায়ু ও উপস্থ হইতে কুমি, কীট, পতঙ্গাদি উদ্ভূত হয় । স্বাবর জঙ্গম যাহা কিছু দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থ, সকলই তাহা হইতে জন্মে । পরে আবার আমি হইতে দেবগণ উৎপন্ন হইলেন । তদনন্তর সেই বিষ্ণুজাতি বাণী পুনরায় আমাকে কহিলেন,— ব্রহ্মন 'তোমার সমস্তই সম্পূর্ণ হইয়াছে, যথোপিতা সৃষ্টিও হইয়াছে । এক্ষণে যজ্ঞায় পাত্ৰনিচয় ও যজ্ঞোপ-করণ সকল অগ্নিতে আহুতি দেও । আর যুগ বিসৰ্জন কর, ঋব, পুরুষ পশু, পাশসমূহ, ঋষিগুরু, যজ্ঞ, উদ্দেশ্য, ধোয়,—সমস্তই বিস-ৰ্জন কর । ৪২—৫০ । ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্রই হে মহামুনে ! আমি সেই যজ্ঞযোনি গার্হপত্য, আহবনীষ ও দক্ষিণায়িতে শুচিতাবে সেই সেই

* সা চ মামব্রবীদেবীতি চ পাঠঃ ।

মন্ত্রপুতঃ শুচিঃ সমাগ্ন্যস্তদেবো জগন্ময়ঃ ।
লোকনাথো বিশ্বকর্তা কুণ্ডানাং তত্র সন্নিধৌ ॥৫৬
শুক্লরূপধরো বিষ্ণুর্ভবেদাহবনীয়কে ।—
শ্রামো বিষ্ণুর্দক্ষিণায়াঃ পীতো গৃহপতেঃ কবেঃ
সর্বকালং তেষু বিষ্ণুর্তো দেশেষু সংস্থিতঃ ।
ন তেন রহিতং কিঞ্চিদ্বিষ্ণুনা বিশ্বযোনিনা ॥৫৮
প্রণীতায়ঃ প্রণয়নং মন্ত্রৈশ্চাকরবঃ ততঃ ॥ ৫৯
প্রণীতৌদকমপোতং প্রণীতেতি নদী শুভা ।
সজ্জাতা যুনিশার্দ্দূল স্নানাং ক্রতুফলপ্রদা ॥ ৬০
যালক্লতা সর্বকালং দেবদেবেন শার্জ্জিণা ।
সোপানপঙ্ক্তিঃ সর্বেষাং বৈকুণ্ঠারোহণায় সা ॥৬১
ব্যসর্জয়ং প্রণীতাং তাং মার্জ্জয়িষ্য কুশৈরথ ।
মার্জ্জনে ক্রিয়মাণে তু প্রণীতৌদকবিন্দবঃ ।
পতিতাস্তত্র তীর্ণানি জ্ঞাতানি গুণবন্তি চ ॥ ৬২
সম্মার্জিতাঃ কুশা যত্র পতিতা ভূতলে শুভে ।
কুশতর্পণমাখ্যাতং বহুপুণ্যফলপ্রদম্ ॥ ৬৩

দ্রব্যে জগদ্যোনি পুরুষকে ধ্যান সহকারে
সেই সমস্ত যজ্ঞীয় উপকরণ মন্ত্রপুত করিয়া
হোম করিতে লাগিলাম। তখন লোক-
নাথ বিশ্বকর্তা জগন্ময় যজ্ঞদেব বিষ্ণু,
সেই কুণ্ডসন্নিধানে আবির্ভূত হইলেন।
সেই বিষ্ণু আহবনীয়াগ্নিতে শুক্লরূপধর,
দক্ষিণাগ্নিতে শ্রাম ও গাহপত্যাগ্নিতে পীত-
মুর্তিতে দৃষ্ট হইলেন। সেই হইতে ঐ সকল
স্থানে বিষ্ণু সর্বকালেই বর্তমান রহিয়াছেন।
কলতঃ বিশ্বযোনি বিষ্ণুবিরহিত কিছুই নাই।
পরে আমি মন্ত্র দ্বারা প্রণীতা প্রণয়ন
করিলাম। সেই প্রণীতাজলই প্রণীতা-
নামে শুভা নদী হইয়াছে। সেই নদী সতত
দেবদেব শার্জ্জপাণি কর্তৃক অলক্লতা, এবং
সম্নসাধারণেরই বৈকুণ্ঠারোহণ বিষয়ে
সোপান পঙ্ক্তিস্বরূপা ॥৫৪—৬১। তার পর
আমি সেই প্রণীতাকে কুশদ্বারা মার্জ্জনপূর্বক
বিসর্জন করি। মার্জ্জন করিবার সময়ে
উক্ত প্রণীতার যে উদকবিন্দু সকল পড়িয়া-
ছিল, সেই স্থানে গুণবান বহু তীর্থ জন্মে।
যে স্থানে সেই মার্জ্জন-কুশসমূহ পড়িত

কুশৈশ্চ তর্পিতাঃ সর্বে কুশতর্পণমুচ্যতে ।
পশ্চাচ্চ সঙ্গতা তত্র গৌতমী কারণান্তরায়ঃ ॥ ৬৪
প্রণীতায়ঃ মহাবুদ্ধে প্রণীতাসঙ্গমোহভবৎ ।
কুশতর্পণদেশে তু তদ্বীর্ণং কুশতর্পণম্ ॥ ৬৫
তদ্বৈব কল্পিতো যুপো ময়া বিদ্যাস্ত চোত্তরে ।
বিসৃষ্টো লোকপূজ্যোহসৌ বিষ্ণোরাসীৎ
সম্যজয়ঃ ॥ ৬৬
অক্ষয়শ্চাতবচ্ছীমানক্ষয়োহসৌ বটৌহভবৎ ।
নিত্যশ্চ কালরূপোহসৌ স্মরণ্যং ক্রতুপুণ্যদঃ ॥
মদেবযজনং চেদং দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে ।
সম্পূর্ণে তু ক্রতো বিষ্ণুর্ময়া ভক্ত্যা প্রসাদিতঃ ॥
যো বিরাডুচ্যতে বেদে যস্মান্মূর্তমজায়ত ।
যস্মাচ্চ মম চোৎপত্তির্ঘন্থেদং বিকৃতং জগৎ ॥
তমহং দেবদেবেশমভিবন্দ্য ব্যাসর্জয়ম্ ।

হইয়াছিল, সেই স্থানটী কুশতর্পণ নামে
আখ্যাত হয়। উহা বহু পুণ্যফলপ্রদ।
কুশ দ্বারা সকলে তর্পিত হইয়াছিল বলিয়া
উহা কুশতর্পণ নামে উক্ত হয়। পশ্চাৎ
কারণান্তর বশতঃ ঐ স্থানে প্রণীতা সহ
গৌতমী সঙ্গতা হইয়াছেন; সেই জন্ত উহা
প্রণীতাসঙ্গম বলিয়া খ্যাত হয়। কুশতর্পণ
প্রদেশে উক্ত তীর্থ কুশতর্পণ নামেই উক্ত
হইয়া থাকে। এইখানেই আমি বিদ্যা
পূর্বতের উত্তর দিকে যুপ বিসর্জন করি।
সেই স্থান লোকপূজ্য, এবং বিষ্ণুর সম্যজয়
হইয়া আছে। সেই কালরূপ যুপ অক্ষয়,
—উহা ত্রীমান অক্ষয় বটরূপে পরিণত
হইয়াছে। সেই অক্ষয় বট নিত্য; ঐ
স্থানে মরণে ক্রতুজনিত পুণ্য প্রদান
করে। আমার সেই দেবযজন স্থানই
একণে দণ্ডকারণ্য বলিয়া উক্ত হয়। সেই
ক্রতু সম্পূর্ণ হইলে আমি বিষ্ণুকে প্রসা-
দিত করি। যিনি বেদে বিরাট বলিয়া
উক্ত হইলেন, ঐহা হইতে এই মূর্ত
পদার্থনিচয় উদ্ভূত হইয়াছে, ঐহা হইতে
আমারও উপত্তি হইয়াছে, এই জগৎ ঐহার
বিকার, সেই দেব-দেবেশকে আমি বন্দনা

যোজনানি চতুর্বিংশত্যদেবযজনং শুভম্ ॥ ৭০ ॥
 তন্মাদভ্যাপি কুণ্ডানি সন্তি চ জীপি নারদ ।
 যজ্ঞেশ্বরস্ত রূপাণি বিমোহৈর্বে চক্রপাণিনঃ ॥ ৭১ ॥
 ততঃ প্রভৃতি চাখ্যাতং মদেবযজনঞ্চ তৎ ।
 তজ্জহঃ কুমিকৌটাঙ্গিঃ সোহপ্যাস্তে মুক্তিভাজনম্
 ধর্মবীজং মুক্তিবীজং দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে ।
 বিশেষাঙ্গোত্তমৌল্লিষ্টো দেশঃ পুণ্যতমোহভবৎ
 প্রণীতাসঙ্গমে চাপি কুশতর্পণ এব বা ।
 স্নানদানাদি যঃ কুখ্যাৎ স গচ্ছেৎ পরমং পদম্
 স্মরণং পঠনং বাপি শ্রবণঞ্চাপি ভক্তিতঃ ।
 সর্বকামপ্রদং পুংসাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং বিদুঃ ॥ ৭৫ ॥
 উভয়োস্তীরয়োস্তত্র তীর্থাত্তাহর্বনীষিণঃ ।
 ষড়্ভীতিসহস্রাণি তেবু পুণ্যং পুরোদিতম্ ॥ ৭৬ ॥
 বারাগস্তা অপি মূনে কুশতর্পণমুক্তমম্ ।
 নানেন সদৃশং তীর্থং বিদ্যতে সচরাচরে ॥ ৭৭ ॥
 ব্রহ্মহত্যাদিপাপায়াঃ স্মরণাদপি নাশনম্ ।
 তীর্থমেতন্মুনে প্রোক্তং স্বর্গদ্বারং মহীতলে ॥ ৭৮ ॥
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে প্রণীতাসঙ্গমাদিতীর্থবর্ণনমেক-
 ষষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬১ ॥

করত . বিসর্জন করিলাম । আমার সেই
 শুভ দেবযজন স্থান চতুর্বিংশতি যোজন ।
 ৬২—৭০ । নারদ ! সেখানে চক্রপাণি বিষ্ণুর
 ভিন্দি কুণ্ড আছে ; উহার যজ্ঞেশ্বররূপ ।
 সেই হইতে আমার সেই দেবযজন বিখ্যাত
 হইয়াছে । তজ্জহঃ কুমি-কৌটাঙ্গিও অস্ত্রে মুক্তি-
 ভাজন হয় । দণ্ডকারণ্য—ধর্মের ও মুক্তির
 বীজভূত বলিয়া উক্ত হয় । বিশেষতঃ যে
 অংশ গৌতমীসংশ্লিষ্ট, সেই প্রদেশ পুণ্যতম
 হইয়াছে । যে জন প্রণীতাসঙ্গমে কিম্বা
 কুশতর্পণে স্নান-দানাদি করে, সে পরমপদ
 প্রাপ্ত হয় । ভক্তি সহকারে এই উপাখ্যান-
 পঠন, শ্রবণ বা স্মরণেও পুরুষগণের সর্ব-
 কামলায়ক ও ভুক্তিমুক্তিপ্রদ । স্মরণ
 ইহা অবগত আছেন । সেখানে গৌতমীর
 উভয় তীরে ষড়্ভীতি সহস্র তীর্থ আছে,
 মনীষিগণি এইরূপ বলেন । এই সকলের
 পুণ্যের বিষয় পূর্বেই কথিত হইয়াছে । মূনে !

দ্বিষট্টি কশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

মহাতীর্থমিতি খ্যাতং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 সর্বকামপ্রদং নৃণাং স্মরণাদঘনাশনম্ । ১
 তস্ত প্রভাবং বক্ষ্যামি শৃণুস্বাবহিতে মূনে ॥ ২
 দেবানাং দানবানাঞ্চ সঙ্গরোহভৃগ্মিথঃ পুরা ।
 তত্রাজয়ন্তৈব সুরা দানবা জয়িনোহভবন ॥ ৩
 পরাস্মুখাঃ সুরগণাঃ সঙ্গরাস্তচেতসঃ ।
 মামভ্যোত্য সমুচ্যুস্তে দেহি নোহভয়কারণম্ ॥ ৪
 তানহং প্রভাবোচং বৈ গঙ্গাং গচ্ছত সর্বশঃ ॥
 তত্র বৈ গৌতমীতীরে স্তত্র দেবঃ মহেশ্বরম্ ॥ ৫
 অনপায়নিরায়াসহজানন্দসুন্দরম্ ।
 লম্প্যতে সর্ববিবুধা জয়হেতুর্নহেশ্বরায় ॥ ৬

বারাগসী অপেক্ষাও কুশতর্পণ তীর্থ শ্রেষ্ঠ ;
 সচরাচর জগতে ইহার সদৃশ তীর্থ আর
 নাই । মূনে ! স্মরণ মাত্রের ব্রহ্মহত্যাদি
 পাপের নাশক ও তীর্থ মহীতলে স্বর্গদ্বার
 বলিয়া প্রোক্ত হয় । ৭১—৭৮ ।

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৬।

দ্বিষট্টি কশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—মহাতীর্থ নামে বিখ্যাত
 তীর্থ নরগণের সর্ব-পাপনাশক, সর্বকাম-
 প্রদ এবং স্মরণেও কলুষনাশক । মূনে !
 তাহার প্রভাব বলিতেছি, অবহিত হইয়া
 শুন । পুরাকালে দেব ও দানবগণের একটি
 যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে সুরগণ পরাজিত হইলেন
 এবং অসুরগণ জয়লাভ করেন । সুরগণ
 সময়ে পরাজিত হইয়া খিন্নমনে আসিয়া
 আমাকে কহিলেন,—“আমাদিগকে অভয়-
 হেতু প্রদান করুন ।” আমি তাঁহাদিগকে
 বলিলাম,—বিবুধগণ ! তোমারা সকলে
 গঙ্গায় যাও, সেখানে গৌতমীতীরে অনপায়,
 নিরায়াস, সহজানন্দসুন্দর মহেশ্বরের স্মরণ
 করিয়া তাঁহা হইতে জয়হেতু লাভ করিতে

তথৈত্যাংক। সুরগণাঃ ভবন্তি ন মহেশ্বরম্ ।
তথোহতপাত্ত কেচিৎ ননুতুচ্চ তথাপরে ।
অসাপরম্ কেচিচ্চাপুঙ্কয়ম্ তথাপরে ॥ ৭
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শূলপাণির্মহেশ্বরঃ ।
দেবানামাববীকৃতৌ ত্রিযতাং যদভীপ্সিতম্ ॥ ৮
দেবা উচুঃ সুরপতিঃ বিজয়্য দদত্ব নঃ ।
পুঙ্কবঃ পরমপ্ৰাচ্যং রণেযু পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৯
যথাহবলমাসিত্য ভবামঃ সুখিলো বরম্ ।
তথৈত্যাংক ভগবান্ দেবান্ প্রতি মহেশ্বরঃ ॥ ১০
আত্মনস্তেজসা ককিরিস্থিতং পরমেষ্ঠিনা ।
মহ্যানামাত্ম্যগ্রঃ দেবসৈন্তপুরোগমম্ ॥ ১১
তং নম্রা ত্রিদেশাঃ সৰ্বৈঃ শিবঃ নম্রা শ্রমায়ম্ ।
মহ্যানা সহ চাভেত্য পুনরুচ্চায় তস্তিরে ॥ ১২
বুদ্ধে স্থিত্য তু দম্বজৈদৈতেয়ৈশ্চ মহাবলৈঃ ।
বিবুধা জাতসরস্বা মহ্যমুচুঃ পুরঃ স্থিতম্ ॥ ১৩

পারিবে । সুরগণ তখন “তাহাই করিব”
বলিয়া সেখানে যাইয়া মহেশ্বরকে স্তব করি-
করিলেন, এবং কেহ কেহ তপস্তা করিতে
লাগিলেন; অপর কেহ কেহ বা নৃত্য
করিতে থাকিলেন । কেহ কেহ মহাদেবকে
জ্ঞান করাইতে, এবং কেহ কেহ পূজা
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহাতে
শূলপাণি ভগবান্ মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তুট-
চিস্তে দেবগণকে কহিলেন,—“অভীপ্সিত
বর লভ ।” দেবগণ সেই সুরপতিকে
কহিলেন,—“আমাদিগের বিজয় লাভার্থ
একটী রণে অগ্রবর্তী পরম প্রাচ্য পুঙ্কব প্রদান
করুন; যাহার বাহবল আশ্রয় করিয়া আমরা
সুখী হইতে পারিব । মহেশ্বর “তাহাই
হইবে” বলিলেন । পরে সেই পরমেষ্ঠী
আত্মতেজোবান্ মহ্য নামক এক অভ্যুগ্র
পুঙ্কব নির্দ্বন্দ্বপুঙ্কব দেবসৈন্তের পুরোগামী
করিয়া দিলেন । দেবগণ সেই মহ্যকে ও
শিবকে নমস্কারপূর্বক মহ্যর সহিত
নিজালয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায়
সুখার্থ প্রবৃত্ত হইলেন । বিবুধগণ যথোচিত
সজ্জিত হইয়া মহাবল দেবতাদানবগণসহ

দেবা উচুঃ ।

সামর্থ্যং তব পত্ন্যমঃপশ্চাদ্যোৎসাহমহে পত্ন্যঃ
তস্মাদর্শয় চাত্মানং মন্তোহস্মাকং বুদ্ধংসত্যম্
ব্রহ্মোবাচ ।

তদেববচনং শ্রুত্বা মহ্যরাহ শ্রয়সি ॥ ১৪
মহ্যকবাচ ।

জনিতা মম দেবেশঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বদৃক্ প্রভুঃ ।
যং সৰ্বং বোত্তি সৰ্বেষাং ধামনাম মনঃস্থিতম্ ॥
নৈব কশ্চিচ্চ তং বোত্তি যঃ সৰ্বং বোত্তি সৰ্বলা
অমূর্তঃ মূর্তমপ্যোত্বোত্ত কৰ্ত্তা জগদ্ভয়ঃ ॥ ১৭
পরোহসৌ ভগবান্ সাকান্তথা দিব্যস্তারকঃ
কন্তস্ত রূপঃ যো বেদ নাশ্রু কৰ্ত্তা জগদ্ভয়ঃ ॥
এবংবিধাদঃ জাতো মাং কথং বেত্তুমর্হথ ।
অথবা জুষ্টকামা বৈ ভবন্তো মাশ্রপত্তত ॥ ১৯
ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাংক। দর্শয়ামাস মন্যু রূপং পুঙ্কং মহৎ ।

সুখার্থ রণভূমে অবস্থানপূর্বক অগ্রবর্তী
মহ্যকে কহিলেন,—অগ্রে তোমার সামর্থ্য
দেখিব; তারপর আমরা শত্রুসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হইব । অতএব হে মহ্য ! বুদ্ধংসু আমা-
দিগকে তোমার সামর্থ্য দেখাও । ১—১৪ ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণের সেই কথা
শুনিয়া মহ্য সহান্তে কহিলেন,—যিনি সকলের
নাম ধাম মনোগত সমস্তই অবগত আছেন,
সেই সৰ্বদৃক্, সৰ্বজ্ঞ, প্রভু, দেবেশ আমার
জনমিতা । যিনি সৰ্বলা সমস্তই জানেন,
কিঃ কেহই ঐহাকে জানেন না; যে জগদ্ভয়
অমূর্ত মূর্ত এই সমস্ত জাত আছেন ।
যিনি দিব্যস্তারকব্যাপী; জগতের স্রষ্টা
ব্রহ্মাও ঐহার রূপ জাত নহেন, যিনি এই
জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন, এবিধ
ভগবান্ সাকান্ত পরমেশ্বর হইতে আমি জন্মি-
য়াছি । আমাকে একথা কেন বলিতেছ ?
অথবা মদীয় মহিমাদর্শনাথী তোমরা আমাকে
দেখ । ১৫—১৯ । ব্রহ্মা বলিলেন,—মহ্য

* কণ্ঠেচ্চি চ পাঠঃ ।

ভাতীয়চক্ষুবোদ্ধতঃ ভবন্ত পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩০ ॥
 তেজসা সত্ত্বং রূপং যতঃ সর্বং তদুচ্যতে ।
 পৌরুষং পুরুষেষেব অহঙ্কারশ্চ জন্তুযু ।
 ক্রোধঃ সর্বশ্চ যো ভীম উপসংহারকৃত্তবেৎ ॥
 তং শব্দরপ্রতিনিধিং অলভ্যং নিজতেজসা ।
 সর্বাযুধধরং দৃষ্ট্বা প্রণেযুঃ সর্বদেবতাঃ ॥ ২২ ॥
 বিজ্ঞেয়দৈত্যাদমুজাঃ কৃতাজলিপুটাঃ সুরাঃ ।
 ভূত্বা মন্থ্যমধোচুস্তে ত্বং সেনানীঃ প্রভো ভব
 স্বয়া দন্তমিদং রাজ্যং মন্তো ভোক্ত্যামহে বয়ম্
 তন্মাং সর্বেষু কার্যেষু নেতা ত্বং জয়বর্ধনঃ ॥
 ত্বমিস্রৈব বরুণো লোকপালাস্তমেব চ ।
 অস্মানু সর্বদেবেষু প্রবিশ ত্বং জয়ায় বৈ ॥ ২৫ ॥
 মন্থ্যঃ প্রোবাচ তান সর্বাধিনা মন্তো ন কিঞ্চন
 সর্বেষন্তঃ প্রাবষ্টোহহং ন মাং জানাতি কশ্চন
 স এব ভগবান্মন্থ্যস্ততো জাতঃ পৃথকৃপৃথক্ ॥

এই কথা বলিয়া স্বকীয় মহৎরূপ দেখাইলেন ।
 পুরুষে পৌরুষরূপে, জন্তুতে অহঙ্কাররূপে,
 সর্বজীবে ক্রোধরূপে বিরাজিত, তেজঃপুত্ৰ
 যে রূপ হইতে সর্বভূতের রূপোৎপত্তি
 হইয়াছে, যে ভীমরূপ জগতের সংহারকারী,
 পরমেষ্ঠী ভবের ভূতীয়নেত্রোক্তব সেইরূপ
 দেখাইলেন । নিজ তেজে জাহ্নল্যমান
 সর্বাযুধধরী সেই শব্দর প্রতিনিধিকে
 দেখিয়া সর্ব দেবতা তাঁহাকে প্রণাম করি-
 লেন । দৈত্যগণ বিজস্ত হইল । সুরগণ
 কৃতাজলিপুটে সেই মন্থ্যকে কহিলেন,—
 “প্রভো ! তুমি আমাদিগের সেনানী হও ।
 তোমার প্রহর এই রাজ্য আমরা ভোগ
 করিব; অতএব জয়বর্ধন ! তুমি আমা
 দিগের সর্বকার্যে নেতা হও । আমাদিগের
 অঙ্গার্থ তুমি সর্ব দেবতার শরীরে প্রবিষ্ট
 হও;—তুমিই ইন্দ্র, তুমিই বরুণ ও তুমিই
 লোকপাল সকল হও । তখন মন্থ্য তাঁহা-
 দিগের সকলকেই কহিলেন,—আমি ভিন্ন
 কিছুই নাই । আমি সর্বভূতেই অন্তঃপ্রবিষ্ট
 হইয়া আছি; কিন্তু কেহ আমাকে জানে
 না । (অস্মানু বলিলেন,—) তুমি পর সেই

স এব রুদ্ররূপী স্রাক্রোহো মন্থ্যঃ শিবোহুতবৎ
 স্বাবরঃ জন্মং চৈব সর্বং ব্যাপ্তং হি মন্থ্যনা ।
 তমবাপ্য সুরাঃ সর্বৈ জয়মাপুচ্চ সঙ্গরে ।
 জয়ো মন্থ্যশ্চ শৌর্য্যঞ্চ ঈশতেজঃসমুত্তবম্ ॥ ২২ ॥
 মন্থ্যনা জয়মাপ্যাধ কৃত্বা দৈত্যৈশ্চ সঙ্গমম্ ।
 যথাগতং যযুঃ সর্বৈ মন্থ্যনা পরিরাক্ষিতাঃ ॥ ৩০ ॥
 যত্র বৈ গোতমীতীরে শিবমারাধ্য তে সুরাঃ
 মন্থ্যমাপুর্জয়ৈকৈব মন্থ্যতীর্থং তদুচ্যতে ॥ ৩১ ॥
 উৎপত্তিক তথা মন্তোর্যো নরঃ প্রযতঃ স্মরণে
 বিজয়ো জায়তে তন্ত ন কৈশ্চিৎ পরিভূয়তে ॥
 ন মন্থ্যতীর্থসদৃশং পাবনং হি মহামুনে ।
 যত্র সাক্ষান্মন্থ্যরূপী সর্বদা শব্দরঃ স্থিতঃ ।
 তত্র জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ স্মরণং সর্বকামদম্ ॥ ৩৩ ॥
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মন্থ্যতীর্থবর্ণনং শিবষ্টাধিক-
 শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬২ ॥

ভগবান্ মন্থ্য পৃথকৃ পৃথকৃ আকার প্রাপ্ত
 হইলেন । সেই মন্থ্যই রুদ্ররূপী, তিনিই মন্থ্য
 নামক রুদ্র এবং তিনিই শিব । স্বাবর
 জন্ম সমস্তই সেই মন্থ্য কর্তৃক ব্যাপ্ত ।
 সুরগণ সেই মন্থ্যকে পাইয়া সেই যুদ্ধে
 জয়লাভ করেন । জয়, মন্থ্য, শৌর্য—
 ইহারা ঈশতেজঃসমুত্তব । সুরগণ সেই
 মন্থ্য কর্তৃক পরিরাক্ষিত হইয়া দৈত্যগণ
 সহ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন এবং সকলে
 সেই মন্থ্যর সহিতই যথাগত স্ব স্ব স্থানে
 প্রস্থান করিলেন । সুরগণ গোতমীতীরে
 যেখানে শিবের আরাধনা করিয়া মন্থ্যকে
 প্রাপ্ত হইলেন এবং যেখানে জয়লাভ করেন,
 উহা মন্থ্যতীর্থ নামে উক্ত হয় । এই
 মন্থ্যর উৎপত্তি ও যুদ্ধজয়ের বিবরণ যেন
 প্রযতভাবে স্মরণ করে, তাহার বিজয় লাভ
 হয়; কাহা কর্তৃক সে পরাভূত হয় না ।
 মহামুনে ! মন্থ্যতীর্থ সদৃশ পাবন তীর্থ আর
 নাই । মন্থ্যরূপী শব্দর সর্বদা যেখানে

দ্বিষট্যধিক শততমোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সারস্বতঃ নাম তীর্থং সৰ্বকামপ্রদং শুভম্ ।
 ভুক্তিভুক্তিপ্রদং মৃণাং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১
 সৰ্বরোগপ্রশমনং সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ।
 ভজ্যেযং শৃণু বৃতাভ্যং বিস্তরেণাথ নারদ ॥ ৩
 পুষ্পোৎকটং পূৰ্বভাগে পৰ্বতে। লোক-
 বিজ্ঞতঃ ।
 ভজো নাম গিরিশ্ৰেষ্ঠো গোতম্য দক্ষিণে *
 তটে ॥ ৪
 শাকল্য ইতি বিখ্যাতো মুনিঃ পরমনৈষ্ঠিকঃ ।
 তস্মিন্ ভদ্রে পুণ্যগিরৌ তপন্তেপে হুতুমম্ ॥

বিরাজমান রহিয়াছেন, তাহার স্মরণ বা
 তথায় স্নান দান সৰ্বকামপ্রদ হয় ১৫—৩৩ ।
 দ্বিষট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬২ ॥

দ্বিষট্যধিক শততম অধ্যায় ।

সারস্বতনামক শুভ তীর্থ নরগণের
 সৰ্বকামপ্রদ, ভুক্তি-মুক্তিদায়ক, সৰ্বপাপ-
 প্রণাশক, সৰ্বরোগ প্রশমক ও সৰ্বসিদ্ধি
 সম্পাদক । নারদ! তদ্বিষয়ে এই বিস্তর
 বৃত্তান্ত শুন। পুষ্পোৎকটর পূৰ্বদিকে শুভ
 নামে একটি লোকবিজ্ঞত পৰ্বত আছে! ঐ
 গিরিশ্ৰেষ্ঠ, গোতমীর দক্ষিণতটে অবস্থিত।
 শাকল্য নামে বিখ্যাত পরম নিষ্ঠাবান এক
 মুনি সেই পুণ্য শুভ গিরিতে অল্পস্বল্প তপস্তা
 আচরণ করিতেন! ঋষি-গন্ধৰ্ব দেবগণ-
 সেবিত সেই পৰ্বতে গোতমী তীরান্ত্রিত,
 অগ্নি ওজ্রবাপরায়ণ, বেদাধ্যয়নতৎপর,
 তপস্তান্বিত সেই দ্বিজবরকে সকল
 প্রাণীই নিত্য প্রণাম ও স্তব করিত।

* অত্র 'উত্তর' ইতি পাঠঃ সঙ্গচ্ছতে;
 অগ্নিমাধ্যমে বহুবা শুভগিরেকন্তরতটস্থিতঃ-
 কন্তদ্বাং ।

তপস্তন্তঃ দ্বিজশ্ৰেষ্ঠঃ গোতমীতীরমাস্রিতম্ ।
 সৰ্বৈ ভূতগণা নিত্যং প্রণমন্তি স্তবন্তি তম্ ॥ ৫
 অগ্নিওজ্রবাপরং বেদাধ্যয়নতৎপরম্ ।
 ঋষিগন্ধৰ্বমুনঃসেবিতো তত্র পৰ্বতে ॥ ৬
 তস্মিন্ গিরৌ মহাপুণ্যে দেবদ্বিজভরদ্বরঃ ।
 যজ্ঞদেবী ব্রহ্মহস্তা পরশুর্নাম রাক্ষসঃ ।
 কামরূপী বিচরতি নানারূপধরো বনে ॥ ৭
 ক্ষণক ব্রহ্মরূপেণ কদাচিদ্যাত্ররূপধৃক্ ।
 কদাচিদেবরূপেণ কদাচিৎ পশুরূপধৃক্ ॥ ৮
 কদাচিৎ প্রমদারূপঃ কদাচিমৃগরূপতঃ ।
 কদাচিহ্নারূপেণ এবং চরতি পাপকৃৎ ॥ ৯
 যত্রাস্তে ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ শাকল্যো মুনিসত্তমঃ ।
 তমায়াতি মহাপাপী পরশু রাক্ষসাধমঃ ॥ ১০
 শুচিস্থতঃ দ্বিজশ্ৰেষ্ঠঃ পরশুনিত্যমেব চ ।
 নেতুঃ হস্তং প্রযতোহপি ন শশাক স পাপকৃৎ
 ন কদাচিদ্বিজশ্ৰেষ্ঠো দেবানভ্যর্চ্য যত্নতঃ ।
 ভোক্তুকামঃ কিলায়াত্তত্ৰায়ং পরশুর্মুনে ॥ ১২
 ব্রহ্মরূপধরো ভূদ্বা শিখিলঃ পতিতোহবলী ।

সেই মহাপুণ্য পৰ্বতের বনে বনে দেব-
 দ্বিজ ভরদ্বর, যজ্ঞদেবী, ব্রহ্মহাতী পরশু
 নামে এক কামরূপী রাক্ষস বিচরণ
 করিত। সেই পাপকারী রাক্ষস কখন
 ব্রাহ্মণরূপে, কখন ব্যাত্ররূপে, কখন দেব-
 রূপে, কখন পশুরূপে, কখন প্রমদারূপে,
 কখন মৃগরূপে, কখনও বা বালকরূপে—
 ইত্যাদি নানারূপে বিচরণ করিত। সেই
 মহাপাপী রাক্ষসাধম পরশু, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ
 মুনিসত্তম শাকল্য যেখানে থাকিতেন, সেখা-
 নেও আসিত। সেই পাপকৃৎ পরশু, অগ্নি-
 সেবান্বিত সেই দ্বিজশ্ৰেষ্ঠকে হননার্থ
 লইয়া যাইতে চেষ্টিত থাকিলেও সমর্থ হয়
 নাই। একদা সেই দ্বিজবর যত্ন সহকারে
 দেবগণের অর্চনাস্তে ভোজন করিতে
 আসিয়াছেন, এমন সময়ে হে মুনে! সেই
 পরশু শিখিল পণ্ডিত দুর্বল ব্রাহ্মণরূপে
 একটি কষ্টা লইয়া তথায় আসিল এবং

কতামানস কাকিচ শাকল্যং বাক্যমব্রবীৎ ॥

পরশুকবাচ ।

ভোজনকর্তারিণং বিদ্ধি যাক কতামিমাং বিজ ।
আতিথ্যকালে সন্তোষং কৃতকৃত্যোহসি মানদ
ত এবং ব্রহ্মা লোকেহস্মিন্ বেদামতিথয়ো গৃহাৎ
পূর্ণাভিলাষা নির্ধাতি জীবন্তোহপি মৃত্যুঃ পরে
ভোজনে তুপবিষ্টে তু আত্মার্থং কল্লিতস্ত যৎ ।
অতিথিভ্যস্ত যো দত্তাদিত্য তেন বসুন্ধরা ॥১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু শাকল্যো দদামীত্যেবমব্রবীৎ ।
আগনে চোপবেত্তাখাজানাত্তং পরশুঃ বিজন্ম
যথাশ্রায় পূজয়িত্বা শাকল্যো ভোজনং দদৌ
আপোশানং করে কৃৎস্না পরশুর্বাচ্যমব্রবীৎ ॥১৮

পরশুকবাচ ।

দূরাদভ্যাগতঃ শ্রান্তমহুগচ্ছন্তি দেবতাঃ ।
ভস্মিৎকৃণ্ডে তু তৃণাঃ স্মারতৃণ্ডে তু বিপর্যয়ঃ
অতিথিচাপবাদী চ দ্বাবেভৌ বিশ্ববান্ধবৌ ।

অপবাদী হরেৎ পাপমতিথিঃ কর্ণগচ্ছতঃ ॥ ২০

অভ্যাগতঃ পথি শ্রান্তঃ সাবজঃ বোহতিবীকতে
তৎকণাদেব নস্তন্তি তন্ত ধর্মবশঃপ্রিয়ঃ ॥ ২১
তস্মাদভ্যাগতঃশ্রান্তো যাচেৎহঃ স্বাং বিজ্ঞোক্তম
দাস্তসে যদি মে কামং ততোহ্যেহং ন চাক্ষথা
ব্রহ্মোবাচ ।

দত্তমিত্যেব শাকল্যো ভূগুৎকৃত্যেবাহ

রাকসস্ম ॥২৩

ততঃ প্রোবাচ পরশুরহঃ রাকসসন্তমঃ ।

নাহং বিজন্তব রিপূর্ণ বৃদ্ধঃ পলিতঃ কৃশঃ ॥ ২৪
বহুনি মে ব্যতীতানি বর্ষাণি ত্বাং প্রপত্ততঃ ।
শস্যন্তি মম গাত্রাণি গ্রীষ্মে ব্রহ্মোদকং যথা ।
তস্মান্নেষ্যে সাহুগং স্বাং তদ্ব্যরিষ্যে বিজ্ঞোক্তম
ব্রহ্মোবাচ ।

ব্রহ্মা পরশুবাচ্যং তচ্ছাকল্যো বাক্যমব্রবীৎ ॥

শাকল্য উবাচ ।

যে মহাকুলসন্তুতা বিজ্ঞাতসকলাগমাঃ ।

শকল্যকে বলিল, হে দ্বিধ! আমাকে এবং
এই কস্তাটিকে ভোজনপ্রার্থী বলিয়া জানিও ।
হে মানদ! আমরা আতিথ্যকালে উপ-
স্থিত হইয়াছি; অতএব তুমি কৃতকৃত্য
হইলে। ইহলোকে তাহারাই ধন্য, যাহা-
দিগের গৃহ হইতে অতিথিগণ পূর্ণাভিলাষ
হইয়া নির্গত হয়। অপর সকলে জীবিত
ধাকিলেও মৃত। ভোজন করিতে বাসয়া
আত্মার্থে কল্লিত খাদ্য যে ব্যক্তি অতিথি-
জনে দান করে, তৎকৃৎস্নক বসুন্ধরাই প্রদত্তা
হয়। ১—১৬। ব্রহ্মা বলিলেন, শাকল্য এই
কথা শুনিয়া “দিব” এই কথা বলিলেন, এবং
রাকস বলিয়া জানিতে না পারায় সেই
যিজরূপী পরশুকে যথাশ্রায় পূজা করিয়া
ভোজন দান করিলেন। পরশু গণ্ডুষ
জল হাতে লইয়া বলিল,—দেবগণ দূর
হইতে অভ্যাগত শ্রান্ত ব্যক্তির অহুগমন
করেন; স্মৃতরাং সেই অতিথি তৃণ্ড হইলে
তাহারাও তৃণ্ড হইয়া থাকেন; আর তিনি
অতৃণ্ড হইলে বিপর্যয়ই ঘটয়া থাকে।

অতিথি এবং অপবাদী ইহারা উভয়ে বিশ্ব-
বান্ধব; কারণ, অপবাদী পাপনিকর হরণ
করে; আর অতিথি স্বর্গে বিচরণের কারণ
হয়। অভ্যাগত পথশ্রান্ত ব্যক্তিকে যে জন
অবজ্ঞা সহকারে বীক্ষণ করে, তাহার ধর্ম,
যশ ও জী, তৎকণাৎ নষ্ট হয়। বিজ্ঞোক্তম!
এই জন্ত শ্রান্ত অভ্যাগত, আমি তোমার
নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যদি আমার প্রার্থিত
দান কর তবেই আমি ভোজন করিব,
নহে নহে। ১৭—২২। ব্রহ্মা বলিলেন,—
শাকল্য তখন সেই রাকসকে, “দিয়াছি,
ভোজন করুন,” এই কথা বলিলেন। তখন
পরশু কহিল,—আমি বিজ্ঞ নহি, আমি রাকস-
সন্তম; তোমার রিপু। আমি বৃদ্ধ কৃশ বা
পলিত নয়। তোমাকে দেখিতে দেখিতে
আমার বহু বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে।
আমার গাত্র গ্রীষ্মে ব্রহ্মোদকবৎ শুক হই-
তেছে। অতএব হে বিজ্ঞোক্তম! সাহুগ
তোমাকে লইয়া যাইব;—ভক্ষণ করিব।
ব্রহ্মা বলিলেন,—পরশুর সেই কথা শুনিয়া

তৎপ্রতিজ্ঞতমভ্যোতি ন জাহ্নব বিপর্যয়ঃ ॥২৭॥

বোধোচিতঃ কুরু সখে তথাপি শৃণু যে যচঃ ।

নিবন্ধমপ্যাদ্যতেষু বক্তব্যং হিতব্রতমৈঃ ॥ ২৮ ॥

ব্রাহ্মণোহহং বজ্রতন্ত্রঃ সর্বতো রক্ষকো হরিঃ ।

পানৌ রক্ষতু যে বিষ্ণুঃ শিরো দেবো জনার্দনঃ ।

বাহু রক্ষতু বারাহঃ পৃষ্ঠঃ রক্ষতু কৃষ্ণরাজঃ ॥ ২৯ ॥

হৃদয়ং রক্ষতাং কৃষ্ণো হৃঙ্গলী রক্ষতাং শৃগঃ ।

মুখং রক্ষতু বাগীশো মেঘে রক্ষতু পক্ষিগঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রোত্রং রক্ষতু চিত্তেশঃ সর্বতো রক্ষতান্তবঃ ।

নানাপংস্বেকশরণং দেবো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তু শাকল্যো নয় বা তক্ষ বা মুখম্ ।

মাং রাক্ষসেন্দ্র পরশো ভূমিদানীমতন্ত্রিতঃ ৩২

রাক্ষসন্তত বচনাত্তক্ষণায় সমুদ্যতঃ ।

শাকল্য এই বাক্য বলিলেন, হাঁহারা মহা-

কুল-সমুত ও সকলাগমজ, হাঁহারা যাহাই

প্রতিজ্ঞত হউন না কেন, তাহাই সম্পাদন

করেন ; কদাচ ইহার বিপর্যয় করেন না ।

সখে ! তোমার যাহা উচিত, তাহাই কর ।

তথাপি আমার এই কথা শুন । হত্যা

করিতে উত্তম ব্যক্তিকেও উত্তম জনের হিত-

কথা বলা কর্তব্য । আমি ব্রাহ্মণ,—বজ্রতন্ত্র ।

হরি আমার সর্বতঃ রক্ষক । বিষ্ণু আমার

পদদ্বয় রক্ষা করুন ; দেব জনার্দন আমার

মস্তক রক্ষা করুন । বরাহ আমার বাহু-

হুগল রক্ষা করুন । কৃষ্ণরাজ আমার পৃষ্ঠ

রক্ষা করুন । কৃষ্ণ আমার হৃদয় রক্ষা

করুন । শৃগরাজ নৃসিংহ আমার অঙ্গুলি

সকল রক্ষা করুন । বাগীশ আমার মুখ

রক্ষা করুন । পাক্ষগ আমার নেত্রদ্বয় রক্ষা

করুন । চিত্তেশ আমার কর্ণগুগল রক্ষা

করুন । ভব আমার সর্বার্জ রক্ষা করুন ।

দেব নারায়ণ আমার নানা আপদে একমাত্র

শরণ হউন । ২৩—৩১ । ব্রহ্মা বলিলেন,—

সেই শাকল্য এইরূপ বলিয়া পরে কহিলেন,

—হে রাক্ষসেন্দ্র পরশ ! এক্ষণে তুমি

অভ্যস্তিত হইয়া আমাকে লইয়া যাও বা

নাভ্যেব হৃদয়ে নৃনং পানিনাং রাক্ষসবর্জঃ ॥ ৩০ ॥

দংষ্ট্রাকরালবদনো গম্ভীর ভক্তাভিকঃ কথ্য ।

ব্রাহ্মণঃ তং নিরীক্যেবং পরশ্বাক্ষকরমবী ।

পরশ্বাক্ষকঃ ।

শম্ভুচক্রগদাপাণিঃ শ্রীঃ পশ্চাদ্ভ্যং বিজ্ঞোজ্ঞঃ ।

সহস্রপাদশিরসঃ সহস্রাক্ষকরঃ বিভূষ ॥ ৩১ ॥

সর্বভূতৈকনিয়মঃ ছন্দোরূপঃ জগন্ময়ঃ ।

স্বামিত্য বিপ্র পত্ন্যামি নাস্তি তে পূর্বকঃ স্বপ্নঃ ।

তন্মাং প্রসাদয়ে বিপ্র স্বমেব শরণং তব ।

জানং দেহি মহাবুদ্ধে তীর্থং ক্রতুনির্ভর্যম্ ।

মহতাং দর্শনং ব্রহ্মন জায়তে নহি নিম্নতম্ ।

যেবাদজ্ঞানভে বাপি প্রসঙ্গায়া প্রমাদজঃ ॥ ৩২ ॥

অয়সঃ স্পর্শসংস্পর্শো রক্তস্বাদৈব জায়তে ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এতদ্বাক্যং সমাকর্ণ্য রাক্ষসেন সমীরিতম্ ।

শুখে ভক্ষণ কর । সেই রাক্ষস হাঁহার

কথা শুনিয়া হাঁহাকে ভক্ষণ করিতে উত্তম

হইল । পানীদিগের হৃদয়ে নিশ্চয়ই কণা-

মাত্র করুণাও থাকে না । সেই পরশ্বাক্ষক

দংষ্ট্রাকরাল-বদন হইয়া তাহার নিকটে

যাইয়া ব্রাহ্মণকে নিরীক্ষণপূর্বক কহিল,—

বিজ্ঞোজ্ঞম্ ! আমি তোমাকে শম্ভুচক্র-

গদাপাণি বলোকন করিতোছি । হে বিপ্র !

এক্ষণে তোমাকে সহস্রপাদ, সহস্রশির,

সহস্রনেত্র, সহস্রকর, সর্বভূতনিয়ম,

ছন্দোরূপ, জগন্ময়, বিভূ আকারে কেঁধ-

তোছি ; তোমার সে পূর্বতন দেহ নাই ।

অতএব বিপ্র ! আমি তোমাকে প্রসাদিত

করিতেছি, তুমিই আমার শরণ হও । হে

মহাবুদ্ধে ! আমাকে জান দেও ; আমার

পাপের নিষ্কৃতি হইতে পারে, এমন তীর্থ

বল । ব্রহ্মন ! যেবশতঃ, অজ্ঞানতঃ, প্রসঙ্গ-

হেতু অথবা প্রমাদজনিত যে তাবেই রক্ত

না মহাজনের দর্শন নিম্নল কখনই হয় না ।

স্পর্শমণিসংস্পর্শে লোহের স্বরূপ হয়ই ।

৩২—৩১ । রাক্ষস-সমীরিত এই বাক্য শুনিয়া

শাকল্যঃ কুপয়া প্রাহ বরদা সা সরস্বতী ।
তথাচিরাদৈত্যপতে ততঃ অহি জনার্দনম্ ॥ ৪০
মনোরথকলপ্রাপ্তৌ নাস্তন্নানারায়ণভূতেঃ ।
কিঞ্চিদপ্যস্তি লোকেহস্মিন কারণং শূণু রাক্ষস
এসন্না তব সা দেবী মমাক্যাক্ত ভবিষ্যতি ॥ ৪১
ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্ট্যুক্ষা স পরশুর্গজাঃ ত্রৈলোক্যপাবনীম্ ।
নাস্তা শুচির্বভমনা গজাভিমুখঃ স্থিতঃ ॥ ৪২
তজ্জাপস্তদ্ব্যরূপাং দিব্যগন্ধানুলেপনাম্ ।
সরস্বতীঃ জগদ্ধাত্রীঃ শাকল্যবচনে স্থিতাম্ ॥
জগদ্ধাত্যহরাঃ বিশ্বজননীঃ ভুবনেশ্বরীম্ ।
তানুবাচ বিনীতান্ধা পরশুর্ভক্তকশ্যবঃ ॥ ৪৩
পরশুরুবাচ ।

শুকঃ শাকল্য ইত্যাহ মাকান্তঃ অহি বিশ্বজম্
তব প্রসাদাৎ সা শক্তির্যথা মে স্মাতথা কুরু ॥ ৪৪

শাকল্য রূপাবশে কহিলেন,—হে দৈত্যপতে
সেই সরস্বতীই তোমায় অচিরে বরদা হই-
বেন। তথায় নান করিয়া পরে জনার্দনকে
স্তব কর। রাক্ষস! ইহলোকে নারায়ণ
ভক্তি অপেক্ষা মনোরথ ফল প্রাপ্তি
বিষয়ে আর কিছুই উত্তম উপায় নাই।
বিশেষতঃ আমার বাক্যানুসারেও সেই
দেবী সরস্বতী তোমার প্রতি প্রসন্না হই-
বেন। ব্রহ্মা বলিলেন—সেই পরশু “তাহাই
করিব” বলিয়া ত্রৈলোক্যপাবনী গজাতে
নানপূর্বক শুদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ গজাভিমুখে
অবস্থান করত দেখিতে পাইল—দিব্য
গন্ধানুলেপনা দিব্যরূপা জগদ্ধাত্রী সরস্বতী
শাকল্যের বচনানুসারে বিরাজিতা রহি-
য়াছেন। তখন সেই গভকশ্য পরশু
বিনীতান্ধা হইয়া সেই জগদ্ধাত্যনাশিনী
বিশ্বজননী ভুবনেশ্বরীকে কহিল,—“শুক
শাকল্য আমাকে রমাকান্ত গুরুভ্রমজের
স্তব করিতে বলিয়াছেন; তোমার প্রসাদে
যাহাতে আমার সেই শক্তি হয়, তাহা কর।”
শ্রীসরস্বতীঃ “তাহাই হউক” এই কথা

ব্রহ্মোবাচ ।

তথাস্থিতি চ সা প্রাহ পরশুঃ শ্রীসরস্বতী ।
সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন পরশুভ্যঃ জনার্দনম্ ॥ ৪৫
তুষ্টাব বিবিধৈর্বাক্যৈস্ততস্তটৌহতবহ্নিঃ ।
বরং প্রাদাত্যাকসায় রূপাসিদ্ধুর্জনার্দনঃ ॥ ৪৬
জনার্দন উবাচ ।

যদ্যয়নোগতঃ রক্ষন্ততং সর্বঃ ভবিষ্যতি ॥ ৪৭
ব্রহ্মোবাচ ।

শাকল্যস্ত প্রসাদেন গৌতম্যাশ্চ প্রসাদতঃ ।
সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন নরসিংহপ্রসাদতঃ ॥ ৪৮
পাপিষ্ঠোহপি তদা রক্ষঃ পরশুর্দিবমেয়িবান্ ।
সর্বভীর্থাজিৎ পদ্মস্ত প্রসাদাচ্ছাধ্বধ্বনঃ ॥ ৪৯
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থঃ সারস্বতমিতি ঋতম্ ।
তত্র নানেন দানেন বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৫০
বাগ্জবৈকবশাকল্যপরশুপ্রভবাণি হি ।
বহুত্বভুবন্তীর্থানি শ্রেষ্ঠানি শ্রেতপর্কতে ॥ ৫১
ইতি শ্রীব্রহ্মে শকল্যাদিতীর্থবর্ণনং ত্রিষ্টয়াদিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৩ ॥

বলিলেন। পরশু তখন সরস্বতীর প্রসাদে
জনার্দনকে বিবিধ বাক্যে স্তব করিল।
তাহাতে রূপাসিদ্ধ জনার্দন হরি তুষ্ট হইয়া
সেই রাক্ষসকে বর দিলেন যে,—ওহে
রাক্ষস! তোমার যাহা মনোভিলাষ, তৎ-
সমস্তই সম্পন্ন হইবে। সেই পরশু পাপিষ্ঠ
রাক্ষস হইলেও শাকল্যের গৌতমীর
সরস্বতীর ও নৃসিংহের প্রাসাদে এবং বাহার
অজিৎপদ্ম সর্বভীর্থসদৃশ, সেই শাকল্যারীর
প্রসাদে স্বর্গে গমন করিল। সেই হইতে
ঐ তীর্থ সারস্বত নামে ঋত হয়। তথায়
নানদানে বিষ্ণুলোকে সম্মানিত হয়। সেই
শ্রেত পর্কতে সারস্বত, বৈকব, শাকল্য,
পরশু প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ তীর্থ বিরাজ-
মান। ৪০—৩।

ত্রিষ্টয়াদিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৩ ।

চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রজোবাচ ।

চিচ্চিকঃ * তীর্থমিত্যুক্তং সৰ্বরোগবিনাশনম্
সৰ্বচিন্তাপ্রণশং সৰ্বশাস্তিকরং নৃণাম্ ॥ ১
তন্ত বরুণং বক্ষ্যামি শুভ্রে তস্মিন্নগোস্তমে ।
গঙ্গার উত্তরে পারে বজ্র দেবো গঙ্গাধরঃ ॥ ২
চিচ্চিকঃ পক্ষিরাই তত্র ভেকুণ্ডো যোহভিধীয়তে
সদা বসতি তত্রৈব মাংসানী বেতপৰ্বতে ॥ ৩
নানাপুষ্পকলাকীর্ণৈঃ সৰ্বকুসুমৈর্মণৈঃ ।
সেবিতৈঃ বিজমুখৈশ্চ গোতম্যা চোপশোভিতৈ
সিদ্ধচারণগঙ্ঘরকিরণায়সকুলৈঃ ।
তৎসমীপে নগঃ কশ্চিদ্ভিপদাঞ্চ চতুষ্পদাম্ ॥ ৫
রোগাভিহুত্বাচিন্তামরণানাং ন ভাজনম্ ।
এবং ওপাষিতে শৈলে নানামুনিগণাবুতে ॥ ৬
পূৰ্বদেশাধিপঃ কশ্চিৎ পবমান ইতি শ্রুতঃ ।

চতুঃষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রজা বলিলেন,—চিচ্চিক নামে যে তীর্থ
আছে, উহা নরগণের সৰ্বরোগনাশক, সৰ্ব-
চিন্তাপনোদক ও সৰ্বশাস্তিদায়ক । তাহার
রূপ বলিতেছি । সেই বেত নগোস্তমে
গঙ্গার উত্তর তীরে, যেখানে দেব গঙ্গাধর
আছেন, সেখানে চিচ্চিক নামে পক্ষিরাজ
বাস করিত । সদা বেতপৰ্বতবাসী মাংসানী
সেই পক্ষিরাজ ভেকুণ্ড নামেও অভিহিত
হইত । সেই পৰ্বত নানাবিধ পুষ্পকলে
আকীর্ণ, সৰ্বকুসুম-সম্পন্ন, তরুগণ
বিজগণ ও গোতমী নদী দ্বারা শোভিত এবং
সিদ্ধ, চারণ, গঙ্ঘর, কিরণ ও অমরনিকরে
সমাকুল । উহার সমীপে এমন একটা বৃক্ষ
আছে যে, তাহার নিকটবর্তী বিপদ, চতুষ্পদ,
কেহই কুমা, ভৃক্ষা চিন্তা বা মরণের ভোজন
হয় না । এবিধ ওপাষিত ও নানা মুনি-

* সৰ্বত্র চিচ্চিকস্থানে 'চিচ্চিক' ইতি
বুতকাকর-সমভ্য পঠিঃ ।

কালধৰ্ম্মরতঃ জীমান্ দেবব্রাহ্মণপালকঃ ॥ ৭
বলেন মহতা বৃক্ষঃ সপুৰোধা বনং যদৌ ।
রেমে স্ত্রীভির্বনোজাভিহুত্যাবাদিজৈঃ সুখৈঃ
স চ এবং ধনুস্পাণিগুণ্যশীলিভিবৃতঃ ।
এবং ভ্রমন্ কদাচিৎ স শ্রাস্তো ভ্রমন্পুণাগতঃ ॥ ৯
গোতমীতীরসমুত্তং নানাপাক্ষগণৈর্বৃতম্ ।
আশ্রমাণাং গৃহপতিং ধৰ্ম্মজামব সেবিতম্ ॥ ১০
তমাসিত্য নগশ্রেষ্ঠং পবমানো নৃপোস্তমঃ ।
স বিশ্রাস্তো জনবৃত্তৈকাক্ষক্রে নগোস্তমম্ ॥ ১১
তত্রাপশ্চাভিহুতঃ স্থলং যিমুখং শোভনাকৃতিম্ ।
চিন্তাবিষ্টং তথা শ্রাস্তং তমপৃচ্ছনৃপোস্তমঃ ॥ ১২
ব্রাজোবাচ ।

কো ভবান্ যিমুখঃ পক্ষী চিন্তাবানিব লক্ষ্যসে
নৈবাত্র কশ্চিদুঃখার্ভঃ কস্মাৎ ভুঃখমাগতঃ ॥ ১৩

জনাবুত সেই পৰ্বতে একদা পূৰ্বদেশের অধি-
পতি, কালধৰ্ম্মনিরত, দেবব্রাহ্মণপালক, জীমান্
পবমান নামে বিখ্যাত কোনও রাজা পুরো-
হিতসহ মহাসৈন্ত-সামন্তে পরিবৃত হইয়া বন-
গমন করিলেন । তিনি নৃত্যবাদ্যজনিত
সুখে আসক্ত হইয়া মনোজ্ঞ স্ত্রীজন সহ
ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । এইরূপে যুগ-
শীল পরিজন সমাবৃত ও ধনুস্পাণি হইয়া
ভ্রমণ করিতে করিতে একদা শ্রাস্ত হইয়া
গোতমীতীরস্থ আশ্রমসমূহের গৃহপতিবৎ
প্রতীয়মান, নানাপাক্ষগণে সমাবৃত ও ধৰ্ম্মজ-
বৎ পরিসেবিত একটা বৃক্ষের নিকটে উপ-
স্থিত হইলেন । নৃপোস্তম পবমান সেই
নগশ্রেষ্ঠের নিম্নভাগ আশ্রয়পূৰ্বক পরিজনসহ
বিশ্রাম করত তাহার আপাদ মস্তক দেখিতে
লাগিলেন । ১—১১ । তিনি সেই বৃক্ষে
উপবিষ্ট, চিন্তাবিষ্ট, শ্রাস্ত, শোভনাকৃতি,
স্থলকায়, একটা যিমুখপক্ষী দেখিতে পাই-
লেন । নৃপোস্তম তাহাকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—ওহে তুমি কে ? তুমি ত চিন্তাক্রান্ত-
বৎ লক্ষিত হইতেছ । এখানে কেহই দুঃখার্ভ
হুই হয় না । তুমি কি যেতু, হুঃখিত হইয়াছ ?

ব্রজোবাচ ।

ততঃ প্রোবাচ নৃপতিঃ পবমানঃ শনৈঃ শনৈঃ ।
সমাস্তমনাঃ পক্ষী চিচ্চিকো নিঃশব্দমুহঃ ॥ ১৪

চিচ্চিক উবাচ ।

মন্তো ভয়ং ন চাত্তেহাঃ মম বাক্তোপপাদিতম্
নানাপুষ্পকলাকীর্ণং মূনিভিঃ পরিসেবিতম্ ।
পশ্চতঃ শূন্তমেবাদ্রিঃ ততঃ শোচামি মামহম্ ॥
ন লভামি সুখং কিঞ্চিৎ তৃপ্যামি কদাচন ।
নিজাঃ প্রাপ্নোমি ন কাপি ন বিজ্ঞানিং ন
নির্কৃতিম্ ১৬

ব্রজোবাচ ।

দ্বিমুখস্ত দ্বিজশ্রোতঃ শ্রদ্ধা রাজ্যতিবিস্মিতঃ ॥
রাজোবাচ ।

কো ভবান্ কিং কৃতং পাপং কস্মাক্ষুণ্ণশ্চ পর্কতঃ
একেনাস্তেন তৃপ্যন্তি প্রাণিনোহত্র নগোস্তমে
কিমুভ্যস্তদ্বয়েন ত্বং ন তৃপ্তিমুপযাস্তসি ॥ ১৯
কিংবা তে দৃষ্টতং প্রাপ্তমিহ জন্মভ্রমো পুরা ।

ব্রজা বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া চিচ্চিক নামক সেই পক্ষী মুহূৰ্ত্ত নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কিঞ্চিৎ সমাস্তমনে শনৈঃ শনৈঃ সেই নৃপতি পবমানকে উত্তর দিল,—আমি হইতে অপরের ভয় নাই; অপর হইতেও আমার ভয় নাই। নানা পুষ্পকলাকীর্ণ ও মানব-জন-সেবিত এই পর্কত এক্ষণে শূন্তবৎ লক্ষিত হইতেছে। এ নিমিত্ত আমি আমার জন্মই শোক করিতেছি। আমি কিঞ্চিৎকালও সুখ লাভ করিতেছি না। কখনও একটু তৃপ্তি পাইতেছি না। কোথায়ও কিছুমাত্রও নিজা, বিজ্ঞান বা শাস্তি প্রাপ্ত হইতেছি না। ব্রজা বলিলেন,—রাজা দ্বিমুখের বাক্য শ্রবণে অতীব বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—আপনি কে? কি পাপ করিয়াছেন? পর্কতই বা শূন্ত হইয়াছে কেন? প্রাণিগণ একটা মুখ-দ্বারাই তৃপ্ত হয়, কিন্তু তুমি দুইখানি মুখেও এই পর্কতে থাকিয়া তৃপ্ত হও না কেন? তুমি ইহা জন্মে বা পূর্বে জন্মে কি

তৎ সর্বং শংস মে সত্যং জ্ঞাত্তে হ্যং মহতো
ভয়াৎ ॥ ২০

ব্রজোবাচ ।

রাজানং তঃ বিজঃ প্রাহ নিঃশব্দমুহঃ চিচ্চিকঃ ॥
চিচ্চিক উবাচ ।

বাক্যোহহং হ্যং পূর্ববৃত্তঃ পবমান শৃণু তৎ ॥ ২২
অহং দ্বিজাতিপ্রবরো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ।
কুলীনো বিদিতপ্রাজঃ কার্যহস্তা কলিপ্রিয়ঃ ॥ ২৩
বদে পুরস্তথা পৃষ্ঠে অভ্রদন্তচ্চ জন্তম্ ।
পরমুদ্যা সদা হৃৎসী মায়য়া বিশ্ববন্ধকঃ ॥ ২৪
কৃতম্ সত্যরহিতঃ পরনিন্দাবিচক্ষণঃ ।
মিত্রস্বামিগুরুদ্রোহী দন্তাচারোহতিনিব্বর্ণঃ ॥ ২৫
মনসা কৰ্ম্মণা বাচা তাপয়ামি জনান্ বহুন্ ।
অয়মেব বিনোদো মে সদা যৎপরহিংসনম্ ॥ ২৬
যুগ্মভেদং গণোচ্ছেদং মর্ধ্যাদাভেদনং সদা ।
করোমি নির্বিচারোহহং বিশ্বংসেবাপরাধুখঃ ॥

দৃষ্টতি করিয়াছ? সে সকল কথা আমাকে সত্য বল। তোমাকে মহাভয় হইতে জ্ঞান করিব। ১২—২০। ব্রজা বলিলেন,—ইহা শুনিয়া সেই পক্ষিসত্তম চিচ্চিক তখন নিশ্বাস ত্যাগ করত সেই রাজাকে কহিল,—হে পবমান! আমি তোমাকে সেই পূর্ববৃত্তান্ত বলিতেছি, শুন। আমি পূর্বে দ্বিজাতিপ্রবর, বেদবেদাঙ্গপারগ, কুলীন ও পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলাম। কিন্তু আমি কার্যহস্ত, বিবর্দাপ্রিয় ও পরজীতে সত্য কাতর ছিলাম। লোকের সাক্ষাতে একরূপ, অসাক্ষাতে অভ্ররূপ হইতাম, একের কথা অপরের নিকট বলিতাম। ক্রমে কপটতায় আমি বিশ্ববন্ধক হইলাম। আমি কৃতম্, সত্যরহিত, মিত্র-স্বামি-গুরুদ্রোহী, দন্তাচার-পরায়ণ, অতি নিব্বর্ণ, পরনিন্দা-বিচক্ষণ এবং মন, কৰ্ম্ম ও বচন দ্বারা বহু জনের তাপ-কারণ হইলাম। সদা পরহিংসনই আমার বিনোদন ছিল। আমি বিদ্বান্‌জনের পক্ষ ত্যাগ করিয়া যুগ্মের ভেদ, গণের উচ্ছেদ, মর্ধ্যাদার লক্ষণ,—ইত্যাদি কৰ্ম্ম নির্বিচারেই

ন ময়া সদৃশঃ কন্দিং পাতকী ভুবনজয়ে ।
 ডেনাহঃ বিমুখো জাতস্তাপনাদুঃখভাগ্যহম্ ।
 তস্মাদুঃখেন সন্তপ্তঃ শূন্তোহয়ং পরিতো মম ॥
 অন্তঃস্থ শূণ্ণ ভূপাল বাক্যং ধর্ম্মার্থসংহিতম্ ।
 ব্রহ্মহত্যাশয়ং পাপং তদ্বিনা তদবাপ্যতে ॥ ২৯
 ক্রিয়ঃ সঙ্গরং গদ্যা অথবাশ্রয় সঙ্গরাৎ ।
 পলায়ন্তঃ স্তম্ভশত্রুং বিবস্তক পরাশ্রুতম্ ॥ ৩০
 অবিজাতকোপবিষ্টং বিভ্রমীতি চ বাদিনম্ ।
 তং যদি ক্রিয়ো হস্তাৎ স তু স্তাদব্রহ্মঘাতকঃ
 অধীতঃ বিশ্বরতি যন্তুং করোতি তথোত্তমম্ ।
 অনাদরক গুরুষু তমাহর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥ ৩১
 প্রত্যকে চ প্রিয়ং বক্তি পরোকে পরুষাণি চ
 অন্তঃস্থদি বচস্তত্ত্বং করোত্যন্তং সর্দৈব যঃ ॥ ৩২
 গুরুণাঃ শপথং কর্তা যেষ্ঠা ব্রাহ্মণনিন্দকঃ ।
 মিথ্যাবিনীতঃ পাপাত্মা স তু স্তাদব্রহ্মঘাতকঃ

করিতাম্ । ভুবনজয়ে আমার সদৃশ কোন
 পাপীই ছিল না । সেই কারণে আমি বিমুখ
 হইয়া জন্মিয়াছি ; দুঃখভাগী হইয়াছি । জন-
 গণের সম্ভাপ দান হেতু ইদানীং আমি দুঃখে
 সন্তপ্ত হইতেছি । আমার বাসস্থান এই
 পর্বতটীও শূন্ত হইয়াছে । ভূপাল ' ধর্ম্মার্থ-
 সম্বিত অপর বাক্যও শ্রবণ কর । ব্রহ্মহত্যা
 ব্যতীত এমন কতকগুলি পাপ আছে, যাহা
 দ্বারা ব্রহ্মহত্যা সম পাপ প্রাপ্তি হয় । ক্রিয়
 ব্যক্তি যুদ্ধে যাইয়া কিবা যুদ্ধ ভিন্ন অন্তঃ—
 পলায়মান, স্তম্ভশত্রু, বিবস্ত, পরাশ্রুত,
 অবিজাত, উপবিষ্ট, কিবা যে জন “ভয়
 পাইয়াছি” এইরূপ উক্তিকারী,—এ সকল
 ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া ব্রহ্মঘাতী হয় । যে
 ব্যক্তি অধীত বিষয় বিমুখ হইয়াছে ;
 তাহাকে যে জন উত্তম জনোচিত আদর
 করে, এবং মাত্ত গুরুজনাদির অনাদর করে,
 তাহাকে শূণ্যগণ ব্রহ্মঘাতী বলেন । সদা
 যাহার দ্বন্দয়ে একরূপ, বচনে অন্তরূপ,—কার্য্যে
 করে অন্তরূপ, যেজন প্রত্যকে প্রিয় এবং
 অপপ্রত্যকে অপরি পক্ষ বাক্য বলে, যে
 গুরুজনের নামে শপথ করে, যেযবান,

দেবং বেদমধ্যাধ্যায়ঃ ধর্ম্মব্রাহ্মণসঙ্গতিম্ ।
 এতান্নিন্দতি যো য়েবাং স তু স্তাদব্রহ্মঘাতকঃ
 এবমুতোহপ্যহং রাজন্ দস্তার্থঃ লজ্জয়া স্তম্ভাৎ
 সদৃশ ইব বর্জেহং তস্মাদ্রাজন্ বিজোহতবন
 এবমুতোহপি সংকর্ম্ম কিঞ্চিৎ কর্তাশ্চ
 কুত্রচিৎ ।
 তেনাহং কর্ম্মণা রাজন্ স্বতঃ স্বর্ত্তা পুরা কৃতম্
 ব্রহ্মোবাচ ।
 তচ্চিচ্চিকবচঃ ক্রহা পবমানঃ সুবিস্মিতঃ ।
 কর্ম্মণা কেন তে যুক্তিরিত্যাহ নৃপতির্দ্বিজম্ ॥ ৩৬
 ইতি তস্ত বচঃ ক্রহা নৃপতিং প্রাহ পশ্চিরাহি ॥
 চিচ্চিক উবাচ ।
 অশ্মিন্নেব নগশ্চেষ্ঠে গৌতম্যা উত্তরে তটে ।
 গদাধরং নাম তীর্থং তত্র মাং নয় সুব্রত ॥ ৩৭
 তচ্চি তীর্থং পুণ্যতমং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 সর্বকামপ্রদঞ্চতি মহাশ্রুনিষ্ঠি কৃতম্ ॥ ৪১
 ন গৌতম্যাস্থথা বিকোরপরং ক্রেশনাশনম্ ।

ব্রাহ্মণনিন্দক মিথ্যাবিনীত ও পাপাত্মা,
 সেও ব্রহ্মঘাতক । যে জন,—দেব, বেদ,
 অধ্যাধ্যাপন, ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ ও সাধুসঙ্গের ঘেঁষ
 বশতঃ নিন্দা করে, সেও ব্রহ্মঘাতক হয় ।
 রাজন্ ! আমি উক্তরূপ পাপী হইয়াও দণ্ড-
 ভয়ে ও লজ্জা বশে সদৃশবৎ বাবহার দেখা-
 ইতাম্ ; রাজন্ ! সেই পাপেই আমি পকী
 হইয়াছি । আমি উক্তপ্রকার পাপী হইলেও
 কুত্রচিৎ সংকর্ম্ম করিয়াছিলাম ; রাজন্ সেই
 কর্ম্মের ফলে আমি স্বতঃ পুরাকৃত কর্ম্মের
 স্বরণে সমর্থ হইয়াছি ॥ ২১—৩৭ ৷ ব্রহ্মা বলি-
 লেন,—চিচ্চিকের সেই বাক্য শুনিয়া রাজা
 পবমান সুবিস্মিতভাবে কহিলেন,—কেন
 কর্ম্ম তোমার যুক্তি হইবে ? পাকরাজ, নৃপ-
 তির এই কথার প্রত্যুত্তরে কহিল, সুব্রত !
 গৌতমীর উত্তর তটে এই পর্বতেই গদাধর
 নামে তীর্থ আছে, আমাকে সেখানে লইয়া
 চল, সেই তীর্থ পুণ্যতম, সর্বপাপপ্রণাশক
 ও সর্বকামপ্রদ ; মহাশ্রুনিগণ কর্তৃক এইরূপই
 বিজ্ঞত আছে গৌতমী ও বিষ্ণু—ইহাদিগের

সৰ্বভাৱেন ততীৰ্থং পশ্চেষ্মিতি মে মতিঃ ॥৪২
 মংকুতেন প্রযত্নেন নৈতচ্ছক্যং কদাচন ।
 কথ্যাকাঙ্ক্ষিতপ্রাপ্তিৰ্ভবেদুতকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৪৩
 সপ্রযত্নোহপ্যহং বীর ন পশ্চে তৎ সূত্ৰকরম্ ।
 তস্মাস্তব প্রসাদাচ্চ পশ্চেষ্মঃ হি গদাধরম্ ॥৪৪
 অবিজ্ঞাপিতহুঃখজ্ঞং কৰুণাবৰুণাভয়ম্ ।
 যস্মিন্ দৃষ্টে ভবক্ৰেশা ন দৃশ্যন্তে পুনর্নরৈঃ ॥৪৫
 দৃষ্টেইব তং দিবং যাস্তে প্রসাদাস্তব সূত্রত ॥৪৬
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এবমুক্তঃ স নৃপতিচিচ্চিকেন দ্বিজমুনা ।
 দৰ্শয়ামাস তং দেবং তাক্ গজাং দ্বিজমুনে ॥৪৭
 ততঃ স চিচ্চিকঃ স্নাত্বা গজাং
 ত্ৰৈলোক্যপাবনীম্ ॥ ৪৮
 চিচ্চিক উবাচ ।
 গজৈ গোতমি যাবৎ স্নাত্বা ত্রিজগৎপাবনীঃ নরঃ ।
 ন পশ্যন্ত্যচ্যুতৈঃ তাবদিহামুজাপি পাতকৌ ॥ ৪৯

অপেক্ষা ক্রেশনাশন অপর কেহই নাই ;
 সৰ্বভাৱে সেই তীৰ্থই দেখিব—এইরূপই
 আমার অভিপ্রায়। মংকুত প্রযত্নে কদাচ এ
 কাৰ্য্য সম্পন্ন হইবে না ; দুষ্কৃতকৰ্ম্মাদিগের
 আকাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তি হইবে কেমনে ? হে
 বীর ! আমি সপ্রযত্ন হইলেও সেই কাৰ্য্য
 সূত্ৰকর দেখিতেছি। অতএব তোমার
 প্রসাদে গদাধরকে দেখিবার আশা করি।
 হে সূত্রত ! ষাঁহাকে দেখিলে নরগণের
 আর ভবক্ৰেশ দৰ্শন কৰিতে হয় না,
 সেই অবিজ্ঞাপিত হুঃখজ্ঞ, কৰুণা-বৰুণালয়
 গদাধর দেবকে তোমারই প্রসাদে দেখিয়াই
 স্বৰ্গে যাইতে পারিব। ৩৮—৪৬। ব্রহ্মা বলি-
 লেন,—ক্ষিৰাজ চিচ্চিক কৰ্ত্তৃক উক্ত হইয়া
 সেই নৃপতি তাহাকে সেই গদাধর দেব ও
 সেই গজাকে দেখাইলেন। পরে সেই চিচ্চিক
 স্নান করিয়া ত্ৰৈলোক্যপাবনী গজাকে কহি-
 লেন,—গজৈ গোতমি ! নর যাবৎ না ত্রিজ-
 গৎপাবনী তোমাকে দৰ্শন করে, তাবৎ
 কালই ইহামুজ পাতকৌ বলিয়া উক্ত হয়।

তস্মাৎ সৰ্বাগসমপি মামুত্থর সরিষরে ।
 সংসারে দেহিনামজ্ঞা ন গতিঃ কাপি কুজ্জচিং ।
 ত্বাং বিনা বিমুচরণসরোরুহসমুত্তবে ॥ ৫০
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ইতি ব্রহ্মাবিত্ত্বা গজৈকশরণো দ্বিজঃ ।
 স্নানং চক্রে স্মরনস্তৰ্গদে জায়ন্ত মাযিতি ॥ ৫১
 গদাধরং ততো নত্বা পশ্চৎসু নগবাসিসু ।
 পবমানাভ্যমুজ্জাতস্তদেব দিবমাক্রমৎ ॥ ৫২
 পবমানঃ স্ননগরং প্রযযৌ সান্নগস্ততঃ ।
 ততঃ প্রভৃতি ততীৰ্থং পাবমানঃ সচিচ্চিকম্ ॥
 গদাধরং কোটিতীৰ্থমিতি বেদবিদো বিদুঃ ।
 কোটিকোটিশুণং কৰ্ম্ম কৃতং তত্র ভবেম্মণাম্ ॥
 ইতি জীৱাক্ষে পাচোমানাদি তীৰ্থবৰ্ণনং চতুঃ
 ষষ্ট্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৪ ॥

অতএব হে সরিষরে ! আমি সৰ্বাপরাধে
 অপরাধী হইলেও আমাকে উদ্ধার কর।
 হে বিমুচরণ-সরোরুহ-সমুত্তবে ! সংসারে
 তোমা ব্যতীত দেহিগণের কুজ্জপি অন্ত
 গতি নাই। ব্রহ্মা বলিলেন,—এই বলিয়া
 গজৈকশরণ, ব্রহ্মাবিত্ত্বা সেই পক্ষী
 অন্তরে “গজৈ ! জ্ঞান কর” এইরূপ স্মরণ
 করত স্নান করিল। পরে গদাধরকে দৰ্শন
 করিয়া পবমান রাজার অমুজা গ্রহণান্তে
 নগবাসিগণের সান্নাতেই তখনই ত্ৰৈলোকে
 প্রস্থান কবিল। তার পর পবমান অমু-
 চর বর্গসহ স্ননগরে প্রতিগমন করিলেন।
 সেই হইতে ঐ তীৰ্থ পাবমান, চিচ্চিক, গদা-
 ধর, কোটিতীৰ্থ এই সকল নামে বিখ্যাত
 হইয়াছে। নরগণের সেখানে কৃত কৰ্ম্ম কোটি
 কোটিশুণ বলপ্রদ হয়। ৪৭—৫৪।

চতুঃষষ্ট্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৪।

পঞ্চমকাণ্ডিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

ভজতীর্থমিতি প্রোক্তং সৰ্বানিষ্টনিবারণম্ ।
সৰ্বপাপপ্রশমনং মহাশাস্তিপ্রদায়কম্ ॥ ১
আদিত্যস্ত প্রিয়া ভাৰ্যা উষা অস্টী পতিব্রতা ।
ছায়াপি ভাৰ্যা সবিতৃতন্তাঃ পুত্রঃ শনৈশ্চরঃ ॥ ২
তন্ত বসা বিষ্টিরিতি ভীষণা পাপরূপিণী ।
তাং কন্তাং সবিতা কৈশ্চ দদামৌতি মতিং দধে
যস্মৈ যস্মৈ দাতুকামঃ সূৰ্য্যো লোকগুরুঃ প্রভুঃ
তক্ষুহা ভীষণা চেতি কিং কুৰ্ম্যো ভাৰ্য্যায়ানয়া ॥
এবম্ বৰ্জমানো সা পিতরং প্রাহ হৃঃখিতা ॥ ৫
নিষ্টিকবাচ ।

বালামেব পিতা যন্ত দজাং কন্তাং সুরূপিণে ।
স কৃতার্থো ভবেল্লোকে ন চেদুৎকৃতবান পিতা ॥
চতুৰ্দ্ধাষংসরাদুৰ্দ্ধং যাবন্ন দশমাত্ময়ঃ ।
তাবদ্বিবাঃ কন্তায়াঃ পিত্রা কার্য্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৭

পঞ্চমকাণ্ডিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভজতীর্থ নামে যে
বিখ্যাত তীর্থ আছে, তাহা সৰ্বানিষ্টনিবারক,
সৰ্বপাপপ্রশমক ও মহাশাস্তিপ্রদায়ক ।
আদিত্যের দুইটা ভাৰ্যা ছিলেন । প্রথম
ভাৰ্যা অস্টীর তনয়া পতিব্রতা উষা ; দ্বিতীয়া
ছায়া । উষা স্বপতির প্রিয়া ছিলেন । ছায়ার
পুত্র শনৈশ্চর । শনৈশ্চরের ভগিনী ভীষণা ।
ভীষণা পাপরূপিণী বিষ্টি । সবিতা সেই
বিষ্টিকে কাহার করে দান করিবেন, চিন্তা
করিতে লাগিলেন । লোকগুরু প্রভু সূৰ্য্য সেই
কন্তাটিকে প্রদানার্থ যাহাকে যাহাকেই মনো-
নীত করেন, সেই সেই ব্যক্তিই “ভীষণা”
ইহা জানিয়া ‘ইহা ছায়া কি করিব’ এই ভাবিয়া
প্রত্যাখ্যান করেন । একরূপ অবস্থায় একদিন
সেই বিষ্টি হৃঃখিতচিত্তে পিতাকে কাহলেন, যে
পিতা বালাকাবস্থায়ই সুরূপ পায়ে কন্তা সম্ভ্র-
দান করেন, লোকে তিনিই কৃতার্থ হইবেন ।
নচেৎ পিতা দুঃখভবান হইবেন । চতুৰ্দ্ধ বৎসরের
পর যাবৎ দশম বর্ষ অতীত না হয়, তাবৎ

জীমতে বিহবে যুনে কুলীনায় বশষিনে ।
উদারায় সনাথায় কন্তা দেয়া বরায় বৈ ॥ ৮
এতচ্চেন্দ্রস্তথা কুৰ্ম্যাপি পিতা স নিরয়ী সদা ॥ ৯
ধর্ম্মস্ত সাধনং কন্তা বিহুমামপি ভাস্কর ।
নরকশ্বেব মূৰ্খাণাং কামোপহতচেতসাম্ ॥ ১০
একতঃ পৃথিবী কুংসা সশৈলবনকাননা ।
শলকুতোপাধিহীনা শুকন্তা চৈকতঃ স্মৃতা ॥ ১১
বিক্রীগীতে যন্ত কন্তামবঃ বা গাং তিলানপি ।
ন তন্ত রৌরবাদিত্যঃ কদাচিরিকৃতির্ভবেৎ ॥ ১২
বিবাহাতিক্রমঃ কার্য্যো ন কন্তায়াঃ কদাচন ।
তস্মিন্ রুতে যৎ পিতুঃ স্তাৎ পাপং তৎ কেন
কথ্যতে ॥ ১৩
যাবল্লজাং ন জানাতিযাবৎক্রীড়তি পাংস্ততিঃ
তাবৎ কন্তা প্রদাতব্যা নো চেৎ পিত্রোরধো-
গতিঃ ॥ ১৪
পিতুঃ স্বরূপঃ পুত্রঃ স্তাদ্যঃ পিতা পুত্রএব সঃ ।

কাল মধ্যেই কন্তার বিবাহ দেওয়া পিতার
কর্তব্য । জীমান, বিদ্বান, বুবা, কুলীন, বশষী,
উদার, অভিভাবকবান পাণ্ডেই কন্তা দান
করা পিতার বিধেয় । যে পিতা ইচ্ছায় অন্তথা
করেন, তিনি সদা নিরয়গামী হইবেন । ‘হে
ভাস্কর ! বিদ্বান জনগণের পক্ষে কন্তা ধর্ম্মের
সাধন ; কিন্তু কামোপহতচেতা মূৰ্খদিগের
পক্ষে নরকেরই হেতু হয় । ১—১০ । শৈল, বন
(ক্ষুদ্রবন) ও কাননসমবিতা সমগ্রা পৃথিবী এক
দিকে আর সদলঙ্কারভূষিতা ব্যাধিহীনা
শুকন্তা এক দিকে—দুইই তুল্য বলিয়া স্মৃত
হয় । যে জন কন্তা, অথ, গো, তিল,—এ
সকল বিক্রয় করে, রৌরবাদি নরক হইতে
কদাচ তাহার নিষ্কৃতি হয় না । কদাচ কন্তার
বিবাহাতিক্রম করা বিধেয় নহে । উষা
করিলে যে কত পাপ হয়, তাহা কে বলিতে
পারে ? কন্তা যাবৎকাল লজ্জা বুঝে না,
যাবৎকাল ধূলা খেলা করে, তাবৎকাল
মধ্যেই কন্তাকে সম্ভ্রদান করা কর্তব্য ;
নচেৎ পিতা মাতার অধোগতি হয় । পিতার
রূপই সন্তান হয়, যে পিতা—সেই পুত্র ।

আজ্ঞনঃ সুখিতাঃ লোকে কো ন কুৰ্য্যাৎ

করোতি চ ॥ ১৫

যৎকৃত্যঃ পিতা কুৰ্যাদানঃ পুজনমীক্ষণম্ ।

যৎ কৃতং তৎ কৃতং বিদ্যাভ্যাসু দত্তং তদক্ষয়ম্*

পুত্রেষু চৈব পৌত্রেষু কো ন কুৰ্য্যাৎ সুখং রবে
করোতি যঃ কন্তকানাং স সম্প্রদাজনং ভবেৎ

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং তাং বাদিনীঃ কন্তাঃ বিষ্টিং প্রোবাচ

ভাস্করঃ ॥ ১৮

স্বৰ্থ উবাচ ।

কিং করোমি ন গৃহ্মতি ত্রাঃ কশ্চিভীষণাকৃতিম্

কুলং রূপং বয়ো বিস্তং বিদ্যাং বৃত্তং সুশীলতাম্

মিথঃ পশুন্তি সম্বন্ধে বিবাহে স্ত্রীষু পুংসু চ ॥ ১৯

অশ্বাসু সৰ্মমপ্যন্তি বিনা তব শুণৈঃ শুভে ।

কিং করোমি ক দাস্তামি বুধা মাং ধিক্করোষি

কিম্ ॥ ২০

লোকে নিজেয় সুখিতা বিধান কে ন করে ?

কেই বা না করিতেছে ? পিতা কন্তার জন্ত

যে, দান পূজা ও নানাস্থান দর্শন করেন, সে

সকল কার্যই প্রকৃত সংকার্য্য-। সেই কন্তা-

দিকীকে যাহা দেওয়া যায়, তাহা অক্ষয় হয় ।

কোরবে ! পুত্রেতে বা পৌত্রেতে কেই বা

সুখের ব্যবস্থা না করে ? যে জন কন্তাতেও

তাহাদিগের সুখের নিমিত্ত সুবাবস্থা করে,

সেই সম্প্রদাজন হয় । ব্রহ্মা কহিলেন,

—ভাস্কর, এবাদ্বাদিনী কন্তা সেই বিষ্টিকে

কহিলেন,—কি করি ? ভীষণাকৃতি তোমাকে

কেই প্রাণ করিতে চাহে না । বিবাহ

সম্বন্ধে সকলেই পরস্পর কন্তা নর উভয়েরই

কুল, শীল, বয়স, বিস্ত, বিজ্ঞা, বৃত্ত সুশীলতা,—

এই সকল দেখিয়া থাকেন । কিন্তু হে শুভে !

তোমার গুণ ব্যতীত আমাদিগের আর সন্-

কই আছে ; এ অবস্থায় কি করিব ? কোথায়

সম্প্রদান করিব ? বুধা আমাকে কেন ধিক্কার

* 'যদ্বদ্যঃ তাসু কন্তাসু তদানন্তায় কল্পতে'
কিটিকব্যর্থিকঃ পাঠঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা পুনস্তাক বিষ্টিং প্রোবাচ ভাস্করঃ ॥ ২১

স্বৰ্থ উবাচ ।

যস্মৈ কস্মৈ চ দাতব্যং ত্বং বৈ যদ্যহুমন্তসে ।

দীয়সেহদ্য ময়া বিষ্টে অল্পজানীহি মাং ততঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

পিতরং প্রাহ সা বিষ্টিভর্তা পুত্রা ধনং সুখম্ ।

আয়ুরূপঞ্চ সম্প্রীতির্জায়তেপ্রাজ্ঞনামুগম্ ॥ ২৩

যৎ পুরা বিহিতং কৰ্ম্ম প্রাণিনা সাধসাদু বা ।

কলং তদহুরোধেন প্রাপ্যতেহপি ভবান্তরে ॥

স্বদোষ এব তৎ পিত্রা পরিহর্ভব্য আদরাৎ ।

তাদৃগেব কলন্ত স্তাদ্যাদৃগাচরিতং পুরা ॥ ২৫

তস্মাস্তদানসহস্রং স্ববংশানুগতং পিতা ।

করোতি শেষং দৈবেন যদ্যব্যঃ তদ্বিষ্যতি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা হৃহিতুৰ্বাক্যং বৃষ্টঃ পুত্রায় ভীষণাম্ ।

বিষরূপায় তাং প্রাদাষিষ্টিং লোকভয়ঙ্করীম্ ॥ ২৭

বিষরূপোহপি তদ্বচ্চ ভীষণো ভীষণাকৃতিঃ ॥ ২৮

দিতেছ ? ১১—২০ । ব্রহ্মা বলিলেন,—

ভাস্কর এই বলিয়া পুনরায় সেই বিষ্টিকে

কহিলেন,—বিষ্টে ! যাহাকে তাহাকে দেওয়া

যদি তুমি অল্পমোদন কর, তবে আমি

তোমাকে সম্প্রদান করিতে পারি । তাহা

হইলে তুমি আমাকে অল্পমতি দেও । বিষ্টি

তখন পিতাকে কহিল,—পিতা, পুত্র, ধন, সুখ,

আয়ু, রূপ, সম্প্রীতি, এ সকল প্রাজ্ঞন কর্ম্মানু-

সারেই ঘটয়া থাকে । প্রাণীরা পূর্বে সাধু

অসাধু যাহা কিছু কর্ম্ম করে, তদনুসারেই

জন্মান্তরেও কল প্রাপ্ত হয় । অতএব

পিতার পক্ষে সম্বন্ধে স্বকীয় দোষ পরিহার

করাই বিধেয় । কল কিন্তু পূর্বে যেমন

আচরণ করা হইয়াছে, তদনুরূপই হইবে ।

এনিমিত্ত পিতা স্ববংশানুরূপেই কন্তাদান-সম্বন্ধ

করিয়া থাকেন ; শেষ যাহা দৈবনির্দিষ্ট থাকে

তাহাই হইয়া থাকে । ব্রহ্মা বলিলেন,—স্বৰ্থ

তখন কন্তার এই সকল বাক্য শুনিয়া পুত্র

পুত্র বিষরূপকে সেই লোক-ভয়ঙ্করী বিষ্টি

এবং মিথঃ সঞ্চরতোঃ শীলরূপসমানয়োঃ ।
 শ্রীতিঃ কদাচিৎস্বয়মাং দম্পত্যোত্তরভবমিথঃ ॥
 গণ্ডো নামাভবৎ পুত্রো হৃতিগণ্ডন্তধৈব চ ।
 রক্তাকঃ ক্রোধনশ্চৈব ব্যয়ো দুর্গুণ এব চ ॥৩০
 ভেভ্যঃ কনৌয়ানভবদ্ধৰ্ষণো নাম পুণ্যভাক্ ।
 সূতঃ সুনীলঃ সূভগঃ শান্তঃ শুদ্ধমতিঃ শুচিঃ ॥
 স কদাচিদযমগৃহং ত্রুঃ মাতুলমভ্যাগাৎ ।
 স দদর্শ বহুং জন্তুং স্বর্গস্থানিব হুখিনঃ ।
 স মাতুলন্ত পপ্রচ্ছ নদ্বা ধর্ম্যঃ সনাতনম্ ॥ ৩২
 হর্ষণ উবাচ ।
 ক ইমে সূখিনস্তাত পচ্যন্তে নরকে চ কে ॥৩৩
 ত্রকোবাচ ।
 এবং পৃষ্টো ধর্ম্মরাজঃ সর্ম্মঃ প্রাহ যথার্থবৎ ।
 উৎকর্ষণাং গতিং সর্ম্মামশেষেণ ত্রবেদয়ৎ ॥৩৪
 যম উবাচ ।

বিহিতস্ত ন কুর্নস্তি যে কদাচিদতিক্রমম্ ।
 ন তে পশ্যন্তি নিরয়ং কদাচিদপি মানবাঃ ॥ ৩৫

কহা সম্প্রদান করিলেন। সেই বিধরূপ ও
 তবৎ ভীষণ ও ভীষণাকৃতি ছিল। সমান
 শীলরূপবিশিষ্ট তাহার। পরস্পর কিছুকাল
 অভিবাহিত করিলে পর কদাচিৎ সেই
 দম্পতীর শ্রীতির বৈষম্য ঘটিল। তাহা-
 দিগের গণ্ড, অতিগণ্ড, রক্তাক, ক্রোধন,
 ব্যয়, দুর্গুণ ও হর্ষণ নামে পুত্র সকল জন্মিল।
 তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র হর্ষণ পুণ্যাস্তা সুনীল,
 সূভগ, শান্ত, শুচি ও শুদ্ধমতি হইয়াছিল।
 সে একলা মাতুলকে দেখিবার জন্ত যম-
 ক্ষবনে গমন করে। সেখানে স্বর্গস্থ ও
 নরকস্থ বহু প্রাণী দেখিয়া হুঃখিতচিত্তে মাতুল
 সনাতন ধর্ম্মকে নমস্কারপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা
 করিল, - তাত! এই সুখী প্রাণীরা
 কাহার? আর এই যাহারা নরকে পতিত
 হইতেছে, ইহারাই বা কাহার? ২১—৩০।
 ত্রকো বালিলেন,—ধর্ম্মরাজ এইরূপ পুত্র
 হইয়া তাহাদিগের কর্ম্মগতির বিষয় যথার্থ
 বর্ণন করিলেন। যম বালিলেন,—কাহার।
 বিহিত কর্ম্মের কদাচ অতিক্রম না করেন

ন মানয়ন্তি যে শাস্ত্রং লোচারং ন বহুভাষ্য ।
 বিহিতাতিক্রমঃ কুর্য়ুর্থে তে নরকগামিনঃ ॥ ৩৬
 ত্রকোবাচ ।
 স তু জহা ধর্ম্মবাক্যং হর্ষণঃ পুনরব্রবীৎ ॥ ৩৭
 হর্ষণ উবাচ ।
 পিতা ত্রাহৌ ভীষণশ্চ মাতা বিষ্টিশ্চ ভীষণা ।
 ভ্রাতরশ্চ মহাত্মানো যেন তে শাস্তবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮
 সুরূপাশ্চ ভাবম্যন্তি নির্দোষা মঙ্গলপ্রদাঃ ।
 তন্মে কর্ম্ম বদন্বাদ্য তৎ কর্ত্তব্যম্ সুরোত্তম ॥ ৩৯
 অস্তথা তাম্ গচ্ছ্যমিত্যুক্তঃ প্রাহ ধর্ম্মরাজী ।
 হর্ষণঃ শুদ্ধবুদ্ধিঃ তৎ হর্ষণোহসি ন সংশয়ঃ ॥ ৪০
 বহবঃ সূতাঃ সূতাঃ কেচিৎসৈব তে কুলতন্তবঃ *
 এক এব সূতঃ কশ্চিদযেন তদ্ ভ্রিয়তে কুলম্ ॥
 কুলস্তাধারভূতো যো যঃ পিত্রোঃ প্রিয়কারকঃ ।

সেই মানবের। কদাপি নিরয় দেখেন না।
 আর যাহারা শাস্ত্র মানে না, আচার পালন
 করে না কিম্বা বহুভাষ্য জনগণকে সম্বাদন করে
 না;—বিহিতের অতিক্রম করে; তাহার।
 নরকগামী হয়। ত্রকো বালিলেন,—সেই
 হর্ষণ ধর্ম্মবাক্য শ্রবণে পুনরায় কহিলেন,—
 পিতা ত্রাহৌ ভীষণ; মাতা বিষ্টি ও ভীষণা;
 কিন্তু আমার ভ্রাতারা যাহাতে মহাত্মা শাস্ত-
 বুদ্ধি-পুরুষ, নির্দোষ ও মঙ্গলপ্রদ হইতে
 পারেন, অস্ত্র আপনি সেই কর্ম্মের উপদেশ
 করুন; হে সুরোত্তম! আমি নিঃসংশয় তাহা
 করিব। নচেৎ আমি আর তাহাদিগের
 সেখানে যাইব না। ধর্ম্মরাজ এইরূপ উক্ত
 হইয়া মহাবুদ্ধি হর্ষণকে কহিলেন,—তুমি
 হর্ষণই বটে; সংশয় নাই। বহু পুত্র জন্মি-
 লেও কুলের উৎকর্ষসাধক না হইলে
 কেহই পুত্র নহে; কিন্তু একটা পুত্রও
 প্রকৃত পুত্র;—যাহার দ্বারা কুল ধৃত হয়।
 যে পুত্র কুলের আধারভূত, যে পিতা

* এতদর্শনানে 'কিমন্তৈর্বহতি: পুত্রো:
 শোক সন্তাপকারকৈ:' ইত্যুক্তং কচিৎ বর্ত্ততে ।

যঃ পূৰ্বজানুদয়তি স পুত্রস্তিতরো গদঃ ॥ ৪২
 বশ্মাশ্বায়ানুরূপং মে শ্রোতুং মাতামহপ্রিয়ম্ ।
 তস্মাৎ গৌতমীঃ গচ্ছ ন্নাত্বা নিয়তমানসঃ ॥ ৪৩
 ত্বহি বিষ্ণুং জগদ্ব্যোনিং শাস্তং শ্রীতেন চেতসা
 স তু শ্রীতো যদি ভবেৎ সৰ্বমিষ্টং প্রদান্নতি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি ব্রহ্মা ধৰ্ম্মবাক্যং হৰ্ষণো গৌতমীঃ যযৌ ।
 তচ্চিহ্নতাব দেবেশং হরিং শ্রীতোহভবদ্ধরিঃ ॥
 হৰ্ষণাঃ ততঃ প্রাদাৎ কুলভদ্রং ততস্ত সঃ ।
 সৰ্বভদ্রপ্রশমনপূৰ্বকং ভদ্রমন্ত তে ॥ ৪৬
 তত্ৰাত্না শ্রোচ্যতে বিষ্টিঃ পিতা ভদ্রস্তথা সূতাঃ
 ততঃ প্রভৃতি তন্তীর্থং ভদ্রতীর্থং তত্ৰচ্যতে ॥ ৪৭
 সৰ্বমঙ্গলদং পুংসাং তত্র ভদ্রপতির্হরিঃ ।
 তন্তীর্থসেবিনাং পুংসাং সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ।
 মঙ্গলৈকনিধিঃ সাক্ষাদেবদেবো জনার্দনঃ ॥ ৪৮

ইতি ব্রহ্মোক্তীর্থমাহাশ্বো ভদ্রতীর্থবর্ণনং
 পঞ্চষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পতত্রিতীর্থমাখ্যাতং যোগেশ্বং পাপনাশনম্ ।
 তস্ত অবণমাত্রেণ কৃতকৃত্যো ভবেদ্বয়ঃ ॥ ১
 বভূবতুঃ কণ্ঠপশু সূতাবরুণবীধরো ।
 সম্পাতিশ্চ জটায়ুশ্চ সম্ভবেতাং তদ্বয়ে ॥ ২
 তার্ক্য প্রজাপতেঃ পুত্রাবরুণো গরুড়স্তথা ।
 তদ্বয়ে চ সম্ভূতঃ সম্পাতিঃ পতগোত্তমঃ ।
 জটায়ুরিতি বিখ্যাতো হৃপদঃ সোদরোহুজঃ ॥ ৩
 অতোত্তম্পর্দয়া যুক্তাবুনন্তৌ শ্ববলেন তৌ ।
 সঙ্গম্যতুর্দিনকরং নমস্কর্তুং বিহায়সি ॥ ৪
 যাবৎ সূর্যাস্ত সামীপ্যং প্রাপ্তৌ তৌ
 বিহগোত্তমৌ ।
 দধপক্ষাবুভৌ শ্রাপ্তৌ পতিতৌ গিরিমূচ্ছসি ॥ ৫

মঙ্গলৈকনিধি দেবদেব জনার্দন ভদ্রপতি হরি
 সাক্ষাৎ বিরাজমান রহিয়াছেন । ৩৪—৪৮ ।

পঞ্চষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৫ ।

মাতার প্রিয়কারী, যে পূৰ্বজগণের উদ্ধার
 করে, সেই পুত্র ; অপর পুত্র যোগেশ্বর ।
 যে হেতু তুমি মাতামহের প্রিয়, তোমার অনু-
 রূপ কথাই বলিয়াছ, অতএব তুমি গৌতমীতে
 যাও ; সেখানে স্নানান্তে নিয়ত-মানসে শ্রীত-
 চিত্তে জগদ্ব্যোনি শাস্ত বিষ্ণুকে স্তব কর ;
 তিনি যদি শ্রীত হয়েন, তবে তোমার সমস্ত
 অতীষ্ট প্রদান করিবেন । ব্রহ্মা বলি-
 লেন,—হৰ্ষণ ধর্ম্মের এই বাক্য শুনিয়া
 গৌতমীতে গমন করিলেন । সেখানে
 স্নানপূৰ্বক তৃচি হইয়া হরিকে স্তব করায় হরি,
 কুলের সৰ্বভদ্রপ্রশমন-পূৰ্বক কুলমঙ্গল-
 জনক “তোমার ভদ্র হইল” এই বর
 দিলেন । সেই হইতে বিষ্টি, ভদ্রা নামে এবং
 পিতা ও ভ্রাতারা ভদ্র নামে উক্ত হয় । সেই
 হইতে ঐ তীর্থ ভদ্রতীর্থ নামে উল্লিখিত হইয়া
 থাকে । উহা পুরুষদিগের সৰ্বমঙ্গলপ্রদ ।
 অথায় সেই তীর্থ-সেবীদিগের সৰ্ব-সিদ্ধিদায়ক

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—পতত্রি তীর্থ নামে
 বিখ্যাত তীর্থ, যোগেশ্বর ও পাপনাশক । নর
 তাহার বিবরণ অবণ মাত্রেই কৃত্যকৃত্য হয় ।
 তার্ক্য প্রজতির কণ্ঠপের অরুণ ও গরুড়
 নামে দুই পুত্র হয় । সম্পাতি এবং জটায়ুও
 ঐ বংশেই জন্ম হইয়াছিল । পক্ষিরাজ
 গরুড়ের পুত্ররূপে সম্পাতি ও জটায়ু
 নামে পতগোত্তমদ্বয় জন্মগ্রহণ করে ।
 তন্মধ্যে সম্পাতি জ্যেষ্ঠ, ও বিখ্যাত জটায়ু
 কনিষ্ঠ । তাহারা নিজ নিজ বলে উন্নত
 হইয়া পরস্পর সাক্ষাৎ সহকারে একদা আকাশ-
 পথে দিনকরকে নমস্কার করিতে প্রস্থান
 করে । সেই বিহগোত্তমদ্বয় যখন সূর্যের
 সামীপ্য প্রাপ্ত হইল, তখন উভয়ে দধপক্ষ ও
 পরিশ্রান্ত হইয়া একটা পর্বতোপরি নিশিঞ্চি

বান্ধবো পতিতো দৃষ্টা নিশ্চেষ্টৌ গতচেতসৌ ।
তাবদুঃখাভিভূতোহসাবরুণঃ প্রাহ ভাস্করম্ ॥
তো দৃষ্টা বরুণঃ সূর্য্য প্রাহেদং পতিতো ভুবি
আশাসয়েতো তিগ্মাংশো যাবন্নৈতো মরিস্যতঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্তা দিনকরো জীবয়ামাস তো খগৌ ॥
গরুড়োহপি তয়োঃ ব্রহ্মা অবস্থানং সহ বিবুনা ।
আগত্যাশাসয়ামাস সুখং চক্রে চ নারদ ॥ ৯
সৰ্ব্ব এব তদা জঘ্যুর্জাং তাপাপহন্তয়ে ।
জটায়ুশ্চাকর্ণশ্চৈব সম্পাতিগুরুভৃত্য ॥ ১০
সূর্য্যো বিবুন্তং প্রযযৌ ততীর্থং বহুপুণ্যদম্ ।
পতত্রিতীর্থমাখ্যাতং বিষয়ং সৰ্ব্বকামদম্ ॥ ১১
স্বয়ং সূর্য্যস্তথা বিবুঃ সুপর্ণেনাকর্ণেন চ ।
আসতে গোতমাতীরে তথৈব বুযধ্বজঃ !
ত্রয়াণামপি দেবানাং স্থিতেস্ততীর্থমূলমম্ ॥ ১২

হয় । অরুণ তখন সেই বান্ধবদ্বয়কে পতিত
নিশ্চেষ্ট ও গতচেতন দর্শনে দুঃখাভিভূত
হইয়া ভাস্করকে কহিলেন,—হে তিগ্মাংশু
ভাস্কর ! যাবৎ ইহারা জীবিত থাকে তাবৎ
আপনি ইহাদিগকে আশাসিত করুন ।
১—৭ । ব্রহ্মা বলিলেন,—দিনকর ‘তাহাই
করিতেছি’ বলিয়া সেই খগদ্বয়কে জীবিত
করিলেন । হে নারদ ! তখন গরুড় ও তাহা-
দিগের তাদৃশ অবস্থার কথা শুনিয়া বিবুসহ
তথায় আসিয়া আশাসদান-পূর্ব্বক তাহা-
দিগের সুখ সম্পাদন করিলেন । তখন
জটায়ু, সম্পাতি, গরুড়, অরুণ, সূর্য্য,
বিবু —সকলেই তাপাপনোদনার্থ গঙ্গায়
গমন করিলেন । তাঁহাদের তত্ত্ব্যত্নে নান-
স্থান বহু পুণ্যদ তীর্থরূপে পরিণত হইল ।
সেই পতত্রিতীর্থ নামে আখ্যাত তীর্থ
বিষয় ও সৰ্ব্বকামদ । সেই গোতমী-
তীরে সূর্য্য ও বিবু, অরুণ ও সুপর্ণের
সহিত স্বয়ং বর্তমান রহিয়াছেন এবং
বুযধ্বজও আছেন । এই তিন দেবতার
স্থিতি হেতু উহা উত্তম তীর্থ হইয়াছে ।

তত্র নান্য ভূচিহ্নান্য নমস্কর্যাং সুরানিমান্ ।
আধিব্যাধিবিনির্মুক্তঃ স পরম সৌখ্যমাপুহাং ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে তীর্থমাহর্য্যে পতত্রিতীর্থবর্ণনং
ষট্‌ষষ্ঠ্যাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৬ ॥

সপ্তমর্ষ্যাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বিপ্রতীর্থমিতি খ্যাতং তথা নারায়ণং বিবুঃ ।
তন্ত্ৰাখ্যানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু বিস্ময়কারকম্ ॥ ১
অস্তর্বেজাং দ্বিজঃ কশিচ্ ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ
তন্ত্ৰ পুত্রা মহাপ্রাজ্ঞা গুণরূপদয়াদ্বিতাঃ ॥ ২
তেষাং কনীয়ান্ যো ভ্রাতা শাস্তো গুণ-
গর্ভবর্ত্তঃ ।
আসন্দিব ইতি খ্যাতঃ সৰ্ব্বজ্ঞানো মহামতিঃ ॥ ৩
বিবাহায় পিতা তস্মা আসন্দিবায় যত্ববান্ ।
এতন্মিন্নস্তরে রাত্নৌ সুপুং তং দ্বিজপুত্রকম্ ॥

যে জন তথায় নানাস্থে ভূচি হইয়া ঐ সকল
দেবতাকে নমস্কার করিবে, সে আধি
ব্যাধি-বিনির্মুক্ত হইয়া পরম সৌখ্য প্রাপ্ত
হইবে । ৮—১৩ ।

ষট্‌ষষ্ঠ্যাদিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৬ ।

সপ্তমর্ষ্যাদিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিপ্রতীর্থ ও নারায়ণ
তীর্থ নামে যে বিখ্যাত তীর্থ আছে, তাহার
বিস্ময়কারণ আখ্যান বলিতেছি ; শুন ।
অস্তর্বেদীতে কোনও বেদপারগ ব্রাহ্মণ
ছিলেন । তাহার রূপ গুণ-দয়-সম্পন্ন মহা-
প্রাজ্ঞ অনেকগুলি পুত্র ছিল । তাহা-
দিগের আসন্দিব নামে কনিষ্ঠ ভ্রাতা
শাস্ত, গুণগমগণিত, সৰ্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন ও
মহামতি ছিলেন । পিতা তাহার বিবাহ-
হার্ষ চেষ্টা পাইতেছিলেন ; ইত্যবসরে
সেই দ্বিজপুত্র আসন্দিব এক দিন বিবু

অবিস্মরণঃ সৌম্যশিরস্কমসমাহিতম্ ।
 আসন্নিবঃ ক্রুররূপা রাক্ষসী কামরূপিণী ॥ ৫
 তমাহারাগমচ্ছীত্রং গৌতম্যা দক্ষিণে তটে ।
 জীপিরেকস্তরে পাদে * বহুব্রাহ্মণসেবিতম্ ॥ ৬
 নগরং ধর্ম্মনিলয়ং লক্ষ্ম্যা নিলয়মেব চ ।
 তত্র রাজা বৃহৎকীর্তিঃ সর্ব্বকত্রগুণাবিতঃ ॥ ৭
 তত্শামিতক্ষেমশুভিকযুক্তঃ
 নিশাবসানে দ্বিজপুত্রযুক্তা ।
 সা রাক্ষসী তৎ পুরমাসাদ
 মনোজরূপাণি বিভক্তি নিত্যম্ ॥ ৮
 সা কামরূপেণ চরত্যশেষাঃ
 মহীমিমাং তেন সমঃ দ্বিজেন ।
 গোদবরীদক্ষিণতীরভাগে
 বৃদ্ধাকৃতস্তং দ্বিজমাহ ভীমা ॥ ৯
 রাক্ষস্যা বাচ ।
 এষা তু গন্ধা দ্বিজযুধ্য সন্ধ্যা
 উপাস্ততাং বিপ্রবরৈঃ সমেত্য ।

স্মরণ না করিয়াই উত্তরশিরা হইয়া
 অসমাহিতভাবে নিদ্রিত হইলেন । ক্রুরতরা
 কামরূপিণী কোনও রাক্ষসী আসিয়া তাঁহাকে
 লইয়া শীত্র প্রস্থান করিল । গৌতমীর দক্ষিণ
 তটে, জীপিরেকের উত্তরদিগুবর্তী প্রত্যন্ত
 পর্ব্বতে ধর্ম্মের নিলয় ও লক্ষ্মীর আবাস-
 ছুমি, বহুব্রাহ্মণ-সেবিত এক নগর ছিল ।
 সেখানে সর্ব্বকত্রগুণাবিতঃ বৃহৎকীর্তি নামে
 এক রাজা ছিলেন । সেই রাজার অমিত-
 ক্ষেম শুভিকযুক্ত সেই পুরে, রাক্ষসী
 নিশাবসানে দ্বিজপুত্রসহ যাইয়া উপস্থিত
 হইল । রাক্ষসী নিয়ত মনোজরূপ ধারণপূর্ব্বক
 যথেষ্টভাবে সেই দ্বিজপুত্র সহ এই অশেষ
 মহীমণ্ডলে বিচরণ করিত । একদা সেই
 ভীমা রাক্ষসী বৃদ্ধাকৃত হইয়া সেই দ্বিজকে
 কহিল,—হে দ্বিজযুধ্য ! এই গন্ধা ; তুমি
 বিপ্রগণসহ মিলিত হইয়া সন্ধ্যা উপাসনা
 কর । বিপ্রবরেরা যথাকালেই সন্ধ্যা

* পারে ইতি চ কচিং পাঠঃ ।

যথোচিতং বিপ্রবরাস্ত কালে
 নোপাসতে যত্নত এব সন্ধ্যাম্ ॥ ১০
 নীচান্ত এবাভিহিতাঃ সুরেশৈ-
 রন্ত্যাবসায়িপ্রবরাস্ত এতে ।
 অহং জনিত্রী তব চেতি বাচ্যঃ
 নো চেদিদানীং স্বমুপৈষি নাশম্ ॥ ১১
 মদ্যাক্যকর্তাসি যদি দ্বিজেন্দ্র
 শূখং করিষ্যে তব যৎ প্রিয়ঞ্চ ।
 পুনশ্চ দেশং নিলয়ং গুরুঞ্চ
 সন্ত্রাপয়িষ্যে নহু সত্যমেতৎ ॥ ১২
 ব্রহ্মোবাচ ।
 স প্রাহ কা ভুং দ্বিজপুত্রবোহপি
 সোবাচ তং রাক্ষসী কামরূপা ।
 বিশ্বাসয়ন্তী শপথৈরনেকৈ-
 স্তং ভ্রান্তচিত্তং মুনীন্দ্ৰাজপুত্রম্ ॥ ১৩
 কঙ্কালিনী নাম জগৎপ্রসিদ্ধা
 বিপ্রোহপি তামাহ নিবেদিতং যৎ ।
 তদেব কর্তাস্মি ন সংশয়োহত্র
 যন্তৎপ্রিয়ং বচিা করোমি চেব ॥ ১৪

উপাসনা করেন । যাহারা না করে, তাহা-
 রাই অধম ; সুরেশগণ তাহাদিগকেই অন্ত্যা-
 বসায়ী বলেন । আমি তোমার জননী ;
 তুমি সকলের নিকট এই কথা বলিও, নচেৎ
 নাশ পাইবে । দ্বিজেন্দ্র ! যদি আমার
 এই বাক্য প্রতিপালন কর, তাহা হইলে
 তোমার যাহা শূখ এবং প্রিয়, তাহাই
 করিব । তুমি পুনরায় নিজদেশ, গৃহ,
 গুরুজন—সমস্ত যাহাতে পাইতে পার
 তাহা করিব । ওহে ! ইহা সত্য বলিতেছি ।
 ১—১২ । ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই দ্বিজপুত্র
 কহিলেন,—“তুমি কে ?” সেই কামরূপা
 রাক্ষসী, অনেক শপথ করিয়া তাঁহার
 বিশ্বাস জন্মাইয়া সেই ভ্রান্তচিত্ত মুনী-
 পুত্রকে কহিল,—আমি কঙ্কালিনী নামে জগতে
 প্রসিদ্ধা । তখন বিপ্রও কহিলেন,—তুমি
 যাহা বলিলে, আমি তাহাই করিব । তোমার
 যাহা প্রিয়, তাহাই বলিব এবং তাহাই করিব ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্বিশ্রবচনং শ্রুত্বা রাক্ষসী কামরূপিনী ।

বৃদ্ধা তথাপি চার্ষঙ্গী দিব্যালঙ্কারভূষণা ॥১৫

দ্বিজমাদায় সর্বত্র মৎসুতোহয়ং গুণাকরঃ ।

এবং বদন্তী সর্বত্র যাতি বক্তৃ করোতি চ ॥ ১৬

তং বিপ্রং রূপসৌভাগ্যবয়োবিদ্যাভিভূষিতম্ ।

তাক্ষ বৃদ্ধাঃ গুণোপেতামন্ত মাতেরি মেনিরে

তত্র দ্বিজবরঃ কশিৎস্বাঃ কন্তাঃ ভূষণাধিতাম্

রাক্ষসীঃ তাং পুরস্কৃত্য প্রাদান্তস্মৈ দ্বিজাতয়ে

সা কন্তা তং পতিং প্রাপ্য কৃতার্থাশ্রীত্যচিন্তয়ৎ

স দ্বিজোহপি গুণৈর্গুণ্যঃ পত্নীং দৃষ্ট্বা স্তুত্বাধিতঃ

দ্বিজ উবাচ ।

মামিযং ভক্যেদেব রাক্ষসী পাপরূপিনী ।

কিং করোমি ক গচ্ছামি কন্তেতৎ কথ্যামি বা

মহৎ সঙ্কটমাপন্নং রক্ষয়িষ্যতি কোহত্র মাম্ ॥২০

ভাৰ্য্যা মমেয়ং কল্যাণী গুণরূপবয়োযুতা ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কামরূপিনী সেই রাক্ষসী

বিপ্রেয় সেই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা অথচ চার্ষঙ্গী

ও দিব্যালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সেই দ্বিজকে

লইয়া “এইটি আমার পুত্র—গুণাকর” এই-

রূপ পরিচয় বলিয়া সর্বত্র বিচরণ করিতে

লাগিল । সে সকল স্থানেই ঐরূপে যাইত,

বলিত ও আচরণ করিত । লোকে সেই

বিপ্রকে সৌভাগ্য বয়স ও বিদ্যা দ্বারা

ভূষিত এবং সেই বৃদ্ধাকে গুণোপেতা দর্শনে,

—‘এই হার মাতা’ এইরূপ মনে করিত ।

এই অবস্থায় কোনও দ্বিজবর স্বীয়া ভূষণা-

ধিতা একটী কন্তাকে সেই রাক্ষসীর পুরস্কার-

পূর্বক সেই দ্বিজাতির করে সম্প্রদান করি-

লেন । সেই কন্তা সেই দ্বিজকে পতি পাইয়া

“আমি কৃতার্থা হইলাম” এইরূপই মনে

করিল । সেই দ্বিজও সেই গুণযুক্ত পত্নীকে

দেখিয়া হৃৎখিতাচক্ষে ভাবিতে লাগিলেন,—কি

করি ? কোথায় যাই ? কাহাকেই বা একথা

বলি ? এই পাপরূপিনী রাক্ষসী আমাকে

নিষ্ঠুরই ভক্ষণ করিবে । আমার মহৎ সঙ্কট

উপহিত ! কে আমাকে রক্ষা করিবে !

এনামপ্যভ্যাক্ষ্যাতকস্মিধ্যতি রাক্ষসী ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র ভাৰ্য্যা সা গুণশালিনী ।

বৃদ্ধাপ্যতিদুরাধৰ্ষা সা গতা কুজচিত্তদা ॥ ২২

প্রশ্রয়াবনতা ভূত্বা বালা চাপি পতিব্রতা ।

তৰ্ভারং হৃৎখিতঃ জ্ঞাত্বা পতিং প্রাণ রহঃ শনৈঃ

ভাৰ্য্যোবাচ ।

কস্মান্তে হৃৎখ্যাপন্নং স্বামিন্ত্বং বদস্ব মে ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ ।

শনৈঃ প্রোবাচ তাং ভাৰ্য্যাঃ যথাবৎপূৰ্ববিস্তরম্

কিমকথ্যং প্রিয়ে মিহি কুলীনারাক্ষ যোষিতি ॥

ভৰ্জ্বাক্যং নিশ্চয়োদঃ প্রোবাচ বদতাং বরা ॥

ভাৰ্য্যোবাচ ।

অনান্ননঃ সর্বতোহপি ভয়মন্তি গৃহেষপি ।

কুতো ভয়ং হ্যাম্ববতাং কিং পুনর্গৌতমীতটে ॥

বসতাং বিকৃতজ্ঞানাং বিরক্তানাং বিবেকিনাম্

অত্র নাস্তা ওচির্ভূত্বা ভবি দেবমনাময়ম্ ॥ ২৮

আমার এই কল্যাণী, ভাৰ্য্যা—গুণ-রূপ-বয়স-

যুক্তা ! অণ্ডভা রাক্ষসী ইহাকেও অকস্মাৎ

খাইয়া ফেলিবে ! ১৩—২১ । ব্রহ্মা বলিলেন,

—ইত্যবদরে সেই দুরাধৰ্ষা বৃদ্ধা কোথায়ও

স্থানান্তরে গিয়াছিল । তখন সেই গুণ-

শালিনী বালা পতিব্রতা বিপ্রপত্নী তৰ্ভাকে

হৃৎখিত বুঝিয়া গোপনে শনৈঃ শনৈঃ

সেই পতিকে কহিলেন,—স্বামিন ! কিজন

তোমার হৃৎখ হইয়াছে ? আমাকে তাহা

বল । ব্রহ্মা বলিলেন,—দ্বিজ তখন ধীরে

ধীরে সেই ভাৰ্য্যাকে পূৰ্ব বৃত্তান্ত বিস্তর-

ভাবে বলিলেন । প্রিয়, মিহি ও কুলীনা

রমণীর নিকট অবস্তব্য কি আছে ? সেই

বক্তব্য দ্বিজপত্নী, তৰ্ভার এই বাক্য

শ্রবণে প্রহাস্তরে বলিলেন,—বৈধ্যহীন

জনের সর্বত্রই ভয়,—গৃহেও ভয় আছে ?

কিন্তু বৈধ্যবান ব্যক্তিদিগের ভয় কিসের ?

বিশেষতঃ গৌতমীতটনিবাসী বিকৃতজ্ঞ

বিরক্ত বিবেকীদিগের কথা কি ? এখানে

নানাভে ওচি হইয়া অনাময় দেব বিকৃত

ব্রহ্মোবাচ ।

এতদাকর্ণ্য গঙ্গারায়ঃ স্নানো বিগতকণ্ঠঃ ।
তুষ্ঠাব গোতমীতীরে বিজ্ঞো নারায়ণঃ তদা ॥
বিজ্ঞ উবাচ ।

‘হমন্তরাষ্ট্রা জগতোহস্ত নাথ
স্মেব কৰ্ত্তাস্ত মুকুন্দ হৰ্ত্তা ।
স্বঃ পালকঃ পালয়সে ন দীন-
মনাথবল্লো নরসিংহ কন্যাং ॥ ৩০

অষ্টমস্কন্ধে প্রার্থনং তন্ত জগচ্ছোকনিবারণঃ ।
নারায়ণোহপি তাং পাপাং নিজঘান স রাক্ষসীম্
সুদর্শনেন চক্রেণ সহস্রারেণ ভাস্বতা ।
তন্মৈ প্রাদাৎসরানিষ্টান প্রাপয়ত শুক্লং প্রভুঃ ॥
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং বিপ্রঃ নারায়ণং বিহুঃ ।
স্নানদানেন পূজাভ্যর্থজ্ঞ সিধ্যতি বাহিতম্ ॥ ৩৩
ইতি শ্রীভ্রাহ্মে বিপ্রনারায়ণতীর্থবর্ণনঃ সপ্ত-
ষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৭

স্তব কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই বিজ্ঞ
এই কথা শ্রবণে তখন গঙ্গায় স্নানপূর্বক
বিগতকণ্ঠ হইয়া সেই গোতমীতীরে
নারায়ণকে স্তব করিলেন। বিজ্ঞ বলিলেন,—
নাথ! তুমিই এ জগতের অন্তরাষ্ট্রা; হে
মুকুন্দ! তুমিই ইহার হৰ্ত্তা ও কৰ্ত্তা। আবার
তুমিই ইহার পালক। হে অনাথবল্লু, নর-
সিংহ! এই দীন জনকে কি কারণে পালন
করিতেছ না? জগতের শোক নিবারণ
প্রভু নারায়ণ, সেই বিজ্ঞানন্দনের এই প্রার্থনা
শ্রবণে হ্যুতিমান সহস্রার সুদর্শন চক্রে দ্বারা
সেই পাপ রাক্ষসীকে হনন করিলেন এবং
সেই ব্রাহ্মণকে ইষ্ট বরনিকর দানপুৰ্ব্বক
তদীয় পিতৃভবনে প্রেরণ করিলেন। সেই
হইতে ঐ তীর্থ স্থান বিপ্রতীর্থ ও নারায়ণ-
তীর্থ নামে পরিচিত হইয়াছে; যেখানে
স্নান-দান-পূজনাदिতে বাহিত । সদ্ধ হয়।
সুধীগণ ইহা বিদিত আছেন।—৩০।

সপ্তষষ্ঠাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৭।

অষ্টমস্কন্ধাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ভাস্বতীর্থমিতি খ্যাতিং স্বাষ্ট্রং মাহেশ্বরং তথা ।
ঐন্দ্রং যাম্যং তথায়েয়ং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥১
অভিষ্টুত ইতি খ্যাতিো রাজাসীৎ প্রিয়দর্শনঃ ।
হয়মেধেন পুণ্যেন যষ্টুমারকবান্ সুরান্ ॥ ৩
তত্রবিজ্ঞঃ ষোড়শ স্মার্কসিষ্টাঙ্গিপুয়োগমাঃ ।
কত্রিয়ে যজ্ঞমানে তু যজ্ঞভূমিঃ কথং ভবেৎ ॥৩
ব্রাহ্মণে দৌকিতে রাজা ভুং দাস্ততি যত্রিযাম্
ভূপতো দৌকিতে দাতা কো ভবেৎ কো হু
যাচতে ॥ ৪
যাক্ষেয়মখিলাশর্শ্বজননী পাপরূপিণী ।
কেনাপ্যতো ন কাঠ্যেব কত্রিয়েণ বিশেষতঃ ॥
এবং মীমাংসামানেষু ব্রাহ্মণেষু পরস্পরম্ ।
তত্র প্রাহ মহাপ্রাজো বসিষ্ঠো ধর্মবিস্তমঃ ॥ ৬
বসিষ্ঠ উবাচ ।

রাজিদীক্ষায়মাণে তু স্বর্ঘ্যো যাচ্যো ভুবস্প্রতি

অষ্টমস্কন্ধাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভাস্বতীর্থ, স্বাষ্ট্র, মাহে-
শ্বর, ঐন্দ্র, যাম্য, অয়েয়,—এসকল বিখ্যাত
তীর্থ সৰ্বপাপ-বিনাশক। অভিষ্টুত নামে
এক প্রিয়দর্শন রাজা ছিলেন। তিনি পুণ্য
হয়মেধ যাগ দ্বারা সুরগণের যজনে প্রবৃত্ত
হয়েন। সেই যজ্ঞে বশিষ্ঠ ও অত্রি প্রমুখ
ষোড়শজন ঋষিকৃ ছিলেন। কত্রিয় যজ-
মান হইলে যজ্ঞ-ভূমি কিরূপে হইবে?
ব্রাহ্মণ দৌকিত হইলে রাজা যজ্ঞভূমি দান
করিয়া থাকেন; কিন্তু ভূপতি দৌকিত
হইলে তাহাকে কেই বা দাতা হইবে আর
কেই বা যাচক হইবে? এই যাক্ষা অখিল
অশর্শ্বজননী ও পাপরূপিণী; সুরত্যাং কাহা-
রই—বিশেষতঃ কত্রিয়ের পক্ষে উহা নিতান্ত
অকার্য। সেই ব্রাহ্মণেরা সকলে পরস্পর
এ বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন।
তন্মধ্যে ধর্মবিস্তম বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজা
দৌকিত হইলে ভূমির জন্ত স্বর্ঘ্যকে “হে দেব

দেহি মে দেব সবিতর্যজনঃ দেবতোচিতম্ ।
 দৈবঃ কত্রসি ব্রহ্মন্ ভূতনাথ নমোহস্ত তে ॥৮
 যাচিতঃ সবিতা রাজা দেবানাং যজনঃ শুভম্
 দদাত্যেব ততো রাজন্ প্রার্থয়েশঃ দিবাকরম্
 ব্রহ্মোবাচ ।
 তথৈত্যাঙ্ক্যভিষ্টৌতোহপি দেবদেবঃ দিবাকরম্
 ব্রহ্ময়া প্রার্থয়ামাস হরীশাজ্ঞাক্ষকঃ রবিম্ ॥ ১০
 রাজোবাচ ।
 দেবানাং যজনঃ দেহি সবিতস্তে নমোহস্ত তে
 ব্রহ্মোবাচ ।
 কত্রঃ দৈবঃ যতঃ সূর্যো দত্তা ভূত্পতেস্ততঃ ॥
 সবিতা দেবদেবেশে দদামৌতাত্যভাষত ।
 এবং করোতি যো যজ্ঞঃ তস্তা রিষ্টীর্ন কাচন ॥১১
 তথা বাজিমথে সত্রে ব্রাহ্মণৈর্বেদপার্যগৈঃ ।
 প্রারন্ধেহভিষ্টৌত রাজা যজ্ঞাগাদ্ভূপতিং রবিঃ ।
 দেবানাং যজনঃ দাতুং ভান্নতীর্থং তদ্ব্যচ্যতে ॥

সবিতঃ! আমাকে দেব-যজনোচিত-ভূমি দান করুন। ব্রহ্মন্! আপনি দৈব ও কত্র উভয়ান্বক; হে ভূতনাথ! আপনাকে নমস্কার করি।” এই বলিয়া যাজ্ঞা করা বিধেয়। সবিতা রাজা কর্তৃক উক্তরূপে যাচিত হইলে শুভ-দেবযজন অবশ্যই দান করেন; সুতরাং হে রাজন্! আপনি ঈশ দিবাকর সরিধানে প্রার্থনা করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বশিষ্ঠকর্তৃক তাদৃশ উপদিষ্ট হইয়া রাজা “তাহাই করি” বলিয়া হরি-হরব্রহ্মাক্ষক দেবদেব দিবাকর রবিকে ব্রহ্মা সহকারে প্রার্থনা করিলেন রাজা বলিলেন,—হে সবিতঃ! দেবযজন স্থান দান করুন। আপনাকে নমস্কার। ১—১১। ব্রহ্মা বলিলেন,—সবিতা দেবদেবেশ তাহাতে তুষ্ট হইয়া “দিব” এই কথা বলিলেন। সেই সূর্য, দৈব ও কত্র উভয়ান্বক বলিয়া ভূপতিকে ভূমি দান করিলেন। যিনি এই ভাবে যজ্ঞ করেন, তদীয় যজ্ঞে কোনও রিষ্ট ঘটে না। সেই বেদপার্যগ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা প্রারন্ধ অবশেষ যজ্ঞে রাজা কর্তৃক অভিষ্ট হইয়া

তঃ দেবজ্ঞতুমুৎকৃষ্টঃ হ্রসমেধঃ সুরৈরুতম্ ।
 দৈত্যান্চ দম্বজাষ্টৈব তথাস্তে যজ্ঞঘাতকঃ ॥১২
 ব্রহ্মবেশধরাঃ সর্পে গায়ন্তঃ সামগা ইব ।
 তেহপি তত্র মহাপ্রাজ্ঞাঃ প্রাবিশন্ননিবারিতাঃ
 চমসানি চ পাত্রাণি সোমঃ চষালমেব চ ।
 সোমপানং হবিস্ত্যাগমুদ্বিজো ভূপতিং তথা ॥১৩
 নিন্দন্তি নিক্শিপন্ত্যস্তে হসন্ত্যস্তে তথাসুরাঃ ।
 তেষাং চেষ্টাং ন জানন্তি বিশ্বরূপং বিনা যুনে ।
 বিশ্বরূপোহপি পিতরঃ প্রাহ দৈত্যা ইমে ইতি ।
 তৎপুত্রবচনং ব্রহ্মা বৃষ্টা প্রাহ সুরানিদম্ ॥১৪
 যষ্টৌবাচ ।
 গৃহীত্বা বারিদর্ভাঃ চ প্রোক্ষয়ধ্বং সমস্ততঃ ॥২০
 যে নিন্দন্তি মথঃ পুণ্যং চমসং সোমমেব চ ।
 ময়া ভূপততঃ সর্ব ইত্যাঙ্ক্য পরিষিদ্ধত ॥ ২১

যেখানে রবি দেবযজন দানার্থ রাজার নিকটে আসিয়াছিলেন, তাহাই ভান্নতীর্থ বলিয়া উক্ত হয়। দৈত্য, দানব ও অন্তান্ত অনেকে যজ্ঞঘাতকেরা সকলে ব্রাহ্মণবেশে সামগায়কবৎ গান করিতে করিতে অনিবারিত হইয়া সুরগণসমবিত সেই উৎকৃষ্ট হ্রসমেধ ক্রতুস্থলে প্রবিষ্ট হইল। এবং তত্রত্য চমস, পাত্র, সোম, চষাল, সোমপান, আহুতিদান, ঋত্বিক্, ও ভূপতি, প্রভৃতি সকলকেই নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ কেহ উহা ফেলিয়া দিতে লাগিল, কেহ বা উপহাস করিতে লাগিল। হে যুনে! বিশ্বরূপ ব্যতীত অপর মধ্যে কেহই তাহাদিগের সেই চেষ্টা দেখিয়াও বুঝিতে পারিলেন না যে, তাহারা যজ্ঞবিষকারী। তখন বিশ্বরূপ নিজ পিতাকে কহিলেন যে—“ইহারা দৈত্যা” পুত্রের সেই কথা শুনিয়া বৃষ্টা দেবগণকে বলিলেন,—তোমরা জলযুক্ত দর্ভ লইয়া সমস্ততঃ প্রোক্ষণ কর। যাহারা পুণ্য মথ, চমস ও সোমের নিন্দা করিতেছে, আমি কর্তৃক তাহারা সকলে অপহৃত হউক। এই বলিয়া পরিষিদ্ধন কর। ১২—২১।

অমৃতকলা ।

তথা চক্রঃ সুরগণাচ্ছষ্টা চাপি তথাকরোৎ ।
 হতা মহা মহাপাশা ইত্যুত্থা বাধ্যবাক্ষিপৎ ॥২২
 তস্মীচ্ছৃতাভ্যতঃ সর্বে কান্দিশীকান্ততোহভবন
 ততঃ কীণায়ুবো দৈত্যাঃ প্রাতিষ্ঠানকুপিতান্ততঃ
 যজ্ঞেতৎ প্রাক্ষিপদ্বারি বৃষ্টা লোকপ্রজাপতিঃ ।
 ত্র্যষ্টং তীর্থং তদাখ্যাতঃ সর্ষপাপপ্রণাশনম্ ॥
 ত্র্যষ্টীক্যাক্ষ্যাতান দৈত্যান্নিজঘান যমস্তদা ।
 কালদণ্ডেন চক্রেণ কালপাশেন মৃত্যুনা ।
 যজ্ঞেতে নিহতা দৈত্যাস্ততীর্থং যাম্যমুচ্যতে ॥২৬
 যজ্ঞাভবৎ ক্রতুঃ পূর্ণো হত্যাগ্নৌ চ মৃতঃ বহু ।
 ধারাতিঃ শরমানাভিরথণ্ডাভির্বাহাধরে ॥ ২৭
 যজ্ঞাভবৎব্যবাহত্বপুস্তস্ত হতিষ্ঠিতঃ ।
 অগ্নিতীর্থং তদাখ্যাতমমমধকলপ্রদম্ ॥ ২৮
 ইন্দ্রো মকুতিনুপতিং প্রাহেদঃ বচনং শুভম্ ।

অমৃতকলা বলিলেন,—সুরগণ তখন তাহাই
 করিলেন। বৃষ্টাও “আমি কর্তৃক মহা-
 পাশেরা হত হইল” এই বলিয়া যারি প্রক্ষেপ
 করিলেন। তাহাতে সেই সকল দৈত্যাদি
 যজ্ঞবিষকারীরা কে কোথায় পলাইবে, কিছুই
 স্থির করিতে না পারিয়া কতক তস্মীচ্ছৃত
 হইল এবং কতক কীণায়ু হইয়া কুপিতচিত্তে
 পলায়ন করিল। লোকপ্রজাপতি বৃষ্টা
 যেখানে সেই জল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,
 তাহা সর্ষপাপ-প্রণাশন ত্র্যষ্ট তীর্থ নামে
 আখ্যাত হয়। বৃষ্টার বাক্যে পলায়মান
 সেই সকল দৈত্যাদিকে তখন যম স্বকীয়
 কালদণ্ড, চক্র, কালপাশ ও মৃত্যু দ্বারা
 নিহত করিতে লাগিলেন। যেখানে উক্ত
 দৈত্যেরা নিহত হইয়াছিল, তাহা যাম্য তীর্থ
 নামে উক্ত হয়। সেই মহাধরে অভিষ্ঠিত
 ব্যবাহ, শরপ্রমাণ অথও মৃতদারা দ্বারা
 হোম করায়, যেখানে তৃপ্তলাভ করিয়া-
 ছিলেন,—যেখানে তদীয় মহাক্রতু পূর্ণ হইয়া-
 ছিল, সেই স্থান অগ্নিতীর্থ নামে আখ্যাত হয়।
 এই তীর্থ অমমধকলপ্রদ। ইন্দ্র, মকুত-
 গণসহ সেই নুপতিকে এই শুভ বাক্য

দ্বং সম্ভাড্ ভবিত্যাজন্য ভয়োরগিলোকরোঃ
 সখা মম প্রিয়ো নিত্যঃ ভবিত্য নান্দ-স্বশরঃ ॥
 স কৃতার্থো মর্ত্যালোকে ইন্দ্রতীর্থে চ তর্পণম্ ।
 কুর্ঘ্যাৎ পিতৃণাঃ প্রীত্যর্থং যমতীর্থে বিশেষতঃ
 মাহেশ্বরস্ত ততীর্থং পূজিতোহভিষ্ঠিতঃ শিবঃ ।
 তক্তিযুক্তেন বিটপশ্চ সর্ষকর্ষবিশারদৈঃ ॥ ৩১
 বৈদিকৈলৌকিকৈশ্চৈব মন্ত্রৈঃ পূজ্যঃ মহেশ্বরম্
 নৃত্যোগীতৈস্তথা বাতৈরমৃতৈঃ পঞ্চসম্ভবৈঃ ॥৩২
 উপচারৈশ্চ বহুভিদগুপাতপ্রদক্ষিণৈঃ ।
 ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ পুষ্পগন্ধৈঃ সুগন্ধিভিঃ
 পূজ্যামাস দেবেশং বিষ্ণুং শঙ্কুং ধীমেকমা ।
 ততঃ প্রসন্নো দেবেশো বরান দদতুরোজসা ॥
 অভিষ্ঠিতে নরেন্দ্রায় ভুক্তিমুক্তৌ উভে অপি ।
 মাহাত্ম্যমস্ত তীর্থস্ত তথা দদতু কৃতমম্ ॥ ৩৫
 ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং শৈবঃ বৈষ্ণবমুচ্যতে ।
 তত্র জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ সর্ষকামপ্রদং বিদুঃ ॥ ৩৬

বলিয়াছিলেন,—রাজন! আপনি উভয়-
 লোকে সম্ভাট হইবেন। নিয়ত আমার
 প্রিয় সখা হইবেন, ইহাতে সংশয় নাই।
 যে ইন্দ্রতীর্থে—বিশেষতঃ যমতীর্থে পিতৃ-
 গণের প্রীত্যর্থ তর্পণ করিবে, এই মর্ত্য-
 লোকে সেই ব্যক্তিই কৃতার্থ হইবে। ২২—
 ৩০। সেই তীর্থের নাম মাহেশ্বর তীর্থ;
 সেখানে শিব পূজিত ও অভিষ্ঠিত হইয়া-
 ছিলেন। এবং সেই রাজা, শিব ও বিষ্ণুর
 অভেদজ্ঞানে তক্তিযুক্তচিত্তে সর্ষকর্ষবিশা-
 রদ বিপ্রগণ দ্বারা বৈদিক ও লৌকিক মন্ত্র,
 গন্ধ, সুগন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পঞ্চা-
 মৃত, দগুবৎ প্রণাম, প্রদক্ষিণ, নৃত্য, গীত,
 বাদ্য, ও অন্যান্য বিবিধ উপচারে পূজাই
 দেবেশ মহেশ্বরের পূজা করাইয়াছিলেন,
 তাহাতে সেই দেবেশদ্বয় হৃষ্টচিত্তে স্বরকারী
 সেই নরেন্দ্রকে ভুক্তি মুক্তি, অন্যান্য নানা-
 বিধ বর। এবং এই তীর্থের উণ্ডম মাহাত্ম্য
 প্রদান করেন। সেই হইতে এই তীর্থ শৈব
 ও বৈষ্ণব নামে উক্ত হইয়া থাকে। সেখানে
 জ্ঞান দান সর্ষকামপ্রদ বলিয়া সুখীজনের

ইমানি সৰ্বতীৰ্থানি স্মরেনপি পঠেত বা ।
বিমুক্তঃ সৰ্বপাপেভ্যঃ শিববিষ্ণুপূৰং ব্রজেৎ ॥
ভাস্ততীৰ্থে বিশেষেণ জ্ঞানং সৰ্বার্থসিদ্ধিদম্ ।
ভক্ত তীৰ্থে মহাপুণ্যং তীৰ্থানাং শতমত্র হি ॥৩৮॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে ভাবাদিশততীৰ্থবর্ণনষ্টবষ্ট্য-
বিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৮ ॥

একোনসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ভিন্নতীৰ্থমিতি খ্যাতং যোগয়ং পাপনাশনম্ ।
মহাদেবপদান্তোজয়ুগভক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ১
ভ্রাপ্যোবংবিধাং পুণ্যাং কথাং শৃণু মহামতে ।
গঙ্গায় দক্ষিণে তীরে শ্রীগিরেকন্তরে তটে ॥২॥
আদিকেশ ইতি খ্যাত ঋষিভিঃ পরিপূজিতঃ ।
মহাদেবো লিঙ্গরূপী সদাস্তে সৰ্বকামদঃ ॥ ৩
সিদ্ধুদীপ ইতি খ্যাতো মুনিঃ পরমধার্মিকঃ ।

বিদিত আছে। এই সকল তীৰ্থের বিবরণ
যে জন পঠন বা স্মরণ করিবে, সে সৰ্বপাপ
হইতে বিমুক্ত হইয়া অস্তে বিষ্ণুপূরে যাইতে
পারিবে । বিশেষতঃ ভাস্ততীৰ্থে জ্ঞান—
সৰ্বার্থসিদ্ধিপ্রদ । এই তীৰ্থ স্থানে মহাপুণ্য
একশত তীৰ্থ আছে ৥৩১—৩৮॥

অষ্টবষ্ট্যাধিক শততম অধ্যায়ে সমাপ্ত । ১৬৮ ॥

উনসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভিন্নতীৰ্থ নামে বিখ্যাত
তীৰ্থ—যোগয়ং, পাপনাশক, ও মহাদেব-
পদান্তোজয়ুগলে ভক্তিপ্রদায়ক । হে মহা-
মতে ! এই তীৰ্থ সম্বন্ধে এবিধ কথা শ্রবণ
কর । গঙ্গার দক্ষিণতীরে, শ্রীগিরির,
উত্তর ধারে, ঋষিগণপরিপূজিত, সৰ্বকামদ,
আদিকেশ নামে খ্যাত লিঙ্গরূপী মহাদেব সদা
বিরাজিত আছেন । বিখ্যাত পরম ধার্মিক

তন্ত ভ্রাতা বেল ইতি স চাপি পরমো ঋষিঃ ॥
তদাদিকেশং বৈ দেবং ত্রিপুরারিঃ ত্রিলোচনম্ ।
নিত্যং পূজয়তে ভক্ত্যা প্রাপ্তে মধ্যং দিবোরবে
ভিক্কাটনায় বেদোহপি যাতি গ্রাম্যং বিচক্ষণঃ ॥
যাতে তস্মিন্ দ্বিজবরে ব্যাধঃ পরমধার্মিকঃ ॥৩
তস্মিন্ গিরিবরে পুণ্যে যুগয়াঃ যাতি নিত্যশঃ
অটীত্বা বিবিধান দেশান যুগানহত্বা যথাসুখম্
ভক্ত মাংসং ধনুকোট্যাং জ্ঞাত্বা ব্যাধঃ শিবঃ
প্রভুঃ ॥৪॥

আদিকেশঃ সমাগত্য তন্ত মাংসং ততো বহিঃ
গঙ্গাং গত্বা মুখে বারি গৃহীত্বাগত্য তং শিবম্
যন্ত কস্তাপি পত্রাণি করুণাদায় ভক্তিতঃ ।
অপরেণ চ মাংসানি নৈবেদ্যার্থক তন্ননাঃ ॥১০॥
আদিকেশঃ সমাগত্য বেদেনাচ্চিত্তমোজসা ।
পাদেনাহত্যা তাং পূজাং মুখানীতেন বারিণা ॥
স্নাপয়িত্বা শিবং দেবমর্চয়িত্বান্তু পত্রকৈঃ ।

সিদ্ধুদীপ মূনির ভ্রাতার নাম—বেদ । সেই
পরম বিচক্ষণ ঋষি বেদ নিত্যই ভক্তিসহ-
কারে সেই ত্রিপুরারি ত্রিলোচন আদিকেশ
দেবের পূজা করিয়া মধ্যাহ্নকালে ভিক্কা-
টনজন্ত গ্রামে গমন করিতেন । সেই
দ্বিজবর প্রস্থান করিলে পর এক পরম
ধার্মিক ব্যাধ প্রতিদিন সেই পুণ্য গিরি-
বরে যুগয়ার্থ বিবিধ স্থান ভ্রমণান্তে যথা-
সুখে বিবিধ যুগ হননপূর্বক সেই যুগমাংস
ধনুকোটিতে ঝুলাইয়া লইয়া ভ্রান্ত হইয়া সেই
প্রভু শিব আদিকেশের নিকটে আসিত ।
সে বহির্ভাগে মাংসস্থাপনপূর্বক গঙ্গার বাইরা
মুখমধ্যে জল লইত এবং যে কোন বৃক্ষের
কয় একটা পাতা ক হাতে ও অপর হাতে
নৈবেদ্যার্থ মাংস লইয়া তদগর্ভচক্রে ভক্তি
সহকারে সেই আদিকেশসমীপে আগমন
করিত । পরে পদদ্বারা সবগে বেদকৃত পূজা-
পকরণ অপসারণপূর্বক মুখানীত বারি দ্বারা

* মুখে গৃহীত্বা পানীদ্রম্যভিব্যাক্ষ্য শূলিনঃ
ইদমর্চমধিকঃ পুস্তকান্তরে দৃষ্টতে ।

কল্পয়িত্ব তু তন্মাংসং শিবো মে জীযতামিতি ॥
নৈব কিঞ্চিং স জানাতি শিবভক্তিং বিনা

শুভাম্ ।

ততো যাতি স্বকং স্থানং মাংসেন তু যথাগতম্
করোত্যেতাৎগাগত্যাগত্যা প্রত্যাহমেব সঃ ।
তথাপীশশব্দতোষাস্ত বিচিত্রা হীৰ্যবাহিতঃ ॥১৪
যাবন্নাস্তাসৌ ভিন্নঃ শিবস্তাবন্ন সৌখ্যভাক্ ।
তক্তানুকম্পিতাঃ শক্তোৰ্মানাতীতান্তবৈত্তি কঃ
সম্পূজয়ত্যাদিকেশমুময়া প্রত্যাহং শিবম্ ।
এবং বহুতিথে কালে যাতে বেদশ্চুকোপ হ ॥
পূজাং মন্ত্রবতীং চিত্রাং শিবভক্তিসমৰ্থিতাম্ ।
কো হু বিধংসতে পাশো মন্তঃ স বধমাগ্নুয়াৎ
শুক্ৰদেববিজ্ঞানমিদ্রোহী বধ্যো মূনেরপি ॥ ১৮
সৰ্ব্বজ্ঞাপি বধাহৌহসৌ শিবস্ত্র জোহক্লবরঃ ।
এবং নিশ্চিত্য মেধাবী বেদঃসিদ্ধোস্তথানুজঃ ॥

শিবকে স্নান করাইয়া পত্র কয়টি দ্বারা অর্চনা
করিত, এবং “শিব আমার প্রতি জীত হউন,”
মনে মনে এই কামনা সহকারে সেই মাংস
সমর্পণ করিত । সে প্রতিদিন উমাসহ আদি-
কেশ শিবকে এই ভাবেই পূজা করিত ।
শুভা শিবভক্তি ব্যতীত সে আর কিছুই
জানিত না । অনন্তর সেই মাংস লইয়া যে
ভাবে আসিত তেমনি স্বস্থানে প্রতিগমন
করিত । ১—১৩ । সে প্রত্যহই আসিয়া এই
ভাবে পূজা করিত, তথাপি ঈশ তৎপ্রতি তুষ্ট
হইলেন । ঈশ্বরের ক্রিয়াকলাপ বিচিত্র ।
বস্ততঃ সেই ভিন্ন যাবৎ পূজা না করিত,
শিবও তাবৎ সৌখ্য বোধ করিতেন
না । শত্ৰুর অপরিমিত ভক্তানুকম্পিতা কে
জানে ? এইভাবে বহুকাল বিগত হইলে
একদা বেদ, ক্রুদ্ধ হইলেন । তিনি ভাবিলেন,
—কোন পাপ মৎকৃত মন্ত্রবতী বিচিত্রা ভক্তি-
সমৰ্থিতা পূজা বিধংস করে ? সে আমার
বধযোগ্য ! শুক্ৰ বেদ-বিজ্ঞ-স্বামিদ্রোহী ব্যক্তি
হুনিরও বধার্থ । যে নর শিবজোহকারী,
সে সৰ্ব্বলয়ই বধ্য । কিছুমূনের অমুজ
মেধাবী বেদ এইরূপ ভাবিয়া “ইহা কোন

কন্তেয়ঃ পাপচেষ্টা স্তাৎ পাপিষ্ঠস্ত হুয়ান্ননঃ ।
পুশ্পৈর্বত্ভর্ভর্দৈব্যৈঃ কন্দৈর্মূলকলৈঃ শুভৈঃ ॥
কৃতাং পূজাং স বিধবস্তহস্তাংপূজাং করোতি যঃ
মাংসেন তরুপত্রৈশ্চ স চ বধ্যো ভবেন্নম ॥২১
এবং সক্ষিত্য মেধাবী গোপয়িত্বা তল্লং তদা ।
তং পশ্যেয়মহং পাপং পূজাকর্তারমীষরে ॥ ২২
এতন্মিন্নন্তরে প্রায়াহ্মাধো দেবং যথা পূরা ।
নিত্যবৎপূজয়ন্তং তয়াদিকেশশস্তদাবীৎ ॥ ২৩
আদিকেশ উবাচ ।

ভো ভো ব্যাধ মহাবুদ্ধে শ্রান্তোহসীতি
পুনঃপুনঃ ।

চিরায় কথমায়াতস্তাং বিনা তাত হুংধিতঃ ।
ন বিন্দামি সুখং কিঞ্চিং সমাশসিচি পুত্রক ॥২৪
ব্রহ্মোবাচ ।

তমেবংবাদিনঃ দেবঃ বেদঃ শ্রুত্বা বিলোক্য তু
চুকোপ বিস্ময়াবিষ্টো ন চ কিঞ্চিৎবাচ হ ॥ ২৫
ব্যাধশ্চ নিত্যবৎপূজাঃ কৃতা স্বভবনং যযৌ ।

হুয়ান্না পাপিষ্ঠের কার্য্য ! যে, বস্ত্র দিব্য পুষ্প
শুভ কন্দ, মূল ও কল দ্বারা মৎকৃত পূজা
বিধবস্ত করিয়া মাংস ও তরুপত্র দ্বারা অস্ত্র
রূপ পূজা করে ; সে আমার বধ্য হইবে ।”
বুদ্ধিমান সেই বেদ এইরূপ স্থির করিয়া
“ঈশ্বরের পূজাকর্তা সেই পাপকে আমি
দেখিব ।” এই অভিপ্রায়ে লুকায়িত হইয়া
রহিলেন । ১৪—২২ । ইত্যবসরে সেই ব্যাধ
আসিয়া উপস্থিত হইল । সে অন্তান্ত দিনবৎ
পূজা করিতে থাকিলে তখন আদিকেশ
আবির্ভূত হইয়া তাহাকে কহিলেন,—“ওহে
মহাবুদ্ধি, ব্যাধ ! তুমি শ্রান্ত হইয়াছ ?” এই
কথা পুনঃপুনঃ বলিয়া আবার বলিলেন ;—
তাত ! তুমি বিলম্ব করিয়া আসিলে কেন ?
তুমি না আসাতে আমি হুংধিত রাত্রিয়াছি ;
কিঞ্চিন্মাত্রও সুখ লাভ করিতেছি না ।
পুত্রক । তুমি আশস্ত হও । ব্রহ্মা বলিলেন,—
বেদ ইহা শুনিয়া এবং প্রত্যক্ষ দেখিয়া
বিস্ময়াবষ্টচিত্তে ঐর্ষ্যদ্বাদী শিবের প্রতি
কুপিত হইলেন ; কিন্তু কিছুই কহিলেন না ।

বেদশ্চ কুপিতো ভূত্বা আগত্যোশমুবাচ ॥২৬
বেদ উবাচ ।

অয়ং ব্যাধঃ পাপরতঃ ক্রিয়াজ্ঞানবিবর্জিতঃ ।
প্রাণিহিংসারতঃ কুর্যো নির্দয়ঃ সর্বজন্তুশ্চ ॥ ২৭
হীনজাতিরকিঞ্চিজ্ঞেঃ গুরুক্রমবিবর্জিতঃ ।
সদাঅচিৎকারী চানির্জিতাখিলগোণগণঃ ।
অস্ত্রাশ্বানং দশিতবার মাং কিঞ্চন বক্ষ্যসি ॥
পূজাং মন্ত্রবিধানেন করোম্যশ যতব্রতঃ ।
ত্বদেকশরণো নিত্যং ভাষ্যাপুত্রবিবর্জিতঃ ॥
ব্যাধো মাংসেন হুত্বেন পূজাং তব করোত্যাসৌ ।
তস্ত প্রসন্নো ভগবান্ন মমোতি মহাত্মত্বম্ ॥ ৩০
শান্তিমস্ত করিষ্যামি ভিলস্ত হাপকারিণঃ ।
মুদোঃ কোহপি ভবেৎ জীতঃ কোহপি
তদ্বদ্রাস্তানঃ ॥ ৩১
তস্মাদহং মুক্তি শিলাং পাতয়েয়মসংশয়ম্ ॥ ৩২
ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তবতি বৈ বেদে বিহন্তে শোহব্রবাদিদম্

ব্যাধ পূজা করিয়া শ্রবনে গমন করিল ।
তখন কুপিত বেদ আসিয়া ঈশকে কহিলেন,
—এই ব্যাধ—পাপরত, ক্রিয়া-জ্ঞান-বিবর্জিত,
প্রাণিহিংসা-পরায়ণ, হীনজাতি, ক্রুর, সর্বজন্তুতে
নির্দয়, সর্বজ্ঞানশূন্য, গুরুক্রমহীন, সদা অচিৎ-
কারী, নিত্য অজিতেন্দ্রিয়; তাহাকে তুমি
নিজ মুর্ত্তিও দেখাইলে, আর আমাকে এণী
কথাও বল না! হে ঈশ! ভাষ্যাপুত্রহীন
আমি নিত্য ত্বদেকশরণ, ও যতব্রত হইয়া
মন্ত্রবিধানে তোমার পূজা করি। আর সেই
ব্যাধ হুত্ব মাংস দ্বারা তোমার পূজা করে!
ভগবান্ । তুমি তাহার প্রাতঃপ্রসন্ন হইলে,
কিন্তু আমার প্রতি নহে! ইহা বড়ই অদ্ভুত!
বাহুটুক ভিলের প্রতি অল্পগ্রহকারী তোমার
আমি উচিত শান্তি বিধান করিব। কেহ
মুহুর্ত্তনের প্রতি জীত হয়, আবার কেহ
কা হুরাস্তার প্রতি জীত হইয়া থাকে।
অতএব তোমার মন্তকে আমি নিশ্চয়ই
শিলা পাতন করিব ৷২৩—৩২। ব্রহ্মা বলি-

আদিকেশ উবাচ ।

ঋঃ প্রতীকশ্চ পশ্চায়ে শিলাং পাতয় মুর্ছনি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈত্যাশ্বা স বেদোহপি শিলাং সত্যজ্য বাহন।
উপসংহত্য তং কোপঃ ঋঃ করোম্যত্যাচ ॥
ততঃ প্রাতঃ সমাগত্য কৃৎস্না স্নানাদি কর্ষ চ ।
বেদোহপি নিত্যবৎপূজাং কুরুনপশ্চাত্তি মন্তকে
লিঙ্গস্ত সত্ৰণাং ভীমাং ধারাক্ ক্রোধরপ্ততাম্ ॥
বেদঃ স বাস্মতো ভূত্বা কিমিদং লিঙ্গমুর্ছনি ।
মহোৎপাতো ভবেৎ কস্ত সূচয়েদিত্যচিন্তয়ৎ ॥
মুক্তাশ্চ গোময়েনাপি কৃশৈস্তং গজাবারিভিঃ ॥
প্রকালয়িত্বা তাং পূজাং কৃতবারিত্যবস্তদা ॥
এতস্মিন্নস্তরে প্রায়াস্বাধ্যাধো বিগতকন্ধ্যঃ ॥ ৩৯
মূর্ছানং ব্রণসংযুক্তং স রক্তং লিঙ্গমন্তকে ।
শঙ্করস্তাদিকেশস্ত দদৃশেহস্তর্গতং তদা ॥ ৪০
দৃষ্টৌব কিমিদং চিত্রামত্যাশ্বা নিশিতৈঃ শরৈঃ ।

লেন,—বেদ এই কথা বলিলে ঈশ হস্তসহ-
কারে বলিলেন,—“কল্যা অপেক্ষা কর,
তার পর আমার মন্তকে শিলা পাতন
করিতে হয় করিও।” ব্রহ্মা বলিলেন,—
বেদও “আচ্ছা” বলিয়া বাহুগৃহীত শিলা ত্যাগ-
পূর্বক কোপের উপসংহার করিয়া “কল্যা
করিব” এই কথা কহিলেন। অনন্তর
পরদিন প্রাতঃকালে বেদ যথাপূর্ব স্নানাদি
করিয়া আসিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইলে, দেখি-
লেন—লিঙ্গের মন্তকে একটা সত্ৰণ ভীমা
ক্রোধর প্ততা ধারা রহিয়াছে। তিনি আত্মাতে
বাস্মত হইয়া “লিঙ্গমন্তকে ইহা কি? হয় ত
কাহারও মহোৎপাত ঘটবে; ইহা তাহারই
সূচনা করিতেছে।” এই চিন্তা করিলেন।
পরে তখন মুক্তিকা, গোময়, কৃণ ও গজাবারি
দ্বারা উহা প্রকালিত করিয়া নিত্যবৎ পূজা
সমাদান করিলেন ৷৩৩—৩৮। ইত্যবসরে
সেই বিগতকন্ধ্য ব্যাধও আসিয়া উপস্থিত
হইল। সে তখন দেখিল—আদিকেশ
শঙ্করের মন্তকটা ব্রণসংযুক্ত,—লিঙ্গমন্তকের
অভ্যন্তরে রক্ত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়াই

আত্মানং ভেদয়ামাস শতধা চ সহস্রধা ।
 স্বামিনো বৈকৃতঃ দৃষ্টা কঃ কমেতোক্তমাশয়ঃ ।
 মুহূর্নিমিন্দ চাত্মানং যদ্বি জীবত্যভূদিতম্ ।
 কষ্টমাশুভিতং কীদৃগহো হৃদ্বিধিবৈশসাৎ ॥৪২
 তৎকর্ণ্য তন্ত্র সংবীক্ষ্য মহাদেবোহতিবিস্মিতঃ
 ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ বেদং বেদবিদাং বরম্
 আদিকেশ উবাচ ।
 পশু ব্যাধং মহাবুদ্ধে ভক্তং ভাবেন সংযুতম্ ।
 স্বস্ত যুক্তিঃ কুশৈক্যার্তির্মূর্খানঃ স্পৃষ্টবানাস ।
 অনেন সহসা ব্রহ্মায়মাখ্যাপি নিবেদিতঃ ॥ ৪৪
 ভক্তিঃ প্রেমাথবা শক্তিবিচারো হ্যত্র বিদ্যাতে
 তস্মাদস্মৈ বরান্ দাস্তে পশ্যাত্তু ভ্যাং ষিজোক্তম্
 ব্রহ্মোবাচ ।

বরেণ চন্দ্রয়ামাস ব্যাধং দেবো মহেশ্বরঃ ।
 ব্যাধঃ প্রোবাচ দেবেশং নির্মালাং তব যন্তবেৎ

সে “এ কি আশ্চর্য্য!” এই বলিয়া নিশ্চিত
 শয় স্বারা আপনাকে শতধা সহস্রধা বিক
 করিতে লাগিল । স্বামীর অনিষ্ট দর্শনে কোন্
 উক্তমাশয় ব্যক্তিই বা সহ্য করিতে পারে?
 “আমি জীবিত থাকিতে ইহা হইল! অহো!
 হৃদয় বিধির নৃশংসতায় ঈদৃশ ক্লেশকর
 ব্যাপার ঘটিল।” এই বলিয়া সে ব্যর্থতার
 আপনার নিন্দা করিতে লাগিল । পরে
 তাহার সেই কণ্ঠ দর্শনে ভগবান্ মহাদেব
 অতি বিস্মিত হইয়া, সেই বেদবিদ্যর বেদকে
 বলিলেন,—হে মহাবুদ্ধি, বেদ! ভাব
 সংযুক্ত এই ভক্তকে দেখ! তুমি যুক্তি-
 জলাদি দ্বারা আমার মস্তক প্রকাশন করি-
 যাছ মাত্র; কিন্তু ব্রহ্মন! এ ব্যক্তি সহসা
 (হৃৎকণ্ঠে) আত্মাকেও নিবেদন করিয়াছে ।
 এ বিষয়ে ভক্তি, প্রেম অথবা শক্তিরই
 ভারতম্য বিচার হইয়া থাকে । সেই জন্তই
 হে ষিজোক্তম্! অগ্রে ইহাকে বর সকল
 প্রদান করিয়া পশ্যৎ তোমাকেও বর দিব ।
 ব্রহ্মা বলিলেন,—পরে দেব মহেশ্বর
 ব্যাধকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ
 করিলে ব্যাধ দেবেশকে কহিল,—নাথ!

তদস্মাকং ভবেন্নাত্মা মরায়ী ভীৰ্ব্বেচ্যতাৎ
 সৰ্ব্বকৃতকলং ভীৰং অরণ্যদেব জায়তাম্ ॥ ৪৭
 ব্রহ্মোবাচ ।
 তথেষ্টুবাচ দেবেশস্ততস্ততীর্থব্রুতমম্ ।
 ভিন্নতীর্থং সমস্তাঘসম্ভাবিচ্ছেদকারণম্ ॥ ৪৮
 শ্রীমহাদেবচরণমহাভক্তিবিধায়কম্ ।
 অভবৎ জ্ঞানদানাদ্যৈর্ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ।
 বেদস্তাপি বরান্ প্রাদাচ্ছিবো নানাবিধানবহু
 ইতি শ্রীভাক্তে ভিন্নতীর্থমহিমাবর্ণনং নার্মৈকোন-
 সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৪ ॥

সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

চক্ষুস্তীর্থমিতি খ্যাতিং রূপসৌভাগ্যদায়কম্ ।
 যত্র যোগেশ্বরো দেবো গোতম্যা দক্ষিণে তটে

আপনার যাহা নির্মালা হইবে, তাহা যেন
 আমাদিগের প্রাপ্য হয় । আর এই স্থানটা
 আমার নামে উত্তম তীর্থ হউক; ঐ তীর্থ
 যেন অরণ্যমাঞ্জেই সৰ্ব্ব কৃত-কলপ্রদ হয় ।
 ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবেশ আদিকেশ তখন
 “তাহাই হউক” বলিলেন । সেই হইতে
 সমস্তাঘ-সম্ভাব বিচ্ছেদনকারণ ঐ তীর্থ
 ‘ভীন্নতীর্থ’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । উহা
 শ্রীমহাদেবচরণে ‘মহাভক্তিবিধায়ক’ এবং
 জ্ঞান-দানাদিকলে ভুক্তিমুক্তি-দায়ক । তার
 পর শিব সেই বেদকেও নানাবিধ বহু বর
 প্রদান করিয়াছিলেন । ৩৯—৪৯ ।

উনসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৯

সপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—গোতমীর দক্ষিণ তটে
 যেখানে যোগেশ্বর দেব বিরাজমান
 রহিয়াছেন; উহা রূপ-সৌভাগ্যদায়ক,

পুরং ভোবনমাখ্যাতং গিরিমূর্ত্যভিবীষতে ।
 বজাসৌ ভোবনো রাজা কজধর্মপরায়ণঃ ॥ ২
 তন্নিপুন্নবরে কন্দিব্রাহ্মণো বৃদ্ধকৌশিকঃ ।
 তৎপুত্রো গৌতম ইতি খ্যাতো বেদবিশ্বতমঃ ॥
 তত্ মাতুর্ননোদোষাধিপরিতোহভবদ্বিজঃ ।
 সখা তত্ বণিকৃষ্ণাশ্চাণিকুণ্ডল উচ্যতে ॥ ৩
 ডেন সখ্যং বিজ্ঞানানীহবমঃ বিজবৈজ্ঞান্যোঃ ।
 ঈমদরিজয়োনিত্যং পরম্পরহিতৈষণোঃ ॥ ৫
 কদাচিদগৌতমো বৈজ্ঞান্যং বিজ্ঞানং মণিকুণ্ডলম্ ।
 প্রাহেলং বচনং শ্রীত্যা রহঃ স্থিহা পুনঃপুনঃ ॥
 গৌতম উবাচ ।

গচ্ছামো ধনমাদাতুং পরিত্যজ্যদীনপি ।
 যৌবনং তদ্বৃথা জ্ঞেয়ং বিনা সৌখ্যং কুতঃ
 কুলম্ * ।
 ধনং বিনা তৎকথং শ্রাদহো ধিগুর্নির্জনং নরম্ ॥

চন্দ্রশীর্ষ নামে প্রসিদ্ধ । তত্রত্য পরিতো-
 গরি ভোবন নামে যে বিখ্যাত পুর আছে ;
 তাহাতে কজধর্মপরায়ণ ভোবন নামে রাজা
 আছেন । সেই পুরবরে বৃদ্ধকৌশিক নামে
 কোনও ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । তাঁহার
 পুত্র উক্তম বেদবিৎ, গৌতম নামে আখ্যাত ।
 তদীয় মাতার মনোদোষে সেই বিজ বিপ-
 রীত ভাবাপন্ন হইলেন । তাঁহার মণিকুণ্ডল
 নামক জনৈক বণিক্ সখা ছিল । ব্রাহ্মণ ও
 বৈজ্ঞান্য—দরিদ্র ও ঈমানের পরস্পর
 সখ্য বিষয় হইলেও সেই বাণকের সহিত
 বিজ গৌতমের সখ্য হইয়াছিল । একদা
 গৌতম একান্তে থাকিয়া শ্রীতবশতঃ বিজ্ঞান
 বৈজ্ঞান্য মণিকুণ্ডলকে এই কথা কহিলেন,
 —“চল, আমরা ধন উপার্জনার্থ পরিত
 ও সমুদ্রাদিতে যাই । যাহাতে সৌখ্য উপ-
 ভোগ না হয়, সে যৌবনই বৃথা । কুলের
 কথা আর কি বলিব ? কিন্তু ধন ব্যতীত
 ভাষা লাভ ইহবে কেমনে ? আহা ! নির্ধন

* সৌখ্যাকুল্যতঃ ইতি চ পাঠঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

কুণ্ডলো বিজমাহেদং মণিপুত্রোপার্জিতং ধনম্
 বহুস্বিত্বি কিং ধনেনান্য করিষ্যে বিজসত্তম ।
 বিজঃ পুনরুবাচেলং মণিকুণ্ডলমোজসা ॥ ৮
 গৌতম উবাচ ।
 ধর্মার্থজ্ঞানকামানাং কো হু তৃপ্তঃ প্রশস্ততে ।
 উৎকর্ষপ্রাপ্তিরৈবৈষাং সখে ব্রাহ্মণ্য শরীরিণাম্
 যেনৈব ব্যবসায়েন ধন্য জীবন্তি জন্তবঃ ।
 পরদত্বার্থসমুদ্রাঃ কষ্টজীবিন এব তে ॥ ১০
 স পুত্রঃ শস্ত্রতে লোকে পিতৃভিত্তিগতিনন্দ্যতে
 যঃ পৈত্র্যমভিলিপ্তে ন বাচাপি তু কুণ্ডল ॥ ১১
 স্ববাহুবলমাত্রাত্য বোহর্থানর্জয়তে স্নুতঃ ।
 স কৃতার্থো ভবেন্নোকে পৈত্র্যং বিত্তং ন তু
 স্পৃশেৎ ॥ ১২
 স্বয়মার্জ্য স্নুতো বিত্তং পিত্রে দান্ত্যন্তি বহুবে ।
 তত্ পুত্রঃ বিজানীয়াদিতরো যোনিকৌটকঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু তত্বাক্যং ব্রাহ্মণশ্চাভিলাষিণঃ ।

মানবকে বিদুঃ ? ব্রহ্মা বলিলেন,—মণি-
 কুণ্ডল সেই বিজকে কহিল—“আমার পিতার
 উপার্জিত বহু ধন আছে । হে বিজসত্তম !
 এক্ষণে আর ধন দিয়া কি করিব ?” বিজ
 গৌতম পুনরায় দৃঢ়তা সহকারে মণিকুণ্ডলকে
 কহিলেন,—“ধর্ম, অর্থ, জ্ঞান, কাম—এ সকলে
 তৃপ্ত কোন ব্যক্তি প্রশংসিত হয় ? সখে !
 এসকলের উৎকর্ষপ্রাপ্তিই শরীরিগণের
 দ্বাঘ্য । ধন জীবগণ স্বীয় যুক্তির দ্বারা
 জীবিত থাকেন । যাহারা পরদত্ত অর্থে সমুদ্র,
 তাহারাই কষ্টজীবী । কুণ্ডল ! লোকে সেই
 পুত্রই প্রশংসিত ও পিতৃগণের অভিনন্দিত
 হয়, যে পৈত্র্য ধনে বাক্য দ্বারাও অভিনন্দিত
 প্রকাশ করে না । যে স্নুত স্ববাহুবল আশ্রয়
 পূর্বক অর্থ অর্জন করে, লোকে সে-ই কৃতার্থ
 হয় । পিতৃপিতামহাগত বিত্ত স্পর্শও করিতে
 নাই । যে স্নুত নিজে বিত্তার্জন করিয়া পিতা
 ও বন্ধুদিগকে দান করে, তাহাকেই পুত্র
 বলিয়া জানিবে ; ইতর পুত্র যোনি-কৌটক

তথেষ্ঠি মত্বা তদ্বাক্যং ব্রহ্মান্দাদায় সত্বরঃ ।
 আশ্বকৌরানি বিস্তানি গোতমায় ত্বেবেদম্বৎ ॥
 ধনেনৈতেন দেশাশ্চ পরিভ্রম্য যথাশুখম্ ।
 ধনান্দাদায় বিস্তানি পুনরেব্যামহে গৃহম্ ॥ ১৫
 সত্যমেব বণিধক্তি স তু বিপ্রঃ প্রতায়কঃ ।
 পাপাত্মা পাপচিত্তক ন বুবোধ বণিগ দ্বিজম্ ॥
 ভৌ পরম্পরমামত্বা মাতা পিত্তোরজানতোঃ ।
 দেশোদেশান্তবৎ যাতৌ ধনার্থং তৌ বণিগদ্বিজৌ
 বণিগদ্বিজত্বিতঃ বিস্তং ব্রাহ্মণৌ হর্ষমিচ্ছতি ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

যেন কেনাপ্যপায়েন তক্তনং হি সমাহরে ।
 অহো পৃথিব্যাং ব্রহ্মানি রম্যানি চ সহস্রশঃ ।
 নগরানি চ রম্যানি গুণযুক্তানি সর্বাণঃ ॥ ১৯
 ইষ্টপ্রদাত্ত্বাঃ কামস্ত দেবতা ইব যোষিতঃ ।
 মনোহরাস্তত্র তত্র সন্তি কিং ক্রিয়তে ময়া ॥ ২০
 ধনমাক্ত্য যত্নেন যোষিত্যে । যদি দীয়তে ।

১—১৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—মণিকুণ্ডল
 সেই ধনাভিলাষী ব্রাহ্মণের উক্তরূপ বাক্য-
 শ্রবণে, তাহার বাক্যই সত্য মনে করিয়া
 ত্বর সহকারে স্বকায় ধন রত্ব সম্পত্তি আনিয়া
 “এই ধন দ্বারা নানাদেশ পরিভ্রমণপূর্বক
 ধন সম্পত্তি উপার্জনান্তে পুনরায় আমার
 আমরা গৃহে কিরিয়া আসিব ।” এই বলিয়া
 তৎসমস্ত গোতমকে প্রদান করিল । বণিকু
 সত্য সত্যই বলি ছিল ; কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ
 পাপাত্মা ও প্রতায়ক । বণিকু সেই পাপচিত্ত
 দ্বিজকে বুঝিতে পারে নাই । সেই বণিকু ও
 দ্বিজ পরস্পরে গুপ্ত মজ্জণা করিয়া মাতা
 পিতার অজ্ঞাতসারে দেশদেশান্তরে ধনার্জন্যার্থ
 প্রস্থান করিল । ব্রাহ্মণ বণিকের হস্তগত বস্ত
 অপহরণের চেষ্টায় রহিল । সে ভাবিতে
 লাগিল—যে কোন উপায়ে হউক, এই ধন
 হরণ করিতে হইবেই । অহো ! পৃথিবীতে
 সর্বস্থানেই সহস্র সহস্র রম্য রত্ব, কত রমণীয়
 গুণযুক্ত নগর, তাহাতে কামের ইষ্টদাত্তী
 দেবীবাং মনোহর কত যৈবৎ আছে; আমি
 কি করিতেছি ? যত্ন সহকারে ধন আহরণ

ভূজ্যন্তে তান্ততো নিত্যং সকলং জীবিতং
 হি তৎ ।
 নৃত্যগীতরতো নিত্যং পণ্যস্বীভিরলঙ্কৃতঃ ।
 ভোক্ষ্যে কথং হু তদ্বিস্তং বৈভ্যায়কস্তমাগতম্
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এবং চিস্তয়মানোহসৌ গোতমঃ প্রহসন্নিব ।
 মণিকুণ্ডলমাহেদমধর্ম্মাদেব জন্তবঃ ।
 বৃদ্ধিঃ সুখমভীষ্টানি প্রাপ্নুবাস্ত ন সংশয়ঃ ॥ ২৩
 ধর্ম্মিষ্ঠাঃ প্রাণিনো লোকে দৃশ্যন্তে হুঃখভাগিনঃ
 তস্মাদ্বর্থেণ কিং তেন হুঃখৈককলহেতুনা ॥ ২৫
 ব্রহ্মোবাচ ।

নেতুবাচ ততো বৈশ্বঃ সুখং ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতম্
 পাপে হুঃখং ভয়ং শোকো দারিদ্র্যং ক্লেশ এব ।
 যতো ধর্ম্মান্ততো মুক্তিঃ স্বধর্ম্মঃ কিং বিনশ্চতি ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এবং বিবদতোস্তত্র সম্পরায়ন্তয়োঃ কুৎ ।
 যন্ত পক্ষৌ ভবেজ্জ্যায়ান্ স পরার্থমবাগ্নুয়াৎ ॥

করিয়া যদি যোষিদগণকে প্রদান করত নিত্য
 তাহাদিগকে উপভোগ করি, তবেই জীবন
 সকল হয় । বৈশ্ব হইতে সেই ধন নিজ
 হস্তগত করিয়া আমি নিত্য নৃত্য-গীত-রত
 পণ্য রমণীসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া কেমনে
 সেই ধন ভোগ করিব ? ব্রহ্মা বলিলেন,
 —সেই গোতম এরূপ চিন্তা করত হস্ত
 সহকারে মণিকুণ্ডলকে কহিল,—লোকে
 দেখা যায়—জীবগণ অধর্ম্ম হইতেই মুক্তি,
 অভীষ্ট বিষয়ও সুখ এসকল প্রাপ্ত হয়; সংশয়
 নাই । ধর্ম্মিষ্ঠ প্রাণীরা হুঃখভাগীই হইয়া
 থাকেন । অতএব এই হুঃখৈকহেতু ধর্ম্ম
 দ্বারা কি প্রয়োজন ? ব্রহ্মা বলিলেন,—
 তদ্বত্তরে বৈশ্ব বলিল,—না, না । ধর্ম্মেই
 সুখ প্রতিষ্ঠিত । পাপেতে হুঃখ, ভয়, শোক,
 দারিদ্র্য ও ক্লেশ অনিবার্য । যেখানে ধর্ম্ম,
 সেইখানেই মুক্তি ; স্বধর্ম্ম ব্যক্তি কি বিনষ্ট
 হয় ? ব্রহ্মা বলিলেন,—এইরূপ তর্ক করিতে
 করিতে তাহাদিগের পরস্পর এই পণ হইল
 যে,—যাহার পক্ষ জেট হইবে, সে অপরের

পূজাবঃ কৃত্ত প্রাবল্যঃ ধর্ম্মিণো বাপ্যধর্ম্মিণঃ
ব্রাহ্মণ উবাচ ।

বেদান্ত লৌকিকং জ্যোতঃ লোকেহধর্ম্মাৎ সুখঃ
ভবেৎ ॥ ২০

ব্রাহ্মণাচ ।

এবং বিবদমানৌ ভাবুচতুঃ সকলান জনান্ ।
ধর্ম্মন্ত বাপ্যধর্ম্মন্ত প্রাবল্যমনয়োভুবি ।

তৎকালন্ত যথাবৃত্তমেবমুচ্যুরোজসা ॥ ৩০

এবং তজ্জোচিরে কেচিদ্ যে ধর্ম্মেণাম্ববর্ত্তিনঃ ।
তৈহঃখমহুতুযেত পাপিষ্ঠাঃ সুখিনো জনাঃ ॥

সম্প্রায়ো যেনঃ সর্ব্বং জিতং বিপ্রে শ্রবৈদয়ৎ ।

মণিমান্ ধর্ম্মবিজ্ঞেষ্ঠঃ পুনর্কৃত্ত্বং প্রশংসতি ॥ ৩২

মণিমন্তঃ দ্বিজঃ প্রাহ কিং ধর্ম্মমহুশংসসি ॥ ৩৩

ব্রাহ্মণাচ ।

তথেন্তি চেত্যাহ বৈশ্ণো ব্রাহ্মণঃ পুনরব্রবীৎ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

জিতং ময়া ধনং বৈশ্ণু নির্লজ্জঃ কিমু ভাষসে ।

সমস্ত ধন পাইবে । কিন্তু ধর্ম্মী ও অধর্ম্মীর
মধ্যে কাহার প্রাবল্য, একথা কাহাকে
জিজ্ঞাসা করা যাইবে ? ব্রাহ্মণ বলিল,—
বেদ অপেক্ষা লৌকিক প্রমাণই শ্রেষ্ঠ ।
লোকে অধর্ম্ম হইতে সুখ হয় । ১৪—২১ ।
ব্রাহ্মা বলিলেন,—তাহারা এইরূপ বিবদ-
মান হইয়া নানাজনের নিকটেই দৃঢ়তা সহ-
কারে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল যে—ধর্ম্ম ও
অধর্ম্ম ইহাদের মধ্যে ভূতলে কাহার
প্রাবল্য ? তদন্তরে অনেকেই বলিল,—
যাহারা ধর্ম্মাহুভবী, তাহারা ই হুঃখাহুভব
করে, কিন্তু পাপিষ্ঠজনেরাই সুখী হইয়া
থাকে । ধর্ম্মবিদগ্গগণ্য মণিকুণ্ডল সেই পণে
পরাজিত হইয়া সর্ব্ব ধন ব্রাহ্মণে সমর্পণ করি-
লেন, এবং পুনরায় ধর্ম্মেরই প্রশংসা করিতে
লাগিল । তখন সেই দ্বিজ মণিকুণ্ডলকে
কহিল,—পুনশ্চ কেন ধর্ম্মের প্রশংসা
করিতেছ ? ব্রাহ্মা বলিলেন,—তদন্তরে
বৈশ্ণু মণিকুণ্ডল কহিল,—ধর্ম্মই বস্তুতঃ
প্রবল । ব্রাহ্মণ বলিল,—হে বৈশ্ণু ! আমি

ময়ৈব বিজিতো ধর্ম্মো যথেষ্টচরণাশ্রনা ॥ ৩৫

ব্রাহ্মণাচ ।

তদব্রাহ্মণবচঃ শ্রুত্বা বৈশ্ণুঃ সান্তত উচিবান্ ॥ ৩৬

বৈশ্ণু উবাচ ।

পুলাকা ইব ধাত্তেষু পুস্তকা ইব পক্ষিষু ।

তথৈব তান্ সখে মন্তে যেযাঃ ধর্ম্মো ন বিদ্যতে

চতুর্গাঃ পুরুষার্থানাং ধর্ম্মঃ প্রথম উচ্যতে ।

পশ্চাদর্থশ্চ কামশ্চ স ধর্ম্মো ময়ি তিষ্ঠতি ॥ ৩৭

কথং ক্রমে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ময়া বিজিতামত্যদঃ ॥ ৩৮

ব্রাহ্মণাচ ।

দ্বিজো বৈশ্ণুঃ পুনঃ প্রাহ হস্তাত্যাং জায়তাং পণ

তথেন্তি মন্ততে বৈশ্ণুস্তো গাহা পুনরুচ্যতুঃ ॥ ৪০

পূর্ব্ববল্লৌকিকান্ গাহা জিতমিত্যব্রবৌদ্বিজঃ ।

করো হিহা তত প্রাঃ কথং ধর্ম্মন্ত মন্তসে ॥ ৪১

আক্ষিপ্তো ব্রাহ্মণেনৈবঃ বৈশ্ণো বচনমব্রবীৎ ॥

তোমার সমস্ত ধন জয় করিয়াছি, তথাপি
নির্লজ্জ তুমি কি বলিতেছ ! যথেষ্টচরণ-
শীল আমি কর্ত্তকই ধর্ম্ম বিজিত হইয়াছি ।
ব্রাহ্মা বলিলেন,—ব্রাহ্মণের সেই কথা
শুনিয়া বৈশ্ণু মণিকুণ্ডল সন্তোষভাবে বলিল,—
ধাত্তের মধ্যে তুষ ও পক্ষীর মধ্যে পুস্তিকা
যেমন, সখে ! যাহাদিগের ধর্ম্ম নাই, তাহা-
দিগকেও আমি তেমনই মনে করি । চারিটা
পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম্মই প্রথম উল্লেখিত হয় ।
পশ্চাৎ অর্থের ও কামের উল্লেখ হইয়া থাকে ।
সেই ধর্ম্ম আমাতে বর্ত্তমান আছে । দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠ ! তুমি কেমন করিয়া ধর্ম্ম বিজিত
হইয়াছ, একথা বলিতেছ ? ৩৫—৩৮ । ব্রাহ্মা
বলিলেন,—দ্বিজ পুনরায় বৈশ্ণুকে কহি-
লেন,—আচ্ছা, করছয় দ্বার, পণ করা হউক ।
বৈশ্ণু সে কথারও অন্তমোদন করিল । পরে
পূর্ব্ববৎ যাইয়া লৌকিকদিগকে জিজ্ঞাসা
করিলে পূর্ব্ববৎ উত্তর পাইয়া দ্বিজ কহিল,
—“আমারই জয় হইল ।” এই বলিয়া বৈশ্ণুর
করছয় ছেদনপূর্ব্বক বলিল,—“ধর্ম্মকে কেমন
গোষ হয় ?” সেই ব্রাহ্মণ কর্ত্তক এইভাবে

বৈষ্ণু উবাচ ।

ধর্মমেব পরং মন্তে প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ।
মাতা পিতা সুহৃদ্বন্ধুর্ধর্ম এব শরীরিণাম্ ॥৪৩॥
ব্রহ্মোবাচ ।

এবং বিরম্যামানো তাবর্ধবান ব্রাহ্মণোহভবৎ ।
বিমুক্তো বৈষ্ণুকন্তজ বাহুভ্যাং ধনেন চ ॥৪৪॥
এবং ভ্রমন্তো সন্ধ্যাপ্তৌ গজাং যোগেশ্বরং হারম্
যদৃচ্ছয়া মুনিশ্রেষ্ঠ মিথস্তাবৃত্ততুঃ পুনঃ ॥ ৪৫
বৈষ্ণো গজাং যোগেশং ধর্মমেব প্রশংসতি ।
অতিকোশাদ্বিজো বৈষ্ণুমাঞ্চিপন পুনরববীৎ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

গতং ধনং করৌ ছিন্নাববশিষ্টোহমুভির্ভবান্
স্বমস্তথা যদি ক্রম আশ্রিরিষ্যেহসিনা শিরঃ ॥৪৭॥
ব্রহ্মোবাচ ।

বিহস্ত পুনরাহেদং বৈষ্ণো গৌতমমঙ্গসা ॥ ৪৮
বৈষ্ণু উবাচ ।

ধর্মমেব পরং মন্তে যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৪৯

আক্ষিপ্ত হইয়া বৈষ্ণু এই বাক্য বলিল,—
প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও ধর্মকে প্রবল মনে
করি। ধর্মই শরীরিগণের মাতা, পিতা,
সুহৃৎ ও বন্ধু! ব্রহ্মা বলিলেন,—পুরোক্ত
রূপ বিনাদের ফলে ব্রাহ্ম অর্ধবান এবং
বৈষ্ণু ধন ও বাহুদ্বয়ে হীন হইল। পরে
তাহারা ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে
গজাতীরে যোগেশ্বর হরির নিকটে উপস্থিত
হইল। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পুনরায় তাহারা
পরস্পর পূর্ববৎ আলোচনা করিতে লাগিলে
বৈষ্ণু গজা, যোগেশ্বর ও ধর্ম ইহাদিগেরই
প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহাতে বিজ
জ্ঞাতী কুপিত হইয়া কহিল,—ধন, গিয়াছে,
করদয় ছিন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তোমার
কেবলমাত্র প্রাণ অবশিষ্ট আছে; এখনও
যদি ঐরূপ বিরুদ্ধ কথা বল, তবে আমি দ্বারা
তোমার শিরচ্ছেদন করিব। ব্রহ্মা বলি-
লেন,—বৈষ্ণু হাস্য করিয়া পুনরায় সেই
গৌতমকে নিঃশব্দচিত্তে কহিল,—ধর্মকেই
পরম বলিয়া মনে করি। তুমি যাহা ইচ্ছা,

ব্রাহ্মণাংস্ত ভরনং দেবান্ বেদান্ ধর্মঃ জনার্দনম্
যন্ত নিন্দয়তে পাশো নাসৌ নৃপ্তোহথ পাশকং
উপেক্ষীযো দুর্ভুক্তঃ পাশাত্মা ধর্মদূষকঃ ॥৫১॥
ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রাহ স কোপেন ধর্মং যন্তদ্বন্দ্বংসসি ।
আবয়োঃ প্রাণয়োরজ পণঃ শ্রাদ্ধিতি বৈ মূনে ॥
এবমুক্তে গৌতমেন তথেষ্ট্যাহ বণিকৃত্য ।
পুনরপ্যচতুর্ভৌ লোকান্নো কান্তবোধির্যো ॥৫৩॥
যোগেশ্বরস্ত পুরতো গৌতম্যা দক্ষিণে তটে ।
তং নিপাত্য বিশং বিপ্রশচক্ষুঃপাট্য চাববীৎ
বিপ্র উবাচ ।

গতোহসীমাঃ দশাং বৈষ্ণু নিত্যং ধর্মপ্রশংসয়া
গতং ধনং গতং চক্ষুছেদিতৌ করপন্নবৌ ।
পুষ্টোহসি মিত্র গচ্ছামি মৈবঃ ক্রয়াঃ কথাস্তরে
ব্রহ্মোবাচ ।

তস্মিন্ প্রয়াতে বৈষ্ণোহসৌ চিন্তয়াশাস চেতসি

তাহাই করিতে পার। যে পাশী ব্রাহ্মণ,
ভুক, দেবতা, বেদ, ধর্ম, জনার্দন,
এ সকলের নিন্দা করে, সেই পাশকারী নৃপ্ত
নহে। পাশাত্মা দুর্ভুক্ত ধর্মদূষক ব্যক্তি
উপেক্ষার যোগ্য। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে
মূনে! ইহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ কোপবশে
বলিল—যদি ধর্মেরই প্রশংসা কর, তবে
আইস, আমাদিগের প্রাণের পণ হউক।
গৌতম এইরূপ বলিলে বণিক তখন তাহা-
তেই সন্মত হইল। পরে পুনরায় পূর্ববৎ
লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিল, তাহারাও
পূর্ববৎ উত্তরই দিল। তখন সেই বিপ্র,
বৈষ্ণুকে যোগেশ্বরের পুরোভাগে সেই
গৌতমীতটে পাতিত করিয়া তদীয় চক্ষুর
উৎপাটনপূর্বক বলিল,—বৈষ্ণু! নিরস্ত ধর্ম
প্রশংসার ফলে এই দশাপ্রাপ্ত হইয়াছ।
তোমার ধন গিয়াছে, চক্ষু গিয়াছে,
করপন্নব ছেদিত হইয়াছে। আমি এখন
যাই। তুমি কথাস্তরে জিজ্ঞাসিত
হইয়াও ওরূপ আর বলিও না। ব্রহ্মা কহি-
লেন,—ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে পণ সেই

হা কষ্টঃ মে কিমভবকর্ষৈকমনসো হরে ॥ ৫৭
স হুণ্ডলো বণিক্শ্রেষ্ঠো নির্ধনো গতবাহকঃ ।
গতনেত্রঃ শুচং প্রাপ্তো ধর্মমেবাহুসংস্রবন্ ॥
এবং বহুবিধাং চিন্তাং কুর্ক্বন্নাস্তে মহীতলে ।
নিশ্চেষ্টোহথ নিরুৎসাহঃ পতিতঃ শোকসাগরে
দিবাসনানি শরীর্যাদুদিত্তে চন্দ্রমণ্ডলে ।
একাদশ্যাং গুরুপক্ষে তজ্জায়াতি বিভীষণঃ ॥ ৬০
স তু যোগেশ্বরঃ দেবঃ পূজয়িত্বা যথাবিধি ।
নাস্তা তু গোতমীঃ গজাঃ সপুত্রো রাক্ষসৈর্বৃতঃ
বিভীষণস্ত হি নুভো বিভীষণ ইবাশ্রয়ঃ ।
বৈভীষণিরিতি খ্যাতস্তমপশুত্বাচ হ ॥ ৬২
বৈভীষণ বচনং শ্রুত্বা যথাবৃত্তং স ধর্মবিৎ ।
পিছে নিবেদয়ামাস লঙ্কেশায় মহাশ্বনে ॥ ৬৩
স তু লঙ্কেশ্বরঃ প্রাহ পুত্রঃ শ্রীত্যা গুণাকরম্ ॥

বৈভীষণ চিন্তা করিতে লাগিল যে, হা!
হরে! ধর্মৈকমনা আমার কি কষ্ট হইল!
সেই বণিক্শ্রেষ্ঠ মনিকুণ্ডল নির্ধন, ছিন্নবাহু
এবং নেত্রহীন হইয়াও ধর্মকেই অহুসরণ
করত মহীতলে পতিত থাকিয়া এই প্রকার
বহুবিধ চিন্তা করিতে লাগিল। তখন সে
নিশ্চেষ্ট, নিরুৎসাহ এবং শোকসাগরেই
পতিত রহিল। ৬১—৬২। ক্রমে দিবস অব-
সান ঘটিল; শরীরসমাগমে চন্দ্রমণ্ডল উদিত
হইল। গুরুপক্ষীয় একাদশীতে সেখানে
বিভীষণ আগমন করিতেন। সোদনও
গুরুপক্ষের একাদশী; তাই বিভীষণ আসি-
লেন। তিনি সপুত্র ও রাক্ষসগণে পরিবৃত্ত
হইয়া গোতমীগজাতে স্নানান্তে দেব
যোগেশ্বরের যথাবিধি পূজা করিলেন।
বিভীষণ বিভীষণবৎ, বৈভীষণ নামে খ্যাত
বিভীষণনন্দন সেই বৈভীকে দেখিতে
পাইল। এবং তদীয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা
করিল। তৎপরে বৈভীষণ যথাবৃত্ত সকল
কথা শ্রবণে সেই ধর্মবিৎ, পিতা মহাত্মা
লঙ্কেশ্বরের নিকট নিবেদন করিল। তাহা
শ্রবণিয়া লঙ্কেশ্বর শ্রীতি সহকারে সেই গুণা-

বিভীষণ উবাচ ।

শ্রীমান্ রামো মম গুরুস্তত্মাত্যঃ সখা ॥
হহুমানিতি বিখ্যাতস্তেনানীতো গিরিবাহন ॥
পুরা কার্যান্তরে প্রাপ্তে সর্বৌষধ্যাশ্রমোচলঃ
জান্তে কার্যে তমানায় হিমবন্তমধাগমৎ ॥ ৬৬
বিশল্যকরণী চেতি বৃত্তসজ্জীবনীতি চ ।
তদানীয় মহাবুদ্ধী রামায়াত্রিষ্টকর্ষণে ॥ ৬৭
নিবেদয়িত্বা যৎ সাধ্যং তস্মিন্ বৃত্তে সমাগতঃ ।
পুনর্গিরিং সমাদায় আগচ্ছদেবপর্বতম্ ॥ ৬৮
তমানীয়াস্ত হৃদয়ে নিবেশয় হরিং স্রবন্ ।
ততঃ প্রাপ্ স্যাত্যয়ং সর্বমপেক্ষিতমুদারবীঃ ॥ ৬৯
গচ্ছতস্তত্ত বেগেন বিশল্যকরণী পুনঃ ।
অপতক্ষোতমীতীরে যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ ॥
যজ্ঞাপতনগে চাস্মিন্ স বৃক্কস্ত প্রতাপবান্ ।
তস্ত শাখাঃ সমাদায় হৃদয়েহস্ত নিবেশয় ।
তৎস্পৃষ্টমাত্র এবাসৌ স্বকং রূপমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৭১

কর পুত্রকে কহিলেন,—শ্রীমান্ রাম আমার
গুরু। তাঁহার অমাত্য হহুমান্ আমার
সখা। তিনি পুরাকালে কার্যান্তর উপস্থিত
হওয়ায়, একটি মহাগিরি আনয়ন করেন।
সেই অচলটী সর্বৌষধির আশ্রয়ভূত।
কার্য নির্বাহ হইলে উহাকে হিমালয় শৈলে
লইয়া যান। উহাতে বিশল্যকরণী ও বৃত্ত-
সজ্জীবনী নামে মহৌষধি ছিল। মহাবুদ্ধি
হহুমান্ অত্রিষ্টকর্ষণ রামকে তাহা নিবেদন
করেন। তদ্বারা কার্য সাধিত হইলে সেই
শৈল লইয়া হহুমান্ দেবপর্বত হিমালয়ে
যান। তিনি যাইবার কালে বেগবশতঃ
গোতমীতীরে, যেখানে যোগেশ্বর হরি
বিরাজমান, তথায় বিশল্যকরণী পতিত হইয়া-
ছিল। তাহা আনিয়া হরিস্রবণ সহকারে ইহার
হৃদয়ে নিবেশিত কর, তাহা হইলেই এই
উদারবী অপেক্ষিত সমস্তই পাইবেন। ৬০—৭০।
এই পর্বতের যেখানে উহা পতিয়াছিল,
সেখানে একটি প্রতাপবান্ বৃক্ক অস্তিত্ব আছে।
তাহার শাখা আনিয়া ইহার হৃদয়ে নিবেশিত
করিলেই উহার স্পর্শমাত্রে এব্যক্তি বৃক্কীর

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছব্যা পিতৃবাক্যং বৈভীষণিকদারথোঃ ॥ ৭২

বৈভীষণিকবাচ ।

ভাস্মোষধীঃ যম পিতৃদর্শয়ান্তু বলিষ মা ।

পর্যর্ভিশমনাদন্তচ্ছ্রোমো ন ভুবনজয়ে ॥ ৭৩

ব্রহ্মোবাচ ।

বিভীষণস্তথেষ্ট্যক্তা তাত্ পুত্রস্তাপ্যদর্শয়ৎ ॥ ৭৪

ইবে ত্বেত্যন্ত বৃক্ষস্ত শাখাং চিচ্ছেদ তৎ সূতঃ

বৈশ্বন্ত চাপি বৈ জীত্যা সন্তঃ পরহিতে রতাঃ

তথা চকার বৈ সম্যক্ কাষ্ঠখণ্ডঃ স্তবেশয়ৎ ।

হৃদয়ে স তু বৈশ্বোহপি সচক্ষুঃ সক্রোহভবৎ ॥

মণিমন্ত্রোষধীনাং হি বীৰ্য্যং কোহপি ন বৃধ্যতে

তদেব কাষ্ঠমাদায় ধর্ম্মমেবানুসংস্রমন্ ॥ ৭৫

নান্বা তু গোতমীঃ গঙ্গাং তথা যোগেশ্বরঃ

হরিম্ ।

নমস্কৃত্বা পুনরগাং কাষ্ঠখণ্ডেন বৈশ্বকঃ ॥ ৭৬

পরিভ্রময়্যপুয়ং মহাপুরমিতি ঋতম্ ।

অভিমতরূপ লাভ করিতে পারিবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—পিতার এই কথা শুনিয়া উদারধী বৈভীষণি বলিল,—পিতা ! আমাদের সেই ঔষধিবৃক্ষ দেখাইয়া দিউন ; বলিষ করিবেন না। ভুবনজয়ে পর্যর্ভিশমন অপেক্ষা বিশিষ্ট শ্রেয়ঃসাধন আর কিছুই নাই। ব্রহ্মা বলিলেন,—বিভীষণ “তাহাই করিতেছি” বলিয়া পুত্রকে সেই বৃক্ষ দেখাইলেন। তদীয় পুত্র তখন বৈশ্বন্তর হিতসাধনার্থ জীতি সহকারে “ইষে-বোজ্জে হা” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত সেই বৃক্ষের শাখা ছেদন করিয়া সেই কাষ্ঠখণ্ড সমাক্রমণে সেই বৈশ্বন্তর হৃদয়ে নিবেশিত করিল। তাহাতে ঐ বৈশ্বও সচক্ষু ও সক্রোহ হইল। মণিমন্ত্র ও ঔষধির বীৰ্য্য কেহই বুঝে না। পরে সেই বৈশ্বও সেই কাষ্ঠখণ্ড লইয়া ধর্ম্মকেই অনুসরণ করিতে করিতে গোতমী গঙ্গায় স্নানান্তে যোগেশ্বর হরিকে নমস্কার করিয়া পুনরায় প্রস্থান

মহারাজ ইতি খ্যাতস্তজ রাজা মহাবলঃ ॥ ৭৩

তন্ত নান্তি সূতঃ কশ্চিৎ পুত্রিকা নষ্টলোচনা ।

সৈব তন্ত সূতা পুত্রস্তস্তাপ ব্রতমৌদৃশ্যৎ ॥ ৭৪

দেবো বা দানবো বাপি ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়ো ভবেৎ

বৈশ্বো বা শূদ্রয়োনির্বা সন্তো নিষ্ঠুগোহপি বা

তস্মৈ দেয়া ইয়ং পুত্রী যো নেত্রে আহারব্যতি

রাজ্যেন সহ দেয়্যম্মিত রাজা হৃষোষয়ৎ ॥ ৭৫

অহনিশমসো বৈশ্বঃ ঋত্বা যোষমথাত্রবীৎ ॥ ৭৬

বৈশ্ব উবাচ ।

অহং নেত্রে আহরিস্যে রাজপুত্র্যা অসংশয়

ব্রহ্মোবাচ ।

তং বৈশ্বং তরসাদায় মহারাজে স্তবেদয়ৎ ।

তৎকাষ্ঠস্পর্শমাত্রেণ সনেজ্রাভূমুপাশ্রজা ॥ ৭৭

ততঃ সবিস্ময়ো রাজা কো ভবানতি চাত্রবীৎ

বৈশ্বো রাজে যথাবুস্তং স্তবেদয়দশেষতঃ ॥ ৭৮

করিল। সে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মহাপুর নামে বিস্তৃত এক রাজধানী উপস্থিত হইল। সেখানে মহারাজ নামে বিখ্যাত মহাবল রাজা ছিলেন। সেই রাজার কোনও পুত্র সন্তান ছিল না; একটি কন্তা ছিল; সেও নষ্টলোচনা। তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে,—দেব, দানব, ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্ব, শূদ্র যে কোন জাতি সন্তান বা নির্ভুগ যেমনই হউক না কেন, যে জন এই কন্তার নয়নদানে সমর্থ হইবে তাহাকেই রাজ্য সহ এই কন্তা সম্প্রদান করিব। সেই রাজা এই কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। বৈশ্ব অহনিশ সেই ঘোষণা শুনিয়া একদিন বলিল, আমি রাজনন্দিনীর নয়ন আহরণ করিব; ইহাতে সংশয় নাই। ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজার লোকজনেরা তখন সেই বৈশ্বকে লইয়া তাকাতাড়ি রাজাকে যাইয়া নিবেদন করিল। অনন্তর সেই কাষ্ঠস্পর্শ করাইবামাত্র বুণ্ডনয়া সনেজ্রা হইলেন। রাজা তাহাতে বিস্মিত হইয়া ‘আপনি কে?’ একথা জিজ্ঞাসা করিলে বৈশ্ব রাজসম্মুখানে যথার্থ সমস্ত

বৈষ্ণব উবাচ ।

ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন ধর্মস্ত তপসস্তথা ।
দানপ্রভাবাদ্ যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ ।
দিব্যৌষধিপ্রভাবেন মম সামর্থ্যমৌদৃশম্ ॥ ৮৭

অক্ষৌবাচ ।

এতবৈষ্ণবচঃ শ্রদ্ধা বিস্মিতোহভূমহীপতিঃ ॥ ৮৮
রাজৌবাচ ।

অহো মহাহুতাবোধঃ প্রায়ো বৃন্দারকোভবেৎ
নান্তর্ধৈতাদৃগন্তস্ত সামর্থ্যঃ দৃশ্যতে কথম্ ।
তস্মাদন্যৈ তু তাং কস্তাং প্রদাস্তে রাজ্য-
পূর্ষিকাম্ ॥ ৮৯

অক্ষৌবাচ ।

ইতি সঙ্কল্প্য মনসি কস্তাং রাজ্যঞ্চ দত্তবান্ ।
বিহারার্থং গতঃ শ্বেয়ং পরং খেদমুপাগতঃ ॥ ৯০
ন মিত্ৰেণ বিনা রাজ্যং ন মিত্ৰেণ বিনা সুখম্ ।
তমেব সততং বিপ্রং চিন্তয়ন্ বৈষ্ণবনন্দনঃ ॥ ৯১
এতদেব সুজাতানাং লক্ষণং ভূবি দোহনাম্ ।
পার্কং যন্ননো নিত্যং তেষামপ্যাহিতেষু হি ॥

বার্তা নিবেদন করিল। সে আরও বলিল
যে, ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে ধর্ম, তপস্তা ও
দানের প্রভাবে বিবিধ ভূরিদক্ষিণাসম্বিত
যজ্ঞ এবং দিব্যৌষধির মহিমায় আমার ঐদৃশ
সামর্থ্য হইয়াছে । অক্ষা বলিলেন,—
বৈষ্ণব এই বচন শ্রবণে মহীপতি বিস্মিত
হইলেন। তিনি কহিলেন,—ওঃ এব্যক্তি
মহাহুতব; বোধ হয় দেবত্ব হইবে! নচেৎ
এমন সামর্থ্য অস্ত্রের দেখা যায় না কেন?
অতএব ইহাকে রাজ্যসহ এই কস্তা সম্প্রদান
করি। ৭১—৮৯। রাজা মনে মনে এইরূপ
সঙ্কল্প করিয়া সেই বৈষ্ণবকে রাজ্য ও কস্তা
সম্প্রদান করিলেন। তারপর বৈষ্ণব বিহা-
রার্থ বহির্গত হইয়া মিত্রের অভাবে পরম
খেদ বোধ করিতে লাগিল। মিত্র ব্যতীত
সেই রাজ্য, সেই সুধৈর্য্য তাহার সুখের
হইল না। বৈষ্ণবনন্দন নিয়ত সেই বিপ্রকেই
চিন্তা করিতে লাগিল। সৎসজাত দেহ-
গণের ভূতলে ইহাই লক্ষণ যে,—অহিত

মহানৃপো বনং প্রায়ান্ত স রাজা মণিকুণ্ডলঃ ॥ ৯৩
তস্মিন শাসতি রাজ্যঞ্চ কদাচিদৌতমঃ দ্বিজম্
হুতম্ দ্যুতকৈঃ পাটপরপশ্চমণিকুণ্ডলঃ ॥ ৯৪
তমাদায় দ্বিজঃ মিত্রঃ পূজয়ামাস ধর্মবিৎ ।
ধর্মীণাম্ প্রভাবঃ তং তস্মৈ সর্বং স্তবেদরং ।
আপয়ামাস গন্ধাযাং তং সর্বাঘনিবৃত্তয়ে ॥ ৯৬
তেন বিপ্রেন সর্কৈস্তৈঃ স্বকৌটমৈর্গোজ্জৈর্ভূতঃ ।
বৈষ্ণবৈঃ স্বদেশসমুত্তৈর্ভ্রাক্ষণস্ত তু বান্ধবৈঃ ॥ ৯৮
বুদ্ধকৌশিকমুখোশ্চ তস্মিন যোগেশ্বরাস্তিকে
যজ্ঞানিষ্টা সুরান পূজ্য ততঃ স্বর্গমুপেযিবান্ ।
ততঃ প্রভৃতি তস্তীর্থঃ মৃতসঞ্জীবনঃ বিহুঃ ।
চক্ষুস্তীর্থঃ সযোগেশঃ স্রবণাদপি পুণ্যদম্ ।
মনঃপ্রসাদজননং সর্বভূতাবনাশনম্ ॥ ৯৯

ইতি শ্রীভ্রাক্ষে চক্ষুস্তীর্থাদিতীর্থ বর্ণনং নাম
সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০০ ॥

জনেও তাহাদিগের মন রূপাযুক্ত থাকে।
সেই মহাবল রাজা কিছুদিন পরে বনে
যাইলেন। তখন সেই মণিকুণ্ডলই রাজ্য
হইলেন। সেই ধর্মবিৎ মণিকুণ্ডলই রাজ্য
শাসন করিতে করিতে একদা সেই গৌতম
দ্বিজকে হুতসর্ব্বশ ও দ্যুতগণের দ্বারা পাশ-
বদ্ধ করিয়া লইয়া আসিল, তদ্বর্ণনে সেই
বদ্ধ দ্বিজ গিয়া যথোচিত পূজাভ্যে ধর্মের
প্রভাব সমস্ত নিবেদন করিল। পরে
তাহাকে সর্বপাপ নিবৃত্তার্থ গন্ধাতে স্নান
করাইল। তারপর সেই বিপ্র ও স্বকীর
জ্ঞাতীগণে পরিবৃত্ত হইয়া সেই বৈষ্ণব
স্বদেশীয় অস্ত্রান্ত লোকজন এবং সেই
বুদ্ধ কৌশিকাদি-ব্রাহ্মণের আত্মীয় হুঁহু
সকলের সহিত গৌতমীতীরে বোধে-
স্রবসমীপে নানা যজ্ঞ ও দেবার্চনা করিল।
তাহার কলে অন্তকালে স্বর্গপ্রাপ্ত হইল।
সেই হইতে ঐ তীর্থ মৃতসঞ্জীবন, চক্ষুস্তীর্থ,
যোগেশ ইত্যাদি নামে সুবীজনসমিধান
বিদিত হইয়াছে। উহার স্রবণেও পুণ্য

একসপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

উৰ্দ্ধশীতীৰ্মাধ্যাত্মমধমেধকলপ্রদম্ ।

মানদানমহাদেববাসুদেবার্চনাদিভিঃ ।

মহেশ্বরো যত্র দেবো যত্র শার্ঙ্গধরো हरिः ॥ ১

প্রমতির্দ্যম রাজাসৌ সার্কভৌমঃ প্রভাপবান ।

রিপুনুজিহ্বা জগামাও ইন্দ্রলোকং সুরৈর্দ্রুতম্ ॥ ২

তজাপস্তং সুরপতিং মকুতিঃ সহ নারদ ।

জহাসেন্দ্রঃ পাশহস্তঃ প্রমতিঃ কত্রিয়বর্তঃ ॥ ৩

তঃ হসন্তমখালক্য हरिः প্রমতিমব্রবীৎ ॥ ৪

ইন্দ্র উবাচ ।

দেবালয়ে মহাবুদ্ধে মকুতিঃ ক্রীড়িতৈরনম ।

দিশো জিহ্বা দিবং প্রাপ্তঃ কুরু ক্রীড়াং ময়া সহ

ব্রহ্মোবাচ ।

সকথায়ঃ हरिवচো নিশম্য প্রমতির্দ্রুপঃ ।

হয় । ঐ তীর্থ মনঃপ্রসাদজনক ও সর্ব
দুঃখবিনাশক । ১০—১১ ।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৭ ॥

একসপ্তাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যেখানে দেব মহেশ্বর
ও শার্ঙ্গধর हरि বিরাজমান, সেই উৰ্দ্ধশীতীর্থে
মান, দান, মহাদেব ও বাসুদেবের অর্চন
প্রভৃতিতে অধমেধ-কল হয় । পূর্বে প্রমতি
নামে এক সার্কভৌম প্রভাপবান রাজা
ছিলেন । তিনি কোন সময়ে সংগ্রামে আও
রিপুগণকে পরাজয় করিয়া সুরগণ-পরিবৃত্ত
ইন্দ্রলোকে গমন করেন । হে নারদ ! তিনি
সেখানে দেখিলেন,—ইন্দ্র পাশহস্ত হইয়া দেব
গণে পরিবৃত্ত রহিয়াছেন । কত্রিয়বর্ত প্রমতি
তাহা দেখিয়া হাস্ত করিলেন । ইন্দ্র তাঁহাকে
হাসিতে দেখিয়া বলিলেন, হে মহাবুদ্ধে ! এ
কোন্মুখে দেবগণ সহ ক্রীড়ায় আর প্রয়োজন
নাই । তুমি নিরিক্রম করিয়া স্বর্গে
আসিয়াছ, আমার সঙ্গে ক্রীড়া কর ।

তথেষ্ট্রবাচ দেবেন্দ্রঃ নিকৃতিং কাং তু মন্তসে
তচ্ছ্রুত্বা প্রমতেৰ্বীক্যঃ সুররাজপদব্রবীৎ ॥ ৬

ইন্দ্র উবাচ ।

উৰ্দ্ধশ্রেণ্য পণোহস্মাকং প্রাপ্য যা নিখিলৈর্মতিভৈঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বেন্দ্রবচনং প্রমতিঃ প্রাহ গর্জিতঃ ।

উৰ্দ্ধশীঃ নিকৃতিং মন্তে ত্বং রাজন্ কিম্ মন্তসে

যদব্রবীষি সুরেশান তন্মন্তেহং শতক্রতো ।

প্রাহেন্দ্রঃ প্রমতিস্তদ্বিরিকৃতি্য দাক্ষণং করম্ ।

সবর্ষ সশরঃ ধর্ম্যঃ দেহি দীব্যামহে বরম্ ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ ।

তাবেবং সংবিদং কুত্বা দেবনায়েপতন্ততুঃ ।

প্রমতিজিতবাঃস্তত্র উৰ্দ্ধশীঃ দৈবতাস্থরম্ ।

তাং জিহ্বা প্রমতিঃ প্রাহ সংরক্তাতঃ শতক্রতুং

প্রমতিক্রবাচ ।

নিকৃতি্য পুনরন্তয়ে পশ্চাদীব্যো ভৃগা বিভো ॥

ব্রহ্মা বলিলেন,—নৃপতি প্রমতি, ইন্দ্রের সেই
সোপহাস বচন শ্রবণে তাঁহাকে বলিলেন,—
আচ্ছা; কিন্তু কি পণ করিতে ইচ্ছা করেন ?
সুররাজ, প্রমতির সেই বাক্য শুনিয়া
কহিলেন,—উৰ্দ্ধশীই আমাদের পণ,—
যাহাকে নিখিল মথ দ্বারা লাভ করা যায় ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—ইন্দ্রের কথা শুনিয়া
গর্জিত প্রমতি কহিলেন,—উৰ্দ্ধশীকে যোগ্য
পণই মনে করি । অনন্তর “রাজন্ ! তুমি কি
পণ রাখিতে চাও ?” ইন্দ্রের এইরূপ প্রশ্নে
প্রমতি বলিলেন,—সুরেশান ! শতক্রতো ।
তুমি যাহা বল ; আমি তাহাই পণ
রাখিব । আমি এই সবর্ষ সশর ধর্ম্য দক্ষিণ
কর পণ রাখিতে চাই । পাশা দেও, আমার
ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হই । ১—২ । ব্রহ্মা বলি-
লেন,—তাঁহারা এইরূপ কথাবার্তা কহিয়া
ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । পরে প্রমতি
সেই ক্রীড়াতে সুরসুন্দরী উৰ্দ্ধশীকে জয়
করিলেন । তাহাকে জয় করিয়া প্রমতি
কহিলেন,—প্রভো ! আমার কত অত পণ
কর । পশ্চাৎ তোমার সঙ্গে ক্রীড়া করিব ।

ইন্দ্র উবাচ ।

দেবযোগ্যমথো বজ্রং জৈজ্ঞঃ শ্রবণমুত্তমম্ ।
দীব্যোহুহং তেন নৃপতে করোণাপ্যবিচারমন্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

স গৃহীত্বা তদা পাশানন্তাংশচ মণিকুণ্ডিতান্ ।
জিতমিত্যববীচ্ছক্ৰং প্রমতিঃ প্রহসন্তদা ॥১৩
এতশ্চিরন্তরে প্রায়াদকল্পস্তত্র নারদ ।
বিধাবন্থুরিতি খ্যাতো গন্ধর্বাণাং মহেশ্বরঃ ॥১৪
বিধাবন্থুরবাচ ।

গন্ধর্ববিদ্যায়া রাজ্যন্তরা দীব্যামহে দ্বয়া ।
তথেষ্টাঙ্ক্য স নৃপতির্জিতমিত্যববীক্সদা ॥ ১৫
তো জিত্বা নৃপতির্গৌরীখ্যাদেবেন্দ্রঃ প্রাহ
কন্মলম্ ॥ ১৬

প্রমতিরুবাচ ।

রণে বা দেবনে বাপি ন হং জেতা কথংকন ।
মহেন্দ্র সত্ততং তস্মাদস্মদারাধকো ভব ।
বহু কেন প্রকারেণ জাতা দেবেজ্জতা তব ॥১৭

ইন্দ্র বলিলেন,—নৃপতে ! দেবতারই ব্যবহার
যোগ্য আমার •যে উত্তম জৈজ্ঞ রথ ও বজ্র
আছে, তোমার করের বিনিময়ে বিনা
বিবাদে তাহাই আমি পণ করিয়া ক্রীড়া
করিব । ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই প্রমতি
তখন হাসিতে হাসিতে মণিকুণ্ডল পাশা
লইয়া নিকপপুঙ্কক শব্দকে “জিতিয়াছি”
এই কথা কহিলেন । পরে এই ভাবে
আরও নানাভব্য জয় করিলেন । নারদ !
ইত্যবসরে বিধাবন্থু নামে বিখ্যাত অকল্প,
গন্ধর্বরাজ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।
তিনি কহিলেন,—রাজন ! আমরা সেই
প্রসিদ্ধ গন্ধর্ববিভা পণ করিয়া তোমার সঙ্গে
ক্রীড়া করিব । নৃপতি “আচ্ছা” বলিয়া
তাহাও জয় করিয়া শব্দকে বলিলেন,—
“জিতিয়াছি” । নৃপতি তাহাদিগের হই জন-
কেই জয় করিয়া মূৰ্খতা বশতঃ দেবেজ্জকে
মর্শপীড়ক বাক্যে বলিলেন যে,—কি রণে,
কি দেবনে, কোন ক্ষেত্রেই তুমি জেতা
নহ; অতএব মহেন্দ্র ! আমাদেরিগের

ব্রহ্মোবাচ ।

তথা প্রাহোর্বশীঃ গর্বাঙ্গাচ্ছ কন্মকরী ভব ।
উর্কশী প্রাহ দেবেষু যথা বর্জে তথা স্বরি ।
বর্জেয় সর্বভাবেন ন মাং ধিকর্ষুর্মহর্ষি ॥১৮

ব্রহ্মোবাচ ।

ততস্তাং প্রমতিঃ প্রাহ স্বাদৃশ্যঃ সন্তি চারিকাঃ ।
স্বং কিং বিলঙ্কসে ভদ্রে গচ্ছ কন্মকরী ভব ।
এতচ্ছূত্বা নৃপেণোক্তং গন্ধর্বাধিপতিস্তদা ।
চিত্রসেন ইতি খ্যাতঃ স্তুতো বিধাবসৌর্কলী ।
চিত্রসেন উবাচ ।

দীব্যোহুহং বৈ দ্বয়া রাজন সর্গোণানেন ত্বপতে
রাজ্যেন জীবিতেনাপি মদীয়েনতবাপি চ ॥২১
ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্টাঙ্ক্য পুনরুভো চিত্রসেননৃপোত্তমো ।
দীব্যোতামভিসংরকোচিত্রসেনোহজয়ন্তদা ॥২২
গান্ধর্বৈস্তং মহাপাটশর্ববদ নৃপতিং তদা ।
চিত্রসেনোহজয়ং সর্বমুর্কশীমুখ্যতঃ পটৈঃ ॥ ২৩

সেবক হও । বল' কি প্রকারে তোমার
দেবেজ্জতা হইল ? ব্রহ্মা বলিলেন,—
প্রমতি গর্গবশে উর্কশীকেও কহিল,—যাও
আমার কন্মকরী লানী হও । উর্কশী
বলিল—দেবগণে যেমন ব্যবহার করি,
তোমাতেও সর্বভাবে তেমনি ব্যবহার
করিব । আমাকে নিম্নিত কাষে নিয়োগ করা
উচিত হয় না । ব্রহ্মা বলিলেন,—তাহাতে
প্রমতি বলিলেন—তোমার মত আমার কত
পরিচারিকা আছে । ভদ্রে ! তুমি লঙ্কা
পাইতেছ কেন ? যাও, কন্মকরী হও গিয়া ।
১১—২০ । নৃপতির এই সকল কথা শ্রবণে
তখন বিধাবন্থুর জাতা, গন্ধর্বাধিপতি, বল-
বান বিখ্যাত চিত্রসেন কহিল,—রাজন ! আমি
তোমার সহিত ক্রীড়া করিব । ত্বপতে !
আমরা উভয়ে রাজ্য ও জীবন—
পণ করিয়া খেলিব । ব্রহ্মা বলিলেন,—
“তাহাই হউক” বলিয়া সেই নৃপোত্তম ও
চিত্রসেন উভয়ে কুর্কশীকে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত
হইলেন । তাহাতে চিত্রসেন জয়লাভ

রাজ্যং কোশং বলং চৈব বদন্তু হস্তা চ ।
 চিত্রসেনস্ত তজ্জাতং যদাসীৎ প্রমতেৰ্ধনম্ ॥২৪
 তন্তু পুত্রো বাল এব পুরোধসমুবাচ হ ।
 বৈশ্বামিত্রঃ মহাপ্রাজ্ঞঃ মধুচ্ছন্দসমোজসা ॥ ২৫
 প্রমতিপুত্র উবাচ ।
 কিং মে পিত্রা কৃতং পাপং হ বা বন্ধো মহামতিঃ
 কথমেয্যতি স্বং স্থানং কথং পাঠৈব মোক্ষ্যতে
 অকোবাচ ।

সুমতেৰ্ধনঃ শ্রদ্ধা ধ্যানা স মুনিসত্তমঃ ।
 মধুচ্ছন্দা জগাদেদং প্রমতেৰ্ধনঃ তদা ॥ ২৭
 মধুচ্ছন্দা উবাচ ।
 দেবলোকে তব পিতা বদ্ধ আন্তে মহামতে ।
 কৈতবৈবহদোষৈশ্চ ভট্টরাজ্যো বদ্ধু ব হ ॥ ২৮
 যো যাতি কৈতবসভাং স চাপি ক্লেশভাগী-
 ভবেৎ ।
 দ্যুতমত্মামিষাদানি বাসনানি নৃপাশ্রজ ॥ ২৯

করিল। তখন সেই চিত্রসেন পণদ্বারা
 রাজার উৎকীর্ণ প্রভৃতি সকলই জয় করিয়া
 লইয়া গাঙ্গার মহাপাশ দ্বারা রাজাকে বন্ধন
 করিল। প্রমতির রাজ্য, কোশ, সৈন্ত,
 বা অস্ত্র যাহা কিছু ধন ছিল, সে সমস্তই
 চিত্রসেনের হইল। প্রমতির সুমতি
 নামে একটি বালক পুত্র ছিল, সে
 পুরোহিত, বিশ্বামিত্রনন্দন, মহাপ্রাজ্ঞ মধু-
 চ্ছন্দাকে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—
 আমার পিতাকে পাপ করিয়াছেন? সেই
 মহামতি কোথায় বা বদ্ধ আছে? পাশ-
 বন্ধন হইতে কিরূপে বা মুক্ত হইবেন?
 আর কেমন করিয়া বা স্থানে আসবেন?
 ব্রহ্মা বলিলেন,—সুমতির বচন শ্রবণে
 মুনিসত্তম মধুচ্ছন্দা ধ্যান করিয়া এইরূপে
 সেই প্রমতির বিবরণ বলিতে লাগিলেন।
 ২১—২৭। হে মহামতে! তোমার পিতা কৈতব
 ও অন্তান্ত বহুদোষে ভট্টরাজ্য হইয়াছেন
 এবং দেবলোকে বদ্ধ আছেন। কৈতব-
 সভাতেও যুে যায়, সেও ক্লেশভাগী হইয়া
 থাকে। নৃপাশ্রজ! দ্যুত, মদ্য ও মাংসাদি

পাপিনামেব জায়ন্তে সদা পাপাশ্রকানি হি ।
 একৈকমপ্যনর্থায় পাপায় নরকায় চ ॥ ৩০
 যানাসনাভিলাপাষ্টো কুঠৈঃ কৈতববর্জিতৈঃ ।
 কুলীনাঃ কলুষীভূতাঃ কিং পুনঃ কিতবো জনঃ
 কিতবস্ত তু যা জায়া তপ্যতে নিত্যমেব সা ।
 স চাপি কিতবঃপাপো যোষিতঃ বীক্ষ্য তপ্যতে
 তাং দৃষ্ট্বা বিগতানন্দো নিত্যং বদতি পাপকৃৎ
 অহো সংসারচক্রেহস্মিন্ময়া তুল্যো ন পাতকী
 ন কিঞ্চিদপি যন্ত্রাস্তে লোকে বিবয়জঃ সুখম্
 লোকদ্বয়েহপি ন সুখীকিতবঃ কোহপি দৃষ্টতে
 বিভাতি চ তথা নিত্যং লজ্জয়া দম্যমানসঃ ।
 গতধর্মো নিরানন্দো গ্রস্তগরস্তথাটি ॥ ৩৫
 অকৈতবী চ বা বৃন্তিঃ সা প্রশস্তা দ্বিজম্ভনাম্ ।
 কুং গোরক্ষ্যবাণিজ্যমপি কুয্যার কৈতবম্ ॥ ৩৬
 যন্ত কতবদুস্তা হি ধনমাহর্জুমিচ্ছতি ।

ব্যসন বলিয়া গণ্য। পাপীদিগেরই এই
 সকল পাপাশ্রক ব্যসন সর্বদা সজ্জাতিত হয়।
 উহার প্রত্যেকটিই পাপের ও নরকের হেতু।
 কৈতববস্তাদিগের সহিত এক যানায়ো-
 ছন বা একাসনে উপবেশন কিম্বা আলাপ
 করিলে কুলীন জনেরাও কলুষীভূত
 হয়েন; সুতরাং কিতবের কথা আর কি
 বলিব? কিতবের পত্নী নিত্যই পরিভ্রাণ
 করে; আর সেই কিতবও জায়াকে দেখিয়া
 পরিভ্রাণ হয়। পাপকৃৎ কিতব, পত্নীকে
 দোষিয়া বিগতানন্দ হইয়া নিত্যই এইরূপ
 বলে যে,—আহা! এই সংসারচক্রে আমার
 তুল্য পাতকী আর নাই। যে কিতব,
 তাহার ইহলোকে বৈষয়িক সুখ কিছুমাত্রই
 নাই; এবং ইহপর দুই লোকেই কোনও
 কিতব ব্যক্তিকে সুখী দেখা যায় না। সে
 নিত্যই লজ্জাবশে দম্যমানস রূপে প্রতি-
 ভাতি হয় এবং গতধর্ম, নিরানন্দ ও নষ্ট-
 গর হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। দ্বিজম্ভা-
 দিগের অকৈতবী বৃন্তিই প্রশস্ত। কৃষি,
 গো রক্ষা, বাণিজ্য,—এ সকলও বরং
 করিবে, তথাপি কৈতব করিবে না।

ধর্মার্থকামাভিজ্ঞৈঃ স বিমুচ্যেত পৌরুষাৎ ॥
বেদেহপি দ্বিতং কর্ণ তব পিত্রা তদাদৃতম্ ।
তস্মাৎ ত্বিং কুর্মহে বৎস যত্নকঃ তে বিধীয়তে
বিধাতৃবিহিতঃ মার্গঃ কো হু বাত্যেতি পণ্ডিতঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

এতৎ পুরোধসো বাক্যং শ্রদ্ধা স্মৃতিরব্রবীৎ
স্মৃতিরব্রবীৎ ।

কিং ব্রহ্ম প্রমতিস্তাতঃ পুনা রাজ্যমবাগ্নুয়াৎ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

পুনর্থাভা মধুচ্ছন্দাঃ স্মৃতিঃ চেনমব্রবীৎ ॥ ৪২
মধুচ্ছন্দা উবাচ ।

গৌতমীঃ বাহি বৎস ত্বং তত্র পূজয় শত্বরম্ ।
আদিতাং * বরুণঃ বিষ্ণুঃ ততঃ

পাশাশ্বিমোক্ষ্যতে ॥ ৪৩

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈত্যাঙ্ক জগামাশু গজাঃ নভা জনাকনম্ ।

যে জন কৈতব রুতি অবলম্বনে ধন-
হরণের অভিলাষ করে, ধন্য, অর্থ, কাম,
আভিজাত্য এবং পৌরুষ হইতেও সে
বিচ্যুত হয়। বেদেও * কর্ম নির্দিষ্ট হই-
য়াছে; কিন্তু তোমারাপিতা তাহারই আদর
করিয়াছেন। অতএব বৎস! আমরা কি
করিব? তুমি যত্নবান, তাহা ব্যরতে
পারি। ব্রহ্মঃ বিধাতৃবিহিত পথকে
কোন পণ্ডিত ব্যক্তিই বা অস্বীকৃত হইতে
পারে? ২৮—৩৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—পুরো-
হিতের এই বাক্য শুনি স্মৃতি বলিল,—
পিতা প্রমতি, কি করিলে পুনরায় রাজ্য
পাইতে পারেন? ব্রহ্মা বলিলেন,—
মধুচ্ছন্দা পুনরায় ধ্যান করিয়া স্মৃতিকে হই-
কহিলেন যে,—বৎস! তুমি গৌতমীতে
যাও। সেখানে শত্বর, বিষ্ণু, আদিতা,
বরুণ—ইহাদিগের পূজা কর। তাহা হইলে
জিনি পাশ হইতে মুক্ত হইবেন। ব্রহ্মা
বলিলেন,—সেই স্মৃতি “তাহাই করিব”

* অদিকি মিত্তি চ পাঠঃ ।

পূজয়ামাস শত্বক তপন্তেপে যতব্রতঃ ॥ ৪৪
সহস্রমেকং বর্ষণাং বন্ধং পিতরমাত্মনঃ ।
মোচয়ামাস দেবেভ্যঃ পুনা রাজ্যমবাগ্ন সঃ ॥ ৪৫
হরীশাভ্যাংমুক্তপাশো রাজ্যং প্রাপ সূতাৎ বরুণাৎ
অবাধ্য বিদ্যাংগাঙ্কবাং প্রয়শ্চাসৌচ্ছতক্রতোঃ
শান্তবং বৈকবং চৈব উক্লীতীর্থমেব চ ।
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং কৈতবং চেতি বিজ্ঞতম্ ॥
শিবাবস্থাসারম্মাতৃ প্রসাদাদাপ্যতে ন কিম্ ॥ ৪৮
তত্র নানক দানক বহুপুণ্যকলপ্রদম্ ॥
পাপপাশাবমোক্ষস্ত সপ্তর্গীতনাশনম্ ॥ ৪৯
ইতি শ্রীব্রাহ্মে উক্লীতাদিতীর্থবর্ণনমেকসপ্তত্য-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭১ ॥

বলিয়া সত্বর গজায় বাইয়: নানান্তে শত্ব
জনাকর্নাদিকে পূজাপূরক নমস্কার করিয়া
যতব্রতভাবে তপস্যা আরম্ভ করিল। সে এক
সহস্র বর্ষ তপস্যার কলে দেবগণের নিকট
বর পাইয়া স্বীয় পাশবক পিতাকে মোচত
করিতে সক্ষম হইল। প্রমতি পুনরায় রাজ্য
পাইলেন। তিনি সূতাৎ বরুণাৎ গাঙ্কবাং
প্রয়শ্চাসৌচ্ছতক্রতোঃ ব্রহ্মাভ্যাং
মুক্তপাশো রাজ্যং প্রাপ সূতাৎ বরুণাৎ
অবাধ্য বিদ্যাংগাঙ্কবাং প্রয়শ্চাসৌচ্ছতক্রতোঃ
শান্তবং বৈকবং চৈব উক্লীতীর্থমেব চ
কৈতবং চেতি বিজ্ঞতম্ ॥ ৪৮
শিব, বিষ্ণু,
ও সারম্মাতৃ গঙ্গার প্রসাদে এক না পাওয়া
যায় সেখানে নান-দান বহু পুণ্যকল-
দায়ক, পাপপাশাবমোক্ষক ও সপ্তর্গীত-
নাশন ॥ ৪৯ ॥

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭১

১। বিসংভাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সামুদ্রং তীর্থমাখ্যাতং সৰ্ব্বতীর্থকলপ্রদম্ ।
তত্ত্ব বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু নারদ তত্ননাঃ ॥ ১
বিন্ধ্যষ্টা গৌতমেনাসৌ গঙ্গা পাপপ্রণাশিনী ।
লোকানামুপকারার্থং প্রায়াৎপূৰ্ণার্থং প্রতি ॥ ২
আগচ্ছতী দেবনদী কমণ্ডলুধৃত ময়া ।
শিরসা চ ধৃত দেবী শঙ্কুনা পরমাত্মনা ॥ ৩
বিষ্ণুপাদপ্রস্থতাং তাং ব্রাহ্মণেন মহাত্মনা ।
আনীতাং মর্ত্যভবনং অরণাদবনাশিনীম্ ॥ ৪
ওরোৰ্ককৃতমাং সিদ্ধদীপ্তা কৃত্যমচিভ্রয়ং ।
যা বন্দ্যা জগতামীশা ব্রহ্মেশাদৈর্যমকুতা । ৫
তামহং প্রতিগচ্ছেয়ং নো চেৎ স্মার্কশূদ্রঘণম্ ॥
আগচ্ছন্তং মহাত্মনং যো মোহান্নোপতিষ্ঠতে ।
ন তস্মৈ কোহপি ত্রাতান্তি পাপিনো

লোকমোর্ষয়োঃ ॥ ৬

বিসংভাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ ! সামুদ্র নামে
বিখ্যাত তীর্থ আছে ; উহা সৰ্ব্বতীর্থকল-
প্রদ । তাহার বরূপ বলিতেছি, তত্ননা
হইয়া শুন । গৌতম গঙ্গাকে পরিত্যাগ
করিলে পর, সেই পাপপ্রণাশিনী গঙ্গা
লোকদিগের উপকারার্থ পূৰ্ণার্থের অভিযুখে
প্রধাবিত হইলেন । দেবী দেবনদী আগমন-
কালে মৎকর্তৃক কমণ্ডলু দ্বারা এবং পরমাত্মা
শঙ্কুকর্তৃক শির দ্বারা ধৃত হইয়াছিলেন ।
বিষ্ণুপাদপ্রস্থতা, মহাত্মা ব্রাহ্মণ কর্তৃক মর্ত্য-
ভবনে আনীতা, অরণ্যেই অবনাশিনী, ও
ওরুও ওরুতমা সেই গঙ্গাকে দেখিয়া সিদ্ধ
এইরূপ স্বীয় কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন
যে,—যিনি জগৎসমূহের বন্দনীয় ঈশ্বরী—
এবং ব্রাহ্মণাদির নমস্কৃতা ; আমি তাঁহার
প্রত্যঙ্গমন করিব ; নচেৎ ধৰ্ম্মদূষণ ঘটিবে ।
মহাত্মা অর্পণিতেছেন দেখিয়া মোহ বশত যে
অভ্যর্থনা না করে, সেই পাপীর উত্তর

এবং বিবৃদ্ধ রত্নেশো মূর্তিমান বিনরাষিতঃ ।
কৃতাজলিপুটো গঙ্গামাহেদং সরিতাং পতিঃ ॥ ৭
সিদ্ধকবাচ ।

রসাতলভবং বারি পৃথিব্যাং যন্নভন্তলে ।
তন্মাম্বেবাজ বিশতি নাহং বক্ষ্যামি কিঞ্চন ॥ ৮
ময়ি রত্নানি পীযুষং পৰ্বতা রাক্ষসাসুরাঃ ।
এভানপ্যখিলানন্তান্ ভীমান্ সঙ্করয়াম্যহম্ ॥ ৯
মমাস্তঃ কমলাযুক্তো বিষ্ণুঃ নৃপতি নিত্যদা ।
মমাশক্যং ন কিমপি বিদ্যাতে সচরাচরে ॥ ১০
মহত্যাভ্যাগতে কুষ্ঠাৎপ্রত্যাখানং ন যো মদাৎ
স ধৰ্ম্মাদিপরিভ্রষ্টো নিরয়ং তু সমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১
ন তায়ে বিভ্রতঃ খেদো বিনাগন্ত্যপরাভবাৎ ।
কিন্তু ত্বং গৌরবেণৈবামতিরিক্তা ততত্ত্বহম্ ।
ব্রবীমি দেবি গঙ্গে মাং ত্বং সাম্যাৎ সজ্ঞতা ভব
নৈকরূপমহং শক্ভঃ সজ্ঞঃ বহুধা যদি ।
সজ্জমেব্যসি দেবি ত্বং সজ্জছেহহং ন চান্তথা ॥

লোকে কেহই পরিভ্রাতা নাই । রত্নেশ্বর
সরিৎপতি এইরূপ বিবেচনা করিয়া—
মূর্তিমান হইয়া সবিনয়ে কৃতাজলিপুটে
গঙ্গাকে কহিলেন,—যে বারি রসাতলগত,
যাহা পৃথিবীতে স্থিত, যাহা নভস্থলে জাত,
তাহা সতত আমাতে প্রবিষ্ট হয় ;
আমি কোনই আপত্তি করি না । রত্ননিচয়,
পীযুষ, সসুরাসুর শৈলনিকর,—এ সমস্তই
আমি ধারণ করিয়া থাকি । আমার অন্তরে
কমলা বিরাজমানা, বিষ্ণু নিয়ত আমাতেই
শয়ন করেন ; চরাচরে আমার অশক্য
কিছুই নাই । যে জন মহাজন অভ্যাগত
দেখিয়া মদবশতঃ প্রত্যাখান না করে, সে
ধৰ্ম্মাদিপরিভ্রষ্ট হইয়া নিরয় প্রাপ্ত হয় ।
পূৰ্ণোক্ত সকল বস্তু ধারণ করিলেও
কেবল অগন্ত্য হইতে পরাভব ব্যতীত
আমার আর কোন খেদ নাই । কিন্তু
ইহাদের অপেক্ষা তুমি গৌরবে অতিরিক্তা ;
সেইজন্ত বলিতেছি,—দেবি গঙ্গে ! তুমি
শান্ত ভাবেই আমার সহিত সজ্ঞতা হও ।
বহুরূপা তুমি যদি আমাকে একরূপ দেখিয়া

গঙ্গে সমেষাসি যদি বহুধা ভবিচারয়ে ॥ ১৪

ব্রহ্মোবাচ ।

তমেবংবাদিনঃ সিন্ধুযম্যমীশং তদািববীৎ ।
গঙ্গা সা গোতমী দেবী কুরু চৈতন্যচো মম ॥ ১৫
সপ্তর্ষীণাঞ্চ যা ভাৰ্ঘ্যা অকৃত্তিগুরোগমাঃ ।
তর্জুতিঃ সহিতাঃ সর্বা আনয় কুং তদা বহম্ ॥
অন্নভূতা ভবিষ্যামি ততঃ স্তাং তব সঙ্গতা ।
তথৈত্যান্তা সপ্তর্ষীণাং ভাৰ্ঘ্যাভির্ঋষিভির্ভূতঃ ।
আনয়ামাস তাং দেবী সপ্তধা সা ব্যতজ্যাত ॥
সা চেয়ং গোতমী গঙ্গা সপ্তধা সাগরং গতা ।
সপ্তর্ষীণান্চ নামা তু সপ্ত গঙ্গাস্ততোহভবন্ ॥
তত্র নানক দানক শ্রবণং পঠনং তথা ।
শ্রবণকাপি বহুজ্ঞা সর্ষকামপ্রদং ভবেৎ ॥ ১৬
নাম্মাদন্তং পরং তীর্থং সমুদ্রাদ্ভূবনজয়ে ।
পাপহানৌ ভুক্তিমুক্তিপ্ৰাপ্তৌ চ মনসো যুদে ॥
ইতি ব্রহ্মাস্তে সপ্তধাগোদাবরীসমুদ্রগমনবর্ণনঃ
ত্রিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭২ ॥

তোমার সহিত সঙ্গম বিষয়ে অক্ষম বিবেচনা
কর, তবে আমিও বহুধা হইয়া, তোমার
সহিত সঙ্গত হইতেছি। ইহার অস্তথা
নাই। গঙ্গে! তুমি আসিবে কিনা, এ
ভাবনা আমি বহুবার ভাবিয়াছি। ১—১৪।
ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই গোতমী গঙ্গা-
দেবী জলপতিকে সেইরূপ বলিতে দেখিয়া
কহিলেন,—তবে আমার এই কথাটি পালন
কর; অকৃত্তীপ্রমুখ সপ্তর্ষিভাৰ্ঘ্যাদিগকে
নিজ নিজ ভর্তাসহ আনয়ন কর; তাহা
হইলে আমি তাহাদের সহিত মিশিয়া
অন্নান্নভূতা হইয়া তোমার সহিত সঙ্গতা
হইব। সমুদ্র “আচ্ছা” বলিয়া অবিলম্বে
সপ্তর্ষি ও ভাৰ্ঘ্যাদিগের ভাৰ্ঘ্যাগণ সহ মিলিত
হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিল।
গোতমী গঙ্গাদেবীও সপ্তধা হইয়া সপ্তর্ষি ও
ভাৰ্ঘ্যাগণ সহ মিলিত ভাবে সাগরে প্রবেশ
করিলেন। সপ্তর্ষিদিগের নামানুসারেই
“সপ্ত গঙ্গা” নাম হইয়াছে। সেখানে নান
দান পঠন শ্রবণ শ্রবণাদি বাহা কিছু করা

ত্রিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ঋষিসজ্জমিতি খ্যাতমুখ্যঃ সপ্ত নারদ ।
নিবেদন্তপসে যত্র যত্র ভীমেশ্বরঃ শিবঃ ॥ ১
তজ্জৈদং বৃন্তমাখ্যাস্তে দেবর্ষিপিতৃবৃহতিবৃ ।
শৃণু যত্নেন বক্ষ্যামি সর্ষকামপ্রদং শুভম্ ॥ ২
সপ্তধা ব্যতজন্ গঙ্গামুখ্যঃ সপ্ত নারদ ।
বাসিনী দাক্ষিণ্যেী স্তাঐষামিজী তদুত্তর ॥ ৩
বামদেব্যপরা জেয়া গোতমী মধ্যতঃ শুভা ।
ভারতাজী সূতা চান্তা আজেয়ী চেৎ যথাপরা
জামদগ্নী তথা চান্তা ব্যাপদিত্তা তু সপ্তধা ॥ ৪
তৈঃ সর্ষৈঋষিভিস্তত্র যষ্টমিষ্টৈর্বহাস্তিঃ ।
নিম্পাদিতং মহাসমুদ্রমিতিঃ পরিদর্শিতঃ ॥ ৫
এতান্নরন্তরে তত্র দেবানাং প্রবলো রিপুঃ ।

যায় সকলই সর্ষকামপ্রদ হয়। পাপহানি
ভুক্তিমুক্তি ও মনস্তপ্ত প্রাপ্তি বিষয়ে এই
সমুদ্র অপেক্ষা পরম তীর্থ ভূবনজয়ে আর
নাই। ১৬—২০।
ত্রিসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ১৭২।

ত্রিসপ্তত্যাধি শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ! পূর্বে সপ্ত-
র্ষিরা যে স্থানে তপস্বী করিতে বসিয়াছিলেন,
যেখানে ভীমেশ্বর শিব বিরাজমান, সেই তীর্থ
ঋষিসজ্জ নামে খ্যাত। সর্ষকামপ্রদ, শুভ,
দেব-ঋষি-পিতৃবৃহতি তৎসম্বন্ধীয় এই বৃন্তান্ত
বলিতেছি, সযত্নে শুন। সপ্তঋষির নামা-
নুসারে গঙ্গার সপ্তধারার এই সকল নাম
হয়, যথা,—বাসিনী, দাক্ষিণ্যেী, বৈষ্ণামিজী,
তদুত্তরভাগে বামদেবী, ভারতাজী, আজেয়ী
ও জামদগ্নী। ঐ মহাঋষিরা সকলেই বজ্র
করিতে অভিলাষ করেন। ভাৰ্ঘ্যারা পরি-
দর্শক অস্তান্ত ঋষিগণ লইয়া মহাসজ্জ নিম্পা-
দন করেন। ইত্যবসরে বিষ্ণুরূপ নামে

বিশ্বরূপ ইতি খ্যাতো মুনীনাং সজ্জমভ্যাগাৎ ॥ ৬
ব্রহ্মচর্যেণ তপসা তানারাদ্য যথাবিধি।
বিনয়েনাথ পপ্রচ্ছ স্বধীন সর্কানমুক্রমাৎ ॥ ৭
বিশ্বরূপ উবাচ।

এবং সর্কে যথাকামঃ মম স্বাস্থ্যেন হেতুনা।
যথা স্তাঙ্কলবান্ পুত্রো দেবানামপি দুর্জয়ঃ।
যজ্ঞৈর্কী তপসা বাপি মুনয়ো বজ্রমর্হথ ॥ ৮
ব্রহ্মোবাচ।

তত্র গ্রাহ মহাবুদ্ধিবিধামিত্রো মহামনাঃ ॥ ৯
মিথামিত্র উবাচ।

কর্মণা তাত লভ্যন্তে কলানি বিবিধানি চ।
জ্ঞাণাং কারণানাঞ্চ কর্ম প্রথমকারণম্ ॥ ১০
ততশ্চ কারণং কর্তা ততশ্চান্তংপ্রকীর্তিতম্।
উপাদানং তথা বীজং ন চ কর্ম বিত্ববুধাঃ ॥ ১১
কর্মণাং কারণত্বঞ্চ কারণে পুঙ্কলে সতি।
ভাবাভাবো কলে দৃষ্টৌ তস্মাৎকর্ম্মাশ্রিতং কলম্
কর্ম্মাশ্রি ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং ক্রিয়মাণং তথা কৃতম্ ॥

খ্যাত দেবগণের প্রবল রিপু মুনিগণের সেই
সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়। সে ব্রহ্মচর্য
ও তপস্শা দ্বারা জন্মাবধি আরাধনাপূর্ব্বক
যথাক্রমে সকল ঋষিকেই জিজ্ঞাসা করিতে
লাগিল,—মুনিগণ! তপস্শা বা যজ্ঞ দ্বারা
যাহাতে আমার সুখশান্তির হেতুত্ব কামা-
নুরূপ বলবান্, দেবদুর্জয় পুত্র লাভ হয়,
আপনারা সকলে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন।
১—৮। ব্রহ্মা বলিলেন,—তন্মধ্যে মহামনা
মহাবুদ্ধি বিধামিত্র বলিলেন,—তাত! কর্ম্ম-
দ্বারা ইবিবিধ কললাভ হয়। তিনটি কার-
ণের মধ্যে কর্ম্মই প্রধান কারণ। দ্বিতীয়
কারণ কর্তা; তারপর অন্ত কারণ কীর্তিত
হয়। উপাদান ও বীজ থাকিলেই যে, কর্ম্ম
হইবে, বুধগণ এমন বুঝেন না। আর
একটি কারণও চাই, কারণদ্বয়েরও প্রবলতা
প্রয়োজন। কারণ পুঙ্কল হইলে তবে ঐ-
রূপ ক্ষেত্রে ভাবাভাবাত্মক কল উৎপন্ন হয়।
সুতরাং কল কর্ম্মেরই আশ্রিত। কর্ম্মও
ত্রিবিধ—ক্রিয়মাণ, কৃত ও কর্তব্য বলিয়া

কর্তব্যং ক্রিয়মাণস্ত সাধনং যদ্যত্যাতে।
তন্তাবাঃ কর্ম্মসিদ্ধৌ চ উভয়জ্ঞাপি কারণম্ ॥
যদ্যভাবয়কে জন্তঃ কর্ম্ম কুর্কন বিচক্ষণঃ।
তন্তাবনানুরূপেণ ফলনিষ্পত্তিকৃত্যাতে ॥ ১৪
করোতি কর্ম্ম বিধিবদ্ভিনা ভাবনয়া যদি।
অন্তথা স্তাৎ ফলং সর্কং তন্ত ভাবানুরূপতঃ ॥
তস্মান্তপো ব্রতং দানং জপযজ্ঞাদিকার্য্যঃ
কর্ম্মণামুরূপেণ কলং দান্তস্তি ভাবতঃ।
তস্মান্তাবানুরূপেণ কর্ম্ম বৈ দান্ততে কলম্ ॥
ভাবস্ত ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ সাত্ত্বিকো রাজসন্তথা।
তামসস্ত তথা ক্ষেয়ং কলং কর্ম্মানুসারতঃ ॥ ১৬
ভাবনানুরূপং চেতি বিচিত্রা কর্ম্মণাং স্থিতিঃ।
তস্মাদিচ্ছানুসারেণ ভাবঃ কুর্য্যাদবিচক্ষণঃ ॥
পশ্চাৎকর্ম্মাপি কর্তব্যং ফলং তত্রাপি তদ্বিধম্।
ফলং দদাতি ফলিনাং কলেচ্ছৈব প্রবর্ততে ॥ ২০
কর্ম্মাকারো ন তত্রান্তি কুর্য্যৎ কর্ম্ম স্বভাবতঃ।

জ্ঞেয়। ক্রিয়মাণ কর্ম্মের যাহা যাহা সাধন
বলিয়া উক্ত হয়, তাহাই—কর্ম্মসিদ্ধি হইলে
সেই কৃত কর্ম্মের ও কর্তব্য কর্ম্মের কারণ।
বিচক্ষণ জীব কর্ম্ম করিতে করিতে যাহা
কিছু ভাবনা করে, সেই ভাবনার অনুরূ-
পই কলানিষ্পত্তি হইয়া থাকে। বিনা
ভাবনায় যদি বিধানানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান
করেও, তথাপি তাহার সমস্ত ফলই
ভাবানুরূপ অন্তথা হইয়া থাকে। এইজন্তই
তপঃ দান ব্রত জপ যজ্ঞাদি সকল ক্রিয়াই
কর্ম্মানুষ্ঠানকালীন ভাবের অনুরূপই কল
দিয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্ম ভাবানুরূপই
যে ফল দান করে; ইহা নিশ্চিতই বুঝা
গেল। ভাব ত্রিবিধ জানিবে,—সাত্ত্বিক,
রাজস ও তামস। ইহাদের কলও কর্ম্মানু-
সারেই জ্ঞেয়। ভাবনানুরূপ হওয়াতেই
কর্ম্মের স্থিতিও তিন প্রকার। এ নিমিত্ত
বিচক্ষণ ব্যক্তি অগ্রে ইচ্ছানুসারেই ভাব
করিবেন; তার পর কর্ম্মানুষ্ঠানও করিবেন।
সেখানেও কল তদনুরূপই হইবে। কলবান্
জনগণকে কলেচ্ছাই কল দান করে। সে

তদেব চোপদানাদি স্বেদাদিগুণভেদতঃ ॥ ২১
 ভাবাৎ প্রারম্ভতে তদ্ব্যভাবৈঃ কলমবাপ্যতে ।
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং কৰ্ম্ম চৈব হি কারণম্ ॥ ২২
 ভাবস্থিতঃ ভবেৎ কৰ্ম্ম মুক্তিদং বন্ধকারণম্ ।
 স্বভাবানুগুণং কৰ্ম্ম স্বভাবৈব পরত্র চ ।
 কলানি বিবিধান্নাহঃ করোতি সমতানুগম্ ॥ ২৩
 এক এব পদার্থোহসৌ ভাবৈবভেদঃ প্রদৃশ্যতে ।
 ক্রিয়তে ভুজ্যতে বাপি তস্মাদ্ভাবো বিশিষ্যতে
 যথাভাবঃ কৰ্ম্ম কুরু যথেষ্পিতমবাপ্যসি ॥ ২৪
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এতচ্ছ্রুত্বা ঋষের্ষীক্যঃ বিশ্বামিত্রস্ত ধীমতঃ ।
 তপস্তপ্ত্বা বহুকালং তামসং ভাবমাত্রিতঃ ॥ ২৬
 বিশ্বরূপঃ কৰ্ম্ম ভীমং চকার সুরভীষণম্ ।
 পশুংসু ঋষিযুথ্যেযু বার্ষ্যমাণোহপি নিত্যশঃ ॥
 আত্মকোপানুসারেণ ভীমঃ কৰ্ম্ম তথাকরোৎ ।
 ভীষণে কুণ্ডখাতে তু ভীষণে জাতবেদসি ॥ ২৮

হলে অস্ত্র কেহ কৰ্ম্মকার নাই । স্বভাবতই
 কৰ্ম্ম কৃত হইয়া থাকে । সেই স্বেদাদি গুণ-
 ভেদে স্বভাবই উহার উপাদানাদি জানিবে ।
 ভাব হইতে কৰ্ম্মের প্রারম্ভ ও ভাব হইতেই
 কল লাভ হয় । ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের
 কৰ্ম্মই কারণ । ভাবস্থিত কৰ্ম্মই মুক্তিপ্রদ
 বা বন্ধহেতু হইয়া থাকে । অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম
 ভাবানুসারে নিজেরই ইহকাল বা পরকালে
 সেই ভাবেরই সমতাকারী বিবিধ কল উৎ-
 পাদন করে । মূলতঃ ঐ পদার্থ এক হইলেও
 “করা, খাওয়া” প্রভৃতি ভাবভেদে বিভিন্ন-
 কারে দৃষ্ট হয় মাত্র । অতএব ভাবই
 বিশিষ্ট বলিয়া বুঝা যায় । যেমন ভাব,
 তেমনি কৰ্ম্ম করিলে যথেষ্পিত ফলও পাইতে
 পারিবে । ১—২৫ । ব্রহ্মা বলিলেন,—ধীমান্
 বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনিয়া বিশ্বরূপ তামস
 ভাব আশ্রয় করত বহুকাল তপস্বী করিয়া
 সুরভীষণ কৰ্ম্ম সকল করিয়াছিল । সে
 ঋষিযুথ্যগণের সাক্ষাতেই বীৰ্য্যমাণ হইয়াও
 আত্মকোপানুসারে সেই সকল ভীম কৰ্ম্ম
 করে ।—ভীষণ কুণ্ডখাতে ভীষণ

ভীষণঃ রোদ্রপুরুষঃ ধ্যাভ্যাত্মানঃ গুহাশয়ম্ ।
 এবং তপস্তমালক্ষ্য বাণবাচাশরীরিণী ॥ ২৯
 জটাজুটং বিনাশ্মানং ন চ বুভো ব্যজীয়ত ।
 বুধাশ্মানং বিশ্বরূপো জুহুয়াজাতবেদসি ॥ ৩০
 স এবেশ্বঃ স বরুণঃ স চ স্ত্রাৎ সৰ্ব্বমেব চ ।
 ত্যক্তাশ্মানং জটামাত্রং হতবান্ বুজিনোক্তবঃ ।
 বুহ ইত্যুচ্যতে বেদে স চাপি বুজিনোক্তবৎ ॥
 ভীমস্ত মহিমানং কো জানাতি জগদীশিতুঃ ।
 সৃজত্যশেষমপি যো ন চ সঙ্গেন লিপ্যতে ॥ ৩২
 বররামেতি সঙ্কীৰ্ত্ত্য সা বাণেয়ং মুনীশ্বরঃ ।
 ভীমেশ্বরং নমস্কৃত্য জগুঃ স্বঃ স্বমথাজ্রমম্ ॥ ৩৩
 বিশ্বরূপো মহাভীমো ভীমকৰ্ম্মা তথাকৃতিঃ ।
 ভীমভাবো ভীমতনুঃ ধ্যাভ্যাত্মানং জুহাব হ ॥ ৩৪
 তস্মাদ্ভীমেশ্বরো দেবঃ পুরাণে পরিপঠ্যতে ।
 তত্র স্তানঞ্চ দানঞ্চ মুক্তিদং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৫

গুহাশয় আত্মাকে ভীষণ রোদ্র পুরুষাকারে
 ধ্যান করিতে প্ররম্ভ হয় । তাদৃশ তপঃপরায়ণ
 বিশ্বরূপকে অশরীরিণী বাণী বলিল,—“বিশ্ব-
 রূপ ! বুধাই আত্মাকে হোম করিতেছ ; সেই
 আত্মাই ইন্দ্র, তিনিই বরুণ, তিনিই সমস্ত ।
 তাঁহাকে জটামাত্র অবশেষ রাখিয়া হোম
 করিয়াছ,—সুতরাং উহাতে বুজিন অর্থাৎ
 অথও আত্মাতে খণ্ডবোধ এবং উক্তমাত্র
 ব্যতীত নিকটোক্তহোম ও সম্পূর্ণ আত্মনিবে-
 দনের অভাবরূপ পাপ জন্মিয়াছে ।” জটাজুট
 ব্যতীত হোম করিতেই বুভোর জন্ম হইল ।
 সেই বুজিনই বুজরূপে বেদে উক্ত হইয়াছে ।
 জগদীশ ভীমের মহিমা কে জানে ? যিনি
 অশেষ জগৎ সৃজন করিয়াও তাহাতে
 আসক্ত হয়েন না । সেই আকাশবাণী এই
 বলিয়া বিরত হইলে মুনীশ্বরেরাও স্ব স্ব
 আশ্রমে প্রস্থান করলেন । ভীমকৰ্ম্মা,
 ভীমাকৃতি, মহাভীম বিশ্বরূপ ভীমভাবে
 ভীমতনুকে ধ্যানপূর্বক আত্মাকে হোম
 করিয়াছিল । এই কারণে তৎপ্রতি বরদাতা
 দেব ‘ভীমেশ্বর’ নামে পুরাণে পরিপঠিত
 হইয়া থাকেন । সেখানে স্তান দান মুক্তি-

ইতি পঠাতি শৃণোতি যশ্চ তজ্জা।
 বিবুধপতিঃ শিবমত্র ভীমরূপম্ ।
 জগতি বিদিতমশেষপাপহারি
 স্মৃতিপদমরণেন মুক্তিদশ্চ ॥ ৩৬
 গোদাবরী ভাবদশেষপাপ-
 সমুহহন্ত্রী পরমার্থদাত্রী ।
 সর্দৈব সর্কজ বিশেষতঃ
 যজ্ঞাদুগ্রাশিং সমস্ত প্রবিষ্টা ॥ ৩৭
 স্নান্না তু তস্মিন্ স্মৃতী শরীরী
 গোদাবরীবারিধিসঙ্গমে যঃ ।
 উক্ত্য তীত্রান্নিরয়াদশেষাৎ
 স পূর্বজান্ যাতি পুরং পুরারেঃ ॥ ৩৮
 বেদান্তবেদ্যঃ যজ্ঞপাসিতব্যঃ
 তদ্ব্রহ্ম সাক্ষাৎ ধনু ভীমনাথঃ ।
 দৃষ্টে হি তস্মিন্ন পুনর্বিশন্তি
 শরীরিণঃ সংস্রতিমুগ্রহঃখাম্ ॥ ৩৯
 ইতি ত্রীত্রাঙ্গে পশ্চিমজভীমেশ্বরতীর্থবর্ণনঃ
 ত্রিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৩ ॥

প্রদ; ইহাতে সংশয় নাই। ষাহার নামও
 পাপহারি, সেই বিবুধপতি অজ্ঞাত্য জগদ্-
 বিদিত ভীমরূপ শিবের এই বৃত্তান্ত ভাক্ত
 সহকারে তাঁহারই আশ্রয় লইয়া যে জন পাঠ
 বা শ্রবণ করে, সে ভুক্তি ও মুক্তি প্রাপ্ত
 হয়। গোদাবরী সর্কজই অশেষ পাপসমুহ-
 হন্ত্রী ও মুক্তিদাত্রী; বিশেষতঃ—যেখানে
 তিনি অধুগ্রাশিতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। যে
 স্মৃতী শরীরী গোদাবরী-বারিধিসঙ্গমে
 স্নান করে, সে, পূর্বজগণকে অশেষ তীত্র
 নরক হইতে উদ্ধার করিয়া পুরান্নিপুরে গমন
 করে। যাহা বেদান্তবেদ্য, যাহা উপাসিতব্য,
 সাক্ষাৎ ভীমনাথই সেই ব্রহ্ম। তাঁহাকে
 দেখিলে, শরীরিগণ উগ্রভ্রঃখময় সংসার-
 সরগীতে আর প্রবেশ করেন না। ২৬—৩৯।
 ত্রিসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৩ ॥

চতুঃসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

স। সঙ্গতা পূর্বমপাংপতিং তং
 গজা সুরাণামপি বন্দনীয়া ।
 দেবৈশ্চ সর্কৈরভুগম্যমানা
 সংস্কৃত্যমানা মুনিভির্ভকতিঃ ॥ ১
 বশিষ্ঠজাবালিসযাজ্ঞবল্য-
 ক্রত্বজিরোদক্ষমরীচিবিষ্ণবঃ ।
 শাতাতপঃ শৌনকদেবরাত-
 ত্বয়িবেজ্ঞাতিমরীচিমুখ্যাঃ ॥ ২
 স্মৃতপাপা মন্ত্রগোতমদয়ঃ
 সাকৌশিকান্তহরুপর্কতাভাঃ ।
 অগস্ত্যমার্কণ্ডসপিপ্পলাদাঃ
 সগালবা যোগপরাযণশ্চ ॥ ৩
 সবামদেবাজিরসোহধ ভার্গবাঃ
 স্মৃতিপ্রবীণাঃ ক্রতিভিঃ প্রভূতৈ-
 সর্কৈ পুরাণার্থবিদো বহুজ্ঞা-
 ন্তে গোতমীং দেবনদীং তু গঙ্গা ॥ ৪
 স্তোব্যস্তি মন্ত্রৈঃ ক্রতিভিঃ প্রভূতৈ-
 হৃদৈশ্চ তুষ্টির্মুদিতৈর্বনোভিঃ ।

চতুঃসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—সুরগণবন্দনীয়া সেই
 গোতমী গজা দেবগণ ও মুনিগণ কর্তৃক
 ভূষ্যমানা ও অভুগম্যমানা হইয়া পূর্বসাগর
 সহ সঙ্গতা হয়েন। বশিষ্ঠ, জাবালি, যাজ্ঞ-
 বল্য, ক্রতু, অজিরা, দক্ষ, মরীচি, বিষ্ণুধ্বজি,
 শাতাতপ, শৌনক, দেবরাত, ত্বত, অরি-
 বেজ, মরীচির সহগামী অজি, নিম্পাপ
 গোতমাদি, বিখ্যামজ, তুষ্ণক, পর্কতাধি মুনি,
 অগস্ত্য, মার্কণ্ড, পিপ্পলাদ, গালবাদি যোগ-
 পরায়ণ মুনিগণ, বামদেব, আজিরস ও
 ভার্গবাদি স্মৃতিপ্রবীণ, ক্রতিব্যাপন, পুরা-
 ণার্থবেদী বহুজ্ঞ মুনিগণ সেই দেবনদী
 গোতমীতে যাইয়া তুষ্টিচিন্তে প্রমোদিত-মনে
 ক্রতি ও প্রভূত মন্ত্র দ্বারা তাঁহার ভব

তাং সঙ্গতাং বীক্য শিবো হরিশ্চ
আজ্ঞানমাদর্শয়তাং মুনিভ্যাঃ ॥ ৫
তথামরাস্তো পিতৃভিঃ চ দৃষ্টৌ
জ্বন্তি দেবৌ সকলার্তিহারিণৌ ॥ ৬
আদিত্যা বসবো ক্রদ্ধা মরুতো নোৎপলকাঃ
কৃতাজলিপুটোঃ সর্বৌ জ্বন্তি হরিশ্চরৌ ॥ ৭
সঙ্গমেষু প্রসিক্ষেযু নিত্যং সপ্তসু নারদ ।
সমুদ্রস্ত চ গঙ্গায়্য নিত্যং দেবৌ প্রতিষ্ঠিতৌ ॥
গৌতমেশ্বর আখ্যাতো যত্র দেবৌ মহেশ্বরঃ ।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র মাধবো রময়া সহ ॥ ৯
ব্রহ্মেশ্বর ইতি খ্যাতো ময়ৈব স্থাপিতঃ শিবঃ ।
লোকানামুপকারার্থমাত্মনঃ কারণান্তরে ॥ ১০
চক্রপাণিরিত খ্যাতঃ জ্ঞাতো দেবৈর্বরা সহ ।
তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণুর্দেবৈঃ সহ মরুদগণৈঃ ॥ ১১
ঐশ্বর্যমীতি খ্যাতঃ তদেব হর্যমূর্ধকম্ ।
হর্যমূর্ধা তত্র বিষ্ণুস্তমূর্ধনি সুরা অপি ।

করিয়াছিলেন। সেই গঙ্গাকে সঙ্গতা
দেখিয়া হরি ও হর তথায় মুনিগণকে নিজ
নিজ মূর্তি প্রদর্শন করেন। অমরগণ
তদর্শনে পিতৃগণ সহ মিলিত হইয়া সেই
সকলার্তিহারী দেবদ্বয়কে স্তব করিয়া
ছিলেন। আদিত্য, বসু, মরু ও লোক-
পাল ইহারা সকলেই তখন কৃতাজলিপুটে
সেই হরি ও শঙ্করকে স্তব করেন। নারদ !
সমুদ্র ও গঙ্গার সেই প্রসিদ্ধ সপ্তসঙ্গমে
সেই দেবদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছেন; যেখানে
দেব মহেশ্বর 'গৌতমেশ্বর' নামে আখ্যাত
হয়েন; সেই স্থানে মাধব ও রমার সহিত
নিত্য সন্নিহিত আছেন। সেখানে ব্রহ্মেশ্বর
নামে খ্যাত মৎস্থাপিত শিব আছেন।
লোকের উপকারার্থ এবং নিজেরও কোন
বিশেষ কারণে আমি উহা স্থাপন করি।
তন্নির সেখানে চক্রপাণি বিষ্ণু ও দেবগণ
সহ সন্নিহিত আছেন। আমি সমস্ত সুর-
গণের সহিত তাঁহাকে স্তব করিয়াছিলাম।
সেখানে ঐশ্বর্যমীতি নামে তীর্থও আছে,
সে তীর্থ 'হর্যমূর্ধক' নামেও প্রসিদ্ধ। সেখানে

সোমতীর্থমিতি খ্যাতঃ যত্র সোমেশ্বরঃ শিবঃ ।
ঐশ্বর্যমীতি সোমশ্রবসো দেবৈশ্চ ঋষিভিস্তথা ।
প্রার্থিতঃ সোম এবাদাবিল্লায়েন্দ্রো পরিশ্রব ॥ ১৩
সপ্ত দিশো নানাহৃদ্যাঃ সপ্ত হোতার ঋষিভঃ
দেবা আদিত্যা যে সপ্ত ভেতিঃ সোমাত্তিরক ন
ইন্দ্রায়েন্দ্রো পরিশ্রব ॥ ১৪
যন্তে রাজকৃতং হবিস্তেন সোমাত্তিরক নঃ ।
অরাতি বামা নস্তারীয়ো চ নঃ কিক্ণনাম-
দিল্লায়েন্দ্রো পরিশ্রব ॥ ১৫
ঋষে মরুতঃ স্তোমৈঃ কপ্তপোহর্কয়ন গিরঃ ।
সোমং নমস্ত রাজানং যো জজ্ঞে বীক্ণধাং পতি-
রিন্দ্রায়েন্দ্রো পরিশ্রব ॥ ১৬
কাকরহং ততো ভিষগপলপ্রাক্ষী ননা ।

হর্যমীতি বিষ্ণু বিরাজমান আছেন। তাঁহার
সেই মস্তকেই আবার 'অস্তান্ত সুরগণ
আছেন। যেখানে সোমেশ্বর শিব আছেন,
তাহা সোমতীর্থ নামে খ্যাত। ১—১২।
সোমশ্রব মুনি ইন্দ্রের নিমিত্ত দেবতা ও
ঋষিগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া উক্ত শিবলিঙ্গ
প্রদান করেন। তাঁহারা এইরূপ প্রার্থনা
করিয়াছিলেন যে, "হে ইন্দ্রো! তুমি ইন্দ্রের
নিমিত্ত পরিশ্রুত হও। সপ্ত দিক্, ষাটশহৃদ্য,
সপ্ত হোতা ঋষিকৃ—অদিতিনন্দন সপ্ত দেব-
গণ—ইহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া হে
সোম! আমাদিগকে রক্ষা কর। হে ইন্দ্রো!
ইন্দ্রের নিমিত্ত পরিশ্রুত হও। রাজন!
তোমার জন্ত যে হবি পক হইয়াছে, হে
সোম! তাহাদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।
অরাতিরা যেন আমাদিগের নিকট পরিজ্ঞান
পায় না, আমাদিগের সমস্ত ঐশ্বর্যই যেন
অপরিমিত হয়। হে ইন্দ্রো! ইন্দ্রের জন্ত
পরিশ্রুত হও। হে ঋষে! কপ্তপ, মজা-
বিকর্ষাদিগের বাক্ সকল স্তোম দ্বারা
বার্দ্ধিত করিয়াছেন; আমরা সেই সকল
দ্বারা যিনি বীক্ণ সকলের পতি হইয়া-
ছেন, সেই সোম রাজাকে নমস্কার করি।

নানাবিধো বহুযবোহুঃ গা ইব তস্মিমে-

জ্ঞায়েন্দো পরিশ্রব ॥ ১৭

এবমুক্তো চ ঋষিভিঃ সোমং প্রাপ্য চ বজ্রিণে ।

ভেভ্যো দৃষ্টা ততো যজ্ঞঃ পূর্ণো জাতঃ

শতক্রতোঃ ॥ ১৮

তৎসোমতীর্থমাখ্যাতমাগ্নেয়ং পুরতন্ত তৎ ॥ ১৯

অগ্নিরিষ্টা মহাযজ্ঞে মারাদ্য মনৌষিতম্ ।

সম্প্রাপ্তবান্ মৎপ্রসাদাদহং তত্রৈব নিতাশঃ ॥ ২০

হিতো লোকোপকারার্থং তত্র বিষ্ণুঃ শিবস্তথা

তস্মাদাগ্নেয়মাখ্যাতমাদিত্যঃ তদনন্তরম্ ॥ ২১

যজ্ঞাদিত্যো বেদময়ো নিত্যমেতি উপাসিতুম্ ।

রূপান্তরেণ মধ্যাহ্নে দ্রষ্টুং মাং শঙ্করঃ হরিম্ ॥

শিল্পী, আমি, চিকিৎসক ও শিলাফলকে
পেষণকারিণী রমণী—আমরা নানা জনেই
সেই ওষধির ব্যবহার করিয়া থাকি।
একণে আমরা নানাবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও
উত্তম দ্বাস দেখিয়া গোগণ যেমন স্থির
ভাবে অবস্থান করে, তেমনি তোমার নিমিত্ত
রহিয়াছি। হে ইন্দো! তুমি পরিক্রম
হও। ইন্দ্রের যজ্ঞকালে সেই ঋষি অস্ত্রান্ত
ঋষিগণসহ এইরূপে স্তব করিয়া সোম প্রাপ্ত
হয়েন এবং তাহা ঋষিগণকে ও ইন্দ্রকে
পরিবেশন করিয়া দেন। তাহাতে শত-
ক্রতুর সেই ক্রতু পূর্ণ হয়। উহাই সোম
তীর্থ নামে আখ্যাত হয়। তাহার পুরো-
ভাগে আগ্নেয় তীর্থ; ঐ স্থানে অগ্নি
আমাকে মহাযজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করিয়া
মৎপ্রসাদে মনৌষিত প্রাপ্ত হয়েন। সেখানে
লোকোপকারার্থ আমি, বিষ্ণু ও শিব নিতাই
অবস্থিত আছি। সেইজন্ত উহাকে আগ্নেয়
তীর্থ বলা যায়। তাহার পর আদিত্যতীর্থ।
সেখানে বেদময় আদিত্য আমাকে শঙ্করকে
ও হরিকে দর্শনপূর্বক উপাসনা করিবার
জন্ত নিতাই মধ্যাহ্নকালে রূপান্তর পরি-
গ্রহ করিয়া আগমন করেন। তথায়
মধ্যাহ্নকালে সকল জনকেই সদা নমস্কার
করা কর্তব্য, কারণ, সবিভা যে কোনরূপে

নমস্কার্যন্তত্র সদা মধ্যাহ্নে সকলো জনঃ ।

রূপেণ কেন সবিভা সমায়াতীত্যনিশ্চয়াৎ ॥ ২১

তস্মাদাদিত্যমাখ্যাতং বার্ষ্পত্যমনন্তরম্ ।

বৃহস্পতিঃ সুরৈঃ পূজাঃ তস্মাত্তীর্থাদবাপ হ ॥

ঈজে চ যজ্ঞান্বিবিধানবার্ষ্পত্যং ততো বিহঃ

তত্তীর্থস্বরগাদেব গ্রহশাস্তির্ভবিষ্যতি ॥ ২৫

তস্মাদপ্যপরং তীর্থমিল্লগোপে নগোস্তমে ।

প্রতিষ্ঠিতং মহালিঙ্গং কশ্মিংশ্চৎকারণান্তরে ।

হিমালয়েন তত্তীর্থমদ্রিতীর্থং তদুচ্যতে ।

তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্বকামপ্রদং শুভম্ ॥ ২৭

এবং সা গৌতমী গঙ্গা ব্রহ্মাদ্রেষ্ঠ বিনিঃসৃত্য ।

যাবৎসাগরগা দেবী তত্র তীর্থানি বানিচিৎ ।

সংক্ষেপেণ ময়োক্তানি রহস্তানি শুভানি চ ॥

বেদে পুরাণে ঋষিভিঃ প্রসিদ্ধা

যা গৌতমী লোকনমস্কৃতা চ ।

বক্তুং কথং তামতিসুপ্রভাবা-

মশেষতো নারদ কস্ত শক্তিঃ ॥ ২৯

আগমন করেন তাহার ত কোন নির্ণয়
হয় না। ১৩—২২। সেই জন্ত ঐ তীর্থ
আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ। তারপর বার্ষ্পত্য
তীর্থ। ঐ তীর্থে বৃহস্পতি সুরগণসহ পূজা
প্রাপ্ত হয়েন। সেই হইতে উহা বার্ষ্পত্য
বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ঐ তীর্থের
স্বরগ মাত্রেই গ্রহশাস্তি হয়। তাহার পর
ইন্দ্রগোপ নগোস্তমে আর একটি তীর্থ
আছে। কোনও কারণে হিমালয় কর্তৃক
এই স্থানে একটি মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছে। উহা ইন্দ্রতীর্থ বলিয়া উল্লিখিত
হয়। সেখানে স্নান-দান শুভ ও সর্বকামপ্রদ।
সেই গৌতমীগঙ্গা এইভাবে ব্রহ্মাদ্রি হইতে
বিনিঃসৃত্য হইয়া সাগর পধ্যন্ত গিয়াছেন;
তাহার মধ্যে যত তীর্থ আছে, সংক্ষেপে সেই
সকলের মধ্যে গোপনীয় ও শুভ কতিপয়
তীর্থেরই উল্লেখ করিলাম। যে গৌতমী
গঙ্গা বেদে ও পুরাণে ঋষিগণ কর্তৃক
প্রসিদ্ধা ও লোকনমস্কৃতা হইয়াছেন,
নারদ! সেই অতি সুপ্রভাবা গৌতমী-

ভক্ত্যা প্রবৃত্তস্ত যথাকথঞ্চি-

দ্রোপরাধোহস্তি ন সংশয়োহত্র ।

তস্মাচ্চ দিষ্টাত্মমতিপ্রয়াসাৎ

সংস্থিতং লোকহিতায় তস্তাঃ ॥ ৩০ ॥

কস্তস্তাঃ প্রতিতীর্থন্ত প্রভাবঃ বক্রমৌরয়ঃ ।

অপি লক্ষ্মীপতিবিকুরলঃ সোমেশ্বরঃ শিবঃ ॥

কচিৎ কস্মিংশ্চ তীর্থানি কালযোগে ভবন্তি হি

গণবন্তি মহাপ্রাজ্ঞ গোতমৌ তু সদা নৃণাম্ ॥ ৩১ ॥

সর্বত্র সর্বদা পুণ্যা কো যন্তা গুণকীৰ্ত্তনম্ ।

বক্রুঃ শক্তস্ততস্ত্যে নম ইত্যেব যুক্ত্যতে ॥

ইতি জীতাক্ষো গঙ্গাসাগরসঙ্গমবর্ণনঃ নাম

চতুঃসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৫ ॥

— — —

পঞ্চসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ ।

জিদ্দৈবত্যাঃ সুরেশান গঙ্গাং ক্রমে সুরেশ্বর ।

ব্রাহ্মণেনাহুতাং পুণ্যাং জগতঃ পাবনীং শুভাম্

গঙ্গাকে অশ্বকপে বর্ণন করিতে কাহার শক্তি হয় ? ভক্তিবশতঃ প্রবৃত্ত জনের যথাকথঞ্চিৎ বর্ণনেও অপরাধ হয় না; সেই হেতু লোকহিত নিমিত্ত সেই অতি প্রিয়া গোতমীর একাংশ মাত্র প্রকাশ করিলাম । তাঁহার প্রত্যেক তীর্থ বর্ণন করিতে কে সক্ষম ? লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু বা সোমেশ্বর শিবও কি পারেন ? হে মহাপ্রাজ্ঞ ! কচিৎ কোনও স্থল, বিশেষ বিশেষ কালের যোগে প্রভাববান্ হইয়া থাকে; গোতমী কিন্তু নরগণের সদা সন্মত পুণ্যজননী । ইহার গুণ কীৰ্ত্তনে কে সক্ষম ? অতএব তাঁহাকে নমস্কার করাই শ্রেয়ঃ । ২৩—৩৩ ।

চতুঃসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—হে সুরেশ্বর ! ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনীতা সেই শুভা পুণ্য জগৎপাবনী

আদিমধ্যাবসানে চ উভয়োকীরয়োরপি ।

যা ব্যাপ্তা বিষ্ণুনেশেন ত্রয়া চ সুরসত্তম ।

পুনঃ সঙ্কল্পপতো ক্রহি ন মে তৃপ্তিঃ প্রজায়তে
ব্রহ্মোবাচ ।

কমণ্ডলুস্থিতা পূৰ্ণঃ ততো বিষ্ণুপদানুগা ।

মহেশ্বরজটাজুটে স্থিতা সৈব নমস্কৃতা ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবেণ শিবমারাধ্য যত্নতঃ ।

ততঃ প্রাপ্তা গিরিঃ পুণ্যঃ ততঃ পূৰ্ণার্ণবঃ প্রতি

আগত্য সঙ্গতা দেবী সৰ্ব্বতীর্থময়ী নৃণাম্ ।

ঈপ্সিতানাং তথা দাত্রী প্রভাবোহস্তা

বিশিষ্যতে ॥ ৫ ॥

এতস্তা নাথিকং মন্ত্রে কিঞ্চিত্তীর্থং জগত্রেয় ।

অস্ত্রাশ্চৈব প্রভাবেণ ভাব্যং যচ্চ মনঃস্থিতম্ ॥

অগাপ্যস্তা হি মাংসদ্বাং বক্রুঃ কৈশ্চিন্ন শক্যতে

ভক্তিতে বক্ষাতে নিত্যং যা ব্রহ্ম পরমার্থতঃ

তস্তাঃ পরতরং তীর্থং ন স্মাদতি মতির্মম ।

গঙ্গার বিষয় বলিলেন; কিন্তু আদি, মধ্য ও অবসানে—বিষ্ণু, আপনি ও সুরসত্তম ঈশান উভয় তাঁরই যে সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন, সকল পুনরায় সংক্ষেপে তাহা বলুন । আমার তৃপ্তি জন্মিতেছে না । ব্রহ্মা বলিলেন,—গঙ্গাদেবী প্রথমে আমার কমণ্ডলুতে ছিলেন, পরে বিষ্ণু-পদানুগা হইলেন; তারপর মহেশ্বর জটাজুটে বাস করেন । পরে শিবের আরাধন করিয়া ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে সেই লোক-নমস্কৃতা দেবী পুণ্য ব্রহ্মগিরি প্রাপ্ত হইলেন । পরে তথা হইতে পূৰ্ণার্ণবের দিকে যাইয়া তৎসহ মিলিত হইলেন । তিনি সৰ্ব্বতীর্থ-ময়ী এবং নরগণের ঈপ্সিতন্যয়ের দাত্রী; এবং বিশেষ প্রভাববতী জানিবে । ইহা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ তীর্থ জগৎত্রেয়ে আর আছে বলিয়া মনে হয় না । ইহার প্রভাবে মনে যাহাই ভাবা যায়, তাহাই সফল হইয়া থাকে । ইহার মাংসদ্বা অজ্ঞাপি কেহ বলিতে শক্ত হয় না । পরমার্থতঃ পর-ব্রহ্ম জানে ইনি ভক্তিসহকারে বন্দিত

অন্ততীর্থে ন সাধর্য্যঃ ন যুজ্যেত কথঞ্চন ॥ ৮
 কক্ষা মদ্যাক্যপীযুবৈর্গঙ্গায়্য গুণকীর্তনম্ ॥ ৯
 সর্কষাঃ ন মতিঃ কস্মাস্তজৈবোপরতিং গতা ।
 ইতি ভাতি বিচিত্রং মে মূনে খলু জগন্ময়ে ॥ ১০
 নারদ উবাচ ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং স্বঃ বেত্তা চোপদেশকঃ ।
 ছন্দাঃ সি সরহস্তানি পুরাণস্মৃতয়োহপি চ ॥ ১১
 ধর্ম্মশাস্ত্রাণি যচ্চান্তত্বব বাক্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 তীর্থানামথ দানানাং যজ্ঞানাং তপসাং তথা ॥
 দেবতামন্ত্রসেবানামধিকং কিং বদ প্রভো ।
 যদক্রমে ভগবন্ ভক্ত্যা তথা ভাব্যং ন চান্তথা
 এতন্মে সংশয়ঃ ব্রহ্মণ বাক্যাসং ছেদুমহসি ।
 ইষ্টং মনোগতং ব্রহ্ম তস্মাদ্বিস্ময়মাগতঃ ॥ ১২
 ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি রহস্যং ধর্ম্মমুত্তমম্ ।
 চতুর্ধিধানি তীর্থানি ভাবন্ত্যেব যুগানি চ ॥ ১৩
 গুণাশ্রয়শ্চ পুরুষাশ্রয়ো দেবাঃ সনাতনঃ ।

হয়েন । ইহা অপেক্ষা পরতরতীর্থ আর
 হইবে না ; আমার এমনই মনে হয় । উহার
 অস্ত্র তীর্থ সহ সাধর্য্য কোন মতেই উপযুক্ত
 হয় না । মূনে ! জগন্ময় মধ্যে মদীয় বাক্য-
 পীযুব দ্বারা গঙ্গার গুণকীর্তি শ্রবণে সকলেরই
 মতি উহাতেই উপশান্ত হয় না কেন ?
 আমার মনে ইহা বিচিত্র বোধ হয় । ১—২ ।
 নারদ বলিলেন,—আপনি ধর্ম্মার্থকাম-
 মোক্ষের বেত্তা ও উপদেশক ; সরহস্ত ছন্দঃ,
 পুরাণ, স্মৃতি, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইত্যাদি আপনার
 বাক্যেই প্রতিষ্ঠিত । তীর্থ দান যজ্ঞ তপস্যা
 এবং দেবতা-মন্ত্রের সাধন ইত্যাদি কার্যের
 মধ্যে হে প্রভো ! কোন কার্যটি সর্বা-
 পেক্ষা প্রধান ? ভগবন্ ! আপনি যেমন
 বলিয়াছেন, সে সকলের কলও তেমনই
 হইবে, নিশ্চিত । ব্রহ্মণ ! আমার এই
 সংশয় ছেদন করিয়া দিউন । আপনার
 মনোগত ইষ্ট গৌতমীমাহাত্ম্য শুনিয়া আমি
 বিস্মিত হইয়াছি । ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ !
 উক্তগ ধর্ম্ম রহস্য বলিতেছি । তীর্থ চতুর্ধি

বেদান্ত স্মৃতিতির্জ্জ্বলান্দ্বারন্তে প্রকীর্ষিতাঃ ॥
 পুরুষার্থশ্চ চন্দ্রারো বাণী চাপি চতুর্ধিধা ।
 গুণা হপি তু চন্দ্রারঃ সময়েনেতি নারদ ॥ ১৬
 সর্কষা ধর্ম্মঃ সামান্তো যতো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ।
 সাধ্যসাধনভাবেন স এব বহুধা মতঃ ॥ ১৭
 তস্মাশ্রয়শ্চ দ্বিবিধো দেশঃ কালশ্চ সর্কষা ।
 কালশ্রয়শ্চ যো ধর্ম্মো হীয়তে বর্জ্যতে সন্ ॥ ১৮
 যুগানামম্বরূপেণ পাদঃ পাদোহস্ত হীয়তে ।
 ধর্ম্মশ্চেতি মহাপ্রাজ্ঞ দেশাপেক্ষা তথোক্তম্ ॥
 কালেন চাশ্রিতো ধর্ম্মো দেশে নিত্যঃ
 প্রতিষ্ঠিতঃ ।

যুগেযু ক্রীয়মাণেষু ন দেশেষু স হীয়তে ॥ ২০
 উভয়ত্র বিহীনে চ ধর্ম্মস্ত স্মাদভাবতা ।
 তস্মাদেশাশ্রিতো ধর্ম্মশ্চতুশ্চ ॥ ১৯
 স চাপি ধর্ম্মো দেশেষু তীর্থরূপেণ তিষ্ঠতি ।
 কৃতে দেশক কালক ধর্ম্মোহবষ্টভ্য তিষ্ঠতি ॥ ২২

এবং যুগও সেইকর্তী । তিনটি গুণ তিনটি
 পুরুষ, তিনটি সনাতন দেব । স্মৃতিসহ বেদ
 চতুর্ধিধা কীর্ষিত হয় । পুরুষার্থও চারিটি ।
 বাণীও চতুর্ধিধা । সময়ের সহিত গুণও
 চতুর্ধিধা । নারদ ! ধর্ম্ম সর্কষাই সামান্ত ভাবে
 বর্জ্যমান, যেহেতু ধর্ম্ম সনাতন । কিন্তু উহাই
 আবার সাধ্যসাধনভাবে বহুধা হিরীকৃত
 হয় । উহার আশ্রয়ও সর্কষা দ্বিবিধ ;—দেশ
 ও কাল । যে ধর্ম্ম কালশ্রয়, তাহা সদাই
 হীন এবং বর্জ্য হইয়া থাকে । ধর্ম্ম যুগাশ্র-
 য়ে পাদপ্রমাণে হীন হইয়া থাকে । হে
 মহাপ্রাজ্ঞ ! উহার দেশাপেক্ষাও সেইরূপ
 জানিবে । দেশ ও কাল—এতদুভয়ই ধর্ম্মের
 অবলম্বন । ধর্ম্ম কালের আশ্রয়ে থাকিয়া
 নিত্যই দেশে প্রতিষ্ঠিত থাকেন । যুগ সকল
 ক্রীয়মাণ হইলেও দেশে সেই ধর্ম্ম ক্রীণ
 হয় না । কাল ও দেশ উভয়ই ক্রীয়মাণ
 হইলেত ধর্ম্মের অভাবই ঘটিয়া উঠে ।
 সুতরাং দেশাশ্রিত ধর্ম্ম চতুশ্চাদে স্প্রতিষ্ঠিত
 থাকেন । ১০—২১ । দেশেতে সেই ধর্ম্ম
 তীর্থরূপে অবস্থিত আছেন । কৃতযুগে ধর্ম্ম

দ্রোণায়ঃ পাদহীনেন স তু পাদঃ প্রদেশতঃ ।
 যাপরে চার্জিতঃ কালে ধর্মো দেশে সমাশ্রিতঃ
 কলৌ পাদেন চৈকেন ধর্মশ্চলতি সঙ্কটম্ ।
 এবংবিধঃ তু যো ধর্মঃ বেত্তি তন্ত ন হীয়তে ।
 যুগানামহুভাবেন জাতিভেদাচ্চ সংস্থিতাঃ ।
 গুণেভ্যো গুণকর্তৃভ্যো বিচিহ্না ধর্মসংস্থিতিঃ ।
 গুণানামহুভাবেন উদ্ভবাভিতবো তথা ।
 তীর্থানামপি বর্ণানং বেদানাং স্বর্গমোকযোঃ ।
 তাদৃশরূপপ্রবৃত্ত্যা তু তদেব চ বিশিষ্যতে ।
 কালোহতিব্যয়কঃ প্রোক্তো দেশোহতিব্যয়
 উচ্যতে ॥ ২৭

যদা যদা অভিব্যক্তিঃ কালো ধন্তে তদা তদা ।
 তদেব ব্যজনং ব্রহ্মস্তু স্মারাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥
 যুগানুরূপা মুষ্টিঃ স্তাদেবানাং বৈদিকী তথা ।
 কর্শ্ণামপি তীর্থানাং জাতীনাং অমমন্ত তু ॥ ২৮
 ত্রিদৈবত্যাং সত্যযুগে তীর্থং লোকেষু পূজ্যতে

দেশ ও কাল উভয় আশ্রয় করিয়াই বিরাজিত
 থাকেন । দ্রোণায় দেশবিশেষে এক পাদ
 হীন হইয়া পড়েন । যাপরকালে অর্দ্ধদেশে
 দুই পাদ হীন হইয়া থাকেন ; আর কলিতে
 এক পদে থাকিয়া অতি কষ্টে বিচরণ
 করেন । যিনি ধর্মকে এই প্রকারে
 জানেন, তাহার ধর্ম কখনই হীন হয় না ।
 যুগচতুষ্টয়ের প্রভাবে গুণ ও গুণাধার
 জীবচর হইতে জাতিভেদও প্রতিষ্ঠিত হই-
 য়াছে । ধর্মের সংস্থিতি বিচিহ্না । তীর্থ, বর্ণ,
 বেদ, স্বর্গ ও মোক্ষাদির উদ্ভব ও অভিব্য-
 ত্তম্যেই স্থানে স্থানে তাদৃশ বিশিষ্টতা দৃষ্ট
 হয় । কালই উহার অভিব্যয়ক, দেশ অভিব্যক্ত্য
 বলিয়া উক্ত হয় । কাল যখন অভিব্যক্তিকে
 ধারণ করে, তখনই সেই কাল হইতে
 দেশবিশেষে পদার্থের ব্যজন হইয়া থাকে ।
 ইহাতে সংশয় নাই । কর্শ্ণ, তীর্থ, জাতি ও
 আশ্রয়—এ সকলের এবং দেবতাদিগেরও
 যুগানুসারেই বৈদিকী বিভিন্ন মুষ্টি প্রকটিত
 হয় । সত্যযুগে লোকে তীর্থ সকল ত্রিদৈবত্যা
 (ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেবতার আশ্রয়)

ত্রিদৈবত্যাং যুগেহত্মমিন্ যাপরে চৈকদৈবিকম্
 কলৌ ন কিঞ্চিৎক্লেমযথাভদ্রপি তদ্রূপ ॥ ৩১
 দৈবং কৃতযুগে তীর্থং দ্রোণায়ামানুরঃ বিহুঃ ।
 আর্ষক যাপরে প্রোক্তঃ কলৌ মাহুযমুচ্যতে ।
 অথাভদ্রপি বক্যামি শৃণু নারদ কারণম্ ।
 গৌতম্যাং যযয়া পৃষ্টং তন্তে বক্যামি বিস্তরাৎ
 যদা চেয়ং হরশিরঃ প্রাপ্তা গঙ্গা মহায়ুনে ।
 তদা প্রভৃতি সা গঙ্গা শতোঃ প্রিয়তরাতবৎ ।
 তদেবমন্ত মতং জাহা গজবক্রমুবাচ সা ।
 উমা লোকত্রয়েশানা মাতা চ জগতো হিতা ।
 শাস্তা ক্ষতিরিতি খ্যাতা কৃতিমুক্তিপ্রদায়িনী ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

তস্মাকুর্বচনং শ্রুয়া গজবক্রোহত্যাভ্যত ॥ ৩৬
 গজবক্র উবাচ ।
 কিং কৃত্যং শামি মাং মাতস্তৎকর্তৃহমসংশয়ম্
 ব্রহ্মোবাচ ।
 উমা স্তুতমুবাচেদং মহেশ্বরজটাহিতা ।

এবং পূজিত হয় । দ্রোণায়ুগে উহার দ্বি-
 দৈবত্যা, আর যাপরে একদৈবত্যা জানিবে ।
 কলিতে কোন তীর্থেই কোন দেবতার অহু-
 তব হয় না । আরও শুন,—কৃতযুগে দৈব
 তীর্থ, দ্রোণায় অানুর তীর্থ, যাপরে আর্ষ
 তীর্থ এবং কলিতে মাহুয তীর্থ । নারদ !
 অতঃপর আরও কারণ বলিতেছি । গৌতমী
 বিষয়ে তুমি বাহা জিজ্ঞাসা করিয়া-
 ছিলে, তাহাই তোমাকে বিস্তরকমে
 কহিতেছি । শ্রবণ কর । মহায়ুনে ! গঙ্গা
 যখনই হরশিরঃ প্রাপ্ত হইলেন, সেই হই-
 তেই তিনি শতর প্রিয়তরা হলেন । শিবের
 সেই মনোভাব জানিতে পারিয়া কৃতিমুক্তি
 প্রদায়িনী, শাস্তা, ক্ষতি বলিয়া প্রসিদ্ধা, জগ-
 তের হিত-সাধিনী লোকত্রয়েশানী, মাতা
 উমা দেবী গজবক্রকে সেই কথা বলিলেন ।
 তাহাতে গজানন বলিলেন,—মাতঃ ! কি করা
 কর্তব্য, আমাকে তাহা উপদেশ করুন,
 আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব । তদন্তরে দেবী
 উমা পুত্রকে বলিলেন—গঙ্গা সত্য সত্যই

হৃদ্যবতীর্ণ্যাতাং গঙ্গা সত্যমীশপ্রিয়া সতী ॥ ৩৮
 পুনশ্চেশস্তত্র চিত্তমধ্যাস্তে সর্বদা স্মৃত ।
 শিবো যত্র সুরাস্তত্র তত্র বেদাঃ সনাতনাঃ ॥ ৩৯
 তত্রৈব ঋষয়ঃ সর্বৈ মনুষ্যাঃ পিতরস্তথা ।
 তন্মাম্বিবর্ত্তয়েশানং দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৪০
 তস্তা নিবর্ত্তিতে দেবে গঙ্গায়াঃ সর্ব এব হি ।
 নিবৃত্তান্তে ভবিষ্যন্তি শৃণু চেদং বচো মম ॥
 নিবর্ত্তয় ততস্তস্তাঃ সর্বভাবেণ শঙ্করম্ ॥ ৪১

ব্রহ্মোবাচ ।

মাতুলস্তদ্বচনং ব্রহ্মা পুনরাহ গণেশ্বরঃ ॥ ৪২

গণেশ্বর উবাচ ।

নৈব শক্যঃ শিবো দেবো ময়া তস্তা নিবর্ত্তিতুম্
 অল্পবুদ্ধে শিবে তস্তা দেবা অপি নিবর্ত্তিতুম্ ।
 ন শক্যা জগতাঃ মাতরথাত্মাচাপি কারণম্ ॥
 গঙ্গাবতীরিতা পূৰ্ণং গোতমেন মহাম্বনঃ ।
 ঋষিণা লোকপুজ্যেন ত্রৈলোক্যাহিতকারিণা ॥
 সামোপায়েন তদ্বাক্য্যং পুজ্যেন ব্রহ্মতেজসা ।

ঈশ্বর অতীবাশ্রিত হইয়া তদীয় জটায় বাস
 করিতেছেন। তুমি তাঁহাকে অবতারণিত
 কর। পুত্র! ঈশ সেই গঙ্গাতেই চিত্ত বিস্থত
 করিয়া রহিয়াছেন; যেখানে শিব, সেখানেই
 সুরগণ, সনাতন বেদ সকল, সমস্ত ঋষি,
 পিতৃ ও মনুষ্যগণ অবস্থান করেন, অতএব
 দেবদেব মহেশ্বর ঈশানকে নিবর্ত্তিত কর।
 সেই দেব উক্ত গঙ্গা হইতে নিবৃত্ত হইলে
 অত্যাশ্রিত সকলেই নিবৃত্ত হইবে। অতএব
 সর্বভাবে শঙ্করকে সেই গঙ্গা হইতে নিবর্ত্তিত
 করা কর্তব্য। আমার এত কথা শুন।
 ২২—৪১ : ব্রহ্মা বলিলেন,—মাতার সেই
 বচন শ্রবণে গণেশ্বর পুনরায় বলিলেন,—দেব
 শিবকে সেই গঙ্গা হইতে নিবর্ত্তিত করা
 আমার সাধ্য নহে। তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে
 না পারিলে অপরাপর দেবগণকেও নিবৃত্ত
 করার শক্তি নাই। হে জগন্মাতা! আরও
 কারণ শুভুন।—পূৰ্বকালে লোকপূজ্য
 ত্রৈলোক্যাহিতকারী মহাত্মা গোতম ঋষি
 ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে সামোপায়-সমর্থিত বচনা-

আরাধয়িত্বা দেবেশং তপোভিঃ স্ততিভির্ভবম্
 তুষ্টেন শঙ্করেণেদমুক্তোহসৌ গোতমস্তদা ॥

শঙ্কর উবাচ ।

বরান্ববরয় পুণ্যাংশ্চ প্রিয়াংশ্চ মনসেপি তান্ ।
 যদ্যদিচ্ছসি তৎসৰ্বং দাতা তেহদ্য মহামতে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তঃ শিবেনাসৌ গোতমো যদ্যি শৃণতি ।
 ইদমেব তদোবাচ সজটাং দেহ শঙ্কর ।

গঙ্গাং মে যাচতে পুণ্যাং কিমন্তেন বরেণ মে
 ব্রহ্মোবাচ ।

পুনঃ প্রোবাচ তং শঙ্কুঃ সর্বলোকোপকারকঃ ॥
 শঙ্করোবাচ ।

উক্তঃ ন চাশ্বনঃ কিংকটশ্চাদ্যাচন্য ত্বকরম্ ॥ ৫০
 ব্রহ্মোবাচ ।

গোতমোহদীনসবস্তং ভবমাহ কৃতাজ্জলিঃ ॥ ৫১
 গোতম উবাচ ।

এতদেব চ সর্বেষাং ত্বকরং তব দর্শনম্ ।

ময়া তদদ্য সম্প্রাপ্তং রূপয়া তব শঙ্কর ॥ ৫১

বলীধারা বিবিধ স্ততি ও তপস্তা করিয়া
 দেবেশ ভবের আরাধনা করিলে শঙ্কর তুষ্টি
 হইয়া গোতমকে এই বলিলেন যে,—মহা-
 মতে! তুমি পুণ্য প্রিয় মনোবাঞ্ছিত বর সকল
 গ্রহণ কর। যাহা যাহা ইচ্ছা কর, সেই
 সমস্তই অস্ত্র প্রদান করিতেছি। ব্রহ্মা
 বলিলেন,—শিব যখন সেই গোতমশুনিকে
 এইরূপ বলেন তখন আমি তাহা শুনিতে-
 ছিলাম। সেই গোতম বলিলেন,—আমি
 আপনার জটমধ্যগতা পুণ্য গঙ্গাকে প্রার্থনা
 কর; হে শঙ্কর! আমার অস্ত্র বরে কি
 প্রয়োজন? ব্রহ্মা বলিলেন,—সর্বলোকো-
 পকারক শঙ্কু পুনরায় বলিলেন,—তুমি
 নিজের অস্ত্র কিছুই যাচন কর নাই;
 সূতরাং নিজের অস্ত্র কিছু ত্বকর বর প্রার্থনা
 কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—অদীনসব গোতম
 তখন কৃতাজ্জলি হইয়া ভবকে কহিলেন,—
 হে শঙ্কর! অস্ত্র যে আপনার রূপাংশে
 দর্শন পাইয়াছি, ইহাই ত সকলের পক্ষে

অরুণাদেব তে পশ্যাত্ কৃতকৃত্যঃ মনোবিগণঃ ।
ভবন্তি কিং পুনঃ সাক্ষাৎস্মি দৃষ্টে মহেশ্বরে ॥৫৩
ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তে গোতমেন ভবো হর্ষসমম্বিতঃ ।
ত্রয়াণামুপকারার্থং লোকানাং যাচিতং ত্বয়া ॥৫৪
ন চাত্মনো মহাবুদ্ধে যাচেহাত্মশিবো দ্বিজম্ ।
এবম্প্রোক্তঃ পুনবিপ্রো ধাত্মা প্রাহ শিবঃ
তথা ॥ ৫৫

বিনীতবদদীনাত্মা শিবভক্তিসমম্বিতঃ ।
সর্বলোকোপকারায় পুনর্থাচিতবানিদম্ ।
শৃণুংস্তু লোকপালেষু জগাদ্ভ্যে স গোতমঃ ॥
গোতম উবাচ ।

যাবৎসাগরগা দেবী নিমগ্না বঙ্গণো গিরেঃ ।
সর্বত্র সর্বদা তস্তাং স্মৃতবান্ বৃষভধ্বজ ॥ ৫৭
ফলেপ্পূনাং ফলং দাতা স্বমেব জগতঃ প্রভো
তীর্থশ্চাত্মানি দেবেণ কাপি কাপি শুভানি চ
যত্র তে সন্নিধিনিহতাঃ তদেব সুখাংসং বিহুঃ ।

হুঙ্কর । আপনাব পদদ্বয় অরুণেই মনোবিগণ
কৃতকৃত্য হইলেন, সাক্ষাৎ আপনাকে দেখিলে
যে কি ফল, তাহা আর কি বলিব? ৫২—৫৩।
ব্রহ্মা বলিলেন,—গোতম এই কথা বলিলে
দেব ভব হৃষ্ট হইয়া কহিলেন,—হে
মহাবুদ্ধে! তুমি লোকত্রয়ের উপকারার্থেই
যাচনা করিলে, কিন্তু নিজের জন্তও কিছু
প্রার্থনা কর । শিব সেই দ্বিজকে এই কথা
কহিলে অদীনাত্মা, শিবভক্তি-সমম্বিত সেই
বিপ্র পুনরায় চিন্তা করিয়া সর্বলোকের উপ-
কারার্থ লোকপালগণের গোচরে এইরূপ
যাচনা করিলেন । গোতম বলিলেন,—হে
বৃষভধ্বজ! ব্রহ্মগিরি হইতে নিঃসৃত হইয়া
গঙ্গাদেবী যে যে স্থান দিয়া সাগরে গমন
করিয়াছেন, আপনি সর্বদা উহার সর্বত্র
অবস্থান করিবেন । হে প্রভো! তুমিই
ফলেপ্পূদিগের ফলদাতা । হে দেবেশ!
কোন কোন স্থানে কোন কোন শুভ তীর্থ
থাকিলেও তোমার যেখানে সন্নিধান
থাকিলে, সেই তীর্থই শুভপ্রদ হইবে ।

যত্র গঙ্গা হুয়া দত্তা জটামুকুটসংস্থিতা ।
সর্বত্র তব সান্নিধ্যাৎ সর্বতীর্থানি শঙ্কর ॥ ৫২
ব্রহ্মোবাচ ।

তপোতমবচঃ শ্রুত্বা পুনঃস্বাচ্ছিবোহববৌৎ ॥৬০
শিব উবাচ ।

যত্র কাপি চ যৎকিঞ্চিদ্যো বা ভবতি ভক্তিতঃ
যাত্রাং স্নানমথো দানং পিতৃণাং বাপি তর্পণম্ ॥
শ্রবণং পঠনং বাপি স্মরণং বাপি গোতম ।
যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা গোদাবরীয়া যত্নতঃ
সপ্তদ্বীপবতী পৃথ্বী সৈশলবনকাননং ।
সরস্বা সৌম্বতী রম্যা সার্ববা ধর্মভূষিতা ॥ ৬৩
দহা ভবতি যেঃ ধর্মঃ স ভবেগোতমীশ্বরেঃ ।
এবংবিধা ইলা বিপ্র গোদানাদ্যভিধীয়তে ॥
চন্দ্রস্বর্গগ্রহে কালে মৎসান্নিধ্যে যত্নতঃ ।
ভূভূতে বিদ্যেবে ভক্ত্যা সর্বকালং কৃতা সুধীঃ
গাঃ সূক্ষ্মরাঃ সর্বসান্দ্র সঙ্গমে লোকবিক্রান্তে ।
যো দদাতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ তত্র যৎপুণ্যমাশ্রুয়াৎ ॥৬৬

হে শঙ্কর! আপনি যেখানে আমাকে জটী-
মুকুট-সংস্থিতা গঙ্গাকে প্রদান করিয়াছেন,
সেইস্থানে আপনার সান্নিধ্য হেতু সর্বকালেই
যেন সর্বতীর্থ বর্তমান থাকে । ৫৪—৫৯।
ব্রহ্মা বলিলেন,—গোতমের সেই বচন
শ্রবণে শিব হর্ষ সহকারে পুনরায় বলিলেন,—
হে গোতম! গোদাবরীতে যে কোন স্থানে
নর ভক্তি সহকারে স্নান, দান, যাত্রা,
পিতৃতর্পণ, শ্রবণ, পঠন, স্মরণাদি যে
কোন কর্মই যত্নতঃ হইয়া করে, শৈশল
বন-কানন-সমর্ষিতা, সরস্বা ওষধিসহিতা
সার্ববা, ধর্মভূষিতা, সপ্তদ্বীপবতী রম্যা পৃথিবী-
দানে যে ধর্ম হয়, সে তাহাই প্রাপ্ত হয় ।
বিপ্র! সেই ব্রহ্মাগারতে মৎসান্নিধানে এব-
ধিবা পৃথিবীকে ভক্তিসহকারে চন্দ্রস্বর্গের
গ্রহকালে যত্নতঃ হইয়া যে জন বিষ্ণুকে
দান করে, সেই সুধী ব্যক্তি যে কোন
কালেই গোতমী অরুণেও তত্তুল্য ফল
লাভ করে । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! লোকবিক্রান্ত
সঙ্গমতীর্থে সূক্ষ্মর সর্বসান্দ্র গাভী দান

তন্মাদ্বয়ং পুণ্যমেতি জ্ঞানদানাদিনা নরঃ ।
গৌতম্যাং বিশ্ববন্দ্যায়ঃ মহানন্দ্যাস্ত ভক্তিতঃ ॥
তন্মাদোগদাবরী গঙ্গা শুয়া নীতা ভবিষ্যতি ।
সৰ্বপাপক্ষয়করী সৰ্বাভীষ্টপ্রদায়িনী ॥ ৬৮
গণেশ্বর উবাচ ।

এতচ্ছ্রুতং ময়া মাতৰ্বদতো গৌতমঃ শিবাং ॥
এতন্মাং কারণাচ্ছ্রুতগুণায়ঃ নিয়তঃ স্থিতঃ ।
কো নিবৰ্ত্তয়িতুং শক্তস্তমস্ব কৰুণোদধিম্ ॥ ৭০
অথাপি মাতরেতৎ স্তান্মানুযা বিশ্বপাশকৈঃ ।
বিনিবন্ধা ন গচ্ছন্তি গোদামপাস্তিকস্থিতাম্ ॥ ৭১
ন নমস্তি শিবঃ দেবঃ ন স্মরন্তি স্তবন্তি ন ।
তথা মাতঃ করিষ্যামি তব সন্তোষহেতবে ।
সম্মিরোদ্ধুমথো ক্লেশস্তব বাক্যং ক্ষমস্ব মে ॥ ৩২
ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রভৃতি বিয়্যেশো মানুযান্ প্রতিকিঞ্চন ।

করিলে যে পুণ্য প্রাপ্তি হয়, বিশ্ববন্দ্য। মহানন্দী গৌতমীতে ভক্তিসহকারে জ্ঞান দানাদি দ্বারা নর তদপেক্ষাও পরম পুণ্য লাভ করিতে পারেন। অতএব তোমা কর্তৃক নীতা গোদাবরী গঙ্গা সৰ্বপাপক্ষয়করী ও সৰ্বাভীষ্টপ্রদায়িনী হইবেন। ৬০—৬৮। গণেশ্বর বলিলেন,—মা! শিব যখন গৌতমকে এই রূপ বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার নিকট আমি ইহা শুনিয়াছি। শম্বু এই কারণেই গঙ্গাতে নিয়ত অবস্থান করেন। অস্ব! সেই কৰুণোদধি শিবকে কে উদ্ধা হইতে নিবৰ্ত্তিত করিতে পারে? মা! তথাপি তোমার সন্তোষ সাধনার্থ ভাহাদিগকে বিনিবৃত্ত রাখিবার জন্ত আমি এরূপ করি। যে,—মানুষেরা বিশ্বপাশে বদ্ধ থাকিয়া, নিকটে স্থিত হইলেও সেই গোদাবরীতে যাইবে না। দেব শিবকে নমস্কার করিবে না; স্মরণও করিবে না; স্তবও করিবে না। ইহাতে যদিও প্রজাগণের ক্লেশ হইবে, কিন্তু তোমার উক্ত প্রকার কথা শুনিয়াই আমি এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছি; সুতরাং এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা কর। ব্রহ্ম

বিয়্যমাচরতে যন্ত তমুপাস্ত প্রবৰ্ত্ততে ॥ ৭৩
অথো বিয়মনাদৃত্য গৌতমীঃ যাতি ভক্তিতঃ
স কৃতার্থো ভবেন্নোকে ন কৃত্যমবশিষ্যতে ॥ ৭৪
বিয়্যাস্তনেকানি ভবন্তিগেহা-
ম্মিগন্তকামস্ত নরাধমস্ত ।
নিধায় তমুর্জি পদং প্রয়াতি
গঙ্গাং ন কিং তেন কলং প্রলব্ধম্ ॥ ৭৫
অস্তাঃ প্রভাবঃ কো ক্রয়াদপি সাক্ষাৎসদাশিবঃ
সঙ্ক্ষেপেণ ময়া প্রোক্ষমিতিহাসপদানুগম্ ॥ ৭৬
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধনং যচ্চরাচরে ।
তদত্র বিদ্যাতে সর্ম্মমিতিহাসে সবিস্তরে ॥ ৭৭
বেদোদিতং ঋতিসকলরহস্তমুক্তং
সংকারণং সমভিধানমিদং সর্দৈব ।
সম্যক্ চ দৃষ্টং জগতাং হিতায়
প্রোক্তং পুরাণং বহুধর্ম্মযুক্তম্ ॥ ৭৮
অস্ত শ্লোকং পদং বাপি ভক্তিতঃ শৃণুয়াৎপঠেৎ

বলিলেন,—বিয়্যেশ সেই হইতে মানুয-দিগের প্রতি কিছু না-কিছু বিয় আচরণ করিয়া থাকেন। যিনি ভাহার উপাসনা করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন, কিম্বা বিয় অগ্রাহ করিয়া গৌতমীতে গমন করেন, তিনিই লোকসমাজে কৃতার্থ হইবেন; এবং তাঁহার কোনই কৃত্য অবশেষ থাকে না। নরাধমগণের গৃহ হইতে বহির্গমন কালে নানা-বিধ বিয় ঘটয়া থাকে; কিন্তু যিনি সেই বিয়ের মস্তকে পদবিস্তাৎসপূরক গঙ্গাতে গমন করেন, তিনি কোন কল না পাইবেন? ইহার প্রভাব কে বলিতে পারে? সাক্ষাৎ সদাশিবও পারেন না। আমি সংক্ষেপে ইতিহাস বর্ণনপ্রসঙ্গে বলিলাম। চরাচরে ধর্ম্মার্থ কাম-মোক্ষের যাহা কিছু সাধন আছে, এই সবিস্তর ইতিহাসে তৎসমস্তই বর্ত্তমান। বেদোক্ত ও ঋতি সকলের রহস্তস্বত, এই উপাখ্যান, সহেতুক সকল ভীষের নাম নির্দোশ সহকারে বর্ণিত হইল। আমি বহু ধর্ম্মযুক্ত এই পুরাণ কথা বর্ণন করিলাম। জগতের হিত বিধান নিমিত্ত ইহা পরীক্ষা

গঙ্গা গঙ্গেন্তি বা বাক্যং স তু পুণ্যমবাপ্ন য়াৎ ॥

কলিকলঙ্কবিনাশনদক্ষমিদং

সকলনিক্কিরং শুভদং শিবম্ ।

জগতি পূজ্যমভীষ্টকলপ্রদং

গঙ্গমেতহদীরিতমুত্তমম্ ॥ ৮০

সাধু গৌতম ভদ্রঃ তে কোহন্তোহস্তি সদৃশশ্রয়

য এনাং গৌতমোঃ গঙ্গাং দণ্ডকারণ্যমাপ্নুয়াৎ

গঙ্গা গঙ্গেন্তি যো ক্রয়াদ্যোজনানাং শতৈরপি

মুচ্যতে সধিপাপেভো। বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি

তিস্রঃ কোট্যোহর্দ্ধকোটি চ তীর্থানি ভুবনত্রয়ে

তানি স্নাতুং সমায়াস্তি গঙ্গায়াং সিংহগে ওরৌ

ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ভাগীরথ্যবগাহনম্ ।

সকলগোদাবরীমানং সিংহব্রজে বৃহস্পতো ॥ ৮৪

ইদম্ গৌতমী পুত্র যত্র কপি মমাজয়া ।

সর্বেষাং সর্বদা নৃনাং স্নানামুক্তিং প্রদাস্ততি ॥

করিয়াও দেখা হইয়াছে। এই পুরাণ

উপাখ্যানের একটি শ্লোক, বা একটি পদও

যদি ভক্তি সহকারে শ্রবণ বা পাঠ করে,

অথবা যে ব্যক্তি “গঙ্গা গঙ্গা” এই বাক্য

উচ্চারণ করে, তাহাদের উভয়েই বিশিষ্ট

পুণ্য প্রাপ্ত হয়। গঙ্গাবিসয়ক এই উত্তম

উপাখ্যান, কলিকলঙ্ক-নিনাশনে দক্ষ, সকল

সিদ্ধিকর, শুভদ, শিব, জগতে, পূজ্য

এবং অভীষ্ট কলপ্রদ। সাধু, গৌতম!

তোমার মঙ্গল হউক। তোমার সদৃশ

আর কে আছে?—যে তুমি গঙ্গাকে

দণ্ডকারণ্যে লইয়া গিয়াছ। শত যোজন

দূরে থাকিয়াও যে জন “গঙ্গা, গঙ্গা” উচ্চা-

রণ করে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়;

বিষ্ণুলোকে গমন করে। ভদ্রজয়ে তিন

কোটি ও অর্দ্ধকোটি তীর্থ আছে; শুক সিংহ-

রাশিতে অবস্থিত হইলে, সেই সকল তীর্থই

গঙ্গায় স্নান করিতে আইসে। ভাগীরথীতে

ষষ্টিসহস্রবর্ষ অবগাহন, আর গোদাবরীতে

সকলস্নান, দুইই তুল্য। পুত্র! এই

গৌতমীগঙ্গা আমার আজ্ঞায় যেকোন স্থানে

সর্বদা সর্বজনেরই স্নানমাত্র মুক্তি প্রদান

অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ ।

কৃদ্বা যৎকলমাপ্নোতি তদন্ত শ্রবণান্তবেৎ ॥ ৮৬

যন্তোভিত্তিতি গৃহে পুরাণং ব্রহ্মণোদিতম্ ।

ন ভয়ং বিদ্যাতে তন্ত কলিকালন্ত নারদ ॥ ৮৭

যন্ত কস্তাপি নাথোয়ং পুরাণমিদমুত্তমম্ ।

শ্রদ্ধদানায় শাস্তায় বৈকুণ্ঠায় মহাশ্বনে ॥ ৮৮

ইদং কীর্ত্য ভুক্তিমুক্তিদায়কং পাপনাশকম্ ।

এতচ্চবর্ণমাজ্ঞেয়ং কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৮৯

লিখিত্বা পুস্তকমিদং ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছতি ।

সর্বপাপাবিনিমুক্তঃ পুনর্গর্ভঃ ন সংবিশেৎ ॥ ৯০

ইতি শ্রীভ্রাম্মে তীর্থমাহাত্ম্যে ব্রহ্মনারদ-

সংবাদে গঙ্গামাহাত্ম্যশ্রবণাদিকল-

বর্ণনং পঞ্চসপ্তত্যাধিকশত

তমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১৭৫ ॥

সমাপ্তঞ্চ গৌতমীমাহাত্ম্যম্ ॥

করিয়া থাকেন। সহস্র অশ্বমেধ এবং শত

বাজপেয় করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, ইহার

শ্রবণেও সেই ফলই লাভ হইয়া থাকে।

নারদ! ব্রহ্মসদৃশ এই পুৰাণ যাহার গৃহে

থাকে, তাহার কলিকালজনিত ভয়ের সম্ভা-

বনা নাই। এই উত্তমপুরাণ যার তার কাছে

বলা উচিত নয়। ভুক্তি-মুক্তিদায়ক ও পাপ-

নাশক এই পুরাণ শ্রদ্ধাবান শাস্ত্র বৈকুণ্ঠ

মহাশ্বা জনের জন্তই কীর্তন করিবে। ইহার

শ্রবণ মাত্রেই নর কৃতকৃত্য হয়। যে ব্যক্তি

এই পুরাণ লিখিয়া পুস্তকখানি ব্রাহ্মণকে

প্রদান করে, সে সর্ব পাপ হইতে বিনি-

মুক্ত হয়; পুনরায় আর গর্ভে প্রবেশ

করে না। ৬৯—৯০।

পঞ্চসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৫ ॥

ষট্‌সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মনয় উচুঃ ।

ন হি নন্তস্তিরস্তৌহ শৃংখতাং ভগবৎকথাম্ ।
পুনরেব পরং শুভং বক্তুমর্হন্তশেষতঃ ॥ ১
অনন্তবান্দেবন্ত ন সমাগ্‌বর্ণিতং ত্বয়া ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে দেব বিস্তরেণ বদস্ব নঃ ॥ ২
ব্রহ্মোবাচ ।
শ্রবক্ষ্যামি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সারাৎসারতরং পরম্ ।
অনন্তবান্দেবন্ত মহাশ্রীঃ ভুবি হর্ষভম্ ॥ ৩
আদিকল্পে পুরা বিপ্রাশ্রমব্যক্তজন্মবান্ ।
বিশ্বকর্মাণমাহুয় বচনং প্রোক্তবানিদম্ ॥ ৪
বরিষ্ঠং দেবশিল্পীন্দ্রঃ শিবকর্ষনং সুকর্ষকৃৎ ।
প্রতিমাং বান্দেবন্ত কুরু শলময়ীং ভুবি ॥ ৫
যাং প্রেক্ষ্য বিধিবস্তৃকাঃ সেস্তা বৈ মানুষাদয়ঃ
যেন দানবরক্ষোভ্যো বিজ্ঞায় স্তুমহত্ত্বম্ ॥ ৬
ত্রিদিবং সমুদ্রপ্রাপ্য স্তুমেক্ষশিখরং চিরম্ ।

ষট্‌সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—দেব! আপনার কথা
শ্রবণে আমাদিগের তৃপ্তির শেষ হইতেছে
না। পুনরায় পরম শুভ বিবরণ সকল অশেষ
রূপে বলুন। আপনি অনন্ত বান্দেবের
মহিমা সম্যক্‌ বর্ণন করেন নাই; আমরা
উহা শুনিতে ইচ্ছা করি। আমাদিগকে
উহা বিস্তরক্রমে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—
মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ভূতলে হর্ষভ অনন্ত বান্দে-
বেবের সারাৎসার পরম মহাশ্রী বলিতেছি।
বিপ্রগণ! আদিকল্পে আমি অব্যক্তজন্মা
হইয়া বরিষ্ঠ দেবশিল্পীন্দ্র বিশ্বকর্মা-
কে আত্মানপূর্ব্বক এই বাক্য কহিলাম যে,—হে
সুকর্ষকৃৎ বিশ্বকর্ষন! যাহা দেখিয়া ইন্দ্রাদি
দেবতা হইতে মানুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই জ্ঞানাস্ত-
রক্ত হইয়া ভূতলে বান্দেবের তাদৃশী
শৈলময়ী এক প্রতিমা নির্মাণ কর;—যিনি
দানব রাক্ষস সকল হইতে স্তুমহৎ ভয় জানিয়া
ত্রিদিবে আসিয়া স্তুমেক্ষশিখরে চির অবস্থান

বান্দেবং সমারাধ্য নিরাতঙ্ক্য বসন্তি তে ॥ ৭
মম তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বকর্মা তু তৎক্ষণাৎ ।
চকার প্রতিমাং শুদ্ধাং শঙ্খচক্রগদাধরাম্ ॥ ৮
সর্বলক্ষণসংযুক্তাং পুণ্ডরীকায়তেক্ষণাম্ ।
ত্রীবৎসলক্ষ্যসংযুক্তামত্যুগ্ৰাং প্রতিমোত্তমাম্ ॥
বনমালাবৃত্তোরঙ্গাং মুকুটাজ্জদধারিণীম্ ।
শীতবস্ত্রাং সুশীনাং সাং কুণ্ডলাভ্যামলঙ্কৃতাম্ ॥
এবং সা প্রতিমা দিব্যা শুভমন্ত্রেস্তদা স্বয়ম্ ।
প্রতিষ্ঠাকালমাসাজ ময়াসৌ নির্মিতা পুরা ॥ ১১
তস্মিনকালে তদা শক্রো দেবরাট্টখেচরৈঃ সহ
জগাম ব্রহ্মসদনমাক্রুহ গজমুস্তমম্ ॥ ১২
প্রসাদ্য প্রাতিমাং শক্রঃ স্নানদানৈঃ পুনঃপুনঃ ।
প্রতিমাং তাং সমাদায় স্বপুরং পুনরাগমৎ ॥ ১৩
তাং সমারাধ্য সূচিরং যতবাক্ষ্যমানসঃ ।
বৃত্ৰাত্তানসুরান্ তুরানমুচিপ্রমুখান্ স চ ।
নিহত্য দানবানভীমানভ্রুকুবানভুবনত্রয়ম্ ॥ ১৪

করিতেছেন, যাহার আরাধনা করিয়া সেই
দেবগণ নিরাতঙ্কে বাস করিতেছেন। বিশ্ব-
কর্মা আমার সেই বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ
যাইয়া প্রতিমা নির্মাণ করিলেন। সেই
প্রতিমা শুদ্ধা, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরা, সর্ব-
লক্ষণা, পুণ্ডরীকায়তেক্ষণা, ত্রীবৎসচিহ্ন-
সংযুক্তা, বনমালাবৃত্তোরঙ্গা, মুকুটাজ্জদধারিণী,
সুশীনাংসা, শীত বস্ত্রধারিণী, কুণ্ডলযুগলা-
লঙ্কিত-কর্ণা, অত্যুগ্ৰা ও অত্যুত্তমা। পুরাকালে
প্রতিষ্ঠাযোগ্য কাল উপাস্ত হইয়া এই
প্রকার প্রতিমা আমি নির্মাণ করাই এবং
প্রতিষ্ঠা করি। ১১—১১। সে সময়ে একদা দেব-
রাজ শক্র, উত্তম গজে আরোহণ করিয়া
অষ্টাশ্র খেচরগণসহ ব্রহ্মসদনে গমন করেন।
শক্র সেখানে সেই প্রতিমাকে স্নান দানাদি
দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রসাদিত করিয়া উগ্ৰ হইয়া
স্বপুরে প্রতিগমন করিলেন। তিনি সূচির-
কালে যত-বাক্ষ্য-কায়-মানস হইয়া সেই প্রতি-
মার আরাধনা করায় বৃত্ৰাদি তুর অসুর ও
নমুচিপ্রমুখ ভীষণ দানবাদিগকে নিহত করিয়া
ভুবনত্রয়ের যোচন করিতে সক্ষম হইলেন।

ষিঠায়ে চ যুগে প্রাপ্তে জেতায়ঃ সাক্ষসাদিপঃ
বহুব স্মহাবীৰ্য্যো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৫
দশ বর্ষসহস্রাণি নিরাহারো জিতেল্লিযঃ ।
চ্যায় ব্রতমত্যাগঃ তপঃ পরমহুচরম্ ॥ ১৬
তপসা তেন তুষ্টৌহহঃ বরং তপ্তৈঃ প্রদত্তবান্
অবধ্যঃ সর্ষদেবানাং স দৈত্যোঃ গরজসাম্ ।
শাপপ্রহরণৈরুগ্রৈরবধ্যো যমকিঙ্করৈঃ ॥ ১৮
বরং প্রাপ্য তদা রক্ষো যক্ষানসর্ষগণানিমান
ধনাধ্যক্ষং বিনির্জিত্য শক্রং জেতুং সমুদ্যতঃ ॥
সংগ্রামঃ স্মহাঘোরঃ রুহা দেবৈঃ স রাক্ষসঃ
দেবরাজঃ বিনির্জিত্য তদা ইল্লজিতেতি বৈ ॥
রাক্ষসস্তৎসুতো নাম মেঘনাদঃ প্রলুব্ধবান্ ।
অমরাবতীং ততঃ প্রাপ্য দেবরাজগৃহে শুভে ॥
দদশীজ্ঞানসন্ধাশাঃ রাবণস্ত বলাধিতঃ ।
প্রতিমাং বাসুদেবস্ত সর্ষলক্ষণসংযুতাম্ ॥ ২২
ঐবৎসলক্ষণসংযুতাঃ পদ্মপদ্মায়তেক্ষণাম্ ।
বনমালাবৃত্তোরক্ষাং মুকুটাজ্জদভূষিতাম্ ॥ ২৩

ষিঠীয় জেতা যুগ উপস্থিত হইলে রাক্ষসা-
ধিপ দশগ্রীব অতীব স্মহাবীৰ্য্য ও প্রতাপ-
বান্ হইয়াছিল। সে দশসহস্র বর্ষ নিরাহার,
জিতেল্লিয, ও ব্রতপরাগণ থাকিয়া পরম
চুকের অত্যাগ তপস্তা আচরণ করে। আমি
তাহার সেই তপস্তায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর
দিলাম। সেই রাক্ষস বর-প্রভাবে সমস্ত
দেবতা, দৈত্য, উরগ, রাক্ষস, যম-কিঙ্করা-
দির শাপ ও প্রহরণের অবধ্য হইয়া রক্ষ ও
যক্ষগণসহ ধনাধ্যক্ষকে পুরাজিত করিল।
তারপর শক্রকে জয় করিতে সমুদ্যত হইল।
সেই রাক্ষসের মেঘনাদ নামক পুত্র দেবগণ
সহ স্মহাঘোর যুদ্ধ করিয়া দেবরাজকে
পরাজয়পুষ্পক ইল্লজিৎ নাম প্রাপ্ত হয়।
রাবণ তখন অমরাবতী লাভ করিয়া দলবল-
সহ শুভ দেবরাজভবনে প্রবেশপূর্বক
বাসুদেবের সেই মূর্তি দেখিতে পাইল।
সেই মূর্তি অঞ্জনপুঞ্জসঙ্কাশ, সর্ষলক্ষণ-
সংযুত, ঐবৎসচিহ্ন-বিশিষ্ট, পদ্মপদ্মায়তে-
ক্ষণ, বনমালাবৃত্তোরক্ষ ও চতুর্ভুজ। উহার

শঙ্খচক্রগদাহস্তাঃ পীতবস্ত্রাঃ চতুর্ভুজাম্ ।
সর্ষাভরণসংযুতাঃ সর্ষকামকলপ্রদাম্ ॥ ২৪ : ৩
বিহার্য রত্নসম্বাংচ প্রতিমাঃ শুভলক্ষণাম্ ।
পুষ্পকেণ বিমানেন লঙ্কাং প্রাপ্যাপয়দ্রুতম্ ॥ ২৫
পুরাধ্যক্ষঃ স্থিতঃ ঐমান ধর্ম্মায়া স বিতীৰ্ণঃ ।
রাবণস্তাহুজো মন্ত্রী নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ২৬
দৃষ্ট্বা তাং প্রতিমাং দিবাং দেবেন্দ্রভবনচ্যুতাম্
রোমাঞ্চিতভুজুর্হা বিশ্বয়ঃ সমপদ্যত ॥ ২৭
প্রণম্য শিরসা দেবং প্রহৃষ্টেনাস্তরাশ্রনা ।
অদ্য মে সকলঃ জন্ম অজ মে সকলঃ তপঃ ॥
ইত্যাশ্বা স তু ধর্ম্মায়া প্রণিপত্য মুহূর্হুঃ ।
জ্যেষ্ঠঃ ভ্রাতরমাসাচ্চ কৃতাজ্জলিতাষত ॥ ২৮
রাজন্ প্রতিময়া হং মে প্রসাদং কর্তুমর্হসি ।
যামারাম্য জগন্নাথ নিস্তরয়েয়ঃ ভবার্ণম্ ॥ ৩০
ভ্রাতুবচনমাকর্ণ্য রাবণস্ত তদাববীৎ ।
গৃহাণ প্রতিমাং বীর তনয়া কিং করোয়ামহম্ ॥ ৩১

হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, এবং পবিধানে পীত
বস্ত্র। উহা মুকুট অঙ্গদাদি সর্ষাভরণে
ভূষিত। রাবণ সেই সর্ষকামপ্রদা শুভলক্ষণা
প্রতিমা দর্শনে রত্নরাশি পরিহার করত সম্বর
তাহাকে পুষ্পকরথযোগে লঙ্কায় পাঠাইয়া
দিল। রাবণের অনুজ অথচ মন্ত্রী ধর্ম্মায়া
নারায়ণপরায়ণ বিতীৰ্ণ তদানীং পুরাধ্যক্ষ
ছিল। সে দেবেন্দ্রভবন হইতে আনীতা সেই
প্রতিমা দেখিয়া রোমাঞ্চিত ও বিশ্বয়প্রাপ্ত
হইল এবং সেই দেবকে মন্তকাবনতিপূর্বক
প্রণামান্তে প্রহৃষ্টাঙ্কঃকরণে “অদ্য আমার
জন্ম সফল, অদ্য আমার তপঃ সফল” এই
কথা বলিতে বলিতে মুহূর্হু প্রণাম করিল।
পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকটে যাইয়া কৃতাজ্জলি-
করে বলিতে লাগিল,—রাজন্। ঐ প্রতিমা
দান করিয়া আমাকে প্রসাদভাজন
করুন; হে জগন্নাথ! আমি উহার
আরাধনা করিলে ভবার্ণ হইতে
নিস্তার পাইতে পারিব। ভ্রাতার বচন
শ্রবণে রাবণ তখন তাহাকে বলিল,—বীর!
তুমি ঐ প্রতিমা গ্রহণ কর। আমি উহা

স্বয়ং সমাধায জৈলোক্য বিজয়ে স্বয়ং ।
 নানার্চ্যময়ং দেবং সৰ্বভূতভবোত্তমম্ ॥ ৩২
 বিভীষণো মহাবুদ্ধিরাসাদ্য প্রতিমাঃ শুভাম্
 শতমষ্টোত্তরং চাকং সমাধায জনাৰ্দ্ধনম্ ॥ ৩৩
 অজরামরণং প্রাপ্তমগনিমাদিগুণৈর্গুতম্ ।
 রাজ্যং লঙ্কাধিপত্যঞ্চ ভোগান্ ভুজ্যেত
 যথেষ্পিতান্ ॥ ৩৪

মুনয় উচুঃ ।

অহো নো বিশ্বয়ো জাতঃ ক্ৰুদ্ধেদং পরমামৃতম্
 অনন্তবাসুদেবস্ত সত্ত্বং ভুবি দুর্লভম্ ॥ ৩৫
 শৌভুমিচ্ছাম যে দেব বিস্তরেণ যথাতথম্ ।
 ততঃ দেবস্ত মাধাভ্যং বকুমহীতশেষতঃ ॥ ৩৬
 ব্রহ্মোবাচ ।

ভদ্রা ন ব্রাহ্মসঃ ক্রুরো দেবগণকৰ্ককিরয়ান্ ।
 লোকপালান্ সমুজ্জান্ মুনিসিদ্ধাংশ পাপকৃৎ ॥
 বিজিত্য সমরে সৰ্বানাজহার তদজনাঃ ।
 সংহাপ্য নগরীঃ লঙ্কাং পুনঃ সীতাক্ষ মোহিতঃ
 শক্তিভো যুগরূপেণ সৌবর্ণেন চ রাবণঃ ।

যারা কি করিব ? আমি ত স্বয়ংকে আরা-
 ধনা করিয়া জৈলোক্য বিজয় করিয়াছি । সেই
 উপলক্ষেই আমি ইহা পাইয়াছি । মহাবুদ্ধি
 বিভীষণ সেই শুভা প্রতিমা লইয়া অষ্টোত্তর
 শতবর্ষ জনাৰ্দ্ধনের আরাধনা করেন । তাহা-
 রই বলে অজরামরণ, অগ্নিমাগিগুণ, রাজ্য,
 লঙ্কাধিপত্য, এবং যথেষ্পিত ভোগ সকল
 অতাপি উপভোগ করিতেছেন । ১২—৩৪ ।
 মুনিগণ বলিলেন,—অহো । এই ভূতলদুর্লভ
 অনন্ত বাসুদেবের সত্ত্বং বিবরণ পরমামৃত-
 স্বরূপ ! ইহা শুনিয়া আমাদিগের বিশ্বয়
 জন্মিয়াছে । সেই দেবের মাধাভ্য যথায়
 বিস্তররূপে ভূমিতে ইচ্ছা করি । আপনি
 তাহা অশেষরূপে বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—
 সেই ক্রুর ব্রাহ্মস রাবণ তখন দেব, গন্ধৰ্ব্ব,
 কিরয়, লোকপাল, মনুজ, মুনি ও সিদ্ধ,
 সকলকেই সমরে জয় করিয়া তাহাদিগের
 অজনা-সমুদয় আহরণ করিল । তারপর সে
 সীতার নিমিত্ত মোহিত হইয়া শক্তিচিহ্নে

ততঃ ক্রুদ্ধেন রামেণ রণে সৌমিজিগা সহ ॥ ৩৭
 রাবণস্ত বধার্থায় হস্তা বলিং মনোজবম্ ।
 অভিবিক্রান্ত সুগ্রীবো যুবরাজোহনন্দস্তথা ॥ ৪০
 হনুমানলনীলশ্চ জাহবান্ পনসস্তথা ।
 গবয়শ্চ গবাক্ষশ্চ পাঠীনঃ পরমোজসঃ ॥ ৪১
 এতৈশ্চাত্তৈশ্চ বহুভির্বানরৈঃ সুরমহাবলৈঃ ।
 সমাবৃত্তো মহাঘোরৈ রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৪২
 গিরীণাং সৰ্বসজ্জাতৈঃ সেতুঃ বন্ধা মহোদধৌ ।
 বলেন মহতা রামঃ সমুভৌধ্য মহোদধিম্ ॥ ৪৩
 সংগ্রামমতুলং চক্রে ব্রহ্মো গণসমমিতঃ ।
 মহোদয়ঃ প্রহস্তঞ্চ নিকৃষ্টঃ কুন্তমেব চ ॥ ৪৪
 নরাস্তকং মহাবীৰ্য্যং তথা চৈব যমাস্তকম্ ।
 মালাঢ্যং মালিকাঢ্যঞ্চ হস্তা রামস্ত বীৰ্য্যবান্ ॥
 পুনরিস্রজিতঃ হস্তা কুন্তকর্ণং সরাবণম্ ।
 বৈদেহীঃ চাঘ্রিনাশোধ্য দহা রাজ্যং বিভীষণে
 বাসুদেবং সমাদায় যানং পুষ্পকমাকরহৎ ।

যুগরূপে ছলনা দ্বারা সীতাকেও আনয়ন
 করে । তাহাতে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া সৌমিজি-
 সহ রাবণের বধার্থ রণে মনোবৎ বেগগামী
 বাণীকে হত্যা করেন । তারপর তৎকর্তৃক
 সেই রাজ্যে সুগ্রীব অভিবিক্রান্ত এবং অদম
 যুবরাজপদে স্থাপিত হয় । অনন্তর রাজীব-
 লোচন রাম হনুমান, নল, নীল, জাহবান,
 পনস, গবয়, গবাক্ষ প্রভৃতি পরমভৈরবী,
 প্রাচীন বানরগণ ও অস্তান্ত মহাঘোর
 সুরমহাবল বহু বানরগণে পরিবৃত্ত হইয়া
 গিরিসজ্জাত দ্বারা মহোদধিতে সেতু-
 বন্ধনপূর্বক সেই মহা-সৈন্ত লইয়া মহোদধি
 পার হইলেন । ব্রাহ্মসগণ সহ মহা-
 সংগ্রামে তথায় মহোদয়, প্রহস্ত, নিকৃষ্ট,
 কুন্ত, মহাবীৰ্য্য নরাস্তক, যমাস্তক,
 মালাঢ্য, মালিকাঢ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মসকে হনন
 করিয়া পরে ইস্রজিৎকে সংহার করেন ।
 অনন্তর কুন্তকর্ণকে এবং রাবণকে নিহত
 করিয়া বৈদেহী সীতাকে অগ্নিতে শোধন-
 পূর্বক বিভীষণকে সেই লঙ্কারাজ্য প্রদান
 করেন । অতঃপর সেই বাসুদেবমূর্তি

লীলয়া সমুদ্রপ্রাপদযোধ্যাঃ পূৰ্ণপালিতাম্ ॥৪৭
কনিষ্ঠঃ ভরতঃ স্নেহাক্ষকল্পঃ ভক্তবৎসলঃ ।
অভিষিচ্য তদা রামঃ সৰ্বরাজ্যোৎখিন্নরাজবৎ ॥
পুরাতনৌ স্বমুষ্টিক সমারাদ্য ততো হরিঃ ।
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ ॥ ৪৯
ভুক্তা সাগরপর্য্যস্তাঃ মেদিনীঃ স তু রাজবৎ ।
রাজ্যমাদায় শ্রুগতিং বৈকবৎ পদমাবিশৎ ॥ ৫০
তাকাপি প্রতিমাং রামঃ সমুদ্রেণায় দত্তবান্ ।
যতো রক্ষয়িতাসি হুং তোয়রত্নসমবিতঃ ॥ ৫১
ষাপরঃ যুগমাসাদ্য যদা দেবো জগৎপতিঃ ।
ধরণ্যাস্তাহুরোধেন ভাবশৈথিল্যাকরণাৎ ॥ ৫২
অবতীর্ণঃ স ভগবান্ বসুদেবকুলে প্রভুঃ ।
কংসাদীনাং বধার্থায় সঙ্কৰ্ণসহায়বান্ ॥ ৫৩
তদা তাং প্রতিমাং বিপ্রাঃ সৰ্ববাহ্যকলপ্রদাম্
সৰ্বলোকহিতার্থায় কস্তচিৎ কারণান্তরে ॥ ৫৪
ভস্মিন্ কেদ্রবরে পুণ্যে দূৰ্গতে পুরুষোত্তমে ।
উজ্জহার স্বয়ং তোমাং সমুদ্রঃ সরিতাঃ পতিঃ ॥

লীলা পুষ্পক যানে আরোহণপূৰ্ব্বক লীলা
সহকারে পূৰ্ণপালিতা অযোধ্যাতে সমাগত
হয়েন। সেই রাজব রাম সেখানে স্নেহ
বশতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত ও শক্ররকে
সৰ্বরাজ্যে অধিরাজবৎ অভিষেক করাইয়া
সেই পুরাতনৌ নিজ বাসুদেব-মুষ্টির আরা-
ধনা করত দশসহস্র ও দশশত বর্ষ সাগর-
পর্য্যস্ত মেদিনী ভোগান্তে রাজ্যবাসী জনগণ-
সহ পরম দূৰ্গভ বৈকব পদে প্রবেশ করেন।
রাম সেই প্রতিমাখানি সমুদ্ররাজকে
“তোয়রত্নসমবিত তুমি যন্ত ; ইহার যোগ্য
রক্ষক” এই বলিয়া প্রদান করেন ৷৩৫—৫১।
ষাপরযুগে ধর্ম্ম-ভাবশৈথিল্য ঘটিলে
ধরণীর অহুরোধে জগৎপতি দেব প্রভু
ভগবান্ যখন কংসাদি দুষ্ট রাজগণের বধার্থ
সঙ্কৰ্ণসহায়ে বসুদেবকুলে অবতীর্ণ হয়েন,
হে বিপ্রগণ! তখন সরিৎপতি সমুদ্র কোনও
কারণান্তরে সৰ্বলোকের হিতার্থ সেই
পবিত্র দূৰ্গভ পুরুষোত্তম কেদ্রে সেই
সৰ্ববাহ্যকলপ্রদা প্রতিমা তোর হইতে

তদা প্রভৃতি তদৈব কেদ্রে মুক্তিপ্রদে বিজাঃ
আন্তে স দেবো দেবানাং সৰ্বকামকলপ্রদঃ ॥
যে সংশ্রয়ন্তি চানন্তঃ ভক্ত্যা সৰ্বেষ্বরঃ প্রভুঃ ।
বায়নঃকর্মাভিনিত্যন্তে যান্তি পরমং পদম্ ॥ ৫৭
দৃষ্টানন্তঃ সঙ্কতভ্য্য সম্পূজ্য প্রণিপত্য চ ।
রাজহৃদ্যামেধাতাং ফলং দশগুণং লভেৎ ॥
সৰ্বকামসমুদ্বেন কামগেন সুবর্চসা ।
বিমানেনার্কবর্ণেন কিকিণীজালমালিনা ॥ ৫৯
ত্রিঃশতকুলমুদ্রতা দিব্যস্রোগণসেবিতঃ ।
উপগীয়মানো গচ্ছতৈর্নরো বিষ্ণুপুংস্রজেন ॥
তত্র ভুক্তা বরান্ ভোগানজরামরণবর্জিতঃ ।
দিব্যরূপধরঃ শ্রীমান্ যাবদাত্তসংলব্ধম্ ॥ ৬১
পুণ্যকর্মাদিহায়াত্ততুর্কৌদৌ দ্বিজোত্তমঃ ।
বৈকবঃ যোগমায়ায় ততো মোক্ষমবাশ্রয়াৎ ॥

স্বয়ং উদ্ধার করেন। হে দ্বিজগণ! সেই
হইতে দেবগণেরও সৰ্ব কামফলপ্রদ সেই
দেব, সেই মুক্তিপ্রদ কেদ্রেই বিরাজমান
আছেন। যাহার। ভক্তি সহকারে বাহু-
মন-কর্ম্ম দ্বারা সেই সৰ্বেষ্বর প্রভু অনন্ত
দেবকে নিত্য আশ্রয় করে, তাহার। পরম
পদ প্রাপ্ত হয়। ভক্তিরূপ চিত্তে সেই
অনন্ত দেবকে একবার মাত্র দেখিয়াও
যদি পূজা ও প্রণিপাত কবে, তবে সেই নর,
রাজহৃদ্য ও অশমেধের দশ গুণ অধিক
ফল প্রাপ্ত হয়; একবিংশতি কুলের উদ্ধার
করিয়া সৰ্বকামসমৃদ্ধ, অদ্ব্যজ্জল, অর্ক-
বর্ণ, কামগামী, কিকিণীজালমালী বিমানে
আরোহণপূৰ্ব্বক দিব্য স্রীগণে সেবিত এবং
গচ্ছতৈর্নরো উপগীয়মান হইয়া বিষ্ণুপুংস্র
গমন করে। তথায় জরামরণবর্জিত
দিব্যরূপধর ও শ্রীমান্ হইয়া বর
ভোগচয় উপভোগ করত তুতনিচয়ের
স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বাস করে। পরে
পুণ্যকর্মে ইহলোকে আগমনপূৰ্ব্বক চতু-
র্কৌদৌ দ্বিজোত্তম হইয়া বৈকব যোগী-
লবনে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। হে মুনিসত্তম

এবং ময়া অনন্তোহসৌ কীৰ্ত্তিতো যুনিসন্তমাঃ ।
কঃ শক্নোতি শুণান্ বক্তুঃ তস্মৈ বর্ষশতৈরপি ॥
ইতি জীবাশ্চে অনন্তাদিমাহাশ্রয়বর্ণনং যট্‌সপ্ত-
ত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৬ ॥

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং বোহনন্তমাহাশ্রয়ঃ ক্ষেত্রঞ্চ পুরুষোত্তমম্ ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং ময়া প্রোক্তং সুহৃৎভম্ ॥
যজ্ঞান্তে পুণ্ডরীকাক্ষঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
শীতাহরধরঃ কৃষ্ণঃ কংসকোশিনিষুদনঃ ॥ ২
যে তত্র কৃষ্ণঃ পশুন্তি সুরাসুরনমস্কৃতম্ ।
সম্বর্ষণং সুভদ্রাঞ্চ ধন্বন্তো নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৩
জৈলোক্যাধিপতিং দেবং সর্বকামফলপ্রদম্ ।
যে ধ্যায়ন্তি সদা কৃষ্ণং যজ্ঞান্তে নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥

কৃষ্ণে রক্তাঃ কৃষ্ণমহুস্মরন্তি

রাত্ৰৌ চ কৃষ্ণঃ পুনরুৎখত্যে ।

তে ভিন্নদেহাঃ প্রবিশন্তি কৃষ্ণঃ

হবির্বিধা মজ্জহন্তঃ হতাশম্ ॥ ৫

গণ! এই আমি কর্তৃক সেই অনন্তমাহাশ্রয়
কীৰ্ত্তিত হইল। শত বর্ষও কে তাহার
গুণগণ বর্ণন করিতে শক্তি হয়? ৫২—৬৩।
যট্‌সপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৬॥

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—নরগণের ভুক্তি-মুক্তি-
প্রদ, সুহৃৎভ অনন্তমাহাশ্রয় এবং পুরুষো-
ত্তম ক্ষেত্র এই আমি বর্ণন করিলাম।
যেখানে পুণ্ডরীকাক্ষ শঙ্খ-চক্র-গদাধর
শীতাহর কংসকোশিনিষুদন কৃষ্ণ বিরাজ-
মান আছেন, সেই ক্ষেত্রে যাহারা
সুরাসুর-নমস্কৃত কৃষ্ণকে, সুভদ্রাকে বা
সম্বর্ষণকে দর্শন করে, তাহারাই ধন্য; ইহাতে
সংশয় নাই। যাহারা কৃষ্ণে রক্ত, হইয়া
কৃষ্ণকেই অমুসরণ করে, রাত্রে উত্থান

তস্মাৎসদা যুনিশ্রেষ্ঠাঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ।
তস্মিন্ক্ষেত্রে প্রযত্নেন দ্রষ্টব্যো মোক্ষকাক্ষিক্তিঃ
শয়নোত্থাপনে কৃষ্ণং যে পশুন্তি মনীষিণঃ ।
হলায়ুধং সুভদ্রাঞ্চ হরেঃ স্থানং ব্রজন্তি তে ॥ ৭
সর্বকালেহপি যে ভক্ত্যা পশুন্তি পুরুষোত্তমম্
রৌহিণেয়ং সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি তে
আন্তে যন্ততুরো মানসান্বারিকানপুরুষোত্তমে ।
পৃথিব্যাস্তীর্থযাত্রায়াঃ ফলং প্রাপ্নোতি চাধিকম্
যে সর্বকালং তত্রৈব নিবসন্তি মনীষিণঃ ।
জিতেন্দ্রিয়া জিতক্রোধা লভন্তে তপসঃ ফলম্
তপস্তপ্ত্বা তীর্থেষু বর্ষাণামযুতং নরঃ ।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি মাসেন পুরুষোত্তমে ॥
তপসা ব্রহ্মচর্যেণ সঙ্গত্যাগেন যৎফলম্ ।
তৎফলং সততং তত্র প্রাপ্নুবন্তি মনীষিণঃ ॥ ১২
সর্বতীর্থেষু যৎপুণ্যং স্নানদানেন কীৰ্ত্তিতম্ ।

করিয়াও কৃষ্ণকেই ভাবনা কবে, তাহার
দেহান্তে হতাশনে মজ্জিত হবির জায়
কৃষ্ণেতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। অত-
এব হে যুনিশ্রেষ্ঠগণ! মোক্ষকাক্ষী জনগণ
কর্তৃক সেই ক্ষেত্রে কমললোচন কৃষ্ণ
দ্রষ্টব্য। যে মনীষিগণ শয়ন ও উত্থান
দিনে কৃষ্ণকে, হলায়ুধকে ও সুভদ্রাকে
দর্শন করে, তাহার হরির স্থান প্রাপ্ত হয়।
যাহারা পর্বকালে ভক্তিসহকারে সেই
পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, রৌহিণেয় ও সুভদ্রাকে
দর্শন করে, তাহার বিষ্ণুলোকে যায়। যে
যাক্তি বর্ষাকালের চারি মাস সেই পুরুষো-
ত্তমে বাস কবে, সে পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থ-
যাত্রা অপেক্ষাও অধিক ফল প্রাপ্ত হয়।
যাহারা জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ হইয়া
সর্বকাল সেই ক্ষেত্রে বাস করে, তাহার
তৎকাল তপস্যার ফল প্রাপ্ত হয়। ১—১০।
নর অপর তীর্থে অযুত বৎসর তপস্যা
করিয়া যে ফল পায়, পুরুষোত্তমে তাহা এক
মাসেই লাভ করে। তপস্যা, সঙ্গত্যাগ ও
ব্রহ্মচর্যের যে ফল, মনীষিগণ সেখানে
সতত সেই ফল প্রাপ্ত হইবেন। মনীষা-

তৎফলং সততং তত্র প্রাপ্নুবন্তি মনীষিণঃ ॥১৩
সম্যক্‌তীর্থেন যৎ প্রোক্তং ত্রতেন নিয়মেন চ
তৎফলং লভতে তত্র প্রত্যহং প্রযতঃ শুচিঃ ॥
যন্ত নানাবিধৈর্জ্যৈঃ ফলং লভতে নরঃ ।
তৎফলং লভতে তত্র প্রত্যহং সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥
দেহং ত্যজন্তি পুরুষাস্তত্র যে পুরুষোত্তমৈঃ ।
কল্পবৃক্ষঃ সমাসাদ্য মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬
বটসাগরয়োর্মধ্যে যে ত্যজন্তি কলেবরম্ ।
তে দুর্লভং পরং মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥
অনিচ্ছন্নপি যন্তত্র প্রাণাস্ত্যজতি মানবঃ ।
সোহপি হুঃখবিনির্মুক্তো মুক্তিং প্রাপ্নোতি
দুর্লভাম্ ॥ ১৮

কুমিকোটপতঙ্গাদ্যাস্তীর্থাগ্‌ যোনিগতাস্তে যে ।
তত্র দেহং পরিত্যজ্য তে যান্তি পরমাং গতিম্
ব্রাহ্মিণঃ লোকত্র পশুধ্বমমৃততীর্থং প্রাপ্তি দ্বিজাঃ
পুরুষাখ্যেন যৎপ্রাপ্তমমৃততীর্থফলাদিকম্ ॥ ২০
সকুৎপশ্চাতি যো মত্তাঃ শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্ ।

সম্পন্ন জনেরা সর্বতীর্থে স্থান-দানে যে
যে ফল কৌত্তিত হয়, সেখানে তাহাই
লাভ করেন। সম্যকরূপে অবস্থিত ব্রত,
নিয়ম ও তীর্থযাত্রা দ্বারা যে ফল হয়, প্রযত
ও শুচি মানব সেখানে প্রত্যহ সেই
ফলই প্রাপ্ত হয়। নর নানাবিধ যজ্ঞ
করিয়া যে ফল লাভ করে, সেখানে
সংযতেন্দ্রিয় হইলেও প্রত্যহ সেই ফলই
প্রাপ্ত হয়। সেই পুরুষোত্তমের কল্প-
বৃক্ষসমীপে যে সকল পুরুষ দেহত্যাগ করে,
তাহারা নিঃসংশয় মুক্ত হয়। যাহারা বট ও
সাগরের মধ্যভাগে কলেবর ত্যাগ করে,
তাহারা দুর্লভ পরম মোক্ষ লাভ করিতে
পারে, সংশয় নাই। যে মানব অনিচ্ছাবশেও
সেখানে প্রাণত্যাগ করে, সেও হুঃখবিনির্মুক্ত
হইয়া দুর্লভ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। যে সকল জীব
কুমি-কোট-পতঙ্গাদি যোনিতে জন্মিয়াছে,
তাহারাও সেই স্থানে দেহ বিসর্জন করিয়া
পরম গতি প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজগণ!
লোকের ব্রাহ্মি দেখ, এক পুরুষোত্তমের

পুরুষাণাং সহশ্রেষু স ভবেদুত্তমঃ পুমান্ ॥ ২১
প্রকৃতেঃ স পরো যস্মাৎ পুরুষাদপি চোত্তমঃ ।
তস্মাদ্বেদে পুরাণে চ লোকেহস্মিনপুরুষোত্তমঃ
যোহসৌ পুংসে বেদান্তে পরমাশ্চেতুদাক্ততঃ
আন্তে বিখ্যাপকারায় তেনাসৌ পুরুষোত্তমঃ
পাথি অশানে গৃহমণ্ডপে বা
যথ্যা প্রদেশেষাপি যত্র কুত্র ।
ইচ্ছন্নানিচ্ছন্নপ তত্র দেহঃ
সন্ত্যজ্য মোক্ষং লভতে মনুষ্যঃ ॥ ২৪
তস্মাৎসর্বপ্রযত্নেন তস্মিন্‌ক্ষেত্রে দ্বিজোত্তমাঃ ।
দেহত্যাগো নরৈঃ কার্য্যঃ সম্যগ্যোজ্যভি-
কার্জ্যভিঃ ॥ ২৫

পুরুষাখ্যাস্ত মাংসাত্ম্যঃ ন ভূতঃ ন ভবিষ্যতি ।
ত্যাগ্য যত্র নরো দেহঃ মুক্তিং প্রাপ্নোতি
দুর্লভাম্ ॥ ২৬
শুনানামেকদেশোহহং ময়া ক্ষেত্রেণ কৌত্তিতঃ ।

সর্বতীর্থের ফল পাওয়া যাইলেও তাহারা
অমৃততীর্থের প্রতি ধাবিত হয়। যে মর্ত্য
শ্রদ্ধাসহকারে একবারও পুরুষোত্তমকে দর্শন
করে, সহস্র পুরুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম
পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়। ১১—২১।
যেহেতু তিনি প্রকৃতির পরবর্তী অথচ পুরুষ
অপেক্ষা উত্তম; সেইজন্ত বেদে পুরাণে ও
লোকে “পুরুষোত্তম” নামে খ্যাত হইয়া-
ছেন। বেদান্তে ও পুরাণে যিনি পরমাত্মা
বলিয়া উদাহৃত হইয়াছেন, তিনিই বিশ্বের
উপকারসাধনার্থ উক্তরূপে পুরুষোত্তম নামে
খ্যাত হইতেছেন। সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পথে, অশানে, গৃহমণ্ডপে
কিছা রথ্যা প্রদেশে—যে কোন স্থানে দেহ-
ত্যাগ করিয়া মনুষ্য আশ্রয় মোক্ষলাভ করিতে
পারে। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই নিমিত্ত
সম্যক্‌ মোক্ষাকাজী নরগণের পক্ষে সর্ব-
প্রযত্নে সেইস্থানে দেহত্যাগ কর্তব্য। যেখানে
নর দেহত্যাগ করিয়াই দুর্লভ মুক্তি প্রাপ্ত
হয়, সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মাংসাত্ম্যসদৃশ
অপর কোন কিছুই মাংসাত্ম্য হয়ও নাই,

কঃ সমস্তান্ গুণান্ বকুং শক্তো বর্ষশতৈরপি ॥
যদি যুগং মুনিশ্রেষ্ঠা মোক্ষমিচ্ছত শাশ্বতম্ ।
তন্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে নিবসধ্বমতল্লিতাঃ ॥২৮
ব্যাস উবাচ ।

তে তন্ত বচনং শ্রদ্ধা ব্রহ্মণোহব্যক্তজয়নঃ ।
নিবাসং চক্রিরে তত্র অবাপুঃ পরমং পদম্ ॥ ২৯
তন্মাদ্ যুগং প্রযত্নেন নিবসধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ ।
পুরুষাণ্যে বরে ক্ষেত্রে যদি মুক্তিমভীপসথ ॥ ৩০

ইতি শ্রীভাষ্ক্রে ক্ষেত্রমাহাত্ম্যাবর্ণনং সপ্তসপ্ত-
ত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৭ ॥

অষ্টসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তন্মিন্ ক্ষেত্রে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সর্বসমুদ্রাবাহে ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং কলদে পুরুষোত্তমে ॥ ১
কণ্ঠীর্নাম মহাতেজা পুংসিঃ পবনবাশ্বিকঃ ।
সত্যবাদী শুচিদাগুঃ সর্বভূতহিতৈ রতঃ ॥ ২

হইবেও না। ঐ ক্ষেত্রের গুণগণের এক-
দেশ মাত্র আমা কর্তৃক এই কীর্তিত হইল।
শতবর্ষেও কেইবা উহার সমস্ত গুণ বর্ণন
করিতে শক্ত হয়? হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা
যদি শাশ্বত মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা কর, তবে সেই
পুণ্যক্ষেত্রবরে অভিজিতভাবে বাস কর।
ব্যাস বলিলেন,—সেই মুনিগণ গব্যাক্ত
জন্মা ব্রহ্মার এই সকল বাক্য শুনিয়া
সেই ক্ষেত্রে বাস করিলেন এবং পরে
পরমপদপ্রাপ্ত হইলেন। অতএব হে
দ্বিজোত্তমগণ! তোমরাও যদি মুক্তি কামনা
কর, তাহা হইলে সেই পুরুষাণ্য বর ক্ষেত্রে
যত্নসহকারে নিবাস কর। ২২—৩০।

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৭ ॥

অষ্টসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সর্বা
জীবের সুগাবহ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের

জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ।
অবাপ পরমাং সিদ্ধিমায়াধ্য পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩
অন্তেষুপি তত্র সংসিদ্ধা মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।
সর্বভূতহিতা দান্তা জিতক্রোধা বিমৎসরাঃ ॥ ৪
মুনয় উচুঃ ।

কোহসৌ কণ্ঠঃ কথং তত্র জগাম পরমাং গতিম্
শ্রোতুমিচ্ছামহে তন্ত চরিতং ব্রহ্মি সন্তম ॥ ৫
ব্যাস উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনিশাঙ্গুলাঃ কথং তন্ত মনোহরাম্ ।
প্রবক্ষ্যামি সমাসেন মুনেস্তন্ত বিচেষ্টিতম্ ॥ ৬
পবিভ্রে গোমতীতীরে বিজনে স্মমনোহরে ।
কন্দমূলকলৈঃ পূর্ণে সমিৎপুশ্পকুশাঘিভৈঃ ॥ ৭
নানাজমলতাকীর্ণে নানাপুষ্পোপশোভিতৈঃ ।
নানাপক্ষিক্রতে রম্যে নানামৃগগণাঘিভৈঃ ॥ ৮
তত্রাশ্রমপদং কণ্ঠোর্বভূব মুনিসন্তমাঃ ।
সর্বকুলপুষ্পাঢ্যঃ কদলীখণ্ডমণ্ডিতম্ ॥ ৯

কলদাগ্রী সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে কণ্ঠ নামে
এক ঋষি ছিলেন। মহাতেজা, সত্যবাদী,
পরম ধার্ম্মিক, শুচি, দান্ত, সর্বভূতহিত-নিরত,
জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, ও বেদবেদাঙ্গ-পারগ
সেই ঋষি পুরুষোত্তমের আরাধনা করিয়া
পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। তন্নির সর্ব-
ভূতহিতকারী দান্ত জিতেন্দ্রিয় বিমৎ-
সর সংশিতব্রত কত মুনি তথায় সংসিদ্ধ
হইয়াছেন। মুনিগণ বলিলেন,—হে সন্তম!
সেই কণ্ঠ মুনি কে? কি প্রকারেই বা তিনি
সেখানে যাইয়া পরমগতি পাইলেন? তাঁহার
বহুল চরিত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি।
ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশাঙ্গুলগণ। তাঁহার
মনোহর কথা শ্রবণ করুন। সংক্ষেপে
সেই মূনির চরিত্র বলিতেছি। পবিভ্রে
গোমতীতীরে কন্দমূলকলপূর্ণ, সমিৎপুশ্প-
কুশাঘিত, নানাজমলতাকীর্ণ, নানাপুষ্পোপ-
শোভিত, নানাপক্ষিক্রম-রম্য, নানামৃগ-
গণাঘিত, স্মমনোহর এক বিজন প্রদেশে
কণ্ঠমূনির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে
মুনিসন্তমগণ। উহা সর্বভূতজাত কল

তপস্তপে মুনিস্তত্র স্তমহং পরমাকৃতম্ ।
 ব্রতোপবাসৈর্নিয়মৈঃ স্নানমৌনভ্রুসংযমৈঃ ॥ ১০
 গ্রীষ্মে পঞ্চতপা ভূষা বর্ষায় হৃদিলেশয়ঃ ।
 আর্জবাসাত্ হেমন্তে স তপে স্তমহতপঃ ॥ ১১
 হৃষ্টা তু তপসো বীৰ্য্যঃ মুনৈস্তত্র সুবিস্মিতাঃ ।
 বহুবুর্দেবগন্ধর্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরাস্তথা ॥ ১২
 ভূমিঃ তথাস্তরীকক দিবক মুনিসত্তমাঃ ।
 কণ্ডুঃ সন্তাপয়ামাস ত্রৈলোক্যঃ তপসো বলাৎ ॥
 অহোহস্ত পরমং ধৈর্য্যমতোহস্ত পরমং তপঃ ।
 ইত্যক্রবৎস্তদা হৃষ্টা দেবাস্ত* তপসি স্থিতম্ ॥ ১৩
 মন্ত্রয়ামাসুরব্যাগ্রাঃ শক্রেণ সহিতাস্তদা ।
 ভয়ান্তত্র সমুদ্রিগান্তপোবিষ্মভীতবঃ ॥ ১৪
 জাহ্না তেষামভিপ্রায়ং শক্রস্থিভুবনেশ্বরঃ ।
 প্রলোচাখ্যাং বরারোহাং রূপযৌবনগর্ভিতাম্ ॥
 স্তমধ্যাং চাক্রজল্যাং তাং পীনশ্লোণিপয়োধরাং

সর্বলক্ষণসম্পন্নাং প্রোবাচ কলসুদনঃ ॥ ১৭
 শক্রে উবাচ ।
 প্রলোচে গচ্ছ শীঘ্রং ত্বং বদসৌ তপ্যতে মুনিঃ
 বিস্মাৎ তস্ত তপসঃ কোভয়ন্তাশ্চ স্প্রভে ॥ ১৮
 প্রলোচোবাচ ।
 তব বাক্যং শ্রুত্বৈষ্ঠ করোমি সততং প্রভো ।
 কিন্তু শক্রে মমৈবাত্ৰ জীবিতস্ত চ সংশয়ঃ ॥ ১৯
 বিভেতি ত্বং মুনিবরং ব্রহ্মচর্য্যভ্যে স্থিতম্ ।
 অত্যাগ্রং দীপ্ততপসং জলনার্কসমপ্রভম্ ॥ ২০
 জাহ্না মাং স মুনিঃ ক্রোধাঘিষ্মাং সমুপাগতাম্
 কণ্ডুঃ পরমতেজস্বী শাপং দাস্ততি হঃসহম্ ॥ ২১
 উর্কশী মেনকা রত্না যুতাচী পুঞ্জিকঙ্কলা ।
 বিখাচী সহজত্যা চ পূর্ষচিতিতিলোত্তমা ॥ ২২
 অলম্বুবা মিশ্রকেশী শশিলেখা চ বামনা ।
 অন্তাশ্চাপ্রসঃ সন্তি রূপযৌবনগর্ভিতাঃ ॥ ২৩
 স্তমধ্যাশ্চাকবদনাঃ পীনোরতপয়োধরাঃ ।
 কামপ্রধানকুশলাস্তাত্ৰ সরিয়োজয় ॥ ২৪

পুণে সমুদ্র ও কদলীবৃক্ষ-সমূহে মগ্নিত
 ছিল। কণ্ডুমুনি সেই আশ্রমে ব্রত উপ-
 বাস নিয়ম স্নান মৌন ও সংযমাদি সহ-
 কারে পরমাকৃত স্তমহং তপস্তা আরম্ভ
 করেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চতপাঃ, বর্ষায়
 ভূমিপায়ী, ও হেমন্তে আর্জবাসা হইয়া
 স্তমহং তপস্তা করেন। সেই মূনির তপো-
 বীৰ্য্য দর্শনে দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ বিভাধরাদি
 সকলেই সুবিস্মিত হইল। হে মুনিসত্তম-
 গণ! কণ্ডু মুনি তপস্তাপ্রভাবে ভুলোক,
 দ্ব্যলোক ও অন্তরীকলোক—ত্রিলোকেরই
 সন্তাপ ঘটাইলেন। ১—১৩। দেবগণ সেই
 তপঃপরায়ণ মুনিকে দেখিয়া “অহো! ইহার
 কি পরম ধৈর্য্য! কি পরম তপস্তা!”
 পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন। জাহ্নারা
 শেষে সেই মূনির ভয়ে ভীত হইয়া তপো-
 বিস্মাচরণ কামনায় অব্যাগৃহিতে শক্রেসহ
 মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ত্রিভুবনেশ্বর শক্রে
 দেবগণের অভিপ্রায় জানিয়া সেই মূনির
 তপঃকল নাশনকামনার প্রলোচা নারী বরা-
 রোহা, রূপযৌবন-গর্ভিতা স্তমধ্যা, চাক্রজল্যা,

পীনশ্লোণি-পয়োধরা, সর্বলক্ষণ-সম্পন্না
 অপ্সরাকে বলিলেন,—প্রলোচে! তুমি শীঘ্র
 যাও; সেই যে কণ্ডুমুনি, তপস্তা করিতেছেন,
 হে স্প্রভে! তাঁহার তপস্তার বিস্মাচরণার্থ
 তাঁহাকে কোভিত কর। প্রলোচা বলিল,—
 প্রভো! তোমার বাক্য সর্বদাই পালন করিয়া
 থাকি; কিন্তু এ কার্য্যে আমার শক্রে হই-
 তেছে; ইহাতে জীবনেও সংশয় হয়। ব্রহ্ম-
 চর্য্যভ্যে স্থিত দীপ্ততপাঃ জলনার্কসম-
 প্রভ সেই অত্যাগ্র মুনিকে আমি ভয় করি-
 তেছি। সেই পরম তেজস্বী কণ্ডুমুনি,
 আমাকে বিস্মাৎ উপাগতা জানিয়া কোপবশে
 হঃসহ শাপ দিবেন। উর্কশী, মেনকা, রত্না,
 যুতাচী, পুঞ্জিকঙ্কলা, বিখাচী, সহজত্যা, পূর্ষ-
 চিতি, তিলোত্তমা, অলম্বুবা, মিশ্রকেশী শশি-
 লেখা, বামনা এবং আরও রূপযৌবন-গর্ভিতা
 স্তমধ্যা, চাক্রদশনা, পীনোরত-পয়োধরা, কাম-
 প্রধানকর্ষে কুশলা কত অপ্সরা আছে; এ
 কার্য্যে তাহাদিগের কাহাকেও নিয়োগ করুন।

ব্রহ্মোবাচ ।

তত্ত্বান্তবচনঃ শ্রদ্ধা পুনঃ প্রাহ শচীপতিঃ ।
 তিষ্ঠন্তু নাম চাত্তান্তান্তঃ চাত্ত কুশ শ শুভে ॥
 কামঃ বসন্তঃ বায়ুঃ সহায়ার্থে দদামি তে ।
 তৈঃ সার্কং গচ্ছ সূত্রোণি যত্রান্তে স মহামুনিঃ
 শক্ৰস্ত বচনং শ্রদ্ধা তদা সা চাকুলোচনা ।
 জগামাকাশমার্গেণ তৈঃ সার্কং চাশ্রমং মুনৈঃ ॥২৭
 গতা সা তত্র রুচিরং দদর্শ বনমন্তমম্ ।
 মুনিঞ্চ দীপ্ততপসমশ্রমম্ভ্রমকল্যমম্ ॥ ২৮
 অপশ্ৰুৎ সা বনং রম্যং তৈঃ সার্কং নন্দনোপমম্
 সর্ষভুং বরপুষ্পাঢ্যং শাখামৃগগণাকুলম্ ॥ ২৯
 পুণ্যং পদ্মবলোপেতং সপল্লবমহাবলম্ ।
 শ্রোত্ৰয়মান সুমধুরান শব্দান খগমুখেরিতান ॥
 সর্ষভুকলভারাঢ্যান সর্ষভুকুসুমোজ্জলান ।
 অপশ্ৰুৎ পাদপাংশৈশ্চ বিহঙ্গৈরন্নাদিতান ॥৩১
 আত্মানামাতকান্ ভবান্নারিকেলান্ সান্দুকান
 অথ বিদ্বাংস্তথা জীবান্দাড্ভিমানবীজপূরকান ॥

ব্রহ্মা বলিলেন,—শচীপতি তাহার সেই
 কথা শুনিয়া পুনরায় কহিলেন,—অন্ত যাহারা
 আছে, থাকুক; শুভে! এ কর্ণে তুমিই
 কুশলা। এ কর্ণে তোমার সহায়ার্থ কাম,
 বসন্ত ও বায়ুকে দিব; সূত্রোণি! তুমি তাড়া-
 দিগের সহিত যেখানে সেই মূনি আছেন
 তথায় যাও। শক্ৰের সেই বচন শ্রবণে
 তখন সেই চাকুলোচনা বসন্তাদির সহিত
 জগামাকাশমার্গবল্বনে সেই মূনির আশ্রমে গমন
 করিল। সে যাইয়া তথায় সেই উত্তম বন
 ও সেই আশ্রমস্থ দীপ্ততপা অকল্যষ মুনিকে
 দেখিতে পাইল। সে সেই বসন্তাদি সহ
 তত্ত্বান্ত নন্দনবনোপম বন দেখিতে লাগিল।
 দেখিল,—এই বন সর্ষভুজাত-কুসুমসমর্ষিত,
 শাখামৃগগণে আকুল, পুণ্যজনক, পদ্মসমূহে
 উপেত ও পল্লব-শোভিত চূতাদি তরুনিকরে
 পরিমণ্ডিত। তত্ত্বান্ত পাদপ সকলে বিহঙ্গকুল
 নানাবিধ শব্দ করিতেছে; ঐ সকল পাদপ
 সর্ষভুজাত কলভারে সমধিত ও সর্ষভুজ
 কুসুমে উজ্জল। তাহাতে বিহগেরা যে বিবিধ
 শব্দ করিতেছে, তাহা শ্রবণমনোহর ও সুমধুর।

পনসাল্ল'কুচান্নীপান্ শিরীষান্ সুমনোহরান্ ।
 পারাবতাংস্তথা লোকানরিমেদান্নবেতসান্ ॥৩৩
 ভল্লাতকানামলকান্ শতপর্ণাংশ্চ কিংশুকান্ ।
 ইক্ষুদান্ করবীরাংশ্চ হরীতকীবীভীতকান্ ॥৩৪
 এতানন্তাংশ্চ সা বৃক্ষান্ দদর্শ পৃথুলোচনা ।
 তথৈবাত্মশোকপুন্নাগকেতকীবকুলানথ ॥ ৩৫
 পারিজাতান্ কোবিদারান্মন্দারেন্দীবরাংস্তথা
 পাটলাঃ পুষ্পিতা রম্যা দেবদারুজমাংস্তথা ॥৩৬
 শালাংস্তালাংস্তমালাংশ্চ নিচুলাল্লোমকাংস্তথা ।
 অস্তাংশ্চ পাদপশ্ৰেষ্ঠানপশ্ৰুৎকলপুষ্পিতান্ ॥ ৩৭
 চকোরৈঃ শতপত্রৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈস্তথা শুকৈঃ ।
 কোকিলৈঃ কলবিষ্টৈশ্চ হারীতৈজীবজীবকৈঃ ॥
 প্রিয়পুত্রৈশ্চাতকৈশ্চ তথাত্মৈববিবিধৈঃ খণ্ডৈঃ ।
 শ্রোত্ৰয়মাং সুমধুরং কুজভিচ্চাপ্যধিষ্ঠিতম্ ॥ ৩৯
 সরাসি চ মনাজানি প্রসন্নসালিনানি চ ।
 কুমুদৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ তথা নীলোৎপলৈঃশুভৈঃ

সেই পৃথুলোচনা দেখিল—কত আত্ম, আত্মা-
 তক, ভাব্য, নারিকেল, তিস্মুক, বিল্ব, জীব,
 দাড়িম, বীজপূর, পনস, লকুচ, নীপ,
 সুমনোহর শিরীষ, পারাবত, কোল,
 অরিমেদ, অন্নবেতস, ভল্লাতক, আমলক,
 শতপর্ণ, কিংশুক, ইক্ষুদ, করবীর, হরিতকী
 ও বিভীতক, এ সকল এবং অস্তান্ত নানা-
 বিধবৃক্ষ বিরাজমান। আরও কত অশোক,
 পুন্নাগ, কেতকী, বকুল, পারিজাত, কোবিদার,
 মন্দার, ইন্দীবর, পুষ্পিত রম্য পাটলা,
 দেবদারু, শাল, তাল, তমাল, নিচুল, লোমক
 প্রভৃতি ফলিত পুষ্পিত শ্রেষ্ঠ পাদপ দেখিতে
 পাইল ১৪—৩৭। দেখিল—চকোর, শতপত্র,
 ভৃঙ্গরাজ, শুক, কোকিল, কলবিষ্ট, হারীত,
 জীবজীবক, প্রিয়পুত্র, চাতক এবং আরও
 নানাবিধ পক্ষীর। সেই সকল বৃক্ষে অধিষ্ঠিত
 থাকিয়া শ্রোত্ৰয়মা সুমধুর কুজন করিতেছে।
 কত প্রসন্নসাল-সম্পন্ন, মনোজ্ঞ সরোবর
 আছে; কুমুদ, কল্যার, কমল, বেত-
 কমল, নীলোৎপলাদি শুভ জলপুষ্পে সে সকল
 সমাচিত এবং কদম্ব, চক্রবাক, জলকুবুট,

কঙ্কায়ৈঃ কমলৈশ্চৈব আচিহানি সমস্ততঃ ।
কাদবৈশ্চক্রবাকৈশ্চ তথৈব জলকুক্কুটৈঃ ॥ ৪১
কারণবৈবকৈঃসৈঃ কূর্মৈর্মদৃশ্চতিরেব চ ।
এতৈশ্চাশ্চৈশ্চ কৌর্ণানি সমস্তাজ্জলচারিভিঃ ॥ ৪২
ক্রমেণৈব তথা সা তু বনঃ বভ্রাম তৈঃ সহ ।
এবং দৃষ্ট্বা বনঃ রম্যঃ তৈঃ সাক্ষিঃ পরমাদৃতম্ ॥
বিশ্ময়োৎফুল্লনয়না সা বভূব বরাঙ্গনা ।
প্রোবাচ বায়ুঃ কামঞ্চ বসন্তঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৩
প্রমোচোবাচ ।

কুক্কুটঃ মম সাভাযা যুযুঃ সর্পে পৃথকৃপৃথক্ ॥ ৪৪
ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তদা সা তু তথৈত্যাভা সুরৈর্দ্বিজাঃ ।
প্রভাবাচাদ্য যাস্মায় যত্রাসৌ সংস্থিতো মুনিঃ
অদ্য তং দেহযন্তারঃ প্রযুক্তেন্নিযবাজিনম্ ।
স্মরশস্ত্রগলদংশিঃ করিষ্যামি কুসারথিম্ ॥ ৪৫
ব্রহ্মা জনাৰ্দ্দনো বাপি যদি বা নীললোহিতঃ ।
তথাপ্যদ্য করিষ্যামি কামং ক্রতাস্তরম্ ॥ ৪৬
ইত্যাভ্যুত প্রযযৌ সাথ যত্রাসৌ তিষ্ঠতে মুনিঃ ।

কারণব, বক, হংস, মদুগ, কূর্ম ও অশ্বাশ্ব
নানা জলচর জীবের চতুর্দিকে পরিবাস্ত।
হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই বরাঙ্গনা প্রমোচা
পূরোক্ত বসন্তাদি-সহ ক্রমে ক্রমে ভ্রমণ
করিতে করিতে এইরূপ রম্য পরমাদৃত বন
দর্শন করত বিশ্ময়োৎফুল্লনয়নে বয়ু, কাম ও
বসন্তকে বলিল,—তোমরা “সকলে পৃথকৃ
পৃথকৃভাবে আমার সাহায্য কর। তাহার
বলিল,—“তাহাই করিতেছি।” তখন প্রমোচা
বলিল—“যেখানে সেই মুনি আছেন, আমি
সেখানে যাই। যিনি দেহরথের নিয়ন্তা, ও
ইন্দ্রবাহগণের যথাযোগ্য নিয়োগকারী,—
যাহার তেজঃপুঞ্জ শর-শস্ত্রবৎ বহির্গত হই-
তেছে, সেই মুনিকে আজি আমি কুসারথি
করিব। অদ্য যদি ব্রহ্মা বা জনাৰ্দ্দন কিম্বা
নীললোহিত শিবও আইসেন, তথাপি সেই
মুনির অন্তর আমি কামবাণে কত করিব।”
এই বলিয়া মুনির তপঃপ্রভাবে প্রশান্তস্থাপদ
সেই আশ্রমস্থানে গমন করিল। সেই বরা-

মুনেস্তপঃপ্রভাবেণ প্রশান্তস্থাপদাশ্রমম্ ॥ ৪২
সা পুংস্কোকিলমাধুধ্যে নদীতীরে ব্যবস্থিতা ।
স্তোকমাত্রং স্থিতা তস্মাদগায়ত বরাঙ্গরাঃ ॥ ৪৩
ততো বসন্তঃ সহসা বলং সমকরোত্তদা ।
কোকিলারাবমধুরমকালিকমনোহরম্ ॥ ৪৪
ববৌ গন্ধবহশ্চৈব মলয়াদ্রিনিকেতনঃ ।
পুষ্পাঙ্কুচ্চাবচায়েধ্যান্ পাতয়ংশ্চ শনৈঃ শনৈঃ
পুষ্পবাণবহশ্চৈব গচ্ছা তস্য সমীপতঃ ।
মুনেশ্চ ক্ষোভয়াগাম কামস্তস্থাপি মানসম্ ॥ ৪৫
ততো গীতধ্বনিঃ শ্রুত্বা মুনিবিশ্মিতমানসঃ ।
জগাম যত্র সা সুভ্রুঃ কামবাণপ্রপীড়িতঃ ॥ ৪৬
দৃষ্ট্বা তামাহ সংহৃষ্টো বিশ্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ।
ভ্রষ্টোত্তরীযো বিকলঃ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ॥ ৪৭
পথিকৃনাচ ।

কাসি কস্ত্যাসি সুশ্রোণ সুভগে চাকুহাসিনি ।
মনে হবসি মে সুভ্রু কহিস্তাহা সুমধ্যমে ॥ ৪৮
প্রমোচোবাচ ।

তব কন্মকরা চাভঃ পুষ্পার্থমহমাগতা ।

পরা পুংস্কোকিলরবমধুর নদীতীরে যাইয়া
অবস্থান করিল। সেখানে কিছুকাল পরে
গান করতে আরম্ভ করিল। ৪৮—৪৯।—
তখন বসন্তও সহসা নিজ সামর্থ্য বিস্তার
করিল। অকালমনোহর কোকিলরবে আশ্রম
মুখারত হইয়া উঠিল। মলয়াচলবাসী বায়ু
বাহতে লাগিল এবং নানাজাতীয় গন্ধ পুষ্প
সকল শনৈঃ শনৈঃ পাতিত করিতে থাকিল।
পুষ্পবাণধর কামও সেই মুনির সমীপে
যাইয়া তাঁহার মানস ক্ষোভিত করিল।
পরে মুনি সেই গীতধ্বনি শুনিয়া বিশ্মিতচিত্তে
কামবাণ-প্রপীড়িত হইয়া সেই সুভ্রু যেখানে
অবস্থান করিতোছিল, তথায় গমন করিলেন;
গমনকালীন তদীয় উত্তরীয় বস্ত্রখানি পথেই
পড়িয়া গেল। তিনি পুলকাঙ্কিত দেহে
তাহাকে কাহলেন,—অহি সুশ্রোণ! তুমি
কে? সুভগে, চাকুহাসিনী তুমি কাহার?
সুভ্রু! তুমি আমার মন হরণ করিতেছ,
সুমধ্যমে! সত্য বল। প্রমোচা বলিল,—

আদেশঃ দেখি যে কিপ্রঃকিংকরোমি তবাজরা
ব্যাস উবাচ ।

ঋত্বৈবং বচনং তন্ত্ৰাস্ত্যাক্ষা ধৈর্যং বিমোহিতঃ
আদায় হস্তে তাং বালাং প্রবিবেশ অম্বাশ্রমম্
ততঃ কামশ্চ বায়ুশ্চ বসন্তশ্চ দ্বিজোক্তমাঃ ।
জম্বুধীগতং সর্কো রুতরুত্যাশ্রিবিষ্টপম্ ॥ ৫১
শশংসুশ্চ হরিং গহ্বা তন্ত্ৰাস্ত্যশ্চ চ চেষ্টিতম্ ।
ঋত্বা শক্ৰস্তদা দেবাঃ প্রীতাঃ সুমনসোহভবন
স চ কণ্ডুস্তয়া সার্কং প্রবিশমেব চাশ্রমম্ ।
আশ্রমঃ পরমং রূপককার মদনাকৃতি ॥ ৫২
রূপযৌবনসম্পন্নমতীব সুমনোহরম্ ।
দিব্যালঙ্কারসংযুক্তং যোড়শবৎসরাকৃতি ॥ ৫৩
দিব্যবস্ত্রধরং কান্তং দিব্যশূঙ্গগন্ধভূষিতম্ ।
সর্কোপভোগসম্পন্নং সহসা তপসো বলাৎ ॥ ৫৪
দৃষ্ট্বা সা তন্ত্ৰ তদ্বীৰ্য্যং পরং বিস্ময়মাগতা ।

আমি আপনার কিঙ্করী । আমি পুষ্প-
চয়নার্থ আসিয়াছি । আপনার আত্মাশ্র-
মারে কোন কাজ করিব, অবিলম্বে তাহা
আদেশ করুন । ব্যাস বলিলেন,—
মুনিবর কণ্ডু তাহার এইরূপ বাক্য অবশে
ধৈর্য্য বিসর্জনপূর্ব্বক বিমোহিতচিত্তে সেই
বালার হস্ত ধারণ করত নিজ আশ্রমে
প্রবেশ করিলেন । হে দ্বিজোক্তমগণ !
পরে কাম, বায়ু, বসন্ত ইহার সকলে রুত-
রুত্যা হইয়া আশ্রিপষ্টপ ধামে প্রতিগমন
করিল । তাহার। যাইয়া ইন্দ্রকে সেই
মুনি ও প্রমোচ্যার আচরণ নিবেদন করিল ।
তাহা শুনিয়া শক্ৰ ও অম্বাস্ত্র দেবগণ প্রীত
ও স্বচ্ছান্তঃকরণ হইলেন । ৫১—৫০ । সেই
কণ্ডু মুনিও তাহার সহিত আশ্রমমধ্যে
প্রবেশ করিয়াই নিজের পরম সুন্দর
মদনাকৃতি রূপ বিধান করিলেন । তিনি
তপোবলে সহসা রূপ-যৌবনসম্পন্ন, অতীব
সুমনোহর, দিব্যালঙ্কারসংযুক্ত, দিব্যবস্ত্র-
ধর, দিব্যশূঙ্গগন্ধ-ভূষিত, সর্কোপভোগ-
সম্পন্ন, যোড়শবর্ষীয় যুবার স্তায় রূপ ধারণ
করিলেন । প্রমোচা তাঁহার সেই তপোবল

অবহোহস্ত তপসো বীৰ্য্যমিত্যাক্ষা মুদিতাভবৎ
জ্ঞানং সজ্জাং জপং হোমং স্বাধ্যায়ঃ

দেবতার্চনম্ ।

ব্রতোপবাসনিয়মং ধ্যানক মুনিসন্তমাঃ ॥ ৫৫
তাক্ষা স রেমে মুদিতস্তয়া সার্কমহনিশম্ ।
ময়থাবিষ্টহৃদয়ো ন বুবোধ তপঃকমম্ ॥ ৫৬
সজ্জারাজিদিবাপক্ষ্যাসম্বর্ঘনহায়নম্ ।
ন বুবোধ গতং কালং বিষয়াসক্তমানসঃ ॥ ৫৭
সা চ তং কামজৈর্ভীতবিরিদ্ভা রহসি দ্বিজাঃ ।
বরয়ামাস সুশ্রোণীঃ প্রলাপকুশলা ওদা ॥ ৫৮
এবং কণ্ডুস্তয়া সার্কং বর্গণামধিকং শতম্ ।
অতিষ্ঠমন্দরদ্রোণ্যাং গ্রাম্যধর্ম্মরতো মুনিঃ ॥ ৫৯
সা তং প্রাহ মহাভাগ গম্ভিমিচ্ছাম্যহং দিবম্ ।
প্রসাদসুখো ব্রহ্মমুজাতুং সমর্থসি ॥ ৬০
তথৈবমুক্তঃ স মুনিস্তপ্তামাসক্তমানসঃ ।
দিনানি কতিচিদ্ভদ্রে স্বীয়তামিত্যভাবত ॥ ৬১
এবমুক্তা ততস্তেন সাগ্রঃ বর্ষশতঃ পুনঃ ।
বুভুজে বিষয়াঃস্বপ্নী তেন সার্কং মহাশ্রম ॥ ৬২

দেখিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইল । সে মনে
মনে “অহো ইহার কি তপোবল !” এই
কথা বলিয়া মুদিত-মনে তথায় অবস্থান
করিল । কণ্ডু মুনি ময়থাবিষ্ট-হৃদয়ে, জ্ঞান,
সজ্জা, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, দেবতার্চন, ব্রত,
উপবাস, নিয়ম ও ধ্যানাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক
অহনিশ তাহার সহিত সুরতাসক্ত হইলেন ।
তাঁহার তপস্তা যে কয় পাইতেছে, তাহা
বুঝিতে পারিলেন না । সেই বিষয়াসক্ত-
মনা মুনি সজ্জা, রাজি, দিবা, পক্ষ, ঘাস,
শতু, অয়ন, হায়ন, ইত্যাদি অতীতকাল
কিছুই জানিতে পারিলেন না । বাগ্‌বিত্তাস-
কুশলা বিদক্ষা সুশ্রোণী প্রমোচাও নির্জমে
কামজ ভাবসমূহে তাঁহাকে বরণ করিল ।
সেই কণ্ডুমুনি এই ভাবে মন্দরদ্রোণীতে সেই
প্রমোচ্যার সহিত কামক্রীড়ায় নিরত হইয়া
শতাধিক বৎসর অতিবাহিত করিলেন ।
তার পর একদা প্রমোচা তাঁহাকে কহিল,—
হে মহাভাগ, ব্রহ্মন্ ! আমি স্বর্গে যাইতে

অমুখ্যঃ দেহি ভগবন্ ব্রজামি ত্রিদশালয়ঃ ।
উক্তন্তয়েতি স পুনঃ স্বীয়তামিত্যভাবত ॥ ৭০
পুনর্গতে বর্ষশতে সাধিকে সা শুভাননা ।
যাম্যহং ত্রিদিবং ব্রজন্ প্রণয়ন্তিতশোভনম্ ॥
উক্তন্তয়েবং স মুনিঃ পুনরাহায়তেব্রজাম্ ।
ইহান্ততাং ময়া সূত্র চিরং কালং গমিষ্যসি ॥
তচ্ছাপভীতা সূত্রোণী সহ তেনর্ষিণা পুনঃ ।
শতদ্বয়ং কিঞ্চিদনং বর্ষণাং সমতিষ্ঠত ॥ ৭৬
গমনায় মহাভাগো দেবরাজনিবেশনম্ ।
প্রোক্তঃ প্রোক্তন্তয়া তদ্ব্যা স্বীয়তামিত্যভাবত
তস্ত শাপভয়াস্তৌর্যদাক্ষিণ্যেন চ দক্ষিণা ।
প্রোক্তা প্রণয়ন্তভাতিবেদেনৌ ন জ্ঞেয়ো মুনিম্ ॥
তয়া চ রমতস্তস্ত পরমর্ষেরহনিশম্ ।

ইচ্ছা করি, তুমি প্রাসাদসুখ হইয়া অমু-
মতি কর। তদাসক্ত-মানস সেই মুনি
তৎকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বলিলেন,—
ভদ্রে! আরও কয়েকদিন থাক। সেই
তবী প্রয়োচ এইরূপ উক্ত হইয়া পুনরায়
পূর্ণ শত বৎসর সেই মহাশয় সহিত বিষয়-
ভোগে অভিবাহিত করিল। পরে সে
আবার “ভগবন্! ত্রিদশালয়ে যাইব,
অমুমতি করুন।” এই কথা কহিলে মুনিও
পূর্ববৎ “আরও কয়েকদিন থাক” এই বাক্য
বলিলেন। পুনর্বার শতবর্ষাধিক কাল
অতীত হইলে সেই শুভাননা প্রণয়ন্ত-
সুন্দর-মুখে “ব্রজন্! আমি ত্রিদিবে যাইব”
এই কথা কহিলে সেই মুনি বলিলেন,—
সূত্র! আমার সঙ্গে আরও কিছু দীর্ঘকাল
এখানে থাক; শেষে যাইও।”
সেই সূত্রোণী তাঁহার শাপভয়ে
ভীতা হইয়া পুনরায় সেই ঋষির সহিত
কিঞ্চিৎ কম দুইশত বর্ষ বাস করিল।
সেই তবী প্রয়োচ দেবরাজ-নিবেশনে
যাইবার জন্ত যতবারই বলিত, মুনি তদন্তরে
“আরও কিছুদিন থাক” এই কথাই
বলিতেন। প্রণয়ন্ত-সুখাভিজ্ঞা, মুনির

নবং নববহুং প্রেম যদ্ব্যাসক্তচেতসঃ ॥ ৭১
একদা তু স্বরাষ্ট্রো নিশ্চক্রামোটজামুনিঃ ।
নিজামন্তকং কুজেতি গম্যতে প্রাহ সা শুভ ॥
ইত্যুক্তঃ স তয়া প্রাহ পরিবৃন্তমহং শুভে ।
সম্ব্যোপান্তং করিষ্যামি ক্রিয়ালোপোহন্তথা

ভবেৎ ॥ ৮১

ততঃ প্রহন্ত মুদিতা সা তঃ প্রাহ মহামুনিম্ ।
কিমদ্য সর্গধর্মজ্ঞ পরিবৃন্তমহন্তব ।
গতমেতন্ন কুরুতে বিশ্বয়ঃ কন্ত কথ্যতে ॥ ৮২
মুনিকবাচ ।
প্রাতঃস্বাগতা ভদ্রে নদীতীরমিদং শুভম্ ।
ময়া দৃষ্টাসি সূত্রোণি প্রবিষ্টা চ মমাম্রমম্ ॥ ৮৩
ইয়ং বর্ততে সন্ধ্যা পরিণামমহো গতম্ ।
অবহাসঃ কিমর্থোহয়ং সন্তাবঃ কথ্যতাং মম ॥

শাপভয়ে ভীক, ও দাক্ষিণ্যগুণে দক্ষিণা
সেই প্রয়োচাও ঐরূপ উক্তা হইয়া তাঁহাকে
ত্যাগ করিল না। তৎসহ রম্যমাণ যদ্ব্যাসক্ত-
চিত্ত সেই পরম ঋষির অহর্নিশ নব নব
প্রেম জগ্নিতে লাগিল। ৬১—৭২। তার পর
একদা সেই মুনি স্বরা সহকারে উটজ হইতে
বহির্গত হইলেন। তাহা দেখিয়া সেই শুভা
প্রয়োচা কহিল “কোথায় যাইতেছেন?”
তৎকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মুনি কহিলেন,
—দিবা শেষ হইয়াছে। সম্ব্যোপাসনা
করিব। নচেৎ ক্রিয়ালোপ হইবে। প্রয়োচা
মুদিতা হইয়া হান্ত সহকারে সেই মহামুনিকে
কহিল,—ওহে সর্গধর্মজ্ঞ! অস্ত কি তোমার
দিবাবসান হইল? এত কাল যে গেল,
তাহা মনেও করিতেছ না। এ বিচিত্র কথা
কাহাকে বলিব? মুনি কহিলেন,—ভদ্রে!
তুমি অস্ত প্রাতঃকালে এই শুভ নদীতীরে
আসিয়াছ; আমি তোমাকে দেখিয়াছি।
সূত্রোণি! পরে আমার আশ্রমে প্রবিষ্টা
হইয়াছ। এক্ষণে এই সন্ধ্যা উপস্থিত;
দিবার পরিণাম হইয়াছে। তবে আমাকে
উপহাস করিলে কেন? প্রকৃত কথা

প্রমোচোবাচ ।

প্রত্যাষক্তাগতা ব্রহ্মন্ সত্যমেতন্ন মে মুখা ।
কিং তুস্ত তস্ত কালস্ত গত্যন্তকশতানি তে ।
ততঃ সসাম্বসো বিপ্রস্তাঃ পপ্রচ্ছায়তেক্ষণাম্
মুনিক্রবাচ ।

কথত্যাং ভীকৃ কঃ কালস্তয়া মে রমতঃ সদা ।

প্রমোচোবাচ ।

সপ্তোত্তরাণ্যতীতানি নব বর্ষশতানি চ ।
মাসাশ্চ ষট্ঠতথৈবাস্তৎ সমতীতং দিনত্রয়ম্ ॥৮৩

ঋষিক্রবাচ ।

সত্যং ভীকৃ বদন্তেতৎপরিহাসোহথবা শুভে
দিনমেকমহং মন্তে ত্বয়া সাক্ষিমহোষিতম্ ॥৮৮

প্রমোচোবাচ ।

বদিষ্যামানুতং ব্রহ্মন্ কথমত্র তবাস্তিকে ।
বিশেষাদজ্ঞ ভবতা পৃষ্টো মার্গানুগামিনা ॥৮৯
বাস উবাচ ।

নিশম্য তদ্বচস্ততঃ স মুনির্বিজসত্তমাঃ ।
ধিক্ক্ষিামিত্যনাচারং বিনিব্ধ্যস্বানমান্বনা ॥৯০

আমাকে ব্যক্ত করিয়া বল। প্রমোচা বলিল,—ব্রহ্মন্! আমি প্রত্যাষকালে আসিয়াছি, ইহা সত্য, মিথ্যা নহে। কিন্তু আজি তোমার সেই কালের বহু শত বর্ষ অতীত হইয়াছে। সেই বিপ্র এই কথা শুনিয়া সভয়ে সেই আরতেক্ষণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভীকৃ! বল, তোমার সহিত ক্রীড়াতে থাকায় আমার কতকাল অতীত হইয়াছে। প্রমোচা কহিল,—প্রথমে নব শতবর্ষ ও পরে সপ্তশত বর্ষ এবং ছয়মাস ও তিন দিন অতীত হইয়াছে। মুনী বলিলেন,—ভীকৃ! ইহা সত্য বলিতেছ? অথবা হে শুভে! তুমি পরিহাস করিতেছ? আমার মনে হয় যে, তোমার সহিত এখানে একটা দিন মাত্র বাস করিয়াছি। প্রমোচা কহিল,—ব্রহ্মন্! আপনার কাছে অনুত বলিব কেমন করিয়া? বিশেষতঃ অদ্য আপনি সংপথগামী হইয়া

মুনিক্রবাচ ।

তপাংসি মম নষ্টানি হতং ব্রহ্মবিদাং ধনম্ ।
হতো বিবেকঃ কেনাপি যোষিম্যোহায় নিশ্চিতা
উর্শ্বিষট্কাতিগং ব্রহ্ম জ্ঞেয়মাত্মজ্ঞেন মে ।
গতিরেষা কৃতা যেন ধিকৃতঃ কামমহাগ্রহম্ ॥৯২
ব্রতানি সর্ববেদাশ্চ কারণান্তখিলানি চ ।
নরকগ্রামমার্গেণ কামেনোজ্ঞ হতানি মে ॥ ৯৩
বিনিব্ধ্যত্বং স ধর্মজ্ঞঃ স্বয়মান্বানমান্বনা ।
তাম্প্রসরসমাসৌনামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৯৪

ঋষিক্রবাচ ।

গচ্ছ পাপে যথাক্ষমং যৎকার্যং তদ্বয়া কৃতম্ ।
দেবরাজস্ত মৎকোভং কুর্ষন্ত্যা ভাবচেষ্টিতৈঃ
ন ত্বাং করোম্যহং ভস্ম ক্রোধতৌব্রৈণ বহ্নিনা
সত্যং সাপ্তাংদং মৈত্র্যমুষিতোহহং ত্বয়া সহ ॥৯৫
অথবা তব দোষঃ কঃ কিংবা কুপ্যামহং তব ।

চার সেই বাক্য শুনিয়া “ধিকৃ! আচারহীন আমাকে! ধিকৃ!” এই বলিয়া আপনি আপনাকে নিন্দাপূর্বক বলিলেন,—আমার তপস্তা নষ্ট হইয়াছে! ব্রহ্মবিদগণের ধন হত হইয়াছে! মদীয় মোহসাধনার্থ কেহ এই যোষৎ নিশ্চয় করিয়াছে! আমি আত্মজয় দ্বারা উর্শ্বিষট্কেয় অতীত ব্রহ্মকে জানিবার জন্ত যত্ন কারতোছিলাম, যে আমার এই প্রণয় গাত ঘটাইল, সেই কালরূপ মহাগ্রহকে ‘ধিকৃ’। নরকগ্রামমার্গ কালকর্তৃক আমার বেদব্রত ও অস্তান্ত যাবতায় সাধনই হত হইয়াছে। সেই ধর্মজ্ঞ মুনী এইরূপে আপনি আপনাকে নিন্দা করিয়া সমাপোষিত্তা সেই অম্পরাকে এই বচন কহিলেন,—পাপে! আমি যথা ইচ্ছা গমন কর। হাব ভাব দ্বারা আমার কোভ জন্মাইয়া দেবরাজের যে কাথ্য, তাহা তুমি করিয়াছ। সাধুদিগের কথোপকথনে সাতটা পদ উচ্চারণ হইলেও মিত্রতা হয়। আর তোমার সঙ্গে অনেককাল বাস করিয়াছি; এ

মমৈব দোষো নিতরাং যেনাহমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৯৬ ॥
যথা শক্রপ্রযার্থিতা ক্রতো মন্তপসো ব্যয়ঃ ।
দ্বয়া দৃষ্টিমহামোহমল্পনাহং জুগুপসিতঃ ॥ ৯৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

যাবদিখং স বিপ্রবিস্তাঃ অবীতি স্মমধ্যমাম্ ।
তাবৎ স্বলংস্বেদজলা সা বভূবাত্তিবেপথুঃ ॥ ১৮ ॥
প্রবেপমাণাং স চ তাঃ স্বিন্নগাত্রলতাং সতীম্ ।
গচ্ছ গচ্ছেতি সক্রোধমুবাচ মুনিসত্তমঃ ॥ ১৯ ॥
সা তু নির্ভৎসিতা তেন বিনিক্রম্য তদাশ্রমাৎ
আকাশগামিনী স্বেদং মমার্জ্য তরুপল্লবৈঃ ॥ ১০০ ॥
বৃক্ষাদবৃক্ষং যযৌ বালা উদগ্রাক্রণপল্লবৈঃ ।
নির্ম্মমার্জ্য চ গাত্রাণি গলংস্বেদজলানি বৈ ॥ ১০১ ॥
ঋষিণা যন্তদা গর্ভস্তস্তা দেহে সমাহিতঃ ।
নির্জগাম সরোমাক্ষস্বেদরূপী তদকৃতঃ ॥ ১০২ ॥
তং বৃক্ষা জগৃহুর্গর্ভমেকং চক্রে চ মাক্রতঃ ।

কেনই বা আমি তোমার প্রতি কুপিত হই-
তেছি ? আমারই ত সম্পূর্ণ দোষ ; যেহেতু
আমিই অজিতেন্দ্রিয় । শক্রপ্রযার্থিনী তুমি
দৃষ্টিরূপ মহামোহমন্ত্রে আমার তপস্তা ব্যয়
করাইয়া আমাকে নিন্দাই কারয়াছ ! ব্যাস
বলিলেন,—সেই বিপ্রসি স্মমধ্যমা প্রমোচাকে
যেমন এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—তখনই
সে অত্যন্ত বেপথুমতী হইল ; তাহার গাত্র
হইতে প্রচুর স্বেদজল ঝলিত হইতে
লাগিল । সেই মুনিসত্তম, বেপমানা স্বিন্ন-
গাত্রলতা সেই প্রমোচাকে সক্রোধে “যাও,
যাও” এই কথা বলিলেন । মুনিকর্তৃক
নির্ভৎসিতা হইয়া সেই প্রমোচা সেই আশ্রম
হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং আকাশপথে
যাইতে যাইতে তরুপল্লব দ্বারা উক্ত স্বেদজল
মার্জন করিতে লাগিল । ৯০—১০০ । সেই
বালা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাইয়া উন্নত
অক্রণ পল্লব সকল দ্বারা গাত্রের স্বেদজল
মার্জন করিতে থাকিল । ঋষি তদীয়
দেহে যে গর্ভাধান করিয়াছিলেন, তখন
তাহাও সরোমাক্ষ স্বেদজলরূপে তাহার দেহ
হইতে বহির্গত হইল । বৃক্ষেয়া সেই গর্ভকে

সোমেনাপ্যাঘিতো গোতিঃ স তদা ববৃধে শনৈঃ
মারিষা নাম কস্তাচ্ছৃদবৃক্ষাণাং চাক্রলোচনা ।
প্রাচেতসানাং সা ভাষ্যা দক্ষস্ত জননী দ্বিজাঃ
স চাপি ভগবান্ কভুঃ কীণে তপসি সত্তমঃ ।
পুরুষোত্তমাথাঃ ভো বিপ্রা বিষ্ণোরায়তনং
যযৌ ॥ ১০৫ ॥
দদর্শ পরমং ক্ষেত্রং যুক্তিদং ভূবি দুর্লভম্ ।
দক্ষিণত্মোদধেষ্টীয়ে সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১০৬ ॥
সুরম্যং বালুকা কীর্ণং কেতকীবনশোভিতম্ ।
নানাশ্রমলতাকীর্ণং নানাপক্ষিকৃতং শিবম্ ॥ ১০৭ ॥
সর্বত্র সুখসঞ্চারং সর্বভুক্তুসুমাধিতম্ ।
সর্বসৌখ্যপ্রদং মৃণাং ধৃতং সর্বগুণাকরম্ ॥ ১০৮ ॥
ভৃগাদৈ্যঃ সেবিতং পূর্যঃ মুনিসদ্ববৈরস্তথা ।
গন্ধর্বৈঃ কিম্বৈরর্থক্ষেত্ৰধাতৈর্মৌল্যকাকাজিহ্ভিঃ
দদর্শ চ হরিং তত্র দেবৈঃ সর্বৈরলঙ্কৃতম্ ।
ব্রাহ্মণাদৈ্যস্তথা বর্ণৈরাশ্রমশ্চৈনিষেবিতম্ ॥ ১১০ ॥
দৃষ্ট্বৈব স তদা ক্ষেত্রং দেবঞ্চ পুরুষোত্তমম্ ।

গ্রহণ করিল ; মাক্রত তাহাকে একত্রিত
করিল ; সোম নিজ কিরণ দ্বারা তাহাকে
আপ্যাঘিত করিলেন । সুতরাং সেই গর্ভ
তখন শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ।
ক্রমে উহা ‘মারিষা’ নামে বৃক্ষদিগের চাক্র-
লোচনা কস্তা হইল । হে দ্বিজগণ ! সে
প্রাচেতসদিগের ভাষ্যা এবং দক্ষের জননী
হইয়াছিল । হে বিপ্রগণ ! ভগবান্ মুনি-
সত্তম কভুঃ তপস্তা কীর্ণ হওয়ায় পুরুষোত্তম
নামে প্রসিদ্ধ বিষ্ণুর আয়তনে যাইলেন ।
তিনি দেখিলেন,—সেই পরম মঙ্গলময় ক্ষেত্র
দক্ষিণ সাগরতীরে বিরাজিত । সুরম্য
বালুকা কীর্ণ, কেতকীবনশোভিত, নানা শ্রম-
লতাকীর্ণ, নানা পক্ষিরবে মুখারত, সর্বত্র
সুখসঞ্চারযোগ্য, সর্ব সুভুজাত কুসুম-
সমূহে সমবিত, সর্বসৌখ্যদায়ক, সর্বগুণা-
কর, ভৃগু প্রভৃতি ঋষি ও প্রধান প্রধান
সিদ্ধ, গন্ধর্ব, কিম্বর, যক্ষ এবং অন্তান্ত
মৌল্যকাজিহ্বজনগণে পরিবেষিত । সেই সর্ব-
কামফলপ্রদ ভূতলদুর্গত যুক্তিপদ পুরুষোত্তম

রুতকৃত্যমিবাশ্বানং মেনে স মুনিসত্তমঃ ॥ ১১১

তত্রৈকাগ্রমনা কৃতা চকারাধনং হরেঃ ।

ব্রহ্মপারময়ং কুর্ষন জগমেকাগ্রমানসঃ ।

উর্জ্বাহর্ষহাযোগী স্থিতাসৌ মুনিসত্তমঃ ॥ ১১২

মুনয় উচুঃ ।

ব্রহ্মপারঃ মুনো শ্রোতুমিচ্ছামঃ পরমং শুভম্ ।

জপতা কণ্ডনা দেবো যেনান্নাধ্যত কেশবঃ ॥

ব্যাস উবাচ ।

পারঃ পরঃ বিষ্ণুরপারপারঃ

পরঃ পরেভ্যঃ পরমাত্মরূপঃ ।

স ব্রহ্মপারঃ পারপারভূতঃ

পরঃ পরাণামপি পারপারঃ ॥ ১১৪

স কারণং কারণসংক্রিতোহপি

তস্মাপি হেতুঃ পরহেতুহেতুঃ ।

কার্যোহপি চৈষ সহ কর্মকর্তৃ-

রূপৈরনেকৈরবতীহ সর্বম্ ॥ ১১৫

কেত্র দর্শনান্তে তিনি তথায় সর্বদেবগণে পরি-
বেষ্টিত ও গার্হস্থ্যাদি চতুরাশ্রমস্থ ব্রাহ্মণাদি
চতুর্বর্ণে নিষেবিত দেব হরিকেও দেখিলেন ।
সেই মুনিসত্তম কণ্ড সেই কেত্র এবং তদ্রত্যা
দেব পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া আপনাকে
রুতকৃত্য বোধ করিলেন । সেই মুনিসত্তম
মহাযোগী কণ্ড তথায় একাগ্রমনে উর্জ্বাহ
ও লগ্নায়মান থাকিয়া ব্রহ্মপারময় স্তোত্র
জপে নিরত হইয়া হরির আরাধনা
করিতে লাগিলেন । ১০১—১১২ । মুনিগণ
বলিলেন,—হে মুনো ! কণ্ডমুনি যাহা জপ
করিয়া দেব কেশবের আরাধনা করিয়া-
ছিলেন, আমরা সেই ব্রহ্মপার পরম শুভ
স্তোত্র শুনিতে ইচ্ছা করি । ব্যাস বলি-
লেন,—সেই বিষ্ণু পর পার, অপারপার,
পর সকলের পরবর্তী, পরমাত্মরূপ, পর-পার-
ভূত, পর সকলেরও পর, পারেরও পার,
ব্রহ্মপার । তিনি কারণাশ্রিত হইয়াও কারণ,
সেই কারণেরও কারণ, পরকারণেরও
কারণ, আবার তিনিই কর্ম কর্মকর্তা ইত্যাদি

ব্রহ্মপ্রভৃৎস্বা স সর্বভূতো

ব্রহ্ম প্রজানাং পতিরচ্যুতোহসৌ ।

ব্রহ্মাব্যয়ঃ নিত্যমজঃ স বিষ্ণুর-

পক্ষ্যাদৈয়ারথিলৈরসঙ্গঃ ॥ ১১৬

ব্রহ্মাক্ষরময়ো নিত্যং যথাসৌ পুরুষোত্তমঃ ।

তথা রাগাদয়ো দোষাঃ প্রযান্ত প্রথমং মম ॥

ব্যাস উবাচ ।

কৃতা তস্মা মুনোজ্ঞাপ্যং ব্রহ্মপারঃ স্থিতোত্তমঃ

ভক্তিক পরমাং জ্ঞাত্বা সুদৃঢ়াঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

শ্রীত্যা স পরয়া দেবস্তদাসৌ ভক্তবৎসলঃ ।

গত্বা তস্মা সমীপস্ত প্রোবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১১৯

মেঘগভীরয়া বাচ্য দিশঃ সন্নাদয়স্বিবা ।

আরুহ গরুড়ং বিপ্রা বিনতাকুলনন্দনম্ ॥ ১২০

শ্রীভগবানুবাচ ।

মুনো জাহি পরঃ কার্য্যং যন্তে মনসি বর্জতে ।

বরদোহমমুপ্রাপ্তৌ বরং বরম সুব্রত ॥ ১২১

ঋত্বৈবং বচনং তস্মা দেবদেবস্ত চক্রিণঃ ।

চক্ষুরমীল্য সহস্রা দদর্শ পুরতো হরিম্ ॥ ১২২

ব্রহ্মারও প্রভু, সেই ব্রহ্ম সর্বভূতরূপী, তিনি
বৃহদাকার, প্রজা সকলের পতি ও অচ্যুত
সেই পুরুষোত্তম ব্রহ্ম যেমন নিয়তই ব্রহ্মাক্ষর
(ঐ) ময়, অজ, অব্যয়, নিত্য, ব্যাপক, এবং
অপক্ষ্যাদি দোষ সকলে অসঙ্গ, তেমনি
আমারও রাগাদি দোষচয় প্রশান্ত হইয়া যাউ
এতদৃশ ব্রহ্ম লাভ হউক । ১১৬—১১৭
ব্যাস বলিলেন,—হে স্থিতোত্তমগণ ! দে
পুরুষোত্তম সেই মুনির জ্ঞাপ্য ব্রহ্মপা
শ্রুতি শ্রবণে এবং তাহার সুদৃঢ়া পরমা ভক্তি
জানিয়া পরম শ্রীতিসহকারে ভক্তবৎসলত
হেতু সেই মধুসূদন বিনতা-কুলনন্দন গরুড়ে
আরোহণপূর্বক সেই মুনির সমীপে গম্য
করিলেন এবং হে বিপ্রগণ ! দিক্ সকা
প্রাতিধ্বনিত করিয়াই যেন মেঘগভীর স্ব
বলিলেন,—হে সুব্রত মুনো ! একট
তোমার কি কার্য্য বল ; আমি বরদাত
তোমার সমীপে আসিয়াছি ; বর প্রার্থ

অতসৌপ্পসন্ধাশং পদ্মপদ্মায়তেকণম্ ।
 শঙ্খচক্ৰগদাপাণিঃ মুকুটান্ধধাৰিণম্ ॥ ১২০
 চতুৰ্ভাৰ্য্যদাৰাঙ্গঃ পীতবস্ত্ৰধৰং শুভম্ ।
 জীবৎসলক্ষ্যসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ১২৪
 সৰ্বলক্ষণসংযুক্তং সৰ্ব্বরত্নবিভূষিতম্ ।
 দিব্যচন্দনলিঙ্গাঙ্গং দিব্যমালাবিভূষিতম্ ॥ ১২৫
 ততঃ স বিশ্বম্ভাবিষ্টো রোমাঞ্চিততনুৰুহঃ ।
 দণ্ডবৎ প্ৰণিপত্যোক্ষাৎ প্ৰণামমকরোত্তমা ॥
 অহা মে সফলং জন্ম অহা মে সফলং তপঃ ।
 ইত্যাৰ্হা মুনিশাৰ্দীলাস্তং স্তোতৃম্পচক্ৰমে ॥ ১২৭
 কণ্ঠকবাচ ।
 নারায়ণ হরে কৃষ্ণ জীবৎসাক্ষ জগৎপতে ।
 জগদ্বীজ জগদ্ধাম জগৎসাক্ষিনমোহন্ত তে ॥
 অব্যক্ত জিহ্বো প্ৰভব প্ৰধান পুৰুষোত্তম ।
 পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দ লোকনাথ নমোহন্ত তে
 হিৰণ্যগৰ্ভ জীনাথ পদ্মনাভ সনাতন ।
 ভূগৰ্ভ ঐব ঈশান হৃষীকেশ নমোহন্ত তে ॥

শ্ৰবণে সহসা চক্ৰ উন্মীলন কৰিয়া পুৰোভাগে
 হৱিকে দৰ্শন কৰিলেন। অতসৌপ্পসন্ধাশ,
 পদ্মপদ্মায়তেকণ, শঙ্খচক্ৰগদাপাণি, মুকু-
 টান্ধধাৰী, চতুৰ্ভাৰ্য্য, উৰ্জ্জ্বলদেহ, পীতবস্ত্ৰ-
 ধৰ, শুভদৰ্শন, জীবৎসচিহ্নাঙ্কিত, বনমালা-
 বিভূষিত, সৰ্বলক্ষণসংযুক্ত, সৰ্ব্বরত্নবিভূষিত,
 দিব্যচন্দনলিঙ্গাঙ্গ, দিব্যমালাশোভিত, সেই
 হৱিকে দেখিয়া বিশ্বম্ভাবিষ্ট হৃদয়ে
 লোমাঞ্চিতকায়ে ভূতলে। দণ্ডবৎ পতিত
 হইয়া প্ৰণতি কৰিলেন। সেই মুনিশাৰ্দীল
 “অহা আমার জন্ম সফল, অহা আমার
 তপস্তা সফল।” এই বলিয়া ঠাঁহাকে স্তব
 কৰিতে আৰম্ভ কৰিলেন। ১১১—১২৭। কণ্ঠ
 বলিলেন,—হে নারায়ণ, হরে, কৃষ্ণ,
 জীবৎসাক্ষ, জগৎপতে, জগদ্বীজ, জগদ্ধাতা,
 জগৎসাক্ষিন! আপনাকে নমস্কাৰ। হে
 অব্যক্ত, জিহ্বো, প্ৰধান, পুৰুষোত্তম,
 পুণ্ডরীকাক্ষ, গোবিন্দ, লোকনাথ! আপ-
 নাকে নমস্কাৰ কৰি। হে হিৰণ্যগৰ্ভ,
 জীনাথ, পদ্মনাভ, সনাতন, ভূগৰ্ভ, ঐব,

অনাধ্যাত্মমৃতাজেয় জয় ত্বং জয়তাং বর ।
 অজিতাখণ্ড জীৰুৰু জীনিবাস নমোহন্ত তে ॥
 পৰ্জ্জন্তমৰ্ককৰ্ত্তা চ ত্পাৰ হুৰ্য্যধিষ্ঠিত ।
 হুঃখাৰ্হিনাশন হরে জলশায়িনমোহন্ত তে ॥ ১৩২
 ভূতপাব্যক্ত ভূতেশ ভূততৰ্ব্বৈরনাকুল ।
 ভূতাবিবাস ভূতান্ন ভূতগৰ্ভ নমোহন্ত তে ॥
 যজ্ঞ যজ্ঞন যজ্ঞধৰ যজ্ঞধাতাত্মপ্ৰদ ।
 যজ্ঞগৰ্ভ হিৰণ্যাক্ষ পৃথ্ৱীগৰ্ভ নমোহন্ত তে ॥ ১৩৪
 ক্ষেত্ৰজঃ ক্ষেত্ৰভূৎ ক্ষেত্ৰী ক্ষেত্ৰহা ক্ষেত্ৰকৃৎ
 ক্ষেত্ৰাশ্বন ক্ষেত্ৰহিত ক্ষেত্ৰশ্ৰেষ্ঠে নমোহন্ত তে
 গুণালয় গুণাবাস গুণাশ্ৰয় গুণাবহ ।
 গুণভোক্তা-গুণায়াম গুণত্যাগিৰমোহন্ত তে ॥
 ত্বং বিশ্বেশ্বঃ হৱিশ্চক্ৰী ত্বং জিহ্বেশ্বঃ জনাৰ্ধিনঃ ।
 ত্বং ভূতেশ্বঃ বৰ্হট্কাৱেশ্বঃ ভব্যেশ্বঃ ভবৎপ্ৰভুঃ
 ত্বং ভূতকৰ্ম্মব্যক্তেশ্বঃ ভবো ভূতভূতান্ ।

ঈশান, হৃষীকেশ! আপনাকে নমস্কাৰ
 কৰি। হে অনন্ত, অনাদি, অমৃত, অজেয়,
 জয়ীদিগেৰ শ্ৰেষ্ঠ! তোমাৰ জয় হটুক।
 হে অজিত, অখণ্ড, জীৰুৰু, জীনিবাস,
 তোমাকে নমস্কাৰ কৰি। হে ত্পাৰ,
 হুৰ্য্যধিষ্ঠিত, হুঃখাৰ্হিনাশন, জলশায়িন, হরে!
 তুমিই পৰ্জ্জন্তকৰ্ত্তা ও তাপোৎপাদক;
 তোমাকে নমস্কাৰ কৰি। হে ভূতপ,
 অব্যক্ত, ভূতেশ, ভূততৰ্ব্ব দ্বাৰা অনাকুল,
 ভূতাবিবাস, ভূতান্ন, ভূতগৰ্ভ! তোমাকে
 নমস্কাৰ কৰি। হে যজ্ঞ, যজ্ঞধৰ, যজ্ঞধাতা,
 অভয়প্ৰদ, যজ্ঞগৰ্ভ, হিৰণ্যাক্ষ, পৃথ্ৱীগৰ্ভ।
 তোমাকে নমস্কাৰ কৰি। হে ক্ষেত্ৰজ,
 ক্ষেত্ৰভূৎ, ক্ষেত্ৰী, ক্ষেত্ৰহা, ক্ষেত্ৰকৎ, বশী,
 ক্ষেত্ৰাশ্বন, ক্ষেত্ৰশ্ৰেষ্ঠ, ক্ষেত্ৰহিত! আপনাকে
 নমস্কাৰ কৰি। হে গুণালয়, গুণাবাস, গুণা-
 শ্ৰয়, গুণাবহ, গুণায়াম, গুণত্যাগিন!
 তুমিই গুণভোক্তা; তোমাকে নমস্কাৰ
 কৰি। তুমিই বিশ্ব, তুমিই হৱি, তুমিই
 চক্ৰী, তুমিই জিহ্ব, তুমিই জনাৰ্ধিন, তুমিই
 বৰ্হট্কাৱ, তুমিই ভূত, তুমিই ভব্য ও
 ভবৎপ্ৰভু। তুমিই ভূতকৰ্ম্ম, তুমিই অব্যক্ত,

ত্বং ভূতভাবনো দেবস্তামাহরজমীশ্বরম্ ॥১৩৮
 ভ্রমনন্তঃ কৃতজ্ঞস্তং প্রকৃতিস্তং বুধাকপিঃ ।
 ত্বং রুদ্রস্তং দুরাধৰ্ষজ্জমমোবল্লমীশ্বরঃ ॥ ১৩৮
 ত্বং বিশ্বকর্মা জিষ্ণুস্তং ত্বং শম্ভুস্তং বুধাকৃতিঃ ।
 ত্বং শঙ্করস্তমুশনা ত্বং সত্যং ত্বং তপো জনঃ ॥
 ত্বং বিশ্বরেতা ত্বং শশ্ম ত্বং শরণ্যস্তমঙ্করম্ ।
 ত্বং শম্ভুস্তং স্বয়ম্ভুশ্চ ত্বং জ্যোতিস্তং পরায়ণঃ ॥ ১৪১
 ত্বমাদিত্যস্তমোদ্ধারস্তং প্রাণস্তং তমিশ্রহা ।
 ত্বং পর্জন্তস্তং প্রথিতস্তং বেধাশ্চ সুরেশ্বরঃ ॥১৪২
 ত্বমগ্ন্যজ্ঞঃ সাম চৈব ত্বমাত্মা সম্বলো ভবান ।
 ত্বমগ্নিস্ত্বং পবনস্তমাপো বসুধা ভবান ॥ ১৪৩
 ত্বং শষ্টা ত্বং তথা ভোক্তা হোতা অধ্বং হবিঃ
 ত্বং ত্বং ।
 ত্বং প্রভুস্তং বিভুঃ শ্রেষ্ঠস্তং লোকপতিরচ্যতঃ ॥
 ত্বং সর্বদর্শনঃ স্রীমাংস্তং সর্বদমনোহরিশঃ ।
 ত্বমহস্তং তথা রুদ্রিশ্চামাহর্ষৎসরং বুধাঃ ॥১৪৫

তুমিই ভব, তুমিই ভূতভব, । তুমিই ভূত-
 ভাবন দেব এবং তোমাকেই অজ ঈশ্বর
 বলিয়া থাকে । তুমিই বুধাকৃতি, তুমিই রুদ্র,
 তুমিই দুরাধৰ্ষ, তুমিই অমোঘ এবং তুমিই
 ঐশ্বর্যশালী । তুমিই জিষ্ণু, তুমিই শম্ভু,
 তুমিই বিশ্বকর্মা, তুমিই অনন্ত, তুমিই কৃতজ্ঞ,
 তুমিই প্রকৃতি, তুমিই বুধাকপি, তুমিই শঙ্কর,
 তুমিই উশনা, তুমিই সত্যলোক, তুমিই
 তপোলোক ও তুমিই জনলোক । তুমিই
 বিশ্বরেতা, তুমিই শশ্ম, তুমিই শরণ্য, তুমিই
 অঙ্কর, তুমিই মঙ্গলাকর, তুমিই স্বয়ম্ভু,
 তুমিই জ্যোতি, তুমিই পরায়ণ, তুমিই আদিত্য,
 তুমিই ওদ্ধার, তুমিই প্রাণ, তুমিই তামিশ্রহা,
 তুমিই পর্জন্ত, তুমিই প্রথিত, তুমিই বেধা,
 তুমিই সুরেশ্বর । তুমিই ঋক্, যজুঃ, সাম,
 তুমিই সর্ববাদিসম্বত আত্মা । তুমিই অগ্নি,
 তুমিই পবন, তুমিই জল, তুমিই বসুধা ।
 তুমিই শষ্টা, তুমিই ভোক্তা, তুমিই হোতা,
 তুমিই হবিঃ এবং ত্বং । তুমি প্রভু, তুমি
 বিভু, তুমিই শ্রেষ্ঠ, লোকপতি, অচ্যুত । তুমি
 সর্বদর্শী ও স্রীমান, তুমিই সর্বদমন ও

ত্বং কালস্তং কলা কাষ্ঠা ত্বং মুহূর্ত্তঃ কণা লবাঃ
 ত্বং বালস্তং তথা বৃদ্ধস্তং পুমাম্ স্ত্রী নপুংসকঃ ॥
 ত্বং বিশ্ববোনিস্তং চক্ষুস্তং স্বাগুস্তং শুচিশ্রবাঃ ।
 ত্বং শাশ্বতস্তমজিতস্তমুপেন্দ্রস্তমুত্তমঃ ॥ ১৪৭
 ত্বং সর্গবিশ্বসুখদস্তং বেদাঙ্গং ত্বমব্যয়ঃ ।
 ত্বং বেদবেদস্তং ধাতা বিধাতা ত্বং সমাহিতঃ ॥
 ত্বং জননিবিরামুলং ত্বং ধাতা ত্বং পুনর্কসুঃ ।
 ত্বং বৈদ্যস্তং ধৃতাশ্চ ৫ ত্বমতীন্দ্রিয়গোচরঃ ॥১৪৯
 ত্বমগ্রণীগ্রামণীস্তং ত্বং সুপর্ণস্তমাদিমান্ ।
 ত্বং সংগ্রহস্তং স্তমহস্তং ধৃতাশ্চ ত্বমচ্যুতঃ ॥১৫০
 ত্বং যমস্তং নিয়মস্তং প্রাণ্ডস্তং চতুর্ভুজঃ ।
 ত্বমেবানান্তরাশ্চ ত্বং পরমাত্মা ত্বমচ্যুতে ॥১৫১
 ত্বং গুরুস্তং গুরুতমস্তং বামস্তং প্রদক্ষিণঃ ।
 ত্বং পিঙ্গলস্তমগমস্তং বাহুস্তং প্রজাপতিঃ ॥১৫২
 হিরণ্যানাতস্তং দেবস্তং শশী ত্বং প্রজাপতিঃ ।

আধিশ। তুমি দিবা, তুমি, রাত্রি ; বুধগণ
 তোমাকেই বৎসর বলিয়া থাকেন । তুমিই
 কাল, তুমিই কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, কণা, হে
 দেব ! তুমিই বালক, তুমিই বৃদ্ধ, তুমিই পুরুষ,
 স্ত্রী, ও নপুংসক । তুমিই বৈশ্বযোনি, তুমি,
 চক্ষু, তুমি স্বাগু, তুমি শুচিশ্রবাঃ (সর্গাধিক
 শ্রবণশক্তিসম্পন্ন) । তুমি শাশ্বত, তুমিই
 অজিত, তুমি উপেন্দ্র এবং তুমিই উত্তম ।
 ১২৮-১৪৭ । তুমি সমগ্রবিশ্বের সুখদাতা, তুমি
 বেদাঙ্গ, তুমি অব্যয়, তুমি বেদেরও বেদ, তুমি
 ধাতা ও বিধাতা এবং তুমিই সমাহিত । তুমি
 জননিধি, তুমি জগতের মূল এবং তুমিই
 ধারণকর্তা । তুমিই পুনর্কসু, তুমি বৈদ্য,
 তুমি ধৃতাশ্চ, তুমিই অতীন্দ্রিয়গোচর । তুমি
 অগ্রণী, তুমি গ্রামণী, তুমি সুপর্ণ, তুমিই
 আদিমান । তুমি সংগ্রহ, তুমি স্তমহং, তুমি
 জিতেন্দ্রিয়, তুমিই চ্যুতিবিহীন । তুমি যম,
 তুমি নিয়ম, তুমি প্রাণ্ড, তুমি চতুর্ভুজ, তুমিই
 অন্ন, এবং তুমিই অন্তরাশ্চ ও পরমাত্মা
 বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে । তুমিই গুরু ।
 তুমিই পিঙ্গল, তুমিই বাম, তুমিই দক্ষিণ,
 তুমিই অদ্বৈতবৃক্ষকণী এবং তুমিই ব্যক্ত ও

অনিদেহবপুঃ বৈ হং যমন্তঃ সুরারিহা ॥
 হং সৰ্ব্বগো দেবন্তঃ কৰ্ত্তা হং সনাতনঃ ।
 হং বাসুদেবোহমেয়াস্তা হমেব গুণবৰ্জিতঃ ॥
 হং জ্যেষ্ঠন্তঃ বরিত্তন্তঃ হং সহিস্কৃৎ মাধবঃ ।
 সহস্রলীলা হং দেবস্বমব্যাক্তঃ সহস্রদৃক্ ॥ ১৫৫
 সহস্রপাদন্তঃ দেবন্তঃ বিরাট্ হং সুরপ্রভুঃ ।
 হমেব তিষ্ঠসে ভূয়ো দেবদেব দশাঙ্গুলঃ ॥ ১৫৬
 যদুতঃ তবমেবোক্তঃ পুরুষঃ শত্রু উত্তমঃ ।
 যদ্যবাং তবমীশানস্বমতন্তঃ তথামৃতঃ ॥ ১৫৭
 তন্তো রোহিত্যয়ং লোকে মহীয়াংস্বমব্রতমঃ ।
 হং জ্যায়ান পুরুষন্তক হং দেব দশধা স্থিতঃ ॥
 বিশ্বভূতচতুৰ্ভাগো নবভাগোহমৃতো দিবি ।
 নবভাগোহন্তরিক্ষন্তঃ পৌরুষেয়ঃ সনাতনঃ ॥
 ভাগদ্বয়ক ভূসংস্থং চতুৰ্ভাগোহপ্যভূদিহ ।

প্রজাপতি । তুমিই দেব হিরণ্যনাভ, তুমিই
 শশী, তুমিই প্রজাপালক, তুমি অনিদেহবপুঃ,
 তুমিই যম এবং তুমিই সুরারিঘাতী ।
 তুমিই দেব সঙ্করণ, তুমিই কৰ্ত্তা, তুমিই
 সনাতন, তুমিই বাসুদেব, তুমিই অমে-
 য়াস্তা ও গুণবৰ্জিত । তুমি জ্যেষ্ঠ, তুমি
 বরিত্ত, তুমি সহিস্কৃৎ ও মাধব । তুমিই
 সহস্রলীলা, সহস্রদৃক্, অব্যাক্ত দেব ।
 তুমিই সহস্রপাদ, তুমিই সুরপ্রভু, দেব
 বিরাট্ । হে দেবদেব ! তুমিই আবার
 দশাঙ্গুল আকারে বিরাজমান থাক । যাহা
 ভূত, তাহাও তুমি বলিয়াই উক্ত হয় । তুমি
 পুরুষ, শত্রু, উত্তম, এবং যাহা ভাব্য, হে
 ঈশান ! তাহাও তুমি । তুমি অমৃত এবং মৃত ।
 তোমা হইতেই এই লোক সকল উৎপন্ন হয়,
 তুমিই অমৃতম, মহীমান । তুমিই জ্যায়ান,
 তুমিই পুরুষ, হে দেব ! তুমিই দশধা বিভক্ত
 হইয়া বিরাজিত রহিয়াছ । তুমি বিশ্বভূত,
 চতুৰ্ভাগ, নবভাগ, ও স্বর্গে অমৃতস্বরূপ ।
 তুমি নবভাগে অন্তরিক্ষে সনাতন পুরুষ
 গুণরূপে অবস্থান কর । তুমি হই ভাগে

অন্তো যজ্ঞাঃ সম্ভবন্তি জগতো বৃষ্টিকারণম্ ॥
 তন্তো বিরাট্ সমুৎপন্নো জগতো হৃদি যঃ পুমান্
 সোহতিরিচ্যত ভূতেভ্যন্তেজসা যশসা শ্রিয়া ॥
 ব্রতঃ সুরাণামাহারঃ পৃষদাজ্যমজ্যত ।
 গ্রাম্যারণ্যাণৌষধয়ন্তঃ পশুমৃগাদয়ঃ ॥ ১৬২
 ধোযযানপরস্কক কৃতবানসি চৌষধীঃ ।
 হং দেবদেবঃ সপ্তাস্ত্রঃ কালাপ্যো দৌণ্ডবিগ্রহঃ ॥
 জঙ্গমাজঙ্গমঃ সৰ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ।
 তন্তুঃ সৰ্বমিদং জাতং হৃদি সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
 অনিরুদ্ধন্ত মাধবন্তঃ প্রহায়ঃ সুরারিহা ।
 দেব সৰ্বসুরশ্রেষ্ঠ সৰ্বলোকপরায়ণ ॥ ১৬৫
 ত্রাহি মামরবিন্দাক্ষ নারায়ণ নমোহস্ত তে ।
 নমস্তে ভগবন্বিবেশো নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ১৬৬
 নমস্তে সৰ্বলোকেশ নমস্তে কমলালয় ।
 গুণালয় নমস্তেহস্ত নমস্তেহস্ত গুণাকর ॥ ১৬৭

জগতের বৃষ্টিকারণ যজ্ঞ সকল তোমা হই-
 তেই সম্ভূত হয় । যিনি সৰ্বভূতাপেক্ষা তেজ
 যশ ও জ্ঞা দ্বারা অতিরিক্ত, জগতের
 হৃদয়াবাহিত সেই বিরাট্ পুরুষও তোমা
 হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছেন । তোমা হইতেই
 সুরগণের আহার পৃষদাজ্য (দধিযুক্ত স্মৃত)
 জন্মিয়াছে । গ্রাম্য আরণ্য ওষধি পশু-
 মৃগাদিও তোমা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে ।
 তুমিই ধোয় এবং যানপরায়ণ । তুমিই
 নানাবিধ ঔষধি সৃষ্টি কারিয়াছ । হে দেবদেব,
 সপ্তাস্ত্র ! তুমিই দৌণ্ডবিগ্রহ কাল নামে
 প্রসিদ্ধ । এই কুটিলগামী বা সরলগামী
 চরাচর সমস্ত জগৎ তোম হইতেই জন্মিয়াছে
 এবং তোমাতেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহি-
 য়াছে । ১৬৮—১৬৯ । তুমিই অনিরুদ্ধ, তুমিই
 মাধব, তুমিই সুরারিহতা । হে সৰ্বসুরশ্রেষ্ঠ,
 সৰ্বলোকপরায়ণ, অরবিন্দাক্ষ, নারায়ণ !
 আমাকে ত্রাণ কর, তোমায় নমস্কার করি ।
 ভগবন, বিবেশ ! তোমাকে নমস্কার করি ।
 পুরুষোত্তম ! তোমাকে নমস্কার । সৰ্ব-
 লোকেশ ! তোমাকে নমস্কার । কুশলালয় !
 তোমাকে নমস্কার । গুণালয় ! তোমাকে

ব্রহ্মপুরাণ ।

বাসুদেব নমস্তেহম্ নমস্তেহম্ সুরোত্তম ।
 জনার্দন নমস্তেহম্ নমস্তেহম্ সনাতন ॥১৬৮
 নমস্তে যোগিনাং গম্য যোগাবাস নমোহম্ তে
 গোপতে ত্রীপতে বিষ্ণে নমস্তেহম্ মরুৎপতে
 জগৎপতে জগৎস্বতে নমস্তে জ্ঞানিনাং পতে
 দিবস্পতে নমস্তেহম্ নমস্তেহম্ মহীপতে ॥
 নমস্তে মধুহস্তে চ নমস্তে পুষ্করেক্ষণ ।
 কৈটভস্ব নমস্তেহম্ সুব্রহ্মণ্য নমোহম্ তে ॥
 নমোহম্ তে মহামীন ঋতিপৃষ্ঠধরাচ্যুত ।
 সমুদ্রসলিলকোভ পদ্মজাহ্লাদকারিণে ॥ ১৭২
 অশ্বশীর্ষ মহাঘোণ মহাপুরুষবিগ্রহ ।
 মধুকৈটভহস্তে চ নমস্তে তুরগানন ॥ ১৭৩
 মহাকমঠভোগায় পৃথিব্যাক্ষরণায় চ ।
 বিদ্যুতাদিস্বরূপায় মহাকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥ ১৭৪
 নমো মহাবরাহায় পৃথিব্যাক্ষরকারিণে ।

নমস্কার করি । গুণাকর তোমাকে নমস্কার
 করি । বাসুদেব ! তোমাকে নমস্কার
 করি । সুরোত্তম ! তোমাকে নমস্কার করি ।
 জনার্দন ! তোমাকে নমস্কার করি ।
 সনাতন ! তোমাকে নমস্কার করি ।
 হে যোগিগণের গম্য ! তোমাকে নমস্কার
 করি । যোগাবাস ! তোমাকে নমস্কার
 করি । হে গোপতে, ত্রীপতে, মরুৎপতে,
 বিষ্ণে ! তোমাকে নমস্কার করি । জগৎ-
 পতি, জগৎস্বতি, জ্ঞানিজনগণের পতি,
 তোমাকে নমস্কার করি । দিবস্পতে !
 তোমাকে নমস্কার করি । মহীপতে !
 তোমাকে নমস্কার করি । মধুহস্তা তোমাকে
 নমস্কার । পুষ্করেক্ষণ ! তোমাকে নমস্কার ।
 কৈটভস্ব ! তোমাকে নমস্কার করি । সুব্রহ্মণ্য !
 তোমাকে নমস্কার করি । হে অচ্যুত,
 মহামীন ! হে ঋতিগণকে পৃষ্ঠে ধারণকারিন্ !
 হে সমুদ্রসলিলের কোভকারিন্ ! পদ্মজাহ্লাদ
 আক্লাদকারী তোমাকে, নমস্কার করি ।
 হে অশ্বশীর্ষ, মহাঘোণ, মহাপুরুষবিগ্রহ,
 তুরগানন ! তোমায় নমস্কার । পৃথিবীর
 আক্লাদকারী

নমস্কারাদিবরাহায় বিশ্বরূপায় বেধসে ॥ ১৭৫

নমোহনন্তায় স্বাক্ষায় মুখায় চ বরায় চ ।

পরমাণুরূপায় যোগিগম্যায় তে নমঃ ॥ ১৭৬

তস্মৈ নমঃ কারণকারণায়

যোগীশ্বরভূতনিলয়ায় সুহৃদ্বিলায় ।

ক্ষীরার্ণবান্নিতমহাহিনুতলগায়

তুভ্যং নমঃ কনকরত্নসুকুণ্ডলায় ॥ ১৭৭

ব্যাস উবাচ ।

ইথাং স্ততস্তদা তেন প্রীতঃ প্রোবাচ মাধবঃ ।

কিপ্রং ক্রহি মুনিশ্রেষ্ঠ মত্তো যদভিবাঙ্কসি ॥ ১৭৮

কণ্ডকবাচ ।

সংসারেহস্মিন্ জগন্নাথ হস্তরে লোমহর্ষণে ।

অনিত্যে হৃৎখবহলে কদলীদলসন্নিভে ॥ ১৭৯

নিরাশ্রয়ে নিরালম্বে জলবুদ্বুদচঞ্চলে ।

সর্কোপদ্রবসংযুক্তে হস্তরে চাতিভৈরবে ॥ ১৮০

ভ্রাম্যসি সূচিরং কালং মায়ায়া মোহিতস্তব ।

আপনাকে নমস্কার, এবং সেই মহা কমঠের
 মস্তকে অবস্থান করত মহাবরাহরূপে
 পৃথিবীর উদ্ধারকারীকেও নমস্কার । বিশ্বরূপ
 বেধা আদিবরাহমূর্তিকেও নমস্কার । অন-
 ত্যকে নমস্কার । স্বাক্ষ, মুখা, বর, পরমাণু-
 রূপ, যোগিগম্য তোমাকে নমস্কার । যিনি
 কারণনিকরেরও কারণ, যোগীশ্বরজনের সমা-
 হিত চিন্তাই যাহার নিলয়, যিনি সুহৃৎভয়ে,
 ক্ষীরসাগরস্থ মহাসর্পশয্যায় যাহার শয়ন,
 কনকগুচ্ছ রত্নকুণ্ডলধারী সেই তোমাকে
 নমস্কার ॥ ১৬৫—১৭৭ ॥ ব্যাস বলিলেন,—
 দেব মাধব সেই কণ্ডমুনি কর্তৃক এইরূপে স্তত
 হইয়া প্রীতচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন,—হে
 মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমা হইতে তুমি যাহা আকাঙ্ক্ষা
 কর, তাহা ত্বরায় বল । কণ্ড বলিলেন,—
 হে জগন্নাথ ! হস্তর, লোমহর্ষণ, অনিত্য,
 হৃৎখবহল, কদলীদলসন্নিভ, নিরাশ্রয়, নিরা-
 লম্ব, জলবুদ্বুদবৎ চঞ্চল, সর্কোপদ্রবসংযুক্ত,
 হৃৎখে বিচরণীয়, অতি ভয়ানক, এই সংসারে

ন চাস্তমভিগচ্ছামি বিষয়াসক্তমানসঃ ॥ ১৮১

স্বামহঙ্কাব্য দেবেশ সংসারভয়শীড়িতঃ ।

গতোহস্মি শরণং কৃক্ মা মুক্তয় ভবার্ণবাৎ ॥

গন্তমিচ্ছামি পরমং পদং যন্তে সনাতনম্ ।

প্রসাদাত্তব দেবেশ পুনরারুতিদুর্লভম্ ॥ ১৮৩

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভক্তোহসি মে মুনিশ্রেষ্ঠ মামারাদয় নিত্যশঃ ।

মৎপ্রাসাদাৎকবঃ মোক্ষং প্রাপ্যসি ত্বং

সমীহিতম্ ॥ ১৮৪

মন্ত্ৰজ্ঞাঃ কত্রিয়া বৈজ্ঞাঃ স্থিয়ঃ শ্রদান্ত্যজাতিজাঃ

প্রাপ্নুবন্তি পরাং সিদ্ধিং কিং পুনস্তং দ্বিজোত্তম

ঋণাকোহপি চ মন্ত্ৰজ্ঞঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমব্রিতঃ ।

প্রাপ্নোত্যভিমতাং সিদ্ধিমন্তেষাং তত্র কা কথা

ব্যাস উবাচ ।

এবমুক্ত্বা তু তং বিপ্রাঃ স দেবো ভক্তবৎসলঃ

তুর্লভ্যৈয়গতিবিস্কৃন্তুত্রেবাত্তরধায়ত ॥ ১৮৭

ভ্রমণ করিতেছি ; এত দীর্ঘ কাল বিষয়াসক্ত-

চিত্ত থাকিয়াও এ যাবৎ ইহার অন্ত পাইলাম

না । কাজেই সংসারভয়ে শীড়িত হইয়া

অজ্ঞ তোমার শরণ লইলাম । হে দেবেশ,

কৃক্ ! আমাকে এই ভবার্ণব হইতে পরি-

ত্ৰাণ কর । দেবেশ ! তোমার প্রসাদে,

যেখান হইতে পুনরারুতি দুর্লভ, তোমার

সেই সনাতন পরম পদে গমন করিতে

ইচ্ছা করি । শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

মুনিশ্রেষ্ঠ ! তুমি আমার ভক্ত বটে, নিত্য

নিত্য আমাকে আরাধনা কর, তাহা হইলে

আমার প্রসাদে তুমি সমীহিত মোক্ষ অবশ্যই

পাইবে । কত্রিয়, বৈজ্ঞ, স্ত্রী, শূদ্র, ও অন্ত্য-

জাদিও আমার ভক্ত হইলে পরমা সিদ্ধি

প্রাপ্ত হয় ; হে দ্বিজোত্তম ! তোমার আর

কথা কি ? সম্যক্ শ্রদ্ধাসমব্রিত ঋণাকও

যদি আমার ভক্ত হয়, তবে অভিমতা সিদ্ধি

লাভ করিতে পারে ; তাহাতে অপরের

কথা কি ? ব্যাস বলিলেন,—বিপ্রগণ !

তুর্লভ্যৈয়-গতি, ভক্তবৎসল দেব বিষ্ণু

ভাঁকাকে এই বলিয়া সেখানেই অন্তর্ধান

গতে তদ্বিন্মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কণ্ঠঃ সংস্রষ্টমানসঃ ।

সর্বান কামান্ পরিত্যজ্য স্বহৃদিত্তোহভবৎ পুনঃ

সর্কেল্লিঙ্গাণি সংযম্য নিশ্চয়মো নিরহঙ্কৃতিঃ ।

একাগ্রমানসঃ সম্যগ্ধ্যাত্বা তং পুরুষোত্তমম্ ॥

নির্লেপং নির্গুণং শাস্তং সত্তামাত্রব্যবহিতম্ ।

অবাপ পরমং মোক্ষং সুরাণামপি দুর্লভম্ ॥

যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্যপি কথং কণ্ঠোর্বহাঙ্গুনঃ ।

বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥

এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কন্মভূমিকদাহতাঃ ।

মোক্ষক্ষেত্রক পরমং দেবচ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১১২

যে পশুস্তি বিভুঃ স্ববস্তিবরদঃ ধ্যায়ন্তি মুক্তিপ্রদ

ভক্ত্যা শ্রীপুরুষোত্তমাধ্যমজরং সংসারহঃখাপহম্

তে ভুক্তা মনুজেন্দ্রভোগমমলাঃ

স্বর্গে চ দিব্যং সুখং

পশাদ্যাস্তি সমস্তদোষরহিতাঃ

স্থানং হরেরব্যয়ম্ ॥ ১১৩

ইতি শ্রীভ্রাম্মে কণ্ঠপাখ্যানবর্ণনমষ্টসপ্ত-

তাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৭৮ ॥

করিলেন । মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! তিনি যাইলে পর

কণ্ঠ মুনিও হুষ্টিমানসে সর্বকামনা পরিহার

করত ক্রমে ক্রমে পুনরায় স্বহৃদিত্ত হইলেন ।

তিনি নিশ্চয়, নিরহঙ্কার হইয়া সর্কেল্লিঙ্গ

সংযমপূর্বক একাগ্র মানসে সম্যকরূপে

নির্লেপ, নির্গুণ, শাস্ত, সত্তামাত্ররূপে অবস্থিত

সেই পুরুষোত্তমকে ধ্যান করত সুরগণেরও

দুর্লভ পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন । মহাশ্চ

কণ্ঠ মুনির এই কথা যে পাঠ বা শ্রবণ করে,

সে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোক

প্রাপ্ত হয় । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! এই আপনা-

দিগের নিকট কন্মভূমি, পরম মোক্ষক্ষেত্র, এবং

দেবপুরুষোত্তমের বিষয় উল্লেখ করিলাম ।

সংসার-হঃখাপহারক, জরা-বিনাশক, মুক্তি-

দায়ক, বরদাতা বিভু পুরুষোত্তম দেবকে

যাহারা ভক্তি সহকারে স্তব, দর্শন, ও ধ্যান

করে, তাহারা ইহলোকে মনুজেন্দ্রগণের

ভোগ উপভোগান্তে নিশ্চাপ হইয়া স্বর্গে দিব্য

একোনাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ব্যাসস্ত বচনং শ্রুত্বা মুনয়ঃ সংযতেস্ত্রিয়াঃ ।
প্রীতা বভূবুঃ সংহৃষ্টা বিশ্বিতাস্চ পুনঃপুনঃ ॥ ১
মুনয় উচুঃ ।

অহো ভারতবর্ষস্ত ত্বয়া সঙ্কীর্ণীতা গুণাঃ ।
তদ্বজ্রীপুরুষাধ্যস্ত ক্ষেত্রস্ত পুরুষোত্তম ॥ ২
বিশ্বম্যো হি ন চৈকস্ত শ্রুত্বা মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
পুরুষাধ্যস্ত ক্ষেত্রস্ত প্রীতিশ্চ বদতাং বর ॥ ৩
চিরাৎ প্রভৃতি চান্মা কং সংশয়ো হৃদি বর্ততে ।
ঋদুতে সংশয়স্তাস্ত ছেতা নাতোহস্তি ভূতলে
উৎপত্তিঃ বলদেবস্ত কৃষ্ণস্ত চ মহীতলে ।
ভজার্যাস্চিব কাং স্ত্যো ন পৃচ্ছামস্ত্যাং মহামুনে ॥
কিমর্থঃ তো সমুৎপন্নৌ কৃষ্ণসঙ্কর্ণাবুভৌ ।

সুখ ভোগ করিয়া পশ্চাৎ সমস্ত বাসনা-
দোষহীন হয়, এবং হরির অব্যয় ধামে
যায় । ১৭৮—১৯৪ ।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৮

উনান্বীত্যধিকশততম অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ বলিলেন,—ব্যাসের উক্তরূপ
কথা শুনিয়া সেই সংযতেস্ত্রিয় মুনীগণ হৃষ্ট-
চিন্তে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন,—অহো!
তুমি ভারতবর্ষের গুণকীর্তন করিলে! হে
পুরুষোত্তম! প্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রেরও
মাহাত্ম্য তুমি বর্ণন করিয়াছ। হে বাগ্মিবর!
একমাত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের উত্তম মাহাত্ম্য
শ্রবণ করিয়াই আমরা দিগের বিশ্বয়ের ও
প্রীতির অন্ত হইতেছে না। চিরকাল
হইতে আমরা দিগের হৃদয়ে একটা সংশয়
বর্তমান আছে; তোমা ব্যতীত এই
সংশয়ের ছেতা ভূতলে আর নাই। মহা-
মুনে! বলদেব, কৃষ্ণ এবং ভজার মহীতলে
উৎপত্তি-বিবরণ সম্পূর্ণ শুনিবার জন্য
আমরা আসিয়াছি। যুনে।

বাসুদেবভূতো বীর্যো স্থিতো নন্দগৃহে যুনে ॥ ৬
নিঃসারে মৃত্যুলোকেহ্মনি হুঃখপ্রায়েহতিচঞ্চলে
জলবুদ্বুদসঙ্কাশে ভৈরবে লোমহর্ষণে ॥ ৭
বিগুপ্তপিচ্ছলং কষ্টং সঙ্কটং দুঃখদায়কম্ ।
কথং ঘোরতরং তেষাং গর্ভবাসমরোচত ॥ ৮
যানি কস্মাণি চক্রস্তে সমুৎপন্ন মহীতলে ।
বিস্তরেণ যুনে তানি ক্রহি নো বদতাং বর ॥ ৯
সমগ্রং চরিতং তেষামভূতকৃতিমানুযম্ ॥ ১০
কথং স ভগবান্ দেবঃ সুরেশঃ সুরসত্তমঃ ।
বাসুদেবকূলে ধীমান্ বাসুদেবত্বমগতঃ ॥ ১১
অমরৈশ্চাবুতং পুণ্যং পুণ্যকৃষ্ণিরলঙ্কৃতম্ ।
দেবলোকং কিমুৎসৃজ্য মর্ত্যালোক ইহাগতঃ ॥
দেবমানুষয়োর্নেতা দ্যৌর্ভুবঃ প্রভবোহব্যয়ঃ ।
কিমণং দিব্যমা দ্বানং মানুযেষু স্তয়োজয়ৎ ॥ ১৩
যশ্চক্রং বর্তয়ত্যেকো মানুযাণামনাময়ম্ ।
স মানুযো কথং বুধিঃ চক্রে চক্রগদাধরঃ ॥ ১৪

সেই কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ণ কি নিমিত্ত ভূতলে
বাসুদেবভূতরূপে অবতীর্ণ হয়েন? আর
কেনই বা নন্দগৃহে গিয়াছিলেন? নিঃসার,
হুঃখপ্রায়, জলবুদ্বুদসঙ্কাশ, অতি চঞ্চল, ভৈরব
ও লোমহর্ষণ এই মৃত্যুলোকে বিগুপ্তপিচ্ছল,
কষ্টপ্রদ, সঙ্কর্ণ, দুঃখদায়ক, ঘোরতর
গর্ভবাস তাঁহাদিগের কটিকর হইল কেন?
হে বাগ্মিবর যুনে! তাঁহারা মহীতলে সমুৎ-
পন্ন হইয়া যে সকল কস্ম করিয়াছিলেন,
আপনি বিস্তরক্রমে, তৎসমস্ত আমাদিগকে
বলুন। তাঁহাদিগের সমগ্র চরিত্রই অভূত
ও মানুয-সাধ্যাতীত । ১—১০ । সেই
ধীমান সুরেশ সুরসত্তম কি নিমিত্ত বাসুদেব-
কূলে বাসুদেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন? অমর-
গণাবৃত, পুণ্য, পুণ্যকারিজনে অলঙ্কৃত
দেবলোক পরিত্যাগ করিয়া এই মর্ত্যালোকে
কেন আসিয়াছিলেন? দেবতা ও মানুয-
দিগের নেতা, দ্যুলোক ও ভুলোকের প্রভব
সেই অব্যয় দেব কি জন্য আপনাকে মানুয-
মধ্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন? যিনি
মানুযমধ্যে নিজ অনাময় চক্র প্রবর্তিত

গোপায়নং যঃ কুরুতে জগতঃ সার্বভৌতিকম্
স কথং গাং গতো বিষ্ণুর্গোপত্মকরোৎ প্রভুঃ
মহাত্মানি ভূতান্ধা যো দধার চকার চ ।
ঐগর্ভঃ স কথং গর্ভে স্থিয়া ভূচরয়া ধৃতঃ ॥ ১৬
যেন লোকান্ ক্রমৈর্জিত্বা ত্রিভিবৈ ত্রিদশৈশ্চ
স্থাপিতা জগতো মার্গাস্ত্রিবর্গাশ্চাভবঃস্বয়ঃ ॥ ১৭
যোহন্তকালে জগৎ পীত্বা কৃত্বা ভোয়ময়ং বপুঃ
লোকমেকার্ণবং চক্রে দৃষ্টাদৃষ্টেন চান্মনা ॥ ১৮
যঃ পুরাণঃ পুরাণাত্মা বারাহং রূপমাস্থিতঃ ।
বিষাণাগ্রেণ বসুধামুজ্জহারারিস্বদনঃ ॥ ১৯
যঃ পুরা পুরুহুতার্থে ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ।
দদৌ জিত্বা বসুমতীং সুরাণাং সুরসত্তমঃ ॥ ২০
যেন সৈংহবপুঃ কৃত্বা দ্বিধা কৃত্বা চ তৎপুনঃ ।
পূর্বদৈত্যো মহাবীর্যো হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ॥ ২১

করেন, সেই অদ্বিতীয় দেব কি হেতু মনুসাহ
বিষয়ে বুদ্ধি করিলেন? যিনি জগতের
সার্বভৌতিক গোপায়ন বা 'রক্ষক' সেট
বিষ্ণু কি জন্ত ভূতলে গমন করিয়া
গোপন অবলম্বন করিলেন? যে ভূতাত্মা
মহাত্মানিচয় সৃষ্টি করিয়া পুনরায় উহা ধারণ
করেন, সেই ঐগর্ভ, ভূচারিণী রমণী কর্তৃক
কিরূপে গর্ভে ধৃত হইলেন? যিনি ত্রিদশ-
দিগের প্রার্থনানুসারে ত্রিপদ-বিস্তার
ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া জগতের ত্রিবর্গমার্গ
স্থাপন করিয়াছেন; যিনি দৃষ্টাদৃষ্ট আত্মা
স্বারা ভোয়ময় বপুঃ ধারণপূর্বক সমগ্র জগৎ
পান করিয়া লোক সকলকে একার্ণবে
পরিণত করিয়াছিলেন; যে পুরাণাত্মা
পুরাণ পুরুষ, অরিস্বদন বরাহরূপ ধারণ-
পূর্বক বিষাণাগ্রে বসুধাকে উদ্ধার করিয়া-
ছিলেন; যে সুরসত্তম, পুরুহুতের নিমিত্ত
এই অব্যয় ত্রৈলোক্য এবং সুরগণের
অমুরোধে বসুমতী জয় করিয়া তাহাদিগকে
দান করিয়াছিলেন; যিনি সিংহদেহ ধারণ-
পূর্বক তাহাকে আবার হইভাগে অর্দ্ধ-
মাত্মব অর্দ্ধসিংহাকারে পরিণত করিয়া

যঃ পুরা হননো ভূত্বা ঐক্যং সংবর্তকো বিভূঃ ।
পাতালস্থোহর্ণবরসং পপৌ ভোয়ময়ং हरिः ॥ ২২
সহস্রচরণঃ ব্রহ্ম সহস্রাংসুঃ সহস্রদম্ ।
সহস্রশিরসঃ দেবং যমার্হবৈ যুগে যুগে ॥ ২৩
নাভ্যাং পদ্মং সমুদ্ভূতং যন্ত পৈতামহং গৃহম্ ।
একার্ণবে নাগলোকে সন্ধিরণ্ময়পঙ্কজম্ ॥ ২৪
যেন তে নিহতা দৈত্যাতাঃ সংগ্রামে তারকাময়ঃ
যেন দেবময়ঃ কৃত্বা সর্বাযুধধরং বপুঃ ।
শ্বহাসংস্থেন চোৎসিক্তঃ কালনেমিনিপাতিতঃ ।
উত্তরান্তে সমুজ্জস্ত ক্ষীরোদস্থায়তোদধৌ ।
যঃ শেতে শাশ্বতং যোগমায়ায় তিমিরং মহৎ
সুরারণী গর্ভমধস্ত দিব্যং
তপঃপ্রকর্ষাদতিতঃ পুরাণম্ ।
শক্রঞ্চ যো দৈত্যগণাবরুদ্ধং
গর্ভাবধানেন কৃতং চকার ॥ ২৬
পদানি যো যোগময়ানিকৃত্বা
চকার দৈত্যান সলিলেশ্বরস্থান্ ।

করিয়াছিলেন, পুরাকালে যে বিভূ হরি
সংবর্তক নামক ঐক্য অনলাকার ধারণপূর্বক
পাতালতলে থাকিয়া ভোয়ময় অর্ণবরস পান
করিয়াছিলেন; যে দেব যুগে যুগে সহস্র
চরণ, সহস্র বাহু, সহস্র শিরা ব্রহ্ম বলিয়া
অভিহিত হইলেন; একার্ণবে পাতালতলে
ঐহার নাভি হইতে পিতামহের বাসস্থান
সুদৃষ্ট হিরণ্ময় পদ্ম সমুদ্ভূত হইয়াছিল;
তারকাময় সংগ্রামে যিনি দৈত্যদিগকে
নিহত করিয়াছিলেন; যিনি সর্বাযুধধারী
দিব্য বপুঃ ধারণপূর্বক শ্বহাস অবস্থান
করত দগ্ধিত কালনেমিকে নিহত করিয়া-
ছিলেন; যিনি ক্ষীরসমুদ্রের উত্তরভাগে
অমৃতোদধি মধ্যে শাশ্বত মহৎ তিমিররূপ
যোগাবলম্বনে শয়ন করেন; ১১—২৫। সুর-
গণের অরণীরূপিণী অদ্বিতি যে দিব্য পুরাণ
পুরুষকে তপঃপ্রকর্ষবশে গর্ভে ধারণ করিতে
সক্ষম হইয়াছেন; যিনি গর্ভগত হইয়াছেন,
ইহা জানিতে পারিয়াই দৈত্যগণ পরাজিত
এবং শত্রু প্রোৎসাহিত হইয়াছিলেন; যিনি

কৃতা চ দেবাঃ স্ত্রিশেষাঃ ॥ ২৮

চক্রে সুরেশঃ পুরুহুতমেব ॥ ২৮

গার্হপত্যেন বিধিনা অবাহাৰ্য্যেণ কৰ্ম্মণা ।

অগ্নিমাহবনীয়ঞ্চ বেদং দীক্ষাং সমিদ্ধবম্ ॥ ২৯

প্রোক্ষণীয়ং স্রবকৈব আবভূধ্যঃ তথৈব চ ।

অবাকৃপাণিঞ্চ যশ্চক্রে হব্যভাগভূজস্তথা ॥ ৩০

হব্যাদাংশ্চ সুরাংশ্চক্রে কব্যাদাংশ্চ পিতৃনথ ।

তোগার্গ্যে যজ্ঞবিধিনা যোজয়দ্ভুক্তকৰ্ম্মণি ॥ ৩১

পাত্ৰাণি দক্ষিণাং দীক্ষাং চরুং চোদুখলানি চ

যুপং সমিৎস্রবং সোমং পবিত্রান্ পরিধীনপি ॥

যজ্ঞিয়ানি চ দ্রব্যানি চমসাংশ্চ তথাপরান্ ।

সদন্তান্ যজমানাংশ্চ মেধাদীংশ্চ ক্রতুস্তমান্ ॥

বিবভাজ পুরা যন্ত পারমেষ্ঠেন কৰ্ম্মণা ।

যুগান্তরূপং যঃ কৃতা লোকানন্তপরাক্রমাৎ ॥ ৩৪

ক্ষণা নিমেঘাঃ কাষ্ঠাশ্চ কলাস্ত্রৈকাল্যমেব চ ।

মুহূর্ত্তান্তিথয়ো মাসা দিনং সংবৎসরস্তথা ॥ ৩৫

ঋতবঃ কালযোগাশ্চ প্রমাণং ত্রিবিধং ত্রিভু ।

যোগময় পদসহায়ে দৈত্যাদিগকে সমুজ্জমধ্যে পলায়িত করিয়াছিলেন, এবং দেবতাদিগকে ত্রিশেষ কল্পিয়া পুরুহুতকে ও সুরেশ্বর করিয়া- ছিলেন; যিনি অবাকৃপাণি হইয়া বিধানসহ গার্হপত্য, আহবনীয় ও অবাহাৰ্য্যাদি কৰ্ম্ম, বেদ, দীক্ষা, সমিধ, প্রোক্ষণীয়, স্রব, আব- ভূধ্য, ইত্যাদি যজ্ঞীয় উপচার সমস্ত উৎপাদন করিয়া দেবতাদিগকে হব্যভোজী ও পিতৃ- গণকে কব্যভোজী করিয়াছেন; যিনি ভোগসাধনার্থ সকলকে যজ্ঞকর্মে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং যজ্ঞীয় পাত্ৰ, দক্ষিণা, দীক্ষা চরু, উদুখল, যুপ, সমিধ, স্রব, সোম, পবিত্র, পরিধি, চমসাঙ্গি অস্ত্রান্ত যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল, সদন্ত, যজমান, মেধ প্রভৃতি উত্তম ক্রতু- নিচয়, পারমেষ্ঠ্য কৰ্ম্ম দ্বারা পুরাকালে যিনি লোকসকলের সহিত নিজ শক্তি দ্বারা যগান্তরূপ ঐ সকলের বিভাগ করিয়া- ছিলেন; ২৬—৩৪। ক্ষণ, নিমেঘ, কাষ্ঠ, কলা, ভূত ভবিষ্য বৰ্ত্তমানাত্মক কালত্রয়, মুহূর্ত্ত,

আয়ুঃক্ষেত্রাপ্যুপচয়ো লক্ষণং রূপসৌষ্ঠবম্ ॥ ২৬

ত্রয়ো লোকান্ত্রয়ো দেবান্ত্রৈবিদ্যাং পাবকান্ত্রয়ঃ ।

ত্রৈকাল্যং ত্রীণি কৰ্ম্মাণি ত্রয়ো বর্ণান্ত্রয়ো গুণাঃ

সৃষ্টা লোকাঃ পুরা সৰ্বে যেনানন্তেন কৰ্ম্মণা ।

সৰ্বভূতগতঃ সৃষ্টা সৰ্বভূতগুণাত্মকঃ ॥ ৩৮

নৃণামিন্দ্রিয়পূৰ্ণেণ যোগেন রমতে চ যঃ ।

গতাগতাভ্যাং যো নেতা য এব বিধিরৌশ্বয়ঃ ॥

যো গতির্ধর্ম্মযুক্তানামগতিঃ পাপকৰ্ম্মণাম্ ।

চাতুৰ্ণ্যস্ত প্রভবশ্চাতুৰ্ণ্যস্ত রক্ষিতা ।

চাতুৰ্বিদ্ধস্ত যো বেত্তা চাতুরাশ্রমাসংশ্রয়ঃ ॥ ৪০

দিগন্তরং নভো ভূমির্বাযুর্বাণি বিভাবন্তুঃ ।

চন্দ্রসূর্য্যময়ং জ্যোতির্ভূগণেশঃ ক্ষণদাচরঃ ॥ ৪১

যঃ পরং শ্রয়তে জ্যোতির্ধর্ম্মঃ পরং শ্রয়তে তপঃ

যঃ পরং প্রাহরপরং যঃ পরঃ পরমাত্মবান্ ॥ ৪১

আদিত্যানাস্ত যো দেবো যশ্চ দৈত্যাস্তকো

বিভুঃ ।

যুগান্তেষুস্তকো যশ্চ যশ্চ লোকান্তকান্তকঃ ॥ ৪৩

গত বিবিধ যোগ, ত্রিকালগত প্রত্যক্ষ অনু- মান শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ, আয়ু, ক্ষেত্র, উপচয়, চিহ্ন, রূপ, সৌষ্ঠব, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালা- ত্মক তিন লোক, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেবতা, বিদ্যাশ্রয়, পাবকত্রয়, কৰ্ম্মশ্রয়, বর্ণ- ত্রয়, গুণত্রয়, ইত্যাদি সহ পুরাকালে সমস্ত জগৎ যে অনন্ত সৰ্বভূতগত সৰ্বভূত গুণ- ত্মক সৃষ্টা কৰ্ম্মানুসারে সৃজন করিয়াছেন; প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়সকলের সৃষ্টি করিয়া তদযোগে যিনি নিয়ত রমমান, এবং যিনি সেই সকলের পরিচালনকর্তা, বিধাতা ও ঈশ্বর; যিনি ধার্ম্মিকগণের সুগতি, অধার্ম্মিক- দিগের অগতি, বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টা এবং রক্ষিতা, চতুর্বিধ বিদ্যার বেত্তা, আশ্রম চতুষ্টয়ের অবলম্বন; যিনি দিক্, আকাশ ভূমি, বায়ু, অগ্নি ও চন্দ্র-সূর্য্যময় জ্যোতিঃ যিনি যুগেশ, ক্ষণদাচর; যিনি পরমজ্যোতি ও পরম তপস্তা বলিয়া কৃত হয়েন; যিনি পরমাত্মবান্; ঈহাকে পর ও অপর বল-

৪৩। যিনি দেবজাতিগণেরও দেবতা, ৫

সেতুর্ধো লোকসেতুনাং মেধ্যো যো

মেধ্যকর্ষণাম্ ।

বেদ্যো যো বেদবিভৃষাং প্রভূর্ষঃ প্রভবান্য়াম্ ॥

সোমভূতশ্চ সৌম্যানামগ্নিভূতোহগ্নিবর্চসাম্ ।

যঃ শক্রাণামীশভূতস্তপোভূতস্তপস্বিনাম্ ॥ ৪৫

বিনয়ো নয়বৃন্দীনাং তেজস্তেজস্বনামপি ।

বিগ্রহো বিগ্রহাধিপাং গতির্গতিমতামপি ॥ ৪৬

আকাশপ্রভবো বায়ুবায়োঃ প্রাণাকুতাশনঃ ।

দিবো হতাশনঃ প্রাণঃ প্রাণোহগ্নির্ঋধুহৃদনঃ ॥

রসাচ্ছোণিতসমুত্তিঃ শোণিতান্নাসমুচ্যতে ।

মাংসান্তু মেদসো জন্ম মেদসোহস্থি নিকৃচ্যতে

অস্থৌ মজ্জা সমভবমজ্জাতঃ শুক্রসম্ভবঃ ।

শুক্রাদর্ভঃ সমভবদ্রসমুলেন কৃষ্ণাণাং ॥ ৪৭

তজ্রাপাং প্রথমো ভাগঃ স সৌম্যো রাশিরুচ্যতে

গর্ভোমসস্তবো জ্ঞেয়ো দ্বিতীয়ো রাশিরুচ্যতে

শুক্রং সোমান্নকং বিদ্যাদর্ভবং পাবকান্নকম্ ।

দৈত্যাস্তক বিভূ, যুগাস্তকালে সকলের অন্তক ;
যিনি লোকাস্তকেরও অন্তক ; লোকসেতু-
সমূহের যিনি সেতু ; যিনি মেধ্য কর্ষণিচয়ের
অপেক্ষাও মেধ্য ; যিনি বেদ-বিদ্বান্দিগের
বেদ্য ; যিনি প্রভাববান্দিগের প্রভু ; যিনি
সৌম্যদিগের সৌমস্বরূপ, অগ্নিতেজঃশালী-
দিগের যিনি অগ্নিস্বরূপ ; ইন্দ্রগণের যিনি
ঈশস্বরূপ ; যিনি তপস্বীদিগের তপঃস্বরূপ,
নীতিমান্দিগের বিনয়, তেজস্বীদিগের তেজ,
বিগ্রহাধীদিগের বিগ্রহ ও গতিমান্দিগের গতি
বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । অকাশ হইতে বায়ু
জন্মে, বায়ুর প্রাণ হইতে উৎপন্ন অগ্নিই আকা-
শের প্রাণস্বরূপ, সেই মুখ্য প্রাণান্নক অগ্নিই
মধুহৃদন । রস হইতে শোণিত জন্মে,
শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ,
মেদ হইতে অস্থি জন্মে । অস্থি হইতে
মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র, শুক্র হইতে রস-
মূলক কর্ষ্য দ্বারা গর্ভ উৎপন্ন হয় ।
তন্মধ্যে রসের প্রথম ভাগ হইতে সৌম্য
রাশি এবং গর্ভোমস হইতে দ্বিতীয়
রাশি উৎপন্ন হয় । শুক্র সোমান্নক এবং

ভাবা রসান্নগাশ্চৈবাং বীজে চ শশিপাবকৌ ॥

ককবর্গে ভবেচ্ছুক্রং পিত্তবর্গে চ শোণিতম্ ।

ককশ্চ হৃদয়ং স্থানং নাভ্যাং পিত্তং প্রতিষ্ঠিতম্

দেহস্ত মধ্যো হৃদয়ং স্থানং তন্মনসঃ স্মৃতম্ ।

নাভিকোষ্ঠান্থরঃ যত্র তত্র দেবো হতাশনঃ ॥ ৫০

মনঃ প্রজাপতির্জ্ঞেয়ঃ ককঃ সৌম্যো বিভাব্যতে

পিত্তমগ্নিঃ স্মৃতঃ ত্বেবমগ্নিসৌম্যান্নকং জগৎ ॥ ৫১

এবং প্রবর্তিতে গর্ভে বর্ধিতেহর্কুদসগ্নিতে ।

বায়ুঃ প্রবেশঃ সন্ধক্রে সন্ধতঃ পরমান্ননা ॥ ৫২

স পঞ্চধা শরীরস্থো ভিধ্যতে বর্ততে পুনঃ ।

প্রাণাপানৌ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ ॥ ৫৩

প্রাণোহস্ত পরমান্নানং বর্দ্ধনং পরিবর্ততে ।

অপানঃ পশ্চিমঃ কাশ্মদানোহর্কং শরীরিণঃ ॥ ৫৪

ব্যানশ্চ ব্যাপ্যতে যেন সমানঃ সগ্নিবর্ততে ।

ভূতাবাস্তিস্তত্তস্তান্ত জায়েতেল্লিয়গোচরা ॥ ৫৫

পৃথিবী বায়ুর কাশ্মাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ।

অর্ন্তব পাবকান্নক । এই সকলের ভাব
রসান্নসারেই হয় । শশী ও পাবকই ইহার
মূল কারণ । শুক্র ককবর্গে এবং পিত্ত
শোণিতবর্গে স্থিত । ককের স্থান হৃদয় ;
পিত্ত নাভিতে অবস্থিত । দেহমধ্যে যে
হৃদয়, তাহা মনের স্থান । নাসিকা ও ওষ্ঠ-
দ্বয়ের মধ্যভাগে দেব হতাশন অবস্থিত ।
মন প্রজাপতি বলিয়া জ্ঞেয়, কককেই সৌম্য
বলা যায় ; পিত্ত অগ্নি বলিয়া স্মৃত হয় । এই-
রূপে এই জগৎ অগ্নি ও সোমান্নক ১৩৫—৫৪।
এই ভাবে প্রবৃত্ত অর্কুদ (মাংসপিণ্ড) সম গর্ভ
বর্ধিত হইতে থাকিলে তন্মধ্যে পরমান্নান্ন
সহিত মিলিত হইয়া বায়ু প্রবিষ্ট হয় । সেই
বায়ু শরীরস্থ হইয়া প্রাণ, অপান, সমান, উদান,
ব্যান,—এই পাঁচভাগে বিভক্ত হয় । উক্ত
প্রাণবায়ু তদীয় পরমান্নাকে বর্ধিত করত
সঞ্চরণ করিতে থাকে । অপান সেই শরী-
রের নিম্নাংশে ও উদান মধ্য অংশে অবস্থান
করে । ব্যান সঞ্চর্য শরীরব্যাপী এবং যাহা
দ্বারা সমতা হয়, তাহাই সমান বায়ু । পরে
সেই শরীরে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পঞ্চভূতের

তন্তেল্লিঘনিবিষ্টানি স্বং স্বং যোগং প্রচক্ৰিরে ॥
পার্শ্বিং দেহমাহুস্ত প্রাণাঙ্গানঞ্চ মারুতম্ ।
ছিদ্রাণ্যাকাশমোনীনি জলাং শ্রাবঃ প্রবর্ততে
জ্যোতিশ্চক্ষুঃ তেজশ্চ যন্তা তেষাং মনঃ
স্মৃতম্ ।

গ্রামাশ্চ বিষয়াশ্চৈব যন্ত বীৰ্যাং প্রবর্তিতাঃ ॥
ইত্যোনান্ পুরুষঃ সর্বান্ সৃজল্লোকান্ সনাতনঃ
নৈধনেহগ্নিন্ কথং লোকে নরত্বং বিষ্ণুরাগতঃ
এষ নঃ সংশয়ো ব্রহ্মরেষ নো বিস্ময়ো মহান্ ।
কথং গতির্গতিমতামাপনো মানুষীং তল্পম্ ॥
আশ্চর্য্যং পরমং বিষ্ণুর্দেবদৈত্যাশ্চ কথ্যতে ।
বিষ্ণোরূপত্বমশ্চর্য্যং কথয়ন্ত মহামুনে ॥ ৬৪
প্রখ্যাতবলবীৰ্য্যন্ত বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।
কর্ম্মণাশ্চর্য্যভূতন্ত বিষ্ণোস্তত্ত্বমিহোচ্যতাম্ ॥ ৬৫
কথং স দেবো দেবানামার্তিহা পুরুষোত্তমঃ ।

আবির্ভাব হইয়া থাকে। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতিঃ—এই পঞ্চভূত তদীয় ইন্দ্রিয়ে নিবিষ্ট হইয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতে থাকে। পৃথিবীর অংশে দেহ, বায়ুর অংশে প্রাণ, আকাশের অংশে ছিদ্র সকল ও জলের অংশে শ্রাব হয়; তেজের অংশে চক্ষু ও কান্ধি জন্মে। মন উক্ত পঞ্চভূতের পরিচালক। মনের প্রভাবেই বিবিধ বিষয়ে প্রবর্তিত ঘটিয়া থাকে। সনাতন বিষ্ণু এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন; তিনিই আবার এই মর্ত্যলোকে নরত্ব গ্রহণ করিলেন কিজন্ত? ব্রহ্মন্! গতিমান্দিগেরও গতিস্বরূপ সেই বিষ্ণু মানুষী তল্প কেনই বা গ্রহণ করিলেন? ইহা অতি বিস্ময়ের বিষয়। আমাদিগের ইহাই মহান্ সংশয়। দেব দৈত্য সকলেই সেই বিষ্ণুকে পরম আশ্চর্য্য বলিয়া থাকেন। হে মহামুনে! বিষ্ণুর এবন্ধি আশ্চর্য্য উৎপত্তি হইল কেন? সেই প্রখ্যাতবলবীৰ্য্য কর্ম্মদ্বারা আশ্চর্য্যভূত অমিততেজা বিষ্ণুর

সর্বব্যাপী জগন্নাথঃ সর্বলোকমহেশ্বরঃ ॥ ৬৬
সর্গস্থিত্যন্তরুদ্ধদেবঃ সর্বলোকসুখাবহঃ ।
অক্ষয়ঃ শাশ্বতোহনন্তঃ ক্ষয়বুদ্ধিবিবর্জিতঃ ॥ ৬৭
নির্লেপো নির্গুণঃ সূক্ষ্মো নির্বিকারো নিরঞ্জনঃ
সর্বোপাধিবিনির্মুক্তঃ সৰ্ব্বমাত্তব্যবস্থিতঃ ॥ ৬৮
অবিকারী বিভূনিত্যঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।
অচলো নিশ্চলো ব্যাপী নিত্যভূগো নিরাশ্রয়ঃ
বিশুদ্ধঃ ক্ষয়তে যন্ত হরিত্বঞ্চ কৃতে যুগে ।
বৈকুণ্ঠত্বঞ্চ দেবেষু কৃষ্ণত্বঞ্চ মানুষেষু চ ॥ ৭০
ঈশ্বরস্ত হি তন্ত্ৰেমাং গহনাং কর্ম্মণো গতিম্ ।
সমতীতাং ভবিষ্যঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছা প্রবর্ততে ॥
অব্যক্তো ব্যাক্তলিঙ্গস্থো য এষ ভগবান্ প্রভুঃ
নারায়ণো হনস্তাত্মা প্রভবোহব্যয় এব চ ॥
এষ নারায়ণো ভূত্বা হরিরাসীৎ সনাতনঃ
ব্রহ্মা শক্রশ্চ ক্রতুশ্চ ধর্ম্মঃ শুক্রো বৃহস্পতিঃ ॥
প্রধানাত্মা পুরা হেয ব্রহ্মাণমসৃজৎ প্রভুঃ ।
সোহসৃজৎ পূরুষপুরুষঃ পুরা কল্পে প্রজাপতীন

গণের আর্তিহারী, পুরুষোত্তম, সর্বব্যাপী, সর্বলোকমহেশ্বর, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী, সর্বলোকসুখাবহ, অক্ষয়, শাশ্বত, অনন্ত, ক্ষয়-বুদ্ধি-বর্জিত, নির্লেপ, নির্গুণ, সূক্ষ্ম, নির্বিকার, নিরঞ্জন, সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত, সন্তা-মাত্ররূপে অবস্থিত, অবিকারী, বিভূ, নিত্য, পরমাত্মা, সনাতন, অচল, নিশ্চল, ব্যাপী, নিত্যভূগু, নিরাশ্রয় এবং স্বাহার সত্যযুগে বিশুদ্ধ হরিত্ব, দেবগণ মধ্যে বৈকুণ্ঠত্ব, মানুষ্য মধ্যে কৃষ্ণত্ব শুনা যায়; সেই দেব ঈশ্বরের অতীত ভবিষ্য দুর্জয়ের ক্রিয়াকলাপ শুনিতে বাসনা হইতেছে। ৫৫—৭১। সেই অব্যক্ত, প্রভু, ভগবান্ অনস্তাত্মা নারায়ণই ব্যাক্তলিঙ্গস্থ হইয়া সকলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থানরূপে নানাকার গ্রহণ করেন। এই সনাতন নারায়ণই হরি, ব্রহ্মা, ক্রতু, শক্র, ধর্ম্ম, শুক্র ও বৃহস্পতি হইয়াছেন। এই প্রভু পূর্বে প্রধানাত্মারূপে ব্রহ্মাকে সৃজন করেন। সেই ব্রহ্মা সকলের

এবং স ভগবান্ বিষ্ণুঃ সৰ্বলোকমহেশ্বরঃ ।
কিমৰ্ণং মৰ্ত্যালোকেহশ্মিন যাতে। যত্ৰকূলে হরিঃ
ইতি ত্রীত্বাক্ষে ঋষিপ্রশ্নানিরূপণং নামৈকোনা-
শীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭২ ॥

অশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

নমস্তুহ্য সুরেশায় বিষ্ণুবে প্রভবিষ্ণুবে ।
পুরুষায় পুরাণায় শাশ্বতায়াব্যায় চ ॥ ১
চতুৰ্থাঙ্কায় তৈশ্চ নির্গুণায় গুণায় চ ।
বরিষ্ঠায় গরিষ্ঠায় বরেণ্যায়ামিতায় চ ॥ ২
যজ্ঞাক্ষাখিলাক্ষায় দেবাত্তৈরীপিতায় চ ।
যস্মাদগুতরং নাস্তি যস্মান্নাস্তি বৃহত্তরম্ ॥ ৩
যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তমজেন সচরাচরম্ ।
আবির্ভাবিত্রোভাবদৃষ্টাদৃষ্টবিলক্ষণম্ ॥ ৪
বদন্তি যৎসৃষ্টমিত্ত তথৈবাপূৰ্ণংসুভব ।
ব্রহ্মণে চাদিদেবায় নমস্তুহ্য সমাধিনা ॥ ৫

করেন । এবাধি সৰ্বলোক-মহেশ্বর ভগবান্
হরি বিষ্ণু মৰ্ত্যালোকে কি মিমিত্ত যত্ৰকূলে
জন্মিয়াছিলেন ? ৭২—৭৫ ।

উনাশীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭২ ।

অশীত্যাধিক শততম অধ্যায়

বাস বলিলেন,—পুরাণ পুরুষ, শাশ্বত,
অব্যয়, চতুৰ্থাঙ্কায়, নির্গুণ ও গুণরূপী, বরিষ্ঠ,
গরিষ্ঠ, বরেণ্য, অমিত, যজ্ঞাক্ষ, অখিল-
ভুবনাক্ষ, দেবাদির প্রার্থনীয়, সুরেশ্বর, প্রভ-
বিষ্ণু, বিষ্ণুকে নমস্কার কর ; যাহা অপেক্ষা
অগুতর নাই, যদপেক্ষা বৃহত্তরও কিছু নাই,
যে অজ আবির্ভাব-ত্রিভাবরূপ দৃষ্টাদৃষ্ট
ধর্মাবিশিষ্ট এই সচরাচর বিশ্ব ব্যাপিয়া
আছেন, ইহা বাহ্যর সৃষ্ট ও বাহ্যতে
উপসংহৃত বলা হয়, সেই ব্রহ্মরূপী আদি-
শব্দকে সমাধি সহকারে নমস্কার করিয়া ;—

অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে ।
সদৈকরূপরূপায় জিহ্ববে বিষ্ণুবে নমঃ ॥ ৬
নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ ।
বাসুদেবায় তারায় সর্গস্থিত্যন্তকারিণে ॥ ৭
একানেকস্বরূপায় স্থলসূক্ষ্মাত্মনে নমঃ ।
অব্যক্তব্যক্তভূতায় বিষ্ণুবে মুক্তিহেতুবে ॥ ৮
সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগতো যো জগন্ময়ঃ ।
মূলভূতো নমস্তস্মৈ বিষ্ণুবে পরমাত্মনে . ৯
আধারভূতং বিশ্বস্তাপ্যনীয়াসমণীয়সাম্ ।
প্রণম্য সর্বভূতস্বমচ্যুতং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১০
জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তং নির্মলং পরমার্থতঃ ।
তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্ ॥ ১১
বিষ্ণুং গ্রাসিষ্যৎ বিশ্বস্ত স্থিতসর্গে তথা প্রভূম্ ।
অনাদিং জগতামীশমজমক্ষয়মব্যয়ম্ ॥ ১২
কবয়ামি যথা; পুংসং দক্ষ্যৈদ্যুর্নিসন্তমৈঃ ।
পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভগবান্ভযোনিঃ পিতামহঃ ॥ ১৩
ঋক্-সামাধ্যাপিগরম্ বত্রেজ্যঃ পুন্যতি জগন্ময়ম্ ।
প্রণিপত্য তথেশানমেকাগবাবিনির্গতম্ ।

অবিকার, শুদ্ধ, নিত্য, পরমাত্মা, সদা একরূপ,
জিহ্ব, বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া ;—হিরণ্যগর্ভ,
বাসুদেব, প্রণবরূপী, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-
কারী, হরি শঙ্করকে নমস্কার করিয়া ;—একা-
নেকস্বরূপ, স্থল-সূক্ষ্মাত্মা, অব্যক্ত ও ব্যক্ত-
ভূত, মুক্তিহেতু বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া ;—
জগন্ময়—যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের
মূলস্বরূপ, সেই পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার
করিয়া ;—বিশ্বের আধার, সূক্ষ্ম হইতেও
সূক্ষ্মতম, সর্বভূতস্থ, অচ্যুত, পুরুষোত্তমকে
নমস্কার করিয়া ;—পরমার্থতঃ অতীব নির্মল
জ্ঞানস্বরূপ হইতেও ভ্রান্তিদৃষ্টিতে যিনি অর্ধ-
রূপে প্রতীয়মান, বিশ্বের স্থিতি ও সৃষ্টি
বিষয়ে প্রভু, গ্রাসিষ্য, অনাদি, অজ, অক্ষয়,
অব্যয়, জগদীশ, বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া ;
—যিনি মুখনিচয় দ্বারা ঋক্-সামাদি উদ্-
গিরণ করত জগন্ময়কে পবিত্র করেন,
বাহ্যর যজ্ঞ নাকরিলে যজ্ঞকালে অশু-
গণ যজ্ঞধ্বংস করে, যিনি সৃষ্টির কাল

যন্তাসুরগণা যজ্ঞান্ বিলুপ্তস্তি ন যাজিনাম্ ॥
 প্রবক্ষ্যামি মতং কৃৎস্নং ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ
 যেন সৃষ্টিং সমুদিশু ধর্ম্মাচ্চাঃ প্রকটীকৃতাঃ ॥১৫
 আপো নারা ইতি প্রোক্তা মূনিভিস্তত্বদর্শিতাঃ
 অয়নং তন্তু তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥
 স দেবো ভগবান্ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণো বিভূঃ
 চতুর্দ্ধা সংস্থিতো ব্রহ্মা সঙ্কণো নির্গুণস্তথা ॥১৭
 একা মূর্ত্তিরনুদেষ্ঠা শুক্রাং পশুস্তি তাং বুধাঃ ।
 জালামালাবনদ্ধাক্ষী নিষ্ঠা সা যোগিনাং পরা ॥
 দূরস্থা চান্তিকস্থা চ বিজ্ঞেয়া সা গুণাতিগা ।
 বাসুদেবাভিধানাসৌ নিষ্মমতেন দৃশ্যতে ॥১৯
 রূপবর্ণাদয়স্তস্তা ন ভাবাঃ কল্পনাময়াঃ ।
 আস্তে চ সা সদা শুদ্ধা সুপ্রতিষ্ঠৈকরূপিনী ॥
 দ্বিতীয়া পৃথিবী মূর্ত্তিঃ শেখাখ্যা ধারয়ত্যধঃ ।
 তামসী সা সমাগাতা তিথ্যকৃৎ সমুপাগতা ॥

ধর্ম্মাদির প্রকাশ করিয়াছেন, সেই একাধ্ব-
 বিনির্গত ঈশানকে নমস্কার করিয়া;—দক্ষাদি
 মুনিসন্তমগণ জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব্বকালে
 পিতামহ ভগবান্ অজযোনি যাহা বলিয়া-
 ছিলেন, অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার সেই সমগ্র মত
 আমি বলিতেছি । ১—১৫ । তত্বদর্শী মুনি-
 গণ জল সকলকে নারা বলিয়া থাকেন ;
 সেই জল সকলই পূর্ব্বের তাঁহার অয়ন
 (উপলব্ধিস্থান) ছিল বলিয়া তাঁহার নারায়ণ
 নাম হইয়াছে । বিভূ নারায়ণ ভগবান্ ব্রহ্ম,
 সঙ্কণ ও নির্গুণ-ভেদে চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া
 সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন । তাঁহার একটা
 মূর্ত্তি অনুদেষ্ঠা, জালামালাবিশিষ্টা ; জ্ঞানীরা
 তাহা দর্শন করেন ; সেই পরা মূর্ত্তিই যোগ-
 গণের চরম লক্ষ্য । উহা দূরস্থা অথচ
 আন্তিকস্থাও বটে ; উহা গুণাতীতা বলিয়া
 জানিবে । উহার নাম বাসুদেব ; নিষ্মমতা
 দ্বারা উহার দর্শন লাভ হয় । তাহার রূপ
 বর্ণাদি কিছুই বাস্তব নহে,—কল্পনাময় ; সেই
 মূর্ত্তি সদা শুদ্ধা সুপ্রতিষ্ঠা ও একরূপিনী ।
 শেখাখ্যা দ্বিতীয়া মূর্ত্তি অধোভাগে থাকিয়া
 মস্তক দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিতেছে ;

তৃতীয়া কর্ম্ম কুরুতে প্রজাপালনতৎপর ।
 সর্ব্বোদ্ভিক্তা তু সা জ্ঞেয়া ধর্ম্মসংস্থানকারিণী ॥ ২২
 চতুর্থী জলমধ্যস্থা শেতে পন্নগতল্লগা ।
 রজস্তস্তা গুণঃ সর্গং সা করোতি সदैব হি ॥
 যা তৃতীয়া হরৈর্মূর্ত্তিঃ প্রজাপালনতৎপর ।
 সা তু ধর্ম্মব্যবস্থানং করোতি নিয়তং ভূবি ॥২৪
 প্রোদ্ধতানসুরানহন্তি ধর্ম্মব্যুচ্ছিত্তিকারিণঃ ।
 পাতি দেবান্ স গন্ধর্ব্বানধর্ম্মরক্ষাপরায়ণান্
 যদা যদা চ ধর্ম্মস্ত গ্লানিঃ সমুপজায়তে ।
 অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্ত তদায়ানং সৃজত্যসৌ ॥২৬
 ভূরা পুরা বরাহেণ তুণ্ডেনাপো নিরস্ত চ ।
 একয়া দংষ্ট্রয়োৎখাতা নলিনীব বসুন্ধরা ॥ ২৭
 কুয়া নৃসিংহরূপক হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ।
 বিপ্রচিহ্নিতমুখাচ্চাস্তে দানবাঃ বিনিপাতিতাঃ ॥ ২৮
 বামনং রূপমাশ্বায় বলিং সংযম্য মাযয়া ।

উহা তিথ্যকৃজাতিহ প্রাপ্ত তামসী মূর্ত্তি
 বলিয়া আখ্যাত হয় । তৃতীয়া মূর্ত্তি সর্ব্বগুণ-
 বহলা ; প্রজাপালন কর্ম্মে তৎপর ; উহা
 ধর্ম্মসংস্থানকারিণী । চতুর্থী মূর্ত্তি জল-
 মধ্যে পন্নগশয্যায়া শয়না ; উহার গুণ
 রজঃ, উহা সদাই সৃষ্টি করিয়া থাকে ।
 ১৬—২৩ । হরির প্রজাপালনতৎপর যে
 তৃতীয়া মূর্ত্তি, উহাই ভূতলে সতত ধর্ম্মব্যবস্থা
 করিয়া থাকে, ধর্ম্মবিচ্যুতিকারী উদ্ধত
 অসুরদিগকে হনন করে এবং ধর্ম্মরক্ষা-
 পরায়ণ দেব-গন্ধর্ব্বগণকে পালন করিয়া
 থাকে । যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উৎপন্ন
 হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখনই
 ঐ মূর্ত্তি আপনাকে (রূপান্তরে) সৃজন
 করে । ঐ মূর্ত্তি পুরাকালে বরাহাকার ধারণ
 করত তুণ্ডঘাতে জল সকল নিরাকৃত
 করিয়া একটা দংষ্ট্রা দ্বারা বসুন্ধরাকে
 নলিনীবৎ উৎখাত করিয়াছিলেন ; নৃসিংহরূপ
 ধারণপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেন
 এবং বিপ্রচিহ্নিতমুখ আরও অনেক দানবকে
 বিনিপাতিত করিয়াছিলেন । যিনি বামন-
 রূপ ধারণ করিয়া মায়াবশে বলিকে

ত্রৈলোক্যং ক্রান্তবানেন বিনির্জিত্য দিতে:

সুতান ॥ ২৯

ভৃগোর্বাংশে সমুৎপন্নো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ।

জঘান ক্ষত্রিয়ান্‌রামঃ পিতৃবধমহুশ্রবন ॥ ৩০

তথ্যজিতনয়ো ভূহা দত্তাত্রেয়ঃ প্রতাপবান্ ।

যোগমষ্টাঙ্গমাচখ্যাবলর্কাধ মহাশ্বনে ॥ ৩১

রামো দাশরথির্ভূহা স তু দেবঃ প্রতাপবান্ ।

জঘান রাবণং সংখ্যে ত্রৈলোক্যস্ত ভয়ঙ্করম্ ॥

যদা চৈকার্ণবে সুপ্তো দেবদেবো জগৎপতিঃ ।

সহস্রযুগপর্যন্তং নাগপর্য্যঙ্কগো বিভূঃ ॥ ৩৩

যোগনিদ্রাং সমাস্তায় শ্বে মহিম্নি ব্যবস্থিতঃ ।

ত্রৈলোক্যমুদরে রুহা জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৪

জনলোকগর্ভে: সিদ্ধৈঃ স্তুষ্মানো মহর্ষিভিঃ ।

ভৃশ্চ নাভৌ সমুৎপন্নং পদ্মং দিকৃপত্রমণ্ডিতম্ ॥

মক্‌ৎকিঙ্করসংযুক্তং গৃহং পৈতামহং বরম্ * ।

যত্র ব্রহ্মা সমুৎপন্নো দেবদেবশ্চতুর্ধুখঃ ॥ ৩৬

বন্ধনপূর্বক দিতি সুতদিগকে পরাজিত করত ত্রৈলোক্যকে ত্রিপদবিক্ষেপে আবৃত করিয়াছিলেন, ভৃগুর বংশে প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া পিতৃবধ অনুশ্রবণ করত ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট করেন, এবং অজিতনয় প্রতাপবান্ দত্তাত্রেয়রূপে মহাশ্বা অলর্ককে অষ্টাঙ্গ যোগ উপদেশ করেন, সেই দেব প্রতাপবান্ দাশরথি রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রৈলোক্যের ভয়ঙ্কর রাবণকে রণে সংহার করেন। সেই জগৎপতি দেব দেব বিভূ, যখন স্বাবরজঙ্গম ত্রৈলোক্য স্বীয় জঠরগত করত জনলোকবাসী সিদ্ধ মহর্ষিগণে স্তুষ্মান হইয়া নিজ মহিমায় অবস্থানপূর্বক একাৰ্ণবে নাগপর্য্যঙ্কে সহস্র যুগ পর্য্যন্ত শয়ান ছিলেন, তখন তদীয় নাভিতে একটি পদ্ম উদ্ভূত হয়। উহা দিকৃপত্রমণ্ডিত, মক্‌ৎকেশর-সংযুক্ত ও পিতামহের বর গৃহ-স্বরূপ। উহাতেই দেবদেব চতুর্ধুখ ব্রহ্মা

তদা কর্ণমলোদ্ধূতো দানবো মধুকৈটভো ।

মহাবলো মহাবীৰ্য্যো ব্রহ্মাণঃ হস্তমুদ্যতো ॥ ৩৭

জঘান তৌ দুরাধৰ্ষৌ উখায় শয়নোদধেঃ ॥ ৩৮

এবমাদৌ স্তম্বেবাত্মান ॥ সংখ্যাতুমিহোৎসহে ।

অবতারো হৃজশ্চেহ মাথুরঃ সাম্প্রতন্বয়ম্ ॥ ৩৯

ইতি সা সাব্বিকৌ মূর্ত্তিরবতারং করোতি চ ।

প্রহ্ময়েতি সমাখ্যাতা রক্ষাকর্ম্মণ্যবস্থিতা ॥ ৪০

দেবদেহেহ মনুষ্যদেহে তিৰ্য্যাগুযোনৌ চ সংস্থিতা

গৃহ্ণাতি তৎস্বভাবশ্চ বাসুদেবেচ্ছয়া সদা ॥ ৪১

দদাত্যভিমতান কামান্ পূজিতা সা দ্বিজোত্তমাঃ

এবং ময়া সমাখ্যাতঃ কৃতকৃত্যোহপি যঃ প্রভুঃ

মানুষ্যত্বং গতো বিষ্ণুঃ শৃগুধ্বং চোত্তরং পুনঃ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মে ব্যাসস্মৃতিসংবাদে চতুর্ব্যুৎ-

বর্ণনমশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮০ ॥

উৎপন্ন হইলেন। তখন তাঁহার কর্ণমল হইতে মহাবল মহাবীৰ্য্য মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্ধত হয়। নারায়ণ তখন শয়ন হইতে উত্থান করত তাহাদিগকে নিহত করেন। সেই অজ হরির ইত্যাদি আরও অবতার-সমূহের সংখ্যা করিতে আমি উৎসাহ করি না। সম্প্রতি তোমাদের জিজ্ঞাসিত অবতার মাথুর বালিয়া জেয়। প্রহ্মা নামে সমাখ্যাতা সেই সাব্বিকী মূর্ত্তি এইরূপে নানা অবতার করেন। তিনি রক্ষাকার্য্যেই ব্যবস্থিত। বাসুদেবের ইচ্ছানুসারে তিনি দেবদ্ব মনুষ্যত্ব তিৰ্য্যাক্ত—যে ভাষেই অবস্থিত হউন, সদা তাহারই স্বভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! তিনি পূজিত হইয়া অভিমত কল সকল প্রদান করেন। যে প্রভু বিষ্ণু কৃতকৃত্য হইয়াও মানুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন, এই আমি তাঁহার মহাত্ম্য কিঞ্চৎ কীৰ্ত্তন করিলাম; অবশিষ্ট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ২৪—৪২।

* জলনার্কপ্রতীকাশঃ শৈলকেশরমণ্ডিতম্ ।

ইতি চ পাঠঃ ।

অশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮০ ।

একাদশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

শৃণু ধ্বং মুনিশার্দীলাঃ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ ।
অবতারং হরেশ্চাত্ত ভারাবতারণেচ্ছয়া ॥ ১
যদা যদা ব্রহ্মস্মৈ বুদ্ধিৰ্ভবতি ভো দ্বিজাঃ ।
ধৰ্ম্মশ্চ হ্রাসমভ্যোতি তদা দেবো জনার্দনঃ ॥ ২
অবতারং কৰোতাত্ত দ্বিধা কৃত্যত্মনস্তত্ত্বম্ ।
সাধুনাং রক্ষণার্থায় ধৰ্ম্মসংস্থাপনায় চ ॥ ৩
দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় অস্ত্রেষাঞ্চ সুরদ্বিষাম্ ।
প্রজানাং রক্ষণার্থায় জায়ত্বেহসৌ যুগে যুগে ॥
পুরা কিল মহী বিপ্রা ভূরিভারাবপীড়িতা ।
জগাম ধরণী মেরৌ সমাজে ত্রিদিবৌকসান্ ॥ ৫
সব্রহ্মকান সুরান সর্ষান প্রণিপতাথ মেদিনী
কথয়ামাস তৎসৰ্বং খেদাৎ করুণভাষিনী ॥ ৬

ধরণ্যুবাচ ।

অগ্নিঃ সুবর্ণস্ত গুরুর্গবাঃ সূর্যোঃ পরো গুরুঃ ।
মমাপ্যখিললোকানাং বন্দ্যো নারায়ণো গুরুঃ ।

একাদশীত্যধিকশততম অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—মুনিশার্দীলগণ! শ্রবণ
করুন; এক্ষণে হরির ভূ-ভারাবতারণেচ্ছায়
অবতার-কথা সমাসতঃ কৌতুহল করিতেছি।
হে দ্বিজগণ! যখন যখন অধর্ম্মের বুদ্ধি এবং
ধর্ম্মের হ্রাস হয়, তখন দেব জনার্দন সাধু-
গণের রক্ষা ও ধর্ম্মের সংস্থাপন জন্য আশ্র-
দেহ দ্বিধা করত অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।
দুষ্টদিগের এবং অন্তান্ত দেবদেবী জনগণের
নিগ্রহ ও প্রজাদিগের রক্ষার্থ যুগে যুগেই
তিনি অবতীর্ণ হইয়েন। বিপ্রগণ! পুরাকালে
প্রজাধারিণী পৃথিবী ভূরিভারে পীড়িতা
হইয়া মেরুপর্ব্বতে ত্রিদিববাসীদিগের সমাজে
গমন করেন। খেদবশতঃ করুণভাষিনী
মেদিনী ব্রহ্মাদি দেববৃন্দকে প্রণিপাতপূর্ব্বক
আত্মবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ধরণী
কহিলেন,—অগ্নি সুবর্ণের গুরু, আর সূর্য
গোগণের গুরু; ইহারা এবং অগ্নি-

তৎসাম্প্রতিমিমে দৈত্যঃ কালনেমিপুরোগমাঃ
মর্ত্যালোকং সমাগম্য বাধস্তেহহনিশং প্রজাঃ ॥
কালনেমিহতো যোহসৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।
উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ সমুতঃ সুমহাসুরঃ ॥ ৯
অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী প্রলম্বো নরকস্তথা ।
সুন্দোহসুরস্তথাভূত্যাগো বাণশর্চাপ বলেঃ সুতঃ
তথাস্ত্রে চ মহাবীৰ্য্য নৃপাণাং ভবনেষু যে ।
সমুৎপন্ন্য দুরাত্মানস্তার সংখ্যাতুমুৎসহে ॥ ১১
অক্ষৌহিণ্যো হি বহুলা দিব্যমুর্তিধ্বতাঃ সুরাঃ ।
মহাবলানাং দৃপ্তানাং দৈত্যোক্ত্যনাং মমোপরি
তদ্বিরিভারপীড়ার্ভা ন শক্নোম্যমরেশ্বরঃ ।
বিতর্জুমাশ্বানমাম্রিতি বিজ্ঞাপয়ামি বঃ ॥ ১৩
ক্রিয়তাং তদুহাভাগা মম ভারাবতারণম্ ।
যথা রসাতলং নাহং গচ্ছেমমতিবিহ্বলং ॥ ১৪

বাস উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য ধরাবাক্যমশেষৈস্তিদ্দেশস্ততঃ ।

লোকবন্দ্য নারায়ণও আমার গুরু। অত-
এব আমার নিবেদন এই যে, সাম্প্রতি
কালনেমিপুত্রঃসর দৈত্যগণ মর্ত্যালোকে
সমাগমপূর্ব্বক অহনিশ প্রজাপীড়ন করি-
তেছে। পূর্বে যে, কালনেমি প্রভবিষ্ণু
বিষ্ণু কর্তৃক হত হইয়াছিল, এক্ষণে সে-ই
মহাসুর উগ্রসেনসুত কংস হইয়াছে। তদ্বিন্ন
অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, সুন্দ
অসুর, বলিনন্দন অত্যাগ্রাণ এবং আরও
নানা দৈত্যরাজ্যভবনে কত যে মহাবীৰ্য্য
দুরাত্মা দৈত্যগণ জন্মিয়াছে, তাহার সংখ্যা
করিতে পারিতেছি না। হে সুরগণ!
মহাবলদৃপ্ত দৈত্যোক্ত্যগণের দিব্যমুর্তিধর
বহু অক্ষৌহিণী এক্ষণে আমার উপরে
রহিয়াছে। অমরেশ্বরগণ! সেই ভূরিভারে
আর্ভা হইয়া আমি আপনাকে আর ধারণ
করিতে পারিতেছি না; সেই জন্ত আপনা-
দিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছি;—যাহাতে
আমি বিহ্বলা হইয়া রসাতলে না যাই, হে
মহাভাগগণ! তন্নিমিত্ত আপনারা আমার
ভারাবতারণ করুন। ১—১৪। বাস বলি-

ভুবো ভাবাবতারার্থঃ ব্রহ্মা প্রাহ চ চোদিতি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

যদাহ বসুধা সর্বং সত্যমেতদ্বিবোকসঃ ।

অহং ভবো ভবন্তশ্চ সর্বা নারায়ণায়কম্ ॥১৬

বিভূতয়শ্চ যান্তস্ত তাসামেব পরম্পরম্ ।

আধিক্যং নূনতা বাধ্যবাধকত্বেন বর্ততে ॥১৭

তদাগচ্ছত গচ্ছামঃ ক্ষারাক্তেস্তটনুভ্রমম্ ।

তজ্জোরাধ্য হরিং তস্মৈ সর্বাং বিজ্ঞাপয়াম বৈ ॥

সর্বাদেব জগত্যর্থ্যে স সর্বায়া জগন্ময়ঃ ।

স্বল্লাংশেনাবতীযোক্ষ্যামঃ ধর্ম্মশ্চ কুরুতে স্থিতিম্

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যুক্তা প্রযযৌ তত্র সহ দেবো পিতামহঃ ।

সমাহিতমনা ভূত্বা তুষ্টিব গরুড়শরীরম্ ॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ ।

নমো নমস্তেহস্ত্ব সহস্রমূর্ত্তে

সহস্রবাহো বহুবক্রপাদ ।

নমো নমস্তে জগতঃ প্রবর্ত্তি-

বিনাশসংস্থানপরা প্রমেয় ॥ ২১

স্বস্মাতিস্বস্মক বৃহৎপ্রমাণং

গরায়সামপ্যতিগৌরবান্মন ।

প্রধানবুদ্ধৌল্লিখবাকুপ্রধান-

মূল্যপরাশ্চন্ ভগবন্ প্রসাদ ॥ ২২

এনা মহী দেব মহীপ্রসূতৈ-

র্মহাসূতৈঃ পীড়িতশৈলবন্ধা ।

পরাগণং হাঃ জগতামুর্যতি

ভাবাবতারার্থং গারপারম্ ॥ ২৩

এতে বধঃ রুদ্রারপুস্তথায়ঃ

নানতাদশৌ বরুণস্তথেষঃ ।

ইমে চ রুদ্রা বসবঃ সূর্য্যাঃ

সমীরণাণি প্রমুখাস্থথাত্তে ॥ ২৪

সুরাঃ সমস্তাঃ সুরনাথ কর্ণা-

র্মোভর্ম্ময়া যচ্চ তদাশ সর্গম্ ।

আজ্ঞাপয়াজ্ঞাং প্রতিপালয়ন্ত-

স্তবৈব তিষ্ঠাম সদাস্তদোষাঃ ॥ ২৫

ব্যাস উবাচ ।

এবং সংস্কৃয়মানস্ত ভগবান্ পরমেশ্বরঃ ।

লেন,—ধরণীর এই বাক্য শ্রবণে অশেষ
ত্রিদেশগণ কর্তৃক ভূমির ভাবাবতারণার্থ অনু-
রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দিব্যবোকস-
গণ! বসুধা যাগ বলিলেন, ইহা সমস্তই
সত্য। আমি, শিব এবং তোমরা—সকলেই
নারায়ণায়ক। সেই নারায়ণের যে বিবিধ
বিভূতি, তাহারই পরস্পর নানাধিক্য হেতু
বাধ্য-বাধকরূপে এই সমস্ত বর্তমান।
অতএব আইস, ক্ষীরসাগরের উত্তর
তীরে গমন কর; দেখানে হরির আরা-
ধনা করিয়া তাহার নিকটে সমস্ত বিজ্ঞাপন
করিব। সেই সর্বায়া জগন্ময়ই জগ-
তীর জন্ত জগতীতে স্বল্প অংশে অবতীর্ণ
হইয়া ধর্ম্মের স্থিতিবিধান করেন। ব্যাস
বলিলেন,—পিতামহ এই বলিয়া দেবগণ সহ
তথায় গমন করিলেন এবং সমাহিত-মানসে
গরুড়শরীকে স্তব করিতে লাগিলেন।
ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সহস্রমূর্ত্তে! সহস্র-
বাহো! বহুবক্রপাদ! তোমাকে নমস্কার;

তুমি জগতের বিনাশে ও স্থিতি
বিষয়ে তৎপর, হে অপ্রমেয়! তোমাকে
বারম্বার নমস্কার করি। হে গরীয়ান-
দিগের অপেক্ষাও অতি গুরুত্বমান, প্রকৃতি
বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়-বাক্যানীত, মূলভূত, অপরাশ্চন্,
ভগবান! তোমার প্রমাণ স্বস্মাতিস্বস্ম,
অথচ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, তুমি প্রসন্ন হও। হে
দেব! এই মহী মহীপ্রসূত মহাসূরগণ দ্বারা
শৈলাবন্ধ প্রমদাবৎ পীড়িত হইয়া জগ-
তের পরাণ অপারপার আপনাকে ভাবাব-
তারার্থ শরণপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই
আমরা, এই বৃহত্তর, এই নাসত্য ও দম,
এই বরুণ, এই রুদ্রগণ, বসুগণ, সূর্য্যগণ,
সমীরণ, বহিঃ প্রভৃতি অন্তান্ত দেবগণ—
সকলেই উপস্থিত; ইহাদের এবং আমার
যাগ কর্তব্য, হে সুরনাথ! আজ্ঞা
করুন; হে ঈশ! আপনার আদেশ প্রতি-
পালনার্থ আমরা সদা পবিত্র হইয়া অব-
স্থান করিতেছি। ১৬—২৫। ব্যাস

উজ্জ্বলান্ননঃ কেশৌ সিদ্ধকৃষৌ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 উবাচ চ সুরানেতো মৎকেশৌ বসুধাতলে ।
 অবতীৰ্য্য ভুবো ভারক্ৰেশহানিং করিষ্যতঃ ॥
 সুরাশ্চ সকলাঃ স্বাংশৈরবতীৰ্য্য মহীতলে ।
 কুর্কস্তু যুদ্ধমুদ্যতৈঃ পূৰ্ব্বোৎপন্নৈর্নহাসুরৈঃ ॥ ২৮
 ততঃ ক্রয়মশেষান্তে দৈতেয়া ধরণীতলে ।
 প্রয়াশ্চিস্তি ন সন্দেহো নানায়ুধবিচূর্ণিতাঃ ॥ ২৯
 বসুদেবস্ত যা পত্নী দেবকী দেবতোপমা ।
 তস্তা গর্ভোহষ্টমোহয়স্তু মৎকেশো ভবিতা

সুরাঃ ॥ ৩০

অবতীৰ্য্য চ তজ্রায়ঃ কংসঃ ঘাতয়িতা ভূবি ।
 কালনেমিসমুদ্ভূতমিত্যুক্ণাস্তর্দধে হরিঃ ॥ ৩১
 অদৃশ্যায় ততস্তেহপি প্রণিপত্য মহায়নে ।
 মেকপৃষ্ঠং সুরা জঘূরবতেরুশ্চ ভূতলে ॥ ৩২
 কংসায় চাষ্টমো গর্ভো দেবক্যা ধরণীধরঃ ।
 ভবিষ্যতীত্যচচক্ষে ভগবান্নারদো মুনিঃ ॥ ৩৩

লেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে সংস্কৃতমান
 ভগবান্ পরমেশ্বর তখন আপনার সিত ও
 কৃষ্ণ দুইগাছি কেশ উৎপাটন করিয়া সুর-
 গণকে কহিলেন,—“আমার এই কেশদ্বয়
 বসুধাতলে অবতীর্ণ হইয়া ভূমির ভার-
 ক্রেশ হরণ করিবে। সুরগণও নিজ নিজ
 অংশে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া পূর্বোৎপন্ন
 উদ্যস্ত মহাসুরগণ সহ যুদ্ধ করুন। তাহা
 হইলেই নানায়ুধপ্রহারে বিচূর্ণিত হইয়া
 সেই অশেষ দৈতেয়গণ ধরণীতলে কণী
 হইবে; সন্দেহ নাই। হে সুরগণ! বসু-
 দেবের দেবকী নামী দেবতোপমা যে পত্নী
 আছে, তাহার অষ্টম গর্ভরূপে আমার এই
 কেশগাছি আবির্ভূত হইবে। এ সেই ভূতলে
 অবতীর্ণ হইয়া কালনেমি-সমুদ্ভূত কংসকে
 সংহার করিবে।” হরি এই বলিয়া অন্তর্ধান
 করিলেন। সুরগণ তখন সেই অদৃশ্য মহা-
 স্বাক্ষে প্রণিপাতপূর্বক মেকপৃষ্ঠে প্রতিগমন
 করিলেন এবং ভূতলে অবতীর্ণ হইতে
 লাগিলেন। ‘ধরণীধর বিষ্ণু যে স্বীয় অংশে
 দেবকীর অষ্টম গর্ভরূপে জন্মিবেন, ভগবান্

কংসোহপি তদুপজ্জাত্য নারদাৎ কুপিতস্ততঃ ।
 দেবকীং বসুদেবঞ্চ গৃহে গুপ্তাবধায়য়ৎ ॥ ৩৪
 জাতং জাতঞ্চ কংসায় তেনৈবোক্তং যথা পুরা
 তর্থাৎ বসুদেবোহপি পুত্রমর্পিতবান্ দ্বিজাঃ ॥
 হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাঃ ষড়্গর্ভা ইতি বিজ্ঞাতাঃ
 বিষ্ণুপ্রযুক্তা তানিদ্ৰা ক্রমাদার্ভে স্তম্বোজয়ৎ ॥
 যোগনিদ্ৰা মহামায়া বৈকুণ্ঠী মোহিতাঃ যয়া ।
 অবিদ্যায়া জগৎ সর্বং তামাহ ভগবান্ হরিঃ ॥
 বিষ্ণুর্বাচ ।

গচ্ছ নিদ্রে মমাদেশাৎ পাতালতলসংশ্রয়ান ।
 একৈক্যাংশেন ষড়্গর্ভান্ দেবকীজঠরে নয় ॥ ৩৬
 হতেষু তেযু কংসেন শেবাখ্যাংহশস্ততো মম
 অংশাংশেনোদরে তস্তাঃ সপ্তমঃ সন্তবিষ্যতি
 গোকূলে বসুদেবস্ত ভার্য্যা বৈ রোহিণী স্থিতা
 তস্তাঃ প্রসূতিসময়ে গর্ভো নেয়স্তুয়োদরম্ ॥ ৪০
 সপ্তমো ভোজরাজস্ত ভয়াদ্রোদোপরোধতঃ ।

নারদমুনি কংসকে এ সংবাদ জানাইলেন।
 কংসও নারদের নিকট এই সংবাদ শুনিয়া
 কুপিত হইল এবং দেবকী ও বসুদেবকে
 নিজ ভবনে বন্দী করিয়া রাখিল। দ্বিজ-
 গণ! তাহারই পূর্ব কথা অনুসারে বসুদেব
 যেমন যেমন পুত্র জন্মিতে লাগিল, তেমনি
 সেগুলি কংসকে সমর্পণ করিতে থাকিলেন।
 হিরণ্যকশিপুর্ ষড়্গর্ভ নামে ছয়টি পুত্র
 ছিল। বিষ্ণুর প্রেরণায় যোগনিদ্ৰা তাহা-
 দিগকে ক্রমে ক্রমে দেবকীর গর্ভে নিয়োগ
 করেন। অবিদ্যারূপিণী যে বৈকুণ্ঠী শক্তি
 দ্বারা এই সমগ্র জগৎ মোহিত হইয়াছে,
 তিনিই মহামায়া যোগনিদ্ৰা; ভগবান্ হরি
 তাঁহাকে বলিলেন,—নিদ্রে! তুমি আমার
 আদেশ অনুসারে গমন কর, পাতালতলাব্রিত
 ষড়্গর্ভগুলিকে এক একটা করিয়া দেবকীর
 জঠরে লইয়া যাও। উহার কংসকর্তৃক হত
 হইলে পর আমার যে শেষ নামক অংশ,
 তাহা অংশাংশ ক্রমে সপ্তম গর্ভরূপে সন্তু-
 ত হইবে। বসুদেবের রোহিণী নামে যে
 ভার্য্যা গোকূলে আছে, তাহার প্রসব সময়ে

দেবক্যাঃ পতিভো গৰ্ভ ইতি লোকে বদিস্যতি
গৰ্ভসঙ্কৰ্ষণাং সৌহৃদ্য লোকে সঙ্কৰ্ষণেতি বৈ ।
সংজ্ঞামবাপ্যতে বীরঃ ষেতাদ্রিশিখরোপমঃ ॥
ভতোহহং সন্তবিষ্যামি দেবকীজঠরে শুভে ।
গৰ্ভে ত্বরা যশোদায়া গম্ভব্যমবিলম্বিতম্ ॥ ৪৩
প্রাবৃষ্টকালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহানিশি ।
উপংস্লামি নবম্যাক্ষ প্রসূতিং তুমবাপ্যসি ॥
যশোদাশয়নে মান্তু দেবক্যাস্তামনিদিতৈ ।
মচ্ছক্তিপ্রেৱিতমতিৰুশ্নুদেবো নয়িস্যতি ॥ ৪৫
কংসশ্চ হ্যমুপাদায় দেবি শৈলশিলাতলে ।
প্রক্ষেপ্যত্যস্তরিক্ষে চ অং স্থানং সমবাপ্যসি ॥
ততস্তাং শতধা শক্রঃ প্রণম্য মম গৌরবাং ।
প্রণিপাতানতশিরা ভগিনীহে গ্রহীষ্যতি ॥ ৪৭
ততঃ শুভনিশুভাদীন হস্তা দৈত্যান সহস্রশঃ ।
হানৈরনৈকৈঃ পৃথিবীমশেষাং মণ্ডয়িস্যসি ॥ ৪৮

উহাকে তাহার উদরে লইয়া যাইও ।
'দেবকীর সপ্তম গৰ্ভ, ভোজরাজের ভয়ে
এবং কারা-ক্লেশে পতিত হইয়াছে';
লোকেৱা এই কথাই বলিবে । সেই গৰ্ভ
ষেতাদ্রিশিখরোপম, বীর এবং গৰ্ভ-সঙ্কৰ্ষণ
(পরিবৰ্ত্তন) হেতু সঙ্কৰ্ষণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে ।
২৬—৪২ । তারপর আমি দেবকীর শুভ
জঠরে সমুত্ত হইব; তুমিও আর কালবিলম্ব
না করিয়া যশোদার গৰ্ভে প্রবেশ করিবে ।
প্রাবৃষ্ট কালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণাষ্টমী দিবসে
মহানিশিতে আমি জন্মিব; তুমি নবমীতে
জন্মিও । বশুদেব মচ্ছক্তি-প্রেৱিত-মতি
হইয়া আমাকে যশোদার শয়্যায় এবং
তোমাকে দেবকীর শয়্যায় লইয়া রাখিবে ।
হে দেবি! কংস তোমাকে লইয়া শৈল-শিলা-
তলে নিক্ষেপ করিবে; তখন তুমি অন্ত-
রিক্ষে অবস্থান করিবে । পরে শক্র আমার
গৌরব হেতু তোমাকে শত শত প্রণামান্তে
প্রণিপাতানত-শিরে 'ভগিনী' বলিয়া গ্রহণ
করিবে । তারপর তুমি নানা স্থানে শুভ-
নিশুভাদি সহস্র সহস্র দৈত্য হত্যা করিয়া
অশেষা পৃথিবীকে মণ্ডিতা করিবে ।

তু তঃ সন্নতিঃকীর্তিঃ কান্তিৰ্কে পৃথিবী ধৃতিঃ
লজ্জা পুষ্টিকৃষা যা চ কাচিদজ্ঞা ভূমেব সা ॥ ৪২
যে স্বাম্যার্থোতি দুর্গেতি বেদগৰ্ভেহদ্বিকোতি চ
ভদ্রেতি ভদ্রকালীতি ক্ষেম্যা * ক্ষেমকরীতি চ
প্রাতঃশ্চবাপরাত্নে চ স্তোষ্যস্ত্যানম্রমূৰ্ত্তয়ঃ ।
তেষাং হি বাঙ্কিতং সৰ্গং মৎপ্রসাদান্তবিষ্যতি
সুরামাংসোপহারৈস্ত ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পূজিতা
নৃণামশেষকামাংস্ত্বং প্রসন্ন্য বৈ প্রদান্তসি ॥ ৫২
তে সৰ্গে সৰ্গদা ভদ্রা মৎপ্রসাদানসংশয়ম্ ।
অসন্দিগ্ধঃ তবিষ্যন্তি গচ্ছ দেবি যথোদিতম্ ॥
ইতি শ্রীভাগ্নে হর্যেবংশাবতারনিরূপণনমেকা-
দীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮১ ॥

— — —

ভূতি, সন্নতি, কীর্তি, কান্তি, পৃথিবী, ধৃতি,
লজ্জা, পুষ্টি, উষা—ইত্যাদি আরও যত
কিছু, সকলই তুমি । যাহারা তোমাকে
আখ্যা, দুর্গা, বেদগৰ্ভা, অদ্বিকা, ভদ্রা, ভদ্র-
কালী, ক্ষেম্যা, ক্ষেমকরী, এই সকল নামো-
চ্চারণে প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে তস্তিনম্র-
মূৰ্ত্তি হইয়া স্তব করিবে, আমার প্রসাদে
তাহাদিগের সৰ্গবাঙ্কিত লাভ হইবে । সুরা,
মাংস, ভক্ষ্য ভোজ্যাদি উপহার দ্বারা পূজিতা
হইয়া তুমি নরগণের অশেষ কাম প্রদান
করিবে । তাহার। সকলে আমার প্রসাদে
কুশলযুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই । এই
যেমন যেমন বলিলাম, এ সকল অসন্দিগ্ধ
রূপেই নিম্পন্ন হইবে । যাও দেবি! ৪৩—৫৩ ।
একাদীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮১

— — —

* ক্ষেমেতি চ পাঠঃ ।

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

যথোক্তং সা জগদ্ধাত্রী দেবদেবেন বৈ পুরা ।
ষড়্গর্ভগর্ভবিন্ধ্যাসং চক্রে চান্ত্রস্ত কৰ্ণম্ ॥ ১
সপ্তমে রোহিণীং প্রাপ্তে গর্ভে গর্ভে ততো হরিঃ
লোকজয়োগকারায় দেবক্যাঃ প্রবিবেশ বৈ ॥ ২
যোগনিদ্রা যশোদায়ান্ত্রিম্নেব ততো দিনে ।
সমুতা জঠরে তদ্ব্যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা ॥ ৩
ততো গ্রহগণঃ সম্যক্ প্রচচার দিবি দ্বিজাঃ ।
বিকোরংশে মহৌ যাত ঋতবোহশ্যভবন্ শুভাঃ
নোৎসেহে দেবকীঃ দ্রষ্টুং কশ্চিদপ্যতিভেজসা
জাজ্ঞল্যমানাঃ তাং দৃষ্ট্বা মনাসি ক্লেভমায়যুঃ
অদৃষ্টাঃ পুরুষৈঃ স্ত্রীভির্দেবকীং দেবতাগণাঃ ।
বিভ্রাণাং বপুষা বিষ্ণুঃ তুষ্ণুবস্তামহনিশম্ ॥ ৬

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—পূর্বে দেবদেব যেমন
বলিয়াছিলেন, সেই জগদ্ধাত্রী যোগনিদ্রা
তদনুসারে ষড়্গর্ভদিগকে দেবকীগর্ভে বিন্ধ্যাস
এবং দেবকীর সপ্তমগর্ভকে রোহিণীগর্ভে
কৰ্ণ করিলেন। সপ্তমগর্ভ রোহিণীকে
প্রাপ্ত হইলে পর হরি লোকজয়ের উপকারার্থ
দেবকীর উদরে প্রবেশ করিলেন। যোগ
নিদ্রাও সেই পরমেষ্ঠী যেমন বলিয়াছিলেন,
তদনুসারে সেই দিবসেই যশোদার
জঠরে সমুতা হইলেন। হে দ্বিজগণ!
বিষ্ণুর অংশ এই ভাবে মহৌগত হইলে
নভোমণ্ডলে গ্রহগণ সম্যক্ বিচরণ করিতে
আরম্ভ করিলেন; ঋতু সকলও শুভাকার
ধারণ করিল। অতি তেজে জাজ্ঞলা-
মানা দেবকীকে দেখিয়া সকলেরই মন ক্ষুব্ধ
হইতে লাগিল; কেহই আর তাঁহাকে
দেখিতে সক্ষম হইল না। শরীর দ্বারা
বিষ্ণুকে ধারণকারিণী দেবকীকে, দেবতা-
গণ, অস্ত্র স্ত্রী-পুরুষের অদর্শনে থাকিয়া
অহনিশ এইরূপ ভ্রাত করিতে লাগিলেন।

দেবা উচুঃ ।

অংস্বাহা অংস্বাহা বিদ্যা সুধা অংজ্যোতিরেব চ
ত্বং সর্বলোকরক্ষার্থবতীর্ণা মহীতলে ॥ ৭
প্রসীদ দেবি সর্বশু জগতস্ত্বঃ শুভং কুরু ।
শ্রীত্যাখঃ ধারয়েশানং ধৃতং যেনাখিলঃ জগৎ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং সংস্থয়মানা সা দেবদেবমধারণং ।
গর্ভেণ পুণ্ডরীকাক্ষং জগতাং ত্রাণকারণম্ ॥ ৯
ততোহখিলজগৎপদ্মবোধায়াদ্যুতভান্বনা ।
দেবক্যাঃ পুণ্ডরীকায়্যা আবির্ভূতং মহাত্মনা ॥ ১০
মধ্যরাত্রেহাখিলাধারে জাঃমানো জনার্দনে ।
মন্দং জগজ্জুর্জলদাঃ পুণ্ডরীকমুচঃ সুরাঃ ॥ ১১
ফুল্লেন্দীবরপত্রাভং চতুর্দ্বারদীপ্য তম্ ।
শ্রীবৎসবক্ষসং জাতং তুষ্টীবানকদম্বুভিঃ ॥ ১২
অতিষ্ঠৈ চ তং বাগুভিঃ প্রসন্নানির্ভর্যমতিঃ ।
বিজ্ঞাপয়ামাস তদা কংসাস্ত্রীতো দ্বিজোত্তমাঃ ॥

দেবগণ বলিলেন,—তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা,
তুমি সুধা, বিজ্ঞা এবং জ্যোতিঃ; সর্বলোক-
রক্ষা নিমিত্তই তুমি মহীতলে অবতীর্ণা
হইয়াছ। দেবি! প্রসন্ন হও, যিনি
অখিল জগৎ ধারণ করেন, সেই ঈশানকে
জগতের শ্রীত নিমিত্ত ধারণ কর,—সকলের
শুভ সাধন কর। ব্যাস বলিলেন,—দেব-
গণ কর্তৃক এইরূপে স্থয়মানা সেই দেবকী,
জগতের ত্রাণকারণ পুণ্ডরীকাক্ষ দেবকে
গর্ভে ধারণ করিতে লাগিলেন। ১—৯।
তারপর মধ্যরাত্রে অখিলজগৎস্বরূপ পদ্মের
প্রবোধনার্থ মহাত্মা অদ্যুতরূপ ভান্ব পূর্ণ-
সম্ভারূপিণী দেবকী হইতে আবির্ভূত হই-
লেন। জনার্দনের জন্মকালে সুরগণ পুণ্ড-
বর্ষণ ও জলধরণ মন্দ মন্দ গর্জন করিতে
লাগিল। বসুদেব নবজাত বালককে
ফুল্লেন্দীবরপত্রাভ, চতুর্দ্বার ও শ্রীবৎসচিহ্ন-
ভূষিত-বক্ষস্থল দর্শনে বিষ্ণু জ্ঞানে স্তব
করিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! মহামতি
বসুদেব প্রসন্ন বাক্যে স্তব করিয়া পরে
কংসের ভয়ে এইরূপ বিজ্ঞাপন করিলেন।

বসুদেব উবাচ ।

জ্যোতীহসি দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর ।
দিব্যং রূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর ॥ ১৪
অদ্যৈব দেব কংসোহয়ং কুরুতে মম যাতনাম্
অবতীর্ণমিতি জ্যোতী হামগ্নিগ্নান্দিরে মম ॥ ১৫
দেবক্যুবাচ ।

যোহনন্তরূপোহখিলবিশ্বরূপে।
গর্ভেহপি লোকান্ বপুষা বিভর্তি ।
প্রসীদতামেষ স দেবদেবঃ
সমায়য়াবিকৃতবালকপঃ ॥ ১৬
উপসংহর সর্বাশ্বন রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্ ।
জানাতু মাবতারং তে কংসোহয়ং দিতিজান্তক
শ্রীভগবানুবাচ ।
স্তুতোহহং যন্তয়া পূর্যং পুত্রার্থিতা তদদ্য তে ।
সকলং দেবি সজাতং জ্যোতীহং যন্তবোদরাং
ব্যান উবাচ ।
ইত্যাঙ্ক ভগবাংস্তুকীং বভূব মুনিসত্তমাঃ ।
বসুদেবোহপি তং রাজাবাদায় প্রযযৌ বহিঃ ॥

বসুদেব বলিলেন,—হে শঙ্খ-চক্র-গদাধর দেবদেবেশ! আমি তোমায় জানিতে পারি-
হইয়াছি! এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া এই দিব্য রূপ
উপসংহার কর। হে দেব! তুমি আমার
এই মন্দিরে অবতীর্ণ হইয়াছ, জানিতে
পারিলে, কংস এখনই আমার যাতনা বিধান
করিবে। দেবকী কহিলেন,—যিনি অনন্তরূপ,
অখিল-বিশ্বরূপ এবং গর্ভে থাকিয়াও শরীর
দ্বারা সর্বলোক ধারণ করেন, নিজ মায়া
দ্বারা আবিষ্কৃত বালকরূপ সেই দেবদেব
প্রসন্ন হউন। হে সর্বাশ্বন! এই চতুর্ভুজ
রূপ উপসংহার কর; হে দিতিজান্তক!
তোমার এই অবতার কংস যেন জানিতে
না পারে। ১০—১৭। ভগবান বলিলেন,—
দেবি! পূর্বে তুমি পুত্রার্থিনী হইয়া আমাকে
যে স্তব করিয়াছিলে, অজ্ঞ তোমার তাহা
সফল হইল; যেহেতু তোমার উদর হইতে
আমি জন্মিলাম। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনি-
সত্তমগণ! ভগবান এই বলিয়া তুষীভূত এবং

মোহিতাশ্চাভবংস্তত্র রক্ষিণো যোগনিদ্রয়া ।
মাথুরাদ্ভারপালাশ্চ ব্রজত্যানকহৃদ্বৃত্তৌ ॥ ২০
বর্ষতাং জনদানাঞ্চ তন্তোয়মুদ্বলং নিশি ।
সঙ্কাদ্য তং যযৌ শেষঃ ফণৈরানকহৃদ্বৃত্তিম্ ॥
যমুনাঞ্চাগতিগন্তীরাং নানাবর্তশতাকুলাম্ ।
বসুদেবো বহন বিষ্ণুং জাহ্নুমাভবহাং যযৌ ॥ ২২
কংসস্ত করমাদায় তত্রৈবাত্যাগতাংস্তটে ।
নন্দাদীন গোপবৃদ্ধাংশ্চ যমুনায়াং দদর্শ সঃ ॥ ২৩
তস্মিন্ কালে যশোদাপি মোহিতা যোগনিদ্রয়া
তামেব কস্তাং মুনয়ঃ প্রাস্তৃত মোহিতে জনে
বসুদেবোহপি বিস্তস্ত বালমাদায় দারিকাম্ ।
যশোদাশয়নে তুর্ভমাজগামামিতহ্যতিঃ ॥ ২৫
দদর্শ চ বিবুদ্ধা সা যশোদা জাতমাস্বজম্ ।
নীলোৎপলদলশ্রামং ততোহত্যর্থং মুদং যযৌ ॥

প্রকৃত বালকরূপী হইলেন। বসুদেবও সেই
রাত্রিতেই তাঁহাকে লইয়া বহির্গমন করি-
লেন। আনকহৃদ্বৃত্তি প্রস্থান করিলে তত্রত্য
রক্ষিবর্গ, পুরদ্বারপালগণ ও মথুরাবাসী জন-
সাধারণ সকলেই যোগনিদ্রাপ্রভাবে মোহিত
রহিল। রাত্রিতে তখন জনদজাল তুষল
জল বর্ষণ করিতেছিল; শেষ নাগ
স্বীয় ফণা-সহস্র দ্বারা আনকহৃদ্বৃত্তিকে
আচ্ছাদন করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।
যমুনা নদী অতি গন্তীরা এবং নানাবিধ শত
শত আবর্তে সমাকুলা ছিল, কিন্তু বসুদেব
বিষ্ণুকে বহন করিয়া গমনকালীন জাহ্নুপ্রমাণ
জলবাহিনী হওয়ায় তিনি অক্রেপে তাহা পার
হইলেন। সেই যমুনাতীরে দেখিলেন,—
নন্দাদি বৃদ্ধ গোপগণ কংসের কর লইয়া
উপস্থিত হইয়াছে। হে মুনিগণ! সে সময়ে
যশোদাও যোগনিদ্রা দ্বারা মোহিতা
ছিলেন। অস্তান্ত জনেরা মোহিত হইলে
তিনি সেই কস্তা প্রসব করেন। অমিতহ্যতি
বসুদেব যশোদার শয্যায় সেই বালককে
রখিয়া কস্তাটিকে লইয়া সহর প্রত্যাগমন
করিলেন। ১৮—২৫। যশোদা প্রতিবুদ্ধা
হইয়া জাত সন্তানটিকে নীলোৎপলদলশ্রাম

আদায় বসুদেবোহপি দারিকাস্তে নিজমন্দিরম্ ।
 দেবকীশয়নে স্তম্ভে যথাপূৰ্ণমতিষ্ঠত ॥ ২৭
 ততো বালধ্বনিং শ্রদ্ধা রক্ষিণঃ সহসোখিতাঃ
 কংসমাবেদয়ামাসুর্দেবকীপ্রসবং বিজ্ঞাঃ ॥ ২৮
 কংসকুণ্ঠমুপেতৈনান্ ততো জগ্ৰাহ বালিকাম্ ।
 মুঞ্চ মুঞ্চতি দেবক্যা সন্নকণ্ঠং নিবারিতঃ ॥ ২৯
 চিক্বেপ চ শিলাপৃষ্ঠে সা ক্ৰিপ্তা বিয়তি স্থিতিম্
 অবাণ রূপঞ্চ মহৎ সায়ুধাষ্টমহাভূজম্ ।
 প্রজহাস তথৈবোচ্চৈঃ কংসঞ্চ ক্রমিতাব্রবীৎ ।

যোগমায়াবাচ ।

কিং ময়াক্ষিপ্তয়া কংস জাতো যন্তাং হনিষ্যতি ।
 সৰ্ব্বমুচ্ছতো দেবানামাসীমুচ্ছতাঃ পুরা স তে ।
 তদেতৎ সম্প্রদাৰ্হ্যাস্ত ক্রিয়তাং হিতমান্ননঃ ॥

বাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা ঐষযৌ দেবী দিব্যস্নগ্গন্ধভূষণা ।
 পশ্ছতো ভোজরাজস্ত স্তম্ভা সিন্ধৈর্বিহায়সা ॥ ৩০
 ইতি শ্রীরাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণোৎপত্তি বর্ণনং দ্ব্যশীত্যা-
 দ্বিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮২ ॥

দর্শনে অত্যন্ত প্রমোদ প্রাপ্ত হইলেন ।
 বসুদেবও সেই বালিকাকে লইয়া নিজ
 মন্দিরে আসিয়া দেবকীর শয্যায় স্থাপন-
 পূৰ্ণক যথাপূৰ্ণ অবস্থান করিলেন । হে
 বিজগণ! তার পর সেই বালিকার ক্রন্দন
 শব্দে রক্ষিণ সহসা উখিত হইল এবং
 ‘দেবকীর প্রসব হইয়াছে’ এ সংবাদ কংসকে
 নিবেদন করিল । কংস অমনি সত্বর আসিয়া
 দেবকী কর্তৃক ক্রুদ্ধকণ্ঠে “এ বালিকাটিকে
 ছাড়িয়া দেও, ছাড়িয়া দেও” এইরূপে নিবা-
 রিত হইয়াও উহাকে গ্রহণ করিল এবং
 শিলাতলে নিক্ষেপ করিল । সেই বালিকা
 ক্রিপ্তা হইয়াও আকাশে অবস্থানপূৰ্ণক
 সায়ুধ-অষ্ট-মহাভূজমুক্ত মহৎ রূপ ধারণ
 করত অট্টহাস্ত সহকারে সরোষে কংসকে
 বহিলেন,—কংস! আমাকে নিক্ষেপ করায়
 কল কি? তোমাকে যিনি হনন করিবেন,
 তিনি জন্মিয়াছেন । দেবতাদিগের সৰ্ব্বমু-
 চ্ছত তিনি পূৰ্ণকালেও তোমার মৃত্যুবিধাতা

দ্ব্যশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

কংসস্তথোদ্বিগমনাঃ প্রাহ সৰ্বান মহাসুরান্ ।
 প্রলম্বকেশি প্রমুখানাংসুরপুঙ্গবান্ ॥ ১

কংস উবাচ ।

হে প্রলম্ব মহাবাহো কেশিন ধেনুক পুতনে ।
 অরিষ্টাদৈত্যস্তথা চাত্তৈঃ শ্রয়তাং বচনং মম ॥ ২
 মাং হস্তমমরৈর্যন্তঃ কৃতঃ কিল দুরাভিঃ ।
 মদ্বীৰ্য্যতাপিতান্ বীরান হেতান্ গণয়াম্যহম্ ॥ ৩
 আশ্চর্য্যং কন্তয়া চোক্তং জায়তে দৈত্যপুঙ্গবাঃ
 হস্তাং মে জায়তে বীরাস্তেষু যত্নপরেষপি ॥ ৪
 তথাপি খলু দুষ্টানান্ তেষামপ্যাধিকং ময়া ।
 অপকারায় দৈত্যৈস্তা যতনীয়ং দুরাহ্মনাম্ ॥ ৫
 উৎপন্নশ্চাপি মৃত্যুশ্চৈ ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ ।

ছিলেন । বাস বলিলেন,—দিব্যস্নগ্গন্ধ-
 ভূষিতা সেই দেবী এই বলিয়া ভোজরাজের
 সাক্ষাতেই আকাশ-পথে সিদ্ধবর্ণে স্তম্ভা
 হইয়া প্রস্থান করিলেন । ২৬—৩২ ।

দ্ব্যশীত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮২ ।

— — —

দ্ব্যশীত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—অনন্তর কংস উদ্বিগ-
 মনে প্রলম্ব-কেশি-প্রমুখ অসুরপুঙ্গবদিগকে
 আহ্বানপূৰ্ণক করিল,—হে মহাবাহো প্রলম্ব!
 হে কোশন! হে পুতনে! তোমরা এবং
 অরিষ্টাদি অস্ত্রান্ত সকলে আমার কথা
 শুন । দুরাহ্মা অমরগণ আমাকে হনন
 জন্ত যত্ন করিতেছে । কিন্তু বীরগণ! মদ্বীৰ্য্য-
 তাপিত উহাদিগকে আমি গণনা করি না ।
 সেই কন্তাটা যাহা বলিল, তাহা আশ্চর্য্য!
 দৈত্যপুঙ্গবগণ! উহাতে এবং দেবতাদিগের
 যত্নে আমার হাসি পায়! যাহা হউক, তথাপি
 সেই দুষ্ট অমরগণের আরও অধিক অপকার
 করা আমার কর্তব্য । সুতরাং তোমরা
 সেই দুরাহ্মাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা কর ।

ইত্যেতদ্বালিকা প্রাহ দেবকীগর্ভসম্ভবা ॥ ৬

তস্মাচ্চালেষু পরমো যত্নঃ কার্যো মহীতলে ।

যত্রোদ্ভিজ্জং বলং বালে স হস্তব্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৭

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাজ্ঞাপ্যামুরান্ কংসঃ প্রবিশ্চাস্তগৃহং ততঃ

উবাচ বনুদেবকঃ দেবকীমবিরোধতঃ ॥ ৮

কংস উবাচ ।

যুবদ্যোর্ধাতিতা গর্ভা বৃথৈবৈতে ময়ধূনা ।

কোহপ্যন্ত এব নাশায় বালো মম সমুদগতঃ ॥ ৯

তদলং পরিতাপেন নুনং যন্তাবিনো হি তে ।

অর্ভকা যুবয়োঃ কো বা আয়ুষ্মেষন্তে ন হন্ততে

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যামান্ত বিয়ুচ্যেব কংসস্তৌ পরিতোষ্য চ ।

অন্তগৃহং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রবিবেশ পুনঃ স্বকম্ ॥ ১০

ইতি ত্রীত্রাস্তে ত্রীককবালচরিতে কংসবিচার-

কথনং ত্র্যশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৩ ॥

দেবকীগর্ভসম্ভবা সেই বালিকা বলিয়াছে

যে,—ভূতভবা-ভবৎপ্রভু বিষ্ণু আমার মৃত্যু-

রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন । অতএব মহীতলে

বালকদিগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা

প্রয়োজন । যে বালকে অধিক বল দেখা

হইবে, তাহাকেই প্রযত্ন সহকারে হনন করা

বিধেয় । ১—৭ । ব্যাস বলিলেন,—কংস

অমুরদিগকে এইরূপ আজ্ঞা প্রদানান্তে

অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক অবিকল্প চিত্তে

দেবকী ও বানুদেবকে কহিল,—তোমাদের

এই গর্ভগুলি আমি বুধাই হত্যা করিয়াছি ।

আমার নাশের জন্য এক্ষণে অস্ত্র কোনও

বালক সমুদগত হইয়াছে । অতএব তোমরা

পরিতাপ করিও না; যেহেতু তোমাদিগের

আবার সম্ভান সম্ভূতি হইবে । আয়ুষ্কাল

ফুরাইলে কেই বা বিনষ্ট না হয়? ব্যাস

বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! কংস তাঁহা-

দিগকে এইরূপে আশস্ত করিয়া বিমুক্ত করত

পরিতোষ-সাধনান্তে পুনরায় স্বকীয় অন্তঃ-

পুরে প্রবেশ করিল । ৮—১১ ।

ত্র্যশীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৩ ॥

চতুর্থশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

বিমুক্তো বনুদেবোহপি নন্দস্ত শকটং গতঃ ।

প্রহৃষ্টং দৃষ্টবান্দনং পুত্রো জাতো মর্মেতি বৈ ॥

বনুদেবোহপি তং প্রাহ দিষ্ট্যা দিষ্টোতি

সাদরম্ ।

বাঙ্কিকেহপি সমুৎপন্নস্তনয়োহয়ং তবাধূনা ॥ ২

দন্তো হি বামিকঃ সর্বৌ ভবন্তিনৃপতেঃ করঃ ।

যদগ্নমাগতস্তস্মান্নাত্রে স্ত্বেয়ং মহাস্থনা ॥ ৩

যদর্থমাগতঃ কার্য্যঃ তন্নিষ্পন্নং কিমান্ততে ।

ভবন্তিগ্নমাতাং নন্দ তচ্ছীঘ্রং নিজগোকুলম্ ॥

মমাপি বালকস্তত্র রোহিণীপ্রসবো হি যঃ ।

স রক্ষণীযো ভবতা যথায়ং তনয়ো নিজঃ ॥ ৫

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাক্তাঃ প্রযুগোপা নন্দগোপপুরোগমাঃ ।

শকটারোপি তৈর্ভাটোঃ করং দৃষ্ট্বা মহাবলাঃ ॥ ৬

চতুর্থশীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—বনুদেব বিমুক্ত হইয়া

পরে নন্দের বাসস্থানে গমন করিলেন ।

“নিজের পুত্র হইয়াছে” জানিয়া নন্দ সেখানে

হৃষ্টচিত্তে রহিয়াছেন । বনুদেব গিয়া তাঁহাকে

সাদরে বলিলেন,—বৃদ্ধ বয়সেও যে তোমার

এখন এই পুত্র হইয়াছে; ইহা অতি সন্তোষের

বিষয় । যে জন্ত এখানে আসিয়াছে, নৃপতির

সেই বার্ষিক কর সমস্ত দেওয়া হইয়াছে

ত? তবে আর তোমার এখানে থাকা

উচিত নয় । যে জন্ত আসিয়াছিলে, সেই

কার্য্য যখন নিষ্পন্ন হইয়াছে, তখন আর

এখানে থাকা কেন? অতএব নন্দ!

তোমরা দ্বরায় নিজ গোকুলে যাও ।

রোহিণী-গর্ভজাত আমারও যে বালকটা

আছে, তাহাকেও তুমি তোমার এই নিজের

পুত্রটির মত রক্ষা করিও । ব্যাস বলি-

লেন,—বনুদেব কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া

নন্দগোপ প্রভৃতি মহাবল গোপগণ কর

প্রদানান্তে দধিভৃগাদির ভাণ্ড সকল শকটে

বসতাং গোকুলে তেষাং পুতনা বালঘাতিনী ।
 স্পৃশ্য কৃষ্ণমুপাদায় রাক্ষো চ প্রদদৌ স্তনম্ ॥ ৭
 যস্মৈ যস্মৈ স্তনং রাক্ষো পুতনা সম্প্রযচ্ছতি ।
 তস্ত তস্ত ক্ষণেনাক্ষং বালকস্তোপহন্ততে ॥ ৮
 কৃষ্ণস্তস্তাঃ স্তনং গাঢ়ং করাভ্যামতিশীড়িতম্ ।
 গৃহীয়া প্রাণসহিতং পপৌ ক্রোধসমম্বিতঃ ॥ ১০
 সা বিমুক্তমহারাবা বিচ্ছিন্নদ্বায়বন্ধনা ।
 পপাত পুতনা ভূমৌ ত্রিয়মাণাতিভীষণা ॥ ১০
 তন্নাদশ্ৰুতিসজ্জাসাঙ্ঘিবুদ্ধাস্তে ব্রজোকসং ।
 দদৃশুঃ পুতনোৎসঙ্গে কৃষ্ণং তাক্ষ নিপাতিতাম্
 আদায় কৃষ্ণং সজ্জস্তা যশোদা চ ততো দ্বিজাঃ
 গোপুচ্ছভ্রামণাদ্যৈশ্চ বালদোষমপাকরোৎ ॥ ১১
 গোপুরীষমুপাদায় নন্দগোপোহপি মন্তকে ।
 কৃষ্ণস্ত প্রদদৌ রক্ষাং কুর্শ্বন্নদমুদৈরয়ৎ ॥ ১৩
 নন্দগোপ উবাচ ।
 রক্ষতু ভ্রামশেষাণাং ভূতানাং প্রভবো हरिঃ ।

আরোপিত করিয়া প্রস্থান করিল। তাহার
 গোকুলে বাস করিতে থাকিলে একদা রাত্রি-
 কালে বালঘাতিনী পুতনা, নিদ্রিত কৃষ্ণকে
 স্তন প্রদান করিল। পুতনা রাত্রিকালে
 যাহাকে যাহাকে স্তন প্রদান করে, ক্ষণকাল
 মধ্যে সেই সেই বালকের অঙ্গ উপহত হয়।
 কৃষ্ণ সজ্জোদে সেই পুতনার স্তনটী করদ্বয়
 দ্বারা দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া তাহার প্রাণের
 সহিতই উহা পান করিলেন। সেই পুতনা
 তাহাতে তদীয় প্লায়বন্ধন সকল বিচ্ছিন্ন
 হওয়ায় ত্রিয়মাণ হইয়া মহাচীৎকারপূর্বক
 অতি ভীষণাকারে ভূতলে পতিত হইল।
 ব্রজবাসীরা সেই চীৎকার শ্রবণে সজ্জস্ত
 হইয়া জাগরিত হইল এবং আসিয়া নিপতিত
 পুতনাকে এবং তৎসঙ্গে কৃষ্ণকে দেখিতে
 পাইল। ১—১১। হে দ্বিজগণ! তারপর
 যশোদা ব্রহ্মভাবে কৃষ্ণকে লইয়া গোপুচ্ছ-
 ভ্রামণাদি দ্বারা বালকের দোষ নিরাস করি-
 লেন। নন্দগোপও গোপুরীষ গ্রহণ করত
 এই মন্ত্র পাঠপূর্বক কৃষ্ণের মন্তকে দিয়া
 রক্ষা বিধান করিলেন। মন্ত্র যথা—

যস্য নাভিসমুদ্ভূতাং পঙ্কজাদম্বজ্জগৎ ॥ ১৩
 যেন দংষ্ট্রাগ্রবিধূতা ধারয়ত্যবনৌ জগৎ ।
 বরাহরূপধৃগ্বেবঃ স ত্বাং রক্ষতু কেশবঃ ॥ ১৫
 গুহ্যং সজ্জঠরং বিষ্ণুর্জজ্ঞাপাদৌ জনার্দনঃ ।
 বামনো রক্ষতু সদা ভবন্তং যঃ ক্ষণাদভূৎ ॥ ১৬
 ত্রিবিক্রমক্রমাক্রান্তত্ৰৈলোক্যক্ষুরদায়ুধঃ ।
 শিরস্তে পাতু গোবিন্দঃ কণ্ঠং রক্ষতু কেশবঃ
 মুখবাহু প্রবাহু চ মনঃ সর্বোন্মেষাণি চ ।
 রক্ষতুবাহুতৈশ্চর্য্যন্তব নারায়ণোহব্যয়ঃ ॥ ১৮
 ত্বাং দিক্ষু পাতু বৈকুণ্ঠো বিদিক্ষু মধুসূদনঃ ।
 হৃষীকেশোহম্বরে ভূমো রক্ষতু ত্বাং মহীধরঃ
 বাস উবাচ ।
 এবং কৃতশ্চন্ত্যয়নো নন্দগোপেন বালকঃ ।
 শায়িতঃ শকটস্থান্থো বালপর্ধ্যাক্ষকাতলে ॥ ১০
 তে চ গোপা মহদৃষ্টৌ পুতনায়াঃ কলবরম্ ।
 মৃতানাং পরমং ত্রাসং বিষদক্ষু তদা যয়ুঃ ॥ ২১

নন্দ বলিলেন,—ঋষার নাভিসমুদ্ভূত পঙ্কজ
 হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, অশেষ
 ভূতের উৎপত্তিহেতু সেই হরি তোমাকে
 রক্ষা করুন। ঋষার দংষ্ট্রাগ্রবিধূতা ধরণী
 এই জগৎ ধারণ করিতেছে, বরাহরূপধারী
 সেই দেব কেশব তোমাকে রক্ষা করুন।
 তোমার জঠর ও গুহ্যদেশ বিষ্ণু এবং জজ্ঞা ও
 পদদ্বয় জনার্দন রক্ষা করুন। বামন তোমাকে
 রক্ষা করুন। যিনি, ক্ষণমাত্রে ত্রিপাদবিক্ষেপ-
 ক্রমে ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়াছিলেন,
 ক্ষুরদায়ুধের সেই গোবিন্দ তোমার শির রক্ষা
 করুন। কেশব কণ্ঠ রক্ষা করুন। তোমার মুখ,
 বাহুদ্বয়, প্রবাহুদ্বয়, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়,
 অব্যাহতৈশ্চর্য্য অব্যয় নারায়ণ রক্ষা করুন।
 দিক্ষুসমূহে বৈকুণ্ঠ এবং বিদিক্ষু সকলে মধু-
 সূদন তোমাকে রক্ষা করুন। হৃষীকেশ
 আকাশে এবং মহীধর তোমাকে ভূমিতে
 রক্ষা করুন। বাস বলিলেন,—নন্দগোপ-
 কর্তৃক এইরূপে কৃতশ্চন্ত্যয়ন সেই বালক
 একটা শকটের নিম্নে বাল-পর্ধ্যাক্ষে শায়িত
 হইল। সেই গোপেরাও তখন মৃত পুতনার

কদাচিচ্ছকটস্থানঃ শয়ানো মধুসূদনঃ ।

চিক্ষেপ চরণাবুর্জং স্তন্যার্থী প্রকরোদ চ ॥ ২২

তস্ত পাদপ্রহারেণ শকটং পরিবর্তিতম্ ।

বিধ্বস্তভাণ্ডকুন্তং তদ্বিপরীতং পপাত বৈ ॥ ২৩

ততো হাহাকারঃ সর্বো গোপগোপীজনো দ্বিজাঃ

আজগামাথ দদৃশে বালমুস্তানশায়িনম্ ॥ ২৪

গোপাঃ কেনেতি জগদুঃ শকটং পরিবর্তিতম্ ।

তত্রৈব বালকঃ প্রোচুর্বালেনানেন পাতিতম্ ॥

রুদত দৃষ্টমস্মাভিঃ পাদবিক্ষেপতাড়িতম্ ।

শকটং পরিবৃত্তং বৈ নৈতদন্তস্ত চেষ্টিতম্ ॥ ২৬

ততঃ পুনরতীবাসন্ গোপা বিস্মিতচেতসঃ ।

নন্দগোপোহপি জগ্রাহ বালমত্যস্তবাস্মতঃ ॥ ২৭

যশোদা বিস্ময়াকুতা ভয়ভাণ্ডকপালকম্ ।

শকটং চার্চয়ামাস দধিপুংসকলাক্ষতেঃ ॥ ২৮

সেই মহৎ কলেবর দর্শনে ত্রাস ও বিস্ময় প্রাপ্ত হইল ১২—২১ । একদা শকটের অধোভাগে শয়ান মধুসূদন স্তন্যার্থী হইয়া রোদন করিতে করিতে উর্দ্ধদিকে চরণ ক্ষেপণ করিলেন । তখন তদীয় পাদপ্রহারে সেই শকট উলটিয়া গেল ; বিপরীতভাবে পতিত হওয়ায় কতকগুলি কলসী ও ভাণ্ড বিধ্বস্ত হইল । হে দ্বিজগণ ! তখন গোপ-গোপী জনেরা হাহাকার শব্দে তথায় আসিল ; দেখিল—বালক উস্তানভাবে শায়িত রহিয়াছে । গোপেরা বলিতে লাগিল,—কে এই শকট পরিবর্তিত করিল ? সেখানে যে সকল বালক ছিল, তাহারা বলিল,—এই বালকই রোদন করিতে করিতে উহা পাতিত করিয়াছে ; আমরা দেখিয়াছি, উহার পাদবিক্ষেপে তাড়িত হইয়াই শকট পরিবৃত্ত হইয়াছে । আর কেহ উহা করে নাই । তাহা শুনিয়া গোপগণ পুনরায় অতীব বিস্মিতচিত্ত হইল । নন্দগোপও অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বালককে গ্রহণ করিলেন । যশোদাও বিস্ময়াকুতা হইয়া সেই শকটকে ও উক্ত ভয় ভাণ্ডকপালগুলিকে দধি,পুংস ও অক্ষত দ্বারা অর্চনা করিলেন ।

গর্গশ্চ গোকূলে তত্র বসুদেবপ্রচোদিতঃ ।

প্রচ্ছন্ন এব গোপানাং সংস্কারমকরোত্তমোঃ ॥

জ্যৈষ্ঠক রামমিত্যাহ কৃষ্ণকৈব তথাপরম্ ।

গর্গো মতিমতাং শ্রেষ্ঠো নাম কুর্ষ্মমহামতিঃ ॥ ৩০

অল্পেনৈব হি কালেন বিজ্ঞাতো তো মহাবলো

স্বষ্টজানুকরো বিপ্রা বভূবতুক্রতাভপি ॥ ৪১

কর্যৈষভগ্নাদিক্রান্তো ভ্রমমাণাবিতস্ততঃ ।

ন নিবারয়িতুং শক্না যশোদা তো ন রোহিণী

গোবাটমথো ক্রৌড়ন্তো বৎসপাটগতো পুনঃ ।

তদহর্জাতগোবৎসপুচ্ছাকর্ষণতৎপরো ॥ ৩৩

যদা যশোদা তো বালাবেকস্থানচরাবুভো ।

শশাক নো বারয়িতুং ক্রৌড়ন্তাবতিচঞ্চলো ॥ ৩৪

দায়া বন্ধা তদা মথো নিববন্ধ উলুখল ।

কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ণাণমাহ চেদমমমিষা ॥ ৩৫

যশোদোবাচ ।

যদি শক্তোহসি গচ্ছ ত্বমতিচঞ্চলচেষ্টিত ॥ ৩৬

বসুদেবের প্রেরণায় গর্গ মুনিও সেই গোকূলে যাইয়া গোপগণের অজ্ঞাতসারে সেই বালকদ্বয়ের সংস্কার করিলেন । মতি-মানদিগের প্রধান মহাজ্ঞানী গর্গমুনি তাঁহা-দিগের নামকরণ কালে জ্যৈষ্ঠের নাম ‘রাম’ ও কনিষ্ঠের নাম ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া রাখিলেন । বিপ্রগণ ! তাঁহারা উভয়েই অল্পকালেই হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিলেন, এবং মহা-বল বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইলেন । তাঁহারা করায় ভস্মে অঙ্গলেপন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, যশোদা বা রোহিণী কেহই তাঁহাদিগকে নিবারণে সমর্থ হইতেন না । তাহারা কখনও গোশালা মধ্যে, কখন অশশালা মধ্যে ক্রৌড়া করিতেন ; কখনও বা সত্তাপ্রসূত গো-বৎসের পুচ্ছাকর্ষণে তৎপর হইতেন । ৩৩—৩৩ । একদা যশোদা একস্থানে বিচরণশীল, ক্রৌড়াপরায়ণ, অতি চঞ্চল সেই বালক যুগলকে বারণ করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন অক্লিষ্ট কষ্টা কৃষ্ণকে রজ্জু দ্বারা মধ্যদেশে বন্ধন-পূর্বক সেই রজ্জু উলুখলে বন্ধন করিয়া

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাশ্বা চ নিজঃ কৰ্ম সা চকার নিতম্বিনী ।
ব্যগ্রায়ামথ তন্ত্ৰাং স কৰ্মমাণ উলুখলম্ ।
যমলার্জুনযোৰ্ভ্যে জগাম কমলেক্ষণঃ ॥ ৩৭
কৰ্ণভা বৃক্ষযোৰ্ভ্যে তিৰ্য্যগেবমূলুখলম্ ।
ভগ্নাবুজ্জশাখাগ্রৌ তেন তো যমলার্জুনৌ ॥ ৩৮
ততঃ কটকটা শব্দসমাকর্ণনকাতরঃ ।
আজগাম ব্রজজনো দদৃশে চ মহাক্রমো ।
ভগ্নক্কৌ নিপতিতো ভগ্নশাখৌ মহীতলে ॥ ৩৯
দদর্শ চান্নদস্তাশ্চ স্মিতহাসঞ্চ বালকম্ ।
তয়োৰ্ভ্যাগতং বন্ধুং দাস্য গাঢ়ং তথোদরে ॥ ৪০
ততঃ দামোদরতাং স যযৌ দামবন্ধনাং ॥ ৪১
গোপবৃদ্ধান্ততঃ সর্ষে নন্দগোপপুরোগমাঃ ।
মহ্যমাসু কৃষ্ণিযা মহোৎপাতাতিভীরবঃ ॥ ৪২

সক্ৰোধে বলিলেন,—“রে অতি চঞ্চলাচার !
যদি পার ত যাও ।” ব্যাস বলিলেন,—
সেই নিতম্বিনী এই বলিয়া নিজ কৰ্ম করিতে
লাগিলেন । তার পর সেই যশোদা নিজ
কার্য্যে ব্যগ্রা হইলে সেই উদুখল টানিতে
টানিতে কমলেক্ষণ কৃষ্ণ যমলার্জুন বৃক্ষের
মধ্যে যাইলেন । তথাপি তিনি টানিতে
থাকিলে সেই উদুখল বক্রভাবে যমলার্জুনে
আবদ্ধ হওয়ায় উভুজ্জশাখাগ্র সেই বৃক্ষদ্বয়
প্রবলাকর্ষণে ভগ্ন হইয়া গেল । সেই বৃক্ষ
ভঙ্গের কটকটা শব্দ শ্রবণে ব্রজবাসী জনগণ
কাতরচিত্তে তথায় আগমন করিল এবং
দেখিল—সেই যমলার্জুন বৃক্ষদ্বয় ভগ্নক্ক ও
ভগ্নশাখ হইয়া মহীতলে নিপতিত হইয়াছে ;
তাঁহার মধ্যে রক্ষু দ্বারা দৃঢ়ভাবে উদয়ে
বদ্ধ বালক কৃষ্ণ রহিয়াছেন ; ঈষৎ হাস্ত
করিতেছেন বলিয়া তাঁহার দন্তগুলি অল্লাল
প্রকটিত হইতেছে, এবং তাঁহার মুখখানিরও
বৃক্ষস্তরালহেতু অল্লাংশই দেখা যাইতেছে ।
উক্ত দাম (রজ্জু) দ্বারা বন্ধন ঘটিয়াছিল
বলিয়া সেই হইতে তিনি দামোদর নাম
প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর মহোৎপাতভীক
নন্দগোপ প্রভৃতি গোপ বৃদ্ধেরা উদ্বিগ্নচিত্তে

স্থানে নেহ ন নঃ কার্য্যঃ ব্রজামোহন্তম্বলবনম্
উৎপাতা বহবো হৃজ দৃষ্টস্তে নাশহেতবঃ ॥ ৪৩
পুতনায়া বিনাশশ্চ শকটশ্চ বিপর্য্যয়ঃ ।
বিনা বাতাদিদোষণে ক্রময়োঃ পতনং তথা ॥ ৪৪
বৃন্দাবনমিতঃ স্থানান্তস্মাদ্ গচ্ছাম মা চিরম্ ।
যাবদভৌমমহোৎপাতদোষো নাভিভবেদব্রজম্
ইতি কৃত্বা মতিং সর্ষে গমনে তে ব্রজৌকসঃ ।
উচুঃ স্বঃ স্বঃ কুলং শীঘ্রং গম্যতাং মা বিলম্ব্যতাম্
ততঃ ক্রণেন প্রযযুঃ শকটৈর্গৌধনৈস্তথা ।
যুথশৌ বৎসপালীশ্চ কালয়ন্তো ব্রজৌকসঃ ॥ ৪৭
সর্ষাবয়বনিধুতং ক্রণমাত্রেন তন্তদা ।
কাককাকীসমাকীর্ণং ব্রজস্থানমভূদ্ভিজাঃ ॥ ৪৮
বৃন্দাবনং ভগবতা কৃষ্ণেনাক্রিষ্টকর্ম্মণা ।
শুভেন মনসা ধ্যাং গবাং বৃদ্ধিমতীপতা ॥ ৪৯
ততস্তত্রাতিরুদ্ধেহপি ঘর্ম্মকালে দ্বিজোত্তমাঃ ।

সকলে মিলিত হইয়া এইরূপ মজ্জণা করিতে
লাগিল যে,—এস্থানে আর আমাদিগের
প্রয়োজন নাই । অন্ত কোনও মহাবনে
যাইব । এখানে শকটের বিপর্য্যয়, বাত্যাদি
হেতু ব্যতীত যমলার্জুনের পতন, পুতনার
বিনাশ, ইত্যাদি বিনাশহেতু বহু উৎপাত
দেখা যাইতেছে । এ নিমিত্ত যাবৎ ভৌম
মহোৎপাত সকল ব্রজের বিনাশ সাধন না
করে, তাবৎকাল মধ্যেই এ স্থান হইতে
আমরা বৃন্দাবনে যাইব ; বিলম্বে প্রয়োজন
নাই । সেই ব্রজবাসীরা সকলে এইরূপ গমন
বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া নিজ নিজ পরিজন-
দিগকে বলিল,—চল যাই ; আর বিলম্ব
করিও না । পরে অল্পকাল মধ্যেই ব্রজ-
বাসীরা সকলে দলে দলে শকট, গৌধন ও
বৎসপাল তাড়াইয়া লইয়া চলিল । হে
দ্বিজগণ ! তখন ক্রণমাত্রে সেই ব্রজভূমি
সর্ব্ব দ্রবাহীন ও কাক-কাকী-সমাকীর্ণ হইয়া
পড়িল । ৩৪—৪৮ । ভগবান্ অক্লিষ্টকর্ম্মা
কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবনকে গোগণের বৃদ্ধি নিমিত্ত
শুভকপে কল্পনা করিয়াছিলেন, এজন্ত হে

প্রারুঢ়কাল ইবাচ্ছ নবশপ্পং সমন্ততঃ ॥ ৫০ ॥
স সমাবাসিতঃ সর্বো ব্রজো বৃন্দাবনে ততঃ ।
শকটীবাটপর্ধ্যন্তচন্দ্রাঙ্গীকারসংস্থিতিঃ ॥ ৫১ ॥
বৎসবার্ণো চ সংবৃত্তৌ রামদামোদরৌ ততঃ ।
তত্র স্থিতৌ চ তৌ গোষ্ঠে চেরতুর্কাললীলয়া
বর্ষিপত্রকৃতাপীড়ো বস্ত্রপুষ্পাবতঃসকৌ ।
গোপবেণুকৃতভ্যাসৌ নানাবাদ্যবিশারদৌ ॥
কাকপক্ষধরৌ বালৌ কুমারাবিব পাবকৌ ।
হসন্তৌ চ রমন্তৌ চ চেরতুস্তম্ভহৃদনম্ ॥ ৫৪ ॥
কচিৎসস্তাবস্তোন্তং ক্রীড়মানৌ তথা পটৈঃ ।
গোপপুটৈঃ সমং বৎসাংস্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ ॥
কালেন গচ্ছতা তৌ তু সপ্তবর্ষো বভূবতুঃ ।
সর্বশ্চ জগতঃ পালৌ বৎসপালৌ মহাব্রজে ॥
প্রারুঢ়কালন্ততোহতীব মেঘৌষস্বগিতান্দরঃ ।
বভূব বারিধারাবিত্তৈরক্যং কুর্স্ব দিশামিব ॥ ৫৭ ॥
প্রভূতনবপুষ্পাঢ্যা শক্রগোপাবুতা মহী ।

দ্বিজোত্তমগণ ! সেই বৃন্দাবন অতিক্রম্য গ্রীষ্ম
কালেও প্রারুঢ়কালবৎ সমন্তত নবশপ্পযুক্ত
হইয়াছিল । সেই সমগ্র ব্রজবাসীরা বৃন্দা-
বনে শকটীবাট পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া চন্দ্রাঙ্গীকারে
বাসস্থান করিল । পরে সেখানে রাম ও
দামোদর বৎসপালক হইলেন । তাঁহারা
দুইজনে সেখানে গোষ্ঠে বাগলীলা করত
বিচরণ করিতে লাগিলেন । তাঁহারা ময়ূ-
পুচ্ছ দ্বারা শিরোভূষণ ও বস্ত্র পুষ্পদ্বারা
কর্ণালঙ্কার ধারণ করিতেন, গোপজাতি-
সুলভ বেণুবাদন অভ্যাস করিলেন এবং
অস্তান্ত বিবিধ বাজে বিশারদ হইলেন ।
তাঁহারা কাকপক্ষ ধারণ করত প্রভাবে পাবক
সদৃশ প্রকাশমান হইয়া কখনও হাস্ত কখনও
বা ক্রীড়া করত সেই মহৎঘনে বিচরণ করিতে
লাগিলেন । এইভাবে সেই মহাব্রজে কাল-
ক্রমে সর্বজগতের পালক সেই রাম ও
কৃষ্ণ সপ্তবর্ষবয়স্ক বৎসপাল হইলেন । পরে
প্রারুঢ়কাল উপস্থিত হইল । মেঘৌষ দ্বারা
অঘরতল আচ্ছাদিত হইয়া গেল । বারি-
ধারাপাতে দিক্ সকল ঘেন একীভূত হইয়া

যথা মারকতে বাসীং পদ্মরাগবিভূষিতা ॥ ৫৮ ॥
উৎকর্ণাগার্গামীনি নিম্নগান্তাংসি সর্বতঃ ।
মনাংসি তুর্ক্ষীনীতানাং প্রাপ্য লক্ষ্মীং নবামিব ।
বিকালে চ যথাকামং ব্রজমেত্যা মহাবলৌ ।
গোটৈঃ সমানৈঃ সহিতৌ চিক্রীড়াতেহমর্যাবিব
ইতি জীবাঙ্গে বাগচরিতে বৃন্দাবনপ্রবেশবর্ণনং
চতুরশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

একদা তু বিনা রামং কৃষ্ণে বৃন্দাবনং যযৌ ।
বিচচার বৃত্তৌ গোটৈর্বস্ত্রপুষ্পস্তম্ভজ্জলৈঃ ॥ ১ ॥
স জগামাথ কালিন্দীং লোলকজ্জোলশালিনীম্
তীরসংলগ্নফেনৌষৈর্হসন্তীমিব সর্বতঃ ॥ ২ ॥
তস্মাং চাতিমহাভীমং বিষায়িকণদূষিতম্ ।

উঠিল । প্রভূত নবশপ্পাঢ্যা তত্রত্যা মহী
ইন্দ্রগোপকীটে আবৃত হওয়ায়, পদ্মরাগ-
বিভূষিত মরকত-ক্ষেত্রবৎ প্রতীয়মান হইতে
লাগিল । নিম্নগানিচয়ের জলসকল সর্বত্র
নবলক্ষ্মীলাভে তুর্ক্ষীনীতদিগের মনের স্তায়
উন্মাদগামী হইয়া বহিতে লাগিল । স্নাতরাং
সেই কালে মহাবল রামকৃষ্ণ ব্রজমধ্যে
থাকিয়াই সমবয়স্ক গোপদিগের সহিত অমর-
বৎ বিহার করিতে লাগিলেন । ৪২—৬০ ।

চতুরশীত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৪

পঞ্চাশীত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্যাস বলিলেন,—একদা কৃষ্ণ, রামকে না
লইয়াই বৃন্দাবনে যাইলেন । সেখানে
বস্ত্র পুষ্পমালাদ্বারা উজ্জলবেশে বিচরণ
করিতে করিতে, লোল-জলকজ্জোলশালিনী,
সর্বতঃ তীরসংলগ্ন ফেনরাশি দ্বারা ঘেন
হাস্তকারিণী, কালিন্দী নদীর তীরে উপ-
স্থিত হইলেন । দেখিলেন,—উদ্ভাতে কালি

হৃদং কালিয়নাগস্ত দদর্শাতিবিভীষণম্ ॥ ৩
 বিষায়িনা বিসরতা দম্বতীরমহাতরুম্ ।
 বাতাহতাস্ত্রবিক্ষেপস্পর্শদম্ববিহঙ্গমম্ ॥ ৪
 ভমলীব মহারোজঃ যত্নাবক্রমিবাপরম্ ।
 বিলোকা চিস্তয়ামাস ভগবান্মধুসূদনঃ ॥ ৫
 অস্মিন বসতি হৃষ্টাশ্চ কালিয়োহসৌ বিষায়ধঃ
 যো ময়া নির্জিতস্ত্যক্তা হৃষ্টো নষ্টঃ পয়োনিধৌ
 তেনেয়ং দূষিতা সৰ্বা যমুনা সাগরঙ্গমা ।
 ন নরৈর্গোবনৈর্বাপি তুষারৈর্ভরুপভূজ্যতে ॥ ৭
 তদস্ত নাগরাজস্ত কৰ্ত্তব্যো নিগ্রহো ময়া ।
 নিত্যজন্তাঃ স্মৃতাঃ যেন চরৈর্যুর্ভববাসিনঃ ॥ ৮
 এতদর্থং নুলোকেষ্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ ।
 যদেষামুৎপথস্থানাং কার্য্যা শাস্তির্ভূত্বানাম্ ॥ ৯
 তদেতন্নাতিদূরস্থং কদম্বধরুশাখিনম্ ।
 অধিকছোৎপতিষ্যামি হৃদেহাস্মভীবনাশিনঃ ॥

নাগের অগ্নিকণাবৎ বিধে দূষিত একটা
 মহাভীম হৃদ রহিয়াছে; চতুর্দিকে
 সঞ্চরণশীল বিষকণা দ্বারা উহার তীর-তরু
 সকল দম্বপ্রায় হইয়াছে। বাতঘাত-বিক্ষিপ্ত
 জলকণাস্পর্শে তত্রতা বিহঙ্গগণও দম্ব
 হইয়াছে। দ্বিতীয় যত্নমুখবৎ সেই অতি
 মহারোজ হৃদ দর্শনে ভগবান্ মধুসূদন চিন্তা
 করিলেন যে,—আমি পূর্বে পরাজিত করিয়া
 পরিত্যাগ করিলে পর, যে হৃষ্ট পয়োনি-
 ধৌ লুঙ্কায়িত হইয়াছিল, সেই বিষায়ধ
 হৃষ্টাশ্চ কালিয় এই হৃদে বাস করে। সাগর-
 গামিনী এই যমুনা তৎকর্ত্তক দূষিতা হওয়ায়
 কি নর, কি গোধন, ভূকর্ত্ত কেহই ইহাকে
 উপভোগ করিতে পারে না। নিত্য-ভীত
 ব্রজবাসীরা যাহাতে স্মৃথে বিচরণ করিতে
 পারে, তজ্জন্ত এই নাগরাজের নিগ্রহ করা
 আমার কৰ্ত্তব্য। এইজন্তই আমি নরলোকে
 অবতরণ করিয়াছি যে, এই সকল উৎপথ-
 বর্ত্তী হুরাশ্বাদিগের শাস্তি বিধান করিব।
 অতএব নাতিদূরস্থ দীর্ঘশাখাবিশিষ্ট এই
 কদম্ব তরুতে আরোহণ করিয়া ঐ হৃদে

ব্যাস উবাচ ।

ইথং বিচিন্ত্য বদ্ধা চ গাঢ়ং পরিকরং ততঃ ।
 নিপপাত হৃদে তত্র সর্পরাজস্ত বেগতঃ ॥ ১১
 তেনাপি পততা তত্র ক্ষোভিতঃ স মহাহৃদঃ ।
 অত্যাৰ্থদূরজাতাংশ্চ তাংশ্চাসিঞ্চয়হীকুহান্ ॥ ১২
 তেহহিহৃষ্টবিষজালাতপ্তাষ্পতনোক্ষিতাঃ ।
 জজ্ঞলুঃ পাদপাঃ সদ্যো জ্বালাব্যাগুদিগন্তরাঃ
 আফোটয়ামাস তদা কৃষ্ণো নাগহৃদে ভূজম্ ।
 তচ্ছব্দশ্রবণাচ্চ নাগরাজোহভূতপাগমৎ ॥ ১৪
 আতাম্রনয়নঃ কোপাধ্বমজ্বালাকুলৈঃ কণৈঃ ।
 রূতো মহাবিষৈশ্চাত্তিরকুণৈরনিলাশনৈঃ ॥ ১৫
 নাগপত্যাশ্চ শতশো হারিহারোপশোভিতাঃ ।
 প্রকম্পিততনুংক্ষেপচলৎকুণ্ডলকাস্তমঃ ॥ ১৬
 ততঃ প্রবেষ্টিতঃ সর্পৈঃ স কৃষ্ণো ভোগবন্ধনৈঃ
 দদংস্ত্ৰাশ্চাপি তে কৃষ্ণঃ বিষজালাবিলমুখৈঃ ॥
 তৎ তত্র পতিতং দৃষ্ট্বা নাগভোগনিপীড়িতম্ ।

নিপতিত হইব। ১—১০। ব্যাস বলি-
 লেন,—ভগবান্ এইরূপ চিন্তা করিয়া গাঢ়
 পরিকর বন্ধনপূর্বক সেই বৃক্ষে আরোহণান্তে
 বেগ সহকারে সেই সর্পরাজের হৃদে নিপতিত
 হইলেন। তিনি পতিত হইলে সেই মহাহৃদ
 এমন ক্ষোভিত হইল যে, অতিদূরজাত বৃক্ষ
 সকলেও জল সিঞ্চিত হওয়ায় তাহার জলিয়া
 উঠিল; সেই জ্বালা সকল দিগন্তর ব্যাপ্ত করিল
 কৃষ্ণ তখন ভূজদ্বারা সেই নাগহৃদে আফোটন
 করিতে লাগিলেন। নাগরাজ সেই শব্দ
 শ্রবণে কোপবশত আতাম্র-নয়নে, বিষ জ্বালা-
 কুল কণা বিস্তার করিয়া অস্ত্রাস্ত্র অরুণবর্ণ
 মহাবিষ সর্পগণে পরিবৃত্ত হইয়া তথায় আসিল।
 প্রকম্পিত তনু উৎক্ষেপবশে যাহাদিগের
 কুণ্ডলকাস্তি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে, মনোহর-
 হারশোভিতা তাদৃশী শত শত নাগপত্নীও
 তথায় আগমন করিল। পরে কৃষ্ণ সেই
 সর্পগণ কর্ত্তক বেষ্টিত হইয়া ভোগবন্ধনগ্রস্ত
 হইলেন। সর্পগণ বিষজ্বালাকুল মুখে
 তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। অস্ত্রাস্ত্র
 গোপগণ কৃষ্ণকে সেই হৃদে পতিত এবং

গোপা ব্রজমুপাগত্য চক্ৰশ্চ শোকলালসাঃ ॥

গোপা উচুঃ ।

এষ কৃষ্ণো গতৌ মোহময়ো বৈ কালিয়ে হৃদে ।

ভক্ষ্যতে সর্পরাজেন তদাগচ্ছত মা চিরম্ ॥ ১১

ব্যাস উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা ভক্তৌ গোপা বজ্রপাতোপমং বচঃ ।

গোপ্যশ্চ হরিতা জগ্মুঃশোদা প্রমুখা হৃদম্ ॥ ১২

হা হা কাশাবিতি জনৌ গোপীনা মতিবিহ্বলাঃ ।

যশোদয়া সমং ভ্রান্তৌ ক্রুতঃ প্রস্থলিতৌ যযৌ

নন্দগোপশ্চ গোপাশ্চ রামশ্চাত্তবিক্রমঃ ।

হরিতং যমুনং জগ্মুঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ১২

দদৃশুশ্চাপি তে তত্র সর্পরাজবশস্তম্ ।

নিপ্প্রযত্নং ক্রুতং কৃষ্ণং সর্পভোগেন বেষ্টিতম্ ॥

নন্দগোপশ্চ নিশ্চেষ্টঃ পশুন্ পুত্রযুগং তদা ।

যশোদা চ মহাভাগা বভূব মুনিসন্তমাঃ ॥ ১৪

গোপ্যস্তস্তা কদতাশ্চ দদৃশুঃ শোককাতরাঃ ।

নাগভোগ-নিষ্পীড়িত দর্শনে শোকবশে উচৈঃ

স্বরে ক্রন্দন করত ব্রজে আসিয়া বলিল,

—কৃষ্ণ মোহবশে কালিয়হৃদে পড়িয়াছে,

সর্পরাজ তাহাকে খাইয়া ফেলিল; অতএব

তোমরা আইস, বলিষ করিও না ।

১১—১২ । ব্যাস বলিলেন,—বজ্রপাতোপম

এই কথা শুনিয়া গোপগণ ও যশোদা প্রমুখ

গোপীগণ হরিত-গতিতে সেই হৃদে গমন

করিল। “হায়! হায়! সে কোথায়?”

অতি বিহ্বল গোপীরা এই কথা বন্দিতে

বলিতে যশোদার সহিত ভ্রান্তচিত্তে ক্রুত-

গতিতে প্রস্থলিত হইতে হইতে যাইতে

লাগিল। নন্দ গোপ, অদ্ভুতবিক্রম রাম ও

অস্তান্ত গোপগণও কৃষ্ণদর্শন-লালসায় হরিত

গমনে যমুনায় উপস্থিত হইল। তাহারা

দেখিল,—কৃষ্ণ সেই হৃদ মধ্যে সর্পরাজের বশী-

ভূত হইয়াছেন, সর্পগণ তাহাকে শরীর দ্বারা

বেষ্টন করিয়া প্রযত্নহীন করিয়াছে। হে

মুনিসন্তমগণ! তখন নন্দগোপ ও মহাভাগা

যশোদা, পুত্রের মুখ দেখিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া

পড়িলেন। অস্ত গোপীরাও শোককাতর

প্রোচুশ্চ কেশবং ত্রীত্যা ভয়কাতরগদগদম্ ॥

সর্কা যশোদয়া সার্কং বিশামোহত্র মহাহৃদে ।

নাগরাজস্ত নো গন্তুমস্মাকং যুজ্যতে ব্রজে ॥

দিবসঃ কো বিনা সূর্য্যং বিনা চন্দ্রো কা নিশা

বিনাহুপ্তেন কা গাবো বিনা কৃষ্ণেন কো ব্রজঃ

বিনা কৃতা ন যাস্ত্যামঃ কৃষ্ণেনানেন গোকুলম্ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি গোপীবচঃ শ্রুত্বা রৌহিণ্যেয়া মহাবলঃ ।

উবাচ গোপান বিধুরান্ বিলোক্য স্তিমিতেক্ষণঃ

নন্দঞ্চ দীনমত্যর্থং স্তম্ভদৃষ্টিঃ স্মৃতাননে ।

মূচ্ছাকূলাং যশোদাঞ্চ কৃষ্ণমাহাশ্মাসংক্রিয়া ॥ ১২

বলরাম উবাচ ।

কিময়ং দেবদেবেশ ভাবোহয়ং মানুষস্বয়া ।

ব্যজ্যতে স্ব ভ্রমায়ান্ কিমন্তং ত্বং ন বেৎসি

যৎ ॥ ১৩

তুমস্ত জগতো নাভিঃ সুরাণামেব চাশ্রয়ঃ ।

কর্তাপহন্তা পাতা চ ত্রৈলোক্যং ত্বং ত্রয়ীময়ঃ ॥

হইয়া রোদন করিতে করিতে কৃষ্ণকে দেখিতে

লাগিল এবং ত্রীতিবশে ভয়কাতর গদগদ-

স্বরে কেশবকে কহিল,—যশোদার সহিত

আমরা সকলেই এই নাগরাজের হৃদে

প্রবেশ করিব! আমাদের আর ব্রজে যাওয়া

উচিত নয়। সূর্য্য বিনা দিন কি? চন্দ্র

বিনা রাত্রি কি? হৃদ্ধ ব্যতীত গাভীই কি?

আর কৃষ্ণ ভিন্ন ব্রজই বা কি? এই কৃষ্ণ

ব্যতীত আমরা গোকুলে যাইব না। ১০—১১।

ব্যাস বলিলেন,—গোপীদিগের এই কথা

শুনিয়া মহাবল রৌহিণ্যে বলরাম স্থিরনেত্রে

শোকবিধুর গোপদিগকে, অতি দীনভাবাপন্ন

ও স্মৃতাননে স্তম্ভদৃষ্টি নন্দকে এবং মূচ্ছাকূলা

যশোদাকে শুনাইয়া কৃষ্ণের মাণ্ডাত্ম্যসূচক এই

কথা বলিলেন,—হে দেব-দেবেশ। তুমি এ

কি মানুষভাব ব্যক্ত করিতেছ? যেহেতু স্বীয়

আত্মাকে তুমি জানিতেছ না। তুমিই জগ-

তের নাভিস্বরূপ, এবং নরগণেরও আশ্রয়;

তুমিই কর্তা, হস্তা, পাতা; তুমিই ত্রৈলোক্য ও

অজ্রাবতীর্ণয়োঃ কৃষ্ণ গোপা এব হি বান্ধবাঃ ।

গোপাশ্চ সীদতঃ কস্মাৎ বন্ধুন্ সমুপেক্ষসে ॥

দর্শিতো মানুষো ভাবো দর্শিতঃ বালচেষ্টিতম্

তদয়ং দম্যতাং কৃষ্ণ হুরাশ্চা দশনায়ুধঃ ॥ ৩৩

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সংস্মারিতঃ কৃষ্ণঃ স্মিতভিন্নোষ্ঠসম্পূটঃ ।

আক্ষাল্য মোচয়ামাস স্বং দেহং ভোগবন্ধনাং

আনাম্য চাপি হস্তাভ্যামুভাভ্যাং মধ্যমং কণম্

আকৃষ্ণ ভুগ্নশিরসঃ প্রননস্তৌকবিক্রমঃ ॥ ৩৫

ব্রণাঃ ফণেহভবন্তস্ত কৃষ্ণস্তাজি বিকুর্দনৈঃ ।

যজ্ঞোন্নতিঞ্চ কুরুতে ননাম্যস্ত ততঃ শিরঃ ॥ ৩৬

মূর্ছামুপাধর্যো ভ্রান্ত্যা নাগঃ কৃষ্ণস্ত কুট্টনৈঃ ।

দণ্ডপাতনিপাতেন ববাম কধিরং বহু ॥ ৩৭

তং নির্ভুগ্নশিরোগ্রীবম্যস্ত প্রকুহংশোণিতম্ ।

বিলোক্য শরণং জগ্মুস্তৎপত্ন্যো মধুসূদনম্ ॥

ব্রহ্মীময় । কৃষ্ণ! এখানে অবতীর্ণ আমা-
দিগের এই গোপ গোপীগণই বান্ধব; তুমি এই
অবসন্ন বন্ধুগণকে উপেক্ষা করিতেছ কেন?
মানুষ্যতাব প্রদর্শিত হইয়াছে; বালচেষ্টিতও
দেখান হইল; অতএব কৃষ্ণ! এই
হুরাশ্চা দশনায়ুধকে দমন কর। ২৮—৩৩।
বলরাম কর্তৃক এইরূপে স্মারিত হইয়া কৃষ্ণ
ঈষৎ হাস্তে ওষ্ঠপুট কিঞ্চিৎ বিভিন্ন করিয়া
আক্ষালনপূর্ব্বক ভোগবন্ধন হইতে নিজ
দেহ মোচন করিলেন। গুরুবিক্রম কৃষ্ণ
উভয় হস্তদ্বারা কালিয়ার মধ্যম কণা আনত
করিয়া সেই অবনত মস্তকে আরোহণপূর্ব্বক
নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের পদাঘাতে
তাহার ফণাচিহ্ন ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল;
সে, যে ফণাটী উন্নত করে, কৃষ্ণ পদাঘাতে
সেইটাই আনত করিতে লাগিলেন। সেই
নাগ, কৃষ্ণের পদাঘাতে ভ্রান্ত এবং দণ্ডাকারে
নিপতিত হইয়া বহু কধির বমন করত
মূর্ছা প্রাপ্ত হইল। তাহাকে ভুগ্নশিরোগ্রীব
ও মুখ দ্বারা শোণিত বমন করিতে দেখিয়া
তদীয় পত্নীরা মধুসূদনের শরণাগত হইল।

নাগপত্ন্য উচুঃ ।

জ্ঞাতোহসি দেবদেবেশ সর্বৈশঙ্কমহুস্তম্ ।

পরং জ্যোতিরচিন্ত্যং যন্তদংশঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৩৯

ন সমর্থাঃ সুরা স্তোতুং যমনস্তবং প্রভুম্ ।

স্বরূপবর্ণনং তস্ত কথং যোষিৎ করিষ্যতি ॥ ৪০

যস্তাখিলমহীব্যোমজলাগ্নিপবনান্ধকম্ ।

ব্রহ্মাণ্ডমল্লকাংশাংশঃ স্তোষ্যামস্তং কথং বয়ম্

ততঃ কুরু জগৎস্বামিন্ প্রসাদমবসীদতঃ ।

প্রাণাংস্ত্যজতি নাগোহয়ং ভর্তৃভিক্ষা

প্রদীয়তাম্ ॥ ৪২

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তে তাভিরাশাস্ত ক্রান্তদেহোহপি পন্নগঃ

প্রসীদ দেবদেবেতি প্রাহ বাক্যং শনৈঃ শনৈঃ

কালিয় উবাচ ।

তবাষ্টঙণমৈশ্বর্যং নাথ স্বাভাবিকং পরম্ ।

নিরস্তাতিশয়ং যন্ত তস্ত স্তোষ্যামি কিংবহম্ ॥

ত্বং পরস্তং পরস্তাদ্যঃ পরং ত্বং তৎপরান্ধকম্ ।

নাগপত্নীগণ কহিল,—হে দেবদেবেশ! তুমি
অহুস্তম অচিন্ত্য যে পরম জ্যোতিঃ, তাহারই
অংশ, সর্বৈশ্বর ও পরমেশ্বর বলিয়া জ্ঞাত
হইয়াছ। অনন্তত্ব যে প্রভুকে সুরগণ
স্তব করিতে সমর্থ নহেন, ত্রীলোক তাঁহার
স্বরূপবর্ণন কেমনে করিবে? ক্ষিতি অপ্-
তেজ, মরুৎ ও ব্যোমান্ধক এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড
যাহার অত্যন্ত অংশাংশমাত্র, আমরা
তাঁহাকে কেমনে স্তব করিব? অতএব হে
স্বামিন্! এই অবসরের প্রাতি প্রসন্ন হউন,
এই নাগ প্রাণ পরিহার করিতেছে;
আমাদিগকে ভর্তার প্রাণ ভিক্ষা প্রদান
করুন। ৩৪—৪১। ব্যাস বলিলেন,—নাগ-
পত্নীগণ এইরূপ বলিলে পর সেই পন্নগ
কালিয় ক্রান্তদেহ হইলেও একটু আশঙ্ক
হইয়া শনৈঃ শনৈঃ এই কথা বলিল,—
“হে দেবদেব! প্রসন্ন হও” নাথ!
তোমার সর্বাতিশয়িত অষ্টঙণ ঐশ্বর্য
স্বাভাবিক, সেই তোমাকে আর কি স্তব
করিব? তুমি পর, তুমি পরেরও আদি,

পরম্মাং পরমো যজ্ঞঃ তস্মৈ স্তোষ্যামি কিংবহু
যথাহং ভবতা সৃষ্টৌ জাত্যা রূপেণ চেশ্বর ।
স্বভাবেন চ সংযুক্তস্তথেনং চেষ্টিতং ময়া ॥ ৪৩
যদ্যন্তথা প্রবর্তেয় দেবদেব ততো ময়ি ।
স্তায্যো দণ্ডনিপাতস্তে তবৈব বচনং যথা ॥ ৪৭
তথাপি যং জগৎস্বামী দণ্ডং পাতিতবান্ময়ি ।
স সোঢ়োহয়ং বরো দণ্ডস্তন্তো নাস্তোহন্ত

মে বরঃ ॥

হতবীৰ্য্যো হতবিষো দমিতোহহং ত্বয়াচ্যুত ।
জীবিতঃ দীযতামেকমাজ্ঞাপয় করোমি কিম্ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

নাহু স্বেয়ং ত্বয়া সৰ্প কদাচিদযমুনাজলে ।
সভৃত্যপরিবারস্থং সমুদ্রসলিলং ব্রজ ॥ ৫০
মৎপদানি চ তে সৰ্প দৃষ্টৌ মূৰ্দ্ধনি সাগরে ।
গকুড়ঃ পন্নগরিপুস্তয়ি ন প্রহরিষ্যতি ॥ ৫১

সেই পরমাত্মক পরপুরুষও তুমি, তুমি
তাহারও পরম, সেই তোমাকে আমি
কি স্তব করিব? হে ঈশ্বর! আমি আপনা
কর্তৃক যেমন জাতি, রূপ ও স্বভাবে সংযুক্ত
হইয়া সৃষ্ট হইয়াছি, আমার এ আচরণও
তদনুরূপ। হে দেবদেব! আমি যদি
তাহার অনুরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইতাম,
তবেই তোমার যেমন বাক্য, তদনুসারে
আমার প্রতি তোমার দণ্ড প্রদান করা স্তায্য
হইত। তথাপি জগৎস্বামী আপনি আমাতে
যে দণ্ড পাতিত করিয়াছেন, তাহা আমি
সহ করিলাম; এই দণ্ডই আমার বরস্বরূপ;
আমার আর অন্ত বরে প্রয়োজন নাই। হে
অচ্যুত! তোমা কর্তৃক দমিত হইয়া আমি
হতবীৰ্য্য ও হতবিষ হইয়াছি; এখন আমার
জীবন দান করুন! ভগবান্ বলিলেন,—
সৰ্প! তুমি এই যমুনাজলে কখনও
ধাকিও না। তুমি ভৃত্য-পরিবার সহ
সমুদ্রসলিলে যাও। হে সৰ্প! সাগরে
ধাকিলেও তোমার মস্তকে মদীয় পদচিহ্ন
দর্শনে পন্নগরিপু গকুড় তোমাতে প্রহার

ব্যাস উবাচ ।

ইতুক্ত্বা সৰ্পরাক্তানং যুমোচ ভগবান্ হরিঃ ।
প্রণম্য সৌহৃদি কৃষ্ণায় জগায় পয়সাং নিধিষ্ম ॥
পশুতাং সৰ্বভূতানাং সভৃত্যাপত্যবান্ধবঃ ।
সমস্তভাৰ্য্যাসহিতঃ পরিত্যজ্য স্বকং হৃদম্ ॥ ৫৩
গতে সৰ্পে পরিষজ্য মৃতং পুনর্রিবাগতম্ ।
গোপা মূৰ্দ্ধনি গোবিন্দং সিষিচূর্নৈব্রজৈর্জলৈঃ
কৃষ্ণমক্লিষ্টকৰ্ম্মাণমন্তে বিস্মিতচেতসঃ ।
তুষ্ণুৰুদ্ভিতা গোপা দৃষ্টৌ শিবজলাং নদীম্ ॥
গীয়মানোহথ গোপীভিচরিতৈশ্চারুচেষ্টিতৈঃ
সংস্কৃষ্মানো গোপালৈঃ কৃষ্ণে ব্রজমুপাগমৎ ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে বালচরিতে কালিয়দমন-নিরু-
পণং পঞ্চাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৫ ॥

করিবে না। ব্যাস বলিলেন,—ভগবান্
হরি এই বলিয়া সেই সৰ্পরাক্তকে পরিত্যাগ
করিলেন। সেও সৰ্বভূতসমক্ষে ভৃত্য-
পত্য-বন্ধু-ভাৰ্য্যা এ সকলের সহিত স্বীয় হৃদ
পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণাম-
পূৰ্ব্বক পয়োনিধিতে প্রস্থান করিল। সৰ্প
চলিয়া গেলে, গোপগণ পুনর্জীবিত মনে
করিয়া সেই গোবিন্দকে তদীয় মস্তকে নয়ন-
জল দ্বারা অভিষেক করিল। অপর
গোপগণ বিস্মিতচিত্তে সেই যমুনা নদীকে
বিশুদ্ধজলসম্পন্ন দর্শনে মুদিত হইয়া
আক্লিষ্টকৰ্ম্মা কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিল।
পরে কৃষ্ণ চাকু, চরিত ও আচরণের উল্লেখ
গোপীগণ কর্তৃক গীয়মান এবং গোপালগণ
কর্তৃক স্কৃষ্মান হইয়া ব্রজে প্রত্যাগমন
করিলেন। ৪২—৫৬।

পঞ্চাশীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৫ ॥

ষড়্ভীত্যাধিকশততমোহধ্যায় ।

বাস উবাচ ।

গাঃ পালয়ন্তো চ পুনঃ সহিতৌ রামকেশবৌ ।
ভ্রমমাণৌ বনে তত্র রম্যং তালবনং গতো ॥ ১
তত্র তালবনং নিত্যং ধেনুকৌ নাম দানবঃ ।
নৃ-গোমাংসকুতাহারঃ সদাধ্যাস্তে খরাকৃতিঃ ॥ ২
তত্র তালবনং রম্যং কলসম্পৎসমবৃত্তম্ ।
দৃষ্ট্বা স্পৃহাযিতা গোপাঃ কলাদানেহক্ৰবন্ বচঃ

গোপা উচুঃ ।

হে রাম হে কৃষ্ণ সদা ধেনুকেনৈব রক্ষাতে ।
ভূপ্রদেশো যতস্তস্মাত্ত্যক্তানীমানি সন্তি বৈ
কলানি পশু তালানাং গন্ধামোদয়ুতানি বৈ ।
বয়মেতান্তভীতাসামঃ পাত্যস্তাং যদি রোচতে ॥
ইতি গোপকুমারাণাং ঋত্বা সঙ্ঘর্ষণো বচঃ ।
কৃষ্ণশ্চ পাতয়ামাস তুবি তালকলানি বৈ ॥ ৬
তালানাং পততাং শব্দমাকর্ণ্যাসুরররাট্ ততঃ ।
আজগাম স দৃষ্ট্বা কোপাদৈতেয়গর্দভঃ ॥ ৭

ষড়্ভীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—রাম ও কৃষ্ণ মিলিত
হইয়া পুনরায় গোচারণার্থ ভ্রমণ করিতে
করিতে একদা রমণীয় তালবনে গমন করি-
লেন । সেই তালবনে নর-গোমাংসাহারী
খরাকার ধেনুক নামে এক দানব নিত্য
বাস করিত । কলসম্পৎসমৃদ্ধ সেই তাল-
বন দেখিয়া গোপগণ স্পৃহাযিত হইয়া কলা-
দান জন্ত এই কথা কহিল যে,—হে রাম!
হে কৃষ্ণ! এই ভূভাগ ধেনুকই সদা রক্ষা
করে বলিয়া সাধারণের পরিত্যক্ত হইয়াছে ।
ঐ দেখ, তালকল সকল গন্ধে আমোদিত
করিতেছে । আমরা ঐ সকল কল আকাক্ষা
করিতেছি; যদি কচি হয় ত উহাদিগকে
পাতিত কর । ১—৫ । সঙ্ঘর্ষণ ও কৃষ্ণ গোপ-
বালকগণের এই বাক্য শুনিয়া সেই তালকল
সকল ক্রুতলে পাতিত করিতে লাগিলেন ।
সেই পাত্যমান তালকল সকলের শব্দ
শুনিয়া সেই দৃষ্ট্বা অসুররাজ দৈত্যগর্দভ

পত্যাশ্রুতাভ্যাং স তদা পশ্চিমাভ্যাং তং বলী
জঘানোরসি তাভ্যাং স চ ত্রেমাপ্যগৃহত ॥ ৮
গৃহীত্ব ভ্রামণেনৈব চাশ্বরে গতজীবিতম্ ।
তস্মিন্নেব প্রচিক্ষেপ বেগেন তৃণরাজনি ॥ ৯
ততঃ কলাস্তনেকানি তালাগ্রানি পতন্তঃ ।
পৃথিব্যাং পাতয়ামাস মহাবাতোহম্বুদানি ॥ ১০
অস্থানপ্যস্ত বৈ জাতীনাং গতান্ দৈত্যগর্দভান্
কৃষ্ণচিক্ষেপ তালাগ্রে বলভদ্রশ্চ লীলয়া ॥ ১১
ক্ষণেনালঙ্কৃত্য পৃথ্বী পট্টকস্তালফলৈস্তদা ।

দৈত্যগর্দভদেহৈশ্চ মুনয়ঃ শুভভেদধিকম্ ॥ ১২
ততো গাবো নিরাধাস্তস্মিন্ স্থালবনে দ্বিজাঃ
নবশম্পং সুখং চেক্ষুর্নত ভুক্তমভূৎ পুরা ॥ ১৩

ইতি ত্রীত্রাং বালচরিতে ধেনুকবধবর্ণনং ষড়্ভী-
ত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৬ ॥

ধেনুক তথায় অসিয়া উপস্থিত হইল । সেই
বলবান দৈত্য তখন পশ্চাত্তাণের পদদ্বয়
দ্বারা কৃষ্ণকে বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল;
কৃষ্ণ এবং রামও তাহাকে প্রহার করিলেন ।
পরে কৃষ্ণ তাহাকে ধরিয়া আকাশে
ঘুরাইতে লাগিলেন, সে তাহাতে গতজীবিত
হইলে সেই তাল বৃক্ষেই তাহাকে নিক্ষেপ
করিলেন । সেই গর্দভাসুর তালাগ্রভাব
হইতে পড়িতে পড়িতে মহাবাত কর্তৃক
অম্বুদমালার স্রায় বহু তাল কল ভুতলে
পাতিত করিল । পরে তাহার অস্ত্রাস্ত্র যে
সকল জাতি দৈত্যগর্দভ আসিল, কৃষ্ণ ও বল-
ভদ্র তাহাদিগকেও তালাগ্রে লীলা-সহকারে
নিক্ষেপ করিলেন । হে মুনিগণ! সেই
ভূভাগ তখন ক্ষণমাত্রের পক্ষ তাল কল ও
দৈত্যগর্দভ-দেহে অলঙ্কৃত হইয়া সমধিক
শোভাযুক্ত হইল । হে দ্বিজগণ! তারপর
হইতে গো-সকল যেখানে পূর্বে দৈত্য-
কর্তৃক ভক্ষিত হইত, সেই তালবনে নির্বিঘ্নে
নবশম্প ভক্ষণপূর্বক সুখে বিচরণ করিতে
লাগিল । ৬—১৩ ।

ষড়্ভীত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৫ ॥

সপ্তাশীতাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

তস্মিন্‌রাসভদৈতেয়ে সান্নগে বিনিপাতিতে ।
সৰ্বগোপালগোপীনাং রম্যং তালবনং বভৌ ॥
ততস্তৌ জাতহৰৌ তু বসুদেবসুতাবুভৌ ।
ততঃ ততে মহান্মানৌ বালশৃঙ্গাবিবৰ্ধভৌ ॥২
চারয়ন্তৌ চ গা দুৰে ব্যাহরন্তৌ চ নামভিঃ ।
নিয়োগপাশঙ্কজৌ তৌ বনমালাবিভূষিতৌ ॥৩
সুপর্ণাঙ্গনচূর্ণাভ্যাং তদা তৌ ভূষিতাৱরৌ ।
মহেন্দ্রাযুধসঙ্কাশৌ শ্বেতকুব্জবিবাস্বদৌ ॥৪
চেরতুলোকনিদ্ধাভিঃ ক্রৌড়াভিরচরেতরম্ ।
সমস্তলোকনাথানাং নাথভূহৌ ভুবং গতো ॥ ৫
মহুষাধর্ম্মাভরতো মানয়ন্তৌ মহুষাত্মম্ ।
তজ্জাতিগুণযুক্তাভিঃ ক্রৌড়াভিঃ চেরতুধনম্ ॥ ৬
ততস্তান্দোলিকাভিঃ চ নিযুটৈঃ চ মহাবলৌ ।

সপ্তাশীতাদিকশততম অধ্যায়ঃ ।

বাস বলিলেন,—সেই রাসভ দৈত্য
অনুগগণ সহ বিনিপাতিত হইলে সেই
তালবন সমস্ত গোপগোপীদিগের রমণীয়
হইয়া শোভা পাইতে লাগিল । বীর মহান্মা
বসুদেবতনয়দ্বয় উক্ত ঘটনায় হর্ষযুক্ত হইয়া
ক্ষুদ্র শৈলশৃঙ্গবৎ শোভা প্রাপ্ত হইলেন ।
সমস্ত লোকনাথদিগের নাথস্বরূপ সেই
দেবদ্বয় কুব্জ ও বলরাম-ভূতলগত হইয়া
হরিজ্ঞা ও অঙ্গনচূর্ণে রঞ্জিত পীত ও নীল বসন
পরিধানপূর্ব্বক মহেন্দ্রাযুধ-শোভিত কুব্জ ও
শ্বেত অশ্বদসদৃশ শোভমান, স্কন্ধে নিয়োগ-
পাশধারী, এবং বনমালায় বিভূষিত হইয়া
উভয়ে এক সঙ্গে দূরে দূরে গো-চারণ, কখন
বা নামোন্মেষ সহকারে আহ্বান, ইত্যাদি
লৌকিক ক্রীড়া করত বিচরণ করিতে
লাগিলেন । তাঁহারা মহুষাধর্ম্মে রত হইয়া
আপনাদিগকে মহুষ্যরূপে প্রকটিত করত
সেই জাত্যম্বরূপ গুণযুক্ত ক্রীড়া দ্বারা বনে
বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন । পরে

বাস্যামং চক্রতন্তত্র ক্ষেপণীয়ৈস্তথাস্থিভিঃ ॥ ৭
তল্লিপুংসু রসুংস্তত্র উভয়ো রমমাণয়োঃ ।
আজগাম প্রলদাথে গোপবেষতিরোহিতঃ ॥
সোহবগাহত নিঃশঙ্কঃ হেমাং মধ্যমমানুষঃ ।
মানুষং রূপমাত্মায় প্রলব্ধো দানবোত্তমঃ ॥ ৮
তথোচ্ছিদ্রাহরপ্রেম্পুরতিশীঘ্রমম্মত ।
কুব্জং ততো রৌহিণেয়ং হস্তং চক্রে মনোরমম্
হরিণাক্রীড়নং নাম বালক্রীড়নকং ততঃ ।
প্রক্রীড়িতান্ত তে সর্পে দ্বৌ দ্বৌ যুগপৎপতন্
ক্রীদাম্মা সহ গোবিন্দঃ প্রলব্ধেন তথা বলঃ ।
গোপালৈরপরৈশ্চাত্তে গোপালাঃ সহ পুপ্লবুঃ ॥
ক্রীদামানঃ তত কুব্জঃ প্রলদং রৌহিণীমুতঃ ।
জিতবান্ কুব্জপক্ষীর্গৌর্গোপৈরত্থৈঃ পরাজিতাঃ
তে বাহয়ন্তুস্তোন্তঃ ভাণ্ডীরস্কন্ধমেত্যৈ বৈ ।
পুনর্নিবৃত্তান্তে সর্পে যৈ যৈ তত্র পরাজিতাঃ ॥১৪

সেই মহাবল রাম ও কুব্জ আন্দোলিকা
(দোলন), বাহুযুক্ত ও ক্ষেপণীয় প্রস্তর
দ্বারা ক্রীড়া করিতে থাকিলে একদা তাহা-
দিগকে লইয়া যাইবার জন্য প্রলব্ধনামক
দানব গোপবেশে তিরোহিত হইয়া তথায়
আগমন করিল । দানবোত্তম প্রলব্ধ অমা-
নুষ্য হইলেও মানুষ-রূপ ধারণপূর্ব্বক
নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহাদিগের মধ্যে মিলিত
হইল । পরে সে কুব্জকে ও রৌহিণেয়কে
অতি শীঘ্র হত্যা করিতে অভিলাষ করিয়া
মনে মনে ছিদ্রাঘেষণ করিতে লাগিল ।
১—১০ । তারপর হরিণাক্রীড়নক নামে
একটা বালক্রীড়ায় তাঁহারা সকলে প্রবৃত্ত
হইয়া যুগপৎ দুই দুই জনে দৌড়াইতে
লাগিলেন । গোবিন্দ ক্রীদামসহ, বল-
রাম প্রলব্ধের সহিত এবং অন্তান্ত গোপাল-
দিগের সহিত অন্ত গোপালেরা সেই ক্রীড়ায়
প্রবৃত্ত হইয়া দৌড়াইতে লাগিলেন ।
তাহাতে কুব্জ ক্রীদামকে এবং রৌহিণীমুত
প্রলব্ধকে জয় করিলেন । কুব্জপক্ষীয় অন্তান্ত
গোপাল কর্তৃক প্রতিপক্ষ গোপালেরা
পরাজিত হইয়া তাহাদিগকে পরস্পর দ্বন্দ্ব

সকর্ষণস্ত স্বর্গেন শীঘ্রমুৎকিণ্য দানবঃ ।

ন তেষো প্রজগামৈব সচস্র ইব বারিদঃ ॥ ১৫

অশক্তো বহনে তস্ত সংরক্তাদানবোত্তমঃ ।

ববুধে সুমহাকাযঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ ॥ ১৬

সকর্ষণস্ত তং দৃষ্ট্বা দম্বশৈলোপমাকৃতিম্ ।

সম্প্রামলম্ভাভরণং মুকুটোটোপমস্তকম্ ॥ ১৭

রৌদ্রং শকটক্রোক্ষং পাদস্তাসচলাৎকৃতিম্ ।

দ্বিযমাণস্ততঃ কৃষ্ণমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৮

বলরাম উবাচ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ত্রিষে ত্বেব পরিতোদগ্রমুর্ত্তিনা ।

কেনাপি পশু দৈত্যেন গোপালচ্ছদ্রুপিণা ১৯

ষদত্র সাম্প্রতং কার্যং ময়া মধুনিষুদন ।

তৎকথ্যতাং প্রথাতোষ হুয়াত্মাতিস্বর্যাবিতঃ ॥ ২০

ব্যাস উবাচ ।

। তমাহ রামঃ গোবিন্দঃ শ্রিতভিন্নোষ্ঠসম্পূটঃ ।

মহাশ্মা রৌহিণেষুস্ত বলবীৰ্য্যপ্রমাণবিৎ ॥ ২১

কৃষ্ণ উবাচ ।

কিময়ং মানুষো ভাবো ব্যক্তমেবাবলম্ব্যতে ।

সর্বাশ্বান্ সর্বগুহানাং গুহাদগুহাশ্বানা স্বয়া ॥ ২২

স্মরশেষজগদীশ কারণং কারণাগ্রজ ।

আত্মানমেকং তদ্বচ্চ জগত্যেকার্ণবে চ যঃ ॥ ২৩

ভবানহঞ্চ বিশ্বাশ্বেন্নেকমেব হি কারণম্ ।

জগতোহস্ত জগত্যর্থো ভেদেনাবাং ব্যবস্থিতো

তৎসম্যতামমেয়াশ্বঃস্বয়াশ্বা জহি দানবম্ ।

মানুষ্যাগেবমালম্ব্য বন্ধুনাং ক্রিয়তাং হিতম্ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ই ত সংস্মরিতো বিপ্রাঃ কৃষ্ণেন সুমহাশ্বনা ।

বিহস্ত পীড়য়ামাস প্রলম্বং বলবান্ বলঃ ॥ ২৬

মুষ্টিনা চাহনম্বার্কি কোপসংরক্তলোচনঃ ।

তেন চাস্ত প্রহারেণ বহির্ঘাতে বিলোচনে ॥ ২৭

স নিকাসিতমস্তিক্ষো মুখাচ্ছোণিতমুদ্বমন্ ।

নিপপাত মহীপৃষ্ঠে দৈত্যবর্ষ্যো মমার চ ॥ ২৮

করিতে লাগিল । পরাজিত পক্ষ বিজয়ী-
দিগকে ভাণ্ডীর বন পর্য্যন্ত বহন করিয়াই
নিবৃত্ত হইল । এই পর্য্যন্তই বহন করিবার
সীমা নির্দিষ্ট ছিল । প্রলম্ব দানব সকর্ষণকে
স্বর্গে করিয়া শীঘ্র যাইতে যাইতে সেই
নির্দিষ্ট স্থানে না রাখিয়াই সচস্র জলদবৎ
যাইতে লাগিল । সেই দানবোত্তম সত্ত্বম-
সহকারে যাইতে যাইতে তাঁহাকে বহন
করিতে অশক্ত হওয়ায় প্রাবৃট্‌কালে বলাহক
তুল্য বর্জিত হইয়া সুমহাকায হইল ।
দ্বিযমাণ সকর্ষণ তাহাকে দম্বশৈলসদৃশা-
কৃতি, লম্বমান-মাল্যদাম ও অস্ত্র আভরণে
ভূষিত, মুকটশোভিত-মস্তক, শকটক্রবৎ
নেত্রদ্বয়যুক্ত এবং পদবিস্তারিত ভূমিকম্পন-
কারী দর্শনে কৃষ্ণকে এই কথা বলি-
লেন,—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এই গোপালরূপী
পরিতবৎ উন্নতমুর্তি কোনও দৈত্য কর্তৃক
আমি হৃত হইতেছি, দেখ; মধুনিষুদন!
একণে আমার যাহা কর্তব্য তাহা বল ।
এ হুয়াত্মা অতি স্বর্যাবিত হইয়া বাইতেছে ।
১১—২১ । ব্যাস বলিলেন,—রৌহি-

ণেষের বলবীৰ্য্য-পরিমাণজ্ঞ মহাশ্মা গোবিন্দ
শ্রিতবিকসিত-ওষ্ঠপুটে তাঁহাকে বলিলেন,—
হে সর্বাশ্বন! তুমি গুহ অপেক্ষাও
গুহাশ্বা ব্যক্তরূপে মানুষতাব অব-
লম্বন করিতেছ কেন? ওহে অশেষ
জগদীশ, কারণাগ্রজ! কারণরূপী অনন্ত
আপনাকে স্মরণ কর । বিশ্বাশ্বন! পূর্বে
একার্ণবে যে আপনি ও আমি এক এবং
কারণ মাত্রই ছিলাম; জগতীর প্রার্থনায়
জগতের হিতসাধনার্থ একণে আমরা
ভিন্নরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছি । অমেয়াশ্বন!
তুমি সেই আত্মাকে স্মরণ কর; মনুষ্যরূপে
থাকিয়াই দানবকে নিহত কর, বন্ধুদিগের
হিত সাধন কর । ব্যাস বলিলেন,—
বিপ্রগণ! সুমহাশ্মা কৃষ্ণ কর্তৃক এইরূপে
সংস্মারিত হইয়া বলবান্ বলরাম হস্ত
করত প্রলম্বকে পীড়ন করিলেন; কোপ-
সংরক্ত লোচনে মুষ্টিদ্বারা তাহার মস্তকে
আঘাত করিলেন । সেই প্রহারে তাহার
লোচনদ্বয় বহির্গত হইয়া পড়িল;—মস্তক
নিকশিত হইয়া গেল; সেই দৈত্য রাজ মুখ-

প্রলম্বঃ নিহতঃ দৃষ্টা বলেনান্তুতকর্ষণা ।

প্রহটাভ্রুংগোপাঃ সাধু সাধ্বিতি চাক্রবন ॥ ২১

সংস্রম্যানো রামস্ত গোপৈর্দৈত্যৈ নিপাতিতে

প্রলম্বে সহ কৃষ্ণেন পুনর্গোকুলমাযযৌ ॥ ৩০

ব্যাস উবাচ ।

ভরোবিহরতোরেবং রামকেশবয়োব্রজে ।

প্রাবুড ব্যাভীতা বিকসৎসরোজা চাভবচ্ছরৎ ॥

বিমলাধরনক্ষত্রে কালে চাভ্যাগতে ব্রজম্ ।

দদর্শেন্দ্রোৎসবাসরস্তপ্রবৃত্তান ব্রজবাসিনঃ ॥ ৩২

কৃষ্ণস্তাহুৎসুকান্ দৃষ্টা গোপাহুৎসবলালসান্ ।

কৌতুহলাদিদং বাক্যং প্রাহ বৃদ্ধাশ্রমহামতিঃ ॥ ৩৩

কৃষ্ণ উবাচ ।

কৌৎসঃ শক্রমহো নাম যেন বো হর্ষ আগতঃ

প্রাহ তং নন্দগোপস্ত পৃচ্ছন্তমতিসাদরম্ ॥ ৩৪

নন্দ উবাচ ।

মেঘানাং পয়সামীশো দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ।

স্বারা শোণিত বমন করিতে করিতে মহীতলে

পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল । অদ্ভুত-

কর্মা বলকর্ষক প্রলম্ব নিহত হইল দেখিয়া

গোপগণ রামকে প্রশংসা করত “সাধু, সাধু”

বলিতে লাগিল । প্রলম্বদৈত্য নিপাতিত

হইলে রাম, গোপগণ কর্তৃক স্রমমান হইয়া

কৃষ্ণের সহিত পুনরায় গোকূলে ঘাইলেন ।

২১—৩০ । ব্যাস বলিলেন,—রাম ও কেশব

এইভাবে ব্রজধামে বিহার করিতে থাকিলে

ক্রমে প্রাবৃট্‌কাল অতীত হইল, বিকশিত-

সরোজ শরৎকাল উপস্থিত হইল । বিমলাধর-

নক্ষত্রযুত সেই শরৎকাল সমাগত হইলে,

ঊহার্য্য দেখিলেন,—ব্রজবাসী গোপগণ

ইন্দ্রোৎসব নিমিত্ত উদ্‌যোগ করিতেছে ।

মহামতি কৃষ্ণ তাহাদিগকে উৎসবলালসায়

উৎসুক দর্শনে কৌতুহলবশে বৃদ্ধাদিগকে

বলিলেন,—এই শক্রোৎসব কি ?—

স্বাভাতে তোমাদিগের এত হর্ষ হইতেছে !

ব্যাস বলিলেন,—নন্দগোপ সেই প্রম-

কারী কৃষ্ণকে অতি আদরসহকারে বলিল,

দেবরাজ শতক্রতু মেঘজলের অধিপতি ;

যেন সঞ্চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যমুময়ঃ রসম্ ॥ ৩৫

তদ্বৃষ্টিজনিতঃ শস্ত্রং বয়মন্তে চ দেহিনঃ ।

বর্ত্তয়ামোপভূক্তানান্তর্গরামশ্চ দেবতাঃ ॥ ৩৬

ক্ষীরবত্যা ইমা গাবো বৎসবত্যাশ্চ নির্বৃত্তাঃ ।

ভেন সখ্যকিতৈঃ শতৈঃ পুষ্টাভুতা ভবন্তি বৈ ॥ ৩৭

নাশস্তা নানুণা ভূমির্ন বৃভুক্ষাদিতো জনঃ ।

দৃষ্টতে যত্র দৃষ্টান্তে বৃষ্টিমন্তো বলাহকাঃ ॥ ৩৮

ভৌমমেতৎপয়ো গোভির্ধন্তে সূর্য্যশ্চ বারিদঃ

পর্জন্তঃ সর্বলোকস্ত ভবায় ভুবি বর্ষতি ॥ ৩৯

তস্মাৎপ্রাবৃষ রাজানঃ শক্রং সর্গে মুদাধিতাঃ

মহে সুরেশমর্থন্তি বয়মন্তে চ দেহিনঃ ॥ ৪০

ব্যাস উবাচ ।

নন্দগোপস্ত বচনং শ্রুত্বোৎসাহঃ শক্রপূজনে ।

কোপায় ত্রিদশেন্দ্রশ্চ প্রাহ দামোদরস্তদা ॥ ৪১

কৃষ্ণ উবাচ ।

ন বয়ং কৃষিকর্ষারো বণিজ্যাজীবিনো ন চ ।

গাবোহশ্রদৈবতং তাত বয়ং বনচরা যতঃ ॥ ৪২

ঊহার্য্য আদেশ অল্পসারে মেঘগণ অল্পময়

রস বর্ষণ করে । সেই বৃষ্টিজনিত শস্ত্র

আমরা এবং অন্তান্ত সকলেই উপযোগ

করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি, এবং দেবতা-

দিগের তৃপ্তি সাধন করি । তৎসংবন্ধিত

শস্ত্রদ্বারা এই গাভীগণ হৃদবতী, বৎসবতী

এবং পুষ্ট ভূষ্ট হয় । যেখানে বৃষ্টিমান বলা-

হকগণ দৃষ্ট হয়, তথায় অশস্ত্রা ভূমি বা

বৃভুক্ষার্ত্ত জন দেখা যায় না । এই ভৌম

জল সকল সূর্য্যকিরণ দ্বারা ধারণ করত

বারিদাতা পর্জন্ত সর্বলোকের হিতসাধনার্থ

ভূতলে বর্ষণ করে । এই জন্তই প্রাবৃট্‌কালে

রাজারা এবং আমরা ও অন্তান্ত মানবগণ

সকলেই হৃষ্টচিত্তে সেই সুরেশ্বর শক্রের

অর্চনা করিয়া থাকে । ৩১—৪০ । ব্যাস বলি-

লেন,—তখন দামোদর নন্দগোপের এইরূপ

বচন শ্রবণে শক্রপূজন বিষয়ে ত্রিদশেন্দ্রের

কোপ সাধনার্থ এই কথা বলিলেন,—আমরা

কৃষিকর্ষীও নহি, বাণিজ্যজীবীও নহি, যে

ভাত ! গো সকলেই আমাদের দেবতা; যেহেতু

আবীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিস্তথাপর।
 বিজ্ঞাচতুর্ভুজং স্বেতবার্তামত্র শৃণু মে ॥ ৩৩
 কৃষির্বাণিজ্য্য তদ্বচ্চ তৃতীয়ং পশুপালনম্ ।
 বিদ্যা হেতা মহাভাগ বার্তা বৃত্তিজয়াশ্রয়া ॥ ৪৪
 কর্ককাণাং কৃষির্বৃত্তিঃ পণ্যস্ত পণজীবিনাম্ ।
 অশ্বাকং গাঃ পরা বৃত্তির্বার্তা তেদৈরিয়ং ত্রিভিঃ
 বিদ্যয়া যো যয়া যুক্তস্তস্ত সা দৈবতং মহৎ ।
 সৈব পূজ্যার্চনীয়ো চ সৈব তস্তোপকারিকা ॥ ৪৫
 বোহস্তস্তাঃ ফলমশ্বন বৈ পূজয়ত্যা পরাং নরঃ ।
 ইহ চ প্রত্য চৈবাসৌ তাত নাপ্রোতি শোভনম্
 পূজ্যস্তাং প্রথিতাঃ সীমাঃ সীমান্তঞ্চ পূনর্বনম্ ॥
 বনাস্তা গিরয়ঃ সর্ষে সা চাম্রাকং পরা গতিঃ ।
 গিরিয়জ্ঞস্যং তস্মাদগোযজ্ঞশ্চ প্রবর্ত্যতাম্ ॥
 কিমশ্বাকং মহেন্দ্রোণ গাবঃ শৈলাশ্চ দেবতাঃ ॥
 মন্ত্রযজ্ঞপরা বিপ্রাঃ সৌরযজ্ঞাশ্চ কর্ককাঃ ।
 গিরিগোযজ্ঞশীলাশ্চ বয়মদ্রিবনাশ্রয়াঃ ॥ ৫০

আমরা বনচর। আবীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি এই চতুর্বিধা বিজ্ঞা; ইহার মধ্যে বার্তার কথা এইরূপে আমার নিকট শুভ্রন। কৃষি, বাণিজ্য এবং তৃতীয় পশুপালন,—হে মহাভাগ! এই তিনটী বৃত্তি বার্তাকে আশ্রয় করিয়া থাকে; কর্ককদিগের কৃষিই বৃত্তি, পণ্য-জীবদিগের পণ্যই বৃত্তি এবং আমাদিগের গো সকলই পরমা বৃত্তি; বার্তা এই ত্রিবিধ ভেদেই প্রতিষ্ঠিত। যে যে বিজ্ঞায় যুক্ত, তাহার উহাই মহৎ দৈবত; উহাই অর্চনীয় এবং পূজনীয়, উহাই তাহার উপকারক; যে নর একের ফলভোগ করিয়া অপরের পূজা করে, হে তাত! ইহকালে বা পরকালে তাহার ভাল হয় না; অতএব এই বিদ্যুত সীমা, সীমান্ত বন ও বনান্ত গিরি সকলের পূজা করুন; ইহারাই আমাদিগের পরম গতি। একান্ত গিরিয়জ্ঞ ও গোযজ্ঞ প্রবর্তিত হউক। মহেন্দ্রে আমাদিগের কি প্রয়োজন? গো এবং শৈল সকলই আমাদিগের দেবতা। বিপ্র-গণ মন্ত্রযজ্ঞপরাগণ, কর্ককগণ সৌরযজ্ঞপরা,

তস্মাদগোবর্ধনঃ শৈলো ভবতির্বিবিধার্থণৈঃ ।
 অর্চ্যতাং পূজ্যতাং মেধ্যং পশুং হৃদ্বা বিধানতঃ
 সর্ষেষোযশ্চ সন্দোহা গৃহস্তাং যা বিচার্যতাম্ ।
 ভোজ্যস্তাং তেন বৈ বিপ্রান্তথাস্তে চাপিবাহুকাঃ
 ভর্মর্চিতং কৃতে হোমে ভোজিতেষু হিজাতিষু
 শরৎপুষ্পকৃতাঙ্গীভাঃ পরিগচ্ছন্ত গোপগাঃ ॥ ৫৩
 এতন্মম মতং গোপাঃ সস্ত্রীত্যা ক্রিয়তে যদি ।
 ততঃ কৃতা ভবেৎপ্রীতির্গাবামস্তেজসা মম ॥ ৫৪
 ব্যাস উবাচ ।
 ইতি তস্ম বচঃ শ্রুত্বা নন্দাদ্যাস্তে ব্রজৌকসঃ ।
 প্রীত্যাংফুল্লযুথা বিপ্রাঃ সাধু সান্বিত্যথাক্রবন ॥
 শোভনস্তে মতং বৎস যদেতন্তবতোদিতম্ ।
 তৎকরিষ্যাম্যহং সর্ষং গিরিয়জ্ঞঃ প্রবর্ত্যতাম্ ॥
 ব্যাস উবাচ ।
 তথাচ কৃতবস্তস্তে গিরিয়জ্ঞঃ ব্রজৌকসঃ ।
 দধিপায়সমাংসাদৈর্দ্যদুঃ শৈলবলিং ততঃ ॥ ৫৭

অদ্রিগণের আশ্রয়স্থ আমরা গিরি-গো-যজ্ঞ-শীল; অতএব আগনারা বিবিধ পূজোপকরণ দ্বারা মেধ্য পশু হননপূর্বক বিধানানুসারে গোবর্ধনশৈলের পূজা করুন। সমস্ত ঘোষ হইতে সন্দোহ (চাঁদা) গ্রহণ করুন; অস্ত্র বিচারে প্রয়োজন নাই। উহা দ্বারা বিপ্র এবং যাত্ৰকদিগকে ভোজন করান। হোমানুষ্ঠানান্তে হিজগণ ভোজিত হইলে শরৎপুষ্প-ভূষিত গোসকল সেই অর্চিত গিরিতে গমন করুক; ইহাই আমার মত; গোপগণ যদি ইহা প্রীতি সহকারে করে, তাহা হইলে অদ্রি, গো-সকলের এবং আমারও সন্তুষ্টি হইবে। ৪১—৫৪। ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! নন্দাদি ব্রজবাসীরা তাহার এই কথা শুনিয়া প্রীতি-প্রফুল্লযুখে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিল, এবং বলিল, বৎস! তোমার এ অতি উত্তম মত। তুমি এই যাচা যাচা বলিলে, আমরা সে সকলই করিব; গিরিয়জ্ঞ প্রবর্তিত হউক। ব্যাস বলিলেন,—পরে সেই ব্রজবাসীরা তুদ্ররূপই গিরিয়জ্ঞ প্রবর্তিত করিল; দধি,

দ্বিজাংশ ভোজয়ামানুঃ শতশোহং সহস্রশঃ ।
গাবঃ শৈলং ততশ্চক্ষুরর্চিতাস্তং প্রদক্ষিণম্ ।
বৃষভাশ্চাভিনর্দন্তঃ সতোয়া জলদা ইব ॥ ৫৮
গিরিমূর্ধনি গোবিন্দঃ শৈলহৃমিতি মুর্তিমান্ ।
বুভুজেহং বহুবিধং গোপবর্ষ্যাহুতং দ্বিজাঃ ॥
কৃকন্তেনৈব রূপেণ গোঠৈঃ সহ গিরেঃ শিরঃ
অধিক্কার্চয়ামাস দ্বিতীয়ামানন্তমু ॥ ৬০
অন্তর্দীনং গতে তস্মিন্গোপা লঙ্ঘ্য ততো বরান
কৃৎবা গিরিমহং গোষ্ঠং নিজমভ্যায়ম্ পুনঃ ॥ ৬১
ইতি ত্রীত্বাঙ্গে গোবর্দ্ধনগিরিযজ্ঞপ্রবর্তনঃ
সপ্তাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৭ ॥

অষ্টাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

মহে প্রতিহতে শক্ৰো ভূশং কোপসমম্বিতঃ ।
সম্বর্তকং নাম গণং তোয়দানামথাব্রবীৎ ॥ ১

পায়স, মাংসাদি দ্বারা শৈলবলি প্রদান
করিল; আর শত সহস্র দ্বিজগণকে ভোজন
করাইল; পরে গোসকল ও সজল জলদবৎ
গর্জনকারী বৃষভেরা সেই শৈলকে প্রদক্ষিণ
করিল। হে দ্বিজগণ! গোবিন্দ সেই
গিরিমস্তকে ‘আমিহ মুর্তিমান্ শৈল’ এই
কথা বলিয়া গোপশ্রেষ্ঠগণের আহুত বহুবিধ
অন্ন ভোজন করিলেন। অথচ কৃক তাঁহার
স্বাভাবিকরূপেই গোপগণসহ গিরিশরে
আরোহণপূর্বক তত্ৰত্য স্বকীয় দ্বিতীয়
মূর্তির অর্চনা করিলেন। গোপগণ তাহা
হইতে বর লাভান্তে সেই দ্বিতীয় মূর্তি অন্ত-
র্হিত হইল। পরে তাহার গোবর্দ্ধন উৎসব
সম্বাদন করিয়া নিজ গোষ্ঠে পুনরায় প্রত্যা-
গত হইল। ৫৫—৬১।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৭।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর উৎসব প্রতি-
হত হওয়ায় শক্ৰ অতিশয় কোপসমম্বিত

ইন্দ্র উবাচ ।

ভো ভো মেঘা নিশম্যোত্তমদত্তো বচনং মম ।
আজ্ঞানস্তরমেবাণ্ড ক্রিয়তামবিচারিতম্ ॥ ২
নন্দগোপঃ সুত্ববুদ্ধির্গোপৈরশ্চৈঃ সহায়বান্ ।
কৃকশ্রয়বলাধ্যাতো মহভক্ষমচীকরৎ ॥ ৩
আজীবো যঃ পরং তেষাং গোপস্বস্ত চ কারণম্
তা গাবো বৃষ্টিপাতেন পীড়্যন্তাঃ বচনান্মম ॥ ৪
অহমপ্যদ্রিশৃঙ্খাতঃ তুঙ্গমাক্রুহ বারণম্ ।
সাহায্যং বঃ করিষ্যামি বায়ুনাং সঙ্গমেন চ ॥ ৫
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাজ্ঞপ্তাঃ সুরেন্দ্রেণ মুমূচুস্তে বলাহকাঃ ।
বাতবর্ষং মহাভীমমভাবায় গবাং দ্বিজাঃ ॥ ৬
ততঃ কণেন ধরণী ককুতোহধরমেব চ ।
একং ধারামহাসারপুরণেনাভবদ্বিজাঃ ॥ ৭
গাবস্ত তেন পততা বর্ষবাতেন বেগিনা ।
ধূতাঃ প্রাণান্ জহুঃ সর্বাতিথ্যামুখিশিরোধরাঃ ॥
ক্রোড়েন বৎসানাক্রম্য তদুন্নতা দ্বিজোত্তমাঃ

হইয়া সংবর্তক নামক তোয়দগণকে বলিলেন,
—ওহে মেঘগণ! আমার কথা শুনিয়া অবি-
লম্বে, অবিচলিত চিত্তে তাহা সম্পাদন কর ।
সুত্ববুদ্ধি নন্দগোপ অস্ত গোপগণের সহায়ে
কৃক-বলাশ্রয়ে গর্জিত হইয়া আমার উৎসব
ভঙ্গ করিয়াছে। তাহাদিগের যাহা প্রধান
জীবিকা, যাহা গোপদের কারণ, সেই
গোসকলকে বৃষ্টি দ্বারা পীড়িত কর। আমিও
অদ্রিশৃঙ্খাত তুঙ্গ নাগে আরোহণপূর্বক
বসুগণের সহিত তোমাদিগের সাহায্য
করিব। ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ!
বলাহকেরা সুরেন্দ্র কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট
হইয়া গোপগণের অনিষ্ট সাধনার্থ বায়ু সহায়ে
প্রবল বৃষ্টি করিতে লাগিল। পরে কণ-
মাত্রেই পৃথিবী, দিকু, ও আকাশমণ্ডল সেই
মহাধারা-বর্ষণে আপুরিত হইয়া একান্ত
প্রাপ্ত হইল। সেই বেগবান বর্ষণপাতে
পীড়িত গোপগণ কম্পিতকায়ে সকলেই বৃথ-
কল্পর বক্র করিয়া অতি ক্রেশে প্রাণত্যাগ
করিতে লাগিল। হে দ্বিজোত্তমগণ! কোন

গাবো বিবৎসান্ত কৃত্তা বারিপূরণে চাপরাঃ ॥৯
বৎসান্ত দীনবদনাঃ পবনাকম্পিকঙ্করাঃ ।
আহি আহিত্যন্নশব্দাঃ কৃষ্ণমূচুরিবাক্ষকাঃ ॥ ১০
ততস্তমোগোলং সর্বং গোপগোপীগোপসঙ্কুলম্
অতীবাক্ষঃ হরিদৃষ্টা আণায়াচিত্তয়ন্তদা ॥ ১১
এতৎকৃত্তং মহেশ্রেন মহন্তজবিরোধিনা ।
তদন্তদখিলং গোষ্ঠং আভব্যামধুনা ময়া ॥ ১২
ইমমজ্রিমহং বীৰ্য্যাহুৎপাট্যোক্রশিতাতলম্ ।
ধারয়িষ্যামি গোষ্ঠস্ত পৃথুচ্ছজমিবোপরি ॥ ১৩
ব্যাস উবাচ ।

ইতি কৃত্তা মতিং কৃষ্ণে গোবর্দ্ধনমহৌধরম্ ।
উৎপাট্যেককরেণৈব ধারয়ামাস লীলয়া ॥১৪
গোপাংস্তাহং জগন্নাথঃ সমুৎপাটিতভূধরঃ ।
বিশ্বধ্বজ সহিতাঃ কৃত্তং বর্ষনিবারণম্ ॥ ১৫
সুনির্কীৰ্ত্তেযু দেশেষু যথাযোগ্যমিহাস্ততাম্ ।

কোন গাভী ক্রোড় দ্বারা বৎসগণকে আচ্ছা-
দিত করিয়া রহিল ; সেই বারি-পূরণে কত
গাভী বিবৎসা হইল । পবনাকম্পিত-কঙ্কর
দীন-বদন বৎসগণও অল্প অল্প শব্দ করিতে
লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন উহার
আর্জ হইয়া কৃষ্ণকে ‘আহি আহি’ বলিতেছে ।
ভারপন্ন হরি গোপগোপীসঙ্কুল সমগ্র
গোকুলকে আর্জ দর্শনে উহার জাগ্র নিমিত্ত
এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, উৎসব ভঞ্জে
জুড় হইয়া মহেশ্রই ইহা করিতেছেন ; অত-
এব এইকণে আমরাই এই অখিলগোষ্ঠ জাগ্র
করা কর্তব্য । আমি বীৰ্য্যপ্রভাবে বৃহৎ
শিলাসমবৃত্ত এই অজ্রিকে উৎপাটিত করিয়া
বিকৃত ছত্রের স্তায় গোষ্ঠের উপর ধারণ
করিব । ১—১৩ । ব্যাস বলিলেন,—
কৃষ্ণ এইরূপ স্থির করিয়া লীলাবশে গোবর্দ্ধন
মহৌধরকে এক করে উৎপাটিত করিয়া ধারণ
করিলেন । জগন্নাথ উক্ত ভূধর ধারণপূর্বক
গোপগণকে কহিলেন,—এই আমি কৃষ্টি নিবা-
রণের ব্যবস্থা করিয়াছি, তোমরা মিলিত
হইয়া ইহার অবকাশমধ্যে প্রবেশ কর । এই
সুনির্কীৰ্ত্ত প্রদেশে তোমরা প্রবেশপূর্বক

প্রবিষ্ট নাজ ভেদব্যং গিরিপাতস্ত নির্ভয়েঃ ॥
ইত্যুক্তাস্তেন তে গোপা বিবিধগোধানৈঃ সহ
শকটোরোপিতৈর্ভাণৈর্গোপ্যচাসারপীড়িতাঃ
কৃষ্ণোহপি তং দধারৈব শৈলমত্যন্তনিশ্চলম্ ।
অজৌকোবাসিতিহর্ষবিস্মিতাকৈর্নিরীক্ষিতঃ ॥
গোপগোপীজনৈস্ হৃষ্টঃ ক্রীতিবিস্তারিতেকণৈঃ
সংজ্ঞয়মানচরিতঃ কৃষ্ণঃ শৈলমধারয়ৎ ॥ ১২
সপ্তরাজঃ মহামেঘা বববুর্নন্দগোকুলে ।
ইশ্রেন চোদিতা মেঘা গোপানাং নাশকারিণা
ততো যুতে মহাশৈলে পরিজাতে চ গোকুলে
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞা বলভিষ্কারয়ামাস তান্ ঘনান্
ব্যজ্রে নভসি দেবেশ্রে বিভাধে শক্রমদ্রিতে ।
নিষ্ক্রম্য গোকুলং হৃষ্টঃ স্বস্থানং পুনরাগমৎ ॥ ১২২
মুমোচ কৃষ্ণোহপি তদা গোবর্দ্ধনমহাগিরিম্ ।
স্বস্থানে বিশ্রিতমুখৈর্দৃষ্টৈশ্চৈব্রজবাসিভিঃ ॥ ২৩

নির্ভয়ে যথাযোগ্যভাবে অবস্থান কর । ইহাতে
গিরি-পতনের ভয় করিও না । এইরূপ
উক্ত হইয়া বর্ষাপীড়িত সেই গোপ-গোপীগণ
শকটোরোপিত জব্যাদি সহ গোপন লইয়া
তন্মধ্যে প্রবেশ করিল । কৃষ্ণও সেই ব্রজ-
বাসী জনগণ কর্তৃক হর্ষ-বিস্মিত-নয়নে নিরী-
ক্ষিত হইয়া অতীব নিশ্চলভাবে শৈলকে
ধারণ করিয়া রহিলেন । কৃষ্ণ হৃষ্ট গোপ-
গোপী জনকর্তৃক ক্রীতিবিস্তারিত-নেত্রে
সংজ্ঞয়মান হইয়া সেই শৈল ধারণ করিয়া
রহিলেন । গোপগণের নাশাভিলাষী ইশ্র
কর্তৃক প্রেরিত মহামেঘগণ গোকুলে সপ্ত
রাজি তাদৃশ বর্ষণ করিয়াছিল । ভারপন্ন
উক্তরূপে মহাশৈল যুত হইলে গোকুল
পরিজাগ লাভ করায় বলভিঃ ইশ্র মিথ্যা-
প্রতিজ্ঞ হইয়া সেই মেঘগণকে নিবারণ
করিলেন । শক্রের অভিপ্রায় ব্যর্থ হইলে
নভস্তল নিশ্চল হইল । তখন হৃষ্টচিত্তে সেই
গোকুল স্বস্থানে পুনরায় প্রত্যাগমন করিল ।
কৃষ্ণও তখন সেই গোবর্দ্ধন মহাগিরিকে
পরিভ্যাগপূর্বক ব্রজবাসী কর্তৃক বিস্মিত-
মুখে দৃষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন

ব্যাস উবাচ ।

ধৃতো গোবর্দ্ধনে শৈলে পরিজ্ঞাতে চ গোকূলে
রোচয়ামাস কৃষ্ণস্ত দর্শনং পাকশাসনঃ ॥ ১৪
সৌহৃদিকৃষ্ণ মহানাগর্মৈরাবতমমিত্রজিৎ ।
গোবর্দ্ধনগিরৌ কৃষ্ণং দদর্শ জিহ্বাশাধিপঃ ॥ ২৫
চারয়ন্তঃ মহাবীৰ্য্যঃ গাশ্চ গোপবপুর্ধরম্ ।
কৃৎনস্ত জগতো গোপঃ বৃত্তং গোপকুমারকৈঃ
গরুড়ঞ্চ দদর্শোচ্চৈরন্তর্জানগতং হিজাঃ ।
কৃতচ্ছায়ঃ হরৈর্মুর্ধ্বি পক্ষাভ্যাং পক্ষিপুঙ্কবম্ ॥
অবকৃষ্ণ স নাগেন্দ্রাদেকান্তে মধুসূদনম্ ।
শক্রঃ সন্নিভমাহেদং প্রীতিবিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ শৃণুহেদং যদধর্মমহমাগতঃ ।
ত্বংসমীপং মহাবাহো নতচ্চিন্ত্যং ত্বয়াস্তথা ॥
ভারাবতরণার্থীয় পৃথিব্যাং পৃথিবীতলম্ ।
অবতীর্ণোহখিলাধারস্তমেব পরমেস্বর ॥ ৩০
মহভক্তবিক্রন্ধেন ময়া গোকুলনাশকাঃ ।

করিলেন । ১৪—২৩ । ব্যাস বলিলেন,
—গোবর্দ্ধন শৈলের ধারণে, এবং গোকুলের
পরিজ্ঞানে, পাকশাসনও কৃষ্ণের দর্শনে
অভিলাষী হইলেন । সেই অমিত্রজিৎ
জিহ্বাশাধিপতি ঐরাবত মহা হস্তীতে আরো-
হণ করত গোবর্দ্ধনগিরিতে আগমন
করিয়া দেখিলেন, সমগ্র জগতের রক্ষক
মহাবীৰ্য্য কৃষ্ণ গোপকুমারগণে পরিবৃত্ত হইয়া
গোপবপু ধারণপূর্বক গোচারণ করিতেছেন ।
হে হিজগণ । তিনি দেখিলেন, পক্ষিপুঙ্কব
গরুড় উচ্চৈর্ভারিত ঝাঁকিয়া পক্ষঘন বিস্তার
দ্বারা সেই হরির মস্তকে ছায়া করিয়া রহিয়া-
ছেন । শক্র নাগেন্দ্র হইতে অবতরণপূর্বক
সেই মধুসূদনকে একান্তে প্রীতিবিস্ফারিত-
নেত্রে সন্নিভভাবে বলিলেন,—কৃষ্ণ, হে মহা-
বাহো কৃষ্ণ ! আমি যে নিমিত্ত তোমার নিকটে
আসিয়াছি, এই তাহা জ্ঞাপন কর, ইহাতে
তুমি অন্তরূপ কিছুই ভাবিও না । হে
পরমেস্বর ! তুমিই অখিলাধার ;—পৃথিবীর
ভারাবতারণার্থ পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হই-

সমাদিষ্টা মহামেঘাষ্টৈশ্চৈতৎকদনং কৃতম্ ॥ ৩১
আতান্তাপাশ্রয়া গাবঃ সমুৎপাতি মহাগিরিদ্ ।
তোনাহং তোবিতো বীর কর্মণাত্যকৃতেন ত্তে
সাধিতং কৃষ্ণ দেবানামদ্য মন্ত্রে প্রয়োজনম্ ।
ত্বয়াযমজিপ্রবরঃ করৈণৈকেন চোদ্ধৃতঃ ॥ ৩৩
গোভিচ্চ নোদিতঃ কৃষ্ণ ত্বংসমীপমিহাগতঃ ।
ত্বয়া আতাভিরত্যর্থঃ যুস্মৎকারণকারণাৎ ॥ ৩৪
স ত্বাং কৃষ্ণাভিষেক্যামি গবাং বাক্যপ্রচোদিতঃ
উপেন্দ্রহে গবামিন্দ্রো গোবিন্দস্বঃ ভবিষ্যসি
ব্যাস উবাচ ।

অথোপবাহাদাদায় ঘণ্টামৈরাবতাদাজ্ঞাৎ ।
অভিষেকং তয়া চক্রে পবিত্রজলপূর্ণয়া ॥ ১৬
ক্রিয়মাণেহভিষেকে তু গাবঃ কৃষ্ণস্ত তৎকর্ণাৎ
প্রস্রবোদ্ধৃতদ্ব্যর্জাং সদ্যশ্চকুর্বনুজরাম্ ॥ ৩৭
অভিষিচ্য গবাং বাক্যাদেবেন্দ্রো বৈ জনার্দনম্
প্রীত্যা সপ্রশ্রয়ং কৃষ্ণং পুনরাহ শচীপতিঃ ॥ ৩৮

যাছ । আমার উৎসব তন্ত্র হওয়ায় আমি
বিরূপ হইয়া গোকুলনাশার্থ মহামেঘদিগকে
আদেশ করিয়াছিলাম । তাহারাই অত্যাচার
করিয়াছে ; কিন্তু হে বীর ! তুমি মহাগিরি
সমুৎপাটনপূর্বক সেই অত্যাচার হইতে গো-
সকলকে পরিজ্ঞান করিয়াছ । তোমার সেই
অত্যদ্ধৃত কর্মে আমি যারপর নাই তুষ্ট
হইয়াছি । আমার মনে হয়, দেবগণের প্রয়ো-
জন অত্যাচার হইয়াছে । তুমি এককরে
এই অদ্রি প্রবরকে উদ্ধৃত করিয়াছ । হে কৃষ্ণ !
তোমা কর্তৃক পরিজ্ঞাত গোগণ প্রাণো-
দিত হইয়া আমি এখানে তোমার সমীপে
আসিয়াছি । তোমার ভাবী কর্তব্য কার্যের
সৌকর্য্য নিমিত্ত গোগণের বাক্যানুসারে
আমি তোমাকে উপেন্দ্রহে এবং গোগণের
ইন্দ্রহে অভিষেক করিব । হে কৃষ্ণ ! তুমি
গোবিন্দ হইবে । ব্যাস বলিলেন,—ইন্দ্র
এই বলিয়া তদীয় বাহন ঐরাবত
হইতে ঘণ্টা ও পবিত্র জলপূর্ণ পাত্র গ্রহণ-
পূর্বক তাহা দ্বারা কৃষ্ণের অভিষেক করি-
লেন । কৃষ্ণ অভিষিক্ত হইলে গাভীগণ

ইন্দ্র উবাচ ।

গবামেতৎকৃতং বাক্যান্তথাস্তদপি মে শৃণু ।
যদ্ববীমি মহাভাগ ভাৱাবতরণেচ্ছয়া ॥ ৩১
যমাংশঃ পুরুষব্যাত্রঃ পৃথিব্যাং পৃথিবীধর ।
অবতীর্ণোহৰ্জুনো নাম স রক্ষ্যো ভবতা সনা
ভাৱাবতরণে সখ্যং স তে বীরঃ করিষ্যতি ।
স রক্ষণীয়ো ভবতা যথায়া মধুসূদন ॥ ৪১

শ্রীভগবানুবাচ ।

জানামি ভারতে বংশে জাতং পার্থ তবংশতঃ
তমহং পালয়িষ্যামি যাবদশ্মি মহীতলে ॥ ৪২
যাবন্নহীতলে শত্রু স্বাস্ত্যাম্যহমরিন্দম ।
ন তাবদৰ্জুনঃ কশ্চিদেবেন্দ্র যুধি জেয্যতি ॥ ৪৩
কংসো নাম মহাবাহুর্দৈত্যোহরিষ্টস্তথা পরঃ ।
কেশী কুবলয়াপীড়ো নরকাদ্যাস্তথাপরে ॥ ৪৪
হতেষু তেষু দেবেন্দ্র ভাবিষ্যতি মহাহবঃ ।

তৎকথাং হৃৎ করণপূর্বক বসুন্ধরাকে
আজ্ঞা করিল । ২৪—৩৮ । শচীপতি দেবেন্দ্র
গোসকলের বাক্যানুসারে জনার্দনের অভি-
ষেক নিষ্পাদন করিয়া সবিনয়ে পুনরায়
কৃষ্ণকে কহিলেন,—গো সকলের বাক্যানু-
সারে আমি ইহা করিলাম । আমার অস্ত
কথাও শ্রবণ কর । হে মহাভাগ ! ইহা আমি
ভাৱাবতরণেচ্ছয়া বলিতেছি । হে পৃথিবীধর !
পৃথিবীতে আমার অংশ পুরুষব্যাত্র অৰ্জুন-
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছে । আপনি তাহাকে
সর্বদা রক্ষা করিবেন । সেই বীর আপ-
নার ভাৱাবতরণ কার্যে সহায়তা করিবে ।
হে মধুসূদন ! তোমার নিজের আশ্রয় স্থায়
তাহাকে রক্ষা করা কর্তব্য । শ্রীভগবানু
বলিলেন,—ভারতবংশে তোমার অংশ উৎ-
পন্ন পার্থকে আমি জানি । সে যাবৎ কাল
মহীতলে থাকিবে, তাবৎ কাল আমি তাহাকে
পালন করিব । হে অরিন্দম, দেবেন্দ্র শত্রু !
আমি যাবৎ পৃথিবীতে থাকিব, তাবৎ
অৰ্জুনকে যুদ্ধে কেহ জয় করিতে পারিবে
না । মহাবাহু কংস নামক দৈত্য এবং
অরিষ্ট, কেশী, কুবলয়াপীড় ও নরকাদি

তত্র বিদ্ধি সহস্রাক ভাৱাবতরণং কৃতম্ ॥ ৪৫
স ত্বং গচ্ছ ন সন্তাপঃ পুজার্থে কর্তুমর্হসি ।
নার্জুনস্ত রিপুঃ কশ্চিন্নমাগ্রে প্রভবিষ্যতি ॥ ৪৬
অৰ্জুনার্থে ত্বহং সর্বান যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্ ।
নিযুক্তে ভারতে যুদ্ধে কুন্তীয়া দাস্ত্যামি বিকৃতান্
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুতঃ সম্পরিষজ্য দেবরাজো জনার্দনম্ ।
আকুন্তৈরাবতঃ নাগঃ পুনরেব দিবং যযৌ ॥ ৪৮
কৃষ্ণোহপি সহিতো গোতিগোপালৈশ্চ পুনর্জজ্ঞম্
আজগামাথ গোপীনাং দৃষ্টিপুতেন বর্ষন ॥ ৪৯
ইতি শ্রীভাঙ্কে বালচরিতে গোবিন্দাভিষেক-
বর্ণনমষ্টাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৮ ॥

অস্তান্ত অসুরগণ নিহত হইলে, একটা
মহাযুদ্ধ হইবে । হে সহস্রাক দেবেন্দ্র ! সেই
যুদ্ধেই ভাৱাবতরণ করা হইবে । ইহা তুমি
অবগত হও । অতএব তুমি যাও, পুত্রের
জন্ত সন্তাপ করও না ; আমার সাক্ষাতে
কোন রিপুই প্রভাব লাভ কারবে না ।
অৰ্জুনের জন্তই আমি সেই ভারতযুদ্ধ
নিযুক্ত হইলে যুধিষ্ঠিরপুরঃসর সেই জাতগণকে
অক্ষতদেহে কুন্তীর হস্তে প্রদান করিব ।
ব্যাস বলিলেন,—দেবরাজ এইরূপ উক্ত
হইয়া জনার্দনকে আলিঙ্গনপূর্বক ঐরাবত
নাগে আরোহণ করিয়া পুনরায় দ্ব্যলোকে
গমন করিলেন । কৃষ্ণ গো ও গোপালগণে
পরিবৃত হইয়া গোপীদিগের দৃষ্টিপুত পথে
পুনরায় ব্রজধামে আগমন করিলেন ।
৩২—৪৯ ।

অষ্টাশীত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৮ ।

একোনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

গতে শক্রে তু গোপালাঃ কৃষ্ণমক্ৰিষ্টকারিণম্
উচুঃ শ্রীত্যাশ্রুতঃ দৃষ্টা ভেন গোবর্জনাচলম্ ॥ ১

গোপা উচুঃ ।

বরমস্মাদ্ভাগ ভবতো মহতো ভয়াৎ ।
গাবশ্চ ভবতা ভ্রাতা গিরিধারণকর্ণণা ॥ ২
বালকৌড়ৈরমতুলা গোপালস্বঃ জুগপিতম্ ।
দিব্যঞ্চ কৰ্ম ভবতঃ কিমেতস্তাত কথ্যতাম্ ॥ ৩
কালিয়ো দমিতস্তোরে প্রলম্বো বিনিপাতিতঃ ।
ধৃতো গোবর্জনাচলঃ শক্তিতানি মনাসি নঃ ॥ ৪
সত্যং সত্যং হরেঃ পালো জ্ঞানমোহমিতবিক্রম
বধা স্বধীর্ঘ্যমালোক্য ন জ্ঞাং মস্ত্যামহে নরম্ ॥ ৫
দেবো বা দানবো বা জ্ঞঃ যক্ষো গন্ধৰ্ব্ব এব বা
কিং চান্মাকং বিচারেণ বান্ধবোহস্তি

নমোহস্ত তে ॥ ৬

শ্রীতিঃ সত্ৰীকুমারস্ত ব্রজস্ত তব কেশব ।

উননবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—গোবর্জনাগিরি ধারণ
দর্শনে শ্রীতচেতা গোপালেরা শক্রে গমন
করিলে পর শ্রীতিসহকারে অক্ৰিষ্টকারী
কৃষ্ণকে বলিল,—হে মহাভাগ! তোমার
গিরিধারণ কর্মে এই মহাভয় হইতে আমরা
এবং গোপগণ তোমা কর্তৃক পরিজ্ঞাপ পাই-
য়াছি। তোমার এই অতুলা বালকীড়া,
এই জুগপিত গোপালস্ব এবং দিব্য কর্ম—
এ সকল কি? তাত! ইহা বল। কালি-
য়ের দমন, প্রলম্বের নিপাতন, এই গোব-
র্জনের ধারণ, ইহাতে আমাদের মন
শক্তিত হইয়াছে। আমরা সত্য সত্যই
ইন্দের পদাশ্রয়ে বাস করি; কিন্তু তোমার
বীর্ঘ্যবল বিলোকন করিয়া তোমাকে আমরা
নর বলিয়া মনে করি না। তুমি দেব,
দানব, যক্ষ, গন্ধৰ্ব্ব বাহাই হও, সে বিচারে
আমাদিগের কি প্রয়োজন? তুমি আমাদের
বান্ধব; তোমাকে নমস্কার। হে কেশব।

কৰ্ম চেষ্টমশক্যঃ যৎ সমন্তৈরদ্রিষ্টৈশ্বর্যিণি ॥ ৭

বালভুঃ চাতিবীর্ঘ্যঞ্চ জন্ম চান্মাশ্রণোভনম্ ।

চিন্ত্যমানমমেয়াশ্রম শক্যঃ কৃষ্ণ প্রযজ্ঞতি ॥ ৮

ব্যাস উবাচ ।

কণঃ ভূত্বা অসৌ তুষ্ণীঃ কিঞ্চিং প্রণয়কোপবান্
ইত্যেবমুক্তস্তৈর্গৌপৈরাহ কৃষ্ণো দ্বিজোত্তমঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

মৎসঙ্গেন বো গোপা যদি লজ্জা ন জায়তে ।
জ্ঞায্যো বাহঃ ততঃ কিংবো বিচারেণ প্রয়োজনম্
যদি বোহস্তি ময়ি শ্রীতিঃ জ্ঞায্যোহহং

তবতাং যদি ।

তদন্ধা বজ্রসদৃশী বান্ধবাঃ ক্রিয়তাং ময়ি ॥ ১১

নাহং দেবো ন গন্ধৰ্ব্বো ন যক্ষো ন চ দানবঃ ।

অহং বো বান্ধবোজাতো নাতিচিন্ত্যমতোহস্তম্ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি জ্ঞত্বা হরের্বাক্যং বদ্ধমোনাস্ততো বলম্ ।

যযুর্গোপা মহাভাগাস্তস্মিন প্রণয়কোপিনি ॥ ১৩

স্বীবালকাদি সমগ্র ব্রজের প্রতি তোমার এই
প্রীতি ও সমস্ত ত্রিদশবর্ণেরও অশক্য এই
কৰ্ম এবং বালভু, অতিশয় বীর্ঘ্য ও আশ্র-
ণের অযোগ্য কুলে তোমার জন্ম, হে
অমেয়াশ্রম, কৃষ্ণ! এ সকল চিন্তা করি-
লেই আমাদের মনের শক্তি উৎপন্ন হয়।
ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ!
এইরূপ উক্ত হইয়া সেই কৃষ্ণ কণ-
কাল মোনে থাকিয়া কিঞ্চিং প্রণয়কোপ
সহকারে বলিলেন,—গোপগণ! আমার
সহিত সঙ্ঘর্ষহেতু যদি তোমাদিগের লজ্জা
না জন্মে, কিহা আমি জ্ঞায্য হই, তবে
তোমাদিগের আমার বিষয়ে বিচার করিবার
প্রয়োজন কি? আমি দেবতা নয়, গন্ধৰ্ব্ব
নয়, যক্ষ নয়, দানবও নয়; আমি তোমাদের
বান্ধব জন্মিয়াছি; ইহাতে অস্তরূপ ভাবনা
করিও না। ১—১২। ব্যাস বলিলেন,
—হে মহাভাগগণ! হরির এই বাক্য শুনিয়া
গোপালেরা মোনাবলম্বন করিল; পরে
কৃষ্ণকে প্রণয়কোপ সম্বন্ধিত জ্ঞান করিয়া

কৃষ্ণ বিমলঃ বোম শরচ্ছত্র চন্দ্রিকাম্ ।
 তথা কুমুদিনীঃ ফুল্লমামোদিতদিগন্তরাম্ ॥১৪
 বনরাজীঃ তথা কৃষ্ণদৃষ্ণমানামনোরমাম্ ।
 বিলোক্য সহ গোপীভির্মনশ্চক্রে রতিং প্রতি
 সহ ব্রাহ্মেণ মধুরমতীব বনিতাপ্রিয়ম্ ।
 জগৌ কমলপাদোহসৌ নাম তত্র কৃতব্রতঃ ॥১৬
 রম্যঃ গীতধ্বনিঃ শ্রদ্ধা সন্ত্যজ্যাবসথাস্তদা ।
 আজম্বুস্রিতা গোপেয়া যজ্ঞান্তে মধুসুদনঃ ॥
 শনৈঃ শনৈর্জগৌ গোপী কচিস্তস্ত পদাম্বুগা ।
 দস্তাবধানা কচিচ্চ তমেব যনসাম্বরং ॥ ১৮
 কাচিং কৃষেতি কৃষেতি গোক্তা লজ্জামুপায়যৌ
 যযৌ চ কাচিং প্রেমাঙ্কা তৎপার্ষ্মবিলজ্জিতা ॥
 কাচিদাবসথস্তাতঃ স্থিতা দৃষ্টা বহির্ভুক্তম্ ।
 তন্নয়নেন গোবিন্দং দধৌ মালিতলোচনা ॥২০
 গোপীপরিবৃত্তো রাজিঃ শরচ্ছত্রমনোরমাম্ ।

বলরামের সমীপে গমন করিল। কৃষ্ণ সেই বিমল বোমতল, শরচ্ছত্রের চন্দ্রিকা, যাহার গন্ধে দিগন্তর আমোদিত হই-
 তেছে তাদৃশী ফুল্ল কুমুদিনী, এবং
 ভৃঙ্গকৃষ্ণনে মনোহরা বনরাজী দর্শনে
 গোপীগণ সহ রতি করিতে অভিলাষ করি-
 লেন। সজ্ঞীতে সুশিক্ষিত কমলপাদ কৃষ্ণ,
 রামের সহিত মিলিত হইয়া তথায় অতীব
 মধুর স্বরে বনিতাপ্রিয় গান করিতে লাগি-
 লেন। তখন গোপীগণ সেই রম্য গীতধ্বনি
 শুনিয়া আবাস পরিত্যাগপূর্বক ভরিতগতিতে
 যেখানে মধুসুদন অবস্থান করিতেছিলেন,
 তথায় আগমন করিল। কোনও গোপী তাঁহার
 স্বরে স্বর মিলাইয়া শনৈঃ শনৈঃ গাহিতে
 লাগিল। কেহ বা দস্তাবধানা হইয়া মনে মনে
 তাঁহাকেই স্মরণ করিতে লাগিল। কেহ
 বা ‘কৃষ্ণ, কৃষ্ণ,’ বলিয়া লজ্জিতা হইল;
 কোনও প্রেমাঙ্কা গোপী লজ্জাহীনা হইয়া
 তাঁহার পাশে ঘাইল। কেহ বাটীর বাহির
 হইয়া ভৃঙ্গকৃষ্ণদর্শনে সেখানে থাকিয়াই
 নিমীকিতনেত্রে তন্নয়নচক্রে গোবিন্দকে
 ধ্যান করিতে লাগিল। ১৩—২১। রাসারম্ভ-

মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারম্ভরসোৎসুকঃ ॥২১
 গোপ্যচ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্ঠাভ্যায়ন্তমূর্তয়ঃ ।
 অন্তদেশগতে কৃষ্ণে চেরুর্দৃষ্টাবনান্তরম্ ॥ ২২
 বভ্রমুস্তান্ততো গোপ্যঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ।
 কৃষ্ণস্ত চরণং রাজৌ দৃষ্টা বৃন্দাবনে দ্বিজাঃ ॥২৩
 এবং নানাপ্রকারানু কৃষ্ণচেষ্ঠানু তানু চ ।
 গোপেয়া ব্যগ্রাঃ সমঃ চেরু রম্যঃ বৃন্দাবনং বনম্
 নিবৃত্তান্তান্ততো গোপেয়া নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে
 যমুনাতীরমাগম্য জন্তুস্তচরিতঃ দ্বিজাঃ ॥ ২৫
 ততো দদৃশুরায়াস্তং বিকাশিমুখপঙ্কজম্ ।
 গোপ্যত্রৈলোক্যগোপ্তারং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্
 কাচিদালোক্য গোবিন্দমায়াস্তমতিহর্ষিতা ।
 কৃষ্ণ কৃষেতি কৃষেতি প্রাহোৎফুল্লবিলোচনা ॥
 কাচিদক্ৰভঙ্গুরং কৃত্বা ললাটকলকং হরিম্ ।
 বিলোকা নেত্রভৃঙ্গাভ্যাং পপৌ তনুখপঙ্কজম্ ॥

রসে উৎসুক গোবিন্দ গোপীগণে পরিবৃত্ত
 হইয়া সেই শরচ্ছত্রমনোরমা রাজিকে
 সম্মানিত করিলেন। কৃষ্ণ একবার স্থান-
 স্তরে গমন করিলে কৃষ্ণের চেষ্ঠায় আয়ত্ত-
 মূর্তি গোপীগণ দলবদ্ধ হইয়া বৃন্দাবনের নানা-
 স্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। হে দ্বিজ-
 গণ! অনন্তর সেই কৃষ্ণদর্শনলালস গোপী-
 গণ সেই রাজিকালে বৃন্দাবনে কোনও স্থানে
 কৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন দর্শনে নানা স্থানে ভ্রমণ
 করিতে লাগিল। কৃষ্ণের উক্ত প্রকার বিবিধ
 চেষ্ঠা দর্শন করত ব্যগ্রচিত্তে সেই গোপীরা
 মিলিত হইয়া রমণীয় বৃন্দাবন-বনে বিচরণ
 করিয়া পরে কৃষ্ণদর্শন বিষয়ে নিরাশ হইয়া
 যমুনাতীরে সমাগমপূর্বক—হে দ্বিজগণ!
 তাঁহার চরিতগানে প্রবৃত্ত হইল। পরে সেই
 গোপীরা দেখিল,—ত্রৈলোক্যগোপ্তা, অক্লিষ্ট-
 কৰ্ম্ম প্রফুল্লমুখপঙ্কজ কৃষ্ণ আসিতেছেন। তখন
 গোবিন্দকে আগমন করিতে দেখিয়া কোনও
 গোপী অতি হর্ষে উৎফুল্লচিত্তে “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ,
 কৃষ্ণ!” ইহা বলিল; কেহ সেই হরিকে
 জন্তুস্তচরিত ললাটকলকে বিলোকনপূর্বক
 নেত্র-ভৃঙ্গ দ্বারা তদীয় মুখপঙ্কজ পান করিতে

কাচিলালোক্য গোবিন্দঃ নিমীলিতবিলোচনা ।
 তন্ত্বেব রূপং ধ্যানস্তী যোগাক্ষেপে সা বভৌ ॥
 ততঃকাক্ষিঃ প্রিয়ালোপৈঃকাক্ষিৎকৃতজবৌদ্ধিতৈঃ
 নিস্তেহমুদয়মাংস করম্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৩০
 তাভিঃ প্রসন্নচিত্তাভিগোপীতিঃ সহ সাদরম্ ।
 রায়াম রাসগোষ্ঠীভিরুদারচরিতো হরিঃ ॥ ৩১
 রাসমণ্ডলবন্ধোহপি কৃষ্ণপার্শ্বমন্মদগতঃ ।
 গোপীজনো ন চৈবাবুদেকস্থানস্থিরাশ্রয়না ॥ ৩২
 হস্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকং গোপিকাং রাসমণ্ডলম্
 চকার চ করম্পর্শনিমীলিতদৃশঃ হরিঃ ॥ ৩৩
 ততঃ প্রববুভে রম্যা চলদ্বলয়নিবনৈঃ ।
 অম্বুযাতশরংকাব্যগেয়গীতিরমুক্ৰমাং ॥ ৩৪
 কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কোমুদীকুমুদাকরম্ ।
 জগৌ গোপীজনস্বকং কৃষ্ণনাম পুনঃপুনঃ ॥
 পরিবৃত্তা অমৈথৈকা চলদ্বলয়তাপিনী ।
 দদৌ বাহুলতাং স্বক্কে গোপী মধুবীঘাতিনঃ ॥

লাগিল। কেহ বা গোবিন্দকে অবলোকন-
 পূর্বক নিমীলিত-লোচনে তাঁহার রূপ ধ্যান
 করত যোগাক্ষেপে প্রতিভাত হইল। পরে
 মাধব কোন গোপীকে প্রিয়ালোপে, কাহা-
 কেও বা কৃতজবৌদ্ধিতে ও অন্তান্ত গোপীকে
 করম্পর্শে অমুদিত করিলেন। পরে সেই
 উদারচরিত হরি সাদরে সেই প্রসন্নচিত্ত
 গোপীদিগের সহিত রাসগোষ্ঠীতে রমণ-
 পরায়ণ হইলেন। সেই গোপীরা রাস-
 মণ্ডলে মিলিত হইয়াও কৃষ্ণের পার্শ্বে
 অবস্থান-মানসে এক স্থানে স্থির থাকিতে
 পারিল না। হরি, করম্পর্শস্থিতে নিমীলিত-
 নেত্র গোপীদিগকে হস্তে ধারণপূর্বক এক
 এক করিয়া রাসমণ্ডল রচনা করিলেন।
 পরে গোপীদিগের চকল বলয়শব্দের
 সহিত অমুক্ৰম গানযোগ্য শরদ্বর্ণনমূলক
 গানযোগ্য গীত যথাক্রমে প্রবৃত্ত হইল।
 পরে কৃষ্ণ সেই কোমুদী-কুমুদাকর শর-
 চন্দ্রের বর্ণনাত্মক গান করিলেন। কোন
 গোপী পুনঃপুনঃ কৃষ্ণনাম গান করিতে
 লাগিল। কোনও গোপী অমবশতঃ ক্রান্ত

কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহঃ পরিরভ্য চুচুৎ তম্ ।
 গোপীংগীতস্ততিব্যাজনিপুণা মধুসূদনম্ ॥ ৩৭
 গোপীকপোলসংল্লেষমতিপত্ত হরের্ভুক্তো ।
 পুলকোদ্যামশস্তায় শ্বেদাদ্বুঘনতাং গতৌ ॥ ৩৮
 রাসগেয়ঃ জগৌ কৃষ্ণে যাবত্নারতরক্ষনিঃ ।
 সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবত্না দ্বিগুণং জ্ঞতঃ ॥
 গতেহমুগমনং চক্লুশলনে সম্মুখং যযুঃ ।
 প্রতিলোমাল্ললোমেন তেজুর্গোপাঙ্গনা হরিব্ ॥
 স তদা সহ গোপীভৌ রায়াম মধুসূদনঃ ।
 স বর্ধকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণস্তেন বিনাভবৎ ॥ ৪১
 তা বার্যমাণাঃ পিতৃভিঃ পতিভির্ভ্রাতৃভিঃস্তথা
 কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্নৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥
 সোহপি কৈশোরকবয়া মানয়ামধুসূদনঃ ।

হইয়া চকল বলয়তাপযুতা বাহুলতা মধু-
 ঘাতীর স্বক্কে বিস্তৃত করিল। গীতস্ততি-
 ব্যাজে নিপুণা কোনও গোপী সেই মধু-
 সূদনকে বাহুবিলাসে আলিঙ্গনপূর্বক চুম্বন
 করিল। সেই গোপীর কপোল-সংসর্গ
 লাভ করিয়া হরির ভুজদ্বয় পুলকরূপ
 শস্তোদ্যমের নিমিত্ত শ্বেদাদ্বুঘন মেষত্ব
 প্রাপ্ত হইল। ২১—৩৮। ক্রমে কৃষ্ণ যখন
 তারতর স্বরে রাসগীত গাহিতে লাগিলেন,
 গোপীরাও তখন দ্বিগুণ স্বরে “সাধু কৃষ্ণ, সাধু”
 এই কথাই গাহিতে আরম্ভ করিল। সেই
 গোপাঙ্গনারা গমনে অমুক্ৰম ও চলনে সম্মুখ-
 গমন এইরূপে প্রতি লোম অল্ললোম ক্রমে
 হরিকে তজনা করিতে লাগিল। মধুসূদন
 সেই গোপীগণ সহ এই ভাবে থাকিয়া সহসা
 বিদারতৎপর হইলেন। তাঁহার অভাবে
 গোপীদিগের পক্ষে তখন একটা ক্ষণও
 বৎসর প্রমাণ বোধ হইতে লাগিল। সেই
 রতিপ্রিয়া গোপাঙ্গনারা পিতৃগণ, পতিগণ ও
 ভ্রাতৃগণ কর্তৃক বার্যমাণ হইয়াও প্রতি-
 রাত্রে কৃষ্ণ সহ বিহার করিত। অহিত-কয়-
 কারী অমেয়াশ্রা কিশোরবয়স্ক কেশবও
 সম্মান সহকারে তাহাদিগের সহিত রাত্রে
 রাত্রে বিহার করিতেন। সেই ঈশ্বর

রেমে তাত্তিরমেয়াস্মা কপান্ন কপিভাহিতঃ ॥
 তত্ত্বত্ব তথা তান্ন সৰ্বভূতেষু চেশ্বরঃ ।
 আশ্বরূপরূপোহসৌ ব্যাপ্য সৰ্বমবস্থিতঃ ॥৪৪
 যথা সমস্তভূতেষু নভোহগ্নিঃ পৃথিবী জলম্ ।
 বায়ুশ্চান্না তথৈবাসৌ ব্যাপ্য সৰ্বমবস্থিতঃ ॥৪৫
 ব্যাস উবাচ ।
 প্রদোষার্কে কদাচিত্তু রাসাসক্তে জনাৰ্দ্দনে ।
 জাসন্ন সমদো গোষ্ঠানরিষ্টঃ সমুপাগতঃ ॥ ৪৬
 সত্যোত্যোয়দাকারস্তীক্ষ্ণশ্চোহৰ্কলোচনঃ ।
 খুরাগ্রপাতিতরত্যর্থঃ দারয়ন ধরণীতলম্ ॥ ৪৭
 লেগিহানঃ সনিশ্চেষঃ জিহ্ময়োষ্ঠৌ পুনঃপুনঃ ।
 সংরজাক্ষিপ্তলাঙ্গুলঃ কপিলকঙ্কবন্ধুরঃ ॥ ৪৮
 উদগ্রকব্দ্রদাতোগঃ প্রমাণাদুরতিক্রমঃ ।
 বিখুজালিপ্তপৃষ্ঠাকো গবামুদ্বেষগকারকঃ ॥ ৪৯
 প্রলম্বকণ্ঠোহভিমুখস্তরুঘাতাকিতাননঃ ।
 পাতন্ন স গবাং গৰ্ভান দৈত্যো বৃষভরূপধৃক্ ॥

তাহাদিগের পতিগণে ও সেই গোপীগণে
 সৰ্বভূতেই আশ্বরূপে সমস্ত ব্যাপিয়া অব-
 স্থিত ছিলেন। আকাশ, অগ্নি, জল, পৃথিবী
 ও বায়ু ইহারা যেমন সৰ্বভূত ব্যাপিয়া
 বর্তমান, সেই আশ্বা কৃষ্ণ ও তজ্জপ সমস্ত
 ব্যাপিয়া বিরাজিত ছিলেন। ৩৯—৪৫। একদা
 অৰ্জুনাঞ্জে জনাৰ্দ্দন রাসাসক্ত হইলে গোষ্ঠের
 জাস উৎপাদন করত অরিষ্টাসুর সমুপাগত
 হইল। তাহার আকার সত্যোত্যোয়দ-
 তুল্য। শৃঙ্গয যতীক্ষ্ণ, নয়নযুগল স্বৰ্ণ্যসম
 সমুজ্জ্বল। তাহার খুরাগ্রপাতে ধরণীতল
 অভিমান বিদারিত হইতেছিল। জিহ্মা
 য়া পুনঃপুনঃ ওষ্ঠদ্বয় লেহনের শব্দ হইতে-
 ছিল। সে কোপ বশতঃ লাঙ্গুল বিক্ষেপ
 করিতেছিল। তাহার স্বক্ষদেশ কপিলবর্ণ
 ও বন্ধুর, স্থল ককুৎ উন্নত; প্রমাণ দুরতি-
 ক্রম; তাহার পৃষ্ঠ ও অন্তান্ত অঙ্গ বিঠামুত্র
 দ্বারা লিপ্ত থাকিত। বৃষভরূপধারী গো-
 গণের উদ্বেষকারী সেই দৈত্য প্রলম্বকণ্ঠ ও
 অভিমুখ বৃক্ষের আঘাতে অকিতানন ছিল।
 সেই দুৰ্ম্মতি সতত গাভীগণের গৰ্ভ-পাতন

হৃদয়ঃস্তরসা সৰ্বান বনান্তটিতি যঃ সদা ॥ ৫০
 তত্তত্তমতিঘোরাশ্ববেক্যাতিভয়াভুরাঃ ।
 গোপা গোপশ্রিয়শ্চৈব কৃষ্ণকৃষ্ণেতি চুক্রভঃ ॥৫১
 সিংহনাদং ততশ্চক্রে তলশব্দক কেশবঃ ।
 তচ্ছব্দশ্রবণাচ্চাসৌ দামোদরমুখং যমৌ ॥ ৫২
 অগ্রান্তস্তবিষাণাগ্রঃ কৃষ্ণকৃষ্ণিকৃতেক্ষণঃ ।
 অভ্যধাবত দুষ্টোচ্চা দৈত্যো বৃষভরূপধৃক্ ॥ ৫৩
 আয়াস্তং দৈত্যবৃষভং দুষ্টো কৃষ্ণো মহাবলম্ ।
 ন চচাল ততঃ স্থানাদবজ্ঞান্নিতলীলম্ ॥ ৫৪
 আসন্নকৈব জগ্রাহ গ্রাহবদ্ব্যধূহননঃ ।
 জঘান জাহুনা কৃষ্ণৌ বিষাণগ্রহণচলম্ ॥ ৫৫
 তন্ত দৰ্ণবলং হস্তা গৃহীতন্ত বিষাণয়োঃ ।
 আপীড়য়দরিষ্টন্ত কণ্ঠং ক্রিন্নিবাধরম্ ॥ ৫৬
 উৎপাট্য শৃঙ্গমেকঞ্চ তেনৈবাতাড়য়ন্ততঃ ।
 মমার স মহাদৈত্যো মুখাচ্ছোণিতমুদ্বমন ॥ ৫৭

ও বর্ষ্যবশে সৰ্ব জীবের বিনাশ সাধন
 করত বনে বনে ভ্রমণ করিত। পরে অতি
 ঘোরাশ্ব সেই অশুরকে দেখিয়া গোপেরা
 ও গোপনারীরা ভয়াভূর হইয়া “কৃষ্ণ কৃষ্ণ”
 বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহা
 শুনিয়া কেশব সিংহনাদ ও তল-শব্দ করি-
 লেন। সেই শব্দ শ্রবণে উক্ত দৈত্য
 দামোদরের অভিমুখে চলিল। বৃষভরূপধারী
 সেই দুৰ্য্যাস্তা দৈত্য অগ্রভাগে বিষাণাগ্র
 বিস্তাসপূৰ্ব্বক কৃষ্ণের কৃষ্ণ লক্ষ্য করিয়া
 ধাবিত হইল। কৃষ্ণ সেই মহাবল দৈত্য
 বৃষভকে আসিতে দেখিয়াও অবজ্ঞা বশতঃ
 স্নিতমুখে লীলাসহকারে অবস্থিত রহিলেন;
 সে স্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। সে
 সমীপাগত হইলে মধুসূদন গ্রাহবৎ গ্রহণ-
 পূৰ্ব্বক বিষাণ ধারণে অচল সেই দৈত্যকে
 কৃষ্ণদেশে জাহু দ্বারা আঘাত করিলেন।
 পরে বিষাণ গ্রহণে তাহার বলদৰ্ণ বিনাশ
 করিয়া সেই অরিষ্টকে আৰ্জবদ্ববৎ কণ্ঠদেশে
 নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। তারপর
 তাহার একটা শৃঙ্গ উৎপাটনপূৰ্ব্বক তদ্ব্যরূপে
 তাহাকে আঘাত করিতে থাকিলে সেই

তুইরুনিহতে তস্মিন্ গোপা দৈত্যে জনার্দনম্ ।
জতে হতে সহস্রাকং পুরা দেবগণা যথা ॥ ৮৫
ইতি জীবাঙ্কেহরিষ্টবধ বর্ণনমেকোননবত্যা-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮২ ॥

নবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

কহুর্জনি হতেহরিষ্টে ধেমুকে চ নিপাতিতে ।
প্রলম্বে নিধনং মীতে ধুতে গোবর্ধনাচলে ॥ ১
দমিতে কালিয়ে নাগে ভয়ে তুঙ্গক্রমম্বয়ে ।
হতাসাঃ পূতনায়াঞ্চ শকটে পরিবর্তিতে ॥ ২
কংসায় নারদঃ প্রাহ যথাবৃত্তমনুক্রমাৎ ।
যশোদাদেবকীগর্ভপরিবর্তাদ্যশেষতঃ ॥ ৩
জ্ঞাহা তৎসকলং কংসো নারদাদেবদর্শনাৎ ।
বসুদেবং প্রাতি তদা কোপক্রে স হৃষ্মতিঃ ॥

মহাদৈত্য মুখ দ্বারা শোণিত বমন করিতে
করিতে মরিয়া গেল । সেই দৈত্য নিহত
হইলে পর পুরাকালে জ্ঞানপুত্রের বিনাশান্তে
সহস্রাককে যেমন দেবগণ স্তব করিয়া-
ছিলেন, তদ্রূপ গোপগণ জনার্দনকে স্ততি
করিতে লাগিল । ৪৬—৫৮ ।

উননবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৮ ।

নবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—কহুয়ান্ অরিষ্ট
নিহত, ধেমুক নিপাতিত, প্রলম্বে নিধনপ্রাপ্ত,
গোবর্ধনাচল ধুত, কালিয় নাগ দমিত,
অত্যাচ্ছ যমলার্জুন ক্রমম্বয়ে ভয়, পূতনা হত,
এক শকট পরিবর্তিত হইলে নারদ কংসকে
দেবকীর গর্ভ-পরিবর্তনাদি বিবরণক্রম
যথার্থ নিবেদন করিলেন । সেই হৃষ্মতি
কংস, দেবদর্শন নারদের নিকট সেই
সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তখন বসুদেবের প্রতি
কুপিত হইল । সে অতি কোপবশে

সোহতিকোপাহুপালভ্য সর্ববাদবগংসদি ।
জগর্হে বাদবাংচাপি কার্য্যং চৈতদচিহ্নয়ৎ ॥ ৫
যাবন্ন বলমাক্রুতো বলকৃকো সুবালকো ।
তাবদেব ময়া বধ্যাবসাধ্যো রুচ্যোবনো ॥ ৬
চাপুরোহত্র মহাবীৰ্য্যো মুষ্টিকচ্চ মহাবলঃ ।
এতাভ্যাং মমযুদ্ধে তৌ ভাতয়িষ্যামি হৃষ্মনৌ ।
ধম্ব্বর্ষমহাযাগব্যাজেনানীয় তৌ ব্রজাৎ ।
তথা তথা করিষ্যামি যান্তৃতঃ সত্ত্বকম্ববধা ॥ ৮

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যালোচ্য স হুষ্টাশ্চা কংসো রামজনার্দনৌ ।
হস্তং কৃতমতিবারমকুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯
কংস উবাচ ।

ভো ভো দানপতে বাক্যং ক্রিয়তাং প্রীতয়ে মম
ইতঃ শৃঙ্গনমাক্রুহ গম্যতাং নন্দগোকুলম্ ॥ ১০
বসুদেবসুতো তত্র বিকোরং শস্যমুভবৌ ।
নাশায় কিম সন্তুতো মম হুষ্টৌ প্রবর্ততঃ ॥ ১১

সর্ব বাদব-সভাতে বসুদেবকে নিন্দাপূর্ণক
বাদবগণকেও নানারূপ গালাগালি করিল
এবং এইরূপ কর্তব্য চিন্তা করিল যে,—বল-
রাম ও কৃষ্ণ যাবৎ বলবান না হয়, তাবৎ
উহার বালক থাকিতে থাকিতেই আমার
বধ করা বিধেয় ; যৌবনারূঢ় হইলে অসাধ্য
হইবে । এখানে মহাবীৰ্য্য চাপুর ও মহাবল
মুষ্টিক আছে ; ইহাদের দ্বারা মমযুদ্ধে সেই
হৃষ্মদ্বয়কে ভাতিত করিব । ধম্ব্বর্ষ নামক
মহাযাগচ্ছলে উহাদিগকে ব্রজ হইতে
আনাইয়া যাহাতে উহার সংকল্প প্রাপ্ত হয়,
তাহাই করিব । ১—৮ । ব্যাস বলিলেন,
—সেই হুষ্টাশ্চা কংস রাম-জনার্দনকে হনন
করিবার জন্য এইরূপ স্থির করিয়া বীর
অক্রুরকে এই কথা বলিল,—ওহে দানপতে !
আমার প্রীতি নিমিত্ত এই কার্য্য প্রতিপালন
কর । শৃঙ্গনে আরোহণ করিয়া এখান হইতে
নন্দগোকুলে যাও । আমার বিনাশের
জন্য বিষ্ণুর অংশে উৎপন্ন বসুদেবের
পুত্রম্বয় সেখানে আছে । সেই হুষ্টৌ

ধর্ম্মমহাযাগশ্চতুর্দশাঃ ভবিষ্যতি ।
 আনেনৌ ভবতা তৌ তু মল্লমুদায় তত্র বৈ ॥ ১২
 চাপুয়মুটিকৌ মল্লৌ নিযুক্তকুশলৌ মম ।
 তাত্যাঃ সনানয়োর্য়ুধঃ সর্বলোকোহত্র পশ্যতু ॥
 নাগঃ কুবলয়াপীড়ো মহামাত্রপ্রচোদিতঃ ।
 স তৌ নিহন্ততে পাপৌ বসুদেবাস্বজৌ শিশু
 তৌ হত্যা বসুদেবঞ্চ নন্দগোপঞ্চ দুর্মতিম্ ।
 হনিষ্যে পিতরঞ্চৈব উগ্রসেনঞ্চ দুর্মতিম্ ॥ ১৫
 ততঃ সমস্তগোপানাং গোধনান্তখিলান্তহম্ ।
 বিস্ত্য চাপহরিষ্যামি দুষ্টানাং মন্থধৈয়িণাম্ ॥ ১৬
 দ্বায়তে যাদবাস্চেমে দুষ্টা দানপতে মম ।
 এতেষাঞ্চ বধারাহং প্রযতিষ্যাম্যনুক্রমাৎ ॥ ১৭
 ততো নিষ্কটকং সর্বং রাজ্যমেতদযাদবম্ ।
 প্রাধিষ্যে স্বয়া তস্মাৎপ্রজীত্যা বীর গম্যতাম
 যথা চ মাহিষঃ সর্পির্দধি চাপুপহার্য্য বৈ ।
 গোপাঃ সমানয়ন্ত্যাসু স্বয়া বাচ্যাস্থথা তথা ॥ ১০

ক্রমেই বর্ধিত হইতেছে। আগামী চতুর্দশী দিনে ধর্ম্মহ মহাযাগ হইবে। মল্ল-
 যুদ্ধের নিমিত্ত সেই যজ্ঞে তুমি তাহাদিগকে
 আনয়ন কর। আমার চাপুয় এবং মুটিক
 মল্লযুগ বাহ্যুদে কুশল। তাহাদের সহিত
 ইহাদের যুদ্ধ সর্বলোকে দেখুক। আমার
 সেই কুবলয়াপীড় হস্তী মহামাত্র-প্রেরিত
 হইয়া বসুদেবশুত সেই পাপ শিশুদ্বয়কে
 নিহত করিবে। তাহাদিগকে হত করিয়া
 পরে দুর্মতি বসুদেব ও নন্দগোপকে এবং
 দুষ্ট পিতা উগ্রসেনকেও হত্যা করিব।
 তাহার পর আমার বধাকাজী দুষ্ট গোপ-
 দের সমস্ত গোধন ও সকল বিস্ত্র অপহরণ
 করিব। হে দানপতে! তুমি ব্যতীত এই
 সকল যাদবেরাই মৎপ্রতি দুষ্ট-ভাবাপন্ন।
 ইহাদিগের বধের জন্ত আমি ক্রমে প্রেষণ
 করিব, পরে এই সমগ্র রাজ্য নিষ্কটক হইলে
 তোমার সাহায্যে ইহা শাসন করিব।
 অতএব হে বীর! আমার জীতিনিমিত্ত তুমি
 গমন কর। আর গোপেরা যাহাতে সমস্ত
 উপচৌকনার্থ মাহিষ স্তব দধি লইয়া আইসে,

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাক্ষগুপ্তদাক্ষরৌ মহাভাগবতো বিজ্ঞাঃ ।
 জীতিমানভবৎকৃৎ ষোড়শ্যামীতি সন্থরঃ ॥ ২০
 তথৈতু্যক্ষা তু রাজানং রথমাক্রহ তৎকণম্ ।
 নিশ্চক্রাম তদা পুৰ্য্যা মথুরায় মধুপ্রিয়ঃ ॥ ২১
 কেশী চাপি বলোদগ্রঃ কংসদূতঃ প্রচোদিতঃ ।
 কৃষ্ণস্ত নিধনাকাজী বৃন্দাবনমুপাগমৎ ॥ ২২
 স থুরকততুপৃষ্ঠঃ সটাক্ষপধুতাঘ্রদঃ ।
 পুনবিক্রান্তচক্রাকর্মার্গো গোপান্তমাগমৎ ॥ ২৩
 তস্ত হ্রৈবিতশদেন গোপালা দৈত্যবাজিনঃ ।
 গোপ্যশ্চ ভয়সংবিয়া গোবিন্দঃ শরণঃ যুঃ ॥ ২৪
 জাহি জাহীতি গোবিন্দস্তেবাং ঋত্বা তু ততঃ
 সত্যোজলদধানগন্তীরমিদমুক্তবান্ ॥ ২৫
 গোবিন্দ উবাচ ।
 অলংক্রাসেন গোপালাঃ কেশিনঃকিং ভয়াভুরৈঃ
 ভবন্তিগোপজাতীয়েবীরবীৰ্য্যং বিলোপ্যতে ॥

তুমি তাহাদিগকে সেইরূপ বলিও। ১—১২।
 ব্যাস বলিলেন—হে দ্বিজগণ! মধুপ্রিয় মহা-
 ভাগবত অকুর এইরূপ আদিষ্ট হইয়া
 আগামী কল্য কৃষ্ণকে দেখিব ভাবিয়া জীতি-
 মান হইলেন এবং রাজাকে ‘তাহাই করি-
 তেছি’ বলিয়া স্বরা সহকারে তখনই রথা-
 রোহণে সেই মথুরাপুরী হইতে নিজান্ত
 হইলেন। এদিকে কংসদূত দ্বারা প্রণোদিত
 হইয়া বলোদ্রুত কেশী দৈত্য কৃষ্ণের নিধন-
 কাজ্য বৃন্দাবনে উপগমন করিল। গোপা-
 বাসে আগমনকালীন তাহার সুরাঘাতে তু-
 পৃষ্ঠ কত-বিকৃত হইতেছিল, শটাক্ষপে
 অম্বুদগণ ইতস্তত বিক্লিষ্ট হইতেছিল এবং
 বিক্রমে যেন চন্দ্রসূর্যের গমনপথও আক্রান্ত
 হইয়াছিল। সেই অধরূপী দৈত্যের হ্রৈবিত
 শব্দে গোপাল ও গোপীরা ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া
 গোবিন্দের শরণাগত হইল। গোবিন্দ
 তাহাদিগের জাহি জাহি বাক্য শ্রবণে সজল-
 জলদবৎ গন্তীরস্বরে এই কথা বলিলেন,—হে
 গোপালগণ! জাসের প্রয়োজন নাই। কেশীর
 ভয়ে ভীত হইয়া তোমরা গোপজাতীর

কিমেনান্নসারেণ হ্রেষিতারোপকারিণা ।
 দৈতেয়কুলবাহেন বরতা হৃষ্টবাজিনা ॥ ২৭
 এহেহি হৃষ্ট কৃষ্ণোহহং পৃষ্ণশ্চিব পিনাকধুক ।
 পাতয়িষ্যামি দশনান বদনাদখিলাস্তব ॥ ২৮
 ব্যাস উবাচ ।
 ইতু্যক্কা স তু গোবিন্দঃ কেশিনঃ সম্মুখং ষযৌ
 বিবৃতান্তশ্চ সোহপ্যেনং দৈতেয়শ্চ উপাদ্রবৎ ॥
 বাহ্যমাতোগিনং কৃষ্ণা মুখে তন্ত জনাৰ্দ্দিনঃ ।
 প্রবেশয়ামাস তদা কেশিনো হৃষ্টবাজিনঃ ॥ ৩০
 কেশিনো বদনং তেন বিশতা কৃষ্ণবাহনা ।
 শাভিতা দশনান্তস্ত সিভাভাবয়বা ইব ॥ ৩১
 কৃষ্ণস্ত ববুধে বাহুঃ কেশিদেহগতো দ্বিজাঃ ।
 বিনাশায় যথা ব্যাধিরাস্ত্রভূতৈরুপেক্ষিতঃ ॥ ৩২
 বিপাটিতৌষ্ঠৌ বহুলং সঙ্কেনঃ ক্রধিরং বমন ।
 স্কন্ধগী বিবৃতে চক্রে বিগ্লিষ্টে মুক্তবন্ধনে ॥ ৩৩
 জগাম ধরণীং পাদৈঃ শরুমুত্রঃ সমুৎসজ্জন ।

খেদার্জগাতঃ শ্রান্তশ্চ নির্বৃত্তঃ সোহভবত্ততঃ ॥
 ব্যাদিতান্তো মহারৌজঃ সোহনুরঃ কৃষ্ণবাহনা
 নিপপাত দ্বিধাতুতো বৈদ্যাতেন যথা ক্রমঃ ॥ ৩৪
 দ্বিপাদপৃষ্ঠপুচ্ছাৰ্দ্ধবগৈকাক্কনাসিকৈঃ ।
 কেশিনস্তে দ্বিধা ভূতে শকলে চ বিরোজন্তুঃ ॥
 হস্তা তু কেশিনঃ কৃষ্ণো মুদিতৈর্গোপকৈর্বৃত্তঃ ।
 অনায়ন্ততনুঃ স্বহো হসন্তজৈব সংস্থিতঃ ॥ ৩৭
 ততো গোপাশ্চ গোপাশ্চ হতে কেশিনি
 বিস্মিতাঃ ।
 তুষ্টিবুঃ পুণ্ডরীকাক্কমহুঃরাগমনোরমম্ ॥ ৩৮
 আযযৌ ঝরিতো বিপ্রো নারদো জলদস্থিতঃ ।
 কেশিনঃ নিহতঃ দৃষ্টৌ হর্ষনির্ভরমানসঃ ॥ ৩৯
 নারদ উবাচ ।
 সাধু সাধু জগন্নাথ লীলয়ৈব যদচ্যুত ।
 নিহতোহয়ং ত্বয়া কেনী ক্রেশদস্ত্রিদিবৌকসাম্ ॥
 সূকস্মাণ্যবতারে তু কৃতানি মধুসূদন ।

বীরবীৰ্য কেন বিলুপ্ত করিতেছে? এই
 অন্ন-সার হ্রেষিত সহকারে বল্লনকারী, হৃষ্ট
 বাজিরপী দৈতেয় কুলাপসদ কি করিবে?
 এই বলিয়া সেই হৃষ্ট দৈত্যকেও বলিলেন,—
 রে হৃষ্ট, আইস, আইস, আমি কৃষ্ণ, পিনাক-
 ধারী যেমন পুষার দস্ত পাতন করিয়াছিলেন,
 তেমনই আমিও তোমার বদন হইতে সমগ্র
 দশন নিপাতিত করিব। ব্যাস বলিলেন,—
 গোবিন্দ এই বলিয়া সেই কেশীর সম্মুখে
 অগ্রসর হইলেন। সেই দৈত্যও বদন ব্যাদান
 পূর্বক তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। তখন
 জনাৰ্দ্দিন বাহু বিস্তারপূর্বক সেই হৃষ্ট কেশীর
 মুখমধ্যে প্রবেশ করাইলেন, কেশীর বদন-
 বিবরে সেই কৃষ্ণবাহ প্রবিষ্ট হওয়ায় যেত
 মেঘখণ্ডের স্তায় তাহার দশনরাজি শাভিত
 হইল। হে দ্বিজগণ! কৃষ্ণের বাহু কেশীর
 দেহগত হইয়া আন্তরগত উপেক্ষিত ব্যাধির
 স্তায় বিনাশের জন্তই বুদ্ধি পাইতে লাগিল।
 সেই দৈত্য তখন বিপাটিতওষ্ঠ হওয়ায়
 বহুল ক্রধির বমন করত বিগ্লিষ্ট ও
 লংঘ্যগহীন স্কন্ধগীষয় বিবৃত করিল এবং

শ্রান্ত হইয়া খেদার্জগাত্রে বিষ্ঠামুত্র পরিত্যাগ
 করত পদদ্বারা ধরণীতল অবলম্বনপূর্বক
 নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। সেই মহাঘোর অসুর
 কৃষ্ণবাহ দ্বারা ব্যাদিতবদন হওয়ায় বস্ত্রা-
 ঘাতে বৃক্ষের স্তায় দ্বিধাতুত হইয়া পতিত
 হইল। কেশীর সেই দ্বিধাতুত ভাগবয়
 দুই পদ এবং অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠ-পুচ্ছযুক্ত ও এক
 কণ-নেত্র-নাসিকা-যুক্ত হইয়া শোভা পাইতে
 লাগিল। কৃষ্ণ সেই কেশীকে হত্যা করিয়া
 অক্রান্ত সূক্ষ্মদেহে হাসিতে হাসিতে গোপগণে
 পরিবৃত হইয়া সেইস্থানেই রহিলেন। পরে
 কেশী নিহত হইল দেখিয়া গোপ-গোপীরা
 বিস্মিতচিত্তে সান্নিধ্য মনোরম বাক্যে সেই
 পুণ্ডরীকাক্কে স্তব করিতে লাগিল। ২০-৩৮।
 আকাশস্থিত বিপ্র নারদ কেশীকে নিহত
 দেখিয়া হর্ষাপ্লুত-মানসে ঝরিতগতিতে তথায়
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—
 অচ্যুত, জগন্নাথ! জিদিবৌকসদিগের ক্রেশ-
 দাতা এই কেশী দৈত্য যে অক্রেশেই নিহত
 হইয়াছে সাধু, সাধু। হে মধুসূদন! এই অব-
 তারে তুমি যে সকল উত্তম কৰ্ম করিলে,

যানি বৈ বিস্মিতঃ চেতন্তোষমেতেন মে গতম্
 তুরগস্তান্ত শক্রোহপি কৃষ্ণ দেবাশ্চ বিভ্রাতি ।
 ধৃতকেশরজালস্ত হ্রেবতোহভ্রাবলোকিনঃ ॥ ৪২
 যস্মাৎসৈব হুষ্টায়া হতঃ কেশী জনার্দন ।
 তস্মাৎ কেশবনায়া ত্বং লোকেগেয়ো ভবিবাসি
 স্বস্ত্যস্ত তে গমিষ্যামি কংসযুদ্ধেহধুনা পুনঃ ।
 পরবোহহং সমেয্যামি ত্বয়া কেশিনিষ্পদন ॥ ৪৪
 উগ্রসেনশ্রুতে কংসে সান্নগে বিনিপাতিতে ।
 ভারাবতারকর্তা ত্বং পৃথিব্যা ধরণীধর ॥ ৪৫
 তজ্ঞানেকপ্রকারেণ যুদ্ধানি পৃথিবীক্ষিতাম্ ।
 দ্রষ্টব্যানি ময়া যুস্মৎপ্রণীতানি জনার্দন ॥ ৪৬
 সোহহং যাস্ত্যামি গোবিন্দদেবকার্য্যঃ মহৎকৃতম্
 ত্বয়া সভাজিতশ্চাহং স্ততি তেহস্ত ব্রজাম্যহম্ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

নারদে তু গতে কৃষ্ণঃ সহ গোপৈরবিস্মিতঃ ।
 বিবেশ গোকুলং গোপীনেত্রপানৈকভাজনম্ ॥
 ইতি শ্রীভ্রাত্রে কৃষ্ণবালচরিতে কেশিবধনিরূ-
 পণঃ নবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২০ ॥

তাহাতে বিস্মিত মদীয় চিত্ত সন্তোষ প্রাপ্ত
 হইয়াছে । হে কৃষ্ণ । কম্পিত কেশরজাল
 হ্রেষণকারী মেঘাকার এই তুরগ হইতে
 শক্রাদি দেবতারাগ ভীত হইতেন । হে
 জনার্দন ! এই হুষ্টায়া কেশী যেহেতু তোমা-
 কর্তৃক মিহত হইয়াছে ; অতএব তুমি লোকে
 কেশব নামে গীত হইবে । হে কেশিনিষ্পদন !
 তোমার মঙ্গল হউক । এইক্ষণে আমি যাই
 পরম পুনরায় কংসযুদ্ধে আগমন করিব । হে
 ধরণীধর ! উগ্রসেনশ্রুত কংস সান্নগ নিপা-
 তিত হইলে তোমাকর্তৃক পৃথিবীর ভার অব-
 তারিত হইবে । হে জনার্দন ! তাহাতে
 পৃথিবীপতিদিগের তৎপ্রণীত যে অনেক
 প্রকার যুদ্ধ হইবে, আমি তাহা দেখিব ।
 হে গোবিন্দ ! অতএব আমি যাই, তুমি
 দেবতাদিগের মহৎ কার্য্য করিয়াছ, আমা-
 কেও শ্রীত করিয়াছ । তোমার শাস্তি হউক ;
 আমি প্রস্থান করিলাম । ব্যাস বলিলেন,—
 নারদ গমন করিলে পর গোপীদিগের নেত্র

একনবত্যাধিকশততমোহধ্যায় ।

ব্যাস উবাচ ।

অক্রুরোহপি বিনিষ্ক্রম্য স্তম্ভনেনাশুগামিনা ।
 কৃষ্ণসন্দর্শনাসক্তঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলে ॥ ১
 চিন্তয়ামাস চাক্রুরো নাস্তি ধন্যতরো ময়া ।
 যোহহমংশাবতীর্ণস্ত মুখং দ্রক্ষ্যামি চক্রিণঃ ॥ ২
 অত্বে মে সকলং জন্ম সুপ্রভাতা চ মে নিশা ।
 যদ্বগ্নিজ্ঞাপজ্ঞাকং বিকোদ্রক্ষ্যাম্যহং মুখম্ ॥ ৩
 পাপং হরতি যৎপুংসাং স্মৃতং সঙ্কল্পনাময়ম্ ।
 তৎপুণ্ডরীকনয়নং বিকোদ্রক্ষ্যাম্যহং মুখম্ ॥ ৪
 নির্জগ্মুচ যতো বেদা বেদাকান্তখিলানি চ ।
 দ্রক্ষ্যামি যৎপরং ধাম দেবানাং ভগবন্তুধম্ ॥ ৫
 যজ্ঞেযু যজ্ঞপুরুষঃ পুরুষৈঃ পুরুষোত্তমঃ ।

সকলের—পানপাত্রস্বরূপ কৃষ্ণ অবিস্মিত-
 চিত্তে গোপগণ সহ গোকুলে প্রবেশ করি-
 লেন । ৩৯—৪৮ ।

নবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২১ ।

— — —

একনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—অক্রুর জন্তগামী স্তম্ভনে
 আরোহণপূর্বক মথুরা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া
 কৃষ্ণসন্দর্শনাসক্ত-চিত্তে নন্দগোকুলে প্রস্থান
 করিলেন । সেই অক্রুর যাইতে যাইতে চিন্তা
 করিতে লাগিলেন—আমি অপেক্ষা আর কেহ
 ধন্যতর নাই ! কেননা, আমি অংশাবতীর্ণ
 চক্রপাণির মুখ দর্শন করিব । অদ্য আমার
 জন্ম সকল ; নিশা সুপ্রভাতা । যেহেতু বিক-
 শিত পদ্মপত্রাক বিকুর মুখদর্শন করিতে
 আমি সক্ষম হইব । যাহাকে মনে মনে
 স্মরণ করিলেও পুরুষগণের পাপ হরণ হয়,
 সেই পুণ্ডরীকনয়ন বিকুর মুখ আমি দেখিব ।
 যাহা হইতে অখিল বেদ-বেদাক নির্গত হই-
 য়াছে—দেবতাদিগের যাহা পরম ধাম, সেই
 ভগবানের মুখ দেখিতে পাইব । যে পুরু-

ইন্দ্রতে যোহধিলাধারন্তঃস্রজ্যামিজগৎপতিম্
ইষ্টা যমিত্রো যজ্ঞানং শতেনামররাজতাম্ ।
অবাপ তমনস্তাদিমহং স্রজ্যামি কেশবম্ ॥ ৭
ন ব্রহ্মা নেত্ররুদ্রাধিবন্দিতামরুদগণাঃ ।
যস্য স্বরূপং জানন্তি স্পৃশত্যজ্ঞ স মে হরিঃ ॥ ৮
সর্গাঙ্কা সর্গগঃ সর্গঃ সর্গভূতেষু সংস্থিতঃ ।
যো ভবত্যব্যয়ো ব্যাপী স বীক্যেত ময়াদ্য হ
মৎস্কর্ষবরাহাদ্যৈঃ সিংহরূপাদিভিঃ স্থিতম্ ।
চকার যো গতো যোগং স মামালাপদ্বিষ্যতি ॥
সাম্প্রতঞ্চ জগৎস্বামী কার্যজাতে ব্রজে স্থিতিম্
কর্তুঃ মনুষ্যতাং প্রাপ্তঃ স্বেচ্ছাদেহধুগব্যয়ঃ ॥ ১১
যোহনন্তঃ পৃথিবীং ধরে শিখরস্থিতিসংস্থিতাম্
সৌহবতীণে জগত্যর্থমামকুরেতি বক্ষ্যতি ॥
পিতৃবন্ধুসুহৃদভৃত্যভৃত্যবন্ধুময়ীমিমাম্ ।
যন্মায়াং নালমুক্কর্তুং জগন্তঃস্ম নমো নমঃ ॥

যোক্তব্য পুরুষগণ কর্তৃক যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষরূপে
পুঙ্খিত হয়েন, সেই অধিলাধার জগৎপতিকে
দেখিতে পাইব। ইন্দ্র ঐহাকে শত শত
যজ্ঞ প্রদান করিয়া অমর রাজত্ব প্রাপ্ত হই
য়াছেন, সেই আদিম অনন্ত কেশবকে আমি
দেখিব। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার, বসু
আদিত্য ও মরুৎগণেরাও ঐহার স্বরূপ অব-
গত নহেন, সেই হরি অদ্য আমাকে স্পর্শ
করিবেন। যিনি সর্গাঙ্কা, সর্গগ, সর্গরূপী,
সর্গভূতে সংস্থিত, অব্যয় এবং ব্যাপী,
তিনি মৎস্কর্তৃক অদ্য স্কৃষ্ট হইবেন। যিনি
মৎস্ক, কৃষ্ণ, বরাহ, নৃসিংহাদিরূপে অবস্থান
করেন, তিনি আমার সহিত যোগ প্রাপ্ত
হইয়া আলাপ করিবেন। জগৎস্বামী সাম্প্রতি
কার্য-সাধনার্থ ব্রজে মনুষ্যতা প্রাপ্ত হইয়া
ব্রজে অবস্থিত করিতেছেন। যিনি স্বেচ্ছা-
দেহধারী ও অব্যয়, যিনি অনন্তরূপে পরিতা-
দিসম্বিতা পৃথিবীকে ধারণ করেন, জগতীর-
জ্ঞ অবতীর্ণ সেই ভগবান্ আমাকে অকুর
বলিয়া সোধোধন করিবেন। পিতা, বন্ধু,
সুহৃদ, ভ্রাতা, মাতা ও বান্ধবাদিময়ী এই জগৎ
ঐহার মাঝাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়

তরন্ত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যন্মিরিবেশিতে ।
যোগমায়ামিমাং মর্ত্যাস্তে বিদ্যাঙ্কনে নমঃ ॥
যজ্ঞভির্জ্ঞপুরুষো বাসুদেবশ্চ সাব্বতৈঃ ।
বেদান্তবেদিভির্বিষ্ণুঃ প্রোচ্যতে স্মৈ নতোহস্মি
তম্ ॥ ১৫
তথা যত্র জগদ্ধারি ধার্যতে চ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
সদসত্ত্বঃ স সত্ত্বেন ময্যাসৌ যাতু সৌম্যতাম্ ॥
স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনঃ যত্র জায়তে ।
পুরুষপ্রবরঃ নিত্যং ব্রজামি শরণংহরিম্ ॥ ১৬
ব্যস উবাচ ।

ইখং স চিন্তয়ন বিষ্ণুং তক্তিনদ্রাঙ্কমানসঃ ।
অকুরো গোকুলং প্রাপ্তঃ কিঞ্চিৎস্বর্ঘ্যে
বিরাজতি ॥ ১৮
স দদর্শ তদা তত্র কৃকমাদোহনে গবাম্ ।
বৎসমধ্যগতং ফুল্লনীলোৎপলদলচ্ছবিম্ ॥ ১৯
প্রফুল্লপদ্মপত্রাঙ্কং শ্রীবৎসাক্তিবক্ষসম্ ।
প্রলম্ববাহুমায়ামতুঙ্গোরম্বলমূরসম্ ॥ ২০

না, ঐহাকে আমার নমস্কার। মর্ত্যগণ
যিনি হৃদয়ে নিবেশিত হইলে যোগমায়াঙ্কিকা
বিস্তৃত অবিদ্যা হইতে পরিভ্রাণ পায়, সেই
বিদ্যাঙ্কাকে নমস্কার। যিনি যজ্ঞকারী জন-
গণ কর্তৃক যজ্ঞপুরুষ, সাব্বতগণ কর্তৃক বাসু-
দেব এবং বেদান্তবেদী ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিষ্ণু
বলিয়া প্রোক্ত হয়েন, ঐহাকে আমি নমস্কার
করি। সদসৎ সমস্ত ভাবই যে জগদ্ধামে
ধৃত এবং প্রতিষ্ঠিত, তিনি সর্বগণ দ্বারা
আমাতে সৌম্যতা প্রাপ্ত হউন। যিনি স্মৃত
হইলে সকল কল্যাণভাজন হয় আমি সেই
পুরুষপ্রবর হরির নিত্য শরণাগত হই।
১—১৭। ব্যাস বলিলেন,—অকুর
তক্তিনদ্র চিন্তে এইরূপে বিষ্ণুকে চিন্তা
করিতে করিতে স্বর্ঘ্যাস্তের কিঞ্চিৎ অবশেষ
থাকিতে থাকিতে গোকুল প্রাপ্ত হইলেন।
তিনি তখন সেখানে গোদোহনস্থানে বৎস-
গণমধ্যগত ফুল্লনীলোৎপলদলচ্ছবি প্রফুল্ল-
পদ্মপত্রাঙ্ক শ্রীবৎসাক্তিবক্ষ-
সেখিলেন।—ঐহার বাহুদ্বয় প্রলম্বিত,

সবিলাসান্বিতাধারঃ বিভাণঃ মুখপঙ্কজম্ ।
 তুঙ্গরক্তনখঃ পত্যাংধরণ্যাঃ সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥২১
 বিভাণঃ বাসসী পীতে বস্ত্রপুষ্পবিভূষিতম্ ।
 সাস্ত্রনীললতাহস্তংসিতাভোজীবতঃসকম্ ॥২২
 হংসেন্দুকন্দধবলঃ নীলাম্বরধরং দ্বিজাঃ ।
 তস্তাহু বলভদ্রঞ্চ দদর্শ যত্নন্দনম্ ॥ ২৩
 প্রাংগুমুত্তরবাহকং বিকাশিমুখপঙ্কজম্ ।
 মেঘমালাপরিবৃতং কৈলাসাদ্রিম্বাপরম্ ॥ ২৪
 তৌ দুষ্টা বিকসন্তক্লেশরোজঃ স মহামতিঃ ।
 পুলকাঙ্কিতসর্কাক্লস্তদাকুরোহভবদ্বিজাঃ ॥২৫
 য এতৎ পরমং ধাম য এতৎপরমং পদম্ ।
 অভবদ্বানুদেবোহসৌ দ্বিধা যোহয়ংবাবস্থিতঃ
 সাকল্যমক্কোর্গুগপন্নমাশু
 নৃষ্টে জগদ্ধাতরি হাসয়ুচ্চৈঃ ।
 অপ্যক্কেভেত্তগবৎপ্রাসাদা-
 দ্বাক্ষসক্কে কলবজ্জ তৎ স্তাৎ ॥ ২৭
 অস্তৌব স্তৃষ্টা মম হস্তপদাঃ
 করিষ্যতি ক্রীমদনস্তমূর্তিঃ ।

বক্ষস্থল বিস্তৃত ও উন্নত, উচ্চ নাসিকায়ুক্ত মুখপদ্ম সবিলাসান্বিত-শোভিত, তুঙ্গ রক্ত-নখযুক্ত পদযুগল ধরণীতলে সুপ্রতিষ্ঠিত, হস্ত-দ্বয় সাস্ত্র নীললতাতুল্য, এবং কর্ণে পিতা-ভোক্তদ্বয় বিরাজিত ; সেই পীতবস্ত্রধারী হরি বস্ত্র পুষ্পে সুশোভিত । তাঁহার পাশ্বে হংসকুন্দেন্দুধবল নীলাম্বরধর যত্নন্দন বল-ভদ্রকেও দেখিতে পাইলেন । তিনি প্রাংগু ও উন্নতবাহু মেঘমালা-পরিবৃত অপর কৈলাস গিরিসম বিকাশি মুখপঙ্কজে বিরাজমান । হে দ্বিজগণ ! সেই মহামতি অকুর তাঁহা-দিগকে দেখিয়া তখন পুলকাঙ্কিতসর্কাক্ল হইয়া সহাস্তমুখে ভাবিতে লাগিলেন,—সেই পরমধাম পরমপদ বাসুদেবই এই দুই ভাগে অবস্থান করিতেছেন ! এই জগদ্ধাতাকে দেখিয়া যুগপৎ আমার অতীব আনন্দ এবং মেঘদ্বয়ের সাকল্য হইল । ভগবৎপ্রসাদে ইনি অক্সসক প্রদান করিয়া আমার অঙ্গের সকলতা কি সম্পাদন করিবেন না ? ষাঁহার

যস্তাঙ্গুলিম্পর্শহতাখিলাধৈ-
 রবাপ্যতে সিদ্ধিরহস্তমা মরৈঃ ॥ ৩৮
 তথাধিক্রেদ্রেদ্রেবসুপ্রসীতা
 দেবাঃ প্রযচ্ছন্তি বরঃ প্রহৃষ্টাঃ ।
 চক্রং ব্রতা দৈত্যপতেহুতানি
 দৈত্যাক্রনানাং নয়নাস্তরাণি ॥ ২৯
 যত্রাসু বিস্তৃষ্ট বলির্মনোজ্ঞা-
 নবাপ ভোগান বসুধাতলম্বঃ ।
 তথামরেশত্রিংশদধিপত্যঃ
 মনস্তরং পূর্ণমবাপ শত্রুঃ ॥ ৩০
 অথৈষ মাং কংসপরিগ্রহেণ
 দোষাম্পদীভূতমদোষযুক্তম্ ।
 কর্তা ন মানোপহিতং ধিগম্য
 যস্মান্ননঃ সাধুবহিষ্কৃতঃ যৎ ॥ ৩১
 জ্ঞানাত্মকস্তাখিলসম্বরাশে-
 র্যাব্যুত্তদোষস্ত সদাক্ষুটস্ত ।
 কিংবা জগত্যত্র সমস্তপুংসা-
 মজ্ঞাতমস্তান্তি হৃদি স্থিতস্ত ॥ ৩২

অঙ্গুলিম্পর্শে নরগণ অখিল পাপরাশি হীন অহস্তমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই ক্রীমান অনন্তমূর্ত্তি অজ্ঞ কি হস্তপদ্ম দ্বারা আমার গাত্র স্পর্শ করিবেন না । তিনি স্পর্শ করিলে অধিনীকুমার, ইন্দ্র, ক্রতু, বসু প্রভৃতি দেব-গণও হষ্টচিত্তে আমাকে আশীর্বাদ করি-বেন । ষাঁহার চক্র দৈত্যপতির ও দৈত্যা-ক্লনাগণের নয়ন মন অপহরণ করিয়াছিল, ষাঁহাতে জল দান করিয়া বলি বসুধাতলম্ব হইয়াও মনোজ্ঞ ভোগ সুখ লাভ করিয়াছিল এবং ষাঁহার প্রসাদে শত্রু মনস্তরব্যাপী, পূর্ণ ত্রিংশদধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ইনি কি কংসপরিগ্রহ হেতু দোষাম্পদীভূত দোষহীন আমাকে অবমানিত করিবেন ? ধিক্ আমার মনকে ! যেহেতু উহা সাধুবহিষ্কৃত এই কুৎসিত চিন্তা করিতেছে । যিনি জ্ঞানাত্মক, অখিল সম্বরাশি, দোষহীন ও সতত অব্যক্ত, তাঁহার পক্ষে জগতের সকল প্রাণীর হৃদয়স্থ বিষয় কি অজ্ঞাত থাকিতে

তন্মাদহং ভক্তিবিনম্রগাজো

ব্রজামি বিবেশ্বরমীশ্বরানাম্ ।

অংশাবতারঃ পুরুষোত্তমস্ত

অনাদিমধ্যান্তমজস্ত বিকোঃ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীভাক্তে কৃষ্ণকৌড়ায়ামজুরাগমনবর্ণন-

মেকনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭১ ॥

ধিনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

চিন্তয়ন্তি গোবিন্দমুপগম্য স যাদবঃ ।

অজুরোহস্মীতি চরণৌ ননাম শিরসা হরেঃ ॥ ১

সোহপ্যেনং ধ্বজব্রজাজকৃতচিহ্নেন পাণিনা ।

সংস্পৃক্তাক্ষ্য চ শ্রীত্যা শ্লুগাঢ়ং পরিষম্বজে ॥ ২

কৃতসংবন্দনৌ তেন যথাবদ্বলকেশবৌ ।

ভক্তঃ প্রবিষ্টৌ সহসা তমাদায়াম্মন্দিরম্ ॥ ৩

সহ ভাভ্যাং তদাক্রুরঃ কৃতসংবন্দনাদিকঃ ।

পারে? অতএব আমি ভক্তিবিনম্র-গাজে
আদিমধ্যান্তহীন অজ বিবেশ্বরদিগের
ঈশ্বর বিষ্ণুর অংশাবতার পুরুষোত্তমের
শরণ প্রাপ্ত হই ১৮—৩৩ ।

একনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ১২১।

ধিনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—সেই যাদব এইরূপ
চিন্তা করিতে করিতে গোবিন্দসমীপে গমন-
পূর্বক ‘আমি অজুর’ এই বলিয়া মস্তক দ্বারা
হরির চরণে প্রণাম করিলেন । তিনিও
ঊঁহাকে ধ্বজব্রজাজ-চিহ্নিত পাণি দ্বারা
স্পর্শপূর্বক আকর্ষণ করিয়া শ্রীতিবশে গাঢ়
আলিঙ্গন করিলেন । বলরাম ও কেশব
অজুর কর্তৃক যথাবৎ বন্দিত হইলে পর
ঊঁহাকে লইয়া নিজ মন্দিরে প্রবিষ্ট
হইলেন । অজুর তখন বন্দনাদি করিয়া

ভুক্তভোজ্যো যথাক্রম্যচচক্ষে ভক্তভ্যোঃ ॥ ৪

যথা নিভৎসিতস্তেন কংসেনানকহৃদ্বৃতিঃ ।

যথা চ দেবকী দেবী দানবেন দুর্য্যক্ষনা ॥ ৫

উগ্রসেনে যথা কংসঃ স দুর্য্যাক্ষা চ বর্ততে ।

যং চৈবার্ঘ্যং সমুদ্ভিক্ত কংসেন স বিসর্জিতঃ ॥ ৬

তৎসর্গং বিস্তরাক্রুহা ভগবান্ কেশিন্দনঃ ।

উবাচাখিলমেতচ্ছ জাতঃ দানপতে ময়া ॥ ৭

করিস্যে চ মহাভাগ যদক্রৌপয়িকং মতম্ ।

বিচিন্ত্যঃ নাস্তথৈতন্তে বিদ্ধি কংসঃ হন্তঃ ময়া ॥

অহং রামশ্চ মথুরাং যো যান্তাবঃ সমঃ কুয়া ।

গোপবৃদ্ধাশ্চ যান্তন্তি আদায়োপায়নঃ বহ ॥ ৮

নিশেষ্যঃ নীধতাঃ বীর ন চিন্তাঃ কর্তুমহসি ।

ত্রিরাজাত্যন্তরে কংসঃ হনিষ্যামি সহায়গম্ ॥

ব্যাস উবাচ ।

সমাদিত্ত ততো গোপানজুরোহপিসকেশবঃ ।

শ্লুষাপ বলভ্রজশ্চ নন্দগোপগৃহে গতঃ ॥ ১১

ঊঁহাদের সহিত যথাক্রমে ভোজনান্তে ঊঁহা-
দিগকে সমস্ত বিবরণ বলিলেন । দুর্য্যাক্ষ দানব
কংস বনুদেবকে যেরূপ ভৎসনা করিয়াছে,
দেবকী দেবী যেরূপ তৎকর্তৃক লাহিত
হইয়াছেন, উগ্রসেনের প্রতিও সেই দুর্য্যাক্ষার
যেরূপ ব্যবহার, এবং তিনিও যে উদ্দেশে
কংসকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন, ভগবান্
কেশিন্দন সে সকল বিস্তরক্রমে শ্রবণ করিয়া
ঊঁহাকে বলিলেন,—দানপতে ! এ সকলই
আমি জ্ঞাত আছি । এ বিষয়ে যে উপায়
বিধেয়, হে মহাভাগ । আমিও তাহা করিব ।
এ বিষয়ে তুমি অন্তরূপ ভাবনা করিও না ।
কংসকে মৎকর্তৃক নিহত বলিয়াই জান ।
আগামী কল্য তোমার সহিত আমি ও রাম
যাইব এবং বৃদ্ধগোপেরাও বহ উপায়ন
লইয়া যাইবে । হে বীর ! এই নিশাণী অতি
বাহিত কর, চিন্তা করিও না, ত্রিরাজাত্যন্তরে
অজুরগণসহ কংসকে নিহত করিব । ১—১০ ।
ব্যাস বলিলেন,—অজুর গোপগণকে
রাজ্ঞাদেশ জানাইয়া কেশব-বলরামের সহিত
নন্দগোপগৃহে যাইয়া শয়ন করিলেন ।

ততঃ প্রভাতে বিমলে রামকৃষ্ণে মহাবলৌ ।
 অকুরেণ সমং গজমূঢ়্যভৌ মথুরাং পুরীম্ ॥১২
 দৃষ্টৌ গোপীজনঃ সাস্রঃ ব্রধবলয়বাহকঃ ।
 নিমগ্নচ্যতিতঃপার্বত্যঃ প্রাহ চেদংপরম্পরম্ ॥ ১৩
 মথুরাং প্রাপ্য গোবিন্দঃ কথং গোকুলমেয্যতি
 নাগরস্রীকলালাপমধু শ্রোত্রেণ পাস্তাত ॥ ১৪
 বিলাসিবাক্যজ্ঞাতেষু নাগরীণাং কৃতান্দম্ ।
 চিত্তমস্ত কথং গ্রাম্যগোপগোপীষু যাস্ততি ॥১৫
 সারং সমস্তগোষ্ঠস্ত বিধিনা হরতা হরিম্ ।
 প্রকৃতং গোপযৌধিৎসু নিম্বণেন হুয়ায়না ॥১৬
 ভাবগর্তস্মিতং বাক্যং বিলাসললিতা গতিঃ ।
 নাগরীণামতীবৈতৎকটাক্ষেক্ষিতমেব তু ॥ ১৭
 গ্রাম্যো হরিরয়ং তাসাং বিলাসনিগড়েযতঃ ।
 ভবতীনাং পুনঃ পার্থং কথ্য যুক্ত্য সমেয্যতি ॥
 এবৌ হি রথমারুহু মথুরাং যাতি কেশবঃ ।
 অকুরকুরকোপাণি হত্যাশেন প্রত্যারিতঃ ॥ ১৯
 কিং ন বেত্তি নৃশংসোহয়মহুয়াগপরং জনম্ ।
 যেনেমমকরাহ্লাদং নয়ত্যন্তত্র নো হরিম্ ॥২০

পরে বিমল প্রাতঃকালে মহাবল রামকৃষ্ণ
 অকুরের সহিত মথুরা পুরীতে গমনোক্ত
 দেখিয়া গোপীজনেরা হুংখার্ত এবং
 বিব্রধবলয়-বাহ হইয়া সাক্ষনেত্রে নিঃশ্বাস
 কেলিতে কেলিতে পরস্পর এইরূপ বলিতে
 লাগিল,—গোবিন্দ মথুরায় যাইলে পুনরায়
 গোকূলে আসিবেন কেন ? তিনি সেখানে
 শ্রোত্বায়া নাগর স্রীগণের কলালাপমধু পান
 করিবেন, নাগরীদিগের সবিলাস বচনচয়ে
 ইহার চিত্ত কৃতান্দ হইয়া গ্রাম্য গোপ-
 গোপীদিগের প্রতি কেন যাইবে ? নির্দয়
 হুয়ায়া বিধাতা সমস্ত গোষ্ঠের সারধন হরিকে
 হরণ করত গোপনারীগণের প্রতি নিতান্ত
 প্রহার করিল । নাগরীদিগের ভাবগর্ত স্মিত
 বাক্য, বিলাস-ললিত গতি, কটাক্ষনিক্ষেপ,
 ইত্যাদি বিলাসনিগড়ে বদ্ধ হইয়া এই
 গ্রাম্য হরি কি যুক্তিতে পুনরায় তোমাদের
 পার্শ্বে আসিবেন ? হত্যাশ, কুর অকুর
 কর্তৃক প্রত্যারিত হইয়া এই কেশব রথা-

এম রামেণ সহিতঃ প্রযাত্যত্যন্তনিম্বণঃ ।
 রথমারুহু গোবিন্দমূঢ়্যভৌ বারণে ॥২১
 শুক্ৰণামগ্রতো বক্তুং কিং ত্রবাষি ন নঃ কমম্ ।
 গুরবঃ কিং করিষ্যন্তি দম্বানাম্ বিরহাঘিনা ॥২২
 নন্দগোপমুখা গোপা গন্তমেতে সমূঢ়্যভাঃ ।
 নোদ্যমং কুরুতে কশ্চিৎগোবিন্দবিনিবর্তনে ॥
 সুপ্রভাতাদ্য রজনী মথুরাবাসিযৌষিতাম্ ।
 যাসামচ্যুতবক্ত্রাজং যাতি নেত্রালিতোগ্যতাম্
 ধস্তান্তে পথি যে কুরুমিতো যাস্তমবারিতাঃ ।
 উবহিষ্যন্তি পশ্চাত্তঃ স্বদেহং পুলকাঙ্কিতম্ ॥ ২৫
 মথুরানগরীপৌরনয়নানাম্ মহোৎসবঃ ।
 গোবিন্দবদনালোকাদতৌবাদ্য ভবিষ্যতি ॥২৬
 কো নু স্বপ্নঃসভাগ্যাভির্দৃষ্টভাভিরধোকজম্ ।
 বিস্তারিকাস্তনয়না যা দ্রব্যান্ত্যানিবারিতম্ ॥২৭

রোহণে মথুরায় যাইতেছেন । আমা-
 দের আহ্লাদাধার হরিকে যে অন্তত
 লইয়া যাইতেছে এই নৃশংস কি এই
 জনগণকে অহুয়াগপরায়ণ বলিয়া জানে
 না ? অত্যন্ত নির্দয় গোবিন্দ রামের সহিত
 রথারোহণে ঐ যাইতেছেন ; ইহার বারণ
 জন্ত ত্বরাসিত হও । ১১—২১ । শুক্ৰগণের
 সাক্ষাতে এরূপ বলা উচিত নয়, এ কথা কি
 বলিতেছ ? বিরহাঘি-দম্ব আমাদিগের শুক-
 গণ কি করিবেন ? নন্দগোপপ্রমুখ এই
 গোপগণ গমন জন্ত উদ্যত হইয়াছে ;
 গোবিন্দকে নিবর্তিত করিবার জন্ত কেহই
 উদ্যম করিতেছে না । অচ্যুত-মুখপদ্ম
 যাহাদিগের নয়নভূঙ্গের ভোগ্যতা প্রাপ্ত
 হইবে, অদ্য সেই মথুরাবাসিনী রমণীগণের
 রজনী সুপ্রভাতা ; পথে গমনকারী কুরুকে
 অনিবারিতভাবে দেখিয়া যাহারা পুলকাঙ্কিত
 নিজদেহ বহন করিবে, তাহারাই ধস্ত । অদ্য
 গোবিন্দবদনালোকন জন্ত মথুরানগরীর
 পৌরদিগের নয়নসকলের মহোৎসব উপ-
 স্থিত হইবে । সেই ভাগ্যবতী নারীগণ কি
 স্বপ্নই দেখিয়াছে যে, অনিবারিতভাবে কান্ত
 নেত্রবিস্তারিত করিয়া অধোকজকে দর্শন

অহো গোপীজনস্বাস্থ্য দর্শয়িত্বা মহানিধি ।
উদ্ধতাস্তদ্য নেত্রাণি বিধাতাকরণাশ্রনা ॥ ২৮
অম্বরাগেণ শৈথিল্যমশ্রাস্ত ব্রজভো হরেঃ ।
শৈথিল্যমুপযাস্ত্যাত্ত্ব করেষু বলযান্তপি ॥ ২৯
অক্রুরঃ ক্রুরহৃদয়ঃ শীঘ্রং প্রেরয়তে হযান ।
এবমার্ভাস্থ যোষিৎসু স্থণা কস্ত ন জায়তে ॥ ৩০
হে হেতুঃ রথশ্চোচ্চৈশ্চক্রেণৈবনিরীক্ষ্যতাম্
দুরীকৃতো হরির্ধেন সোহপি রেণুর্ন লক্ষ্যতে ॥
ইত্যেবমতিহার্দ্দেন গোপীজননিরীক্ষিতঃ ।
ততাজ ব্রজভূভাগং সহ রামেণ কেশবঃ ॥ ৩১
গচ্ছন্তো জবনাস্থেন রথেন যযুনাতটম্ ।
প্রাপ্তা মধ্যাহ্নসময়ে রামাক্রুরজনর্দনঃ ॥ ৩২
অধাহ কৃকমক্রুরো ভবদত্যাং তাবদাস্ততাম্ ।
যাবৎ করোমি কালিন্দ্যামাহ্নিকার্হণমন্তসি ॥ ৩৩
তথেষ্ট্যক্রে ততঃ স্নাতঃ স্বাচাস্তঃ স মহামতিঃ ।

করিবে। অহো! অকরণাত্মা বিধাতা
এই গোপীজনগণকে অদ্য মহানিধি দেখা-
ইয়া নেত্রসকল উৎপাটন করিল। হরির
অম্বরাগ আমাদিগের প্রতি শৈথিল্য প্রাপ্ত
হইল বলিয়া করস্থিত বলয় সকলও আশ
শৈথিল্য প্রাপ্ত হইবে। ক্রুরহৃদয় অক্রুর
সত্ত্ব অশগুলি চালাইতেছে! এইরূপ আর্ভ
যোষিদ্বর্গের প্রতি কাহার না করুণা হয়?
ওহে, ওহে, কৃক-রথের চক্রোদ্ধত রেণু
নিরীক্ষণ কর। যাহা এতক্ষণ হরিকে
আচ্ছাদিত করিয়াছিল, সেই রেণুও আর
দেখা যাইতেছে না! অতি প্রণয়বশত
এইভাবে গোপীজনগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত
হইয়া সেই কেশব, রাম সহ ব্রজ ভূভাগ
ত্যাগ করিলেন। রাম, অক্রুর ও জনর্দন
বেগগামী অশুভ্রুত রথ দ্বারা গমন করত
মধ্যাহ্ন সময়ে যযুনাতট প্রাপ্ত হইলেন।
পরে অক্রুর তাঁহাদিগকে কহিলেন;—আপ-
নারা তাবৎ অবস্থান করুন, আমি যাবৎ
কালিন্দীজলে আহ্নিক-পূজা সমাপন করি।
হে বিপ্রগণ! তাঁহারা "তাহাই হউক"
বলিয়া অম্বমোদন করিলে পর সেই মহামতি

দধৌ ব্রজ পরঃ বিপ্রাঃ প্রবিশ্ত যযুনাজলে ॥ ৩৪
কণাসহস্রমালাঢ্যঃ বলভজঃ দদর্শ সঃ ।
কুন্দামলাকমুরিজপদ্মপত্রায়তেকশম্ ॥ ৩৫
বৃতং বাহুকিরস্তাদ্যৈর্নহতিঃ পবনাশিতিঃ ।
সংস্কৃতমানঃ বহুভির্বনমালাবিকুচিতম্ ॥ ৩৬
দধানমসিতে বস্ত্রে চাকরুপাবতঃসকম্ ।
চাকরুগুলিনং মন্তমস্তর্জলতলে হিতম্ ॥ ৩৭
তস্তোৎসঙ্গে ঘনজামমাতাত্রায়তলোচনম্ ।
চতুর্দাহুদারাকং চক্রাদ্যায়ুধভূষণম্ ॥ ৩৮
পীঠে বসানং বসনে চিত্রমালাবিকুচিতম্ ।
শক্রচাপতড়িমালাবিচিত্রায়ব ভোয়দম্ ॥ ৩৯
জীবৎসবক্ষসং চাকরুকেয়ুরমুকুটোজ্জলম্ ।
দদর্শ কৃকমক্রিষ্টং পুণ্ডরীকাবতঃসকম্ ॥ ৪০
সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভিঃ সিদ্ধযোগৈরকল্পভৈঃ ।
সকিস্ত্যমানং মনসা নাসাগ্রস্তলোচনৈঃ ॥ ৪১
বলক্কে তদাক্রুরঃ প্রত্যভিজায়বিস্মিতঃ ।
অচিন্তয়দধৌ শীঘ্রং কথমজাগতাবিতি ॥ ৪২

অক্রুর যযুনাজলে প্রবেশপূর্বক যথাবিধি
স্নান ও আচমনান্তে পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে
লাগিলেন। ২২—৩৫। পরে তিনি জলমধ্যে বল-
ভজকে দেখিতে পাইলেন উহা কণাসহস্র ও
মালাদ্বারা ভূষিত, কুন্দবৎ অমলাক, বিকসিত
পদ্মপত্রবৎ আয়তনেজ, বাহুকি রস্তাদি মহা
মহা বহু অহী দ্বারা পরিবৃত ও স্কৃতমান, বন-
মালাভূষিত, চাক্র অবতঃসমুজ্জ, মনোহর
কুণ্ডল-সমধিত, নীলবসন-পরিধান ও মন্ত।
সেই মূর্তির কোড়ে ঘনজামবর্ণ, আভাষ-
আয়তনেজ, চতুর্দাহ, উজ্জিতাল, চক্রাদি
আয়ুধে ভূষিত, ইন্দ্রচাপ ও তড়িমালা দ্বারা
বিচিত্র ভোয়দবৎ প্রভীয়মান, জীবৎস-
শোভিত-বক্ষা, চাকরুমুকুট কেয়ুর দ্বারা উজ্জল,
পুণ্ডরীকাবতঃস, অক্রিষ্টকর্ম্ম কৃককেও
দেখিতে পাইলেন। নাগার্জে, তলোচন
সনন্দনাদি সিদ্ধযোগ পাশহীন মূলিগণ কর্তৃক
চিন্ত্যমান বলদেব ও কৃককে চিনিতে পারিয়া
সেই অক্রুর বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন,
হে,—ইহারা এখানে কেমনে আসিল?

বিবৰ্ণোঃ স্তম্ভায়ামাস বাচং তন্ত জনাৰ্দ্দনঃ ।
 ততো নিজস্যা সলিলাজমভ্যাগতঃ পুনঃ ॥৪৪
 নদৰ্শ তত্র চৈবোভৌ রথস্তোপরি সংস্থিতৌ ।
 রামকণ্ঠৌ যথা পূৰ্ণঃ মন্থব্যবপুৰাধিতৌ ॥৪৫
 নিমগ্নাচ পুনস্তোয়ে দদৃশে স তথৈব তৌ ।
 সংস্কৃতমানৌ গন্ধকৈৰ্মুনিদিগ্ধমহোরগৈঃ ॥৪৬
 ততো বিজ্ঞাতসম্ভাবঃ স তু দানপতিস্তদা ।
 তুষ্টাব সৰ্গবিজ্ঞানময়মচ্যুতমৌষরম্ ॥৪৭

অকুৰ উবাচ ।

তন্মাত্ৰরূপিহেচিন্ত্যমহিয়ে পরমাত্মনে ।
 ব্যাপিনে নৈকরূপৈকস্বরূপায় নমো নমঃ ॥৪৮
 শব্দরূপায় চাচিন্ত্যহবিৰ্ভুতায় তে নমঃ ।
 নমো বিজ্ঞানরূপায় পরায় প্রকৃতেঃ প্রভো ॥৪৯
 ত্বতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথা ভবান্ ।
 আত্মা চ পরমাত্মা চ ত্বমেকঃ পঞ্চধা স্থিতঃ ॥৫০
 প্রসীদ সৰ্গধৰ্ম্মাত্মন্ কৰাক্ষর মহেশ্বর ।
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাধ্যাত্মিঃ কল্পনাভিকদৌরিতঃ ॥৫১

তিনি কথা বলিতে ইচ্ছা করিলেও জনাৰ্দ্দন
 তাঁহার বাক্য স্তম্ভন করিলেন । তার পর
 তিনি সলিল হইতে নিজস্ব হইয়া পুনরায়
 রথে আসিলেন এবং দেখিলেন,—রাম ও
 কৃষ্ণ যথাপূৰ্ণ মান্থব্যদেহে রথোপরি অবস্থিত
 আছেন । পুনরায় তিনি জলে নিমগ্ন হইয়াও
 তৎৎ তাঁহাদিগকে গন্ধৰ্ব্ব, মুনি, সিদ্ধ ও
 মহেশ্বরগাদি দ্বারা সংস্কৃতমান দেখিতে পাই-
 লেন । তাহাতে সেই দানপতি তখন প্রকৃত
 তত্ত্ব অবগত হইয়া সৰ্গবিজ্ঞানময় র
 অচ্যুতকে স্তব করিতে লাগিলেন । ৩৬—৪৭ ।
 অকুৰ কহিলেন,—তন্মাত্ৰরূপী, অচিন্ত্যমহিমা,
 সৰ্গব্যাপী, অনেকস্বরূপ, পরমাত্মাকে নমস্কার,
 নমস্কার । শব্দস্বরূপকে নমস্কার, অচিন্ত্য
 হবিৰ্ভূত তোমাকে নমস্কার । হে প্রভো!
 প্রকৃতির পরবর্তী বিজ্ঞানরূপীকে নমস্কার ।
 তুমি এক হইয়াও ত্বতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা,
 প্রধানাত্মা, আত্মা ও পরমাত্মা,—এই পঞ্চধা
 বিভক্ত হইয়া অবস্থিত । হে সৰ্গধৰ্ম্মাত্মন্,
 কৰাক্ষর মহেশ্বর! ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাতিও

অনাখ্যেয়স্বরূপাত্মরূপানাখ্যেয়প্রয়োজন ।
 অনাখ্যেয়াভিধান দ্বাং নতোহস্মি পরমেশ্বরম্
 ন যত্র নাথ বিদ্যস্তে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ ।
 তদব্রহ্ম পরমং নিত্যমবিকারি ভবানজঃ ॥৫৩
 ন কল্পনামুতেহৰ্ষস্ত সৰ্গস্তাধিগমো যতঃ ।
 ততঃ কৃষ্ণাচ্যুতানন্তবিষ্ণুসংজ্ঞাভিরীড়্যসে ॥৫৪
 সৰ্ব্বাণ্ডঃস্বমজ্জ বিকল্পনাভিরেতৈ-
 দেবাস্তঃজগদধিনঃ ত্বমেব বিশ্বম্ ।
 বিশ্বাণ্ডঃস্বমতিবিকারভেদহীনঃ
 সৰ্ব্বস্মিন্ন হি ভবতোহস্তি কিঞ্চিদন্তঃ ॥৫৫
 ত্বং ব্রহ্মা পশুপতির্যম্মা বিধাতা
 ত্বং ধাতা ত্রিদশপতিঃ সমীরণোহগ্নিঃ ।
 তোয়েশো ধনপতিরন্তকস্বমেকা
 তিন্নাত্মা জগদপি পাসি শক্তিভেদৈঃ ॥৫৬
 বিশ্বং ভবান্ সৃজতি হস্তি গভস্তিরূপো
 বিশ্বঞ্চ তে গুণময়োহয়মজ প্রপঞ্চঃ ।

তোমাকে কল্পনা দ্বারা উল্লেখ করিয়া থাকেন ।
 হে অনাখ্যেয়স্বরূপাত্মন্! অনাখ্যেয়প্রয়ো-
 জন! অনাখ্যেয়াভিধান! পরমেশ্বর! তোমাকে
 নমস্কার করি । হে নাথ! যাহাতে নাম-
 রূপাদি কল্পনাও করা যায় না, তুমি সেই
 নিত্য অবিকারী অজ পরম ব্রহ্ম; যে হেতু
 সমস্ত পদার্থেরই ক ব্যতীত জ্ঞান হইতে
 পারে না । সেই জন্তই তুমি কৃষ্ণ, অচ্যুত,
 অনন্ত, বি ইত্যাদি সংজ্ঞা দ্বারা স্তত হইয়া
 থাক । হে সৰ্ব্বাত্মন্! অজ তুমি এই সকল
 বিকল্পনা দ্বারা নানা দেবতা হইয়াছ, তুমিই
 অখিল জগৎ, তুমিই এই বিশ্ব । হে বিশ্বাত্মন্!
 তুমি অতিমাত্র বিকারহীন; তুমি সৰ্ব্বত্রই
 বিরাজিত আছ, তোমা হইতে ভিন্ন আর
 কিছুই নাই । তুমিই ব্রহ্মা, পশুপতি, অর্যম্মা,
 বিধাতা, তুমিই ধাতা, ত্রিদশপতি, সমীরণ ও
 অগ্নি । এক তুমিই তোয়েশ ও ধনপতি,
 অন্তক, ইত্যাদি বিভিন্নমূৰ্ত্তিতে বিভিন্ন
 শক্তিতে জগৎ পালন করিয়া থাক ।
 কিরণরূপী তুমি বিশ্বের সৃজন ও পালন
 কর; হে অজ! এই গুণময় বিশ্বও

রূপং পরং সদিতি বাচকমকরং যজ্জ -

জানান্ননে সদসতে প্রণতোহস্মি তস্মৈ ॥

ও নমো বাসুদেবায় নমঃ সংস্করণায় চ ।

প্রহ্লাদায় নমস্তাত্মানিরুদ্ধায় তে নমঃ ॥ ৫৮

ব্যাস উবাচ ।

এবমস্তর্জলে কৃষ্ণমভিষ্টুম্ স যাদবঃ ।

অর্থয়ামাস সর্কেশং ধূপপুষ্পৈশ্চনোময়ৈঃ ॥ ৫৭

পরিভ্যক্ত্যন্তবিষয়ং মনস্তত্র নিবেশ্ত সঃ !

ব্রহ্মকৃত্যে চিরং স্থিত্বা বিরয়াম সমাধিতঃ ॥ ৬০

কৃতকৃত্যমিবাশ্বানং মন্তমানো বিজোন্তমাঃ ।

আজগাম রথং ভূয়ো নির্গম্য যমুনাস্তমঃ ॥ ৬১

রামকর্ণো দদর্শাথ যথাপূর্কমবস্থিতো ।

বিস্মিতাকং তদাক্রুরং তঞ্চ কৃষ্ণোহভ্যভাষত

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

কিং হুয়া দৃষ্ট্বামাশ্চর্য্যমাক্রুর যমুনাজলে ।

বিস্ময়োৎফুল্লনয়নো ভবান্ সংলক্ষ্যতে যতঃ ॥

তোমারই প্রপঞ্চমাত্র । ‘সং’ এই যে বাচক অকর, ইহাই তোমার পরম রূপ ; সদসং জানান্না সেই তোমাকে আমি প্রণাম করি । “ও নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়” বলিয়া তোমায় আমি নমস্কার করি, সংস্করণকেও নমস্কার, প্রহ্লাদ, তামাকে নমস্কার, অনিরুদ্ধ, তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৮—৫৮ । ব্যাস বলিলেন,—সেই যাদব জলমধ্যে এইরূপে কৃষ্ণকে স্তব করিয়া মনোময় পুষ্প ধূপ দ্বারা সেই সর্কেশ্বরকে অর্চনা করিলেন । তারপর অন্তবিষয় পরিহার করত সেই ব্রহ্মকৃত হরিতে মন নিবেশিত করিয়া দীর্ঘকাল অবস্থানের পর সেই সমাধি হইতে বিরত হইলেন । হে বিজোন্তমগণ ! তিনি আশ্বাকে কৃতকৃত্য বোধ করত যমুনা-জল হইতে উত্থানপূর্বক পুনরায় রথে আসিলেন । দেখিলেন,—রাম ও কৃষ্ণ যথাপূর্বক অবস্থিত রহিয়াছেন । তখন বিস্মিত-নেত্র সেই অক্রুরকে কৃষ্ণ এই কথা কহিলেন,—হে অক্রুর ! তুমি যমুনাজলে কি আশ্চর্য্য দেখিলে ? যেহেতু তোমাকে বিস্ময়োৎফুল্লনয়ন দেখাইতেছে । অক্রুর

অক্রুর উবাচ ।

অস্তর্জলে যদাশ্চর্য্যং দৃষ্টং তজ্জ ময়াচ্যুত ।

তদত্রৈব হি পশ্চ্যামিমুর্জিমং পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৬৩

জগদেতন্নহাশ্চর্য্যং রূপং যন্ত মহাশ্বনঃ ।

তেনাশ্চর্য্যপরেণাহং ভবতা কৃষ্ণ সঙ্গতঃ ॥ ৬৪

তৎকিমিতিৈন মথুরাং প্রযামো মধুস্থদন ।

বিত্তেমি কংসাদধিগুজম্ পরপিণ্ডোপজীবিনঃ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্য ক্কা চোদয়ামাস তান্ হ্যান বাতরংহসঃ ।

সম্প্রাপ্তশ্চাপি সায়াহ্নে সোহক্রুরো মথুরাং

পুরীম্ ।

বিলোকা মথুরাং কৃষ্ণঃ রামং চাহ স যাদবঃ ॥ ৬৭

অক্রুর উবাচ ।

পদ্ভ্যাং যাতং মহাবীৰ্য্যো রথেনৈকো বিশা-

মহম্ ।

গন্তব্যং বসুদেবস্ত নো ভবদ্ভ্যাং তথা গৃহে ।

যুবয়োহি কৃতে বৃদ্ধঃ কংসেন স নিরস্যাতে ॥ ৬৮

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্য ক্কা প্রবিবেশাসাবক্রুরো মথুরাং পুরীম্ ।

বলিলেন,—হে অচ্যুত ! সেই জলমধ্যে যে আশ্চর্য্য দেখিয়াছি, তাহা এখানেও মুর্জিমান পুরোবর্তী দেখিতেছি ! এই মহাশ্চর্য্য জগৎ বাহার রূপ, হে কৃষ্ণ ! সেই পরমাশ্চর্য্য আপনার সহিত আমি এখানে মিলিত হইয়াছি । তা, এ আলোচনায় ফল কি ? মধুস্থদন ! মথুরায় যাই ; কংস হইতে ভয় পাইতেছি । পরপিণ্ডোপজীব-গণের জীবনে দিকু ! ব্যাস বলিলেন,—অক্রুর এই বলিয়া সেই বাতবেগী হুগগণকে প্রেরণ করিলেন এবং সায়াহ্নকালে মথুরা-পুরীতে উপস্থিত হইলেন । সেই যাদব তখন মথুরাপুরীতে দেখিয়া রাম ও কৃষ্ণকে বলিলেন,—হে মহাবীৰ্য্যদ্বয় ! আপনারা পাদচায়ে গমন করুন, আমি একাকী রথ দ্বারা প্রবেশ করি । আপনারা বসুদেবের গৃহে যাইবেন না । আপনারদের ক্ষুণ্ণই সেই বৃদ্ধ, কংস বর্জক উৎপীড়িত হইতে

প্রবিশৌ রামকৃকৌ চ রাজমার্গযুগাগতো ॥ ৬৯
 ত্রীভিন্নৈরশ্চ সানন্দলোচনৈরভিবিকিতৌ
 জম্বতুলীলয়া বীরৌ প্রপ্লবৌ বালগজাবিব ॥ ৭০
 ভ্রমণার্থো তু তৌ দৃষ্টৌ রজকং রজকারকম্ ।
 অযাচেতাং স্বরূপাণি বাসাংসি কুচিরাণি তৌ
 কংসস্ত রজকঃ সৌখ্য প্রসাদাকৃটবিস্ময়ঃ ।
 বহুতাক্ষেপবাক্যানি প্রাহোচ্চৈ রামকেশবৌ ॥
 ততস্তলপ্রহারেণ কৃকস্তস্ত হুরাশ্বনঃ ।
 পাতঙ্গ্যামাস কোপেন রজকস্ত শিরো ভুবি ॥ ৭৩
 হস্তাদায় চ বজ্রাণি পীতনীলাশ্বরৌ ততঃ ।
 কৃকরামৌ মুদারুক্তৌ মালাকারগৃহং গতৌ ॥ ৭৪
 বিকাসিনেজ্রযুগলৌ মালাকারোহতিবিস্মিতঃ ।
 এতৌ কস্ত কুতো যাতৌ মনসাচিন্তয়ন্ততঃ ৭৫
 পীতনীলাশ্বরধরৌ দৃষ্টৌতিস্মনোহরৌ ।
 স তর্কয়ামাস তদা ভুবং দেবাবুপাগতৌ ॥ ৭৬

ছেন। ৫৯—৬৮। ব্যাস বলিলেন,—সেই
 অক্ষর এই বলিয়া মথুরাপুরীতে প্রবেশ
 করিলেন। রাম কৃক ও প্রবিশ্ট হইয়া
 রাজপথে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই
 বীরদ্বয় বালগজবৎ লীলা সহকারে যাইতে
 যাইতে সানন্দনয়ন নরনারীগণ কর্তৃক
 বীক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা ভ্রমণ
 করিতে করিতে এক রজকারক রজককে
 দেখিয়া তাহার নিকটে নিজ নিজ যোগ্য
 কুচির বস্ত্র চাহিলেন। কংসের প্রসাদে
 গর্জিত সেই রজক তাহাতে রাম ও কেশবকে
 অনেক অক্ষেপ বাক্য বলিল। কৃক তাহাতে
 কুপিত হইয়া করতলপ্রহারে সেই হুরাশ্ব
 রজকের মস্তকচ্ছেদনপূর্বক ভূতলে পাতিত
 করিলেন। পরে কৃক ও রাম সেই রজককে
 রত্ন্যপূর্বক বস্ত্র লইয়া পীত ও নীলাশ্বর
 পরিধান করত হৃদিচিন্তে মালাকার-ভবনে
 গমন করিলেন। মালাকার বিস্মিত হইয়া
 বিকসিত-নেত্রযুগলে “ইহারা কাহার? কোথা
 হইতেই বা আসিল?” মনে মনে এইরূপ
 ভাবনা করিল। সে তাঁহাদিগকে পীত-নীলা-
 শ্বরধর, অতি-সুমনোহর দর্শনে মনে মনে

বিকাশিমুখপদ্মাত্যাং তাত্যাং পুষ্পাণি ষাচিত্তঃ
 ভুবং বিষ্টভ্য হস্তাভ্যাং পম্পর্শশিরসা মহীম্ ।
 প্রসাদসুমুখৌ নাথৌ মম গেহমুপাগতৌ ।
 ধন্তোহহমর্চয়িষ্যামীত্যাহ তৌ মালাজীবিকঃ
 ততঃ প্রকৃষ্টবদনস্তয়োঃ পুষ্পাণি কামতঃ ।
 চারুণ্যেতানি চৈতানি প্রদদৌ স বিলোভয়ন
 পুনঃপুনঃ প্রণম্যাসৌ মালাকারোক্তমো দদৌ
 পুষ্পাণি তাত্যাং চারুণি গন্ধবস্ত্র্যমলানি চ ॥
 মালাকারায় কৃকোহপি প্রসন্নঃ প্রদদৌ বরম্ ।
 ত্রীশ্বাং মৎসংশ্রয়া ভজ্ঞ ন কদাচিত্ত্যজিহ্যতি ॥
 বলহানির্ন তে সৌম্য ধনহানিরথাপি বা ।
 যাবদ্ধরনিস্বর্য্যৌ চ সম্ভতিঃ পুত্রপৌত্রিকী ॥ ৮২
 ভুক্তা চ বিপুলান্ ভোগাংস্বমস্তে মৎপ্রসাদতঃ

আলোচন। করিতে লাগিল যে,—“নিশ্চয়ই
 ইহারা দেবতা, ভূতলে আসিয়াছেন।” রাম
 ও কৃক বিকসিত মুখপদ্মে তাহার নিকট পুষ্প
 প্রার্থনা করিলে সেই মালাকার হস্ত দ্বারা
 ভূতল অবলম্বনপূর্বক মস্তক দ্বারা মহীতল
 স্পর্শ করত তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল
 এবং “হে প্রসাদসুমুখ নাথদ্বয়! আপনারা
 আমার গৃহে আসিয়াছেন, আমি ধন্ত
 হইলাম! আপনাদিগের অর্চনা করিব।”
 এই কথা বলিল। পরে সে প্রকৃষ্ট-
 বদনে “এগুলি তাল, এগুলি সুন্দর,”
 এইরূপ বাক্যে প্রলোভিত করত তাঁহাদিগকে
 কামনাগুরুপ পুষ্প প্রদান করিল। ৬৯—৭৯।
 সেই মালাকারোক্তর তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ
 প্রণামান্তে। মনোহর পুষ্প ও গন্ধ-সমবিত্ত
 অমল মালা সকল প্রদান করিল।
 তখন কৃক ও প্রসন্ন হইয়া সেই মালাকারকে
 এই বর প্রদান করিলেন যে,—হে ভজ্ঞ!
 মৎসংশ্রয়া ত্রী তোমাকে কখনও পরিত্যাগ
 করিবে না। সৌম্য! তোমার বলহানি
 বা ধনহানি হইবে না। ধরনী ও স্বর্গের
 স্থিতিকাল পর্যন্ত পুত্র-পৌত্র-সমৃদ্ধ দ্বারা-
 বাহিক বংশ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তুমি মৎ-
 প্রসাদে বিপুল ভোগ্য উপভোগ্যান্তে অক্কে

মমাহুন্নয়নং প্রাপ্য দিব্যালোকমবাপ্যসি ॥ ৮৫
ধর্মো মনসে তে ভদ্র সর্বকালং ভবিষ্যতি।
যুগৎসন্ততিজাতানাং দীর্ঘমায়ুর্ভবিষ্যতি ॥ ৮৬
নোপসর্গাদিকং দোষং যুগৎসন্ততিসম্ভবঃ।
অবাপ্যতি মহাভাগ যাবৎসুখ্যো ভবিষ্যতি ॥
ব্যাস উবাচ।

ইত্যাঙ্ক। তদগৃহাৎ কৃষ্ণো বলদেবসহায়বান্।
নির্জগাম মুনিশ্ৰেষ্ঠ। মালাকারেণ পূজিতঃ ॥ ৮৭

ইতি ত্রিভাষ্যেকুরপ্রত্যাগমনং ত্রিনবত্যা-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১২ ॥

ত্রিনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

রাজমার্গে ততঃ কৃষ্ণঃ সানুলেপনভাজনাম্।
দদর্শ কুজামায়াস্তীং নবযৌবনগোচরাম্ ॥ ১
তামাহ ললিতঃ কৃষ্ণঃ কন্তেদমনুলেপনম্।

আমার অল্পস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া দিব্য লোক
লাভ করিবে। ওহে ভদ্র! সর্বকালেই
তোমার মন ধর্ম্মে রত থাকিবে। তোমার
সন্ততিজাত ব্যক্তিবর্গের দীর্ঘায়ু লাভ হইবে;
যাবৎ সুখ্য থাকিবেন, তাবৎ তোমার
বংশের কাহারই উপসর্গাদি দোষ ঘটিবে
না। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশ্ৰেষ্ঠগণ!
বল-সহায়বান্ কৃষ্ণ এই বলিয়া সেই মালাকার
কর্তৃক পূজিত হইয়া তাহার গৃহ হইতে বহি-
র্গত হইলেন। ৮০—৮৬।

ত্রিনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১২।

ত্রিনবত্যাধিক শততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—তারপর কৃষ্ণ রাজ-
পথে সানুলেপন পাত্রহস্তে নবযৌবন-গর্ভিতা
কুজাকে আসিতে দেখিলেন। কৃষ্ণ তাহাকে
ললিতবচনে বলিলেন,—ইন্দীবরলোচনে!
এ কাহার অনুলেপন সহিয়া যাইতেছ?

ভবত্যা নীয়তে সত্যং বদেন্দীবরলোচনে ॥ ২
সকামেনৈব সা প্রোক্তা সাহুয়াগা হরিং প্রতি।
প্রাহ সা ললিতঃ কুজা দদর্শ চ বলান্ততঃ ॥ ৩
কুজোবাচ।

কাস্ত কস্যার জানাসি কংসেনাপি নিযোজিতা।
নৈকবক্রেতি বিখ্যাতামনুলেপনকর্তৃণি ॥ ৪
নান্তপিষ্টং হি কংসস্ত্রীতয়ে অনুলেপনম্।
ভবত্যাঃমতীবাশ্চ প্রসাদধমভাজনম্ ॥ ৫

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

সুগন্ধমেতদ্রাজাঃ কচিরং কচিরাননে।
আবয়োর্গাত্রসদৃশং দীযতামনুলেপনম্ ॥ ৬
ব্যাস উবাচ।

ঋত্বা তমাহ সা কৃষ্ণঃ গৃহতামিতি সাদরম্।
অনুলেপঞ্চ প্রদদৌ গাত্রযোগ্যমখোভয়োঃ ॥ ৭
ভজিচ্ছেদানুলিপ্তাকৌ ততস্তৌ পুরুষধ্বজৌ।
সেন্সচাপৌ বিরাজস্তৌ সিতকৃষ্ণাবিবাহুদৌ ॥ ৮
ততস্তাং চিবুকে শৌরিকল্পাপনবিধানবিৎ।
উল্লাপ্য তোলয়ামাস দ্যুতুলেনাগ্রপাণিনা ॥ ৯

সত্য বল। হরি সকামভাবে এই কথা
কহিলে সেই কুজাও তৎপ্রতি অহুয়াগবতী
হইয়া কামবশে তাঁহাকে দর্শন করিল এবং
বলিল,—কাস্ত! তুমি আমাকে কেন জান
না? আমি নৈকবক্রা নামে বিখ্যাতা; কংস
কর্তৃক অনুলেপন কর্ম্মে নিয়োজিতা। অস্ত্র-
পিষ্ট অনুলেপন কংসের স্ত্রীতজনক হয় না;
আমি তাঁহার অতীব প্রসাদধনের পাত্রী।
কৃষ্ণ বলিলেন,—অয়ি! কচিরাননে! এই
সুগন্ধ অতীব মনোরম, এবং রাজযোগ্য
বটে; অতএব আমারিগের গাত্রযোগ্য
অনুলেপন দান কর। ব্যাস বলিলেন,
—এই কথা শুনিয়া সে কৃষ্ণকে সাদরে
“গ্রহণ কর” বলিয়া তাহারিগের গাত্রযোগ্য
অনুলেপন প্রদান করিল। পরে সেই পুরুষ-
ধ্বজদ্বয়, যেখানে যেমন অনুলেপন ধারণ
করা বিধেয় তদনুসারে অহুলিপ্তা হইয়া
সেন্সচাপ-সমভিত্তিসিত-কৃষ্ণ অহুদবৎ বিরাজিত
হইলেন। উল্লাস-বিলাসে অচুতুর শৌর্য পরে

চক্ৰ পত্যাং তদা ঋতুঃ কেশবোহনয়ঃ ।
 ততঃ সা ঋতুতাঃ প্রাপ্তা যোষিতামভবত্বয়া ॥
 বিলাসললিতঃ প্রাহ প্রেমগৰ্ভভরা নসম্ ।
 বস্ত্রে প্রগৃহ্য গোবিন্দং ব্রজ গেহং মমেতি বৈ ॥
 আয়ান্তে ভবতীগেহমিতি তাং প্রাহ কেশবঃ ।
 বিসম্ভজ্য জহাসোচ্চৈ রামস্তালোক্য চাননম্ ॥
 ভক্তিক্ষেদানুলিপ্তাক্ষৌ নীলপীতাস্বরাবুভৌ ।
 ধনুঃশালাং ততো যাতৌ চিত্রমাল্যোপ-
 শোভিতৌ
 অধ্যান্ত চ ধনুঃশতং তাভ্যাং পৃষ্টেভ্য রক্ষিভিঃ ।
 আখ্যাতং সহসা কৃষ্ণে গৃহীত্বাপুরয়দ্ধনুঃ ॥১৪
 ততঃ পুরয়তা তেন ভজ্যমানং বলাদ্ধনুঃ ।
 চকারাতিমহাশব্দং মথুরা তেন পুরিতা ॥ ১৫
 অল্পযুক্তৌ ততস্তৌ চ ভগ্নে ধনুষি রক্ষিভিঃ ।

তাহাকে হস্তের দুইটা অঙ্গুলি দ্বারা চিবুকে
 ধরিয়া উচ্চৈ আনিলেন, সেই সঙ্গে পদদ্বয়
 দ্বারা তদীয় পদদ্বয়কেও নিয়মিতকৈ আকর্ষণ
 করিলেন; কেশব এইরূপ করায় কুজা
 সরলত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই ত্রিবক্রা কুজা এই
 ভাবে সরল হইয়া তখন উত্তমায় রমণী হইল।
 সে তখন গোবিন্দকে বস্ত্রে ধরিয়া বিলাস-
 ললিত প্রেমগৰ্ভবচনে ধীরে ধীরে বলিল,—
 “আমার গৃহে চল।” কেশব “তোমার গৃহে
 আসিব” এই বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া
 রাস্তার মুখের দিকে চাহিয়া উচ্চ হাস্য করি-
 লেন। ১—১২। যথাযোগ্য অঙ্গুলিপ্তাক্ষ
 ও নীল-পীতাস্বরধারী বিচিত্র মাল্যভূষিত
 রাম ও কৃষ্ণ তারপর কংসের ধনুঃশালায়
 উপনীত হইলেন। সেখানে যজ্ঞীয় ঐষ্ট
 ধনু রাখিয়া যেসকল রক্ষী উপবিষ্ট ছিল,
 তাহাদিগকে সেই ধনুর কথা জিজ্ঞাসা
 করিলে তাহারা দেখাইয়া দিল। কৃষ্ণ সহসা
 সেই ধনু ধারণপূর্বক উহাতে গুল সংযোগ
 করিলেন। পরে আকর্ষণ করাতে উহা
 ভগ্ন হইয়া গেল। সেই ক্ষণে সমগ্র মথুরা
 নগরী পরিপূরিত হইল। ধনু ভগ্ন হইলে
 রক্ষীরা উহাদিগকে অনেক অল্পযোগ

রক্ষিসৈন্তঃ নিকৃত্যোভৌ নিক্রান্তৌ

কার্ণুকালয়াৎ ১৬

অকুরাগমবৃত্তান্তমুপলভ্য তথা ধনুঃ ।

ভগ্নঃ ঋতুধ কংসোহপিপ্রাহচাপূরয়ত্বিকৌ ॥১৭

কংস উবাচ ।

গোপালদারকৌপ্রাপ্তৌভবন্ত্যাং তৌ মমাপ্রভঃ

মল্লযুদ্ধেন হস্তবো মম প্রাণহরৌ হি তৌ ॥ ১৮

নিযুদ্ধে তদ্বিনাশেন ভবন্ত্যাং তোষিতৌ হহম্

দাস্তাম্যভিমতান্ কামান্নান্তথৈতন্নহাবলৌ ॥১৯

স্তায়তোহস্তায়তোবাপিভবন্ত্যাং তৌ মমাহিতৌ

হস্তবো তদ্বাদ্রাজ্যং সামান্তং বো ভবিষ্যতি

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাদিশ্রু স তৌ মল্লৌ ততচ্চাহুয় হস্তিপম্

প্রোবাচোচ্চৈষা মন্তঃ সমাজঘারি কুঞ্জরঃ ॥২১

স্থাপ্যঃ কুবলয়াপীড়স্তেন তৌ গোপদারকৌ ।

ঘাতনীযৌ নিগুঞ্চায় রজ্জ্বদ্বাঃমুপাগতৌ ॥ ২২

করিল। তাহারা রক্ষীদিগকে প্রহারপূর্বক
 সেই কার্ণুকালয় হইতে নিক্রান্ত হইলেন।
 পরে কংস অকুরের আগমন ও ধনুর্ভগ্ন
 বিবরণ অবশ্যে চাপূর ও মুক্তিককে বলিল,—
 গোপাল বালকদ্বয় এখানে আসিয়াছে,
 তাহাদিগকে আমার সমক্ষে তোমরা মল্লযুদ্ধে
 নিহত কর, উহারা আমার প্রাণহারী,—হে
 মহাবলদ্বয়! তোমরা বাহ্যযুদ্ধে উহাদিগকে
 বিনষ্ট করিলে আমি তোমাদিগকে অভিমত
 কাম প্রদান করিব, ইহার অন্তথা হইবে না।
 স্তায়ত ও অস্তায়ত যেভাবেই হউক, আমার
 সেই অহিতদ্বয়কে তোমরা হত্যা করিবে।
 উহাদিগের বধ সাধন করিলে এ
 রাজ্য তোমাদেরই হইবে।—২০। ব্যাস
 বলিলেন,—সেই কংস মল্লদ্বয়কে সেইরূপ
 আদেশ করিয়া পরে হস্তিপালককে আহ্বান-
 পূর্বক বলিল,—তুমি আমার সেই মন্ত
 বর কুঞ্জর কুবলয়াপীড়কে সমাজঘারে স্থাপন
 করিও। সেই গোপবালকদ্বয় বাহ্যযুদ্ধার্থ
 রজ্জ্বদ্বারে উপাগত হইলে ঐ হস্তী দ্বারা

তমাজ্ঞাপ্যাহ দৃষ্টা চ মঞ্চান্ সৰ্বানুপাহতান ।
 আসন্নমরণঃ কংসঃ সূর্য্যোদয়মুদৈক্ষত ॥ ২৩
 ততঃ সমস্তমঞ্চেষু নাগরঃ স তদা জনঃ ।
 রাজমঞ্চেষু চাক্রুতাঃ সহ ভূত্যৈর্মহীভূতঃ ॥ ২৪
 মল্লপ্রান্তিকবর্গাচ্চ রজমধ্যে সমীপগঃ ।
 ক্রুতঃ কংসেন কংসোহপি তুঙ্গমঞ্চে ব্যবস্থিতঃ
 অন্তঃপুরাণাং মঞ্চাচ্চ যথাস্তে পরিকল্পিতাঃ ।
 অস্তে চ বারমুখ্যানামস্তে নগরযোষিতাম্ ॥ ২৬
 নন্দগোপাদয়ো গোপা মঞ্চেষু সমুদেষু
 অক্রুরবনুদেবৌ চ মঞ্চপ্রান্তে ব্যবস্থিতৌ ॥
 নগরীযোষিতাং মধ্যে দেবকী পুত্রগন্ধিনী ।
 অন্তকালেহপি পুত্রস্ত দ্রক্ষ্যামীতি মুখং স্থিতা ॥
 বাহ্যমানেষু ভূষ্যেযু চাপরে চাতিবল্লভি ।
 হাহাকারপরে লোক আক্ষেপ্যতি মুষ্টিকে ॥
 হৃদা কুবলয়াপীড়ং হস্ত্যারোহপ্রচোদিতম্ ।

উহাদিগকে ঘাতিত করিবে। তাহাকে
 এইরূপ আজ্ঞা করিয়া আসন্নমরণ কংস,
 সমস্ত মঞ্চ সম্বন্ধিত হইয়াছে দেখিয়া সূর্য্যো-
 দয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল। তারপর
 ক্রমে নাগরগণেরা সেই সমস্ত মঞ্চ আসিয়া
 উপবেশন করিল। রাজকীয় মঞ্চসকলে মহী-
 পতিরা ভূত্যগণসহ আরোহণ করিলেন।
 কংসও রজমধ্যে সন্নিকটেই মল্লদিগের
 দোষগুণ-নিরূচনকারী জনগণকে উপবেশিত
 করিয়া স্বয়ং উচ্চ মঞ্চে অবস্থিত হইল।
 এতদ্বার অন্তঃপুরনারীগণের, প্রধান প্রধান
 বারবানিতাদিগের এবং নাগররমণীবর্গের
 নিষিদ্ধও পৃথক্ পৃথক্ মঞ্চ পরিকল্পিত হইল।
 নন্দগোপাদি গোপালেরা এক মঞ্চে অবস্থান
 করিল। অক্রুর ও বনুদেব মঞ্চপ্রান্তে উপ-
 বিষ্ট হইলেন। পুত্রস্নেহবিক্রবা দেবকী মৃত্যু-
 কালেও পুত্রের মুখ দেখিতে পাইব ভাবিয়া
 নাগর-নারীগণের মধ্যে উপবিষ্টা হইলেন।
 পরে তুহ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল।
 চাপুর অতিশয় গর্জ্জ প্রকাশ করিতে লাগিল,
 মুষ্টিক আক্ষেপন করিতে লাগিল এবং লোক
 সকল হাহাকার করিতে লাগিল। এমন

মদানুগভুলিগুজো জগদন্তবরাযুধৌ ॥ ৩০
 যুগমধ্যে যথা সিংহৌ গর্জ্জলীলাবলোকিনৌ ।
 প্রবিষ্টৌ স্তুমহারঙ্গং বলদেবজনাদিনৌ ॥ ৩১
 হাহাকারো মহান যন্তে সর্বরক্তেশ্বনস্তরম্ ।
 কৃষ্ণোহয়ং বলভদ্রোহয়মিতি লোকস্ত বিস্ময়াৎ
 সোহয়ং যেন হতা ঘোরা পুতনা বালঘাতিনী
 প্রক্ষিপ্তঃ শকটঃ যেন ভগ্নৌ চ যমলার্জুনৌ ॥
 সোহয়ং যঃ কালিয়ং নাগং ননর্তাকৃচ্ছ বালকঃ ।
 ধৃতৌ গোবর্দ্ধিনৌ যেন সপ্তরাত্রঃ মহাগিরিঃ ॥ ৩৩
 অরিষ্টৌ ধেনুকঃ কেশী লীল্যৈব মহাস্থনা ।
 হতা যেন চ তুর্ধ্বস্তো দৃষ্টতে সোহয়মচ্যুতঃ ॥
 অয়ং চাস্ত মহাবাহুবলদেবোহগ্রজোহগ্রতঃ ।
 প্রয়াতি লীলয়া যোযিষ্মনোনয়ননন্দনঃ ॥ ৩৬
 অয়ং স কথ্যতে প্রোক্তঃ পুরাণার্থাবলোকিভিঃ
 গোপালোযাদবঃ বংশঃ ময়মভ্যুজ্জরিষ্যতি ॥ ৩৭

সময়ে বলদেব ও জনার্দন রজস্বারে মাহত-
 প্রেরিত কুবলয়াপীড়কে হত্যাপূর্ব্বক তদীয়
 মদরক্তে অহুলিগুজ হইয়া সেই গজের
 দীর্ঘ দন্তদ্বয় আয়ুধরূপে গ্রহণ করত যুগ-
 মধ্যে সিংহের স্তায় সগর্জ্জ লীলাসহকারে
 দেখিতে দেখিতে সেই স্তুমহারঙ্গ মধ্যে
 প্রবেশ করিলেন। ২১—৩১। অনন্তর সমস্ত
 রজমধ্যে বিস্ময়বশে লোক সকলের “এই
 কৃষ্ণ”,—“এই বলভদ্র” ইত্যাকার শব্দসহ মহা
 হাহাকার উপস্থিত হইল। যিনি ঘোরা বাল-
 ঘাতিনী পুতনাকে নিহত করিয়াছেন, এই সেই
 কৃষ্ণ, যিনি শকট প্রক্ষেপ ও যমলার্জুন তখন
 করিয়াছেন, যিনি কালিয়নাগে আরোহণ-
 পূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছেন, যিনি গোবর্দ্ধন মহা
 গিরিকে সপ্ত রাত্র ধারণ করিয়াছেন, সেই
 এই কৃষ্ণ। তুর্ধ্বস্ত অরিষ্ট, ধেনুক ও কেশী
 যে মহাস্থার লীলাবশে নিহত হইয়াছে,
 সেই অচ্যুত ঐ দৃষ্ট হইতেছেন। ইনি
 উহার অগ্রজ, নারীগণের মনোনয়ননন্দন
 বলভদ্র, লীলাসহকারে যাইতেছেন।
 পুরাণার্থতত্ত্ব প্রাজ্ঞজনেরা বলিয়া থাকেন
 যে, এই গোপাল ময় বাদবংশকে উন্নীত

অয়ং স সৰ্বভূতস্ত বিকোরখিলজন্মনঃ ।

অবতীর্ণো মহীমংশো নুনঃ ভারহরো ভুবঃ ॥ ৩৬

ইত্যেবং বর্ণিতে পৌরে রামে কৃষ্ণে চ

তৎক্ষণাৎ ।

উরস্তাপ দেবক্যাঃ স্নেহস্তুতপয়োধরম্ ॥ ৩৭

মহোৎসবমিবালোক্য পুত্রাবেব বিলোকয়ন্ ।

যুবাব বস্তুদেবোহভূদ্বিহায়াভ্যাগতাঃ জরাম্ ॥

বিস্তারিতাক্ষিগুণা রাজান্তঃপুরযোষিতঃ ।

নাগরস্বাসমুৎসবজুঃ ন বিররাম তৌ ॥ ৪১

স্মিয় উচুঃ ।

সখ্যঃ পশ্চত কৃষ্ণস্ত মুখমপ্যমুজেক্ষণম্ ।

গজযুদ্ধকৃত্যাসম্বেদাম্বুকণিকাক্ষিতম্ ॥ ৪২

বিকাসীব সরোহস্তোজমবস্ত্রায়জলোক্ষিতম্ ।

পরিভূতাক্ষরং জন্ম সফলং ক্রিয়তাং দৃশঃ ॥ ৪৩

ঐবৎসাক্ষং জগদ্ধাম বালৈশ্চত্বিলোক্যতাম্ ।

বিপক্ষক্ষণং বক্ষ্যে ভূজযুগল ভামিনি ॥ ৪৪

বল্লভা মুষ্টিকেনৈব চাপুরেণ তথাপটরেঃ ।

করিবেন। নিশ্চয়ই ইনি সৰ্বভূতাত্মক অখিলজন্মা বিষ্ণুর অংশে ভূভারহরণার্থ মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাম ও কৃষ্ণ সৰ্বদে পৌর জনেরা এইরূপ বর্ণন করিতে থাকিল। দেবকীর বক্ষস্থল সম্ভূত হইয়া উঠিল; স্নেহবশে পয়োধর ক্ষরিত হইতে লাগিল। মহোৎসব সদৃশ পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া বস্তুদেব যুদ্ধভাব পরিত্যাগপূর্বক যুবার জ্ঞায় হইলেন। নাগর নারীগণ ও অস্তান্ত যোষিৎবর্গ বিস্ফারিত-নেত্রযুগলে সেই রাম-কৃষ্ণের দর্শনবিষয়ে ক্ষণমাত্রও বিরত হইল না। ৩২—৪১। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল,—হে সখিগণ! গজযুদ্ধজনিত আঘাসে বেদাম্বু-কণিকাশোভিত অম্বুজেক্ষণ কৃষ্ণের মুখখানি দেখ। হিমকণাযুক্ত সরো-বরগত বিকৃষিত পদ্মসদৃশ অনির্কলনীয় এই মুখ দর্শনে নয়নের সফলতা সাধন কর। হে ভামিনি! জীবের আধারস্বরূপ ঐবৎস-চিহ্ন-শোভিত বিপক্ষ-ক্ষয়কারী বক্ষঃস্থল ও জুগল অবলোকন কর। মুষ্টিক ও চাপু-

ক্রিয়তে বলভদ্রস্ত হস্তমৌষধিলোক্যতাম্ ॥ ৪৫

সখ্যঃ পশ্চত চাপুরং নিযুক্তার্থময়ং हरिः ।

সমুপেতি ন সন্ত্যজ্য কিং বৃদ্ধা যুক্তকারিণঃ ॥ ৪৬

ক যৌবনোন্মুখীভূতঃ সুকুমারতত্ত্বহরি ।

ক বজ্রকঠিনাভোগশরীরোরহয়ং মহানুরঃ ॥ ৪৭

ইমৌ সুললিতৌ রঞ্জে বর্জ্যেতে নবযৌবনৌ ।

দৈতেয়মল্লাচাপুরপ্রমুখাস্তদারুণাঃ ॥ ৪৮

নিযুক্তপ্রাণিকানাঙ্ক মহানেষ ব্যতিক্রমঃ ।

যদ্বালবলিনোর্যুদ্ধং মধ্যাহ্নেঃ সমুপেক্ষ্যতে ॥ ৪৯

ব্যাস উবাচ ।

ইখং পুরস্রীলোকস্ত বদতশ্চালয়ন্ ভুবম্ ।

ববর্ষ হর্ষোৎকর্ষক জনস্ত ভগবান্ हरिः ॥ ৫০

বলভদ্রোহপি চাক্ষোঢ্য ববল্ল ললিতং যদা ।

পদে পদে তদা ভূমিন্ শীর্ণা যন্তদম্বুতম্ ॥ ৫১

চাপুরেণ ততঃ কৃষ্ণো যুযুধেহমিতবিক্রমঃ ।

নিযুক্তকুশলো দৈত্যৌ বলদেবেন মুষ্টিকঃ ॥ ৫২

রের স্পর্শ দর্শনে বলভদ্র যে ক্রয়ৎ হস্ত করিতেছেন, তাহাও দেখ। সখিগণ, বাহ্যযুদ্ধার্থ ঐ হরি অগ্রসর হইতেছেন। যোগ্য বিচারক যুদ্ধগণ কি এখানে নাই? যৌবনোন্মুখ সুকুমারতত্ত্ব হরিই বা কোথায়? আর বজ্রকঠিন পুণশরীর এ মহানুরই বা কোথায়? এই রক্তস্থলে ইহারা হইতেছেন—সুললিত নবযৌবনশালী আর চাপুর-প্রমুখ দৈতেয় মল্লগণ অতীব দারুণাকার। বাহ্যযুদ্ধ-ব্যবস্থাপকদিগের ইহা নিতান্তই ব্যতিক্রম যে, তাঁহারা মধ্যাহ্ন হইয়াও এই বালক ও বলবানের যুদ্ধ উপেক্ষা করিতেছেন! ৪২—৪৯। ব্যাস বলিলেন,—পুর-স্রীগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে ভগবান্ হরি পদ-ভরে ভূমি কম্পিত করিয়া তদ্রূপ জনগণের হর্ষোৎকর্ষ বর্ষণ করিলেন। বলভদ্রও তখন আক্ষোঢ়িনপূর্বক ললিত ভাবে স্পর্শ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার প্রতিপদক্ষেপে ভূমি যে বিলীর্ণ হইল না, ইহাই আশ্চর্য। পরে অমিত-বিক্রম কৃষ্ণ চাপুরসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত

সন্নিপাতাবধূতৈশ্চ চাপুরেণ সমঃ হরিঃ ।
 কেপঠৈর্গুণ্ডিতৈশ্চৈব কীলাবজ্জনিপাতনৈঃ ।
 পানোকুন্তৈঃ প্রযুষ্টিভিস্তয়োর্দ্বন্দ্বমুদয়ং ॥ ৫৩
 অশস্রমতিষোরং তন্তয়োর্দ্বন্দ্বঃ সুদারুণম্ ।
 স্ববলপ্রাণনিপাদ্যং সমাজোৎসবসরিরৌ ॥ ৫৪
 দ্বাবদ্যাবচ্চ চাপুরো যুগুধে হরিণা সহ ।
 প্রাণহানিমবাশাগ্র্যাং তাবস্তাবন্ন বান্ধবম্ ॥ ৫৫
 কৃষ্ণোহপি যুগুধে তেন লীলয়ৈব জগন্ময়ঃ ।
 ধোলাচ্চালয়তা কোপান্নিষ্পিপেষ করে করম্ ॥
 বলক্ষয়ং বিবৃদ্ধঞ্চ দৃষ্ট্বা চাপুরকৃকযোঃ ।
 বারয়ামাস তুর্ধ্যাণি কংসঃ কোপপরায়ণঃ ॥ ৫৭
 মৃদঙ্গাদিমু বাদ্যেবু প্রতিষিদ্ধেবু তৎক্ষণাৎ ।
 ধসজ্ঞাতান্তবাদ্যন্তু দৈবতুর্ধ্যাণ্যনেকশঃ ॥ ৫৮
 জয় গোবিন্দ চাপুরং জাহি কেশব দানবম্ ।
 ইত্যন্তর্জিগতা দেবাশ্চুগুগুস্তে প্রহরিতাঃ ॥ ৫৯

হইলেন । বাহুযুদ্ধকুশল মুষ্টিক দৈত্য
 বলদেবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল ।
 সমাজোৎসবের সম্মুখে হরি ও চাপুর আপন
 আপন বলবীৰ্য্যসাধ্য সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত
 হইয়া সম্মুখে আকর্ষণ, দূরে নিক্ষেপণ,
 ভূতলে পাতন, মুষ্টিপ্রহার, বজ্রনিপাত সদৃশ
 কীলাঘাত, পাদপ্রহার ও মর্দন ইত্যাদি
 দ্বারা বিনা অস্ত্রে সুদারুণ মহৎ যুদ্ধ করিতে
 লাগিল । চাপুর যেমন, হরিসহ যুদ্ধ করিতে
 থাকিল, তেমনই সে ক্রমে বলহীন
 হইয়া আপনাকে নিঃসহায় বোধ করিতে
 লাগিল । জগন্ময় কৃষ্ণ তাহার সহিত
 লীলাসহকারেই যুদ্ধ করিতেছিলেন । তিনি
 নিজ কয় দ্বারা ক্রান্তিবশে কয়চালন-
 কারী চাপুরের কর গ্রহণপূর্বক নিষ্পেষণ
 করিতে লাগিলেন । তখন কংস চাপুরের
 বলক্ষয় ও কৃষ্ণের বলবৃদ্ধি দর্শনে কোপ-
 পরায়ণ হইয়া তুর্ধ্য বাধ্য নিবারণ করিল ।
 সেই মৃদঙ্গাদি বাদ্য প্রতিবিদ্ধ হইলে তৎ-
 ক্ষণাৎ নভোমণ্ডলে অনেকানেক দেবতুর্ধ্য
 দ্বাদিত হইতে লাগিল । দেবগণ অন্তর্ধানে
 থাকিয়া “জয় গোবিন্দ, হে কেশব ! চাপুর

চাপুরেণ চিরং কালং ক্রৌড়িত্বা মধুসূদনঃ ।
 উৎপাট্য ভ্রাময়ামাস তদ্বদ্যম্ কৃতোদ্যম্য ॥ ৬০
 ভ্রাময়িত্বা শতগুণং দৈত্যমল্লমমিত্রজিৎ ।
 ভূমাবাফোটয়ামাস গগনে গতজীবিতম্ ॥ ৬১
 ভূমাবাফোটিতস্তেন চাপুরঃ শতধা ভবন্ ।
 রক্তশ্রাবমহাপঙ্কাং চকার স তদা ভুবম্ ॥ ৬২
 বলদেবস্ত তৎকালং মুষ্টিকেন মহাবলঃ ।
 যুগুধে দৈত্যমল্লেন চাপুরেণ যথা হরিঃ ॥ ৬৩
 সোহপ্যেনংমুষ্টিনা মুর্দ্ধি বন্ধস্তাহত্যা জাহুনা ।
 পাতয়িত্বা ধরাপৃষ্ঠে নিষ্পিপেষ গতায়মম্ ॥ ৬৪
 কৃকস্তোষলকং ভূয়ো মল্লরাজং মহাবলম্ ।
 বামমুষ্টিপ্রহারেণ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৬৫
 চাপুরে নিহতে মল্লো মুষ্টিকে চ নিপাতিতে ।
 নীতে ক্ষয়ং তোষলকে সর্বো মল্লাঃ প্রহৃক্ণবুঃ ॥
 ববল্লতুস্তদা রক্তে কৃকসংকর্ণাববুভৌ ।

দানবকে বধ কর” হর্ষ সংকারে এইরূপ
 স্তব করিতে লাগিলেন । মধুসূদন সেই
 চাপুর সহ অনেকক্ষণ এইরূপ ক্রৌড়া
 করিয়া তাহার বধ নিমিত্ত উদ্যমপূর্বক
 তাহাকে উর্দ্ধে তুলিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন ।
 অমিত্রজিৎ কৃক তাহাকে গগনে এইরূপ
 শতগুণ ভ্রামিত করিলে সে জীবন ত্যাগ
 করায় ভূতলে আফালন করিলেন । কৃক
 কর্তৃক ভূতলে আফালিত হইয়া সেই চাপুর
 শতধা বিভক্ত হইল ; এবং তত্রত্যা ভূমিকে
 রক্তশ্রাবে মহা পঙ্কিল করিল । ৫০—৬২ ।
 তৎকালে হরি যেমন চাপুরসহ যুদ্ধ করিয়া-
 ছিলেন, বলদেবও মহাবল মুষ্টিক দৈত্যসহ
 তদ্রূপ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তিনিও
 তাহাকে মুষ্টিপ্রহারে মস্তকে আহত
 করিয়া জাহ্নু দ্বারা বন্ধস্থলে প্রহারপূর্বক
 ধরাপৃষ্ঠে পাতিত করত এমন নিষ্পেষণ
 করিলেন যে, তাহাতেই সে গতায় হইল ।
 পরে কৃক মহাবল মল্লরাজ তোষলকে বাম
 মুষ্টিপ্রহারেই ভূতলে পাতিত করিলেন ।
 চাপুর নিহত ও মুষ্টিক নিপাতিত হইলে এবং
 তোষলক ক্ষয় পাইলে অস্তান্ত মল্লগণ কৃক

সমনিবয়সো গোপান্ বলাদাক্ষ্য হর্ষিতো ॥৬৭
কংসোহপি কোপরক্তাক্ষঃ প্রাহোচ্চৈর্ব্যাস-

ভাসরান্ ।

গোপাবেতো সমাজৌঘারিক্ষ্ম্যেতাং বলাদিতঃ
নন্দোহপি গৃহতাং পাশো নিগড়ৈর্যশ্চ

বধ্যতাম্ ।

অবুদ্ধার্হেণ দণ্ডেন বশুদেবোহপি বধ্যতাম্ ॥৬৯

বরন্তি গোপাঃ কৃষ্ণেন যে চেমে সহিতাঃ পুনঃ
গাবো হ্রিমন্তামেবাঞ্চ যচ্চান্তি বশু কিঞ্চন ॥

এবমাজ্ঞাপয়ন্তঃ তং প্রহস্ত মধুসূদনঃ ।

উৎপত্যাক্ষত্ন তন্মুখং কংসং জগ্ৰাহ বেগিতঃ ॥

কেশেষ্ণাক্ষ্য বিগলৎকিরীটমবনীতলে ।

স কংসং পাতয়ামাস তস্তোপরি পপাত চ ॥৭২

নিঃশেষজগদাধারগুরুণা পততোপরি ।

কৃষ্ণেন ত্যাজিতঃ প্রাণান্ গ্রসেনাস্বজো নৃপঃ ॥

মৃতস্ত কেশেষু তদা গৃহীত্বা মধুসূদনঃ ।

পদে গমন করিল। তখন সেই রক্তস্থলে কৃষ্ণ ও সঙ্ঘর্ষণ উভয়ে বলপূর্বক সমবয়স্ক গোপাল-গণকে আকর্ষণ করত হর্ষিতচিত্তে আশ্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন কংস কোপরক্ত নেত্রে বলবান্ নরগণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিল,— “তোমরা বলপূর্বক সমাজ স্থল হইতে এই গোপস্বয়কে বহিস্কৃত কর। পাপ নন্দকেও গ্রহণপূর্বক সত্ত্বর নিগড় দ্বারা বন্ধন কর এবং বশুদেবকেও অবুদ্ধজনোচিত দণ্ডে দণ্ডিত কর। আর এই যে সকল গোপ কৃষ্ণের সহিত আশ্ফালন করিতেছে, ইহাদিগের গো-সকল এবং যাঁহা কিছু ধন আছে, তৎসমস্ত আহরণ কর। কংস এইরূপ আদেশ করিতে থাকিলে মধুসূদন তখন হাস্ত করিয়া বেগ-সহকারে লক্ষপ্রদানে তদীয় মঞ্চে আরোহণ করত কেশাকর্ষণপূর্বক কংসকে গ্রহণ করিলেন। তাহাতে তাহার কিরীট ভূতলে পতিত হইল। তিনি তাহাকে ভূপাতিত করিয়া নিজে ভূমুপরি পতিত হইলেন। অশেষজগদাধার গুরুতর কৃষ্ণ উপরি পতিত হওয়ায় উগ্রসৈর্দীনন্দন নৃপতি কংস প্রাণত্যাগ

চক্ৰং দেহং কংসস্ত রক্তমধ্যে মহাবলঃ ॥ ৭৪ .

গৌরবেণাতিমহতা পরিপাতেন কর্ষিতা ।

ক্ষিতিঃ কংসস্ত দেহেন বেগিতেন মহাশূন্য ॥৭৫

কংসে গৃহীতে কৃষ্ণেন তদ্ভাতাভ্যাগতো কৃষ্ণা

সুখামা বলভদ্রেণ লীলয়ৈব নিপাতিতঃ ॥ ৭৬

ততো হাহাকৃতঃ সর্ক্ষমাসীন্তুভ্রমমণ্ডলম্ ।

অবজ্ঞয়া হতঃ দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেন মধুরেশ্বরম্ ॥ ৭৭

কৃষ্ণোহপি বশুদেবস্ত পাদৌ জগ্ৰাহ সত্ত্বরম্ ।

দেবক্যাক্ষ মহাবাহুবলদেবসহায়বান্ ॥ ৭৮

উত্থাপ্য বশুদেবস্ত দেবকী চ জনার্দনম্ ।

স্মৃতজন্মোক্তবচনৌ ভাবেব প্রণতো স্থিতৌ ॥

বশুদেব উবাচ ।

প্রসীদ দেবদেবেশ দেবানাং প্রবর প্রভো ।

তথাবয়োঃ প্রসাদেন কৃতভূত্কার কেশব ॥৮০

আরাধিতো যন্তগবানবতীর্ণো গৃহে মম ।

দুর্লভনিধনার্থ্য তেন নঃ পাবিতং কুলম্ ॥৮১

করিল। মহাবল মধুসূদন তখন কেশাকর্ষণ-পূর্বক সেই রক্তস্থলে কংসের দেহ ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ কর্তৃক অতিশয় গুরুত্বশালী কংসদেহের পাতন ও আকর্ষণে তত্রত্য ক্ষিতিও কর্ষিতা হইল। কৃষ্ণ কর্তৃক কংস এইরূপ নিগৃহীত হওয়ায়, সুখামা নামে তদীয় ভাতা সরোবে সমাগত হইলে বলভদ্র তাহাকে লীলা বশেই নিপাতিত করিলেন। কৃষ্ণ কর্তৃক মধুরেশ্বরকে এতাদৃশ অবজ্ঞাসহকারে নিহত হইতে দেখিয়া তখন সেই সমগ্র রক্তমণ্ডল হাহাকার করিতে লাগিল। মহাবাহু কৃষ্ণ, বলদেব সহায়ে সত্ত্বর বশুদেব এবং দেবকীর পাদ গ্রহণ করিলেন। বশুদেব ও দৈবকীও উথিত হইয়া জন্মকালকথিত বচনস্মরণে সেই জনার্দনপদপ্রাপ্তে প্রণত হইয়া রহিলেন ॥৬০— ৭৯। বশুদেব কহিলেন,—হে দেবদেব প্রভু! প্রসন্ন হও, হে কেশব! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিলে। ভগবান্ আপনি আরাধিত হইয়া দুর্লভ-নিধনার্থ আমার গৃহে যে অবতীর্ণ হইয়াছেন,

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং সর্বভূতেষ্ববস্থিতঃ ।
বর্জ্যেতে চ সমস্তাঃ স্তোত্রো ভূতভবিষ্যতী ॥ ৮২
যজ্ঞে যমিহ্যসেহচিন্ত্য সর্বদেবময়াদ্যুত ।
ভূমেব যজ্ঞো যজ্ঞা চ যজ্ঞানাং পরমেশ্বর ॥ ৮৩
সাপরুবাং মম মনো যদেতদ্ব্যয়ি জায়তে ।
দেবক্যাশ্চাশ্রজীত্যা তদত্যন্তবিভূষনা ॥ ৮৪
ত্বং কৰ্ত্তা সর্বভূতানামনাদিনিধনো ভবান্ ।
ক চ মে মাহুযন্তেষ্বা জিহ্বা পুত্রোতি বক্ষ্যতি ॥
জগদেতজ্জগদ্রাধ সন্ততমখিলং যতঃ ।
কমা বৃক্ষ্যা বিনা মায়াঃ সোহস্মতঃ সন্তবিষ্যতি
যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং সৰ্বং জগৎ স্বাবরজ্জন্মম্ ।
স কোটোৎসঙ্গশয়নো মনুষ্যাজ্জায়তে কথম্ ॥
স ত্বং প্রসাদ পরমেশ্বর পাহি বিশ্ব-
মংশাবতারকরণৈর্ন মমাসি পুত্রঃ ।
আব্রহ্মপাদপময়ঃ জগদীশ সৰ্বঃ
চিন্তে বিমোহয়সি কিং পরমেশ্বরাস্তন ॥ ৮৮

তাহাতে আমার কুল পবিত্র হইয়াছে ।
তুমি সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত আছ,
হে সমস্তাস্তন! তোমা হইতেই ভূত, ভবিষ্যৎ
সমস্ত প্রবর্তিত হয়। হে সর্ব দেবময়
অচিন্ত্য অচ্যুত! তুমি যজ্ঞে অর্চিত হইয়া
থাক, হে পরমেশ্বর! তুমিই যজ্ঞ এবং তুমিই
সেই যজ্ঞের যজ্ঞমান। পুত্র স্নেহবশতঃ আমার
ও দেবকীর মন যে তোমাতে ঈশ্বরবৎ
ব্যবহারে সঙ্কোচ বোধ করে, ইহা অতীব
বিভূষনা। তুমি সর্বভূতের কৰ্ত্তা, তুমি
অনাদিনিধন; আমার এই মাহুযী জিহ্বা
তোমাকে কিরূপে পুত্র বলিবে? হে
জগদ্রাধ! যাহা হইতে এই অখিল জগৎ
সমুৎপন্ন হইয়াছে, মায়া ব্যতীত আমাদের
হইতে জাঁধার সম্ভব কোন যুক্তিতে সম্ভব
হয়? এই স্বাবর-জন্মমায়ক সমস্ত জগৎ
তাহাতে প্রতিষ্ঠিত তিনি ক্রোড়শায়ী
হইয়া মনুষ্য হইতে কিরূপে জন্মিবেন? হে
পরমেশ্বর! তাদৃশ তুমি প্রসন্ন হও, অংশাব-
তারকরণ দ্বারা বিশ্বের পালন কর, তুমি

মায়াবিমোহিতদৃশা তনয়ো মমেতি
কংসাস্তমঃ কৃতবতা তু মহাতিতীক্ৰম্ ।
নীতোহসি গোকুলমরাতিভরাং কুলস্ত
বুদ্ধিঃ গতোহসি মম চৈব গবামধীশ ॥ ৮৯
কর্মাণি কল্পমক্লদবিশতক্রতুনাং
সাধ্যানি যানি ন ভবন্তি নিরীক্ষিতানি ।
ত্বং বিক্লরীশজগতামুপকারহেতোঃ
প্রাপ্তোহসি নঃ পরিগতঃ পরমো বিমোহঃ ॥ ৯০
ইতি জীবাঞ্জে বালচরিতে কংসবধকথনং
ত্ৰিনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৩ ॥

চতুর্থবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তো সমুৎপন্নবিজ্ঞানো ভগবৎকর্ষদর্শনাৎ ।
দেবকীবন্শদেবো তু দৃষ্টা মায়াঃ পুনর্হরিঃ ।

আমার পুত্র নহ। হে পরমেশ্বরাস্তন! হে
ঈশ! চিন্তে নিবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদি পাদপ
পর্যন্ত সর্ব জগৎকে কি হেতু বিমোহিত কর?
কংস হইতে অতি তীব্র ভয়াশঙ্কা করিয়া
মায়াবিমোহিত দৃষ্টিতে তুমি আমার তনয়
ইহা ভাবিয়া তোমাকে গোকুলে লইয়া
গিয়াছিলাম। হে গোসকলের অধীশ্বর!
অরাতিভয়াকূল হুআমার সেই তুমি এক্ষণে
বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ। ক্লদ, মক্লৎ, অশ্বিনী-
কুমার, শতক্রতু প্রভৃতির সাধ্য যে সকল
কর্ম তোমাতে নিরীক্ষণ করিলাম, হে
ঈশ! তাহাতে বুঝিলাম—তুমি বিষ্ণু,
জগতের উপকারসাধনার্থ এখানে সমাগত
হইয়াছ। এইক্ষণে আমার পরম মোহ
অপগত হইয়াছে। ৮০—৯০ ।

ত্ৰিনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

চতুর্থবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—ভগবৎকর্ষ দর্শনে
দেবকী ও বন্শদেব বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন

মোহায় বহুক্রম বিস্তারিত স বৈকবীম ॥ ১
 উবাঃ চাষ ভোক্তাত চিরাহুৎকর্তিতেন তু ।
 ভবন্তো কংসভীতেন দৃষ্টো সত্বর্ণেন চ ॥ ২
 কুর্কতাং যাতি যঃ কালো মাতাপিত্রোরপূজনম্
 স বুধা ক্লেশকারী বৈ সাধুনামুপজায়তে ॥ ৩
 গুরুদেবদ্বিজাতীনাং মাতাপিত্রোশ্চ পূজনম্ ।
 কুর্কতঃ সফলং জন্ম দেহিনস্তাত জায়তে ॥ ৪
 তৎ কৃত্ব্যমিদং সৰ্বমভিক্রমকৃতং পিতঃ ।
 কংসবীৰ্যপ্রভাপাত্যামাবয়োঃ পরবজ্রয়োঃ ॥ ৫
 ব্যাস উবাচ ।
 ইত্যুচ্চাধ প্রণম্যোভৌ যত্নবানমুক্রমাৎ ।
 পাপানভীতিঃ স্নেহং চক্ৰতঃ পৌরমানসম্ ॥ ৬
 কংসপত্ন্যস্ততঃ কংসং পরিবার্য হতঃ ভুবি ।
 বিলেপুষ্ঠাতরশ্চাস্য শোকদুঃখপরিপ্লুতাঃ ॥ ৭
 বহুপ্রকারমবস্থাঃ পশ্যন্তাপাতুরা হরিঃ ।
 তাঃ সমাশাসয়ামাস স্বয়মপ্রাবিলেক্ষণঃ ॥ ৮

দেখিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদিগের ও যাদববর্গের মোহ
 সাধনার্থ পুনরায় বৈকবী মায়া বিস্তার করি-
 লেন এবং বলিলেন,—হে তাত! কংসভয়ে
 ভীত ও উৎকণ্ঠিত আমি ও সত্বর্ণ চিরকাল
 পরে আপনাদিগকে দেখিলাম। পিতা-
 মাতার পূজা ব্যতীত যে কাল অতিবাহিত
 হয়, সাধুদিগের পক্ষে তাহা বুধা ক্লেশকারীই
 হইয়া থাকে। হে তাত! দেহীদিগের পক্ষে
 গুরু, দেব, দ্বিজাতি ও মাতা পিতার পূজা
 ছাড়াই জন্ম সফল হয়,—হে পিতঃ! কংস-
 বীৰ্যপ্রভাপিত পরবশীভূত আমাদের
 কৃত এই অভিক্রম ক্রমা করিবেন। ব্যাস
 বলিলেন,—তাঁহারা উভয়ে এই বলিয়া
 অল্পক্রম অল্পসারে যত্নবুদ্ধগণের চরণ বন্দন
 দ্বারা পৌরবর্গের চিত্ত স্নেহপ্লুত করিলেন।
 এদিকে কংসের পত্নীরা ও মাতারা ছুতলস্থ
 নিহত কংসকে পরিবেষ্টনপূর্বক শোক-দুঃখে
 পরিপ্লুতচিত্তে নানারূপ বিলাপ করিতে
 থাকিলে হরি স্বয়ং অজাবিলনেজে পশ্যন্তা-
 পাতুরা অবস্থা তাহাদিগকে সমাশাসিত

উগ্রসেনঃ ততো বন্ধায়মোচ মধুসূদনঃ ।
 অভ্যধিকৃতথৈবৈনং নিজরাজ্যে হতাস্তজম্ ॥ ৯
 রাজ্যেহভিভিক্তঃ কৃষ্ণেন যদুসিংহঃ স্মৃতস্য সঃ ।
 চকার প্রেতকার্য্যানি যে চান্তেভ্যঃ স্মৃতিভাঃ ।
 কৃতোদ্ধৈদেহিকং চৈনং সিংহাসনগতঃ হরিঃ ।
 উবাচাজাপয় বিভো যৎকাৰ্য্যালবিশক্কা ॥ ১১
 যযাতিশাপাৎশোহয়মরাজ্যাহৌহপি সাম্প্রতম্
 ময়ি ভূত্যে স্থিতে দেবানাজাপয়তু কিং নৃপৈঃ
 ইত্যুচ্চা চোগ্রসেনস্ত বায়ুঃ প্রতি জগাদ হ ।
 নৃবাচা চৈব ভগবান্ কেশবঃ কার্য্যমাহুযঃ ॥ ১৩
 ক্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

গচ্ছন্তঃ ক্রহি বায়ো স্বমলং গর্ষণেণ বাসব ।
 দীপ্যতামুগ্রসেনায় সুধর্ম্মা ভবতা সভা ॥ ১৪
 কৃষ্ণে ব্রবীতি রাজাহমেতদ্রতমমুত্তমম্ ।
 সুধর্ম্মাখ্যা সভা যুক্তমস্তাং যজ্ঞাভরাসিতুম্ ॥ ১৫

করিলেন। তারপর মধুসূদন হতপুত্র উগ্র-
 সেনকে কারাবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া
 যথাযোগ্য নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করি-
 লেন। কৃষ্ণ কর্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত সেই
 যদুসিংহ নিজ পুত্রের এবং অপর যাহারা
 তথায় নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রেত-
 কার্য্য সকল সম্পন্ন করিলেন। উদ্ধৈদেহিক
 কার্য্য সকল নিশ্চয় হইলে সিংহাসনগত সেই
 উগ্রসেনকে হরি বলিলেন,—“বিভো, যাহা
 কর্তব্য নিঃসঙ্কচিত্তে আজ্ঞা করুন। যযাতি-
 শাপ হেতু এই বংশ রাজ্যাহী না- হইলেও
 আমি ভূত্য বিদ্যমান থাকিতে নৃপগণের কথা
 কি, দেবগণকেও আপনি আজ্ঞা করিতে
 পারেন”। কার্য্য সাধনার্থ মাহুযরূপী
 ভগবান্ কেশব, উগ্রসেনকে এইরূপ বলিয়া
 মাহুযবাক্যেই বায়ুর প্রতি বলিলেন,—
 হে বায়ো! তুমি যাও, ইত্যাকে বল যে, হে
 বাসব! তুমি গর্ব্ব করিও না, উগ্রসেনকে
 তোমার সুধর্ম্মা সভাটি প্রদান কর। কৃষ্ণ
 বলিয়াছেন, অল্পক্রম রত্ন সুধর্ম্মা সভা
 এই রাজ্যই যোগ্য। যদুগণ ইহাতে উপ-
 বেশন করিবেন ইহাই সঙ্গত। ১—১৫।

ব্যাস উবাচ ।

ইত্থাক্তঃ পবনো গম্য সৰ্বমহি শচীপতিম্ ।

দদৌ সোহপি স্তবধৰ্ম্মাখ্যাং সভা বায়োঃ

পূরন্দরঃ ॥ ১৬

বায়ুনা চাহতাং দিব্যাং তে সভাং যদুপজবাঃ ।

বুভুক্ষুঃ সৰ্ব্বরত্নাঢ্যাং গোবিন্দভূজসংশ্রয়াঃ ॥ ১৭

বিদিতাখিলবিজ্ঞানো সৰ্বজ্ঞানময়াবপি ।

শিষ্যাচাৰ্য্যক্ৰমং বীরো খ্যাপয়ন্তো যদুস্তমো ॥ ১৮

ততঃ সান্দীপনিং কান্তমবস্তিপূরবাসিনম্ ।

অস্তার্থঃ জম্বুতুবীরো বলদেবজনাদিনো ॥ ১৯

তন্ত শিষ্যবৎসভ্যোত্য গুরুবুস্তিপরো হি তো ।

দর্শয়াৎকৃতুবীরাবাচারমখিলে জনে ॥ ২০

সরহস্তং ধনুর্কেদং সংগ্রহমধীয়তাম্ ।

অহোরাত্রৈশচতুষ্টয়ং তদদ্ভুতমভূদ্বিজাঃ ॥ ২১

সান্দীপনিরসম্ভাব্যং তয়োঃ কৰ্ম্মাতিমানুযম্ ।

বিচিন্ত্য তো তদা মেনে প্রাপ্তৌ চন্দ্রদিবাকরৌ

অস্তগ্রামমশেষঞ্চ প্রোক্তমাত্মমবাপ্য তো ।

ব্যাস বলিলেন,—পবন এইরূপ আদিষ্ট হইয়া শচীপতিকে সকল কথা कहিলেন । সেই পূরন্দর ও সেই স্তবধৰ্ম্মাখ্যা সভা বায়ুর নিকট প্রদান করিলেন । বায়ু সেই সভা আনয়ন করিলে গোবিন্দ-ভূজপালিত যদু-কুলেরা সৰ্ব্বরত্নাঢ্যা সেই দিব্যা সভা উপ-ভোগ করিতে লাগিলেন । পরে সৰ্বজ্ঞান-ময়, বিদিতাখিলবিজ্ঞান, যদুস্তম সেই বীর-দ্বয় শিষ্যাচাৰ্য্য-ক্রমখ্যাপনার্থ অবস্তিপূর-বাসী কান্ত সান্দীপনি মূনির নিকটে অস্ত শিকার্ষ গমন করিলেন । বীর বলদেব জনাদিন তাঁহার শিষ্য সংগ্রহপূর্বক গুরুজনে কর্তব্য ব্যবহার সকল দেখাইতে লাগিলেন । সেই বীরদ্বয় অখিল জনের শিক্ষার্থই এরূপ করিলেন । হে বিজগণ ! তাঁহারা চতুষ্টয় অহোরাত্র সংগ্রহসহ সরহস্ত ধনুর্কেদ অধ্যয়ন করিলেন ; ইহা অতি আশ্চর্য্য ! সান্দীপনি মূনি তাঁহাদিগের অমাত্রবোচিত অসম্ভাব্য সেই কর্তব্য দেখিয়া চিন্তাপূর্বক তাঁহারা চন্দ্র ও দিবাকর মনুষ্যরূপে আসিয়াছেন, ইহাই

উচুত্বিত্রিযতাং বা তে দাতব্য্য গুরুদক্ষিণা ॥ ২৩

সোহপ্যতীন্দ্রিয়মালোক্য তয়োঃ কর্ত্ত্ব মহামতিঃ

অবাচত মৃতং পুত্রঃ প্রভাসে লবণার্ণবে ॥ ২৪

গৃহীতান্নো ততস্তৌ তু গম্বা তং লবণোদধিম্ ।

উচুতুশ্চ শুরোঃ পুত্রো দীযতামিতি সাগরম্ ॥

কৃতাজ্জলিপুটচাকিত্তাবধ বিজসন্তম্যোঃ ।

উবাচ ন ময়া পুত্রো দ্রুতঃ সান্দীপনেনিতি ॥ ২৬

দৈত্যঃ পঞ্চজনো নাম শম্বরপঃ স বালকম্ ।

জগ্নাত সোহস্তি সলিলে মমৈবানুরহ্মদন ॥ ২৭

ইত্যুক্তোহস্তর্জুনঃ গম্বা হম্বা পঞ্চজনং তথা ।

কৃষ্ণে জগ্নাহ তস্তাহিপ্রভবং শম্বরমুত্তমম্ ॥ ২৮

যস্য নাদেন দৈত্যানাং বলহানিঃ প্রজায়তে ।

দেবানাং বর্ধতে তেজো যাত্যধর্ম্মশ্চ সঙ্করম্ ॥

তং পাকজন্মাপূর্ধ্য গম্বা যমপুরীং হরিঃ ।

বলদেবশ্চ বলবান্ জিৎবা বৈবশ্বতঃ যমম্ ॥ ৩০

তং বালং যাতনাসংস্থং যথাপূর্ব্বশরীরিণম্ ।

মনে করিলেন । তাঁহারা উক্তি মাঝেই অশেষ অস্ত্রজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া বলিলেন,— গুরুদক্ষিণা দেওয়া আমাদের কর্তব্য ; অত-এব আপনাকে যাহা দিতে হইবে, বলুন । সেই মহামতি সান্দীপনি মূনি তাঁহাদিগের অতীন্দ্রিয় কর্ত্ত্বদর্শনে লবণ সমুদ্রে প্রভাস-তীরে স্থায় মৃত পুত্রের প্রার্থনা করিলেন । তাঁহারা তখন অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক লবণ সমুদ্রে যাইয়া সাগরকে “গুরুপুত্র প্রদান কর” এই কথা বলিলেন । হে বিজসন্তমগণ ! তখন লবণাক্ত কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি সান্দীপনি মূনির পুত্র হরণ করি নাই । পঞ্চ-জন নামক শম্বরপী দৈত্য সেই বালককে গ্রহণ করিয়াছে । হে অনুরহ্মদন ! সে এই জন্মমধ্যেই আছে । পরোধি এইরূপ বলিলে কৃষ্ণ জন্মমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তথার যাইয়া পঞ্চজনকে নিহত করত তদীর অস্থি-সম্ভব উত্তম শম্বর গ্রহণ করিলেন । যে শম্বের নাম অবশ্যে দৈত্য গণের বলহানি ও দেবগণের তেজোবৃদ্ধি এবং অধর্ম্ম সংকর হয়, বলবান্ হরি বলদেব সহ সেই শম্বর

শিঙ্গে প্রদত্তবান্ কৃষ্ণে বলশ্চ বলিনাং বরঃ ॥
 মধুরাঞ্চ পুনঃ প্রাপ্তাবুগসেনেন পালিতাম্ ।
 প্রহৃষ্টপুরুষস্রীকাবুভৌ রামজনান্দিনৌ ॥ ৩২
 ইতি জীবাক্ষে বালচরিতে চতুর্নবত্যাধিক-
 শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৪ ॥

পঞ্চনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

জরাসন্ধনৃত্তে কংস উপযেমে মহাবলঃ ।
 অস্তিঃ প্রাপ্তিশ্চ ভো বিপ্রান্তমোর্ত্তর্ভূষণঃ হরিম্
 মহাবলপরীবারো মাগধাধিপতির্বলী ।
 হস্তমভ্যায়যৌ কোপাজ্জরাসন্ধঃ সমাদবম্ ॥ ২
 উপেত্য মধুরাং সোধেধ করোধ মগধেশ্বরঃ ।
 অকোহিণীভিঃ সৈন্তস্ত জয়োবিংশতির্ভূতঃ ॥ ৩
 নিজম্যারূপরীবারাবুভৌ রামজনান্দিনৌ ।

বাদনপূর্বক যমপুরীতে যাইয়া বৈবস্বত
 যমকে জয় করিলেন, পরে নরকস্থিত সেই
 বালককে যথাপূর্ব শরীরে আনয়ন করত
 বলিপ্রধান বলদেব ও কৃষ্ণ তদীয় পিতাকে
 প্রদান করিলেন । তারপর সেই রাম জনার্দন
 প্রহৃষ্ট গ্রীপুরুষযুক্তা উগ্রসেনপালিতা মধুরা
 পুরীতে পুনঃ প্রত্যাগত হইলেন । ১৬—৩২ ।
 চতুর্নবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৪ ।

পঞ্চনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্রগণ ! মহা-
 বল কংস অস্তি ও প্রাপ্তি নামে জরাসন্ধের
 দুই কস্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । মগধ-
 পতি মহাবল জরাসন্ধ কোপবশে তাহাদিগের
 তর্ভুহারী হরিকে ঘাদবগণ সহ হননার্থ
 মহাবলে পরিবৃত্ত হইয়া সমাগত হইল ।
 সেই মগধেশ্বর জয়োবিংশতি অকোহিণী
 সৈন্ত সহ আসিয়া মধুরা পুরীকে বেষ্টন
 করিল । তখন বলরাম ও জনার্দন উভয়ে

যুগ্মধাতে সমং তস্ত বলিনৌ বলিসৈনিকৈঃ ॥ ৪
 ততো বলশ্চ কৃষ্ণশ্চ মতিং চক্রে মহাবলঃ ।
 আয়ুধানাং পুরাণানামাদানে মুনিসন্তমাঃ ॥ ৫
 অনন্তরং চক্রশার্ঞ্জে তুণৌ চাপ্যক্ষয়ৌ শটৈঃ ।
 আকাশাদাগতো ঘোরোতলা কোমোদকৌ গদা
 হনকঃ বলভদ্রস্ত গগনাদাগমং করম্ ।
 বলস্তাভিমতং বিপ্রাঃ সুনন্দং মুবলং তথা ॥ ৭
 ততো যুদ্ধে পরাজিত্য সৈন্তস্ত মগধাধিপম্ ।
 পুরীং বিবিশতুর্বীরাবুভৌ রামজনান্দিনৌ ॥ ৮
 জিতে তস্মিন্ সুহৃদ্বৃত্তে জরাসন্ধে দ্বিজোত্তমাঃ
 জীবমানে গতে তত্র কৃষ্ণে মেনে ন তং জিতম্
 পুনরপ্যাজ্জগদ্রন্থং জরাসন্ধো বলাধিতঃ ।
 জিতশ্চ রামকৃষ্ণাভ্যামপক্রান্তৌ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 দশ চাষ্টৌ চ সংগ্রামানবমত্যস্তহৃদ্বদঃ ।
 যত্নভির্মাগধো রাজা চক্রে কৃষ্ণপুরোগমৈঃ ॥ ১১
 সর্কেষেঘেব চ যুদ্ধেষু যত্নভিঃ স পরাজিতঃ ।

অল্প সৈন্তে পরিবৃত্ত হইয়া বহির্গমনপূর্বক
 সেই বলবান সৈন্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে
 লাগিলেন ; হে মুনিসন্তমগণ ! বলরাম ও
 কৃষ্ণ তখন তাঁহাদিগের পুরাতন আয়ুধ সকল
 আদানার্থ নান করিলে তখন আকাশ-
 পথে চক্র, শার্জ, অক্ষয় শরপূর্ণ তুণঘয় ও
 কোমোদকৌ গদা প্রভৃতি অস্ত্র সকল কৃষ্ণের
 হস্তগত হইল । হে বিপ্রগণ ! বলভদ্রের
 অভিমত হল এবং সুনন্দ নামক মুবলও
 তাঁহার হস্তগত হইল । পরে বীর রাম ও
 জনার্দন মগধাধিপতিকে সৈন্ত সহ যুদ্ধে পরা-
 জিত করিয়া উভয়ে পুরী প্রবেশ করিলেন ।
 হে দ্বিজসন্তমগণ ! সুহৃদ্বৃত্ত জরাসন্ধ পরাজিত
 হইয়া জীবন লইয়া পলায়ন করিল বলিয়া
 কৃষ্ণ তাহাকে জিত মনে করিলেন না ।
 হে দ্বিজগণ ! জরাসন্ধ পুনরপি বলাধিত হইয়া
 আসিল এবং রাম-কৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত
 হইয়া অপক্রান্ত হইল । সেই দুর্ন্দর রাজা
 মাগধ এই ভাবে কৃষ্ণপ্রমুখ যত্নগণ সহ
 অষ্টাদশ বার সংগ্রাম করিল ১১—১১ । সকল
 যুদ্ধেই সেই বলাধিক জরাসন্ধ যত্নগণ কর্তৃক

অপকাক্তো জরাসন্ধঃ স্বরসৈন্তৈর্বলাধিকঃ ॥১২
তদ্বলং যাদবানাং বৈ রক্ষিতং যদনেকশঃ ।
তত্ত্ব সন্নিধিমাহাভ্যাং বিকোরং শস্ত চক্রিণঃ ॥১৩
মহুবাধশ্মলীলস্ত লীলা সা জগতঃ পতেঃ ।
অস্রাণ্যনেকরূপাণি যদরাতিবু মুকতি ॥ ১৪
মনসৈব জগৎস্থষ্টিসংহারস্ত করোতি যঃ ।
তস্তারিপক্ষকপণে কিয়ানুদ্যমবিস্তরঃ ॥ ১৫
তথাপি চ মহুবায়াণাং ধনুস্তদমুদবর্তনম্ ।
কুর্কন বলবত্তা সন্ধি হীনৈর্দুঃ করোত্যসৌ ॥
সাম চোপপ্রদানক তথা ভেদঞ্চ দর্শয়ন ।
করোতি দণ্ডপাতঞ্চ কচিদেব পলায়নম্ ॥ ১৭
মহুবাৎসেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমমুদবর্ততে ।
লীলা জগৎপতেস্তস্ত চন্দ্রতঃ সম্প্রবর্ততে ॥১৮
ইতি ব্রাহ্মে ঐক্যকচরিতে পঞ্চনবত্যাধিক-
শততমোহাধ্যায়ঃ ॥ ১১৫ ॥

পরাজিত হইয়া স্বল্প সৈন্য সহ পলায়ন
করিয়াছিল। জরাসন্ধের ঈদৃশ বহুবীর
উৎপীড়নেও যাদব সৈন্য যে রক্ষা পাইয়া-
ছিল, তাহা কেবল চক্রপাণি বিষ্ণুর
অংশেরই সান্নিধ্য-মাহাভ্য। মহুবাধশ্মলীল
জগৎপতি কৃষ্ণ যে বৈরিগণের প্রতি
নানাবিধ অস্ত্র প্রয়োগ করিতেন, তাহা
কেবল তাঁহার লীলা মাত্র। যিনি মন দ্বারাই
জগতের স্থষ্টি সংহার করেন অরিপক্ষ-ক্ষয়-
ব্যাপারে তাঁহার উত্তম বিস্তারের কি প্রয়ো-
জন? তথাপি তিনি মহুবাধশ্মের অমুদবর্তন
করত বলবানদিগের সহিত সন্ধি ও কুর্কল-
দিগের সহিত যুদ্ধ করিতেন। তিনি কোথাও
সাম, দান, ও ভেদ প্রদর্শন, কোথাও বা
দণ্ডপ্রয়োগ, কচিং বা পলায়ন ইত্যাদি মহুবা
দেবীদিগের চেষ্টার যে অমুদবর্তন করিতেন,
তাহা কেবল সেই জগৎপতির খেচ্ছাকৃত
লীলা মাত্র। ১২—১৮।

পঞ্চনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৫।

ধনবত্যাধিকশততমোহাধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

গার্গ্য গোষ্ঠে দ্বিজো দ্ভালঃ ৪৩ ইত্যুক্তবান্
দ্বিজাঃ ।
যদূনাং সন্নিধৌ সর্কে জহসুর্ধাদবাস্তনা ॥ ১
ততঃ কোপসমাবিষ্টৌ দক্ষিণাপথেত্য সঃ ।
সুতমিচ্ছন্তপশ্তেপে যত্বেক্রান্তদ্যাবহম্ ॥ ২
আরাধয়ন মহাদেবং সৌহৃদ্যশূৰ্মমতক্ষয়ং ।
দদৌ বরঞ্চ তুষ্টৌহসৌ বর্ষে যাদবশকে হরঃ ॥৩
সম্ভাবয়ামাস স তং যবনেশো হনান্বজঃ ।
তদ্যোযিৎসঙ্গমাক্তান্ত পুত্রোহহুদ্বলিসপ্রতঃ ॥৪
তং কালযবনং নাম রাজ্যে য়ে যবনেশ্বরঃ ।
অভিষিচ্য বনং যাতো বজ্রাগ্রকটিনোরসম্ ॥ ৫
স তু বীৰ্য্যমদোম্মতঃ পৃথিব্যাং বলিনো নৃপান্
পপ্রচ্ছ নারদচাত্মৈ কথয়ামাস যাদবান্ ॥ ৬

ধনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ। বহু-
গণের সন্নিধানে সভামধ্যে গার্গ্য দ্বিজকে
তদীয় দ্ভালক ক্রৌব বলিয়াছিল, তাহাতে
তখন সকল যাদবেবাই হাস্ত করে। উহাতে
তিনি কোপসমাবিষ্ট-চিত্তে দক্ষিণপথে যাইয়া
যাদবগণের ভয়জনক পুত্রকামনা করত তপস্তা
করিতে আরম্ভ করেন। তিনি মহাদেবের
সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সৌহৃদ্য মাত্র ভক্ষণ
করত তপস্তা করিতে থাকিলে যাদব বর্ষ
পরে হর পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর
দান করিলেন। যবনেশ্বর অপুত্রক ছিলেন
তদীয় পত্নী সহ সেই গার্গ্য সঙ্গত হওয়ায়
তৃপ্তসম কৃষ্ণকায় এক তনয় উৎপন্ন হয়।
যবনেশ্বর, কালযবন নামক বজ্রাগ্রকটিন-
বন্ধা সেই পুত্রকে স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত
করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। বীৰ্য্য-ম-
মত সেই কালযবন নারদের নিকট পৃথি-
বীতে বলবান নৃপতিগণের কথা শ্রবণ
করিলে নারদ তাহাকে যাদবগণের কথা

শ্লেচ্ছকোটিসহস্রাণাং সহস্রৈঃ সোহপি সংবৃতঃ ।
 গজাশ্বরথসম্পন্নৈশ্চকার পরমোদ্যমম্ ॥ ৭
 প্রযযৌ চাতপচ্ছিন্নৈঃ প্রয়াণৈঃ স দিনে দিনে ।
 যাদবান্ প্রতি সামৰ্থ্যে যুনয়ো মথুরাং পুরীম্ ॥
 কৃষ্ণোহপি চিন্তয়ামাস কপিতং যাদবং বলম্ ।
 যবনেন সমালোক্য মাগধঃ সম্প্রযাস্ততি ॥ ৮
 মাগধস্ত বলং ক্রীণং স কালযবনো বলী ।
 হস্তা তদিদমায়াতং যদূনাং ব্যসনং দ্বিধা ॥ ১০
 তস্মাদুৰ্গং করিষ্যামি যদূনামতিদুৰ্জয়ম্ ।
 স্ত্রিয়োহপি যত্র যুধ্যেযুঃ কিং পুনরুৎকীযাদবাঃ ॥
 ময়ি মন্তে প্রমত্তে বা স্তৃপ্তে প্রবসিতেহপি বা ।
 যাদবভিত্তবং দৃষ্টা মা কুৰ্ব্বনবৈরিণোহধিকম্ ॥
 ইতি সঙ্কিন্ত্য গোবিন্দো যোজনানি মহোদধিম্
 যযাচে দ্বাদশ পুরীঃ দ্বারকাং তত্র নির্মমে ॥
 মহোজানাঃ মহাবপ্রাং তভাগশতশোভিতাম্ ।

কহিলেন । তখন সেই কালযবন সহস্র কোটি
 শ্লেচ্ছসৈন্য সহ অশ্ব-রথ-গজ-পরিবৃত হইয়া
 পরম উত্তমে যাদবগণের উদ্দেশে প্রস্থিত
 হইল । হে মুনিগণ ! দিনে দিনে আতপ-
 তাপকালে বিষামপূৰ্ব্বক রাত্রিকালে গমন
 করত সেই কালযবন মথুরা পুরী সন্নিধানে
 আসিয়া উপস্থিত হইল । কৃষ্ণ চিন্তা করি-
 লেন যে, যাদববল ক্রীণ হইয়াছে দেখিয়া
 মাগধরাজ ও পুনরায় আগমন করিবে । যদিও
 যত্নগণ কর্তৃক মাগধের ক্রীণ হইয়াছে ;
 কিন্তু এ কালযবন প্রবলবলসম্পন্ন; সুতরাং
 যত্নগণের বিনাশ সাধন করিবেই । কাজেই
 যত্নগণের এক্ষণে দ্বিবিধ ব্যসন উপস্থিত ।
 অতএব যত্নগণের নিমিত্ত অতি দুৰ্জয় একটা
 দুৰ্গ নির্মাণ করিব—যেখানে থাকিয়া বৃষ্ণি
 ও যাদবগণের কথা কি ? রমণীরাও যুদ্ধ
 করিতে পারিবে । আমি মন্ত, প্রমত্ত,
 স্তৃপ্ত বা প্রবাসগত হইলেও যাহাতে দৃষ্টগণ
 সেই দুৰ্গস্থ যাদবদিগের অধিক অভিভব
 করিতে পারিবে না । ১—১২ । গোবিন্দ
 এইরূপ চিন্তাপূৰ্ব্বক মহোদধি নিকটে দ্বাদশ
 যোজন স্থান প্রার্থনা করিয়া তাহাতেই

প্রাকারশতসংখ্যামিত্তস্তেবামরাবতীম্ ॥ ১৪
 মথুরাবাসিনং লোকং তজানীয় জনার্দনঃ ।
 আসন্নৈ কালযবনে মথুরাঞ্চ স্বয়ং যযৌ ॥ ১৫
 বহিরাবাসিতে সৈন্তে মথুরায় নিরায়ুধঃ ।
 নির্জ্জগাম স গোবিন্দো দদর্শ যবনশ্চ তম্ ॥ ১৬
 স জ্ঞাত্বা বাসুদেবং তং বাহুপ্রহরণো নৃপঃ ।
 অমুযাতে মহাযোগি চেতোভিঃ প্রাপ্যতে ন ।
 তেনামুযাতঃ কৃষ্ণোহপি প্রবিবেশ মহাশুভম্ ।
 যত্র শেতে মহাবীৰ্য্যো মুচুকুন্দো নরেশ্বরঃ ॥ ১৭
 সোহপি প্রবিষ্টো যবনো দৃষ্ট্য শয্যাগতং নরম
 পাদেন তাড়য়ামাস কৃষ্ণঃ মত্বা স হৃষ্মতিঃ ॥ ১৮
 দৃষ্টমাত্রশ্চ তেনাসৌ জজ্ঞাল যবনোহয়িনা ।
 তৎক্রোধজেন যুনয়ো তস্মীভূতশ্চ তৎক্ৰমাৎ ॥
 স হি দেবাসুরে যুদ্ধে গতা জিত্বা মহাসুমান্ ।

দ্বারকাপুরী নির্মাণ করিলেন । সেই পুরী
 মহাউজান, সুবৃহৎবপ্র ও শত শত তড়াগ
 দ্বারা শোভিতা এবং প্রাকারশতদ্বারা
 দুরধিগম্যা হইয়া ইন্দ্রের অমরাবতীর
 স্থায় প্রতিভাত হইল । কালযবন আসন্ন
 হইলে জনার্দন মথুরাবাসী জনগনকে
 সেই পুরীতে আনয়নপূৰ্ব্বক স্বয়ং মথুরায়
 যাইলেন । মথুরার বহির্ভাগে সৈন্য সমা-
 বেশ করিয়া গোবিন্দ স্বয়ং নিরায়ুধ হইয়া
 বহির্গত হইলেন ; যবনও তাঁহাকে দেখিতে
 পাইল । সেই নৃপ বাসুদেবকে চিনিতে
 পারিয়া বাহুমাছ প্রহরণে যোগী জনের চিত্তও
 ও তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না, সেই কৃষ্ণের পশ্চা-
 দ্ধাবন করিল । কৃষ্ণও তাহাকে পশ্চাৎ
 আসিতে দেখিয়া—সবেগে যেখানে নরেশ্বর
 মহাবীৰ্য্য মুচুকুন্দ শয়ান ছিলেন, সেই শুভা-
 মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । সেই হৃষ্মতি যবনও
 শুভামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শয্যাগত নরমুষ্টি
 দর্শনে তাহাকেই কৃষ্ণ মনে করিয়া পদ দ্বারা
 তাড়না করিল । হে মুনিগণ ! মুচুকুন্দ কর্তৃক
 দৃষ্ট হইয়াই তদীয় ক্রোধবহিতে সেই যবন
 ক্রমাচ্ছে তস্মীভূত হইয়া গেল । ১৩—২০ ।
 মুচুকুন্দ পুরাকালে দেবাসুরযুদ্ধে গিয়া

নিদ্রার্ভঃ স্তমহাকালং বিভ্রাং বস্ত্রে বয়ং সুরান্
প্রোক্তাং দেবৈঃ সংসৃপ্তং যন্তামুখাশয়িষ্যতি ।
দেহজেনারিনা সদ্যঃ স তু ভাস্মীভবিষ্যতি ॥২২
এবং দক্ষঃ । স তং পাপং দৃষ্ট্বা চ মধুসূদনম্ ।
কশ্মমিত্যাহ সোহপ্যাহ জাতোহহং শশিনঃ কূলে
বসুদেবস্ত তনয়ো যদ্বংশসমুদ্ভবঃ ।
মুচুকুন্দোহপি তচ্ছ্রুত্বা বৃদ্ধগার্গ্যবচঃ স্মরন ॥২৪
সম্ভ্রাত্য প্রণিপত্যানং সর্কং সর্কেষ্বরং হরিম্ ।
প্রাহ জাতো ভবান্ বিষ্ণোরংশস্তং পরমেশ্বরঃ
পুরা গার্গ্যেণ কথিতমষ্টাবিংশতিমে যুগে ।
ঈপরাস্তে হরেজ্ঞায় যদ্বংশে ভবিষ্যতি ॥ ২৬
স ত্বং প্রাপ্তো ন সন্দেহো মর্ত্যানাং উপকারকুৎ
তথাহি স্তমহন্তেজো নালং সোঢ়মহং তব ॥২৭
তথাহি স্তমহান্তোদধ্বনিবীরতরং ততঃ ।
বাক্যং ভমিতি হোবাচ যুগ্মপাদসুলালিতম্ ॥

মহাসুরগণকে জয়পূর্বক নিদ্রার্ভ হওয়ায়
দেবগণসন্নিধানে দীর্ঘকাল নিদ্রাবর প্রার্থনা
করেন। সুরগণ তাঁহাকে বলেন যে,—
তুমি সংসৃপ্ত হইলে যে ব্যক্তি তোমাকে
জাগরিত করিবে, সে তোমার দেহজ
তেজে সন্তঃ ভাস্মীভূত হইবে। সেই
মুচুকুন্দ এইরূপে সেই পাপীকে দক্ষ
করিয়া মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা করিল,—“তুমি
কে?” তিনি বলিলেন,—আমি চন্দ্রবংশে
অহুকূলে জন্মিয়াছি, বসুদেবের পুত্র। মুচ-
কুন্দ তখন বৃদ্ধ গার্গ্যের বাঁকা স্মরণে
সসন্মানে তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক সেই সর্ক-
রূপী সর্কেষ্বর হরিকে বলিলেন—আমি জাত
হইয়াছি; তুমি বিষ্ণুর অংশ পরমেশ্বর।
পুরাকালে গার্গ্য বলিয়াছিলেন—অষ্টাবিংশ
ঈপরযুগের অন্তর্ভাগে যদ্বংশে হরির জন্ম
হইবে। মর্ত্যগণের উপকারকারী সেই তুমিই
একগুণে আসিয়াছ; সন্দেহ নাই। সেই
জন্মই আমি তোমার স্তমহং তেজ সহ
করিতে পারিতেছি না। এই বলিয়া সেই
মুচুকুন্দ পুনরায় মহামেষধ্বনিবৎ গভীরস্বরে
তাঁহাকে বলিলেন,—আপনার পাদ-সুলালিত

দেবাসুরে মহাযুদ্ধে দৈত্য্যং স্তমহাভটাঃ ।
ন শেখুর্মম যন্তেজস্বন্তেজো ন সহাম্যহম্ ॥ ২৯
সংসারপতিতন্তৈকো জন্তোন্তং শরণং পরম্ ।
সম্প্রসীদ প্রপন্নার্থিহর্তা হর মমাস্তমম্ ॥ ৩০
ত্বং পয়োনিধয়ঃ শৈলাঃ সরিতশ্চ বনানি চ ।
মেদিনী গগনং বায়ুরাপোহগ্নিস্তং তথা পুমান্
পুংসঃ পরতরং সর্কং বাপ্য জন্ম বিকল্পবৎ ।
শব্দাদিহীনমজয়ঃ বুদ্ধিক্ষয়বিবর্জিতম্ ॥ ৩২
ত্বন্তোহমরাস্ত পিতরো যক্ষগন্ধর্করাক্ষসঃ ।
সিদ্ধাশ্চাপ্সরসন্ততো মনুষ্যাঃ পশবঃ খগাঃ ॥৩৩
সরীসৃপা যুগাঃ সর্কো দ্বন্তশ্চৈব মহীকুহাঃ ।
যচ্ ভূতং ভবিষ্যদ্বা কিঞ্চিদত্র চরাচরে ॥ ৩৪
অমূর্তঃ মূর্তমথবা স্থূলং সূক্ষ্মতরং তথা ।
তৎসর্কং ত্বং জগৎকর্তৃনাস্তি কিঞ্চিদ্বা বিনা ॥
ময়া সংসারচক্রেহস্মিন ভ্রমতা ভগবন্ সদা ।
তাপত্রয়াভিভূতেন ন প্রাপ্তা নির্বৃতিঃ কচিৎ ॥
তুংখান্তেব সুখানীতি যুগভৃষণ জলাশয়ঃ ।

আমার তেজ দেবাসুরযুদ্ধে স্তমহাবীর্ঘ্য
দৈত্যোরাও সহ করিতে পারে নাই;
কিন্তু আমি আপনার তেজ সহ করিতে
পারিতেছি না। সংসারপতিত জন্মদিগের
তুমিই একমাত্র শরণ্য ও প্রপন্নার্থিহর্তা, তুমি
আমার অন্ততঃস্বরূপ কর। তুমিই সমস্ত সমুদ্র,
শৈল, সরিৎ, বন, মেদিনী, গগন, বায়ু, জল
ও অগ্নি, এবং তুমিই পুরুষ ও পুরুষেরও
পরতর। তোমার জন্ম বিকল্পবৎ মিথ্যা।
তুমি শব্দাদিহীন অজয় ও ক্ষয়বুদ্ধি-বিবর্জিত।
তোমা হইতেই অমরগণ, পিতৃগণ, যক্ষ,
গন্ধর্ক, রাক্ষস, সিদ্ধ, অপ্সরা, মনুষ্য, পশু,
খগ, সরীসৃপ, যুগ, প্রভৃতি উদ্ভূত এবং মহী-
কুহাদিও তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।
এই চরাচরে যাহা ভূত, যাহা ভবিষ্যৎ,
এবং অমূর্ত, মূর্ত, স্থূল ও সূক্ষ্ম, সমস্তই
তুমি। তোমা ব্যতীত আর কিছুই নাই।
২১—৩৫। ভগবন্! এই সংসারচক্রে সন্তত
ভ্রমণকরিতে করিতে তাপত্রয়াভিভূত আমি
কৃত্রাপি নির্বৃতি প্রাপ্ত হই নাই। নাথ! তুং-
খান্তিকেই যুগভৃষণ-জলাশয়বৎ সুখ-বোধে

ময়া নাথ গৃহীতানি তানি তাপায় মেহভবন্ ॥
 রাজ্যমুর্খী বলং কোশো মিত্রপক্ষস্থান্বজাঃ ।
 ভাৰ্য্যা ভৃত্যজনা যে চ শকাভ্যা বিষয়াঃ প্রভো
 সুখবুদ্ধ্যা ময়া সৰ্বং গৃহীতমিদমব্যয় ॥
 পরিণামে চ দেবেশ তাপাত্মকমভুগম ॥ ৩৯
 দেবলোকগতিং প্রাপ্তো নাথ দেবগণোহপি হি
 মন্তঃ সাহায্যাকামোহভূচ্ছাশ্রী কুত্র নিরুতিঃ ॥
 স্বামনারাধ্য জগতাং সৰ্বেষাং প্রভবাম্পদম্ ।
 শাশ্বতী প্রাপ্যতে কেন পরমেশ্বর নিরুতিঃ ॥ ৪১
 ভ্রমায়ামুটমনসো জন্মমৃত্যুজরাদিকান্ ।
 অবাপ্য পাপান্ পশুন্তি প্রেতরাজানমন্তরা ॥ ৪২
 ভক্তঃ পাশশতৈর্বদ্ধা নরকেবতিদারুণম্ ।
 প্রাপ্নুবন্তি মহদুঃখং বিশ্বরূপমিদং তব ॥ ৪৩
 অহমত্যন্তবিষয়ী মোহিতস্তব মায়ায়া ।
 মমভ্গাধাধর্গভাস্তে ভ্রমামি পরমেশ্বর ॥ ৪৪
 সোহহং স্বাং শরণমপারমীশমীড্যঃ
 সম্প্রাপ্তঃ পরমপদং যতো ন কিঞ্চিৎ ।

গ্রহণ করিয়াছি ; সে সকল আমার তাপ-
 হেতুই হইয়াছে । প্রভো ! রাজ্য, উর্খী, বল,
 কোষ, মিত্রপক্ষ, আশ্রয়, ভাৰ্য্যা, ভৃত্যজন ও
 শকাদি অস্ত্রান্ত বিষয়, এ সকলই আমি সুখ-
 হেতু বোধে গ্রহণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু হে
 অব্যয় দেবেশ ! এই সমস্তই পরিণামে
 আমার তাপত্রয়াত্মক হইয়াছে । নাথ ! আমি
 দেবলোকগতি পাইয়াছি, দেবগণও আমার
 নিকট সাহায্যাকাম্বী হইয়াছিলেন, কিন্তু
 শাশ্বতী নিরুতি কোথায় ? তোমার মায়ায়
 মুটমানবেরা প্রথমে জন্ম, মৃত্যু ও জরাদি-
 পাপ ভোগ করিয়া মধ্যকালে প্রেতরাজকে
 দর্শন করে, পরে পাশশতে বদ্ধ হইয়া নানা
 নরকে বিশ্বকপাত্তক তোমারই রূপান্তর অতি
 দারুণ ক্লেশনিকর প্রাপ্ত হয় । হে পরমেশ্বর !
 তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া আমি অত্যন্ত
 বিষয়াসক্ত হইয়া মমভারূপ অগাধ গর্ভমধ্যে
 ভ্রমণ করিতেছি । সংসারাত্মম পরিতাপ-তপ্ত-
 চেতা, আমি এক্ষণে নির্বেদ প্রাপ্য চরমধামে

সংসারাত্মমপরিতাপতপ্তচেতা।

নির্বিবে পরিণতথায়ি সান্তিলায়ঃ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীভাষ্যে কালযবনবধে যুচুকন্দভতিবর্ণনং
 যশস্বত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৬ ॥

সপ্তদশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইথাং ভক্তস্তদা তেন যুচুকন্দেন ধীমতা ।

প্রাহেশঃ সৰ্বভূতানামানাদিনিধনো হরিঃ ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

যথাভিবাঙ্কিতান্নো কানদিব্যান্ গচ্ছ নরেশ্বর ।

অব্যাহতপরেমৈষ্যো মৎপ্রসাদোপকৃষিতঃ ॥ ২

ভুক্তা দিব্যান্ মহাভোগান্ ভবিষ্যসি মহাকূলে
 জাতিশ্রয়ো মৎপ্রসাদান্ততো মোক্ষমবাপ্যসি ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তঃ প্রাণিপত্যেশং জগতামচ্যুতঃ নৃপঃ ।

গুহামুখাঘিনিজ্ঞাস্তো দদৃশে সোহন্নকারয়ান্ ॥ ৪

সান্তিলায় হইয়া যাহা হইতে পরম প্রাপ্য
 আর কিছুই নাই, সেই অপার স্তবযোগ্য ঈশ
 আপনাকে শরণ সম্প্রাপ্ত হইলাম । ৩৬—৪৫ ।

যশস্বত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৬ ॥

সপ্তদশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন—সেই ধীমান যুচুকন্দ
 কর্তৃক এইরূপ ভক্ত হইয়া সৰ্বভূতেশ, অনাদি-
 নিধন হরি বলিলেন,—নরেশ্বর ! তুমি এক্ষণে
 মৎপ্রসাদ-সমৃদ্ধ যথাভিলষিত দিব্য লোকে
 গমন কর ; তথায় অব্যাহত-পরমৈষ্য হইয়া
 —দিব্য মহাভোগ সকল উপভোগান্তে জাতি-
 শ্রয় হইয়া মহাকূলে জন্ম লাভ করিবে ;
 পরে আমার অল্পগ্রহে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে ।
 ব্যাস বলিলেন,—সেই নৃপ এইরূপ উক্ত
 হইয়া জগদীশ অচ্যুতকে প্রাণিপাতপূর্বক
 সেই গুহামুখ হইতে নিজান্ত হইয়া অন্নপ্রদাণ

ততঃ কলিযুগঃ জাহ্না প্রাপ্তঃ তথুঃ ততো নৃপঃ
নরনারায়ণস্থানং প্রযযৌ গন্ধমাদনম্ ॥ ৫
কৃষ্ণোহপি ঘাতয়িত্বারিমুপায়েন হি তদ্বলম্ ।
জগাহ মথুরামেতা হস্ত্যশ্বশৃঙ্গনোজ্জ্বলম্ ॥ ৬
আনীয় চোগ্রসেনায় দ্বারবত্যাঃ স্তবেদয়ৎ ।
পর্যভিভবনিঃশঙ্কঃ বভূব চ যদোঃ কুলম্ ॥ ৭
বলদেবোহপি বিপ্রেস্তাঃ প্রশান্তাখিলবিগ্রহঃ ।
জ্ঞাতিদর্শনসৌৎকণ্ডঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥ ৮
ততো গোপাংশ্চ গোপীশ্চ যথাপূর্বমমিজ্রিৎ ।
তথৈবাত্যবদৎ প্রেস্তা বহুমানপুত্রঃসরম্ ॥ ৯
কৈশ্চাপি সম্পরিষক্তঃ কাংশ্চিৎ স পরিষস্বজে ।
হাসং চক্রে সমং কৈশ্চ গোপগোপীজনৈস্তথা ॥
প্রিয়প্যনেকান্তবদনং গোপস্তত্ত্ব হলায়ুধম্ ।
গোপাশ্চ প্রেমযুদিতাঃ প্রোচুঃ সের্গামথাপরাঃ
গোপাঃ পপ্রচ্ছুরপরা নাগরীজনবল্লভাঃ ।

নরগণকে দেখিলেন । সেই নৃপ তখন কলি-
যুগ সমাগত দেখিয়া তশ্চরণ নিমিত্ত নর-
নারায়ণস্থান গন্ধমাদন-গিরিতে প্রস্থান
করিলেন । কৃষ্ণও উপায় দ্বারা সেই সবল
শক্রকে অরিকে ঘাতিত করিয়া মথুরায়
আসিয়া হস্ত্যশ্বশৃঙ্গন-সমৃদ্ধ তদীয় বল সকল
নিজায়ত্ত করিয়া আনয়নপূর্বক দ্বারবতী
পুরীতে উগ্রসেনকে নিবেদন করিলেন । তখন
যহকূল সম্পূর্ণরূপে শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা
হইতে নিৰ্মুক্ত হইল । ১—৭ । হে বিপ্রেস্ত-
গণ ! বলদেবও অখিল বিগ্রহ প্রশান্ত হই-
য়াছে দোষদ্বা বাহুবগণ দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত-
চিত্তে নন্দগোকুলে গমন করিলেন । সেখানে
যাইয়া সেই অমিজ্রিৎ গোপ-গোপীগণের
সহিত পূর্ববৎ আলাপ ব্যবহার করিলেন ;
কেহ কেহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল ।
তিনিও কাহাকে কাহাকে আলিঙ্গন করি-
লেন ; কোন কোন গোপ-গোপীসহ পরিহাস
করিলেন ; তখন প্রেমযুদিত গোপ-গোপীরা
সেই হলায়ুধকে অনেক প্রিয় বাক্য কহিল ;
কোন কোন গোপী ভীষা সহকারে নানা
আলাপ করিল । অপর গোপী জিজ্ঞাসা

কচ্চিদাস্তে সুখং কৃষ্ণশলং প্রেমরসাকুলঃ ॥ ১২
অশ্রুজ্যেষ্ঠোপহসনং ন কচ্চিৎপূরযোবিভাষ ।
সৌভাগ্যমানমধিকং করোতি কণসৌহৃদঃ ॥ ১৩
কচ্চিৎ স্মরতি নঃ কৃষ্ণো গীতানুগমনং কৃত্ব ।
অপ্যাসৌ মাতরং জহুঃ সৰুদপ্যাগমিষ্যতি ॥ ১৪
অথবা কিং তদালাপৈঃ ক্রিয়স্তামপরাঃ কথাঃ ।
যদম্মাভির্বিদা তস্ত বিনাম্মাকং ভবিষ্যতি ॥ ১৫
পিতা মাতা তথা ভ্রাতা ভর্তা বদ্ধুজনশ্চ কঃ ।
ন ত্যজন্তুংকৃত্যেহম্মাভিরকৃতজন্ততো হি সঃ
তথাপি কচ্চিদালাপমিহাগমনসংশয়ম্ ।
করোতি কৃষ্ণো বক্তব্যং ভবতা বচনায়ুতম্ ॥ ১৬
দামোদরোহসৌ গোবিন্দঃ পুরস্তীসক্তমানসঃ ।
অপেতজীতিরম্মানু হর্দর্শঃ প্রতিভাতি নঃ ॥ ১৮
ব্যাস উবাচ ।
আমন্ত্রিতঃ স কৃষ্ণেতি পুনদামোদরেতি চ ।

করিল,—চকলপ্রেম রাজাকুল-নাগরীজন-
বল্লভ কৃষ্ণ সুখে আছেন ত ? কণসৌহৃদ্য-
শালী সেই কৃষ্ণ আমাদিগের ব্যবহারের
প্রতি উপহাস প্রদর্শন করিয়া সেই পুরনারী-
গণের সৌভাগ্যসম্বন্ধের বৃদ্ধি করেন কি ?
আমরা যে তাঁহার সহিত গান করিতাম,
তিনি কি তাহা স্মরণ কবেন ? তিনি কি
একবার মাতাকে দেখিতে আসিবেন ?
অথবা সে আলাপে কি প্রয়োজন ? অস্ত
কথা বলা যাউক, আমরা ব্যতীত তাঁহার
যাহা হইবার হইয়াছে, আবার তাঁহাকে
ব্যতীত আমাদিগেরও যাহা হইবার হইয়াছে ;
তাঁহার নিমিত্ত আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
ভর্তা, বদ্ধুজন ইত্যাদি কাহাকেই বা পরি-
ত্যাগ করি নাই ? সেই জন্তই তিনি অকু-
তস্ত ! অকৃতজ্ঞ হইলেও সেই কৃষ্ণ কখনও
এখানে আগমনবিষয়ক আলাপও কি করিয়া
থাকেন ? করিলে সেই বচনশুধায় আমা-
দিগকে আপনার আপ্যায়িত করা কর্তব্য ।
সেই দামোদর গোবিন্দ পুরনারীতে সমাসক্ত-
চিত্ত হইয়া আমাদিগের প্রতি জীভীর্জন
হইয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে তিনি আমাদি-

ଜହନ୍ନୁ: ହୁବରଂ ଗୋପେୟା ହରିଣାକୃଷ୍ଟଚେତସଃ ॥ ୧୧
 ନନ୍ଦେନୈଃ ସୌମ୍ୟମଧୁରୈଃ ପ୍ରେମଗର୍ଭେରଗର୍ଭିତୈଃ ।
 ରାମେଣାଞ୍ଜିତା ଗୋପାଃ କୃଷ୍ଣାନ୍ତାତିମଧୁରୈଃ ॥ ୧୨
 ଗୋପୈଷ୍ଟ ପୂର୍ବବଦ୍ରାମଃ ପରିହାସମନୋହରୈଃ ।
 କଥାଞ୍ଚକାର ପ୍ରେମ୍ବିନା ଚ ସହ ତୈର୍ବ୍ରଜଭୂମିଷୁ ॥ ୨୦

ଇତି ଶ୍ରୀବ୍ରାହ୍ମେ ବଳପ୍ରତ୍ୟାଗମନବର୍ଣ୍ଣନଂ ସମ୍ପ-
 ନବତ୍ୟାଧିକ୍ଷତତତମୋହଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୧୧୧

ଅନ୍ତନବତ୍ୟାଧିକ୍ଷତତତମୋହଧ୍ୟାୟଃ ।

ବ୍ୟାସ ଉବାଚ ।

ବନେ ବିହରତସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ଗୋପୈର୍ବହାଞ୍ଜନଃ ।
 ଯାହୁସ୍ତୁରୁପସ୍ତୁ ଶେଷସ୍ତୁ ଧରଣୀଭୂତଃ ॥ ୧
 ନିମ୍ନାଦିତୋକକାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟେନୈବାବତାରିଣଃ ।
 ଉପତୋଗାର୍ଥମତ୍ୟର୍ଥଂ ବରୁଣଃ ପ୍ରାହ ବାକ୍ସୀୟ ॥ ୨
 ବରୁଣ ଉବାଚ ।

ଅଭୀଷ୍ଠାଃ ସର୍ବଦା ହସ୍ତ ମଦିରେ ଦ୍ୱଃ ମହୋଜସଃ ।

ଗେର ହୃଦ୍ଘ୍ନ ବଳିୟା ବୋଧ ହୟ ୮—୧୮ । ବ୍ୟାସ
 ବଲିଲେନ,—ହରିପ୍ରେମେ ଆକୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ସେହି
 ଗୋପୀରା ଏହିରୂପ ନାନା କଥା କହିତେ କହିତେ
 ବଳରାମକେହି ଭ୍ରମକ୍ରମେ କଥନଂ ‘କୃଷ୍ଣ’ କଥନଂ
 ‘ନାମୋଦର’ ବଳିୟା ସନ୍ଦୋଧନ କରତ ଉଚ୍ଚେନ୍ଦ୍ରେ
 ହାସ୍ତ କରିୟା ଉଠିଲ । ରାମ ସେହି ଗୋପୀ-
 ଲିଙ୍ଗକେ ମଧୁରସ୍ୱରେ କୃଷ୍ଣକ୍ଷିତ ପ୍ରେମଗର୍ଭ,
 ଅଗର୍ଭିତ ହୁନ୍ଦର-ମଧୁର ବାକ୍ୟେ ଆଞ୍ଜିତ କରି-
 ଲେନ । ରାମ ଗୋପଗଣ ସହ ପୂର୍ବବଂ ପରିହାସ-
 ମନୋହର ନାନାଆଳାପେ ସେହି ବ୍ରଜ-ଭୂମିରେ
 କିଛିକାଳ ବାସ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥ ୧୧—୨୦ ।
 ସମ୍ପନ୍ନବତ୍ୟାଧିକ ଶତତମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ॥ ୧୧୧ ॥

ଅନ୍ତନବତ୍ୟାଧିକ ଶତତମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ବ୍ୟାସ ବଲିଲେନ,—କାର୍ଯ୍ୟ-ସାଧନାର୍ଥ କମ୍ପଟ
 ନରାକାରେ ଅବତୀର୍ଣ ଧରଣୀଧର ମହାନ୍ତା ଶେଷ
 ଶୁକ୍ରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ସାଧନପୂର୍ବକ ଗୋପଗଣ-
 ସହ ବୁନ୍ଦାବନ ବନେ ଏହିରୂପେ ବିହାର କରିତେ
 ଥାକିଲେ ବରୁଣ ଶାହାର ଉପତୋଗାର୍ଥ ବାକ୍ସୀକେ
 ଆଦେଶ କରିଲେନ ଯେ, ଶୁଭେ ! ମଦିରେ !

ଅନନ୍ତସ୍ତୋପତୋଗାୟ ତସ୍ତ ଗଞ୍ଜ ଯୁଦେ ଶୁଭେ ॥ ୬
 ବ୍ୟାସ ଉବାଚ ।

ଇତ୍ୟୁକ୍ତା ବାକ୍ସୀ ତେନ ସନ୍ନିଧାନସ୍ଥାକରୋଽଂ ।
 ବୁନ୍ଦାବନତଟୋଽଂପରକନ୍ଦହତକ୍ରକୋଟରେ ॥ ୮
 ବିଚରନ୍ ବଳଦେବୋଽପି ମଦିରାଗଜ୍ଜୟକ୍ରତୟ ।
 ଆତ୍ରାୟ ମଦିରାହର୍ଷସ୍ତବାପାଥ ପୁରାତନୟ ॥ ୯
 ତତଃ କନ୍ଦହାଂ ସହସା ମଦ୍ୟଧାରାଃ ସ ଲାଞ୍ଜଲୀ ।
 ପତନ୍ତୀଃ ବାକ୍ସୀ ଯୁନ୍ୟଃ ପ୍ରସର୍ଯୋ ପରମାଃ ଯୁଦୟ ॥ ୧୦
 ପମ୍ପୋ ଚ ଗୋପଗୋପୀଭିଃ ସମବେତୋ ଯୁଦାସିତଃ ।
 ଉପଗୀୟମାନୋ ଲଳିତଃ ଶୀତବାଦ୍ୟାବିଶାରଦୈଃ ॥ ୧୧
 ଶ୍ରମତୋହତସ୍ତସ୍ତସ୍ତସ୍ତଃକନିକାୟୋଜ୍ଜିକୋଞ୍ଜଳଃ ।
 ଆଗଞ୍ଜ ସମୁନେ ଶ୍ରୀତୁମିଛାୟୀତାହ ବିହ୍ୱଳଃ ॥ ୧୨
 ତସ୍ତ ବାଚଂ ନଦୀ ଯା ତୁ ମନ୍ତୋଜ୍ଜାୟବସନ୍ତ ବୈ ।
 ନାଞ୍ଜଗାୟ ତତଃ କ୍ରୁଦ୍ଧୋ ହଳଂ ଗ୍ରହାହ ଲାଞ୍ଜଲୀ ॥ ୧୩
 ଗୃହୀତା ତାଂ ତଟେନୈବ ଚକର୍ଷ ମଦବିହ୍ୱଳଃ ।

ଅନନ୍ତେର ତୁମି ସର୍ବଦାହି ଅଭୀଷ୍ଠା; ଅତଏବ
 ଶାହାର ଉପତୋଗାନିମିତ୍ତ ଗମନ କର । ବ୍ୟାସ
 ବଲିଲେନ,—ବରୁଣ କର୍ତ୍ତୃକ ବାକ୍ସୀ ଏହିରୂପ
 ଆଦିଷ୍ଠା ହୈୟା ବୁନ୍ଦାବନ-ତଟୋଽଂପର କନ୍ଦହ-
 ତକ୍ରକୋଟରେ ସନ୍ନିଧାନ କରିଲେନ । ପରେ
 ବଳଦେବଂ ବିଚରଣ କରିତେ କରିତେ ଉଦ୍ଧତ
 ମଦିରାଗଜ୍ଜ ଆତ୍ରାୟ କରିୟା ପୁରାତନ ମଦିରା-
 ନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୈଲେନ । ହେ ଯୁନିଗଣ !
 ଅନନ୍ତର ସେହି ଲାଞ୍ଜଲୀ ସହସା କନ୍ଦହ-ତକ୍ର
 ହୈତେ ମଦ୍ୟଧାରା କରିତ ହୈତେହେ
 ଦେଖିୟା ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଲେନ । ତିନି
 ଶୀତ-ବାଦ୍ୟାବିଶାରଦ ଗୋପ-ଗୋପୀଗଣସହ ସମ-
 ବେତ ହୈୟା ଯୁଦାସିତଚିନ୍ତେ ଉହା ପାନ କରି-
 ଲେନ ଏବଂ ଲଳିତ ଗାନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ।
 ତଥନ ଶ୍ରମବଶେ ଶାହାର ଶରୀର ଅତିଶୟ ଜଳ-
 କମ୍ପାୟ ଯୁକ୍ତାଶୋଭିତବଂ ଉଞ୍ଜଳ ହୈଲ ! ତିନି
 ବିହ୍ୱଳଚିନ୍ତେ ସମୁନାର ଉଦ୍ଦେଶେ ବଲିଲେନ,—
 ସମୁନେ ! ତୁମି ଆହିସ, ଆମି ଜ୍ଞାନ କରିତେ ଇଚ୍ଛା
 କରି । ତିନି ମଦମତ୍ତ ବଳିୟା ସେହି ନଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ
 ବାକ୍ୟେ ଅବଜ୍ଞାପୂର୍ବକ ଆଗମନ କରିଲ ନା ।
 ତାହାତେ ଲାଞ୍ଜଲୀ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୈୟା ହଳ ଗ୍ରହଣ କରି-
 ଲେନ ଏବଂ ମଦବିହ୍ୱଳଚିନ୍ତେ ତଟପ୍ରାନ୍ତେ ତାହାକେ

পাপে নায়াসি নায়াসি গম্যতামিচ্ছামস্ততঃ ॥১০
সা কৃষ্টা তেন সহসা মার্গঃ সন্ত্যজ্য নিয়গা ।
যজ্ঞান্তে বলদেবোহসৌ প্রাবয়ামাস তদ্বনম্ ॥
শরীরিণী তথোপেত্য জাসবিহ্বললোচনা ।
প্রসাদেত্যব্রবীজামং যুধ মাং যুধলায়ুধ ॥ ১২
সোহব্রবীদবজানাসি মম শৌর্য্যবলং যদি ।
সোহহং স্বাং হলপাতেন নম্রিয্যামি সহস্রধা ॥১৩
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তমাতিসম্ভ্রান্তস্তয়া নদ্যা প্রসাদিতঃ ।
ভূভাগে প্রাবিতে তত্র যুয়োচ যমুনাঃ বলঃ ॥১৪
ততঃ স্নাতস্ত বৈ কাশ্টিরাজগাম মহাবনে ।
অবতঃসোৎপলং চাকু গৃহীত্বৈকক কুণ্ডলম্ ॥১৫
বরুণপ্রহিতাং চাট্মৈ মালামগ্নানপঙ্কজাম্ ।
সমুদ্রার্হে তথা বস্ত্রে নীলে লক্ষ্মীরযচ্ছত ॥ ১৬
কৃতাবতঃসং স তদা চাকু কুণ্ডলভূষিতঃ ।
নীলাবরুণধরঃ শ্রবী শুভতে কাশ্টিসংযুতঃ ॥ ১৭

আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—পাপে! তুমি আসিবে না? আসিও না। ইচ্ছানুসারে অন্ত্র জগমন কর। সেই নদী তৎকর্তৃক তাদৃশভাবে সহসা আকৃষ্ট হইয়া হনমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক যেখানে বলদেব ছিলেন, সেই বন প্রাবিত করিল এবং শরীরিণী হইয়া জাসবিহ্বল লোচনে বলিল,—হে যুধলায়ুধ রাম! প্রসন্ন হও। আমাকে পরিত্যাগ কর। রাম বলিলেন,—তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ, যদি আমার শৌর্য্যবল থাকে, তবে আমি হলপাতনে তোমাকে সহস্রভাগে বিভক্ত করিব। ১—১৩ ব্যাস বলিলেন,—সেই নদী কর্তৃক প্রসাদিত বলদেব তত্রত্য ভূভাগ প্রাবিত হওয়ায় জন্ত হইয়া যমুনাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরে তিনি সেখানে গ্নান করিলে তাঁহার উত্তম কাশ্টি প্রকাশ পাইল। তখন লক্ষ্মীদেবী অবতঃসার্ব চাকু উৎপল ও একটী কুণ্ডল, বরুণপ্রেরিতা অগ্নানপঙ্ক ও সমুদ্রসম নীল বসনগুণল তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তিনি তখন কৃতাবতঃস চাকু

ইথাং বিভূষিতো রেমো তত্র রামস্তদা ব্রজে ।
মাসদ্বয়েন স্নাতচ্চ পুনঃ স যথুরাং পুরীষ ॥ ১৮
রেবতীকৈব তনয়াং রৈবতস্ত মহীপতেঃ ।
উপযেমে বলন্তস্তাং জজ্ঞাতে নিশঠোন্নকৌ ॥
ইতি শ্রীভাষ্ক্রে হলকৌড়াবর্ণনমষ্টনবত্যাধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯৮ ॥

নবনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ভীষকঃ কুণ্ডিনে রাজা বিদর্ভবিষয়েহভবৎ ।
কশ্মিণী তস্ত হুহিতা কশ্মী চৈব সুভো দ্বিজাঃ ॥
কশ্মিণীং চকমে কৃষ্ণঃ সা চ তং চাকুহাসিনী ।
ন দদৌ যাচতে চৈনাং কশ্মী ধেষেণ চক্রিণে ॥১
দদৌ স শিশুপালায় জরাসন্ধপ্রচোদিতঃ ।
ভীষকো কশ্মিণা সার্কঃ কশ্মিণীযুকবিদ্রুমঃ ॥ ৩

কুণ্ডলভূষিত নীলাবরুণ ও মালাবান হইয়া উত্তম কাশ্টিতে শোভিত হইলেন। নিয়ত এইভাবে বিভূষিত রাম সেই ব্রজভূমিতে মাসদ্বয় বিহার করিলেন; পরে পুনরায় যথুরা পুরীতে প্রত্যাগমন করিয়া রেবত মহীপতির তনয়া রেবতীকে পরিণয় করিলেন। তাহাতে তাঁহার নিশঠ ও উন্নুক নামক দুইপুত্র উৎপন্ন হয়। ১৪—১৯।

অষ্টনবত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৮।

নবনবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—দ্বিজগণ! বিদর্ভ দেশে কুণ্ডিন নগরে ভীষক নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার কশ্মিণীনায়া হুহিতা ও কশ্মী নামক দুইপুত্র ছিল। কশ্মিণীকে কৃষ্ণ কামনা করেন। সেই চাকুহাসিনীও তাঁহাকেই কামনা করিয়াছিলেন। চক্রপাণিসহ কশ্মীর বিষেষ ছিল বলিয়া কৃষ্ণ প্রার্থনা করিলেও তাঁহাকে প্রদান

বিবাহার্থং ততঃ সর্বে জরাসন্ধমুখা নৃপাঃ ।
 ভীষ্মকস্ত পুরং জম্বুঃ শিশুপালশ্চ কুণ্ডিনম্ ॥৪
 কৃষ্ণোহপি বলভদ্রাদৈর্ঘড়ভিঃ পরিবারিতঃ ।
 প্রযযৌ কুণ্ডিনং দ্রষ্টুং বিবাহং চৈদ্যতুপতেঃ ॥৫
 ধোভাবিনি বিবাহে তু তাং কন্তাং হতবান্
 हरिः ।

বিপক্ষভাবমাসাঙ্ঘ রামাভ্যেষেব বন্ধুযু ॥ ৬
 ততশ্চ পৌণ্ড্রকঃ শ্রীমান্ দম্ভবক্রো বিদূরথঃ ।
 শিশুপালো জরাসন্ধঃ শাঙ্গাদ্যাশ্চ মহীভূতঃ ॥ ৭
 কুণ্ডিতান্তে हरिः हस्तः चक्रुर्मদ্যোগযুক্তমম্ ।
 নির্জিতাশ্চ সমাগম্য রামাদৈর্ঘড়পুঞ্জবৈঃ ॥ ৮
 কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি অহহা যুধি কেশবম্ ।
 কুত্বা প্রতিজ্ঞাং কুত্বা চ হস্তং কৃষ্ণমভিফ্রুতঃ ॥৯
 হস্তা বলং সনাগাধপতিস্তন্দনসঙ্কুলম্ ।

কর্য হইয়া না। উরুবিক্রম ভীষ্মক, জরাসন্ধের পরামর্শ অনুসারে কুন্তীর সহিত একমত হইয়া শিশুপালকেই কন্তা সম্প্রদানার্থ উদ্ভূত হন। পরে বিবাহ নিমিত্ত শিশুপাল এবং জরাসন্ধ প্রভৃতি অস্ত্রাস্ত্র নৃপতিগণ কুণ্ডিননগরে ভীষ্মকপুরে গমন করেন। কৃষ্ণও চৈদিপতি ভূপতি শিশুপালের বিবাহ দর্শনার্থ বলভদ্রাদি যত্নগণে পরিবৃত্ত হইয়া সেই কুণ্ডিননগরে গমন করেন। ১—৫। বিবাহের পূর্বদিবসে हरि বিপক্ষভাব অবলম্বন করিয়া রামাদি বন্ধুবর্গের সহায়তায় সেই কন্তাকে অপহরণ করেন। তাহাতে তখন পৌণ্ড্রক শ্রীমান্ দম্ভবক্র, বিদূরথ, শিশুপাল, জরাসন্ধ ও শাঙ্গ প্রভৃতি মহীপতিরা কুণ্ডিত হইয়া हरিকে হত্যা করিবার নিমিত্ত সবিষেষ উত্তম প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে রামাদি যত্নপুঞ্জব কর্তৃক নির্জিত হইলেন। কৃষ্ণকে যুদ্ধে হত্যা না করিয়া কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করিব না, এই প্রতিজ্ঞাপূর্বক কুন্তী ককে হনন জন্ত যাত্রা করিল। কিন্তু চক্রপাণি কৃষ্ণ অনায়াসেই হস্তাধ-পদাতি-রথসঙ্কুল তদীয় বল বিনাশপূর্বক তাহাকে পরাজিত করিয়া ছুতলে পাতিত করিলেন। তিনি কুন্তীকে এইরূপে

নির্জিতঃ পাতিতশ্চোৰ্দ্ধাঃ লীলয়ৈব স চক্রিণা
 নির্জিত্য কঞ্জিণঃ সম্যগুপযমে স কঞ্জিণীম্ ।
 রাক্ষসেন বিধানেন সম্প্রাপ্তো মধুসূদনঃ ॥ ১১
 তস্তাং জজ্ঞে চ প্রহ্মায়ো মদনাংশঃ স বোধীবান্
 জহার শব্দরো যং বৈ যো জঘান চ শব্দরম্ ॥১২
 ইতি শ্রীভাস্মে শ্রীকৃষ্ণচরিতে কঞ্জিণীপরিণয়ে
 নবনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

বিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

শব্দয়েণ হতো বীরঃ প্রহ্মায়ঃ স কথং পুনঃ ।
 শব্দরশ্চ মহাবীৰ্য্যঃ প্রহ্মায়েন কথং হতঃ ॥ ১
 ব্যাস উবাচ ।

যথেহহি জাতমাত্রে তু প্রহ্মায়ঃ স্মৃতিকাগৃহাৎ ।
 মমৈষ হন্তেতি দ্বিজা হতবান্ কালশব্দরঃ ॥ ২
 নীহা চিক্কেপ চৈবৈনং গ্রাহোগ্রে লবণার্ণবে

নির্জিত করিয়া যথাবিধানে কঞ্জিণীকে বিবাহ করিলেন। মধুসূদন রাক্ষস বিধান অনুসারে এই পত্নী প্রাপ্ত হইলেন। সেই কঞ্জিণীতে মদনের অংশে বোধীবান্ প্রহ্মায়ের জন্ম হয়; সেইপ্রহ্মায়কেই শব্দর দৈত্য অপহরণ করিয়াছিল এবং ইনিই শব্দরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ৬—১২।

নবনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১১১ ॥

বিংশততম অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ জজ্ঞাসা করিলেন,—বীর প্রহ্মায় শব্দর কর্তৃক কিরূপে হত হইয়াছিলেন আর প্রহ্মায়ই বা সেই মহাবীৰ্য্য শব্দরকে কিরূপে নিহত করেন? ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! প্রহ্মায় জন্মিলে পর, ষষ্ঠ দিবসে কালশব্দর অনুর “এ আমার হস্তা” এই নিশ্চয় করিয়া স্মৃতিকাগৃহ হইতেই সেই প্রহ্মায়কে হরণ করিল। সে উহাকে লইয়া গিয়া কম্বোলা-বর্ডম্বক সুদোম মকরালয় লবণ-

কল্লোলজনিতাবর্ষে সুশোরে মকরালয়ে ॥ ৩
পতিভকৈব তত্রৈকো মৎস্তো জগ্রাহ বালকম্
ম যমার চ তস্তাপি জঠরানলদীপিতঃ ॥ ৪
মৎস্তবর্ষেচ মৎস্তোহসৌ মৎস্তৈরন্তৈঃ সহ

দ্বিজাঃ ।

স্বাতিতোহসুরবর্ষায় শব্দরায় নিবেদিতঃ ॥ ৫
তস্ত মায়াবতী নাম পত্নী সর্বগৃহেশ্বরী ।
কারয়ামাস সৃদানামাধিপত্যমনিন্দিতা ॥ ৬
দারিতে মৎস্তজঠরে দদৃশে সাতিশোভনম্ ।
কুমারং মন্থতরোদিতস্ত প্রথমাকুরম্ ॥ ৭
কোহয়ং কথময়ং মৎস্তজঠরে সমুপাগতঃ ।
ইত্যেবং কোতুকাবষ্টাং তাং তদ্বীংপ্রাহ নারদঃ
নারদ উবাচ ।

অয়ং সমস্তজগতাং সৃষ্টিসংহারকারিণা ।
শব্দরেন হৃতঃ কৃষ্ণতনয়ঃ সূতিকাগৃহাৎ ॥ ৯
ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে মৎস্তেন নিগীর্ণস্তে বশং গতঃ ।
নররত্নমিদং সূক্ত বিব্রজা পরিপালয় ॥ ১০

সাগরে নিক্ষেপ করিল। সমুদ্রমধ্যস্থ এক
বৃহৎ মৎস্ত সেই বালককে গ্রাস করিল।
মৎস্তের জঠরানে দীপিত হইয়াও তাহার
মৃত্যু হইল না। হে দ্বিজগণ! মৎস্তজীবীরা
অস্তান্ত মৎস্ত সহ সেই মৎস্তকেও ধরিয়া
অনুরঞ্জে শব্দরকে প্রদান করিল। মায়া-
বতী নামী তদীয় অনিন্দিতা পত্নী তাহার
গৃহেশ্বরী ছিলেন। তিনি পাচকবর্গের উপর
আধিপত্য করিতেন। মৎস্তের উদর
বিদারিত হইলে তিনি সেই দৃঢ় মন্থ-
তরুর প্রথমাকুরসম অতি সুন্দর কুমারকে
দেখিলেন। পরে তিনি ‘এ কে?
মৎস্তজঠরেই বা কিরূপে আসিল?
কোতুকাবষ্টাচিতে এইরূপ আলোচনা করিতে
থাকিলে নারদ সেই তাকে কহিলেন,—ইনি
সমস্ত জগতের সৃষ্টি-সংহারকারী কৃষ্ণের
তনয়; শব্দর কর্তৃক সূতিকাগৃহ হইতে
অপহৃত হইয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলে এই
মৎস্ত উহাকে গ্রাস করিয়াছিল। এইকণে
তোমার হস্তগত হইয়াছেন। হে সূক্ত ।

ব্যাস উবাচ ।

নারদেনৈব মুক্তা সা পালয়ামাস তং শিশুম্ ।
বাল্যাদেবাতিরাগেণ রূপাতিশয়মোহিতা ॥ ১১
স যদা যৌবনাভোগভূষিতোহভূদ্বিজোত্তমাঃ ।
সাত্তিলাষা তদা সা তু বভূব গজগামিনী ॥ ১২
মায়াবতী দদৌ চাশ্মৈ মায়া সর্বা মহাশ্বনে ।
প্রহৃয়াম্নাতুভূতায় তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণা ।
প্রসজ্জন্তীস্ত তামাহ কার্কিঃ কমললোচনঃ ॥ ১৩

প্রহ্মা উবাচ ।

মাতৃভাবঃ বিহার্যেব কিমর্থং বর্ভসেহস্তথা ।

ব্যাস উবাচ ।

সা চাশ্মৈ কথয়ামাস ন পুত্রস্বং মমেনি বৈ ।
তনয়ং স্বাময়ং বিবেকজ্ঞতবান্ কালশব্দরঃ ॥ ১৫
ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে মৎস্তস্ত সস্ত্রাপ্তো জঠরায়মা ।
সা তু রোদিতি তেমাতা কাস্তাদ্যাপ্যতিবৎসলা
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ শব্দরং যুদ্ধে প্রহ্মাঃ স সমাহরয়ৎ ।

তুমি বিশ্বস্তাচিতে এই নররত্নকে প্রতিপালন
কর। ১—১০। ব্যাস বলিলেন,—নারদ
কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সেই মায়াবতী
বাল্যকাল হইতেই অতীব অনুরাগের সহিত
তদীয় রূপাতিশয়ে মোহিতচিত্তে সেই
শিশুকে পালন করিতে লাগিলেন। হে
দ্বিজসত্তমগণ! সেই বালক যখন যৌবনা-
ভোগে ভূষিত হইলেন, তখন সেই গজ-
গামিনী মায়াবতী তৎপ্রতি অভিলাষবতী
হইলেন। তৎপ্রতি নয়ন ও মন সমর্পণ করিয়া
আত্মভূত সেই মহাত্মা প্রহ্মাকে সমস্ত মায়া
প্রদান করিলেন। কমললোচন কৃষ্ণনন্দন
ভাঁহাকে অনুরাগবতী দর্শনে বলিলেন,—তুমি
মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া ভাবান্তর পরিগ্রহ
করিতেছ কেন? ১—১৪। তদন্তরে মায়াবতী
বলিলেন,—তুমি আমার পুত্র নও,তুমি বিষ্ণুর
তনয়। তোমাকে কাল শব্দর হরণ করিয়া
সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছিল; তোমাকে
আমি মৎস্তোদরে পাইয়াছি। অতি
বৎসলা তোমার সুন্দরী মাতা তোমার

ক্ৰোধাকুলৌক্যমনা যুগ্মে চ মহাবলঃ ॥ ১৭
 হৃদ্য সৈন্তমশেষতঃ তন্ত দৈত্যস্ত মাধবিঃ ।
 সন্ত মায়া ব্যতিক্রম্য মায়াং সংযুজ্জ্বলমীম ॥
 তয়া জ্ঞান তং দৈত্যং মায়া কালশব্দম্ ।
 উৎপত্য চ তয়া সাক্ষিমাঙ্গগাম পিতুঃ পুরম্ ॥ ১৯
 অস্তঃপুরে চ পতিতঃ মায়াবত্যা সমধিতম্ ।
 তং দৃষ্ট্বা হৃষ্টসঙ্করা বহুবুঃ কৃষ্ণযোষিতঃ ।
 কল্পিণী চাত্রবীং প্রেমাসক্তদৃষ্টিরনিন্দিতা ॥ ২০
 কল্পিণ্যুবাচ ।
 ধন্তায়াঃ খন্দয়ঃ পুত্রো বর্ততে নবযৌবনে ।
 অস্মিন্ বয়সি পুত্রো মে প্রত্যাশো যদি জীবাত
 সভাগ্যা জননী বৎস ত্বয়া কাপি বিভূষিতা ।
 অথবা যাদৃশঃ স্নেহো মম যাদৃশপুচ্চ তে ।
 হরৈরপত্যঃ সুবাক্যঃ ভবান্ বৎস ভবিষ্যতি ॥
 ব্যাস উবাচ ।
 এতস্মিন্নস্তরে প্রাপ্তঃ সহ কৃষ্ণেন নারদঃ ।

জন্তু কাদিতেছেন। ব্যাস বলিলেন,—সেই
 প্রত্যাশ এইরূপ উক্ত হইয়া ক্ৰোধাকুল মনে
 শব্দরকে যুদ্ধার্থ আবাহন করিলেন এবং
 তাহার সহিত যুদ্ধে তদীয় সর্বসৈন্ত হনন-
 পূর্বক সেই দৈত্যের সপ্তবিধ মায়া নিজ
 মায়াপ্রভাবে অতিক্রম করিলেন। পরে
 মাধবনন্দন অষ্টমী মায়া প্রয়োগে সেই কাল
 শব্দর দৈত্যকে নিহত করিয়া মায়াবতী সহ
 আকাশপথে পিতৃপুরে সমাগত হইলেন।
 কৃষ্ণপত্নীরা তাঁহাকে মায়াবতী সহ অস্তঃপুরে
 আপতিত দেখিয়া সকলেই হৃষ্টচিত্তা হইলেন।
 অনিন্দিতা কল্পিণী স্নেহাসক্ত দৃষ্টিতে বলিতে
 লাগিলেন,—এই নবযৌবন-সম্পন্ন পুত্র কোন
 ধন্তা রমণীর হইবে। আমার পুত্র প্রত্যাশ
 জীবিত থাকিলে ঐদৃশবয়স্ক হইত। বৎস!
 তোমা দ্বারা কোন সভাগ্যা জননী বিভূষিতা
 হইয়াছেন, অথবা তোমার প্রতি আমার
 যেরূপ স্নেহ এবং তোমার যেরূপ আকৃতি,
 তাহাতে সুস্পষ্টরূপেই বোধ হয় যে, তুমি
 হরির অপত্য হইবে। ১৫—২২। ব্যাস
 বলিলেন,—ইত্যবসরে নারদ সহ কৃষ্ণ আসিয়া

অস্তঃপুরবরাং দেবীঃ কল্পিণীং প্রাহ হর্ষিতঃ ॥ ২৩
 ক্লীকৃক উবাচ ।
 এষ তে তনয়ঃ সুভ্র হৃদ্য শব্দরমাগতঃ ।
 হতো যেনাতবং পূর্বে পুত্রস্তে স্মৃতিকাগৃহাং ॥
 ইয়ং মায়াবতী ভাৰ্যা তনয়স্তান্ত তে সতী ।
 শব্দরস্ত ন ভাৰ্য্যেয়ং শ্রমতামত্র কারণম্ ॥ ২৫
 মন্থে তু গতে নাশং তদ্ব্যবপারায়ণা ।
 শব্দরং মোহয়ামাস মায়াৰূপেণ কল্পিণি ॥ ২৬
 বিবাহাত্যপভোগেষু রূপং মায়াময়ং শুভম্ ।
 দর্শয়ামাস দৈত্যস্ত তন্ত্বেয়ং মদিরেক্ষণা ॥ ২৭
 কামোহবতীর্ণঃ পুত্রস্তে তন্ত্বেয়ং দয়িতা রতিঃ
 বিশঙ্কা নাত্ত কৰ্ত্তব্যা স্মৃষেয়ং তব শোভনা ॥
 ব্যাস উবাচ ।
 ততো হর্ষসমাবিষ্টৌ কল্পিণীকেশবৌ তদা ।
 নগরী চ সমস্তা সা সাধু সাক্ষিত্যভাষত ॥ ২৯
 চিরং নষ্টেন পুত্রেণ সঙ্গতাং প্রেক্ষ্য কল্পিণীম্
 অবাপ বিন্ময়ং সর্বৌ দ্বারবত্যাং জনস্তদা ॥ ৩০
 ইতি ক্লীকাক্ষে শব্দরহৃতপ্রত্যাশাগমনবর্ণনং
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০০ ॥

তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অস্তঃপুরনারী-
 গণের প্রধানা কল্পিণী দেবীকে হর্ষিত-চিত্তে
 কহিলেন,—সুভ্র! পূর্বে স্মৃতিকাগৃহ হইতে
 যে পুত্র অপহৃত হইয়াছিল, তোমার সেই
 পুত্রই এই; এই পুত্র শব্দরকে বিনাশ করিয়া
 সমাগত হইয়াছে। এই সতী মায়াবতী
 তোমার তনয়ের ভাৰ্যা। ইনি শব্দরের ভাৰ্যা
 নহেন। ইহার কারণ অবগণ কর। হে কল্পিণি!
 মন্থে নাশ প্রাপ্ত হইলে তদ্ব্যপত্তি-চিত্তা-
 পারায়ণা রতি মায়াৰূপে শব্দরকে মোহিত
 করিয়াছিলেন, এই মদিরেক্ষণা বিবাহাদি
 উপভোগ-ব্যাপারে সেই দৈত্যকে শুভ
 মায়াময়রূপই প্রদর্শন করিতেন। কাম
 তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইনি
 তদীয় দয়িতা রতি। হে শোভনে! ইনি
 যে তোমার স্মৃষ্টি, এ বিষয়ে তুমি কোন সংশয়
 করিও না। ব্যাস বলিলেন,—কল্পিণী ও
 কেশব তখন হর্ষসমাবিষ্ট হইলেন। সেই

একাধিকবিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

চাক্ৰদেবঃ সূদেবঞ্চ চাক্ৰদেহঞ্চ শোভনম্ ।
বিচাক্ৰং চাক্ৰগুপ্তঞ্চ ভদ্রচাক্ৰং তথাপরম্ ॥ ১
চাক্ৰচন্দ্রং সূচাক্ৰঞ্চ চাক্ৰঞ্চ বলিনাং বরম্ ।
কল্লিণ্যজনয়ৎপুত্রান্ কল্লিণ্যঃ চাক্ৰমভীঃ তথা ॥ ২
অস্তাশ্চ ভাৰ্গ্যাঃ কৃষ্ণশ্চ বহুবুঃ সপ্ত শোভনাঃ
কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্যা নাগজিতী তথা ।
দেবী জাহ্নবতী চাপি সদা তুষ্টা তু রোহিণী ।
মদ্ররাজসুতা চান্তা স্মৃশীলা শীলমণ্ডলা ॥ ৪
সাজ্জাজিতী সত্যভামা লক্ষণা চাক্ৰহাসিনী ।
যোড়শাশ্চ সহস্রাণি স্ত্রীণামস্তানি চক্রিণঃ ॥ ৫
প্রহ্লাদ্রোহপি মহাবীৰ্য্যো কল্লিণতনয়াঃ শুভাম্
স্বয়ম্বরং জগ্ৰাহ সাপি তং তনয়ং হরেঃ ॥ ৬

সমগ্রা নগরীও যেন হুটু হইয়া সাধু সাধু
বলিতে লাগিল। তখন দ্বারবতীনিবাসী
সকল জনেরাই কল্লিণীকে চিরপ্রনষ্ট পুত্রসহ
সঙ্গতা দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইল। ২৩—৩০ ।

বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০০ ।

একাধিক বিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—কল্লিণী চাক্ৰদেব,
সূদেব, শোভন, চাক্ৰদেহ, বিচাক্ৰ, চাক্ৰগুপ্ত,
ভদ্রচাক্ৰ, সূচাক্ৰ, ও বলিপ্রধান চাক্ৰ এই সকল
পুত্র এবং চাক্ৰমভী নামী একটি কন্তা প্রসব
করেন। চক্রপাণি কৃষ্ণের আরও সাতটি
শোভনা ভাৰ্গ্যা ছিলেন। তাঁহাদের নাম—
কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, নাগজিতী,
জাহ্নবতী, সদা সন্তুষ্টা রোহিণী, মদ্ররাজ-
সুতা স্মৃশীলা শীলমণ্ডলা, সাজ্জাজিৎপুত্রী
সত্যভামা, ও চাক্ৰহাসিনী ও লক্ষণা; এতদ্ভিন্ন
আরও যোড়শ সহস্র পত্নী ছিলেন। মহা-
বীৰ্য্য প্রহ্লাদ ও শুভা কল্লিণতনয়াকে স্বয়ম্বরস্থলে
গ্রহণ করেন। তিনিও সেই হরিভনয়ে

তস্তামস্তাভবৎ পুত্রো মহাবলপরাক্রমঃ ।
অনিকঙ্কো রণে কঙ্কো বীৰ্য্যোদধিরানন্দমঃ ॥ ৭
তস্তাপি কল্লিণঃ পৌত্রী বরদামাস কেশবঃ ।
দৌহিত্রায় দদৌ কল্লী স্পর্ধয়ন্নপি শৌরিণা ॥ ৮
তস্তা বিবাহে রামাদ্যা যাদবা হরিণা সহ ।
কল্লিণো নগরং জয়ান্বিতা ভোজকটং দিভাঃ ॥
বিবাহে তত্র নিবৃন্তে প্রাহ্লাদ্যে স্তুমহান্ননঃ ।
কলিঙ্গরাজপ্রমুখা কল্লিণঃ বাক্যমব্রুবন্ ॥ ১০
কলিঙ্গাদয় উচুঃ ।
অনকঙ্কো হলৌ দ্যুতে তথাস্ত্য ব্যাসনং মহৎ ।
তজ্জয়ামো বলং তস্মাদদ্যুতেনৈব মহাত্মতে ॥
ব্যাস উবাচ ।
তথৈতি তানাহ নৃপান্ কল্লী বলসমবিতঃ ।
সভায়াং সহ রামেণ চক্রে দ্যুতঞ্চ বৈ তদা ॥ ১২
সহস্রমেকং নিক্ষাণাং কল্লিণা বিজিতো বলঃ ।
দ্বিতীয়ে দিবসে চান্তংসহস্রং কল্লিণা জিতঃ ॥

আসক্তচিত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে
প্রহ্লাদের মহাবলপরাক্রম বীৰ্য্যোদধি অরি-
ন্দম, রণে বৈরিগণের রোধকারী অনিকঙ্ক
নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। কেশব তাহার
বিবাহের জন্য কল্লীর পৌত্রীকে বরণ করেন।
কল্লী সৌরী সহ নিয়ত স্পর্ধা করিলেও
প্রীতিস্থাপনোদ্দেশে দৌহিত্রকে সেই পৌত্রী
সম্প্রদান করেন। হে দ্বিজগণ! তাহার বিবাহে
হরি সহ রামাদি যাদবগণ কল্লীর ভোজকট
নামক নগরে গমন করেন। সেখানে স্তুমহান্না
প্রহ্লাদ-নন্দনের বিবাহ সমাহিত হইলে কলিঙ্গ
প্রমুখ রাজগণ কল্লীকে এই বাক্য বলিলেন
যে, হলধর অকজৌড়ায় অভিজ্ঞ নহেন অথচ
উহাতে তাঁহার আসক্তিও অধিক। অত-
এব হে মহাত্মতে! দ্যুতজৌড়াবার বলরাম-
কে পরাজিত করিবে। ১—১১। ব্যাস
বলিলেন,—বলসমবিত কল্লী তাহাঙ্গিকে
'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সভাতে রাম
সহ দ্যুত ক্রীড়া প্রবর্তিত করিলেন। প্রথম
দিবসে কল্লী কর্তৃক বলদেব একসহস্র নিক
পরাজিত হইলেন। দ্বিতীয় দিবসেও আর

ততো দশ সহস্রাণি নিক্ষাণাং পণমাদদে ।

বলভদ্রপ্রপন্নানি কৃষ্ণী দ্যুতবিদ্যাংবরঃ ॥ ১৪

ততো জহাসাথ বলঃ কলিঙ্গাধিপতিষিদ্ধিভাঃ ।

দন্তান্ বিদর্শয়িত্বো কৃষ্ণী চাহ মদোকৃতঃ ॥ ১৫

কৃষ্ণ্য বাচ ।

অবিদ্যোহয়ঃ মহাদ্যুতে বলভদ্রঃ পরাজিতঃ ।

মুর্ষেবান্কাবলেপদ্যোহয়ঃ মেনেহককোবিদম্

ব্যাস উবাচ ।

দৃষ্ট্বা কলিঙ্গরাজস্ত প্রকাশদশনাননম্ ।

কলিঙ্গকাপি দুর্ভাকাং কোপং চক্রে হলায়ুধঃ ॥

ততঃ কোপপরীতায়া নিক্কোটং হলায়ুধঃ ।

গ্লহঃ জগ্রাহ কৃষ্ণী চ ততস্তৃক্ষণপাতয়ৎ ॥ ১৮

অজয়ম্বলদেবোহথ প্রাহোচ্চৈস্তং জিতং ময়া ।

মমেতি কৃষ্ণী প্রাহোচ্চৈরলীকোচ্চৈরলঃ বলম্ :

তুমোক্তোহয়ঃ গ্লহঃ সত্যং ন মমৈবোহনুমোদিতঃ

এবং ত্বয়া চেষ্টিজিতং ন ময়া বিজিতং কথম্ ॥

ততোহস্তরিক্ষে বাণ্ডৈষ্ঠে প্রাহ গন্তীরনাদিনৌ

এক সহস্র বিজিত হইলেন । ক্রমে বলভদ্র দশসহস্র নিক্ষ পণগ্রহণ করিতে দ্যুত-বিশারদ কৃষ্ণী তাহাও জয় করিয়া লইলেন । হে দ্বিজগণ ! তাহাতে তখন মূঢ় কলিঙ্গাধিপতি দন্তপুঞ্জিত বিকাণিত করিয়া হস্তপূর্বক বলরামকে উপহাস করেন । মদোকৃত কৃষ্ণীও বলিল,—এই অবিদ্য বলভদ্র মহাদ্যুতে পরাজিত হইলেন ; বুধাই ইনি আপনাকে গর্ববশে অককোবিদ বলিয়া মনে করেন । ব্যাস বলিলেন,—হলায়ুধ কলিঙ্গরাজের সেই দস্তাবিকাশ দর্শনে এবং কৃষ্ণীর সেই দুর্ভাকা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইলেন । পরে কোপপরীতচিত্তে সেই হলায়ুধ কোটিনিক্ষ পণ গ্রহণ করিলেন । তখন কৃষ্ণী অকতপাতন করিল ; তাহাতে বলভদ্রেরই জয় হইল । কিন্তু কৃষ্ণী মিথ্যা বাক্যে বলদেবকে কহিলেন,—আমিই জিতিয়াছি ; তুমি যে এই পণ স্থাপন করিয়াছ, ইহা আমার অনুমোদিতই নহে । তথাপি যদি উহা তোমার বিজিত হয়, তবে আমারই বা

বলদেবস্ত তং কোপং বর্জনয়ী মহাশ্বনঃ ॥ ২১

আকাশবাণ্ডবাচ ।

জিতস্ত বলদেবেন কলিঙ্গা ভাষিতং যুধা ।

অনুভুত্বা বচনং কিঞ্চিৎ কৃতং ভবতি কৰ্ণণা ॥ ২২

ব্যাস উবাচ ।

ততো বলঃ সমুখায় ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।

জঘানাষ্টাপদৈর্নৈব কলিঙ্গং স মহাবলঃ ॥ ২৩

কলিঙ্গরাজঃ চাদায় বিক্ষুরক্তঃ বলাঘলঃ ।

বভঙ্গ দন্তান্ কুপিতো যৈঃ প্রকাশঃ জহাস সঃ

আকৃষ্য চ মহাস্তম্ভং জাতরূপময়ং বলঃ ।

জঘান যে তৎপক্ষান্তান্ ভূতঃ কুপিতো বলঃ

ততো হাহাকৃতঃ সর্গঃ পলায়নপরং দ্বিজাঃ ।

তদ্রাজমণ্ডলঃ সর্গঃ বভূব কুপিতে বলে ॥ ২৬

বলেন নিহতঃ কৃষ্ণা কলিঙ্গং মধুসূদনঃ ।

নোবাচ বচনং কিঞ্চিজলিঙ্গীবলয়োর্ভয়াৎ ॥ ২৭

বিজিত না হইবে কেন ? তখন মহাশক্তি বলদেবের ক্রোধ বর্জন করত অন্তরীক্ষে গন্তীরনাদিনৌ আকাশবাণী কহিলেন, বলদেব বিজয় লাভ করিয়াছেন ; কৃষ্ণী মিথ্যা বলিতেছে । কোনও বাক্য না বলিয়া কৰ্ণানুষ্ঠান করিলে উহা অনুমোদিতই হইয়া থাকে । ১২—২২ । ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর মহাবল বলদেব কোপসংরক্তলোচনে উখিত হইয়া সেই পাশা দ্বারাই কৃষ্ণীকে প্রহার করিলেন । বিক্ষুরমাণ কলিঙ্গরাজকেও বলদেব বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া যে দণ্ডপংক্তি প্রকাশপূর্বক তিনি হস্ত করিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া দিলেন । কুপিত বলদেব তখন অস্ত্র যে সকল কলিঙ্গপক্ষীয় রাজা ছিলেন, তাঁহাদিগকেও সেই সভামণ্ডলের একটা স্বর্ণময় স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া লইয়া তদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন । হে দ্বিজগণ ! বলদেবকে তাদৃশ কুপিত দেখিয়া তদ্রূপ সমগ্র রাজমণ্ডল হাহাকার করত পলায়নপরায়ণ হইল । বলদেব কর্তৃক কৃষ্ণী নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া মধুসূদন কলিঙ্গী ও বলদেবের মনোভঙ্গ-ভয়ে কোন বাক্যব্যয় করিলেন না ।

ততোহনিক্রমাদায় কৃতোহাঃ বিজ্ঞোক্তমাঃ ।
 ষারকামাজগামাথ যজ্ঞকঃ সকেশবম্ ॥ ২৮
 ইতি ঐত্বান্নেহনিক্রমবিবাহে কল্পিবধনিক্র-
 পমেকাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০১ ॥

ব্যাদিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ষারবত্যাং ততঃ শৌরিং শক্রিভুবনেশ্বরঃ ।
 আজগামাথ মুনয়ো মঠৈরাবতপৃষ্ঠগঃ ॥ ১
 প্রবিষ্ট ষারকাং সোহথ সমীপে চ হরেন্দ্রদা ।
 কথয়ামাস দৈত্যস্ত নরকস্ত বিচেষ্টিতম্ ॥ ২
 ইন্দ্র উবাচ ।

ত্বয়া নাথেন দেবানাং মনুষ্যেষুহপি তিষ্ঠতা ।
 প্রশমং সর্বদুঃখানি নীতানি মধুসূদন ॥ ৩
 তপস্বিনরক্ষায়ে সোহরিষ্টো ধেনুকস্তথা ।
 প্রলম্বাভাস্তথা কেশী তে সর্কে নিহতাশ্বয়া ॥ ৪
 কংসঃ কুবলয়াপীড়ঃ পুতনা বালঘাতিনৌ ।

হে বিজ্ঞোক্তমগণ! তাহার পর যজ্ঞগণ
 কৃতোহাঃ অনিক্রমকে লইয়া কেশবের সহিত
 ষারকায় আগমন করিলেন । ২৩—২৮ ।
 একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০১ ।

ব্যাদিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে মুনীগণ! অনন্তর
 একদা ত্রিভুবনেশ্বর শক্র মন্ত ঐরাবতপৃষ্ঠে
 আরোহণপূর্বক শৌরি-সন্নিধানে ষারকাত্তে
 আগমন করিলেন । তিনি ষারকায় প্রবেশ
 করিয়া হরিসমীপে নরক দৈত্যের আচরণ
 সমস্ত নিবেদন করিলেন । ইন্দ্র বলিলেন,
 —হে মধুসূদন! নাথ! তুমি মনুষ্যরূপে
 থাকিয়াও দেবগণের সর্বদুঃখ প্রশমিত
 করিয়াছ । জনগণের রক্ষার্থ সেই অরিষ্ট,
 ধেনুক, প্রলম্ব ও কেশী প্রভৃতি সকল-
 কেই তুমি নিহত করিয়াছ । কংস,
 কুবলয়াপীড়, বালঘাতিনৌ পুতনা—ইত্যাদি

নাশং নীতাশ্বয়া সর্কে যেহন্তে জগদ্রপজবাঃ ।
 যুমদোদগুসমুদ্বি-পরিজাত্তে জগত্রেয় ।
 যজ্ঞে যজ্ঞহবিঃ প্রাপ্ত তৃপ্তিঃ ষাতি দিবোকসঃ ॥
 সোহহং সাম্প্রতমায়াতো যরিমিস্তং জনাৰ্দ্ধন ।
 তক্ষুয়া তৎপ্রতীকারপ্রযত্নঃ কর্তুমর্হসি ॥ ৭
 ভোমোহয়ঃনরকো নামপ্রাগ্জ্যোতিষপুরেশ্বরঃ
 করোতি সর্বভূতানামপঘাতমরিন্দম ॥ ৮
 দেবসিদ্ধসুরাদীনাং নৃপাণাঞ্চ জনাৰ্দ্ধন ।
 কত্বা তু সোহসুরঃ কত্বা কুরোধ নিজমন্দিরে ॥
 ছত্রং যৎসলিলশ্রাবী তজ্জহার প্রচেতসঃ ।
 মন্দরস্ত তথা শৃঙ্গং হস্তবায়ুগণিপর্বতম্ ॥ ১০
 অমৃতশ্রাবী দিব্যে মাতুর্শ্রেয়ত্বকুণ্ডলে ।
 জহার সোহসুরোহদিত্যা বাহুৈরাবতঃ
 দ্বিপম্ ॥ ১১

আরও যে সকল জগদ্রপজব ছিল, সমস্তই
 তোম। কর্তৃক নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । তোমার
 দোদগুসর উদ্বোধনে ত্রিজগৎ পরিজাত
 হওয়ায় দিবোকসেরা যজ্ঞে যজ্ঞীয় হবিঃ
 প্রশন করত তৃপ্তি লাভ করিতেছেন!
 হে জনাৰ্দ্ধন! আমি সাম্প্রতি যে নিমিত্ত
 আসিয়াছি, তাহা শুনিয়া তদ্বিষয়ে প্রতিকারে
 প্রযত্ন প্রকাশ করুন । হে অরিন্দম! ভূমি-
 সূত নরকনামক প্রাগ্জ্যোতিষপুরাধিপতি
 সর্বভূতের হিংসা সাধন করিতেছে । হে
 জনাৰ্দ্ধন! সে দেব-সিদ্ধ-সুর-নৃপদিগকে হনন-
 পূর্বক তাহাদিগের কত্বা সকল আনয়ন করিয়া
 নিজমন্দিরে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে ।
 প্রচেতার যে সলিলশ্রাবী ছত্র ছিল, সে তাহা
 আহরণ করিয়াছে । মন্দরগিরির শৃঙ্গ মণি-
 পর্বতকেও আনিয়াছে । মদীয় মাতা
 অদিতির যে দুইটী অমৃতশ্রাবী দিব্য কুণ্ডল
 ছিল, সেই অসুর তাহাও অপহরণ
 করিয়াছে । এক্ষণে আমার ঐরাবত-
 হস্তীকেও লইবার বাঞ্ছা করে । হে গোবিন্দ!
 এই আমি তাহার হন্যীত সমস্ত আপনায়

যদত্র প্রতিকর্তব্যং তৎস্বয়ং পরিমুক্ততাম্ ॥ ১২
ব্যাস উবাচ ।

ইতি শ্রদ্ধা স্মিতং কৃদ্ধা ভগবান্ দেবকৌসুতঃ ।
গৃহীত্বা বাসবং হস্তে সমুত্তস্থৌ বরাসনাৎ ॥ ১৩
সন্ধিস্তিতমুপারুহ্য গরুড়ঃ গগনেচরম্ ।
সত্যভামাং সমারোপা যযৌ প্রাগ্জ্যোতিষং
পুরম্ ॥ ১৪

আকর্ষেয়াবতং নাগং শক্ৰোহপি ত্রিদশালয়ম্
ততো জগাম সূমনাঃ পশুতাং দ্বারকৌকসাম্ ॥
প্রাগ্জ্যোতিষপুরস্তাস্ত্র সমস্তাচ্ছ হযোজনম্ ।
আচিতং ভৈরবৈঃ পাশৈঃ পরসৈস্তনিবারণে ॥
তাংস্চিচ্ছেদ হরিঃ পাশান্ ক্ৰিপ্ত্বা চক্ৰং সুদর্শনম্
ততো মুরঃ সমুত্তস্থৌ তং জঘান চ কেশবঃ ॥
মুরস্ত তনয়ান্ সপ্ত সহস্রা তাংস্ততো হরিঃ ।
চক্রধার্যাগ্নিনির্দ্ব্যংশকার শলভানিব ॥ ১৫
হত্বা মুরং হৃদগ্রীবং তথা পঞ্চজনং দ্বিজাঃ ।

নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম, এ বিষয়ে যাহা প্রতি-
বিধান কর্তব্য, তাহা আপনি স্বয়ং বিবেচনা
করুন । ১—১২ । ব্যাস বলিলেন,—
ভগবান্ দেবকৌন্দন এই কথা শুনিয়া
ঈষৎ হাস্য করত বাসবকে হস্তে ধারণ-
পূর্বক বরাসন হইতে উপিত হইলেন ।
ঊঁহার চিন্তামাত্রেই গগনচর গরুড় আসিয়া
উপস্থিত হইলে সত্যভামাকে লইয়া তিনি
তত্পরি আরোহণপূর্বক প্রাগ্জ্যোতিষ পুরে
প্রস্থান করিলেন । শক্ৰও ঈরাবত-নাগে
আরোহণপূর্বক হৃষ্টমনে দ্বারকাবাসি-
গণের সমক্ষেই ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন ।
উক্ত প্রাগ্জ্যোতিষ পুরের চারি দিকের শত
যোজন স্থান পরসৈন্ত নিবারণার্থ ভয়ঙ্কর
পাশনিকরে পরিবেষ্টিত ছিল । হরি সুদর্শন
চক্র নিষ্ক্ষেপে সেই পাশরাশি ছেদন
করিয়া ফেলিলেন । তখন মুর নামক এক
দানব যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল ; কেশব তাঁহাকে
নিহত করিলেন । পরে মুর দৈত্যের সাতটা
পুত্রকেও সহস্রা চক্রধার্যাগ্নি দ্বারা পতঙ্গবৎ
নির্দম্ব করিয়া ফেলিলেন । হে দ্বিজগণ !

প্রাগ্জ্যোতিষপুরং ধীমাংস্বরীবান্ সমুপাভবৎ
নরকেনাস্ত তত্রাভূন্নহসৈস্তেন সংযুগঃ ।
কৃষ্ণস্ত যত্র গোবিন্দো জয়ে দৈত্যান্ সহস্রশঃ ॥
শস্ত্রাস্তবর্ষং মুঞ্চন্তঃ স ভোমং নরকং বলৌ ।
ক্ৰিপ্ত্বা চক্ৰং দ্বিধা চক্রে চক্রৌ দৈতেয়চক্ৰেহা ॥
হতে তু নরকে ভূমিগৃহীত্বাদিতিকুণ্ডলে ।
উপতস্থে জগন্নাথং বাক্যং চেদমখারবীৎ ॥ ২২
ধরণ্যুবাচ ।

যদাহমুক্ততা নাথ ত্বয়া শূকরমূর্তিনা ।
ত্বৎসংস্পর্শভবঃ পুত্রস্তদাযং ময়া জায়ত ॥ ১৩
সৌহৃদ্যং ত্ব্যেব দত্তো মে ত্ব্যেব বিনিপাতিতঃ ।
গৃহাণ কুণ্ডলে চেমে পালয়াস্ত চ সন্ততিম্ ॥ ১৪
ভারাবতরণার্থায় মমৈব ভগবানিমম্ ।
অংশেন লোকমায়াতঃ প্রসাদসুমুখঃ প্রভো ॥ ১৫
ত্বং কর্তা চ বিকর্তা চ সংহর্তা প্রভবোহব্যয়ঃ ।

ধীমান্ হরি হৃদগ্রীব মুর ও পঞ্চজন অমুরকে
নিহত করিয়া স্বরাসহকারে প্রাগ্জ্যোতিষ
পুরে যাইতে লাগিলেন । গোবিন্দ যে স্থলে
তত্রত্য সহস্র সহস্র অমুরকে হত্যা করিতে
লাগিলেন, মহাসৈন্ত সহ নবকাসুর তথায়
আসিয়া উপস্থিত হইলে তৎসহ কৃষ্ণের মহা-
সমর আরম্ভ হইল । দৈতেয়-চক্রঘাতী
মহাবল চক্রপাণি শস্ত্রাস্তবর্ষকারী সেই
ধরণীনন্দন নরকাসুরকে চক্র নিষ্ক্ষেপে দ্বিধা
করিয়া ফেলিলেন । নরক নিহত হইলে ভূমি,
অদিতির কুণ্ডলদ্বয় লইয়া উপস্থিত হইলেন
এবং সেই জগন্নাথকে এই বাক্য বলিলেন
যে,—হে নাথ ! পূর্বে বরাহমূর্তিধারী আপনি
যখন আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তখন
আপনার সঙ্গবশত আমাতে এই পুত্র উৎ-
পন্ন হয় । এই পুত্র আপনা কর্তৃক প্রদত্ত
হইয়াছিল আবার আপনা কর্তৃকই বিনি-
পাতিত হইল ; এই কুণ্ডলদ্বয় লউন, আর
ইহার সন্ততিবর্গকেও প্রতিপালন করুন ।
আপনি আমার ভারাবতারণার্থই অংশ দ্বারা
এই লোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; প্রভো !
প্রসাদসুমুখ হউন । হে অচ্যুত ! তুমি সৃষ্টি-

জগৎস্বরূপো যশ্চ হুং সূর্যসেহচ্যুত কিং ময়া ॥১৬
ব্যাপী ব্যাপ্যঃ ক্ৰিয়া কৰ্ত্তা কাৰ্য্যক ভগবান্‌সদা
সৰ্বভূতান্‌ভূতান্‌ সূর্যসেহচ্যুত কিং ময়া ॥ ১৭
পৰমাত্মা হ্যমাত্মা চ ভূতান্‌ চাব্যায়ো ভবান্ ।
যদা তদা স্ততিৰ্নাস্তি কিমৰ্থস্তে প্রবৰ্ত্ততাম্ ॥১৮
প্রসীদ সৰ্বভূতান্‌স্বরূপেণ কৃতঞ্চ যৎ ।
তৎকম্যতামদৌষায় মৎসুতঃ স নিপাতিতঃ ॥
ব্যাস উবাচ ।

তথেন্তি চোক্তা ধৰণীঃ ভগবান্‌ ভূতভাবনঃ ।
রত্নানি নরকাবাসাজ্জগ্ৰাহ মুনিসন্তমাঃ ॥ ৩০
কন্তাপুরে স কন্তানাং ষোড়শাতুলবিক্রমঃ ।
শতাধিকানি দদৃশে সহস্রাণি দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩১
চতুর্দশান্‌ গজাংশোপ্রান্‌ ঘটসহস্রাণি দৃষ্টবান্ ।
কাছোজানাং তথাধানাং নিযুতান্তেকবিশতিম্
কন্তান্তাশ্চ তথা নাগাংশ্চাননান্‌দ্বারকাং পুরীম্

কৰ্ত্তা, পৰিবৰ্ত্তনকৰ্ত্তা, সংহৰ্ত্তা, উৎপত্তিক্ষেত্ৰ,
অব্যয় ও জগৎস্বরূপ, তোমাকে আমি
কেমনে স্তব করিব? হে অচ্যুত! তুমি
ব্যাপী, ব্যাপ্য, ক্ৰিয়া, কৰ্ত্তা, কাৰ্য্য, এবং
তুমিই সদা ভগবান্‌ ও সৰ্বভূতান্‌,
ভূতান্‌, তোমাকে আমি কিরূপে স্তব
করিব? তুমি আত্মা, পৰমাত্মা, ভূতান্‌
ও অব্যয়। তুমি যখন এবহিধ, তখন
আপনার স্ততিই নাই, তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি
কিরূপে হইবে? হে সৰ্বভূতান্‌! প্রসন্ন
হও, নরক যাগ করিয়াছে, তাহা ক্ষমা
কর; নিশ্চয়ই তুমি আমার সেই স্মৃতিকে
দৌষহীন করিবার নিমিত্তই বিনিপাতিত
করিয়াছ। ১৩—২১। ব্যাস বলিলেন,—হে
মুনিসন্তমগণ! ভূতভাবন ভগবান্‌ ধৰণীকে
'তাহাই হইবে' বলিয়া নরকভবন হইতে
রত্ন সকল গ্রহণ করিলেন। হে দ্বিজোত্তম-
গণ! তিনি তদ্রূপ কন্তাপুরমধ্যে শতাধিক
ষোড়শ সহস্র কন্তা দর্শন করিলেন এবং
ষট্‌সহস্র চতুর্দশ উগ্র গজ ও এক-
বিশতিনিযুত কাছোজ অশ্বও তথায় দেখিতে
পাইলেন। পরে গোবিন্দ নরককিঙ্করগণ

প্রাপয়ামাস গোবিন্দঃ সন্তো নরককিঙ্করৈঃ ।
দদৃশে বারুণঃ ছত্ৰং তথৈব মণিপৰ্ব্বতম্ ।
আরোপয়ামাস হরির্গকুণ্ডে পতগেশ্বরে ।
আকুহ চ স্বয়ং কৃকঃ সত্যভামাসহায়বান্ ।
অদিত্যাঃ কুণ্ডলে দাতুং জগাম ত্ৰিদশালয়ম্ ॥
ইতি ত্ৰিরাশ্বে কৃকচরিতে নরকবধো দ্ব্যধিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০২ ॥

ত্ৰাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

গকুণ্ডো বারুণঃ ছত্ৰং তথৈব মণিপৰ্ব্বতম্ ।
সভাৰ্য্যক্‌ হৃষীকেশঃ লৌল্যৈব বহন যযৌ ॥ ১
ততঃ শঙ্কমুপাধায় স্বর্গদ্বারং গতো হরিঃ ।
উপতস্থুস্ততো দেবাঃ সার্য্যপাত্ৰা জনাৰ্দ্দনম্ ॥২
স দেবৈরর্চিতঃ কৃকো দেবমাতুর্নিবেশনম্ ।
সিতাভ্রশিখরাকারং প্রবিষ্ট দদৃশেহদিতিম্ ॥

দ্বারা সেই সকল কন্তা, হস্তী ও অশ্বগুলি
তৎক্ষণাৎ দ্বারকাতে প্রেরণ করিলেন।
হরি তথায় বারুণছত্ৰ ও মণিপৰ্ব্বত দেখিলেন;
দেখিয়া পতগেশ্বর গকুণ্ডে আরোপিত করি-
লেন, এবং স্বয়ং সত্যভামাসহ আরোহণ-
পূর্বক অদিত্যের কুণ্ডলদানার্থ ত্ৰিদশালয়ে
যাত্রা করিলেন। ৩০—৩৫।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০২।

ত্ৰাদিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—গকুণ্ড লীলাসহ-
কারেই বারুণ ছত্ৰ, মণিপৰ্ব্বত ও সপত্নীক
হৃষীকেশকে বহন করিয়া লইয়া চলিল।
পরে হরি স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া শঙ্কর
করিলেন। তখন দেবগণ অর্ঘ্যপাত্র-হস্তে
জনাৰ্দ্দনের অভ্যর্থনা করিলেন। সেই কৃক
দেবগণ কর্ত্তক অর্চিত হইয়া দেবমাতার
সিতাভ্রশিখরাকার আবাসে প্রবেশপূর্বক

স তাং প্রণম্য শক্রেঃ সহিতঃ কুণ্ডলোক্তমে ।
 দলৌ নরকনাশক শশংসাস্তৈস্ত জনার্দিনঃ ॥ ৪
 ততঃ প্রীতা জগন্মাতা ধাতারঃ জগতাং হরিন্ম ।
 তুষ্টাবাদিতিরব্যগ্রঃ কুন্ডা তৎপ্রবণঃ মনঃ ॥ ৫
 অদিতিকুবাচ ।
 নমস্তে পুণ্ডরীকাক ভক্তানাংভয়ঙ্কর ।
 সনাতনাত্মন ভূতাত্মন সর্বাাত্মন ভূতভাবন ॥ ৬
 প্রণেতর্মনসো বুদ্ধৈরিত্তিয়াগাং গুণাত্মক ।
 সিতদীর্ঘাদিনিশেষকল্পনাপরিবর্জিত ॥ ৭
 জন্মান্তিতিরসংসৃষ্টঃস্বপ্নাদিপারিবর্জিতঃ ।
 সন্ধ্যা রাত্রিরহর্ভূমিগগনঃ বায়ুরস্থ ৮ ॥
 হতাশনো মনো বুদ্ধিভূতাদিষ্ম তথ্যচ্যুত ॥ ৮
 সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং কর্তা কর্তৃপতির্ভবান্ ।
 অস্বাভিহুশিবাধ্যাতিরাশ্বমূর্ত্তিভিরীশ্বরঃ ॥ ৯
 মায়ান্তিরেত্তদ্যাপ্তং তে জগৎস্বাবরজ্জন্মম্ ।
 অনাত্মত্বাত্মবিজ্ঞানং সা তে মায়ী জনার্দিন ॥ ১০
 অহং মমেতি ভাবোহ্য যয়া সমুপজায়তে ।

ঐহাকে দর্শন করিলেন । কুব্ধ শক্রেসহ
 ঐহাকে প্রণামপূর্বক সেই উত্তম কুণ্ডল-
 দ্বয় প্রদান করিলেন এবং নরকনাশ
 বিবরণও ঐহাকে নিবেদন করিলেন । তখন
 জগন্মাতা অদिति প্রীত হইয়া তৎপ্রবণমনে
 অব্যগ্রভাবে জগতের ধাতা হরিকে স্তব
 করিতে লাগিলেন । অদिति বলিলেন,—হে
 পুণ্ডরীকাক ! ভক্তজনগণের অভয়বিধাতাঃ !
 সনাতনাত্মন, ভূতাত্মন, সর্বাাত্মন, ভূতভাবন !
 তুমি বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রণেতা, গুণাত্মক
 ও সিত দীর্ঘাদি নিখিল কল্পনা-পরিবর্জিত ।
 হে অচ্যুত ! তুমিই সন্ধ্যা, রাত্রি, অহং,
 ভূমি, গগন, বায়ু, অস্থ, হতাশন, মন, বুদ্ধি ও
 ভূতাদি । ঈশ্বর আপনিই ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও
 শিবনামক আশ্বমূর্ত্তি দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-
 বিনাশের কর্তা । হে জনার্দিন ! তোমার
 মায়ারূপি দ্বারা এই স্বাবর জন্ম জগৎ
 পরিব্যাপ্ত । অনাত্মত্বে আশ্ববুদ্ধিই তোমার
 সেই মায়ী; তাহা দ্বারাই “আমি, আমার”
 ইত্যাকার ভাব উৎপন্ন হয়; হে নাথ !

সংসারমধ্যে মায়ারূপবৈভবার্থ চেষ্টিতম্ ॥ ১১
 যৈঃ স্বধর্ম্মপরৈর্নাথ নরৈরারাদিতো ভবান্ ।
 তে তরন্ত্যখিলামেতাং মায়ামাশ্ববিমুক্তয়ে ॥ ১২
 ব্রহ্মাদিত্যাঃ সকলা দেবা মনুষ্যাঃ পশুবন্তথা ।
 বিষ্ণুমায়ামহাবর্ত্তে মোহান্ততমসারুতাঃ ॥ ১৩
 আরাদ্য হামভীপ্সন্তে কামানাত্ততবক্ষয়ে ।
 পদে তে পুরুষা বদ্ধা মায়য়া ভগবঃস্তব ॥ ১৪
 ময়া স্বঃ পুত্রকামিজ্ঞা বৈরিপক্ষক্ষমায় চ ।
 আরাদিতো ন মোক্ষায় মায়াবিলসিতং হি তৎ
 কোপীনাচ্ছাদনপ্রায়ী বাহ্য কল্পক্রমাদপি ।
 জায়তে যদপুণ্যানাং সৌহপরাধঃ স্বদোষজঃ ॥ ১৬
 তৎপ্রসীদাখিলজগন্মায়ামোহকরাব্যয় ॥
 অজ্ঞানং জ্ঞানসম্ভাব ভূতভূতেশ নাশয় ॥ ১৭
 নমস্তে চক্রহস্তায় শার্ঙ্গহস্তায় তে নমঃ ।
 গদাহস্তায় তে বিষ্ণো শঙ্খহস্তায় তে নমঃ ।

সংসারমধ্যে তোমার মায়ারই ইহা আচ-
 রণ । ১—১১ । নাথ ! স্বধর্ম্মপরায়ণ
 জনগণ আশ্ববিমুক্তি নিমিত্ত আপনার
 আরাধনা করে; তাহারাই আপনার এই
 অনন্ত মায়ী উত্তীর্ণ হইতে পারে । ব্রহ্মাদি
 দেবতা সকল এবং মনুষ্য পশু প্রভৃতি
 প্রাণিগণ, এই বিষ্ণুমায়ারূপ মহাবর্ত্তমধ্যে
 মোহান্ততমসে আবৃত হইয়া রহিয়াছে ।
 হে ভগবন্ ! তোমার মায়ায় বদ্ধ পুরুষগণ
 আশ্ব-জন্ম-ক্ষয়-কারী ভূদীয় পদদ্বয় আধারনা
 করিয়াও তোমার নিকট কাম সকল প্রার্থনা
 করিয়া থাকে । আমি যে তোমাকে পুত্র লাভ-
 কামনায় ও বৈরিপক্ষ-ক্ষয় বাসনায় আরাধনা
 করিয়াছি, ইহাও সেই মায়ারই বিলাসমাত্র ।
 অপুণ্য জনগণের কল্পক্রম সরিধানেনও যে
 কোপীনাচ্ছাদন-প্রায় কামনা হয়; উহা নিজ
 দোষ-জন্মিতই অপরাধ । অতএব হে অখিল
 জগতের মায়ী-মোহকর, অব্যয় ! তুমি প্রসন্ন
 হও; হে ভূতভাবন, জ্ঞানসম্ভাব ! মদীয় অজ্ঞান
 নাশ কর । হে বিষ্ণো ! চক্রহস্ত তোমাকে
 নমস্কার, শার্ঙ্গহস্ত তোমাকে নমস্কার, গদা ও
 শঙ্খহস্ত তোমাকে নমস্কার । তোমার স্থূল

এতৎপতামি তে রূপং সুলচিহ্নোপশোভিতম্
ন জানামি পরং বস্তে প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ ১০

ব্যাস উবাচ ।

অদিত্যোবাং ভ্রাতো বিষ্ণুঃ প্রহস্তাহ সুরারণিম্ ॥

ক্লিষ্টক উবাচ ।

মাতা দেবি ত্বমম্মাকং প্রসীদ বরদা তব ॥ ২১

অদিতিকুবাচ ।

এবমস্ত যথেষ্টা তে ত্বমশেষসুরাসুরৈঃ ।

অজ্ঞেয়ঃ পুরুষব্যাক্ত মর্ত্যলোকে ভবিষ্যসি ॥

ব্যাস উবাচ ।

ততোহনন্তরমেবাস্ত শক্রাণীসহিতা দিতিম্ ।

সত্যভামা প্রণম্যাহ প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ২৩

অদিতিকুবাচ ।

সংপ্রসাদান্ন তে সূত্র জরা বৈরূপ্যমেব চ ।

ভবিষ্যতানবদ্যাদি সর্বকামা ভবিষ্যসি ২৪

ব্যাস উবাচ ।

অদিত্যা তু কৃতান্তজ্ঞো দেবরাজো জনার্দনম্

যথাবৎপূজয়ামাস বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ২৫

ততো দদর্শ কৃষ্ণোহপি সত্যভামাসহায়বান্

দেবোদ্যানানি সর্বাণি নন্দনানীনি সন্তমাঃ ॥ ২৬

দদর্শ চ স্নগঙ্ঘাঢ্যঃ মঞ্জরীপুঞ্জধারিণম্ ।

শৈত্যাহ্লাদকরং দিব্যং তাম্রবর্ণবশোভিতম্ ॥

মধ্যমানেহমৃতে জাতং জাতরূপসমপ্রভম্ ।

পারিজাতং জগন্নাথঃ কেশবঃ কেশিন্দনঃ ।

তং দৃষ্টা প্রাহ গোবিন্দং সত্যভামা বিজোক্তমাঃ

সত্যভামোবাচ ।

কস্মিন্ন দ্বারকামেষ নীয়তে কৃষ্ণ পাদপঃ ।

যদি তে তদ্বচঃ সত্যং সত্যাত্যর্থঃ শ্রিয়েতি মে

মদগৃহে নিকটার্থায় তদয়ং নীয়তাং ততঃ ॥ ২৭

ন মে জাম্ববতী তাদৃগভীষ্টা ন চ কল্লিণী ।

সত্যে যথা ত্মিত্যুক্তং ত্বয়া কৃষ্ণাসকুৎপ্রিয়ম্ ॥

সত্যং তদ্যদি গোবিন্দ নোপচারকৃতং বচঃ ।

তদন্ত পারিজাতোহয়ং মম গেহবিভূষণম্ ॥ ৩১

বিক্রান্তী পারিজাতস্ত কেশপাশেন মঞ্জরীম্ ।

সপত্নীনামহং মধ্যে শোভেয়মিতি কাময়ে ॥ ৩২

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ স প্রহস্তানং পারিজাতং গরুড়তি ।

চিহ্নোপশোভিত এই রূপই দেখিতে পাই ;

পরমরূপ কিরূপ, তাহা জানি না ; হে

পরমেশ্বর ! প্রসন্ন হও । ব্যাস বলিলেন,

—বিষ্ণু অদিতি কর্তৃক এইরূপে ভ্রাতৃ হইয়া

সহাস্ত্রে সেই সুরারণিকে কহিলেন—“দেবি !

তুমি আমাদের মাতা ; তুমি প্রসন্ন হও ;

বর দান কর । অদিতি বলিলেন,—তোমার

যেমন ইচ্ছা, তাহাই হউক ; হে পুরুষব্যাক্ত !

তুমি মর্ত্যলোকে শশেষ সুরাসুরবর্গের

অজ্ঞেয় হইবে ॥ ১২—২১ ইহার পরই ইন্দ্রাণী

সহ সত্যভামাও অদিতিকে প্রণতিপূর্বক

“প্রসন্ন হউন” এই কথা বার বার কহিলেন ।

অদিতি বলিলেন,—সূত্র ! আমার প্রসাদে

তোমার জরা বা বৈরূপ্য ঘটিবে না ; হে

অনিন্দিতাদি ! তুমি সর্বকাম-সমৃদ্ধা হইবে ।

পরে দেবরাজ অদিতি কর্তৃক আদীষ্ট হইয়া

সেই জনার্দনকে বহুমানপুরঃসর যথাযোগ্য

পূজা করিলেন । হে সন্তমগণ ! তার পর কৃষ্ণ

সত্যভামা সহ নন্দনাদি দেবোদ্যান সকল

দেখিতে লাগিলেন । কেশিন্দন জগন্নাথ

কেশব ক্রমে স্নগঙ্ঘাঢ্য মঞ্জরীপুঞ্জধারী

শৈত্যগুণে মনঃপ্রাণাহ্লাদকারী, তাম্রবর্ণ

পদ্মবশোভিত, অমৃতমহনকালে সমুদ্ভূত,

স্বর্ণসন্মান-বর্ণ পারিজাততরু দেখিতে পাই-

লেন । দ্বিজসন্তমগণ ! তাহা দেখিয়া

সত্যভামা গোবিন্দকে কহিলেন,—কৃষ্ণ !

এই কৃষ্ণটি দ্বারকায লইয়া যাওন কেন ? তুমি

বলিয়া থাক যে, “সত্য্য আমার অতীব

প্রিয়া, জাম্ববতীও আমার তেমন প্রিয়া নয়,”

তুমি যে বারম্বার এই প্রিয় কথা বলিতে,

গোবিন্দ ! তোমার ঐ বাক্য যদি সত্য

হয়,—চাটু বাক্য না হয়, তবে এই পারিজাত

আমার গৃহভূষণ হউক । আমি পারি-

জাতের মঞ্জরী কেশপাশে ধারণ করত

সপত্নীদিগের মধ্যে সমধিক শোভা প্রাপ্ত

হইব, ইহাই আমার কামনা ॥ ৩২—৩২ ।

ব্যাস বলিলেন,—হরি এই এই রূপ

আরোপয়ামাস হরিস্তম্ভচূৰ্ণনরক্ষণঃ ॥ ৩৩

বনশালা উচুঃ ।

ভোঃ শচী দেবরাজস্ত মহিষী তৎপরিগ্রহম্ ।

পারিজাতঃ ন গোবিন্দ হর্ষমুর্হসি পাদপম্ ॥ ৩৪

শচীবিভূষণার্থায় দেবৈরমৃতমহুনে ।

উৎপাদিতোহয়ং ন কেমী গৃহীত্বৈনং গমিষ্যসি

যোঢ়্যাৎপ্রার্থয়সে কেমী গৃহীত্বৈনঞ্চ কো ব্রজেৎ

অবশ্যমস্ত দেবেশো বিকৃতিং কৃষ্ণ যান্ততি ।

বজ্রোদ্যতকরং শক্রমমুখ্যান্ততি চামরাঃ ॥ ৩৬

তদনং সকলৈর্দৈবৈবিগ্রহেণ তবাচ্যত ।

বিপাককটু যৎকর্ম্ম ন তচ্ছঃসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৩৭

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তে তৈরুবাচৈতান্ সত্যভামাতিকোপিনী

সত্যভামোবাচ ।

কা শচী পারিজাতস্ত কো বা শক্রঃ সুরাধিপঃ

সামান্তঃ সর্বলোকানাং যদ্যেবোহমৃতমহুনে ।

উক্ত হইয়া হস্ত করত সেই পারিজাত

তরুকে গুরুভোপরি আরোপিত করিলেন ।

তখন কত্রত্য রক্ষিগণ তাঁহাকে কহিল,

—ওহে গোবিন্দ! এই তরুটা দেবরাজ-

মহিষী শচীদেবীর ইহা তোমার হরণ করা

উচিত নহে । দেবগণ কর্তৃক অমৃতমহুনে

কালে শচীদেবীর বিভূষণার্থ ইহা উৎপাদিত

হইয়াছে ; ইহা লইয়া তুমি কুশলে যাইতে

পারিবে না । তুমি মুঢ়তাবশতঃ ইহা লইতে

যাইতেছ ; ইহা লইয়া কোন জন কুশলে

যাইতে পারে ? কৃষ্ণ! ইহাতে দেবেশ

অবশ্যই অসন্তুষ্ট হইবেন ; তিনি বজ্রপাণি

হইয়া আগমন করিবেন । অমরবর্গও তাঁহার

অনুগমন করিবেন । অতএব হে অচ্যুত!

তোমার দেবগণ সহ বিবোদে প্রমো-

জন নাই । যে কর্ম্ম পরিণামে দুঃখজনক

পণ্ডিতগণ একরূপ কার্য্যের প্রশংসা করেন

না । ব্যাস বলিলেন,—রক্ষিগণ এইরূপ

বলিলে সত্যভামা অতিমাত্র কোপযুক্ত

হইয়া কহিলেন,—পারিজাতের শচীই

বা কে ? আর সুরপতি শক্রই বা কে ? ইহা

যদি অমৃত মহুনে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে

সমুৎপন্নঃ পুরা কস্মাদে কো গৃহীতি রাসবঃ ॥ ৪০

যথা সুরা যথা চেন্দ্রুর্ধ্বা জীর্ঘনরক্ষিণঃ ।

সামান্যঃ সর্বলোকস্ত পারিজাতস্তথা ক্রমঃ ॥ ৪১

ভর্তৃবাহুমহাগর্ষীক্রাঙ্কোদনমথো শচী ।

তৎকথ্যতাং ক্রতং গহ্না পোলোম্যা বচনং মম

সত্যভামা বদতোবং ভর্তৃগর্কোদ্ধতাক্ষরম্ ॥ ৪২

যদি ত্বং দয়িতা ভর্তৃর্ধৃদি তস্ত প্রিয়া হসি ।

মন্তুর্ভূহরতো বৃক্ষং তৎকারয় নিবারণম্ ॥ ৪৩

জানামি তে পতিং শক্রং জানামি ত্রিদশেশ্বরম্

পারিজাতং তথাপ্যেতং মানুষী হারয়ামি তে ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা রক্ষিণো গহ্না প্রোচ্চৈঃ

প্রোচুর্ধ্বখোদিতম্ ।

শচী চোৎসাহয়ামাস ত্রিদশাধিপতিং পতিম্ ॥

ততঃ সমস্তদেবানাং সৈন্তৈঃ পরিবৃত্তো হরিম্ ।

প্রবৃত্তঃ পারিজাতার্থমিন্দ্রো যোধায়িতুং দ্বিজাঃ ॥

ইহা সকলেরই সাধারণ ধন ; একা বাসবই

ইহা লইবেন কেন ? ওরে বনরক্ষিগণ!

যেমন সুরা,যেমন চন্দ্র ও যেমন লক্ষ্মী, তেমন

এই পারিজাত ক্রমও সর্বলোকেদেরই সাধা-

রণ ধন । ভর্তার বাহুবলের মহাগর্বে শচী

যদি ইহাকে নিজায়ত্ত বরিয়া রাখিতে চাহেন,

তবে তোমরা ক্রত যাইয়া সেই পোলো-

মীকে আমার এই বাক্য বল যে,—সত্যভামা,

ভর্তৃগর্বে গর্কিত হইয়া এই উদ্ধত কথা

বলিয়াছেন যে,—তুমি যদি ভর্তার দয়িতা

হও, তবে আমার ভর্তা তরু হরণ করিয়া

লইতেছেন, তাহাতে বাধা প্রদান করাও ।

তোমার পতি শক্রকে—সেই ত্রিদশে-

শ্বরকে জানি, তথাপি মানুষী আমি তোমার

এই পারিজাত হরণ করাইতেছি ॥ ৩৩—৪৪ ।

ব্যাস বলিলেন,—রক্ষিগণ এইরূপ উক্ত

হইয়া সেই কথা শচীকে যথাযথ কহিলে

শচীও, পতি ত্রিদশাধিপতিকে পারিজাত

রক্ষার্থ উৎসাহিত করিলেন । দ্বিজগণ! অন-

ন্তর ইন্দ্র সমস্ত সুরসৈন্তে পরিবৃত্ত হইয়া পারি-

জাত রক্ষার্থ হরি সহ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হই-

ততঃ পৰিঘনিম্বিংশগদাশূলবরাযুধাঃ ।
বভূবুদ্বিদশাঃ সজ্জাঃ শক্ৰে বজ্জকরে স্থিতে ॥
ততো নিরীক্য গোবিন্দো নাগরাজোপরি
স্থিতম্ ।
শক্ৰঃ দেবপরীবারং যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্ ॥ ৪৮
চকার শম্ভুনির্ঘোষং দিশঃ শকেন পুরযন ।
মুমোচ চ শরব্রাতং সহস্ৰাযুতসম্মিতম্ ॥ ৪৯
ততো দিশো নভশ্চৈব দৃষ্টা শরশতাচিতম্ ।
মুযুচুদ্বিদশাঃ সৰ্ষে শস্ত্ৰাণ্যস্ত্ৰাণ্যনেকশঃ ॥ ৫০
একৈকমস্তঃ শস্ত্ৰঞ্চ দেবৈৰ্যুক্তং সহস্ৰধা ।
চিচ্ছেদ লীলয়ৈবেশো জগতাঃ মধুসূদন ॥ ৫১
পাশং সলিলরাজস্ত সমাকুযোৱগাশনঃ ।
চচাল খণ্ডশঃ কুড়া বালপন্নগদেহবৎ ॥ ৫২
যমেন প্রহিতং দণ্ডং গদাপ্রক্ষেপখণ্ডিতম্ ।
পৃথিব্যাং পাতয়ামাস ভগবান্ দেবকীমুতঃ ॥
শিবিকাঞ্চ ধনেশস্ত চক্ৰেণ তিলশো বিভূঃ ।
চকার শৌৱিরকেন্দু দৃষ্টিপাতহতৌজসৌ ॥ ৫৪

লেন ; শক্ৰ তখন বজ্জকরে যুদ্ধক্ষেত্রে উপ-
স্থিত হইলে অপর সুরগণ পরিঘ, নিম্বিংশ,
গদা ও শূলাদি আয়ুধ ধারণ করত সজ্জিত
হইয়া তাঁহার সহিত আসিলেন। গোবিন্দ
তখন দেবপরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত
শক্ৰকে নাগরাজোপরি সমাকৃত দর্শনে শম্ভু-
নির্ঘোষে দিকুমস্ত পরিপূরিত করত সহস্র
সহস্র, অযুত অযুত শরসমূহ মোচন করিতে
লাগিলেন। ত্রিদশগণও তখন দিকুমকল
ও নভোমণ্ডল শরশতে সমাচ্ছাদিত দর্শনে
অনেকবিধ অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ
করিলেন। সমস্ত জগতের ঈশ মধুসূদন
দেবগণ-মুরু সেই সকল অস্ত্রশস্ত্রের এক-
একটিকে লীলাসহকারে সহস্রধা ছেদন
করিলেন। উরগাশন গরুড় সলিলপতির পাশ
সমাকর্ষণ করিয়া বালসর্প-শরীরবৎ খণ্ড খণ্ড
করত নিক্ষেপ করিয়া ফেলিল। যম তদীয়
দণ্ড নিক্ষেপ করিলে ভগবান্ দেবকীনন্দন,
গদাঘাতে খণ্ডিত করিয়া পৃথিবীতে পাতিত
করিলেন। বিভূ শৌরি, চক্ৰপ্রহারে ধনে-

নীতোহগ্নিঃশতশো বাণৈর্জাবিতা বসবো দিশঃ
চক্ৰবিচ্ছিন্নশূলাগ্রা কুড়া ভুবি নিপাতিতাঃ ॥ ৫৫
সাধ্যা বিধে চ মরুতো গন্ধর্বাশ্চৈব সায়কৈঃ ।
শার্ঙ্গিণা প্রেরিতাঃ সৰ্ষে ব্যোমি শাশ্বলীভুলবৎ
গরুড়শাপি বজ্ৰেণ পক্ষাভ্যাঞ্চ নখাভ্যুতৈঃ ।
তক্ষয়ন্নহনদেবান্ দানবান্চ সদা খণ্ডঃ ॥ ৫৬
ততঃ শরসহস্ৰেণ দেবেন্দ্রমধুসূদনৌ ।
পরম্পরং ববর্ষাতে ধারাভিরিব তোয়দৌ ॥ ৫৮
ঐরাবতেন গরুড়ো যুযুধে তজ্জ সঙ্কুলে ।
দেবৈঃ সমেতৈর্যুযুধে শক্ৰেণ চ জনাৰ্দ্দিনঃ ॥ ৫৯
ছিন্নৈষু শীর্ষমাণেষু শস্ত্ৰেষু সত্বরম্ ।
জগ্রাহ বাসবো বজ্ৰং কুব্জচক্ৰং সুদর্শনম্ ॥ ৬০
ততো হাহাকৃতং সৰ্ষং ত্রৈলোক্যঃ সচরাচরম্ ।
বজ্জচক্ৰধরৌ দৃষ্টা দেবরাজজনান্দিনৌ ॥ ৬১
ক্ষিপ্তং বজ্জমধেষ্ট্রেণ জগ্রাহ ভগবান্ হরিঃ ।

ষরের শিবিকা তিল তিল প্রমাণে কাটিয়া
ফেলিলেন, এবং দৃষ্টিপাত দ্বারাই চন্দ্র-
সূর্য্যকে তেজোহীন করিলেন। তদীয়
বাণাঘাতে অগ্নি শতধা বিভক্ত, বসুগণ
দিকে দিকে বিজ্ঞাবিত, এবং চক্ৰ-প্রহারে
বিচ্ছিন্ন-শূলাগ্র কুড়গণ ধরিতলে নিপাতিত
হইলেন। সাধ্যা, বিধ, মরুৎ ও গন্ধর্বগণ
শার্ঙ্গপাণিকর্তৃক সায়ক দ্বারা বিদ্ধ হইয়া
শাশ্বলী-ভুলবৎ ব্যোমমণ্ডলে বিতাড়িত হই-
লেন। গরুড় মুখ,পক্ষ ও খরনখর দ্বারা দেব-
দলকে সতত ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল।
পরে দেবেন্দ্র ও মধুসূদন তোয়দবৎ
পরস্পর সহস্র সহস্র শরধারা বর্ষণ করিতে
লাগিলেন। সেই তুমুল যুদ্ধক্ষেত্রে ঐরাবত
সহ গরুড় ও সমস্ত দেবগণ-সমবিত শক্ৰসহ
জনান্দিন যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে
অস্ত্র-শস্ত্র সকল ছিন্নভিন্ন হইলে বাসব
তদীয় বজ্জ ও কুব্জ তাঁহার সুদর্শনচক্ৰ গ্রহণ
করিলেন। দেবরাজ ও জনান্দিনকে বজ্জ ও
চক্ৰধর দর্শনে সচরাচর ত্রৈলোক্য হাহাকার
করিয়া উঠিল। অনন্তর ইন্দ্র বজ্জ নিক্ষেপ
করিলে ভগবান্ হরি তাহা গ্রহণপূর্ব্বক

ন যুতোচ তদা চক্ৰং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্ৰবীৎ ॥

প্রনষ্টবজ্জং দেবেশ্বরং গুরুভক্ততবাহনম্ ।

সত্যভামাত্ৰবীচাক্যং পলায়নপরায়ণম্ ॥ ৬৩

সত্যভামোবাচ ।

জৈলোক্যেশ্বর নো যুক্তং শচীভর্তুঃ পলায়নম্ ।

পারিজাতশগাতোগাভায়ুপহাস্ততে শচী ॥ ৬৪

কীদৃশং দেব রাজ্যং তে পারিজাতশঙ্কজ্ঞানাম্

অপভ্রাতো যথাপূর্বং প্রণয়াভ্যাগতাং শচীম্ ॥

অলং শক্ৰং প্রয়াসেন ন ব্রীড়াং যাতুমর্হসি ।

নীয়তাং পারিজাতোহং দেবাঃ সন্ত গতব্যথাঃ

পতিগর্কীবলেপেন বহমানপুরঃসরম্ ।

ন দর্শ গৃহায়াতামুপচারেণ মাং শচী ॥ ৬৭

ব্রীহাদশুকচিহ্নাং স্বভর্তুঃ শ্লাঘনাপরা ।

ততঃ কৃতবতী শক্ৰ ভবতা সহ বিগ্রহম্ ॥ ৬৮

তদনং পারিজাতেন পরশ্মেন হুতেন বা ।

রূপেণ যশসা চৈব ভবেৎ শ্রী কা ন গর্বিতা ॥ ৬৯

বাস উবাচ ।

ইত্যাঙ্কেইব নিববৃতে দেবরাজস্তয়া দ্বিজাঃ ।

প্রাহ চৈনামলং চণ্ডি সখি খেদাতিবিস্তরৈঃ ॥ ৭০

ন চাপি সর্বসংহারস্থিতিকর্তাখিলস্ত যঃ ।

জিতস্ত তেন মে ব্রীড়া জায়তে বিশ্বরূপিণা ॥ ৭১

যশ্মিন জগৎসকলমেতদনাদি মধ্যে

যস্মাদৃষতশ্চ ন ভবিষ্যতি সর্বভূতাং ।

তেনোত্তবপ্রলয়পালনকারণেন

ব্রীড়া কথং ভবতি দেবি নিরাকৃতস্ত ॥ ৭২

সকলভুবনমুর্ন্তের্মুর্ন্তিরঙ্গা সুস্বন্দা

বিদিতসকলবৈদৈর্জ্যতে যন্ত নাস্তৈঃ ।

তমজমকৃতমীশং শাশ্বতং শ্বেচ্ছায়ৈনং

জগৎপকৃতিমাদ্যং কো বিজেতুঃ সমর্থঃ ॥ ৭৩

ইতি ব্রীহাঙ্কে পারিজাতহরণে শক্ৰস্তবনিরূপণং

ত্ৰাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৩ ॥

‘তিষ্ঠ তিষ্ঠ’ বলিলেন; কিন্তু চক্ৰ নিক্ষেপ করিলেন না। ৪৫—৬২। গুরুভক্তক দেবেশ্বরের বাহনকর্তবিক্ত ও তদীয় বজ্জ প্রনষ্ট হওয়ায় তিনি পলায়নপর করিলে সত্যভামা বলিলেন,—ওহে জৈলোক্যেশ্বর,—শচীপতি! তোমার পক্ষে পলায়ন উচিত নহে। শচী দেবী পারিজাতমাল্যে ভূষিতা হইয়া তোমার সহিত সঙ্গত হইবেন! ওহে দেব! প্রণয়িনী শচীকে পূর্ববৎ পারিজাত মাল্যে মণ্ডিতা না দেখিতে পাইলে তোমার দেবেশ্বর কিরূপ হইবে? ওহে শক্ৰ! আর প্রয়াসে প্রয়োজন নাই। তুমি লজ্জিত হইও না। এই পারিজাত লইয়া যাও। দেবগণ ক্রোশহীন হউন। শচী পতিগর্কে গাঙ্কিত হইয়া তদীয় গৃহাগতা আমাকে উপচারসহ বহু মানপুরঃসর দর্শন করেন নাই। আমিও ব্রীহ হেতু সন্ধ্যায়না এবং নিজ পতির শ্লাঘাপরায়ণা বলিয়া তোমার সহিত এই বিগ্রহ ঘটাইলাম। অতএব এ পারিজাতে—পরম্ব অপহরণে প্রয়োজন নাই; কপ ও যশঃ দ্বারা কোন্ ব্রী না গর্বিতা

হয়? বাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! এইরূপ উক্ত হইয়া দেবরাজ নিবৃত্ত হইলেন এবং সেই সত্যভামাকে বলিলেন—অগ্নি কোপনে! সখি! আর খেদ প্রকাশে প্রয়োজন নাই। বিশ্বরূপধারী অখিল জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী হরির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় আমার কিছু মাত্র লজ্জা হইতেছে না। যিনি আদি মধ্য হীন, ঐহাতে এই সমগ্র জগৎ বিদ্যমান, যে সর্বভূতাত্মক পুরুষ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হয়, এবং ঐহাতে উহা লয় প্রাপ্ত হইবে, সেই স্বজন-প্রলয়-পালনকারণ পরম পুরুষ কর্তৃক নিরাকৃত হইয়া—হে দেবি! আমার লজ্জা হইবে কেন? সকল ভুবন ঐহার মুর্তি; যদীয় অঙ্গ সুস্বন্দ মুর্তি সর্ববৈদ্য ভিন্ন অস্ত্র কাহারও জ্ঞানবিষয়ীকৃত হয় না, শ্বেচ্ছাবশে জগৎপকারী সেই অজ, নিক্রিয় শাশ্বত আদ্য ঈশকে জয় করিতে কে সমর্থ? ৬৩—৭৩।

ত্ৰাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৩।

চতুর্থিকবিশততমোহধ্যায় ।

বাস উবাচ ।

সংস্কৃতো ভগবানিখং দেবরাজেন কেশবঃ ।

প্রহস্ত ভাবগন্তীরমুবাচেদং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ ।

দেবরাজো ভবানিহো বয়ং মর্ত্য্য জগৎপতে ।

কন্তব্যং ভবতৈবৈতদপরাধকৃতং মম ॥ ২২

পারিজাততরুচায়াং নীযতামুচিতাশ্রমদম্ ।

গৃহীতোহয়ং ময়া শত্রু সত্যাবচনকারণাৎ ॥ ৩

বহ্নঃ চেদং গৃহাণ স্বং যদৈতৎ প্রহিতং ত্বয়া ।

তবৈবৈতৎ প্রহরণং শত্রু বৈরিবিদারণম্ ॥ ৪

শত্রু উবাচ ।

বিমোহয়সি মামৌশ মর্ত্য্যোহমিতি কিং বদন ।

জানৌমন্ত্যং ভগবতোহনন্তসৌখ্যবিদো বয়ম্ ॥ ৫

যোহসি সোহসি জগন্নাথ প্রবৃত্তো নাথ সংস্থিতঃ

জগতঃ শল্যানিকর্ষং করোয্য শুরমুদন ॥ ৬

চতুর্থিকবিশততম অধ্যায়ঃ ।

বাস বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ !

দেবরাজ কর্তৃক ভগবান্ কেশব সংস্কৃত

হইয়া হস্তপূর্বক এই ভাবগন্তীর বাক্য

বলিলেন,—আপনি দেবরাজ; ইন্দ্র আমরা

মর্ত্য্য; অতএব হে জগৎপতে! আপনারই

মংকৃত এই অপরাধ ক্ষমা করা কর্তব্য।

এই পারিজাততরু এ স্থানে থাকাই যুক্তি-

যুক্ত; অতএব ইহা আপুনি লইয়া যাউন।

হে শত্রু! সত্যভামার অনুরোধবাক্যে আমি

উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম। আর আপনি যে

বহ্নি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এই তাহাও

গ্রহণ করুন। হে শত্রু! বৈরিবিদারণ-

ক্ষম এই প্রহরণ আপনারই। শত্রু বলি-

লেন,—হে ঈশ! ‘আমি মর্ত্য্য’ এ কথা বলিয়া

আমাকে বিমোহিত করিতেছেন কেন?

ভগবানের অনন্ত বিলাসাভিজ্ঞ আমরা

তোমাকে জানি। তুমি যাহা তাহাই আছ।

হে জগন্নাথ, অরিসুদন! তুমি প্ররুতিপথে

অবস্থিত হইয়াছ এবং হে নাথ! জগতের

নীযতাং পারিজাতোহয়ং কৃক্কারবতীঃ পুরীম্

মর্ত্য্যালোকে ত্বয়া যুক্তো নাযং সংস্থান্ততে ত্ববি

বাস উবাচ ।

তথৈতুক্তা তু দেবেন্দ্রমাজগাম ত্ববং হরিঃ ।

প্রযুক্তৈঃ সিদ্ধগন্ধর্বৈঃ স্তুষ্যমানস্বধিভিঃ ।

জগাম কৃক্কারঃ সহসা গৃহীত্বা পাদপোস্তমম্ ॥ ৮

ততঃ শঙ্খমুপাধায় দ্বারকোপরি সংস্থিতঃ ।

হর্ষমুৎপাদয়ামাস দ্বারকাবাসিনাং দ্বিজাঃ ॥ ৯

অনতীর্ঘ্যাথ গরুড়াং সত্যভামাসহায়বান্ ।

নিকৃটে স্থাপয়ামাস পারিজাতং মহাতরুম্ ॥ ১০

যমভ্যোত্য জনঃ সর্বো জাতিং স্মরতি পৌর্ষিকীম্

বাস্ততে যন্ত পুষ্পাণাং গন্ধেনোবৌ ত্রিষোজনম্

ততস্তে যাদবাঃ সর্বৈ দেবগন্ধানমাসুযান্ ॥ ১১

দদৃশুঃ পাদপে তস্মিন্ কুর্তো মুখদর্শনম্ ॥ ১২

কিক্করৈঃ সমুপানীতঃ হস্তাশ্বাদি ভতো ধনম্ ।

দ্বিম্বশ্চ রকো জগ্রাহ নরকস্ত পরিগ্রহাৎ ॥ ১৩

শল্যোদ্ধার তুমিই করিতেছ। হে কৃক্কার! দ্বার-

বতী পুরীতে এই পারিজাত লইয়া যাও; তুমি

মর্ত্য্যালোক পরিত্যাগ করিলে ইহা ভূতলে

থাকিবে না। ১—৭। বাস বলিলেন,—

হরি দেবেন্দ্রকে ‘তাহাই হউক’ বলিয়া ভূতলে

প্রস্থান করিলেন। কৃক্কার সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও

ঋষিগণ প্রযুক্ত স্তুতি দ্বারা স্তুষ্যমান হইয়া

তখন উক্ত পাদপোস্তম গ্রহণপূর্বক সহসা

আগমন করত দ্বারকার উপরিভাগে উপ-

স্থিত হইয়া শঙ্খ বাদন করিলেন। হে

দ্বিজগণ! তাঁহার আগমনে দ্বারকাবাসী

জনগণের হর্ষ উপস্থিত হইল। তিনি

সত্যভামা সহ গরুড় হইতে অবতরণ-

পূর্বক সেই পারিজাত মহাতরুকে গৃহো-

দ্ধানে স্থাপন করিলেন। সেই তরুর সগ্নি-

ধানে আসিয়া সর্ব জনই পূর্বজন্ম-স্মরণে

সমর্থ হয়। উহার পুষ্পের গন্ধে ত্রিষোজন-

পর্যন্ত ভূভাগ বাসিত হইত। যাদবগণ

সকলেই সেই অমাসুয দেবগন্ধ আশ্রয়

ও সেই পাদপে মুখ দর্শন করিত।

পরে কৃক্কার, কিক্কর-সমানীত নরক-পরি-গৃহীত

ততঃ কালে শুভে প্রাপ্ত উপযেমে জনার্দনঃ ।
 তাঃ কন্তা নরকাবাসাং সর্বতো যাঃ সমাহতাঃ
 একস্মিন্নেব গোবিন্দঃ কালেনাসাং দ্বিজোত্তমাঃ
 জগ্ৰাহ বিধিবৎ পানীন্ পৃথগ্ দেহে স্বধর্ম্মতঃ ॥ ১৫
 ষোড়শ স্ত্রীসহস্রাণি শতমেকং তথাধিকম্ ।
 তাবন্তি চক্রে রূপাণি ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ১৬
 একৈকশ্চ তাঃ কন্তা মেনিরে মধুসূদনম্ ।
 মমৈব পাণিগ্রহণঃ গোবিন্দঃ কৃতবানিতি ॥ ১৭
 নিশামু জগতঃ স্রষ্টা তাসাং গেহেষু কেশবঃ ।
 উবাস বিপ্রাঃ সর্কাসাং বিধরূপধরো হরিঃ ॥ ১৮
 ইতি শ্রীভাস্মৈ শ্রীকৃষ্ণগরিতে শতাধিক-
 ষোড়শসহস্রকন্তাপরিণয়চতুরধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৪ ॥

সেই সকল হস্তাখাদি ধন ও রমণীগণকে
 গ্রহণ করিলেন। তাহার পরে শুভকাল
 উপস্থিত হইলে নরকাসুর নানাস্থান হইতে
 যে সকল কন্তা আহরণ করিয়াছিল, জনার্দন
 সেই সকল কন্তাকে বিবাহ করিলেন।
 হে দ্বিজোত্তমগণ! গোবিন্দ এক সময়েই
 পৃথক্ পৃথক্ দেহ ধারণপূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুসারে
 যথাবিধি তাহাদিগের পাণি গ্রহণ করেন।
 সেই কন্তাগণের সংখ্যা শতাধিক ষোড়শ
 সহস্র ছিল। ভগবান্ মধুসূদনও তত
 সংখ্যক রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই
 কন্তারা প্রত্যেকই মধুসূদনকে নিজ পাশে
 দেখিয়া ‘গোবিন্দ আমারই পাণিগ্রহণ করি-
 লেন।’ এইরূপই মনে করিয়াছিল। হে
 বিপ্রগণ! জগৎস্রষ্টা বিশ্বরূপধর কেশব
 নিশাকালে তাহাদের সকলের আবাসেই
 বাস করিতে লাগিলেন। ৮—১৮।

চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

প্রহ্মাদ্যা হরেঃ পুত্রা কল্পিণ্যাং কথিতা দ্বিজাঃ
 ভাবাদিকাংশ বৈ পুত্রান্ সত্যভামা ব্যজায়ত ॥
 দীপ্তিমন্তঃ প্রপঞ্চাচ্চ রোহিণ্যাস্তনয়া হরেঃ ।
 বভূবুর্জাহ্নবত্যাশ্চ সাহাদ্যা বাহশালিনঃ ॥ ২
 তনয়া ভদ্রবিন্দাচ্চ নাগজিতাঃ মহাবলাঃ ।
 সংগ্রামজিৎপ্রধানাশ্চ শৈব্যাম্বাভাবনু সূতাঃ
 বৃকাচ্চ সূতা মাজী গাজবৎপ্রমুখান্ সূতান্ ।
 অবাপ লক্ষণা পুত্রান্ কালিন্দ্যাশ্চ স্রুতাদয়ঃ ॥ ৪
 অন্তাসাঈকৈব ভার্য্যাণাং সমুৎপন্নানি চক্রিণঃ ।
 অষ্টায়ুতানি পুত্রাণাং সহস্রাণি শতং তথা ॥ ৫ ॥
 প্রহ্মায়ঃ প্রমুখস্তেবাং কল্পিণ্যাশ্চ সূতস্ততঃ ।
 প্রহ্মাদনিকঙ্কোহভূবজ্জহ্মাদজায়ত ॥ ৬
 অনিরুদ্ধো রণে কুদ্ধো বলেঃ পৌত্রীঃ মহাবলঃ
 বাণস্ত তনয়ামুযায়ুপযেমে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! কল্পিণীর
 গর্ভে হরির প্রহ্মাদি যে সকল পুত্র
 জন্মিয়াছিল, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে।
 ভানু প্রভৃতি পুত্রগণকে সত্যভামা উৎ-
 পাদন করেন। হরির প্রপঞ্চাদি দীপ্তিমান
 পুত্রগণ রোহিণীতে উৎপন্ন হয় শাশ্ব
 প্রভৃতি মহাবাহু পুত্র জাহ্নবতীতে
 জন্মে। মহাবল ভদ্রবিন্দাদি পুত্র নাগ-
 জিতীর গর্ভে উদ্ভূত হয়। সংগ্রামজিৎপ্রমুখ
 সূত সকল সব্যাতে জন্মে। মাজী, বৃকাদি
 পুত্র লাভ করেন। লক্ষণা গাজবান্ প্রভৃতি
 সূত প্রাপ্ত হইলেন। কালিন্দীর পুত্র স্রুত
 প্রভৃতি। হরির অন্তান্ত ভার্য্যাতেও একশত
 অষ্টায়ুত সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।
 তন্মধ্যে কল্পিণীসূত প্রহ্মাই প্রধান।
 সেই প্রহ্মাই হইতে অনিরুদ্ধ হইলেন, অনিরুদ্ধ
 হইতে বজ্র জন্মেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! রণে
 শক্রগণের বোধকারী মহাবল অনিরুদ্ধ
 বলির পৌত্রী বাণতনয়া উষাকে বিবাহ

যত্র যুদ্ধমভূদেবারং হরিশঙ্করয়োর্মহৎ ।

ছিন্নং সহস্রং বাহুনাং যত্র বাণশ্চ চক্রিণা ॥

মুনয় উচুঃ ।

কথং যুদ্ধমভূদেবারং যথার্থে হরকৃষ্ণয়োঃ ।

কথং ক্ষয়ঞ্চ বাণশ্চ বাহুনাং কৃতবান্ হরিঃ ॥ ৯

এতৎ সর্বং মহাভাগ বক্রমহঁসি নোহখিলম্ ।

মহৎ কৌতূহলং জাতং শ্রোতুমেতাং কথাং

শুভাম্ ॥ ১০

ব্যাংস উবাচ ।

উষা বাণশ্রুতা বিপ্রাঃ পার্শ্বতীং শব্দুনা সহ ।

ক্রৌড়স্তীমূলক্যোচ্চৈঃ স্পৃহাং চক্রে তদা স্বয়ম্

ততঃ সকলচিত্তজা গৌরী তামাহ ভামিনীম্ ॥

গৌর্যুবাচ ।

অলমিত্যম্মতাপেন ভক্তা স্বমপি রংস্তসে ॥ ১২

ব্যাংস উবাচ ।

ইত্যাশ্চা সা তদা চক্রে কদেতি মতিমান্ননঃ ।

কো বা ভক্তা মমেতোনাং পুনরপ্যাহ পার্শ্বতী

পার্ষ্বত্যাচ ।

বৈশাখে শুক্লদ্বাদশ্যাং স্বপ্নে যোহভিভবং তব

করিষ্যতি স তে ভক্তা রাজপুত্রি ভবিষ্যতি ॥ ১৪

ব্যাংস উবাচ ।

তস্তাং তিথৌ পুমান্ স্বপ্নে যথা দেব্যা উদীরিতঃ

তথৈবাভিভবং চক্রে রাগং চক্রে চ তজ্জ সা ।

ততঃ প্রবুদ্ধা পুরুষমপশুন্তী তমুৎসুকা ॥ ১৫

উষোবাচ ।

ক গতোহসীতি নির্লজ্জা দ্বিজাশ্চোক্তবতী সখে

বাণশ্চ মজ্জী কুস্তাণ্ডশিত্রলেখা তু তৎসুতা ।

তস্তাং সখ্যভবৎ সা চ প্রাহ কোহয়ং স্বয়োচ্যতে

যদা লজ্জাকুলা নাস্তু কথয়ামাস সা সখী ।

তদা বিশ্বাসমানীয় সর্বমেবারবেদয়ৎ ॥ ১৭

বিদিতায়াস্ত তামাহ পুনরুবা যথোদিতম্ ।

দেব্যা তথৈব তৎপ্রাপ্তৌ যোহভ্যুপায়ঃ

কুরুষ তম্ ॥ ১৮

ব্যাংস উবাচ ।

ততঃ পটে সুরান্ দৈত্যান্ গন্ধর্বাংশ্চ প্রধানত

মমুয্যাং চ্চাভিলিখ্যাসৌ চিত্রলেখাপ্যদর্শয়ৎ ॥ ১৯

অপাস্ত সা তু গন্ধর্বাংস্তথোরগসুরান্ সুরান্ ।

করেন । এই বিবাহে হরি ও শঙ্করের ঘোর মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, এবং চক্রপাণি বাণেশ্বর সহস্র বাহু ছেদন করিয়াছিলেন । মুনীগণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন! উষার্থ হর ও কৃষ্ণের কি নিমিত্ত যুদ্ধ হইয়াছিল? হরি কিরূপেই বা বাণেশ্বর বাহুনিচয়ের ক্ষয় করেন । হে মহাভাগ! এই সমস্ত বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে বলুন । এই শুভ কথা শুনিবার জন্য আমাদেরই মহৎ কৌতূহল জন্মিয়াছে । ১—১০ । ব্যাংস বলিলেন,—হে বিপ্রগণ । একদা বাণশ্রুতা উষা শব্দু সহ পার্শ্বতীকে ক্রৌড়া করিতে দেখিয়া স্বয়ং ও তাহাতে স্পৃহাবতী হইলেন । তখন সকলচিত্তজা গৌরী সেই ভামিনীকে বলিলেন,—তুমি অম্মতাপ করিও না তুমিও পতি-সহ ক্রৌড়া করিবে । সেই উষা এইরূপ উক্ত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন—কোন সময়ে কেই বা আমার ভক্তা হইবে? পার্শ্বতী পুনরায় তাহাকে কহিলেন—বৈশাখমাসে শুক্ল

দ্বাদশীতে স্বপ্নকালীন তোমাকে যিনি অভিভব করিবেন, হে রাজপুত্রি! তিনিই তোমার ভক্তা হইবেন । ব্যাংস বলিলেন,—স্বপ্নকালীন দেব যেমন বলিয়াছিলেন, কোনও পুরুষ সেই ভাবেই সেই তিথিতে তাহার অভিভব করিল । উষাও সেই পুরুষেই অম্মরক্তা হইল । পরে সে জাগরিত হইয়া সেই পুরুষকে না দেখিয়া সমুৎসুকচিত্তে ‘হে’ সখে কোথায় গেলে’ এই কথা উচ্চারণ করিল । হে দ্বিজ-গণ! বাণেশ্বর মজ্জী কুস্তাণ্ড,—তৎসুতা চিত্রলেখা সে উষার সখী ছিল । সে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি এ কি বলিতেছ? উষা লজ্জাকুলা হইয়া তাহাকে সেই বিবরণ না বলিলে, সে নানারূপে উষার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া সমস্ত কথাই শুনিল । সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলে পর উষা পুনরায় তাহাকে বলিল দেবী যেরূপ বলিয়াছেন, সেই পুরুষ প্রাপ্তিবিশেষে যাহা উপায় বিহিত হয়, তুমি তাহা কর । ব্যাংস বলিলেন—পরে চিত্রলেখা সুর, দৈত্য,

মহুযোবু দদৌ দৃষ্টিং তেষ্যাক্ষকবৃক্ষিষু ॥ ২০
রুক্ষরামৌ বিলোক্যাসৌসুজ্ঞর্জজায়তেক্ষণা ।
প্রহৃষ্যদর্শনে ক্রীড়াদৃষ্টিং নিন্তে ততো দ্বিজাঃ ॥
দৃষ্টানিরুদ্ধক্ ততো লজ্জা ক্বাপি নিরাকৃতা ।
সৌহৃদ্যং সৌহৃদ্যং মমেতৃত্যুজ্ঞে তয়া সা যোগ-
গামিনী ।

যথৌ দ্বারবতীমুবাং সমাধাস্ত ততঃ সখী ॥ ২২
ইতি ক্রীড়াক্ষে বাণযুদ্ধে চিত্রদর্শনং পঞ্চাধিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৫ ॥

ষড়ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

বাণোহপি প্রণিপত্যাগ্রে ততশ্চাহ ত্রিলোচনম্
বাণ উবাচ ।
দেব বাহুসহশ্রোণ নির্ঝিল্লোহহং বিনাহবম্ ।

গন্ধর্ব ও মহুযাদি প্রধান প্রধান পুরুষগণকে
পটে চিত্রিত করিয়া তাহাকে দেখাইল । উষা
তদর্শনে গন্ধর্ব সুর ও অসুরদিগকে
পরিভ্যাগপূর্বক মানুষ চিত্র সকল দেখিতে
লাগিল । তাহাতে অন্ধক ও বৃক্দিগের
মধ্যে রাম ও রুক্ষকে দেখিয়া তদীয় নয়ন
লজ্জাকুল হইল,—হে দ্বিজগণ! প্রহৃষ্যকে
দেখিয়া উষা ক্রীড়াবশে দৃষ্টিসঙ্কোচ করিল;
পরে অনিরুদ্ধকে দেখিয়া লজ্জা পরিহার-
পূর্বক ‘সেই এই, সেই এই’ এইরূপ বলিলে
যেই যোগগামিনী সখী চিত্রলেখা তাহাকে
সমাধাসিত করিয়া দ্বারবতীতে প্রস্থান
করিল । ১১—২২ ।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৫

ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—একদা বাণ ত্রিলো-
চনকে প্রণিপাতপূর্বক কহিল,—হে দেব ! যুদ্ধ
ব্যতীত এই বাহুসহশ্র দ্বারা আমি নির্ভূত

কচ্ছিন্নমৈষাঃ বাহুনাঃ সাকল্যকরণো রণঃ ।
ভবিষ্যতি বিনা যুদ্ধং ভারায় মম কিং ভুঞ্জৈঃ ॥
শঙ্কর উবাচ ।
ময়ুরধ্বজভঙ্গস্তে যদা বাণ ভবিষ্যতি ।
পিশিতাশিজনানন্দং প্রাপ্যসি ত্বং তদা রণম্ ॥
ব্যাস উবাচ ।
ততঃ প্রণম্য মুদিতঃ শঙ্করভ্যাগতো গৃহান ।
ভগ্নং ধ্বজমথালোক্য হৃষ্টৌ হর্ষং পরং বধৌ ॥ ৪
এতস্মিন্নেব কালে তু যোগবিজ্ঞাবলেন তম্ ।
অনিরুদ্ধমথানিস্তে চিত্রলেখা বরা সখী ॥ ৫
কন্তান্তঃপুরমধ্যে তং রমমাণং সহোষয়া ।
বিজ্ঞায় রক্ষিণো গতা শশংসুদৈত্যভূপতেঃ ॥ ৬
ব্যাদিষ্টং কিঙ্করাণাস্ত সৈন্তং তেন মহাশ্বনা ।
জঘান পরিঘং লৌহমাদায় পরবীরহা ॥ ৭
হতেষু তেষু বাণোহপি রথস্থস্তদ্বোধোদ্যতঃ ।
যুধ্যমানো যথাশক্তি যদা বীরেণ নির্জিতঃ ॥ ৮

হইতেছি না; আমার এই সকল বাহুর
সাকল্যাকরণ কোন রণ হইবে কি? যুদ্ধ
ব্যতীত এই ভারস্বরূপ বাহুনিচয়দ্বারা কি কল
হইবে? শঙ্কর বলিলেন,—হে বাণ! তোমার
ময়ুরধ্বজ যখন ভগ্ন হইবে, তখন তুমি পিশি-
তাশিগণের আনন্দবর্দ্ধন রণ প্রাপ্ত হইবে ।
ব্যাস বলিলেন,—পরে বাণ, শঙ্কুকে প্রণাম
করিয়া মুদিতচিত্তে নিজ ভবনে আগমন
করিল । কিছুকাল পরে ধ্বজভঙ্গ অবলোকন
করিয়া পুলকিতকায়ে পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইল ।
এই সময়েই উষার প্রধানা সখী যোগ-
বিজ্ঞাবলে অনিরুদ্ধকে লইয়া আসিল । পরে
তাকে কন্তান্তঃপুর মধ্যে উষাসহ ক্রীড়া-
পরায়ণ জানিতে পারিয়া রক্ষিণ যাইয়া
দৈত্যানুপতি বাণসন্নিধানে নিবেদন করিল ।
বাণ অনিরুদ্ধকে বন্দী কবিবার নিমিত্ত
তাহার কিঙ্কর সৈন্তগণকে আদেশ করিলে
পরবীরঘাতী মহাশ্বা অনিরুদ্ধ লৌহপরিঘ
গ্রন্থপূর্বক তাহাদিগকে নিহত করিলেন ।
তাহারা নিহত হইলে বাণ রথারোহণে
তদীয় বধে উজ্জত হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ করত

মায়য়া যুযুধে তেন স তপা মন্ত্রচোদিতঃ ।
ততশ্চ পরগাঙ্গেণ ববন্ধ যজ্ঞনন্দনম্ ॥ ১০
দ্বারবত্যাঃ ক যাতোহসা বনিক্কেতি জয়তাম্ ।
যদুনামাচক্রে তং বন্ধঃ বাণেন নারদঃ ॥ ১০
তং শোণিতপুরে ক্রুত্বা নীতং বিদ্যাবিদম্ভয়া ।
যোষিতা প্রত্যয়ং জম্বুধাদব । নাম বৈরিণি ॥ ১১
ততো গরুড়মাক্রুত্ব শ্মৃতমাজাগতং হরিঃ ।
বলপ্রহর্যসহিতো বাণস্ত প্রযযৌ পুরম্ ॥ ১২
পুরীপ্রবেশে প্রমথৈর্যুদ্ধমাসীন্নহাবলৈঃ ।
যযৌ বাণপুরাভ্যাসং নীত্বা তান সংক্ষয়ং হরিঃ ।
ততঃশ্রিপাদশিরা জরো মাহেশ্বরো মহান ।
বাণরক্ষার্মমত্যাং যুযুধে শার্ঙ্গধরনা ॥ ১৪
ততঃশম্পর্শসত্ত্বতাপং কৃষ্ণাক্ষসঙ্গমাং ।
অবাপ বলদেবোহপি সমং সম্মিলিতেক্ষণঃ ॥ ১৫
ততঃ সংযুধ্যমানস্ত সহ দেবেন শার্ঙ্গিণা ।

বীর অনিরুদ্ধ কর্তৃক নির্জিত হইল। তখন
সে মন্ত্রবল-সম্পন্ন মায়্যা দ্বারা যুদ্ধ করত
নাগপাশ প্রয়োগে সেই যজ্ঞনন্দনকে বন্ধন
করিল। এ দিকে দ্বারবতীতে জনগণ
অনিরুদ্ধ কোথায় গিয়াছেন? এইরূপ আলো-
চনা করিতে থাকিলে ‘বাণ তাহাকে বন্ধন
করিয়াছে’ নারদ এই সংবাদ যজ্ঞগণকে
জ্ঞাপন করিলেন। ১—১০। যাদবগণ সেই
অনিরুদ্ধকে বিজ্ঞাবিদম্ভা যোষিৎ কর্তৃক বৈরি-
নগরে শোণিতপুরে নীত শুনিয়া সে কথা
বিশ্বাস করিলেন। পরে হরি—শ্মৃতিমাত্রেই
সমাগত গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক বলদেব
ও প্রহর্যসহ বাণপুরীতে প্রস্থান করিলেন।
পুরীপ্রবেশকালীন মহাবল প্রমথগণসহ
ভাঁহাদের মহাযুদ্ধ হইল। হরি তাহাদিগকে
বিনাশ করিয়া বাণপুরীসমীপে উপস্থিত
হইলেন। পরে বাণের রক্ষণার্থ জিপাদ
জিহিরা মহান মাহেশ্বর জর সহ শার্ঙ্গধর
যৌর যুদ্ধ হইল। জর-প্রক্ষিপ্ত তম্পর্শে
বলদেব অভ্যস্ত সন্তপ্ত ও নিম্নলিভনেজ হই-
লেও কৃষ্ণাক্ষসঙ্গ বশতঃ স্বাস্থ্য লাভ করি-
লেন। দেব শার্ঙ্গী সহ যুধ্যমান সেই জর

বৈষ্ণবেন জরোণাশ কৃষ্ণদেহারিরাকৃতঃ ॥ ১৬
নারায়ণভূজাঘাত-পরিপীড়নবিহ্বলম্ ।
তং বীক্য কম্যতামন্তেত্যাহ দেবঃ পিতামহঃ ।
ততশ্চ কান্তমেবেতি প্রোচ্য তং বৈষ্ণবং জরম্
আস্ত্রস্তেব লয়ং নিস্তে ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ১৮
মম ত্রয়া সমং যুদ্ধং যে অরিযাক্তি মানবাঃ ।
বিজ্ঞগান্তে ভবিষ্যন্তীত্যাশ্রু চৈনং যযৌ হরিঃ
ততোহয়ীন ভগবান্ পঞ্চ জিত্বা নীত্বা কয়ং
তথা ।
দানবানাং বলং বিম্বুশ্চূর্ণয়ামাস লীলয়া ॥ ২০
ততঃ সমস্তগৈস্তেন দৈতেয়ানাং বলৈঃ স্মৃতঃ ।
যুযুধে শঙ্করশ্চৈব কার্ত্তিকেয়শ্চ শৌরিণা ॥ ২১
হরিশঙ্করযোযুদ্ধমতীবাসীৎ সূদাকরণম্ ।
চুস্তুভুঃ সকলা লোকাঃ শস্ত্রাস্ত্রৈর্বহুধাক্ৰিতাঃ ॥ ২২
প্রলয়োহয়মশেষস্ত জগতো নুনমাগতঃ ।
মেনিরে ত্রিদশা যত্র বর্ত্তমানে মহাহবে ॥ ২৩

কৃষ্ণদেহ-নির্গত বৈষ্ণব জর দ্বারা সস্ত্র নিরা-
কৃত হইল। দেব পিতামহ সেই জরকে
নারায়ণ-ভূজাঘাতে পরিপীড়িত হইয়া বিহ্বল
হইতে দেখিলে কৃষ্ণকে বলিলেন,—ইহাকে
ক্ষমা করুন। ভগবান্ মধুসূদন তখন ‘ক্ষমা
করিলাম’ বলিয়া সেই বৈষ্ণব জরকে আস্ত্র
দেহে লীন করিলেন। পরে ‘তোমার সহিত
আমার এই যুদ্ধ যে মানবগণ অরণ করিবে,
তাহারা যেন বিজয় হয়’ শৈব জরকে এই
কথা বলিয়া হরি প্রস্থান করিলেন। তৎপরে
ভগবান্, পঞ্চবিধ অগ্নিকে ক্ষয় করিয়া জর
করিলেন। তদনন্তর লীলাসহকারে সেই
দানববল চূর্ণ করিতে লাগিলেন। তখন
বলিনন্দন বাণ সমস্ত দৈত্য সৈন্তসহ যুদ্ধ
করিতে লাগিলেন। শঙ্কর এবং কার্ত্তিকেয়ও
তখন কৃষ্ণসহ যুদ্ধার্থ সমাগত হইলেন। হরি ও
শঙ্করের সেই যুদ্ধ অতি সূদাকরণ হইয়াছিল।
তখন শস্ত্রাস্ত্রবর্ষণে সকল লোক পীড়িত হইয়া
পড়িল। তাদৃশ মহাযুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে ত্রিদশগণ
মনে করিলেন, নিশ্চিতই অশেষ জগন্তের
প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। ১১—২৩। গোবিন্দ

জুহুগ্নাস্ত্রেণ গোবিন্দো জুহুয়ামাস শঙ্করম্ ।
 ততঃ প্রাণেশুদৈতেয়াঃ প্রমথাস্চ সমন্ততঃ ॥ ২৪
 জুহুভিতুতশ্চ হরো রথোপস্থমুপাविशत् ।
 ন শশাক তদা যোদ্ধুং কৃষ্ণেনাক্রিষ্টকর্ম্মণা ॥ ২৫
 গরুড়কৃতবাহশ্চ প্রত্যায়াস্ত্রেণ পীড়িতঃ ।
 কৃষ্ণহৃদারনিধুঁতশক্তিশ্চাপযযৌ শুভঃ ॥ ২৬
 জুহুতিতে শঙ্করে নষ্টে দৈত্যসৈন্তে শুভে জিতে
 নীতে প্রমথসৈন্তে চ সত্ত্বকর্ম্ময় শার্ঙ্গধরনা ॥ ২৭
 নন্দীশসংগৃহীতান্বধিরূঢ়ো মহারথম্ ।
 বাণস্তত্রায়যৌ যোদ্ধুং কৃষ্ণকাক্ষিবলৈঃ সহ ॥ ২৮
 বলভদ্রো মহাবীর্যো বাণসৈন্তম্ননেকধা ।
 বিব্যাধ বাণৈঃ প্রত্যায়া ধর্ম্মতচ্চাপলায়তঃ ॥ ২৯
 আকৃষ্য লাক্ষ্মীনাগ্রেণ মুষলেন চ পোখিতম্ ।
 বলং বলেন দদৃশে বাণো বাণৈশ্চ চক্রিণঃ ॥ ৩০
 ততঃ কৃষ্ণস্ত বাণেন যুদ্ধমাসৌ সমাসতঃ ।
 পরম্পরস্ত সন্দীপ্তান্ কায়ত্রাণবিভেদিনঃ ॥ ৩১
 কৃষ্ণশিচ্ছেদ বাণাংস্তান্ বাণেন প্রহিতান্ শরৈঃ
 বিভেদ কেশবং বাণো বাণং বিব্যাধ চক্রধুক্ ॥

জুহুগ্নাস্ত্রে প্রয়োগে শঙ্করকে অলস করিয়া
 কেলিলেন। তখন দৈত্য ও প্রমথগণ পলায়ন
 করিতে লাগিল। হর জুহুভিতুত হইয়া
 রথোপস্থি উপবিষ্ট হইলেন। অক্রিষ্টকর্ম্মা
 কৃষ্ণসহ তখন আর তিনি যুদ্ধ করিতে সমর্থ
 হইলেন না। কার্ত্তিকেন্দ্র গরুড়কর্তৃক কৃত-
 বিকৃত-বাহ, প্রত্যায়াস্ত্রে পীড়িতাঙ্গ ও কৃষ্ণের
 হৃদারশব্দে নিধুঁতশক্তি হইয়া পলায়ন
 করিলেন। বাণ দেখিল—তদীয় বল বলদেব-
 কর্তৃক লাক্ষ্মীনাগ্রে, আক্রিষ্ট হইয়া মুষল দ্বারা
 পোখিত এবং চক্রপাণির বাণে ছিন্ন-ভিন্ন
 হইতে লাগিল। তখন সে অগ্রসর হইলে
 কৃষ্ণ সহ তাহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল।
 তাঁহারা পরস্পরে কবচভেদকারী সন্দীপ্ত
 বাণসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।
 কৃষ্ণ বাণনিষ্কিপ্ত বহুল বাণজালকে
 নিজ বাণে ছেদন করিতে লাগিলেন।
 চক্রপাণি নিজ বাণ দ্বারা বাণকে ভেদ
 করিতে লাগিলে, বাণও স্বকীয় বাণে

মুমুচাতে তথাস্ত্রাণি বাণকুণ্ডৌ জিগীষয়া ।
 পরম্পরকতিপরৌ পরিঘাংশ্চ ততো দ্বিজাঃ ॥ ২৪
 ছিদ্যমানেষশেষেষু শস্ত্রেষুশ্চৈ চ সীদতি ।
 প্রাচুর্য্যেণ হরিব্যাণং হস্তং চক্রে ততো মনঃ ॥ ৩৪
 ততোহর্কশতসমুত্ত-তেজসা সদৃশদ্যুতি ।
 জগ্রাহ দৈত্যচক্রারিহরিশ্চক্রং সুদর্শনম্ ॥ ৩৫
 মুখতো বাণনাশায় তচ্চক্রং মধুবিধিষঃ ।
 নগ্না দৈতেয়বিদ্যাভুং কোটরী পুরতো হরৈঃ
 তামগ্রতো হরিদৃষ্ট্বা মৌলিতাক্ষঃ সুদর্শনম্ ।
 মুমোচ বাণমুদিত্ত ছেদুং বাহুবনং রিপোঃ ॥
 ক্রমেণাস্ত তু বাহুনাং বনমচ্যুতচোদিতম্ ।
 ছেদং চক্রেহসুরস্তাণ্ড শস্ত্রাস্ত্রক্ষেপাভুতম্ ॥
 ছিন্নে বাহুবনে তত্ত্ব করস্থং মধুসূদনঃ ।
 মুমুর্খবাণনাশায় বিজ্ঞাতস্ত্রপুরবিধি ॥ ৩৬
 স উৎপত্যা হ গোবিন্দং সামপূর্ব্বমুমাপতিঃ ।

তাঁহাকে ভিন্ন করিতে লাগিল। সেই বাণ
 ও কৃষ্ণ পরস্পর জিগীষাবশতঃ পরস্পরের
 কতিপরায়ণ হইয়া নানাবিধ অস্ত্র ও পরিঘ
 সকল নিক্ষেপ করিলেন। হে দ্বিজগণ! সেই
 প্রচুর অস্ত্র সমুদয় বহুধা ছিন্ন ভিন্ন ও চূর্ণ
 হইতে থাকিলে হরি তখন বাণকে হননার্থ
 মানস করিলেন এবং দৈত্যগণশত্রু
 সেই হরি শতসূর্য্যাসমুত্ত তেজের তুল্য
 দ্যুতিসম্পন্ন সুদর্শনচক্র গ্রহণ করিলেন। মধু-
 বিধেয়ী হরি বাণ বিনাশার্থ সেই চক্র
 নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে করিলে কোটরী নগ্নী
 দৈতেয়-বিদ্যা। উলঙ্গবেশে হরির পুরো-
 ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরি তাহাকে
 অগ্রভাগে দেখিয়া নিমৌলিতলোচনে রিপু
 বাহুসমূহ ছেদনার্থ বাণের উদ্দেশে চক্র
 নিক্ষেপ করিলেন। অচ্যুতপ্রেরিত সুদর্শন-
 চক্র ক্রমে শস্ত্রাস্ত্রনিক্ষেপে অভূত কৌশল-
 সম্পন্ন অসুরের সেই বাহুসকল ছেদন
 করিয়া পুনরায় মধুসূদনের করগত হইল।
 ত্রিপুরারি এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া
 বাণের মোচন নিমিত্ত সবেগে গোবিন্দসমীপে
 উপস্থিত হইলেন এবং দোঁর্দণ্ড-ছেদনে রক্ত-

বিলোক্য বাণং দোর্দণ্ডচ্ছেদাস্থক্শাববর্ষিণম্ ॥

রুদ্র উবাচ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগন্নাথ জানে ত্বাং পুরুষোত্তমম্ ।

পরেশং পরমাত্মানমনাদিনিধনং পরম্ ॥ ৪১

দেবভির্ধ্যাক্ষমুখ্যৈশ্চ শরীরগ্রহণাশ্রিতা ।

লীলেন্যং তব চেষ্টা হি দৈত্যানাম্ বধলক্ষণা ॥

তৎপ্রসীদাতয়ং দন্তং বাণস্ত্যস্ত ময়া প্রভো ।

তদ্বয়া নানুতং কার্য্যং যন্নয়া ব্যাহতং বচঃ ॥ ৪২

অশ্বাংসংশ্রয়বৃদ্ধোহয়ং নাপরাধস্তবাব্যয় ।

ময়া দন্তবরো দৈত্যস্ততস্তাং ক্ষময়াম্যহম্ ॥ ৪৩

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাশ্বঃ প্রাহ গোবিন্দঃ শূলপানিমুমাপতিম্ ।

প্রসন্নবদনো হুত্বা গতামর্ধোহস্থরং প্রতি ॥ ৪৫

শ্রীভগবানুবাচ ।

মুমুক্ষুস্তবরো বাণো জীবিতাদেষ শঙ্কর ।

অঘাক্যগৌরবাদেতন্নয়া চক্রং নিবর্তিতম্ ॥ ৪৬

ধারাবধী বাণকে অবলোকন করিয়া সেই
উমাপতি মধুর বাক্যে গোবিন্দকে বলিতে
লাগিলেন! ২৪—৪০। রুদ্র বলিলেন,—
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে জগন্নাথ! তোমাকে পরেশ,
পরমাত্মা, অনাদিনিধন, পর ও পুরুষোত্তম
বলিয়া জানি। দৈত্যগণের বধ নিমিত্ত
দেব-ভির্ধ্যাক্ষ-মুখ্যাকার শরীর গ্রহণরূপ
তোমার যে এই চেষ্টা—ইহা লীলামাত্র।
অতএব প্রসন্ন হও। প্রভো! এই বাণকে
আমি অভয়দান করিয়াছি, মৎকথিত বাক্য
অনুত করা তোমার উচিত নহে। এই
দৈত্য আমাদিগের সংশ্রয় হেতুই বৃদ্ধি প্রাপ্ত
হইয়াছিল; সুতরাং হে অব্যয়! এই বৃদ্ধি
বিষয়ে তোমার দোষ নাই। ঐ দৈত্যকে
আমিই বর দিয়াছিলাম; সেই জন্ত আমিই
একণে তোমার নিকট ক্ষমা করাইতেছি।
গোবিন্দ এইরূপ উক্ত হইয়া শূলপাণি উমা-
পতিকে সেই অশুরের প্রতি অমর্ধ-রহিত-
চিত্তে প্রসন্নবদন হইয়া কহিলেন,—শঙ্কর!
বাণ তোমাদিগের নিকট বর পাইয়াছিল,
অতএব সে জীবিত থাকুক, তোমার বাক্য-

ত্বয়া যদভয়ং দন্তং তদন্তমভয়ং ময়া ।

যন্তোহবিভিন্নমাত্মানং জুহুমর্হসি শঙ্কর ॥ ৪৭

যোহহং স ত্বং জগচ্ছেদং স দেবানুন্নয়াম্যহম্ ।

অবিদ্যামোহিতাত্মানং পুরুষা ভিন্নদর্শিনঃ ॥ ৪৮

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাশ্বা প্রযযৌ কৃষ্ণঃ প্রাহ্মণ্যিয তিষ্ঠতি ।

তদ্বক্ষ্যগণিনো নেতুর্গুরুভানিলশোভিতাঃ ॥ ৪৯

ততোহনিক্রমারোপ্য সপত্নীকং গুরুশ্রুতি ।

আজমুর্ধারকাং রামকাঞ্চিদামোদরাঃ পুরীম্ ॥

ইতি শ্রীভাষ্মে বাণযুদ্ধে বাণপরাজয়ঃ যদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৬ ॥

সপ্তাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

চক্রে কক্ষ মহচ্ছোরবিভ্রদ্যো মাহুধীং তনুম্ ।

জিগায় শক্রং শরীরং সর্বদেবাংশ্চ লীলয়া ॥ ১

গৌরবে এই আমি চক্র নিবর্তিত করিলাম।
তুমি যে অভয় দিয়াছিলে, আমিও সেই অভয়
দান করিলাম। হে শঙ্কর! আমা হইতে
অপনাকে অভিন্ন দেখাই তোমার কর্তব্য।
যে তুমি, সেই আমি, এই চরাচর জগৎও
তাহাই। অবিদ্যামোহিত পুরুষেরাই আমা-
দিগকে ভিন্ন ভাবে দর্শন করে। ব্যাস বলি-
লেন,—কৃষ্ণ এই বলিয়া যেখানে প্রহ্মস্বনন্দন
ছিলেন, তথায় যাইলেন; গুরুভস্মকীয় বায়ু-
সংস্পর্শবশতঃ শোষিতকায় তদীয় বন্ধন
কণিগণ অদৃশ্য হইয়া গেল। পরে সপত্নীক
অনিক্রমকে গুরুস্থানের উপরি আরোপিত
করিয়া রাম, কৃষ্ণ ও প্রহ্মা দ্বারকাপুরীতে
আগমন করিলেন। ৪১—৫০।

যদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৬।

সপ্তাদিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ বলিলেন,—শৌরি, মাহুধী তনু
ধারণ করিয়া লীলাবশে শক্র, শরীর ও সর্ব-

যচ্চান্দকরোৎকর্ষ হৃষ্টচেষ্টাবিষাতকৃৎ ।
কথ্যতাং তন্মুনিশ্রেষ্ঠ পরং কোতুহলং হি নঃ ॥

বাস উবাচ ।

গদতো মে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শ্রুতামিদমাদয়াৎ ।
নরাবতারে কৃকেন দক্ষা বারাগসী যথা ॥ ৩
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবশ্চ বাসুদেবোহভবভুবি ।
অবতীর্ণস্তমিত্যুজ্জো জর্নৈরজ্ঞানমোহিতৈঃ ॥ ৪
স মেনে বাসুদেবোহমবতীর্ণো মহীতলে ।
নষ্টশ্রুতিস্ততঃ সর্বং বিষ্ণুচিহ্নমটীকরং ।
দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস স কৃষ্ণায় দ্বিজৈস্তমাঃ ॥ ৫
দূত উবাচ ।

ত্যাঙ্ক্য চক্রাদিকং চিহ্নং মদীয়ং নাম চান্দনঃ ।
বাসুদেবাস্ককং মূঢ় মুক্তা সর্বমশেষতঃ ॥ ৬
আদ্যনো জীবিতার্থকং তথা মে প্রণতিং ব্রজ ॥ ৭
বাস উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ স প্রহৃষ্টেব দূতঃ প্রাহ জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ৮

দেববর্গকে পরাজয় প্রভৃতি মহৎ কর্ম করেন ;
কিন্তু হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! তিনি আরও যে সকল
হৃষ্ট-চেষ্টা-বিষাতকৃৎ কর্ম করিয়াছিলেন, তাহা
বলুন ; শুনিবার জন্য আমরা গের পরম
কোতুহল জন্মিয়াছে । ব্যাস বলিলেন,—
হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা ইহা সাদরে
শ্রবণ করুন ; নরাবতারে কৃক কর্তৃক
বারাগসীপুর যে প্রকারে দক্ষ হইয়াছিল ;
আমি তাহা বলিতেছি, আপনারা আদর
সহকারে শ্রবণ করুন । পৌণ্ড্রক বাসু-
দেব ভূতলে ; বাসুদেব নামে খ্যাতি লাভ
করে । অজ্ঞানমোহিত জনগণ তাহাকে
“তুমিই বাসুদেব অবতীর্ণ হইয়াছ” এইরূপ
বলায় সেও আপনাকে বাসুদেবাবতার
কলিয়াই মনে করিত । সেইজন্য সেই নষ্ট-
মতি সমস্ত বিষ্ণুচিহ্ন ধারণ করিল । হে
দ্বিজৈস্তমগণ ! পরে সে কৃকসম্মিথানে এই
বলিয়া এক দূত প্রেরণ করিল যে,—মূঢ় !
তুমি মদীয় চক্রাদি-চিহ্ন এবং বাসুদেব-
স্কক নাম—ইত্যাদি সমস্ত পরিত্যাগপূর্বক
নিজ জীবিত রক্ষার্থ আমার নিকট প্রণত

শ্রীভগবান্নবাচ ।

নিজচিহ্নমহং চক্রং সমুৎস্রক্ষ্যে ত্বয়াতি বৈ ।
বাচ্যশ্চ পৌণ্ড্রকো গতা ত্বয়া দূত বচো মম ॥ ৯
জাতজ্ঞদ্বাক্যসত্তাবো যৎকার্য্যঃ তদ্বধীয়তাম্ ।
গৃহীতচিহ্ন এবাহমাগমিষ্যামি তে পুরম্ ॥ ১০
উৎস্রক্ষ্যামি চ তে চক্রং নিজচিহ্নমসংশয়ম্ ॥ ১১
আজ্ঞাপূর্বকং যদিদমাগচ্ছেতি ত্বয়োদিতম্ ।
সম্পাদয়িষ্যে শস্ত্রভ্যাং তদপ্যেযোহবিলম্বিতম্ ॥
শরণং তে সমভোত্য কৰ্ত্তব্যমি নূপতে তথা ।
যথা হস্তো ভয়ং ভূয়ো নৈব কিকিণ্ডবিষ্যতি ॥
বাস উবাচ ।

ইত্যুক্তেহপগতে দূতে সংস্মৃত্যভ্যাগতঃ হরিঃ
গুরুব্রহ্ম সমাক্রুহ ত্বরিতং তৎপুরং যযৌ ॥ ১৩
তস্থাপি কেশবোদ্যোগঃ শ্রদ্ধাকাশিপতিস্তদা ।
সর্বসৈন্তপরীবারঃ পার্শ্বগ্রাহমুপায়যৌ ॥ ১৪

হও । ব্যাস বলিলেন,—জনাৰ্দ্দন এই-
রূপ উক্ত হইয়া হস্তপূর্বক সেই দূতকে কহি-
লেন,—হে দূত ! তুমি যাইয়া সেই পৌণ্ড্র-
ককে আমার এই বাক্য কহিও যে, আমি
আমার নিজ চিহ্ন চক্র তোমার প্রতি পরি-
ত্যাগ করিব । তোমার বাক্যের সাধুভাবে
আমি বুঝিলাম । এক্ষণে তোমার যাহা
কর্তব্য, তাহা কর । আমি চিহ্ন ধারণ করিয়াই
তোমার পুরে যাইব । আর তোমার
নিমিত্ত আমার নিজ চিহ্ন চক্রও নিঃসং-
শয়ে পরিত্যাগ করিব । তুমি যে “আইস”
এইরূপ আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছ, তোমার
সে আদেশও আগামী কল্য অবিলম্বেই
সম্পাদন করিব । হে নূপতে ! আমি তোমার
শরণপ্রাপ্ত হইয়া এমন ব্যবহার করিব,
যাহাতে আর পুনরায় তোমা হইতে কিকিৎ
মাত্রও ভয় থাকিবে না । ১—১২ । ব্যাস
বলিলেন,—সেই দূত এইরূপ উক্ত হইয়া
গমন করিলে হরিও গুরুভকে স্মরণ করি-
লেন । গুরুও আগমন করিলে তাহাতে
আরোহণ করিয়া ত্বরিত গমনে তদীয় পুরে

ততো বলেন মহতা কাশিরাজবলেন চ ।
 পৌণ্ড্রকো বাসুদেবোহসৌ কেশবাভিমুখং যযৌ
 তং দদর্শ হরির্দূরাদূরদূরত্বেনে স্থিতম্ ।
 চক্রশঙ্খগদাপাণং পাণিনা বিধৃতাম্বুজম্ ॥ ১৬
 শরঃ ধৃতশার্ঙ্গঞ্চ সুপর্ণরচনাধ্বজম্ ।
 বক্ষঃস্থলকৃতং চান্ত্র জীবৎসং দদৃশে হরিঃ ॥ ১৭
 কিরীটকুণ্ডলধরং পীতবাসঃসমব্রিতম্ ।
 দৃষ্ট্বা তং ভাবগন্তীরং জহাস মধুসূদনঃ ॥ ১৮
 যুগ্মে চ বলেনাস্ত হস্তাধ্বনিং দ্বিজাঃ ।
 নিস্ত্রিংশ্চিৎগদাশূলশক্তিকাপুংকশালিনা ॥ ১৯
 কপেন শার্ঙ্গনির্ধুক্তৈঃ শরৈরগ্নিবিদারণৈঃ ।
 গদাচক্রাতিপাতৈশ্চ সূদয়ামাস ভদ্রলম্ ॥ ২০
 কাশিরাজবলৈকৈব ক্ৰয়ঃ নীহা জনাধিনঃ ।
 উবাচ পৌণ্ড্রকং মৃত্যুমাত্রচিহ্নোপলক্ষণম্ ॥ ২১
 জীবগবান্নবাচ ।

পৌণ্ড্রকোক্তং জয়া যত্নদ্রুতবক্রোণ মাং প্রতি ।

প্রস্থান করিলেন । কাশীপতি তদীয় আগমন
 বার্তা শ্রবণে সমস্ত সৈন্তে পরিবৃত্ত হইয়া
 পৌণ্ড্রকের পার্শ্বগ্রাহরূপে যুদ্ধার্থ বহির্গত হই-
 লেন । সেই পৌণ্ড্রকও নিজ মহাসৈন্ত ও
 কাশিরাজসৈন্ত সহ কেশবাভিমুখে যাত্রা
 করিল । হরি দূর হইতে দেখিলেন,—সে উচ্চ
 স্তম্ভনে অবস্থিত রহিয়াছে ; সেই পুণ্ড্রক
 করদ্বারা শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করি-
 য়াছে ; তাহার রথধ্বজ গরুড়াকার ; গলদেশে
 মালা ; রথে শার্ঙ্গধনু রহিয়াছে, বক্ষঃস্থলে
 জীবৎসচিহ্ন রচিত আছে ; সে কিরীট, কুণ্ডল,
 ও পীত বস্ত্র ধারণ করিতেছে । তাহাকে
 দেখিয়া মধুসূদন ভাবগন্তীর হস্ত করিলেন ।
 হে দ্বিজগণ ! হরি, নিস্ত্রিংশ, ঋষ্টি, গদা,
 শূল, শক্তি ও কাপুংকশালী সেই পৌণ্ড্রকের
 হস্তাধ্ব-সমব্রিত প্রবল বল সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত
 হইলেন । তিনি ক্রমমধ্যেই শার্ঙ্গ নির্ধুক্ত
 অগ্নিকল্প পরবিদারণকম বাণ, ও গদা-
 চক্রনিপাতে সেই বল সকল নির্ধূল করি-
 লেন । জনাধিন কাশিরাজের সেই বল
 ক্রয় করিয়া আত্মচিহ্নধারী পৌণ্ড্রককে

সমুৎস্রজেতি চিহ্নানি তন্তে সম্পাদয়াম্যহম্ ।
 চক্রমেতৎসমুৎস্রষ্টং গদেয়ন্তে বিসর্জিতা ।
 গরুড়ানেষ নির্দিষ্টঃ সমারোহতু তে ধ্বজম্ ।
 ইত্যাচ্চার্য্য বিমুক্তেন চক্রেণাসৌ বিদারিতঃ ।
 পৌণ্ড্রতো গদয়া ভগ্নো গরুড়ান্শ্চ গরুড়তা ॥
 ততো হাহাকৃতে লোকে কাশীনামধিপস্তদা ।
 যুগ্মে বাসুদেবেন মিত্রস্তাপচিতৌ স্থিতঃ ॥ ২৫
 ততঃ শার্ঙ্গবিনির্ধুক্তৈশ্চিহ্না তস্ত শরৈঃ শিরঃ ।
 কাশিপুংগাং স চিক্বেপ কুর্ধ্বলোকস্ত বিস্ময়ম্
 হস্তা তু পৌণ্ড্রকঃ শৌরিঃ কাশিরাজঞ্চ সান্নগম্
 রেমে দ্বারবতীঃ প্রাপ্তোহমরঃ স্বর্গগতো যথা ॥
 তচ্ছিরঃ পতিতং তত্র দৃষ্ট্বা কাশিপতেঃ পুরে ।
 জনঃ কিমেতদিত্যাহ কেনেত্যত্যস্তবিস্মিতঃ ॥

বলিলেন,—ওহে পৌণ্ড্রক । তুমি যে
 আমাকে দূতমুখে চিহ্ন সকল পরিত্যাগ
 করিতে বলিয়াছিলে, তোমার সেই কথা
 আমি সম্পাদন করিতেছি । “এই চক্র
 পরিত্যাগ করিলাম, এই গদাও বিসর্জন
 করিলাম, গরুড়ানও আদিষ্ট হইয়া এই
 তোমার ধ্বজে গিয়া আরোহণ করুক” এই
 কথা বলিতে বলিতে তদীয় নিষ্কিপ্ত চক্র
 দ্বারা সেই পৌণ্ড্রক বিদারিত এবং গদা
 দ্বারা বিধ্বস্ত হইল । গরুড় কর্তৃক তাহার
 সেই কৃত্রিম গরুড়ও ভগ্ন হইল । লোক-
 সকল তাহাতে তখন হাহাকার করিয়া
 উঠিলে কাশিরাজ যিহ্নের বৈরোদ্ধার-
 মানসে সমাগত হইয়া বাসুদেব সহ যুদ্ধ
 করিতে আরম্ভ করিল । হরি তখন শার্ঙ্গ-
 বিনির্ধুক্ত শর দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন
 করিয়া লোক সকলের বিস্ময়োৎপাদন করত
 কাশিপুংগীতে নিক্ষেপ করিলেন । শৌরি
 এইরূপে পৌণ্ড্রক ও কাশিরাজকে অন্নগ-
 গনসহ নিহত করিয়া দ্বারবতীতে যাউয়া
 স্বর্গগত অমরবৎ সুখে অবস্থান করিতে
 লাগিলেন । ১৩—২৭ । কাশীপতির সেই
 শির কাশিপুরে পতিত হইলে জনগণ “ইহা
 কি ? কে করিল ?” তাবিয়া অত্যন্ত বিস্মিত

জ্ঞান্ভা তং বাসুদেবেন হতং তন্ত নৃতন্ততঃ ।
 পুরোহিতেন সহিতস্তোষয়ামান শঙ্করম্ ॥ ২৯
 অবিসৃঞ্জে মহাক্ষেত্রে তোষিতস্তেন শঙ্করঃ ।
 বরং ক্বীৰ্যেতি তদা তং প্রোবাচ নৃপাশ্বজম্ ॥
 স বস্ত্রে ভগবন্ কৃত্য পিতৃর্হৃদ্বধায় মে ।
 সমুত্তীতু কৃষ্ণস্ত ত্বংপ্রসাদায়হেধ্বর ॥ ৩১
 ব্যাস উবাচ ।

এবং ভবিষ্যতীতু্যক্তে দক্ষিণাশ্বেনসন্তরম্ ।
 মহাকৃত্য সমুত্তীত্বো তন্তৈবায়িনিবেশনাং ॥ ৩২
 ততো জ্ঞানাকরানাস্তা জলংকেশকলাপিকা ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কুপিতা কৃষ্ণা দ্বারবতী যযৌ ॥
 তামবেক্ষ্য জনঃ সর্কো রৌজাং বিকৃতলোচনাম্
 যযৌ শরণ্যং জগতাং শরণং মধুহৃদনম্ ॥ ৩৪
 জনা উচুঃ ।

কাশিরাজসুতেনৈয়মারাধ্য বৃষভধ্বজম্ ।
 উৎপাদিতা মহাকৃত্য বধায় তব চক্রিণঃ ।

হইল। কাশিরাজের পুত্র, কাশিপতির্কে বাসুদেবকর্তৃক নিহত জানিয়া পুরোহিতের সহিত মিলিত হইয়া অবিসৃক্ত মহাক্ষেত্রে তপস্তা দ্বারা শঙ্করের সন্তোষ সাধনে যত্ন করিতে লাগিল। শঙ্কর তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া তখন সেই নৃপনন্দনকে “বর গ্রহণ কর” বলিলে সে বলিল,—হে মহেশ্বর, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার পিতৃঘাতী কৃষ্ণের বধ নিমিত্ত কৃত্য উৎখিত হউক। ব্যাস বলিলেন,—মহেশ্বর “দক্ষিণাশ্ব হইতে তাহাই হইবে” এই কথা বলিলেন। অনন্তর সেই অগ্নি হইতে মহাকৃত্য সমুৎখিত হইল। জ্ঞানাকরাল-বদনা জলংকেশ-কলাপা কুপিতা সেই কৃত্য “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ” বলিতে বলিতে দ্বারবতীতে যাইল। তদ্রূপে জনগণ সকলেই রৌজা বিকৃতলক্ষণা সেই কৃত্য দর্শনে জগৎসকলের শরণ্য মধুহৃদ-নের শরণাপন্ন হইল। তাহারা কহিল,—চক্রপাণি! কাশিরাজসুত বৃষভধ্বজকে আরা-ধনা করিয়া তোমার বধ সাধনার্থ এই

জহি কৃত্যমিমাংসুগ্ৰাং বহিঃজ্ঞানাজটাকুলাম্ ।
 ব্যাস উবাচ ।

চক্রমুৎসৃষ্টমক্ষৈব ক্রীড়াসক্তেন লীলয়া ॥ ৩৬
 তদগ্নিমালাজটিলং জ্ঞানোদগারান্তিভীষণম্ ।
 কৃত্যমল্পজগামাণ্ড বিষ্ণুচক্রং সূদর্শনম্ ॥ ৩৭
 ততঃ সা চক্রবিধ্বস্তা কৃত্য মাহেশ্বরী তদা ।
 জগাম বেগিনী বেগান্তদপ্যল্পজগাম তাম্ ॥ ৩৮
 কৃত্য বারাগসীমেব প্রবিবেশ ত্বরাদিতা ।
 বিষ্ণুচক্রপ্রতিহতপ্রভাবা মুনিসন্তমাঃ ॥ ৩৯
 ততঃ কাশিবলং ভূরি প্রমথানাং তথা বলম্ ।
 সমস্তশস্ত্রাস্ত্রযুতং চক্রস্তাভিমুখং যযৌ ॥ ৪০
 শস্ত্রাস্ত্রমোক্ষবহলং দক্ষা তদ্বলমোজসা ।
 কৃষ্ণাক্ষেমামশেষাং তাং পুরীং বারাগসীং যযৌ
 প্রভূতভূতাপোরাং তাং সাধমাতঙ্গমানবাম্ ।
 অশেষদুর্গকোষ্ঠাং তাং হুনিরীক্ষ্যাং সুরৈরপি

কৃত্য উৎপাদন করিয়াছে। বহিঃজ্ঞান-জটাকুলা এই কৃত্যকে হত্যা কর। ব্যাস বলিলেন,—কৃষ্ণ সেই সময়ে অক্ষক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি তখন লীলাসহকারে নিজ চক্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই বিষ্ণু-চক্র সূদর্শন তখন অগ্নিমালা-জটীলাকারে আভি ভীষণ জ্ঞান উদ্গিরণ করিতে করিতে কৃত্যর নিকট চলিল। তখন সেই মাহেশ্বরী কৃত্য চক্রদ্বারা বিধ্বস্তা হইয়া সবেগে পলায়ন করিতে লাগিল; চক্রও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। হে মুনিসন্তমগণ! বিষ্ণুচক্র দ্বারা প্রতিহতপ্রভাবা সেই কৃত্য ত্বরাদিতা হইয়া বারাগসীতেই প্রবেশ করিল। তখন কাশি-রাজের প্রচুর বল এবং প্রমথসৈন্য সকল সেই বিষ্ণুচক্রের অভিমুখে অগ্রসর হইল; তাহারা বহল শস্ত্রাস্ত্র বর্ষণ করিতে থাকি-লেও চক্র নিজ তেজে তাহাদিগকে দধ করিয়া বারাগসীতে প্রবেশপূর্বক সমগ্র পুরীতে মহা অশান্তি উৎপাদন করিল। সেই চক্র প্রভূত ভূতাপোর-যুতা, অশ-মাতঙ্গ-সমধিতা, বহু দুর্গসুদৃঢ়া, সুরগণেরও হুনিরীক্ষ্যা সেই পুরীকে অল্পকাল মধ্যেই

জালাপরিবৃত্তাশেষগৃহপ্রাকারতোরণাম্ ।
দদাহ তাং পুরীঃ চক্রং সকলামেব সম্বরম্ ॥ ৪৩
অক্ষীণামৰ্ষমত্যল্পসাধ্যসাধননিম্পূহম্ ।
তচ্চক্রং প্রক্ষুরদৌণ্ডি বিধৌরভ্যায়যৌ করম্
ইতি জীৱাক্ষে পৌণ্ড্রকবাসুদেববধে কানীদাহ-
বর্ণনং সপ্তাদিক্বিশততমোঃ ধ্যায়ঃ ॥ ২০৭ ॥

অষ্টাদিক্বিশততমোঃ ধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে ভূয়ো বলভদ্রস্ত ধীমতঃ ।
মুনে পরাক্রমঃ শৌর্য্যং তন্মো ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥
যমুনাকর্ষণাদীনি ঋতান্ত্রস্মাভিরজ বৈ ।
তৎকথ্যতাং মহাভাগ যদন্তং কৃতবান্ বলঃ ॥ ২
বাস উবাচ ।
শৃণুধ্বং মুনয়ঃ কস্ম যদ্যমেণাভবৎকৃতম্ ।
অনন্তেনাপ্রমেয়েন শেষেণ ধরণীভূতা ॥ ৩

সমস্ত গৃহপ্রাকার-তোরণাদিতে জালা পরি-
বৃত্ত করিয়া সম্পূর্ণরূপে দাহ করিল। চক্রের
পক্ষে সেই তুচ্ছ কার্য সাধিত হইলেও
চক্রের ক্রোধ নিরুত্তি না হওয়ায় তাহার দাহ-
সম্পূহা নিরুত্তি হইল না ; সুতরাং সে দৌণ্ডি
পাইতে পাইতেই বিফলকরে প্রত্যাগত
হইল । ২৮—৪৪ ।

সপ্তাদিক্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৭ ।

অষ্টাদিক্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে মুনে ! পুনরায়
ধীমান্ বলভদ্রের শৌর্য্য পরাক্রম শুনিতে
ইচ্ছা করি ; তাহা আমাদিগের নিকট
বিস্তাররূপে বলুন। এ বিষয়ে যমুনা-
কর্ষণাদি শুনিয়াছি ; হে মহাভাগ ! বলদেব
আর যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই বলুন।
বাস বলিলেন,—হে মুনিগণ ! সেই অনন্ত
অপ্রমেয় ধরণীধর শেষকণ্ঠী রাম আরও
যে কস্ম করিয়াছিলেন, তাহা জবাব করুন।

হৃষ্যোধনস্ত তনয়াং শ্বশুরকৃতৈকণ্যম্ ।
বলাদাদন্তবান্ বীরঃ সাধো জাহবতীসুতঃ ॥ ৪
ততঃ ক্রুদ্ধা মহাবীৰ্য্যাঃ কর্ণহৃষ্যোধনাদয়ঃ ।
ভীষ্মদ্রোণাদয়শ্চৈব ববন্ধুর্ঘৃণি নির্জিতম্ ॥ ৫
তচ্ছ্রদ্ধা যাদবাঃ সর্বে ক্রোধঃ হৃষ্যোধনাদিষু ।
মুনয়ঃ প্রতিচক্রুশ্চ তান্ বিহন্তঃ মহোদ্যমম্ ॥ ৬
তান্নিবার্য্য বলঃ প্রাহ মদলোলাকূলাক্ষরম্ ।
মোক্যন্তি তে মমচনাদ্যাস্তাম্যেকো হি কৌরবান্
বলদেবস্ততো গতা নগরং নাগসাহস্রমম্ ।
বাহোপবনমধ্যেহুঙ্কর বিবেশ চ তৎপুরম্ ॥ ৮
বলমাগতমাজ্জায় তদা হৃষ্যোধনাদয়ঃ ।
গামর্ধ্যমুদকঃ চৈব রামায় প্রত্যাবেদয়ন ।
গৃহীত্বা বিধিবৎসরং ততস্তানাহ কৌরবান্ ॥ ৯
বলদেব উবাচ ।
আজ্ঞাপয়ত্যাগ্রসেনঃ সাহমাণ্ড বিযুক্তত ॥ ১০
ব্যাস উবাচ ।
ততস্তম্ভচনং ঋত্বা ভীষ্মদ্রোণাদয়ো দ্বিজাঃ ।

জাহবতীসুত বীর সাধ, হৃষ্যোধনের তনয়াকে
শ্বশুর স্বলে দর্শন করত বলপূর্বক গ্রহণ
করেন। তাহাতে মহাবীৰ্য্য কর্ণ, হৃষ্যোধন,
ভীষ্ম ও দ্রোণাদি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে
পরাজিত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। হে
মুনিগণ ! তাহা শুনিয়া ষাদবেয়া সকলে
হৃষ্যোধনাদির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে
হননার্থ মহা উত্তম করিলেন। বলরাম
তাঁহাদিগকে নিবারণপূর্বক মদ-লোলাকূল-
বচনে বলিলেন,—“আমি একাকী যাইব ;
কৌরবেয়া আমার বাক্যাত্মসারেই সাধকে
মোচন করিয়া দিবে।” পরে বলদেব
হস্তিনাপুরে, যাইয়া বাহিরের উপবন মধ্যে
অবস্থান করিলেন ; পুর মধ্যে প্রবেশ করি-
লেন না। তখন হৃষ্যোধনাদি কুরুগণ
বলরামের আগমন সংবাদ জানিয়া গো,
অর্ঘ্য ও উদক পাঠাইয়া দিলেন। তিনি
সেই সকল যথাযোগ্য গ্রহণপূর্বক তাঁহা-
দিগকে কহিলেন,—“উগ্রসেন আজ্ঞা করিতে-
ছেন,—অবিলম্বে সাধকে মোচন কর ।”

কর্ণহর্ষোদধনাজ্ঞা চ চূড়ধ্বজসত্তমাঃ ॥ ১১

উচুচ কুপিতাঃ সর্বে বাহ্লিকাদ্যাশ্চ ভূমিপাঃ

অরাজ্যার্থঃ যদোর্ধ্বশমবেক্ষ্য যুবলাযুধম্ ॥ ১২

কৌরবা উচুঃ ।

ভো ভোঃ কিমেতত্ত্ববতা বলভদ্রেব্রিতঃ বচঃ ।

আজ্ঞাং কুরুকুলোথানাং যাদবঃ কঃ প্রদাস্ততি

উগ্রসেনোহপি যদ্যাজ্ঞাংকৌরবাণাং প্রদাস্ততি

তদনং পাণ্ডুরৈশ্চৈব নৃপবোঁগ্যরলকৃতৈঃ ॥

তদাচ্ছ বলভদ্র স্বং সাধমস্তায়চেষ্টিতম্ ।

বিমোক্ষ্যামো ন ভবতো নোগ্রসেনস্ত শাসনাং

প্রপতির্থা কৃতাস্মাকং যান্তানান্ কুরুস্বাকৈঃ ।

ন নাম সা কৃত্য কেযমাজ্ঞা স্বামিনি তৃত্যতঃ ॥ ২৬

গর্ভমারোপিতা যুধঃ সমানাসনভোজনেঃ ।

কো দোষো ভবতাং নীতির্থেঽশ্রীতাস্মদ্রূপে-

কিতা ॥ ১৭

১—১০। ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ । সেই

কথা শুনিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও হর্ষোদধন

প্রভৃতি কুপিত হইলেন । হে দ্বিজসত্তমগণ ।

বাহ্লীকাদি ভূপতিগণও অরাজ্যার্থ যত্ন-

বংশের এই রাজ্যোচিত আদেশে জুড়

হইলেন । তখন কৌরবগণ সেই যুবলাযুধকে

কহিলেন,—ওহে বলভদ্র । তুমি এ কি কথা

কহিলে ? কুরুকুলোদ্ভবদিগের প্রতি কোন

ষাদব আজ্ঞা প্রদান করিবে ? উগ্রসেনও

যদি কৌরবদিগকে আজ্ঞা করিতে পারে,

তাহা হইলে নৃপযোগ্য অলঙ্কারে ও পাণ্ডুর

ছায়ে প্রয়োজন কি ? অতএব বলভদ্র ।

তুমি যাও, অস্ত্রায়াচারী সাধকে তোমাব

কথায় ছাতিয়া দিব না, আর উগ্র-

সেনের আদেশও আমরা মান্ত করিব

না । আমরা সন্মানার্থ, কুরুস্বাকেরা আমা-

দিগকেই প্রপতি করিত, এখন দেখিতেছি

উহা মিথ্যা ; স্বামীর প্রতি তৃত্যদিগের ভায়

এ আজ্ঞা ক্রিয় ? সমান ভোজন উপবেশ-

নাদি হেতু তোমরা গর্ভিত হইয়া পড়িয়াছ,

তা তোমাদের দোষ কি ? যেহেতু আমরাই

নীতি উপেক্ষা করিতেছি । হে বলবেব ।

অস্মাভিরর্তো ভবতাং যোহয়ং বল নিবেদিতঃ

প্রেমর্গৈব ন তদস্মাকং কুলাদ্যুযুংকুলোচিতম্

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুত্কা কুরবঃ সর্বে নামুৎকৃত্য হরেঃ স্মৃতম্ ।

কৃতৈকনিশ্চয়াঃ সর্বে বিবিভর্গজসাহস্রম্ ॥ ১৯

মন্তঃ কোপেন চাচরণং ততোহধিকৈপজয়না ।

উথায় পার্শ্বাণা বসুধাং জঘান স হলায়ুধঃ ॥ ২০

ততো বিদারিতা পৃথ্বী পার্শ্বাঘাতায়হাননঃ ।

আফেটিগ্রামাস তদা দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্ ॥ ২১

উবাচ চাতিতামাক্ষো ক্রকুটীকুটিলাননঃ ॥ ২১

বলদেব উবাচ ।

অহো মহাবলেপোহয়মসাধাণাং হুরাস্তনাম্ ।

কৌরবাণামাধিপত্যমস্মাকং কিল কালজম্ ॥ ২২

উগ্রসেনস্ত যে নাজ্ঞাং মন্তস্তে চাপ্যলজ্যনাম্ ।

আজ্ঞাং প্রভোচ্ছদ্বর্ষণে সহ দেবৈঃ শচীপতিঃ ॥

সদাধ্যাস্তে সুরস্মাং তামুগ্রসেনঃ শচীপতেঃ ।

তুমি আমাদেরও পূজনীয় এই যে কথা

বলিলে, উহা শ্রীতিনিমিত্তই জানিবে । কিন্তু

আমাদের কুল হইতে তোমাদের কুলে পূজা

প্রয়োগ উচিত নহে । ১৩—১৮। ব্যাস বলি-

লেন, কুরুগণ এই বলিয়া হরিপুত্রকে পরি-

ত্যাগ করিল না । সকলেই ঐকমত্য অনু-

সারে হস্তিনাপুর্বে প্রবেশ করিলেন । তখন

সেই হলায়ুধ অধিকৈপ হেতু কোপে মন্ত

হইয়া উঠিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পার্শ্বি দ্বারা

বসুধাতলে আঘাত করিলেন । সেই মহাস্থার

পার্শ্বি অঘাতে পৃথ্বী বিদারিতা হইল ।

তিনি এমন আফেটন করিলেন যে, দিক্

সকল পূর্ণ হইয়া গেল । তিনি ক্রকুটী-

কুটিলাননে আতাননয়নে বলিতে লাগি-

লেন,—অহো । আমাদের প্রতি অসার

হুরায়া কৌরবদিগের যে অধিকৈপ,

ইহা নিশ্চয়ই কালপ্রভাব-জনিত । স্বাহার

আজ্ঞা স্বর্ষ সহ শচীপতিও প্রতিপালনে

উৎসুক, সেই উগ্রসেনের অলঙ্কা

আজ্ঞা ইহার মানে না । উগ্রসেন শচী-

পতির সুরস্মা-সত্য সত্য উপবেশন

ধিমুখ্যশতোচ্ছিষ্টে তুষ্টিরেবাঃ নৃপাসনে ॥ ২৪ ॥

পারিজাততরোঃ পুষ্পমঞ্জরীর্বাণিতাজনঃ ।

বিভর্তি যন্ত ভূত্যানাং সৌহৃদ্যেবাঃ ন

মহীপতিঃ ॥ ২৫ ॥

সমস্তভূভূজাঃ নাথ উগ্রসেনঃ স তিষ্ঠতু ।

অদ্য নিকোরবামুকীং কুহা যাস্তামি তাং পুরীম্ ।

কর্ণং তুর্ঘ্যোধনং দ্রোণমদ্য ভীষ্মং সবাঙ্কলিকম্ ।

তুঃশাসনাদীন ভূরিঞ্চ ভূরিশ্রবসমেব চ ॥ ২৭ ॥

সোমদত্তং শলং ভীষ্মমর্জুনং যুধিষ্ঠিরম্ ।

যমজো কৌরবাঃ চান্তান হস্তাংসাশ্রয়ধাপান ॥

বীরমাদায় তং সাহং সপত্নীকং ততঃ পুরীম্ ।

দ্বারকাযুগ্রেসেনাদীন গদা দ্রক্ষ্যামি বাঙ্কলান্ ॥

অথবা কৌরবাদীনঃ সমন্তৈঃ কুরুভিঃ সহ ।

ভারাবতরণে শীঘ্রং দেবরাজেন চোদিতঃ ॥ ৩০ ॥

ভাগীরথ্যাং ক্ষিপ্যাম্যশ্বং নগরং নাগসাহস্রম্ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তা ক্রোধরক্তাক্ষস্তানাকোহধোমুখঃ হলম

করেন । এই কোরবেরা মনুষ্যশতোচ্ছিষ্টে নৃপাসনে সঙ্কট ; ইহাদিগকে ধিক্ । বাহার ভূতাজনেরাও পারিজাততরুর পুষ্পমঞ্জরী ও উত্তম বনিতা জনে উপসেবিত হইয়া থাকে । হায় ! তিনিও ইহাদিগের চক্ষে মহীপতি নহেন । সর্বভূপতিনাথ উগ্রসেনের কথা কি, আমিই অদ্য পৃথিবীকে নিকোরবা করিয়া নিঃপরে প্রত্যাবৃত্ত হইব । অদ্য কর্ণ, তুর্ঘ্যোধন, দ্রোণ, ভীষ্ম, বাঙ্কলিক, তুঃশাসন, ভূরি, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, শল, ভীষ্ম, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, যমজ নকুল সহদেব প্রভৃতিকে ও তাহাদিগের অন্তান্ত পারিষদ-বর্গকে বাজিরথকুঞ্জর সহ হত্যা করিব । পরে বীর শাহকে পত্নীসহ লইয়া নিজ পুরী দ্বারকাতে যাইয়া উগ্রসেনাদি বাঙ্কলগণকে দেখাইব । অথবা দেবরাজের প্রার্থনা অনুসারে শীঘ্র ভারাবতরণে জন্ত কুরুগণ-সহ কোরবদিগের সমস্ত পরিজন-সম্বিত এই হস্তিনানগরকে সহর ভাগীরথী জলে নিক্ষেপ করিব । ২৪—৩১ । ব্যাস বলি-

প্রাকারবপ্রে বিস্তস্ত চক্ৰং মুঘলাযুধঃ ॥ ৩২ ॥

আঘুর্গিতং তৎসহসা ততো বৈ হস্তিনাপুরম্ ।

দৃষ্ট্বা সঃ কুরুহৃদয়াচক্ৰতঃ সর্বকৌরবাঃ ॥ ৩৩ ॥

কৌরবা উচুঃ ।

রাম রাম মহাবাহো ক্ষম্যতাঃ ক্ষম্যতাঃ ত্বয়া ।

উপসংহ্রিয়তাঃ কোপঃ প্রসীদ মুঘলাযুধ ॥ ৩৪ ॥

এষ সাহঃ সপত্নীকস্তং নির্যাতিতো বল ।

আবজাতপ্রভাবাণাং ক্ষম্যতামপরোধিনাম্ ॥ ৩৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ততো নির্যাতয়ামাসুঃ সাহঃ পত্ন্যা সমবিতম্ ।

নিজম্য স্বপুরীং তুর্ণং কৌরবা মুনিসন্তমাঃ ॥ ৩৬ ॥

ভীষ্মদ্রোণকুপাদীনঃ প্রণম্য বদতাঃ শ্রিয়ম্ ।

ক্ষান্তমেব ময়েত্যাহ বলো বলবতাঃ বরঃ ॥ ৩৭ ॥

অদ্যাপ্যাঘুর্গিতাকারং লক্ষ্যতে তৎপুংসঃ দ্বিজাঃ

এষ প্রভাবো রামস্ত বলশৌর্যবতো দ্বিজাঃ ॥

লেন,—তালধ্বজ মুঘলাযুধ ক্রোধরক্ত-নেত্রে এই বলিয়া অধোমুখ হল গ্রহণ-পূর্বক প্রাকারে বিস্তার করত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । তাহাতে সেই হস্তিনা-পুরী আঘুর্গিত হইয়া উঠিল । তখন সর্ব কৌরবগণ সংকুহ-হৃদয়ে পরস্পর কল-রব করিতে লাগিল এবং বলরামের 'নবটে আসিয়া বলিল,—হে রাম । রাম ! হাবাহো ! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর । হে মুঘলাযুধ ! কোপ উপসংহার কর ; প্রসন্ন হও । হে বলদেব ! এই তোমার শাহকে পত্নীসহ প্রদান করিতেছি, আমরা তোমার প্রভাব জানি না, সুতরাং অপরাধী, আমাদেরিগকে ক্ষমা কর । ব্যাস বলিলেন,—মুনিসন্তম-গণ ! কোরবেরা নিজ পুরী হইতে সহর নিজান্ত হইয়া এইরূপ বলিয়া অবিলম্বে পত্নী-সম্বিত শাহকে প্রদান করিলেন । তখন বলবানদিগের প্রধান বলদেব প্রিয়োক্তিকারী ভীষ্ম, দ্রোণ ও কুপাদিকে প্রণামপূর্বক 'আমি ক্ষমা করলাম' এই কথা বলিলেন । হে দ্বিজগণ ! অদ্যাপি সেই হস্তিনাপুরী আঘুর্গিত-কার লক্ষিত হয় । হে দ্বিজগণ ! বল-শৌর্য-

ততস্ত কোরবাঃ সাধং সম্পূজ্য হলিনা সহ ।
 প্রেষয়ামানু কুহাধনভাৰ্যাসমবিতম্ ॥ ৩১
 ইতি স্ত্রীভ্রাত্বে বলদেবমাহাশ্বানিরূপণমষ্টাধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৮ ॥

নবাধিকদ্বিশত তমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

পৃথ্ব্যঃ সুনয়ঃ সৰ্গে বলন্ত বলশালিনঃ ।
 কৃন্তুঃ যদন্তদেবাত্তদপি জয়তাং দ্বিজাঃ ॥ ১
 নরকস্তানুরেষ্ট্রস্ত দেবগণকবিরোধিনঃ ।
 সখাস্তবয়মহাবীৰ্যো দ্বিবিদো নাম বানরঃ ॥ ২
 বৈরাগ্যবদ্ধঃ বলবান্ স চকার সুরান্ প্রতি ॥ ৩
 দ্বিবিদ উবাচ ।
 নরকং হতবান্ কৃকো বলদৰ্পসমৰ্ভতঃ ।
 করিষ্যে সৰ্গদেবানাং তস্মাদেব প্রতিক্রিয়াম্ ॥

২য় স উবাচ ।

যজ্ঞবিধংসনং কুর্স্বি মৰ্ত্যালোককল্যং তথা ।

শালী বলরামের এমনি প্রভাব বটে। তার
 পর কোরবেয়া বিবাহঘোতরু ও পত্নীসহ
 শাশুকে সংকার করিয়া সেই হলধারীর
 সহিত প্রেরণ করিলেন। ৩২—৩১।

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৮ ।

নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিগণ! আপনারা
 সকলে শ্রবণ করুন। হে দ্বিজগণ! বলশালী
 বলদেব আরও যে কার্য্য করিয়াছিলেন,
 তাহাও বলিতেছি, শুনুন। সুরপক্ষবিরোধী
 অনুরেষ্ট্র নরকের দ্বিবিদনামে এক মহাবীৰ্য্য
 বানর সখা ছিল। সেই বলবান্ বানর
 সুরগণের প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশ করিত।
 সে মনে মনে ভাবিল যে, বল-দৰ্প-সমবিত-
 কৃন্তু নরকে নিহত করিয়াছে, অতএব সৰ্গ
 দেবগণের উপর আমি উহার প্রতিশোধ
 গ্রহণ করিব। ∴ চপল বানর এইরূপ

ততো বিশ্বঃসয়ামাস যজ্ঞানজ্ঞানমোহিতঃ ॥ ৫
 বিভেদ সাধুমৰ্যাদাঃ কল্যণক্ষে চ দেখিনাম্ ।
 দদাহ চপলো দেশঃ পুরগ্রামান্তরাণি চ ॥ ৬
 কচিচ্চ পৰ্ব্বতক্ষেপাদগ্রামাদীন সমচূর্ণয়ৎ ।
 শৈলামুৎপাট্য তোয়েষু যুমোচাশ্বনিধৌ তথা ॥ ৭
 পুনশ্চাৰ্ণবমধ্যস্থঃ ক্ষোভয়ামাস সাগরম্ ।
 তেনাভিক্ষোভিতশ্চাক্ষিক্বেলো জায়তে দ্বিজাঃ
 প্রাবয়ন্তীরজান্ গ্রামান্ পুরাদীনভিবেগবান্ ॥ ৮
 কামরূপং মহারূপং কুত্বা শস্ত্রান্তনেকশঃ ।
 লুঠন ভ্রমণসমর্ভেঃ সমচূর্ণয়তি বানরঃ ॥ ৯
 তেন বিপ্রকৃতঃ সৰ্গঃ জগদেহন্দুরাশ্বনা ।
 নিঃস্বাধ্যায়বঘটকারঃ দ্বিজাচ্চাসীৎ সুহৃৎখিতাঃ ॥
 কদাচিদ্ভেবতোদ্যানে পপৌ পানং হলমুখঃ ।
 রেবতী চ মহাভাগা তথৈবান্তা বরদ্রিয়ঃ ॥ ১১
 উদগীয়মানো বিলসন্তলনামৌলিমধ্যগঃ ।

চিন্তা করিয়া অজ্ঞান-মোহবশতঃ মৰ্ত্যালোকে
 যজ্ঞ বিধংসন ও জনগণের কল্যণসাধন
 করিতে লাগিল। সে সাধুমৰ্যাদা লজ্জন-
 পূৰ্ব্বক দেশপুর-গ্রামাদি দাহ করত দেহী-
 দিগের বিনাশে নিরত হইল। সে কোথাও
 পৰ্ব্বত নিক্ষেপ করিয়া গ্রাম সকল চূর্ণ
 করিতে লাগিল; শৈল সকল উৎপাটন
 করিয়া জলাশয়সূত্রে, ও জলনিধি মধ্যে
 নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কখনও বা
 অৰ্ণব মধ্যে নিমগ্ন হইয়া সাগরকে সংক্ষো-
 ভিত করিতে লাগিল। হে দ্বিজগণ! তৎ-
 কৰ্ত্ত্বক উক্তরূপে ক্ষোভিত বারিধি উবেল
 হইয়া তীরস্থ গ্রাম-পুরাদি অভি-বেগে প্রাবিত
 করিতে লাগিল। সেই কামরূপ বানর
 বিশালবপুঃ ধারণপূৰ্ব্বক ইত্যন্ততঃ ভ্রমণ করত
 নানাবিধ শস্ত্র সমর্ভিত, লুণ্ঠিত ও চূর্ণিত
 করিতে লাগিল। সেই দুরাশ্ব কৰ্ত্ত্বক এইরূপে
 বিপ্রকৃত হইয়া সৰ্গ জগৎ স্বাধ্যায়-বঘটকার-
 হীন হইয়া পড়িল। ১—১০। তাহাতে
 দ্বিজগণ অতিমাত্র হৃৎখিত হইলেন। হে
 মহাভাগগণ! একদা হলমুখ রেবতী সহ
 অস্তান্ত বরদ্রীগণে পরিণত হইয়া বৈরত

রেমে যহবরশ্রেষ্ঠঃ কুবের ইব মন্দরে ॥ ১২

ততঃ স বানরোহন্ত্যেত্য গৃহীত্বা সীরিণো

হলম্ ।

মুঘলক চকারান্ত সমুখঃ স বিভূষনাৎ ॥ ১৩

তথৈব যোষিতাং তাসাং জহাসাভিমুখং কপিঃ ।

পানপূর্ণাংচ করকান্চিক্কেপাহত্য বৈ পদা ॥ ১৪

ততঃ কোপপরীতায়া ভৎসয়ামাস তং বলঃ ।

তথাপি তমবজ্রায় চক্রে কিলকিলাধ্বনিম্ ॥ ১৫

ততঃ সমুখায় বলো জগৃহে মুঘলং ক্রমা ।

সোহপি শৈলশিলাং ভীমাং জগ্রাহ প্রবগোক্তমঃ

চিক্কেপ চ স তাং কিশ্তাং মুশলেন সহস্রধা ।

বিভেদ যাদবশ্রেষ্ঠঃ সা পপাত মহীতলে ॥ ১৭

অপতনমুঘলং চাসৌ সমুদ্রজ্যা প্রবজ্রমঃ ।

বেগেনায়ম্য রোষণে বলেনোরন্ততাড়য়ৎ ॥ ১৮

ততো বলেন কোপেন মুষ্টিনা মুষ্টি ভাঙিতঃ ।

পপাত কধিরোকগারী দ্বিবিদঃ কৌণজীবিতঃ ।

পততা তচ্ছরীরেণ গিরেঃ শৃঙ্গবলীঘাত ॥ ২০

মুদয়ঃ শতধা বজ্রবজ্রেণেব হি ভাঙিতম্ ॥ ২০

পুন্দরুষ্টিঃ ততো দেবা রামতোপায় চিক্কেপুঃ ॥

প্রশংশঃসুস্তদাত্যেত্য সাধেতন্তে মহৎকৃতম্ ॥

অনেন দৃষ্টকপিনা দৈত্যপকোপকারিণা ।

জগন্নিরাকৃতং বৌর দিষ্ট্যা স ক্রমমাগতঃ ॥ ২২

ব্যাস উবাচ ।

এবংবিধানেনেকানি বলদেবন্ত ধীমতঃ ।

কর্ণাণ্যপরিমেয়ানি শেনন্ত ধরণীভূতঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীভাষ্কে দ্বিবিদবানরবধবর্ণনঃ নবাধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০২ ॥

পর্যন্তোদ্যানে পানে প্রযুক্ত হন । বিলাস-

শালিনী ললনাগণের মধ্যস্থ সেই যহবরশ্রেষ্ঠ

গান করিতে করিতে মন্দর পর্যন্তস্থ কুবেরবৎ

বিহার করিতেছিলেন ; সেই বানর সেই সময়ে

আসিয়া সীরপাণির হল ও মুঘল গ্রহণ

করিয়া তাঁহার সমুখে পরিচালন করত তদীয়

বিরক্তি উৎপাদন করিল । সেই কপি সেই

সকল রমণীগণের অভিমুখে হস্ত করিতে

লাগিল, পানপূর্ণ পাত্র সকল পদাঘাতে

কেলিয়া দিতে লাগিল । তাহার এইরূপ

আচরণে বলদেব কোপপূর্ণচিত্তে তাহাকে

ভৎসনা করিতে লাগিলেন । সে তাহাতে

তাঁহাকে অবজ্ঞা করত কিলকিলাধ্বনি

করিয়া উঠিল । তখন বলদেব রোষবশে

উখিত হইয়া মুঘল গ্রহণ করিলেন । সেই

প্রবগোক্তমও ভীম শৈলশিলা ধারণপূর্বক

নিক্কেপ করিল । যাদবশ্রেষ্ঠ মুঘলাঘাতে

সেই শিলাকে সহস্রধা বিভক্ত করিলে

উহা মহীতলে পতিত হইল । সেই প্রবজ্রম

মুঘলোদভনপূর্বক সবেগে নিকটবর্তী

হইয়া রোষবশে বলদেবের উরুস্থলে ভাঙনা

করিল । বলদেব তখন সৰ্বোপে তদীয়

মস্তকে মুষ্টি প্রহার করিলেন । সেই দ্বিবিদ

তাহাতে কধির করণ করিতে করিতে

কৌণজীবন হইয়া পতিত হইল । হে মুনি-

গণ! তাহার শরীরপতনে তদ্রূপ গিরিশৃঙ্গ

বজ্র-বজ্র-ভাঙিতবৎ শতধা বিভীর্ণ হইয়া

গেল । তখন দেবগণ রামের উপরে পুন্দ-

রুষ্টি করিতে লাগিলেন এবং নিকটবর্তী

হইয়া প্রশংসাপূর্বক বলিতে লাগিলেন যে,

আপনি অতি সাধু কাৰ্য্য করিয়াছেন ।

ঐ দৃষ্ট বানর দৈত্যপক্ষের উপকারী হইয়া

জগতের অনিষ্ট সাধন করিত ; এক্ষণে যে

এ বানর ক্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা অতি

সুখের বিষয় । ব্যাস বলিলেন,—শেষ

ধরণীধর শ্রীমান্ বলদেবের এইরূপ অপরি-

মেয় অনেক কাৰ্য্য আছে । ১১—২৩।

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০২ ॥

দশ দিকদিশততমোহধ্যায়ঃ

ব্যাস উবাচ ।

এবং দৈত্যবধঃ কৃকো বলদেবসহায়বান্ ।

চক্রে চুষ্কিতীশানাং তথৈব জগতঃ কৃতে ॥১

কিতেশ ভারং ভগবান্ কাক্ষতেনৈব সমং বিভূঃ

অবতারয়ামাস হরিঃ সমস্তাক্ষৌহীনীবধাৎ ॥ ২

কুত্বা ভারাবতরণং ভুবো হত্থাখিলামুগান ।

শাপব্যাঞ্জন বিপ্রাণ্যুপসংহতবান্ কুলম্ ॥৩

উৎসৃজ্য দ্বারকাং কৃকস্ত্যক্তা মানুষ্যমায়ত্ভুঃ ।

স্থানেশো বিষ্ণুমহৎ স্থানং প্রবিবেশ পুনর্নির্মম্ ॥

মুনয় উচুঃ ।

স বিপ্রশাপব্যাঞ্জন সঞ্জত্রে স্বকুলং কথম্ ।

কথঞ্চ মানুষ্যং দেহমুৎসসজ্জ জনাধিনঃ ॥ ৫

ব্যাস উবাচ ।

বিষামিত্তস্তথা কথো নারদশ্চ মহাযুনিঃ ।

পিণ্ডারকে মহাতীর্থে দৃষ্টো যত্কুমারকৈঃ ॥ ৬

দশাধিক দিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—জগতের হিতসাধন নিমিত্ত কৃষ্ণ, বলদেবের সহায়ে এইরূপে দৈত্যগণের ও চুষ্ক রাজগণের বধ সাধন করিয়াছিলেন । বিভূ ভগবান, অর্জুনের সহযোগে সমস্ত কোরবাক্ষৌহীনী নিপাত করিয়া পৃথিবীর ভারাতরণ করেন । তিনি সমস্ত নৃপগণকে হত্যা করিয়া ভূমির ভারাবতরণপুঙ্কক বিপ্র-শাপ ছলে নিজ কুলের উপসংহার করেন । আশ্চর্য্য কৃক তাহার পর দ্বারকা পরিত্যাগ করত মন্ত্রযাদেহ পরিহার করিয়া বিষ্ণুময় স্বীয় অংশে পুনরায় নিজস্থানে প্রবেশ করিল । মুনিগণ বলিলেন,—সেই জনাধিন কি প্রকারে বিপ্রশাপছলে নিজ কুলের সংহার করিয়াছিলেন? কিরূপেই বা মানুষ্য দেহ সমুৎসর্জন করিলেন? ব্যাস বলিলেন,—একদা পিণ্ডারক মহাতীর্থে বিষামিত্ত, কথ ও মহাযুনি নারদকে দেখিয়া যৌবনোন্নত যত্কুমারেরা ভাবী কার্য্য দ্বারা

ততস্তে যৌবনোন্নতা ভাবিকাৰ্য্যপ্রচোদিতাঃ ।

সাহং জাহ্নবতীপুত্রং ভূষয়িত্বা স্ত্রিয়ং যথা ।

প্রস্তুতান্তানুনীনুচুঃ প্রণিপাতপুরঃসরম্ ॥ ৭

কুমারা উচুঃ ।

ইয়ং স্ত্রী পুত্রকামা তু প্রভো কিং জনয়িষ্যতি ॥

ব্যাস উবাচ ।

দব্যক্তানোপপন্নাস্তে বিপ্রলকা কুমারকৈঃ ।

শাপং দদুস্তদা বিপ্রান্তেষাং নাশায় সুব্রতাঃ ॥৯

মুনয়ঃ কুপিতাঃ প্রোচুর্মুঘলং জনয়িষ্যতি ।

যেনাখিলকুলোৎসাদো যাদবানাং ভবিষ্যতি ॥

ইত্যুক্রান্তৈঃ কুমারান্ত আচচক্ষুর্ধাতথম্ ।

উগ্রসেনায় মুঘলং জজ্ঞে সাহস্র চোদরাৎ ॥১১

তত্ৰসেনো মুঘলময়চূর্ণমকারয়ৎ ।

জজ্ঞে তচ্চৈরকা চূর্ণং প্রকিপ্তং বৈ মহোদধৌ ॥

মুঘলস্তাথ লৌহস্ত চূর্ণিতস্তাস্মকৈর্দ্বিজাঃ ।

যশ্চ চূর্ণয়িত্ব শেকুর্নৈব তে তোমরাকৃতি ॥ ১৩

তদপ্যনুনিধৌ কিপ্তং মৎস্তো জগ্রাহ জালিভিঃ

প্রেরিত হইয়া জাহ্নবতীস্থিত শাহকে স্ত্রী-লোকের আশ্রয় ভূষিত করিয়া । তাঁহাদের নিকট গমনপুঙ্কক প্রণিপাতপুরঃসর বলিল,—হে প্রভুগণ! এই কামিনী পুত্রকামা, ইনি কি প্রসব করিবেন? ব্যাস বালিলেন,—হে মুনিগণ! সেই দিব্য-জ্ঞানোপপন্ন সুব্রত মুনীগণ কুমারগণ কর্তৃক প্রভারিত হইয়া তাহাদিগকে তখন শাপ প্রদান করিলেন । তাঁহারা কুপিত হইয়া বলিলেন যে,—এই কামিনী মুঘল প্রসব করিবে, তাহা দ্বারা যাদবদিগের অখিল কুল উৎসাদিত হইবে ১—১০ । কুমারগণ এইরূপ উক্ত হইয়া উগ্রসেনের সমীপে গিয়া যথাযথ বর্ণন করিল । যথাকালে শাহের উদর হইতেও একটি মুঘল উৎপন্ন হইল । উগ্রসেন সেই লৌহ মুঘলটি চূর্ণ করাইয়া মহা-সাগরে প্রক্ষেপ করাইলেন । সেই চূর্ণ সাগরতীরে এরকাকারে জন্মিল । হে দ্বিজগণ! সেই লৌহ-মুঘল চূর্ণিত করিলেও উহার যে তোমরাকৃতি অল্প অবশেষ

স্বাতিতশ্চোদরাস্তন্ত লুকো জগ্রাহ ভজ্জরা ॥১৪
বিজ্ঞাতপরমার্থোহপি ভগবান্ধনুদনঃ ।

নৈচ্ছন্তদন্তথা কর্জুং বিধিনা যৎসমাহৃতম্ ॥ ১৫

দেবৈশ্চ প্রহিতো দূতঃ প্রণিপত্যাহ কেশবম্ ।

রহস্তেবমহং দূতঃ প্রহিতো ভগবন্ সুরৈঃ ॥১৬

বন্থশিমকদাদিত্যরুদ্রসাধ্যাদিভিঃ সহ ।

বিজ্ঞাপয়তি বঃ শক্রস্তুদ্দিগং ক্ষয়তাং প্রভো ॥

দেবা উচুঃ ।

ভারাবতরণার্থায় বর্ধাগামধিকং শতম্ ।

ভগবানবতীর্ণোহত্র ত্রিদৈশ্চ সস্ত্রাসাদিতঃ ॥ ১৮

হর্ষস্তা নিহতা দৈত্য্য ভূবো ভারোহবতারিতঃ ।

ত্বয়া সনাথাস্ত্রিশা ব্রজন্ত ত্রিদিবেশতাম্ ॥ ১৯

তদতীতং জগন্নাথ বর্ধাগামধিকং শতম্ ।

রহিল; অন্ধকগণ কোনরূপেই তাহাকে
চূর্ণিত করিতে পারিল না। সুতরাং

তাহা অশ্বনধিমধ্যে নিক্ষেপ করিল। এক
মৎস্ত তাহা ভক্ষণ করিল। জালিকগণ

সেই মৎস্ত বিনষ্ট করিলে তাহার উদরগত
লৌহখণ্ডকে জরানামক জনৈক লুক্ক ক গ্রহণ

করিল। ভগবান্ ধনুদন প্রকৃত তস্ব
অবগত থাকিলেও বিধাতা যাহা সজ্জটন

করিতেছেন, তাহার অন্তথা করিতে ইচ্ছা
করিলেন না। এদিকে একদা দেবগণ-

প্রেরিত এক দূত আসিয়া নির্জনে জনা-
দীনকে প্রণিপাতপূর্বক কহিল,—হে ভগবন্!

আমি সুরগণপ্রেরিত দূত। বশু, অশ্বি, মরুৎ,
আদিত্য, রুদ্র, সাধ্যাদিসহ শক্র আমার মুখে

আপনাকে যাহা জানাইয়াছেন, হে প্রভো!
ত্রিদশগণ কর্জুক সস্ত্রাসাদিত হইয়া তাহা

ব্রবণ করুন। দেবগণ বলিয়া দিয়াছেন যে,
তুমি ভারাবতারার্থ এখানে শতাধিক বর্ষ

অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনাকর্জুক কর্জুক
দৈত্যগণ নিহত, ধরণীর ভার অবতারিত

ও ত্রিদশগণ সনাথ হইয়াছেন। এক্ষণে
তাহারা স্বর্গেবর্ধ্য প্রাপ্ত হউন। হে

জগন্নাথ! এখানে শতাধিক বর্ষ অতীত

ইদানীং গম্যতাং স্বর্গো ভবতা যদি রোচতে ॥

দেবৈর্বিজ্ঞাপিতো দেবোহপ্যথাজ্জৈব রতিস্তব ।

তৎ স্বীয়তাং যথাকালমাধ্যমমুজ্জীবিতিঃ ॥২১

শ্রীভগবানুবাচ ।

যজ্ঞমাথাখিলং দূত বেদ্য চৈতদহং পুনঃ ।

প্রারক এব হি ময়া যাদবানামপি ক্ষয়ঃ ॥ ২২

ভূবো নামাতিভারোহয়ং যাদবৈরনিবহিতৈঃ ।

অবতারং করোম্যস্ত সন্তরাজ্ঞেণ সন্তরঃ ॥ ২৩

যথাগৃহীতং চাক্তোষো হুত্বাহং স্বারকাং পুনঃ ।

যাদবানুপসংহত্য যাস্তামি ত্রিদশালয়ম্ ॥ ২৪

মহুয্যদেহমুৎসৃজ্য সঙ্কর্ষণসহায়বান্ ।

প্রাপ্ত এবামি মন্তব্যো দেবেশ্চৈব তথা সুরৈঃ

জরাসন্ধাদমো যেহস্তে নিহতা ভারহেতবঃ ।

ক্ষিতেস্তেভ্যঃ স ভারো হি যদূনাং সমধীযত ॥

তদেতৎ স্তুমহাভারমবতার্য ক্ষিতেরহম্ ।

যাস্তাম্যমরলোকস্ত পালনায় ব্রবীহি তান্ ॥২৭

হইল; অতএব যদি আপনার কুচি হয়,
তবে স্বর্গে গমন করুন। দেবগণের এই

বিজ্ঞাপন শুনিলেন; তথাপি যদি আপ-
নার এই ভূতলে রতি থাকে, তাহা হইলে

থাকুন; যথাকালে অমুজীবীদিগকে বলি-
বেন। ১১—২১। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে

দূত! তুমি যাহা বলিলে, ইহা আমিও জানি।
তদনুসারে আমি যাদবদিগেরও ক্ষয়-

সাধনের উদ্যোগ করিয়াছি। এই অনিবাধ্য
যাদবগণই ধরণীর অতি ভারভূত, আমি

ত্বয়া সহকারে সন্তরাজ্ঞেই ইহা অবতারিত
করিব। যাদবগণের সংহার করিয়া

স্বারকা পুরীকেও যথাগৃহীত বারিধি জলে
প্লাবিত করাইয়া পুনরায় ত্রিদশালয়ে যাইব।

দেবেশ্চ ও সুরগণ মনে করুন—আমি যেন
মহুয্য দেহ পরিহারপূর্বক সঙ্কর্ষণ সহায়ে

তথায় উপস্থিতই হইয়াছি। জরাসন্ধ
প্রভৃতি ভারভূত আরও যাহারা যাহারা

নিহত হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষাও এই
যাদবেরাই ক্ষিতির সমধিক ভার। ধরণীর

এই স্তুমহান ভার অবতারণ করিয়া অমর-

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তো বাসুদেবেন দেবদূতঃ প্রণম্য তম্ ।
দ্বিজাঃ স দিব্যায়া গত্যা দেবরাজাস্তিকং যযৌ
ভগবানপ্যাথোৎপাতান্ দিব্যান্

ভৌমাস্তরিকগান্ ।

দদর্শ দ্বারকাপুংগবাং বিনাশায় দিবানিশম্ ॥২১
তান্ দৃষ্ট্বা যাদবানাহ পশুধ্বমতিদারুণান্ ।
মহোৎপাতান্ শমায়ৈষাঃ প্রভাসং যাম মা চিরম্

ব্যাস উবাচ ।

মহাভাগবতঃ প্রাহ প্রণিপত্যোদ্ধবো হরিম্ ॥৩১

উদ্ধব উবাচ ।

ভগবন্ যমুগ্মা কার্য্যং তদাত্মাপয় সাম্প্রতম্ ।
মম্মে কুলমিদং সৰ্ব্বং ভগবান্ সংহরিস্যতি ।
নাশায়াস্ত নিমিত্তানি কুলস্তাচ্যুত লক্ষ্যে ॥৩২

শ্রীভগবানুবাচ ।

গচ্ছ স্ৱং দিব্যায়া গত্যা মৎপ্রসাদসমুখয়া ।
বদরীমাশ্রমং পুণ্যং গন্ধমাদনপৰ্ব্বতে ॥ ৩৩

লোকের পালনার্থ আমি প্রস্থান করিব ।
এই কথা শ্রীহাদিগকে বলিও । ব্যাস
বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! বাসুদেব কর্তৃক
এইরূপ উক্ত হইয়া সেই দেবদূত প্রণতি-
পূর্বক দিব্য গতিতে দেবরাজসমীপে
প্রস্থান করিল । ২২—২৮ । এদিকে ভগ-
বান্ও দ্বারকা পুরীতে দিবানিশ বিনাশ-
সূচক দিব্য ভৌম, ও আস্তরিক উৎপাত
সকল দর্শন করিতে লাগিলেন । তদ-
র্শনে যাদবদিগকে বলিলেন,—এই অতি
দারুণ অশেষ মহোৎপাত দর্শন কর, ইহার
প্রশমনার্থ আমরা প্রভাসে যাইব, বিলম্বে
প্রয়োজন নাই । ব্যাস বলিলেন,—তখন
মহাভাগবত উদ্ধব হরিকে প্রণতি করিয়া
বলিল,—হে ভগবন্! সম্ভ্রতি আমার যাহা
কর্তব্য, তাহা উপদেশ করুন । আমার
মনে হয়, ভগবান্ এই সমগ্র কুলে সংহার
করিবেন । হে অচ্যুত! এই কুলের বিনাশ-
হেতু লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছে ।
শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমার প্রসাদজনিত

নরনারায়ণস্থানে পবিত্রিতমহীতলে ।

যমুনা মৎপ্রসাদেন তত্র সিদ্ধিমবাপ্যসি ॥ ৩৪
অহং স্বৰ্গং গমিষ্যামি উপসংহৃত্য বৈ কূলম্ ।
দ্বারকাঞ্চ ময়া ত্যক্তাং সমুদ্রঃ প্রাবহিস্যতি ॥৩৫

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ প্রণিপত্যৈতং জগাম স তদোদ্ধবঃ ।
নরনারায়ণস্থানং কেশবেনানুমোদিতম্ ॥ ৩৬
ততস্তে যাদবাঃ সৰ্ব্বে রথানাকৃহু শীঘ্রগান্ ।
প্রভাসং প্রযুঃ সার্কিং কুরুয়ামাদিভির্দ্বিজাঃ ॥ ৩৭
প্রাপ্য প্রভাসং প্রযতা শ্রীতান্তে কুকুরাঙ্ককাঃ ।
চক্রুস্তত্র সুরাপানং বাসুদেবানুমোদিতাঃ ॥৩৮
পিবতাং তত্র বৈ তেষাং সম্মর্ষণেণ পরস্পরম্ ।
যাদবানাং ততো জজ্ঞে কলহাগ্নিঃ ক্রয়াবহঃ ॥৩৯
জয়ঃ পরস্পরং তে তু শত্রৈর্দৈববলাৎকৃতাঃ
কীর্ণশস্ত্রাশ্চ জগৃহুঃ প্রত্যাসন্নামথৈরকাম্ ॥ ৪০
এরকা তু গৃহীতা তৈর্বজ্রভূতৈব লক্ষ্যতে ।

দিব্য গতি দ্বারা তুমি গন্ধমাদন পৰ্ব্বতে
পুণ্য বদরিকাশ্রমে গমন কর । নরনারা-
য়ণের নিবাসস্থান সেই অতি পবিত্র ক্ষেত্রে
যমুনা হইয়া মৎপ্রসাদে সিদ্ধি প্রাপ্ত
হইবে । আমি কুল উপসংহৃত করিয়া
স্বর্গে যাইব । মৎপরিত্যক্ত দ্বারকা পুরী-
কেও সাগর প্রাবিত করিবে । ব্যাস
বলিলেন,—সেই উদ্ধব এইরূপ উক্ত হইয়া
তখন শ্রীহাদিকে প্রণিপতপূর্বক কেশবানুমো-
দিত নরনারায়ণস্থানে প্রস্থান করিলেন ।
হে দ্বিজগণ! পরে যাদবেরা সকলে কুরু-
য়ামাদি সহ শীঘ্রগামী রথসমূহে আরোহণ-
পূর্বক প্রভাসে প্রয়াণ করিলেন । ২৯—৩৭ ।
সেই কুকুরাঙ্ককগণ প্রভাসে যাইয়া নানাদি-
পূর্বক ঐযত হইল । পরে বাসুদেবের অনু-
মোদন-অনুসারে সুরাপান আরম্ভ করিল ।
সেই যাদবগণ সুরাপান করিতে থাকিলে,
পরস্পর বিবাদহেতু তাহাদিগের ক্রয়াবহ
কলহাগ্নি উৎপন্ন হইল । তখন তাহারা
দৈব প্রেরিত হইয়া শস্ত্রাশ্রয় পরস্পর প্রহার
করিতে লাগিল । ক্রমে কীর্ণশস্ত্র হইয়া

তয়া পরস্পরং জঘ্নুঃ সম্প্রহারৈঃ সুদাকর্ষণৈঃ ॥
 প্রহায়াশ্চপ্রমুখাঃ ক্রুতবর্ষাশ্চ সাত্যকিঃ ।
 অনিরুদ্ধাদয়শ্চাত্তে পৃথুবিপৃথুরেব চ ॥ ৪২
 চাক্রবর্ষা সুচাক্রশ্চ তথাক্রুরাদয়ো দ্বিজাঃ ।
 এরকারূপিভির্বিজ্জেষ্টে নিজঘ্নুঃ পরস্পরম্ ॥ ৪৩
 নিবারয়ামাস হরিধানবাস্তে চ কেশবম্ ।
 সহায়ং যেনিরে প্রাপ্তঃ তে নিজঘ্নুঃ পরস্পরম্
 কুবোহপি কুপিতস্তেষামেরকামুষ্টিমাদদে ।
 বধায় তেষাং মুশলং মুষ্টিলোহমভূতদা ॥ ৪৫
 জঘান তেন নিঃশেষানাততায়ী স যাদবান্ ।
 জঘ্নুশ্চ সহস্রাভ্যোত্য তথাত্তে তু পরস্পরম্ ॥
 ততশ্চাৰ্ণবমধ্যেন জৈত্রোহসৌ চক্রিণো রথঃ ।
 পশ্চতো দারুকস্তাশ্চ হতোহৈবৈদ্রিজসন্তমাঃ ॥ ৪৭
 চক্রং গদা তথা শার্ঙ্গং তুণী শঙ্খোহসিরেব চ
 প্রদক্ষিণং ততঃ কুত্ৰা জঘ্নুরাদিত্যবর্ষন ॥ ৮
 কণমাত্রেণ বৈ তত্র যাদবানামভূৎ ক্ষয়ঃ ।

নিকটস্থ সেই এরকা সকল গ্রহণ করিল।
 তাহাদের পরিগৃহীত সেই এরকা সকল
 বজ্রবৎ লক্ষিত হইয়াছিল। তদ্বারা তাহারা
 সুদাকর্ষণ সম্প্রহার করিয়া পরস্পরের বধ-
 সাধন করিতে লাগিল। হে দ্বিজগণ!
 প্রহায়া, শাঘ, ক্রুতবর্ষা, সাত্যকি, অনিরুদ্ধ,
 পৃথু, বিপৃথু, চাক্রবর্ষা, সুচাক্র এবং অক্রুরাদি
 অন্তান্ত সকলেই সেই এরকারূপি বজ্র দ্বারা
 পরস্পর হনন করিতে লাগিল। তখন কুব
 কুপিত হইয়া তাহাদিগের বধার্থ এরকামুষ্টি
 গ্রহণ করিলেন। উহা তাঁহার হস্তগত
 হইয়া লৌহ-মুশলাকারে পরিণত হইল।
 আততায়ী কুব তাহা দ্বারাই যাদবগণের
 হননসাধন করিতে লাগিলেন। অন্তান্ত
 সকলেও তরা সহকারে সেই এরকা দ্বারাই
 পরস্পরকে হনন করিতে লাগিল। হে দ্বিজ-
 সন্তমগণ! সেই সময়ে চক্রপাণির সেই
 জৈত্র রথ দারুকের সমক্কেই অধগণ কর্তৃক
 সহস্রা অর্ণবমধ্যে অপহৃত হইল। শ্রীকৃষ্ণের
 চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, শঙ্খ ও অসি তাঁহাকে
 প্রদক্ষিণ করিয়া আকাশপথে অন্তহিত

হইতে কুবঃ মহাবাহুঃ দারুকঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৯
 চতুক্রম্যমাণৌ তৌ রামঃ বৃক্ষমূলকৃতাসনম্ ।
 দদৃশাতে মুখাচ্চাত্ত নিজামস্তঃ মহোরগম্ ॥ ৫০
 নিজ্রম্য স মুখান্তস্ত মহাভোগৌ ভূজঙ্গমঃ ।
 প্রয়াতশ্চাৰ্ণবঃ সিদ্ধৈঃ পূজ্যমানস্তথোরগৈঃ ॥ ৫১
 তমর্ঘ্যমাদায় তদা জলধিঃ সম্মুখং যযৌ ।
 প্রাববেশ চ তন্তোয়ঃ পুজিতঃ পরগোত্তমৈঃ ।
 দৃষ্টৌ বলস্ত নির্যাণং দারুকং প্রাহ কেশবঃ ॥ ৫২
 শ্রীভগবানুব্রবাচ ।
 ইদং সর্বং ত্বমাচক্ষু বসুদেবোগ্রসেনয়েঃ ।
 নির্যাণং বলদেবস্ত যাদবানাং তথা ক্ষয়ম্ ॥ ৫৩
 যোগে স্থিতিমহমপ্যেতৎপরিত্যক্ত্য কলেবরম্
 বাচ্যশ্চ দ্বারকাবাসী জনঃ সর্বস্তথাহকঃ ॥ ৫৪
 যথেষ্টাং নগরীঃ সর্বাঃ সমুদ্রঃ প্রাবয়িষ্যতি ।
 তস্মাদ্রৈথে সুসজ্জৈস্ত প্রতীক্যো হর্জুনাগমঃ
 ন হ্ষেয়ঃ দ্বারকামধ্যে নিজ্রান্তে তত্র পাণ্ডবে ।

হইল। হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই স্থলে কণ-
 কালমধ্যেই মহাবাহু কুব ও দারুক ব্যতীত
 সমস্ত যাদবগণের ক্ষয় হইল। ৪৮—৪৯।
 তাঁহারা উভয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে বল-
 রামকে বৃক্ষমূলে আসন-বন্ধনে উপবিষ্ট
 দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—উঁহার
 মুখ হইতে একটা মহোরগ নির্গত হইতেছে।
 সেই মহাভূজঙ্গম তাঁহার মুখ হইতে নির্গমন-
 পূর্বক উরগ ও সিদ্ধগণে পূজ্যমান হইয়া
 অর্ণবমধ্যে যাইতে লাগিল। জলধি তখন অর্ঘ্য
 লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই
 সর্প অন্তান্ত পরগণ দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া
 জলধিজলে প্রবেশ করিলেন। বলদেবের
 এই প্রকার নির্যাণ দর্শন করিয় কেশব দারু-
 ককে বলিলেন,—বলদেবের নির্যাণ ও যাদব-
 দিগের ক্ষয় এই সমস্ত বৃত্তান্ত তুমি বসুদেব ও
 উগ্রসেনকে বলিও। আমিও যোগ দ্বারা এই
 কলেবর পরিহার করিব। আর দ্বারকাবাসী
 সমস্ত জনগণকে এবং আহককে বলিও যে,
 ঐ সমগ্রা নগরীকে সমুদ্র প্রাবিত করিবে।
 অন্তএব সকলেই যেন সুসজ্জিত রথে

তেনৈব সহ গন্তব্যং যত্র যাতি স কৌরবঃ ॥৫৬
 গহ্বা চ ক্রহি কৌন্তেয়মর্জুনং বচনং মম ।
 পালনীয়ম্ভয়া শক্ত্যা জনোহয়ং মৎপরিগ্রহঃ ॥৫৭
 ইত্যর্জুনেন সহিতো দ্বারবত্যাং ভবান্ জনম্ ।
 গৃহীত্বা যাতু বজ্রশ্চ যত্নরাজো ভবিষ্যতি ॥ ৫৮
 ইতি ত্রীত্রাঙ্কে ত্রীকৃষ্ণচরিতে ত্রীকৃষ্ণনিজধাম-
 গমননিক্রপণং দশাধিকদ্বিশততমো-
 -অধ্যায়ঃ ॥ ২১০ ॥

একাদশাধিকদ্বিশততমোঃ অধ্যায় ।

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তো দারুকঃ কৃষ্ণং প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ ।
 প্রদক্ষিণঞ্চ বহুশঃ কুত্বা প্রায়াদ্যধোদিতম্ ॥ ১
 স চ গহ্বা তথা চক্রে দ্বারকায়াং তথার্জুনম্ ।
 আনিনায় মহাবুদ্ধিঃ বজ্রং চক্রে তথা নৃপম্ ॥ ২

আরোহণপূর্বক অর্জুনের আগমন প্রতীক্ষা করেন ; সেই পাণ্ডব নিজস্ব হইলে, আর যেন দ্বারকা মধ্যে থাকেন না । সেই কৌরব যেখানে যান, সকলেরই তাঁহার সহিত যাওয়া কর্তব্য । আর তুমি যাইয়া কৌন্তেয় অর্জুনকে আমার এই বাক্য বলিও যে,—তুমি শক্তি অনুসারে আমার পরিজনবর্গকে পালন করিও । তুমি অর্জুনকে এই বলিয়া তাঁহার সহিত দ্বারকায় যাইয়া বজ্রকে লইয়া যাইবে । বজ্রই যত্নবংশের রাজ্য হইবে । ৫০—৫৮ ।

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২১০ ।

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—দারুক এইরূপ উক্ত হইয়া কৃষ্ণকে বহুবার প্রদক্ষিণ ও পুনঃপুনঃ প্রণিপাত করিয়া তাঁহার আদেশ অনুসারে প্রস্থান করিলেন । তিনি যাইয়া কৃষ্ণাদিষ্ট সমস্ত কার্য করিলেন—মহাবুদ্ধি অর্জুনকে দ্বারকায় আনিলেন এবং বজ্রকে যত্ন-

ভগবানপি গোবিন্দো বাসুদেবাত্মকং পরম্ ।
 ব্রহ্মাত্মনি সমারোপ্য সর্বভূতেষু ধারয়ৎ ॥ ৩
 স মানয়ন্ দ্বিজবচো তুর্কাসা যত্নবাচ হ ।
 যোগযুক্তোহভবৎপাদং কুত্বা জাহ্নুনি সন্তপাঃ ৪
 সম্প্রাপ্তো বৈ জরা নাম তদা তত্র স লুক্ককঃ ।
 মুষলশেষলৌহস্ত্র সায়কং ধারয়ন্ পরম্ ॥ ৫
 স তৎপাদং যুগাকারং সমবেক্ষ্য ব্যবস্থিতঃ ।
 ততো বিব্যাধ তেনৈব তোমরেণ দ্বিজোত্তমাঃ
 গতশ্চ দদৃশে তত্র চতুর্কোহধরং নরম্ ।
 প্রণিপত্যা হৈচৈবনঃ প্রসীদেতি পুনঃপুনঃ ॥ ৭
 অজানতা কৃতমিদং ময়া হরিণশক্তয়া ।
 ক্ষম্যতামাত্মপাপেন দম্বং মা দম্ব মর্হসি ॥ ৭

ব্যাস উবাচ ।

ততস্তং ভগবানাহ নাস্তি তে ভয়মগ্রপি ।
 গচ্ছ ত্বং মৎপ্রসাদেন লক্শং স্বর্গে বরাঙ্গপদম্ ॥

বংশের নৃপতি করিলেন । হে মুনিসন্তমগণ ! ভগবান্ গোবিন্দ ও সর্বভূতাত্মক আত্মাতে বাসুদেবাত্মক পর ব্রহ্মে সৎযোগ বরিয়া সমাধি অবলম্বন করিলেন । তিনি দ্বিজগণের শাপবাণীর সম্মাননা করত তুর্কাসা যাহা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে জাহ্নুতে পাদস্থাপনপূর্বক যোগযুক্ত হইলেন । সেই সময়ে জরা নামক ব্যাধি মুষলশেষ-লৌহশস্ত্র-নির্মিত বাণ ধারণপূর্বক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল । হে দ্বিজোত্তমগণ ! 'সে ভগবানের পাদতল যুগাকার দর্শনে উহা লক্ষ্য করিয়া সেই বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিল । পরে নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে চতুর্কোহধর নরাকার দর্শনে প্রাণপাতপূর্বক 'প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন ।' এই কথা কহিয়া পুনরায় বলিল,—আমি হরিণ বোধে এই কার্য করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন । আমি আত্ম-পাপে দম্ব, আমাকে আর দম্ব করিবেন না । ব্যাস বলিলেন,—পরে ভগবান্ তাহাকে বলিলেন,—তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, তুমি যাও, আমার প্রসাদে স্বর্গের পদ প্রাপ্ত হইবে । ১—২ ।

ব্যাস উবাচ ।

বিমানমাগতঃ সত্ত্বস্ত্বাক্যাসমনস্তরম্ ।

আকুহ প্রযযৌ স্বৰ্গং লুক্কস্তুৎপ্রসাদতঃ ॥ ১০

গতে তস্মিন্ স ভগবান্ সংযোজ্যাত্মানমাশ্বনি
ব্রহ্মভূতেহবায়ৈহচিন্ত্যে বাসুদেবময়েহমলে ॥

অজয়ন্তজরেহনাশিত্ত প্রমেয়েহখিলাত্মনি ।

তাক্ষা স মানুযং দেহমবাপ ত্রিদণাং গতিম্ ॥ ১২

ইতি শ্রীভাগ্নে কৃষ্ণমানুযোৎসর্গকথনমেকা-

দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১১ ॥

দ্বাদশাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

অৰ্জুনোহপি তদাশ্রম্য কৃষ্ণরামকলেবরে ।

সংস্কারং লভ্যমাস তথাত্মোযামহুক্রমাৎ ॥ ১

অষ্টৌ মহিযাঃ কথিতা কল্পিণী প্রমুখাস্ত য়াঃ ।

উপগৃহ্য হরের্দেহং বিবিণ্ডস্তা হতাশনম্ ॥ ২

রেবতী চৈব রামস্ত দেহমাপ্রিয্য সন্তমাঃ ।

ব্যাস বলিলেন,—ভগবান্ এইরূপ বলিতে থাকিলে, সেই স্থলে সদ্য এক বিমান উপস্থিত হইল। লুক্কস্তু ভগবানের প্রসাদে তাহাতে আরোহণপূৰ্বক স্বর্গে প্রস্থান করিল। সেই লুক্কস্তু প্রস্থান করিলে, কৃষ্ণ তখন ব্রহ্মভূত অবায়, অচিন্ত্য, অমল, অজয়, অজর, অবিনাশী, অপ্রমেয়, অখিলাত্মা আত্মাতে আত্মার সংযোগ করিয়া মানবদেহ পরিত্যাগপূৰ্বক দৈবী গতি প্রাপ্ত হইলেন। ১১—১২ ।

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১১

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—অৰ্জুন তখন অধে-
ষণপূৰ্বক কৃষ্ণ, রাম ও অশ্বাস্ত সকলের কলে-
বর সংগ্রহ করিয়া যথাক্রমে সংস্কার করাই-
লেন। পূর্বে যে কল্পিণী প্রমুখ অষ্ট মহিষীর
কথা বলিয়াছি, তাঁহারা কৃষ্ণের দেহ
আলিঙ্গনপূৰ্বক হতাশনে প্রবেশ করি-

বিশেষ জলিতং বহিঃ তৎসঙ্গাঙ্কাদশীতলম্ ॥ ৩

উগ্রসেনস্ত তক্ষুহা তথৈবানকহৃদুভিঃ ।

দেবকৌ রোহিণী চৈব বিবিণ্ডজাতবেদসম্ ॥ ৪

ততোহৰ্জুনঃ প্রেতকাণ্যং কৃহা তেষাং যথাবিধি

নিশ্চক্রাম জনং সৰ্বং গৃহীত্বা বজ্রমেব চ ॥ ৫

দ্বারবত্যা বিনিষ্কাশ্যঃ কৃষ্ণপত্ন্যাঃ সহস্রশঃ ।

বজ্রং জনক কোন্তেয়ঃ পালয়ন্ শনৈর্কৈধযৌ ॥ ৬

সভা সুধম্মা কৃষ্ণেন মর্ত্যলোকে সমাহতা ।

স্বৰ্গং জগাম ভো বিপ্রাঃ পারিজাতশ্চ পাদপঃ ॥

যস্মিন্ দিনে হরিধাতো দিবঃ সন্ত্যজ্য মোদনৌষ

তস্মিন্ দিনেহবতীর্গেহয়ং কালকায়ঃ কলিঃ কিল

প্লাবয়ামাস তাং শূতাং দ্বারকাং মহোদধিঃ ।

যদ্বশ্রেষ্ঠগৃহং যেকং নাপ্লাবয়ত সাগরঃ ॥ ৯

নাাতক্রমাতি ভো বিপ্রাস্তদদ্যাপি মহোদধিঃ ।

নিত্যং সন্নিক্ৰান্তস্ত জগবান্ কেশবে যতঃ ॥ ১০

লেন। হে সন্তমগণ! রেবতী রামের দেহ
আলিঙ্গনপূৰ্বক তৎসঙ্গাঙ্কাদশীতলম্ ৩
সানন্দে প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেন, বসু-
দেব, দেবকী ও রোহিণী—ইহারা উক্ত
বিবরণ শ্রবণে বহিতে প্রবেশ করিলেন।
পরে অৰ্জুন তাঁহাদিগের প্রেতকাণ্য যথা-
বিধি সমাধানপূৰ্বক দ্বারকাবাসী জনগণকে ও
বজ্রকে লইয়া তথা হইতে নিষ্কাশ্ত হই-
লেন। কোন্তেয় দ্বারবতী হইতে বিনিষ্কাশ্ত
জনগণ ও সহস্র সহস্র কৃষ্ণপত্নীকে রক্ষা-
পূৰ্বক ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। হে
বিপ্রগণ! কৃষ্ণ মর্ত্যলোকে যে সুধম্মা সভা
ও পারিজাত পাদপ আহরণ করিয়া আনিয়া-
ছিলেন, তৎসমস্ত স্বর্গে গেল। হরি যেদিন
মেদিনী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করি-
লেন, এই কালকায় কলি সেই দিনেই অব-
তীর্ণ হইল। মহোদধি সেই শূতা দ্বারকা
নগরকে প্লাবিত করিল। একমাত্র কৃষ্ণের
গৃহ তৎকর্তৃক প্লাবিত হইল না। হে বিপ্র-
গণ! মহোদধি অদ্যাপি সেই ভবন অতি-
ক্রম করে না। কারণ, ভগবান্ কেশব
নিত্যই সেখানে সন্নিক্ৰান্ত আছেন। সেই

তদভীষ মহাপুণ্যং সৰ্ষপাতকনাশনম্ ।
 বিষ্ণুকৌড়াবিতং স্থানং দৃষ্ট্বা পাপাৎপ্রমুচ্যাতে ॥
 পার্থঃ পঞ্চনদে দেশে বহুধান্তধনাবিতৈ ।
 চকার বাসং সৰ্ষস্ত জনস্ত মুনিসন্তমাঃ ॥ ১২
 ততো লোভঃ সমভবৎপাৰ্থেনৈকেন ধৰ্ম্মিনা ।
 দৃষ্ট্বা হ্রিয়ো নীয়মানা দম্ভানাঃ নিহতেশ্বর্যঃ ॥ ১৩
 ভতস্তে পাপকৰ্ম্মাণো লোভোপহতচেতসঃ ।
 আভীরা মন্ত্রয়ামাসুঃ সমেত্যাত্যস্তদুৰ্ম্মদাঃ ॥ ১৪
 আভীরা উচুঃ ।
 অয়মেকোহৰ্জুনো ধৰ্ম্মী স্ত্রীজনং নিহতেশ্বর্যম্ ।
 নমত্যস্মানতিক্রম্য ধিগেতৎক্রিয়তাং বলম্ ॥ ১৫
 হুহা গৰ্ষসমাক্রোধে ভীষদ্রোণজয়দ্রথান্ ।
 কৰ্ণাদৌশ্চ ন জানাতি বলং গ্রামনিবাসিনাম্ ॥ ১৬
 বলজ্যোষ্ঠারন্নরানন্তান্ গ্রাম্যাশ্চৈব বিশেষতঃ ।
 সৰ্ষানেবাবজানাতি কিং বা বহুভিকৃত্যৈঃ ॥ ১৭
 ব্যাস উবাচ ।
 ততো যষ্টিপ্রহরণী দম্ভবো লোভৈহারিণঃ ।

বিষ্ণুকৌড়াবিত স্থান সৰ্ষপাতকনাশন ও
 অভীষ পুণ্যজনক। উহা দেখিলে পাপ
 হইতে মুক্ত হওয়া যায় ১—১৩। হে মুনি-
 সন্তমগণ! অনন্তর পার্থ বহু ধান্ত-ধনাবিত
 পঞ্চনদ দেশে সেই দ্বারকাবাসী জনগণের
 বাসস্থান নির্দেশ করিলেন। একমাত্র ধনু-
 র্দ্ধারী পার্থ কর্তৃক নীয়মান পতিহীন বহু
 স্ত্রীগণ দর্শনে দম্ভাদিগের লোভ হইল।
 সেই অত্যন্ত-দুৰ্ম্মদ পাপকৰ্ম্মা আভীর
 দম্ভারা লোভোপহতচিত্তে পরস্পর মিলিত
 হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল যে, এই একমাত্র
 ধনুৰ্দ্ধারী অৰ্জুন আমাদেরকে অবজ্ঞাপূৰ্ব্বক
 পতিহীন বহু স্ত্রীজন লইয়া যাইতেছে, ধিক্
 আমাদেরকে! আমাদের এখন বল প্রদর্শন
 করা কর্তব্য। এই অৰ্জুন ভীষ, দ্রোণ, জয়-
 দ্রথ, কৰ্ণ প্রভৃতিকে নিহত করিয়া গৰ্ষিত হই-
 যাচ্ছে। বিশেষতঃ এই অৰ্জুন অস্তান্ত গ্রাম্য
 বলবান্ জনগণকে—এমন কি সকলকেই
 অবজ্ঞা করে; এ গ্রামবাসীদিগের বল জানে
 না। যাহা হউক, আমাদের আর বহু

সহস্রশোভ্যধাবন্ত ভং জনঃ নিহতেশ্বর্যম্ ।
 ততো নিবৃত্তঃ কোন্তেয়ঃ প্রাহাভীরাণ্ হসন্নিব ॥
 অৰ্জুন উবাচ ।
 নিবর্ত্তধ্বমধৰ্ম্মজ্ঞা যদিতো ন মুমূৰ্খবঃ ॥ ১৯
 ব্যাস উবাচ ।
 অবজ্ঞায় বচস্তস্ত জগৃহস্তে তদা ধনম্ ।
 স্ত্রীজনঞ্চাপি কোন্তেয়াহিষকুসেনপরিগ্রহম্ ॥ ২০
 ততোহৰ্জুনো ধনুর্দিব্যং গাণ্ডীবমজরং যুধি ।
 আরোপয়িতুমায়েভে ন শশাক স বীৰ্য্যবান্ ॥
 চকার সজ্জঃ কৃচ্ছাত্তু তদভুচ্ছিখিলং পুনঃ ।
 ন সন্মায় তথাহ্রণি চিন্তয়ন্নপি পাণ্ডবঃ ॥ ২২
 শরায়ুমোচ চৈতেষু পার্থঃ শেষান্ স হৰ্ষিতঃ ।
 ন ভেদস্তে পরং চকুরস্তা গাণ্ডীবধ্বনা ॥ ২৩
 বহিনা চাক্ষুয়া দন্তাঃ শরান্তেহপি ক্ষয়ঃ যয়ঃ ।
 বুধ্যতঃ সহ গোপালৈরৰ্জুনস্তাভবৎ ক্ষয়ঃ ॥ ২৪
 অচিন্তয়ন্তু কোন্তেয়ঃ কৃকশ্চৈব হি তদ্বলম্ ।

উত্তর প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন নাই? ব্যাস
 বলিলেন,—সেই সহস্র সহস্র সংখ্যক দম্ভা-
 দল এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া যষ্টি লোষ্টাদি
 প্রহরণ লইয়া সেই পতিহীন স্ত্রীজনের প্রতি
 ধাবিত হইল। তাহা দেখিয়া কোন্তেয়
 প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে
 সেই আভীরদিগকে বলিলেন,—ওরে
 অধৰ্ম্মজ্ঞ সকল! যদি তোরা মরণাভিলাষী
 না হইস্, তবে নিবৃত্ত হ'। ব্যাস বলি-
 লেন,—তাহারা তাহার সেই বাক্যে অব-
 হেলা করিয়া কোন্তেয়ের নিকট-হইতে সেই
 কৃকপরিণীত স্ত্রীজন ও ধন সকল গ্রহণ
 করিতে লাগিল। তখন বীৰ্য্যবান্ অৰ্জুন
 যুদ্ধার্থ স্বীয় গাণ্ডীব ধনু লইয়া তাহাতে
 গুণারোপণে যত্ববান্ হইলেন, কিন্তু পারিলেন
 না। সেই পাণ্ডব অতি কষ্টে যদিও গুণা-
 রোপণ করিলেন, কিন্তু তাহাও পুনরায়
 খুলিয়া গেল। তিনি তখন চিন্তা করিয়াও
 দিব্যান্ত্র সকল স্মরণ করিতে পারিলেন না।
 পরে সেই পার্থ যদিও মহা উৎসাহে অতিকষ্টে
 বাণ যোজন করিতে থাকিলেন, সে সকল

যন্নয়া শরসজ্জাতৈঃ সবলা ভূভূতো জিতাঃ ।
মিষতঃ পাণ্ডুপুত্রস্ত ততস্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ ।
অপারুধ্যস্ত চাতীরৈঃ কামাচ্চাতাঃ প্রবব্রজুঃ ॥
ততঃ শরেষু ক্রীণেষু ধনুকোটা ধনঞ্জয়ঃ ।
জঘান দনু্যন্তে চান্ত প্রহারাজ্জহনুর্বিজঃ ॥ ২৭
পশ্চতশ্চৈব পার্শ্বস্ত বৃক্যঙ্ককবরন্থিয়ঃ ।
জঘুরাদায় তে শ্লেচ্ছাঃ সমস্তানুশিস্তমাঃ ॥ ২৮
ততঃ স হুঃখিতো জিহ্বুঃ কষ্টং কষ্টমিতি ব্রবন্
অহো ভগবতা তেন মুক্তোহস্মীতি করোদ বৈ
অর্জুন উবাচ ।
তদ্বনুস্তানি চান্নাগি স রথস্তে চ বাজিনঃ ।
সর্সমেকপদে নষ্টং দানমশ্রোত্রিয়ে যথা ॥ ৩০
অহো চাতিবলং দৈবং বিনা তেন মহান্ননা ।
যদসামর্থ্যবুক্তোহহং নীচৈনাতঃ পরাভবম্ ॥ ৩১

বাণ শক্রগণের দেহ ভেদে সমর্থ হইল না ।
তখন সেই গোপালগণসহ অর্জুন যুদ্ধ করিতে
থাকিলে বহিঃস্থ তদীয় অক্ষয় বাণসকল ক্ষয়
প্রাপ্ত হইল । এ অবস্থায় অর্জুন ভাবি-
লেন,—আমি যে বলবান ভূপতিগণকে
শরপ্রহারে জয় করিয়াছি, উহা কৃষ্ণেরই
সামর্থ্য । তখন পাণ্ডুপুত্রের সমক্ষেই
সেই প্রমদাগণকে আভীরেরা আকর্ষণ
করিয়া লইয়া চলিল । কেহ কেহ বা ইচ্ছা-
হুসারেই যাইল । হে দ্বিজগণ । শর
সকল ক্রীণ হইলে ধনঞ্জয় ধনুকোটি
দ্বারা সেই দনু্যদিগকে প্রহার করিতে
লাগিলেন । তাহার তাহাতে হাসিতে
লাগিল । হে বৃনিসন্তমগণ । সেই শ্লেচ্ছেরা
পার্শ্বের সমক্ষেই বৃক্যঙ্ককদিগের সেই
বরনারীগণকে লইয়া চলিল । তাহাতে
জিহ্বু অর্জুন হুঃখিতচিত্তে ‘কি কষ্ট, কি
কষ্ট, অহো! সেই ভগবান কর্তৃক আমি
পরিভ্যক্ত হইয়াছি!’ এই বলিয়া রোদন
করিতে লাগিলেন । ১৪—২৯ অর্জুন বলিতে
লাগিলেন,—আমার সেই ধনু, সেই সকল
অস্ত্র, সেই রথ, সেই অশ্ব,—এসমস্তই
অশ্রোত্রিয়ে দানবৎ যুগপৎ বৃথা হইয়া

হৌ বাহু স চ মে মুষ্টিঃ স্থানং তৎ
সোহস্মি চার্জুনঃ ।
পুণ্যেনেব বিনা তেন গতং সর্সমসারতাম্ ॥ ৩২
মমার্জুনহং ভীমস্ত ভীমহং তৎকৃতং ক্রবম্ ।
বিনা তেন যদাভীরৈর্জিতোহহং কথমন্তথা ॥ ৩৩
ব্যাস উবাচ ।
ইখং বদন্ যযৌ জিহ্বুরিন্দ্রপ্রস্থং পুরোত্তমম্ ।
চকার তত্র রাজানং বজ্রং যাদবনন্দনম্ ॥ ৩৪
স দদর্শ ততো ব্যাসং কান্তনঃ কাননশ্রয়ম্ ।
তমুপেত্য মহাভাগং বিনয়েনাত্যবাদয়ৎ ॥ ৩৫
তং বন্দমানং চরণাবলোক্য সুনিশ্চিতম্ ।
উবাচ পার্গং বিচ্ছায়ঃ কথমভ্যন্তমীদৃশঃ ॥ ৩৬
অজারজোহনুগমনং ব্রহ্মহত্যাথবা কৃত্য ।
জয়াশাভঙ্গহত্যা বা ভ্রষ্টচ্ছাঘোসি সাম্প্রতম্ ॥
সান্তানিকাদয়ো বা তে যাচমানা নিরাকৃতাঃ ।

গেল । অহো! দৈব অতি বলবান!
যেহেতু সেই মহাত্মা ব্যাতীত সামর্থ্যহীন হও-
যায় আমি নীচজন কর্তৃক পরাভূত হইলাম ।
আমার সেই বাহুদ্বয়, সেই মুষ্টি, সেই স্থান,
এবং আমিও সেই অর্জুন; কিন্তু পুণ্য-
ক্ষয়ের ভায়া তাঁহার অভাবে আমার সমস্তই
অসারতা প্রাপ্ত হইয়াছে । আমার অর্জুনহং
এবং ভীমের ভীমহং, নিশ্চিতই তৎকৃত;
অন্তথা তিনি ব্যাতীত আমি আভীরগণ-
কর্তৃক পরাজিত হইব কেন? ব্যাস বলি-
লেন,—জিহ্বু এইরূপ বলিতে বলিতে
পুরোত্তম ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া উপনীত হই-
লেন । সেখানে যাইয়া যাদবনন্দন বজ্রকে
রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন । পরে তিনি
একদা কাননবাসী ব্যাসকে দেখিতে পাই-
লেন এবং নিকটে যাইয়া সবিনয়ে অভি-
বাদন করিলেন । ব্যাস সেই পার্থকৃত
চরণবন্দন-কালীন তাঁহাকে অতীব শ্রীহীন
দর্শনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি এমন শ্রীহীন
হইয়াছ কেন? তুমি কি অজারেগ্র অনুগমন
করিয়াছ? অথবা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ?
কিবা জয়াশা ভঙ্গ হেতু ধিত হইয়াছ?

অগম্যস্মীরতির্থাপি তেনাসি বিগতপ্রভঃ ॥ ৩৮
ভুঙ্কন্তুপ্রদায় বিপ্রেভ্যো মিষ্টমেকমথো ভবান্
কিং বা কৃপণবিত্তানি হৃতানি ভবতর্জুন ॥ ৩৯
কচ্চিন্ন সূর্য্যবাতস্ত গোচরঃ গতোহর্জুন ।
দৃষ্টচক্ষুর্হতো বাপি নিঃশ্রীকঃ কথমন্তথা ॥ ৪০
স্পৃষ্টো নখজলং বাপি ঘটান্তঃপ্রোক্ষিতোহপিবা
তেনাতীবাসি বিচ্ছায়ো ন্যূনৈর্কা যুধি নির্জিতঃ
ব্যাস উবাচ ।

ততঃ পার্থো বিনিঃস্রজঃ স্রজতঃ ভগবন্নিতি ।
প্রোক্তো যথাবদাচষ্ট বিপ্রা আত্মপরাভবম্ ॥ ৪২
অর্জুন উবাচ ।

যদ্বলং যচ্চ নস্তেজো যদ্বীৰ্য্যং যৎপরাক্রমঃ ।
যা শ্রীছায়া চ নঃ সোহস্মানপরিতাজ্য হরির্গতঃ
ইতরেণেব মহতা স্মিতপূর্বাভিভাষণা ।

সম্প্রতি নিতান্ত কান্তিহীন হইয়াছি । নিম্নত
কুন্তিভোগী যাচকদিগকে নিরাকৃত করিয়াছি
কি? অগম্য নারীগমন কর নাই ত?
যাহাতে এমন বিগতপ্রভ হইয়া থাকিবে!
অথবা তুমি কি বিপ্রদিগকে না দিয়া
একাকী মিষ্ট ভোজন কর? কিহা হে
অর্জুন! তোমা কর্তৃক দরিদ্রের বিত্ত হৃত
হইয়াছে কি? অর্জুন! তুমি সূর্য্যাতপ-
তপ্ত ঐতমার্গে অবস্থান কর নাই ত?
নচেৎ তুমি বিষনেত্রে দৃষ্ট হইয়া
থাকিবে। অন্তথা নিশ্রীক হইয়াছে কেন?
তুমি নখজল দ্বারা স্পৃষ্ট বা ঘটাস্থ
দ্বারা প্রোক্ষিত হইয়াছ; সেই জন্ত বিশ্রী
হইয়াছ; কিহা নীচ জন কর্তৃক যুদ্ধে
নির্জিত হইয়া থাকিবে? ৩০—৪১। হে
বিপ্রগণ! পার্থ তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ-
পূর্ব্বক ‘হে ভগবন! শুভ্রন।’ এই বলিয়া
সেই আত্মপরাভব-বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন
করিলেন। অর্জুন আরও বলিলেন
যে,—আমাদিগের মিনি বল, যিনি বীৰ্য্য,
যিনি তেজ, যিনি পরাক্রম, যিনি ঐশ্বর্য্য,
যিনি শ্রী, সেই হরি আমাদিগকে পরিত্যাগ
করিয়া গিয়াছেন। আমরা অপর ব্যক্তির

হীনা বয়ঃ মূনে তেন জাতাকৃণময়া ইব ॥ ৪৪
অস্মাণাং সায়কানাঞ্চ গাণ্ডীবস্ত তথা মম ।
সারতা যাতবযুর্ভা স গতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৫
যস্তাবলোকনাদস্মান্ শ্রীর্জয়ঃ সম্পদঃপ্রভিঃ ।
ন ততাজ স সোবিন্দস্ত্যক্তাস্মান্ভগবান্গতঃ
ভীষ্মদ্রোণাঙ্গরাজাদ্যাস্তথা দুর্য্যোধনাদয়ঃ ।
যৎপ্রভাবেন নির্দম্বাঃ স কৃষ্ণস্ত্যক্তবান্ ভুবম্ ॥
নিযৌবনা হতশ্রীকা ভ্রষ্টচ্ছায়েব মে মহৌ ।
বিভাতি তাত নৈকোহহং বিরহে তস্ত চক্রিণঃ
যস্তাহুতাবাভীষ্মাদৈর্দৈর্ঘ্যম্যো শলভাঘ্নিতম্ ।
বিনা তেনাদ্য কৃষ্ণেন গোপালৈর্গামি নির্জিতঃ
গাণ্ডীবং ত্রিভু লোকেষু খ্যাতং যদহুতাবতঃ ।
মম তেন বিনাতীরৈর্লগ্নৈর্ভুজৈস্ত তিরস্কৃতম্ ॥ ৫০
স্বীসহস্রাণ্যনেকানি হনাতানি মহামুনে ।
যততো মম নীতানি দনু্যভিলগ্নৈর্ভুজৈঃ ॥ ৫১

তায় সেই স্মিতপূর্বাভিভাষী হরি কর্তৃক
হীন হইয়াছি। হে মূনে! সেই জন্ত তৃণময়
পুরুষবৎ হইয়াছি! যিনি আমার অস্ত্র সায়ক
ও গাণ্ডীবের মূর্ত্তমান সারস্বরূপ ছিলেন,
সেই পুরুষোত্তম চলিয়া গিয়াছেন। পূর্বে
ঐহারা অবলোকনহেতু শ্রী, জয়, সম্পদ ও
উন্নতি আমাদিগকে ত্যাগ করে নাই।
সেই ভগবান্ গোবিন্দ আমাদিগকে ত্যাগ
করিয়া গিয়াছেন। ঐহারা প্রভাবে ভীষ্ম,
দ্রোণ, অঙ্গরাজ কর্ণ ও দুর্য্যোধনাদি নির্দম্ব
হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণ ভুতল ত্যাগ করিয়া-
ছেন। তাত! আমি সেই চক্রপাণির
বিরহে নিঃসহায় হইয়াছি; পৃথিবী বিগত-
যৌবনা হতশ্রীকা ও কান্তিহীনাবৎ বোধ
হইতেছে। ঐহারা অহুতাবে ভীষ্ম-
প্রবৃথ বীরগণ অগ্নিদগ্ন আমাতে পত-
ঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণ
বিনা আমি গোপালগণ কর্তৃক নির্জিত
হইয়াছি। ঐহারা অহুতাবে মদীয় গাণ্ডীব
তিন লোকে বিখ্যাত হইয়াছে, তিনি বিনা
আভীরগণ কর্তৃক লগ্ন হইয়া আমি নির্জিত
হইয়াছি। হে মহামুনে! অনেক সহস্র

অানীয়মানমাতীরৈঃ সর্বং কৃণাবরোধনম্ ।
 হুতং যষ্টি প্রহর্যৈঃ পিণ্ডৈঃ বলং মম ॥ ৫২
 নিঃশ্রীকতা ন মে চিত্রং যজ্জীবামি তদহুতম্ ।
 নীচাবমানগন্ধাক্তী নির্লজ্জোহস্মি পিতামহ ॥ ৫৩
 ব্যাস উবাচ ।

ঔহাহং তন্ত তদ্বাক্যমব্রবং দ্বিজসন্তমাঃ ।
 হুংখিতস্ত চ দীনস্ত পাণ্ডবস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৫৪
 অলস্তে ব্রীড়য়া পার্থ ন হং শোচিভূমহিসি ।
 অবৈহি সৰ্বভূতেযু কালস্ত গতিরীদৃশী ॥ ৫৫
 কালো ভবায় ভূতানামভবায় চ পাণ্ডব ।
 কালমূলমিদং ব্রাহ্ম কুরু শ্রেষ্ঠ্যামতোহর্জুন ॥ ৫৬
 নতঃ সমুদ্রা গিরয়ঃ সকলা চ বনুক্ষরা ।
 দেবা মনুষ্যাঃ পশবস্তরবচ সরীসৃপাঃ ॥ ৫৭
 সৃষ্টাঃ কালেন কালেন পুনর্ধাত্তস্তি সজ্জয়ম্ ।
 কালান্বকমিদং সর্বং ব্রাহ্ম শমমবাধুহি ॥ ৫৮

অনাথা রমণীকে আমি রক্ষণার্থ যত্ন করিতে থাকিলেও লণ্ডাঘাত দম্ভাগণ কর্তৃক তাহার নীত হইয়াছে। যষ্টিপ্রহরণধারী আভীরগণ কর্তৃক আমার বল পরিভূত ও সেই কৃষ্ণ-পরিজনগণ নীত হইয়াছে। হে পিতামহ! আমার হতশ্রীকতা বিচিত্র নহে; নির্লজ্জ আমি যে নীচরূত অপমানপঙ্কে অঙ্কিত হইয়াও জীবিত রহিয়াছি, তাহাই বিচিত্র! ৪২—৫৩। ব্যাস বলিলেন—হে দ্বিজসন্তম-গণ! আমি সেই হুংখিত দীনচিন্ত মহাত্মা পাণ্ডবের সেই বাক্য শুনিয়া বলিলাম,— পার্থ! তুমি লজ্জিত হইও না। তোমার শোক করা বিধেয় নহে। সৰ্বভূতই কালের গতি এই প্রকার, ইহা অবগত হও। পাণ্ডব! কালই ভূত সকলের ক্ষয়োদয়ের হেতু এবং সকলই কালমূল। অর্জুন! ইহা বুঝিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন কর। সরিৎ, সাগর, গিরি, সমগ্রা বনুক্ষরা, দেব, মনুষ্য, পশু, তরু ও সরীসৃপ, সমস্তই কাল কর্তৃক সৃষ্ট, আবার কাল কর্তৃকই উহার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব এ সকলই কালান্বক বুঝিয়া শান্তি

যথাথ কৃণমাহাৰ্য্যং তত্ৰৈব ধনঞ্জয় ।
 ভারাবতারকার্যার্থমবতীর্ণঃ স মেদিনীম্ ॥ ৫৯
 ভারাক্রান্তা ধরা যাতা দেবানাং সন্নিম্নৌ পুরা
 তদধমবতীর্ণোহসৌ কামরূপী জনার্দনঃ ॥ ৬০
 তচ্চ নিষ্পাদিতং কাশ্যনাম ভূভূতো হতাঃ ।
 বুধ্যাক্ককুলং সর্বং তথা পার্থেপসংহৃতম্ ॥ ৬১
 ন কিঞ্চিদন্তংকর্তব্যামস্ত ভূমিতলেহর্জুন ।
 ততো গতাঃ স ভগবান্ কৃতকৃত্যো যথেষ্টমা ॥
 সৃষ্টিং সর্গে করোত্যেব দেবদেবাঃ স্থিতং স্থিতে
 অস্ত্রে লয়ং সমর্থোহয়ং সাস্ত্রাতং বৈ যথা কৃতম্
 তস্মাৎপার্থ ন সন্তাপস্বয়া কার্য্যঃ পরাভবাৎ ।
 ভবন্তি ভবকালেষু পুরুষাণাং পরাক্রমাঃ ॥ ৬৪
 যতশ্চৈকেন হতা ভীষ্মদ্রোণাদয়ো নৃপাঃ ।
 তেষামর্জুন কালোথঃ কিং ন্যানাভিতবো ন সঃ
 বিকোন্তস্তানুভাবেন যথা তেষাং পরাভবঃ ।

লাভ কর। ধনঞ্জয়! তুমি কৃষ্ণের মহিমা যেমন বলিলে, উহা তদ্রূপই বটে; তিনি ভারাবতরণ কার্য সাধনোদ্দেশে মেদিনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পুরাকালে ধরা ভারাক্রান্তা হইয়া সুরগণসমীপে গমন করেন; কাম-রূপী জনার্দন তাঁহারই জন্ত অবতীর্ণ হইলেন। পার্থ! তদীয় কার্য সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাদিত হইয়াছে;—সমস্ত ভূভূৎ নিহত হইয়াছেন। বুঝি ও অন্ধকুলও সম্পূর্ণ সংহৃত হইয়াছে। হে অর্জুন! ভূতলে ইহার আর কিছুমাত্র কর্তব্য অবশেষ নাই; অতএব সেই কৃতকৃত্য ভগবান্ ইচ্ছানু-সারেই চলিয়া গিয়াছেন। ৫৪—৬২। ইনি সৃষ্টি-কালে সৃষ্টি করেন, স্থিতিকালে স্থিতিসাধন করেন এবং ইনি সর্ব শক্তিমতায় অস্ত্র-কালে লয়বিধান করিয়া থাকেন। সস্ত্রাতি তাহাই করিয়াছেন। অতএব পার্থ! তুমি পরাভবহেতু সন্তাপ কারও না; পুরুষ-দিগের অভ্যুদয় কালে পরাক্রম হইয়া থাকে। অর্জুন! তুমি যে একাকী ভীষ্ম দ্রোণাদি নৃপতিদিগকে নিহত করিয়াছ, উহা কি তাঁহাদিগের কালকৃত নানাভিতব নহে?

বস্ত্রভেদে ভবতো দম্ভ্যভ্যোহন্তে তত্ত্ববঃ ।
 স দেবোহন্তশরীরানি সমাবিশ্ত জগৎস্থিতম্ ।
 কুরোতি সৰ্গভূতানাং নাশকান্তে জগৎপতিঃ ।
 ভবোত্তবে চ কোত্তের সহায়ন্তে জনাৰ্দ্দনঃ ।
 ভবান্তে বশিষ্ঠকান্তে কেশবেনাবলোকিতাঃ ।
 কঃ শ্রদ্ধায়াং সগাঙ্গেয়ান্ হস্তাশ্বঃ সৰ্বকৌরবান্
 আতীরেত্যশ্চ ভবতঃ কঃ শ্রদ্ধায়াং পরাভবম্
 পার্শ্বৈতৎ সৰ্গভূতৈব হরেলালবিচেষ্টিতম্ ।
 যয়া যৎ কৌরবা ধনতা যদাতীরৈর্ভবান্ জিতঃ
 গৃহীতা দম্ভ্যভিষক্ত রক্ষিতা ভবতা স্থিয়ঃ ।
 তদপ্যহং যথাবৃত্তং কথয়ামি ভবাজুন ॥ ৭১
 অষ্টাবক্রঃ পুরা বিপ্র উদবাসরতোহভবৎ ।
 বহুন্ বর্ষগগান পার্শ্ব গৃণন্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৭২
 জিতেষ্মনুসরসজ্যেযু মেধকপৃষ্ঠে মহোৎসবঃ ।

বিষ্ণুর প্রভাবহেতু তাঁহাদিগের যেমন
 তোমা হইতে সেই পরাভব ঘটয়াছিল.
 শেষকালে দম্ভ্য হইতে তোমার যে পরা-
 ভব ঘটিল, ইহাও তজ্জপ, তাঁহারই প্রভাবে
 উদ্ভূত । সেই জগৎপতি অস্ত্র সকল শরীরে
 আবিষ্ট হইয়া জগত্তের স্থিতি এবং
 অন্তকালে নাশবিধান করেন । কোত্তের !
 সেই জনাৰ্দ্দন অত্যাশ্রয় সময়ে তোমার
 সহায় ছিলেন, অত্যাশ্রয়ের অন্তে তোমার
 সেই বিশক্ষক কেশব কর্তৃক অনুগৃহীত
 হইয়াছে । তুমি যে, গাঙ্গেয় ভীষ্মসহ সৰ্গ
 কৌরববর্গকে নিহত করিয়াছ, এ কথায়
 কে অন্ধা করিবে ? আর আতীরনিকর
 হইতে তোমার যে পরাভব, তাহাতেই বা
 কে আত্ম স্থাপন করিবে ? পার্থ ! তোমা
 কর্তৃক কৌরবেরা যে বিধ্বস্ত হইয়াছে, আর
 তুমি যে আতীরগণের হস্তে পরাজিত হই-
 য়াছ, হরির লীলা খেলা সৰ্গভূতই এইরূপ ।
 অর্জুন তোমা কর্তৃক রক্ষিত রমণীদিগকে
 যে দম্ভ্যরা লইয়া গিয়াছে, কেন এমন হইল,
 তাহার কারণ আমি বলিতেছি । ৬৩—৭১ ।
 পার্থ ! পুরাকালে বিপ্র অষ্টাবক্র, সনাতন
 গরজ্ঞের আরাধনায় বহু বর্ষ যাবৎ উপ-

বভূব তত্র গচ্ছন্তো দদৃশুস্তঃ সুরস্থিয়ঃ ॥ ৭০
 রস্তা তিলোত্তমাধ্যাশ্চ শতশোহধ সহস্রশঃ ।
 তুহুৰুস্তঃ মহাশ্বানঃ প্রশশাশুশ্চ পাণ্ডব ॥ ৭৪
 আকর্শমগ্নঃ সলিলে জটাতারধরঃ সুনিক ।
 বিনয়ানতাতৈশ্চৈব প্রণেয়ুঃ স্তোত্রতৎপরঃ ॥ ৭৫
 যথা যথা প্রসরোহতুতুহুৰুস্তঃ তথা তথা ।
 সর্কাস্তাঃ কৌরবশ্চৈব বরিতঃ তং দ্বিজম্ভানাম্ ॥
 অষ্টাবক্র উবাচ ।

প্রসরোহহং মহাতাগা ভবতীনাঃ যদিষ্যতে ।
 মন্তস্তদব্রিয়তাঃ সৰ্ব্বঃ প্রদাস্তাম্যপি দূর্লভম্ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রস্তা তিলোত্তমাধ্যাশ্চ দিব্যাশ্চাপ্রসরোহক্রবন্
 অপ্সরস উচুঃ ।

প্রসন্নো ভূয়াসপ্রাপ্তঃ কিমস্মাকমিতি দ্বিজাঃ ॥
 ইতরাস্বক্রবন্ বিপ্র প্রসন্নো ভগবান্ যদি ।
 তদিক্ষামঃ পতিং প্রাপ্তুঃ বিপ্রেন্দ্র পুরুষোত্তমম্

বাস-পরায়ণ হয়েন । একদা অনুরদল
 পরাজিত হওয়ায় মেকপৃষ্ঠে সুরগণের
 মতোৎসব আরম্ভ হয় ; সেই মহোৎসবে গমন
 কালীন সুরনারীরা তাঁহাকে দেখিতে পান ।
 হে পাণ্ডব ! তখন রস্তা তিলোত্তমাদি সহস্র
 সহস্র সুরনারী, জলমধ্যে আকর্শমগ্ন, জটা
 তারধর সেই মহাশ্বা সুনিকে বিনয়ানত
 হইয়া প্রণতিপূর্বক প্রশংসা ও স্তুতিবারা
 স্তব করিতে লাগিল । হে কৌরবশ্চৈব ।
 তাহার সকলে সেই দ্বিজশ্চৈব সুনিকে, তিনি
 যে যে রূপে প্রসন্ন হয়েন সেই সেই ভাবে
 স্তব করিতে লাগিল । তখন অষ্টাবক্র
 কহিলেন,—মহাভাগা সকল ! আমি প্রসন্ন
 হইয়াছি । অতএব তোমাদিগের বাহ্য
 ইচ্ছা, আমার নিকট সেই বর গ্রহণ
 কর । সে বর দূর্লভ হইলেও আমি তোমা-
 দিগকে প্রদান করিব । ব্যাস বলিলেন,
 —হে দ্বিজগণ ! তখন রস্তা তিলোত্তমাদি
 দিব্য অপ্সরারা কহিল,—আপনি প্রসন্ন
 হইলে আমরাদিগের অপ্রাপ্ত কি আছে ?
 অপ্সর নারীরা বলিল,—ভগবন্ ! বিপ্রেন্দ্র !

বাস উবাচ ।

এবং ভবিষ্যতীত্যাশা উত্তমার জ্ঞানমুনিঃ ।
তমুত্তীর্ণক দদৃশুর্বিরূপং বক্রমষ্টধা ॥ ৮১
তঃ দৃষ্ট্বা গৃহমানানাং বাসাং হাসঃ স্কুটোহন্তবৎ
তাঃ শশাপ মুনিঃ কোপমবাপ্য কুকনন্দন ॥ ৮২
অষ্টাবক্র উবাচ ।
যস্মাদ্বিরূপরূপং মাং মত্বা হাসাবমাননা ।
ভবভীতিঃ ক্রভা তস্মাদেয শাপং দদামি বঃ ।
মৎপ্রসাদেন ভর্তারং লজ্জা তু পুরুষোত্তমম্ ।
মচ্ছাপোপহতাঃ সর্গা দদু্যহস্তং গমিষ্যথ ॥ ৮৪

বাস উবাচ ।

ইত্যাধৌরিত্যাকর্য্য মুনিস্তাভিঃ প্রসাদিতঃ ।
পুনঃ সুরেন্দ্রলোকং বৈ প্রাহ ভূয়ো গমিষ্যথ
এবং তস্ত মুনেঃ শাপাদষ্টাবক্রস্ত কেশবম্ ।
ভর্তারং প্রাপ্য তাঃ প্রাপ্তা দদু্যহস্তং বরাদিনাঃ

আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে
আমরা পুরুষোত্তমকে পতি পাইবার কামনা
করিতেছি। ব্যাস বলিলেন,—সেই মুনি
“তাগাই হইবে” বলিয়া জল হইতে উখিত
হইলেন। হে কুকনন্দন! সেই জলোখিত
মুনিকে অষ্ট অঙ্কে বক্র ও বিকৃতাকার দর্শনে
তাগাদিগের হস্ত উপস্থিত হওয়ায় সঘরণের
চেষ্টা করিলেও সে হস্ত পরিস্ফুট হইল।
মুনি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাগাদিগকে অভি-
শাপ দিলেন। অষ্টাবক্র বলিলেন,—
যেহেতু আমাকে বিকৃতাকার দেখিয়া
তোমরা হস্ত দ্বারা অবমাননা করিলে,
সেইজন্ত তোমাদিগকে এই শাপ দিতেছি
যে, আমার প্রসাদে তোমরা পুরুষোত্তমকে
পতি লাভ করিয়া আমারই শাপে সকলেই
দদু্যহস্তগতা হইবে। ব্যাস বলিলেন,
—এ কথা শুনিয়া তাহারা মুনিকে প্রসাদিত
করিলে তিনি পুনরায় কহিলেন যে,—
তারপর আবার সুরেন্দ্রলোকে যাইতে
পারিবে। ৭২-৮০। সেই বরাদিনাগণ
অষ্টাবক্র মূনির এইরূপ শাপে কেশবকে
পতি লাভ করিয়াও পরে দদু্যহস্তগতা

তদ্বয়া নাত্র কর্তব্যঃ শোকোহম্মোহপি

হি পাণ্ডব ।

ভেনৈবাবিলনাথেন সর্গঃ তদুপসংহৃতম্ ॥ ৮৭
ভবতাঃ চোপসংহারমাসন্নং ভেন কুরুতা ।
বলং তেজস্তথা বীৰ্য্যং মাহাত্ম্যকোপসংহৃতম্
জাতস্ত নিয়তো মৃত্যুঃ পতনঞ্চ তথোরভেতঃ ।
বিপ্রয়োগাবসানস্ত সংযোগঃ সঞ্চয়াৎ কয়ঃ ॥
বিজ্ঞায় ন বুবাঃ শোকঃ ন হর্ষমুপযান্তি যে ।
তেষামেবেতরে চেষ্টাঃ শিকন্তঃ সন্তি তাদৃশাঃ
তস্মাবয়া নরশ্রেষ্ঠ জ্ঞাহৈতদ্ভ্রাতৃত্বভিঃ সহ ।
পরিত্যজ্যাবিলং রাজ্যং গন্তব্যং তপসে বনম্
তদাচ্ছ ধর্ম্মরাজায় নিবেদ্যতদ্বচো মম ।
পরমো ভ্রাতৃত্বভিঃ সার্কঃ গতিং বীর যথা কুরু ॥

বাস উবাচ ।

ইত্যাঞ্জে ধর্ম্মরাজস্ত সমভ্যেত্য তথোক্তবান্
দৃষ্টকৈবামুচ্ছুতং বা কথিতং তদশেষতঃ ॥ ৯০

হইয়াছে। পাণ্ডব! অতএব এ বিষয়ে
তোমার অন্নমাত্র শোক করাও কর্তব্য
নহে; সেই অবিলনাথই সকলের সংহার
কারয়াছেন। উপসংহারকারী হরি কর্তৃক
তোমাদিগেরও উপসংহার আসন্ন প্রায়
হইয়াছে। বল, তেজ, বীৰ্য্য, মাহাত্ম্য—
এ সকল উপসংহৃত হইয়াছে। জাত-
মাত্রেয়ই মৃত্যু নিশ্চিত; উন্নতিরও পতন
নিঃসংশয়; সংযোগ বিয়োগাবহ, এবং
সঞ্চয়ের কয় হইবেই; ইহা জানিয়া যে
সকল বিজ্ঞজন শোক ও হর্ষের বশীভূত না
হয়েন; ইতরজনকে তাগাদিগের আচরণেরই
অমূল্যলন করিয়া বিশোক হইতে হয়। অত-
এব হে নরশ্রেষ্ঠ! ভ্রাতৃগণসহ ইহা অবগত
হইয়া অবিল রাজ্য পরিহারপূর্ব্বক তপসার্চ
বনে গমন করা তোমার কর্তব্য। বীর! অত-
এব তুমি যাও, ধর্ম্মরাজকে আমার এই বাক্য
নিবেদন করিয়া ভ্রাতৃগণসহ আগামী পরশ
মদীয় উপদেশ মত গতি অবলম্বন কর।
ব্যাস বলিলেন,—অর্জুন এইরূপ উক্ত হইয়া
ধর্ম্মরাজসান্নিধ্যানে আগমনপূর্ব্বক সেই কথা

ব্যাসবাক্যং তে সৰ্বে ঋত্বর্জুনসমীৰিতম্ ।
রাজ্যে পরীক্ষিতং কুত্বা যথুঃ পাণ্ডুনুতা বনম্ ॥
ইত্যেবং বো মুনিশ্ৰেষ্ঠা বিস্তরেণ ময়োদিতম্ ।
জাতস্ত চ যদোর্বংশে বাসুদেবস্ত চেষ্টিতম্ ॥১০৥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শ্রীকৃষ্ণচরিতসমাপ্তকথনঃ
ষাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১২॥

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

অহো কৃষ্ণ মহাশ্রমমুত্থুতং চাতিমামুষম্ ।
রামস্ত চ মুনিশ্ৰেষ্ঠ হৃদোক্ৰঃ ভুবি দুর্লভম্ ॥ ১
ন তু প্তিমধিগচ্ছামঃ শৃঙ্খলো ভগবৎকথাম্ ।
তস্মাদ্ভ্রাক্ষহ মহাভাগ ভূয়ো দেবস্ত চেষ্টিতম্ ॥২
প্রাহুর্ভাবঃ পুরাণেষু বিকোণমিতভেজসঃ ।
সত্যং কথয়তাম্যেব বরাহ ইতি নঃ ঋতম্ ॥ ৩
ন জানীমোহস্ত চরিতং ন বিধিঃ ন চ বিস্তরম্

এবং দৃষ্ট ও অল্পভূত সমস্ত বিষয়ই
নিবেদন করিলেন। অর্জুন-সমীৰিত সেই
ব্যাসবাক্য শ্রবণে পাণ্ডুনন্দনগণ পরী-
ক্ষিতকে রাজ্যে স্থাপনপূৰ্বক বনে গমন
করিলেন। হে মুনিশ্ৰেষ্ঠগণ! এই আমি
যত্ববংশে উৎপন্ন বাসুদেবের আচরণ সমস্ত
বিস্তররূপে বর্ণন করিলাম ৮১—১৫।
ষাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১২।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—অহো মুনিশ্ৰেষ্ঠ!
আপনি কৃষ্ণ ও রামের ভূতলদুর্লভ অদ্ভুত
অতিমামুষ মহাশ্রম কীৰ্ত্তন করিলেন।
ভগবৎকথা শ্রবণে আমাদের আকর্ষণ-
নিবৃত্তি হইতেছে না; সেইজন্ত হে মহাভাগ!
পুনরায় সেই দেবের কার্যাবলী বর্ণন করুন।
পুরাণ প্রভাবে অমিতভেজ্য বিষ্ণু বরাহ
নামে একটি প্রাহুর্ভাব বর্ণিত আছে, আমরা
সাদৃশ্যের মুখে ইহা শুনিয়াছি; কিন্তু ইহার

ন কৰ্ম্মগুণসম্ভাবঃ ন হেতুঃ সমন্বীষিতম্ ॥৪
কিমান্নকো বরাহোহসৌ কা মূৰ্ত্তিঃ কা চ
দেবতা ।

কিমাচারপ্রভাবো বা কিংবা তেন তদা কৃতম্
যজ্ঞার্থে সমবেতানাং মিত্যাকং দ্বিজস্রনাম্ ।
মহাবরাহচরিতং সৰ্বলোকসুখাবহম্ ॥ ৬
যথা নারায়ণো ব্রহ্মন বারাহঃ রূপমাস্থিতঃ ।
দংষ্ট্রয়া গাং সমুদ্রস্থামুজ্জহারারিমর্দনঃ ॥ ৭
বিস্তরেণৈব কৰ্ম্মাণি সৰ্বাণি রিপুঘাতিনঃ ।
শ্রোতুং নো বৰ্ত্ততে বুদ্ধিহরেঃ কৃষ্ণস্ত ধীমতঃ ॥
কৰ্ম্মণামানুপূৰ্ণ্য চ প্রাহুর্ভাবাচ য়ে বিভোঃ ।
যা বাস্ত প্রকৃতিব্রহ্মস্তাস্যাচ্যাতুং হুমর্হসি ॥

ব্যাস উবাচ ।

প্রশ্নভারো মহানেষ ভবন্তিঃ সমুদাহৃতঃ ।
যথাশক্ত্যা তু বক্ষ্যামি ঋয়তাং বৈকবং যশঃ
বিকোঃ প্রভাবশ্রবণে দিষ্ট্যা বো মতিরুখিতা ।

চরিত, বিধান, বিস্তার, কৰ্ম্ম, গুণাদির সম্ভাব,
হেতু ও মন্বীষিত; এ সকল আমরা কিছুই
জানি না। সেই বরাহের প্রকৃত মূৰ্ত্তি কি?
তদীয় দেবত্ব কীদৃশ? আচার ও প্রভাব
কিরূপ? তিনি কিই বা করিয়াছিলেন?
যজ্ঞার্থে সমবেত এই দ্বিজাদিগের সমক্ষে
সেই সৰ্বলোকসুখাবহ মহাবরাহচরিত,
এবং হে ব্রহ্মন! সেই অরিমর্দন নারায়ণ যে
প্রকারে বরাহরূপ আশ্রয় করিয়া, সাগর-গতা
ধরণীকে দংষ্ট্রা দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন,
ধীমান মুক্তিদাতা রিপুঘাতী হরির সেই
সমস্ত কৰ্ম্ম বিস্তররূপে শ্রবণার্থ আমাদের
অভিলাষ হইয়াছে; অতএব হে ব্রহ্মন!
যথাক্রমে সেই বিভূর কৰ্ম্ম সকল, প্রাহুর্ভাব-
সমূহ এবং তাঁহার যাহা প্রকৃতি, ইত্যাদি
সমস্তই আমাদের নিকটে কীৰ্ত্তন করুন।
১—৯। ব্যাস বলিলেন,—আপনারা এই
মহাপ্রশ্নের উল্লেখ করিলেন; আমি যথাশক্তি
বলিতেছি, আপনারা সেই বৈকবীকীৰ্ত্তি শ্রবণ
করুন। বিষ্ণুপ্রভাব শ্রবণে আপনারা

তদ্ভাষিকোঃ সমস্তা বৈ শৃংখলঃ যাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥
 সহস্রাশ্রুতঃ সহস্রাঙ্কঃ সহস্রচরণক যম্ ॥
 শশশ্রিরসং দেবঃ সহস্রকরমব্যয়ম্ ॥ ১৩
 সহস্রজিহ্বাঃ ভাস্করঃ সহস্রমুকুটঃ প্রভুম্ ॥
 সরসদঃ সহস্রাদিঃ সহস্রভুজমব্যয়ম্ ॥ ১২
 হবনঃ পবনকৈব হোতারঃ হব্যমেব চ ॥
 পাত্ৰাণি চ পবিত্ৰাণি বোদিঃ দীক্ষাঃ সমিৎস্রবম্
 স্রুকৃণোমমৃপম্বলঃ প্রোক্ষণীঃ দক্ষিণায়নম্ ॥
 অধ্বর্যুঃ সামগঃ বিপ্রঃ সদন্তঃ সদনঃ সদঃ ॥ ১৫
 যুগঃ চক্রে কবাঃ দক্বাঃ চক্ৰঃ চোলুখলানি চ ॥
 প্রাথঃশঃ যজ্ঞভূমিক হোতারক পরক যৎ ॥ ১৬
 হুত্যাণিত প্রমাণানি হাবরাণি চরাণি চ ॥
 প্রায়শ্চিত্তানি বার্ধাক্য হুণ্ডিলানি কুশাস্তথা ॥
 মন্ত্রব্রতঃ বহির্ঘটঃ ভাগঃ ভাগবহক যৎ ॥
 অন্নশিনঃ সোমভূজঃ হুতার্চিষমুদায়ম্ ॥ ১৮
 আহুর্ষেদবিদো বিপ্রা যঃ যজ্ঞে শাস্কতঃ প্রভুম্
 তন্ত বিকোঃ সুরেশন্ত জীবৎসাক্ষন্ত ধৌমতঃ
 প্রাহর্ভাবসহস্রাণি সমতীতান্তনেকশঃ ॥
 ভূয়ঃচব ভবিষ্যন্তি হেবমাহ পিতামহঃ ॥ ২০

যৎপৃচ্ছধ্বং মহাভাগা দিব্যাংপুণ্যামিমাং কথাম্
 প্রাহুর্ভাবান্তিতাং বিবেকোঃ সৰ্বপাপহর্যাং শিবান্
 শৃণুধ্বং তাং মহাভাগাস্তকান্তেনাস্তব্রাহ্মণ ।
 প্রবক্ষ্যাম্যানুপূৰ্বেণ যৎপৃচ্ছধ্বং মমানষাঃ ।
 বাসুদেবস্ত মহাহ্ম্যং চরিতঞ্চ মহামতেঃ ॥ ২২
 হিতার্থং সুরমৰ্জ্যানাং লোকানাং প্রভবায় চ ।
 বহুশঃ সৰ্বভূতান্য প্রাহুর্ভবতি বোধ্যবান্ ॥ ২৩
 প্রাহুর্ভাবাংশ্চ বক্ষ্যামি পুণ্যান্ দিব্যান্
 ঙ্গণাদিতান্ ॥ ২৪
 সূপ্তো যুগসহস্রং যঃ প্রাহুর্ভবতি কাথ্যতঃ ।
 পূৰ্ণে যুগসহস্রেহথ দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥ ২৫
 ব্রহ্মা চ বপিনশ্চৈব ত্র্যম্বকস্তদশাস্তথা ।
 দেবাঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব নাগাশ্চাপ্সরসস্তথা ॥ ২৬
 সনৎকুমারশ্চ মহানুভাবো
 মনুর্মহাশ্চা ভগবান্ প্রভাকরঃ ।
 পুরাণদেবোহথ পুরাণি চক্রে
 রাষ্ট্রাণি বৈশ্বানরতুল্যতেজাঃ ॥ ২৭
 যোহসৌ চাণবমধ্যস্থো নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ।

মতি জ্ঞানীয়াছে, বেশ! তা, আমি বিষ্ণুর সমস্ত লীলা বিবরণ বলি, শ্রবণ করুন। যে সহস্রাঙ্গ, সহস্রাঙ্ক, সহস্রচরণ, সহস্রশর, সহস্রকর, সহস্রজিহ্ব, সহস্রমুকুট, সহস্রপদ, ও সহস্রভুজ, অব্যয়, শাশ্বত, জ্যোতির্ভূয় দেবকে বেদবিদেরা যজ্ঞে, হবন, সবন, হোতা, হবা, পাত্র, পবিত্র, বোদি, দৌক্ষা, সমিধ, ঞ্জব, ঞ্জকু, সোম, সূৰ্প, যুযল, প্রোক্ষণী, দক্ষিণায়ন, অধ্বৰ্যু, সামগ বি প্র. সদস্ত, সদন, সদ, যুপ, চক্র, ধ্রুবা, দবী, চক্ৰ, উদুখল, প্রাঙ্গশ, যজ্ঞভূমি, হোতা, ও অস্তান্ত যজ্ঞীয় উপকরণ এবং হ্রস্ব দীর্ঘ স্বাবর ও চর, প্র য-শিত্তসমস্ত, অর্ঘা, স্বণিল, কুশ, মানস যজ্ঞ, বর্হিষজ্ঞ, ভাগ, ভাগবহ, অন্নালী, সোমভোজী; হতার্চিঃ, আয়ুধধারী, ইত্যাদিরূপে বর্ণন করেন, সেই সুরেশ ধোমান স্রীবৎসাক বিষ্ণুর প্রাহর্ভাব সহস্র সহস্রবার হইয়াছে, এবং প্রারও অনেকবার হইবে। পিতামহ এই-

রূপ বলিয়াছেন। ১০—২০। হে মহাভাগগণ! আপনারা যে, এই বিভূর প্রাহুর্ভাববিষয়িনী সৰ্বপাপহারিনী শুভকারিনী দিব্য পুণ্যকথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আনুপূর্ব্য ক্রমে আমি তাহা বলিতেছি। হে অনঘগণ! আপনারা তদগতচিত্তে মহামতি বাসুদেবের চরিত-মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। সেই বীৰ্য্যবান সৰ্ব-ভূতাত্মা সুরনবদিগের এবং লোক সকলের হিতসাধনার্থ বহুদা প্রাহুর্ভূত হইলেন। তাঁহার সেই সমস্ত পুণ্য দিব্য ও গুণাধিত প্রাহুর্ভাব কীৰ্ত্তন করিতেছি। যে জগৎপতি দেবদেব যুগসংস্থ নিদ্রিত থাকিয়া কার্য্যানুরোধে প্রাহুর্ভূত হইলেন, তিনি যুগ সংশ্রান্তে বৈশ্বানর-তুল্য তেজস্বী, পুরাণদেব, ব্রহ্মা, কপিল, ত্রাঘক, ত্রিদশগণ, দেবতা, সন্তোষ, নাগ, অম্বর, মহানুভাব সনৎকুমার, মহাত্মা মনু ও তেজস্বী প্রভাকর প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া পরে পুর রাষ্ট্রাদিরও সৃজন করেন। পুণ্ড্র স্বাবর,

নষ্টে দেবাসুরনরে প্রমত্তৌরগরাকসে ॥ ২৯
 যোহকামো হুয়াধর্ষে তাবুভৌ মধুকৈটভৌ ।
 হতো ভগবতা তেন তমোর্দ্বামিতং বরম্ ॥ ৩০
 পুরা কমলনাত্ত সপতঃ সাগরান্তসি ।
 পুঙ্করে ভক্ত সঙ্কতা দেবাঃ সবিগণাস্তথা ॥ ৩১
 এষ পৌকরকো নাম প্রাহুর্ভাবো মহান্বনঃ ।
 পুরাণং কথ্যতে যত্র বেদান্তিসমাহিতম্ ॥ ৩২
 বারাহন্ত ততো জাতঃ প্রাহুর্ভাবো মহান্বনঃ ।
 যত্র বিষ্ণুঃ সুরশ্রেষ্ঠো বারাহং রূপমাহিতঃ ॥ ৩৩
 বেদপাদো যুগদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তশ্চিভীমুখঃ ।
 অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমো অক্ষীণো মহাতপাঃ ॥
 অহোরাত্রেক্ষণো দিব্যো বেদাঙ্গঃ অতিভূষণঃ
 আজ্যানাং স্রবতুণ্ডঃ সামধোবশ্বরো মহান্ ॥
 সত্যধর্মময়ঃ স্রীমান্ ক্রমবিক্রমসংকৃতঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তনথো ঘোরঃ পশুজাহ্নবধাকৃতিঃ ॥ ৩৪
 উপাঙ্গাশ্চোহোমলিঙ্গো বোজৌষধিমহাকলঃ ।
 বাদান্তরাশ্চো মন্ত্রফিণ্ডবিকৃতঃ সোমশোণিতঃ ॥

জন্ম, সুর, অসুর, নর, উরগ ও রাক্ষসাদি
 সঙ্কৃত বিনষ্ট হইলে ভগবান্ সাগরজলে
 শয়ন করেন। সেই কমলনাভের নাভিপদ্মে
 দেব ঋষি প্রভৃতির উৎপাত হয়। ভগবান্
 প্রসিদ্ধ হুয়াধর্ষ যুদ্ধাভিলাষী মধুকৈটভ দানব-
 ষট্কে অমিত বর প্রদানান্তে নিহত করেন।
 সেই বেদান্তি-প্রসিদ্ধ পুরাতন বিবরণই
 সেই মহান্বার পৌকরনামক প্রাহুর্ভাব।
 ২১—৩১। তদনন্তর বরাহ নামক প্রাহুর্ভাব।
 উশাতে সুরশ্রেষ্ঠ মহান্বা বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ
 করেন। তাঁহার, বেদচতুষ্টয়ই পাদ, যুগ—
 দংষ্ট্রা, ক্রতু—দন্ত, চিভী—মুখ, অগ্নি—জিহ্বা,
 দর্ভ—রোম, অক্ষা—শীর্ষ, অহোরাত্র—নেত্র,
 দিব্য বেদাঙ্গ সকল—কর্ণভূষণ, আজ্য—নাসা,
 স্রব—তুণ্ড ও সামধনি—শর। প্রায়শ্চিত্ত
 তদীয় নথ, পশু—পায়ু, উদগাতা—অস্ত্র,
 হোম—লিঙ্গ, মন্ত্র সকল—ফিণ্ড, সোম—
 শোণিত, বোদ—স্কন্ধ, হবি—গন্ধ, হব্য কব্য
 —বেগ, প্রাণাংগ—কায়, নানা দীক্ষা—হ্যতি,
 দক্ষিণা—হৃদয়, মহাসত্তা—উৎসাহ, উপাঙ্গা—

বেদিস্কন্ধে হবির্গন্ধে হব্যকব্যাত্তিবেগবান্ ।
 প্রাণাংগকায়ো হ্যতিমানানাদীক্ষাতিরাশতঃ ॥
 দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাসত্তমহো মহান্ ।
 উপাঙ্গশ্চৌষ্ঠকচিরঃ প্রবর্ণ্যাবর্ভভূষণঃ ॥ ৩৮
 নানাছন্দোগতিপথো শুছোপনিষদাসনঃ ।
 ছায়াপত্রীসহায়োহসৌ মণিশৃঙ্গ ইবোখিতঃ ॥ ৩৯
 মহৌঃ সাগরপর্যন্তাঃ শৈলবনকাননাম্ ।
 একাণবজলভট্টামেকাণবগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪০
 দংষ্ট্রা যঃ সমুদ্রত্যা লোকানাং হিতকাময়া ।
 সহস্রশীর্ষো লোকাশ্চকার জগতীঃ পুনঃ ॥ ৪১
 এবং যজবরাহেণ ভূত্বা ভূতহিতার্থিনা ।
 উদ্ধৃতা পৃথিবী দেবী সাগরাসুধরা পুরা ॥ ৪২
 বারাহ এষ কথিতো নারসিংহস্ততো দ্বিজাঃ ।
 যত্র ভূহা যুগেন্দ্রেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ॥ ৪৩
 পুরা কৃতযুগে নাম সুরারিষ্ণলদর্পিতঃ ।
 দৈত্যানামাদিপুরুষশ্চকার স্রুমহন্তপঃ ॥ ৪৪
 দশ বর্ষসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ ।

ওষ্ঠ, প্রবর্ণ্য—আবর্ভ, বিবিধ স্কন্ধ—গতিপ
 ও শুছ উপনিষৎ সকল—তদীয় আসন।
 সেই মথাকৃতি বরাহমূর্তি মহাতপঃস্বরূপ,
 অতি দ্রুতিমান, কাঙ্ক্ষাসম্পন্ন ও বীজৌষধি-
 রূপ মহাকলোৎপাদক। সেই লোকসকলের
 আদিকর্তা সহস্রশীর্ষ প্রভু লোকহিত-
 কামনায় ছায়াপত্রী পত্রী সহ মণিশৃঙ্গসম
 উদ্ধরূপ বরাহমূর্তি পরিগ্রহপূর্বক একাণব-
 নিমগ্ন সাগরসীমাবিভা শৈল-বন-কাননবতী
 ধরণীকে দংষ্ট্রা দ্বারা উদ্ধার করিয়া পুনরায়
 জগৎ নির্মাণ করেন। পুরাকালে সাগরাসু-
 ধরা ধরা দেবী ভূতহিতার্থী ভগবান্ কর্তৃক
 এইরূপে উদ্ধৃতা হইলেন। ৩২—৪০। এই অব-
 তার বারাহ নামে প্রসিদ্ধ। তারপর নার-
 সিংহ অবতার। হে দ্বিজগণ! ঐ অবতारे
 তিনি যুগেন্দ্ররূপে হিরণ্যকশিপুকে নিহত
 করেন। পূর্বকালে দৈত্যদিগের আদি-
 পুরুষ বলদর্পিত সুরবৈরী হিরণ্যকশিপু
 স্রুমহৎ তপস্তা আরম্ভ করে; সে জপ ও
 উপবাসে নিরত হইয়া মৌনব্রতাবলম্বনে সার্ক

জপোপবাসনিরতস্তত্বে মৌনব্রতব্রতঃ ॥ ৪৫
ততঃ শমদমাত্মাঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যেণ চৈব হি ।
শ্রীতোহভবত্তত্তস্তত্ত তপসা নিয়মেন চ ॥ ৪৬
তং বৈ স্বয়ম্ভূতগবান্ স্বয়মাগম্য ভো দ্বিজাঃ ।
বিমানেনার্কবর্ণেন হংসগুঞ্জন ভাষতা ॥ ৪৭
আদিত্যৈবস্তুভিঃ সার্কঃ মরুত্বৈর্দৈবতৈস্তথা ।
কুর্জৈর্বিষহায়ৈশ্চ যক্ষরাক্ষসকিন্নরৈঃ ॥ ৪৮
নিশাভিঃ প্রদিশাভিঃ নদীভিঃ সাগরৈস্তথা ।
নক্ষত্রৈশ্চ মূর্ত্তৈশ্চ খেচরৈশ্চ মহাগ্রহৈঃ ॥ ৪৯
দেবর্ষিভিস্তপোয়ুগৈঃ সিদ্ধৈর্বিদ্বাভিরেব চ ।
রাজর্ষিভিঃ পুণ্যাত্মৈর্মগন্ধর্ষৈরপ্সরোগণৈঃ ॥ ৫০
চরাচরশূকঃ শ্রীমান্ বৃতঃ সর্কঃ সুরৈস্তথা ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যাঃ শ্রেষ্ঠো দৈত্যঃ বচনমব্রবীৎ ॥ ৫১

ব্রহ্মোবাচ ।

শ্রীতোহস্মি তব ভক্তস্ত তপসানেন সুব্রত ।
বরঃ বরয় ভদ্রস্তে যথেষ্টং কামমাপুহি ॥ ৫২
হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

ন দেবাসুরগন্ধর্ষী ন যক্ষোরগরাক্ষসাঃ ।
ঋষয়ো বাথ মাং শাপৈঃ ক্রুদ্ধা লোকপিতামহ ।
শপেয়ুস্তপস্শু যুক্তা বর এষ বুভো ময়া ॥ ৫৩

একাদশ সহস্র বর্ষ মহাতপস্তা করিল । ভগ-
বান্ স্বয়ম্ভূত তাহার শম, দম, নিয়ম, ব্রহ্মচর্য্য ও
তাড়শ তপস্তায় শ্রীত হইলেন । হে দ্বিজগণ !
চরাচরশূক ব্রহ্মবিদগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ ব্রহ্মা
স্বয়ং তখন হ্যুতিসম্পন্ন অর্কবর্ণ হংসযোজিত
বিমানে আরোহণপূর্ব্বক আদিত্য, বসু, মরুৎ,
কুর্জ, বিষদেব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, দিকৃ,
বিদিকৃ, নদী, সাগর, নক্ষত্র মূর্ত্ত, খেচর,
গ্রহ, দেবর্ষি, তপোয়ুগ, সিদ্ধ, বিদ্বান্, রাজর্ষি,
পুণ্যাচ্ছা, গন্ধর্ষ, অপ্সরা, ও সমস্ত সুরগণে
পরিবৃত্ত হইয়া সেই দৈত্যকে এই কথা কহি-
লেন যে,—হে সুব্রত ! ভক্ত তুমি; তোমার
এই তপস্তায় আমি শ্রীত হইয়াছি; বর গ্রহণ
কর; তোমার কুশল হউক; যথেষ্ট কামনা
প্রাপ্ত হও । হিরণ্যকশিপু বলিল,—হে
লোকপিতামহ ! দেব, অসুর, গন্ধর্ষ, যক্ষ,
ঔরগ, রাক্ষস অথবা তপস্বী ঋষিগণ কেহই

ন শস্তুগ ন বাস্তুগ গিরিণা পাদপেন বা ।
ন শুক্লেন ন চাত্রেণ ন চৈবোর্কি ন চাপাধঃ ।
পাণিপ্রহারেণৈকেন সত্য্যবলবাহনম্ ।
যো মাং নাশয়িতুং শক্তঃ স মে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি
ভবেয়মহমেবার্কঃ সোমো বায়ুর্হতাশনঃ ।
সলিলকান্তরিক্ষঞ্চ আকাশকৈব সর্কশঃ ॥ ৫৬
অহং ক্রোধশ্চ কামশ্চ বরুণো বাসবো যমঃ ।
ধনদশ্চ ধনাধ্যক্ষো যক্ষঃ কিস্পুকষাধিপঃ ॥ ৫৭
ব্রহ্মোবাচ ।
এতে দিব্যা বরাস্তাত ময়া দস্তান্তবাহুভাঃ ।
সর্কান্ কামানিমাংস্তাত প্রাপ্স্যসি ত্বং ন সংশয়ঃ
ব্যাস উবাচ ।

এবমুক্তা তু ভগবান্ জগমাণ্ড পিতামহঃ ।
বৈরাজঃ ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ৫৮
ততো দেবাশ্চ নাগাশ্চ গন্ধর্ষী যুনয়স্তথা ।
বরপ্রদানঃ ক্রতুর্হব পিতামহমুপস্থিতাঃ ॥ ৫৯

ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করিতে
পারিলে না । শনু, অসু, গিরি, পাদপ, ও
শুক বা অর্জ পদার্থ দ্বারা কিছা উর্কে বা
অধোভাগে আমার মৃত্যু হইবে না । পরন্তু যে
জন একটা পাণিপ্রহারে ভৃত্য-বল-বাহন সহ
আমাকে নাশ করিতে সক্ষম, সেই আমার
মৃত্যু বিধান করিতে পারিবে । আমিই সূর্য্য,
সোম, বায়ু, হতাশন, সলিল, আকাশ ইত্যাদি
সকল এবং কাম, ক্রোধ, বরুণ, বাসব, যম,
ধনদ, ধনাধ্যক্ষ, যক্ষ, কিস্পুকষাধিপাদি সম-
স্তই আমি হইব, ইহাই আমার বর প্রার্থনা ।
৪১—৫৭ । ব্রহ্মা বলিলেন,—তাত ! আমি
তোমাকে এই সমস্ত দিব্য অদ্ভুত বর প্রদান
করিতাম । আমার প্রসাদে তুমি এই সমস্ত
কামই প্রাপ্ত হইবে; সংশয় নাই ।
ব্যাস বলিলেন,—ভগবান্ পিতামহ এত-
রূপ বলিয়া ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত বৈরাজ-ধামে
প্রতিগমন করিলেন । তারপর এই বর-
প্রদান করণে দেব, নাগ, গন্ধর্ষ ও যুনিগণ
মিলিত হইয়া পিতামহসমীপে উপস্থিত হই-

দেবা উচুঃ ।

বরেণানেন ভগবন্ বাধিষ্যতি স নোহস্মরঃ ।

তৎপ্রসীদাণ্ড ভগবন্ বধোহপ্যস্ত বিচিন্ত্যতাম্ ।

ভগবন্ সৰ্বভূতানাং স্বয়ম্ভুতাদিকৃৎ প্রভুঃ ।

অষ্টা চ হব্যকব্যানামব্যক্তাঃ প্রকৃতিৰ্ভবম্ ॥৬২

ব্যাস উবাচ ।

ততো লোকহিতং বাক্যং ব্রহ্মা দেবঃ

প্রজাপতিঃ ।

প্রোবাচ ভগবান্বাক্যং সৰ্বদেবগণাংস্তদা ॥৬৩

ব্রহ্মোবাচ ।

অবশ্যং ত্রিদিশাস্তেন প্রাপ্তব্যং তপসঃ কলম্ ।

তপসোহস্তে চ ভগবান্বধঃ বিষ্ণুঃ করিষ্যতি ॥

ব্যাস উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা সুরাঃ সৰ্বা বাক্যং পঞ্চজজ্ঞঘ্ননঃ ।

অনি স্থানানি দিব্যানি জগ্মুস্তে বৈ মুদাধিতাঃ

লক্ষ্মাত্রে বরে চাপি সৰ্বাঃ সোহবাধত প্রজাঃ

হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো বরদানেন দর্পিতঃ ॥ ৬৬

আশ্রমেষু মহাভাগান্মুনীন্ বৈ সংশিতব্রতান্ ।

সত্যধর্ম্মব্রতান্ দান্তাংস্তদা ধধিতবাংস্তথা ॥৬৭

লেন। তাঁহারা বলিলেন,—ভগবন্! এই বর দ্বারা সেই অসুর আমাদিগের উৎপীড়ন করিবে; অতএব আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন; ইহার বধোপায় চিন্তা করুন। ভগবন্! আপনি স্বয়ম্ভু, সৰ্বভূতের আদিকর্তা, প্রভু, হব্য-কব্যের অষ্টা, প্রকৃতি, অব্যক্ত ও সর্দৈকরূপ। ব্যাস বলিলেন,—লোক-হিতকর এই বাক্য শ্রবণান্তে ভগবান্ প্রজাপতি দেব তখন সৰ্ব-দেবগণকে বলিলেন,—ত্রিদিগগণ! এ অসুর তপস্তার ফল অবশ্যই পাইবে; কিন্তু তপস্তা কয় পাইলে ভগবান্ বিষ্ণু ইহাক্রোধ করিবেন। ৫৮—৬৪। ব্যাস বলিলেন,—পঞ্চজজ্ঞয়া ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণে সেই সুরগণ সকলে আনন্দিত-চিত্তে খীয খীয দিব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। দৈত্য হিরণ্যকশিপু বরলাভ মাত্র দর্পিত হইয়া সমস্ত প্রজার পীড়া জগ্মাইতে লাগিল। সেই মহাবল অসুর তখন আশ্রমসমূহে মহা-

ত্রিদিবস্বাস্তদা দেবান্ পরাজিত্য মহাবলঃ ।

ত্রৈলোক্যং বশমানীয স্বর্গে বসতি সোহস্মরঃ ॥

যদা বরমদোন্নতো বিচরন্ দানবো ভূবি ।

যজ্ঞীয়ানকরোদ্দৈত্যানযজ্ঞীয়াণ্ড দেবতাঃ ॥৬৯

আদিত্যা বসবঃ সাধ্যা বিধে চ মরুতস্তথা ।

শরণ্যঃ শরণং বিষ্ণুপুতস্থূর্নহাবলম্ ॥৭০

দেবত্রয়ময়ং যজ্ঞঃ ব্রহ্মদেবঃ সনাতনম্ ।

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ প্রভুঃ লোকনমস্কৃতম্ ।

নারায়ণং বিভুং দেবঃ শরণ্যং শরণং গতাঃ ॥

দেবা উচুঃ ।

ত্রায়স্ব নোহস্ত দেবেশ হিরণ্যকশিপোর্ভগ্নাৎ ।

তুং হি নঃ পরমো দেবস্বঃ হিনঃ পরমো গুরুঃ

স্বং হি নঃ পরমো ধাতা ব্রহ্মাদীনাং সুরোত্তম

উৎকৃষ্টামলপত্রাক্ষ শত্রুপক্ষক্ষয়কর ।

ক্ষয়ায় দিতিবংশস্ত শরণং তুং ভবস্ব নঃ ॥ ৭৬

ভাগ, সংশিতব্রত, সত্যধর্ম্মব্রত, দমণ্ডাধিত মুনিদিগকে ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল এবং ত্রিদিববাসী সুরগণকে পরাজয়পূর্বক ত্রৈলোক্য নিজ বশীভূত করিয়া স্বর্গে বাস করিতে লাগিল। সেই বরমদোন্নত দানব ভূতলে বিচরণ করত যখন দৈত্যদিগকে যজ্ঞ-ভাগভোজী এবং দেবতাগণকে যজ্ঞভাগহীন করিল, তখন আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্বদেব ও মরুতেরা যাইয়া আশ্রিতপালক মহাবল বিষ্ণুর শরণ লইলেন। দেবগণ সেই দেবত্রয়ময়, যজ্ঞরূপী, ব্রহ্মদেব, সনাতন; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সৰ্ব-ভূতাত্মক, লোকনমস্কৃত, প্রভু, বিভু, দেব নারায়ণকে শরণপ্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—হে দেবেশ! হিরণ্যকশিপুর ভয় হইতে আমাদিগকে অদ্য পারত্যাগ করুন। হে সুরোত্তম! তুমিই আমাদিগের পরম দেব, তুমিই আমাদিগের পরম গুরু, তুমিই ব্রহ্ম-প্রমুখ আমাদিগের পরম ধাতা; হে উৎকৃষ্ট-কমলাক্ষ, শত্রুপক্ষক্ষয়কর! দিতিবংশের ক্রয় নিমিত্ত তুমি আমাদিগের রক্ষক হও।

বাসুদেব উবাচ।

ভয়ং ত্যজধ্বমমরা অভয়ং বো দদাম্যহম্।
তথৈব ত্রিদিবং দেবাঃ প্রতিলপ্যথ মা চিরম্ ॥
এবোহং সগণং দৈত্যং বরদানেন দর্পিতম্।
অবধ্যমমরেন্দ্রাণাং দানবেন্দ্রং নিহন্তি তম্ ॥ ৭৫
ব্যাস উবাচ।

এবমুক্তা তু ভগবান্ বিস্মজ্য ত্রিদিবেশ্বরান্
হিরণ্যকশিপোঃ স্থানমাজগাম মহাবলঃ ॥ ৭৬
নরশার্দ্ধতমুং কুহা সিংহশার্দ্ধতমুং প্রভুঃ।
নারসিংহেন বপুষা পাণিং সম্পৃষ্ঠ্য পাণিনা ॥ ৭৭
ঘনজীমূতসঙ্কাশো ঘনজীমূতনিশ্বনঃ।
ঘনজীমূতদীপ্তোজা জীমূত ইব বেগবান্ ॥ ৭৮
দৈত্যং সোহতিবলং দৃষ্ট্বা দৃপ্তশার্দূলবিক্রমঃ।
দৃষ্টেদৈত্যগণৈর্গুপ্তং হতবানেকপাণিনা ॥ ৭৯
নৃসিংহ এষ কথিতো ভূয়োহয়ং বামনঃ পরঃ।
যত্র বামনমাস্থায় রূপং দৈত্যাবিনাশনম্ ॥ ৮০

বাসুদেব বলিলেন,—ওহে অমরগণ! ভয়
ত্যাগ কর; আমি তোমাদিগকে অভয়
দিতেছি; হে দেবগণ! তোমরা আবার
অল্পকাল মধ্যেই পূর্ববৎ ত্রিদিব লাভ করিতে
পারিবে। এই আমি, বরদানে গর্জিত ও
অমরেন্দ্রগণের অবধ্য সেই দৈত্যকে অমর-
গণ-সহ নিহত করিতেছি।—৭৫। ব্যাস
বলিলেন,—সেই মহাবল প্রভু ভগবান্ এই
বলিয়া ত্রিদিবেশ্বরদিগকে বিদায় দিয়া অর্দ্ধ-
শরীর নরাকার ও অর্দ্ধশরীর সিংহসদৃশ—
নর-সিংহ-দেহ ধারণ করিলেন। সেই দেহের
কান্তি ঘন মেঘ-সম, উহার স্বরও ঘনমেঘ-
স্বরসম গম্ভীর, তেজও ঘনমেঘ দীপ্তি-
সম এবং বেগও মেঘ সম হইল। তিনি
কর দ্বারা কর নিষ্পেষণ করত হিরণ্যকশিপু-
র সমীপে আগমন করিলেন। দৃপ্ত শার্দূল-
বিক্রম সেই হরি, দৃপ্ত দৈত্যগণে পরিব্রজিত
অতি বলবান্ হিরণ্যকশিপুকে দেখিতে
পাইয়া এক পাণিগ্রহণেই মিহত করিলেন।
৭৬—৭৯। এই নৃসিংহ অবতার कहিলাম।
অতঃপর বামন অবতার। পুরাকালে সেই

বলের্বলবতো যজ্ঞে বলিনা বিষ্ণুনা পুরা।
বিক্রমৈর্হিতিরকোভ্যাঃ ক্ৰোধভিত্তান্তে
মহানুরাঃ ॥ ৮১
বিপ্রচিহ্নিঃ শিবঃ শঙ্করয়ঃশঙ্কুতথৈব চ।
অয়ঃশিরা অশ্বশিরা হয়গ্রীবশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৮২
বেগবান্ কেতুমানুগ্রঃ সোগ্রব্যাগ্রো মহানুরাঃ।
পুঙ্করঃ পুঙ্কলশ্চৈব সাধোহশ্বপতিরৈব চ ॥ ৮৩
প্রহ্লাদঃ শ্বপতিঃ কুন্তঃ সংহ্রাদো গমনপ্রিয়ঃ
অনুহ্রাদো হরিহরয়ো বারাহঃ সংহরোহনুরজঃ।
শরভঃ শলভশ্চৈব কুপথঃ ক্রোধনঃ ক্রথঃ।
বৃহৎকৌর্ভির্নহাজিহ্মঃ শঙ্কুকর্ণো মহান্বনঃ ॥ ৮৫
দৌপ্তজিহ্বোহর্কনয়নো যুগপাদো যুগপ্রিয়ঃ।
বায়ুর্গরিষ্ঠো নমুচিঃ শশ্বরো বিষ্করো মহান্ ॥ ৮৬
চন্দ্রহস্তা ক্রোধহস্তা ক্রোধবর্দ্ধন এব চ।
কালকঃ কালকোপশ্চ বৃহৎ ক্রোধো বিরোচনঃ
গরিষ্ঠশ্চ বরিষ্ঠশ্চ প্রলহনয়কাবুভো।
ইন্দ্রতাপনবাতাপী কেতুমান্ বলদর্পিতঃ ॥ ৮৮
অসিলোমা পুলোমা চ বাঙ্কলঃ প্রমদো মদঃ।
শ্মশ্রুঃ কালবদনঃ করালঃ কেশিরৈব চ ॥ ৮৯
একাক্ষশ্চেন্দ্রহা রাহুঃ সংহ্রাদঃ অমরঃ শ্বনঃ।
শতদ্বীচক্রহস্তাশ্চ তথা মুঘলপাণয়ঃ ॥ ৯০

অবতারে ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যবিনাশক
বামনমুর্তি পরিগ্রহ করিয়া বলবান্ বলির
যজ্ঞে গমনপূর্বক তত্রত্য আকোভ্য মহানুর-
দিগকে ক্ৰোধিত করেন। তখন বিপ্রচিহ্নি,
শিব, শঙ্কু, অয়ঃশঙ্কু, অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা,
বীৰ্য্যবান্ হয়গ্রীব, বেগবান্ কেতুমান্, উগ্র,
মহানুর উগ্রব্যগ্র, পুঙ্কর, পুঙ্কল, সাধ,
অশ্বপতি, প্রহ্লাদ, শ্বপতি, কুন্ত, সংহ্রাদ,
গমনপ্রিয়, বায়ু, গরিষ্ঠ, নমুচি, শশ্বর, মহাকায়
বিষ্কর, চন্দ্রহস্তা, ক্রোধহস্তা, ক্রোধবর্দ্ধন,
কালক, কালকোপ, বৃহৎ ক্রোধ, বিরোচন,
গরিষ্ঠ, বরিষ্ঠ, প্রলহ, নরক, ইন্দ্রতাপন,
বাতাপি, বলদর্পিত কেতুমান্, অসিলোমা,
পুলোমা, বাঙ্কল, প্রমদ, মদ, শ্মশ্রু, কাল-
বদন, করাল, কেশি, একাক্ষ, ইন্দ্রহা, রাহু,
সংহ্রাদ, অমর, শ্বন; এই সকল বিখ্যাত

অশ্বরূপযুধোপেতা ভিন্দিপালাযুধাস্তথা ।
 শূলোলুখলহস্তাশ্চ পরশধধরাস্তথা ॥ ৯১
 পাশমুদগারহস্তাশ্চ তথা পরিঘপাণয়ঃ ।
 মহাশিলাপ্রহরণাঃ শূলহস্তাশ্চ দানবাঃ ॥ ৯২
 নানাপ্রহরণা ঘোরা নানাবেশা মহাবলাঃ ।
 কুর্শকুটবক্রাশ্চ শশোলুকযুধাস্তথা ॥ ৯৩
 ধরোষ্ট্রবদনাস্চৈব বরাহবদনাস্তথা ।
 মার্জ্জারশিখিবক্রাশ্চ মহাবক্রাস্তথা পরে ॥ ৯৪
 নক্রমেঘাননাঃ শূরা গোজাবিমহিষাননাঃ ।
 গোধাশলকিবক্রাশ্চ ক্রোড়িবক্রাশ্চ দানবাঃ ॥
 আখুদ্রদ্রবক্রাশ্চ ঘোরা বৃকযুধাস্তথা ।
 ভীমা মকরবক্রাশ্চ ক্রোড়বক্রাশ্চ দানবাঃ ॥
 অশ্বাননাঃ খরমুগা ময়ূরবদনাস্তথা ।
 গজেন্দ্রচর্ম্মবসনাস্তথা কৃষ্ণাজিনাধরাঃ ॥ ৯৭
 চীরসংবৃতগাত্ৰাশ্চ তথা নীলকবাসসঃ ।
 উকীষিণো মুকুটিনস্তথা কুণ্ডলিনোহসুরাঃ ॥
 কিরীটিনো লম্বশিখাঃ কম্বুগ্রীবাঃ সুবর্চসঃ ।
 নানাবেশধরা দৈত্য নানামাল্যানুলেপনাঃ ॥
 স্বাস্ত্রাযুধানি সংগৃহ্য প্রদীপ্তানি চ তেজসা ।
 ক্রমমাণঃ হৃষীকেশমুপাবর্তন্ত সর্বশঃ ॥ ১০০
 প্রমথ্য সর্পান দৈত্যেয়ান্ পাদহস্ততলৈর্বিভূঃ ।

দানব এবং আরও কত কুর্শ, কুটুট, শশ, উলুক, খর, উষ্ট্র, বরাহ, মার্জ্জার, ময়ূর, নক্র, মেঘ, গো, অজ, মহিষ, গোঘা, শলকী, শূগাল, মুষিক, ভেক, বৃক, মকর, ক্রোড় ও অশ্ব প্রভৃতির স্তায় মুখশালী দৈত্য, কত গজচর্ম্ম, কৃষ্ণাজিন, চীর ও নীলবসনধারী দানব; কত লম্বশিখা, কম্বুগ্রীব, উজ্জলকায় অসুর; কত উকীষ, মুকুট, কুণ্ডল, কিরীটাদি-ভূষিত, নানাবেশধারী, নানা মাল্যানুলেপনযুক্ত মহাবল দৈত্য; শতগ্রী চক্র, মুঘল, অশ্বঘ্র, ভিন্দিপাল, শূল, শূলোলুখল (অশ্ববিশেষ), পরশু, পাশ, মুদগার, পরিঘ, ও মহাশিলা প্রভৃতি নিজ নিজ বিবিধ প্রদীপ্ত অস্ত্রশস্ত্র হস্তে লইয়া সকলেই সেই স্থলে বিচরণকারী হৃষীকেশকে বেষ্টন করিল । ৮০—১০০। কিন্তু সেই বিষ্ণু বাহ্নন, অত্যন্তকাল

রূপঃ কৃষ্ণা মহাভীমঃ জহারাণ্ড স মেদিনীম্ ॥
 তন্ত বিক্রমতো ভূমিং চন্দ্রাদিত্যৌ স্তনাস্তরে
 নভঃ প্রক্রমমাণস্ত নাত্যাং কিল তথা স্থিতৌ ॥
 পরমাক্রমমাণস্ত জাহ্নুদেশে ব্যবহিতৌ ।
 বিষ্ণোরমিতবীৰ্য্যস্ত বদন্ত্যেবঃ দ্বিজাতয়ঃ ॥
 হুহা স মেদিনীঃ কুৎস্রাঃ হুহা চানুরপুঙ্গবান্
 দদৌ শক্রায় বসুধাং বিষ্ণুর্বলবতাং বরঃ ॥ ১০৪
 এষ বো বামনো নাম প্রাত্তুর্ভাবো মহাশ্বনঃ ।
 বেদবিক্তির্বিজৈরেষতঃ কথ্যতে বৈষ্ণবঃ যশঃ ॥
 ভূয়ো ভূতাস্তনো বিষ্ণোঃ প্রাত্তুর্ভাবো মহাশ্বনঃ
 দত্তাত্রেয় ইতি খ্যাতঃ ক্রময়া পরয়া যুতঃ ॥ ১০৬
 তেন নষ্টেষু বেদেষু প্রক্রিয়ান্ন মথেষু চ ।
 চাতুর্বর্ণ্যে চ সঙ্কীর্ণে ধর্ম্মে শিথিলতাং গতে ॥
 অতিবর্দ্ধতি চাধর্ম্মে সত্যে নষ্টেহনৃত্তে স্থিতে ।

মধ্যেই মহা ভীমমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পদ হস্ততল
 প্রহারে সেই দৈত্যগণকে মথিত করিয়া
 মেদিনী হরণ করিলেন । সেই অমিতবীৰ্য্য
 বিষ্ণু বিক্রম প্রকাশে নিজ দেহ বর্দ্ধিত
 করিয়া ভূতল আক্রমণ করিলে তখন চন্দ্র-
 সূর্য্য তদীয় স্তনান্তরে অবস্থিত হইল; পরে
 যে সময় নভোমণ্ডল আক্রমণ করিলেন,
 তখন উহার নাত্তিদেশে রহিল; আর
 শেষে তাহার ঠাঁহার জাহ্নুদেশে অবস্থান
 করিল । দ্বিজাতিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন
 যে, বলবান্গণের প্রধান বিষ্ণু এইরূপে অসুর-
 পুঙ্গবগণকে হনন করিয়া ধনরত্নপূর্ণা সমগ্র
 মেদিনী আহরণপূর্ব্বক ইন্দ্রকে প্রদান
 করেন । মহাশ্বা বিষ্ণুর এই বামননামক
 প্রাত্তুর্ভাব আপনাদিগের নিকট বর্ণন
 করিয়াম । বেদবিদ্ দ্বিজগণ এই বৈষ্ণব
 মহিমা কীর্ত্তন করেন । ১০১—১০৫ । অতঃপর
 ভূতাস্ত্রা মহাশ্বা বিষ্ণুর দত্তাত্রেয় নামক
 অতীব ক্রমাগতসম্পন্ন অবতার । কালবশে
 অধর্ম্ম বৃদ্ধিলাভ করায় ধর্ম্ম যখন শিথিলতা
 প্রাপ্ত ও আকুলিত হইয়াছিল; বেদ
 নষ্ট, মথ ও উপাসনাপ্রক্রিয়াসকল লুপ্ত,
 চাতুর্বর্ণ-ব্যবস্থা সঙ্কীর্ণ, সত্য বিলুপ্ত ও

প্রজাসু শীৰ্ষমাণাসু ধৰ্মে চাকুলতাঃ গতে ।
 সযজ্ঞাঃ সক্রিয়া বেদাঃ প্রত্যানীতা হি তেন বৈ
 চাতুৰ্ণ্যমসকীর্ণাঃ কৃতঃ তেন মহাশ্বনা ॥ ১০২
 তেন হৈহয়রাজস্ত কৰ্ত্তবীৰ্য্যস্ত ধীমতঃ ।
 বরদেন বরো দত্তো দত্তাত্রেয়েণ ধীমতা ॥ ১১০
 এতদ্বাহুদয়ঃ যন্তে তন্তে মম কৃতে নৃপ ।
 শতানি দশ বাহুনাঃ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥
 পালয়িষ্যসি কুৎসাক বসুধাঃ বসুধেশ্বর ।
 হ্রনিরীক্যোহরিবৃন্দানাং যুদ্ধস্থচ ভবিষ্যসি ॥
 এষ বো বৈকবঃ ক্রীমান্ প্রাহৃত্যবোহুতঃ শুভঃ
 ভূয়শ্চ জামদগ্ন্যোহয়ঃ প্রাহৃত্যবো মহাশ্বনঃ ॥
 যত্র বাহুসহশ্রেণ দ্বিষতাঃ দুৰ্জয়ঃ রণে ।
 রামোহৰ্জুনমনীকস্থঃ জঘান নৃপতিঃ প্রভুঃ ॥
 রথস্থঃ পার্থিবঃ রামঃ পাতয়িত্বার্জুনং ভুবি ।
 ধৰ্ম্ময়িত্বার্জুনং রামঃ ক্রোশমানঞ্চ মেঘবৎ ॥
 কুৎসং বাহুসহশ্রঞ্চ চিচ্ছেদ ভৃগুনন্দনঃ ।

অনৃত বর্জিত হওয়ায় প্রজা সকল ক্রিয়মাণ
 হইতেছিল; তখন সেই মহাশ্বা যজ্ঞ ও
 প্রক্রিয়া সহ বেদ সকলের পুনরুদ্ধার
 করিয়া চাতুৰ্ণ্য ব্যবহার সাক্ষীর্ণতা নিরাকৃত
 করেন। সেই ধীমান্ দত্তাত্রেয়, বুদ্ধিমান্
 হৈহয়রাজ কৰ্ত্তবীৰ্য্যকে এই বর প্রদান
 করেন যে,—হে নৃপ! আমার প্রসাদে
 তোমার এই বাহুদয় দশশত বাহু হইবে,
 সংশয় নাই; হে বসুধেশ্বর! তুমি সমগ্র
 বসুধা পালন করিবে, এবং ক্রান্ত্বলে
 অরিবৃন্দের হ্রনিরীক্য হইবে। আপনা-
 দিগের নিকটে বিষ্ণুর এই শুভ ক্রীমান্
 অঙ্কুত প্রাহৃত্যব বলিলাম। তারপর সেই
 মহাশ্বার জামদগ্ন্যনামক প্রাহৃত্যব এই
 বলিতেছি,—যে অবতারে প্রভু জমদগ্নি-
 তনয় রাম, সহস্রবাহু, রণ-দুৰ্জয় অৰ্জুন নৃপ-
 তিকে অনৌকমধ্যে হনন করেন। ভৃগুনন্দন
 রাম রণস্থলে সেই অৰ্জুন ভূপতিকে ভূপা-
 তিত করিয়া দীপ্ত কুঠার দ্বারা মেঘবৎ সেই
 চীৎকারকারী নরপতির বাহুসহস্র চ্ছেদন-
 পুষ্কর জাতিগণ সহ তদীয় নিধন সাধন

পরবধেন দীপ্তেন জাতিভিঃ সধিতস্ত বৈ ॥
 কীর্ণা কত্রিয়কোটিভির্বেকুমন্দরভূষণা ।
 ত্রিঃসপ্তকুহুঃ পৃথিবী তেন নিঃকত্রিয়া কৃতা ॥
 কুহু নিঃকত্রিয়াঃ চৈনাঃ ভার্গবঃ সুমহাযশাঃ ।
 সৰ্পপাপবিনাশায় বাজ্রমেধেন চেষ্টেবান্ ॥ ১১৮
 যামিন্ যজ্ঞে মহাদানে দক্ষিণাঃ ভৃগুনন্দনঃ ।
 মারীচায় দদৌ ক্রীতঃ কস্তপায় বসুধরান্ ॥
 বারণাঃস্তরগান্ শুভান্ রথাস্ত রথিনাঃ বরঃ ।
 হিরণ্যমক্ষয়ঃ ধেহুর্গজেন্দ্রাস্ত মহীপতিঃ ॥ ১২০
 দদৌ তামিন্ মহাযজ্ঞে বাজ্রমেধে মহাযশাঃ ।
 অদ্যাপি চ হিতার্থায় লোকানাং ভৃগুনন্দনঃ ॥
 চরমাণস্তপো ঘোরং জামদগ্ন্যঃ পুনঃ প্রভুঃ ।
 আস্তে বৈ দেববজ্রীমান্ মহেন্দ্রে পরিতোস্তমে
 এষ বিকোঃ সুরেশস্ত শাশ্বতস্তাব্যয়স্ত চ ।
 জামদগ্ন্য ইতি খ্যাতঃ প্রাহৃত্যবো মহাশ্বনঃ ॥
 চতুর্বিংশ যুগে বাপি বিশ্বামিত্রপুরঃসরঃ ।
 জজ্ঞে দশরথস্তাথ পুত্রঃ পদ্মায়তেক্ষণঃ ॥ ১২৪

বরিয়াছিলেন। সেই রামকর্তৃক নিহত কত্রিয়-
 কোটি দ্বারা এই মেরুমন্দরভূষণ। মেদিনী
 আকীর্ণ হইয়াছিল। তিনি একবিংশতি-
 বার পৃথিবীকে নিঃকত্রিয়া করিয়াছিলেন।
 সুমহাযশা ভার্গব রাম পৃথিবীকে উক্তরূপ
 নিঃকত্রিয়া করিয়া সৰ্পপাপবিনাশার্থ বাজ্র-
 মেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভৃগুনন্দন
 সেই যজ্ঞোপলক্ষে মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়া
 ক্রীতি সহকারে সমগ্র পৃথিবী কস্তপকে
 দক্ষিণা প্রদান করেন। সেই মহাযশা রথিবর
 মহীপতি ভৃগুনন্দন উক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞকালে
 শুভ হস্তী, অশ্ব, রথ ও অক্ষয় হিরণ্যাদি
 বিবিধ ধনও দান করিয়াছিলেন। সেই
 ক্রীমান্ প্রভু অদ্যাপি লোকাহিতকামনায়
 মহেন্দ্রে গিরিবরে ঘোর তপস্তা আচরণ করত
 বিরাজমান রহিয়াছেন। শাশ্বত অব্যয় সুরে-
 শ্বর মহাশ্বা বিষ্ণুর জামদগ্ন্যনামক বিখ্যাত
 প্রাহৃত্যব বর্ণন করিলাম। ১০৬—১২৩।
 অনন্তর চতুর্বিংশ যুগে সেই পদ্মায়তেক্ষণ
 ভগবান্ বিষ্ণু দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ

কৃত্বাশ্বানং মহাবাহুচতুর্দ্বা প্রভুরীশ্বরঃ ।
 লোকে রাম ইতি খ্যাতস্তেজসা ভাস্করোপমঃ
 প্রসাদনার্থং লোকস্ত রক্ষসাং নিগ্রহায় চ ।
 ধর্মশ্চ চ বিবুদ্ধার্থং জজ্ঞে তত্র মহাযশাঃ ॥ ১২৬
 তমপ্যাহর্নয়ন্ত্যে সর্বভূতহিতে রতম্ ।
 যঃ সমাঃ সর্বধর্মজ্ঞশ্চতুর্দশ বনেহবসৎ ॥ ১২৭
 লক্ষ্মণাহুরো রামঃ পিতৃরাজ্যাপরো দ্বিজাঃ ।
 চতুর্দশ বনে তপ্তা তপো বর্ষণ রাঘবঃ ॥ ১২৮
 গৃহিণী তস্ত পার্শ্বা সীতেতি প্রথিতা জনৈঃ ।
 পুর্ধোদিতা তু যা লক্ষ্মীর্ভারমমুগচ্ছতি ॥
 জনস্থানে বসন্ কার্যং জিহ্মশানাং চকার সঃ ॥
 তস্তাপকারিণং ক্রুরং পৌলস্ত্যং মমুজ্বভঃ ।
 সীতায়াঃ পদমবিক্ষুরিজীবান মহাযশাঃ ॥ ১৩১
 দেবানুরগণানাক্ষ যক্ষা কসভোগিনাম্ ।
 যত্রাবধ্যাঃ রাক্ষসেশ্বরাবণা যুধি দুর্জয়ম্ ॥
 যুক্তং রাক্ষসকেটী ভনীলজ্ঞনচয়োপমম্ ।
 ত্রৈলোক্যভাবণং ক্রুরং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥

হয়েন । উক্ত অবতারে প্রভু ঈশ্বর, লোকের
 পালন, রাক্ষসগণের নিধন ও ধর্মের বর্দ্ধন
 সাধনার্থ আশ্বাকে চতুর্দ্বা বিভক্ত করিয়া
 উৎপন্ন হয়েন এবং লোকে স্বর্ধ্যসম তেজস্বী,
 মহাবাহু, বিদ্যামিজশিষ্য রাম নামে খ্যাতি-
 লাভ করেন । তিনি সতত সর্বভূতের হিতে
 নিরত ছিলেন । হে দ্বিজগণ ! সর্বধর্মজ্ঞ
 রাম, পিতার রাজ্যপালনার্থ লক্ষ্মণ সহ
 চতুর্দশ বর্ষ বনবাসে থাকিয়া তপস্তা
 আচরণ করিয়াছিলেন । পূর্বে যে বিদু-
 পত্নী লক্ষ্মীর কথা বলিয়াছি ; তিনি সেই
 রামের সীতা নামী পার্শ্বচারিণী গৃহিণী হইয়া
 পতির অমুগমন করেন । রাম জনস্থানে
 বাণপূর্বক জিহ্মশণের মহৎ কার্য সাধন
 করেন । সেই মহাযশা মমুজ্বভ রাম,
 সীতার উদ্ধারমানসে ক্রুর রাক্ষস-রাবণকে
 নিহত করেন । সেই ভূতপতি রাম,—সুর,
 অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, উরগাদির অবধ্য,
 দুর্জয়, দুর্হৃদ, দৃষ্ট, শার্দ্দূলসম-বিক্রান্ত, সুর-
 গণের দুর্নিরীক্য, বরদান-গর্ভিত, ত্রৈলোক্য-

দুর্জয়ঃ দুর্হৃদঃ দৃষ্টঃ শার্দ্দূলসমবিক্রমম্ ।
 দুর্নিরীক্যঃ সুরগণৈর্বরদানেন দর্পিতম্ ।
 জঘান সচিবেঃ সার্কং সসৈন্তং রাবণং যুধি ॥
 মহাভ্রগণসঙ্কাশং মহাকায়ং মহাবলম্ ।
 রাবণং নিজস্থানান্ত রামো ভূতপতিঃ পুরা ॥
 সুরগ্ৰীবস্ত কতে যেন বানরেন্দ্রো মহাবলঃ ।
 বালী বিনিহতঃ সংখ্যে সুরগ্ৰীবশ্চাভিষেচিতঃ ॥
 মধোশ্চ তনয়ো দৃষ্টো লবণো নাম দানবঃ ।
 হতো মধুবনে বীরো বরমস্তো মহাসুরঃ ॥ ১৩৭
 যজ্ঞবিষকরো যেন মুনীনাং ভাবিতাশ্বনাম্ ।
 মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বলেন বলিনাং বরো ॥ ১৩৮
 নিহতো চ নিরস্তো চ কতো তেন মহাশ্বনা ।
 সমরে যুদ্ধশৌণ্ডেন তথাস্তে চাপি রাক্ষসাঃ ॥
 বিরোধশ্চ কবন্ধশ্চ রাক্ষসৌ ভৌমবিক্রমৌ ।
 জঘান পুরুষব্যাত্রো গন্ধর্বৌ শাপমোহিতৌ ॥
 হতাশনার্কাণ্ডতড়িদ্গুণাভৈঃ
 প্রতপ্তজাশ্বনদচিত্রপুটৈঃ ।
 মহেন্দ্রবজ্রাণিতুল্যসারৈ
 রিপুন স রামঃ সমরে নিজয়ে ॥ ১৪১

পীড়ক, ক্রুর, মহাবল, মহাকায়, নীলাঙ্গন-
 চয়োপম, মহামেষসঙ্কাশ, রাক্ষসেশ, রাবণকে
 বহুকোটিরাক্ষস পরিত্যক্ত-সৈন্ত-সচিবাদিসহ মহা-
 যুদ্ধে অল্পকাল মধ্যেই নিহত করিয়া-
 ছিলেন । তিনি সুরগ্ৰীবের অহরোধে
 রণস্থলে মহাবল বানরেন্দ্র বালীকে হত্যা-
 পূর্বক তদীয় রাজ্যে সুরগ্ৰীবকে অভিষিক্ত
 করেন । তৎকর্তৃক মধুবনে মধুতনয়, বীর,
 বরমন্ত, দৃষ্ট লবণ নামক দানব ও বিনাশিত
 হয় । সেই মহাশ্বা পুতাস্বা মুনিগণের যজ্ঞ-
 বিষকারী, মহাবলবান মারীচ ও সুবাহুকে
 বাণ প্রহারে নিরস্ত করিয়াছিলেন । তন্নির
 সেই যুদ্ধনিপুণ রাম কর্তৃক সমরে আরও
 অনেকানেক রাক্ষস নিহত হইয়াছিল ।
 পুরুষব্যাত্র রাম ও লক্ষ্মণ, শাপমোহিত
 গন্ধর্ব—রাক্ষসতাপ্রাপ্ত বিরোধ ও কবন্ধকে
 বিনাশ করেন । সেই রাম, সমরে হতাশন,
 ভাস্করিণ ও সৌদামিনীসম প্রভাশালী,

তস্মৈ দত্তানি শস্ত্রাণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ।
বধার্থং দেবশক্রাণাং দুর্ধৰ্শাণাং সুরৈরপি ॥১৪২
বর্তমানে মথে যেন জনকস্ত মহান্বনঃ ।
ভয়ং মাহেশ্বরং চাপং ক্রীড়তা নীলয়া পুরা ॥
এতানি কুহা কৰ্ম্মাণি রামো ধৰ্ম্মভূতাং বরঃ ।
দশাধমেধান্ জারুখ্যানাজহার নিরর্গলান্ ॥১৪৪
নাশ্রয়স্তাশুতা বাচো নাকুলং মারুতো ববৌ ।
ন বিস্তহয়গ্ধাসীদ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
পরিদেবন্তি বিধবা নানার্থাশ্চ কদাচন ।
সৰ্বমাসীচ্ছূভং তত্র রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
ন প্রাণিনাং ভয়ং চাসীজলায়ানিলঘাতজম্ ।
ন চাপি বুদ্ধা বালানাং প্রেতকৰ্ম্মাণি চক্রিরে ॥
ত্রক্ষ পর্য্যচরৎ কত্রঃ বিশস্ত কত্রিয়ে রতাঃ ।
শূদ্রাশ্চৈব হি বর্ণাংস্থান্ শুক্লবস্ত্র্যনহরুতাঃ ॥১৪৮

তপ্তকাক্ষনময় বিচিত্র পুষ্পযুক্ত, মহেশ্বরশনি-
সদৃশ সারসমণ্ডিত শরপ্রহারে রিপুগণের
নিধন সাধন করিতেন। ১২৪—১৪১ ।
ধীমান বিশ্বামিত্র, সুরগণের দুর্ধৰ্ষ সুরশক্র-
দিগের বধার্থ নানা অস্ত্র প্রদান করিয়া-
ছিলেন। সেই মহাত্মা রাম বিদেহরাজ
জনকের মথস্থলে নীলা সহকারে মাহেশ্বর
ধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন। ধার্মিকবর রাম
এই সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়া অবোধে দশটী জারুখ্য
অধমেধ যজ্ঞ করেন। রামের রাজ্যশাসন-
কালে কদাপি অশুভবাক্য শ্রুত হয় নাই;
আকুল ভাবে অনিলও প্রবাহিত হয় নাই;
কাহারও ধনাপহরণও হয় নাই এবং বিধবা
হইয়াও কেহ বিলাপ করে নাই। তখন
কদাচ কোন অনর্থ ঘটিত না; রাম রাজ্য
শাসন করিতে থাকিলে সকলই মঙ্গল-
ময় হইয়াছিল। জল-অনল-অনিল-জনিত
কোন ভয় ছিল না; বুদ্ধদিগকে বালক-
গণের প্রেতকৰ্ম্মও কারতে হয় নাই।
কত্রিয়েরা ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যাপরায়ণ
ছিল; কৈটবেরা কত্রিয়দিগের শুক্লবাস
নৈরস্ত, আর শূদ্রগণ অহঙ্কারহীন হইয়া
অপর তিন বর্ণের সেবাতৎপর ছিল।

নার্যো নাত্যচরন্ ভক্ত ন ভার্য্যাং
নাত্যচরৎ পতিঃ ।
সৰ্বমাসীজ্জগদান্তং নির্দশুরভবম্বহৌ ।
রাম একোহভবভূর্তা রামঃ পালয়িতাভবৎ ॥
আসন্ বর্ষসহস্রাণি তথা পুত্রসহস্রিণঃ ।
অরোগাঃ প্রাণিনশ্চাসন্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি
দেবতানামুযৌগাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ সৰ্বশঃ ।
পৃথিব্যাং সমবাসোহভূদ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি
গাথামপ্যত্র গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ ।
রামে নিবদ্ধতস্মার্থা মহান্ব্যং তস্ত ধীমতঃ ॥
শ্রামো যুবা লোহিতাক্ষো দীপ্তান্তো
মিতভাষিতঃ ।
অজান্নবাহঃ সুমুখঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ ॥
দশ বর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যমকারয়ৎ ॥ ১৫৪
ঋক্-সামযজুর্বাং ঘোষো জ্যঘোষশ্চ মহান্বনঃ ।
অব্যচ্ছিন্নোহভবদ্রাষ্ট্রে দীযতাং ভূজ্যতামিতি ॥
সব্বান্ গুণসম্পন্নো দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ।

পত্নীগণ পতিদিগকে এবং পতির পত্নীদিগকে
অতিক্রম করিত না। সমগ্র জগৎই সুশাসিত
ছিল; মহীমণ্ডল দম্বাহীন হইয়াছিল।
সেই রামশাসিত রাজ্যে প্রজারা সহস্র-
বর্ষায়, ও সহস্রপুত্রশালী ছিল; প্রাণিগণ
রোগহীন হইয়াছিল। তখন এক মাত্র
রামই প্রজাবর্গের পালয়িতা ও ভর্তা
ছিলেন। পৃথিবীতে সৰ্বত্র দেবতা, ঋষি
ও মনুষ্যবর্গের সমাজ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।
রামতত্ত্বাভিজ্ঞ পুরাণবিদ জনগণ সেই
ধীমানের মহান্ব্যস্টকে এই গাথা গান
করেন যে,—রাম, শ্রামবর্ণ, যুবা, লোহিত-
নেত্র, সুমুখ, প্রফুল্লবদন, সিংহসম-বিশাল
স্কন্ধশালী, মহাভুজ, অজান্নবাহিতবাহ এবং
মিতভাষী ছিলেন। রাম দশসহস্র বর্ষ
রাজ্যশাসন করেন। সেই মহাত্মার রাজ্যে
ঋক্-যজু-সামমন্ত্রের নির্ঘোষ, জ্যঘোষ এবং
‘দীযতাং ভূজ্যতাং’ ধ্বনি অবিচ্ছিন্নভাবে
বর্তমান ছিল। সেই সব্বান, নানা গুণ-
সম্পন্ন, দাশরথি রাম নিজ তেজে দীপ্যমান

অতি চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ রামো দাশরথির্বিভো ॥১৫৬॥
 ঐজৈ ক্রতুর্গতৈঃ পুণ্যৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ ।
 হিহাযোধ্যাং দিব্যং বাতো রাঘবো হি মহাবলঃ
 এবমেব মহাবাহুরিঙ্কাকুকুলনন্দনঃ ।
 রাবণং সগণং হৃদ্য দিব্যমাক্রমে বিভুঃ ॥ ১৫৮
 অপরঃ কেশবশ্চায়ং প্রাহর্ভাবো মহান্বনঃ ।
 বিখ্যাতো মাথুরে কল্পে সর্বলোকহিতায় বৈ ॥
 যত্র শাস্ত্রঞ্চ চৈত্বঞ্চ কংসং দ্বিবিদমেব চ ।
 অরিষ্টং বুধভং কেশিং পুতনাং দৈত্যদারিকাম
 নাগং কুবলয়াপীড়ং চাণূবং মুষ্টিকং তথা ।
 দৈত্যান্ মাছুষদেহেন শূদয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥
 ছিন্নং বাহুসহস্রঞ্চ বাণস্তাভুতকর্ষণং ।
 নরকশ্চ হতঃ সঙ্খ্যে যবনশ্চ মহাবলঃ ॥ ১৬২
 হৃতানি চ মহীপানাং সর্বরত্নানি তেজসা ।
 তুরাগারশ্চ নিহতাঃ পার্শ্বিবা যে মহীতলে ॥১৬৩
 এষ লোকহিতার্থায় প্রাহর্ভাবো মহান্বনঃ ॥ ১৬৪

হইয়া চন্দ্র-সূর্য্য অপেক্ষাও শোভাশালী
 ছিলেন। সেই মহাবল রাঘব, তুরিদক্ষিণা-
 সম্পন্ন পুণ্য ক্রতু শত দ্বারা যজ্ঞ করেন।
 শেষে অযোধ্যা পরিহারপূর্ব্বক স্বর্গে গমন
 করিয়াছিলেন। বিষ্ণু বিষ্ণু ইঙ্কাকু-কুলনন্দন
 রাম রূপে রাগকে দগ্ধবলে হনন করিয়া
 এইভাবে স্বর্গে রোহণ করেন। ১৪২—১৫৮।
 কল্পান্তরে সর্বলোকের হিতসাধনার্থ মাথুরা
 পুরীতে সেই মহাত্মা বিষ্ণুর যে অবতার হয়,
 তাহা কেশব নামে প্রসিদ্ধ। সেই অবতারে
 মাছুষদেহ দ্বারা সেই বীর্য্যবান্ বিষ্ণু শাস্ত্র,
 শিঙাপাল, কংস, দ্বিবিদ, অরিষ্ট, প্রলদ,
 কেশি, দৈত্যকন্ডা পুতনা, নাগ কুবলয়াপীড়,
 চাণুর ও মুষ্টিক প্রভৃতি দৈত্যদিগের বিনাশ
 সাধন করেন। তিনি রণস্থলে অভুতকর্ষণ
 বাণের বাহুসহস্র ছেদন এবং নরকের নিধন
 বিধান করেন। তৎকর্তৃকই মহাবল যবন
 নিহত হয়। মহীতলে তখন যত তুরাগার
 মহীপতি ছিল, তিনি নিজতেজে সকলেরই
 নিপাত করিয়া স্রাবাদিগের সমস্ত ধনরত্ন
 আহরণ করিয়াছিলেন। লোক-হিতকাম-

ককী বিষ্ণুযশা নাম শস্ত্রলগ্রামসম্ভবঃ ।
 সর্বলোকহিতার্থায় ভূয়ো দেবো মহাযশাঃ ॥
 এতে চাত্তে চ বহবো দিব্যা দেবগণৈর্গুভাঃ ।
 প্রাহর্ভাবাঃ পুরাণেষু গীযন্তে ব্রহ্মবাদিত্তিঃ ॥১৬৬
 যত্র দেবা বিমুহুস্তি প্রাহর্ভাবান্নকীর্তনে ।
 পুরাণং বর্ত্ততে যত্র বেদশ্রুতিসমাহিতম্ ॥ ১৬৭
 এতদ্ভদ্রেশমাজ্ঞে প্রাহর্ভাবান্নকীর্তনম্ ।
 কীর্তিতং কীর্তনীয়ম্ সর্বলোকগুরোর্বিতোঃ ॥
 প্রীযন্তে পিতরস্তস্ত প্রাহর্ভাবান্নকীর্তনাং ।
 বিষ্ণোরমিতবীৰ্য্যস্ত যঃ শৃণোতি কৃতাজ্জলিঃ ॥
 এতাশ্চ যোগেশ্বরযোগমায়াঃ
 ঋহা নরো মুচ্যতি সর্বপাপৈঃ ।
 ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ বিপুলাস্চ ভোগান
 প্রাপ্নোতি নীলং ভগবৎপ্রসাদাৎ ॥ ১৭০
 এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠা বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।
 সর্বপাপহরাঃ পুণ্যঃ প্রাহর্ভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥
 ইতি শ্রীভাগে প্রাহর্ভাবান্নকীর্তনং নাম ত্রয়ো-
 দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৩

নাম মহাত্মা বিষ্ণুর এই অবতার হইয়াছিল।
 অতঃপর সর্বলোকহিতার্থে শস্ত্রলগ্রামে দেব
 বিষ্ণুর মহাযশা বিষ্ণুযশা ককী অবতার।
 ব্রহ্মবাদীরা পুরাণসমূহে এই সকল এবং
 আরও নানাবিধ দিব্য অবতার কীর্তন
 করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত অবতার কীর্তন
 করিতে হইলে দেবতারাগ বিমুগ্ধ হইয়া
 পড়েন; সেই সকল অবতারকথা লইয়াই
 বেদ ও শ্রুতি সমুদয় সম্যক্ পরিপুষ্ট হই-
 যাচ্ছে। সেই সর্বলোকগুরু সর্বকীর্তনীয়
 বিষ্ণুর প্রাহর্ভাব বিবরণ এই সংক্ষেপে
 কীর্তন করিলাম; অমিতবীৰ্য্য সেই বিষ্ণুর
 প্রাহর্ভাব কীর্তন কিংবা কৃতাজ্জলিকরে অবণ
 করিলে, পিতৃগণ ক্রীত হইবেন। সেই যোগে-
 স্বরের এই সকল যোগমায়া অবশ্যে নর সেই
 ভগবানের প্রসাদে সর্বপাপ হইতে মুক্ত
 হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি ও
 বিপুল ভোগ লাভ করিতে পারে। যে মুনি-
 শ্রেষ্ঠগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট

চতুর্দশাধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুম্ব উচুঃ ।

ন ত্বপ্তিমধিগচ্ছামঃ পুণ্যধর্মামৃতন্ত চ ।
মুনে অমৃতগীতন্ত তথা কোতুহলং হি নঃ ॥ ১
উৎপত্তিঃ প্রলয়কৈব ভূতানাং কর্ম্মণো গতিম্ ।
বেৎসি সর্বং মুনে তেন পৃচ্ছামস্তাং মহামতিম্
আয়তে যমলোকন্ত মার্গঃ পরমহর্গমঃ ।
হুঃখক্লেশকরঃ শবৎ সর্বভূতভয়াবহঃ ॥ ৩
কথং তেন নরা যাস্তি মার্গেণ যমসাদনম্ ।
প্রমাণকৈব মার্গন্ত ক্রহি নো বদতাং বর ।
মুনে পৃচ্ছাম সর্বত্র ক্রহি সর্বমশেষতঃ ॥ ৪
কথং নরকহুঃখানি নাপ্নুবন্তি নরা মুনে ।
কেনোপায়েন দানেন ধর্মেণ নিয়মেণ চ ॥ ৫

অমিততেজা বিষ্ণুর সর্বপাপহর, শ্রেয়স্কর
অবতার সকল কীর্তন করিলাম ॥ ১৫২—১৭১

ত্রয়োদশাধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২১৩

চতুর্দশাধিকাবিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মুনে! তোমার
মুখে গীত পুণ্য-ধর্মামৃত পানে আমাদিগের
তৃপ্তির শেষ হইতেছে না; এখনও আমা-
দিগের কোতুহল রহিয়াছে। মুনিবর! ভূত
সকলের উৎপত্তি, প্রলয় ও কর্ম্মের গতি,
সমস্তই তুমি অবগত আছ, তাই মহামতি
তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি। শুনা যায়,—
যমলোকের পথ অতি হর্গম, দৈহিক ও মান-
সিক উভয়বিধ সন্তাপোৎপাদক এবং সর্ব-
দাই সর্বভূতের ভয়জনক। তবে সেই পথে
মানবগণ যমসদনে গমন করে কিরূপে? আর
সেই পথের পরিমাণই বা কিরূপ? ওহে
বাগ্মিবর! তাহা আমাদিগকে বল। মুনে!
তুমি সর্বজ্ঞ; তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি-
তেছি; আমাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত বল।
নরগণ কোন্ উপায়ে, কিরূপ দান, ধর্ম বা
নিয়ম করিলে নরকঘাতনা ভোগ করে না?

মানুষন্ত চ যাম্যন্ত লোকন্ত কিমদন্তরম্ ।
কথঞ্চ স্বর্গতিং যাস্তি নরকং কেন কর্ম্মণা ॥
কিয়ন্তি স্বর্গস্থানানি কিয়ন্তি নরকাণি চ ।
কথং স্মৃতিভিনো যাস্তি কথং হৃদ্ধভকারিণঃ ॥ ৭
কিং রূপং কিং প্রমাণং বা কো বর্ণভূতয়োরাপি ।
জীবন্ত নৌয়মানন্ত যমলোকং ত্রবীহি মঃ ॥ ৮
ব্যাস উবাচ ।
পৃথ্ব্যঃ মুনিশাদূল্য বদতো মম সুরতাঃ ।
সংসারচক্রমজরং স্থিতির্যন্ত ন বিদ্যতে ॥ ৯
সোহহং বদামি বঃ সর্বং যমমার্গন্ত নির্ণয়ম্ ।
উৎক্রান্তিকালানারভ্য যথা নাস্তো বদিস্যতি ॥
স্বরূপকৈব মার্গন্ত যন্মাং পৃচ্ছথ সন্তমঃ ।
যমলোকন্ত চাক্ষানমন্তরং মানুযন্ত চ ॥ ১১
যোজনানীং সহস্রাণি বভূবীতিস্তুদন্তরম্ ।
তপ্ততাম্রমিবাভগ্নং তদক্ষানমূল্যহতম্ ॥ ১২
তদবশ্যং হি গন্তব্যং প্রাণিগিজীবসজ্জয়ে ।

মানুষলোক ও যাম্য লোকের ব্যবধান কত?
কোন্ কর্ম্মে নরকে এবং কোন্ কর্ম্মেই বা
স্বর্গে যায়? স্বর্গেরই বা কতগুলি স্থান, আর
নরকস্থানই বা কতগুলি আছে? স্মৃতি-
শালীরাই বা কেমনে গমন করে? আর
হৃদ্ধভিকারীরাই বা কিরূপে যায়? যমলোকে
নৌয়মান উক্ত উভয়বিধ জীবের রূপ, পরিমাণ
ও বর্ণই বা কিরূপ? আমাদিগকে এই
সকল কথা বলুন। ১—৮। ব্যাস বলি-
লেন,—হে মুনিশাদূলগণ! কদাপি যাহার
স্থিরতানাই, আমি সেই অজর সংসারচক্র
বর্ণন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন।
আমি আপনাদিগকে জীবের উৎক্রমণকাল-
বিধি সমগ্র যমমার্গবিবরণ এমনভাবে বলিব
যে, অপর কেহই তজ্জপ বলিতে পারিবে না।
হে সন্তমগণ! আপনারা আমাকে যে যাম্য
পথের কথা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, মানুষলোক
হইতে যমলোকপথ বভূবীতিসহস্র যোজন
অন্তরে অবস্থিত। ঐ পথ তপ্ত তাম্রসম
উত্তপ্ত। জীবিতকালের ক্লম হইলে ঐ পথে
প্রাণিগণকে অবশ্যই যাইতে হয়! তবে

পুণ্যান পুণ্যকৃতো যান্তি পাপান

পাপকৃতোহধমাঃ ॥ ১৩

দ্বাবিংশতিং নরক যমস্ত বিষয়ে স্থিতাঃ ।

যেষু দৃষ্টতকর্ণাণো বিপচ্যন্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৪

মরকো রোরবো রৌদ্রঃ শূকরস্তাল এব চ ।

কুন্তীপাকো মহাঘোরঃ শাল্মলোহথ

বিমোহনঃ ॥ ১৫

কোটাদঃ কুমিভক্ষ্য লালভক্ষ্য ভ্রমস্তথা ।

নদ্যাঃ পুন্ড্রবাহাচায়া কধিরাস্তস্তথৈব চ ॥ ১৬

অগ্নিজালো মহাঘোরঃ সন্দংশঃ শুনভোজনঃ ।

ঘোরা বৈতরণী চৈব অসিপত্রবনং তথা ॥ ১৭

ন তত্র বৃক্ষচ্ছায়া বা ন তড়াগাঃ সরাঃসি চ ।

ন বাপ্যো দৌঘিকা বাপি ন কূপো ন প্রপা সভা

ন মণ্ডপো নায়তনং ন নদ্যো ন চ পৰ্বতাঃ ।

ন কিঞ্চিদাশ্রমস্থানং বিদ্যতে তত্র বৰ্ণনি ॥ ১৮

যত্র বিশ্রমতে শ্রান্তঃ পুরুষোহভীতকৰ্মিতঃ ।

অবশ্ৰমেব গন্তব্যঃ স সৰ্বৈশ্চ মহাপথঃ ॥ ২০

প্রাপ্তে কালে তু সন্ত্যজ্য স্নহদ্বন্ধনাদিকম্ ।

পুণ্যকর্মীরা মুখে এবং অধম পাপকারীরা
দুঃখে উহা অতিক্রম করিয়া থাকে। যম-
রাজ্যে দ্বাবিংশতটি নরক আছে, সেই
সকল নরকে দৃষ্টতকারীরা পৃথক্ পৃথক্
ভাবে পাতিত হয়। রোরব, রৌদ্র, শূকর,
তাল, কুন্তীপাক, মহাঘোর শাল্মল, বিমোহন,
কোটাদ, কুমিভক্ষ, লালভক্ষ, ভ্রম, অগ্নিজাল,
মহাঘোর সন্দংশ ও শুনভোজন প্রভৃতি
নরককুণ্ড এবং পুন্ড্রবাহা, কধিরাস্তঃ, ও
ঘোরা বৈতরণী প্রভৃতি নদী, ও অসিপত্র-
বনাদি নানাযাতনাস্থান সেখানে আছে।
সেই পথে এমন কোন ছায়াবান বৃক্ষ,
তড়াগ, সরোবর, বাপী দৌঘিকা, কূপ, প্রপা,
সভা, মণ্ডপ, আয়তন, নদী বা পৰ্বত কিছু-
মাত্র আশ্রয়স্থান নাই, যাহাতে যমদূতাকর্ষিত
শ্রান্ত জীব কণমাত্রও বিশ্রাম করিতে পারে।
কালপ্রাপ্ত হইলে স্নহৎ বন্ধু ধনাদি পরি-
ত্যাগপূর্বক সকলেরই সেই পথে অবশ্রম

জরায়ুজাণ্ডজাশ্চৈব শ্বেদজাশ্চোত্তিজাস্তথা ॥ *

শ্রীপুরপুংসকৈশ্চৈব পৃথিব্যাং জীবসংজ্ঞিতৈঃ ॥

পূর্বাঙ্কে চাপরাঙ্কে বা মধ্যাঙ্কে বা তথা পুনঃ ।

সন্ধ্যাকালেহর্করাঙ্কে বা প্রত্যাষে বাপুপস্থিতে

বৃদ্ধৈর্বা মধ্যমৈর্বাপি যৌবনৈশ্চৈব চ ।

গর্ভাবাশেহথ বাল্যে বা গন্তব্যঃ স মহাপথঃ ॥

প্রবাসশ্চৈব গৃহশ্চৈব পৰ্বতশ্চৈব স্থলেহপি বা ।

ক্ষেত্রশ্চৈব জলশ্চৈব গৃহমধ্যগতেস্তথা ॥ ২৫

আসীনৈশ্চোত্তিজৈর্বাপি শয়নীয়গতেস্তথা ।

জাগ্রতিবা প্রমুগ্ধৈবা গন্তব্যঃ স মহাপথঃ ॥ ২৬

ইহানুভূয় নির্দিষ্টমায়ুজন্তুঃ স্বয়ং তদা ।

তস্তান্তে চ স্বয়ং প্রাণৈর্গনিচ্ছন্নপি মুচ্যতে ॥ ২৭

জলমগ্নিবিষং শত্রুং ক্ষুধাধিঃ পতনং গিরেঃ ।

নিমিত্তং কিঞ্চিদাসাণ্য দেহৌ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে ॥ ২৮

বিহায় স্নমহৎকৃৎস্নঃ শরীরং পাকভৌতিকম্ ।

যাইতে হইবে। জরায়ুজ, অণ্ডজ, শ্বেদজ,
উত্তিজ, শ্রী, পুরুষ ও ক্রীবাদি পৃথিবীস্থ যে
কোন জীব—পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন,
সন্ধ্যাকাল, অর্করাহ্ন, প্রত্যাযাদি যে কোন
কালে, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা, বালক, গর্ভগত, যে
কোন অবস্থাপন্নই হোক না, সেই পথে
যাইতে হইবেই। প্রবাসস্থ, আবাসস্থ,
পৰ্বতস্থ, স্থলস্থ, ক্ষেত্রস্থ, জলস্থ, গৃহমধ্যস্থ,
উপবৃষ্ট, উখিত, শায়িত, জাগ্রৎ, মুগ্ধ—
সকল প্রাণীকেই ইহলোকে নির্দিষ্ট আয়ু
ভোগান্তে নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও দেহ
হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বয়ং সেই পথে যাইতে
হয়। জল, অগ্নি, বিষ, শত্রু, ক্ষুধা, ব্যাধি,
পৰ্বতাদি উচ্ছ্রান হইতে পতন, ইত্যাদি
যে কোন হেতুতেই আয়ুশেষ হইলে দেহ
প্রাণহীন হইয়া থাকে। তখন সেই পক-
ভৌতিক দেহ পারহারাণ্ডে নিজ কর্মজ স্নহ-

* অন্তঃপথঃ—

“জন্মাজন্মমার্গৈশ্চৈব গমিষ্যন্তি মহাপথম্ ।

দেবানুন্নয়নমুচ্যেচ বৈবশ্বতবশানুগৈঃ ॥”

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ ।

অশ্রুচ্ছরীরমাদন্তে যাতনীয়ঃ স্বকর্মজন্ম ॥ ২৯
দৃঢ় শরীরমাপ্নোতি সুখহঃখোপভুক্তয়ে ।
তেন ভুক্তেন স কৃষ্ণাণি পাপকর্তৃ নরো ভূশম
সুখানি ধার্মিকো হৃষ্ট ইহ নীতো যমকয়ে ॥ ৩১
উমা প্রকুপিতঃ কায়ে তীব্রবায়ুসমীরিতঃ ।
ভিনন্তি মর্শ্বস্থানানি দীপ্যমানো নিরিন্দনঃ ॥ ৩২
উদানো নাম পবনস্ততশ্চোক্ষঃ প্রবর্ততে ।
ভুক্তানামমৃতক্ষ্যাণামধোগতিনিরোধকৃৎ ॥ ৩৩
ততো যেনাষুদানানি কৃতান্তররাসান্তথা ।
দন্তাঃ স তন্তামাহ্লাদমাপদি প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৪
অন্নানি যেন দন্তানি শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা ।
সৌহৃদি ভৃগুমবাপ্নোতি বিনাপ্যন্নেন বৈ তদা
যেনামৃতানি নোক্তানি শ্রীতিভেদঃ কৃতো ন চ
আস্তিকঃ শ্রদ্ধাধানশ্চ সুখমৃত্যুং স গচ্ছতি ॥ ৩৬
দেবব্রাহ্মণপূজায়াং নিরতান্চানন্দ্যকাঃ ।
শুক্রা বদান্তা হ্রীমন্তস্তে নরাঃ সুখমৃত্যবঃ ॥ ৩৭

হৃৎখভোগার্থ অশ্রু দৃঢ় শরীর পরিগ্রহ করে ।
সেই দেহকে যাতনাদেহ বলা যায় । সেই
দেহ দ্বারা যমালয়ে নীত পাপী জীব ক্লেশ
রাশি এবং ধার্মিক জীব হৃষ্ট হইয়া সুখসমূহ
ভোগ করিয়া থাকে । ২—৩১ ॥ প্রবল বায়ু
দ্বারা পরিচালিত হইয়া শরীরের উমা প্রকুপিত
হয়, এবং ক্রমে দীপ্যমান হইয়া দাহ্য অভাবে
মর্শ্বস্থান সকল ভেদ করিতে থাকে । তাহাতে
উদান নামক বায়ু উর্দ্ধগামী হইয়া ভুক্ত অন্ন-
পানাদির অধোগতি নিরোধ করে ; সুতরাং
দেহী তখন অতিক্রমে প্রাণ বিসর্জন করিয়া
সেই জ্বর্গম পথে বমালয়ে প্রস্থিত হয় ।
ইহলোকে যেজন অন্ন-পানীয়াদি দান
করিয়াছে, সে সেই জ্বর্গম পথে সানন্দে
গমন করিতে পারে । যে মানব শ্রদ্ধাপূত-
চিত্তে অন্ন দান করিয়াছে, সে তখন অন্ন
অভাবেও অন্নজনিত ভৃগুপ্রাপ্ত হয় । যেজন
মিথ্যা কথা বলে নাই কাহারও শ্রীতিভঙ্গ
করে নাই ; যেজন আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান,
তাহার সুখমৃত্যু হয় । দেব-ব্রাহ্মণ-পূজারত,
শুদ্ধাচার, অস্বাধীন, বদান্ত, ও অকার্য্যে

যঃ কামান্নাপি সংরস্তার যোবাক্ষরমুৎসৃজেৎ ।
যথোক্তকারী সৌম্যশ্চ স সুখং মৃত্যুমুচ্ছতি ॥ ৩৮
বারিদাক্ষিণ্যতানঃ যে কুণ্ডিতান্ প্রদায়িনঃ ।
প্রাপ্নুবন্তি নরাঃ কালে মৃত্যুং সুখসমমিতম্ ॥ ৪০
প্রাণস্মীং বেদনাং কষ্টাং যে চাত্তোদ্বেষগধারণঃ
শীতঃ জয়ন্তি ধনদান্তাপঃ চন্দনদায়িনঃ ॥ ৪১
মোহং জ্ঞানপ্রদাতারস্তথা দীপপ্রদান্তমঃ ।
কুটসাক্ষী যথাবাদী যো গুরুর্নাশুশান্তি বৈ ॥ ৪২
তে মোহমৃত্যবঃ সর্বে তথা যে বেদনিন্দকাঃ ।
বিভীষণাঃ পুতিগন্ধাঃ কুটমদগরপাণয়ঃ ॥ ৪৩
আগচ্ছন্তি হুরাশ্বানো যমস্ত পুরুষান্তথা ।
প্রাপ্তেষু দৃকুপথঃ তেষু জায়তে তন্ত বেষথুঃ ॥
ক্রন্দত্যবিরতঃ সৌহৃদ ভ্রাতৃত্বাতৃপিতৃস্তথা ।

লজ্জাশালী জনগণ সুখমৃত্যু প্রাপ্ত হয় । যে
ব্যক্তি কাম ক্রোধ বা ঘেববশে ধর্ম পরি-
ত্যাগ না করে ; যে জন যথোক্তকারী ও
সৌম্যচারী, তাহার সুখমৃত্যু হয় । যাহারা
তৃষ্ণার্জনে জল দান করে, ক্ষুধার্ত জনের
অন্ন দান করে, সেই নরগণ যথাকালে
সুখমৃত্যু প্রাপ্ত হয় । যাহারা অপরের
উদ্বেষ্টকারী, সেই জনগণ প্রাণনাশিনী
দারুণ বেদনাভোগ করিয়া থাকে । ধন-
দাতা জনেরা শীত, এবং চন্দনপ্রদ ব্যক্তির
তাপ জয় করিতে পারে ; জ্ঞানপ্রদাতা-
জনেরা মোহ-হীন হয়, এবং দীপদানকারী
ব্যক্তির সেই যমপথের হস্তর অন্ধকারে
পরিজ্ঞান পায় । যে গুরু যথামোগ্য শিক্ষা
প্রদান না করেন, যে জন মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়,
তাহারা সকলেই মৃত্যুকালে মোহাভিত্ত
হয় । তাহাদিগকে লইয়া বাইবার নিমিত্ত
পুতিগন্ধ-সমবিত্ত জুরাশ্বা, ভীষণাকার
যমদূতেরা কুটমদগর করে আগমন করে ।
তাহাদের দৃকুপথবর্তী হইলেইই সেই দেহীর
বেপথু উপস্থিত হয় । ৩২—৪৩ । সে তখন
ভ্রাতা মাতা পিতা প্রভৃতির সন্মোহন সহ-
কারে অবিরত ক্রন্দন করিতে থাকে ।
কিন্তু হে বিপ্রগণ ! তাহার তাৎকালিক

সা তু বাগক্ষুটা বিপ্রা একবর্ণা বিভাব্যতে ॥ ৪৪
 দৃষ্টিবিভাব্যতে ত্রাসাৎ কাসাবিষ্টমথাননম্ ।
 ততঃ স বেদনাবিষ্টঃ তচ্ছরীরঃ বিযুক্ততি ॥ ৪৫
 বায়ুগ্রসারী তদ্রূপদেহমন্ত্ৰং প্রপদ্যতে ।
 তৎকৰ্ম্মযাতনার্থে চ ন মাতৃপিতৃসম্ভবম্ ॥ ৪৬
 তৎপ্রমাণবয়োবহাসংস্থানৈঃ প্রাপ্যতে ব্যথা ।
 ততো দূতো যমস্তাথ পাশৈর্বধ্বতি দাক্ষিণৈঃ ॥ ৪৭
 জন্তোঃ সন্ত্রাস্তকালস্ত বেদনার্জস্ত বৈ ভূশম্
 ভূতৈঃ সন্ত্যক্তদেহস্ত কণ্ঠপ্রাপ্তানিলস্ত চ ॥ ৪৮
 শরীরাক্ষয়বিতো জীবো রোরবীতি তথোষণম
 নির্গতো বায়ুভূতস্ত বাটকৌশিককলেবরে ॥ ৪৯
 মাতৃভিঃ পিতৃভিঃশৈব ভ্রাতৃভিঃস্নাতুলৈস্তথা ।
 দারৈঃ পুত্রৈর্বয়শ্চৈব শুক্লভিঃস্তুজ্যতে ভুবি ॥ ৫০
 দৃষ্টমানশ্চ তৈদীনৈরঙ্গপূর্ণকণৈভূতম্ ।
 শরীরং সমুৎসৃজ্য বায়ুভূতস্ত গচ্ছতি ॥ ৫১

সেই বাক্যও পরিস্কৃত হয় না ; পরন্তু এক-
 আধটা বর্ণ মাত্র ব্যক্ত হয় । তখন তাহার
 ত্রাসবশে দৃষ্টি বিভ্রান্ত ও কাস দ্বারা কণ্ঠ
 অবরুদ্ধ হইয়া উঠে । সে ক্রমে যজ্ঞায়
 ক্রিষ্ট হইয়া সেই শরীর পরিত্যাগপূৰ্ব্বক
 তদাকায় বায়ুময় দেহান্তর গ্রহণ করে ।
 উহা পিতৃ-মাতৃ-সংযোগে উপন্ন নহে ; সেই
 দেহ পূৰ্ব্বেদেহবৎ বয়স, অবস্থা, আকার ও
 অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত ; কৃত কৰ্ম্মের ফল-
 ভোগার্থই সেই দেহ গ্রহণ করিতে হয় ।
 মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে বেদনাপীড়িত
 জন্তকে যমদূতগণ দাক্ষিণ পাশ দ্বারা বন্ধন
 করিয়া আকর্ষণ করিতে থাকে । পঞ্চভূত সেই
 দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, ঞ্চারণবায়ু কণ্ঠাগত
 হয় ; এমনত অবস্থায় সে অত্যন্ত রোদন
 করিতে করিতে দেহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া
 বায়ুভূত ষট্‌কৌশিক কলেবরান্তরে প্রবেশ
 করে । তাহার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুল,
 স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব ও শুক্লজনাদি সকলে
 সেই শূন্য দেহ ভূতলে স্থাপন করিয়া
 যখন অঙ্গপূৰ্ণনয়নে দেখিতে থাকে, তখন
 জীব সে দেহ ছাড়িয়া বারবার বিভিন্ন

অঙ্গকারমপারঞ্চ মহাঘোরং তমোবৃত্তম্ ।
 সুখহঃখপ্রদাতারং দুর্গমং পাপকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৫২
 হৃঃসহঃ হরন্তঞ্চ হুনিরীক্যঃ হরাসদম্ ।
 হরাপমতিদুর্গঞ্চ পাণিষ্ঠান্যঃ সদাহিতম্ ॥ ৫৩
 কৃষ্যমাণাশ্চ তৈদু তৈর্যামৈয়াঃ পাশৈশ্চ সংযতাঃ
 মুদারৈস্তাভ্যমানাশ্চ নীযন্তে তং মহাপথম্ ॥ ৫৪
 কৌণায়বঃ সমায়ান্তি যমদূতা ভয়ঙ্করাঃ ॥ ৫৫
 অক্লুতা যানকালে তু ঞ্চব্যাত্ত্রযরেষু চ ।
 উষ্ট্রেষু বানরেষুশ্চৈব বৃশ্চিকেষু বৃকেষু চ ॥ ৫৬
 উলুকসর্পমার্জারং তথাস্তে গৃধ্রবাহনাঃ ।
 শ্চেনশৃগালমাক্রুতাঃ সরষাকঙ্কবাহনাঃ ॥ ৫৭
 বরাহপশুবোতালমহিষাস্তান্তথা পরে ।
 নানারূপধরা ঘোরাঃ সৰ্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ ॥ ৫৮
 দৌৰ্ঘমুকাঃ করালান্তা বক্রনাসান্ত্রিলোচনাঃ ।
 মহাহনুঃকপোলাস্তাঃ প্রলম্বদশনচ্ছদাঃ ॥ ৫৯
 নির্গটবিব্রুতাকারৈর্দর্শনৈরঙ্কুরোপমৈঃ ।
 মাংসশোণিতলিপিকা দংষ্ট্রাভিভূতশুম্বধৈঃ ॥ ৬০
 যুধৈঃ পাতালসদৃশৈর্জলজিহ্বৈর্ভয়ঙ্করৈঃ ।
 নেত্রৈঃ সুবিক্রতাকারৈর্জলংপিঙ্গলচক্ৰৈঃ ॥ ৬১
 মার্জারোলুকখদ্যোতশক্রগোপবহুজ্ঞৈঃ ।

দেহে প্রবিষ্ট হয় ॥ ৪৪—৫১ । অতঃপর
 যমদূতগণ তাহাকে যাম্য পাশদ্বারা আক্লিষ্ট
 ও মুদার দ্বারা ভাড়িত করত পাণ্ডিদিগের
 সতত ক্রেশপ্রদ, হৃঃসহ, হুনিরীক্য, দুর্গম,
 অতিদৌৰ্ঘ, ভয়ঙ্কর মহাপথে, সুখ-হঃখবিধান-
 কর্তা যমরাজসমিধান লইয়া যাইতে থাকে ।
 প্রাণিগণের আয়ুঃকয় হইলে, উলুক, ব্যাঘ্র,
 গন্ধভ, উষ্ট্র, বানর, বৃশ্চিক, বৃক, উলুক, সর্প,
 মার্জার, গৃধ্র, শ্চেন, শৃগাল, মধুমক্ষিকা ও
 কঙ্ক, প্রভৃতি নানাবিধ বাহনে আরোহণ-
 পূৰ্ব্বক, দৌৰ্ঘমুক, করালান্ত, বক্রনাস, ত্রিলোচন,
 মহাহনু, মহাকপোল, মহামুখ, লম্বোষ্ঠ, নির্গট-
 দশন, বিব্রুতদশন, ক্ষুদ্রদশন, ভীষণদংষ্ট্র,
 মাংসশোণিতলিপু, পাতালভূল্য শুম্বশালী,
 ললজিহ্বা, বিব্রুতনেত্র, জলনেত্র, পিঙ্গলনেত্র,
 চক্ৰলনেত্র, কেকরনেত্র, সঙ্কলনেত্র, শুক্লনেত্র,

কেকটৈঃ স্কুলৈস্তৈর্কৌচনৈঃ পাবকোপমৈঃ ॥
 ভূশমভরগৈতীমৈরাবকৈভূজগোপমৈঃ ।
 শোণাসরলগাটৈশ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতৈঃ ॥ ৬৩
 কণ্ঠস্থকৃষ্ণসর্পৈশ্চ ফুৎকাররবভীষণৈঃ ।
 বহির্জালোপমৈঃ কেশৈস্তরুণকৈর্ভয়কটৈঃ ॥ ৬৪
 বক্রপিঙ্গলোলৈশ্চ কঙ্কণজ্ঞপ্তিরাবৃত্তাঃ ।
 ভূজদণ্ডৈর্গুহ্যঘোড়ৈঃ প্রলম্বৈঃ পরিঘোপমৈঃ ॥ ৬৫
 কের্ণিদ্ভাবাবস্ত্রজ তথাশ্চে চ চতুর্ভুজাঃ ।
 দ্বিঃপটবাহবস্ত্রজৈ দশবিংশভূজাস্থা ॥ ৬৬
 অসংখ্যাতভূজাস্থাশ্চে কেচিৎবাহসহস্রিণঃ ।
 আয়ুধৈবিকৃতাকারৈঃ প্রজলন্তিভয়ানকৈঃ ॥ ৬৭
 শক্তিভোমরচক্রাদিভ্যঃ সূদীপ্তৈর্বিবিধায়ুধৈঃ ।
 পাশশৃঙ্খলদণ্ডৈশ্চ ভীষয়ন্তো মহাবলাঃ ॥ ৬৮
 আগচ্ছন্তি মহারৌজা মর্ত্যানামায়ুষঃ কয়ে ।
 গ্রহীতুঃ প্রাণিনঃ সর্ষে যমস্তাজ্ঞাকরাস্থা ॥ ৬৯
 যন্তুচ্ছরীরমাদন্তে যাতনীয়ঃ স্বকর্মজম্ ।

পাবকসম-নেত্র, মার্জার উলুক খদ্যোত ও
 ইন্দ্রগোপভূল্য নেত্রযুক্ত, বরাহ-পশু-বেতাল
 ও মহিষসম মুখসম্মিত, ভয়ঙ্কর নানাকার
 যমদূতগণ সমাগত হয়। তন্মধ্যে কেহ
 সর্পসম ভীমানকারধারী, কেহ ভয়ঙ্কর ফুৎ-
 কারকারী; কেহ রক্তবর্ণ, কেহ বক্রগাত্র,
 কেহ বা মুণ্ডমালাভূষিত; কাহারও কণ্ঠে
 কৃষ্ণ সর্প; কাহারও কেশরাশি বহির্নিখা-
 সদৃশ, কাহারও কেশ রক্ত, কাহারও কেশ-
 সমূহ উর্দ্ধমুখ ও ভয়ঙ্কর; কাহারও কাহারও
 অক্ষরাজি রক্ত, পিঙ্গল, পক ও কঙ্কণবর্ণ;
 কাহারও কাহারও বাহ প্রলম্ব, দণ্ডাকার,
 পরিঘোপম ও মহাঘোর; কেহ দ্বিবাহু,
 কেহ চতুর্বাহু, কেহ বোড়শবাহু, কেহ দশ-
 বাহু, কেহ বিংশবাহু, কেহ সহস্রবাহু, কেহ
 বা অসংখ্য বাহুশালী। সেই মহারৌজ
 দূতেরা মর্ত্যদিগকে আয়ুঃশেষে লইয়া যাই-
 বার জন্ত যমের আদেশে বিকৃতাকার
 জাল্যমান ওয়ানক শক্তি, ভোমর, চক্র,
 পাশ, শৃঙ্খল ও দণ্ডাদি বিবিধ আয়ুধ ধারণ-
 পূর্বক আগমন করিয়া থাকে। জীব যে

তদন্ত নীয়তে জন্তোর্মমন্ত সননং প্রতি ॥ ৭০
 বন্ধা তৎকালপাশৈশ্চ নিগর্ভৈর্বজ্রশৃঙ্খলৈঃ ।
 তাড়য়িত্বা ভূশং কুরুকেনীয়তে যমকিঙ্করৈঃ ॥ ৭১
 প্রস্থলন্তঃ কদম্বক আক্রোশন্তঃ মুহূর্হুঃ ।
 হা তাত মাতঃ পুত্রোতি বদন্তঃ কণ্ঠদ্বিষতম্ ॥ ৭২
 আহত্য নিশিতৈঃ শূলৈর্মুদগৈর্নিশিতৈর্ধনৈঃ ।
 খড়্গাশক্তিপ্রহারৈশ্চ বজ্রদণ্ডৈঃ সূদাক্ষণৈঃ ॥ ৭৩
 ভৎস্যমানো মহারাট্বেববজ্রশক্তিসম্বিতৈঃ ।
 একৈকশে। ভূশং কুরুকেনীড়য়তিঃ সমন্ততঃ ॥ ৭৪
 স মুহমানো হুঃখাভঃ প্রপতন্ত ইতস্ততঃ ।
 আকৃষ্য নীয়তে জন্তুরক্ষানঃ সূতযক্ষরৈঃ ॥ ৭৫
 কুশকণ্টকবগ্নীকশঙ্কুপাষাণশর্করৈঃ * ।
 প্রদীপ্তাদিত্যতপ্তেন দহমানস্তদন্ততিঃ ।
 ক্রম্যতে যমদূতৈশ্চ শিবাঙ্গদভ্যুদিতৈঃ ॥ ৭৬
 বিকৃষ্যমাণস্তেগৌরৈর্ভক্যমাণঃ শিবাশতৈঃ ।

স্বকর্মজনিত যাতনাদেহ গ্রহণ করে, যমদূতেরা
 তাহাই লইয়া যমভবনে যায়। ৭০—৭১।
 ক্রুদ্ধ যমকিঙ্করগণ যখন বজ্রসম দৃঢ় শৃঙ্খল
 নিগড় পাশাদি দ্বারা বন্ধনপূর্বক জীবকে
 লইয়া প্রস্থিত হয়, তখন সে ‘হা তাত! হা
 মাতঃ! হা পুত্র!’ ইত্যাদিরূপে চীৎকার করত
 রোদন করিতে করিতে স্থলিতপদে যাইতে
 থাকে। ভয়ঙ্কর দূতগণ প্রত্যেকে সেই
 পাপীকে আক্রমণ, তর্জ্জন ও ভৎসন সহ
 সূদাক্ষণ নিশিত শূল, মুদগর, খড়্গ, শক্তি,
 বজ্র ও দণ্ডাদি দ্বারা প্রহার করত আকর্ষণ
 করিতে থাকিলে সেই পাপী যাতনায় মুহমান
 হইয়া ইতস্ততঃ পড়িতে পড়িতে সেই সূমহা-
 পথ অতিক্রম করিতে থাকে। ৭১-৭৫। সেই
 পথ কুশ, কণ্টক, বগ্নীক, শঙ্কু, পাষাণ, শঙ্কু,
 শর্করা (কাঁকর) প্রভৃতিতে আকীর্ণ, এবং
 প্রদীপ্ত আদিত্যতাপে অতীব উত্তপ্ত।
 উহাতে শত শত শিবা নিরন্তর ভীষণ নিমাদ
 করিতেছে। পাপী জীব সেই দাক্ষণপথে

* “ততঃ প্রদীপ্তজ্বলনে কারবজ্র-শতোৎ-
 কটে” ইতি চাবিকঃ পাঠঃ কটিং ।

প্রয়াতি দাক্ষণে মার্গে পাপকর্মা যমালয়ম্ ॥ ৭৮
 কচিভ্যোতৈঃ কচিভ্যস্তৈঃ প্রস্থলন্তিঃ কচিৎ কচিৎ ।
 হুঃখেনাক্রন্দমানৈশ্চ গন্তব্যঃ স মহাপথঃ ॥ ৭৯
 নির্ভয়শ্চ মানৈরুদ্বিগ্নৈবিক্রান্তৈর্ভয়বিহ্বলৈঃ ।
 কম্পমানশরীরৈশ্চ গন্তব্যঃ জীবসঙ্গতৈঃ ॥ ৮০
 কণ্টকাকৌণমার্গেণ সন্তপ্তসিকতেন চ ।
 দম্বমানৈশ্চ গন্তব্যঃ নরৈর্দানবিবর্জিতৈঃ ॥ ৮১
 মেদঃশোণিতভূগর্ভৈর্বস্তগাত্রৈশ্চ পুণশঃ ।
 দক্ষদুষ্টিহচাকৌণৈর্গন্তব্যঃ জীবঘাতকৈঃ ॥ ৮২
 কুজন্তিঃ ক্রন্দমানৈশ্চ বিকোশান্তিঃ চ বিষরম্ ।
 বেদনার্ভেষ্টশ্চ সন্তপ্ত গন্তব্যঃ জীবঘাতকৈঃ ॥ ৮৩
 শক্তিভির্ভিন্দিপালৈশ্চ খড়্গাতোমরসাদকৈঃ ।
 ভিদ্যন্তিস্তীক্ষ্ণশূলগ্রৈর্গন্তব্যঃ জীবঘাতকৈঃ ॥ ৮৪
 শানৈর্বাটৈর্জটিলৈঃ কটকৈর্ভক্ষ্যমাণৈশ্চ পাপিভিঃ
 কুস্তান্তঃ ক্রকচাঘাতৈর্গন্তব্যঃ মাংসখাদিভিঃ ।
 মহিষর্ষভশৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যমানৈঃ সমস্ততঃ ॥ ৮৫
 উল্লিখন্তিঃ শূকরৈশ্চ গন্তব্যঃ মাংসখাদকৈঃ ।

সেই শিবাগণ দ্বারা আক্রম্যমাণ ও ভঙ্কিত
 হইতে হইতে অতি ক্রেশে যমালয়ের দিকে
 যাইতে থাকে। সেই মহাপথে উক্ত
 জীব কোথাও ভীত, ও কচিৎ ক্রস্তভাবে
 এবং বুজাঃ আলিত পদে অতি হুঃখে
 ক্রন্দন করিতে থাকে। সে যমদূতদিগের
 ভৎসনার উদ্বিগ্ন ও ভয়বিহ্বল হইয়া কম্প-
 কায়ে কখনও দৌড়াইতে থাকে। যাহারা
 ইহলোকে দাম করে নাই, সেই সকল জীব
 সেই কণ্টকাকৌণ ও উত্তপ্ত সিকতাপূর্ণ দাক্ষণ
 পথে দম্বপ্রায় হইয়া যায়। জীবগণের
 সেই গন্তব্য পথ কোথাও মেদ ও শোণিত
 দ্বারা ভূগর্ভময়, কচিৎ মৃত ছাগদেহে সমা-
 বৃত্ত, কোথাও বা দম্ব ও ছিন্ন অস্থি চক্ষা-
 দিতে পরিপূর্ণ। তাহারা কখনও শক্তি,
 তোমর, খড়্গ, ভিন্দিপাল, সায়ক, ক্রকচ, ও
 তীক্ষ্ণ শূলগ্রাদি দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হয়;
 কখনও কুজর, ব্যাঘ্র, বৃক ও কচ্ছাদি
 মাংসাসী জন্তু দ্বারা ভঙ্কিত; কখনও বৃষ,
 মহিষাদি কর্তৃক শৃঙ্গদ্বারা বিদ্ধ; কখনও

শূচীভ্রমরকাকোলমক্ষিকাবিশিষ্ট সজ্জাশঃ ।
 ভূজ্যমানৈশ্চ গন্তব্যঃ পাপিষ্ঠৈর্মধুঘাতকৈঃ ॥ ৮৭
 বিশ্বস্তঃ স্বামিনঃ মিত্রঃ স্নিগ্ধঃ বা যন্ত ঘাতয়েৎ ॥
 শত্রুৈর্নিকৃত্যমানৈশ্চ গন্তব্যঃ চাতুরৈর্নরৈঃ ।
 ঘাতয়ন্তি চ যে জন্তুঃস্তাভয়ন্তি নিরাগসঃ ॥ ৮৯
 রাক্ষসৈর্ভক্ষ্যমাণান্তে যান্তি যাম্যপথঃ নরাঃ ।
 যে হরন্তি পরস্রীণাঃ বরপ্রাবরণানি চ ॥ ৯০
 তে যান্তি বিক্রান্তা নরাঃ প্রেতীভূতাস্থিযমালয়ম্
 বাসো ধান্তঃ হিরণ্যং বা গৃহক্ষেত্রমথপি বা ॥
 যে হরন্তি দুরাশ্রয়ানঃ পাপিষ্ঠাঃ পাপকর্শিণাঃ ।
 পায়ার্গৈর্লণ্ডভেদৈর্দেওস্তাড্যমানৈশ্চ জর্জরৈঃ ॥ ৯২
 বহন্তিঃ শোণিতং ভূরি গন্তব্যস্ত যমালয়ম্ ।
 ব্রহ্মস্বং যে হরন্তীহ নরা নরকনির্ভয়াঃ ॥ ৯৩
 তাভয়ন্ত তথা বিপ্রানাক্রোশন্তি নরাধমাঃ ।
 শুককাষ্ঠনিবদ্ধান্তে ছিন্নকর্ণাঙ্কনাসিকাঃ ॥ ৯৪

শূকট কর্তৃক দন্তদ্বারা উল্লিখিত; এবং
 কখনও বা শূচী, ভ্রমর, কাকোল, মক্ষিকা
 ও মধুমক্ষিকা প্রভৃতি দ্বারা দষ্ট হয়; তাহাতে
 দাক্ষণ যাতনায় কখনও কুজন, কখনও
 ক্রন্দন, কখনও বা উচ্চঃস্বরে চীৎকার করত
 সেই ভূগর্ভমপথে যাইতে থাকে। ৭৬—৮৭।
 যাহারা বিশ্বস্ত স্বামী, মিত্র বা স্ত্রীলোককে
 ঘাতিত করে, তাহাদিগকে ঐ পথে শত্রুঘাতে
 হ্রিদ্যমান হইয়া অতি কষ্টে যাইতে হয়।
 নিরপরাধ প্রাণীদিগকে যাহারা হনন বা তাড়ন
 করে, তাহারা যাম্যপথে রাক্ষসগণ কর্তৃক
 ভক্ষ্যমাণ হইয়া গমন করিতে বাধ্য হয়।
 যাহারা পরনারীর গাত্রাবরণ বসন হরণ করে,
 তাহাদিগকে প্রেতাকারে উলঙ্গ হইয়া সেই
 পথ অতিক্রম করিতে হয়। যে সকল
 দুরাশ্রয় পাপীরা বন্য, ধান্ত, হিরণ্য, গৃহ ও
 ক্ষেত্রাদি অপহরণ করে, তাহারা পায়ণ,
 লণ্ড দণ্ডাদি দ্বারা তাড়্যমান হইয়া রক্ত-
 প্লুত জর্জরিত-শরীরে সেই মহাপথ অতিক্রম
 করে। যে সকল নরকভয়রহিত মানব
 ব্রহ্মস্ব হরণ, ব্রাহ্মণকে তাড়ন কিংবা আক্রোশ-
 পূর্বক দুর্বাক্য দ্বারা পীড়িত করে, সেই

পুষ্যশোণিতদিগ্ধান্তে কালগৃহ্ণেচ জম্বুকে: ।
কিঙ্করৈতীষণৈশ্চৈত্তাড্যামানশ্চ দাক্ষিণ্যে: ॥১৫
বিকোশমানা গচ্ছন্তি পাণিনস্তে যমালয়ম্ ।
এবং পরমহর্ষমধ্বানঃ জলনপ্রভম্ ॥ ১৬
রৌরবঃ হর্গবিষমং নির্দিষ্টং মাহুযন্ত চ ।
প্রতপ্তভাস্রবর্ণাভঃ বহ্নিআলাকুলিঙ্গবৎ ॥ ১৭
কুমটকটকাকীর্ণং বিষাণবিকটাকুরম্ ।
শক্তিযজ্ঞৈশ্চ সঙ্কীর্ণমুজ্জলং তীব্রকণ্টকম্ ॥ ১৮
অঙ্গারবালুকামিষঃ বহ্নিকটিকহর্গমম্ ।
আলামালাকুলং রোদ্ভং সূর্য্যরাশিপ্রতাপিতম্ ॥
অধ্বানং নীযতে দেহী কৃষ্যমাণঃ স্নানিষ্ঠরৈঃ ।
যদৈব ক্রন্দতে জন্তুঃ খার্ত্তঃ পতিতঃ কচিৎ ॥
তদৈবাহন্ততে সর্ষেরায়ুর্ধৈর্মমিকঙ্করৈঃ ।
এবং সন্তাড্যামানশ্চ লুকঃ পাপেষু যোহনয়ঃ ॥
অবশো নীযতে জন্তুর্ধৈর্মমিকঙ্করৈঃ ।

কাঠে বন্ধনপূর্ব্বক চক্ষু কণ ও নাসাচ্ছেদন
করিয়া তাড়না করিতে থাকে ; সেই পুষ-
শোণিতলিগ্ধাঙ্গ পাণীয়া দাক্ষণ্যকায় গৃধ্র ও
জম্বুকগণ কর্ত্ত্বক ভক্ষিত হইয়া চীৎকার
করিতে করিতে যমালয়ে যাইতে থাকে ।
এবমিধ জলনপ্রভ পরম হর্ষম বিষম হর্গম
রৌরব নামক সেই পথ যত জীবগণের
যমালয়ে গমন জন্ত নির্দিষ্ট আছে ।
এ পথ প্রতপ্ত ভাস্রবর্ণাভ, বহ্নিফুলিঙ্গসম
ফুলিঙ্গ-সমাকুল, শৃঙ্গসদৃশ দৃঢ় অঙ্গুরনিকরে
আকীর্ণ, শক্তি বজ্র ও তীব্র কণ্টকাদিতে
সঙ্কীর্ণ এবং বহ্নিকট দ্বারা অতীব হর্গম ।
তদ্রূপে অঙ্গারমিশ্রিত বালুক। সূর্য্যকিরণে
প্রতপ্ত হইয়া আলামালায় আকুল ও অতি-
ভয়ঙ্কর ভাবধারণ করে । স্নানিষ্ঠর যম-
কিঙ্করৈরা সেই পথে দেহীকে আকর্ষণ করিতে
থাকে ; দেহী যখন ক্রন্দন করে বা পড়িয়া যায়,
তখন অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা তাহার প্রহার কর ।
বিধিলজ্জনকারী লোভী পাণী জনগণ
সকলেই যমকিঙ্করগণ কর্ত্ত্বক এইভাবে অবজা
সহকারে ভাঙিত ও উৎপীড়িত হইয়া অবশ-
ভাবে যমালয়ে নীত হইয়া থাকে । সেই

সর্ষেরেব হি গন্তব্যমধ্বানং তৎসুহর্গমম্ ॥১০২
নীযতে বিবিধৈর্ঘোরৈর্মমদূতৈরবজ্জয়া ।
নীত্বা স্নানাক্রণং যোগং প্রাণিনং যমকিঙ্করৈঃ ॥
প্রবেশতে পুরীঃ ঘোরং তাম্রায়সমরীঃ দ্বিজাঃ
স। পুরী বিপুলাকারা লক্ষযোজনমায়তা ॥১০৪
চতুরশা বিনির্দিষ্টা চতুর্দ্বারবতী শুভা ।
প্রাকারাঃ কাঞ্চনাস্তস্তা যোজনায়ুতমুচ্ছ্রুতাঃ ॥
ইন্দ্রনীলমহানীলপদ্মরাগোপশোভিতা ।
স। পুরী বিবিধৈঃ সজ্জৈর্ঘোরাঘোরেঃ
সমাকুলা ॥ ১০৬
দেবদানবগন্ধর্ষৈর্ষকরাঙ্কসপন্নগৈঃ ।
পূর্ব্বদ্বারং শুভং তস্তাঃ পতাকাশতশোভিতম্
বজ্জেন্দ্রনীলবৈদূধ্যমুক্তাকর্ণাবভূষিতম্ ।
গীতনৃত্যৈঃ সমাকীর্ণং গন্ধর্ষাপ্সরসাং গণৈঃ ॥
প্রবেশন্তেন দেবানামুযৌগাং যোগিনাং তথা ।
গন্ধর্ষাসিদ্ধযক্ষাণাং বিদ্যাধরবিসর্পিণাম্ ॥ ১০৯
উত্তরং নগরদ্বারং ঘণ্টাচামরভূষিতম্ ।
ছত্রচামরবিস্তাং নানারত্নৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ১১০

সুহর্গম পথে সকলকেই যাইতে হয় । ১০২—
১০২ । হে দ্বিজগণ ! যমকিঙ্করগণ, প্রাণীদিগকে
এই সুহর্গম পথে লইয়া যাইয়া তাম্রায়সময়
ঘোর যমনগরে প্রবেশ করায় । সেই নগর
অতীব বিপুলাকার ; উহা লক্ষযোজন বিস্তৃত ।
তন্মধ্যে চতুরশা, চতুর্দ্বারবতী শুভা পুরী
দৃষ্ট হয় । উহার কাঞ্চনময় প্রাকার অযুত
যোজন উন্নত । উহা ইন্দ্রনীল, মহানীল ও
পদ্মরাগাদি মণিগণে বিভূষিত । কলহঃ
সেই পুরী ঘোর অঘোর উভয়বিধ উপচারেই
পরিপূর্ণ । তাহার পূর্ব্বদ্বার অতি মনোহর ।
উহা শত পতাকায় শোভিত ; হীরক, ইন্দ্র-
নীল, বৈদূধ্য ও মুক্তাদি দ্বারা বিভূষিত ; দেব
দানব যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ষ ও পন্নগগণে ঐ দ্বার
সমাকীর্ণ এবং অঙ্গরোগগন্ধর্ষাদি-কৃত নৃত্য-
গীতে মুখরিত । সেই দ্বার, দেব ঋষি যোগী
গন্ধর্ষ সিদ্ধ যক্ষ বিদ্যাধর ও পন্নগাদির
প্রবেশার্থ নির্দিষ্ট । তাহার উত্তর দ্বার,
ঘণ্টা-চামর ছত্রাদি দ্বারা ভূষিত ; বিবিধ

বীণাবেণুর্নৈব রম্যেগীতমঙ্গলনাদিতৈঃ ।
 ঋগ্‌যজুঃসামনির্ঘোষৈর্মুনিবৃন্দসমাকুলম্ ॥ ১১১
 বিশস্তি যেন ধর্মজ্ঞাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ।
 গ্রীষ্মে বারিপ্রদা যে চ শীতে চান্নিপ্রদা নরাঃ ॥
 শ্রান্তসংবাহকা যে চ প্রিয়বাদরতাশ্চ যে ।
 যে চ দানরতাঃ শূরা মাতাপিতৃপরাস্চ যে ।
 হিজ্ঞস্তজ্ঞাষণে যুক্তা নিত্যং যেহতিথিপূজকাঃ ॥
 পশ্চিমস্ত মহাদ্বারং পুধ্যা রত্নবিভূষিতম্ ॥ ১১৪
 বিচিত্রমণিসোপানং তোমরৈঃ সমলকৃতম্ ।
 ভেরীমৃদঙ্গসন্মাদৈঃ শঙ্খকাহলনাদিতম্ ॥ ১১৫
 সিদ্ধবৃন্দৈঃ সদা হৃষ্টৈর্বজ্রলৈঃ প্রণিনাদিতম্ ।
 প্রবেশস্তেন হৃষ্টানাং শিবভক্তিমতাং নৃণাম্ ॥
 সর্বভীর্ণপ্লুতা যে চ পঞ্চায়ের্ঘে চ সেবকাঃ ।
 প্রস্থানে যে মূতা বীরা মূতাঃ কালঞ্জরে গিরৌ
 অগ্নৌ বিপন্ন্য যে বীরাঃ সাধিতাঃ যৈরনাশকম্ ।

রত্নে অলঙ্কৃত; বীণা বেণু প্রভৃতির রম্য
 মঙ্গল শব্দে মুখরিত এবং গীত শব্দ সহকৃত
 মুনিবৃন্দকৃত ঋক্‌ যজুঃ ও সামধ্বনিতে সমাকুল ।
 যাহারা গ্রীষ্মকালে বারি প্রদান করে, শীতে
 অগ্নি দান করে, যাহারা শ্রান্ত জনের গাত্র
 মর্দনে, প্রিয়ভাষণে, দানে ও মাতা পিতার
 শুভাষণে নিরত, এবং যাহারা সত্য কথন-
 পরায়ণ, সেই সকল ধার্মিক নরগণের প্রবেশ
 জন্তই এই উত্তরদ্বার নিরূপিত । উহার পশ্চিম
 দ্বারও 'রত্নবিভূষিত, বিচিত্র মণি-রচিত
 সোপান-শ্রেণীতে শোভিত, তোমরনিকরে
 সমলকৃত এবং সতত হৃষ্টচিত্ত সিদ্ধবৃন্দ-বাদিত
 ভেরী-মৃদঙ্গ-শঙ্খ-কাহলাদির মঙ্গল শব্দে
 নিনাদিত । হৃষ্টান্তঃকরণ শিবভক্ত নরগণের
 প্রবেশ নিমিত্ত এই দ্বার নিরূপিত । যাহারা
 সর্বভীর্ণে ভ্রাত, মহাপ্রস্থানে মৃত, কিম্বা যে বীর
 ব্যক্তির প্রভু, মিত্র বা সাধুলোকাদির নিমিত্ত
 অথবা গো রক্ষার্থ নিহত, তাহারাও ঐ দ্বার
 দিয়া যাইয়া থাকে । যাহারা পঞ্চায়েদেব-
 ত্বৎপর, যে বীরগণ কালঞ্জরাগারিতে প্রাণ
 পরিহার করে কিংবা অগ্নি প্রবেশে বিপন্ন
 হয়, অথবা অনশনরতাবলম্বনে জীবন

যে স্বামিমিত্রলোকার্ধে গোপ্রহে সঙ্কুলে হতাঃ ।
 তে বিশস্তি নরাঃ শূরাঃ পশ্চিমে ন তপোধনাঃ ॥
 পুধ্যান্তস্তা মহাদ্বারং সর্বসম্বতস্করম্ ॥ ১১৯
 হাহাকারসমাক্রষ্টং দক্ষিণং দ্বারমীদৃশম্ ।
 অঙ্ককারসমাক্রষ্টং তীক্ষ্ণশৃঙ্গৈঃ সমধিতম্ ॥ ১২০
 কণ্টকৈর্বৃশ্চিকৈঃ সর্পৈর্বজ্রকৌটৈঃ সুভৃগমৈঃ ।
 বিলুপ্তস্তির্বৃ কৈব্যাদ্রৈশ্চ কৈঃ সিংহৈঃ সজদ্বৃকৈঃ
 খানমার্জ্জারগৃধ্রৈশ্চ সজালকবলৈর্মুখৈঃ ।
 প্রবেশস্তেন বৈ নিত্যং সর্বেষামপকারিণাম্ ॥
 যে ঘাতযন্তি বিপ্রান্ গা বালং বৃদ্ধং তথাভূরম্
 শরণাগতং বিশ্বস্তং স্থিয়ং মিত্রং নিরায়ধম্ ॥ ১২৩
 যেহগম্যাগামিনো মুঢ়াঃ পরদ্রব্যাপহারিণাঃ ।
 নিক্ষেপস্তাপহর্ন্তারো বিষবাহুপ্রদাশ্চ যে ॥ ১২২
 পরভূমিং গৃহং শয্যাং বস্ত্রালঙ্কারহারিণাঃ ।
 পররজ্জেষু যে ভূরা যে সদানৃতবাদিনাঃ ॥ ১২৫
 গ্রামরাষ্ট্রপুরস্থানে মহাহুংখপ্রদা হি যে ।
 কুটসাক্ষিপ্ৰদাতারঃ কস্তাবিক্রয়কারকাঃ ॥ ১২৬

ত্যাগ করে, হে তপোধন মুনিগণ !
 তাহারাও ঐ পশ্চিম দ্বার দিয়া যমপুরে
 প্রবিষ্ট হয় । ১০৩—১১৮ । ঐ পুরীর দক্ষিণ
 দ্বার সর্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর । উহা অতি ঘোরা-
 কার, অঙ্ককারাকৃত, ও হাহাকার চীৎকারে
 মুখরিত; তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ, কণ্টক, বৃশ্চিক, সর্প ও
 বজ্রকৌটাদি দ্বারা সমাকীর্ণ; এবং ব্যাঘ্র,
 বৃক, ভল্লুক, সিংহ, জম্বুক, কুকুর, মার্জ্জার, গৃধ্র
 ও অগ্নিমুখাদি মাংসালী জন্তুতে পরিব্যাপ্ত ।
 সেই দ্বার যাবতীয় অপকর্মকারীদিগের
 প্রবেশার্থ নিরূপিত । যাহারা বিপ্র, গো,
 বালক, বৃদ্ধ, আতুর, শরণাগত, বিশ্বস্ত, স্ত্রী,
 মিত্র, অথবা নিরস্ত্র ব্যক্তিকে ঘাতিত করে,
 যে মুঢ়েরা কস্তা, পুত্রবধূ, প্রভৃতি অগম্যাতে
 গমন, গচ্ছিত বস্তুর অপলাপ এবং বিজ বা
 বহি প্রদান করে; পরকীয় ভূমি, গৃহ, শয্যা,
 বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি অপহরণ করে; যাহারা
 পরচ্ছিদ্রাঘেণে তৎপর, গ্রাম, নগর, রাজ্য-
 দির অনিষ্টকারী, সতত মিথ্যাবাদী, কুট-
 সাক্ষ্য প্রদাতা, কস্তাবিক্রয়ী, অভ্যস্তকর্ণ-

অতঃপাশ্চাৎ যঃ পশ্চাদ্ভিত্তিঃ সূতাঃ সূতাম্ ।
মাতরং পিতরং যৈবে বদন্তি চ পৌত্রম্ ॥
অন্তে যে চৈব নির্দিষ্টা মহাপাতককারিণঃ ।
দক্ষিণেন তু তে সৰ্ব্বৈঃ দ্বারৈঃ প্রবিশন্তি বৈ ॥
ইতি শ্রীভাষ্যে যমলোকমার্গস্বরূপনিকূপনঃ
চতুর্দশাধিকবিংশততমোঃধ্যায়ঃ ॥ ২১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকবিংশততমোঃধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

কথং দক্ষিণমার্গেণ বিশস্তি পাপিনঃ পুরম্ ।
খোভুমিচ্ছাম তদ্ব্রহ্মি বিস্তরেণ তপোধন ॥ ১
বাস উবাচ ।

দক্ষিণঃ তদ্ব্রহ্মাচারঃ দ্বারং বক্ষ্যামি তীর্থণম্ ।
নানাপাপনশ্চীর্ণং শিবাশতনিদানিতম্ ॥ ২
কেৎকারবসংযুক্তমগম্যঃ লোমহর্ষণম্ ।
ভূতপ্রেতপিশাচৈশ্চ বৃত্তকাষ্টৈশ্চ রাক্ষসৈঃ ॥ ৩
এবং দৃষ্টা হৃদরাস্তে দ্বারং হৃদতকারিণঃ ।
মোহং গচ্ছন্তি সহস্রা জাসাধিপ্রলপন্তি চ ॥ ৪

রত; অথবা যাঁহারা মাতা পিতাকে নিজ
পৌত্রবোলেখে হুঁকা বলে, আর যাঁহারা
মহাপাতকী, সেই সকলকেই এই দক্ষিণ দ্বার
দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। ১১২—১২৮।
চতুর্দশাধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ১২৪।

পঞ্চদশাধিকবিংশততম অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে তপোধন । পাপি-
গণ দক্ষিণপথ দ্বারা কি প্রকারে সেই পুর-
মধ্যে প্রবেশ করে? আমরা তাহা শুনিতে
চাই, বিস্তরক্রমে তাহা বলুন । বাস বলি-
লেন,—সেই পুণ্ডরীক দক্ষিণ দ্বারের বিবরণ
বলিতেছি । পাপীরা দূর হইতেই সেই
নানা পাপনশ্চীর্ণ, শত শত শিবা দ্বারা
নিদানিত, কেৎকারবসংযুক্ত, ভূত-প্রেত-
পিশাচ-রাক্ষসাদি দ্বারা সমাবৃত, হুগম ও
লোমহর্ষণকর দক্ষিণ দ্বার দর্শনে জাসবশে

ততস্তান্ শৃঙ্খলৈঃ পাতৈশ্চ কৰ্ণাস্তি নির্ভয়াঃ ।
তাড়য়ন্তি চ দণ্ডৈশ্চ ভৎসয়ন্তি পুনঃপুনঃ ॥ ৫
লক্সংজ্ঞাততন্তে বৈ কথিরেণ পরিপ্লুতঃ ।
জজন্তি দক্ষিণং দ্বারং প্রাশ্লন্তঃ পদে পদে ॥ ৬
তৌত্রকণ্টকযুক্তেন শর্করানিচিভেন চ ।
কুরদারানিভৈস্তৌত্রৈঃ পাষাণৈর্নিচিভেন চ ॥ ৭
কচিং পঙ্কেন নিচিভা নিরুত্ভারৈশ্চ খাতকৈঃ ।
লোহস্ফুটিনিভৈর্দন্তৈঃ সহস্রেন কচিং কচিং ॥ ৮
তটপ্রপাতবিষমৈঃ পর্বতৈর্ভুজসঙ্কুলৈঃ ।
প্রতপ্তাদারযুক্তেন যান্তি মার্গেণ দুঃখিতাঃ ॥ ৯
কচিদিষমগর্তাভিঃ কচিমৌচৈঃ সুপচ্ছলৈঃ ।
সুতপ্তবালুকাভিঃ তথা তৌত্রৈশ্চ শঙ্কুভিঃ ॥ ১০
অয়ঃশৃঙ্গাটিকৈস্তপ্তৈঃ কচিদাবাগ্নিা যুতম্ ।
কচিভগ্নশিলাভিঃ কচিদ্ভাণ্ডং হিমেণ চ ॥ ১১
কচিদালুকয়া ব্যাপ্তমাকর্ষ্যন্তঃ প্রবেশয়া ।
কচিদুষ্ণাঘ্না ব্যাপ্তং কচিং কৰ্ম্মাঘ্নিা পুনঃ ॥ ১২
কচিং সিংহবৃক্কৈর্ব্যাদৈর্দক্ষিণশকীটৈশ্চ দাক্ষিণৈঃ ॥

মোহপ্রাপ্ত হয় এবং নানাবিধ বিলাপ করিতে
থাকে । তখন উগ্র যমদূতগণ তাহাদিগকে
পাশ শৃঙ্খলাদি দ্বারা বন্ধনপূর্বক দণ্ড দ্বারা
তাড়না করত বারম্বার ভৎসনা সহকারে
আকর্ষণ করিতে থাকে । পরে তাহারা
সচেতন হইয়া প্রতিপদে খালিত হইতে হইতে
কথিরাপ্লুতগাত্রে সেই সেই দক্ষিণ দ্বার দিয়া
যাইতে থাকে । তদ্রূপ পথ তৌত্র কণ্টকযুক্ত,
শর্করাব্যাপ্ত ও কুরদারসম তৌত্র পাষণে
সমাকীর্ণ। ১—৭। উদীয় কোথাও হস্তর
পঙ্ক, কোনস্থানে গভীর খাত, কোনও স্থান
লোহস্ফুটী সদৃশ দণ্ড দ্বারা সমাচ্ছন্ন, কোন
স্থান অত্যাচ্ছ, কোন স্থান অতি নীচ;
কোন কোন স্থান পর্বতাকীর্ণ, কোন
স্থান বৃক্ষাচ্ছন্ন, কোনও স্থান সুতপ্ত
বালুকাপূর্ণ; কোথাও তৌত্র শঙ্কু, কোথাও
তপ্ত লোহশৃঙ্গাটিক, কোথাও দাবাগ্নি,
কোথাও ভগ্নশিলা, কোথাও হিম, কোথাও
আকর্ষ্য বালুকা, কোথাও দূষিত জল,
কোথাও প্রবল অগ্ন্যুত্তাপ, কোথাও সিংহ,

কচিৎমহাজলোকাভিঃ কচিৎদজগর্গৈঃ পুনঃ ॥ ১৩
 মক্ষিকাভিঃ রোজ্জাভিঃ কচিৎসর্পবিশোদনৈঃ
 কচিৎদুর্গৈর্জৈশ্চ বলোন্নতৈঃ প্রমাথিভিঃ ॥ ১৪
 পশ্চান্নম্নথিভিঃ তীক্ষ্ণশৃঙ্গৈর্মহাবুধৈঃ ।
 মহাশৃঙ্গৈশ্চ মহৈষকট্টৈর্মৈশ্চ খাদনৈঃ ॥ ১৫
 ডাকিনীভিঃ রোজ্জাভিঃকরালৈশ্চ রাক্ষসৈঃ ।
 ব্যাধিভিঃ মহারোদ্রৈঃ পীড়্যমানা ব্রজন্তি তে
 মহাধূলিবিমিশ্রণ মহাচণ্ডন বায়না ।
 মহাপষণবর্ষণে হস্তমানা নিরাশ্রয়াঃ ॥ ১৭
 কচিৎস্থান্নিপাতেন দীর্ঘমাণা ব্রজন্তি তে ।
 মহতা বাণবর্ষণে ভিদ্যমানাস্ত সর্কশঃ ॥ ১৮
 পতন্তিবিহ্বলনির্ধাতৈরুকাপাতৈঃ সুদারকৈঃ ।
 প্রদীপ্তাঙ্গারবর্ষণে দহমানা বিশন্তি চ ॥ ১৯
 মহতা পাণ্ডুবর্ষণে পূর্ণমাণা রুদন্তি চ ।
 মেঘারবৈঃ স্রোতৈশ্চ বিভ্রাণ্ডন্তে মুহুর্ভুজঃ ॥
 নিঃশেষাঃ শরবর্ষণে চূর্ণমাণাস্ত সর্কতঃ ।

কোথাও বুরু, কোথাও ব্যাঘ্র, কোথাও
 দংশ, কোথাও মশকাদি দারুণ কীট,
 কোথাও মহাজলোকা, কোথাও অজগর,
 কোথাও ভয়ঙ্কর মক্ষিকা, কোথাও তীব্রবিষ
 বিষধর, কোথাও দুষ্ট গজ, কোথাও তীক্ষ্ণশৃঙ্গ
 দ্বারা পথের উল্লেখনকারী বলোন্নত উজ্জ্বল
 মহাবৃষ, কোথাও মহাশৃঙ্গ মাইব, কোথাও
 অত্যাচকার্য মন্ত উষ্ট্র, কোথাও অত্যাগ্ৰা
 ডাকিনী, কোথাও অতি করাল রাক্ষস, কোথাও
 মহারোদ্র ব্যাধি;—এইরূপ ভীষণ পথে নিপী-
 ডিত হইয়া সেই সেই পাপীদগকে যমপুরে
 যাইতে হয়। তাহারা কচিৎ মহাধূলিমিশ্রিত
 মহাবায়ু সহকৃত মহাপাষণবর্ষণে আশ্রয় স্থান-
 ভাবে হস্তমান, কচিৎ বিভ্রাণ্ডপাতে বিদীর্ঘ-
 মাণ, কচিৎ মহাবাণ বর্ষণে ভিদ্যমান এবং
 কচিৎ বজ্রনির্ধাতসম উকাপাতে ও প্রদীপ্ত
 অঙ্গারবর্ষণে দহমান হইয়া সেই পুরী
 প্রবেশে সমর্থ হয়। কখনও মহা পাণ্ডু-
 বর্ষণে আচ্ছাদিত হইয়া রোদন করে,
 কচিৎ স্রোতার মেঘারাবে মুহুর্ভুজ বিভ্রা-
 সিত হইয়া পড়ে; কখন দারুণ শরবর্ষণে

মহাঙ্কারাধুধারাবিঃ সিচ্যমানা ব্রজন্তি চ ॥ ২১
 মহানীতেন মরুতা রুক্ষেণ পক্ষবেণ চ ।
 সমস্তাদীর্ঘমাণাশ্চ শুষাস্তে সঙ্কুচন্তি চ ॥ ২২
 ইথং মার্গেণ পুরুষাঃ পাথৈরহিতেন চ ।
 নিরালম্বেন দুর্গেণ নির্জলেন সমস্ততঃ ॥ ২৩
 অতিশ্রমেণ মহতা নির্গতেনাশ্রমায় বৈ ।
 নীযন্তে দোহিনঃ সর্কৈ য়ে মুঢ়াঃ পাপকর্ষিণঃ ॥
 যমদূতৈর্মহাঘোরেস্তদাজ্জাকারিভির্বলাৎ ॥
 একাকিনঃ পরাধীন মিত্রবন্ধুবিরজিতাঃ ॥ ২৫
 শোচন্তঃ স্থানি কৰ্ম্মাণি রুদন্তি চ মুহুর্ভুজঃ ।
 প্রেতীকৃতানি নিষিক্তান্তে শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকাঃ ॥
 কৃশাঙ্গা ভীতভীতাশ্চ দহমানাঃ ক্ষুধাগ্নিনা ।
 বদ্ধাঃ শৃঙ্খলয়া কেচিৎ কেচিৎস্থানপাদঘোঃ ॥
 আকৃষ্যাস্তে শুষ্যমাণা যমদূতৈর্বলোৎকটেঃ ।
 নরা অধোমুখাশ্চাত্তে কৃষ্যমাণাঃ স্রুত্বাঃখিতাঃ ॥
 অন্নপানীয়রহিতা যাচমানাঃ পুনঃপুনঃ ।
 দেহি দেহীতি ভাষন্তঃ সাক্ষগঙ্গাদম্ গিরা ॥ ২৬

চূর্ণ্যমান হয়, কখনও বা মহা ঞ্কারাধুধারায়
 সিচ্যমান হইতে থাকে। কচিৎ মহানীতল
 বায়ু দ্বারা সঙ্কুচিত হয়। কদাপি রুক্ষ পক্ষ
 বাতপ্রবাহে শুষ্যমাণ হইয়া বিদীর্ণভূক
 হইতে থাকে। যমকিঙ্করেরা এইরূপ জর্গম,
 নির্জল, পাথৈরহিত, আশ্রয়হীন পথে অতি
 শ্রান্ত মুঢ় পাপীদগকে বিশ্রামার্থ লইয়া যাইতে
 থাকে। ১১—২৪। যমের আজ্জাকারী অতি ঘোর
 যমদূতগণ কর্তৃক বলপূর্বক নীযমান সেই
 মিত্র-বন্ধু-বর্জিত পরাধীন অসহায় পাপীরা
 মরণান্তে এইরূপ কৃশকায়, ক্ষুধানলে দহ-
 প্রায়, শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালু ও শাসনভয়ে অতীব
 ভীত হইয়া স্থায়ি কৰ্ম্মের অন্তশোচনা সহ
 রোদন করিতে করিতে কোনমতে তাহা-
 দিগের অনুসরণ করিতে থাকে। বলবান্
 যমদূত কর্তৃক পদ-শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কেহ
 কেহ উত্তানভাবে, কে বা অধোমুখেই আকৃষ্ট
 হইতে থাকে। কেহ কেহ অন্নপান্যভাবে
 ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিপীড়িত হইয়া কৃতাজলিগুটে
 দীনভাবে সাক্ষগঙ্গাদম্ গিরা পুনঃপুনঃ

কৃতাজলিপুটী দীনাঃ ক্ষুভ্ণাশরিপীড়িতাঃ ।

ভক্ষ্যামুচ্চাবচান দৃষ্টা ভোজ্যান্ পেয়াংচ

পুঙ্কলান্ ॥ ৩০

শুগন্ধদ্রব্যসংযুক্তান্ যাচমানাঃ পুনঃপুনঃ ।

দধিকীরস্বতোমিষাং দৃষ্টা শালোদনং তথা ॥

পানানি চ শুগন্ধানি শীতলাম্বাদকানি চ ।

তান্ যাচমানাংস্তে যাম্যা ভর্ষসমস্তদাক্রবন ।

বচোভিঃ পরুষৈভীমাঃ ক্রোধরক্তাস্তলোচনাঃ ॥

যাম্যা উচুঃ ।

ন ভবন্তিহৃতং কালে ন দন্তং ব্রাহ্মণেষু চ ।

প্রসভং দীযমানঞ্চ বারিতঞ্চ দ্বিজাতিষু ॥ ৩১

ভক্ষ্য পাপস্ত চ ফলং ভবতাং সমুপাগতম্ ।

নাগৌ দম্বং জলে নষ্টং ন হতং নৃপতক্ষরৈঃ ॥

কুতো বা সাম্প্রত্যং বিপ্রে যন্ন দন্তং পুরাধমাঃ ।

যৈর্দন্তানি তু দানানি সাধুভিঃ সাধিকানি তু ॥

তেষামেতে প্রদৃশ্যন্তে কল্লিতা হন্নপৰ্বতাঃ ।

ভক্ষ্যভোজ্যাংচ পেয়াংচ লেহ্যাশোষাংচ

সংবৃতাঃ ॥ ৩৬

“দেও দেও” বলিয়া প্রার্থনা কবিতে থাকে ।

দূরে দধি-কীর-স্বত-সমাধিত শালিতগুলান্ন, শুগন্ধি পানীয় এবং শীতল জলাদি বিবিধ উত্তমোত্তম প্রচুর শুগন্ধ দ্রব্যসমাধিত ভক্ষ্য ভোজ্য দর্শনে বারম্বার যাক্সা করিতে থাকে । যমদূতেরা তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন সহকারে রক্তনেত্রে পরুষভাষায় ভর্ষ-নাপূরক এই-রূপ বলিতে থাকে যে,—ওরে ! পূর্বে তোরা যোগ্যকালে হোম করিস্ নাই, ব্রাহ্মণকে দান করিস্ নাই, বিশেষতঃ দ্বিজাতিকে দান করিতে কেহ উদ্বৃত্ত হইলেও তাহাকে বারণ করিয়াছি। সেই পাপের ফল এখন উপস্থিত । ওরে অধমেরা ! তোদের ধন পূর্বে অগ্নিতেও দগ্ধ হয় নাই, জলেও নষ্ট হয় নাই, বা নৃপ-তক্ষরাদি দ্বারাও অপহৃত হয় নাই, তথাপি তোরা বিপ্রজনে দান করিস্ নাই ; এখন তবে পাইব কেমনে ? যে সকল সাধুরা সাধিকভাবে দান করিয়াছেন, তাহাদিগের নিমিত্ত ভক্ষ্য-ভোজ্য-লেহ্য-পেয়-চোষাদি

ন যুমভিলম্পাদেষ ন দন্তঞ্চ কথঞ্চন ।

যৈশ্চ দন্তং হতং চেষ্টং ব্রাহ্মণাশ্চৈব পূজিতাঃ ॥

তেষামন্নং সমানীয় ইহ নিক্ষিপ্যাতে সদা ।

পরস্বং কথমস্মাভিদাতুং শক্যেত নারকাঃ ॥

ব্যাস উবাচ ।

কিঙ্করাণাং বচঃ ক্রুদ্বা নিস্পৃহাঃ ক্ষুভ্ণাদ্বিতাঃ ।

ততস্তে দাক্রণৈশ্চাত্মৈঃ পীড়্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ ॥

যদুগরৈর্লোহদ গৈশ্চ শক্তিভোমরপট্টশৈঃ ।

পারিষেভির্ভিন্দিপালৈশ্চ গদাপরশুভিঃ শরৈঃ ॥

পৃষ্ঠতো দ্ব্যস্তমাস্তাশ্চ যমদূতৈঃ স্তুনির্দয়ৈঃ ।

অগ্রতঃ সিংহব্যাভ্রাদ্যর্দ্যাক্ষ্যন্তে পাপকারিণঃ ॥

ন প্রবেষ্টুং ন নির্গন্তুং লভন্তে হুংখিতা ভৃশম্ ।

স্বকস্মোপহতাঃ পাপাঃ ক্রন্দমানাঃ স্তুদাক্রণাঃ ॥

তত্র সম্পীড়্য স্তুভৃশং প্রবেশং যমকিঙ্করৈঃ ।

নীয়ন্তে পাপিনস্তত্র যত্র তিষ্ঠেৎ স্বয়ং যমঃ ॥৪৩

ধর্ম্মাচ্ছা ধর্ম্মকৃদেবঃ সর্বসংযমুনো যমঃ ।

বিবিধ উপচার সহ ঐ সমস্ত অন্নপৰ্বত কল্লিত রহিয়াছে । তোরা ঐ সকলের কোন দ্রব্যই দান করিস্ নাই ; স্মৃতরাং উহাতে অতি-লাঘও করিস্ না । যাহারা দান, হোম, যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণপূজাদি করে, তাহাদিগের জন্ত সকল ভোগ্য দ্রব্যই এখানে আনিয়া রাখা হয় । ওরে নারকীরা ! আমরা পরস্ব দিব কিরূপে ? ২৫—৩৮ । যমকিঙ্করগণের এবস্থিধ বচন শ্রবণে ক্ষুধাতৃষ্ণা-পীড়িত পাণ্ডীরা নিরাশ হইয়া পড়ে । দূতেরাও পাণ্ডীদিগকে নির্দয়-ভাবে যুগ্মগর, লোহদণ্ড, শক্তি, ভোমর, পট্টশ, পরিষ, ভিন্দিপাল, গদা, পরশু, ও বাণাদি নানা আয়ুধ দ্বারা নিদারুণ প্রহার করিতে থাকে । সম্মুখভাগ হইতে সিংহ-ব্যাভ্রাদি স্থাপদেয়াও খাইতে আইসে । তখন স্বকস্মোপহত পাণ্ডীরা অগ্রসরও হইতে পারে না, পশ্চাৎ গমনও সক্ষম হয় না ; স্মৃতরাং তাহারা অতিদুঃখে ক্রন্দন কবিতে থাকে । যম-কিঙ্করেরা এই অবস্থায় তাহাদিগকে আরও পীড়িত করিয়া যেখানে ধর্ম্মাচ্ছা ধর্ম্মব্যবস্থাপক সর্বসংযমনকারী যমদেব অবস্থান করেন,

এবং পঞ্চাভিকষ্টেন প্রাপ্তাঃ প্রেতপুং নরাঃ ॥
 প্রজ্ঞাপিতাস্তদা দূর্ভৈর্নিবেশ্যন্তে যমাগ্রতঃ ॥
 ততস্তে পাপকর্ণণাস্তং পশ্যন্তি ভয়ানকম্ ॥ ৪৫
 পাপাপবিদ্ধনয়না বিপরীতাঙ্গবুদ্ধয়ঃ ।
 দংষ্ট্রাকরালবদনং ক্রকুটীকুটিলেখনম্ ॥ ৪৬
 উর্দ্ধকেশং মহাশৃঙ্গং প্রক্ষু রদধরোস্তরম্ ।
 অষ্টাদশভূজং ক্রুদ্ধং নীলাঞ্জনচয়োপমম্ ॥ ৪৭
 সর্কায়ুধোদ্যাতকরং তীব্রদণ্ডেন সংযুতম্ ।
 মহামহিমাক্রুতং দীপ্তাঘ্রিসমলোচনম্ ॥ ৪৮
 রক্তমালাস্বরধরং মহামেঘমিবোচ্ছ্রিতম্ ।
 প্রলয়াব্দনির্বোধং পিবিষ্মি ব মহোদধিম্ ॥ ৪৯
 গ্রাসস্তমিব ত্রৈলোক্যমুদগিরস্তমিবানলম্ ।
 যুত্বা তৎসমীপস্থং কালানলসমপ্রভম্ ॥ ৫০
 প্রলয়ানলসঙ্কাশং কৃতান্তঞ্চ ভয়ানকম্ ।
 মারী চোগ্রা মহামারী কালরাত্রৌ চ দাক্ষণা ॥
 বিবিধা ব্যাধয়ঃ কষ্টা নানারূপা ভয়াবহাঃ ।

তথায় লইয়া যায়। পাপীরা অতি দুর্গম
 পথে নীত হইয়া যমরাজসমীপে বিজ্ঞাপিত
 হইলে তদীয় আদেশ অনুসারে তাঁহার
 সম্মুখে নীত হয়। তখন পাপকর্ম্মীরা পাপ-
 দুষিত-নয়নে বিপরীতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাকে
 অতি ভয়ঙ্করাকার দর্শন করে। দেখে
 যমের বদন—দংষ্ট্রা দ্বারা ঘোরাকার, নেত্রদ্বয়
 —ক্রকুটী কুটিল, কেশকলাপ—উর্দ্ধদিক
 বিকিণ্ড, শৃঙ্গ—সুদীর্ঘ, ওষ্ঠাধর—প্রক্ষুরিত,
 লোচন—দীপ্তাঘ্রিসম; তিনি অষ্টাদশভূজ,
 ক্রুদ্ধ, নীলাঞ্জন-চয়োপম, হস্তে বিবিধ আয়ুধ-
 ধারী, তীব্র দস্তসংযুক্ত, মহামহিমে আরুঢ়
 ও রক্তমালাস্বরধর। তাঁহার দেহ
 অতীব উন্নত বলিয়া মহামেঘবৎ প্রতীয়-
 মান হয়; তদীয় স্বর প্রলয়াব্দ-সম গভীর।
 তিনি যেন সমুদ্রকেও পান করিতে উচ্ছত,
 যেন ত্রৈলোক্য গ্রাস করিতেই উদ্যম
 করিয়াছেন এবং যেন অগ্নি উদ্যৌরগ
 করিতেছেন। তাঁহার সমীপে কালানল-
 সম প্রভাসম্পন্ন যুত্বা, প্রলয়ানলতুল্য দীপ্তি-
 মান ভয়ানক কৃতান্ত, মারী, উগ্রা মহামারী,

শক্তিশূলাঙ্কুশধরাঃ পাশচক্রাসিধারিণঃ ॥ ৫২
 বজ্রদণ্ডধরা রৌদ্রাঃ সুরভূগধনুর্ধরাঃ ।
 অসংখ্যাতা মহাবীর্যাঃ তুরাচাঞ্জনসপ্রভাঃ ॥
 সর্কায়ুধোদ্যাতকরা যমদূতা ভয়ানকাঃ ।
 অনেন পরিবারেণ মহাঘোরেন সংযুতম্ ॥ ৫৩
 যমং পশ্যন্তি পাণিষ্ঠাশ্চিহ্নগুপ্তং বিভীষণম্ ।
 নির্ভর্যসয়তি চাত্যর্থ্যং যমস্তান্ পাপকারিণঃ ।
 চিত্রগুপ্তস্ত ভগবান্ ধর্ম্মবাতৈক্যঃ প্রবোধয়ন্ ॥
 যম উবাচ ।

ভো ভো দৃষ্টকর্ম্মাণঃ পরদ্রব্যাপহারিণঃ ।
 গর্কিতা রূপবীর্যেণ পরদারবিমর্দকাঃ ॥ ৫৭
 যৎস্বয়ং ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎস্বয়ং ভূজ্যতে পুনঃ ।
 তৎকিমাশ্বোপঘাতার্থং ভবন্তিহ কৃতং কৃতম্ ॥ ৫৮
 ইদানীং কিম্ব শোচনং পীড়্যমানাঃ স্বকর্ম্মভিঃ
 ভুঞ্জস্বঃ স্বানি হুংখানি ন হি দোষোহস্তি
 কস্তচিৎ ॥ ৫৯

দাক্ষণা কালরাত্রি ও কষ্টদায়ক, ভয়ানক নানা-
 রূপধারী বিবিধ ব্যাধি বর্ত্তমান। এতস্তিন্ন
 শক্তি, শূল, অঙ্কুশ, পাশ, চক্র, অসি, বজ্র,
 দণ্ড, সুর, তুণ ও ধনু প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ
 উচ্ছত করিয়া অঞ্জনবৎ কৃষ্ণকায়, উগ্রমুষ্টি,
 ভয়ানক বিবিধাকার যমকিঙ্করেরা যমের চতু-
 র্দ্দিক্ বেষ্টনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছে। ভীষণা-
 কার চিত্রগুপ্ত তাঁহার নিকটে অবস্থিত।
 পাণিষ্ঠ জনেরা যমকে এইরূপ পরিবার-পরি-
 বেষ্টিত ঘোরকারে দর্শন করিয়া থাকে। যদ
 সেই পাপীদগকে অতীব ভৎসনা করেন;
 ভগবান্ চিত্রগুপ্ত তাহাদিগকে ধর্ম্মবাক্যে
 প্রবোধ দিয়া থাকেন। ৩৯—৫৬। যম
 বলেন,—ওরে রে! পর দ্রব্যাপহারী, রূপ-
 বল-গর্কিত, পরদারগামী দৃষ্টকর্ম্মিগণ!
 যে যে কর্ম্ম করে, তাহাকেই আবার তাহা
 স্বয়ং ভোগ করিতে হয়। তোরা আশ্বক্রে-
 দায়ক দৃষ্টকর্ম্ম করিয়াছিস্ কেন? এখন নিজ
 কর্ম্মে পীড়্যমান হইয়া শোক করায় কল
 কি? নিজ নিজ কর্ম্মজ হুংখ সকল ভোগ
 কর। ইহাতে অপর কাহারও কোন দোষ

য এতে পৃথিবীপালাঃ সম্প্রাপ্তা মৎসমীপতঃ ।
 স্বকৌট্যৈঃ কৰ্ম্মভির্ঘোরৈর্হুপ্রজা বলগৰ্বিতাঃ ।
 ভো ভো নৃপা হুৱাচার্য্যঃ প্রজাবিধ্বংসকারিণঃ
 অল্পকালস্ত রাজ্যান্ত কৃতে কিং দুষ্কৃতং কৃতম্ ।
 রাজ্যলোভেন মোহেন বলাদন্তায়তঃ প্রজাঃ ।
 যদাওতাঃ কলঃ তন্ত তুষ্ণধ্বমধুনা নৃপাঃ ॥ ৬২
 কৃতো রাজ্যঃ কলত্রঞ্চ যদর্থমশুভং কৃতম্ ।
 তৎসর্গং সম্প্রিভ্যাজ্য যুষ্মেকাভিনঃ স্থিতাঃ ॥
 পশ্চাৎমোহেন বলং গৰ্ব্বং যেন বিধ্বংসিতাঃ প্রজাঃ
 যমদূতৈঃ পাট্যমানা অধুনা কৌদৃশং কলম্ ॥ ৬৪
 ব্যাস উবাচ ।

এবং বহুবৈধৈর্বাচিক্যকপালক্কা যমেন তে ।
 শোচন্তঃ স্থানি কৰ্ম্মাণি তুষ্ণাঃ তিষ্ঠন্তি পার্শ্ববাঃ
 ইতি কৰ্ম্ম সমাদিশ্চ নৃপাণাং ধৰ্ম্মরাট্ স্বয়ম্ ।
 তৎপাতকবিগ্ৰহাৰ্থমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৬
 যম উবাচ ।

ভো ভোশচও মহাচও গৃহীয়া নৃপতীনিমান ।

নাই । এই যে দুৰ্দ্ধৃষ্টি বলগৰ্বিত ভূপতিরা
 ঘোর স্বকৰ্ম্মানুসারে আমার সমীপে
 আসিয়াছে ; ওরে, ওরে, প্রজাবিধ্বংসকারী
 হুৱাচার নৃপগণ ! অল্পকালের রাজ্যের
 জন্ত কেন দুৰ্দ্ধৃষ্টি করিয়াছিল ! মোহবশতঃ
 রাজ্যলোভে অস্তায়ক্রমে বলপূৰ্ব্বক
 প্রজাদিগকে দণ্ড দিয়াছিল, এক্ষণে তাহার
 ফলভোগ কর । যাহার নিমিত্ত অশুভ
 কৰ্ম্ম করিয়াছিল, সেই রাজ্য এখন
 কোথায় ? এখন ত তোরা সকল পরিত্যাগ
 করিয়া একাকী রহিয়াছিল ! যাহার বলে
 প্রজাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, এখন সে
 বল গৰ্ব্বও ত দেখিতে পাই না । যমদূত
 দ্বারা পাট্যমান হইয়া এখন কেমন কল-
 ভব করিতেছে ? ব্যাস বলিলেন,—যম
 কর্তৃক এইরূপ বিবিধ বাক্যে ভৎসিত হইয়া
 সেই সকল নৃপতিরা স্বকৃত কৰ্ম্মের অনুশোচনা
 করত তুষ্ণীভাবে অবস্থান করে । যমরাজ
 স্বয়ং সেই রাজগণের এইরূপ কৰ্ম্মোদ্বেগ-
 পূৰ্ব্বক সেই সেই পাপের বিতর্কি নিমিত্ত দূত-

বিশোধয়ধ্বংসং পাপেভ্যঃ ক্রমেণ নরকারিণি ॥৬৭
 ব্যাস উবাচ ।

ততঃ শীঘ্রং সমুখায় নৃপান সংগৃহ্য পাদয়োঃ ।
 ভ্রাময়িষ্য তু বেগেন ক্ষিপ্ত্বা চোৰ্দ্ধং প্রগৃহ্য চ ॥
 তত্তৎপাপপ্রমাণেন যমদূতাঃ শিলাতলে ।
 আক্ষেপয়ন্তি তরসা বজ্রেনেব মহাক্রমম্ ॥ ৬৯
 ততঃ বস্তং শ্রোতোভিঃ শ্রবতে জর্জরীকৃতঃ
 নিঃসংজ্ঞঃ স তদা দেহৌ নিশ্চেষ্টশ্চ প্রজায়তে ॥
 ততঃ ন বায়ুনা স্পৃষ্টঃ শনৈরুজ্জীবতে পুনঃ ।
 ততঃ পাপবিগ্ৰহার্থং ক্ষিপান্তি নরকার্ণবে ॥ ৭১
 অস্তাংশ্চ তে তদা দূতাঃ পাপকৰ্ম্মরতারয়ান্ ।
 নিবেদয়ন্তি বিপ্রেস্তা যমায় তুষ্ণহুঃখিতান্ ॥ ৭২
 যমদূতা উচুঃ ।

এষ দেব তবদেশাদস্মাভির্মোহিতো তুশম্ ।
 আনীতো ধৰ্ম্মবিমুখঃ সদা পাপরতঃ পরঃ ॥ ৭৩
 এষ লুক্কো হুৱাচারো মহাপাতকসংযুক্তঃ ।

গণকে এইরূপ আদেশ করেন যে, ওরে চও !
 ওরে মহাচও ! এই রাজাদিগকে লইয়া
 ক্রমে ক্রমে নরকারিতে নিখাতনপূৰ্ব্বক
 বিশোধিত কর । দূতগণ এইরূপ আদেশ
 পাইয়া শীঘ্র উত্থান করিয়া সেই রাজগণকে
 তত্তৎ পাপানুসারে পদদ্বয় ধারণপূৰ্ব্বক
 সবেগে ঘুরাইয়া উর্দ্ধে নিক্ষেপ করত পুনরায়
 ধরিয়া সবলে শিলাতলে আছাড়িয়া ফেলে ;
 তাহাতে তাহারা বজ্রাঘাতে বৃহৎ বৃক্ষের
 স্তায় জর্জরীকৃত-শরীরে মুখ-নেত্রাদি ছিন্ন
 দ্বারা ক্রধির ক্ষরণ করত মুর্ছিত ও নিশ্চেষ্ট
 হইয়া পড়ে । তারপর বায়ুস্পর্শে ক্রমে
 সচেতন হইলে তাহাদিগকে লইয়া নরকার্ণবে
 নিক্ষেপ করে । হে বিপ্রেস্তগণ ! যমদূতেরা
 এইরূপ অস্তায় পাপকৰ্ম্মরত অতি হুঃখিত
 প্রাজাদিগকেও লইয়া যাইয়া যমসম্মিধানে
 একেএকে এই প্রকার নিবেদন করে যে, দেব !
 আপনার আদেশে এই আর একটা ধৰ্ম্ম-
 বিমুখ অতীব মোহপ্রাপ্ত পাপীকে আনি-
 ধারিত্ব এ ব্যক্তি লোভী, হুৱাচার, মহাপাতক-

উপপাতককর্তা চ সদা হিংসারতোহশুচিঃ ॥ ৭৪
 অগম্যাগামী হৃষ্টাত্মা পরত্ৰব্যাপহারকঃ ।
 কস্তাক্রম্যী কুটসাকী কৃতস্তো মিত্রবঞ্চকঃ ॥ ৭৫
 অনেন মদমন্তেন সদা ধৰ্ম্মো বিনিদ্ভিতঃ ।
 পাপমাচরিতঃ কৰ্ম্ম মৰ্ত্যলোকে দুঃখান্না ॥ ৭৬
 ইদানীমস্ত দেবেশ নিগ্রহান্নগ্রহো বদ ।
 প্রতুরস্ত ক্রিয়াযোগে বয়ং বা পরিপন্থিনঃ ॥ ৭৭
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি বিজ্ঞাপ্য দেবেশং স্তম্ভাগ্রে পাপকারিণম্
 নরকাণাং সহস্রেষু লক্ষকোটিশতেষু চ ॥ ৭৮
 কিঙ্করাস্তে ততো যাস্তি গ্রহীতুমপরান্নরান্ ।
 প্রতিপন্নো কৃতে দোষে যমো বৈ পাপকারিণাম্
 সমাদিশতি তান্ স্বোত্তরান্নগ্রহায় স্বকিঙ্করান্ ।
 যথা যন্ত বিনিদ্ভিত্তৌ বসিষ্ঠাদৌবিনিগ্রহঃ ॥ ৮০
 পাপস্ত তং ভূশং ক্রুদ্ধাঃ কুর্ষন্তি যমকিঙ্করাঃ ।
 অকুর্ষৈশুদগৈরদৈশুঃ ক্রকচৈঃ শক্তিভৌমৈঃ

গ্রন্থ, নানা উপপাতককর্তা, হিংসারত এবং
 অশুচি; এই আর এক ছুরাছা, অগম্যাগামী,
 পরত্ৰব্যাপহারী, কস্তাবিক্রম্যী, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা,
 কৃতস্ত ও মিত্রপ্রবঞ্চক। এই এক ছুরাছা
 মৰ্ত্যলোকে সদা ধৰ্ম্মের নিন্দা ও পাপ
 কৰ্ম্মের আচরণ করিত। হে দেবেশ! এই
 এক ব্যক্তি ধৰ্ম্মদেষী; ইহার নিগ্রহ বা অনুগ্রহ
 যাহা হয়, আদেশ করুন, আমরা তদনুরূপ
 অনুষ্ঠান করি। ৫৭-৭৭। ব্যাস বলিলেন,—যম
 কিঙ্করেরা যমদেবের সমীপে সেই পাপ-
 কারীদিগকে কৃতকৰ্ম্মের বিবরণসহ এই-
 রূপে নিবেদনপূৰ্ব্বক স্থাপন করিয়া
 অস্ত্রাস্ত্র পাপীদিগকে আনয়নার্থ শত
 শত, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নরকে প্রস্থান
 করে। যমরাজ পাপীদিগের পাপ সকল
 আলোচনা করিয়া নিগ্রহ বিধানার্থ স্বীয়
 ঘোর কিঙ্করগণকে আদেশ করেন। কিঙ্ক-
 রেরা বশিষ্ঠাদি কর্তৃক যে পাপীর যেরূপ
 নিগ্রহ বিহিত আছে, অতি ক্রুদ্ধচিত্তে তদনু-
 রূপই করিয়া থাকে। তাহার পাপকারী-
 দিগকে অকুর্ষ, মুদগর, দণ্ড, ক্রকচ, শক্তি,

খড়্গাশূলনিপাতৈশ্চ ভিদ্ধ্যস্তে পাপকারিণঃ ।
 নরকাণাং সহস্রেষু লক্ষকোটিশতেষু চ ॥ ৮২
 স্বকৰ্ম্মোপার্জিতৈর্দোষৈঃ পীড়্যস্তে যমকিঙ্করৈঃ
 শৃগুধ্বং নরকাণাঞ্চ স্বরূপঞ্চ ভয়ঙ্করম্ ॥ ৮৩
 নামানি চ প্রমাণঞ্চ যেন যাস্তি নরাস্ত তান্ ।
 মহাবীচীতি বিখ্যাতং নরকং শোণিতপ্লুতম্ ॥ ৮৪
 বজ্রকণ্টকসমিশ্রং যোজনায়ুতবিস্তৃতম্ ।
 তত্র সম্পীড়্যতে যমো ভিদ্ধ্যতে বজ্রকণ্টকে ॥
 বর্ষলক্ষং মহাঘোরং গোঘাতী নরকে নরঃ ।
 যোজনানাং সূতং লক্ষং কুন্তীপাকং সূদাক্ষণম্
 তাম্রকুন্তবতী দীপ্তা বালুকাক্ষারসংবৃত্তা ।
 ব্রহ্মহা ভূমিহর্তা চ নিক্ষেপস্তাপহারকঃ ॥ ৮৭
 দহস্তে তত্র সতক্ষিপ্তা যাবদাভূতসংগ্রবম্ ।
 রৌরবো বজ্রনারাটো প্রজলন্তি সমাবৃত্তঃ ॥ ৮৮
 যোজনানাং সহস্রাণি ষষ্টিরায়ামবিস্তৃতৈঃ ।
 ভিদ্ধ্যস্তে তত্র নারাটো সজ্জালৈর্নরকে নরাঃ ॥

তোমর, খড়্গা ও শূলাদি প্রহারে ছিন্ন-ভিন্ন
 করিতে থাকে। পাপীরা নিজ কৰ্ম্মোপার্জিত
 দোষে শত সহস্র লক্ষ কোটি নরকে যম-
 কিঙ্করগণ কর্তৃক নানা প্রকারে নিগৃহীত
 হয়। মুনিগণ!—নরকসকলের ভয়ঙ্কর স্বরূপ,
 নাম, পরিমাণ এবং সেই সেই নরকে নর-
 গণের গমন কারণ শ্রবণ করুন। ৭৮-৮৪। মহা-
 বীচী নামে যে বিখ্যাত নরক আছে, উহা
 শোণিতাপ্লুত, বজ্রকণ্টক-মিশ্রিত ও অযুত
 যোজনবিস্তৃত। গোঘাতী ব্যক্তি উহাতে
 নির্মজ্জিত হইয়া বজ্রকণ্টকে বিদ্ধ হইতে
 থাকে; এই ভাবে লক্ষ বর্ষাব্যবধি তাহাকে মহা
 হুংখ ভোগ করিতে হয়। সূদাক্ষণ কুন্তীপাক-
 নরক লক্ষযোজন বিস্তৃত। উহা বালুকা-
 ক্ষার-সমাবৃত্ত ও দীপ্ত তাম্রকুন্ত সমধিত। ব্রহ্ম-
 হাতী, ভূমিহর্তা ও গচ্ছিত দ্রব্যাপহারীরা
 ইহাতে নিক্ষিপ্ত হইয়া অনন্তকাল পর্যন্ত
 দগ্ধ হয়। রৌরব নরক জলন্ত বজ্রনারাটে
 পরিবৃত্ত এবং দৈর্ঘ্যে প্রবেশ ষষ্টিসহস্র যোজন
 পরিমিত। সেই নরকে নরগণ জ্বালাময় নারাট

ইক্ষুবস্ত্র পীড়্যন্তে যে নরাঃ কূটসাক্ষিণঃ ।
 অয়োময়ং প্রজলিতং মঞ্জুষং নরকং স্মৃতম্ ॥ ১০
 নিক্ষিপ্তান্তত্র দহন্তে বন্দিগ্রাহকৃতাশ্চ যে ।
 অপ্রতিষ্ঠেতি নরকং পুষ্পমুত্রপুৰীষকম্ ॥ ১১
 অধোমুখঃ পতেন্তত্র ব্রাহ্মণস্তোপপীড়কঃ ।
 লাক্ষাপ্রজলিতং ঘোরং নরকস্ত বিলেপকম্ ॥
 নিমগ্নান্তত্র দহন্তে মদ্যপানে বিজোন্তমাঃ ।
 মহাপ্রভোত নরকং দৌশূলমহোজ্জ্বলম্ ॥ ১৩
 তত্র শূলেন ভিদ্যন্তে পতিভার্যোপভেদিনঃ ।
 নরকঞ্চ মহাঘোরং জয়ন্তী চায়সী শিলা ॥ ১৪
 তয়া চাক্রম্যতে পাপঃ পরদারোপসেবকঃ ।
 নরকং শাল্মলাখ্যন্তু প্রদৌশুদৃঢ়কটকম্ ॥ ১৫
 তদালিঙ্গতি হুঃখার্ভা নারী বহনরঙ্গমা ।
 যে বদন্তি সদাসত্যং পরমর্থাবকর্তনম্ ॥ ১৬
 জিহ্বা চোচ্ছিদ্যতে তেষাং সন্দেস্থধমকিক্করৈঃ

নিকরে বিদ্ধ হইয়া থাকে । কূট-সাক্ষ্যদাতা
 ব্যক্তিগণ তাহাতে ইক্ষুকাণ্ডবৎ নিপীড়িত
 হয় । মঞ্জুষ নরক জলন্ত লৌহময় ; যাহারা
 অন্তায়পূরক কোনও প্রাণীকে আবদ্ধ
 করে, তাহারা এই নরকে পতিত হইয়া দগ্ধ
 হয় । অপ্রতিষ্ঠ নামক নরক পুষ্প-মুত্র-পুৰীষে
 পরিপূর্ণ । ব্রাহ্মণ-পীড়নকারী নর উহাতে
 অধোমুখে নিপতিত হয় । যে বিজোন্তমগণ !
 বিলেপক নামক ঘোর নরক প্রজলিত লাক্ষা-
 পূর্ণ । মদ্য পান করিলে তাহাতে নিমজ্জিত
 হইয়া দগ্ধ হইতে হয় । মহাপ্রভ নামক
 নরক প্রদৌশু দীর্ঘ শূলে আকীর্ণ । পতি
 পত্নীর প্রণয়ভঙ্গকারী নরগণ তন্মধ্যে শূল
 দ্বারা বিদ্ধ হয় । জয়ন্তী নামে যে লৌহ-
 শিলা আছে, উহা অতি ভয়ানক নরক ।
 পরদারসেবী পাপী ব্যক্তি সেই শিলা দ্বারা
 আক্রান্ত হইয়া থাকে । শাল্মল নামে যে
 নরক আছে, তাহা প্রদৌশু দৃঢ় কটকপূর্ণ ও
 শাল্মলীবৃক্ষাকারে বিদ্যমান । বহু পুরুষসঙ্গ
 কারিণী রমণী ঐরূপে আলিঙ্গিত হয় । যাহারা
 সদা পরমর্থেচ্ছদী অসত্য বাক্য বলে, শমন-
 কিক্করগণ সাঁড়াসী দ্বারা তাহাদের জিহ্বা

যে ত্রু রাগৈঃ কটীকৈশ্চ বীক্শন্তে পরষৌষিতম্
 তেষাং চক্ষুঃষি নারীচৈবিধ্যন্তে যমকিক্করৈঃ ॥ ১৮
 জালামালাকুলং রোজং মহারৌরবসংজ্ঞিতম্ ।
 নরকং যোজনানাকং সহস্রাণি চতুর্দশ ॥ ১৯
 মাতরং যেহপ গচ্ছন্তি ভগিনীঃ হুহিতরংসুখাম্
 স্ত্রীবালবৃদ্ধহস্তারো যাবাদিশ্চতুর্দশ ॥ ১০০
 পুরং ক্ষেত্রং গৃহং গ্রামং যো দৌশয়তি বহিনা ।
 স তত্র দহতে মুঢ়ো যাবৎকল্পান্তির্যঃ ॥ ১০১
 তামিশ্রযিতি বিখ্যাতং লক্ষযোজনবিস্তৃতম্ ।
 নিপতন্তিঃ সদা রোজঃ খজ্রপট্টিশমুদ্রারৈঃ ।
 তত্র চৌরা নরাঃ ক্ষিপ্তান্ত্র্যন্তে যমকিক্করৈঃ ॥
 শূলশক্তিগদাখণ্ডজাধাবৎ কল্পশতত্রয়ম্ ।
 তামিশ্রাদিগুণং প্রোক্তং মহাতামিশ্রসংজ্ঞিতম্ ॥
 জলৌকাসর্পসম্পূর্ণং নিরালোকং সুহৃৎখদম্ ।
 মাতৃহা পিতৃহা চৈব শ্মিত্রবিশ্রম্বঘাতকঃ ॥ ১০৪

উৎপাটন করিয়া ফেলে । যাহারা সান্থরাগ
 কটীক-নিক্ষেপে পরনারী দর্শন করে, যম-
 কিক্করেরা নারীচ দ্বারা তাহাদের চক্ষু ভেদ
 করিয়া দেয় । মহারৌরব নরক জালামালায়
 সমাকুল ও অতি ঘোরাকার । উহার পরিমাণ
 চতুর্দশ সহস্র যোজন । যাহারা মাতা,
 ভগিনী, হুহিতা, বা পুত্রবধূ গমন করে,
 আর যাহারা স্ত্রী, বালক, বা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে
 হত্যা করে, তাহারা চতুর্দশ ইন্দ্রের হিতিকাল
 পর্য্যন্ত উহাতে নিমজ্জিত থাকে । ৮৫—১০০ ।
 যে মুঢ় অগ্নি প্রদান দ্বারা পুর, ক্ষেত্র, গৃহ,
 বা গ্রাম দগ্ধ করে, সেই নর কল্প-স্থিতি পর্য্যন্ত
 উহাতে দগ্ধ হইয়া থাকে । তামিশ্র নামে
 বিখ্যাত নরক লক্ষ যোজন বিস্তৃত । উহা
 অতি ভয়ঙ্কর খজ্র-পট্টিশ-মুদ্রাদি পরিপূর্ণ ।
 যম-কিক্করগণ কর্তৃক চৌরগণ উহাতে পাতিত
 হইয়া শূল, শক্তি, গদা ও খজ্রাদি দ্বারা ভিন
 শত কল্প যাবৎ তাড়িত হয় । মহাতামিশ্র
 নরক তামিশ্র অপেক্ষা বিগুণপরিমাণ ।
 উহা আলোকহীন এবং অতি হুঃখদ
 জলৌকা ও সর্প দ্বারা পরিপূর্ণ । পিতৃ-
 মাতৃঘাতী, মিত্রহস্তা ও বিশ্বাসঘাতক জনগণ

তিষ্ঠতি তক্ষ্যমাণাশ্চ যাবতিষ্ঠতি মেদিনী ।
 অসিপত্রবনঃ নাম নরকঃ স্ত্রিহুঃখদম্ ॥ ১০৫
 যোজনায়ুতবিস্তারঃ জলংখণ্ডৈঃ সমাকুলম্
 পাতিতস্তত্র তৈঃ খণ্ডৈঃ শতধা তু সমাহতঃ ॥
 মিত্রয়ঃ কৃত্যতে তাবদ্যাবদাভূতসংগ্রবম্ ।
 করম্ববালুকা নাম নরকঃ যোজনায়ুতম্ ॥ ১০৭
 কৃপাকারঃ বৃত্তঃ দীপ্তৈর্বাণুকাক্ষারকণ্টকৈঃ ।
 দহতে ভিদ্ধ্যতে তত্র বর্ষায়ুতশতত্ৰয়ম্ ॥ ১০৮
 যেন দক্ষো জনো নিত্যং মিথ্যাপাঠৈঃ

সুদারুণৈঃ ।

কাকোলঃ নাম নরকঃ কুমিপুষ্পরিপ্লুতম্ ॥ ১০৯
 কিপ্যাতে তত্র হুষ্টাশ্চা একাকী মিষ্টভূতনরঃ ।
 কুড়মলঃ নাম নরকঃ পূর্ণং বিগ্নুত্রশোণিতৈঃ ॥
 পঞ্চযজ্ঞক্রিয়াহীনাঃ কিপ্যাতে তত্র বৈ নরাঃ ।
 সুহৃগন্ধঃ মহাভীমঃ মাংসশোণিতসঙ্কুলম্ ॥ ১১১
 অভক্ষ্যাম্নে রতাংস্তেহত্র নিপতন্তি নরাধমাঃ ।
 ক্রিমিকৌটসমাকীর্ণঃ শবপূর্ণঃ মহাবটম্ ॥ ১১২

উহাতে মেদিনীর স্থিতিকাল পর্য্যন্ত দংশন-
 ষাভনা ভোগ করে। অসিপত্রবন-নামক
 নরক অতি দুঃখদায়ক। উহা অযুত যোজন
 বিস্তৃত এবং জলস্ত খণ্ডে সমাকুল। মিত্র-
 ষাভী ব্যক্তি উহাতে পতিত হইয়া কল্পকাল
 পর্য্যন্ত সেই সকল খণ্ডে শতধা সমাহত
 হইয়া থাকে। করম্ববালুকা নামে যে নরক
 আছে, তাহা অযুত যোজন বিস্তৃত ; এবং
 কৃপাকার প্রদীপ্ত বালুকা, অঙ্গার ও কণ্টকে
 পরিপূর্ণ। যাহারা সুদারুণ মিথ্যা উপায় সকল
 দ্বারা জনগণকে দম্ব করে, তাহারা উহাতে
 পাতিত হইয়া তিনশত অযুত বৎসর যাবৎ
 দম্ব ও ভিন্ন হইতে থাকে। কাকোল নরক
 কুমি ও পুষ্পে পরিপূর্ণ। অপরের সমক্ষে
 একাকী মিষ্ট ভোজনকারী হুষ্টাশ্চা নর
 তাহাতে নিক্ষিপ্ত হয়। কুড়াল নামক নরক
 পুষ্প, বিষ্ঠা, মূত্র ও শোণিতে পরিপূর্ণ। পঞ্চযজ্ঞ-
 ক্রিয়াহীন মানব উহাতে নিক্ষিপ্ত হয়।
 সুহৃগন্ধ নরক অতি ভয়ঙ্কর মাংসশোণিতে
 সমাকুল। 'অভক্ষ্য-ভক্ষণে নিরত নরাধমগণ

অধোমুখঃ পতেস্তত্র কস্তাবিক্রয়কুরঃ ॥ ১১৩
 নাম্না বৈ তিলপাকেতি নরকঃ দারুণঃ স্মৃতম্ ।
 বিলবস্তত্র পীড়্যন্তে নরপীড়ারতাশ্চ যে ।
 নরকঃ তৈলপাকেতি জলন্তৈলমহীপ্লবম্ ॥ ১১৪
 পচ্যাতে তত্র মিত্রয়ো হস্তা চ শরণাগতম্ ।
 নাম্না বজ্রকপাটেতি বজ্রশৃঙ্গলয়াবিতম্ ॥ ১১৫
 পীড়্যন্তে নির্দয়ঃ তত্র যৈঃ ক্রুতঃ কীরবিক্রয়ঃ ।
 নিকৃচ্ছাস ইতি প্রোক্তঃ তমোহন্ধঃ বাতবর্জিতম্
 নিশ্চেষ্টঃ কিপ্যাতে তত্র বিপ্রদাননিরোধকুৎ ।
 অঙ্গারোপচয়ঃ নাম দীপ্তাঙ্গারসমুজ্জলম্ ॥ ১১৭
 দহতে তত্র যেনোক্তঃ দানঃ বিপ্রায় নার্পিতম্
 মহাপাতীতি নরকঃ লক্ষযোজনমায়তম্ ॥ ১১৮
 পাত্যাংস্তেহধোমুখাস্তত্র যে জল্পন্তি সদানুতম্ ।
 মহাজালেতি নরকঃ জালাভাস্বরভীষণম্ ॥ ১১৯

উহাতে পাতিত হয়। মহাবট নামক নরক
 শব ও ক্রিমিকৌটাদি দ্বারা পরিপূর্ণ। কস্তা-
 বিক্রয়কারী নর উহাতে অধোমুখে পাতিত
 হয়। ১০১—১১৩। তিলপাক নামে যে দারুণ
 নরক আছে, তাহাতে পরপীড়ানিরত নরগণ
 তিলবৎ নিস্পীড়িত হইয়া থাকে। তৈলপাক
 নামক নরক, জলস্ত তৈলাপ্লুত ভূমি, উহাতে
 মিত্রঘাতী ও শরণাগতহস্তা নরগণ পাচিত
 হয়। বজ্রকপাট নামে বজ্রশৃঙ্গা দ্বিত
 যে নরক আছে, তাহাতে কীরবিক্রয়ী নরগণ
 নির্দয়ভাবে নিস্পীড়িত হইয়া থাকে। নিকৃ-
 চ্ছাস নামক নরক বাতবর্জিত ও অন্ধতমসা-
 ছন্ন। ব্রাহ্মণজনে দান কালে যাহারা বাধা
 দেয়, তাহাদিগকে বন্ধনাদি দ্বারা নিশ্চেষ্ট
 করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করা হয়। অঙ্গা-
 রোপচয় নামক নরক প্রদীপ্ত অঙ্গারে সমু-
 জ্জল। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে "দান করিব"
 বলিয়া তাহা না করে, সে উহাতে দম্ব হইয়া
 থাকে। মহাপাতী নামক নরক লক্ষযোজন
 বিস্তৃত। যাহারা সতত মিথ্যা কথা বলে,
 তাহাদিগকে উহাতে অধোমুখে পাতিত করা
 হয়। মহাজাল নামে যে নরক আছে,
 তাহা বহুশিখাসমূহে সমুজ্জল ও অতীব

দহতে তত্র সুরিঃ যঃ পাপে বুদ্ধিকরঃ ।
 নরকং ক্রকচাখাতং পীড়্যন্তে তত্র বৈ নরাঃ ॥
 ক্রকচৈর্বজ্রধারোঃ প্রেরণম্যাগমনে রতাঃ ।
 নরকং গুড়পাকতি জলদৃগুদ্রুদবৃত্তম্ ॥ ১২১
 নিক্ষিপ্তো দহতে তস্মিন বর্ণসঙ্করকরঃ ।
 সুরধারেতি নরকং ভীক্কুরসমাবৃত্তম্ ॥ ১২২
 ছিদ্যন্তে তত্র কল্লাস্তং বিপ্রভূমিহরা নরাঃ ।
 নরকং চান্দ্রীষাখ্যং প্রলয়ানলদীপিতম্ ॥ ১২৩
 কল্লাকোটিশতং তত্র দহতে স্বর্ণহারকঃ ।
 নায়া বজ্রকুঠারেতি নরকং বজ্রসঙ্কলম্ ॥ ১২৪
 ছিদ্যন্তে তত্র ছেদ্যারো ক্রমাণাং পাপকারিণঃ ।
 নরকং পরিতাপাখ্যং প্রলয়ানলদীপিতম্ ॥ ১২৫
 গরদো মধুহস্তা চ পচ্যতে তত্র পাপকরং ।
 নরকং কালসূত্রঞ্চ বজ্রসূত্রবিনির্মিতম্ ॥ ১২৬
 ভ্রমন্তস্তত্র ছিদ্যন্তে পরশস্তোপলুপ্তকাঃ ।

ভীষণ। পাপবুদ্ধি নরগণ উহাতে সুরি-
 কাল দহ হইয়া থাকে। ক্রকচ নামক যে
 নরক আছে, অগম্যাগমন-রত ব্যক্তির
 উহাতে পাতিত হইয়া বজ্রধারাবৎ উগ্র
 ক্রকচনিকর দ্বারা নিপীড়িত হয়। গুড়পাক
 নামক নরক জলন্ত গুড়দ্রুদসমূহ পরিপূর্ণ। বর্ণ-
 সঙ্করকারী নরগণ তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া
 দহকার হইয়া থাকে। সুরধার নামক নরক
 ভীক্কুরসমূহে সমাবৃত্ত। ভ্রামণের ভূমি-
 হারী নরগণ তাহাতে পাতিত হইয়া ছেদিত
 হয়। অন্দ্রীষ-নরক প্রলয়ানলবৎ প্রদীপ্ত।
 স্বর্ণহারক ব্যক্তির তাহাতে শতকোটি কল
 যাবৎ ভর্জিত হইয়া থাকে। বজ্রকুঠার
 নামে যে নরক আছে, তাহা বজ্র দ্বারা
 সমাকুল। যাহারা বিনা প্রয়োজনে ক্রম-
 ছেদন করে, তাহারা উহাতে পাতিত হইয়া
 কল্লাস্ত যাবৎ ছেদিত হয়। পরিতাপ নামক
 নরক প্রলয়ানল-সম জ্বালায়মান। বিষ-
 প্রদাতা ও মধুহস্তা পাপী ব্যক্তি তাহাতে
 পাতিত হইয়া থাকে। কালসূত্র নরক বজ্রবৎ
 দৃঢ় সূত্র দ্বারা বিরচিত। অপরের শস্ত্র-
 লুপ্তনকারী নর উহাতে ভ্রমণ করত ছিদ্মন

নরকঃ কশ্মলং নাম শ্লেষশিখ্যানকাবৃত্তম্ ।
 তত্র সঙ্কপিপ্যতে কল্লং সদা মাংসকর্চিরঃ ॥
 নরকং চোগ্রগন্ধেতি লানামুত্রপূরীষবৎ ॥ ১২৮
 ক্ষিপ্যন্তে তত্র নরকে পিতৃপিতৃপ্রযচ্ছকাঃ ।
 নরকং দুর্ধরং নাম জলৌকারুশ্চিকাকুলম্ ॥ ১২৯
 উৎকোচতক্ষকস্তত্র তিষ্ঠতে বর্ষকাযুতম্ ।
 যচ্চ বজ্রমহাপীড়া নরকং বজ্রনির্মিতম্ ॥ ১৩০
 তত্র প্রক্ষিপ্য দহন্তে পীড়্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ ।
 ধনং ধান্তং হিরণ্যং বা পরকীয়ং হরন্তি যে ॥
 যমদূতৈশ্চ চৌর্যন্তে ছিদ্যন্তে লবশঃ সুরৈঃ ।
 যে হরা প্রাণিনঃ মূঢ়াঃ খাদন্তে কাকগৃধবৎ ॥
 ভোজ্যন্তে চ স্তমাংসং তে কল্লাস্তং যমকিঙ্করৈঃ
 আসনং শয়নং বস্ত্রং পরকীয়ং হরন্তি যে ॥ ১৩৩
 যমদূতৈশ্চ তে মূঢ়া ভিদ্যন্তে শক্তিভোমরৈঃ ।
 ফলং পত্রং নৃণাং বাপি হতং যৈশ্চ কুবুদ্ধিভিঃ ॥

হয়। শ্লেষ-খুৎকারাদি পূর্ণ কশ্মল-নরকে বৃথা-
 মাংসকর্চি নরগণ নিক্ষিপ্ত হইয়া কল কাল বাস
 করে। ১২৪—১২৭। উগ্রগন্ধ নামে যে নরক
 আছে, উহা লালা, মূত্র ও পুরীষে পরিপূর্ণ।
 যাহারা পিতৃলোকের পিতৃ প্রদান করে না,
 তাহারা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। দুর্ধর নামক
 নরক জলৌকা ও রুশ্চিক দ্বারা সমাকুল।
 উৎকোচগ্ৰহণকারী নর উহাতে অযুত
 বৎসর বাস করে। বজ্র-মহাপীড়া নামে যে
 নরক আছে, উহা বজ্র দ্বারা নির্মিত। যাহারা
 পরকীয় ধন, ধান্ত বা হিরণ্য অপহরণ করে,
 সেই চৌরদিগকে যম-কিঙ্করেরা উহাতে
 নিক্ষেপপূরক সুর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া
 নানা যাতনা প্রদানে দগ্ধীভূত করিয়া থাকে।
 যে মূঢ় ব্যক্তির কাকগৃধবৎ প্রাণিহত্যা
 করিয়া ভক্ষণ করে, যমদূতেরা তাহাদিগকে
 কল্লাস্ত কাল যাবৎ স্ব স্ব মাংস ভোজন
 করায়। যাহারা পরকীয় আসন, শয্যা ও
 বস্ত্র অপহরণ করে, যমদূতেরা সেই মূঢ়দিগকে
 শক্তি ভোমরা দ্বারা নিভিন্ন করিয়া থাকে।
 যে সকল কুবুদ্ধি ব্যক্তি অপরের ফল অথবা

যমদূতৈশ্চ তে কুর্নৈর্দহন্তে তৃণবহিভিঃ ।
 পরজব্যো কলত্রৈ চ যঃ সদা তুষ্টবীর্যনঃ ॥ ১৩৫
 যমদূতৈর্জলন্তস্ত হৃদি শূলং নিখন্ততে ।
 কৰ্ম্মণা মনসা বাচা য়ে ধৰ্ম্মবিমুখা নরাঃ ॥ ১৩৬
 যমলোকে তু তে ঘোরা লভন্তে পরিযাতনাঃ ।
 এবং শতসহস্রাণি লক্ষকোটিমিতানি চ ॥ ১৩৭
 নরকাণি নরৈরন্তত্র ভুজ্যন্তে পাপকারিভিঃ ।
 ইহ কৃষা স্বল্পমপি নরঃ কৰ্ম্মাশুভাত্মকম্ ॥ ১৩৮
 প্রাপ্তোত্তি নরকে ঘোরে যমলোকেষু যাতনাম্
 ন শৃণন্তি নরা মূঢ়া ধৰ্ম্মোক্তং সাধু ভাষিতম্ ॥
 দৃষ্টং কেনেতি প্রত্যক্ষং প্রত্যুক্ত্যাবৎ বদন্তি তে
 দিবা রাত্ৰৌ প্রযত্নেন পাপং কুৰ্বন্তি য়ে নরাঃ ॥
 নাচরন্তি হি তে ধৰ্ম্মং প্রমাদেনাপি মোহিতাঃ ।
 ইহৈব ফলভোক্তারঃ পরত্র বিমুখাশ্চ য়ে ॥ ১৪১
 তে পতন্তি সুঘোরেষু নরকেষু নরাধমাঃ ।
 দাক্ষিণ্যে নরকে বাসঃ স্বৰ্গবাসঃ সুখপ্রদঃ ॥ ১৪২

পত্র হরণ করে, ক্রোধী যমদূতেরা তাহা-
 দিগকে তৃণাণি দ্বারা দগ্ধ করে। পরকীয়
 দ্রব্যে কিছা কলত্রৈ চুষ্টবুদ্ধিকারী নরের
 হৃদয়ে যমদূতেরা জলন্ত শূল প্রোথিত করিয়া
 থাকে। যে নরগণ কৰ্ম্মে, মনে ও বাক্যে ধৰ্ম্মা-
 চরণে বিমুখ, তাহার। যমলোকে ঘোর যাতনা
 প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার শত শত সহস্র
 সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরক আছে,
 পাপকারী নরগণ সেই সকল নরকে নানা
 যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। জীব ইহলোকে
 স্বল্পমাত্র অশুভ কৰ্ম্ম করিয়াও যমলোকে ঘোর
 যাতনা প্রাপ্ত হয়। মূঢ় নরগণ সাধুজন-কথিত
 ধৰ্ম্মোক্তি শুনে না, পরন্তু “উহা কে প্রত্যক্ষ
 করিয়াছে?” এইরূপ বাক্যে প্রত্যুত্তর
 করিয়া থাকে। উহার। দিবারাত্র সযত্নে
 পাপাচরণই করে; ভ্রমক্রমেও ধৰ্ম্মানুষ্ঠান
 করে না; ইহকালেই ফলভোগ স্বীকার
 করে, পরকাল মানে না। ঐ সকল নরাধমেরা
 পুণ্ড্রের নরকে পাত্তিত হয়। নরকবাস
 অতীব দাক্ষিণ্য; স্বৰ্গবাস সুখজনক; ইহ-

নরৈঃ সম্প্রাপ্যতে তত্র কৰ্ম্ম কৃষা শুভাশুভম্ ॥
 ইতি ত্রীত্রাঙ্গে নরকগতপৃথগ যাতনাকৌর্টনং
 পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৫ ॥

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায় ।

মুনয় উচুঃ ।

অহোহতিদুঃখং ঘোরঞ্চ যমমার্গে দুর্যোদিতম্ ।
 নরকাণি চ ঘোরাণি দ্বারং যাম্যঞ্চ সত্তম ॥ ১
 অন্ত্যপায়ো ন বা ব্রহ্মন যমমার্গেহতিভীষণে ।
 ক্রহি যেন নরা যান্তি সুখেন যমসাদনম্ ॥ ২
 ব্যাস উবাচ ।
 ইহ য়ে ধৰ্ম্মাঃশুভানুসংহিংসানিরতা নরাঃ ।
 গুরুশৃঙ্খলণে যুক্তা দেবব্রাহ্মণপূজকাঃ ॥ ৩
 যশ্মিন্নমুখ্যলোকান্তে সত্যায়াঃ সমুতান্তথা ।
 তমধ্বানঞ্চ গচ্ছন্তি যথা তৎকথয়ামি বঃ ॥ ৪
 বিমানৈববিবিধৈর্দৈব্যৈঃ কাঞ্চনধ্বজশোভিতৈঃ ।
 ধৰ্ম্মরাজপুংসঃ যান্তি সেবমানাপ্সরোগণৈঃ ॥ ৫

লোকে শুভ বা অশুভ কৰ্ম্ম করিয়া নরগণ
 তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ১২৮।—১৪২ ।
 পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৫

ষোড়শাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—অহো! সত্তম, ব্যাস!
 তুমি যমপথের ঘোর দুঃখ, যমনগরের দ্বার
 ও নরক সকলের বিবরণ বর্ণন করিলে।
 ব্রহ্মন! নরগণ যাহাতে অক্লেশে সেই
 ভীষণ যমপথ অতিবাহিত করিয়া যমসদনে
 যাইতে পারে, এমন কোন উপায় আছে
 কি না, তাহা বল। ব্যাস বলিলেন,—ইহ-
 লোকে যাহারা অহিংসারত, গুরুসেবা-
 তৎপর, ও দেবব্রাহ্মণ-পূজক, সেই সকল
 মনুষ্য পত্নী-সুতাদিসহ যেক্রমে সেই পথ
 অতিক্রম করে, তাহা আপনাদিগকে বলি-
 তেছি;—তাহারা কাঞ্চন-ধ্বজশোভিত বিবিধ
 বিমানে আরোহণপূর্বক অ্প্সরোগণে সেবা-

ব্রাহ্মণেভ্যঃ দানানি নানারূপাণি ভক্তিতঃ ।
 যে প্রযচ্ছন্তি তে যান্তি সুখেনৈব মহাপথে ॥৬
 অন্নং যে তু প্রযচ্ছন্তি ব্রাহ্মণেভ্যঃ সুসংস্কৃতম্ ।
 শ্রোত্রিয়েভ্যো বিশেষণ ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ
 তরুণীভির্করদ্বীভিঃ সেব্যমানাঃ প্রযত্নতঃ ।
 ধর্ম্মরাজপুং যান্তি বিমানৈরভ্যালকৃতৈঃ ॥ ৮
 যে চ সত্যং প্রভাষন্তে বহিরন্তশ্চ নির্মালাঃ ।
 তেহপি যান্ত্যমরপ্রথ্যা বিমানৈর্নয়মন্দিরম্ ॥ ৯
 গোদানানি পবিত্রাণি বিষ্ণুর্নৃদিশ্চ সাধুশ্চ ।
 যে প্রযচ্ছন্তি ধর্ম্মজ্ঞাঃ কশেষু কশরুতিষু ॥ ১০
 তে যান্তি দিব্যবর্ণৈর্ভবিমানৈর্মণিচিত্রিতৈঃ ।
 ধর্ম্মরাজপুং জীমান্ সেব্যমানাপরোগণৈঃ ॥
 উপানদযুগলং ছত্রং শয্যাসনমথাপি বা ।
 যে প্রযচ্ছন্তি বস্ত্রাণি তর্ধেবাভরণানি চ ॥ ১২
 তে যান্ত্যর্ধৈ রর্ধৈশ্চৈব কুঞ্জরৈশ্চাপ্যলকৃতাঃ ।
 ধর্ম্মরাজপুং দিব্যাং ছত্রেঃ সৌবর্ণরাজতৈঃ ॥ ১৩

মান হইয়া সেই ধর্ম্মরাজপুং গমন করে ।
 যাহারা ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিসহকারে নানারূপ
 দান করে, তাহারাও উক্ত মহাপথে সুখে
 যাইতে পারে । যাহারা পরম ভক্তিযুক্ত
 হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে—বিশেষতঃ শ্রোত্রিয় জনে
 সুসংস্কৃত অন্ন প্রদান করে, তাহারা অলঙ্কৃত
 বিমানারোহণে তরুণী বরনারী-জনে সযত্নে
 সেব্যমান হইয়া ধর্ম্মরাজপুং গমন করে ।
 যাহারা অন্তরে বাহিরে নির্মাণ থাকিয়া সত্য-
 বাদী হয়, সেই সকল দেবতুল্য ব্যক্তিরিও
 বিমানযোগে যমমন্দিরে যায় । যে সকল
 ধর্ম্মজ্ঞ মানব কীর্ত্তি সাধুজনে বিষ্ণুর
 জীতি উদ্দেশে পবিত্র গোদান করে, তাহা-
 রাও দিব্য কাণ্ডি-সমর্ভিত মণিচিত্রিত বিমানে
 আরোহণপূর্ব্বক জীমান্ ও অপ্সরোগণে
 সেব্যমান হইয়া ধর্ম্মরাজপুং গমন করে ।
 ১—১১ । যাহারা পাত্কাযুগল, ছত্র, শয্যা,
 আসন, বস্ত্র কিম্বা আভরণ প্রদান করে,
 তাহারা অলঙ্কৃত হইয়া সৌবর্ণ বা রাজত
 ছত্রযুক্ত হস্তী অথ বা রথে আরোহণপূর্ব্বক
 দিব্য ধর্ম্মরাজপুং গমন করিতে পারে ।

যে চ ভক্ত্যা প্রযচ্ছন্তি গুড়পানকমর্জিতম্ ।
 ওদনঞ্চ দ্বিজাগ্রোভ্যো বিগুহ্মেনাস্তরান্ননা ॥ ১৪
 তে যান্তি কাঞ্চনৈর্ধানৈর্বিবৈধৈশ্চ যমালয়ম্ ।
 বরদ্বীভির্যথাকামং সেব্যমানাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ১৫
 যে চ কীরং প্রযচ্ছন্তি যুতং দধি গুড়ং মধু ।
 ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযত্নেন শুক্লোপেতং সুসংস্কৃতম্
 চক্রবাকপ্রযুক্তৈশ্চ বিমানৈশ্চ হিরণ্যৈঃ ।
 যান্তি গন্ধর্ব্ববাদিতৈঃ সেব্যমানা যমালয়ম্ ॥ ১৭
 যে ফলানি প্রযচ্ছন্তি পুষ্পাণি সুরভীণি চ ।
 হংসযুক্তবিমানৈশ্চ যান্তি ধর্ম্মপুং নরাঃ ॥ ১৮
 যে তিলাংশুলধেয়ুশ্চ স্তবধেয়ুমথাপি বা ।
 শ্রোত্রিয়েভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি বিপ্রভ্যঃ শ্রদ্ধাধিতাঃ
 সোমমণ্ডলসঙ্কটৈর্যানৈশ্চ যান্তি নির্মলৈঃ ।
 গন্ধর্ব্বৈরুপগীয়ন্তে পুরে বৈবস্বতস্ত তে ॥ ২০
 যেযাং বাপাশ্চ কৃপাশ্চ তড়াগানি সরাসি চ ।
 দীর্ঘিকাঃ পুষ্করিণ্যশ্চ শীতলাশ্চ জলাশয়াঃ ॥ ২১

যাহারা বিগুহ্মাস্তঃকরণে ভক্তিসহকারে
 দ্বিজাতিজনে উত্তম অন্ন ও গুড়পানীয়
 প্রদান করে, তাহারা বিবিধ কাঞ্চনযানে
 আরোহণপূর্ব্বক মুগ্ধুহু বরনারীজনে যথা-
 কাম সেব্যমান হইয়া যমালয়ে যায় ।
 যাহারা সযত্নে ব্রাহ্মণকে সঙ্গপায়ে সংগৃহীত
 সুসংস্কৃত ছত্র, দধি, স্তব, বা মধু প্রদান
 করে, তাহারা চক্রবাক-যুক্ত হিরণ্য
 বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বকৃত গীত-
 বাদিত দ্বারা সেবিত হইয়া যমভবনে
 গমন করিয়া থাকে । যে সকল নব সুরভি
 পুষ্প ও ফল প্রদান করে, তাহারা
 হংসযুক্ত-বিমানারোহণে ধর্ম্মপুং গমনে
 সক্ষম হয় । যাহারা শ্রদ্ধাধিত চিত্তে
 শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণে তিলধেয়ু কিম্বা স্তবধেয়ু
 দান করে, তাহারা সোমমণ্ডল-সঙ্কট
 নির্মল যানে আরোহণ করত বৈবস্বত পুরে
 যাইয়া গন্ধর্ব্বগণের গীতবাত্ত দ্বারা অভ্যর্থিত
 হইয়া থাকে । ১২—২০ । যাহাদিগের বাপী,
 কূপ, তড়াগ, সরোবর, দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী
 প্রভৃতি শীতলজলপূর্ণ জলাশয়ের জল সাধারণ

যানৈস্তে হেমচন্দ্রাভিদিব্যঘণ্টানিনাদিতৈঃ ।
 ব্যক্তনৈস্তালবৃষ্টৈশ্চ বীজ্যমানা মহাপ্রভাঃ ॥২২
 যেবাং দেবকুলান্তত্র চিত্তান্তায়তনানি চ ।
 রত্নৈঃ প্রসূরমাণানি মনোজানি শুভানি চ ॥২৩
 তে যান্তি লোকপালৈশ্চ বিমানৈর্বাতিরংহসৈঃ ।
 ধর্ম্মরাজপুং দিব্যাং নানাঞ্জনসমাকুলম্ ॥২৪
 পানীয়ং যে প্রযচ্ছন্তি সর্বপ্রাপ্যপজীবিতম্ ।
 তে বিতৃষাঃ সুখং যান্তি বিমানৈস্তঃ মহাপথম্ ॥
 কাঠপাঙ্গকায়ানানি পীঠকাষ্ঠাসনানি চ ।
 বৈদ্যুতানি দ্বিজাতিভ্যস্তেহক্ষ্মণাং যান্তি বৈ

সুখম্ ॥২৬

সৌবর্ণমণিপীঠেষু পাদৌ কুবোন্তমেব চ ।
 তে প্রযান্তি বিমানৈশ্চ অপ্সরোগম্যমণ্ডিতৈঃ ॥
 আরামাণি বিচিত্রাণি পুষ্পাঢ্যানীহ মানবাঃ ।
 রোপয়ন্তি কলাঢ্যানি নরাণামুপকারিণঃ ॥২৮
 বৃক্ষচ্ছায়াসু রম্যাসু শীতলাসু স্থলকৃত্যঃ ।
 বরদ্রীণীতবান্দৈর্শ্চ সেবামানা ব্রজন্তি তে ॥২৯

প্রাণিমায়েই পান করে, তাহারা দিব্য ঘণ্টা-
 নিনাদিত চন্দ্রপ্রভ হৈম যানারোহণে তালবৃন্ত
 ব্যাজনে বীজ্যমান হইয়া জ্যোতির্ম্ময় দেহে
 যমলোকে যায়। যাহাদিগের দেবমন্দির ও
 দেবভবন বিচিত্র, মনোজ্ঞ, সুদৃশ্য এবং রত্ন-
 রাজিহারা উজ্জ্বল, তাহারা বাতবেগী বিমানে
 আরোহণপূর্ব্বক লোকপালকগণ কর্ত্ত্বক অভি-
 নন্দিত হইয়া নানা জনাকুল দিব্য ধর্ম্মরাজ-
 ভবনে গমন করে। সর্বপ্রাণীর উপভোগার্থ
 যাহারা পানীয় প্রদান করে, তাহারা বিতৃষ
 হইয়া সেই মহাপথ অভিক্রম করিতে পারে।
 যাহারা দ্বিজাতিগণকে কাঠপাঙ্গকা, যান,
 পীঠ ও আসন দান করে, তাহারাও উত্তম
 সৌবর্ণ মণিপীঠে পদব্র্জ্য স্থাপনপূর্ব্বক
 অপ্সরোগম্যমণ্ডিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক
 উক্ত পথে সুখে গমন করে। যে
 সকল মানব নরগণের উপকারার্থ পুষ্প-
 দর্ম্মবিত কলাঢ্য বিচিত্র আরাম নির্মাণ করে,
 তাহারা বৃক্ষচ্ছায়া দ্বারা সুশীতল রম্য পথা-
 লদ্বনে বরদ্রাণী-কৃত গীতবাদ্যে সেবা-

সুবর্ণং রজতং বাপি বিক্রমং মোক্তিকং তথা ।
 যে প্রযচ্ছন্তি তে যান্তি বিমানৈঃ কনকোজ্জলৈঃ
 ভূমিদা দীপ্যমানাশ্চ সর্বাঃ সৈম্ভ তর্পিতাঃ ।
 উদিতাদিত্যসঙ্কাশৈর্বিমানৈর্দৃশনাদিতৈঃ ॥৩১
 কল্যান্ত যে প্রযচ্ছন্তি ব্রহ্মদেয়ামলকৃত্যম্ ।
 দিব্যকল্যাবৃত্তা যান্তি বিমানৈস্তে যমালয়ম্ ॥৩২
 সুগন্ধাঙ্কুরকপূরান্ পুষ্পধূপান দ্বিজোত্তমাঃ ।
 প্রযচ্ছন্তি দ্বিজাতিভ্যো ভক্ত্যা পরমযাচিতাঃ ॥
 তে সুগন্ধাঃ সুবেশাশ্চ সুপ্রভাঃ সুবিতৃষিতাঃ
 যান্তি ধর্ম্মপুং যানৈর্বিচিত্রৈরভ্যালকৃত্যঃ ॥৩৪
 দীপদা যান্তি যানৈশ্চ দীপয়ন্তো দিশো দশ ।
 আদিত্যসদৃশৈর্যানৈর্দীপ্যমানা যথায়ঃ ৩৫
 গৃহাবসথদাতারো গৃহৈঃ কাঞ্চনমণ্ডিতৈঃ
 ব্রজন্তি বালার্কনিভৈর্ধর্ম্মরাজগৃহং নরাঃ ॥৩৬
 জলভাজনদাতারঃ কুণ্ডকাকরকপ্রদাঃ ।

মান হইয়া যম-সদনে যাইয়া থাকে। যাহারা
 সুবর্ণ, রজত, বিক্রম, ও মোক্তিকদাম দান
 করে, তাহারা কনকোজ্জল বিমনারোহণে যম-
 পুরে যাইতে পারে। ২১—৩০। ভূমিদাতা
 ব্যক্তিগণ সর্বকামে তর্পিত হইয়া দীপ্যমান
 দেহে বাদ্যোদ্যম-সমৃদ্ধ তরুণাদিত্যসঙ্কাশ
 বিমানে শমনভবনে গমন করে। যাহারা
 ব্রাহ্ম বিধানানুসারে কল্যা প্রদান করে,
 তাহারা দিব্য কল্যাগণে সমাবৃত্ত হইয়া
 বিমনারোহণে শমনপুরে যাইতে পারে।
 হে দ্বিজোত্তমগণ! যাহারা পরম ভক্তি-
 সহকারে দ্বিজাতিদিগকে অঙ্কুর, কপূর,
 পুষ্প ও ধূপাদি, সুগন্ধ দ্রব্য প্রদান করে,
 তাহারা সুগন্ধ, সুবেশ, ও সুভূষণ-শোভিত
 হইয়া সুপ্রভদেহে বিচিত্র অলকৃত যানে
 আরোহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজনগরে গমন করে।
 দীপদাতা ব্যক্তিগণ অগ্নিসম দীপ্যমান দেহে
 আদিত্যসদৃশ যানে আরোহণপূর্ব্বক দশ
 দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া যাইয়া থাকে। গৃহ
 ও আবাসপ্রদাতা নরগণ তরুণার্কনিভ কাঞ্চন-
 মণ্ডিত গৃহের মধ্যে থাকিয়াই ধর্ম্মরাজ-
 গৃহে গমন করে। যাহারা ঘটা, কমণ্ডলু,

পূজ্যমানাপ্সরোভিষ্য যাস্তি দৃষ্টা মহাগজৈঃ ॥
পাদাভ্যঙ্গং শিরোভ্যঙ্গং স্নানপানোদকং তথা
যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রৈভ্যন্তে যাস্ত্যাবৈর্মালয়ম্ ॥
বিশ্রাময়ন্তি যে বিপ্রান্ শ্রাস্তানধ্বনি কশিতান্ ।
চক্রবাকপ্রযুজেন যাস্তি যানেন তে সুখম্ ॥৩৯
স্বাগতেন চ যো বিপ্রঃ পূজয়েদাসনেন চ ।
স গচ্ছতি তমধ্বানং সুখং পরমনির্বৃতঃ ॥ ৪০
নমো ব্রহ্মণ্যদেবেতি যো হরিং চাভিবাদয়েৎ ।
গাং পাপহরেত্যাক্ষা সুখং যাস্তি চ তৎপথম্ ॥
অনন্তরাশিনো যে চ দস্তানৃতবিবর্জিতাঃ ।
তেহপি সারসযুক্তৈশ্চ যাস্তি যানৈশ্চ তৎপথম্
বর্জন্তে হ্রেকভক্তেন শাঠ্যদম্ববিবর্জিতাঃ ।
হংসযুক্তৈবিমানৈশ্চ সুখং যাস্তি যমালয়ম্ ॥ ৪১
চতুর্ধেনৈকভক্তেন বর্জন্তে যে জিতেন্দ্রিয়াঃ ।

প্রভৃতি জলপাত্র দান করে, তাহারা মহাগজে
আরোহণপূর্বক অপরোবর্ণে অভিনন্দিত
হইয়া সানন্দে গমন করে। যাহারা ব্রাহ্মণ-
দিগকে পাদাভ্যঙ্গ, শিরোভ্যঙ্গ ও স্নান-
পানার্থ জল প্রদান করে, তাহারা অপরো-
হণে যমালয়ে যায়। যাহারা পথ-শ্রান্ত বিপ্র-
দিগকে বিশ্রাম করায়, তাহারা চক্রবাকযুক্ত
যানে আরোহণপূর্বক সুখে গমন করে। যে
ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে স্বাগতপ্রদ ও আসন দান
দ্বারা পূজা করে, সে সুখে ও নিকষেগে সেই
যমপথ অতিক্রম করিতে পারে। ৩৯—৪০ ।
যে ব্যক্তি “নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়” বলিয়া
হরিকে প্রণাম করে ও “পাপ হরা” বলিয়া
গাভীকে প্রণাম করে, সে বিনাক্রেশে সেই
যমপথ অতিবাহিত করে। দম্ব ও অনৃত
ভাষণ বর্জনপূর্বক যাহারা একদিন অন্তর
তোজন করিয়া ব্রত করে, তাহারাও সারসযুক্ত
বিমানারোহণে সেই পথ অতিক্রম করিয়া
থাকে। শঠতা ও দম্ব বর্জন করত যাহারা
একাহার ব্রতালুষ্ঠান করে, তাহারা কুকুটযুক্ত
বিমানে আরোহণ করিয়া সুখে যমালয়ে
যায়। যাহারা চতুর্থ দিবসে একাহার ব্রত
দ্বারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকে, তাহারা বাহন-

তে যাস্তি ধর্ম্মনগরং যানৈর্বর্হিণযোজিতৈঃ ॥৪৪
তৃতীয়ে দিবসে যে তু ভুঞ্জতে নিয়তব্রতাঃ ।
তেহপি হস্তিরধৈদিব্যেযাস্তি যানৈশ্চ তৎপদম্
যষ্টেহরভক্ষকো যন্ত শৌচনিত্যো জিতেন্দ্রিয়ঃ
স য়াতি কুঞ্জরস্থম্ শচীপতিরিব স্বয়ম্ ॥ ৪৬
ধর্ম্মরাজপুরং দিব্যং নানামণিবভূষিতম্ ।
নানাস্বরসমায়ুক্তং জয়শব্দরবৈর্যুতম্ ॥ ৪৭
পক্ষোপবাসিনো যাস্তি যানৈঃ শাদূলযোজিতৈঃ
পুরং তদ্বর্ম্মরাজম্ সেব্যমানাঃ সুরাসুরৈঃ ॥৪৮
যে চ মাসোপবাসন্ত কুন্মতে সংযতেন্দ্রিয়াঃ ।
তেহপি সূর্য্যপ্রদীপ্তৈশ্চ যাস্তি যানৈর্মালয়ম্ ॥
মহাপ্রস্থানমেকাগ্রে যঃ প্রযাতি দৃঢ়ব্রতঃ ।
সেব্যমানম্ গন্ধর্ব্বকৈর্যতি যানৈর্মালয়ম্ ॥ ৫০
শরীরং সাধেদ্যন্ত বৈকবেনাস্তরায়না ।
স রথেনাগ্রিবর্ণেন যাতীহ ত্রিদশালয়ম্ ॥ ৫১
অগ্নিপ্রবেশঃ যঃ কুর্য়ান্নারায়ণপরায়ণঃ ।

যোজিত যানে আরোহণপূর্বক ধর্ম্মনগরে
গমন করিতে পারে। যাহারা তৃতীয় দিবসে
একাহার করিয়া নিয়তভাবে ব্রত করে, তাহারা
হস্তিরথ নামক দিব্য যানারোহণে সেই স্থানে
প্রস্থান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শৌচ-
যুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া যষ্টকালে অন্ন-
হার ব্রত করে, সে শচীপতিবৎ কুঞ্জর-
রোহণে তথায় যাইতে পারে। পক্ষো-
পবাসী জনগণ শাদূলযোজিত যানা-
রোহণে সুরাসুরগণে সেব্যমান হইয়া
নানামণি-বভূষিত, বিবিধ স্বর-সমধ্বিত, জয়-
শব্দযুক্ত ধর্ম্মরাজপুরে গমন করে। যাহারা
সংযতেন্দ্রিয় হইয়া মাসোপবাস ব্রত করে,
তাহারা সূর্য্যবৎ প্রদীপ্ত যানে আরোহণ-
পূর্বক যমালয়ে যায়। যে ব্যক্তি একাগ্র-
চিত্তে দৃঢ়ব্রত হইয়া মহাপ্রস্থান করে, সে
যানারোহণে গন্ধর্ব্বগণে সেবিত হইয়া যমা-
লয়ে যাইয়া থাকে। ৪১—৫০ । যে জন
বিস্মৃতে চিত্ত নিবেশপূর্বক শরীর পরিত্যাগ
করে, সে অগ্নিবণ রথে চড়িয়া ত্রিদশালয়ে
যায়। যে ব্যক্তি নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া

স যাত্যগ্নিপ্রকাশেন বিমানেন যমালয়ম্ ॥ ৫২
 প্রাণাস্ত্যজতি যো মর্ত্যঃ স্মরনবিস্মঃ সনাতনম্
 যানেনার্কপ্রকাশেন যতি ধর্মপুং নরঃ ॥ ৫৩
 প্রবিত্তোহন্তর্জলং যন্ত প্রাণাস্ত্যজতি মানবঃ ।
 সোমমণ্ডলকল্লেন যতি যানেন বৈ সুখম্ ॥ ৫৪
 স্বশরীরং হি গৃধ্রেভ্যো বৈকবো যঃ প্রযচ্ছতি
 স যতি রথমুখ্যেন কাঞ্চনেন যমালয়ম্ ॥ ৫৫
 জীগ্রহে গোগ্রহে বাপি যুদ্ধে যুত্মমুপতি যঃ ।
 স যাত্যমরকস্তাভিঃ সেব্যমানো রবিপ্রভঃ ॥
 বৈকবা যে চ কুর্বন্তি তীর্থযাত্রাং জিতেন্দ্রিয়াঃ
 তৎপথং যান্তি তে ঘোরং সুখযানৈরলকৃতাঃ ॥
 যে যজন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ।
 ওপহাটকসঙ্কটৈর্বিমানৈর্ধান্তি তে সুখম্ ॥ ৫৮
 পরশীড়ামকুরন্তো ভূতান্য ভরণাদিকম্ ।
 কুর্বন্তি তে সুখং যান্তি বিমানৈঃ কনকোজ্জলৈঃ

যে কান্তাঃ সর্বভূতেষু প্রাণিনামতয়প্রদাঃ ।
 ক্রোধমোহবিনিমুক্তা নির্মলাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ॥
 পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশেন বিমানেন মহাপ্রভাঃ ।
 যান্তি বৈবস্বতপুং দেবগন্ধর্বসেবিতাঃ ॥ ৬১
 একভাবেন যে বিষ্ণুং ব্রহ্মাণং ত্র্যম্বকং রবিম্ ।
 পূজয়ন্তি হি তে যান্তি বিমানৈর্ভাস্করপ্রভৈঃ ॥ ৬২
 যে চ মাংসং ন খাদন্তি সত্যশৌচসমবিতাঃ ।
 তেহপি যান্তি সুখেনৈব ধর্মরাজপুং নরাঃ ॥
 মাংসান্নিষ্টতরং নান্তি তন্মাতোজ্যাদিকেযু চ
 তন্মাত্রাংসং ন ভুঞ্জীত নান্তি মিষ্টৈঃ সুখোদয়ঃ
 গোসহস্রস্ত যো দত্তাদ্যন্ত মাংসং ন ভক্ষয়েৎ ।
 সমাবেতো পুরা প্রাহ ব্রহ্মা বেদবিদাং বরঃ ॥
 সর্বতীর্থেষু যৎপুণ্যং সর্বযজ্ঞেষু যৎকলম্ ।
 অমাংসভক্ষণে বিপ্রান্তচ্চ তচ্চ চ তৎসমম্ ॥ ৬৬
 এবং সুখেন তে যান্তি যমলোকঞ্চ ধার্মিকাস্ ।

অগ্নিপ্রবেশ করে, সে অগ্নিবৎ প্রকাশমান
 বিমানারোহণে শমসদনে গমন করে। যে
 মানব সনাতন বিষ্ণুকে স্মরণপূর্বক প্রাণত্যাগ
 করে, সে সূর্যাসম প্রকাশশালী রথে আরো-
 হণ করত ধর্মরাজপুরে যাইতে পারে। যে
 মানব জলমধ্যে প্রবেশপূর্বক প্রাণ পরি-
 ত্যাগ করে, সে সোমমণ্ডলবৎ সুক্ৰী যানে
 আরোহণ করত সুখে যমসদনে গমন করে।
 যে বৈকব নিজ শরীর গৃগ্ধগণকে প্রদান
 করে, সে উত্তম কাঞ্চনময় রথে আরোহণ-
 পূর্বক যমালয়ে যাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি
 জীলোক বা গো রক্ষা নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া
 প্রাণ পরিহার করে, সে সূর্যাসম-সমুজ্জল
 দেহে অমরকস্তাগণ দ্বারা সেব্যমান হইয়া
 যমসদনে যায়। যে সকল বৈকব জন জিতে-
 ন্দ্রিয়ভাবে তীর্থযাত্রা করে, সে যথোপকরণপূর্ণ
 যানারোহণে সেই ঘোর পথ অতিক্রম
 করিতে পারে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যাহারা
 হৃদক্ষিণাশুভ্র বিবিধ ক্রতুর অনুষ্ঠান করে,
 গাহারা প্রতপ্ত স্বর্ণসম-কান্তি বিমানে
 আরোহণপূর্বক সুখে প্রস্থান করে। যাহারা
 পরশীড়া না হয়, এমন ভাবে ভূতাদির

ভরণ-পোষণ করে, তাহারাও কনকোজ্জল
 বিমানারোহণে সুখে গমন করে। যাহারা
 সর্বভূতে কমাশালী, প্রাণীদিগের অভয়-
 দাতা, ক্রোধ-মোহহীন, গর্বশূন্য ও সং-
 যতেন্দ্রিয়, তাহারা মহোজ্জল দেহে পূর্ণচন্দ্র-
 বৎ প্রকাশমান বিমানারোহণে দেবগন্ধর্ব-
 গণে সেবিত হইয়া শমনপুরে যাইতে পারে।
 যাহারা অভেদ জানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের
 অর্চনা করে, তাহারা প্রভাকরপ্রভ বিমানে
 চড়িয়া গমন করে। সত্য ও শৌচ-সমবিত
 হইয়া যাহারা মাংসভক্ষণ বর্জন করে, সেই
 নরগণও সুখে ধর্মরাজপুরে যাইয়া থাকে।
 যাবতীয় ভোক্ষ্য ভোজ্য মধ্যে মাংস অপেক্ষা
 মধুরতর দ্রব্য আর নাই, অতএব মাংস
 ত্যাগ করিবে; মধুর দ্রব্য দ্বারা সুখোদয়
 হয় না। ৫০—৬৪। যে জন সহস্র গো দান
 করে, আর যে মাংস ভক্ষণ না করে, ইহার
 উভয়েই তুলাফল-ভাগী; পুরাকালে বেদ-
 বিদগণের প্রধান ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন।
 হে বিপ্রগণ! সর্বতীর্থ-গমনে যে পুণ্য এবং
 সর্ব যজ্ঞানুষ্ঠানে যে কল, মাংসভক্ষণ-বর্জ-
 নেও তুল্যা ফলই হইয়া থাকে। দান ব্রত-

দানব্রতপরা যানৈর্ধ্বং দেবো রবে: সূতঃ ॥৬৭
 দৃষ্টা তান ধার্মিকান্ দেব: স্বয়ং সন্মানয়েদ্বষম:
 স্বাগতাসনদানেন পাচ্চার্যোণ প্রিয়েণ তু ॥ ৬৮
 ধন্তা যুয়ং মহাত্মান আত্মনো হিতকারিণঃ ।
 যেন দিব্যাসুখার্থায় ভবন্তি: সূর্যুতং কৃতম্ ॥৬৯
 ইদং বিমানমাক্রুহ দিব্যাস্ত্রীভোগভূষিতা: ।
 স্বর্গং গচ্ছধ্বমতুলং সর্বকামসমৰ্থিতম্ ॥ ৭০
 তত্র ভূক্কা মহাভোগানন্তে পুণ্যপরিষ্কয়াৎ ।
 যৎকিঞ্চিদগ্নমশুভং কলং তদহি ভোক্তব্যং ॥৭১
 যে তু তং ধর্মরাজানং নরা: পুণ্যাসুভাবত: ।
 পশুন্তি সৌম্যমনসং পিতৃভূতমিবাশ্বন: ॥ ৭২
 তস্মাক্ষ্ম: সেবিতব্য: সদা সর্বকলপ্রদ: ।
 ধর্মাদর্থস্তথা কামো মোক্ষশ্চ পরিকৌষ্ঠ্যতে ॥
 ধর্মো মাতা পিতা ভ্রাতা ধর্মো নাথ: সুহৃদুত্থা
 ধর্ম: স্বামী সখা গোপ্তা তথা ধাতা চ পোষক:

পরায়ণ ধার্মিক জনগণ এই রূপ যানারোহণে
 যেখানে দেব রবিনন্দন অবস্থান করেন,
 সেই যমলোকে সুখে গমন করিয়া থাকে ।
 যমদেব সেই ধার্মিকদিগকে উপস্থিত দেখিয়া
 স্বয়ং পাণ্ডা, অর্ঘ্য, স্বাগতপ্রদ ও প্রিয়ভাষণ-
 দিষ্টারা সম্ভাষিত করিয়া থাকেন । তিনি তাঁহা-
 দিগকে এইরূপ বলেন যে, ধন্ত তোমরা আত্ম
 হিতকারী মহাত্মা, যেহেতু দিব্য সুখের নিমিত্ত
 সূর্যুতকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ। তোমরা
 এই বিমানারোহণে দিব্য স্ত্রীজনে সমারুত ও
 দিব্য ভোগে মগ্ন হইয়া সর্বকাম-সমৰ্থিত
 অতুলনীয় স্বর্গে গমন কর; তথায় মহাভোগ্য-
 ননিচয় ভোগান্তে পুণ্যকর্ম্ম হইলে যাহা কিছু
 অত্যন্ত অশুভ কর্ম্ম আছে, এখানে আসিয়া
 তাহার ফল অনুভব করিও । যে সকল
 নর পুণ্যাশ্রয়, তাঁহারা সেই ধর্মরাজকে স্বীয়
 পিতার স্থায় সৌম্যচিত্তেই দর্শন করেন ।
 অতএব সতত সর্বকলপ্রদ ধর্ম্মের সেবা
 করা কর্তব্য; ধর্ম্ম হইতে অর্থ, কাম এবং
 মোক্ষ লাভ হয় । ৬৫—৭৩ । প্রাণীদিগের
 ধর্ম্মই মাতা, পিতা, ভ্রাতা, নাথ ও সুহৃৎ;
 ধর্ম্মই স্বামী, সখা, পালক, ধাতা ও পোষক ।

ধর্ম্মাদর্থোহর্থত: কাম: কামাভোগ: সুখানি চ ।
 ধর্ম্মাদৈশ্বর্য্যমেকাগ্র্যং ধর্ম্মাৎ স্বর্গগতি: পরা ॥৭৫
 ধর্ম্মস্ত সেবিতো বিপ্রান্নায়তে মহতো ভয়াৎ ।
 দেবদ্বন্দ্বং দ্বিজদ্বন্দ্বং ধর্ম্মাৎ প্রাপ্নোত্যাসংশয়ম্ ॥
 যদা চ ক্রীয়তে পাপং নারীণাং পূর্বসঞ্চিতম্ ।
 তদৈষাং ভজতে বুদ্ধিধর্ম্মকাজ দ্বিজোত্তমা: ।
 জয়ান্তরসহশ্রেষু মানুষ্যাং প্রাপ্য তূর্ণতম্ ।
 যো হি নাচরতে ধর্ম্মং ভবেৎ স খলু বঞ্চিত: ॥
 কুৎসিতা যে দরিত্রাশ্চ বিরূপা ব্যাধিতান্তথা ।
 পরপ্রেম্যাশ্চ মূর্খাশ্চ জ্ঞেয়া ধর্ম্মবিবর্জিতা: ॥৭৯
 যে হি দীর্ঘায়ু: শ্রা: পণ্ডিতা ভোগিনোহর্থিন:
 অরোগা রূপবন্তশ্চ তৈস্ত ধর্ম্ম: পূরা কৃত: ॥৮০
 এবং ধর্ম্মরতা বিপ্রা গচ্ছন্তি গতিমুত্তমাং ।
 অধর্ম্মং সেবমানাস্ত তির্ধ্যাক্ষ্যেবানি ব্রজন্তি তে
 যে নরা নরকধ্বংসি-বান্দেবমমুভবতান
 তে স্বপ্নেহপি ন পশুন্তি যমং বা নরকাগি বা ॥
 অনাদিনিধনং দেবং দৈত্যদানবদারণম্ ।

ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম, কাম হইতে
 ভোগসুখ লাভ হয়; ধর্ম্ম হইতেই অর্থও
 ঐশ্বর্য্য, এবং ধর্ম্ম হইতে উত্তম স্বর্গগতি হইয়া
 থাকে । হে বিপ্রগণ! ধর্ম্ম সেবিত হইলে
 তিনি মহাভয় হইতে ত্রাণ করেন । দেবদ্ব
 বা দ্বিজদ্বন্দ্বও ধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়;
 সন্দেহ নাই । সহস্র সহস্র জয়ান্তরে তূর্ণত
 মানুষ্য হইয়া যে জন্ম ধর্ম্মাচরণ না করে,
 সে-ই বঞ্চিত হইয়া থাকে । ইহলোকে
 যাহারা কুৎসিত, দরিত্র, বিরূতাকার, ব্যাধি-
 গ্রস্ত, পরের আজ্ঞাবহ কিম্বা মূর্খ, তাহারা
 পূর্ব জন্মে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে নাই, জানিবেন ।
 যাহারা দীর্ঘায়ু, বলবান, পণ্ডিত, ভোগবান,
 ধনশালী, নীরোগ বা রূপসম্পন্ন, তাহারা
 পূর্বজন্মে ধর্ম্মাচরণ করিয়াছে । ৭৪—৮০ ।
 বিপ্রগণ! ধর্ম্মরতা ব্যক্তিরা এইরূপ উত্তমগতি
 প্রাপ্ত হয়; আর অধর্ম্মসেবীরা তির্ধ্যাক্ষ্যেবানি
 লাভ করে । যে নরগণ, নরকনিবারণ
 বান্দেবের শরণ লয়, তাহারা স্বপ্নেও
 শমন বা নরক দর্শন করে না । যাহারা

যে নমস্তু নরা নিত্যং নহি পশ্যন্তি তে যমম্ ।
 কৰ্ম্মণা মনসা বাচা যেষচ্চ্যুতং শরণং গতাঃ ।
 ন সমর্থো যমস্তেয়াং তে মুক্তিফলভাগিনঃ ॥ ৮৪
 যে জনা জগতাঃ নাথং নিত্যং নারায়ণং দ্বিজাঃ
 নমস্তু নহি তে বিষ্ণোঃ স্থানাদন্তত্র গামিনঃ ॥
 ন তে দূতান্ন তন্নাগং ন যমং ন চ তাং পুরীম্
 প্রণম্য বিষ্ণুং পশ্যন্তি নরকাণি কথকন ॥ ৮৬
 কৃষ্ণাণি বহশঃ পাপং নরা মোহসমধিতাঃ ।
 ন যান্তি নরকং নহা সৰ্ব্বপাপহরঃ হরিম্ ॥ ৮৭
 শার্ঠ্যনাপি নরা নিত্যং যে স্মরন্তি জনাৰ্দ্দনম্
 তেষাপি যান্তি তন্নং ত্যক্তা বিষ্ণুলোকমনাময়ম্
 অত্যন্তক্রোধসক্রোধপি কদাচিত্ কৌৰ্ত্তয়েন্ধরিম্
 সোহপি দোষক্ষয়ান্নুক্তিঃ লভেচ্চৈদিপতিৰ্বিধা ॥
 ইতি জীৱাক্ষে সুগতিনিরূপণং নাম ষোড়শা-
 ধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৬ ॥

প্রতিদিন দৈত্যদানব-দারণ, অনাদিনিধন
 দেব নারায়ণকে প্রণাম করে, তাহারাও
 যমকে দর্শন করে না। যাহারা কৰ্ম্ম, মন ও
 বাক্য দ্বারা অচ্যুতের শরণাগত হয়, যম
 তাহাদিগেব শাসনে সমর্থ নহেন; তাহারা
 মুক্তিফলভাগী হয়। হে দ্বিজগণ! যে জন,
 প্রতিদিন সমস্ত জগতের নাথ নারায়ণকে
 নমস্কাব করে, তাহারা সেই বিষ্ণু স্থান
 ব্যতীত অন্তঃগামী হয় না। বিষ্ণুকে প্রণা-
 মের কলে তাহাদিগকে সেই সকল যম-দূত,
 সেই পথ, সেই যম, সেই পুরী, কিম্বা সেই
 নরক,—কিছুই দেখিতে হয় না। নরগণ
 মোহবশে বহু বহু পাপ করিয়াও সৰ্ব্ব-
 পাপহর হরিকে নমস্কার করিলে নরকে
 গমন করে না। যাহারা ছলক্রমেও জনা-
 র্দনকে স্মরণ করে, তাহারাও তন্নৃত্যাগাস্তে
 অনাময় বিষ্ণুলোকে যায়। অত্যন্ত ক্রো-
 ধা-ক্রোধ লোকও যদি কদাচিত্ হরিনাম কীৰ্ত্তন
 করে, তবে সেও চৈদিপতি শিশুপালের
 মত দোষ নাশ হেতু মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে। ৮১—৮২।

ষোড়শাধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৬ ॥

সপ্তদশাধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ঋতৈবং যমমার্গস্তে নরকেষু চ যাতনাম্ ।
 পপ্রচ্ছুচ পুনর্যাসং সংশয়ঃ মুনিসন্তমঃ ॥ ১
 মুনয় উচুঃ ।
 ভগবন্ সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞ সৰ্ব্বশাস্ত্রাবশারদ ।
 মর্ত্যাস্ত্র কঃ সহায়ো বৈ পিতা মাতা সূতো গুরুঃ
 জ্ঞাতিসহস্রাবর্গশ্চ মিত্রবর্গস্তথৈব চ ॥ ২
 গুণং শরীরমুৎসৃজ্য কাঠলোষ্ট্রসমং জনাঃ ।
 গচ্ছন্ত্যমুক্ত লোকে বৈ কশ্চ তান্নুগচ্ছতি ॥ ৩
 ব্যাস উবাচ ।
 একঃ প্রস্মৃত্যেত বিপ্রা এক এব হি নশ্রুতি ।
 একস্তরতি হৃগাণি গচ্ছত্যেকস্ত হৃগতিম্ ॥ ৪
 অসহায়ঃ পিতা মাতা তথা ভ্রাতা সূতো গুরুঃ ।
 জ্ঞাতিসহস্রাবর্গশ্চ মিত্রবর্গস্তথৈব চ ॥ ৫
 মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাঠলোষ্ট্রসমং জনাঃ ।
 মুহূর্ত্তমিব রোদিহা ততো যান্তি পরাশ্রুখাঃ ॥ ৬

সপ্তদশাধিকাবিশততম অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ বলিলেন,—হে মুনিসন্তমগণ!

সেই মুনিগণ যমপথ ও নরকযাতনার বিষয়
 এইরূপ শ্রবণ করিয়া সংশয় বশতঃ পুনরায়
 ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিগণ কহিলেন,
 —হে সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞ, সৰ্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ভগবন!
 মর্ত্যাদিগের পিতা, মাতা, গুরু, পুত্র, জ্ঞাতি,
 সম্বন্ধি, বান্ধব ও মিত্রগণ—এসকলের মধ্যে
 কে সহায়? জনগণ আশ্রয়ভূত কাঠ লোষ্ট্রসম
 শরীর পরিহারপূর্ব্বক যখন যমালয়ে প্রস্থান
 করে, তখন কে তাহাদিগের অনুগমন করে?
 ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! জীব একা-
 কীই প্রস্মৃত হয়, একাকীই নাশ পায়, একাকীই
 হৃগসকল অতিক্রম করে, এবং একাকীই নরকে
 যায়। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, গুরু, পুত্র, জ্ঞাতি,
 সম্বন্ধী, বা বান্ধববর্গ—ইহারা কেহই তাহার
 সহায় হয় না। জনগণ কাঠ-লোষ্ট্রসম মৃত
 শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল রোদন

তৈত্তিরীয়ায়ুৎসৃষ্টং ধর্ম্য একোহনুগচ্ছতি ।
তস্মাদধর্ম্যঃ সহায়শ্চ সেবিতব্যঃ সদা নৃভিঃ ॥ ৭
প্রাণী ধর্ম্যসমাযুক্তো গচ্ছেৎ স্বর্গগতিং পরাম্ ।
তথৈবধর্ম্যসংযুক্তো নরহং চোপপদ্যতে ৮
তস্মাৎপাপাগতৈরর্থৈর্নানুগচ্ছ্যত পণ্ডিতঃ ।
ধর্ম্য একো মনুষ্যাণাং সহায়ঃ পরিকীর্ষিতঃ ॥ ৯
লোভান্নোহাদনুক্রোশান্তয়াহাথ বহুশতঃ ।
নরঃ করোত্যাকাংক্ষাণি পরার্থে লোভমোহিতঃ
ধর্ম্যচাৰ্ঘ্যশ্চ কামশ্চ ত্রিতয়ঃ জীবতঃ কলম্ ।
এতল্লয়মবাপ্তব্যমধর্ম্যপরিবর্জিতম্ ॥ ১১

মুনয় উচুঃ ।

ঋতং ভগবতো বাক্যং ধর্ম্যযুক্তং পরং হিতম্ ।
শরীরনিচয়ং জাতং বুদ্ধির্নোহয় প্রজায়তে ॥১২
মৃতং শরীরং হি নৃণাং স্মৃশ্মমবাক্ততাং গতম্ ।
অচক্ষুবিষয়ং প্রাপ্তং কথং ধর্ম্যোহনুগচ্ছতি ॥১৩
ব্যাস উবাচ ।

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতির্মনোহস্তরম্

করিয়া তার পর পরাধু্য হইয়া চলিয়া যায় ।
কিন্তু একমাত্র ধর্ম্যই তাহাদের অনুগমন করে ;
মৃতরাং নরগণের প্রধান সহায় ধর্ম্যই সতত
সেবনীয় । প্রাণী ধর্ম্যসংযুক্ত হইয়াই পরমা
স্বর্গগতি প্রাপ্ত হয় এবং অধর্ম্যসংযোগেই
মরকগামী হয় । অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি
পাপযুক্ত বিষয়ে অনুরক্ত হইবে না । মনুষ্য-
গণের একমাত্র ধর্ম্যই সহায় বলিয়া পরি-
কীর্ষিত । বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিও লোভ,
মোহ, দয়া বা ভয় বশতঃ পরকীয় স্বার্থে
মোহিত হইয়া অকাঙ্ক্ষ্য করিয়া থাকে । ধর্ম্য,
অর্থ ও কাম,—জীবন ধারণের এই তিনটাই
কল । অতএব অধর্ম্য বর্জনপূর্বক এই
তিনটি লাভ করিবার নিমিত্ত সকলেরই যত্ন
করা বিধেয় । ১—১১ । মুনীগণ বলিলেন,—
ভবদীয় পরম হিতকর ধর্ম্যযুক্ত বচনাবলি
শ্রবণ করিলাম । এক্ষণে আমাদিগের শরীর-
তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা হইতেছে । মৃত ব্যক্তির
যে স্মৃশ্ম দেহ হয়; উহা ত অবাক্ত,—চক্ষুর
বিষয়ীকৃত নহে; তবে ধর্ম্য তাহার

বুদ্ধিরাজ্য চ সহিত। ধর্ম্যঃ পশ্চান্তি নিত্যম্ ॥১৪
প্রাণিনামিহ সর্বেষাং সাক্ষিকৃত্য দিবানিশম্ ।
এতৈশ্চ সহ ধর্ম্যো হি তং জীবমনুগচ্ছতি ॥১৫
‘অগ্নিঃ মাংসং শুক্রঞ্চ শোণিতঞ্চ দ্বিজোক্তমাঃ
শরীরং বর্জয়ন্ত্যেতে জীবিতেন বিবর্জিতম্ ॥
ততো ধর্ম্যসমাযুক্তঃ স জীবঃ সূখমেধতে ।
ইহলোকে পরে চৈব কিং ভূয়ঃ কথ্যমি বঃ ।
মুনয় উচুঃ ।

তদর্শিতং ভগবতা যথা ধর্ম্যোহনুগচ্ছতি ।
এতত্ত্ব জাতুমিচ্ছামঃ কথং রেতঃ প্রবর্ততে ॥১৮
ব্যাস উবাচ ।

অন্নমশ্নন্তি যে দেবোঃ শরীরহা দ্বিজোক্তমাঃ ।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতির্মনস্তথা ॥ ১১
ততত্ত্বপেবু ভো বিপ্রান্তেবু ত্তেবু পঞ্চম্ ।
মনঃযষ্ঠেবু শুক্রায়া রেতঃ সম্পদ্যতে মহৎ ॥২০
ততো গর্তঃ সম্ভবতি স্নেহা স্ত্রীপুংসয়োদ্বিজাঃ ।

অনুগমন করে কিরূপে ? ব্যাস বলিলেন,—
সর্বভূতেরই দেহগত সাক্ষিকৃত পৃথিবী,
বায়ু, আকাশ, আপ, জ্যোতিঃ, মন, বুদ্ধি ও
আত্মা দিবানিশি ধর্ম্যকে দর্শন করিয়া থাকে ।
ধর্ম্য ইহাদের সহিতই সেই জীবের অনুগমন
করে । হে দ্বিজোক্তমগণ ! শুক্র, অগ্নি, মাংস,
শুক্র ও শোণিত,—ইহারা প্রাণহীন শরী-
রকে পরিত্যাগ করে । পরে সেই জীব ধর্ম্য-
সংযুক্ত হইয়া ইহ বা পরলোকে সুখ ভোগ
করিয়া থাকে । —ই ত শরীরতত্ত্ব কহিলাম ;
অতপর আপনাদিগকে আর কোন বিষয়
বলিব ? মুনীগণ কহিলেন,—হে মুন্যে !
ধর্ম্য যেভাবে অনুগমন করেন, তাহা আপনি
বুকাইয়া দিলেন ; এখানে রেতঃপ্রবৃতি
কিরূপে হয় ? ইহা জানিতে ইচ্ছা করি ।
ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজোক্তমগণ ! শরী-
রহ দেহগণ যে অন্ন ভোজন করেন,
তাহা দ্বারা পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, আপ,
জ্যোতিঃ ও মন কৃণিলাভ করে । হে
বিপ্রগণ ! পঞ্চভূত ও মৃত মন এইরূপে তত্ত্ব
হইলে বিভক্ত মহৎ আত্মা রেতঃ আকারে

এতৎ সৰ্বমাখ্যাতং কি ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ ॥২১

মুনয় উচুঃ ।

আখ্যাতং নো ভগবতা গৰ্ভঃ সঞ্জায়তে যথা ।

যথা জাতস্ত পুরুষঃ প্রপদ্যেত তদুচ্যতাম্ ॥২২

ব্যাস উবাচ ।

আসন্নমাত্রপুরুষন্তৈর্ভূতৈরভিক্রম্যতে ।

বিপ্রযুক্তস্ত তৈর্ভূতৈঃ পুনর্ধাত্যপরাং গতিম্ ॥

স চ ভূতসমায়ুক্তঃ প্রাপ্নোতি জীবমেব হি ।

ততোহস্ত কৰ্ম্ম পশ্যন্তি শুভং বা যদি বাশুভম্

দেবতাঃ পঞ্চভূতস্থাঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ ॥

মুনয় উচুঃ ।

ত্বগস্থি মাংসমুৎসৃজ্য তৈস্ত ভূতৈর্বিবর্জিতঃ ।

জীবঃ স ভগবন্ কহঃ সুখদুঃখে সমশ্রুতে ॥

ব্যাস উবাচ ।

জীবঃ কৰ্ম্মসমায়ুক্তঃ শীঘ্রং রেতঃ সমাগতঃ ।

পরিণত হইয়া থাকেন । বিজগণ ! তার-
পর স্ত্রী-পুরুষের সংযোগবশে স্নেহমিলিত
রেতঃ গর্ভরূপে পরিণত হইয়া থাকে ।
আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় এই সমস্তই
বলিলাম, আর কি শুনিতে চাহেন ? ১২—
২২ । মুনীগণ কহিলেন,—হে ভগবন্ !
যে প্রকারে গর্ভ উৎপন্ন হয় এবং জীব
যেক্রমে উদ্ধাতে আবিষ্ট হইয়া জন্মিয়া থাকে,
সেই উপাখ্যান বলুন । ব্যাস বলিলেন,—
পুরুষ আসন্ন কালে ভূতগণে অভি-
ভূত হইয়া পড়ে এবং ভূতগণ কর্তৃক
পরিভ্যক্ত হইয়াই অন্তর গমন করে ।
পুরুষ ভূতগণে আক্রান্ত হইয়া সজীবতা
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তখন পঞ্চভূতাবিষ্টিত
দেবগণ তাহার শুভাশুভ কৰ্ম্ম সকল দেখিয়া
থাকেন । আপনারা আর কি শুনিতে
চাহেন ? মুনীগণ কহিলেন,—ভগবন্ ! সেই
জীব ত্বক্, অস্থি ও মাংসাদি পরিত্যাপ্তক
পঞ্চভূতে বর্জিত হইয়া কোথায় থাকিয়া সুখ-
দুঃখ ভোগ করে ? ব্যাস কহিলেন,—হে
বিজগণ ! জীব কৰ্ম্মবশে সত্ত্বর রেতঃপ্রবিষ্ট

স্ত্রীণাং পুষ্পং সমাসাদ্য ততঃ কালেন ভো

দ্বিজাঃ ॥২৬

যমস্ত পুরুষৈঃ ক্রেশো যমস্ত পুরুষৈর্ষধঃ ।

দুঃখঃ সংসারচক্রঞ্চ নরঃ ক্রেশঞ্চ বিন্দতি ॥ ২৭

ইহ লোকে স তু প্রাণী জন্মপ্রভৃতি ভো দ্বিজাঃ

সুখতঃ কৰ্ম্ম বৈ ভুঙ্ক্তে ধৰ্ম্মস্ত কলমাস্রিতঃ ॥

যদি ধৰ্ম্মং সমায়ুজ্য জন্মপ্রভৃতি সেবতে ।

ততঃ স পুরুষো ভূতা সেবতে নিত্যদা সুখম্ ॥

অথাস্তরাস্তরং ধৰ্ম্মমধৰ্ম্মমুপসেবতে ।

সুখস্তানন্তরং দুঃখঃ স জীবোহপ্যধিগচ্ছতি ॥৩০

অধর্ম্মেণ সমায়ুক্তো যমস্ত বিষয়ং গতঃ ।

মহাদুঃখঃ সমাসাদ্য তিৰ্য্যগ যোনৌ প্রজায়তে ॥

কৰ্ম্মণা যেন যেনেহ যন্তাং যোনৌ প্রজায়তে ।

জীবো মোহসমায়ুক্তস্তন্মৈ শূণ্ণত সাস্প্রতম্ ॥৩২

যদেতদুচ্যতে শাস্ত্রৈঃ সেতিহাসৈশ্চ ছন্দসি !

যমস্ত বিষয়ং ঘোরং মর্ত্যলোকং প্রবর্ততে ॥ ৪০

ইহ স্থানানি পুণ্যানি দেবভূত্যানি ভো দ্বিজাঃ

হয়; পরে কালান্তরে স্ত্রীপুষ্পসহযোগে গর্ভ-
রূপে পরিণত হইয়া থাকে । নর এই
প্রকারে যমপুরুষগণের হস্তে প্রহারাদি
নানাবিধ ক্রেশ ভোগান্তে সংসারচক্রে প্রবিষ্ট
হইয়াও পুনরায় বিবিধ যাতনা প্রাপ্ত হয় ।
হে বিজগণ ! সেই প্রাণী ইহলোকে জন্মা-
বধি ধর্ম্মের কলে বিবিধ সুখ ভোগ করিতে
থাকে; প্রাণীরা যদি জন্মাবধিই ধর্ম্মাচরণ
করে, তবে সে নিয়তই সুখ ভোগ করিতে
থাকে । আবার সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে
মধ্যে যদি অধর্ম্মাচরণ করে, তবে সুখ-
ভোগের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও প্রাপ্ত হয় ।
অধর্ম্মসংযুক্ত জীব যমলোকে যাইয়া মহাদুঃখ-
ভোগান্তে তিৰ্য্যক্যোনিতে জন্মলাভ করে ।
২০—৩১ । জীব মোহবশে যে যে কৰ্ম্ম করিয়া
যে যে যোনিতে জন্মে, স্প্রতি আমার
নিকট তাহা শ্রবণ করুন । বেদ ইতিহাসাদি
শাস্ত্রসমূহে এই ঘোর মর্ত্যলোকও যমের
রাজ্য বলিয়াই বর্ণিত । হে বিজগণ ! এখানে
দেবলোক-ভূত পুণ্যস্থানও আছে এবং

তীর্থগ যোন্ততিরিক্তানি গতিমস্তি চ সর্বশঃ ॥
 যমস্ত ভবনে দিব্যে ব্রহ্মলোকসমে শুণৈঃ ।
 কৰ্ম্মভিনিয়তৈর্বন্ধো জন্তুর্হুঃখানুপানুতে ॥ ৩৫
 যেন যেন হি ভাবেন যেন বৈ কৰ্ম্মণা গতিম্ ।
 প্রযাতি পুরুষো ঘোরাং তথা বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্
 অধীত্য চতুরো বেদান্ দ্বিজো মোহসমবিতঃ ।
 পতিতাংপ্রতিগৃহ্যথ খরযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৩৭
 খরো জীবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভো দ্বিজাঃ ।
 খরো মৃতো বলীবর্দ্ধঃ সপ্ত বর্ষাণি জীবতি ॥ ৩৮
 বলীবর্দ্ধো মৃতশ্চাপি জায়তে ব্রহ্মরাক্ষসঃ ।
 ব্রহ্মরাক্ষস মাসাংস্ট্রীংস্ততো জায়তে ব্রাহ্মণঃ ॥ ৩৯
 পতিতঃ যাজ্ঞদ্বিত্বা তু ক্রিমিয়োনৌ প্রজায়তে ।
 তত্র জীবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভো দ্বিজাঃ ॥ ৪০
 ক্রিমিতাবাধিনির্মুক্তস্ততো জায়তে গর্দভঃ ।
 গর্দভঃ পঞ্চ বর্ষাণি পঞ্চ বর্ষাণি শূকরঃ ॥ ৪১
 কুকুটঃ পঞ্চ বর্ষাণি পঞ্চ বর্ষাণি জম্বুকঃ ।
 ষা বর্ষমেকং ভবতি ততো জায়তে মানবঃ ॥ ৪২
 উপাধ্যায়স্ত যঃ পাপং শিষ্যঃ কুর্যাদবদুর্জমান ।

পাপভোগের নিমিত্ত স্বাবর জন্ম বিবিধ
 যোনিও বিদ্যমান। ব্রহ্মলোক-সম নানা-
 গুণসম্পন্ন দিব্য যমভবনে প্রাণীরা কৰ্ম্মবদ্ধ
 হইয়া নির্দিষ্ট বিবিধ হুঃখ ভোগ করে।
 পুরুষ যে যে ভাবে যে যে কৰ্ম্মানুসারে ঘোর
 গতি প্রাপ্ত হয়, অতঃপর তাহাই বলিতেছি।
 চতুর্বেদাধ্যায়ী বিপ্র মোহবশে পতিত
 হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া খর-যোনিতে জন্মে।
 হে দ্বিজগণ! সেই গর্দভ পঞ্চদশ বর্ষ জীবিত
 থাকে; পরে মরিয়া সপ্তবর্ষ যাবৎ বলীবর্দ্ধ হয়;
 তদন্তে তিন মাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া থাকে;
 অতঃপর ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মে। পতিতের
 যাজ্ঞন করিলে ক্রিমিয়োনি হইয়া পঞ্চদশ বর্ষ
 জীবিত থাকে; পরে গর্দভ হইয়া পঞ্চবৎ,
 শূকররূপে পঞ্চবৎ, কুকুটরূপে পঞ্চবৎ,
 এবং জম্বুকরূপে পঞ্চবৎ যাপন করে,
 অনন্তর একবর্ষ কুকুর হয়; তৎপরে মানব-
 জন্ম লাভ করে। যে ছাত্র অধ্যাপকের
 অনিষ্টাচরণ করে, সে, প্রথমে কুকুর, পরে

স জয়ানীহ সংসারে ত্রীনাশোতি ন সংশয়ঃ ॥
 প্রাক্ষা ভবতি ভো বিপ্রান্ততঃ ক্রব্যান্ততঃ খরঃ
 প্রেত্য চ পরিক্রিষ্টেযু পশ্চাজ্জায়েত ব্রাহ্মণঃ ॥ ৪৪
 মনসাপি গুরোর্ভাধ্যায়ঃ যঃ শিষ্যো যাতি
 পাপকৃৎ ।
 উদগ্রান্ প্রৈতি সংসারানধর্ম্মেণেহ চেতসা ॥ ৪৫
 যোনৌ তু স সমুতস্মৌণি বর্ষাণি জীবতি ।
 তত্রাপি নিধনং প্রাপ্তঃ ক্রিমিয়োনৌ প্রজায়তে
 ক্রমিতাবমমুপ্রাপ্তো বর্ষমেকম্ জীবতি ।
 ততস্ত নিধনং প্রাপ্য ব্রহ্মযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৪৭
 যদি পুত্রসমং শিষ্যং গুরুর্হস্তাদকারণম্ ।
 আশ্বিনঃ কামকারেণ সোহপি হিংস্রঃ প্রজায়তে
 পিতরং মাতরঞ্চৈব যন্ত পুত্রোহবমন্ততে ।
 সোহপি বিপ্রা মৃতো জন্তুঃ পূর্বং জায়েত গর্দভঃ
 গর্দভহস্ত সম্প্রাপ্য দশ বর্ষাণি জীবতি ।
 সংবৎসরস্ত কুন্তীরস্ততো জায়েত মানবঃ ॥ ৫০
 পুত্রস্ত মাতাপিতরৌ যন্ত কণ্টীবুভাবপি ।
 গুরুপদানতঃ সোহপি মৃতো জায়েত গর্দভঃ ।
 খরো জীবতি মাসাংস্চ দশ চাপি চতুর্দশ ।
 বিভ্রালঃ সপ্ত মাসাংস্ত ততো জায়েত মানবঃ ॥
 মাতাপিতরবাকুস্ত সারীকঃ সম্প্রজায়তে ।

মাংসাশী-জীব, অনন্তর গর্দভ হইয়া থাকে,
 সংশয় নাই; এইরূপ ক্রেশ ভোগান্তে ব্রাহ্মণ
 হইয়া জন্মে। ৩২—৪৪। যে শিষ্য মনে মনেও
 গুরুপত্নী গমন করে, সে তৎপাপ হেতু কুকুর-
 যোনিতে তিন বর্ষ ও ক্রিমিয়োনিতে এক-
 বর্ষ ঘোর ক্রেশভোগ করিয়া ব্রাহ্মণযোনি
 প্রাপ্ত হয়। গুরু যদি পুত্রসম শিষ্যকে অকা-
 রণ স্বেচ্ছাবশে প্রহার করেন, তবে ঠাণ্ডা-
 কেও হিংস্রযোনিতে জন্মিতে হয়। হে বিপ্র-
 গণ! যে পুত্র পিতামাতাকে অপমান করে, সে
 দশবর্ষ গর্দভ হইয়া পরে এক বৎসর কুন্তীর-
 জন্ম ভোগ করে। অনন্তর মানব হইয়া
 জন্মে। যে পুত্রের প্রতি মাতাপিতা উভয়েই
 কষ্ট থাকেন, গুরুজনরূত কুচিন্তার কলে সে
 ব্যক্তি মরণান্তে গর্দভ হইয়া চতুর্দশ মাস, ও
 বিভ্রালরূপে সপ্তমাস জীবিত থাকিয়া পরে

তাড়য়িত্ব তু তাবেব জায়তে কচ্ছপো বিজাঃ ॥
 কচ্ছপো দশ বর্ষাণি জীবি বর্ষাণি শলাকঃ ।
 ব্যালো ভূত্বা তু যথা সাংস্কৃতো জায়তে মানুষ্যঃ
 তদুৎপত্তিমুপা দন্তে রাজদ্বিষ্টানি সেবতে ।
 সোহপি মোহসমাপন্নো মৃতো জায়তে বানরঃ
 বানরো দশ বর্ষাণি সপ্ত বর্ষাণি মুষকঃ ।
 ষা চ ভূত্বা তু যথা সাংস্কৃতো জায়তে মানবঃ ॥
 স্ত্রীসাপহর্তা তু নরো যমস্ত বিষয়ং গতঃ ।
 সংসারাগাং শতং গহ্বা কুমিযোনৌ প্রজায়তে ॥
 তত্র জীবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভো বিজাঃ ।
 দৃকুতস্ত অক্ষয়ং কৃহা ততো জায়তে মানুষ্যঃ ॥৫৮
 অস্থ্যকো নরশ্চাপি মৃতো জায়তে শার্ঙ্গকঃ ।
 বিশ্বাসহর্তা চ নরো মীনো জায়তে হৃদ্মাতঃ ॥৫৯
 ভূত্বা মীনোহষ্টবর্ষাণি মৃগো জায়তে ভো বিজাঃ
 মৃগস্ত চতুরো মাসাংস্কৃতশ্চাগঃ প্রজায়তে ॥৬০
 ছাগস্ত নিধনং প্রাপ্য পূর্ণো সংবৎসরে ততঃ ।
 কীটঃ সজায়তে জন্তুস্ততো জায়তে মানুষ্যঃ ॥৬১
 ধাত্তান্ যবান্তিলান্ মাযান্ কুলথান্ সর্ষপাং-
 শচান্ ।

মানুষ্যজন্ম লাভ করে। মাতাপিতাকে
 কটুবাণ্য বলিলে সারিক হইয়া জন্মে;
 তাঁহাদিগকে তাড়না করিলে দশবর্ষ কচ্ছপ
 তিনবর্ষ সজাক এবং ছয় মাস সর্প হইয়া থাকে
 পরে মনুষ্যজন্ম লাভ করে। বেতন-
 ভোগী হইয়া মোহবশে প্রভুর দ্রোহচরণ
 করিলে মরণান্তে বানর হইয়া দশবর্ষ, মুষিক
 হইয়া সপ্তবর্ষ, ও কুকুর হইয়া সপ্তবর্ষ জীবিত
 থাকে; পরে মনুষ্যরূপে জন্মে। গচ্ছিত-
 ধনাপহারী নর যমপুরে যাতনা-ভোগান্তে
 কুমিযোনিতে জন্মিয়া পঞ্চদশ বর্ষ দৃকুত
 ভোগ করে; পরে মানব হইয়া থাকে।
 অস্থ্যকারী নর মরণান্তে শার্ঙ্গক যোনিতে
 জন্মে। হে বিজগণ! বিশ্বাসঘাতী হৃদ্মাত
 মানব মীন হইয়া জন্মিয়া থাকে; অষ্টবর্ষ
 মীনযোনিতে জীবিত থাকিয়া চারি মাস মৃগ,
 এক বৎসর ছাগ ও পরে কীট হইয়া মরণান্তে
 মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ

কলায়ানথ মুদগাংশু গোধুমানতসীন্তথা ॥ ৬২
 শস্ত্রান্তানি হর্তা চ মর্ত্যো মোহাদচেতনঃ ।
 সজায়তে মুনিশ্রেষ্ঠা মুষিকো নিরপজপঃ ॥ ৬৩
 ততঃ প্রেত্য মুনিশ্রেষ্ঠা মৃতো জায়তে শূকরঃ ।
 শূকরো জাতমাত্রস্ত রোগেণ স্মিয়তে পুনঃ ॥৬৪
 ষা ততো জায়তে মুকঃ কর্ণশ্চ তেন মানবঃ ।
 ভূত্বা ষা পঞ্চ বর্ষাণি ততো জায়তে মানবঃ ॥৬৫
 পরদারাভিমর্শস্ত কৃহা জায়তে বৈ বৃকঃ ।
 ষা শৃগালস্ততো গৃধ্রো ব্যালঃ কঙ্কো বকস্তথা
 জাতুর্ভাধ্যাক্ত পাপাত্মা যো ধ্বংসতি মোহিতঃ ।
 পুংস্কোকিলত্মাপ্রোতি সোহপি সংবৎসরঃ
 বিজাঃ ॥ ৬৭
 সখিভাধ্যাঃ গুরোভাধ্যাঃ রাজভাধ্যাঃ তথৈব চ
 প্রধ্বংয়িত্বা কামাত্মা মৃতো জায়তে শূকরঃ ॥ ৬৮
 শূকরঃ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি বৈ বকঃ ।
 পিপীলিকস্ত মাসাংস্ত্রীনকীটঃ স্ত্রীয়াসমেব চ ॥
 এতানাসাদ্য সংসারানকুমিযোনৌ প্রজায়তে ।
 তত্র জীবতি মাসাংস্ত কুমিযোনৌ চতুর্দশ ॥ ৭০
 নরো ধ্বংসকয়ং কৃহা ততো জায়তে মানুষ্যঃ ।

যে মর্ত্য মোহবশতঃ ধাত্ত, যব, তিল, মাষ,
 কুলথকলায়, সর্ষপ, চণক, কলায়, মুদগ, গোধুম
 ও বরবটী প্রভৃতি শস্ত্র হরণ করে, সে নির্লজ্জ
 মুষিক হইয়া মরণান্তে শূকররূপে জন্মিয়াই
 রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত হয়; পরে মুক কুকুর-
 রূপে জন্মিয়া পঞ্চবর্ষ জীবিত থাকে; তারপর
 মানব হইয়া জন্মে ১৪৫—৬৫। পরদারগামী
 নর যথাক্রমে বৃক, কুকুর, শৃগাল, গৃধ্র, সর্প,
 কঙ্ক ও বকযোনিতে জন্মিয়া থাকে। হে
 বিজগণ! মোহমশতঃ যে পাপাত্মা জাতু-
 র্ভাধ্যাকে বলাৎকার করে, সে সংবৎসর
 যাবৎ পুংস্কোকিলত্ম প্রাপ্ত হয়। কামবশে
 সখিভাধ্যা, গুরুজনের ভাধ্যা ও রাজভাধ্যাকে
 বলাৎকার করিলে মরণান্তে শূকর হইয়া
 পঞ্চবর্ষ, বক হইয়া দশবর্ষ, পিপীলিকারূপে
 তিন মাস, কীটরূপে এক মাস এবং
 কুমিযোনিতে চতুর্দশ মাস অতি-
 বাচিত করে; এইরূপে অধ্বংসকয় হইলে

পূৰ্ণং দধা তু যঃ কন্তাং বিতীয়ে দাতুমিচ্ছতি ॥

সোহপি বিপ্রা মৃতো জন্তুঃ ক্রিমিযোনৌ

প্রজায়তে ।

তত্র জীবতি বর্ষাণি ত্রয়োদশ দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ৭২

অধর্মসঙ্কয়ে মুক্তস্ততো জায়েত মানুষঃ ।

দেবকার্যমকৃত্বা তু পিতৃকার্যমধাপি বা ॥ ৭৩

অনির্ধাপ্য পিতৃন দেবামৃতো জায়েত বায়সঃ ।

বায়সঃ শতবর্ষাণি ততো জায়েত কুকুটঃ ॥ ৭৪

জায়েত ব্যালকশ্চাপি মাসঃ তস্মাত্তু মানুষঃ ।

জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমক্যপি ভ্রাতরং যোহবমততে ॥

সোহপি মৃত্যুশূপাগম্য ক্রৌঞ্চযোনৌ প্রজায়তে

ক্রৌঞ্চো জীবতি বর্ষাণি দশ জায়েত জীবকঃ

ততো নিধনমাপ্নোতি মানুষত্বমবাগ্নুয়াৎ ।

বৃষলো ব্রাহ্মণীং গম্বা ক্রিমিযোনৌ প্রজায়তে ॥

ততঃ সম্প্রাপ্য নিধনং জায়েত শূকরঃ পুনঃ ।

শূকরো জাতমাত্রস্ত রোগেণ ত্রিয়েতে দ্বিজাঃ ॥

বা চ বৈ জায়েত মূচঃ কৰ্ম্মণা তেন ভো দ্বিজাঃ

মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজোক্তমগণ।

প্রথমে একজনকে বাগ্‌দান করিয়া

পরে আবার অন্তজনকে কন্তা সম্প্রদান

করিলে সেই ব্যক্তিও মরণান্তে ক্রিমিযোনিতে

জন্মিয়া ত্রয়োদশ বর্ষ অতিবাহিত করে :

পরে অধর্ম ক্রম হইলে মনুষ্য হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি দেব-পিতৃকরণ-পরিশোধার্থ দেব-

কার্য ও পিতৃকার্য না করে, সে মরণান্তে

বায়স হইয়া জন্মিয়া শতবর্ষ অতিবাহিত

করিয়া কুকুটরূপে ও সর্পরূপে এক এক

মাস জীবিত থাকে ; পরে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত

হয়। পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যে নর

অবমানিত করে, সে মরণান্তে ক্রৌঞ্চযোনি

প্রাপ্ত হইয়া দশবর্ষ জীবিত থাকিয়া

পরে জীবকজন্ম লাভ করে ; তারপর মর-

ণান্তে মানুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে

দ্বিজগণ! শূত্র, ব্রাহ্মণীগমন করিলে ক্রিমি-

যোনিতে উৎপন্ন হয়। পরে মরণান্তে

শূকরত্ব লাভ করিয়া রোগাক্রমণে মৃত হয়।

তারপর সে কুকুরযোনি লাভ করিয়া সেই

বা কৃত্বা কৃতকর্ম্মাসৌ জায়েত মানুষস্ততঃ ॥ ৭১

তত্রাপত্যঃ সমুৎপাদ্য মৃতো জায়েত মুষিকঃ ।

কৃতস্ত মৃতো বিপ্রা যমস্ত বিষয়ং গতঃ ॥ ৮০

যমস্ত বিষয়ে ক্রুরৈর্বন্ধঃ প্রাপ্নোতি বেদনাম্ ।

দণ্ডকং মুদগরং শূলমগ্নিদণ্ডক দারুণম্ ॥ ৮১

অসিপত্রবনঃ ঘোরং বালুকাং কুটশাখালীম্ ।

এতান্চাত্তাশ্চ বহবো যমস্ত বিষয়ং গতঃ ॥ ৮২

যাতনাঃ প্রাপ্য ঘোরান্ত ততো যাতি চ ভো

দ্বিজাঃ ।

সংসারচক্রমাসাদ্য ক্রিমিযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৮৩

ক্রমির্ভবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভো দ্বিজাঃ ।

ততো গর্তঃ সমাসাদ্য তত্রৈব ত্রিয়েতে নরঃ ॥ ৮৪

ততো গর্তগতে জন্তুর্ভবংশঃ সম্প্রদ্যতে ।

সংসারানুসংবহুংগম্বা তত্তিথ্যাকু প্রজায়তে ॥ ৮৫

ততো দুঃখমনুপ্রাপ্য বহুবর্ষগণানি বৈ ।

স পুনর্ভবসংযুক্তস্ততঃ কুর্ম্মঃ প্রজায়তে ॥ ৮৬

দধি হ্রদ্বা বকশ্চাপি প্রবো মৎস্তানসংস্কতান্ ।

চোরয়িত্বা তু হর্বুর্দ্বির্মধুদংশঃ প্রজায়তে ॥ ৮৭

কলং বা মূলকং হ্রদ্বা পুপং বাপি পিপীলিকঃ ।

স্বকৃতত্বকর্ম্মের ক্রম হইলে মানুষ হইয়া জন্মে।

৬৬—৭১। আর যদি ব্রাহ্মণীতে অপত্য উৎ

পাদন করে, তবে মরণান্তে মুষিকজন্মও প্রাপ্ত

হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! কৃতস্ত ব্যক্তি

যমালয়ে যাইয়া দণ্ড, মুদগর, শূল ও দারুণ-

অগ্নিদণ্ড প্রভৃতি দ্বারা ভাঙিত হয় এবং ঘোর

অসিপত্রবন, বালুকা, কুটশাখালী ইত্যাদি

নানাবিধ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে ; তার পর

সংসারচক্রে পড়িয়া ক্রিমিযোনিতে জন্মিয়া

পঞ্চদশবর্ষ অতিবাহনান্তে মনুষ্যযোনিতে

গর্তমধ্যেই মরণাপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে

বহুবার গর্তগত হইয়া তিথ্যাকুযোনিতে

জন্মিয়া অনেক বৎসর ক্রেশভোগান্তে কুর্ম্ম-

জন্ম লাভ করে ; তদন্তে মনুষ্য হইয়া জন্মিয়া

থাকে। দধি-হরণে বক হয়। কাঁচা মৎস্ত

হরণ করিলে প্রব হইয়া জন্মে। মধু অপ-

হরণ করিলে সেই হর্বুর্দ্বি ব্যক্তি দংশ

হইয়া জন্মে। কল, মূল ও পিষ্টক হরণ

চোরয়িত্বা তু নিশাবং জায়তে কলমূষকঃ ॥৮৮
 পায়সঃ চোরয়িত্বা তু তিত্তিরত্মবাধুয়াৎ ।
 হুহা পিষ্টময়ং পূপং কুস্তোলুকঃ প্রজায়তে ॥৮৯
 অপো হুহা তু দুৰ্ব্বুদ্ধির্হায়সো জায়তে নরঃ ।
 কাংশ্চ হুহা তু দুৰ্ব্বুদ্ধির্হারীতো জায়তে নরঃ ॥
 রাজতং ভাজনং হুহা কপোতঃ সম্প্রজায়তে ।
 হুহা তু কাঞ্চনং ভাণ্ডং কুমিযোনৌ প্রজায়তে
 পত্রোণঃ চোরয়িত্বা তু কুররত্নং নিযচ্ছতি ।
 কোশকারং ততো হুহা নরো জায়েত বর্তকঃ ॥
 অংগকং চোরয়িত্বা তু শুকো জায়েত মানবঃ ।
 চোরয়িত্বা দ্রুকুলন্ত মৃতো হংসঃ প্রজায়তে ॥ ৯০
 ক্রৌঞ্চঃ কার্পাসিকং হুহা মৃতো জায়েত মানবঃ
 চোরয়িত্বা নরঃ পটং আবিকং চৈব ভো দ্বিজাঃ
 ক্ৰৌঞ্চক বস্ত্রমাহুতা শশো জন্তুঃ প্রজায়তে ।
 চূর্ণন্ত হুহা পুরুষো মৃতো জায়েত বাহনঃ ॥ ৯৫
 হুহা রক্তানি বস্ত্রাণি জায়তে জীবজীবকঃ ।

করিলে পিপীলিকা হয়। শিঙ্গী অপহরণে
 বৃক্ষবাসী মুষ্টি হইয়া জন্মে। পায়স হরণে
 তিত্তিরপক্ষী হয়। পিষ্টদ্রব্য দ্বারা নিষ্পিত
 পিষ্টক হরণ করিলে কুস্তোলুক (ভুতুম)
 হইয়া জন্মে। নর দুৰ্ব্বুদ্ধিবশে জল অপ-
 হরণ করিলে বায়স হইয়া থাকে। কাংশ্চ
 অপহরণ করিলে সেই দুৰ্ব্বুদ্ধি নর হারীত
 হয়। রাজতপাত্র হরণে কপোত হয়। কাঞ্চন-
 পাত্র অপহরণে কুমিযোনিতে জন্মে। ধৌত
 কৌশেয় বস্ত্র-হরণে কুরর পক্ষি লাভ হয়।
 কৌশেয় বস্ত্র হরণ করিলে বর্তক হইয়া
 জন্মে। মানব সাধারণ বস্ত্র অপহরণে শুক-
 পক্ষী হয়। সূক্ষ্মসূত্ররচিত বসনাপহরণে
 মরণান্তে হংস হইয়া জন্মে। মানব স্থূল
 কার্পাস সূত্ররূপ বস্ত্র হরণ করিলে ক্রৌঞ্চ
 হয়। হে দ্বিজগণ! নর পটবস্ত্র বা মেঘ-
 লোমজ বস্ত্র কিবা ক্ৰৌঞ্চ বসন অপহরণ
 করিলে মশক হইয়া জন্মিয়া থাকে। চূর্ণ
 হরণে পুরুষ মরণান্তে ময়ূর হইয়া জন্মে
 থাকে। ৮০—৯৫। রক্তবস্ত্র হরণে জীব-
 জীবক পক্ষী হইয়া জন্মে। মানব লোভ

বর্ণকাদীংস্তথা গন্ধাংশ্চোরয়িত্বৈহ মানবঃ ॥৯৬
 ছুদ্ধন্দরীত্বমাগ্নোতি বিপ্রা লোভপরায়ণঃ ।
 তত্র জীবতি বর্ষণি ততো দশ চ পঞ্চ চ ॥ ৯৭
 অধর্মস্ত কয়ং কৃত্বা ততো জায়েত মানবঃ ।
 চোরয়িত্বা পয়শ্চাপি বলাকা সম্প্রজায়তে ॥৯৮
 যন্ত চোরয়তে তৈলং নরো মোহসমর্ষিতঃ ।
 সোহপি বিপ্রা মৃতো জন্তুস্তৈলপায়ী প্রজায়তে
 অশস্ত্রং পুরুষং হুহা শশস্ত্রং পুরুষাধমঃ ।
 অর্থাৎ যদি বা বরী মৃতো জায়েত বৈ ধরঃ ॥
 ধরো জীবতি বর্ষে হে ততঃ শস্ত্রেণ বধ্যতে ।
 স মৃতো মৃগযোনৌ তু নিত্যোদ্বিগ্নোহভিজায়তে
 মৃগো বিধেত শস্ত্রেণ গতে সংবৎসরে ততঃ ।
 হতো মৃগস্ততো মীনঃ সোহপি জালেন বধ্যতে
 মাসে চতুর্থে সম্প্রাপ্তে স্বাপদঃ সম্প্রজায়তে ।
 স্বাপদো দশ বর্ষণি দ্বীপী বর্ষণি পঞ্চ চ ॥ ১০০
 ততস্ত নিধনং প্রাপ্তঃ কালপর্যায়চোদিতঃ ।
 অধর্মস্ত কয়ং কৃত্বা মানুষত্বমবাধুয়াৎ ॥১০৪
 বাহ্যং হুহা তু পুরুষো লোমশঃ সম্প্রজায়তে ।
 তথা পিণ্যাকসম্মিশ্রময়ং যশ্চোরয়েন্নরঃ ॥ ১০৫

বশতঃ ইহলোকে বর্ণক হরণ করিলে
 ছুদ্ধন্দরীত্ব প্রাপ্ত হয়; সে ঐ যোনিতে
 পঞ্চদশ বর্ষ অতিবাহিত করিয়া অধর্মকর্ত্তব্যে
 মনুষ্যত্ব লাভ করে। দুষ্কপহরণে বলাকা
 হয়। হে দ্বিজগণ! যে নর মোহাক্রান্ত
 হইয়া তৈল হরণ করে, সে তৈলপায়ী হইয়া
 থাকে। ধনলোভে বা শত্রুতাবশতঃ যে
 পুরুষাধম স্বয়ং শশস্ত্র হইয়া অশস্ত্র ব্যক্তিকে
 হত্যা করে, সে মরণান্তে গর্দিত হইয়া দুই বর্ষ
 জীবিত থাকিয়া শস্ত্রাঘাতে মরণাপন্ন হয়; তৎ
 পরে সততভীত মৃগজন্ম লাভ করে; অনন্তর
 এক বৎসর পরে শস্ত্রাঘাতে মৃত কৌট হইয়া
 মীন হয়, সেই মীনও চতুর্থমাসে জালে আবদ্ধ
 হইয়া মরণান্তে স্বাপদ জন্ম লাভ করিয়া দশ
 বৎসর পরে দ্বীপী হইয়া পঞ্চবর্ষ অতি-
 বাহনান্তে কাল-পরিবর্ত্তনে কর্ম্মকয় হইলে
 মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। বাহ্য বস্ত্র
 হরণে পুরুষ লোমশ হইয়া জন্মে। হে

জায়তে বক্রসটো দাক্ষণে মুষিকো নরঃ ।
দংশনৈব মাছুষান্ধিত্যঃ পাপাত্মা স দ্বিজোত্তমঃ
স্বতঃ ক্রহা তু দুৰ্বুদ্ধিঃ কাকো মদগুঃ প্রজায়তে
মৎস্তমাংসমথো ক্রহা কাকো জায়তে মানবঃ ॥
লবণং চোরায়িত্বা তু চিরিকাকঃ প্রজায়তে ।
বিশ্বাসেন তু নিক্শিপং যোহপনিহু তি মানবঃ ।
স গত্যর্ঘ্যরন্তেন মৎস্তমোনৌ প্রজায়তে ।
মৎস্তবে নিমন্তু প্রাপ্য মৃতো জায়তে মাছুষঃ ॥
মাছুষমন্তু প্রাপ্য কৌণায়ুকপজায়তে ।
পাপানি তু নরঃ কৃত্বা তিৰ্য্যগ্জায়তে ভো দ্বিজাঃ
ন চান্মনঃ প্রমাণস্ত ধৰ্ম্মং জানাতি কিস্কন ।
যে পাপানি নরাঃ কৃত্বা নিরন্তুস্তি ত্রৈতৈঃ সদা ॥
সুখদুঃখসমাযুক্তা ব্যাধিমন্তো ভবন্ত্যত ।
অসংবীতাঃ প্রজায়ন্তে স্বেচ্ছাশ্যাপি ন সংশয়ঃ
নরাঃ পাপসমাচার্য লোভমোহসমধিতাঃ ।

দ্বিজোত্তমগণ! যে নর তিলযুক্ত খাড়া দ্রব্য
অপহরণ করে, সে পিঙ্গল রোমযুক্ত দাক্ষণ
মুষিক হইয়া জন্মে, এবং নিয়ত মাছুষদিগকে
দংশন করিয়া থাকে । দুৰ্বুদ্ধিবশে স্বত হরণ
করিলে মদগু হয় এবং কাক হইয়াও জন্মিয়া
থাকে । মানব মৎস্ত বা মাংস হরণ করি-
লেও কাক হয় । ১৬—১০৭ । লবণাপহরণে
সুজ কাক হয় । বিশ্বাসের সহিত দ্রব্য
গচ্ছিত রাখিলে সেই দ্রব্য হরণকারী নর
আয়ুঃশেষে মৎস্ত যোনিতে অগ্নায়ু মীন
হয় । হে দ্বিজগণ! জন্মিয়া মরণান্তে পাপানু-
ষ্ঠানের ফলে মানব এইরূপ নানাবিধ তিৰ্য্যক্
যোনিতে জন্মিয়া থাকে । ঐ সকল যোনিতে
জন্মিয়া তাহার আত্মজ্ঞানক্ষম ধর্ম্মের বিষয়
কিছুই জানিতে পারে না । যে সকল নর
পাপাচরণ করিয়াও ত্রতাদি দ্বারা তাহার
নিরাস বিষয়ে প্রয়াস পায়, তাহার তিৰ্য্যক্-
যোনি প্রাপ্ত হয় না বটে; কিন্তু মন্তব্য জন্ম
লাভ করত সুখমিশ্র দুঃখ ভোগ করে, কিম্বা
ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে; অথবা বন্ধুবান্ধব-
শূন্ত বা স্নেহ হয়; ইহাতে সংশয় নাই ।
লোভ-মোহাজর, পাপাচার নরগণের এই-

বর্জয়ন্তি হি পাপানি জন্মপ্রভৃতি যে নরাঃ ॥
অরোগা রূপবন্তস্ত ধনিনস্তে ভবন্ত্যত ।
স্নিয়োহপ্যেতেন কল্লেন কৃত্বা পাপমবাপ্নুযুঃ ॥
এতেষামেব পাপানাং ভার্য্যাহমুপযাস্তি তাঃ ।
প্রায়েণ হরণে দোষাঃ সর্ব্ব এব প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
এতস্মৈ লেশমাত্রেণ কথিতং বো দ্বিজবর্ত্তাঃ ।
অপরান্মন কথামোগে ভুয়ঃ শ্রোযাথ ভো
দ্বিজাঃ ॥ ১১৬
এতন্ময়া মহাভাগা ব্রহ্মণো বদতঃ পুরা ।
সুরযিগাং ঋতং মধ্যে পৃষ্টক্যাপ যথা তথা ॥
ময়াপি তুভ্যং কার্শ্মন্যে যথাবদনুবর্ণিতম্ ।
এতচ্ছ্রুত্বা যুনিশ্রেষ্ঠা ধর্ম্মৈকুত মানসম্ ॥ ১১৮
ইতি শ্রীব্রাহ্মে সংসারচক্রানরুগণঃ সপ্তদশা-
ধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৭ ॥

রূপ গতি হয় । আর যে সকল মানব জন্ম-
বধি পাপকর্ম্ম বর্জন করে, তাহার নীরোগ,
রূপান ও ধনী হইয়া জন্মে । ঐলোকেরাও
পুঙ্খোক্তরূপ পাপাচরণ করিলে উক্ত সমস্ত
জীবগণের ভার্য্যাহ প্রাপ্ত হয় । হে দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠগণ! অপহরণজন্ত দোষ প্রায় সমস্তই
কীর্ত্তিত হইল । আমি ইহা সংক্ষিপ্ত-
রূপেই कहিলাম । অন্তান্ত বিবরণ কথাস্তর
প্রসঙ্গে শুনিবেন । হে মহাভাগগণ! পুরা-
কালে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিত হইয়া সুরযিগণ-
সন্নিধানে এই বিবরণ বলিয়াছিলেন; আমি
যেমন শুনিয়াছি; তাহাই যথাযথ আপনা-
দিগের নিকট বর্ণন করিলাম । হে যুনি-
শ্রেষ্ঠগণ! আপনারা ইহা শুনিয়া ধর্ম্মে
মনোনিবেশ করুন । ১০৮—১১৮ ।

সপ্তদশাধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৭ ॥

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততমোঃ প্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

অধর্মস্ত গতির্ভক্ষন কথিতা নন্তয়ানঘ ।
 ধর্মস্তা চ গতিঃ শ্রোতুমিচ্ছামো বদতাংবব ॥ ১
 কৃতা পাপানি কৰ্ম্মাণি কথং যান্ত্যন্ততাঃ গচ্ছিম্
 কৰ্ম্মণা চ কৃতেনেহ কেন যান্তি শুভাঃ গতিম্
 ব্যাস উবাচ ।
 কৃতা পাপানি কৰ্ম্মাণি হধর্মবশমাগতঃ ।
 মনসা বিপরীতেন নিরয়ং প্রাপদ্যতে ॥ ৩
 মোহাদধর্মঃ যঃ কৃতা পুনঃ সমুত্তপাতে ।
 মনঃসমাধিসংযুক্তো ন স সেবেত দুষ্কৃতম্ ॥ ৪
 যথা যথা মনস্তস্ত দুষ্কৃতং কৰ্ম্ম গর্হতে ।
 তথা তথা শরীরস্ত তেনাধর্মেণ মৃত্যতে ॥ ৫
 যদি বিপ্রাঃ কথয়তে বিপ্রাণাং ধর্মবাদিনাম্ ।
 ততোহধর্মকৃতাং কিপ্রমপরাধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৬

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম তথ্যম্ ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে বাক্যবিশারদ, ব্রহ্মণ । আপনি অধর্মের গতি আমাদিগের নিকট কীর্তন করিলেন, কিন্তু এক্ষণে ধর্মের গতি কেনেতে বাসনা করি । পাপকর্ম্ম কবিয়া কিরূপে অন্ত গতি লাভ করে ? আর কোন সংকল্প করিয়াই বা শুভগতি প্রাপ্ত হয় ? ব্যাস বলিলেন,—নবগণ পাপকর্ম্মের অমূল্য কথিত অধর্মের বশীভূত হয়, তখন তাহার চিত্তও বিকৃত হইয়া পড়ে, সুতরাং উহার প্রতিকার চেষ্টা না করিয়া নরকগামীই হয় । কিন্তু যে ব্যক্তি মোহবশতঃ অধর্ম-কর্ম্ম আচরণ করিয়া পুনরায় সংযতচিত্তে তজ্জন্ত অমূল্য করে, তাহার আর নরকে যাইতে হয় না । তাহার মন যেমন নিজকৃত দুষ্কর্ম্মের নিন্দা সহকারে অনুশোচনা করে, তাহাব শরীরও তেমন সেই অধর্ম হইতে মুক্ত হয় । হে বিপ্রগণ । পাপী যদি ধার্মিক ব্রাহ্মণগণসম্মুখানে নিজ দুষ্কর্ম্মের কীর্তন করে, তবে ঈশিত অল্প কালেই উক্ত অধর্ম হেতু অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে ।

যথা যথা নরঃ সম্যগধর্মমভ্যাসতে ।
 সমাহিতেন মনসা বিষুপতি তথা তথা ।
 ভূজঙ্গ ইব নিশ্চোকান পূর্বভুক্তান্জহতি তান
 দশা বিপ্রস্ত দানানি বিবিধানি সমাহিতঃ ।
 মনঃসমাধিসংযুক্তঃ স্বর্গতিং প্রাপদ্যতে ॥ ৮
 দানানি তু প্রবক্ষ্যামি যানি দশা দ্বিজোত্তমাঃ ।
 নবঃ কৃতাপ্যকার্য্যানি ততো ধর্মেণ যুজ্যতে
 সর্বেষামেব দানানামন্নঃ শ্রেষ্ঠমুদাহৃতম্ ॥ ১০
 সর্বমন্নং প্রদাতব্যমুজুন ধর্ম্মমিচ্ছতা ।
 প্রাণা হ্রস্বঃ মনুষ্যাণাং তস্মাক্ষন্তঃ প্রজায়তে ॥
 অন্নং প্রতিষ্ঠিতা লোকান্তস্মাদন্নং প্রশস্ততে ।
 অন্নমেব প্রশংসন্তি দেবব্রহ্মপিতৃমানবাঃ ॥ ১২
 অন্নস্ত হি প্রদানেন স্বর্গমাপ্নোতি মানবঃ ।
 ৭ ষ্টলকং প্রদাতব্যং দ্বিজাতিভ্যোহন্নমুত্তমম্ ॥
 স্বাধ্যায়সমুপেতেত্যঃ প্রহষ্টেনাস্তরাশ্বনা ।
 যন্ত অন্নমুপাসন্তি ব্রাহ্মণাশ্চ সুরুদশ ॥ ১৪

নরগণ কর্তৃক সমাহিত মনে যেমন যেমন স্বকৃত অধর্ম কীর্তিত হয়, ভূজঙ্গের পুরাতন নিশ্চোকত্যাগের স্তায় তেমন তেমন, উহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । পাপী মানব সমাহিত মনে বিবিধ দান করিয়া স্বর্গগতি লাভ করিতে পারে । হে দ্বিজোত্তমগণ । নর অকার্য্য করিয়াও যে সকল দান কবিয়া ধর্ম্মযুক্ত হইতে পারে, আমি সেই সকল দান কীর্তন করিতেছি । ১—২ । সর্ববিধ দানের মধ্যে অন্ন (খাদ্য) দানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত । ধর্ম্ম-কাম মানব, সরলচিত্তে সকল প্রকার অন্ন প্রদান করিবে । অন্নই মনুষ্যগণের প্রাণ, অন্ন হইতেই প্রাণীদিগের উৎপত্তি হয়, অর্থেই লোক সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এই কারণেই অন্ন প্রশস্ত । দেব, ঋষি, পিতৃ ও মানব,—সকলে অন্নেরই সর্বাঙ্গেকা প্রশংসা করেন । মানব অন্নদান করিলে স্বর্গপ্রাপ্ত হয় । স্বাধ্যায়সম্পন্ন দ্বিজাতিগণকে প্রহষ্ট অন্তঃকরণে ত্রয়োপার্জিত উত্তম অন্ন প্রদান করা বিধেয় । দশজন ব্রাহ্মণ বাহার প্ৰদত্ত অন্ন দ্বষ্টান্তঃকরণে ভোজন করেন,

হৃষ্টেন মনসা দত্তং ন স তির্থাগ গতির্ভবেৎ ।
 ত্রাঙ্কণানাং সহস্রাণি দশাভোজ্য দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 নরোহুর্ধ্বাৎ প্রমুচ্যেত পাপেষুভিরতঃ সদা ।
 ভৈক্বেণান্নং সমাহৃত্য বিপ্রো বেদপুরস্কৃতঃ ॥
 আধ্যায়নিরতে বিপ্রে দধেহ স্নুখমেধতে ।
 অহিংসনব্রাহ্মণানি জ্ঞায়েন পরিপাল্য চ ॥ ১৭
 কত্রিয়স্তরসা প্রাপ্তমন্নং যো বৈ প্রযচ্ছতি ।
 দ্বিজোভ্যো বেদমুখোভ্যঃ প্রযতঃ স্নুসমাহিতঃ
 তেনাপোহতি ধর্ম্মাচ্ছা দ্রুতং কর্ম্ম ভো দ্বিজাঃ
 যজুভাগপরিগুহ্বক কৃষেভাগমুপার্জিতম্ ॥ ১৯
 বৈশ্ণো দদদ্বিজাতিভ্যঃ পাপেভ্যঃ পরিমুচ্যতে
 অবাধ্য প্রাপসন্দেহং কার্কশ্চেন সমর্জিতম্ ॥
 অন্নং দদ্বা দ্বিজাতিভ্যঃ শূদ্রঃ পাপাৎপ্রমুচ্যতে
 ঔরসেন বলেনান্নমর্জয়িত্বা বিহিংসকঃ ॥ ২১
 যঃ প্রযচ্ছতি বিপ্রোভ্যো ন স দুর্গাণি সেবতে ।

সে তির্থাগুণ্যোনি প্রাপ্ত হয় না । হে দ্বিজোত্তম-
 গণ ! সন্য অধার্মিক ব্যক্তির অন্নও যদি দশ
 সহস্র ত্রাঙ্কণে ভোজন করে, তবে সে অধর্ম্ম-
 ণি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । বেদবিধি-
 প্রতিপালক বিপ্র যদি ভিক্ষা দ্বারাও অন্ন
 সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়নসম্পন্ন ত্রাঙ্কণকে দান
 করে, তবে সে স্নুখ লাভ করিতে পারে ।
 হে দ্বিজগণ ! কত্রিয় ব্যক্তি যদি ত্রাঙ্কণধন
 ও হিংসা ব্যতীত জ্ঞানানুসারে প্রজা পালন
 করিয়া নিজ বৌধ্যোপার্জিত অন্ন প্রযত ও
 স্নুসমাহিতভাবে বিশিষ্ট বেদজ্ঞ দ্বিজাতি-
 দিগকে প্রদান করে, তবে সেই ধর্ম্মাচ্ছা
 দ্রুত কর্ম্ম হইতে পরিজ্ঞান পায় । বৈশ্ণ
 যদি কৃষিকার্য্য করিয়া তাহা হইতে পরিগুহ্ব
 যজুভাগ উপার্জনপূর্ব্বক দ্বিজগণকে দান করে,
 তবে পাপরাশি হইতে মুক্ত হয় । আশ্ব-
 ক্বেশকর কঠোর কর্ম্মদ্বারা উপার্জিত অন্ন
 দ্বিজাতিজনে দান করিলে শূদ্রও পাপ হইতে
 মুক্তিলাভ করিতে পারে । ১০—২০ । যে
 ব্যক্তি অপরের হিংসা না করিয়া নিজ পরি-
 শ্রম দ্বারা উপার্জনপূর্ব্বক বিপ্রদিগকে অন্ন
 দান করে, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না । জ্ঞান-

জ্ঞায়েনাবাপ্তমন্নস্ত নরো হর্ব্বসমাহিতঃ ॥ ২২
 দ্বিজোভ্যো বেদবুদ্ধোভ্যো দদ্বা পাপাৎপ্রমুচ্যতে
 অন্নমর্জকরং লোকে দধৌর্জস্বী ভবেন্নরঃ ॥ ২৩
 সত্যং পশ্বানমাতৃত্য সর্কপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ।
 দানবিন্দিঃ কৃতঃ পশ্বা যেন যান্তি মনৌষিণঃ ॥ ২৪
 তেষপ্যন্নস্ত দাতারস্তেভ্যো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ।
 সর্কবহ্নঃ মনুষ্যেণ জ্ঞায়েনান্নমুপার্জিতম্ ॥ ২৫
 কার্য্যান্নায়াগতং নিত্যমন্নং হি পরমা গতিঃ ।
 অন্নস্ত হি প্রদানেন নরো বাতি পরাং গতিম্
 সর্ককামসমায়ুক্তঃ প্রেত্য চাপ্যশ্মুতে স্নুখম্ ।
 এবং পুণ্যসমায়ুক্তো নরঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৭
 তন্মাদন্নং প্রদাতব্যমজ্ঞায়পরিবর্জিতম্ ।
 যন্ত প্রাণাহতীপু মমন্নং ভুক্তেন গৃহী সদা ॥ ২৮
 অবজ্ঞাং দিবসং কুর্য়াদন্নদানেন মানবঃ ।
 ভোজয়িত্বা শতং নিত্যং নরো বেদবিদ্যাং বরম্
 জ্ঞায়বিক্রম্যাবহুমানীহানাবিদ্যাং তথা ।

লক অন্ন সানন্দে বেদবুদ্ধ ত্রাঙ্কণকে দান
 করিলে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।
 তেজোবর্জক অন্ন দান করিলে মানব লোক-
 মধ্যে তেজস্বী হইতে পারে ; এবং সংপথে
 থাকিয়া সর্কপাপ হইতে মুক্ত হয় । জ্ঞানি-
 গণ যে পথে গমন করেন, দানবিদগণ অন্ন-
 দাতাদিগের পক্ষেও সেই পথই নির্দ্বিগত
 করিয়াছেন । অন্নদাতা ব্যক্তিবর্গেই সনা-
 তন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত । মনুষ্যগণের সকল
 অবস্থায়ই জ্ঞানানুসারে নিরত কর্ম্ম দ্বারা
 উপার্জিত অন্নই পরমা গতি । অন্নদানের
 প্রভাবে নরগণ পরমা গতি প্রাপ্ত হয় ; এবং
 মরণান্তে সর্ককামসংযুক্ত হইয়া স্নুখভোগ
 করিতে পারে । অন্নদানে এবিধ পুণ্যলাভ
 হয় এবং পাপমুক্ত হওয়া যায় বলিয়া জ্ঞানো-
 পার্জিত অন্ন প্রদান করা বিধেয় । গৃহস্থ
 মানবের পক্ষে প্রাণাহতি-দানের পূর্বে প্রতি-
 দিন অন্নদানান্তে দিবসের সাকল্য সাধন-
 পূর্ব্বক ভোজন করা কর্তব্য । জ্ঞানপথস্থ
 নর প্রতিদিন ইতিহাসবিৎ, ধর্ম্মভাজ্ঞ ও
 বেদাভিজ্ঞ শত ত্রাঙ্কণকে ভোজন করা-

ন যাতি নরকং ঘোরং সংসারাম্ চ সেবতে ৩০
 সৰ্বকামসমায়ুক্তঃ প্রেত্য চাপ্যশ্রুতে সুখম্ ।
 এবং কৰ্ম্মণমায়ুক্তো রমতে বিগতজরঃ ॥ ৩১
 রূপবান্ কীর্ত্তিমাংশৈশ্চ বনবাংশৈশ্চাপজায়তে
 এতচ্চ সৰ্বমাখ্যাতমন্নদানফলং মহৎ ॥
 মূলমেতৰ্জু ধৰ্ম্মাণাং প্রদানানাক্ ভো দ্বিজাঃ ॥ ৩২
 ইতি ত্রীত্বাক্ষেহন্নদানপ্রশংসন মষ্টাদশাধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৮ ॥

একোনবিংশাদিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

পরলোকগতানস্ত স্বকৰ্ম্মস্থানবাসিনাম্ ।

তেষাং শ্রীকৃষ্ণ কথং দেয়ং পুত্রৈশ্চাশ্রিতৈশ্চ বন্ধুভিঃ
 ব্যাস উবাচ ।

নমস্কৃত্য জগন্নাথং বারাহং লোকভাবনম্ ।

শৃণুধ্বং সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রীদ্বকল্পং যথোদিতম্ ॥

ইলে তাহাকে আর ঘোর নবকে নিপ-
 তিত হইতে হয় না, সংসারেও আবদ্ধ
 হইয়া; মরণান্তে সৰ্বকামসমৃদ্ধ হইয়া
 সুখভোগ করিতেও পারে। মানব পুৰুষোক্ত-
 রূপ ধৰ্ম্মাচরণ করিলে রূপবান্, ধনবান্,
 কীর্ত্তিমান ও মনস্তাপহীন হইয়া সুখে
 কালাতিপাত করিতে পারে। হে দ্বিজগণ!
 এই আমি আপনাদিগের নিকট মহৎ অন্ন-
 দানমাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, যাবতীয় দান-
 ধৰ্ম্মের ইহাই মূলস্বরূপ ॥ ৩১—৩২ ॥

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৮

উনবিংশাদিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে ব্যাস! স্ব স্ব
 কৰ্ম্মানুসারে বিভিন্ন স্থানস্থ পরলোকগত
 ব্যক্তিবর্গের বান্ধবেরা কিপ্রকারে শ্রীদ্বক দান
 করিবে? ব্যাস কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম-
 গণ! আমি লোকভাবন জগন্নাথ বরাহ-

পুরা কোকাজলে মগ্নান্ পিতৃহৃত্তবান্ বিভুঃ ।
 শ্রীকৃষ্ণ কৃতা তদা দেবো যথা তত্র দ্বিজোত্তমাঃ
 মুনয় উচুঃ ।

কিমর্থন্তে তু কোকায়ঃ নিমগ্নাঃ পিতরোহন্তসি
 কথং তেনোদ্ধৃতান্তে বৈ বারাহেণ দ্বিজোত্তমাঃ
 তস্মিন্ কোকায়ুখে তীরে ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদে
 শ্রোতুমিচ্ছামহে ক্রতি পরঃ কোতুহলঃ হি নঃ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

ত্রেতাঋপয়োঃ সঙ্কো পিতরো দিব্যমাধুযাঃ
 পুবা মেরুগিরেঃ পৃষ্ঠে বিবৈদেবৈঃ সহ দ্বিতাঃ
 তেষাং সমুপবিষ্টানাং পিতৃণাং সোমসম্ভবা ।
 কন্তা কান্তিমতী দিব্যা পুরতঃ প্রাজলিঃ স্থিতা
 তামুচুঃ পিতরো দিব্যা যে তজ্ঞাসন্ সমাগতাঃ
 পিতর উচুঃ ।

কাসি ভদ্রে প্রভুঃ কো বা ভবত্যা বন্ধুমহসি ॥
 ব্যাস উবাচ ।

সা প্রোবাচ পিতৃন দেবান কলা চান্দ্রমসীতি হ

দেবকে নমস্কারপূর্ব্বক শ্রীদ্বকল্প যথাযথ বর্ণন
 করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। পুরা-
 কালে বিভু বরাহদেব কোকাজল-মগ্ন পিতৃ-
 গণেব শ্রীদ্বক করিয়া উদ্ধার সাধন করেন,
 আমি সেই বৃত্তান্ত বালিতেছি। মুনিগণ
 কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! সেই ভুক্তি-
 মুক্তিপ্রদ কোকায়ুখ তীরে পিতৃগণ কি নিমিত্ত
 জলমধ্যে মগ্ন হইয়াছিলেন? আর বরাহ-
 দেবই বা কিরূপে তাহাদিগের উদ্ধার
 করেন? আমরা ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি,
 আমরাদিগের পরম কোতুহল হইয়াছে।
 ব্যাস বলিলেন,—ত্রেতা ও ঋপয়ুগের
 সাক্ষ সময়ে দিব্য ও মাধুয পিতৃগণ বিষদেব-
 গণ সহ মেরুগিরপৃষ্ঠে অবস্থান করিতে-
 ছিলেন। তখন তাহাদিগের সম্মুখে সোম-
 সম্ভবা কান্তিমতী নামী দিব্যা কন্তা কৃতা-
 ঙ্গলিপুটে আসিয়া দাঁড়াইল। তৎকালে যে
 সকল দিব্যপিতৃগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন,
 সকলেই তাহাকে কহিলেন,—ভদ্রে! তুমি
 কে? তোমার প্রভু বা কে? তাহা

প্রভুস্বৈ ভবতামেব বরয়ামি যদীচ্ছথ ॥ ৯
উজ্জা নামান্তি প্রথমং স্বধা চ তদনন্তরম্ ।
ভবন্তিচান্দৈব কৃতং নাম কোকেতি ভাবিতম্
তে হি তস্তা বচঃ শ্রুত্বা পিতরো দিব্যমানুযাঃ ।
তস্তা মুখং নিরীক্ষন্তো ন তৃপ্তিমধিজগ্মিরে ॥ ১১
বিশ্বেদেবাস্ত তান্ জাত্বা কস্তামুখনিরীক্ষকান্
যোগচ্যুতান্নিরীক্ষ্যৈব বিহায় ত্রিদিবং গতাঃ ॥
ভগবানপি শীতাংশুরজ্জাং নাপশ্যদ্যজ্জাম্ ।
সমাকুলমনা দধৌ ক গতেতি যহাযশাঃ ॥ ১৩
স বিবেদ তদা সোমঃ প্রাপ্তাং পিতৃশ্চ কামতঃ
তৈশ্চাবলোকিতাং হার্দাৎস্বীকৃতাক্ষ তপোবলাৎ
ততঃ ক্রোধপরাতাপ্তা পিতৃন শশধরো দ্বিজাঃ ।
শশাপ নিপতিযক্ষধ্বং যোগভ্রষ্টা বিচেতসঃ ॥ ১৫

বল । ব্যাস বলিলেন, সেই কস্তা তখন তাঁহা-
দিগকে কহিল,—আমি চান্দ্রমসৌ কলা ; আপ-
নারা সম্মত হইলে আমি আপনাদিগকেই
প্রভুস্বৈ বরণ করি । প্রথমে আমার উজ্জা নাম
হয়, পরে স্বধা নাম হইয়াছে, আর এক্ষণে
আপনাদিগের দ্বারা (কো ভবত্যাঃ প্রভুঃ,
কাসি) এইরূপ প্রশ্ন করায় “কোকা” নাম
নির্দ্ধারিত হইল । ১—১০ । সেই দিব্য-
মানুষ পিতৃগণ তখন তাহার কথা শুনিয়া
সতৃষ্ণ-মনে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে
লাগিলেন । বিশ্বদেবগণ ঐরূপে সেই কস্তার
মুখাবলোকন করিতে দোষিয়া তাঁহারা যোগভ্রষ্ট
হইয়াছেন, বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ-
পূর্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । এদিকে ভগ-
বান্ চন্দ্র আত্মজা উজ্জাকে দেখিতে না পাইয়া
‘সে কোথায় আছে?’ ব্যাকুলমনে তাহাই
ধ্যান করিতে লাগিলেন । সেই মহাযশা
সোম তপোবলে বুঝিলেন যে, সেই কস্তা
কামবশে পিতৃগণ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া-
ছেন, এবং সেই পিতৃগণও তাঁহাকে প্রেম-
ভাবে অবলোকনপূর্বক স্বীকার করিয়াছেন ।
হে দ্বিজগণ ! দেব শশধর তখন কোপাকুল-
চিত্তে পিতৃগণকে এই শাপ দিলেন যে,—
যেহেতু মদীয় অপ্রদত্তা কস্তাকে নীচাশয়তা

যশাদদত্তাঃ মৎকস্তাঃ কামযক্ষঃ স্রবালিশাঃ ।
যশাদবৃতবতী চেয়ং পতীনপিতৃমতী সতী ॥ ১৬
স্বতজ্জা ধর্ম্মমুৎসৃজ্য তস্মান্ভবতু নিমগ্না ।
কোকেতি প্রথিতা লোকে শিশিরাত্রিসমাত্রিতা
ইথং শস্তাশ্চন্দ্রমসা পিতরো দিব্যমানুযাঃ ।
যোগভ্রষ্টা নিপতিতা হিমবৎপাদভূতলে ॥ ১৮
উজ্জা তত্রৈব পতিতা গিরিরাজাস্ত বিবৃত্তে ।
প্রস্থে তীর্থে সমাসাদ্য সপ্তসামুদ্রমুত্তমম্ ॥ ১৯
কোকা নাম ততো বেগান্নদী তীর্থশতাকুলা ।
প্লাবয়ন্তী গিরেঃ শৃঙ্গং সর্পগাতু সরিৎস্মৃতা ॥ ২০
অথ তে পিতরো বিপ্রা যোগহীন মহানদীম্ ।
দদৃশুঃ শীতসলিলাং ন বিবৃত্তাং স্রলোচনাম্ ॥
ততস্ত গিরিরাড দৃষ্টা পিতৃস্তাঃ স্মৃধার্দিতান্
বদরীমাদিদেশাথ ধেমুঃ চৈকাং মধুস্রবাম্ ॥ ২২

হেতু তোমরা কামনা করিয়াছ অতএব অজ্ঞা-
নাস্ত তোমরা যোগভ্রষ্ট হইয়া নিপতিত হও ।
সোমদেব সেই কস্তাকেও শাপ দিলেন যে,—
এই কস্তা পিতৃমতী হইয়াও, স্বাধীনভাবে
ধর্ম্ম বিসর্জনপূর্বক পতি-বরণ করিয়াছে,
এ নিমিত্ত হিমালয়াশ্রিতা কোকানারী নদী-
রূপে পরিণতা হউক । দিব্য-মানুষ পিতৃগণ
চন্দ্রমা কর্তৃক এইরূপে আভিশপ্ত হওয়ায়
অবিলম্বে যোগভ্রষ্ট হইয়া হিমালয়ের পাদ-
দেশে ভূতলে পতিত হইলেন । সোমকস্তা
উজ্জাও সেই গিরিরাজের বিবৃত্ত প্রস্থে সপ্ত-
সামুদ্র তীর্থের নিকটে পতিতা কোকানারী
নদীরূপে প্রবাহিতা হইলেন । সেই
নদী বেগবশে গিরিশৃঙ্গ প্লাবিত করিয়া
শত শত তীর্থে পরিবাণ্ড হওয়ায়
সর্পণ (গমন) হেতু সরিৎ বলিয়া
প্রসিদ্ধ হয় ১১—২০ । হে বিপ্রগণ ! পিতৃগণ
যোগ-ভ্রষ্ট হওয়ায় শীতসলিলা সেই স্রলো-
চনাকে মহানদীরূপে দেখিয়াও চিনিতে পারি-
লেন না । পরে গিরিরাজ হিমালয় সেই
পিতৃগণকে স্মৃধাতর দর্শনে বদরী, মধুস্রবা-
লতা এবং এক ধেমুকে পিতৃগণের
পোষণার্থ আদেশ করিলেন । গিরিবর-

কীরঃ মধু চ ভদ্রিবাং কোকান্তো বদরীফলম্
ইদং গিরিবরেণৈবাং পোষণায় নিরুপিতম্ ॥ ২৩
তয়া বৃত্তা তু বসতাং পিতৃণাং মুনিসন্তমাঃ ।
দশ বর্ষসহস্রাণি যদুরেকমহো যথা ॥ ২৪
এবং লোকে বিপিতরি তথৈব বিগতস্থধে ।
দৈত্য বিচুর্ভবলিনো যাতুধানাশ্চ রাক্ষসাঃ ॥ ২৫
তে তানপিতৃগণান্দৈত্যা যাতুধানাশ্চ বেগিতাঃ
বিশৈর্দেবৈবিরহিতান্ সর্বতঃ সমুপাশ্রবন্ ॥ ২৬
দৈত্যেযান্ যাতুধানাশ্চ দৃষ্ট্বৈবাপততো ঘিজাঃ
কোকাতটস্থাতুত্বাং শিলাং তে জগুহু কষাং ॥
গৃহীতায়্যাং শিলায়াস্ত কোকা বেগবতী পিতৃন ।
ছাদয়ামাস তোয়েন প্রাবয়ন্তী হিমাচলম্ ॥ ২৮
পিতৃনস্তহিতান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যেযা রাক্ষসাস্তথা ।
বিভীতকঃ সমাক্রুহ নিরাহারান্তিরোচিতাঃ ॥
সলিলেন বিষাদন্তঃ পিতরঃ ক্ষুদ্ভ্রমাতুরাঃ ।
বিষেদমানমানান্ সমীক্য সলিলাশয়াঃ ।

নির্দিষ্ট সেই দিব্য বদরী ফল, মধু, হুহু এবং
কোকানদীর জল দ্বারা পিতৃগণ জীবিকা
নির্বাহ করিতে লাগিলেন । হে মুনিসন্তম-
গণ! এই ভাবে পিতৃগণের দশ সহস্র
বৎসর একদিনব্যয় অতিবাহিত হইল ।
এ দিকে লোকসকল পিতৃগণহীন ও স্বধা-
শূন্ত হওয়ায় যাতুধান, রাক্ষস ও দৈত্যগণ
বলবান হইয়া উঠিল । তাহারা বিশ্বদেব-
বিরহিত সেই পিতৃগণকে দেখিতে পাইয়া
চতুর্দিক হইতে সবেগে আক্রমণ করিল ।
পিতৃগণ সেই দৈত্য-যাতুধানগণকে আগমন
করিতে দেখিয়া সরোবে কোকাতটস্থ এক
মহতী শিলা গ্রহণ করিলেন । কিন্তু কোকা
নদী পিতৃগণকে শিলাধারণ করিতে দেখিয়া
সবেগে জল দ্বারা হিমাচলকে আশ্রয়িত
করত তাঁহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া কেলি-
লেন । তখন দৈত্য ও রাক্ষসেরা পিতৃগণকে
অস্তহিত দেখিয়া আতঙ্কিত অভাবে বিভীতক
রূপে অস্তহিত হইল । পিতৃগণ জলমধ্যে
থাকিয়া অতীব বিষাদগ্রস্ত এবং ক্ষুধা দ্বারা
জান্তচিত্ত হইয়া পড়িলেন । তখন আপনা-

জগদগুরুপুণ্যম্ দেবঃ পিতরঃ শরণং হরিসম্ ॥ ৩০

পিতর উচুঃ ।

জয়স্ব গোবিন্দ জগন্নিবাস

জয়োহন্ত নঃ কেশব তে প্রসাদাৎ ।

জনর্দ্দিনাম্মান্ সলিলাস্তরহা-

নুজকুর্ভুহস্তনঘপ্রতাপ ॥ ৩১

নিশাচরৈর্দারুণদর্শনৈঃ প্রভো

বরেণ্য বৈকুণ্ঠ বরাহ বিষ্ণো ।

নারায়ণশেষমহেশ্বরেণ

প্রমাহি ভীতান্ জয় পদ্মনাভ ॥ ৩২

উপেন্দ্র যোগিন্ মধুকৈটভয়

বিষ্ণো অনন্তাচ্যুত বাসুদেব ।

শ্রীশার্দূচক্রাশুজশম্পাণে

রক্ষস দেবেশ্বর রাক্ষসেভ্যঃ ॥ ৩৩

ত্বং পিতা জগতঃ শস্তো নাত্তঃ শক্তঃ প্রবাবুতুম্

নিশাচরগণং ভীমমতস্তাং শরণং গতাঃ ॥ ৩৪

ত্বয়ামসঙ্কীর্ণনতো নিশাচরা

দ্রবান্ত ভূতান্তপশ্যন্তি চারয় ।

দিগের সেই দুর্বলতা দর্শনে তাঁহারা দেব
জনর্দ্দিন হরির শরণাপন্ন হইলেন । ২১-৩০ ।

পিতৃগণ কহিলেন,—হে জগন্নিবাস, গোবিন্দ!

তোমার জয় হউক । হে কেশব! তোমার

প্রসাদে আমরা দিগেরও জয় হউক । হে

অনঘপ্রতাপ, জনর্দ্দিন! জলমধ্যগত

আমাদিগকে উদ্ধার করুন । হে বরেণ্য,

বৈকুণ্ঠ, বরাহ, বিষ্ণো! হে অশেষ, মহেশ্বর

কেশ, নারায়ণ, প্রভো! দারুণদর্শন

রাক্ষসগণ হইতে ভীত হইয়াছি; হে পদ্ম-

নাভ! আপনার জয় হউক । হে উপেন্দ্র,

মধুকৈটভয়, অনন্ত, অচ্যুত, যোগিন, বাসু-

দেব! হে শার্দূ-চক্র-পদ্ম-শম্পাণে, দেবেশ্বর!

রাক্ষসগণ হইতে আমরা দিগকে রক্ষা কর ।

হে শস্তো! তুমি জগতের পিতা; সুতরাং

অপর কেহই বাধা জন্মাইতে পারে না ।

নিশাচরগণ! অতি ভয়ানক; সেই জন্য

আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি । হে বিষ্ণো!

আপনার নাম সঙ্কীর্ণন প্রভাবে কণ

নাশং তথা সম্প্রতি যাস্তি বিবেকো
ধর্মাদি সত্যং ভবতীহ মুখ্যম্ ॥ ৩৫

ব্যাস উবাচ ।

ইথং ততঃ স পিতৃভির্ধরগীধরম্
তুষ্টিস্তদাবিকৃতদিব্যমূর্তিঃ ।

কোকামুখে পিতৃগণং সলিলে নিমগ্নং

দেবো দদর্শ শিরসাথ শিলাং বহস্তম্ ॥ ৩৬

তঃ দৃষ্ট্বা সলিলে মগ্নং ক্রোড়রূপী জনাৰ্দ্দনঃ ।

ভীতঃ পিতৃগণং বিষ্ণুর্কর্করুঃ মতিরাদধে ॥ ৩৭

দংষ্ট্রাগ্রাণে সমাহত্যা শিলাং চিক্কেপ শূকরঃ ।

পিতৃনাদায় চ বিষ্ণুর্কজ্জহার শিলাতলাৎ ॥ ৩৮

বরাহদংষ্ট্রাসংলগ্নাঃ পিতরঃ কনকোজ্জ্বলাঃ ।

কোকামুখে গতভয়াঃ ক্রুতা দেবেন বিষ্ণুনা ॥ ৩৯

উক্কত্যা চ পিতৃন দেবো বিষ্ণুতীর্থে তু শূকরঃ ।

দদৌ সমাহিতস্তেভ্যো বিষ্ণুর্লোহার্গলে জলম্

ততঃ স্বরোমসমুত্তান কুশানাদায় কেশবঃ ।

মাজ্জেই নিশাচরেরা বিজ্ঞাবিত হয়, ভূতগণ
পলায়ন করে, অরিগণ নাশ পায়, আর
ধর্ম ও সত্যাদি সুখহেতুসকল উদ্ভূত হইয়া
ধাকে। ব্যাস বলিলেন,—দেব ধরগীধর
পিতৃগণ কর্তৃক এইরূপ ভূত হইয়া সমুদ্র
হইলেন এবং দিব্যমূর্তিতে আবির্ভূত
হইয়া সেই কোকামুখে সলিলমধ্যে মস্তক
দ্বারা শিলাবহনকারী পিতৃগণকে দেবিতে
পাইলেন। লোকপালক বরাহরূপী বিষ্ণু সেই
পিতৃগণকে ভীত ও জলমগ্ন দর্শনে তাঁহা-
দিগের উদ্ধার কামনায় দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা
সেই শিলাখণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিলেন
এবং শিলাতল হইতে তাঁহাদিগকে লইয়া
তীরে উত্থান করিলেন। বরাহ-দংষ্ট্রা
সংলগ্ন কনকোজ্জ্বল পিতৃগণ তখন পরম
শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা দেব
বিষ্ণু কর্তৃক এইরূপে নির্ভয় হইয়াছিলেন।
কোকামুখ বিষ্ণুতীর্থ নামক স্থানে বরাহ-
দেব পিতৃগণকে উদ্ধার করেন; এবং
লোহার্গল তীর্থে তাঁহাদিগকে জল দান
করিয়াছিলেন ॥ ৩৫—৪০ ॥ পরে বরাহরূপী

বেদোক্তবাংস্তিলাংশৈশ্চ চক্রে চোদ্য কুমুদমম্ ১
জ্যোতিঃ স্বর্ঘ্যপ্রভঃ কৃষ্ণা পাত্রং তীর্থক

কামিকম্ ।

স্থিতঃ কোটিবটস্তাধো বারি গন্ধাধরং শুচি ॥

তুঙ্গকূটাৎ সমাদায় যজ্ঞীয়ানোষধীরসান্ ।

মধুকীররসান্ গন্ধান্ পুষ্পধূপান্নলেপনান্ ॥ ৪৩

আদায় ধেন্বঃ সরসো রত্নাচ্ছাদায় চার্ণবাৎ ॥

দংষ্ট্রায়োন্নিধ্য ধরগীমভ্যুক্ষ্য সলিলেন চ ॥ ৪৪

স্বর্ঘ্যোক্তবেনোপলিপ্য কুশৈরুন্নিধ্য তাং পুনঃ ।

পরিণীয়োন্ম কেনৈনামভ্যুক্ষ্য চ পুনঃপুনঃ ॥ ৪৫

কুশানাদায় প্রাগগ্র্যামোমকূপান্তরস্থিতান্ ।

ঋষীনাহুয় পপ্রচ্ছ করিষ্যে পিতৃতর্পণম্ ॥ ৪৬

তৈরপ্যাক্তে কুরুষেতি বিধানদেবাংস্ততোবিভূঃ

আহুয় মম্বতস্তেবাং বিষ্টরাণি দদৌ প্রভূঃ ॥ ৪৭

আহুয় মম্বতস্তেবাং বেদোক্তবিধানাং হরিঃ ।

কেশব নিজ রোমসমুত্ত কুশসমূহ এবং
বেদজাত তিল সকল লইয়া তদ্বারা উত্তম
উচ্চা নির্মাণ করিলেন। তিনি তদ্বারা
সেই স্থান স্বর্ঘ্যালোকবৎ আলোকিত
করিয়া কামানুরূপ তীর্থকেই পাত্র করত
শুচি গন্ধাজল ধারণপূর্বক কোটিবটের
অধোভাগে অবস্থান করিলেন। তিনি
তুঙ্গকূট হইতে যজ্ঞীয় ওষধিরস, মধু, দুগ্ধ,
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও অন্নলেপনাদি আহরণ
করিলেন; একটি ধেন্ব এবং সমুদ্র হইতে
বিবিধ রত্নও আনয়ন করিলেন; পরে
দংষ্ট্রা দ্বারা তদ্রূপ ভূমি উন্নিভিত করিয়া
জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিলেন। পরে
স্বর্ঘ্যোক্তব তিল দ্বারা উপলেপনপূর্বক
কুশ দ্বারা পুনরায় মার্জন করিয়া উষ্মক
দ্বারা পারিশোধন করিলেন। অনন্তর লোম-
কূপমধ্যগত কুশ গ্রহণপূর্বক পূর্বাগ্র
করিয়া আকৃত করত ঋষিগণকে আত্মা-
নাশ্তে “পিতৃতর্পণ করিব ?” এইরূপ প্রশ্ন
করিলেন। ঋষিগণ “ককন” বলিয়া অন্নজ্ঞা
প্রদান করিলে সেই বিষ্ণু বেদোক্ত বিধানা-
নুসারে ঋষিদেবগণকে আত্মানাত্তে মম্ব

অক্ষতৈর্দেবতারকাং চক্রে চক্রেগদাধরঃ ॥৪৮
 অক্ষতাস্থ যবৌষধ্যঃ সৰ্বদেবাংশসন্তবাঃ ।
 রক্ষন্তি সৰ্বত্র দিশো রক্ষার্থং নির্মিতা হি তে
 দেবদানবদৈত্যৈশ্চ যক্ষরক্ষঃসু চৈব হি ।
 নহি কশিচৎ ক্ষয়ঃ তেষাং কৰ্ত্তুঃ শক্তশ্চরাচরে ॥
 ন কেনচিৎক্ষতা যস্মাস্তস্মাস্তে হৃক্ষতাঃ কৃত্যঃ
 দেবানাং তে হি রক্ষার্থং নিযুক্তা বিষ্ণুনা পুরা
 কুশগন্ধযবৈঃ পুষ্পৈরর্ঘ্যঃ কৃত্বা চ শূকতঃ ।
 বিশেষ্যো দেবেভ্য ইতি ততস্তান্ পর্যাপৃচ্ছত
 পিতৃনাবাহয়িষ্যামি যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ ।
 আবাহয়শ্চেতি চ তৈরুক্তস্তাবাহয়চ্ছৃটিঃ ॥ ৫৩
 স্নিষ্টমুলাগ্রদর্ভাঃ সতিলান্ বেদ বেদবিৎ ।
 জানাবারোপ্য হস্তস্ত দদৌ সবে্যন চাসনম্ ॥
 তথৈব জাহ্নুসংস্থেন করৈর্গৈকেন তান্ পিতৃন ।
 বারাহঃ পিতৃবিপ্রাণামায়াজ্ঞ ন ইতীরয়ন ॥ ৫৫

দ্বারা বিষ্টর দান করিলেন। তার পর
 সেই চক্রেগদাধর অক্ষত দ্বারা দেবতা
 রক্ষা বিধান করিলেন। ওষধি মধ্যে
 যবদিগকে অক্ষত বলা যায়; উহার সমস্ত
 দেবগণের অংশে উৎপন্ন। যব সকল সৰ্ব
 দিক্ রক্ষার্থ ব্যবহৃত হয়; রক্ষার্থই উহার
 নির্মিত হইয়াছে। চরাচর মধ্যে দেব,
 দানব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি কেহই যব
 ক্ষয় করিতে শক্ত হয় না এবং কাহারও
 দ্বারা ক্ষত হয় নাই বলিয়াই উহাদিগকে
 অক্ষত বলা হইয়া থাকে; পূর্বে বিষ্ণু
 দেবগণের রক্ষার্থ উহাদিগকে নিযুক্ত
 করিয়াছেন। বরাহদেব, বিশ্বদেবগণের
 উদ্দেশে কুশ, গন্ধ, যব ও পুষ্প দ্বারা
 অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া ঊহাদিগকে প্রদান
 করিলেন,—“ঊহারা দিব্য ও ঐহারা মানুষ্য,
 আমি সেই পিতৃগণকে আবাহন করিব?”
 পিতৃগণ “আবাহন করুন,” এইরূপ অমুজ্ঞা
 করিলে সেই বেদবিধানজ্ঞ বরাহদেব
 জাহ্নুতে হস্তার্গপূরক বাম হস্ত দ্বারা তিল-
 গুজ মিলিত-মুলাগ্র কুশ সহযোগে আসন
 প্রদান করিলেন। সেই বরাহদেব পূর্ববৎ

অপহতেভ্যাবাচৈব রক্ষণং চাপসব্যতঃ ।
 কৃত্বা চাবাহনং চক্রে পিতৃণাং নামগোত্রতঃ ॥৫৬
 পিতরোহত্র মনোজবা আগচ্ছত ইতীরয়ন ।
 সংবৎসরৈরিত্যাদীর্ঘ্যততোহর্ঘ্যং তেবু বিস্ত্রসেৎ
 যান্তিষ্ঠন্ত্যমৃত্য বাচো যমোতি চ পিতুঃ পিতুঃ ।
 যন্মে পিতামহেভ্যোবং দদাবর্ঘ্যঃ সমাহিতঃ ॥ ৫৮
 যন্মে প্রপিতামহেতি দদৌ চ প্রপিতামহে ।
 কুশগন্ধতিলোনিশ্চং সপুষ্পমপসব্যতঃ ॥ ৫৯
 তদন্যাতামহেভ্যস্ত বিধিঃ চক্রে জনর্দনঃ ।
 তানর্চ্য ভূয়ো গন্ধাদৈর্ঘ্যং দত্ত্বা তু ভক্তিতঃ
 আদিত্যা বসবো ক্রদ্বা ইত্যাচ্চাৰ্য্য জগৎপ্রভুঃ ॥
 ততশ্চান্নং সমাদায় সর্পিপ্তিলকুশাকুলম্ ॥ ৬১
 বিধায় পাশ্রে তচ্চৈব পর্যাপৃচ্ছততো মুনৌ ।
 অগ্নৌ করিষ্য ইতি তৈঃ কুরুষেতি চ চোদিতঃ
 আহতিজিতয়ং দদ্যাৎ সোমায়ার্ঘ্যমায় চ ।
 যে মামকেতি চ জপেদ্যজ্ঞঃসপ্তকমচ্যুতম্ ॥৬৩

অপসব্য ক্রমে জানুস্থিত হস্ত দ্বারা পিতৃ-
 বিপ্রগণকেও “আয়াস্ত নঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে
 আবাহনপূরক “অপহত” ইত্যাদি মন্ত্রো-
 চ্চারণান্তে রক্ষা বিধান করিয়া নাম গোত্র
 উল্লেখ সহকারে “মনোবৎ বেগগামী পিতৃ-
 গণ সংবৎসরে এখানে আগমন করুন।”
 বলিয়া পিতৃগণের আবাহন করিলেন,
 পরে ঊহাদিগের উদ্দেশে অর্ঘ্য বিস্তার
 করত সমাহিতচিত্তে “আমার পিতার, পিতা-
 মহের ও প্রপিতামহের—যে অমৃতময় বাক্য
 আছে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে কুশ, গন্ধ,
 পুষ্প ও তিলমিশ্রিত অর্ঘ্য প্রদান করিয়া
 মাতামহদিকেও উক্ত প্রকারেই অর্ঘ্য দান
 করিলেন। পরে ভক্তি সহকারে গন্ধ
 ধূপাদি দ্বারা ঊহাদিগের অর্চনা করিয়া,
 “আদিত্যা, বসু, ক্রদ্রগণ” ইত্যাদি মন্ত্রে
 স্বত-তিল-কুশগুজ অন্ন লইয়া পাশ্রে স্থাপ-
 নান্তে মুনীগণকে “অগ্নিতে করিব?” এই
 প্রশ্ন করিলে “করুন” এই অমুজ্ঞা পাইয়া
 সোম, অগ্নি ও যমকে তিনটি আহতি দান
 করিলেন। হে বিজগৎ! পরে “মাহারা

হতাবশিষ্টং দদৌ নামগোত্রসমবিতম্ ।
 ত্রিরাহতিকমৈকৈকঃ পিতরং তু প্রতি বিজাঃ ॥
 অতোহবশিষ্টম্নাদ্যং পিণ্ডপাত্রে তু নিক্ষিপেৎ
 ততোহন্নং সরসং স্বাহ্ দদৌ পায়সপূর্বকম্ ॥৬৫
 প্রত্যগ্রামেকদা স্নিগ্ধমপৰ্য্যাবিতমুত্তমম্ ।
 অন্নশাকং বহুফলং যড়রসমমৃতোপমম্ ॥ ৬৬
 যদব্রাহ্মণেষু প্রদদৌ পিণ্ডপাত্রে পিতৃভূতথা ।
 দেবপুংসঃ পিতৃষন্নমাজাপ্লুতং মধুক্ৰিতম্ ॥ ৬৭
 মজ্জিতং পৃথিবীভ্যেবং মধুবাতে ত্যাচং জগৌ ।
 ভুঞ্জানেষু তু বিপ্রেষু জপন্বৈ মজ্জপঞ্চকম্ ॥৬৮
 যন্তে প্রকারমারভ্য নাধিকং তে ততো জগৌ
 ত্রিমধু ত্রিমুপর্ণঞ্চ বৃহদারণ্যকং-তথা ।
 জজ্ঞাপ বৈষাং জপ্যন্তু সূক্তং সৌরং সপৌরুষম্
 ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু পৃষ্টা তপ্তা স্ব ইতুত ॥৭০
 তপ্তাঃ স্মৃতি সক্রতোয়ং দদৌ মৌনবিমোচনম্
 পিণ্ডপাত্রং সমাদায় ছায়ায়ৈ প্রদদৌ ততঃ ॥৭১

আমার” ইত্যাদি সপ্ত মজ্জ পাঠপূর্বক নাম
 গোত্র উচ্চারণান্তে পিতৃগণের প্রত্যেককে
 সেই হতাবশিষ্ট অন্ন দ্বারা তিন তিনটি
 আছতি দান করিলেন। তারপর সেই
 অবশিষ্ট অন্নাদি পিণ্ডপাত্রে নিক্ষেপ করি-
 লেন। অনন্তর অন্ন শাক, বহু ফল ও
 পায়সাদি উপকরণ সহ একদা-পক অভিনব
 অপৰ্য্যবিত সরস স্বাহ্ অন্ন লইয়া ঘৃত ও
 মধু দ্বারা আপ্লুত করিয়া পিণ্ডপাত্রে স্থাপন-
 পূর্বক “পৃথিবী” ইত্যাদি মজ্জ পাঠান্তে
 প্রথমে দেব ও ব্রাহ্মণগণকে এবং পরে পিতৃ-
 গণকে দান করিলেন, এবং “মধুবাতে”
 মজ্জ তিন বার পাঠ করিলেন। তাঁহারা
 ভোজন করিতে থাকিলে সেই প্রভু বরাহ
 “যন্তে প্রকার” ইত্যাদি পাঁচটি মজ্জ ‘ত্রিমধু,’
 ‘ত্রিমুপর্ণ’ ‘বৃহদারণ্যক’ ‘সৌর সূক্ত’ ‘পুরুষ
 সূক্ত’ প্রভৃতি পাঠ করিলেন। তাঁহাদিগের
 ভোজন হইলে “আপনারা তৃপ্ত হইলেন?”
 এই প্রশ্ন করিলেন; তাঁহারাও “তৃপ্ত
 হইয়াছি” এই প্রত্যুত্তর করিলেন। তখন
 তাঁহাদিগকে মৌনভঙ্গার্থ একবার জল

সা তদন্নং দ্বিধা কৃত্বা ত্রিধৈকৈকমথাকরোৎ ।
 বারাহো ভূমখোল্লিখ্য সমাচ্ছাদ্য কুশৈরপি ॥৭২
 দক্ষিণাগ্রান্ কুশান্ কৃত্বা তেবামুপরি চাসনম্ ।
 সতিলেযু সমূলেযু কুশেষেব তু সংশ্রয়ঃ ॥ ৭৩
 গন্ধপুষ্পাদিকং কৃত্বা ততঃ পিণ্ডং তু ভক্তিতঃ ।
 পৃথিবী দধীরিত্যুক্তা পিণ্ডং পিত্রে প্রদত্তবান্ ॥
 পিতামহাঃ প্রপিতামহাস্তথৈতি চাহুরিক্ততঃ ।
 মাতামহানামপোবং দদৌ পিণ্ডান্ স শূকরঃ ॥৭৫
 পিণ্ডনির্কোপণোচ্ছিষ্টমন্নং লেপভুজেষদাৎ ।
 এতদ্বঃ পিতরিত্যুক্তা দদৌ বাসাংসি ভক্তিতঃ
 দ্বাদ্বলজানি শুক্রানি ধোতাস্তভিনবানি চ ।
 গন্ধপুষ্পাদিকং দত্ত্বা কৃত্বা চৈষাং প্রদক্ষিণাম্ ॥৭৭
 আচম্যাচাময়েদ্বিপ্রান্ পৈতৃজানাদৌ ততঃ সুরান্
 ততস্তৃত্যুক্ত্য তাং ভূমিং দধাপঃ সূমনোহকতান্
 সতিলাষু পিতৃষাদৌ দত্ত্বা দেবেষু সাক্ষতম্ ।

দান করিলেন। অনন্তর প্রভু পিণ্ডপাত্র
 লইয়া নিজ পত্নী ছায়াকে দিলেন; ছায়া
 সেই অন্ন দুই ভাগ করিয়া তাহা আর
 তিন তিন ভাগ করিলেন। বরাহদেব
 সেই ভূমি পরিষ্কার করিয়া দক্ষিণাগ্র সমূল
 সতিল কুশ দ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক তদুপরি
 আসন-স্থাপনান্তে গন্ধ পুষ্পাদি প্রদান-
 পূর্বক ভক্তি সহকারে “পৃথিবী দধীঃ”
 বলিয়া পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,
 প্রত্যেককে পাত্র স্পর্শ না করিয়াই প্রদান
 করিলেন এবং মাতামহদিকেও উক্ত
 প্রকারেই পিণ্ড দান করিলেন।৮১—৭৫।
 পরে, পিণ্ডনির্কোপণের অবশেষ লইয়া
 লেপভুজ পিতৃগণকে দানান্তে ভক্তিযুক্ত-
 চিত্তে “এতদ্বঃ” ইত্যাদি মজ্জ অঙ্গুলিষয়
 দ্বারা রচিত, শুক্র, অভিন্ন, ধোত বসন
 দান করিলেন। তদনন্তর আচমনপূর্বক
 প্রথমে পিতৃগণকে ও তৎপরে দৈব ব্রাহ্মণ-
 গণকে আচমনীয় দানে আচমন করাইয়া
 সেই ভূমির অভ্যুক্ষণ করিয়া পুষ্প ও
 অক্ষতযুক্ত জল দান করিলেন। অতঃপর
 পিতৃপক্ষে সতিল জল ও দেবপক্ষে সাক্ষত

অক্ষয়ঃ নন্ত্বিতি পিতৃন্থীযতামিতি দেবতাঃ
 ঐগ্নিহা পরায়ুত্বা ত্রির্জপেচ্চাঘমর্ষণম্ ।
 ততো নিবৃত্য তু জপদ্বয়ে নাম ইতীরয়ন ॥৮০
 গৃহাঃ পিতরো দত্ত ধনধান্ত প্রপুয়িতান্ ।
 অর্ঘ্যপাত্রাণি পিণ্ডানামন্তরে স পাবিত্রকান্ ॥৮১
 নিক্ষিপ্যোর্জং বহন্তীতি কোকাতোয়মখো

২৩পং ।

হিমকীরঃ মধুতিলান্ পিতৃণাং তর্পণং দদৌ ॥৮২
 স্বস্তীতু্যক্কে পৈতৃকেচ্চ সোহপরাক্লেহবতর্পয়ন
 রজতং দক্ষিণাং দদ্বা বিপ্রান্ দেবো গদাধরঃ ॥
 সংবিভাগং মনুষ্যেভ্যো দদৌ স্বদতি চার্কবন ।
 কাকিং সম্পন্নমিত্যুত্কা প্রত্যুত্কৈস্তেজিজ্ঞাতমাঃ
 অভিরম্যতামিত্যুবাচ প্রোচুস্তেহভিরতাঃ স্ব বৈ
 শিষ্টমরুঞ্চ পপ্রচ্ছ তৈরিতৈঃ সহ চোদিতঃ ॥৮৫

জল দ্বারা “অক্ষয়ঃ নোহন্ত” বলিয়া অক্ষয়
 দানপূর্বক “ঐগ্নিহাঃ” বলিয়া দেবতাগণের
 ঐতি সাধন করিয়া প্রত্যাবর্তন করত
 তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠ করিলেন ।
 তৎপরে “যয়ে নাম” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠান্তে
 “পিতৃগণ আমাদিগের গৃহ ধনধান্তে পুরিত
 করিয়া দিউন” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া
 পিণ্ড সকলের মধ্যে সপবিত্র অর্ঘ্যপাত্র
 নিক্ষেপ করিলেন এবং “উর্জং বহন্তীঃ”
 ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া কোকাজলধার
 প্রদান করিলেন । অনন্তর সেই অপরাহ্ন
 কালে মধু-তিলযুক্ত অতি স্নিগ্ধ জল
 দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিয়া বিপ্রগণকে
 রজত দক্ষিণা দান করিলেন; বিপ্রগণ
 ‘স্বস্ত’ বলিলে, দেব গদাধর “স্বদত্ত”
 বলিয়া মনুষ্যগণকে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি বিভাগ
 করিয়া দিয়া “সম্পন্ন হইয়াছে কি?” এবং
 প্রশ্ন করলে বিপ্রগণ তাহাতে অমুমোদন
 করিলেন। তখন বরাহ দেব ব্রাহ্মণগণকে
 “অভিরম্যতাঃ” বলিলে তাঁহারাও “অভি-
 রতাঃ স্বঃ” বলিলেন; “শেষ অন্ন কি
 করিব?” এই প্রশ্ন করিলে তাঁহারা “ইষ্ট-
 জন সহ ভুক্তং কং” এইরূপ বলিলেন ।

পাণাবাদায় তান বিপ্রান্ কুর্ধ্যাদমুগতস্তদা ।
 বাজে বাজে ইতি পঠন্বহির্বেদি বিনির্গতঃ ॥৮৬
 কোটিতীর্থজলেনাসাবপসব্যং সমুৎক্ষিপন ।
 অলগ্নান্বিপুলান্বালান্ প্রার্থয়ামাস চাশ্বিনম্ ॥
 দক্ষিণো নোহভিবর্জিতাং তৈস্তথৈতি সমোরিতঃ
 প্রদক্ষিণমুপায়ুত্যা কুত্বা পাদাভিবন্দনম্ ।
 আসনান দদৌ দৈবাঃ ছাদয়ামাস শূকরঃ ॥৮৮
 ব্রাহ্ম্যতাং প্রবিজ্ঞাত পিণ্ডং জগ্ৰাহ মধ্যমম্ ।
 ছায়াময়ী মহী পত্নী তস্তৈ পণ্ডমদাং প্রভুঃ ।
 আধত্ত পিতরো গর্ভমিত্যুত্কা সাপি রূপিণী ॥
 পিণ্ডং গৃহীত্বা বিপ্রাণাঞ্চক্রে পাদাভিবন্দনম্ ।
 বিসর্জনে পিতৃণাং স কর্তৃকামশ শূকরঃ ॥৯১
 কোকা চ পিতরশ্চৈব প্রোচুঃ স্বার্থকরং বচঃ ।
 শপ্তাশ্চ ভগবন পূর্ষং দিবত্বা হিমভানুনা ॥৯২
 যোগভ্রষ্টা ভবিষ্যধ্বং সর্ব এব দিবচ্যুতাঃ ।
 তদেবং ভবতা জ্ঞাতাঃ প্রবিশন্তো রসাতলম্ ।
 যোগভ্রষ্টাশ্চ বিবেশান্ততাজ্জ্বলোণরাক্ষসঃ ।

পরে ব্রাহ্মণগণকে পাণিতে গ্রহণ করত
 “বাজে বাজে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক
 বোদর বহির্ভাগে যাইলেন । পরে কোটি-
 তীর্থজল দ্বারা অপসব্যে সমুৎক্ষেপণপূর্বক
 স্নানান্তে “আমাদিগের দাতারা বুদ্ধি পাউক”
 এই অনীর্বাদ প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণেরা
 “তাহাই হউক” বলিয়া অমুমোদন করিলে
 প্রদক্ষিণপূর্বক পাদবন্দনকরিয়া আসনাচ্ছাদ-
 নাদি দান করিলেন । ৭৬—৮৮। পরে তাহা-
 দিগকে বিজ্ঞান করাইয়া মধ্যম পিণ্ডটী গ্রহণ
 করত ছায়াময়ী পত্নী মহীকে তাহা দান করি-
 লেন; রূপবতী মহীও “পিতৃগণ গর্ভাধান
 করুন” বলিয়া পিণ্ডটী লইয়া হিঙ্গগণের পাদ
 বন্দন করিলেন । পরে ভগবান বরাহ পিতৃ-
 গণের বিসর্জনে উত্তম করিলে কোকা এবং
 পিতৃগণ তাহাকে এই স্বার্থসাধক কথা কহি-
 লেন যে,—ভগবন! আমরা পূর্বে চন্দ্র কর্তৃক
 “তোমরা সকলে যোগভ্রষ্ট ও স্বর্গবিচ্যুত
 হইবে” এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া রসাতলে
 যাইতেছিলাম, আপনি জ্ঞান করিলেন

তন্তে ভূয়োহভিরকন্তু বিধে দেবা হি নঃ সদা
শর্গং যান্ত্রামশ্চ বিভো প্রসাদাং তব শুর ।
যমোহধিদেবোহস্মাকঞ্চ ভবতুচ্যুত যোগধুক্ ॥
যোগাধারস্তথা সোমস্ত্রায়তে ন কদাচন ।
দিবি ভূমৌ সদা বাসো ভবতুস্মানু যোগতঃ ॥
অন্তরিক্ষে চ কেষাকিমাংসং পুষ্টিস্তথাশ্চ নঃ ।
উজ্জা চেৎসং হি নঃ পত্নী স্বধানান্না তু বিজ্ঞতা ॥
ভবত্বেষৈব যোগাচ্যা যোগমাতা চ খেচরী ।
ইত্যেবমুক্তঃ পিতৃভির্বারাহো ভূতভাবনঃ ॥
প্রোবাচাধ পিতৃনবিসুস্তাঞ্চ কোকাং মহানদীম্
যজ্ঞকন্তু ভবন্তির্ধে সঙ্গমেতন্তবিষ্যতি ॥ ৯৯
যমোহধিদেবো ভবতাং সোমঃ স্বাধ্যায় ঈরিতঃ
অধিযজ্ঞস্তর্ধেবারিভবতাং কল্পনা দ্বিধম্ ॥ ১০০
অগ্নির্বাযুশ্চ স্বর্ঘ্যশ্চ স্থানং হি ভবতামিতি ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ভবতামধিপুরুষাঃ ॥ ১০১
আদিত্যা বসবো রুদ্রা ভবতাং মূর্তয়স্তিমাঃ ।

যোগরক্ষক বিশ্বদেবগণ আমাদিগকে ত্যাগ
করায় আমরা যোগভ্রষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে হে
বরাহ দেব! আপনার প্রসাদে বিশ্বদেবগণ
আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং আমরা যেন
স্বর্গে যাইতে পারি। যোগশালী যম দেব
আমাদিগের অধিপতি হউন। আর
যোগাধার সোম যেন আমাদিগকে সর্বদা
রক্ষা করেন। যোগসমর্থ্যে আমাদিগের স্বর্গে
ও ভূতলে বাস করিবার শক্তি হউক, কাহার
কাহারও এক মাস কাল আকাশমণ্ডলে বাস
নির্দিষ্ট হউক। আমাদিগের পুষ্টিলাভ হউক
এবং এই স্থান নামে বিখ্যাতা উজ্জা আমা-
দিগের পত্নী হউন। ইনি যোগমাতা
যোগাচ্যা ও আকাশচাবিনী হউন। ভূতভাবন
বরাহরূপী বিষ্ণু এইরূপ উক্ত হইয়া পিতৃ-
গণকে ও মহানদী কোকাকে কহিলেন,—
আপনারা যাহা বাললেন, সে সমস্তই হইবে।
যম আপনাদিগের অধিদেব, সোম স্বাধ্যায়
এবং অগ্নি অধিযজ্ঞ হইবেন। অগ্নি, বায়ু ও
স্বর্ঘ্য আপনাদিগের বাসস্থান নিরূপিত হইল।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র আপনাদিগের অধি-

যোগিনো যোগদেহাশ্চ যোগধারাশ্চ সুরতাঃ
কামতো বিচারযাধ্বং কলদাঃ সর্বজন্তুশ্চ ।
স্বর্গস্থানরকস্বাশ্চ ভূমিস্থাশ্চ চরাচরান্ ॥ ১০৩
নিজযোগবলেনৈবাপ্যায়ম্যধ্বমুত্তমাঃ ।
ইয়মুজ্জা শশিমুতা কীলানমধুবিগ্রহা ॥ ১০৪
ভবিষ্যতি মহাভাগা দক্ষস্ত দ্বাহতা স্ববা ।
তজ্জ্যেং ভবতাং পত্নী ভবিষ্যতি বরাননা ॥
কোকা নদাতি বিখ্যাতা গিরিরাজসমাজিতা ।
তীর্থকোটিমহাপুণ্যা মঙ্গলপরিপালিতা ॥ ১০৬
অস্ত্রাদ্যা প্রভৃতি বৈ নিবৎস্ত্রাম্যঘনাশরুৎ ।
ববাহদর্শনং পুণ্যং পূজনং ভুক্তিমুক্তিঞ্চ ॥ ১০৭
কোকাসলিলপানঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ ।
তীর্থোদ্রোহপ্রবনং পুণ্যমুপবাসশ্চ স্বর্গদং ॥ ১০৮
দানমক্ষয়ামুদিতং জন্মমৃত্যুজরাপহম্ ।
মাষে মাস্তিসিতে পক্ষে ভবান্তরুদ্পক্ষয়ে ॥ ১০৯
গোকামুখমুপাগম্য স্থাতব্যং দিনশপকম্ ।

পুরুষ হইলেন। আদিত্য, বায়ু ও রুদ্রগণ
আপনাদিগের মূর্তি নির্মাণিত রহিলেন।
আপনারা যোগী, যোগাধার ও যোগদেহ
হইবেন, এধ সর্বপ্রাণীর কামকলদানার্থ
যথাকাম বিচরণ করিতে পারিবেন। আপ-
নারা স্বর্গস্থ, নরকস্থ, ভূমিস্থ, চরাচর
মাত্রকেই নিজ যোগবলে আপ্যায়িত করিতে
পারিবেন। এই জল-মধুময়-দেহা চন্দ্রতনয়া
উজ্জা দক্ষ কন্তা বরাননা স্বধা হইয়া জন্ম-
লাভ কবত আপনাদিগের পত্নী হই-
বেন। ৮৯—১০৫। গািববাজাশ্রিতা এই
কোকানদী আমার রূপ দ্বাবা পালিত
হইবেন। ইনি কোটি তাথৈব কল প্রদান
করিবেন। আমি অত্ন হইতে এখানে
নিত্য অবস্থান কবিব। আমার সেই বরাহ-
মূর্তি দর্শনে নরগণের পাপক্ষয় এবং ভুক্তি-
মুক্তি প্রাপ্তি হইবে। কোকার জলপান—
মহাপাতকনাশক, জলে স্নান—পুণ্যবদ্ধক, তীর্থ
উপবাস—স্বর্গদানক, দান অক্ষয় কলোৎ-
পাদক ও জন্ম-মৃত্যু-জরাপহারক হইবে।
আপনারা মাত্ৰ মাসের রূপক্ষে একাদশী

ভস্মিন্ কালে তু যঃ শ্রাদ্ধং পিতৃণাং নির্বপিয়াতি
প্রাক্তনকলভাগী স ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।

একাদশীং দ্বাদশীকং স্নেহমাত্র ময়া সদা ॥ ১১১

যন্ত্রোপবসেন্দ্রীমান্ স প্রাক্তনকলং লভেৎ ।

তদ্ব্রজধ্বং মহাভাগাঃ স্থানমিষ্টং যথেষ্টতঃ ॥

অহমপ্যত্র বৎসামৌত্যাঙ্ক্য সোহস্তরধীয়ত ।

গতে বরাহে পিতরঃ কোকামামাত্র্য তে যয়ুঃ ॥

কোকাপি ভীৰ্হসহিতা সংস্থিতা গিরিরাজনি ।

ছায়া মহীময়ী ক্রোড়ী পিণ্ডপ্রাশনবৃংহিতা ॥ ১১৪

গর্ভমাদায় সশ্রদ্ধা বারাহশ্চৈব সুন্দরী ।

ততোহস্তাঃ প্রাভবৎ পুত্রৌ ভৌমস্ত নরকানুরঃ

প্রাগ্জ্যোতিষঞ্চ নগরমশ্ব দন্তঞ্চ বিষ্ণুনা ॥ ১১৫

এবং ময়োক্তং বরদশ্ব বিকোঃ

কোকামুখে দিব্যবরাহরূপম্ ।

ঋত্বা নরন্ত্যক্তমলো বিপাপ্সা

দশাশ্বমেধেষ্টিফলং লভেত ॥ ১১৬

ইতি শ্রীভাঙ্কে শ্রাদ্ধবিধিানুরূপণমেকোনবিংশা-

ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৯ ॥

হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত পঁচ দিন এই
কোকামুখে আসিয়া বাস করিবেন। সেই
সময় যে জন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে, সে
পূর্বোক্তরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে, সংশয় নাই।

একাদশী ও দ্বাদশীতে আমিও সর্বদা এখানে
থাকিব; যে ধীমান্ মানব তখন উপবাস
করিবে, সেও পূর্বোক্ত ফল পাইবে, অতএব
হে মহাভাগগণ! আপনারা যথেষ্ট প্রস্থান
করুন; আমিও এখানেই থাকিব। বরাহ
দেব এই বলিয়া অলুহিত হইলেন। তখন
পিতৃগণও কোকাকে আমন্ত্রণপূর্বক প্রস্থান
করিলেন। কোকাও নানাভীর্থ সহ সেই
গিরিবরেই রহিলেন। বরাহপত্নী ছায়া-
রূপিনী মহী সেই পিণ্ড ভোজন 'হেতু গর্ভ-
বতী হইয়া সানন্দচিত্তে কিয়ৎকাল পরে সেই
গিরিবরেই পুত্র প্রসব করেন। সেই পুত্রই
ভৌম নরকানুর। বিষ্ণু তাহাকে প্রাগ্-
জ্যোতিষপুর প্রদান করেন। এই আমি
আপনাদিগের নিকট ভগবান বিষ্ণুর কোক-

বিংশাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

ভূয়ঃ প্রব্রূহি ভগবন্ শ্রাদ্ধকল্পং সুবিস্তরাৎ ।

কথং ক চ কদা কেমু কৈন্তদব্রূহি তপোধন ॥ ১

ব্র্যাস উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনিশাদ্ভাঃ শ্রাদ্ধকল্পং সুবিস্তরাৎ ।

যথা যত্র যদা যেন যৈর্জৈবৈশ্বস্তদ্বাদ্যম্যহম্ ॥ ২

ব্রাহ্মণৈঃ কলিত্রৈবৈবৈশ্বেঃ শ্রাদ্ধং স্ববরণোদিতম্

কুলধর্ম্মমহুতিষ্ঠতির্দীতব্যং মন্ত্রপূর্বকম্ ॥ ৩

স্ত্রীভির্বর্ণাবরৈঃ শূদ্রৈবিপ্রাণামহুশাসনাৎ ।

অমন্ত্রকং বিধিপূর্বং বহির্ঘাগবিবর্জিতম্ ॥ ৪

পুঙ্করাদিসু তীর্থেষু পুণ্যেঘায়তনেষু চ ।

মুখে বরাহরূপ-চরিত কীর্তন করিলাম;

ইহা শ্রবণে নর পাপহীন ও নিশ্চলান্তঃকরণ

হইয়া দশাশ্বমেধ-জনিত ফল প্রাপ্ত

হয়। ১০৬—১১৬।

একোনবিংশাদিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিংশাদিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে ভগবন্! পুনরায়
শ্রাদ্ধকল্পই শুনিতে ইচ্ছা করি; উহা কি
প্রকারে, কোন্ সময়ে, কোন্ স্থলে,
কোন্ দ্রব্য দ্বারা কাহার কর্তব্য?
ইত্যাদি বিস্তাররূপে কীর্তন করুন।
ব্র্যাস বলিলেন,—হে মুনিশাদ্ভগণ!
শ্রাদ্ধকল্প বিস্তাররূপেই শ্রবণ করুন; উহা
যখন, যে প্রকারে, যে স্থানে, যে দ্রব্য
দ্বারা, যাহার যাহার কর্তব্য, আমি তাহা
বলিতেছি। কুলধর্ম্মাচরণ-পরায়ণ ব্রাহ্মণ,
কলিত্র ও বৈশ্বগণের পক্ষে উহা মন্ত্রাহুসারেই
কর্তব্য। আর ব্রাহ্মণগণের অহুশাসন অহু-
সারে স্ত্রীলোক ও শূদ্রগণের উহা অগ্নিপাক-
বর্জিত ও মন্ত্র ব্যতীত বিধিপূর্বক অহুঠেয়।
হে দ্বিভগণ! পুঙ্করাদি তীর্থ, পুণ্য-

শিখরেষু গিরীশ্রাণাং পুণ্যাদে শমুভো দ্বিজাঃ
সরিংসু পুণ্যতোয়াসু নদেষু চ সরঃসু চ ।
সঙ্গমেষু নদীনাঞ্চ সমুদ্রেষু চ সপ্তসু ॥ ৫
অমূল্যৈশ্চৈষু গোহেষু শ্বেষমুজ্ঞাপিতেষু চ ।
দিব্যপাদপমূলেষু যজ্ঞিয়েষু হ্রদেষু চ ॥ ৭
শ্রাদ্ধমেতেষু দাতব্যং বর্জ্যমেতেষু চোচ্যতে ।
কিরাতেষু কলিঙ্গেষু কোঙ্কণেষু কুমিষপি ॥ ৮
দশার্ণেষু কুমার্যেষু তঙ্গণেষু ক্রথেষপি ।
সিদ্ধোক্তরকুলেষু নর্মদায়াং চ দক্ষিণে ॥ ৯
পূর্বেষু করতোয়ায়া ন দেয়ং শ্রাদ্ধমুচ্যতে ।
শ্রাদ্ধং দেয়মুশন্তীহ মাসি মাস্যুডুপক্ষয়ে ॥ ১০
পৌর্ণমাসেষু শ্রাদ্ধঞ্চ কর্তব্যমৃক্ষগোচরে ।
নিত্যশ্রাদ্ধমদৈবঞ্চ মনুষ্যৈঃ সহ গীয়তে ॥ ১১
নৈমিত্তিকং সুরৈঃ সাদ্ধং নিত্যং নৈমিত্তিকং ত্বথ
কাম্যান্ততানি শ্রাদ্ধানি প্রতিসংবৎসরং দ্বিজৈঃ
বুদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কর্তব্যং জাতকর্মাদিকেযু চ ।
তত্র যুগ্মান দ্বিজানার্হমুপূর্বস্তু বৈ দ্বিজাঃ ॥ ১৩
কন্তাং গতে সবিতরি দিনানি দশ পঞ্চ চ ।

তোয়া নদী, নদ, সরোবর, নদীসঙ্গম, সপ্ত
সমুদ্র, স্বীয় কিছা অমুজ্ঞাপ্রাপ্ত পরকীয়
মূলিগু গৃহ, দেবাধিষ্ঠান ঘূর্ণের মূল, যজ্ঞিয়
স্থল ও হ্রদ,—এই সকল স্থানে শ্রাদ্ধ কর্তব্য ।
কিরাত, কলিঙ্গ, কোঙ্কণ, কুমি, দশার্ণ,
কুমার্য, তঙ্গণ, ক্রথ, সিদ্ধনদীর উত্তর কুল,
নর্মদার দক্ষিণ তীর ও করতোয়ার পূর্ব
তীর,—এই সকল প্রদেশে শ্রাদ্ধ করিবে
না! প্রতিমাসে চন্দ্রক্ষয়ে শ্রাদ্ধ করা
কর্তব্য । ১—১০ । নক্ষত্র বিশেষের
যোগে পূর্ণিমাতেও শ্রাদ্ধ বিহিত । নিত্য
শ্রাদ্ধে দেবপক্ষ ও ব্রাহ্মণভোজনাদি
না করিলেও দোষ হয় না । নৈমিত্তিক
শ্রাদ্ধে দেবপক্ষ আবশ্যিক । নিত্য, নৈমিত্তিক
ও কাম্য এই ত্রিবিধ শ্রাদ্ধের মধ্যে কাম্য-
শ্রাদ্ধ দ্বিজগণের পক্ষে প্রতিবৎসরই করা
কর্তব্য । জাতকর্মাদি উপলক্ষে বুদ্ধি-
শ্রাদ্ধও করা কর্তব্য । হে দ্বিজগণ! বুদ্ধি
শ্রাদ্ধ মন্ত্রপূর্বক দুই হইলী ব্রাহ্মণ স্থাপন

পূর্বেগৈবেহ বিধিনা শ্রাদ্ধং তত্র বিধীয়তে ॥ ১৪
প্রতিপদ্বনলাভায় দ্বিতীয়া দ্বিপদপ্রদা ।
পূজার্থিনী তৃতীয়া তু চতুর্থী শক্রনাশিনী ॥ ১৫
শ্রিয়ং প্রাপ্নোতি পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যাং পূজ্যো
ভবেন্নরঃ ।
গণাধিপত্যং সপ্তম্যামষ্টম্যাং বুদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ১৬
দ্বিয়ো নবম্যাং প্রাপ্নোতি দশম্যাং পূর্ণকামতাম্
বেদান্তথাগ্নুয়াং সর্বানেকাদশ্যাং ক্রিয়াপরমঃ ॥
দ্বাদশ্যাং জয়লাভঞ্চ প্রাপ্নোতি পিতৃপূজকঃ ।
প্রজাবুদ্ধিঃ পশুং মেধাং স্বাতন্ত্র্যং পুষ্টিমুত্তমাম্ ॥
দীর্ঘায়ুরথবৈশ্বর্যং কুর্বাণস্ত ত্রয়োদশীম্ ।
অবাপ্নোতি ন সন্দেহঃ শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাসমব্রিতঃ ॥ ১৯
যথাসম্ভবিনাম্নেন শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাসমব্রিতঃ ।
যুবানঃ পিতরো যন্ত যুতাঃ শত্বেণ বা হতাঃ ॥
তেন কাধ্যাঃ চতুর্দশ্যাং তেবাং তৃপ্তিমভীপতা ।
শ্রাদ্ধং কুর্বন্নমাবান্তাঃ যত্নেন পুরুষঃ শুচিঃ ।
সর্বান কামানবাপ্নোতি স্বর্গং চানন্তমশ্রুতে ॥ ২১

প্রয়োজন । স্বর্ঘ্য কন্তারাশিস্ব হইলে পূর্ব
বিধান যতেই পঞ্চদশ দিবস শ্রাদ্ধ বিহিত
আছে । প্রতিপৎ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে ধন-
লাভ, দ্বিতীয়াতে জনলাভ, তৃতীয়াতে পুত্র-
প্রাপ্তি, চতুর্থীতে শক্রনাশ, পঞ্চমীতে স্বীলাভ,
ষষ্ঠীতে সম্মান, সপ্তমীতে আধিপত্য,
অষ্টমীতে উত্তম বুদ্ধি, নবমীতে স্বী, দশ-
মীতে কামনা, একাদশীতে বেদজ্ঞান,
দ্বাদশীতে জয়, এবং ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ
করিলে মানব সম্মানবাহল্য, পশু, মেধা,
স্বাধীনতা, উত্তমা পুষ্টি, দীর্ঘ আয়ু ও ঐশ্বর্য
লাভ করে ; যথাসম্ভব অন্ন দ্বারা শ্রদ্ধা
সহকারে শ্রাদ্ধ করিলে উক্তরূপ ফল প্রাপ্ত
হয় ; সন্দেহ নাই । যাহার পিতা অন্ন
বয়সেই শত্নাঘাতে বা অন্য কোন কারণে মৃত
হইয়াছে, সেই পিতার তৃপ্তার্থ চতু-
র্দশীতে শ্রাদ্ধ করা বিহিত । শুচি পুরুষ
অমাবস্তাতে সযত্নে শ্রাদ্ধ করিলে সর্বকাম-
লাভান্তে অনন্তকাল স্বর্গভোগ করে ।

অতঃপরঃ মুনিস্বেষ্টাঃ শৃণুধ্বং বদতো মম ।
 পিতৃণাং ক্রীত্যে যত্র যদেষং ক্রীতিকাশিণা ।
 মাংসং তৃপ্তিঃ পিতৃণাম্ হবিষ্যাম্নৈন জায়তে ॥২২॥
 মাংসদ্বয়ং মৎস্তমাংসৈস্তৃপ্তিঃ স্যান্তি পিতামহাঃ ।
 ত্রীণ মাংসান্ হারিণং মাংসং বিজ্ঞেয়ং

পিতৃভূক্তয়ে ॥ ২৪

পুত্রাতি চতুরো মাংসান্ শশশ্চ পিশিতং পিতৃন
 শাকুনং পঞ্চ বৈ মাংসান্ বগ্নাসান্ শুকরামিষম্ ॥
 ছাগলং সপ্ত বৈ মাংসানৈশ্চৈয়ং চাষ্টমাংসকান্ ।
 করোতি তৃপ্তিঃ নব বৈ কুরুমাংসং ন সংশয়ঃ
 গব্যং মাংসং পিতৃভূপ্তিঃ করোতি দশমাংসিকীম
 তর্ধৈকাদশ মাংসং ঔরভ্রং পিতৃভূপ্তিদম্ ॥২৭॥
 সংবৎসরং তথা গব্যং পয়ঃ পায়সমেব চ ।
 বাধীণসামিষং লোহং কালশাকং তথা মধু ॥২৮॥
 রোহিতামিষমন্নকং দত্তাত্মাকুলোত্তরৈঃ ।
 অনন্তং বৈ প্রযচ্ছন্তি তৃপ্তিযোগং স্তুতাস্তথা
 পিতৃণাং নাত্র সন্দেহো গয়াশ্রাদ্ধকং ভো দ্বিজাঃ
 যো দদতি শুভেগ্নিশ্রাংস্তিলানবা শ্রাদ্ধকশ্মগ্নি
 মধু বা মধুমিশ্রং বা অক্ষয়ং সর্বমেব তৎ ॥ ৩০

১১—২১ । হে মুনিস্বেষ্টগণ ! অতঃপর
 পিতৃগণের ক্রীত্যর্থ যাহা যে সময়ে দান করা
 কর্তব্য, বলিতেছি শ্রবণ করুন। হবিষ্যাম্ন
 দানে পিতৃগণের একমাংস তৃপ্তি হয়; মৎস্ত-
 মাংস দ্বারা দুই মাংস, হরিণ মাংসে তিন মাংস,
 শশক-মাংসে চারি মাংস, পক্ষিমাংসে পাঁচ
 মাংস, (বস্ত্র) শুকর মাংসে ছয়মাংস, ছাগ-
 মাংসে সাত মাংস, এগমাংসে আট মাংস,
 কুরুমাংসে নয় মাংস, গবয় মাংসে দশমাংস,
 ঔরভ্র মাংসে একাদশ মাংস, এবং গব্য, দুগ্ধ ও
 পায়স দ্বারা পিতৃগণের একবৎসরব্যাপিনী
 তৃপ্তি হইয়া থাকে। বাধীণসমাংস, লোহ,
 কালশাক, মধু ও রোহিতমৎস্তযুক্ত অন্ন
 দানে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হয়; আর
 উহা দ্বারা শ্রাদ্ধকারীরও সুখবুদ্ধি ঘটে।
 শ্রাদ্ধে শুভ, বা মধুমিশ্র তিল বা কেবল মধু
 দান করিলেও তাহার ফল অনন্ত। পিতৃ-
 গণ এইরূপ কামনা করেন যে,—আমাদের

অপি নঃ সঙ্কুলে ভূয়াদৃষো নো দদ্যাৎ

জলাঞ্জলিষ্ ।

পায়সং মধুসংযুক্তং বর্ষাশু চ মঘাশু চ ॥ ৩১

এষ্টব্য্যং বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোহপি গয়াং ব্রজেৎ
 গৌরীং বাপুয়স্বহেৎ কন্তাং নীলং বা

বৃষমুৎসৃজেৎ ॥ ৩২

কৃত্তিকাসু পিতৃনর্চ্য স্বর্গমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩৩

অপত্যকামো রোহিণ্যাং সৌম্যে তেজস্বিতাং
 লভেৎ ।

শৌর্যমার্জ্যাসু চাপ্নোতি ক্ষেত্রাণি চ পুনর্বর্সৌ

পুষ্যে তু ধনমক্ষয়াম্নেবে চায়ুরুত্তমম্ ।

মঘাশু চ প্রজাঃ পুষ্টিঃ সৌভাগ্যং কান্তনৌষু চ

প্রধানশীলে ভবতি সাপত্যশ্চোত্তরাসু চ ।

প্রযাতি শ্রেষ্ঠতাং শাস্ত্রে হস্তে শ্রাদ্ধপ্রদো নরঃ

রূপং তেজশ্চ চিত্রাসু তথাপত্যমবাধুয়াৎ ।

বাণিজ্যলাভদা স্বাতী বিশাখা পুত্রকামদা ॥৩৭॥

কুর্কন্তাং চান্নরাধাসু তা দহ্যশ্চক্রবর্তিতাম্ ।

আধিপত্যঞ্চ জ্যেষ্ঠাসু মূলে চারোগ্যমুত্তমম্

কুলে কি এমন সন্তান জন্মিবে যে,—আমা-
 দিগকে প্রতিদিবস জলাঞ্জলি দান, এবং
 বর্ষাকালে ও মঘা নক্ষত্রে মধুযুক্ত পায়স
 প্রদান করিবে? বংশের সকলেরই বহু
 পুত্র কামনা করা বিধেয়, কারণ তাহাদিগের
 মধ্যে যদি কেহ গয়াক্ষেত্রে গমন করে,
 গৌরী (অষ্টবর্ষা) কন্তা সম্ভাদান করে, কিছা
 নীলবৃষ উৎসর্গ করে, তাহা হইলে আমা-
 দিগের সুদীর্ঘ ভীষ্ট লাভ হইবে। ২২—
 ৩২। কৃত্তিকানক্ষত্রে পিতৃগণের অর্চনা
 করিলে মানব স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। রোহিণীতে
 সন্তান, মৃগশিরাতে তেজস্বিতা, আর্জ্যায়
 শৌর্য, পুনর্বর্সুতে ক্ষেত্র, পুষ্যায় অক্ষয়
 ধন, অশ্লেষায় দীর্ঘ আয়ু, মঘায় সন্তান-
 সন্ততি ও পুষ্টি, পূর্বফল্গুনীতে সৌভাগ্য,
 উত্তরফল্গুনীতে প্রাধাত্য ও অপত্য, হস্তায়
 শাস্ত্রজ্ঞান, চিত্রায় রূপ, তেজ, ও সন্মান,
 স্বাতীতে বাণিজ্য লাভ, বিশাখায় পুত্র,
 অন্নরাধায় রাজত্ব, জ্যেষ্ঠায় আধিপত্য,

আষাঢ়ায় যশঃপ্রাপ্তিকৃত্যন্তু বিশোধিতা ।
 অবশেন শুভলোকান্ধনিষ্ঠানু ধনঃ মহৎ ॥৩৯
 বেদবিষয়মভিজিতি ভিষক্‌সিদ্ধিকং বারুণে ।
 অজাবিকঃ প্রোষ্ঠপজ্ঞাং বিদেদগাশ্চতথোত্তরে ॥
 রেবতীষু তথা কুপ্যমগ্নীষু তুরঙ্গমান ।
 শ্রীকঃ কুর্ক্‌স্তথাপ্রোতি তরগীষাশুকৃতমম ॥৪১
 এবং কলমবাপ্রোতি ঋক্‌ষেতেষু তদ্বিৎ ।
 তস্মাৎ কাম্যানি শ্রীক্‌কানি দেয়ানি বিধিবদ্বিজাঃ
 কস্তারাগিগতে সূর্য্যে কলমতাস্তমিচ্ছতা ।
 যানযান কামানভিধ্যায়ন কস্তারাগিগতে রবৌ
 শ্রীক্‌কঃ কুর্ক্‌স্তি মহুজান্তাংস্তান কামান্ তন্তি তে
 নান্দৌষুপানাং কর্তব্যঃ কস্তারাগিগতে রবৌ ॥
 পৌর্ণমাস্তাঙ্ক কর্তব্যং বারাহবচনং যথা ।
 দিব্যভৌমাস্তরিক্‌কানি স্বাবরাণি চর্য্যানি চ ॥৪৫
 পিণ্ডমিচ্ছন্তি পিতরঃ কস্তারাগিগতে রবৌ ।
 কস্তাং গতে সবিতরি যান্তহানি তু যোড়শ ॥

মূল্য আরোগ্য, পূর্বাষাঢ়ায় যশ, উত্তরা-
 ষাঢ়ায় শোকাভাব, অবশায় শুভলোক,
 ধনিষ্ঠায় বহু ধন, অভিজিৎসক্রে বেদ-
 জ্ঞান, শতভিষায় চিকিৎসকত্ব, পূর্বভাদ্রপদে
 ছাগাদি পশু, উত্তরভাদ্রপদে কান্তি,
 রেবতীতে ঋণ ও রজত ব্যতীত অপর ধাতু
 দ্রব্য, অশ্বিনীতে তুরঙ্গ, এবং তরগীতে
 শ্রীক করিলে সুদীর্ঘ আয়ু প্রাপ্তি হয়।
 হে দ্বিজগণ ! এই সকল বিশেষ বিশেষ
 কালে ইত্যাদিরূপ বিবিধ কল হয় বলিয়া
 উহাতে যথাবিধি কাম্যশ্রীক করা কর্তব্য।
 ৩৩ ৪২। বিশেষ কলকামী মানব, সূর্য্য
 কস্তারাগিহ হইলে শ্রীক করিবে। তখন
 যে যে কামনায় শ্রীক করা যায়, তাহাই সকল
 হইয়া থাকে। বরাহদেব বলিয়াছেন,—
 সূর্য্য কস্তারাগিহ হইলে পূর্ণিমায় নান্দৌ
 ষু পিতৃগণের শ্রীক করা কর্তব্য। সূর্য্য
 কস্তাহ হইলে দিব্য, ভৌম ও অন্তরীক্ষগত
 স্থির চর সমস্ত পিতৃপুরুষই পিণ্ড কামনা
 করেন। সূর্য্য কস্তারাগিহ হইলে
 (পূর্ণিমা হইতে অমবস্তু পর্যন্ত) বোড়শ

ক্রতুভিষ্ঠানি তুল্যানি দেবো নারায়ণোহম্ববীৎ
 রাজসূর্য্যমধোভ্যাং য ইচ্ছেদুর্লভং কলম ॥
 অপ্যম্বশাকমসাতৈঃ পিতৃন কস্তাগতেহর্চ্চয়েৎ
 উত্তরাহস্তনক্ষত্রগতে তীক্ষ্ণাংশুমালিনি ॥ ৪৮
 যোহর্চ্চয়েৎ ঋষিতৃন ভক্ত্যা তন্তু বাসস্ত্রিবিষ্টপে
 হস্তকর্গে দিনকরে পিতৃরাজাসূশাসনাৎ ॥৪৯
 তাবৎ পিতৃপুত্রী শূন্তা যাবদ্রুচিকদর্শনম্ ।
 রুচিকে সমতীক্ৰান্তে পিতরো দৈবতৈঃ সহ ॥৫০
 নিশ্চন্ত প্রতিগচ্ছন্তি শাপঃ দক্ষা সূহঃসহম্ ।
 অষ্টকানু চ কর্তব্যঃ শ্রীকঃ মন্তরাসু বৈ ॥৫১
 অষ্টকানু ক্রমশো মাতৃপূর্ব্বং তদিযাতে ।
 গ্রহণে চ ব্যতীপাতে রবিচন্দ্রসমাগমে ॥ ৫২
 জন্মক্‌ গ্রহপীড়ায়ঃ শ্রীকঃ পার্শ্বমুচ্যতে ।
 অয়নদ্বিতয়ে শ্রীকঃ বিষবদ্বিতয়ে তথা ॥ ৫৩
 সংক্রান্তিষু চ কর্তব্যঃ শ্রীকঃ বিধিবজ্জন্মম্ ।
 এষ কাথ্যঃ দ্বিজাঃ শ্রীকঃ পিণ্ডনির্কপণাদৃতে ॥

দিবস শ্রীক করিলে ক্রতুসম কল প্রাপ্ত
 হয়। দেব নারায়ণ বলিয়াছেন,—যে জন
 রাজসূর্য ও অধমেধ যজ্ঞের কল কামনা
 করে, সে সূর্য্য কস্তাহ হইলে শাক-মূল
 জল দ্বারাও পিতৃগণের অর্চনা করিবে।
 সূর্য্য উত্তরকল্‌কনী এবং হস্তানক্ষত্রহ হইলে যে
 জন ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃগণের অর্চনা করে,
 তাহার স্বর্গে বাস হয়। সূর্য্য হস্তানক্ষত্রে
 যাইয়া যাবৎ রুচিকরাশিতে উদিত না
 হয়েন, তাবৎ যমরাজের আদেশে পিতৃপুত্রী
 শূন্ত থাকে। ঐ সময় মধ্যে শ্রীক না করিলে
 সূর্য্য রুচিকরাশিগত হইলে পিতৃগণ দেব-
 গণসহ দীর্ঘ নিশ্বাস কেলিয়া শ্রীককারী-
 দিগকে সুদাক্ষণ শাপ প্রদানপূর্ব্বক প্রতি-
 গমন করেন। অষ্টকা, অষ্টকা ও মন্ত-
 রাসুতেও শ্রীক করা কর্তব্য; এই শ্রীক
 মাতৃপূর্ব্বই বিধেয়। গ্রহণ, ব্যতীপাত,
 অমাবস্তু, জন্মনক্ষত্র, এবং গ্রহপীড়ায়
 পার্শ্বশ্রীক করিতে হয়। দুই অয়ন
 সংক্রান্তি, দুই বিষুব সংক্রান্তি, এবং সাধারণ
 সংক্রান্তি মাজেই যথাবিধি শ্রীক করা কর্তব্য

বৈশাখস্ত তৃতীয়ায়াং নবম্যাং কার্ত্তিকস্ত চ ।
 শ্রাদ্ধং কার্য্যন্ত শুক্লায়াং সংক্রান্তিবিধিনা নরৈঃ ॥
 ত্রয়োদশ্যাং ভাদ্রপদে মাঘে চত্বক্ষয়েহহনি ।
 শ্রাদ্ধং কার্য্যং পায়সেন দক্ষিণায়নবচ্ তৎ ॥৫৬
 যদা চ শ্রোত্রিয়োহভ্যোতি গেহং বেদবিদগ্নিমান্
 তেনৈকেন চ কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং বিধিবত্ত্বমম্ ॥ ৫৭
 শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যাস্থাপ্তির্দা স্তাৎ সাধুসম্বতা ।
 পার্শ্বণেন বিধানেন শ্রাদ্ধং কার্য্যং তথা দ্বিজৈঃ ॥
 প্রতिसংবৎসরং কার্য্যং মাতাপিত্রোর্ম্মতেহহনি ।
 পিতৃব্যস্তাপ্যপুত্রস্ত ভ্রাতৃর্জ্যেষ্ঠস্ত চৈব হি ॥৫৯
 পার্শ্বণং দেবপূরুং স্তাদেকোদ্বিষ্টং সূরৈর্ক্ষিনা ।
 যৌ দৈবে পিতৃকার্য্যে জীনৈকৈকমুভয়ত্র বা ॥
 মাতামহানামপ্যেবং সর্ম্মমুহেন কীর্ত্তিতম্ ।
 প্রেতীভূতস্ত সততং ভূবি পিণ্ডং জলং তথা ॥
 সলিলং স্কুশং দদ্যাদবহর্জনসমাপতঃ ।
 তৃতীয়েহহি চ কর্ত্তব্যং প্রেতাস্থিচয়নং দ্বিজৈঃ

হে দ্বিজগণ ! এ সকলে পিণ্ডদানরহিত
 শ্রাদ্ধ করাই বিশেষ ফলপ্রদ ১৪৩—৫৪ ।
 বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া, এবং কার্ত্তিক
 মাসের শুক্লা নবমীতে সংক্রান্তিবিধানে
 শ্রাদ্ধ করিবে। ভাদ্র মাসের ত্রয়োদশী ও
 মাঘমাসেব অমাবস্তাতে পায়স দ্বারা দক্ষিণা-
 য়নবৎ শ্রাদ্ধ বরা বিধেয় । বেদাবৎ সাগ্নিক
 শ্রোত্রিয়, গৃহে অভ্যাগত হইলেও একমাত্র
 ঊঁহার জন্তই শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যখন
 উত্তমোত্তম শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য লাভ হইবে, তখনও
 দ্বিজগণের পার্শ্বণ বিধানে শ্রাদ্ধ করা বিধেয় ।
 প্রতি সংবৎসর মাতা পিতা, পুত্র, পিতৃব্য,
 এবং ভ্রাতারও শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। পার্শ্বণ দেব-
 পূরুৎ এবং একোদ্বিষ্ট দেবপক্ষহীন করিবে।
 দেব-পক্ষে দুইটি, পিতৃপক্ষে তিনটি, অথবা
 উভয়ত্রই এফ একটি (ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ
 করিবে); মাতামহ পক্ষেও পিতৃপক্ষবৎ
 বুঝিবে। সমস্তই আমি আভাষে কীর্ত্তন
 করিলাম। প্রেত-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাহিরে
 জলসমীপে ছুতলে ভিল-কুশ সহ জল ও
 পিণ্ড প্রদান করিবে। দ্বিজগণ তৃতীয়াদিনে

দশাহে ব্রাহ্মণঃ শুক্লা দ্বাদশাহেন কত্রিয়ঃ ।
 বৈশ্বঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥৬৩
 স্মৃতকান্তে গৃহে শ্রাদ্ধমেকোদ্বিষ্টং প্রচকতে ।
 দ্বাদশেহহনি মাসে চ ত্রিপক্ষে চ ততঃ পরম্
 মাসি মাসি চ কর্ত্তব্যং যাবৎ সংবৎসরং দ্বিজাঃ ।
 ততঃ পরতরং কার্য্যং সপিণ্ডীকরণং ক্রমাৎ ॥৬৫
 কৃতে সপিণ্ডীকরণে পার্শ্বণং প্রোচ্যতে পুনঃ ।
 ততঃ প্রভৃতি নির্ণুক্তাঃ প্রেতস্বাৎ পিতৃভ্যাংগতাঃ
 অমূর্ত্তা মূর্ত্তিমন্তশ্চ পিতরো দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ ।
 নান্দীমুখাস্তমূর্ত্তাঃ স্যামূর্ত্তিমন্তোহথ পার্শ্বণাঃ ।
 একোদ্বিষ্টাশনঃ প্রেতাঃ পিতৃণাং নির্ণয়ত্রিধা ॥
 মুনয় উচুঃ ।
 কথং সপিণ্ডীকরণং কর্ত্তব্যং দ্বিজসন্তম ।
 প্রেতীভূতস্ত বিধিবদ্রূপে নো বদতাং বর ॥৬৮
 ব্যাস উবাচ ।

সপিণ্ডীকরণং বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং বদতো মম ।
 তচ্চাপি দেবরহিতমেকার্ণ্যেকপবিত্রকম্ ॥ ৬৯

প্রেতের অস্থি সঞ্চয় করিবে। ব্রাহ্মণ দশ
 দিনে, কত্রিয়ের দ্বাদশ দিনে, বৈশ্ব পঞ্চদশ
 দিনে এবং শূদ্র এক মাসে অশৌচমুক্ত হয়।
 অশৌচান্তে একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধ গৃহমধ্যেই
 কর্ত্তব্য। দ্বিজগণ দ্বাদশ দিনে, এক মাসে,
 ত্রিপক্ষে, এবং সংবৎসর যাবৎ প্রতি মাসেই
 ঐ শ্রাদ্ধ করিবে। তার পর সপিণ্ডীকরণ
 করিতে হয়। সপিণ্ডীকরণ করা হইলে
 পার্শ্বণ শ্রাদ্ধ করা বিহিত। ইহার পর
 হইতে সেই ব্যক্তি প্রেত হইতে মুক্ত
 হইয়া পিতৃ প্রাপ্ত হয়। পিতৃগণ দ্বিবিধ—
 অমূর্ত্ত ও মূর্ত্তিমান; নান্দীমুখ পিতৃগণ অমূর্ত্ত,
 পার্শ্বণ পিতৃগণ মূর্ত্তিমান এতদ্বির একো-
 দ্বিষ্ট ভোজী পিতৃগণ লইয়া সমষ্টিতে প্রেত
 পিতৃলোক তিন প্রকার ৫৫—৬৭। মুনীগণ
 কহিলেন,—হে বাগ্ধবর! প্রেত প্রাপ্ত
 ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ কিরূপে করিতে হয়?
 আমাদিগকে যথাবিধি তাহা বলুন। ব্যাস
 বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! আমি উহা
 বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সপিণ্ডীকরণ

নেবাগৌকরণং তত্র তচ্চাবাহনবর্জিতম্ ।

অপসব্যঞ্চ তত্রাপি ভোজয়েদযুজো বিজান্ ।

বিশেষস্তত্র চান্ধোহস্তি প্রতিমাসিক্রিয়াদিকঃ ।

তং কথ্যমানমেকাগ্রাঃ শৃণুধ্বং মে দ্বিজোত্তমাঃ

তিলগন্ধোদকৈর্যুক্তং তত্র পাত্ৰচতুষ্টয়ম্ ।

কুর্যাৎ পিতৃগাং ত্রিতয়মেকং প্রেতস্ত চ দ্বিজাঃ

পাত্ৰজয়ে প্রেতপাত্ৰাদর্ঘ্যাক্ষেব প্রসেচয়েৎ ।

যে সমান ইতি জপন পূর্ববচ্ছেষমাচরেৎ ॥৭৩

জ্ঞানামপ্যেবমেব স্তাদেকোদ্বিষ্টমুদাহৃতম্ ।

সপিণ্ডীকরণং তাসাং পুত্রাভাবে ন বিদ্যতে ॥

প্রতিসংবৎসরং কার্য্যমেকোদ্বিষ্টং নরৈঃ স্ত্রিয়াঃ

মৃতাহনি চ তৎকার্য্যং পিতৃগাং বিধিচোদিতম্ ॥

পুত্রাভাবে সপিণ্ডান্ত তদভাবে সহোদরাঃ ।

কুর্য্যরেতঃ বিধিঃ সম্যকপুত্রস্ত চ সূতাঃ সূতাঃ

কুর্য্যাত্মাত্মহানান্ত পুত্রিকাতনয়ন্তথা ।

দ্ব্যমুয্যায়ণসংজ্ঞান্ত মাতামহপিতামহান্ ॥ ৩৩

একোদ্বিষ্টও দেবপক্ষ-রহিত, এবং এক অর্ঘ্য ও এক পবিত্রযুক্ত করিতে হয়।

উহাতে অগ্নৌকরণ নাই, আচ্ছাদন নাই; অপসব্য ক্রমে সকল কার্য্য বিধেয়। অগ্নিগণ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ইহাতে প্রতি-মাস-বিহিত কার্য্যের যে বিশেষত্ব আছে, তাহা বলিতেছি, হে দ্বিজোত্তমগণ! আপ-নারা একাগ্রমনে তাহা শ্রবণ করুন। হে দ্বিজগণ! পিতৃগণের তিনটি ও প্রেতের জন্ত একটি, এই চারিটি তিলগন্ধজলযুক্ত পাত্ৰ স্থাপন করিবে। “যে সমান” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠসহকারে প্রেত-পাত্ৰ হইতে অর্ধেক জল পিতৃপাত্রে সেচন করিতে হয়। অস্তান্ত কার্য্য পূর্ববৎ কর্তব্য। স্ত্রীলোকের একো-দ্বিষ্টও এইরূপ। পুত্র না থাকিলে তাহাদিগের সপিণ্ডীকরণ করিতে হয় না। পিতৃগণের স্ত্রায় বিধানানুসারে স্ত্রীদিগেরও প্রতিবৎসর মৃততিথিতে একোদ্বিষ্ট কর্তব্য। পুত্রাভাবে যথাক্রমে পৌত্র, প্রপৌত্র, সপিণ্ড বা সহো-দরগণ এই বিধানমত কার্য্য করিবে। দৌহিত্র-গণ এবং দ্ব্যমুয্যায়ণসংজ্ঞক পুত্রিকাপুত্র

পুত্রযেযুর্ঘখাত্ময়ং শ্রাদ্ধৈর্নৈমিত্তৈকৈরপি ।

সকীভাবে স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যঃ স্বভর্তৃণামমন্ত্রকম্ ॥৭৮

তদভাবে চ নৃপতিঃ কারয়েৎকুটুম্বিনাম্ ।

তজ্জাতীয়ৈর্নরৈঃ সম্যাদাহাদ্যাঃ সকলাঃ ক্রিয়াঃ

সর্বেষামেব বর্ণানাং বান্ধবো নৃপতিধতঃ ।

এতা বঃ কথিতা বিপ্রা নিত্য্য নৈমিত্তিকান্তথা

বক্ষ্যে শ্রাদ্ধাঙ্গয়ামন্তাঃ নিত্য্যনৈমিত্তিকাং ক্রিয়াম্

দর্শং তত্র নিমিত্তস্ত বিদ্যাাদিন্দুক্যাদিতম্ ॥ ৮১

নিত্য্য নিয়তঃ কালস্তন্মিন কুর্য্যাদ্যখোদিতম্

সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং পিতৃঃ প্রপিতামহঃ ॥ ৮২

স তু লেপভুজং যাতি প্রলুপ্তঃ পিতৃপিণ্ডতঃ ।

তেষাং হি যশ্চতুর্থোহন্তঃ স তু লেপভুজো

তবেৎ ॥ ৮৩

সোহপি সদ্ধত্তো হীনমুপভোগং প্রপদ্যতে ।

পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ॥ ৮৪

পিণ্ডসদ্ধিনো হেতে বিজ্ঞেয়াঃ পুরুষান্তয়ঃ ।

লেপসদ্ধিনশ্চান্তে পিতামহপিতামহাৎ ॥ ৮৫

প্রভৃত্যুক্তান্তয়স্তেষাং যজমানশ্চ সপ্তমঃ ।

গণও মাতামহ ও পিতামহদিগের নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধাদি করিবে। অন্ত অধিকারীর অভাবে স্ত্রীগণ অমন্ত্রক এই সকল কার্য্য করিবে। সক-লের অভাবে রাজা তজ্জাতীয় ব্যক্তি দ্বারা দাহাদি সমস্ত কার্য্য করাইবেন; যে হেতু রাজা সকল বর্ণেরই বান্ধব। হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদিগকে শ্রাদ্ধবিষয়ক নিত্য ও নৈমিত্তিক বিধান সমস্ত বলিলাম। এক্ষণে নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য কহিতোছি। ৬৮—৮০। চন্দ্রের ক্ষয়বিশিষ্ট অমাবস্তাকেই নিমিত্ত জানিবেন। নির্দিষ্ট কালই নিত্য; তাহাতে যথোক্ত কার্য্য করিতে হয়। সপিণ্ডীকরণের পর পিতামহের পিতামহ পিতৃপিণ্ড হইতে বঞ্চিত হইয়া লেপভুজত্ব প্রাপ্ত হইবেন। তদ-বধি লেপভুজ চতুর্থ পুরুষ লেপভুজত্বে হীন হইয়া থাকেন। পিতা, পিতা-মহ, প্রপিতামহ—এই তিন পুরুষ পিণ্ডভাজন আর পিতামহের পিতামহাবধি তিন পুরুষ লেপভুজ, পিণ্ডভাজনকে হইয়া সপ্তম

ইত্যেব মূনিভিঃ প্রাক্তঃ সহস্রঃ সাপ্তপৌরুষঃ

যজমানাং প্রতৃত্বাৰ্দ্ধমন্নলেনপভুজন্তথা ।

ততোহস্তে পূৰ্ব্বজাঃ সৰ্কে যে চাস্তে নরকোকসঃ

যেহপি তিৰ্য্যাক্ষ্যাপরা যে চ ভূতাদিসংস্থিতাঃ ।

তান্ সৰ্বান যজমানো বৈ শ্রাদ্ধং কুৰ্বন যথাবিধি

স সমাপ্যায়তে বিপ্রা যেন যেন বদামি তৎ ।

অন্নপ্রকিরণং যন্তু মনুষ্যৈঃ ক্রিয়তে ভুবি ॥ ৮৭

তেন তৃপ্তিমুপায়াতি যে পিশাচত্মাগতাঃ ।

যদনু স্নানবস্ত্রোখং ভূমৌ পততি ভো দ্বিজাঃ ॥

তেন যে তরুতাং প্রাপ্তাস্তেষাং তৃপ্তিঃ

প্রজায়তে ।

যান্ত গন্ধাস্থকণিকাঃ পতন্তি ধরণীতলে ॥ ৯১

তাভিরাপ্যায়নং তেষাং দেবত্বং যে কূলে গতাঃ

উদ্ধতেষথ পিণ্ডেযু যাশ্চাস্থকণিকা ভুবি ॥ ৯২

তাভিরাপ্যায়নং তেষাং যে তিৰ্য্যাক্ষঃ কূলে গতাঃ

যে চাদন্তাঃ কূলে বালাঃ ক্রিয়াযোগাক্ষহিহুতাঃ

পুরুষ পর্য্যন্ত সহস্র থাকে । পিণ্ডদাতা

হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তপুরুষের উদ্ধতন

ব্যক্তিবর্গ সকলেই অনুলেপভূজ । হে

বিপ্রগণ ! তাঁহারা নরকবাসাই হউন, তিৰ্য্যাক্ষ

কৃত্ত প্রাপ্ত হউন, আর ভূতযোনিগতই

হউন,—শ্রাদ্ধকর্তা তাঁহাদিগেরও শ্রাদ্ধ

দ্বারা যেরূপে তৃপ্তি সাধন করিতে পারেন,

সেই বিধান বলিতেছি । মনুষ্যগণ ভূতলে

যে অন্ন বিকিরণ করে, তদ্বারা পিশাচত্ম

প্রাপ্ত পিতৃগণ তৃপ্ত হইবেন । হে দ্বিজগণ !

স্নান বস্ত্রের যে জল ভূমিতে পতিত হয়,

তাহা দ্বারা যাহারা বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন

সেই পিতৃগণের তৃপ্তি হয় । গন্ধ-

জলের যে কণিকা পৃথিবীতে পতিত হয়,

তদ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত পিতৃগণের তৃপ্তি হইয়া

থাকে । বংশের মধ্যে যাহারা তিৰ্য্যাক্ষ

জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, পিণ্ড উদ্ধারকালে

তাঁহারা যে কণিকা ভূতলে পড়ে, তাহাতেই

তাঁহাদিগের তৃপ্তি লাভ ঘটে । বংশে

দন্তোৎপত্তির পূর্বেই যে বালকদিগের মৃত্যু

হইয়াছে, তাহারা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার বহির্ভূত ;

বিপন্নান্বনধীকারাঃ সম্যজ্জিতজলাশিনাঃ ।

ভুক্তা চাচামতাঃ যচ্চ যজ্ঞলঃ চান্তি শৌচজন্ম

ব্রাহ্মণানাং তথৈবান্তস্তেন তৃপ্তিঃ প্রয়াস্তি বৈ

এবং যো যজমানস্ত যচ্চ তেষাং দ্বিজয়নাম্ ॥

কশ্চিজ্জলান্নবিক্ষেপঃ শুচিকৃচ্ছিত্ত এব বা ।

তেনারেন কূলে তত্র যে চ যোন্তস্তরং গতাঃ ॥

প্রয়াস্ত্যাপ্যায়নং বিপ্রাঃ সম্যক্শ্রাদ্ধক্রিয়বতাম্ ।

অন্যায়োপার্জিতৈরর্থৈর্ধনৈঃ ক্রিয়তে নরৈঃ ॥

তৃপ্যন্তে তে ন চাণ্ডালপুঙ্কসাদ্যাসু যোনিষু ।

এবমাপ্যায়নং বিপ্রা বহুনা মেব বাহুবৈঃ ॥ ৯৮

শ্রাদ্ধং কুৰ্বন্তিরজ্রাস্থবিক্ষেপৈঃ সম্প্রজায়তে ।

তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং নরো ভক্ত্যা শাকেনাপি যথাবিধি

কুবীত কুৰ্বতঃ শ্রাদ্ধং কূলে কশ্চিন্ন সৌদতি ॥ ৯৯

শ্রাদ্ধং দেয়ন্ত বিপ্রেষু সংযতেষ্যহিহোজিষু ॥ ১০০

অবদাতেষু বিদ্বৎসু শ্রোত্রিয়েষু বিশেষতঃ ।

ত্রিণাটিকেতস্ত্রিমধুস্ত্রিপূর্ণঃ যড়স্রবিৎ ॥ ১০১

মাতাপিতৃপরশ্চৈব স্বস্বীয়ঃ সামবেদবিৎ ।

উহার। সম্যর্জন-জল-মাত্রেয় প্রত্যাহী ;

ব্রাহ্মণগণের ভোজনাশ্তে আচমনকালে

এবং পাদপ্রক্ষালন সময়ে যে জল পতিত

হয়, তাহা দ্বারাই উহার। তৃপ্তি প্রাপ্ত

হইয়া থাকে । হে দ্বিজগণ ! এইরূপ

যথাবিধি শ্রাদ্ধক্রিয়াবান্ যজমানের ও শ্রাদ্ধীয়

ব্রাহ্মণগণের শুচি বা অশুচি যে কোনরূপ যে

কিছু জলান্ন প্রক্ষেপ, তদ্বারা বংশের

যাহারা অন্ত্যায় যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে,

তাহারা আপ্যায়িত হয় । অন্ত্যায়ো-

পার্জিত ধন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে বংশের

যাহারা চাণ্ডাল পুঙ্কশাদি নীচ-যোনিতে

জন্মিয়াছেন, তাহাদিগের তৃপ্তি হইয়া থাকে ।

অতএব নর, ভক্তিসহকারে শাক দ্বারাও

যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে ; শ্রাদ্ধ করিলে কূলের

কেহই অবসন্ন হয় না ৮১—৯৯ । জিতেজিয়,

অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণে,—বিশেষতঃ বিণ্ডক

বিদ্বান্ শ্রোত্রিয় জনে শ্রাদ্ধ দান করা বিধেয় ।

ত্রিণাটিকেত. ত্রিমধ. ত্রিশ্রপণ যড়স্রবিদ

ঋষিক্ পুরোহিতাচার্য্যুপাধ্যায়ঞ্চ ভোজয়েৎ ॥
 মাতুলঃ শ্বশুরঃ স্ত্রীলকঃ সখ্যকী দ্রোণপাঠকঃ ।
 মণ্ডলব্রাহ্মণো যশ্চ পুরাণার্থবিশারদঃ ॥ ১০৩
 অকল্লঃ কল্লসম্ভটঃ প্রতিগ্রহবিবজিতঃ ।
 এতে শ্রাদ্ধে নিয়োক্তব্যা ব্রাহ্মণাঃ পঙ্ক্তিপাবনাঃ
 নিমজ্জয়েত পূর্বেহ্যুঃ পূর্বোক্তান্ দ্বিজসত্তমান ।
 দৈবে নিয়োগে পিত্র্যে চ তাংস্তথৈবোপকল্লয়েৎ
 তৈস্ সংযমিত্তিভাব্যঃ যশ্চ শ্রাদ্ধঃ করিষ্যতি ।
 শ্রাদ্ধঃ দশা চ ভুক্তা চ মৈথুনং যোহধিগচ্ছতি
 পিতরস্তস্ত বৈ মাসং তস্মিন্ রেতসি শেরতে
 গহ্বা চ যোষিতং শ্রাদ্ধে যো ভুঙ্কেত যশ্চ
 গচ্ছতি ॥ ১০৭
 রেতোমূত্রকৃতাহারান্তং মাসং পিতরস্তয়োঃ ।
 তস্মাত্তু প্রথমং কার্য্যং প্রাজ্ঞেনোপনিমজ্জনম ॥
 অপ্রাপ্তৌ তদ্দিনেবাপি বর্জ্য্য যোষিৎপ্রসঙ্গিনঃ
 ভিক্ষার্থমাগতাংশাপি কালেন সংযতানযতীন ॥
 ভোজয়েৎপ্রণিপাতাদ্যৈঃ প্রসাদ্য যতমানসঃ ।

পিতৃ-মাতৃ-সেবাপরায়ণ, ভাগিনেয়, সামবেদ-
 বিদ, ঋষিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, উপাধ্যায়,
 মাতুল, শ্বশুর, স্ত্রীলক, কুটুম্ব, দ্রোণপাঠক,
 মণ্ডলব্রাহ্মণ, পুরাণার্থজ্ঞ, ভোজ্যহীন, ভোজ্য-
 লাভে সম্ভট, প্রতিগ্রহবিবজিত এবং পঙ্ক্তি-
 পাবন ব্রাহ্মণদিগকে শ্রাদ্ধে নিমজ্জন করা
 বিহিত। এই দ্বিজসত্তমগণকে দেব এবং
 পিতৃকার্য্যার্থ পূর্ব দিবসে নিমজ্জন করিবে,
 তাঁহারাও শ্রাদ্ধে ভোজন করিবেন বলিয়া
 সংযমী থাকিবেন। শ্রাদ্ধ দান ও শ্রাদ্ধ ভক্ষণ
 করিয়া যে ব্যক্তি মৈথুন করে, তাহার
 পিতৃগণ সেই রেতোমূত্রে একমাস কাল
 নির্মজ্জিত থাকেন। স্ত্রীসঙ্গ করিয়া যে ব্যক্তি
 শ্রাদ্ধ করে, বা শ্রাদ্ধ ভোজন কবে, তাহার
 পিতৃগণ একমাস কাল রেতোমূত্র ভোজন
 করিয়া থাকেন। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি
 শ্রাদ্ধের পূর্ব দিনেই নিমজ্জন করিবেন। যদি
 পূর্ব দিনে নিমজ্জন করা না হয়, তবে
 স্ত্রীসঙ্গবর্জিত ব্রাহ্মণকেই নিমজ্জন করিবেন।
 শ্রাদ্ধকালে ভিক্ষার্থ-সমাগত যতিদিগকেও

যোগিনশ্চ তদা শ্রাদ্ধে ভোজনীয়া বিপশ্চিতা ॥
 যোগাধারা হি পিতরস্তস্মাত্তান্ পূজয়েৎ সদা ।
 ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি একো যোগী ভবেদ্যদী ॥
 যজমানঞ্চ ভোক্তৃংশ্চ নোরিবাস্তসি তারয়েৎ ।
 পিতৃগাথা তথৈবাহ গীয়েত ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
 যা গীতা পিতৃভিঃ পূর্বমৈলস্তাসৌমহীপতে ॥ ১১২
 কদা নঃ সন্ততাবগ্রাঃ কশ্চিদ্ভবিতা স্মৃতঃ ॥
 যো যোগভুক্তশেষাম্নো ভুবি পিণ্ডান্ প্রদাস্ততি
 গয়াযামথবা পিণ্ডং খজমাংসং তথা হবিঃ ॥
 কালশাকং তিলাজ্যঞ্চ তপ্তয়ৈ কুসরঞ্চ নঃ ।
 বৈষদেবঞ্চ সৌম্যঞ্চ খজমাংসং পরং হবিঃ ॥
 বিষাণবর্জ্জং শিরসা অা পাদাদাশিষামহে ।
 দদ্যাজ্জ্বাকং ত্রয়োদশ্যাং যদ্যাসু চ যথাবিধি ॥
 মধুসর্পিঃসমায়ুক্তং পায়সং দক্ষিণায়নে ।

সংযত-চিত্তে প্রণিপাতাদি দ্বারা প্রসাদিত
 করিয়া ভোজন করাইবে। পিতৃগণ
 যোগাধার, এ নিমিত্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি
 যোগীদগকেও শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবেন।
 সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও একটা যোগী
 প্রধান, অতএব তাঁহাকে ভোজন
 করাইলে তিনি জলমধ্যস্থ নৌকার স্থায়
 শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও তদীয় পিতৃগণকে পরিভ্রাণ
 করিয়া থাকেন। পূর্বে ঐলভূপতি সমীপে
 পিতৃগণ যে গাথা গান করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম-
 বাদীরা শ্রাদ্ধকালে সেই পিতৃগাথাও গান
 করিয়া থাকেন। ১০০—১১২। সেই গাথা
 যথা—“আমাদিগের কাহার কোন কালে
 এমন এক সংযত ও অব্যগ্র সন্তান জন্মিবে,
 যে সন্তান যোগজনের ভুক্তশেষার দ্বারা
 ভূতলে আমাদিগকে পিণ্ড প্রদান করিবে?
 অথবা আমাদিগের তপ্তার্থ গয়ায় পিণ্ড-
 দান, গণ্ডার মাংস, হবি, কাল শাক,
 তিলমিশ্রিত স্নাত, কিম্বা কুসর দান
 করিবে। বৈষদেব, সৌম্য খজমাংস ও
 উত্তম হবি যদি দান করে, তবে সেই গর্হ-
 রহিত ব্যক্তিকে আমরা আপাদমস্তকে
 অগ্নীকৃত করি। কোন জন আমাদিগকে

ভস্মাৎ সম্পূজয়েন্তু স্পিত্বানু বিধিবন্নরঃ ॥
কামানভীপন স্কলান পাণাদানুবিমোচনম্ ।
বহ্ননকজ্ঞাস্তথা দিত্যানকজ্ঞগ্রহতারকাঃ ॥১১৮
ঐগয়ন্তি মনুষ্যাণাং পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ ।
আয়ুঃ প্রজাঃ ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং

সুখানি চ ॥ ১১৯

ঐষচ্ছন্তি তথা রাজ্যং পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ
তথাপরায়ঃ পুষ্টিহাং পিতৃণামতির্যচ্যতে ॥
সম্পূজ্য স্বাগতে নৈতান সদনেহ ভ্যাগতান
দ্বিজান্ ॥

পবিত্রপাণিরাচাষ্টানাসেনেষুপবেশয়েৎ ॥ ১২১
শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন সন্তোজ্য চ দ্বিজোত্তমান
বিসর্জয়েৎ প্রিয়াণ্যুত্থা প্রণিপত্য চ ভক্তিতঃ ॥
আদ্যমন্নং গৃহেচ্চ আগচ্ছেদন্নমোদিতঃ ।
ততো নিত্যক্রিয়াং কুর্যাদ্ভোজয়েচ্চ তথাতিথীন
নিত্যক্রিয়াং পিতৃণাং প্রাক্ কেচিদিচ্ছন্তি সত্তমাঃ

জ্যোদশীতে ও মঘাতে যথাবিধি শ্রাদ্ধ
দান করিবে? কোন্ বংশধর দক্ষিণা-
য়নে আমাদিগকে মধুঘৃতযুক্ত পায়স
দান করিবে? অতএব নর সর্বকামনা
পুরণার্থ ভক্তিসহকারে পিতৃগণকে আত্ম-
পাপবিনাশক শ্রাদ্ধ দান করিবে। মনুষ্যা-
দিগের পিতৃগণ শ্রাদ্ধ দ্বারা তর্পিত হইলে
বস্তু, রক্ত, আদিত্য, নক্ষত্র, গ্রহ, তারা,—
সকলেই তৃপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ-
তৃপ্ত পিতৃগণ আয়ু, সমৃদ্ধি, ধন, বিজ্ঞা, সুখ,
রাজ্য, স্বর্গ ও মোক্ষ পর্য্যন্তও দান করেন।
পিতৃকার্যে পূর্য্যাহ অপেক্ষা অপরাহু প্রশস্ত।
শ্রাদ্ধকর্তা পবিত্রপাণি হইয়া নিজ গৃহাগত
কৃত্যচমন ব্রাহ্মণগণকে স্বাগতাদি প্রশ্ন সহ-
কারে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক আসনে উপবেশন
করাইবেন। যথাবিধি শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে দ্বিজ-
গণকে ভোজন করাইয়া প্রিয়বাক্য ও সভক্তি
প্রণতিপূর্ব্বক বিদায় দিবেন। তার পর
নিত্যক্রিয়া করিবেন এবং অতিথিগণকে
ভোজন করাইবেন। কোন কোন মুনিসন্তম

ন পিতৃণাং তর্পিত্বান্তে শেষঃ পূর্ব্ববদাচরেৎ ॥
পৃথক্চেন বদন্ত্যন্তে কেচিৎ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ॥
ততস্তদন্নং ভুক্ত্বা ত সহ ভুক্ত্যা দিত্বর্নরঃ ॥ ১২৫
এবং কুবীত ধর্ম্মজঃ শ্রাদ্ধং পিতৃ্যং সমাহিতঃ ।
যথা চ বিপ্রমুখ্যাণাং পরিতোষোহভিজায়তে
ইদানোঃ সস্ত্রবক্ষ্যামি বর্জনীয়ান্বিজাদ্যমান্ ।
মিত্রশত্রুকুনবী ক্লীবঃ ক্ষয়ী শুক্লী বণিকৃপথঃ ॥
জীবদন্তোহথ খৰ্ঘাটঃ কাণোহক্ষো বধিরো জড়ঃ
মুকঃ পঙ্গুঃ কুণিঃ যণ্ডো দৃশ্র্মা ব্যাক্কেকরো ॥
কুষ্ঠী রক্তেনজ্রঃ কৃজো বামনো বিকটোহলসঃ
মিত্রশত্রুহৃৎ কুলীনঃ পশুপালো নিরাকার্তঃ ॥ ১২৯
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা পরিবেদনিকাসুতঃ ।
বৃষলীপতিতন্তুশ্চ ন ভবেচ্ছ্রদ্ধাভুগৃহিভঃ ॥
বৃষলীপুত্রসংস্কর্তা অনুটো দিধিযুপতিঃ ।
ভূতকাধ্যাপকো যন্ত ভূতকাধ্যাপিতশ্চ যঃ ॥ ১৩১

পিতৃক্রিয়ার পূর্বেই নিত্য ক্রিয়া করিতে
চাহেন, অপরে ওরূপ ইচ্ছা করেন না;
পরন্তু অবশিষ্ট কর্তব্য কর্ম্মগুলি পিতৃক্রিয়ার
পর করিতে বিধান দিয়া থাকেন। ফলতঃ
নিত্যক্রিয়াগুলি কেহ পিতৃক্রিয়ার পূর্বে এবং
কেহ পরেই বিধান করিয়াছেন। নরগণ
তার পর ভৃত্যাদি পরিজনসহ শেষ অন্ন
ভোজন করিবেন ॥ ১১৩—১২৫। ধর্ম্মজ ব্যক্তি
যাহাতে ব্রাহ্মণগণের পরিতোষ সহকারে
ভোজন হয়, এমন ভাবে যথাবিধি সমাহিত-
চিত্তে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। এক্ষণে শ্রাদ্ধে
বর্জনীয় দ্বিজাদ্যদিগের উল্লেখ করি-
তেছি। মিত্রদ্রোহী, কুনবী, ক্লীব,
ক্ষয়রোগী, শ্বেতরোগী, বাণিজ্য ব্যবসায়ী,
জীবদন্ত, খালিত্য-যুক্ত, কাণ, অন্ধ, বধির,
জড়, মুক, কেকর, ক্রৈব্যাভাব প্রাপ্ত, দৃশ্র্মা,
বিকলাঙ্গ, কেশবৎ দীর্ঘ রোমশালী,
কুষ্ঠী, রক্তেনজ্র, কৃজ, বামন, বিকটাকার,
অলস, মিত্রের শত্রু, দৃশ্র্ম লজ্জাত, পশুপালক,
কদাকার, পরিবিত্তি, পরিবেত্তা, পরিবেদ-
নিকা-পুত্র, বৃষলীপতি এবং বৃষলীপতির পুত্র,
ইহারা শ্রাদ্ধ ভোজনে যোগ্য নহে। আর

সুতকামোপজীবী চ যুগযুঃ সোমবিক্রয়ী ।
অভিশস্তস্তথা স্তেনঃ পতিতো বার্কি বিঃ শঠঃ ॥
পিণ্ডনো বেদসন্ত্যাগী দানাগিত্যাগনিষ্ঠরঃ ।
রাজঃ পুরোহিতো ভূত্যো বিদ্যাহীনোহথ
মৎসরী ॥ ১৩৩

বুদ্ধিভূতর্করঃ ক্রুরো মুঢ়ো দেবলকস্তথা ।
নক্ষত্রসূচকশ্চৈব পর্ষকারশ্চ গহিতঃ ॥ ১৩৪
অযাজ্যযাজকঃ যশো গহিতা যে চ বেহধমাঃ ।
ন তে শ্রাদ্ধে নিয়োক্তব্য্য দৃষ্ট্যমী পঙ্ক্তিদূষকাঃ
অসতাঃ প্রগ্রহো যত্র সতাঃ চৈবাবমাননা ।
দণ্ডো দেবকৃতস্তত্র সদ্যঃ পতিতি দাক্ষণঃ ॥ ১৩৫
হিমাগমঃ সুবিহিতঃ বালিশঃ যজ্ঞ ভোজয়েৎ ।
আদিধর্ম্যঃ সমুৎসৃজ্য দাতা তত্র বিনশ্চতি ॥
যজ্ঞাশ্রিতঃ দ্বিজঃ ত্যক্তা অশ্রমানীয় ভোজয়েৎ
তন্নিঃশাস্যনির্দম্বস্তত্র দাতা বিনশ্চতি ॥ ১৩৬
বস্ত্রাভাবে ক্রিয়া নাস্তি যজ্ঞা বেদান্তপাংসি চ ।
তস্মাদ্বাসাংসি দেয়ানি শ্রাদ্ধকালে বিশেষতঃ ॥

বৃষলীপুত্রের সংস্কারকর্তা অবিবাহিত,
পুনর্ভূপতি, ভূতকাধ্যাপক, ভূতকাধ্যাপিত,
সুতকামজীবী, যুগজীবী, সোমবিক্রয়ী,
সমাজ-নিষিদ্ধ, চোর, পতিত, বুদ্ধিজীবী,
শঠ, পিণ্ডন, বেদত্যাগী, দানত্যাগী, অগ্নি-
ত্যাগী, নিষ্ঠর, রাজপুরোহিত, ভূতা,
বিজ্ঞাহীন, মৎসর, বুদ্ধদেষী, দুরন্ত, ক্রুর,
মুঢ়, দেবল, নক্ষত্রসূচক, পর্ষকার, গহিত.
অযাজ্যযাজী, এবং অশ্রান্ত অধম ব্রাহ্মণ-
গণ পঙ্ক্তিদূষক, ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন
করাইবে না। যে স্থলে অসতের সম্মান ও
সতের অপমান হয়, তথায় সত্তাই দৈবকৃত
দাক্ষণ দণ্ড পতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি
শাস্ত্রবিধান উল্লঙ্ঘনপূর্বক মূর্থকে ভোজন
করায়, সেই দাতা পূর্বধর্মহীন
হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২৬—১৩৭।
যে ব্যক্তি আশ্রিত দ্বিজকে পরিত্যাগ করিয়া
অশ্রকে ভোজন করায়, সেই দাতা আশ্রিতের
নিঃশাস্যগিরিতে দম্ব হইয়া বিনষ্ট হয়। তাহার
যজ্ঞ, বেদ ও তপস্বী প্রভৃতি কোন কার্যই

কৌশেয়ঃ ক্ষৌমকার্পাসঃ দুকূলমহতঃ তথা ।
শ্রাদ্ধে হেতানি যো দদ্যাৎ কামানাপ্নোতি
চোন্তমান ॥ ১৪০
যথা গোমু প্রভৃতানু বৎসো বিন্দতি মাতরম্ ।
তথায়ঃ তত্র বিপ্রাণাং জন্তুর্জীবতিষ্ঠতে ॥ ১৪১
নামগোত্রঞ্চ মজ্জাংশ্চ দত্তময়ং ন যন্তি তে ।
অপি যে নিধনং প্রাপ্তান্তুষ্ঠিত্যহুপতিষ্ঠতে ॥
দেবতাভ্যাঃ পিতৃভ্যাশ্চ মহাযোগিভ্যা এব চ ।
নমঃ স্বাহায়ৈ স্বধায়ৈ নিত্যমেব ভবন্তি ॥ ১৪৩
আদ্যাবসানে শ্রাদ্ধস্ত ত্রিরাবৃত্ত্য জপেস্তদা ।
পিণ্ডনির্বপণে বাপি জপেদেবঃ সমাহিতঃ ॥ ১৪৬
ক্ষিপ্রমায়াস্তি পিতরো রাক্ষসাঃ প্রজবন্তি চ ।
প্রীয়ন্তে ত্রিমূলোকেষু মজ্জোহয়ং তারয়তু্যত ॥
ক্ষৌমসূত্রং নবং দদ্যাচ্ছাণং কার্পাসিকং তথা ।
পট্টোণং পট্টসূত্রঞ্চ কৌশেয়ঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ১৪৮

সিদ্ধ হয় না; সুতরাং সকল কার্যেই বিশে-
ষতঃ শ্রাদ্ধকালে বস্ত্র দান করা বিধেয়। নূতন
কৌশেয়, ক্ষৌম, কার্পাস ও দুকূল,—শ্রাদ্ধে
এই সকল দান করিলে উত্তম কামনা লাভ
হয়। প্রভূত গাভীর মধ্যেও বৎস যেমন
ভদ্রীয় মাতাকে চিনিয়া লয়, তেমনি জীব
যেখানে থাকুক, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণমুখে প্রদত্ত
অন্ন তাহার সমীপে উপগত হয়। মৃত
ব্যক্তিগণের নিকট নাম গোত্রাদি উল্লেখ
প্রদত্ত অন্নই যে উপস্থিত হয়, তাহা নহে,
পরন্তু তজ্জনিত ভূগুই তাহাদিগকে প্রাপ্ত
হয়। পিতৃগণের শ্রাদ্ধকালে প্রথম বিজ্ঞান
সময়ে (আসন দানান্তে) এবং পিণ্ডদান
সময়ে “দেবতা ও মহাযোগী পিতৃগণকে
নমস্কার; স্বাহা ও স্বধাকেও নমস্কার; তাহার
নিত্য এখানে সন্নিহিত হউন।” এই মন্ত্র
তিনবার পাঠ করিবে। এই মন্ত্র পাঠে রাক্ষ-
সেরা পলায়ন করে, পিতৃগণ স্বরায় আগমন
করেন, এবং প্রীত হইয়া থাকেন। উহা দাতা-
কেও পরিভ্রাণ করিয়া থাকে। নূতন ক্ষৌম,
শণনির্মিত, কার্পাসজ, এবং পত্র ও উর্ণা-
মিশ্রিত পট্টসূত্র দান করিবে; কৌশেয় বস্ত্র

বর্জয়েচ্চাদশং প্রাজ্ঞো যজ্ঞপ্যব্যাহতং ভবেৎ ।
 ন জীর্ণযজ্ঞাধৈতানি দাতৃশ্চাপ্যনয়ো ভবেৎ ॥
 ন নিবেজ্যো ভবেৎ পিণ্ডঃ পিতৃণাং যজ্ঞ জীবতি
 ইষ্টেন্নেন্ন ভক্ষ্যেণ ভোজয়েত্তং যথাবিধি ।
 পিণ্ডময়ো সদা দত্তাত্তোগার্থী সততং নরঃ ।
 পঠ্যো দদ্যাৎ প্রজার্থী চ মধ্যমঃ মন্ত্রপূর্বকম্ ॥
 উত্তমাং হ্যতিমধিচ্ছন পিণ্ডং গোমু প্রযচ্ছতি ।
 প্রজ্ঞাধৈব যশঃ কীৰ্ত্তিমপ্সু চৈব নিবেদয়েৎ ॥
 প্রার্থয়ন দীর্ঘমাযুশ্চ বায়সেভাঃ প্রযচ্ছতি ।
 কুমারশালামধিচ্ছনকুকুটেভাঃ প্রযচ্ছতি ॥১৫১
 একে বিপ্রাঃ পুনঃ প্রাহুঃ পিণ্ডোদ্ধরণমগ্রতঃ ।
 অমুজ্জাতঞ্চ বিপ্রৈস্তেঃ কামমুদধিযত্মামিতি ॥
 তস্মাদ্ভাঙ্গং তথা কার্যং যথোক্তমুশিভিঃ পুরা
 অস্তথা তু ভবেদাঘঃ পিতৃণাং নোপতিষ্ঠতি ॥
 যবেব্রাহ্মিহিতৈর্দারৈর্গোমুৈশ্চৈকৈকস্তথা ।

বর্জন কবিবে। এতদ্ভিন্ন দণ্ডহীন বস্ত্র ও
 বর্জনীয়। উহা পিতৃগণের জীতিপ্রদ হয়
 না, তাতারও ঘনিষ্ট উৎপাদন কবে।
 পিতৃগণের মধ্যে বৈ জীবিত থাকিলে
 তাঁহাকে পিণ্ড দান কবিবে না, পবস্ত্র
 তাঁহাকে উত্তমরূপে খাদ্য দ্রব্য দ্বাৰা ভোজন
 করাইবে। ভোগার্থী মানব সতত অগ্নিতে
 পিণ্ড দান কবিবে। সন্তানকাম ব্যক্তি
 মধ্যম পিণ্ডটি সমজ্ঞক পত্নীকে দিবে।
 উত্তম কান্তি কামনায় গোগণকে পিণ্ড প্রদান
 করিবে, এবং প্রজ্ঞা, যশ, ও কীৰ্ত্তি কামনায়
 তলে পিণ্ড প্রদান করিবে। গৃহ পুত্ৰাদি
 কামনায় কুকুটগণকে পিণ্ড দিবে। কোন
 কোন বিপ্র বলেন যে,—পিণ্ডোদ্ধাবেব পূর্বে
 অমুজ্জাত প্রার্থনা কবিবে, এবং বিপ্রগণ কর্তৃক
 “উদ্ধার কর” এইরূপ অমুজ্জাত হইয়া
 পিণ্ডোদ্ধাব করিবে। ফলতঃ পূর্বতন ঋষি-
 গণ যেমন যেমন বিধান করিয়াছেন, তদনু-
 রূপই শ্রদ্ধা করা উচিত। নচেৎ উহা
 পিতৃগণের তৃপ্তিসাধক হয় না, অধিকন্তু
 ন্যায্যোৎপাদক হইয়া থাকে। বিচক্ষণ ব্যক্তি
 বৈ, ব্রাহ্মি, তিল, মাষ, গোধম, চণক, মুগা,

সস্তর্পয়েৎ পিতৃন যুগৈঃ শ্রামাকৈঃ সৰ্ষপজ্জবৈঃ
 নীবারৈর্হস্তিশ্রামাকৈঃ শ্রিয়ন্তুভিস্তথাধিয়েৎ ।
 প্রসাতিকা সতিলকাঃ দত্তাচ্ছাদে বিচক্ষণঃ ॥
 আত্মমাত্রাতকং বিধং দাড়িমং বীজপূরকম্ ।
 প্রাচীনামলকং ক্ষীবং নারীকেলং পরুষকম্ ॥
 নাবক্ষ্যং সখর্জবং দ্রাক্ষানীলকপিথকম্ ।
 পটোলঞ্চ প্রিয়ালঞ্চ কর্কজুবদবাণি চ ॥ ১৫৭
 বিকল্পত বৎসকঞ্চ কর্কাক্ষারকানপি ।
 এতানি ফলজাতানি শ্রাদ্ধে দেয়ানি যত্নতঃ ॥
 শুভশর্কবমংসুগুণী দেয়ং কাণিতমুর্খরম্ ।
 গবাং পযো দধি স্নাতং তৈলঞ্চ তিলসম্ভবম্ ॥
 সৈন্ধবং সাগবোথঞ্চ লবণং সারসং তথা ।
 নিবেদয়েচ্ছতীন গন্ধাংশ্চন্দনাশুক্রকুঙ্কমান ॥১৬০
 কালশাক তণ্ডুলীয়ং বাস্তুকং মূলকং তথা ।
 শাকমাৰণ্যকঞ্চাপি দদ্যাৎ পুষ্পাণ্যমুনি চ ॥
 জাতিচম্পকলোদ্ধাংশ্চ মল্লিকাবাণবর্ষরী ।
 বৃন্তাশোকাটকঞ্চ তুলসী তিলকং তথা ॥১৬১
 পাবস্তীঃ শতপত্রাঞ্চ গন্ধশেফালিকামপি ।
 কুন্তকং তগবৈধবং যুগমাৰণ্যকেতকীম্ ॥ ১৬৩

শ্রামাক, নোবাব, হস্তিশ্রামাক, শ্রিয়ন্তু,
 প্রসাতিকা, ও তিলক প্রভৃতি দ্রব্য
 শ্রাদ্ধে দান কবিবে। আত্ম, আত্মাতব,
 বিধ, দাড়িম, বীজপূব, প্রাচীনামলক, ক্ষীরক,
 নারীকেল, পরুষ, নাবক্ষ, খর্জুর, দ্রাক্ষা,
 নীল বপিন্স, পটোল, প্রিয়াল, কর্কজু,
 বদব, বিকল্পত, বৎসক, ফটী,—শ্রাদ্ধে সযত্নে
 এই সকল ফল দান করিবে। ১৬৮—১৫৮।
 শুভ, শর্করা, মংসুগুণী, কাণিত, মুর্খুর, গব্য,
 হস্ত, দধি, স্নাত, তিলতৈল, সৰ্ষপতৈল, সৈন্ধব,
 সামুদ্রলবণ, সাবসলবণ, পবিত্র গন্ধ, চন্দন,
 অশুক্র, কুঙ্কম, কালশাক, তণ্ডুলীয়, বাস্তুক,
 মূলক ও আরণ্যশাক প্রদান করিবে। হে
 দ্বিজগণ। জাতি, চম্পক, লোদ্ধা, মল্লিকা,
 বাণ, বর্ষরী, বৃন্ত, অশোক, অটক্কষক,
 তুলসী, তিলক, পাবস্তী, দূর্কা, গন্ধ, শেফা-
 লিকা, কুন্তক, তগর, যুগ, আৰণ্য কেতকী।

যুধিকামতিমুক্তক আক্রমোগ্যানি ভো দ্বিজাঃ ।
কমলং কুমুদং পদ্মং পুণ্ডরীকঞ্চ যত্নতঃ ॥ ১৬৪
ইন্দীবরং কোকনদং কহ্লায়ঞ্চ নিযোজয়েৎ ।
কুষ্ঠং মাংসৌ বালকঞ্চ কুকুটী জাতিপত্রকম্ ॥ ১৬৫
নলিকোশীরমুস্তঞ্চ গ্রাহিপর্ণী চ সুল্লরৌ ।
পুনর্যোবমাদৌনি গন্ধযোগ্যানি চক্ষতে ॥ ১৬৬
গুগ্গুলং চন্দনৈকৈব স্রীবাসমগুরুং তথা ।
ধূপানি পিত্তযোগ্যানি ঋষিগুগ্গুলমেব চ ।
রাজমাষাংশ্চ চণকান্মসুরান্ কোরদূষকান্ ।
বিপ্রধান মর্কটাস্টৈশ্চ কোদ্রবাষ্টৈশ্চ বর্জয়েৎ ॥
মহিষঃ চামরং মার্গমাবৈকেশকোদ্রবম্ ।
স্রৈণমোহুর্মাবিকঞ্চ দধি কীরং স্নাতং ত্যজেৎ ॥
তালং বরুণকাকোলৌ বহুপত্রার্জুনীফলম্ ।
জম্বীরং রক্তবিন্দুঞ্চ শালশ্রাপি ফলং ত্যজেৎ ॥
মৎস্তশুকরকুর্মাশ্চ গাবো-বর্জ্যা বিশেষতঃ ।
পুতিকং মৃগনাভিঞ্চ রোচনাং পদ্মচন্দনম্ ॥ ১৭১
কালেয়কং তুগ্রগন্ধং তুরুকঞ্চাপি বর্জয়েৎ ।
পালঙ্কঞ্চ কুমারীঞ্চ কিরাতং পিণ্ডমূলকম্ ॥ ১৭২

যুধিকা, ও অতিমুক্তক প্রভৃতি পুষ্প আক্রমোগ্য । কমল, কুমুদ, পদ্ম, খেতপদ্ম, নীলোৎপল, রক্তোৎপল, ও কহ্লার পুষ্পও আক্ষে দান করা উচিত । কুড়, জটামাংসী, বালা, কুকুটী, জাতিপত্র, নালিকা, উশীর, মুস্তক, গ্রাহিপর্ণী, সুল্লরী প্রভৃতি এবং গন্ধযোগ্য গুগ্গুলু, চন্দন, স্রীবাস, অগুরু, ধূপ, ও ঋষিগুগ্গুলু প্রদান করা কর্তব্য । রাজমাষ, চণক, মসুর, কোরদূষক, বিপ্রাষ, মর্কট, ও কোদ্রব,—এসকল আক্ষে বর্জনীয় । মহিষ, চমরী, মৃগ, মেঘ, একশক পশু, শ্রীলোক, উষ্ট্র, অজা,—এ সকলের হৃদয়, দধি, স্নাতাদি, আক্ষে বর্জন করিবে । তাল, বরুণ, কাকোল, বহুপত্র, অর্জুনীফল, জম্বীর, রক্তবিন্দু, ও শালফল আক্ষে বর্জনীয় । মৎস্ত, শূকর, কুর্মা এবং গোমাংস বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিবে । পুতিকা, মৃগনাভি, রোচনা, পদ্ম-চন্দন, কালেয়ক, উগ্রগন্ধ, তুরুক, এ সকলও

গৃহনং চূড়িকাং চূড়ং বক্রমাং চণপত্রিকাম্ ।
জীবঞ্চ শতপুষ্পাঞ্চ নালিকাং গন্ধশুকরম্ ॥ ১৭৩
হলভূতাং সর্ষপঞ্চ পলাণ্ডুং লণ্ডনং ত্যজেৎ ।
মানকন্দং বিষকন্দং বজ্রকন্দং গদাশ্বতম্ ॥ ১৭৪
পুরুষাণ্ডং সপিণ্ডালুং আন্ধকর্মাণি বর্জয়েৎ ।
অলাবুং তিক্তপর্ণাঞ্চ কুমাণ্ডুং কটুকত্রয়ম্ ॥ ১৭৫
বার্ভাকং শিবজাতঞ্চ লোমশানি বটানি চ ।
কালীয়ং রক্তবাণাঞ্চ বলাকা লকুচং তথা ।
আন্ধকর্মাণি বর্জ্যানি বিভীতককলং তথা ॥ ১৭৬
আরনালঞ্চ শুভ্রঞ্চ শীর্ণং পর্যুষিতং তথা ॥ ১৭৭
নোগ্রগন্ধঞ্চ দাতব্যং কোবিদারকশিগ্রকৌ ।
অত্যম্নং পিচ্ছিলং স্তম্ভং যাতযামঞ্চ সন্তপাঃ ॥
ন চ দেয়ং গতরসং মদ্যগন্ধঞ্চ যন্তবেৎ ।
হিঙ্গুগ্রগন্ধং কণিশং ভূনিদ্রং নিদ্ররাজিকে ॥ ১৭৯
কুস্তম্বকং কলিঙ্গোথং বর্জয়েদন্নবেতসম্ ।
দাড়িমং মাগধীকৈব নাগরার্জকতিস্তিভীঃ ॥ ১৮০
আম্রাতকং জীবকঞ্চ তুস্তকঞ্চ নিযোজয়েৎ ।
পায়সং শাল্মলীমুগাশ্মোদকাদীংশ্চ ভক্তিতঃ ॥

বর্জন করিবে । পালং, স্ততকুমারী, কিরাত, পিণ্ডমূলক, গৃহন, চূড়িকা, চূড়, বক্রমা, চণ-পত্রিকা, জীব, শতপুষ্পা, নালিকা, শূকর-গন্ধা, হলভূতা, সর্ষপ, পলাণ্ডু, লণ্ডন, মানকন্দ, বিষকন্দ, গদাশ্বক, পুরুষাণ্ড, সপিণ্ডালু, আন্ধকর্মা, বার্ভাক, শিবজাত, লোমশ বট, কালীয়, রক্তবাণ, বলাকা, লকুচ, বিভীতক ফল, এ সকল পরি-বর্জন আবশ্যক । ১৫৯—১৭৬ আরনাল, স্তম্ভ, শীর্ণ, পর্যুষিত, কোবিদার, শিগ্র, এবং উগ্রগন্ধ-দ্রব্য আক্ষে দান করা উচিত নহে । অত্যম্ন, পিচ্ছিল, গতরস বা স্তম্ভ দ্রব্যও বর্জনীয় । যে দ্রব্য প্রস্তুত হইবার পর একপ্রহর অতীত হইয়াছে এবং যাহা মদ্যগন্ধযুক্ত, তাহাও আক্ষে দিবে না । হিঙ্গু, উগ্রগন্ধ, কণিশ, ভূনিদ্র, নিদ্র, রাজিকা, কলিঙ্গোথ, কুস্তম্বক, অন্নবেতস, দাড়িম, মাগধী, নাগর, আর্জক, তিস্তিভী, আম্রাতক, জীবক, তুস্তক—এ সকল দ্রব্য আক্ষে প্রশস্ত । পায়স, শাল্মলী, মুগা,

পানকঞ্চ রসালঞ্চ গোক্ষীরঞ্চ নিবেদয়েৎ ।
 যানি চাভ্যবহার্যাণি স্বাহ্নিদ্ধানি ভো দ্বিজাঃ ॥
 ঈষদন্নকটুশ্চেব দেয়ানি শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি ।
 অত্যম্নঃ চাতিলবণমতিরিক্তকটুনি চ ॥ ১৮৩
 আশুরাগীহ ভোজ্যানি তান্ততো দূরতন্ত্যজেৎ
 যুষ্ঠানিদ্ধানি যানি সূর্য্যবৎকটুন্নকানি চ ॥
 স্বাদূনি দেবভোজ্যানি তানি শ্রাদ্ধে নিয়োজয়েৎ
 ছাগমাংসং বার্ভিকঞ্চ তৈত্তিরং শশকামিষম্ ॥
 শিবালাবকরাজীবমাংসং শ্রাদ্ধে নিয়োজয়েৎ ।
 বার্ভীগং রক্তশিবং লোহং শব্দসমম্বিতম্ ॥ ১৮৬
 সিংহতুণ্ডঞ্চ খড়্গঞ্চ শ্রাদ্ধে যোজ্যং তথোচ্যতে
 যদপ্যুক্তং হি মনুনা রোহিতং প্রতিযোজয়েৎ ॥
 যোক্তব্যং হব্যকব্যেযু কাপিলং ন নিয়োজয়েৎ
 এবমুক্তং ময়া বিপ্রা বারাহেণাবলোকিতম্ ।
 ময়া নিষিদ্ধং ভুঞ্জানো রোরবং নরকং ব্রজেৎ ।
 এতানি চ নিষিদ্ধানি বারাহেণ তপোধনাঃ ॥

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনাং ন দেয়ানি পিতৃধৰ্ম্মি
 রোহিতং শূকরং কূৰ্ম্মং গোধাং হংসঞ্চ বর্জয়েৎ
 চক্রবাকঞ্চ মদুগুঞ্চ শব্দহীনামংস্তকান্ ।
 কুররঞ্চ নিরসিঞ্চ বাসহাতঞ্চ কুকুটান্ ॥ ১৯০
 কলবিদ্ধময়ূরাম্ভ ভারদ্বাজাম্ভ শার্ঙ্গকান্ ।
 নকুলোলুকমার্জ্জারাম্ভোপানন্তান্ স্নুগ্রহান্ ॥
 টিট্টিভান্সার্কজম্বুকান্ ব্যাঘ্রম্ভকতরম্বুকান্ ।
 এতানন্তাম্ভস্চ সন্দুষ্টান্যো ভক্ষয়তি তুৰ্ম্মতিঃ ॥
 স মহাপাপকারী তু রোরবং নরকং ব্রজেৎ ।
 পিতৃষেতাংস্ত যো দত্যাং পাপাত্মা গহিতামিষান্
 স স্বৰ্গস্থানপি পিতৃন্নরকে পাতদ্বিষ্যতি ॥ ১৯৪
 কুসুম্ভশাকং জম্বীরং সিংগ্রকং কোবিদারকম্ ॥
 পিণ্ড্যকং বিপ্রফষৈকেব মসূরং গৃঞ্জনং শণম্ ।
 কোদ্রবং কোকিলাক্ষঞ্চ চূক্রং কষুকপদ্মকম্ ॥
 চকোরশ্চেনমাংসঞ্চ বৰ্জুলালাবুতালিনীম্ ।
 ফলং তালতরুণাঞ্চ ভুক্ত্বা নরকমুচ্ছতি ॥ ১৯৭

ও মোদবাদি দ্রব্য ভক্তিসহকারে প্রদান
 করিবে। পানক, রসলা ও গোক্ষীর
 শ্রাদ্ধে নিবেদন করিবে। হে দ্বিজগণ!
 এইরূপ আরও যাহা যাহা স্বাহ ও পিঞ্চ
 ঈষৎ অন্ন বা কটুরসযুক্ত খাদ্য আছে,
 তৎসমস্তই শ্রাদ্ধে বিহিত। অত্যম্ন, অতি-
 লবণ, বা অতি কটুদ্রব্য আশুর খাদ্য,
 অতএব তাহা শ্রাদ্ধে পরিহার্য। পিঞ্চ মধুর-
 রসযুক্ত ও ঈষৎ কটু-অন্নরস-বিশিষ্ট স্বাহ
 দ্রব্য সকল দেবভোজ্য; অতএব সেই সকল
 দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রদান করিবে। ছাগ, বর্ভক,
 তিত্তিরি, শশক, শিবা, লাবক, রাজীব,
 বার্ভীগস, রক্তশিব, শব্দযুক্ত, লোহ, সিংহতুণ্ড,
 খড়্গ,—এই সকলের মাংস শ্রাদ্ধে নিয়োজিত
 করিবে। মনু যে শ্রাদ্ধে রোহিত মংস্ত
 নিয়োগ করিতে বলিয়াছেন, হব্য কব্যে
 উহা নিয়োগ করিবে বটে; কিন্তু কাপিল
 রোহিত নিয়োগ করিবে না। বরাহদেব
 পূর্বে যেরূপ শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, আমি তাহা
 দেখিয়া এই বিধান কহিলাম। হে তপো-

ধনগণ! আমি এই যে নিষিদ্ধ দ্রব্যের
 উল্লেখ করিলাম, বরাহদেব এই সকল বর্জন
 করিয়াছেন। এ সকল ভোজনে রোরব
 নরকে যাইতে হয়। এই সকল দ্বিজাতি-
 গণের অভক্ষ্য; পিতৃগণকেও দেওয়া উচিত
 নহে। রোহিত, শূকর, কূৰ্ম্ম, গোধা, এবং হংস
 বর্জনীয়। চক্রবাক, মদুগু, শব্দহীন মংস্ত,
 কুরর, নিরসি প্রাণী, বাসহাত, কুকুট, কলবিদ্ধ,
 ময়ূর, ভারদ্বাজ, শার্ঙ্গক, নকুল, উলুক,
 মার্জ্জার, গোপ এবং অন্তান্ত স্নুগ্রহ জীব,
 টিট্টিভ, সার্ক-জম্বুক, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, তরঙ্গু আর
 অন্তান্ত স্নুগ্রহ জন্ত, যে তুৰ্ম্মতি ভক্ষণ করে,
 সেই মহাপাপী মানব রোরব নরকে যায়।
 যে পাপাত্মা এই সকল গর্হিত মাংস
 পিতৃকার্য্যে দেয়, সে স্বৰ্গস্থ পিতৃগণ-
 কেও নরকে পাত্তিত করে। ১৭৭—১৯৪।
 কুসুম্ভ-শাক, জম্বীর, সিংগ্রক, কোবিদার,
 পিণ্ড্যক, বিপ্রফষ, মসূর, গৃঞ্জন, শণ, কোদ্রব,
 কোকিলাক্ষ, চূক্র, কষুক, পদ্মক, চকোর ও
 শ্চেনের মাংস, বৰ্জুলা অলাবু, তালিনী ও

দধা পিতৃষু তৈঃ সার্কং ব্রজেৎ পুয়বহং নরঃ ।
তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন নাহরেতু বিচক্ষণঃ ॥ ১৯৮
নিষিদ্ধানি বরাহেণ স্বয়ং পিতৃর্ধমাদরাৎ ।
বরমেবান্নমাংসস্ত ভক্ষণং মুনয়ঃ কৃতম্ ॥ ১৯৯
ন হেব হি নিষিদ্ধানামাদানং পুস্তিরাদরাৎ ।
অজ্ঞানাদ্ধা প্রমাদাদ্ধা সৰুদেতানি চ দ্বিজাঃ ॥
ভক্ষিতানি নিষিদ্ধানি প্রায়শ্চিত্তং ততশ্চরেৎ ।
ফলমূলদধিক্শীরতক্রগোমূত্রযাবকৈঃ ॥ ২০১
ভোজ্যারভোজ্যসমুজ্জৈ প্রত্যেকং দিনসপ্তকম্
এবং নিষিদ্ধাচরণে কৃতে সৰুদপি দ্বিজৈঃ ॥ ২০২
শুদ্ধিঃ নেয়ঃ শরীরস্ত বিষ্ণুভক্তেবিশেষতঃ ।
নিষিদ্ধাঃ বর্জয়েদ্রব্যং যথোক্তঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
সমাস্কৃত্য ততঃ শ্রাদ্ধং কৰ্ত্তব্যং নিজশক্তিতঃ ।
এবং বিধানতঃ শ্রাদ্ধং কৃৎবা শ্ববিভবোচিতম্ ॥
আব্রহ্মস্তদ্বপর্যন্তং জগৎ প্রীণাতি মানবঃ ॥ ২০৪

তালফল ভোজন করিলে নরকগামী হয় ।
নর পিতৃগণকে এ সকল দ্রব্য নিবেদন
করিলে তাঁহাদিগের সহিত পুয়বহ নরকে
পতিত হয় । অতএব বিচক্ষণ মানব এ সকল
সৰ্বপ্রযত্নে বর্জন করিবে ; বরাহদেব স্বয়ং
সাগ্রহে পিতৃলোকদিগকে এই সমস্ত দান
করিতে নিষেধ করিয়াছেন । হে মুনিগণ !
বরং আত্মমাংস ভক্ষণ ও ভাল ; কিন্তু নিষিদ্ধ
দ্রব্য ভোজন মানবগণের সৰ্ব্বথা অকৰ্ত্তব্য ।
হে দ্বিজগণ ! যদি অজ্ঞানতঃ বা প্রমাদ
বশেও এ সকল ভক্ষিত হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত
করা উচিত । যদি খাদ্যদ্রব্যাদি সহ কোন
প্রকারে এই সকল ভক্ষিত হয়, তবে সপ্তাহ
যাবৎ প্রতিদিন যথাক্রমে ফল, মূল, দধি,
দুগ্ধ, তক্র, গোমূত্র ও যাবক ভক্ষণ করিবে ।
হে দ্বিজগণ ! নিষিদ্ধাচরণ করিলে এই
প্রকারে সকলেরই বিশেষতঃ বিষ্ণুভক্তগণের
শরীরশোধন কৰ্ত্তব্য । হে দ্বিজোত্তমগণ !
নিজ শক্ত্যুপায়ে যথোক্ত নিষিদ্ধ দ্রব্য
ব্যতীত অন্যান্য উপকরণ আহরণপূর্বক
শ্রাদ্ধ করিবে । মানব নিজ বিভবানুরূপ
যথাবিধানে শ্রাদ্ধ করিয়া আব্রহ্ম স্তদ্ব পর্যন্ত

মুনয় উচুঃ ।
পিতা জীবতি যন্তাথ মৃতৌ যৌ পিতরৌ পিতুঃ
কথং শ্রাদ্ধং হি কৰ্ত্তব্যমেতদ্বিস্তরশো বদ ॥ ২০৫
ব্যাস উবাচ ।
যত্নে দত্তাৎ পিতা শ্রাদ্ধং তত্নে দত্তাৎ মৃতঃ স্বয়ম্
এবং ন হীযতে ধর্মো লৌকিকো বৈদিকস্তথা ॥
মুনয় উচুঃ ।
মৃতঃ পিতা জীবতি চ যন্ত ব্রহ্মন্ পিতামহঃ ।
স হি শ্রাদ্ধং কথং কুর্যাদেতৎ কঙ্কমর্হসি ॥ ২০
ব্যাস উবাচ ।
পিতুঃ পিণ্ডং প্রদত্ত্বাচ ভোজয়েচ্চ পিতামহম্
প্রপিতামহস্ত পিণ্ডং বৈ হৃদয়ং শাস্ত্রেষু নির্ণয়ঃ ॥
মৃতেষু পিণ্ডং দাতব্যং জীবন্তং চাপি ভোজয়েৎ
সপিণ্ডীকরণং নাস্তি ন চ পার্শ্বণমিষ্যতে ॥ ২০২
আচারমাচরেদ্যন্ত পিতৃমেধাশ্রিতঃ নরঃ ।
আয়ুযা ধনপুত্রৈশ্চ বর্জিত্যন্ত ন সংশয়ঃ ॥ ২১০
পিতৃমেধাধ্যায়িমং শ্রাদ্ধকালেষু যঃ পঠেৎ ॥

জগতের তৃপ্তিসাধন করে । ১৯৫—২০৪ ।
মুনিগণ কহিলেন,—পিতা জীবিত থাকিতে
পিতা ও পিতামহ মৃত হইলে সেস্থলে কি
প্রকার শ্রাদ্ধ হইবে ? বিস্তারপূর্বক তাহা
বলুন । ব্যাস বলিলেন,—পিতা যাহা-
দিগকে শ্রাদ্ধ দান করিতেন, পুত্রও তাঁহা-
দিগেরই শ্রাদ্ধ করিবে । একরূপ করিলে
লৌকিক ও বৈদিক ধর্মের হানি হয় না ।
মুনিগণ কহিলেন,—ব্রহ্মন্ ! যাহার পিতামহ
জীবিত আছেন, কিন্তু পিতার মৃত্যু ঘটি-
য়াছে, সে কিপ্রকার শ্রাদ্ধ করিবে ? এই
তত্ত্ব প্রকটিত করুন । ব্যাস বলিলেন,—
এরূপ স্থলে পিতাকে পিণ্ড দিবে, কিন্তু পিতা-
মহকে ভোজন করাইবে । ইহাই শাস্ত্রের
সিদ্ধান্ত । মৃতব্যক্তিকে পিণ্ডদান করিবে,
আর জীবিত ব্যক্তিকে ভোজন করাইবে ;
পরন্তু সপিণ্ডীকরণ নাই । পার্শ্বণও কৰ্ত্তব্য
নহে । এই পিতৃমেধসদ্বন্ধীয় আচার যে
নর প্রতিপালন করে, সে আয়ু, ধন, ও পুত্র-
দিতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ; ইহাতে সংশয়

তদরমন্ত পিতরোহংস্তি চ ত্রিযুগং দ্বিজাঃ ॥২১১

এবং ময়োক্তঃ পিতৃমেধকল্পঃ

পাপাপহঃ পুণ্যবিবৰ্দ্ধনশ্চ ।

শ্রোতব্য এষ প্রযতৈর্নরৈশ্চ

শ্রাক্ষেণ চৈবাপ্যহুকৌর্ভয়েত ॥ ২১২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শ্রাক্ষকল্পনিক্রপণং বিংশত্য-

ধিকাবশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২০ ॥

একবিংশত্যাধিকাবশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

এবং সমাগৃহস্থেন দেবতাঃ পিতরন্তথা ।

সম্পূজ্য হব্যকব্যাত্যামনেনাতিথিবান্ধবাঃ ॥১

ভূতানি ভূত্যাঃ সকলাঃ পশুপাক্ষিপীলিকাঃ ।

ভিক্ষবো ঘাচমানাশ্চ যে চাত্তে পান্ডকা গৃহে ॥২

সদাচাররতা বিপ্রাঃ সাধুনা গৃহমেধিনা ।

পাপং ভুক্তেন সমুদ্রজ্য নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ

নাই। হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি শ্রাক্ষকালে এই পিতৃমেধাধ্যায় পাঠ করে, তাহার পিতৃ-লোক তৎপ্রদত্ত অন্ন ত্রিযুগ যাবৎ ভোজন করেন। এই আমি পাপাপহ, পুণ্যবৰ্দ্ধনকর, পিতৃমেধকল্প বলিলাম; প্রযত নরগণের ইহা শ্রোতব্য এবং শ্রাক্ষকালে অনুকৌর্ভনীয়, জানিবেন। ২০৫—২১২ ।

বিংশত্যাধিকাবশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২০ ॥

— — —

একবিংশত্যাধিকাবশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—সাধু, গৃহস্থ কর্তৃক এই প্রকারে হব্য কবা দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের এবং অন্ন দ্বারা অতিথি, বান্ধব, ভূত, ভিক্ষুক, যাচক, পাখী, গৃহাগত অন্তান্ত ব্যক্তি, সদাচারপরায়ণ জনগণ, এবং পশু, পক্ষী ও পিপীলিকাদি সৰ্ব্ব ভূতের ভূক্তি সাধন বিধেয়। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া উল্লঙ্ঘ্য করিলে পাপভাগী হইতে হয়।

মুনয় উচুঃ ।

কথিতং ভবতা বিপ্র নিত্যনৈমিত্তিকঞ্চ যৎ ।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং কৰ্ম্ম পৌৰুষম্

সদাচারং মূনে শ্রোতুমিচ্ছামো বদতন্তব ।

যং কুর্স্বন সুখমাপ্নোতি পরজ্ঞেহ চ মানবঃ ॥৫

ব্যাস উবাচ ।

গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিরক্ষণম্ ।

ন হ্যচারবিহীনস্ত ভদ্রমত্র পরত্র বা ॥ ৬

যজ্ঞদানতপাঃসৌহ পুরুষস্ত ন ভূতয়ে ।

ভবন্তি যঃ সদাচারঃ সমুদ্রজ্য প্রবর্ততে ॥ ৭

দুরাচারো হি পুরুষো নেহায়ুর্বিদতে মহৎ ।

কার্য্যো ধর্ম্মঃ সদাচার আচারশ্চৈব লক্ষণম্ ॥৮

তত্ত্ব স্বরূপং বক্ষ্যামি সদাচারস্ত ভো দ্বিজাঃ ।

আত্মনৈকমনা ভূত্বা তথৈব পরিপালয়েৎ ॥ ৯

ত্রিবর্গসাধনে যত্নঃ কর্তব্যো গৃহমেধিনা ।

তৎসংস্কৌ গৃহস্থস্ত সিদ্ধিরত্র পরত্র চ ॥ ১০

পাদেনাপ্যস্ত পারত্র্যং কুর্ধ্যাচ্ছেয়ঃ স্বমান্বান

মুনিগণ কহিলেন,—হে বিপ্র! আপনি নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম-বিধান বলিলেন। পুরুষগণের কৰ্ম্ম—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য, এই ত্রিবিধ। এক্ষণে মানব যাহা করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে সুখ লাভ করিতে পারে, সেই সদাচার শুনিতে বাসনা করি; আপনি তাহা বলুন। ব্যাস বলিলেন,—গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে সতত আচার পরিপালন কর্তব্য। আচারহীন জন, ইহ পর কোন লোকেই মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না। যে পুরুষ সদাচার লঙ্ঘনপূর্ব্বক যজ্ঞ, দান বা তপস্তা করে, তাহার তজ্জনিত ফল সুখসাধক হইতে পারে না। দুরাচার নর ইহলোকে দীর্ঘায়ু হয় না; অতএব সদাচার ধর্ম্ম প্রতিপালন কর্তব্য। সেই আচারের লক্ষণ ও স্বরূপ বর্ণন করিতেছি। হে দ্বিজগণ! সময়ে একমনে সদাচার প্রতিপালন করিবে। গৃহস্থ ব্যক্তি ত্রিবর্গ সাধনে যত্নপরায়ণ হইবে; উহা সিদ্ধ হইলেই গৃহস্থের ইচ্ছাকালে ও পরকালে সিদ্ধি লাভ হয়। ১—১০। উপা-

অর্জুন চাত্তুর্যং নিত্যনৈমিত্তিকানি চ ।
পাদেনৈব তথাপ্যাস্ত্র মূলভূতং বিবর্জয়েৎ ।
এবমাচরতো বিপ্রা অর্থসাক্ষ্যমুচ্ছতি ॥ ১২
তদ্বৎপাপনিষেধার্থং ধর্ম্যঃ কার্যো বিপশ্চিতা ।
পরজার্থস্তথৈবাত্তঃ কার্যোহর্জৈব কলপ্রদঃ ॥
প্রত্যবায়ভয়াং কামস্তথাশ্চাবিরোধবান্ ।
দ্বিধা কামোহপি রচিতস্ত্রিবর্গায়াবিরোধকৃৎ ॥
পরম্পরানুবন্ধাংস্চ সর্বানৈতান্ বিচিস্তয়েৎ ।
বিপরীতানুবন্ধাংশ্চ বুধ্যস্বঃ তান্ দ্বিজোত্তমাঃ
ধর্ম্যো ধর্ম্যানুবন্ধার্থো ধর্ম্যো নাত্মার্থপীড়কঃ ।
উভাত্যাঞ্চ দ্বিধা কামঃ তেন তৌ চ দ্বিধা পুনঃ
বাক্ষ্যে মুহূর্ত্তে বুধ্যত ধর্ম্যার্থাবলুচিস্তয়েৎ ।
সমুখায় তথ্যচমা প্রস্নাতো নিয়তঃ শুচিঃ ॥ ১৭
পূর্বাং সঙ্ঘ্যাং সনক্কাং পশ্চিমাং সদিবাকরাম

জিজ্ঞাস্ত অর্থের চতুর্থ ভাগদ্বারা স্থায়ী পার-
লৌকিক হিত সাধন কর্তব্য ; অর্দ্ধাংশ দ্বারা
আত্মপোষণ ও নিত্য-নৈমিত্তিক সমাধান
বিধেয়। আর যে চতুর্থাংশ থাকিবে,
তাহাকে মূলধনরূপে রাখিয়া বর্দ্ধিত
করিবে। হে বিপ্রগণ! এই প্রকারে বাব-
হার করিলেই অর্থের সফলতা হয়।
এইরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তি পাপনিবারণার্থ ধর্ম্যা-
চরণও করিবেন। উহা ঐহিক ও পার-
লৌকিক সুখসাধন রূপেই অনুষ্ঠেয়।
বিপদের ভয়ে কাম এবং অর্থও ধর্ম্মের
অবিরোধে উপার্জন করিবে। ত্রিবর্গের
অবিরোধে সেই কামও ঐহিক পারত্রিক
এই দ্বিবিধরূপেই অর্জনীয়। ধর্ম্ম, অর্থ,
কাম,—ইহারা সকলেই পরস্পর সাপেক্ষ
বলিয়া জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য। ধর্ম্ম,—অর্থ ও
কামের পীড়ক নহে, পরন্তু উহাদের সাধক ;
অর্থ,—ধর্ম্ম ও কাম এতদুভয়ের সাধক ; এবং
কামও ধর্ম্মার্থসম্পাদক। ভ্রাতা মুহূর্ত্তে
জাগরিত হইয়া গাত্রোথানান্তে সুশ্রুত,
কৃত্যচমন, শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া
ধর্ম্ম ও অর্থের চিন্তা করিবে। প্রাতঃসঙ্ঘ্যা
নকত্র থাকিতে এবং সায়াং সঙ্ঘ্যা স্বর্ধ্য

উপাসীত যথাত্মায়াং নৈনাং জহাদানাপদি ॥ ১৮
অসৎপ্রলাপমনুতঃ বাকৃপাক্ষ্যঞ্চ বর্জয়েৎ ।
অসচ্ছাস্ত্রমসদ্বাদমসৎসেবাঞ্চ বৈ দ্বিজাঃ ॥ ১৯
সায়ম্প্রাতস্তথা হোমং কুর্যীত নিয়তাত্মবান্ ।
নোদয়াস্তমনে চৈবযুদীক্ষেত বিবসন্তঃ ॥ ২০
কেশপ্রসাধনাদর্শদস্তধাবনমগ্জনম্ ।
পূর্ব্বান্ন এব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ তর্পণম্ ॥ ২১
গ্রামাবসথতীর্ণানাং ক্ষেত্রাণাক্ষৈব বস্তুনি ।
ন বিগ্নুত্রমন্নুষ্ঠেয়ং ন চ কৃষ্টে ন গোব্রজে ॥ ২২
নগ্নাঃ পরস্মিৎ নেক্ষের পশ্চোদাত্মনঃ শকৃৎ ।
উদক্যাদর্শনস্পর্শমেবং সম্ভাষণং তথা ॥ ২৩
নাপ্স মুত্রং পুরীষং বা মৈথুনং বা সমাচরেৎ ॥
নাধিতৈষ্ঠেচ্ছকৃন্মুত্রে কেশভস্মকপালিকাঃ ॥ ২৪
তুষাক্কারবিলীর্ণানি রজ্জুবস্ত্রাদিকানি চ ।
নাধিতৈষ্ঠেস্তথা প্রাজ্ঞঃ পথি বস্ত্রাণি বা ভূবি ॥ ২৫
পিতৃদেবমন্নুয্যাণাং ভূতানাঞ্চ তথার্চনম্ ।

থাকিতেই যথাবিধি উপাসনা করিবে ;
কদাচ অনাপৎকালে ইহার অন্তথা করিবে
না। অসদালাপ, মিথ্যাকথন ও কটু বাক্য
ব্যবহার বর্জন করিবে। আর হে দ্বিজ-
গণ! অসৎ শাস্ত্র, অসৎ তর্ক এবং অসৎ
সেবাও পরিত্যাগ করিবে। নিয়তাত্মা,
হইয়া সায়াংকালে ও প্রাতঃকালে হোম
করিবে। উদয় সময়ে বা অস্ত সময়ে
স্বর্ধ্য দর্শন করিবে না। ১৯—২০। কেশ-
সংস্কার, আদর্শ দর্শন, দস্ত ধাবন, অগ্জন
ধারণ ও দেবতাদিগের তর্পণ পূর্ব্বাহ্নেই
কর্তব্য। গ্রাম, বাসস্থান, তীর্থ ও ক্ষেত্রের
পথপার্শ্বে, কথিত ভূমিতে কিছা গোচর-
ভূমিতে মলমুত্র পরিত্যাগ করিবে না।
নগ্না পরনারী কিছা নিজ বিষ্ঠা দেখিবে না।
রজস্বলার দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণ করিবে
না। জলমধ্যে মলমুত্র ত্যাগ বা মৈথুন
করিবে না। বিষ্ঠা, মুত্র, কেশ, ভস্ম, ধর্পর,
তুষ, অক্ষার, রজ্জু, বস্ত্র বা গলিত জব্যের
উপর দাঁড়াইবে না। পথে বা ভূতলস্থ

কৃতা বিভবতঃ পশ্চাদ্গৃহস্থে ভোক্তুমর্থতি ॥২৬
 প্রাণুখোদমুখো বাপি স্বাগন্তো বাগ্ন্যতঃ শুচিঃ
 ভূজীত চান্নং তচ্চিস্তো হস্তজ্জাহ্নুঃ সদা নরঃ ॥
 উপঘাতমতে দোষান্নান্নস্তোদীরয়েদবুধঃ ।
 প্রত্যক্ষলবণং বর্জ্যমন্নমুচ্ছিষ্টমেব চ ॥ ২৮
 ন গচ্ছন্ন চ তিষ্ঠন বৈ বিণ্মুত্রোৎসর্গমান্নবান্ ।
 কুবীত চৈবাচমনং ন কিঞ্চিদপি ভক্ষয়েৎ ॥ ২৯
 উচ্ছিষ্টো নালপেৎকিঞ্চিৎস্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জয়েৎ
 ন পঞ্চেচ্চ রবিং চেন্দুং নক্ষত্রাণি চ কামতঃ ॥
 ভিন্নাসনঞ্চ শয্যাঞ্চ ভাজনঞ্চ বিবর্জয়েৎ ।
 গুরুণামাসনং দেয়মভ্যুখানাদিসংকৃতম্ ॥ ৩১
 অল্পকূলং তথালাপমভিকুবীত বুদ্ধিমান্ ।
 তজ্জানুগমনং কুৰ্য্যাৎ প্রতিকূলং ন সঞ্চরেৎ ॥ ৩২
 নৈকবস্ত্রস্ত ভূজীত ন কুৰ্য্যাদেবভার্ত্তনম্ ।
 নাবাহয়েদ্ভিজানয়ো হোমং কুবীন্ন বুদ্ধিমান্ ॥ ৩৩

পত্রোপরি উপবেশন করিবে না। গৃহস্থ
 ব্যক্তির পক্ষে পিতৃ, দেব, মনুষ্য ও অন্তান্ত
 প্রাণীদিগের বিভবান্নসারে যথোচিত সংকার
 করিয়া তারপর ভোজন করা বিধেয়। নর
 সদা আচমনপূর্ব্বক শুচি হইয়া পূর্ব্বমুখে
 বা উত্তরমুখে অস্তর্জাহ্নু উপবেশন করিয়া
 বাক্যসংযম সহকারে, তদগতচিত্তে অন্ন
 ভোজন করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অন্নের
 উপঘাত ব্যতীত অন্য কোন দোষ
 উল্লেখ করিবে না; প্রত্যক্ষ লবণ ও
 উচ্ছিষ্ট অন্ন বর্জন করিবে। যাইতে যাইতে
 বা দাঁড়াইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে না;
 এবং আচমন কিবা কোনও কিছু ভক্ষণ
 করিবে না। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কোন আলাপ
 বা কিছু পাঠ করিবে না। বিনা প্রয়ো-
 জনে সূর্য্য, চন্দ্র বা নক্ষত্র দর্শন করিবে
 না। ২০—৩০। ভগ্ন আসন শয্যা ও পাত্র
 বর্জন করিবে। গুরুগণ সমাগত হইলে
 অভ্যুখানাদি সংকার সহকারে আসন দান
 কর্তব্য। বুদ্ধিমান্ মানব তাঁহাদিগের
 ক্রীড়িকর আলাপ করিবে; গমন কালে
 অল্পগমন করিবে; কোনও প্রতিকূলাচরণ

ন জায়ীত নরো নরো ন শয়ীত কদাচন ।
 ন পাণিভ্যামুভাত্যাস্ত কণ্ডুয়েত শিরস্তথা ॥ ৩৪
 ন চাভীক্ষ্য শিরঃস্রানং কাৰ্য্যং নিকারণং বুধৈঃ
 শিরঃস্রাতশ্চ তৈলেন নাক্ষ্য কিঞ্চিদুপস্পৃশেৎ ।
 অনধ্যায়েষু সর্বেষু স্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জয়েৎ ।
 ব্রাহ্মণানলগোহৃথান্নাবমন্তেৎ কদাচন ॥ ৩৬
 উদমুখো দিবা রাজ্রাবুৎসর্গং দক্ষিণামুখঃ ।
 অবাসানু যথাকামং কুৰ্য্যান্নত্ৰপূরীষয়োঃ ॥ ৩৭
 দ্বন্ধুতং ন গুরোত্রয়াৎ ক্রুদ্ধং চৈনং প্রসাদয়েৎ ।
 পরিবাদং ন শৃণুয়াদন্তেষামপি কুর্কৃতাম্ ॥ ৩৮
 পস্থা দেয়ো ব্রাহ্মণানাং রাজো হুংখাতুরস্ত চ ।
 বিজ্ঞাধিকস্ত গার্ভগ্যা রোগার্গস্ত মহীয়তঃ ॥ ৩৯
 মুকান্ধবধিরানঞ্চ মন্তস্তোন্নতকস্ত চ ।
 দেবালয়ং চৈত্যতরুং তথৈব চ চতুঃপাথম্ ॥ ৪০
 বিজ্ঞাধিকং গুরুকৈব বুধঃ কুৰ্য্যাৎ প্রদাক্ষণম্ ।

করিবে না। বুদ্ধিমান্ মানব উত্তরীয় না
 লইয়া একবস্ত্রে ভোজন ও দেবভার্ত্তনা
 করিবে না এবং অয়িতে হোমকালে দ্বিজ-
 গণকে আহ্বান করিবে না। নর কদাপি
 নগ্ন হইয়া স্নান বা শয়ন করিবে না, উভয়
 পাণি দ্বারা শিরঃকণ্ডুয়ন করিবে না।
 বিনা কারণে বারম্বার মস্তক ধৌত করিবে
 না। মস্তক ধৌত করিয়া অঙ্গে
 তৈল মাখিবে না। সমস্ত অনধ্যায় দিবসে
 অধ্যয়ন বর্জন করিবে। ব্রাহ্মণ, অগ্নি,
 গো এবং সূর্য্যকে কদাচ অবমাননা করিবে
 না। মল-মূত্র ত্যাগ কালে দিবসে উত্তর-
 মুখ ও রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইবে। নিরা-
 তঙ্ক স্থানে ইচ্ছানুরূপ মল-মূত্র ত্যাগ
 করিবে। গুরুকৃত হৃদ্যর্থের উল্লেখ করিবে
 না। গুরু ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহাকে প্রসাদিত
 করিবে। কেহ অপর কাহারও পরীবাদ
 করিতে থাকিলেও তাহা শুনিবে না।
 ৩০—৩৮। ব্রাহ্মণ, রাজা, হুংখার্ধ, বিদ্বান্,
 গার্ভগী, রোগার্গ, মন্ত, মুক, অন্ধ, বধির,
 মন্ত, এবং উন্নত ব্যক্তিকে পথ ছাড়িয়া
 দিবে। সুবোধ ব্যক্তি দেবালয়, চৈত্যতরু

উপানব্ধমান্যাণি ধৃতমন্তৈর্ন ধারয়েৎ ॥ ৪২
চতুর্দশাং তথাষ্টম্যাং পঞ্চদশাঞ্চ পরীক্ষু ।
তৈলাভ্যঙ্গং তথা ভোগং যোষিতচ্চ বিবর্জয়েৎ
নোৎকিণ্ডবাহজজ্যচ্চ প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন ।
ন চাপি বিকিপেৎ পাদৌ পাদং পাদেন

নাক্রমেৎ ॥ ৪৩

পুংস্তল্যাঃ কৃতকার্য্যস্ত বালস্ত পতিতস্ত চ ।
মর্দ্যভিঘাতমাক্রোশং পৈশুত্বঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥
দন্তাভিমানং তৈক্ষ্যঞ্চ ন কুর্কীত বিচক্ষণঃ ।
মূর্খোন্নতবাসনিনো বিকূপানপি বা তথা ॥ ৪৫
ন্যানাঙ্গাংশ্চাধনাংশ্চৈব নোপহাসেন দুষয়েৎ ।
পরস্ত দণ্ডং নোদ্যচ্ছেচ্ছিক্ষাঞ্চ শিষ্যপুত্রয়োঃ ॥
তদ্ব্যপোপবেশেৎ প্রাজ্ঞঃ পাদেনাকুষ্য চাসনম্ ।
সংযাবঃ কুশরং মাংসং নান্নার্থমুপসাধয়েৎ ॥ ৪৭
সায়ং প্রাতশ্চ ভোক্তব্যং কুত্বা চাতিথিপূজনম্
প্রাঙ্গুখোদমুখৌ বাপি বাগ্‌যতো দন্তধাবনম্ ॥

চতুঃপথ, বিদ্বান ও গুরুজনের প্রদক্ষিণ
করিবে। অপরের ব্যবহৃত পাহুকা, বস্ত্র,
মালাদি ব্যবহার করিবে না। চতুর্দশী,
অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্তা ও অস্তান্ত পূর্ণদিনে
তৈলাভ্যঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গ ও ভোগ-বিলাস পরি-
হার্য্য। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হস্ত, পদ, বিস্তারিয়া
ধাকিবেন না, কিহা পাদদ্বয় বিক্ষেপ করিবেন
না; এক পদ দ্বারা অপর পদ আক্রমণ
করিয়া ধাকিবেন না। বেষ্ঠা, কৃতকার্য্য, বালক
ও পতিত ব্যক্তির মর্মে আঘাত দিবে না
এবং ইহাদিগের সহস্রে কুংসা বা আক্রোশ
প্রকাশও বর্জন করিবে। বিচক্ষণ জন দন্ত,
অভিমান বা রুচতা পরিত্যাগ করিবে। মূর্খ,
উন্নত, বাসনাসক্ত, বিরূপ, অঙ্গহীন ও দীন
জনকে উপহাস করিবে না! শিক্ষা দানার্থ
পুত্র ও শিষ্য ব্যতীত অপর কাহারও
প্রতি দণ্ডোত্তম করিবে না। পদ দ্বারা
আসন আকর্ষণ করিয়া উপবেশন অকর্তব্য।
আত্মতৃপ্ত সাধনার্থ সংযাব, কুশর ও মাংস
প্রস্তুত করিবে না। দিবসে ও রাত্রিতে
অতিথিদেবাস্তে ভোজন করিবে। বাক্য

কুর্কীত সততং বিপ্রা বর্জয়েদ্বর্জ্যবৌদ্ধম্ ।
নোদকুশিরাঃ স্বপেজ্জাতু ন চ প্রত্যকুশিরা নরঃ
শিরাস্তগন্ত্যামাধায় শরীতাধ পুরন্দরীম্ ।
ন তু গন্ধবতীষপ্প শরীত ন তথোষি ॥ ৫০
উপরাগে পরং স্নাত্বযতে দিনমুদাহৃতম্ ।
অপমৃজ্যায় বস্ত্রাষ্টগীজাণ্যদ্বরণাণিভিঃ ॥ ৫১
ন চাবধুং য়েৎ কেশান্বাসসৌ ন চ নিধুং নৈৎ ।
অমুলেপনমাদদ্যাদ্ভ্রাতাঃ কর্হিচ্চিদ্বধুঃ ॥ ৫২
ন চাপি রক্তবাসাঃ স্নাচ্চিৎপ্রাসিতধরোহপি বা
ন চ কূর্ঘ্যাদ্বিপর্ঘ্যাসং বাসসোর্নাপি ভূষয়োঃ ॥ ৫৩
বর্জ্যঞ্চ বিদশং বস্ত্রমত্যস্তোপহৃতঞ্চ যৎ ।
কীটকেশাবপন্নঞ্চ তথা ষ্টিরবোক্তিতম্ ॥ ৫৪
অবলীঢ়ং শুনা চৈব সারোদ্ধরণদুষিতম্ ।
পৃষ্ঠমাংসং বৃধাংমাংসং বর্জ্যমাংসঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ৫৫
ন ভক্ষয়েচ্চ সততং প্রত্যক্ষং লবণং নরঃ ।
বর্জ্যচ্চিরোষিতং বিপ্রাঃ শুক্লং পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ

সংযমপূর্বক পূর্বমুখে বা উত্তরমুখে দন্ত-
ধাবন করিবে; কিন্তু নিষিক্ত বৃক্ষের দন্ত
কাঠ করিবে না। নর কদাপি উত্তরশিরা
বা পশ্চিমশিরা হইয়া শয়ন করিবে না; পরন্তু
দক্ষিণ বা পূর্ব দিকে মস্তক রাখিয়াই শয়ন
করিবে। দুর্গন্ধ বা জলগুক্ত ভূমিতে শয়ন
করিবে না। প্রত্যুষকালেও শয়ন বর্জনীয়।
৩৯—৫০। দিবাভাগেই স্নান করা প্রশস্ত;
কিন্তু গ্রহণ হইলে রাত্রিতেও বিধান আছে।
বস্ত্র বা হস্ত দ্বারা গাত্র মার্জন কর্তব্য নহে।
পরিধেয় বা উত্তরীয় বস্ত্র এবং কেশ সঞ্চালন
করিবে না। বুদ্ধিমান মানব জ্ঞানের পূর্বে
কদাচ অমুলেপন ব্যবহার করিবেন না। রক্ত,
কৃষ্ণ বা বিচিত্র বস্ত্র কদাপি ধারণ করিবে না।
বসন ভূষণের কদাচ বিপর্যায় করিবে না।
দশাহীন ও অত্যন্ত উপহত বস্ত্র পরিধান
করিবে না। কেশ-কীটাদিগুক্ত, কুকুর কর্তৃক
দৃষ্ট বা ভক্ষিত এবং ঘাহার সার উদ্ধৃত হই-
য়াছে—এতাদৃশ ষাণ্ড, আর পৃষ্ঠমাংস, বৃধা
মাংস ও নিষিক্ত মাংস বর্জনীয়। ভাহুর উদয়
সময়ে ও অন্তগমন কালে শয়ন বর্জন

পিষ্টশাকেক্ষুণ্ণয়সাং বিকারা দ্বিজসন্তমাঃ ।
 তথা মাংসবিকারাস্ত নৈব বর্জ্যাশ্চিরোযিতাঃ ॥
 উদয়াস্তমনে ভানোঃ শয়নঞ্চ বিবর্জয়েৎ ।
 নান্নাতো নৈব সংবিষ্টো ন চৈবাস্তমনা নরঃ ॥
 ন চৈব শয়নে নোৰ্ক্যামুপবিষ্টো ন শব্দকৃৎ ।
 শ্লেষ্যাণামপ্রদায়াধ ন ভুঞ্জীত কদাচন ।
 ভুঞ্জীত পুরুষঃ স্নাতঃ সাযম্প্রাতর্থাবিধি ॥৫০
 পরদার্য্য ন গন্তব্যঃ পুরুষেণ বিপশিতা ।
 ইষ্টাপূর্ত্তাযুযাং হজী পরদার্য্যগতির্নূণাম্ ॥ ৬০
 ন হীদৃশমনাযুযাং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে ॥ ৬১
 যাদৃশঃ পুরুষস্তেহ পরদার্য্যভিমর্শনম্ ।
 দেবার্য্যপিতৃকার্য্যণি তথা গুরুভিবাদনম্ ॥৬২
 কুবীত সমাগাচম্য তদ্বদন্তুজিক্রিয়াম্ ।
 অকেনশব্দগন্ধাভিরদতিরচ্ছাভিরাদরাৎ ॥ ৬৩
 আচামেচৈব তদ্বচ্ছ প্রাঙ্গুখোদমুখোহপি বা
 অন্তর্জলাবাসথাদ্রাক্যাকামূষিকস্থলাৎ ॥ ৬৪
 রুতশৌচাবশিষ্টাশ্চ বর্জয়েৎ পঞ্চ বৈ মুদঃ ।
 প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ সমভ্যক্ষ্য সমাহিতঃ

করিবে। স্নাত শয়ন বা অশ্রমনক্ষ হইয়া
 শয্যায় বা ভূতলে উপবেশন করিয়া ভূত্যা-
 দিকে প্রদান না করিয়া কিছা শব্দ করিতে
 করিতে ভোজন করিবে না। পরন্তু স্নান
 করিয়া প্রাতর্ভোজন ও সন্ধ্যা ভোজন সমা-
 পন করিবে। ৫১—৫২। পরিণামদর্শী মানব
 পরদার্য্য গমন করিবে না। নরগণের পরদার্য্য-
 গতি ইষ্টাপূর্ত্ত ও আয়ুঃক্ষয়কারিণী। পুরুষ-
 গণের পরদার্য্যভিমর্শনবৎ অনাযুযা
 ব্যাপার ইহলোকে আর কিছুই নাই।
 দেব, অগ্নি ও পিতৃলোকের কার্য্য, গুরুবন্দনা
 এবং অন্ন ভোজনের পূর্বে যথাবিধি আচ-
 মন করিবে। পুরুষমুখে বা উত্তরমুখে গন্ধ
 ও কেনরহিত স্বাহ জল দ্বারা নিঃশব্দে
 সংক্ষেপে আচমন করিবে। জলমধ্য, বাসস্থান,
 বস্ত্রীক ও মূষিকোদ্ধৃত বা অপরের শৌচাবশিষ্ট
 বস্ত্রিকা গ্রহণ করিবে না। হস্ত-পদ প্রক্ষা-
 লনান্তে সমাহিতচিত্তে, প্রাঙ্গুদ্বয় বা হৃদয়ের মধ্যে
 রাখিয়া তিনবার বা চারিবার আচমন করা

অন্তর্জলাস্থখাচামেজিঃচতুর্বাপি বৈ নরঃ ।
 পরিমৃজ্য দ্বিরাবর্ত্ত্য খানি মূর্দ্ধানমেব চ ॥ ৬৬
 সমাগাচম্য ভোয়েন ক্রিয়াং কুবীত বৈ শুচিঃ ।
 কুতেহবলৌঢ়ে বাতে চ তথা নিষ্ঠীবনাদিমু ॥ ৬৭
 কুর্ধ্যাদাচমনঃ স্পর্শে বাস্পৃষ্টস্মার্কদর্শনম্ ।
 কুবীতালস্তনঞ্চাপি দক্ষিণধ্ববৎ চ ॥ ৬৮
 যথাবিভবতো হেতুপূর্ক্যভাবে ততঃ পরম্ ।
 ন বিদ্যমানে পূর্ক্যাক্ত উত্তরপ্রাপ্তিরিযাতে ॥৬৯
 ন কুর্ধ্যাদস্তসংঘর্ষং নান্ননো দেহতাত্তনম্ ।
 স্থাপেহধ্বনি তথা ভুঞ্জন্ স্বাদ্যায়ঞ্চ বিবর্জয়েৎ
 সন্ধ্যায়াং মৈথুনঞ্চাপি তথা প্রস্থানমেব চ ।
 তথাপরাক্তে কুবীত শ্রদ্ধয়া পিতৃতর্পণম্ ॥ ৭১
 শিরঃস্নানঞ্চ কুবীত দৈবং পিত্র্যমথাপি চ ।
 প্রাঙ্গুখোদমুখো বাপি স্মার্ককর্ম্ম চ কারয়েৎ ॥
 ব্যঙ্গিনীং বর্জয়েৎ কস্তাং কুলজাং

বাপ্যরোগিণীম্ ।

উদ্বহেৎ পিতৃমাত্রেঃচ সপ্তমীং পঞ্চমীং তথা ॥
 রক্ষেন্দার্য্যস্ত্যজৈদীর্ঘ্যং তথাহ স্বপ্নমৈথুনে ।

বিধেয়। ওষ্ঠদ্বয় ত্রিবার মার্জনপূর্ব্বক মস্তক
 ও ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্ৰ সকল স্পর্শ করিয়া শুচি-
 ভাবে ক্রিয়া করিতে হয়। দ্রুত, অবলেহন,
 অধোবাত ত্যাগ অস্পৃশ্য স্পর্শ কিছা নিষ্ঠী-
 বনাদি করিলে আচমন বা সূর্য্য দর্শন অথবা
 দক্ষিণ কণ স্পর্শ করিবে। যথাশক্তি এই
 সকলের পূর্ব্বপূর্ব্বটী না পারিলে পর পরটী
 অন্তর্ভেদ্য; কিন্তু পূর্ব্বটীর সন্তাবনা থাকিলে
 পরটী কর্তব্য নহে। দস্তে দস্ত ঘর্ষণ
 কিছা নিজ দেহ তাড়ন করিবে না। শয়ন
 করিয়া পথ চলিতে চলিতে কিছা ভোজন
 করিতে কারতে অধ্যয়ন কর্তব্য নহে। সন্ধ্যা-
 কালে কোথাও গমন বা মৈথুন বর্জনীয়।
 অপরাহ্নে শ্রদ্ধা সহকারে পিতৃতর্পণ, শিরঃ-
 স্নান ও দৈব পিত্র্য কার্য্য এবং পূর্ব্বমুখ বা
 উত্তরমুখ হইয়া ক্ষৌরকার্য্য কর্তব্য। সংকুলজা
 কস্তা পরিণয় করিবে, কিন্তু পিতৃপক্ষের সপ্তম
 পুরুষ পর্য্যন্ত এবং বিকলাঙ্গী বা রোগিণী
 হইলে সে কস্তা বিবাহ নিষিদ্ধ স্ত্রীগণকে সর্ব্বদা

পরোপতাপকং কৰ্ম জন্তুপীড়াকং সৰ্বদা ॥ ৭৪ ॥
উদক্য সৰ্ববর্ণানাং বৰ্জ্য্য রাত্রিচতুষ্টয়ম্ ।
জ্বীক্ৰমপরিহারার্থং পঞ্চমীকপি বৰ্জ্যয়েৎ ॥ ৭৫ ॥
ততঃ ষষ্ঠ্যাং ব্রজেভ্রাত্যাং জ্যেষ্ঠযুগ্মাসু রাত্রিষু
যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে ত্রিযোহুগ্মাসু রাত্রিষু ॥
বিধির্নিগো বৈ পরীদাদৌ সঙ্ক্যাকালেষু ষণ্ডকাঃ ।
ক্ষুরকর্মণি রিক্তাং বৈ বৰ্জ্যয়ীত বিচক্ষণঃ ॥ ৭৭ ॥
ক্রবতামবিনীতানাং ন শ্রোতব্যং কদাচন ।
ন চোৎকৃষ্টাসনং দেহমমুৎকৃষ্টস্ত চাদরাৎ ॥ ৭৮ ॥
ক্ষুরকর্মণি বাস্তে চ স্ত্রীসন্তোগে চ ভো দ্বিজাঃ
স্মরীত চৈনবান্ প্রাজ্ঞঃ কটভূমিষুপেত্য চ ॥ ৭৯ ॥
দেববেদদ্বিজাতীনাং সাধুসত্যমহাশ্রয়ম্ ।
গুরোঃ পতিব্রতানাঞ্চ ব্রহ্মযজ্ঞতপশ্চান্যম্ ।
পরিবাদং ন কুর্বাতি পরিহাসঞ্চ ভো দ্বিজাঃ ॥ ৮০ ॥
ধবলাঙ্গরসংবীতঃ সিতপুষ্পবিভূষিতঃ ॥ ৮১ ॥

রক্ষা করা বিধেয় । কাহারও ঈর্ষা করিবে না এবং দিবাভাগে নিদ্রা ও মৈথুন বর্জন করিবে । পরোপতাপক কার্য ও প্রাণিপীড়ন সর্বদা পরিত্যজ্য । চারিরাত্রি পর্য্যন্ত ঋতুমতী নারীসংস্পর্শ বর্জনীয় ; কন্তোৎপত্তি বর্জনকামনায় পঞ্চম রাত্রিও পরিহার্য্য । ঋতুর ষষ্ঠ প্রভৃতি প্রশস্ত রাত্রিতেই স্ত্রীসঙ্গ কর্তব্য । যুগ্ম রাত্রিতে পুত্র এবং অযুগ্ম রাত্রিতে কন্তা জন্মে ; পরীদি নিষিদ্ধ দিনে স্ত্রীসঙ্গে বিধর্ম্মা এবং সঙ্ক্যাকালে ক্রৌব সন্তান হয় । বিচক্ষণ মানব ক্ষৌর কার্যে রিক্তা তিথি বর্জন করিবেন । অবিনীত ব্যক্তির কিছু বলিতে থাকিলে কদাচ তাহা কিছু শুনিবেন না । অল্পতম জনকে সাদরে উত্তম আসন দিবে না । হে দ্বিজগণ ! ক্ষৌর কার্য্য, বমন, স্ত্রীসংসর্গ কিছা কটনিষ্ঠাণ স্থলে গমনাগমন করিলে বস্ত্র সহ স্নান করা বিধেয় । বেদ, দেব, দ্বিজ, সাধু, সত্য, মহাত্মা, গুরু, পতিব্রতা, ঈশ্বর, যজ্ঞ ও তপস্বী,—ইহাদিগের কুৎসা বা উপহাস করিবে না । ৬০—৮০ । সর্বদা শ্বেতবস্ত্রধারী ও শ্বেত পুষ্পভূষিত—সৌম্যবেশ হইবে ;

সদা মাদ্রল্যবেষঃ স্ত্রান্ বামাদ্রল্যবান্ ভবেৎ ।
নোদ্ধতোন্নতমূঢ়ৈশ্চ নাবিনীতৈশ্চ পণ্ডিতঃ ॥
গচ্ছেনৈত্রীমশীলেন ন বয়োজাতিদূষিতৈঃ ।
ন চাতিব্যয়শীলৈশ্চ পুরুষৈর্নৈব বৈরিভিঃ ॥ ৮৩ ॥
কার্য্যাক্ষমৈর্নিদ্দিতৈর্ন ন চৈব বিটসন্ধিভিঃ ।
নিশ্বর্ন বাটৈকপটৈর্নরৈশ্চাত্তৈস্তথাধর্ম্মৈঃ ॥ ৮৪ ॥
সুহৃদীকিতভূপালস্নাতকশুভরৈঃ সহ ।
উত্তিষ্ঠেদ্বিতবাটৈনানানর্চয়েদগৃহমাগতান্ ॥ ৮৫ ॥
যথাবিভবতো বিপ্রাঃ প্রতিসংবৎসরোষিতান্
সম্যগুগৃহেহর্চনং কুর্বা যথাস্থানমমুক্তমাং ॥
সম্পূজয়েন্তথা বহৌ প্রদদ্যাচ্ছাত্তীঃ ক্রমাৎ ।
প্রথমাং ব্রহ্মণে দদ্যাৎ প্রজানাং পতয়ে ততঃ
তৃতীয়ার্ধৈব গৃহেভ্যঃ কণ্ঠপায় তথাপরাম্ ।
ততোহনুমতয়ে দদ্যাদদ্যাদগৃহবলিঃকৃতঃ ॥ ৮৮ ॥
পূর্বং খ্যাতা ময়া যা তু নিত্যক্রমবিধৌ ক্রিয়া
বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্যাদ্বদতঃ শৃণুত দ্বিজাঃ ॥ ৮৯ ॥

অমঙ্গল্য বেশ-ভূষা সধবা বর্জনীয় । পতিত ব্যক্তি উদ্ধত, উন্নত, মুর্থ, হীনবয়স্ক, নীচ-জাতি, অবিনীত, দুঃশ্রুতাব, অতি ব্যয়শীল, শত্রু, কার্য্যাক্ষম, নিদ্দিত, লম্পটপক্ষী, নিঃশ্ব, বিবাদপরায়ণ বা অধমজনসহ মিত্রতা করিবে না । সুহৃৎ, দীক্ষিত, ভূপতি, স্নাতক, শুভর,—ইহারা গৃহাগত হইলে উখিত হইবে এবং বিভবানুসারে ইহাদিগের সৎকার করিবে । হে ব্রাহ্মণগণ ! সংবৎসরান্তে গৃহাগত ব্যক্তিবর্গকে যথাযোগ্যবিভবানুসারে অর্চনা করিবে এবং আহুতি দিবে । প্রথম ব্রাহ্মণকে, দ্বিতীয় প্রজাপতিকে, তৃতীয় গৃহাদিগকে, চতুর্থ কণ্ঠপকে এবং পঞ্চম আহুতি অনুমতিকে দান করিবে । আমি পূর্বে যে নিত্যক্রিয়া প্রকরণে বিবিধ অমুষ্ঠানের কথা বলিয়াছি, সেই সকলের পর বৈশ্বদেব করিবে । হে দ্বিজগণ ! তাহার ক্রম বলিতেছি, শ্রবণ করুন । স্থানবিভাগ অনুসারে দেবগণের উদ্দেশে উৎসাহ করিতে হয় । পূর্বদিকে পর্জন্ত, আপ ও ধরিত্রীকে, বায়ুকোণে বায়ুকে, পূর্বাদিদিকে দিকৃসকলকে, উত্তরদিকে

যথাহানবিভাগস্ত দেবান্নদিশ্চ বৈ পৃথক্ ।
 পৰ্জ্জন্তাপোধরিজৌগাঃ দদ্যাদ্ভু মণিকে ত্রয়ম্ ॥
 বায়বে চ প্রতিদিশঃ দিগ্ভাঃ প্রাচ্যাদিসু ক্রমাৎ
 ব্রহ্মণে চান্তরিকায় সূর্য্যায় চ যথাক্রমাৎ ॥ ৯১
 বিশেষভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো বিশ্বভূতেভ্য এব চ
 উবসে ভূতপত্যে দদ্যাদ্ভোত্তরতঃ শুচিঃ ॥ ৯২
 স্বধা চ নম ইত্যুক্তা পিতৃভ্যশ্চৈব দক্ষিণে ।
 কৃৎসাপসব্যঃ বায়ব্যঃ যশ্চৈতত্তেতি সংবদন ॥
 অন্নাবশেষমিশ্রঃ বৈ তোয়ঃ দদ্যাদ্ঘৃথাবিধি ।
 দেবানাঞ্চ ততঃ কুৰ্যাদ্ভ্রাক্ষণানাং নমস্কিয়াম্
 অঙ্গুষ্ঠোত্তরতো রেখা পাণেষা দক্ষিণশ্চ চ ।
 এতদ্ভ্রাক্ষমিতি ধ্যাতং তীর্থমাচমনায় বৈ ॥ ৯৫
 তৰ্জ্জন্তুষ্ঠয়োৱন্তঃ পিত্র্যঃ তীর্থমুদাহৃতম্ ।
 পিতৃণাং তেন তোয়ানি দদ্যাদ্ভ্রাক্ষান্দৃতে ॥
 অঙ্গুল্যাগ্রে তথা দৈবং তেন দিব্যক্রিয়াবিধিঃ ।
 তীর্থঃ কনিষ্ঠিকামূলে কায়ং তত্র প্রজাপতেঃ ॥

ব্রহ্মা, অস্তরীক্ষ, সূর্য্য, বিশ্বদেব, বিশ্বভূত, উবস্ ও ভূতপত্যিকে এবং দক্ষিণ দিকে অপসব্যক্রমে “পিতৃভাঃ স্বধা নমঃ” এই বলিয়া পিতৃগণকে বলি নিবেদন করিবে। পরে বায়ুকোণে “যশ্চৈতত্তে” বলিয়া অন্নাবশেষমিশ্রিত জল প্রদান করিবে। অতঃপর দেবতা ও ভ্রাক্ষণগণকে প্রণাম করিবে। ৮১—৯৪। দক্ষিণপাণির নিম্নভাগে যে রেখা, উহা ব্রহ্মতীর্থ; উহা আচমনার্থ বিহিত। তৰ্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্য ভাগ পিতৃতীর্থ; নান্দীমুখ ব্যতীত উহা দ্বারা অপর পিতৃগণের তর্পণ করিবে। অঙ্গুল্যাগ্রে সকল দৈব তীর্থ; উহা দ্বারা দৈবকার্য্য অঙ্গুষ্ঠের। কনিষ্ঠামূল কায়তীর্থ; উহা দ্বারা প্রজাপতির ক্রিয়া বিধেয়। এই সকল তীর্থ দ্বারাই সতত উক্ত পিতৃদেবদির কার্য্য সকল অঙ্গুষ্ঠেয়; অস্ত্র তীর্থ দ্বারা করা উচিত নহে। ব্রহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন, পৈত্র তীর্থ দ্বারা পিতৃকার্য্য, দৈব তীর্থ দ্বারা দৈবকৃত্য, প্রাজাপত্য তীর্থ দ্বারা নান্দীমুখ পিতৃগণের পিণ্ডোদকদানাদি প্রশস্ত। প্রাক্ত ব্যক্তি প্রজাপত্য তীর্থ দ্বারা

এবমেভিঃ সদা তীর্থৈর্বিধানং পিতৃভিঃ সহ ।
 সদা কাৰ্য্যাণি কুৰ্ব্বীত নাস্ত্রতীর্থৈঃ কদাচন ॥ ৯৮
 ভ্রাক্ষণাচমনং শস্তং পৈত্র্যঃ পিত্র্যেণ সৰ্ব্বদা ।
 দেবতীর্থেন দেবানাং প্রাজাপত্যঞ্চ তেন চ ।
 নান্দীমুখানাং কুৰ্ব্বীত প্রাক্তঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াম্
 প্রাজাপত্যেন তীর্থেন যচ্চ কিকিৎ প্রজাপতেঃ
 যুগপজ্জলময়িঞ্চ বিভ্রায় বিচক্ষণঃ ।
 গুরুদেবপিতৃনু বিপ্রাঃ চ পাদৌ প্রসারয়েৎ ॥
 নাচক্ষীত ধ্বস্ত্যুঃ গাঃ জলং নাঞ্জলিনা শিবৎ
 শৌচকালেষু সর্ষেষু গুরুষ্ণেযু বা পুনঃ ।
 ন বিলম্বেত মেধাবী ন মুখেনানলঃ ধমেৎ ॥ ১০২
 তত্র বিপ্রা ন বস্তব্যঃ যত্র নাস্তি চতুষ্ঠয়ম্ ।
 ঋণপ্রদাতা বৈদ্যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ সজল্য নদী ॥ ১০৩
 জিতভূত্যো নৃপো যত্র বলবান্ ধর্ম্মভংগরঃ ।
 তত্র নিত্যং বসেৎ প্রাক্তঃ কুতঃকুনূপজৌ সূখম্
 পৌরাঃ সূসংহতা যত্র সততঃ স্নায়বর্তিনঃ ।
 শাস্তামংগরিণো লোকান্তত্র বাসঃ স্নুখোদয়ঃ ॥
 যস্মিন্ কৃষীবলা রাষ্ট্রে প্রায়শো নাতিমানিনঃ ।

প্রজাপতির কার্য্যসকলও করিবেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও একদা অগ্নি ও জল ধারণ করিবে না। গুরু, দেব, ভ্রাক্ষণ ও পিতৃগণের দিকে পাদ প্রসারণ করিবে না। গাভী, জলাদি পান করিতে থাকিলে জল স্বামীকে তাহা বলিবে না। অঞ্জলি দ্বারা জল পান করিবে না। ক্ষুদ্র বা গুরুতর শৌচকাল উপাস্ত হইলে বুদ্ধিমান জন কখনও বিলম্ব করিবে না। ক্ষুৎকার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালন করিবে না। যেখানে ঋণপ্রদাতা, বৈজ্ঞ, শ্রোত্রিয় এবং সজল্য নদী—এই চারিটী নাই, তথায় বাস করিবে না। ষাধারণ অঙ্গুচরবর্গ বশীভূত এবং যিনি বলবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ, তাদৃশ রাজার রাজ্যেই প্রাক্ত ব্যক্তি, বাস করিবেন; কুনূপতির রাজ্যে বাস করিলে সূখ কোথায়? পুরবাসী জনগণ যেখানে যথাযোগ্য দলবন্ধ, সতত স্নায়বর্তী, শাস্তপ্রকৃতি ও মাৎসর্য্যহীন, সেইখানে বাস করিলেই স্নুখোদয় হয়। যে রাজ্যে কৃষকেরা অতিশয়

যজ্ঞৌষধাশ্চশেযাণি বসেত্তত্র বিচক্ষণঃ ॥ ১০৬
তত্র বিপ্রা ন বন্তব্যং যজ্ঞৈঃ তপ্তিতয়ং সদা ।
জিগীষুঃ পূৰ্ণবৈরশ্চ জনশ্চ সততোৎসবঃ ॥ ১০৭
বসেমিত্যং স্মৃশীলৈষু সহচারিষু পণ্ডিতঃ ।
যজ্ঞাপ্রধুষ্যো নৃপতির্বিজ্ঞ শস্ত্রপ্রদা মহী ॥ ১০৮
ইত্যেতৎকথিতং বিপ্রা যয়া বো হিতকাময়া ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ভক্ষ্যভোজ্যবিধিক্রিয়াম্
ভোজ্যময়ং পৰ্য্যুষিতং স্নেহাক্তং চিরসম্ভূতম্
অস্নেহা অপি গোধূমযবগোরসবিক্রিয়াঃ ॥ ১১০
শশকঃ কচ্ছপো গোধা ষাবিষ্মৎস্রোহথ শল্যকঃ
ভক্ষ্যশ্চৈত্রে তথা বর্জ্যো গ্রামশূকরকুক্কটৌ ॥
পিতৃদেবাদিশেষঞ্চ ভ্রাত্রে ভ্রাতৃণকাময়া ।
প্রোক্ষিতং চৌষধার্থঞ্চ খাদন্যাসং ন হৃষ্যতি ॥
শম্ভ্যাম্মস্বৰূপাণাং রজ্জুনামথ বাসসাম্ ।
শাকমূলফলানাঞ্চ তথা বিদলচৰ্ম্মণাম্ ॥ ১১৩

গর্জিত নহে, এবং যেখানে বিবিধ ঔষধ
বিস্তৃমান, বিচক্ষণ মানব সেইখানেই বাস
করবেন । ১০৫—১০৬ । হে বিপ্রগণ ! যেখানে
জিগীষু, পূৰ্ব্বতন শত্রু এবং সতত উৎসবযুক্ত
লোক,—এই তিনের বাস, তেমন স্থলে বাস
করা অকর্তব্য । যত্রত্য নৃপতি অপরাজেয়,
ভূমি শস্ত্রবতী এবং অধিবাসীরা স্মৃশীল ও
সমধর্মী,—সেই স্থানেই বাস করা বিধেয় ।
হে বিপ্রগণ ! আপনাদিগের হিতার্থ আমি
এই সকল कहিলাম ; এক্ষণে ভক্ষ্য
ভোজ্যের বিধান বলিতেছি । দীর্ঘকাল
রক্ষণযোগ্য স্থত-তৈলাদি স্নেহদ্রব্য-ভক্ষিত
খাদ্য পৰ্য্যুষিত হইলেও ভক্ষণযোগ্য ।
স্নেহশূন্য দ্রব্য মধ্যেও যব, গোধূম ও হৃদ-
বিকারজ দ্রব্য ভক্ষণীয় । শশক, কচ্ছপ,
গোধা, ষাবিধ, শল্যক, ও মৎস্ত ভক্ষণীয় ।
গ্রাম্য শূকর ও কুক্কট অভক্ষ্য । পিতৃ-
দেবাদির অবশিষ্ট প্রোক্ষিত, বা ঔষধার্থ
মাংস ভক্ষণ করা যায় ; আর ভ্রাত্রে নিযুক্ত
হইয়া কিম্বা ভ্রাতৃণের অহুরোধেও মাংস
ভক্ষণে দোষ হয় না । শম্ভ্য, প্রস্তুত, বর্ণ, রৌপ্য
রজ্জু, বস্ত্র, শাক, মূল, ফল, বিদল, চৰ্ম্ম,

মণিবস্ত্র প্রবালানাং তথা মুক্তাকলস্ত চ ।
পাত্রাণাং চমসানাঞ্চ অনুন্য শৌচমিষ্যতে ॥
তথাস্থানানাং তোয়েন অশ্বাসজ্জর্ষণেন চ ।
সস্নেহানাঞ্চ পাত্রাণাং শুদ্ধিক্রফেন বারিণা ॥
শূর্ণাণামজিনানাঞ্চ মুষলোলুখলস্ত চ ।
সংহতানাঞ্চ বস্ত্রাণাং প্রোক্ষণাৎ সক্ষয়স্ত চ ॥
বস্ত্রলানামশেযাণামমুমুচ্ছোচমিষ্যতে ।
আবিকানাং সমস্তানাং কেশানাক্ষৈবমিষ্যতে ॥
সিদ্ধার্থকানাং কন্ধেন তিলকন্ধেন বা পুনঃ ।
শোধনক্ৰৈব ভবতি উপঘাতবত্যাং সদা ॥ ১১৮
তথা কার্পাসিকানাঞ্চ শুদ্ধিঃ স্নাজ্জলভক্ষ্যনা ।
দাক্ষদন্তাশ্বশূকানাং তৎক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥
পুনঃ পাকেন ভাগুন্যং পার্থিবানামমেধ্যতা ।
শুদ্ধং তৈক্ষ্যং কারুহস্তঃ পণ্যং যোষিগুণং তথা
রথ্যাগতমবিজ্ঞাতং দাসবর্গেণ সংস্কৃতম্ ।
প্রাকুপ্রশস্তং চিরাতীতমনেকান্তরিতং লঘু ॥

মণি, প্রবাল, মুক্তা, পাত্র ও চমসাদি দ্রব্যের
জল দ্বারাই শুদ্ধি হয় । জল ও প্রস্তুত দ্বারা
ঘর্ষণে প্রস্তুত পাত্রের বিশুদ্ধি হয় । উষ্ণ জল
দ্বারা স্নেহাক্ত পাত্রের শুদ্ধি হয় । ১০৭—১১৫ ।
শূর্ণ, অজিন, মুষল, উদুখল, কুপীকৃত দ্রব্য
এবং একত্র মিলিত বহু বসনের শুদ্ধি
প্রোক্ষণ দ্বারাই হইবে । সর্ববিধ বস্ত্রের
জল ও ঘৃতিকা দ্বারা শুদ্ধি হয় । সর্ববিধ মেঘ-
লোমজ বা কেশজ দ্রব্যেরও উত্তরূপেই শুদ্ধি
হয় ; আর এই সকল দ্রব্য অত্যন্ত অপ-
বিত্র হইলে তিলকন্ধ বা সর্ষপকন্ধ দ্বারাও
শোধন কর্তব্য । কার্পাসিক বস্ত্রের শুদ্ধি
জল ও ভস্মদ্বারা হয় । কাষ্ঠ, দন্ত, অস্থি ও
শূকর্ণির্গত দ্রব্যের শুদ্ধি তক্ষণ দ্বারা
হয় । যুৎপাত্রসকলের পুনরায় দাহ দ্বারা
বিশুদ্ধি ঘটে । ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য, শিল্পকারের
হস্ত, পণ্য দ্রব্য, রমণীজনের মুখ, পথ, বাহা
শুচি বা অশুচি জানা যায় নাই এমন উপাগত
বস্ত্র, দাসবর্গ দ্বারা সংস্কৃত দ্রব্য, পূর্বে বাহা
প্রশংসিত হইয়াছে, বাহা অশুচি হওয়ার পর
দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে, অনেক বস্ত্র ব্যব-

অন্তঃ প্রভূতঃ বালকঃ বুদ্ধাতুরবিচেষ্টিতম্ ।
 কৰ্ম্মাস্তাগারশালাশ্চ স্তনদ্বয়ং শুচি স্থিযাঃ ॥ ১২২
 শুচয়শ্চ তথৈবাপঃ শ্ববস্তো গন্ধবৰ্জিতাঃ ।
 ভূমিবিগ্ধাতে কালান্দাহমার্জ্জনগোকূলেঃ ॥
 লেপাতুল্লেন্থনাংসেকাদেশ্য সম্মার্জ্জনাদিনা ।
 কেশকীটাবপন্নৈ চ গোত্রাতে মক্ষিকাদ্বিতে ॥
 মৃদস্থ ভক্ষ্য চাপ্যন্তে প্রক্ষেপ্যাব্যং বিশুদ্ধয়ে ।
 ঔষ্ণরূপামল্লেন বারিণা ত্রপুসীসয়োঃ ॥ ১২৫
 ভক্ষ্যভিচ্চ কাংস্তানাং শুদ্ধিঃ প্রাবোহদ্রবস্ত চ
 অমেধ্যাক্তস্ত মৃত্তোয়ৈর্গন্ধাপহরণেন চ ॥ ১২৬
 অস্ত্রৈষাণৈব দ্রব্যপাণং বর্ণগন্ধাংশ্চ হারয়েৎ ।
 শুচি মাংসস্ত চাণ্ডালক্ৰব্যাদৈবিনিপাতিতম্ ॥
 রথ্যাগতঞ্চ তৈলাদি শুচি গোতৃপ্তিদং পয়ঃ ।
 রজোহায়িরবগোচ্ছায়ারশ্ময়ঃ পবনো মহী ॥ ১২৮
 বিপ্রবো মক্ষিকাদ্যাশ্চ দুষ্টসঙ্গাদদোষিণঃ ।

ধানে যাহার অশুচিতা ষটিয়াছে, লঘু দ্রব্য
 বৃদ্ধ ও আতুর জনের আচরণ, কৰ্ম্মকারগৃহ,
 এবং স্ত্রী-লোকের স্তনদ্বয়, এ সকল শুচি
 জানিবে। দুর্গন্ধবৰ্জিত ধারাজলও সত্তত
 শুচি। দাহ, মার্জ্জন ও গোবিচরণে ভূমি বিশুদ্ধ
 হয়। লেপ, উল্লেন্থন, জলসেক ও সম্মার্জ্জনাदि
 দ্বারা গৃহ বিশুদ্ধ হয়। কেশ, কীট, মক্ষিকাদি
 পতিত হইলে কিম্বা গোদ্বারা আঘাত হইলে
 অল্পের বিশোধনার্থ মৃত্তিকা, ভক্ষ্য ও জল
 প্রক্ষেপ কর্তব্য। তাত্রপাত্র অল্পসংযোগে,
 রজ ও সীসক পাত্র জলে, কাংস্ত
 পাত্র ভক্ষ্য ও জলে এবং কঠিন বস্তু
 জলে আপ্রাবনেই শুদ্ধ হয়। সাধারণ
 অপবিত্র দ্রব্যাক্ত বস্তুর মৃত্তিকা-জল-সংযোগে
 গন্ধাপনয়ন হইলেই শুদ্ধি হয়। অস্ত্রাস্ত্র
 দ্রব্যেরও বিবর্ণতা ও দুর্গন্ধ অপনীয় হইলেই
 বিশুদ্ধি জানিবে। চণ্ডাল ও ব্যাধ কর্তৃক
 নিহত পশুর মাংস শুচি। পথে পতিত
 তৈলাদি এবং একটা গো তৃপ্ত হইতে পারে,
 এমন জলও শুচি। ধূলি, অগ্নি, অশ্ব, গো,
 ছায়া, কিরণ, বায়ু, ভূমি, বায়ুচালিত জল-
 কণা ও মক্ষিকাদি প্রাণী, এ সকল দুষ্টসংসর্গ

অজাঃ মুখতো মেধ্যং ন গোর্বৎসস্ত চাননম্ ॥
 মাতুঃ প্রশ্ববণে মেধ্যং শকুনিঃ ফলপাতনে ।
 আসনং শয়নং যানং তটৌ নদ্যাশ্চানি চ ॥
 সোমস্বর্ঘ্যাঃ শুপবনৈঃ শুধ্যন্তে তানি পণ্যবৎ ।
 রথ্যাপসর্পণে স্নানে দ্বুৎপানানাঞ্চ কৰ্ম্মমু ॥
 আচামেত যথাস্ত্রায়ং বাসসঃ পরিধাপনে ।
 স্পৃষ্টানামথ সংস্পর্শৈর্ধিরথ্যাকর্দমাস্তসি ।
 পক্ষেষ্টকচিত্তানাঞ্চ মেধ্যাতা বায়ুসংশ্রা৷ৎ ॥ ১৩২
 প্রভূতোপহতাদ্রাদগ্রমুক্ততা সন্ত্যজেৎ ॥ ১৩৩
 শেষস্ত প্রোক্ষণং কুর্যাদাচম্যাস্তিস্তথা মৃদা ।
 উপবাসস্ত্রিরাত্রস্ত দুষ্টভক্তাশিনো ভবেৎ ॥ ১৩৪
 অজ্ঞানে জ্ঞানপূর্বে তু তদদোষোপশমে ন তু ।
 উদক্যাং বাবলগ্নাঞ্চ স্মৃতিকাস্ত্যাবসায়িনঃ ॥ ১৩৫
 স্পৃষ্ট্বাঃ স্নায়ীত শৌচার্থং তথৈব স্মৃতহারিণঃ ।
 নারং স্পৃষ্ট্বাস্তি স্নেহং স্নাত্বা বিপ্রো বিশুদ্ধ্যতি

বশতঃ অশুদ্ধ হয় না। অজের ও অপের
 মুখ বিশুদ্ধ, গো সকলের মুখ শুচি নহে।
 বৎসের মুখ মাতার স্তনশ্রাবণ বিষয়ে পবিত্র।
 ফলপাতন ব্যাপারে পক্ষীও শুচি। আসন,
 শয্যা, যান, নদীতট, তৃণ, এ সকল পণ্য-
 দ্রব্যবৎ চন্দ্র-স্বর্ঘ্যাকিরণ ও বায়ু দ্বারাই
 পবিত্র হয়। পথ ভ্রমণ, স্নান, ও পান ভোজ-
 নাদি কার্য, বস্ত্র পরিধান,—এ সকল কার্যে
 যথাবিধি আচমন করা বিধেয়। পথস্থ কর্দম,
 অশুচি বস্তুর স্পর্শ বশতঃ যাহা অশুচি হই-
 য়াছে, এবং ইষ্টকা দ্বারা যাহা বিরচিত, সে
 সকল বায়ু স্পর্শেই শুচি হয়। ১১৬—১৩২।
 রানীকৃত অন্ন কোনও কারণে অপবিত্র
 হইলে আচমনপূর্বক উপরের অংশ কেলিয়া
 দিয়া মৃত্তিকা ও জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিলেই
 বিশুদ্ধ হইবে। অজ্ঞানতঃ উক্তরূপ অপবিত্র
 খাদ্য ভক্ষণে ত্রিরাত্র উপবাস কর্তব্য;
 অশুচিতা জানিতে পারিলে যথাবিধি
 শোধন করিয়া পরে তাহা ভক্ষণ করিলে
 কোন দোষ হইবে না। রজস্বলা, স্মৃতিকা,
 অস্থ্যজাতি, শববাহী,—এই সকলের স্পর্শে
 স্নান করিলে শুদ্ধ হয়। মেহমুক্ত

আচম্যেব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যাকর্মীক্য বা ।
ন লজ্জয়েত্তথৈবাধ ঈবনোদ্বর্তনানি চ ॥ ১৩৭
গৃহাহুচ্ছিষ্টবিগ্নুত্রঃ পাদান্তস্তৎকিপেহহিঃ ।
পঞ্চ পিণ্ডানবুদ্ধ্যত্যা ন স্নায়াত্ পরবারিণি ॥ ১৩৮
স্নায়ীত দেবখাতেষু গজ্জ হৃদসরিৎসু চ ।
নোদ্যানান্যৌ বিকালেষু প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন ॥
নালপেজ্জনবিহিষ্টান্ বীরহীনাস্থথা স্ত্রিয়ঃ ।
দেবতাপিতৃসচ্ছাত্ত্বজসন্ন্যাসিনিন্দকৈঃ ॥ ১৪০
কৃত্বা তু স্পর্শনালাপং শুধ্যত্যাৰ্বলোকনাৎ ।
অবলোক্য তথোদক্যাং সন্ন্যস্তং পতিতং শবম্
বিধর্ম্মিস্থতিকাষণ্ডবিস্ত্রাস্তাবাসায়িনঃ ।
মৃতনির্ধ্যাতক্যাংশ্চৈব পরদাররতাশ্চ যে ॥ ১৪২
এতদেব হি কর্তব্যং প্রাজ্ঞৈঃ শোধনমাশ্রয়ঃ ।
অভোজ্যভিক্ষুপাশুমাংসার্জ্যারথরক্কুটান ॥ ১৪৩

মহুয়াহিস্পর্শে ব্রাহ্মণ স্নান দ্বারা শুদ্ধি
লাভ করে । নিঃস্নেহ মানুষাদি স্পর্শে
আচমনান্তে গোস্পর্শ বা সূর্য্য দর্শন করিলে
শুদ্ধি লাভ হইতে পারে । নির্ধাবন উদ্বর্তনাদি
লজ্জন করিতে নাই । গৃহ হইতে উচ্ছিষ্ট
মলমূত্র ও পাদপ্রক্ষালনজল,—এসকল দূরে
বহির্ভাগে ফেলিয়া দিবে । পরকীয় জলাশয়
হইতে প্রথমে পঞ্চ মুণ্ডপিণ্ড না উঠাইয়া স্নান
করিবে না । দেবার্থে উৎসর্গীকৃত জলাশয়,
গজা, হৃদ, ও নদীতে স্নান করিতে হইলে
পিণ্ড উদ্ধারের প্রয়োজন নাই । প্রাজ্ঞ-
ব্যক্তি অসময়ে উদ্যানাদির মধ্যে থাকি-
বে না । সাধারণের বিবেচ্যার্থ ব্যক্তির
সহিত কিছা বিধবার সহিত বাক্যালাপ
অকর্তব্য । যাহারা দেবতা, পিতৃলোক,
সজ্জন, শাস্ত্র, যজ্ঞকর্তা বা সন্ন্যাসী প্রভৃতির
নিন্দা করে, স্তোত্রাদিগেব সঙ্গে আলাপ
করিলে সূর্য্যদর্শন দ্বারা বিশুদ্ধ হইবে ।
প্রাজ্ঞ ব্যক্তির রজস্বলা নারী, সংস্কৃত পতিত
শব, বিধর্ম্মী, স্থতিকা, ক্রীব, বিবস্ত্র জন,
অস্ত্যজাতি, শববাহক, এবং পরদার-
পর নরগণকে দর্শন করিলেও আত্ম-শোধ-
নার্থ উক্তরূপ সূর্য্যদর্শনই বিধেয় । অখাদ্য-

পতিতাপবিহ্বাণালমৃতহার্য্যশ্চ ধর্ম্মবিৎ ।
সংস্পৃশ্য শুধ্যতে স্নানাহৃদক্যাগ্রামশুকরৌ ॥
তদ্বচ্ছ স্থতিকাশৌচদূষিতঃ পাপকর্ম্মভিঃ ।
যস্ত চানুদিনং হানিগৃহে নিত্যস্ত কর্ম্মণঃ ।
যশ্চ ব্রাহ্মণসন্ত্যক্তঃ কিংবানী নরাধমঃ ॥ ১৪৫
নিত্যস্ত কর্ম্মণো হানিঃ ন কুবীর্ত্ত কদাচন ॥
তস্ত ত্রকরণং বক্ষ্যে কেবলং মৃতজন্মসু ।
দশাহং ব্রাহ্মণস্তিষ্ঠেদানহোমবিবর্জিতঃ ॥ ১৪৭
কত্রিয়ো দ্বাদশাহঞ্চ বৈশ্যো মাসার্দ্ধমেব চ ।
শূদ্রশ্চ মাসমাসৌত নিজকর্ম্মবিবর্জিতঃ ॥ ১৪৮
ততঃ পরং নিজং কর্ম্ম কুর্য়্যুঃ সর্বে যথোচিতম্
প্রেতায় সলিলং দেয়ং বহির্গত্বা তু গোত্রকৈঃ ।
প্রথমেহহি চতুর্থে চ সপ্তমে নবমে তথা ।
তস্মান্ধি সঞ্চয়ঃ কাৰ্য্যশ্চতুর্থোহহি গোত্রকৈঃ ॥
উর্দ্ধং সঞ্চয়নান্তেয়ামঙ্গলশো বিধীয়তে ।

দ্রব্য ভিক্ষুক, পাশু, মাংস, গর্দভ, কুক্কট,
পতিত, জাতিচ্যুত, চণ্ডাল, শববাহক,—
এসকল স্পর্শ করিয়াও ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি স্নান
দ্বারা শুদ্ধ হইবে । স্থতিকা, গ্রামশুকর,
স্থতিকাশৌচী ও অকাৰ্য্যদ্বারা দূষিত ব্যক্তিকে
স্পর্শ করিলেও উক্তরূপ শৌচ বিধেয় ।
যাহার গৃহে প্রতিদিন নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়
না, এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক যে জন পরিত্যক্ত হই-
য়াছে, সেই নরাধম পাপমাত্রই ভোজন করিয়া
থাকে । ১৩৩—১৪৫ । নিত্য কর্ম্মের কদাচ
বাধা করিবে না । কেবল জন্ম মরণ উপ-
লক্ষেই উহা করিতে নাই, এ বিষয়ে বিধান
কহিতেছি । জন্ম ও মরণ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ
দশাহ, কত্রিয় দ্বাদশাহ, ও বৈশ্য মাসার্দ্ধ
যাবৎ দান হোম বর্জনপূর্ব্বক থাকিবে ।
শূদ্র একমাস নিজ কর্তব্য কাৰ্য্য বর্জন
করিবে । তারপর সকলেই যথাবিধি নিজ
কর্ম্ম করিবে । সগোত্রগণ বহির্গমনপূর্ব্বক
মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে জল দান করিবে ।
সগোত্র জন প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, বা নবম
দিবসে মৃত ব্যক্তির অস্থি সঞ্চয় করিবে ।

গোত্রকৈশ্চ ক্রিয়াঃ সর্গাঃ কার্ঘ্যাঃ সঞ্চয়নাংপরম্
 স্পর্শ এব সপিগুনাং মৃতাহনি তথোভয়োঃ ।
 অর্থমিচ্ছয়া শস্ত্ররক্ষুবন্ধনবহিষ্ ॥ ১৫২
 বিষপ্রতাপাদিমৃতে প্রাজানাশকয়োরাপি ।
 বালে দেশান্তরেষু চ তথা প্ররজিতে মৃতে ॥
 সদ্যঃ শৌচং মনুষ্যাণাং ত্র্যহমুক্তমশৌচকম্ ।
 সপিগুনাং সপিগুস্ত মৃতেহস্তম্মিনমৃতো যদি ॥
 পূর্বশৌচং সমাধাতং কার্ঘ্যাস্তত্র দিনক্রিয়াঃ ।
 এষ এব বিধির্দৃষ্টো জন্মস্থপি হি স্মৃতকৈ ॥ ১৫৫
 সপিগুনাং সপিগুেষু যথাবৎ সৌদকেষু চ ।
 পুত্রে জাতে পিতুঃ স্নানং সচৈলস্ত বিধীয়তে ॥
 তত্রাপি যদি বাস্তম্মিন তু জাতস্ততঃ পরম্ ।
 তত্রাপি শুদ্ধিকৃদিতা পূর্বজন্মবতো দিনৈঃ ॥ ১৫৭
 দশদ্বাদশমাসান্ধিমাংসসৈত্ৰ্যাদিনৈর্গতেঃ ।
 স্বাঃ স্বাঃ কৰ্ম্মক্রিয়াঃ কুৰ্য্যুঃ সৰ্কে বর্ণা যথাবিধি ॥
 প্রেতমুদিশ্চ কৰ্ত্তব্যমেকোদিশ্চমতঃ পরম্ ।

অস্থি সঞ্চয় হইলে অঙ্গাস্পৃশ্য নিবৃত্ত হয় ।
 উহার পরই সগোত্রগণ মৃতের আত্মাদি কার্ঘ্য
 করিবে । আত্মহত্যা কামনায় শস্ত্র, রজ্জু,
 বন্ধন, বহি, বা পতন ইত্যাদি দ্বারা মৃত
 হইলে, আর শিশু বা দেশান্তরস্থ ব্যক্তির
 মরণে, কিংবা সন্ন্যাস গ্রহণের পর মৃত
 হইলেও সাধারণের সদ্যঃশৌচ, এবং
 সপিগুগণের তিন দিন অশৌচ হয় । এক
 সপিগুমরণশৌচ মধ্যে অস্ত্র সপিগু
 মরিলে পূর্ব অশৌচই হইবে । তদন্তে বিহিত
 কার্ঘ্য করিবে । জন্মজনিত অশৌচেও
 সপিগু ও সৌদকদিগের এইরূপই বিধি ।
 পুত্র জন্মিলে পিতা বস্ত্রসহ অবগাহন স্নান
 করিবে । জন্মাশৌচের মধ্যে অস্ত্র জন্মা-
 শৌচ হইলেও পূর্বাশৌচই প্রবণ থাকিবে;
 পূর্ব অশৌচান্তেই শুদ্ধি বিহিত । জননা-
 শৌচেও সকল বর্ণই পূর্ববৎ দশ, দ্বাদশ,
 মাসান্ধি, ও মাসমাত্র কাল অশৌচ থাকিবে;
 তদন্তে নিজ নিজ কৰ্ত্তব্য সকল যথাবিধি
 করিবে । অতঃপর প্রেতোদ্যেস্ত্রে একো-

দানানি চৈব দেয়ানি ব্রাহ্মণেষ্যো মনীষিভিঃ ॥
 যদ্যদিষ্টমং লোকে যচ্চাস্ত দয়িতং গৃহে ।
 তত্তদৃগ্ণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ১৬১
 পূর্ণৈশ্চ দিবসৈঃ স্পৃষ্টা সলিলং বাহনায়ুধৈঃ ।
 দত্তপ্রত্যোদপিগুশ্চ সর্কে বর্ণাঃ কৃতক্রিয়াঃ ॥
 কুৰ্য্যুঃ সমগ্রাঃ শুচিনঃ পরত্রেহ চ ভূতয়ে ।
 অধ্যোতব্যা ত্রয়ী নিত্যং ভবিতব্যং বিপশ্চিতা ॥
 ধৰ্ম্মতো ধনমাহার্যং যষ্টব্যং চাপি যত্নতঃ ।
 যেন প্রকুপিতো নাত্মা ভৃগুপ্সামেতি ভো দ্বিজাঃ
 তৎকৰ্ত্তব্যামশঙ্কেন যন্ন গোপ্যং মহাজ্ঞনৈঃ ।
 এবমাচরতো বিপ্রাঃ পুরুষস্ত গৃহে সতঃ ॥ ১৬৪
 ধৰ্ম্মার্থকামং সম্প্রাপ্য পরত্রেহ চ শোভনম্ ।
 ইদং রহস্তমায়ুষ্যং ধৰ্ম্মং বুদ্ধিবিবৰ্দ্ধনম্ ॥ ১৬৫
 সৰ্বপাপহরং পুণ্যং ত্রীপুষ্ট্যারোগ্যদং শিবম্ ।
 যশঃকীর্ত্তিপ্রদং নৃণাং তেজোবলবিবৰ্দ্ধনম্ ॥ ১৬৬

দিশ্চ কৰ্ত্তব্য । 'বিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ কার্ঘ্যে ব্রাহ্মণকে
 বিবিধ দান করিবেন । ১৪৬—১৬০ । মৃত
 ব্যক্তির উদ্দেশে ইহকালে তাহার যাহা যাহা
 প্রিয় ও বাঞ্ছিত দ্রব্য ছিল, সেই সকলই
 পরলোকে তদীয় অক্ষয় তৃপ্তি বিধানার্থ দান
 করিবে । অশৌচকাল পূর্ণ হইলে প্রেতের
 পিণ্ড দান ও তর্পণাদি করিয়া জল, বাহন,
 ও আয়ুধাদি স্পর্শে পবিত্র হইবে । তার-
 পর সকলেই ইহ-পরকালের হিতবিধায়ক
 কৰ্ত্তব্যানুষ্ঠান করিবে । নিত্য ত্রয়ী অধ্য-
 য়ন কৰ্ত্তব্য । সতত পরিণামদশী হইবে ।
 ধৰ্ম্মানুসারে ধনার্জন করিয়া যত্নপূর্বক যজ্ঞ
 করিবে । হে দ্বিজগণ! যে কার্ঘ্য দ্বারা
 আত্মা প্রকুপিত হইয়া লজ্জিত না হয়, যাহা
 মহাজনসম্মিধানে গোপনীয় নহে, সেই কার্ঘ্য
 নিঃশঙ্ক চিন্তে করিবে । নরগণ গৃহে থাকিয়া
 এইরূপ আচরণ করিলে ইহপর উভয় কালেই
 উত্তম ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রাপ্ত হয় । হে মুনি-
 সন্তমগণ! আমি এই যে রহস্ত কথা কীর্ত্তন
 করিলাম, ইহা আয়ুঃপ্রদায়ক, ধনসমৃদ্ধিবৰ্দ্ধক,
 বুদ্ধিবুদ্ধিকর, সৰ্বপাপহর, পুণ্যজনক, ত্রী,
 পুষ্টি, আরোগ্য, যশঃ, কীর্ত্তি, তেজ, বলাদির

অমৃত্যেয়ং সদা পুষ্টিঃ স্বর্গসাধনমুত্তমম্ ।
 ব্রাহ্মণৈঃ কত্রিয়েকৈশ্চৈঃ শূদ্রে'চ মুনিসত্তমাঃ ॥
 জাতব্যাং সুপ্রযত্নেন সম্যক্শ্রোয়োহভিকাজ্জিভিঃ
 জাতৈব যঃ সদা কালমমুষ্ঠানং কয়োতি বৈ ॥
 সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ।
 সান্নাতস্যায়তরং চেদমাখ্যাতং দ্বিজসত্তমাঃ ॥
 ঋতিস্মৃত্যুদ্ভূতং ধর্ম্যং ন দেয়ং যন্ত কন্তচিৎ ।
 ন নাস্তিকায় দাতব্যং ন দুষ্টমত্যয়ে দ্বিজাঃ ॥১৬০
 ন দাস্তিকায় মূর্খায় ন কুতর্কপ্রলাপিনে ॥ ১৭০
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে সদাচারনিরূপণমেকবিংশত্য'
 দ্বিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২১ ॥

দ্বাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মণ বর্ণধর্ম্মান বিশেষতঃ ।
 চতুরাশ্রমধর্ম্মাংশ্চ দ্বিজবর্ষ্য ব্রবীহি তান্ ॥ ১

বিবর্দ্ধক এবং উত্তম স্বর্গসাধন । ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের এতদনুসারে আচরণ করা বিধেয় । মঙ্গলাকাজী জনের সম্যক্ প্রকারে সুপ্রযত্নে ইহা জাত হওয়া কর্তব্য । যে ব্যক্তি এই বিধান জানিয়া সকল কালে এতদনুসারে আচরণ করে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে যাইতে পারে । হে দ্বিজসত্তমগণ ! ঋতি-স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মের সার হইতেও সারতর এই যে বিধান কীর্জন করিলাম, ইহা যে, সে লোককে দেওয়া কর্তব্য নহে । হে দ্বিজগণ ! নাস্তিক দুষ্টচেতা, দাস্তিক, মূর্খ এবং কুতর্ককারীকে ইহা দান করিতে নাই । ১৬১—১৭০ ।

একবিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাবিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে দ্বিজরাজ ! একণে
 আমরা চতুর্কর্ণ ও আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্মবিধি

ব্যাস উবাচ ।

ব্রাহ্মণকত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ যথাক্রমম্ ।
 শৃণুধ্বং সংযতা ভূত্বা বর্ণধর্ম্মান্নরোদিতান্ ॥ ২
 দয়াদানতপোদেবযজ্ঞস্বাধ্যায়তপস্রঃ ।
 নিত্যোদকী ভবেদ্বিপ্রঃ কুর্য্যাজ্জাপরিগ্রহম্ ॥
 বৃত্যর্থং যাজয়েৎস্বত্নান্ দ্বিজানধ্যাপয়েৎস্বথা ।
 কুর্য্যাৎপ্রতিগ্রহাদানং যজ্ঞার্থং জ্ঞানতো দ্বিজাঃ
 সর্বলোকহিতং কুর্য্যান্নাহিতং কন্তচিদ্বিজাঃ ।
 মৈত্রী সমস্তসত্তেষু ব্রাহ্মণস্তোত্তমঃ ধনম্ ॥ ৫
 গবি রত্নে চ পারকো সমবুদ্ধির্ভবেদ্বিজাঃ ।
 খাতাবভিগমঃ পত্ন্যাং শস্ততে বাস্ত ভো দ্বিজাঃ
 দানানি দদ্যাদিচ্ছাতো দ্বিজেষ্টাঃ

কত্রিয়োহপি হি ।

যজ্ঞেচ্চ বিবিধৈর্ষজৈরদীয়ীত চ ভো দ্বিজাঃ ॥
 শস্ত্রাজীবো মহীরক্ষা প্রবরা তস্ত জীবিকা ।
 তস্তাপি প্রথমে কল্পে পৃথিবীপরিপালনম্ ॥ ৮
 ধরিত্রীপালনেনৈব কৃতকৃত্যা নরাধিপাঃ ।

শুনিতে ইচ্ছা করি । আপনি তাহা বলুন ।
 ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিগণ ! ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—এই চারিবর্ণের ধর্ম্ম বর্ণন করিতেছি ; পাপনারা সংযতচিত্তে শ্রবণ করুন । ব্রাহ্মণ প্রতিদিন দান, দয়া, তপস্বা, দেবপূজা, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, তর্পণপরায়ণ এবং অগ্নিমান্ হইবেন । জীবিকা নির্বাহার্থে অপর ব্যক্তির যাজন এবং অধ্যাপন করিবেন । যজ্ঞ-করণার্থ প্রতিগ্রহও করিবেন । জ্ঞানপূর্ব্বক সর্বলোকের হিতই করিবেন ; পরন্তু অহিত করিবেন না । সর্বজীবে মিত্র-তাই ব্রাহ্মণের উত্তম ধন । ব্রাহ্মণ, পরকীয় ভূমি বা রত্নে সমবুদ্ধি থাকিবেন । তাঁহার পক্ষে ঋতুকালেই পত্নীসঙ্গ প্রশস্ত । হে দ্বিজগণ ! কত্রিয় ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণগণকে দান করিবেন, বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং অধ্যয়নও কত্রিয়ের কর্তব্য । যুদ্ধার্থে অস্ত্রধারণ ও পৃথিবীরক্ষা, এই দুটাই কত্রিয়ের জীবিকা ; তন্মধ্যেও পৃথিবীপালনই প্রধান । ১—৮ । রাজা দুষ্টদিগের শাসন ও শিষ্টগণের পালন

ভবন্তি নৃপতে রক্ষা যতো যজ্ঞাদিকৰ্মণাম্ ॥১০
 দুষ্টানাং শাসনাজ্ঞা শিষ্টানাং পরিপালনাং ।
 প্রাপ্তোত্যভিমতান্নো কান্বৰ্ণসংস্থাপকো নৃপঃ ॥
 পাণ্ডপাল্যং বণিজ্যঞ্চ কৃষিঞ্চ মুনিসন্তমাঃ ।
 বৈশ্যায় জীবিকাং ব্রহ্মা দদৌ

লোকপিতামহঃ ॥ ১১

তস্তাপ্যধ্যয়নং যজ্ঞো দানং ধৰ্ম্মশ্চ শস্ত্রতে ।
 নিত্যনৈমিত্তিকাদীনামজ্ঞানঞ্চ কৰ্ম্মণাম্ ॥ ১২
 দ্বিজাতিসংশ্রয়ং কৰ্ম্ম তদৰ্থং তেন পোষণম্ ।
 ক্রয়বিক্রয়জৈবাপি ধনৈঃ কারুভবৈশ্চ বা ॥ ১৩
 দানং দদ্যাক্ত শূদ্রোহপি পাকযজ্ঞৈর্যজ্ঞেত চ ।
 পিতৃাদিকঞ্চ বৈ সৰ্ব্বং শূদ্রঃ কুবীত তেন বৈ ॥১৪
 ভৃত্যাদিতরুণার্থায় স সৰ্ব্বেষাঞ্চ পরিগ্রহাঃ ।
 ঋতুকালভিগমনং স্বদারেষু দ্বিজোত্তমাঃ ॥১৫
 দয়া সমস্তভূতেষু তিতিক্ষা নাভিমানিতা ।
 সত্যং শৌচমনায়াসৌ মঙ্গলং প্রিয়বাদিতা ॥ ১৬
 মৈত্রী চেবাম্পৃহা তদ্বদকার্পণ্যং দ্বিজোত্তমাঃ ।
 অননুহা চ সামান্তা বর্ণিনাং কথিতা গুণাঃ ॥ ১৭
 আশ্রমাণাঞ্চ সৰ্ব্বেষামেতে সামান্তলক্ষণাঃ ।

স্বারা বর্ণসকলের সংস্থাপন করিলে অভিমত
 লোক প্রাপ্ত হইলেন। হে মুনিসন্তমগণ!
 লোকপিতামহ ব্রহ্মা, পাণ্ডপালন, বাণিজ্য,
 কৃষিকাৰ্য্য, এই তিনটি রুতি বৈশ্বদিগকে
 নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। বৈশ্ব দান,
 অধ্যয়ন, যজ্ঞ, অস্ত্রান্ত ধৰ্ম্ম কাৰ্য্য এবং
 নিত্যকৰ্ম্মের অজ্ঞান করিবে। দ্বিজাতির
 আশ্রয়ে তাঁহাদিগের কৰ্ম্ম করিয়া কিম্বা
 ক্রয় বিক্রয় বা শিল্প কৰ্ম্মে উপার্জিত
 ধন স্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে। শূদ্রও
 দান করিবে এবং পাকযজ্ঞ করিবে।
 তদ্বারাই ব্রাহ্মাদি পিতৃকাৰ্য্য কর্তব্য। পোষ্য-
 বর্ণ পরিপালনার্থ সকল বর্ণেরই ধনাদি
 পরিগ্রহ বিধেয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! ঋতু-
 কালেই পত্নীসঙ্গম বিহিত। সৰ্ব্বভূতে দয়া,
 কমা, অভিমানরাহিত্য, সত্য, শৌচ, প্রিয়-
 বাদিতা, মিত্রতা, মোভহীনতা, অকার্পণ্য,
 অননুহা, অক্রান্তিতা ও মঙ্গলসাধনতা প্রভৃতি

গুণান্তথোপধৰ্ম্মাশ্চ বিপ্রাদীনামিমে দ্বিজাঃ ॥১৮
 কাত্রং কৰ্ম্ম দ্বিজশ্রোক্তং বৈশ্বকৰ্ম্ম তথাপিহ ।
 রাজস্বস্ত চ বৈশ্বোক্তং শূদ্রকৰ্ম্মাণি চৈতয়োঃ ॥
 সসামর্থ্যে সতি তাজ্যমুভাত্যামপি চ দ্বিজাঃ ।
 তদেবাপদি কর্তব্যং ন কুৰ্যাৎ কৰ্ম্মসঙ্করম্ ॥ ৩০
 ইত্যেতে কথিতা বিপ্রা বর্ণধৰ্ম্মা ময়াহু বৈ ।
 ধৰ্ম্মমাশ্রমিণাং সমাগুক্তবতোহপি নিবোধত ॥২১
 বালঃ কৃতোপনয়নো বেদাহরণতৎপরঃ ।
 গুরোর্গেহে বসন্ বিপ্রা ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥২২
 শৌচাচাররতস্তত্র কাৰ্য্যং শুশ্রূষণং গুরোঃ ।
 ব্রতানি চরতা গ্রাহো বেদশ্চ কৃতবুদ্ধিনা ॥ ২৩
 উভে সঙ্ঘ্যে রবিং বিপ্রান্তধৈবাগ্নিঃ সমাহিতঃ ।
 উপতিষ্ঠেত্থা কুর্বাদ্গুরোরপ্যভিবাদনম্ ॥ ২৪
 স্থিতে তিষ্ঠেদ্ব্রজেদ্যাতি নৌচৈরাসীত চাসিতে
 শিষ্যো গুরো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রতিকূলঞ্চ সন্ত্যজেৎ
 ভেনৈবোক্তং পঠেদেদং নাস্তচিত্তঃ পুরস্থিতঃ ।

গুণগুক্ত হইবে। সমস্ত আশ্রমের সমস্ত বর্ণেরই
 এই সকল সাধারণ গুণ। হে দ্বিজগণ!
 এক্ষণে বিপ্রাদিবর্ণের উপধৰ্ম্ম কীৰ্ত্তন করি-
 তেছি। আপৎকালে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কৰ্ম্ম
 ও বৈশ্বকৰ্ম্ম বিহিত। ক্ষত্রিয়ের বৈশ্বকৰ্ম্ম ও
 শূদ্রকৰ্ম্ম, এবং বৈশ্বের শূদ্রকৰ্ম্ম কর্তব্য; সামর্থ্য
 থাকিতে ঐ সকল নিম্নবর্ণের কাৰ্য্য সকলেরই
 ত্যাজ্য; আপৎকালেই উহা অবলম্বনীয়;
 পরন্তু কৰ্ম্মসঙ্কর করিবে না। হে বিপ্রগণ!
 বর্ণচতুষ্টয়ের সাধারণ বিধান এই আমি বলি-
 লাম; এক্ষণে আশ্রমধৰ্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ
 করুন। ১—২৪। হে বিপ্রগণ! বালক
 উপনয়নান্তে বেদাভ্যাস-তৎপর হইয়া গুরু-
 গৃহে বাস করিবে। তখন ব্রহ্মচারী হইয়া
 সমাহিতচিত্তে শৌচাচার প্রতিপালন করত
 গুরুর শুশ্রূষা এবং বিবিধ ব্রতচরণপূর্বক
 অবধানসহকারে বেদাভ্যাস করিবে। উভয়
 সঙ্ঘ্যাকালে সমাহিতভাবে রবি ও অগ্নির
 উপাসনা এবং গুরুর অভিবাদন করিবে।
 হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! শিষ্য কোন প্রকারেই
 গুরুর প্রতিকূলাচরণ করিবে না; গুরু

অমুজাতঞ্চ ভিক্ষারমণীয়াৎগুণা ততঃ ॥ ২৬
অবগাহেন্দ্রপঃ পূৰ্ব্বমাচার্যোণাবগাহিতাঃ ।
সমিজ্জলাদিকং চান্ধ কল্যকল্যমুপানয়েৎ ॥ ২৭
গৃহীতগ্রাহবেদন্ত ততোহমুজামবাণ্য বৈ ।
গার্হস্থ্যমাবসেৎ প্রাজ্ঞো নিম্পন্নগুণনিষ্ঠুতিঃ ॥২৮
বিধিনাবাপ্তদায়ঞ্চ ধনং প্রাপ্য স্বকৰ্ম্মণা ।
গৃহস্থকাৰ্য্যমাখলং কুৰ্য্যাৎবিপ্রাঃ স্বশাক্ততঃ ॥২৯
নিৰ্ব্বাপেণ পিতৃনর্চ্য যজৈর্দেবাস্তথাতিথীন ।
অন্নৈর্নুনীন্স্বাধ্যায়ৈরপত্যেন প্রজাপতিম্ ॥
বলিকৰ্ম্মণা ভূতানি বাকুসত্যোনাখলং জগৎ ।
প্রাপ্তোতি লোকান পুরুষো নিজকৰ্ম্মসমাজিতান
ভিক্ষাভুজ্যন্ত যে কেচিৎ পরিব্রাডু ব্রহ্মচারিণঃ ।
তেহপ্যত্র প্রাতিতিষ্ঠন্তি গার্হস্থ্যং তেন বৈ পরম্

অবস্থান করিলে অবস্থান করিবে, গমন
কালে গমন করিবে, উপবিষ্ট হইলে
অপেক্ষাকৃত নিরস্থানে উপবেশন করিবে।
গুরুর আদেশক্রমেই নিবিষ্টচিত্তে তদীয়
অগ্রভাগে থাকিয়া বেদ পাঠ করিবে। পরে
গুরুর অমুজানুসারেই ভিক্ষার ভোজন
করিবে। গুরু জলে অবগাহন করিলে পর
অবগাহন করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে
গুরুর নিমিত্ত সমিধ্ কুশাদি আহরণ করিয়া
আনিবে। প্রাজ্ঞব্যক্তি শিক্ষণীয় বেদ অভ্যস্ত
হইলে পর গুরুর আদেশ লইয়া গুরু-
দক্ষিণা-দানান্তে গৃহস্থাত্ম্য অবলম্বন করিবে।
যথাবিধি বিবাহ করিয়া স্ত্রী বিহিত কৰ্ম্মদ্বারা
ধনার্জনপূৰ্ব্বক স্বশক্তি অমুসারে সমস্ত গৃহস্থ-
কৰ্ত্তব্য নিৰ্ব্বাহ করিবেন। পিণ্ডদান দ্বারা
পিতৃগণের, যজ্ঞদ্বারা দেবগণের, অন্নদ্বারা
অতিথিগণের, স্বাধ্যায় দ্বারা মুনিগণের,
পুত্রোৎপাদন দ্বারা প্রজাপতির, বলি প্রদান
দ্বারা ভূতগণের, এবং সত্য ও প্রিয়বাক্য
দ্বারা সমগ্র জগতের তৃপ্তি বিধান করিবেন।
পুরুষ এইরূপ স্ত্রী অমুষ্ঠানের কলে বিবিধ
লাভ প্রাপ্ত হয়। ২৫—৩১। সন্ন্যাসী, ব্রহ্ম-
চারী বা তিৰ্য্যকোপজীবী সকলেই গৃহস্থাত্ম্য
অবলম্বনে জীবিত থাকে, সুতরাং গৃহস্থাত্ম্যই

বেদাহরণকাৰ্য্যেণ তীর্থস্থানায় চ বিজ্ঞাঃ ।
অটন্তি বনুধাঃ বিপ্রাঃ পৃথিবীদর্শনায় চ ॥ ৩০
অনিকেতা হনাহারা যে তু সাংগৃহাঙ্ক তে ।
তেষাং গৃহস্থঃ সততঃ প্রতিষ্ঠা যেনিরুচ্যতে ॥
তেষাং স্বাগতদানানি বক্তব্যং মধুরং সদা ।
গৃহাগতানাং দৃষ্টাক্ষ শয়নাসনভোজনম্ ॥ ৩১
অতিথিযন্ত ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে ।
স দম্বা দ্রুততঃ তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ৩২
অবজানমহঙ্কারো দম্ভচাপি গৃহে সতঃ ।
পরিবাদোপঘাতো চ পাক্ষ্যঞ্চ ন শস্ততে ॥৩৩
যন্ত সম্যক্করোভ্যোবং গৃহস্থঃ পরমঃ বিধিম্ ।
সৰ্ব্ববন্ধবিনির্মুক্তো লোকানাপ্রোতি চোত্তমান ॥
বয়ঃপরিণতো বিপ্রাঃ কৃতকৃত্যো গৃহাত্ময়ী ।
পুত্রেষ ভাৰ্য্যাঃ নিক্শিপ্য বনং গচ্ছেৎ সৰ্ব্বেষ বা

শ্রেষ্ঠ। হে বিজগণ। যে সকল ব্রাহ্মণ
বেদাহরণ, তীর্থপর্যটন, ও পৃথিবীভ্রমণার্থ
বনুমতীর নানাস্থানে ভ্রমণ করেন; এবং
যাহারা বাসস্থানশূন্য ও আহারহীন সেই সাং-
গৃহগণ (যাইতে যাইতে যেখানে সাংকাল
উপস্থিত হয়, তথায় বাসকারী) গৃহস্থ জন-
গণের একমাত্র অবলম্বন ও উৎপত্তিহেতু।
গৃহে আগত হইলে ঐ সকল ব্যক্তিকে সদা
স্বাগত প্রদ্ব ও মধুর বাক্য বলিবে; শয়নীয়,
আসন ও ভোজন দান করিবে। অতিথি
কোথাও নিরাশ হইয়া ভবন হইতে প্রি-
গমন কালে তাহার পাপ সকল গৃহস্থাত্মীকে
দিয়া তদীয় পুণ্য সকল লইয়া প্রস্থান করেন।
অবজা, অহঙ্কার, দম্ভ, পরিবাদ, প্রহার,
পাক্ষ্য,—গৃহস্থের পক্ষে এসকল প্রশস্ত
নহে। যে গৃহস্থ এই বিধান সম্যক্ প্রকারে
প্রতিপালন করে, সে সৰ্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত
হইয়া উত্তমলোকসমূহে গমন করিতে সক্ষম
হয়। গৃহস্থ ব্যক্তি নিজ কৰ্ত্তব্য সমস্ত
অমুষ্ঠানান্তে পরিণত বয়সে পুত্রগণের হস্তে
ভাৰ্য্যাকে সম্বত করিয়া অথবা ভাৰ্য্যার
সহিতই বনে প্রবেশ করিবেন। ৮

পূর্ণমূলকলাহারঃ কেশশ্রব্জজটাদয়ঃ ।
 কুমিশায়ী ভবেত্তত্ত্বমুনিঃ সর্বাভিধির্দ্বিজাঃ ॥ ৪০ ॥
 চন্দ্রকাশকুশৈঃ কুর্ঘ্যাৎ পরিধানোত্তরীয়কে ।
 তদ্বল্লিষবণং স্নানং শস্তমস্ত্রা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪১ ॥
 দেবতাভ্যর্চনং হোমসর্বাভ্যাগতপূজনম্ ।
 ভিক্ষাবলিপ্রদানস্ত শস্তমস্ত্রা প্রশস্ততে ॥ ৪২ ॥
 বস্ত্রস্নেহেন গাত্রাণামভ্যঙ্গচাপি শস্ততে ।
 তপস্তা তস্ত্রা বিপ্রস্ত্রাঃ শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুতা ॥
 যন্তোক্তা নিয়তচর্যা বানপ্রস্থচরেন্মুনিঃ ।
 স দহত্যগ্নিবদোযানজয়েন্নোকাংশ শাখতান্ ॥
 চতুর্শচাত্রমে ভিক্ষাঃ প্রোচ্যতে যো

মনীষিভিঃ ।

তস্ত্রা স্বরূপং গদতো বুধ্যস্বঃ মম সন্তমাঃ ॥ ৪৩ ॥
 পুত্রজব্যকসত্রেমু ত্যজ্যেৎ স্নেহঃ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 চতুর্শচাত্রমহানং গচ্ছেদ্বিধুতমৎসরঃ ॥ ৪৬ ॥

দ্বিজগণ! মনমধ্যে তিনি বৃক্ষমূলে শয়ন করিবেন, পত্র, মূল ও ফল আহার করিবেন, কেশ, শ্রব্জ বা জটা ধারণ করিবেন; সকলের আতিথ্য করিবেন; সর্বাধা মুনি-রুত্তিই তাঁহার অবলম্বনীয় ৩২—৪০। চন্দ্র, কাশ, বা কুশ দ্বারা পরিধেয় ও উত্তরীয় করিবেন। বনবাসীর পক্ষে তিন কালে স্নান প্রশস্ত। দেবতাভ্যর্চন, হোম, অভ্যাগত সকলের যথাযোগ্য পূজা, ভিক্ষা, ও বলিপ্রদান,—এ সকল কার্যও বিশেষ প্রশস্ত। বন্য স্নেহ দ্বারা অভ্যঙ্গ প্রশস্ত। হে বিপ্রস্ত্রগণ! বনবাসীর পক্ষে শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুতাই পরম তপস্তা। যে জন বানপ্রস্থ আশ্রমে থাকিয়া মুনি-রুত্তি অবলম্বনপূর্বক নিয়ত-চিত্তে এই সকল আচার পালন করেন, তিনি অগ্নি-বৎ দোষ সকল দগ্ধ করিয়া শাখত লোক-সমূহ প্রাপ্ত হইবেন। হে সন্তমগণ! মনীষি-গণ ঘাহাকে ভিক্ষুকাত্রম বলেন, সেই চতুর্শচাত্রমের স্বরূপ আমি বলিতেছি, আপ-নারা অবধান করুন। হে দ্বিজোত্তমগণ! পুত্র-কলজ-বিত্তাদিতে ঘেহ বর্জনপূর্বক

ত্রেবর্ণিকাঃ স্ত্র্যাজেৎ সর্বাণারস্তান দ্বিজসন্তমাঃ
 মিত্রাদিষু সমো মৈত্রঃ সমস্তেষেব জন্তুযু ॥ ৪৭ ॥
 জরায়ুজাণ্ডজাদীনাম্ বাঘনঃকশ্মভিঃ কচিৎ ।
 যুক্তঃ কুবীত ন দ্রোহং সর্বসঙ্গাংশ বর্জয়েৎ ॥
 একরাত্রস্থিতিগ্রামে পঞ্চরাত্রস্থিতিঃ পুরে ।
 তথা প্রীতিন্ তিথ্যাকু ঘেষো বা নাস্ত্র জায়তে ॥
 প্রাণযাত্রানির্মিতক ব্যাকারে ভুক্তবজ্জনে ।
 কালে প্রশস্তবর্ণানাম্ ভিক্ষার্থী পর্যটেন্দৃগৃহান্ ॥
 অলাভে ন বিষাদৌ স্ত্রান্নাভে নৈব চ হর্ষয়েৎ ।
 প্রাণযাত্রিকমাত্রঃ স্ত্রান্নাত্রাসঙ্গাধিনির্গতঃ ॥ ৫১ ॥
 অতিপুজিতলাভাংশু জুগুপ্সেচ্চৈব সর্বতঃ ।
 অতিপুজিতলাভেভ্য যতির্মুক্তোহপি বধ্যতে ॥
 কামঃ ক্রোধস্তথা দর্পো লোভমোহাদয়শ্চ যে ।

মাৎসর্যহীন হইয়া চতুর্শচাত্রমে প্রবেশ করিতে হয়। ত্রিবর্ণবিহিত সমস্ত আচার পরিহারপূর্বক শত্রু-মিত্রাদি সর্বজীবেরই সমবুদ্ধিসম্পন্ন ও সকলেরই হিতকারী হইবে। জরায়ুজ বা অণ্ডজ কোন প্রাণীরই কদাপি বাক্য মন ও কশ্ম দ্বারা অহিতাচরণ করিবে না। কাহারও দ্রোহ করিবে না। সর্বসঙ্গ বর্জন করত সংযতচিত্তে থাকিবে ৪১—৪৮। সন্ন্যাসী জন গ্রামে একরাত্র, ও নগরে পঞ্চরাত্র বাস করিতে পারেন। তিথ্যাকু জাতির প্রতি ঘেষ বা প্রীতি প্রকাশ করিবেন না। যখন রন্ধনাগ্নি নির্ধাপিত ও জনগণের ভোজন শেষ হইয়াছে বুঝিবেন, তিনি তখন জীবিকা নির্বাহার্থ প্রশস্ত বর্ণের গৃহে ভিক্ষার্থ পর্যটন করিবেন। ভিক্ষা লাভে তুষ্ট বা অলাভে অসন্তুষ্ট হইবেন না। সুখ দুঃখ এবং সঙ্গ বর্জনপূর্বক কেবল প্রাণ-যাত্রা নির্বাহার্থ ভিক্ষা করিবেন। কেহ অতিশয় সমাদর সহকারে ভিক্ষা দিলে তাহা সর্বাধা নিদ্দিত মনে করিবেন; কারণ, অতি সমাদরপ্রাপ্ত ভিক্ষা দোষে, যুক্ত যতি জনও বদ্ধ হইয়া পড়েন। পরিব্রাজক ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, মোহ প্রভৃতি যে

তাং দোষান পরিত্যজ্য পরিত্রাণির্মমো

ভবেৎ ॥ ৫৩

অভয়ং সর্বসম্বোধো দদ্বা যশ্চরতে মহৌম্ ।
তন্ত দেহাষ্মকুন্ত ভয়ং নোৎপত্ততে কচিৎ ॥
কুন্তাঘ্নিহোত্রঃ স্বশরীরসংস্খঃ
শারীরমগ্নিঃ স্বযুখে ভূহোতি ।
বিপ্রস্ত তিকোপগতৈর্হবির্ভি-
শ্চিত্তায়ানা স ব্রজতি স্র লোকান ॥ ৫৫
মোক্ষাশ্রমঃ যশ্চরতে যথোক্তঃ
শুচিচ্চ সঙ্কল্পিতবুদ্ধিযুক্তঃ ।
অনিজ্ঞনং জ্যোতিরিব প্রশান্তঃ
স ব্রহ্মলোকং ব্রজতি দ্বিজাতিঃ ॥ ৫৬
ইতি শ্রীভাস্ক্রে বর্ণাশ্রমধর্মবর্ণনং দ্বাবিংশত্য-
ধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২২ ॥

সকল দোষ আছে, তৎসমস্ত বর্জনপূর্বক
নির্মম হইবেন । যিনি সর্বভূতে অভয় দান
করত মহীতলে বিচরণ করেন, সেই জীব-
মুক্ত মহাত্মার কদাপি ভয় উৎপন্ন হয় না ।
যে বিপ্রযতি চিত্তায়িতে শয়ন করত নিজদেহে
অগ্নিহোত্র স্থাপনপূর্বক শারীর অগ্নিকে
ভিকালক স্বত দ্বারা নিজযুখে হোম করেন,
তিনি দিব্যালোকে গমন করিতে সক্ষম
হয়েন । যিনি শুচিভাবে দৃঢ়সঙ্কল্প সহ-
কারে এই মোক্ষাশ্রম-বিহিত আচার প্রতি-
পালন করেন, সেই দ্বিজাতি দাহবস্ত্র অভাবে
অগ্নির জ্বায় প্রশান্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত
হয়েন । ৪৯—৫৬ ।

দ্বাবিংশত্যাধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২২২

ত্রয়োবিংশ অধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

সর্বজন্তুঃ মহাভাগ সর্বভূতহিতে ব্রতঃ ।
ভূতঃ ভবাঃ ভবিষ্যৎ ন তেহন্ত্যবিদিতঃ মুনৈ
কর্মণা কেন বর্ণানামধমা জায়তে গতিঃ ।
উত্তমা চ ভবেৎ কেন ক্রহি তেষাং মহামতে ॥ ২
শূদ্রস্ত কর্মণা কেন ব্রাহ্মণস্য গচ্ছতি ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে কেন ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামিয়াৎ ॥ ৩
ব্যাস উবাচ ।
হিমবচ্ছিত্বরে রম্যো নানাধাতুবিভূষিতে ।
নানাফলমলতাকৌণে নানাশর্ধ্যসমর্ষিতে ॥ ৪
তত্র স্থিতঃ মহাদেবঃ ত্রিপুরয়ঃ ত্রিলোচনম্ ।
শৈলরাজশ্রুতা দেবী প্রাণপত্য সুরেশ্বরম্ ॥ ৫
ইমং প্রয়ং পুরা বিপ্রা অপৃচ্ছচ্চাকলোচনা ।
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মম সন্তমাঃ ॥ ৬
উষোবাচ ।

ভগবন্ ভগনেত্রয় পুঞ্চো দন্তবিনাশন ।

ত্রয়োবিংশত্যাধিকাবিশততম অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ, মুনৈ !
আপনি সর্বজন্তু ; ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্তমান,
কিছুই আপনার অবদিত নাই । হে
মহামতে ! বর্ণচতুষ্টয়ের কোন কর্ম দ্বারা
অধম গতি হয় ? আর কোন কষ্টেই
বা উত্তম গতি ঘটে, তাহা বলুন । শূদ্র
কোন কর্ম করিয়া ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হয়
এবং ব্রাহ্মণই বা কোন কোন কর্মের
ফলে শূদ্র্য লাভ করে ? আমরা
তাহাও শুনিতে বাসনা করি । ব্যাস কহি-
লেন,—হে বিপ্রগণ ! পুরাকালে নানাধাতু-
বিভূষিত নানাতরুলতাকৌণ নানাশর্ধ্যসম-
র্ষিত হিমালয় পর্বতে অবস্থিত ত্রিপুর-
য়ারি, ত্রিলোচন, সুরেশ্বর, মহাদেবকে
প্রাণিপাতপুরঃসর চাকলোচনা, শৈলরাজ-
নন্দিনী উষাদেবী এই প্রমই করিয়াছিলেন ;
হে সন্তমগণ ! আমি তাহা বলিতেছি,
আপনারা শ্রবণ করুন । ২—৬ । উষা কহি-

দক্ষকৃত্যুহর ত্র্যক্ষ সংশয়ো মে মহানয়ম্ ॥ ৭
চাতুর্কণ্য ভগবতা পূৰ্ণং সৃষ্টং স্বয়ম্ভুবা ।
কেন কৰ্ম্মবিপাকেন বৈশ্ণো গচ্ছতি শূদ্রতাম্ ॥ ৮
বৈশ্ণো বা কত্রিয়ঃ কেন দ্বিজো বা কত্রিয়ো

ভবেৎ ।

প্রতিলোমে কথং দেব শকো ধর্মো নিবর্তিতুম্
কেন বা কৰ্ম্মণা বিপ্রঃ শূদ্রযোনৌ প্রজায়তে ।
কত্রিয়ঃ শূদ্রতামেতি কেন বা কৰ্ম্মণা বিভো ॥ ১০
এতং মে সংশয়ঃ দেব বদ ভূতপতেহনঘ ।
ত্রয়ো বর্ণাঃ প্রকৃতোহ কথং ব্রাহ্মণ্যমাণ্ডয়ঃ ॥ ১১
শিব উবাচ ।

ব্রাহ্মণ্যং দেবি তুপ্রাপং নিসর্গাদব্রাহ্মণঃ শুভে
কত্রিয়ো বৈশ্বশূদ্রো বা নিসর্গাদিতি মে মতিঃ ॥
কৰ্ম্মণা হৃকৃতেনেহ স্থানাদভ্রাণ্ডতি স দ্বিজঃ ।
শ্রেষ্ঠঃ বর্ণমহু প্রাপ্য তস্মাদাব্রাহ্মণ্যতে পুনঃ ॥ ১৩
স্থিতো ব্রাহ্মণধর্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি ।

লেন,—হে পুষার দস্তপাতনকর, দক্ষযজ্ঞহর,
ভগনেত্রনাশন, ত্রিলোচন, ভগবন! আমার
এই একটি মহান সংশয় হইতেছে যে, পূর্ব
কালে ভগবান স্বয়ম্ভু বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়া-
ছেন। কিন্তু তন্মধ্যে বৈশ্ব কোন কৰ্ম্ম
করিয়া শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়? আর কোন
কৰ্ম্মই বা কত্রিয় হয়? ব্রাহ্মণই বা কোন
কৰ্ম্মবশে কত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়? কোন
কৰ্ম্মই বা শূদ্রযোনিতে জন্মে? কত্রিয়
কোন কৰ্ম্মফলে শূদ্রতা লাভ করে? হে
দেব! এই প্রতিলোম ধর্মের নিবর্তি কি
প্রকারে হইতে পারে? হে অনঘ, ভূত-
পতি, প্রভো! কি প্রকারে কত্রিয়াদি বর্ণ-
ত্রয় ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারে? এ
বিষয়ে আমার সংশয় নিরাস করুন।
৭—১১। শিব বলিলেন,—হে দেবি!
ব্রাহ্মণ্য বড়ই দুর্লভ বস্তু! ব্রাহ্মণ কত্রিয়
বৈশ্ব ও শূদ্র জাতি স্বভাবতই উৎপন্ন হয়।
কেহ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিলেও হৃকৃতিকলে
ভায়া হইতে ভ্রষ্ট হয়। শ্রেষ্ঠবর্ণত্ব প্রাপ্ত
হইয়াও পাপফলেই ভায়া হইতে চ্যুত

কত্রিয়ো বাধ বৈশ্ণো বা ব্রহ্মভূয়ং স গচ্ছতি ॥
যশ্চ বিপ্রভূয়ংসজ্য কত্রিয়্যারিষেবতে ।
ব্রাহ্মণ্যং স পরিভ্রষ্টঃ কত্রিয়োনৌ প্রজায়তে ॥
বৈশ্বকৰ্ম্ম চ যো বিপ্রো লোভমোহবাপাশ্রয়ঃ ।
ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং প্রাপ্য কয়োত্যন্নমতিঃ সদা ॥
স দ্বিজো বৈশ্বতামেতি বৈশ্ণো বা শূদ্রতামিয়াং
স্বধর্ম্যং প্রচ্যুতো বিপ্রস্ততঃ শূদ্রত্বমাণ্ডয়াং ॥ ১৭
তত্রাসৌ নিরয়ঃ প্রাপ্তো বর্ণভ্রষ্টো বহিষ্কৃতঃ ।
ব্রহ্মলোকাৎ পরিভ্রষ্টঃ শূদ্রযোনৌ প্রজায়তে ॥
কত্রিয়ো বা মহাভাগে বৈশ্ণো বা ধর্ম্মচারিণি ।
স্থানি কৰ্ম্মাণ্যাপাকৃত্য শূদ্রকৰ্ম্ম নিষেবতে ॥ ১৯
স্বস্থানাং স পরিভ্রষ্টো বর্ণসঙ্করতাং গতঃ ।
ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়ো বৈশ্বঃ শূদ্রঃ যতি তাদৃশঃ ॥
যন্ত শূদ্রঃ স্বধর্ম্মেণ জ্ঞানবিজ্ঞানবাহু চিঃ ।
ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মনিরতঃ স ধর্ম্মকলমশ্নুতে ॥ ২১
ইদং চৈবাপরং দেবি ব্রাহ্মণা সমুদাহৃতম্ ।

হইয়া পড়ে। কত্রিয় বা বৈশ্বও যদি
ব্রাহ্মণধর্ম্ম অববদনপূর্বক জীবিকা নির্বাহ
করে, তবে সে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। যে
জন ব্রাহ্মণত্ব পরিহার করত কত্রিয়ত্ব
অবলম্বন করে, সে ব্রাহ্মণত্ব হইতে ভ্রষ্ট
হইয়া মরণান্তে কত্রিয়যোনি প্রাপ্ত হইয়া
থাকে। দুর্লভ ব্রাহ্মণ্যালাভ করিয়া যে
অল্পবুদ্ধি দ্বিজ লোভ-মোহাবিষ্ট চিন্তে
বৈশ্বকৰ্ম্ম করে, সে বৈশ্বতা প্রাপ্ত হয়।
এইরূপ হীন কৰ্ম্মবশে বৈশ্বকেও শূদ্রত্বপ্রাপ্ত
হইতে হয়। স্বধর্ম্মচ্যুত বিপ্রও এই প্রকারে
শূদ্র হইয়া পড়ে। সে বর্ণ-ধর্ম্মচ্যুত হইয়া ব্রহ্ম-
লোকে যাইতে পারে না, নরকগামী হয়;
পরে শূদ্রযোনিতে জন্মে। হে মহাভাগে!
কি কত্রিয়, কি বৈশ্ব,—স্বীয় কৰ্ম্ম পরিত্যাগ-
পূর্বক শূদ্রকৰ্ম্ম করিলে সকলেই এইরূপে
শূদ্রত্বভাগী হইয়া থাকে। তাহার স্বস্থান হইতে
ভ্রষ্ট হইয়া বর্ণসঙ্করতা প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে
শূদ্রত্ব লাভ করে। ১২—২০। যে শূদ্র
স্বধর্ম্ম পালন সহকারে জ্ঞান-বিজ্ঞানবান, শুচি,
ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মনিরত হয়, সে অবশ্যই সেই

অধ্যাক্ষঃ নৈষ্ঠিকৌ সিদ্ধিধর্মকামৈন্যেব্যতে ॥
উগ্রাক্ষঃ গর্হিতং দেবি গণাক্ষঃ শ্রাদ্ধসূতকম্ ।
যুগ্মাক্ষঃ নৈব ভোক্তব্যঃ শূদ্রাক্ষঃ নৈব বা কচিৎ
শূদ্রাক্ষঃ গর্হিতং দেবি সদা দেবৈর্মহাশ্রুতিঃ ।
পিতামহমুখোৎসৃষ্টং প্রমাণমিতি মে মতিঃ ॥ ২৪
শূদ্রাক্ষেনাবশেষেণ জঠরে ত্রিয়তে দ্বিজঃ ।
আহিতাগ্নিস্থা যজ্ঞা স শূদ্রগতিভাগ্ভবেৎ ॥
তেন শূদ্রাক্ষশেষেণ ব্রহ্মস্থানাদপাকৃতঃ ।
ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামেতি নাস্তি তত্র বিচারণা ॥ ২৬
যশ্চাক্ষেনাবশেষেণ জঠরে ত্রিয়তে দ্বিজঃ ।
তাং তাং যোনিং ব্রহ্মদ্বিপ্ৰো যশ্চাক্ষমুপজীবতি
ব্রাহ্মণত্বং সুখং প্রাপ্য ত্বলং যোহবমমৃতং ।
অভোজ্যামানি বাস্মাতি স দ্বিজত্বাৎপতেত বৈ
সুরাপো ব্রহ্মহা স্তেয়ী চৌরী ভয়ব্রতোহশুচিঃ
স্বাধ্যায়বর্জিতঃ পাপো লুকো নৈরুতিকঃ শঠঃ

ধর্মফল ভোগ করিয়া থাকে । দেবি !
ব্রহ্মা ধর্মকাম্য জনগণের সেব্য নৈষ্ঠিকৌ
সিদ্ধিবিষয়িনী এই কথা বলিয়াছেন যে,
উগ্রজাতির অন্ন, গণাক্ষ (হোটেলের
অন্ন), শ্রাদ্ধাক্ষ ও সূতকাক্ষ যুগ্মাক্ষ, (বিত-
রণার্থ যাহার ঘোষণা করা হইয়াছে), ও
শূদ্রাক্ষ কদাচ ভোজন করিবে না । দেবি !
মহাশ্রু দেবগণ শূদ্রাক্ষের সর্বদাই নিন্দা
করেন, পিতামহকথিত এই কথা সত্য বলি-
য়াই আমার বোধ হয় । শূদ্রাক্ষ ভক্ষিত
হইয়া উহা জঠরে থাকিতে থাকিতেই যদি
মৃত্যু ঘটে, তবে কি আহিতাগ্নি, কি যাগ-
কারী, সকলেরই শূদ্রত্ব অবশুস্তাবী । জঠরে
পরিপাকাবশিষ্ট সেই শূদ্রাক্ষের ফলে ব্রাহ্মণ
ব্রহ্মলোকচ্যুত হইয়া শূদ্রতালাভ করে; এ
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । দ্বিজগণ যাহার
অন্ন উদরস্থ করিয়া মৃত হয়, সেই যোনি লাভ
করে । ত্বলং সুখপ্রদ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হই-
য়াও যে ব্যক্তি তাহাতে অবহেলাপূর্বক
অভোজ্যাদি ভোজন করে, সে দ্বিজত্ব
হইতে বিচ্যুত হয় । সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘাতী,
চৌর, দস্যু, ব্রতভাঙ্গী, অশুচি, স্বাধ্যায়-

অবতী বৃষলীভর্তা কুণ্ডলী সোমবিক্রয়ী ।
বিহীনসেবী বিপ্রো হি পততে ব্রহ্মযোনিভঃ ॥
শুক্লতল্লী গুরুদেবী গুরুকুৎসারতিশ্চ যঃ ।
ব্রহ্মদ্বিপ্ৰো পততি ব্রাহ্মণো ব্রহ্মযোনিভঃ ॥ ৩১
এভিস্ত কৰ্ম্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা ।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং গচ্ছেদ্বৈশ্চ কত্রিয়তাং ব্রজেৎ
শূদ্রঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বাণি যথাত্মায় যথাবিধি ।
সৰ্ব্বাতিথ্যমুপাতিষ্ঠন শেষান্নকৃতভোজননঃ ॥ ৩৩
শুক্রায়াং পরিচর্যাং যো জ্যেষ্ঠবর্ণে প্রযত্নতঃ ।
কুৰ্যাদবিমনাঃ শ্রেষ্ঠঃ সততং সৎপথে স্থিতঃ ॥
দেবদ্বিজাতিসৎকর্তা সৰ্ব্বাতিথ্যকৃতব্রতঃ ।
ঋতুকালভিগামী চ নিয়তে নিয়তাননঃ ॥ ৩৫
দক্ষঃ শিষ্টজনাদেবী শেষান্নকৃতভোজননঃ ।
বৃথা মাংসং ন ভুঞ্জীত শূদ্রো বৈশ্ণবমুচ্ছতি ॥
ঋতবাগনহংবাদী নিদ্রন্তঃ সামকোবিদঃ ।
যজতে নিত্যযজ্ঞেন স্বাধ্যায়পরমঃ শুচিঃ ॥ ৩৭
দাত্তো ব্রাহ্মণসৎকর্তা সৰ্ববর্ণানমুদয়কঃ ।

বর্জিত, পাণ্ডী, লুক, হিংসক, শঠ, ব্রতহীন,
বৃষলীপাত, কুণ্ডলী, সোমবিক্রয়ী এবং
হীনজনসেবী বিপ্র ব্রাহ্মণযোনি হইতে
পতিত হয় । গুরুতল্লগামী, গুরুদেবী, গুরু-
কুৎসাপরায়ণ এবং ব্রাহ্মণদেবী ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ
যোনি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে । ২১—৩১ ।
দেবি ! নিম্নোক্ত শুভকর্ম্ম সকল আচরণ
করিলে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব, বৈশ্ণব কত্রিয় ইত্যাদিরূপ
উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে । শূদ্র যথাবিধি
শ্রাদ্ধান্নসারে সর্বকর্ম্ম আচরণ করিবে; সর্ব-
বিধ আতিথ্য করিয়া শেষান্ন ভোজন করিবে;
সযত্নে সাবধানে শ্রেষ্ঠ তিন বর্ণের যথাযোগ্য
শুক্রায়াং পরিচর্যা করিবে । সতত সৎপথে
অবস্থান করিবে । দেব-দ্বিজ-অতিথি-প্রভৃ-
তির সৎকারতৎপর, নিয়তচিত্ত, নিয়তানন,
ঋতুকালভিগামী, উৎসাহবান, সাধুসঙ্গকারী,
এবং বৃথা-মাংসপরিভ্যাগী হইলে শূদ্রও
বৈশ্ণবলাভ কবিত্তে পারে । বৈশ্ণব যদি
সত্যবাদী, নিরহঙ্কার, নীতোকাদি মুখ-দুঃখ-
সহিষ্ণু, মধুরভাষী, স্বাধ্যায়বান, শুচি, দান-

গৃহস্থব্রতমাতীর্নদ্বিকালকৃতভোজনঃ ॥৩৮
 শেষানী বিজিতাহাষে নিকামো নিরহংসঃ ।
 অগ্নিহোত্রমুপাসীনো জুহ্বানশ্চ যথাবিধি ॥ ৩৯
 সর্বাতিথ্যমুপাতির্ন শেযারকৃতভোজনঃ ।
 ত্রেতাগ্নিমাত্রবিহিতং বৈশ্ণো ভবতি চ দ্বিজঃ ॥
 স বৈশ্ণুঃ কত্রিয়কুলে শুচির্মহতি জায়তে ।
 স বৈশ্ণুঃ কত্রিয়ো জাতো জন্মপ্রভৃতি সংস্কৃতঃ
 উপনীতো ব্রতপরো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ ।
 দদাতি যজ্ঞতে যজ্ঞৈঃ সমুদ্বৈরাগ্ন্যদক্ষিণৈঃ ॥৪২
 অধীত্য স্বর্গমধিচ্ছংস্তুতাগ্নিশরণঃ সদা ।
 আর্তহস্তপ্রদো নিত্যং প্রজা ধর্মেণ পালয়ন ॥
 সত্যঃ সত্যানি কুরুতে নিত্যং যঃ শুদ্ধিদর্শনঃ ।
 ধর্মদণ্ডেন নির্দণ্ডো ধর্মকামার্থসাধকঃ ॥ ৪৪
 যজ্ঞিতঃ কার্যকরণৈঃ যড়ভাগকৃতলক্ষণঃ ।
 গ্রাম্যধর্মায় সেবেত স্বচ্ছন্দেনার্থকোবিদঃ ॥ ৪৫
 ঋতুকালে তু ধর্মাত্মা পত্নীমুপাশ্রয়েৎ সদা ।

ব্রাহ্মণসংস্কারকাণী, দ্বিকালমাত্র ভোজী, সর্ববর্ণের অননুযয়, গৃহস্থব্রতপালক, জিতাহার, নিকাম, গর্ভহীন, যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠায়ী, অগ্নিহোত্রোপাসক এবং দক্ষিণ গাইপত্য ও আহবনীয় এই অগ্নিব্রতের উপাসনাস্ত্রে 'অতিথিসেবাপূরক শেষভোজী হয়, তবে ব্রাহ্মণ লাভ করিতে পারে। এবাধি বৈশ্ণু মহান কত্রিয়বংশে নিষ্ঠাবান হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। পরে সে জন্মাবধি জাত-কর্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া উপনয়নাস্ত্রে ব্রতপংপর হয়; বৈধ দান ও সমুদ্বৈর দক্ষিণ-যুক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করে এবং বেদাধ্যয়নশীল, স্বর্গাভিলাষী, সতত অগ্নিব্রতসেবী, আর্ত জনের পরিজাতা, ধর্মায়ুসারে প্রজাপালক, সত্যবাদী, সত্যচরণ-পরায়ণ ও নিয়ত শুভ-দর্শন হয়। সে ধর্মদণ্ড দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া আবশ্যকীয় ধর্ম-কাম-অর্থের সাধন করে; ধর্ম-কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া যড়ভাগ কর-দ্বারাই নিজবৃত্তি নির্বাহ করে, পরিণাম চিন্তা করিয়া গ্রাম্যধর্মাসক্ত হয় না, পরন্তু ঋতু-কালেই নিজ পত্নীতে সঙ্গত হয়; সদা বৈধ

সদোপবাসী নিয়তঃ স্বাধ্যায়নিয়তঃ শুচিঃ ॥৪৬
 বহিস্কান্তরিতে নিত্যং শয়ানোহস্তি সদা গৃহে ।
 সর্বাতিথ্যং ত্রিবর্গস্ত কুর্য্যণঃ সুরম্নাঃ সদা ॥
 শূদ্রাণাঞ্চায়কামানাং নিত্যং সিদ্ধমিতি ক্রবন্ ।
 স্বার্থাচ্চ যদি বা কামায় কিঞ্চিদুপলক্ষয়েৎ ॥৪৯
 পিতৃদেবাতীথিকৃতে সাধনং কুরুতে চ যৎ ।
 স্ববেশ্মনি যথাস্থায়মুপাস্তে ভৈক্ষ্যমেব চ ॥ ৪৯
 দ্বিকালমগ্নিহোত্রঞ্চ জুহ্বানো বৈ যথাবিধি ।
 গোব্রাহ্মণহিতার্থায় রণে চাতিমুখো হতঃ ।
 ত্রেতাগ্নিমন্ত্রপুতেন সমাবিশ্ত দ্বিজো ভবেৎ ॥৫০
 জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নঃ সংস্কৃতো বেদপারগঃ ॥ ৫১
 বৈশ্ণো ভবতি ধর্মাত্মা কত্রিয়ঃ শ্বেন কর্মণা ।
 এতৈঃ কর্মকলৈর্দেবি ম্যনজাতিকুলোত্তবঃ ॥
 শূদ্রোহপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ
 ব্রাহ্মণো বাপ্যসদ্বৃত্তঃ সর্বসঙ্করভোজনঃ ॥ ৫৩
 স ব্রাহ্মণ্যং সমুৎসজ্য শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ ।

উপবাস ও স্বাধ্যায়চরণ করে; সুপবিত্র গৃহে সতত সুস্থভাবে শয়ান থাকে, ত্রিবর্গো-চিত সর্ববিধ আতিথেয় পরানুযয় হয় না; অন্নার্থী শূদ্রদিগকে আশ্বাস দানপূরক নিয়ত অন্নদান করে, স্বার্থ বা কামবশে কোনও কর্তব্য কার্যে ক্রটি করে না, পিতৃদেব ও অতিথি নিমিত্ত যথাবিধি কর্তব্য পালনে অবহেলা করে না; হুই কালে অগ্নিহোত্র উপাসনায় বাধা করে না; নিজ ভবনেই যথাযোগ্য খাদ্য কিছা ভৈক্ষ্য ভঞ্জে অব-দান করে; অতঃপর গো অথবা ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমুদ্বৈর বা যজ্ঞপ্রত ত্রেতাগ্নিতে প্রবেশ করত প্রাণত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মে। ৩২—৫০। যথাবিধি জাতকর্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত ও জ্ঞানবিজ্ঞানবান বেদ-পারগ হইলে ধর্মাত্মা বৈশ্ণু ও স্বীয় কর্মকলে কত্রিয় হইতে পারে। হে দেবি! নীচ-কুলোত্তব শূদ্রও যথাবিধি সংস্কারযুক্ত ও আগম-জ্ঞানসম্পন্ন হইলে এই সকল কর্মের কলে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। অসদ্বৃত্ত, বিবিধ সঙ্কর কর্মের অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণও স্বীয় ব্রাহ্মণ্য-

কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দেবি শুদ্ধায়া বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
শূদ্রোহপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রাহ্মাববীৎস্বয়ম্
স্বভাবকর্ম্মণ্য চৈব যশ্চ শূদ্রোহধিতিষ্ঠতি ॥ ৫৫
বিশুদ্ধঃ স দ্বিজাতিভ্যো বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন ঋতির্ন চ সত্ত্বতিঃ ॥
কারণানি দ্বিজস্বস্ত বৃন্তমেব তু কারণম্ ।
সর্বোহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃন্তেন তু বিধীয়তে
বৃন্তে স্থিতশ্চ শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণত্বঞ্চ গচ্ছতি ।
ব্রাহ্মস্বভাবঃ সূত্রোণি সয়ঃ সর্বত্র মে মতঃ ॥ ৫৮
নির্গুণঃ নির্মলঃ ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ ।
এতে যে বিমলা দ্বেবি স্থানভাবনিদর্শকাঃ ॥ ৫৯
স্বয়ং চ বরদেনোক্তো ব্রাহ্মণা স্বজতা প্রজাঃ ।
ব্রাহ্মণো হি মহৎ ক্ষেত্রং লোকে চরতি পাদবৎ
যন্তত্র বীজং পততি সা কৃষিঃ প্রেত্য ভাবিনী
সমুপ্তেইম সদা ভাব্যং সংপথালম্বিনা সদা ॥ ৬১

ধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্র লাভ করে । দেবি !
সৎকর্ম্মকারী, শুদ্ধায়া, বিজিতেন্দ্রিয় শূদ্রও
দ্বিজবৎ সেবনীয় । ব্রাহ্ম স্বয়ং এ কথা
বলিয়াছেন । যে শূদ্র স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়া
জীবনাযাত্রা অতিবাহিত করে, সে সাধারণ
দ্বিজাতিগণ অপেক্ষা বিশুদ্ধ ; এইরূপই
আমার বোধ হয় । ব্রাহ্মণ লাভের প্রতি বংশ
সংস্কার, ঋতিজ্ঞান, সন্ততিবিস্তার,—এসকল
কিছুই কারণ নহে ; একমাত্র চরিত্রই উহার
কারণ । জগতে যত ব্রাহ্মণ দেখা যায়,
সদাচারই তাহাদিগের ব্রাহ্মণ্যের হেতু ;
সদাচারে অবস্থিত শূদ্রও ব্রাহ্মণ লাভ
করিতে পারে । হে সূত্রোণি ! সর্বভূতে
সমদর্শনই ব্রাহ্মণের স্বভাব ; ইহাই আমার
মত । যাহাতে নির্গুণ বিমল ব্রাহ্মবৈষয়ক
জ্ঞান আছে, সেই ব্যক্তিই দ্বিজপদ-বাচ্য ।
প্রজা সৃষ্টি করিয়া বরদাতা ভগবান্ ব্রাহ্ম
এই সকল বিমল স্থান ও ভাবপ্রাপক
বিধান বলিয়াছেন । লোকে ব্রাহ্মণ একটা
পালয়ুক্ত মহৎ ক্ষেত্ররূপ ; ঐ ক্ষেত্রে যে
বীজ পতিত হয়, সেই কৃষিই পরকালে
বিশেষ ফলপ্রদ হয় । অতএব সকলেই

ব্রাহ্ম হি মার্গমাক্রম্য বত্তিতব্যং বুদ্ধযতা ।
সংহিতাধ্যায়িনা ভাব্যং গৃহে বৈ গৃহমেধিনা ॥
নিত্যং স্বাধ্যায়যুক্তেন ন চাধ্যয়নজীবিনা ।
এবমুত্তো হি যো বিপ্রঃ সততং সংপথে স্থিতঃ
আহিতাগ্নিরধীমানো ব্রহ্মভূমায় কল্পতে ।
ব্রাহ্মণ্যং দেবি সম্প্রাপ্য রক্তিতব্যং যতান্বনা ॥
যোনিপ্রতিগ্রহাদানৈঃ কর্ম্মভিঃ শুচিঃ স্মিতৈঃ ।
এতন্তে শুভ্রমাখ্যাং যথা শূদ্রো ভবেদ্বিজঃ ॥
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্ম্মাদযথা শূদ্রত্বমাপ্নুয়াৎ ॥
ইতি ত্রীত্রাহ্মে সঙ্করজাতিলক্ষণবর্ণনং ত্রয়ো-
বিংশত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

চতুর্বিংশত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

উমোবাচ ।

ভগবন্ সর্বভূতেশ সুরাসুরনমস্কৃত ।
ধর্ম্মাধর্ম্মে নৃণাং দেব ক্রহি মে সংশয়ং বিভো ॥

উন্নতি কামনায় সদা সন্তুষ্টচিত্ত ও সৎ-
পথাবলম্বী হইয়া ব্রাহ্মণোচিত আচার
প্রতিপালন করিবে । গৃহস্থ ব্যক্তি সতত
বেদ-সংহিতাদি অধ্যয়ন করিবে । যে আহি-
তাগ্নি ও অধ্যয়নসম্পন্ন বিপ্র এইরূপে সতত
সদাচারপরায়ণ হয়, কিন্তু অধ্যয়নজীবী না
হয়, সে ব্রাহ্ম লাভ করিতে পারে । হে
সুহাসিনি দেবি ! ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া
যোনিসম্পর্ক, প্রতিগ্রহ ও অস্তান্ত অকাঙ্ক্ষা
হইতে সযত্নে তাহা রক্ষা করিবে । শূদ্র যে
প্রকারে দ্বিজ হইতে পারে, আর ব্রাহ্মণও
যেভাবে ধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, এই
আমি সেই শুভ বিষয় তোমাকে কহি-
লাম ॥ ৫১—৬৫ ॥

ত্রয়োবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্বিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

উমা কহিলেন,—হে সুরাসুর-নমস্কৃত,
সর্বভূতেশ, ভগবন্ ! নরগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম

কৰ্ম্মণা মনসা বাচা ত্রিবিধৈর্দেহিনঃ সদা ।
বধ্যস্তে বন্ধনৈঃ কৈৰ্বা মৃত্যুস্তে বা কথং বদ ॥ ২
কেন শীলেন বৈ দেব কৰ্ম্মণা কৌদৃশেন বা ।
সমাচারৈর্গুণৈঃ কৈৰ্বা স্বৰ্গং যাস্তৌহ মানবাঃ ॥ ৩
শিব উবাচ ।

দেবি ধৰ্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞে ধৰ্ম্মনিত্য উমে সদা ।
সৰ্বপ্রাণিহিতঃ প্রথঃ শ্রয়তাং বুদ্ধিবদ্ধনৈঃ ॥ ৪
সত্যধৰ্ম্মরতাঃ শাস্তাঃ সৰ্বলিঙ্গবিবৰ্জিতাঃ ।
নাধৰ্ম্মেণ ন ধৰ্ম্মেণ বধ্যস্তে ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ৫
প্রলয়োৎপত্তিতত্ত্বজ্ঞাঃ সৰ্বজ্ঞাঃ সৰ্বদর্শিনঃ ।
বীতরাগা বিষয়্যস্তে পুরুষাঃ কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ॥ ৬
কৰ্ম্মণা মনসা বাচা যে ন হিংসন্তি কিঞ্চন ।
যে ন মজ্জন্তি কস্মিন্শ্চিতে ন বয়ন্তি কস্মভিঃ ॥ ৭
প্রাণাতিপাতাঙ্গিরতাঃ শীলবন্তো দয়ান্বিতাঃ ।
তুল্যদেষ্যপ্রিয়া দাস্তা মৃত্যুস্তে কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ॥ ৮

বিষয়ে আমার সংশয় আছে, তাহা অপনীত
করুন। দেহিগণ সদা কৰ্ম্ম, মন ও বাক্য-
জন্মিত ত্রিবিধ বন্ধনে কিরূপে আবদ্ধ হয়?
আর কি প্রকারেই বা মুক্তিলাভ করে?
মানবগণ কিরূপ স্বভাব, কোন কৰ্ম্ম, কি প্রকার
অচার, ও কি গুণে স্বৰ্গ লাভ করিতে পারে,
হে দেব! তাহা বলুন। শিব বলিলেন,—
অগ্নি ধৰ্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞে ধৰ্ম্মপরায়েণে উমে!
তোমার কৃত এই সৰ্বপ্রাণিহিতকর বুদ্ধিবদ্ধন
প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ কর। যাহারা সৰ্বসংশয়
ছেদনপূৰ্ব্বক সৰ্বজাতীয় চিহ্ন পরিহার
করত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সত্য
ধৰ্ম্মরত, শাস্ত ব্যক্তির ধৰ্ম্ম বা অধৰ্ম্ম দ্বারা
বদ্ধ হয়েন না। প্রলয়োৎপত্তিতত্ত্ব অভিজ্ঞ,
সৰ্বজ্ঞ সৰ্বদর্শী বৈরাগ্যবান্ জনগণ কৰ্ম্ম-
বন্ধনে আবদ্ধ হয়েন না। যাহারা কৰ্ম্ম মন
ও বাক্য দ্বারা কিঞ্চিৎপ্রাণ ও হিংসা না করেন,
এবং যাহারা কৃত্রাপি আসক্ত না হয়েন,
তাহাদিগেরও কৰ্ম্মবন্ধন ঘটে না। যিনি
প্রাণ পরিত্যাগে আকাজক না করিয়া
সংস্রভাব, দাস্ত, দয়াবান্, সুশীল এবং শত্রু-
মিত্রে কৃত্য ব্যবহারকারী হয়েন, তিনিও

সৰ্বভূতদয়াবন্তো বিশ্বাস্তাঃ সৰ্বজ্ঞস্তস্মৈ ।
ত্যক্তহিংস্রসমাচারান্তে নরাঃ স্বৰ্গগামিণঃ ॥ ৯
পরস্বনিৰ্ম্মমা নিত্যং পরদারবিবৰ্জকঃ ।
ধৰ্ম্মলঙ্কারভোক্তারস্তে নরাঃ স্বৰ্গগামিণঃ ॥ ১০
মাতৃবৎস্ববচৈব নিত্যং হৃদিত্ববচ্চ যে ।
পরদারেষু বর্ভস্তে তে নরাঃ স্বৰ্গগামিণঃ ॥ ১১
স্বদারনিরতা যে চ ঋতুকালান্তিগামিনঃ ।
অগ্রাম্যাসুখভোগাশ্চ তে নরাঃ স্বৰ্গগামিণঃ ॥ ১২
স্তৈশ্চান্নিবৃত্তাঃ সততং সন্তুষ্টাঃ স্বধনেন চ ।
স্বভাগ্যানুপজীবন্তি তে নরাঃ স্বৰ্গগামিণঃ ॥
পরদারেষু যে নিত্যং চারিত্র্যবৃত্তলোচনাঃ ।
জিতেন্দ্রিয়াঃ শীলপরাস্তে নরাঃ স্বৰ্গগামিণঃ ॥ ১৪
এষ দৈবকৃতো মার্গঃ সেবিতব্যঃ সদা নটৈঃ ।
অকম্পকৃতশ্চৈব মার্গঃ সেব্যঃ সদা বুধৈঃ ॥ ১৫
অব্যাপকৃতশ্চৈব মার্গঃ সেব্যঃ সদা বুধৈঃ ।
দানকম্মতপোগুক্তঃ শীলশোচদয়াশ্রকঃ ।

কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।
সৰ্বভূতে দয়াসম্পন্ন, সৰ্ব প্রাণীরই বিশ্বাসী,
হিংস্র আচারপরিত্যাগী, নরগণ স্বৰ্গগামী
হয়। নিয়ত পরধনে লোভহীন, পরদার-
পরিত্যাগী, ধৰ্ম্মানুসারে লব্ধ ধনদ্বারা জীবিকা
নির্বাহকারী নরগণ স্বৰ্গগামী হয়। যাহারা
সতত পরনারীতে মাতৃবৎ, ভগিনীবৎ ও
হৃদিত্ববৎ ব্যবহার করে, সেই নরগণও
স্বৰ্গভাগী হয়। ১—১১। যাহারা ঋতুকাল-
গামী হইয়া নিজ পত্নীতেই নিয়ত অনুরক্ত
থাকে, গ্রাম্যাসুখভোগে আসক্ত হয় না,
সেই নরগণও স্বর্গে যাইতে পারে। যাহারা
সুশীল, জিতেন্দ্রিয় এবং সংস্রভাব হেতু
কৃতাবে পরনারী দর্শন না করে, সেই
নরগণও স্বৰ্গগামী হয়। দৈবকৃত এই পথ,
সকল মানবেরই অবলম্বনীয়। ইহা কলুষ-
সংশ্রবহীন; সুতরাং বুদ্ধিমানজনের সেব-
নীয়। ইহাতে দূর্লভ আনুকূল বৃথা
অপব্যয়িত হয় না; অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তির
নিয়ত ইহা আশ্রয়ণীয়। স্বৰ্গাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির
পক্ষে এই দানাক্ষন-তপশ্চাদগুক্ত, শীল-

স্বর্গমার্গমতীপন্থিনং সেব্যম্ভূত উত্তরঃ ॥ ১৬

উমোবাচ ।

বাচা তু বধ্যতে যেন মৃত্যুতে হৃথবা পুনঃ ।

তানি কৰ্ম্মাণি মে দেব বদ ভূতপতেহনঘ ॥ ১৭

শিব উবাচ ।

আত্মহেতোঃ পরার্থে বা অধৰ্ম্মাশ্রিতমেব চ ।

যে মৃষা ন বদন্তীহ তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ১৮

বৃত্ত্যর্থঃ ধৰ্ম্মহেতোৰ্বা কামকারান্তথৈব চ ।

অনৃতঃ যে ন ভাষন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ১৯

প্ৰক্ৰাঃ বাণীঃ স্বচ্ছবর্ণাঃ মধুরাঃ পাপবর্জিতাম্ ।

স্বাগতেনাভিভাষন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ২০

পুরুষঃ যে ন ভাষন্তে কটুকং নিষ্ঠুরং তথা ।

ন পৈশুশ্চরতাঃ সন্তুস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ২১

পিশুনং ন প্রভাষন্তে মিত্রভেদকরং তথা ।

পরস্পীড়াকরঞ্চৈব তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ২২

যে বর্জয়ন্তি পুরুষং পরদ্রোহক্ মানবাঃ ।

সর্বভূতসমা দাস্তান্তে নরাঃ স্বর্গ গামিণঃ ॥ ২৩

শৌচ-দয়াদিত উত্তম পথ ব্যতীত অন্ত পথের আশ্রয় লওয়া, অবৈধ । উমা বলিলেন,— হে অনঘ, ভূতপতে! নরগণ যে সকল বাক্য প্রয়োগে বদ্ধ হয় এবং যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগে মুক্তি লাভ করিতে পারে, হে দেব! আমাকে তৎসমস্ত বলুন । শিব কহিলেন,—যাহারা নিজের কিছা পরের নিমিত্ত অধৰ্ম্মাশ্রিত মিথ্যা বাক্য বলে না, তাহারা স্বর্গগামী হয় । বৃষ্টি, ধর্ম বা কামনা সাধনার্থ যাহারা মিথ্যা কথা বলে না, সেই নরগণ স্বর্গগামী হইয়া থাকে । যাহারা অভ্যাগত জনের প্রতি মধুর, স্বচ্ছ, পাপ-সংশ্রবশূন্ত স্বাগতাদি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করে, সেই নরগণ স্বর্গগমনে সক্ষম হয় ১২—২০ । যাহারা পুরুষ, নিষ্ঠুর, কটু-বাক্য প্রয়োগ না করে এবং সদাচারপরায়ণ ও খলভাৱীন হয়, সেই নরগণ স্বর্গে যাইতে পারে । যাহারা পরস্পীড়াকর, মিত্রভেদ-জনক কিছা পরনিন্দাব্যঞ্জক বাক্যপ্রয়োগ না করে, সেই নরগণ স্বর্গগামী হয় । যাহারা

শঠপ্রলাপাদিরতা বিরুদ্ধপরিবর্জকাঃ ।

সৌম্যপ্রলাপিনো নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ

ন কোপাদ্যাহরন্তে যে বাচঃ হৃদয়দারিণীম্ ।

শান্তিঃ বিন্দন্তি যে ক্রুদ্ধান্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥

এষ বাণীকতো দেবি ধর্মঃ সেব্যঃ সদা নরৈঃ ।

শুভসত্যশুণৈর্নিত্যং বর্জনীয়া মৃষা বৃধৈঃ ॥ ২৬

উমোবাচ ।

মনসা বধ্যতে যেন কৰ্ম্মণা পুরুষঃ সদা ।

তন্মে ক্রহি মহাভাগ দেবদেব পিনাকধৃক্ ॥ ২৭

মহেশ্বর উবাচ ।

মানসেনেহ ধর্মেণ সংযুক্তাঃ পুরুষাঃ সদা ।

স্বর্গং গচ্ছন্তি কল্যাণি তন্মে কীর্ত্তয়তঃ শৃণু ॥ ১৮

দুঃপ্রণীতেন মনসা দুঃপ্রণীতাস্তরাকৃতিঃ ।

নরো বধ্যতে যেনেহ শৃণু বা তং শুভাননে ॥

অরণ্যে বিজনে স্তম্ভং পরস্বং দৃশ্যতে যদা ।

মনসাপি ন গৃহ্ণন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৩০

পুরুষাচরণ ও পরদ্রোহ বর্জনপূর্বক দাস্ত ও সর্বভূতে সমদশী হয়, সেই মানবেরাও স্বর্গে গমন করে । যাহারা নিয়ত শঠতা-পূর্বক বাক্যব্যবহার না করে, বিরুদ্ধাচার বর্জন করে, সৌম্যভাবেই বাক্যালাপ করে, সেই নরগণ স্বর্গগামী হয় । হে দেবি! বাক্য প্রয়োগজনিত এই শুভ সত্যশুণ-মণ্ডিত ধর্মের সেবা করা সকল নরগণেরই বিধেয় ; ধীমান জনের পক্ষে মিথ্যা কথন সর্বথা বর্জনীয় । ২১—২৬ । উমা কহিলেন,—হে পিনাকপাণি, মহাভাগ, দেবদেব! পুরুষ যে সকল মানস কৰ্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয়, আমাকে তাহার উপদেশ করুন । মহেশ্বর কহিলেন,—হে কল্যাণি! পুরুষগণ যে সকল মানস ধর্ম প্রভাবে স্বর্গে যাইতে পারে, আমি তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি ; শ্রবণ কর । মন, দুষ্কার্য্যে নিযুক্ত হইলে অন্তঃকরণও দুষ্ট হইয়া পড়ে ; সুতরাং নরগণ তাহাতে আবদ্ধ হয় ; হে শুভাননে! আমার নিকট এতৎসম্বন্ধীয় বিবরণও শ্রবণ কর । যাহারা বিজনে অরণ্য মধ্যে পরস্ব স্তম্ভ দেখিয়া মনে মনেও

তথৈব পরদারান্ যে কামবৃত্ত্যা রহোগতা ।
 মনসাপি ন হিংসন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥৩১
 শক্রং মিত্রঞ্চ যে নিত্যং তুল্যেন মনসা নরাঃ ।
 ভজন্তি মৈত্র্যং সঙ্গম্য তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥৩২
 ঞ্জতবস্তো দয়াবন্তঃ শুচয়ঃ সত্যসঙ্গরাঃ ।
 স্বৈর্যৈঃ পরিসঙ্কটান্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৩৩
 অবৈরা যে অনায়াসা মৈত্র্যচিন্তরতাঃ সদা ।
 সর্বভূতদয়াবস্তান্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৩৪
 জ্ঞানবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ ক্ষমাবন্তঃ সুহৃৎপ্রিয়াঃ ।
 ধর্ম্মাধর্ম্মবিদো নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
 শুভানামশুভানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলসঞ্চয়ে ।
 নিরাকাজ্জ্ঞাশ্চ যে দেবি তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ
 পাপোপেতান্ বর্জয়ন্তি দেব-ঈজপরাঃ সদা ।
 সমুখানমন্তুপ্রাপ্তান্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৩৭
 শুভৈঃ কর্ম্মকলৈর্দেবি ময়েতে পরিকীর্তিতাঃ ।
 স্বর্গমার্গপরা ভুয়ঃ কিং ত্বং শ্রোতুমিহেচ্ছসি ॥৩৮
 উমোবাচ ।

মহায়ে সংশয়ঃ কশ্চিদ্বর্জ্যান্ প্রতি মহেশ্বর ।

তাহা গ্রহণ না করে, সেই নরগণ স্বর্গগামী হয় । যাহারা কামবৃত্ত হইয়া নির্জন স্থানস্থ পরদার প্রতি মনেও কু কামনা না করে, সেই নরগণ স্বর্গগামী হয় । যে নরগণ, শক্র মিত্র সকল ব্যক্তিভেই সতত তুল্যচিত্ত ও মিত্র-ভাবে সঙ্গত হয়, তাহারা স্বর্গে গমন করে । যাহারা শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, দয়ালু, শুচি, সত্য-বাদী এবং নিজ বিভবে পরিতুষ্ট, সেই নরগণ স্বর্গবাসী হইতে পারে । হে দেবি ! যাহারা শুভ অশুভ কোন কর্ম্মেরই ফল-সঞ্চয়ে আকাজ্জ-রহিত, সেই নরগণও স্বর্গগামী হয় । যাহারা উদ্যম সহকারে, পাপকর্ম্ম বর্জনপূর্ব্বক দেব-ঈজ-সেবাপরায়ণ হয়, সেই নরগণ স্বর্গে বাস করিতে পারে । হে দেবি ! শুভ-কর্ম্মকলে স্বর্গগতির উপায় তোমার নিকট এই কীর্তন করিলাম ; আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর ? ২৭—৩৮ । উমা কহিলেন,—হে মহেশ্বর ! মনুষ্যগণের বিষয়ে

তন্মাৎ ত্বং নিপুণেনান্ত মম ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥৩৯
 কেনাযুর্লভতে দীর্ঘং কর্ম্মণা পুরুষঃ প্রভো ।
 তপসা বাপি দেবেশ কেনাযুর্লভতে মহৎ ॥৪০
 কীণায়ুঃ কেন ভবতি কর্ম্মণা ভুবি মানবঃ ।
 বিপাকং কর্ম্মণাং দেব বক্তুমর্হন্তনিদিত ॥ ৪১
 অপরে চ মহাভাগ্যা মন্দভাগ্যাস্তথা পরে ।
 অকুলীনাঃ কুলীনাশ্চ সম্ভবন্তি তথাপরে ॥ ৪২
 তুর্দর্শাঃ কেচিদাভাস্তি নরাঃ কাঠময়া ইব ।
 প্রিয়দর্শাস্তথা চান্তে দর্শনাদেব মানবাঃ ॥ ৪৩
 দুষ্প্রজাঃ কেচিদাভাস্তি কেচিদাভাস্তি পণ্ডিতাঃ
 মহাপ্রজাস্তথা চান্তে জ্ঞানবিজ্ঞানভাবিনঃ ।
 অন্নবাচস্তথা কেচিদগ্নহাবাচস্তথা পরে ।
 দৃষ্টান্তে পুরুষা দেব ততো ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥৪৫
 শিব উবাচ ।
 হস্ত তেহং প্রবক্ষ্যামি দেবি কর্ম্মফলোদয়ম্ ।
 মর্ত্যলোকে নরঃ সর্বো যেন স্বং ফলমশ্নুতে ॥
 প্রাণাতিপাতী যো যোদো দণ্ডহস্তো নরঃ সদা
 নিত্যমুদ্যতশস্ত্র হস্তি ভূতগণায়রঃ ॥ ৪৭

আমার মহা সংশয় জন্মিয়াছে ; তাহা ব্যাখ্যা-পূর্ব্বক অপনোদিত করুন । প্রভো ! পুরুষ কোন্ কর্ম্মের ফলে দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয় ? হে দেবেশ ! কিরূপ তপস্যা দ্বারাই বা মহৎ আয়ুঃপ্রাপ্তি ঘটে ! ভূতলে কোন্ কর্ম্মে মানব কীণায়ু হয় ? হে অনিদ্ভিত দেব ! এই সকল কর্ম্মবিপাক বলুন । কোন কোন মানব মহাভাগ্যবান, কেহ কেহ মন্দ-ভাগ্য ; কেহ কুলীন, কেহ অকুলীন ; কোন কোন মানব কাঠময়বৎ অতীব তুর্দর্শ, আর কেহ বা অতীব প্রিয়দর্শন ; কেহ নিকোঁধ, কেহ বা পণ্ডিত ; কোন ব্যক্তি জ্ঞানবিজ্ঞান-বিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ ; কেহ অন্নভাবী, কেহ বা বহুভাবী হইয়া জন্মে ; ভূতলে এইরূপ নানাপ্রকার পুরুষ দৃষ্ট হয় । অতএব হে দেব ! আমাকে ইহার কারণ বলুন । শিব বলিলেন,—দেব ! তোমাকে কর্ম্মফল সকল কহিতেছি,—মর্ত্যলোকে নরগণ যে কদম্বের বেরূপ ফলভোগ করে, আমি তাহা

নির্দয়ঃ সর্বভূতেভ্যো নিত্যমুদ্বেষণকারকঃ ।
 অপি কীটপতঙ্গানামশরণ্যঃ স্তুনিদ্রণঃ ॥ ৪৮
 এবমুভো নরো দেবি নিরয়ঃ প্রতিপদ্যতে ।
 বিপরীতম্ ধর্ম্মাচ্ছা স্বরূপেণাভিজায়তে ॥ ৪৯
 নিরয়ঃ যাতি হিংসাত্মা যাতি স্বর্গমহিংসকঃ ।
 যাতনাং নিরয়ে রৌদ্রাং স কুঙ্কুঃ লভতে নরঃ
 যঃ কচ্চিন্নিরয়াত্তম্ভাৎ সমুত্তরতি কহিচিৎ ।
 মাহুয্যং লভতে বাপি হীনাযুক্তজ জায়তে ॥ ৫০
 পাপেন কৰ্ম্মণা দেবি যুক্তো হিংসাদিভির্ভতঃ ।
 অহিতঃ সর্বভূতানাং হীনাযুকপজায়তে ॥ ৫১
 শুভেন কৰ্ম্মণা দেবি প্রাণিঘাতবিবর্জিতঃ ।
 নিক্ষিপ্তশস্ত্রো নির্দোশো ন হিংসতি কদাচন ॥ ৫২
 ন ঘাতয়তি নো হস্তি ব্রহ্মং নৈবাহুমোদতে ।
 সর্বভূতেষু সন্মোহো যথাত্মনি তথা পরে ॥ ৫৩
 ঈদৃশঃ পুরুষো নিত্যং দেবি দেবত্বমশ্নুতে ।
 উপপন্নান্ সুখান্ ভোগান্ সদাশ্রমতি মুদা যুতঃ
 অথ চেম্মাহুযে লোকে কদাচিদ্রূপপদ্যতে ।

বলিতেছি। দেবি! যে নর সর্বভূতে
 এমন কি কীটপতঙ্গাদিতেও নির্দয়, দণ্ড ও
 শস্ত্রাদি দ্বারা রৌদ্র মূর্তিতে প্রাণীদিগের
 হিংসা করে, সকলেরই সতত উদ্বেষণকারী
 সেই নর নিরয় প্রাপ্ত হয়। এতদ্বিপরীতা-
 চারী ধর্ম্মাচ্ছা নর নিজকৰ্ম্মাভ্যুদয় গতি লাভ
 করে। হিংসক ব্যক্তি নরকে যায়; অহিং-
 সক স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। মানব নরকে যাইয়া
 দারুণ ক্লেশ ভোগ করে। কেহ সেই নরক
 হইতে উদ্ধার পাইয়া যদিও মনুষ্যত্ব লাভ
 করে, কিন্তু অম্লানু হইয়া থাকে। দেবি!
 যে জন প্রাণিহিংসা-বর্জিত কঠোর ব্যবহার-
 হীন, আত্মীয় পর সর্বজীবে সমদর্শী, সন্মোহ
 আচরণপরায়ণ ও যিনি পরকীয় হিংসার
 অহুমোদনও না করেন, সেই মানব স্বর্গীয়
 শুভ কৰ্ম্মের ফলে দেবত্ব ভোগে সক্ষম
 হইবেন। তিনি সানন্দচিত্তে উপস্থিত বিবিধ
 সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। তার পর
 তিনি মাহুযলোকে উৎপন্ন হইলেও দীর্ঘায়ু

এষ দীর্ঘায়ুযাং যার্মঃ সুবৃত্তানাং সুকৰ্ম্মণাম্ ॥
 প্রাণিহিংসাবিমোক্ষেণ ব্রহ্মণা সমুদীরিতঃ ॥ ৫৬
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে ধর্ম্মনিরূপণং নাম চতুর্বিংশত্য-
 ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

উমোবাচ ।

কিংলীলঃ কিংসমাচারঃ পুরুষঃ কৈশ্চ কৰ্ম্মভিঃ ।
 স্বর্গঃ সমভিপজ্ঞেত সপ্রদানেন কেন বা ॥ ১
 মহেশ্বর উবাচ ।
 দাতা ব্রাহ্মণসংকর্ত্তা দীনার্ভকৃপণাদিষু ।
 ভক্ষ্যভোজ্যারপানানাং বাসসাঞ্চ মহামতিঃ ॥ ২
 প্রতিশ্রয়ান্ সভাঃ কুর্যাৎ প্রপাঃ পুষ্করিণীস্তথা ।
 নিত্যকাদীন কৰ্ম্মাণি কয়োতি প্রযতঃ শুচিঃ ॥
 আসনং শয়নং যানং গৃহং ব্রতং ধনং তথা ।
 শস্ত্রজাতানি সর্বাণি সঙ্কেত্ৰাণ্যথ যোষিতঃ ॥ ৩

হইয়া থাকেন। সদাচার-পরায়ণ সংকৰ্ম্মাভ্যু-
 ঠায়ো জনগণের প্রাণিহিংসাবর্জনে দীর্ঘায়ু
 লাভের উপায় এই কথিত হইল।—৫৬।

চতুর্বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় । ২২৪ ।

পঞ্চবিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

উমা কহিলেন,—হে দেব! পুরুষ কি
 আচার, কিরূপ ব্যবহার, ও কিপ্রকার দান
 করিলে স্বর্গ লাভ করিতে পারে? তাহা
 বলুন। মহেশ্বর কহিলেন,—যে মহামতি
 মানব, দাতা, ব্রাহ্মণসংস্কারকারী হয় এবং
 যে ব্যক্তি দীন, আর্ভ ও বিপন্নজনগণকে
 ভক্ষ্য ভোজ্য পানীয় ও বস্ত্রাদি দান করে,
 সাধারণের নিমিত্ত বাসস্থান, সভা, প্রপা,
 পুষ্করিণী প্রভৃতি নির্মাণ করে, শুচি ও
 প্রযতভাবে নিত্য কৰ্ম্মাদি সম্পাদন করে,
 সুপ্রশাস্তমনে আসন, শয্যা, যান, গৃহ, ধন,
 ব্রত, বিবিধ শস্ত্রজাত, সঙ্কেত্র ও নারী

সুপ্রশান্তমনা নিত্যং যঃ প্রযচ্ছতি মানবঃ ।
 এবভূতো নরো দেবি দেবলোকেহভিজায়তে
 তজ্জ্যোষ্য স্থিরং কালং ভূক্তা ভোগানমুত্তমান
 সহাপ্সরোভিষ্মুদিতো রমিত্বা নন্দনাদিষু ॥ ৬
 তস্মাচ্চ্যুতো মহেশানি মানুষেষুপজায়তে ।
 মহাভাগকূলে দেবি ধনধান্তসমাচিত্তে ॥ ৭
 তত্র কামশুণৈঃ সৰৈঃ সমুপেতো মূদাশ্রিতঃ ।
 মহাকার্ষ্যো মহাভোগো ধনৌ ভবতি মানবঃ ॥ ৮
 এতে দেবি মহাভাগাঃ প্রাণিনো দানশালিনঃ ।
 ব্রহ্মণা বৈ পুরা প্রোক্তাঃ সৰ্বশ্চ প্রিয়দর্শনাঃ ॥
 অপরে মানবা দেবি প্রদানরূপণা দ্বিজাঃ ।
 যেহন্নানি ন প্রযচ্ছন্তি বিদ্যমানৈহপ্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ১০
 দীনাঙ্করূপণান্ দৃষ্ট্বা ভিক্ষুকানতিথীনপি ।
 যাচ্যমানা নিবর্তন্তে জিহ্বালোভসমৰ্বিতাঃ ॥ ১১
 ন ধনানি ন বাসাসি ন ভোগান চ কাঞ্চনম্ ।
 ন গাশ্চ নান্নবিকৃতিং প্রযচ্ছন্তি কদাচন ॥ ১২
 অপ্রলভ্যাশ্চ যে লুপ্তা নাস্তিকা দানবর্জিতাঃ ।
 এবভূতা নরা দেবি নিরয়ং যাস্ত্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৩

প্রভৃতি দান করে, হে দেবি! সেই নর
 দেবলোকে বাস করে এবং তথায় নন্দনাদি
 বনে অপ্সরোগণ সহ সানন্দমনে বিহার
 করত অমুত্তম ভোগ্য উপভোগান্তে স্বর্গচ্যুত
 হইয়া ধনরত্নসমৃদ্ধ মহাভাগগণের কূলে জন্ম-
 লাভ করে। সেই মানব সেখানে সর্ববিধ
 কাম্য ভোগে প্রীতচিত্তে ধনী ও বিবিধ সং-
 কার্য্যকারী বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। হে
 দেবি! দানশালী লোক সকল ইহলোকে
 মহাভাগ ও প্রিয়দর্শন হইয়া জন্মে। ব্রহ্মা
 এইরূপ বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অশ্রু
 মানবগণ দানরূপণ বলিয়া বিদিত।
 যে নিকৌধেরা অন্নাদি বিদ্যমানও
 যোগ্যজনে দান করে না; দান,
 অন্ন, রূপণ, ভিক্ষুকাদি প্রার্থনা করিলেও
 যে লোভী ব্যক্তির ধন, বস্ত্র, ভোগাদ্রব্য,
 কাঞ্চন, গো, ও, অন্নাদি প্রদান করে না;
 তাহার স্বার্থরক্ষণে অতীব সাবধান, লোভী,
 নাস্তিক; এসকল জনগণ নিরয়গামী হয়।

তে বৈ মনুষ্যাতাং যান্তি যদা কালস্ত পর্য্যয়াৎ ।
 ধনরিক্তে কূলে জন্ম লভন্তে শূন্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৪
 ক্ষুৎপিপাসাপরীতাশ্চ সৰ্বলোকবহিষ্কৃতাঃ ।
 নিরাশাঃ সৰ্বভোগেভ্যো জীবন্ত্যধশ্চজীবিকাঃ
 অন্নভোগকূলে জাতা অন্নভোগরতা নরাঃ ।
 অনেন কশ্মণা দোব ভবন্ত্যধনিনো নরাঃ ॥ ১৬
 অপরে দান্তনো নিত্যং মানিনঃ পরতো রতাঃ
 আসনাইস্ত যে পীঠং ন যচ্ছন্ত্যন্নচেতসঃ ॥ ১৭
 মার্গাইস্ত চ যে মার্গং ন প্রযচ্ছন্ত্যবুদ্ধয়ঃ ।
 অর্ঘ্যাইস্ত চ সংস্কারৈরর্চয়ন্তি যথাবিধি ॥ ১৮
 পাদ্যমাচমনীয়ং বা প্রযচ্ছন্ত্যভিবুদ্ধয়ঃ ।
 শুভকাভমতং প্রেয়া গুরুং নাভিবদন্তি যে ॥
 অভিমানপ্রবুদ্ধেন লোভেন সমমাস্থিতাঃ ।
 সম্মান্যাস্ত্যাবমন্তন্তে বুদ্ধান্ পরিভবন্তি চ ॥ ২০
 এবংবিধা নরা দেবি সৰ্বৈঃ নিরয়গামিণঃ ।
 তে চেদ্যদি নরাস্তস্মান্নিরয়াত্তুরন্তি চ ॥ ২১
 বর্ধপুংগৈস্ততো জন্ম লভন্তে কুৎসিতে কূলে ।
 স্বপাকপুষ্কসাদীনাং কুৎসিতানামচেতসাম্ ।

তাহারা কালবিপর্য্যয়ে মনুষ্যলোকে দারভ-
 বংশে অন্নবুদ্বি হইয়া জন্মিয়া থাকে। ১—১৪।
 তাহার নিয়ত ক্ষুধাতৃষ্ণায় ক্রেশ পায়; সর্ব-
 লোকের নিন্দিত হয়; সর্বত্র নিরাশ ও ভোগ
 হীন হইয়া অধশ্চায়াই জীবিকানির্বাহ করে।
 দেবি! দান না করিলে সেই কষ্টের কূলে
 মানব এইরূপ দারভবংশে জন্মিয়া দারিত্র্য-
 ক্রেশ ভোগ করে। অপরাপর দন্তী ও অভি-
 মানী ব্যক্তিরও দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি
 আসনাইজনকে আসন দান না করে, পথ
 দানযোগ্য ব্যক্তিকে পথ না ছাড়িয়া দেয়;
 সম্মানাই লোককে যথাযোগ্য সম্মান না করে;
 যোগ্য ব্যক্তিকে পাদ্য ও আচমনীয়াদি না
 দেয়, গুরুগণকে সপ্রেম অভিমত শুভবাক্যে
 অভিনন্দন না করে; হে দোব! বুদ্ধজনের
 অবমান ও মাত্তজনের অবজ্ঞাকারী সেই
 মূঢ় নরগণ নিরয়গামী হয়। তাহার বহু
 বৎসরান্তে নরক হইতে নিস্তার পাইলেও
 মর্ত্যলোকে কুৎসিতকূলে জন্মিয়া থাকে। গুরু

কূলেষু তেহভিজায়ন্তে গুরুদ্বন্দ্বোপতাপিনঃ ॥২২॥
ন দন্তী ন চ মানী যো দেবতাতিথিপূজকঃ ॥২৩॥
লোকপূজ্যো নমস্কর্তা প্রসূতো মধুরং বচঃ ।
সৰ্বকৰ্ম্মপ্রিয়করঃ সৰ্বভূতপ্রিয়ঃ সদা ॥ ২৪ ॥
অশ্বেষী স্নম্যথঃ শ্রদ্ধাঃ শ্রদ্ধাবাগীপ্রদঃ সদা ।
স্বাগতেনৈব সৰ্বেষাং ভূতানামবিহিংসকঃ ॥ ২৫ ॥
যথার্থং সংক্রিয়াপূৰ্ব্বমর্চয়ন্নবতিষ্ঠতে ।
মার্গার্হায় দদন্মার্গং গুরুমভ্যর্চয়ন সদা ॥ ২৬ ॥
অতিথিপ্রগ্রহরতন্তথাভ্যাগতপূজকঃ ।
এবভূতো নরো দেবি স্বর্গগতিঃ প্রতিপদ্যাতে ॥
ততো মাতৃশ্যামাসাদ্য বিশিষ্টকুলজো ভবেৎ ।
তত্রাসৌ বিপুলৈর্ভোগৈঃ সৰ্বরত্নসমায়ুতঃ ॥
যথার্হদাতা চাহেষু ধর্ম্মচর্য্যাপরো ভবেৎ ।
সম্বতঃ সৰ্বভূতানাং সৰ্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ২৯ ॥
স্বকর্ম্মকলমাপ্নোতি স্বয়মেব নরঃ সদা ।
এষ ধর্ম্মো ময়া প্রোক্তো বিধাতা স্বয়মীরিতঃ ॥

ও বুদ্ধদিগের অবমানকারী নরগণ চণ্ডাল, পুন্ড্রাদির কদর্য্য কূলে জন্ম লইয়া থাকে । ১৫—২২ । যে জন দন্তী বা অভিমানী নহে, দেবতা ও অতিথিসেবায় তৎপর, লোকের সম্মানকারী, যোগ্যজনে প্রণতিশীল, মধুরভাষী, বিবিধ প্রিয়ানুষ্ঠানপরায়ণ, সৰ্বভূতের প্রিয়, দ্বেষহীন, প্রসন্নমুখ, স্নেহী, সৰ্বভূতের প্রতি মধুর বাক্যে স্বাগত প্রদানকারী, ও অহিংসামিরিত; যে জন পূজ্যগণের যথার্থেগ্য পূজাতৎপর এবং যে জন পথার্হকে পথ প্রদান করে, সদা গুরুজনের সম্মান করে, অতিথিসেবায় হয় এবং অভ্যাগত জনের সন্মুখীন করে; হে দেবি! সেই মানব স্বর্গগতি প্রাপ্ত হয় । ২৩—২৭ । পরে মর্ত্যলোকে সৰ্বরত্নসমৃদ্ধ বিশিষ্ট কূলে জন্মলাভ করিয়া বিপুল ভোগ্য ভোগ করিয়া থাকে এবং যোগ্যজনে দাতা, ধর্ম্মাচরণ-পরায়ণ, সৰ্বভূতের অভিমত ও সকলের নমস্কৃত হয় । নিজ কর্ম্মকলে সেই নর এইরূপ নানা সুখ ভোগ করিয়া থাকে । বিধাতৃকথিত এই ধর্ম্মগাথি আমি বলিলাম । অগ্নি শোভনে ।

যন্ত যৌজসমাচারঃ সৰ্বসম্বতরকরঃ ।
হস্তাভ্যাং যদি বা পদ্ম্যাং রজ্জ্বা দণ্ডেন বা পুনঃ
লোষ্ট্রৈঃ স্তম্ভৈকপায়ৈকী জন্তুন্ বাধেত শোভতে
হিংসার্থং নিষ্কতিপ্রজঃ প্রোদেজয়তি চৈব হি ॥
উপক্রামতি জন্তুঃ চ উদেগজননঃ সদা ।
এবং শীলসমাচারো নিরয়ঃ প্রতিপদ্যাতে ॥
স চেয়মুহ্ম্যং গচ্ছেদ্ যদি কালস্ত পর্য্যয়াৎ
বহ্মাবাধাপরিক্রিষ্টে কূলে জায়তে সৌহৃদ্যমে ॥
লোকদ্বিষ্টোহধমঃ পুংসাং স্বয়ং কর্ম্মকৃতেঃ কলৈঃ
এষ দেবি মনুষ্যোব বোদ্ধব্যো জ্ঞাতবক্ষুয়ু ॥
অপরঃ সৰ্বভূতানি দয়াবাননুপশ্রুতি ।
মৈত্রীদৃষ্টিঃ পিতৃসমো নিরৈক্যো নিয়তেজস্রিয়ঃ ॥
নোদেজয়তি ভূতানি ন চ হস্তি দয়াপরঃ ।
হস্তপাদৈশ্চ নিয়তেবিশ্রান্তঃ সৰ্বজন্তুশ্চ ॥ ৩৭ ॥
ন রজ্জ্বা ন চ দণ্ডেন ন লোষ্ট্রেনায়ুধেন চ ।
উদেজয়তি ভূতানি শুভকর্ম্মা দয়াপরঃ ॥ ৩৮ ॥
এবং শীলসমাচারঃ স্বর্গে সমুপজায়তে ।

যাহারা যৌজাচার, সর্বপ্রাণীর ভয়কর, এবং যাহারা হস্ত, পদ, রজ্জ্ব, দণ্ড, লোষ্ট্র ও স্তম্ভাদি দ্বারা নিয়ত প্রাণীদিগের হিংসা করে, প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া সাধারণের উদেগজনক কার্য্য করে, জন্তুগণেরও উদেগার্থ অনুসরণ করে, সেই ক্রোধবান মানবগণ নিরয়-গত হয় এবং কাল-পরিবর্তনে মর্ত্যভূমে বহু ক্রেশাকুল অধম-কূলে জন্মিয়া থাকে । হে দেবি! তাহারা নিজ কর্ম্মদোষে লোক সকলের বিবিক্ত হইয়া থাকে! জ্ঞাত-বক্ষু মধ্যে কে পাপী, কে বা পুণ্যাত্মা,—এইরূপেই তাহা জানা যায় । যে ব্যক্তি সৰ্বভূতে দয়াবান ও সৌম্যদর্শন, পিতৃসম, নিরৈক্য ব্যবহারকারী নিরৈক্য ও নিয়তেজস্রিয়; যে জন প্রাণীদিগের হিংসা ও উদেগজনক নহে, হস্তপাদাদি সংযম সহ-কারে সর্বজন্তুর বিশ্বাসপাত্র হয়; কিন্তু রজ্জ্ব, দণ্ড, লোষ্ট্র বা আয়ুধ দ্বারা কোন প্রাণীর উদেগোৎপাদন না করে, তাদৃশ স্নেহ মানব স্বর্গে বাস করিতে পারে । সেখানে

তজ্জাসো ভবনে দিব্যে মুদা বসতি দেববৎ ॥
স চেৎস্বৰ্গকম্যাম্বর্ত্যো মনুষ্যোষুপজায়তে ।
অল্লায়াসো নিরাতঙ্কঃ স জাতঃ সুখমেধতে ॥
সুখভাগী নিরায়াসো নিকৃদেগঃ সদা নরঃ ।
এষ দেবি সত্যং মার্গো বাধা যত্র ন বিগতে ॥
উমোবাচ ।

ইমে মনুষ্যা দৃশ্যন্তে উহাপোহবিশারদাঃ ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ প্রজ্ঞাবন্তোহর্থকোবিদাঃ ॥
দৃশ্যজ্ঞানচাপরে দেব জ্ঞানবিজ্ঞানবর্জিতাঃ ।
কেন কৰ্ম্মবিপাকেন প্রজ্ঞাবান পুরুষো ভবেৎ ॥
অল্পপ্রজ্ঞো বিরূপাক্ষ কথং ভবতি মানবঃ ।
এবং ত্বং সংশয়ঃ ছিদ্ধি সৰ্ব্বধৰ্ম্মভূতাঃ বর ॥৪৪
জাত্যজ্ঞানচাপরে দেব রোগার্গ্যচাপরে তথা ।
নরাঃ ক্রীবাশ্চ দৃশ্যন্তে কারণং ক্রহি তত্র বৈ ॥৪৫
মহেশ্বর উবাচ ।

ব্রাহ্মণান্ বেদবিহ্বলঃ সিদ্ধান্ ধৰ্ম্মবিদস্তথা ।
পরিপৃচ্ছন্ত্যহরহঃ কুশলাকুশলং সদা ॥ ৪৬
বর্জয়ন্তোহশুভং কৰ্ম্ম সেবমানাঃ শুভং তথা ।

দিব্যভবনে সানন্দমনে দেববৎ সুখে বাস করে। তারপর মর্ত্যালোকে মনুষ্যজন্ম গ্রহণপূর্বক অল্লায়াস, নিরাতঙ্ক ও নিকৃদেগ হইয়া সুখে কালাতিপাত করে। হে দেবি! এই আমি সাধুদিগের নির্বাণ গতি বর্ণন করিলাম। ২৮—৪১। উমা কহিলেন,—লোকে দেখা যায়,—কোন জন উহাপোহা-ভিজ্ঞ, জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও অর্থ-ব্যবহারবিজ্ঞ; আবার কোন জন নিরোধ, ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-শূন্য। কিন্তু কোন্ কৰ্ম্মের পরিণামে পুরুষ বুদ্ধিমান হয়? আর কোন কৰ্ম্মে বা নিরোধ হয়? হে ধৰ্ম্মজবর, বিরূপাক্ষ! কেহ জন্মাক্ষ, কেহ রোগার্গ্য, কেহ বা ক্রীব হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? আমার এই সংশয় নিরাকরণ করুন। মহেশ্বর বলিলেন,—যাহারা বেদবিদ ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ ও ধৰ্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে সদা কুশল ও অকুল কৰ্ম্ম সকল প্রিজ্ঞাসা করিয়া অশুভ কৰ্ম্ম বর্জনপূর্বক শুভ কৰ্ম্মাচরণ

লভন্তে স্বৰ্গহিং নিত্যমিহ লোকে যথাসুখম্ ॥
স চেৎস্বৰ্গযাতাং যাতি মেধাবী তত্র জায়তে ।
ঋতং যজ্ঞানুগং যন্ত কল্যাণমুপজায়তে ॥ ৪৮
পরদারেষু যে চাপি চক্ষুর্দৃষ্টং প্রযুক্ততে ।
তেন দৃষ্টস্বভাবেন জাত্যজ্ঞান্তে ভবন্তি হি ॥৪৯
মনসাপি প্রভৃষ্টেন নরাং পশ্যন্তি যে দ্বিগম্ ।
রোগার্গ্যান্তে ভবন্তীহ নরা দৃষ্টতকারিণঃ ॥ ৫০
যে তু মুঢ়া হুরাচার্য বিযোনো মৈথুনে রতাঃ ।
পুরুষেষু সূহৃদ্রাজাঃ ক্রীবস্বমুপযান্তি তে ॥ ৫১
পশুংশ্চ যে বৈ বদন্তি যে চৈব গুরুতল্লাগাঃ ।
প্রকীর্ত্তমৈথুনা যে চ ক্রীবা জায়ন্তি বৈ নরাঃ ॥৫২
উমোবাচ ।

অবজ্ঞাং কিং নু বৈ কৰ্ম্ম নিরবজ্ঞাং তথৈব চ ।
শ্রেয়ঃ কুর্স্বন্নবাগ্নোতি মানবো দেবসত্তম ॥ ৫৩
মহেশ্বর উবাচ ।

শ্রেয়াঃসং মার্গমিচ্ছন্ সদা যঃ পৃচ্ছতি দ্বিজান্
ধৰ্ম্মান্যেষী গুণাকাঙ্ক্ষী স স্বৰ্গং সমুপাশ্রুতে ॥৫৪

করে, তাহার নিয়ত ইহলোকে সুখভোগান্তে স্বৰ্গগমনে সমর্থ হয়। তার পর সেই ব্যক্তি মনুষ্যালোকে বুদ্ধিমান হইয়া জন্মে এবং শাস্ত্র-জ্ঞানানুসারে যজ্ঞাদি বিবিধ শুভ কৰ্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হয়। ৪২—৪৮। যাহারা পরদার প্রতি কুভাবে চক্ষুঃনিষ্কেপ কবে, তাহার সেই দোষে জন্মাক্ষ হইয়া জন্মে। যাহারা বুদ্ধি সহকারে নরা পরনারী দর্শন করে, সেই দৃষ্টতকারীরা ইহ লোকে রোগার্গ্য হয়। যে সকল মুঢ় হুরাচার নর বিযোনিতে কিবা পুরুষে মৈথুন করে, তাহার ক্রীব হইয়া জন্মে। যাহারা পশুমৈথুন, গুরুপত্নীগমন, ও প্রকীর্ত্তাজাতীয় রমণীতে মৈথুন করে, সেই নরগণ ক্রীব হইয়া জন্মে। উমা বলিলেন,—হে দেব-সত্তম! কোন্ কৰ্ম্ম নিল্লেখ্য, আর কোন কৰ্ম্ম প্রশস্ত? মানব কোন কৰ্ম্ম করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারে? মহেশ্বর বলিলেন,—যে মানব সংকৰ্ম্মানুষ্ঠান-কামনায় দ্বিজগণের নিকট ধৰ্ম্মতত্ত্ব প্রিজ্ঞাসা করে,

যদি মানুষ্যভাং দেবি কদাচিত্ সন্নিযচ্ছতি ।
মেধাবী ধারণাযুক্তঃ প্রাজ্ঞস্তত্রাপি জায়তে ॥৫৫
এষ দেবি সত্যং ধর্মো গন্তব্যো ভূতকারকঃ ।
নৃণাং হিতার্থায় সদা ময়া চৈবমুদাহৃতঃ ॥ ৫৬

উমোবাচ ।

অপরে শ্রবণবিজ্ঞান ধর্মাবদেষিণো নরাঃ ।
ব্রাহ্মণান্ বেদবিত্তেষা নেচ্ছন্তি পারসর্গিতুম্ ॥৫৭
ব্রতবস্তো নরাঃ কেচিছুকাদমপরায়ণাঃ ।
অব্রতা ভ্রষ্টনিয়মান্তথাশ্চে রাক্ষসোপমাঃ ॥ ৫৮
যজ্ঞানশ্চ তদৈবাস্তে নির্যোমানশ্চ তথা পরে ।
কেন কর্ম্মবিপাকেন ভবন্তীহ বদস্ব মে ॥ ৫৯

মহেশ্বর উবাচ ।

আগমা লোকধর্মাণাং মর্যাদাঃ পূর্বনির্মিতাঃ ।
প্রমাণেনানুবর্তন্তে দৃষ্টান্তে হ দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৬০
অধর্ম্যঃ ধর্ম্মমিত্যাহর্ষে চ মোহবশং গতাঃ ।
অব্রতা নষ্টমর্যাদাস্তে নরা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥৬১

সদা ধর্ম্মাঘেষণ-পরায়ণ, ও শুণাকাজ্ঞী হয়,
সে স্বর্গ ভোগ করে । সে কাহ্নস্তরে মনুষ্যত্ব
লাভ করিলেও ধীমান, মেধাবী ও প্রতিভা-
সম্পন্ন হইয়া জন্মে । হে দেবি! নরগণের
হিতবিধায়ক সাধুদিগের অবলম্বনীয় ও
উন্নতিসাধক, এই বিবিধ কর্ম্মকল আমি
কীর্ত্তন করিলাম । ৪৯—৫৬ । উমা কহি-
লেন,—কত অল্পবুদ্ধি ধর্ম্মদেষী মানব বেদ-
বিদ ব্রাহ্মণগসন্নিধানে যাইতে ইচ্ছা করে না;
কোন কোন নর ব্রতাচারী, কেহ বা অব্রত;
কেহ ব্রহ্মসম্পন্ন, কেহ বা ভ্রষ্টনিয়ম; কেহ
দমশালী, কেহ বা রাক্ষসোপম দুর্ধর্ষ; কেহ
যজ্ঞকারী, কেহ বা হোমহীন দৃষ্ট হয় । কোন
কোন কর্ম্মকলে এক্স হয়, তাহা আমাকে
বলুন । মহেশ্বর বলিলেন,—পূর্বকালে লোক
সকলের মর্যাদা নিরূপণার্থ আগমসকল
বিরচিত হইয়াছে; দৃঢ়ব্রত জনগণ সেই
আগমকে প্রমাণরূপে সন্মান করিয়া থাকে ।
যাহারা মোহাচ্ছন্ন, অব্রতহীন, এবং যাহারা
উক্ত আগমমর্যাদা লঙ্ঘন করে, ও অধর্ম্মকে
ধর্ম্ম বলিয়া উদ্বেগ করে, সেই নরগণ ব্রহ্ম-

যে বৈ কালকৃতোদযোগাৎ সন্তবন্তীহ মানবাঃ
নির্যোমা নির্ববৃট্কারাস্তে ভবন্তি নরাধমাঃ ॥ ৬২
এষ দেবি ময়া সর্বসংশয়চ্ছেদনায় তে ।
কুশলাকুশলো নৃণাং ব্যাখ্যাতো ধর্ম্মসাগরঃ ॥

ইতি জীব্রাহ্মে ধর্ম্মনিরূপণং নাম পঞ্চবিংশ-
ত্যাধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২০ ॥

ষড়্বিংশত্যাধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

ঋত্বিবঃ সা জগন্মাতা ভর্তুর্বচনমাদিতঃ ।
হষ্টা বভূব সুপ্রীতা বিস্মিতা চ তদা দ্বিজাঃ ॥১
যে তত্রাসম্মানবরাগ্নিপুরারে: সমীপতঃ ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে গত্যন্তশ্মিন্গিরৌ দ্বিজাঃ ॥২
তেহপি সম্পূজ্য তং দেবং শূলপাণিঃ প্রণমা চ
পপ্রচ্ছুঃ সংশয়কৈব লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥৩
মুনয় উচুঃ ।

ত্রিলোচন নমস্তেহস্ত দক্ষকৃতবিনাশন ।

রাক্ষস-পদবাচ্য। যাহারা হোম ও বযট্-
কারাদিহীন হইয়া কদাগরী হয়, তাহারা
কালপ্রভাবে ইহলোকে নরাধমরূপে জন্মিয়া
থাকে । হে দেবি! তোমার সংশয় ছেদ-
নার্থ নরগণের কুশলাকুশল-সাধন এই নিগূঢ়
ধর্ম্মসমূহ আমি ব্যাখ্যা করিলাম । ৫৭—৬১ ।

পঞ্চবিংশত্যাধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ষড়্বিংশত্যাধিকাবিশততম অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! জগ-
ন্মাতা উমা দেবী, পতি মহেশ্বরের নিকট এই
বিবরণ শ্রবণে সুপ্রীতা ও বিস্মিতা হইলেন ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে যে সকল মুনি সেই গিরি-
বরে যাইয়া মহেশ্বরের সন্নিধানে বর্ত্তমান
ছিলেন, তাহারা তখন শূলপাণিকে প্রণাম-
পূর্বক লোক-হিতকামনায় স্বকীয় সংশয়বিষয়ক
প্রশ্ন করেন । মুনিগণ বলিলেন,—হে দক্ষ-
যজ্ঞবিনাশন, জগন্নাথ! আপনাকে নমস্কার ।

পৃচ্ছামস্মাং জগন্নাথ সংশয়ঃ হৃদি সংস্থিতম্ ॥৪
সংসারেহশ্মিঅহাঘোরে ভৈরবে লোমহর্ষণে ।
ভ্রমন্তি সূচিরং কালং পুরুষাশ্চান্নমেধসঃ ॥ ৫
যেনোপায়েন মুচ্যন্তে জন্মসংসারবন্ধনাং ।
ক্রহি তচ্ছোভুমিচ্ছামঃ পরং কোতুহলং হি নঃ
মহেশ্বর উবাচ ।

কর্ম্মপাশনিবন্ধানাং নরাণাং দুঃখভাগিনাম্ ।
নাশ্তোপায়ঃ প্রপঞ্জামি বাসুদেবাংপরং দ্বিজাঃ
যে পূজয়ন্তি তং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
বান্ধনঃকর্ম্মভিঃ সম্যক্ তে যান্তি পরমাং গতিম্
কিং তেষাং জীবিতেনেহ পশুবচেষ্টিতেন চ ।
যেষাং ন প্রবণং চিন্তং বাসুদেবে জগন্ময়ে ॥ ৯

মুনয় উচুঃ ।

পিনাকিন্ ভগনেজ্জয় সর্বলোকনমস্কৃত ।
মাহাত্ম্যং বাসুদেবস্ত শ্রোতুমিচ্ছাম শঙ্কর ॥১০
মহেশ্বর উবাচ ।
পিতামহাদপি বরঃ শাশ্বতঃ পুরুষো হরিঃ ।

আমাদিগের হৃদয়গত একটা সংশয় আপনাকে
জিজ্ঞাসা করি । অল্পবুদ্ধি পুরুষগণ, এই
মহাঘোর ভৈরব লোমহর্ষণ সংসারে সূচির-
কাল ভ্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা
কোন উপায়ে এই জন্মসংসার-দায় হইতে
অব্যাহতি পায়? আমরা তাহা শুনিতে
ইচ্ছা করি, আমাদিগের অতীব কোতুহল
জন্মিয়াছে, আপনি তাহা বলুন । মহেশ্বর
বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! কর্ম্মপাশনিবন্ধ
দুঃখভাগী নরগণের পক্ষে একমাত্র
বাসুদেব অপেক্ষা আর কোনও সঙ্গুপায়
নাই । যাহারা সেই শঙ্খ-চক্র-গদাধর
বাসুদেবকে বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা
সম্যক্ পূজা করে, তাহারা পরম গতি প্রাপ্ত
হয় । জগন্ময় বাসুদেবে যাহার চিন্তা আসক্ত
নহে, ইহলোকে তাহাদিগের পশুসম-ব্যব-
হারবান্ জীবনে কল কি? মুনীগণ কহি-
লেন,—হে পিনাকপাণি, সর্বলোকনমস্কৃত,
ভগনেজ্জয়, শঙ্কর! আমরা বাসুদেবের
মাহাত্ম্য শুনিতে বাসনা করি । ১—১০ শাশ্বত

কৃষ্ণো জাম্বুনদাতাসো ব্যভ্রে সৃধ্য ইবোদিতঃ
দশবাহুর্নহাতেজা দেবতারিনিমূদনঃ ।
শ্রীবৎসাক্ষো হৃষীকেশঃ সর্বদেবতযুধপঃ ॥ ১২
ব্রহ্মা তশ্চোদরভবন্তস্তাহঞ্চ শিরোভবঃ ।
শিরোরুহেভ্যো জ্যোতীংষি রোমভ্যাশ্চ
সুরাসুরাঃ ॥ ১৩

ঋষয়ো দেহসমুভাস্তস্ত লোকাশ্চ শাশ্বতাঃ ।
পিতামহগৃহং সাক্ষাৎসর্বদেবগৃহঞ্চ সঃ ॥ ১৪
সোহস্তাঃ পৃথিব্যাঃকুৎস্নায়াঃশ্রষ্টা ত্রিভুবনেশ্বরঃ
সংহর্তা চৈব ভূতানাং স্বাবরস্ত চরস্ত চ ॥ ১৫
স হি দেবঃ পরঃ সাক্ষাদেবনাথঃ পরস্তপঃ ।
সর্বজ্ঞঃ সর্বসংশ্রষ্টা সর্বগঃ সর্বতোমুখঃ ॥ ১৬
ন তস্মাৎপরমং ভূতং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
সনাতনো মহাভাগো গোবিন্দ ইতি বিজ্ঞতঃ ॥
স সর্বানপার্শ্বিহান্ সংখ্যেঘাতদ্বিঘ্যতি মানদঃ ।
সুরকার্যার্থমুৎপন্নো মানুস্যংবপুরাশ্রিতঃ ॥১৮

পুরুষ হরি, পিতামহ ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ।
সেই কৃষ্ণ স্বর্ণসমকান্তি ও নির্মল নভোমণ্ডলে
উদিত আদিত্যবৎ দ্যুতিমান । দেবারিনাশন
সেই হৃষীকেশ দশবাহু, ও শ্রীবৎস-শোভিত-
বক্ষা এবং সর্বদেবগণের ৫ তিপালক । ব্রহ্মা
তাহার উদর হইতে জন্মিয়াছেন, আমি
তাহার মস্তক হইতে উদ্ভূত হইয়াছি । তাহার
কেশ হইতে জ্যোতিঃপদার্থনিচয়, রোম
হইতে সুরাসুরগণ, দেহ হইতে ঋষিগণ,
ও শাশ্বত লোক সকল সৃষ্ট হয় । তিনিই পিতা-
মহের গৃহ এবং সর্বদেবগণের বাসভবন ।
সেই ত্রিভুবনেশ্বর হরিই এই সমগ্রা পৃথিবীর
ও স্বাবর-জঙ্গমাঙ্কর ভূতগণের শ্রষ্টা ও
সংহর্তা । তিনি দেবগণের নাথ, শক্রনাশক,
ও পরদেব । তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রষ্টা, সর্বগ ও
সর্বতোমুখ; তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ত্রিলোক-
মধ্যে আর কিছুই নাই । তিনি সনাতন,
মহাভাগ, গোবিন্দ বলিয়া বিজ্ঞত । মানু-
জনের মানবর্জনকারী সেই হরি, সুরগণের
কার্য-সাধনার্থ মানুষদেহ ধারণপূর্বক ভূতলে
উৎপন্ন হইয়া সর্ব পার্শ্ববগণের বিনাশ বিধান

ন হি দেবগণাঃ শক্তাবিক্রমবিনাকৃতাঃ ।
 ভুবনে দেবকার্যাণি কর্তুং নায়কবর্জিতাঃ ॥১৯
 নায়কঃ সর্বভূতানাং সর্বভূতনমস্কৃতঃ ।
 এতস্ত দেবনাথস্ত কার্যাস্ত চ পরস্ত চ ॥ ২০
 ব্রহ্মভূতস্ত সততং ব্রহ্মবিশরণস্ত চ ।
 ব্রহ্মা বসতি নাভিস্থঃ শরীরেহংগঃ সংস্থিতঃ ॥
 সর্বাঃ সুখং সংস্থিতাস্ত শরীরে তস্ত দেবতাঃ
 স দেবঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ ক্রীগর্ভঃ ক্রীসহোযিতঃ ॥
 শার্ঙ্গক্রেয়ায়ুধঃ খড়্গা সর্বনাগারপুংসজঃ ।
 উত্তমেন সুশীলেন শৌচেন চ দমনেন চ ॥ ২৩
 পরাক্রমেণ বীর্যেণ বপুষা দর্শনেন চ ।
 গারোহণপ্রমাণেন বীর্যোণার্জবসম্পদা ॥ ২৪
 অনূশংস্তেন রূপেণ বলেন চ সমন্বিতঃ ।
 অস্ত্রেঃ সমুদিতঃ সর্পির্দিব্যরত্নতদর্শনৈঃ ॥ ২৫
 যোগমায়াসহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষো মহামনাঃ ।
 বাচা মিত্রজনপ্লাঘী জ্ঞাতিবন্ধুজনপ্রিয়ঃ ॥ ২৬
 ক্রমাবান্ধানহংবাদী স দেবো ব্রহ্মদায়কঃ ।
 ভয়হর্তা ভয়াভ্যনাং মিত্রানন্দবিবর্ধনঃ ॥ ২৭

করিবেন। সেই জীবিক্রম ব্যতীত দেবগণ
 নায়কহীন হইয়া ভুবনে কোনও দেবকর্ম
 সাধনে সক্ষম হইবেন না। ১১—১৯। সেই সর্ব-
 ভূতনমস্কৃত হরিই সর্বভূতের প্রকৃত নায়ক।
 কর্ম ও কারণরূপী, ব্রহ্মভূত, ব্রাহ্মণ ও
 ঋষিগণের শরণ সেই ভগবানের নাভিদেলে
 ব্রহ্মা বাস করেন; আমি তাঁহার শরীরে
 বাস করি, দেবগণও তাঁহার শরীরে
 সুখে বাস করেন। সেই দেব পুণ্ডরীকাক্ষ,
 ক্রীগর্ভ, ক্রীমান, শার্ঙ্গধনু চক্র ও খড়্গাদি
 আয়ুধধারী; সর্পরিপু গরুড় তাঁহার ধ্বজ।
 সেই গোবিন্দ, উত্তম চরিত্র, শৌচ, দম, পরা-
 ক্রম, বীর্য, শরীর, দেহপ্রমাণ সরলতা,
 অনূশংসতা, রূপ, বল, ও দিব্য অদ্ভুত-
 দর্শন অস্ত্র প্রভৃতি দ্বাৰা সমন্বিত। সেই
 মহামনা, বিরূপাক্ষ হইলেও যোগমায়া
 প্রভাবে সহস্রাক্ষবৎ প্রতীয়মান। তিনি
 বাক্য দ্বারা মিত্রজনের সতত প্লাঘাবর্ধনকারী,
 জ্ঞানী বন্ধুজনের প্রিয়, ক্রমাবান, অহ-

শরণাঃ সর্বভূতানাং দীনানাং পালেন রতঃ ।
 শ্রুতবানথ সম্পন্নঃ সর্বভূতনমস্কৃতঃ ॥ ২৮
 সমাশ্রিতানামুপকৃচ্ছজ্ঞাণং ভয়কুন্তথা ।
 নীতিজ্ঞো নীতিসম্পন্নো ব্রহ্মবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ
 ভবান্নমেব দেবানাং বুদ্ধ্যা পরময়া যুতঃ ।
 প্রাজাপত্যো শুভে মার্গে মানবে ধর্মসংস্কৃতে ।
 সমুৎপৎস্তুতি গোবিন্দো মনোবংশে মহাত্মনঃ
 অংশো নাম মনোঃপুত্রো হস্তধীমা ততঃ পরম
 অন্তর্ধীমো হবির্ধীমা প্রজাপতিরনির্মিতঃ ।
 প্রাচীনবহির্বিবিতা হবির্ধীমঃ মূতো দ্বিজাঃ ॥৩২
 তস্ত প্রচেতঃপ্রমুখা ভবিষ্যন্তি দশাত্মজাঃ ।
 প্রাচেতসস্তথা দক্ষো ভবতেহ প্রজাপতিঃ ।
 দাক্ষায়ণ্যস্তথা দিত্যো মনুরাদিত্যতন্তৃতঃ ।
 মনোশচ বংশজ ইলা সূহৃদ্যশ্চ ভবিষ্যতি ॥৩৪
 বুধাৎ পুরুষবার্চ্যাপি তস্মাদায়ুর্ভবিষ্যতি ।
 নহবো ভবিতা তস্মাদ্যযাতিস্তস্ত চাত্মজঃ ॥৩৫
 যদুস্তস্মান্নহাসমঃ ক্রোষ্টা তস্মান্ভবিষ্যতি ।

কারহীন, মুক্তিদায়ক, ভয়াভিগের ভয়হারী,
 মিত্রদিগের আনন্দবিধানকারী, সর্বভূতের
 রক্ষক, দীনজনের পালক, আশ্রিতের উপ-
 কারক, শত্রুদিগের ভয়োৎপাদক, শাস্ত্রজ্ঞ,
 নীতিজ্ঞ, নীতিপরায়ণ, ব্রহ্মবাদী, জিতেন্দ্রিয়,
 ও ধর্মসংস্কৃত। শুভ প্রাজাপত্যপথে অবস্থিত
 এবং সতত দেবগণের হিতাভিলাষী হইয়া
 মহাত্মা মনুর বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন।
 ২০—৩০। মনুর পুত্র অংশ, তাঁহার
 পুত্র অন্তর্ধাম। অন্তর্ধামের পুত্র হবির্ধাম
 নামক অনির্মিত প্রজাপতি। হে
 দ্বিজগণ! হবির্ধামের প্রাচীনবাহি নামক
 পুত্র হইবে। তাঁহার প্রচেতা প্রভৃতি দশ
 পুত্র হইবে। তাঁহাদিগের পুত্র দক্ষ প্রজা-
 পতি হইবেন। দক্ষকন্যা হইতে আদিত্য
 এবং আদিত্য হইতে মনু জন্মিবেন। মনুর
 সন্ততি সূহৃদ্য—ইলা। বুধের সংসর্গে
 ইলার পুত্র পুরুষবার উৎপত্তি। পুরুষবার
 পুত্র আয়ু, তৎপুত্র নহব, নহবের পুত্র
 যযাতি জন্মিবেন। যযাতির পুত্র যদু, যদুর

ক্রোড়ৈশ্চ মহান পুত্রো বৃজিনীবান ভবিষ্যতি
 বৃজিনীবতশ্চ ভবিষ্যি। উবঙ্গুরপরাজিতঃ ।
 উবঙ্গোভবিষ্যি। পুত্রঃ শূরশ্চত্ররথস্তথা ॥ ৩৭
 তস্ত স্ববরজঃ পুত্রঃ শূরো নাম ভবিষ্যতি ।
 তেষাং বিখ্যাতবীৰ্য্যাণাং চরিত্রগুণশালিনাম্
 যজ্ঞানাকং বিত্তদ্ধানাং বংশে ব্রাহ্মণসন্তমঃ ।
 স শূরঃ ক্রতুয়শ্রেষ্ঠো মহাবীৰ্য্যো মহাযশাঃ ॥ ৩৯
 স্ববংশাবন্তারকরঃ জনায়ষ্যতি মানদম্ ।
 বাসুদেবামাত খ্যাতঃ পুত্রমানকতুল্যভিঃ ॥ ৪০
 তস্ত পুত্রশ্চতুর্বাহুবাসুদেবো ভবিষ্যতি ।
 দাতা ব্রাহ্মণসংকর্ত্তা ব্রহ্মভূতো বিজাপ্রিয়ঃ ॥ ৪১
 রাজ্ঞো বদ্ধান্ স সর্ক্ষান্ বৈ মোক্ষয়িষ্যতি যাদবঃ
 জরাসন্ধস্ত রাজানঃ নার্কজ্য গিরিগহ্বরে ৪২
 সর্ক্ষপার্শ্ববরত্যাট্যো ভবিষ্যতি স বীৰ্য্যবান্ ।
 পৃথিব্যামপ্রতিহতো বীৰ্য্যোণাপি ভবিষ্যতি ॥ ৪৩
 বিক্রমেণ চ সম্পন্নঃ সর্ক্ষপার্শ্ববপার্শ্ববঃ ।
 শূরসংহননো ভূয়াদ্ভারকায়ঃ বসন প্রভুঃ ॥ ৪৪
 পালয়িষ্যতি গাং দেবীং বিনির্জিত্য দূরাশয়ান্

পুত্র মহাবলবান্ ক্রোড়ী, ক্রোড়ী পুত্র
 মহাত্মা বৃজিনীবান্ জন্মবেন । বৃজিনীবানের
 পুত্র অপরাজেয় উবঙ্গু । উবঙ্গুর দুই
 পুত্র ;—জ্যেষ্ঠ চিত্ররথ, কনিষ্ঠ শূর । হে
 বিজসন্তমগণ ! বিখ্যাতবীৰ্য্য, চরিত্রগুণমণ্ডিত,
 বাগশীল, বিত্তদ্ধাত্মা রাজগণের বংশে ক্রতুয়-
 শ্রেষ্ঠ, মহাবীৰ্য্য, মহাযশস্বী সেই শূর, নিজ
 বংশ-বিস্তারকারী, মানদ, বাসুদেব নামক পুত্র
 উৎপাদন করিবেন ; ইহার অপর নাম—
 আনকতুল্যভি তাঁহার পুত্র বাসুদেব ;—
 চতুর্ভূজ, দাতা, ব্রাহ্মণগণের সম্মানকারী,
 বিজাপ্রিয় ও ক্রতুয়রূপ হইবেন । সেই
 যাদব গিরিগর্ভবাসী জরাসন্ধ রাজাকে
 পরাজয়পূর্বক তৎকর্ত্তক বদ্ধ রাজগণকে
 মোচিত করত সর্ক্ষপার্শ্বব জনে ও নানারত্নে
 সমৃদ্ধ হইবেন । তিনি দ্বারকায় বাস করত
 শূরসৈন্তে সমাবৃত হইয়া দূরাশয়গণের
 শাসনপূর্বক পৃথিবী দেবীকে পালন করি-

তঃ ভবন্তঃ সমাসান্ত ব্রাহ্মণৈরহর্নৈবৈরৈঃ ।
 অর্চয়ন্ত যথাত্ম্যঃ ব্রাহ্মণমিব শাশ্বতম্ ॥ ৪৫
 যো হি মাং জষ্টুমিচ্ছেত ব্রাহ্মণঞ্চ পিতামহম্ ॥ ৪৬
 জষ্টব্যস্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ।
 দৃষ্টে তান্মহং দৃষ্টো ন মেহব্রাহ্মণ বিচারণা ॥
 পিতামহো বাসুদেব ইতি বিস্ত তপোধনাঃ ।
 স যন্ত পুণ্ডরীকাক্ষঃ শ্রীতিযুক্তো ভবিষ্যতি ॥
 তস্ত দেবগণঃ শ্রীতো ব্রহ্মপুত্রো ভবিষ্যতি ।
 যন্ত তঃ মানবো লোকে সংশ্রয়িষ্যতি কেশবম্
 তস্ত কীর্ত্তিযশশ্চৈব স্বর্গশ্চৈব ভবিষ্যতি ।
 ধর্ম্মাণাং দেশিকঃ সাক্ষাত্তবিষ্যতি স ধর্ম্মবান্ ॥
 ধর্ম্মবিভিঃ স দেবেশো নমস্কাধ্যঃ সদাচ্যুতঃ ।
 ধর্ম্ম এব সদা হি স্তাদান্মহর্ভার্চিতে বিভৌ ॥
 স হি দেবো মহাতেজাঃ প্রজাহিতচিকীর্ষা ।
 ধর্ম্মার্থঃ পুরুষব্যাক্ত ঋষিকোটিঃ সসর্জ চ ॥ ৫২
 তাঃ সৃষ্টাস্তেন বিধিনা পর্বতে গন্ধমাদনে ।
 সনৎকুমারপ্রমুখান্তিষ্ঠন্তি তপসাবিতাঃ ॥ ৫৩

বেন । আপনারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত
 মিলিত হইয়া তাঁহাকে শাশ্বত ব্রহ্মের স্তায়
 যথাবিধি অর্চনা করিবেন । ৩১—৪৫। যে জন
 আমাকে কিছা পিতামহ ব্রাহ্মকে দর্শন করিতে
 কামনা করে, প্রতাপবান্ ভগবান্ বাসুদেবই
 তাহার জষ্টব্য । তিনি দৃষ্ট হইলে, আমিও
 দৃষ্ট হইয়া থাকি । হে তপোধনগণ ! বাসু-
 দেবই পিতামহ, ইহা জানিবেন । সেই
 পুণ্ডরীকাক্ষ যাহার প্রতি শ্রীতিযুক্ত হইবেন,
 ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তাহার প্রতি সমধিক
 সন্তুষ্ট থাকিবেন । জগতে যে মানব সেই
 কেশবকে আশ্রয় করে, তাহার কীর্ত্তি,
 যশ, ও স্বর্গলাভ হয় । সেই ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মের
 নিয়ামক হইবেন । সেই দেবেশ অচ্যুত
 বিষ্ণু ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যক্তিবর্গের সদা নমস্কা ।
 সেই বিষ্ণু অর্চিত হইলে সমধিক ধর্ম্ম সঞ্চয়
 হয় । সেই মহাতেজা পুরুষ-ব্যাক্ত, প্রজা-
 গণের হিত-বিধানার্থ বহুকোটি ঋষি সৃষ্টি
 করেন । তৎসৃষ্টি সনৎকুমার-প্রমুখ ঋষিগণ
 গন্ধমাদন পর্বতে অবস্থান করিতেছেন । হে

তস্মাৎ স বাগ্মী ধৰ্ম্মজ্ঞো নমস্তো হিজপুঙ্গবাঃ
বন্দিতো হি স বন্দিত মানিতো মানয়ীত চ ॥
দৃষ্টঃ পশ্চোদহরহঃ সংশ্রিতঃ প্রতিসংশ্রযেৎ ।
অৰ্চিতশ্চ্যার্চয়েরিত্যঃ স দেবো হিজসন্তমাঃ ॥
এবং তস্তানবদ্যন্ত বিকোৰ্কে পরমং তপঃ ।
আদিদেবন্ত মহতঃ সজ্জনাচরিতং সদা ॥ ৫৬
ভুবনেহভ্যর্চিতো নিত্যং দেবৈরপি সনাতনঃ
অন্তদেনোহুৰূপেণ প্রপদ্য তমহুত্রতাঃ ॥ ৫৭
কৰ্শ্ণা মনসা বাচা স নমস্তো ষ্টজৈঃ সদা ।
যত্নবদ্বিকপস্থায় জষ্টব্যো দেবকৌসুতঃ ॥ ৫৮
এষ বৈ বিহিতো মার্গো ময়া বৈ মুনিসন্তমাঃ ।
তং দৃষ্টা সৰ্বদেবেশং দৃষ্টাঃ স্ম্যঃ স্মরসন্তমাঃ
মহাবরাহং তং দেবং সৰ্বলোকপিতামহম্ ।
অহঙ্কৈব নমস্তামি নিত্যমেব জগৎপতিম্ ॥ ৫৯
তত্র চ ত্রিতয়ং দৃষ্টং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।

হিজপুঙ্গবগণ! এই কারণে সেই ধৰ্ম্মজ্ঞ,
বাগ্মী দেব সকলেরই প্রণামার্থ। তিনি
মানবগণ কর্তৃক বন্দিত এবং মানিত হইলে
তাঁহারাও জগতে বন্দিত ও মানিত হইয়া
থাকে। তিনি দৃষ্ট হইলে অহরহ দর্শন
করেন, এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিলে তিনিও
আশ্রয় দিয়া থাকেন। হে হিজসন্তম-
গণ! সেই দেব অর্চিত হইলে স্ময়ংও
অর্চনাকারীকে সমর্চনা করেন।
৪৬—৫৫। সেই অনবন্ত আদিদেব বিষ্ণুর
এইরূপই মহিমা। সজ্জনগণ তদীয় আচ-
রণেরই অনুকরণ করিয়া থাকেন। দেব
সনাতন ভুবনে নিয়ত অর্চিত হয়েন।
হিজগণের পক্ষে নিজোচিত পরিণামদোষ-
রহিত কৰ্ম্ম, বাক্য ও মন দ্বারা সততই তিনি
উপাসনীয়। দেবকৌন্দীনকে যত্ন সহকারেই
দর্শন করিতে হয়। হে মুনিসন্তমগণ!
আমি এই বিচিত্র ধৰ্ম্মমার্গ বর্ণন করিলাম।
সেই সৰ্বদেবেশ্বরকে দর্শন করিলে স্মর
সন্তমগণের দর্শনজনিত কল প্রাপ্তি হয়।
সৰ্বলোক-পিতামহ, মহাবরাহরূপী সেই
জগৎপতিকে আমিও প্রতিদিন নমস্কার

সমস্তা হি বয়ং দেবাস্তন্ত দেহে বসামহে ॥ ৬১
তন্তৈব চাগ্রজো ভ্রাতা সিতাজিনিচয়প্রভঃ ।
হলী বল ইতি খ্যাতো ভবিষ্যতি ধরাধরঃ ॥ ৬২
ত্রিশিরাস্তন্ত দেবন্ত দৃষ্টোহনন্ত ইতি প্রভোঃ
সুপর্ণো যন্ত বীৰ্য্যেণ কণ্ডপস্তাস্ত্রজো বলী ॥
অন্তঃ নৈবাক্ষকজুঃ দেবন্ত পরমাত্মনঃ ।
স চ শেবো বিচরতে পরমা বৈ মুনা যুতঃ ॥ ৬৩
অন্তর্কসতি ভোগেন পরিরভ্য বসুন্ধরাম্ ।
য এষ বিষ্ণুঃ সোহনন্তো ভগবান্ বসুধাধরঃ ॥
যো রামঃ স হৃষীকেশোহচ্যুতঃ সৰ্বধরাধরঃ ।
তাবুভো পুরুষব্যাক্রো দিব্যো দিব্যপরাক্রমো
জষ্টব্যো মাননীয়ো চ চক্রলাঙ্গলধারিণৌ ॥ ৬৬
এষ বোহমুগ্রহঃ প্রোক্তো ময়া পুণ্যন্তপোধনাঃ
তত্ত্ববস্তো যত্নশ্রেষ্ঠঃ পূজায় যুঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৬৭

ইতি ত্রীত্রাঙ্কে ঋষিমহেশ্বরসংবাদে ষড়-
বিংশত্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৬ ॥

করিয়া থাকি। সেই দেবের দেহে সমস্ত
দেবগণ বাস করেন। তাঁহাকে দর্শন
করিলে ত্রিলোক দর্শনের ফল লাভ হয়।
তদীয় অগ্রজ ভ্রাতা ‘বলরাম’ নামে প্রসিদ্ধ
হইবেন। তিনি বেতপক্কতসম কাশ্মিমান্
ও হলধারী। ধরাধর অনন্ত নাগই উক্ত-
রূপে অবতীর্ণ হইবেন। কণ্ডপনন্দন বল-
বান্ গরুড়ও নিজবীৰ্য্যে যে পরমাত্মরূপী
দেবের অন্তর্দর্শনে সক্ষম হয়েন নাই, সেই
শেষ নাগ উক্তরূপে ভূতলে বিহার করি-
বেন; কিন্তু পাতালতলেও সর্পরূপে ফণা
দ্বারা বসুন্ধরাকে ধারণ করিবেন। যিনি
বিষ্ণু, তিনিই বসুধাধারী অনন্ত; যিনি বল-
রাম, তিনিই সৰ্বজগদাধার হৃষীকেশ অচ্যুত
বিষ্ণু। সেই দিব্য এবং দিব্যপরাক্রম-
সম্পন্ন, চক্র ও লাঙ্গলধারী পুরুষব্যাক্রম-
সকলেরই জষ্টব্য ও মাননীয়। হে তপো-
ধনগণ! এই আমি আপনাদিগকে ভগ-
বানের পুণ্য অমুগ্রহের বিবরণ কহিলাম,

সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

অহো কৃষ্ণস্ত মাহাত্ম্যং শ্রুতমস্মাভিরদ্বুতম ।
সৰ্বপাপহরং পুণ্যং ধন্যং সংসারনাশনম্ ॥ ১
সম্পূজ্য বিধিবন্তক্ত্যা বাসুদেবং মহামুনে ।
কাং গাতিং যাস্তি মনুজা বাসুদেবার্চনে রতাঃ
কিং প্রাপ্নুবন্তিতে মোক্ষং কিংবা স্বৰ্গংমহামুনে
অথবা কিং মুনিশ্রেষ্ঠ প্রাপ্নুবন্ত্যভয়ং কলম্ ॥ ৩
ছেতুর্ঘর্ষসি সৰ্বজ্ঞ সংশয়ঃ নো হৃদি স্থিতম্ ।
ছেতা নাতোহাস্ত লোকেহস্মিন্দৃতে
মুনিসত্তম ॥ ৪

ব্যাস উবাচ ।

সাধু সাধু মুনিশ্রেষ্ঠা ভবন্তিষ্ণুদাহৃতম্ ।
শৃণুধমাস্তুপূৰ্ণেণ বৈষ্ণবানাং সুখাবহম্ ॥ ৫
দীক্ষামাত্রেন কৃষ্ণস্ত নরা মোক্ষং ব্রজন্তি বৈ ।

আপনারা সযত্নে সেই যত্নশ্রেষ্ঠকে অর্চনা
করিবেন । ৫৬—৬৩ ।

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,— অহো ! মহামুনে !
কৃষ্ণের সৰ্বপাপহর, পুণ্যকর, ধন্য, সংসার-
বিনাশক অদ্ভুত মাহাত্ম্য আমরা শুনিলাম ।
মনুজগণ সেই বাসুদেবকে যথাবিধি পূজা
করিয়া কোন্ যতি প্রাপ্ত হয় ? বাসু-
দেবার্চন-রত জনগণ, স্বৰ্গ বা মোক্ষ—
কোন্ ফল লাভ করে ? অথবা হে মুনিশ্রেষ্ঠ !
তাঁহারা কি উক্ত উভয় ফলই প্রাপ্ত হইলেন ?
হে সৰ্বজ্ঞ মুনিসত্তম ! আমাদিগের হৃদয়স্থ
এই সংশয় ছেদন করুন । ইহলোকে
আপনি ভিন্ন এই সংশয়চ্ছেদক আর কেহই
নাই । ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
সাধু, সাধু ! আপনারা যাহা প্রশ্ন করিলেন,
বৈষ্ণবগণের সুখাবহ তদ্বিষয় যথাক্রমে
ব্রণণ করুন । হে দ্বিজগণ ! নরগণ, কৃষ্ণো-
পাসনায় দীক্ষিত হইবামাত্রই মোক্ষলাভে

কিং পুনর্ধে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং দ্বিজাঃ
ন তেষাং দুর্লভঃ স্বর্গো মোক্ষশ্চ মুনিসত্তমাঃ ।
লভন্তে বৈষ্ণবাঃ কামানযানযানবাহুস্তি দুর্লভান
রত্নপৰ্বতমাক্রুত্ব নরো রত্নং যথা দদেৎ ।
শ্বেচ্ছয়া মুনিশাদীলাস্তথা কৃষ্ণায়নোরথান ॥ ৮
কল্পবৃক্ষং সামাস্যাক্ষলানি শ্বেচ্ছয়া যথা ।
গৃহীতি পুরুষো বিপ্রাস্তথা কৃষ্ণায়নোরথান ॥ ৯
ব্রজয়া বিধিবৎ পূজ্য বাসুদেবং জগদ্বৈশ্বকম্ ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাপ্নুবন্তি নরাঃ কলম্ ॥
আরাধ্য তং জগন্নাথং বিশুদ্ধেনান্তরাঙ্কনা ।
প্রাপ্নুবন্তি নরাঃ কামান সুরাণামপি দুর্লভান ॥
যেহর্চয়ন্তি সদা ভক্ত্যা বাসুদেবাধ্যমব্যয়ম্ ।
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিদ্বিদ্যাতে ভুবনজয়ে ॥ ১২
ধন্তান্তে পুরুষা লোকে যেহর্চয়ন্তি সদা হরিসম্

সকল হয় । যাহারা সদা ভক্তিসহকারে
কৃষ্ণের অর্চনা করে, তাহাদিগের কথা আর
কি বলিব ? হে মুনিসত্তমগণ ! তাঁহা-
দিগের স্বর্গ বা মোক্ষ কিছুই দুর্লভ নহে ।
বৈষ্ণবগণ যাহা যাহা কামনা করে, দুর্লভ
হইলেও সেই সকলই প্রাপ্ত হয় । হে
মুনিশাদীলগণ ! মানব, রত্নপৰ্বতে আরোহণ
করত যেমন শ্বেচ্ছাক্রমে রত্ন সংগ্রহ করে,
কৃষ্ণ হইতেও তজপ মনোরথ সকল লাভ
করিতে পারে । হে বিপ্রগণ ! পুরুষ,
কল্পবৃক্ষ-সামান্যে যাইয়া যেমন শ্বেচ্ছানুসারে
ফল গ্রহণ করে, কৃষ্ণ হইতেও তজপ
মনোরথ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । নরগণ,
জগদ্বৈশ্বক বাসুদেবকে যথাবিধি ব্রজা সহ-
কারে পূজা করিলে, ধর্ম, অর্থ, কাম, ও
মোক্ষ ফল প্রাপ্ত হয় । ১—১০ । নরগণ,
বিশুদ্ধান্তঃকরণে সেই জগন্নাথের আরাধনা
করিলে সুরাগণেরও দুর্লভ অভিমত কাম
লাভ করে । যাহারা সেই বাসুদেবাধ্য
অব্যয় দেবকে সদা ভক্তিপূর্বক অর্চনা
করে, ভুবনজয়ে তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ
থাকে না । যাহারা সৰ্বপাপহর, সমস্ত
কামনাপূরক দেব হরিকে সতত অর্চনা

সৰ্বপাপহরং দেবং সৰ্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৩
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্ণাঃ শ্রিয়ঃ শূদ্রাস্ত্যজাতয়ঃ ।
 সম্পূজ্য তং সুরবরং প্রাপ্নু বন্তি পরাং গতিম্
 তস্মাক্ষুগুণং মুনয়ো যৎপৃচ্ছত মমানঘাঃ ।
 প্রবক্ষ্যামি সমাসেন গতিং তেবাং মহাত্মনাম্ ॥
 ভূক্তা মাংসখ্যকং দেহং রোগায়তনমক্রবম্ ।
 জরামরণসংযুক্তং জলবৃদ্ধদসন্নিতম্ ॥ ১৬
 মাংসশোণিতহৃগন্ধং বিষ্ঠামূত্রাদিভির্ভুতম্ ।
 অস্থিস্থূণমমেধ্যঞ্চ ন্নায়ুচৰ্ম্মশিরাষিতম্ ॥ ১৭
 কামগেন বিমানেন দিব্যগন্ধৰ্ব্বনাদিনা ।
 তরুণাদিত্যবর্ণেন কিঙ্কণীজালমালিনা ॥ ১৮
 উপগীয়মানা গন্ধৰ্ব্বৈরপ্সরোভিরলঙ্কৃতাঃ ।
 ব্রজন্তি লোকপালানাং ভবনন্ত পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৯
 মনস্তরপ্রমাণন্ত ভূক্তা কালং পৃথক্ পৃথক্ ।
 ভুবনানি পৃথক্ তেবাং সৰ্বভোগৈরলঙ্কৃতাঃ ॥ ২০
 ততোহন্তরিক্ষং লোকং তে যন্তি সৰ্বসুখপ্রদম্
 তত্র ভূক্তা বরান্ ভোগান্দশমবন্তরং দ্বিজাঃ ॥

করে, জগতে সেই পুরুষগণই ধন্ত । সেই
 সুরবরকে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
 বৈশ্য, শূদ্র, ও অন্ত্যজাতি—সকলেই পরমা
 গতি প্রাপ্ত হয় । অতএব হে পাপহীন,
 মুনিগণ ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন,
 আমি সংক্ষেপে সেই মহাত্মাদিগের গতির
 বিষয় বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন ।
 বিষ্ণুসেবক জনগণ রোগায়তন, জরা-
 মরণযুক্ত, জলবৃদ্ধদসম ক্ষণস্থায়ী, অস্থিরূপ
 স্তম্ভশালী, ন্নায়ুচৰ্ম্ম-শিরাষিত, মাংস-
 শোণিত-হৃগন্ধ-বিশিষ্ট, বিষ্ঠামূত্রাদিযুক্ত, অপ-
 বিত্র মাংসদেহ পরিত্যাগপূর্বক তরুণা-
 দিত্যবর্ণ, কিঙ্কণীজালমালী, দিব্যগন্ধৰ্ব্বনাদিত,
 কামগামী বিমানে আরোহণ করত অলঙ্কৃত
 দেহে অপ্সরোগন্ধৰ্ব্বাদি দ্বারা উপগীয়মান
 হইয়া পৃথক্ পৃথক্ লোকপালভবনে
 গমন করেন । তাঁহারা সেই সকল লোক-
 পালভবনে সৰ্বভোগে সমলঙ্কৃত হইয়া
 পৃথক্ পৃথক্ এক এক মনস্তর যাবৎ সুখ-
 ভোগান্তে সৰ্বসুখপ্রদ অন্তরিক্ষ লোক

তস্মাদগন্ধৰ্ব্বলোকন্ত যান্তি বৈকবা দ্বিজাঃ ।
 বিংশমনস্তরং কালং তত্র ভূক্তা মনোরমান ॥ ২২
 ভোগানাদিত্যালোকন্ত তস্মাদযান্তি সুপূজিতাঃ
 ত্রিংশমনস্তরং তত্র ভোগান্ ভূক্তাভিদেবতান্
 তস্মাদ ব্রজন্তি তে বিপ্রাশ্চন্দ্রলোকং সুখপ্রদম্
 মনস্তরাণান্তে তত্র চত্বারিংশদণ্ডগাবিতম্ ॥ ২৪
 কালং ভূক্তা শুভান্ ভোগান্ জরামরণবর্জিতাঃ
 তস্মাদগন্ধৰ্ব্বলোকন্ত বিমানৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ২৫
 ব্রজন্তি তে মুনিশ্রেষ্ঠা শুভৈঃ সৰ্বৈরলঙ্কৃতাঃ ।
 মনস্তরাণাং পঞ্চাশদ্বুক্তা ভোগান্ যথেষ্পিতান্
 তস্মাদ ব্রজন্তি তে বিপ্রা দেবলোকং সুদূর্লভম্
 যষ্টিমনস্তরং যাবত্তত্র ভূক্তা সুদূর্লভান্ ॥ ২৭
 ভোগান্নানাবিধানবিপ্রা ঋক্যষ্টকসমধিতান্ ।
 শক্রলোকং পুনস্তস্মাদগচ্ছন্তি সুরপূজিতাঃ ॥
 মনস্তরাণাং তত্রৈব ভূক্তা কালঞ্চ সপ্ততিম্ ।
 ভোগান্ হুচ্চাবচান্ দিব্যান্মনসঃ স্ত্রীতিবর্জনান্ ॥
 তস্মাদ ব্রজন্তি তে লোকং প্রাজাপত্যমহত্তমম্

প্রাপ্ত হইলেন । হে দ্বিজগণ ! তাঁহারা তথায়
 দশমনস্তর বিবিধ সুখভোগ করিয়া গন্ধৰ্ব্ব-
 লোকে গমন করেন । বৈকব জনেরা
 সেখানে বিংশতি মনস্তর মনোরম সুখ-
 ভোগান্তে আদিত্যালোক প্রাপ্ত হইলেন ।
 তথায় ত্রিংশ মনস্তর যাবৎ সাদরে দেব-
 দুর্লভ বিবিধ সুখভোগ করিয়া সুখপ্রদ
 চন্দ্রলোকে গমন করেন । সেখানে জরা-
 মরণবর্জিত দেহে চত্বারিংশ মনস্তর
 কাল অভ্যুভোগ শুভ ভোগানিচয় উপ-
 ভোগান্তে নানাগুণমাণ্ডিত, বিমানলঙ্কৃত
 নক্ষত্রলোক প্রাপ্ত হইলেন । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
 সেখানে পঞ্চাশ মনস্তর যাবৎ যথেষ্ট সুখ-
 ভোগ করিয়া তথা হইতে সুদূর্লভ দেবলোকে
 গমন করেন । সেখানে যষ্টিমনস্তর কাল
 অষ্টৈবধ্যযুক্ত বিবিধ সুদূর্লভ ভোগান্ উপ-
 ভোগান্তে সুরগণে পূজিত হইয়া তথা হইতে
 ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইলেন । তথায় সপ্ততি-
 মনস্তর কাল মনঃস্রীতিসাধন উত্তমোত্তম
 দিব্য ভোগানিচয় উপভোগ করিয়া তথা

ভুক্ষা তথৈষিতান্ ভোগান্ সৰ্ৱকামঞ্চণাৱিতান্
মৰুন্তরমশীতিঞ্চ কালং সৰ্ৱসুখপ্রদম্ ।

তস্মাৎ পৈতামহং লোকং যাস্তি তে বৈকবা ।

দ্বিজাঃ ॥ ৩১

মৰুন্তরাণাং নবতিং ক্রৌড়িত্তা তত্র বৈ সুখম্ ।

ইহাগত্য পুনস্তস্মাদ্বিপ্ৰাণাঃ প্রবরে কুলে ॥ ৩২

জায়ন্তে যোগিনো বিপ্রা বেদশাস্ত্রার্থপারগাঃ

এবং সৰ্ৱেষুলোকেষুভুক্ষা ভোগান্ যথোপিতান্

ইহাগত্য পুনর্যাস্তি উপর্যুপরি চ ক্রমাৎ ।

সন্তবে সন্তবে তে তু শতবৰ্ষং দ্বিজোত্তমাঃ ॥

ভুক্ষা যথোপিতান্ ভোগান্ যাস্তি লোকান্তরং

ততঃ ।

দশজন্ম যদা তেষাং ক্রমেণৈবং প্রপূৰ্য্যতে ॥ ৩৩

তদা লোকং হরৈর্দিব্যং ব্রহ্মলোকাদব্রজন্তি তে

গত্বা তত্রাক্ষমান্ ভোগান্ ভুক্ষা সৰ্ৱকামাৱিতান্

মৰুন্তরশতং যাবজ্জন্মযুত্বিৱবর্জিতাঃ ।

গচ্ছন্তি ত্রুবনং পশ্চাদ্ধারাহস্ত দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৭

দিব্যদেহাঃ কুণ্ডলিনো মহাকায় মহাবলাঃ ।

হইতে অল্পকাল প্রাজাপত্য লোকে গমন

করেন । সেই স্থানে অশীতিমৰুন্তর যাবৎ

সৰ্ৱকামপূরক বাঞ্ছিত বিবিধ ভোগ্য উপ-

ভোগান্তে সৰ্ৱসুখপ্রদ ব্রহ্মলোকে যাইয়া

ধাকেন । ১১—৩১ । তথায় ঠাহারা নবতি

মৰুন্তর কাল সুখে বিহার করিয়া হইলোকে

উত্তম ব্রাহ্মণবংশে বেদশাস্ত্রার্থ-পারগ যোগী

হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । বৈকবগণ, এইরূপে

সৰ্ৱলোকে যথোপিত সুখভোগান্তে ইহ-

লোকে আগমন করিয়া পুনরায় যথাক্রমে

উপর্যুপরি লোক সকলে যাইয়া থাকেন ।

হে দ্বিজোত্তমগণ ! ঠাহারা প্রতিজ্ঞায়েই

শতবর্ষকাল এইরূপ যথেষ্ট সুখভোগপূৰ্ব্বক

লোকান্তর প্রাপ্ত হইবেন । এই ভাবে

দশ জন্ম পূর্ণ হইলে সেই বৈকবগণ, ব্রহ্ম-

লোক হইতে দিব্য হরিলোকে গমন করেন ।

সেখানে শত মৰুন্তরকাল জন্ম-মৃত্যুরহিত হইয়া

সৰ্ৱসুখসাধক অক্ষয় ভোগচয় উপভোগান্তে

বরাহলোকে গমন করেন । হে দ্বিজোত্তম-

ক্রৌড়ন্তি তত্র বিপ্রেশ্রাঃ কৃৎস্না রূপং চতুর্ভুজম্ ॥

দশ কোটিসহস্রাণি বর্ষাণাং দ্বিজসন্তমাঃ ।

তিষ্ঠন্তি শাশ্বতে ভাবে সৰ্ৱৈর্দৈৱৈর্নমস্কৃতাঃ ॥ ৩৯

ততো যাস্তি তু তে ধীরা নরাসিংহগৃহং দ্বিজাঃ

ক্রৌড়ন্তে তত্র মূদিতা বর্ষকোটিযুতানি চ ॥ ৪০

তদন্তে বৈকবঃ যাস্তি পুরং সিদ্ধনিবেষিতম্ ।

ক্রৌড়ন্তে তত্র সৌখ্যেন বর্ষাণামযুতানি চ ॥ ৪১

ব্রহ্মলোকে পুনর্বিপ্রা গচ্ছন্তি সাধকোত্তমাঃ ।

তত্র স্থিত্বা চিরং কালং বর্ষকোটিশতান্ বহুন্ ॥

নারায়ণপুরং যাস্তি ততস্তে সাধকেশ্বরাঃ ।

ভুক্ষা ভোগাংশ্চ বিবিধান্ বর্ষকোটির্কুণ্ডলানি চ ॥

অনিরুদ্ধপুরং পশ্চাদ্ধিব্যরূপা মহাবলাঃ ।

গচ্ছন্তি সাধকবরাঃ সূর্যমানাঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৪৪

তত্র কোটিসহস্রাণি বর্ষাণাঞ্চ চতুর্দশ ।

তিষ্ঠন্তি বৈকবাস্তত্র জরামরণবর্জিতাঃ ॥ ৩৫

প্রহ্লাদপুত্র পুরং পশ্চাদ্ধাচ্ছন্ত বিগতজরাঃ ।

তত্র তিষ্ঠন্তি তে বিপ্রা লক্ষকোটিশতত্ৰয়ম্ ॥ ৪৬

গণ । সেখানে ঠাহারা কুণ্ডলভূষিত দিব্য

দেহ, মহাকায়, মহাবল চতুর্ভুজ মূর্তি পরি-

গ্রহপূৰ্ব্বক সৰ্ৱদেবগণ কর্তৃক নমস্কৃত হইয়া

দশ কোটি সহস্র বৎসর শাশ্বতভাবে অব-

স্থান করেন । ৩২—৩৯ । হে ধীর দ্বিজগণ !

তারপর ঠাহারা নরসিংহপুরে যাইয়া অযুত

কোটি বৎসর বিহার করেন । অনন্তর

সিদ্ধনিবেষিত বিষ্ণুলোকে গমন করেন ।

সেখানে অনেক অযুতবর্ষ বিহারান্তে সেই

সাধকোত্তমগণ পুনরায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত

হইবেন । সেখানে বহুশত কোটি বৎসর

সুখে বাস করেন । অতঃপর সাধকেশ্বরগণ

নারায়ণপুরে গমন করেন । সেখানে কোটি-

কুণ্ড বৎসর বিবিধ সুখভোগান্তে সেই সাধক

বররা মহাবল দিব্যরূপ ধারণপূৰ্ব্বক

সুরাসুরগণ কর্তৃক সূর্যমান হইয়া অনিরুদ্ধ-

পুরে যাইয়া থাকেন । বৈকবগণ ! সেখান

হইতে জরামরণহীন হইয়া চতুর্দশ কোটি

সহস্র বর্ষ বাস করিয়া প্রহ্লাদপুরে গমন

করেন । হে বিপ্রগণ ! তথায় ঠাহারা মহাসুখে

স্বচ্ছন্দগামিনো হৃষ্টা বলশক্তিসমধিতাঃ ।
গচ্ছন্তি যোগিনঃ পশ্চাদ্যত্র সঙ্কৰ্ণঃ প্রভুঃ ॥ ৪৭
তজ্জ্যোতিষা চিরং কালং ভুক্ষা ভোগান্ সহস্রশঃ
বিশন্তি বাসুদেবেতি বিরূপাখ্যে নিরঞ্জে ॥
বিনিশ্চুক্রাঃ পরে তস্মৈ জরামরণবর্জিতে ।
ভজ্য গম্বা বিমুক্তান্তে ভবেয়ুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৯
এবং ক্রমেণ ভুক্তিঃ তে প্রাপ্নুবন্তি মনৌষিণঃ ।
মুক্তিঞ্চ মুনিশার্দ্দলা বাসুদেবার্চনে রতাঃ ॥ ৫০

ইতি ত্রীত্রাঙ্কে বৈষ্ণবগতিখ্যাপনঃ সপ্তবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

একাদশায়ামুভে পক্ষে নির্যাহারঃ সমাহিতঃ ।
স্নানো সম্যগুপধানেন ধৌতবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
সম্পূজ্য বিধিবদ্ধিঞ্চ শ্রদ্ধয়া স্নসমাহিতঃ ।

তিনশত লক্ষ কোটি বৎসর বাস করেন ।
পরে সেই বলবোধ্য-সমধিত, স্বচ্ছন্দগামী,
হৃষ্টচিত্ত বৈষ্ণব যোগিগণ, প্রভু সঙ্কৰ্ণ যেখানে
বিরাজমান, সেই পুরে যাইয়া সুদীর্ঘকাল
নানাবিধ সুখভোগ করেন । অতঃপর
তাঁহারা জরামরণ-বর্জিত নাম-রূপহীন,
'বাসুদেব' পদবাচ্য নিরঞ্জন পরতত্ত্বে প্রবেশ-
পূর্বক মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েন । ইহাতে সংশয়
নাই । হে মুনিশার্দ্দলগণ ! বাসুদেবসেবা-
রত মনৌষিগণ, এইরূপে ভুক্তি ও মুক্তি লাভ
করিয়া থাকেন । ৪০—৫০ ।

সপ্তবিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টাবিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্যাস বলিলেন,—মানব উভয় পক্ষের
একাদশী তিথিতে বিধানানুসারে স্নানান্তে
ধৌতবস্ত্র পরিধানপূর্বক সমাহিত-চিত্তে জিতে-
ন্দ্রিয় হইয়া উপবাস করত ভক্তিসহকারে

পুষ্পৈর্গন্ধৈস্তথা দীপৈধু পৈর্নৈবেদ্যৈকৈস্তথা ॥ ২
উপহারৈর্বহুবৈধৈর্জপৈর্হোমপ্রদক্ষিণৈঃ ।
স্তোত্রৈর্জনানাবিধৈর্দিব্যাগীতবাদ্যৈর্মনোহরৈঃ ॥
দণ্ডবৎ প্রাণিপাতৈশ্চ জয়শব্দৈস্তথোস্তমৈঃ ।
এবং সম্পূজ্য বিধিবজ্ঞাতো কৃৎস্না প্রজাগরম্ ॥
কথাং বা গীতিকাং বিষ্ণোর্জায়ন্ বিষ্ণুপরাধনঃ ।
যাতি বিষ্ণোঃ পরং স্থানং নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
মুনয় উচুঃ ।

প্রজাগরে গীতিকায়াঃ কলং বিষ্ণোর্জায়নুনে ।
ক্রহি তচ্ছোভুর্মজ্জামঃ পরং কোতুহলং হি নঃ
ব্যাস উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দলাঃ প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্বশঃ ।
গীতিকায়াঃ কলং বিষ্ণোর্জাগরে যদুদাহৃতম্ ॥
অবস্তী নাম নগরী বভূব ভুবি বিস্তৃতা ।
তজ্জ্যোস্তে ভগবান্ বিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৮
তস্মা নগর্যাঃ পথ্যন্তে চাণ্ডালো গীতিকোবিদঃ

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও অস্তান্ত
বিবিধ উপহার, জপ, হোম, প্রদক্ষিণ, নানাবিধ
দিব্য স্তোত্র, মনোহর গীতবাদ্য, দণ্ডবৎ
প্রণাম ও 'জয়' শব্দোচ্চারণাদি দ্বারা যথাবিধি
বিষ্ণুকে পূজা করিবে ; তারপর স্নান-
কালে বিষ্ণুবিষয়ক কথা বা গান দ্বারা
জাগরণ করিবে । একরূপ করিলেই সেই
ব্যক্তি বিষ্ণুপুরে গমন করে ; এ বিষয়ে
সংশয় নাই । মুনিগণ কহিলেন,—হে মহা-
মুনে ! গান করিয়া জাগরণ করিলে
কিরূপ ফল হয় ? তাহা শুনিবার নিমিত্ত
আমাদিগের পরম কোতুহল জন্মিয়াছে,
আপনি বলুন । ১—৬ । ব্যাস বলিলেন,—
হে মুনিশার্দ্দলগণ ! জাগরণপূর্বক বিষ্ণুর
গীতিকায় যে কল, তাহা আমি যথাক্রমে
বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন । কুতলে
অবস্তী নামে এক বিখ্যাতা নগরী ছিল ।
সেখানে ভগবান্ বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্র-গদা-
ধর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত । সেই নগরীর প্রান্ত-
ভাগে এক বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল বাস করিত । সে

সদ্বৃত্তোৎপাদিতধনো ভূতানাং ভরণে রতঃ ।
 বিষ্ণুভক্তঃ স চাণ্ডালো মাসি মাসি দৃঢ়ব্রতঃ ।
 একাদশ্যাং সমাগম্য সোপবাসোসংস্থং গায়তি ॥২০॥
 গীতিকা বিষ্ণুনাথাক্ষাঃ প্রাহুর্ভাবসমাশ্রিতাঃ ।
 গান্ধার্যভূজনৈষাদম্বরপঞ্চমধৈবতৈঃ ॥১১॥
 রাত্রিজাগরণে বিষ্ণুং গাথাভিরূপগায়ত ।
 প্রভাতে চ প্রণমোশ্যং দ্বাদশ্যাং গৃহমেত্য চ ॥
 জামাতৃভাগিনেয়াংশ্চ ভোজয়িত্বা স কন্তকাঃ ।
 ততঃ সপরিবারস্ত পশ্যাৎ ভূজেক্তে দ্বিজোত্তমাঃ
 এবং তস্তাসতন্তত্র কুর্সতো বিষ্ণুপ্ৰীণনম্ ।
 গীতিকাভিবিচিত্রাভির্ধ্বং প্রতিগতং বহু ॥ ১৪
 একদা চৈত্রমাসে তু কুরুকৈকাদশিগোচরে ।
 বিষ্ণুশ্রবণার্থায় যযৌ বনমন্ত্রতমম্ ॥ ১৫
 বনজাতানি পুষ্পাণি গ্রহীতুং ভজিতং পরঃ ।
 কি প্রাতটে মগরণ্যে বিভীতকতরোরধঃ ॥১৬
 দৃষ্টে স রাক্ষসেনাথ গৃহীতশ্চাপি ভজিতুম্ ।

গানপটু ছিল এবং সদাচার দ্বারা ধনার্জন-
 পূর্বক পরিবারবর্গের প্রতিপালন করিত ।
 সেই চণ্ডাল নিয়মপূর্বক প্রতিমাসে একা-
 দশীতে উপবাসী থাকিয়া উক্ত বিষ্ণুমন্দিরে
 যাইয়া নিষাদ, ষড়্ভুজ, গান্ধার, পঞ্চম, ধৈব-
 তাদি স্বরে বিষ্ণুর প্রাহুর্ভাববিষয়ক বিষ্ণু-
 নামসম্বলিত গীতিকা সকল গান করিত ।
 গান দ্বারা সমস্ত রাত্রি জাগরণান্তে প্রভাতে
 দ্বাদশীদিনে প্রভুকে প্রণামপূর্বক নিজ
 ভবনে আসিয়া জামাতা, ভাগিনেয় ও কন্তা
 প্রভৃতিকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং
 সপরিবারে ভোজন করিত । হে দ্বিজোত্তম-
 গণ! এই ভাবে বিচিত্র গীতি দ্বারা বিষ্ণুর
 ক্রীতসাধন করিতে করিতে সেই চণ্ডালের
 বহুবয়স অতিবাহিত হইল । সেই অভিজ্ঞ
 চণ্ডাল একদা চৈত্র মাসে একাদশী তিথিতে
 বিষ্ণু-সেবা নিমিত্ত উপচার আহরণার্থ বনে
 প্রবেশপূর্বক ক্রমে কিপ্রা নদীর তট
 দেশে বিভীতক তরুর অধোভাগে যাইয়া
 উপস্থিত হইল । সেখানে এক রাক্ষস
 বাস করিত । সেই রাক্ষস তাহাকে দেখিবা-

চাণ্ডালস্তমথোবাচ নাদ্য ভক্ষ্যত্বয়া হৃদম্ ॥ ১৭
 প্রাতর্ভোক্ষ্যসি কল্যাণ সত্যমেঘাম্যহং পুনঃ
 অন্য কার্য্যং মম মহন্তম্মানুগৃহ্ষ্য রাক্ষস ॥ ১৮
 স্বঃ সত্যেন সমেষ্যামি ততঃ খাদসি মামিতি ।
 বিষ্ণুশ্রবণার্থায় রাত্রিজাগরণং ময়া ।
 কার্য্যং ন ব্রতবিদ্বং মে কন্তুমহসি রাক্ষস ॥ ১৯
 ব্যাস উবাচ ।

তং রাক্ষসঃ প্রত্যাচাচ দশরাত্রমভোজনম্ ।
 মমাত্মদ্য চ ভবাগ্নয়া লক্কো মতঙ্গজ ॥ ২০
 ন ভোক্ষ্যে ভক্ষয়িষ্যামি ক্ষুধ্যা পীড়িতো ভৃশম্
 নিশাচরবচঃ শ্রুত্বা মাতঙ্গমুবাচ হ ।
 সাজ্জয়ন্ ক্ষুধ্যা বাচা স সত্যবচনৈর্দৃঢ়ৈঃ ॥ ২১
 মাতঙ্গ উবাচ ।

সতামূলং জগৎ সর্বং ব্রহ্মরাক্ষস তচ্ছুগু ।
 সত্যেনাহং শপিষ্যামি পুনরাগমনায় চ ॥ ২২

মাত্র ভক্ষণ জন্ত স্ববায় আসিয়া ধরিল । তখন
 চণ্ডাল, রাক্ষসকে কহিল,—ওহে সজ্জন!
 অগ্ন আমাকে ভক্ষণ করা তোমার উচিত
 নহে; প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিও; আমি
 নিশ্চয়ই কিরিয়া আসিব । রাক্ষস! অগ্ন
 আমার মহৎ কার্য্য আছে; অতএব আমাকে
 এখন ছাড়িয়া দেও । আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া
 বলিতেছি,—আগামী কল্য তোমার নিকট
 আসিব; তখন আমাকে খাইও । হে রাক্ষস!
 আমি বিষ্ণুর ক্রীতসাধনার্থ রাত্রিজাগরণ
 ব্রত করিয়া থাকি; আমার সেই ব্রতে বিঘ্ন
 ঘটাইও না । ১—১৯ । তখন রাক্ষস
 তাহাকে বলিল,—ওহে চণ্ডাল! আমার দশ
 রাত্রি ভোজন হয় নাই; অতএব তোমাকে
 আমি খাইব; ছাড়িয়া দিতে পারিব না ।
 আমি ক্ষুধ্য অতীব কাতর হইয়াছি ।
 রাক্ষসের কথা শুনিয়া চণ্ডাল তাহাকে
 সান্ত্বনা করত সনির্বন্ধ মধুর সত্য বাক্যে
 কহিল,—ওহে ব্রহ্মরাক্ষস! শুন, এই
 সমগ্র জগৎ সত্যমূলক । আমি সেই
 সত্যাবলম্বনে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, পুন-
 রায় তোমাব নিকট কিরিয়া আসিব ।

আদিত্যচন্দ্রমা বহির্বাযুর্ভূদৌর্জলঃ মনঃ ।
 অহোরাত্রঃ যমঃ সন্ধ্যাষে বিহুর্নরচেষ্টিতম্ ॥
 পরদারেষু যৎ পাপং যৎ পরজব্যহারিষু ।
 যচ্চ ব্রহ্মহনঃ পাপং সুরাপে গুরুতল্লগে ॥ ২৪
 সন্ধ্যাপাতাক্ষ যৎ পাপং যৎ পাপং বুযলৌপতেঃ
 যচ্চ দেবলকে পাপং মৎস্তমাংসাশিনশ্চ যৎ ॥
 ক্রোড়মাংসাশিনো যচ্চ কুর্মাংসাশিনশ্চ যৎ ।
 বুধাংসাশিনো যচ্চ পৃষ্ঠমাংসাশিনশ্চ যৎ ॥
 কৃতয়ে মিত্রঘাতকে যৎ পাপং দিধুষুপতো ।
 সূতকশ্চ চ যৎ পাপং যৎ পাপং কুরকর্ষণঃ ॥
 রূপণশ্চ চ যৎ পাপং যচ্চ বক্ষ্যাতিথেরপি ।
 অমাবান্তাষ্টমী যষ্টী কৃকশ্চকুততুর্দশী ॥ ২৮
 তান্ন যদগমনাং পাপং যদ্বিপ্ৰো ব্রজতি স্ত্রিয়ম্ ।
 রজস্বলা তথা পশ্চাচ্ছ্রাদ্ধঃ কুৰ্ব্বা স্ত্রিয়ং ব্রজেৎ
 সর্বস্বস্নাততোজ্যানাং যৎপাপং মলভোজনে ।
 মিত্রভার্য্যা গচ্ছতাক্ষ যৎ পাপং পিশুনশ্চ চ ॥
 দন্তমাদানুরক্তক যৎ পাপং মধুঘাতিনঃ ।
 ব্রাহ্মণশ্চ প্রতিশ্রুত্যা যৎ পাপং তদযচ্ছতঃ ॥

আদিত্য, চন্দ্র, বহি, বায়ু, ভূমি, জল, মন,
 দিবা, রাত্রি, যম, সন্ধ্যাষয়,—ইহারা নর-
 গণের যাবতীয় আচরণ অবগত হইলেন ।
 পরদারগামী, পরজব্যাপহারী, ব্রহ্মঘাতী,
 সুরাপায়ী, গুরুপত্নীগামী, সন্ধ্যাতিক্রমকারী,
 বুযলৌপতি, দেবল, মৎস্তমাংসানী, শূকরমাংস-
 ভোজী, বুধাংসভক্ষণকারী, পৃষ্ঠমাংসানী,
 কৃতয়, মিত্রঘাতক, দিধুষুপতি, অশৌচ-
 সংস্পর্শী, কুরকর্ষা, রূপণ, এবং অতিথি-
 প্রতিপালনকারী ব্যক্তির যে পাপ হয়;
 অমাবস্তা, অষ্টমী, যষ্টী, উভয় পক্ষের চতু-
 র্দশী, এসকল তিথিতে স্ত্রীসঙ্গ করিলে যে
 পাতক হয়; ব্রাহ্মণের রজস্বলা নাগৌসঙ্গমে,
 শ্রাদ্ধ করিয়া স্ত্রীসঙ্গমে, সন্ন্যাসীর অন্ন
 ভোজনে, মল ভোজনে ও মিত্রপত্নীগমনে যে
 পাপ হয়; পিশুন, দন্তী, ও কপটী ব্যক্তির
 যে পাপ হয়; বুধা মধু অপচয় করিলে,
 ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুত দ্রব্য দান না করিলে

যচ্চ কন্তানুতে পাপং যচ্চ গোহংসতরানুতে ।
 স্ত্রীবালহস্তর্ষৎ পাপং যচ্চ মিথ্যাভিতাষিণঃ ॥৩২
 দেববেদদ্বিজনুপপাত্তমিত্রসতীস্রিয়ঃ ।
 যচ্চ নিন্দয়তাং পাপং গুরুমিথ্যাপচারতঃ ॥৩৩
 অগ্নিত্যাগিষু যৎ পাপমগ্নিদায়ীষু যদনে ।
 গৃহেষ্ট্যাপাতকে যচ্চ যদগোশ্চে যদ্বিজাধমে ॥
 যৎ পাপং পরিবেত্তে চ যৎ পাপং পরিবেদিনঃ ।
 তয়োর্দাতৃগ্রহৌজ্ঞোচ যৎ পাপং ক্রণঘাতিনঃ ॥
 কিঞ্চাত্র বহুভিঃ প্রোক্তৈঃ শপথৈস্তব রাক্ষস ।
 শ্রীযতাং শপথঃ ভীমঃ দুর্ধাচ্যামপি কথ্যতে ॥৩৪
 স্বকন্তাজীবিনঃ পাপং মূঢ়সত্যেন সাক্ষিণঃ ।
 অযাজ্যযাজকে যশে যৎ পাপং ভ্রমণাধমে ॥৩৭
 প্রব্রজ্যাবসিতে যচ্চ ব্রহ্মচারিণি কামুকে ।
 এতৈশ্চ পাপৈর্লিপ্যেহং যদি নৈষ্যামি তে-
 হস্তিকম্ ॥ ৩৮

কন্তা, গো, অশ্বতরাদিদানে প্রতিশ্রুত হইয়া
 তাহার অশ্রুধা করিলে, যে পাপ হয়; স্ত্রী-
 হস্তা, বালকঘাতী ও মিথ্যাবাদী জনের
 যে পাপ হয়; বেদ, দেব, দ্বিজ, নুপতি,
 সজ্জন ও সতী স্ত্রীর নিন্দা করিলে যে পাপ
 হয়; গুরুর নিকট মিথ্যা ব্যবহার, অগ্নি-
 ত্যাগ, গৃহাদিতে অগ্নি প্রদান, বানপ্রস্থ
 অবলম্বনান্তে গার্হস্থ্য আচারে ও গোহত্যা
 করিলে যে পাপ হয়; পরিবেত্তা, পরিবেদন-
 কারী, এতদ্ব্যতিরিক্ত দানগ্রহণকারী, অত্রাহ্মণ,
 ও ক্রণহত্যাকারী প্রভৃতির যে পাপ হয়;
 সত্য প্রতিপালন না করিলে আমার সেই
 সকল পাপ হইবে। অথবা হে রাক্ষস!
 আর এ সকল ক্ষুদ্র পাপের বহু উল্লেখ
 প্রয়োজন নাই; আমি দুর্ধাচ্য ভয়ঙ্কর শপথ
 করিতেছি; শুন। স্বকন্তাগামী, মিথ্যা
 সাক্ষ্যদাতা, অযাজ্যযাজী, ক্রীব, ভ্রষ্ট
 সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস গ্রহণান্তে পুনরায় গৃহস্থশ্রম-
 প্রবিষ্ট ব্যক্তি ও কামুক ব্রহ্মচারীর যে পাপ
 হয়, আমি যদি তোমার নিকট কিরিয় না
 আসি, তবে যেন ঐ সকল পাপে লিপ্ত

ব্যাস উবাচ ।

মাতঙ্গবচনঃ শ্রদ্ধা বিম্বিতো ব্রহ্মরাক্ষসঃ ।
 প্রাহ গচ্ছত্ব সত্যেন সময়ৈকৈব পালয় ॥ ৩৯
 ইত্যুক্তঃ কৃণপাশেন স্বপাকঃ কুসুমানি তু ।
 সমাদায়াগমচ্চৈব বিকোঃ স নিলয়ং গতঃ ॥ ৪০
 তানি প্রাদাদ্ব্যাক্ষণ্য সোহপি প্রক্ষাল্য চান্তস
 বিষ্ণুমত্যর্চ্য নিলয়ং জগাম স তপোধনাঃ ।
 সোহপি মাতঙ্গদায়াদঃ সোপবাসন্ত তাং নিশাম
 গায়ন্ হি বাহুভূমিষ্ঠঃ প্রজাগরমুপাকরোৎ ॥ ৪২
 প্রভাতায়ান্ত শরীর্য্যঃ স্নাত্বা দেবং নমন্ত চ ।
 সত্যং স সময়ং কর্তুং প্রতহে যত্র রাক্ষসঃ ॥ ৪৩
 তং ব্রজন্ত পথি নরঃ প্রাহ ভদ্র ক গচ্ছসি ।
 স তথাকথয়ৎ সৰ্বং সোহপ্যেনং পুনরব্রবীৎ ॥
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষণাং শরীরং সাধনং যতঃ ।
 মহত তু প্রযত্নেন শরীরং পানয়েদ্বদুঃ ॥ ৪৫
 জীবন্ ধর্ম্মার্থসুখং

নরসুখাপোতি মোক্ষগতিমগ্রায়াম্ ।

হই ১২০—৩৮ । ব্যাস বলিলেন,—চণ্ডালের
 কথা শুনিয়া ব্রহ্মরাক্ষস বিম্বিতচিত্তে বলিল,
 —আচ্ছা, যাও ; প্রতিজ্ঞা পালন করিও ।
 সেই চণ্ডাল এইরূপ উক্ত হইয়া পুষ্প লইয়া
 বিষ্ণু-মন্দিরে গমন করিল । হে তপোধন-
 গণ ! চণ্ডাল সেই পুষ্পগুলি ভদ্রতা ব্রাহ্মণকে
 প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণ সেগুলি জলদ্বারা
 প্রাকালনপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা করিয়া নিজভবনে
 প্রস্থান করিল । সেই চণ্ডাল উপবাসী
 থাকিয়া বিষ্ণুমন্দিরের বাহিরে অবস্থানপূর্ব্বক
 গান করিতে করিতে সেই রাত্রি জাগরণ
 করিল । রাত্রি প্রভাত হইলে স্নানান্তে
 বিষ্ণুকে নমস্কারপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাপালনার্থ
 রাক্ষসসমীপে প্রস্থান করিল । পথে যাইতে
 যাইতে কোনও এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞা-
 সিল ;—“ওহে কোথায় যাইতেছ ?” চণ্ডাল
 তাহাকে সকল বিবরণ কহিলে সেই ব্যক্তি
 বলিল,—ধর্ম্ম অথ কাম ও মোক্ষের শরীরই
 প্রধান সাধন । অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির
 মহাপ্রযত্নে শরীর রক্ষা করা কর্তব্য । মানব

জীবন্ কীর্ত্তিমূপেতি চ

ভবতি যতন্ত কা কথা লোকে ॥ * ৪৬

মাতঙ্গব্রহ্মচঃ শ্রদ্ধা প্রত্যাচাচ হেতুমৎ ॥ ৪৭

মাতঙ্গ উবাচ ।

ভদ্র সত্যং পুরস্কৃত্য গচ্ছামি শপথাঃ কৃত্যঃ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তং ভূয়ঃ প্রত্যাচাচ কিমেবং যত্নবীৰ্ত্তবান্ ।

কিং ন শ্রুতং ত্বয়া সাধো মনুনা যত্নদীরিতম্ ॥

গোস্ত্রীদ্বিজানাং পরিরক্ষণার্থং

বিবাহকালে সুরতপ্রসঙ্গে ।

প্রাণাত্যয়ে সর্ধস্বনাপহারে

পঞ্চানৃতান্তাহরপাতকানি ॥ ৫০

ধর্ম্মবাক্যঃ ন চ ত্রীষু ম বিবাহে তথা রিপৌ ।

বজ্রনে চার্হহানৌ চ স্নানশেষহনৃতকে তথা ।

এবং তদ্বাক্যমাকর্গ্য মাতঙ্গঃ প্রত্যাচাচ হ ॥ ৫১

জীবিত থাকিয়া ধর্ম্ম অর্থ সুখ এবং উত্তম
 মোক্ষগতিও প্রাপ্ত হয় ; জীবিত থাকিলেই
 কীর্ত্তিলাভ করিতে পারে ; জন্মিয়া
 মরিয়া গেলেই—লোকে তাহার উল্লেখযোগ্য
 কোন কথা থাকে ? এই কথা শুনিয়া চণ্ডাল
 কহিল,—ওহে ভদ্র ! তুমি সত্য বলিয়াছ ;
 কিন্তু আমি শপথ করিয়া আসিয়াছি ; সেই
 জন্ত যাইতেছি । ব্যাস বলিলেন,—সেই
 ব্যক্তি চণ্ডালকে পুনরায় বলিল,—তুমি
 এমন নিরোধ কেন ? ওহে সাধু !
 মনু যাহা বলিয়াছেন, তুমি কি তাহা শুন
 নাই ? গো, স্ত্রী ও ব্রাহ্মণের রক্ষণার্থ,
 বিবাহকালে, সুরতপ্রসঙ্গে, প্রাণাত্যয় বা
 সর্ধস্বনাশ সন্তাবনায়, এই পঞ্চস্থলে মিথ্যা
 ব্যবহারে পাতক হয় না । ত্রীলোক, বিবাহ,
 শত্রু, অর্থহানি, আত্মবিনাশ, বা প্রবঞ্চিত
 হওয়ার সন্তাবনা ঘটিলে এবং মিথ্যাবাদী

* এতৎপঞ্চস্থানে পুস্তকান্তরে—‘ধর্ম্মমর্থঃ
 তথা সৌখ্যং মোক্ষং প্রাপ্নোতি বৈ নরঃ ।
 জীবন্ কীর্ত্তমবাপ্নোতি বিপরীতমহোত্তমম্’
 ইতি পঞ্চম্ ।

মাতঙ্গ উবাচ

মৈব বদন্ত ভজ্ঞঃ তে সত্যং লোকেষু পূজ্যতে
সত্যেনাবাপ্যতে সৌখ্যং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্
সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যেনাশো রসাস্বিকাঃ
জলভ্যাগ্নিচ সত্যেন বাতি সত্যেন মারুতঃ ॥৫০
ধর্ম্মার্থকামসম্প্রাপ্তির্বৌদ্ধপ্রাপ্তিচ দুর্লভা ।
সত্যেনজায়তেপুংসীতস্মাতসত্যং নসন্ত্যজ্ঞেৎ
সত্যং ব্রহ্ম পরং লোকে সত্যং যজ্ঞেযু চোত্তমম্
সত্যং স্বর্গসমায়াতং তস্মাত্ সত্যং ন সন্ত্যজ্ঞেৎ
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুত্কা সৌহৃদ্য মাতঙ্গন্তঃ প্রক্ষিপানরোত্তমম্
জগাম তত্র যজ্ঞান্তে প্রাণিহা ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৫৬
তমাগতঃ সমীক্ষ্যাসৌ চাণ্ডালঃ ব্রহ্মরাক্ষসঃ ।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নঃ শিরঃকম্পং তমববীৎ ॥৫৭
ব্রহ্মরাক্ষস উবাচ ।

সাধু সাধু মহাভাগ সত্যবাক্যাপালক ।
ন মাতঙ্গমহং মন্ত্রে ভবন্তং সত্যলক্ষণম্ ॥ ৫৮

লোকের নিকট ধর্ম্মবাক্য পালন না করি-
লেও কোন দোষ হয় না । এই কথা শুনিয়া
চণ্ডাল তাহাকে কহিল,—ওহে ! এরূপ
বলিও না । তোমার মঙ্গল হউক । লোকে
সত্যই পূজিত হয় ! সত্য দ্বারাই জগতের
যাহা কিছু সুখ লাভ হয় । সত্য বশতই
স্বর্ঘ্য তাপ প্রদান করেন ; সত্য হেতুই জল
রসাস্বক হয়, অগ্নি জনিত ও বায়ু প্রবাহিত
হইয়া থাকে । নরগণের দুর্লভ ধর্ম্ম অর্থ
কাম মোক্ষও সত্য দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া
যায় । অতএব সত্য ত্যাগ করিতে নাই ।
লোকে সত্যই ব্রহ্ম ; সত্যই সর্ব যজ্ঞাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ, সত্যই স্বর্গগতির হেতু ; অতএব সত্য
ত্যাগ করিবে না ॥৩৯—৫৫। ব্যাস বলিলেন,
—চণ্ডাল সেই ব্যক্তিকে এষ্ট বলিয়া যেখানে
প্রাণিঘাতী ব্রহ্মরাক্ষস বাস করে, তথায়
প্রস্থিত হইল । ব্রহ্মরাক্ষস তাহাকে সমাগত
দর্শনে বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে শিরঃকম্পনপূর্ব্বক
কহিল,—ওহে সত্যবাক্যপালক, মহাভাগ !
সাধু, সাধু । আপনি সত্যপালনপরায়ণ,

কর্ম্মণেনে মন্ত্রে ত্বাং ব্রাহ্মণঃ শুচিমব্যয়ম্ ।
যৎকিঞ্চিৎ তদ্রম্যং প্রবক্ষ্যে ধর্ম্মসংগ্রহম্ ।
কিং তত্র ভবতা রাজ্ঞো কৃতং বিষ্ণুগৃহে বদ ॥৬০
ব্যাস উবাচ ।

তমভ্যুবাচ মাতঙ্গঃ শৃণু বিষ্ণুগৃহে ময়া ।
যৎকৃতং রজনীভাগে যথা তথ্যং বদামি তে ॥
বিকোর্দেৎকুলস্তাধঃ স্থিতেনানন্মুর্জিনা ।
প্রজাগরঃ কৃতো রাজ্ঞো গায়তা বিষ্ণুগীতিকাম্
তং ব্রহ্মরাক্ষসঃ প্রাহ কিমন্তঃ কালমুচ্যতাম্ ।
প্রজাগরো বিষ্ণুগৃহে কৃতো তত্তিমতা বদ ॥৬২
তমভ্যুবাচ প্রহসন্ বিংশত্যদানি রাক্ষস ।
একাদশাং মাসি মাসি কৃতস্তত্র প্রজাগরঃ ।
মাতঙ্গবচনং শ্রুত্বা প্রোবাচ ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৬৩
ব্রহ্মরাক্ষস উবাচ ।

যদন্ত ত্বাং প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বান্ বক্তুমর্হতি ।
একরাত্রিকৃতং সাধো মম দেহি প্রজাগরম্ ॥ ৬৪
এবং ত্বাং মোক্ষয়িষ্যামি মোক্ষয়িষ্যামি নান্তথা

আপনাকে আমি চণ্ডাল বলিয়া মনে করি
না । এ কর্ম্ম দেখিয়া আপনাকে শুচি ও
সদাচাররত ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে করি ।
আপনি ভদ্রজনের শ্রেষ্ঠ ; তাই আপনাকে
কিঞ্চিৎ ধর্ম্মকথা জিজ্ঞাসা করি । আপনি
বিষ্ণুগৃহে রাজিতে কি করিয়াছেন, তাহা
বলুন । ব্যাস বলিলেন,—চণ্ডাল তাহাকে
বলিল,—শুন ; আমি বিষ্ণুমন্দিরে যাহা
করিয়াছি, যথাযথ তোমাকে বলিতেছি ।
বিষ্ণুমন্দিরের নিম্নভাগে থাকিয়া ভক্তিনন্ম-
চিত্তে বিষ্ণুবিষয়ক গীতিক গান দ্বারা রাজি
জাগরণ করিয়াছি । ব্রহ্মরাক্ষস বলিল,—
তুমি ভক্তি সহকারে কতকাল এইরূপ বিষ্ণু-
গৃহে জাগরণ করিয়াছ ? তাহা বল । চণ্ডাল
কহিল, বিংশতি বৎসর যাবৎ প্রতিমাসের
একাদশীতে এইরূপ জাগরণ করিয়াছি ।
চণ্ডালের কথা শুনিয়া ব্রহ্মরাক্ষস বলিল,—
আমি এখন তোমাকে যে কথা বলিতেছি,
তুমি তাহাতে অন্তিমোদন করিয়া বল । ওহে
সাধু ! একটী রাজি জাগরণের কল আমাকে

ত্রিঃ সত্যেন মহাভাগ ঈতু্যক্তা বিররাম হ ॥৬৫

ব্যাস উবাচ ।

মাতঙ্গমুবাচাথ ময়াম্মা তে নিশাচর ।
নিবেদিতঃ কিমুক্তেন খাদস্ব শ্বেচ্ছ্যাপি মাম্ ॥
তমাহ রাক্ষসো ভূয়ো যামদ্বয়প্রজাগরম্ ।
সগীতং মে প্রযচ্ছস্ব কৃপাং কর্তুং তুমহসি ॥ ৬৭
মাতঙ্গো রাক্ষসং প্রাহ কিমসদ্বয়মুচ্যতে ।
খাদস্ব শ্বেচ্ছ্য মাং ত্বং ন প্রদাস্তে প্রজাগরম্ ॥
মাতঙ্গবচনং শ্রুত্বা প্রাহ তং ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৬৮
ব্রহ্মরাক্ষস উবাচ ।

কো হি হুষ্টমতিৰ্কন্দো ভবন্তঃ দ্রুষ্টমুৎসহেৎ ।
ধৰ্ম্ময়িতুং পীড়য়িতুং রক্ষিতং ধৰ্ম্মকৰ্ম্মণা ॥ ৬৯
দীনস্ত পাপগ্রস্তস্ত বিষয়েৰ্হোহিতস্ত চ ।
নরকার্ত্তস্ত মুঢ়স্ত সাধবঃ স্যুর্দয়াবিতাঃ ॥ ৭০
তন্ময় ত্বং মহাভাগ কৃপাং কৃহা প্রজাগরম্ ।
যামশ্চৈকস্ত মে দেহি গচ্ছ বা নিলয়ং স্বকম্ ॥

প্রদান কর। তুমি ত্রিসত্য করিয়া “তোমাকে
মোক্ষণ করিব” এই কথা বল, আর যদি
মোক্ষণ না কর, তাহাও বল। চণ্ডাল
কহিল,—ওহে নিশাচর! তোমার ওসকল
কথায় কি প্রয়োজন? আমি তোমায় দেহ
নিবেদন করিয়াছি; তুমি শ্বেচ্ছায় আমাকে
খাও। ব্রহ্মরাক্ষস পুনরায় তাহাকে কহিল
—আচ্ছা, না হয় আমাকে দুই প্রহরের
সঙ্গীতজাগরণের পুণ্য প্রদান কর। আমাকে
তুমি একটু কৃপা কর। তখন চণ্ডাল
তাহাকে কহিল,—কি অসদ্ব্যক্তি বলিতেছ? তুমি
শ্বেচ্ছায় আমাকে খাও বা না খাও, আমি
জাগরণপুণ্য দিব না। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্ম-
রাক্ষস কহিল,—কোন হুষ্টমতি ব্যক্তি আপ-
নাকে দেখিতেও পারে না! তাহাতে আবার
ধৰ্ম্ম পীড়নের কথা কি? আপনি স্বীয়
কৰ্ম্মে রক্ষিত হইতেছেন। মাদৃশ পাপগ্রস্ত
বিষয়-বিমোহিত নরকভীত মুঢ় দীন
জনের প্রতি সাধুদিগের দয়া করা উচিত।
অতএব ওহে মহাভাগ! কৃপা করিয়া
আমাকে একপ্রহরের জাগরণপুণ্য দান কর;

ব্যাস উবাচ ।

তং পুনঃ গ্রাহ চাণ্ডালো ন যান্তামি নিজঃ

গৃহম্ ।

ন চাপি তব দান্তামি কথঞ্চিদ্যামজাগরম্ ।

তং প্রহস্তাথ চাণ্ডালং প্রোবাচ ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥৭২

ব্রহ্মরাক্ষস উবাচ ।

রাত্ৰাবসানে যা গীতা গীতিকা কৌতুকাশ্রয়া ।

তন্তাঃ ফলং প্রযচ্ছস্ব গ্রাহি পাপাৎ সমুদ্রর ॥৭৩

ব্যাস উবাচ ।

এবমুচ্চারিতে তেন মাতঙ্গমুবাচ হ ॥ ৭৪

মাতঙ্গ উবাচ ।

কিং পূৰ্ব্বং ভবতা কৰ্ম্ম বিকৃতং কৃতমঞ্জসা ।

যেন ত্বং দোষজাতেন সমুতো ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তস্ত তৎকাক্যমাকর্ণ্য মাতঙ্গং ব্রহ্মরাক্ষসঃ ।

প্রোবাচ ত্বংসস্তপ্তঃ সংস্মৃত্য স্বকৃতং কৃতম্ ॥

ব্রহ্মরাক্ষস উবাচ ।

ঋয়তাং যোহহমাসং বৈ পূৰ্ব্বং যচ্চ ময়া কৃতম্
যস্মিন্ কৃতে পাপযোনিং গতবানস্মি রাক্ষসৌম
সোমশৰ্ম্ম ইতি খ্যাতঃ পূৰ্ব্বমাসমহং দ্বিজঃ ।
পুত্রোহধ্যয়নশীলস্ত দেবশৰ্ম্মস্ত যজ্ঞনঃ ॥ ৭৮

না হয় ত নিজ নিলয়ে যাও। ৫৬—৭১।

ব্যাস বলিলেন,—তত্বত্তরে চণ্ডাল কহিল,—

আমি নিজ নিলয়েও যাইব না, কিহা

তোমাকেও কোন মতে একপ্রহর জাগ-

রণের পুণ্য দিব না। ব্রহ্মরাক্ষস একটু

হাস্ত করিয়া আবার বলিল,—শেষ রাজে

তুমি যে, হাশ্তোদ্ধাপক গান করিয়াছ, তাহার

ফল দান কর—আমাকে রক্ষা কর—পাপ

হইতে উদ্ধার কর। তত্বত্তরে চণ্ডাল বলিল,

—তুমি পূৰ্বে এমন কোন কদৰ্থ কার্য

করিয়াছ, যাহার ফলে তুমি ব্রহ্মরাক্ষস

হইয়াছ? ব্রহ্মরাক্ষস তখন কহিল,—আমি

যাহা ছিলাম, এবং যে কুকার্য করিয়া এই

কদৰ্থ ব্রহ্মরাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা

বলিতেছি, শুন। আমি বিবিধ যজ্ঞান্তান-

পরায়ণ, অধ্যয়নশীল দেবশৰ্ম্মার পুত্র—

কন্তুচিদ্যজমানস্ত সূত্রমন্ত্রবহিকৃতঃ ।
 নৃপস্ত কৰ্মসক্তেন যুপকৰ্মসুনিষ্ঠিতঃ ॥ ৭৯
 আগ্নীধ্বজাকরোদ্যজ্ঞে লোভমোহপ্রপীড়িতঃ
 তস্মিন্ পরিসমাণ্ডে তু মৌখ্যাদস্তমসুষ্ঠিতঃ ॥
 যষ্টমারক্ণবানস্মি দ্বাদশাহং মহাক্রতুম্ ।
 প্রবর্তমানে তস্মিংশ্চ কৃক্ষিশুলোহভবগম ॥ ৮১
 সম্পূর্ণে দশরাজে তু ন সমাণ্ডে তথা ক্রতো ।
 বিরূপাক্ষস্ত দীপ্ত্যগ্ন্যমাহত্যাং রাক্ষসে ক্ষণে ॥
 মৃতোহহং তেন দোষেণ সন্ততো ব্রহ্মরাক্ষসঃ ।
 মূৰ্খেণ মন্ত্রহীনেন সূত্রস্বরবিবৰ্জিতম্ ॥ ৮৩
 অজানতা যজ্ঞবিজ্ঞাং যদিষ্টং যাজিতঞ্চ যৎ ।
 তেন কৰ্মবিপাকেন সন্ততো ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৮৪
 তন্মাং পাপমহাস্তোধৌ নিমগ্নং ত্বং সমুদ্রর ।
 প্রজাগরে গীতকৈকাং পশ্চিমাং দাতুমর্হসি ॥ ৮৫
 ব্যাস উবাচ ।
 তমুবাচাথ চাণ্ডালো যদি প্রাণিবধাভবান্ ।

সোমশম্মা নামে বিখ্যাত ছিলাম । আমার
 যখন উপনয়ন বা ইষ্টমন্ত্রোপদেশ হয় নাই,
 সেই অবস্থায় এক যজমান রাজার যজ্ঞে
 আমি লোভ-মোহবশে যুপকৰ্ম ও আগ্নীধ্ব
 কৰ্ম করি । তাহা সমাপ্ত হইলে আবার
 দ্বাদশাহ-সাধ্য মহাযাগ আরম্ভ হয় । এই
 কার্যে প্রবৃত্ত হইলে আমার কৃক্ষিশূল জয়িল ।
 দশ রাজ অতীত হইলে পর, ক্রতু সমাপ্ত
 হয় নাই কেবল রাক্ষস-ক্ষণে বিরূপাক্ষের
 আহুতি দিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন
 সময়ে আমার মৃত্যু হয় । তাহাতেই আমি
 ব্রহ্মরাক্ষস হই । আমি মূৰ্খ, মন্ত্রোপদেশ
 রহিত, স্বরজ্ঞানহীন, উপনয়নবর্জিত, যজ্ঞ
 বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; এমন অবস্থায় যে
 যজ্ঞ-কৰ্ম করিয়াছি, এবং করাইয়াছি,
 সেই দৃক্শ্রের কলে আমার এই ব্রহ্মরাক্ষসত্ব
 প্রাপ্তি হইয়াছে । এক্ষণে তুমি আমাকে
 উদ্ধার কর । আমি মহাপাপসাগরে মগ্ন !—
 আমাকে তোমার শেষ রাজিরূপে একটা মাত্র
 জাগরণগীতিকার কল প্রদান কর । ব্যাস

নিবৃতিং কুরুতে দদ্যাৎ ততঃ পশ্চিমগীতিকাম্ ॥
 বাঢ়মিত্যবদৎ সৌহপি মাতঙ্গোহপিদদৌ তদা
 গীতিকাফলমামম্য মুহূর্তাদিপ্রজাগরম্ ॥ ৮৭
 তস্মিন্ গীতিকলে দত্তে মাতঙ্গং ব্রহ্মরাক্ষসঃ ।
 প্রণম্য প্রযযৌ হৃষ্টতীর্থবধ্যাং পৃথুদকম্ ॥ ৮৮
 তজ্ঞানশনসক্লগ্নঃ কৃহা প্রাণান্ জহৌ দ্বিজাঃ ।
 রাক্ষসস্তাদ্বিনপুন্তো গীতিকাফলবৃংহিতঃ ॥ ৮৯
 পৃথুদকপ্রভাবাচ্চ ব্রহ্মলোকঞ্চ দুর্লভম্ ।
 দশ বর্ষসহস্রাণি নিরাতকোহবসন্ততঃ ॥ ৯০
 তস্তান্তে ব্রাহ্মণো জাতো বভূব স্মৃতিমান্ বশী
 তস্তাহং চরিতং ভূয়ঃ কথয়িষ্যামি ভো দ্বিজাঃ
 মাতঙ্গস্ত কথ্যশেষং শৃণুধ্বং গদতো মম ।
 রাক্ষসে তু গতে ধীমান্ গৃহমেত্য যতাস্তবান্ ॥
 তদ্বিপ্রচরিতং স্মৃহা নির্বিঃ শুচিরপ্যসৌ ।
 পুত্রেষু ভাঘ্যাং নিক্শিপাদদৌভূম্যাংপ্রদক্ষিণাম্

বলিলেন,—তখন চণ্ডাল তাহাকে কহিল,—
 তুমি যদি প্রাণিবধ হইতে নিবৃত্ত হও, তবে
 শেষগানের একটীর কল তোমাকে দিতে
 পারি । ব্রাহ্মরাক্ষস “তাহাই হইবে” বলিয়া
 সন্মতি জানাইলে চণ্ডাল তখন “একাদশীর
 শেষরাত্রে মুহূর্তাদি জাগরণের কল
 তোমাকে দিলাম” বলিয়া দান করিল । পরে
 ব্রহ্ম-রাক্ষস হৃষ্টচিত্তে চণ্ডালকে প্রণাম করিয়া
 পৃথুদক তীর্থে প্রস্থান করিল । হে দ্বিজ-
 গণ ! সেখানে যাইয়া অনশন ব্রতাবলম্বনে
 প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া গীতিকা-কল প্রভাবে
 ব্রহ্মরাক্ষসত্ব হইতে মুক্ত হইল । তারপর
 সে সেই পৃথুদকমাধ্যম্যে দুর্লভ ব্রহ্মলোকে
 যাইয়া নিরাতক দশ সহস্র বর্ষ বাস করিল ।
 ৭২—৯০ । তারপর সে জ্ঞানবান্ সংযমী
 ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মে । হে দ্বিজগণ ! আমি
 তাহার চরিত্রও কীর্তন করিব । চণ্ডালের
 শেষ বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর । রাক্ষস
 চলিয়া যাইলে পর সেই সংযমী বুদ্ধিমান্
 চণ্ডাল নিজ ভবনে প্রত্যাগমনান্তে সেই
 ব্রহ্মরাক্ষসের বৃত্তান্ত চিন্তা করিয়া নির্বেদ-
 যুক্ত-চিত্তে শুচিতাবে ভাঘ্যাকে পুত্রগণের

কোকামুখাং সমারভ্য যাবতৈ স্বন্দদর্শনম্ ।
 দৃষ্ট্বা স্বন্দং যযৌ ধারাচক্রে চাপি প্রদক্ষিণম্ ॥
 ততোহজ্রিবরমাগম্য বিদ্যামুচ্চশিলোচ্চয়ম্ ।
 পাপপ্রমোচনং তীর্থমাসাদ স তু দ্বিজাঃ ॥২৪
 নানং পাপহরং চক্রে স তু চাণ্ডালবংশজঃ ।
 বিমুক্তপাপঃ সন্মার পূর্বজাতীরনেকশঃ ॥ ২৬
 স পূর্বজন্মস্তবভিক্ষুঃ সংযতবান্ননাঃ ।
 যতকার্ষ্ট মতিমান্ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ২৭
 একদা গোষু নগরাদ্ভ্রিয়মাণানু তঙ্করৈঃ ।
 ভিক্ষাবধূতা রজসা মুক্তা তেনাথ ভিক্ষুণা ॥২৮
 স তেনাধর্ষদোষেণ চাণ্ডালোঃ যোনিমাগতঃ ।
 পাপপ্রমোচনে স্নাতঃ স মৃতো নশ্বদাতটে ॥২৯
 মূর্খোহভূদ্ ব্রাহ্মণবরো বারাগস্তাঞ্চ ভো দ্বিজাঃ
 তত্রাস্ত বসতোহদৈব ত্রিশক্তিঃ সিদ্ধপুরুষঃ ॥

হস্তে স্তম্ভ করিয়া ভূ-প্রদক্ষিণ করিতে বহি-
 র্গত হইল। সে কোকামুখতীর্থে হইতে
 আরম্ভ করিয়া স্বন্দতীর্থে পর্য্যন্ত ভ্রমণান্তে
 ধারাতির্থে যাইয়া প্রদক্ষিণ করিল। হে
 দ্বিজগণ! তারপর অজ্রিবর বিদ্যাগিরিতে
 যাইয়া পাপপ্রমোচনতীর্থে উপস্থিত হইল।
 চণ্ডাল সেখানে নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া
 অনেকানেক পূর্বজন্ম স্মরণে সক্ষম হইল।
 সে পূর্বজন্মে কায়মনোবাক্যে সংযমশালী,
 বেদবেদাঙ্গ-পারগ বুদ্ধিমান্ সন্ন্যাসী হইয়া-
 ছিল। একদা তঙ্করের নগর হইতে কতক-
 ণ্ঠলি গো অগ্নিহরণ করিয়া লইয়া যাইতে
 থাকে; ঐ সন্ন্যাসী তখন ভিক্ষা করিয়া
 আসিতেছিলেন। গো-গণের ধুরোখিত ধূলি-
 পটলে তাহার ভিক্ষা সামগ্রী সমাবৃত হইল;
 তাহাতে সে ক্রোধবশে সেই ভিক্ষা ফেলিয়া
 দেয়। এই অধর্মের কলে সে চণ্ডাল
 যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর সে
 পাপপ্রমোচনতীর্থে স্নান করিয়া নশ্বদাতটে
 মৃত হয়। হে দ্বিজগণ! তদন্তে সে বারা-
 নসীতে মূর্খ ব্রাহ্মণরূপে জন্মলাভ করে।
 ২১—১১০। সেখানে তাহার ত্রিশ বৎসর
 অতীত হইলে এক সিদ্ধ পুরুষের সহিত

বিরূপরূপী বভ্রাম যোগমায়াবলাধিতঃ ।

তং দৃষ্ট্বা সোপহাসার্থমভিবাধ্যাত্যুবাচ হ ॥১০১
 কুশলং সিদ্ধপুরুষঃ কুতস্তাগম্যতে ত্বয়া ॥ ১০২
 ব্যাস উবাচ ।

এবং সম্ভাষিতস্তেন জাতোহহমিতি চিন্ত্য তু ।
 প্রত্যাচাখ্য বন্দ্যস্তঃ স্বর্গলোকাত্ৰপাগতঃ ॥১০৩
 তং সিদ্ধং প্রাহ মূর্খোহসৌ কিং স্বং বেৎসি
 ত্রিবিষ্টপে ।

নারায়ণেকপ্রভবামূর্কশীমপ্সরোবরাম্ ॥ ১০৪

সিদ্ধস্তমাহ তাং বেদ্যা শত্রুচামরধারিণীম্ ।

স্বর্গস্তাভরণং মুখ্যমূর্কশীং সাধুসম্ভবাম্ ॥ ১০৫

বিপ্রঃ সিদ্ধমুবাচাথ ঋতুমার্গবিবর্জিতঃ ।

তয়িত্রে মৎকৃতে বার্তামূর্কশা ভবতাদরাং ॥

কখনীয়া যচ্চ সা তে ক্রাদাধ্যাত্ম্যন্তে ভবান্
 বাচমিত্যত্রবীৎ সিদ্ধঃ সোহপি বিপ্রো মুদাধিতঃ
 বতুব সিদ্ধোহপি যযৌ মেরুপৃষ্ঠং সুরালয়ম্ ।
 সমেত্য চৌর্কশীং প্রাহ যত্কোহসৌধিজে ন তু

সাক্ষাৎ হয়। সিদ্ধপুরুষ বিকৃতরূপ এবং
 যোগ-জপসমর্থ ছিলেন। মূর্খ ব্রাহ্মণ সেই
 সিদ্ধপুরুষকে উপহাস করণার্থ অভিবাদন
 করিয়া কহিল,—আপনার কুশল ত? কোথা
 হইতে আসিতেছেন? ব্যাস বলিলেন,—
 পূজনীয় সিদ্ধপুরুষ এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া
 “এ ব্যক্তি আমাকে চিনিয়াছে” এইরূপ
 ভাবিয়া বলিলেন,—স্বর্গলোক হইতে আসি-
 যাছি। মূর্খ ব্রাহ্মণ কহিল,—স্বর্গে নারায়ণের
 উরুংপন্ন অপ্সরোবরা উর্কশীকে জানেন
 কি? সিদ্ধ কহিলেন,—হাঁ, শত্রুর চামর-
 ধারিণী সাধুসম্ভবতা উর্কশী স্বর্গের আভরণ-
 স্বরূপ। কপটায়ার বিপ্র কহিল,—যিহু!
 তবে আপনি তাহাকে আমার সংবাদটী
 প্রদান করবেন। সে যাহা বলে, তাহাও
 আমাকে জানাইবেন। সিদ্ধ “আচ্ছা”
 বলিয়া প্রস্থান করিলেন। মূর্খ ব্রাহ্মণ
 অতীব আনন্দিত হইল। সিদ্ধ, দের
 পক্ষেতে সুরপুরে যাইয়া উর্কশীকে সেই
 ব্রাহ্মণের কথা কহিলে তদন্তরে উর্কশী

সি প্রাহ তং সিদ্ধবরং নাহং কাশিগতং দ্বিজম্
জানামি সত্যমুক্তস্তে ন চেতসি মম স্থিতম্ ॥
ইতু্যক্তঃ প্রযযৌ সোহপি কালেন বহুনা পুনঃ
বারাণসীং যযৌ সিদ্ধো দৃষ্টো মূৰ্খেন বৈ পুনঃ ॥
দৃষ্টঃ পৃষ্টঃ কিল ভূয়ঃ কিমাহোরুতবা তব ।
সিদ্ধোহব্রবীন্ জানামি মামুবাচোর্কশী স্বয়ম্ ॥
সিদ্ধবাক্যং ততঃ শ্রুত্বা স্মিতভির্মোহসম্পূটঃ ।
পুনঃ প্রাহ কথং বেৎসৌত্যেবং বাচ্যা স্বয়োর্কশী
বাঢ়মেবং করিষ্যামীতু্যক্তা সিদ্ধো দিবং গতঃ ।
দদর্শ শক্রভবনান্নিক্রামস্তীমথোর্কশীম্ ॥ ১১৪
প্রোবাচ তাং সিদ্ধবরং সা চ তং সিদ্ধমব্রবীৎ ।
নিয়মং কথিৎপি হি করোতু দ্বিজসন্তমঃ ॥ ১১৫
যেনাহং কর্ণশা সিদ্ধ তং জানামি ন চাস্তথা ।
তদুর্কশীবচোহভ্যেত্য তস্মৈ মূৰ্খদ্বিজায় তু ॥
কথয়াস সিদ্ধস্ত সোহপীমং নিয়মং জগৌ ।

সেই সিদ্ধকে কহিলেন,—আমি কাশিপুরের
সেই দ্বিজকে জানি না । আমি সত্য বলি-
তেছি, তাহার সহস্রকে আমার কিছুই মনে
পড়ে না । সিদ্ধ এই কথা শুনিয়া প্রস্থান
করিলেন । পরে পুনরায় দীর্ঘ কালান্তে
বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন । তাহাকে
দেখিয়া সেই মূৰ্খ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিল, উর্কশী
আপনাকে কি বলিয়াছেন ? সিদ্ধ কহি-
লেন,—উর্কশী বলিয়াছেন যে, আমি তাহাকে
জানি না । ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ স্মিতমুখে
বলিল,—সে আমাকে কি প্রকারে চিনিতে
পারে ! আপনি উর্কশীকে তাহা জিজ্ঞাসি-
বেন । “আচ্ছা তাহাই করিব” বলিয়া সিদ্ধ
প্রস্থান করিলেন । তিনি স্বর্গে যাইয়া দেখি-
লেন যে,—উর্কশী শক্রভবন হইতে বহি-
র্গমন করিতেছেন । সিদ্ধবর, তখন তাঁহাকে
ব্রাহ্মণের কথা কহিলে উর্কশী বলিলেন যে,
হে সিদ্ধ ! সেই ব্রাহ্মণ এমন কোনও নিয়ম
অবলম্বন করুন ;—যাহাতে আমি তাহাকে
নিশ্চিতরূপে চিনিতে পারিব । সিদ্ধ আসিয়া
উর্কশীর সেই কথা মূৰ্খ ব্রাহ্মণকে কহিলেন । সে
ব্রাহ্মণ তখন এই নিয়মের কথা বলিল—হে

তবাগ্রে সিদ্ধপুত্রম নিয়মোহয়ং কৃতো ময়া ॥
ন ভোক্ত্যেহদ্যাপ্রভৃতি বৈ শকটং সত্যমীরিতম্
ইতু্যক্তঃ প্রযযৌ সিদ্ধঃ স্বর্গে দৃষ্টোর্কশীমথ ॥
প্রোবাসৌ শকটং ভোক্ত্যেনাদ্যাপ্রভৃতি কহিৎপি
তং সিদ্ধমূৰ্কশী প্রাহ জাতোহসৌ সান্ত্রাতঃ ময়া
নিয়মগ্রহণাদেব মূৰ্খো মামুপহাসকঃ ॥ ১১৬
ইতু্যক্তা প্রযযৌ শীঘ্রং বাসং নারায়ণাশ্রজা ॥
সিদ্ধোহপি বিচচারাসৌ কামচারী মহীতলম্ ।
উর্কশপি বরারোহা গত্বা বারাণসীং পুরীম্ ॥
মৎস্তোদরীজলে স্নানং চক্রে দিব্যবপুর্করা ।
অধাসাবপি মূৰ্খস্ত নদীঃ মৎস্তোদরীঃ মূনে ॥
জগামাথ দদর্শাসৌ স্নানমানামথোর্কশীম্ ।
তাং দৃষ্ট্বা ববুধেহথাস্ত মন্থথঃ কোভকৃদুচম্ ॥
চক্লর মূৰ্খশ্চেষ্টাশ্চ তং বিবেদোর্কশী স্বয়ম্ ।
তং মূৰ্খং সিদ্ধগদিতং জ্ঞাত্বা সস্মিতমাহ তম্ ॥

সিদ্ধ পুত্রম । আমি তোমার সাক্ষাতে এই
নিয়ম করিতেছি যে, অদ্যাবধি আমি কদাপি
শকট ভ্রমণ করিব না । আমি ইহা সত্য
বলিলাম । সিদ্ধ পুনরায় স্বর্গে যাইয়া উর্ক-
শীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—সেই
ব্রাহ্মণ “অজ্ঞ হইতে আর কদাচ শকট ভ্রমণ
করিব না” এইরূপ নিয়ম গ্রহণ করিয়াছে ।
উর্কশী কহিল—আমি তাহার এই নিয়ম-
গ্রহণ শুনিয়াই বুঝিতেছি যে, সে আমাকে
উপহাস করিতেছে । পরে সেই নারায়ণ-
নন্দিনী উর্কশী নিজাবাসে চলিয়া গেলেন ।
কামচারী সিদ্ধও মহীতলে যথেষ্ট বিচরণ
করিতে লাগিলেন । পরে একদা দিব্য-
রূপিণী, বরারোহা উর্কশী বারাণসী পুরীতে
যাইয়া মৎস্তোদরীজলে স্নান করিতেছেন,
এমন সময়ে সেই মূৰ্খ ব্রাহ্মণও তথায় স্নান
করিতে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল ।
উর্কশীদর্শনে তাহার কামবুদ্ধি হওয়ায় চিত্ত
ক্লান্ত হইয়া পড়িল । সে তখন কামব্যঞ্জক
বিবিধ চেষ্টা প্রকাশ করিতে লাগিল ।
উর্কশী তাহা বুঝিলেন এবং সিদ্ধকথিত
সেই ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারিয়া সস্মিতমুখে

উৰ্দ্ধশ্বাচ ।

কিমিচ্ছসি মহাভাগ মন্তঃ শীঘ্রমিহোচ্যতাম্ ।
করিষ্যামি বচস্তভ্যং ত্বং বিব্রকং করিষ্যসি ॥
মূৰ্খব্রাহ্মণ উবাচ ।

আম্রপ্রদানেন মম প্রাণান্ রক্ষ শুচিস্মিতে ॥
ব্যাস উবাচ ।

তং প্রাহাধোৰ্দ্ধনী বিপ্রঃ নিয়মম্বাহ্মি সাম্প্রতম্
ত্বং তিষ্ঠস্ব কণমথ প্রতীক্ষস্বাগতং মম ॥ ১২৬
হিতোহস্মীত্যত্রবীৰ্হিপ্রঃ সাপি স্বৰ্গং জগাম ত
মাসমাজ্ঞেণ সায়াতা দদর্শ তং কৃশং বিজম্ ॥
হিতং মাসং নদীতীরে নিরাহারং সুরাজনা ।
তং দৃষ্ট্বা নিশ্চয়যুতং ত্বাং বুদ্ধবপুস্ততঃ ॥ ১২৮
সা চকার নদীতীরে শকটং শৰ্করারূতম্ ।
স্বতেন মধুনা চব নদীং মৎস্তোদরীং গতাম্ ॥
স্নাত্বা ধূমো বসন্তী শকটঞ্চ যথার্থতঃ ।
তং ব্রাহ্মণং সমাহুয় বাক্যমাহ সুলোচনাম্ ॥ ১৩০

কহিলেন, ওহে মহাভাগ ! তুমি আমার নিকট
কি চাও ? সহস্র তাহা বল । তুমি যদি
আমাকে বিশ্বাস কর, তবে তুমি যাহা বলিবে,
আমি তাহাই করিব । মূৰ্খ ব্রাহ্মণ বলিল,
—হে শুচিস্মিতে ! তুমি আম্রপ্রদান করিয়া
আমার প্রাণরক্ষা কর । ১১১—১২৫ । ব্যাস
বলিলেন,—উৰ্দ্ধশ্বী তখন সেই মূৰ্খ ব্রাহ্মণকে
কহিলেন,—একণে আমি নিয়মম্বাহ্মি আছি,
তুমি কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর । আমি
কিরিয়া আসিব । ব্রাহ্মণ বলিল,—আচ্ছা,
আমি এই রহিলাম । উৰ্দ্ধশ্বী তখন স্বর্গে
গমন করিলেন । একমাস পরে পুনরায় তথায়
আসিয়া দেখিলেন সেই ব্রাহ্মণ সেই নদীতীরে
নিরাহারে কৃশশরীরে রহিয়াছে । সুরা-
জনা উৰ্দ্ধশ্বী তাহাকে সেই নদীতীরে তাদৃশ
নিয়মযুত দর্শনে বুদ্ধার স্থায় আকৃতি ধারণ
করত শৰ্করা সহ স্বত ও মধুমিশ্রিত করিয়া
একটা শকট নির্মাণ করিলেন । পরে সেই
সুলোচনাম মৎস্তোদরীতে স্নানান্তে ভূতলে
বসিয়া সেই শকট হস্তে লইয়া ব্রাহ্মণকে
আম্রানপূৰ্ণক কহিলেন,—ওহে বিপ্র ! আমি

উৰ্দ্ধশ্বাচ ।

ময়া তীত্রং ব্রতং বিপ্র চীর্ণং সৌভাগ্যাকরণাৎ
ব্রতান্তে নিষ্কৃতিং দদ্যাং প্রতিগৃহীত্ব ভো দ্বিজ
ব্যাস উবাচ ।

স প্রাহ কিমিদং লোকে দীয়তে শৰ্করারূতম্ ।
ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠঃ পৃচ্ছামি সাধু ভদ্রে সমীরয় ॥ ১৩২
সা প্রাহ শকটো বিপ্র শৰ্করাপিষ্টসংযুতঃ ।
ইমং হং সমুপাদায় প্রাণং তর্পয় মা চিরম্ ॥ ১৩৩
স তক্ষুহাথ সংস্মৃত্য ক্ষুধয়া পীড়িতোহপি সন্
প্রাহ ভদ্রে ন গৃহ্যামি নিয়মো হি কৃতো ময়া ॥
পুরতঃ সিদ্ধবর্ধ্যস্ত ন ভোক্ষ্যে শকটং ত্বিতি ।
পরিজ্ঞানার্থমূৰ্দ্ধশ্বা দদম্বাস্তস্ত কস্তচিৎ ॥ ১৩৫
সাত্রবীন্নিয়মো ভদ্র কৃতঃ কাষ্ঠময়ে ত্বয়া ।
নাসৌ কাষ্ঠময়ো ভূতক্ষু ক্ষুধয়া চাতিপীড়িতঃ ॥
তাং ব্রাহ্মণঃ প্রত্যাচাচ ন ময়া তদ্বিশেষণম্ ।
কৃতং ভদ্রেহথ নিয়মঃ সামান্তেনৈব মে কৃতঃ ॥

সৌভাগ্যলাভার্থ তীত্র ব্রত আচরণ করিয়াছি,
একণে তাহার এই দক্ষিণা দান করিতেছি ;
গ্রহণ কর । ব্যাস বলিলেন,—সেই ব্রাহ্মণ
তখন কহিল,—সাধু ভদ্রে ! আমি ক্ষুধায় শুক-
কণ্ঠ হইয়াছি ; তুমি এই যে শৰ্করাময় জব্য
প্রদান করিতেছ, ইহা কি তাহা বল ? উৰ্দ্ধশ্বী
কহিলেন,—বিপ্র ! ইহা একটা শৰ্করাপিষ্ট-
নির্মিত শকট । তুমি ইহা গ্রহণপূৰ্বক প্রাণের
তৃপ্তি-সাধন কর ; বিলম্ব করিও না । সেই
ব্রাহ্মণ, পূৰ্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণে তখন ক্ষুধা-
পীড়িত হইলেও তাহাকে কহিল,—ভদ্রে !
উহা গ্রহণ করিব না ; নিয়মপূৰ্বক সিদ্ধজন
সম্মুখানে উৰ্দ্ধশ্বীর পরিজ্ঞানার্থ আমি
উহা ত্যাগ করিয়াছি ; উহা অস্ত্র কাহা-
কেও দেও । উৰ্দ্ধশ্বী কহিলেন,—ওহে
ভদ্র ! তুমি কাষ্ঠময় শকট সম্বন্ধেই নিয়ম
করিয়াছ ; এটা কাষ্ঠময় নহে ; অতএব
ইহা ভক্ষণ কর ; তুমি ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত
হইয়াছ । তদন্তরে ব্রাহ্মণ বলিল,—ভদ্রে !
আমি সেই প্রতিজ্ঞাকালীন এরূপ বিশে-
ষণ দিই নাই ; পরন্তু সামান্ত ভাবেই

তং ভূয়ঃ প্রাহ সা তদ্বী ন চেভ্যো ক্যাসি ব্রাহ্মণ
গৃহং গৃহীত্বা গচ্ছত্ব কুটুম্বং তব ভোক্ত্যতি ॥
স তামুবাচ সূদতি ন ভাবদ্যামি মন্দিরম্ ।
ইহায়াতাবরারোহাত্ৰৈলোক্যেহপ্যাধিকা গুণৈঃ
সাময়া মদনার্তেন প্রার্থিতায়াসিতস্তয়া ।
স্বীয়তাং কণমিত্যেবং স্বাস্ত্যামীতি ময়োদিতম্
মাসমাভ্রং গতয়াস্ত তস্তা ভদ্রে স্থিতস্তা চ ।
মম সত্যানুরক্তস্ত সঙ্গমায় ধৃতব্রতে ॥ ১৪১
তস্ত সা বচনং শ্রুত্বা কৃত্বা স্বং রূপমুত্তমম্ ।
বিহস্ত ভাবগভীরমূৰ্খী প্রাহ তং দ্বিজম্ ॥ ১৪২
উৰ্ব্বশ্যবাচ ।

সাধু সত্যং ভয়া বিপ্র ব্রতং নিষ্ঠিতচেতসা ।
নিম্পাদিতং হঠাদেব মম দর্শনমিচ্ছতা ॥ ১৪৩
অহমেবোর্কশী বিপ্র স্বাং জিজ্ঞাসার্থমাগতা ।
পরীক্ষিতো নিশ্চিতবান ভবান সত্যতপা ঋষিঃ
গচ্ছ স্বং শূকরোদ্দেশং রূপতীর্থেতি বিশ্রুতম্ ।

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। উৰ্ব্বশী পুনরায় কহিলেন,
—ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি যদি না যাও, তবে ইহা
লইয়া গৃহে যাও, তোমার পরিবারবর্গ
থাইবে। ব্রাহ্মণ বলিল,—সুদাতি! আমি
গৃহে যাইব না। ত্রৈলোক্যে সর্বাধিক
গুণমণ্ডিতা বরারোহা উৰ্ব্বশী আসিয়াছিল।
আমি কামার্ত হইয়া তাহাকে প্রার্থনা করিলে
সে আমাকে “এখানে কিয়ৎকাল অবস্থান
কর” বলিয়া আশ্বাস দিয়া গিয়াছে;
আমিও থাকিব বলিয়াছি। অগ্নি ধৃতব্রতে
ভদ্রে! একমাস হইল উৰ্ব্বশী গিয়াছে;
আমিও তাহার সঙ্গ অভিলাষে সত্য পালনে
রত হইয়া এখানে রহিয়াছি। ১২৬—১৪১।
উৰ্ব্বশী সেই কথা শুনিয়া স্বকীয় উত্তমরূপ
ধারণ করত ভাবগভীর হস্ত মহাকারে ব্রাহ্ম-
ণকে কহিলেন,—বিপ্র! তুমি আমার দর্শনা-
কাঙ্ক্ষায় দৃঢ়চৈত্রে ব্রত পালন করিয়াছ, সাধু
সাধু! বিপ্র আমিই উৰ্ব্বশী; তোমাকে পরীক্ষা
করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। পরীক্ষা
হারা জানিলাম,—তুমিই সেই সত্যতপা
ঋষি। হে বিপ্রেশ্বর! শূকরতীর্থে নিকটে

সিদ্ধিং যাস্তসি বিপ্রেশ্বর ততস্ত্বং মামবাশ্রয়সি ॥
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তা দিবমুৎপত্য সা জগামোর্কশী দ্বিজাঃ
স চ সত্যতপা বিপ্রো রূপতীর্থং জগাম হ ॥
তত্র শান্তিপুরো ভূত্বা নিয়মব্রতধৃক্ শুচিঃ ।
দেহোৎসর্গে জগামাসৌ গান্ধর্বঃ লোকমুত্তমম্
তত্র মনস্তরশতং ভোগান ভুজ্য যথার্থতঃ ।
বভূব সুকূলে রাজা প্রজারঞ্জনতৎপরঃ ॥ ১৪৮
স যজ্ঞা বিবর্ধৈর্ধজৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণঃ ।
পুত্রেষু রাজ্যং নিক্ষিপ্য যযৌ শূকরকং পুনঃ ॥
রূপতীর্থে যুতো ভূয়ঃ শক্রলোকমুপাগতঃ ।
তত্র মনস্তরশতং ভোগান ভুজ্য ততশ্চ্যুতঃ ॥
প্রতিষ্ঠানে পুরববে বুধপুত্রঃ পুরুষবাঃ ।
বভূব তত্র চৌর্কশ্রুতাঃ সঙ্গমায় তপোধনাঃ ।
এবং পুরা সত্যতপা দ্বিজাতি-
স্তীর্থে প্রসিক্তে স হি রূপসংজ্ঞে ।

রূপতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে;
তুমি সেখানে যাও; তাহা হইলে সিদ্ধি
লাভ করিবে,—আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ব্যাস
বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! উৰ্ব্বশী এই কথা
বলিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিলেন।
সেই বিপ্র সত্যতপাও রূপতীর্থে গমন
করিল। সে তথায় শুচি হইয়া যম-নিয়ম-
ব্রতাবলম্বনে দেহত্যাগান্তে উত্তম গান্ধর্ব
লোক প্রাপ্ত হইল। সেখানে যথাস্থখে শত
মনস্তরকাল সুখভোগান্তে কোন সংকূলে
প্রজারঞ্জনতৎপর রাজা হইয়া জন্মিল। সে
প্রভূত দক্ষিণায়ুক্ত বিবিধ যজ্ঞাহুষ্ঠান করিয়া
পুত্রদিগের হস্তে পত্নীর ভার স্তম্ভ করিয়া
পুনরায় শূকরতীর্থে যাইয়া রূপতীর্থে
প্রাণত্যাগপূর্বক শক্রলোকে গমন করিল।
সেখানে শতমনস্তর যাবৎ বিবিধ সুখ-
ভোগান্তে স্বর্গচ্যুত হইলে প্রতিষ্ঠানপুর্বে
বুধনন্দন পুরুষবা হইয়া জন্মিল। হে
তপোধনগণ! এই জন্মে তাহার উৰ্ব্বশী
সহ সঙ্গম ঘটয়াছিল। পুরাকালে সত্য-
তপা নামক ব্রাহ্মণ এই প্রকারে প্রসিক্ত রূপ-

আরাধ্য জন্মস্তথ চার্চ্য বিষ্ণু-

মবাপ্য ভোগানধ মুক্তিমেতি ॥ ১৫২

ইতি ত্রিংশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৮ ॥

একোনিত্রিংশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

কৃতং কলং গীতিকার্য্য অস্মাভিঃ সুপ্রজাগরে
কৃষ্ণস্ত যেনচাণালো গতোহসৌ পরমাংগতিম্
যথা বিষ্ণো ভবেত্তক্তিঃ স্তমো ব্রহ্মি মহামতে ।
তপসা কৰ্ম্মণা যেন শ্রোতুমিচ্ছাম সাস্প্রতম্ ॥ ২

ব্যাস উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্ঙ্গলাঃ প্রবক্ষ্যাম্যমুপক্ৰমঃ ।
যথা কৃষ্ণে ভবেত্তক্তিঃ পুরুষস্ত মহাকলা ॥ ৩
সংসারেহশ্মিন্নহাঘোরে সৰ্ব্বভূতভয়াবহে ।
মহামোহকরে নৃণাং নানাভঃখশতাকূলে ॥ ৪

তীর্থে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া জন্মান্তরে
নানাবিধ সুখ ভোগান্তে মুক্তি লাভ করিয়া
ছিল । ১৪২—১৫২ ।

অষ্টাবিংশদধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২২৮

উনিত্রিংশদধিকাবিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—চণ্ডাল যাহা করিয়া
পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, কৃষ্ণবিষয়ক
সেই জাগরণগীতিকার কল আমরা শুনি-
লাম । হে মহামতে ! এক্ষণে তপস্বী বা
অস্ত কৰ্ম্ম দ্বারা বিষ্ণুতে যাহাতে ভক্তি জন্মে,
আমাদিগকে তাহা বলুন ; সম্ভ্রুতি আমরা
তাৎপর্ষ্যই শুনিতে ইচ্ছা করি । ব্যাস বলি-
লেন,—হে মুনিশার্ঙ্গলগণ ! অবণ ককুন ।
কৃষ্ণে যেভাবে পুরুষগণের মহাকলদায়িকা
ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে, আমি
স্বধাক্রমে তাহা বলিতেছি । হে বিজগণ !
নরগণের মহামোহকর, নানাভঃখাকুল, সৰ্ব্ব-

তীর্থগুণ্যোনিসহস্রেষু জায়মানঃ পুনঃপুনঃ ।

কথঞ্চিলভতে জন্ম দেহী মামুয্যকঃ দ্বিজাঃ ॥ ৫

মামুয্যেহপি বিপ্রত্বং বিপ্রস্বৈহপি বিবেকিতা

বিবেকাকৰ্ম্মবুদ্ধিস্ত বুদ্ধ্যা তু শ্রেয়সাং গ্রহঃ ॥ ৬

যাবৎপাপকরং পুংসাং ন ভবেজ্জয়সঙ্কিতম্ ।

তাবন্ন জায়তে ভক্তির্বাসুদেবে জগন্ময়ে ॥ ৭

তস্মাদ্বক্ষ্যামি ভো বিপ্রা ভক্তিঃ কৃষ্ণে যথা

তবেৎ ।

অন্তদেবেষু যা ভক্তিঃ পুরুষস্তেহ জায়তে ॥ ৮

কৰ্ম্মণা মনসা বাচা তদগতেনাস্তরায়না ।

তেন তন্ত ভবেত্তক্তির্ধ্বজনে মুনিসত্তমাঃ ॥ ৯

স কয়োতি ততো বিপ্রা ভক্তিক্ষায়েঃ সমাহিতঃ

তুষ্টে হতাশনে তন্ত ভক্তির্ভবতি ভাস্করে ॥ ১০

পূজাং কয়োতি সততমাদিত্যন্ত ততো দ্বিজাঃ

প্রসন্নো ভাস্করে তন্ত ভক্তির্ভবতি শঙ্করে ॥ ১১

পূজাং কয়োতি বিধিবৎ স তু শস্তোঃ প্রযত্নতঃ

ভূত-ভয়াবহ মহাঘোর সংসারে দেহিগণ সহস্র
সহস্র তীর্থগুণ্যোনিতে পুনঃপুনঃ জন্মানাভ
করিয়া পরে কোনমতে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয় ।
মনুষ্যদেহে ব্রাহ্মণত্ব, ব্রাহ্মণদেহে বিবেকিত্ব এবং
বিবেকিত্বে ধৰ্ম্মবুদ্ধি জন্মিলেই সেই ধৰ্ম্মবুদ্ধি
দ্বারা শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয় । পুরুষগণের জন্ম-জন্ম-
সঙ্কিত পাপের যাবৎ ক্ষয় না হয়, তাবৎ
জগন্ময় বাসুদেবে ভক্তি জন্মে না । অতএব
হে বিপ্রগণ ! যাহাতে কৃষ্ণ ভক্তি জন্মে,
আমি তাহা বলিতেছি । ইহলোকে পুরুষ-
গণের কায়মনোবাক্যে অস্তান্ত দেবতাতে
আন্তরিক যে ভক্তি হয়, তাহারই কণে
তাহার যজনবিষয়িণী বুদ্ধি জন্মে । ১—৯ ।
হে বিপ্রগণ ! পরে সেই ব্যক্তি অগ্নির প্রতি
ভক্তিমান হয় । হতাশন তুষ্ট হইলে
সূর্য্যে তাহার ভক্তি জন্মে । হে বিজগণ !
তখন সে সতত ভাস্করের অৰ্চনা করিয়া
থাকে । ভাস্কর প্রসন্ন হইলে তাহার
শঙ্করের প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে ।
তখন সে অতি প্রযত্নে যথাবিধি শঙ্কর পূজায়

তুষ্টে জিলোচনে তন্তু ভক্তিৰ্ভবতি কেশবে ।

সম্পূজ্য তং জগন্নাথং বাসুদেবাধ্যমব্যয়ম্ ।

ততো ভুক্তিকমুক্তিকং স প্রাপ্নোতি বিজ্ঞোত্তমাঃ

মুনয় উচুঃ ।

অবৈক্যবা মরা যে তু দৃষ্টান্তে চ মহায়ুনে ।

কিং তে বিষ্ণুং নার্কয়ান্ত ক্রহি তৎকারণং বিজ

ব্যাস উবাচ ।

যৌ তুতসর্গো বিখ্যাতৌ লোকেহস্মিন্ মুনি-

সত্তমাঃ ।

আনুরূপ তথা দৈবঃ পুরা সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা ॥১৫

দৈবীঃ প্রকৃতিমাশান্ত পূজয়ন্তি ততোহচ্যুতম্ ।

আনুরীঃ ষোনিমাপরা দৃশ্যন্তি নরা হরিম্ ॥১৬

মায়ায় হর্ভাবজ্ঞানা বিকোন্তে তু নরাধমাঃ ।

অপ্রাপ্য তং হরিং বিপ্রান্ততো যান্ত্যধমাঃ

গতিম্ ॥ ১৭

তন্তু বা গহ্বরী মায়া হৃবিক্ষেয়া সুরাসুরৈঃ ।

মহামোহকরী নৃণাং হস্তরা চাক্রতাত্ত্বিতঃ ॥ ১৮

নিরত হয়। দেব জিলোচন তুষ্ট হইলে তাহার কেশবের প্রতি ভক্তি হয়। হে বিজ্ঞোত্তমগণ! তারপর সেই নর বাসুদেবাধ্য অব্যয় দেবকে যথাশক্তি অর্চনা করিয়া ভুক্তি ও মুক্তি প্রাপ্ত হয়। মুনিগণ কহিলেন,—হে মহায়ুনে! দেখিতে পাওয়া যায়, অবৈক্যব, লোক সকল বিষ্ণুর অর্চনা করে না; ইহার কারণ কি বলুন। ১৫—১৪। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ! ইহলোকে দৈব ও আনুর এই বিবিধ ভূত-সর্গ প্রসিদ্ধ আছে। স্বয়ম্ভু ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দৈবী প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিরা অচ্যুতের উপাসনা করি; আনুরী প্রকৃতি-শালী নরগণ জীমাতার নিন্দা করিয়া থাকে। বিষ্ণু-মায়াবশে উহাদিগের বিজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ নরাধমেরা হরিকে প্রাপ্ত হয় না; পরন্তু অধমগতি প্রাপ্ত হয়। সেই বিষ্ণুর মায়া সুরাসুরগণেরও হৃবিক্ষেয়া। তাহা অকৃতাত্মা নরগণের মহামোহকারিণী

মুনয় উচুঃ ।

ইচ্ছামন্তাঃ মহামায়াংজাতুঃ বিকোঃ সুরাসুরাম্
বক্রুমহঁসি ধর্মজ পরং কোতুহলং হি নঃ ॥ ১৯

ব্যাস উবাচ ।

স্বপ্নেন্দ্রজালসঙ্কাশা মায়া স লোককর্ষণী ।

কঃ শক্নোতি হরেরীমায়াংজাতুঃতাং কেশবাহৃতে
যা বুদ্ধা ভ্রান্তগণেষ্টা মায়াধে নারদন্ত চ ।

বিভ্রম্নাস্ত তাং বিপ্রাঃ শৃগুধ্বং গদতো মম ॥২১

প্রাগাগীম্বপতিঃ জীমানাগ্রীধ ইতি বিকৃতঃ ।

নগরে কামদমনস্ত স্মৃতা তনয়ঃ শুচিঃ ॥ ২২

ধর্মারামঃ ক্রমানীলঃ পিতৃশ্রবণে রতঃ ।

প্রজাহরয়কো দক্ষঃ ঋতিশাস্ত্রকৃতজ্ঞমঃ ॥ ২৩

পিতাস্ত স্বকরোদ্যমঃ বিবাহায় ন চেষ্টত ।

তং পিতা প্রাহ কিমিতি নেচ্ছসে দারসংগ্রহম্

সর্বমেতৎসুখার্থং হি বাহন্তি মনুজাঃ কিল ।

সুখমুলা হি দারাশ্চ তস্মাস্তং স্বঃ সমাচর ॥ ২৪

এবং হস্তরা। মুনিগণ বলিলেন,—ওহে ধর্মজ! আমরা সেই সুরাসুরা বিষ্ণু-মায়াকে জানিতে বাসনা করি। এ বিষয়ে আমাদের পরম কোতুহল জন্মিয়াছে; আপনি বিষ্ণু-মায়ার বিষয় ব্যক্ত করিয়া বলুন। ব্যাস বলিলেন,—সেই বিষ্ণুমায়া লোককর্ষণী; তিনি স্বপ্ন এবং ইন্দ্রজাল তুল্য; কেশব ব্যতীত অপর কেহই তাঁহার মায়ার তত্ত্ব জানিতে পারে না। ১৫—২০। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! এই মায়ার জন্ত নারদের যে বিভ্রম্না ঘটয়াছিল, আমি তাহা বলিতেছি; শ্রবণ করুন। পূর্বকালে আগ্রীধ নামে এক জীমান নৃপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম কামদমন। কামদমন শুচি, ক্রমানান, প্রজাহরয়ক, পিতামাতার শ্রবণানিরত, ঋতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ এবং ধর্ম-নিষ্ঠ ছিলেন। পিতা তাঁহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত ঘর করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। পিতা কহিলেন,—বৎস! তুমি কি নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা কর না? ইহা সুখবৎ

স পিতৃবচনং শ্রদ্ধা তুষ্ণীমাস্তে চ গৌরবাৎ ।
 মূৰ্খমুহুৰ্ত্তঞ্চ পিতা চোদয়ামাস ভো দ্বিজাঃ ॥ ২৬
 অথাসৌ পিতরং প্রাহ তাত নামানুরূপতা ।
 যয়া সমাশ্রিতা ব্যক্তা বৈষ্ণবীপরিপালিনী ॥ ২৭
 তং পিতা প্রাহ সঙ্গম্য নৈষ ধৰ্ম্মোহস্তি পুত্রক
 ন বিধারয়িতব্য। স্তাৎপুরুষেণ বিপশ্চিতা ॥ ২৮
 কুরু মঘচনং পুত্র প্রভুর্যস্য পিতা তব ।
 যা নিমজ্জ কুলং মহং নরকে সম্ভতিক্রমাৎ ॥ ২৯
 স হি তং পিতুরাদেশং শ্রদ্ধা প্রাহ সূতো বশী
 ঈতঃ সংস্মৃত্য পৌরাণীং সংসারস্ত বিচিত্রতাম্
 পুত্র উবাচ ।

শুণু তাত বচো মহং তত্ত্ববাক্যং সহৈতুকম্ ।
 নামানুরূপং কর্তব্যং সত্যং ভবতি পার্থিব ॥ ৩০
 যয়া জন্মসহস্রাণি ভয়ায়তুশতানি চ ।

বলিয়া সকলেই ত কামনা করে। দারগণ
 সূতের মূল, এজন্ত তুমি দার সংগ্রহ
 কর। কামদমন পিতার কথা শুনিয়া
 গৌরব হেতু তুষ্ণীম্ভাবেই রহিলেন;
 কোনও প্রত্যুত্তর করিলেন না। হে
 দ্বিজগণ! পিতা তাঁহাকে বারম্বার
 বিবাহার্থ বলিতে লাগিলেন। তখন একদা
 কামদমন কহিলেন,—তাত! আমি আমার
 নামের 'সার্থকতা' সাধন করিতে চাই।
 আমি নিশ্চিতরূপে বৈষ্ণবী পালনী শক্তির
 আশ্রয় লইয়াছি। তদন্তরে পিতা কহি-
 লেন,—পুত্র! ইহা ধৰ্ম্ম নহে। পরিণাম-
 জ্ঞানবান্ জনের 'পক্ষে' উহা অবলম্বন করা
 অকৰ্ত্তব্য। তুমি আমার কথা পালন কর;
 আমি তোমার পিতা—প্রভু; সম্ভতি কয়
 হেতু আমার কুল নরকে নিমজ্জিত করিও
 না। সেই সংযতোদ্ভূত পুত্র, পিতার তাদৃশ
 আদেশ শ্রবণে পুরাতন কথায় স্মরণ
 করিয়া প্রীতিচিন্তে সংসারের বিচিত্রতার
 বিষয়ে চিন্তা করত পিতাকে কহিলেন,—হে
 তাত! আমার এই সহৈতুক তত্ত্ববাক্য
 শ্রবণ করুন। নামের যথাযথ সার্থকতা
 সম্পাদন করা সকলেরই কর্তব্য। রাজন!

প্রাপ্তানিদারসংযোগবিয়োগানি চ সৰ্ব্বশঃ ॥ ৩১
 তুণ্ডশূলতাবল্লীসরীসৃপমৃগদ্বিজাঃ ।
 পশুশ্রীপুরুষাণানি প্রাপ্তানি শতশো যয়া ॥ ৩২
 গণকিন্নরগন্ধৰ্ববিদ্যাধরমহোরগাঃ ।
 যক্ষগুহকরক্ষাসি দানবাপ্সরসঃ সুরাঃ ॥ ৩৩
 নদীস্রসহস্রঞ্চ প্রাপ্তং তাত পুনঃপুনঃ ।
 সৃষ্টস্ত বহুশঃ সৃষ্টৌ সংহারে চাপি সংস্রুতঃ ॥ ৩৪
 দারসংযোগযুক্তস্ত তাতেন্দ্রিয়ৈ বিড়ম্বনা ।
 ইতস্তু ত্রীয়ে যদ্বস্তং মম জন্মানি তচ্ছুণু ।
 কথয়ামি সমাসেন তীর্থমাহাশ্রয়সম্ভবম্ ॥ ৩৫

অতীত্য জন্মানি বহুনি তাত
 নৃদেবগন্ধৰ্বমহোরগাণাম্ ।
 বিদ্যাধরাণাং ঋগাকিন্নরাণাং
 জাতো হি বংশে সূতপা মহাবিঃ ॥ ৩৬
 ততো মমাত্মদলো হি ভক্তি-
 র্জনান্দিনে লোকপতো মধুরে ।

আমি সহস্র সহস্র বার জন্মিয়াছি; প্রতি-
 জন্মেই জরা, মৃত্যু, ও দারগণের সহিত
 সংযোগ-বিয়োগাদি অনুভব করিয়াছি। ২১—
 ৩২। আমি তুণ্ড, শূল, লতা, বল্লী, সরীসৃপ,
 মৃগ, পক্ষী, পশু, শ্রী, পুরুষাদি রূপে শত শত
 বার জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। গণ, কিন্নর,
 গন্ধৰ্ব, বিদ্যাধর, উরগ, যক্ষ, গুহক, রক্ষ,
 দানব, অপ্সরা, সুর, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি
 ননা যোনি বহুবার লাভ করিয়াছি। আমি
 বহুবার সৃষ্টি কালে সৃষ্ট, এবং সংহার কালে
 সংস্রুত হইয়াছি। দার সংযোগ হেতু
 আমার এইরূপ বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে।
 আমার এই জন্মের পূর্ববর্তী তৃতীয় জন্মে
 যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। সেই
 তীর্থমাহাশ্রয়-ঘটিত বৃত্তান্ত আমি সংক্ষেপে
 কহিতোছি। হে তাত! আমি নর, দেব,
 গন্ধৰ্ব, উরগ, বিদ্যাধর, ঋগ ও কিন্নরাদি
 বহু জন্ম আতবাহিত কারয়া মহাবিশ্ব-
 সূতপা নামে জন্ম গ্রহণ করি। তখন
 আমার লোকপতি মধুখ্যাতী জনান্দিনের

ব্রতোপবাসৈববিধৈশ্চ ভক্ত্যা
সন্তোষিতশ্চক্রগদান্বধারী ॥ ৩৪
তুষ্টোহত্যগাৎপক্ষিপতিং মহাত্মা
বিষ্ণুঃ সমাক্রুহ বরপ্রদো মে ।
প্রাহোচ্চশব্দং ত্রিযতাং দ্বিজাতে
বরো হি যং বাঞ্ছসি তং প্রদাম্যে ॥ ৩৯
ততোহহমুচে হরিমোশিতারং
তুষ্টোহসি চেৎ কেশব তদ্বরণামি ।
যা সা ভদ্রীয়া পরমা হি মায়া
তাং বেত্তুমিচ্ছামি জনাৰ্দ্দনোহহম্ ॥ ৪০
অথাত্রবীন্মে মধুকৈটভারিঃ
কিং তে তয়া ব্রাহ্মণ মায়ায়া বৈ ।
ধৰ্ম্মার্থকামানি দদানি তুভ্যঃ
পুত্রাণি মুখ্যানি নিরাময়ত্বম্ ॥ ৪১
ততো মুরারিঃ পুনরুক্তবানহং
ভূয়োহর্থধৰ্ম্মার্থজিগীষিতৈব যৎ ।

প্রতি মহতী ভক্তি হয়; সেইজন্য আমি
বিবিধ ব্রতোপবাসাদি দ্বারা সেই চক্র-
গদাধর বিষ্ণুকে সন্তোষিত করিলে তিনি
তাঁহার পক্ষিপতি গরুড়ে আরোহণপূর্বক
বরদানার্থ আগমন করিলেন। তিনি উচ্চ-
রবে কহিলেন—ওহে, দ্বিজ! তুমি যে
বর ইচ্ছা, প্রার্থনা কর, আমি তাহাই প্রদান
করিব। আমি তখন ঈশ্বর হরিকে কহি-
লাম,—হে কেশব! আপনি যদি তুষ্ট
হইয়া থাকেন, তবে আমি এই বর প্রার্থনা
করি যে, আপনার সেই’যে পরমা মায়া
আছে, আমি তাহাই জানিতে চাই। হে
জনাৰ্দ্দন! আমাকে এই বর প্রদান করুন।
মধুকৈটভারি হরি তখন কহিলেন,—ওহে
ব্রাহ্মণ! সেই মায়া জানিয়া তোমার ফল
কি? তোমাকে ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, উত্তম
পুত্র ও নিরাময়ত্বাদি বর প্রদান করি’ছি।
আমি সেই মুরারিকে পুনরায় কহিলাম,—
যাহার নিমিত্ত ধৰ্ম্মার্থ-কামের উৎপত্তি হয়,
সেই মাষাকেই জানিতে ইচ্ছা করি। হে
পুরুষাক! আমাকে সেই মায়া প্রদর্শন

ততোহভ্যুবাচাথ নৃসিংহমুখ্যঃ
শ্রীশঃ প্রভুবিস্ময়িদং বচো মে । ৪২
বিষ্ণুরবাচ ।
মায়াং মদীয়াং ন হি বেত্তি কশ্চিৎ
মুচ্যপি বা বেৎস্তুতি কশ্চিদেব ॥ ৪৩
পূৰ্ণঃ সুর্য্যমিহি নারদাত্যো
ব্রহ্মায়জোহভূয়ম ভক্তিযুক্তঃ ।
তেনাপি পূৰ্ণঃ ভবতা যথৈব
সন্তোষিতে, ভক্তিমতা হি তদ্বৎ ॥ ৪৪
বরঞ্চ দাতুং ভগবানহঞ্চ
স চাপি বত্রে বরমেতদেব ।
নিবারিতো মামতিমুত্ভাবাদ্
ভবান যথৈবং নুতবান বরঞ্চ ॥ ৪৫
ততো ময়োজোহস্তসি নারদ ত্বং
মায়াং হি মে বেৎস্তুসি সন্নিময়ঃ ।
ততো নিময়োহস্তসি নারদোহসৌ
কন্তা বভৌ কাশিপতেঃ সুনীলা ॥ ৪৬
তাং যৌবনাঢ্যামথ চাক্রধারিণে
বিদৰ্ভরাজন্তনয়ায় বৈ দদৌ ।
সুধৰ্ম্মণে সোহপি তয়া সমেতঃ
সিষেব কামানতুলান্ মহবিঃ ॥ ৪৭

করুন। শ্রীপতি, নৃসিংহ প্রভু বিষ্ণু তখন
আমাকে কহিলেন,—হে দ্বিজ! আমারমাষাকে
যথার্থতঃ কেহই জানে না; জানিতে পারি-
বেও না। ৩৩—৪৩। পুরাকালে, আমার প্রতি
ভক্তিযুক্ত ব্রহ্মনন্দন নারদ, আমাকে তোমা-
রই মত সন্তোষিত করিয়াছিলেন। তাহাতে
আমি বর দানোদ্যত হইলে তোমারই স্তায়
তিনিও এইরূপ বর যাচনা করেন। আমি
তাঁহাকে নিবারিত করিয়া অস্ত বর লইতে
কহিলেও মুত্ভাবশতঃ তিনি অসম্মত হইয়া
এই বরই প্রার্থনা করেন। আমি তখন
তাঁহাকে কহিলাম,—হে নারদ! তুমি জল-
মধ্যে নিমগ্ন হইয়া আমার মায়া জানিতে
পারিবে। নারদ তখন জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া
কাশিপতির সুনীলা নামী কন্তা হইলেন।
কাশিপতি সেই যৌবনশালিনী কন্তাকে

ধৰ্গে গতেহসৌ পিতরি প্রতাপবান
 রাজ্যং ক্রময়াভবাপ্য হৃষ্টঃ ।
 বিদৰ্ভরাজ্যং পরিপালয়ানঃ
 পুত্রেঃ স পৌত্রৈর্বহুভির্বতোহভূৎ ॥ ৪৮
 অখাতবহুমিপতেঃ সুধৰ্ম্মণঃ
 কানীষরেণাধ সমঃ সুযুদ্ধম্ ।
 তত্র কয়ং প্রাপ সপুত্রপৌত্রং
 বিদৰ্ভরাট্ কাশিপতিশ্চ যুদ্ধে ॥ ৪৯
 হতঃ সুনীলা পিতরং সপুত্রং
 জাত্য পতিঞ্চাপি সপুত্রপৌত্রম্ ।
 পুরাষিনিঃসৃত্য রণাবিনিং গতা
 দৃষ্টা সুনীলা কদনঃ মহাস্তম্ ॥ ৫০
 ভৰ্ভুৰ্ভলে তত্র পিতুৰ্ভলে চ
 হুঃখাষিতা সা সূচিরঃ বিলপ্য ।
 জগাম সা মাতরমার্তরূপা
 ভ্রাতৃন সূতাজাতৃন সূতান্ সপৌত্রান্ ॥
 ভৰ্ত্তারমেষা পিতরঞ্চ গৃহ
 মহাশ্মশানে চ মহাচিতিং সা ।
 কৃত্বা হতাশং প্রদদৌ শ্বয়ঞ্চ
 যদা সমিদ্ধো হতভুগ বভূব ॥ ৫২

বিদৰ্ভ-রাজের সুধৰ্ম্মা নামক ধার্ম্মিক
 পুত্রের সন্ত বিবাহ দিলেন। তখন সুধৰ্ম্মা
 সেই কস্তার সহিত বিপুল ভোগসুখে
 কালতিপাত করিতে লাগিলেন। পরে
 তদীয় পিতা স্বর্গগত হইলে তিনি হৃষ্টচিত্তে
 বিদৰ্ভরাজ্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।
 ক্রমে তাঁহার অনেক পুত্র পৌত্রাদি জন্মিল।
 কিয়ৎকাল পরে সুধৰ্ম্মার সাহিত কাশিপতির
 মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে কাশিপতি
 ও বিদৰ্ভরাজ উভয়েই পুত্র-পৌত্র সহ বিনষ্ট
 হইলেন। সুনীলা, পিতা ও পাতকে পুত্র
 পৌত্রাদিসহ নিহত জানিয়া নিজ পুর হইতে
 নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং রণস্থলে গমনপূর্বক
 পিতা ও পাতর মহাসৈন্য-সামন্তের সেই দুর-
 বস্থা দেখিলেন। তিনি তথায় সূচিরকাল
 বিলাপান্তে ক্ষাতর নিকটে যাইলেন। পরে
 পিতা, পতি, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, পুত্র ও পৌত্র-

তদা সুনীলা প্রবিবেশ বেগা-
 দ্বাপুত্র হা পুত্র ইতি ক্রবাণা ।
 তদা পুনঃ সা মুনিরান্দোহভূৎ
 স চাপি বহিঃ ক্ষটিকামলাভঃ ॥ ৫৩
 পূর্ণঃ সরোহভূদধ চোত্ততায়
 তন্তাগ্রতো দেববরঃ কেশবঃ ।
 সুপর্ণমাক্রহ সমেত্য সত্তরং
 প্রহস্ত দেবর্ষিমুবাচ নারদম্ ॥ ৫৪
 কস্তে তু পুত্রো বদ মে মহর্ষে
 মৃতঞ্চ কং শোচসি নষ্টবুদ্ধিঃ ।
 ব্রীড়াষিতোহভূদধ নারন্দোহসৌ
 ততোহহমেনং পুনর্যেব চাহ ॥ ৫৫
 ইতীদৃশা নারদ কষ্টরূপা
 মায়া মদৌয়া কমলাসনাঠৈঃ ।
 শক্যা ন বেভুঃ সমহেন্দ্রকট্টৈঃ
 কথং ভবান্ বেৎস্জতি হুর্ষিতাব্যম্ ॥ ৫৬
 স বাক্যমাকর্ণ্য মহামহর্ষি-
 ক্রবাচ ভক্তিং মম দেহি বিবেশ ।

দির মৃতদেহ সকল সংগ্রহ করিয়া মহাশ্মশানে
 মহাচিতা সাজাইয়া নিজেই অগ্নিসংযোগ করি-
 লেন। সেই অগ্নি জ্বল্যমান হইলে
 সুনীলা “হাপুত্র, হাপুত্র” রক্কে ক্রন্দন করিতে
 করিতে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন; তখন
 আবার তিনি নারদ হইলেন। সেই চিতাশিঙ
 তখন, ক্ষটিকসম অমল জলপূর্ণ সরোবর
 হইল। তখন সেই নারদের অগ্রভাগে বিদ্র
 দেববর কেশব সুপর্ণারোহণে আবির্ভূত হইয়া
 তাঁহাকে কহিলেন,—মহর্ষি! আপনার পুত্র
 কে? হতবুদ্ধি হইয়া কাহার জন্ত অহুশোচনা
 করিতেছেন? এই কথা শুনিয়া নারদ
 অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। আমি তখন
 পুনরায় তাঁহাকে বলিলাম,—নারদ! আমার
 মায়া এইরূপই কষ্টদায়িনী। মহেন্দ্র, কট্ট ও
 কমলাসনাদি কেহই উহাকে সম্যক জানিতে
 পারেন না। আমার এই কথা শুনিয়া
 মহর্ষি নারদ কহিলেন,—হে বিবেশ! আমাকে
 আপনি ভক্তিমান করুন। অন্তর্কালে

প্রাপ্তেহথ কালে অরগং তথৈব
সদা চ সন্দর্শনমীশ তেহম্ ॥ ৫৭
যজ্ঞাহমার্হচিতিমদ্য রুদ্র-
স্ততীর্থমস্তুচ্যত পাপহন্ত্ ।
অধিষ্ঠিতঃ কেশব নিত্যমেব
অয়া সহস্রং কমলোদ্ভবেন ॥ ৫৮
ততো ময়োক্তো বিজ্ঞ নারদোহসৌ
তীর্থং সিতোদং হি চিত্তিস্তবাক্ত ।
হাস্তাশ্রয়ং চাত্র সদৈব বিষ্ণু-
র্নহেশ্বরঃ হাস্ততি চোত্তরেণ ॥ ৫৯
যদা বিরিক্ষেঋদনং ত্রিনেত্রঃ
স ক্ষেত্ৰস্থতে যং স্বথ চোগ্রবাচম্ ।
তদা কপালস্ত তু মোচনায়
সমেষ্যতে তীর্থমিদং স্বদীয়ম্ ॥ ৬০
স্নাতস্ত তীর্থে ত্রিপুরাস্তকস্ত
পতিষ্যতে ভূমিতলে কপালম্ ।
ততস্ত তীর্থেতি কপালমোচনং
খাতং পৃথিব্যাঞ্চ তবিষ্যতে তৎ ॥ ৬১

আপনার স্মৃতি যেন হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে ।
হে ঈশ ! আপনাকে যেন সতত দর্শন
করিতে পারি । হে অচ্যুত ! আমি অদ্য
আর্হত হইয়া যেখানে চিত্তারোহণ করিয়া-
ছিলাম, উহা পাপহারী তীর্থ হউক । ঐ
স্থানে কমলজন্মা ব্রহ্মার সহিত আপনি নিত্য
সঙ্গিহিত থাকুন ১৪৪—১৮১ । হে বিজ্ঞ ! আমি
তখন সেই নারদকে বলিলাম,—তোমার এই
চিত্তস্থান সিতোদ নামে প্রসিদ্ধ হইবে ।
আমি এখানে সতত সঙ্গিহিত থাকিব ।
ইহার উত্তরদিকে মহেশ্বর অধিষ্ঠান
করিবেন । ত্রিনেত্র মহেশ্বর যখন দুর্ভাক্য-
ভাষী ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করিবেন, তখন
তদীয় হস্তলগ্ন সেই ব্রহ্মকপালের মোচন
নিমিত্ত তিনি তোমার এই তীর্থেই আসি-
বেন । এই তীর্থে ত্রিপুরাস্তক আসিয়া
স্নান করিলে, তাঁহার হস্ত হইতে ব্রহ্মার
সেই কপাল পতিত হইবে । তদবধি এই
তীর্থ ‘কপালমোচন’ নামে পৃথিবীতে খ্যাতি

তদা প্রভৃত্যদ্বদবাহনোহসৌ
ন মোক্ষ্যতে তীর্থবরং সুপুণ্যম্ ।
ন চৈব তস্মিন্ বিজ্ঞ সম্প্রচকতে
তৎক্ষেত্রমুগ্রং স্বথ ব্রহ্মবধ্য ॥ ৬২
যদা ন মোক্ষত্যমরারিহন্তা
তৎক্ষেত্রমুখ্যং মহদাপ্তপুণ্যম্ ।
তদা কিমুক্তেতি সুরৈ রহস্তঃ
তীর্থং স্তবং পুণ্যদমব্যয়াখ্যম্ ॥ ৬৩
কুত্বা তু পাপানি নরো মহাস্তি
তস্মিন্ প্রবিষ্টঃ শুচিরপ্রমাদৌ ।
যদা তু মাং চিস্তয়তে স শুদ্ধঃ
প্রয়াতি মোক্ষং ভগবৎপ্রসাদাৎ ॥ ৬৪
ভূত্বা তস্মিন্ রুদ্রপিশাচসংজ্ঞো
যোন্তন্তরে হুংখমুপানুতেহসৌ ।
বিমুক্তপাপো বহুবর্ষপুণে-
কংপত্তিমায়াস্ততি বিপ্রগোহে ॥ ৬৫
শুচির্বতাস্তাত্ত ততোহস্তকালে
কজ্রো হিতং তারকমস্ত কৌর্ভয়েৎ ।

লাভ করিবে । তাহার পর হইতে মেঘ-
বাহন ইন্দ্রও এই পুণ্যপ্রদ তীর্থবর পরি-
ত্যাগ করিবেন না ? এই ক্ষেত্রে ব্রহ্মহত্যা
প্রবেশ করিতে পারিবে না, অমরারি-হন্তা
মুক্তিদাতা বিষ্ণু এই মহাপুণ্যপ্রদ ক্ষেত্র
পরিত্যাগ করেন না বলিয়া অরগণ ইহাকে
অতি রহস্ত পুণ্যপ্রদ অব্যয় প্রশস্ত বিমুক্ত-
তীর্থ নামে অভিহিত করিবেন । নরগণ
মহা মহা পাপ অমুষ্ঠান করিয়াও এই ক্ষেত্রে
প্রবেশমাত্রই শুচি ও প্রমাদহীন হইবে ।
এখানে থাকিয়া শুদ্ধ ভাবে আমাকে চিন্তা
করিলে মৎপ্রসাদে মোক্ষ লাভ করিতে
পারে । পাপী মানব এখানে প্রাণ পরি-
ত্যাগান্তে রুদ্রপিশাচরূপে জন্মিয়া নানা
হুংখ উপভোগ করে । পরে বহু বর্ষান্তে
পাপক্ষয় হইলে, বিপ্রগোহে উদ্ধৃত হয় । সে
তখন শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া থাকে ।
রুদ্র অস্ত কালে তাহাকে তারক মন্ত্র
উপদেশ করেন । হে বিজরাজ ! আমি

ইত্যেবমুক্তা বিজয়ধ্য নারদঃ
 গতৌহস্মি হৃদ্যার্ণবমাশ্রমেহম্ ॥ ৬৬
 স চাপি বিপ্রত্রিদিবং চচার
 গন্ধৰ্বরাজেন সমর্চ্যমানঃ ।
 এতত্তবোক্তং নমু বোধনায়
 মায়া মদীয়া নহি শক্যতে সা ॥ ৬৭
 জাতুং ভবানিচ্ছতি চেত্ততোহন্ত
 এবং বিশস্তাপ্স চ বেৎসি যেন ।
 এবং বিজাতির্হরিণা প্রবোধিতো
 ভাব্যার্থযোগারিমমজ্ঞ তোয়ে ॥ ৬৮
 কোকামুখে তাত ততো হি কন্তা
 চাণ্ডালবেশস্তভবদ্বিজঃ সঃ ।
 রূপাভিতা শীলগুণোপপন্ন
 অবাণ সা যৌবনমাসসাদ ॥ ৬৯
 চাণ্ডালপুত্রোহু সুবাহুনাপি
 বিবাহিতা রূপবিবর্জিতেন ।
 পতির্ন তস্তা হি মতো বভূব
 সা তন্ত চৈবাভিমতা বভূব ॥ ৭০
 পুত্রদ্বয়ঃ নেত্রহীনং বভূব
 কন্তা চ পশ্চাদধিরা তথাত্মা ।

নারদকে এই সকল কথা বলিয়া নিজ বাস-
 স্থান হৃদ্যার্ণবে প্রস্থান করিলাম । নারদও
 ত্রিদিব ধামে যাইয়া গন্ধৰ্বরাজ সহ সস-
 ন্মানে বিহার করিতে লাগিলেন ।
 তোমাকে বুঝাইবার জন্য আমি এই বৃত্তান্ত
 কহিলাম, আমার সেই মায়াকে কেহই
 জানিতে পারে না । তথাপি তুমি যদি
 জানিতে চাও, তবে জলমধ্যে প্রবেশ
 কর । সেই ব্রাহ্মণ হরি কর্তৃক এইরূপ
 প্রবোধিত হইয়াও ভাবী কর্মবশে জলমধ্যে
 মজ্জন করিল । হে তাত! সেই দ্বিজ তখন
 কোকামুখে চণ্ডালগৃহে এক কন্তা হইয়া
 জন্মিল । ক্রমে সেই কন্তা রূপবতী শীলগুণ-
 মণ্ডিতা ও যৌবনযুক্তা হইলে, সুবাহু
 নামক রূপহীন এক চণ্ডালপুত্রের সহিত
 তাহার বিবাহ হইল । তাহার পতি
 অভিমত হইল না, সে কিন্তু পতির অভি-

পতির্দরিদ্রস্তথ সাপি মুখ্য
 নদীগতা রোদিত তত্র নিত্যম্ ॥ ৭১
 গতী কদাচিত্ কলশং গৃহীত্বা
 সাস্তর্জলং স্নাতুমথ প্রবিষ্টা ।
 যাবদ্বিজোহসৌ পুনর্যেব তাব-
 জাতঃ ক্রিয়াযোগরতঃ সুনীলঃ ॥ ৭২
 তস্তাঃ স ভর্তাথ চিরদতেতি
 দ্রষ্টুং জগামাথ নদীং স্পৃশ্যাম্ ।
 দদর্শ কুন্তং ন চ তাং তটস্থাম্
 ততোহতিদুঃখাং প্রকরোদ নাদয়ন্ ॥ ৭৩
 ততোহহঙ্কুগং বধিরা চ কন্তা
 হুংখাধিতানৌ সমুপাজগাম ।
 তে বৈ রুদন্তং পিতরঞ্চ দৃষ্ট্বা
 হুংখাধিতা বৈ রুদন্তশর্তাঃ ॥ ৭৪
 ততঃ স পপ্রচ্ছ নদীতটস্থান্
 দ্বিজান্ ভবদ্বির্বাদি যোষদেকা ।
 দৃষ্ট্বা তু তোয়ার্থমুপাজবন্তী
 আখ্যাত তে প্রোচুরিমাঃ প্রবিষ্টা ॥ ৭৫

মতা হইয়াছিল । কালক্রমে তাহার দুইটী
 অঙ্ক পুত্র ও একটি বধিরা কন্তা জন্মে ।
 কিন্তু তাহার পতি অত্যন্ত দরিদ্র; এজন্য
 সে নদীতীরে যাইয়া নিয়তই রোদন
 করিত । ৫৯—৭১ । একদা সে কক্ষে কলস
 লইয়া স্নানার্থ গমন করিল; তটদেশে কলস
 স্থাপন পূর্বক যেমন জলমধ্যে নিমগ্ন হইল,
 অমনি পূর্ববৎ ক্রিয়াযোগরত সুনীল ব্রাহ্মণ-
 মূর্তি প্রাপ্ত হইল । সেই কন্তা দীর্ঘকালে
 প্রত্যাগত না হওয়ায় তাহার পতি চণ্ডালও
 অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই পুণ্যনদীতে
 আগমন করিল । সে তটদেশে কলস
 দেখিতে পাইল; কিন্তু সেই কন্তাকে দেখিতে
 না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে লাগিল ।
 ক্রমে তাহার অঙ্ক পুত্রদ্বয় এবং বধিরা
 কন্তাও তথায় আসিয়া পিতাকে রোদন
 করিতে দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্যভাবে রোদন
 করিতে লাগিল । চণ্ডাল তখন নদীতটস্থ
 ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসিল যে, এখানে

নদীং ন কুর্যন্ত সমুত্তর
এতাবদেবেহ সমীহিতং নঃ ।
স তবচো ঘোরতরং নিশম্য
করোদ শোকাঙ্কপরিপ্লুতাকঃ ॥ ৭৬
তং বৈ কদম্বং সস্তুতং সকম্বং
দৃষ্ট্বাহমার্তঃ স্তুতরাং বভূব ।
আর্তিশ্চ মেহভৃদধং সংস্মৃতিশ্চ
চাণালযোষাহমিতি কিতীশ ॥ ৭৭
ততোহব্রবঃ তং নৃপতে মতঙ্গঃ
কিমর্থমার্তেন হি কদ্যতে ভয়া ।
তস্তা ন লাভো ভবিতাতিমোর্থ্যা-
নাক্রন্দিতেনেহ বুধা হি কিং তে ॥ ৭৮
স মামুবাচান্নজয়গামকঃ
কস্তা 'চকা বধিরেয়ং তথৈব ।
কথং দ্বিজাতে অধুনার্তমৈত-
মাশাসয়িম্যেহপাথ পোষয়িম্যে ॥ ৭৯
ইত্যেবমুক্তা স স্মৃতৈশ্চ সার্কঃ
ফুৎকৃত্য ফুৎকৃত্য চ রোদিতি শ্র ।

যথা যথা রোদিতি স শপাক-
স্তথা তথা মে হতবৎ কৃতাপি ॥ ৮০
ততোহহমার্তস্ত নিবার্য তং বৈ
স্ববংশবৃত্তান্তমথ্যচচক্ষে ।
ততঃ স হৃৎখ্যং সহ পূজকৈঃ সং-
বিশেষ কোকামুখমার্তরূপঃ ॥ ৮১
প্রবিষ্টমাত্রে সলিলে মতঙ্গ-
স্তীর্থপ্রভাবাচ্চ বিমুক্তপাপঃ ।
বিমানমাক্রহ শাশ্বতপ্রকাশং
যযৌ দিবং তাত মমোপপঞ্জিতঃ ॥ ৮২
তস্মিন্ প্রবিষ্টে সলিলে যুতে চ
মমার্তিরাসীদতিমোহকত্রী ।
ততোহতিপুণ্যে নৃপবর্ষ্য কোকা-
জলে প্রবিষ্টোদ্রিবিং গতশ্চ ॥ ৮৩
ভূয়োহভবং বৈশ্বকুলে ব্যথার্থো
জাতিশ্রমস্তীর্থবরপ্রসাদাৎ ।
ততোহতিনিবন্ধমনা গতোহহং
কোকামুখং সংযতবাক্যচিন্তঃ ॥ ৮৪

ভোয়ার্থিনী হইয়া এক রমণী আসিয়াছিল,
আপনারা যদি দেখিয়া থাকেন, তবে তাহার
সংবাদ আমাকে বলুন। দ্বিজগণ কহি-
লেন,—সেই রমণী এই নদীতে প্রবেশ
করিয়াছেন; কিন্তু উত্থান করেন নাই।
চণ্ডাল সেই ঘোরতর বাক্য শ্রবণে শোকাঙ্ক-
পরিপ্লুত নেত্রে অত্যন্ত রোদন করিতে
লাগিল। ব্রাহ্মণরূপী আমি তখন তাহাকে
ক্রন্দন করিতে দেখিয়া হৃৎখিত হইলাম।
হে কিতীশ! আমি যে সেই চণ্ডালপত্নী
ছিলাম, তখন আমার তাহা স্মরণ হইল।
আমি তখন সেই চণ্ডালকে কহিলাম,—তুমি
কি নিমিত্ত আর্ত হইয়া রোদন করিতেছ?
তাহাকে আর পুনরায় পাইবে না। মূর্থতা-
বশতঃ বুধা ক্রন্দনে ফল কি? চণ্ডাল আমাকে
কহিল,—হে দ্বিজ! এই দুইটা পুত্র অন্ধ,
এই কস্তাশিশুও বধিরা, আমি এখন ইহাদিগকে
কিভাবে আহারিত করিব? কেমনেই বা
পোষণ করিব? সে এই কথা বলিয়া পুত্র-

কস্তার সহিত ফোপাইয়া ফোপাইয়া কান্দিতে
লাগিল। সেই চণ্ডালের তাদৃশ ক্রন্দনে
আমারও হৃৎখ বোধ হইতে লাগিল।
আমি তখন সেই হৃৎখিত চণ্ডালকে নিজ
জন্মবৃত্তান্ত বলিলাম। সে চণ্ডালও তখন
অতিহৃৎখে কোকামুখে প্রবেশ করিল।
চণ্ডাল সলিলে প্রবেশ করিবারাত্রই সেই
তীর্থপ্রভাবে পাপহীন হইয়া শশিসম
প্রকাশমান বিজনে আরোহণপূর্বক আমার
সাক্ষাতেই সুর্য্যাকে প্রস্থান করিল। ৭২—
৮২। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! চণ্ডাল এইরূপে জলে
প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করলে আমার
অতি মোহকারিণী আঁতি উপস্থিত হইল।
আমিও তখন সেই অতিপুণ্য কোকাজলে
প্রবেশপূর্বক স্বর্গে গমন করিলাম। তার
পর আমি আবার বৈশ্বকুলে অতি
হৃৎখী হইয়া জন্মলাভ করিলাম। কোকা
তীর্থের প্রসাদে আমি তখন জাতিশ্রম
হইয়াছিলাম। স্তুতরাং অতি নির্বিঘ্ন মনে

ব্রতঃ সমাশ্রায় কলেবরঃ স্বঃ
 শংশোষয়িত্বা দিবমাকরোহ ।
 তস্মাক্ষ্যুতশ্চত্ববনে চ জাতো
 জাতিশ্চরিত্তাচ হরিপ্রসাদাৎ ॥ ৮৫
 সোহহং সমাশ্রাধ্য মুরারিদেবঃ
 কোকামুখে ত্যক্তবস্ত্রাভ্যন্তরে ॥
 ইত্যেবমুক্তা পিতরঃ প্রণম্য
 গম্বা চ কোকামুখমগ্রতীর্থম্ ।
 বিষ্ণুঃ সমাশ্রাধ্য বরাহরূপ-
 মবাপ সিদ্ধিং মমুজ্বলভোহসৌ ॥ ৮৬
 ইথং স কামদমনঃ সহপুত্রপৌত্রঃ
 কোকামুখে তীর্থবরে সুপুণ্যে ।
 ত্যক্ত্বা তম্বুঃ দোষময়ীঃ ততস্ত
 গতৌ দিবঃ সূর্য্যসমৈবিমানৈঃ ॥ ৮৭
 এবং মমোক্তা পরমেশ্বরস্ত
 মায়া সুরাণামাপ হুর্ষিচিহ্না ।
 স্বপ্নেন্দ্রজালপ্রতিমা মুরারে-
 বম্ জগদ্ব্যোহমুপৈতি বিপ্রাঃ ॥ ৮৮

ইতি জীবাঞ্চে মায়াপ্রাহৃত্যবানিরূপণমেকোন-
 ত্রিংশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২২ ॥

বাক্যমনঃসংযমনপূর্ব্বক কোকামুখে গিয়া
 জীবাতবনয়নে নিজ কলেবর শোষণ করত
 স্বর্গারোহণ করিলাম । হে তাত ! স্বর্গ
 হইতে চ্যুত হইয়া তোমার ভবনে
 জন্মিয়াছি, এবং হরির প্রসাদে এ জন্মেও
 আমি জাতিশ্চরিত্ত হইয়াছি । আমি কোক-
 মুখে মুরারি দেবের আরাধনা করিয়া শুভা-
 শুভ কর্ম্মকল হইতে মুক্তিকামনা করিতেছি ।
 সেই নৃপনন্দন এই কথা বলিয়া পিতাকে
 প্রণামপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ তীর্থ কোকামুখে যাওয়া
 বরাহরূপী বিষ্ণুর আরাধনাপূর্ব্বক সিদ্ধি প্রাপ্ত
 হইয়াছিল । সেই নৃপনন্দন কামদমন
 জন্মান্তরোণ পুত্রপৌত্রাদি সহ পুণ্য তীর্থবর
 কোকামুখে দোষাকর শরীর পরিত্যাগ
 করিয়া সূর্য্যসম বিমানারোহণে স্বর্গলাভ
 করিয়াছিল । হে বিপ্রগণ ! এই আমি পরমে-
 শ্বর মুরারির জগদ্ব্যোহকারিণী মায়াবরিত্বা

ত্রিংশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

অস্মাভিঃ কৃতঃ ব্যাস যস্যস্মৈ সন্মুদাহৃতম্ ।
 প্রাহৃত্যবান্নিতঃ পুণ্যঃ মায়া বিকোচ-
 হুর্ষিলা ॥
 শ্রোতুমিচ্ছামহে ত্বন্তো যথাবদ্ব্যসংস্কৃতিম্ ।
 মহাপ্রলয়সংজ্ঞাঞ্চ কল্পান্তে চ মহামুনে ॥ ২
 ব্যাস উবাচ ।
 জ্ঞয়তাং ভো মুনিশ্রেষ্ঠা যথাবদ্ব্যসংস্কৃতিঃ ।
 কল্পান্তে প্রাকৃত্যে চৈব প্রলয়ে জায়তে যথা ॥ ৩
 অহোরাত্রঃ পিতৃণাম্ভ্যো মাসোহহং ত্রিদিবৌকসাম্ ।
 চতুর্য়ুগসহস্রে তু ব্রহ্মণোহহমিভোক্তব্যম্ ॥ ৪
 কৃতঃ জ্ঞেতা দ্বাপরঞ্চ কলিচৈতি চতুর্য়ুগম্ ।
 দৈবৈবৈবর্ষসহস্রেণৈব তদ্বাদশভিক্র্যতে ॥ ৫

কীৰ্ত্তন করিলাম । সেই মায়া স্বপ্ন ও ইন্দ্র-
 জালসদৃশী । সুরাগণও ইহার তবচিত্তনে
 অক্ষম । ৮৩—৮৮ ।

উনত্রিংশদধিক ষ্টিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রিংশদধিক ষ্টিশততম অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে ব্যাস ! হুর্ষিক্ষেয়া
 বিষ্ণুমায়া সঙ্ঘে বিষ্ণুর প্রাহৃত্যব বিষয়ক
 যে কথা कहিলেন, আমরা উহা শ্রবণ করি-
 লাম । হে মহামুনে ! মহাপ্রলয় নামক
 কল্পান্তকালে জগতের যে সংহারব্যাপার
 হয়, আপনার নিকট উহাই শুনিতে ইচ্ছা
 করি । ব্যাস कहিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
 কল্পান্তকালে প্রকৃত প্রলয়ে জগতের যে
 প্রকার সংহার হয়, তাহা শ্রবণ করুন ।
 মাহুযমানের এক মাসে পিতৃগণের এক
 অহোরাত্র হয়, এক বৎসরে দেবগণের এক
 অহোরাত্র হয় । চারি সহস্র যুগান্তে
 ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হইয়া থাকে । কৃত,
 ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিটি যুগ ।
 দৈবমানের দ্বাদশ সহস্র ২৭৭৭ ইহাবিশেষ

চতুর্ভুগাণ্যশেষাণি সদৃশানি স্বরূপতঃ ।

আদ্যাং কৃতযুগে প্রোক্তং মুনয়োহন্ত্যং তথা
কলিম্ ॥ ৬

আদ্যে কৃতযুগে সর্গো ব্রহ্মণা ক্রিয়তে যতঃ ।

ক্রিয়তে চোপসংহারস্তথাগ্নেহপি কলৌ যুগে ॥

মুনয় উচুঃ ।

কলোঃ স্বরূপং ভগবন্ বিস্তরাৎকুমার্ষসি ।

ধর্ম্মচতুষ্পাদগবান্ যস্মিন্ বৈকল্যমুচ্ছতি ॥ ৮

ব্যাস উবাচ ।

কলিস্বরূপং ভো বিপ্রা যৎপৃচ্ছধ্বং মমানঘাঃ ।

নিবোধধ্বং সমাসেন বর্ত্ততে যন্মহত্তরম্ ॥ ৯

বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃতির্ন কলৌ নৃণাম্ ।

ন সামর্থ্যগৃহজুর্বেদবিনিম্পাদনহেতুকী ॥ ১০

বিবাহা ন কলৌ ধর্ম্মান শিষ্যা গুরুসংস্থিতাঃ ।

ন পুত্রো ধার্ম্মিকার্শ্চ ব ন চ বহ্নিক্রিয়াক্রমঃ ॥ ১১

যত্র তত্র কুলে জাতো বনৌ সর্ব্বেশ্বরঃ কলৌ ।

সর্ব্বৈভ্য এব বর্ণেভ্যো নরঃ কন্তোপজীবনঃ ॥

পরিমাণ । প্রতিবারেই যুগচতুষ্টয়ের পরি-
মাণ সমান থাকে । হে মূনিগণ ! আদিম
যুগের নাম 'কৃত' ও অন্ত্য যুগের নাম
'কলি' । ব্রহ্মা আদি কৃত যুগের আদিতে
সৃষ্টি করেন এবং কলিযুগের অবসানে
সংহার করিয়া থাকেন । ১—৭ । মূনিগণ
কহিলেন,—কলিযুগে ভগবান্ ধর্ম্ম বিকলতা
প্রাপ্ত হইলেন । হে ভগবন্ ! বিস্তরক্রমে সেই
কলির স্বরূপ বর্ণন করুন । ব্যাস বলিলেন,—
হে নিম্পাপ বিপ্রগণ ! আপনারা কলির
স্বরূপ জিজ্ঞাসিলেন, তাহা অতীব বিস্তৃত ।
পরন্তু আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, আপ-
নারা অবধান করুন । কলিকালে নরগণের
ঋকৃ-সাম-যজুর্বেদ-সম্বতা, বর্ণাশ্রমাচারবতী
প্রবৃতি থাকিবে না । কলিতে ধর্ম্মবিবাহ
থাকিবে না ; শিষ্যের গুরুর অবজ্ঞাতা
করিবে না ; কাহারও ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিবে
না ; বহ্নিবাধ্য যজ্ঞাদি কার্য থাকিবে না ।
যেকোন কুলে যেকোন ব্যক্তি বলবান্ ও
প্রধান হইবে, সে অপর যেকোন কুল

যেন তেনেব যোগেন দ্বিজাতির্দীকৃতঃ কলৌ

যৈব সৈব চ বিপ্রৈস্ত্রাঃ প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া কলৌ

সর্ব্বমেষ কলৌ শাস্ত্রং যন্ত যদ্বচনং দ্বিজাঃ ।

দেবতাস্ত কলৌ সর্বাঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বস্ত চাশ্রমঃ ॥

উপবাসস্তথায়াসো বিস্তোৎসর্গস্তথা কলৌ ।

ধর্ম্মো যথাভিকর্চিতৈরহুষ্ঠানৈরহুষ্ঠিতঃ ॥ ১৫

বিস্তেন ভবিতা পুংসাঃ স্বল্পেনৈব মদঃ কলৌ ।

দ্বীপাং রূপমদৈশ্চ ব কেশৈরেব ভবিষ্যতি ॥ ১৬

সুবর্ণমণিরত্নানো বস্ত্রে চোপক্ৰমং গতে ।

কলৌ স্ত্রিয়ো ভবিষ্যন্তি তদা কেশৈরলঙ্কৃতাঃ

পরিত্যাক্ষ্যন্তি ভর্ত্তারং বিতহীনং তথা স্ত্রিয়ঃ ।

ভর্ত্তা ভবিষ্যতি কলৌ বিস্তবানেব যোষিতাযু

যো যো দদাতি বহলং স স স্ত্রীমৌ তদা নৃণাম্

স্বামিত্বহেতুসম্বন্ধো ভবিতাভিজ্ঞানস্তদা ॥ ১৯

গৃহান্তা দ্রব্যসজ্জাতা দ্রব্যান্তা চ তথা মতিঃ ।

অর্থাচ্চাখোপভোগান্তা ভবিষ্যন্তি তদা কলৌ ।

হইতে কল্যাণ সংগ্রহ করিবে । দ্বিজগণ বিচার
না করিয়া যে-সে দীক্ষা গ্রহণ করিবে ।
বিপ্রৈস্ত্রগণ যেকোন প্রায়শ্চিত্তের বিধান
দিবেন । হে দ্বিজগণ ! কলিতে যাহার যে-
কোন বাক্য—সমস্তই শাস্ত্র বলিয়া মান্ত
হইবে । সকলেই সকল দেবতা এবং
সকল আশ্রম গ্রহণ করিবে । উপবাস, আয়াস,
ধন-দানাদি ধর্ম্মকর্ম্মনিচয় যথেষ্টরূপে অহু-
ষ্ঠিত হইতে থাকিবে । কলিতে . সামান্ত
ধনেই লোকে গর্ভিত হইয়া উঠিবে । নারী-
গণ কেশ দ্বারাই সৌন্দর্য্যমদবতী হইবে ।
বস্ত্রতঃ কলিকালে সুবর্ণ মণি রত্নও বসনাদির
অভাবে কেশ দ্বারাই অলঙ্কৃত হইবে ।
রমণীরা বিতহীন পতিকে পরিত্যাগ করিবে ।
বিস্তপালী ব্যক্তিই নারীদিগের ভর্ত্তা হইবে ।
কলিকালে যে যে ব্যক্তি বহু ধন দান করিতে
পারিবে, তাহারাই স্ত্রীমৌ বলিয়া গণ্য হইবে ।
স্বামিত্বহেতুই সম্বন্ধ এবং কোলিন্ত হইবে । ৮—
১৯ । কলিকালে গৃহ পর্য্যন্তই দ্রব্য সম্পত্তি এবং
দ্রব্যস্থিতি পর্য্যন্তই বুদ্ধি থাকিবে । উপ-
ভোগ—অর্থের একমাত্র বল বলিয়া গণ্য

দ্বিঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি ঐরিণ্যো ললিতস্পৃহাঃ
 অত্যায়াবাপ্তবিত্তেষু পুরুষেষু স্পৃহালবঃ ॥ ২১
 অত্যাৰ্থিতোহপি সুহৃদা স্বার্থহানিঃ বা মানবঃ ।
 পণ্ডিতাৰ্জুন্যাত্রেহপি করিষ্যতি তদা বিজ্ঞাঃ ॥
 সদা সর্পোরুহঃ চেতো ভাবি বিপ্র তদা কলৌ
 কীরপ্রদানসম্বন্ধি ভাতি গোষু চ গৌরবম্ ॥
 অনাবৃষ্টিভয়াং প্রায়ঃ প্রজাঃ ক্ষুদ্রয়কাতরাঃ ।
 ভবিষ্যন্তি তদা সৰ্কা গগনাসক্তদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৪
 মূলপৰ্ণকলাহারাস্তাপসা ইব মানবাঃ ।
 আত্মানং ঘাতয়িষ্যন্তি তদা বৃষ্ট্যাভিহৃথিতাঃ ॥
 হৃর্তিকমেব সততঃ সদা ক্ৰেশমনীধরাঃ ।
 প্রাপ্যন্তি ব্যাহতমুখং প্রমাদান্নানবাঃ কলৌ
 অন্নাতভোজিনো নারিদেবতাতিথিপূজনম্ ।
 করিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে ন চ পিণ্ডোদকক্রিয়াম্
 লোলুপা হৃষদেহাশ্চ বহ্নপ্রদানতৎপরাঃ ।
 বহুপ্রজান্নভাগ্যাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ দ্বিঃ ॥ ২৮

হইবে। কলিতে স্ত্রীগণ স্বচ্ছারিণী ও বিলা-
 সিনী হইবে। উহারা অত্যায়াবাপ্ত বিত্তে এবং
 অপর পুরুষে সতত স্পৃহা করিবে। হে
 বিজ্ঞগণ! মানব প্রার্থিত হইয়াও অর্জপল
 মাত্রও স্বার্থহানি স্বীকার করিবে না। সর্ক-
 লেরই চিত্ত পৌরুষ গর্ভে সমন্বিত হইবে।
 ক্ষুদ্র দান পর্য্যন্তই গাভীগণের আদর করিবে।
 প্রজারা অনেকেই অনাবৃষ্টি ও দুখ-ভুকার
 ভয়ে কাতরচিত্তে গমনবিলোকন-পরায়ণ
 হইবে। অনেক মানব মূল পত্র ও ফলাদি
 দ্বারা জীবিকানির্ভার করিবে। অনেকে
 আত্মহত্যা করিবে। অতিবৃষ্টিবশেও পীড়িত
 হইবে। সতত হৃর্তিক ঘটিবে। রক্তক
 থাকিবে না। কলতঃ তদানীন্তন মানবগণের
 প্রমাদবশে সকল মুখই ব্যাহত হইয়া পড়িবে।
 কলিকালে মানবেরা স্নান না করিয়াই
 ভোজন করিবে। অগ্নি, দেবতা বা অতিথি-
 পূজা করিবে না এবং পিণ্ডোদকক্রিয়াও
 করিবে না। এইকালে স্ত্রীলোকেরা লোলুপ,
 হৃষদেহ, বহু অন্নভোজী, বহুপ্রজা ও অন্ন

উভাত্যামথ পাণিত্যাং শিরঃকণ্ঠয়নঃ দ্বিঃ ।
 কুর্সত্যো গুরুভর্জ্জগামাত্ৰাং তেৎসন্ত্যানাবৃত্তাঃ
 স্বপোষণপরাঃ ক্রুদ্ধা দেহসংস্কারবর্জিতাঃ ।
 পুরুষানুভাবিণ্যো ভবিষ্যন্তি কলৌ দ্বিঃ ॥ ৩০
 হুঃশীলা হৃষ্টশীলেষু কুর্সত্যঃ সততঃ স্পৃহাম্ ।
 অসদ্বৃত্তাঃ গবিষ্যন্তি পুরুষেষু কুলাঙ্গনাঃ ॥ ৩১
 বেদাদানং করিষ্যন্তি বড়বাশ্চ তথারতাঃ ।
 গৃহহাশ্চ ন হোষ্যন্তি ন দাস্তন্ত্যচিভান্তপি ॥
 ভবেয়ুর্নবাসা বৈ গ্রাম্যাহারপরিগ্রহাঃ ।
 ভিক্ষবশ্চাপি পুত্রা হি শ্নেহসম্বন্ধবন্ধকাঃ ॥ ৩৩
 অরক্তিতারো হর্ভারঃ শুদ্ধব্যাঞ্জন পার্শ্বিবাঃ ।
 হারিণ্যো জনবিস্তানঃ সম্প্রাপ্তে চ কলৌ যুগে
 যো যোহশ্বরথনাগাঢ্যঃ স স রাজা ভবিষ্যতি ।
 যশ্চ যশ্চাবলঃ সৰ্ব্বঃ স স ভৃত্যঃ কলৌ যুগে ॥
 বৈশ্ণাঃ কৃষিবণিজ্যাদি সন্ত্যজ্য নিজকর্ম্ম যৎ ।

ভাগ্যসম্পন্ন হইবে। তাহারা উভয় পাণি
 দ্বারা মস্তক কণ্ঠয়ন করিবে এবং অবগুষ্ঠন
 ফেলিয়া গুরু ও পতি প্রভৃতির আজ্ঞা লঙ্ঘন
 করিবে। কলির স্ত্রীলোকেরা আত্মপোষণে
 তৎপর হইবে। ক্রুদ্ধ হইবে এবং দেহ-
 সংস্কারে ওদাস্ত করিবে। তাহারা নিষ্ঠুর
 এবং অসত্য কথা কহিবে। হুঃশীল হইয়া
 হৃষ্টচরিত্র লোকদিগের প্রতি সতত স্পৃহাবতী
 হইবে। কুলাঙ্গনারা পুরুষের প্রতি সত্যা-
 হার করিবে না। অত্রতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা
 বেদ গ্রহণ করিবেন। গৃহহেরা হোম, বা দান
 করিবে না এবং অবশ্য দেয় বিষয়েও ওদাস্ত
 করিবে। এইকালে ভিক্ষুগণ গ্রামোচিত
 আহার ও বিহারসামগ্রী লইয়া বনবাসী
 হইবে। পুত্র সকল শ্নেহসম্বন্ধের যত্নস্বরূপ
 হইবে। এই কালের রাজগণ রক্তক না
 হইয়া ভক্ষক হইবে। শুদ্ধহৃদে প্রজাপীড়ন
 করিবে। কখন বা প্রকাশ্যেই প্রজার ধন
 হরণ লইবে। ২০—৩৪। অশ্ব, রথ ও হস্তী
 যাহার যাহার থাকিবে, সেই সেই ব্যক্তিই
 রাজা হইবে। আর প্রজাগণের মধ্যে যে যে
 ব্যক্তি ক্ষুদ্র, সেই সেই ব্যক্তি ভৃত্যরূপে

শুভবৃত্তা ভবিষ্যন্তি কারুর্কশোপজীবিনঃ ॥৩৬
 তৈক্যব্রতান্তথা শূদ্রাঃ প্রব্রজ্যানিঙ্গিনোহধমাঃ
 পাষণ্ডসংখ্যাঃ বৃত্তিমাশ্রয়িত্যস্যসংস্কৃতাঃ ॥ ৩৭
 দুর্ভিক্ষকরশীড়াভিরতীবোপদ্রতা জনাঃ ।
 গোধূমারয়বারাদান দেশান যান্তস্তি হুংখিতাঃ
 বেদমার্গে প্রলীনে চ পাষণ্ডাঢ্য ততো জনে ।
 অধর্মবৃত্ত্যা লোকানামন্নমায়ুর্ভবিষ্যতি ॥ ৩৯
 অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যামানেষু বৈ তপঃ ।
 নরেষু নৃপদোষেণ বালমুতুর্ভবিষ্যতি ॥ ৪০
 ভবিষ্যী যোষিতাঃ স্মৃতিঃ পঞ্চযটসপ্তবার্ষিকী ।
 নবাস্টদশবর্ষাণাং মনুষ্যাণাং তথা কলৌ ॥ ৪১
 পলিতোদগমশ্চ ভবিষ্যতি তদা দ্বাদশবার্ষিকঃ ।
 ন জীবীষ্যতি বৈ কশ্চিৎকলৌ বর্ষাণি বিংশতিম্
 অন্নপ্রজ্ঞা বুখালিক্সা হৃষ্টান্তঃকরণাঃ কলৌ ।

পরিণত হইবে একালে বৈশ্বগণ কৃষি-
 বাণিজ্যাদি স্ব স্ব কার্য্য পরিচালনা করিয়া
 শূভবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক কারুকাৰ্য্যাদি দ্বারা
 জীবিকাযাপন করিবে। শূদ্রগণ তৈক্যব্রত
 গ্রহণ করিবে। অধমেরা প্রব্রজ্যাচিহ্ন ধারণ
 করিবে এবং লোক সকল অসংস্কৃত হইয়া
 পাষণ্ডী বৃত্তি আশ্রয় করিবে। জনগণ
 দুর্ভিক্ষ, অতিরিক্ত রাজস্ব ও বিবিধ ব্যাধি
 দ্বারা একান্ত উপদ্রুত হইয়া হুংখিতচিত্তে
 গোধূমার ও যবার-সম্পন্ন দেশ-দেশান্তর
 উদ্দেশে প্রয়াণ করিবে। বেদমার্গ বিলীন
 হইয়া যাইবে। লোক সকল পাষণ্ডধর্মের
 আশ্রয় লইবে। অধর্মের আধিক্যে লোক
 সকল অন্নাগ্নি হইয়া পড়িবে। নরগণ অশা-
 স্ত্রীয় ঘোর তপস্তায় নিরত হইবে, এবং
 রাজগণের শাসনদোষ ঘটিবে, তাহাতে লোক
 সকল অন্ন বয়সেই মৃত্যুমুখ পতিত হইবে।
 পাঁচ ছয় বা সাত বৎসর বয়সেই রম-
 নীরা সন্তান প্রসব করিবে। আট নয় বা
 দশ বৎসর বয়সেই পুরুষেরা সন্তানোৎ-
 পাদনে সক্ষম হইবে। দ্বাদশবর্ষ বয়সেই
 মানব বৃদ্ধদশা প্রাপ্ত হইবে; বিংশ বর্ষের
 অধিককাল কেহই জীবিত থাকিবে না।

যতন্ততো বিনশ্যন্তি কালেনান্নেন মানবাঃ ॥৪৩
 যদা যদা হি পাষণ্ডবৃত্তিরজ্রোপল্যতে ।
 তদা তদা কলৌর্দুষ্কিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৪
 যদা যদা সত্যং হানির্বেদমার্গানুসারিণাম্ ।
 তদা তদা কলৌর্দুষ্কিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৫
 প্রারম্ভাচ্চাবসীদন্তি যদা ধর্মকৃতাঃ নৃণাম্ ।
 তদানুমেয়ং প্রাধান্যং কলৌর্বিপ্রা বিচক্ষণৈঃ ॥৪৬
 যদা যদা ন যজ্ঞানামীশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ ।
 ইজ্যতে পুরুষৈর্ধৈজ্যেন্দ্রনা জ্যেয়ং কলৌর্বলম্ ॥৪৭
 ন শ্রীতির্বেদবাদেযু পাষণ্ডেষু যদা রতিঃ ।
 কলৌর্দুষ্কিন্দ্রনা প্রাজ্ঞেরনুমেয়া দ্বিজোত্তমাঃ ॥৪৮
 কলৌ জগৎপতিঃ বিষ্ণুঃ সর্বশ্রষ্টারমীশ্বরম্ ।
 নার্কয়িষ্যন্তি ভো বিপ্রাঃ পাষণ্ডোপহতানরাঃ
 কিং দেবৈঃ কিং দ্বিজৈর্বেদৈঃ কিং শৌচেনা-
 যুজয়ন।

ইত্যেবং প্রলপিয়াস্তি পাষণ্ডোপহতানরাঃ ॥৫০

কলিতে মানবগণ অন্নবৃদ্ধি, বুখা চিহ্নধারী ও
 হৃষ্টান্তঃকরণ হইবে; সেই জন্তই অন্ন-
 কালে বিনাশ লাভ করিবে। যখন যখন
 পাষণ্ড বৃত্তির প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইবে, তখন
 তখনই বিচক্ষণ জনগণ কলির বৃদ্ধি অনু-
 মান করিবেন। ধার্মিকদিগের প্রারম্ভ
 কল্প সকল যখন বিলুপ্ত হইয়া অবসর হইবে,
 হে বিপ্রগণ! বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সেই সম-
 য়েই কলির বৃদ্ধি অনুমান করা কর্তব্য।
 যখন যখন বেদপথানুগামী সজ্ঞনগণের
 হানি ঘটিবে, তখন তখনই বিজ্ঞজনেরা
 কলির বৃদ্ধি অনুমান করিবেন। যখন
 যজ্ঞেশ্বর পুরুষোত্তম যজ্ঞ দ্বারা
 অর্চিত হইবেন না, তখনই বিজ্ঞ ব্যক্তি
 কলির বল বুঝিবেন। হে দ্বিজোত্তমগণ!
 যখন বেদবাক্যে লোকের আস্থা থাকিবে না,
 পরন্তু পাষণ্ডধর্মেরই অমুরাগ জন্মিবে;
 ধীমান্ জনগণ তখনই কলির বৃদ্ধি অনুমান
 করিবেন। কলিকালে পাষণ্ড-মতে দূষিত-
 চিত্ত নরগণ সর্বশ্রষ্টা, জগৎপতি, ঈশ্বর বিষ্ণুর
 অর্চনা করিবে না। “দেবতা, বিজ্ঞ ও বেদ

অন্নপূর্ণা পদ্মকান্তঃ স্বয়ং শস্ত্রকলঃ তথা ।
 কলঃ তথান্নসারঞ্চ বিপ্রাঃ প্রাপ্তে কলৌ যুগে
 জাহ্নুপ্রায়াণি বস্ত্রাণি শমীপ্রায়া মহীকুহাঃ ।
 শূদ্রপ্রায়াস্তথা বর্ণা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥৫২
 অণুপ্রায়াণি ধাত্তানি আজপ্রায়াং তথা পয়ঃ ।
 ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্ত ঔদীরঞ্চানুলেপম্ ॥৫৩
 স্বৰ্গবত্তরভূমিষ্ঠা শুভবশ্চ নৃণাং কলৌ ।
 শালাদ্যাহারিভাষ্যাশ্চ সুহৃদো মুনিসত্তমাঃ ॥৫৪
 কস্তমাতা পিতা কস্ত যদা কৰ্ম্মাশ্রয়কঃ পুমান্ ।
 ইতি চোদাহরিষ্যন্তি স্বপুত্রান্নগতা নরাঃ ॥ ৫৫
 বাহ্মনঃকাষজৈর্দোষৈঃ ভিভূতাঃ পুনঃপুনঃ ।
 নরাঃ পাপান্তত্বদিনং করিষ্যন্তান্নমেধসঃ ॥ ৫৬
 নিঃসন্ত্যানামশৌচানাং নিত্বীকাণাং তথা দ্বিজাঃ
 যদ্যদুঃখায় তৎসংকলিকালে ভবিষ্যতি ॥৫৭

এ সকলে কি প্রয়োজন? জলদ্বারা শৌচেই বা কি প্রয়োজন? হে বিপ্রগণ! কলিকালে মেঘবৃন্দ অন্नावর্ষণ করিবে, শস্ত্রও অত্যল্প পরিমাণেই জন্মিবে; কলসকলও অল্প সারযুক্ত হইবে।—৫১। কলিযুগে বস্ত্র-সকল জাহ্নুপ্রমাণ, মহীকুহগণ শমীপ্রায়, ও বর্ণসকল শূদ্রবহুল হইবে। কলিকালে ধাত্ত-সমূহ অণুপ্রায়হইবে, অজাহ্নুই বহুলরূপে পাওয়া যাইবে, আর উদীরজাত অনুলেপনই সমধিক ব্যবহৃত হইবে। কলিকালে নর-গণের স্বৰ্গ স্বপুত্রাদিই বহুলরূপে গুরুবৎ সম্মান লাভ করিবে। গৃহকাৰ্য্য সাধনার্থ সংগৃহীত রমণী-মাত্রেই ভাৰ্য্যা এবং সুহৃদ বলিয়া পরিগণিত হইবে। হে মুনিসত্তম-গণ, কলিকালে নরগণ স্বপুত্রের অন্নগত থাকিয়া “পুরুষ কৰ্ম্মবলেই জন্মিয়া থাকে; সুতরাং কে কাহার মাতা, কে বা কার পিতা” এইরূপ উক্তি করিবে। অন্নবুদ্ধি জনগণ কায়-মনোবাক্য-জনিত দোষে পুনঃপুনঃ অভিভূত হইবে; পাপাচরণই করিবে। হে দ্বিজগণ! কলিকালে লোকলকল সত্যহীন অশুচি ও নিলজ্জ হইবে। যাহা যাহা পরিণামে কলজন্মক, সেই সকল আচরণই করিবে।

নিঃস্বাধ্যায়বঘট্কারে স্বধায়াহাবিবর্জিতে ।
 তদা প্রবিরলো বিপ্রঃ কশ্চিন্নোকে ভবিষ্যতি ॥
 তজ্জালেনৈব কালেন পুণ্যকৃত্তমমুত্তমম্ ।
 করোতি যঃ কৃতযুগে ক্রিয়তে তপসা হি যঃ ॥
 মুনয় উচুঃ ।
 কস্মিনকালেহন্নকে ধর্ম্মো দদাতি সুমহাকলম্
 বক্তুমর্হন্তশেষেণ শ্রোতুং বাহ্মা প্রবর্ততে ॥ ৬০
 ব্যাস উবাচ ।

ধন্তে কলৌ ভবেদ্বিপ্রাশ্রয়ক্রেতৈর্হৎফলম্ ।
 তথা ভবেতাং শ্রীশূদ্রো ধন্তো চান্ত্রিণিবোধত ॥
 যৎকৃতে দং ভিবর্ধেহেতায়াং হায়নেন তৎ
 দ্বাপরে তচ্চ মাসেন অহোরাত্রেণ তৎ কলৌ ॥
 তপসো ব্রহ্মচর্য্যস্ত জপাদেচ কলঃ দ্বিজাঃ ।
 প্রাপ্নোতি পুরুষেভ্যন কলৌ সাক্ষিতি ভাবিতুম্
 ধ্যান কৃতে যজ্ঞ যজ্ঞেহেতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন
 যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সাক্ষীভ্য কেশবম্

স্বাধ্যায়, বঘট্কার, স্বধা, স্বাহা প্রভৃতি লুপ্ত হইবে, বিপদ ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবে না। সত্যকালে সুদীর্ঘ তপস্তা দ্বারা যে কল হয়, কলিতে অল্পকালেই তাদৃশ কল লাভ হইবে। ৫২—৫৩। মুনীগণ কহিলেন,—হে ব্যাস! অল্পমাত্র ধর্ম্মও কোন্ সময়ে মহা কলপ্রদ হইবে, বিস্তরপূরক তাহা বলুন; আমাদের উহা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে। ব্যাস বলিলেন,—ধন্ত কলিকালে অল্প ক্রেশেই মহা ফললাভ হইবে। হে বিপ্রগণ! ঐ সময়ে শ্রী-শূদ্রেরাও ধন্ত হইবে। আরও শুনি;—সত্যযুগে দশ বর্ষে, ত্রেতাযুগে এক বৎসরে ও দ্বাপরে এক মাসে যে কল হয়, কলিকালে অহোরাত্রেই তাদৃশ কল প্রাপ্তি ঘটে। হে দ্বিজগণ! কলিকালে পুরুষেরা তপস্তা, ব্রহ্মচর্য্য ও জপাদি কার্য্যের বিশিষ্ট কল লাভ করিয়া থাকে। সত্য-যুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অর্চনা করিলে যে কল লাভ হয়, কলিতে কেশবের সংকীর্ণনৈই সেই কল পাওয়া

ধর্মোৎকর্ষমতীবাঃ প্রাপ্নোতি পুরুষঃ কলৌ ।
 ব্রহ্মদাসেন ধর্মজ্ঞাস্তেন তুষ্ঠোহন্যহঃ কলৌ ॥
 ব্রতচর্যাপরৈর্গ্ৰীহ্য বেদাঃ পূর্বঃ দ্বিজাতিভিঃ
 ততস্ত ধর্মসম্প্রাপ্তৈর্ঘটব্যং বিধিবদ্ধনৈঃ ॥ ৬৬
 বৃথা কথা বৃথা ভোজ্যঃ বৃথা স্বধ্বং দ্বিজস্যাম্ ।
 পতনায় তথা ভাব্যং তৈস্ত সংযতিভিঃ সহ ॥ ৬৭
 অসম্যক্করণে দোষান্তেষাং সর্কেষু বস্ত্রযু ।
 ভোজ্যপেষাদিকৈর্কষায়েচ্ছাপ্রাপ্তিকরং দ্বিজাঃ
 পারতন্ত্র্যাৎ সমস্তেষু তেষাং কার্যেষু বৈ ততঃ
 লোকান ক্রেশেন মহতাঃ যজন্তি বিনয়াবিতাঃ ॥
 দ্বিজশুভ্রবর্ণেনৈব পাকযজ্ঞাধিকারবান্ ।
 নিজং জয়ন্তি বৈ লোকঃ শূদ্রোঃ দ্ব্যন্তরন্ততঃ ॥
 ভক্ষ্যভক্ষ্যেযু নাভ্রন্তি যেষাং পাপেষু বা
 যতঃ ।
 নিয়মো মুনিশাৰ্দ্ধলাস্তেনাসৌ সাম্প্রতীরিতম্ ॥

যায় । হে ধর্মজগণ ! কলিকালে লোক
 সকল অল্পদাসেই ধর্মোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় ;
 এই নিমিত্তই আমি কলিকালের প্রতি
 সমধিক সন্তুষ্ট । ব্রাহ্মণগণের প্রথমত ব্রহ্ম-
 চর্যাপরায়ণ হইয়া বেদ অভ্যাস করা
 কর্তব্য । পরে ধর্ম লাভার্থ ধন দ্বারা যথা-
 বিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয় । বৃথা বাক্যা-
 লাপ, বৃথা ভোজন, বৃথা ধন-ব্যয়, এই
 সকল পতনেরই কারণ । ইন্দ্রিয়সংযম
 সহকারে ঐ সকল কার্য সম্যক্ অনুষ্ঠান
 করিতে না পারিলে নানা দোষ ঘটে ।
 ভোজ্য পেষাদি সর্ব বস্ত্রই ইচ্ছানুরূপ পাওয়া
 যায় না ; পরতন্ত্রতা বশতঃ লোক সকল
 মহাক্রেশেই কর্তব্য কার্যের অনুষ্ঠান
 করে । কলিতে সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণও
 এই সকল ক্রেশ অনিবার্য ; কিন্তু শূদ্রেরা
 দ্বিজশুভ্রবর্ণ কলেই পাকযজ্ঞাধিকারী
 হয় বলিয়া লোক সকল জয় করিতে পারে ;
 সুতরাং কলিতে উহারাই দ্ব্যন্তর । উহা-
 দিগের খাদ্যাখাদ্য পাপ-পুণ্যাदि বিষয়ে
 বিশেষ কোন নিয়ম না থাকায় উহাদিগকে
 সাধ ব্রহ্মদাস টোকাই করিয়াছি । ১৮ মনিশাৰ্দ্ধল-

স্বধর্মস্থাবিরোধেন নরৈর্লভ্যঃ ধনং সদা ।
 প্রতিপাদনীয়ং পাত্রেষু ঘটব্যঞ্চ যথাবিধি ॥ ৭২
 তস্মার্কজনে মহান ক্রেশঃ পালনেন দ্বিজোত্তমাঃ
 তথা সন্ধিনিয়োগায় বিজ্ঞেয়ঃ গহনঃ নৃণাম্ ॥ ৭৩
 এভিরন্তৈস্তথা ক্রেশৈঃ পুরুষা দ্বিজসত্তমাঃ ।
 নিজান্ জয়ন্তি বৈ লোকান প্রাজাপত্যাদিকান্
 ক্রমাৎ ॥ ৭৪
 যোষিচ্ছ্রবণাভ্যুত্থঃ কর্মণা মনসা গিরা ।
 এতদ্বিষয়মাপ্নোতি তৎসালোক্যঃ যতো দ্বিজাঃ
 নাতিক্রেশেন মহতাঃ তানৈব পুরুষো যথা ।
 তৃতীয়ঃ ব্যাহতঃ তেন ময়া সাম্প্রতি যোষিতঃ
 এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রা যস্মিন্মিত্তমিহাগতাঃ ।
 তৎপৃচ্ছধ্বং যথাকামমহঃ বক্ষ্যামি বঃ স্মৃটম্ ॥ ৭৭
 অল্পেনৈব প্রযত্নেন ধর্মঃ সিধ্যতি বৈ কলৌ ।
 নরৈরাস্ত্রগুণাস্তোভিঃ কালিতাখিলকিঞ্চিভৈঃ ॥
 শূদ্রৈশ্চ দ্বিজশুভ্রবাতংপরৈর্মুনিসত্তমাঃ ।

গণ ! নরগণের পক্ষে স্বধর্মের অবিরোধে
 ধনোপার্জনপূর্বক সংপাত্রে দান ও যথাবিধি
 যাগ করা কর্তব্য । ৬০—৭২ । কিন্তু সেই
 ধনার্কজন বিষয়ে মহাক্রেশ ভোগ করিতে হয় ।
 সেই ক্রেশার্জিত ধনের সংপাত্রে বিনিয়োগ
 অতীব কঠিন । হে দ্বিজসত্তমগণ ! মানবেরা
 এ সমস্ত এবং আরও নানাবিধ ক্রেশ ভোগ
 করিয়া ইহলোক এবং প্রাজাপত্যাদি লোক
 যথাক্রমে জয় করিতে পারে । রমণীগণ
 কায়মনোবাক্যে পতিশুভ্রবর্ণ দ্বারা এই
 সকল ফল এবং পতিসালোক্য প্রাপ্ত
 হয় । পুরুষদিগের যেমন মহাক্রেশ
 করিতে হয়, নারীজনের পক্ষে ওদৃশ
 ক্রেশের প্রয়োজন না থাকায় আমি উহা-
 দিগকেও সাধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি ।
 হে বিপ্রগণ ! আপনারা যে প্রথ্য করিয়া-
 ছিলেন, তাহা এই কহিলাম । অপর যদি
 কিছু দ্বিজোত্তম থাকে—বলুন, তাহারও স্পষ্ট
 উত্তর করিতেছি । কলিকালে নরগণ স্বীয়
 গুণরূপ জল দ্বারা অখিল পাপকালন-
 পূর্বক অল্প প্রযত্নেই ধর্ম সাধনের সমর্থ

তথা স্ত্রীতিরনায়াসাং পতিশুক্রযৈব হি ॥ ৭১
ততঃস্তুতয়মপ্যেতন্মম ধনতমং মতম্ ।
ধর্মসংরাধনে ক্রেশো দ্বিজাতীনাং কৃতাদিযু ॥
তথা স্বল্পেন তপসা সিদ্ধিং যাস্তস্তি মানবাঃ ।
ধন্য ধর্মকরিয়্যস্তি যুগান্তে মুনিসত্তমাঃ ॥ ৮১
তবদ্বিষদভিপ্রেতং তদেতৎ কথিতং ময়া ।
অপৃষ্টেনাপি ধর্মজ্ঞাঃ কিমশ্রুৎ ক্রিয়তাং দ্বিজাঃ ॥

ইতি শ্রীরাঙ্গে ভবিষ্যকথনং নামত্রিংশ-
দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২২ ॥

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

আসন্নং বিপ্রকৃষ্টং বা যদি কালং ন বিদ্যহে ।
ততো দ্বাপরবিধ্বংসং যুগান্তং স্পৃহয়ামহে ॥ ১
প্রাপ্তা বয়ং হি তৎকালমনয়া ধর্মতৃকয়া ।

হয় । হে মুনিসত্তমগণ ! শূদ্রেরাও দ্বিজ-
শুক্রযাকলে এবং রমণীরা পতিশুক্রযা
দ্বারা অনায়াসেই অভিলষিত ধর্ম লাভ
করে ; এই জন্যই ইহাদিগকে আমি ধন-
তম বলিয়া নির্দেশ করি । সত্যাদি যুগে
দ্বিজাতিগণের ধর্ম সাধনে সমধিক ক্রেশ
হইয়া থাকে ; কিন্তু কলিকালে অল্প তপস্শা
দ্বারাই .উহার ধর্মফলভাগী হয় । হে
মুনিসত্তমগণ ! এই নিমিত্তই কলিকাল ধন্য ।
হে ধর্মজ্ঞ দ্বিজগণ ! আপনারা জিজ্ঞাসা না
করিলেও আপনাদিগের অভিপ্রেত এই
কলিকথা কীর্তন করিলাম, আপনাদিগের আর
কি জিজ্ঞাস্ত আছে, বলুন ॥ ৭৩—৮২ ॥

ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন—কালিকাল সন্নিহিত
কি দুঃখবস্তী তাহা জানিতে না পারিয়া আমরা
দ্বাপর যুগের নাশ এবং কলিযুগের প্রকাশ

আদিত্যম পরং ধর্ম্যং সুখমল্পেন কৰ্ম্মণা ॥ ২
সজ্ঞাসোধেগজননং যুগান্তং সমুপস্থিতম্ ।
প্রনষ্টধর্ম্যঃ ধর্মজ্ঞ নিমিত্তৈর্বক্তুমর্হসি ॥ ৩
ব্যাস উবাচ ।

অরক্ষিতারো হর্ভারো বলিভাগস্ত পার্থিবাঃ ।
যুগান্তে প্রভবিষ্যস্তি স্বরক্ষণপরাধরাঃ ॥ ৪
অক্ষত্রিয়াশ্চ রাজানো বিপ্রাঃ শূদ্রোপজীবিনঃ
শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাচার্য্য ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ৫
শ্রোত্রিয়াঃ কাণ্ডপৃষ্ঠাশ্চ নিরক্ষাণি হব্যীষি চ ।
একপঙক্ত্যামশিষ্যস্তি যুগান্তে মুনিসত্তমাঃ ॥ ৬
অশিষ্টবস্তোহর্থপরা নর । মতামিষাশ্রিয়াঃ ।
মিত্রভাৰ্য্যাঃ ভজিষ্যন্তি যুগান্তে পুরুষাধমাঃ ॥
রাজবৃন্তিস্থিতাশ্চৌরা রাজানশ্চৌরশীলিনাঃ ।
ভৃত্য অনির্দিষ্টভূজো ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ৮
ধনানি শ্লাঘনীয়ানি সতাং বৃত্তমপুজিতম্ ।
অকুৎসনা চ পতিতে ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ৯

কামনা করিয়াছিলাম । ধর্মতৃকাবশে এই-
ক্ষণ সেই কাল প্রাপ্ত হইয়াছি । এইক্ষণে
অল্প কর্ম্মদ্বারাই পরম ধর্ম লাভ করিতে
পারিব । হে ধর্মজ্ঞ ! কি কি লক্ষণে ত্রাণো-
দেগজনক ধর্মহীন যুগান্ত কলিকালের উপ-
স্থিতি জানিতে পারা যায়, আপনি তাহা
বলুন । ব্যাস কহিলেন,—কলিকালে নৃপতি-
গণ কর গ্রহণ করিবেন বটে, আত্মরক্ষায়ও
তাহারা তৎপর থাকিবেন ; কিন্তু প্রজাগণের
রক্ষা করিবেন না । তখন রাজারা অক্ষত্রিয়,
ব্রাহ্মণেরা শূদ্রোপজীবী এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণা-
চার্য্যসম্পন্ন হইবে । শ্রোত্রিয়গণ যুদ্ধজীবী
হইবে । হবিঃসমূহ অকার্য্যেই ব্যয়িত হইবে ;
সকলেই এক পংক্তিতে ভোজন করিবে ।
হে মুনিসত্তমগণ ! তখন অশিষ্ট জনেরা
অর্থশালী এবং নরগণ মতাদির প্রিয় হইবে ।
পুরুষাধমেরা মিত্রপত্নীতেও অমুরক্ত হইয়া
পড়িবে । চৌর সকল রাজবৃন্ত অবলম্বন
করিবে ; রাজারা চৌরস্বভাব প্রাপ্ত হইবে ।
ভৃত্যেরা অনির্দিষ্ট ধনোপজীবী হইবে ।
ধনই তখন শ্লাঘার বিষয় হইবে ; সচ্চরিত্রতার

প্রনষ্টনাসাঃ পুরুষা মুক্তকেশা বিরূপিণঃ ।
 উনযোড়শবর্ষাশ্চ প্রসোষ্যন্তি তথা স্ত্রিয়ঃ ॥ ১০
 অট্টশ্লো জনপদাঃ শিবশ্লোচতুপথাঃ ।
 প্রমদাঃ কেশশ্লোচ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ১১
 সর্ষে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি দ্বিজা বাজসনেয়িকাঃ ।
 শূদ্রাভা বাদিনশ্চৈব ব্রাহ্মণাশ্চাত্ত্যবাসিনঃ ॥ ১২
 শুক্লদন্তা জিতাক্ষাশ্চ মুণ্ডাঃ কাষায়বাসসঃ ।
 শূদ্রা ধর্ম্মং বদিষ্যন্তি শাঠ্যবুদ্ধোপজীবিনঃ ॥ ১৩
 ষাপদপ্রচুরতুঞ্চ গবাক্ষৈব পরিষ্কম্যঃ ।
 সাধুনাং পরিবৃন্তিচ বিদ্যাদন্তগতে যুগে ॥ ১৪
 অন্ত্য্য মধ্যো নিবৎস্তান্তি মধ্যাশ্চান্তনিবাসিনঃ ।
 নিহ্নীকশ্চ প্রজাঃ সর্ষা নষ্টোত্তর যুগক্ষয়ে ॥ ১৫
 তপোযজ্ঞফলানাঞ্চ বিক্রেতারো দ্বিজোত্তমাঃ ।
 ঋতবো বিপরীতাশ্চ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ১৬
 তথা দ্বিহায়না দম্যাঃ কলৌ লাক্ষলধারণঃ

প্রশংসা থাকিবে না। পতিত ব্যক্তিকেও
 কেহ নিন্দা করিবে না। জনগণ কদর্য
 নানিকাসম্পন্ন মুক্তকেশ এবং বিকৃতাকার
 হইবে। রমণীরা ষোড়শ বর্ষে অনধিক
 কালেই সন্তান প্রসব করিবে। ১—১০।
 কলিকালে জনপদের অট্টালিকা সকলই শূল
 স্বরূপ, চতুপথে শিবমূর্ত্তিই শূলস্বরূপ এবং
 প্রমদাজনগণের কেশকলাপই শূলস্বরূপ
 হইবে। সকলেই ব্রহ্ম তত্ত্বের আলোচনা
 করিবে। দ্বিজগণ বাজসনেয়ী কথানুসারী
 হইবে। শূদ্র সদৃশ হীন জনেরাই বক্তা এবং
 ব্রাহ্মণগণ নীচজনসেবী হইবে। তখন শূদ্রেরা
 শঠতাঘারা জীবিকানির্বাহোদ্যোগে শুক্লদন্ত,
 মুণ্ডিতমুণ্ড ও গৈরিকবসনধারী হইয়া আপনা-
 দিগের জিতেন্দ্রিয়তা প্রথ্যাপনপূর্ব্বক ধর্ম্মো-
 পদেশ করিবেন। কলিযুগে ষাপদের বুদ্ধি,
 গোগণের ক্ষয় এবং সাধুদিগের বৃত্তিবিপর্য্যয়
 ঘটিবে। অন্ত্য্যজনেরা মধ্যো এবং মধ্য জনেরা
 অন্ত্য্যে নিবাস করিবে। প্রজাসকল নির্লজ্জ ও
 দুরাচার হইবে। তপস্শ্রা ও যজ্ঞাদির কল
 বিক্রয় করিবে। কলিকালে ঋতুসকল বিপরীত
 ভাব ধারণ করিবে। দু-বৎসরবয়স্ক গো

চিত্রবীষী চ পর্জন্তো যুগে ক্ষৌণে ভবিষ্যতি ॥ ১৭
 সর্ষে শূরকুলে জাতাঃ ক্ষমানাথা ভবন্তি হি ।
 যথা নিম্নাঃ প্রজাঃ সর্ষা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ১৮
 পিতৃদেয়ানি দত্তানি ভবিষ্যন্তি তথা স্ত্রুতাঃ ।
 ন চ ধর্ম্মং চরিষ্যন্তি মানবা নির্গতে যুগে ॥ ১৯
 উষরাবহ্লা ভূমিঃ পহ্নানস্তস্করাবৃতাঃ ।
 সর্ষে বাণিজ্যিকশ্চৈব ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ২০
 পিতৃদায়াদদত্তানি বিভজন্তি তথা স্ত্রুতাঃ ।
 হরণে যত্নবন্তোহপি লোভাদিভির্বিরোধিনঃ ॥ ২১
 সৌকুমার্য্যে তথা রূপে রত্নে চৌগক্ষয়ং গতে ।
 ভবিষ্যন্তি যুগান্তান্তে নার্যাঃ কেশৈরলঙ্কৃতাঃ ॥
 নিবার্য্যস্ত রতিস্তত্র গৃহস্থস্ত ভবিষ্যতি ।
 যুগান্তে সমন্ত প্রাপ্তে নাস্তা ভার্য্যাসমা রতিঃ ॥
 কুশীলানার্য্যভূষিষ্ঠা বুধারূপসমধিতাঃ ।
 পুরুষাঃ বহুব্রীকঃ তদযুগান্তস্ত লক্ষণম্ ॥ ২৪
 বহ্যচানকো লোকো ন দাস্ততি পরম্পরম্ ।

সকল লাক্ষলকর্ষণে নিযুক্ত হইবে। মেঘ
 সকলও কচিদধিক কচিদল্প এইরূপ বিচিত্র
 বর্ষণকারী হইবে। শূরকুলজাত নরগণও
 নিম্নশ্রেণীর স্থায় নিভাস্ত নিস্তেজ হইবে।
 পুত্রেরা পিতৃদেয় বা পিতৃদত্ত বিষয় সকল
 আত্মসাৎ করিবে। কোন মানবই তখন
 ধর্ম্মাচরণ করিবে না। ভূমি অন্তর্ধ্বর, পথ
 সকল তস্করাক্রান্ত এবং জনগণ বাণিজ্যব্যব-
 সায়ী হইবে। ১১—২০। পুত্রগণ লোভবশে
 পৈতৃকধন অপহরণ-লালসে যথাযথ বিভাগ
 না করিয়া পরস্পর বিবাদ করিবে। রমণীরা
 সৌকুমার্য্য-সৌন্দর্য্য এবং আভরণের অভাবে
 কেবলমাত্র কেশদ্বারাই অলঙ্কৃত হইবে।
 কলিযুগে নিকর্ষা গৃহস্থদিগের তাদৃশ স্ত্রী-
 জনেই প্রীতি জন্মিবে। ভার্য্যাসম প্রীতিকর
 আর কিছুই থাকিবে না। কলিকালে কুশীল
 অনার্য্য ও বুধারূপ-সমধিত ব্যক্তিই বহুলরূপে
 দৃষ্ট হইবে, পুরুষের সংখ্যা অল্প এবং রমণীর
 সংখ্যা সমধিক হইবে, ইহাই যুগান্তের লক্ষণ।
 লোক সকল অত্যন্ত যাচনশীল হইবে;
 পরস্পর পরস্পরকে দান করিবে না।

রাজচৌর্যাদিগণানাং তৈক্ষ্ণ্যং ক্ষয়মুপৈষ্যতি ।
 অফলানি চ শস্তানি তরুণা বৃদ্ধশীলিনঃ ।
 অশীলাঃ সুখিনো লোকে ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ।
 বর্ষানু পুরুষা বাতা নীরাঃ শর্করবর্ষিণঃ ।
 সান্দ্র্যঃ পরলোকচ্চ ভবিষ্যন্তি ন বান্ধবাঃ ॥ ২৮
 বৈজ্ঞা ইব চ রাজন্তা ধনধাতোপজীবিনঃ ।
 যুগাপক্রমণে পূর্কঃ ভবিষ্যতি ন বান্ধবাঃ ॥ ২৮
 অপ্রবৃত্তাঃ প্রপত্তন্তি সময়ঃ শপথাস্তথা ।
 ঋণং সর্বনয়ত্রঃশং যুগে কীণে ভবিষ্যতি ॥ ২৯
 ভবিষ্যত্যফলো হর্ষঃ ক্রোধচ্চ সফলো নৃণাম্ ।
 অজ্ঞান্চাপি নিরোৎসন্তি পয়সোহর্ষে যুগক্ষয়ে
 অশান্ত্রবিহন্তো যজ্ঞ এবমেব ভবিষ্যতি ।
 অপ্রমাণঃ করিষ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৩১
 শাস্ত্রোক্তস্তাপ্রবক্তারো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ।
 সর্কঃ সর্কঃ বিজ্ঞানাতি বৃদ্ধাননুপসেব্য বৈ ॥ ৩২
 ন কশ্চিদকবিন্যাসঃ যুগান্তে সমুপস্থিতে ।
 নক্ষত্রাণি বিয়োগানি ন কর্ষয় স্বজাতয়ঃ ॥ ৩৩

চৌরপ্রায়াশ রাজানো যুগান্তে সমুপস্থিতে ।
 কুণ্ডীবৃষা নৈকৃতিকাঃ সুরাপা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৩৪
 অশ্বমেধেন যক্ষ্যন্তে যুগান্তে দ্বিজসন্তমাঃ ।
 যাজ্ঞযস্যন্ত্যাজ্যাত্যন্ত তথাভক্ষ্যন্ত ভক্ষিণঃ ॥
 ব্রাহ্মণা ধনতৃকার্তা যুগান্তে সমুপস্থিতে ।
 ভোঃ শকমভিধাত্তন্তি ন চ কশ্চিৎ পঠিষ্যতি ॥
 একশঙ্খাস্তথা নার্যো গবেধুকপিনদ্ধকাঃ ।
 নক্ষত্রাণি বিবর্ণানি বিপরীতা দিশো দশ ॥ ৩৭
 সঙ্ঘ্যারাগো বিদম্বাক্তো ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে ।
 প্রেষয়ন্তি পিতৃনপুত্রা বধুঃ স্বস্ত্রঃ স্বকর্ষমু ॥ ৩৮
 যুগেষেবং নিবৎসন্তি প্রমদাশ্চ নরাস্তথা ।
 অকৃত্যগ্রাণি ভোক্ষ্যন্তি দ্বিজাশ্চৈবাহতায়সঃ ॥
 ভিক্ষাং বলিঘদা চ ভোক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ শ্বয়ম্ ।
 বঞ্চয়িত্বা পতীনশ্চ প্তানগমিষ্যন্তি স্ত্রিয়োহন্ততঃ
 ন ব্যাধিতান্নাপ্যরূপান্নোত্তমান্নাপ্যনুধকান ।
 কৃতে ন প্রতিকর্তা চ যুগে কীণে ভবিষ্যতি ॥

রাজা, চৌর অগ্নি ও শাসনের তীব্রতা হেতু
 লোক সকল ক্ষয় পাইবে। শস্ত্র সকল
 সারহীন হইবে। তরুণজনেরা বৃদ্ধবিশেষী,
 এবং দুশ্চরিত্র লোকেরা সুখী হইবে।
 বর্ষাকালে পুরুষ বায়ু প্রবাহিত হইবে। জল
 সকল শর্করমিশ্রিত হইবে এবং পরলোক
 সম্বন্ধে সকলেই নন্দিহান হইবে। রাজারা
 বৈজ্ঞানিকের স্তায় ধনধাতোপজীবী হইবে;
 কেহ কাহারও হিতাধী হইবে না। অনাদিষ্ট
 হইয়াও শপথ গ্রহণ এবং মন্তব্য প্রচার
 করিবে; ঋণ করিয়াও নম্র হইবে না।
 লোকের হর্ষে কোন ফল হইবে না; কিন্তু
 সকলেরই ক্রোধ সফল হইবে। দুহ
 লাভার্থ অজ্ঞাপোষণ করিবে। পণ্ডিতাভিমাত্র
 নরগণ প্রমাণহীন অশাস্ত্রীয় যজ্ঞ করিবে।
 শাস্ত্রোক্তি বিষয়ের উল্লেখ করিবে না। বৃদ্ধ
 সেবা না করিয়াই সকলে বিজ্ঞাভিমাত্রী
 হইবে। কলিকালে কেহই অকঠিন থাকিবে
 না। নক্ষত্র সকলের চ্যুতি হইবে। দ্বিজাতি-

গণ স্বকর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না। ২১—৩৩।
 কলিকালে রাজগণ চৌরপ্রায় এবং
 প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইবে। সুরাপায়ী ব্যক্তি
 ব্রহ্মবাদী হইবে; লোক অশ্বমেধ যজ্ঞের
 যাজ্ঞন করিবে এবং অযাজ্য যাজ্ঞনে বা
 অভক্ষ্য ভক্ষণে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইবে না।
 ব্রাহ্মণগণ ধনলোলুপ হইবে। সকলেই
 ‘ওহে’ বলিয়া সম্বোধন করিবে। কেহই
 শাস্ত্র পাঠ করিবে না। নারীগণ এক
 হস্তে শঙ্খ ধারণ করিবে। নক্ষত্রসকল
 বিবর্ণ হইবে। দশদিক্ বিপরীত ভাব ধারণ
 করিবে। সাক্ষ্য শোভা বিরূতাকার হইবে।
 পুত্রেরা পিতৃগণকে এবং বধূরা স্বশ্রুদিগকে
 নানা কর্ম্মে নিয়োগ করিবে। নরনারীগণ
 অগ্নিতে হোম না করিয়া এবং পিতৃদেব-
 গণকে অগ্রভাগ না দিয়াই ভক্ষণ
 করিবে। ভিক্ষা বা ভূতবলি প্রদান করিবে
 না। নিদ্রিত পতিদিগকে বঞ্চনাপূর্ব্বক
 রমণীরা অন্তঃ গমন করিবে। ক্রম, রূপ-
 হীন, উদামশালী ও অশ্রুধাবান জনগণের

মুনয় উচুঃ ।

এবং বলিষিতে ধর্ম্মে মাহুয়া করপীড়িতাঃ ।
কুত্বে দেশে নিবৎস্ততি কিমাহারবিহারিণঃ ॥
কিং কশ্ম্মাণঃ কিমীহন্তঃ কিং প্রমাণাঃ কিমায়ুঃ ।
কাঞ্চ কাঠাঃ সমাসাদ্য প্রপৎস্ততি কৃতং যুগম্ ॥
ব্যাস উবাচ ।

অত উক্কং চ্যুতে ধর্ম্মে গুণহীনাঃ প্রজান্তথা ।
শীলবাসনমাসাদ্য প্রাপ্যস্তি হ্রাসমায়ুঃ ॥ ৪৪
আয়ুর্হাস্তা বলগ্নানিবলগ্নাস্তা বিবর্ণতা ।
বৈবর্ণ্যাদধ্যাধিসম্পীড়া নির্বেদো ব্যাধিপীড়নাং
নির্বেদাদাত্মসংহোধঃ সংহোধাক্ষয়শীলতা ।
এবং গহা পরাং কাঠাঃ প্রপৎস্ততি কৃতং যুগম্
উদ্দেশতো ধর্ম্মশীলাঃ কেচিদ্ধ্যানস্থতাঃ গতাঃ ।
কিং ধর্ম্মশীলাঃ কেচিদ্ধু কেচিদ্ভ্রু কৃতুহলাঃ ॥ ৪৭
প্রত্যক্ষমহুমানঞ্চ প্রমাণমিতি নিশ্চিতাঃ ।

কৃতকর্ম্মের প্রত্যাশকারও করিবে না । মূনি-
গণ কহিলেন,—হে ব্যাস ! ধর্ম্মের এইরূপ
বিভ্রমণা ঘটিলে করভার-পীড়িত নরগণ
কিরূপ আহার বিহার করিবে ? কোন্ দেশেই
বা বাস করিবে ? উহাদের কিরূপ কার্য্য ?
কি প্রকার চেষ্টা ? কত আয়ুঃ প্রমাণ,
এবং প্রমাণই বা কিরূপ ? কোনদিকেই
বা সত্যযুগ অবস্থান করিবে ? ৩৪—৪৩ ।
ব্যাস বলিলেন,—ধর্ম্ম বিচ্যুত হইলে,
পর গুণহীন প্রজাগণ দুঃসরিত্তাবশতঃ
নানারূপ ব্যাসনগ্রস্ত হইয়া ক্লীণায় হইবে ।
আয়ুর হানিবশতঃ বলগ্নানি, বলগ্নানি
জন্ত বিবর্ণতা, বিবর্ণতা হইতে ব্যাধিপীড়া,
ব্যাধিপীড়া হইতে নির্বেদ, নির্বেদ হইতে
আত্মজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞান হইতে ধর্ম্মানু-
রক্তি জন্মিবে । এই প্রকারে দ্রববহার
চরমসীমা উপস্থিত হইলেই সত্যযুগ
আরম্ভ হইবে । কেহ কেহ মনে মনে
ধর্ম্মশীল, কেহ বা ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীন, কেহ
অধর্ম্মশীল এবং অপর কোন কোনজন ধর্ম্ম
বিষয়ে কৌতুহলী হইবে । অনেকে প্রত্যক্ষ
অহুমানাদি দ্বারা ধর্ম্মের অস্তিত্ব নিশ্চয়

অপ্রমাণঃ করিয়াস্তি সর্ম্মমিত্যপরে জনাঃ ॥৪৮
নাস্তিক্যোপরতাচ্যপি কেচিদ্ধর্ম্মবিলোপকাঃ ।
ভবিষ্যন্তি নরা যুতা দ্বিজাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥৪৯
তদাত্মজ্ঞানজ্ঞেয়াঃ শাস্ত্রজ্ঞানবহিষ্কৃতাঃ ।
দাস্তিক্যন্তে ভবিষ্যন্তি নরা জ্ঞানবিলোপিতাঃ ॥
তথা বলিষিতে ধর্ম্মে জনাঃ শ্রেষ্ঠপুরুষকৃতাঃ ।
শুভান্ সমাচরিয়্যন্তি দানশীলপরায়ণাঃ ॥ ৫১
সর্ম্মভক্ষাঃ স্বয়ংগুপ্তা নিযুগা নিরপজ্ঞাঃ ।
ভবিষ্যন্তি তদা লোকে তৎকষায়স্ত লক্ষণম্ ॥
কষায়োপপ্লবে কালে জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রণাশনে ।
সিদ্ধিমল্লেন কালেন প্রাপ্যস্তি নিকপঙ্কতাঃ ॥৫৩
বিপ্রাণাং শাশ্বতীং বৃত্তিঃ যদা বর্ণাবরে জনাঃ ।
সংগ্রহিয়্যন্তি ভো বিপ্রান্তংকষায়স্ত লক্ষণম্ ॥৫৪
মহাযুদ্ধং মহাবর্ষং মহাবাতঃ মহাতপঃ ।
ভবিষ্যতি যুগে ক্লীণে তৎকষায়স্ত লক্ষণম্ ॥৫৫
বিপ্ররূপেণ যক্ষাংসি রাজানঃ কর্ণবেদিনঃ ।

করিবে । অপর জনগণ অপ্রমাণ বলিয়া
তদ্বিষয়ে উপেক্ষা দেখাইবে । পণ্ডিতাভি-
মানী যুত দ্বিজগণ নাস্তিক্য বুদ্ধিবশতঃ
ধর্ম্মের বিলোপ করিতে থাকবে । শাস্ত্র-
জ্ঞান-হীন দাস্তিক অনেক ব্যক্তিই নির্কু-
দ্ধিতাবশতঃ বর্ত্তমান কালমাত্রে শ্রদ্ধাবান
হইবে । ৪৪—৫০ । ধর্ম্মের এইরূপ বিপর্য্য
ঘটিলে কতিপয় প্রধানজনের সহায়তায়
অনেকেই শূন্য ও দানপরায়ণ হইয়া শুভ
আচরণে রত হইবে । লোকসকল যখন
সর্ম্মভক্ষ্য, স্বয়ংগুপ্ত, নির্দয় ও নির্লজ্জ
হইবে, সেইকাল কষায় বলিয়া উল্লিখিত
হইবে । কষায় বিপ্রাবিতকালে জ্ঞান-
নিষ্ঠা বিলুপ্ত হইবে ; তখন যথায়োগ্য উপ-
চারের অভাবেও মানবেরা অল্পকালেই
সিদ্ধিলাভ করিবে । হে বিপ্রগণ ! বিপ্র-
গণের চিরন্তনবৃত্তি হীনজনেরা আশ্রয়
করিবে, ইহাই কষায় কালের লক্ষণ । যখন
মহাযুদ্ধ, মহাবর্ষ, মহাবাত ও মহা আতপ দেখা
যাইবে, তখনই কষায় কাল উপস্থিত বলিয়া
জানিবে ! তখন বিপ্রজনেরা যক্ষবৎ

পৃথিবীমুপভোগ্যন্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥ ৫৬
 নিঃস্বাধ্যায়বঘটকারাঃ কুনেতারোহভিমানিনঃ
 ক্রব্যাদা ব্রহ্মরূপেণ সৰ্গভক্ষ্যা বুধাত্ততাঃ ॥ ৫৭
 মূৰ্খাশ্চাৰ্থপরা লুপ্তাঃ ক্ষুদ্রাঃ ক্ষুদ্রপরিচ্ছদাঃ ।
 ব্যবহারোপবৃত্তাস্চ চ্যুতা ধৰ্ম্মাচ্চ শাস্ততাং ॥
 হৰ্ত্তারঃ পররত্নানাং পরদারপ্রবৰ্ধকাঃ ।
 কামাচ্ছানো দুঃখাচ্ছানঃ সোপধাঃ প্রিযসাহসাঃ ॥
 তেষু প্রভবমানেষু জনেষপি চ সৰ্গধঃ ।
 অভাবিনো ভবিষ্যন্তি মুনয়ো বহুরূপিণঃ ॥ ৬০
 কলৌ যুগে সমুৎপত্তাঃ প্রধানপুরুষাশ্চ য়ে ।
 কথায়োগেন তানসর্গানপূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥
 শস্ত্রচৌরা ভবিষ্যন্তি তথা চৈলাপহারিণঃ ।
 ভক্ষ্যভোজ্যহর্যশ্চৈব করণানাং হারিণঃ ॥
 চৌর্যশ্চৌরস্ত হৰ্ত্তারো হস্তা হস্তভবিষ্য ত ।
 চৌরৈশ্চৌরকয়ে চাপি কৃতে ক্লেমং ভবিষ্যতি

আচরণ করিবে। রাজারা কর্ণ দ্বারা
 দর্শন করিয়াই পৃথিবী উপভোগ করিবে।
 স্বাধ্যায় বঘটকারাদি থাকিবে না। নেতৃ-
 গণ কুশ্ণভাবযুক্ত ও অভিমানী হইবে।
 ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মসবৎ সৰ্গভক্ষ্য ও মিথ্যা-
 ব্রতচারী হইবে। উহার মূৰ্খ, স্বার্থসাধন-
 তৎপর, লোভী, নীচাশয়, অল্পপরিজনসম্পন্ন,
 অধাৰ্ম্মিক এবং ব্যবহারোপজীবী হইবে।
 তখন জনগণ পরকীয় ধনরত্নাদির অপহারক,
 পরদারধৰ্ষক, বিলাসী, দুঃখাত্মা, কপটব্যবহারী
 ও দুঃসাহসী হইবে। এইরূপ জনগণের
 প্রভাব সৰ্গত্র বিকৃত হইলে অভাবগ্রস্ত
 জনগণ বহুরূপী ও মুনিবেশধারী হইবে।
 কলিযুগে যাহারা প্রধান পুরুষ বলিয়া গণ্য
 হইবে, মানবেরা কথাপ্রসঙ্গে তাহাদের
 প্রশংসা করিবে। তখন শস্ত্রচৌর,
 বস্ত্রাপহারী ও ভক্ষ্যপেয়-তত্ত্বের অন্বেষণ
 থাকিবে না; এমন কি জলপাত্রও অপ-
 হরণ করিবে। চৌরেরা চৌরগৃহেও চৌর্য্য
 করিবে। ঘাতক ব্যক্তিকেও অপরে হত্যা
 করিবে। এইরূপ চৌর দ্বারা চৌর
 জনেরা অপকৃত হইলে কথঞ্চিৎ শাস্তি

নিঃসারে ক্ষুভিতে কালে নিষ্ক্রিয়সং ব্যবস্থিতে
 নরা বনঃ শ্রিষ্যন্তি করভারশ্চপীড়িতাঃ ॥ ৬৪
 যজ্ঞকৰ্ম্মগুপততে রক্ষাংস স্বাপদান চ ।
 কীটমুখিকসর্পাশ্চ ধৰ্ষয়িষ্যন্তি মানবান ॥ ৬৫
 ক্লেমং স্তুভিক্ষমারোগ্যাং সামগ্র্যৈশ্চৈব বদ্ধুযু ।
 উদ্দেশ্যে নরাঃ শ্রেষ্ঠা ভবিষ্যন্তি যুগকয়ে ॥ ৬৬
 স্ববম্পালাঃ স্বয়ং চৌরাঃ যুগসন্তারসন্ততাঃ ।
 মণ্ডলৈঃ সন্তবিষ্যন্তি দেশে দেশে পৃথক্ পৃথক্
 স্বদেশেভ্যঃ পরিভ্রষ্টা নিঃসারাঃ সহ বন্ধুভিঃ ।
 নরাঃ সর্বে ভবিষ্যন্তি তদা কালপরিক্ষয়াং ॥ ৬৮
 ততঃ সর্বে সমাদায় কুমারান প্রজ্ঞতা ভয়াং ।
 কোশিকীঃ সন্তরিষ্যন্তি নরাঃ ক্ষুদ্রয়শীড়িতাঃ ॥
 অজ্ঞানবদ্ধানকলিঙ্গাশ্চ কাশ্মীরানথ কোশলান
 ঋষিকান্তগিরিজোণীঃ সংশ্রয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৭০
 কুৎস্রঞ্চ হিমবৎপার্শ্বং কুসঞ্চ লবণাস্তসং ।
 বিবিধং জীর্ণপত্রঞ্চ বহলাস্তজিনানি চ ॥ ৭১

প্রতিষ্ঠিত হইবে। এইরূপে শাসনবিধি
 বিপর্য্যস্ত হইলে নোক সকল নিতান্ত
 ক্ষুধা হইয়া ধন এবং ধনাৰ্জ্জনের
 উপায় অভাবে করভার-পীড়িত নরগণ
 বনাশ্রয়ে বাস করিতে থাকিবে। ৫১
 —৬৪। যজ্ঞকৰ্ম্মগুপ্ত হইলে ব্রাহ্মস, স্বাপদ,
 কাট, মুখিক ও সর্প প্রভৃতি—মানবগণের
 ধৰ্ষণ করিবে। মঙ্গল, স্তুভিক্ষ, আরোগ্য,
 বদ্ধুতা, মহত্ব প্রভৃতি—কথামাত্রেই ধ্বং-
 বসিত হইবে। যাহারা পালক, তাহারাই
 চৌর হইবে; জনগণ দেশে দেশে দলবদ্ধ
 হইয়া থাকিবে। কলিকালপ্রভাবে ধনহীন
 নরগণ বন্ধুবান্ধব সহ স্বদেশ হইতে পরি-
 ভ্রষ্ট হইবে। তখন মানবগণ ক্ষুধায় ও
 ভয়ে পীড়িত হইয়া বালক-বালিকা লইয়া
 কোশিকী নদী পার হইয়া পলায়ন
 করিবে। তাহার অঙ্গ, বস্ত্র, কলিঙ্গ,
 কাশ্মীর, কোশল, এবং ঋষিগণাধ্যুষিত
 গিরিজোণী আশ্রয় করিবে। তাহার
 হিমালয় পার্শ্ব এবং সমগ্র সাগরকূলেও
 বাস করিতে থাকিবে। বিবিধ জীর্ণপত্র,

স্বয়ং কৃত্বা নিবৎস্ততি তস্মিন ভূতে যুগন্ধরে ।
 অরণ্যেষু চ বৎস্ততি নরাঃ স্নেহগণৈঃ সহ ॥ ৭২
 নৈব শূন্য নবারণ্য ভবিষ্যতি বনুন্ধরা ।
 অগোপ্তারশ্চ গোপ্তারো ভবিষ্যন্তি নরাধিপাঃ
 যুগৈশ্চৎস্তবিহঙ্কৈশ্চ স্বাপদৈঃ সপকীটকৈঃ ।
 মধুশাককলৈর্মূলৈর্বর্ষযিষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৭৪
 জীর্ণপর্ণকলাহারা বহুলাস্তজিনানি চ ।
 স্বয়ং কৃত্বা নিবৎস্ততি যথা মুনিজনস্তথা ॥ ৮৫
 বীজানামকৃতস্নেহা আহতাঃ কাষ্ঠশকুতিঃ ।
 অজৈড়কং খরোষ্ট্রঞ্চ পালয়িষ্যন্তি নিত্যশঃ ॥ ৭৬
 নদীশ্রোতাঃসি রোৎস্ততি তোযার্থং কুলমাত্রিতাঃ
 পকান্নব্যবহারেণ বিপণন্তঃ পরম্পরম্ ॥ ৭৭
 তনুর্কর্ষেখাজারিতৈঃ সমলান্তরসমুত্তৈঃ ।
 বহুপত্যাঃ প্রজাহীনঃ কুলশীলবিবর্জিতাঃ ॥ ৭৮
 এবং ভবিষ্যন্তি তদা নরাশাধর্ম্যজীবিনঃ ।

বহুল ও অজিনাদি স্বয়ং আহরণ করত পরি-
 ধান করিবে। অনেকে স্নেহগণ সহ অরণ্যেও
 বাস করিবে। পৃথিবী তখন একবোরে শূন্য
 হইবে না; পরন্তু নানা স্থান নব নব অরণ্যে
 পূর্ণ হইবে। নরাধিপেরা রক্ষক হইয়াই
 ভক্ষক হইবে। মানবগণ তখন মধু,
 শাক, কল, মূল, মুগ, মৎস্ত, পক্ষী, স্বাপদ,
 সর্প ও কীটাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ
 করিবে। তাহারা গলিত পত্র ও কলাহারী
 হইয়া নিজেয়াই বহুল ও অজিন আহরণ
 করিয়া পরিধানপূর্বক মুনিজনের স্তায় বাস
 করিতে থাকিবে। ৬৫—৭৫। বিবিধ
 বীজ হইতে নিজেয়াই তৈলাদি স্নেহ
 পদার্থ উৎপাদন করিয়া ব্যবহার করিবে; বন
 বিচরণ হেতু নিয়ত শঙ্কু-কাষ্ঠাদি দ্বারা ক্ষত-
 বিক্ষত হইবে; ছাগ, মেঘ, খর, উষ্ট্র ইত্যাদি
 পশু পালন করিবে। জল আহরণ জন্ত
 তীরে থাকিয়া নদীসকলের স্রোত অবরোধ
 করিতে হইবে; পরস্পর পকান্নের বিনিময়
 ও ক্রয়বিক্রয় করিবে। তদানীন্তন কুলশীল-
 বর্জিত মানবগণ কেহ কেহ রোমরাজির
 স্তায় বহু সম্বতিসম্পন্ন, আবার কেহ কেহ

হীনা হীনঃ তথা ধর্ম্যঃ প্রজা সমন্ববৎস্ততি ॥ ৭৯
 আয়ুস্তত্র চ মর্ত্যানাং পরং ত্রিংশভবিষ্যতি ।
 দুর্বলা বিষয়গ্নানা জরাসৌকৈরভিপ্লুতাঃ ॥ ৮০
 ভবিষ্যন্তি তদা তেষাং রোগৈরিন্দ্রিয়সঙ্কয়ঃ ।
 আয়ুঃপ্রত্যয়সংরোধাদ্বিষয়াহুপরংস্ততে ॥ ৮১
 শুক্রমবো ভবিষ্যন্তি সাধুনাঃ দর্শনে রতাঃ ।
 সত্যঞ্চ প্রতিপৎস্ততি ব্যবহারোপসঙ্করায়ং ॥ ৯২
 ভবিষ্যন্তি চ কামানামলাভাধ্বর্ম্মশীলিনঃ ।
 করিষ্যন্তি চ সংস্কারঃ স্বয়ঞ্চ ক্ষয়শীড়িতাঃ ॥ ৮৩
 এবং শুক্রমবো দানে সত্যে প্রাণ্যভিরক্ষণে ।
 ততঃ পাদপ্রবৃত্তে তু ধর্ম্মে শ্রেয়ো নিপৎস্ততে
 তেষাং লঙ্ঘ্যমানানাং গুণেষু পরিবর্ত্ততাম্ ।
 স্বাহু কিরীতি বিজ্ঞায় ধর্ম্ম এব চ দৃশ্যতে ॥ ৮৫
 যথা হানিক্রমং প্রাপ্তাস্তথা ঋদ্ধিক্রমং গতাঃ ।
 প্রগৃহীতে ততো ধর্ম্মে প্রপশ্যন্তি কৃতঃ যুগ্ম ॥ ৮৬

বা সম্ভানহীন হইবে। সকলেই অধর্ম্মজীবী,
 ধর্ম্মহীন ও কদাচারসম্পন্ন হইয়া কোনরূপে
 জীবন যাপন করিবে। সকলেই দুর্বল,
 জরাসৌকাদি দ্বারা অভিভূত ও বিভবহীন
 হইবে। ত্রিংশৎ বর্ষের অধিক কাহারও
 আয়ু থাকিবে না। রোগদ্বারা সকলেরই
 ইন্দ্রিয়রক্তি ক্ষীণ হইবে; মৃত্যুকাল নিকট-
 বর্ত্তী বুঝিলেই বিষয়কামনা পরিহার করিবে
 এবং সাধুগণের দর্শনে ও সেবাশুশ্রূষায় রত
 হইবে; মিথ্যা ব্যবহারেও জীবিকানির্বাহ
 হয় না দেখিয়া সত্যাবলম্বন করিবে। সদা-
 চারেও কামনা পূর্ণ হয় না দেখিয়া ধাশ্বিক
 হইবে। নিজেয়া পাপদ্বারা নিত্যন্ত উৎ-
 শীড়িত হওয়ায় পুত্রাদির সংস্কার-কার্যে
 প্রবৃত্ত হইবে। ক্রমে যখন অনেকেই দান,
 দয়া ও সত্যপরায়ণ হইবে, জানিবে—তখনই
 ধর্ম্মের একপাদ প্রবৃত্ত হইবে। ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ
 প্রবৃত্তি হইলেই তাহাদের মঙ্গল ঘটিবে।
 তখন তাহারা বিবিধ কার্যের গুণাগুণ বিচার
 দ্বারা অনুমানে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে
 পারিবে; সুতরাং ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া
 যেকোন দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ক্রমে ধর্ম্মা-

সামুদ্রস্তি কৃতযুগে কথ্যে হানিরূঢ়্যতে ।
 এক এব তু কালোহয়ং হীনবর্ণো যথা শশী ॥৮৭
 ছরশ্চ তমসা সোমো যথা কলিযুগঃ তথা ।
 মুক্তশ্চ তমসা সোম এবং কৃতযুগঞ্চ তৎ ॥ ৮৮
 অর্থবাদঃ পরং ব্রহ্ম বেদার্থ ইতি তং বিদুঃ ।
 অবিকল্পমবিজ্ঞাতং দাদ্যাদ্যমিহ ধার্য্যতে ॥ ৮৯
 ইষ্টবাদস্তপো নাম তপো হি স্থবিরীকৃতঃ ।
 তপৈঃ কর্ম্মাভিনির্ভূতির্গুণাঃ শুধ্যন্তি কর্ম্মণা ॥ ৯০
 আশীষ পুরুষং দৃষ্ট্বা দেশকালানুবর্তিনী ।
 যুগে যুগে যথাকালমুযিভিঃ সমুদাহতা ॥ ৯১
 ধর্ম্মার্থকামকোপাং দেবানাঞ্চ প্রতিক্রিয়া ।
 আশিষশ্চ শিবাঃ পুণ্যান্তথৈবায়ুযুগে যুগে ॥৯২
 তথা যুগানাং পরিবর্তনানি
 চিরপ্রবৃত্তানি বিধিস্বভাবাৎ ।
 কণাং ন সন্তিষ্ঠতি জীবলোকঃ
 কয়োদয়াভ্যাং পরিবর্তমানঃ ॥ ৯৩
 ইতি ত্রিভাঙ্গে ভবিষ্যকথনমেকত্রিংশদধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩১ ॥

মুঠানে তেমনি উন্নতি লাভ করিবে ।
 ইহাই সত্যযুগ বা কৃতযুগ নামে কথিত ।
 সত্যযুগে সপাচার এবং কষায়কালে কদা-
 চার ঘটয়া থাকে । এক অখণ্ড কালই
 চত্বের ভায় তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া সত্য
 ত্রোতাদি বিভিন্ন নামে কথিত হয় । তমো-
 গুণে আচ্ছন্ন কালই কলিযুগ এবং তমোগুণ-
 মুক্ত কালই সত্যযুগ বলিয়া জ্ঞাতব্য । বেদ-
 প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের এ সকল অর্থবাদ-
 মাত্র ; বস্তুতঃ কালের তত্ত্ব অবিজ্ঞাত এবং
 অবিজ্ঞেয় । তপস্তাকে ঈষ্টবাদ বলা যায়,
 সত্যাদিগুণ দ্বারা তপস্তা স্থিরীকৃত হয় ঐ
 সকল গুণদ্বারা কল্পের নিবৃত্তি ঘটে কর্ম্মদ্বারা
 তপের শোধন হয় । ঋষিগণ যুগে যুগে দেশ-
 কালানুসারে পুরুষগণের প্রতি আশীর্বাদ
 করিয়া থাকেন, সেই মঙ্গলদায়ক পুণ্য
 আশীর্বাদেই কলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,
 মোক্ষ ও দেবগণের অমুগ্ৰহ লাভ হয় ।
 বিধাতার স্বভাববশে এই যুগপরিবর্তন

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

সর্ব্বেষামেব ভূতানাং ত্রিবিধঃ প্রতিসংকরঃ ।
 নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকোহমৃতঃ ॥
 ত্রাঙ্কো নৈমিত্তিকস্তেষাং কল্পান্তে প্রতিসংকরঃ ।
 আত্যন্তিকো বৈমোক্ষশ্চ প্রাকৃতো দ্বিপরাঙ্কিকঃ
 মুনয় উচুঃ ।
 পরাঙ্কিসংখ্যাং ভগবৎস্বমাত্মক যথোদিতাম্ ।
 দ্বিগুণীকৃত্যজ জ্ঞেয়ঃ প্রাকৃতঃ প্রতিসংকরঃ ॥ ৩
 ব্যাস উবাচ ।
 স্থানাংস্থানং দশগুণমেকৈকং গণ্যত দ্বিজাঃ ।
 ততোহষ্টাদশমে ভাগে পরাঙ্কিভিধীয়তে ॥ ৪
 পরাঙ্কিঃ দ্বিগুণঃ যন্তু প্রাকৃতঃ স লয়ো দ্বিজাঃ ।
 তদাব্যক্তেহখিলং ব্যক্তং সহেতো লয়মেতি বৈ

চিরকালই প্রবৃত্ত রহিয়াছে জীব-লোক
 কণকালও স্থির থাকে না । কয় এবং
 উদয়নিমিত্ত নিয়তই পরিবর্তিত হইয়া
 থাকে । ৭৬—২৩ ।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—সর্ব্বভূতেরই নৈমি-
 ত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক—এই তিন
 প্রকার লয় হয় । ত্রাঙ্ক কল্পান্তে যে লয়
 হয়, তাহা নৈমিত্তিক, দ্বিপরাঙ্ক বৎসরান্তে
 যে লয় হয়, তাহা প্রাকৃত; এবং মোক্ষকে
 আত্যন্তিক লয় বলা যায় । মুনিগণ কহি-
 লেন,—হে ভগবন্! আপনি যে দ্বিগুণী-
 কৃত পরাঙ্কপরিমিত কালে প্রাকৃত লয়ের
 কথা কহিলেন, সেই পরাঙ্ক সংখ্যাটী যথাযথ
 ব্যক্ত করিয়া বলুন । ব্যাস বলিলেন,—
 হে দ্বিজগণ! প্রথম সংখ্যা হইতে পর
 পর সংখ্যাকে দশগুণিত করিয়া গণনা করিলে
 অষ্টাদশপুরুষ সংখ্যা পরাঙ্ক বলিয়া উক্ত
 হয় । পরাঙ্ক সংখ্যা দ্বিগুণিত হইলেই প্রাকৃত
 লয়-কাল জানিবেন । তখন অখিলকারণ

নিমেষো মাত্ৰযো যোহয়ং মাত্ৰামাত্ৰপ্রমাণতঃ ।
 তৈঃ পঞ্চদশভিঃ কাষ্ঠা ত্ৰিংশৎকাষ্ঠাস্তথা কলা
 নাড়িকা তু প্রমাণেন কলাশ্চ দশ পঞ্চ চ ।
 উন্নানেনাস্তসঃ সা তু পলাস্তর্জত্রয়োদশ ॥ ৭
 হেমমার্ঘৈঃ কৃতচ্ছিত্রা চতুর্ভিচ্চতুরঙ্গুলৈঃ ।
 মাগধেন প্রমাণেন জলপ্রস্থস্ত স স্মৃতঃ ॥ ৮
 নাড়িকাভ্যামথ দ্বাভ্যাং মুহূর্ত্তৌ দ্বিজসন্তমাঃ ।
 অহোরাত্রঃ মুহূর্ত্তাশ্চ ত্ৰিংশমাসো দিনৈস্তথা ॥ ৯
 মাসৈর্দ্বাদশভিবর্ষমহোরাত্রস্ত তদ্বিবি ।
 ত্ৰিভিবর্ষশ্চৈবর্ষং ষষ্ঠ্যা চৈবাস্তুরদ্বিষাম্ ॥ ১০
 তৈস্ত দ্বাদশসাহস্রৈশ্চতুর্য়ুগমুদাহৃতম্ ।
 চতুর্য়ুগসহস্রস্ত কথ্যতে বন্ধগো দিনম্ ॥ ১১
 স কল্পস্তত্র মনবশ্চতুর্দশ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 তদন্তে চৈব ভো বিপ্রা ব্রহ্মনৈমিত্তিকো লয়ঃ ॥
 তস্ত স্বরূপমত্যাগং দ্বিজেন্দ্রা গদতো মম ।
 শৃণুধ্বং প্রাকৃতং ভূয়স্ততো বক্ষ্যাম্যহং লয়ম্ ॥
 চতুর্য়ুগসহস্রান্তে কৌণপ্রায়ে মহীতলে ।

অব্যক্ত ব্রহ্মেই সমগ্র জগতের লয় হইয়া থাকে। মনুষ্যগণের এক নিমেষকে মাত্রা বলা যায়। পঞ্চদশ মাত্রায় এক কাষ্ঠা ও ত্ৰিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা হয়। পঞ্চদশ কলায় এক নাড়িকা;—জলপ্রমাণে উহাই সার্দ্ধ ত্রয়োদশ পল। চতুরঙ্গুল হেমমায় দ্বারা চারিটা ছিদ্র করিলে মাগধ প্রমাণে এক নাড়িকা মধ্যে একপ্রস্থ জল ক্ষয়িত হয়। হে দ্বিজসন্তমগণ! দুই নাড়িকায় এক মুহূর্ত্ত এবং ত্ৰিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র। দ্বাদশ মাসে এক বর্ষ। উহাই দেবপরিমাণের এক অহোরাত্র। তিনশত ষষ্টি বৎসরে দেবতাগণের এক বৎসর হয়। দ্বাদশ সহস্র বর্ষে চারি যুগ হইয়া থাকে। চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন কথিত হয়। তাহারই নাম কল্প। উহাতে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! উহার অন্তে ব্রহ্মার নৈমিত্তিক লয় হয়। তাহার স্বরূপ অতি উগ্র। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! আমি তাহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। তৎপরে প্রাকৃত

অনারুষ্টিরভীবোত্রা জায়তে শতবার্ষিকী ॥ ১৪
 ততো যান্তল্পসারাগি তানি সন্ধান্তনেকশঃ ।
 ক্ষয়ঃ যান্তি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পার্শ্বিবাশ্চতিপীড়নাৎ ॥
 ততঃ স ভগবান্ কৃষ্ণে কজরূপী তথাব্যয়ঃ ।
 ক্ষয়ায় যততে কর্ত্তুমাস্ত্রস্থাঃ সকলাঃ প্রজাঃ ॥ ১৬
 ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুর্ভানোঃ সপ্তসু রশ্মিষু ।
 স্থিতঃ পিবত্যশেষাণি জনানি মুনিসন্তমাঃ ॥ ১৭
 পীড়াস্তাংসি সমস্তানি প্রাণিত্ততগতানি বৈ ।
 শোষণং নয়তি ভো বিপ্রাঃ সমস্তং পৃথিবীতলম্
 সমুদ্রান্ সরিতঃ শৈলান্ শৈলপ্রস্থবণানি চ ।
 পাতালেষু চ যতোয়ং তৎসর্গং নয়তি ক্ষয়ম্ ॥
 ততস্তত্তাপ্যভাবেন তোয়াহারোপবৃংহিতাঃ ।
 সহস্ররশ্ময়ঃ সপ্ত জায়ন্তে তত্র ভাস্করাঃ ॥ ২০
 অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ তে দীপ্তাস্ততঃ সপ্ত দিবাকরাঃ ।
 দহন্ত্যশেষং ত্রৈলোক্যং সপাতালতলং দ্বিজাঃ
 দহমানস্ত তৈর্দীপ্তৈশ্চৈলোক্যং দীপ্তভাস্করৈঃ ।
 সাদ্রিনগার্ণবাতোগং নিঃস্নেহমভিজায়তে ॥ ২২
 ততো নির্দগ্ধবৃক্ষাশু ত্রৈলোক্যমমলং দ্বিজাঃ ।

লয়ের বিবরণ কহিব। ১—১৩। চারি সহস্র যুগান্তে মহীতল কৌণপ্রায় হইলে শতবর্ষব্যাপী? অতি ঘোরতর অনারুষ্টি হইয়া থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তাহাতে অতি ক্রেশে অল্প সময়ে প্রাণিগণ বিনষ্ট হয়। তখন কজরূপী ভগবান্ অব্যয় কৃষ্ণ সকল জীব আত্মসাৎ করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হয়েন। ভগবান্ বিষ্ণু সূর্য্যের সপ্তরশ্মিতে আবিষ্ট হইয়া জগতের সেই সমগ্র জল পান করিতে থাকেন। তিনি তখন প্রাণী ও অন্তান্ত সর্বভূতগণ জল, সমগ্র পৃথিবীতল, সমুদ্র, সরিৎ, পর্বত, প্রস্থবণ, এবং পাতালতলস্থ জলরাশি—সমস্ত শোষিত করিয়া লয়েন। তখন জলাহারে পুষ্ট হইয়া বহুসহস্র রশ্মিশালী সপ্ত সূর্য্যের উদয় হয়। হে দ্বিজগণ! সেই সপ্ত দিবাকর অধঃ উর্দ্ধ সর্বদিকে প্রদীপ্ত হইয়া রসাতল সহ সমগ্র ত্রৈলোক্যের দাহ করেন। তাহাতে পর্বত সমুদ্রাদি সহ ত্রৈলোক্য শুষ্ক হইয়া থাকে। কাজেই

ভবতোষা চ বনুধা কুর্মপৃষ্ঠোপমাকৃতিঃ ॥ ২৩
 ততঃ কালাগ্নিক্রদ্রোহনৌ ভূতসর্গহরো হয়ঃ ।
 শেখাধিষাসসস্তাপাৎ পাতালানি দহত্যধঃ ॥ ২৪
 পাতালানি সমস্তানি স দধুঃ জলনো মহান্ ।
 ভূমিমভ্যোত্য সকলং দধুঃ তু বনুধাতলম্ ॥ ২৫
 ভুবো লোকঃ ততঃ সর্বঃ স্বর্গলোকঞ্চ দাক্ষণঃ ।
 জ্বালামালামহাবর্তন্তজ্জৈব পরিবর্ততে ॥ ২৬
 অধরীষমিবাভাতি ত্রৈলোক্যমখিলং তদা ।
 জ্বালাবর্তপরীবারমুপক্ষীণবলাস্ততঃ ॥ ২৭
 ততস্তাপপরীতাঃ লোকদ্বয়নিবাসিনঃ ।
 হ্রতাবকাশা গচ্ছন্তি মহলৌকং দ্বিজাস্তদা ॥ ২৮
 তস্মাদপি মহাতাপতপ্তা লোকান্ততঃ পরম্ ।
 গচ্ছন্তি জনলোকং তে দশাবুস্ত্যা পটৈরিণিঃ ॥
 ততো দধ্বা জগৎ সর্বং ক্রদ্রূপী জনাৰ্দ্দনঃ ।
 মুখনিখাসজ্ঞানোঘান করোতি মুনিসন্তমাঃ ॥ ৩০
 ততো গজকুলপ্রণাস্তড়িষন্তো নিনাদিনঃ ।
 উত্তিষ্ঠন্তি তদা ব্যোমি ঘোরঃ সংবর্তকা ঘনাঃ ॥

কেচিদগ্ননসঙ্কশাঃ কেচিৎ কুমুদসরিভাঃ ।
 ধূমবর্ণা ঘনাঃ কেচিৎ কেচিৎ পীতাঃ পয়োধরাঃ
 কেচিদ্ধরিদ্রাবর্ণাভা লাক্ষারসনিভাস্তথা ।
 কেচিদ্বেদ্যাসঙ্কশা ইন্দ্রনীলনিভাস্তথা ॥ ৩৩
 শঙ্খকুন্দনিভাশ্চাত্তে জাতীকুন্দনিভাস্তথা ।
 ইন্দ্রগোপনিভাঃ কেচিগ্ননঃ শিলানিভাস্তথা ॥ ৩৪
 পদ্মপত্রনিভাঃ কেচিহস্তিষ্ঠন্তি ঘনাঘনাঃ ।
 কেচিৎ পুরবরাকারাঃ কেচিৎ পর্বতসরিভাঃ ।
 কূটাগারনিভাশ্চাত্তে কেচিৎ স্থলনিভা ঘনাঃ ।
 মহাকায় মহারাবা পুরয়ন্তি নভস্তলম্ ॥ ৩৬
 বর্ষস্তন্তে মহানারাস্তমগ্নমতিভৈরবম্ ।
 শময়ন্ত্যখিলং বিপ্রাষ্ট্রৈলোক্যাস্তরবিস্মৃতম্ ॥ ৩৭
 নষ্টে চাগ্রো শতং তেহপি বর্ষণামধিকং ঘনাঃ
 প্রাবয়ন্তো জগৎসর্বং বর্ষন্তি মুনিসন্তমাঃ ॥ ৩৮
 ধারাভরক্ষমাত্রাভিঃ প্রাবয়িষ্যখিলাং ভুবম্ ।
 ভুবো লোকঃ তথৈবাক্ষং প্রাবয়ন্ত দিবং দ্বিজাঃ

বৃক্ষ-জ্বালাদিশূত্র ভূমণ্ডল তখন কূর্মপৃষ্ঠসদৃশ
 প্রতিভাত হয়। পরে সর্ব-সংহারকারী
 কালাগ্নি রুদ্র শেখনাগের নিখাসসস্তাপে
 প্রতপ্ত পাতালতল দাহ করিতে থাকেন।
 ক্রমে পাতাল দগ্ধ করিয়া সেই মহান অগ্নি
 ভূমণ্ডলও দগ্ধ কবিত্তে থাকেন। ভূলোক
 দগ্ধ হইলে ভুবলোক, ও তারপর স্বর্গ-
 লোকও দাহ করিয়া সেই অগ্নি অতি
 ভয়ানকরূপে জলিতে থাকেন। সেই সময়ে
 ত্রৈলোক্যমণ্ডল ভর্জ্জনপাত্রবৎ লক্ষিত হয়।
 ভূলোক ও স্বর্গলোকবাসী তেজস্বী মুনি-
 ষিরা সেই ঘোর জ্বালাবর্তপ্রভাবে নষ্টপরি-
 জন ও ক্ষীণবল হইয়া ঐ দুইলোক ছাড়িয়া
 মহলৌকে প্রস্থান করেন। হে দ্বিজগণ!
 উহার সোথানেও অতিতাপে তপ্ত হইয়া
 জনলৌকে গমন করিয়া থাকেন। হে মুনি-
 সন্তমগণ! ক্রদ্রূপী জনাৰ্দ্দন এইরূপে সমগ্র
 জগৎ দগ্ধ করিয়া মুখনিখাস হইতে মেঘের
 স্রষ্টি করেন। তখন সেই গজমুখসম মেঘ-

সকল বিদ্যাৎপ্রকাশ সহকারে ঘোর নিনাদ
 করত নভোমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলে।
 উহারাই সম্বর্তক মেঘ। ১৪—৩১। উহার কেহ
 কেহ অগ্ননসরিভ, কেহ কেহ কুমুদসম, কেহ ধূম-
 বর্ণ, কেহ পীত, কেহ হরিদ্রাবর্ণ, কেহ লাক্ষা-
 রস সদৃশ, কেহ বৈদ্যাসঙ্কশ, কেহ ইন্দ্র-
 নীলতুলা, কেহ শঙ্খবর্ণ, কেহ কুন্দসমান,
 কেহ জাতীকুমুদসমবর্ণ, কেহ ইন্দ্রগোপ-
 বর্ণ, কেহ মনঃশিলা-সদৃশ, এবং কেহ কেহ
 পদ্মপত্রনিভ। উহার কেহ মহানগরাকার,
 কেহ পর্বতসদৃশ, কেহ কূটাগার সমান,
 কেহ প্রান্তরবৎ মহাকায়। উহার গভীর
 গর্জনসহ স্থলধারায় বর্ষণ করত নভস্তল
 পরিপূরিত করিয়া সেই ত্রৈলোক্যবিস্তারী
 সুদারুণ অনল নিক্ষেপিত করিয়া ফেলে
 হে মুনিসন্তমগণ! আগ্ন নিক্ষেপ হইলেও
 তাহার শতাধিক বৎসর অক্ষপ্রমাণ স্থল-
 ধারায় বর্ষণ করিতে থাকে। তাহাতে
 ভূলোক, ভুবলোক ও স্বর্গলোকাদি অখিল
 জগৎ প্রাবিত হইয়া যায়। তখন

অঙ্ককারীকৃতে লোকে নষ্টে স্বাবরজঙ্গমে ।
বর্ধন্তি তে মহামেষা বর্ধণামধিকং শতম্ ॥৪০
ইতি ত্রিত্রিংশে সংহারলক্ষণকথনং দ্বাত্রিংশ-
দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩২ ॥

ত্রয়ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

সপ্তবিহানমাক্রমা স্থিতেহন্তসি দ্বিজোত্তমাঃ ।
একাধবং ভবত্যেতলৈলোক্যামখিলং ততঃ ॥ ১
অথ নিশাসজো বিকোবাযুস্তানজলদাস্ততঃ ।
নাশং নয়তি ভো বিপ্রা বর্ধণামধিকং শতম্ ॥২
সর্বভূতময়োহচিন্ত্যো ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
অনাদিরাদিবিশ্বস্ত গীহা বায়ুমশেষতঃ ॥ ৩
একাধবে ততস্তস্মিন শেষশয্যাস্থিতঃ প্রভুঃ ।
ব্রহ্মরূপধরঃ শেতে ভগবানাদিকৃদ্ধরিঃ ॥ ৪

স্বাবর জঙ্গম সমুদয় বিনষ্ট ও সমস্ত গাঢ়
অঙ্ককারে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এ
অবস্থায়ও সেই মেঘগণের কুষ্টির বিরাম
হয় না; তাহারা শতাধিক বর্ষ কুষ্টি করিয়া
পরে ক্ষান্ত হয়। ৩২—৪০।

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৩২

ত্রয়ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! জল-
রাশি যখন সপ্তর্ষি স্থান আক্রমণ করিয়া
অবস্থিত হইল, তখন এই নিখিল ত্রৈলোক্য
একাধবীকৃত হইয়া গেল। অনন্তর—
বিষ্ণুর নিশাসজাত বায়ু সেই জলদাবলীকে
বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। হে বিপ্রগণ! যিনি
সর্বভূতময়, ভূতভাবন, অনাদি, বিশ্বের
আদি ও অচিন্ত্য পুরুষ, সেই ভগবান্ বিষ্ণু
তৎকালে সমগ্র বায়ু পান করিয়া, সেই
একাধবসলিলে শেষশয্যায় অবস্থিত হই

লেন। অতঃ পরঃ ত্রৈলোক্যং ব্রহ্মরূপধরঃ

জনলোকগর্ভে: সিন্ধৈ: সনকাদৈর্যভিষ্টতঃ ।
ব্রহ্মলোকগর্ভে: সিন্ধৈ: চিন্ত্যমানো মুমুকুভি: ॥৫
আত্মমায়াময়ীঃ দিব্যাঃ যোগনিদ্রাঃ সমাস্থিতঃ
আত্মানং বাসুদেবাধ্যঃ চিন্তয়ন্ পরমেশ্বরঃ ॥৬
এষ নৈমিস্তিকো নাম বিপ্রেশ্বরাঃ প্রতিসংকরঃ ।
নিমিস্তঃ তত্র যচ্ছতে ব্রহ্মরূপধরো হরিঃ ॥ ৭
যদা জাগর্তি সর্বাঙ্গা স তদা চেষ্টতে জগৎ ।
নিমীলত্যেতদখিলং মায়াশয্যাশয়েহচ্যুতে ॥৮
পদ্মযোনের্দিনং যত্নু চতুর্ধুগসহস্রবৎ ।
একাধবকৃতে লোকে তাবতী রাত্রিকৃচ্যতে ॥৯
ততঃ প্রবুদ্ধো রাত্র্যন্তে পুনঃ সৃষ্টিং করোত্যজঃ
ব্রহ্মরূপধুর্গুবিষ্ণুর্থা বঃ কথিতং পুরা ॥ ১০
ইত্যেষ কল্পসংহারো হস্তর প্রলয়ো দ্বিজাঃ ।

বান্ হরি, সেই শয্যায় শয়ন করিলেন।
তখন জনলোকবাসী সিদ্ধগণ, এবং ব্রহ্ম-
লোকবাসী সনকাদি মহর্ষিগণ, তাঁহাকে স্তব
করিতে লাগিলেন। মুমুকুগণ তাঁহার ধ্যান-
ধারণায় নিরত হইলেন। এই সময়ে পর-
মেশ্বর হরি, স্বীয় আত্মাকে বাসুদেবরূপে
চিন্তা করিতে করিতে আত্মমায়াময়ী দিব্য
যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলেন। হে বিপ্রবর-
গণ! ইহারই নাম নৈমিস্তিক প্রলয়।
ব্রহ্মরূপধারী হরির যে, শেষশয্যায় শয়ন,
তাহাই ইহার নিমিস্ত। সেই সর্বাঙ্গা
যখন জাগ্রত থাকেন, তখন এই বিশ্ব বিচে-
ষ্টিত হয়; আর যখন তিনি মায়াশয্যায়
শয়ন করেন, তখন এই নিখিল বিশ্ব
নিমীলিত হয়। ব্রহ্মার দিনপরিমাণ—চতুর্ধুগ
সহস্র; তদীয় রাত্রিপরিমাণও তদনুরূপ।
জগৎ যখন একাধবীকৃত হয়, তখন ব্রহ্মার
ত্রৈরূপ পরিমাণের একটি রাত্রির অবসানেই
তিনি পুনরায় প্রবুদ্ধ হইয়া সৃষ্টি বিস্তার
করিতে থাকেন। হে বিপ্রগণ! ভগবান্
বিষ্ণুই যে, তখন ব্রহ্মরূপ ধারণ করেন,
এ কথা আপনাদিগকে পূর্বেই বলা হই-

ল। অতঃ পরঃ ত্রৈলোক্যং ব্রহ্মরূপধরঃ

নৈমিত্তিকো বঃ কথিতঃ শৃণুধ্বং প্রাকৃতং পরম্
 অবষ্ট্যগ্নাদিভিঃ সম্যক্কৃতং শ্যালয়ে দ্বিজাঃ
 সমস্তেষেব লোকেষু পাতালেঘথিলেষু চ ১২
 মহাদেবিকারস্ত বিশেষাত্ত্ব সজ্জয়ে ।
 কৃষ্ণেচ্ছাকারিতে তস্মিন্ প্রবৃত্তে প্রতিসঞ্চারে ॥
 আপো গ্রসন্তি বৈ পূর্য্যং ভূমের্গচ্ছাদিকং গুণম্
 আস্তগচ্ছা ততো ভূমিঃ প্রলয়ায় প্রকল্পতে ॥ ১৪
 প্রনষ্টে গচ্ছতন্মাত্রাভে ভবতু্যকৌ জলাশ্রিকা ।
 আপস্তদা প্রবৃত্তান্ত বেগবত্যো মহান্বনাঃ ॥ ১৫
 সৰ্ব্বমাপুরয়ন্তীদং তিষ্ঠন্তি বিচরন্তি চ ।
 সলিলেনৈবোর্ধ্বমতা লোকালোকঃ সমস্ততঃ ॥
 অপামপি গুণো যন্ত জ্যোতিষা পীয়তে তু সঃ ।
 নষ্টস্থাপঃ সূতপ্তাশ্চ রসতন্মাত্র সজ্জয়াৎ ॥ ১৭
 তত্চাপোহমৃতরসা জ্যোতিষং প্রাপ্নুবন্তি বৈ
 অগ্ন্যবস্থে তু সলিলে তেজসা সৰ্ব্বতো বৃতে ॥

নৈমিত্তিক কল্পসংহার কহিলাম । অতঃপর
 প্রাকৃত প্রলয়বার্তা শ্রবণ করুন । হে
 দ্বিজগণ! এই প্রলয়ে বৃষ্টি ব্যতীত সমস্ত
 সাগর, সমস্ত লোক ও সমস্ত পাতালতল,
 প্রবল অনলাদি দ্বারা সম্যক্ সমাবৃত্ত হয়;
 মহাদাদি বিকার সকলের সবিশেষ সংক্ষয়
 সংঘটিত হইয়া থাকে । এইরূপে কৃষ্ণের
 ইচ্ছানুসারে প্রাকৃত প্রলয় প্রবৃত্ত হয় । তখন
 প্রথমেই জলরাশি ভূমির গচ্ছ গুণ গ্রাস
 করে । ভূমি গচ্ছহীন হইয়া প্রলয়ানুগ
 হয় । গচ্ছতন্মাত্র নষ্ট হইলে পৃথিবী
 জলময় হইয়া উঠে । তখন বেগবান্ জল-
 রাশি গভীর নিধোষে সৰ্ব্বত্র প্রবাহিত
 হয় এবং এই সমস্ত হঠাৎ প্লাবিত করিয়া
 কখন স্তম্ভিত হইয়া অবস্থিত এবং কখন বা
 বিক্ষুব্ধ হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে ।
 তৎকালে লোকালোক-পৰ্ব্বত তরঙ্গায়িত
 জলরাশি দ্বারা সম্যক্ সমাহত হইয়া উঠে ।
 এই সময়ে তেজ জলের গুণ পান করে;
 তাহাতে রসতন্মাত্রের ক্ষয়নিবন্ধন জলরাশি
 সূতপ্ত হইয়া কণী হইতে থাকে । অনন্তর
 অমৃতময় জলরাশি নীত্ৰই তেজোরূপে পরি-

স চারিঃ সৰ্ব্বতো বাপ্য আদন্তে তজ্জলং তদা
 সৰ্ব্বমাপূর্য্যতে চাতিভ্রদা জগদিদং শনৈঃ ॥ ১৯
 অর্চিভিঃ সন্ততে তস্মিন্ স্থিতির্থা গূর্জমধস্তথা ।
 জ্যোতিষোহপি পরং রূপং বায়ুরন্তি প্রভাকরম্
 প্রলীনে চ ততস্তস্মিন্ বায়ুভূতে হথিলাস্মকে ।
 প্রনষ্টে রূপতন্মাত্রাভে কৃতরূপো বিভাবনুঃ ॥ ২১
 প্রশম্যতি তদা জ্যোতির্বাযুর্দোদুয়তে মহান্ ।
 নিরালোকে তদা লোকে বায়ুসংস্থে চ তেজসি
 ততঃ প্রলয়মাশাচ্চ বায়ুসম্ভবমান্বনঃ ।
 উর্দ্ধঞ্চ বায়ুস্থির্থা কু চ দোধবীতি দিশো দশ ॥
 বায়োস্তুপি গুণঃ স্পর্শমাকাশং গ্রসতে ততঃ ।
 প্রশম্যতি তদা বায়ুঃ খন্তু তিষ্ঠত্যনাবৃত্তম্ ॥ ২৪
 অরূপমরসগস্পর্শমন্ধবদমূর্ত্তিমৎ ।
 সৰ্ব্বমাপুরয়চ্চৈব স্মমহন্তং প্রকাশতে ॥ ২৫
 পরিমণ্ডলতন্তুত্ব আকাশং শব্দলক্ষণম্ ।

ণ্ড হইয়া জল অনলাবস্থায় উপনীত
 হইলে তেজোদ্বারা সমস্ত বিষ সমাবৃত্ত
 হয় । অগ্নি সৰ্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া তৎকালে
 নিঃশেষরূপে জলরাশি গ্রাস করে । এই
 নিখিল জগৎ প্রচণ্ড বহির্শিখায় সমাবৃত্ত
 হয় । তির্থাকু, উর্দ্ধ এবং অধঃ সৰ্ব্বত্রই বহি-
 শিখা বিস্তৃত হইয়া পড়ে । তখন তেজের
 পরম রূপ প্রভাকরকে বায়ু গ্রাস করিয়া
 ফেলে । ক্রমে সমস্ত তেজই তিরোহিত
 হইয়া যায় । সমস্তই বায়ুরূপ হইয়া উঠে;
 রূপতন্মাত্র প্রনষ্ট হইলে মূর্ত্তিমান্ বিভাবনু
 প্রশমিত হইয়া যায় । তৎকালে একমাত্র
 প্রবল প্রভঞ্জনই প্রবাহিত হইতে থাকে ।
 তেজ বায়ুপ্রবিষ্ট হইলে সমস্ত জগৎ তখন
 নিরালোক হইয়া উঠে । প্রলয়াবতীর্ণ বায়ু
 কর্তৃক তির্থাকু, উর্দ্ধ ও অধঃক্রমে দশদিক্
 আলোড়িত হইতে থাকে । অনন্তর আকাশ
 বায়ুর গুণ স্পর্শকে গ্রাস করে । বায়ু প্রশমিত
 হইয়া গেলে, একমাত্র অনাবৃত্ত আকাশই
 তখন অবস্থান করিতে থাকে ॥ ১১—২৪। রূপ,
 রস, স্পর্শ বা গচ্ছ কিছুই থাকে না; অমূর্ত্তিমৎ
 স্মমহৎ আকাশই কেবল সমস্ত আধারিত

শব্দমাত্রাঃ তথাকাশঃ সর্বমাবৃত্তা তিষ্ঠতি ॥২৬॥
ততঃ শব্দগুণঃ তন্ত ভূতাদিগ্রাসতে পুনঃ ।
ভূতেজ্রিয়েষু গুণপভূতানৌ সংস্থিতেষু বৈ ॥২৭॥
অভিমানাত্মকো হ্যেব ভূতাদিস্তামসঃ স্মৃতঃ ।
ভূতাদিঃ গ্রাসতে চাপি মহাবুদ্ধিবিচক্ষণা ॥ ২৮॥
উকৌ মহাংশ জগতঃ প্রাস্তেহস্তবাহতস্তথা ।
এবং সপ্তমহাবুদ্ধিঃ ক্রমাৎ প্রকৃতয়ন্তথা ॥ ২৯॥
প্রত্যাহারৈস্ত তাঃ সর্বাঃ প্রবিশন্তি পরম্পরম্
যেনেদমাবৃত্তঃ সর্বমগুম্প প্রলীয়তে ॥ ৩০॥
সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তঃ সপ্তলোকং সপর্কতম্ ।
উদকাবরণং হ্রত জ্যোতিষা পীয়তে তু তৎ ॥
জ্যোতির্ভায়ৌ লয়ং যাতি যাত্যাকাশে সমীরণঃ
আকাশশ্চৈব ভূতাদিগ্রাসতে তঃ তথা মহান ॥
মহাস্তমেতিঃ সহিতঃ প্রকৃতিগ্রাসতে দ্বিজাঃ ।
গুণসাম্যমুদ্রিক্তমন্যানঞ্চ দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ৩৩॥
প্রোচ্যতে প্রকৃতির্হেতুঃ প্রধানং কারণং পরম্

করিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে । সর্বত্র সর্ব-
দিকে একমাত্র শব্দলক্ষণ আকাশই তখন
পরিমণ্ডলক্রমে অবস্থান করে । অনন্তর
আকাশের গুণ শব্দ ভূতাদি কর্তৃক পুনরায়
গ্রস্ত হয় । ভূতাদিকে আবার মহাবুদ্ধি গ্রাস
করে । জগতের প্রাস্তে, মধ্যে ও বহির্দিকে
তখন উকৌ ও মহান বিরাজমান হইতে থাকে ।
এইরূপে ক্রমশঃ সমস্ত মহাবুদ্ধি ও সমস্ত
প্রকৃতি প্রত্যাহার পরম্পরায় পরম্পর
পরম্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় । যাহাতে
আবৃত্ত হইয়া এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সপ্ত দ্বীপ,
সপ্ত সাগর, সপ্ত লোক ও সপ্ত কুলাচল সহ
জলমধ্যে প্রলীন হয়, সেই উদকাবরণ তখন
তেজ কর্তৃক পুনরায় পীত হইয়া থাকে ।
ক্রমে তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ
ভূতাদিতে এবং ভূতাদি মহতে প্রলীন
হইয়া যায় । হে দ্বিজগণ ! অনন্তর এই
সমুদায়ের সহিত প্রকৃতি মহান্কে গ্রাস
করে এবং গুণসাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অমু-
দ্রিক্ত ও অনূনভাবে অবস্থান করিতে
থাকে । হে দ্বিজবরগণ ! ঐ প্রকৃতিই প্রধান

ইত্যেবা প্রকৃতিঃ সর্বা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ॥ ৩৪॥
ব্যক্তস্বরূপমব্যক্তে তন্তাং বিপ্রাঃ প্রলীয়তে ।
একঃ শুদ্ধোহক্ষরো নিত্যঃ সর্বব্যাপী তথা পুনঃ
সোহপ্যাংশঃ সর্বভূতস্ত দ্বিজেন্দ্রাঃ পরমাত্মনঃ ।
নশ্চন্তি সর্বা যত্রাপি নামজাত্যাদিকল্পনাঃ ॥ ৩৬॥
সত্তামাত্রাত্মকে জ্ঞেয়ে জ্ঞানাত্মাত্মনঃ পরে ।
স ব্রহ্ম তৎপরঃ ধাম পরমাত্মা পরেশ্বরঃ ॥২৭॥
স বিষ্ণুঃ সর্বমেবেদং যতো নাবর্ততে পুনঃ ।
প্রকৃতির্থা মথাত্মা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ॥ ৩৮॥
পুরুষচাপ্যভাবতো লীয়েতে পরমাত্মনি ।
পরমাত্মা চ সর্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৩৯॥
বিষ্ণুনায়া স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে ।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কৰ্ম্ম বৈদিকম্ ॥ ৪০॥
তাত্যামুতাভ্যাং পুরুষৈর্জন্মমূর্তিঃ স ইজ্যতে ।
ঋগ যজুঃসামতির্ভাগৈঃ প্রবৃত্তৈরিজ্যতে হসৌ

বা পরম কারণ নামে অভিহিত হয় । এই-
রূপে ঐ প্রকৃতি সমস্ত ব্যক্ত ও অব্যক্ত-
স্বরূপে বিরাজমানা । হে বিপ্রগণ ! তদীয়
অব্যক্তরূপে সমস্ত ব্যক্তস্বরূপই প্রলীন
হইয়া যায় । তিনিই পরমাত্মার একাধার
নিত্য শুদ্ধ সর্বব্যাপী অক্ষয় অংশস্বরূপ ।
নাম জাত প্রভৃতি নির্ঝল কল্পনা সেই
সত্তামাত্রাত্মক জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞেয় পদার্থেই
বিলয় পাইয়া থাকে । তিনি ব্রহ্ম পরম ধাম,
পরমাত্মা পরমেশ্বর এবং তিনিই বিষ্ণু ;
এই সকলই তাঁহার রূপ । তাঁহাকে পাইলে
কেহই পুনরায় আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয়
না । আমি যে ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপিণী
প্রকৃতির কথা কহিলাম, তিনি এবং পুরুষ
উভয়েই পরমাত্মায় প্রলীন হইয়া থাকেন ।
২৫—৩৯ । পরমেশ্বর পরমাত্মা সকলেরই
আধার । বেদ ও বেদান্তসমূহে তিনিই বিষ্ণু
নামে গীত হইয়া থাকেন । লোক সকল প্রবৃত্তি
ও নিবৃত্তিবিষয়ক দ্বিবিধ বৈদিক কৰ্ম্ম দ্বারা
সেই যজ্ঞমূর্তি বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকে ।
প্রবৃত্তিপথবস্তী পুরুষগণ ঋক্ যজুঃ ও সাম-
মন্ত্র দ্বারা সেই যজ্ঞমূর্তি পুরুষোত্তমের

যজ্ঞেশ্বরো যজ্ঞপুমান্ পুরুষৈঃ পুরুষোত্তমঃ ।
 জ্ঞানাত্মা জ্ঞানযোগেন জ্ঞানমূর্তিঃ স ইজাতে ॥
 নিবৃত্তৈর্ধোগমার্গৈশ্চ বিষ্ণুর্মুক্তিফলপ্রদঃ ।
 ব্রহ্মদীর্ঘপ্লুতৈর্হস্তা কিঞ্চিদস্থভিধীয়তে ॥ ৪৩
 যজ্ঞ বাচামবিষয়স্তৎসর্গঃ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ।
 ব্যক্তঃ স এবমব্যক্তঃ স এব পুরুষোহব্যয়ঃ ॥
 পরমাত্মা চ বিখ্যাতা বিশ্বরূপধরো হরিঃ ।
 ব্যক্তাব্যক্তাঙ্গিকা তস্মিন্ প্রকৃতিঃ সা বলীয়তে
 পুরুষশ্চাপি ভো বিপ্রা যন্তদব্যাকৃতাত্মনি ।
 দ্বিপরাঙ্গাঙ্গকঃ কালঃ কথিতো যো ময়া দ্বিজাঃ
 তদহস্তস্ত বিপ্রেন্দ্রা বিষ্ণোরীশস্ত কথ্যতে ।
 ব্যক্তে তু প্রকৃতৌ লীনে প্রকৃত্যাং পুরুষে তথ
 তজ্জাহ্বিতে নিশা তস্ত তৎপ্রমাণা তপোধনাঃ ।
 নৈবাহস্তস্ত চ নিশা নিত্যস্ত পরমাত্মনঃ ॥ ৪৮
 উপচারান্তথাপ্যতন্ত্বেশস্ত তু কথ্যতে ।
 ইত্যেষ মুনিশার্দ্দূলাঃ কথিতঃ প্রাকৃতো লয়ঃ ॥
 ইতি ত্রীত্রাঙ্কে প্রাকৃতলয়নিরূপণং নাম ত্রয়-
 স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩৩॥

আরাধনা করেন । নিবৃত্তিপথবর্তী যোগিগণ
 মুক্তিফলদাতা জ্ঞানমূর্তি বিষ্ণুকে জ্ঞানযোগ
 দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন । ব্রহ্ম, দীর্ঘ
 ও প্লুতক্রমে যে কিছু বস্তু অভিহিত এবং
 যাহা ব্যক্তের অবিস্মৃভূত, তৎসমস্তই
 সেই অব্যয় বিষ্ণুরূপ । তিনিই ব্যক্ত ও
 অব্যক্ত পুরুষ এবং তিনিই পরমাত্মা, বিখ্যাতা
 ও বিশ্বরূপধারী হরি । তাঁহাতেই ব্যক্ত ও
 অব্যক্ত স্বরূপ প্রকৃতি প্রলীন হইয়া থাকে ।
 হে বিপ্রগণ! অব্যাকৃত পরমাত্মায় পুরুষও
 প্রলীন হইয়া যায় । আমি যে দ্বিপরাঙ্গাঙ্গক
 কালপরিমাণ কীর্তন করিয়াছি, হে বিপ্রেন্দ্র-
 গণ! ভগবান বিষ্ণুর তাহাই একদিন বলিয়া
 কথিত । প্রকৃতিতে ব্যক্ত এবং পুরুষে
 প্রকৃতি প্রলীন হইয়া তদুভয় পরমাত্মা
 বিষ্ণুতে অবাগ্নত হইলে তদীয় দিনপার-
 মাণে এক রাজি উপস্থিত হয় । পরন্তু
 পরমাত্মা নীত্যবস্ত; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার
 রাজি দিন নাই । তাঁহার রাজি দিন কেবল

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায় ।

ব্যাস উবাচ ।

আধ্যাত্মিকাদি ভো বিপ্রা জাত্বা তাপত্রয়ং বুধঃ
 উৎপন্নজ্ঞানবৈরাগ্যঃ প্রাপ্নোত্যাত্যন্তিকং লয়ম্
 আধ্যাত্মিকোহপি দ্বিবিধঃ শারীরো মানসস্তথা
 শারীরো বহুভেদৈর্ভেদিত্ততে জ্ঞায়তাক্ সঃ ॥২
 শিরোরোগপ্রতিজ্ঞায়জ্বরশূলভগন্দরৈঃ ।
 গুল্মার্শঃশ্বয়থুশ্বাসচ্ছর্দ্যাদিভিরনেকধা ॥ ৩
 তথাক্ষিরোগাতিসারকুষ্ঠান্নাময়সংজ্ঞকৈঃ ।
 ভিত্ততে দেহজস্তাপো মানসং শ্রোতুমর্হথ ॥ ৪
 কামক্রোধভয়দেবলোভমোহবিষাদজঃ ।
 শোকান্দ্য়াবমানের্ষ্যমাৎসর্ঘ্যাভিভবস্তথা ॥ ৫
 মানসোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠান্তাপো ভবতি নৈকধা ।

উপচারিক মাত্র; হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই
 আমি প্রাকৃত প্রলয়ের বিষয় কীর্তন
 করিলাম । ৪০—৪৯ ।

ত্রয়স্ত্রিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! বুধ
 ব্যক্তি আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের বিষয়
 বিদিত হইয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্যসম্পন্ন হইলে
 আত্যন্তিক লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । শারীর
 ও মানস ভেদে আধ্যাত্মিক তাপ দ্বিবিধ;
 তন্মধ্যে শারীর বহুভেদে বিভক্ত । ইহার
 বিস্তৃত বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।
 শিরোরোগ, প্রতিজ্ঞায় জ্বর, শূল, ভগন্দর,
 গুল্ম, অর্শ, শ্বয়থু, শ্বাস, ছর্দি, অক্ষিরোগ,
 অতিসার ও কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ রোগভেদে
 শারীর তাপ বহুধা বিভিন্ন হইয়া থাকে ।
 এক্ষণে মানস তাপের বিষয় শ্রবণ করুন ।
 কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ,
 বিষাদ, শোক, অন্দ্য়া, অবমান, ঈর্ষ্যা, মাৎ-
 সর্ঘ্য ও অভিভব প্রভৃতি দ্বারা মানস তাপ

ইত্যেবংমাদিভির্ভেদৈস্তাপো হ্যাধ্যাত্মিকঃ স্মৃতঃ
মৃগপক্ষিমহুয্যাঠৈঃ পিশাচোরগরাকটৈঃ ।
সরীসৃপাটৈশ্চ নৃপাং জন্তুতে চাধিভৌতিকঃ ॥
শীতোষ্ণবাতবর্ষাসুবেদ্যাতাদিসমুদ্ভবঃ ।
তাপো দ্বিজবরশ্রেষ্ঠাঃ কথ্যতে চাধিদৈবিকঃ ॥৮
গর্ভজন্মজরাজানমৃত্যুনারকজং তথা ।
দুঃখং সহস্রশো ভেদৈভিদিদ্যতে মুনিসত্তমাঃ ॥৯
মুকুমারভগ্নগর্ভে জন্মবহুমল্যবুতে ।
উষসংবেষ্টিতো ভগ্নপৃষ্ঠগ্রীবাস্থিসংহতিঃ ॥ ১০
অত্যন্নকটুতীক্ষ্ণোষ্ণলবণৈর্ষাত্তোভোজনৈঃ ।
অতিভাপিভিরত্যর্থঃ বাধ্যমানোহতিবেদনঃ ॥
প্রসারণাকুঞ্চনাদৌ নান্ধানাং প্রভুরাঙ্কনঃ ।
শক্লন্যুদ্রমহাপঙ্কশায়ী সর্বত্র পীড়িতঃ ॥ ১২

অনেকধা বিভক্ত । এইরূপে এক আধ্যাত্মিক তাপই বহু ভিন্নরূপে নিরূপিত । মৃগ, পক্ষী, মহুয্য, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস ও সরীসৃপাদি হইতে নরগণের যে তাপ জন্মে, তাহার নাম আধিভৌতিক । শীত, উষ্ণ, বায়ু, বর্ষাজল ও বেদ্যাত্মি প্রভৃতি হইতে যে তাপ সমুদ্ভূত হয়, হে দ্বিজগণ ! তাহা আধিদৈবিক নামে কথিত । হে মুনীশ্রগণ ! গর্ভবাস, জন্ম, জরা, অজ্ঞান, মৃত্যু ও নরক-ভোগাদি-জনিত বহু দুঃখ আছে, ঐ সকল দুঃখ সহস্র সহস্র ভেদে বিভক্ত । মুকুমার-কৃতি জীব যখন বহু মল-পূর্ণ গর্ভমধ্যে বাস করিয়া উষ দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তখন তাহার পৃষ্ঠ, গ্রীবা এবং অস্থি প্রভৃতি ভগ্নাবস্থায় থাকে । জীব তখন অতি যাতনা ভোগ করে । গর্ভধারিণী যে কিছু অত্যন্ন, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও লবণাক্ত বস্তু ভোজন করেন, সেই সকলের তীব্র রস জঠরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভস্থ জীবের অত্যধিক প্রদাহ উৎপাদন করে । জীব তাহাতে একান্ত ক্লিষ্ট হইতে থাকে । সে, ঐ অবস্থায় তাহার আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রসারণ বা আকুঞ্চনাদি কিছুই করিতে পারে না । বিষ্ঠা-মূত্রময় মহাপঙ্কে তাহাকে

নিরুজ্জ্বাসঃ সচৈতন্তঃ স্মরন জয়শতান্তথ ।
আন্তে গর্ভেহতিদুঃখেন নিজকর্শ্বনিবন্ধনঃ ॥১৩
জায়মানঃ পুরীষাস্থদুঃখত্রাবিলাননঃ ।
প্রাজাপত্যেন বাতেন পীড়্যমানাস্থিবন্ধনঃ ॥১৪
অধোমুখস্তৈঃ ক্রিয়তে প্রবলেঃ স্মৃতিমাক্রতৈঃ ।
ক্রেঠৈর্নিজ্জাগ্রামাপ্রোত জঠরাগ্নাতুরাতুরঃ ॥
মূচ্ছামবাপ্য মহতীং সংস্পৃষ্টো বাহুবায়ুনা ।
বিজ্ঞানভ্রংশমাপ্রোতি জাতন্ত মুনিসত্তমাঃ ॥ ১৬
কণ্টকৈরিব তুলাঙ্গঃ ক্রকটৈরিব দারিতঃ ।
পুতিবর্ণান্নিপতিতো ধরণ্যাঃ কুমিকো যথা ॥১৭
কণ্ডুয়েনহপি চাশক্তঃ পরিবর্ত্তেহপ্যনৌষয়ঃ ।
স্তনপানাদিকাহারমবাপ্রোতি পরেচ্ছয়া ॥ ১৮

শয়ন করিতে হয় । ফলে, সে সর্ব বিষয়েই দুঃখ অনুভব করিতে থাকে ॥১—১২॥ তখন তাহার নিশ্বাস ফেলিবার উপায় থাকে না । অথচ সে চৈতন্তসম্পন্ন হইয়া তৎকালে তাহার অতীত শত শত জন্মের ঘটনাপরম্পর স্মরণ করিতে থাকে । স্বকীয় কর্শ্বনিবন্ধন জীব অতিদুঃখেই গর্ভবাসে বাস করে । পরে যখন ভূমিষ্ঠ হইবার উপক্রম হয়, তখন তাহার মুখমণ্ডল বিষ্ঠা, মূত্র, রক্ত ও রেতো দ্বারা প্রাবিত হয় । প্রাজাপত্য-বাতেন তদীয় অস্থিবন্ধন সকল পীড়িত হইতে থাকে । প্রবল স্মৃতি-মাক্রত তাহাকে অধোমুখে চালিত করে । তখন অতিকষ্টে আতুর জীব মাতৃজঠর হইতে নিজ্জান্ত হয় । সে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মূচ্ছিত হইয়া পড়ে, তখন বহির্জগতের বায়ু দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে, তদীয় জ্ঞান বিলুপ্ত হয় । হে মুনিবরগণ ! জাত জীব পুতিবর্ণ হইতে নিপতিত কুমির ন্যায় ধরাপৃষ্ঠে লুপ্তিত হইতে থাকে । তখন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন কণ্টকবিদ্ধ অথবা যেন ক্রকট-পাটিত বলিয়াই বোধ হইতে থাকে । ঐ অবস্থায় জীব গাত্রকণ্ডুয়েনও সক্ষম হয় না এবং পার্শ্বপরিবর্তন করিতেও পারে না । তখন স্তম্ভই তাহার আহার, কিন্তু সে আহারও পরের ইচ্ছায় সম্পাদিত

অশুচিশস্ত্রে স্পৃশ্যঃ কীটদংশাদিতিস্তথা ।
 ভক্ষ্যমাণোহপি নৈবৈষাং সমর্থো বিনিবারণে ॥
 জন্মদুঃখান্তনেকানি জন্মনোহনন্তরাণি চ ।
 বালভাবে যদাপ্নোতি আধিভূতাদিকানি চ ॥২০॥
 অজ্ঞানভ্রমসাচ্ছন্নো মূঢ়ান্তঃকরণো নরঃ ।
 ন জানাতি কুতঃ কোহহং কুতঃ গন্তা কিমান্বকঃ
 কেন বন্ধনবন্ধোহহং কারণং কিমকারণম্ ।
 কিং কার্য্যং কিমকার্য্যং বা কিং বাচ্যং কিং ন
 চোচ্যতে ॥ ২২
 কো ধর্ম্মঃ কশ্চ বাদর্ম্মঃ কস্মিনবর্ত্তে বৈ কথম্ ।
 কিং কর্তব্যমকর্তব্যং কিংবা কিং গুণদোষবৎ ॥
 এবং পশুসমৈর্মূঢ়ৈরজ্ঞানপ্রভবং মহৎ ।
 অবাপ্যতে নরৈরহঃখং শিগ্গোদরপরায়াণৈঃ ॥২৪॥
 অজ্ঞানং তামসো ভাবঃ কার্য্যারম্ভ প্রবৃত্তয়ঃ ।
 অজ্ঞানিনাং প্রবর্ত্তন্তে কর্ম্মলোপন্ততো দ্বিজাঃ
 নরকং কর্ম্মণাং লোপাৎ কলমাহর্ম্মহর্ম্ময়ঃ ।
 তস্মাদজ্ঞানিনাং দুঃখমিহ চামুত্র চোত্তমম্ ॥ ২৬

হয়। জীব অশুচি শয্যায় শয়ন করে, কীট এবং দংশমশকাদি তাহাকে দংশন করিলেও সে তখন তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম হয় না। এই সময় নর অজ্ঞানান্ধ-কারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাহার অন্তঃকরণ মূঢ়তায় আক্রান্ত হয়। সে তখন অতীত ও অনাগত জন্মপরা-স্মরায় বাল্যভাবে যে সকল দুঃখ ভোগ হয়, তাহার কিছুই জানিতে পারে না; কেবল বর্ত্তমান ক্লেশই অনুভব করে। নর তখন জানে না যে, কে আমি? কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, কোন বন্ধনে আমি আবদ্ধ হইয়াছি, আমার কারণ, অকারণ, কার্য্য, অকার্য্য, এবং বাচ্য ও অবাচ্যই বা কি? ধর্ম্ম কি? অধর্ম্মই বা কি? কোথায় আমি কি ভাবে থাকিব? আমার কর্তব্যই বা কি এবং তাহার গুণ ও দোষই বা কি? কলে নর বাল্য-ভাবে ইহার কিছুই জানিতে বুঝিতে পারে না। পশুপ্রায় মূঢ় নরগণ এইরূপে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া শিগ্গোদরপরায়াণ হয়

জরাজর্জরদেহশ্চ শিথিলাবয়বঃ পুমান্ ।
 বিচলচ্ছীর্ণদশনো বলিন্নায়ুশিরারূতঃ ॥ ২৭
 দূরপ্রনষ্টনয়নো ব্যোমাস্তর্গততারকঃ ।
 নাসাবিবরনির্ঘাতরোমপুঞ্জচলদ্বপুঃ ॥ ২৮
 প্রকটীভূতসর্কাস্বিনর্তপৃষ্ঠাঙ্গিসংহতিঃ ।
 উৎসন্নজঠরাগ্নিহাদন্নাহারোহন্নচেষ্টিতঃ ॥ ২৯
 রুদ্ধচণ্ড ক্রমণোখানশয়নাসনচেষ্টিতঃ ।
 মন্দীভবজ্জোত্নেনজগলন্নালাবিলাননঃ ॥ ৩০
 অনায়ত্তৈঃ সমন্তৈশ্চ করণৈর্নরগোমুখঃ ।
 তৎক্ষেণেহপান্নভূতানামম্বর্ত্তাখিলবস্ত্রনাম্ ॥ ৩১

এবং অজ্ঞানজনিত মহা দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! তামস ভাবই অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানসম্পন্ন নরগণের সমস্ত কার্য্য তামসিকভাবেই প্রবৃত্ত হয়। স্মৃত-রাং তাহাদের বৈধ কর্ম্ম লোপ পাইয়া থাকে। মহাষিগণ বলেন,—কর্ম্মলোপেই মানবদিগকে নরককল ভোগ করিতে হয়; স্মৃতরাং দেখা যায়, ইহকাল এবং পরকাল উভয়ত্রই অজ্ঞানীদিগের দুঃখ ভোগ অনিবার্য্য। ১৫—২৬। নর যখন বার্কিক্যে উপনীত হয়, তখন তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জরায় জর্জরিত হইয়া যায়; সমস্ত অবয়ব শিথিল হইয়া পড়ে, দশনরাজি লীর্ণ হইয়া নড়িতে থাকে, দেহের নানাস্থান দ্বায় ও শিরাজালে পারব্যাপ্ত হইয়া উঠে; নয়ন দূরদর্শনে অক্ষম হয়, নাসাবিবর হইতে রোমরাজি বহির্গত হয়, দেহ্যষ্টি সদাই কম্পিত হইতে থাকে; দেহের অস্থিপুঞ্জ অভিব্যক্ত হয়; পৃষ্ঠাঙ্গ নত হইয়া পড়ে; জঠরাগ্নয় অল্পতায় আহারও অল্প হয়; শারীরিক চেষ্টাও অল্প হইয়া পড়ে; গমন উত্থান, শয়ন ও উপবেশন প্রভৃতি অতীব কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে; নেত্র ও জোড়শক্তি মন্দীভূত হয়; গালিত কালাপ্রবাহে মুখ-বিবর সদাই আবিল হইয়া থাকে। ২৭—৩০। নিজের ইন্দ্রিয়গুলি তখন আর আয়ত্ত থাকে না। তখন তাহাকে মরণের

সকলদুষ্কারিতে বাক্যে সমুদ্ভূতমহাশ্রমঃ ।
 শাসকাসামগ্রায়াসমুদ্ভূতপ্রজাগরঃ ॥ ৩২
 অস্ত্রেনোখ্যাপ্যতেহস্তেন তথা সংবেত্তে জরী
 ভূত্যাঙ্গপুত্রদারানামপমানপরাকৃতঃ ॥ ৩৩
 প্রকৌণাখিলশৌচশ্চ বিহারাহারসংস্পৃহঃ ।
 হান্তঃ পরিজনস্তাপি নির্বিগ্নাশেষবান্ধবঃ ॥ ৩৪
 অমুদ্ভূতমিবাশ্মিন্ জন্মস্তাশ্মবিচেষ্টিতম্ ।
 সংস্রবন্ যৌবনে দীর্ঘং নিবসিত্যতিতাপিতঃ ॥
 এবমাদীনি হুঃখানি জরায়ামমুভূয় চ ।
 মরণে যানি হুঃখানি প্রাপ্নোতি শূণ্ড তাস্তপি ॥
 শ্লথগ্রীবাজিহ্বস্তোহথ প্রাপ্তো বেষণ্থনা নরঃ ।
 মুহুর্গানিপরংচাসৌ মুহুর্জানবলাষিতঃ ॥ ৩৭

অস্ত্র প্রস্তুত হইতে হয়। সদ্য যে বিষয়
 অমুভব করা যায়, একটু পরেই তাহার
 তখন স্মরণ থাকে না। একবার মাত্র এতটী
 কথা উচ্চারণ করিতেও তখন তাহার মহা-
 শ্রম বোধ হয়। ঐ অবস্থায় শাস ও
 আয়াস প্রত্যির অনবরত প্রকোপ-
 বশতঃ প্রায় সমস্ত রাত্রিই তাহাকে
 জাগিয়া থাকিতে হয়। জরাগ্রস্ত ব্যক্তির
 শয়ন ও উত্থান উভয় ব্যাপারেই সর্বদা
 পরের সাহায্য প্রয়োজন হয়। তখন ভৃত্য,
 পুত্র ও কলজাদির নিকট পদে পদে অব-
 মানিত হইতে হয়। তখন তাহার সমস্ত
 শৌচ ব্যাপার লোপ পায় এবং কেবল
 বিহার ও আহারেই তাহার স্পৃহা হইতে
 থাকে। প্রতিপদে পরিজনের নিকট হস্তা-
 স্পর্শ হইতে হয়। এবং সমস্ত বন্ধু-বান্ধবেরই
 নির্বেদের পাত্র হইয়া থাকিতে হয়। তৎ-
 কালে জরাজীর্ণ নর জন্মান্তরীয় ঘটনার
 স্মার্য যৌবনের কার্যগুলি স্মরণ করত অতি-
 তাপে দীর্ঘ নিবাস পরিত্যাগ করিতে থাকে।
 এইরূপে নর জরাবস্থায় হুঃখরাশি অমুভব
 করিয়া মরণ-দশায় যে সকল হুঃখ প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে, তাহাও বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।
 জরাজীর্ণ নর সর্বদাই কাম্পিত হইতে থাকে।
 তাহার গ্রীবা, অঙ্গি ও হস্ত শ্লথ হইয়া

হিরণ্যধাস্ততনয়তর্ঘ্যাতৃত্যগৃহাদিশু ।
 এতে কথং ভবিষ্যন্তীত্যতীযমমতাকুলঃ ॥ ৩৮
 মর্শ্মবিক্তির্মহারোগৈঃ ক্রকচৈরিব দাক্ষণৈঃ ।
 শরৈরিবাস্তকস্ত্রোত্রৈশ্চিন্দ্যমানাহিবন্ধনঃ ॥ ৩৯
 পরিবর্তমানতারাকিহস্তপাদং যুগ্ধঃ কিপন্ ।
 সংশয়মাণতারোষ্ঠকণ্ঠে ঘুরঘুরায়তে ॥ ৪০
 নিকঙ্ককণ্ঠকেশোহপি উদানবাসপীড়িতঃ ।
 তাপেন মহতা ব্যাণ্ডস্থবা ব্যাণ্ডস্তথা স্মৃধা ॥ ৪১
 ক্রেশাহুংক্রান্তিমাপ্নোতি ষাধ্যাকঙ্করপীড়িতঃ ।
 ততশ্চ যাতনাদেহং ক্রেশেন প্রতিপদ্যতে ॥ ৪২
 এতান্তস্থানি চোগ্রাণি হুঃখানি মরণে নৃণাম্ ।
 শৃণুধ্বং নরকে যানি প্রাপ্যস্তে পুরুষৈর্মৃতৈঃ ॥

যায়। সে বারম্বার বিবিধ গ্লানি ভোগ
 করে। এই অবস্থায় উত্তরোত্তর তাহার
 বিষয়-জ্ঞান প্রবল হইতে থাকে। তখন
 সে আপনার হিরণ্য, ধান্ত, পুত্র, কলজ,
 ভৃত্য ও গৃহাদির প্রতি একান্ত যমতাপন্ন
 হইয়া ভাবনা করে যে, এ সকল কিরূপে
 চিরস্থির হইবে? ক্রমে দাক্ষণ ক্রকচের স্তায়
 অথবা অস্ত্রকের মর্শ্মবাতী উগ্র সায়কের স্তায়
 কঠিন রোগের আক্রমণে তাহার অস্থিবন্ধন
 সকল ছিন্ন হইয়া যায়; সে মুহুর্ভুজ হস্ত-পদ
 ক্ষেপণ করিতে থাকে, তাহার চক্ষুর তারকা
 ঘূর্ণিত হয়; তালু, ওষ্ঠ ও কণ্ঠদেশ শুষ্ক হইতে
 থাকে এবং কণ্ঠ হইতে ঘুরঘুর ধ্বনি উথিত
 হয়। ৩১—৪০। সে তখন নিকঙ্ককণ্ঠ হইয়া উদান-
 বাসে পীড়িত হইতে থাকে; তাহার সর্বশরীরে
 বিষম তাপ সঞ্চারিত হয় এবং সে সেই
 অবস্থাতেই স্মৃধাকুল হইয়া উঠে। অনন্তর
 যমদূতগণের হস্তে নিপীড়িত হইয়া অতি
 ক্রেশে তদীয় প্রাণ সকল উৎক্রান্ত হয়।
 পরে অতি কষ্টে জীব যাতনাদেহ লাভ
 করে। নরগণের মরণে এই সকল এবং
 এতদ্ভিন্ন অসংখ্য কঠোর হুঃখ সকল অমুদ্ভূত
 হয়। স্বিজগণ! মৃত পুরুষেরা নরকে গিয়া
 যে সকল হুঃখ ভোগ করে, এক্ষণে তাহার
 বিয়রণ শ্রবণ করুন। পাণ্ডী পুরুষ মরণ

যাম্যকিঙ্করপাশাদিগ্রহণং দণ্ডতানম্ ।
 যমস্ত দর্শনং চোগ্রমুগ্রমার্গবিলোকনম্ ॥ ৪
 করন্তবালুকাবহ্নিযন্ত্রশস্ত্রাদিভীষণে ।
 প্রত্যেকং যাতনায়াম্ যাতনাদি দ্বিজোত্তমাঃ
 ক্রকর্টকৈঃ পীড়্যমানানাং মুষায়াঞ্চাপি ধাপ্যতাম্ ।
 কূঠারৈঃ পাটিয়মানানাং ভূমৌ চাপি নিখন্ততাম্
 শূলেদারোপ্যমাণানাং ব্যাঘ্রবজ্রে প্রবেশতাম্
 গৃধৈঃ সন্তক্যমাণানাং বীণিভিশ্চোপভূজ্যতাম্
 কথ্যতাং তৈলমধ্যে চ ক্লিদ্যতাং ক্ষারকর্দমে ।
 উচ্চান্নিপাত্যমানানাং ক্ষিপ্যতাং ক্ষেপযন্ত্রকৈঃ
 নরকে যানি দুঃখানি পাপহেতুভবানি বৈ ।
 প্রাপ্যস্তে নারকৈবিপ্রান্তেষাং সংখ্যা নবিদ্যতে
 ন কেবলং দ্বিজশ্রেষ্ঠা নরকে দুঃখপদ্ধতিঃ ।
 স্বর্গেহপি পাতভীতস্ত কয়িকোণার্মন্তি নির্বৃতিঃ
 পুনশ্চ গর্ভৌ ভবতি জায়তে চ পুনর্নরঃ ।

কালে যমকিঙ্করগণের পাশ দ্বারা নিগৃহীত
 ও দণ্ডপ্রহারে জর্জরিত হয়, মরণান্তে
 যমের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার ঘটে;
 যমপুরী যাইবার উগ্রপথ তাহার দৃষ্টি-
 পথে পতিত হয়। উত্তপ্ত বালুকা, বহ্নি,
 যন্ত্র ও শস্ত্রাদি হইতেও তাহাকে নানা
 যাতনা প্রাপ্ত হইতে হয়। মৃত পাপিগণ
 যমালয়ে গিয়া ক্রকচাঘাতে পীড়্যমান, কূঠার
 প্রহারে পাটিয়মান এবং ভূগর্ভে নিখন্যমান
 হইতে থাকে। কখন কখন তাহারা শূলে
 আরোপিত হয়, ব্যাঘ্রমুখে নিক্ষিপ্ত হয়
 এবং গৃধ কর্ভুক ভক্ষিত হইয়া থাকে।
 কখন কখন তপ্ত তৈলে প্রক্ষিপ্ত হইয়া
 বিষম যাতনা ভোগ করে, কদাচিত্ ক্ষার
 কর্দমে ক্রি় হইতে থাকে; কখন বা উর্দ্ধ
 হইতে নিপাতিত হয় এবং কোন কোন
 সময়ে ক্ষেপযন্ত্রে ক্রিপ্ত হইতে থাকে। হে
 বিপ্রবর্গ! নারকিগণ নরকে নিপীড়িত
 হইয়া যে সকল পাপজ দুঃখ প্রাপ্ত হয়, সে
 সমুদায়ের সংখ্যা করা যায় না। হে দ্বিজেশ্ব-
 রগণ! কেবল যে নরকেই দুঃখভোগ হয়,
 এরূপ নহে, স্বর্গে গিয়াও পতনশঙ্কায়

গর্ভে বিনীয়তে ভূয়ো জায়মানোহন্তমেতি চ ।
 জাতমাত্রাশ্চ জ্বিয়তে বালভাবে চ যৌবনে ।
 যদ্যৎপ্রীতিকরং পুংসাং বস্ত বিপ্রাঃ প্রজায়তে
 তদেব দুঃখবৃক্ষস্ত বীজত্বমুপগচ্ছতি ।
 কলত্রপুত্রমিত্রাদিগৃহক্ষেত্রধনাদিকৈঃ ॥ ৫৩
 ক্রিয়তে ন তথা ভূরি সুখং পুংসাং যথাসুখম্ ।
 ইতি সংসারদুঃখার্কতাপতাপিতচেতসাম্ ॥ ৫৪
 বিয়ুক্তিপাদপচ্ছায়ামৃতে কূজ সুখং নৃণাম্ ।
 তদস্ত ত্রিবিধস্তাপি দুঃখজাতস্ত পণ্ডিতৈঃ ॥ ৫৫
 গর্তজন্মজরাদ্যেযু স্থানেষু প্রভবিষ্যতঃ ।
 নিরস্তাতিশয়াহ্লাদে সুখভাবৈকলক্ষণম্ ॥ ৫৬
 ভেষজং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকা চাত্যস্তিকী মতা ।
 তস্মাত্তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কর্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্নরৈঃ ॥
 তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জানঞ্চ কৰ্ম চোক্তং দ্বিজোত্তমাঃ

কয়িকু ব্যাক্রিয় নির্বৃতিলাভ ঘটে না। নর
 স্বর্গচ্যুত হইয়া পুনরায় গর্তবাসে অবস্থান
 করে, পুনরায় জন্মিয়া থাকে এবং পুনরপি
 গর্ভে গিয়া জন্ম লয় ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়।
 লোক জন্মবামাত্র বাল্যে কিম্বা যৌবনে মৃত্যু-
 গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ!
 জীবিতাবস্থায় যে যে বস্ত পুরুষের অতি
 প্রীতিকর হয়, তাবী কালে তাহাই তাহার
 দুঃখবৃক্ষের বীজস্বরূপ হইয়া থাকে। কলত্র,
 পুত্র, মিত্র, গৃহ, ক্ষেত্র ও ধনাদি দ্বারা পুরুষের
 যত অধিক অসুখ উপন্ন হয়, আমি মনে
 করি, ঐ সমুদায় দ্বারা সুখ ততদূর হয় না।
 এইরূপে সংসারদুঃখরূপ দিবাকরের তাপে
 তাপিতচিত্ত জনগণের পক্ষে মুক্তি পাদ-
 পের ছায়া ব্যতীত কোথায় সুখ বিরা-
 জিত? অতএব গর্ত, জন্ম ও জরাদি
 ত্রিবিধ স্থানগত উল্লিখিত দুঃখত্রয়ের নিরাস
 করা পণ্ডিতগণের একান্ত কর্তব্য। নিরতি-
 শয়াহ্লাদ-বিলোপী দুঃখের উচ্ছেদ নিমিত্ত
 সুখভাবে একমাত্র উপাদান আত্মস্তিকী
 ভগবৎপ্রাপ্তিই চরম ঐশ্বর্য; সুতরাং তাহা
 পাইবার জন্ত প্রযত্ন প্রকাশ করা বিজ্ঞ নরের
 নিত্যন্তই বিধেয়। ৪১—৫৭। হে দ্বিজগণ!

আগমোখ্যং বিবেকাজ্ঞা জ্ঞানং তথোচ্যতে
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্ ।
অঙ্কং তম ইবাজ্ঞানং দৌপবচ্ছিন্নয়োস্তবম্ ॥
যথা সূর্যাস্তথা জ্ঞানং যদৈ বিপ্রা বিবেকজম্ ।
মহুরপ্যাহ বেদার্থং স্মৃহ্ন যমুনিসত্তমাঃ ॥ ৬০
তদেতচ্ছূয়তামত্র সম্বন্ধে গদতো মম ।
যে ব্রহ্মণী বেদিতব্যো শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ ॥ ৬১
শব্দব্রহ্মণি নিকৃতাঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ।
যে বিজ্ঞে বৈ বেদিতব্যো ইতি চাখরুণী ঋতিঃ
পরয়া হৃক্ষরপ্রাপ্তিঞ্চ খেদাদিময়াপরা ।
যতদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্ ॥ ৬৩
অনির্দেশমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্ ।
বিস্তং সর্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্ ॥ ৬৪
ব্যাপ্যং ব্যাপ্তং যতঃ সর্বং তদৈ পশুন্তি সুরয়ঃ
তদব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ব্যয়ং মোক্ষকাজ্জিভিঃ

সেই ঐযদি প্রাপ্তির হেতু জ্ঞান এবং কর্ম ।
তন্মধ্যে এই জ্ঞান আবার আগমোৎপন্ন ও
বিবেকজ ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া কথিত ।
আগমজ জ্ঞান শব্দব্রহ্ম এবং বিবেকজ
জ্ঞান পরমব্রহ্ম । অজ্ঞান অন্ধতমের স্তায় ;
বিবেকজ্ঞাত জ্ঞান তাহাতে সূর্য্যবৎ প্রকাশ
মান । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! বেদার্থ স্মরণ
করিয়া ভগবান্‌ মন্ত্র এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়া-
ছেন, আমার নিকট আপনারা তাহা শ্রবণ
করুন । ব্রহ্ম দ্বিবিধ বলিয়া বিজ্ঞেয় ; এক-
শব্দব্রহ্ম, অপর পরব্রহ্ম । শব্দব্রহ্মের বিষয়
বিদিত হইতে পারিলে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত
হওয়া যায় । দ্বিবিধ বিজ্ঞাই জানিতে হয়,
ইহাই আখরুণী ঋতি বটে । পর বিদ্যা
দ্বারা অপর ব্রহ্মকে লাভ করা যায় ; অপর
বিদ্যা ঋগ্বেদাদিময়ী বলিয়া বিদিত ।
যিনি অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অব্যয়,
অনির্দেশ, অরূপ, অপাণি, অপাদ, সর্বগতি,
নিত্য, ভূতযোনি, কারণ, ব্যাপ্ত, ব্যাপ্য ও
সর্বরূপ, বিবেকী বুধগণ তাঁঁকেই দর্শন
করিতে থাকেন । তিনিই পরমব্রহ্ম পরম-
ধাম ; মোক্ষকাজ্জী জনগণ তাঁঁহাকেই ধ্যান

ঋতিবাক্যোদিতং স্মৃহ্নং তদ্বিকোঃ পরমং পদম্
উৎপত্তিঃ প্রলয়কৈব ভূতানামাগতিঃ গতিম্ ॥
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবান্‌ নিতি ।
জ্ঞানশক্তিবলৈবৈবীৰ্য্যবীৰ্য্যতেজাঃশ্রুশেষতঃ ॥ ৬৭
ভগবচ্ছবদ্যচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ।
সর্বাণি তত্র ভূতানি নিবসন্তি পরাশ্রয়িণি ॥ ৬৮
ভূতেষু চ স সর্বাশ্চ বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ।
উবাচেনং মহর্ষিভ্যঃ পুরা পৃষ্টঃ প্রজ্ঞাপতিঃ ॥ ৬৯
নামব্যাখ্যামনন্তস্ত বাসুদেবস্ত তত্বতঃ ।
ভূতেষু বসতে যোহন্তর্কসন্ত্যত্র চ তানি যৎ ॥
ধাতা বিধাতা জগতাঃ বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ ।
স সর্বভূতপ্রকৃতির্গুণাংশ্চ
দোষাংশ্চ সর্কান স গুণো হতীতঃ ।
অতীতসর্কাবরণোহখিলাশ্চ
ভেনাবৃতঃ বহুব্রহ্মাস্তরালম্ ॥ ৭১

করিয়া থাকেন । ৫৮-৬৫। তিনিই ঋতি-প্রতিপা-
দিত বিষ্ণুর সেই পরমপদ, ভূতবৃন্দের উৎপত্তি,
প্রলয়, গতি ও আগতির তিনিই একমাত্র
কারণ ; বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞাসকল তিনিই
জানেন ; তিনিই ভগবান্‌ নামে কথিত হইয়া
থাকেন । জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য ও
তেজঃ প্রভৃতি ভগবন্ত্ব-প্রতিপাদক বাক্য-
সমূহের তিনিই একমাত্র বাচ্য । হেয় গুণ
তাঁহাতে একটীও নাই । সমস্ত ভূতজাতি
সেই পরমাত্মাতেই অবস্থিত এবং সেই
সর্বাশ্চ বাসুদেবও ভূতসমূহে বিরাজিত ।
পুরাকালে মহর্ষিগণ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া প্রজ্ঞা-
পতি স্বয়ং তাহাদিগকে এই তত্ত্বকথা বলিয়া-
ছিলেন । অনন্ত বাসুদেবের নাম-ব্যাখ্যাও
তাঁহার মুখে প্রকটিত হইয়াছিল । বাসুদেব
ভূতসমূহের অন্তরে বাস করেন, এবং ভূত-
গণও তাঁহাতেই অবস্থান করে । তিনিই
ধাতা, বিধাতা ও জগৎপ্রভু । তিনি সর্ব-
ভূতের প্রকৃতি ও গুণ হইয়াও সমস্ত গুণ-
দোষের অতীত ; তাঁহার কোনই আবরণ
নাই, তিনি অখিলাশ্চ ; এই বহুব্রহ্মাস্তরাল

সমস্ত কল্যাণগুণাকরো হি
 স্বশক্তিলেশাদৃতভূতসর্গঃ ।
 ইচ্ছাপ্রবৃত্তিভিত্তিকদেহঃ
 সংসারিতাশেষজগদ্ধিতোহঙ্গো ॥ ৭২
 তেজোবলৈশ্বৰ্য্যমহাবয়োঃ
 স্ববীৰ্য্যশক্ত্যাদিভূতৈকরাশিঃ ।
 পরঃ পরাণাং সকলো ন যত্র
 ক্ৰেশাদয়ঃ সন্তি পরাপরেশে ॥ ৭৩
 স ঐশ্বর্যো ব্যাটিসমষ্টিরূপো-
 হব্যাক্তস্বরূপঃ প্রকটস্বরূপঃ ।
 সৰ্বৈশ্বরঃ সৰ্বদৃক্ সৰ্ববেত্তা
 সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাদ্যঃ ॥ ৭৪
 সংজ্ঞায়তে যেন তদন্তদোষঃ
 শুদ্ধঃ পরঃ নিৰ্ম্মলমেকরূপম্ ।
 সন্দৃষ্টতে বাপ্যথ গম্যতে বা
 তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোহন্তত্বম্ ॥ ৭৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মে আত্যন্তিকলয়নিরূপণ চতুস্ত্রিঃ
 শদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩৪ ॥

ঠাহা কর্ককই আবৃত। তিনিই নিখিল
 কল্যাণ-গুণময়; ঠাহারই কণামাত্র শক্তি-
 বিকাশে ভূতবর্গ প্রকটিত; তিনি আপন
 ইচ্ছায় বিরাট দেহ পরিগ্রহ করেন। ঠাহা
 হইতেই অশেষ জগতের হিত সাধিত হয়।
 তেজ, বল ও ঐশ্বর্য্যরাশি ঠাহাতেই কেন্দ্রী-
 ভূত। বীৰ্য্য ও শক্তি প্রভৃতি গুণরাশির
 তিনিই একমাত্র আধার। তিনি পরাংপর;
 ক্ৰেশাদির লেশমাত্র ঠাহাতে নাই। তিনিই
 ব্যাটি ও সমষ্টিরূপ ঐশ্বর; তিনিই ব্যাক্ত ও
 অব্যাক্তরূপে বিরাজমান তিনি সৰ্বৈশ্বর, সৰ্ব-
 দর্শী, সৰ্ববেত্তা, সৰ্বশক্তি, পরমেশ্বর;
 ঠাহাতে কোনই দোষের লেশ নাই। তিনি
 শুদ্ধ, নিৰ্ম্মল, একরূপ; তিনিই জ্ঞেয়, দৃষ্ট ও
 গম্য। তিনিই প্রকৃত জ্ঞান, তদ্ব্যতীত আর
 সমস্তই অজ্ঞান বলিয়া কথিত। ৬৬—৭৫।

চতুস্ত্রিঃশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চত্রিঃশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

ইদানীং ক্রাহি যোগঞ্চ হুঃখসংযোগভেষজম্ ।
 যং বিদিত্বাব্যয়ং তত্র যুক্তায়াম্ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১
 ঋত্বা স বচনং তেষাং কৃকর্ষৈপায়নস্তদা ।
 অত্রবৌ পরমপ্রীতো যোগী যোগবিদাঃ বরঃ ॥
 ব্যাস উবাচ ।
 যোগং বক্ষ্যামি ভো বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং ভবনাশনম্
 যমভ্যাস্তাপ্নুয়াদ্যোগী মোক্ষং পরমদুর্লভম্ ॥ ৩
 ঋত্বাদৌ যোগশাস্ত্রাণি গুরুমারাধ্য ভক্তিতঃ ।
 ইতিহাসং পুরাণঞ্চ বেদাংশ্চৈব বিচক্ষণঃ ॥ ৪
 আহারং যোগদোষাংশ্চ দেশকালঞ্চ বুদ্ধিমান্
 জ্ঞাত্বা সমভ্যাসেদযোগং নির্ভ্রম্ভো নিম্পরিগ্রহঃ ॥
 ভুঞ্জন্ শকুং যবাগৃঞ্চ তক্রমূলকলং পয়ঃ ।
 যাবকং কণপিণ্যাকমাহারং যোগসাধনম্ ॥ ৬

পঞ্চত্রিঃশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মহর্ষে! যাহার
 প্রভাবে আমরা সেই অব্যয় পুরুষোত্তমকে
 বিদিত হইয়া ঠাহাতেই বিলীন হইতে
 পারিব, আপনি অধুনা সেই হুঃখসংযো-
 গের ভেষজস্বরূপ যোগতত্ত্ব প্রকাশ
 করিয়া বলুন। তখন সেই যোগবিদগণের
 অগ্রণী কৃকর্ষৈপায়ন বেদব্যাস তৎপ্রবণে
 পরম প্রীত হইয়া বলিলেন,—হে বিপ্রগণ!
 যাহার অভ্যাসে যোগী হইয়া পরম দুর্লভ
 মোক্ষ লাভ করা যায়, সেই ভববিনাশন
 যোগ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ
 যোগশাস্ত্র শ্রবণ ও ভক্তিপূর্ব্বক গুরু
 আরাধনা করিয়া ইতিহাস, পুরাণ ও বেদ-
 বিজ্ঞায় বিচক্ষণ হইতে হয়। তৎপরে
 আহার, যোগ-দোষ ও দেশকালাদি সম্বন্ধে
 অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বুদ্ধিমান্ সাধক নির্ভ্রম্ভ
 ও নিম্পরিগ্রহভাবে যোগাভ্যাসে নিরত হই-
 বেন এবং শকু, যবাগু, তক্র, মূল, কল,
 দুগ্ধ, যাবক ও পিণ্যাক ভোজন করিবেন।
 কেন না, যোগসাধনের পক্ষে এই সকল

ন মনোবিকলে খাতে ন জ্ঞান্তে কুধিতে তথা ।
ন হৃদয়ে ন চ মীতে চ ন চোক্ষে নানিলাসকে ॥
সশব্দে ন জলাভ্যাসে জীর্ণগোষ্ঠে চতুষ্পথে ।
সরীসৃপে অশানে চ ন নদ্যাশ্বেহগ্নিসন্নিধৌ ॥৮
ন চৈত্রে ন চ বগ্নীকে সভয়ে কুপসন্নিধৌ ।
ন শুকপর্ণনিচয়ে যোগে গুঞ্জীত কর্ণিচিৎ ॥ ৯
দেশানন্তাননাদৃত্য মৃতবাদ্যো যুনক্তি বৈ ।
প্রবক্ষ্যে তন্ত যে দোষা জায়ন্তে বিস্বকারকাঃ
বার্হিধ্যা জড়তা লোপঃ স্মৃতিবুদ্ধিমহতা ।
জরশ্চ জায়তে সদ্যস্তদ্বদজ্ঞানসম্ভবঃ ॥ ১১
তস্মাৎ সর্বাশ্বনা কার্ধ্যা রক্ষা যোগবিদা সদা ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ ॥১২
আজ্ঞমে বিজনে শুভ্রে নিঃশব্দে নির্ভয়ে নগে ।
শুভাগারে শুচৌ রম্যে চৈকান্তে দেবতালয়ে ॥
রজস্তাঃ পশ্চিমে যামে পূর্বে চ সূসমাহিতঃ ।

আহারই জ্ঞেয়কর । যেখানে মন বিকল
হয়, অগ্নিভয়ের সম্ভাবনা থাকে, জীতোকাপি
হৃদপিড়ায় উদ্বেজিত হইতে হয়, এমন স্থানে
যোগভ্যাস করিতে নাই । এতদ্ভিন্ন জল-
সন্নিগটে, শব্দসঙ্কুল স্থানে, জীর্ণ গোষ্ঠে,
চতুষ্পথে, সরীসৃপময় প্রদেশে, অশানে,
নদীমধ্যে, অগ্নিসন্নিধানে, চৈত্রে, বগ্নীক-
মুক্তিকাময় স্থানে, কুপ-সমীপে কিবা শুক-
পর্ণরাশি-পরিপূর্ণ প্রদেশে কদাচ যোগাস-
্তান কর্তব্য নহে । ১—২ । এই সকল নিষিদ্ধ
দেশের বিষয় বিবেচনা না করিয়া যে ব্যক্তি
মোহ বশতঃ তন্ত্ৰে স্থানে যোগাস্তানে
প্রবৃত্ত হয়, তাহার যোগবিষয়ক যে সকল
দোষ জন্মিয়া থাকে, বলিতেছি । নিষিদ্ধ
স্থানে যোগ করিলে সন্ত-সদ্যই, বধিরতা,
জড়তা, স্মৃতিভ্রংশ, মুকত্ব, অমৃত্যু, এবং
অজ্ঞানজাত জর উপস্থিত হয় । অতএব
যোগজ্ঞ জন সর্বদা সর্বপ্রকারে আশ্রয়কা-
করিয়া চলিবেন ; কেননা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও
মোক্ষের শরীরই একমাত্র সাক্ষী । বিজনে
আজ্ঞমে, নির্ভয় নিঃশব্দ নগপ্রদেশে, পবিত্র
রম্য শুভাগারে, নিভৃত দেবালয়ে, ব্রহ্মনীর

পূর্বোক্তে মধ্যমে চাক্ষি যুক্তাহারে জিতেন্দ্রিয়ঃ
আসীনঃ প্রাশুখে রম্য আসনে সুখনিশ্চলে ।
নাভিনীচে ন চোচ্ছ্রিতে নিম্পৃহঃ সত্যবাকুণ্ডলিঃ
যুক্তনিজো জিতক্রোধঃ সর্বভূতহিতে রতঃ ।
সর্বদৃশ্যগহো ধীরঃ সমকায়াস্তি মন্তকঃ ॥ ১৬
নাভৌ নিধায় হস্তৌ যৌ শান্তঃপদ্মাসনেস্থিতঃ
সংস্থাপ্য দৃষ্টিং নাসাগ্রে প্রাণানায়মা বাগ্‌যতঃ
সমাহত্যোস্ত্রিয়গ্রামং মনসা হৃদয়ে মূনিঃ ।
প্রণবঃ দীর্ঘমুদাম্য সংবৃতান্তঃ সুনিস্চলঃ ॥ ১৮
রজসা তমসো বৃত্তিঃ সশ্বেন রজসন্তথা ।
সহাদ্য নির্মলে শাস্ত্রে স্থিতঃ সংবৃতলোচনঃ ॥
হৃৎপদ্মকোটরে লীনঃ সর্বব্যাপি নিরঞ্জনম্ ।
গুঞ্জীত সততঃ যোগী মুক্তিদঃ পুরুষোত্তমম্ ॥২০
করণেন্দ্রিয়ভূতানি ক্লেজজ্ঞে প্রথমঃ ভ্রুসেৎ ।
ক্লেজজ্ঞশ্চ পরে যোজ্যস্ততো গুঞ্জতি যোগবিৎ
মনো যস্তাস্তমভাতি পরমাত্মনি চঞ্চলম্ ।

পূর্ব ও শেষ যামে, মধ্যাহ্নে বা পূর্বাহ্নে
কালে যুক্তাহার জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি
প্রাশুখ হইয়া নাভ্যাঙ্কিত নাভিনীচ অঞ্চল
কোমল আসনে উপবেশন করিবেন ।
তিনি নিম্পৃহ সত্যবাদী, শুচি, যুক্তনিজ,
ক্রোধজয়ী, সর্বভূতের হিতে নিরত, সমস্ত
দৃশ্যসমিহু ও ধীর হইয়া স্বীয় দেহ
অভূষি, ও মন্তক সমভাবে সংরক্ষণপূর্বক
নাভিদেবে হস্তদ্বয় স্থাপনান্তে শ্রান্তচিত্তে
পদ্মাসনে সমাসীন হইবেন । আপনার
নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন ও প্রাণায়াম করিয়া
মৌনী, জিতেন্দ্রিয় ও নিশ্চল হইয়া মুক্তি-
মুখে হৃদয় মধ্যে দীর্ঘ প্রণব উচ্চারণ
করিতে থাকিবেন । ঐ সময় নয়ন মুদ্রিত
করিয়া রজোহারা তমঃ ও রজোবৃত্তিকে সম
দ্বারা নিরোধ করত নির্মল শান্তরূপে
অবস্থান করিবেন । যোগী পুরুষ এইভাবে
ধাকিয়া হৃৎপদ্ম সর্বব্যাপী নিরঞ্জন পুরুষো-
ত্তমকে সতত ধ্যান করিতে থাকিবেন ।
১০—২০ । প্রথমে কর্ণেন্দ্রিয় সকল ক্লেজজ্ঞে
এবং ক্লেজকে পরম ভ্রমে যোজিত করিয়া

সম্যক্তা বিষয়াস্তস্মৈ যোগসিদ্ধিঃ প্রকাশিতা ॥
 যদা নিবিষয়ং চিন্তং পরে ব্রহ্মণি লীয়তে ।
 যদা যোগযুক্তস্ত তদাভ্যোতি পরং পদম্ ॥
 অসংস্কৃতং যদা চিন্তং যোগিনঃ সৰ্বকৰ্ম্মসু ।
 ভবত্যানন্দমাসাদ্য তদা নির্বাণমুচ্ছতি ॥ ২৪
 শুদ্ধং ধামত্ৰয়াভীতং তুর্যাখ্যং পুরুষোত্তমম্ ।
 প্রাপ্য যোগবলাদযোগী মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
 নিম্পৃহঃ সৰ্বকামেভ্যঃ সৰ্বত্র প্রিয়দর্শনঃ ।
 সৰ্বজ্ঞানিত্যবুদ্ধিষ্ঠ যোগী মুচ্যেত নাতৃথা ॥ ২৬
 ইন্দ্রিয়ানি ন সেবেত বৈরাগ্যেণ চ যোগবিৎ ।
 সদা চাত্যাসযোগেন মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৭
 ন চ পদ্মাসনাদযোগো ন নাসাগ্রনিরীক্ষণাৎ ।
 মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযোগো যোগ উচ্যতে ॥
 এবং যদা মুনিশ্রেষ্ঠা যোগাঃ প্রোক্তো বিমুক্তিদঃ

যোগবিৎ ব্যক্তি যোগযুক্ত হইবেন । এইরূপ
 করিতে করিতে যাহার চঞ্চল মন পরমাশ্চায়ে
 প্রলীন হয়, সেই বিষয়নিম্পৃহ যোগীরই
 যোগসিদ্ধি প্রকটিত হয় । যৎকালে নির্বিষয়
 চিন্তা পরম ব্রহ্মে লীন হয়, সমাধিময় যোগ-
 যুক্ত পুরুষ তখনই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া
 থাকেন । যোগীর চিন্তা যখন সৰ্বদা সৰ্ব
 কৰ্ম্মে অসংস্কৃত হইবে, তখনই তিনি
 পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া নির্বাণপদ লাভ
 করিবেন । যোগী যোগপ্রভাবে যৎকালে
 সেই গুণাভীত বিশুদ্ধ তুর্যাখ্য পুরুষোত্তমকে
 প্রাপ্ত হয়েন, তখনই তিনি মুক্ত হইয়া
 থাকেন । যিনি সৰ্বত্র সৰ্বকামনায় নিম্পৃহ,
 সংসারের সৰ্বব্যাপারে হাহার অনিত্য বুদ্ধি
 বিদ্যমান, তাদৃশ যোগী পুরুষই মুক্ত হইয়া
 থাকেন । যে যোগবিৎ ব্যক্তি বৈরাগ্যবশে
 ইন্দ্রিয়সেবা করেন না, সতত যোগাভ্যাস-
 কলে হাহারই মুক্তি অনিশ্চিত । পদ্মাসনে
 অবস্থান কিম্বা নাসাগ্র নিরীক্ষণ করিলেই
 যোগাভ্যাস হয় না; পরন্তু ইন্দ্রিয় ও মনের
 যে সম্যক নিরোধন, তাহাই যোগনামে
 নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । হে মুনিবরগণ । এই

সংসারমোক্ষহেতুশ্চ কিমন্তুহোতুমিচ্ছথ ॥ ২৮
 লোমহর্ষণ উবাচ ।
 ব্রহ্মা তে বচনং তস্মৈ সাধু সাধিবতি চাক্রবন্ ।
 ব্যাসং প্রশস্ত সম্পূজ্যপুনঃ প্রষ্টুং সমুদ্যতাঃ ॥
 ইতি ত্রীত্রিংশে যোগাভ্যাসনিক্রপণং পঞ্চত্রিংশ-
 দধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

ভব বক্তাক্ষিসমুত্তমমৃতং বাস্করং মুনৈ ।
 পিবতাং নো দ্বিজশ্রেষ্ঠ ন তৃপ্তিরিহ দৃশ্যতে ॥ ১
 তস্মাদযোগঃ মুনৈ ক্রহি বিস্তরেণ বিমুক্তিদম্ ।
 সাংখ্যঞ্চ দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্
 প্রজ্ঞাবান শ্রোত্রিয়ো যজ্ঞা খ্যাতঃ প্রাজ্ঞোহনন্থয়কঃ
 সত্যধর্ম্মমতিব্রহ্মণ কথং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৩

আমি ভববন্ধনের মোচন-কারণ মুক্তিপ্রদ
 যোগতত্ত্ব বলিলাম; এক্ষণে আপনারা আর
 কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? লোমহর্ষণ
 কহিলেন,—মুনিগণ বেদব্যাসকৃত সেই যোগ-
 ব্যাখ্যা শ্রবণে বারবার সাধুবাদ প্রদান করি-
 লেন এবং বক্তা ব্যাসদেবের যথেষ্ট প্রশংসা
 করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিতে সমুদ্যত
 হইলেন । ২১—২২ ।

পঞ্চত্রিংশদধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষট্‌ত্রিংশদধিকাবিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ!
 আপনার মুখরূপ সাগর-সমুত্ত বাক্যরূপ
 অমৃত পানে আমাদেরিগের তৃপ্তির পরিসামা
 হইতেছে না; অতএব হে মুনৈ! বিমুক্তি-
 দায়ক যোগবিবরণ বিস্তররূপে বলুন ।
 আর হে ব্রহ্মপদশ্রেষ্ঠ! আমরা সাংখ্য-
 জ্ঞানও শুনিতে ইচ্ছা করি হে ব্রহ্মণ!
 প্রজ্ঞাবান, যোগশীল, ধ্যানসম্পন্ন, অমৃত

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ সৰ্বভ্যাগেন মেধয়া ।

সাংখ্যে বা যদি বা যোগ এতৎপৃষ্ঠো বদন্ত নঃ
মনসশ্চৈল্লিঙ্গাণাঞ্চ যথৈকাগ্র্যমবাপ্যতে ।

যেনোপায়েন পুরুষস্তত্ত্বং ব্যাখ্যাভুমহসি ॥ ৫

ব্যাস উবাচ ।

নাস্তত্র জ্ঞানতপসোর্নাস্তত্রৈল্লিঙ্গনিগ্রহাৎ ।

নাস্তত্র সৰ্বসন্ত্যাগাৎসিদ্ধিঃ বিস্ফুটি কশ্চন ॥ ৬

মহাভূতানি সৰ্বাণি পূৰ্ণসৃষ্টিঃ স্বয়ম্ভুবাঃ ।

ভূমিষ্ঠং প্রাণভৃদগ্রামে নিবিষ্টানি শরীরিণী ॥ ৭

ভূমের্দেহো জলাৎস্নেহো জ্যোতিষশ্চক্ষুৰী মূতে
প্রাণাপানাত্ময়ো বায়ুঃ কোষ্ঠাকাশঃ শরীরিণাম্
ক্রান্তৌ বিসুৰ্বলে শত্রুঃ কোষ্ঠেহঘ্নিভোক্তু-

মিচ্ছতি ।

কর্ণয়োঃ প্রদিশঃ শ্রোত্রে জিহ্বায়াঃ বাকৃসরস্বতী

কণৌ ত্বকৃচক্ষুৰী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী ।

দশ তানোল্লিঙ্গোক্তানি দ্বারাণ্যাহারসিদ্ধয়ে ॥ ১০

হৌন, সত্যধৰ্ম্মনিষ্ঠ, শ্রোত্রিয় ব্যক্তি, তপস্বী,
ব্রহ্মচর্য্য, সৰ্বভ্যাগ, জ্ঞানালোচন, বা সাংখ্য
যোগ—এ সকলের কোনটার দ্বারা পর-
ব্রহ্ম লাভে সমর্থ হয়? পুরুষগণ যে
উপায়ে ইল্লিঙ্গগণ সহ মনের একাগ্রতা
সাধন করিতে পারে, তাহাও আপনি
ব্যাখ্যা করুন। ব্যাস কহিলেন,—জ্ঞান,
তপস্বী, ইল্লিঙ্গনিগ্রহ ও সৰ্ব পদার্থ-পরিহার,
এ সকল ব্যতীত অপর কোন উপায়ে
কেহই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না।
স্বয়ম্ভু কর্তৃক প্রথম সৃষ্টে পঞ্চ মহাভূত যাব-
তীয় প্রাণিশরীরে ভূমিষ্ঠরূপে বিদ্যমান
আছে। ভূমি হইতে দেহ, জল হইতে
স্নেহ, জ্যোতিঃ হইতে চক্ষুঃ, বায়ু হইতে
প্রাণ অপান প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু, এবং আকাশ
হইতে দেহমধ্যগত অবকাশ উৎপন্ন
হয়। গমনে বিষ্ণু, ও বলে ইন্দ্র বর্তমান।
অগ্নি উদরে থাকিয়া ভোজনেচ্ছা জন্মাইয়া
থাকেন। কর্ণে দিক্ সকল ও জিহ্বায় সর-
স্বতী অবস্থান করেন। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু
জিহ্বা, ও নাসিকা এই পাঁচটি ইল্লিঙ্গ;

শব্দস্পর্শৌ তথা রূপং রসং গন্ধঞ্চ পঞ্চমম্ ।

ইল্লিঙ্গার্থান পৃথগ্‌বিদ্যা দিল্লিঙ্গৈভ্যস্ত নিত্যদা ॥

ইল্লিঙ্গাণি মনো যুক্তেন্ত অবস্থানিব বাজিনঃ ।

মনশ্চাপি যদা যুক্তেন্ত ভূতাত্মা হৃদয়াশ্রিতঃ ॥ ১২

ইল্লিঙ্গাণাং তথৈবৈবাং সৰ্ব্বৈবামীশ্বরঃ মনঃ ।

নিয়মে চ বিসর্গে চ ভূতাত্মা মনসন্তথা ॥ ১৩

ইল্লিঙ্গাণীল্লিঙ্গার্থাশ্চ স্বভাবশ্চেতনা মনঃ ।

প্রাণাপানৌ চ জীবশ্চ নিত্যং দেহেষু দেহিনাম্

আশ্রয়ো নাস্তি সৰ্ব্বস্ত গুণশব্দো ন চেতনাঃ ।

সত্ত্বং হি চেতঃ সৃজতি ন গুণান্ বৈ কথঞ্চন ॥ ১৫

এবং সপ্তদশং দেহং রতং যোড়শতিগুণৈঃ ।

মনীষী মনসা বিপ্রাঃ পশুভ্যাত্মানমাত্মানি ॥ ১৬

ন হৃদয়ং চক্ষুৰা দৃষ্টো ন চ সৰ্ব্বৈরপীল্লিঙ্গৈঃ ।

মনসা তু প্রদীপ্তেন মহানাত্মা প্রকাশতে ॥ ১৭

অশব্দস্পর্শরূপং তচ্চারসাগন্ধমবায়ম্ ।

ইহাদিগের আহার সিদ্ধি নিমিত্ত দশটি
ছিদ্র আছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস,
গন্ধ,—এই পাঁচটি ইল্লিঙ্গের আহার্য্য বিষয়।
এই ইল্লিঙ্গার্থদিগকে ইল্লিঙ্গ হইতে পৃথক্
বলিয়া জানিবে। ১—১১। মন অবনীভূত
অশ্বের আয় ইল্লিঙ্গদিগকে নিয়ত পরি-
চালিত করে। হৃদয়স্থিত ভূতাত্মা, সেই
মনকে বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।
মনই এই ইল্লিঙ্গ সকলের ঈশ্বর। মনের
প্রয়োগ ও সংযম বিষয়ে ভূতাত্মাই কর্ত্তা।
দেহিগণের দেহে, ইল্লিঙ্গ সকল, ইল্লিঙ্গার্থ-
নিচয়, স্বভাব, চেতনা, মন, প্রাণাপান, ও
জীব,—ইহারা নিয়তই বাস করে। সৰ্ব্বের
কেহই আশ্রয় নাই;—নিজেই নিজের
আশ্রয়। ‘গুণ’ শব্দে চেতনাকে বুঝায় না।
সত্ত্ব হইতে চেতনার উদ্ভব হয়; কিন্তু
গুণোৎপত্তি হয় না। উক্ত সপ্তদশ অবয়ব-
যুক্ত দেহ যোড়শ গুণ দ্বারা সমাবৃত। মনীষী
মানব মন দ্বারা এবিধ আত্মাকে আত্মাতেই
দর্শন করিয়া থাকেন। সেই আত্মা চক্ষুর
দর্শনীয় নহেন, সৰ্ব্বৈল্লিঙ্গ সাহায্যেও তাঁহাকে
দেখিতে পাওয়া যায় না; পরন্তু প্রদীপ্ত মন

অশরীরঃ শরীরে যে নিরীক্শেত নিরিশ্রিয়ম্
 অব্যক্তঃ সৰ্বদেহেষু মৰ্ত্যেষু পরমার্চিতম্।
 যোহম্পশ্যতি স প্রেতা কল্পতে ব্রহ্মভূতঃ ॥১১
 বিদ্যাবিনয়সম্পন্নব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
 তুনি চৈব ঋপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদৰ্শিনঃ ॥১২
 স হি সৰ্বেষু ভূতেষু জন্মেষু ক্রবেষু চ।
 বসত্যেকো মহানাত্মা যেন সৰ্বমিদং ততম্ ॥১৩
 সৰ্বভূতেষু চাত্মানং সৰ্বভূতানি চাত্মনি।
 যদা পশ্যতি ভূতাত্মা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥১৪
 যাবানাত্মনি বেদাত্মা তাবানাত্মা পরাত্মনি।
 য এবং সততং বেদ সোহমৃতম্বায় কল্পতে ॥১৫
 সৰ্বভূতাত্মভূতস্ত সৰ্বভূতহিতস্ত চ।
 বেদাপি মার্গেযুহস্তি অপদম্ভ পদৈষিণঃ ॥ ১৬
 শকুন্তানামিবাকাশে মৎস্তানামিব চোদকে।
 যথা গতিৰ্ন দৃষ্টোত তথা জ্ঞানবিদ্যাং গতিঃ ॥ ১৭

দ্বারা সেই মহান আত্মা দৃষ্ট হইলেন। তিনি
 শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধের অতীত;
 অশরীরী এবং নিরিশ্রিয় হইলেও স্তায়
 শরীরে দৃষ্ট হইলেন। তিনি সৰ্বভূতেই
 অব্যক্তরূপে বর্তমান; মর্ত্যগণের তিনি
 পরমার্চনীয়। যে ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন
 করে, সে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিত জন,
 বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর,
 চণ্ডাল,—ইহাদিগের সকলকেই তুল্যরূপে
 দর্শন করেন। যিনি এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি
 করিয়াছেন, সেই এক মহান আত্মা, চরা-
 চর সৰ্বভূতেই বাস করেন। আত্মাতে
 সৰ্বভূত এবং সৰ্বভূতেই আত্মা বিরাজিত
 আছেন, যখন এই জ্ঞান জন্মে, তখন ভূতাত্মা
 ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন। জীবাত্মাতে যত
 জ্ঞানাত্মা, পরমাত্মাতেও তত আত্মাই বর্ত-
 মান। যিনি সতত এই তত্ত্ব চিন্তে ধারণ
 করেন, তিনি অমৃত প্রাপ্ত হইলেন। যিনি
 সৰ্বভূতের আত্মভূত এবং সৰ্ব পদার্থের
 হিতবিধায়ক, সেই পদহীন পরমাত্মার পদা-
 ধারণপথে দেবগণও বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন।
 ১২—১৪। আকাশে পক্ষিগণের এবং জল-

কালঃ পচতি ভূতানি সৰ্বাণ্যেবাত্মনাত্মনি।
 যন্মিহ পচ্যতে কালস্তরং বেদেহ কচ্চন ॥ ২৬
 ন তদূৰ্দ্ধ্বং ন তিৰ্য্যক্ চ নাধো ন চ পুনঃপুনঃ।
 ন মধ্যে প্রতিগৃহীতে নৈব কিঞ্চিন্ন কচ্চন ॥২৭
 সৰ্বৈ তৎস্বা ইমে লোকা বাহুমেবাঃ ন কিঞ্চন
 যদঃপ্যগ্রে সমাগচ্ছেদ যথা বাণো গুণচ্যুত ॥২৮
 নৈবাস্তং কারণস্তেষাদৃশ্যপি স্তায়নোজবঃ।
 তস্মাৎস্বস্তরং নাস্তি নাস্তি স্থলতরং তথা ॥
 সৰ্বতঃপাণিপাদং তৎসৰ্বতোক্ষিণিরোমুখম্।
 সৰ্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সৰ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৩০
 তদেবাণোরণুতরং তন্মহন্ত্যো মহন্তরম্।
 তদন্তঃ সৰ্বভূতানাং এবং তিষ্টন্ন দৃশ্যতে ॥ ৩২
 অক্ষরঞ্চ ক্ষরঞ্চৈব হেধা ভাবোহয়মান্মনঃ।
 ক্ষরঃ সৰ্বেষু ভূতেষু দিব্যঃ ভূতমক্ষরম্ ॥৩২
 নবদ্বারং পুরং কৃত্বা হংসো হি নিয়তো বশী।

মধ্যে মৎস্তগণের গতির স্থায় যোগীদিগের
 গতি বুঝিতে পারা যায় না। কাল আত্মাতে
 অবস্থিত হইয়া সৰ্বভূতকেই আত্মা দ্বারা
 পরিপাক করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই কালের
 সাহায্যে পরিণাম ঘটে, তাহার তত্ত্ব কেহই
 অবগত নহে। তিনি সৰ্বব্যাপী বলিয়া উৰ্দ্ধ,
 অধঃ, তিৰ্য্যক্, মধ্য কোন স্থলেই কিছুমাত্র
 গ্রহণ করেন না, এই লোক সকল তাঁহাতেই
 প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; ইহার বহির্ভাগে কিছুই
 নাই। তিনি অগ্রবর্তী থাকিলেও, ধ্বংস
 হইতে মুক্ত বাণের কিছা মনের স্থায় বেগ-
 গামী হইয়াও কেহই সেই কারণের স্বরূপ
 নিরূপণে সমর্থ হয় না। তদপেক্ষা স্বস্তর
 বা স্থলতর আর কিছুই নাই। তাঁহার সৰ্বত-
 পাণি, পাদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ ও কর্ণ বিদ্যমান;
 তিনি সৰ্বজগৎ আবৃত করিয়া রহিয়াছেন।
 তিনি অণু অপেক্ষা অণুতর, মহৎ অপেক্ষা
 মহন্তর; এবং সকলেরই লয়স্থান; তিনি
 স্থিরভাবে বিরাজমান আছেন; কিন্তু কেহই
 তাঁহাকে দেখিতে পায় না। এই আত্মার
 অক্ষর ও ক্ষর—এই দ্বিবিধ ভাব। ক্ষর
 আত্মা সৰ্বভূতেই আছেন, অক্ষর আত্মা

ঈদৃশঃ সৰ্বভূতন্ত স্বাবরন্ত চরন্ত চ ॥ ৩৩
হানেনাভিবিকল্পানাং নরাণাং সঞ্চয়েন চ ।
শরীরাপামজন্তাহংসন্তঃ পারদর্শিনঃ ॥ ৩৪
হংসোক্তঞ্চ কুর্যৈব কূটস্থং যন্তদকরম্ ।
তদ্বিহানদং রং প্রাপ্য জহতি প্রাণজয়নী ॥ ৩৫
ব্যাস উবাচ ।

ভবতাং পৃচ্ছতাং বিপ্রা যথাবদিত্ব তত্ত্বতঃ ।
সাধ্যাং জ্ঞানেন সংযুক্তঃ যদেতৎকীৰ্ত্তিতং ময়া
যোগকৃত্যন্ত ভো বিপ্রাঃ কীর্ত্তয়িষ্যাম্যতঃ পরম্
একম্ বুদ্ধিমনসোরিল্লিখ্যাণাঞ্চ সৰ্বশঃ ॥ ৩৭
আত্মনো ব্যাপিনো জ্ঞানং জ্ঞানমেতদন্তম্ ।
তদেতদ্রূপশাস্তেন দাস্তেনাধ্যাত্মশীলিনা ॥ ৩৮
আত্মারামেণ বুদ্ধেন বোদ্ধব্যং শুচিকৰ্ম্মণা ।
যোগদোষান্ সমুচ্ছিন্য পঞ্চ যানকবয়ো বিদুঃ ॥
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ ভয়ং স্বপ্নঞ্চ পঞ্চমম্ ।
ক্রোধঃ শমনে জয়তি কামঃ সঙ্কল্পবৰ্জনাৎ ॥ ৪০
সঙ্কলংসেবনাকীরো নিজাধুচ্ছেদুর্মহতি

পরমাশ্চর্য্য এবং মুক্তিহেতু । হংসসংজ্ঞক
কর আত্মা নবদ্বার পুরমধ্যে নিয়ত বাস
করেন । তিনি স্বাবর ও জঙ্গম সৰ্বভূতেরই
হানি ও সঞ্চয় সাধন করেন বনিয়া পার-
দর্শীরা সেই অজ্ঞ আত্মাকে হংস শব্দে
অভিহিত করেন । কর-পুরুষ—হংস, অকর
পুরুষ—কূটস্থ । এই কূটস্থকে জানিতে
পারিলে জন্ম-মরণ হইতে অব্যাহতি লাভ
ঘটে । ২৫—৩৫ । ব্যাস বলিলেন,—হে
বিপ্রগণ ! আপনাদিগের প্রব্রাহ্মসারে এই
আমি জ্ঞানসংযুক্ত সাংখ্য, যথাবৎ বর্ণন
করিলাম । অতঃপর যোগকৃত্য কীর্ত্তন করি-
তেছি । মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, এবং সৰ্বব্যাপী
আত্মার একমু জ্ঞানই অমূল্য জ্ঞান । উপ-
শান্ত, দান্ত, অধ্যাত্মাত্মশীলনকারী, আত্মা-
রাম, প্রবুদ্ধ, সংকর্ষাভূতায়ী, ব্যক্তি পঞ্চবিধ
যোগদোষের উচ্ছেদ করিয়া ইহাকে অবগত
হইবে । যোগদোষ পাঁচটি যথা,—কাম,
ক্রোধ, লোভ, ভয়, ও নিজা । শম দ্বারা
ক্রোধ, সঙ্কল্পবৰ্জন দ্বারা কাম ও সবসেবা

দ্বারা শিস্তোদয়ং রক্ষেৎ পাণিপাদঞ্চ চক্ষুশা ॥ ৪১
চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ মনসা মনো বাচঞ্চ কৰ্ম্মণা ।
অপ্রমাদান্তম্ জহাদন্তঃ প্রাজ্ঞোপসেবনাৎ ॥
এবমেতান্ যোগদোষান্ জয়েন্নিত্যমতশ্চিতঃ ।
অগ্নীংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাথ দেবতাঃ প্রণমেৎ সদা ॥
বৰ্জ্জয়েদ্ধৃকতাং বাচং হিংসায়ুক্তাং মনোভুগাম্ ।
ব্রহ্মতেজোময়ং শুক্রং যন্ত সৰ্বমিদং জগৎ ॥
এতন্ত ভূতভূতন্ত দৃষ্টং স্বাবরজঙ্গমম্ ।
ধ্যানমধ্যয়নং দানং সত্যং হ্রীর্জবৎ কমা ॥ ৪৭
শৌচকৈবাত্মনঃ শুদ্ধিরিল্লিখ্যাণাঞ্চ নিগ্রহঃ ।
এতৈর্বিবৰ্জিতে ভেজঃ পাপ্যানং চাপকর্ষিত ॥ ৪৬
সমঃ সৰ্বেষু ভূতেষু লভ্যাগলভ্যেন বর্তয়ন ।
ভূতপাপ্যা তু তেজস্বী লকাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
কামক্রোধৌ বশে কৃত্বা নিষেবেদ ব্রহ্মণঃ পদম্
মনসশ্চেল্লিখ্যাণাঞ্চ কুত্বেকাগ্র্যঃ সমাহিতঃ ॥ ৪৮
পূর্বরাত্রে পরার্দ্ধে চ ধারয়েন্ন আত্মনঃ ।
জন্তোঃ পঞ্চেন্দ্রিয়স্তান্ত যদ্যেকং ক্লিন্নমিল্লিয়ম্

দ্বারা নিজা জয় করিতে হয় । ধৈর্য্যদ্বারা
শিশ্ন ও উদর, চক্ষুদ্বারা পাণি ও পাদ,
মনদ্বারা চক্ষু ও কর্ণ এবং কৰ্ম্ম দ্বারা মন ও
বাক্য জয় করিবে । অপ্রমাদ দ্বারা ভয় ও
বিজ্ঞজনসঙ্গ দ্বারা দন্ত জয় করা কর্তব্য ।
নিয়ত এই প্রকারে যোগদোষ সকল জয়
করিয়া অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও দেবতাদিগকে সতত
প্রণতি করিবে । হিংসাত্মক প্রতিকূল উদ্ধত
বাক্য বৰ্জন করিবে । যিনি এই স্বাবর-
জঙ্গম ভূতবৃন্দের হেতুভূত, শুক্র সেই ব্রহ্মের
তেজোময় । ধ্যান, অধ্যয়ন, দান, সত্য,
লজ্জা, সরলতা, কমা, শৌচ, আত্মশুদ্ধি,
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ,—এ সকল দ্বারা তেজোরুদ্ধি হয়
এবং পাপ নাশ হইয়া থাকে । লাভালাভেও
সৰ্বভূতেই সম ব্যবহার সহকারে যথাশ্রান্ত
আহার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত যোগী
ব্যক্তি নিম্পাপ ও জিতেন্দ্রিয় হইবে এবং
কাম, ক্রোধ বশীভূত করিয়া ব্রহ্ম পদের
সেবা করিবে । সমাহিত ব্যক্তি মন ও
ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা সহকারে পূর্বরাত্রে

ততোহস্ত শ্রবতি প্রজা গিরে: পালাদিবোধকম্
 মনস: পূৰ্ব্বমাদদ্যাৎ কৃশ্ণাণামিব মৎস্তহা ॥ ৫০
 তত: শ্রোত্র: ততশ্চক্ষুর্জিহ্বা ভ্রাণঞ্চ যোগবিৎ ।
 তত এভানি সংযম্য মনসি স্থাপয়েদ্ যদি ॥ ৫১
 তথৈবাপোহ সঙ্কল্পান্ননো হ্যাত্মনি ধারয়েৎ ।
 পঞ্চেন্দ্রিয়াণি মনসি হৃদি সংস্থাপয়েদ্ যদি ॥ ৫২
 যদেতাশ্চবতিষ্ঠন্তে মন:বৰ্ণানি চাত্মনি ।
 প্রসীদন্তি চ সংস্থায়ান্তদা ব্রহ্ম প্রকাশতে ॥ ৫৩
 বিধুম্ ইব দীপ্তাচিরাদিত্য ইব দীপ্তিমান্ ।
 বৈদ্যাতোহগ্নিরিবাকাশে পশুন্ত্যাত্মনাত্মনি ॥
 সৰ্বং তত্র তু সৰ্বত্র ব্যাপকত্বাচ্চ দৃশ্যতে ।
 তং পশুন্তি মহাত্মানো ব্রাহ্মণা য়ে মনৌষিণ: ॥ ৫৪
 ধৃতিমন্তো মহাপ্রাজ্ঞা: সৰ্বভূতহিতে রতা: ।
 এবং পরিমিতং কালমাচরন্ সংশিতব্রত: ॥ ৫৫
 আসীনো হি রহস্ত্র্যকো গচ্ছেদক্ষরসাম্যতাম্

কিছা শেষরাত্রে আত্মাতে মনোধারণা
 করিবে। প্রাণিগণের পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে
 যদি কোন এক ইন্দ্রিয় ক্লিন্ন হয়, তাহা হইলে
 পূৰ্ব্বতের পাদভাগ হইতে জলের স্রায় প্রজা
 করিত হইয়া থাকে। অতএব যোগবিদ
 ব্যক্তি কুর্ষের অঙ্গসমূহের স্রায় চক্ষু, কণ,
 নাসিকা, জিহ্বা, এ সকলের সংযম করিয়া
 মনে স্থাপন করিবে; পরে সঙ্কল্প সকল
 পরিহারপূর্বক মনকে আত্মাতে নিবেশিত
 করিবে। মনেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়বৃদ্ধি বিলীন করিয়া
 তাহাকে হৃদয়ে স্থাপন করিবে। পঞ্চ-
 ইন্দ্রিয় সহ মন যখন আত্মাতে অবস্থিত
 হয়, এবং স্বীয় ভাবেই প্রসন্ন থাকে, তখন
 ব্রহ্মের প্রকাশ হইয়া উঠে ১৩৬—৫৩। যোগী
 তখন হৃদয়ে ধুমহীন অগ্নি, আকাশস্থ
 আদিত্য ও বিদ্যুৎ-সম দীপ্তিমান আত্মাকে
 আত্মাতেই দর্শন করিয়া থাকেন। ব্যাপ-
 কত্ব হেতু সেই আত্মাতে সৰ্বত্র সৰ্ব
 পদার্থ দৃষ্ট হয়। ধৃতিমান, মহাপ্রাজ্ঞ,
 সৰ্বভূতহিতে রত, মহাত্মা, মনৌষী ব্রাহ্মণ-
 গণ তাঁহাকে দেখিতে পান। সংশিত-
 ব্রত যোগী নিৰ্জনে একাকী অবস্থান-

প্রমোহো ভ্রম আবর্তো ভ্রাণঃ শ্রবণদর্শনে ॥ ৫৭
 অদ্ভুতানি রস: স্পর্শ: শীতোষ্ণমাক্রান্তাকৃতি: ।
 প্রতিভারূপসর্গাশ্চ প্রতিসংগৃহ যোগত: ॥ ৫৮
 তান্তস্তব্ধবিদনাদৃত্য সাম্যোন্মৈব নিবর্তয়েৎ ।
 কুধ্যাৎপরিচয়: যোগে জৈলোক্যে নিয়তো মুনি:
 গিরিশৃঙ্গে তথা চৈতেষু বৃক্ষমূলেষু যোজয়েৎ ।
 সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং কোঠে ভাণ্ডমনা ইব ॥ ৬০
 একাগ্রং চিন্তয়েন্নিত্যং যোগারোহিণীতে মন:
 যেনোপায়েন শক্যেত নিয়ন্তং চঞ্চলং মন: ॥ ৬১
 তত্র যুক্তো নিষেবেত ন চৈব বিচলেন্তত: ।
 শৃঙ্গাগারাণি চৈকাগ্রো নিবাসার্থরূপক্রমেৎ ॥ ৬২
 নাতিব্রজেৎপয়ং বাচা কর্মণা মনসাপি বা ।
 উপেক্শকো যতাহারো লজ্জালকসমো ভবেৎ ॥
 যশ্চৈনযতিনন্দেত যশ্চৈনমতিবাদয়েৎ ।
 সমস্তয়োশ্চাপ্যভয়োর্নাতিধ্যায়েক্ষুভাণ্ডভম্ ॥ ৬৪

পূর্বক পরিমিত কাল এইরূপ আচরণ
 করিলে অক্ষর পুরুষে বিলীন হইয়া
 থাকেন। যোগপ্রভাবে মোহ, ভ্রম, জড়তা,
 অদ্ভুত বিষয়ের ভ্রাণ, শ্রবণ ও দর্শন,
 আশ্চর্য্য শীতোষ্ণ মাক্রান্তাঙ্গ স্পর্শ, অদ্ভুত
 প্রতিভা, এবং অস্ত্র নানা উপসর্গ—এ
 সকল উপেক্ষা করিয়া সমজ্ঞান দ্বারাই
 নিবর্তিত করিবেন। জৈলোক্যের যাব-
 তীয় পদার্থে নিম্পৃহ হইয়া মুনি ব্যক্তি
 ইন্দ্রিয়গ্রামের নিয়ন্ত্রণপূর্বক গিরিশৃঙ্গ, চৈত্য-
 তরু ও বৃক্ষমূলাদি স্থলে বসিয়া একাগ্রমনে
 প্রতিদিন চিন্তা করিবেন। তিনি নিজ উদর-
 কেই পাত্র বলিয়া মনে করিবেন। যোগদ্বারা
 মনের উদ্বিগ্ন শান্তি হয়। চঞ্চল মন যে
 উপায়ে স্থির হয়, মনোযোগ সহকারে তাহা-
 রই সেবা করিবেন; উহাতে চঞ্চল হইবেন
 না। একাগ্রচেতা যোগী শৃঙ্গাগার সকল
 নিবাসার্থ আশ্রয় করিবেন; কর্ম, মন ও বাক্য
 দ্বারা অপরের উদ্বিগ্ন জন্মাইবেন না। সকল
 বিষয়েই উপেক্ষা করিবেন; লাভে অলাভে
 সমান বোধ করিবেন। কেহ অভিনন্দন দ্বা

ন প্রকৃত্যেত লাত্তেবু নালাত্তেবু চ চিত্তয়েৎ ।
 সমঃ সৰ্ব্বেষু ভূতেষু সধৰ্ম্মা মাতরিশ্বনঃ ॥ ৬৫
 এবং স্বহৃদ্বান্নঃ সাধোঃ সৰ্ব্বত্র সমদর্শিনঃ ।
 যগাসারিত্যধুজন্ত শব্দব্রহ্মাতিবৰ্জতে ॥ ৬৬
 বেদনার্জান্ পরান্ দৃষ্ট্বা সমলোষ্টাশ্চকাঞ্চনঃ ।
 এবস্ত নিরতো মার্গঃ বিরমের বিমোহিতঃ ॥ ৬৭
 অপি বর্ণাবরুটন্ত নারী বা ধৰ্ম্মকাজ্জিনী ।
 তাবপ্যেতেন মার্গেণ গচ্ছেতাং পুণ্যমায়ং গতিম্
 অজ্ঞং পুণ্যমজ্ঞয়ঃ সনাতনঃ
 বমিত্রিয়াতিগমগোচরঃ বিজ্ঞাঃ ।
 অবৈক্য চেমাং পরমেষ্ঠিসাম্যতাং
 প্রয়াস্ত্যানাবুত্তিগতিং মনোযিণঃ ॥ ৬৯
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে সাংখ্যযোগনিরূপণঃ সট্ট-
 ত্রিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩৬ ॥

নিদ্ধা করিলেও তাহাদিগের প্রতি সমভাব
 থাকিবেন, কাহারও শুভাশুভ কামনা করি-
 বেন না ॥ ৬৪—৬৪ ॥ লাভে হুই, বা অলাভে
 হুখিত হইবেন না। বায়বৎ সৰ্ব্বজীবেই
 সমব্যবহারী হইবেন। এইরূপ সুস্থান্ধা,
 সৰ্ব্বত্র সমদর্শী ও নিত্য যোগযুক্ত সাধুব্যক্তির
 ছয়মাসেই শব্দব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। সাধু জন
 লোষ্ট্রে ও কাঞ্চনে সম জ্ঞান করিবেন; পরের
 ক্রেশ দেখিয়াও হুখিত হইবেন না। এই
 ভাবে যোগাভ্যাস করিতে থাকিবেন; কদাচ
 বিরত হইবেন না। ধৰ্ম্মকাজ্জিনী রমণী বা
 শূদ্র ব্যক্তিও এইরূপ যোগপথাবলম্বনে
 পরম গতি লাভ করিতে পারে। হে
 বিজ্ঞগণ! মনীষী মানব এই যোগপথাব-
 লম্বনে অজ্ঞ, পুণ্য, অজ্ঞয়, সনাতন,
 ইন্দ্রিয়াভীত পরম পুরুষকে দর্শন করিয়া
 যাহা হইতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিতে
 হয় না, সেই পরমেষ্ঠিসাম্যতা প্রাপ্ত
 করেন ॥ ৬৫—৬৯ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

সপ্তত্রিংশদধিকবিশততমোহধ্যায় ।

মুনয় উচুঃ ।

যদ্যেবং বেদবচনং কুরু কৰ্ম্ম ত্যজ্যেতি চ ।
 কাং দিশং বিদ্যায়া যাস্তি কাঞ্চ গচ্ছন্তি কৰ্ম্মণা ॥
 এতদৈ শ্রোতুমিচ্ছামস্তত্ত্বান্ প্রব্রবীতু নঃ ।
 এতদত্তোত্তবৈরূপ্যং বৰ্জতে প্রতিকূলতঃ ॥ ২
 ব্যাস উবাচ ।
 শৃণুধ্বং মুনিশাঙ্গীলা যৎপুচ্ছধ্বং সমাসতঃ ।
 কৰ্ম্মবিদ্যাময়ো চোভো ব্যাখ্যান্তামি কব্রাকরৌ
 যাং দিশং বিদ্যায়া যাস্তি যাং গচ্ছন্তি চ কৰ্ম্মণা ।
 শৃণুধ্বং সাম্প্রতং বিপ্রা গহনং হেতুহস্তরম্ ॥ ৪
 অস্তি ধৰ্ম্ম ইতি যুক্তং নাস্তি তত্রৈব যো বদেৎ
 যক্ষস্ত সাদৃশ্যমিদং যক্ষস্তেদং ভবেদথ ॥ ৫

সপ্তত্রিংশদধিকবিশততম অধ্যায় ।

মুনীগণ বলিলেন,—“কৰ্ম্ম কর” এবং
 “কৰ্ম্ম ত্যাগ কর” এই উভয়বিধই বেদবচন
 আছে। এই দুই পরস্পর প্রতিকূল বিধির
 তাৎপর্য কি? কৰ্ম্মদ্বারাই বা কোন্ গতি
 লাভ হয়? আর বিজ্ঞা দ্বারাই বা কি হয়?
 আমরা ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ব্যাস
 বলিলেন,—হে মুনিশাঙ্গীলগণ! আপনারা
 যাহা জিজ্ঞাসিতেছেন, শ্রবণ করুন। কৰ্ম্ম ও
 অকৰ্ম্ম—ইহারা কৰ্ম্মময় ও বিদ্যাময়। আমি
 ইহার ব্যাখ্যা করিতেছি। হে বিপ্রগণ!
 বিজ্ঞাদ্বারা ও কৰ্ম্মদ্বারা যে যে গতি হয়,
 সম্প্রতি তাহাই শুনুন। ইহার উত্তর অতীব
 তুর্জ্জয়। “ধৰ্ম্ম আছে” একথা যে বলে,
 আর “ধৰ্ম্ম নাই” একথাও যে ব্যক্তি বলে,
 এই উভয়ের উক্তিই সত্য; “ইহা যক্ষের
 সদৃশ” আর “ইহা যক্ষের” এই দুই কথারই
 যেমন “যক্ষসদৃশীয়” এ অর্থটী প্রতিপাদিত
 হয়; তেমনি “ধৰ্ম্ম আছে” আর “ধৰ্ম্ম নাই”
 এই দুই বাক্যও ধৰ্ম্মের সত্তা স্বীকার হইয়া
 থাকে।—ধৰ্ম্ম নাই বলিলে প্রথমতঃ ধৰ্ম্মের
 অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া তার পর উহার
 নিষেধ করা হয়; ‘নাই’ বলিলে অব্যক্ত

দ্বাবিধাবধ পন্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
 প্রবৃত্তিলক্ষণে ধর্মো নিবৃত্তো বা বিভাবিতঃ ॥
 কর্মণা বধ্যতে জন্তুবিদ্যায়া চ বিমূঢ়াতে ।
 তস্মাৎ কর্ম ন কুর্ন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥ ৭
 কর্মণা জায়তে প্রেত্য মূর্তিমান্ বোড়শাশ্বকঃ ।
 বিদ্যায়া জায়তে নিত্যমব্যাক্তং হৃৎকরাশ্বকম্ ॥
 কর্ম ত্বেকে প্রশংসন্তি স্বল্পবুদ্ধিরতা নরাঃ ।
 তেন তে দেহজালেন রময়ন্ত উপাসতে ॥ ৯
 যে তু বুদ্ধিঃ পরাঃ প্রাপ্তা ধর্মেনৈপুণ্যদর্শিনঃ ।
 ন তে কর্ম প্রশংসন্তি কুপং নদ্যাং পিবন্তি ॥ ১০
 কর্মণাং কলমাপ্নোতি সুখতুঃখে ভবাতবো ।
 বিদ্যায়া তদবাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ১১
 ন জিয়তে যত্র গত্বা যত্র গত্বা ন জায়তে ।
 ন জীর্ঘ্যতে যত্র গত্বা যত্র গত্বা ন বর্জ্যতে ॥ ১২
 যত্র তদ্ব্রহ্ম পরমমব্যাক্তমচলং ধ্রুবম্ ।

অবস্থা বুঝায়; পরন্তু “আকাশকুসুম”
 প্রভৃতির জ্ঞায় অসত্তা বুঝায় না।—যাহা
 অব্যাক্ত, কোন কালে তাহা অবশ্যই ব্যক্ত
 ছিল বা হইবে; ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।
 প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ—ধর্মের এই
 দ্বিবিধ পথ; এই দুই পথেই বেদ সকল
 প্রতিষ্ঠিত আছে। কর্ম দ্বারা জীবগণ বদ্ধ
 হয়, বিদ্যা দ্বারা মুক্তি লাভ করে। এ
 নিমিত্ত পারদর্শী যতিগণ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন
 না। কর্ম করিলে বোড়শাবয়বযুক্ত হইয়া
 জন্মগ্রহণ করিতে হয়; বিদ্যা দ্বারা নিত্য
 অকরম প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অল্পবুদ্ধি
 নরগণ কর্ম্মের প্রশংসা করে, সেই জন্ত
 ভৌতিক পদার্থে দ্বারা সানন্দে উপাসনায়
 প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ধর্মতত্ত্বনিপুণ জ্ঞানবান্
 জনগণ, নদীজলপায়ী ব্যক্তির পক্ষে কূপের
 জ্ঞায় ধর্মের প্রশংসা করেন না। ১—১০।
 কর্মের ফলে সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্তি
 হয়। বিদ্যা দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায়
 শোক করিতে হয় না, তাহাই লাভ হইয়া
 থাকে। যেখানে ধাইলে মরণ, জন্ম, হ্রাস, বৃদ্ধি
 কিছুই থাকে না; যথায় অব্যাক্ত, অচল, স্থান-

অব্যাক্ততমনার্যামময়তঃ চাধিযোগবিৎ ॥ ১৩
 স্বৈন্দ্র্য যত্র বাধ্যস্তে মানসেন চ কর্মণা ।
 সমাঃ সর্বত্র মৈত্র্যাস্ত সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ১৪
 বিদ্যাময়োহস্তঃ পুরুষো বিজাঃ কর্ম্মময়োহপরঃ
 বিপ্রাশ্চন্দ্রসম্পর্শঃ সূক্ষ্ময়া কলয়া হিতঃ ॥ ১৫
 তদেতদ্বিধা প্রোক্তঃ বিস্তরোণাছুগীয়তে ।
 ন বক্তুং শক্যতে ভ্রষ্টঃ চক্রতন্তুবিবাহরে ॥ ১৬
 একাদশবিকারাত্মা কলাসত্তারসংভূতঃ ।
 মূর্তিমানিতি তং বিদ্যাধিপ্রাঃ কর্ম্মণাশ্বকম্ ॥
 দেবো যঃ সংশ্লিতস্তান্মিন্নকীন্দুরিব পুরুষে ।
 ক্ষেত্রজঃ তং বিজানীয়াশ্রিত্যং যোগজিতাশ্বকম্
 তমো রজস্ত সবঞ্চ জ্ঞেয়ঃ জীবগুণাশ্বকম্ ।
 জীবমাশ্বগুণং বিভাদাশ্বানং পরমাশ্বনং ॥ ১২
 সচেতনং জীবগুণং বদন্তি
 স চেষ্টতে জীবগুণঞ্চ সর্বম্ ।

বুদ্ধি-রাহিত, বিকারবিহীন অপরিমেয়, সর্বজ্ঞ,
 অমৃতপদবাচ্য, পরমব্রহ্ম বিরাজমান; যেখানে
 যাইলে মানস-নীতোকাদি সুখ-দুঃখের অস্থ-
 ভূতি নাই; সর্বত্র সমদৃষ্টি, সর্বভূতের
 হিতাকাঙ্ক্ষী, সকলের বন্ধুস্বরূপ জানী জনগণ
 তথায় গমন করেন। হে বিজগণ, বিজ্ঞানময়
 পুরুষ ও কর্ম্মময় পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন। কর্ম্মময়
 পুরুষ চন্দ্রসম সুখস্পর্শ, সূক্ষ্ম অংশরূপে
 বিরাজমান। ঋষিপ্রোক্ত এই বিষয় বহুধা
 গীত হয় বটে, কিন্তু সেই পুরুষের প্রকৃত
 তত্ত্ব নির্ধারণ করা অতীব কঠিন। আকাশ-
 গত রাশিচক্রস্থ সূক্ষ্ম তন্তুবৎ উহার স্বরূপ
 বলিতে বা দেখিতে পারা যায় না। হে
 বিপ্রগণ! সেই কর্ম্মময় পুরুষ, একাদশ ইন্দ্রিয়
 ও সূক্ষ্ম জীবাংশসমূহে পরিপুষ্ট ও মূর্তিমান
 বলিয়া জানিবেন। সাগর মধ্যে শশধরের
 জ্ঞায় হৃৎপদ্ম মধ্যে যিনি অধিষ্ঠিত আছেন,
 সেই দেব ক্ষেত্রজ বলিয়া বিদিত। যোগ-
 সামর্থ্যে তাঁহার উপলব্ধি হয়। তমঃ, রজঃ,
 সব,—এই তিনটি জীবের গুণ। জীব—
 আশ্বার গুণ; আশ্ব-পরমাশ্বার গুণ—
 ইহাও জাতব্য। জীবগুণ সচেতন; উহা

ততঃ পরং ক্লেত্রবিদো বদন্তি
প্রকল্পয়ন্তো ভুবনানি সপ্ত ॥ ২০
ব্যাস উবাচ ।

প্রকৃত্যন্ত বিকারা যে ক্লেত্রজ্ঞাস্তে পরিজ্ঞাতাঃ
তে চৈনং ন প্রজানন্তি ন জানাতি স তানপি
তৈশ্চৈব কুরুতে কার্যং মনঃষষ্ঠৈরিহৈল্লিয়ৈঃ ।
সুদাস্তৈরিব সংযন্তা দৃঢ়ঃ পরমবাজিভিঃ ॥ ২২
ইল্লিয়েভ্যঃ পরা হর্ষা অর্থেভ্যঃ পরমং মনঃ ।
মনসন্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধৈরাশ্বা মহান পরঃ ॥ ১৩
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাং পরতোহমৃতম্ ।
অমৃতায় পরং কিঞ্চিৎসা কাষ্ঠা পরমা গতিঃ ॥ ২৪
এবং সর্কেষু ভূতেষু গুণাশ্বা ন প্রকাশতে ।
দৃষ্টতে তুগ্রায়া বুদ্ধ্যা হৃদয়া হৃদদর্শিভিঃ ॥ ২৫
অন্তরাশ্বানি সংলীয় মনঃষষ্ঠানি মেধয়া ।
ইল্লিয়েরিল্লিয়াখ্যাংচ বহুচিত্তমচিন্তয়ন ॥ ২৬

দ্বারাই যাবতীয় চেষ্টা নিষ্পাদিত হয়
এবং ক্লেত্রজ ব্যক্তিবর্গ উহা দ্বারাই সপ্ত
ভুবনের কল্পনা করিয়া থাকেন। ১১—২০ ।
ব্যাস বলিলেন,—প্রকৃতির বিকারসমূহ
ক্লেত্রজ নামে উল্লিখিত হয়। সেই ক্লেত্রজেরা
এই আত্মাকে জানে না এবং আত্মাও
ক্লেত্রজদিগকে অবগত নহেন। সারথি যেমন
সুশিক্ষিত অথ দ্বারা অতীষ্ট স্থানে গমন
করে, আত্মাও তদ্রূপ মনঃসহিত পঞ্চ ইল্লিয়
এবং সেই সকল ক্লেত্রজ দ্বারা আপন অতীষ্ট
কার্য সাধন করেন। ইল্লিয়গণ অপেক্ষা
ইল্লিয়ের বিষয় শব্দ স্পর্শাদি পর, ঐ ইল্লি-
য়ার্থ সকল হইতে মন পর; মন অপেক্ষা
বুদ্ধি পর; বুদ্ধি অপেক্ষা মহান আত্মা পর।
মহানের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর অমৃত;
অমৃতের পর আর কিছুই নাই; তিনিই
চরম স্থান, এবং তিনিই পরম গতি। সর্ক-
ভূতে এবদ্বিধ দৃঢ় আত্মা প্রকট হয়েন না;
হৃদদর্শী জনগণ বিশুদ্ধ হৃদ বুদ্ধি দ্বারা
তাহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। আত্মজ
প্রশান্তচেতা মানব জানালোচন প্রভাবে
মনের কালুয্য দূরীকৃত করিয়া বাহু বিষয়

ধ্যানেহপি পরমং কৃত্বা বিদ্যাসম্পাদিতং মনঃ
অনৌশ্বরঃ প্রশান্তাত্মা ততো গচ্ছেৎ পরং পদম্
ইল্লিয়াগান্ত সর্কেষাং বস্তাশ্বা চলিতস্মৃতিঃ ।
আত্মানঃ সম্প্রদানেন মর্ন্তোহমৃত্যুপাশ্মুতে ॥
বিহত্য সর্কসঙ্কলান সর্বে চিন্তঃ নিবেশয়েৎ ॥
সর্বে চিন্তঃ সমাবেষ্ট ততঃ কালজয়ো ভবেৎ ॥
চিন্তপ্রসাদেন যতির্জহাতীহ শুভাশুভম্ ।
প্রসন্নাত্মানি স্থিত্ব সুখমত্যন্তমশ্মুতে ॥ ৩০
লক্ষণন্ত প্রসাদস্ত যথা স্বপ্নে সুখং ভবেৎ ।
নির্ঝাতে বা যথা দীপো দীপ্যমানো

ন কম্পতে ॥ ৩১

এবং পূর্বাপরে রাতে যুগ্মরাত্মানমাশ্বনা ।
লঘু আহারো বিশুদ্ধাত্মা পশুত্যাশ্বানমাশ্বনি ॥ ৩২
রহস্তঃ সর্ববেদানামনৈতিহ্মনাগমম্ ।
আত্মপ্রত্যায়কং শাস্ত্রমিদং পুত্রোহুশাসনম্ ॥ ৩৩

হইতে প্রত্যাহার করিবেন; পরে ধ্যান-
যোগে প্রবৃত্ত হইয়া বুদ্ধিদ্বারা ইন্দ্রিয়, ইল্লিয়ার্থ
ও মনকে অন্তরাশ্বাতে বিলীন করিবেন।
এরূপ করিলে পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন।
ইল্লিয়গণকে বশীভূত করিয়া আত্মাতে বিলীন
করত স্মৃতিহীন বা সমাধিস্থ হইলে মর্ন্ত্য ব্যক্তি
মৃত্যুদায় হইতে পরিত্রাণ পায়। সর্কসঙ্কল
পরিহার করত সর্বে চিন্ত-নিবেশ করিলে
কালকৃত জন্ম-মৃত্যু ভোগ করিতে হয় না।
যতি, চিন্তপ্রসাদেই শুভাশুভ হইতে অব্যা-
হতি পায়; প্রসন্নচিত্তে আত্মনিষ্ঠ হইলে
অত্যন্ত সুখ লাভ করে। ২১—৩০। সুখ-
হেতু না থাকিলেও চিন্তের যে সুখাত্তব
কিছা নির্বাত প্রদেশস্থ দীপের স্থায় চিন্তের
অচঞ্চল অবস্থা, উহাই প্রসাদের লক্ষণ।
লঘু আহারকারী বিশুদ্ধাত্মা যতি এই প্রকারে
প্রথম রাত্রিতে ও শেষ রাত্রিতে যোগাত্মক
করিলে আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করিতে
পারেন। ইহা সর্ববেদের রহস্ত; আগম
বা ইতিহাসের কথা নহে। এই আত্ম-প্রত্যয়
সাধন শাস্ত্র পুত্রকেই উপদেশ করা উচিত।

ধৰ্ম্মাধ্যানেষু সৰ্বেষু সত্যাধ্যানেষু যথাসু ।
 দশবর্ষসহস্রাণি নির্মাখ্যামৃতমুদ্বৃত্তম্ ॥ ৩৪
 নবনীতঃ যথা দধঃ কাষ্ঠাদগ্নির্ষথৈব চ ।
 তথৈব বিহ্বাঃ জ্ঞানঃ মুক্তিহেতোঃ সমুদ্বৃত্তম্ ॥
 স্নাতকানামিদং শাস্ত্রং বাচ্যং পুত্রানুশাসনম্ ।
 তদিদং নাপ্রশাস্তায় নাদাস্তায় তপস্বিনে ॥ ৩৬
 নাবেদবিহ্বেষে বাচ্যং তথা নানুগত্য চ ।
 নাস্বয়কায়ানুজবে ন চানির্দিষ্টকারিণে ॥ ৩৭
 ন তর্কশাস্ত্রদক্ষায় তথৈব পিশুনায় চ ।
 শ্লাঘিনে শ্লাঘনীয়ায় প্রশাস্তায় তপস্বিনে ॥ ৩৮
 ইদং প্রিয়ায় পুত্রায় শিষ্যায়ানুগত্য তু ।
 রহস্তধর্ম্মং বক্তব্যং নান্ত্রৈ তু কথঞ্চন ॥ ৩৯
 যদপ্যস্ত মহীঃ দত্তাজ্ঞত্বপূর্ণমিমাং নরঃ ।
 ইদমেব ততঃ শ্রেয় ইতি মন্তেত তদ্বিৎ ॥ ৪০
 অতো গুহ্যতরার্থঃ তদধ্যাত্মমতিমানুযম্ ।
 যন্তন্নহর্ষিভির্দৃষ্টং বেদান্তেষু চ গীয়তে ॥ ৪১
 তদ্যুদভ্যঃ প্রযচ্ছামি যন্মাং পৃচ্ছত সন্তমাঃ ।

দশ সহস্র বৎসর সমস্ত ধৰ্ম্মাধ্যান ও সত্যো-
 পাধ্যান মন্থন করিয়া এই অমৃত উদ্ধৃত হই-
 যাচ্ছে। বিদ্বান্গণের মুক্তি সাধন এই
 সাংখ্যজ্ঞান—দধি হইতে নবনীত এবং কাষ্ঠ
 হইতে অগ্নির জ্বালা উদ্ধৃত হইয়াছে। পুত্রে
 উপদেশযোগ্য এই শাস্ত্র স্নাতক ব্রহ্মচারী-
 দিগকে উপদেশ করিবে; যাহারা শাস্ত্র, দাস্ত্র,
 তপস্বী, বেদবিদ, অনুগত ও সরলস্বভাব
 নহে; এবং যাহারা অস্বাভাবান, অনির্দিষ্ট-
 কারী, তর্কশাস্ত্রদক্ষ, পিশুন, শ্লাঘী,—এ সকল
 ব্যক্তিকে ইহা দিবে না। এই রহস্ত ধর্ম্ম-
 শাস্ত্র—শ্লাঘ্য প্রশস্ত, তপস্কারত, অনুগত,
 প্রিয় পুত্র এবং শিষ্যকে উপদেশ করিবে;
 অপর কাহাকেও বলিবে না। তদ্বিদ্
 মানব রত্নপূর্ণ ধরণীর তুলনায়ও এই
 শাস্ত্রকেই উত্তম বলিয়া বুঝিবেন। হে মুনি-
 সন্তমগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন,
 ইহা মহাশিগণ-বিদিত, বেদান্ত-গীত, গোপ-
 শোক, স্মৃতি, মন্ত্রাধ্যায়ের তুলিত, অধ্যাত্মশাস্ত্র,
 দিগকে এই প্রদান করিলাম। সন্দিগ্ধ

যয়ে মনসি বর্জেত যন্ত বো দ্বন্দ্বি সংশয়ঃ ।
 জ্ঞাতং ভবন্তিস্তৎসর্বং কিমন্তং কথয়ামি বঃ ॥ ৪২
 মুনয় উচুঃ ।
 অধ্যাত্মং বিস্তরেণেহ পুনরেব বদস্ব নঃ ।
 যদধ্যাত্মং যথা বিদ্যো ভগবদ্ব্যবিস্তম ॥ ৪৩
 ব্যাস উবাচ ।
 অধ্যাত্মং যদিদং বিপ্রাঃ পুরুষস্তেহ পঠ্যতে ।
 যুগ্মভ্যং কথয়িষ্যামি তন্ত ব্যাখ্যাবধার্যতাম্
 ভূমিরাপস্তথা জ্যোতির্কায়ুরাকাশমেব চ ।
 মহাভূতানি যশ্চৈব সর্বভূতেষু ভূতকৃৎ ॥ ৪৫
 মুনয় উচুঃ ।
 আকারস্ত ভবেদ্যস্ত যস্মিন্দেহং ন পশ্যতি ।
 আকাশাদ্যং শরীরেষু কথং তত্বপবর্ণয়েৎ ।
 ইন্দ্রিয়ানাং গুণাঃ কেচিৎ কথং তানুপলক্ষয়েৎ ॥
 ব্যাস উবাচ ।
 এতদ্বো বর্ণয়িষ্যামি যথাবদনুদর্শনম্ ।
 শূন্যং তদিহৈকাগ্র্যং যথাতত্ত্বং যথা চ তৎ ॥ ৪৭

বিষয় সম্বন্ধে আপনাদিগের যাহা জিজ্ঞাসা
 ছিল, তৎসমস্তই আপনারা শ্রবণ করিলেন।
 আপনাদিগকে আর কোন্ কথা বলিব?
 ৩১—৪২। মুনিগণ কহিলেন,—হে ঋষিসন্তম,
 ভগবন্! আমরা যাহাতে উত্তমরূপে বুঝিতে
 পারি, এমন ভাবে বিস্তৃত করিয়া পুনরায়
 কৌতুহল করুন। ব্যাস কহিলেন,—হে বিপ্রগণ!
 লোকসমাজে যাহা অধ্যাত্মশাস্ত্র - বলিয়া
 পঠিত হয়, আমি তাহার ব্যাখ্যা বলিতেছি,
 আপনারা অবধারণ করুন। ভূমি, জল,
 তেজ, বায়ু, আকাশ,—এই পাঁচটা মহাভূত;
 সৃষ্টিকর্তা এ সকলের অভ্যন্তরেই বাস
 করেন। মুনিগণ কহিলেন,—পঞ্চভূতের
 আকার আছে, কিন্তু শরীর নাই; তবে
 পঞ্চভূত মধ্যে ভূতকর্তার বাস বর্ণন করি-
 লেন কেমনে? পঞ্চভূতের কতকগুলি আবার
 ইন্দ্রিয়গুণ; সুতরাং উহাদিগের পৃথক উপ-
 লব্ধির সম্ভাবনা কি? ব্যাস বলিলেন,—
 আমি ইহা যেমন জানি, যথাযথ আপনা-
 দিগকে বলিতেছি, আপনারা একাগ্রমনে

শব্দঃ শ্রোত্রং তথা ধ্যানি জয়মাকাললক্ষণম্ ।
প্রাণশ্চেষ্টা তথা স্পর্শ এতে বায়ুগুণাস্থয়ঃ ॥ ৪৮
রূপং চক্ষুর্বিপাকশ্চ জিহ্বা জ্যোতির্বিধীয়তে ।
রসোহপ্য রসনং ঘেদো গুণাশ্চেতে ত্রয়োহস্তসাম
ঘেদঃ শ্রাবণং শরীরঞ্চ ভূমিরেতে গুণাস্থয়ঃ ।
এতাবানিহ্রিয়গ্রামো ব্যাখ্যাতঃ পাকভৌতিকঃ
বায়োঃ স্পর্শো রসোহস্ত্যশ্চ জ্যোতিষো

রূপমুচ্যতে ।

আকাশপ্রভবঃ শব্দো গন্ধো ভূমিগুণঃ স্মৃতঃ
মনো বুদ্ধিঃ স্বভাবশ্চ গুণা এতে স্বযোনিজাঃ ।
তে গুণানতিবর্তন্তে গুণেভ্যাঃ পরমা মতাঃ ॥ ৫২
যথা কুর্শ্ব ইবাঙ্গানি প্রসার্যা সন্নিযচ্ছতি ।
এবমেবেহ্রিয়গ্রামঃ বুদ্ধিঃশ্রেষ্ঠো নিযচ্ছতি ॥ ৫৩
যদ্বন্ধঃ পাদতলয়োরবাগধশ্চ পশুতি ।
এতন্মিরেব কৃত্যো সা বর্ততে বুদ্ধিরন্তরা ॥ ৫৪
গুণৈশ্চ নৌদতে বুদ্ধিবুদ্ধিরেবেহ্রিয়গাণ্যপি ।
মনঃযষ্ঠানি সর্বাণি বুদ্ধ্যভাবাৎ কৃত্যো গুণাঃ ॥
ইহ্রিয়গাণি নষ্টৈঃ পক্ষ যষ্ঠং তন্ময় উচ্যতে ।

উহার স্বরূপ শ্রবণ করুন। শব্দ, বর্ণ, ছিদ্ৰ
—এই তিনটি আকাশের গুণ। প্রাণ, চেষ্টা,
স্পর্শ,—এই তিনটি বায়ুগুণ। রূপ, চক্ষু,
বিপাক,—এই তিনটি তেজের গুণ। রস,
জিহ্বা, ঘেদ,—এই তিনটি জলের গুণ।
গন্ধ, নাসিকা, শরীর,—এই তিনটি ভূমির
গুণ। এই পাকভৌতিক ইহ্রিয়গ্রাম
ব্যাখ্যাত হইল। বায়ুর স্পর্শ, জলের রস,
তেজের রূপ, আকাশের শব্দ ও ভূমির গন্ধ
প্রধান গুণ। মন, বুদ্ধি, স্বভাব,—এই তিনটি
স্বযোনিজ গুণবিশিষ্ট। উহার গুণগণের
অতিক্রম করিয়া থাকে; এজন্ত উহার গুণা-
পেক্ষা প্রধান। কুর্শ্ব যেমন নিজ অঙ্গ প্রসা-
রণ ও আকৃষ্টন করে, বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত
আত্মাও তেমনি ইহ্রিয়গ্রামের নিয়মন করিয়া
থাকেন। ৪৩—৫৩। উর্দ্ধ অধঃ সর্বত্রই
সেই বুদ্ধি বিস্তৃত রহিয়াছে। গুণ দ্বারা বুদ্ধি
পরিচালিত হয়; বুদ্ধি মনের ও ইহ্রিয়গণের
পরিচালন করে। তরাং বুদ্ধির অভাবে

সপ্তমীঃ বুদ্ধিমেবাহুঃ ক্ষেত্রজঃ বুদ্ধি চাষ্টমধ্যঃ ৫৬
চক্ষুরালোকনার্যেব সংশয়ং কুরুতে মনঃ ।
বুদ্ধিরধ্যাবসানায় সাক্ষী ক্ষেত্রজ উচ্যতে ॥ ৫৭
রজস্তমশ্চ সত্বঞ্চ ত্রয় এতে স্বযোনিজাঃ ।
সমাঃ সর্বেষু ভূতেষু তান্ গুণানুপলক্ষয়েৎ ॥ ৫৮
তত্র যৎপ্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদান্মনি লক্ষয়েৎ ।
প্রশান্তমিব সংযুক্তং সত্বং তদুপধারয়েৎ ॥ ৫৯
যত্তু সন্তাপসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ ।
প্রবৃত্তং রজ ইত্যেবং তত্র চাপ্যুপলক্ষয়েৎ ॥ ৬০
যত্তু সমোহসংযুক্তমব্যাক্তং বিষমং ভবেৎ ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥ ৬১
প্রহর্ষঃ প্রীতিরানন্দঃ স্বাম্যঃ স্বস্থাস্থচিত্ততা ।
অকস্মাদযদি বা কস্মাদদন্তি সাত্ত্বিকান্ গুণান্ ॥
অভিমানো মুষাবাদো লোভো মোহস্তথা ক্রমা
লিঙ্গানি রজসস্তানি বর্তন্তে হেতুতত্ত্বতঃ ॥ ৬৩
তথা মোহঃ প্রমাদশ্চ তন্মাত্রা নিজাপ্রবোধিতা ।
কথঞ্চিদভিবর্তন্তে বিজ্ঞেয়াস্তামসা গুণাঃ ॥ ৬৪
মনঃ প্রসৃজতে ভাবং বুদ্ধিরধ্যাবসায়িনী ।
হৃদয়ং প্রমমেবেহ ত্রিবিধা কস্মচোদনা ॥ ৬৫

গুণের ক্রিয়াভাব ঘটে। পাঁচটি ইহ্রিয়, যষ্ঠ
মন, সপ্তম বুদ্ধি, অষ্টম ক্ষেত্রজ; এই আটটি,
দেহের প্রধান অবয়ব। চক্ষু দ্বারা অব-
লোকন করা হয়। মন সংশয় এবং বুদ্ধি
নিশ্চয় করে। ক্ষেত্রজ সাক্ষীমাত্র। সত্ব,
রজঃ, তমঃ,—এই গুণত্রয় স্বয়ংজাত; সকল
ভূতেই ইহার সমভাবে বর্তমান থাকে।
আত্মাতে প্রীতি-প্রশান্ত-ভাব দেখিলে উহা
সত্ব জন্ত বুঝিবে। শরীরে বা মনে যে দুঃখ-
সুখ ভাব, উহাই রজঃপ্রবৃত্তি। যাহা
মোহসংযুক্ত, অব্যাক্ত ও বিষম তাহাকেই
তমঃ বলিয়া নির্ণয় করিবে। প্রহর্ষ, প্রীতি,
অনন্দ, স্বাধীনতা, সুস্থচিত্ততা এ সকল
সাত্ত্বিক গুণ; অভিমান, মিথ্যাকথন,
লোভ, গর্ভ, ক্রোধ,—এ সমস্ত রাজস গুণ।
মোহ, প্রমাদ, তন্মাত্রা, নিজা, অজ্ঞানতা,—এ
সকল তামস গুণ। মন ভাবের উৎপাদক।
বুদ্ধি নিশ্চয়বিধায়িনী। ইহ্রিয় অপেক্ষা

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা স্বর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ।
 মনসন্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধেরাশ্চা পরঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৬
 বুদ্ধিরাস্তা মনুষ্যস্ত বুদ্ধিরেবাস্তানায়িকা ।
 যদা বিকুরুতে ভাবঃ তদা ভবতি সা মনঃ ॥ ৬৭
 ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাবাদবুদ্ধিবিকুরুতে হুহু ।
 পৃথ্বী ভবতি প্রোক্তা স্পৃশতী স্পর্শ উচ্যতে ॥
 পশুস্তী চ ভবেদ্বৃষ্টী রসস্তী রসনা ভবেৎ ।
 জিহ্বস্তী ভবতি ভ্রাণঃ বুদ্ধিবিকুরুতে পৃথক্ ॥ ৬৯
 ইন্দ্রিয়াণি তু তাত্ত্বাহস্তেষাং স্বস্ত্যা বিতিষ্ঠতি ।
 তিষ্ঠতে পুরুষে বুদ্ধিবুদ্ধিভাবব্যবস্থিতা ॥ ৭০
 কদাচিত্তভতে প্রীতিঃ কদাচিদপি শোচতি ।
 ন স্মৃথেন চ হুঃথেন কদাচিদিহ মুহুতে ॥ ৭১
 স্বয়ং ভাবায়িকা ভাবাংস্রোনেতানতিবর্ততে ।
 সরিতাং সাগরে ভর্তা মহাবেলামিবোর্মিমান্ ॥
 যদা প্রার্থয়তে কিস্কিন্দা ভবতি সা মনঃ ।
 অধিষ্ঠানে চ বৈ বুদ্ধ্যা পৃথগেতানি সংস্মরেৎ ॥

ইন্দ্রিয়বিষয়, তদপেক্ষা মন, মন
 অপেক্ষা বুদ্ধি, এবং বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা
 শ্রেষ্ঠ । কলতঃ বুদ্ধিই জীবগণের আত্মা;
 বুদ্ধিই আত্মনায়িকা । সেই বুদ্ধি যখন
 বিকার প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাকে মন বলা
 যায় । বুদ্ধিই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিয়া
 বিভিন্ন সংজ্ঞা লাভ করে । শ্রবণ করে
 বলিয়া শ্রোত্র, স্পর্শ করে বলিয়া স্পর্শ, দর্শন-
 কালীন দৃষ্টি, রসগ্রহণকালে রসনা, আত্মাণ-
 কালে ভ্রাণ,—ইত্যাদিরূপে এক বুদ্ধিই
 বিভিন্ন নাম ধারণ করে । ৫৪—৬৯ । ঐ
 সকলকে ইন্দ্রিয় বলা হয়; উহার। বুদ্ধির বৃত্তি
 মাত্র । নিশ্চয়ায়িকা বৃত্তিরূপে অবস্থিত।
 হইলেই উহাকে বুদ্ধি বলা যায় । ঐ বুদ্ধি-
 বলেই জীব কদাচিৎ প্রীতি কখনও শোক
 কখন স্মৃথ এবং কচিং হুঃখ লাভ করে ।
 বুদ্ধি স্বয়ং ভাবায়িকা; উর্দ্ধিমালী সাগর
 যেমন সরিৎসমূহের আশ্রয় হইয়াও
 কদাপি বেলা অতিক্রম করিতে পারে না,
 সর্বভাববস্তী বুদ্ধিও তেমনি ইন্দ্রিয়, মন,
 ও বুদ্ধি—এই তিনটি ভাব কদাপি পরিত্যাগ

ইন্দ্রিয়াণি চ মেধ্যানি বিচেতব্যানি কুৎসনশঃ । ৫
 সর্বাণ্যেবাহুপুরুষণ যদ্যদা চ বিধীয়তে ॥ ৭৪
 অবিভাগমনা বুদ্ধির্ভাবো মনসি বর্ততে ।
 প্রবর্তমানস্ত রজঃ সত্বমপ্যতিবর্ততে ॥ ৭৫
 যে বৈ ভাবেন বর্তন্তে সর্বেষেভেষু তে জিঘৃ ।
 অর্থান্ সত্প্রবর্তন্তে রথেনেমিরা ইব ॥ ৭৬
 প্রদীপাধঃ মনঃ কুর্যাদিত্রিগৈবুদ্ধিসত্তমৈঃ ।
 নিশ্চরস্তিধ্বাযোগমুদাসীনৈর্নৈদৃচ্ছয়া ॥ ৭৭
 এবং স্বভাবমেবেদমিতি বুদ্ধা ন মুহুতি ।
 অশোচন সস্পৃহস্যচ নিত্যং বিগতমৎসরঃ ॥
 ন হ্যাত্মা শক্যতে ভ্রষ্টুমিত্রিগৈঃ কামগোচরৈঃ ।
 প্রবর্তমানৈরনেকৈর্জৈরৈরকৃতান্তাভিঃ ॥ ৭৯
 তেভাস্ত মনসা রশ্মীন যদা সম্যক্ত নিষচ্ছতি ।
 তদা প্রকাশতেহস্তাত্মা দীপদীপ্তা যথাকৃতিঃ ॥

করে না । যখন কোনও সংকল্প করে, তখন
 সে মন হয় । বস্ত্ত একই পদার্থের অধিষ্ঠান
 ভেদে মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রভৃতি পৃথক্ সংজ্ঞা
 হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল যজ্ঞমাত্র । যখন
 যে কোন ক্রিয়া হউক না, এক বুদ্ধিই পৃথক্
 ভাব অবলম্বনে তাহা সম্পাদন করে ।
 এমন কি, রজোগুণ বা সত্ত্বগুণকেও সেই
 বুদ্ধিই স্বায়ত্ত করিয়া থাকে । অর সকল
 যেমন রথেনেমির অধীন, গুণ সকলও তেমনি
 ভাবাহুসারে বুদ্ধিরই অহুগত থাকিয়া ক্রিয়া-
 কারে প্রবৃত্ত হয় । মন একটা প্রদীপের
 স্তায়; ইন্দ্রিয় সকল নিষ্ক্রিয় যজ্ঞ তুল্য;
 বিভিন্ন যজ্ঞগত হইয়া আলোক যেমন
 পৃথগাকার ধারণ করে; বুদ্ধিও তেমনি চক্ষু
 কর্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠানে সেই সেই
 নাম প্রাপ্ত হয় । “উহার স্বভাবই ঐরূপ”
 এই নিশ্চয় করিয়া মাৎসর্ধ্যহীন ধীর মানব
 শোকে বা হর্ষে আক্রান্ত হয়েন না । অসং-
 যত ব্যক্তিরা যথেষ্টাচারী হ্রস্ব ইন্দ্রিয়গণের
 সাহায্যে আত্মাকে দেখিতে পায় না ।
 পরন্তু মন দ্বারা উহাদিগের রশ্মি বখা-
 যোগ্যরূপে নিয়োগ করিলে দীপালোক
 আকৃতির স্তায় আত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে ।

সর্কেষামেব কৃতানাং তদনুপগতে যথা ।
 প্রকাশং ভবতে সর্বং তথৈবানুপধাৰ্য্যতাম্ ॥ ৮১
 যথা বায়িচরঃ পক্ষী ন লিপ্যতি জলে চরন্ ।
 বিষৃক্তান্ধা তথা যোগী গুণদোষৈর্ন লিপ্যতে ॥
 এবমেব কৃতপ্রজ্ঞো ন দোষৈर्वিষয়াংচরন্ ।
 অসজ্জমানঃ সর্কেষু ন কথঞ্চিৎ প্রলিপ্যতে ॥
 ত্যক্তা পূর্নকৃতং কৰ্ম্ম রতিৰ্যন্ত সদাশ্বনি ।
 সর্ককৃতান্ধকৃতন্ত গুণসঙ্গেন সজ্জতঃ ॥ ৮৪
 স্বয়মাত্মা প্রসবতি গুণেষপি কদাচন ।
 ন গুণা বিহরাশ্বানং গুণান্ বেদ স সর্কদা ॥ ৮৫
 পরিদধ্যাদ্গুণানাং স দ্রষ্টা চৈব যথাতথম্ ।
 সৰ্ব্বক্ষেত্রজয়োরেবমন্তরং লক্ষয়েন্নরঃ ॥ ৮৬
 সৃজতে তু গুণানেক একো ন সৃজতে গুণান্ ।
 পৃথগ্ভূতো প্রকৃত্যেতো সস্প্রযুক্তো চ সর্কদা
 যথাশ্বানা হিরণ্যস্ত সস্প্রযুক্তো তথৈব তো ।
 মশকোহুহরয়ো বাপি সস্প্রযুক্তো যথা সহ ॥ ৮৮

৭০—৮০। অঙ্ককার মধ্যে আলোক দ্বারা যেমন দ্রব্যের প্রকাশ হয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি রোধ করিয়া বুদ্ধিকে আত্মাতে নিয়োগ করিলে সেই আত্মাও তেমনি প্রকট হয়েন। জলচর পক্ষী যেমন জলে আর্জ হয় না, বিষৃক্তান্ধা যোগীও তেমনি গুণদোষে লিপ্ত হয়েন না। প্রজ্ঞাবান্ মানব এইরূপ অনাসক্তচিত্তে বিষয়ানুশীলন করিয়াও উহাতে লিপ্ত হয়েন না। যিনি পূর্নকৃত কৰ্ম্মে উপেক্ষা করিয়া আত্মরত হয়েন, সর্কভূতেই আত্মদর্শন করেন, তিনি গুণসঙ্গবশতঃ সংসারে বদ্ধ হয়েন না। আত্মা স্বয়ং গুণগণকে প্রসব করেন; পরন্তু গুণগণ উহাকে কদাচ জানিতে পারে না। তিনি গুণগণকে সর্কদাই জানেন। গুণ সকল আত্মাকে আবৃত করে, আত্মা কিন্তু দ্রষ্টা মাত্র। সৰ্ব্ব ও ক্ষেত্রজের এইরূপ ভেদ জানিবে যে, একটী গুণ সৃষ্টি করে, অপরে উহা করে না। উহার সত্য সন্মিলিত, অথচ প্রকৃতি হইতে পৃথক্। রত্নসন্মিলিত রত্ন, মশকযুক্ত উহর, এবং

ইহিকা বা যথা যুক্তে পৃথক্ চ সহ চৈব হ ।
 তথৈব সহিতাবেতো অন্তোন্তশ্চিন্নি প্রতিষ্ঠিতৌ
 ইতি ত্রীত্রাক্ষে যোগোপায়বর্ণনঃ সপ্তত্রিংশদ-
 ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

সৃজতে তু গুণান্ সৰ্ব্বঃ ক্ষেত্রজস্বখিতীতি ।
 গুণান্ বিক্রিয়তঃ সর্কারাদাসীনবদীশ্বরঃ ॥ ১
 স্বভাবযুক্তঃ তৎসর্বং যদিমান্ সৃজতে গুণান্ ।
 উর্ণনাভিৰ্থা সূত্রং সৃজতে তদৃগুণাংস্তথা ॥ ২
 প্রবৃত্তা ন নিবর্তন্তে প্রবৃত্তির্নোপলভ্যতে ।
 এবমেকে ব্যবস্ফান্তি নিবৃত্তিমিতি চাপরে ॥ ৩
 উভয়ং সম্প্রদাৰ্থ্যেতদধ্যাবস্তুদ্ব্যখ্যামিতি ।
 অনেনৈব বিধানেন ভবেই সংশয়ো মহান্ ॥
 অনাদিনিধনো হ্যাত্মা তং বুদ্ধা বিহরেন্নরঃ ।

যুক্তসহ ইহিকা,—যেমন পরস্পর মিলিত অথচ পৃথক্, ইহার সত্য তেমনি অন্তান্তা-
 ভয়ে প্রতিষ্ঠিত। ৮১—৮৯।

সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩৭

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস কহিলেন,—সৰ্ব্বই গুণগণের সৃষ্টি করে। ঈশ্বর ক্ষেত্রজ উদাসীনবৎ উহাতে অধিষ্ঠান করেন মাত্র। উর্ণনাভি যেমন সূত্র সৃষ্টি করে, স্বভাবযুক্ত আত্মাও তেমনি গুণগণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। প্রবৃত্তিয়ার্থাচ্ছ-
 যায়ী জনগণ সংসারে পুনরাবৃত্ত হয়েন না; এইরূপ মনে করিয়া কেহ কেহ প্রবৃত্তিপথেই যত্ন করেন; অপরে নিবৃত্তিরই অনুশীলন করিয়া থাকেন। বস্তুত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় পথই অবলম্বনীয় বুদ্ধি বিধানানুসারে সাধন করা কর্তব্য। পরন্তু এবিষয়ে সাধা-
 রণের মহান্ সংশয় জন্মিয়া থাকে। নয়

অক্লুধ্যন্নপ্রহস্যং নীত্যং বিগন্তমংসরঃ ॥ ৫
 ইত্যেবং হৃদয়ে সৰ্ব্বো বুদ্ধিচিন্তাময়ঃ দৃঢ়ম্ ।
 অনিত্যং স্নুখমাসীনমশোচ্যঃ ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ৬
 তরয়েৎ প্রচ্যুতাং পৃথ্বীং যথা পূর্ণাং নদীং নরাঃ
 অবগাহ্য চ বিদ্বাংসো বিপ্রা লোলমিমং তথা ॥
 ন তু তপ্যতি বৈ বিদ্বান্ স্থলে চরতি তদ্বিৎ
 এবং বিচিন্ত্য চাত্মানং কেবলং জ্ঞানমাত্মনঃ ॥ ৮
 তন্তু বুদ্ধা নরঃ সর্গং ভূতানাং গতিং গতিম্
 সমচেষ্টেৎ বৈ সম্যগ্ লভতে শময়ন্তমম্ ॥ ৯
 এতদ্বিজ্ঞানসামগ্র্যং ব্রাহ্মণস্ত বিশেষতঃ ।
 আত্মজ্ঞানসমন্বেহপৰ্য্যাপ্তং তৎপরায়ণম্ ॥ ১০
 তত্ত্বং বুদ্ধা ভবেদবুদ্ধঃ কিমন্তদবুদ্ধলক্ষণম্ ।
 বিজ্ঞায়ৈতদ্বিচ্যুতন্তু কৃতকৃত্য মনীষিণঃ ॥ ১১
 ন ভবতি বিদ্বাং মহদভয়ঃ
 যদবিদ্বাং স্নুমহদভয়ং পরত্র ।

অনাদিনিন্দন আত্মাকে অবগত হইয়া ক্রোধ, হর্ষ, ও মংসর পরিত্যাগপূর্বক নিয়ত বিহার-পরায়ণ হইবেন। সকলেরই হৃদয়ে এবদ্বিধ বুদ্ধি ও চিন্তাময় আত্মা বিরাজমান। সেই নীত্য সমাসীন, শোকসংশব-হীন আত্মাকে দৃঢ়ভাবে জানিলে সকল সংশয় ছিন্ন হয়। নদী পার হইয়া যেমন অভীষ্ট স্থানে যাওয়া যায়, এই তত্ত্বশাস্ত্রে অবগাহন করিলেও তেমন শান্তি লাভ করা যায়। তদ্বাবেশী মানব, জ্ঞানময় আত্মাকে এই প্রকারে নির্ণয় করিয়া ধ্যানফলে নির্লিপ্ত-ভাবে সংসারে বিহার করিতে পারেন। নর সেই আত্মাকে, এবং ভূতগণের সৃষ্টি ও প্রলয় তত্ত্ব আলোচনাপূর্বক সর্বত্র সম আচার-সমবিত হইয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইবেন। আত্মজ্ঞানরূপ স্নেহবিন্দু, পরম গতি-দায়ক এই জ্ঞান, বিজ্ঞানের,—বিশেষত জ্ঞানিগণের পরম সামগ্রী। তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই বুদ্ধ হয়। ইহা ছাড়া বুদ্ধের আর কি লক্ষণ হইতে পারে? মনীষিগণ এই তত্ত্ব বিজ্ঞাত হইয়া কৃতকৃত্য হইতে পারেন। এই তত্ত্ব না জানিলে পরকালে স্নুমহৎ ভয়

ন হি গতিরধিকান্তি কন্তুচি-
 ভবতি হি যা বিদ্বাং সনাতনৌ ॥ ১২
 লোকমাতরমস্বয়তে নর-
 স্তত্র দেবমনিরীক্য শোচতে ।
 তত্র চেত্তু কুশলো ন শোচতে
 যে বিদ্বন্তভয়ঃ কৃতাকৃতম্ ॥ ১৩
 যৎ করোত্যনভিসঙ্ঘিপূর্বকঃ
 তচ্চ নিদ্যতি যৎ পুরা কৃতম্ ।
 যৎ প্রিয়ং তদ্বভয়ং ন বাপ্রিয়ঃ
 তস্ত তজ্জনয়তীহ কুর্ষতঃ ॥ ১৪

মুনয় উচুঃ ।

যম্মাক্ষর্যাং পরো ধর্মো বিদ্যাতে নেহ কশ্চন ।
 যো বিশিষ্টে চ ভূতেভ্যস্তদ্বান্ প্রব্রবীতু নঃ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

ধর্মঞ্চ সম্প্রবক্ষ্যামি পুরাণয়মিতিঃ স্ততম্ ।
 বিশিষ্টং সর্বধর্মোভ্যঃ শৃণুধ্বং মুনিসত্তমাঃ ॥ ১৬
 ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনী বুদ্ধ্যা সংযম্য তত্ত্বতঃ ।

হয় এবং ইহা জানিলে পরকালে ভয় থাকে না। জ্ঞানবানগণের যে সনাতনী পরমগতি লাভ হয়, অপর কাহারও তদপেক্ষা উত্তম গতি হইতে পারে না। ১—১২। সংসারে জনগণ আত্মদেবকে দেখিতে পায় না বলিয়া শোকবশে, লোকমাতা প্রকৃতির প্রতি ঘেঁষ করিয়া থাকে; ঈহারা আত্মতত্ত্বে স্বেচ্ছা, তাঁহারা অল্পজ্ঞিত কার্য্য মাত্রই কৃত ও অকৃত বলিয়া বুঝেন; সুতরাং শোক করেন না। তাঁহারা অনাভিসঙ্ঘিপূর্বক যাহা করেন, এবং যাহা পূর্বসংকিত নিদিত কর্ম্ম থাকে,—যেহেতু অল্পজ্ঞান করিতে থাকিলেও ঐ সকল সেই তত্ত্বজ্ঞ মানবের প্রিয় বা অপ্রিয় সাধন করিতে পারে না। মুনীগণ বলিলেন,—যে ধর্ম্ম অপেক্ষা ইহলোকে আর পরম ধর্ম্ম নাই, এবং ভূতগণ মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাদিগকে তাহাই বলুন। ব্যাস কহিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ! সর্ব ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ঋষিগণপ্রশংসিত, পুরাণ-ধর্ম্ম কীর্তন করিতেছি। পিতা যেমন বালক

সর্বতঃ প্রসৃতানীহ পিতা বালানিবান্ধবান্ ॥১৭॥
মনস্চেচ্ছিয়াণাং চাপ্যেকাগ্রাং পরমং তপঃ ।
বিক্রেয়ঃ সর্বধর্মেভ্যঃ স ধর্মঃ পর উচ্যতে ॥ ১৮॥
তানি সর্বাণি সঙ্কায় মনঃষষ্ঠানি মেধয়া ।
আত্মতৃপ্তঃ স এবাসীদহৃচ্চিত্ত্যমচিস্তয়ন ॥ ১৯॥
গোচরেভ্যো নিবৃত্তানি যদা হ্যাত্মস্তি বেষ্মনি ।
তদা চৈবান্ধানাং পরং দ্রক্ষ্যথ শাশ্বতম ॥২০॥
সর্বাণ্যনং মহাণ্ডানং বিধুমমিব পাবকম্ ।
প্রপশ্যন্তি মহাণ্ডানং ব্রাহ্মণা যে মনৌষিণঃ ॥২১॥
যথা পুষ্পকলোপেতো বহুশাখো মহাদ্রুমঃ ।
আত্মনো নাভিজানীতে ক মে পুষ্পঃ ক মে
কলম্ ॥ ২২॥
এবমাত্মা ন জানীতে ক গমিষ্যে কুতোষহম্ ।
অন্তো হস্তান্তরাষ্ট্রান্তি যঃ সর্বমবুপশ্রুতি ॥২৩॥
জ্ঞানদীপেন দীপ্তেন পশুত্যাগ্নানমান্বনা ।

সন্তানগণকে একত্রিত করেন, তদ্রূপ তত্ত্ব-
জ্ঞান বলে ইতস্ততঃ প্রসৃত উজ্জ্বল ইন্দ্রিয়-
গণকে সংযত করিয়া মনের সহিত যুক্ত
করিবেন। মনের ও ইন্দ্রিয়গণের একগ্রতা
সাধনই পরম তপস্বী। সর্ব ধর্ম অপেক্ষা
এই ধর্মই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হয় ; জানিবেন।
বুদ্ধি দ্বারা বহু বহু চিন্তনীয় বিষয় হইতে
বিরত হইয়া মন ও পঞ্চেন্দ্রিয় সমাধানপূর্বক
আত্মতৃপ্ত হইবেন। মন যখন যাবতীয়
বিষয় ইহতে নিবৃত্ত হইয়া স্বীয় স্থানে অব-
স্থান করিবে, তখনই আত্মা দ্বারা শাশ্বত
পরমাত্মাকে দেখিতে সক্ষম হইবেন। মহাত্মা
মনীষী ব্রাহ্মণগণ সেই সর্বাঙ্গা মহান
আত্মাকে বিধুম পাবকবৎ দর্শন করেন।
পুষ্পকলোপেত, বহু শাখাসম্বিত মহাবৃক্ষ
যেমন, ‘আমার পুষ্প কোথায়? কলই বা
কোথায়?’ ইহা জানে না, তেমনি আত্মাও
কোথায় যাইব? কোথা হইতেই বা আসি-
য়াছি? ইত্যাদি কিছুই অবগত নহেন। এই
‘আত্মার আবার অন্ত এক অন্তরাত্মা,
আছেন, তিনি সকলই দর্শন করেন। প্রদীপ্ত
জ্ঞানদীপসাহায্যে আত্মা দ্বারা আত্মাকে

দৃষ্টাণ্ডানং তথা যুগং বিরাগা ভবত দ্বিজাঃ ॥২৪॥
বিমুক্তাঃ সর্বপাপেভ্যো মুক্তভূত ইরোরগাঃ ।
পরং বুদ্ধিমবাপোহাপ্যচিন্তা বিগতজরাঃ ॥২৫॥
সর্বতঃ শ্রোতসং ঘোরাং নদীং লোকপ্রবাহিনীম্
পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহবতীং মনঃসঙ্কল্পরোধসম্ ॥ ২৬॥
লোভমোহতৃণচ্ছিন্নাং কামক্রোধসরীষ্যাম্ ।
সত্যতীর্থানুতকোভাং ক্রোধপঙ্কাং সরিষরাম্
অব্যক্তপ্রভবাং শীঘ্রাং কামক্রোধসমাকুলাম্ ।
প্রতরধ্বং নদীং বুদ্ধ্যা হস্তরামকৃতান্ধভিঃ ॥ ২৮॥
সংসারসাগরগমাং যোনিপাতালহস্তরাম্ ।
আত্মজয়োন্তবাং ভাস্ত জিহ্বাবর্তহৃদ্রাসদাম্ ॥২৯॥
যাং তরন্তি কৃতপ্রজা ধৃতিমন্তো মনৌষিণঃ ।
তাং তীর্ণঃ সর্বতো মুক্তো বিধূতাশ্চাত্মবাহুচিঃ
উত্তমাং বুদ্ধিমাহ্বায় ব্রহ্মভূয় কল্পতে ।
উত্তীর্ণঃ সর্বসংক্ৰেশান প্রসন্নাত্মা বিকল্পযঃ ॥ ৩১॥

দেখা যায় ১৩—২৩। হে দ্বিজগণ! আপনা-
রাও সেই আত্মাকে দর্শন করিয়া বৈরাগ্য-
লাভ করুন। তাহা হইলে সর্প যেমন নিশ্চোক
পরিহার করে, তদ্রূপ আপনারাও সর্বপাপ
হইতে মুক্ত এবং পরম বোধ প্রাপ্ত হইয়া
নিশ্চিন্ত ও বিগতজর হইবেন। হে বিপ্র-
গণ! যাঁহর সর্বদিকেই শ্রোতঃ প্রবাহিত,
লোক সকল প্রবাহ, পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ, মনঃ-
সঙ্কল্প কুল, কাম ক্রোধ সরীষ্য, সত্য অব-
তরণ স্থান (ঘাট), মিথ্যা জলকোভ, ক্রোধ
পঙ্ক, এবং যাহা সর্বতঃ শ্রোতশালিনী,
ও লোভ-মোহতৃণে আচ্ছন্ন, সেই অব্যক্ত-
সমুদ্ভবা, অজিভেন্দ্রিয় জনের হস্তরা, ঘোরা
খরশ্রোতোবতী নদী আপনারা বুদ্ধি সাহায্যে
পার হউন। ধৃতিমান বিমুক্তবুদ্ধি জনেরা
সেই সংসারসাগরগামিনী, যোনিরূপ পাতাল
পর্ধ্যস্ত গভীরা, আত্মজয়োন্তবা, জিহ্বারূপ
আবর্ত দ্বারা সুহস্তরা সেই নদী, পার হইতে
পারেন। পুতাত্মা, শুচি ও আত্মবান্ মানব
উত্তম বুদ্ধি দ্বারা সেই নদী পার হইয়া সর্ব
দুঃখমুক্ত হইয়,—ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন।
আপনারা সর্ব ক্রেশ হইতে মুক্ত, প্রসন্নচেতা

ভূমিষ্ঠানীব ভূতানি পৰ্বতস্থো নিরীক্য চ ।
 অকুধ্যায়প্রসাদং ন নৃশংসমতিস্তথা ॥ ৩২
 ততো ব্রহ্মা সৰ্বেষাং ভূতানাং প্রভবাপায়ম্
 এতচ্চি সৰ্বধৰ্ম্মেভ্যো বিশিষ্টং মেনিরে বুধাঃ ॥
 ধৰ্ম্মঃ ধৰ্ম্মভূতাং শ্রেষ্ঠা মুনয়ঃ সত্যদর্শিনঃ ।
 আত্মানো ব্যাপিনো বিপ্রা ইতি পুত্রাশ্বশাসনম্
 প্রযতায় প্রবক্তব্যং হিতায়ানুগতায় চ ।
 আত্মজ্ঞানমিদং শুভং সৰ্বশুভতমং মহৎ ॥ ৩৫
 অত্রবৎ যদহং বিপ্রা আশ্বশাস্তিকরং পরম্ ।
 নৈব জ্ঞী ন পুমানেনবং ন চৈবেদং নপুংসকম্ ॥ ৩৬
 অহুঃখমশুখং ব্রহ্ম ভূতভব্যভবান্নকম্ ।
 নৈতজ্জ্ঞাহা পুমান্ জ্ঞী বা পুনৰ্ভবমবাগ্নুয়াৎ ॥
 যথাগতানি সৰ্বাণি তথৈতানি যথা তথা ।
 কথিতানি ময়া বিপ্রা ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ৩৮
 তৎ প্রীতিযুক্তেন গুণাষিতেন
 পুত্রেণ সৎপুত্রদয়াষিতেন ।
 দৃষ্টা হিতং প্রীতমনা যদর্থং
 ক্রমাৎ সূতস্তেহ যজ্ঞকমেতৎ ॥ ২৯

নিষ্পাপ, কোমলমতি, ক্রোধহীন ও অল্প-
 গ্রহরহিত হইয়া পৰ্বতস্থ ব্যক্তি যেমন ভূমিষ্ঠ
 জীবগণকে দর্শন করে, তজ্জপ সকলকেই
 আপনা অপেক্ষা অতীব নীচস্থ মনে করি-
 বেন; ভূতগণের উপস্থিতি ও লয় দেখিবেন
 মাত্র; কিন্তু তাহাতে দুঃখিত বা সুখী হইবেন
 না। ধার্মিকপ্রধান সত্যদর্শী বুধগণ ইহা-
 কেই সৰ্ব ধৰ্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে
 করেন। আত্মা সকল ব্যাপী। হে বিপ্রগণ!
 প্রযত, হিত, অমুগত পুত্রকেই এই গোপনীয়
 অপেক্ষাও গোপ্যতম মহৎ আত্মজ্ঞানশাস্ত্র
 উপদেশ করিবে। আমি আত্মার পরম
 শাস্তিকর এই শাস্ত্র আপনাদিগকে বলি-
 লাম। এই ব্রহ্ম পুরুষও নহেন, ক্রীতও
 নহেন, ইনি সুখঃদুঃখঃ-রহিত; ভূত-
 ভবিষ্য-বর্তমানাত্মক। কি জ্ঞী, কি পুরুষ,
 ইহা জানিয়া কেহই পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না।
 হে বিপ্রগণ! এ তত্ত্ব আমি যেমন জানি,
 তাহাই কহিলাম। মৎকথিত এই হিতসাধন

মুনয় উচুঃ ।

মোক্ষঃ পিতামহেনোক্ত উপায়ান্নানুপ্রায়তঃ ।
 তমুপায়ঃ যথাভ্যায়ঃ শ্রোতুমিচ্ছামহে মুনৈ ॥ ৪০
 ব্যাস উবাচ ।
 অশ্বাসু তন্নহাপ্রাজ্ঞা যুক্তঃ নিপুণদর্শনম্ ।
 যজ্ঞপায়েন সৰ্বার্থান্ মৃগয়ধ্বং সদানঘাঃ ॥ ৪১
 ঘটোপকরণে বুদ্ধির্ঘটোৎপত্তৌ ন সা মতা ।
 এবং ধৰ্ম্মাধ্যাপ্যার্থে নানার্থধৰ্ম্মে কারণম্ ॥ ৪২
 পূর্বে সমুদ্রে যঃ পশ্বা ন স গচ্ছতি পশ্চিমম্ ।
 একঃ পশ্বা হি মোক্ষস্ত তচ্ছুগুধ্বং মমানঘাঃ ॥ ৪৩
 ক্ষময়া ক্রোধমুচ্ছিন্দ্যাৎ কামং সঙ্কল্পবর্জন্যৎ ।
 সর্বসংসেবনাকীরো নিদ্রামুচ্ছেদুর্মহতি ॥ ৪৪
 অপ্রমাণাত্তয়ং রক্ষেদ্রক্ষেৎ ক্ষেত্রঞ্চ সংবিদম্ ।
 ইচ্ছাং দেবক্ কামক্ ধৈর্যেণ বিনিবর্তয়েৎ ॥ ৪৫
 নিদ্রাঞ্চ প্রতিভাটিকৈব জ্ঞানাত্যাসেন তদ্বিৎ ।

তত্ত্বশাস্ত্র গুণাষিত সৎপুত্রের হিতাভিলাষী ও
 প্রীতমনা হইয়া উপদেশ করা বিধেয়।
 ২৪—৩৯। মুনিগণ বলিলেন,—পিতামহ ব্রহ্মা
 বলিয়াছেন, উপায় দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়;
 উপায় ব্যতীত হয় না; হে মুনৈ! আমরা
 সেই উপায় যথাযথ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা
 করি। ব্যাস বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ
 মুনিগণ! আপনারা যে মুক্তির উপায় অব-
 লম্বন করিতেছেন, ইহা যোগ্যই বটে; উহা
 দ্বারা সৰ্বার্থপ্রাপ্তিই ঘটিতে পারে। ঘটের
 উপকরণে যাদৃশী বুদ্ধি থাকে, ঘটোৎপত্তি
 বিষয়ে সেরূপ বুদ্ধি থাকে না; ধৰ্ম্মাদির
 উপায় সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে;
 কলতঃ বিবিধ ধৰ্ম্মের নানাবিধ কারণই
 জ্ঞাতব্য। পূর্বসমুদ্রে গমনে যে পথ
 পশ্চিম সমুদ্রে যাইতে সে পথ অবলম্ব-
 নীয় নহে। পরন্তু মোক্ষ সম্বন্ধে একটী
 মাত্রই পথ। হে অনঘগণ! আমি তাহা
 বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ ককুন।
 বীর মানব, কমা দ্বারা ক্রোধের উচ্ছেদ
 করিবে; সংকল্পবর্জন দ্বারা কামকে বিনষ্ট
 করিবে, আর সর্বসেবা দ্বারা নিদ্রা জয়

উপদ্রবাংস্তথা যোগী হিতজীর্ণমিতাশনাৎ ॥ ৪৬
 লোভঃ মোহঞ্চ সন্তোষাচ্চিষয়াঃস্তদ্বদর্শনাৎ ।
 অমুক্রোশাদধর্মঞ্চ জয়েৎকর্ম্মপেক্ষয়া ॥ ৪৭
 অন্নত্যা চ জয়েদাশাং সামর্থ্যং সঙ্গবর্জনাৎ ।
 অনিত্যেহেন চ স্নেহং ক্ষুধাং যোগেন পশুতঃ ।
 কারুণ্যেনান্নানাদানং তৃণঞ্চ পরিতোষতঃ ।
 উৎখানেন জয়েত্ত্বাং বিতর্কঃ নিশ্চয়াচ্ছয়েৎ ॥ ৪৮
 মোদনেন বহুভাষাঞ্চ শৌর্য্যেণ চ ভয়ং জয়েৎ ।
 যচ্ছেদ্বাঙ্গ্যনসী বুদ্ধা তং যচ্ছেজ্ঞ জ্ঞানচক্ষুষা ॥
 জ্ঞানমাত্মা মহানযচ্ছেস্তঃ যচ্ছেচ্ছান্তিরাম্বনঃ ।
 তদেতত্তপশাস্তেন বোদ্ধব্যং শুচিকর্ম্মণা ॥ ৪৯
 যোগদোষান্ সমুচ্ছিত্ত পঞ্চ যান্ কবয়ো বিদ্বঃ ।
 কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ ভয়ং স্বপ্নঞ্চ পঞ্চমম্ ॥

করিবে। সাবধানতা দ্বারা ভয় বিনাশ
 করিয়া চিত্তে বুদ্ধিকে রক্ষা করিবে। ইচ্ছা,
 ঘেব, ও কামকে ধৈর্য্যদ্বারা নিবারিত
 করিবে। তদ্বিদ্ মানব নিজা ও চাক্ষুশ্যকে
 জ্ঞানাত্ম্য দ্বারা দূরীভূত করিবে। যোগী
 অন্তান্ত উপদ্রবসমূহ হিতমিত পরিপাক-
 যোগ্য ভোজন দ্বারা নিরাস করিবেন।
 লোভ ও মোহকে সন্তোষ দ্বারা, বিষয়া-
 সক্তিকে তদ্বাহুশীলন দ্বারা, অধর্ম্মকে দয়া দ্বারা
 এবং ধর্ম্মকে উপেক্ষা দ্বারা নিরাকৃত করিবেন।
 পশুত ব্যক্তি ভাবিকালের ভাবনা পরিহার
 দ্বারা আশাকে, সংসারের অনিত্যতা চিন্তা
 দ্বারা স্নেহকে এবং যোগসামর্থ্যে ক্ষুধাকে
 জয় করিবেন। কারুণ্য দ্বারা স্তভাব, পরি-
 তোষ দ্বারা তৃণ, উত্তম দ্বারা তস্ত্রা, এবং
 নিশ্চয় দ্বারা বিতর্ক দূর করিবেন। মৌন
 দ্বারা বহুভাষণ, শৌর্য্যদ্বারা ভয় ও মন জয়
 করিতে হয়। বাক্য ও মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে
 জ্ঞানে, জ্ঞানকে মহৎ আত্মাতে এবং তাহাকে
 পরমাত্মাতে বিলীন করিলে শান্তি লাভ
 হয়। উপশান্ত ও শুদ্ধকর্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি
 কবিগণকথিত পঞ্চবিধ যোগদোষের সমু-
 চ্ছেদ করিয়া এই তত্ত্ব অবধারণ করিবেন।
 সেই যোগদোষ পাঁচটি যথা—কাম, ক্রোধ,

পরিত্যজ্য নিষেবেত যথাবদযোগসাধনাৎ ।
 ধ্যানমধ্যয়নং দানং সত্যং হ্রীর্জবৎ কমা ॥
 শৌচমাচারতঃ শুদ্ধিরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ ।
 এতৈবিবর্জ্যতে তেজঃ পাপ্যানমুপহন্তি চ ॥ ৫৪
 সিধ্যন্তি চান্ত সত্ত্বা বিজ্ঞানঞ্চ প্রবর্ততে ।
 ধূতপাপঃ স তেজস্বী লঘু হারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
 কামক্রোধৌ বশে কৃদ্বা নির্জিশেদব্রজ্ঞপঃ পদম্
 অমুচত্বমসজ্জিত্বং কামক্রোধবিবর্জনম্ ॥ ৫৬
 অদৈন্তমমুদৌর্গতমমুদেগো হুবহুহিতিঃ ।
 এষ মার্গো হি মোক্ষস্ত প্রসন্নো বিমলঃ শুচিঃ
 তথা বাক্যায়মনসাঃ নিয়মাঃ কামতোহব্যয়াঃ ॥ ৫৭
 ইতি ত্রিভাঙ্গে সাংখ্যযোগনিরুপণমষ্টত্রিংশ-
 দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৮ ॥

লোভ, ভয়, এবং নিজা। যোগধারণাপ্রভাবে
 এই পাঁচটি পরিত্যাগ করিয়া যথাবিধি তত্ত্বা-
 লোচনা করিতে হয়। ধ্যান, অধ্যয়ন, দান,
 সত্য, লজ্জা, সরলতা, কমা, শৌচ, শুদ্ধাচার,
 ও ইন্দ্রিয়সংযম,—এই দশটি দ্বারা পাপনাশ
 ও তেজের বৃদ্ধি, সংকল্পের সিন্ধি এবং বিজ্ঞা-
 নের প্রবৃদ্ধি হয়। লঘুভোজী জিতে-
 ন্দ্রিয়, নিম্পাপ, ও তেজস্বী যোগী কাম ও
 ক্রোধকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্মপদে প্রবেশ
 করিতে পারেন। অমুচত্ব, অসজ্জিত্ব, কাম-
 ক্রোধরাহিত্য, অদীনহ উদেগহীনহ এবং
 বাক্যায় ও মনের যথাযোগ্য সংযম—এই
 সকল ভাবে অবস্থিতিই মোক্ষবিষয়ক প্রসাদ-
 জনক, বিমল ও বিশুদ্ধ পথ। ৪০—৫৭।

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

একোনচত্রিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ

মুনয় উচুঃ ।

সাংখ্যযোগস্ত নো বিপ্র বিশেষঃ বক্তুমর্হসি ।

তব ধর্মজ্ঞ সর্বং হি বিদিতং মুনিসত্তম ॥ ১

ব্যাস উবাচ ।

সাংখ্যাঃ সাংখ্যঃ প্রশংসন্তি যোগান্ যোগ-

বিত্তমাঃ ।

বদন্তি কারণৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ স্বপক্ষোক্তাবনাং বৈ ॥ ২

অনৌষরঃ কথং মুচ্যেদিত্যেবং মুনিসত্তমাঃ ।

বদন্তি কারণৈঃ শ্রেষ্ঠঃ যোগঃ সম্যগানৌষিগঃ ॥ ৩

বদন্তি কারণং বেদং সাংখ্যঃ সমাগু দ্বিজাভয়ঃ

বিজ্ঞায়েহ গভাঃ সর্বা বিরক্তো বিষয়েষু যঃ ॥ ৪

উক্চং স দেহাৎ সুব্যক্তঃ বিষ্মদেদিতি নাত্তথা

এতদাহর্মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাংখ্যঃ বৈ মোক্ষদর্শনম্ ॥

স্বপক্ষে কারণং গ্রাহ্যং সমর্থং বচনং হিতম্ ।

শিষ্টানাম্ হি মতং গ্রাহ্যং তবন্তিঃ শিষ্টসম্মতৈঃ

প্রত্যক্ষং হেতবো যোগাঃ সাংখ্যাঃ শাস্ত্র-
বিনিশ্চয়াঃ ।

উভে চৈতে মত তবৈ সমবেতে দ্বিজোত্তমাঃ ।

উভে চৈতে মতে জ্ঞাতে মুনীশ্রাঃ শিষ্টসম্মতে

অনুষ্ঠিতে যথাশাস্ত্রং নয়েতাং পরমাঃ গতিম্ ॥

তুল্যাং শৌচং ভয়োর্বৃত্তং দয়া ভূতেষু চানঘাঃ ।

ব্রতানাং ধারণাং তুল্যাং দর্শনং ত্রুণমং তয়োঃ ॥ ৯

মুনয় উচুঃ ।

যদি তুল্যাং ব্রতং শৌচং দয়া চাত্র মহামুনে ।

তুল্যাং তদদর্শনং কস্মাতন্নো জ্ঞাহি দ্বিজোত্তম ॥

ব্যাস উবাচ ।

রাগঃ মোহঃ তথা স্নেহঃ কামঃ ক্রোধঞ্চ কেবলম্

যোগাস্থির্যোদিতান্ দোষান্ পঠৈতান্

প্রাপ্নুবন্তি তান্ ॥ ১১

যথা বানিমিষাঃ শূলং জালং ছিদ্ৰা পুনর্জলম্ ।

প্রাপ্নুবন্তি তথা যোগাত্তৎপদং বীতকলম্বাঃ ॥ ১২

তথৈব বাণ্ডরাং ছিদ্ৰা বলবন্তো যথা মৃগাঃ ।

প্রাপ্নুযুর্বিমলং মার্গং বিষুক্তাঃ সর্ববন্ধনৈঃ ॥ ১৩

উনচত্রিংশদধিকবিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মুনিসত্তম !

সাংখ্য ও যোগ সন্ধক্ষে বিশেষ তত্ত্ব আমা-

দিগকে বলুন । হে ধর্মজ্ঞ ! আপনার

সমস্তই বিদিত আছে । ব্যাস বলিলেন,—

নিজ পক্ষ সমর্থনার্থ বিশেষ কারণ প্রদর্শন-

পূর্বক সাংখ্য বিদগণ সাংখ্যের এবং

যোগীরা যোগেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন ।

হে মুনিসত্তমগণ ! মনীষী যোগীরা “ঈশ্বর

ব্যতীত কিরূপে মুক্তি হইবে ?” এই

কারণ প্রদর্শনপুর্বেক যোগকেই প্রধান বলিয়া

থাকেন । অপর দ্বিজাতিগণ সাংখ্যমতে

বেদকেই কারণ বলিয়া থাকেন । যিনি

জগতের সমস্ত গতি অবগত হইয়া বিষয়ে

বিরক্ত হয়েন, তিনি দেহত্যাগান্তে অবশ্যই

মুক্ত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই । মহা-

বিপ্রাজ্ঞজনগণ ইহাকেই মোক্ষদর্শন সাংখ্য

হইয়া নির্দেশ করেন । আত্মপক্ষ সমর্থ-

দর্শনযুক্ত হিতকর বচনসমূহ কারণরূপে

গ্রাহ্য । আপনারাও শিষ্টসম্মত ; এই নিমিত্ত

শিষ্ট জনের মতই গ্রহণ করিবেন । যোগ

সকল প্রত্যক্ষহেতুঃ শাস্ত্রনিশ্চয় দ্বারা সাংখ্য

নিরূপিত হয় । হে দ্বিজোত্তমগণ ! এই

উভয় মতই যথার্থ, উভয় মত অবগত থাকিয়া

মুনীশ্রগণ যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান করিলে পরম

গতি লাভ করেন । এই দুই মতে শৌচ তুল্যা

এবং তপ ও ভূতগণে দয়াব্রত ধারণ তুল্যা ;

কেবল উহাদের দর্শনই পৃথক্ পৃথক্ । মুনি-

গণ বলিলেন,—হে মহামুনে ! যদি

উহাদিগের ব্রত শৌচ দয়া প্রভৃতি তুল্যই

হয়, তবে উহাদিগের দর্শন তুল্যা হইল না

কেন ? ১—১০ । ব্যাস বলিলেন,—রাগ, মোহ,

স্নেহ, কাম, ক্রোধ, এ সকলের প্রত্যেকেই—

যোগপথে, অস্থিরচেতা জনগণ এই পঞ্চ-

বিধ দোষ প্রাপ্ত হয় । মৎস্তগণ যেমন শূল

জাল ছেদনপূর্বক পুনরায় জলমধ্যে প্রবেশ

করে, বলবান মৃগগণ যেমন বাণ্ডরা ছেদন-

পূর্বক পলায়ন করে, নরগণও তেমনি সর্ব

। লোভজানি তথা বিপ্রা বন্ধনানি বলাধিতঃ ।
 ছিবা যোগাৎ পরং মার্গং গচ্ছন্তি বিমলং শুভম্
 অবলাস্বাবিলা বিপ্রা বাণুরাসু তথাপরে ।
 বিনশন্তি ন সন্দেহস্তদ্বদ্যোগবলাদুতে ॥ ১৫
 বলহীনাস্চ বিপ্রেষ্টা যথা জালং গত্বা দ্বিজাঃ ।
 বন্ধং ন গচ্ছন্ত্যন্থা যোগান্তে তু সুহৃৎতাঃ ॥ ১৬
 যথা চ শকুনাঃ স্ত্রীশ্চ প্রাপ্য জালমরিন্দমাঃ ।
 তত্রাশক্তা বিপদ্যন্তে মূঢ়্যন্তে তু বলাধিতাঃ ॥ ১৭
 কর্মজৈর্জরৈর্বন্ধান্তদ্বদ্যোগপর্য্য দ্বিজাঃ ।
 অবলা ন বিমূঢ়্যন্তে মূঢ়্যন্তে চ বলাধিতাঃ ॥ ১৮
 অল্পকশ্চ যথা বিপ্রা বহিঃ শাম্যতি তুর্জলঃ ।
 আক্রান্ত ইক্ষনৈঃ স্থলৈস্তদ্বদ্যোগবলঃ স্মৃতঃ ॥
 স এব চ তদা বিপ্রা বহির্জাতবলঃ পুনঃ ।
 সমীরণগতঃ কুৎসাতঃ দহেৎ কিপ্রং মহীমমাম্ ॥
 তদ্বজ্ঞানবলো যোগী দৌপ্ততেজা মহাবলঃ ।
 অন্তকাল ইবাদিত্যঃ কুৎসাতঃ সংশোষয়েজ্জগৎ ॥
 তুর্জলশ্চ যথা বিপ্রাঃ শ্রোতসা ত্রিযতে নরঃ ।

বন্ধন পরিহারপূর্বক বিমল মুক্তি-
 মার্গ প্রাপ্ত হয়। যোগবলহীন পাপী
 মানবেয়া জালবদ্ধ তুর্জল যুগের জ্বায় নাশ
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে যোগের সামর্থ্যে
 স্থল জালে বদ্ধ পক্ষীর জ্বায় বন্ধনগ্রস্ত হইতে
 হয় না, সেই যোগ অতীব সুহৃৎভ। স্ত্রী
 জালে আবদ্ধ পক্ষিগণের মধ্যে যেমন
 তুর্জলেরাই আবদ্ধ হয়, কিন্তু বলবানেরা মুক্তি
 লাভ করে, হে দ্বিজগণ! কর্মজ বন্ধনে বদ্ধ
 হইয়াও তেমনি যোগবলশালী ব্যক্তিগণ
 মুক্ত হয়, কিন্তু যাহাদিগের তাদৃশ যোগবল
 নাই, তাহারা মুক্ত হইতে পারে না। অল্প
 মাত্র বহি যেমন স্থল কাষ্ঠচয় দ্বারা আক্রান্ত
 হইয়া নির্বাণ হয়, যোগবলও তজপ।
 হে বিপ্রগণ! সেই বহিও যেমন বায়ু-
 সাহায্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এই সমগ্র মহী-
 মণ্ডল দাহ করিতে পারে, তজপ তদ্বজ্ঞান-
 সম্পন্ন যোগী মহাবল ও দৌপ্ততেজা হইয়া
 যুগান্তকালের আদিত্যের জ্বায় সমগ্র
 জগতের শোষণ করিতে সমর্থ হইয়া

বলহীনস্তথা যোগী বিবর্ষেহ্রিযতে চ সঃ ॥ ২২
 তদেব তু যথা শ্রোতো বিকৃতমতি বারণঃ ।
 তদ্বদ্যোগবলং লক্ষ্য ন ভবেদ্বিবর্ষেহ্রিযতঃ ॥ ২৩
 বিশস্তি বা বশাবাধ যোগাদ্যোগবলাধিতাঃ ।
 প্রজাপতীন মনুন্ সর্কান্ মহাত্মানি চেষরাঃ ।
 ন যমো নাস্তকঃ ক্রুদ্ধো ন মৃত্যুভীমবিক্রমঃ ।
 বিশস্তে তদ্বিজাঃ সর্বৈ যোগশ্রামিততেজসঃ ॥
 আত্মনাঞ্চ সহস্রাণি বহুনি দ্বিজসন্তমাঃ ।
 যোগং কুর্ধ্যাদবলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্বৈর্মহীঃ

চরৈঃ ॥ ২৬

প্রাপ্তুয়াদ্বিষয়ান্ কশিৎ পুনশ্চোগ্রং তপশ্চরৈঃ
 সংক্ষিপ্যেচ্চ পুনবিপ্রাঃ সূর্য্যন্তেজোভূতানিব ॥
 বলস্তত্ত্বা হি যোগান্ত বলার্থং মুনিসন্তমাঃ ।
 বিমোক্ষপ্রভবং বিষ্ণুপূর্ণপন্নমসংশয়ম্ ॥ ২৮
 বলানি যোগপ্রোক্তানি মর্যেতানি দ্বিজোক্তমাঃ
 নিদর্শনার্থং স্ত্রীশ্চাপি বক্ষ্যামি চ পুনর্দ্বিজাঃ ॥ ২৯

থাকেন। তুর্জল নর যেমন শ্রোতঃ দ্বারা
 নীয়মান হয়, তেমনি তুর্জল যোগীও
 বিষয়গণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।
 হস্তী যেমন নদীশ্রোতকে প্রতিহত করে,
 তজপ যোগবলশালী মানব বিষয় দ্বারা
 বিপর্যস্ত হয় না। ১১—২৩। যোগবলাধিত
 অষ্টৈশ্বর্য্যশালী জনগণ যোগমহিমায় প্রজা-
 পতি, মনু ও মহাত্মগণে প্রবেশ লাভ
 করিতে পারেন। হে দ্বিজগণ! ক্রুদ্ধ যম,
 অন্তক এবং ভীমবিক্রম মৃত্যুও অমিততেজা
 যোগীর দেহে প্রবিষ্ট হইতে পারে না।
 হে দ্বিজসন্তমগণ! যোগী যোগপ্রভাবে নিজ
 আত্মাকে বহু সহস্রাণি বিভক্ত করিয়া মহী-
 তলে বিচরণ করিতে পারেন। সূর্য্যের
 তেজোভূতগণের জ্বায় যোগী কখনও বিষয়
 গ্রহণ করেন, কখনও উগ্র তপস্তাচরণ
 করেন, কচিৎ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হনেন।
 যোগবলসম্পন্ন যোগী জীব শক্তির ক্ষয়
 নিবারণার্থ মোক্ষহেতু বিষ্ণুকে দৃঢ়রূপে
 অবলম্বন করেন। হে দ্বিজোক্তমগণ!
 আপনাদিগের নিদর্শনার্থ এই আমি যোগ-

আত্মনঃ সমাধানে ধারণাং প্রতি বা দ্বিজাঃ ।
নিবর্ণনানি স্তম্ভানি শৃংখলঃ মুনিসত্তমঃ ॥ ৩০ ॥
অগ্রমস্তো যথা ধ্বা লক্ষ্যং হস্তি সমাহিতঃ ।
যুক্তঃ সম্যকুত্থা যোগী মোক্ষং প্রাপ্নোত্য-
সংশয়ম্ ॥ ৩১ ॥

স্নেহপাত্রে যথা পূর্ণে মন আধায় নিশ্চলম্ ।
পুরুষো যুক্ত আরোহেৎ সোপানং যুক্তমানসঃ
যুক্তকথায়মাঙ্গানং যোগং ততঃ স্তুনিশ্চলম্ ।
করোত্যমলমাঙ্গানং ভাস্করোপমদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥
যথা চ নাবৎ বিপ্রেক্ষ্যঃ কর্ণধারঃ সমাহিতঃ ।
মহার্ণবগতাঃ শীত্ৰং নয়েদ্বিপ্রাংস্ত পতনম্ ॥ ৩৪ ॥
তদ্বদাঙ্গসমাধানং যুক্তো যোগেন যোগবিৎ ।
দুর্গমং স্থানমাপ্নোতি হিতা দেহমিমং দ্বিজাঃ ॥ ৩৫ ॥
সারথিঃ যথা যুক্তঃ সদৃশান্ স্তুসমাহিতঃ ।
দেশমিষ্টং নয়ত্যাগ্য ধ্বনিং পুরুষবভম্ ॥ ৩৬ ॥
তথৈব চ দ্বিজা যোগী ধারণাস্তু সমাহিতঃ ।
প্রাপ্নোত্যাগ্য পরং স্থানং লক্ষ্যযুক্ত ইবাগুগঃ
আবিশ্ণাঙ্গনি চাঙ্গানং যোহবতিষ্ঠতি সোহচলঃ

লভ্য স্থল সামর্থ্যের বিষয় উল্লেখ করিলাম,
একপে স্তম্ভ সামর্থ্যের কথা বলিতেছি;
উহা দ্বারা আত্মার সমাধান ও ধারণালাভ
হয়। হে মুনিসত্তমগণ! আপনাদিগের
অবগতি নিমিত্ত উহার বিবরণ কহিতেছি,
শ্রবণ করুন। সাবধান ধরুর্দ্বারী যেমন
নিবিড়চিহ্নে লক্ষ্য ভেদ করে, সম্যক্ যোগ-
যুক্ত যোগীও তরুণ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়; সংশয়
নাই। তৈলাদি স্নেহপদার্থপূর্ণ পাত্রের প্রতি
অবধান রাখিয়া নরগণ যেমন সোপান
আরোহণ করে, যোগীও তরুণ অতি সাব-
ধানে ক্রমে ক্রমে যোগমার্গে অগ্রসর হইয়া
থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে নির্মল সূর্য্যসম
তেজস্বী হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত করেন। হে দ্বিজ-
গণ! সারথি যেমন সদৃশগণের পরিচালনা
করত ধরুর্দ্বার পুরুষকে অভীষ্ট দেশে লইয়া
যায়, যোগীও তরুণ ধারণাবলম্বনে লক্ষ্য
উদ্দেশে নিশ্চল বাণের স্থায় অত্যন্তকাল
মধ্যেই পরম স্থানে গমন করিতে পারেন।

পাশং হৃদেব মানীনাং পদমাপ্নোতি সোহজয়ম্ ॥
নাভ্যাং শীর্ষে চ কুক্ষৌ চ হৃদি বক্ষসি পার্শ্বয়োঃ
দর্শনে শ্রবণে বাপি ত্রাণে চামিতবিজ্ঞমঃ ॥ ৩৯ ॥
স্থানেষেতেষু যো যোগী মহাত্তমসমাহিতঃ ।
আত্মনা স্তম্ভমাঙ্গানং যুক্তো সমাগ্নু-
দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪০ ॥

সুশীলমচলপ্রথাং কর্ম দক্ষা শুভাশুভম্ ।
উত্তমং যোগমাহ্বায় যদীচ্ছতি বিমুচ্যতে ॥ ৪১ ॥
মুনয় উচুঃ ।

আহারান্ কৌদৃশান্ কৃদ্বা কানি জিত্বা চ সত্তম
যোগী বলমবাপ্নোতি তদ্বানবজ্রুমহতি ॥ ৪২ ॥
ব্যাস উবাচ ।

কর্ণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ শিণ্যাকস্ত চ তো দ্বিজাঃ
স্নেহানাং বর্জনে যুক্তো যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥
ভুঞ্জানো যাবকং ক্লকং দীর্ঘকালং দ্বিজোত্তমাঃ
একাহারী বিশুদ্ধা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৪ ॥

মন দ্বারা আত্মাতে আবিষ্ট হইয়া যিনি
নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন, তিনি জাল
ছেদন করিয়া পলায়িত মীনের স্থায় অজর
পদ প্রাপ্ত হইবেন। হে দ্বিজোত্তমগণ!
যে যোগী, নাভি, শীর্ষ, কুক্ষি, হৃদয়, বক্ষঃ,
পার্শ্ব, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা,—এই সকল স্থানে
মন দ্বারা স্তম্ভ আত্মাকে স্থাপনপূর্বক অচল-
বৎ সমাধিস্থ করেন, তিনি অত্যন্ত কাল
মধ্যেই উত্তম যোগপ্রভাবে শুভাশুভ কর্ম
দগ্ধ করিয়া ইচ্ছানুসারে মুক্তিলাভ করিতে
পারেন। ২৪—৪১। মুনিগণ কহিলেন,—হে
সত্তম! যোগী কিরূপ আহার এবং কোন্ কোন্
ইন্দ্রিয়বৃত্তিভিচয় জয় করিয়া যোগবল প্রাপ্ত
হয়েন; তাহা আপনি বলুন। ব্যাস বলি-
লেন,—হে দ্বিজগণ! যোগী ব্যক্তি কণা ও
শিণ্যাক ভক্ষণ এবং স্নেহ পদার্থের বর্জন
করিলে যোগবল লাভ করিতে পারেন।
হে দ্বিজসত্তমগণ! দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতিদিন
একবারমাত্র ক্লক যাবকভক্ষণ করিলে সেই
বিশুদ্ধা যোগী যোগবল লাভ করিয়া

পক্ষায়াসানুভূত্বেচ্ছিত্ত্বান্ সঞ্চরংশ্চ শুভাস্তথা ।
 অপঃ পীত্বা পরোমিশ্রা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥৪৫
 অখণ্ডমপি বা মাসং সততং মুনিসত্তমাঃ ।
 উপোষ্য সম্যক্ শুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥
 কামঃ ক্রোধা তথা ক্রোধঃ শীতোষ্ণং বর্ষমেব চ
 ভয়ং শোকং তথা স্বাপং পৌরুষান্বিষয়াস্তথা
 অরতিং দুর্জয়াঐব ঘোরাং দৃষ্ট্বা চ ভো দ্বিজাঃ
 স্পর্শং নিদ্রাং তথা তস্ত্রাং দুর্জয়াং মুনিসত্তমাঃ ॥
 দীপয়ন্তি মহাত্মানং সূক্ষ্মাত্মানমাশ্রিতা ।
 বীতরাগা মহাপ্রাজ্ঞা ধ্যানাধ্যয়নসম্পদা ॥৪৮
 দুর্গত্বেষ মতঃ পন্থা ব্রাহ্মণানাং বিপশ্চিতাম্ ।
 যঃ কশ্চিদব্রজতি কিপ্রং ক্লেমেণ মুনিপুঙ্গবাঃ ॥
 যথা কশ্চিৎসনং ঘোরাং বহুসর্পসরীসৃপম্ ।
 শত্রুবন্তোয়হানঞ্চ দুর্গমং বহুকটকম্ ॥৫০
 অভক্তমটবাপ্রায়ং দাবদধ্মমহীকুহম্ ।
 পন্থানং তস্করাকীর্ণং ক্লেমেণাতিপতেত্তথা ॥৫১
 যোগমার্গং সমাসাদ্য যঃ কশ্চিদব্রজতে দ্বিজঃ ।

থাকেন। দুগ্ধমিশ্রিত জলপান করত পক্ষ,
 মাস ও ঋতুতে বিবিধ শুভায় বিচরণ করায়
 যোগী ব্যক্তির যোগবলবৃদ্ধি হয়। হে
 মুনিসত্তমগণ! সম্পূর্ণ একমাস কাল উপবাস-
 পূর্বক শুদ্ধাত্মা যোগী যোগবল লাভ করেন।
 কাম, ক্রোধ, ভয়, শোক, গর্ষ, বিষয়াভ্যুদয়
 এবং শীতোষ্ণবর্ষাদি-জনিত ক্লেশ জয়
 করিবেন। ঘোর দুর্জয় অশান্তি, নিদ্রা, তস্ত্রা
 এ সকলও জয় করিবেন। সংসারান্নুরাগ-
 হীন মহাপ্রাজ্ঞ জনগণ ধ্যানাধ্যয়নসম্পদে
 সূক্ষ্ম আত্মাকে মন দ্বারা প্রদীপিত করেন।
 হে মুনিপুঙ্গবগণ! এই পথ অতীব দুর্গম;
 পরিণামদর্শী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কচিৎ কেহ
 এই পথে কালে ঘাইতে পারে। যেমন বহু
 সর্প-সরীসৃপাদি-পরিব্যাপ্ত, গর্ভবহুল, জল-
 হীন, নানা কণ্টকপূর্ণ, খাওয়ারহিত, দাবানল-
 দধ-ভরু-সমাকীর্ণ ঘোর বনমধ্যগত, চোর-
 ব্যাপ্ত দুর্গম পথে কচিৎ কোনও ব্যক্তি
 কুশলে ঘাইতে পারে, তেমনি এই বহু বাধা-
 সমাকুল যোগমার্গেও কচিৎ কেহ কুশলে

ক্লেমেণোপরমেম্মার্গাদ্বহুদোষোহপি সম্ভতঃ ॥৫২
 আশ্বেয়ং ক্ষুরধারাসু নিশিতাসু দ্বিজোত্তমাঃ ।
 ধারণা সা তু যোগস্তা দুর্গেয়মকুতাস্ততিঃ ॥৫৩
 বিষয়া ধারণা বিপ্রা যান্তি বৈ ন শুভাঃ গতিম্
 নেতৃহীন্য যথা নাবঃ পুরুষাণাস্ত বৈ দ্বিজাঃ ॥
 যন্ত তিষ্ঠতি যোগান্ বৈ ধারণাসু যথাবিধি ।
 মরণং জন্মদুঃখিত্বং সূখিত্বং স বিশিষ্যতে ॥৫৫
 নানাশাস্ত্রেষু নিয়তং নানামুনিনিষেবিতম্ ।
 পরং যোগস্তা পন্থানং নিশ্চিতং তং দ্বিজাতিষু ॥
 পরং হি তদব্রহ্মময়ং মুনীন্দ্রা
 ব্রহ্মাণমীশং বরদঞ্চ বিষ্ণুম্ ।
 ভবঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ মহান্নভাবং
 যদব্রহ্মপুত্রান্ সূমহান্নভাবান্ ॥৫৬
 তমশ্চ কষ্টং সূমহদ্রজশ্চ
 সত্ত্বঞ্চ শুদ্ধং প্রকৃতিং পরাঞ্চ ।
 সিদ্ধিঞ্চ দেবীং বরুণস্তা পত্নীং
 তেজশ্চ কৃৎস্নং সূমহচ্চ ধৈর্য্যম্ ॥৫৯
 তারাদিপিং থে বিমলং সূতারং
 বিশাংশ্চ দেবান্নুরাগান্ পিতৃশ্চ ।
 শৈলাংশ্চ কৃৎস্নান্নদধীশ্চ বাচলা-
 ন্নদীশ্চ সর্বাঃ সনগাংশ্চ নাগান্ ॥৬০
 সাধ্যাংস্তথা যক্ষগণান্ দিশশ্চ
 গন্ধর্ব্বসিন্ধান্ পুরুষান্ স্ত্রিয়শ্চ ।

অগ্রসর হইয়া থাকে। নিশিত ক্ষুরধারাবৎ
 এই যোগমার্গে অবস্থান অতীব কঠিন।
 হে দ্বিজগণ! যোগবিষয়িণী এই ধারণা
 হীনচিত্ত জনগণের দুর্জয়ে। ৪২—৫৩।
 নাবিকহীন তরণির স্তায় এই ধারণা প্রায়
 কোন ব্যক্তিরই শুভপ্রদ হয় না। যিনি
 ধারণাবলম্বনে যথাবিধি যোগানুষ্ঠান করেন,
 তিনি জন্ম, মরণ, সূখিত্ব ও দুঃখিত্বাদি হইতে
 অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়েন। হে মুনীন্দ্রগণ!
 এই নানা শাস্ত্রোক্ত, নানা মুনিনিষেবিত,
 পরম যোগপথ দ্বিজাতিগণের নিমিত্ত নিরু-
 পিত হইয়াছে। এই যোগবিধানাবলম্বনে
 মহাত্মা যোগী ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মময়
 হইয়া নগ, নাগ, নদ, নদী, শৈল, সাগর, স্ত্রী,

পরম্পরং প্রাপ্য মহান্নহাঙ্ক
বিশেষত যোগী নচিরাহিমুক্তঃ ॥ ৬১
কথা চ যা বিপ্রবরাঃ প্রসক্তা
দৈবে মহাবীৰ্যমতো শুভেষম্ ।
যোগান্ স সৰ্বানমুভূয় মৰ্ত্তো
নারায়ণং তং কৃতমাপ্নুবন্তি ॥ ৬২

ইতি শ্রী ব্রাহ্মে যোগবিধি নিক্রপণমেকোনচত্বা-
রিংশদধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

সম্যক্ক্রিয়েয়ং বিপ্রেন্দ্র বর্ণিতা শিষ্টসম্মতা ।
যোগমার্গো যথাক্রমে শিষ্যায়ৈহ হিতৈষণা ॥ ১
সাংখ্যে হিদানীং ধৰ্ম্মস্ত বিধিঃ প্রকৃতি তত্ত্বতঃ
ত্রিষু লোকেষু যজ্ঞজ্ঞানং সৰ্বং তদ্বিদিং হি তে

পুরুষ, দিকৃ, যক্ষ, গন্ধৰ্ব, সিদ্ধ, সাধ্য, চন্দ্র,
তার, উরগ, বিশ্বদেব, পিতৃগণ, বরুণপত্নী
সিদ্ধি, তেজ, ধৈর্য, তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব, প্রকৃতি,
মহান্নভাব সনৎকুমারাদি ব্রহ্মপুত্র, ধৰ্ম্ম,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—এ সকলকে অতিক্রম
করত অচিরকাল মধ্যেই মুক্তিলাভ করেন।
হে বিপ্রবরগণ! এই শুভকথা যাহার চিতে
দৃঢ় নিবিষ্ট হয়, সেই মানব ইহলোকে
অল্পকালেই যাবতীয় যোগ আয়ত্ত করিয়া
অন্তকালে নারায়ণে বিলীন হইয়া
থাকে। ৬২ ।

উনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনীগণ বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! শিষ্য-
গণের হিতার্থ আপনি শিষ্টসম্মত যোগমার্গ
সম্যক্ বর্ণন করিলেন। এক্ষণে সাংখ্য-
সম্মত ধৰ্ম্মবিধি বলুন। ত্রিলোকে যাহা
কিছু জ্ঞান, সমস্তই আপনার বিদিত আছে।

ব্যাস উবাচ ।

শৃংখলং মুনয়ঃ সৰ্বমাখ্যানং বিদিতাঙ্কনাম্ ।
বিহিতং যতিভির্ভূতৈঃ কপিলাদিভিরীশ্বরৈঃ ॥ ১
যস্মিন্ সুবিভ্রমাঃ কেচিদ্ শ্রুস্তে মুনিসত্তমাঃ ।
শুণাশ্চ যস্মিন্ বহবো দোষহানিচ্চ কেবলা ॥ ৪
জ্ঞানেন পরিসম্পাদ্য সন্দোষান্ বিষয়ান্ দ্বিজাঃ ।
মানুষ্যান্ গুৰ্জয়ান্ কুংসান্ পৈশাচান্ বিষয়াস্তথা ॥ ৫
বিষয়ানোরগান্ জাত্বা গন্ধৰ্ববিষয়াস্তথা ।
পিতৃগাং বিষয়ান্ জাত্বা তিৰ্য্যক্ পততাং দ্বিজাঃ
সুপর্ণবিষয়ান্ জাত্বা মরুতাং বিষয়াস্তথা ।
মহর্ষিবিষয়াশ্চৈব রাজর্ষিবিষয়াস্তথা ॥ ৭
আশুরান্ বিষয়ান্ জাত্বা বৈশ্বদেবাশ্চৈব চ ।
দেবর্ষিবিষয়ান্ জাত্বা যোগানামপি বৈশ্বরান্ ॥ ৮
বিষয়াশ্চ প্রমাণস্ত ব্রহ্মণো বিষয়াস্তথা ।
আয়ুষশ্চ পরং কালং লোকৈর্বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ ॥ ৯
সুখশ্চ চ পরং কালং বিজ্ঞায় মুনিসত্তমাঃ ।
প্রাপ্তকালে চ যদুঃখং পততাং বিষয়েষণাম্ ॥
তিৰ্য্যক্ হে পততাং বিপ্রান্তৈব নরকেষু যৎ ।
স্বর্গশ্চ চ শুণান্ জাত্বা দোষান্ সর্বাশ্চ ভো
দ্বিজাঃ ॥ ১১

ব্যাস বলিলেন,—হে মুনীগণ! কপিলাদি
প্রাচীন যতীশ্বরগণ আত্মজ্ঞানপরায়ণ-
জনগণের জন্ত যেরূপ বিধান করিয়াছেন,
আমি তৎসমস্তই বলিতেছি। আপনারা
শ্রবণ করুন। হে মুনিসত্তমগণ! আত্মজ্ঞান-
পরায়ণ মানব যাহাতে ভ্রমের হেতু সকল
দৃষ্ট হয়, যাহাতে বহু দোষ বিদ্যমান,
যাহা নির্দোষ,—জ্ঞান দ্বারা এ সকল বিষয়
নির্ণয় করিয়া সন্দোষ বিষয়সমূহ পরিহার
করিবেন। সাংখ্যজ্ঞানাতীলাষী মানব মানুষ,
পিশাচ, উরগ, গন্ধৰ্ব, পিতৃলোক, তিৰ্য্যগু-
জাতি, পক্ষী, মরুৎ, মহর্ষি, রাজর্ষি অশুর,
বিশ্বদেব, দেবর্ষি, যোগেশ্বর ব্রহ্মা এই
সকলের যাবতীয় বিষয় অবগত হইবেন।
লোকতত্ত্বানুসন্ধানপুঙ্খক আয়ুঃ ও সুখের
পরবর্তী কালতত্ত্ব জ্ঞাত হইবেন। বিষয়সাক্ত
জনিত দুঃখ, তিৰ্য্যক্ প্রভৃতি হীন যোনিতে

বেদবাদে চ যে দোষা গুণা যে চাপি বৈদিকাঃ
জ্ঞানযোগে চ যে দোষা জ্ঞানযোগে চ যে গুণাঃ
সাংখ্যজ্ঞানে চ যে দোষান্তত্বে চ গুণা দ্বিজাঃ
সৰ্বং দশগুণং জ্ঞাত্বা রজো নবগুণং তথা ॥ ১৩
তমশ্চাষ্টগুণং জ্ঞাত্বা বুদ্ধিঃ সপ্তগুণাং তথা ।
ষড়্গুণঞ্চ নভো জ্ঞাত্বা তমশ্চ ত্রিগুণং মহৎ ॥ ১৪
দ্বিগুঞ্চ রজো জ্ঞাত্বা সৰ্বকৈকগুণং পুনঃ ।
মার্গং বিজ্ঞায় তত্বেন প্রলয়প্ৰেক্ষণেন তু ॥ ১৫
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পরাঃ কারণৈর্ভাবিতাশ্চিতিঃ ।
প্রাপ্তবন্তি শুভং মোক্ষং স্মৃজ্য ইব নভঃ পরম
রূপেণ দৃষ্টিঃ সংযুক্তাঃ প্রাণং গন্ধগুণেন চ ।
শব্দগ্রাহ্যং তথা শ্রোত্রং জিহ্বাং রসগুণেন চ ॥
স্বচঃ স্পর্শং তথা শক্যং বায়ুকৈব তদাশ্রিতম্
মোহং তমসি সংযুক্তং লোভং মোহেষু সংশ্রিতম্
বিষুং ক্রান্তে বলে শক্রং কোষ্ঠে সক্তং
তথানলম্ ।

অপ্নু দেবীং সমাযুক্তামাপন্তেজসি সংশ্রিতাঃ ॥
তেজো বায়ৌ তু সংযুক্তং বায়ুং নভসি চাশ্রিতম্

ও নরকে যে ক্লেশ, তাহাও সম্যক্ নির্ণয়
করিবেন। স্বর্গ, বেদবচন, বৈদিকানুষ্ঠান,
জ্ঞানযোগ, সাংখ্যজ্ঞান,—এ সমস্তের দোষ
গুণ জানিবেন। হে দ্বিজগণ! দশগুণ সৰ্ব্ব,
নবগুণ রজঃ, অষ্টগুণ তমঃ, সপ্তগুণ বুদ্ধি,
ষড়্গুণ আকাশ, ত্রিগুণ তমঃ, দ্বিগুণ
রজঃ, একগুণ সৰ্ব্ব, এবং প্রলয়ের রীতি,—
এ সমস্ত বিশেষরূপে বিজ্ঞাত হইয়া বিশোধিত
চিত্তে যোগী জন জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সূক্ষ্ম
পদার্থ যেমন আকাশে বিলীন হয়, তদ্রূপ
পরমব্রহ্মে মিলিত হইয়া থাকেন। ১—১৬।
রূপে দৃষ্টি, গন্ধগুণে নাসিকা, শব্দে কর্ণ, রসে
জিহ্বা, এবং স্পর্শে ত্বক্ ইন্দ্রিয় সহজ-
যুক্ত। স্বক্, স্পর্শ ও বায়ু ইহারা পরস্পর
সংসক্ত। তমোগুণে মোহ আছে, মোহে
লোভ বিদ্যমান। গমনাগমনে বিষ্ণু,
বলে শক্র, এবং জঠরে অগ্নি বিদ্যা-
মান আছেন জানিবে। জলে পৃথিবী,
তেজে জল, বায়ুতে তেজ, আকাশে বায়ু,

নভো মহতি সংযুক্তং তমো মহসি সংশ্রিতম্ ॥

রজঃ সৰ্ব্বং তথা সক্তং সৰ্ব্বং সক্তং তথাশ্চনি ।

সক্তমাত্মানমীশে চ দেবে নারায়ণে তথা ॥ ২১

দেবং মোক্ষে চ সংযুক্তং ততো মোক্ষঞ্চ ন

কচিৎ ।

জ্ঞাত্বা সৰ্বগুণং দেহং বৃত্তং ষোড়শভির্গুণৈঃ ॥ ২২

স্বভাবং ভাবনাকৈব জ্ঞাত্বা দেহসমাম্রিতাম্ ।

মধ্যস্থমিব চাত্মানং পাপং যশ্মিন বিদ্যতে ॥ ২৩

দ্বিতীয়ং কৰ্ম্ম বৈ জ্ঞাত্বা বিপ্ৰেল্লা বিষয়েষিণাম্ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ সৰ্ব্বানাত্মনি সংশ্রিতান্ ॥ ২৪

তুর্লভত্বঞ্চ মোক্ষস্ত বিজ্ঞায় শ্রুতিপূর্বকম্ ।

প্রণাপার্নো সমানঞ্চ ব্যানোদানো চ তত্ত্বতঃ ॥ ২৫

আত্মকৈবালিনং জ্ঞাত্বা প্রভবঞ্চানিলং পুনঃ ।

সপ্তধা ভাংস্তথা শেষান্ সপ্তধা বিধিবৎ পুনঃ ॥

প্রজাপতীন্মুখীশ্চৈব সর্গাংশ্চ সুবহূন বরান্ ।

সপ্তমীশ্চ বহূন জ্ঞাত্বা রাজর্ষীশ্চ পরম্পরান্ ॥

সুরযীম্নরুতশ্চাত্তান ব্রহ্মর্ষীন্ সৃষ্টিসমিতান্ ।

ঐশ্বর্য্যাক্ষ্যাবিতান্দৃষ্ট্বা কালেন মহতা দ্বিজাঃ

এবং মহৎতত্ত্বে আকাশ প্রতিষ্ঠিত জানিবে।

এইরূপ তমোগুণাত্মক মহত্ত্ব রজোগুণে,

রজঃ সৰ্ব্বে, সৰ্ব্ব আত্মা এবং আত্মা ঈশ্বর

নারায়ণে প্রতিষ্ঠিত। সেই দেব নারায়ণই

মোক্ষে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মোক্ষ নিরা-

কার। সৰ্বগুণময় দেহ ষোড়শ গুণে সমা-

বৃত্ত। দেহে স্বভাব ও ভাবনা—এই দুইটা

ধর্ম্ম নিত্য বর্তমান। আত্মা মধ্যস্থ,—

কিছুই করেন না, কিছুতেই লিপ্ত নহেন।

তাইতে পাপসংশ্রব হয় না। বিষয়াসক্ত

জনগণের কর্ম্মময় দ্বিতীয় আত্মা যাবতীয়

ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ার্থের আধার। শ্রুতিবাক্য-

লোচনায় মোক্ষের তুর্লভত্ব অবধারণ করিবে।

দেহগত প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান,

সৃষ্টিবায়ু, এবং লয়বায়ু,—এই সপ্তবিধ বায়ু

প্রত্যেকে আবার সপ্তভাগে বিভক্ত।

প্রজাপতি ও ঋষি অনেকানেক। সৃষ্টিও

অনেকবিধ। ব্রহ্মর্ষি, সপ্তর্ষি, রাজর্ষি, দেবর্ষি,

মরুৎ, ইহারাও অনেক। হে দ্বিজগণ! কাল-

মহতাং ভূতসংখ্যানাং জ্ঞাত্বা নাশঞ্চ ভো দ্বিজাঃ
গতিং বাচাং শুভাং জ্ঞাত্বা অর্চ্যমাঃ

পাপকর্ষণাম্ ॥ ২৯

বৈতরণ্যাঞ্চ যদুঃখং পতিতানাং যমকয়ে ।
যোনিষু চ বিচিত্রানু সঞ্চারানশুভাস্তথা ॥ ৩০
জঠরে চাশুভে বাসঃ শোণিতোদকভাজনে ॥
শ্লেষমূত্রপুরীষে চ তীব্রগন্ধসমধিতে ॥ ৩১
শুক্রে শোণিতসংঘাতে মজ্জান্নায়ুপরিগ্রহে ।
শিরশতসমাকীর্ণে নবদ্বারে পুরেহথ বৈ ॥ ৩২
বিজায় হিতমাত্মনঃ যোগাংশ্চ বিবিধান দ্বিজাঃ
তামসানাঞ্চ জন্তুনাং রমণীয়ানুভাষ্যনাম্ ॥ ৩৩
সাত্ত্বিকানাঞ্চ জন্তুনাং কুৎসিতঃ সুনিসত্তমাঃ ।
গহিতং মহতামর্থং সাত্ত্বিকানাং বিদিতাশ্বনাম্ ॥
উপপ্রবাস্তথা ঘোরান শশিনস্তেজসস্তথা ।
তারানাং পতনং দৃষ্ট্বা নক্ষত্রাণাঞ্চ পর্যায়ম্ ॥ ৩৪
দৃষ্ট্বানাং বিপ্রযোগঞ্চ বিজায় কৃপণং দ্বিজাঃ ।
অস্ত্রোস্তম্ভকঞ্চ দৃষ্ট্বা ভুতানামপি চাশুভম্ ॥ ৩৫
বাল্যে মোহঞ্চ বিজায় পক্ষদেহস্ত চাশুভম্ ।
রাগং মোহঞ্চ সম্প্রাপ্তং কচিৎ সত্ত্বং সমাশ্রিতম্

কর্তৃক কত লোক ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হইয়াছে ; মহা
মহা ভূতও বিনষ্ট হইতেছে । বাক্যের গতি
কখনও শুভ এবং কখনও বা অশুভ হয় ।
পাশীরা হীনজনেরই সমাদর করে । বৈত-
রণীতে জীবগণের মহাহুঃখ হয় । যমলোকে—
নরকেও কতই যাতনা ! অশুভসংসারে বিবিধ
বিচিত্রযোনিতে ভ্রমণও কত ক্রেশ ! শ্লেষ-
মূত্রে লিপ্ত হইয়া তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত শোণিত-
জলপূর্ণ অশুভ গর্ভে বাস করাই বা কত
ক্রেশ ! হে দ্বিজগণ ! এ সকল দারুণ যন্ত্রণার
বিষয় বিবেচনা করিয়া ধীমান্ মানব যোগাসক্ত
হইবেন । কদর্য্যাত্মা তামস জীব, ও সাত্ত্বিক
জীবদিগের পরিণাম, বিদিতাত্মা সাংখ্যদিগের
সুগতি, শুক্রে শোণিত-সংযোগজাত, মজ্জান্নায়ু-
সম্বন্ধ, শত শত শিরা দ্বারা সমাকীর্ণ দেহের
হেয়ত্ব, শ্বশ্ব-দুঃখের শোচনীয় পরিবর্তন,
ভূতগণের পরস্পর হিংসন, বাল্যকালে মোহ,
বয়স্ক হইলেও রাগ-লোভাদি জনিত কত

সহশ্রেষু নরঃ কশ্চিন্মোকবুদ্ধিঃ সমাশ্রিতঃ ।
দুর্লভত্বঞ্চ মোক্ষস্ত বিজ্ঞানং ক্রতিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৬
বহুমানমলকেষু লব্ধে মধ্যস্থতাং পুনঃ ।
বিষয়াণাঞ্চ দৌরাভ্যর্থবিজ্ঞায় চ পুনর্দ্বিজাঃ ॥ ৩৭
গতাসুনাঞ্চ সন্তানাং দেহান্ তিষ্ঠা তথা শুভান্
বাসং কুলেষু জন্তুনাং মরণায় ধৃতাস্বনাম্ ॥ ৪০
সাত্ত্বিকানাঞ্চ জন্তুনাং দুঃখং বিজ্ঞায় ভো দ্বিজাঃ
ব্রহ্মজ্ঞানাং গতিং জ্ঞাত্বা পতিতানাং সুদারুণাম্
সুরাপানে চ সন্তানাং ব্রাহ্মণানাং দুঃখাস্বনাম্ ।
শুক্রে দারপ্রসক্তানাং গতিং বিজ্ঞায় চাশুভাম্ ॥
জননৌষু চ বর্ষস্তে যে ন সম্যগুদ্বিজোত্তমাঃ ।
সদেবকেষু লোকেষু যেন বর্ষস্তি মানবাঃ ॥ ৪৩
তেন জ্ঞানেন বিজ্ঞায় গতিং চাশুভকর্ষণাম্ ।
তিথ্যগুণোনিগতানাঞ্চ বিজ্ঞায় চ গতীঃ পৃথক্ ॥
বেদবাদাস্তথা চিত্তানুজ্ঞানাং পর্যায়াস্তথা ।
ক্ষয়ং সংবৎসরাণাঞ্চ মাসানাঞ্চ ক্ষয়ং তথা ॥ ৪৫
পক্ষক্ষয়ং তথা দৃষ্ট্বা দিবসানাঞ্চ সঙ্করম্ ।
ক্ষয়ং বুদ্ধিঞ্চ চন্দ্রস্ত দৃষ্ট্বা প্রত্যক্ষতস্তথা ॥ ৪৬
বুদ্ধিঃ দৃষ্ট্বা সমুদ্রাণাং ক্ষয়ন্তেষাং তথা পুনঃ ।
ক্ষয়ং ধনানাং দৃষ্ট্বা চ পুনর্বুদ্ধিঃ তথৈব চ ॥ ৪৭

ক্রেশ,—ধীমান্ মানব এ সকল চিন্তা করি-
বেন । অহো ! দেহিগণ অতি অল্পকালই স্ব-
শুণবান্ থাকে ; সহস্র লোকের মধ্যে কেহ
হয়ত মোক্ষবিষয়ক বুদ্ধির আশ্রয় করে । মোক্ষ
অতি দুর্লভ । লব্ধ-বিষয়ে অল্পরাগরাহিত্য,
অলব্ধ বিষয়ে প্রবলানুরাগ, বিষয় মাত্রেয়ই
পরিণামবিরসতা, যত ব্যক্তির জন্মান্তর গ্রহ-
ণের ক্রেশ, মরণভয়হীন সাত্ত্বিক জনগণের
গতি, ব্রহ্মজ্ঞাতী জনের দুর্গতি এবং পতিত,
সুরাপায়ী, শুরদারাসক্ত, মাতার প্রতি দুর্হাব-
হারকারী, দেবার্চনজীবী ও তিথ্যকুণোনি-
প্রাপ্ত, লোক সকলের ক্রেশ, বেদ বাক্য,
ঋতুবিপর্যায়, সংবৎসরের ক্ষয়, মাস সঙ্ক-
লের অবচয়, পক্ষ সকলের পরিবর্তন,
দিবসের বিকাশ, চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধি, সমুদ্রের
ভ্রাস-বৃদ্ধি, ধনের উপচয় এবং ক্ষয়, যুগ

সংযোগানাং তথা দৃষ্টা যুগানাক বিশেষতঃ ।
দেহবৈক্লব্যভাঋব সম্যগ্ বিজ্ঞায় তদ্বৃত্তঃ ॥৪৮
আত্মদোষাংশ্চ বিজ্ঞায় সৰ্বানাত্মনি সংস্থিতান্
অদেহাদ্ব্যুৎখিতান্ গচ্ছাংস্তথা বিজ্ঞায় চান্ততান্ ॥
মুনয় উচুঃ ।

কাল্পংপাতভবান্ দোষান্ পশ্যসি ব্রহ্মবিস্তম ।
এতং নঃ সংশয়ঃ কৃৎস্নঃ বক্তুমর্হন্তশেষতঃ ॥৫০
ব্যাস উবাচ ।

পঞ্চ দোষান্ দ্বিজা দেহে প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।
মার্গজ্ঞাঃ কাপিলাঃ সাংখ্যাঃ শৃংখাঃ মুনিসত্তমাঃ
কামক্রোধৌ ভয়ং নিদ্রা পঞ্চমঃ ষাস উচ্যতে ।
এতে দোষাঃ শরীরেষু দৃষ্টান্তে সৰ্বদেহিনাম্ ॥
হিংস্রস্তি ক্রময়া ক্রোধঃ কামঃ সঙ্কল্পবর্জনাং ।
সব্ধঃসেবনান্নিজামপ্রমাদান্তয়ঃ তথা ॥ ৫৩
হিংস্রস্তি পঞ্চমঃ ষাসমল্লাহারতয়া দ্বিজাঃ ।
গুণান্গুণশর্তৈর্জ্ঞাত্বা দোষান্দোষশর্তৈরপি ॥৫৫

সকলের বিচিত্র সংযোগ-বিয়োগ, দেহের
বৈক্লব্য, আত্মস্থ নানা দোষ, অদেহজাত
ধর্ম-স্বৈদাদিজনিত ক্রেশহেতু,—এই সকল
নিপুণভাবে চিন্তা করিয়া ধীমান্ মানব
বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন । ১৭—৪২ । মুনি-
গণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মবিস্তম ! আপনি
দেহে কোন্ কোন্ সহজ বিষ় অবলোকন
করেন ? আমাদিগের এ বিষয়ে সংশয়
আছে, তাহা ছেদন করুন । ব্যাস বলি-
লেন,—হে মুনিসত্তমগণ ! কপিলমতানু-
যায়ী যোগপথাভিজ্ঞ সাংখ্য ব্যক্তিবর্গ দেহে
এই পাঁচটি দোষের উল্লেখ করেন । যথা,—
কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা, ও ষাস,—এই
পাঁচটি দোষ দেহিগণের সর্বদেহেই বিজ্ঞমান
আছে । মনীষিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন ।
ক্ৰমা দ্বারা ক্রোধকে, সঙ্কল্পবর্জন দ্বারা
কামকে, সব্ধসেবা দ্বারা নিদ্রাকে, সাবধানতা
দ্বারা ভয়কে, এবং অল্লাহার দ্বারা ষাসকে
জয় করিবে । হে দ্বিজগণ ! গুণগণকে অস্ত
শত শত গুণ দ্বারা, দোষগণকে অপর
শত শত দোষদ্বারা, এবং শত শত

হেতুন্ হেতুশর্তৈশ্চিচ্চৈশ্চজ্ঞানবিজ্ঞায় তদ্বৃত্তঃ ।
অপাং কেনোপমং লোকং বিকোর্মায়ামশর্তৈঃ
কৃতম্ ॥ ৫৫

চিত্তাভিত্তিপ্রতীকাশঃ নলসারমনর্ধকম্ ।
তমঃসম্মিতং দৃষ্টা বর্ষবৃদ্ধদসন্নিতম্ ॥ ৫৬
নাশপ্রায়ঃ সুখাধানং নাশোত্তরমহান্তরম্ ।
রজস্তমসি সম্ময়ঃ পক্ষে দ্বিপমিবাবশম্ ॥ ৫৭
সাংখ্য্য বিপ্রা মহাপ্রাজ্ঞান্ত্যক্কা মেহং প্রজাকৃতম্
জ্ঞানজ্ঞেয়েন সাংখ্য্যেন ব্যাপিনা মহতা দ্বিজাঃ
রাজসানন্ততান্ গচ্ছাংস্তামসাংশ্চ তথাবিধান্ ।
পুণ্যাংশ্চ সার্বিকানাংগচ্ছান্পর্শজ্ঞানদেহসংজ্ঞিতান্
দ্বিদ্ভাষ্যজ্ঞানশব্দেণ তপোদণ্ডেন সত্তমাঃ ।
ততো হুঃখোদকং ঘোরং চিন্তাশোকমহাহ্রদম্ ॥
ব্যাদিমৃত্যুমহাঘোরং মহাভয়মহোরগম্ ।
তমঃকুর্ষং রজোমীনং প্রজয়া সত্তরম্ভ্যত ॥ ৬১
স্নেহপঙ্কঃ জরাধুর্গং স্পর্শদ্বীপং দ্বিজোত্তমাঃ ।
কর্ষ্মাগাধং সত্যতীরং স্থিতং ব্রতমনীষিণঃ ॥৬২
হর্ষসজ্জমহাবেগং নানারসসমাকুলম্ ।

হেতুকে অস্তান্ত শত শত হেতুদ্বারা, যথাযথ
অবগত হইবে । সাংখ্য যোগীরা বিকুর্মায়া-
বিরচিত জলবৃদ্ধবৃদ্ধবৎ স্পর্শদ্বীপ, ইন্দ্রজালবৎ
অলীক, নলতৃণবৎ নিঃসার, এই সংসারকে,
তমোদ্বারা বিভ্রান্ত, বৃষ্টিবৃদ্ধবৎ বিনষ্টপ্রায়,
মহাক্রেশপ্রদ, সুখবৎ প্রতীয়মান এবং পঙ্ক-
মধ্যে হস্তীর ভায় রজস্তমোমধ্যে নিমগ্ন বোধ
করিয়া পুঞ্জ-পরিজনাদিতে স্নেহ পরিহার
করিবেন । তাঁহারা তপস্তারূপ দণ্ড দ্বারা
রাজস, তামস ও সার্বিক, দেহাভিত্তি বিবিধ
অজ্ঞানমূলক স্পর্শাদি ধর্ম দূরীকৃত করিয়া
হুঃখোদকপূর্ণ-চিন্তা শোকাঙ্ক মহাহ্রদ অহতি-
ক্রম করিবেন । ঐ হ্রদ ব্যাধি ও মৃত্যু দ্বারা
অতীব ভয়ঙ্কর ; উহাতে মহাভয়—মহোরগ,
তমোগুণ—কুর্ষ, রজোগুণ—মীন, এবং
স্নেহই—পঙ্ক । সাংখ্যজ্ঞানীরা প্রজা দ্বারা
উহা অনায়াসে পার করেন । বাহাতে জরা—
ধুর্গ, স্পর্শ—দ্বীপ, কর্ষ্ম—গভীরতা, সত্য—
তীর, হর্ষ—মহাবেগ, নানা রস—কলৌল,

নানাশ্রীতিমহারত্নং হৃৎখজরসমীরিতম্ ॥ ৬৩
 শোকতৃষ্ণামহাবর্তং তীক্ষ্ণব্যাধিমহারজম্ ।
 অস্থিসত্ত্বাতসজ্জটং শ্লেষ্মাযোগং দ্বিজোক্তমাঃ ॥
 দানমুক্তাকরং ঘোরং শোণিতোদগারবিজ্রমম্ ।
 হসিতোৎফুল্লৈর্নিখোষং নানাজ্ঞানসুহৃদরম্ ॥ ৬৫
 রোদনাক্ষমলকারং সঙ্গযোগপরায়ণম্ ।
 প্রলঙ্ঘ্য জন্ম লোকো যং পুত্রবান্ধবপতনম্ ॥ ৬৬
 অহিংসাসত্যমর্যাদাং প্রাণযোগমম্মৌলিম্ ।
 বৃন্দাঙ্গগামিনং ক্লারং সর্বভূতপয়োদধিম্ ॥ ৬৭
 মোক্ষত্বর্ণভবিষয়ং বাত্বানুশংসাগরম্ ।
 তরন্তি যতয়ঃ সিদ্ধা জ্ঞানযোগেন চানঘাঃ ॥ ৬৮
 তীর্থা চ হস্তরং জন্ম বিশন্তি বিমলং নভঃ ।
 ততস্তান সুকৃতা ন জাহ্না সূর্যো বহতি
 রশ্মিভিঃ ॥ ৬৯
 পদ্মতন্তুবদ্যবিষ্ণু প্রবহন বিষয়ান দ্বিজাঃ ।
 তত্র তান প্রবহে বায়ুঃ প্রতিগৃহ্ণতি চানঘাঃ ॥ ৭০
 বীতরাগানুষতীন্ সিদ্ধান বীৰ্য্যযুক্তাংস্তপোধনান্
 সূক্ষ্মঃ শীতঃ সুগন্ধশ্চ সুখস্পর্শশ্চ ভো দ্বিজাঃ ॥
 সপ্তানাম্ মরুতাং শ্রেষ্ঠো লোকান্ গচ্ছতি যঃ
 শুভান্ ।

বিবিধ শ্রীতি—মহারত্ন, হৃৎখজর—সমীরণ,
 শোক ও তৃষ্ণা—মহা আবর্ত, তীক্ষ্ণ ব্যাধি—
 কুলভঙ্গ, অস্থিসংঘাত—ঘট, শ্লেষ্মা—ফেন,
 দান—মুক্তাকর শুভি, রক্তশ্রাব—বিজ্রম,
 হাস্ত—কলবর, বিবিধ জ্ঞান—হৃগমতা, রোদ-
 নাশ—মলকারাদি, পুত্রবান্ধবাদি—পতন,
 অহিংসা সত্য—সীমা, প্রাণস্পন্দন—উশ্বি,
 বহুজনের আশ্রয়তা—কার, এবং সর্বভূত—
 জলধরূপ, সিদ্ধ অনঘ যতিগণ জ্ঞানযোগ
 দ্বারা তাদৃশ মহাসাগর পার হইয়া থাকেন ।
 ৫০—৬৮ । তাঁহারা সেই হস্তর জন্মসাগর
 উত্তীর্ণ হইয়া বিমল নভোমণ্ডলে মিলিত
 হয়েন । তখন তাঁহাদিগকে সুকৃতা জানিয়া
 সূর্য্য পদ্মতন্তুসম নিজ রশ্মি দ্বারা আবিষ্ট
 হইয়া প্রবহ বায়ু পর্য্যন্ত বহন করিয়া লয়েন ।
 পরে প্রবহ বায়ু তাঁহাদিগকে গ্রহণ করে ।
 হে দ্বিজগণ! সূক্ষ্ম, শীতল, সুগন্ধ, সুখ-

স তান বহতি বিপ্রেক্ষা নভসঃ পরমাং গতিম্
 তামাবহতি লোকেশান্ রজসঃ পরমাং গতিম্
 রজো বহতি বিপ্রেক্ষাঃ সত্ত্বশ্চ পবমাং গতিম্ ॥
 সত্ত্বং বহতি শুদ্ধাত্মা পরং নারায়ণং প্রভুম্ ।
 প্রভুর্বহতি শুদ্ধাত্মা পরমাত্মানমাশ্বনা ॥ ৭৪
 পরমাত্মানমাসাদ্য তত্ত্বতা যতমোহমৃগাঃ ।
 অমৃতত্বায় কল্পস্তে ন নিবর্তন্তি চ দ্বিজাঃ ॥ ৭৫
 পরমা সা গতির্বিপ্রা নির্ধন্যানাং মহাত্মনাম্ ।
 সত্যার্জবরতানাং বৈ সর্বভূতদয়াবতাম্ ॥ ৭৬
 মুনয় উচুঃ ।

স্থানমুত্তমমাসাদ্য ভগবন্তং স্থিরব্রতাঃ ।
 আজন্মমরণং বা তে রমন্তে তত্র বা ন বা ॥ ৭৭
 যদত্র তথ্যং তত্ত্বং নো যথাবদ্বক্তুমর্হসি ।
 তদৃতে মানবং নাস্ত্যং প্রষ্টুমর্হাম সত্তম ॥ ৭৮
 মোক্ষদোষো মহানেষ প্রাপ্য সিদ্ধিং গতানুষীন
 যদি তজ্জৈব বিজ্ঞানে বর্ত্তন্তে যতয়ঃ পরে ॥ ৭৯

স্পর্শ, সত্ত্ব বায়ুর প্রধান সেই প্রবহ বায়ু
 তাঁহাদিগকে বীতরাগ, তপোবীৰ্য্যসম্পন্ন সিদ্ধ
 যতি জানিয়া তমোমণ্ডল পর্য্যন্ত বহন করে ;
 তখন তমঃ রজোগুণ পর্য্যন্ত, রজঃ সত্ত্বগুণ
 পর্য্যন্ত, সত্ত্ব পরম প্রভু নারায়ণ পর্য্যন্ত সেই
 যতিগণকে বহন করেন । সেই শুদ্ধাত্মা
 নারায়ণ উক্ত যতিগণকে পরমাত্মা পর্য্যন্ত
 প্রাপিত করেন । হে দ্বিজগণ! সেই যতিরা
 তখন পরমাত্মাতে একীভূত হইয়া অমৃতত্ব
 লাভ করেন ; তাঁহাদিগকে পুনরায় সংসারে
 প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না । সত্যার্জব-রত
 ব্রহ্মব্রহ্মহিত, সর্বভূতে দয়াবান্ মহাত্মাগণের
 উহাই পরম গতি ১৬৯—১৭৬ মুনীগণ কহিলেন,
 —হে সত্তম ব্যাস! সেই স্থিরব্রত মহাত্মারা
 পরমাত্মায় লীন হইয়া চিরকালই কি
 ঐ ভাবে থাকেন? ঐ অবস্থায় তাঁহাদিগের
 আনন্দ অল্পভব থাকে কি না? এ বিষয়ে
 প্রকৃত তত্ত্ব আমাদিগকে যথার্থ বলুন ।
 আপনি ভিন্ন এইরূপ প্রশ্নের যোগ্য আর
 কেহই নাই । মহামোক্ষপ্রাপ্ত সিদ্ধগণের
 উক্তাবস্থায় যদি পৃথকভাবে আত্মব্রহ্মত্ব না

প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্যং পশ্চাম পবমং দ্বিজ ।

• যদ্যস্ত হি পরে জ্ঞানে কিম্, দুঃখান্তরং ভবেৎ ॥

ব্যাস উবাচ ।

যথাস্থায়ং মূনিশ্চেষ্ঠাঃ প্রথঃ পৃষ্টশ্চ সঙ্কটঃ ।

বুধালামপি সম্বোধঃ প্রথোহশ্বিনুনি সন্তমাঃ ॥৮১

অত্রাপি তত্বঃ পরমং শৃণুধ্বং বচনং মম ।

বুদ্ধিচ্চ পরমা যত্র কপিলানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৮২

ইন্দ্রিয়গণাপি বুধ্যন্তে স্বদেহে দেহিনাং দ্বিজাঃ

করণাত্মানন্তানি হৃদ্মং পশুন্তি তৈস্ত্ব সং ॥৮৩

আত্মনা বিপ্রহৌণানি কাঠকুড়্যসমানি তু ।

বিনশুন্তি ন সন্দেহো বেলা ইব মহার্ণবে ॥ ৮৪

ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ সুশৃণু দেহিনো দ্বিজসন্তমাঃ ।

হৃদ্মশ্চরতি সর্বত্র নভসৌব সমীৰণঃ ॥ ৮৫

স পশুতি যথাস্থায়ং স্মৃত্য স্পৃশতি চানঘাঃ ।

বুধ্যমানো যথাপূর্বমধিলেনেহ তো দ্বিজাঃ ॥৮৬

ইন্দ্রিয়গণিহ সর্বাণি স্তে স্তে স্থানে যথাবিধি ।

অনৌশব্দাৎ প্রলীয়ন্তে সর্পা বিষহতা ইব ॥ ৮৭

ইন্দ্রিয়গণাস্ত সর্বেষাং স্বস্থানেষেব সর্বশঃ ।

থাকে, তবে উহাতে সুখ কি? অপর দুঃখই

বা কি হইবে? সুতরাং হে দ্বিজ। উত্ত

অপেক্ষা প্রবৃত্তিধর্ম্যই যেন ভাল বোধ

হয়। ৭৭—৮০। ব্যাস কহিলেন,—হে সন্তম

মুনিবরগণ। আপনাবা এ অতি দুঃরূপ প্রথ

করিয়াছেন। ইহার যথার্থ উত্তর দিতে

বুধগণেরও সম্বোধ হয়। এ বিষয়ে কপিল-

মতান্তরসারী মহাত্মাদিগের অনুমোদিত তত্ত্ব

কথা আমি কহিতেছি। হে দ্বিজগণ।

দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণও বোধযুক্ত হয়, উহাবা

আত্মার করণ মাত্র, উহাদিগের দ্বাবাই

আত্মা হৃদ্মরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

আত্মা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে উহাবা কাঠ-

কুড়্যসম বিনষ্ট হয়,—মহার্ণবের বেলাভূমির

জ্বর জড়তা লাভ কবে। হে দ্বিজসন্তমগণ।

সেই আত্মা, নিজিত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণের

সহিত মিলিত হইয়া আকাশে সমীরণের

জ্বর হৃদ্মভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন।

তিনি তখন যথাবৎ বিষয় সকলের স্মরণ-

আক্রম্য গত্যঃ হৃদ্মশ্চরত্যাশ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ৮৮

সহস্র চ গুণান্ কুৎসান্ রজসশ্চ গুণান্ পুনঃ ।

গুণাশ্চ তমসঃ সর্গানগুণান্ বুদ্ধেচ্চ সন্তমাঃ ॥

গুণাশ্চ মনসশ্চাপি নভসশ্চ গুণাশ্চত্বা ।

গুণান্ বায়োশ্চ সর্গজাঃ স্নেহজাশ্চ গুণান্ পুনঃ

অপাং গুণান্তথা বিপ্রাঃ পার্থিব্যাশ্চ গুণানপি ।

সর্গানেব গুণৈব্যাপ্য ক্ষেত্রজেষ দ্বিজোত্তমাঃ ॥

আত্মা চরতি ক্ষেত্রজঃ কর্ণগা চ শুভাশুভে ।

শিষ্যা ইব মহাত্মানমিন্দিয়গি চ তং দ্বিজাঃ * ।

আশঙ্কন্তি যথাকালং গুবোঃ সন্দেশকারিণঃ ॥

শক্যং বাগ্মেন কালেন শাস্তি প্রাপ্তুং

গুণাশ্চত্বা ।

এবমুক্তেন বিপ্রেশ্রঃ সাংখ্যযোগেন মোক্ষীম্

সাংখ্য্য বিপ্রা মশ প্রাক্তা গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্

দর্শনাদি করিয়া থাকেন। • ইন্দ্রিয়গণ সে

সময়ে বিষহীন সর্পসম অস্বাধীনভাবে স্ব স্ব

স্থানে অবস্থান করে। হৃদ্ম আত্মা উহা-

দিগকে আক্রমণপূর্বক বিচরণ করেন। স্ব,

বজঃ, তমঃ, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, তেজ,

জল, ক্ষিত্তি,—এই সকলের সমগ্র গুণ

আক্রমণ করিয়া ক্ষেত্রজ আত্মা শুভাশুভ

কাম্যাসারে ক্ষেত্রমধ্যে বিচরণ করেন।

হে দ্বিজগণ। শিষ্যেরা যেমন গুরুর আত্মগত্যা

করে, ইন্দ্রিয়গণও তেমনি আত্মার অনুসরণ

করিয়া থাকে। ৮১—৯৩। হে বিপ্রেশ্রগণ।

মোক্ষসাধক এই যে সাংখ্যযোগ কহিলাম,

ইহার সাহায্যে অল্পকালমধ্যেই গুণগণের

অতিক্রম করিয়া শাস্তি লাভ করা যায়।

মহাপ্রাক্ত সাংখ্যেরা পরম গতি প্রাপ্ত হইবেন।

* অত্র “প্রকৃতিশাস্তিপ্যতিক্রম্য শুদ্ধং হৃদ্মং

পর্যাপরম্। নারায়ণং মহাত্মানং নির্বিকারং

পর্যাপবম্ ॥ বিমুক্তং সর্বপাপেভ্যঃ প্রবিশ্টঞ্চ

হনাময়ম্। পরমাত্মানমগুণং নির্বৃত্তং তত্ত্ব

সন্তমাঃ ॥ শ্রেষ্ঠং তত্র মনো বিপ্রা ইন্দ্রিয়গি চ

তো দ্বিজাঃ ।” ইত্যাদিকঃ কচিং পাঠঃ ।

জ্ঞানেনানেন বিপ্রেন্দ্রাঙ্কল্যং জ্ঞানং ন বিদ্যাতে
 অত্র বঃ সংশয়ো মা ভূজজ্ঞানং সাংখ্যং পরমতম
 অক্ষরং ঐবমেবোক্তং পূৰ্ব্বং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥১৬
 অনাদিমধ্যানিধনং নির্বন্ধং কর্তৃ শাস্ততম্ ।
 কূটস্থকৈব নিত্যঞ্চ যদ্বদন্তি শমাত্মকাঃ ॥ ১৭
 যতঃ সৰ্ব্বাঃ প্রবর্তন্তে সৰ্গপ্রলয়বিক্রিয়াঃ ॥
 এবং শংসন্তি শাস্ত্রেষু প্রবক্তারো মহর্ষয়ঃ ॥১৮
 সৰ্ব্বৈ বিপ্রাশ্চ বেদাশ্চ তথা সামবিদো জনাঃ ।
 ব্রহ্মণ্যং পরমং দেবমনন্তং পরমাচ্যুতম্ ॥ ১৯
 প্রার্থয়ন্ত্যশ্চ তং বিপ্রা বদন্তি গুণবুদ্ধয়ঃ ।
 শমযুক্তাস্থত্বা যোগাঃ সাংখ্যাশ্চামিতদর্শনাঃ ॥
 অমূর্তেস্তস্ত বিপ্রেন্দ্রাঃ সাংখ্যং মূর্তিরিতি ঋতিঃ
 অভিজ্ঞানানি তস্তাত্ত্বহর্যাস্তি মুনিসত্তমাঃ ॥১০০
 দ্বিবিধানি হি ভূতানি পৃথিব্যাং দ্বিজসত্তমাঃ ।
 অগম্যগম্যসংজ্ঞানি গম্যং তত্র বিশিষ্যতে ॥
 জ্ঞানং মহদ্বৈ মহতশ্চ বিপ্রা
 বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে ।

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এই জ্ঞানের তুল্য জ্ঞান আর নাই। এ বিষয়ে আপনাদিগের যেন সংশয় হয় না। সাংখ্যজ্ঞানই সর্বোত্তম। পূর্বে অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলিয়াছি; তিনি সনাতন, স্থির, সূখ-দুঃখহীন, আদি-মধ্য-অন্ত-রহিত, শাস্ত, কূটস্থ, এবং কর্তা। শাস্ত জ্ঞানী ব্যক্তির এইরূপ বলিয়া থাকেন। শাস্তবক্তা মহাবির। বলেন যে,—ভাঁহা হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাত্মক সর্ব কার্য প্রবৃত্ত হয়। সেই অনন্ত অচ্যুত পরম ব্রহ্মণ্য দেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া সমস্ত বেদ ও সামবেদান্তিষ্ঠ বিপ্রগণ, গুণবিচারে আসক্তচেতা কামপরায়ণ যোগিগণ এবং অমিতদর্শন সাংখ্যগণ, বলেন যে,—মূর্তি-হীন সেই পরম পুরুষের সাংখ্য শাস্ত্রই মূর্তি। এইরূপ ঋতিও আছে। সেই ভগবানের অভিজ্ঞানসম্বন্ধে ভাঁহার এইরূপ বলেন যে,—চরাচর ভূতসকল দ্বিবিধ;—গম্য এবং অগম্য। ইহার মধ্যে গম্যই শ্রেষ্ঠ। ৯৪—১০৪। হে দ্বিজগণ! বেদ, সাংখ্য,

যচ্চাপি দৃষ্টং বিধিবৎপুরাণে
 সাংখ্যাগতঃ তন্নিখিলং মুনীন্দ্রাঃ ॥ ১০৫
 যচ্চেতিহাসেষু মহৎসু দৃষ্টং
 যথার্থশাস্ত্রেষু বিশিষ্টদৃষ্টম্ ।
 জ্ঞানঞ্চ লোকে যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ
 সাংখ্যাগতঃ তচ্চ মহামুনীন্দ্রাঃ ॥ ১০৬
 সমস্তদৃষ্টং পরমং বলঞ্চ
 জ্ঞানঞ্চ মোক্ষঞ্চ যথাবত্তুজম্ ।
 তপাংসি সূক্ষ্মাণি চ যানি চৈব
 সাংখ্যে যথাবদ্বিহিতানি বিপ্রাঃ ॥ ১০৭
 বিপর্যয়ং তস্ত হিতং সদৈব
 গচ্ছন্তি সাংখ্যাঃ সততং স্মৃথেন ।
 তাংশ্চাপি সঙ্ঘায়া ততঃ কৃতার্থাঃ
 পতন্তি বিপ্রায়তনেষু ভূয়ঃ ॥ ১০৮
 হিত্ব। চ দেহং প্রবিশন্তি মোক্ষং
 দিবোকসশ্চাপি চ যোগসাংখ্যাঃ ।
 অতোহধিকং তেহভিরতা মহাহৈ
 সাংখ্যে দ্বিজা ভো ইহ শিষ্টজুষ্টে ॥ ১০৯
 তেবাস্ত তির্ধ্যগ্গমনং হি দৃষ্টং
 নাধোগতিঃ পাপকৃতাং নিবাসঃ ।
 ন বা প্রধানা অপি তে দ্বিজাতয়ো
 যে জ্ঞানমেতন্মুনয়ো ন সজ্ঞাঃ ॥ ১১০

যোগ, পুরাণ, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, এবং লৌকিক যাহা কিছু জ্ঞান আছে, সে সকলের সারভূত এই উত্তম জ্ঞান আমি উপদেশ করিলাম। ইহা পরম বল, অথচ মোক্ষসাধক। হে বিপ্রগণ! মানব সাংখ্যাগত সূক্ষ্ম তপস্তায় নানা সূখ, এমন কি দেবদত্ত লাভ করিতে পারে; পরে পুনরায় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লাভ করিয়া যথাযথ তত্ত্ব নিশ্চয় দ্বারা দেহত্যাগান্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। এ নিমিত্ত সূধীজনগণ এই শিষ্টসম্বত পরমোত্তম সাংখ্য শাস্ত্রেই রত হইয়া থাকেন। ভাঁহা-দিগের তির্ধ্যকৃজাতিত্ব বা অধোগতি দেখা যায় না। পাণিষ্ঠকুলে কদাপি তাহাদিগের জন্ম হয় না। যে দ্বিজাতিগণ এই সাংখ্য-জ্ঞান অবলম্বন না করেন, ভাঁহার কোন

সাংখ্য বিশালং পরমং পুরাণং
৭ মহার্বং বিমলমুদারকাস্তম্ ।
কুৎসং হি সাংখ্যা মুনয়ো মহাশ্ব-
নারায়ণে ধারয়তাপ্রমেয়ম্ ॥ ১১১
এতন্ময়োক্তং পরমং হি তৎ
নারায়ণাধিবমিদং পুরাণম্ ।
স সর্গকালে চ কয়োতি সর্গঃ
সংহারকালে চ হরোত ভূয়ঃ ॥ ১১২
ইতি শ্রীভাষ্যে সাংখ্যবিধিনিরূপণং নাম
চত্বারিংশদিকবিশততমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ২৪০ ॥

একচহাবিংশদিকবিশততমোঃ অধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

কিং তৎকরমিত্যুক্তং যস্মান্নাবর্ততে পুনঃ ।
কিংকিস্তৎকরমিত্যুক্তং যস্মাদ্ভাবর্ততে পুনঃ ॥ ১
অকরাংকরয়োৰ্যক্তিঃ পৃচ্ছামস্তাঃ মহামুনে ।
উপলক্ঃ মুনিশ্রেষ্ঠ তবেন্ন মুনিপুঙ্গব ॥ ২

যতেই প্রধান বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না ।
হেঁ ছিজগণ ! এই পুরাতন পরম বিশাল
সাংখ্যশাস্ত্র উদারকাস্তি বিমল মহাসাগর-সম ।
আপনারা ইহার অঙ্গশীলন করত নারায়ণে
চিত্ত ধারণা করুন । আমি আপনাদিগের
নিকট এই পরম তত্ত্ব কীৰ্ত্তন করিলাম ।
নারায়ণ হইতেই এই জগতের উৎপত্তি ;
নারায়ণই সৃষ্টিকালে সৃষ্টি এবং সংহারকালে
ইহার সংহার করিয়া থাকেন । ১০৫—১১২ ।

চত্বারিংশদিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একচহাবিংশদিকবিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! ষাঁহা
হইতে পুনরায় আর সংসারে আসিতে হয়
না, সেই অকর কাহাকে বলা হয়, আর যাহা
হইতে সংসারে পুনরাবৃত্তি ঘটে, সেই কর
নামেই বা কাহাকে নির্দেশ করিলেন ? হে
মহামুনে ! আমরা অকর ও করের বিবরণ

তৎ হি জ্ঞানবিদাঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রোচ্যসে বেদপারগৈঃ
ঋষিভিঃ মহাভাগৈর্ধতিভিঃ মহাশ্বতিঃ ॥ ৩
তদেতচ্ছোভুমিচ্ছামহন্তঃ সৰ্গঃ মহামতে ।
ন তুষ্টিমধিগচ্ছামঃ শৃংস্তোহমৃতমুক্তমম্ ॥ ৪
ব্যাস উবাচ ।

অত্র বো বর্ণয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্ ।
বসিষ্ঠস্ত চ সংবাদং করালজনকস্ত চ ॥ ৫
বসিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠমাসীনমুদৌণঃ ভাক্তরহ্মতিম্ ।
পপ্রচ্ছ জনকো রাজা জ্ঞানং নৈঃশ্রেয়সং পরম্
পরমাত্মনি কুশলমধ্যাত্মগতিনিশ্চয়ম্ ।
মৈত্রাবক্ণিমাসীনমভিবাদ্য কৃতাজ্জলিঃ ॥ ৭
স্বচ্ছন্দঃ সুরূতকৈব মধুরং চাপ্যমুদ্বণম্ ॥
পপ্রচ্ছবিবরঃ রাজা করালজনকঃ পুরা ॥ ৮
করালজনক উবাচ ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
যস্মিন্ ন পুনরাবৃত্তিঃ প্রাপ্নুবন্তি মনৌষিণঃ ॥ ৯
যচ্চ তৎকরমিত্যুক্তং যত্রেদং করতে জগৎ ।

আপনাকে জিজ্ঞাসিতেছি,—ঐ উভয়ের
প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমুৎসুক হই-
য়াছি । বেদপারগ ঋষিগণ এবং মহাভাগ্য-
শালী মহাশ্বা যতিগণ বলিয়া থাকেন,
আপনি জ্ঞানবিদগণের বসিষ্ঠ, অতএব হে
মহামতে ! আমরা ঐ সকল আপনার নিকট
শুনিতে ইচ্ছা করি । আপনার বচন-সুধা
বারম্বার পান করিয়াও আমরা তৃপ্তির সীমা
প্রাপ্ত হইতেছি না,—যতই শুনি, ততই
শুনিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে । ব্যাস
বলিলেন,—আমি এসম্বন্ধে বসিষ্ঠ ও করাল-
জনকবিষয়ক এক প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন
করিতেছি । একদা পরমাত্মনিষ্ঠ, অধ্যাত্ম-
গতিজ, দিবাকর-হ্মতি, ঋষিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ
একান্তে সমাসীন ছিলেন । রাজা জনক
তখন কৃতাজলিকরে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া
নিঃশ্রেয়স-কর পরম জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞাসা
করিলেন । ১—৮ । করালজনক কহিলেন,—
ভগবন্ ! ষাঁহাকে পাইলে মনৌষিগণ সংসারে
আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইবেন না, আমি সেই

যচ্চাকরমিতি প্রোক্তং শিবং কেমমনাময়ম্ ।

বসিষ্ঠ উবাচ ।

ক্রয়তাং পৃথিবীপাল করতীদং যথা জগৎ ।

যত্র করতি পূৰ্বেণ যাবৎকালেন চাপ্যথ ॥ ১১

যুগং দ্বাদশসাহস্রং কল্পং বিদ্ধি চতুৰ্যুগম্ ।

দশকল্পশতাবর্ষমহন্তদ্বাদ্বাক্ষমুচ্যতে ॥ ১২

রাত্রিংশৈতাবতী রাজন্যস্তান্তে প্রতিবুধ্যতে ।

স্বজতানন্তকর্ণানি মহান্তং ভূতমগ্রজম্ ॥ ১৩

মুর্তিমন্তমমুর্ভায়া বিধং শঙ্কুঃ শ্বয়ম্ভুবঃ ।

যত্রোৎপত্তিঃ প্রবক্ষ্যামি মূলতো নৃপসন্তম ॥ ১৪

অগ্নিমা লঘিমা প্রাপ্তিরীশানং জ্যোতিরব্যয়ম্

সর্বতঃপানিপাদান্তঃ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ॥

সর্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ।

সনাতন পরম ব্রহ্মের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা

করি। যাহা কর নামে অভিহিত, যাহাতেই

জগৎ করিত হয় এবং যাহা অকর নামে

নিরূপিত শিব, কেম, অনাময় বস্তু, তাহাও

একণে আপনার নিকট আমার শুনিবার

বিষয়। বসিষ্ঠ বলিলেন,—ভূপাল! এই

জগৎ পূর্ণ বা পরিমিত কালে যাহাতে

যে প্রকারে করিত হয়, তাহা বলিতেছি,

শ্রবণ করুন। সত্য-ত্রেতাদি যুগচতুষ্টয়ের

দ্বাদশ সহস্র-পরিমিত কালকে এক কল্প

বলিয়া জানিবে। এই কল্পের দশশত বার

আবর্তনই ব্রহ্মার এক দিন বলিয়া কথিত।

তদীয় রাত্রিও দিনপরিমাণে নির্দিষ্ট।

হে রাজন্! এই রাত্রির অবসানেই ব্রহ্মা

প্রতিবুদ্ধ হইলেন এবং অনন্ত কর্ণপরম্পরা

ও ভূতাদি মহানকে স্বজন করেন। অমুর্ভায়া

শঙ্কু এই মুর্তিমান্ বিধকে বিস্তারিত করিয়া

ধাকেন। হে নৃপবর! যেভাবে তাঁহাতে

ইহার উৎপত্তি হয়, আমি আমূলত বলি-

তেছি। যিনি অগ্নিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশদ্ব

ও অব্যয় জ্যোতিঃরূপ, ঈশ্বর পানি-পাদ

সর্বদিকে প্রসারিত, অক্ষি, মুখ ও মস্তক

সমস্ত বিরাজিত এবং যিনি সর্বতঃ শ্রুতিমান্-

রূপে বিরাজমান হইয়া এই সর্ববিধ ব্যাপিয়া

হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষ বুদ্ধিরিতি স্মৃতিঃ ॥ ১৬

মহানিতি চ যোগেষু বিরিকিরিতি চাপ্যথ ।

সাম্ব্যো চ পঠ্যতে শাস্ত্রে নামভির্বহদ্বাক্ষকঃ ॥ ১৭

বিচিত্ররূপো বিশ্বাত্মা একাকর ইতি স্মৃতঃ ।

ধৃতমেকাঙ্ককং যেন কুৎসং ত্রৈলোক্যমাত্মনা ॥

তথৈব বহুরূপত্বাধিরূপ ইতি কৃতঃ ।

এষ বৈ বিক্রিয়াপন্নঃ স্বজত্যাঙ্কানমাত্মনা ॥ ১৮

প্রধানং তস্মৈ সংযোগাত্মপন্নঃ স্তুমহৎ পূরম্ ।

অহঙ্কারঃ মহাতেজাঃ প্রজাপতিনমন্তৃতম্ ॥ ২০

অব্যক্তাব্যক্তিমাপন্নং বিদ্যাসর্গং বদন্তি তম্ ।

মহান্তং চাপ্যহঙ্কারমবিদ্যাসর্গং এব চ ॥ ২১

অচরন্ত চরন্তেচব সমুৎপন্নো তথৈকতঃ ।

বিদ্যাবিদ্যোতি বিখ্যাতে শ্রুতিশাস্ত্রানুচিন্তকৈঃ

ভূতসর্গমহঙ্কারাত্তীয়ং বিদ্ধি পার্থিব ।

অহঙ্কারেষু নৃপতে চতুর্থং বিদ্ধি বৈরুতম্ ॥ ২৩

বায়ুর্জ্যোতিরথাকাশমাপোহধ পৃথিবী তথা ।

রহিয়াছেন; তিনিই ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ এবং

এই হিরণ্যগর্ভই বুদ্ধি বলিয়া বিদিত যোগ

ও সাম্ব্যাদি শাস্ত্রে ইনিই মহান্ ও বিরিকি

প্রভৃতি বিবিধ নামে বহুরূপে পঠিত বা গীত

হইয়া থাকেন। এই বিচিত্ররূপ বিশ্বাত্মাই

একাকর নামে নিরূপিত। এই বিশ্বাত্মা এই

সমগ্র ত্রৈলোক্যকে আত্মা দ্বারা ধারণ

করেন। বহুরূপতা-নিবন্ধন যিনি বিধরূপ

নামে প্রসিদ্ধ, যৎকালে তিনি বিক্রিয়াপন্ন

হয়েন, তখনই আত্মা দ্বারা আত্মাকে স্বজন

করেন। ১—১৯। ইহার সহিত প্রকৃতির

সংযোগ ঘটিলে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়।

এই অহঙ্কার প্রজাপতিগণের মাননীয়। যিনি

অব্যক্ত-হইতে ব্যক্তীভূত, তিনি বিদ্যা-

সর্গ নামে অভিহিত। মহৎ ও অহঙ্কার

প্রভৃতি অবিদ্যাসর্গ নামে নির্দিষ্ট। সমস্ত

চরাচর একই কর্ণতত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন।

বেদতত্ত্বদর্শী বিবুধগণ এইরূপে বিদ্যা ও

অবিদ্যাসর্গ নির্দেশ করিয়াছেন। হে

পার্থিব! ভূতসর্গ অহঙ্কার হইতে তৃতীয়

এবং বৈরুত স্রষ্টিকে চতুর্থী বলিয়াই

শব্দস্পর্শৌ চ রূপক রসো গন্ধস্তথৈব চ ॥ ২৪
এবং ঘৃণপত্ৰং পন্নঃ দশবর্ণমসংশয়ম্ ।
পঞ্চমং বিদ্ধি রাজেন্দ্র ভৌতিকং সর্গমর্থকং ॥ ২৫
শ্রোত্রঃ শুক্লচক্ষুযৌ জিহ্বা ভ্রাণমেব চ পঞ্চমম্ ।
বাগ্‌হস্তৌ চৈব পাদৌ চ পায়ুর্মেঢ়ং তথৈব চ ॥
বুদ্ধৌশ্রিয়ণি চৈতানি তথা কর্ণৌশ্রিয়ণি চ ।
সম্ভূতানীহ ঘৃণপন্ননসা সহ পার্শ্বিবা ॥ ২৭
এবা তদ্বচতুর্বিংশা সর্বাভূতিঃ প্রবর্ততে ।
বাং জ্ঞাত্বা নাভিশোচন্তি ব্রাহ্মণাস্তদ্বদর্শিনঃ ॥ ১৮
এবমেতৎ সমুৎপন্নং ত্রৈলোক্যমিদমুত্তমম্ ।
বেদিতব্যং নরশ্রেষ্ঠ সর্গদেবনরকার্ণবে ॥ ২৯
সৎকৃত্তগন্ধর্ষে সক্রিয়রম্যহোরগে ।
সচারণপিশাচে বৈ সর্গদেবশ্রিনিশাচরে ৩০
সদংশকীটমশকে সপুত্ৰকুমি, বকে ।
ভুনি স্বপাকে চৈণেয়ে সচাণ্ডালে সপুত্ৰসে ॥ ৩১
হস্তাশ্বখরশাদ্বীলে সবুকে গবি চৈব হ ।
যা চ মূর্তিশ্চ যৎকিঞ্চিৎ সর্গদৈত্বত্নিদর্শনম্ ॥ ৩২
জলে ভুবি তথাকাশে নান্তত্রৈতি বিনিশ্চয়ঃ ।

জানিবেন । বায়ু, জ্যোতিঃ, আকাশ, জল, পৃথ্বী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ, এই দশবর্ণ ঘৃণপৎ সমুৎপন্ন হয় । হে রাজেন্দ্র ! ভৌতিক সর্গ পঞ্চম বলিয়া জানিবেন । হে পার্শ্বিবা ! শ্রোত্র, শুক্ল, চক্ষু, জিহ্বা ও ভ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেশ্রিয় এবং বাকু, হস্ত, পাদ, পায়ু, ও মেঢ় এই পঞ্চ কর্ণেশ্রিয় । ইহার মনের সহিত ঘৃণপৎ সমুৎপন্ন হয় । এইরূপ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । তদ্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ ইহা জানিয়া কদাচ শোক-মোহের বশীভূত হইবেন না । হে নরশ্রেষ্ঠগণ ! এইরূপে উত্তম ত্রৈলোক্য সমুৎপন্ন বলিয়া জানিবে,—সর্গ, নরক, জলধি, যক্ষ, ভূত, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহোরগ, চারণ, পিশাচ, দেব, ঋষি, নিশাচর, দংশ, কীট, মশক, কুমি, মুষিক, ষা, স্বপাক, মৃগ, চণ্ডাল, পুত্ৰস, হস্তী, অশ্ব, খর, শাদ্বীল, বুক, গো,—এই সকল এবং অন্তান্ত যে কিছু জীব আছে, সর্বত্রই স্থিতিদর্শন বিদ্যমান । আমরা

স্থানং দেহবতীয়াসৌদিত্যেবমহুত্তমম্ ॥ ৩৩
কুৎস্নমেতাবতন্তাত করতে ব্যক্তনঃস্রজকঃ ।
অহন্তহনি ভূতাত্মা যজ্ঞাকর ইতি শ্রুতম্ ॥ ৩৪
ততস্তৎকরমিত্যুক্তং করতীদং যথা জগৎ ।
জগন্মোহান্বকং চাহরব্যাক্তাদব্যাক্তসংস্রজকম্ ॥ ৩৫
মহাংশৈবাকরো নিত্যমেতৎকরবিবর্জ্জনম্ ।
কথিতস্তে মহারাজ স্বস্মান্নাবর্ততে পুনঃ ॥ ৩৬
পঞ্চবিংশতিকোহমূর্ত্তঃ স নিত্যাস্তবসংস্রজকঃ ।
সর্বসংস্রজাতত্ত্বং সর্বমাহুত্তমীষণঃ ॥ ৩৭
যদমূর্ত্তিঃ স্রজস্রজকঃ তদমূর্ত্তিমধিতিষ্ঠতি ।
চতুর্বিংশতিমো ব্যক্তো হমূর্ত্তিঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥
স এব হ্রাদ সর্গাস্তু মূর্ত্তিধাত্তিষ্ঠিতাত্মবান্ ।
চেতয়ংচেতনো নিত্যঃ সর্বমূর্ত্তিরমূর্ত্তিমান্ ॥ ৩৯
সর্গপ্রলয়ধর্ম্মেণ স সর্গপ্রলয়ান্বকঃ ।

ভনিয়াছি, প্রলয়ে জল, ভূতল, নভস্তল, বা অন্তত্র কুত্রাপি দেহাদিগের কিছুমাত্র স্থান ছিল না । যিনি প্রতিনিয়ত ভূতগণের আত্মস্বরূপে বিরাজিত, তিনি অকরাধ্যায় অভিহিত । তাঁহা হইতেই নিখিল সৃষ্টি-পরম্পরা করিত হয় ; এইজন্য তিনি কর আখ্যায়ও উক্ত হইলেন । এই কর অব্যাক্ত হইতে ব্যক্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত জগৎরূপে নিরূপিত হইয়াছেন । যিনি অকর, তিনি ! এই করপরহীন, নিত্য ও মহান্ । এই অকরকে পাইলে পুন-রায় আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না । মহারাজ ! তোমার নিকট এই ক্রয়াকরবিবরণ ব্যক্ত করিলাম । ২০-৩৬ ।
ঐ অকর যিনি, তিনি পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বসংস্রজক নিত্য অমূর্ত্ত বস্তু । কেবল সর্বসংস্রজহেতু ঐ তত্ত্বকে -মনীষিগণ সর্ব বলিদাই ব্যাখ্যা করেন । এই তত্ত্ব মূর্ত্তিহীন হইয়াও অসৃষ্ট ব্যক্ত মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন । চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ব্যক্ত ; পরন্তু পঞ্চবিংশ তত্ত্ব অব্যক্ত বা মূর্ত্তিবর্জিত । তিনিই আত্মবান্ রূপে সর্বমূর্ত্তিহেতু সর্বদ্বন্দ্বের বিরাজমান । ভূত-গণের চেতনব্যাপার তিনিই মিয়ন্ত নিশ্চায়

গোচরে বর্ততে নিত্যঃ নির্ভণো গুণসংজিতঃ ॥

এবমেব মহাত্মা চ সৰ্গপ্রলয়কোটিশঃ ।

বিকীৰ্ণাণঃ প্রকৃতিমাত্মাভিমন্তেত বুদ্ধিমান্ ॥ ৪১

ভমঃসম্বরজোযুক্ততানু তাস্মিহ যোনিবু ।

লীয়েতে প্রতিবুদ্ধ্বাদিবুদ্ধজনসেবনাং ॥ ৪২

সহবাসনিবাসত্বালাহমিতি মন্ততে ।

যোহহং ন সোহহমিত্যুক্ষা গুণানবানুবর্ততে

ভমসা তামসান্ ভাবান্ বিবিধান্ প্রতিপদ্যতে

রজসা রাজসাত্মৈশ্চৈব সাত্বিকান্ সৰ্বসংখ্যাং ॥ ৪৪

সুত্রলোহিতকৃষ্ণানি রূপাণ্যেতানি জীপি তু ।

সৰ্বাণ্যেতানি রূপাণি জানীহি প্রাকৃতানি তু ॥

তামসা নিরয়ঃ যান্তি রাজসা মাত্মহানবধ ।

সাত্বিকা দেবলোকায় গচ্ছন্তি সুখভাগিনঃ ॥ ৪৬

নিকেবলেন পাপেন তিৰ্য্যগ্‌যোনিমবাণ্ড্রয়াং ।

পুণ্যপাপেষু মাত্মহ্যাং পুণ্যমাত্রেণ দেবতাঃ ॥ ৪৭

করেন । তিনি সৰ্বমূৰ্ত্তি অথচ অমূৰ্ত্তি ।

সৃষ্টি ও প্রলয়ধৰ্ম্মে তিনি সৃষ্টি ও প্রলয়াত্মক ।

তিনি সৰ্বসমকেই নিত্য বর্তমান । তাঁহার

গুণ নাই, অথচ তিনি গুণসংজিত । সেই

মহাত্মা প্রকৃতিমান্ হইয়া এইরূপে

কোটি কোটি সৃষ্টি-প্রলয় বিস্তার করেন ।

কিন্তু সেই বুদ্ধিমান্ কখন অভিমান আশ্রয়

করেন না । তিনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাবিত

নিধিল জীবপশুপক্ষরায় প্রবোধরূপে অবুদ্ধ

জনের সংসর্গে বাস করেন । সহবাসগুণে

তিনি মনে করেন,—‘আমি বালক । আমি

‘সোহহং নহি’ এই বলিয়া গুণানুবর্তন করেন ।

ভংকালে তিনি তমোগুণে বিবিধ তামস ভাব,

রজোগুণে রাজসভাব এবং সৰ্বসংখ্যে

সাত্বিক ভাব সকল প্রাপ্ত হইলেন । তাঁহার

ঐ গুণত্রয়ের রূপ সুত্র, লোহিত ও কৃষ্ণভেদে

জিবিধ । তদীয় ঐ সকল রূপ প্রাকৃত বলি-

য়াই জানিবে । তামসগণ নিরয় প্রাপ্ত হয়,

রাজসগণ মাত্মলোকে বিচরণ করে এবং

সাত্বিকগণ সুখভোগার্থ দেবলোকে প্রয়াণ

করেন । নিরবচ্ছিন্ন পাশাচরণে তিৰ্য্যক্‌যোনি

প্রাপ্ত হইতে হয় । পুণ্য ও পাপময় অমর্ত্তানে

এবমব্যক্তবিষয়ঃ মোক্ষমার্হর্মনীষিণঃ ।

পঞ্চবিংশতিমো যোহহং জ্ঞানাদেব প্রবর্ততে ॥

ইতি ত্রীত্বাক্ষে করাকরবিচারনিরূপণেনৈক-

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪১ ॥

ষিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

এবমপ্রতিবুদ্ধত্বাদিবুদ্ধমত্ববর্ততে ।

দেহাদেহসহস্রাণি তথা চ ন স ভিত্ততে ॥ ১

তিৰ্য্যগ্‌যোনিসহস্রেষু কদাচিদেবতাস্বপি ।

উৎপদ্যতি তপোযোগাদ্‌গুণৈঃ সহ গুণকমাং ॥

মাত্মহ্যাংদ্বিবিং যতি দেবো মাত্মহ্যমেতি চ ।

মাত্মহ্যাম্মিরয়স্থানমালয়ঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ৩

কোষকারো যথাস্থানং কীটঃ সমভিরুদ্ধতি ।

স্বত্রতন্তুগুণৈর্নিত্যং তথায়মগুণো গুণৈঃ ॥ ৪

মাত্মহ্যপ্রাপ্তি ঘটে এবং কেবল পুণ্য-

সঞ্চয়েই দেবতলাভ হয় । এইরূপে মনোমি-

গণ অব্যক্ত বিষয়কেই মোক্ষ আখ্যায় অভি-

হিত করিয়াছেন । উল্লিখিত, পঞ্চবিংশ-

তম জ্ঞান হইতেই প্রবৃত্ত হয় । ৩৭—৪৮ ।

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২৪১ ॥

ষিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—জীব প্রতিবুদ্ধ না

হওয়া পর্যন্ত এইরূপে বিবিধ অজ্ঞানমূলক

কার্য্য করে বলিয়া এক দেহ হইতে অল্প

দেহে যাতায়াত ক্রমে সহস্র সহস্র দেহ পরি-

ভ্রমণ করে ; পরন্তু গুণকোত বশতঃ শত

শত তিৰ্য্যগ্‌ জন্মেও তাহার উক্ত অজ্ঞানের

অন্তথা হয় না । মাত্মহ্য হইতে দেবত্ব,

তাহা হইতে পুনরায় মাত্মহ্য, এবং তাহা

হইতে নরকগমন, ইত্যাদিরূপে কোষকার

কীট যেমন নিজ স্বভাৱে বৃদ্ধ বৃদ্ধ, তদ্রূপ এই

হৃদমেতি চ নির্বন্ধস্তানু ভাষিহ যোনিম্ ।

* শীর্ঘরোগেহকিরোগে চ দন্তশূলে গলগ্রহে ॥৫

জলোদরেহতিসারে চ গণ্ডমালাবিচর্চিকৈ ।

খিড়কুঠেহগ্নিদগ্ধে চ সিদ্ধাপস্মারয়োরপি ॥ ৬

যান চান্তানি হৃদ্যানি প্রাকৃতানি শরীরিণাম্ ।

উৎপদ্যন্তে বিচিহ্নাণি তান্তেবা ভ্রাত্তিমন্ততে ॥ ৭

অভিমানাতিমানানাং তথৈব সূকৃতান্তপি ।

একবাসাশ্চতুর্বাণাঃ শায়ী নিত্যমধস্তথা ॥ ৮

মণ্ডকশায়ী চ তথা বীর্যসনগতস্তথা ।

বীর্যসনমাক্রাশে তথা শয়নমেব চ ॥ ৯

ইষ্টকাপ্রস্তরে চৈব চক্রকপ্রস্তরে তথা ।

ভস্মপ্রস্তরশায়ী চ ভূমিশয্যাস্থলেপনঃ ॥ ১০

বীর্যস্থানাস্থপাকে চ শয়নং ফলকেষু চ ।

বিবিধানু চ শয্যাস্থ ফলগৃহ্মাধিতানু চ ॥ ১১

উদ্যানেন খললগ্নে তু কোমলকৃৎজিনাধিতঃ ।

মণিবালাপরীধানো ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিচ্ছদঃ ॥ ১২

সিংহচর্ম্মপরীধানঃ পটবাসান্তথৈব চ ।

জীবও গুণত্রয়ে জড়িত হইয়া থাকে । প্রকৃত

পক্ষে সে নিজে নির্বন্ধ হইলেও আপনাকে

সুখী দুঃখী ইত্যাদিরূপ বন্ধুভূত বোধ করে ।

তাহার শিরঃপীড়া, নেত্ররোগ, দন্তশূল, গল-

গ্রহ, জলোদর, অতিসার, গণ্ডমালা, বিচর্চিকা,

খিড়, কুষ্ঠ, অগ্নিদাহ, সিধ, অপস্মার এবং

আরও নানাবিধ বিচিত্র প্রাকৃত পীড়া উৎপন্ন

হয় । আত্মা অজ্ঞানবশে এই সকল বিষয়ে “ইহা

আমার” এইরূপ অভিমান করেন; এই

অভিমান হেতু তাঁহার সংসারানুভূতি ঘটে ।

তিনি তখন অভিমানে মত্ত হইয়া সূকৃত হৃকৃত,

কর্ম্মাশুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়েন । সিদ্ধি কামনা

কখনও একবসনধারী কচিং চতুর্বসব্যবহারী,

এইরূপে অধঃশায়ী, অধঃস্থায়ী, মণ্ডকবৎ

শয়নকারী, বীর্যসনস্থ কখনও বা আকাশেই

বীর্যসন করিয়া শয়নাবস্থানাতি কঠোরতা

অবলম্বন করে । ১—৯ । ইষ্টকা, প্রস্তর,

চক্রপ্রস্তর, ভস্মপ্রস্তর, ভূমিতল, বীর্যস্থান,

জল-স্রোতঃস্থ কর্দ্দম, ফল, পত্র, ফলক,

উদ্যান, ক্ষেত্র, ইত্যাদি বিবিধ শয্যায় শয়ন

কলকং পরিধানশ্চ তথা কটকবস্ত্রধক্ ॥ ১৩

কটেকবসনশ্চৈব চৌরবাসান্তথৈব চ ।

বস্ত্রাণি চান্তানি বহুস্তভিমত্যা চ বুদ্ধিমান্ ॥ ১৪

ভোজনানি বিচিহ্নাণি রত্নানি বিবিধানি চ ।

একরাত্রান্তরাশিহমেককালিকভোজনম্ ॥ ১৫

চতুর্থাষ্টমকালঞ্চ ষষ্ঠকালিকমেব চ ।

ষড়্ভ্যত্রভোজনশ্চৈব তথা চাষ্ট্যাহভোজনঃ ॥ ১৬

মাসোপবাসী মূলশী ফলাহারস্তথৈব চ ।

বায়ুভক্ষশ্চ পিণ্ডাকদধিগোময়ভোজনঃ ॥ ১৭

গোমূত্রভোজনশ্চৈব কাশপুষ্পাশনস্তথা ।

শৈবালভোজনশ্চৈব তথা চান্তেন বর্ত্তয়ন্ ॥ ১৮

বর্ত্তয়ন্ শীর্ণপর্ণৈশ্চ প্রকীর্ত্তকলভোজনঃ ।

বিবিধানি চ কুজ্জাণ সেবতে সিদ্ধিকাঙ্কয়া ॥ ১৯

চান্দ্রায়ণানি বিধিবল্লিঙ্গানি বিবিধানি চ ।

চাতুরাশ্রম্যযুক্তানি ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রয়ণ্যপি ॥ ২০

উপাশ্রয়ানপ্যপরান্ পাষণ্ডান্ বিবিধানপি ।

বিবিক্তাশ্চ শিলাচ্ছায়াস্তথা প্রস্তবণানি চ ॥ ২১

পুলিনানি বিবিক্তানি বিবিধানি বনানি চ ।

কাননেষু বিবিক্তাশ্চ শলানাং মহতীর্গুণাঃ ॥ ২২

নিয়মান্ বিবিধাশ্চাপি বিবিধানি তপাংসি চ ।

যজ্ঞাশ্চ বিবিধাকারানবিভাশ্চ বিবিধান্তথা ॥ ২৩

করে । পট বস্ত্র, ফলক, কট, চৌর, এবং

আরও বিবিধ বসন পরিধান করে ;

বিবিধ রত্ন ধারণ করে ; বিচিত্র বিবিধ

ভোজন করে,—এক রাত্রান্তর, এককালিক,

চতুর্থকালিক, ষষ্ঠকালিক, অষ্টমকালিক,

ভোজন করে ; ছয়রাত্র অষ্টাহ বা একমাস

উপবাসী থাকে ; ফল, মূল, বায়ু, পিণ্ডাক, হৃদি,

গোময়, গোমূত্র, কাশপুষ্প, শৈবাল, গলিত-

পত্র, ভূপতিত ফল ইত্যাদি নানাবিধ

ভোজন ক্রেশ অবলম্বন করে । ১০—১৯ ।

তাঁহার বিবিধ চান্দ্রায়ণ, লিঙ্গোপাসন, আশ্রম-

চতুষ্টয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম সাধন আরও নানা কাৰ্য্য ও

পাষণ্ডাদি বিবিধ পথাবলম্বন করে ; বিবিক্ত,

শিলা, ছায়া, প্রস্তবণ, পুলিন, বিবিধ কন,

কানন ও গিরিগুহা আশ্রয় করে; বিবিধ নিয়ম,

তপ, যজ্ঞ, বিদ্যা ও বাণিজ্য অনুষ্ঠান করে ;

বণিকৃপংঃ দ্বিজকৃত্যৈবৈশ্বাঃস্তথৈব চ ।
 দানকং বিবিধাকারং দীনাকৃপণাদিষু ॥ ২৪
 অতিমন্ত্ৰেত সদ্ধাতুং তথৈব বিবিধান্ গুণান্ ।
 সৎ রজস্তমশ্চৈব ধর্মার্থো কাম এব চ ।
 প্রকৃত্যাত্মানমেবাশ্রা এবং প্রতিভজত্যা ॥ ২৫
 স্বাহাকারবর্চকারো স্বধাকারনমস্ক্রিয়ে ॥ ২৬
 যজনাধ্যয়নে দানং তথৈবাহঃ প্রতিগ্রহম্ ।
 যাজনাধ্যাপনে চৈব তথাস্তুদপি কিঞ্চন ॥ ২৭
 জন্মমৃত্যুবিধানেন তথা বিশসনেন চ ।
 শুভাশুভময়ং সর্বমেতদাহঃ ক্রিয়াপথম্ ॥ ২৮
 প্রকৃতিঃ কুরুতে দেবী ভয়ং প্রলয়মেব চ ।
 দিবসাস্তে গুণানেতানতীতৈকোহবতিষ্ঠতে ॥
 রশ্মিজালমিবাদিতাস্তৎকালঃ সন্নয়চ্ছতি ।
 এবমেবৈষ তৎসর্বং ক্রীড়ার্মভিমন্ততে ॥ ৩০
 আশ্ররূপগুণানেতান বিবিধান্ সুদয়প্রিয়ান্ ।
 এবমেতাং প্রকূর্ষণঃ সর্গপ্রলয়দক্ষিণীম্ ॥ ৩১
 ক্রিয়াং ক্রিয়াপথে রক্তস্ত্রিগুণস্ত্রিগুণাধিপঃ ।
 ক্রিয়াক্রিয়াপথোপেতস্তথা তদিতি মন্ততে ॥ ৩২
 প্রকৃত্যা সর্বমেবেদং জগদস্বীকৃতং বিভো ।
 রজসা তমসা চৈব ব্যাপ্তং সর্বমনেকধা ॥ ৩৩

বিপ্রত্ব, ক্ষত্রত্ব, বৈশ্বত্ব ও শূদ্রত্বাদি ভাবাশ্রয় করে; দীন, দরিদ্র, অন্ধ ও খজ্জিগকে বিবিধ দান করে। আত্মা স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া ধর্ম, অর্থ, কাম, সত্ত্ব, রজঃ ও তম, ইত্যাদি গুণের বিচিত্র সংযোগের ফলে নিজেই সেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আপনাকেই বিভাগ করিয়া থাকেন। ২০—২৫। তখন স্বাহাকার, স্বধাকার, নমস্কার, যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, যাজন, অধ্যাপন, অস্ত্র নানাকার্য, জন্ম, মৃত্যু, হত্যা, ইত্যাদি শুভাশুভময় ক্রিয়াপথ উদ্ভূত হয়। স্বর্ঘ্য যেমন দিবাসানে স্বীয় রশ্মি সঙ্কোচ করেন, প্রকৃতি দেবীও তেমনি ক্রীড়াবশে গুণত্রয়ের পরিবর্তন দ্বারা এই সকলের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। সৃষ্টি-সংহারদক্ষিণী প্রকৃতির রজস্তমোগুণে এই জগৎ অঙ্কীভূত হইয়া আছে। বিংশোৎপত্তি জীব ত্রিগুণে

এবং দ্বন্দ্বান্ততীতানি মম বর্তন্তি নিত্যশঃ ।
 মন্ত এতানি জায়ন্তে প্রলয়ে যান্তি মামপি ॥ ৩৪
 নিস্তর্জব্যান্যতৈতানি সর্বাণীতি নরাধিপ ।
 মন্ততে পক্ষবুদ্ধিহান্ততৈব অকৃতান্তপি ॥ ৩৫
 ভোক্তব্যানি মমৈতানি দেবলোকগতেন বৈ ।
 ইহৈব চৈনং ভোক্তব্যমি শুভাশুভকলোদয়ম্ ॥
 সুখমেবন্ত কর্তব্যং সতং কৃহা সুখং মম ।
 যাবদেব তু মে সৌখ্যং জাত্যাং জাত্যাং
 ভবিষ্যতি ॥

ভবিষ্যতি ন মে দুঃখং কৃতেনোপায়নন্তকম্ ।
 সুখদুঃখং হি মানুষ্যং নিরয়ে চাপি মজ্জনম্ ॥
 নিরয়াচ্চাপি মানুষ্যং কালেনৈষ্যাম্যহং পুনঃ ।
 মনুষ্যহাচ্চ দেবহং দেবহাং পৌরুষং পুনঃ ॥
 মনুষ্যহাচ্চ নিরয়ং পর্যায়োপোপগচ্ছতি ।
 এষ এবং দ্বিজাতীনামাশ্রা বৈ স গুণৈর্ধৃতঃ ॥ ৪০
 তেন দেবমনুষ্যেব নিরয়ং চোপপদ্যাতে ।
 মমত্বেনাবৃতো নিত্যং তত্রৈব পরিবর্ততে ॥ ৪১
 সর্গকোটিসহস্রাণি মরণান্তানু মূর্তিষু ।

আবদ্ধ হইয়া উক্ত ক্রিয়াপথে আসক্ত হয়;—“আমার এই সুখ দুঃখ উপস্থিত, এ সকল আমা হইতে হয়, আমাতে লয় পায়। এ বিপদে আত্মজ্ঞান করিব। ইহা স্মৃত, ইহা দেবলোকে ভোগ করিব, ইহা মর্ত্যলোকেই ভোগ করিব, এই ভাবে সুখ করিতে হয়, একবার করিয়াই আমার সুখ হইল, যে যে যোনিতেই জন্ম লই, আমার কোনও ক্রেশ ঘটিবে না; যদিই ঘটে, মনুষ্য জন্মই সুখদুঃখ ভোগের জন্ত; সেই মনুষ্য জন্মাস্ত্রে যদিই নরকে যায়, পুনরায় মনুষ্যজন্ম লাভ হইবে ত?” এইরূপ নানাবিধ কল্পনা করিয়া সেই সেই যোনিতে আসক্ত হইয়া পড়ে। মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব, দেবত্ব হইতে পুনরায় মানুসত্ব তথা হইতে নরকগমন ইত্যাদি ক্রমে দ্বিজাতিগণের আত্মা নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। ২৬—৪০। সে এই রূপে শত সংস্র যোনিতে নানা মূর্তিতে

য এবং কুরুতে কৰ্ম শুভাশুভফলায়কম্ ॥ ৪২
স এবং ফলমাপ্নোতি ত্রিষু লোকেষু মূর্তিমান্ ।
প্রকৃতিঃ কুরুতে কৰ্ম শুভাশুভফলায়কম্ ॥ ৪৩
প্রকৃতিশ্চ তথাপ্নোতি ত্রিষু লোকেষু কামগা ।
তীর্থ্যগুণোনিমগ্নস্যাহে দেবলোকে তথৈব চ ॥
ত্রীণি স্থানানি চৈতানি জানৌয়াৎ প্রাকৃতানি হ
অলিঙ্গপ্রকৃতিহ্যচ্চ লিঙ্গৈরপ্যমুদীয়তে ॥ ৪৫
তথৈব পৌকষং লিঙ্গমমুমানাদি মন্ততে ।
স লিঙ্গান্তরমাস্তা প্রাকৃতং লিঙ্গমব্রণম্ ॥ ৪৬
ব্রণদ্বারাণ্যধিষ্ঠায় কৰ্ম্মাণ্যাত্মনি মন্ততে ।
শ্রোত্রাদৌনি তু সর্বাণি পঞ্চ কৰ্ম্মোদ্ভিন্নাণ্যথ ॥ ৪৭
রাগাদৌনি প্রবর্তন্তে শুণেষহ শুণৈঃ সহ ।
অহমেতানি বৈ কুর্ক্সন্নমৈতানৌল্লিয়াণি হ ॥ ৪৮
নিরিল্লিয়ো হি মন্ততে ব্রণবানস্মি নির্ভাঃ ।
অলিঙ্গে লিঙ্গমাশ্বানমকালং কালমাশ্বনঃ ॥ ৪৯
অসৎ সত্ত্বমাশ্বানমমৃতং মৃতমাশ্বনঃ ।
অমৃত্যু মৃত্যুমাশ্বানমচরং চরমাশ্বনঃ ॥ ৫০

মমতায় আবৃত হইয়া নিযত পরিবর্তিত হয় ।
এইরূপ শুভাশুভ ফলায়ক কৰ্ম্ম যে
করে, সে ত্রিলোকে এইভাবে নিরন্তর ভ্রমণ
করিতে থাকে । প্রকৃতিই শুভাশুভ নানা
কৰ্ম্ম করে, প্রকৃতিই বিবিধ স্থান প্রাপ্ত হয় ।
তীর্থ্যকৃজাতি, মনুষ্যস্ব, দেবস্ব,—এই তিনটি
স্থান প্রাকৃত । প্রকৃতির এই চিহ্ন ব্যতীত
অঙ্গ এমন কোন চিহ্ন নাই, যাঙ্গ দ্বারা
তাহাকে জানা যায় । পুরুষের কোন চিহ্নই
নাই, কেবল অমুমান দ্বারাই তাঁহাকে জ্ঞাত
হওয়া যায় । জীব আপনি দেহ-
হীন হইয়াও উক্তরূপে নানা পোষসম্বিত
কৰ্ম্মসমূহে লিপ্ত হইয়া পড়ে । তখন তাহার
চক্ষু কণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ গুণসঙ্গহেতু স্ব স্ব
ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয় । নিরিল্লিয় নির্দোষ আত্মা
তখন “আমি ইহা করিতেছি, ইহা আমার”
ইত্যাদি বৃথা অভিমান করিয়া থাকেন ।
তিনি তথায় আপনাকে অলিঙ্গ হইয়া
লিঙ্গবান, কলাধীন, অসৎ হইয়া সত্ত্ববান,
অমৃত হইয়া মৃত, অমৃত্যু হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত,

অক্ষেত্রং ক্ষেত্রমাশ্বানমসঙ্গং সঙ্গমাশ্বনঃ ।
অতঃ তত্ত্বমাশ্বানমভবং ভবমাশ্বনঃ ॥ ৫১
অক্ষরং ক্ষরমাশ্বানমবুদ্ধবুদ্ধি মন্ততে ।
এবমপ্রতিবুদ্ধহাদবুদ্ধজনসেবনাং ॥ ৫২
সর্গকোটিসহস্রাণি পতনাস্তানি গচ্ছতি ।
জন্মান্তরসহস্রাণি মরণাস্তানি গচ্ছতি ॥ ৫৩
তীর্থ্যগুণোনিমগ্নস্যাহে দেবলোকে তথৈব চ ।
চন্দ্রমা ইব লোকানাং পুনস্তত্র সহস্রশঃ ॥ ৫৪
নীয়তেহপ্রতিবুদ্ধভাদেবমেব কুবুদ্ধিমান্ ।
কলা পঞ্চদশী যোনিস্তদ্ধাম ইতি পঠ্যতে ॥ ৫৫
নিত্যমেব বিজ্ঞানৌহি সোমংবৈ ষোড়শাংশকৈঃ
কলয়া জায়তেহজস্রঃ পুনঃপুনরবুদ্ধিমান্ ॥ ৫৬
ধীমাংশচাৎ ন ভবতি নৃপ এবং হি জায়তে ।
ষোড়শী তু কলা স্বস্মা স সোম উপধাধ্যাতাম্ ॥
ন তুপযুজ্যতে দেবৈর্দেবানপি যুক্তি সঃ ।
মমস্বং ক্ষপয়িত্বা তু জায়তে নৃপসন্তম ॥ ৫৮
প্রকৃতেস্ত্রিগুণায়াম্ স এব বিভণো ভবেৎ ॥ ৫৯
ইতি শ্রীভাগ্বে সাংখ্যমাহাত্ম্যে দ্বিচত্বরিংশদ-
বিকদ্বিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪২ ॥

অচল হইয়া চঞ্চল, অক্ষেত্র হইয়া
ক্ষেত্র, অসঙ্গ হইয়া সঙ্গপ্রাপ্ত, অতঃ হইয়া
তদ্বাশ্রয়, জন্মহীন হইয়া জন্মবান, অক্ষয়
হইয়া ক্ষয়শীল, এবং বুদ্ধ হইয়াও আপনাকে
অবুদ্ধ বলিয়া অবধারণ করেন । আত্মবোধ
না হইলে, অজ্ঞানে বিষয়সেবনে এইরূপ শত
কোটি প্রকার যোনিতে পুতিত হইতে হয় ।
চন্দ্র যেমন লোকসকলে ক্ষীণ পূর্ণ বিবিধ
ভাবে যাতায়াত করেন, অজ্ঞান কুবুদ্ধিবশী-
ভূত জীবও তেমনি নানা যোনিতে গতাগতি
করিতে থাকে । চন্দ্র ষোড়শকলায়ক ;
তাঁহার পঞ্চদশ কলা পঞ্চদশ যোনি মাত্র ।
এই সকল কলাতে তিনি নিত্য আবির্ভূত
হয়েন । ষোড়শী কলাই প্রকৃতপক্ষে চন্দ্র ।
উহা অতীব সূক্ষ্ম । সেই অংশ নিত্যই
বিভ্রমান থাকে ; দেবভারা উহা ভোগ
করেন না । অজ্ঞানমোহিত জীব উক্ত
প্রকারে দেবতাদি নানা যোনিতে পরিভ্রমণ

ত্রিচছারিংশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

জনক উবাচ ।

অক্ষরক্ষরয়োরেব ঘয়োঃ সঙ্ক ইষ্যতে ।
 স্ত্রীপুংসয়োর্কা সঙ্কঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥ ১
 ঋতে তু পুরুষঃ নেহ স্ত্রী গর্ভান্ ধারয়তু্যত ।
 ঋতে স্ত্রিয়ঃ ন পুরুষো রূপং নির্বর্ততে তথা ॥ ২
 অস্ত্রোস্ত্রাভিসংহতস্ত্রোস্ত্রাশ্চ গুণসংশ্রয়াৎ ।
 রূপং নির্বর্তয়েদেতদেবং সর্বাস্থ যোনিবু ॥ ৩
 রত্যাৰ্থমভিসংযোগাদস্ত্রোস্ত্রাশ্চ গুণসংশ্রয়াৎ ।
 ঋতৌ নির্বর্ততে রূপং তদ্বক্ষ্যামি নিদর্শনম্ ॥ ৪
 যে গুণাঃ পুরুষস্তেহ যে চ মাতৃগুণাস্তথা ।
 অস্থি ন্নায়ু চ মজ্জা চ জানীমঃ পিতৃতো দ্বিজ ॥
 স্ত্রীয়াংশোণিতক্ষেতি মাতৃজাতানুশ্রয়ম্ ।
 এবমেতদ্বিজশ্রেষ্ঠ বেদশাস্ত্রেবু পঠ্যতে ॥ ৬

করিতে থাকে। হে নৃপসন্তম! ত্রিগুণায়ক
 প্রকৃতির মমতা পরিহার করিতে পারিলে
 বিভণ হইয়া মুক্তি লাভ করা যায়। ১৪—৬২।
 ত্রিচছারিংশদধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রিচছারিংশদধিকাবিশততম অধ্যায় ।

জনক কহিলেন,—হে মুনিবর! ক্ষর ও
 অক্ষর, ইহাদের পরস্পর সঙ্ক কিরূপ? উহা
 স্ত্রী পুরুষের সঙ্কের মত কি? পুরুষ ব্যতীত
 স্ত্রী কখনও গর্ভ ধারণে সক্ষম হয় না; স্ত্রী
 ব্যতীত পুরুষও স্ত্রী রূপত্বা নিবারণ
 করিতে পারে না। উহাদিগের পরস্পরের
 মিলনে পরস্পর গুণসম্পর্কহেতু রূপোৎ-
 পাদনে সমর্থ হয়। রত্যাৰ্থ গাঢ় সংযোগে
 পরস্পর গুণ-মিলনে ঋতুকালে রূপোৎপাদন
 হয়। তাহার নিদর্শন বলিতেছি। হে দ্বিজ-
 রাজ! স্ত্রী-পুরুষের গুণ-সংযোগে দেহ উদ্ভূত
 হয়; অস্থি, ন্নায়ু, মজ্জা, এ সকল
 পিতা হইতে আর ত্বক্, মাংস ও শোণিত
 এ সকল মাতা হইতে জন্মে, বেদ শাস্ত্রে

প্রমাণঃ যচ্চ বেদোক্তঃ শাস্ত্রোক্তঃ যচ্চ পঠ্যতে
 বেদশাস্ত্রপ্রমাণঞ্চ প্রমাণঃ তৎ সনাতনম্ ॥ ৭
 এবমেবাভিসংহতৌ নিত্যং প্রকৃতিপুরুষৌ ।
 যচ্চাপি ভগবন্তস্ত্র্যামোক্ষধর্ম্মৌ ন বিদ্যাতে ॥ ৮
 অথবানন্তরকৃতং কিঞ্চিদেব নিদর্শনম্ ।
 তন্মাতাচক্ৰ তন্মেন প্রত্যক্ষোহসি সর্বদা ॥ ৯
 মোক্ষকামা বয়ঞ্চাপি কাঙ্ক্ষামো যদনাময়ম্ ।
 অজ্ঞেয়মজরং নিত্যমতীশ্রিয়মনীষরম্ ॥ ১০

বশিষ্ঠ উবাচ ।

যদেতদ্রূপং ভবতা বেদশাস্ত্রনিদর্শনম্ ।
 এবমেতদ্যথা বক্ষ্যে তত্ত্বগ্রাহী যথা ভবান্ ॥ ১১
 ধাধ্যতে হি ত্বয়া গ্রন্থ উভয়োর্মোদশাস্ত্রয়োঃ ।
 ন চ গ্রন্থস্ত তত্ত্বজ্ঞো যথা তৎ ন রেশ্বর ॥ ১২
 যো হি বেদে চ শাস্ত্রে চ গ্রন্থধারণতৎপরঃ ।
 ন চ গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞস্তস্ত তদ্ধারণঃ সূখা ॥ ১৩
 ভারঃ স বহতে তস্ত গ্রন্থস্তার্থং ন বেত্তি যঃ ।

সমাজে বেদোক্ত ও শাস্ত্রোক্ত যত কিছু
 প্রমাণ প্রচলিত আছে, সনাতন প্রমাণ বেদ-
 শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়াই এই সকল প্রমাণ-
 রূপে গণ্য হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষ
 —স্ত্রী-পুরুষের স্তায়ই নিত্য মিলিত
 থাকেন। তবে হে ভগবন্! মোক্ষ-
 ধর্ম্ম আর কোথায় রহিল? অথবা ইহার
 মধ্যে আরও কোন বিশেষত্ব আছে?
 আপনি সর্বদা তদ্বক্ষ্যাকাংক্ষার করিতেছেন,
 স্মৃতরাং আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ
 করুন। আমরা মোক্ষকামনায় সেই অনা-
 ময়, অজ্ঞেয় অজর অতীশ্রিয় ঈশ্বরাতীত
 নিত্য পদার্থের তত্ত্ব জানিতে কামনা করি।
 ১—১০। বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাজন! আপনি
 যে বেদ-শাস্ত্রনিদর্শন উল্লেখ করিলেন,
 আপনি যেমন তত্ত্বগ্রাহী, উহা তদ্বক্ষ্যরূপই
 বলিয়াছেন। হে নরেশ্বর! আপনি বেদ
 ও শাস্ত্র সকল অভ্যাস করিয়াছেন বটে,
 কিন্তু ঐ সকলের যথাযথ তত্ত্ব অবগত নহেন।
 কি বৈদিক, কি লৌকিক—গ্রন্থ অভ্যাস করিয়া
 যিনি তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না, তিনি

যন্ত গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞো নাস্ত গ্রন্থাগমো বুধা ॥ ১৪
গ্রন্থস্তার্থঃ স পৃষ্ঠৈশ্চ মাদৃশো বক্তুমর্হতি ।
যথাতত্ত্বাভিগমনাদর্থঃ তস্ত স বিদতি ॥ ১৫
ন যঃ সমুৎসুকঃ কশ্চিদগ্রন্থার্থঃ স্থূলবুদ্ধিমান্ ।
স কথং মন্দবিজ্ঞানো গ্রন্থং বক্ত্যতি নির্ণয়াৎ ॥
অজ্ঞানো গ্রন্থতথানি বাদং যঃ কুরুতে নরঃ ।
লোভাঘাপ্যথবা দম্ভাৎ স পাপী নরকং ব্রজেৎ
নির্ণয়কাপি চিহ্নোক্তা ন তদ্বক্ত্যতি তত্ত্বতঃ ।
সৌহৃদীহাস্তার্থতত্ত্বজ্ঞো যস্মিন্নৈবাত্মবানপি ॥ ১৮
তস্মাৎ শৃণু রাজেন্দ্র যথৈতদব্রুদৃশ্বতে ।
যথা তব্ধেন সাংখ্যেযু যোগেষু চ মহাশাস্ত্র ॥ ১৯
যদেব যোগাঃ পশ্যন্তি সাংখ্যঃ তদব্রুগম্যতে ।
একঃ সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান্
ব্রহ্মাংসঃ কধিরং মেদঃ পিত্তং মজ্জাশ্চি স্নায়ু চ

কেবল গ্রন্থের ভার বহনই করিয়া থাকেন ।
ভাঁহার সেই গ্রন্থাভ্যাস বুধা । পরন্তু যিনি
গ্রন্থের তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন, ভাঁহার গ্রন্থা-
ভ্যাস বুধা নহে ; তিনি আমার মত যথাযথ
উত্তর বলিতে পারেন । তিনিই এই
গ্রন্থাভ্যাসের মুখ্য কল ভোগ করেন ।
যে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি, গ্রন্থার্থ আয়ত্ত করিতে
যত্ন না করে, তাহার বিজ্ঞান অত্যন্ত বলিয়া
গ্রন্থের সিদ্ধান্ত সে কেমনে বলিবে ?
গ্রন্থতত্ত্ব না জানিয়া লোভ বা দম্ভবশে
যে জন বাদে প্রবৃত্ত হয়, সে পাপী নরকে
গমন করে । আর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত জানিয়াও
যে অজ্ঞান মানব তাহা যথাযথ উপদেশ না
করে, সেও প্রকৃত তত্ত্ব জানে না ; তাহার
আজ্ঞানান নাই । ১১—১৮ । অতএব হে
রাজেন্দ্র ! সাংখ্য ও যোগ অল্পসারে
মহাশাস্ত্রা এই তত্ত্ব যেরূপ দর্শন করেন, আমি
যথাযথ তাহা বলিতেছি । যোগীরা যাহা
সিদ্ধান্ত করেন, সাংখ্যমতেও তাহাই তত্ত্ব-
রূপে নিরূপিত হয় ; কলতঃ সাংখ্য ও যোগ
—যিনি এতদুত্তরকেই এক বলিয়া বুঝেন,
তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান । হে তাত ! তুমি
যে আমাকে ব্রহ্মাদি সত্বকে বলিয়াছিলে,—

এতদৈন্দ্রিয়কং তাত যন্তবানিথমাথ মাম্ ॥ ২১
দ্রব্যাদ্রব্যস্ত নির্বাস্তরিন্দ্রিয়াদিন্দ্রিয়ং তথা ।
দেহাদেহমবাপ্নোতি বীজাধীজং তথৈব চ ॥ ২২
নিরিন্দ্রিয়স্ত বীজস্ত নির্দ্রব্যস্তাপি দেহিনঃ ।
কথং গুণা ভবিষ্যন্তি নির্গুণহান্নহাস্তনঃ ॥ ২৩
গুণা গুণেষু জায়ন্তে তত্রৈব বিরমন্তি চ ।
এবং গুণাঃ প্রকৃতিজা জায়ন্তে ন চ যান্তি চ ॥ ২৪
ব্রহ্মাংসঃ কধিরং মেদঃ পিত্তং মজ্জাশ্চি স্নায়ু চ ।
অপৌ তান্তথ শুক্রেণ জানীহি প্রাকৃতেন বৈ
পুমাংশ্চৈবাপুমাংশ্চৈব স্ত্রীলিঙ্গং প্রাকৃতং স্মৃতম্
বায়ুরেব পুমাংশ্চৈব রস ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৬
অলিঙ্গা প্রকৃতিলিঙ্গৈরুপলভ্যতি সাস্বজৈঃ ।
যথা পুষ্পফলৈর্নিতাঃ মূর্ত্তং চামূর্ত্তয়ন্তথা ॥ ২৭
এবমপ্যনুমানেন স লিঙ্গমুপলভ্যতে ।
পঞ্চবিংশতিকস্তাত লিঙ্গেযু নিয়তাস্থকঃ ॥ ২৮
অনাদিনিধনোহনন্তঃ সর্বদর্শনকেবলঃ ।
কেবলঃ ত্বতিমানিত্বাদগুণেষু গুণ উচ্যতে ॥ ২৯

তদ্ব্যয়ে বলি,—মাংস কধির, মেদ, পিত্ত,
মজ্জা, অশ্বি, স্নায়ু, এ সকল ইন্দ্রিয় হইতে
উৎপন্ন হইয়া থাকে । দ্রব্য হইতে দ্রব্য, বীজ
হইতে বীজ, দেহ হইতে দেহ এবং ইন্দ্রিয়
হইতে ইন্দ্রিয় উদ্ভূত হয় । নির্গুণ মহাশক্তি
দেহী নিরিন্দ্রিয় ও নিবীজ ; স্মৃতরাং ভাঁহার
গুণোৎপত্তির সম্ভাবনা কোথায় ? গুণগণ
গুণেতেই জন্মে এবং গুণেই লীন হয় ; এই
প্রাকৃতিক গুণ সকল বস্তুত জন্মেও না, মরেও
না । ব্রহ্ম, মাংস, কধির, মেদ, পিত্ত, মজ্জা,
অশ্বি, স্নায়ু, এই আটটি প্রাকৃত শুক্রে হইতেই
জন্মে ; প্রকৃতি হইতে স্ত্রীস্ব এবং রস নামক
বায়ু হইতে পুরুষত্ব হয় । লিঙ্গহীনা প্রকৃতি
আত্মজাত লিঙ্গদ্বারা এইরূপ অভিজাত
হয়েন । পুষ্প ফল দর্শনে মূর্ত্ত বৃক্ষাদির স্তায়
অনুমানাই সেই প্রকৃতির উপলব্ধি ষটিয়া
থাকে । হে তাত ! চতুর্বিংশতি তত্ত্বাভীত
পঞ্চবিংশক পুরুষ আভিমানবশে গুণসংসর্গে
গুণবান্ বলিয়া ভ্রান্ত হয়েন ; এবং ঐ সকল
লিঙ্গে নিয়তভাবে অধিষ্ঠান করেন । প্রকৃত

গুণা গুণবতঃ সন্তি নির্গুণস্ত কৃতো গুণাঃ ।
 তন্মাদেবং বিজানন্তি যে জনা গুণদর্শিনঃ ॥ ৩০
 যদা হেব গুণানেনান্ প্রাকৃতানভিমন্ততে ।
 তদা স গুণবানেন গুণভেদান্ প্রপশ্যতি ॥ ৩১
 যন্তদ্বৈক্যে পরং প্রাহুঃ সাংখ্যযোগক সর্বশঃ
 বুধ্যমানঃ মহাপ্রাজ্ঞাঃ প্রবুদ্ধপরিবৰ্জনাং ॥ ৩২
 অপ্রবুদ্ধঃ যথা ব্যক্তঃ স্বপ্নগৈঃ প্রাহরীষরম্ ।
 নির্গুণকেষু ২ঃ নিত্যমধিষ্ঠাতারমেব চ ॥ ৩৩
 প্রকৃতেন্দ গুণানাঞ্চ পঞ্চবিংশতিকং বুধাঃ ।
 সাংখ্যযোগে চ কুশলা বুধ্যন্তে পরমৈষিণঃ ॥ ৩৪
 যদা প্রবুদ্ধমব্যাক্তমবস্থানপনীরবঃ ।
 বুধ্যমানঃ ন বুদ্ধান্তেহবগচ্ছান্তি সমঃ তদা ॥ ৩৫
 এতন্নিদর্শনং সম্যগ্ভূত সম্যগবুদ্বদর্শনম্ ।
 বুধ্যমানঃ প্রবুধ্যন্তে দ্বাভ্যাং পৃথগরিন্দম ॥ ৩৬
 পরস্পরেনৈতত্ত্বজ্ঞঃ করাকরনিদর্শনম্ ।
 একত্বমকরং প্রাহুর্নানাহুঃ করযুচ্যতে ॥ ৩৭

পক্ষে তিনি অনাদি, অনন্ত, অজর, এবং সর্বদর্শন মতে সনৈকরূপ। গুণবানেরই গুণ থাকে, নির্গুণের গুণ কোথায়? গুণদর্শী জনগণ তাঁহাকে উক্তরূপে অবগত আছেন। সেই আত্মা যখন এই সকল প্রাকৃত গুণে অভিমান করেন, তখনই তিনি গুণবান হইলেন; গুণগণের বিবিধ ভেদ দর্শন করেন। ১২-৩১। মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মতে বুদ্ধির পরবর্তী, সাংখ্য যোগগম্য, প্রবুদ্ধ ব্যতীত বুধ্যমান অপ্রবুদ্ধ জৈবর স্বকীয় গুণে পরিব্যক্ত; পরন্তু অধিষ্ঠানরূপী পরমেশ্বর নির্গুণ। পরমার্থতত্ত্বাবেষী সাংখ্যযোগকুশল মনোযিগণ প্রকৃতির এবং গুণগণের অতীত পঞ্চবিংশতিতম পুরুষেরই অল্পখ্যান করিয়া থাকেন। প্রবুদ্ধ ভাব যতক্ষণ অব্যক্ত থাকে,—যাবৎ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, তাবৎ জীব “বুঝিয়াও যেন বুঝে না” এরূপ একটা অস্পষ্ট ভাব অল্পকৃত হয়। উহার পর কিয়ৎ কালান্তে পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়। কর ও অক্ষরের

পঞ্চবিংশতিনিষ্ঠোদয়ং তদা সম্যক্ প্রচক্ষতে ।
 একত্বদর্শনং চান্ত নানাহুঃ চান্ত দর্শনম্ ॥ ৩৮
 তত্ত্ববিস্তৃত্যয়োরেব পৃথগেতন্নিদর্শনম্ ।
 পঞ্চবিংশতিভিত্ত্বং তত্ত্বমাহুর্নমৌষিণঃ ॥ ৩৯
 নিস্তত্বং পঞ্চবিংশন্ত পরমাহুর্নমৌষিণঃ ।
 বর্গস্ত বর্গমাত্মানং তত্ত্বং তত্ত্বাং সনাতনম্ ॥ ৪০
 করালজনক উবাচ ।

নানাত্ত্বৈকত্বমিত্যুক্তং স্বয়ৈতাদৃশসত্তম ।
 পশ্যতস্তদ্বিক্তি সন্দ্বিদ্ধমেতয়োর্বৈ নিদর্শনম্ ॥ ৪১
 তথা বুদ্ধপ্রবুদ্ধাভ্যাং বুধ্যমানস্ত চানঘ ।
 স্থূলবুদ্ধ্যা ন পশ্যামি তত্ত্বমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৪২
 অক্ষরকরয়োঃকৃতং হুয়া যদপি কারণম্ ।
 তদপ্যাহুরবুদ্ধিহাং প্রনষ্টমিবে মেহনঘ ॥ ৪৩
 তদেতচ্ছোভামিচ্ছামি নানাত্ত্বৈকত্বদর্শনম্ ।
 দ্বন্দ্বকৈবানিকৃৎকঞ্চ বুধ্যমানঞ্চ তত্ত্বতঃ ॥ ৪৪
 বিদ্যাবিভে চ ভগবন্নকরং করমেব চ ।

ইহা নিদর্শন মাত্র; অল্পদর্শন নহে। কলতঃ একত্ব অক্ষর আর নানাহু কর। সেই পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ একত্ব জ্ঞানে অক্ষর, আর নানাহু জ্ঞানেই কর পুরুষ। তত্ত্ববিং এবং তত্ত্বের ইহাই নিদর্শন। কোন কোন মনিষী বলেন,—পুরুষকে লইয়া সমুদায়ে তত্ত্বসংখ্যা পঞ্চবিংশতি; পঞ্চবিংশের পরবর্তী পুরুষ নিস্তত্ব। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের যিনি কারণরূপ, তাঁহাকে তত্ত্ব এবং তাঁহারও যিনি কারণ, সেই তত্ত্ববিংশ পুরুষকে সনাতন শব্দে নির্দেশ করা হয়। ৩২-৪০। করাল জনক কহিলেন,—হে বিজ্ঞসত্তম! আপনি যে নানাহু এবং একত্বজনিত ভেদের বর্ণনা করিলেন, ইহার অসঙ্গিত নিদর্শন আমি দেখি না। হে অনঘ! আমার স্থূলবুদ্ধি দ্বারা অপ্রবুদ্ধ, বুধ্যমান ও বুদ্ধ,—ইহাদিগের ভেদও অবধারণ করিতে পারিলাম না। অক্ষর এবং করসদৃশে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, বুদ্ধির অধৈর্য্য দোষে তাহাও আমি বিস্মৃত হইয়াছি। বুদ্ধ, বুধ্যমান ও অবুদ্ধের এই নানাহু এবং—একত্ব দর্শনতত্ত্ব

সাংখ্যযোগগুণ কুৎস্নেন বুদ্ধাবুদ্ধিঃ পৃথক্পৃথক্ ॥
বশিষ্ঠ উবাচ ।

হস্ত তে সম্ভাবক্যামি বদেতদমুপেক্ষসি ।
যোগকৃত্যঃ মহারাজ পৃথগেব শৃণুয মে ॥ ৪৬
যোগকৃত্যন্ত যোগানাং ধ্যানমেব পরং বলম্ ।
তচ্চাপি দ্বিবিধং ধ্যানমাত্ৰবিদ্যাবিদো জনাঃ ॥
একাগ্রতা চ মনসঃ প্রাণায়ামস্তথৈব চ ।
প্রাণায়ামস্ত সত্ত্বো নিৰ্গুণো মানসস্তথা ॥ ৪৮
মুক্তোৎসর্গে পুরীষে চ ভোজেন চ নরাধিপ ।
দিকালং নোপভুক্তীত শেযং ভুক্তীত তৎপরঃ ॥
ইন্দ্রিয়গীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো নিবর্ত্য মনসা যুনিঃ ।
দ দ্বাদশভির্বাপি চতুর্বিংশৎপরং যতঃ ॥ ৫০
স চোদনাভির্ম্মতিমান্নান্নানং চোদয়েদথ ।
তিষ্ঠন্তমজরন্তস্ত যন্তদ্রুহঃ মনোযিভিঃ ॥ ৫১
বিশাখা সততং জ্ঞেয় ইত্যেবমবুত্তমম্ ।
জব্যং হৃদীনমনসো নান্তথৈতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৫২

আমি শুনিতে কামনা করি। আপনি
সাংখ্যযোগবিষয়ী মহাবুদ্ধি, ক্ষর, অক্ষর,
বিদ্যা, অবিদ্যা ইত্যাদি বিবরণ সম্যক্
প্রকাশ করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে মহা-
রাজ! আপনাকে আমি এই জিজ্ঞাসিত
বিষয় বলিব; কিন্তু প্রথমতঃ পৃথকরূপে
যোগকৃত্য সকল শ্রবণ করুন। ৪৬—৪৭।
যোগকৃত্যসমূহের মধ্যে ধ্যানই প্রধান।
যোগবিদ্যা/বিশারদ জনগণ, প্রাণায়াম ও
মনের একাগ্রতা, এই দ্বিবিধ যোগের উল্লেখ
করেন। প্রাণায়াম সত্ত্ব, নিৰ্গুণ, মানস,—
এই ত্রিবিধ। প্রস্রাব, মলত্যাগ ও ভোজন
কালে ইহার অন্তর্ভব হয়। প্রাণায়ামকারী
মানব হৃদয়ার ভোজন করিবেন না; পরন্তু
একবারই খাবিধি ভোজন করিবেন।
যুনিবৃত্তিধারী মানব দশ, দ্বাদশ বা চতুর্বি-
ংশতিবার প্রাণায়াম করিয়া যাবতীয় ইন্দ্రి-
য়ার্থ হইতে মনের প্রত্যাশার করিবেন।
যতিমান যোগী স্থির থাকিয়া বিখ্যাত্যর চিন্তা
; অপর কোনও বিষয়ে চিন্তানিযোগ
করিবেন না। অধিকৃত্যবে এইরূপ করি-

বিমুক্তঃ সর্বসঙ্কেতো লব্ধ হারো জিতেন্দ্রিয়ঃ
পূর্ব্বরাত্রে পরার্দ্ধে চ ধারয়ীত মনো হৃদি ॥ ৫৩
স্থিরীকৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামং মনসা মিথিলেশ্বর ।
মনো বুদ্ধ্যা স্থিরং কৃত্বা পাষণ ইব নিশ্চলঃ ॥
স্বাপ্নবচাপ্যকম্পাঃ স্নাদারুচ্যাপি নিশ্চলঃ ।
বুদ্ধ্যা বিধিবিধানজন্ততো যুক্তঃ প্রচক্রে ॥ ৫৫
ন শৃণোতি ন চাশ্র্যতি ন চ পশুতি কিঞ্চন ।
ন চ স্পর্শং বিজানতি ন চ সঙ্কল্পতে মনঃ ।
ন চাপি মন্ততে কিঞ্চন চ বুধ্যত কাঠবৎ ।
তদা প্রকৃতিমাপন্নং যুক্তমাহর্ষমনীষিণঃ ॥ ৫৭
ন ভাতি হি যথা দীপো দীপ্তিস্তদ্বচ্চ দৃশ্যতে ।
নিলিঙ্গচাধশ্চোদ্রুহ তির্ধ্যাগ গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥
তদা তত্পরমস্ত যস্মিন দৃষ্টে চ কথ্যতে ।
হৃদয়স্থোহন্তরাত্রেতি জ্ঞেয়ো জন্তাত মধির্ধেঃ ॥
নিধুম ইব সপ্তাচিরাদিত্য ইব রশ্মিবান্ ।
বৈদ্যতোহগ্নিরিবাকাশে পশুত্যাশ্বানমান্নানি ॥
যং পশুন্তি মহাত্মানো ধৃতিমন্তো মনীষিণঃ ।
ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিহা হযোনিমযুতাত্মকম্ ॥ ৬১

সেই সিদ্ধি লাভ হয়, ইহার অন্তর্থা করিলে
সিদ্ধি হয় না; ইহা নিশ্চিত। সর্বসঙ্গ পরি-
হারপূর্ব্বক লব্ধ আহার করত জিতেন্দ্রিয়
হইয়া প্রথম ও শেষ রাত্রে হৃদয়ে মনের
ধারণা করিবেন। হে মিথিলেশ্বর! যোগী
মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রামের এবং বুদ্ধি দ্বারা
মনের স্বৈর্য সাধন করিয়া পাষণবৎ নিশ্চল,
স্বাপ্নবৎ নিদ্রাক্ষ, ও কাঠবৎ স্থির হইয়া
বিধিবিধান মতে বুদ্ধি দ্বারা যোগাভ্যাস
করিবেন। এই ভাবে যখন শ্রবণ, আশ্রাণ,
দর্শন, স্পর্শ, সঙ্কল্প, মনন ও অহুভবাদি সর্ব-
বৃত্তি নিরোধ করিয়া যোগী প্রকৃতিস্থ হইবেন,
মনীষিগণের মতে সেই অবস্থাই মুক্তাবস্থা।
৪৭—৫৭। ক্রমে তাঁহার হৃদয় মধ্যে অধঃ
উর্দ্ধ ও তির্ধ্যাক্ গতিহীন দীপবৎ অন্তর্যাস্তা
পরিব্যক্ত হইবেন। যোগী নিধুম অগ্নি, দীপ্তি-
মান আদিত্য ও বিদ্যাদয়সম আত্মাকে
আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন। সেই
অযোনি অযুতাত্মক আত্মাকে ধৃতিমান মহাত্মা

তস্মৈবাহরপুত্ৰোহু তন্মহন্তো মন্তরম্ ।
 সর্বত্র সর্বভূতেষু ঋৎ তিষ্ঠন্ন দৃষ্টতে ॥ ৬২
 বুদ্ধিপ্রবোণ দৃষ্টেন মনোদীপেন লোককৃৎ ।
 মহতস্তমসস্তাত পারে তিষ্ঠন্ন তামসঃ ॥ ৬৩
 তমুসো দূর ইত্যাঙ্কস্বৰ্ণৈর্বেদপারগৈঃ ।
 বিমলো বিমলশ্চৈব নির্লিপ্তোহলিঙ্গসংস্কৃতঃ ॥ ৬৪
 যোগ এষ হি লোকানাং কিমন্তদ্যোগলক্ষণম্
 এবং পশুন্ প্রপঞ্চেত আত্মানমজয়ং পরম্ ॥ ৬৫
 যোগদর্শনমেতাবত্কৃতং তে তত্ত্বতো ময়া ।
 সাংখ্যজ্ঞানঃ প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যানিদর্শনম্ ॥
 অব্যক্তমাত্তঃ প্রখ্যানং পরাং প্রকৃতিমান্বনঃ ।
 তস্মান্নহং সমুৎপন্নং দ্বিতীয়ং রাজসত্তম ॥ ৬৭
 অহঙ্কারস্ত মহতত্বতীয় ইতি নঃ ঋতম্ ।
 পঞ্চভূতান্তহঙ্কারাদাত্তঃ সাংখ্যায়দর্শনঃ ॥ ৬৮
 এতাত্তঃ প্রকৃতয়ন্ত্বষ্টৌ বিকারাশ্চাপি যোড়শ ।

মনীষী, ব্রহ্মপথরত ব্রাহ্মণেয়ই সতত দর্শন
 করিয়া থাকেন। তিনি অণু হইতে
 অণুত্তর, মহৎ অপেক্ষা মহত্তর, স্থির,
 তমঃস্পর্কহীন এবং সর্বত্র সর্বভূতে
 বিরাজিত। সাধারণ চক্ষে তাঁহাকে দেখা
 যায় না; পরন্তু তমোরাশির পারস্ব সেই
 আত্মাকে বুদ্ধিতৈলবুজ মনোদীপ দ্বারা
 দর্শন করা যায়। বেদপারগ জনগণের
 মতে তিনি তমোগুণের দূরবত্তী, বিমল,
 মননহীন, অলিঙ্গ ও সংজ্ঞাশূন্য। লোক-
 সমাজে ইহাই যোগ বলিয়া নিশ্চিত; ইহা
 ছাড়া যোগের অপর কি লক্ষণ হইবে?
 এইরূপেই অজয় পরমাত্মাকে দর্শন করিতে
 হয়। এই তোমাকে যোগদর্শন বলিলাম।
 এক্ষণে সাংখ্যজ্ঞানের পরিসংখ্যা করিয়া
 বলিতেছি। নাম-রূপাদি কল্পনার ছেতুভূত
 অব্যক্ত ভাবেই আত্মার পরাপ্রকৃতি বলা
 যায়। তাঁহা হইতে দ্বিতীয় তত্ত্ব মহতের
 উৎপত্তি হয়। ১২৭ হইতে তৃতীয় তত্ত্ব
 অহঙ্কার জন্মে। অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূত
 উৎপন্ন; সাংখ্য আত্মদর্শীরা এইরূপ বলেন।
 এই আটটি প্রকৃতি; ইহা ছাড়া আর

পঞ্চ চৈব বিশেষাশ্চ তথা পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৬৯
 এতাবদেব তদ্বানাত্তঃ সাংখ্যমাহর্ষনৌষিণঃ ।
 সাংখ্যে সাংখ্যবিধানজ্ঞা নিত্যং সাংখ্যপথে
 স্থিতাঃ ॥ ৭০
 যস্মাদ্যদভিজায়েত তত্ত্বত্বেব প্রলীয়তে ।
 লীয়ন্তে প্রতিলোমানি সৃজ্যন্তে চাস্তরাশ্বনা ॥ ৭১
 আত্মলোম্যেন জায়ন্তে লীয়ন্তে প্রতিলোমতঃ ।
 গুণা গুণেষু সততঃ সাগরস্তোম্ময়ো যথা ॥ ৭২
 সর্গপ্রলয় এতাবান্ প্রকৃতের্নৃপসত্তম ।
 একত্বং প্রলয়ে চাস্ত বহুত্বঞ্চ তথা স্থজি ॥ ৭৩
 এবমেব চ রাজেন্দ্র বিজ্ঞেয়ঃ জ্ঞানকোবিদৈঃ ।
 অধিষ্ঠাতারমব্যক্তমস্তাপ্যোত্মিদর্শনম্ ॥ ৭৪
 একত্বঞ্চ বহুত্বঞ্চ প্রকৃতেরমৃতত্ববান্ ।
 একত্বং প্রলয়ে চাস্ত বহুত্বঞ্চ প্রবর্তনং ॥ ৭৫
 বহুধাত্মা প্রকৃকৌত প্রকৃতিং প্রসবাস্বিকাম্ ।
 তচ্চ ক্ষেত্রং মহানাত্মা পঞ্চবিশোহধিতিষ্ঠতি ॥
 অধিষ্ঠাতেতি রাজেন্দ্র প্রোচ্যতে যতিসত্তমৈঃ ।

যোড়শ বিকার আছে। পঞ্চ বিকার এবং
 পঞ্চ ইন্দ্রিয়ও উহারই মধ্যে গণনীয়।
 সাংখ্যতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তত্ত্বের সংখ্যা এই-
 রূপই বলিয়াছেন। যাহা হইতে যাহা জন্মে,
 তাহাতেই তাহার লয় হয়। পরমাত্মা প্রাতি-
 লোমক্রমে লয় এবং অত্মলোমক্রমে সৃষ্টি
 করিয়া থাকেন। সাগরের তরঙ্গের স্তায়
 গুণেতেই গুণগণ প্রতিলোমক্রমে লীন ও
 অত্মলোমক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে
 নৃপসত্তম! প্রকৃতির ইহাই সৃষ্টি ও সংহার।
 সংহারে একত্ব এবং সৃষ্টিকালে বহুত্ব মাত্র।
 জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহা অবগত আছেন।
 আত্মা অব্যক্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠানরূপে বর্ত-
 মান। উক্ত প্রকৃতির অমুবর্তন ছেতুই
 একত্ব ও বহুত্ব অমুমের। প্রলয়ে একত্ব এবং
 প্রবর্তনে বহুত্ব হইয়া থাকে। পঞ্চবিশতিতম
 মহান আত্মা প্রকৃতিক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া
 প্রকৃতিকে বহুধা বিভক্ত করেন। উক্ত
 প্রকৃতিক্ষেত্রে অধিষ্ঠানছেতুই তিনি অধি-

অধিষ্টানাদধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রাণামিতি নঃ শ্রুতম্ ।
 ক্ষেত্রং জানাতি চাব্যক্তং ক্ষেত্রজ ইতি গোচ্যতে
 অব্যক্তিকে পুরে শেতে পুরুষশ্চেতি কথ্যতে
 অন্তদেব চ ক্ষেত্রং স্তাদন্তঃ ক্ষেত্রজ উচ্যতে ।
 ক্ষেত্রমব্যক্ত ইত্যুক্তং জ্ঞাতারং পঞ্চবিংশকম্
 অন্তদেব চ জ্ঞানং স্তাদন্তজ্জ্ঞেয়ং তদুচ্যতে ॥
 জ্ঞানমব্যক্তমিত্যুক্তং জ্ঞেয়ো বৈ পঞ্চবিংশকঃ ।
 অব্যক্তং ক্ষেত্রমিত্যুক্তং তথা সত্ত্ব তথেষ্বরম্
 অনীশ্বরমতত্ত্বঞ্চ তত্ত্বং তৎপঞ্চবিংশকম্ ॥ ৮১
 সাংখ্যদর্শনমেতাং পরি সংখ্যা ন বিদ্যাতে ।
 সংখ্যা প্রকৃকৃতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রবক্ষ্যতে ॥ ৮২
 চছারিংশচতুর্বিংশৎ প্রতি সংখ্যায় তত্ত্বতঃ ।
 সংখ্যা সহস্রকৃত্যা তু নিস্তরঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৮৩
 পঞ্চবিংশৎ প্রবুদ্ধায়া বুধ্যমান ইতি শ্রুতঃ ।
 যদা বুধ্যতি আত্মানং তদা ভবতি কেবলঃ ॥ ৮৪
 সমাদর্শনমেতাবস্থাষিতং তব তত্ত্বতঃ ।
 এবমেতদ্বিজানন্তঃ সামাতাং প্রতিষান্ত্যত ॥ ৮৫

ঠাতা। ক্ষেত্রকে যিনি জানেন, তাঁহাকে
 ক্ষেত্রজ এবং সেই অব্যক্ত পুরে শয়ন করেন
 বলিয়া তাঁহাকে পুরুষ বলা যায়। ৮৮—৯৮ ।
 ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ পরস্পর পৃথক্ ;—অব্যক্ত
 ক্ষেত্র, এবং তাহার জ্ঞাতা পঞ্চবিংশতিতম
 পুরুষ—ক্ষেত্রজ । জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ও পৃথক্
 পৃথক্ ;—জ্ঞান অব্যক্ত, জ্ঞেয় পঞ্চবিংশ
 পুরুষ । অব্যক্ত ক্ষেত্র, সত্ত্ব ঈশ্বর এবং
 তত্ত্বাতীত পঞ্চবিংশক পুরুষ-অনীশ্বর ।
 এই সাংখ্য দর্শন বলা হইল । ইহার সম্যক্
 পরিসংখ্যা করা যায় না । অনেকে চতুর্বিংশ-
 শতি চছারিংশ ইত্যাদিরূপে সংখ্যা করেন
 এবং প্রকৃতির নির্ণয়ে উদগুক্ত হয়েন বটে,
 কিন্তু প্রকৃতির অনন্তত্ব হেতু নিরূপিত সংখ্যা
 হইতে পারে না । পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ
 নিস্তর । এই পঞ্চবিংশ পুরুষ পর্য্যন্তের তত্ত্ব
 অবধারণ করিতে পারিলে জীব বুধ্যমান
 হয় । যখন সম্যক্ আত্মবোধ জন্মে, তখন
 সে কেবল ব্রহ্মময় হইয়া থাকে । এই আমি
 আপনায় নিকটে সাংখ্যদর্শন সম্যক্ কীর্ত্তন

সম্যাদ্ভিনিদর্শনং নাম প্রত্যক্ষং প্রকৃতেস্তথা ।
 গুণবহাদৃষ্যৈতানি নির্গুণেভ্যস্তথা ভবেৎ ॥ ৮৬
 ন ত্বেবং বর্তমানানামারুতির্বর্ততে পুনঃ ।
 বিদ্যাতে ক্ষরভাবশ্চ ন পরস্পরমব্যয়ম্ ॥ ৮৭
 পশুন্ত্যমতয়ো যে ন সম্যক্ তেবু চ দর্শনম্ ।
 তে ব্যক্তিং প্রতিপদ্যন্তে পুনঃপুনরনিদম্ ॥ ৮৮
 সর্বমেতদ্বিজানন্তো ন সর্বস্ত প্রবোধনাৎ ।
 ব্যক্তিভূতা ভবিষ্যন্তি ব্যক্তৈস্তবানুবর্তনাৎ ॥
 সর্বমব্যক্তমিত্যুক্তমসর্বঃ পঞ্চবিংশকঃ ।
 য এবমভিজানন্তি ন ভয়ং তেযু বিদ্যাতে ॥ ৮৯
 ইতি শ্রীরাঙ্গে ক্ষরাক্ষর-বিবরণঃ ত্রিচছা-
 রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৩ ॥

করিলাম । ইহা জানিলে জীব ব্রহ্মে উপ-
 শম প্রাপ্ত হয়। ৯৯—৮৫ । এই শাস্ত্র সম্যক্
 নিদর্শনযুক্ত এবং প্রকৃতির প্রত্যক্ষতা-
 সম্পাদক । ইহা গুণাসক্ত ও নির্গুণ পঞ্চ-
 পাতী—সকলেরই পক্ষে হিতজনক ।
 এতদ্ব্যভাসারে অনুষ্ঠান করিলে তাহার
 এ সংসারে পুনরারুতি হয় না । যাহাদিগের
 ক্ষর ভাব বিদ্যমান, স্তুতরাং পরস্পর
 অব্যয়ভাব দর্শন করে না, সেই মুঢ় নর-
 গণের এই দর্শন শাস্ত্র কোন ফলদায়ক
 হয় না । হে অরিন্দম ! তাহারা পুনঃপুনঃ
 জন্ম-মরণাত্মক ব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে । এই শাস্ত্র সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াও
 যাহারা সর্বতত্ত্বের প্রবোধ প্রাপ্ত হয় নাই,
 তাহারা ব্যক্ত তত্ত্বের অনুবর্তন হেতু ব্যক্ত
 ভাবেই থাকে । ‘সর্ব’ শব্দে অব্যক্ত এবং
 ‘অসর্ব’ শব্দে পঞ্চবিংশতিতম পুরুষকে বুঝি-
 বেন । এই তত্ত্ব যাহারা জানেন, তাঁহা-
 দিগের পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ জনিত
 ভয় থাকে না । ৮৬—৯০ ।

ত্রিচছারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুশ্চদ্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

বসিষ্ঠ উবাচ ।

সাংখ্যাদর্শনমেতাব্যক্তং তে নৃপসত্তম ।
বিদ্যাবিদ্যে ত্বিদান্যো মে হং নিবোধানুপূর্ষশঃ
অভেদ্যমাহুরব্যক্তং সর্গপ্রলয়ধর্মিণঃ ।
সর্গপ্রলয় ইত্যুক্তং বিদ্যাবিদ্যে চ বিংশকঃ ॥ ১ ॥
পরম্পরস্ত বিদ্যা বৈ ত্রিবোধানুপূর্ষশঃ ।
যথোক্তমুখিভিস্তাত সাংখ্যাস্তাতিনিদর্শনম্ ॥ ৩ ॥
কর্ণোল্লিখাণাং সর্গেযাং বিদ্যা বুদ্ধীল্লিখং স্মৃতম্
বুদ্ধীল্লিখাণাঞ্চ তথা বিষয়া ইতি নঃ শ্রুতম্ ।
নিষগাণাং মনস্তেযাং বিদ্যামাহর্মণীমিণঃ ।
মনসঃ পঞ্চভূতানি বিদ্যা ইত্যভিচক্ৰতে ॥ ৫ ॥
অহঙ্কারস্ত ভূতানাং পঞ্চানাং নাত্র সংশয়ঃ ।
অহঙ্কারস্তথা বিদ্যা বুদ্ধির্বিদ্যা নরেশ্বর ॥ ৬ ॥
বুদ্ধ্যা প্রকৃতিরব্যক্তং তদ্বানাং পরমেশ্বরঃ ।
বিদ্যা জ্ঞেয়া নরশ্রেষ্ঠ বিধিষ্ট পরমঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥
অব্যক্তমপরং প্রাচীর্বিদ্যা বৈ পঞ্চবিংশকঃ ।

চতুশ্চদ্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে নৃপসত্তম! এ পর্যন্ত সাংখ্যাদর্শন বলিলাম । এক্ষণে আপনি বিজ্ঞা ও অবিদ্যার বিষয় আমার নিকট যথাযথ অবগত হউন । সৃষ্টি-প্রলয়-তত্ত্ব জনগণ অব্যক্তকে অভেদ্য বলেন । সৃষ্টি, প্রলয় এবং পঞ্চবিংশক পুরুষ বিদ্যা-বিদ্যাস্বক । হে তাত! সাংখ্যতত্ত্ব ঋষিরা বলেন যে,—যাবতীয় সৃষ্টিই পরম্পর পরম্পরের বিদ্যা । সমস্ত কর্ণোল্লিখের বিদ্যা বুদ্ধীল্লিখ; বুদ্ধীল্লিখের বিদ্যা বিষয়-সমূহ; বিষয়ের বিদ্যা মন; মনের বিদ্যা পঞ্চভূত; পঞ্চভূতের বিদ্যা অহঙ্কার; অহঙ্কারের বিদ্যা বুদ্ধি; বুদ্ধির বিদ্যা অব্যক্ত প্রকৃতি; চতুর্বিংশতি তত্ত্বাস্বক প্রকৃতির বিদ্যা পরম পুরুষ । অব্যক্তকে অপর বলা যায়; পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ ‘পর’ শব্দ বাচ্য । তিনিই পরম বিদ্যাস্বয় । এই তত্ত্ব জানিলে জীব জ্ঞানজ্যেষ্ঠ বিষয়ে পারগ হইতে পারে ।

সর্গস্ত সর্গমিত্যুক্তং জ্ঞেয়জ্ঞানস্ত পারগঃ ॥ ৮ ॥
জ্ঞানমব্যক্তমিত্যুক্তং জ্ঞেয়ং বৈ পঞ্চবিংশকম্ ॥
তথৈব জ্ঞানমব্যক্তং বিজ্ঞাতা পঞ্চবিংশকঃ ।
বিদ্যাবিদ্যে তু তদ্বেন ময়োক্তে বৈ বিশেষতঃ
অক্ষরঞ্চ ক্ষরঞ্চৈব যত্নতঃ ত্রিবোধ মে ॥ ১০ ॥
উভাবেতো ক্ষরাবুতো উভাবেতাব্যাক্ষরো ।
কারণস্ত প্রবক্ষ্যামি যথাজ্ঞানস্ত জ্ঞানতঃ ॥ ১১ ॥
অনাদিনিধনাবেতো উভাবেবেষরো মতো ।
তদ্বসংজ্ঞাবুভাবেব প্রোচ্যেতে জ্ঞানচিন্তকৈঃ ॥
সর্গপ্রলয়ধর্মিত্যাদব্যক্তং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
তদেতদংশুপসর্গায় বিকূর্মাণঃ পুনঃপুনঃ ॥ ১৩ ॥
গুণানাং মহাদদীনা মুৎপদ্যতি পরম্পরম্ ।
অধিষ্ঠানং ক্ষেত্রমাহুরেতদ্বৈ পঞ্চবিংশকম্ ॥ ১৪ ॥
যদন্তংশুগজালস্ত তদ্ব্যক্তাস্তানি সজ্জিগেৎ ।
তদহং তদংশুগৈস্তত্ত্ব পঞ্চবিংশে বলীয়তে ॥ ১৫ ॥
গুণা গুণেষু লীয়ন্তে তদেকা প্রকৃতির্ভবেৎ ।
ক্ষেত্রজোহপি তদা তাবৎ ক্ষেত্রকঃ সম্প্রণীয়তে

অব্যক্ত—জ্ঞান, পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ—
জ্ঞেয় । জ্ঞান অব্যক্ত, পঞ্চবিংশ পুরুষ
জ্ঞাতা । এই আমি আপনাকে বিদ্যা-
বিদ্যা-তত্ত্ব বিশেষরূপে কহিলাম । এক্ষণে
পূর্বে যে, অক্ষর ও ক্ষরের বিষয় উল্লেখ
করিয়াছি তাহারই বিশেষ বিবরণ আমার
নিকট অবগত হউন । ১-১০ । উক্ত
উভয় পুরুষই ক্ষর এবং অক্ষর । আমি
যথাজ্ঞানে ইহার কারণ বর্ণন করিতেছি ।
ইহারা উৎপত্তি-নাশ-রহিত ঈশ্বর । জ্ঞান-
বুঞ্জীলনকারী জনগণ ইহাদের উভয়কেই
তত্ত্ব সংজ্ঞা প্রদান করেন সৃষ্টি-প্রলয় ধর্ম
আছে বলিয়া অব্যক্তকে অব্যয় বলা হয় ।
উক্ত অব্যক্ত গুণসম্বলিত নিরন্তর বিকার
প্রাপ্ত হয় । তাহাতেই মহত্ত্বাদির উৎপত্তি
ঘটে । ইহার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র—পঞ্চবিংশক
পুরুষ । তাহার অধিষ্ঠান হেতু অব্যক্ত
গুণগণ ব্যক্ততত্ত্ব সংসৃষ্ট হয় । অহ-
ঙ্কার সেই গুণগণ সহ পঞ্চবিংশ পুরুষে
লীন হইয়া থাকে । গুণগণের এই

যদাকরন্তু প্রকৃতিগচ্ছতে গুণসংজিতা ।
নির্গুণস্যৈব দেহে গুণেষু পরিবর্তনাৎ ॥ ১৭
এবমেব চ ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রজানপরিক্ষয়াৎ ।
প্রকৃত্যা নির্গুণেষু ইত্যেবমবুৎপন্নম্ ॥ ১৮
করো ভবত্যেব যদা গুণবতী গুণেষুথ ।
প্রকৃতিং স্বথ জানাতি নির্গুণং তথাস্থনঃ ॥ ১৯
তথা বিশুদ্ধো ভবতি প্রকৃতেঃ পরিবর্তনাত্ ।
অন্তোহহমন্তেষমিতি যদা বুধ্যতি বুদ্ধিমান্ ॥ ২০
তদৈষোহব্যত্থামেতি ন চ মিশ্রহমাবজ্ঞেৎ ।
প্রকৃত্যা চৈষ রাজেন্দ্র মিশ্রোহন্তোন্তু

দৃশ্যতে ॥ ২১

যদা তু গুণজালং তৎপ্রাকৃতং বিজুগুপসতে ।
পশুতে চ পরং পশুংস্তদা পশুর সংসৃজ্যেৎ ॥ ২২
কিং ময়া কৃতমেতাবদ্যোহহং কালনিমজ্জনঃ ।
যদা মৎস্তো হৃদিজ্ঞানাদনুবর্তিতবান্জলম্ ॥ ২৩
অহমেব হি সন্মোহাদন্তমন্তঃ জনাজ্জনম্ ।

মৎস্তো যথোদকজ্ঞানাদনুবর্তিতবানহ ॥ ২৪
মৎস্তোহন্তঃসমখাজ্ঞানাদনকার্ভাভিমন্ততে ।
আস্থানং তদবজ্ঞানাদন্তকৈব ন বেদ্যাহম্ ॥ ২৫
মমাত্মা বিকুবুদ্ধস্ত যোহহং ময় ইমং পুনঃ ।
অনুবর্তিতবাম্মোহাদন্তমন্তঃ জনাজ্জনম্ ॥ ২৬
অয়মাত্র ভবেদকুরনেন সহ মে কথম্ ।
সাম্যমেব হতাং যাতো যাদৃশতাদৃশস্বহম্ ॥ ২৭
তুল্যতামিহ পশ্যামি নদৃশোহহমনেন বৈ ।
অয়ং হি বিমলো ব্যক্তমহমাদৃশকস্তদা ॥ ২৮
যোহহমজ্ঞানসন্মোহাদজ্ঞয়া সম্প্রবৃত্তবান্ ।
সংসর্গাদতিনংসর্গাৎস্থিতঃ কালমিমং স্বহম্ ॥ ২৯
সোহহমেবং বশীভূতঃ কালমেতং ন বুদ্ধবান্ ।
উক্তমাদমমধ্যানং তামহং কথমাবসে ॥ ৩০
সমানমায়য়া চেহ সহবাসমহং কথম্ ।
গচ্ছাম্যবুদ্ধভাবত্বাদিহেদানীং স্থিরো ভব ॥ ৩১
সহবাসং ন যাস্ত্যামি কালমেতং বিবক্ষনাৎ ।

ভাবে আবির্ভাব ও তিরোভাবই প্রকৃতি ।
এই অবস্থায় ক্ষেত্রজ ও ক্ষেত্র জ্ঞানবান
হয়েন । গুণময়ী প্রকৃতি যখন অক্ষর পুরু-
ষকে আশ্রয় করেন, তখন গুণগণের পরি-
বর্তনাভাবে নির্গুণ স্ব আবির্ভূত হইয়া থাকে ।
ক্ষেত্রজ পুরুষ এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞানহীন হই-
লেই নির্গুণ হয়েন । আমরা এইরূপ শুনি-
য়াছি । গুণবতী প্রকৃতি যখন গুণে আসক্ত
থাকেন, তখন সেই ক্ষেত্রজ প্রকৃতিকে গুণ-
ময়ী এবং আপনাকে নির্গুণ বলিয়া অবধারণ
করিতে পারেন । তিনি যখন প্রকৃতিকে
বর্জনপূর্বক “আমি অন্ত এবং এ প্রকৃতিও
অন্ত” এরূপ বুঝিতে পারেন, তখনই তাঁহার
আত্মবোধ জন্মে । ১১—২০ । তিনি তখন
প্রকৃতি সহ নির্লিপ্ত ও হৃৎখরহিত হয়েন ।
যখন প্রাকৃত গুণজালে অবহেলা জন্মে, পর-
মাত্ম-দর্শন ঘটে, তখন তিনি আর সৃষ্টি
ব্যাপারে আসক্ত হয়েন না । তখন তিনি
ভাবেন,—আমি কালসাগরে মগ্ন থাকিয়া
এতকাল কি করিলাম ! মৎস্ত যেমন অজ্ঞান
বশতঃ জলের অন্তবর্জন করে, আমিও

তেমনি এক জন হইতে অন্ত জনের, এক
স্থান হইতে অন্ত স্থানের অনুবর্তন করি-
য়াছি । মৎস্ত যেমন আপনাকে পৃথকরূপে
জানিতে না পারিয়া জল হইতে অন্তর্য যায়
না, আমিও তেমনি আত্মার স্বতন্ত্রত্ব বুঝিতে
না পারিয়া বুঝা ক্রেশভোগ করিয়াছি ।
মোহবশে আমি যে, এক জন হইতে অন্ত
জন ক্রমে এককাল সংসারের অনুবর্তন
করিয়াছি, আমাকে বিক্ ! এই পরমাত্মাই
আমার বন্ধু, ইহারই সহিত আমার বসবাস ;
একগুণে ইহার সহিত একীভূত হইয়া আমি
যেমন ছিলাম তেমনি হইয়াছি । আমি
ইহার সদৃশ ; ইহার সহিত আমার তুল্যতা
দৃষ্ট হয় । কিন্তু ইনি বিমল এবং ব্যক্ত ;
আর আমি এই দশাগ্রস্ত হইয়াছি । আমি
অজ্ঞানময়ী প্রকৃতি দ্বারা প্রেরিত হইয়া এত-
কাল নানা সংসর্গে কাটাইলাম । এতকাল
ইহার বশীভূত থাকায় আমি বুঝিতে পারি
নাই । সেই প্রকৃতি উত্তম, মধ্যম, অধম
এবং সমান হইলেও তৎসহ বাস আমার
করঁবা নহে, যেহেতু এত কাল আমি আবদ্ধ

বঞ্চিতো হনয়া যক্তি নির্বিকারো বিকারয়া ॥ ২
 ন তত্তদপরাধঃ স্তাদপরাধো হযং মম ।
 যোহহমব্রাহ্মণঃ সক্তঃ পরাধুখমুপস্থিতঃ ॥ ৩০
 ততোহশ্বিনবহুরুপোহথ স্থিতো মূর্তিরমূর্তিমান
 অমূর্তিশ্চাপ্যমূর্তীয়া মমত্বেন প্রধবিতঃ ॥ ৩১
 প্রকৃতম চ তয়া তেন তানু তাস্থিহ যোনিষু ।
 নির্গমস্ত মমত্বেন বিকৃতং তানু তানু চ ॥ ৩২
 যোনিষু বর্তমানেন নষ্টসংজ্ঞেন চেতসা ।
 সমতা ন ময়া কাচিদহঙ্কারে কৃত্য ময়া ॥ ৩৩
 আত্মানং বহুধা কুত্বা সোহিয়ং ভূয়ো যুনক্তি মাং
 ইদানীমববুদ্ধোহস্মি নির্গমো নিরহঙ্কৃতঃ ॥ ৩৪
 মমত্বং মনসা নিত্যমহঙ্কারকৃতাত্মকম্ ।
 অপলয়ামিমাং হিহা সংশ্রয়িষ্যে নিরাময়ম্ ॥ ৩৫
 অনেন সাম্যং যাস্তামি নানয়াহমচেতসা ।
 কেমং মম সহানেন নৈবৈকমনয়া সহ ॥ ৩৬

থাকায় সে আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে ;
 নির্বিকার হইলেও সর্বিকার্য প্রকৃতি দ্বারা
 আমি প্রবঞ্চিত হইয়াছি । ২১—৩২ ।
 তাহাতে সে প্রকৃতির অপরাধ নাই, অপরাধ
 আমারই ; যেহেতু আমি আত্মচিন্তায় বিমুখ
 হইয়া তাহাতেই আসক্ত ছিলাম । আমি
 মূর্তিহীন হইলেও মমতা দ্বারা প্রধবিত হইয়া
 বহুরুপী ও বহু মূর্তিমান হইয়াছি । নির্গম
 হইলেও আমি প্রকৃতি কর্তৃক সেই সেই
 যোনিতে, মমতা দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হই-
 য়াছি । পরন্তু অহঙ্কার বশে কুত্রাপি
 সমতা অবলম্বন করি নাই । সে প্রকৃতি
 এখনও আপনাকে বহুরূপে বিভক্ত করিয়া
 আমাকে সেই সমুদায়ে নিয়োগ করিতেছে ।
 আমি এখন বুদ্ধ হইয়াছি, আমার মমতা বা
 অহঙ্কার নাই ; আমাতে গংলয় অহঙ্কার-
 জনিভ, এই মাঝাকে পরিহারপূর্বক আমি
 নিরাময়কে আশ্রয় করিব । এই অচেতন
 প্রকৃতির সহিত আমি আর সক্ত হইব না ;
 সেই পরমাত্মার সহিতই মিলিত হইব ।
 ইহার সহিত মিলনেই আমার কুশল হইবে ;
 কিন্তু জ্ঞাত প্রকৃতির সহিত মিলিত হইব না ।

এবং পরমসদ্বোধাৎ পঞ্চবিংশোহম্বুবুবান্ ।
 অক্ষয়ং নিগচ্ছতি ত্যক্তা ক্রয়মনাময়ম্ ॥ ৪০
 অব্যক্তং ব্যক্তধর্ম্মাণং সগুণং নির্গুণং তথা ।
 নির্গুণং প্রথমং দৃষ্ট্বা তাদৃগুতবতি মৈথিল ॥ ৪১
 অক্ষরক্ষরয়োরেতদুক্তং তব নিদর্শনম্ ।
 মদেহ জ্ঞানসম্পন্নং যথা ক্রতিনিদর্শনাৎ ॥ ৪২
 নিঃসন্ধিগুণং সূক্ষ্মং বিশুদ্ধং বিমলং তথা ।
 প্রবক্ষ্যামি তু তে ভূয়স্তদ্বিবোধ যথাক্রমতম্ ॥ ৪৩
 সাংখ্যযোগো ময়া প্রোক্তঃ শাস্ত্রদ্বয়নিদর্শনাৎ ।
 যদেব সাংখ্যশাস্ত্রোক্তং যোগদর্শনমেব তৎ ॥
 প্রবোধনপরং জ্ঞানং সাংখ্যানামবনীপতে ।
 বিস্পষ্টং প্রোচ্যতে তত্র শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া
 বৃহত্চৈবমিদং শাস্ত্রমিত্যাহবিদ্ববো জনাঃ ।
 অগ্নিংচ শাস্ত্রে যোগানাং পুনর্ভবপুরঃসরম্ ॥
 পঞ্চবিংশাৎ পরং তত্ত্বং পঠ্যতে চ নরাধিপ ।
 সাংখ্যানাস্ত্র পরং তত্ত্বং যথাবদম্বুবর্ণিতম্ ॥ ৪৭

পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ এইরূপ পরম বোধ
 প্রাপ্ত হইয়া ক্রয় পরিহারপূর্বক অক্ষরত্ব
 লাভ করে । হে মিথিলা রাজ ! অব্যক্ত
 ও ব্যক্ত—এই দুই পুরুষ সগুণ ও নির্গুণ ।
 সেই নির্গুণ পরম পুরুষকে দর্শন করিলে
 জীব তখনই তদাকার প্রাপ্ত হয় । আমি
 ক্রতিনিদর্শনানুসারে এই পরম জ্ঞানসাধন
 ক্রয়াক্ষরবিজ্ঞান তোমাকে কহিলাম । এই-
 ক্ষণ তুমি যাহাতে নিঃসন্ধিগুণে বৃত্তিতে
 পার, তজ্জন্ত এই বিশুদ্ধ, বিমল সূক্ষ্ম
 তত্ত্ব পুনরায় যথাক্রম ব্যক্ত করিয়া কহি-
 তেছি ; তুমি অবধান কর । আমি সাংখ্য
 শাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র অনুসারে তোমাকে
 এই সাংখ্যযোগ কহিলাম । হে ভূপাল !
 সাংখ্যজ্ঞান আশ্রয়প্রবোধক । শিষ্যগণের
 হিতকাম্যায় উহা বিশিষ্টরূপেই বর্ণন কর
 কন্তব্য । বিদ্বান্ জনগণ এই শাস্ত্রকে
 “বৃহৎ” বলিয়া থাকেন । হে নরাধিপ
 এই শাস্ত্রে পুনর্জন্ম সহ যোগ এবং পঞ্চ
 বিংশের পরবর্তী তত্ত্ব পঠিত হয় । সাংখ্য
 দিগের পরতত্ত্ব ইতিপূর্বে যথাযথ বর্ণন

বুদ্ধমপ্রতিবুদ্ধঞ্চ বুধ্যমানঞ্চ তত্ত্বত
বুধ্যমানঞ্চ বুদ্ধত্বং প্রাহর্যোগনিদর্শনম্ ॥ ৪৮
ইতি স্ত্রীত্রায়ে বসিষ্ঠকরালজনকসংবাদে চতু-
শ্চর্চারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪৪॥

পঞ্চচর্চাঃ শব্দিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

বসিষ্ঠ উবাচ ।

অপ্রবুদ্ধমথাব্যক্তমিমাং গুণনিধিং সদা ।
গুণানাং ধারিতাং তত্ত্বং সৃজত্যাঙ্কিপতে তথা ॥
অজ্ঞো হি ক্রৌড়য়া ভূপ বিক্রিয়াং প্রাপ্ত ইতু্যত
আত্মানং বহুধা কুহা নানৈব প্রতিচক্ষতে ॥ ২
এতদেবং বিকূর্বাণো বুধ্যমানো ন বুধ্যতে ।
গুণানাচরতে হ্যেব সৃজত্যাঙ্কিপতে তথা ॥ ৩
অব্যক্তবোধনাট্টেব বুধ্যমানং বদন্ত্যপি ।
ন হ্যেব বুধ্যতেহব্যক্তং সগুণং তাত নির্গুণম্
কদাচিৎসেব খণ্ডেতত্তদাহঃ প্রতিবুদ্ধকম্ ।

করিয়াছি। বুদ্ধ, অপ্রতিবুদ্ধ, বুধ্যমান—
ইহারা যোগের নিদর্শনস্বরূপ । তুমি
বুধ্যমান হইয়াছ, [একণে এই তথ্যলোচন-
কলে বুদ্ধ হও । —৪৮ ।

চতুশ্চর্চারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চচর্চাঃ শব্দিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

বসিষ্ঠ বলিলেন,—এই অপ্রবুদ্ধ, অব্যক্ত,
গুণধারীই সত্য সৃষ্টি ও সংহার করেন ।
আপনি এই তত্ত্ব অবধারণ করুন । হে
ভূপ ! সেই অজ্ঞ পুরুষই নিজ লীলাবশে
বিকারপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে বহুধা বিভাগ-
পূর্বক নানাক্রমে প্রতিভাত করেন । বিকার-
বশে এই আত্মা বুদ্ধিগণ ও যেন বুঝেন না ।
আত্মত্ব গুণগণ দ্বারা সৃষ্টি-সংহার-কার্যে
ব্যাপ্ত হইলেন । হে তাত ! তখন তাঁহাকে
তদীয় অব্যক্ত হই বা নির্গুণ হই বুঝাইয়া
দিলেও তাহা তিনি ধারণ করিতে পারেন

বুধ্যতে যদি চাব্যক্তমেতদৈ পঞ্চবিংশকম্ ॥ ৫
বুধ্যমানো ভবত্যেব মমান্বক ইতি ক্রতঃ ।
অস্তোন্তপ্রতিবুদ্ধেন বদন্ত্যব্যক্তমচ্যুতম্ ॥ ৬
অব্যক্তবোধনাট্টেব বুধ্যমানং বদন্ত্যত ।
পঞ্চবিংশং মহাত্মানং ন চাসাবপি বুধ্যতে ॥ ৭
ষড়বিংশং বিমলং বুদ্ধমপ্রমেয়ং সনাতনম্ ।
সত্যতঃ পঞ্চবিংশক চতুর্বিংশং বিবুধ্যতে ॥ ৮
দৃষ্টাদৃষ্টে হুগুগততৎস্বভাবে মহাত্মাতে ।
অব্যক্তকৈব তদ্ব্রজ বুধ্যতে তাত কেবলম্ ॥ ৯
পঞ্চবিংশং চতুর্বিংশমাত্মানমহুপশ্চতি ।
বুধ্যমানো যদাত্মানমস্তোহহমিতি মন্ততে ॥ ১০
তদা প্রকৃতিমানেষ ভবত্যব্যক্তলোচনঃ ।
বুধ্যতে চ পরাং বুদ্ধিং বিশুদ্ধামমলাং যদা ॥ ১১
ষড়বিংশং রাজশার্দূল তদা বুদ্ধঃ কৃতো ব্রহ্মেৎ
তত্তন্ত্যজতি সোহব্যক্তঃ সর্গপ্রলয়ধার্ষণম্ ॥ ১২
নির্গুণাং প্রকৃতিং বেদ গুণযুক্তামচেতনাম্ ।
ততঃ কেবলধর্ম্মাদ্যো ভবত্যব্যক্তদর্শনাৎ ॥ ১৩

না । কদাচিৎ যখন সেই আত্মা স্বীয়
অব্যক্ত পঞ্চবিংশক বুঝেন, তখন তাঁহাকে
প্রতিবুদ্ধ বলা যায় । মমতাভিমানে আবদ্ধ
পঞ্চবিংশক পুরুষ প্রতিবুদ্ধ হইয়া যখন
অব্যক্তকেও বোধিত করেন ; তখন তাঁহাকে
বুধ্যমান বলা কর্তব্য । ষড়বিংশতত্ত্ব বিমল,
বুদ্ধ, অপ্রমেয় ও সনাতন । চতুর্বিংশ
তত্ত্ব বিস্তারিত হইলেই পঞ্চবিংশ সংজ্ঞায়
অভিহিত হইলেন । অব্যক্ত ব্রহ্ম তৎসৎ-
স্বভাবে অহুগত হইয়া দৃষ্ট ও অদৃষ্টাকার
প্রাপ্ত হইলেন । সেই চতুর্বিংশতত্ত্বই বুধ্যমান
হইলে আপনাকে পঞ্চবিংশ বলিয়া বুঝিতে
পারেন ; আর তিনি যখন অজ্ঞানবশে আপ-
নাকে প্রকৃতিমান মনে করেন, তখন অব্যক্ত-
ভাব প্রাপ্ত হইলেন । যখন অমল বিশুদ্ধ বুদ্ধির
রসাস্রব করেন, তখন তিনি ষড়বিংশকে
জানিতে পারিয়া কৃতকৃত্য হইলেন । গুণযুক্ত
অচেতন প্রকৃতিকে তখন নির্গুণা বলিয়া
বুঝেন ; সুতরাং অব্যক্ত দর্শন হেতু কেবল-
ধর্ম্ম হইয়া থাকেন কেবলসংস্কৃত মিলিত হইয়া

কেবলেন সমাগম্য বিমুক্তান্মানমাশ্রয়ঃ ।
 এতত্ত্ব তত্ত্বমিত্যাহ্নিন্তবমজরামরম ॥ ১৫
 তত্ত্বসংগ্রহণাদেব তত্ত্বজ্ঞো জায়তে নৃপ ।
 পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি প্রবদন্তি মনোবিদঃ ॥ ১৬
 ন চৈব তত্ত্ববাস্তবত সংসারেষু নিমজ্জতি ।
 এবামুপৈতি তত্ত্বং হি কিং প্রং বুধ্যস্ব লক্ষণম্ ॥ ১৭
 ষড়বিংশোহয়মিতি প্রাজ্ঞো গৃহ্যমাণোহজরামরঃ
 কেবলেন বলেনৈব সমতাং যাত্যসংশয়ম্ ॥ ১৮
 ষড়বিংশেন প্রবুদ্ধেন বুধ্যমানোহপ্যবুদ্ধমান ।
 এতন্নানাহ্মিত্যুক্তং সাংখ্যজ্ঞতিনিদর্শনাং ॥ ১৯
 চেতনেন সমেতস্ত পঞ্চবিংশতিকস্ত হ ।
 একত্বং বৈ ভবেত্তস্ত যদা বুদ্ধামুপবৃধ্যতে ॥ ২০
 বুধ্যমানেন বুধ্যেন সমতাং যতি মৈথিল ।
 সঙ্গধর্ম্যা ভবত্যেব নিঃসঙ্গান্না নরাধিপ ॥ ২১
 নিঃসঙ্গান্মানমাসাদ্য ষড়বিংশং কর্মজং বিদুঃ ।
 বিভূত্যাভ্যুজ্জতি চাব্যাক্তং তদা হেতুবিবৃধ্যতে ॥ ২২
 চতুর্বিংশমগাধক ষড়বিংশস্ত প্রবোধনাং ।
 এষ হপ্রতিবুদ্ধস্ত বুধ্যমানস্ত তেহনঘ ॥ ২৩

তখন চিন্মায়া হয়েন। এই পর্যন্তই তত্ত্ব
 ইহার পর নিস্তব্ধ; তাহা অজর ও অমর ।
 হে নৃপ! তত্ত্ব গ্রহণেই লোক তত্ত্বজ্ঞ হয় ।
 হে তাত! তত্ত্বজ্ঞানবান্ মানব কদাপি
 সংসারে নিমগ্ন হয় না; পরন্তু সেই পরম
 তত্ত্বই লাভ করিতে পারে। তুমি এই সকল
 তত্ত্বলক্ষণ অবগত হও। প্রবল প্রযত্নে
 এই অজরামর ষড়বিংশ তত্ত্বকে চিত্তে ধারণ
 করিলে সেই প্রসূক ষড়বিংশতত্ত্বের মহিমারই
 সমতা প্রাপ্ত হওয়া যায়; ইহাতে সংশয় নাই ।
 চেতনসমবিত্ত পঞ্চবিংশ পুরুষের নানাহ
 বিবরণ এই সাংখ্যজ্ঞতি অল্পসারে উক্ত
 হইল। তিন যখন বুদ্ধদ্বারা বোধিত করেন,
 তখন বুধ্যমান হইয়া বুদ্ধসহ সমতা প্রাপ্ত
 করেন। হে মৈথিল! ইনি বস্তুতঃ নিঃসঙ্গ
 হইলেও সঙ্গবান্ হয়েন। ১—২০। নিঃসঙ্গ-
 আত্মাকে লইয়া ষড়বিংশপুরুষকে কর্মজসংজ্ঞায়
 অভিহিত করা যায়। চতুর্বিংশ তত্ত্ব বিদুঃ

উক্তো বুদ্ধস্ত তত্বেন যথাশ্রুতিনিদর্শনং ॥
 মশকোহুদরে যদদন্তত্বং তদদন্তয়োঃ ॥ ২৩
 মৎস্তোদকে যদা তদদন্তত্বমুপলভ্যতে ।
 এবমেব চ গন্তব্যং নানাতৈবকহ্মেতয়োঃ ॥ ২৪
 এতাব্যেকোইত্যুক্তো জ্ঞানবিজ্ঞানসংজ্ঞিতঃ ।
 পঞ্চবিংশতিকস্তাত্ত্ব যোহয়ং দেহে প্রবর্ততে ॥
 এষ মোক্ষায়তব্যোতি প্রাহরব্যাক্তগোচরাং ।
 সোহয়মেবং বিমুচ্যেত নাত্ত্বথেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥
 পরস্ত পরধর্ম্যা চ ভবত্যেব সমেত্য বৈ ।
 বিশুদ্ধধর্ম্যা শুদ্ধেন নাশুদ্ধেন চ বুদ্ধিমান্ ॥ ২৫
 বিমুক্তধর্ম্যা বুদ্ধেন সমেত্য পুরুষবর্ত ।
 বিরোগধর্ম্যা চৈব বিমুক্তান্না ভবত্যথ ॥ ২৬
 বিমোক্ষিণা বিমোক্ষস্ত সমেত্যেহ তথা ভবেৎ
 শুচিকর্ম্যা শুচিষ্ঠেব ভবত্যামিত্যুক্তিমান্ ॥ ২৭
 বিমলায় চ ভাতি সমেত্য বিমলায়না ।
 কেবলায় তথা চৈব কেবলেন সমেত্য বৈ ।
 স্বতন্ত্রস্ত স্বতন্ত্রেণ স্বহজ্জহ্মবাপ্যতে ॥ ৩০

হইয়া ষড়বিংশত্ব প্রাপ্ত হয়েন। হে পাপ-
 হীন রাজন্! শ্রুতিনিদর্শন অল্পসারে আমি
 এই বুদ্ধ, বুধ্যমান ও অবুদ্ধের তত্ত্ব কীর্তন
 করিলাম। মশক ও উদ্বহরের, এবং মৎস্ত
 ও উদকের স্থায় ইহাদেরও একত্ব ও নানাহ
 অবধারণ করা কর্তব্য। যিনি দেহে প্রবৃত্ত
 হয়েন, সেই পঞ্চবিংশতিতম পুরুষের এই
 প্রকারই জ্ঞানবিজ্ঞান নামক মোক্ষ উক্ত হয়।
 অব্যাক্ত সত্ত্ব হইতে ইহাকেই মোচন করিতে
 হয়, ইনি এইরূপেই মুক্তি হইয়া থাকেন;
 আর কোন উপায় নাই। কলতঃ সেই জীব
 পরপুরুষ-মিলনে পরধর্ম্যা হয়েন; বিশুদ্ধ
 সংযোগে বিশুদ্ধধর্ম্যা, বুদ্ধসহ সংযোগে
 বিমুক্তধর্ম্যা, বিরোগধর্ম্যের সংসর্গে বিমুক্তান্না,
 বিমোক্ষধর্ম্যা সহ বিমোক্ষ, শুচি সংযোগে
 শুচিকর্ম্যা, বিমলায়নার সহিত মিলনে
 বিমলায়না, কেবল সহ সন্মিলনে কেবলায়না,
 এবং স্বতন্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া
 স্বতন্ত্রতা প্রাপ্ত হয়েন। ২১—৩০।

এতাবদেতৎ কথিতং যথা তে
তথাঃ মহারাজ যথার্থত্বম্ ।
অমৎসরত্বং প্রতিগৃহ্য বুদ্ধ্যা
সনাতনং ব্রহ্ম বিশুদ্ধমাদ্যম্ ॥ ৩১
তদেদনিষ্ঠস্ত জনস্ত রাজন
প্রদেয়মেতৎ পরমং ত্বয়া ভবেৎ ।
বিধিৎসমানায় নিবোধকারকং
প্রবোধহেতোঃ প্রণতস্ত শাসনম্ ॥ ৩২
ন দেয়মেতচ্চ যথানুতান্নেন
শঠায় ক্রীবায় ন জিহ্বাবুদ্ধয়ে ।
ন পণ্ডিতজ্ঞানপরোপতাপিনে
দেয়ং তথা শিষ্যবিবোধনায় ॥ ৩৩
অন্ধাধিতায়াথ গুণাধিতায়
পরোপবাদাধির ভায় নিত্যম্ ।
বিশুদ্ধযোগায় বুধায় চৈব
রূপাবত্বেহ ধর্ম্মকমিণে হিতায় ॥ ৩৪
বিবিক্তশীলায় বিধিপ্রিয়ায়
বিবাদহীনায় বহুজ্ঞতায় ।
বিনীতবেশায় নহৈতুকাচনে
সদৈব শুভং হৃদমেব দেয়ম্ ॥ ৩৫

হে মহারাজ ! এই গর্থাঙ্কই যথার্থত্ব তোমার
নিকট প্রকাশ করিয়া কহিলাম, তুমি মাৎসর্য-
হীন হইয়া বুদ্ধিবলে এই বিশুদ্ধ আদ্য সনা-
তন ব্রহ্মত্ব হৃদয়ঙ্গম কর। হে রাজন !
যে ব্যক্তি বেদনিষ্ঠ, তাহাকেই তুমি এই
পরম ত্ব প্রদান করিবে- এবং যে ব্যক্তি
বৈধ কার্য করিতে সমুৎসুক, তথাবিধ প্রণত
জনের প্রবোধ নিমিত্তও এই তত্ত্বোপদেশ
প্রদান করা যাইতে পারে। যাহারা অসত্য-
বাদী, শঠ, ক্রীব বা কুটিলবুদ্ধি এবং যাহার
পাণ্ডিত্যে পরের উপতাপ জন্মে, ইদৃশ
জ্ঞোতা ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিবে না;
পরন্তু প্রকৃত শিষ্য জনের বোধবুদ্ধির জন্ত
তাহাকেই ইহা প্রদেয়। যে ব্যক্তি অন্ধানু,
গুণবান, নিত্য পরদার-বিমুখ, যোগ-বিশুদ্ধ,
রূপানু, কর্ম্মবান, পরহিত-নিরত বা প্রকৃত
পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন এবং যে ব্যক্তি বিবিক্ত-

এতৈর্গুণৈর্হীনতমে ন দেয়-
মেতৎ পরং ব্রহ্ম বিশুদ্ধমাত্মনঃ ।
ন জ্ঞেয়সে যোক্তব্যে তাদৃশে কৃতং
ধর্ম্মপ্রবক্তারমপাজ্ঞানাত্মনঃ ॥ ৩৫
পৃথ্বীমিমাং বা যদি রত্নপূর্ণাং
দদ্যাদদেয়ং হৃদমবভায় ।
জিতেশ্রিয়ায় প্রযতায় দেয়ঃ
দেয়ং পরং তদ্বিবেদে নরেন্দ্র ॥ ৩৭
করাল মা তে ভয়মন্তি কিঞ্চ-
দেতুম্ভূতং ব্রহ্ম পরং ত্বয়াজ্ঞ ।
যথাবুদ্ধন্তঃ পরমং পবিত্রং
বিশোকমত্যস্তমনাদিমধ্যম্ ॥ ৩৮
অগোধমেতদজরামরঞ্চ
নিরাময়ং বীতভয়ং শিবঞ্চ ।
সমীক্য মোহং পরবাদসংস্র-
মেতস্ত তদ্বার্ষমিমং বিদিত্বা ॥ ৩৯
অবাপ্তমেতচ্চি পুরা সনাতনাত্ম
হিরণ্যগর্ভাক্ষি ততো নরাধিপ ।

সেবী, বিধিপ্রিয়, বিবাদবিহীন, বহুজ্ঞত বা
বিনীতবেশ, তাদৃশ জনকেই এই গোপনীয়
তত্ত্বোপদেশ প্রদান করা কর্তব্য। পূর্বে যে
সকল গুণের উল্লেখ করিলাম, এই সমস্ত
ও 'যাহার নাই, পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,
তাদৃশ জনকে কখনই এই বিশুদ্ধ পরম ব্রহ্ম-
ত্ব উপদেশ দিবে না। যদি কেহ দেয়,
তবে অপাত্রে উপদেশ দান-নিবন্ধন তথা-
বিধ ধর্ম্মবক্ত। জ্ঞেয়লাভে সমর্থ হইবেন না।
হে নরেন্দ্র ! বরং এই রত্নপূর্ণা পৃথিবীকে
অবতারণারী বা অপাত্র জনে দান করা
যাইতে পারে; কিন্তু এই ব্রহ্মত্বের উপ-
দেশ তাদৃশ জনে কিছুতেই প্রদেয় নহে।
আমি আবার বলি, জিতেশ্রিয় তত্ত্বজ্ঞ
ব্যক্তিই এই তত্ত্বোপদেশের যোগ্য পাত্র।
হে করাল ! তুমি আজ এই পরমব্রহ্মত্ব
প্রবণ করিয়াছ, তোমার আর সংসারে
কোনই ভয় নাই; যাহা পরম পবিত্র, যাহাতে
দোষকলেশ নাই, যাহা আদি, মধ্য ও অন্ত

প্রসাদ্য যত্নেন তদুগ্রতেজসঃ
 সনাতনঃ ব্রহ্ম যথা স্বয়ৈতৎ ॥ ৪০
 পৃষ্ঠৈশ্চ চান্মি যথা নরেন্দ্র
 তথা ময়েদং অগ্নি নোক্তমজ্ঞং ।
 যথাবাণ্ডঃ ব্রহ্মণো মে নরেন্দ্র
 মহাজ্ঞানঃ যোক্তবিদাং পরায়ণম্ ॥ ৪১
 ব্যাস উবাচ ।

এতদ্বক্তাঃ পরং ব্রহ্ম যস্মান্নাবর্ততে পুনঃ ।
 পঞ্চবিংশং মুনিশ্রেষ্ঠা বসিষ্ঠেন যথা পুরা ॥ ৪২
 পুনরাবৃত্তিমাপ্নোতি পরমং জ্ঞানমব্যয়ম্ ।
 নাতি বুধ্যতি তত্বেন বুধ্যমানোহজ্ঞায়ময়ম্ ॥
 এতন্নিঃশ্রেয়সকরং জ্ঞানং ভোঃ পরমং ময়া ।
 কথিতং তত্বতো বিপ্রাঃ শ্রদ্ধা দেববিত্তো দ্বিজাঃ

বর্জিত, আমি সেই অগাধ, অজর, অমর,
 বীতভয় নিরাময়, পরম শিবস্বরূপের কথা
 কীৰ্ত্তন করিলাম । হে নরাধিপ! আমি এই
 সংসার-প্রপঞ্চকে মোহের মহিমা বলিয়া
 বুঝিতে পারিয়া সনাতন হিরণ্যগর্ভের নিকট
 হইতে পূর্বে এই তত্ত্বার্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ।
 আমি সেই উগ্রতেজা দেবদেবকে সযত্নে
 প্রসাদিত করিয়া এই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিয়া-
 ছিলাম । হে নরেন্দ্র! তুমিও আমায় সেইরূপই
 প্রসাদিত করিয়া প্রণ করিয়াছিলে, আমিও
 ব্রহ্মার নিকট যেমন উপদেশ পাইয়াছিলাম,
 তোমাকেও অবিকল তাহাই বলিলাম ।
 জানিবে,—এই এক মহাজ্ঞানই যোক্তবিদ-
 গণের এক মাত্র অবলম্বনীয় ৩১—৪১। ব্যাস
 বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! পুরাকালে
 বশিষ্ঠ মুনিজনক রাজ্যের নিকট ৭৫ পরম
 ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই ত আমি
 অধুনা তাহা ব্যক্ত করিলাম । এই তত্ত্ব জানিলে
 সংসারে আর পতিত হইতে হয় না । যে
 ব্যক্তি এই অব্যয় পরম জ্ঞানে জ্ঞানী হয়
 তা, সংসারে পুনরায় তাহাকে আসিতে হয় ।
 বলা বাহুল্য, যথাযথ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে
 তাহাকে ভবপ্রবাহে পতিত হইতে হয়
 না । হে মুনিগণ! এ পরম নিঃশ্রেয়স-

হিরণ্যগর্ভাদৃশিণা বসিষ্ঠেন সমাহৃতম্ ।
 বসিষ্ঠাদৃশিশার্দ্দুলো নারদোহবাণ্ডবানিহম্ ॥৪৫
 নারদাধিদিতং মহ্যমেতদ্বক্তাঃ সনাতনম্ ।
 মা শুচধ্বং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শ্রুতৈবতৎপরমং পদম্ ॥৪৬
 যেন করাকরে ভিরে ন ভয়ং তস্ত বিদ্যাতে ।
 বিদ্যাতে তু ভয়ং যস্ত যো নৈনং বেত্তি তত্বতঃ
 অবিজ্ঞানাত মুঢ়াত্মা পুনঃপুনরুপজীবান্ ।
 প্রেত্য জাতিসংশ্রাণি মরণান্তান্মুপাশ্রুতে ॥৪৮
 দেবলোকঃ তথা তিৰ্য্যাক্চান্দ্রম্যপি চান্মুতে ।
 যদি বা মুচ্যতে বাপি তস্মাদজ্ঞানসাগরাৎ ॥৪৯
 অজ্ঞানসাগরে ঘোরে হব্যক্তাগাধ উচ্যতে ।
 অহস্তহনি মজ্জন্তি যত্র ভূতানি ভো দ্বিজাঃ ॥৫০
 তস্মাদগাধাদব্যক্তারূপকৌণং সনাতনাৎ ।
 তস্মাদ্যুয়ং বিরজকা বিতমস্কাচ ভো দ্বিজাঃ

সকর জ্ঞানসদ্বন্ধে পূর্বে আমি দেব ও
 ঋষিগণের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম,
 আপনাদের নিকট সেইরূপই ব্যাখ্যা
 করিলাম । হিরণ্যগর্ভ হইতে বশিষ্ঠ ঋষি
 এবং বশিষ্ঠ হইতে ঋষিবর নারদ, এই তত্ত্ব
 প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; নারদ এই সনাতন
 তত্ত্ব আমার নিকট প্রকাশ করেন; আমি
 তাঁহারই উপদেশে ইহা জানিতে পারিয়াছি ।
 হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই পরম পদের বিষয়
 শ্রবণ করিয়া আপনারা আর শোক প্রাপ্ত
 হইবেন না । যিনি কর ও অকরকে অভিন্ন
 বলিয়া বিদিত করেন, তাঁহার আর কোনই ভয়
 নাই; কিন্তু যিনি এই তত্ত্ব জানেন না, তাঁহার
 ভয় সর্বত্রই বিদ্যমান । মুঢ় নর অজ্ঞানবশতঃ
 পুনঃপুনঃ নানা উপদ্রব প্রাপ্ত হইয়া সহস্র
 সহস্র জনন-মরণ ভোগ করিতে থাকে ।
 তথাবিধ নর কখন পুণ্যবলে দেবলোকে
 গমন করে এবং কখন তিৰ্য্যক্জাতি বা
 মনুষ্য হইয়া থাকে । পরন্তু যিনি
 কখন অজ্ঞানসাগর হইতে সমুদীর্ণ হয়,
 তবেই তাহার মুক্তি লাভ ঘটে । হে দ্বিজ-
 গণ! ভূতগণ দিন দিন অগাধ অনন্ত অজ্ঞান-
 সাগরেই নিমগ্ন হইতেছে । আপনাদের

এবং যয়া মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সারাং সারতরং পরম্ ।
কথিতং পরমং মোক্ষং যং জ্ঞাত্বা ন নিবর্ততে ॥
ন নাস্তিকায় দাতব্যং নাভক্তায় কদাচন ।
ন হৃষ্টমতয়ে বিপ্রা ন শ্রদ্ধাবিমুখায় চ ॥ ৫৩
ইতি ত্রীরাশ্বে বাসিষ্ঠকরালজনকসংবাদসমাপ্তি-
র্নাম পঞ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥

ষট্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

এবং পুরা মুনৌ ব্যাসঃ পুরাণং ঋকুয়া গিরা ।
দশাষ্টদোষরহিতৈর্বাক্যৈঃ সারতরৈর্দ্বিজাঃ ॥ ১
পূর্ণমস্তমলৈঃ শুদ্ধৈর্নানাশাস্ত্রসমুচ্চয়ৈঃ ।
জাতিভুক্তসমায়ুক্তং সাধুশ্রদ্ধোপশোভিতম্ ॥২
সাধ্যোপেক্ষোক্তিসিদ্ধান্তপরিনিষ্ঠাসমধিতম্ ।
শ্রাবয়িত্বা যথাস্ত্রায়ং বিররাম মহামতিঃ ॥ ৩
তেহপি শ্রদ্ধা মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পুরাণং বেদসাম্যতম্ ।
আত্মং ব্রাহ্মভিধানঞ্চ সর্ববাহ্যফলপ্রদম্ ॥ ৪

অজ্ঞানমুক্ত হইয়া সম্প্রতি বিরজস্ব ৬
বিতমস্ব হইয়াছেন । হে মুনিবরগণ ! আমি
এই সারাৎসার পরমোত্তম মোক্ষতত্ত্ব প্রকাশ
করিয়া কহিলাম, ইহা জানিয়া মানুষ আর
সংসারে পতিত হয় না ; অতএব আবার
বলি,—নাস্তিক, অভক্ত, হৃষ্টচিত্ত বা শ্রদ্ধাহীন
ব্যক্তিকে ইহা কদাচ প্রদেয় নহে ॥২—৫৩।
পঞ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষট্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে দ্বিজগণ ! মহা-
মতি বেদব্যাংস পুরাকালে এইরূপে মুনিগণকে
মধুর বাক্যে যথাবিধি পুরাণপ্রবন্ধ শ্রবণ
করাইয়া বিরত হইলেন । এই পুরাণপ্রস্তাবে
তিনি যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, তৎ-
সমস্তই নির্দোষ, নির্মল, সারস্বত, বিশুদ্ধ,
বিবিধ সাধু শব্দে সুশোভিত, জাতিভুক্ত ও

হৃষ্টা বভূবুঃ সুপ্রীতা বিস্মিতাশ্চ পুনঃ পুনঃ ।
প্রশংসাসুস্তদা ব্যাসঃ কৃষ্ণদৈবপায়নঃ মুনিম্ ॥
মুনয় উচুঃ ।

উক্তং যয়া মুনিশ্রেষ্ঠ পুরাণং ঋতিসাম্যতম্ ।
সর্গাতিপ্রেতকলদং সর্বপাপহরং পরম্ ॥ ৬
যথা শ্রুতং তথাস্মাভির্বিচিত্রপদমক্ষরম্ ।
ন তেহস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎ লোকেষু বৈ
প্রভো ॥ ৭

সর্বজ্ঞস্বং মহাভাগ দেবোষিব বৃহস্পতিঃ ।
নমস্তামো মহাপ্রাজ্ঞং ব্রহ্মিষ্ঠং ত্বাং মহামুনিম্ ।
যেন ত্বয়া তু বেদার্থা ভারতে প্রকটীকৃত্যঃ ।
কঃ শক্নোতি গুণান বক্তুং তব সর্গান মহামুনে
অধীত্য চতুরো বেদান্ সাক্ষান্ ব্যাকরণানি চ
কৃতবান্ ভারতং শাস্ত্রং তস্মৈ জ্ঞানাম্বনে নমঃ
নমোহস্ত তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র ।

নানা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ । মুনিশ্রেষ্ঠগণ
সেই সর্ববাহ্য-ফলপ্রদ বেদ-তুল্য ব্রহ্মাখ্য
আত্মপুরাণ শ্রবণ করিয়া অতীব প্রীত হইলেন
এবং বিস্মিত হইয়া তৎকালে কৃষ্ণদৈবপায়ন
ব্যাসমুনিকে বারম্বার প্রশংসা করিতে
লাগিলেন । মুনিগণ কহিলেন,—হে মুনিবর !
আপনি সর্গাভীষ্টকলপ্রদ, সর্ব পাপহর,
ঋতিপ্রতিম, পরম পুরাণ কীর্তন করিলেন ;
আমরা এই বিচিত্র পদ-সম্পন্ন পুরাণপ্রবন্ধ
আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম । বুঝিলাম,—
হে প্রভো । জৈলোক্যে আপনার অবিদিত
কিছুই নাই । হে মহাভাগ ! দেবসমাজে
বৃহস্পতির স্তায় আপনি সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ।
আপনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, মহাপ্রাজ্ঞ, মহামুনি ; আপ-
নাকে আমরা অভিবাদন করি । আপনি
ভারতে বেদার্থ সকল প্রকটিত করিয়াছেন ।
হে মহামুনে ! কে আপনার সমস্ত গুণ প্রকাশ
করিয়া বলিতে পারে ? আপনি সমস্ত ব্যাক-
রণ ও সাক্ষ বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া
ভারত-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । আপনি
জ্ঞানাত্মা, আপনাকে নমস্কার ॥১—২০। হে প্রফুল্ল

যেন ত্বয়া ভারত-তৈল-পূর্ণঃ

প্রজালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ১১

অজ্ঞানতিমিরাক্রান্তাং ভ্রামিতানাং কুদৃষ্টিভিঃ ।

জ্ঞানাজনশলাকেন ত্বয়া চৌর্যলিতা দৃশঃ ॥ ১২

এবমুকা সমভ্যর্চ্য ব্যাসস্তে চৈব পূজিতাঃ ।

জঘূর্ধ্বাগতঃ সর্বৈ কৃতকৃত্যঃ স্বমাপ্রমম্ ॥ ১৩

তথা যয়া মুনিশ্রেষ্ঠা কথিতং হি সনাতনম্ ।

পুরাণং সূমহাপুণ্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৪

যথা ভবতিঃ পৃষ্ঠোহহং সম্প্রায়ঃ দ্বিজসন্তমাঃ ।

ব্যাসপ্রসাদান্তঃ সর্বং যয়া সম্পরিকীর্ণিতম্ ॥ ১৫

ইদং গৃহস্থৈঃ শ্রোতব্যং যতিভির্ব্রহ্মচারিভিঃ ।

ধর্মসৌখ্যপ্রদং নৃণাং পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥ ১৬

তথা ব্রহ্মপট্টৈরবিপ্রব্রজ্ঞাণ্যৈর্দ্যৈঃ সুসংযতৈঃ ।

শ্রোতব্যং সুপ্রযত্নেন সম্যক্শ্রেয়োভিকাজ্জতিঃ

প্রাপ্নোতি ব্রাহ্মণো বিদ্যাং কত্রিয়ো বিজয়ং রণে

বৈশ্রাষ্ট্য ধনমক্ষম্যঃ শূদ্রঃ সূখমবাগ্নুযাৎ ॥ ১৮

যং যং কামমভিধ্যায়ন শৃণোতি পুরুষঃ শুচিঃ ।

তং তং কামমবাপ্নোতি নরো নান্ত্যত্র সংশয়ঃ

পুরাণং বৈকুণ্ঠং স্নেহতৎসর্বকিঞ্চিদনাশনম্ ।

বিশিষ্টং সর্বশাস্ত্রেভ্যঃ পুরুষার্থোপপাদকম্ ॥ ২০

এতন্মোহময়ং যদবাধাতং পুরাণং বেদসম্মিতম্ ।

ঐতেহস্মিন সর্বদোষোখঃ পাপরাশিঃ প্রণশ্ণতি

প্রয়াগে পুরুষে চৈব কুরুক্ষেত্রে তথার্কুদে ।

উপোষ্য যদবাপ্নোতি তদস্তা অবণায়রঃ ॥ ২২

যদগ্নিহোত্রে স্নুহতে বর্ষে নাপ্নোতি বৈ কলম্ ।

মহাপুণ্যময়ং বিপ্রাস্তদস্তা অবণাৎ সফলং ॥ ২৩

যদগ্ন্যষ্টশুক্লদ্বাদশ্যং স্নাত্বা বৈ যমুনাজলে ।

মধুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পুরুষঃ কলম্ ॥

তদাপ্নোতি ফলং সম্যক্ সমাধানেন কীর্তন্যং ॥

পুরাণেহস্তা হিতো বিপ্রাঃ কেশবার্পিতমানসঃ ।

পদ্মপলাশ-নয়ন ! বিশালবুদ্ধি বেদব্যাস ।

আপনাকে আমরা নমস্কার করি । আপনি

ভারত-তৈল-পূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজালিত

করিয়াছেন । জ্ঞানরূপ অঞ্জল-শলাকা দ্বারা

আপনি অজ্ঞান-তিমিরাক্র, কুদর্শনে ভ্রামিত

মানবদিগের নয়ন উন্মূলিত করিয়াছেন ।

সেই মুনিগণ এই বলিয়া ব্যাস-মুনিকে পূজা

করিয়া এবং নিজেরাও পূজিত ও কৃতকৃত্য

হইয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান করিলেন । হে

মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! ব্যাসমুনি যেমন মুনিগণের

নিকট এই মহাপুণ্যজনক সনাতন মহা-

পুরাণ বলিয়াছিলেন, আমিও তেমনি

আপনার কাছে এই পাপহর পুরাণ বলি-

লাম । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! আমার নিকট

আপনার মেরু প্রদত্ত করিয়াছিলেন, ব্যাস-

প্রসাদে ভগবতাই আমি कहিলাম । গৃহস্থ,

যতি এবং ব্রহ্মচারী সকলেরই এই পুরাণ

অমূল্য বস্তু কর্তব্য । এই পবিত্র পাপহর

পুরাণ ধর্ম এবং সুখসম্পত্তি-জনক । ব্রহ্ম-

নিষ্ঠ, ক্রমবধি ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণই পরম

মহত্বকরমাত্র সত্যি যতই পঠিত এই পুরাণ

অবণ করিবেন । এই পুরাণ অবণে ব্রাহ্মণ

বিভা, কত্রিয় রণজয়, বৈশ্রাষ্ট্য অক্ষয় ধন, এবং

শূদ্র সূখসম্পদ প্রাপ্ত হইতে পারে । পুরুষ

পবিত্র হইয়া যে যে কামনা এই পুরাণ অবণ

করে, নিঃসন্দেহ তাহার সেই সেই কামনা

করায়ত্ত হইয়া থাকে । এই বৈকুণ্ঠপুরাণ

সর্ব-কিঞ্চিদ-হর ; সর্ব শাস্ত্রাপেক্ষা বিশিষ্ট

এবং পুরুষার্থ ফলের উপপাদক । ১১—২০ ।

আমি আপনাদিগকে এই যে বেদপ্রতিম

পুরাণপ্রবন্ধ कहিলাম, ইহা অবণে সর্বদোষ-

জাত পাপরাশি প্রনষ্ট হয় । প্রয়াগে, পুরুষে,

কুরুক্ষেত্রে কিবা অর্কুদে উপবাস করিয়া যে

কল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই পুরাণ অবণে নয়

সেই কল অনায়াসেই প্রাপ্ত হয় । একবর্ষ

যাবৎ অগ্নিহোত্রে সম্যক্ আহুতি দান

করিলে যে কল পাওয়া না যায়, হে বিপ্রগণ !

এই পুরাণ একবার মাত্র অবণেই সেই মহা-

পুণ্য কল লাভ হইয়া থাকে । পুরুষ

যদিও ব্রহ্মচারী বাহনী দিনে যমুনাজলে

স্নান করিয়া মধুরাশ্রমে বসি সন্দর্শন করিলে

যে কল প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ হইয়া এই পুরাণ

